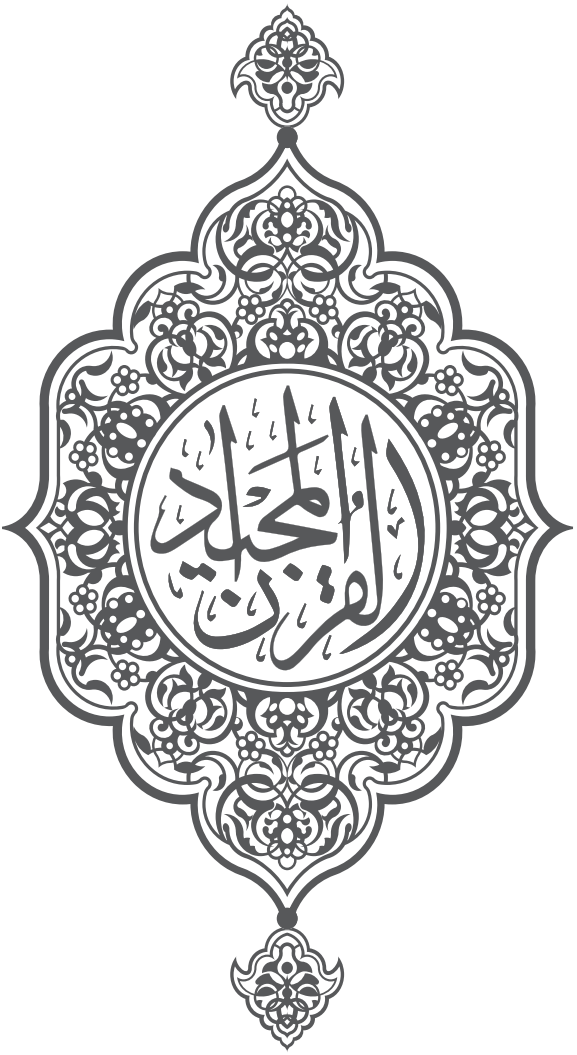
القرآن المجيد

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

কুরআন মজীদ

(বাংলা অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা)

নিখিল-বিশ্ব আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের চতুর্থ খলীফা
হযরত মির্যা তাহের আহ্‌মদ (আইঃ)-এর
পৃষ্ঠপোষকতায় প্রকাশিত

প্রকাশনায় ঃ
নাযারত নশর ও এশায়াত,কাদিয়ান

কুরআন মজীদ

(বাংলা অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা)

প্রকাশকাল :

প্রথম প্রকাশ	ঃ	জুন ১৯৮৯ বাংলাদেশ
পুনর্মুদ্রন	ঃ	ফেব্রুয়ারী ১৯৯২ বাংলাদেশ
প্রতিলিপি	ঃ	মে ২০১৮ বাংলাদেশ
প্রতিলিপি	ঃ	মে ২০১৯ ভারত
প্রতিলিপি	ঃ	ডিসেম্বর,২০২১ ভারত
সম্পাদনায়	ঃ	বাংলা ডেস্ক, ভারত
সংখ্যা	ঃ	১০০০
প্রকাশক	ঃ	নাযারত নশর ও এশায়াত, সদর আঞ্জুমান আহ্‌মদীয়া, কাদিয়ান-১৪৩৫১৬, গুরদাসপুর, পাঞ্জাব
মূদ্রণে	ঃ	ফজল-এ-ওমর প্রিন্টিং প্রেস, কাদিয়ান, গুরদাসপুর, পাঞ্জাব

THE HOLY QUR'AN

(Bengali Translation with short commentary)

1st Edition	**:**	**June 1989 (Bangladesh)**
Revised Edition	**:**	**February 1992 (Bangladesh)**
Reprint	**:**	**May 2018 (Bangladesh)**
Reprint	**:**	**May 2019 India**
Present Edition Reprint in India: December, 2021		
Edited By	**:**	**Bangla Desk, India**
Copies	**:**	**1000**
Published by	**:**	**Nazarat Nashr-o-Ishaat, Sadr Anjuman Ahmadiyya, Qadian-143516, Gurdaspur, Punjab**
Printed at	**:**	**Fazle Umar Printing Press, Qadian-143516, Gurdaspur, Punjab**

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

প্রকাশকের কথা

আহ্‌মদীয়া মুসলিম শতবার্ষিকীর অবিস্মরণীয় নিবেদন "পবিত্র কুরআন মজীদ বাংলা অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা" সর্বপ্রথম ১৯৯২ সালে বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। এর প্রতিলিপি জনাব ইনচার্য সাহেব বাংলা ডেস্ক লন্ডন থেকে আমরা পাই। তাঁর সম্পূর্ণ দায়িত্বে মূল প্রতিলিপিকে একেবারে অবিকৃত রেখে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ খামেস (আই:)-এর অনুমোদনে পুনরায় কাদিয়ান থেকে প্রকাশ করা হ'ল।

ডিসেম্বর ২০২১
কাদিয়ান

নাযির
নাযারত নশর ও এশায়াত

সূচীপত্র

			পৃষ্ঠা
মুখবন্ধ		... ...	(ছ)
পুস্তক নির্ঘন্ট		... ...	(ণ)
বিরতির চিহ্নসমূহ		... ...	(প)
পারা	সূরা নম্বর ও নাম		
১	১ আল্ ফাতেহা	... ...	১
”	২ আল্ বাকারা	... ...	৯
৩	৩ আ লে ইম্‌রান	... ...	১১৪
৪	৪ আন্ নিসা	... ...	১৭৩
৬	৫ আল্ মায়েদা	... ...	২২৬
৭	৬ আল্ আন্‌'আম	... ...	২৬২
৮	৭ আল্ আ'রাফ	... ...	৩০৫
৯	৮ আল্ আন্‌ফাল	... ...	৩৫৫
১০	৯ আত্ তাওবা	... ...	৩৭৬
১১	১০ ইউনুস	... ...	৪০৬
”	১১ হূদ	... ...	৪৩০
১২	১২ ইউসুফ	... ...	৪৫৯
১৩	১৩ আর্ রা'দ	... ...	৪৮৩
”	১৪ ইব্‌রাহীম	... ...	৪৯৬
১৪	১৫ আল্ হিজ্‌র	... ...	৫০৮
”	১৬ আন্ নাহ্‌ল	... ...	৫২৪
১৫	১৭ বনী ইসরাঈল	... ...	৫৫১
”	১৮ আল্ কাহ্‌ফ	... ...	৫৭৮
১৬	১৯ মার্‌ইয়াম	... ...	৬০৮
”	২০ তাহা	... ...	৬৩২
১৭	২১ আল্ আম্বিয়া	... ...	৬৫৭
”	২২ আল্ হাজ্জ	... ...	৬৮০
১৮	২৩ আল্ মো'মেনূন	... ...	৭০১
”	২৪ আন্ নূর	... ...	৭২০
”	২৫ আল্ ফুরকান	... ...	৭৪২
১৯	২৬ আশ্ শো'আরা	... ...	৭৫৭
”	২৭ আন্ নাম্‌ল	... ...	৭৮১
২০	২৮ আল্ কাসাস	... ...	৮০১
”	২৯ আল্ 'আন্‌কাবূত	... ...	৮২১

পারা	সূরা নম্বর ও নাম		পৃষ্ঠা
২১	৩০	আর্ রূম	৮৩৫
”	৩১	লুক্‌মান	৮৪৮
”	৩২	আস্ সাজ্‌দা	৮৫৬
”	৩৩	আল্ আহ্‌যাব	৮৬২
২২	৩৪	সাবা	৮৮৫
”	৩৫	আল্ ফাতের	৮৯৮
”	৩৬	ইয়াসীন	৯০৮
২৩	৩৭	আস্ সাফ্‌ফাত	৯২১
”	৩৮	সাদ	৯৪০
”	৩৯	আয্ যুমার	৯৫৪
২৪	৪০	আল্ মো'মেন	৯৬৮
”	৪১	হা মীম্ আস্ সাজ্‌দা	৯৮৫
২৫	৪২	আশ্ শূরা	৯৯৬
”	৪৩	আয্ যুখ্‌রুফ	১০০৯
”	৪৪	আদ্ দুখান	১০২২
”	৪৫	আল্ জাসিয়া	১০২৯
২৬	৪৬	আল্ আহ্‌কাফ	১০৩৬
”	৪৭	মুহাম্মাদ	১০৪৫
”	৪৮	আল্ ফাত্‌হ	১০৫৪
”	৪৯	আল্ হুজুরাত	১০৬৫
”	৫০	কাফ	১০৭১
”	৫১	আয্ যারিয়াত	১০৭৯
২৭	৫২	আত্ তূর	১০৮৭
”	৫৩	আন্ নাজ্‌ম	১০৯৫
”	৫৪	আল্ কামার	১১০৫
”	৫৫	আর্ রাহ্‌মান	১১১৪
”	৫৬	আল্ ওয়াকে'আ	১১২৫
”	৫৭	আল্ হাদীদ	১১৩৫
২৮	৫৮	আল্ মুজাদেলা	১১৪৪
”	৫৯	আল্ হাশ্‌র	১১৫১
”	৬০	আল্ মুম্‌তাহানা	১১৫৮
”	৬১	আস্ সাফ্‌ফ	১১৬৪
”	৬২	আল্ জুমু'আ	১১৬৯
”	৬৩	আল্ মোনাফেকূন	১১৭৩
”	৬৪	আত্ তাগাবুন	১১৭৭
”	৬৫	আত্ তালাক	১১৮২
”	৬৬	আত্ তাহ্‌রীম	১১৮৭

পারা	সূরা নম্বর ও নাম		পৃষ্ঠা
২৯	৬৭	আল্ মুল্ক	১১৯৩
”	৬৮	আল্ কালাম	১১৯৯
”	৬৯	আল্ হাক্কা	১২০৬
”	৭০	আল্ মা'আরেজ	১২১৩
”	৭১	নূহ	১২১৯
”	৭২	আল্ জিন্	১২২৪
”	৭৩	আল্ মুয্যাম্মেল	১২৩০
”	৭৪	আল্ মুদ্দাস্সের	১২৩৫
”	৭৫	আল্ কিয়ামা	১২৪২
”	৭৬	আদ্ দাহ্র	১২৪৮
”	৭৭	আল্ মুরসালাত	১২৫৪
৩০	৭৮	আন্ নাবা	১২৬০
”	৭৯	আন্ নাযে'আত	১২৬৫
”	৮০	'আবাসা	১২৭১
”	৮১	আত্ তাক্ভীর	১২৭৬
”	৮২	আল্ ইন্ফিতার	১২৮১
”	৮৩	আল্ মুতাফ্ফেফীন	১২৮৪
”	৮৪	আল্ ইন্শিকাক্	১২৮৯
”	৮৫	আল্ বুরূজ	১২৯৩
”	৮৬	আত্ তারেক	১২৯৭
”	৮৭	আল্ আ'লা	১৩০০
”	৮৮	আল্ গাশিয়া	১৩০৪
”	৮৯	আল্ ফাজর	১৩০৮
”	৯০	আল্ বালাদ	১৩১৩
”	৯১	আশ্ শাম্স	১৩১৭
”	৯২	আল্ লায়ল	১৩২১
”	৯৩	আয্ যোহা	১৩২৫
”	৯৪	আল্ ইন্শিরাহ্	১৩২৮
”	৯৫	আত্ তীন	১৩৩১
”	৯৬	আল্ 'আলাক	১৩৩৪
”	৯৭	আল্ কাদ্র	১৩৩৭
”	৯৮	আল্ বাইয়্যেনাহ্	১৩৪০
”	৯৯	আয্ যিল্যাল	১৩৪৩
”	১০০	আল্ 'আদিয়াত	১৩৪৬
”	১০১	আল্ কারে'আ	১৩৪৯
”	১০২	আত্ তাকাসুর	১৩৫২
”	১০৩	আল্ 'আস্র	১৩৫৫

পারা	সূরা নম্বর ও নাম		পৃষ্ঠা
৩০	১০৪	আল্ হোমাযা	১৩৫৭
"	১০৫	আল্ ফীল	১৩৬০
"	১০৬	আল্ কুরায়শ	১৩৬২
"	১০৭	আল্ মা'উন	১৩৬৫
"	১০৮	আল্ কাওসার	১৩৬৭
"	১০৯	আল্ কাফেরূন	১৩৭০
"	১১০	আন্ নাস্র	১৩৭৩
"	১১১	আল্ লাহাব	১৩৭৫
"	১১২	আল্ ইখ্লাস	১৩৭৮
"	১১৩	আল্ ফালাক	১৩৮১
"	১১৪	আন্ নাস	১৩৮৩

কুরআন-পাঠ সমাপ্তির দোয়া	১৩৮৬
শব্দপঞ্জী	১৩৮৭
বিষয়-নির্দেশিকা	১৩৯৯

মুখবন্ধ

'কুরআন মজীদ' মুসলমানদের ধর্মগ্রন্থ । এই পবিত্র গ্রন্থের প্রতিটি শব্দ আরবী ভাষায় অবতীর্ণ করিয়াছেন আল্লাহ্‌তা'লা তাঁহার বান্দা ও রসূল হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া আলেহি ওয়া সাল্লামের প্রতি প্রায় চৌদ্দশত বৎসর পূর্বে । কুরআন শরীফ অবতীর্ণ হওয়া শুরু হয় ৬১০ খৃষ্টাব্দে, তখন রসূলে পাক (সাঃ)-এর বয়স ছিল ৪০ বৎসর এবং ইহা অবতীর্ণ হইয়াছিল অন্যূন ২৩ বৎসর কাল ধরিয়া । যদিও আরবদেশে লেখাপড়ার চর্চা খুব একটা ছিল না তথাপি,কুরআন শরীফ লিখিয়া রাখিবার কাজ প্রাথমিক কাল হইতেই সম্পাদিত হইয়া আসিতেছিল। এই কাজের জন্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তিকে নিয়োজিত করা হইয়াছিল, তন্মধ্যে প্রধান ছিলেন ঃ

> হযরত আবুবকর সিদ্দীক, হযরত আলী, হযরত যায়েদ বিন সাবেত এবং হযরত যুবায়ের ইব্‌নে আওয়াম (রাযি আল্লাহ্‌তা'লা আনহুম)।

ইহা ছাড়া, হযরত রসূলে পাক (সাঃ)-এর সাহাবীগণের অনেকেই কুরআন শরীফ যেভাবে নাযেল হইত ঠিক সেইভাবেই মুখস্ত করিয়া রাখিতেন । সাহিত্যকর্মের বড় বড় গ্রন্থ মুখস্থ করিয়া রাখা আরবদের কাছে কোন নূতন ব্যাপার ছিল না । বরং তাহারা তাহাদের অসাধারণ স্মরণশক্তির জন্য গর্ববোধ করিত এবং ইহাতে তাহাদের সমকক্ষ কেহই ছিল না । বস্তুতঃ তাহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও বিভিন্ন আরব কবির রচিত লক্ষাধিক শ্লোক মুখস্থ ছিল বলিয়া জানা যায় । কাজেই, কুরআন করীম সংরক্ষিত রাখার ব্যাপারে দুই প্রকারের ব্যবস্থাই কার্যকর ছিল প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত । ফলে, পবিত্র কুরআন সম্পূর্ণরূপে অপরিবর্তিত ও অবিকৃত অবস্থায় বিদ্যমান রহিয়াছে । ইহার বিপক্ষে চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালাইয়াছিলেন পাশ্চাত্যের বহু পণ্ডিত । কিন্তু পরিণামে তাহারা সকলেই ব্যর্থকাম হইয়াছেন । সমালোচনার সমস্ত শাণিত অস্ত্র ব্যবহার করার পরেও তাহাদিগকে ইহা স্বীকার করিয়া লইতে হইয়াছে যে, পবিত্র কুরআনকে আজ আমরা যেরূপে পাই, ইহা ঠিক সেইরূপেই রসূলে পাক (সাঃ)-এর সাহাবীগণ তাঁহার নিকট হইতে আল্লাহ্‌র বাণীরূপে পাইয়াছিলেন ।

স্যার উইলিয়াম মূইর তাহার রচিত 'লাইফ অফ্ মাহোমেট' পুস্তকের (লণ্ডন, ১৯১২) ১ম খণ্ডে, ২২-২৩ পৃষ্ঠাতে লিখিয়াছেন ঃ

> Contending and embittered factions, taking their rise in the murder of Othman himself within a quarter of a century of the death of Mahomet, have ever since rent the Mahometan world. Yet, but one Coran has been current amongst them; and the consentaneous use by them all in every age up to the present day of the same Scripture, is an irrefragable proof that we now have before us the very text prepared by command of the unfortunate Caliph. There is probably in the world no other work which has remained twelve centuries in so pure a text. (Life of Mahomet)
>
> অর্থঃ এক শতাব্দীর চতুর্থাংশ সময় অতিবাহিত হইতে না হইতেই উসমানের হত্যাকাণ্ড হইতে উদ্ভূত পরস্পরবিরোধী ও বিদ্বেষপরায়ণ বিভিন্ন দলে-উপদলে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল

'মুহামেডান' জগত । কিন্তু তথাপি, একই কুরআন প্রচলিত ছিল তাহাদের সকলের মধ্যে । তাহাদের সকলের দ্বারা সকল যুগে অদ্যাবধি একই ধর্মগ্রন্থ ব্যবহৃত হইয়া আসাটাই একটা অখণ্ডনীয় প্রমাণ যে, আজ আমাদের সম্মুখে কুরআনের সেই একই পাঠ (টেক্সট) বিরাজমান রহিয়াছে যাহা বিন্যস্ত করা হইয়াছিল সেই হতভাগ্য খলীফার হুকুমে । সম্ভবতঃ পৃথিবীর বুকে এরূপ আর একটিও রচনা নাই যাহার টেক্সট বিগত বার শতাব্দী কাল ধরিয়া এইরূপ অকৃত্রিম রহিয়াছে ।

ই. এম. হুয়েরী তাহার 'এ কম্প্রিহেন্সিভ কমেন্টারী অব দি কুরআন' (লণ্ডন, ১৮৯৬) গ্রন্থের, ১ম খণ্ডের ৩৪৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ঃ

> The text of the Qur'an is the purest of all works of a like antiquity. (A Comprehensive Commentary of the Qur'an)
>
> অর্থঃ কুরআনের টেক্সট অপরাপর প্রাচীন ধর্ম গ্রন্থসমূহের মধ্যে সম্পূর্ণ অবিকৃতরূপে বিদ্যমান আছে ।

লেন পুল তাহার 'সিলেকশান্স ফ্রম দি কুরআন' (টার্ণবার, লণ্ডন, ১৮৭৯, ভূমিকা, পৃঃ সি) গ্রন্থে লিখিয়াছেন ঃ

> It is an immense merit in the Kuran that there is no doubt as to its genuineness... That very word we can now read with full confidence that it has remained unchanged through nearly thirteen hundred years. (Selections from the Kuran)
>
> অর্থঃ কুরআনের একটি অপরিসীম ঔৎকর্ষ হইতেছে যে, ইহার সঠিকত্ব সম্বন্ধে সন্দেহের কোনও অবকাশ নাই।------ আমরা সেই একই শব্দ এখনও পূর্ণ আস্থা লইয়া পাঠ করিতে পারি যে, উহা বিগত প্রায় তের শতাব্দীকাল ধরিয়া অপরিবর্তিত রহিয়াছে ।

বসওয়ার্থ সিম্থ তাহার 'মুহাম্মদ এণ্ড মুহাম্মাদানিজ্‌ম' গ্রন্থের (লণ্ডন, ১৮৭৪) ২২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ঃ

> In the Kuran we have beyond all reasonable doubt the exact words of Mohammad, without substraction and without addition. (Mohammad and Mohammedanism)
>
> অর্থঃ কুরআনে, সম্ভাব্য সকল প্রকার সন্দেহের ঊর্ধ্বে, কোন সংযোজন অথবা বিয়োজন ছাড়াই, মুহাম্মদের সেই হুবহু শব্দসমূহই বিধৃত রহিয়াছে ।

পরিশেষে, আমরা প্রফেসর টি ডব্লিউ. আরনল্ডের একটি উদ্ধৃতি দিতে চাই । তিনি তাহার 'ইসলামিক ফেইথ' (লণ্ডন) পুস্তকে (পৃঃ, ৯) লিখিয়াছেন ঃ

> The text of this recension substantially corresponds to the actual utterances of Muhammad himself. (Islamic Faith)
>
> অর্থঃ এই সতর্ক গ্রন্থিত 'টেক্সট' হুবহু ঠিক তাহাই যাহা মুহাম্মদেরই মূল উচ্চারণ।

যদিও এই অলৌকিক গ্রন্থের প্রধান প্রধান সকল বৈশিষ্ট্যের আলোচনা করা সম্ভব নয়, তবু যেসব পাঠকের ইসলাম সম্পর্কিত জ্ঞান খুব সামান্য তাহাদের জন্য কয়েকটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বিষয়ের প্রতি আলোকপাত করা, বোধ করি, অসমীচীন হইবে না । এই বিষয়গুলি নিম্নরূপঃ

পবিত্র কুরআন শুধু আরবদেরকেই সম্বোধন করে না, বরং সমগ্র মানবজাতিকেই সম্বোধন করে এবং ঘোষণা করে যে, হযরত মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সারা জগতের জন্যই আল্লাহ্‌র প্রেরিত পুরুষ, এবং সেই সঙ্গে এই দাবীও করে যে, ইহাই ঐশী বিধানের সর্বশেষ বাণী এবং মানব জাতির হেদায়াতের বা সৎপথ প্রদর্শনের জন্য পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ ।

পবিত্র কুরআনই একমাত্র ঐশী-গ্রন্থ, যাহা নবুওয়াতের বিষয়টিকে একটি সার্বজনীন বিষয়রূপে স্বীকৃতি দান করিয়াছে এবং বার বার ঘোষণা করিয়াছে যে, এই দুনিয়ার বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মানুষেরা মানবেতিহাসের কোন না কোন সময়ে ঐশী-বাণী লাভ করিয়াছিল । এই ব্যাপারে কুরআন মজীদের ঘোষণা হইতেছেঃ

وَإِنْ مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ۝

অর্থঃ "এমন কোন জাতি নাই যাহার নিকট সতর্ককারী আগমন করে নাই ।" (৩৫ঃ২৫)

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ۖ

অর্থঃ "এবং নিশ্চয় আমরা প্রত্যেক উম্মতের মধ্যে কোন না কোন রসূল পাঠাইয়াছিলাম (এই শিক্ষা দিয়া) যে, তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর এবং পুণ্যের পথে বাধা-সৃষ্টিকারী বিদ্রোহী শয়তান হইতে বাঁচিয়া চল।" (১৬ঃ৩৭)

অতএব, পবিত্র কুরআন এই দাবী প্রত্যাখ্যান করে যে, নবীর আগমন শুধু 'পুরাতন নিয়মে' (তওরাতে) ও 'নতুন নিয়মে' (ইন্‌জীলে) যে সকল নবীর কথা বলা আছে মাত্র তাহাদের ধারাতেই সীমাবদ্ধ রাখা হইয়াছে । এবং ইহার মাধ্যমে কুরআন মজীদ এমন মহামহিমান্বিত সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ্‌র ধারণা তুলিয়া ধরিয়াছে— যিনি ন্যায়বিচারক, পরম দয়াময় ও অতীব দানশীল এবং তাঁহার সকল সৃষ্টি—তাহারা যে কোন গোত্র বা গোষ্ঠী বা জাতির অন্তর্ভুক্ত হউক না কেন— তাহাদের সকলের প্রতি ব্যবহারে তিনি সমান ও অভিন্ন।

এই পবিত্র গ্রন্থে সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে যে বিষয়টির উপরে উহা হইতেছে— আল্লাহ্‌তা'লার একত্ব বা তওহীদ— যাহাকে না করা যায় ভাগ, না করা যায় গুণ। আল্লাহ্‌তা'লা এবং অন্যান্য যাবতীয় অস্তিত্বের মধ্যে পবিত্র কুরআন মাত্র একটি সম্পর্কই স্বীকার করে এবং উহা হইল—স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির সম্পর্ক। অন্য কেহ কোনও ভাবেই আল্লাহ্‌র মর্যাদার অংশীদার নয়; কেহই তাঁহার চিরন্তনত্বের অংশীদার নয় । ত্রিত্ববাদের এবং পুত্রত্বের ধারণাকে কুরআন করীম সরাসরি প্রত্যাখ্যান করিয়াছে । আল্লাহ্‌র না আছে কোন স্ত্রী, না কোন সন্তান ।

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝

অর্থঃ"তুমি বল, তিনিই আল্লাহ্ এক-অদ্বিতীয়। আল্লাহ্ স্বনির্ভর এবং সর্ব নির্ভরস্থল। তিনি কাহাকেও জন্ম দেন না, এবং তাঁহাকেও জন্ম দেওয়া হয় নাই এবং তাঁহার সমতুল্য কেহ নাই।" (১১২ঃ২-৫)।

পবিত্র কুরআন ছয়টি মৌলিক বিশ্বাসের কথা ঘোষণা করে ঃ

(১) আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস

(২) ফিরিশ্‌তাগণের প্রতি বিশ্বাস

(৩) ঐশী কিতাবসমূহের প্রতি বিশ্বাস

(৪) নবী-রসূলগণের প্রতি বিশ্বাস

(৫) পুনরুত্থান ও বিচার-দিবসের প্রতি বিশ্বাস এবং

(৬) আল্লাহ্‌র ভাল-মন্দ সমন্ধে নিয়ম-বিধান— যাহা সকল কিছুকেই বেষ্টন করিয়া আছে তৎপ্রতি বিশ্বাস।

পবিত্র কুরআন 'ঔরস-সূত্রে প্রাপ্ত পাপ'-এর মতবাদ —'doctrine of inherited sin'— প্রত্যাখ্যান করে এবং দাবী করে যে, প্রত্যেকেই জন্মগ্রহণ করে নিষ্পাপ ও পবিত্ররূপে— কোনরূপ আধ্যাত্মিক দূষণীয়তা

ছাড়াই। আল্লাহ্‌তা'লা শুধু ন্যায়বিচারকই নহেন, তিনি পরম দয়াময়, দাতা ও ক্ষমাশীল। তিনি সবকিছুরই মালিক। তিনি যদি চাহেন এবং যখন চাহেন পাপ ক্ষমা করিয়া দিতে পারেন। পাপী তাহার পাপসমূহ যদি অনুতাপের অশ্রু দিয়া ধৌত করিয়া ফেলিতে পারে তাহা হইলে আল্লাহ্‌ তাহার সেই অনুতাপ বা তওবা কবুল করেন।

কুরআন করীমের মতে পরিত্রাণ বা নাজাত প্রতিটি মানুষের অনুতাপের বা তওবার মধ্যে নিহিত, তাহার নিজেকে সংশোধন করিবার সিদ্ধান্তের মধ্যে নিহিত এবং তাহার স্রষ্টার প্রতি সততার সাথে প্রত্যাবর্তনের মধ্যে নিহিত। এইরূপ সিদ্ধান্ত আল্লাহ্‌ যখন কবুল করেন, তখন মানুষ এক নবজন্ম লাভ করে, অতীতে সে যে কোন পাপই করিয়া থাকুক না কেন।

কুরআন করীম যীশু-খৃষ্টের তথা হযরত ঈসা (আঃ)-এর যে মর্যাদা দান করিয়াছে উহা হইল— এক অতি সম্মানিত নবীর মর্যাদা। পবিত্র কুরআন এই ধারণা প্রত্যাখ্যান করে যে, যীশু-খৃষ্ট খোদার পুত্র ছিলেন এবং তিনি মানব জাতির পরিত্রাণের জন্যে ক্রুশে বিদ্ধ হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন। কুরআন মজীদ ইহুদী ও খৃষ্টানদের এই দাবীও সরাসরি নাকচ করে যে, যীশু ক্রুশে বিদ্ধ অবস্থাতেই প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন। কুরআন শরীফের মতে হযরত ঈসা (আঃ)-এর শত্রুরা তাঁহাকে ক্রুশে বিদ্ধ করিয়া হত্যা করিতে ব্যর্থ হইয়াছে। যখন তাঁহাকে ক্রুশ হইতে নামানো হইয়াছিল তখন তিনি মৃতবৎ অজ্ঞান অবস্থায় ছিলেন। সুতরাং ক্রুশের উপরেই তাঁহার মৃত্যু হওয়ার স্বপক্ষে যেসব ধারণা ও সংশয়ের সৃষ্টি হইয়াছিল উহা সবই বাতিল প্রমাণিত করিয়াছে কুরআন করীম। এই ব্যাপারে তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হইল, ক্রুশের ঘটনার পরপরই গভর্নর পন্টিয়াস পীলাতের নিকট ইহুদীরা এই আবেদন জানাইয়া ছিল যে, যীশুর দেহ যেন তাহাদেরই হস্তে সমর্পণ করা হয়। তাহারা পীলাতের নিকট এই আশঙ্কা অত্যন্ত পরিষ্কার ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছিল যে, যীশু তাহার ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার পর বাঁচিয়া যাইতে পারে এবং ঘোষণা করিতে পারে যে, সে মৃত অবস্থা হইতে জীবিত হইয়া উঠিয়াছে।

কুরআন মজীদ ঈসা (আঃ)-এর কুমারী মাতার গর্ভে জন্মগ্রহণ করার বিষয়টিকে সত্য সাব্যস্ত করে এবং মরিয়মের পবিত্রতার বিরুদ্ধে উত্থাপিত যাবতীয় অভিযোগ খণ্ডন করে।

সকল ধর্মীয় গ্রন্থসমূহের মধ্যে পবিত্র কুরআন অন্য আর সব ধর্মের প্রতি এক অনন্য দৃষ্টিভংগী পোষণ করে। ইহা কেবল বাইবেলে বর্ণিত নবীগণেরই স্বীকৃতি দান করে না বরং মুসলমানদিগকে এই আদেশ দান করে যে, প্রত্যেক নবী— তিনি দেশকাল ভেদে যেখানেই আবির্ভূত হইয়া থাকুন না কেন— তাঁহার উপরে বিশ্বাস আনা ঈমানের একটি মৌলিক শর্ত।

فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ ۝

অর্থঃ "যাহার মধ্যে স্থায়ী আদেশাবলী সন্নিবেশিত আছে" (৯৮ঃ৪)।

কুরআন মজীদের মতে সকল ধর্মের কেন্দ্রীয় শিক্ষা মূলতঃ একই ছিল, অর্থাৎ এক আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনা, পূর্ণ সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁহার ইবাদত করা এবং তাঁহার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে সৎপথে জীবন অতিবাহিত করা।

তবে, এই সব মূলনীতি প্রবর্তন ও প্রতিষ্ঠার জন্য যেসব নৈতিক ও সামাজিক শিক্ষার প্রয়োজন উহা পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পরিবর্তনশীল অবস্থার সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর ক্ষেত্রে ভিন্নতর হইতে পারে। কিন্তু, মনে রাখিতে হইবে যে, পবিত্র কুরআন যদিও তাওরাত ও ইন্‌জীল এবং অন্যান্য আরও অনেক গ্রন্থকে, আল্লাহ্‌তা'লার বাণী বলিয়াই স্বীকৃতি দান করিয়াছে, তবু এইকথা জোর দিয়া বলিয়াছে যে, ঐগুলি সম্পূর্ণ অকৃত্রিম অবস্থায় এখন বিদ্যমান নাই। কালের ব্যবধানে, খুব দুর্ভাগ্যজনক হইলেও, ঐসব

গ্রন্থ, যাহা আদিতে ঐশী গ্রন্থই ছিল, উহা মানুষের দ্বারা প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, বিকৃত হইয়াছে । বহু গরমিল ও পরস্পর বিরোধিতা, যাহা আমরা আজ ঐসব ঐশী গ্রন্থের অবশিষ্ট অংশগুলিতে দেখিতে পাই এবং যাহা আজও পর্যন্ত প্রকাশিত আছে, উহাকে প্রক্ষেপ ও বিকৃতি বলিয়া সনাক্ত করিয়াছে কুরআন করীম এবং সেই সম্পর্কে ব্যাখ্যাও দিয়াছে ।

মানব সৃষ্টির চূড়ান্ত উদ্দেশ্য হইতেছে— আল্লাহ্‌র ইবাদত করা । ইহার অর্থ— কুরআনের শিক্ষানুসারে, শুধু আল্লাহ্‌র নিকটে মাথা নত করা বা সেজদা করাই নয়, বরং সেই সঙ্গে আল্লাহ্‌র গুণাবলীও অর্জন করা, যাহাতে মানুষ দুনিয়ার বুকে তাঁহার প্রকৃত প্রতিনিধি বা খলীফা হইতে পারে এবং তাঁহার আলো ও তাঁহার মঙ্গলময়তা প্রকাশিত করিতে পারে ।

মানুষ বিশ্ব-জগতের মাঝে আল্লাহ্‌তা'লার সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি এবং সে সকল সৃষ্টির উপরে সম্মান ও মর্যাদার এক উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত । যদিও মানুষ বাদ বাকী সৃষ্টির তুলনায় একটি উন্নততর মর্যাদার অধিকারী, তবু মানুষে মানুষে পার্থক্যের যে ধারণা, শ্রেণী বা জাতিগত শ্রেষ্ঠত্ব ও কৌলিন্যের যে ধারণা, উহাকে সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে কুরআন করীম । মানুষ তাহার পদে ও মর্যাদায় তাহার স্রষ্টার দৃষ্টিতে তখনই শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হইবে যখন সে তাহার সদ্‌গুণে ও সৎকর্মে অন্যদিগকে অতিক্রম করিয়া যাইবে ।

কুরআন মজীদের শিক্ষার মধ্যে মানবজীবনের সকল প্রকারের স্বার্থ ও যাবতীয় কর্মকাণ্ড অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে যাহা একটি পূর্ণাঙ্গ ধর্মীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং নৈতিক ব্যবস্থা হিসাবে সার্বজনীনভাবে অনুসরণ করিয়া চলা সম্ভব । কুরআন দাবী করে যে, কোন ব্যবস্থাই, উহা যত উন্নতই হোক না কেন, নৈতিক মূল্যবোধের যথার্থ অনুসরণ ব্যতীত রীতি মত কার্যকরী হইতে পারে না ।

পবিত্র কুরআন সমাজের বিভিন্ন ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর অধিকার ও দায়িত্বের বিস্তারিত বিবরণ দিয়াছে যাহাতে মানুষে মানুষে ভেদাভেদের যাবতীয় দ্বন্দ্ব-সংঘাত নির্মূল করিয়া সমাজ ব্যবস্থায় পূর্ণ সমন্বয় সাধন ও সম্প্রীতি স্থাপন করা যায় । সুতরাং ইহা শ্রেণী-সংগ্রামের এবং মানুষ কর্তৃক মানুষকে শোষণের কোনরূপ অবাঞ্ছিত অবস্থা উদ্ভবের অবকাশ রাখে না ।

সকল ঐশী গ্রন্থের মধ্যে কুরআন মজীদের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হইতেছে, এই পবিত্র কিতাব নারী জাতিকে তাহাদের অধিকারসমূহ দান করিয়াছে এবং তাহাদেরকে মানবসমাজে গভীর শ্রদ্ধা ও সম্মানের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে । তাহা ছাড়া কুরআনই হইতেছে একমাত্র ঐশী গ্রন্থ যাহা নারীকে সম্পত্তির উত্তরাধিকার দান করিয়াছে এবং নারীর সেই উত্তরাধিকার অক্ষুন্ন রাখার উদ্দেশ্যে যথোচিত উত্তরাধিকার আইন প্রবর্তন করিয়াছে ।

কুরআনী শিক্ষার আরও একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হইতেছে— বিবেকের স্বাধীনতা দান । আল্লাহ্‌তা'লা মানুষকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়াছেন বিশ্বাস করার বা না করার এবং ধর্মের ব্যাপারে জবরদস্তি ও বল প্রয়োগ করার কোন প্রকার অনুমতি দেয় না আল্-কুরআন । কর্মের ব্যাপারে মানুষ সরাসরি আল্লাহ্‌তা'লার নিকটে দায়ী । মানুষের উপরে না কোন মতাদর্শ জোর-পূর্বক চাপানো যাইবে, না তাহার ধর্ম-বিশ্বাস জোর-পূর্বক পরিত্যাগ করানো যাইবে । যুক্তি ও প্রমাণের মাধ্যমে মতাদর্শের প্রচার-প্রবর্তনাই হইতেছে একমাত্র উপায় যাহার দ্বারা মানুষের চিন্তা-চেতনায় পরিবর্তন সাধনের অনুমতি দেওয়া হইয়াছে কুরআন করীমে ঃ

لَآ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ

অর্থঃ "ধর্মের ব্যাপারে কোন বল প্রয়োগ নাই ।" (২ঃ২৫৭)

لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيٰى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ

অর্থঃ"যেন সেই ব্যক্তি ধ্বংস হয় যে দলীল-প্রমাণ দ্বারা ধ্বংস হইয়াছে এবং যেন সেই ব্যক্তি জীবিত হয় যে দলীল-প্রমাণ দ্বারা জীবন লাভ করিয়াছে ।" (৮ঃ৪৩)

পবিত্র কুরআন এই শিক্ষা দান করে যে, মানবাত্মা মৃত্যুর পরে এক নব অস্তিত্ব লাভ করে । প্রতিটি মানুষের আত্মার ভাগ্য ও ভবিষ্যৎ নিরূপিত হয় তাহার নিজস্ব কর্ম ও স্বভাবের দ্বারা । প্রত্যেক ব্যক্তির ভাল কিংবা মন্দ কর্মসমূহ তাহার মৃত্যু-পরবর্তী সম্ভাবনাময় ভাবী জীবনের ফলাফল নির্ধারিত করে ।

কুরআন মজীদ দাবী করে যে, ইসলাম হইতেছে আলোর বাণী যাহা সুদীর্ঘ সংগ্রামের পরে অন্ধকারকে চূড়ান্তরূপে পরাভূত করিবে । (পবিত্র কুরআনে এই ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছে যে, শেষ যামানায় ইসলাম অন্যান্য সকল ধর্ম ও মতবাদের উপরে জয়যুক্ত হইবে এবং ইহার মধ্য দিয়া সমগ্র মানব জাতির জন্য যাবতীয় ধর্মবিশ্বাস ও মতবাদের পরিবর্তে একটি মাত্র সার্বজনীন ধর্ম প্রতিষ্ঠার কাংখিত লক্ষ্য অর্জিত হইবে)। ইসলামের এই চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হইবে হযরত রসূলে পাক (সাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী তাঁহারই এক গোলামের দ্বারা যাঁহাকে আখ্যায়িত করা হইয়াছে ইমাম মাহ্দী ও মসীহ্ রূপে। আহ্মদী মুসলমানদের বিশ্বাস এই যে, বিগত হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভে (খৃষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে) হযরত রসূলে আকরাম (সাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণীসমূহের পূর্ণতায় আল্লাহ্তা'লা হযরত মির্যা গোলাম আহ্মদ (আঃ)-কে ভারতের কাদিয়ান নামক স্থানে আবির্ভূত করিয়াছেন সংস্কারকরূপে, মসীহ্ ও মাহ্দীরূপে। তিনি ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে যে আধ্যাত্মিক আন্দোলন গড়িয়া তোলেন উহারই নাম ইসলামে আহ্মদীয়া আন্দোলন । এই আধ্যাত্মিক আন্দোলন ইহার প্রতিষ্ঠা লগ্ন হইতেই দুনিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে ইসলাম বিস্তারের দায়িত্ব পালন করিয়া আসিতেছে শান্তিপূর্ণ উপায়ে— যুক্তি, প্রজ্ঞা, তবলীগ ও মানবতার নিঃস্বার্থ সেবার মাধ্যমে । অদ্যাবধি, এই আন্দোলন আল্লাহ্তা'লার অসীম অনুগ্রহে পৃথিবীতে শতাধিক দেশে অসংখ্য মানব-সন্তানকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করিতে সক্ষম হইয়াছে এবং এই আন্দোলনের পরিধি দিনে দিনে প্রসারিত হইতেছে । ইসলাম বিস্তারের এই মহান লক্ষ্যেই বাংলা ভাষায় কুরআন মজীদের এই অনুবাদ ও ব্যাখ্যা (তফসীর) প্রকাশও একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। আল্লাহ্ পাক এই প্রচেষ্টাকে আশীষমণ্ডিত করুন ।

কুরআন মজীদের 'মূল-পাঠ' (টেক্সট্)-এর এবং সেই সঙ্গে ইহার ব্যাখ্যার এই বাংলা অনুবাদ করা হইয়াছে আহ্মদীয়া মুসলিম জামা'তের তৃতীয় খলীফা হযরত মির্যা নাসের আহমদ (রাহঃ)-এর তত্বাবধানে প্রকাশিত (মালিক গোলাম ফরীদ কর্তৃক সম্পাদিত) ইংরেজী তরজমা ও তফসীরের অনুসরণে। এবং ইহাতে আহ্মদীয়া মুসলিম জামা'তের দ্বিতীয় খলীফা হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রাঃ) প্রণীত তফসীরে সগীরের সাহায্য নেওয়া হইয়াছে ।

☐ মূল পাঠের (টেক্সট্-এর) প্রাথমিক বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন মৌলভী মোহাম্মদ সাহেব, প্রাক্তন ন্যাশনাল আমীর, আহ্মদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ এবং মাওলানা আবদুল আযীয সাদেক (শাহেদ, ডবল অনার্স ইন অ্যারাবিক, পাঞ্জাব ও পেশোয়ার ইউনিভার্সিটি), সদর মুরব্বী । জনাব মোজাফফর উদ্দীন চৌধুরীও (প্রাক্তন সম্পাদক, দি রিভিউ অব রিলিজিয়ন্স) সাহায্য করিয়াছেন ।

☐ হযরত মির্যা নাসের আহ্‌মদ, খলীফাতুল মসীহ্ সালেস(রাহঃ)-এর তত্ত্বাবধানে কৃত উল্লেখিত ইংরেজী তফসীর-এর ভাষ্য-টীকাসমূহের অনুবাদ করিয়াছেন জনাব মকবুল আহমদ খান, সদস্য মজলিসে আমেলা, আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ ও ভূতপূর্ব আমীর, ঢাকা এবং জনাব এ. টি. এম. হক. সদস্য. মজলিসে আমেলা, আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ ।

☐ সূরাসমূহের ইংরেজী ভূমিকাগুলির তরজমা করিয়াছেন অধ্যাপক আমীর হোসেন, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, এবং জনাব মকবুল আহমদ খান । জনাব খান বিষয়-নির্দেশিকা, শব্দ-নির্ঘন্ট ইত্যাদিরও অনুবাদ করিয়াছেন ।

☐ মূল- পাঠের (টেক্সট-এর) অনুবাদ আরবীর সহিত পুনরায় মিলাইয়া দেখিয়াছেন মাওলানা আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ, (শাহেদ, অনার্স ইন অ্যারাবিক, পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটি), সদর মুরব্বী এবং মাওলানা সৈয়দ এজায আহ্‌মদ (অনার্স ইন অ্যারাবিক, পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটি), অবসরপ্রাপ্ত সদর মুরব্বী, আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ ।

☐ অনুবাদের কাজে নানাভাবে পরামর্শ ও সহায়তা দান করিয়াছেন জনাব মোহাম্মদ মোস্তফা আলী, ন্যাশনাল আমীর, আল্‌হাজ্জ ডাঃ আবদুস সামাদ খান চৌধুরী, নায়েব ন্যাশনাল আমীর-(১ম), অধ্যাপক শাহ্ মুস্তাফিজুর রহমান, সেক্রেটারী প্রণয়ন ও প্রকাশনা এবং আল্‌হাজ্জ আহ্‌মদ তৌফিক চৌধুরী, সেক্রেটারী দাওয়াত ইলাল্লাহ্, আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ ।

☐ সম্পূর্ণ তরজমা ও তফ্‌সীরের বঙ্গানুবাদ দেখিয়া দিয়াছেন জনাব মোহাম্মদ খলিলুর রহমান, নায়েব ন্যাশনাল আমীর (২য়) এবং আমীর, আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত ঢাকা ।

☐ পুনর্লিখন, সংশোধন, প্রুফ রিডিং প্রভৃতি কাজের দায়িত্ব নিষ্ঠার সংগে সম্পাদন করিয়াছেন মাওলানা আব্দুল আযীয সাদেক এবং মৌলভী মোহাম্মদ মুতিউর রহমান, ইন্‌স্‌পেক্টর বায়তুল মাল, আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ। আরও অনেক সুধী ব্যক্তি বিভিন্নভাবে মূল্যবান পরামর্শ দিয়া এই মহৎ কার্যকে সুসম্পন্ন করিতে সাহায্য করিয়াছেন ।

☐ কুরআন মজীদের এই বঙ্গানুবাদ প্রকাশের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিয়াছেন আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ-এর এক নিষ্ঠাবান ও নিবেদিত-প্রাণ পরিবার । আমাদের ঐকান্তিক প্রার্থনা এই যে, পরম করুণাময় আল্লাহ্‌তা'লা যেন এই পরিবারকে পর্যাপ্ত পুরস্কারে ভূষিত করেন এবং বংশানুক্রমে আহ্‌মদীয়াত তথা ইসলামের পথে কুরবানী করার তৌফিক দান করেন ।

আল্লাহ্‌তা'লা সংশ্লিষ্ট সকলকে উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করুন এবং তাঁহাদের খেদমতসমূহ কবুল করুন, ইহাই আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা ।

মুদ্রণ-জনিত কিছু বিচ্যুতি থাকিয়া গিয়াছে, তজ্জন্য আমরা দুঃখিত ।

পরম পবিত্র এই মহাগ্রন্থের বঙ্গানুবাদ প্রকাশের সাথে সাথে আমরা সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌তা'লার কাছে এই আকুল প্রার্থনা করিতেছি যে, মহান আল্লাহ্‌র এই কালামে পাক— এই পবিত্র বাণী, যাহা তিনি অবতীর্ণ করিয়াছেন সৈয়্যদনা ও মাওলানা হযরত 'খাতামান্নাবীয়ীন' মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া আলেহি ওয়া সাল্লামের প্রতি সমগ্র মানবজাতির ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণ সাধনের জন্য, তাহার বঙ্গানুবাদ বাংলা ভাষাভাষী সকল মানুষের জন্য সৎপথ প্রদর্শনের, হেদায়াত লাভের এবং আল্লাহ্‌ পাকের নৈকট্য প্রাপ্তির উপায় হোক, অবলম্বন হোক । আল্লাহ্‌তা'লা আমাদের সবাইকে ক্ষমা করুন । আমীন ।

বিনয়াবনত

প্রকাশক

পুস্তক-নির্ঘন্ট

কুরআনের তফসীরকারকগণের মধ্যে কেহ কেহ যেসব উচ্চমানের পুস্তক কিংবা পুস্তক প্রণেতাগণের নাম উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহারা একটি অক্ষর দ্বারা কিংবা কয়েকটি অক্ষর দ্বারা তাহাদের সংক্ষিপ্ত নাম উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা পাঠকগণের জন্য খুব সুবিধাজনক হয় নাই, কেননা এই সব পুস্তক বা প্রণেতাগণের সম্পূর্ণ পরিচয় জানিবার জন্য পুনঃ পুনঃ সংক্ষিপ্ত নামের তালিকা দেখিতে হয় । কিন্তু তাহাদের পূর্ণ নাম, পরিচয় ইত্যাদি উল্লেখ করাও বেশ অসুবিধাজনক । সুতরাং আমরা একটি মধ্যপন্থা অবলম্বন করতঃ সংশ্লিষ্ট নামকে সংক্ষিপ্তাকারে উল্লেখ করিয়াছি যাহা তাহাদের পূর্ণ নামের উল্লেখযোগ্য অংশ বিশেষ । উদাহরণ স্বরূপ,'আল্ বাহ্রুল 'মুহীত', প্রণেতা- আবু হাইয়্যান- এই সম্পূর্ণ নামটি লেখার পরিবর্তে কেবলমাত্র 'মুহীত' নামটি উল্লেখ করা হইয়াছে । 'সীরাতুন্নবী,' প্রণেতা- ইবনে হিশামকে শুধু 'হিশাম' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে । এই সংক্ষিপ্ত নামগুলি দ্বারা পাঠকগণের কাছে পুস্তক ও পুস্তক-প্রণেতার পরিচয় সুস্পষ্ট হইয়া উঠিবে।যেসব লেখকের নাম সচারাচর ব্যবহৃত হয় না তাহাদের নামের জন্য কোন সংক্ষিপ্ত শব্দ ব্যবহার করা হয় নাই । বাইবেলের পুস্তকসমূহের ক্ষেত্রে খৃষ্টীয় সাহিত্যাদিতে যে সকল সংক্ষিপ্ত নাম ব্যবহৃত হইয়াছে আমরাও তাহাই ব্যবহার করিয়াছি । তথ্য ও সাহায্যপ্রাপ্তির জন্য ব্যবহৃত গ্রন্থাদির সংক্ষিপ্ত ও পূর্ণ নাম ও প্রণেতাগণের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ

হাদীসের গ্রন্থ

সংক্ষিপ্ত নাম	পূর্ণ নাম ও প্রণেতার নাম
বুখারী	ঃ সহীহ্ বুখারী, আবু 'আব্দুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্নে ইসমা'ঈল বুখারী
মুসলিম	ঃ সহীহ্ মুসলিম, হাফিয আবুল হুসেইন মুসলিম ইব্নে হাজ্জাজ আল্ কাশীরী
তিরমিযী	ঃ জামে' তিরমিযী; আবু 'ঈসা মুহাম্মদ ইব্নে 'ঈসা তিরমিযী
দাউদ বা আবু দাউদ	ঃ সুনান আবু দাউদ; হাফিয সুলায়মান ইব্নে আশ্'আস্ আবু দাউদ
মাজাহ্	ঃ সুনান ইব্নে মাজাহ্, মুহাম্মদ ইব্নে ইয়াযীদ আবু 'আব্দুল্লা ইব্নে মাজাহ্ কায্ভিনী
নাসাঈ	ঃ সুনান্ নাসাঈ, হাফিয আবু আব্দুর রহ্মান আহ্মদ ইব্নে শোআয়্ব
মুস্নদ	ঃ মুস্নদ আহ্মদ ইব্নে হাম্বল, ইমাম আবু আব্দুল্লাহ্ আহ্মদ ইব্নে হাম্বল
মুআত্তা	ঃ মুআত্তা, ইমাম মালিক
বায়হাকী	ঃ সুনান বায়হাকী, আবুবকর আহ্মদ ইব্নে হুসেইন আল্ বায়হাকী
উম্মাল	ঃ কান্যুল উম্মাল ফী সুনানিল আক্ওয়াল ওয়াল আফ্'আল, শেখ আলাউদ্দীন আলী আল্ মুত্তাকী
কুৎনী	ঃ সুনান দারকুৎনী, হাফিয আলী ইব্নে 'উমর আদ্ দারকুৎনী

কাস্তালানী	ঃ ইরশাদুস্ সারী, আহ্মদ মুহাম্মদ আল্ খতীব কাস্তালানী
বারী	ঃ ফাৎহুল বারী, আবুল ফযল শিহাবুদ্দীন আহ্মদ ইব্নে আলী 'আস্কালানী
সগীর	ঃ আল্ জামে'উস সগীর ফী আহাদিসুল বশীরুন্ নযীর
'আসাকির	ঃ ইবনে 'আসাকির, আবুল কাসেম আলী ইব্নুল হাসান ইব্নুল 'আসাকির
মারদাওয়াই	ঃ মারদাওয়াই, আবুবকর আহ্মদ ইব্নে মূসা ইব্নে মারদাওয়াই
তাহাভী	ঃ শর্হ মা'আনী আল্ 'আসর, আবু জাফর আত্ তাহাভী
মা'নাভী	ঃ আত্ তফসীর আল্ জামে'উস সগীরের ব্যাখ্যা, ইমাম আব্দুর রউফ আল্ মা'নাভী

কুরআনের তফসীরের গ্রন্থাদি

জরীর	ঃ কুরআনের তফসীর, প্রণেতা- ইমাম আবু জা'ফর মুহাম্মদ ইব্নে জরীর তাবারী
কাসীর	ঃ তফসীর, প্রণেতা- আবুল ফিদা ইস্মাঈল ইব্নুল কাসীর
কাশ্শাফ	ঃ আল্ কাশ্শাফ 'আন গাওয়ামিযুত তানযীল, প্রণেতা-ইমাম মাহ্মূদ ইব্নে 'উমর যমখ্শরী
মুহীত	ঃ আল্ বাহ্রুল মুহীত, প্রণেতা-আসীরুদ্দীন আবু আব্দুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্নে ইউসুফ (গ্রানাডা, স্পেন) ওরফে আবু হাইয়ান
মনসূর	ঃ দুর্রে মন্সূর, প্রণেতা- হাফেয জালালুদ্দীন 'আব্দুর রহমান সায়ুতী
মা'আনী	ঃ রূহুল মা'আনী, প্রণেতা-আবুল ফয্ল শিহাবুদ্দীন মাহ্মূদ আল্ বাগদাদী
বায়্যাভী	ঃ আনওয়ারুত্ তানযীল, প্রণেতা- কাজী নাসীরুদ্দীন আবু সায়ীদ বায়্যাভী
কাদীর	ঃ ফাত্হুল কাদীর, প্রণেতা- মুহাম্মদ ইব্নে আলী আশ্ শাওকানী
ফাতহ্	ঃ ফাত্হুল বয়ান, প্রণেতা-আবুত্ তৈয়্যব সিদ্দীক ইব্নে হাসান
রাযী	ঃ তফসীর কবীর, প্রণেতা-ইমাম মুহাম্মদ ফখ্রুদ্দীন রাযী
বয়ান	ঃ রূহুল বয়ান, প্রণেতা-শেখ ইস্মা'ঈল হাক্কী
তফসীর	ঃ তফসীর কবীর, প্রণেতা- মির্যা বশীরুদ্দীন মাহ্মূদ আহ্মদ
সা'লাবী	ঃ আল্ জাওয়াহীরুল হিসান ফী তফসীরুল কুরআন, প্রণেতা-শেখ আব্দুর রহমান সা'লাবী
কুরতুবী	ঃ কুরতুবী, প্রণেতা- আবু 'আব্দুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্নে আহ্মদ আল্ কুরতুবী
হুয়েরী	ঃ কুরআনের তফসীর, প্রণেতা- রেভারেণ্ড ই, এম, হুয়েরী, এম, এ,

অভিধান, বিশ্বকোষ ও সাময়িকী

বেহার	ঃ মাজমা' বেহারুল আনওয়ার, প্রণেতা- শেখ মুহাম্মদ তাহের গুজরাটী
কুল্লিইয়াত বা বাকা	ঃ আল্ কুল্লিইয়াত, প্রণেতা- আবুল বাকা আল্ হুসায়নী
মুফরাদাত	ঃ আল্ মুফরাদাত ফী গারায়িবুল কুরআন, প্রণেতা-শেখ আবুল কাসেম হুসেইন ইব্নে মুহাম্মদ আর্ রাগীব
লীসান	ঃ লীসানুল আরব, প্রণেতা-ইমাম আবুল ফযল জামালুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্নে মুকার্রম

তাজ	ঃ তাজুল 'উরূস, প্রণেতা-আবুল ফয়েয সৈয়দ মুহাম্মদ মুর্তাযা আল্ হুসায়নী
লেইন	ঃ এরাবিক-ইংলিশ লেক্সিকন, প্রণেতা-ই ডাব্লিউ লেইন
মুনজেদ	ঃ আল্ মুনজেদ, প্রনেতা-আল্ আব্ লুওয়েস মা'লূফুল ইয়াসূঈ
কামূস	ঃ কামূস, প্রণেতা-শেখ নস্র আবুল ওয়াফা
সিহাহ্	ঃ সিহাহ্, প্রণেতা-আবুল নস্র ইসমা'ঈল জওহারী
আকরাব	ঃ আক্রাবুল মাওয়ারিদ, প্রণেতা- সৈয়দ আল্ খাউরী আশ্ শরতূতি
মিস্বাহ্	ঃ আল্ মিসবাহুল মুনীর, প্রণেতা-আহ্মদ ইব্নে মুহাম্মদ আল্ ফায়ূমী
জেসেনিয়াস	ঃ দি হিব্রূ-ইংলিশ লেক্সিকন, প্রণেতা-জেসেনিয়াস
এনসাই ব্রিট	ঃ এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রট্যানিকা, ১৪শ সংস্করণ
এনসাই রিল এথ	ঃ এনসাইক্লোপিডিয়া অব রিলিজওন্স এণ্ড এথিক্স
জিউ এনসাই	ঃ জিউইশ এনসাইক্লোপিডিয়া
এনসাই বিব্	ঃ এনসাইক্লোপিডিয়া বিব্লিকা
ইনসাই ইসলাম	ঃ এনসাইক্লাপিডিয়া অব ইসলাম
রিভ, রিল	ঃ দি রিভিউ অব রিলিজিওন্স
ক্রুডেন	ঃ ক্রুডেন্স কমপ্লিট কনকরডেন্স টু দি ওল্ড এণ্ড দি নিউ টেস্টামেন্টস্ এণ্ড এপোক্রাইফা

ইতিহাস ও ভূগোল

তাবারী	ঃ তারীখুর্ রুসুল ওয়াল্মুলূক, প্রণেতা- আবু জা'ফর মুহাম্মদ ইব্নে জরীর তাবারী
ইস্হাক	ঃ ইব্নে ইস্হাক
সীরাত	ঃ সীরাত খাতামুন্ নাবীঈন, প্রণেতা- মির্যা বশীর আহ্মদ, এম, এ, রাবওয়া
মূইর	ঃ লাইফ অব মোহাম্মদ, প্রণেতা- স্যার উইলিয়াম মূইর, কে, সি, এস, আই (১৯২৩)
দি কালিফেট	ঃ দি কালিফেট, ইট্স্ রাইজ, ডিক্লাইন এণ্ড ফল, প্রণেতা- স্যার উইলিয়াম মূইর, কে, সি, এস, আই
হিশাম	ঃ সীরাতুন্নাবী, প্রণেতা- শেখ আবু মুহাম্মদ আব্দুল মালিক ইব্নে হিশাম
ফুতূহ্	ঃ ফুতূহুল বুল্দান, প্রণেতা- বালাযারী
তাবাকাত	ঃ তাবাকাতুল কবীর, প্রণেতা- মুহাম্মদ ইব্নে সা'দ
খামীস্	ঃ তারীখুল খামীস, প্রণেতা- শেখ হুসেইন ইব্নে মুহাম্মদ অদ্দিয়ারুল বক্রী
যুরকানী	ঃ শর্হ যুরকানী, প্রণেতা- ইমাম মুহাম্মদ ইব্নে আব্দুল বাকী আয্ যুরকানী
গাব্বাহ্	ঃ উসুদুল গাব্বাহ্ ফী মারিফাতিস সিহাবাহ্, প্রণেতা- হাফেয আবুল হাসান আলী ইব্নে মুহাম্মদ

মা'আদ ঃ যাদুল মা'আদ ফী হাদী খায়রুল ইবাদ, প্রণেতা- মুহাম্মদ ইব্নে আবুবকর ইব্নে আইউব আদ্ দিমাশকী

বুল্দান ঃ মু'জামুল বুল্দান, প্রণেতা- আবু আব্দুল্লাহ্ ইয়াকূত ইব্নে আব্দুল্লাহ্ আল্ বাগদাদী

যাহাব ঃ মুরূজুয্ যাহাব ওয়াল মা'আদিনুল জওহর, প্রণেতা- আল্লামা আবুল হাসান 'আলী ইব্নে হুসেইন আল্ মাস'উদী

আসীর ঃ কামিল ইব্নে আসীর, প্রণেতা- আবুল হাসান 'আলী ইব্নে আবুল করম ওরফে ইবনুল আসীর

মাওয়াহিব ঃ মাওয়াহিবুল্ লাদুন্নিইয়া, প্রণেতা- শিহাবুদ্দীন আহ্মদ কাস্তালানী

খালদূন ঃ তারীখুল উমাম, প্রণেতা- আব্দুর রহমান ইব্নে খালদূন আল্ মাগ্রিবী

হাল্বিইয়া ঃ সীরাতুল হাল্বিইয়া, প্রণেতা- আলী ইব্নে বুরহানুদ্দীন আল্ হাল্বী

তাসাওফ (সুফী-বাদ) ও আকায়েদ (বিশ্বাস সম্বলিত)-এর পুস্তকাদি

ফুতুহাত ঃ আল্ ফুতুহাতুল মাক্কিয়াতু, প্রণেতা- মুহিউদ্দীন ইব্নুল আরাবী

আওয়ারিফ ঃ আওয়ারিফ আল্ মা'আরিফ, প্রণেতা- আবু হাফস 'উমর ইব্নে মুহাম্মদ

যাহিরী ঃ দাউদ যাহিরী

মালায়েকা ঃ মালায়েকাতুল্লাহ, প্রণেতা- মির্যা বশীরুদ্দীন মাহ্মুদ আহ্মদ

ভাষা-বিজ্ঞান ও মার্জিত সাহিত্য

মুবার্রাদ ঃ কিতাবুল কামিল, প্রণেতা- আবুল আব্বাস মুহাম্মদ ইব্নে ইয়াযীদ আল্ মুবার্রাদ

মু'আল্লাকাত ঃ সাবা মু'আল্লাকাত, প্রাক্-ইসলামী যুগের সাতজন বিখ্যাত কবির সাতটি প্রসিদ্ধ কবিতা ।

ব্যাকরণ

সীবাভী ঃ সিবাভী, প্রণেতা- আবুল বশর 'আম্র সিবাভী

রাইট ঃ এ গ্রামার অব্ দি এরাবিক লেঙ্গুয়েজ, প্রণেতা- ডব্লিউ রাইট (Wright) এল, এল, ডি, ডি

বিচার-বিজ্ঞান

মূহাল্লা ঃ আল্ মুহাল্লা, প্রণেতা- ইমাম আবু মুহাম্মদ 'আলী ইব্নে আহ্মদ ইব্নে সা'ঈদ ইব্নে হাযম

মারদাওয়াই ঃ ইব্নে মারদাওয়াই

মা'আনী

মুখ্তাসর ঃ মুখ্তাসারুল মা'আনী, প্রণেতা- মাস'উদ ইব্নে 'উমর ওরফে সা'দ তাফ্তাযানী

মুতাউওয়াল ঃ আল্ মুতাউওয়াল, প্রণেতা- মাস'উদ ইব্নে 'উমর ওরফে সা'দ তাফ্তাযানী

প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহ্দী (আঃ)-এর গ্রন্থাবলী

তাওযিহ্	ঃ তাওযিহুল-মারাম
আয়নাহ্	ঃ আয়নায়ে কামালাতে ইসলাম
হকীকাত	ঃ হকীকাতুল ওহী
ইযালাহ	ঃ ইযালা আওহাম
টীচিংস্	ঃ দি টীচিংস্ অব্ ইসলাম
বারাহীন	ঃ বারাহীনে আহ্মদীয়া

বিবিধ গ্রন্থাবলী

এই তফসীর লেখার সময় যেসব পুস্তকাদির যৎ সামান্য সাহায্যও নেওয়া হইয়াছে অথচ উপরোক্ত তালিকায় নামোল্লেখ করা হয় নাই উহাদের তালিকা নিম্নে উল্লেখ করা হইল (এই তালিকাটি কোনক্রমেই পরিপূর্ণ নহে)।

আসাস ঃ হাকীকাতুল আসাস
মাওয়াদী ঃ আল্ মাওয়াদী
ইযালাতুল খিফা আন্ খিলাফাতিল খুলাফা, প্রণেতা- হযরত শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ দেহ্লভী
আল্ হাকাম
আল্ ফয্ল
দি টোম্ব অব জিসাস, প্রণেতা- ডাঃ এম. এম. সাদেক, রাবওয়াহ
দি ওল্ড এণ্ড দি নিউ টেস্টামেন্ট্স
দি যেন্দ-আবেস্তা
দি দাসাতীর
দি জামাস্পী, প্রণেতা- জামাস্প, যরোয়েস্টারের প্রথম প্রতিনিধি
ডিক্শনারী এণ্ড গ্লোসারী অব্ দি কুরআন, প্রণেতা- যোহন পেন্রাইস
হিষ্টোরিয়ানস্ হিষ্ট্রি অব দি ওয়ার্ল্ড
হিষ্ট্রি অব দি আরব্স, প্রণেতা- পি, কে, হিট্টি
এব্বট্স লাইফ অব নেপোলিয়ন
রেনান্স হিষ্ট্রি অব দি পিউপ্ল অব ইস্রায়েল
জেসেফাস ঃ হিষ্ট্রি অব দি জিওইশ ন্যাশন
হাচিন্সন্স হিষ্ট্রি অব দি ন্যাশন্স
দি এপোক্রাইফা
দি ডন অব কনশাইন্স, প্রণেতা- জেইম্স হেনরী ব্রেষ্টেড
মোসেস এণ্ড মনোথেইজম, প্রণেতা- সিগমাণ্ড ফ্রয়েড
ডিক্লাইন এণ্ড ফল অব দি রোমান এম্পায়ার, প্রণেতা- এডওয়ার্ড গীবন
বিব্লিকেল সাইক্লোপিডিয়া, প্রণেতা- জে ঈডী
ডিওডরাস সিকিউলাস (ইংরেজীতে অনুবাদক-সি এম, ওল্ডফাদার, লণ্ডন, ১৯৩৫)

দি পিলগ্রিমেজ, প্রণেতা- লেফ্‌টেনান্ট বার্টন
দি জিউইশ্‌ ফাউণ্ডেশন অব ইসলাম
স্কফিল্ড রেফারেন্স বাইবেল
সাইক্লোপিডিয়া অব বিব্লিকেল লিটারেচার (নিউ ইয়র্ক-১৮৭৭)
লীভ্‌স ফ্রম থ্রি কুরআন্‌স, সম্পাদক- রেভাঃ এ মিঙ্গানা ডি,ডি
ট্রান্সলেশন অব দি তারগুম, প্রণেতা- জে. ডাব্লিউ ইথারিজ
কেপিটেল পানিশমেন্ট ইন দি টুয়েনটিয়েথ সেঞ্চুরী, প্রণেতা- ই.রয় কেলভার্ট
ললিতা ভিস্তারা (সংস্কৃত)
বুদ্ধ-চরিত (সংস্কৃত)
দি মেইকিং অব হিউম্যানিটি, প্রণেতা- রবার্ট ব্রীফল্ট
অন হিরোজ্‌ এণ্ড হিরো ওয়ার্শিপ, প্রণেতা- থমাস কারলাইল
হিষ্ট্রি অব প্যালেষ্টাইন এণ্ড দি জুয, প্রণেতা- জন কিট্রো (লণ্ডন-১৮৪৪)
আমেরিকান মেডিকেল জার্নাল
ইণ্ডো এরিয়ানস, প্রণেতা- আর মিত্র, এল. এল. ডি. সি. আই. ই
দি তাল্‌মূদ (এইচ পোলানো কর্তৃক নির্বাচিতাংশ)
কমেন্টারী অব দি বাইবেল, প্রণেতা- সি. জে. এলিকট, গ্লোসেষ্টারের লর্ড বিশপ
কমেন্টারীজ অব দি ওল্ড এণ্ড দি নিউ টেষ্টামেন্ট্‌স, প্রকাশক- সোসাইটি ফর প্রমোটিং ক্রিশ্চিয়ান নলেজ, লণ্ডন
শরাহ্‌ আল্‌ সুন্নাহ্‌, প্রণেতা- আবু মুহাম্মদ আল্‌ হোসাইন ইব্‌নে মাস'উদ আল্‌ বাগ্‌তী,
ফস্‌লুল খিতাব, প্রণেতা- আলহাজ্জ মৌলবী নূরুদ্দীন, খলীফাতুল মসীহ্‌ আউয়াল
খুতুবাতে আহ্‌মদীয়া, প্রণেতা- স্যার সৈয়দ আহমদ খান, কে, সি, এস, আই
এভ্‌রী ম্যানস এনসাইক্লোপিডিয়া
ষ্টোরী অব রোম, প্রণেতা- নরউড ইয়ং
ডিক্লাইন অব দি ওয়েষ্ট, প্রণেতা- স্পেংলার
এ ষ্টাডি অব হিষ্ট্রি, প্রণেতা- টয়েন্‌বী
দি ইউনিভার্স সারভেইড, প্রণেতা- হেরল্ড রীচাড্‌স
দি নেচার অব্‌ দি ইউনিভার্স, প্রণেতা- ফ্রেড হয়েলি
কমেন্‌টারী অব দি বাইবেল, প্রণেতা- ডঃ পীক
রাইজ অব ক্রিশ্চিয়ানীটী, প্রণেতা- বিশপ বার্নস
মারভেল্‌স্‌ এণ্ড মিষ্ট্রীজ অব সাইন্স, প্রণেতা- এলিসন হোক্স
ওয়ান্স টু সিনাই, প্রণেতা- এইচ. এফ. প্রেসকট
ইমোশন এজ্‌ বেসিস অব সিভিলাইজেশন

رُمُوزِ اَوْقَافِ قُرْاٰنِ مَجِيْد

বিরতির চিহ্নসমূহ

প্রত্যেক ভাষাভাষী যখন কথা বলে তখন কোথায়ও থামে, কোথায়ও থামে না; কোথায়ও কম থামে এবং কোথায়ও বেশী থামে । এই থামা ও না থামা এবং কম থামা ও বেশী থামার মধ্যে অনেক তাৎপর্য নিহিত থাকে । এই নিয়মের প্রতি লক্ষ্য না রাখিলে অর্থ বিকৃত এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থ হয়; যেমনঃ 'স্কুলে যাইও, না গেলে বিপদ আছে; এস্থলে 'যাইও' এর পরে কমা বা স্বল্প বিরতি চিহ্ন দিয়া একটু থামিতে হয়, না থামিলে অর্থ বিপরীত হইয়া যায় । কুরআন মজীদ অত্যধিক সূক্ষ্ম ও গভীর অর্থবহ ঐশী কালাম; ইহার মধ্যেও উক্ত নিয়মানুযায়ী শব্দ বিন্যস্ত হইয়াছে । সুধী পাঠক-পাঠিকাবৃন্দের জন্য নিয়ম পালনার্থে কুরআনে বর্ণিত রুমূযে আওকাফ তথা বিরতির চিহ্নসমূহের বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল ঃ

O —— ইহা কোন বাক্য সম্পূর্ণ হওয়ার পর আয়াতের চিহ্ন স্বরূপ ব্যবহৃত হয়; ইহাকে 'ওয়াক্‌ফে তাম'—'পূর্ণ বিরতি' বলা হয় । এইরূপ স্থানে থামিতে হইবে; তবে ইহার উপরে যদি নিম্নে উল্লিখিত অক্ষর বা চিহ্নসমূহ হইতে কোন অক্ষর বা চিহ্ন থাকে, তাহা হইলে উহার অবস্থা অনুযায়ী তেলাওয়াত করিতে হইবে । ব্যাখ্যাধীন চিহ্নটি আসলে 'اٰيَة' শব্দের শেষ অক্ষর 'ة' ছিল, যাহা কালক্রমে 'o' চিহ্নে রূপান্তরিত হইয়াছে ।

م —— ইহা 'ওয়াক্‌ফে লাযেম'-এর সংক্ষেপ; এইরূপ স্থলে অবশ্যই থামিতে হইবে; না থামিলে অর্থ বিকৃত বা বিপরীত হইয়া যাইতে পারে ।

ط —— ইহা 'ওয়াক্‌ফে মুতলাক'-এর সাধারণ বিরতির সংক্ষেপ; এইরূপ স্থলে থামিলেই ভাল; না থামিলে দোষ নাই ।

ج —— ইহা 'ওয়াক্‌ফে জায়েয'-এর সংক্ষেপ; এইরূপ স্থলে থামিলে ভাল; না থামিলেও আপত্তি নাই ।

ز —— ইহা 'ওয়াক্‌ফে মুজাওয়ায'-এর সংক্ষেপ; এইরূপ স্থলে না থামিলেই ভাল ।

ص —— ইহা 'ওয়াক্‌ফে মুরাখ্‌খাস'-এর সংক্ষেপ; এইরূপ স্থলে মিলাইয়া পড়া উচিত; তবে নিঃশ্বাসে না কুলাইলে থামায় দোষ নাই,

قف —— ইহা 'কিফ্'-এর সংক্ষেপ, যাহার অর্থ 'থামো' । ইহা সেই স্থানে ব্যবহৃত হয় যেখানে না থামার আশংকা থাকে ।

صلے —— ইহা 'আল্ ওয়াস্‌লো আওলা-এর সংক্ষেপ, যাহা মিলাইয়া পড়া ভাল ।

صل —— ইহা 'কাদ য়ূসালো'-এর সংক্ষেপ; অর্থ, মিলানো হইয়াছে; এইরূপ স্থানে থামা ও না থামা উভয়ই চলে; তবে থামিলে ভাল ।

ق —— ইহা 'কীলা আলায়হেল ওয়াক্‌ফে-এর সংক্ষেপ; অর্থ, কাহারও কাহারও মতে এইরূপ স্থানে থামা উচিত, কিন্তু এই মতের বিশেষ কোন গুরুত্ব নাই, তাই না থামাই ভাল ।

ک —— ইহা 'কাযালিক'-এর সংক্ষেপ; ইহা দ্বারা পূর্বে যে চিহ্ন রহিয়াছে উহাই এইস্থলে আছে বলিয়া বুঝায় ।

سكتة —— এইরূপ সীন বা সাকতাহ্ চিহ্নিত স্থানে ক্ষণিক বিরতি হইতে পারে, কিন্তু নিঃশ্বাস যেন না ভাঙ্গে ।

وقفه —— ইহা সাকতাহ্-এর ন্যায় এক প্রকার বিরতির চিহ্ন । তবে এইরূপ স্থানে সাকতাহ্ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ দীর্ঘ বিরতি হইবে ।

لا —— ইহা 'লাওয়াক্‌ফা আলায়হে-এর সংক্ষেপ; ইহা আয়াতের মধ্যে ব্যবহৃত হইলে আদৌ থামা উচিত নহে । আয়াতের চিহ্নের উপরে থাকিলে, না থামাই ভাল; থামিলেও দোষ নাই ।

ه —— এই তিন বিন্দু বা مع বাক্যের বা শব্দের ডানে এবং বামে দুই পার্শ্বে আসে। ইহাকে মু'আনেকা বলা হয় । এইরূপ অবস্থায় থামিতে হইবে, প্রথম স্থানে থামিলে দ্বিতীয় স্থানে মিলাইয়া পড়িতে হইবে এবং প্রথম স্থানে মিলাইয়া পড়িলে দ্বিতীয় স্থানে থামিতে হইবে ।

وقف النبی — রেওয়ায়াত আসিয়াছে যে, এইরূপ স্থানে নবী করীম (সাঃ) থামিয়াছিলেন; অতএব এইরূপ স্থানে থামা উচিত ।

وقف جبرائیل — এইরূপ স্থানে থামা বরকতময় ।

وقف غفران — এইরূপ স্থানে থামিলে পাপ ক্ষমা হয় ।

১ - সূরা আল্-ফাতেহা

(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণ হওয়ার স্থান ও সময়

অধিকাংশ রেওয়ায়াত বর্ণনাকারীর মতে এই সূরার সম্পূর্ণটাই মক্কায় নাযেল (অবতীর্ণ) হয় এবং শুরু হইতেই ইহা মুসলমানদের নামাযের অংশ হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হয় । পবিত্র কুরআনের সূরা হিজ্‌রে উল্লেখিত আয়াত "এবং আমরা তোমাকে পুনঃপুনঃ পাঠ্য সপ্ত আয়াত ও মহান কুরআন প্রদান করিয়াছি " (১৫ঃ৮৮), বস্তুতঃ সূরা ফাতেহার প্রতিই ইঙ্গিত করে । সূরাটি যে মক্কায় অবতীর্ণ হইয়াছে এই সম্পর্কে অধিকাংশ রেওয়ায়াত বর্ণনাকারীর ঐকমত সত্ত্বেও কেহ কেহ ইহা পুনরায় মদীনায় অবতীর্ণ হইয়াছে বলিয়াও অভিমত ব্যক্ত করেন । তবে ইহা ঠিক যে, হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের নবুওয়াত জীবনের গোড়ার দিকেই এই সূরা অবতীর্ণ হইয়াছিল বলিয়া গ্রহণ করা অধিকতর যুক্তিসঙ্গত ।

সূরাটির বিভিন্ন নাম ও ঐ সমস্ত নামের তাৎপর্য

'ফাতেহাতুল কিতাব' বা (শ্রেণী) কিতাবের উদ্বোধনী সূরা' এই শিরোনামেই ইহা সর্বাধিক পরিচিত এবং এই নামকরণের ভিত্তি বিভিন্ন বিশ্বস্ত হাদীস বিশারদদের বর্ণনায় সুস্পষ্টভাবে বিদ্যমান (তিরমিযি এবং মুসলিম)। শিরোনামটি পরে 'সূরা ফাতেহা' বা শুধু 'ফাতেহা' হিসাবে সংক্ষিপ্তরূপ লাভ করে । এই সূরার আরও অনেক নাম রহিয়াছে, তন্মধ্যে ১০ টি অধিক প্রমাণসিদ্ধ, যেমন, আল্ ফাতেহা, আস্-সালাত, আল্ হাম্‌দ, উম্মুল্ কুরআন, আল্ কুরআনুল আযীম, আস্-সাব্‌উল মাসানী, উম্মুল্ কিতাব, আশ্-শিফা, আর্ রুকইয়া, এবং আল্ কান্য । এই নামগুলির প্রত্যেকটিই সূরার অন্তর্নিহিত বিপুল অর্থ ও তাৎপর্য প্রকাশে আলোকপাত করিতেছে ।

'ফাতেহাতুল কিতাব' দ্বারা এই অর্থ প্রকাশ করে যে, পবিত্র কুরআনের প্রারম্ভেই ইহার অবস্থান হওয়ায় সূরাটি সমগ্র কুরআন শরীফের বিষয়বস্তুর একটি চাবিস্বরূপ। 'আস্-সালাত' (নামায) দ্বারা জ্ঞাত করা হইয়াছে যে, সূরাটি একটি সম্পূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ প্রার্থনা এবং ইহা ইসলামের আনুষ্ঠানিক প্রার্থনার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ 'আল্ হাম্‌দ' (প্রশংসা) দ্বারা ইহাতে মানব সৃষ্টির মহোত্তম উদ্দেশ্য সমূহ ব্যক্ত করা হইয়াছে যাহাতে এই শিক্ষা রহিয়াছে যে, বান্দার সহিত আল্লাহ্‌র সম্পর্ক মূলতঃ আল্লাহ্‌র দয়া ও অনুগ্রহেরই একটি দিক । 'উম্মুল কুরআন' (কুরআন-জননী) দ্বারা বুঝানো হইয়াছে যে, ইহা সমগ্র কুরআন শরীফের সার-সংক্ষেপ,যাহাতে সংক্ষিপ্তাকারে মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির শিক্ষাসমূহ বিদ্যমান । 'আল্ কুরআনুল আযীম' (মহা কুরআন) দ্বারা ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে, যদিও ইহা 'উম্মুল কিতাব' ও 'উম্মুল কুরআন' তবুও ইহা পবিত্র কুরআনেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং ইহাকে কুরআন হইতে আলাদা মনে করা ভুল । 'আস্-সাব্‌উল মাসানী' (পুনঃ পুনঃ পাঠ্য সাত আয়াত) দ্বারা প্রকাশ করা হইয়াছে যে, এই সূরার সাতটি ছোট আয়াত প্রকৃত পক্ষে মানুষের সমস্ত আধ্যাত্মিক প্রয়োজন মিটাইতে সক্ষম । ইহা এইদিক হইতেও গুরুত্বপূর্ণ যে, নামাযের প্রত্যেক রাকআতেই এই সূরাটি পাঠ করিতে হইবে । 'উম্মুল কিতাব' (কিতাব-জননী) দ্বারা আলোকপাত করা হইয়াছে যে, এই সূরায় অন্তর্নিহিত প্রার্থনার ফলশ্রুতি হিসাবেই কুরআনী শরীয়াত বা বিধান-গ্রন্থ অবতীর্ণ হইয়াছে । 'আশ্ শিফা' (আরোগ্য) দ্বারা দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে যে, ইহার মধ্যে মানুষের সকল প্রশ্ন ও সন্দেহের জবাব এবং বিভিন্ন ব্যাধির চিকিৎসা বিদ্যমান । 'আর্ রুকইয়া' (পড়িয়া ফুঁ দিবার সূরা) দ্বারা বুঝানো হইয়াছে যে, শুধুমাত্র ইহা রোগ মুক্ত হইবার সূরাই নয়, অধিকন্তু ইহা শয়তান ও তাহার অনুসারীদের আক্রমণ হইতে মানুষকে রক্ষা করে এবং তাহাদের বিরুদ্ধে মানুষের হৃদয়কে শক্তিশালী করে । 'আল্ কান্য' (ভাণ্ডার) দ্বারা বলা হইয়াছে যে, এই সূরা জ্ঞান ও প্রজ্ঞার এক অফুরন্ত ভাণ্ডার ।

বাইবেলের এক ভবিষ্যদ্বাণীতে ফাতেহার উল্লেখ

'সূরা ফাতেহা' নামেই এই সূরা সর্বাধিক পরিচিত । এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে,বাইবেলের নূতন নিয়মের এক ভবিষ্যদ্বাণীতে এই 'ফাতেহা' নামের উল্লেখ আছে । "আমি এক শক্তিমান দূতকে স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিতে দেখিলাম,তাঁহার হস্তে একখানা ক্ষুদ্র উন্মুক্ত পুস্তিকা (ফতুহা) ছিল"। "তিনি তাঁহার দক্ষিণ চরণ সমুদ্রে ও বাম চরণ স্থলে রাখিলেন" (প্রকাশিত বাক্য-১০ঃ১-২)। এই বাক্যে 'উন্মুক্ত' বুঝাইতে হিব্রু শব্দ 'ফতুহা' ব্যবহৃত হইয়াছে যাহা আরবী শব্দ ফাতেহা'র অনুরূপ। "আর তিনি (শক্তিমান দূত) চীৎকার করিলে সপ্ত বজ্র নিজ নিজ স্বর ধ্বনিত করিল" (প্রকাশিত বাক্য-১০ঃ ৩-৪)। উক্ত ভবিষ্যদ্বাণীতে বর্ণিত 'সপ্ত বজ্রধ্বনিই' হইতেছে সপ্ত আয়াত সম্বলিত সূরা ফাতেহা । খৃষ্টান পণ্ডিতগণ অবশ্য বলেন যে, এই ভবিষ্যদ্বাণী যীশু খৃষ্টের দ্বিতীয় আগমনের সহিত সম্বন্ধযুক্ত; ইহার সত্যতা আজ প্রকৃত ঘটনার নিরিখে আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি । আহ্‌মদী জামায়াতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ (আঃ) যাহার মাধ্যমে যীশু খৃষ্টের দ্বিতীয় আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী পরিপূর্ণ হইয়াছে, এই সূরার বহ জোরালো ব্যাখ্যা লিখিয়াছেন এবং ইহার আলোকে তাঁহার দাবীর সত্যতাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন এবং সর্বদা ইহাকে এক আদর্শ দোয়া হিসাবে ব্যবহার করিয়াছেন । তিনি এই সূরার সাতটি ছোট আয়াত হইতে ঐশী শিক্ষার এমন নিগূঢ় তত্ত্বাবলী উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন যাহা পূর্বে বিশ্ববাসীর নিকট অগোচর ছিল । বলা যাইতে পারে যে, এই সূরাটির ব্যাখ্যা হযরত আহ্‌মদ (আঃ)-এর দ্বারা যথার্থ অর্থে প্রকাশিত হইয়াছে,পূর্বে যেন ইহার ভাণ্ডার মোহরাঙ্কিত ছিল। এইভাবে নূতন নিয়মের আরেকটি ভবিষ্যদ্বাণীও (প্রকাশিত বাক্য-১০ঃ৪) পরিপূর্ণতা লাভ করিল । যেমন, "আর সপ্ত মেঘধ্বনি হইলে আমি লিখিতে উদ্যত হইলাম এবং

(তখন) স্বর্গ হইতে এই বাণী শুনিলাম, আমাকে বলা হইলঃ ঐ সপ্ত বজ্রধ্বনি যাহা বলিল, তাহা মোহরাঙ্কিত করিয়া রাখ, এবং লিখিও না" .....। বস্তুতঃ এই ভবিষ্যদ্বাণীর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ইহাই যে 'ফতুহা' বা সূরা 'ফাতেহার' নিগূঢ় তত্ত্বাবলী কিছুকালের জন্য অনুদ্ঘাটিত থাকিবে, কিন্তু এমন এক সময় আসিবে যখন ইহার অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিক জ্ঞান-ভাণ্ডার উদ্ঘাটিত হইবে। বর্তমানে হযরত আহ্‌মদ (আঃ) কর্তৃক এই মহান কার্য সুসম্পন্ন হইয়াছে।

কুরআনের পরবর্তী অংশের সহিত সম্পর্ক

সূরা ফাতেহা প্রকৃত পক্ষে পবিত্র কুরআনের ভূমিকা স্বরূপ। ইহা যেন এক খানা ক্ষুদ্রাকৃতি কুরআন। তাই, শুরুতেই পাঠক ইহা হইতে মোটামুটিভাবে সমগ্র কুরআনের স্বরূপ ও বিষয়বস্তুর একটি সম্ভাব্য পরিচিতি বা ধারণা লাভ করিতে পারে। হাদীসে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, কুরআন শরীফে সূরা ফাতেহা হইতেছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় (বুখারী)।

বিষয়বস্তু

পবিত্র কুরআনের শিক্ষার নির্যাস হইতেছে সূরা ফাতেহা। তাই, বিশদভাবে সমস্ত কুরআনে যে সব বিষয় আলোচিত হইয়াছে, তাহার সংক্ষিপ্ত সার সূরা ফাতেহায় সন্নিবেশিত হইয়াছে। শুরুতেই এই সূরায় আল্লাহ্‌তা'লার মৌলিক গুণাবলীর পরিচয় বর্ণিত হইয়াছে যেইগুলিকে কেন্দ্র করিয়া তাঁহার অন্যান্য গুণাবলী আবর্তিত হইতেছে এবং উহাদের উপর বিশ্বজগতের পরিচালনার ভিত্তি এবং স্রষ্টা ও বান্দার সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত। আল্লাহ্‌তা'লার চারিটি মৌলিক গুণ যেমন, রাব্ব, (সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, পূর্ণতাদাতা এবং ক্রমবিকাশদাতা), 'রাহ্‌মান'(অযাচিত-অসীম দাতা), 'রাহীম' (পরম দয়াময়) এবং 'মালিকে ইয়াওমিদ্দীন' (বিচার দিবসের মালিক) দ্বারা বুঝানো হইয়াছে যে, মানুষ সৃষ্টির পর আল্লাহ্‌তা'লা তাঁহার প্রকৃতিতে শ্রেষ্ঠ উপাদান সমূহ সংযুক্ত করিয়াছেন এবং মানুষের শারীরিক, সামাজিক, নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ ও ব্যবস্থা নির্ধারণ করিয়াছেন। তদুপরি, মানুষের চেষ্টা-প্রচেষ্টা ও কর্মকাণ্ড যাহাতে শুভ ফলদায়ক হয় তিনি উহারও বন্দোবস্ত করিয়াছেন। সূরাতে আরো বলা হইয়াছে যে, আল্লাহ্‌তা'লার 'আব্‌দ' (দাস) হইবার জন্যই মানুষের সৃষ্টি, এবং এইজন্য সব সময় তাহাকে আল্লাহ্‌র ইবাদত ও নৈকট্য অর্জন করিতে হইবে এবং এই মহান উদ্দেশ্য সাধনে সব সময় আল্লাহ্‌র সাহায্য ও অনুগ্রহের প্রয়োজন। আল্লাহ্‌তা'লার উক্ত মৌলিক গুণাবলী বর্ণনার পর সূরাটিতে পূর্ণ আত্ম-বিলীনতা সহ বান্দা কর্তৃক এক স্বতঃস্ফূর্ত ও সর্বব্যাপী প্রার্থনার কথা ব্যক্ত করা হইয়াছে। এই প্রার্থনা বা ইবাদতের আসল শিক্ষা এই যে, মানুষ যেন সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌র সাহায্য ও অনুগ্রহ কামনা করে যাহার ফলে আল্লাহ্‌তা'লা তাঁহার ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উন্নতির জন্য জরুরী উপকরণ সৃষ্টি করেন। কিন্তু মানুষ যেহেতু অতীতের উৎকৃষ্ট নমুনা ও আদর্শ হইতে অনুপ্রেরণা লাভ করে, বিশেষতঃ তাহাদের, যাহারা জীবনের উদ্দেশ্য সাধনে সফল হইয়াছিলেন, তাই মানুষকে আল্লাহ্‌তা'লার নিকট দোয়াও যাচনা করিতে শিখানো হইয়াছে যেন তাহাদের (পূর্ববর্তী সৎলোকদের) অনুরূপ তাহাকেও অসীম নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সফলতার পথে পরিচালিত করা হয়। পরিশেষে, সূরাটিতে এক ভীতিপূর্ণ সতর্কবাণীসহ বলা হইয়াছে যে, মানুষ সৎপথ প্রাপ্তির পর যেন পুনরায় পথভ্রষ্ট না হইয়া পড়ে এবং তাহার আসল উদ্দেশ্য ভুলিয়া গিয়া সৃষ্টিকর্তা হইতে দূরে চলিয়া না যায়। পরন্তু সে যেন অবিরাম আল্লাহ্‌র সাহায্য ও অনুগ্রহ কামনা করিয়া সম্ভাব্য যে কোন পদস্খলন হইতে আত্মরক্ষা করে। ইহাই সূরা ফাতেহার সার সংক্ষেপ এবং এই বিষয়বস্তুকেই বিশদ ভাবে পাঠকদের হেদায়াতের জন্য বিভিন্ন দৃষ্টান্ত ও উপমা দ্বারা কুরআনে (পরবর্তী সূরাগুলিতে) পেশ করা হইয়াছে।

বিশ্বাসীগণকে আদেশ দেওয়া হইয়াছে যে, পবিত্র কুরআন পাঠ আরম্ভ করিবার পূর্বে তাহারা যেন শয়তানের বিরুদ্ধে আল্লাহ্‌র সাহায্য কামনা করে। যেমন,'যখন তুমি কুরআন পাঠ আরম্ভ কর, তখন (প্রথমেই) বিতাড়িত শয়তান হইতে আল্লাহ্‌র আশ্রয় চাহিয়া লও' (১৬ঃ ৯৯)। এখন, আশ্রয় প্রার্থনা কয়েকটি কারণে হইতে পারে-(১) এই জন্য আশ্রয় প্রার্থনা করা যাইতে পারে যাহাতে কোন অমঙ্গল আমাদিগকে স্পর্শ না করে, (২) এই লক্ষ্যে আশ্রয় চাওয়া হইতে পারে যাহাতে কোন মঙ্গল আমাদের হস্তচ্যুত না হয়, এবং (৩) আশ্রয় যাচনা করার উদ্দেশ্য ইহাও হইতে পারে যে, একবার কল্যাণ লাভের পর আমরা যেন উহা হইতে বঞ্চিত না হই ইহার জন্য যে নির্ধারিত দোয়া রহিয়াছে তাহা হইলঃ 'আমি বিতাড়িত শয়তান হইতে আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি' এবং এই দোয়া কুরআন তেলাওয়াতের প্রারম্ভে অবশ্যই পাঠ করিতে হইবে।

এই সূরা পবিত্র কুরআনের একটি অধ্যায় এবং সমস্ত কুরআনে এইরূপ ১১৪ টি অধ্যায় রহিয়াছে যাহাদের প্রত্যেকটিকে এক একটি সূরা বলা হয়। সূরা কতকগুলি অর্থে ব্যবহৃত হয়, যেমন, (১) উচ্চপদ ও মর্যাদা, (২) একটি চিহ্ন বা নিদর্শন, (৩) একটি সুউচ্চ ও সুরম্য প্রাসাদ এবং (৪) এমন কিছু যাহা পরিপূর্ণ এবং সম্পূর্ণ (আকরাব এবং কুরতুবী)। কুরআন করীমের অধ্যায়গুলিকে এই জন্যও সূরা বলা হয় যে,(ক) ইহা পাঠের মাধ্যমে পাঠক মর্যাদার ভূষণে ভূষিত হয় এবং ইহার ফলে সে খ্যাতি লাভ করে, (খ) এই গুলি পবিত্র কুরআনে উপস্থাপিত বিভিন্ন বিষয়ের শুরু ও শেষ চিহ্ন বা নিদর্শন হিসাবে কাজ করে, (গ) ইহাদের প্রত্যেকটিই আধ্যাত্মিক (মর্যাদার) দিক হইতে এক একটি সুউচ্চ প্রাসাদ বিশেষ, এবং (ঘ) মূলভাব ও বিষয়-বস্তুর দিক হইতে ইহারা প্রত্যেকেই পরিপূর্ণ ও সম্পূর্ণ। কুরআন শরীফের বিভিন্নস্থানেও এই ধরণের অধ্যায়কে সূরা নামে অভিহিত করা হইয়াছে (২ঃ ২৪, এবং ২৪ঃ২)। হাদীসেও ইহার ব্যবহার আসিয়াছে, যেমন, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) বলিয়াছেন, ঐইমাত্র আমার নিকট একটি সূরা অবতীর্ণ হইয়াছে এবং ইহা এইরূপ' (মুসলিম)। এই সমস্ত বর্ণনার প্রেক্ষিতে ইহা সুস্পষ্ট যে, কুরআনের একটি বিভাগ হিসাবে সূরার ব্যবহার ইসলামের আদি হইতেই প্রচলিত ছিল এবং পরবর্তীকালের কোন নূতন সংযোজন নহে।

سُوْرَةُ الْفَاتِحَةِ مَكِّيَّةٌ (١) آياتها ٧ ركوعها ١

১-সূরা আল্ ফাতেহা

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ইহাতে ৭ আয়াত এবং ১ রুকূ আছে ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝١ ج

১। আল্লাহ্র[১] [২]নামে,[৩] যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময়[৪]।

১। 'আল্লাহ' সেই পরম অস্তিত্বের বা সত্তার নাম, যিনি পূর্ণতম গুণাবলীর একমাত্র স্বত্বাধিকারী এবং ধারণাতীতভাবে ত্রুটি-মুক্ত । আরবী ভাষায় 'আল্লাহ্' শব্দটি অন্য কোন সত্তা বা বস্তুর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় না । অন্য কোন ভাষাতেই সেই উচ্চতম সত্তার এরূপ স্বতন্ত্র নামবাচক কোনও বিশেষ্য পদ নাই । অন্যান্য ভাষায় তাঁহার যে নামগুলি আছে, সেগুলির সবই গুণবাচক বা বর্ণনাবাচক, সেগুলি বহুবচনেও ব্যবহৃত হয় । কিন্তু 'আল্লাহ' শব্দটি কখনও বহুবচনে ব্যবহৃত হয় না । 'আল্লাহ্' একটি মৌলিক বিশেষ্য । ইহা কোনও সাধিত শব্দ নহে । ইহা কোন গুণ-প্রকাশক বিশেষণ রূপেও ব্যবহৃত হয় না । বাংলা ভাষায় ইহার কোনও প্রতিশব্দ না থাকাতে, অনুবাদের সবটাতে 'আল্লাহ্' শব্দই রাখা হইয়াছে । আরবী ভাষার প্রসিদ্ধ ভাষাবিদ পণ্ডিতেরা এই অভিমতকে সমর্থন করেন । সর্বাপেক্ষা নির্ভুল অভিমত হইল, 'আল্লাহ্' নামবাচক বিশেষ্য; ইহা একমাত্র ঐ সত্তারই নাম যিনি স্বয়ম্ভু, অনিবার্যরূপে অস্তিত্ববান, স্বনির্ভর সর্বগুণাধার । 'আল্লাহ্' শব্দের 'আল্' অবিভাজ্য; ইহা আল্লাহ্ শব্দেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ (মুফরাদাত, আকরাব ও লেইন)।

২। 'ইসম' অর্থ নাম বা গুণ (আক্রাব)। এখানে ইহা উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে । একই সাথে ইহা, সৃষ্টিকর্তার মূল নাম 'আল্লাহ্'-এর সহিত ব্যবহৃত হইয়াছে এবং আল্লাহ্র গুণ 'আর্-রাহমান' (অযাচিত-অসীম দাতা) ও 'আর্-রহীম' (পরম দয়াময়)-এর সহিতও ব্যবহৃত হইয়াছে ।

৩। আরবী ভাষায় 'বা' অব্যয়টি নানা অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে; এখানে 'সহিত' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে । 'বা'+'ইস্ম' মিলিয়া, গঠিত যুগ্ম শব্দ 'বিস্মে', যাহার অর্থ 'নামের সহিত' । আরবী বাক্ধারা অনুযায়ী, 'বিস্মিল্লাহ্' কথাটির পূর্বে কিছু কথা উহ্য রহিয়াছে- যেমন 'ইক্রা' (পড়) 'আক্রাউ' (আমি পড়ি), 'নাকরাউ' (আমরা পড়ি); কিংবা 'ইশ্রা' (শুরু কর); 'আশ্রাউ' (আমি শুরু করি), 'নাশরাউ' (আমরা শুরু করি)। অতএব, উহা শব্দগুলিকে লইয়া 'বিসমিল্লাহ্'র অর্থ 'আল্লাহ্র নামের সহিত বা আল্লাহ্র নামে পড় অথবা আল্লাহ্র নাম লইয়া পড়', 'আমি বা আমরা আল্লাহ্র নাম লইয়া পড়ি', 'আমি বা আমরা আল্লাহ্র নাম লইয়া আরম্ভ করি ।' 'বিসমিল্লাহির রাহ্মানির রাহীম' এর নিকটতম অর্থ প্রকাশক বাংলা অনুবাদ হইবে, 'আল্লাহ্র নাম লইয়া (আরম্ভ করিতেছি) যিনি অযাচিত-অসীম দাতা এবং পুনঃ পুনঃ দয়া প্রদর্শনকারী, বার বার রহমকারী, পরম দয়াময়' (বাহ্রে মুহীত, ফাত্হুল বায়ান)।

৪। 'আর্ রাহমান (অযাচিত অসীম দাতা) এবং 'আর্ রাহীম' (পরম দয়াময়) এই উভয় শব্দ একই 'রাহেমা' ধাতু হইতে উৎপন্ন। 'রাহেমা' অর্থ সে দয়া প্রদর্শন করিল; সে ক্ষমা করিল। 'রহমত' শব্দের মধ্যে দুইটি ভাব আছে ঃ একটি ভাব হইল 'রিক্কাত' দয়ার্দ্রতা ও কোমলতার ভাব, আর অপরটি হইল 'ইহ্সান' বা পরোপকারের ভাব (মুফ্রাদাত)। 'আর্ রাহমান' শব্দটি 'ফা'লান ওজনে এবং 'আর্ রাহীম' শব্দটি 'ফায়ীল' ওজনে আসিয়াছে । আরবী ভাষার নিয়ম ইহাই যে, মূল শব্দের সহিত যতবেশী অক্ষর যুক্ত হইবে, ততই ইহার অর্থের ব্যাপকতা বা গভীরতা বৃদ্ধি পাইবে (কাশ্শাফ)। 'ফা'লান ওজনের শব্দে পূর্ণতা ও ব্যাপকতা থাকে এবং 'ফায়ীল' ওজনের শব্দে ক্রিয়ার পৌনঃপুণিকতা ও বদান্যতা প্রকাশ পায় (মুহিত)। অতএব, এই হিসাবে, 'আর্-রাহমান' দ্বারা সারাবিশ্ব পরিবেষ্টনকারী দয়া বুঝায়; এবং 'আর্ রাহীম' দ্বারা সেই দয়াকে বুঝায় যা সীমিত হইলেও বার বার প্রদর্শন বুঝায় । উপরোক্ত অর্থের আলোকে 'আর্ রহমান' ঐ সত্তাকে বুঝায় যিনি অযাচিত ভাবে ও ব্যাপকভাবে, কাহারও সাধনা বা কর্মের সহিত সম্পর্ক-শূন্য রূপে সকল সৃষ্টির প্রতিই সমভাবে কৃপা বর্ষণ করিয়া থাকেন এবং আর্ রাহীম দ্বারা ঐ সত্তাকে বুঝায় যিনি মানুষের কাজের বিনিময়ে, সৎকাজেরপুরস্কার স্বরূপ দয়া-দাক্ষিণ্য দেখাইয়া থাকেন এবং ইহা বদান্যতার সহিত বার বার দেখান । 'আর্ রাহমান' শব্দটি কেবল মাত্র আল্লাহ্র জন্য প্রযোজ্য, কিন্তু 'রাহীম' শব্দটি দয়ালু মানুষের জন্যও ব্যবহৃত হইতে পারে । পূর্ববর্তী শব্দটি অবিশ্বাসী-বিশ্বাসী নির্বিশেষে সর্ব মানবকেই শুধু নহে, বরং সারা বিশ্বের সব সৃষ্টিকেই স্বীয় আওতার মধ্যে ধারণ করে । কিন্তু পরবর্তী (অর্থাৎ 'রাহীম') শব্দটি প্রধানতঃ বিশ্বাসীগণকে আওতাভুক্ত করে । মহানবী (সাঃ)-এর একটি বর্ণনা অনুযায়ী আল্লাহ্তা'লার 'আর্ রাহমান' এর গুণটির প্রকাশ সাধারণভাবে ইহকালের (নেয়ামত সমূহের) সহিত সম্পৃক্ত, এবং 'আর্ রাহীম'-এর গুণটির প্রকাশ পরকালের (নেয়ামত সমূহের) সহিত সম্পৃক্ত (মুহিত)। ইহা দ্বারা বুঝা যায়, যেহেতু এই বিশ্ব (ইহকাল) মানুষের জন্য এক বিরাট কর্মক্ষেত্র এবং পরকাল তাহার কর্মের সবিশেষ ফল প্রাপ্তির স্থান, সেই হেতু 'আর্ রাহমান' মানুষের কর্তব্য সম্পাদনের উপযোগী সব বস্তু ইহজগতে সরবরাহ করেন এবং 'আর্ রাহীম' রূপে পরকালে ফলপ্রাপ্তির ব্যবস্থা করিয়া থাকেন । যাহা কিছু আমাদের প্রয়োজন এবং যাহা কিছু আমাদের জীবন ধারণের জন্য আবশ্যক, উহার সব কিছুই বিনা পরিশ্রমে, বিনা যোগ্যতায় ও বিনা চাওয়ায় আমাদের জন্মের পূর্ব হইতেই, শুধু ঐশী অনুগ্রহ

২ । সকল[৫] প্রশংসা[৫-ক] আল্লাহ্‌রই, যিনি জগৎ সমূহের[৬] প্রতিপালক,[৬ক]

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۙ﴿۲﴾

স্বরূপ, আমাদের জন্য মওজুদ থাকে । তবে, পরকালে যে সকল ঐশী আশীর্বাদ মওজুদ রহিয়াছে, তাহা ইহকালীন কাজের পুরস্কার স্বরূপ আমাদিগকে আপন আপন যোগ্যতানুসারে দেওয়া হইবে ।

ইহা দ্বারা এই কথাই বুঝা যায় যে, 'আর্ রাহমান' হইলেন সেই মহান দাতা যিনি আমাদের জন্মের পূর্বেই আমাদের জন্য সব কিছুই দিয়া রাখিয়াছেন, 'আর্-রাহীম' হইলেন সেই কল্যাণবর্ষণকারী যিনি কাজের বিনিময়ে পুরস্কার দান করেন ।

'বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম' কুরআনের প্রতিটি সূরার (অধ্যায়ের) প্রথম আয়াত, অবশ্য সূরা তওবা বা বরাআত ছাড়া । তবে, সূরা 'বরাআত' সূরা 'আনফালের' বর্দ্ধিত অংশবিশেষ, স্বাধীন ও পৃথক সূরা নহে। ইবনে আব্বাস হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, যখনই কোন নূতন সূরা নাযেল হইত, তখনই বিস্‌মিল্লাহ্ আয়াতটি প্রথমে আসিত । বিস্‌মিল্লাহ্ না আসা পর্যন্ত রসূলুল্লাহ (সাঃ) জানিতে পারিতেন না যে, নূতন সূরা আরম্ভ হইয়াছে (দাউদ)। ইহাতে বুঝা যায় (১) 'বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম' আয়াতটি কুরআনেরই অংশ, অতিরিক্ত কোন কিছু নহে, (২) সূরা 'বরাআত' স্বাধীন সূরা নহে । হযরত ইবনে আব্বাসের বর্ণনা সেই সকল লোকের ধারণাকে খণ্ডন করে, যাহারা বলেন, 'বিসমিল্লাহ্' কেবল মাত্র সূরা ফাতেহার অংশ, অন্যান্য সূরার অংশ নহে । হযরত রসূল করীম (সাঃ) ইহাও বলিয়াছেন যে, 'বিস্‌মিল্লাহ্' কুরআনের প্রতিটি সূরারই অংশ (বুখারী এবং কুৎনী)। প্রতিটি সূরার প্রারম্ভে 'বিস্‌মিল্লাহ্' ব্যবহারের তাৎপর্য হইতেছেঃ কুরআন ঐশী জ্ঞানের এক অফুরন্ত ভাণ্ডার, আল্লাহ্‌র বিশেষ অনুগ্রহ ছাড়া সেই জ্ঞানের ধারে কাছে পৌছানো কাহারও পক্ষে সম্ভব নয় । 'পবিত্রগণ ছাড়া কেহ ইহাকে স্পর্শ করিবে না' (৫৬ঃ৮০)। সেই কারণেই, প্রতিটি সূরার প্রারম্ভে 'বিসমিল্লাহ্' সংযুক্ত করিয়া মুসলমানদিগকে স্মরণ করানো হইয়াছে যে, কুরআনে বিধৃত ঐশী জ্ঞানভাণ্ডারে প্রবেশলাভ করিতে হইলে এবং ইহা হইতে প্রকৃত উপরকার লাভ করিতে হইলে, তাহাদিগকে কেবল পবিত্র হৃদয় লইয়া অগ্রসর হইলেই চলিবে না,বরং পদে পদে অতিশয় মিনতির সহিত আল্লাহ্‌তা'লার সাহায্যও চাহিতে হইবে । 'বিসমিল্লাহ' আয়াতটি আরও একটি প্রয়োজনীয় কার্য সম্পাদন করে—ইহাতে প্রত্যেক সূরার অর্থের ও তাৎপর্যের চাবিকাঠি রহিয়াছে । কেননা, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিষয়াদি, কোনও না কোনও ভাবে, প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে আল্লাহ্‌তা'লার মৌলিক গুণ 'রাহমানীয়ত' (অযাচিত-অসীম দান) বা 'রাহীমিয়ত' (বার বার দয়া প্রদর্শন)-এর সাথে সম্পর্কিত । এইরূপে, প্রত্যেক সূরাই বস্তুতঃ 'বিসমিল্লাহ্' আয়াতে বর্ণিত আল্লাহ্‌তা'লার মূল-গুণাবলীর সবিস্তার ব্যাখ্যা ও বিবরণ মাত্র । অনেক সময় তর্ক উত্থাপন করা হয় যে, 'বিসমিল্লাহ্' কথাটি সূত্র হিসাবে পূর্ববর্তী ধর্মগ্রন্থ হইতে ধার করা হইয়াছে । সেল বলেন, ইহা যেন্দাবেস্তা হইতে অনুকরণ করা হইয়াছে। আর প্রাচ্যবিদ রডওয়েল বলেন, ইসলাম-পূর্ব আরবগণ ইহা ইহুদীদের নিকট হইতে ধার করিয়াছিল এবং পরে তাহা কুরআনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে । এই দুইটি অভিমতই স্পষ্টতঃ ভুল । প্রথম কথা হইল, মুসলমানেরা কখনও দাবী করেন নাই যে, এই সূত্রটি, এই আকারে বা অন্য আকারে, কুরআন অবতরণের পূর্বে মানুষের অজানা ছিল । দ্বিতীয়তঃ এইরূপ তর্ক উঠানোও ঠিক নয় যে, যেহেতু এই সূত্রটি কোনও না কোন আকারে ইসলাম-পূর্ব আরবেরা, কুরআন অবতরণের আগেই কিছুদিন ব্যবহার করিয়াছে, অতএব, ইহা ঐশী-বাণী হইতে পারে না । বস্তুতঃ, কুরআনেই উল্লেখ আছে যে, সুলায়মান (আঃ) সাবার রাণীর কাছে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা এই 'বিসমিল্লাহ্' দিয়াই আরম্ভ করিয়াছিলেন (২৭ঃ৩১)। মুসলমানেরা যাহা দাবী করেন এবং যে দাবীকে কেহই অস্বীকার করিতে পারে নাই, তাহা এই যে, কুরআনই একমাত্র ধর্মগ্রন্থ যাহা 'বিসমিল্লাহ্' সূত্রটিকে সর্বোত্তমভাবে ব্যবহার করিয়াছে, পূর্ববর্তী কোনও ধর্মগ্রন্থ এইরূপ যথোপযুক্ত ভাবে ইহার ব্যবহার করে নাই । এই কথা বলাও মারাত্মক ভুল যে, ইসলাম-পূর্ব আরবগণ এই সূত্রটির ব্যবহার অহরহ করিত, কেননা ইহা সকলেরই জানা কথা যে, তাহারা আল্লাহ্‌কে 'আর্ রাহমান' নামে আখ্যায়িত করাকে ঘৃণার কাজ মনে করিত । যাহা হউক, যদি এইরূপ সূত্র পূর্বেও প্রচলিত ছিল বলিয়া মনে করা হয়, তাহাতে কুরআনেরই সত্যতা সাব্যস্ত হয়, যেহেতু কুরআনই বলে, এমন জাতি নাই, যাহাদের মধ্যে ঐশী-শিক্ষাদাতা পাঠানো হয় নাই (৩৫ঃ২৫); আরও বলে, পূর্বেকার অবতীর্ণ গ্রন্থাবলীর সকল চিরস্থায়ী সত্য ও স্থায়ী শিক্ষামালা কুরআনে সঞ্চিত করা হইয়াছে (৯৮ঃ৪)। অবশ্যই কুরআনে আরও বহু কিছু নূতন ভাবে সংযোজিত হইয়াছে । তবে যাহা কিছু অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ হইতে প্রাপ্ত হইয়াছে, কুরআন সেইগুলিকে উন্নতরূপ দিয়াছে ও অধিকতর উন্নত পর্যায়ে অভিষিক্ত করিয়া উন্নতভাবে ব্যবহারোপযোগী করিয়াছে ।

৫ । কোন কিছুকে 'নির্দিষ্ট' করিতে আরবীতে 'আল্' ব্যবহৃত হয়, যেরূপ ইংরেজীতে 'দি' বা বাংলাতে 'টি, টা, খানি' খানা' ইত্যাদি, শব্দের পূর্বে বা পরে যোগ করিয়া, বিষয় বা বস্তুকে নির্দিষ্ট করা হইয়া থাকে । তবে, 'আল্' দ্বারা বিষয় বা বস্তুর সর্বদিকই নির্দেশ করে অথবা ইহার ব্যাপকতা ও পূর্ণতাকে জ্ঞাপন করে, ইহার সকল স্তর ও পরিমাণকে অন্তর্ভুক্ত করে । যে বস্তুর কথা ইতিপূর্বে বলা হইয়াছে, ইহার পুনরুল্লেখের ক্ষেত্রেও 'আল্' সূচিত হয় কিংবা মনে ইহার ধারণা উপস্থিত থাকিলে, সেক্ষেত্রেও 'আল্' দ্বারা শব্দটিকে বিশেষিত করা হয় ।

৫-ক । আরবীতে দুইটি শব্দ 'মাদ্‌হ' ও 'হাম্‌দ', প্রশংসা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপনার্থে ব্যবহৃত হয় । তবে মাদ্‌হ্ শব্দটি মিথ্যা প্রশংসার ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা হয়; কিন্তু হাম্‌দ শব্দটি একমাত্র সত্য প্রশংসার ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয় । তাছাড়া 'মাদ্‌হ' সেইরূপ উপকারের ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হইতে পারে, যেখানে কর্তার কোন কর্তৃত্ব বা কৃতিত্ব নাই । কিন্তু 'হাম্‌দ' শুধু ঐসব ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয় যেখানে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া সৎকাজ বা উপকার করা হয় (মুফ্‌রাদাত)। 'হাম্‌দ' শব্দের মধ্যে, একদিকে প্রশংসিতের গুণগান, মর্যাদাবৃদ্ধি ও উন্নত মহিমা প্রকাশ পায়, আর অন্যদিকে

৬ এবং ৬-ক টিকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

৩। অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময়[৭] ,

الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝٣

৪। বিচার[৮] দিবসের[৯] মালিক।[১০]

مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝٤

প্রশংসাকারীর বিনয়, নম্রতা ও অধীনতার মনোভাব নিহিত থাকে। অতএব, 'হাম্‌দ' শব্দই এইস্থলে সর্বাধিক উপযুক্ত শব্দ, যেখানে আল্লাহ্‌তা'লার সত্যিকার গুণাবলী, সত্যিকার মহিমা-কীর্তন, যথোচিত প্রশংসা করিতে ইচ্ছা করা হইয়াছে। সাধারণ পরিভাষায়, 'হাম্‌দ' শব্দটি এখন শুধু আল্লাহ্‌তা'লার প্রশংসার উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হইতেছে। বর্তমানে পরিভাষাগত ভাবে, 'হাম্‌দ' মানেই আল্লাহ্‌র প্রশংসা।

৬। 'আল্-আলামীন', 'আলাম' শব্দের বহুবচন। 'আলাম' শব্দ 'ইলম্' ধাতু হইতে উৎপন্ন, আর 'ইলম' অর্থ 'জানা'। 'আলাম' শব্দটা ঐ সকল জীব-জন্তু গাছপালা ও বস্তু নিচয়কে বুঝায়, যাহাদের সাহায্যে কেহ সৃষ্টিকর্তাকে জানিতে পারে (আকরাব)। ইহা কেবল সৃষ্ট জীব-জন্তু বা সৃষ্ট বস্তু নিচয়ের সমষ্টিকে বুঝায় না বরং ইহাদের বিভিন্ন শ্রেণী-বিন্যাসকেও বুঝাইতে পারে। যেমন 'আলামুল্-ইন্‌স' বলিতে বুঝায় মানব জগত, 'আলামুল -হায়্‌ওয়ান' বলিতে বুঝায় পশু-জগৎ, ইত্যাদি। 'আল্-আলামীন' বলিতে বুদ্ধিসম্পন্ন মানব ও ফিরিশ্‌তাকেই কেবল বুঝায় না, বরং সমস্ত সৃষ্ট বস্তুকেই বুঝায় (২৬ঃ২৪-২৯ ও ৪১ঃ১০)। সময় সময়, ইহা সীমিত অর্থেও ব্যবহৃত হয় (২ঃ১২৩)। এ স্থলে ইহা সর্বাপেক্ষা ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে এবং আল্লাহ্ ছাড়া অন্য সব কিছুকেই বুঝাইয়াছে, অর্থাৎ বিশ্ব-চরাচরের সবকিছুসহ চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র যাহা কিছু বিশ্ব সৃষ্টিতে আছে, তাহারা সবই 'আলামীন'-এর অন্তর্ভুক্ত।

'সকল প্রশংসাই একমাত্র আল্লাহ্‌র' এই বাক্যটি, 'আমি আল্লাহ্‌র প্রশংসা করি' বাক্য হইতে অনেকগুণ বেশী ব্যাপক ও গভীর। কারণ, মানুষ তাহার সীমিত জ্ঞানানুযায়ী আল্লাহ্‌কে প্রশংসা করিতে পারে। কিন্তু 'সমস্ত প্রশংসাই আল্লাহ্‌র' বলাতে, এই বাক্যের মধ্যে, মানুষের জ্ঞাত প্রশংসা ত থাকেই, তাহার অজ্ঞাত অজানা প্রশংসাও অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়। আল্লাহ্ সব সময় ও সর্বাবস্থায় প্রশংসার যোগ্য, মানুষের অপূর্ণ জ্ঞান বা চেতনায় তাহা বুঝা যাউক বা না যাউক, মানুষের উপলব্ধিতে তাহা ধরা পড়ুক বা না পড়ুক। সর্বোপরি ব্যাকরণগতভাবে, হাম্‌দ শব্দটি অসমাপিকা ক্রিয়া বিশেষ। অতএব, 'আল্লাহ' সেই ক্রিয়ার কর্তা বা কর্ম উভয়ই হইতে পারেন। 'কর্তা হইলে, অর্থ হইবে আল্লাহ্‌ই সত্যিকার প্রশংসা করিবার একমাত্র অধিকারী। আর কর্মকারক হইলে, অর্থ দাঁড়াইবে, সকল প্রকারের সত্য ও পরিপূর্ণতাপ্রাপ্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ্‌তা'লারই প্রাপ্য। 'আল্' অর্থ ৫ টীকায় দেখুন।

এই আয়াতে বিশ্বের ক্রমোন্নয়ন বা বিবর্তন ধারার কথা বলা হইয়াছে অর্থাৎ প্রত্যেক বস্তুই ক্রমোন্নয়নের ধারায় পর্যায়ক্রমে স্তর হইতে স্তরান্তরে উন্নতি লাভ করে; রাব্ব হইলেন তিনিই যিনি সৃষ্টি করেন, বর্দ্ধিত করেন ও পর্যায়ক্রমে উন্নতি দান করেন। ইহাতে এই কথাও বুঝা যায় যে, বিবর্তন ও ক্রমোন্নয়ন আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাসের পরিপন্থী নয়। কিন্তু এখানে যে বিবর্তনের কথা বলা হইয়াছে তাহা, সাধারণভাবে প্রচলিত বিবর্তন-বাদ (যাহাকে ইংরেজীতে বলা হয় থিওরী অব ইভলিউশন) নহে। এই আয়াত হইতে বুঝা যায়, সীমাহীন উন্নতির জন্যই মানুষকে সৃষ্টি করা হইয়াছে, কারণ 'রাব্বুল আলামীন' শব্দগুলিতে এই কথা নিহিত রহিয়াছে যে, আল্লাহ্‌তা'লা প্রত্যেক বস্তুকে নিম্ন পর্যায় হইতে উচ্চ পর্যায়ে উন্নীত করেন। আর এইরূপ করা তখনই সম্ভব যখন এক উন্নত স্তরের পরে আরো উন্নত স্তর থাকে এবং এইভাবে অশেষ স্তর থাকে।

৬-ক। 'রাব্বা' অর্থ সে কর্মসম্পাদন করিল; সে বিষয়টি বা বস্তুটিকে বৃদ্ধি করিল, ইহার উন্নতি সাধন করিয়া উচ্চ পর্যায়ে পৌছাইল ও পূর্ণ করিল, সে প্রতিপালন ও রক্ষণাবেক্ষণ করিল। এইভাবে 'রাব্ব' অর্থ দাঁড়ায়,(ক) প্রভু, **মনিব, সৃষ্টি-কর্তা**;(খ) যে প্রতিপালন করে ও বৃদ্ধি সাধন করে;(গ) যে ক্রমান্বয়ে পূর্ণতা দান করে (মুফ্‌রাদাত ও লেইন)। রাব্ব শব্দ যখন অন্য একটি শব্দের সহিত যুগ্ম ভাবে ব্যবহৃত হয়, তখন আল্লাহ্ ছাড়াও মানুষ কিংবা অন্য কিছুর জন্যও ব্যবহৃত হইতে পারে।

৭। 'বিসমিল্লাহ্' আয়াতে, **'আর্-রাহমান'** ও **'আর্-রাহীম'** গুণ দুইটি, সূরা 'ফাতেহা'র অর্থ বুঝিতে চাবিকাঠির মত কাজ করিয়া থাকে। এইখানে এইগুলি পুনরুল্লেখের একটি অতিরিক্ত উদ্দেশ্য আছে। মধ্যবর্তী পর্যায়ে ব্যবহৃত হইয়া ইহারা 'রাব্বুল আলামীন' ও 'মালিকে ইয়াওমিদ্দীন' গুণদ্বয়ের মধ্যে সংযোগ সাধন করিয়াছে।

৮। 'দীন' মানে প্রতিদান বা **পুরস্কার**; বিচার বা হিসাব-নিকাশ; রাজত্ব বা শাসনকর্তৃত্ব; অনুবর্তিতা, ধর্ম ইত্যাদি (আকরাব, লেইন)।

আল্লাহ্‌তা'লার চারিটি গুণ, যথা সমগ্র বিশ্বের প্রভু', 'অযাচিত-অসীম দাতা', 'পরম দয়াময়' এবং 'বিচার দিনের মালিক'— এই চারিটিই আল্লাহ্‌তা'লার মূল বা আদি গুণ। আল্লাহ্‌তা'লার অন্যান্য গুণাবলী, এই চারিটি মূল গুণের ব্যাখ্যা বা শাখা-প্রশাখা মাত্র। অন্য গুণগুলি এই চারিটি গুণের বিশ্লেষণকারী। এই চারিটি মৌলিক গুণ, চারিটি স্তম্ভ স্বরূপ, যাহার উপর আল্লাহ্‌র আরশ বা আসন স্থাপিত। যে ধারাবাহিকতায় এই চারিটি গুণের উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা, মানুষের কাছে আল্লাহ্‌তা'লা যে পর্যায়ক্রমে স্বীয় গুণাবলী প্রকাশ করেন, সেই পর্যায়ক্রমের উপর আলোকপাত করে।

'রাব্বুল আলামীন' (বিশ্বসমূহের প্রতিপালক, প্রভু) গুণের তাৎপর্য এই যে, মানব সৃষ্টির সাথে সাথে, তিনি প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি ও পারিপার্শ্বিকতাও সৃষ্টি করিয়াছেন, যাহাতে মানুষ আধ্যাত্মিক উন্নতি ও অগ্রগতি সাধন করিতে পারে। ইহার পরে পরেই 'আর-রাহমান' গুণের

৯ ও ১০ টিকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

৫। আমরা তোমারই ইবাদত[১১] করি এবং তোমারই নিকট সাহায্য[১২] প্রার্থনা করি।

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۝٥

৬। তুমি আমাদিগকে সরল-সুদৃঢ় পথে[১৩] পরিচালিত কর,

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۝٦

ক্রিয়া আরম্ভ হয় যাহার মাধ্যমে, প্রকৃত পক্ষে, আল্লাহ্‌তা'লা মানুষকে তাহার নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির উপায় ও উপকরণসমূহ দান করেন। আর যখন মানুষ ঐসব উপায় উপকরণের সদ্ব্যবহার করে তখন 'আর্-রাহীম' গুণটি কার্যকরী হয় এবং তাহাকে কাজের জন্য পুরস্কৃত করা হয়। সর্বশেষে, 'মালিকে ইয়াউমিদ্দীন' (বিচার দিবসের মালিক বা সর্বাধিপতি) নামক গুণটি মানুষের পরিশ্রমের শেষ ও সার্বিক ফলাফল ঘোষণা করে এবং এইভাবে প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণতা লাভ করে। যদিও চরম ও পূর্ণ হিসাব-নিকাশ পরকালের বিচারের দিনেই সম্পন্ন হইবে, তথাপি ইহকালেও প্রতিফলন প্রাপ্তির প্রক্রিয়া চলিতেছে। তবে, তফাৎ এই যে, ইহকালে মানুষের কাজকর্মে বিচার ও পুরস্কার দান অন্য মানুষের দ্বারা, রাজা-বাদশা দ্বারা অথবা শাসকদের দ্বারা সম্পন্ন হয় এবং সেজন্য তাহাতে ভুল-ভ্রান্তির আশংকা থাকে। শেষ বিচারের দিনে, আল্লাহ্‌তা'লার একক কর্তৃত্ব ও প্রভুত্ব পূর্ণমাত্রায় প্রকাশ পাইবে এবং প্রতিদান ও পুরস্কার প্রদান একমাত্র তাঁহারই হাতে ন্যস্ত থাকিবে। কাজেই সেখানে ভুল-ভ্রান্তি থাকিবে না, অযথা শাস্তি বা অযথা পুরস্কারও থাকিবে না। 'মালিক' শব্দটি স্পষ্ট বলিয়া দিতেছে যে, তিনি সাধারণ বিচারকের মত নহেন, যিনি সংশ্লিষ্ট আইনের গণ্ডীর ভিতরে থাকিয়া, নির্দিষ্ট ও সীমাবদ্ধ আইন-কানুন মোতাবেক বিচার করেন এবং এইরূপ করিতে বাধ্য। মালিকের সর্বময় কর্তৃত্ব খাটাইয়া আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা যেকোনও ভাবে, যে কোন স্থানে, যে কোনও সময়, ক্ষমা করিতে পারেন, দয়া দেখাইতে পারেন। এখানে 'দীন' শব্দটির অর্থ যদি 'ধর্ম' গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলে, অর্থ দাঁড়াইবে 'ধর্মের সময়ের প্রভু' যাহার তাৎপর্য হইবে যখন ধর্ম অবতীর্ণ হইবার সময় আসে, তখন মানুষ ঐশী শক্তি নিচয়ের ও ঐশী সিদ্ধান্ত সমূহের অপূর্ব ঘটনাবলী দেখিতে পায় এবং ঐশী নিদর্শনসমূহ চুর্তদিকে ছড়াইয়া পড়ে। আবার ধর্মের স্রোতে যখন ভাঁটা আসে, তখন মনে হয়, এই বিশ্ব লাগামহীন, কর্তৃত্বহীন অবস্থায় আপনাআপনি যন্ত্রের মত চলিতেছে; সৃষ্টিকর্তা বা মালিকের ভূমিকা তখন ততটা দৃষ্টিগোচর হয় না।

৯। 'ইয়াওম' অর্থ অখণ্ড-অসীম সময়, সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত পর্যন্ত সময়, বর্তমান সময় (আকরাব)।

১০। 'মালিক' অর্থ সর্বময় কর্তা, যাহার কোনও কিছুর উপর সত্বাধিকার রহিয়াছে এবং উহাকে বা ইহার সহিত যদৃচ্ছা ব্যবহার করিতে পারে (আক্‌রাব)।

১১। 'ইবাদাহ্' অর্থ চূড়ান্ত বিনয়, পরাপুরি বশ্যতা, আজ্ঞানুবর্তিতা ও সেবা। আল্লাহ্‌র একত্বে বিশ্বাস ও তাহা প্রকাশ করাও 'ইবাদাহ্' শব্দেরই অন্তর্ভুক্ত। এই শব্দটির অন্য একটি তাৎপর্য হইল, কোন বস্তুর 'মোহর' বা ছাপ গ্রহণ করা। এই তাৎপর্য মূলে, 'ইবাদাহ'র অর্থ দাঁড়ায়, আল্লাহ্‌তা'লার গুণাবলীর ছাপ নিজের মাঝে গ্রহণ করিয়া তাহা ধারণ ও বর্দ্ধন করতঃ নিজের জীবনে প্রতিফলন করা।

১২। 'আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত বা উপাসনা করি' কথাটি, 'একমাত্র তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি' বাকাটির পূর্বে স্থান পাইয়াছে। কেননা, আল্লাহ্‌তা'লার মহান গুণাবলী অবগত হইবার সাথে সাথে মানুষের মধ্যে প্রথম যে আবেগটি জাগিয়া উঠে, তাহা হইল, আরাধনার আবেগ, এই প্রথম আবেগের পরে পরেই, সাহায্য প্রার্থনার আবেগ জাগে মনে। মানুষ আল্লাহ্‌র উপাসনা করিতে চায়, কিন্তু তাহা করিতে গেলে, নানাভাবেই আল্লাহ্‌র সাহায্যের প্রয়োজন। এই আয়াতে 'আমরা' (বহুবচন) ব্যবহৃত হইয়াছে। 'ইহা দুইটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করে; (ক) মানুষ পৃথিবীতে একাকী বাস করে না বরং সে সমাজের অংশ হিসাবেই পরিস্থিতি ও পরিবেশের সহিত মিলিয়া মিশিয়া বাস করে ; অতএব তাহার একা একা আল্লাহ্‌র পথে চলিলেই হইবে না, বরং অন্যদেরকে সঙ্গে লইয়া চলিতে হইবে ; (খ) যে পর্যন্ত মানুষের পারিপার্শ্বিকতা শুধ্‌রানো না হয়, সে পর্যন্ত মানুষ নিরাপদ থাকিতে পারে না।

এইখানে একটি বিশেষ লক্ষ্যণীয় বিষয় রহিয়াছে। প্রথম চারিটি আয়াতে 'আল্লাহ্‌কে' প্রথম পুরুষ (ব্যাকরণগতভাবে) দেখানো হইয়াছে। কিন্তু পঞ্চম আয়াতে আসিয়া হঠাৎ তাঁহাকে মধ্যম পুরুষে আহ্বান করা হইয়াছে। তাহার কারণ এই যে, প্রথম চারিটি আয়াতে যে চারিটি মহান ঐশী গুণের উল্লেখ হইয়াছে, সেগুলির ধ্যান-ধারণা ও প্রভাব মনে প্রবেশ করা মাত্র, মানুষের হৃদয় সেই মহামহিম স্রষ্টার দর্শন লাভের জন্য এত তীব্রভাবে ব্যাকুল ও উদ্বেলিত হইয়া উঠে এবং তাঁহার উপাসনার বাসনা এতই অপ্রতিরোধ্য হইয়া পড়ে যে, তাহার হৃদয়ের সেই আকুতিকে চরিতার্থ করার উচ্ছাসে ও ব্যগ্রতায় এখানে এই পঞ্চম আয়াতে আসিয়া, মনের অগোচরেই, প্রথম পুরুষ (Third Person) মধ্যম পুরুষে রূপান্তরিত হইয়া যায়।

১৩। এই আয়াতের প্রার্থনাটি অপূর্ব ! ইহা এত পূর্ণ ও সার্বিক যে, মানুষের সকল প্রকার প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, প্রার্থনাটি শিখানো হইয়াছে। জাগতিক ও আধ্যাত্মিক, ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণ-প্রাপ্তির চির-আকুতিকে এই প্রার্থনাটির প্রতি শব্দেই রূপায়িত করা হইয়াছে। ইহার চাইতে পূর্ণতর, উচ্চতর ও গভীরতর প্রার্থনা কল্পনায় আসিতে পারে না। বিশ্বাসীর মন আকুতি জানায় সরল-সুদৃঢ় পথ

৭। তাহাদের পথে, যাহাদিগকে তুমি পুরস্কৃত[১৪] করিয়াছ, কোপগ্রস্তদের (পথে) নহে, এবং পথভ্রষ্টদেরও[১৫] (পথে) নহে।

صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝٧ ع

পাওয়ার জন্য, যে পথ সর্বাপেক্ষা স্বল্প সময়ে গন্তব্যে পৌছাইয়া দিবে। কখনও কখনও এমন হয়, যে মানুষকে সোজা সঠিক পথটিকে কিছু দূরত্ব হইতে দেখাইয়া দেওয়া হয়,কিন্তু তাহাকে আগাইয়া নিয়া ঐ পথে চালাইয়া দেওয়া হয় না। আর অগত্যা যদি চালাইয়া দেওয়াও হয় তথাপি সে শেষ পর্যন্ত ইহাতে স্থির থাকিতে পারে না বরং অন্য পথ ধরিয়া ফেলে। তাই মো'মেন বা বিশ্বাসী ব্যক্তি প্রার্থনা করে, আমাকে সরল-সুদৃঢ় পথ দেখাও এবং আমাকে ঐ পথে লইয়া গিয়া উহাতে চালাইতে থাক, যে পর্যন্ত না আমি সঠিক গন্তব্যে পৌছিয়া যাই— হেদায়াত শব্দের মধ্যেই এই তাৎপর্য রহিয়াছে। 'হেদায়াত' শব্দের অর্থ হইল সঠিক সোজা রাস্তা দেখানো (৭০ঃ১১), সেই রাস্তায় পৌছাইয়া দেওয়া (২৯ঃ৭০) এবং শেষাবধি সেই রাস্তায় চালাইয়া নেওয়া (৭ঃ৪৪), (মুফ্‌রাদাত এবং বাকা)। বস্তুতঃ মানুষ প্রতিটি পদক্ষেপেই আল্লাহ্‌র সাহায্যের মুখাপেক্ষী। তাই এই প্রার্থনাটি আল্লাহ্‌র কাছে প্রতিনিয়ত নিবেদন করা তাহার জন্য একান্ত জরুরী। যে পর্যন্ত আমাদের অভাব থাকিবে, প্রয়োজন ও চাহিদা অপূর্ণ থাকিবে এবং যে পর্যন্ত আমরা গন্তব্যস্থলে পৌছিতে না পারি, সে পর্যন্তই আমরা প্রার্থনার মুখাপেক্ষী।

১৪ একজন সত্যিকারের মো'মেন বা বিশ্বাসী সত্য ও সোজা পথ পাইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না, কিংবা ধর্মপরায়ণতার কিছু কিছু কাজকর্ম করিয়াই ক্ষান্ত হইতে পারে না। সে বহু উচ্চস্তরে তাহার গন্তব্য নির্ধারণ করে এবং এমন উর্ধস্তরে গিয়া পৌছিতে চায়, যেখানে পৌছিলে আল্লাহ্ তাঁহার বান্দার উপরে আশীবাদ ও অনুগ্রহরাজি বর্ষণ করিতে আরম্ভ করেন। আল্লাহ্‌তা'লার মনোনীতগণের উপর বর্ষিত ঐশী অনুগ্রহ সমূহের দৃষ্টান্ত তাহার চোখের সন্মুখে ভাসিতে থাকে এবং তাহাকে প্রেরণা যোগায়। ইহাতেও সে পরিতৃপ্ত হয় না। সে অবিরাম চেষ্টা করে এবং প্রার্থনাও করিতে থাকে, যাহাতে সে নিজেও পুরস্কারপ্রাপ্ত ও মনোনীতগণের অন্তর্ভুক্ত হইয়া তাহাদেরই একজন বলিয়া গণ্য হইতে পারে। এই পুরস্কারপ্রাপ্তগণের উল্লেখ ৪ঃ৭০ আয়াতে রহিয়াছে। প্রার্থনাটি কোন বিশিষ্ট অনুগ্রহের জন্য নহে, সাধারণভাবে সকল অনুগ্রহের জন্যই। তবে, প্রার্থনাকারী আল্লাহ্‌তা'লাকে যখন সকাতরে ডাকে, তখন তাঁহার কাছে উচ্চতম আধ্যাত্মিক অনুগ্রহ লাভের প্রত্যাশায়ই প্রাণভরা মিনতি ও প্রার্থনা জানায়। ইহা একমাত্র আল্লাহ্‌তা'লার উপর নির্ভর করে, তিনি প্রার্থনাকারীকে কি ধরণের অনুগ্রহ দ্বারা ভূষিত ও পুরস্কৃত করিবেন এবং কে কোন্ ধরণের পুরস্কারের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে।

১৫। সূরা ফাতেহার মাঝে শব্দ ও বাক্য বিন্যাসের এক অনাবিল সৌন্দর্য ও অনুপম সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। সূরাটি দুইভাগে বিভক্ত। প্রথমার্ধ আল্লাহ্ সম্পর্কিত এবং দ্বিতীয়ার্ধ মানুষ (বান্দা) সম্পর্কিত। প্রথমার্ধের অংশগুলি দ্বিতীয়ার্ধের অংশগুলির সাথে এক চমৎকার, নিগূঢ় যোগ সূত্রে বাঁধা। প্রথমার্ধের সর্বগুণাধার 'আল্লাহ' নামটির সাথে, দ্বিতীয়ার্ধের মানবাকুতি 'আমরা তোমারই ইবাদত করি' বাক্যটির অপূর্ব সম্পর্ক সংযোগ রহিয়াছে। যখনই বিশ্বাসী ভক্ত ভাবে যে, কত মহামহিম, কত পূত-পবিত্র ত্রুটি-বিচ্যুতি-বিবর্জিত, সর্বগুণের পরিপূর্ণ আধার সেই সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্, তখনই তাহার হৃদয়ের অন্তঃস্থল হইতে আপনা-আপনি ধ্বনিত হইয়া উঠে এই আওয়াজ, প্রভু! 'আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি।' প্রথমার্ধের আল্লাহ্‌র গুণ 'বিশ্ব সমূহের প্রতিপালক প্রভু' এর সাথে যোগাযোগ রহিয়াছে দ্বিতীয়ার্ধের 'আমরা একমাত্র তোমরাই সাহায্য প্রার্থনা করি' বাক্যটির। যখন মানুষ বুঝিতে পারে যে, আল্লাহ্‌তা'লাই তাহার ও বিশ্বসমূহের পালনকর্তা, বর্দ্ধনকর্তা ও উন্নতিদাতা, তখন সে কালবিলম্ব না করিয়া তাঁহার সাহায্যের আশ্রয় নিতে ধাবিত হয় এবং স্বতঃস্ফূর্ত বলিয়া উঠে 'আমরা একমাত্র তোমরাই সাহায্য চাই'। আল্লাহ্‌র "আর্-রাহমান" গুণের সাথে সংযোগ আছে দ্বিতীয়ার্ধে এই মানব প্রার্থনার 'আমাদিগকে সরল-সুদৃঢ় পথে চালিত কর'। আর্-রাহমান' এর সংক্ষিপ্ত অর্থ হইল, 'অসীম অনুগ্রহ বর্ষণকারী, যিনি অযাচিত ভাবে আমাদের প্রয়োজন মিটান।' আল্লাহ্‌র এই গুণ স্মরণ হওয়ার সাথে সাথে, মানব মনে স্বাভাবিক ভাবেই সাধ জাগে, সে যেন অনিশ্চিত ও অন্ধকারময় জীবন পাড়ি দিবার জন্য সঠিক ও আলোক-দীপ্ত পথ প্রাপ্ত হয়, যাহা একমাত্র 'আর্-রাহমানই' নবী পাঠাইয়া তাঁহার মাধ্যমে 'ওহী' দ্বারা প্রবর্তিত করিয়া থাকেন। প্রথমার্ধের 'আর্-রাহীম' গুণের সাথে (আর্-রাহীম মানে, মানুষের কাজ কর্মের উত্তম পুরস্কারদাতা) দ্বিতীয়ার্ধের ঐ সকল পুরস্কার প্রাপ্তদের পথে চালাও' বাক্যটির সম্বন্ধ রহিয়াছে। কেননা, 'আর্-রাহীম'ই তাঁহার যোগ্য ও উপযুক্ত বান্দাগণের উপর পুরস্কার ও অনুগ্রহ বর্ষণ করিয়া থাকেন। একই ভাবে আমরা প্রথমার্ধের আল্লাহ্‌র একটি গুণ জানিতে পারি যে, তিনি 'বিচার দিনের মালিক'। আর দ্বিতীয়ার্ধে পাই এই 'বিচারদিনের মালিকে'র প্রতি তাঁহার মানব-বান্দার মিনতি, 'যাহারা তোমার কোপগ্রস্ত ও পথভ্রষ্ট হইয়াছে, আমাদিগকে তাহাদের পথে নিও না।' মালিকের কাছে বান্দাকে কাজের হিসাব দিতে হইবে, এই কথা ভাবিলেই বান্দার মনে স্বভাবতঃ ভয়ের উদ্রেক হয়, কোথায় কি ভুল ধরা পড়ে। তাই সে মালিকের কাছে প্রথম হইতে প্রার্থনা করিতে থাকে যাহাতে তাহাকে ভ্রান্তির পথ হইতে এবং কোপগ্রস্ত হওয়ার পথ হইতে রক্ষা করেন। এই সূরার প্রার্থনাটির আরেকটি বৈশিষ্ট্য হইল এই যে, ইহা অতি স্বাভাবিক ভাবে মানুষের হৃদয়-তন্ত্রীতে ঝংকার তুলে। মানুষের প্রকৃতিতে আনুগত্য স্বীকারের প্রেরণা সৃষ্টির জন্য দুইটি মৌলিক চালিকা-শক্তি নিহিত আছে। তার একটি হইল ভালবাসা এবং অপরটি হইল ভয়। কেহ আছে, ভালবাসায় অভিভূত হয়। আর কেহ কেহ আছে, যাহারা ভয় ও ভীতির মাধ্যমে বশে আসে। ভালবাসা নিশ্চয় মহত্তর গুণ। কিন্তু এমন লোকও থাকিতে পারে এবং নিশ্চয় আছে যাহারা ভালবাসা দ্বারা প্রভাবিত হয় না; তাহাদিগকে বশে আনার একমাত্র অস্ত্র ভয়। সূরা 'ফাতেহাতে' মানব-প্রকৃতির এই উভয়

চালিকা শক্তি ব্যবহার করা হইয়াছে। তাই, প্রথমে আল্লাহ্‌তা'লার ঐ গুণবাচক নামগুলির উল্লেখ রহিয়াছে যাহা ভালবাসাকে জাগাইয়া তুলে, যেমন 'বিশ্বের সৃষ্টিকারী ও প্রতিপালন কারী, অযাচিত-অসীম দাতা এবং পরম দয়াময়।' অতঃপর, ভালবাসা উদ্দীপক গুণাবলীর **সীমাতে** যাইয়া বিচার দিনের মালিক' নামটি উচ্চারিত হইয়াছে। ইহা মানুষকে স্মরণ করাইয়া দিতেছে যে, সে যদি ভালবাসা দ্বারা প্রণোদিত হইয়া আত্মশুদ্ধির পথে না চলে, তাহা হইলে তাহাকে আল্লাহ্‌তা'লার কাছে জবাবদিহির জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। এমনিভাবে 'ভয়কে'ও ভালবাসার পাশাপাশি একটি চালিকা-শক্তিরূপে ব্যবহারে লাগানো হইয়াছে। কিন্তু যেহেতু আল্লাহ্‌তা'লার 'রহমত—দয়ার গুণ' তাঁহার অন্যান্য সকল গুণের **ঊর্ধ্বে** এবং অন্যান্য সকল গুণকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, তাই তাঁহারই এই ভীতি উৎপাদক মৌলিক গুণটিও তাঁহার দয়া-দাক্ষিণ্যের গুণে রঞ্জিত। বস্তুতঃ আল্লাহ্‌র করুণারাশি, তাঁহার ক্রোধকে ডিঙ্গাইয়া যায়। 'মালিক' শব্দটির মধ্যে ইহার আভাষ পাওয়া যায় এবং আমরা স্বস্তি বোধ করি যে, আমরা আইন-কানুনের অন্ধ অনুসারী একজন বিচারকের সম্মুখে **হাযির** হইতেছি না, বরং সর্বময় ক্ষমতার একচ্ছত্র অধিকারী এক শাহানশাহের সম্মুখে হাযির হইতেছি, যাহার ক্ষমা করার ক্ষমতা রহিয়াছে এবং যেখানে শাস্তিদান করা সম্পূর্ণরূপে অপরিহার্য সেখানে তিনি শাস্তি প্রদান করিবেন।

মোট কথা, সূরা ফাতেহা আধ্যাত্মিক জ্ঞানের এক অফুরন্ত ভাণ্ডার। মাত্র সাতটি আয়াতের একটি সূরা, কিন্তু ইহা জ্ঞান ও প্রজ্ঞার একটি সত্যিকার খনি। ইহা **উম্মুল কিতাব** বা **গ্রন্থ-জননী** বলিয়া আখ্যায়িত হইয়াছে। জননী যেমন আপন জঠরে সন্তানকে তাহার সকল অবয়বসহ ধারণ করেন, তেমনি সূরা ফাতেহার মধ্যে, বিস্তীর্ণ কুরআনের সারাংশ বিধৃত রহিয়াছে। সর্বপ্রকার মঙ্গল ও কল্যাণের উৎস আল্লাহ্‌র নাম নিয়া আরম্ভ করিয়া, এই সূরাটি প্রথমেই সেই আল্লাহ্‌তা'লার মৌলিক গুণাবলীর উল্লেখ করিয়াছে, যথাঃ (১) তিনি বিশ্বসমূহের সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা;(২) তিনি অযাচিত অসীম দাতা যিনি মানুষের জন্মের পূর্বেই, মানুষের চেষ্টা প্রচেষ্টা ব্যতিরেকে, তাহার জীবন ধারণের উপযোগী প্রয়োজনীয় উপায়-উপকরণাদির সরবরাহ নিশ্চিত করিয়াছেন;(৩) তিনি পরম দয়াময় যিনি মানুষের শ্রমের উৎকৃষ্টতম ফলোদয় ঘটান এবং তাহার শ্রমের তুলনায় বহুগুণ পুরস্কার ও বেশী বেশী ও বার বার প্রতিদান দিয়া থাকেন ও (৪) তিনি বিচার-দিনের একচ্ছত্র মালিক ও অধিপতি, যাঁহার কাছে প্রত্যেক মানুষকেই ইহকালীন কার্যাবলীর জন্য হিসাব দিতে হইবে, তিনি দুষ্কৃতকারীকে শাস্তি দিবেন বটে, কিন্তু বিচারকের আসনে বসিয়া নয় বরং **সম্রাটের** উচ্চাসনে বসিয়া। মালিকের শাস্তির মাঝে, বান্দার প্রতি তাঁহার যে স্বাভাবিক করুণা থাকে তাহাও একত্রিত হইয়া যায়। ক্ষমার মাধ্যমে সংশোধন ও সুফল লাভের সম্ভাবনা থাকিলে, মালিক বান্দাকে হয়ত ক্ষমাই করিবেন। ইসলাম ধর্মমতে, ইহাই আল্লাহ্‌র পরিচিতি, যাহা কুরআনের প্রারম্ভেই পেশ করা হইয়াছে। সেই আল্লাহ্‌তা'লার মহিমা, ক্ষমতা ও প্রভুত্বের যেমন কোনও সীমা পরিসীমা নাই, তেমনি তাঁহার **করুণা**, দয়া-দাক্ষিণ্য ও হিতৈষণারও কোন সীমা-পরিসীমা নাই। তাই মানুষের হৃদয় হইতে স্বতঃই উচ্চারিত হইয়া উঠে এই অপ্রতিরোধ্য ঘোষণা, 'আমার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ যেহেতু উচ্চ মৌলিক গুণের একক অধিকারী, অতএব, আমি একমাত্র তাঁহারই সেবায় নিজেকে সমর্পণ করিতে প্রস্তুত,কেবল প্রস্তুতই নহি বরং তাঁহার সেবার জন্য অধীরভাবে আগ্রহী। কিন্তু আল্লাহ্‌তা'লা জানেন যে মানুষ দুর্বল। সে ভুল করিতে পারে। তাই তিনি নিজেই দয়া পরবশ হইয়া তাঁহার বান্দাকে শিখাইয়া দিয়াছেন যে, সে যেন তাহার অগ্রযাত্রার পথে সকল উপায় উপকরণ লাভের জন্য এবং সকল বাধাবিপত্তি অপসারণের জন্য পদে পদে অবিরাম আল্লাহ্‌র সাহায্য যাচনা করে। সূরাটির শেষে আছে মানুষের সুদূর প্রসারী ও সর্বকল্যাণকর, পূর্ণতম প্রার্থনাটি, যে প্রার্থনাতে মানুষ তাহার সৃষ্টিকর্তার কাছে ইহাই চাহে যে, ইহলৌকিক ও পারলৌকিক, বর্তমান ও ভবিষ্যতের বস্তুগত ও অধ্যাত্মগত সার্বিক মঙ্গল প্রাপ্তির সরল-সুদৃঢ় পথটিতে যেন তাহাকে চালিত করা হয়। সে আল্লাহ্‌র কাছে কাতর স্বরে মিনতি করে, সে যেন বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করিয়াই ক্লান্ত হইয়া না পড়ে বরং কৃতিত্বের সহিত আরও অগ্রসর হইয়া তাঁহার মনোনীতগণের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং তাঁহাদের মতই অশেষ পুরস্কার ও অনুগ্রহরাজিতে ভূষিত হয়। সে আরো অনুনয় করে, সে যেন সরল-সুদৃঢ় এই পথটিতে অবিচল ভাবে চলিতেই থাকে যাহাতে সে তাহার প্রতিপালক প্রভু ও মালিকের নিকট হইতে নিকটতর হইয়া যাইতে পারে। যেরূপে পূর্ববর্তীগণের অনেকেই প্রভুর নৈকট্য লাভ করিয়াছিলেন, সেইরূপ সে-ও যেন নৈকট্য লাভ করিতে পারে। ইহাই কুরআনের উদ্বোধনী সূরার বিষয় বস্তু। ইহাই নানা ভাবে ও নানা আকারে পবিত্র গ্রন্থের সর্বত্র বারে বারে বিবৃত হইয়াছে।

২-সূরা আল্ বাকারা

(হিজরতের পরে অবতীর্ণ)

শিরোনাম, অবতীর্ণ হওয়ার সময় ও প্রসংগ

এই সূরা যাহা 'আল্ বাকারা' নামে সমধিক পরিচিত, কুরআন শরীফের সর্বরহৎ সূরা । হিজরতের প্রথম চারি বৎসরের মধ্যেই এই সূরা মদীনায় অবতীর্ণ হয় । স্বয়ং হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এই সূরার নামকরণ করেন । এই সূরার নামকরণের ব্যাপারে খুব সম্ভব ইহার ৬৮ থেকে ৭২আয়াতে বর্ণিত বক্তব্যের প্রতি লক্ষ্য রাখা হইয়াছে,যাহাতে ইহুদীদের জাতীয় জীবনের একটি বিশেষ ঘটনা সংক্ষেপে উল্লেখিত হইয়াছে । দীর্ঘ দিন ধরিয়া ইহুদীরা মিশরে ফেরাউনদের ভূমিদাস ও ক্রীতদাস হিসাবে অত্যন্ত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে দিন যাপন করে । ফেরাউনরা ছিল গাভীর পূজারী এবং সাধারণতঃ অধীনস্থ প্রজাদের ক্ষেত্রে প্রভু শ্রেণীর আচার আচরণ অনুকরণের যে অন্ধ মোহ বিরাজ করে উহারই বশবর্তী মিশরীয়দের গাভী পূজার অভ্যাসটি ইহুদীদের মধ্যেও ধীরে ধীরে সংক্রামিত হয়। কালক্রমে, ইহুদীরাও গাভীকে শ্রদ্ধার চোখে দেখিতে থাকে এবং পূজণীয় দেবতা হিসাবে উহাকে অত্যন্ত প্রীতির সহিত গণ্য করে । হযরত মূসা (আঃ) যখন তাহাদেরকে একটি বিশেষ গাভী, যাহা তাহাদের উপাস্যের প্রতীক হিসাবে চিহ্নিত ছিল, যবহ্ করিতে বলিলেন, তখন তাহারা অযথা হৈ চৈ আরম্ভ করিয়া দিল । এই ঘটনারই উল্লেখ সূরাটির ৬৮ হইতে ৭২ আয়াত সমূহে বর্ণিত হইয়াছে । সূরা বাকারা ছাড়াও এই সূরার আরেকটি নাম হইল 'আয্ যাহ্রা', এবং ইহাকে এবং সূরা আলে ইমরানকে সম্মিলিতভাবে 'আয্ যাহ্রাওয়ান' বা দুইটি উজ্জ্বল আলোর টুকরা বলা হয় (মুসলিম)।' হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) বলিয়াছেন, 'প্রত্যেক জিনিষেরই একটি চূড়া বা অগ্রভাগ রহিয়াছে, আল্ কুরআনের চূড়া হইল 'আল্ বাকারা' (তিরমিযি)। সূরা ফাতেহার অব্যবহিত পরে এই সূরাকে সন্নিবেশিত করার কারণ হইল এই যে,পাঠক সূরা ফাতেহা পাঠান্তে যে সব প্রশ্নের সম্মুখীন হয় উহার সঠিক উত্তর ইহাতে অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে । যদিও সার্বিক ভাবে সূরা ফাতেহার সহিত কুরআনের অন্যান্য সূরার সম্পর্ক রহিয়াছে তথাপি সূরা বাকারার সহিত ইহার বিশেষ সম্পর্ক এই কারণে যে,সূরা ফাতেহায় বর্ণিত প্রার্থনা 'আমাদিগকে সরল-সুদৃঢ় পথে পরিচালিত কর .....' ও ইহা কবুলিয়তের উত্তম পন্থা এই সূরায় বর্ণিত হইয়াছে । বস্তুতঃ সূরা বাকারায় উপস্থাপিত দীর্ঘ বক্তব্যের মাধ্যমে আল্লাহ্র আয়াত বর্ণনা, কিতাব ও হিকমত শিক্ষা ও পবিত্রকরণের উপায় সমূহ নিয়া বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে (২ঃ ১৩০) এবং ইহাতে অত্যন্ত সঠিক ও বিশদভাবে সূরা ফাতেহার উক্ত মহান প্রার্থনার জবাব প্রদান করা হইয়াছে ।

বিষয়বস্তু

অনেক সময় বলা হয় যে,এই সূরাটি দিয়াই কুরআন মজীদ শুরু হইয়াছে, কেননা, এই সূরার শুরুতেই, 'ইহা একটি (সম্পূর্ণ) কিতাব, যাহাতে কোন সন্দেহ নাই' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে । অন্য দিকে ইহার পূর্ববর্তী সূরা ফাতেহা সার্বিক বিবেচনায় সংক্ষিপ্ত কুরআন এবং কুরআনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে সর্বজন স্বীকৃত । অতএব, শিক্ষার পথনির্দেশিকা হিসাবে উভয় সূরার মধ্যেই যে সন্দেহাতীত জ্ঞান-ভাণ্ডার বিদ্যমান, এই বিষয়ে মতভেদের কোন অবকাশ নাই । অবশ্য সূরা ফাতেহার অনন্য বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কুরআন নিজেই সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছে (১৫ঃ৮৮)। এই বৃহৎ সূরাটির বিষয়বস্তু সংক্ষিপ্তাকারে ইহার ১৩০ আয়াতে প্রদত্ত হইয়াছে । উক্ত আয়াতে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) মক্কাবাসীদের মধ্য হইতে একজন নবীর আবির্ভাবের জন্য আল্লাহ্র দরবারে বিনীত প্রার্থনা জানান, যিনি (আবির্ভূত হইয়া) উহাদের মধ্যে (১) আল্লাহ্র নিদর্শন বর্ণনা করিবেন, (২) পরিপূর্ণ শরীয়াত গ্রন্থের মাধ্যমে বিশ্ববাসীকে চিরন্তন হেদায়াত প্রদান করিবেন, (৩) ইহাতে অন্তর্ভুক্ত জ্ঞান ও হিকমত শিক্ষাদান করিবেন, এবং (৪) জীবনের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড পরিচালনায় এমন একটি সুষ্ঠু নীতি ও আদর্শের বাস্তবায়ন ঘটাইবেন যাহা তাহাদের জীবনে এক আধ্যাত্মিক পরিবর্তন আনয়ন করিবে এবং যাহার ফলে তাহারা এক মহৎ ও শক্তিধর জাতি হিসাবে সারা পৃথিবীর নেতৃত্ব প্রদানে সক্ষম হইবে । হযরত ইব্রাহীমের (আঃ) এই মহান প্রার্থনা যে চারিটি বিষয়কে কেন্দ্র করিয়া সংযুক্ত ছিল, সেই চারিটি বিষয়ই ক্রমানুসারে এই সূরায় বর্ণনা করা হইয়াছে। প্রথম ১৬৮টি আয়াতে আল্লাহ্র নিদর্শন বর্ণনা, ১৬৯ হইতে ২৪৩ আয়াত পর্যন্ত ধর্মপুস্তক ও হিকমত শিক্ষার প্রসঙ্গ এবং পরিশেষে ২৪৪ হইতে ২৮৭ আয়াত পর্যন্ত জাতীয় জীবনে সফলতার উপকরণ সম্পর্কিত নীতিমালা আলোচনা করা হইয়াছে । আল্লাহ্র নিদর্শন বর্ণনা সংক্রান্ত আয়াত সমূহ হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সত্যতার যুক্তি হিসাবেও দেখানো হইয়াছে, এবং অনুরূপ ভাবে জ্ঞান ও হিকমত শিক্ষাকে শরীয়তের বিধিবিধান ও উহাদের অন্তর্নিহিত তাৎপর্যের আকারে এবং সর্বোপরি আধ্যাত্মিক পরিবর্তনের বিষয়টি জাতীয় উন্নতি ও সংহতির কাঠামোরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে ।

এই সূরাতে ৪০ টি রুকূ ও ২৮৭ টি আয়াত আছে । আল্লাহ্, ওহী ও পরকাল এই তিনটি মৌলিক বিষয়ে ঈমান রাখা এবং নামায এবং যাকাতরূপী দুইটি ব্যবহারিক বিধির বর্ণনার মাধ্যমে সূরাটি শুরু হইয়াছে—বাকী মূলতঃ এই নীতিমালা ও বিধি বিধানের ব্যাখ্যা হিসাবেই উপস্থাপিত হইয়াছে । হেদায়াত সংক্রান্ত প্রার্থনার জবাবে পবিত্র কুরআনের দাবী হইতেছে এই যে, ইহা (মানুষের জন্য) পরিপূর্ণ জীবন-বিধান, পূর্ববর্তী গ্রন্থগুলিতে যে সত্য অবতীর্ণ হইয়াছিল তাহা আরো সুস্পষ্ট ও অকৃত্রিম ভাবে ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে এবং ইহার সঠিক উপলব্ধির ভিত্তিতে মানুষ আধ্যাত্মিক সোপানের উচ্চতম শৃঙ্গে উন্নীত হইতে পারে । দ্বিতীয় রুকূতে এই ধরণের মৌখিক বিশ্বাস যাহা হৃদয়ের গভীরে প্রোথিত নয়, অত্যন্ত নিন্দনীয় এবং গ্রহণযোগ্য নয় বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে । পবিত্র কুরআনের সত্যতা যাচাইয়ের মান ও নীতি নির্ধারণী বক্তব্য রাখা হইয়াছে তৃতীয় রুকূতে । এই লক্ষ্যে বস্তু জগতে ক্রিয়াশীল বিবর্তন প্রক্রিয়ার প্রতি বিশেষ ভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে যাহা আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রেও সমভাবে দৃশ্যমান । অতঃপর,আধ্যাত্মিক সিলসিলার প্রথম সংযোগ স্থাপনকারী মানব হযরত আদম (আঃ)-এর প্রসঙ্গ বর্ণনা করা হইয়াছে, যাহার মাধ্যমে আল্লাহ্ তাঁহার ইচ্ছাকে প্রথম ধরাধামে অবতীর্ণ করেন । চতুর্থ রুকূতে (বিরুদ্ধবাদী কর্তৃক হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর বিরোধিতার প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে যে, যেইভাবে হযরত আদম (আঃ)-এর বিরোধিতা তাঁহার সত্যতার খ্যাতি বা মূল্যকে খাটো করিতে পারে নাই, তদ্রূপ হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রতি আরোপিত অপবাদও তাঁহার সত্যতায় কোন কলঙ্ক লেপন করিতে পারিবে না । ৫ম রুকূ, হইতে ১৬শ রুকূ পর্যন্ত অর্থাৎ, পরবর্তী ১২ রুকূতে নূতন ওহী অবতরণের যৌক্তিকতা বর্ণিত হইয়াছে এবং হযরত আদম (আঃ)-এর মাধ্যমে আল্লাহ্ নিজেকে প্রকাশ সত্বেও বিশেষ করিয়া নূতন ওহী-ইল্হামের কি প্রয়োজন তাহা বর্ণনা পূর্বক এতদসংক্রান্ত আপত্তির খণ্ডন করা হইয়াছে । বর্ণিত হইয়াছে যে,আধ্যাত্মিক জগতে ক্রম বর্ধমান উৎকর্ষতা ও বিবর্তনের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া আল্লাহ্ তা'লা প্রতি যুগেই তাঁহার বাণী প্রেরণ করেন এবং প্রত্যেক বাণী ইহার পূর্ববর্তী বাণী হইতে উন্নততর হইয়া থাকে । ঐশীবাণীর এই ধারায় একটি নূতন বিধান দিয়া আল্লাহ্ তা'লা হযরত মূসা (আঃ)-কে প্রেরণ করেন । হযরত মূসা (আঃ)-এর পরে বনী ইসরাঈলীদের জন্য বহু নবী প্রেরিত হন এবং বনী ইস্রাঈলীগণ তাহাদের অনেককেই অস্বীকার ও উৎপীড়ণ করে । ঐশী আদেশ নির্দেশের ক্রমাগত অস্বীকৃতি, পাপ ও অবিচারের ফলে ইসরাঈল জাতি ঐশী অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত হইয়া পড়ে । পরিণামে, নবুওয়াতের ধারা, বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী বনী ইস্রাঈল হইতে বনী ইসমাঈলের প্রতি স্থানান্তরিত হইয়া যায় এবং পরিপূর্ণ ও নির্ভুল শরীয়ত সহকারে মক্কার অনুর্বর ও মরু প্রান্তরে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর আবির্ভাব ঘটে। ইহাতে বনী ইসরাঈলগণ অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়া উঠে, যদিও নবুওয়াত হইতে বিচ্যুত হইবার জন্য তাহাদের নিজেদের অপকর্মই দায়ী ছিল এবং এইজন্য অন্যের প্রতি ক্রোধান্বিত হইবার তাহাদের কোন যুক্তি সঙ্গত কারণ ছিল না । তাহারা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সাথে সর্বাত্মক বিরোধিতায় লিপ্ত হয় এবং তাঁহার উদ্দেশ্যকে বানচাল করিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে । কিন্তু পরিণামে তাহারা ব্যর্থ হয়, যেহেতু ঐশী পরিকল্পনার বিরোধিতা কোন যুগেই সাফল্যমণ্ডিত হয় নাই।

পরবর্তী দুই রুকূতে পূর্ববর্তী সকল নবীদের কিব্লা পরিবর্তন করিয়া কেন তাহা কা'বায় স্থিরীকৃত করা হইল—সেই সম্পর্কে ইসরাঈলীদের বিভিন্ন আপত্তির জবাব প্রদান করা হইয়াছে । এই প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে, প্রথমতঃ প্রার্থনার সময় কোন বিশেষ দিকে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়ানো বা কোন স্থানকে কিব্লা হিসাবে ঠিক করার মধ্যে কোন পুণ্য নাই, কিব্লা সাধারণতঃ কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্যের প্রতীক হিসাবে কাজ করে । দ্বিতীয়তঃ হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর ভবিষ্যত বংশধরদের জন্য হযরত ইব্রাহীম (আঃ) যে সকাতর প্রার্থনা করিয়াছিলেন তাহাতে এই ভবিষ্যদ্বাণী ছিল যে, মক্কা একদিন তাহাদের জন্য একটি তীর্থস্থান ও কা'বা কিব্লাহ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হইবে । ১৯ রুকূতে বলা হইয়াছে যে, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁহার সত্য প্রচারে মোশরেকদের তরফ হইতে ঘোরতর বিরোধিতার সম্মুখীন হইবেন এবং মক্কা বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত এই বিরোধিতা চলিতে থাকিবে। ২০ রুকূতে এই অমোঘ সত্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে যে, পূর্বে বর্ণিত বিষয়াবলী কোন নিছক কল্পনা বা স্বপ্ন বিলাস নয়, ইহা চিরন্তন সত্য এবং আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি, দিবা রাত্রির পরিবর্তন ও অন্যান্য প্রাকৃতিক ঘটনাবলী ইহার সত্যতা প্রতিপন্ন করে । শুধু তাই নয়, প্রাকৃতিক নিয়মাবলীও আধ্যাত্মিক আইন-কানুনের মতই পরিচালিত হয় এবং ইহাতে ক্রমঃবিবর্তন প্রক্রিয়া ক্রিয়াশীল । একদিকে ইহা যেমন সত্য, ঠিক অনুরূপভাবে ইহাও সত্য যে, সমস্ত বিশ্বজগৎ সন্দেহাতীত ভাবে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর অনুকূলে তাহাদের কাজকর্ম করিয়া যাইতেছে । ২১ রুকূর মাধ্যমে শরীয়তের বিধি-বিধানের বর্ণনা ও উহাদের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ব্যক্ত করা হইয়াছে এবং প্রথমেই বৈধ ও পবিত্র খাদ্য গ্রহণ সম্পর্কিত আদেশ প্রদান করা হইয়াছে । এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, মানুষের বাহ্যিক কাজকর্ম তাহার মানসিক অবস্থার উপর নির্ভরশীল এবং এই মানসিক অবস্থা,সে যে খাদ্য গ্রহণ করে তাহা দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবান্বিত হয় । ২২ রুকূতে ইসলামী শিক্ষার সার সংক্ষেপ বর্ণনা করা হইয়াছে,যাহাতে আল্লাহ, পরকাল, ঐশী কিতাবসমূহ ও নবী-রসূলদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের প্রসঙ্গ উপস্থাপিত হইয়াছে । অন্যের প্রতি মঙ্গল সাধন করা, সালাত (নামায) কায়েম করা ও যাকাত প্রদান করা ইত্যাদিকেও সৎকর্মের অন্তর্ভুক্ত বিষয় হিসাবে বর্ণনা করা হইয়াছে । ইহার সহিত দুঃখে দারিদ্রে ও বিপদে আপদে ধৈর্য ধারণ করা ও প্রতিশ্রুতি দিয়া তাহা পূর্ণ করার বিষয়ও বর্ণিত হইয়াছে । অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের মধ্যে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, আত্মীয় স্বজনকে বৈধ সাহায্য প্রদান এবং সামাজিক আইন-কানুন মানিয়া চলার প্রসঙ্গ এবং বিশেষ করিয়া উত্তরাধিকারীর সম্পত্তি বন্টন বা ওসীয়্যাত করার বিষয়েও আলোচনা হইয়াছে । পরবর্তী রুকূতে ধর্ম সম্বন্ধীয় সাধনা বা আল্লাহ্প্রেমের অনুশীলন হিসাবে রোযার প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে । ২৪ ও ২৫ রুকূতে হজ্জের অনুষ্ঠান সম্পর্কিত বিভিন্ন নিয়ম-কানুনের বিষয় আলোচিত হইয়াছে যাহা মুসলমানদের জাতীয় ঐক্য ও সংহতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । ২৬ রুকূর মধ্যে রহিয়াছে শরীয়তের কতিপয় বিধি বিধানের দর্শনগত আলোচনা । আল্লাহ্র আদেশের মধ্যে যে কল্যাণ নিহিত থাকে উহার প্রতি বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ উভয়বিধ আনুগত্যের

প্রয়োজন, কেননা বাহ্যিক আচরণ অভ্যন্তরীণ পবিত্রতাকে প্রভাবিত করে। ইহার পর বলা হইয়াছে যে, মানুষ সাধারণতঃ এই কারণে শরীয়াতের বিধি-বিধানকে অস্বীকার করিয়া থাকে যেহেতু তাহারা আল্লাহ্‌র রাস্তায় তাহাদের সময় ও সম্পদকে ব্যয় করিতে অনিচ্ছুক এবং এই ব্যাপারে অনর্থক ওযর-আপত্তি পেশ করাতে তাহারা অধিক আগ্রহী। বস্তুতঃ, কুরবানী ছাড়া কোন সফলতা অর্জনই সম্ভব নয় এবং বিশ্বাসীরা তাহাদের কষ্টার্জিত ধনসম্পদ হইতে আল্লাহ্‌র রাস্তায় কুরবানী করে যাহাতে পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হয়। ২৭ রুকূতে বলা হইয়াছে যে, যখন ধর্মীয় স্বাধীনতাকে প্রতিহত করা হয় তখন (শত্রুদের বিরুদ্ধে) যুদ্ধ করা অপরিহার্য হইয়া পড়ে এবং এমতাবস্থায় জান ও মালের কুরবানীর প্রয়োজন হয়। অতঃপর, ইহা বর্ণিত হইয়াছে যে, অযথা সময় কাটানো বা মানসিক আরামের প্রত্যাশায় লোকে মদ্যপান করে এবং যুদ্ধের খরচ বহনার্থে টাকা সংগ্রহের জন্য তাহারা জুয়া খেলে। কিন্তু ইসলাম এই উভয় বিষয়কেই ঘৃণ্য ও অপকারী বলিয়া বর্জন করিয়াছে। পুনরায় বলা হইয়াছে যে, যুদ্ধের ফলে যাহারা পিতৃহীন হইয়া পড়ে তাহাদের সুষ্ঠু ভরন-পোষণ করিতে হইবে। এই ব্যাপারে মুসলমানগণ যেন অংশীবাদী নারীদিগের সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ না হয়, সেদিকে খেয়াল রাখিতে হইবে; কেননা উহাতে তাহাদের পারিবারিক জীবনের সুখ-শান্তি বিঘ্নিত হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। ২৮, ২৯, ৩০ এবং ৩১ রুকূতে বলা হইয়াছে যে, আমরা যেন ঋতুস্রাব কালে স্ত্রী সংগ বর্জন করি, কেননা উহা এক ধরণের সাময়িক বর্জন পদ্ধতি; এই নির্দেশের পরে তালাক সম্পর্কিত বিধি-বিধানের বিষয় (স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যে) এক ধরণের স্থায়ী বিচ্ছেদ ব্যবস্থা, উপস্থাপিত হইয়াছে; অতঃপর, স্তনাপান কাল ও বিধবাদের সাথে আচরণ সম্পর্কিত উপবিধি লইয়াও আলোচনা হইয়াছে। ৩২ ও ৩৩ রুকূতে জাতীয় অগ্রগতির নীতি-পদ্ধতি সংক্রান্ত বক্তব্য রাখা হইয়াছে যাহার ভিত্তিমূলে একটি জাতি সত্যিকার ভাবে সফলকাম জাতি হিসাবে পরিগণিত হইতে পারে। মুসলমানদেরকে বলা হইয়াছে যে, যদি কোন জাতি পৃথিবীতে শক্তিশালী জাতি হিসাবে নিজেদেরকে চিহ্নিত করিতে চায়, তাহা হইলে তাহাদেরকে সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা কল্পে মৃত্যুর মোকাবিলা করিবার জন্য অবশ্যই প্রস্তুত থাকিতে হইবে। ৩৪ রুকূতে বর্ণিত হইয়াছে যে, পৃথিবীতে মানুষের জীবনকাল নিতান্তই সাময়িক এবং এই সময়ে তাহাকে স্রষ্টার সহিত সত্যিকার সম্পর্ক স্থাপনের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালাইয়া যাইতে হইবে। আল্লাহ্‌তালার ঐশী সত্তা ও গুণাবলীর প্রতি গভীর ধ্যান ও অনুশীলন ছাড়া এই সম্পর্ক স্থাপন করা সম্ভব নয়। অতঃপর, 'আয়াতুল কুরসীর' অনুপম আয়াত বর্ণিত হইয়াছে, যাহাকে স্বয়ং হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কুরআনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও মহিমান্বিত আয়াত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত আয়াতগুলিতে মহান আল্লাহ্‌তা'লার গুণাবলীর সংক্ষিপ্ত ও সুন্দর বর্ণনা প্রদান করা হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে যে, এই সমস্ত অনুপম গুণাবলীর অধিকারী মহান আল্লাহ্‌তা'লার সাথে সম্পর্ক স্থাপনের জন্য কাহারো প্রতি জোর জবরদস্তির প্রয়োজন নাই। অতঃপর, ৩৫ রুকূতে বলা হইয়াছে যে, যদিও ব্যক্তি পর্যায়ে নৈতিক গুণাবলী আল্লাহ্‌তা'লার সরাসরি অনুগ্রহে সংঘটিত হয়, কিন্তু জাতীয় পর্যায়ে নৈতিকতার রূপান্তর আল্লাহ্‌তা'লার নবী-রসূলদের অনুসরণের মাধ্যমেই লাভ হইয়া থাকে এবং এই উভয়বিধ পরিবর্তন হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ)-এর বংশধরদের মধ্যে ৪ বার অনুষ্ঠিত হইবে বলিয়া নির্ধারিত রহিয়াছে। পুনরায় বলা হইয়াছে যে, জাতীয় পর্যায়ে নৈতিক পরিবর্তনের জন্য সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও সহযোগিতা একান্তই অপরিহার্য এবং এই দিক হইতে মো'মেনদের সম্মিলিত ও পরিকল্পিত প্রচেষ্টা এবং পারস্পরিক সহযোগিতা তাহাদের কুরবানী হইতে অধিক হইতে হইবে। অতঃপর, সুদের উপর ভিত্তি করিয়া সমস্ত প্রকার লেন-দেনকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হইয়াছে এবং সুদ দেওয়া বা নেওয়া উভয়কেই আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার সমার্থক বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহা এইজন্য যে, সুদের লেন-দেন পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতা এবং অপর ভাইয়ের মঙ্গল সাধন করার মনোভাবের একান্ত পরিপন্থী। মুসলমানদেরকে আরো বলা হইয়াছে যে, তাহারা যেন এইরূপ মনে না করে যে, সুদের কারবার ছাড়া কোন প্রকার (বৈষয়িক) উন্নতি সম্ভব নয়; কেননা আল্লাহ্‌র বিধান এই যে, সুদের লেন-দেনকারী জাতিসমূহ পরিণামে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। পরবর্তীতে বলা হইয়াছে যে, প্রয়োজনে ধার-কর্জ দেওয়ার মাধ্যমেও পারস্পরিক সহযোগিতা ও সম্প্রীতি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, কিন্তু এই ধরণের সমস্ত লেন-দেন যথাযথভাবে লিখিত হওয়া উচিত। পরিশেষে সূরা এই মর্মে বক্তব্য রাখিয়াছে যে, যদিও কোন জাতির মধ্যে নৈতিক অবস্থার সার্বিক পরিবর্তনের জন্য উল্লেখিত নির্দেশাবলী মানিয়া চলা অপরিহার্য, কিন্তু সর্বোৎকৃষ্ট নিরাপদ ও নিশ্চিত উপায়, যাহার ফলে সত্যিকার ভাবে তাহাদের মধ্যে নৈতিক উন্নতি, পুণ্যবোধ ও সচ্চরিত্রের উন্মেষ ঘটিবে, তাহা হইল আল্লাহ্‌র বাণীর প্রতি তাহাদের দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করা, আল্লাহ্‌র গুণাবলী সর্বদা স্মরণ করতঃ নিজেদের জীবনে সেইগুলি অনুশীলনের প্রচেষ্টা জারী রাখা এবং ঐকান্তিক প্রার্থনার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র ঐশী সাহায্য ও অনুকম্পা ভিক্ষা করা।

ইহাই হইল সংক্ষেপে সূরা বাকারার (যাহা কুরআনের সর্ববৃহৎ সূরা) বিষয়বস্তুর সারমর্ম। ইহাতে সাধারণভাবে অবিশ্বাসী এবং বিশেষভাবে আহ্‌লে কিতাবদেরকে উদ্দেশ্য করিয়া অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে বলা হইয়াছে যে হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর আবির্ভাবের মাধ্যমেই হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ)-এর প্রার্থনা পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছে। এখন যদি হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-কে অস্বীকার করা হয়, তাহা হইলে হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ)-কে একজন মিথ্যাবাদী ও প্রতারক হিসাবে গণ্য করিতে হইবে এবং ইহার ফলশ্রুতিতে সমস্ত মূসায়ী শরীয়ত ও খৃষ্টান ধর্মমত মিথ্যা ও বাতিলযোগ্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। পরোক্ষভাবে, এই সূরার মাধ্যমে ইসলামের বাণীর সত্যতাকে সুস্পষ্টভাবে তুলিয়া ধরিয়া ইহাকে গ্রহণ করিবার জন্য সারা বিশ্ববাসীকে আহবান জানানো হইয়াছে। বস্তুতঃ মানুষ সৃষ্টির পশ্চাতে যে মহান উদ্দেশ্য নিহিত রহিয়াছে তাহা কেবলমাত্র কুরআন শরীফে বর্ণিত মহান শিক্ষার অনুসরণের মাধ্যমেই পরিপূর্ণতা লাভ করিতে পারে। কেননা, জগতে কুরআন শরীফই এখন একমাত্র সঠিক শরীয়ত গ্রন্থ যাহাতে উপস্থাপিত বিভিন্ন বিধি-বিধান যথার্থ প্রজ্ঞা ও হিকমত সহকারে উঁহাদের স্বরূপ ও তাৎপর্য বর্ণনা করা হইয়াছে এবং যাহার প্রতি পরিপূর্ণ বিশ্বাস ও আমল দ্বারাই হৃদয়ের পবিত্রতা ও ঐশীজ্ঞান অর্জন করা সম্ভব।

২-সূরা আল্ বাকারা

ইহা মাদানী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ইহাতে ২৮৭ আয়াত এবং ৪০ রুকূ আছে ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। আল্লাহ্র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

الٓمّٓ ②

২। **আলিফ লাম মীম্** [১৬]

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۛ فِيْهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ③

৩। ইহা[১৭] সেই কামিল (পূর্ণতম)[১৭-ক] কিতাব, যাহাতে কোন সন্দেহ[১৮] নাই; যাহা হেদায়াত (পথ-নির্দেশ) মুত্তাকীগণের[১৯] জন্য,

১৬। 'আলিফ লাম মীম্'—প্রত্যেকটি অক্ষর এক একটি শব্দকে বুঝাইয়াছে। স্ব-স্ব উচ্চারণে, পৃথক পৃথকভাবে উচ্চারিত অক্ষরগুলি সংক্ষিপ্ত শব্দ বিশেষ । ইহাদিগকে শব্দ-সংক্ষেপণ বলা যাইতে পারে । আরবীতে এইরূপ পৃথক পৃথকভাবে উচ্চারিত ও ব্যবহৃত অক্ষর-সমষ্টিকে 'হুরূফে মুকাত্তায়াত' বলা হয় । কুরআনের ২৮টি সূরার প্রারম্ভে এই 'মুকাত্তায়াতে'র ব্যবহার আসিয়াছে । একটি হরফ হইতে আরম্ভ করিয়া, বিভিন্ন হরফ একত্রে সন্নিবিষ্ট হইয়া, 'মুকাত্তায়াত' রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে । এইরূপে সন্নিবিষ্ট অক্ষরের সর্বোচ্চ সংখ্যা পাঁচ । মোট চৌদ্দটি হুরূফে মুকাত্তায়াত রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে ঃ আলিফ, লাম, **মীম্** সোয়াদ, রা, কাফ, হা, ইয়া, আইন, তা, সিন, হা, কাফ এবং নূন । কাফ ও নূন একা একা যথাক্রমে সূরা কাফ ও সূরা কলমের প্রারম্ভে ব্যবহৃত হইয়াছে । অন্যান্য অক্ষরগুলি দুই বা ততোধিক মিলিয়া সম্মিলিতভাবে, অন্য কতকগুলি সূরার প্রারম্ভে 'মুকাত্তায়াত' রূপে স্থান পাইয়াছে । আরবদের মধ্যে এই মুকাত্তায়াতের ব্যবহার পূর্ব হইতেই ছিল । তাহারা তাহাদের কবিতায় ও কথাবার্তায় মুকাত্তায়াত ব্যবহার করিত । একজন আরব কবি বলেন, 'কুল্না কিফি লানা, ফাকালাত্ কাফ্' অর্থাৎ 'স্ত্রীলোকটিকে বলিলাম, 'একটু থামুন', তিনি বলিলেন, 'আমি থামিতেছি' । এখানে 'কাফ্' অক্ষরটি 'ওয়াকাফ্তু' (থামিতেছি) শব্দের পরিবর্তে ব্যবহৃত হইয়াছে । আধুনিক কালের পশ্চিমা দেশগুলিতে এবং তাহাদের অনুকরণে প্রাচ্যের দেশগুলিতেও এই শব্দ-সংক্ষেপণ রীতি ব্যাপকভাবে প্রচলিত হইয়াছে । সকল অভিধানেই ইহার একটি লিষ্ট ইদানীং সংযোজিত হইয়া থাকে । মুকাত্তায়াত আল্লাহ্র গুণাবলী প্রকাশক শব্দসমূহের অক্ষর সংকেত স্বরূপ । যে সূরার পূর্বে এই অক্ষর-সংকেত ব্যবহৃত হয়, ইহার বিষয়-বস্তুর সাথে আল্লাহ্তা'লার কোনও না কোন গুণের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকে । মুকাত্তায়াতের অক্ষরে ঐ গুণটিই নিহিত থাকে । বিভিন্ন সূরার প্রারম্ভে সাংকেতিকভাবে ব্যবহৃত অক্ষরগুলি যেন তেন বা অসাজানোভাবে স্থাপন করা হয় নাই । যেখানে একত্রে একাধিক অক্ষরের সমাবেশ আছে, সেখানেও সুশৃঙ্খলা বিদ্যমান আছে ; আগের অক্ষর পরে কিংবা পরের অক্ষর আগে রাখা হয় নাই । বিভিন্ন সমষ্টি বা সেটের মধ্যে নিগূঢ় সম্পর্ক ও গভীর তাৎপর্য রহিয়াছে এবং যে যে অক্ষর দ্বারা একটি সমষ্টি বা সেট গঠিত হইয়াছে উহারাও একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য পালন করিতেছে । যেসব সূরা মুকাত্তায়াত দ্বারা আরম্ভ হয় নাই, তাহারা পূর্ববর্তী সন্নিহিত মুকাত্তায়াত-সম্বলিত আয়াতের আওতাধীন থাকিয়া, উহারই বিষয়বস্তু, বাক্ধারা ও ভাবধারা অনুসরণ করে । মুকাত্তায়াতের তাৎপর্যসমূহের মধ্যে দুইটি অধিকতর নির্ভরযোগ্য বলিয়া মনে হয়ঃ (১) প্রত্যেক অক্ষরের একটি নির্দিষ্ট সংখ্যা-মূল্য আছে (জবরীর) আলিফ, লাম, **মীম্**, মিলিয়া সংখ্যা দাঁড়ায় ৭১ (আলিফ-১, লাম-৩০ এবং **মীম্**-৪০)। এমতাবস্থায় সূরার প্রারম্ভে আলিফ লাম **মীম্** ব্যবহারের তাৎপর্য ইহা হইতে পারে যে, এই সূরাতে যে বিষয় বিবৃত হইয়াছে (ইসলামের প্রতিষ্ঠার পর প্রাথমিক স্থিতিশীলতা), তাহা সম্পাদিত হইতে ৭১ বৎসর সময় লাগিবে ; (২) আল্লাহর নির্দিষ্ট গুণাবলী-জ্ঞাপক শব্দ-সংক্ষেপ (যাহাতে একটি অক্ষর দ্বারা একটি শব্দ নির্দেশ করে) যেমন পূর্বেই বলা হইয়াছে, মুকাত্তায়াত যুক্ত সূরার বিষয়-বস্তু আল্লাহ্তা'লার ঐ গুণাবলীর সাথে সম্বন্ধ রাখে, যে গুণগুলি সংশ্লিষ্ট সূরার মুকাত্তায়াতের মধ্যে নিহিত আছে ।এখানে মুকাত্তায়াত হিসাবে 'আলিফ লাম **মীম্**' ব্যবহৃত হইয়াছে, যাহার অর্থ করা হইয়াছে 'আমি আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ' । হযরত ইবনে আব্বাস ও হযরত ইবনে মাস্উদ (রাঃ)এই অর্থ করিয়াছেন । এখানে 'আলিফ মানে 'আনা', লাম মানে 'আল্লাহ্', **মীম্ মানে** আ'লামু, সব মিলাইয়া হয়, 'আনাল্লাহ আ'লামু' (আমি আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ)। কাহারও কাহারও মতে, 'আলিফ' মানে আল্লাহ, 'লাম মানে জিবরাঈল, আর **'মীম্'** মানে মুহাম্মদ (সাঃ), যাহার তাৎপর্য হইল— এই সূরার মূল বিষয়-বস্তু সম্পর্কিত ঐশী জ্ঞান আল্লাহ্র কাছ হইতে জিবরাঈলের মাধ্যমে মুহাম্মদ (সাঃ)কে দেওয়া হইয়াছে । এই শব্দ-সংক্ষেপণ বা মুকাত্তায়াত কুরআনের অবিচ্ছেদ্য অংশ, যাহা ওহীর মাধ্যমে আসিয়াছে (বুখারী)।

১৭। 'যালিকা' মানে 'উহা বা ঐটা'; সময় সময় 'ইহা বা এই' অর্থেও ব্যবহৃত হয় (আকরাব)। এই শব্দ যে বস্তু বা বিষয়ের পূর্বে ব্যবহৃত হয়, সেই বস্তু বা বিষয়ের উচ্চ মর্যাদা ও সম্মান প্রকাশ পায় । শব্দটি শ্রদ্ধা ও সম্মান নির্দেশক । এখানে শব্দটি ইহাই বুঝাইতেছে যে, কিতাব খানা গুণ, জ্ঞান ও সম্মানের দিক দিয়া এতই উচ্চ পর্যায়ের যে পাঠকের পক্ষে তাহা অনুধাবন করাও কঠিন (ফাতহ্)।

১৮ ও ১৯ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

৪। যাহারা গায়েবের[২০] (অদৃশ্যের) উপর ঈমান আনে এবং নামায[২১] কায়েম করে এবং আমরা তাহাদিগকে যে রিয্ক[২২] দিয়াছি উহা হইতে খরচ করে;

الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَ مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۙ﴿۴﴾

১৭-ক। 'আল্' ইংরেজী 'দি' শব্দটির মতই, পাঠকের জানা বস্তুকে নির্দিষ্ট করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। এই হিসাবে, 'যালিকাল কিতাবু' মানে 'ইহাই সেই কিতাব'— প্রতিশ্রুত কিতাব। একজন ব্যক্তির মধ্যে যতগুলি ভাল গুণ থাকিতে পারে, তাহার একত্রিত সমষ্টিকে বুঝাইতেও এই 'আল্' উপসর্গটি ব্যবহৃত হয়। এই দিক দিয়া দেখিলেও, 'যালিকাল কিতাবু'-এর অর্থ দাঁড়ায় ইহা এমনই একখানা পুস্তক, যাহার মধ্যে পূর্ণতম পুস্তকের সকল গুণাবলীই বিদ্যমান রহিয়াছে। অন্য কথায় এর অর্থ, 'ইহাই একমাত্র কামিল বা পূর্ণতম কিতাব'।

১৮। 'রাইব' অর্থ মনের অস্বস্তি, সন্দেহ, যন্ত্রণা, বিপদ ও কুধারণা, মিথ্যা অপবাদ ও দুর্নাম (আকরাব)। এই আয়াতের অর্থ ইহা নয় যে, কেহ কোনদিন কুরআন সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করিবে না। বরং এই আয়াতে ইহাই বলা হইয়াছে যে, ন্যায়-নিষ্ঠ ব্যক্তি মুক্ত মনে ইহা পাঠ করিলে, ইহার মধ্যে নিরাপদ ও নিশ্চিত পথের সন্ধান পাইবে।

১৯। 'মুত্তাকী' শব্দটি 'ওয়াকা' হইতে উৎপন্ন, যাহার অর্থ 'ক্ষতিকর বস্তু হইতে বাঁচিয়া থাকা'। 'ভিকায়া' অর্থ 'বর্ম'; 'ইত্তাকা বিহি'— (মুত্তাকী হইল ইত্তাকার কর্তা)— অর্থ সে ইহাকে বা তাহাকে বর্মরূপে গ্রহণ করিল (লেইন) হযরত রসূল করীম (সাঃ)-এর একজন প্রসিদ্ধ সাহাবী উবাই-বিন-কাব 'তাক্ওয়া'র ব্যাখ্যা দিতে গিয়া সুন্দরভাবে বলিয়াছেন, 'মুত্তাকী সেই ব্যক্তি যে কন্টকাকীর্ণ জঙ্গলের ভিতর দিয়া এমনি সাবধানে চলে যাহাতে তাহার কাপড়-চোপড় কাঁটায় জড়াইয়া না যায় বা গুল্মের শাখা-প্রশাখায় লাগিয়া না ছিঁড়ে (কাসীর)। অতএব, মুত্তাকী হইলেন এমনই ব্যক্তি যিনি আল্লাহ্কে ঢাল, বর্ম বা আশ্রয় রূপে গ্রহণ করিয়া, অতি সাবধানতার সহিত সর্বদা পাপকর্ম হইতে আত্মরক্ষা করেন এবং নিজের কর্তব্য সযত্নে পালন করিয়া থাকেন। 'ধর্মপরায়ণদের জন্য পথ-নির্দেশ' শব্দগুলি দ্বারা ইহাই বুঝায় যে, কুরআনে যে পথ দেখানো হইয়াছে, তাহা অনন্ত-অসীম। ইহা মানুষকে সীমাহীন আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভে সাহায্য করে এবং আল্লাহ্তা'লার ক্রমবর্ধমান অনুগ্রহ প্রাপ্তির জন্য মানুষকে ক্রমাগতভাবে যোগ্য হইতে যোগ্যতর করিয়া তুলে।

২০। 'আল গায়েব' অর্থ অদৃশ্য বা গোপন বস্তু; অনুপস্থিত, অদেখা, বহুদূরের বস্তু (আকরাব)। আল্লাহ, ফিরিশ্তা, কেয়ামতের দিন ইত্যাদি আল গায়েব। অধিকন্তু, কুরআনে ব্যবহৃত এই শব্দটি অবাস্তব বা কল্পিত কোন বস্তুর জন্য ব্যবহৃত হয় নাই। অদৃশ্য অথচ নিশ্চিত ও সত্য বস্তুর জন্যই ব্যবহৃত হইয়াছে (৩২ঃ৭, ৪৯ঃ১৯)। অতএব, পাশ্চাত্যের ভ্রান্ত সমালোচকদের মত, অন্য কাহারও এইরূপ ধারণা করা অন্যায় যে, ইসলাম ইহার অনুসারীদের উপর রহস্যময় বিশ্বাস চাপাইয়া দেয় এবং তাহাতে আস্থা স্থাপনের আহ্বান জানায়। 'গাইব' শব্দটির তাৎপর্য এতটুকুই যে, মানবের পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা সকল বস্তুকে জানা যায় না; তথাপি যুক্তি, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা দ্বারা ঐসব বস্তুর অস্তিত্বের ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্যতার বাহিরে থাকিলেই, বস্তুটিকে অযৌক্তিক মনে করা ভুল। যেসব 'অদেখা' জিনিষে বিশ্বাস আনয়নের জন্য ইসলাম আহ্বান জানায়, তাহাদের কোনটিই যুক্তির আওতার বাহিরে নহে। পৃথিবীতে এমন অনেক অদৃশ্য বস্তু আছে, যাহা দেখা যায় না বটে, কিন্তু অকাট্য যুক্তি দ্বারা তাহাদের অস্তিত্বের প্রমাণ সংশয়াতীতভাবে লাভ করা যায়।

২১। 'তাহারা নামায কায়েম করে' অর্থাৎ তাহারা নামাযের বিধিবদ্ধ সকল শর্ত পূর্ণভাবে পালন করিয়া নামায আদায় করে। 'আকামা' শব্দের অর্থ হইল, সে বিষয়টাকে বা বস্তুটাকে সঠিকভাবে, সঠিক স্থানে, রাখিল (লেইন)। আল্লাহ্তা'লার সাথে মানুষের অভ্যন্তরীণ সম্পর্কের বহিঃপ্রকাশের নাম ইবাদত। আল্লাহ্র অনুগ্রহরাজি মানুষের দেহ-মন ও আত্মাকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে। অতএব, পরিপূর্ণ ইবাদত উহাই, যাহার মধ্যে দেহ ও আত্মা সমভাবে অংশ গ্রহণ করে। উভয়ের অংশ গ্রহণ ব্যতীত ইবাদতের চেতনা ও সারবস্তু সুরক্ষিত থাকিতে পারে না। কেননা যদিও হৃদয়ের নিবেদনই মূলবস্তু এবং শারীরিক ইবাদত বা উপাসনা খোলস মাত্র, তথাপি খোলস বা আবরণ ব্যতীত সারবস্তু রক্ষিত হইতে পারে না। খোলস নষ্ট হইয়া গেলে, সারবস্তুও নষ্ট হইয়া যায়।

২২। 'রিয্ক'— আল্লাহ্তা'লা মানুষকে যাহা কিছু দান করিয়াছেন বা দান করেন, তাহা বস্তুই হউক বা অন্য কিছুই হউক, তাহাই 'রিয্ক' (মুফরাদাত)। মানুষের আধ্যাত্মিক কল্যাণের তিনটি দিক-নির্দেশনা ও তিনটি অবস্থা এই আয়াতে ব্যক্ত হইয়াছে। যথা ঃ -(১) তাহাকে ঐ সকল সত্য তত্ত্বের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইবে, যাহা সে চোখে দেখিতে পায় না এবং তাহার ইন্দ্রিয়সমূহেও ধরা পড়ে না। কারণ, এইরূপ বিশ্বাস প্রমাণ করে যে, তাহার মধ্যে 'তাক্ওয়া' বা ধর্মপরায়ণতা রহিয়াছে; (২) যখন সে এই মহাবিশ্বের দিকে তাকাইয়া চিন্তা করে এবং দেখিতে পায় যে, ইহাতে এক আশ্চর্যজনক সুপরিকল্পিত শৃঙ্খলা বিরাজমান আছে, তখন সে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, ইহার একজন স্রষ্টা আছে, তখন সেই স্রষ্টার সহিত সত্যিকার সম্বন্ধ স্থাপনের প্রবল ও অপ্রতিরোধ্য বাসনা তাহার মনকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। এই বাসনাই তাহাকে ইবাদতে বা উপাসনায় প্রণত করিয়া দেয়; (৩) অবশেষে, যখন বিশ্বাসী ব্যক্তি তাহার সৃষ্টিকর্তার সাথে জীবন্ত সম্পর্ক স্থাপনে কৃতকার্য হয়, তখন সে নিজের মধ্যে মানব-সেবার এক বিশেষ অনুপ্রেরণা অনুভব করে।

وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ۝

৫। এবং যাহারা ঈমান আনে উহার উপর যাহা তোমার[২৩] প্রতি নাযেল (অবতীর্ণ) করা হইয়াছে এবং যাহা তোমার[২৪] পূর্বে নাযেল করা হইয়াছিল, এবং তাহারা পরকালের[২৫] উপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখে।

اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ ۙ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝

৬। ইহারাই তাহাদের প্রতিপালকের পক্ষ হইতে হেদায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং ইহারাই সফলকাম হইবে।

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝

৭। নিশ্চয় যাহারা অস্বীকার করিয়াছে — তাহাদিগকে তুমি সর্তক কর বা সতর্ক না কর, ইহা তাহাদের জন্য সমান— তাহারা ঈমান[২৬] আনিবে না।

خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَعَلٰى سَمْعِهِمْ ۭ وَعَلٰٓى اَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ ۖ وَّلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۝

৮। আল্লাহ্ তাহাদের হৃদয় সমূহের উপর এবং কর্ণ সমূহের উপর মোহর[২৭] মারিয়া দিয়াছেন এবং তাহাদের চক্ষুর উপর রহিয়াছে পর্দা এবং তাহাদের জন্য রহিয়াছে এক মহা আযাব।

১ [৮] ১ ع ১

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ ۝

৯। এবং মানুষের মধ্যে কতক এমনও আছে, যাহারা বলে, 'আমরা আল্লাহ্ এবং পরকালের উপর ঈমান রাখি'; অথচ তাহারা আদৌ মো'মেন[২৮] নহে।

২৩। আল্লাহ্তা'লা কর্তৃক প্রেরিত সকল নবীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের কেন্দ্রস্থল রূপে মহানবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা(সাঃ)-এর উপর বিশ্বাস স্থাপন প্রয়োজন (২ঃ২৮৬, ৪ঃ৬৬, ৪ঃ১৩৭)।

২৪। ইসলাম ইহার অনুসারীদের উপর এই বিশ্বাসও অপরিহার্য রাখিয়াছে যে, পূর্বেও আল্লাহ্র নবীগণ ঐশী শিক্ষা আনিয়াছিলেন, কেননা আল্লাহ্তা'লা সকল জাতির মধ্যেই তাঁহার রসূল প্রেরণ করিয়াছেন (১৩ঃ৮; ৩৫ঃ২৫)।

২৫। 'আল্ আখেরাত' অর্থ (ক) শেষ আবাস অর্থাৎ পরকাল,(খ) ইহা দ্বারা রসূল পাক (সাঃ)-এর পরবর্তী সময়ে যেসব ওহী-ইলহাম বা ঐশী বাণী অবতীর্ণ হইবে সেইগুলিকেও বুঝায়। এই দ্বিতীয় অর্থটি কুরআনের ৬২ঃ৩,৪ আয়াতে আরও ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, যেখানে কুরআন রসূলে পাক (সাঃ)-এর দ্বিতীয় বিকাশের সংবাদ দান করিয়াছে। তাঁহার প্রথম বিকাশ ঘটিয়াছিল খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে যখন তাঁহার কাছে কুরআন নাযেল হইয়াছিল। তাঁহার দ্বিতীয় বিকাশের কথা ছিল আখেরী যমানাতে তাঁহার একজন বিশিষ্ট অনুসারী প্রতিভূর মাধ্যমে। এই দ্বিতীয় বিকাশের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইয়াছে প্রতিশ্রুত মসীহ্-মাহদীর মাধ্যমে।

২৬। এই আয়াতে ঐসব অবিশ্বাসীদের কথা বলা হইয়াছে, যাহারা সত্যের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন ; এমনকি এই ব্যাপারে তাহারা সম্পূর্ণ বেপরওয়া। তাহাদিগকে সাবধান করা আর না করা সমান কথা। ইহাদের সম্বন্ধে ইহাই বলা হইতেছে যে, যতদিন পর্যন্ত তাহারা এই বর্তমান অবস্থায় থাকিবে, তাহারা বিশ্বাস আনয়ন করিবে না।

২৭। যে সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বহুদিন অব্যবহৃত অবস্থায় থাকে, সেগুলি শুকাইয়া **ক্ষীণ** ও অকর্মণ্য হইয়া যায়। এই স্থলে উল্লেখকৃত অবিশ্বাসীদের অবস্থা এমনই যে,তাহারা সত্যকে উপলব্ধির জন্য তাহাদের হৃদয় কিংবা কর্ণকে ব্যবহার করে না। কাজেই তাহাদের বুঝিবার ও শুনিবার শক্তি তাহারা হারাইয়া ফেলে। 'আল্লাহ্ তাহাদের হৃদয়ে ও কর্ণে মোহর মারিয়া দিয়াছেন' বাক্যটি ঐ সকল ব্যক্তির প্রতি আরোপ করা হইয়াছে যাহারা ইচ্ছা করিয়াই উদাসীনতা দেখাইতে তৎপর রহিয়াছে ; তাহাদের উদাসীনতার ফলে তাহাদের ইন্দ্রিয়সমূহে বৈকল্য ও শিথিলতা ঘটিয়াছে। এই বিকলতা ও শিথিলতা ঘটাইবার কার্যটি আল্লাহ্র উপর আরোপ করা হইয়াছে। এখানে আল্লাহ্কে 'কর্তৃকারকে' দেখানো হইয়াছে, কারণ প্রাকৃতিক নিয়ম-কানুন আল্লাহ্র কাছ হইতেই আগত এবং তাঁহারই ইচ্ছায় প্রতিটি কার্যকারণ প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ানুযায়ী সম্পাদিত হয়।

২৮ টিকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۚ وَمَا يَخْدَعُوْنَ اِلَّآ اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ ۝٩

১০। তাহারা আল্লাহ্‌কে এবং যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহাদিগকে ধোকা[২৯] দিতে চাহে, কিন্তু তাহারা নিজেদেরকে ছাড়া অন্য কাহাকেও ধোকা দেয় না, বস্তুতঃ তাহারা ইহা বুঝে না।

فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ ۙ فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَضًا ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۢ بِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ ۝١٠

১১। তাহাদের হৃদয়ে ব্যাধি[৩০] রহিয়াছে, ফলে আল্লাহ্ তাহাদের ব্যাধিকে আরও বাড়াইয়া দিলেন; এবং তাহাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রহিয়াছে, কারণ তাহারা মিথ্যা বলিয়া আসিতেছিল।

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوْا فِي الْاَرْضِ ۙ قَالُوْٓا اِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُوْنَ ۝١١

১২। এবং যখন তাহাদিগকে বলা হয় যে,'তোমরা পৃথিবীতে বিশৃংখলা সৃষ্টি করিও না'; তাহারা বলে 'আমরা তো কেবল শান্তি প্রতিষ্ঠাকারী।'

اَلَآ اِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُوْنَ وَلٰكِنْ لَّا يَشْعُرُوْنَ ۝١٢

১৩। সতর্ক হও! নিশ্চয় তাহারাই বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী, কিন্তু তাহারা ইহা বুঝে না।

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ اٰمِنُوْا كَمَآ اٰمَنَ النَّاسُ قَالُوْٓا اَنُؤْمِنُ كَمَآ اٰمَنَ السُّفَهَآءُ ۭ اَلَآ اِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَآءُ وَلٰكِنْ لَّا يَعْلَمُوْنَ ۝١٣

১৪। এবং যখন তাহাদিগকে বলা হয়, 'তোমরা সেইরূপে ঈমান আন যেইরূপে অন্য লোকেরা ঈমান আনিয়াছে'; তাহারা বলে, 'আমরা কি সেইরূপে ঈমান আনিব যেইরূপে নির্বোধ লোকেরা ঈমান আনিয়াছে?' স্মরণ রাখিও! নিশ্চয় তাহারাই নির্বোধ[৩১] কিন্তু তাহারা জানে না।

وَاِذَا لَقُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَالُوْٓا اٰمَنَّا ۚ وَاِذَا خَلَوْا اِلٰى شَيٰطِيْنِهِمْ ۙ قَالُوْٓا اِنَّا مَعَكُمْ ۙ اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُوْنَ ۝١٤

১৫। এবং যখন তাহারা ঐ সকল লোকের সহিত মিলিত হয় যাহারা ঈমান আনিয়াছে, তাহারা বলে, 'আমরা ঈমান আনিয়াছি;' কিন্তু যখন তাহারা নিজেদের দল-নেতাদের[৩২] সহিত নিভৃতে মিলিত হয়, তাহারা বলে, 'আমরা নিশ্চয় তোমাদের সঙ্গে আছি, আমরা শুধু উপহাসকারী।'

২৮। এখানে আল্লাহ্‌র প্রতি ও কিয়ামতের দিনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের উল্লেখ করা হইয়াছে। ইসলামের অন্যান্য মৌলিক বিশ্বাস্য বিষয়গুলির উল্লেখ করা হয় নাই। ইহার কারণ এই যে, আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস ও শেষ দিনের প্রতি বিশ্বাস যথাক্রমে ইসলামী বিশ্বাসের প্রথম ও শেষ ধাপ এবং এই দুইটি বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন দ্বারা প্রকৃতপক্ষে অন্যান্য বিশ্বাসগুলিও অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়। কেননা কুরআনেরই অন্যত্র বলা হইয়াছে, কিয়ামতের দিনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের মাঝেই পরোক্ষভাবে ফিরিশ্‌তাগণের প্রতি ও ঐশী **পুস্তকাদির** প্রতি বিশ্বাস প্রকাশ পায় (৬ ঃ ৯৩)।

২৯। 'খা-দায়াহ' মানে, সে তাহাকে প্রতারণা করিতে চাহিল, কিন্তু পারিল না। 'খাদায়াহ' মানে সে চেষ্টা দ্বারা তাহাকে ঠকাইয়া ফেলিল, সে তাহাকে পরিত্যাগ করিল (বাকা)। প্রথম শব্দটি প্রতারকের অকৃতকার্যতা এবং দ্বিতীয় শব্দটি প্রতারকের কৃতকার্যতার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় (লেইন)।

৩০। আল্লাহ্‌তা'লা ইসলামের সপক্ষে বহু নিদর্শন প্রকাশ করিয়াছেন এবং ইসলাম ক্রমাগতভাবে এত শক্তি সঞ্চয় করিয়াছে যে, **মোনাফেকরা** অধিক হইতে অধিকতরভাবে মুসলিম ভীতি দ্বারা আক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। সেই কারণেই তাহাদের **মোনাফেকীর** মাত্রাও বাড়িয়া গিয়াছে।

৩১। **মোনাফেকরা** মনে করিয়াছিল, মুসলমানগণ কতই বোকা, তাহারা অনর্থক এত দুঃখকষ্ট বরণ করিতেছে, জীবন বিসর্জন দিতেছে, সহায়-সম্পদ বিলাইয়া দিতেছে। **মোনাফেকরা** ভাবিতেছিল, মুসলমানদের এই আত্ম-ত্যাগ সবই বিফলে যাইবে। কিন্তু এই আয়াত বলিতেছে,

৩২ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

اَللّٰهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِىْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ﴿١٦﴾

১৬। আল্লাহ্ তাহাদিগকে (তাহাদের) উপহাসের শাস্তি[৩৩] দিবেন এবং তাহাদিগকে তাহাদের ঔদ্ধত্যের মধ্যে দিশা-হারা[৩৩-ক] হইয়া ঘুরিবার[৩৪] জন্য ছাড়িয়া দিবেন।

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الضَّلٰلَةَ بِالْهُدٰى ۪ فَمَا رَبِحَتْ تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ ﴿١٧﴾

১৭। ইহারা ঐ সকল লোক যাহারা হেদায়াতের (পথপ্রাপ্তির) বিনিময়ে পথভ্রষ্টতা[৩৫] ক্রয় করিয়াছে; কিন্তু তাহাদের ব্যবসা তাহাদের জন্য লাভজনক হয় নাই, এবং তাহারা হেদায়াতপ্রাপ্তও হয় নাই।

مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِى اسْتَوْقَدَ نَارًا ۚ فَلَمَّآ اَضَآءَتْ مَا حَوْلَهٗ ذَهَبَ اللّٰهُ بِنُوْرِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِىْ ظُلُمٰتٍ لَّا يُبْصِرُوْنَ ﴿١٨﴾

১৮। তাহাদের অবস্থা সেই ব্যক্তির অবস্থার অনুরূপ যে আগুন[৩৬] জ্বালাইল, অতঃপর, যখন উহা তাহার চতুর্দিক আলোকিত করিল, তখন আল্লাহ্ তাহাদের জ্যোতিঃ হরণ করিয়া লইলেন এবং তাহাদিগকে অন্ধকাররাশির[৩৭] মধ্যে ছাড়িয়া দিলেন; তাহারা কিছুই দেখিতে পায় না।

صُمٌّ بُكْمٌ عُمْىٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُوْنَ ﴿١٩﴾ ۙ

১৯। তাহারা বধির, মূক (এবং) অন্ধ; সুতরাং তাহারা ফিরিবে না।[৩৮]

আসলে তো বোকা ঐ মোনাফেকরাই; কেননা ইসলাম উন্নতি ও প্রগতির পথে অগ্রসর হইতে থাকিবে, ইহার গতিরোধ করা কাহারও পক্ষে সম্ভব নহে।

৩২। 'শায়াতীন' অর্থ দুষ্কৃতকারীদের নেতা (ইবনে আব্বাস, ইবনে মাসূদ, কাতাদাহ্ ও মুজাহীদ)। মহানবী (সাঃ) বলিয়াছেন, একজন ঘোড়-সওয়ার একাকী অবস্থায় শয়তান, একজোড়া ঘোড়-সওয়ারও একজোড়া শয়তান, তবে তিনজন ঘোড়-সওয়ার নিশ্চয় সওয়ারের দল (দাউদ)। এই হাদীস ইহা ব্যক্ত করে যে, 'শয়তান' বলিতেই দৈত্য-দানব মনে করিতে হইবে, ইহা ঠিক নয়।

৩৩। 'ইয়াস্তাহযিয়ু বি-হিম' মানে 'তিনি তাহাদিগকে হাসি-ঠাট্টার শাস্তি দিবেন'। কেননা, যে শব্দ দ্বারা দুষ্কর্ম প্রকাশ পায়, আরবীতে অনেক সময় ঐ শব্দটি দ্বারাই প্রতিক্রিয়ারূপে দুষ্কর্মের শাস্তিও প্রকাশ করা হইয়া থাকে। 'দুষ্কর্মের শাস্তি ঐ দুষ্কর্মেরই অনুরূপ' (৪২ঃ৪১)। প্রসিদ্ধ আরব কবি আমর-বিন-কুলসুম লিখিয়াছেন ঃ 'আলা লা ইয়াজ্হালান আহাদুন আলায়না, ফানাজ্হাল ফাউকা জাহ্লিল জাহেলীন, অর্থাৎ সাবধান! কেহ যেন আমাদের বিরুদ্ধে অজ্ঞতাকে ব্যবহার না করে, কেননা সেক্ষেত্রে আমরা অধিকতর অজ্ঞতা দেখাইয়া ছাড়িব'। এখানে 'আমরা অধিকতর অজ্ঞতা দেখাইয়া ছাড়িব' অর্থ আমরা অজ্ঞতার যথাযোগ্য শাস্তি দিব (মুয়াল্লাকাত)।

৩৩-ক। 'ওয়া ইয়ামুদ্দুহুম ফি তুগ্ইয়ানিহিম' শব্দগুলির অর্থ ইহা নয় যে, আল্লাহ্ তাহাদিগকে আরও সীমাতিক্রমের জন্য ছাড়িয়া দিয়াছেন। এই অর্থ ৩৫ঃ৩৮ আয়াতের বিপরীত, যেখানে বলা হইয়াছে তাহাদিগকে সময় দেওয়া হইয়াছে যাহাতে তাহারা আত্ম-সংশোধনের সুযোগ পায়।

৩৪। 'উম্ইয়ুন' শব্দটি 'আমা'-এর বহুবচন, যাহা 'আল্-আমা' হইতে উৎপন্ন। আল্-আমাহ্ অর্থ মানসিক অন্ধত্ব এবং আল্-আমা অর্থ মানসিক ও শারীরিক চক্ষুর অন্ধত্ব (আকরাব)।

৩৫। (১) তাহারা সত্য পথ ছাড়িয়া ইহার স্থলে ভ্রান্ত পথ অবলম্বন করিয়াছে; (২) তাহাদিগকে সত্য পথ ও ভ্রান্ত পথ উভয়টি দেখানো হইল। কিন্তু তাহারা সত্য পথ গ্রহণ না করিয়া ভ্রান্ত পথ গ্রহণ করিয়াছে।

৩৬। 'অগ্নি' শব্দটি অনেক সময় 'যুদ্ধ' অর্থে ব্যবহৃত হয়। 'অগ্নি প্রজ্বলনকারী' শব্দগুলি দ্বারা ঐ সব মোনাফেকদিগকেও বুঝাইতে পারে যাহারা অবিশ্বাসীগণকে ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার প্ররোচনা ও ইন্ধন যোগাইত। অথবা এই শব্দগুলি দ্বারা রসূলে পাক (সাঃ)কেও বুঝাইতে পারে, যিনি আল্লাহ্র প্রত্যাদেশ ক্রমে ঐশী আলো প্রজ্বলিত করিয়াছেন। রসূলে করীম (সাঃ) বলিয়াছেন ঃ 'আমার দৃষ্টান্ত হইল সেই ব্যক্তির মত যে আলো প্রজ্জলিত করে' (বুখারী)।

৩৭। এই আয়াতের কথাগুলির তাৎপর্য হইল ঃ মোনাফেকরা যুদ্ধের ইন্ধন যোগাইয়াছিল— নিজেদের হারানো প্রভাব ফিরিয়া পাইবার জন্য। কিন্তু যুদ্ধের প্রকৃত ফলাফল এই দাঁড়াইল যে, তাহাদের ভণ্ডামী প্রকাশে ধরা পড়িল এবং তাহারা কিংকর্তব্যবিমূঢ় ও বিসময়াভিভূত হইয়া গেল। 'যুলুমাত' শব্দটি কুরআনে সবস্থানেই বহুবচনে ব্যবহার করা হইয়াছে এবং নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অন্ধকার ও অধঃপতনকে বুঝাইয়াছে। পাপ ও

৩৮ টিকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَآءِ فِيهِ ظُلُمَٰتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ ۚ يَجْعَلُونَ أَصَٰبِعَهُمْ فِىٓ ءَاذَانِهِم مِّنَ الصَّوَٰعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ ۚ وَاللَّهُ مُحِيطٌۢ بِالْكَٰفِرِينَ ﴿١٩﴾

২০। অথবা মেঘ[৩৯] হইতে বর্ষণরত সেই বৃষ্টি ধারার ন্যায় যাহার মধ্যে অন্ধকাররাশি, বজ্রধ্বনী এবং বিদ্যুৎ-চমক রহিয়াছে; তাহারা বজ্রধ্বনী হেতু মৃত্যু-ভয়ে[৪০] নিজেদের কর্ণে অঙ্গুলি রাখে, অথচ আল্লাহ্ সকল কাফেরকে পরিবেষ্টন করিয়া আছেন।

يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَٰرَهُمْ ۖ كُلَّمَآ أَضَآءَ لَهُم مَّشَوْا فِيهِ ۖ وَإِذَآ أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا ۚ وَلَوْ شَآءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَٰرِهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٠﴾

২১। বিদ্যুৎ-চমক তাহাদের দৃষ্টি শক্তিকে কাড়িয়া লইয়া যাওয়ার উপক্রম হয়; যখনই উহা তাহাদের উপর চমকায়, তখন তাহারা উহার আলোকে চলিতে থাকে, এবং যখন অন্ধকার তাহাদিগকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে তখন তাহারা দাঁড়াইয়া পড়ে, এবং যদি আল্লাহ্ চাহিতেন তাহা হইলে তিনি তাহাদের শ্রবণ শক্তি এবং দৃষ্টি শক্তিকে[৪১] বিনষ্ট করিয়া দিতেন, নিশ্চয় আল্লাহ্ প্রত্যেক বিষয়ে [৪১-ক] (যাহা তিনি চাহেন) সর্বশক্তিমান। ২ ২ [১৩]

يَٰٓأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٢١﴾

২২। হে মানব মণ্ডলী[৪২]! তোমরা তোমাদের সেই প্রতিপালকের ইবাদত কর, যিনি তোমাদিগকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তীগণকে সৃষ্টি করিয়াছেন, যেন তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করিতে পার;

কুকর্ম কখনও পৃথক থাকে না। একটি পাপ অপর একটি পাপকে, একটি দুষ্কর্ম আরেকটি দুষ্কর্মকে টানিয়া আনে। অতএব, সাকল্যে অর্থ দাঁড়ায়, মোনাফেকরা বিপদের পর বিপদ ও ধ্বংসের পর ধ্বংসের সম্মুখীন হইবে।

৩৮। যেহেতু তাহারা হযরত রসূল করীম (সাঃ)-এর উপদেশমালার প্রতি কর্ণপাত করে নাই কিংবা তাহাদের মনের সন্দেহ দূরীকরণের জন্যও কোন চেষ্টা করে নাই, মনের সন্দেহকে কেবল গোপন রাখিয়াই চলিয়াছে এবং ইসলামের অগ্রগতিকে স্বচক্ষে দেখিয়াও না দেখার ভান করিয়াছে সেহেতু তাহাদিগকে বোবা, বধির ও অন্ধ বলা হইয়াছে।

৩৯। 'সামা' অর্থ যে বস্তু মাথার উপরে ঝুলন্ত অবস্থায় থাকিয়া ছায়া দান করে ; আকাশ, বেহেশ্‌ত, মেঘ বা মেঘমালা (লেইন)।

৪০। এই আয়াত ও পূর্ববর্তী আয়াত দুই ধরণের মোনাফেকের কথা বলিতেছে ঃ (১) অবিশ্বাসীদের মধ্যে যাহারা সুবিধামত নিজদিগকে মুসলমান বলিয়া পরিচয় দিত, (২) বিশ্বাসী মুসলমানগণ যাহারা দুর্বল ভঙ্গুর ঈমান রাখিত, কার্যক্ষেত্রে ছিল অনির্ভরযোগ্য, মুখ এবং অবিশ্বাসীদের সহিত দহরম মহরমকারী। আয়াতটির মর্মকথা ইহাই মনে হয় যে, দ্বিতীয় শ্রেণীর মোনাফেকরা এতই ভীরু প্রকৃতির যে, সামান্য ঝড়, বৃষ্টি ও বজ্রপাতের ঝলকানীতেই ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া পড়ে এবং বৃষ্টিপাত হইতে কোনও উপকার লাভ করিতে পারে না।

৪১। দুর্বল বিশ্বাসের অধিকারী মোনাফেকরা তাহাদের দৃষ্টিশক্তি প্রায় হারাইয়া ফেলিয়াছে। তাহারা এখনও সম্পূর্ণ দৃষ্টিশক্তি হারায় নাই। তবে যদি তাহারা বার বার এমন অবস্থায় পতিত হয়, যেখানে সাহস ও আত্মত্যাগ প্রয়োজন, যেমন বিজলী ও বজ্রপাতের সময়ে বাহিরে যাইতে হইলে সাহস ও ত্যাগের মনোভাব থাকা দরকার, সেইরূপ অবস্থার সম্মুখীন হইলে, ইহারা নিজেদের দৃষ্টিশক্তি (ঈমান)কে সম্ভবতঃ হারাইয়াই ফেলিবে। কিন্তু আল্লাহ্‌র বিধান এমনই যে, সকল বিজলী-চমকানীর সাথেই বজ্রপাত হয় না। প্রায় সময়েই দেখা যায়, বিজলীর আলোর চমক অন্ধকারের পর্দা সরাইয়া দিয়া, পথিককে পথ চলিতে সাহায্য করে। যখন ইসলাম বিজয় ও উন্নতির দিকে যায়, তখন এই মোনাফেকরা মুসলমানদের দলে ভীড়ে। কিন্তু যখন বিজলীর আলোর সাথে বজ্রপাতও নামে অর্থাৎ যখন অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে, ধন, প্রাণ ও সম্পদ বিলাইবার সময় উপস্থিত হয়, তখন তাহারা চোখে সবই অন্ধকার দেখে, তাহারা হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া যায় এবং বিশ্বাসীদের সাথে চলিতে অস্বীকৃতি জানায়।

৪১-ক। 'শাঈ' অর্থ ঈপ্সিত বস্তু বা বিষয়।

৪২। এই আয়াতে প্রদত্ত নির্দেশই কুরআনে প্রদত্ত অনুশাসনগুলির মধ্যে প্রথম। এই অনুশাসন কেবল আরবদের জন্য নহে। বরং সারা মানবজাতির উপর ইহা প্রযোজ্য। কেননা, 'ইয়া আইয়ুহান্নাসু' বলিয়া বিশ্ব-মানবের প্রতি এই নির্দেশ পালনের আহবান জানানো হইয়াছে। ইহা

الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فِرَاشًا وَّالسَّمَآءَ بِنَآءً ۖ وَّاَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ الثَّمَرٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۚ فَلَا تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا وَّاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٢﴾

২৩। যিনি পৃথিবীকে তোমাদের জন্য শয্যা এবং আকাশকে ছাদ[৪৩] স্বরূপ করিয়াছেন, এবং মেঘমালা হইতে পানি বর্ষণ করিয়াছেন এবং তদ্বারা তিনি তোমাদের জন্য রিয্ক স্বরূপ নানাবিধ ফল-ফলাদি উৎপন্ন করিয়াছেন, অতএব তোমরা আল্লাহ্‌র সমকক্ষ দাঁড় করিও না, এমতাবস্থায় যে তোমরা জ্ঞাত আছ।

وَاِنْ كُنْتُمْ فِىْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ ۖ وَادْعُوْا شُهَدَآءَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٢٣﴾

২৪। এবং যদি তোমরা উহার সম্বন্ধে সন্দেহে থাক যাহা আমরা আমাদের বান্দার উপর নাযেল করিয়াছি তাহা হইলে তোমরা ইহার অনুরূপ একটি সূরা উপস্থাপন কর, এবং আল্লাহ্ ব্যতীত তোমাদের অন্যান্য সাহায্যকারীকে আহ্বান কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।[৪৪]

দ্বারা বুঝা যায় ইসলাম প্রথম হইতেই বিশ্বধর্ম হইবার দাবী করিয়াছে। গোত্রীয় বা ভৌগলিকগত ধর্মের আদেশকে উচ্ছেদ করিয়া ইসলাম প্রারম্ভিক পর্যায়ই বিশ্বমানবতার একত্ব ও ভ্রাতৃত্বকে সমুন্নত করার ধর্ম হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে।

৪৩। এই বক্তব্যটি আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেয় যে, একটি ছাদ বা দালান যেমন ইহার নীচে বা ইহার ছায়াতলে বসবাসকারীর নিরাপত্তা বিধান করে, তেমনি নিখিল বিশ্বের বিভিন্ন দূরবর্তী অংশগুলিও আমাদের পৃথিবী নামীয় গ্রহটির নিরাপত্তা বিধান করিয়া থাকে। যাহারা আকাশমালা, তারকারাজি, মেঘ-বৃষ্টি ইত্যাদি অন্যান্য আকাশমণ্ডলের দৃশ্য ও ঘটনাবলীর বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করেন, তাহারা জানেন যে, পৃথিবী হইতে অনেক বড় বড় বস্তু পৃথিবীর উপরে সবদিকে থাকিয়া, নিজ নিজ কক্ষপথে নিঃসীম শূন্যে ভাসমান অবস্থায় রহিয়া, পৃথিবীর স্থিতি ও নিরাপত্তাকে নিশ্চিত করিতেছে। এখানে ইশারা দেওয়া হইয়াছে যে, এই বস্তুজগতের পূর্ণতা ও সার্থকতা নির্ভর করে, পার্থিব ও স্বর্গীয় উভয় ধরণের শক্তির সমন্বয় সাধনের উপর।

৪৪। কুরআনের অতুলনীয় শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্যের কথা, কুরআনের ভিন্ন ভিন্ন পাঁচটি স্থানে বর্ণিত হইয়াছে, যথাঃ ২ ঃ ২৪ ; ১০ ঃ ৩৯; ১১ ঃ ১৪ ; ১৭ ঃ ৪৯ ; ৫২ ঃ ৩৪–৩৫। এই পাঁচটির মধ্যে দুইটি স্থানে (২ ঃ২৪ এবং ১০ ঃ ৩৯) একই ধরণের চ্যালেঞ্জ দেওয়া হইয়াছে। অন্য তিনটি স্থানে তিনটি ভিন্ন প্রকৃতির চ্যালেঞ্জ দিয়া, অবিশ্বাসীগণকে মোকাবেলার আহবান জানানো হইয়াছে। চ্যালেঞ্জের ধরণের মধ্যে এই যে বিভিন্নতা, তাহা আপাতদৃষ্টিতে সামঞ্জস্যহীন মনে হইতে পারে; কিন্তু তাহা নহে। প্রকৃত পক্ষে, চ্যালেঞ্জের আয়াতগুলিতে এমন কতকগুলি দাবী আছে, যেগুলি চিরস্থায়ী। তাই হযরত রসূলে পাক (সাঃ)-এর সময়ে যেমন বিভিন্ন আকারে এই চ্যালেঞ্জগুলি বলবৎ ছিল, তেমনি আজও সেইগুলি সমভাবেই বলবৎ রহিয়াছে।

চ্যালেঞ্জগুলির বিভিন্ন ধরণকে ব্যাখ্যা করার পূর্বে, ইহা জানাইয়া দেওয়া প্রয়োজন যে, কুরআনের যে সব স্থলে এই মোকাবেলার আহবান (চ্যালেঞ্জ) জানানো হইয়াছে, সেই সেই স্থলে সঙ্গে সঙ্গে ধন-দৌলত ও শক্তি মত্তার উল্লেখ রহিয়াছে। তবে, এই আয়াতটিতে এর ব্যতিক্রম রহিয়াছে, কেননা এই আয়াতটি ১০ ঃ ৩৯ আয়াতের পুনরুল্লেখ মাত্র। ইহা হইতে একটি সিদ্ধান্তে সহজেই উপনীত হওয়া যায় যে, ধন-দৌলত ও ক্ষমতার সাথে, কুরআনের অনুরূপ কিংবা ইহার অংশ বিশেষের অনুরূপ আয়াতাদি রচনার চ্যালেঞ্জের মধ্যে, কোন না কোনভাবে, একটা যোগসূত্র রহিয়াছে। যোগসূত্রটি এই কথার মধ্যে রহিয়াছে যে, কুরআনকে অমুসলমানদের কাছে অমূল্য ধন রূপে তুলিয়া ধরা হইয়াছে। অবিশ্বাসীরা মহানবী (সাঃ)-এর কাছে ধন-দৌলত ও অর্থ সম্পদাদি দাবী করিত (১১ ঃ ১৩), ইহার উত্তরে বলা হইয়াছে যে, তিনি (সাঃ) কুরআনের আকারে যে মহাসম্পদ লাভ করিয়াছেন তাহা তুলনা বিহীন। তাহারা এই প্রশ্নও উত্থাপন করিত যে, রসূলে পাক (সাঃ)-এর কাছে কোনও ফিরিশ্‌তা আসে না কেন (১১ ঃ ঃ১৩)? ইহার উত্তরে বলা হইয়াছে যে ফিরিশ্‌তা নিশ্চয় রসূলে পাক (সাঃ)-এর কাছে আসিয়াছেন এবং তাহারা তাহাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য স্বরূপ তাঁহার (সাঃ) কাছে আল্লাহ্‌র বাণীও পৌঁছাইয়া দিতেছেন। এইভাবে, অবিশ্বাসীদের দাবী 'ধন-সম্পদ আন ও ফিরিশ্‌তা দেখাও'— এই দুইটি দাবীরই উত্তর কুরআনে একসাথে দেওয়া হইয়াছে যে, কুরআনই ফিরিশ্‌তার মাধ্যমে আনীত অতুলনীয় ধন, যাহার অনতিক্রমনীয় শ্রেষ্ঠত্বের মোকাবেলা করা কাহারও পক্ষে সম্ভব নয়। এখন চ্যালেঞ্জ-সম্বলিত বিভিন্ন আয়াতগুলি পৃথক পৃথকভাবে পর্যালোচনা করা যাউক। সবচেয়ে বড় দাবী করা হইয়াছে ১৭ ঃ ৮৯ আয়াতে, যেখানে অবিশ্বাসীগণকে সারা কুরআনের অনুরূপ সর্বগুণসম্পন্ন একখানা কিতাব রচনার চ্যালেঞ্জ দেওয়া হইয়াছে। এই চ্যালেঞ্জে তাহাদিগকে বলা হয় নাই যে, তাহাদের কিতাবকে আল্লাহ্‌র বাণী রূপে উপস্থাপন করিতে হইবে। তাহাদের নিজের লিখা কিতাব হিসাবে ইহা উপস্থাপন করিয়া ঘোষণা করিতে হইবে যে, ইহা কুরআনের সমকক্ষ বা কুরআন হইতে উত্তম। কিন্তু যেহেতু, সম্পূর্ণ কুরআন তখনও অবতীর্ণ হয় নাই, অতএব, সমস্ত কুরআনের মোকাবিলা করার প্রশ্ন

২৫। কিন্তু যদি তোমরা এইরূপ করিতে না পার— এবং তোমরা কখনও এইরূপ করিতে পারিবে না— তাহা হইলে সেই অগ্নি হইতে আত্মরক্ষা কর, যাহার ইন্ধন[৪৫] মানুষ[৪৬] এবং প্রস্তরসমূহ, যাহা কাফেরদের জন্য প্রস্তুত করা হইয়াছে।

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا وَلَنْ تَفْعَلُوْا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِيْ وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ۚ أُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِيْنَ ۝٢٤

তাৎক্ষণিক ছিল না,বরং এই চ্যালেঞ্জের মধ্যে একটি ভবিষ্যদ্বাণী এইভাবে অন্তর্নিহিত রহিয়াছে যে, অবিশ্বাসীরা কস্মিন কালেও কুরআনের সমকক্ষ কোন কিতাব রচনা করিতে সক্ষম হইবে না। অসম্পূর্ণ অবস্থায় কুরআন উক্ত চ্যালেঞ্জের সময় যতটুকু ছিল, ততটুকুরও না এবং সম্পূর্ণ হইবার পর যতটুকু হইল, ততটুকুরও না। এই চ্যালেঞ্জ শুধু রসূলে পাক (সাঃ) এর জীবদ্দশায় যেসব অবিশ্বাসী ছিল, তাহাদের জন্যই সীমাবদ্ধ নহে বরং অনাগত ভবিষ্যতের অবিশ্বাসী, সংশয়বাদী ও সমালোচকদের সকলের জন্যই ইহা প্রকাশ্য চ্যালেঞ্জ হিসাবে বিদ্যমান রহিয়াছে। ১১নং সূরার ১৪ আয়াতে দশটি সূরার সমকক্ষতা করার চ্যালেঞ্জ দেওয়া হইয়াছে, ইহার কারণ এই যে, অবিশ্বাসীরা তখন সমস্ত কুরআনের উপর আপত্তি উত্থাপন না করিয়া, কয়েকটি অংশ বিশেষের সমালোচনা করিয়া আপত্তি জানাইয়াছিল। তাই এই ক্ষেত্রে তাহাদিগকে সমস্ত কুরআনের মোকাবিলার আহবান না জানাইয়া, দশটি সূরা রচনা করিবার আহ্বান করা হইল যাহা তাহাদের অনুমিত দোষ-যুক্ত কুরআনী অংশগুলির সমকক্ষতায় টিকিতে পারিবে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, ১৭ ঃ ৮৯ তে সমস্ত কুরআনকে একটি পরিপূর্ণ ত্রুটি-বিচ্যুতিহীন কিতাব বলিয়া দাবী করা হইয়াছে, অতএব,সেখানে সমস্ত কুরআনের মোকাবিলায় উহারই মত সর্বাংশে সমকক্ষ কিতাব আনার চ্যালেঞ্জ দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু ১১ ঃ ১৪তে যে চ্যালেঞ্জ আছে, তাহার মূল কারণ ছিল অবিশ্বাসীদের এই দাবী যে, কুরআনের স্থানে স্থানে ভুল-ভ্রান্তি ও দোষ-ত্রুটি বিদ্যমান ; সমস্ত কুরআনেই দোষ-ত্রুটি রহিয়াছে বলিয়া তাহারা এই ক্ষেত্রে দাবী করে নাই। অতএব, তাহাদিগকে চ্যালেঞ্জ দেওয়া হইল, তাহারা যে কোন দশটি সূরা যাহা ত্রুটিপূর্ণ বলিয়া তাহারা মনে করে, তাহারই সমকক্ষতা করিয়া যেন দেখাইয়া দেয়। দশম সূরার ৩৯ আয়াতে অবিশ্বাসীদিগকে কুরআনের যে কোন একটি মাত্র সূরার মোকাবিলা করিতে বলা হইয়াছে। ইহার কারণ এই যে, উপরে উল্লেখিত সূরার দুই আয়াতের মত, এখানে অবিশ্বাসীদের কোন অনুযোগের প্রেক্ষিত অনুপস্থিত; এখানে কুরআন নিজের পরিপূর্ণতার দাবী নিজের তরফ হইতেই উত্থাপন করিতেছে , অবিশ্বাসীদের অনুযোগে বা অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে নয়। দশম সূরার ৩৮ আয়াতে কুরআন দাবী করিয়াছে যে, ইহার (কুরআনের) পাঁচটি অতিশয় উচ্চ স্তরের গুণ রহিয়াছে। এই দাবীর সমর্থনে পরবর্তী; (৩৯ আয়াতে), অস্বীকারকারী সংশয়বাদীগণকে চ্যালেঞ্জ করা হইয়াছে তাহারা যেন ঐ পাঁচটি গুণ-সম্বলিত (দশম সূরার মত) একটি সূরাই রচনা করিয়া জন-সমক্ষে হাযির করে। আলোচ্য আয়াতে (২ ঃ ২৪) পঞ্চম বারের মত চ্যালেঞ্জ দেওয়া হইয়াছে। এখানেও দশম সূরার ৩৯ আয়াতের মতই, অবিশ্বাসীগণকে চ্যালেঞ্জ করা হইয়াছে কোনও সূরার মত একটি সূরা তৈরী করিয়া আনিতে। এই চ্যালেঞ্জের পূর্বের আয়াতে এই দাবী করা হইয়াছে যে, ধর্মপরায়ণ ব্যক্তিগণকে কুরআন পথ দেখাইয়া ও পথে চালাইয়া নিয়া আধ্যাত্মিকতার উচ্চমার্গে পৌছাইয়া দেয়। অবিশ্বাসীগণকে বলা হইতেছে যে, তাহারা যদি কুরআনকে ঐশী-বাণী বলিয়া বিশ্বাস না করে, তাহা হইলে যে কোন একটি সূরার সমকক্ষ সূরা তাহারা রচনা করিয়া দেখাইয়া দেউক যাহা পাঠক বা অনুসারীর মনকে সমভাবে আধ্যাত্মিক প্রভাবে প্রভাবান্বিত করিতে পারে।

উপরোক্ত ব্যাখ্যা হইতে বুঝা যায়, এই চ্যালেঞ্জগুলির একটি অপরটি হইতে পৃথক ; কোনটিই পরস্পরবিরোধী নহে। প্রত্যেকটি চ্যালেঞ্জ স্বকীয় স্থানে বলবৎ রহিয়াছে এবং চিরকালের জন্য বলবৎ থাকিবে। যেহেতু কুরআন পবিত্রতম ও উচ্চাঙ্গীন ভাবধারার বাহক, সেই কারণে ইহার রচনাশৈলী ও সাহিত্যিক গুণাবলী সর্বোচ্চ স্তরের হওয়া অপরিহার্য ছিল, যাহাতে বিষয়-বস্তু ও ভাবধারার স্বচ্ছতা ও স্পষ্টতা কোনদিক দিয়া ম্লান না হয় এবং কুরআনের বিমল ও পরিপূর্ণ সৌন্দর্য ব্যাহত ও ক্ষুণ্ন না হয়। তাই অবিশ্বাসীগণকে কুরআনের মত বা কুরআনের সমকক্ষ কিতাব রচনার চ্যালেঞ্জ যে আকারেই দেওয়া হউক না কেন, বিষয়-বস্তু, আদর্শ ও ভাবধারা এবং রচনা-শৈলী ও প্রকাশ-ভঙ্গি ইত্যাদি সব কিছুই এই চ্যালেঞ্জের অন্তর্ভুক্ত হইয়া রহিয়াছে।

৪৫। **'ইন্ধন'** শব্দটি এখানে রূপকভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে;পৌত্তলিকতাকে এখানে দোযখের শাস্তির মূল কারণ বলা হইয়াছে। মূর্তিকে ও মূর্তিপূজাকে দোযখের আগুনের ইন্ধন বলা হইয়াছে। প্রস্তর মূর্তিগুলি যাহাকে পৌত্তলিকরা উপাস্য রূপে পূজা করে, ইহারাও দোযখের ইন্ধন। এদের উপাসকগণ ঘৃণা ও লাঞ্ছনার আগুনে পুড়িবে, যখন তাহারা দেখিবে যে, তাহাদের উপাস্য মূর্তিগুলিও দোযখের ইন্ধন রূপে জ্বলিতেছে।

৪৬। 'আন্নাসু' (মানুষ) ও 'আল্-হিজারাতু' (প্রস্তরগুলি) বলিতে দুই ধরণের দোযখবাসীকে বুঝাইতে পারে। "আন্নাসু' বলিতে ঐ সকল অবিশ্বাসীদিগকে বুঝাইতে পারে যাহাদের মনে আল্লাহ্‌র প্রতি কিছু ভালবাসা আছে এবং 'আল্-হিজারাতু' বলিতে ঐসকল অবিশ্বাসীদিগকে বুঝাইতে পারে, যাহাদের মনে আল্লাহ্‌র প্রতি ভালবাসা মোটেই অবশিষ্ট নাই। তাহারা পাথর হইতে কোনও অংশে উৎকৃষ্ট নহে। শব্দটি 'হাজর'-এর বহুবচন যাহার অর্থ প্রস্তর, পাথরের ঢিলা, সোনা, বড়লোক ও নেতা (লেইন)।

وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ؕ كُلَّمَا رُزِقُوْا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِّزْقًا ۙ قَالُوْا هٰذَا الَّذِيْ رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ ۙ وَاُتُوْا بِهٖ مُتَشَابِهًا ؕ وَلَهُمْ فِيْهَآ اَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ۙ وَّهُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝٢٥

২৬। এবং তুমি সুসংবাদ দাও তাহাদিগকে যাহারা ঈমান আনে এবং নেক আমল (**সৎকর্ম**) করে যে, নিশ্চয় তাহাদের জন্য এমন বাগানসমূহ আছে যাহার তলদেশ দিয়া নহর (স্রোতস্বিনী) সমূহ প্রবাহিত থাকিবে, যখনই উহা হইতে তাহাদিগকে রিয্কস্বরূপ ফল-ফলাদির কিছু দেওয়া হইবে, তাহারা বলিবে, 'ইহাতো সেই রিয্ক যাহা আমাদিগকে ইহার পূর্বে দেওয়া হইয়াছিল,' এবং তাহাদিগকে উহার অনুরূপও দেওয়া হইবে, এবং তাহাদের জন্য সেখানে পবিত্র জোড়া সমূহ[৪৬-ক] থাকিবে এবং তথায় তাহারা চিরকাল[৪৭] বাস করিবে।

৪৬-ক। কুরআন এই কথা শিক্ষা দেয় যে, প্রত্যেক সৃষ্ট বস্তুর স্বীয় পূর্ণতা ও উন্নতির জন্য জীবন-সঙ্গী বা জোড়া-সাথীর প্রয়োজন। বেহেশ্‌তে ধর্মপরায়ণ পুরুষ ও স্ত্রীলোক আপন আপন আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন ও সুখানুভূতির পূর্ণতার জন্য পবিত্র সঙ্গী লাভ করিবে। এই সঙ্গী বা সঙ্গিনী কি ধরণের হইবে, তাহা পরলোকে ছাড়া, ইহলোকে জানা বা বুঝা সম্ভব নহে।

৪৭। এই আয়াতে বিশ্বাসীদের পারলৌকিক পুরস্কারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। ইসলামের সমালোচকেরা এই বিবরণের প্রতি আপত্তির ঝড় তুলিয়াছেন। বেহেশ্‌ত সম্বন্ধে ইসলামের ধারণা ও শিক্ষা কি তাহা না জানা ও সঠিকভাবে না বুঝার কারণেই এইসব অসমীচীন সমালোচনার উদ্ভব হইয়াছে। কুরআন অত্যন্ত জোরালো ভাষায় ঘোষণা করিতেছে যে, ঐগুলির (বেহেশ্‌তী পুরস্কারসমূহের) প্রকৃতি জানা বা কল্পনা করা মানব-মনের পক্ষে সম্ভব নহে (৩২ ঃ ১৮)। রসূলে পাক (সাঃ) বলিয়াছেন, 'কোনও চক্ষু ইহাদিগকে (বেহেশ্‌তী পুরস্কারসমূহকে) দেখে নাই; কোনও কর্ণ ইহাদের সঠিক বর্ণনা শুনে নাই; কোন মনও ইহাদের ধারণা করিতে পারে নাই' (বুখারী)। তাই স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন দাঁড়ায়, তাহা হইলে, ইহজগতের বস্তুর নামে বেহেশ্‌তের আশিসসমূহকে অভিহিত করার সার্থকতা কি ? ইহার জবাব এই যে, কুরআন কেবলমাত্র উচ্চস্তরের বুদ্ধিদীপ্তদের জন্যই নহে বরং সর্বসাধারণের জন্যও। তাই এমন সরল-সহজ ভাষা ব্যবহার করা হইয়াছে, যাহা সকলেই বুঝে। বেহেশ্‌তের আশিসসমূহ বর্ণনার ক্ষেত্রে, কুরআন ঐসকল পার্থিব জিনিষগুলিরই নাম ব্যবহার করিয়াছে যেগুলিকে মানুষ সাধারণতঃ ভাল বলিয়া জানে ও পসন্দ করে এবং বিশ্বাসীগণকে বলা হইয়াছে যে, এই সব ভাল জিনিষগুলি তাহারা আরও উৎকৃষ্টতর আকারে বেহেশ্‌তে প্রাপ্ত হইবে। এই আবশ্যকীয় তুলনামূলক চিত্র দিবার জন্যই, ভাল-ভাল জানা জিনিষের নাম ও সুপরিচিত শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে। নতুবা ইহজগতের সুখ ও আনন্দ এবং পরজগতের আশিসসমূহের মধ্যে কোন মিল নাই ; ইহাদের উভয়ে মোটেই একজাতীয় বা এক ধরণের নহে। ইসলাম ধর্ম অনুযায়ী পরকাল কেবলমাত্র একটা মানসিক বা আধ্যাত্মিক অবস্থার নাম নহে। পরকালেও মানবাত্মা এক প্রকারের দেহ প্রাপ্ত হইবে, তবে ঐ দেহ স্থূল বস্তু হইবে না। স্বপ্নে দৃষ্ট দৃশ্যাবলীর উদাহরণ হইতে বিষয়টা কতক পরিমাণে আঁচ করা যাইতে পারে। স্বপ্নে মানুষ যাহা দেখে, তাহা যে কেবলমাত্র মানসিক বা আধ্যাত্মিক, এ কথা বলা যায় না। কেননা, স্বপ্নাবস্থায়ও তাহার দেহ থাকে; সে নিজেকে স্রোতস্বিনী-বিধৌত মনোরম বাগানে ভ্রমণরত অবস্থায় দেখে এবং সেখানে ফলমূল ও দুগ্ধ পান করিতে দেখে। একথা বলা কঠিন যে, স্বপ্নের বিষয়বস্তু শুধু মানসিক অবস্থা বিশেষ। স্বপ্নে দুগ্ধ পানের তৃপ্তি নিঃসন্দেহে একটি বাস্তব অভিজ্ঞতা ; তাহা সত্বেও কেহই বলিবে না যে, ইহা এই জগতে প্রাপ্ত দুধ যাহা সে পান করিয়াছে। আল্লাহ্‌তা'লার যে সকল দান আমরা ইহকালে উপভোগ করিয়া থাকি, পরকালের আশীর্বাদসমূহ সেইগুলিরই মনস্তাত্ত্বিক রূপায়ণ বলা ঠিক হইবে না। বরং এই জগতে যাহা আমরা পাই তাহা আল্লাহ্‌তা'লার সত্যিকার, খাঁটি দান ও আশীর্বাদসমূহের নমুনা স্বরূপ; আসলে সত্য-সত্য দান সমূহের প্রাপ্তিস্থান হইল পরকাল। অধিকন্তু 'বাগান সমূহ' বলিতে বুঝায় বিশ্বাস এবং 'স্রোতস্বিনী' বলিতে বুঝায় কর্ম সমূহ। বাগান টিকিতে পারে না ও ফলফুল সুশোভিত হইতে পারে না যদি সেখানে স্রোতস্বিনী তথা পানির ব্যবস্থা না থাকে। তেমনি বিশ্বাস ফলপ্রসূ হইতে পারে না যদি সৎ কর্মের দ্বারা ইহাকে সুদৃঢ় করা না হয়। অতএব, বিশ্বাস ও সৎ কর্ম অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। পরিত্রাণের জন্য উভয়ের একত্রে সমাবেশ অত্যাবশ্যক।

পরকালে, বাগানগুলি বিশ্বাসীদিগকে তাহাদের ইহলৌকিক বিশ্বাসের কথা স্মরণ করাইয়া দিবে এবং স্রোতস্বিনীগুলি তাহাদের ইহকালীন সৎ কর্মসমূহকে স্মরণ করাইয়া দিবে। তাহারা তখন সুস্পষ্ট ভাবে বুঝিতে পারিবে, তাহাদের বিশ্বাস ও সৎ কর্ম বৃথা যায় নাই। 'ইহা আমাদিগকে পূর্বেও দেওয়া হইয়াছিল' মো'মেনের এই উক্তি হইতে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানো ঠিক হইবে না যে, বেহেশ্‌তে তাহাদিগকে এইসব ফলই দেওয়া হইবে, যাহা তাহারা ইহকালে উপভোগ করিয়াছিল। কেননা, পূর্বেই ব্যাখ্যা করা হইয়াছে যে, এই দুই বস্তু এক নয়। প্রকৃত পক্ষে পরকালের ফলগুলি হইবে তাহাদের ইহকালীন বিশ্বাসের প্রতিচ্ছবি যখন তাহারা সেইগুলি খাইবে, তখন তাহারা সাথে সাথেই উপলব্ধি করিবে যে, এইগুলি তাহাদের ইহকালীন জীবনের বিশ্বাসের ফল মাত্র। তাই, তাহারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য আনন্দাতিশয্যে বলিয়া উঠিবে

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا
بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا
فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۖ وَأَمَّا
الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ
بِهَٰذَا مَثَلًا ۘ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ
كَثِيرًا ۚ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ﴿٢٦﴾

২৭। আল্লাহ্ কখনও মশা[৪৮] অথবা উহা অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর[৪৮-ক] (বস্তুরও) উপমা[৪৮-খ] দিতে কুণ্ঠা বোধ করেন না, অতএব যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহারা জানে যে, ইহা তাহাদের প্রভুর নিকট হইতে সত্য, কিন্তু যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহারা বলে, 'এইরূপ উপমা দিয়া আল্লাহ্ কি বুঝাইতে চাহেন ?' ইহার দ্বারা তিনি অনেককে পথভ্রষ্ট[৪৯] সাব্যস্ত করেন এবং অনেককে তিনি ইহার দ্বারা হেদায়াত দান করেন, বস্তুতঃ তিনি ইহার দ্বারা দুষ্কৃতিপরায়ণদের ব্যতিরেকে অন্য কাহাকেও পথভ্রষ্ট করেন না;

الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ ۠
وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ
وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ
الْخَاسِرُونَ ﴿٢٧﴾

২৮। যাহারা আল্লাহ্‌র অঙ্গীকারকে, উহা সুদৃঢ় করিবার পর, ভঙ্গ করে এবং যেই সম্পর্ককে অটুট রাখিতে আল্লাহ্ আদেশ দিয়াছেন উহাকে ছিন্ন করে এবং পৃথিবীতে বিশৃংখলা সৃষ্টি করিয়া বেড়ায়, ইহারাই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।

'ইহা আমাদিগকে পূর্বেও দেওয়া হইয়াছিল।' এই শব্দগুলির অর্থ ইহা হইতে পারে, 'ইহা দেওয়া হইবে বলিয়া আমাদের কাছে প্রতিশ্রুতি করা হইয়াছিল।' পারস্পরিক সাদৃশ্যপূর্ণ বলিতে বুঝাইতেছে যে, ইহকালে অনুসৃত নীতি ও ধর্ম কর্ম এবং পরকালে প্রাপ্ত উহার প্রতিফল ও পুরস্কার, এই দুইয়ের মাঝে ঘনিষ্ঠ মিল থাকিবে। ইহকালের ইবাদত বা আরাধনা-উপাসনা পরকালে মো'মেনদের কাছে ফল-স্বরূপ উপস্থিত হইবে। একজন লোকের ইবাদতের মধ্যে যত বেশী সরলতা ও যথাযথ ভাব-গাম্ভীর্য থাকিবে, সেই অনুপাতে বেহেশ্‌তে তাহার ফলভোগের আনন্দও তত বেশী হইবে। এমনকি ফলের গুণাগুণের মধ্যেও আনুপাতিক হারে তারতম্য হইবে। তাই পরলোকে অধিক হইতে অধিক গুণসম্পন্ন ফল প্রাপ্তির জন্য ইহলোকে অধিক হইতে অধিক ধর্ম-কর্ম করিতে হইবে, ইহা করা মানুষের ইচ্ছা ও ক্ষমতার অধীন। এই আয়াতের আরেকটি তাৎপর্য এই যে, বেহেশ্‌তে যে আধ্যাত্মিক খাদ্য মানুষকে দেওয়া হইবে, তাহা প্রত্যেক ব্যক্তির নিজ নিজ রুচি অনুযায়ী, তাহার আত্মিক স্তর ও অবস্থানুযায়ী হইবে, যাহাতে তাহার আত্মা উন্নতির এক স্তর হইতে অন্য স্তরে ক্রমাগত উন্নতি লাভ করিতে পারে।'তাহারা চিরকাল সেখানে থাকিবে'বাক্য দ্বারা বুঝা যায়, বেহেশ্‌তে প্রবেশকারীরা ক্ষয়প্রাপ্ত বা লয়প্রাপ্ত হইবে না। মানুষ যখন খাদ্য-গ্রহণ বা খাদ্য হজম করিতে পারে না, কিংবা যখন কেহ তাহাকে হত্যা করে, তখনই সে মৃত্যু বরণ করে। কিন্তু বেহেশ্‌তী ব্যক্তি যেহেতু নিজের জন্য ঠিক ঠিক ও উপযোগী খাদ্য লাভ করিবে এবং যেহেতু পবিত্র ও শান্তিপ্রিয় বহু সঙ্গী সাথী লাভ করিবে, সেইজন্য ক্ষয় বা বিনাশ তাহার নাগাল পাইবে না।

মো'মেনগণ বেহেশ্‌তে নিজের নিজের জোড়া স্বরূপ স্ত্রী বা স্বামী লাভ করিবে। একজন ভাল জীবন-সঙ্গী বা জীবন-সঙ্গিনী কতইনা শান্তি ও আনন্দের হইয়া থাকে ! বিশ্বাসীরা ইহকালেও ভাল,পবিত্র স্বামী বা স্ত্রী পাইবার চেষ্টা করে। তাহারা পরলোকে তাহা পাইবেই। তথাপি এই কথা না বলিয়া উপায় নাই যে, এই আশীর্বাদ সমূহ শারীরিক ও বস্তুগত নহে। বিশদ বিবরণ ও ব্যাখ্যার জন্য সূরা তূর, সূরা রাহমান ও সূরা ওয়াক্বিয়া দেখুন।

৪৮। আল্লাহ্‌তা'লা কুরআনে বেহেশ্‌ত ও দোযখের রূপক ও আলঙ্কারিক উপমাসূচক বর্ণনা দিয়াছেন। রূপক বর্ণনা ও আলঙ্কারিক উপমা গভীর অর্থ-বোধক হইয়া থাকে। বিশেষতঃ আধ্যাত্মিক বিষয়াবলীতে শাব্দিক ও আক্ষরিক ভাবে যে সব গভীর তত্ত্ব প্রকাশে সীমাবদ্ধতা থাকে, সেই সব ক্ষেত্রে ভাব প্রকাশের জন্য রূপক, উপমা ও আলঙ্কারিক ভাষা-ব্যবহারই বোধ হয় একমাত্র পন্থা। শব্দের মাধ্যমে বেহেশ্‌তের বর্ণনা দেওয়া আর একটি মশা-মাছি দ্বারা হাতীর বর্ণনা দেওয়া সমান কথা। তবুও তুচ্ছপ্রাণীটির তুলনা দ্বারা মনের মধ্যে আমরা একটি চিত্র লাভ করিয়া থাকি। মো'মেনগণ ভালভাবেই জানেন যে, এই শব্দগুলি আলঙ্কারিক ও রূপক এবং ইহাদের মাধ্যমে তাহারা অর্থের গভীরে প্রবেশের চেষ্টা করেন। কিন্তু অবিশ্বাসীরা ইহাদের (শব্দগুলির) মধ্যে কেবল দোষ-ত্রুটির সন্ধান করে, আর এই ছিদ্রান্বেষণের নেশায় তাহারা হেদায়াত প্রাপ্তি হইতে দূরে সরিয়া যায়।

৪৮-ক। 'ফাউক' অর্থ 'উপরে'; 'বড়' এর সহিত ব্যবহারে অধিকতর বড় এবং 'ছোট' এর সহিত ব্যবহারে অধিকতর ছোট বুঝায়; অর্থটি প্রসঙ্গের উপরে নির্ভর করে (মুফ্‌রাদাত)।

৪৮-খ। 'যারাবাল মাসালা' অর্থ সে একটি উদাহরণ দিল, সে একটি বক্তব্য পেশ করিল, সে একটি উপদেশপূর্ণ রূপক গল্প বলিল (লেইন; তাজ; এবং ১৪ঃ৪৬)।

---

৪৯ টিকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

كَيْفَ تَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَاَحْيَاكُمْ ۚ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿٢٩﴾

২৯। তোমরা কিরূপে আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করিতে পার ? অথচ তোমরা প্রাণহীন[৫০] ছিলে, অতঃপর তিনি তোমাদিগকে প্রাণ[৫১] দান করিলেন, আবার তিনি তোমাদিগকে মৃত্য দান করিবেন, অতঃপর তিনি তোমাদিগকে জীবিত[৫২] করিবেন, অতঃপর তাঁহারই দিকে তোমাদিগকে ফিরাইয়া[৫৩] লইয়া যাওয়া হইবে।

هُوَ الَّذِيْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا ۗ ثُمَّ اسْتَوٰٓى اِلَى السَّمَآءِ فَسَوّٰىهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ ۭ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿٢٩﴾

ع ২

৩০। তিনিই তো পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সবই তোমাদের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন; অতঃপর, তিনি আকাশের দিকে মনোনিবেশ[৫৪] করিলেন এবং উহাকে সাত[৫৫] আসমানে সুবিন্যস্ত[৫৬] করিলেন; এবং তিনি সর্ব বিষয়ে[৫৬-ক] সর্বজ্ঞাত।

৩ [৯] ৩

৪৯। আযাল্লাহু আল্লাহ্ অর্থ (১) আল্লাহ্ তাহাকে স্বীয় বিচারে ভ্রান্ত সাব্যস্ত করেন;(২) আল্লাহ্ তাহাকে পরিত্যাগ করেন, যার ফলে সে বিভ্রান্তিতে পতিত হয় (কাশ্‌শাফ) ; (৩) আল্লাহ্ তাহাকে ভ্রান্তিতে নিপতিত পাইলেন, ভ্রান্তিতে ছাড়িয়া দিলেন, ভ্রান্ত পথে যাইতে দিলেন (লেইন)।

৫০। 'আমওয়াত' শব্দটি 'মাইয়েত' শব্দের বহুবচন যাহার অর্থ মৃত বা জীবনহীন। সেই হিসাবে, যে বস্তুর এখনও জীবনের স্ফূরণ ঘটে নাই এবং যে বস্তুর জীবন ছিল তবে এখন নাই, এই উভয় প্রকারের বস্তুকে মৃত বা জীবনহীন বলা হইয়া থাকে। মৃত নয় অথচ মুমূর্ষু অবস্থায় উপনীতকেও মাইয়েত বলা হয় (লেইন)।

৫১। হায়াত অর্থ (১) বৃদ্ধিপ্রাপ্তি বা বর্ধন লাভের গুণ;(২) স্পর্শানুভূতি শক্তি;(৩) বোধ ও জ্ঞান শক্তি;(৪) দুঃখ-কষ্ট হইতে মুক্তি;(৫) পরকালের অনন্ত জীবন;(৬) সুযোগ পাওয়া অথবা লাভবান হওয়া অথবা ইহাদের উপায়;(৭) কর্ম সম্পাদন বা শক্তি প্রকাশের সামর্থ্য।

৫২। এই আয়াতটি একটা চরম সত্যের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাহা এই যে, মানুষের জীবন, তাহার শরীরের ধ্বংস ও বিনাশের সাথে সাথে শেষ হইয়া যায় না। মানব-জীবন এত সম্ভাবনাময় এবং এত দায়িত্ব-কর্তব্য দ্বারা ভারাক্রান্ত যে, শরীরের ক্ষয় ও মৃত্যুর সাথে সাথে ইহা শেষ হইবার নয়। যদি জীবনের বড় ও মহান উদ্দেশ্য না-ই থাকিত, তাহা হইলে আল্লাহ্ তাহা সৃষ্টিই করিতেন না। আর যখন সৃষ্টি করিয়াছেন, তখন ইহার মৃত্যু ঘটাইতেন না, যদি পারলৌকিক জীবন না থাকিত। মৃত্যুই যদি সকল জীবনের অবসান হইত, তাহা হইলে, মানব সৃষ্টি প্রহসনে পরিণত হইত। মানব-সৃষ্টি হাসি তামাসা ও খেলার বস্তু হইলে, আল্লাহ্‌র প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তার প্রতি কটাক্ষ করার অবকাশ থাকিয়া যাইত। আল্লাহ্ তা'লা যিনি সকল প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তার উৎস, তিনি এই বিশ্বের সব কিছু সৃষ্টি করিয়াছেন মানব-জীবনকে কেন্দ্র করিয়া। তাহা কি ষাট-সত্তর বৎসর জীবন ধারণের পর, পুনরায় মাটিতে বিলীন হইয়া যাইবার জন্যই ? নিশ্চয় নয়। তিনি তাহাকে উচ্চতর, পূর্ণতর, চিরস্থায়ী ও অমর জীবনের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহজীবনের শরীর-রূপী তাঁবুর মধ্যে থাকিয়া দায়-দায়িত্ব সম্পাদন করার পর যখন সে এই অস্থায়ী তাঁবুটি পরিত্যাগ করিবে, তখন সে স্থায়ী বসবাসের জন্য নিজের আসল ও চিরস্থায়ী আবাসে চলিয়া যাইবে।

৫৩। মৃত্যুর সাথে সাথেই মানুষের আত্মা বেহেশ্‌তে বা দোযখে চলিয়া যায় না। মধ্যবর্তী পর্যায়ে তাহার আত্মা 'বরযখ' নামক একটি অবস্থায় থাকে। এখানেও আত্মা ইহার ভাল-মন্দ কর্মের শুভাশুভ ফল সামান্য সামান্য ভোগ করিয়া থাকে। অতঃপর, পুনরুত্থান দিবস আসার পর পরই চুলচেরা বিচারের মাধ্যমে পূর্ণতম পুরস্কার ও শাস্তির চূড়ান্ত ফয়সলা ঘোষণা করা হইবে।

৫৪। 'ইস্‌তাওয়া' অর্থ সে দৃঢ় হইল বা দৃঢ়ভাবে স্থাপিত হইল। 'ইস্‌তাওয়া ইলাশ্ শাইয়ে' অর্থ 'সে একটি বস্তুর প্রতি মনোযোগ দিল অথবা বস্তুটির দিকে ফিরিল (লেইন)।

৫৫। আরবীতে 'সাত' সংখ্যাটি ত্রুটিহীনতা ও সম্পূর্ণতার প্রতীক হিসাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই 'সাত' সংখ্যাটি, 'সত্তর' ও 'সাতশত' সংখ্যাগুলিরই মত, বহুসংখ্যক অর্থে ব্যবহৃত হয়। এই তিনটি শব্দই (সাত, সত্তর, সাতশত) কুরআনে 'বহুসংখ্যক' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে (৯ঃ৮০,১৫ঃ৪৫)। অন্যস্থানে **'সপ্তাকাশ'** এর স্থলে ব্যবহৃত হইয়াছে 'সাত পর্যায়' ১৯৮৮ টীকা দ্রষ্টব্য।

৫৬। 'সাওয়াহ্' অর্থ সে ইহাকে মসৃন ও সুসামঞ্জস করিল; সকল অংশের সংযোজনকে সামঞ্জস পূর্ণভাবে মিলাইল যে, তাহা সুন্দর ও একাকার হইয়া গেল। সে দক্ষতার সহিত, উপযুক্তভাবে ইহা গঠন করিল। সে ইহাকে প্রয়োজন অনুযায়ী যথাযোগ্য করিয়া নিল। সে ইহাকে পূর্ণতা দান করিল। সে ইহাকে ভাল ও সঠিক অবস্থায় স্থাপন করিল (লেইন)।

৫৬ক। সূর্য, চন্দ্র এবং আসমানের অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহ ইত্যাদি মানুষের জন্য পরম উপকারী। আধুনিক বিজ্ঞান এই ব্যাপারে বহু কিছু আবিষ্কার করিয়াছে এবং করিতে থাকিবে, যাহা দ্বারা কুরআনের 'সর্বময় জ্ঞানের' সত্যতা উপলব্ধি করা যাইবে। এই জগতের বস্তুগুলির বহু গুণাগুণ, যাহা পূর্বে অজানা ছিল, তাহা দিন দিন বিজ্ঞানের কল্যাণে আমরা জানিতে পারিতেছি। যে সকল বস্তুকে আমরা অপ্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করিয়াছিলাম, আজ তাহা মানুষের জন্য অতিশয় কল্যাণকর বলিয়া সাব্যস্ত হইয়া চলিয়াছে।

وَ اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ جَاعِلٌ
فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةً ؕ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِیْهَا
مَنْ یُّفْسِدُ فِیْهَا وَ یَسْفِكُ الدِّمَآءَ ۚ
وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ؕ
قَالَ اِنِّیْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۝

৩১। এবং (স্মরণ কর) যখন তোমার প্রভু ফিরিশ্‌তা-গণকে[৫৭] বলিলেন[৫৭-ক], 'নিশ্চয় আমি পৃথিবীতে খলীফা নিযুক্ত করিতে চলিয়াছি;' তাহারা বলিল, 'তুমি কি ইহাতে এমন কাহাকেও নিযুক্ত করিবে যে ইহাতে বিশৃংখলা সৃষ্টি করিবে এবং রক্তপাত[৫৮] করিবে ? অথচ আমরাই তোমার প্রশংসাসহ গুণ কীর্তন[৫৯] করিতেছি এবং তোমার পবিত্রতা[৬০] ঘোষণা করিতেছি।' তিনি বলিলেন, 'নিশ্চয় আমি যাহা জানি তোমরা তাহা জান না[৬১]।'

৫৭। 'মালায়েকা' শব্দটি 'মালাক' শব্দের বহুবচন। 'মালাক' 'মালাকা' হইতে উৎপন্ন যাহার অর্থ সে নিয়ন্ত্রণ করিয়াছিল অথবা 'আলাকা' হইতে উৎপন্ন যাহার অর্থ সে পাঠাইয়াছিল। ফিরিশ্‌তাগণকে এইজন্য মালায়েকা বলা হয়, কারণ তাহারা প্রকৃতির শক্তির উপর নিয়ন্ত্রণ খাটান এবং তাহারা আল্লাহ্‌র প্রেরিত পুরুষগণের ও ঐশী সংস্কারকগণের কাছে আল্লাহর বাণীসহ প্রেরিত হন।

৫৭-ক। 'কালা' শব্দটি আরবী ভাষায় একটি নিত্যব্যবহার্য সাধারণ শব্দ, যাহার অর্থ 'সে বলিল'— তবে সময় সময় ইহা রূপক ভাবে ব্যবহৃত হয়। প্রকৃত কথোপকথন না হইয়া, একটি অবস্থা বা ঘটনা বিশেষকে বুঝাইবার জন্য রূপক কথোপকথনের আশ্রয় নেওয়া হয়। যেমন এই বাক্যটি ইম্‌তালায়াল হাউযু ওয়া ক্বালা ক্বাৎনী (হাউজটি পূর্ণ হইয়া বলিল, 'বাস্ ইহাই যথেষ্ট')। এখানে হাউজটি (চৌবাচ্চা) কথা বলে নাই, তবে হাউজটা পানিতে পরিপূর্ণ হইয়াছে, এই অবস্থাটাকে বুঝাইয়াছে। আল্লাহ্‌তা'লার সহিত ফিরিশ্‌তাদের কথোপকথনকে শাব্দিক কথোপকথন মনে করার প্রয়োজন নাই। পূর্বের উদাহরণটিতে যেরূপ দেখানো হইয়াছে যে, অবস্থা বিশেষকে বুঝাইবার জন্য কথোপকথন না হওয়া সত্ত্বেও বিষয়টির উপর কথোপকথনের কল্পিত রূপ বর্তানো হয়, এই ক্ষেত্রেও তাহাই হইতে পারে। আয়াতটি আসলে ফিরিশ্‌তাদের অবস্থার চিত্র তুলিয়া ধরিয়াছে মাত্র। তাহাদের অবস্থাটিকে শাব্দিক জবাবের রূপ দেওয়া হইয়াছে।

৫৮। ফিরিশতারা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান লাভের জন্য প্রশ্ন করিয়াছে, বিরূপ মনোভাব দেখাইবার জন্য নয়। তাহারা একথাও ভাবেন নাই বা দাবী করেন নাই যে তাহারা আদম হইতে শ্রেষ্ঠ। আল্লাহ্ কর্তৃক পৃথিবীতে প্রতিনিধি প্রেরণের ইচ্ছা পেশ করা হইলে, ফিরিশ্‌তাদের মনে এই কথার উদয় হইল যে, প্রতিনিধি প্রেরণের প্রয়োজন তো তখনই হয় যখন আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। অতএব, পৃথিবীতে বুঝি এমন মানুষও হইবে যাহারা নিজেরাই আইন-শৃংখলা ভঙ্গ করিয়া রক্তপাত ঘটাইবে। মানুষের ভাল করিবার ও মন্দ করিবার উভয় শক্তিই রহিয়াছে। মানব-শক্তিতে মন্দ করিবার যে দিকটা আছে, ফিরিশ্‌তাদের মনে সেই অন্ধকার দিকটাই প্রকট হইয়া উঠিল। কিন্তু আল্লাহ্ জানেন যে মানুষ তাহার মন্দ করিবার শক্তিকে দমন করিয়া, নৈতিকতার চূড়ান্ত উচ্চস্তরে উঠিবে এবং ঐশী-গুণাবলীতে ভূষিত হইয়া পৃথিবীতে নিজেকে আয়নার মত প্রতিফলিত করিবে। মানুষের এই উজ্জ্বল দিকটাই আল্লাহ্‌তা'লা তাঁহার এই বাক্যের মধ্যে তুলিয়া ধরিয়াছেন, 'আমি জানি, যাহা তোমরা জান না'।

৫৯। 'নুসাব্বিহ'— এর অর্থ ও তাৎপর্যের জন্য ২৯৮১ টীকা দেখুন।

৬০। 'তসবীহ্ (মাহাত্ম্য বর্ণনা করা) শব্দটি আল্লাহ্‌র গুণাবলীর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়, আর 'তকদীস' (পবিত্রতা বর্ণনা করা) শব্দটি আল্লাহ্‌তা'লার কার্যাবলীর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।

৬১। হযরত আদম (আঃ), যিনি প্রায় ছয় হাজার বৎসর পূর্বে পৃথিবীতে বাস করিয়াছিলেন, সাধারণভাবে তাঁহাকেই আল্লাহ্‌র সৃষ্ট প্রথম মানব বলিয়া বিশ্বাস করা হয়। কিন্তু কুরআন এই মতবাদ সমর্থন করে না। এই বিশ্ব, সৃষ্টি ও সভ্যতার বিভিন্ন চক্র বা বলয় অতিক্রম করিয়াছে। বর্তমান মানব জাতির পূর্বপুরুষ আদম চলতি বলয়ের প্রথম সংযোগ কড়া। তিনি আল্লাহ্‌র সৃষ্টির মধ্যে একেবারে আদি-মানব নহেন, বরং তিনি বর্তমান বলয়ের প্রথম সভ্য মানব, যাহার মাধ্যমে নূতন বলয়ের নব-সুসভ্যতার ক্রম-বিকাশের নব-ধারা প্রবর্তন করা হইয়াছে। বহু জাতির উত্থান-পতন হইয়াছে। অনেক সভ্যতার আগমন নির্গমন ঘটিয়াছে। আমাদের পিতৃপুরুষ আদমের পূর্বে সভ্যতার পত্তনকারী অন্যান্য আদমও আসিয়াছেন। অন্যান্য জাতি-গোষ্ঠিরও উদ্ভব ও বিনাশ ঘটিয়াছে, অন্যান্য সভ্যতার চক্রও আমাদের আদমের পূর্বেই আসিয়াছে ও গত হইয়াছে। মুসলিম বিশ্বের সুফীকুল শিরোমণি হযরত মুহীউদ্দিন ইব্‌নে আরাবী বলেন যে, তিনি একবার স্বপ্ন দেখিলেন, তিনি কা'বা শরীফের তাওয়াফ করিতেছেন। স্বপ্নের মধ্যেই একজন লোক তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দেখা দিলেন এবং নিজেকে তাঁহার পূর্ব-পুরুষ বলিয়া পরিচয় দিলেন। ইব্‌নে আরাবী জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার মৃত্যু কবে হইয়াছিল" ? লোকটি উত্তরে বলিলেন, "চল্লিশ হাজার বৎসরেরও বেশী হইবে, আমার মৃত্যু হইয়াছে।" ইব্‌নে আরাবী বলিলেন, "আদম (আঃ) হইতে আমাদের বর্তমান কাল পর্যন্ত যে সময় অতিবাহিত হইয়াছে, এই দীর্ঘ সময় ত তাহার চাইতেও অনেক বেশী"। ঐ ব্যক্তি বলিলেন, "তুমি কোন্ আদমের কথা বলিতেছ ? তোমাদের সর্বনিকটবর্তী আদমের কথা, না অন্য কোন আদমের কথা ?" ইব্‌নে আরাবী বলিতেছেন, তখন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর একটি হাদীস তাঁহার মনে পড়িল, যাহার মর্ম হইল, "আল্লাহ্ এক

وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلٰٓئِكَةِ ۙ فَقَالَ اَنْۢبِـُٔوْنِىْ بِاَسْمَآءِ هٰٓؤُلَآءِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝٣١

৩২। এবং তিনি আদমকে যাবতীয়[৬২] নাম[৬২ক] শিক্ষা দিলেন, অতঃপর উহাদিগকে[৬২খ] ফিরিশ্‌তাগণের সম্মুখে রাখিলেন এবং বলিলেন, 'তোমরা আমাকে এইগুলির নাম বল, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।'

লক্ষের ও বেশী আদমকে পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়াছেন।" তখন ইব্‌নে আরাবী নিজে নিজে বলিলেন, "এই ব্যক্তি যিনি আমার পূর্বপুরুষ হইবার দাবী করিতেছেন, তিনি নিশ্চয় পূর্ববর্তী আদমগণের অন্তর্ভুক্ত হইবেন"(ফুতুহাতে মক্কীয়া, ২য় খণ্ড)। এই কথা দাবী করা হইতেছেনা যে, আদম (আঃ)-এর পূর্বে যে মানব-গোষ্ঠী পৃথিবীতে বসবাস করিতেছিল, তাহারা সম্পূর্ণরূপে বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া গিয়াছিল ; সম্ভবতঃ তাহাদের মধ্যে হইতে কিছু লোক অতি হীন অবস্থায় টিকিয়া ছিল, যাহাদের মধ্যে আদমও একজন ছিলেন। সেই অবস্থায়, আল্লাহ্‌তা'লা তাঁহাকে একটি নূতন মানব-গোষ্ঠীর পূর্বপুরুষ ও একটি নূতন সভ্যতার পত্তনকারী-নবীরূপে নির্বাচন করিলেন। এই হিসাবেই তিনি এক নব জীবনের সূচনাকারী রূপে পরিগণিত হইলেন। যেহেতু খলীফা শব্দের অর্থ উত্তরাধিকারী, সেই হেতু ইহা স্পষ্টতঃ বুঝা যায় যে, আদমের পূর্বেও মানুষ ছিল এবং তিনি তাহাদের উত্তরাধিকারী হইলেন। আমাদের পক্ষে বলা কঠিন, আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীরা এই আদমের বংশধর না পূর্ববর্তী কোন আদমের বংশধর।

আদম কোথায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং কোথায় তাঁহাকে সংস্কারকরূপে অধিষ্ঠিত করা হইয়াছিল, ইত্যাদি ব্যাপারে অনেক কথাই বলা হইয়াছে। সাধারণ বিশ্বাস ইহাই যে, তাঁহাকে বেহেশ্‌তে রাখা হইয়াছিল এবং পরে তাঁহাকে সেখান হইতে বিতাড়িত করিয়া পৃথিবীতে কোথাও স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল। কিন্তু "পৃথিবীতে খলীফা নিয়োগ" শব্দগুলি এই অভিমতকে সরাসরি খণ্ডন করে এবং সুস্পষ্টভাবে বলিয়া দেয় যে, আদম পৃথিবীতে বসবাস করিয়াছিলেন এবং পৃথিবীর মধ্যেই সংস্কার কার্যে তাহাকে নিয়োগ করা হইয়াছিল। খুব সম্ভব, প্রথমে তাঁহার বসবাস ছিল ইরাকে, পরে প্রতিবেশী কোনও অঞ্চলে যাইবার জন্য তিনি আল্লাহ্‌তা'লার নির্দেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই আয়াতের আরও বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য উর্দু বা ইংরেজী তফ্‌সীরে কবীর দেখুন।

৬২। 'কুল্লাহা' – সব, শব্দটি এখানে একেবারে সর্বসাকল্য অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই, বরং প্রয়োজনীয় সবকিছু বুঝাইতেছে। কুরআনে এই শব্দটি অনুরূপ অর্থে অন্যত্রও ব্যবহৃত হইয়াছে (৬ঃ৪৫,২৭ঃ১৭,২৪ঃ২৮ঃ৫৮)।

৬২-ক। 'আসমা' শব্দটি 'ইসম্' এর বহুবচন, যাহার অর্থ নাম বা গুণ। একটি বস্তুর চিহ্ন বা দাগ (লেইন, মুফ্‌রাদাত)। 'আসমা' শব্দটি এখানে কি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা নিয়া কুরআনের ব্যাখ্যাকারকদের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। অনেকে মনে করেন আল্লাহ্ আদমকে বস্তু সমূহের ও গুণাগুণের নাম শিখাইয়া ছিলেন অর্থাৎ ভাষাজ্ঞান শিখাইয়াছিলেন। ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই যে, সভ্যতা অর্জন করিতে হইলে, ভাষার প্রয়োজন। ভাষা ছাড়া মানুষ সভ্য হইতে পারে না। আল্লাহ্ নিশ্চয় আদমকে ভাষার রীতি-নীতি শিখাইয়াছিলেন। কিন্তু নৈতিক গুণাবলী লাভের জন্য আরো কিছু 'আসমা' (নাম ও গুণ) মানুষের শিখা দরকার। ঐ সব 'আসমার' কথা কুরআনে (৭ঃ১৮১) আছে। আল্লাহ্‌তা'লার গুণাবলীর সঠিক ও স্পষ্ট ধারণা ও জ্ঞান না থাকিলে মানুষ ঐশী আলোকে আলোকিত হইতে পারে না। কাজেই ইহা প্রয়োজন ছিল যে, আল্লাহ্ তা'লা প্রথমেই আপন গুণাবলীর সহিত আদমকে পরিচিত করাইয়া দেন, যাহাতে তাঁহার পক্ষে আল্লাহ্‌র স্বরূপ বুঝিতে এবং তাঁহার নৈকট্য লাভ করিতে অসুবিধা না হয়। অন্যথায়, ইহা সম্ভব ছিল যে, তিনি আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ হইতে বঞ্চিত হইয়া দূরে সরিয়া পড়িতেন। কুরআনের বর্ণনা অনুসারে মানুষ ও ফিরিশ্‌তার মাঝে পার্থক্য এই যে, মানুষ আল্লাহ্‌র গুণাবলীর (আস্‌মাউল হুস্‌নার) প্রতিচ্ছবি হইতে পারে, কিন্তু ফিরিশ্‌তার মধ্যে আল্লাহ্‌র অল্প কয়েকটি গুণ মাত্র প্রতিফলিত হয়। ফিরিশ্‌তার নিজস্ব ইচ্ছা বলিতে কিছুই নাই। তাঁহারা আল্লাহ্ প্রদত্ত কর্তব্যগুলি যান্ত্রিক ভাবে সম্পাদন করিয়া থাকেন(৬৬ঃ৭)। অন্যদিকে মানুষকে স্বকীয় ইচ্ছায় স্বাধীনভাবে কাজ করিবার শক্তি প্রদান করা হইয়াছে যাহার কারণে সে নিজের বুদ্ধি-বিবেচনা ও সদিচ্ছা খাটাইয়া আপন কর্ম শক্তিকে কাজে লাগাইয়া সৃষ্টিকর্তার গুণাবলীর প্রকাশস্থল হইতে পারে।

সংক্ষেপে, এই আয়াতের তাৎপর্য ইহাই যে, আল্লাহ্ প্রথমে আদমের মধ্যে স্বাধীন ইচ্ছা উপ্ত করিলেন, তাহাকে আল্লাহ্‌র গুণাবলী বুঝিবার ও জানিবার প্রয়োজনীয় শক্তি সামর্থ্য প্রদান করিলেন এবং তৎপর ঐসব গুণাবলীর জ্ঞান দান করিলেন। 'আসমা' বলিতে, বিভিন্ন জিনিসের মধ্যে যে সব অন্তর্নিহিত গুণাবলী রহিয়াছে তাহাও বুঝায়। যেহেতু, মানুষকে প্রাকৃতিক শক্তি সমূহের ব্যবহার দ্বারা বাঁচিতে ও উন্নতি করিতে হইবে, সেই জন্য আল্লাহ্ মানুষকে প্রাকৃতিক শক্তি ও বস্তুসমূহের অন্তর্নিহিত ও বাহ্যিক গুণাবলীর জ্ঞান লাভের ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন।

৬২-খ। হুম (তাহাদের বা তাহাদিগকে) সর্বনামটির ব্যবহার দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, এখানে কোন প্রাণহীন জড় বস্তুর কথা বলা হয় নাই। কেননা আরবী ভাষায় এই ধরণের সর্বনাম কেবলমাত্র 'যুল উকূল' বা বিচারবুদ্ধি-সম্পন্ন প্রাণীর জন্যই ব্যবহার করা হয়। অতএব, এই অভিব্যক্তিটির অর্থ দাঁড়াইবে, আল্লাহ্‌তা'লা ফিরিশ্‌তাগণের দিব্য-দৃষ্টি দান করিয়া তাহাদেরকে আদমের বংশে ভবিষ্যতে আগমনকারী আল্লাহ্‌র গুণাবলী প্রকাশক, ধার্মিক ও অসামান্য মহাপুরুষদিগকে দেখাইয়া প্রশ্ন করিলেন, 'তোমরাও কি এমনি ভাবে তাহাদের মত, আমার গুণাবলী প্রকাশে সক্ষম হইবে ?' উত্তরে ফিরিশ্‌তাগণ নিজেদের অসামর্থ্য ও অক্ষমতা প্রকাশ করিল। তাই "আমাকে তাহাদের নাম বল" বাক্যটিতে

قَالُوْا سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَآ اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ؕ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ﴿٣٣﴾

৩৩। তাহারা বলিল, 'তুমি পবিত্র ও মহান ! তুমি আমাদিগকে যাহা শিক্ষা দিয়াছ উহা ব্যতীত আমাদের কোন জ্ঞান নাই; নিশ্চয় তুমি সর্বজ্ঞানী, পরম প্রজ্ঞাময়।'[৬৩]

قَالَ يٰٓاٰدَمُ اَنْۢبِئْهُمْ بِاَسْمَآئِهِمْ ۚ فَلَمَّآ اَنْۢبَاَهُمْ بِاَسْمَآئِهِمْ ۙ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ اِنِّيْٓ اَعْلَمُ غَيْبَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ۙ وَ اَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ ﴿٣٤﴾

৩৪। তিনি বলিলেন, 'হে আদম ! তুমি তাহাদিগকে উহাদের নাম বলিয়া দাও'; অতঃপর যখন সে তাহাদিগকে উহাদের নাম বলিয়া দিল, তিনি বলিলেন, 'আমি কি তোমাদিগকে বলি নাই যে, নিশ্চয় আমি আকাশ সমূহের ও পৃথিবীর গোপন বিষয়সমূহ অবগত আছি এবং যাহা তোমরা প্রকাশ কর এবং যাহা তোমরা গোপন[৬৪] কর, আমি সবই জানি ?'

وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ؕ اَبٰى وَاسْتَكْبَرَ ۫

৩৫। এবং (সেই সময়কে স্মরণ কর) যখন আমরা ফিরিশ্‌তাগণকে বলিয়াছিলাম, 'তোমরা আদমের আনুগত্য[৬৫] কর'; তখন তাহারা আনুগত্য করিল। কেবল ইবলীস[৬৬]

উপরোক্ত অর্থই প্রকাশ পাইতেছে।

৬৩। ফিরিশ্‌তারা নিজেদের সৃষ্টিগত সীমাবদ্ধতা সম্বন্ধে অবহিত থাকায়, স্পষ্টভাবে স্বীকার করিলেন যে, মানুষ যেভাবে ও যে পরিমাণে আল্লাহ্‌র গুণাবলীর প্রতিফলন ঘটাইতে সক্ষম, তাহারা সেই পরিমাণে সক্ষম নহেন। আল্লাহ্‌তা'লার প্রজ্ঞা ফিরিশ্‌তাদিগকে যে সীমাবদ্ধ গণ্ডীতে আল্লাহ্‌র মহিমা প্রকাশের শক্তি দিয়াছেন, উহার অতিরিক্ত করা তাহাদের পক্ষে সম্ভব নয়, ফিরিশ্‌তারা তাহা অকপটে স্বীকার করিলেন।

৬৪। যখন ফিরিশ্‌তারা স্বীকার করিলেন যে, তাহারা সকল ঐশী-গুণাবলীর প্রতিফলন ঘটাইতে সক্ষম নহেন এবং ইহাও স্বীকার করিলেন যে, আদম সেই ক্ষমতা রাখেন, তখন আল্লাহ্‌র ইচ্ছা অনুযায়ী আদম নিজের মধ্যে উপ্ত বিভিন্নমুখী প্রাকৃতিক শক্তিসমূহ প্রকাশ করিয়া, ইহাদের ব্যাপকতা ফিরিশ্‌তাদিগকে দেখাইলেন। এইরূপে, আদম প্রমাণ করিলেন যে, এমন ধরণের সৃষ্টির প্রয়োজন রহিয়াছে যাহারা আল্লাহ্‌র কাছ হইতে ইচ্ছা শক্তি ও কর্মের স্বাধীনতা লাভ করিয়া, সদিচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া সৎপথ অবলম্বন করে (ও অসৎ পথ বর্জন করে) এবং আল্লাহ্‌তা'লার মহিমা ও মাহাত্মের প্রকাশক হয়।

৬৫। আদম (আঃ) আল্লাহ্ তা'লার গুণাবলীর প্রতিফলক ও নবী হওয়ার কারণে, আল্লাহ্ ফিরিশ্‌তাগণকে তাঁহার সেবা-সাহায্য এবং মানা করার আদেশ দিলেন। আরবী 'উসজুদু' অর্থ'আদমকে সিজ্‌দা কর' নহে, কেননা কুরআন সুনির্দিষ্টভাবে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাহাকে (বা অন্য কোনও কিছুকে) সিজ্‌দা করা নিষেধ করে (৪১ঃ৩৮)। অতএব, ফিরিশ্‌তাকে এইরূপ আদেশ নিশ্চয় দেওয়ার কথা নহে। আদেশটির অর্থ হইল "তোমরা আমাকে সিজ্‌দা করিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর যে, আমি আদমকে সৃষ্টি করিলাম।" এস্থলে 'লাম' তা'লিলীয়্যা (কারণ বুঝাইবার জন্য) হইবে।

৬৬। 'ইব্‌লীস্' শব্দটি আবলাসা হইতে উৎপন্ন, যাহার ধাতুগত অর্থ (১) তাহার গুণ কমিল;(২) সে নিরাশ হইল বা আল্লাহ্‌র রহমতের আশা ছাড়িয়া দিল;(৩) সে তাহার আশা-পূরণে বাধা-প্রাপ্ত হইল; (৪) সে হতোদাম হইল;(৫) সে হতভম্ব হইয়া রাস্তা দেখিতে পাইল না। এই ধাতুগত অর্থগুলি হইতে বুঝা যায়, ইব্‌লীস এমনই এক সত্তা যাহার মধ্যে 'ভালোর' মাত্রা অতি অল্প এবং মন্দের মাত্রা অনেক বেশী রহিয়াছে। নিজের অবাধ্যতার কারণে, আল্লাহ্‌র রহমতের আশা হইতে নিজেকে বঞ্চিত করিয়াছে এবং হতভম্ব ও কিংকর্তব্য-বিমূঢ় অবস্থায় পথ পাইতেছে না। ইব্‌লীসকে প্রায়শঃ শয়তান মনে করা হয়, তবে সময় সময় কিছু কিছু বিষয়ে এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্যও দেখা যায়। এই কথা স্পষ্ট বুঝিয়া রাখা দরকার যে, ইব্‌লীস ফিরিশ্‌তাদের অন্তর্গত নহে। কেননা ইবলীসকে বর্ণনা করা হইয়াছে আল্লাহ্‌তা'লার আদেশ অমান্যকারী বিদ্রোহী রূপে। অপর পক্ষে ফিরিশ্‌তাকে বর্ণনা করা হইয়াছে চির-অবনত, বিনীত ও আজ্ঞাবহ রূপে (৬৬ঃ৭)। ইবলীসের প্রতি আল্লাহ্ ক্রুদ্ধ হইলেন, কেননা ফিরিশ্‌তাদের মত তাহাকেও আদেশ করা হইয়াছিল— আদমকে মান্য করা ও সাহায্য করার জন্য কিন্তু সে তাহা অমান্য করিল (৭ঃ১৩)। অধিকন্তু, যদি ইবলীসকে পৃথকভাবে কোনও আদেশ নাও দেওয়া হইয়া থাকে, তথাপি ফিরিশ্‌তাদিগকে আদেশ দানের মধ্যবর্তিতায় তাহা সকলের উপরেই প্রযোজ্য হইয়া যায়। কেননা, বিশ্বজগতের বিভিন্ন অংশের রক্ষণাবেক্ষণকারী হওয়ার কারণে, ফিরিশ্‌তাদের প্রতি প্রদত্ত নির্দেশ অন্যান্য সকল বস্তু ও জীবের উপরও সমভাবে বর্তাইবে। ইব্‌লীস একটি গুণবাচক নাম। ফিরিশ্‌তাদের প্রতিপক্ষ ও বিরোধিতাকারী অশুভ চক্রকে, শব্দটির ধাতুগত অর্থেই, ইব্‌লীস নাম দেওয়া হইয়াছে। কুরআনে, ২ঃ৩৭ আয়াতে যে শয়তানের কথা বলা হইয়াছে, সে যে ইব্‌লীস

ব্যতিরেকে,[৬৭] সে অমান্য করিল এবং নিজেকে অনেক বড় মনে করিল; বস্তুতঃ সে ছিল কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত ।

وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٣٥﴾

৩৬ । এবং আমরা বলিলাম, 'হে আদম ! তুমি ও তোমার স্ত্রী বাগানটিতে[৬৮] বসবাস কর, এবং উহা হইতে যেখানে তোমাদের ইচ্ছা[৬৮ক] তৃপ্তি সহকারে আহার কর, কিন্তু এই গাছটির[৬৯] নিকট যাইও না, নচেৎ তোমরা যালেমদের অর্ন্তভুক্ত হইয়া যাইবে ।'

وَقُلْنَا يٰٓاٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا ۪ وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٣٦﴾

নহে, তাহা স্পষ্ট হইয়া উঠে যখন আমরা দেখিতে পাই যে, কুরআনে যেখানেই আমরা আদমের বিষয়ে বর্ণিত হইতে দেখি,তখনই ইবলীস ও শয়তানের দুইটি নাম পাশা পাশি প্রাপ্ত হই । কিন্তু প্রত্যেক স্থানেই আমরা এতদুভয়ের মধ্যে একটা সতর্ক পার্থক্য লক্ষ্য করি । যেখানেই আমরা ফিরিশ্তার বিপরীত মুখী, আদমের আনুগত্য করিতে অস্বীকারকারী সত্তার উল্লেখ পাই, সেখানেই তাহাকে ইব্লীস নামে আখ্যায়িত হইতে দেখি। আর যেখানেই আমরা আদমের বিরুদ্ধে প্রতারণাকারী ও তাহাকে উদ্যান হইতে বিতাড়নের চক্রান্তকারী সত্তার উল্লেখ দেখি, সেখানেই তাহাকে শয়তান নামে অভিহিত পাই । এই পার্থক্য যাহা কমপক্ষে কুরআনের দশটি স্থানে মওজুদ আছে, (২ঃ৩৫,৩৭, ৭ঃ১২,২১, ১৫ঃ৩২, ১৭ঃ৬২, ১৮ঃ৫১, ২০ঃ১১৭, ১২১, ৩৮ঃ৭৫), তাহা অতিশয় তাৎপর্যপূর্ণ । ইহাতে স্পষ্ট হইয়া উঠে যে, ইব্লীস ও শয়তান এক নহে ।

শয়তান আদমের প্রতারণাকারী । ইব্লিস আদমের জাতিরই অন্তর্ভুক্ত । কুরআনের অন্যত্র বলা হইয়াছে, "ইব্লীস আল্লাহ্র গুপ্ত সৃষ্টির (জিন্নের) অন্তর্ভুক্ত এবং ফিরিশ্তার বিপরীতে আল্লাহ্র বাধ্যতা বা অবাধ্যতা করার সামর্থ্য রাখে (৭ঃ১২-১৩, ১৮ঃ৫১)।

৬৭। 'ইল্লা' শব্দটি দ্বারা 'ব্যতিক্রম' বুঝায় । আরবীতে ইস্তিস্না (ব্যতিক্রম) দুই প্রকার (১) 'ইস্তিস্নায়ে মুত্তাসিল' দ্বারা একই জাতীয় জিনিষের মধ্যে ব্যতিক্রম নির্দেশ করে; (২) 'ইস্তিস্নায়ে মুনকাতি' দ্বারা ব্যতিক্রম-ধর্মী বস্তুটি ভিন্ন জাতীয় বলিয়া নির্দেশ করে । আলোচ্য আয়াতে, 'ইল্লা' শব্দটি ইস্তিস্নায়ে মুনকাতি', ইব্লীস ফিরিশ্তা জাতীয় নয়, ভিন্ন জাতীয় ।

৬৮। 'জান্নাত' শব্দটি এ স্থলে বেহেশ্তকে বুঝাইতেছে না,বরং ইহার শাব্দিক অর্থ বাগানকে বুঝাইতেছে । বেহেশ্ত-তুল্য যে উদ্যানে আদম (আঃ)কে প্রথম বসবাস করার জন্য দেওয়া হইয়াছিল, সেই উদ্যানের কথাই এখানে উল্লেখিত হইয়াছে । ইহা বেহেশ্ত বা স্বর্গ হইতে পারে না । ইহার প্রথম কারণ এই যে, আদমকে পৃথিবীতেই থাকার জন্য সৃষ্টি করা হইয়াছিল (২ঃ৩৭)। দ্বিতীয় কারণ এই যে, বেহেশ্ত এমনই এক স্থান, যাহাতে প্রবেশকারীকে কখনও বিতাড়িত করা হয় না (১৫ঃ৪৯)। অথচ পরবর্তী আয়াতেই আদমকে এই জান্নাত ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে বলা হইয়াছে । ইহা দ্বারা বুঝা যায়, যে জান্নাতে (বাগানে) আদমকে প্রথমে থাকিতে দেওয়া হইয়াছিল, তাহা এই পৃথিবীর বুকেই ছিল । স্থানটি ফল-পুষ্পসমাকীর্ণ, সবুজ বনানীর ছায়া-মণ্ডিত হওয়ায় ইহাকে জান্নাত নামে অভিহিত করা হইয়াছে । আধুনিক গবেষণা মূলে জানা গিয়াছে যে, ঐ স্থানটি ইরাক বা আসিরিয়ায় ব্যাবিলনের 'ইডেন গার্ডেন' বা স্বর্গোদ্যান ছিল (এনসাইক্লোপিডিয়া বৃটানিকায় 'উর' অধ্যায় দেখুন)।

৬৮-ক। "উহা হইতে যেখানে তোমাদের ইচ্ছা তৃপ্তিসহকারে আহার কর" বাক্যটি দ্বারা বুঝা যায়, আদম প্রথমে যে স্থানটিতে ছিলেন, সে স্থানটি কাহারও মালিকানাধীন ছিল না । আল্লাহ্ সেই স্থানটি তাহাকে দিয়া কার্যতঃ তাহাকে সেখানকার অধিপতি করিলেন ।

৬৯। 'শাজারাহ্' মানে গাছ । বাইবেলের মতে এই গাছটি ছিল জ্ঞান-বৃক্ষ যাহার ফল ভক্ষণে ভাল-মন্দের জ্ঞান লাভ ঘটে । কিন্তু কুরআনের বর্ণনা অনুযায়ী দেখা যায় যে, ঐ নিষিদ্ধ গাছের ফল ভক্ষণের ফলশ্রুতিতে আদম ও হাওয়া উলঙ্গ হইয়া গেলেন । ইহাতে বুঝা যায়, ইহা মোটেই জ্ঞান-বৃক্ষ ছিল না,বরং কুফল সৃষ্টিকারী কোন বৃক্ষ ছিল, যাহার কারণে আদমের মধ্যে দুর্বলতার প্রকাশ ঘটিল । কুরআনের অভিমতই সত্য । কেননা, মানবকে জ্ঞান হইতে বঞ্চিত করা, মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্যকেই নস্যাৎ করিয়া দেয় । একটি বিষয়ে অবশ্য কুরআন ও বাইবেল মতৈক্য পোষণ করে বলিয়া মনে হয়, তাহা এই যে, গাছটি সত্যিই আক্ষরিক অর্থে বৃক্ষ ছিল না, বরং একটি প্রতীক ছিল মাত্র । কারণ, পৃথিবীর বুকে এমন কোন গাছ ছিল বা আছে বলিয়া জানা নাই, যাহার ফল-ভক্ষণে মানুষ ভাল ও মন্দের জ্ঞান প্রাপ্ত হয় অথবা নগ্ন হইয়া যায় । অতএব, এই বৃক্ষটি অন্য কোন কিছুর প্রতিনিধিত্বকারী প্রতীক বৈ অন্য কিছু নহে । 'শাজারা' অর্থ 'ঝগড়া-বিবাদ'ও হয় । কুরআনের অন্যত্র দুই প্রকারের 'শাজারার' উল্লেখ আছেঃ(১) শাজারাহ্ তৈয়্যবা(ভাল গাছ) এবং (২) শাজারাহ্ খবিসা (মন্দ গাছ) (১৪ঃ২৫,২৭)। পবিত্র বস্তু,পবিত্র শিক্ষা ও পবিত্র কর্মকে ভাল গাছের সহিত এবং মন্দ বস্তু, মন্দ চিন্তা ও মন্দকর্মকে মন্দ গাছের সহিত সমতুল্য দেখানো হইয়াছে । এই ব্যাখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে আয়াতটির অর্থ দাঁড়াইবে (১) আদমকে ঝগড়া-বিবাদ পরিহার করিয়া চলিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল,(২) বিবিধ প্রকার অনিষ্টকারী বিষয় হইতে বাঁচিয়া থাকার জন্য তাহাকে সাবধান করিয়া দেওয়া হইয়াছিল ।

فَاَزَلَّهُمَا الشَّيْطٰنُ عَنْهَا فَاَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيْهِ ۠ وَقُلْنَا اهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۚ وَلَكُمْ فِى الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَّمَتَاعٌ اِلٰى حِيْنٍ ﴿٣٧﴾

৩৭। কিন্তু শয়তান[৭০] ইহা দ্বারা (উহা হইতে) তাহাদের উভয়ের পদস্খলন ঘটাইল এবং তাহাদিগকে উহা (অবস্থান) হইতে বহিষ্কৃত করিল যাহাতে তাহারা ছিল এবং আমরা বলিলাম, 'তোমরা সকলে এখান হইতে চলিয়া যাও; তোমরা একে অপরের শত্রু এবং তোমাদের জন্য এক (নির্দিষ্ট) সময় পর্যন্ত এই পৃথিবীতে[৭১] বসবাসের স্থান এবং জীবিকা নির্বাহের উপকরণ (নির্ধারিত) আছে।'

فَتَلَقّٰٓى اٰدَمُ مِنْ رَّبِّهٖ كَلِمٰتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ۭ اِنَّهٗ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴿٣٨﴾

৩৮। অতঃপর আদম স্বীয় প্রভুর নিকট হইতে কিছু (দোয়া বিষয়ক) বাক্য শিক্ষালাভ করিল (এবং তদনুযায়ী দোয়া করিল)। ফলে তিনি তাহার প্রতি সদয় দৃষ্টিপাত করিলেন। নিশ্চয় তিনিই পুনঃ পুনঃ সদয় দৃষ্টিপাতকারী, পরম দয়াময়।

قُلْنَا اهْبِطُوْا مِنْهَا جَمِيْعًا ۚ فَاِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ مِّنِّىْ هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَاىَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿٣٩﴾

৩৯। আমরা বলিলাম, 'চলিয়া যাও তোমরা সকলে এখান হইতে। অতঃপর, যদি কখনও তোমাদের নিকট আমার সন্নিধান হইতে হেদায়াত আসে, তখন যাহারা আমার হেদায়াতের অনুসরণ করিবে, তাহাদের কোন ভয়[৭২] থাকিবে না এবং তাহারা দুঃখিতও[৭৩] হইবে না।'

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٤٠﴾ ع ٨ [١٠] ٨

৪০। কিন্তু যাহারা অবিশ্বাস করিবে এবং আমাদের নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিবে, ইহারাই আগুনের অধিবাসী; তথায় তাহারা বসবাস[৭৪] করিতে থাকিবে।

৭০। এই আয়াতের প্রথম বাক্যাংশ দুইটি দ্বারা বুঝা যায়, শয়তান জাতীয় কোনও সত্তা আদম ও তাহার সঙ্গিনীকে ভুলাইয়া, প্রতারণাপূর্বক তাহাদের নির্ধারিত স্থান হইতে সরাইয়া নিয়াছিল এবং তাহাদের আরামের অবস্থা হইতে বঞ্চিত করিয়াছিল। ২ঃ৩৫ আয়াতের ব্যাখ্যায় দেখানো হইয়াছে, যে সত্তা প্রবঞ্চনার মাধ্যমে আদমকে কষ্টে নিপতিত করিয়াছিল সে শয়তান, ইব্‌লীস নহে। পরন্তু ইবলীস সেই বিদ্রোহী সত্তা যে আদমের আনুগত্য করিতে বা সহযোগিতা করিতে অস্বীকার করিয়াছে। কাজেই এখানে শয়তান বলিতে ইব্‌লীসকে বুঝায় নাই; আদমের সময়ের অন্য কাহাকেও বুঝাইয়াছে, যে আদমের শত্রু ছিল। এই কথার আরও সমর্থন ১৭ঃ৬৬-তে পাওয়া যায়। সেখানে দেখা যায়, ইবলীস আদমের কোন ক্ষতি সাধন করিতে পারিবে না। অথচ শয়তান কিছু ক্ষতি সাধন করিয়াছে। 'শয়তান' শব্দটি 'ইবলীস' শব্দ হইতে বহু ব্যাপকতর অর্থ বহন করে। আদমকে আনুগত্য করিতে অস্বীকারকারী জিন্নের অন্তর্ভুক্ত দুরাচারীকে বলা হইয়াছে ইবলীস, যে অশুভ শক্তির প্রতিনিধিত্বকারী নেতা। অন্যদিকে যে কোনও মন্দ ও ক্ষতিকর বস্তু বা জীব-জন্তু, মানব বা মানবাত্মা, রোগ-শোক বা অন্য সব কিছুকেই 'শয়তান' বলা যায়। অতএব ইবলীস ও ইবলীসের সঙ্গী সাথীরাও শয়তান, সত্যের শত্রুরাও শয়তান, দুষ্ট ও দুষ্কৃতকারী মানুষেরাও শয়তান, ক্ষতিকর জন্তুও শয়তান, মারাত্মক ব্যাধিসমূহও শয়তান। কুরআন, হাদীস ও আরবী সাহিত্যে এমন ভূরি ভূরি দৃষ্টান্তে পরিপূর্ণ রহিয়াছে যেখানে শয়তান শব্দটি স্বাধীনভাবে এই সব বস্তুর যে কোন একটি বা সবটির জন্যই ব্যবহৃত হইয়াছে।

৭১। কুরআন কোনও ব্যক্তির জীবিতাবস্থায় আকাশে যাওয়া ও সেখানে থাকার কথা মোটেই সমর্থন করে না। এই আয়াত স্পষ্টভাবে বলিয়া দিতেছে যে, এই পৃথিবীই মানুষের জীবনব্যাপী থাকিবার একমাত্র নির্দিষ্ট স্থান। অতএব, ঈসা (আঃ) অথবা অন্য কাহারও আকাশে যাওয়া ও সেখানে জীবিত থাকার ধারণাকে এই আয়াত প্রত্যাখ্যান করে।

৭২। 'খাউফ' ভবিষ্যত সম্বন্ধে ভয় নির্দেশক।

৭৩। 'হুযন' সাধারণতঃ বিগত বিষয়ের সম্বন্ধে ভয় নির্দেশ করে।

৭৪। ইস্‌লাম দোযখের চিরস্থায়িত্বে বিশ্বাস করে না, বরং শাস্তি দ্বারা সংশোধিত করার স্থান মনে করে, যেখানে পাপীরা পাপের পরিমাণ ও গভীরতা অনুযায়ী এক দীর্ঘ সময় পর্যন্ত আধ্যাত্মিক পরিচর্যা বা চিকিৎসার অধীনে থাকিয়া পাপ-মুক্ত হয়। দেখুন ১৩৫১ টীকা।

يٰبَنِيۡۤ اِسۡرَآءِيۡلَ اذۡكُرُوۡا نِعۡمَتِىَ الَّتِىۡۤ اَنۡعَمۡتُ عَلَيۡكُمۡ وَاَوۡفُوۡا بِعَهۡدِىۡۤ اُوۡفِ بِعَهۡدِكُمۡ ۚ وَاِيَّاىَ فَارۡهَبُوۡنِ ﴿۴۱﴾

৪১। হে বনী ইসরাঈল[৭৫] ! তোমরা আমার নেয়ামতকে স্মরণ কর, যে নেয়ামত আমি তোমাদিগকে দান করিয়াছিলাম, এবং তোমরা আমার (সহিত কৃত) অঙ্গীকার পূর্ণ কর, আমিও (তোমাদের সহিত কৃত) অঙ্গীকার[৭৬] পূর্ণ করিব, এবং আমাকেই ভয় কর।

وَاٰمِنُوۡا بِمَاۤ اَنۡزَلۡتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمۡ وَلَا تَكُوۡنُوۡۤا اَوَّلَ كَافِرٍ بِهٖ ۪ وَلَا تَشۡتَرُوۡا بِاٰيٰتِىۡ ثَمَنًا قَلِيۡلًا ۖ وَّاِيَّاىَ فَاتَّقُوۡنِ ﴿۴۲﴾

৪২। এবং তোমরা উহার উপর ঈমান আন যাহা আমি নাযেল করিয়াছি, যাহা তসদীক্[৭৭] করে উহার যাহা তোমাদের নিকট রহিয়াছে, এবং তোমরা ইহার সর্বপ্রথম অবিশ্বাসী হইও না,এবং আমার আয়াতসমূহকে অল্পমূল্যে বিক্রী করিও না, এবং তোমরা আমারই তাক্ওয়া অবলম্বন কর।

৭৫। হযরত ইসহাকের পুত্র হযরত ইয়াকুবের অপর নাম ইসরাঈল। আল্লাহ্ তা'লা হযরত ইয়াকুবকে জীবনের শেষার্ধে ইসরাঈল নামে ভূষিত করিয়াছিলেন (আদিপুস্তক- ৩২ঃ২৮)। মূল হিব্রুতে ইহা একটি যুগ্ম শব্দ, 'ইয়াসারা' ও 'আঈল' এই দুই শব্দের মিলনে গঠিত। অর্থ হইল (১) আল্লাহ্র যুবরাজ, যোদ্ধা বা সৈনিক (কনকরডেন্স, লেখক-ক্রুডেন; হিব্রু-ইংলিশ লেক্সিকন, লেখক-ডব্লিউ জেসেনিয়াস)। ইসরাঈল শব্দটি তিনটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছেঃ (১) ব্যক্তি ইয়াকুব (আদি পুস্তক- ৩২ঃ২৮), (২) হযরত ইয়াকুবের বংশধর (দ্বিতীয় বিবরণ- ৬ঃ ৩,৪),(৩) যে কোন ধার্মিক ও খোদাভীরু ব্যক্তি বা গোষ্ঠী (হিব্রু-ইংলিশ লেক্সিকন)।

৭৬। হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর পরে, বনী ইসরাঈল-এর সাথে আল্লাহ্ তা'লার 'চুক্তি' নবায়িত হয়। বাইবেলের বহু স্থানে এই দ্বিতীয় চুক্তির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় (যাত্রাপুস্তক- অধ্যায় ২০; দ্বিতীয় বিবরণ- অধ্যায় ৫, ১৮,২৬)। যখন এই চুক্তি বা প্রতিশ্রুতি সম্পাদিত হইতেছিল এবং আল্লাহ্র মাহাত্ম্য সিনাই পর্বতে প্রকাশিত হইতেছিল, তখন সাথে সাথে মেঘ-গর্জন, বজ্রপাত, বিদ্যুৎ চমকানী, শিঙ্গা ধ্বনি ও পার্বত্য ধূম্রজাল দেখিয়া (যাত্রাপুস্তক-১৮) বনী ইসরাঈল জাতি হযরত মূসা (আঃ)-কে বলিল, হে মূসা ! তুমিই আমাদের সাথে কথা বল, আমরা শুনিব। কিন্তু আল্লাহ্ যেন আমাদের সাথে কথা না বলেন, কেননা তাহা হইলে ত আমরা মরিয়াই যাইব (যাত্রাপুস্তক- ২০ঃ১৯)। এই বেয়াদবীপূর্ণ কথাগুলি বনী ইসরাঈল জাতির ভাগ্যের যবনিকা পাত ঘটাইল। মূসা (আঃ)-কে আল্লাহ্ বলিলেন, তোমার জাতি এতই ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিয়াছে যে, ভবিষ্যতে তাহাদের মধ্যে আর কোন শরীয়াতধারী নবীর আগমন হইবে না। তবে, ভবিষ্যতে তাহাদের ভ্রাতৃকুলে অর্থাৎ ইস্মাঈলের বংশে, শরীয়াতবাহী নবীর আগমন হইবে। এইরূপে, আল্লাহ্তা'লা এই আয়াতে বনী ইসরাঈল জাতিকে স্মরণ করাইয়া দিতেছেন যে, তিনি ইসহাক ও তাঁহার বংশের সহিত যে 'চুক্তি' করিয়াছিলেন, তাহারা ঐ চুক্তি পূর্ণ করিলে এবং তাঁহার আদেশ-নিষেধ মানিয়া চলিলে, তিনিও তাহাদের প্রতি স্বীয় অনুগ্রহরাজি বর্ষণ করিতে থাকিবেন। কিন্তু তাহারা যদি চুক্তি (প্রতিশ্রুতি) পালন না করে, তাহা হইলে, আল্লাহ্ তাঁহার অনুগ্রহসমূহ হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত করিবেন। অতএব, বনী ইসরাঈল জাতি যেহেতু সেই চুক্তি পালনে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হইল, তখন আল্লাহ্ তাঁহার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ইসমাঈলের বংশে সেই প্রতিশ্রুত নবীকে প্রেরণ করিলেন এবং সেই অবধি 'চুক্তিটি' নবাগত নবী হযরত মুহম্মদ (সাঃ) এর অনুসারীদের মধ্যে স্থানান্তরিত করিলেন।

৭৭। 'মুসাদ্দিক্'—'সাদ্দাকা' হইতে উৎপন্ন, যাহার অর্থ সে ইহাকে বা তাহাকে সত্য বলিয়া মানিল (মুফ্রাদাত, লেইন)। যখন শব্দটি উপরোক্ত অর্থে ব্যবহৃত হয় তখন ইহার পরে কোন অব্যয় ব্যবহৃত হয় না অথবা, 'বা' অব্যয়টি ব্যবহৃত হয়। কিন্তু যখন এই শব্দটি (মুসাদ্দিক) 'পূর্ণ করা' অর্থে ব্যবহৃত হয়, যেরূপ এইস্থলে হইয়াছে, তখনই ইহার পরে 'লাম' অব্যয়টি ব্যবহৃত হইয়া থাকে (২ঃ৯২;৩৫ঃ৩২)। কাজেই এখানেও ইহা 'পালন করা' বা পূর্ণ করা অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে; 'সত্যায়ন' করা' বা 'সত্য বলিয়া ঘোষণা করা' অর্থে নয়। পূর্ববর্তী ধর্মগ্রন্থগুলিতে বিশ্বজনীন গ্রন্থ সহকারে একজন শরীয়াত-দাতা নবীর আগমনের যে ভবিষ্যদ্বাণী ছিল, কুরআন সেই ভবিষ্যদ্বাণীকে পূর্ণ করিয়াছে। যেখানেই কুরআন পূর্ববর্তী গ্রন্থ সমূহের 'মুসাদ্দিক' বলিয়া নিজেকে বর্ণনা করিয়াছে, সেখানেই এই অর্থেই বর্ণনা করিয়াছে যে, পূর্ববর্তী কিতাব সমূহের ভবিষ্যদ্বাণী কুরআনের আগমনের দ্বারা পূর্ণ হইয়াছে; পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের শিক্ষামালাকে সত্যায়ন ও প্রতিষ্ঠিত করা অর্থে নহে। তবে কুরআন এই কথা স্বীকার করে যে, পূর্বের অবতীর্ণ কিতাব সমূহও ঐশী ছিল বটে, কিন্তু মানবের স্মৃতিবিভ্রম ও হস্তক্ষেপের কারণে এইগুলির পবিত্রতা ও বিশুদ্ধতা বহুলাংশে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তাই, এই কিতাবগুলির শিক্ষাসমূহকে সর্বাংশে গ্রহণ করা যায় না। তাহা ছাড়া, এই কিতাব গুলির অধিকাংশ শিক্ষামালাই ছিল নির্দিষ্ট সময়ের জন্য, সময়ের দীর্ঘ ব্যবধানে এইগুলি অচল হইয়া পড়িয়াছে।

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٤٢﴾

৪২। এবং তোমরা জানিয়া বুঝিয়া[৭৮] সত্যকে মিথ্যার সহিত মিশ্রিত করিও না এবং সত্যকে গোপন করিও না।

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ ﴿٤٣﴾

৪৩। এবং নামায কায়েম কর এবং যাকাত দাও এবং রুকূ কর রুকূকারীগণের[৭৯] সহিত।

اَتَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَاَنْتُمْ تَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿٤٤﴾

৪৪। তোমরা কি লোকদিগকে সৎ[৮০] কাজের উপদেশ দাও এবং নিজদিগকে ভুলিয়া যাও, অথচ তোমরা কিতাব[৮১] (তওরাত) আবৃত্তি কর? তবুও কি তোমরা বিবেক-বুদ্ধি খাটাইবে না?

وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ؕ وَاِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ اِلَّا عَلَى الْخٰشِعِيْنَ ﴿٤٥﴾

৪৫। এবং তোমরা ধৈর্য[৮২] ও নামাযের[৮৩] মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর; এবং নিশ্চয় বিনয়ীগণ ব্যতিরেকে (অন্যান্যদের জন্য) ইহা বড়ই কঠিন,

الَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ اَنَّهُمْ مُّلٰقُوْا رَبِّهِمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ ﴿٤٦﴾ ع ৫ [৭] ৫

৪৬। যাহারা বিশ্বাস করে যে, নিশ্চয় তাহারা তাহাদের প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিবে এবং অবশ্যই তাহারা তাঁহারই দিকে ফিরিয়া যাইবে।

يٰبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِيَ الَّتِيْٓ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَنِّيْ فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ﴿٤٧﴾

৪৭। হে বনী ইস্‌রাঈল! তোমরা আমার নেয়ামতকে স্মরণ কর যে নেয়ামত আমি তোমাদিগকে দান করিয়াছিলাম, এবং আমি তোমাদিগকে (তৎকালীন) বিশ্ববাসীর[৮৪] উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছিলাম।

৭৮। এখানে ইহুদীদিগকে দুইটি অপকর্ম করা হইতে বারণ করা হইতেছে (১) ধর্মগ্রন্থের উদ্ধৃতিসমূহের উপর ভুল ব্যাখ্যা লাগাইয়া সত্য-মিথ্যার মিশ্রণ ঘটানো,(২) সত্যকে চাপা দেওয়া বা লুকাইয়া রাখা অর্থাৎ তাহাদের ধর্মগ্রন্থে আঁ হযরত(সাঃ) -এর আগমনের যেসব **ভবিষ্যদ্বাণী** রহিয়াছে, সেগুলিকে প্রকাশ না করা; তাঁহার (সাঃ) আগমনের চিহ্নাবলীকে জন-সমক্ষ হইতে গোপন রাখা।

৭৯। 'রাকিউন' মানে,'আল্লাহ্‌র সম্মুখে মাথা নতকারী' (লিসান)। আরবেরা এই শব্দটি একেশ্বরবাদী উপাসকদের জন্য ব্যবহার করিত, যাহারা পুতুল পূজা করিত না (আসাস)।

৮০। 'বির্‌রুন্' (ভাল, মঙ্গল) অর্থ আত্মীয়-স্বজন ও অন্যান্যদের সহিত মঙ্গল ও উপকারজনক ব্যবহার, সত্যবাদিতা, বিশ্বস্ততা, আল্লাহ্‌র প্রতি আনুগত্য (আকরাব)। শব্দটি দ্বারা বহুবিধ মঙ্গল ও পরোপকার করা বুঝায়।

৮১। এখানে 'কিতাব' বলিতে বাইবেলকে বুঝাইতেছে। তবে, "অথচ তোমরা কিতাব আবৃত্তি কর" বলা দ্বারা এই কথা বুঝায় না যে প্রচলিত বাইবেলের সব কথা সত্য বলিয়া মনে করা হইয়াছে।

৮২। **'সব্‌রুন্'** অর্থ আইন ও যুক্তি দ্বারা সমর্থিত যে কোন বিষয়ে দৃঢ়ভাবে, অধ্যবসায়ের সহিত লাগিয়া থাকা এবং তাহার বিপরীত ব্যাপার হইতে একইভাবে বিরত থাকা, তদুপরি সর্বাবস্থায় শোক-দুঃখ, অধৈর্য ও উশৃংখলতা প্রদর্শন না করা (মুফ্‌রাদাত)।

৮৩। এই আয়াত ও পরবর্তী আয়াত, দুইটি আয়াতকেই মুসলমান ও ইহুদী উভয়ের প্রতিই আরোপ করা যাইতে পারে। ইহুদীদের প্রতি এই সম্বোধন আরোপ করা হইলে, ইহার অর্থ এই দাঁড়াইবে যে মহানবী (সাঃ)-কে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিতে তাহারা যেন ব্যস্ততা না দেখায় এবং তাড়াহুড়া না করে, বরং ধৈর্য ধারণ পূর্বক প্রার্থনার সাহায্যে সত্যে উপনীত হইবার চেষ্টা করে। মুসলমানদের প্রতি আরোপিত অবস্থায়, ইহার মর্ম হইবে এই যে, তাহারা যদি ধৈর্য ও প্রার্থনার সহিত কর্তব্য সম্পাদন করে, তাহা হইলে তাহাদের ভয়ের কোন কারণ নাই; তাহাদের সকল বিপদাপদ কাটিয়া যাইবে। ইহা মুসলমানদের জন্য উৎসাহব্যঞ্জক আশার বাণী।

৮৪। এই আয়াতের তাৎপর্য ইহাই যে, বনী ইস্‌রাঈল জাতি কেবলমাত্র সম-সাময়িক জাতিগুলি হইতে উৎকৃষ্ট ছিল। যখন কুরআন কাহারও চিরস্থায়ী উৎকর্ষতা সম্বন্ধে তুলনামূলকভাবে বক্তব্য রাখিতে চায়,তখন ইহা ভিন্ন ধরণের ভাষা ব্যবহার করে, যেমন করা হইয়াছে ৩ঃ১১১ তে। সেখানে মুসলমানদিগকে বলা হইয়াছে, "তোমরা সর্বোত্তম জাতি, **সব মানুষের** কল্যাণের জন্য উদ্ভূত"।

وَاتَّقُوْا يَوْمًا لَّا تَجْزِىْ نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ شَيْـًٔا وَّلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَّلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ۝

৪৯। এবং সেই দিনকে ভয় কর যখন কোন আত্মার বিনিময়ে কোন আত্মা কাজে আসিবে না, এবং তাহার নিকট হইতে কোন শাফায়াত[৮৫] কবুল করা হইবে না এবং তাহার নিকট হইতে কোন মুক্তিপণও[৮৬] গ্রহণ করা হইবে না এবং তাহাদিগকে কোন সাহায্য করা হইবে না।

وَاِذْ نَجَّيْنٰكُمْ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَسُوْمُوْنَكُمْ سُوْٓءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُوْنَ اَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُوْنَ نِسَآءَكُمْ ۭ وَفِيْ ذٰلِكُمْ بَلَآءٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِيْمٌ ۝

৫০। এবং (স্মরণ কর সেই সময়কে) যখন আমরা তোমাদিগকে ফেরাউনের[৮৭] জাতি[৮৮] হইতে উদ্ধার করিয়াছিলাম, তাহারা তোমাদের উপর নির্মমভাবে উৎ-পীড়ন[৮৮ক] করিতেছিল, তাহারা তোমাদের পুত্র সন্তানদিগকে নৃশংসভাবে হত্যা করিত এবং তোমাদের নারীদিগকে জীবিত রাখিত এবং ইহার মধ্যে তোমাদের জন্য তোমাদের প্রভুর পক্ষ হইতে ছিল এক মহা পরীক্ষা।

৮৫। 'শাফায়াতুন্' শব্দটি 'শাফায়া' হইতে উদ্ভূত, যাহার অর্থ একক একটি বস্তুর সহিত সমজাতীয় আরেকটি বস্তুর সংযোগ সাধন করা, একটি জিনিসের সহিত সমজাতীয় জিনিস সংযুক্ত করা (মুফ্‌রাদাত)। শব্দটি সাদৃশ্যের ও সমমনা হওয়ার তাৎপর্য রাখে। মধ্যস্থতা করা বা অন্যের প্রতি ক্ষমা ও অনুগ্রহ প্রদর্শনের জন্য উচ্চতম কর্তৃপক্ষের কাছে প্রার্থনা ও সুপারিশ করাকেও শাফায়াত বলা হয়। এইরূপ ক্ষেত্রে মধ্যস্থতাকারী বা সুপারিশকারী ব্যক্তি ক্ষমাকাঙ্খী ব্যক্তি হইতে বহু উচ্চ মর্যাদার হইয়া থাকেন এবং ক্ষমাকারীর সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত হইয়া থাকেন (মুফ্‌রাদাত, লিসান)। 'শাফায়াত' (মধ্যস্থতা বা সুপারিশ) করার কয়েকটি শর্ত আছে (১) যিনি সুপারিশ করেন, সুপারিশ গ্রহণকারীর সহিত তাহার সুগভীর সম্পর্ক থাকা প্রয়োজন—কেননা, সম্পর্কের প্রগাঢ় গভীরতা না থাকিলে কিংবা নৈকট্যের বৈশিষ্টা না থাকিলে, সুপারিশ করা যায় না এবং সুপারিশে কোন ফল হয় না; (২) যাহার জন্য সুপারিশ করা হয়, সুপারিশকারীর সাথে তাহার সত্যিকার ভালবাসা ও ভক্তির সম্পর্ক থাকা প্রয়োজন, কেননা পারস্পরিক সম্পর্ক না থাকিলে, কে কাহার জন্য সুপারিশ করে; (৩) যাহার জন্য সুপারিশ করা হয়, তাহাকে নিশ্চয় একজন ভাল মানুষ হইতে হইবে (২১ঃ২৯), যিনি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভে চেষ্টারত থাকা সত্ত্বেও সাময়িক দুর্বলতার কারণে পাপে পতিত হইয়াছেন; (৪) আল্লাহ্‌র প্রকাশ্য অনুমতি প্রাপ্তির পরেই কেবল সুপারিশ করা যাইতে পারে, নতুবা নয় (২ঃ২৫৬; ১০ঃ৪)। ইসলামে 'শাফায়াতের' যে ধারণা আছে, তাহা 'তওবা' (অনুতাপ)-এর নামান্তর। তওবা (অনুতাপ)-এর তাৎপর্য হইল ছিন্ন-সম্পর্কের পুনঃস্থাপন কিংবা শিথিল ও ঢিলা সম্পর্কের দৃঢ় করণ। তাই, যখন মৃত্যুর সাথে সাথে তওবার দরজা বন্ধ হইয়া যায়, তখনও শাফায়াতের দরজা খোলা থাকে। তদুপরি, 'শাফায়াত' দ্বারা আল্লাহ্‌তা'লার 'রহমতের' প্রকাশ ঘটে। যেহেতু, আল্লাহ্ কেবলমাত্র বিচারকই নহেন, বরং মালিকও বটেন, অতএব, যাহাকে ইচ্ছা, ক্ষমা করিবার পূর্ণ কর্তৃত্বও তিনি রাখেন।

৮৬। আদ্‌লুন (মুক্তি-পণ) অর্থ সুবিচার, ন্যায়-বিচার, সমানুপাতিক ক্ষতিপূরণ, ন্যায্য মুক্তি-পণ (আকরাব)।

৮৭। 'ফেরাউন' কোন নির্দিষ্ট বাদশাহের নাম নহে। নীল নদ উপত্যকা ও আলেকজান্দ্রিয়ার শাসকগণকে ফেরাউন বলা হইত। দ্বিতীয় রামেসিস নামক ফেরাউনের রাজত্ব কালে হযরত মূসা (আঃ) জন্মগ্রহণ করেন। এই দ্বিতীয় রামেসিসের পুত্র দ্বিতীয় মেরেন্‌প্তাহের রাজত্ব কালে মূসা বনী ইস্‌রাঈলগণ সহ মিশর ত্যাগ করেন। দ্বিতীয় রামেসিসকে বলা হয় অত্যাচারী ফেরাউন এবং তাহার পুত্র মেরেন্‌প্তাহ্‌কে বলা হয় বনী ইস্‌রাঈলের মিশর ত্যাগকালীন ফেরাউন (এন্‌সাইক্লো-বিবিকা এবং পিকের বাইবেল ব্যাখ্যা)।

৮৮। 'আ-ল' (জাতি), আ-ল ক্রিয়া হইতে উৎপন্ন, যাহা প্রত্যাবর্তন করা, শাসন করা বা অধিকার খাটানো অর্থে ব্যবহৃত হয়। এই ভাবে, এর অর্থ হয়, ব্যক্তি বিশেষের পরিবার বা লোকজন; একজন নেতার অনুসারীগণ, একজন শাসকের প্রজাবৃন্দ, যাহার কাছে তাহারা বার বার আসে এবং যাহাদের উপরে তিনি কর্তৃত্ব বা নেতৃত্ব করেন (মুফ্‌রাদাত, লেইন)।

৮৮-ক। ফেরাউন বনী ইসরাঈলদের উপরে অকথ্য নির্যাতন চালাইত। তাহাদিগকে ঘৃণ্য ও দুঃসাধ্য শ্রমের কাজে নিয়োজিত করিত। তাহাদের সাথে অমানুষিক ব্যবহার করিত ও কারণে-অকারণে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দিত। এমন কি, তাহাদের পুত্র সন্তানদিগকে মারিবার ও কন্যা-সন্তানগণকে জীবিত রাখিবার হুকুম জারি করিয়াছিল। এইভাবে, ফেরাউন বনী ইসরাঈলদের সাহসিকতা ও অন্যান্য পুরুষ-সুলভ গুণাবলীকে বিলোপ করার অভিসন্ধিতে লিপ্ত হইয়াছিল, যাহাতে তাহারা কোনদিন মাথা তুলিতে না পারে এবং নিজের জাতি-সত্তাকে ভুলিয়া যায়।

وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ﴿٥٠﴾

৫০। এবং (স্মরণ কর সেই সময়কে) যখন আমরা তোমাদের জন্য সাগরকে[৮৯] বিভক্ত করিয়াছিলাম এবং তোমাদিগকে উদ্ধার করিয়াছিলাম এবং আমরা ফেরাউনের দলবলকে নিমজ্জিত করিয়াছিলাম, এমতাবস্থায় যে, তোমরা (ইহা) প্রত্যক্ষ করিতেছিলে ।

৮৯। এই আয়াতের উল্লেখিত প্রসিদ্ধ ঘটনাটি সেই সময়ে ঘটিয়াছিল, যখন আল্লাহ্‌র নির্দেশক্রমে হযরত মূসা (আঃ) বনী ইসরাঈল জাতিকে ফেরাউনের কবল হইতে উদ্ধারের নিমিত্তে, ঐ জাতির সবাইকে নিয়া, কেনান দেশের উদ্দেশ্যে রাত্রিযোগে মিশর ত্যাগ করিয়াছিলেন । বনী ইসরাঈল জাতি গোপনে রাত্রিযোগে মিশর হইতে পলায়ন করিয়াছে জানিতে পারিয়া ফেরাউন নিজের লোকজন ও সেনাবাহিনীসহ তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিল এবং দলবল সহ লোহিত সাগরে নিমজ্জিত হইল । এই আয়াতে বর্ণিত ঘটনার প্রকৃতি ও তাৎপর্য পূর্ণভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে এবং ইহা যে আল্লাহ্‌তা'লার সাহায্যের এক বিরাট ও স্থায়ী নিদর্শনবিশেষ তাহা ভালরূপে বুঝিতে হইলে, এই আয়াতটির সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আয়াত যথা ২০ঃ৭৮; ২৬ঃ৬২-৬৪; ৪৪ঃ২৫ মিলাইয়া পড়া দরকার। এই আয়াতগুলি পাঠে, নিম্নলিখিত সত্য উদ্‌ঘাটিত হইয়া থাকেঃ (ক) যখন মূসা (আঃ) হস্তস্থিত লাঠিদ্বারা সমুদ্রজলে আঘাত করিলেন, যেরূপ কুরআনে বর্ণিত হইয়াছে, অথবা যখন মূসা (আঃ) সমুদ্রের দিকে হস্তকে প্রসারিত করিয়া তুলিয়া ধরিলেন,যেরূপে বাইবেলে বর্ণিত হইয়াছে, তখন সমুদ্রে ভাঁটার সময় ছিল, পানি দ্রুত কমিতেছিল এবং পারাপারের স্থানটি প্রায় শুকাইয়া গিয়াছিল; (খ) আল্লাহ্‌তা'লা মূসা (আঃ)-কে তাড়াতাড়ি শুষ্ক সমুদ্র পাড়ি দিবার নির্দেশ দিলেন এবং মূসা (আঃ) সেই নির্দেশ পালন করিলেন; (গ) কিন্তু ফেরাউনের দল যখন আসিয়া সমুদ্র-সৈকতে পৌঁছিল, তখন জোয়ার আসিতেছিল । সেদিকে ভ্রুক্ষেপ না করিয়া, বনী ইসরাঈলকে যথাশীঘ্র ধরিয়া ফেলিবার বাসনাতিশয্যে তাহারা পানির মধ্যেই নামিয়া চলিতে লাগিল; (ঘ) ফেরাউনের সেনাবাহিনীতে বড় বড় রথ ও ভারী যুদ্ধাস্ত্র থাকার কারণে মনে হয়, পানির মধ্যে চলায় তাহাদের গতি মন্থর হইয়া পড়িয়াছিল এবং সে কারণেই মধ্য সমুদ্রে পৌঁছাইতে না পৌঁছাইতেই ভরা জোয়ার আসিয়া তাহাদিগকে ডুবাইয়া দিল । মূসা (আঃ) কর্তৃক লাঠিদ্বারা সমুদ্রজলে আঘাত করার ফলেই যে সমুদ্র দুইভাগে বিভক্ত হইয়া তাঁহার দলের জন্য পারাপারের রাস্তা করিয়া দিল,এরূপ মনে করা ঠিক নয় । কেবল একটি ঐশী নিদর্শনরূপে মূসা (আঃ) ঐশী-সংবাদ প্রাপ্ত হইলেন যে, এখনই ভাঁটার উপযুক্ত সময় যখন তাঁর দলবলের সমুদ্র অতিক্রম করা উচিত । তাই মূসা (আঃ) এই আদেশ অনুযায়ী সমুদ্র জলে আঘাত করিয়া তাহাদিগকে তাড়াতাড়ি সমুদ্র অতিক্রম করার নির্দেশ দিয়া, নিজে আগে আগে চলিতে লাগিলেন । সকল বিষয় আল্লাহ্‌তা'লা এমনিভাবে ঘটাইয়াছিলেন যে, মূসা (আঃ) যখন সমুদ্র তীরে পৌঁছিলেন, তখন ভাঁটার সময় ছিল এবং আল্লাহ্‌র নির্দেশক্রমে তিনি সমুদ্রজলে লাঠির আঘাত করিলে পানিও তখন কমিতে শুরু করিল এবং ওপারে যাইবার পথ সুগম হইয়া গেল । ঐ লাঠির আঘাত ও পানি কমিতে শুরু করা একই সময়ে একসাথে সংঘটিত হইল । ইহা মু'জেযা বা অলৌকিক ঘটনা, এই কারণেই যে, একমাত্র আল্লাহ্‌তা'লাই জানিতেন সমুদ্রে কখন ভাঁটার সময় হইবে এবং সেই সময় আসা মাত্র মূসা (আঃ)-কে তাহা জানাইয়া নির্দেশ দিলেন, 'পানিতে লাঠি দ্বারা আঘাত কর ।'

মূসা (আঃ) মিশর হইতে কেনান গমনকালে লোহিত সাগরের ঠিক কোন্ স্থানটি দিয়া অতিক্রম করিয়াছিলেন, সে বিষয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে । অনেকের মতে, ওয়াদি তামসিলাত বা তামসিলাৎ উপত্যকার গোশেন অঞ্চলে যেখানে ফেরাউনের রাজধানী ছিল (এনসাইক্লো বিবিকা, ভলিউম ৪, কলাম ১৪, রামসিস দেখুন), সেখান হইতে রওয়ানা হইয়া মূসা (আঃ) তাম্‌সা উপসাগর অতিক্রম করিয়াছিলেন (এন সাই, বিব, কলাম ১৪৩৮-৩৯) । অন্যেরা মনে করেন যে, তিনি আরো অনেক দূর উত্তর দিকে যোয়ান নামক স্থান অতিক্রম করিয়া কেনানের নিকটবর্তী ভূমধ্যসাগরের কাছে সমুদ্র অতিক্রম করিয়াছিলেন (এনসাইক্লো, বিবিকা, ৯লাম, ১৪৩৮)। কিন্তু খুব সম্ভব মূসা (আঃ)-এর সময়ে, ফেরাউনের রাজধানী ছিল তাল-আবি-সোলায়মান এবং সেখান হইতে বনী ইস্‌রাঈলগণ প্রথমে উত্তর পূর্ব দিকে তিম্‌সা উপসাগরের তীরে পৌঁছে, কিন্তু সেখানে দ্বীপ ও উপসাগরের বেড়াজাল ডিঙ্গাইয়া যাওয়া সম্ভব নয় দেখিয়া তাহারা দক্ষিণে চলিয়া আসে এবং সুয়েজ খালের নিকটবর্তী কোন স্থানে লোহিত সাগরকে মাত্র ২/৩ মাইল প্রশস্ত পাইয়া অপর পারে 'কাদাসের' দিকে রওয়ানা হইয়া যায় (এনসাইক্লো বিব কল ১৪৩৭)। ইস্‌রাঈলীরা তাঁহার (মূসার) সহিত পালাইয়া গোশেন জলাভূমি অতিক্রম করিয়া সিনাই উপদ্বীপে আসিল । লোহিত সাগর (ইয়াস্ সূফ সমুদ্র বা খাগড়ার সরোবর) অতিক্রম বলিতে বর্তমান লোহিত সাগরের কয়েক মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত একটি হ্রদের শেষ দক্ষিণ প্রান্ত অতিক্রম করাকে বুঝাইতে পারে । সৈকতের বহুদূর বিস্তৃত এলাকা প্রবল বাতাসের কারণে পানিশূন্য অবস্থায় ছিল; এই অবস্থায় ফেরাউন বাহিনী পলাতকদের পিছু ধাওয়া করিলে, তাহাদের রথের চাকা ইত্যাদি ভিজা মাটির মধ্যে দাবিয়া যায়; ইত্যবসরে বাতাসের প্রাবল্য কমিয়া গেলে, পানি প্রবল বেগে ফিরিয়া আসিয়া ঐ বাহিনীর উপর ঝাপ্‌টাইয়া পড়ে । ইস্‌রাঈলীরা কোন্ রাস্তা অবলম্বন করিয়াছিল, সেটা নিয়াও লেখকদের মধ্যে মতভেদ আছে । অনেকের মতে, তাহারা দক্ষিণে,বর্তমান সিনাই পর্বত মালায়,আসিয়া লোহিত সাগরের পূর্বতীর ধরিয়া আকাবা উপসাগরের উত্তরে ইযিয়ন-জেবারে পৌঁছায় । অন্যেরা মনে করেন, মক্কা যাত্রী হাজীগণ ইযিয়ন-জেবারের পূর্বদিকে যেপথে এখনও গমন করিয়া থাকেন, সেই পথ ধরিয়া ইযিয়ন-জেবারের কাছে পৌঁছায়, তাহারা উত্তর-পশ্চিম দিক দিয়া কাদেশ (বার্নিয়া) অঞ্চলে সিনাই পাহাড়ে আসে অথবা

وَاِذْ وٰعَدْنَا مُوْسٰۤى اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْۢ بَعْدِهٖ وَاَنْتُمْ ظٰلِمُوْنَ ﴿٥٢﴾

৫২। এবং যখন আমরা মূসার[৯০] সহিত চল্লিশ রাত্রির [৯১] ওয়াদা করিয়াছিলাম, তখন তাহার অনুপস্থিতিতে তোমরা (উপাসনার নিমিত্তে) একটি গো-বৎসকে [৯২] গ্রহণ করিয়াছিলে, এবং তোমরা ছিলে যালেম।

ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿٥٣﴾

৫৩। তখন আমরা তোমাদিগকে ইহার পরও ক্ষমা করিয়াছিলাম যেন তোমরা কৃতজ্ঞ হও।

وَاِذْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ﴿٥٤﴾

৫৪। এবং (স্মরণ কর) যখন আমরা মূসাকে কিতাব[৯৩] ও ফুরকান[৯৪] দিয়াছিলাম যাহাতে তোমরা হেদায়াত প্রাপ্ত হও।

وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ اَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوْبُوْۤا اِلٰى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوْۤا اَنْفُسَكُمْ ؕ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ ؕ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ؕ اِنَّهٗ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴿٥٥﴾

৫৫। এবং যখন মূসা তাহার জাতিকে বলিল, 'হে আমার জাতি ! তোমরা গো-বৎসকে (মাবূদরূপে) গ্রহণ করিয়া নিশ্চয় নিজেদের আত্মার উপর যুলুম করিয়াছ, অতএব তোমরা তোমাদের সৃষ্টিকর্তার নিকট তওবা কর, এবং তোমরা তোমাদের আত্মা[৯৫](এর কুপ্রবৃত্তি) সমূহকে হত্যা কর, তোমাদের সৃষ্টিকর্তার সমক্ষে ইহাই তোমাদের জন্য উত্তম হইবে; (যখন তোমরা আদেশ পালন করিলে) তখন তিনি তোমাদের প্রতি সদয় দৃষ্টিপাত করিলেন; নিশ্চয় তিনি পুনঃ পুনঃ সদয় দৃষ্টিপাতকারী, পরম দয়াময়।

আকাবা উপসাগরের পূর্ব দিক বাহিয়া দক্ষিণ দিকে গমন করতঃ হরেব টিলায় উপনীত হয়। ঐতিহ্যগত বর্ণনাগুলির পার্থক্য এত বেশী যে, সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অসম্ভব (পীকের ভাষ্যঃ বাইবেল)।

৯০। ইহুদী ধর্মের প্রবর্তক হযরত মূসা (আঃ), যিনি ইসরাঈল জাতিকে ফেরাউনের অত্যাচার হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন, তিনিই ঐ জাতির নবীদের সর্বশ্রেষ্ঠ। বাইবেলের সূত্র অনুসারে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর পাঁচশত বৎসর পর এবং হযরত ঈসা (আঃ)-এর প্রায় চৌদ্দশত বৎসর পূর্বে তিনি আর্বিভূত হইয়াছিলেন। তিনি শরীয়াতবাহী নবী ছিলেন। তাঁহার পরে ঐ জাতির মধ্যে যত নবী আসিয়াছিলেন, তাহারা সকলেই ঐ শরীয়াতেরই অনুসারী ছিলেন।

৯১। ৭ঃ১৪৩ দেখুন।

৯২। মানুষ সাধারণতঃ পারিপার্শ্বিকতার দাস হইয়া থাকে। পরাধীন জাতির জন্য একথা অধিক সত্য, কারণ তাহারা শাসকগণের আচার-আচরণ ও রীতি-নীতি অনুকরণ করিয়া থাকে। বনী ইসরাঈল জাতি দীর্ঘকাল ব্যাপী ফেরাউনদের শাসনাধীন দাসত্বের জীবন যাপন করায় স্বাভাবিক ভাবেই তাহারা মিশরীয়দের পৌত্তলিক বিশ্বাস ও আচার-আচরণকে প্রায় আত্মস্থ করিয়া নিয়াছিল। মূসা (আঃ)-এর সহিত মিশর ছাড়িয়া তাহারা যখন পথে এক মূর্তিপূজক গোষ্ঠির সাক্ষাৎ লাভ করিল, তখন তাহারা মূসা (আঃ)-কে অনুরোধ করিল, তিনিও যেন এই ধরণের পূজাপার্বণকে তাহাদের জন্য প্রবর্তন করেন (৭ঃ১৩৯)।

৯৩। ঐ 'ফলকগুলি' যাহার উপরে মূসা (আঃ)-কে প্রদত্ত 'দশটি নির্দেশ' লিপিবদ্ধ করা হইয়া ছিল (দেখুন ৭ঃ১৪৬,১৫১,১৫৫)।

৯৪। 'ফুরকান' অর্থ যুক্তি, উষা বা সকাল, সহায়ক (মুফরাদাত,লেইন)। এই আয়াত বুঝাইতেছে যে, আল্লাহ্ তা'লা মূসা (আঃ)-কে কেবল কিতাব বা দশ নির্দেশ সম্বলিত ফলকগুলি দিয়াই ক্ষান্ত হন নাই,বরং তৎসঙ্গে তাঁহাকে অলৌকিক নিদর্শনাবলীসহ যুক্তিও দিয়াছিলেন এবং এমন সব ঘটনা সমূহ ঘটাইয়াছিলেন, যাহা সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য প্রদর্শন করতঃ কোনটা সত্য ও কোনটা মিথ্যা তাহা প্রকাশ করিয়া দেয়।

৯৫। 'আনফুসাকুম' (তোমাদের কু-প্রবৃত্তিগুলি) অর্থ তোমাদের আত্মীয়-স্বজন, তোমাদের খারাপ কামনা-বাসনা। 'নফ্স' আনফুসের এক বচন; ইহার অর্থ কামনা, বাসনা, কু-প্রবৃত্তি। বনী ইসরাঈলকে নির্দেশ দেওয়া হইল, তাহারা যেন অনুতাপ-অনুশোচনার মাধ্যমে নিজেদের কু-প্রবৃত্তি গুলিকে মন হইতে তাড়াইয়া দেয়। বাইবেলে এই বক্তব্য আছে যে, তাহাদিগকে আদেশ করা হইয়াছিল, "প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার ভাইকে হত্যা

وَاِذْ قُلْتُمْ يٰمُوْسٰى لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى نَرَى اللّٰهَ جَهْرَةً فَاَخَذَتْكُمُ الصّٰعِقَةُ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ ﴿٥٦﴾

৫৬। এবং (স্মরণ কর) যখন তোমরা বলিয়াছিলে, 'হে মূসা ! আমরা তোমার উপর আদৌ ঈমান আনিব না যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা আল্লাহ্‌কে সামনাসামনি দেখিব,' ফলে বজ্রপাত তোমাদিগকে আক্রমণ করিল, এবং তোমরা (নিজেদের আচরণের পরিণতি) অবলোকন করিতেছিলে ।

ثُمَّ بَعَثْنٰكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿٥٧﴾

৫৭। অতঃপর, আমরা তোমাদের মৃত্যুর[৯৬] পর তোমাদিগকে উত্থিত করিলাম যেন তোমরা কৃতজ্ঞ হও ।

وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَاَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوٰى ؕ كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ ؕ وَمَا ظَلَمُوْنَا وَلٰكِنْ كَانُوْۤا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ﴿٥٨﴾

৫৮। এবং আমরা তোমাদের উপর মেঘমালার[৯৭] ছায়া দান করিলাম এবং আমরা তোমাদের জন্য 'মান্ন'[৯৮] এবং 'সাল্‌ওয়া'[৯৯] নাযেল করিলাম (এবং বলিলাম) 'তোমরা সেই পবিত্র রিয্‌ক হইতে আহার কর, যাহা আমরা তোমাদিগকে দিয়াছি।' তাহারা (অবাধ্যতা করিয়া) আমাদের উপর কোন যুলুম করে নাই, বরং তাহারা নিজেদের উপরই যুলুম করিয়াছিল ।

وَاِذْ قُلْنَا ادْخُلُوْا هٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوْا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَّادْخُلُوا الْبَابَ

৫৯। এবং (স্মরণ কর সেই সময়ের কথা) যখন আমরা বলিয়াছিলাম, "এই জনপদে[১০০] প্রবেশ কর এবং উহা হইতে

করিবে, প্রত্যেক মিত্র তাহার সাথীকে মারিয়া ফেলিবে । আর প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার প্রতিবেশীকে মারিয়া ফেলিবে"(যাত্রা পুস্তক- ৩২ঃ২৭)। কুরআন এই বক্তব্য মোটেই সমর্থন করে না । কুরআনে দেখা যায়, তাহাদিগকে মাফ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল (৪ঃ১৫৪)। এমন কি তাহাদের নেতা সামিরীকে পর্যন্ত হত্যা করা হয় নাই (২০ঃ৯৮)।

৯৬। এই আয়াতে ইহা বুঝাইতে পারে যে, বনী ইসরাঈল জাতি অত্যন্ত বেয়াদবীপূর্ণ ভাষায় যে উদ্ধত ও যুক্তিহীন দাবী উথাপন করিয়াছিল, উহার কারণে তাহাদের আধ্যাত্মিক মৃত্যু ঘটিয়া গিয়াছিল, অবশ্যই তাহাদের শারীরিক মৃত্যু সংঘটিত হয় নাই। এই অর্থ ও তাৎপর্য পরবর্তী আয়াতদ্বারাও সাব্যস্ত হয়, যেখানে আল্লাহ্‌তা'লা বলেন, "অতঃপর আমরা তোমাদের মৃত্যুর পর তোমাদিগকে উত্থিত করিলাম" অর্থাৎ তোমরা হারানো ঈমান ও মর্যাদা ফিরিয়া পাইলে। 'মওত' শব্দের অর্থ 'বর্ধনশীলতা ও উন্নতি তিরোহিত ও স্তব্ধ হইয়া যাওয়া (৫৭ঃ১৮), অনুভূতি শক্তির লোপ (১৯ঃ২৪), যুক্তি ও বুদ্ধিমত্তার বিলুপ্তি (৬ঃ১২৩), এমন তীব্র শোক যাহা মানুষের জীবনকে দুর্বিষহ করিয়া তুলে (১৪ঃ১৮), শারীরিক মৃত্যু (লেইন)।

৯৭। যাত্রাপুস্তক ৪০ঃ ৩৪-৩৮ দেখুন ।

৯৮। 'মান্ন' অর্থ অনুগ্রহ বা দান; বিনা শ্রমে যাহা পাওয়া যায় এমন কিছু, মধু বা শিশির (আকরাব)। মহানবী (সাঃ)-এর একটি হাদীসেও 'মান্নার' উল্লেখ আছে। মাটির নীচে জন্মায়, এরূপ বেঙের ছাতা জাতীয় উদ্ভিদও মান্নার অন্তর্গত (বুখারী)। লেইনের অভিধানে 'তুবাঙ্গাবীন্' শব্দটির অর্থ দেখুন ।

৯৯। 'সাল্‌ওয়া' হইল (১) তিতিরের মত সাদা ধরণের পাখী, যাহা আরব দেশে বিভিন্ন এলাকায় পাওয়া যায় এবং পাশাপাশি দেশগুলিতেও দেখা যায় (২) এমন যে কোন বস্তু যাহা মানুষের মনকে প্রশান্তি ও সন্তোষে ভরিয়া দেয়,(৩) মধু (আকবার)। মান্ন ও সালওয়া পাঠাইবার কথা কুরআনে তিনটি স্থানে বলা হইয়াছে । আলোচ্য আয়াতে, ৭ঃ ১৬১ এবং ২০ঃ৮১ আয়াতে । এই তিন স্থানেই, মান্ন-সাল্‌ওয়া অবতরণের উল্লেখের পরে পরেই বলা হইয়াছে যে, "আমরা যে সব ভাল জিনিস তোমাদের রিয্‌ক রূপে দিয়াছি, তাহা খাও" ইহা দ্বারা বুঝা যায়, সিনাই উপত্যকায় ইস্‌রাঈলীদিগকে যে খাদ্য খাইতে দেওয়া হইয়াছিল, তাহা স্বাস্থ্যকর, সুস্বাদু ও রুচীসম্মত ছিল; সেই খাদ্যের মধ্যে বিভিন্ন বস্তু ছিল, যাহার মধ্যে মান্ন ও সালওয়া ছিল প্রধান (যাত্রাপুস্তক- ১৬ঃ১৩-১৫ দেখুন)।

১০০। এখানে 'কারিয়াতা' বলিতে কোন নির্দিষ্ট জনপদকে বুঝায় নাই, বরং সিনাই হইতে কেনান যাত্রা-পথে নিকটবর্তী কোন জনপদকে বুঝাইতেছে । যেহেতু বনী ইসরাঈলী জাতি বহুদিন শহরে বসবাসের অভ্যাস বশতঃ শহরে জীবনের প্রত্যাশায় ছিল এবং তাহাদের

سُجَّدًا وَّ قُوْلُوْا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطٰيٰكُمْ ؕ وَسَنَزِيْدُ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿۵۹﴾

যেখানে তোমাদের ইচ্ছা তৃপ্তি সহকারে আহার কর, এবং (উহার) দ্বারে আনুগত্যের সহিত প্রবেশ কর এবং তোমরা বল, (হে আল্লাহ্ !) 'আমাদের পাপের বোঝা নামাও'। আমরা তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করিয়া দিব এবং আমরা নিশ্চয় সৎকর্ম পরায়ণদিগকে বাড়াইয়া দিব ।

فَبَدَّلَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِىْ قِيْلَ لَهُمْ فَاَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا رِجْزًا مِّنَ السَّمَآءِ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ ﴿۶۰﴾ ع

৬০ । কিন্তু যাহারা যুলুম করিয়াছিল তাহাদিগকে যে কথা (বলিতে) বলা হইয়াছিল তাহারা উহা বদলাইয়া অন্য কথা বলিল। ফলে যাহারা যুলুম করিয়াছিল আমরা তাহাদের উপর আসমান হইতে শাস্তি অবতীর্ণ করিলাম এইজন্য যে তাহারা অবাধ্যতা করিত ।

[১৩] ৬

وَاِذِ اسْتَسْقٰى مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ ؕ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ؕ قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ؕ كُلُوْا وَاشْرَبُوْا مِنْ رِّزْقِ اللّٰهِ وَلَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ﴿۶۱﴾

৬১ । এবং (সেই সময়কে স্মরণ কর) যখন মূসা তাহার কওমের জন্য পানি চাহিল, তখন আমরা বলিলাম, 'তুমি তোমার লাঠি দ্বারা পাথরটির উপর আঘাত কর;' ইহার ফলে উহার মধ্য হইতে বারটি[১০১] ঝরণা উদ্গত হইয়া প্রবাহিত হইল, (তখন) প্রত্যেক গোত্র নিজ নিজ পান-স্থান চিনিয়া লইল, (এবং তাহাদিগকে বলা হইল) 'তোমরা আল্লাহ্র রিয্ক হইতে খাও এবং পান কর এবং যমীনে বিশৃংখলা সৃষ্টি করিয়া বেড়াইও না ।'

ক্রয়-ক্ষমতা ছিল, সেই হেতু তাহাদিগকে নির্দেশ দেওয়া হইল, তাহারা পার্শ্ববর্তী গ্রামে যাইয়া, মানুষের সামাজিক জীবনের সাথে মরু জীবনের মিলন-স্বাদ উপভোগ করিয়া লউক এবং স্বাধীনভাবে, মুক্ত মনে যেখানে ইচ্ছা খাওয়া-দাওয়া সারিয়া লউক । মরু জীবনে যেখানে ব্যক্তি-মালিকানা নাই, সেখানে জীবন-পদ্ধতি এই ধরণেরই । কিন্তু এই পরিবর্তন যেহেতু তাহাদিগকে ভিন্ন জাতীয় লোকের সংস্পর্শে নিয়া আসিবে এবং তাহাদের নৈতিক মূল্যবোধের উপর প্রভাব বিস্তার করিবে, সেই কারণে তাহাদিগকে এ ব্যাপারে সাবধান করিয়া দেওয়া হইয়াছিল যে, তাহারা যেন আল্লাহ্র আনুগত্যের কথা কোনও মতে না ভুলে ।

১০১। এখন ঐ ঝরণাগুলির চিহ্ন পর্যন্ত সেখানে নাই । কিন্তু তাহাতে আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই । কেননা, এখনও সুনির্দিষ্টভাবে জ্ঞাত হওয়া যায় নাই, কোন্ স্থানটি দিয়া মূসা (আঃ) এই ভ্রমণটি সম্পন্ন করিয়াছিলেন । তাহা ছাড়াও, সাধারণ অভিজ্ঞতা হইতেও দেখা যায়, ধীরে ধীরে ঝরণা ধারার উৎসমুখ বন্ধ হইয়া যায় । এখানে বর্ণিত ঘটনা, হাজার হাজার বৎসর পূর্বে ঘটিয়াছিল । ইহাও জানা কথা যে, সময় সময় ঝরণা হঠাৎ করিয়া প্রবাহিত হইয়া আবার বন্ধ হইয়া যায়, এমনকি শুষ্ক হইয়া যায় । অনেক ক্ষেত্রে এমনভাবে শুকাইয়া যায় যে, ঝরণার চিহ্নও সেখানে থাকে না । বলা হইয়াছে যে, পঞ্চদশ শতাব্দীতেও বারটি ঝরণা সেখানে প্রবাহিত ছিল । "পাহাড়টি আরব দেশের সীমানার মধ্যেই অবস্থিত এবং তাঁহার (মুহাম্মদ সাঃ) স্বদেশ বাসীরা তাহা দেখিয়াছেন, যদিও তিনি স্বয়ং হয়তো উহা দেখেন নাই; ইহা অধিক সম্ভব যে, তিনি (সাঃ) স্বয়ং উহা দেখিয়াছেন । মোট কথা, কার্যতঃ তাঁহার কথা সঠিক বলিয়াই মনে হয় । কেননা, পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ দিকে এক ব্যক্তি ঐ অঞ্চল ভ্রমণ করিয়া আসিয়া বলিয়াছিলেন যে, তিনি স্বয়ং একটি বিরাট পাথর হইতে ১২টি স্রোতধারা নির্গত হইতে দেখিয়াছিলেন । ইস্রাঈলের ১২টি গোত্রের সংখ্যার সহিত এই সংখ্যার মিল আছে" (আল্-কোরান, সেইলঅনূদিত, পৃষ্ঠা-৮)। হযরত মূসা (আঃ)এর সঙ্গে বনী ইসরাঈলের বারটি গোত্র ছিল, তাই আল্লাহ্তা'লা বারটি ঝরণাও প্রবাহিত করিয়াছিলেন । কারণ একটি ঝরণা তাহাদের প্রয়োজন মিটাইতে পারিত না, কেননা তাহাদের সংখ্যা ছিল অনেক; বাইবেলের মতে তাহাদের সংখ্যা ছিল ছয় লক্ষ (গণনা পুস্তক- ১:১৪৬)।

মূসা (আঃ)-এর মুজেযা এই কথার মধ্যে নিহিত নহে যে, তিনি ঐ সময়ে প্রকৃতির নিয়ম-কানুন বিরুদ্ধ ঘটনা ঘটাইয়াছিলেন । বরং তাঁহার মুজেযা বা অলৌকিকতা এই কথার মধ্যেই নিহিত যে, আল্লাহ্তা'লা ঐ নির্দিষ্ট স্থানটি তাঁহার কাছে প্রকাশ করিয়া লাঠি দ্বারা আঘাত করিবার জন্য নির্দেশ দিয়াছিলেন যেখানে পানি প্রবাহিত হইবার জন্য প্রস্তুত ছিল । ইহা ভূ-তাত্ত্বিকদের কাছে সুবিদিত যে, সময় সময় পাহাড়ের বা প্রস্তরের অল্প নীচেই পানির ঝরণা প্রবাহিত হইয়া থাকে এবং ভারি বস্তু বা চোখা বস্তু দ্বারা আঘাত করা মাত্র পানি সজোরে বাহির হইতে থাকে ।

وَاِذْ قُلْتُمْ يٰمُوْسٰى لَنْ نَّصْبِرَ عَلٰى
طَعَامٍ وَّاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ
لَنَا مِمَّا تُنْۢبِتُ الْاَرْضُ مِنْۢ بَقْلِهَا
وَقِثَّآئِهَا وَفُوْمِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا ؕ
قَالَ اَتَسْتَبْدِلُوْنَ الَّذِىْ هُوَ اَدْنٰى
بِالَّذِىْ هُوَ خَيْرٌ ؕ اِهْبِطُوْا مِصْرًا فَاِنَّ
لَكُمْ مَّا سَاَلْتُمْ ؕ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ
الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ ۗ وَبَآءُوْ بِغَضَبٍ
مِّنَ اللّٰهِ ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ
بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ النَّبِيّٖنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ؕ
ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ﴿٦١﴾ ع ٧ [٢] ٧

৬২। এবং (স্মরণ কর) যখন তোমরা বলিয়াছিলে,'হে মূসা ! আমরা একই প্রকার খাদ্যে আদৌ ধৈর্য ধারণ করিতে পারিব না, সুতরাং তুমি তোমার প্রভুর নিকট আমাদের জন্য দোয়া কর যেন যমীন যাহা উৎপন্ন করে উহা হইতে তিনি কতক আমাদের জন্য উৎপন্ন করেন, যথা - উহার শাক্-সব্জী, উহার শসা এবং উহার গম এবং উহার মুসুর এবং উহার পিঁয়াজ। তিনি বলিলেন, 'তোমরা কি উৎকৃষ্টতর বস্তুকে নিকৃষ্টতর বস্তুর সঙ্গে বদল করিতে চাহ ?'চলিয়া যাও কোন শহরে, এবং তোমরা যাহা চাহিয়াছ[১০২] তাহা সেখানে অবশ্যই রহিয়াছে'; এবং তাহাদের জন্য লাঞ্ছনা এবং দারিদ্র অবধারিত করিয়া দেওয়া হইল, এবং তাহারা আল্লাহ্র গযবের পাত্র হইল, ইহা এই জন্য হইল যে, তাহারা আল্লাহ্র নির্দশনাবলীকে অস্বীকার করিত এবং নবীগণকে অন্যায় ভাবে হত্যা[১০৩] করিতে চেষ্টা করিত; ইহা এই জন্য যে, তাহারা অবাধ্যতা এবং সীমালংঘন করিত।

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا وَالنَّصٰرٰى
وَالصّٰبِـُٔوْنَ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَعَمِلَ

৬৩। নিশ্চয় যাহারা ঈমান আনিয়াছে, এবং যাহারা ইহুদী হইয়াছে এবং খৃষ্টানগণ এবং সাবীগণ[১০৪]— (তাহাদের মধ্যে) যাহারা আল্লাহ্ এবং পরকালের উপর (পূর্ণ) ঈমান আনিয়াছে

"ইয্রিব বি আসাকাল হাজারা" বাক্যের অর্থ ইহাও হয় যে, "তাড়াতাড়ি তোমার সম্প্রদায়কে নিয়া প্রস্তরটার নিকট যাও"। 'আসা' রূপক অর্থে সম্প্রদায়কে বুঝায়, 'ইয্রিব' রূপকভাবে 'তাড়াতাড়ি যাও' বুঝায়। আরবীতে বলা হয়, 'যারাবাল আরযা'অথবা 'যারাবা ফিল আরযে' যার অর্থ হয়,সে তাড়াতাড়ি ভূমিতে দৌড়িল (লেইন)।

১০২। দীর্ঘকাল ধরিয়া পর-নির্ভর দাসত্বের জীবন-যাপন করার ফলে, ইসরাঈলী জাতি ভীতু ও অলস হইয়া গিয়াছিল। তাই, আল্লাহ্তা'লা চাহিয়াছিলেন তাহারা কিছুদিন মরুভূমিতে থাকিয়া, শিকার করিয়া ও শাক-সব্জী খাইয়া জীবন-ধারণ করুক, যাহাতে তাহাদের ভীতি ও আলস্য কাটিয়া যায় এবং তাহারা স্বাধীনভাবে শ্রমসাধ্য জীবন যাপনের উপযুক্ত হইয়া উঠে। এইভাবে, পুনরুজ্জীবিত হইয়া উঠিলে, তাহাদিগকে প্রতিশ্রুত ভূমিতে লইয়া যাওয়া হইবে এবং ফিলিস্তীনের শাসন কর্তৃত্ব দেওয়া হইবে। কিন্তু বনী ইসরাঈল জাতি আল্লাহ্র এই অভিপ্রায় বুঝিতে পারিল না অথবা বুঝিয়াও ইহাকে মর্যাদা দিল না। তাহারা শহরে বসবাসের জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। আল্লাহ্ চাহিতেছিলেন তাহাদিগকে প্রতিশ্রুত দেশের শাসন ও কর্তৃত্বের যোগ্য করিয়া তুলিতে, আর হতভাগ্য জাতি চাহিতেছিল গৃহকর্তা বনিতে। তাই, তাহাদিগকে বলা হইল, 'এই জনপদে প্রবেশ কর এবং সেখান হইতে যেখানে যাহা তোমাদের ইচ্ছা তৃপ্তিসহকারে আহার কর।'

১০৩। 'কতল' শব্দটির প্রাথমিক অর্থ মারিয়া ফেলা' ছাড়াও মারিয়া ফেলার চেষ্টা বা ইচ্ছা করা, মারধর করা, অভিশাপ দেওয়া, পূর্ণভাবে সম্পর্ক ত্যাগ করা, কোন জিনিসের মন্দ প্রভাবকে নির্মূল করা ইত্যাদি অর্থে ব্যবহার করা হয়। এখানে 'ইয়াকতুলুনাবীঈনা' দ্বারা এই কথা বুঝায় না যে, তাহারা সত্যি সত্যি নবীগণকে মারিয়া ফেলিয়া ছিল, কেননা মূসা (আঃ) পর্যন্ত তাহারা কোন নবীর জীবন নাশ করিয়াছিল বলিয়া জানা যায় না। প্রকৃতপক্ষে মূসা (আঃ)-ই ছিলেন তাহাদের মধ্যে আগত প্রথম জাতীয় পর্যায়ের নবী। মূসা ও হারূন (আঃ)-এর ক্ষেত্রেই এই বাক্যটি প্রযোজ্য হইতে পারে। কিন্তু তাহারা এই দুই নবীকে হত্যা করে নাই। তবে হ্যাঁ, তাহারা তাহাদিগকে সময়ে সময়ে হত্যা করার চেষ্টা করিয়াছিল (যাত্রাপুস্তক- ১৭:৪)। অতএব, এই আয়াতের 'কতল' শব্দটি 'সত্য সত্যই হত্যা করা'অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই। বরং এই অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে যে, তাহারা নবীদের তীব্র ও প্রাণঘাতি বিরোধীতা করিয়াছিল এবং সামর্থ্য থাকিলে হত্যা করিয়াই ফেলিত। (৩:২২ এবং ৪০:২৯ দেখুন)।

১০৪। 'সাবী' তাহাকে বলা হয় যিনি নিজ ধর্ম ত্যাগ পূর্বক নূতন ধর্ম অবলম্বন করেন। বস্তুতঃ আরব দেশের ও পার্শ্ববর্তী দেশগুলির কোন কোন অংশে কয়েকটি ধর্মীয় গোত্র বসবাস করিত, তাহাদিগকে 'সাবিয়ূন' বলা হইত। তাহারা ছিল (১) মেসোপটেমিয়াতে বসবাস কারী তারকা-উপাসক গোষ্ঠি (গিবনের 'রোমান ইম্পায়ার' 'মুরূজুদ্ দাহাব' এবং এনসাইক্লো রিল-এথিক্স ৮ম-এর ম্যান্ডিয়ান্স); (২) ইরাক ভূখণ্ডের

صَالِحًا فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿٦٣﴾

এবং নেক আমল (পুণ্য কর্ম) করিয়াছে, তাহাদের জন্য রহিয়াছে তাহাদের প্রভুর নিকট (যথাযোগ্য) পুরস্কার, তাহাদের কোন ভয় নাই এবং তাহারা দুঃখিতও হইবে না ।

وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّوْرَ ؕ خُذُوْا مَآ اٰتَيْنٰكُمْ بِقُوَّةٍ وَّاذْكُرُوْا مَا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿٦٤﴾

৬৪ । এবং (স্মরণ কর সেই সময়কে) যখন আমরা তোমাদের নিকট হইতে দৃঢ় অঙ্গীকার লইয়াছিলাম এবং তূর পর্বতকে[১০৫] তোমাদের উপর সমুচ্চ করিয়াছিলাম (এবং বলিয়াছিলাম), 'আমরা তোমাদিগকে যাহা দিয়াছি উহা তোমরা মযবূত ভাবে ধর এবং ইহার মধ্যে যাহা আছে তাহা স্মরণ রাখ যেন তোমরা মুত্তাকী হইতে পার ।'

ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِّنْ بَعْدِ ذٰلِكَ ۚ فَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ لَكُنْتُمْ مِّنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿٦٥﴾

৬৫ । অতঃপর, তোমরা ইহার (হেদায়াত প্রাপ্তির) পরও পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিলে, অতএব, যদি তোমাদের উপর আল্লাহ্‌র ফযল এবং তাঁহার রহমত[১০৬] না হইত, তাহা হইলে নিশ্চয় তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যাইতে ।

মসূলে বসবাসকারী এক জাতি, যাহারা এক খোদায় বিশ্বাসী ছিল, নবীগণকেও মানিত কিন্তু তাহাদের কোন ধর্মপুস্তক ছিল না । তাহারা দাবী করিত, তাহারা হযরত নূহ (আঃ)-এর ধর্মাবলম্বী (জরীর ও কাসীর)। তবে উপরোক্তদের সাথে বাইবেলের ব্যাখ্যাকারদের 'ইয়ামেন বাসী সাবিয়ানদের' কোন সম্পর্ক নাই ।

এই আয়াতের তাৎপর্য **এই** নয় যে, আল্লাহ্ ও শেষ দিনের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিলেই পরিত্রাণের জন্য যথেষ্ট হইবে । ভ্রমবশতঃ কেহ কেহ এইরূপ মনে করিয়া থাকেন । কুরআন অত্যন্ত জোরের সহিত ঘোষণা করে, রসূলে করীম (সাঃ)-এর উপর বিশ্বাস আনয়ন একান্ত অপরিহার্য (৪ঃ১৫১-১৫২; ৬ঃ৯৩)। মহানবীর (সাঃ) উপর বিশ্বাস আল্লাহ্‌র প্রতি পূর্ণাঙ্গ ও সার্বিক বিশ্বাসের একটি অঙ্গ এবং পরকালের উপর বিশ্বাস স্থাপনের সহিত ওহী-এলহামের প্রতি বিশ্বাস অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত (৪ঃ১৫১,১৫২ এবং ৬ঃ৯৩)। অন্যত্র দেখা যায়, কুরআন সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করিতেছে, ইসলামই একমাত্র ধর্ম, যাহা আল্লাহ্‌র কাছে গ্রহণযোগ্য (৩ঃ২০,৮৬)। এই আয়াত আল্লাহ্ ও আখেরাতে বিশ্বাস স্থাপনের কথা উল্লেখ করিয়াই **ক্ষান্ত হইয়াছে, কেননা** আল্লাহ্ ও আখেরাতে বিশ্বাসের মধ্যেই রসূলে পাক (সাঃ)- এর প্রতি বিশ্বাস ও ওহী-এলহামের প্রতি বিশ্বাস অন্তর্ভুক্ত হইয়া রহিয়াছে ; এই জন্য নহে যে, শেষোক্ত বিশ্বাস দুইটি পরিহারযোগ্য । মোট কথা, চারিটি ব্যাপারে অবিভাজ্য বিশ্বাস রাখাই পুরামাত্রায় প্রয়োজন । আসল কথা হইল এই যে, ইহুদীরা দাবী করে তাহারাই আল্লাহ্‌র অনুগৃহীত জাতি এবং কেবল মাত্র তাহারাই আল্লাহ্‌র কাছে পরিত্রাণযোগ্য; অন্যেরা পরিত্রাণযোগ্য নহে । তাহাদের ঐ ভ্রান্তিপূর্ণ বিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত করিবার জন্য আল্লাহ্ তা'লা এই আয়াত নাযেল করিয়াছেন । এই আয়াতের আরেকটি তাৎপর্য আছে । ইহা বলিয়া দিতে চায় যে, বাহ্যিক ভাবে ইহুদী, খৃষ্টান, সাবিয়ান, এমনকি মুসলমানই হউক না কেন, যদি বিশ্বাসটা কেবল ব্যক্তির ঠোঁটের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে, তাহা হইলে ইহা কোন কাজে আসে না । বিশ্বাসের মধ্যে যদি কোন চালিকা-শক্তি ও কর্মপ্রেরণা না থাকে, তাহা হইলে ইহা জীবন্ত নহে, বরং মৃত । এই আয়াতে একটি ভবিষ্যদ্বাণী রহিয়াছে এবং ইসলামের সত্যতার যাচাই করার মাপকাঠি রহিয়াছে । ভবিষ্যদ্বাণীটি হইল, ইস্‌লাম নিশ্চয়ই বিজয়ী ও প্রবল হইবে, কেননা ইহা সত্য ধর্ম । মাপকাঠি হইল এই যে, ভবিষ্যদ্বাণীটি করা হইয়াছিল এমনি একটি সময়ে যখন ইসলাম প্রবল বিরোধী শক্তির মোকাবিলায় আপন অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে লিপ্ত ছিল । এই আয়াতের আরেকটি তাৎপর্য ইহাও হইতে পারে যে, যাহারা নিজেকে বিশ্বাসী বলিয়া দাবী করে, তাহারা ইহুদী, খৃষ্টান, সাবিয়ান বা অন্য যে কোন ধর্মেরই হউক না কেন, যদি আল্লাহ্‌তে ও আখেরাতে তাহাদের অটল ও অকপট বিশ্বাস থাকে এবং সত্য ধর্মের (ইসলামের) সারবস্তু সৎকর্মশীলতাকে জীবনের অবলম্বন করে তাহা হইলে পরিণামে তাহাদের কোনও ভয়ের কারণ নাই এবং তাহারা দুঃখে নিপতিত হইবে না ।

১০৫। 'ওয়া রাফা'না ফাওকাকুমু ত্বূরা' বাক্যদ্বারা ইহা বুঝায় না যে, ইস্‌রাঈলীদের মাথার উপরে সিনাই পর্বতকে উত্তোলন পূর্বক লট্‌কানো অবস্থায় রাখা হইয়াছিল । ইহার সোজা সরল অর্থ হইল এই যে, যখন ইসরাঈলীদের নিকট হইতে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করা হইতেছিল, তখন তাহারা সিনাই পর্বতের পাদ দেশে দণ্ডায়মান ছিল । বাক্যটি এই বিষয়ের প্রতিও ইঙ্গিত করিতে পারে যে, ইস্‌রাঈলী জাতি যখন সিনাই পর্বতের পাদ দেশে তাঁবু খাটাইয়া অবস্থান করিতেছিল, তখন ভূমিকম্প আসিয়া পাহাড়টিকে ভীষণভাবে প্রকম্পিত করিয়া ছিল (যাত্রাপুস্তক- ১৯ঃ২)। এইরূপ ক্ষেত্রে মনে হয় যে, পর্বত চূড়া যেন নীচে দণ্ডায়মানদের মাথার উপর ঝুলিতেছে ।

১০৬। 'রহমত' (দয়া), ফযল (অনুগ্রহ) প্রায় সমার্থক শব্দ । তবে তুলনামূলক পার্থক্য এতটুকু আছে যে, 'রহমত' আল্লাহ্ তা'লার ঐ সব কাজের সহিত সাধারণতঃ সম্পর্ক রাখে যাহা ধর্ম বা আধ্যাত্মিকতার সহিত জড়িত ।

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِيْنَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُوْنُوْا قِرَدَةً خٰسِئِيْنَ ﴿٦٦﴾

৬৬। এবং তোমাদের মধ্য হইতে যাহারা সাবাতের বিষয়ে সীমালংঘন করিয়াছিল তাহাদের (পরিণাম) সম্বন্ধে তোমরা নিশ্চয় অবগত হইয়াছ। সুতরাং আমরা তাহাদিগকে বলিয়াছিলাম, তোমরা লাঞ্ছিত বানর [১০৭] হইয়া যাও।'

فَجَعَلْنٰهَا نَكَالًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿٦٧﴾

৬৭। অতএব, আমরা ইহাকে তাহাদের সমসাময়িক এবং তাহাদের পরবর্তীকালের লোকদের জন্য শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত এবং মুত্তাকীগণের জন্য উপদেশ স্বরূপ করিয়াছিলাম।

وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖٓ اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تَذْبَحُوْا بَقَرَةً ؕ قَالُوْٓا اَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا ؕ قَالَ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ ﴿٦٨﴾

৬৮। এবং (স্মরণ কর) যখন মূসা তাহার কওমকে বলিয়াছিল, 'নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদিগকে একটি গাভী যবাহ্ করার আদেশ দিতেছেন,' তাহারা বলিয়াছিল, 'তুমি কি আমাদিগকে ঠাট্টার পাত্র পাইয়াছ ?' সে বলিল, 'আমি আল্লাহ্র আশ্রয় চাহিতেছি যাহাতে আমি মূর্খদের অন্তর্ভুক্ত না হই।'

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَّنَا مَا هِيَ ؕ قَالَ اِنَّهٗ يَقُوْلُ اِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَّلَا بِكْرٌ ؕ عَوَانٌۢ بَيْنَ ذٰلِكَ ؕ فَافْعَلُوْا مَا تُؤْمَرُوْنَ ﴿٦٩﴾

৬৯। তাহারা বলিল, 'তুমি আমাদের জন্য তোমার প্রভুর সমীপে দোয়া কর, যেন তিনি আমাদিগকে স্পষ্টভাবে অবহিত করেন যে, উহা কিরূপ।' সে বলিল,'তিনি বলিতেছেন, উহা এমন একটি গাভী, যাহা বৃদ্ধাও নহে এবং অল্প-বয়স্কাও নহে, বরং ঐ দুই-এর মাঝামাঝি পূর্ণ যৌবনা; সুতরাং তোমাদিগকে যাহা আদেশ দেওয়া হইতেছে তাহা পালন কর।'

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَّنَا مَا لَوْنُهَا ؕ قَالَ اِنَّهٗ يَقُوْلُ اِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَآءُ ۙ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ النّٰظِرِيْنَ ﴿٧٠﴾

৭০। তাহারা বলিল, 'তুমি আমাদের জন্য তোমার প্রভুর সমীপে দোয়া কর, যেন তিনি আমাদিগকে স্পষ্টভাবে অবহিত করেন যে, উহার রং কি।' সে বলিল, 'তিনি বলিতেছেন, উহা একটি হলুদ বর্ণের গাভী, উহার রং উজ্জ্বল গাঢ়, যাহা দর্শকদিগকে আনন্দ দেয়।'

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَّنَا مَا هِيَ ۙ اِنَّ الْبَقَرَ تَشٰبَهَ عَلَيْنَا ؕ وَاِنَّآ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ لَمُهْتَدُوْنَ ﴿٧١﴾

৭১। তাহারা বলিল, 'তুমি আমাদের জন্য তোমার প্রভুর সমীপে দোয়া কর, যেন তিনি আমাদিগকে অবহিত করেন যে, উহা কিরূপ; কারণ আমাদের নিকট সকল গাভী পরস্পর একই রকম মনে হইতেছে এবং আল্লাহ্ ইচ্ছা করিলে নিশ্চয় আমরা হেদায়াত প্রাপ্ত হইব।'

১০৭। 'বানর' শব্দটি এখানে আলঙ্কারিক ভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহার মর্ম এই যে, ইসরাঈলীরা আধ্যাত্মিক চরিত্র ও নৈতিকতার দিক হইতে বানরের মত ঘৃণ্য ও নীচ হইয়া পড়িয়াছিল। শারীরিক গঠনের দিক দিয়া তাহারা বানর হইয়া যায় নাই। তাহারা সত্যি সত্যি বানরে পরবর্তিত হইয়া যায় নাই, কেবল তাহাদের হৃদয় পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছিল (মুজাহিদ)। 'আল্লাহ্ এখানে আলঙ্কারিক ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন' (কাসীর)। কুরআনে যদি শারীরিক পরিবর্তন অর্থেই বানর শব্দ ব্যবহৃত হইত, তাহা হইলে ইহার সাথে 'খাসিয়াহ্' বিশেষণ বসিত, কেননা 'খাসিয়ীন' শব্দটি কেবল যুল-উকূল অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন বিচারক্ষম প্রাণীর জন্য ব্যবহৃত হয়। এখানে এই শব্দটি ইচ্ছাপূর্বক ব্যবহৃত হইয়াছে; উদ্দেশ্য এই যে, বানর যেমন ঘৃণ্য ও অবহেলিত প্রাণী, তেমনি ইহুদীরা চিরকাল অবজ্ঞা ও ঘৃণিত অবস্থায় পৃথিবীতে বসবাস করিবে। শিক্ষাদীক্ষা ও অর্থে সম্পদে তাহারা যতই ধনী হউক না কেন, তাহারা পৃথিবীর বুকে কোন স্থায়ী নিরাপত্তার স্থান রচনা করিতে পারিবে না। 'খাসিয়ীন' শব্দটির ধাতুগত অর্থ ঘৃণা, অপমান এবং এরূপ অবস্থায় ভূলুণ্ঠিত হওয়া।

قَالَ اِنَّهٗ يَقُوْلُ اِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذَلُوْلٌ تُثِيْرُ
الْاَرْضَ وَلَا تَسْقِى الْحَرْثَ ۚ مُسَلَّمَةٌ لَّا
شِيَةَ فِيْهَا ؕ قَالُوا الْـٰٔنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ ؕ
فَذَبَحُوْهَا وَمَا كَادُوْا يَفْعَلُوْنَ ﴿٧١﴾

৭২। সে বলিল, 'তিনি বলিতেছেন, উহা এমন এক গাভী, না উহাকে ভূকর্ষণের জন্য হালে জোতা হইয়াছে, না উহাকে খেতে পানি সেচের কাজে ব্যবহার করা হইয়াছে; উহা সুস্থ কায়া, উহাতে কোন দাগ নাই।' তাহারা বলিল, 'তুমি এখন প্রকৃত বিষয় পেশ করিয়াছ।' তখন তাহারা উহাকে যবাহ্ করিল, যদিও তাহারা ইহা[১০৮] করিতে ইচ্ছুক ছিল না।

وَاِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادّٰرَءْتُمْ فِيْهَا ؕ وَاللّٰهُ
مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ ﴿٧٢﴾

৭৩। এবং (স্মরণ কর সেই সময়ের কথা) যখন তোমরা এক ব্যক্তিকে[১০৯] হত্যা[১০৯ক] করিয়াছিলে, অতঃপর, তোমরা উহার সম্বন্ধে মতভেদ করিয়াছিলে, অথচ যাহা তোমরা গোপন[১০৯খ] করিতেছিলে, আল্লাহ্ উহার উদ্‌ঘাটনকারী ছিলেন।

فَقُلْنَا اضْرِبُوْهُ بِبَعْضِهَا ؕ كَذٰلِكَ يُحْىِ اللّٰهُ
الْمَوْتٰى ۙ وَيُرِيْكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ

৭৪। অতঃপর, আমরা বলিলাম, 'এই ঘটনাকে (অপরাপর অনুরূপ) কতক ঘটনাবলীর সহিত মিলাইয়া[১১০] দেখ (তাহা হইলে তোমরা প্রকৃত স্বরূপ বুঝিতে পারিবে),' এইভাবে আল্লাহ্

১০৮। ইসরাঈলীগণ মিশরবাসীদের সাথে সুদীর্ঘকাল বসবাস করিয়াছিল। মিশরীয়রা গাভীকে অতিশয় শ্রদ্ধা করিত, তাই ইসরাঈলীদের মনেও গাভীর প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি জন্মিয়াছিল। তাই, তাহারা যখন উপাসনার জন্য আরাধ্য-দেবতা বানাইল, তখন তাহারা ইহাকে গো-বৎসের রূপ দান করিল (কুরআন- ২:৫২, যাত্রাপুস্তক- ৩২:৪)। গাভীর প্রতি তাহাদের ভক্তি ভালবাসা হইতে তাহাদিগকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে, তাহাদিগকে বার বার আদেশ দেওয়া হইল, তাহারা যেন গাভী কুরবানী করে (গণনা পুস্তক- ১৯:১-৯; লেবীয় পুস্তক- ৪: ১-২১; ১৬: ৩-১১)। মনে হয়, তাহাদের একটি নির্দিষ্ট গাভী ছিল, যাহা তাহাদের পোষা ও প্রিয় ছিল। তাহাদের মনে আশঙ্কা ছিল যে, ঐ গাভীটিকেই হয়তঃ উৎসর্গ করিবার আদেশ দেওয়া হইতেছে। তাই বারংবার গাভীর বর্ণনা দিবার পর তাহারা হযরত মূসা (আঃ) কে আরো বর্ণনা দিবার অনুরোধ করিতেছিল। তাহাদের প্রশ্নাবলীর ফলে, কতকগুলি নূতন বর্ণনা সংযোজিত হয় এবং গাভীটি চিহ্নিত হইয়া যায়।

১০৯। 'নাফসান' অনির্দিষ্ট আকারে 'নাকিরা' হিসাবে ব্যবহৃত হইলে, আরবী ভাষা অনুযায়ী, অতি উচ্চস্তরের ব্যক্তিকে বুঝাইয়া থাকে (মুতাওওয়াল)। পূর্ববর্তী আয়াতে ইহুদীদের কতকগুলি কুকর্ম ও অপরাধের উল্লেখ করা হইয়াছে, এই আয়াতে হীনতম অপরাধের কথা বলা হইয়াছে, অর্থাৎ তাহারা ঈসা (আঃ)কে ক্রুশে বধকরিয়া, বাইবেলের নিয়মানুসারে, তাঁহাকে মিথ্যা নবী সাব্যস্ত করিতে চাহিয়াছিল (দ্বিতীয় বিবরণ ২১:২৩)। এই হীনতম প্রচেষ্টায় তাহারা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। ঈসা (আঃ)-কে জীবিত অবস্থায় ক্রুশ হইতে নামানো হয়; কিন্তু তিনি সংজ্ঞাহীন মৃতবৎ হইয়া গিয়াছিলেন। ঈসা (আঃ) যে ক্রুশে মরেন নাই এবং তাঁহাকে যে মৃতবৎ জীবিতাবস্থাতেই ক্রুশ হইতে নামানো হইয়াছিল, উহার ঐতিহাসিক তথ্যাবলী ২০০০ নং টীকায় দেখুন।

১০৯-ক। 'কাতালতুম' মানে, তোমরা মারিতে চাহিয়াছিলে বা মারিতে চেষ্টা করিয়াছিলে বা মনস্থির করিয়াছিলে বা মারিয়াছ বলিয়া দাবী করিয়াছিলে (৪০:২৯) অথবা তোমরা তাহাকে মৃতবৎ করিয়াছিলে বা প্রায় মারিয়াফেলিয়াছিলে। 'কাতালাহু' বলিতে ইহাও বুঝায়—সে তাহাকে শারীরিকভাবে বা নৈতিক ভাবে মৃতবৎ করিয়াছিল (লেইন)। হযরত উমরের প্রসিদ্ধ বাক্য 'উকতুলু সা'দান'-এর অর্থ ধরা হইয়াছে 'সাদ'কে কার্যতঃ মৃতের মত করিয়া দাও'।

১০৯-খ। এই বাক্যাংশটির তাৎপর্য হইল, এক সময় আসিবে যখন ঈসা (আঃ)-এর ক্রুশ বিদ্ধ হওয়ার রহস্য সম্পর্কে সঠিক তথ্যাবলী উদ্‌ঘাটিত হইবে এবং এই ঘটনার দীর্ঘদিনের আবরণ উন্মোচিত হইয়া পড়িবে।

১১০। 'যারব' অর্থ একটি বস্তুর মত অন্য বস্তু (লেইন); 'যারাবা' ক্রিয়াটি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন কাল (বর্তমান, অতীত, ভবিষ্যৎ) রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে যথা ১৩:১৮, ১৬:৭৫ এবং ৪৩:৫৮-এ। প্রত্যেকটি স্থানে 'তুলনা' রহিয়াছে। অতএব 'ইয্‌রিবুহু বিবা'যিহা''-র অর্থ এইরূপও হইতে পারে। ঈসা (আঃ)কে ক্রুশ হইতে যেরূপ মৃতবৎ অবস্থায় নামানো হইয়াছিল, সেই অবস্থাকে ঐসব লোকের অবস্থার সহিত তুলনা করিয়া দেখ, যাহারা মৃত না হইলেও মৃতের মত হওয়ার কারণে তাহাদিগকে মৃত মনে করা হইয়া থাকে। তাহা হইলেই তোমরা ঈসা (আঃ)-এর কল্পিত মৃত্যুর ব্যাপারে সত্যে উপনীত হইতে পারিবে।

মৃতকে[১১০ক] জীবিত করেন এবং তোমাদিগকে তিনি নিজ নির্দশনাবলী দেখান যেন তোমরা বিবেক-বুদ্ধি খাটাও ।

تَعْقِلُوْنَ ﴿٧٤﴾

৭৫ । অতঃপর,তোমাদের হৃদয় ইহার পর কঠিন[১১১] হইয়া গেল—এমন কি উহা প্রস্তরের ন্যায় বরং তদপেক্ষাও কঠিনতর, অথচ প্রস্তরের মধ্যে নিশ্চয় কতক এমন আছে যেগুলি হইতে নহর সমূহ নির্গত হয়, এবং নিশ্চয় উহাদের মধ্যে কতক এমন আছে যখন উহারা বিদীর্ণ হয় তখন উহাদের মধ্য হইতে পানি উৎসারিত হয়। এবং নিশ্চয় উহাদের মধ্যে কতক এমনও আছে

ثُمَّ قَسَتْ قُلُوْبُكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ اَوْ اَشَدُّ قَسْوَةً ؕ وَاِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْاَنْهٰرُ ؕ وَاِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَآءُ ؕ وَاِنَّ

১১০-ক। বাক্যাংশটির অর্থ এই হইতে পারেঃ এইরূপ ভাবে আল্লাহ্ তা'লা ঈসা (আঃ)-কে মৃতপ্রায়, অবস্থা হইতে নবজীবন দান করিলেন । 'মাওতা' শব্দ 'মাইয়েৎ'-এর বহুবচন । মাইয়েৎ অর্থ মৃতপ্রায়, মৃতের মত, মৃতবৎ (লেইন)। এখানে 'মাওতা' শব্দটিকে এই অর্থেই গ্রহণ করিতে হইবে, কেননা, কুরআনের বর্ণনানুসারে সত্যিকার মৃতরা পৃথিবীতে পুনর্জ্জীবিত হয় না (২১ঃ৯৬, ২৩ঃ১০১)। সম্পূর্ণ আয়াতটির অনুবাদ এইরূপ ভাবেও করা যাইতে পারে— তখন আমরা বলিলাম, তাহাকে (হত্যাকারীকে) তাহার অপরাধের অংশ বিশেষের জন্য আঘাত কর । এই ভাবেই আল্লাহ্ মৃতকে জীবিত করেন এবং তোমাদিগকে তাঁহার নিদর্শন দেখাইয়া থাকেন যাহাতে তোমরা বুঝিতে পার । এই অনুবাদের প্রেক্ষিতে, পূর্ববর্তী আয়াতকে মিলাইয়া বিষয়টি এইরূপ দাঁড়াইবেঃ মহানবী (সাঃ) মদীনায় পৌঁছিয়া ইহুদীদের সহিত একটি শান্তি-চুক্তি সম্পাদন করিয়া পারস্পরিক সৎ প্রতিবেশী-সুলভ সম্পর্কের মাঝে থাকিবার ব্যবস্থা করিলেন । কিন্তু ইসলামের ক্রমোন্নতি ও কৃতকার্যতা ধীরে ধীরে ইহুদীদের ঈর্ষার কারণ হইয়া উঠিল । তাহাদের নেতৃবৃন্দ, বিশেষ করিয়া ইহুদী নেতা কাব-বিন-আশ্‌রাফ অগ্রবর্তী ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়া ইহুদীদিগকে মুসলমানের বিরুদ্ধে গোপনে গোপনে ক্ষেপাইয়া তুলিল । বদরের যুদ্ধের অল্পদিন পরেই একজন মুসলমান মহিলা এক ইহুদীর দোকানে কিছু কেনা-কাটার জন্য গেলে, দোকানদার তাহার সহিত অপমানসূচক ব্যবহার করে । নিরীহ ভদ্র মহিলা সাহায্যের জন্য চিৎকার করিতে থাকিলে, নিকটবর্তী স্থান হইতে একজন মুসলমান তাহার সাহায্যের জন্য দৌড়িয়া আসে। ধ্বস্তা-ধ্বস্তির মাঝে দোকানদারের মৃত্যু হইলে, ইহুদীরা সদল বলে ছুটিয়া আসিয়া ঐ মুসলমানকেও মারিয়া ফেলে । ঘটনার তদন্ত শুরু হইলে দুষ্কৃতকারীদের কেহই দোষ স্বীকার করিল না, একে-অন্যের দোষ ঢাকিয়া রাখিল । কেহ কেহ অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপাইবার চেষ্টাও চালাইল । এই হত্যা একটি আচমকা ঘটনা হইলেও তেমন কিছু হইত্ না। কিন্তু ইহুদীদের দুষ্কর্ম ও দুর্ব্যবহার দিন দিন বাড়িতে লাগিল । মুসলমানের প্রতি অপমানজনক ব্যবহার এবং উস্কানীমূলক আচরণ ইহুদীদের নিত্য নৈমিত্তিক কাজে পরিণত হইল । তাহারা সর্বদাই গণ্ডগোল বাধাইবার চেষ্টায় রত থাকিত (হিশাম)। এইসব ষড়যন্ত্র ও গণ্ডগোল পাকাইবার মূল হোতা ছিল রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর প্রধান শত্রু কাব্-বিন-আশ্‌রাফ। সে মক্কাতে গিয়া, আপন বাগ্মীতা দ্বারা মক্কার নেতৃবৃন্দকেও এমনভাবে উত্তেজিত করে যে, বদর-যুদ্ধের শোচনীয় পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণকল্পে কুরাইশগণ কা'বা গৃহের আবরণ বা গিলাফ ছুঁইয়া প্রতিজ্ঞা করিল, ইসলাম ধর্ম ও এই ধর্মের প্রবর্তককে ধ্বংস না করিয়া তাহারা শান্তিতে নিদ্রা যাইবে না। কাব্ মহানবীর (সাঃ) পরিবারের মহিলাগণের নামে দুর্নাম রটনা করিয়া ঘৃণা পন্থায় বহু কবিতা প্রচার করাইবারও ব্যবস্থা করিল । তাই পুনঃ পুনঃ বিশ্বাস-ঘাতকতা ও দুষ্কৃতির জন্য এবং সর্বোপরি একজন নিরপরাধ মুসলমানকে হত্যার শাস্তি-স্বরূপ তাহাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হইল । এই শাস্তি হইল আংশিক শাস্তি; অবশিষ্ট শাস্তি তো পরকালের জন্য রহিলই। 'কাতালতুম' ক্রিয়া পদটি বহুবচনে ব্যবহার করিয়া, কুরআন মদীনার সকল ইহুদী গোষ্ঠীকেই ঐ হত্যার জন্য দায়ী করিয়াছে । তবে মৃত্যুদণ্ড দিবার সময় কেবল মাত্র দুষ্ট দলপতিকে বাছিয়া চিহ্নিত করা হইল, এখানে 'আয্‌রিবুহু'র 'হু' সর্বনামটি কাব্‌কে নির্দেশ করিতেছে । আয়াতটির অর্থ উপরোক্তভাবে ধরিয়া লইলে, "এইভাবে আল্লাহ মৃতকে জীবিত করেন" বাক্যের তাৎপর্য দাঁড়ায়, প্রতিশোধ গ্রহণ মৃতকে জীবন দানের কার্যকরী ব্যবস্থা । কারণ এরই মাধ্যমে সম্ভাব্য হত্যাকারীকে হত্যাকাণ্ড হইতে প্রতিরোধ ও বিরত করা যাইতে পারে । প্রতিশোধ গ্রহণ মৃতকে জীবন-দানের কার্যকরী পন্থা, এই কথা কুরআনে ২ঃ১৮০ আয়াতেও বলা হইয়াছে । জাহেলিয়াতের যুগে আরবেরা, যে নিহত ব্যক্তির মৃত্যুর প্রতিশোধ গ্রহণ করা হয় নাই, তাহাকেই নিহত বা মৃত মনে করিত এবং যে নিহত ব্যক্তির হত্যার প্রতিশোধ পুরাপুরিভাবে লওয়া হইয়াছে তাহাকে জীবিত জ্ঞান করিত । হারিস-বিন হিজ্‌লা নামক প্রসিদ্ধ কবি বলেন, "ইন নাবাশ্‌তুম মা বাইনা মাল্‌হাতা ওয়াল সাকীব, ফিহাল আম্‌ওমাতু ওয়াল আহ্‌ইয়ায়ু" অর্থাৎ তোমরা যদি মাল্‌হা ও সাকীবের মধ্যবর্তী স্থানের কবরগুলি খুঁড়িয়া বাহির কর, তাহা হইলে সেখানে তোমরা মৃতকেও দেখিতে পাইবে, জীবিতকেও দেখিতে পাইবে । এখানে জীবিত বলিতে ঐ সকল নিহত ব্যক্তিকে বুঝাইয়াছে, যাহাদের হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করা হইয়াছে ।

১১১। পূর্ববর্তী আয়াতগুলিতে বর্ণিত, নিরপরাধ মুসলমানকে হত্যা করার পরে, মদীনার ইহুদীদের ভাগ্য বিপর্যয় শুরু হইল । তাহাদের হৃদয় দিন দিন কঠিন হইয়া উঠিল, এমনকি পাথর হইতেও পাষাণ হইয়া গেল । এই আয়াত এতদূর পর্যন্ত বলিতেছে যে, প্রাণহীন পাথরও কিছু না

যাহারা আল্লাহ্‌র ভয়ে বিনত হইয়া পড়ে। বস্তুতঃ তোমরা যাহা কিছুই কর[১১২] আল্লাহ্ উহা সম্বন্ধে গাফেল নহেন ।

مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ ؕ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿٧٥﴾

৭৬ । তোমরা কি আশা কর যে, তাহারা তোমাদের কথায় বিশ্বাস আনয়ন করিবে ? অথচ তাহাদের মধ্যে একদল এমন আছে, যাহারা আল্লাহ্‌র কালাম শুনে এবং উহা বুঝিবার পরও উহাকে বিকৃত করিয়া দেয়, অথচ তাহারা (উহার মন্দ পরিণাম সবিশেষ) অবগত আছে ।

اَفَتَطْمَعُوْنَ اَنْ يُّؤْمِنُوْا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُوْنَ كَلٰمَ اللّٰهِ ثُمَّ يُحَرِّفُوْنَهٗ مِنْۢ بَعْدِ مَا عَقَلُوْهُ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ﴿٧٦﴾

৭৭ । এবং যখন তাহারা সাক্ষাৎ করে তাহাদের সাথে যাহারা ঈমান আনিয়াছে, তাহারা বলে, 'আমরা ঈমান আনিয়াছি,' এবং যখন তাহারা পরস্পর নিভৃতে সাক্ষাৎ করে, তাহারা বলে, 'তোমরা কি তাহাদিগকে (যাহারা ঈমান আনিয়াছে) ঐ সকল কথা বলিয়া দাও যাহা আল্লাহ্ তোমাদের নিকট প্রকাশ করিয়াছেন, যাহার ফলে তাহারা এইগুলির সাহায্যে তোমাদের প্রভুর সমীপে তোমাদের সহিত তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হয়। তোমরা কি বিবেক-বুদ্ধি[১১৩] খাটাইবে না' ?

وَاِذَا لَقُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَالُوْٓا اٰمَنَّا ۚ وَاِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ قَالُوْٓا اَتُحَدِّثُوْنَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَآجُّوْكُمْ بِهٖ عِنْدَ رَبِّكُمْ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿٧٧﴾

৭৮ । তাহারা কি জানে না যে, তাহারা যাহা কিছু গোপন করে এবং যাহা কিছু প্রকাশ করে নিশ্চয় আল্লাহ্ সবই জানেন ?

اَوَلَا يَعْلَمُوْنَ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ وَمَا يُعْلِنُوْنَ ﴿٧٨﴾

৭৯ । এবং তাহাদের মধ্যে কতক নিরক্ষর[১১৩ক] লোক আছে যাহারা মিথ্যা ধারণা ব্যতীত কিতাবের কোন জ্ঞান রাখে না এবং তাহারা কেবল অনুমান করে ।

وَمِنْهُمْ اُمِّيُّوْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ الْكِتٰبَ اِلَّآ اَمَانِيَّ وَاِنْ هُمْ اِلَّا يَظُنُّوْنَ ﴿٧٩﴾

কিছু উপকারে আসে, কিন্তু ইহুদীরা এতই দুরাচার হইয়া উঠিল যে, স্বেচ্ছায় কোনও সৎ কর্ম করা তো দূরের কথা, ভ্রমেও তাহারা কখনও কোন ভাল কাজ করে নাই । তাহারা পাথর হইতে নিকৃষ্ট হইয়া গেল, কেননা পাথরের নীচে হইতে পানি উত্থিত হয়, যাহা মানুষের কাজে লাগে।

১১২। প্রস্তর হইতেও কঠিন—এই মন্তব্য সমগ্র ইহুদী জাতির উপরে বর্তায় না; কেননা, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ অবশ্য এমনও আছে, যাহারা নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌তা'লাকে ভয় করে। তাহাদের সম্বন্ধে কুরআন বলে- তাহাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক আছে,যাহারা আল্লাহ্‌র ভয়ে মাথা নত করে । কুরআনে 'ইন্তেশারুল যামায়ের' এর বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় অর্থাৎ একই আয়াতে, একই ধরণের সর্বনাম ভিন্ন বিশেষ্যের জন্য আসিয়াছে, এইরূপ দেখা যায় (৪৮ঃ১০)।

১১৩। ইহুদীদের মধ্যে একটি শ্রেণী এমনও ছিল যাহারা সর্বদাই কপট আচরণ করিত । যখন তাহারা মুসলমানদের সহিত মিলিত হইত, তখন দুনিয়ার ফায়দা লুটিবার উদ্দেশ্যে, তাহারা মুসলমানদের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করিয়া বলিত, তাহাদের ধর্মগ্রন্থেও মহানবী সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী রহিয়াছে । কিন্তু যখন তাহারা নিজের জাতির মধ্যে যাইয়া মিলিত হইত, তখন জাতির অন্যান্যরা তাহাদিগকে দোষারোপ করিয়া বলিত— তোমরা কেন আমাদের জন্য খাসভাবে অবতীর্ণ ভবিষ্যদ্বাণীর বিষয় সমূহ মুসলমানদিগকে অবহিত করিতে গিয়াছ ? অর্থাৎ আঁ-হযরত (সাঃ) সম্বন্ধে তাহাদের ধর্মগ্রন্থে যে সকল ভবিষ্যদ্বাণী রহিয়াছে, তাহা মুসলমানদিগকে অবহিত করাতে তাহাদের অন্যায় হইয়াছে ।

১১৩-ক। 'উম্মিইউন' তাহাদিগকে বলা হয় যাহারা কোন ঐশী-গ্রন্থ অনুসরণ করে না । শব্দটি উম্মি শব্দের বহুবচন । উম্মি মানে যে লেখাপড়া জানে না ।

فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ يَكْتُبُوْنَ الْكِتٰبَ بِاَيْدِيْهِمْ ۗ ثُمَّ يَقُوْلُوْنَ هٰذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ لِيَشْتَرُوْا بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًا ۗ فَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا كَتَبَتْ اَيْدِيْهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا يَكْسِبُوْنَ ﴿٨٠﴾

৮০। সুতরাং পরিতাপ তাহাদের জন্য যাহারা স্বহস্তে কিতাব লিখে, অতঃপর তাহারা বলে, 'ইহা আল্লাহ্‌র নিকট হইতে,' যাহাতে তাহারা ইহা দ্বারা স্বল্প মূল্য গ্রহণ করিতে পারে; অতঃপর পরিতাপ তাহাদের জন্য উহার কারণে যাহা তাহাদের হাত লিখিয়াছে এবং পরিতাপ তাহাদের জন্য উহার কারণে যাহা তাহারা অর্জন[১১৪] করে।

وَقَالُوْا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ اِلَّآ اَيَّامًا مَّعْدُوْدَةً ۗ قُلْ اَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللّٰهِ عَهْدًا فَلَنْ يُّخْلِفَ اللّٰهُ عَهْدَهٗٓ اَمْ تَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٨١﴾

৮১। এবং তাহারা বলে, 'আগুন আমাদিগকে আদৌ স্পর্শ করিবে না কেবল কয়েকদিন[১১৫] ব্যতিরেকে।' তুমি বল, 'তোমরা কি আল্লাহ্‌র নিকট হইতে কোন অঙ্গীকার লইয়াছ ? তাহা হইলে আল্লাহ্ কখনও তাঁহার অঙ্গীকার ভঙ্গ করিবেন না, অথবা আল্লাহ্ সম্বন্ধে তোমরা এমন কথা বলিতেছ যাহা তোমরা জান না ?'

بَلٰى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَّاَحَاطَتْ بِهٖ خَطِيْٓـَٔتُهٗ فَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٨٢﴾

৮২। হাঁ, যে কেহ মন্দ কর্ম করে এবং তাহার পাপ তাহাকে পরিবেষ্টন করে — তাহারাই আগুনের অধিবাসী, তথায় তাহারা দীর্ঘকাল অবস্থান করিবে।

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٨٣﴾ ع ٩ [١١] ٩

৮৩। এবং যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং সৎকর্ম করিয়াছে — তাহারাই জান্নাতের অধিবাসী সেখানে তাহারা চিরকাল বাস করিবে।

وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ لَا تَعْبُدُوْنَ اِلَّا اللّٰهَ ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَقُوْلُوْا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَّاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ

৮৪। এবং (স্মরণ কর সেই সময়কে) যখন আমরা বনী ইসরাঈলের নিকট হইতে দৃঢ় অঙ্গীকার লইয়াছিলাম, 'তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাহারো ইবাদত করিবে না, এবং সদয় ব্যবহার করিবে পিতা-মাতার সহিত এবং আত্মীয় স্বজনের সহিত এবং এতীমদের সহিত এবং মিস্‌কীনদের সহিত, এবং তোমরা লোকের সহিত সুন্দর ও উত্তমভাবে কথা বলিবে এবং

১১৪। ইহুদীদের মধ্যে এমন লোকও ছিল যাহারা পুস্তক বা পুস্তিকা রচনা করিয়া, নিজের কথাগুলিকে আল্লাহ্‌র বাক্য বলিয়া চালাইয়া দিত। এই ধৃষ্ট কু-অভ্যাস ইহুদীদের মধ্যে বেশ প্রচলিত ছিল। সুতরাং বাইবেলের বিধান-পুস্তক গুলির পাশাপাশি অনেক পুস্তক যুক্ত হইয়া যায়, যেগুলিকে ইহুদীরা ঐশী পুস্তক মনে করে। এখন অবস্থা এইরূপ দাঁড়াইয়াছে যে, কোন্‌টি আসল অবতীর্ণ গ্রন্থ, আর কোনটি নয়, তাহা নির্ণয় করা অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে।

১১৫। ইহুদীদের দুষ্কর্মের কিছু বিবরণ দিবার পর, কুরআন তাহাদের ঔদ্ধত্য ও পাষণ্ডতার মূল কারণ ব্যাখ্যা করিতেছে। কুরআন বলিতেছে, ইহুদীদের এই গর্হিত কাজের জন্য তাহাদের এই ভুল ধারণাই দায়ী যে, তাহারা শাস্তি হইতে মুক্ত (জিও. এন সাইক্লোপিডিয়াতে 'গেহেন্না' দেখুন)। অথবা তাহাদিগকে অগত্যা যদি শাস্তি দেওয়াই হয়, তাহা হইলেও সেই শাস্তি হইবে খুব লঘু এবং স্বল্প স্থায়ী। মহা নবী (সাঃ)-এর সময়ে, ইহুদীদের একাংশ মনে করিত যে, তাহাদের শাস্তি কখনও চল্লিশ দিনের অতিরিক্ত সময়ের জন্য হইবে না। অন্যেরা বলিত, তাহাদিগকে সাত দিনের বেশী সময় ব্যাপী শাস্তি দেওয়া হইবে না (জরীর, ২ঃ৮১ এর ব্যাখ্যা)। "বর্তমান ইহুদীদের মধ্যে ইহাই প্রচলিত বিশ্বাস যে, (তাহাদের) কোনও ব্যক্তি এগারো মাসের বা সর্বাধিক এক বৎসরের বেশী দোযখে থাকিবে না, তাহারা যতই দুষ্ট প্রকৃতির হউক না কেন। তবে দাছান, এবিরাম এবং নাস্তিকেরা (ইহুদীদের মধ্যে হওয়া সত্ত্বেও) চিরকাল নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিবে" (সেইল)।

وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ ؕ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْكُمْ وَاَنْتُمْ مُّعْرِضُوْنَ ﴿٨٤﴾

নামায কায়েম করিবে এবং যাকাত[১১৬] দিবে,' কিন্তু তোমাদের মধ্যে অল্প সংখ্যক লোক ব্যতিরেকে বাকি সকলেই পরাঙ্মুখ হইয়া ফিরিয়া গেলে ।

وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُوْنَ دِمَآءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُوْنَ اَنْفُسَكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ اَقْرَرْتُمْ وَاَنْتُمْ تَشْهَدُوْنَ ﴿٨٥﴾

৮৫। এবং (সেই সময়কে স্মরণ কর) যখন আমরা তোমাদের নিকট হইতে দৃঢ় অঙ্গীকার লইয়াছিলামঃ 'তোমরা একে অপরের রক্তপাত করিবে না এবং নিজ (জাতির লোক) দিগকে স্ব স্ব গৃহ[১১৭] হইতে বহিষ্কার করিবে না,' এবং তোমরা ইহা স্বীকার করিয়াছিলে; এবং তোমরা ইহার সাক্ষ্য দিতেছিলে।

ثُمَّ اَنْتُمْ هٰٓؤُلَآءِ تَقْتُلُوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُوْنَ فَرِيْقًا مِّنْكُمْ مِّنْ دِيَارِهِمْ تَظٰهَرُوْنَ عَلَيْهِمْ بِالْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ؕ وَاِنْ يَّاْتُوْكُمْ اُسٰرٰى تُفٰدُوْهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ اِخْرَاجُهُمْ ؕ اَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتٰبِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ ۚ فَمَا جَزَآءُ مَنْ يَّفْعَلُ ذٰلِكَ مِنْكُمْ اِلَّا خِزْيٌ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُرَدُّوْنَ اِلٰٓى اَشَدِّ الْعَذَابِ ؕ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨٦﴾

৮৬। তথাপি তোমরাই সেই লোক যাহারা একে অপরকে হত্যা করিতেছ এবং নিজেদের মধ্য হইতে এক দলকে তাহাদের বিরুদ্ধে তাহাদের শত্রুগণের পৃষ্ঠপোষকতা করিয়া পাপ ও যুলুমের মাধ্যমে তাহাদিগকে তাহাদের আবাসগৃহ হইতে বহিষ্কার করিয়া দিতেছ। এবং যদি তাহারা বন্দী হইয়া তোমাদের নিকট আসে, তখন তোমরা তাহাদিগকে মুক্তিপণ দিয়া উদ্ধার করিয়া থাক অথচ তাহাদিগকে বহিষ্কার করাই তোমাদের জন্য হারাম (নিষিদ্ধ) করা হইয়াছিল। তবে কি তোমরা কিতাবের এক অংশের উপর ঈমান রাখ এবং অপর অংশকে অস্বীকার কর ? সুতরাং তোমাদের মধ্যে যাহারা এরূপ কার্য করে, পার্থিব জীবনে তাহাদের জন্য লাঞ্ছনা ব্যতীত আর কি শাস্তি হইতে পারে ? কিয়ামত দিবসে তাহাদিগকে ইহা অপেক্ষা কঠোরতর শাস্তির দিকে তাড়াইয়া লইয়া যাওয়া হইবে, এবং তোমরা যাহা কিছু করিতেছ আল্লাহ্ সেই বিষয়ে গাফেল নহেন।[১১৮]

১১৬। এই আয়াতে কোন বিশেষ বা নির্দিষ্ট স্বর্গীয় চুক্তির উল্লেখ নাই। এখানে সাধারণ অঙ্গীকারের উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে যে, ইহুদীরা তাহাদের অঙ্গীকার অনুযায়ী যেন তাহাদের মধ্যে প্রচলিত পাপাচারগুলি পরিত্যাগ করে এবং সৎ ও পুণ্যময় জীবন অবলম্বন করে (যাত্রাপুস্তক-২০ঃ৩-৬, ১২ লেবীয় পুস্তক-১৯ঃ১৭-১৮; হিতোপদেশ- ৩ঃ২৭,২৮,৩০; দ্বিতীয় বিবরণ- ৬ঃ১৩; ১৪ঃ২৯)। কুরআনের অন্যান্য স্থানের মত এখানেও শব্দ-ক্রমকে কার্যক্রমের স্বাভাবিক গুরুত্ব ও বিন্যাস অনুযায়ী সাজানো হইয়াছে ।

১১৭। এই আয়াতে যে চুক্তির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে, তাহা রসূলে আকরাম (সাঃ) ও মদীনার ইহুদীদের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তিই মনে হয় । এই চুক্তিদ্বারা উভয়পক্ষ অঙ্গীকারাবদ্ধ হইয়াছিলেন যে, তাহারা সাধারণ শত্রুর (বহিঃশত্রুর) ক্ষেত্রে পরস্পরকে সাহায্য করিবে এবং মদীনার সর্বপ্রকার বিরোধ মীমাংসার জন্য আঁ-হযরত (সাঃ)-এর কাছে পেশ করিতে হইবে (মুইর কর্তৃক রচিত 'মোহাম্মদের জীবনী,' মির্যা বশীর আহমদ এম, এ কর্তৃক রচিত 'সীরাত' দ্রষ্টব্য)।

১১৮। আঁ- হযরত (সাঃ)-এর সময়ে মদীনাতে তিনটি ইহুদী গোত্র বসবাস করিত । তাহারা হইল বনু কাইনুকা, বনু নাযীর এবং বনু কুরাইযা । দুইটি পৌত্তলিক গোত্রও মদীনাতে ছিল—একটি হইল 'আউস' ও অপরটি খাযরাজ । ইহুদীদের দুইটি গোত্র বনু কাইনুকা ও বনু কুরাইযা আউস'দের পক্ষে ছিল,আর বনু নাযীর ছিল খাযরাজদের পক্ষে । অতএব, যখনই দুইটি পৌত্তলিক গোত্রের মাঝে যুদ্ধ বাধিত, তখনই ইহুদীরাও যুদ্ধে জড়িত হইয়া পড়িত । এই সব যুদ্ধে যদি কোন ইহুদী বন্দী হইত, তখন সকল ইহুদী মিলিয়া চাঁদা তুলিয়া মুক্তি-পণ যোগাইত। তাহারা অ-ইহুদীর হাতে ইহুদীর বন্দী থাকাকে অত্যন্ত গর্হিত বিষয় বলিয়া মনে করিত। কুরআন তাহাদের এইরূপ সামঞ্জস্যহীন আচরণের

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ ۖ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ﴿٨٧﴾

৮৭। ইহারাই এমন লোক যাহারা পরজীবনের বিনিময়ে ইহজীবনকে ক্রয় করিয়াছে, সুতরাং তাহাদের উপর হইতে না শাস্তি লাঘব করা হইবে এবং না তাহাদিগকে কোন সাহায্য করা হইবে।

১০ [৪] ১০

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ ۖ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ ۗ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ ۖ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ ﴿٨٨﴾

৮৮। এবং নিশ্চয় আমরা মূসাকে কিতাব দিয়াছিলাম, এবং তাহার পর পর্যায়ক্রমে তাহার অনুসরণে রসূলগণকে প্রেরণ করিয়াছিলাম; এবং মরিয়মের পুত্র ঈসাকেও আমরা সুস্পষ্ট নির্দশনাবলী দিয়াছিলাম এবং রূহুল কুদুস[১১৯] (পবিত্র আত্মা) দ্বারা তাহাকে শক্তিশালী করিয়াছিলাম; তবে কি ইহা সত্য নহে যে, যখনই তোমাদের নিকট কোন রসূল এমন শিক্ষা লইয়া আসিয়াছে যাহা তোমাদের মনঃপূত হয় নাই, তখনই তোমরা অহংকার করিয়াছ এবং তাহাদের কতককে তোমরা মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছ এবং কতককে হত্যা করিয়াছ ?

وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ ۚ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ﴿٨٩﴾

৮৯। তাহারা বলিল, 'আমাদের হৃদয়গুলি পর্দায় আবৃত আছে।' না, বরং তাহাদের অস্বীকারের কারণে আল্লাহ্ তাহাদিগকে অভিসম্পাত করিয়াছেন। বস্তুতঃ তাহারা অল্প ঈমানই রাখে।

وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا ۖ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ ۚ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٩٠﴾

৯০। এবং যখন আল্লাহ্র পক্ষ হইতে তাহাদের নিকট এক কিতাব আসিল যাহা উহার তস্দীক্ (সত্যায়ন) করে যাহা তাহাদের নিকট রহিয়াছে, এবং ইতিপূর্বে তাহারা কাফেরদের উপর বিজয়[১২০] লাভের প্রার্থনা করিত; অতঃপর, যখন তাহাদের নিকট উহা আসিল যাহা তাহারা (সত্য বলিয়া) চিনিল, তখন তাহারা উহা প্রত্যাখ্যান করিল। সুতরাং কাফেরদিগের উপর আল্লাহ্র অভিসম্পাত।

বিরোধিতা করিয়া বলিতেছে, তাহাদের ধর্ম কেবল ইহুদীকে বন্দী করার বা বন্দী হওয়ার বিষয়ই নিষেধ করে না, বরং পারস্পরিক যুদ্ধরত হওয়াও নিষিদ্ধ ঘোষণা করে এবং হত্যাহত করাও নিষেধ করে। অথচ ইহুদীরা এই নিষিদ্ধ কাজগুলিতে খুলাখুলিভাবে লিপ্ত আছে। কুরআন বলে, এর চাইতে জঘন্য কাজ কি হইতে পারে যে, তাহারা ধর্মগ্রন্থের একাংশ পালন করে এবং অন্য অংশ বর্জন করে। এইভাবে একাংশ পূর্ণ ও বাস্তবায়ন করার মাধ্যমে তাহারা সারা ধর্মগ্রন্থটাকে বিশ্বস্ততার মর্যাদা দেয়। অতএব, অপরাংশকে প্রত্যাখ্যান করার মাঝে তাহাদের বিকল মানসিকতাই পরিষ্কার ফুটিয়া উঠে। 'ইহুদী বন্দী করণ নিষেধ'-এর জন্য দেখুন লেবীয় পুস্তক- ২৫ঃ৩৯-৪৩, ৪৭-৪৯, ৫৪-৫৫; নহিমিয় ৫ঃ৮।

১১৯। 'পবিত্র আত্মা' বলিতে সাধারণতঃ বিশ্বাস করা হয় যে, ইহা জিব্রাঈল ফিরিশ্তারই অন্য নাম (জরীর, কাসীর)। রূহুল কুদুস-এর অপর অর্থ, আল্লাহ্র পবিত্র বাণী।

১২০। এই আয়াত বলিতেছে যে, ইহুদীরা পৌত্তলিক আরবদের কাছে বলিয়া বেড়াইত যে, তাহাদের গ্রন্থগুলিতে এমন একজন নবীর আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী রহিয়াছে যিনি সারা বিশ্বের জন্য সত্য প্রচার করিবেন (দ্বিতীয় বিবরণ- ১৮ঃ১৮; ২৮ঃ১-২)। কিন্তু সত্য সত্যই যখন সেই নবী আগমন করিলেন, তখন যাহারা ঐ নবীর মধ্যে আল্লাহ্র পূর্ব-প্রদত্ত সকল চিহ্নাবলীর প্রকাশ দেখিতে পাইল, তাহারা তাঁহাকে গ্রহণ করিল না, বরং মুখ ফিরাইয়া লইল। এই আয়াতের আরেকটি অর্থ হইতে পারে— আঁ-হযরত (সাঃ)-এর আগমনের পূর্বে ইহুদীরা আল্লাহ্র কাছে সকাতরে

بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهٖٓ اَنْفُسَهُمْ اَنْ يَّكْفُرُوْا بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ بَغْيًا اَنْ يُّنَزِّلَ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ۚ فَبَآءُوْ بِغَضَبٍ عَلٰى غَضَبٍ ۭ وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ۝۹۰

৯১। উহা বড়ই নিকৃষ্ট, যাহার বিনিময়ে তাহারা নিজেদের আত্মাকে বিক্রয় করিয়াছে — উহা এই যে, আল্লাহ্ যে কালাম নাযেল করিয়াছেন, তাহারা বিদ্রোহ করিয়া উহাকে অস্বীকার করে এই জন্য যে, আল্লাহ্ তাঁহার বান্দাগণের মধ্য হইতে যাহাকে চাহেন তাহার প্রতি স্বীয় ফযল নাযেল করেন। সুতরাং তাহারা (আল্লাহ্র) ক্রোধের পর ক্রোধভাজন হইল, এবং কাফেরদের জন্য লাঞ্ছনাজনক আযাব রহিয়াছে।

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ اٰمِنُوْا بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْا نُؤْمِنُ بِمَآ اُنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُوْنَ بِمَا وَرَآءَهٗ ۭ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ ۭ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُوْنَ اَنْۢبِيَآءَ اللّٰهِ مِنْ قَبْلُ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝۹۱

৯২। এবং যখন তাহাদিগকে বলা হয়, 'তোমরা উহার উপর ঈমান আন যাহা আল্লাহ্ নাযেল করিয়াছেন;' তখন তাহারা বলে,' আমরা উহার উপর ঈমান আনি যাহা আমাদের উপর নাযেল করা হইয়াছে,' এবং তাহারা উহাকে অস্বীকার করে যাহা উহার পরে (নাযেল) হইয়াছে, অথচ ইহা পূর্ণ সত্য, তাহাদের নিকট যাহা আছে উহার ইহা তস্দীক্ করে। তুমি বল, 'যদি তোমরা সত্যই মুমেন হইতে তাহা হইলে তোমরা ইহার পূর্বে আল্লাহ্র পক্ষ হইতে সমাগত নবীগণকে কেন হত্যা করিতে (চেষ্টারত থাকিতে)?'

وَلَقَدْ جَآءَكُمْ مُّوْسٰى بِالْبَيِّنٰتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْۢ بَعْدِهٖ وَاَنْتُمْ ظٰلِمُوْنَ ۝۹۲

৯৩। এবং নিশ্চয় মূসা তোমাদের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শন সহ আসিয়াছিল, তথাপি তাহার অনুপস্থিতিতে তোমরা গো-বৎসকে (মা'বূদ রূপে) গ্রহণ করিয়াছিলে, বস্তুতঃ তোমরা ছিলে যালেম।

وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّوْرَ ۭ خُذُوْا مَآ اٰتَيْنٰكُمْ بِقُوَّةٍ وَّاسْمَعُوْا ۭ قَالُوْا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا ۪ وَاُشْرِبُوْا فِيْ قُلُوْبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ ۭ قُلْ بِئْسَمَا يَاْمُرُكُمْ بِهٖٓ اِيْمَانُكُمْ

৯৪। এবং (স্মরণ কর সেই সময়কে) যখন আমরা তোমাদের নিকট হইতে দৃঢ় অঙ্গীকার লইয়াছিলাম এবং তূর পর্বতকে[১২১] তোমাদের উর্ধ্বদেশে সমুচ্চ করিয়াছিলাম (এই বলিয়া) ' আমরা তোমাদিগকে যাহা দিয়াছি তাহা দৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং শ্রবণ কর;' তাহারা বলিল,[১২১ক] 'আমরা শ্রবণ করিলাম এবং অমান্য করিলাম;' এবং তাহাদের অস্বীকারের কারণে তাহাদের অন্তরসমূহ গো-বৎস প্রীতিতে[১২২] পরিপ্লুত হইয়া গেল। তুমি বল, 'তোমাদের ঈমান তোমাদিগকে যাহার আদেশ দেয়

প্রার্থনা করিত, যাহাতে তাহাদের মধ্যে এমন একজন নবীর আগমন হয়, যিনি সত্য ধর্মকে সকল মিথ্যা ধর্মের উপর বিজয় দান করেন। (হিশাম, ১ম খণ্ড, ১৫০পৃঃ)। কিন্তু তাহাদের প্রার্থীত সেই নবী যখন সত্য সত্যই শুভাগমন করিলেন এবং মিথ্যার উপরে সত্যের প্রকাশ্য বিজয় যখন অত্যাসন্ন দেখা গেল, তখন তাহারা তাঁহাকে গ্রহণ করিতে অস্বীকৃতি জানাইল। এই ভাবে তাহারা নিজেদের মাথার উপর আল্লাহ্র অভিসম্পাত ডাকিয়া আনিল।

১২১। টীকা ১০৫ দেখুন।

১২১-ক। কথাটির অর্থ তাহারা কার্যতঃ মানিতে অস্বীকার করিল। 'কালা' শব্দের ব্যাখ্যার জন্য ৫৭ টীকা দেখুন।

১২২। 'উশ্রিবা ফী কাল্বিহী হুব্বু ফুলানিন' আরবী এই বাক্যটির অর্থ 'অমুক ব্যক্তির ভালবাসা দ্বারা তাহার অন্তর পরিপূর্ণ ও পরিপ্লুত, (আকরাব)। শব্দটির এইরূপ ব্যবহারের কারণ ইহাই যে, ভালবাসা এমন এক নেশার বস্তু যে ইহাতে অংশগ্রহণ করে সেই নেশাগ্রস্ত হইয়া

উহা অতি নিকৃষ্ট, যদি তোমরা মুমেন হও ।'

اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٩٤﴾

৯৫ । তুমি বল, 'যদি আল্লাহ্‌র নিকট পরকালের আবাস অন্য লোককে বাদ দিয়া কেবল মাত্র তোমাদেরই জন্য নির্দিষ্ট হইয়া থাকে তাহা হইলে তোমরা মৃত্যু কামনা কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হও'।[১২২ক]

قُلْ اِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ عِنْدَ اللّٰهِ خَالِصَةً مِّنْ دُوْنِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٩٥﴾

৯৬ । কিন্তু, তাহাদের হস্তসমূহ অগ্রে যাহা কিছু প্রেরণ করিয়াছে উহার কারণে তাহারা কখনও ইহা (মৃত্যু) কামনা করিবে না এবং যালেমদিগকে আল্লাহ্ উত্তমভাবে জানেন ।

وَلَنْ يَّتَمَنَّوْهُ اَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالظّٰلِمِيْنَ ﴿٩٦﴾

৯৭ । এবং নিশ্চয় তুমি তাহাদিগকে সকল লোকের মধ্যে সর্বাধিক আয়ুলোভী পাইবে, এমন কি যাহারা শিরক[১২২খ] করিয়াছে তাহাদের অপেক্ষাও। তাহাদের প্রত্যেকেই কামনা করে যেন তাহাকে হাজার বৎসরের আয়ু দান করা হয়, অথচ উহা (দীর্ঘায়ু প্রাপ্তি) তাহাকে আযাব হইতে রক্ষা করিতে পারিবে না, এবং তাহারা যাহাকিছু করিতেছে আল্লাহ্ উহার সম্যকদ্রষ্টা ।

وَلَتَجِدَنَّهُمْ اَحْرَصَ النَّاسِ عَلٰى حَيٰوةٍ ۛ وَمِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا ۚ يَوَدُّ اَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ اَلْفَ سَنَةٍ ۚ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهٖ مِنَ الْعَذَابِ اَنْ يُّعَمَّرَ ؕ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِمَا يَعْمَلُوْنَ ﴿٩٧﴾ ع ১১ [১০] ১১

৯৮ । তুমি বল, 'যে ব্যক্তি এই জন্য জিবরাঈলের[১২৩] শত্রু হইয়াছে যে, সে তোমার হৃদয়ের উপর আল্লাহ্‌র আদেশে ইহা (কুরআন) নাযেল করিয়াছে, যাহা তাহার পূর্ববর্তী কালামের সত্যায়নকারী এবং মুমেনদের জন্য হেদায়াত (পথ নির্দেশ) ও সুসংবাদ স্বরূপ।

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيْلَ فَاِنَّهٗ نَزَّلَهٗ عَلٰى قَلْبِكَ بِاِذْنِ اللّٰهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَّبُشْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٩٨﴾

যায় । এই আয়াতে ব্যবহৃত শব্দগুলির তাৎপর্য ইহাই যে, গো-বৎসের ভালবাসা তাহাদের হৃদয়ের এত গভীরে প্রোথিত ছিল যে, তাহারা যেন নেশাগ্রস্ত ছিল ।

১২২-ক। এই আয়াতের তাৎপর্য হইলঃ ইহুদীরা যদি এতই স্থির নিশ্চিত হইয়া থাকে যে, আল্লাহ্ একমাত্র তাহাদিগকেই অনুগ্রহ করিবেন এবং তাহাদের এই দাবী পূর্ণ মাত্রায় সত্য,আর আঁ-হযরত (সাঃ)-এর দাবী মিথ্যা (নাউযুবিল্লাহ্), তাহা হইলে তাহারা মিথ্যাবাদীর উপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত আহবান করিয়া প্রার্থনা করুক এবং ফলাফল দেখিয়া লউক ।

১২২-খ। ইহুদীরা পৌত্তলিকদের চাইতেও এই দুনিয়ার প্রতি অধিকতর হীনমনস্কভাবে আকৃষ্ট ও জড়িত । যদিও তাহারা পরলোকে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ প্রাপ্তির ঐকান্তিক দাবীদার, তথাপি পরলোকের প্রতি তাহাদের আকর্ষণ ও মনোযোগ নাই বলিলেই চলে । তাহাদের কামনা-বাসনা ও মন-মানসিকতার সবটাই যেন ইহকালের প্রতি নিবদ্ধ ।

১২৩। 'জিব্‌রাঈল' একটি মিশ্র শব্দ-'জবর' ও'ঈল্'এই দুই শব্দ দ্বারা গঠিত । ইহার অর্থ আল্লাহ্‌র বান্দা, আল্লাহ্‌র সাহসী লোক (হিব্রু-ইংলিশ লেক্সিকন, প্রণেতা উইলিয়াম জোসনিয়াস; বুখারী তফসীর অধ্যায়; আক্‌রাব)। ইবনে আব্বাসের মতে জিবরাঈলের অপর নাম আব্দুল্লাহ (জরীর) । জিব্‌রাঈল ফিরিশ্‌তাদের সর্দার (মনসুর) । তিনিই কুরআনের বাণী-বাহক (বৃহত্তর ইংরেজী তফসীর দেখুন)। কুরআনের তফসীরকারকগণের মতে জিব্‌রাঈল,রূহুল কুদুস ও রূহুল আমীন সমার্থক । বাইবেলের মতানুযায়ীও জিব্‌রাঈলের কাজ হইল আল্লাহ্‌র বাণী বহন করিয়া আনিয়া আল্লাহ্‌র মনোনীত বান্দার কাছে পৌছাইয়া দেওয়া (দানিয়েল- ৮ঃ১৬;৯ঃ২১; লুক- ১ঃ১৯)। এই আয়াত হইতে দেখা যায়, জিব্‌রাঈলের এই একই কর্তব্য কুরআনও স্বীকার করে । কিন্তু ইহুদীদের পরবর্তীকালীন কোন কোন লিখার মধ্যে জিবরাঈলকে অগ্নি ও বজ্রের ফিরিশ্‌তা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে (এনসাইক্লো বিব্-গোব্রল) । রসূলে করীম (সাঃ)-এর সময়ে ইহুদীরা জিব্‌রাঈলকে তাহাদের শত্রু মনে করিত এবং যুদ্ধ-বিগ্রহ, বিপদাপদ ও দুঃখ-যন্ত্রণার ফিরিশ্‌তা বলিয়া মনে করিত (জরীর, মসনদ)।

مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّلّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَرُسُلِهٖ وَجِبْرِيْلَ وَمِيْكٰلَ فَاِنَّ اللّٰهَ عَدُوٌّ لِّلْكٰفِرِيْنَ ﴿٩٨﴾

৯৯। যে কেহ আল্লাহ্‌র এবং তাঁহার ফিরিশ্‌তাগণের এবং তাঁহার রসূলগণের এবং জিব্‌রাঈলের এবং মীকাঈলের[১২৪] শত্রু, সেইক্ষেত্রে নিশ্চয় আল্লাহ্‌ও কাফেরদের শত্রু।[১২৫]

وَلَقَدْ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ اٰيٰتٍۢ بَيِّنٰتٍ ۚ وَمَا يَكْفُرُ بِهَآ اِلَّا الْفٰسِقُوْنَ ﴿٩٩﴾

১০০। এবং নিশ্চয় আমরা তোমার প্রতি সুস্পষ্ট নির্দশনাবলী নাযেল করিয়াছি এবং দুষ্কৃতিপরায়ণরা ব্যতিরেকে কেহ ঐগুলিকে অস্বীকার করে না।

اَوَكُلَّمَا عٰهَدُوْا عَهْدًا نَّبَذَهٗ فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ ۭ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿١٠٠﴾

১০১। কী! যখনই তাহারা কোন অঙ্গীকারে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়, তখনই তাহাদের একদল উহা দূরে নিক্ষেপ করে? বরং তাহাদের অধিকাংশই ঈমান আনে না।

وَلَمَّا جَاۗءَهُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيْقٌ مِّنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ ۘ كِتٰبَ اللّٰهِ وَرَاۗءَ ظُهُوْرِهِمْ كَاَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿١٠١﴾

১০২। এবং যখন আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে তাহাদের নিকট এমন এক রসূল আসিল, যে তাহাদের নিকট যাহা আছে উহার সত্যায়নকারী, তখন যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে একদল আল্লাহ্‌র কিতাবকে নিজেদের পিঠের পিছনে নিক্ষেপ করিল, যেন তাহারা (ইহা) আদৌ জানে না।

وَاتَّبَعُوْا مَا تَتْلُوا الشَّيٰطِيْنُ عَلٰي مُلْكِ سُلَيْمٰنَ ۚ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمٰنُ وَلٰكِنَّ الشَّيٰطِيْنَ كَفَرُوْا يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ ۣ وَمَآ اُنْزِلَ عَلَي الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ

১০৩। এবং তাহারা (ইহুদীগণ) উহার অনুসরণ[১২৬] করিল যাহা সুলায়মানের রাজত্ব কালে[১২৭] বিদ্রোহীরা অবলম্বন করিয়াছিল। বস্তুতঃ সুলায়মান অস্বীকার করে নাই বরং বিদ্রোহীরাই অস্বীকার করিয়াছিল। তাহারা লোকদিগকে প্রতারণামূলক যাদু-বিদ্যা শিক্ষা দিত[১২৮], এবং (দাবী করিত যে তাহারা অনুসরণ করিতেছে) উহাকে (কূটকৌশল) যাহা বাবিল শহরে হারূত এবং মারূত[১২৯]

১২৪। মীকাঈল প্রধান ফিরিশ্‌তাদের একজন। এই শব্দটি দুইটি শব্দের মিলনে গঠিত বলিয়া মনে করা হয়,। 'মিক'+'ঈল'-এর অর্থ হয়, 'আল্লাহ্‌র মত কে আছে?' অর্থাৎ আল্লাহ্‌র মত কেহই নাই (জিও এনসাইক্লো ও বুখারী)। ইহুদীদের কাছে মীকাঈলই সব চাইতে প্রিয় ফিরিশ্‌তা (জিও এনসাইক্লো)। তাহাদের মতে মীকাঈল শান্তি-সমৃদ্ধি, বৃষ্টি, শাক-শব্‌জীর ফিরিশ্‌তা (কাসীর), তাহার কাজকর্ম বিশ্ব প্রতিপালনের সহিত সম্পৃক্ত।

১২৫। ফিরিশ্‌তারা আধ্যাত্মিক শিকলের গুরুত্বপূর্ণ কড়া। যে একটি কড়া ভাঙ্গিয়া ফেলে কিংবা শিকলের একটি কড়ার প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করে, সে সমস্ত আধ্যাত্মিক শিকল তথা সমস্ত আধ্যাত্মিক বিন্যাস হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলে। এইরূপ ব্যক্তি আল্লাহ্‌তা'লার অনুগ্রহরাজি ও আশীর্বাদ সমূহ হইতে নিজেকে বঞ্চিত করে এবং নিজেকে সীমালঙ্ঘনকারীদের জন্য নির্ধারিত শাস্তির যোগ্য করিয়া তুলে।

১২৬। 'তালাওতুহু' অর্থ 'আমি তাহাকে অনুসরণ করিয়াছিলাম' (লেইন)।

১২৭। আলা' এখানে 'ফি'র অর্থ প্রকাশ করে যথা, 'মধ্যে' 'বিরুদ্ধে' 'কালীন' (মুগ্‌নী)। এই অব্যয়টি কুরআনে 'তদনুসারে' অর্থেও ব্যবহৃত হয় (২ঃ১১৩)।অন্যান্য অর্থে যেমন, 'ফি' অর্থে (২৮ঃ১৬), 'মিন' অর্থে (৮৩ঃ৩)। 'তালা আলাইহে' অর্থ 'সে তাহার বিরুদ্ধে মিথ্যা কথা বলিল' (তাজ, মুহীত রাদি)।

১২৮। 'সিহ্‌র' মানে ছলচাতুরী, কৌশল; দুষ্কর্ম, সম্মোহন, মিথ্যাকে সত্যের আকৃতিতে দেখানো, যে ঘটনার কারণ লুকানো থাকে এবং যাহা প্রকৃত স্বরূপ হইতে ভিন্নতর দৃষ্ট হয় (লেইন)। অতএব, প্রতোক মিথ্যা, ঠগ্‌বাজি ও চালাকি-চাতুর্যকেই 'সিহ্‌র' বলা হয়।

১২৯। হারূত ও মারূত দুইটি নামই গুণবাচক নাম। প্রথম শব্দটি 'হারাত' ক্রিয়া হইতে উৎপন্ন, যার অর্থ সে ছিঁড়িয়া ফেলিল। 'মারূত' শব্দটি মারাতা হইতে উৎপন্ন যার অর্থ, সে ভাঙ্গিয়া ফেলিল। অতএব, শব্দ দুইটির অর্থ, যে ছিঁড়িয়া ফেলে ও যে ভাঙ্গিয়া ফেলে। নামগুলির

هَارُوْتَ وَمَارُوْتَ ۚ وَمَا يُعَلِّمٰنِ مِنْ
اَحَدٍ حَتّٰى يَقُوْلَاۤ اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا
تَكْفُرْ ۚ فَيَتَعَلَّمُوْنَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُوْنَ بِهٖ
بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهٖ ۚ وَمَا هُمْ
بِضَآرِّيْنَ بِهٖ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ۚ
وَيَتَعَلَّمُوْنَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ ۚ
وَلَقَدْ عَلِمُوْا لَمَنِ اشْتَرٰىهُ مَا لَهٗ فِى
الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ۗ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهٖۤ
اَنْفُسَهُمْ ۚ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ﴿١٠٢﴾

ফিরিশ্‌তাদ্বয়ের[১৩০] উপর নাযেল করা হইয়াছিল, অথচ তাহারা উভয়ই কোন ব্যক্তিকে কিছুই শিক্ষা দিত না যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহারা বলিত, 'আমরাতো কেবল (আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে) পরীক্ষা স্বরূপ; অতএব, তুমি কুফরী করিও না।' তদনুযায়ী লোকেরা তাহাদের উভয়ের নিকট হইতে এমন কিছু শিক্ষা লাভ করিত যদ্দারা তাহারা পুরুষ এবং তাহার স্ত্রীর মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি করিয়া দিত, এবং আল্লাহ্‌র আদেশ ব্যতীত তাহারা উহার দ্বারা কাহারও ক্ষতিসাধন করিত না, পক্ষান্তরে ইহারা (হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর বিরুদ্ধবাদীরা) এমন শিক্ষা লাভ করিতেছে যাহা লোকের ক্ষতি সাধন করে এবং তাহাদের কোন উপকার[১৩০ক] করে না; এবং তাহারা নিশ্চয় জানিয়া লইয়াছে যে, যে কেহ উহা অবলম্বন করিবে তাহার জন্য পরকালে কোন অংশ থাকিবে না; এবং উহা অতি জঘন্য যাহার বিনিময়ে তাহারা নিজেদের আত্মাকে বিক্রয় করিয়াছে; হায় ! যদি তাহারা জানিত ।

وَلَوْ اَنَّهُمْ اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَمَثُوْبَةٌ مِّنْ
عِنْدِ اللّٰهِ خَيْرٌ ۚ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ﴿١٠٣﴾

১০৪। এবং যদি তাহারা ঈমান আনিত এবং তাক্‌ওয়া অবলম্বন করিত, তাহা হইলে আল্লাহ্‌র নিকট হইতে নির্ধারিত প্রতিদানই উৎকৃষ্টতর হইত; হায় ! তাহারা যদি জানিত ।

১২ [৭] ১২

তাৎপর্য এই যে, ঐ দুইজনের অবির্ভাব দ্বারা এই কথা বুঝাইতেছে যে, বনী ইস্‌রাঈল জাতির শত্রুদের ক্ষমতা ও সাম্রাজ্য ছিন্ন ভিন্ন ও ভাঙ্গিয়া খণ্ডবিখণ্ড হইয়া যাইবে। এই পবিত্র লোকেরা (১৩০তম টিকা দ্রষ্টব্য) নব দীক্ষিতগণকে দীক্ষাদানের সময় বলিলেন যে, তাহারা আল্লাহ্‌র তরফ হইতে এক ধরণের পরীক্ষা-স্বরূপ আসিয়াছেন, যাহাতে মানুষ সৎ ও অসতের এবং ভাল ও মন্দের পার্থক্য শিখিতে পারে। সেই সমাজের সদস্য পদ কেবল পুরুষদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এই আয়াতে বলা হইতেছে যে, মহা নবী (সাঃ)-এর সময়েও ইহুদীরা ঐ একই ধরণের হীন কলাকৌশল ও দুষ্কর্মে রত ছিল, যেরূপ হযরত সুলায়মান (আঃ)-এর রাজত্ব কালে তাহাদের পিতৃপুরুষগণও অবলম্বন করিয়াছিল। এই আয়াত ইহাও বলিয়া দিতেছে যে, তখনকার দুষ্কৃতকারীরা ঐ সব বিদ্রোহী লোক ছিল যাহারা সুলায়মান (আঃ)-কে ভণ্ড ও অবিশ্বাসী আখ্যা দিয়াছিল। তাই এই আয়াত, সুলায়মান (আঃ) কে এই অপবাদ হইতে মুক্ত করিতেছে এবং আরো ব্যক্ত করিতেছে যে, দুষ্কৃতকারীরা তাহাদের সঙ্গী সাথীদের জন্য এমন সব চিহ্ন ব্যবহার করিত, যাহা সাধারণ লোকের কাছে এক অর্থ বহন করিত এবং নিজেদের কাছে ভিন্ন অর্থ বহন করিত। এইভাবে প্রতারণার মাধ্যমে তাহারা সাধারণ মানুষের কাছ হইতে তাহাদের মনের আসল অভিসন্ধি গোপন রাখিত। সুলায়মান (আঃ)-এর বিরুদ্ধে পাকানো গোপন ষড়যন্ত্রের প্রতি এই আয়াত দৃষ্টি আকর্ষণ পূর্বক বলিতেছে যে, তাহারা তাঁহার সাম্রাজ্যকে ধ্বংস করিতে চাহিয়াছিলে এবং ইহা দ্বারা ইঙ্গিত করিতেছে যে, মদীনার ইহুদীরা এখন ঐ একই ধরণের হীন পন্থায় মহা নবী (সাঃ)-এর বিরোধীতা ও ষড়যন্ত্র করিতেছে, কিন্তু তাহারা কখনও তাহাদের এই জঘন্য উদ্দেশ্য চরিতার্থ করিতে পারিবে না।

১৩০। 'ফিরিশ্‌তাদ্বয়' বলিতে এখানে, দুইজন পবিত্র মানুষ' বুঝাইয়াছে (১২ঃ৩২), কেননা এই দুই জন ফিরিশ্‌তা মানুষকে কিছু শিখাইতেছেন বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ফিরিশ্‌তারা সাধারণ মানুষের মাঝে বাস করেন না এবং মানুষের সাথে অবাধ মিলামিশাও করেন না (১৭ঃ ৯৫; ২১ঃ৮)।

১৩০-ক। যখন ইহুদীরা দেখিতে পাইল যে, ইসলাম দৃঢ় গতিতে বিস্তার লাভ করিতেছে এবং আরবদের বিরোধিতা স্তিমিত হইয়া পড়িয়াছে, আর মনে হইতেছিল, ইসলামকে ঠেকাইবার বা প্রতিরোধ করিবার শক্তি আরবদেশে অবশিষ্ট নাই, তখন তাহারা ইসলামের বিরুদ্ধে ভিন্ন দেশগুলিকে ক্ষেপাইতে লাগিল। এই ইহুদীরা খৃষ্টান শাসকদের অত্যাচার ও নির্যাতনে স্বদেশ ত্যাগ পূর্বক পারশ্য সাম্রাজ্যে আশ্রয় নিয়াছিল এবং নিজেদের ধর্ম কেন্দ্রকে জুডা হইতে বেবিলনীয়াতে স্থানান্তরিত করিয়াছিল (হাচিন্‌সনের হিস্ট্রী অব নেশন্‌স, পৃঃ ৫৫০)। ক্রমে ক্রমে, তাহারা পারশ্যের রাজদরবারে প্রভাবশালী হইয়া উঠিল এবং এই সুযোগে, ইসলামের বিরুদ্ধে সেখানে ষড়যন্ত্র পাকাইতে শুরু করিল। যখন ইরানের সম্রাট দ্বিতীয় খস্‌রুর কাছে রসূলে করীম (সাঃ)-এর প্রেরিত ইস্‌লাম গ্রহণের আহবান-পত্র পৌঁছিল, তখন ইহুদীরা তাহাকে এতই উত্তেজিত

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقُوْلُوْا رَاعِنَا وَقُوْلُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوْا ؕ وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿١٠٥﴾

১০৫। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ ! 'তোমরা (নবীকে) 'রায়েনা'[১৩১] বলিও না, বরং 'উনযুরনা' বলিও এবং (তাহার কথা) শুনিও। বস্তুতঃ কাফেরদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক আযাব রহিয়াছে ।

مَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَلَا الْمُشْرِكِيْنَ اَنْ يُّنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ خَيْرٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ ؕ وَاللّٰهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ﴿١٠٦﴾

১০৬। আহলে কিতাবের (কিতাবধারীদের) মধ্য হইতে এবং মুশরেকদের (অংশীবাদীদের) মধ্য হইতে যাহারা কুফরী করিয়াছে তাহারা চাহে না যে, তোমাদের প্রভুর পক্ষ হইতে তোমাদের উপর কোন কল্যাণ নাযেল করা হউক, অথচ আল্লাহ্ যাহাকে চাহেন নিজ রহমতের জন্য মনোনীত করেন এবং আল্লাহ্ মহা ফযলের অধিকারী ।

করিয়া তুলিল যে, খসরু (২) ইয়েমেনের গভর্ণর বাধানকে হুকুম দিলেন, সে যেন রসূলে করীম (সাঃ)-কে গ্রেফতার করিয়া শিকল-বাঁধা অবস্থায় পারশ্যের রাজ দরবারে পাঠাইয়া দেয় । এই আয়াতটিতে মহানবী (সাঃ)-এর সময়কার ইহুদীদের এইসব ষড়যন্ত্র ও দুষ্কৃতির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে । তাহাদিগকে বলা হইতেছে যে, তাহাদের পূর্ব পুরুষেরা সুলায়মান (আঃ)-এর বিরুদ্ধেও ষড়যন্ত্র করিয়াছিল এবং তাঁহার বিরুদ্ধে গোপন দল গঠন পূর্বক গোপন চিহ্নাবলীর ব্যবহার শিখাইয়াছিল (১-রাজাবলী-১১ঃ২৯-৩২; ১-রাজাবলী-১১ঃ১৪, ২৩, ২৬ ; ২-বংশাবলী-১০ঃ২-৪)। দ্বিতীয় বারের মত তাহারা অনুরূপ গোপন সংস্থা গঠন করিয়াছিল রাজা নবুখদনিৎসরের সময়ে, যখন ইহুদীরা ব্যাবিলনে বন্দী অবস্থায় ছিল ।

যে দুইজন পবিত্র পুরুষের কথা এই আয়াতে বলা হইয়াছে, তাহাদের একজন হইলেন হাগ্‌গাই নবী এবং অপরজন ইদ্দোর পুত্র যাকারিয়া (ইষ্রা ৫ঃ১)। এই পবিত্র পুরুষ দুইজন তাঁহাদের সমাজে কেবল পুরুষদিগকে গ্রহণ করিতেন এবং নব-দীক্ষিত সন্তাগণকে বলিয়া দিতেন যে, তাহারা আল্লাহ্‌র তরফ হইতে এক ধরণের পরীক্ষা স্বরূপ আসিয়াছেন এবং আরও বুঝাইয়া দিতেন যে, ইসরাঈলীরা তাহাদের কথায় যেন অবিশ্বাস না করে । যখন মিডিয়া-পারশ্যের বাদশাহ্ সাইরাস ক্ষমতায় আসিলেন, তখন ইসরাঈলীরা তাহার সহিত এক গোপন চুক্তিতে আবদ্ধ হইল । ইহার ফলে সাইরাসের ব্যাবিলন বিজয় সহজ ও ত্বরান্বিত হইল । এই সাহায্যের জন্য, সাইরাস ইসরাঈলীদের প্রতি অনুরক্ত হইয়া তাহাদিগকে জেরুজালেমে ফিরিবার অনুমতি ত দিলেনই,তদুপরি সুলায়মানের ধর্মশালা পুনঃনির্মাণেও তাহাদিগকে সাহায্য প্রদান করিলেন (হিষ্টোরিয়ান'স হিষ্ট্রী অব দি ওয়ার্ল্ড,২য়,১২৬)। এই আয়াত ইঙ্গিত করিতেছে যে, ইহুদীদের পূর্বেকার দুইটি প্রচেষ্টার দুই রকম ফল হইয়াছিল । প্রথমবার সুলায়মান (আঃ)-এর বিরুদ্ধে তাহারা যে ষড়যন্ত্র পাকাইয়াছিল, তাহাতে তাহারা নিজেদের সম্মান-প্রতিপত্তি তো হারাইলই, পরন্তু শেষ পর্যন্ত ব্যাবিলনে নির্বাসিত হইল। দ্বিতীয়বার, তাহারা দুইজন পবিত্র লোকের সাহায্যে একই ধরণের কর্মপন্থা অবলম্বনের মাধ্যমে কৃতকার্য হইয়াছিল । তাই, ইস্‌রাঈলীদের এই তৃতীয়বারের ষড়যন্ত্র যাহা তাহারা মহানবী (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে পাকাইতেছে তাহা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইবে (যেমন সুলায়মান (আঃ)-এর সময় হইয়াছিল, কিম্বা সাফল্যমণ্ডিত হইবে, যেমন ব্যাবিলনে হইয়াছিল), সেই বিষয়ে আলোকপাত করিতে গিয়া কুরআন বলিতেছে, 'মহানবী (সাঃ)-এর শত্রুরা এখন বুঝিতে পারিতেছে যে, ইহা তাহাদের ক্ষতি করিবে, ভাল করিবে না' । অর্থাৎ হযরত (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে তাহাদের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ ও বিফল হইবে ।

১৩১। 'রা-য়েনা' শব্দটি 'মুফাআলা' ওজনের, যাহাতে পারস্পরিকতাবোধ বিদ্যমান আছে এবং উভয় দিকই সমমর্যাদায় অবস্থিত বুঝায়, সেই ক্ষেত্রে অর্থ দাঁড়াইবে, 'আমাদিগকে মর্যাদা দাও যাহাতে আমরাও তোমাকে মর্যাদা দিতে পারি'। আর যদি ধরিয়া লওয়া হয় যে, শব্দটি 'রা-ইন' ধাতু হইতে উৎপন্ন (উচ্চারণে সামান্য বিভিন্নতা আছে), তাহা হইলে অর্থ হইবে, ' হে বোকা' বা 'হে অহঙ্কারী ব্যক্তি' । যেহেতু এইরূপ দ্ব্যর্থ-বোধক শব্দের ব্যবহারের মাঝে রসূলে পাক (সাঃ)-এর প্রতি অবমাননা প্রকাশের এবং ভুল বুঝার অবকাশ রহিয়াছে, সেই জন্য আল্লাহ্‌তা'লা মুসলমানকে এরূপ শব্দ ব্যবহার করিতে নিষেধ করিয়াছেন এবং এইরূপ ক্ষেত্রে সম্মান সূচক দ্ব্যর্থহীন শব্দ ব্যবহার করিতে উপদেশ দিয়াছেন, যেমন 'উনযুরনা' যাহার অর্থ 'আমাদের জন্য অপেক্ষা করুন ।' বাহিরের জাতির সাথে আরবীয় ইহুদীদের ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপের উল্লেখ করিয়া, কুরআন এই আয়াতের মাধ্যমে উদাহরণ দিয়া বুঝাইতেছে, রসূলে করীম (সাঃ)-কে ছোট ও খাটো বানাইবার কী অপচেষ্টাই না ইহুদীরা করিতেছে;এমনকি মুসলমানদের মধ্যে বিবাদ-বিসংবাদ ও ঝগড়া-ঝাটি সৃষ্টি করিতেও তাহারা তৎপরতা চালাইতেছে । এখানে একটি মামুলি উদাহরণকে (দ্ব্যর্থবোধক শব্দে সৃষ্ট ভুল-ভ্রান্তি ঝগড়া-বিবাদ ইত্যাদি) নির্বাচন করা হইয়াছে এই উদ্দেশ্যে যে, মানুষের ভাবাবেগ এতই শক্তিশালী যে, সামান্য তুচ্ছ ব্যাপারও অনেক সময় মহা বিপদ ডাকিয়া আনে এবং কর্তৃপক্ষের সম্মানসহ সমাজের শৃংখলাবোধকে ব্যাহত করিয়া থাকে ।

مَا نَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا نَاْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَآ اَوْ مِثْلِهَا ؕ اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ﴿١٠٧﴾

১০৭। আমরা যেকোন আয়াতকে[১৩১ক] রহিত[১৩২] করি অথবা ভুলাইয়া দিই, আমরা উহা হইতে উৎকৃষ্টতর অথবা উহার সমতুল্য আয়াত আনয়ন করি; তুমি কি অবগত নহ যে, নিশ্চয় আল্লাহ সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান ?

اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِىٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ﴿١٠٨﴾

১০৮। তুমি কি অবগত নহ যে, নিশ্চয় আকাশ সমূহের ও পৃথিবীর আধিপত্য একমাত্র আল্লাহ্‌রই ? এবং আল্লাহ্ ছাড়া তোমাদের জন্য না কোন বন্ধু আছে এবং না কোন সাহায্যকারী আছে।

اَمْ تُرِيْدُوْنَ اَنْ تَسْـَٔلُوْا رَسُوْلَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوْسٰى مِنْ قَبْلُ ؕ وَمَنْ يَّتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْاِيْمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيْلِ ﴿١٠٩﴾

১০৯। তোমরা কি তোমাদের রসূলকে সেই ভাবে প্রশ্ন[১৩৩] করিতে চাহ যেভাবে ইতিপূর্বে মূসাকে প্রশ্ন করা হইয়াছিল ? এবং যে কেহ ঈমানকে অস্বীকারের সহিত বদল করিয়া লয়, নিঃসন্দেহে সে সোজা পথ হইতে বিচ্যুত হইয়াছে।

১৩১-ক। 'আয়াত' অর্থ বাণী, চিহ্ন, হুকুম, কুরআনের আয়াত (লেইন)।

১৩২। ভ্রমবশতঃ এই আয়াত হইতে এইরূপ ধারণার উদ্ভব হইয়াছে যে, কুরআনের কিছু আয়াত বাতিল করা হইয়াছে। এইরূপ সিদ্ধান্তে পৌঁছা খুবই মারাত্মক ও ভ্রমাত্মক। এই আয়াতে এমন কোন ইঙ্গিতও নাই যে 'আয়াত বলিতে কুরআনের আয়াতকে' বুঝাইয়াছে। পূর্বাপর বাক্যগুলি পাঠ করিলে ইহাই দেখা যায় যে, এখানে পূর্ববর্তী কিতাবধারী ইহুদীদের কথাই বলা হইতেছে এবং নূতনভাবে অবতীর্ণ আল্লাহ্‌র বাণীর প্রতি তাহাদের হিংসা-বিদ্বেষের কথা বলা হইতেছে। ইহা হইতে এই কথা স্পষ্ট বুঝা যায়, বাতিলকৃত আয়াত বলিতে পূর্ববর্তী কিতাবের আয়াত বুঝাইতেছে। পূর্ববর্তী ধর্মগ্রন্থগুলিতে দুই রকমের আদেশ-নির্দেশ পাওয়া যায় ঃ (১) ঐ সব নির্দেশ, যাহা সময় ও অবস্থার পরিবর্তনের কারণে এবং নূতন বিশ্বজনীন নির্দেশাবলীর অবতরণের ফলে অপ্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে; এইগুলি বাতিল যোগ্য। (২) ঐ সব আদেশ, যেগুলিতে চিরসত্য বিদ্যমান রহিয়াছে; সেগুলির পুনর্বর্ণনা ও পুনরুজ্জীবন প্রয়োজন যাহাতে মানুষ ঐ হারানো সত্যকে ফিরিয়া পায়। অতএব, ইহার প্রয়োজন ছিল যে পূর্ববর্তী কিতাবের কিছু অংশ বাতিল হইয়া নূতন কিছু সময়োপযোগী শিক্ষা উহার স্থান লাভ করে এবং ভুলিয়া যাওয়া চিরসত্যগুলি পুনরুজ্জীবিত হয়। অতএব, আল্লাহ্ তা'লা তাহাই করিয়াছেন। তিনি পূর্ববর্তী কিতাবের কতকাংশ অপ্রয়োজনীয় বিধায় বাতিল করিয়া তদস্থলে নূতন ও উন্নতমানের বাণী পাঠাইয়াছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে হারানো অংশগুলিকে, অনুরূপ নূতন বাণী দ্বারা পুনরুদ্ধার করা হইয়াছে। ইহাই এই আয়াতের সত্যিকার অর্থ ও তাৎপর্য যাহা প্রসঙ্গের সহিত সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং কুরআনের সাধারণ শিক্ষামালার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। কুরআন পূর্ববর্তী সকল ধর্মগ্রন্থকে বাতিল করিয়া, তাহাদের সকলের স্থান গ্রহণ করিয়াছে। কেননা, মানবের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে, কুরআন নূতন বিধান নিয়া আসিয়াছে, যাহা পূর্ববর্তী বিধানসমূহ হইতে কেবল যে উন্নত পর্যায়ের,তাহাই নহে বরং সর্বকালের সর্বমানবের জন্য ইহার কার্যকারিতা রহিয়াছে। অপূর্ণ, অপোক্ত সাময়িক শিক্ষা, যাহা সীমাবদ্ধ সময়ের জন্য নির্ধারিত ছিল, তাহা বিশ্বজনীন সর্বকালোপযোগী শিক্ষার কাছে হার মানিবে, ইহাই স্বাভাবিক। এই আয়াতে, 'নানসাখ' (আমরা বাতিল করি) শব্দটির সরাসরি সম্পর্ক 'বি-খাইরিন' (আরও উত্তম একটি) শব্দটির সাথে এবং 'নুনসিহা' (আমরা ভুলাইয়া দেই) শব্দটির সম্পর্ক রহিয়াছে 'বি-মিসলিহা' (তদনুরূপ) শব্দটির সাথে। অতএব, অর্থ দাঁড়ায় এইরূপঃ— যখন আল্লাহ্ কোন কিছু বাতিল করেন, তখন তদস্থলে উহা হইতে উত্তম কিছু প্রবর্তন করেন। আর যখন তিনি কিছু ভুলাইয়া দেন, তখন তিনি তাহা পুনরুজ্জীবিত করেন বা তদনুরূপ কিছু প্রবর্তন করেন। ইহুদী ওলামা নিজেরাই স্বীকার করেন যে,নবুখদ্ নিৎসর যখন ইসরাঈলীদিগকে বন্দী করিয়া ব্যাবিলনে লইয়া গিয়াছিলেন, তখন সমস্ত তওরাত গ্রন্থই হারাইয়া গিয়াছিল (এনসা বিব্)।

১৩৩। এই আয়াত ইহুদীদের আরেকটি অপকৌশলের কথা উল্লেখ করিতেছে, যে অপকৌশলটি মহানবী (সাঃ)-এর উদ্দেশ্যকে বানচাল করার জন্য তাহারা ব্যবহার করিত। তাহারা নবী করীম (সাঃ)-কে আজে-বাজে ও অদ্ভুৎ প্রশ্নাবলী জিজ্ঞাসা করিত, যেগুলির সাথে ধর্ম বিষয়ের দূরতম সম্পর্কও ছিল না। তাহারা এই সব অনর্থক প্রশ্নাবলী এই অসদুদ্দেশ্যে করিত, যাহাতে মুসলমানগণও একই ধারায় অর্থহীন প্রশ্ন রসূলল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে উত্থাপন করিতে প্রলুব্ধ হয় এবং এইভাবে ধর্মের মর্যাদা ও গাম্ভীর্য ব্যহত হয়, আর সাথে সাথে যাহাতে সত্য সম্বন্ধে তাহাদের মনেও সন্দেহ জাগে।

وَدَّ كَثِيْرٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَوْ
يَرُدُّوْنَكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ اِيْمَانِكُمْ كُفَّارًا ۚ
حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ اَنْفُسِهِمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ
لَهُمُ الْحَقُّ ۚ فَاعْفُوْا وَاصْفَحُوْا حَتّٰى يَاْتِىَ
اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ۝١٠٩

১০৯। আহলে কিতাবের মধ্য হইতে অনেক লোক, যাহাদের উপর সত্য পূর্ণরূপে প্রকাশিত হওয়ার পর, তাহাদের অন্তর্নিহিত বিদ্বেষের কারণে, এই আকাঙ্খা করে যেন তোমাদের ঈমান আনার পর তাহারা তোমাদিগকে পুনরায় কাফের বানাইয়া ফেলিতে পারে। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহ্ তাঁহার আদেশ নাযেল করেন তোমরা তাহাদিগকে মার্জনা কর এবং উপেক্ষা কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান ।

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ ۗ وَمَا
تُقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ
عِنْدَ اللّٰهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۝١١٠

১১০। এবং তোমরা নামায কায়েম কর এবং যাকাত দাও এবং তোমরা তোমাদের নিজেদের জন্য যে কোন উত্তম কাজ অগ্রে প্রেরণ করিবে, উহা তোমরা আল্লাহ্র নিকট পাইবে, তোমরা যাহা কিছু কর নিশ্চয় আল্লাহ্ উহার সর্বদ্রষ্টা ।

وَقَالُوْا لَنْ يَّدْخُلَ الْجَنَّةَ اِلَّا مَنْ كَانَ هُوْدًا
اَوْ نَصٰرٰى ۗ تِلْكَ اَمَانِيُّهُمْ ۗ قُلْ هَاتُوْا
بُرْهَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝١١١

১১১। এবং তাহারা বলে, 'যাহারা ইহুদী অথবা খৃষ্টান[১৩৪] তাহারা ব্যতিরেকে অন্য কেহ জান্নাতে আদৌ প্রবেশ করিবে না।' ইহা তাহাদের বৃথা আকাংখা মাত্র। তুমি বল, 'যদি তোমরা সত্য-বাদী হইয়া থাক তাহা হইলে তোমাদের প্রমাণ উপস্থিত কর ।'

بَلٰى ۚ مَنْ اَسْلَمَ وَجْهَهٗ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ
فَلَهٗۤ اَجْرُهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ ۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ
وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۝١١٢

১১২। না, বরং যে কেহ আল্লাহ্র সমীপে আত্মসমর্পণ[১৩৫] করে এবং সৎকর্মশীল হয় সেইক্ষেত্রে তাহার জন্য তাহার প্রভুর নিকট প্রতিদান রহিয়াছে এবং না তাহাদের উপর কোন ভয় আসিবে এবং না তাহারা দুঃখিত হইবে ।

১৩ [৯] ১৩

وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ لَيْسَتِ النَّصٰرٰى عَلٰى
شَىْءٍ ۖ وَّقَالَتِ النَّصٰرٰى لَيْسَتِ الْيَهُوْدُ
عَلٰى شَىْءٍ ۙ وَّهُمْ يَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ ۗ

১১৩। ইহুদীগণ বলে, 'খৃষ্টানগণ কোন কিছুর উপর প্রতিষ্ঠিত নহে' এবং খৃষ্টানগণ বলে, 'ইহুদীগণ কোন কিছুর[১৩৬] উপর প্রতিষ্ঠিত নহে,' অথচ তাহারা একই কিতাব পাঠ করে। যাহারা

১৩৪। ইহুদী ও খৃষ্টানেরা উভয়েই এই ভ্রান্ত মোহে নিপতিত যে, একমাত্র ইহুদী বা একমাত্র খৃষ্টান ছাড়া আর কেহই মুক্তি-প্রাপ্ত হইবে না ।

১৩৫। 'ওয়াজহুন্' অর্থ মুখমণ্ডল, বস্তুটি স্বয়ং, উদ্দেশ্য; এমন কাজ যাহাতে সমস্ত মনোযোগ নিবদ্ধ হয়; ঈপ্সিত পথ, অনুগ্রহ (আকরাব)।

এই আয়াতটি পরিপূর্ণ আধ্যাত্মিকতার তিনটি স্তরের প্রতি প্রসঙ্গতঃ ইঙ্গিত করিতেছে । যথা 'ফানা' (আত্ম-বিলীন অবস্থা), 'বাকা' (পুনরুজ্জীবন), 'লিকা' (আল্লাহ্র সাথে মিলন)। 'আল্লাহ্র কাছে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ' দ্বারা ইহাই বুঝায় যে, আমাদের সমস্ত শক্তি সামর্থ্য, দেহ-মন এবং আমাদের যাহা কিছু আছে— সবকিছুই আল্লাহ্র কাছে সমর্পণ করিয়া একমাত্র তাঁহারই সেবায় ন্যস্ত করা । এই অবস্থার নাম 'ফানা' বা মৃত্যু, যাহা একজন সত্যিকার মুসলমান নিজের উপর আনয়ন করিয়া লয় । দ্বিতীয় বাক্যাংশ 'সে সৎকর্মে সর্বদা নিয়োজিত থাকে'-'বাকা' বা পুনরুজ্জীবনের অবস্থার দিকে ইঙ্গিত করিতেছে । কেননা, যখন কোন ব্যক্তি আল্লাহ্র ভালবাসায় নিজেকে বিলীন করিয়া দেয় এবং তাহার পার্থিব আশা-আকাঙ্খা ও কামনা-বাসনা সব নির্বাপিত হইয়া যায় এবং এক প্রকার মৃত্যুবরণ করে, যেমন আঁ-হযরত (সাঃ) বলিয়াছেনঃ মূতূক্বাবলা আল্ তামূতূ—অর্থাৎ মৃত্যু বরণ করার পূর্বে মৃত্যু বরণ কর, তখন তাহাকে এক নব-জীবন দান করা হয় যাহাকে 'বাকা' নামে অভিহিত করা হয় । তখন সে আল্লাহ্র জন্যই বাঁচে এবং মানুষের সেবায় আত্ম-নিয়োগ করে । আয়াতের শেষ শব্দগুলি তৃতীয় ও উচ্চতম **অবস্থা** 'লেকা' বুঝাইতেছে, যেখানে সে আল্লাহ্র সাথে মিলিত হয় । এই শেষ অবস্থার অপর নাম 'নফ্স্ মুৎমায়িন্নাহ্' (শান্তি-প্রাপ্ত আত্মা) (৮৯:২৮)।

১৩৬। 'শাঈ' অর্থ বস্তু, যাহাকিছু ভাল, ঈপ্সিত বস্তু (লেইন)।

সত্যের অপলাপ ও সত্যের বিরোধিতার মত ধিক্কৃত ও ঘৃণিত ব্যাপার ইসলামের চোখে আর কিছু নাই । তাই ইসলাম শিক্ষা দিয়াছে যে, সকল

كَذٰلِكَ قَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ۚ فَاللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ﴿١١٤﴾

কোন জ্ঞান রাখে না তাহারাও তাহাদের অনুরূপ কথা বলিত। সুতরাং কেয়ামত দিবসে আল্লাহ্ তাহাদের মধ্যে সেই বিষয়ের মীমাংসা করিবেন যে বিষয়ে তাহারা মতভেদ করিয়া আসিতেছে ।

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ مَّنَعَ مَسٰجِدَ اللّٰهِ اَنْ يُّذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهٗ وَسَعٰى فِيْ خَرَابِهَا ؕ اُولٰٓئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ اَنْ يَّدْخُلُوْهَآ اِلَّا خَآئِفِيْنَ ؕ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَّلَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿١١٥﴾

১১৫ । এবং ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা অধিকতর যালেম আর কে যে আল্লাহ্র **মসজিদসমূহে** তাঁহার নাম লইতে বাধা দেয়, এবং সেইগুলির **ধ্বংস**[১৩৭] সাধনে প্রয়াসী হয় ? তাহাদের জন্য আদৌ সংগত ছিল না যে (আল্লাহ্র) ভয়ে ভীত না হইয়া তাহারা ঐগুলির মধ্যে প্রবেশ করে। তাহাদের জন্য পৃথিবীতেও লাঞ্ছনা আছে এবং তাহাদের জন্য পরকালেও মহা আযাব নির্ধারিত আছে ।

وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿١١٦﴾

১১৬ । এবং পূর্ব ও পশ্চিম[১৩৮] আল্লাহ্রই জন্য, অতএব তোমরা যেদিকে মুখ ফিরাও সেই দিকেই আল্লাহ্র চেহারা বিরাজমান। নিশ্চয় আল্লাহ্ প্রাচুর্যদানকারী, সর্বজ্ঞানী ।

وَقَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا سُبْحٰنَهٗ ؕ بَلْ لَّهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ كُلٌّ لَّهٗ قٰنِتُوْنَ ﴿١١٧﴾

১১৭ । এবং তাহারা বলে, 'আল্লাহ্ পুত্র[১৩৯] গ্রহণ করিয়াছেন।' তিনি পবিত্র।(শুধু তাহাই) নহে, বরং **আকাশ** সমূহে এবং **পৃথিবীতে** যাহা কিছু আছে সবই তাঁহার জন্য। সকলই তাঁহার অনুগত ।

ধর্মের মাঝেই কিছু কিছু সত্য রহিয়াছে । একটি ধর্মকে 'সত্যধর্ম'এই জন্য বলা হয় না যে,সত্যের উপর ইহার একচেটিয়া অধিকার রহিয়াছে, বরং এই জন্য বলা হয় যে, ইহাতে যাহা কিছু আছে, তাহা সম্পূর্ণ সত্য এবং সর্ব প্রকার মিথ্যার সংমিশ্রণ হইতে ইহা সম্পূর্ণভাবে মুক্ত । ইসলাম নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নিখুঁত ও পূর্ণতম ধর্ম বলিয়া দাবী করে, ইহা সম্পূর্ণ সত্য । কিন্তু তাই বলিয়া অন্য ধর্মগুলির সত্য এবং সৎগুণাবলীকে অকপটে স্বীকার করিতেও ইসলাম কুণ্ঠা বোধ করে নাই ।

১৩৭। এই আয়াত ঐসব লোকের প্রতি ক্রোধ ও ঘৃণা প্রকাশ করিতেছে, যাহারা ধর্মীয় মতানৈক্যকে সীমার বাহিরে লইয়া যায়; এমনকি অন্যের উপাসনালয়কে অপদস্থ ও ধ্বংস করার মত হীন কর্মে লিপ্ত হইতেও কুণ্ঠিত হয় না । তাহারা মানুষকে তাহাদের পবিত্র উপাসনালয়ে যাইয়া আল্লাহ্র ইবাদত করিতে বাধা দান করে । এইরূপ হিংসাত্মক কার্য-কলাপকে এই আয়াতে কঠোর ভাষায় নিন্দা করা হইয়াছে এবং সহনশীলতা, পরমত সহিষ্ণুতা ও মহানুভবতা অবলম্বনের উদাত্ত আহবান জানান হইয়াছে । কুরআন সকল মানবেরই আপন আপন উপসনালয়ে আল্লাহ্র ইবাদত করিবার পূর্ণ ও অবাধ অধিকার স্বীকার করে । মন্দির বলুন আর মসজিদ বলুন, এইগুলি আল্লাহ্র উপাসনার উদ্দেশ্যেই নিবেদিত । যে ব্যক্তি এইগুলিতে আল্লাহ্র উপাসনা করিতে বাধা দান করে, সে এইগুলিকে ধ্বংস ও অনাবাদ করিতে চায় ।

১৩৮। এই আয়াতে একটি ভবিষ্যদ্বানী আছে । তাহা এই যে, ইসলাম প্রথমে প্রাচ্যে এবং শেষ যমানায় পাশ্চাত্যে বিস্তার লাভ করিবে ।

১৩৯। 'আল্লাহ্র পুত্র' কথাগুলি ইহুদীদের ধর্মগ্রন্থগুলিতে রূপক ও আলঙ্কারিকভাবে 'আল্লাহ্র প্রিয় বান্দা' বা 'আল্লাহ্র প্রিয় নবী' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছিল । কিন্তু পরবর্তী কালে, ইহার শাব্দিক অর্থ গ্রহণ করা আরম্ভ হইয়া গেল (লূক-২০ঃ৩৬; মথি-৫ঃ৯, ৪৫, ৪৮; দ্বিতীয় বিবরণ- ১৪ঃ১; যাত্রাপুস্তক-৪ঃ২২, গালাতিয়-৩ঃ২৬ ইত্যাদি)। আল্লাহ্র যদি পুত্র থাকে, তাহা হইলে তাহাকে যৌন প্রবৃত্তির অধীন হইতে হয় এবং সেক্ষেত্রে তাহার স্ত্রী থাকাও প্রয়োজন । ফলে, তিনি এক অদ্বিতীয় ও অবিভাজ্য থাকিতে পারেন না; কেননা পুত্রতো পিতার দেহাংশ বিশেষ । তিনি মৃত্যুর উর্ধেও থাকিতে পারেন না, কেননা জন্মদান প্রক্রিয়া, যাহা পুত্র গ্রহণ দ্বারা আল্লাহ্র প্রতি আরোপিত হইয়া যায়, একমাত্র মরণশীলদের জন্যই প্রযোজ্য । ইসলাম এইরূপ ধারণাকে ধারে কাছেও ঘেঁষিতে দেয় না । কারণ ইসলামের আল্লাহ্ পরম পবিত্র ও সকল দূর্বলতার উর্ধে ।

بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَاِذَا قَضٰٓى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ﴿۱۱۸﴾

১১৮। তিনি আকাশ সমূহের ও পৃথিবীর আদি-স্রষ্টা,[১৪০] এবং যখন তিনি কোন বিষয়ের ফয়সালা করেন তখন তিনি উহাকে শুধু বলেন, 'হও;'অতঃপরউহা হইয়া যায়।

وَقَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللّٰهُ اَوْ تَاْتِيْنَآ اٰيَةٌ ؕ كَذٰلِكَ قَالَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّثْلَ قَوْلِهِمْ ؕ تَشَابَهَتْ قُلُوْبُهُمْ ؕ قَدْ بَيَّنَّا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ ﴿۱۱۹﴾

১১৯। এবং যাহারা কোন জ্ঞান রাখে না, তাহারা বলে, 'কেন আল্লাহ্ আমাদের সহিত (সরাসরি) কথা বলেন না, অথবা আমাদের নিকট কোন নিদর্শন[১৪১] আসে না ?' এইরূপেই তাহাদের পূর্বে যাহারা ছিল তাহারাও তাহাদের অনুরূপ কথা বলিয়াছিল। তাহাদের হৃদয়গুলি পরস্পর একইরূপ হইয়া গিয়াছে। নিশ্চয় আমরা সর্ব প্রকার নির্দশন সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করিয়া দিয়াছি ঐ জাতির জন্য যাহারা দৃঢ় বিশ্বাস রাখে।

اِنَّآ اَرْسَلْنٰكَ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّ نَذِيْرًا ۙ وَّلَا تُسْـَٔلُ عَنْ اَصْحٰبِ الْجَحِيْمِ ﴿۱۲۰﴾

১২০। নিশ্চয় আমরা তোমাকে সত্যসহ প্রেরণ করিয়াছি সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে। এবং তুমি দোযখের অধিবাসীদের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইবে না।

وَلَنْ تَرْضٰى عَنْكَ الْيَهُوْدُ وَلَا النَّصٰرٰى حَتّٰى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ؕ قُلْ اِنَّ هُدَى اللّٰهِ هُوَ الْهُدٰى ؕ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَآءَهُمْ بَعْدَ الَّذِيْ جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ﴿۱۲۱﴾

১২১। এবং ইহুদীগণ কখনও তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইবে না এবং খৃষ্টানগণও না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তুমি তাহাদের ধর্মের অনুসরণ করিবে। তুমি বল, 'নিশ্চয় আল্লাহ্‌র হেদায়াতই প্রকৃত হেদায়াত।' এবং তোমার নিকট যে জ্ঞান আসিয়াছে উহার পরও যদি তুমি তাহাদের কুপ্রবৃত্তি সমূহের অনুসরণ কর তাহা হইলে আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে তোমার জন্য না কোন বন্ধু হইবে এবং না কোন সাহায্যকারী।

اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَتْلُوْنَهٗ حَقَّ تِلَاوَتِهٖ ؕ اُولٰٓئِكَ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ ؕ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿۱۲۲﴾ ع ۱۴

১২২। যাহাদিগকে আমরা কিতাব (আল্ কুরআন) দান করিয়াছি, তাহারা যথাযথ ভাবে উহা আবৃত্তি ও অনুসরণ[১৪২] করে, তাহারাই ইহার উপর প্রকৃত ঈমান রাখে। এবং যাহারা ইহাকে অস্বীকার করে তাহারাই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।

১৪ [৯] ১৪

১৪০। আল্লাহ্‌ই প্রথম সৃষ্টিকারী। এই গুণটি ঈসা বা যীশুর ঈশ্বরত্বকে নস্যাৎ করিয়া দেয়, তেমনি হিন্দুদের 'বস্তু ও আত্মা আদি ও অবিনশ্বর' হওয়ার ধারণাকে বানচাল করিয়া দেয়। (১) আল্লাহ্‌তা'লা পৃথিবী ও আকাশ সমূহের স্রষ্টা--কথাটি দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায়, পুত্রের তথা অন্যের সাহায্য তাঁহার জন্য নিষ্প্রয়োজন। (২) বিশ্ব-জগতের আদি-স্রষ্টা তিনিই অর্থাৎ তিনি নাস্তি হইতেই সব কিছু অস্তিত্বে আনয়ন করিয়াছেন, তাঁহার জন্য কোন নমুনা বা কোন উপাদানের প্রয়োজন হয় নাই। (৩) তিনি সর্বশক্তিমান অর্থাৎ তিনি যখন কোন কিছু সৃষ্টি করিতে মনস্থ করেন, তখন তাঁহার হুকুমে, উপযুক্ত আকারে তাহা অস্তিত্বে আসিয়া যায় ও বাস্তবতা লাভ করে। এই কথার অর্থ সর্ব ক্ষেত্রেই ইহা নয় যে, আল্লাহ্ যখন কোন কিছু করিতে বা ঘটাইতে ইচ্ছা করেন, তখন তাহা সঙ্গে সঙ্গেই ঘটাইয়া ফেলেন। আসলে ইহার অর্থ এই যে, তিনি কোন কিছুকে অস্তিত্বে আনিতে ইচ্ছা করিলে, সেই ইচ্ছাকে ব্যর্থ করিবার শক্তি কাহারো নাই; তাহা হইবেই, ঘটিবেই।

১৪১। ইহা লক্ষণীয় যে, যখনই অবিশ্বাসীরা নিদর্শন চায় বলিয়া কুরআনে উল্লেখিত হয়, সেক্ষেত্রে চিহ্ন বা নিদর্শন বলিতে তাহাদের নিজেদের মনগড়া বা মনোমত নিদর্শন বুঝায় কিংবা শাস্তিসম্বলিত নিদর্শন বুঝাইয়া থাকে (২১ঃ৬ ৬ঃ৩৮; ১৩ঃ২৮; ২০ঃ১৩৪-১৩৫; ২১ঃ৬, ২৯ঃ৫১)।

১৪২। এই আয়াতের প্রথম বাক্যটি মুসলমানদের প্রতি আরোপিত হইয়াছে, ইহুদী বা খৃষ্টানদের প্রতি নহে। কেননা, কুরআনের সত্যিকার অনুসারীরা মুসলমানই; ইহুদী বা খৃষ্টানরাতো কুরআনের অনুসারী হওয়া দূরে থাকুক, তাহারা ইহাকে জাল ও মিথ্যা কিতাব বলিয়া প্রত্যাখ্যান করে (কাতাদা)। 'ইয়াত্‌লূনা' এর এই অর্থ, ইবনে আব্বাস, আবদুল্লাহ বিন মাসউদ, আতা এবং ইকরিমা কর্তৃক সমর্থিত।

يٰبَنِيۡۤ اِسۡرَآءِيۡلَ اذۡكُرُوۡا نِعۡمَتِىَ الَّتِىۡۤ اَنۡعَمۡتُ عَلَيۡكُمۡ وَاَنِّىۡ فَضَّلۡتُكُمۡ عَلَى الۡعٰلَمِيۡنَ ﴿۱۲۳﴾

১২৩। হে বনী ইসরাঈল! তোমরা আমার সেই নেয়ামতকে স্মরণ কর যে নেয়ামত আমি তোমাদিগকে দান করিয়াছিলাম, এবং আমি (তৎকালীন) সকল বিশ্ববাসীর উপর তোমাদিগকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছিলাম।

وَاتَّقُوۡا يَوۡمًا لَّا تَجۡزِىۡ نَفۡسٌ عَنۡ نَّفۡسٍ شَيۡـًٔا وَّلَا يُقۡبَلُ مِنۡهَا عَدۡلٌ وَّلَا تَنۡفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَّلَا هُمۡ يُنۡصَرُوۡنَ ﴿۱۲۴﴾

১২৪। এবং সেই দিনকে ভয় কর যখন কোন আত্মার বিনিময়ে অন্য কোন আত্মা কাজে আসিবে না, এবং তাহার নিকট হইতে কোন মুক্তিপণ কবুল করা হইবে না এবং কোন শাফায়াত তাহার কোন উপকার সাধন করিবে না এবং তাহাদের কোন সাহায্যও করা হইবে না।

وَاِذِ ابۡتَلٰۤى اِبۡرٰهٖمَ رَبُّهٗ بِكَلِمٰتٍ فَاَتَمَّهُنَّ‌ؕ قَالَ اِنِّىۡ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا‌ؕ قَالَ وَمِنۡ ذُرِّيَّتِىۡ‌ؕ قَالَ لَا يَنَالُ عَهۡدِى الظّٰلِمِيۡنَ ﴿۱۲۵﴾

১২৫। এবং (স্মরণ কর) যখন ইব্‌রাহীমকে তাহার প্রভু কতিপয় আদেশবাণী[১৪২ক] দ্বারা পরীক্ষা[১৪২খ] করিয়াছিলেন এবং সে ঐগুলি পূর্ণ করিয়াছিল; তিনি বলিলেন, 'আমি নিশ্চয় তোমাকে মানব জাতির জন্য ইমাম[১৪৩] নিযুক্ত করিতে চলিয়াছি।' সে বলিল, 'আমার বংশধরগণের মধ্য হইতেও ?' তিনি বলিলেন, 'আমার প্রতিশ্রুতি যালেমদের উপর বর্তিবে না।'

وَاِذۡ جَعَلۡنَا الۡبَيۡتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَاَمۡنًا‌ؕ وَاتَّخِذُوۡا مِنۡ مَّقَامِ اِبۡرٰهٖمَ مُصَلًّى‌ؕ وَعَهِدۡنَاۤ اِلٰٓى اِبۡرٰهٖمَ وَاِسۡمٰعِيۡلَ اَنۡ طَهِّرَا بَيۡتِىَ لِلطَّآئِفِيۡنَ وَالۡعٰكِفِيۡنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوۡدِ ﴿۱۲۶﴾

১২৬। এবং (স্মরণ কর ঐ সময়কে) যখন আমরা এই গৃহকে (কা'বাকে) মানবজাতির জন্য পুনঃপুনঃ মিলন কেন্দ্র[১৪৪] এবং নিরাপদ[১৪৫] স্থান করিয়াছিলাম এবং (বলিয়াছিলাম) 'তোমরা মুকামে ইব্‌রাহীমকে (ইব্‌রাহীমের দাঁড়াইবার স্থানকে) নামাযের স্থান রূপে গ্রহণ কর।' এবং আমরা ইব্‌রাহীম এবং ইসমাঈলকে তাকীদ করিয়াছিলাম, 'তোমরা উভয়েই আমার গৃহকে তাওয়াফকারী (প্রদক্ষিণকারী) এবং এ'তেকাফকারী এবং রুকূকারী এবং সিজদাকারীগণের জন্য পবিত্র রাখিও।'

১৪২-ক। 'কলেমাত্' শব্দটি 'কলেমা' শব্দের বহুবচন। কলেমা মানে আদেশ (মুফ্‌রাদাত)।

১৪২-খ। 'ইবতিলা'এর মাঝে দুইটি অর্থ নিহিত আছেঃ (১) একটি বস্তুর অবস্থা জানা এবং উহার মধ্যে যাহা অজানা তাহা জানিয়া লওয়া,(২) বস্তুটির বা বিষয়টির ভাল বা মন্দ দিক প্রকাশ করিয়া দেওয়া (লেইন)।

১৪৩। ইমাম অর্থ যাহাকে অনুসরণ করা হয়, তাহা মানুষই হউক বা পুস্তকই হউক (মুফ্‌রাদাত)।

১৪৪। মাসাবা এমন স্থানকে বুঝায়, যেখানে যাওয়া পুরস্কারযোগ্য পুণ্যের কাজ। মানুষের সমাগম-স্থল (মুফ্‌রাদাত)।

কিছু কিছু হাদীস অনুযায়ী কা'বা গৃহ প্রথমে আদম কর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল। কুরআনেও এইরূপই ইশারা পাওয়া যায় (৩ঃ৯৭)। ইহা আদমের বংশধরদের জন্য কিছু কাল পর্যন্ত উপাসনা-কেন্দ্র হিসাবে গণ্য ছিল। সময়ের ব্যবধানে তাহারা নানাভাবে, নানাদিকে, নানা কারণে পৃথক হইয়া পড়িল এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া বিভিন্ন উপাসনালয় বানাইয়া লইল। ইবরাহীম (আঃ) কা'বাগৃহের পুনর্নির্মাণ করিলেন এবং ইহা তাঁহার পুত্র ইসমাঈল ও তাঁহার বংশের উপাসনাকেন্দ্র হইয়া রহিল। কিন্তু বহুদিন অতিবাহিত হওয়ার পর, এই পবিত্র গৃহ ক্রমে ক্রমে মূর্তিপূজার আখড়াতে পরিণত হইয়া গেল। মূর্তির সংখ্যা বাড়িতে বাড়িতে শেষ পর্যন্ত মহানবী (সাঃ)-এর সময়ে তিনশত ষাটটিতে পৌঁছিয়াছিল, যেন বৎসরের প্রতিটি দিনের জন্য এক একটি মূর্তির পূজা হইতে পারে। যাহা হউক, রসূলে করীম (সাঃ)-এর বিশ্বনবী রূপে আগমনের পরে আবার ইহাকে বিশ্বের সকল জাতির উপাসনালয়ে পরিণত করা হইয়াছে। আদম (আঃ)-এর পরে যাহারা পৃথক হইয়া পড়িয়াছিল, তাহাদিগকে একই

১৪৫ টিকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهٖمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا بَلَدًا اٰمِنًا وَّارْزُقْ اَهْلَهٗ مِنَ الثَّمَرٰتِ مَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَاُمَتِّعُهٗ قَلِيْلًا ثُمَّ اَضْطَرُّهٗۤ اِلٰى عَذَابِ النَّارِ ؕ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ﴿۱۲۷﴾

১২৭। এবং (স্মরণ কর) যখন ইব্রাহীম বলিয়াছিল, 'হে আমার প্রভু ! ইহাকে এক নিরাপদ শহর করিও এবং ইহার বাসিন্দাগণের মধ্যে যাহারা আল্লাহ্‌র এবং পরকালের উপর ঈমান রাখিবে তাহাদিগকে ফল-ফলাদির রিয্‌ক দান করিও।' তিনি বলিলেন, 'এবং যে অস্বীকার করিবে তাহাকেও আমি কিছুকাল উপভোগ করিতে দিব, অতঃপর আমি তাহাকে আগুনের আযাবের দিকে যাইতে বাধ্য করিব এবং ইহা কত মন্দ গন্তব্য-স্থান !'

وَاِذْ يَرْفَعُ اِبْرٰهٖمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَاِسْمٰعِيْلُ ؕ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ؕ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿۱۲۸﴾

১২৮। এবং (স্মরণ কর) যখন ইব্রাহীম ও ইসমাঈল এই গৃহের ভিত্তি উঠাইতেছিল[১৪৬] (এবং দোয়া করিতেছিল) 'হে আমাদের প্রভু ! আমাদের নিকট হইতে (এই সেবা) গ্রহণ কর; নিশ্চয় তুমিই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী;

পৈতৃক কেন্দ্রের দিকে পুনরাকর্ষণ করতঃ মানবতার এক বিরাট ও মহান বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব গঠনের জন্যই বিশ্বনবীকে প্রেরণ করা হইয়াছে।

১৪৫। 'কা'বা' এবং উহারই বদৌলত মক্কা, এই দুইটি স্থানকে অর্থাৎ সারা মক্কা শহরটিকে শান্তি ও নিরাপত্তার স্থান বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। ইতিহাসের উষালগ্ন হইতে আজ পর্যন্ত কত বড় বড় সাম্রাজ্যের উত্থান-পতন হইয়াছে, কত বড় বড় শহর-বন্দর-জনপদ ধূলিসাৎ হইয়াছে, কিন্তু মক্কার শান্তি কখনও তেমন ব্যাহত হয় নাই। অন্যান্য ধর্মের ধর্মকেন্দ্র গুলি এইরূপ শান্তি ও নিরাপত্তার দাবী কখনও করে নাই এবং কার্যতঃ এইরূপ শান্তি-নিরাপত্তা কখনও ভোগ করে নাই। অথচ মক্কা আদিকাল হইতে আজ পর্যন্ত শান্তি-নিরাপত্তার মধ্যেই কাল কাটাইয়াছে। বিদেশী কোন বিজয়ী এই শহরে ঢুকে নাই, ইহা সর্বদাই সেই সব লোকের হাতেই রহিয়াছে, যাহারা ইহাকে শ্রদ্ধার সহিত ভাল বাসিয়াছে।

১৪৬। ইব্রাহীম (আঃ) কা'বার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন না, পুনর্নির্মাতা ছিলেন; এই বিষয়ে বহু আলোচনা হইয়াছে। কেহ কেহ মনে করেন ইব্রাহীম (আঃ) কা'বা গৃহের নির্মাতা, অন্যেরা মনে করেন আদম সর্বপ্রথম কা'বা গৃহ নির্মাণ করিয়াছিলেন। কুরআন (৩ঃ৯৭) এবং সহীহ্ হাদীস এই অভিমতই ব্যক্ত করে যে, ইব্রাহীম (আঃ) এই স্থানে গৃহ উঠাইবার পূর্বেও এখানে গৃহাকারের একটি কাঠামো মওজুদ ছিল এবং গৃহটি ধ্বংসপ্রাপ্ত অবস্থায় কেবল চিহ্নস্বরূপ বিদ্যমান ছিল। 'আল-কাওয়াইদ' শব্দটি দ্বারা বুঝা যায় গৃহের ভিত্তি সেখানে পূর্বে হইতেই ছিল, যাহাকে ইব্রাহীম (আঃ) ও ইসমাঈল (আঃ) উঁচু করিয়া গৃহাকারে উঠাইলেন। তদুপরি, ইব্রাহীম (আঃ) যখন শিশু ইসমাঈল ও তাঁহার মাতাকে মক্কায় ছাড়িয়া বিদায় হইতেছিলেন, তখন তিনি দোয়া করিয়াছিলেন,'হে আমার প্রভু ! আমি আমার বংশের একাংশকে তোমার পবিত্র গৃহের নিকটে অকৃষিযোগ্য উপত্যকায় ছাড়িয়া গেলাম'(১৪ঃ৩৮)।ইহা হইতে বুঝা যায়,পবিত্র গৃহটি ঐ সময়ে সেখানে কোন না কোন অবস্থায় ছিল, যাহা কিছুদিন পরে ইব্রাহীম (আঃ) সংস্কার করিয়াছিলেন। হাদীস এই কথা সমর্থন করে (বুখারী)। ঐতিহাসিক দলিলপত্রও এই অভিমতই প্রকাশ করে যে, কা'বা অতি প্রাচীন কালের গৃহ। স্বনামধন্য ঐতিহাসিকগণ,যাহাদের মধ্যে ইসলামের বৈরীগণও রহিয়াছেন,বলিয়াছেন যে, কা'বা অতি পুরাতন স্থান, যাহাকে স্মরণাতীত কাল হইতে পবিত্র মনে করা হইয়া আসা হইতেছে। "ডায়োডোরাস সিকুলাস, সিসিলি (খৃঃপূঃ ৬০) হেজায অঞ্চলের কথা উল্লেখ করিতে গিয়া বলিয়াছিলেন, স্থানটি অধিবাসীদের নিকট পবিত্র ও সম্মানীয়। তিনি আরো বলেন, সেখানে শক্ত পাথরের তৈরী একটি বেদী আছে, যাহা অতি প্রাচীন কালের। সেখানে চতুর্দিকের লোক আসিয়া সমবেত হইয়া থাকে (সঃ এম. ওলড্ফাদার, লণ্ডন, কর্তৃক অনূদিত, ১৯৩৫, বুক অধ্যায়, ৪২, খণ্ড ২য় পৃঃ ২১১-২১৩)। এই কথাগুলি মক্কার কা'বা গৃহ ছাড়া অন্য কিছুর উপর প্রযোজ্য হইতে পারেনা। কেননা আরবদেশের এমন দ্বিতীয় একটি স্থানও নাই যাহা সারা আরব বাসীর সার্বজনীন তীর্থস্থান ছিল এবং সকলের ভক্তি-শ্রদ্ধার ও আকর্ষণের মিলন-কেন্দ্র ছিল। লোক-কাহিনীও ইহাই সাব্যস্ত করে যে, কা'বা স্মরণাতীত কাল হইতে সারা আরবের তীর্থস্থান রূপে পরিগণিত হইয়া আসিয়াছে।' (ইংরেজী তফসীরের রহদাকার সংস্করণ দেখুন- পৃঃ ১৮০-১৮২)।

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَآ
أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ ۠ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ
عَلَيْنَا ۚ إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١٢٩﴾

১২৯। হে আমাদের প্রভু ! তুমি আমাদের উভয়কে তোমার জন্য আত্মসমর্পণকারী কর এবং আমাদের বংশধরগণের মধ্য হইতেও তোমার এক আত্মসমর্পণকারী উম্মত সৃষ্টি কর, এবং তুমি আমাদিগকে আমাদের ইবাদতের নিয়ম পদ্ধতি প্রদর্শন কর; এবং আমাদের প্রতি সদয় দৃষ্টিপাত কর, কারণ তুমিই পুনঃ পুনঃ সদয় দৃষ্টিপাতকারী, পরম দয়াময়।

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا
عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ
وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ ۚ إِنَّكَ أَنتَ
الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١٢٩﴾ ع ١٥ [٨] ١٥

১৩০। হে আমাদের প্রভু ! তুমি তাহাদের মধ্য হইতে তাহাদের জন্য এক রসূল আবির্ভূত কর, যে তাহাদের নিকট তোমার আয়াতসমূহ আবৃত্তি করিবে এবং তাহাদিগকে পূর্ণ কিতাব ও হিক্‌মত শিক্ষা দিবে এবং তাহাদিগকে পরিশুদ্ধ করিবে; নিশ্চয় তুমিই মহাপরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়[১৪৭]।'

১৪৭। এই আয়াতটি সমস্ত সূরাটির বিষয়-বস্তুর সারাংশ। অত্র আয়াতে উল্লেখিত বিষয়গুলি ক্রমানুসারে এই দীর্ঘ সূরাটিতে পর্যালোচনা করা হইয়াছে। অর্থাৎ প্রথমে আসিয়াছে নিদর্শনাবলী, তৎপর গ্রন্থ, তৎপর শরীয়াতের হিকমত, তৎপর জাতীয় উন্নতির পন্থাসমূহ (সূরার ভূমিকা দেখুন)।

এখানে লক্ষ্য করা যাইতে পারে যে, কুরআনে ইব্‌রাহীম (আঃ)-এর দুইটি প্রার্থনার উল্লেখ আছে। একটি ইস্‌হাকের বংশধরদের জন্য প্রার্থনা, অপরটি ইসমাঈলের বংশধরদের জন্য প্রার্থনা। প্রথম প্রার্থনাটি বর্ণিত হইয়াছে ২:১২৫ আয়াতে এবং দ্বিতীয় প্রার্থনাটি বর্ণিত হইয়াছে আলোচ্য আয়াতে। ইস্‌হাকের বংশধরদের জন্য প্রার্থনাকালে, তিনি ঐ বংশে ইমাম বা সংস্কারক পাঠাইবার কথা বলিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের কাজকর্ম বা মর্যাদা সম্বন্ধে কিছুই উল্লেখ করে নাই। তাহাতে বুঝা যায় ইস্‌হাক- বংশে সাধারণভাবে ধর্ম-সংস্কারকগণ আগমন করিবেন। কিন্তু এই আয়াতে আমরা দেখিতে পাই তিনি আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তাঁহার বংশধরগণের মধ্যে এক মহানবী প্রেরণের জন্য। ইব্‌রাহীম (আঃ)-এর গৃহ হইতে উদ্ভূত দুইটি শাখার এই বাস্তব চিত্র, এই পার্থক্যের মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে। ১২৫ নং আয়াত—১৩০ আয়াতে ইব্‌রাহীম (আঃ)-এর দুইটি পৃথক প্রার্থনার উল্লেখ করিয়া সূরাটি ইশারায় জানাইয়া দিতে চায় যে, ইব্‌রাহীম (আঃ) কেবল ইস্‌হাকের বংশধরদের উন্নতির জন্যই প্রার্থনা করেন নাই; বরং তাঁহার প্রথম পুত্র ইস্‌মাঈলের বংশের উন্নতির জন্যও দোয়া করিয়াছিলেন। ইস্‌হাকের বংশধরেরা তাহাদের অসৎ কর্মের পরিণতিতে নবুওয়াত প্রাপ্তি হইতে বঞ্চিত হইয়া গেল। অতএব, এই আয়াতে প্রার্থিত ও প্রতিশ্রুত নবীর উত্থান ইব্‌রাহীম (আঃ)-এর বংশের অপর শাখা ইসমাঈলের বংশধর হইতে হওয়া ছাড়া কোন পথ নাই। এই প্রতিশ্রুত নবী যে ইস্‌মাঈলীয় হইবেন, উহার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য কুরআন অতিশয় যুক্তিযুক্ত ভাবে, ইব্‌রাহীম (আঃ) ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ইসমাঈল (আঃ) কর্তৃক কাবা-গৃহ নির্মাণ ও ইব্‌রাহীম (আঃ) কর্তৃক জ্যেষ্ঠপুত্রের বংশাবলীর উন্নতির জন্য প্রার্থনা, এই দুইটি বিষয় সাথে সাথেই উল্লেখ করিয়াছে। এই স্বাভাবিক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সমালোচক খৃষ্টানেরা দুইটি প্রশ্ন তুলে (১) ইসমাঈল সম্বন্ধে এই ধরণের কোন প্রতিশ্রুতি আল্লাহ্‌তা'লা ইব্‌রাহীমকে দিয়াছিলেন বলিয়া বাইবেলে উল্লেখ নাই, (২) আল্লাহ্ ইব্‌রাহীম (আঃ)-কে প্রতিশ্রুতি দিয়া থাকিলেও, ইসলামের নবী যে ইসমাঈলের বংশধর উহার কোন প্রমাণ নাই।

প্রথম আপত্তির উত্তর এই যে, যদি ইসমাঈল সম্বন্ধে কোন ভবিষ্যদ্বাণী বা প্রতিশ্রুতি বাইবেলে লিপিবদ্ধ নাও থাকে, তাহা দ্বারা এই কথা নিশ্চয় বুঝায় না যে, এইরূপ ভবিষ্যদ্বাণী মোটেই করা হয় নাই। তাহা ছাড়া, যদি বাইবেলের সাক্ষ্য দ্বারা ইস্‌হাক ও তাঁহার বংশধর সম্বন্ধীয় প্রতিশ্রুতি সত্য বলিয়া স্বীকৃতি পায়, তাহা হইলে কুরআনের সাক্ষ্য দ্বারা ইসমাঈল ও তাঁহার বংশধর সম্বন্ধীয় প্রতিশ্রুতি সত্য বলিয়া স্বীকৃতি পাইবে না কেন ?'কিন্তু আসলে, বাইবেল ইসমাঈল ও তাঁহার বংশধরকে ভুলে নাই। ইহাতে সুনিশ্চিত ভাবে ইসমাঈল ও তাঁহার বংশাবলীর উন্নতির কথা ঠিক সেইভাবে বলা হইয়াছে যেইভাবে ইস্‌হাক ও তাঁহার বংশাবলীর উন্নতির কথা বলা হইয়াছে (আদি পুস্তক- ১৬ঃ১০-১২; ১৭;৬-১০; ১৭ঃ১৮-২০)। প্রকৃত সত্য ইহাই যে, ইস্‌মাঈল সম্বন্ধে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল এবং ইস্‌হাক সম্বন্ধে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল, উভয় প্রতিশ্রুতিই মূলতঃ একই ধরণের, পার্থক্য নগণ্য। উভয়েই আল্লাহ্‌র আশীর্বাদপুষ্ট হইবেন; উভয়ে ফলপ্রসূ হইবেন; উভয়েরই বংশবৃদ্ধি বিরাটাকারে হইবে, উভয়েই বিরাট জাতিতে পরিণত হইবেন এবং উভয়ের বংশধরের মধ্যে রাজত্ব ও রাজ্য লাভ ঘটিবে। সুতরাং উভয় ভ্রাতা সম্পর্কে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতির মাঝে যেহেতু মৌলিক কোন পার্থক্য নাই, অতএব ইস্‌হাকের বংশ যে সব পুরস্কারে ভূষিত হইবে, ইসমাঈলের বংশও সেইসব পুরস্কার লাভ করিবে; ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। আর এই সত্য খ্যাতনামা জ্ঞানী খৃষ্টানগণও স্বীকার করিয়াছেন (দি স্কফিল্ড রেফারেন্স বাইবেল, পৃঃ ২৫)।

وَمَنْ يَّرْغَبُ عَنْ مِّلَّةِ اِبْرٰهٖمَ اِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهٗ ؕ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنٰهُ فِي الدُّنْيَا ۚ وَاِنَّهٗ فِي الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿١٣١﴾

১৩১। যে নিজেকে নির্বোধ[১৪৮] করিয়াছে সে ব্যতিরেকে আর কে ইব্রাহীমের ধর্ম হইতে বিমুখ হইবে ? এবং নিশ্চয় আমরা তাহাকে ইহজগতে মনোনীত করিয়াছিলাম এবং পরজগতে সে অবশ্যই সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

اِذْ قَالَ لَهٗ رَبُّهٗۤ اَسْلِمْ ۙ قَالَ اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٣٢﴾

১৩২। এবং যখন তাহার প্রভু তাহাকে বলিলেন, 'আত্মসমর্পণ কর,' সে বলিল, 'আমি (পূর্বেই) সকল জগতের প্রভুর নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছি।'

وَوَصّٰى بِهَاۤ اِبْرٰهٖمُ بَنِيْهِ وَيَعْقُوْبُ ؕ يٰبَنِيَّ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى لَكُمُ الدِّيْنَ فَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ﴿١٣٣﴾

১৩৩। এবং এই বিষয়ে ইব্রাহীম নিজ সন্তানদিগকে পূর্ণ তাকীদ করিল এবং ইয়াকুবও, (এই বলিয়া), 'হে আমার সন্তানগণ! নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের জন্য এই দীনকে মনোনীত করিয়াছেন, সুতরাং পূর্ণ আত্মসমর্পণকারী[১৪৯] অবস্থায় থাকা ব্যতিরেকে আদৌ মৃত্যু বরণ করিবে না।'

দ্বিতীয় আপত্তি, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) যে ইসমাঈলের বংশধর এই কথার প্রমাণ নাই। এই আপত্তিও অবান্তর। কারণঃ-(১) যে কুরাইশ বংশে রসূলে করীম (সাঃ) জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা পুরাকাল হইতেই ইসমাঈলের বংশধর বলিয়া দাবী করিয়া আসিতেছিল এবং **সমগ্র** আরবের লোক ইহা স্বীকার করিয়া আসিতেছিল। (২) কুরাইশ অথবা অন্যান্য গোত্র, যাহারা নিজেদেরকে ইসমাঈলের বংশধর বলিয়া দাবী করিত, তাহাদের এই দাবী মিথ্যা হইয়া থাকিলে, যাহারা সত্যিকার ইসমাঈল বংশের ছিল, তাহারা নিশ্চয় আপত্তি জানাইত। এমনকি, বংশ-ব্যাপারে বর্ণচুরি, আরবদেশে সে সময় খুন-খারাবীর কারণ হইয়া দাঁড়াইত; কিন্তু এ বিষয়ে কোন আপত্তি ও ঝগড়া-বিবাদ উপস্থিত হয় নাই। (৩) আদি পুস্তকের ১৭ঃ২০ শ্লোকে আল্লাহ্ প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে, তিনি ইসমাঈলকে বহু আশীর্বাদ দান করিবেন, তাহার বংশ ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করিবেন, তাহাকে বিরাট জাতিতে পরিণত করিবেন এবং দ্বাদশ রাজার পিতা বানাইবেন। আরবের লোকেরাই যদি তাঁহার বংশধর না হইয়া থাকে, তাহা হইলে ঐ প্রতিশ্রুত জাতি কোথায়? আরবের ইসমাঈলীয় গোত্রগুলিই এই ক্ষেত্রে একমাত্র দাবীদার। (৪) আদিপুস্তকের ২১ঃ৮-১৪ শ্লোকের বর্ণনা মতে সারার সন্তুষ্টির জন্য হাগারকে (হাজেরা) বাড়ী ছাড়িতে হইয়াছিল। তাহাকে যদি হেজাজে লইয়া যাওয়া না হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার বংশধরেরা কোথায় আছে,আর তাহার নির্বাসন স্থলই বা কোথায় ? (৫) আরবের ভৌগলিকরা সকলেই একমত যে হেজাজের পাহাড়গুলিই ফারান নামে অভিহিত হইত (মুজামুল বুলদান)। (৬) বাইবেলের মতে, ইসমাঈলের বংশধরেরা 'হাবিলা হইতে শূর পর্যন্ত' এলাকায় বসবাস করিত (আদিপুস্তক- ২৫ঃ১৮)। 'হাবিলা হইতে শূর পর্যন্ত' শব্দগুলি দ্বারা আরবদেশের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বুঝায় (বিব সাইক্ প্রণেতা জে, ঈন্ডি, লণ্ডন, ১৮৩২)। (৭) বাইবেল ইসমাঈলকে 'উয়াইল্ড ম্যান' বলিয়াছে (আদিপুস্তক- ১৬ঃ১২)। এখানে 'উয়াইল্ড ম্যান' শব্দটির অর্থ 'গৃহবাসী বা গৃহাবদ্ধ' নয় এমন মানুষ; স্বাধীনভাবে বিচরণকারী মানুষ; বা মরুচারী লোক। আরবী শব্দটির অর্থও তাহাই। (৮) এমন কি পল পর্যন্ত স্বীকার করিয়াছেন যে, হাগার (হাজেরা)-এর সাথে আরব দেশের সম্পর্ক আছে (গালাতীয়- ৪ঃ২৫)। (৯) কেদার ইসমাঈলের পুত্রদের একজন ছিলেন এবং ইহা স্বীকার করা হইয়া থাকে যে, তাহার বংশধরেরা আরবদেশের দক্ষিণাংশে বসবাস করিত (বিব. সাইক. লণ্ডন, ১৮৬২)।(১০) প্রফেসার সি.সি. টরী বলেন, "আরবেরা হিব্রু ঐতিহ্য ও কাহিনী অনুযায়ী ইসমাঈল বংশীয়। ..... ঐ বারজন যুবরাজ (আদিপুস্তক- ১৭ঃ২০) যাহাদের নাম পরে (আদিপুস্তক- ২৫ঃ১৩এফ এফতে উল্লেখিত হইয়াছে, আরবের গোত্র বা জেলাগুলির প্রতিনিধিত্বকারী ব্যক্তিত্ব ছিলেন, যাহাদের মধ্যে কেদার, দুমা (দুমাতুল জান্দাল) এবং তেইমা সুপ্রসিদ্ধ।" আরব দেশের লোকেরা এক মহান জাতি (জিউইশ ফাউণ্ডেশন অব ইসলাম, পৃঃ ৮৩)। "শারীরিক গঠন-প্রকৃতি, ভাষা, স্থানীয় কৃষ্টি-কাহিনী ও বাইবেলের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে, প্রধানতঃ ও সত্তাগত ভাবে ইসমাঈলীয়"(সাইক্লোপিডিয়া অব বিব্লিকেল লিটারেচার, নিউ ইয়র্ক, পৃঃ ৬৮৫)। (১১) "আমরা সর্বদাই হাগারের (হাজেরার) পুত্রগণের অন্যায় মনোবৃত্তিকে দোষারোপ করিতে থাকিব, বিশেষ করিয়া কুরাইশ গণকে, কেননা তাহারা জানোয়ারের মত" (লীভ্স্ ফ্রম থ্রি এনসিয়েন্ট কুরান্স, সম্পাদক রেভারেণ্ড মিন্‌গানা ডি.ডি, ইনট্রো ১৩শ)।

১৪৮। 'সাফিহা' 'সাফাহা' এবং সাফুহা' ইত্যাদি বিভিন্ন আকারে শব্দটি ব্যবহৃত হইয়া বিভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে। 'সাফিহা' মানে সে বোকা, মূর্খ বা অল্পবুদ্ধি সম্পন্ন ছিল। যখন শব্দটি 'নাফ্সাহ'-এর পূর্বে ব্যবহৃত হয়, তখন ইহাকে সকর্মক ক্রিয়ার মত মনে হয়, আসলে ইহা সকর্মক নহে এবং 'নাফ্সাহ'ও কর্মকারক নহে যেরূপ এই আয়াতে মনে হয় (লিসান, মুফ্রাদাত)। 'মান সাফিহা নাফ্ সাহ" শব্দগুলির অন্য অর্থ, "যে তাহার আত্মাকে ধ্বংস করিয়াছে"।

১৪৯। মৃত্যুর নির্ধারিত সময় সম্বন্ধে কেহই জ্ঞাত নহে। অতএব, মানুষের কর্তব্য হইল সে যেন প্রতিটি মুহূর্তই আল্লাহ্ তা'লার আনুগত্যের মধ্যে

১৩৪ । তোমরা কি তখন উপস্থিত ছিলে যখন ইয়াকুবের উপর মৃত্যুকাল উপস্থিত হইয়াছিল, যখন সে তাহার সন্তানগণকে বলিয়াছিল, 'আমার পরে তোমরা কাহার উপাসনা করিবে ?' তাহারা বলিয়াছিল , 'আমরা উপাসনা করিব তোমার উপাস্যের, তোমার পিতৃপুরুষ[১৫০] ইব্রাহীম ও ইসমাঈলের এবং ইসহাকের উপাস্যের, এক-অদ্বিতীয় উপাস্যের, এবং আমরা[১৫১] তাঁহারই নিকট আত্মসমর্পণকারী ।'

اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَآءَ اِذْ حَضَرَ يَعْقُوْبَ الْمَوْتُ ۙ اِذْ قَالَ لِبَنِيْهِ مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْۢ بَعْدِيْ ؕ قَالُوْا نَعْبُدُ اِلٰهَكَ وَاِلٰهَ اٰبَآئِكَ اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ اِلٰهًا وَّاحِدًا ۚ وَّنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ﴿۱۳۳﴾

১৩৫ । ইহা সেই উম্মত, যাহারা মৃত্যু বরণ করিয়াছে, তাহাদের জন্য উহা, যাহা তাহারা অর্জন করিয়াছে এবং তোমাদের জন্য উহা, যাহা তোমরা অর্জন করিয়াছ, এবং তোমরা উহার জন্য জিজ্ঞাসিত হইবে না যাহা তাহারা করিত ।

تِلْكَ اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ ۚ وَلَا تُسْـَٔلُوْنَ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿۱۳۴﴾

১৩৬ । এবং তাহারা ইহাও বলে, 'তোমরা ইহুদী অথবা খৃষ্টান হও, তাহা হইলে তোমরা হেদায়াত পাইবে।' তুমি বল, 'নহে, বরং তোমরা ইব্রাহীমের ধর্মের অনুসরণ কর যে সত্যনিষ্ঠ হইয়া[১৫২] আল্লাহ্‌র প্রতি ঝুঁকিয়া থাকিত, এবং সে মুশরেকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না ।'

وَقَالُوْا كُوْنُوْا هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰى تَهْتَدُوْا ؕ قُلْ بَلْ مِلَّةَ اِبْرٰهٖمَ حَنِيْفًا ؕ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿۱۳۵﴾

১৩৭ । তোমরা বল, 'আমরা ঈমান রাখি আল্লাহ্‌র উপর এবং যাহা আমাদের প্রতি নাযেল করা হইয়াছে এবং যাহা ইব্রাহীম এবং ইসমাঈল এবং ইসহাক এবং ইয়াকুব এবং (তাহার) বংশধরগণের[১৫৩] উপর নাযেল করা হইয়াছিল এবং যাহা কিছু

قُوْلُوْٓا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَمَآ اُنْزِلَ اِلٰٓى اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَمَآ اُوْتِىَ مُوْسٰى

কাটায় । আয়াতটির অর্থ ইহাও হইতে পারে যে, সত্যিকার বিশ্বাসীর উচিত সে যেন সব সময় আল্লাহ্‌র ইচ্ছার প্রতি সন্তুষ্ট ও আত্মসমর্পিত অবস্থায় থাকে এবং তাঁহার সন্তুষ্টি অর্জনে পরিপূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করে, যাহাতে আল্লাহ্ আপন অনুগ্রহে তাহাকে ঐরূপ আত্মসমর্পিত অবস্থায়ই মৃত্যু দান করেন ।

১৫০। ইসমাঈল ছিলেন, ইয়াকুবের চাচা । তথাপি ইয়াকুবের সন্তানগণ এখানে ইসমাঈলকেও তাহাদের 'পিতাগণের' অন্তর্ভুক্ত করিয়াছে । ইহাতে বুঝা যায় আরবী 'আব' শব্দটি কখনও কখনও 'চাচা' অর্থেও ব্যবহৃত হয় । ইয়াকুবের পুত্রগণ অর্থাৎ বনী ইস্‌রাঈলেরা ইস্‌মাঈলকে অত্যধিক সম্মান করিত ।

১৫১। "আমাদের পিতার যখন দেহ ত্যাগ করিবার সময় হইল, তখন তিনি তাঁহার বারো জন পুত্রকে ডাকিয়া বলিলেন, 'তোমাদের পিতা ইস্‌রাঈলের কথা শোন (আদিপুস্তক- ৪৯ঃ২), সেই পবিত্র, এক ও অদ্বিতীয়, পরম পুরুষ সম্বন্ধে কি তোমাদের কোন সন্দেহ আছে ?'তাহারা বলিল,'পিতঃ হে ইস্‌রাঈল ! শোন, তোমার মনে যেমন কোনও সন্দেহ নাই, তেমনি আমাদের মনেও কোন সন্দেহ নাই । আমাদের আল্লাহ্‌ই আমাদের প্রভু এবং তিনি একজনই" (Mider. Rabbah on Gen: Par. 98, & on Deut: Par, 2) Targ. Jer on Deut: 6:4. এর সহিত তুলনা করুন ।

১৫২।'হানিফ' মানে,(ক) যে সর্বদা ভ্রান্তি এড়াইয়া সৎপথে থাকে (মুফরাদাত) (খ),যে সর্বদা সৎপথ আঁকড়াইয়া থাকে এবং তাহা হইতে বিচ্যুত হয় না, (গ) যে ইসলামের দিকে মনেপ্রাণে শেষ পর্যন্ত দৃঢ়ভাবে ঝুঁকিয়া থাকে (লেইন), (ঘ) যে ইব্রাহীম (আঃ)-এর ধর্মকে অনুসরণ করে (আকরাব); (ঙ) যে সকল নবীকেই বিশ্বাস করে (কাসীর)।

১৫৩। এখানে 'সন্তান-সন্ততিগণ' বলিতে ইয়াকুবের বারোজন পুত্রের নামানুসারে যে বারোটি গোত্র স্থাপিত হইয়াছে, সেই বারোটি ইস্‌রাঈলীয় গোত্রকে বুঝাইয়াছে । ইয়াকুব বা ইস্‌রাঈলের বারোজন পুত্রের নাম ছিল - রুবেন, সাইমিওন, লেভী, জুডা, ইস্‌সাচর, যেবুলুন, জোসেফ,

وَعِيْسٰى وَمَآ اُوْتِيَ النَّبِيُّوْنَ مِنْ رَّبِّهِمْ ۚ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ ۖ وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ﴿١٣٧﴾

মূসা এবং ঈসাকে দেওয়া হইয়াছিল এবং যাহা কিছু অন্য সকল নবীগণকে[১৫৪] তাহাদের প্রভুর পক্ষ হইতে দেওয়া হইয়াছিল উহার উপরও (ঈমান রাখি)। আমরা তাহাদের কাহারও মধ্যে প্রভেদ করি না, এবং আমরা তাঁহারই নিকট আত্মসমর্পণকারী ।

فَاِنْ اٰمَنُوْا بِمِثْلِ مَآ اٰمَنْتُمْ بِهٖ فَقَدِ اهْتَدَوْا ۚ وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا هُمْ فِيْ شِقَاقٍ ۚ فَسَيَكْفِيْكَهُمُ اللّٰهُ ۚ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿١٣٨﴾

১৩৮ । অতএব, যদি তাহারা সেইভাবে ঈমান আনে যেভাবে তোমরা ইহার উপর ঈমান[১৫৫] আনিয়াছ, তাহা হইলে নিশ্চয় তাহারা হেদায়াত পাইয়াছে; কিন্তু যদি তাহারা ফিরিয়া যায় তাহা হইলে তাহারা শুধু বিরুদ্ধাচরণে (বদ্ধপরিকর); অতএব, তাহাদের বিরুদ্ধে আল্লাহ্ তোমার জন্য অবশ্যই যথেষ্ট; এবং তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী ।

صِبْغَةَ اللّٰهِ ۚ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ صِبْغَةً ۖ وَّنَحْنُ لَهٗ عٰبِدُوْنَ ﴿١٣٩﴾

১৩৯ । (বল তাহাদিগকে) 'আল্লাহ্‌র ধর্মকে[১৫৬] আমরা গ্রহণ করিয়াছি এবং ধর্ম (শিক্ষা দেওয়ার) বিষয়ে আল্লাহ্ হইতে উৎকৃষ্টতর কে হইতে পারে ? এবং আমরা তাঁহারই ইবাদতকারী ।'

قُلْ اَتُحَآجُّوْٓنَنَا فِي اللّٰهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ۚ وَلَنَآ اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ ۚ وَنَحْنُ لَهٗ مُخْلِصُوْنَ ﴿١٤٠﴾

১৪০ । তুমি বল, 'তোমরা কি আল্লাহ্ সম্বন্ধে আমাদের সঙ্গে বির্তক করিতেছ, অথচ তিনি আমাদেরও প্রভু তোমাদেরও প্রভু ? আমাদের জন্য আমাদের কর্ম, তোমাদের জন্য তোমাদের কর্ম এবং আমরা বিশুদ্ধাচিত্তে তাঁহারই অনুরাগী ।'

বেন্‌জামীন, ডান, নাফ্‌তলি, গাদ এবং আশের (আদিপুস্তক- ৩৫:২৩-২৬; ৪৯:২৮)।

১৫৪ । ইসলামের জন্য ইহা অত্যন্ত গৌরব ও প্রশংসার বিষয় যে, একমাত্র ইসলামই অন্যান্য জাতির নবীগণকেও নবী হিসাবে সমভাবে মান্য করে এবং **ঈমানের অঙ্গ** বলিয়া মনে করে । অথচ অন্য সকল ধর্মই নিজ ধর্মের নবী ছাড়া, অন্য নবীদের সত্যতাকে অস্বীকার করে । যে আরব জাতির কাছে প্রাথমিক পর্যায়ে ইস্‌লামের বাণী রাখা হইয়াছিল, সেই জাতির কাছে কুরআন তাহাদের জানা-শোনা নবীদের নামগুলিই স্বভাবতঃ উল্লেখ করিয়াছে, কিন্তু স্বতঃসিদ্ধভাবে ইহাও উল্লেখ করিয়াছে যে, "এমন কোন জাতি নাই, যাহাদের কাছে সর্তককারী (নবী) পাঠানো হয় নাই (৩৫:২৫)। "আমরা তাহাদের (নবীদের) কাহারও মধ্যে কোন প্রভেদ করি না" এই বাক্য দ্বারা একজন মুসলমান সাধারণভাবে সকল নবীর নবুওয়াতকেই সমভাবে স্বীকার করিয়া নেয় । এই বাক্যটিতে এই কথা বুঝায় না যে, সকল নবীই আধ্যাত্মিক ভাবে সমান মর্যাদার অধিকারী, বরং এরূপ মনে করা, ২:২৫৪ আয়াতের পরিপন্থী ।

১৫৫ । এখানে মুসলমানদিগকে বলা হইতেছে যে, ইহুদী ও খৃষ্টানরা যদি মুসলমানের সাথে এই বিষয়ে একমত হয় যে, ধর্ম কোন উত্তরাধীকারী সূত্রে প্রাপ্ত বিষয় নহে, বরং **অবতীর্ণ** সকল হেদায়াতকে গ্রহণ করার ব্যাপার, তাহা হইলেও মূলতঃ কোনও বিরোধই থাকে না । আর যদি এই মূল বিষয়ে একমত না হওয়া যায়, তাহা হইলে তো তাহারাই দূরে সরিয়া দাঁড়ায় এবং মাঝখানে এক বিরাট ব্যবধান সৃষ্টি করে, এরূপ ক্ষেত্রে, এই ফাঁটল সৃষ্টি এবং উহার ফলশ্রুতিতে ঝগড়া-বিবাদ ও শত্রুতার জন্য ইহুদী ও খৃষ্টানরাই দায়ী হইবে, মুসলমানেরা নহে ।

১৫৬ । 'সিব্‌গাত' অর্থ রং বা বার্ণিশ; কোন বস্তুর প্রকার, বা গুণাগুণ; ধর্ম; আইনমালা; দীক্ষাগ্রহণ। 'সিবগাতুল্লাহে' মানে আল্লাহ্‌র ধর্ম, যে প্রকৃতি ও স্বভাব দিয়া আল্লাহ্ মানুষকে সৃজন করিয়াছেন (আকরাব)। ধর্মকে এই জন্য 'সিব্‌গাত' বলা হয়, যেহেতু ইহা মানুষের জীবনকে রং বা বার্ণিশের মত রাঙ্গাইয়া দেয় । 'সিব্‌গাত' এখানে একটি উহ্য ক্রিয়ার কর্মকারক রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে । আরবী ব্যাকরণ অনুযায়ী যখন কোন ব্যক্তিকে কোন কিছু করিতে, বিশেষ প্রেরণা ও শক্তি যোগাইবার ইচ্ছা হয়, তখন সময় সময় ক্রিয়াপদটি উহ্য রাখিয়া, শুধু কর্মকে উল্লেখ করা হয় । অতএব, এখানে **'না'খুযু**'(আমরা ধরিয়াছি) অথবা 'নাত্তাবিউ' (আমরা অনুসরণ করিয়াছি) ক্রিয়াপদটি' 'সিবগাতাল্লাহ'র পূর্বে উহ্য আছে বলিয়া ধরিয়া নিতে হইবে । তখন বাক্যাংশটির অর্থ দাঁড়াইবে 'আমরা সেই ধর্ম অবলম্বন বা অনুসরণ করিয়াছি যাহা আল্লাহ্ আমাদের জন্য চাহিয়াছেন ।'

اَمْ تَقُوْلُوْنَ اِنَّ اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِيْلَ
وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطَ كَانُوْا
هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰى ؕ قُلْ ءَاَنْتُمْ اَعْلَمُ اَمِ
اللّٰهُ ؕ وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً
عِنْدَهٗ مِنَ اللّٰهِ ؕ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا
تَعْمَلُوْنَ ﴿١٤١﴾

১৪১। তোমরা কি বলিতেছ যে, ইব্‌রাহীম এবং ইসমাঈল এবং ইসহাক এবং ইয়াকুব এবং (তাহাদের) বংশধরগণ ইহুদী অথবা খৃষ্টান[১৫৭] ছিল ? তুমি বল,' তোমরা কি বেশী জান অথবা আল্লাহ্ ? এবং ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা অধিকতর যালেম কে যে ঐ সাক্ষ্যকে গোপন করে যাহা আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে তাহার নিকট রহিয়াছে? এবং তোমরা যাহা আমল কর সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ গাফেল নহেন ।'

تِلْكَ اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ
وَلَكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ ۚ وَلَا تُسْـَٔلُوْنَ عَمَّا
كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٤٢﴾ ع

১৪২। ইহা সেই জাতি, যাহারা মৃত্যু বরণ করিয়াছে ; তাহাদের জন্য উহা, যাহা তাহারা অর্জন[১৫৮] করিয়াছে, এবং তোমাদের জন্য উহা, যাহা তোমরা অর্জন করিয়াছ, এবং তোমরা উহার জন্য জিজ্ঞাসিত হইবে না যাহা তাহারা করিত ।

১৬ [১২] ১৬

سَيَقُوْلُ السُّفَهَآءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلّٰىهُمْ
عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِيْ كَانُوْا عَلَيْهَا ؕ قُلْ لِّلّٰهِ
الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ؕ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى
صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿١٤٣﴾

২য় পারা

১৪৩। লোকদের মধ্য হইতে নির্বোধেরা অবশ্যই বলিবে, 'তাহাদিগকে তাহাদের কিব্‌লা হইতে, যাহার উপর তাহারা (ইতিপূর্বে প্রতিষ্ঠিত) ছিল, কিসে ফিরাইয়া দিল?' তুমি বল, 'পূর্ব এবং পশ্চিম[১৫৯] আল্লাহ্‌রই। তিনি যাহাকে চাহেন সরল-সুদৃঢ় পথে পরিচালিত করেন ।

১৫৭। ইহুদী ও খৃষ্টানদিগকে পরোক্ষভাবে প্রশ্ন করা হইতেছে যে, তাহারা যখন এই দাবী করে যে, তাহারা ব্যতীত অন্য কেহ নাজাত বা পরিত্রাণ যোগ্য নহে, তাহা হইলে ইব্‌রাহীম ও তাঁহার পুত্র-পৌত্রদের অবস্থা কি হইবে ? তাহারা ত কেহই ইহুদী বা খৃষ্টান ছিলেন না, বরং মূসার বহু পূর্বেই গত হইয়াছিলেন ?

১৫৮। ইহুদী ও খৃষ্টানদিগকে আবার সাবধান করা হইতেছে যে, আল্লাহ্‌র নবীর বংশধর হওয়ার পরিচয়ে তাহারা রক্ষা পাইবে না । তাহাদের নিজেদের বোঝা নিজেদেরকেই বহন করিতে হইবে, কারণ কেহই সেদিন অপরের বোঝা বহিবে না (৬ঃ১৬৫)।

১৫৯। পূর্ববর্তী কয়েকটি আয়াতে এই বিষয়ের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে যে, পিতা ইব্‌রাহীম (আঃ) ঐশী-পরিকল্পনা অনুযায়ী তাঁহার স্ত্রী হাজেরা ও পুত্র ইসমাঈলকে মক্কার তরুলতাহীন অনুর্বর প্রান্তরে বসবাসের জন্যে রাখিয়া আসিয়াছিলেন। ইসমাঈল একটু বড় হইয়া উঠিলে, ইব্‌রাহীম (আঃ) পুত্রের সহযোগিতায় কা'বা গৃহটি পুনর্নির্মাণ করেন। পুনর্নির্মাণকালে তিনি আল্লাহতা'লার কাছে সকাতরে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, আল্লাহ্ তা'লা যেন আরব জাতির মধ্যে এমন এক মহান নবীর অভ্যুদয় ঘটান যিনি সকল মানুষের সব সময়ের পথ প্রদর্শক ও নেতা হইবেন । যখন সময় আসিল এবং সেই প্রতিশ্রুত মহানবীর (সাঃ) অভ্যুদয় ঘটিল, এবং আল্লাহ্ তা'লার স্থায়ী পরিকল্পনা কার্যকরী হইল, তখন কা'বাকে বিশ্বমানবের 'কিব্‌লায়' পরিণত করা হইল । কিন্তু নবী করীম (সাঃ) যতদিন পর্যন্ত মক্কায় ছিলেন, ততদিন তিনি পুরাকালীন রীতি ও ঐশী নির্দেশ মোতাবেক বনী ইস্‌রাইলী নবীগণের 'কিব্‌লা' 'জেরুজালেমের মসজিদ'এর দিকে মুখ করিয়া নামায আদায় করিতেন । মদীনাতে গিয়াও তিনি নামাযের সময় ঐ কিব্‌লার দিকেই মুখ করিতে থাকেন। কিন্তু কয়েক মাস পরে তিনি আল্লাহ্ কর্তৃক কা'বার দিকে মুখ ফিরাইয়া নামায পড়িতে আদিষ্ট হইলেন । ইহাতে ইহুদীরা আপত্তি উত্থাপন করিল । এই আয়াতে তাহাদের আপত্তির জবাব দেওয়া হইয়াছে এবং কিব্‌লা-পরিবর্তন সম্পর্কিত ঐশী নির্দেশের অন্তর্নিহিত তাৎপর্যের উপর কিছু আলোকপাত করা হইয়াছে । কুরআন হঠাৎ করিয়া কোন নূতন আদেশ-নির্দেশ জারী করে না । নূতন আদেশকে গ্রহণযোগ্য ও কার্যকরী করিয়া তুলিবার জন্য কুর্‌আন বিনাব্যতিক্রমে সর্বপ্রথমে ইহার যৌক্তিকতা বুঝাইয়া দেয় এবং যতরকমের আপত্তি উঠিতে পারে তাহা আঁচ করিয়া পূর্বাহ্নেই সেগুলি খণ্ডনের প্রয়াস পায় । যেহেতু, কিব্‌লা পরিবর্তনের আদেশ কিছু লোকের মানসিক ভারসাম্যে কিছুটা চঞ্চলতা সৃষ্টি করিতে পারে, সেই হেতু এই আয়াতে পটভূমি সৃষ্টি কল্পে একটি সাধারণ মন্তব্য রাখা হইয়াছে যে, উপাসনার উদ্দেশ্যে একটি নির্দিষ্ট দিক ঠিক করার মাঝে তেমন গুরুত্ব কিছু নাই; কেননা সব দিকই আল্লাহ্‌র । আসলে যাহা প্রয়োজনীয় তাহা

১৪৪। এবং এইভাবেই আমরা তোমাদিগকে এক উত্তম জাতিরূপে[১৬০] প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি যেন তোমরা সমগ্র মানবমণ্ডলীর উপর তত্ত্বাবধায়ক[১৬১] হও এবং এই রসূল তোমাদের উপর তত্ত্বাবধায়ক হয়। এবং ঐ কিব্‌লাকে যাহার উপর তুমি (ইতিপূর্বে প্রতিষ্ঠিত) ছিলে, আমরা শুধু এইজন্য নির্ধারিত[১৬২] করিয়াছিলাম যেন এই রসূলের যে অনুসরণ করে তাহাকে ঐ সকল লোক হইতে (স্বতন্ত্র রূপে) জানিয়া লই যাহারা নিজেদের গোড়ালিতে[১৬৩] (উল্টাদিকে) ফিরিয়া যায়। এবং যাহাদিগকে আল্লাহ্ হেদায়াত দিয়াছেন তাহারা ব্যতিরেকে অন্যদের জন্য ইহা অবশ্যই কঠিন।এবং আল্লাহ্ এমন নহেন যে,তিনি তোমাদের ঈমানকে নষ্ট করিয়া দিবেন; নিশ্চয় আল্লাহ্ মানবমণ্ডলীর প্রতি অতি মমতাশীল, পরম দয়াময়।

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا ؕ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِىْ كُنْتَ عَلَيْهَآ اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَّتَّبِعُ الرَّسُوْلَ مِمَّنْ يَّنْقَلِبُ عَلٰى عَقِبَيْهِ ؕ وَاِنْ كَانَتْ لَكَبِيْرَةً اِلَّا عَلَى الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ ؕ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيْعَ اِيْمَانَكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ﴿۱۴۴﴾

হইল আল্লাহ্‌র প্রতি পূর্ণ আনুগত্য এবং বিশ্বাসীদের ঐক্যবদ্ধতা।"পূর্ব ও পশ্চিমের মালিকতো আল্লাহ্‌তা'লাই" এই বাক্যের তাৎপর্য ইহাই যে, পূর্বদিক নির্বাচন করা বা পশ্চিম দিক নির্বাচন করার মাঝে বিশেষ গুরুত্ব নাই, কারণ যে আল্লাহ্‌র কাছে উপাসনা নিবেদন করা হয়, তিনিতো সর্বত্রই বিরাজমান । তবে হ্যাঁ, ইহার একটা গুরুত্ব নিশ্চয় আছে, আর তাহা এই যে, বিশ্বাসীদের মধ্যে ঐক্যবোধ গড়িয়া তোলা। এই ঐক্য ও একাত্মতার জন্য একমুখী হওয়ার প্রয়োজন । এই আয়াতে পরোক্ষ ইঙ্গিত রহিয়াছে যে 'কাবা' মুসলমানদের অধিকারে আসিবে ।

১৬০। 'আল-ওয়াসাত' মানে 'মাঝামাঝি স্থানে অবস্থিত'; উত্তম ও উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন (আকরাব)। শব্দটি এখানে উত্তম ও উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে । ৩ঃ১১১ আয়াতেও মুসলমানদিগকে সর্বোত্তম জাতি (উম্মত) বলা হইয়াছে ।

১৬১। এখানে মুসলমান জাতিকে বলা হইতেছে তাহারা যেন বংশ পরম্পরায় পরবর্তী বংশের প্রতি লক্ষ্য রাখে এবং তাহাদিগকে ভ্রান্তি হইতে রক্ষা করে । সর্বোত্তম উম্মত (জাতি) হিসাবে ইহা তাহাদের উপর ফরয (অত্যাবশ্যক) যে, তাহারা যেন ঈপ্সিত উচ্চ নৈতিক মানের জীবন হইতে ছিট্‌কাইয়া পদস্খলিত না হয় এবং এই বিষয়ে সর্বদা সচেতন থাকে । প্রত্যেক প্রজন্ম পরবর্তী প্রজন্মের উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে যাহাতে তাহারা মহানবী (সাঃ)-এর সান্নিধ্য-লাভকারী মহান সাহাবাগণের অনুসৃত পথ অবলম্বন করিয়া চলে । এইভাবে রসূলে করীম (সাঃ) ছিলেন প্রথম যুগের সাহাবীগণের অভিভাবক, সাহাবীগণ ছিলেন তাহাদের সন্নিহিত পরবর্তীগণের (তাবেয়ীনদের) অভিভাবক, এইরূপ অভিভাবকত্ব ধারাবাহিক ভাবে অব্যাহত রাখার উপদেশ এই আয়াতে দেওয়া হইয়াছে । আয়াতের প্রথম বাক্যটির অর্থ এইরূপও হইতে পারেঃ ইহা নির্ধারিত হইয়া আছে যে, মুসলমানেরাই মানব জাতির নেতৃত্ব করিবে । অতএব,সৎকার্যাদির মাধ্যমে আল্লাহ্‌র বিশেষ অনুগ্রহ প্রাপ্তির উপযুক্ত করিয়া নিজেদেরকে গড়িয়া তোলা উচিত । তাহা হইলে অন্যান্য জাতিও এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিবে যে,মুসলমানরাই খাঁটি ও সত্য ধর্মের অনুসারী । এইভাবে মুসলমানেরা বংশ পরম্পরায় অপর জাতির কাছে ইসলামের সত্যতার সাক্ষী হইতে পারে-যেমন রসূলে পাক (সাঃ) ও সাহাবীগণ অপর জাতির নিকট ইসলামের সত্যতার সাক্ষী হইয়াছিলেন ।

১৬২। এখানকার শব্দগুলি হইতে মনে হয়, আল্লাহ্‌র আদেশক্রমেই জেরুজালেমের উপসনালয়কে মহানবী (সাঃ) 'কিব্‌লা' রূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন; কিন্তু যেহেতু ইহাকে অস্থায়ী কিব্‌লারূপে আল্লাহ্‌তা'লা নির্ধারণ করিয়াছিলেন এবং সর্বকালের ও সকল মানবের জন্য স্থায়ী কিব্‌লা হিসাবে কা'বার স্থান গ্রহণ করা নির্ধারিত ছিল, সেই হেতু অস্থায়ী কিব্‌লা সম্বন্ধীয় আদেশটি কুরআনে উল্লেখিত হয় নাই । ইহা দ্বারা একথাও স্পষ্ট হইয়া যায় যে, অস্থায়ীভাবে প্রয়োগের জন্য যে সব আদেশ আসিয়াছিল; সেইগুলি কুরআনের বাণীতে স্থান পায় নাই । কেবলমাত্র স্থায়ী নির্দেশাবলীই কুরআনে স্থান লাভ করিয়াছে । কুরআনের কতকগুলি আয়াত বাতিল করা হইয়াছে এইরূপ মতবাদ একেবারে ভিত্তিহীন ।

১৬৩। মক্কার কা'বা গৃহ বহু প্রাচীনকাল হইতেই উপাসনালয় হিসাবে আরববাসীদের নিকট অতি প্রিয় পবিত্র স্থান। ইহার সাথে তাহাদের সম্পর্ক অতীব নিগূঢ় । ইহা তাহাদের জাতীয় উপাসনালয়, যাহা ইব্‌রাহীম (আঃ)-এর সময় হইতে তাহাদের কাছে সসম্মানে রহিয়াছে । সেই কারণে, ইসলামের প্রারম্ভ কালে যখন তাহাদিগকে ইহা ছাড়িয়া আহলে -কিতাবের কিব্‌লা জেরুজালেমের উপাসনালয়কে কিব্‌লা রূপে গ্রহণ করার কথা বলা হইল, তখন তাহারা ভীষণ পরীক্ষার মধ্যে পড়িয়া গেল (বুখারী ও জরীর)। অতঃপর, মদীনা যাওয়ার পরে, যখন জেরুজালেমের উপাসনালয়কে বদলাইয়া কা'বাকে কিব্‌লা করা হইল, তখন ইহুদী ও খৃষ্টানগণ পরীক্ষায় পড়িল । এমনিভাবে 'কিব্‌লা' বদলের বিষয়টা ইহুদী, খৃষ্টান, মুসলমান এবং মক্কার পৌত্তলিক, সকলের জন্যই এক পরীক্ষাস্বরূপ প্রমাণিত হইল ।

قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَآءِ ۚ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضٰىهَا ۪ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ؕ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهٗ ؕ وَاِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ لَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ ؕ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُوْنَ ﴿۱۴۵﴾

১৪৫। অবশ্য আমরা তোমাকে পুনঃ পুনঃ আকাশ[১৬৪] পানে মুখ তুলিয়া চাহিতে দেখিতেছি, অতএব আমরা নিশ্চয় তোমাকে সেই কিব্‌লার দিকে ফিরাইয়া[১৬৫] দিব যাহা তুমি পসন্দ কর। সুতরাং (এখন) তুমি মসজিদুল হারামের দিকে তোমার মুখ ফিরাও এবং (হে মুসলমানগণ!) তোমরাও যেখানেই থাক না কেন, উহার[১৬৬] দিকে তোমাদের মুখ ফিরাও। এবং নিশ্চয় যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছে তাহারা ইহা নিশ্চিত ভাবে জানে যে, ইহা তাহাদের প্রভুর[১৬৭] পক্ষ হইতে প্রেরিত সত্য; এবং তাহারা যাহা কিছু করিতেছে সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ গাফেল নহেন।

وَلَئِنْ اَتَيْتَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ بِكُلِّ اٰيَةٍ مَّا تَبِعُوْا قِبْلَتَكَ ۚ وَمَآ اَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ ۚ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ ؕ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَآءَهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ اِنَّكَ اِذًا لَّمِنَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿۱۴۶﴾

১৪৬। এবং যাহাদিগকে (তোমার পূর্বে) কিতাব দেওয়া হইয়াছে, তুমি যদি তাহাদের নিকট সকল নিদর্শন পেশ করিয়া দাও তথাপি তাহারা তোমার কিব্‌লার অনুসরণ করিবে না, এবং তুমিও তাহাদের কিব্‌লার অনুসরণ করিতে পার না, এবং তাহাদেরও কেহ অন্যদের[১৬৮] কিব্‌লার অনুসরণ করিবে না। এবং যদি তুমি তোমার নিকট জ্ঞান আসার পরও তাহাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ কর, তাহা হইলে নিশ্চয় তুমি যালেমদের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

১৬৪। রসূলে আকরাম (সাঃ) যতদিন মক্কায় ছিলেন, আল্লাহ্‌র আদেশক্রমে তিনি নামাযের সময় জেরুজালেমের উপাসনালয়ের দিকে মুখ করিতেন, কিন্তু তাঁহার অন্তরের অন্তঃস্থল হইতে কা'বাকে 'কিব্‌লা' রূপে পাইবার বাসনা পোষণ করিতেন এবং তাঁহার মন বলিত যে, তাঁহার এই বাসনা পূর্ণ হইবেই। তিনি সাধারণতঃ উপাসনার স্থান হিসাবে এমন জায়গা বাছিয়া নিতেন, যাহাতে কা'বা ও জেরুজালেম উভয়কেই **সম্মুখে** রাখা যায়। অতঃপর, তিনি যখন মদীনাতে হিজরত করিলেন, তখন শহরটির অবস্থিতির কারণে, একমাত্র জেরুজালেম ছাড়া কা'বাকে **সম্মুখে** রাখা তাঁহার পক্ষে আর সম্ভব ছিল না। ইহাতে তাহার মনের গভীরে লুক্কায়িত বাসনা আরও তীব্রতর হইয়া উঠিল। আল্লাহ্‌র হুকুমের মর্যাদার খাতিরে তিনি 'কিব্‌লা' পরিবর্তনের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে বাস্তবে কোনও প্রার্থনা করিলেন না বটে, কিন্তু তবুও মনে মনে আগ্রহের সহিত আশা পোষণ করিতে লাগিলেন যে, এ বিষয়ে ঐশী আদেশ আসিয়া যাইবে।

১৬৫। 'নুওয়াল্লিয়ান্নাকা' অর্থ এইরূপও হয়, 'আমরা তোমাকেই কর্তা ও অভিভাবক করিব।" এই বাক্যটিতে একাধারে দুইটি ভবিষ্যদ্বানী রহিয়াছে। যথা - কা'বা সকল জাতির কিব্‌লাতে পরিণত হইবে এবং ইহা হযরত **নবী করীম** (সাঃ)-এর হাতে সমর্পিত হইবে।

১৬৬। এই বাক্যটির তাৎপর্য হইল, যদিও সাধারণ অবস্থায় সকল মুসলমানকেই নামাযের সময় কা'বার দিকে মুখ রাখিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে, তথাপি নির্দিষ্ট দিকে মুখ রাখাটা প্রথম পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নহে,বরং ইহা দ্বিতীয় পর্যায়ের গুরুত্ব রাখে। এই 'কিব্‌লা' নির্ধারণের মূল উদ্দেশ্য যাহা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ, তাহা হইল বিশ্ব-মুসলমানের ভ্রাতৃত্ব,ঐক্য ও অভিন্নতা প্রতিষ্ঠার উপরে জোর দেওয়া।

১৬৭। আদিপুস্তক- ২১ঃ২১ দেখুন, যোহন- ৪ঃ২১; যিশাইয়- ৪৫ঃ১৩,১৪ এবং দ্বিতীয় বিবরণ- ৩২ঃ২ দেখুন।

১৬৮। এই আয়াতে ইহুদী ও খৃষ্টানদের ইসলাম-বিদ্বেষের কথা বলা হইয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের পারস্পরিক শত্রুতার কথাও বলা হইয়াছে। যেখানে ইহুদীদের কিব্‌লা ছিল জেরুজালেম (রাজাবলী- ৮ঃ২২-৩০, দানিয়েল- ৬ঃ১০, গীত সংহীতা- ৫ঃ৭ এবং যোনা-২ঃ৪), সেখানেই ইহুদীদেরই একটি অস্বীকৃত ফেরকা **সমরীয়**, যাহারা মূসায়ী শরীয়াতই পালন করিত, 'জেরিযিম' নামক একটি প্যালেস্টাইনী পাহাড় চূড়াকে কিব্‌লা রূপে গ্রহণ করিয়াছিল (কমেন্টারী অন নিউ টেস্টামেন্ট, প্রণেতা ডব্লিউ, ওয়ালশাম হাউ, ডিঃডি)। প্রাথমিক খৃষ্টানগণও ইহুদীদের কিব্‌লাকেই অনুসরণ করিত (এনসাই রটে ১৪'শ সংস্করণ ভি, ৬৭৬ এবং জিউ, এনসাই ৬ঃ৫৩)। নাজরানের খৃষ্টানগণ মদীনার মসজিদে নব্‌বীতে উপাসনা করিয়াছিল, তখন তাহারা পূর্ব দিকে মুখ করিয়াছিল (যুরকানী- ৪র্থ খণ্ড-পৃঃ ৪১)। অতএব,দেখা যায়, ইহুদী, **সমরীয়**,এবং খৃষ্টানগণ ভিন্ন ভিন্ন কিব্‌লা অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং ইহার কারণ ছিল তাহাদের পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ ও শত্রুতা। এমতাবস্থায়, ইহা কখনও আশা করা যায় না যে, তাহারা মুসলমানদের কিব্‌লা অনুসরণ করিবে।

اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَعْرِفُوْنَهٗ كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَآءَهُمْ ؕ وَ اِنَّ فَرِيْقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُوْنَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ﴿۱۴۷﴾

১৪৭। ঐ সকল লোক, যাহাদিগকে আমরা কিতাব দিয়াছি, ইহাকে[১৬৯] সেইভাবেই চিনে যেভাবে তাহারা নিজেদের পুত্রদেরকে চিনিয়া[১৭০] থাকে; এবং তাহাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক লোক নিশ্চয় সত্যকে জানিয়া বুঝিয়া গোপন করিতেছে।

اَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ ﴿۱۴۸﴾

১৪৮। এই সত্য তোমার প্রভুর পক্ষ হইতে সমাগত; সুতরাং তুমি কিছুতেই সন্দেহকারীদের অন্তর্ভুক্ত হইও না।

১৭ [৬] ১

وَلِكُلٍّ وِّجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيْهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰتِ ؕ اَيْنَ مَا تَكُوْنُوْا يَاْتِ بِكُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ﴿۱۴۹﴾

১৪৯। এবং প্রত্যেকের জন্যই কোন না কোন লক্ষ্যস্থল রহিয়াছে যাহার প্রতি সে (সমস্ত) মনোযোগ নিবদ্ধ রাখে; সুতরাং (তোমাদের লক্ষ্যস্থল এই যে) তোমরা পুণ্য[১৭১] অর্জনে পরস্পরের সহিত প্রতিযোগিতা কর। তোমরা যেখানেই থাক না কেন, আল্লাহ্ তোমাদের সকলকে একত্রিত করিয়া আনিবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ প্রত্যেক বিষয়ের উপর সর্বশক্তিমান।

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ؕ وَاِنَّهٗ لَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ ؕ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿۱۵۰﴾

১৫০। এবং তুমি যেখান হইতে বাহির হও না কেন তোমার[১৭২] মুখ মসজিদুল হারামের (পবিত্র মসজিদ — কা'বার) দিকে ফিরাও কারণ নিশ্চয় ইহা তোমার প্রভুর পক্ষ হইতে সমাগত সত্য।[১৭৩] এবং তোমরা যাহা কিছু কর সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ আদৌ অসতর্ক নহেন।

১৬৯। 'হু' মানে ইহাকে বা তাহাকে।'ইহাকে' বলিতে কিব্‌লার পরিবর্তনকে বুঝায়, আবার 'তাহাকে' বলিতে আঁ হযরত (সাঃ)কে বুঝায়। অতএব,বাক্যটির অর্থ দাঁড়ায় আহলে কিতাব (খৃষ্টান- ইহুদী) তাহাদের ধর্মগ্রন্থ সমূহ হইতে (ভবিষ্যদ্বাণী) জ্ঞাত আছে যে, আরবদের মধ্যে এক নবীর অভ্যুদয় হইবে যাহার সহিত কা'বার নিগূঢ় সম্পর্ক থাকিবে।

১৭০। 'ইয়া'রেফূনাহু' 'আ'রাফা' হইতে উৎপন্ন। আরাফা মানে সে জানিয়াছিল, চিনিয়াছিল অথবা অনুভব করিয়াছিল। যদি এই শব্দটি ইন্দ্রিয়-লব্ধ জ্ঞানের ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়, তথাপি ইহা আসলে ঐরূপ জ্ঞান সম্বন্ধেই বিশেষভাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে যাহা ধ্যান-সাধনা ও চিন্তা দ্বারা লব্ধ হয় (মুফ্‌রাদাত)।

১৭১। এই আয়াতে কয়েকটি শব্দের মধ্যে, সফল জীবনের সকল উপায়-উপাদান ব্যক্ত করা হইয়াছে। একজন মুসলমানের উচিত, প্রথমেই তাহার নিজের জীবনের জন্য নির্দিষ্ট গন্তব্য স্থল নির্ধারণ করা। অতঃপর,তাহার কর্তব্য হইবেঃ (ক) তাহার সমস্ত মনোযোগ ঐ দিকে নিবদ্ধ করা,(খ) তাহার সকল শক্তিও প্রচেষ্টা ঐ উদ্দেশ্যে নিয়োজিত করা,(গ) অন্যান্য নিষ্ঠাবান মুসলমানের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব নিয়া প্রতিযোগিতা করতঃ তাহাদিগকে ডিঙ্গাইয়া যাইবার চেষ্টায় রত থাকা এবং তাহাদিগকেও আগাইয়া নিবার চেষ্টা করা; অধঃপতিত সহগামীকে উঠাইয়া দাঁড় করানো ও দ্রুততার সহিত আগাইয়া যাইতে সাহায্য করা। 'মুওয়াল্লিহা' শব্দের অর্থ "নিজের উপরে তাহাকে প্রতিপত্তিশালী বানায়" অর্থাৎ মানুষ প্রথমে তাহার উদ্দেশ্য স্থির করিয়া লয়, অতঃপর এই উদ্দেশ্যকেই তাহার নিজের উপর সর্বাধিক প্রভাব-বিস্তারকারী শক্তি রূপে গণ্য করে।

১৭২। যখন কা'বা মুসলমানের কিব্‌লায় পরিণত হইল, তখন তাহাদের জন্য ইহা অপরিহার্য হইয়া পড়িল যে, মক্কা শহর, যেখানে কা'বা অবস্থিত, তাহা মুসলমানের অধিকারে আসিয়া যায়। এই আয়াতে তাহাদিগকে উদ্বুদ্ধ করা হইতেছে যেন মক্কা বিজয়ের লক্ষ্যে তাহাদের সমস্ত শক্তিকে নিয়োজিত রাখে। হযরত রসূলে করীম (সাঃ)-কে নির্দেশ দেওয়া হইতেছে যে, সকল অভিযানেই তাঁহার সার্বিক মনোযোগ যেন এই উদ্দেশ্যের প্রতিই নিবেদিত থাকে। 'খারাজ্‌তা' শব্দের আরেক অর্থ "তুমি যুদ্ধের জন্য বাহির হইয়াছ" (লেইন)। শব্দটির তাৎপর্য ইহাও যে, রসূলে পাক (সাঃ) কে স্বয়ং মক্কা বিজয়ের জন্য ব্যক্তিগত দায়িত্ব বহন করিতে হইবে। তদুপরি, ১৪৫ নং আয়াতে যেখানে কিব্‌লা পরিবর্তনের নির্দেশ রহিয়াছে, সেখানে ১৫০-১৫১ আয়াতদ্বয়ে প্রদত্ত নির্দেশটি মক্কা-বিজয়ের জন্য প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়, কেননা 'খুরুজ' ক্রিয়া-বিশেষ্যটি 'যুদ্ধের জন্য বাহির হওয়া' অর্থেই বেশী ব্যবহৃত হয়।

১৭৩। "তোমার প্রভুর পক্ষ হইতে সমাগত সত্য" বাক্যটির মধ্যে এই কথাই নিহিত রহিয়াছে যে, মুসলমানদের হাতে মক্কা নিশ্চয়ই আসিয়া

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۖ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا
وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۙ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ
عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ ۗ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا
مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي ۗ
وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ
تَهْتَدُونَ ﴿١٥٠﴾

১৫১। এবং তুমি যেখান হইতেই বাহির হও না কেন তোমার মুখ মসজিদুল হারামের[১৭৪] দিকে ফিরাও, এবং (হে মুসলমানগণ!) তোমরাও যেখানেই থাক না কেন তোমাদের মুখ উহার দিকে ফিরাও যেন (বিরুদ্ধবাদীদের মধ্য হইতে) ঐ সকল লোক ব্যতীত যাহারা যুলুম করিয়াছে অন্য লোকদের পক্ষ হইতে তোমাদের[১৭৫] বিরুদ্ধে কোন যুক্তি খাড়া না হয়; সুতরাং তোমরা তাহাদিগকে ভয় করিও না, শুধু আমাকে ভয় কর, এবং যেন আমি আমার নেয়ামত তোমাদের[১৭৬] উপর পূর্ণ করি এবং যেন তোমরা হেদায়াত পাও।

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُوا
عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ
الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ
تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴿١٥١﴾

১৫২। যেভাবে আমরা তোমাদের মধ্য হইতে তোমাদের নিকট এক রসূল পাঠাইয়াছি, যে তোমাদের নিকট আমাদের আয়াতসমূহ পাঠ করিয়া শুনায় এবং তোমাদিগকে পবিত্র করে এবং তোমাদিগকে কিতাব ও হিক্‌মত,[১৭৭] শিক্ষা দেয়, এবং তোমরা পূর্বে যাহা জানিতে না, তাহা তোমাদিগকে শিক্ষা দেয়।

যাইবে। মুসলমানদের দ্বারা মক্কা বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী কুরআনের ১৭ঃ৮১ ও ২৮ঃ৮৬-তে পূর্বেই নাযেল হইয়াছিল। মক্কা বিজয়ের দিনে, যখন মহানবী (সাঃ) দশ হাজার মুসলমান সৈন্যের নেতারূপে বিজয়ীর গৌরবে গরীয়ান হইয়া মক্কায় প্রবেশ করিলেন, তখন দ্বিতীয় বিবরণ, ৩২ঃ২-তে বর্ণিত বহুকালের পুরাতন ভবিষ্যদ্বাণীও বাস্তবে পরিণত হইল।

১৭৪। কেবল মহানবী-(সাঃ)-কেই নয়, মুসলমানদের সবাইকে মক্কা-বিজয়ের কর্তব্য সম্পাদনের কথা সর্বদা মনে রাখিতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল।

১৭৫। "অন্য লোকের পক্ষ হইতে তোমাদের বিরুদ্ধে কোন যুক্তি খাড়া না হয়"-এই বাক্যটির তাৎপর্য ইহাই যে, যদি মুসলমান জাতি মক্কা-বিজয়ে অসমর্থ হয়, তাহা হইলে ইসলামের শত্রুরা যুক্তিসঙ্গত ভাবেই আপত্তি উত্থাপন করিবে যে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ), ইব্‌রাহীম (আঃ) এর প্রার্থনার ফল সেই ব্যক্তিত্ব নহেন (২ঃ১৩০)। এমতাবস্থায়, প্রতিশ্রুত নবী বলিয়া তাঁহার যে দাবী, সেই দাবী মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়। তদুপরি, যে কা'বা গৃহের দিকে মুখ রাখিয়া নামায পড়িবার জন্য মুসলমানদেরকে আদেশ করা হইয়াছে, তাহা পৌত্তলিক আরবদের হাতে থাকিয়া, মূর্তিদ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। মূর্তিগুলির অবস্থান যতদিন কাবা গৃহে থাকিবে, ততদিন মুসলমান উম্মতকে মূর্তিপূজক বলিয়া অভিযুক্ত করার সুযোগ থাকিয়া যাইবে। এই আপত্তির পূর্ণ খণ্ডন কেবল তখনই হইতে পারে যখন এই পবিত্র গৃহ, যাহা একমাত্র মা'বূদ আল্লাহ্‌র ইবাদতের জন্যই নিবেদিত ছিল, তাহা মূর্তি-মুক্ত হয়। এই কারণেই জেরুজালেমের স্থলে কা'বাকে 'কিব্‌লা' হিসাবে গ্রহণের নির্দেশ দানের পরে পরেই স্বাভাবিকভাবে মক্কা বিজয়ের আদেশও অবতীর্ণ হয়।

১৭৬। এই বাক্যাংশটির অর্থ হইল, মক্কা মুসলমানদের হাতে আসিয়া গেলে মুসলমানদের প্রতি আল্লাহ্‌তা'লার অনুগ্রহ পরিপূর্ণ হইয়া যাইবে, কেননা মক্কা-বিজয় মানেই আরব দেশের সর্বত্র মুসলমানের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা এবং হাজার হাজার আরববাসীর ইসলাম গ্রহণ। উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বাণী ফলাফলের মধ্য দিয়া ঠিক ঠিক ভাবে পূর্ণ হইয়াছিল, কেননা মক্কা-বিজয়ের সাথে সহস্র সহস্র আরব কাল বিলম্ব না করিয়া ইসলাম কবুল করিয়াছিল। মক্কা বিজয়ের পরে পরেই আরবদের মধ্যে ইসলাম গ্রহণের যে হিড়িক পড়িয়াছিল উহার আরেকটি কারণ এই ছিল যে, আরবেরা কোন অবতীর্ণ গ্রন্থের অনুসারী না হইলেও ইব্‌রাহীম (আঃ)-এর একটি ভবিষ্যদ্বাণী তাহাদের মাঝে প্রচলিত ছিল যে, কোন মিথ্যা নবীর অনুসারীরা কখনও মক্কা জয় করিতে পারিবে না, বরং মক্কা জয়ের চেষ্টা করিলে সমূলে ধ্বংস হইয়া যাইবে। মাত্র কিছু দিন পূর্বে এই ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা যাচাই করিবার সুযোগও তাহাদের ভাগ্যে ঘটিয়াছিল। আবিসিনিয়ার আক্রমণকারী আব্রাহা এক বিরাট ও শক্তিশালী হস্তীবাহিনী লইয়া মক্কা দখলের অভিপ্রায়ে আক্রমণ করিতে আসিলে, অলৌকিকভাবে তাহার ও তদীয় সেনাবাহিনীর যে শোচনীয় ধ্বংস তাহারা মাত্র কিছুকাল পূর্বে দেখিয়াছিল, তাহা তাহাদের স্মৃতিতে তখনও ভাস্বর ছিল।

১৭৭। এই আয়াতে রসূলে করীম (সাঃ)-এর কার্যাবলীকে প্রায় ঐ ভাষায় বর্ণনা করা হইয়াছে, যে ভাষায় ইব্‌রাহীম (আঃ) মক্কাবাসীদের মধ্যে নবী-প্রেরণের প্রার্থনা করিবার সময় তাঁহার কার্যাবলীর উল্লেখ করিয়াছিলেন (২ঃ১৩০)। ইহা দ্বারা বুঝা যায় মহানবী (সাঃ)-এর মধ্যে ইব্‌রাহীম (আঃ)-এর প্রার্থনা রূপায়িত ও বাস্তবায়িত হইয়াছে।

فَاذْكُرُوْنِيْٓ اَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوْا لِيْ
وَلَا تَكْفُرُوْنِ ﴿١٥٢﴾

১৫৩। সুতরাং তোমরা আমাকে স্মরণ[১৭৮] কর, আমিও তোমাগিকে স্মরণ করিব, এবং আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হও, এবং অকৃতজ্ঞ হইও না আমার প্রতি।

১৮ [৫] ২

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ
وَالصَّلٰوةِ ۭ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ﴿١٥٣﴾

১৫৪। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ ! তোমরা ধৈর্য[১৭৯] এবং নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর, নিশ্চয় আল্লাহ্ ধৈর্যশীলগণের[১৮০] সহিত আছেন।

وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ يُّقْتَلُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ
اَمْوَاتٌ ۭ بَلْ اَحْيَاۗءٌ وَّلٰكِنْ لَّا تَشْعُرُوْنَ ﴿١٥٤﴾

১৫৫। এবং যাহারা আল্লাহ্‌র পথে নিহত হয় তাহাদের সম্বন্ধে বলিও না যে তাহারা মৃত; বরং তাহারা জীবিত[১৮১] কিন্তু তোমরা উপলব্ধি করিতে পারিতেছ না।

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ
وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ
وَالثَّمَرٰتِ ۭ وَبَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ ﴿١٥٥﴾

১৫৬। এবং অবশ্যই আমরা তোমাদিগকে ভয়-ভীতি ও ক্ষুধা এবং ধন-সম্পদ, প্রাণসমূহ এবং ফল-ফলাদির[১৮২] ক্ষতির মাধ্যমে পরীক্ষা করিব; এবং তুমি ধৈর্যশীলগণকে সুসংবাদ দাও

الَّذِيْنَ اِذَآ اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ ۙ قَالُوْٓا
اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّآ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ ﴿١٥٦﴾

১৫৭। যাহারা, তাহাদের উপর বিপদ আসিলে বলে, 'নিশ্চয় আমরা আল্লাহ্‌রই, এবং নিশ্চয় আমরা তাঁহারই দিকে প্রত্যাবর্তনকারী[১৮৩]।'

১৭৮। মানুষ কর্তৃক আল্লাহ্‌কে স্মরণ করার অর্থ আল্লাহ্ তা'লাকে ভক্তি ও ভালবাসা ও কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করা, তাঁহার নির্দেশাবলী পালন করা, তাঁহার গুণাবলীকে মনের মাঝে গাঁথিয়া রাখা, তাঁহার মাহাত্ম্য কীর্তন করা এবং তাঁহার কাছে প্রার্থনা করা। অপর দিকে, আল্লাহ্ তা'লা কর্তৃক মানুষকে স্মরণ করার অর্থ হইল মানুষকে তাঁহার নৈকট্য দান করা, তাহার উপর আশিস বর্ষণ করা এবং তাহার মঙ্গলময় জীবন যাপনের ব্যবস্থা করা।

১৭৯। 'সবর' অর্থ (১) কোন কিছুতে লাগিয়া থাকা (২) সাহসের সহিত, বিনা অভিযোগে ও বিনা বিরক্তিতে দুঃখ-যন্ত্রণা সহ্য করা (৩) শরীয়াত বা আল্লাহ্‌র বিধান ও বিবেকের আহ্বানকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়াইয়া থাকা (৪) আল্লাহ্‌র বিধান ও বিবেকের ডাক যাহা নিষেধ করে, তাহা হইতে বিরত থাকা (মুফ্‌রাদাত)।

১৮০। এই আয়াতটি কৃতকার্যের সুবর্ণ নীতি সম্বলিত। প্রথমতঃ একজন মুসলমানের উচিত তাহার প্রচেষ্টায় সে যেন লাগিয়া থাকে এবং তাহার অধ্যবসায়ে যেন কখনও ভাঁটা না পড়ে, উদ্দেশ্য সাধনের পথে কখনও যেন মনে নৈরাশ্য সৃষ্টি না হয়, যাহা কিছু মন্দ ও ক্ষতিকর তাহাই যেন সে বর্জন করে এবং যাহা ভাল তাহাই যেন সে আঁকড়াইয়া থাকে ('মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন' ইহাই হইবে তাহার ব্রত)। দ্বিতীয়তঃ সাফল্য অর্জনের জন্য তাহাকে আল্লাহ্ তা'লার সমীপে প্রার্থনা করিতে হইবে, কেননা সকল মঙ্গলের আকর একমাত্র তিনিই। এই আয়াতে 'সালাত' (নামায) শব্দের পূর্বে 'সবর' (ধৈর্য ও অধ্যবসায়) শব্দটি এই জন্য আসিয়াছে যে, মানুষ সাধারণতঃ আল্লাহ্‌র আইন-কানুন মানিয়া চলিতে অবহেলা বা অজ্ঞতা প্রদর্শন করে এবং তাড়াতাড়ি সুফল পাইবার জন্য ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়ে। অথচ সফলতা লাভের চাবিকাঠি রহিয়াছে আল্লাহ্‌র নিয়ম-কানুন মানার মধ্যে। সেখানে ধৈর্য ধারণ অত্যাবশ্যক। প্রার্থনা কেবল তখনই ফলপ্রসূ হয়, যখন অভীষ্ট বস্তু পাওয়ার যতসব আবশ্যকীয় উপায় আল্লাহ্ তা'লা সৃষ্টি করিয়াছেন সেইগুলি সঠিকভাবে অবলম্বন করা হয়।

১৮১। 'আহ্‌ইয়া' শব্দ 'হাঈ' শব্দের বহুবচন। 'হাঈ' শব্দের অনেক অর্থ আছে, উহার মধ্যে দুইটি হইল (১) সেই ব্যক্তি যাহার জীবন-যাপন ব্যর্থ হয় না (২) যাহার হত্যার প্রতিশোধ লওয়া হইয়াছে। এই আয়াতে এমন একটি প্রগাঢ় মনস্তাত্ত্বিক সত্য তুলিয়া ধরা হইয়াছে যাহা মানব জাতির জীবন ও উন্নতির ক্ষেত্রে বিরাট প্রভাব বিস্তার করিতে পারে। যে জাতি তাহাদের বীর শহীদগণের স্মৃতির প্রতি উপযুক্ত মর্যাদা প্রদর্শন করে না এবং তাহাদের মন হইতে মৃত্যু ভয়কে অপসারণ করিয়া মহৎ উদ্দেশ্যে আত্মত্যাগ করে না, তাহাদের উন্নতি হইতে পারে না।

১৮২। পূর্ববর্তী আয়াতের প্রেক্ষিতে, পরবর্তী আয়াত হিসাবে ইহা খুবই যুক্তিযুক্ত। মুসলমানদের প্রস্তুত থাকা উচিত, ইসলামের মঙ্গলার্থে কেবল নিজেদের জান-মাল কুরবানী করাই নয় বরং সকল দুঃখ-দুর্দশা, জ্বালা-যন্ত্রণা, ও বিপদ-আপদ যাহাই পরীক্ষাস্বরূপ তাহাদের উপর আপতিত হউক না কেন, তাহা হাষ্ট চিত্তে বরণ করা।

১৮৩ টিকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَٰتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ﴿١٥٨﴾

১৫৮। ইহারাই ঐ সকল লোক যাহাদের প্রতি তাহাদের প্রভুর পক্ষ হইতে আশীষ এবং রহমতসমূহ বর্ষিত হয়, এবং ইহারাই হেদায়াতপ্রাপ্ত।

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللَّهِ ۚ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا ۚ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴿١٥٩﴾

১৫৯। নিশ্চয় সাফা ও মারওয়াহ্[১৮৪] আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহের অন্যতম; সুতরাং যে কেহ এই গৃহের হজ্জ করে অথবা উমরাহ্ করে, অতঃপর সে যদি ঐ দুইটির তাওয়াফ্ (প্রদক্ষিণ) করে তাহা হইলে তাহার উপর কোন পাপ বর্তিবে না, এবং যে কেহ স্বতঃপ্রবৃত্ত[১৮৫] হইয়া নেক কাজ করে, তাহা হইলে (সে জানিয়া রাখুক) আল্লাহ্ নিশ্চয় গুণগ্রাহী, সর্বজ্ঞানী।

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَٰتِ وَالْهُدَىٰ مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّٰهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَٰبِ ۙ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّٰعِنُونَ ﴿١٦٠﴾

১৬০। নিশ্চয় সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী ও হেদায়াত হইতে আমরা যাহা কিছু নাযেল করিয়াছি, উহাকে এই কিতাবে মানব জাতির জন্য স্পষ্টভাবে আমাদের বর্ণনা করিয়া দেওয়ার পরও যাহারা উহা গোপন[১৮৬] করে, তাহারাই ঐ সকল লোক যাহাদিগকে আল্লাহ্ অভিশাপ দেন এবং অভিশাপকারীগণও তাহাদিগকে অভিশাপ দেয়।

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ ۚ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١٦١﴾

১৬১। কিন্তু যাহারা তওবা করে এবং নিজেদের সংশোধন করে এবং (সত্যকে) প্রকাশ্যভাবে ব্যক্ত করে—— এই সকল লোকের প্রতিই আমি সদয় দৃষ্টিপাত করিব, এবং আমি পুনঃপুনঃ সদয় দৃষ্টিপাতকারী, পরম দয়াময়।

১৮৩। আল্লাহ্‌তা'লাই, আমাদের যাহা কিছু আছে উহার প্রকৃত মালিক। এমনকি আমাদের নিজেদের মালিকও তিনিই। সত্যিকার মালিক যদি, তাঁহার অসীম প্রজ্ঞায়, আমাদের নিকট হইতে কোন কিছু নিয়া যান, আমাদের দুঃখ করিবার বা নালিশ করিবার কোনও কারণ থাকিতে পারে না। কাজেই যে দুঃখ-দুর্দশাই আমাদের উপর আপতিত হউক না কেন, তাহা আমাদিগকে হতোদাম ও হতাশাগ্রস্ত করার পরিবতে, আমাদিগকে অধিকতর সচেষ্ট করিয়া উন্নতমানের সাফল্য অর্জনের দিকে আগাইয়া দেওয়া উচিত। অতএব, যে বিধি-সূত্র এই আয়াতটিতে দেওয়া হইয়াছে, তাহা কেবলমাত্র মৌখিক মন্ত্রই নহে, বরং অতি মূল্যবান, বাস্তব ও জ্ঞানগর্ভ উপদেশ এবং সময়োচিত সতর্কবাণী।

১৮৪। 'সাফা' ও মারওয়া' কা'বার অদূরে দুইটি পাহাড়ী টিলার নাম, দুইটির মধ্যে প্রথমটি কা'বার অধিক নিকটবর্তী। এই দুইটি পাহাড়, একদিকে যেমন হযরত হাজেরার অসীম ধৈর্য ও অপরিসীম আল্লাহ্- নির্ভরতার বিরল স্মৃতি বহন করে, অন্যদিকে তেমনি তাঁহার ও তাঁহার পুত্র ইসমাঈলের প্রতি আল্লাহ্‌তা'লার বিশেষ যত্ন ও অভিভাবকত্বের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। এই দুইটি পাহাড়ে স্বল্পকালীন উপস্থিতি মানুষের মনকে আল্লাহ্‌র ভালবাসা, বিশ্বস্ততা ও সর্বময় ক্ষমতার অনুভূতিতে অভিভূত করিয়া ফেলে।

১৮৫। "যে কেহ স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া নেক কাজ করে" বাক্যাংশটি 'হজ্জ' এর জন্য ব্যবহৃত হয় নাই; কারণ একটি হজ্জ অবস্থাভেদে অনেকের উপর বাধ্যকর। অতএব, এখানে 'নেক কাজ' বলিতে 'ওমরাহ্'কে বুঝাইতেছে যাহা 'ফরয' (অবশ্যকরণীয়) নহে, বরং 'নফল' (অতিরিক্ত) তবে, প্রথমবারের মত বাধ্যতামূলক হজ্জ পালনের পর যদি কেহ আরো হজ্জ পালন করে, তবে সেই হজ্জগুলিকে সৎকর্ম বা বাড়তি নেক কাজের মধ্যে গণ্য করা যাইতে পারে।

১৮৬। যে সব ইহুদীরা জানিয়া শুনিয়া মহানবী (সাঃ) সম্পর্কিত ভাববাদ্বাণী (যাহা তাহাদের ধর্মগ্রন্থে রহিয়াছে) গোপন রাখে, এই আয়াতে তাহাদের কথা বলা হইয়াছে।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿١٦٢﴾

১৬২ । যাহারা অস্বীকার করিয়াছে এবং অস্বীকারকারী অবস্থায় মারা গিয়াছে, তাহারাই এমন লোক যাহাদের উপর নিশ্চয় আল্লাহ্‌র এবং ফিরিশ্‌তাগণের এবং সমগ্র মানবজাতির অভিশাপ;

خَالِدِينَ فِيهَا ۖ لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ ﴿١٦٣﴾

১৬৩ । তাহারা উহার মধ্যে অবস্থান করিবে, তাহাদের উপর হইতে আযাব লাঘব করা হইবে না এবং তাহাদিগকে অবকাশও দেওয়া হইবে না ।

وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ ﴿١٦٤﴾ ع ١٩

১৬৪ । বস্তুতঃ তোমাদের মা'বূদ একমাত্র **মা'বূদ**,[১৮৭] তিনি ব্যতীত অন্য কোন **মা'বূদ** নাই, যিনি অযাচিত অসীম দাতা, পরম দয়াময় । [১১] ৩

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿١٦٥﴾

১৬৫ । নিশ্চয় **আকাশ**সমূহ ও **পৃথিবী**র সৃজন, রাত্রি ও দিবসের পরিবর্তন এবং নৌযানসমূহ, যাহা সমুদ্রে এমন দ্রব্যাদি লইয়া বিচরণ করে যাহা মানবমণ্ডলীর উপকার সাধন করে, সেই বারিধারা, যাহা আল্লাহ্ **আকাশ** হইতে বর্ষণ করেন, যদ্দারা তিনি **পৃথিবী**কে উহার মৃত্যুর পর সঞ্জীবিত করেন, ও উহাতে যাবতীয় জীব-জন্তুর বিস্তার ঘটান, বায়ু প্রবাহের পরিবর্তন এবং **আকাশ** ও **পৃথিবী**র সেবায় নিয়োজিত **মেঘমালায়**— অবশ্যই সেই জাতির জন্য নিদর্শনাবলী আছে যাহারা বিচার-বুদ্ধি[১৮৮] খাটায় ।

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ ۖ وَالَّذِينَ

১৬৬ । এবং মানুষের মধ্যে এমন কতক আছে যাহারা আল্লাহ্ ছাড়া অন্যদেরকে তাঁহার সমকক্ষ[১৮৯] রূপে গ্রহণ করে, তাহারা

১৮৭। বিশ্বাসের দুর্বলতা হইতেই পাপ উৎপন্ন হয় । তাই এই আয়াতে আল্লাহ্‌র একত্বের বিশ্বাসকে দৃঢ়ভাবে হৃদয়ে পোষণ করার উপর গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে । কারণ মানুষ যদি আল্লাহ্‌র একত্বের প্রতি পূর্ণভাবে আস্থাবান হয় এবং মিথ্যা দেবতার ছায়াও না মাড়ায়, তাহা হইলে সে সঠিক পথ হইতে কখনও বিচ্যুত হইবে না ।

১৮৮। কুরআন সমগ্র বিশ্বজগতকে অখণ্ড অবস্থায় একত্রে লইয়া চিন্তা-ভাবনা করার তাকিদ দেয়, যাহাতে আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব ও একত্বের প্রমাণ সহজ উপায়ে লাভ করা সম্ভব হয় । প্রকৃতির বস্তুনিচয়কে আলাদা-আলাদা করিয়া দেখিলে, আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের ব্যাপারে পুরাপুরি মীমাংসায় আসা তত সহজ হইবে না, যত সহজ হইবে সমগ্র বিশ্বজগতকে এককভাবে একত্রে লইয়া চিন্তা-ভাবনা করিলে । শুধু পৃথিবীকে লইয়া চিন্তা করিলে, হয়ত মনে হইবে, দৈবক্রমে অনু-পরমাণুর আকস্মিক সমাবেশে ইহা অস্তিত্বে আসিয়াছে । এইরূপ একই পন্থায় চন্দ্র, সূর্য, তারকা ইত্যাদিও অস্তিত্ব লাভ করিয়াছে । কিন্তু যখন সারাটা বিশ্ব-জগতকে আমরা সামগ্রিক ভাবে একটি অখণ্ড সত্তা হিসাবে ভাবি এবং উহার সবকিছুর মাঝে একটা নিয়ম-কানুন, শৃংখলা ও সমন্বয়-সমঝোতার নিগূঢ় সম্পর্ক লক্ষ্য করি, তখন এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানো ছাড়া আর কোন উপায়ই থাকে না যে, এই অনুপম বিন্যাস আর এই মহা সমাবেশ অতি সুনিপুণ পরিকল্পনা দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে এবং সর্বজ্ঞানী সর্বশক্তিমান বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন এক মহা সত্তা দ্বারা পরিচালিত হইতেছে । এই আয়াতে পরোক্ষভাবে অবিশ্বাসীদের দৃষ্টি এই কথার দিকে আকর্ষণ করা হইতেছে যে, প্রকৃতির দৃশ্যাবলী নিয়া চিন্তা-ভাবনা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা দ্বারা তাহারা বুঝিয়া উঠিতে সমর্থ হইবে যে, মহানবী (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে মোকাবিলা করিয়া তাহারা তাহাদের উদ্দেশ্য হাসিল করিতে পারিবে না । সব কিছুই কেবল আল্লাহ্‌র নিয়ন্ত্রণে রহিয়াছে এবং মহানবী (সাঃ)-এর স্বপক্ষে তাঁহার উদ্দেশ্য পূরণের জন্য কাজ করিতেছে ।

১৮৯। পৌত্তলিকতার বিষয়ে আলোচনা কালে, কুরআন চারটি শব্দ ব্যবহার করিয়াছেঃ (১) নিদ্ (অনুরূপ বা সমান) (২) শরীক (অংশীদার) (৩) ইলাহ্ (উপাস্য) (৪) রাব্ব (প্রভু-পালনকর্তা)। প্রথম দুইটি শব্দ আল্লাহ্‌র সম্বন্ধে মোটেই ব্যবহৃত হয় না, কেবল (আল্লাহ্ ব্যতীত) অন্যান্য

اٰمَنُوْٓا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ ؕ وَلَوْ يَرَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْٓا اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ ۙ اَنَّ الْقُوَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا ۙ وَّاَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعَذَابِ ﴿١٦٥﴾

তাহাদিগকে আল্লাহ্‌কে[১৯০] ভালবাসার ন্যায় ভালবাসে, কিন্তু যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহারা আল্লাহ্‌র প্রতি ভালবাসায় দৃঢ়তম; এবং যাহারা যুলুম করিয়াছে তাহারা যদি (আযাব এখনই) প্রত্যক্ষ করিত যেমন তাহারা আযাব (পরে) প্রত্যক্ষ করিবে, (তাহা হইলে তাহারা বুঝিত) যে সমস্ত শক্তি আল্লাহ্‌রই এবং আল্লাহ্ শাস্তি প্রদানে অতি কঠোর ।

اِذْ تَبَرَّاَ الَّذِيْنَ اتُّبِعُوْا مِنَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْا وَرَاَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْاَسْبَابُ ﴿١٦٦﴾

১৬৭ । (হায় ! তাহারা যদি সেই সময়কে দেখিতে পাইত) যখন অনুসৃতগণ অনুসারীগণের ব্যাপারে দায়িত্ব মুক্ত হইয়া যাইবে এবং তাহারা আযাবকে প্রত্যক্ষ করিবে এবং তাহাদের মধ্যকার সকল সম্পর্ক ছিন্ন হইয়া যাইবে[১৯১]।

وَقَالَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْا لَوْ اَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّاَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوْا مِنَّا ؕ كَذٰلِكَ يُرِيْهِمُ اللّٰهُ اَعْمَالَهُمْ حَسَرٰتٍ عَلَيْهِمْ ؕ وَمَا هُمْ بِخٰرِجِيْنَ مِنَ النَّارِ ﴿١٦٧﴾

১৬৮ । এবং যাহারা অনুসরণ করিয়াছিল, তাহারা বলিবে, 'যদি আমরা একবার ফিরিয়া যাইতে পারিতাম তাহা হইলে আমরাও তাহাদের ব্যাপারে দায়িত্ব মুক্ত হইয়া পড়িতাম; যেভাবে তাহারা (আজ) আমাদের ব্যাপারে দায়িত্ব মুক্ত হইয়া পড়িয়াছে।' এইভাবে আল্লাহ্ তাহাদিগকে তাহাদের **কর্মসমূহ** তাহাদের সমক্ষে মনস্তাপ রূপে দেখাইবেন, এবং তাহারা আগুন হইতে বাহির হইতে পারিবে না ।

ع ২০ [৪] ৪

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِى الْاَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا ۖ وَّلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ؕ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿١٦٨﴾

১৬৯। হে মানব মণ্ডলী ! পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে উহা হইতে **হালাল** এবং পবিত্র বস্তু[১৯২] খাও, এবং শয়তানের[১৯৩] পদাঙ্ক অনুসরণ করিও না, নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু ।

উপাস্যদের ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয় । শেষ দুইটি শব্দ আল্লাহ্ সম্বন্ধেও ব্যবহৃত হয় । 'নিদ্দ' শব্দটি (অনুরূপ বা সমান) ঐ সকল উপাস্য বস্তুর জন্য ব্যবহৃত হয়, যেগুলিকে আল্লাহ্‌র অনুরূপ বা সম পর্যায়ের বলিয়া মনে করা হয়, কিন্তু আল্লাহ্‌র বিপরীত বা মোকাবিলাকারী হিসাবে ।

১৯০। আল্লাহ্‌র প্রতি ভালবাসা সকল ধর্মীয় শিক্ষার নির্যাস।'আল্লাহ্‌র সঙ্গে ভালবাসার প্রতি ইসলাম যতবেশী গুরুত্ব দিয়াছে,অন্য কোন ধর্ম ততটা দেয় নাই। মহানবী (সাঃ) আল্লাহ্‌র মধ্যে এতই নিমগ্ন থাকিতেন যে, আরবের পৌত্তলিকরা পর্যন্ত বলিত, "মুহাম্মদ তার আল্লাহ্‌র প্রেমে পড়েছে"। আল্লাহ্‌র সৌন্দর্যাবলী, আল্লাহ্‌র কল্যাণকারিতা এবং আল্লাহ্‌র অন্যান্য হিতৈষণাপূর্ণ গুণাবলী যাহা মানুষের মনে প্রেম, ভক্তি, ভালবাসা ও আকর্ষণ সৃষ্টি করে, কুরআন ঐ গুণগুলিকে এত পূর্ণভাবে বার বার বর্ণনা করিয়াছে, যে, অন্যান্য বিষয়াদির তুলনায় তাহা অনেক বেশী ।

১৯১। এই আয়াতে আল্লাহ্‌তা'লার নবীকে অস্বীকারকারী নেতৃবৃন্দের অন্ধ **অনুসারীদিগকে** কড়া ভাষায় সতর্ক করা হইতেছে যে, তাহাদের বিপথে চালনাকারী নেতৃবৃন্দ শীঘ্রই তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিবে, কেননা অস্বীকারকারীদের শাস্তির আর বেশী দেরী নাই ।

১৯২। সত্য বিশ্বাসের সহিত সৎকর্মের সংযোগ থাকা একান্ত প্রয়োজন । এই আয়াতের দ্বারা, প্রতিশ্রুত **মহাপুরুষের** কার্যাবলী সম্পর্কিত ইব্‌রাহীম (আঃ)-এর দোয়ার অংশটুকুর আলোচনা শুরু হইল । অর্থাৎ শরীয়াতের আইন-কানুন এবং উহার মধ্যে নিহিত যুক্তি ও প্রজ্ঞার বর্ণনা আরম্ভ হইল । এখান হইতে নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাতের অধ্যাদেশ জারী করা হইল । সামাজিক চাল-চালন ও ব্যবস্থাপনার বিষয়েও নিয়ম-কানুন প্রবর্তন করা হইল এবং এই ব্যাপারে যেহেতু, খাদ্য মানুষের চরিত্র গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, তাই ইহারই নিয়ম-কানুন প্রথমে বর্ণিত হইল । ইসলামের মতে খাদ্য যে প্রকারেরই হউক না কেন, তাহা হইতে হইবেঃ(১) 'হালাল' (বৈধ)- শরীয়াতের আইন মোতাবেক, (২) 'তৈয়াব' অর্থাৎ ভাল, পবিত্র, পরিমিত, স্বাস্থ্যকর ও রুচিমাফিক। দ্বিতীয় শর্তের কারণে অনেক সময় আইন-সিদ্ধ খাবারও নিষিদ্ধ হইয়া পড়ে।

১৯৩। খাদ্য সম্বন্ধীয় আদেশ-নিষেধের অব্যবহিত পরেই, শয়তানের অনুসরণ না করার আদেশ এই কথার ইঙ্গিত বহন করে যে, মানুষের শারীরিক কার্যাবলী (খাদ্যাভ্যাস ইত্যাদি সহ) তাহার মন-মানসিকতা ও নৈতিক গুণাবলী ও আধ্যাত্মিক অবস্থার উপর প্রভাব বিস্তার করে । অবৈধ এবং অস্বাস্থ্যকর খাদ্য মানুষের নৈতিক মূল্যবোধকে দমাইয়া দেয় এবং তাহার আধ্যাত্মিক উন্নতির ব্যাঘাত ঘটায় (২৩ঃ৫২ দেখুন)।

إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوْٓءِ وَالْفَحْشَآءِ وَأَنْ تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿١٧٠﴾

১৭০। সে তোমাদিগকে কেবল মন্দ ও অশ্লীল[১৯৪] কার্যের আদেশ দেয়, আরও যে,তোমরা আল্লাহ্ সম্বন্ধে এমন কথা রচনা করিয়া বল, যাহা তোমরা জান না।

وَإِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّبِعُوْا مَآ أَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْا بَلْ نَتَّبِعُ مَآ أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَآءَنَا ۗ أَوَلَوْ كَانَ آبَآؤُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ شَيْئًا وَّلَا يَهْتَدُوْنَ ﴿١٧١﴾

১৭১। এবং যখন তাহাদিগকে বলা হয়, 'আল্লাহ্ যাহা নাযেল করিয়াছেন, তোমরা উহার অনুসরণ কর,' তখন তাহারা বলে, 'না, বরং আমরা আমাদের পিতৃপুরুষগণকে[১৯৫] যাহার উপর পাইয়াছি, উহারই অনুসরণ করিব। কী! যদিও তাহাদের পিতৃপুরুষগণ বুদ্ধিহীন ছিল এবং সঠিকপথে চলিত না, তথাপিও ?

وَمَثَلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا كَمَثَلِ الَّذِيْ يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَآءً وَّنِدَآءً ۗ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ ﴿١٧٢﴾

১৭২। এবং যাহারা **অস্বীকার** করিয়াছে তাহাদের অবস্থা সেই ব্যক্তির অবস্থার অনুরূপ যে এমন কিছুকে ডাকে যাহা কেবল ধ্বনি এবং চীৎকার[১৯৬] ব্যতীত আর কিছুই শুনে না। তাহারা বধির, মূক, অন্ধ; সুতরাং তাহারা **বিবেক**-বুদ্ধি খাটায় না।

يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَاشْكُرُوْا لِلّٰهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ ﴿١٧٣﴾

১৭৩। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ ! তোমরা পবিত্র বস্তুসমূহ[১৯৭] হইতে আহার কর, যাহা আমরা তোমাদিগকে দিয়াছি; এবং আল্লাহ্র শোক্রগুযারী কর, যদি তোমরা কেবল তাঁহারই ইবাদত করিয়া থাক।

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَمَآ أُهِلَّ بِهٖ لِغَيْرِ اللّٰهِ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٧٤﴾

১৭৪। তিনি তোমাদের জন্য হারাম করিয়াছেন (স্বাভাবিক) মৃত জীব- জন্তু, রক্ত, শূকরের মাংস[১৯৮] এবং যাহার উপর আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের নাম উচ্চারিত হইয়াছে। কিন্তু যে ব্যক্তি (প্রয়োজনে) বাধ্য হইয়াছে অথচ সে অবাধ্য ও সীমালঙ্ঘনকারী নহে, তাহা হইলে তাহার উপর কোন পাপ[১৯৯] বর্তিবে না নিশ্চয় আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

১৯৪। শয়তান সাধারণতঃ মানুষকে ঐসব কাজে প্রথম প্রেরণা যোগায়, যেগুলি বাহ্যতঃ খারাপ মনে হয় না এবং যেগুলির প্রভাব তাহার ব্যক্তিগত সত্তাকে ছাড়াইয়া যায় না, অতঃপর ধীরে ধীরে তাহাকে পাপের দিকে টানিয়া কট্টর' পাপীতে পরিণত করে। তখন তাহার সাধারণ সভ্যতা ও ভদ্রতার জ্ঞান পর্যন্ত লোপ পায়।

১৯৫। ইহা এক অদ্ভুত ব্যাপার যে, যদিও ধর্ম মানুষের অবিনশ্বর জীবনের সাথে গভীর সম্পর্ক রাখে, তথাপি মানুষ অন্ধের মত পূর্ববর্তীদের অনুসরণ করিতে থাকে। ইহা সত্যই আক্ষেপের ব্যাপার। সাংসারিক বিষয়াদি, যাহা কেবল মাত্র ইহ-জীবনের সুখ-সুবিধাতে সীমাবদ্ধ, আর তাহাও আংশিকভাবে, সেখানেও মানুষ অতি সযত্নে চিন্তা-ভাবনা করিয়া নিজের জন্য সঠিক পথ বাছিয়া লয়, অন্যকে বিচার-বিবেচনাহীনভাবে অন্ধের মত অনুসরণ করিতে চায় না।

১৯৬। হযরত রসূলে পাক (সাঃ) অবিশ্বাসীদের কাছে ঐশী-বাণী পৌছাইয়া ছিলেন। তিনি যখন তাহাদিগকে 'আহ্বান করিলেন', তখন অবিশ্বাসীরা তাঁহার আওয়াজ শুনিল বটে, কিন্তু ইহার মর্ম বুঝিতে পারিল না। তাঁহার কথাগুলি যেন বধিরের কর্ণে পড়িল। ফল এই দাঁড়াইল যে, তাহাদের আধ্যাত্মিক চেতনা বিকল হইয়া গেল এবং তাহারা পশুর মত এত নিম্নস্তরের জন্তুতে পরিণত হইল (৭ঃ১৮০; ২৫ঃ৪৫), যাহারা রাখালের আহ্বান-ধ্বনি তো শুনে,কিন্তু রাখাল কি বলিতেছে তাহা বুঝে না।

১৯৭। ভাল, পবিত্র এবং পুষ্টিকর খাদ্য খাও——বাক্যটির তাৎপর্য হইল, মুসলমানকে এমন সব দ্রব্য ব্যবহার হইতে বিরত থাকিতে বলা হইতেছে, যাহা মানুষের শারীরিক, নৈতিক কিংবা আধ্যাত্মিক স্বাস্থ্যের ক্ষতি সাধন করে, যদিও শরীয়াতে ইহার ব্যবহার নিষিদ্ধ নহে।

১৯৮ ও ১৯৯ টিকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۙ أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٥﴾

১৭৫। নিশ্চয় আল্লাহ্ কিতাব হইতে যাহা নাযেল করিয়াছেন, উহাকে যাহারা গোপন করে, এবং ইহার বিনিময়ে অল্প মূল্য গ্রহণ করে, ইহারাই নিজেদের উদরে শুধু অগ্নিই[২০০] ভক্ষণ করে। কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাহাদের সহিত কথা বলিবেন না এবং তাহাদিগকে পবিত্রও করিবেন না। বস্তুতঃ তাহাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক আযাব রহিয়াছে।

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ ۚ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ ﴿١٧٦﴾

১৭৬। ইহারাই ঐ সকল লোক যাহারা হেদায়াতের বিনিময়ে পথভ্রষ্টতাকে এবং ক্ষমার বিনিময়ে আযাবকে ক্রয় করিয়াছে, দেখ! অগ্নির উপর তাহারা কতই না ধৈর্যশীল[২০১]।

ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ ۗ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴿١٧٧﴾

১৭৭। ইহা এইজন্য হইবে যে, আল্লাহ্ সত্যসহ এই কিতাব নাযেল করিয়াছেন, এবং যাহারা এই কিতাব সম্বন্ধে মতভেদ করিয়াছে নিশ্চয় তাহারা ঘোর শত্রুতায় (লিপ্ত) আছে।

২১ [৯] ৫

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ ۚ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي

১৭৮। ইহা পুণ্যকর্ম নহে যে, তোমরা পূর্ব এবং পশ্চিম দিকে নিজেদের মুখ ফিরাও, বরং প্রকৃত পুণ্যবান ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহ্ এবং পরকাল এবং ফিরিশ্‌তাগণ এবং কিতাব সমূহ এবং নবীগণের উপর ঈমান আনে; এবং সে তাঁহারই প্রেমে[২০২] আত্মীয়স্বজন, এতীম, মিসকীন, মুসাফির, সাহায্যপ্রার্থীগণের এবং

১৯৮। 'শূকর', পশুটির নামই ইহাকে খাবার অনুপযুক্ত ঘোষণা করে। আরবী 'খিনযীর' শব্দটি দুইটি শব্দের মিলনে গঠিতঃ খিন্য-আরা। 'খিন্য' অর্থ অতি ঘৃণা, আর 'আরা' অর্থ 'আমি দেখি'। 'খিনযীর'-এর অর্থ দাঁড়ায় "আমি ইহাকে ঘৃণাকুৎসিত দেখি"। হিন্দী ভাষায় ইহাকে বলে, 'শূয়ার', যাহার অর্থও "আমি ইহাকে অতি ঘৃণ্য দেখি"।.....হিন্দীতে এই জন্তুটিকে 'বদ' নামেও অভিহিত করা হয়। 'বদ্', অর্থ নিকৃষ্ট অথবা দোষণীয়। সম্ভবতঃ ইহা মূল আরবী শব্দেরই অনুবাদ।

১৯৯। **'ইস্‌ম' অর্থ 'আইন-বিরুদ্ধ কাজ' অর্থাৎ পাপ; যাহা একজনকে শাস্তিযোগ্য করে। (আক্‌রাব); যাহা মানুষের মনে (বিবেকে) খারাপ লাগে (মুফ্‌রাদত)। যে চারটি বস্তুর নাম এই আয়াতে উল্লেখিত হইয়াছে ইহারাই যে কেবল নিষিদ্ধ বস্তু, তাহা নহে। ইসলাম আরও অনেক বস্তুর ব্যবহার নিষিদ্ধ করিয়াছে। সেগুলিকে সাধারণতঃ দুই শ্রেণীতে ফেলা যায় ঃ (১) 'হারাম' বা অবৈধ (২) 'মম্‌নূ' বা নিষিদ্ধ। এই আয়াতে কেবল 'হারাম' বা অবৈধ বস্তুগুলির উল্লেখ রহিয়াছে। নিষিদ্ধ জিনিষগুলির কথা মহানবী (সাঃ)-এর হাদীসে পাওয়া যায়। 'হারাম' বস্তুর ব্যবহার মানুষের নৈতিক উৎকর্ষ সাধনের পথে প্রত্যক্ষভাবে বিঘ্ন ঘটায়। কিন্তু 'মম্‌নূ' বস্তুর ব্যবহার সেই পর্যায়ের না হইলেও উহা হারামের নিকট পর্যায়ের গুরুত্ব বহন করে; তবে উভয় প্রকারের বস্তুই নিষিদ্ধ বটে। এই আয়াতে হারাম বস্তুগুলির দুইটি হইল রক্ত ও মৃত জন্তুর মাংস ভক্ষণ। এই দুইটি বস্তু যে ক্ষতিকর তাহা প্রায় স্বতঃসিদ্ধ। স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানীদের অধিকাংশ বিশেষজ্ঞের মতে এইগুলি ক্ষতিকর বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। শূকরের মাংস কেবল যে শারীরিক স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর তাহাই নহে, বরং তাহা নৈতিক ও আধ্যাত্মিক স্বাস্থ্যের পক্ষেও ক্ষতিকর বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। শূকর আবর্জ্জনা ও ময়লা ভক্ষণ করে এবং পুঁতি গন্ধময় নোংরা-পচা কাদায় থাকিতে ভালবাসে। বিশ্রী অভ্যাসে ইহা অভ্যস্ত এবং উহার মধ্যে যৌন-বিকৃতির বদলক্ষণসমূহ বিদ্যমান আছে। শূকর-খোরদের ফিতা-ক্রিমি, গলগণ্ড ক্যান্‌সার, ট্রিচিনা (Encysted Trichina) প্রভৃতি রোগ হইয়া থাকে। শূকর-মাংস খাইলে ট্রিচিনোসিস (Trichinosis) নামক রোগ হইয়া থাকে।**

২০০ এই আয়াতের প্রথম বাক্যটির তাৎপর্য এই যে, আগুন যেমন পিপাসা মিটাইতে পারে না, বরং তাহা আরো বাড়াইয়া দেয়, তেমনি এই জগতের বস্তুগুলিও মানুষের মনে শান্তি, সন্তোষ ও তৃপ্তি সৃষ্টি করিতে পারে না, বরং বাসনা-কামনার লেলিহান শিখাই জ্বালাইয়া রাখে।

২০১। এই কথাগুলির অর্থ, অবিশ্বাসীদের সহাশক্তি যেন এতই বেশী যে, নরকাগ্নির যন্ত্রণাও তাহারা সহ্য করিতে পারিবে। এই বাক্যটি ব্যাঙ্গোক্তি স্বরূপ বলা হইয়াছে।

২০২। 'আলা হুব্বিহি' মানে 'আল্লাহ্‌র প্রতি ভালবাসার খাতিরে; অর্থের প্রতি ভালবাসা থাকা সত্ত্বেও।

الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَابْنَ
السَّبِيْلِ ۙ وَالسَّآئِلِيْنَ وَفِي الرِّقَابِ ۚ
وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ ۚ وَالْمُوْفُوْنَ
بِعَهْدِهِمْ اِذَا عٰهَدُوْا ۚ وَالصّٰبِرِيْنَ فِي
الْبَاْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ وَحِيْنَ الْبَاْسِ ۗ
اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا ۗ وَاُولٰٓئِكَ
هُمُ الْمُتَّقُوْنَ ﴿١٧٨﴾

বন্দী মুক্তির জন্য ধন-সম্পদ খরচ করে, এবং তাহারা নামায কায়েম করে এবং যাকাত দেয় এবং নিজেদের অঙ্গীকারকে পূর্ণ করে যখন তাহারা কোন অঙ্গীকার করে, এবং দারিদ্রে[২০২-ক] এবং কষ্টে এবং যুদ্ধকালে ধৈর্যশীল থাকে, ইহারাই ঐ সকল লোক যাহারা নিজদিগকে সত্যবাদী প্রতিপন্ন করিয়াছে এবং ইহারাই প্রকৃত মুত্তাকী।[২০৩]

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ
فِي الْقَتْلٰى ۗ اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
وَالْاُنْثٰى بِالْاُنْثٰى ۗ فَمَنْ عُفِيَ لَهٗ مِنْ اَخِيْهِ
شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوْفِ وَاَدَآءٌ اِلَيْهِ
بِاِحْسَانٍ ۗ ذٰلِكَ تَخْفِيْفٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ
وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ
عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿١٧٩﴾

১৭৯। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ ! নিহত ব্যক্তিগণ সম্বন্ধে তোমাদের উপর 'কিসাস' (সমান সমান প্রতিশোধ) গ্রহণ করা বিধিবদ্ধ হইল; স্বাধীন পুরুষদের পরিবর্তে স্বাধীন পুরুষ, দাসের পরিবর্তে দাস এবং নারীর পরিবর্তে নারী, কিন্তু যাহার জন্য তাহার (নিহত) ভ্রাতার পক্ষ হইতে (রক্ত-পণের) কিয়দংশ ক্ষমা করিয়া দেওয়া হয়, সেক্ষেত্রে (রক্ত-পণের বাকী অংশ উসুল করিবার জন্য) ন্যায়-সংগত নিয়মের অনুসরণ করিতে হইবে, এবং (হত্যাকারীর পক্ষ হইতে) তাহাকে (নিহত ব্যক্তির পক্ষকে) ন্যায্যভাবে (রক্ত-পণের বাকী অংশ) আদায় করিতে হইবে; ইহা হইতেছে তোমাদের প্রভুর পক্ষ হইতে (দণ্ডভার) লাঘব-ব্যবস্থা এবং রহমত, কিন্তু ইহার পর যে ব্যক্তি সীমালঙ্ঘন করিবে তাহার জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি[২০৪] রহিয়াছে।

২০২-ক। 'আল-বা'সা এবং' আল-বা'স উভয় শব্দই 'বাউসা' এবং 'বা'ইসা' হইতে উৎপন্ন, যাহার অর্থ 'সে যুদ্ধে শক্তিশালী ও সাহসী ছিল বা হইল', সে অভাবে অথবা দুরবস্থায় ছিল কিংবা সে পতিত হইল। 'আল বা'সা' অর্থ লড়াইয়ে বা যুদ্ধে সাহস ও শক্তি; যুদ্ধ বা লড়াই; ভীতি; ক্ষতি ইত্যাদি।'আয্ যার্‌রা' বিশেষভাবে ব্যক্তিগত দুর্ভোগ, দুঃখ-কষ্ট, রোগ-ভোগ ইত্যাদি বুঝায় এবং আল্-বা'সা হইল ধন-মাল ইত্যাদি সম্পর্কিত কষ্ট যেমন, অভাব ইত্যাদি (লেইন)।

২০৩। এই আয়াতে ইসলামী শিক্ষার সারমর্ম দেওয়া হইয়াছে। ইসলামের মূল বিশ্বাস ও পথ-নির্দেশ, যাহার উপর ভিত্তি করিয়া মানবের সকল কর্মকাণ্ড গঠিত হইবে এবং যাহার সত্যতা ও বিশুদ্ধতার উপর কর্মের ন্যায্যতা ও বিশুদ্ধতা নির্ভর করে, সেই সব মৌলিক বিষয়াদি, যেমন আল্লাহ্‌র প্রতি, আখেরাতের (পরলোকের) প্রতি, ফিরিশ্‌তাদের প্রতি, প্রেরিত-পুরুষগণের প্রতি ও প্রেরিত গ্রন্থাবলীর প্রতি বিশ্বাসের কথা সর্ব প্রথম ব্যক্ত করা হইয়াছে। তারপরে, মানুষের কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগ-যোগ্য প্রয়োজনীয় কয়েকটি অধ্যাদেশ উল্লেখিত হইয়াছে।

২০৪। এই আয়াতে সাধারণ আইনের একটি অত্যাবশ্যকীয় নীতি বিধৃত রহিয়াছে। তাহা এই যে, মানুষ সকলেই সমান। অতএব, কোনও প্রকার বৈষম্য ব্যাতিরেকে প্রত্যেক দোষী ব্যক্তিকেই তাহার দোষের অনুপাতে শাস্তি দিতে হইবে। অবশ্য, যাহার বিরুদ্ধে দোষ করা হইয়াছে সে যদি ক্ষমা করে, কিংবা নিহত ব্যক্তির আত্মীয়স্বজন যদি ক্ষমা করে এবং ঐ রূপ ক্ষমা করা যদি অবস্থার প্রেক্ষিতে সমাজের জন্য শুভ ও মঙ্গল-জনক হইবে বলিয়া মনে করা হয়, কেবল তখনই দোষী ব্যক্তিকে ক্ষমা করা যাইতে পারে।

'তোমাদের জন্য আইন করা হইল' কথাগুলি দ্বারা বুঝা যায়, প্রতিশোধ-গ্রহণ বা প্রতিকার-বিধান করা বাধ্যতা-মূলক (ফরয)। অপরাধী ব্যক্তির আইনানুগ শাস্তিবিধান না করা ঐশী নির্দেশের পরিপন্থী। ইহা ঐশী-বিধানকে অমান্য করার শামিল। ইহা মনে করা ঠিক হইবে না যে, হত্যাকারীকে শাস্তি দেওয়ার দায়িত্ব আত্মীয়দের উপরই ন্যাস্ত। কেননা, "তোমাদের উপর ন্যাস্ত" (আলাইকুম) কথাটি হইতে স্পষ্ট বুঝা যায়, এই দায়িত্ব আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী কর্তৃপক্ষের উপর ন্যাস্ত। তবে, আত্মীয়কে অবশ্য ক্ষমা করার অধিকার দেওয়া হইয়াছে। একদিকে যেমন কর্তৃপক্ষ আইনানুযায়ী অপরাধীকে শাস্তিদানে বাধা এবং নিজ গুণে ক্ষমা করিতে অক্ষম, তেমনি অন্যদিকে নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীরা নিজের হাতে আইন লইয়া নিজেরাই অপরাধীর শাস্তি দিতে পারেন না। শাস্তি-প্রদানের ক্ষেত্রে এই আয়াতে অপরাধীদের মধ্যে কোনই তারতম্য করে নাই। বাক্যটি সর্বসাধারণকে লক্ষ্য করিয়া ব্যবহৃত হইয়াছে, সকল হত্যাকারীকেই এক পাল্লায় ওযন করা হইয়াছে। হত্যাকারীর অবস্থান,

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يّٰٓاُولِي الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿١٧٩﴾

১৮০। হে বিচার বুদ্ধি-সম্পন্ন ব্যক্তিগণ! তোমাদের জন্য 'কিসাস' গ্রহণের বিধানের মধ্যে জীবন-ব্যবস্থা রহিয়াছে যেন তোমরা তাক্ওয়া[২০৪-ক] অবলম্বন করিতে পার।

كُتِبَ عَلَيْكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ اِنْ تَرَكَ خَيْرَا ۖ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ ﴿١٨٠﴾

১৮১। তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করা হইল যে, যখন তোমাদের মধ্যে কাহারও মৃত্যুকাল উপস্থিত হয় এবং সে যদি প্রচুর ধন-সম্পত্তি ছাড়িয়া যায় তাহা হইলে সে পিতামাতা এবং আত্মীয়স্বজনকে ন্যায়সঙ্গত[২০৫] ভাবে কাজ করিবার ওসীয়াত করিয়া যাইবে, যাহা মুত্তাকীগণের উপর অবশ্য কর্তব্য।

মর্যাদা কিংবা ধর্মকে বিবেচনায় আনা হয় নাই। জাতি, বর্ণ, ধর্ম এবং সামাজিক প্রতিপত্তি ও পদ মর্যাদা নির্বিশেষে হত্যাকারীকে মৃত্যুদণ্ড দিতে হইবে। তবে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীরা তাহাকে ক্ষমা করিতে পারেন। এই বিষয়ে বর্ণিত মহানবী (সাঃ)-এর হাদীসগুলি সুস্পষ্ট (ইবনে মাজাহ্ঃ মাবুদ দিয়াৎ)। রসূলে পাক (সাঃ)-এর সাহাবীগণ (রাঃ) এই বিষয়ে একমত যে, যুদ্ধহীন অবস্থায় একজন অমুসলিমকে বা অবিশ্বাসীকে হত্যা করিলে, হত্যাকারী মুসলমানকে মৃত্যুদণ্ড দিতে হইবে (তাবারী-৪৪ খণ্ড)। রসূলে করীম (সাঃ) শান্তির অবস্থায়, একজন অমুসলমানকে হত্যা করার জন্য, একজন মুসলমান হত্যাকারীর মৃত্যুদণ্ডের আদেশ স্বয়ং দিয়াছিলেন (দার কুৎনী)। "স্বাধীন ব্যক্তির জন্য স্বাধীন ব্যক্তি, কৃতদাসের জন্য কৃতদাস, স্ত্রীলোকের জন্য স্ত্রীলোক" এই কথাগুলি দ্বারা ইহা বুঝায় না যে, একজন কৃতদাসের হত্যার জন্য হত্যাকারী স্বাধীন ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হইবে না কিংবা একজন পুরুষকে হত্যার জন্য হত্যাকারিণী স্ত্রীলোককে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হইবে না, ইত্যাদি। ব্যক্তির সামাজিক অবস্থান ও মর্যাদা কিংবা স্ত্রী-পুরুষ বিবেচনা, কোনও মতেই এই আইনের প্রয়োগকে ব্যাহত করিতে পারে না। তবে, "স্বাধীন ব্যক্তি স্বাধীন ব্যক্তির জন্য....." একটি বিশেষ ধরণের প্রচলিত উক্তি। এইরূপ অভিব্যক্তির আশ্রয় এই কারণে গ্রহণ করা হইয়াছে, যাহাতে আরবদের একটা সুপরিচিত সামাজিক রীতিকে স্মরণ করাইয়া দিয়া উহার মূলোৎপাটন করা লক্ষ্য হিসাবে নির্দিষ্ট হইয়া যায়। রীতিটি এই ছিল যে, হত্যাকারী এবং নিহত ব্যক্তিদের ব্যক্তিগত সামাজিক মর্যাদা, ইত্যাদি বিবেচনা করিয়া, শাস্তির কথা ভাবা হইত অর্থাৎ মানুষে-মানুষে ভেদাভেদ করিয়া, সেই ভেদাভেদ অনুযায়ী অপরাধের পরিমাণেও ভেদাভেদ এবং তারতম্য করা হইত এবং একই অপরাধের জন্য, ভিন্ন জনের ক্ষেত্রে ভিন্ন-ভিন্ন পরিমাপে শাস্তি প্রয়োগ করা হইত। আরও একটি অন্যায় প্রথা এই ছিল যে, হত্যাকারী স্বাধীন ব্যক্তির বিনিময়ে তাহার কৃতদাসকে হত্যা করা হইত। এই আয়াতে প্রদত্ত নির্দেশ ঐসব কুপ্রথাকে চিরতরে বিলোপ করার জন্য প্রণয়ন করা হইয়াছে। বস্তুতঃ, প্রতিকারের নির্দেশটি একটি বাক্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এই বাক্যটি হইল, নিহতের পক্ষে ন্যায়-ভিত্তিক প্রতিশোধ গ্রহণ তোমাদের জন্য বাধ্যতামূলক কর্তব্য বলিয়া নির্ধারণ করা হইল, এই বাক্যটি স্বয়ং সম্পূর্ণ, পূর্ণ অর্থবহ স্বতন্ত্র বাক্য। পরবর্তী কথাটি- "স্বাধীন ব্যক্তির জন্য স্বাধীন ব্যক্তি, কৃতদাসের জন্য কৃতদাস এবং স্ত্রীলোকের জন্য স্ত্রীলোক" অতিরিক্ত সংযোজন, যাহা নির্ধারিত আইনের অংশ নহে। ইহা আরবদের পূর্বোল্লিখিত রীতিনীতির খণ্ডনের উদ্দেশ্যে এবং তাহার অযৌক্তিকতা প্রকাশের জন্য সংযোজিত হইয়াছে এবং তিনটি উদাহরণ দিয়া বুঝানো হইয়াছে, আইনকে কিভাবে প্রয়োগ করিতে হইবে। আরবী ব্যাকরণে এইরূপ প্রকাশ ভঙ্গীকে জুমলা ইস্তিনাফিয়া বলা হয় এবং ইহা কৌশলগত ভাবে পূর্বোল্লিখিত বাক্যে নিহিত কোনও প্রশ্নের জওয়াব-স্বরূপ হইয়া থাকে এবং ইহার পূর্বে কোনও সংযোগ-অব্যয় বসে না। এইরূপ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বাক্যটিতে যে প্রশ্নটির উত্তর দেওয়া হয়, তাহা প্রায়ই উহা থাকে, প্রকাশিত থাকে না (মুখ্‌তাসার)। আঁ-হযরত (সাঃ) বলিয়াছেন" যে ব্যক্তি তাহার কৃতদাসকে হত্যা করিবে তাহাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হইবে "(ইবনে মাজাহ্)। অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন" "মুসলমান সকলের রক্তই এক প্রকারের, প্রতিশোধ গ্রহণ আইনে ইহাতে তারতম্য করা চলিবে না" (নিসাই)।

২০৪-ক। ইসলামে প্রতিশোধ গ্রহণের আইন-হত্যাকার্য বন্ধ করার একটি কার্যকরী উপায়। জীবনের নিরাপত্তার জন্য ইহা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা। মানুষের জীবনকে নিয়া যে ব্যক্তি ছিনিমিনি খেলে, সে মানব-সমাজে বসবাস করার যোগ্যতা ও অধিকার হারাইয়া ফেলে। হত্যাকারীকে ক্ষমা করা কিংবা হত্যাকারীর শাস্তি রহিত করা বা কম করা একমাত্র তখনই সম্ভবপর, যখন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ইহা নির্ণিত হয় যে, ক্ষমা করিলে বা কম শাস্তি দিলে সংশ্লিষ্ট সকলের পক্ষেই তাহা সুফল বহন করিবে (৪২ঃ৪১)। এইরূপে, ইস্‌লাম একদিকে অপরাধ দমনের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নিয়াছে, অপরদিকে পরোপকার ও করুণার মহৎ গুণাবলী প্রদর্শনের দরজাও খোলা রাখিয়াছে। মৃত্যুদণ্ড রহিত করার অবিরাম ও সুদীর্ঘ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও, আজিও মৃত্যুদণ্ডদানের বিধান বিশ্বের অধিকাংশ দেশে বিভিন্নরূপে প্রচলিত থাকায় ইহাই প্রমাণিত হয় যে, ইসলামের এই অধ্যাদেশটির মধ্যে প্রজ্ঞা ও যুক্তি রহিয়াছে। মৃত্যুদণ্ড রহিত করণের অত্যুৎসাহী প্রবক্তারা এখন পর্যন্ত ইহার বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে কিছু আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। তাহারা এই কথা বলিতে নিজেরাই বাধ্য হইয়াছেন, "দীর্ঘকালীন কারাদণ্ড উপযুক্ত বিকল্প তো নয়ই, বরং আরো ভয়াবহ" (ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট ইন্ দি টুয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরী, প্রণেতা ঈ, রয় ক্যালভার্ট, জি .পি, পুটনাম, লন্ডন ১৯৩০)।

---

২০৫ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

فَمَنْ بَدَّلَهٗ بَعْدَ مَا سَمِعَهٗ فَاِنَّمَاۤ اِثْمُهٗ عَلَى الَّذِيْنَ يُبَدِّلُوْنَهٗ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿۱۸۲﴾

১৮২। কিন্তু যে ব্যক্তি উহা (ওসীয়্যত) শ্রবণ করিবার পর উহাকে পরিবর্তন করিবে, তাহা হইলে উহার অপরাধ তাহাদের উপরই বর্তিবে, যাহারা উহা[২০৫-ক] পরিবর্তন করে। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।

فَمَنْ خَافَ مِنْ مُّوْصٍ جَنَفًا اَوْ اِثْمًا فَاَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَاۤ اِثْمَ عَلَيْهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۱۸۳﴾

১৮৩। কিন্তু যে ব্যক্তি মুসীর (ওসীয়্যতকারীর) পক্ষ হইতে পক্ষপাতিত্ব অথবা অন্যায়ের আশংকা করে এবং সে যদি তাহাদের মধ্যে মীমাংসা করিয়া দেয় তাহা হইলে তাহার[২০৫-খ] উপর কোন পাপ বর্তিবে না। নিশ্চয় আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়। ع ২২ [৬] ৬

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ

১৮৪। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ ! তোমাদের উপর রোযা বিধিবদ্ধ করা হইল, যেরূপে তোমাদের পূর্ববর্তীগণের[২০৬] উপর

২০৫। 'সূরা নিসার' ১২-১৩ আয়াতে, মৃতব্যক্তির উত্তরাধিকারীগণের কাহার কত অংশ রহিয়াছে তাহা নির্ধারণ করা হইয়াছে। তফ্সীর কারকগণের কেহ কেহ ভ্রম বশতঃ, মনে করিয়াছে, 'সূরা নিসার' আয়াত দুইটি সূরা বাকারার এই আলোচ্য আয়াতটিকে রহিত করিয়া দিয়াছে। আলোচ্য আয়াতটি প্রকৃত পক্ষে একটি অতিরিক্ত ও প্রয়োজনীয় দফা, এবং ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে যে, ওয়ারিস নহে এমন নিকটতম ব্যক্তিকে কিংবা জনহিতকর কাজে কিংবা যুদ্ধাবস্থার কারণে সম্পত্তির অধিকারী আপন জীবদ্দশায়, উইল বা দান-পত্র সম্পাদন করিয়া, সম্পত্তির কিছু অংশ দান করিতে পারেন। এইরূপ দানের সহিত ওয়রিসগণের তেমন কোনও সম্পর্ক নাই। আইনানুগ উত্তরাধিকারীদের বিষয় 'সূরা নিসার' ১২-১৩ আয়াতে আলাদা ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। অতএব, আলোচ্য আয়াতকে, উত্তরাধিকারের আয়াত দ্বারা রহিত করার কোনও প্রশ্নই উঠে না। ইহা বরং আলোচ্য আয়াতের আওতায় কোনও দানপত্র বা উইল সম্পাদিত হইলে, উহাকে স্বীকৃতিদানের কথা বলে। উত্তরাধিকার ও উইল উভয়ই আপন-আপন ক্ষেত্রে কার্যকরী; একটি অপরটিকে শক্তি যোগায়। পরিত্যক্ত সম্পত্তির তিনভাগের একভাগ দানপত্র বা উইলের মাধ্যমে দানের সর্বোচ্চ সীমা। সাদ-বিন্ আবি-ওক্কাস কর্তৃক বর্ণিত এক হাদীস হইতে এই সীমা জানা যায় (বুখারী, কিতাবুজ্ জানায়েয)। সম্পত্তির অধিকারী ইহার বেশী নিজের ইচ্ছামত দান করিতে পারেন না। আর কেবল মাত্র অতি মাত্রায় থাকিলেই এই সর্বোচ্চ সীমা পর্যন্ত 'উইল' করিতে পারেন, নতুবা নহে। 'খায়ের' (অনেক ধন) শব্দ দ্বারা এই কথাই বুঝায়। সূরা 'মায়েদার' ১০৭ নং আয়াত, যাহার ভিত্তিতে একজন মৃত্যুমুখী ব্যক্তি 'উইল' করিতে পারেন, এই আয়াতটি যে সূরা নিসার ১২-১৩ আয়াতের পরবর্তী সময়ে নাযেল হইয়াছিল সে ব্যাপারে সকলেই একমত এবং তাহা এই অভিমতকে আরো শক্তিশালী করিয়া তুলে যে, আলোচ্য আয়াতটি ৪ঃ১২-১৩ দ্বারা রহিত হয় নাই। আসল কথা হইল যে, কুরআনের কোনও আয়াত বাতিল হওয়ার মতবাদ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

২০৫-ক। পূর্ববর্তী আয়াতে (উইল-কারীর) কতকগুলি বাধ্যকর নির্দেশ নিরূপণ করা হইয়াছে, যেগুলিকে না মানিলে পাপ হইবে। স্বতঃই মনে হয়, সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন ইত্যাদি বিষয় উত্তরাধিকার আইন মোতাবেক পরিচালিত হওয়ার নির্দেশ-নামা থাকিবে। যদি উইলকারী এই ধরণের কোনও নির্দেশ-নামা দিয়া থাকেন, তাহা হইলে ঐ নির্দেশনামা ভঙ্গের পাপ তাহাদেরই উপর বর্তাইবে যাহারা ঐ নির্দেশনামা অমান্য করিবে।

২০৫-খ। 'উইল' আইন মোতাবেক বৈধ হইলেও, ইহাতে এমন কোন কোন শর্ত বা কথা থাকিতে পারে যাহা ন্যায়-সঙ্গত নহে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, একজন ব্যক্তির অনেক উত্তরাধিকারী রহিয়াছে , যদি ঐ ব্যক্তি তাহার সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ দাতব্যকাজে বা অন্য কোন আইনানুগ কাজের জন্য উইল করিয়া দেন, তাহা হইলে, উত্তরাধিকারীদের অভাবজনিত কষ্ট হইতে পারে। অথবা অনুমোদিত একতৃতীয়াংশ দিতে গিয়াও, ন্যায়ের ভিত্তিকে লঙ্ঘন করিতে পারেন বা প্রকৃত দাবীকে উপেক্ষা করিতে পারেন। এইরূপ ক্ষেত্রে ইহাই উচিত হইবে, বরং পুণ্যের কাজ হইবে, যদি উত্তরাধিকারীগণ ও উইলবলে দাবীদারগণের মধ্যে ন্যায়-ভিত্তিক সমঝোতা স্থাপন করিয়া দেওয়া হয়।

২০৬। ধর্মীয় অনুষ্ঠান হিসাবে রোযা (উপবাস-ব্রত) পালন কোন না কোন আকারে সকল ধর্মেই পাওয়া যায়। "অধিকাংশ ধর্মগুলিতে এবং নিম্ন, মধ্য ও উচ্চ শ্রেণীর কৃষ্টির মধ্যে, উপবাস ব্রত একটি সাধারণ ভাবে নির্দেশিত ব্যাপার। আর যেখানে এই ধরণের নির্দেশ নাই, সেখানেও প্রাকৃতিক প্রয়োজনের তাকিদে অনেকেই উপবাস করিয়া থাকেন"(এনসাই-ব্রট,)। সাধুপুরুষ ও দিব্যজ্ঞানীগণের অভিজ্ঞতা হইতে জানা যায় যে, আধ্যাত্মিক উন্নতি ও মনের পবিত্রতা সাধনের জন্য শারীরিক সম্পর্ক সমূহ কিছুটা ছিন্ন করা এবং সাংসারিক বন্ধন হইতে কতকটা মুক্তিলাভ একান্তই প্রয়োজন। তবে, ইসলাম এই উপবাস ব্রতের মধ্যে নবরূপ, নব অর্থ ও নবতম আধ্যাত্মিক তাৎপর্য আরোপ করিয়াছে ; ইসলাম রোযাকে (উপবাস পালন) পূর্ণমাত্রার আত্মোৎসর্গ স্বরূপ মনে করিয়া থাকে। ইহা আত্মবলিদানের প্রতীক। যিনি রোযা পালন করেন, তিনি যে

ইহা বিধিবদ্ধ করা হইয়াছিল যেন তোমরা তাক্ওয়া অবলম্বন করিতে পার ।

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿١٨٤﴾

১৮৫ । (ফরয রোযা) নির্দিষ্ট দিনগুলোতে, কিন্তু তোমাদের মধ্যে যদি কেহ পীড়িত হয় অথবা সফরে থাকে, তাহা হইলে তাহাকে অন্য সময়ে এই সংখ্যা পূর্ণ করিতে হইবে; এবং যাহাদের পক্ষে ইহা (রোযা রাখা) ক্ষমতাতীত,[২০৭] তাহাদের উপর ফিদিয়া — এক্ মিসকীনকে আহার্য দান করা। অতএব, যে কেহ স্বেচ্ছায় পণ্যকর্ম করিবে, উহা অবশ্য তাহার জন্য উত্তম হইবে। বস্তুতঃ তোমরা যদি জ্ঞানরাখ তাহা হইলে জানিও যে, তোমাদের জন্য রোযা রাখাই কল্যাণকর ।

اَيَّامًا مَّعْدُوْدٰتٍ ؕ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ
مَّرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ
اُخَرَ ؕ وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهٗ فِدْيَةٌ
طَعَامُ مِسْكِيْنٍ ؕ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ
خَيْرٌ لَّهٗ ؕ وَاَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ
كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿١٨٥﴾

১৮৬ । রমযান[২০৭-ক] সেই মাস যাহাতে নাযেল[২০৮] করা হইয়াছে কুরআন[২০৭-খ] যাহা মানবজাতির জন্য হেদায়াত স্বরূপ এবং হেদায়াত ও ফুরকান (হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্যকারী) বিষয়ক সুস্পষ্ট প্রমাণাদি স্বরূপ। সুতরাং তোমাদের

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ
هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى
وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ

কেবল শরীর রক্ষাকারী খাদ্য-পানীয় হইতেই বিরত থাকেন তেমন নহে, বরং সন্তানাদি জন্মদান তথা বংশবৃদ্ধির ক্রিয়াকলাপ হইতেও দূরে থাকেন । অতএব, যিনি রোযা রাখেন, তিনি তাহার প্রস্তুতির কথা জানাইয়া দেন যে, প্রয়োজন বোধে, তাহার প্রভু ও সৃষ্টিকর্তার খাতিরে তিনি তাহার সবকিছু, এমনকি তাহার জীবন পর্যন্ত কুরবানী করিয়া দিতে সামান্যও কুণ্ঠিত নহেন ।

২০৭। 'ইয়ুতিকুনাহু'র অর্থ করা হইয়াছে, যাহাদের পক্ষে ইহা ক্ষমতাতীত বা যাহারা অতিকষ্টে ইহা (রোযা) করিতে পারে। অন্য পাঠ 'ইয়ুতাঈকুনাহু' এই অর্থকে সমর্থন করে (জরীর) । এই আয়াতে তিন শ্রেণীর বিশ্বাসীকে রোযার ব্যাপারে কিছুটা রেহাই বা সুবিধা দেওয়া হইয়াছে — অসুস্থ, ভ্রমণরত এবং অতি দুর্বল দিগকে । 'ইয়ুতিকুনাহু'র অর্থ এখানে "যাহারা রোযা রাখিতে অসমর্থ" হইতে পারে (লিসান ও মুফরাদাত)। সমস্ত বাক্যটির অর্থ এইরূপও করা হইয়াছে, "রোযা রাখা ছাড়াও, অতিরিক্ত পুণ্য অর্জনের জন্য সামর্থ্যবান ও অবস্থাসম্পন্ন ব্যক্তিগণ" গরীবদিগকে খাওয়াইতে পারেন । সেই ক্ষেত্রে 'ইয়ুতিকুনাহু'র 'হ' সর্বনামটি একজন গরীবকে "খাওয়ানোর" পরিবর্তে ব্যবহৃত হইবে ।

২০৭-ক । 'রমযান' চান্দ্রমাস গুলির মধ্যে নবম মাস। শব্দটি 'রামাযা' ধাতু হইতে উৎপন্ন। 'রামাযাস্ সায়মু' অর্থ রোযা করার কারণে রোযাদারের ভিতরটা তৃষ্ণায় উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে (লেইন)। মাসটির নামকরণ এই কারণে হইয়াছে (১) রোযার কারণে এই মাসটিতে মানুষের তৃষ্ণা ও জ্বালা বৃদ্ধি পায়,(২) এই মাসের ইবাদত-বন্দেগী মানুষের পাপকে জ্বালাইয়া-পুড়াইয়া নিঃশেষ করে (আসাকির ও মারদাওয়াই),(৩) এই মাসে মানুষের তপস্যা ও সাধনা তাহার মনে স্রষ্টার প্রতি ভালবাসার উত্তাপ সৃষ্টি করে এবং মানবের প্রতি সহানুভূতির উদ্রেক করে । 'রমযান' নামটি ইসলামের অবদান । এই মাসটির পূর্বনাম ছিল নাতিক (কাদীর)।

২০৭-খ । 'আল্-কুরআন' শব্দটি 'কারাআ' হইতে উৎপন্ন। 'কারাআ' অর্থ সে পাঠ করিয়াছিল, সে বাণী পৌছাইয়াছিল, সে সংগ্রহ করিয়াছিল । 'কুরআন' অর্থ (১) পঠনের উপযোগী পুস্তক, যাহা বার বার পাঠ করা যায় ; 'কুরআন বিশ্বের সর্বাধিক পঠনীয় পুস্তক' (এন্সাইক্লো-রুট.), (২) একটি পুস্তক কিংবা বাণী যাহা পৃথিবীর সর্বত্র নিয়া যাওয়া ও পৌছানো প্রয়োজন , কুরআনই একমাত্র পুস্তক যাহার বাণী সারা বিশ্বের জন্য সম্পূর্ণরূপে অবারিত । কেননা, যেখানে অন্যান্য অবতীর্ণ ধর্মগ্রন্থাদি স্থান, কাল ও পাত্রে সীমাবদ্ধ, সেখানে কুরআনই একমাত্র অবতীর্ণ ধর্মগ্রন্থ যাহা সকল দেশ, সকল জাতি ও সকল সময়ের জন্য আসিয়াছে (৩৪ঃ২৯), (৩) এমন গ্রন্থ যাহা সকল সত্যকে ধারণ করে; কুরআনই একমাত্র ধর্মগ্রন্থ যাহা যাবতীয় জ্ঞানের এক অফুরন্ত ভাণ্ডার । ইহাতে অন্যান্য অবতীর্ণ গ্রন্থাবলীর শাশ্বত সত্যগুলি তো স্থান পাইয়াছেই, উপরন্তু সর্বাবস্থায় সকল মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় অনেক নতুন নতুন শিক্ষা ও সত্য ইহাতে সংযোজিত হইয়া, ইহা সর্বকালের জন্য পূর্ণতম গ্রন্থে পরিণত হইয়াছে (৯৮ঃ৪, ১৮ঃ ৫০)।

২০৮ । রমযান মাসেরই চব্বিশ তারিখে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) প্রথম আল্লাহ্র বাণী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন (জরীর)। এই রমযান মাসেই, জিব্রাঈল প্রতি বৎসর পূর্বে নাযেলকৃত সমস্ত বাণী রসূলে করীম (সাঃ)-এর নিকট পুনরাবৃত্তি করিতেন । এই ব্যবস্থা মহানবী (সাঃ)-এর জীবনের শেষ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল । তাঁহার জীবনের শেষ বৎসরের রমযান মাসে প্রধান ফিরিশ্তা জিব্রাঈল পূর্ণ কুরআনকে মহানবী (সাঃ) এর কাছে দুইবার পাঠ করিয়া শুনান(বুখারী)। এই হিসাবে বলা যাইতে পারে যে, সমগ্র কুরআনই রমযান মাসে অবতীর্ণ হইয়াছে ।

فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾

মধ্যে যে কেহ এই মাসকে পায়, সে যেন ইহাতে রোযা রাখে; কিন্তু যে কেহ রুগ্ন অথবা সফরে থাকে তাহা হইলে অন্য দিনে[২০৯] গণনা পূর্ণ করিতে হইবে; আল্লাহ্ তোমাদের জন্য স্বাচ্ছন্দ্য চাহেন এবং তোমাদের জন্য কাঠিন্য চাহেন না, এবং যেন তোমরা গণনা পূর্ণ কর এবং আল্লাহ্র মহিমা কীর্তন কর এই জন্য যে, তিনি তোমাদিগকে হেদায়াত দিয়াছেন এবং যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿١٨٦﴾

১৮৭। এবং যখন আমার বান্দাগণ আমার সম্বন্ধে তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, তখন (বল), 'আমি নিকটে[২১০] আছি। আমি প্রার্থনাকারীর প্রার্থনার উত্তর দিই যখন সে আমার নিকট প্রার্থনা করে। সুতরাং তাহারাও যেন আমার ডাকে সাড়া দেয় এবং আমার উপর ঈমান[২১১] আনে যাহাতে তাহারা সঠিক পথ প্রাপ্ত হয়।'

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ ۖ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ

১৮৮। রোযার রাত্রে তোমাদের জন্য তোমাদের স্ত্রী-গমন বৈধ করা হইয়াছে। তাহারা তোমাদের জন্য এক (প্রকারের) পোশাক,[২১২] এবং তোমরা তাহাদের জন্য এক (প্রকারের) পোশাক। আল্লাহ্ অবগত আছেন যে, তোমরা তোমাদের নিজেদের অধিকার খর্ব করিতেছিলে, অতএব আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি সদয়দৃষ্টিপাত করিলেন এবং তোমাদের এই অবস্থার সংশোধন[২১৩] করিলেন। অতএব, এখন তোমরা তাহাদের নিকট গমন কর এবং আল্লাহ্ তোমাদের জন্য যাহা বিধিবদ্ধ করিয়াছেন উহা অনুসন্ধান কর; এবং তোমরা আহার কর এবং

২০৯। এই বাক্যটি অপ্রয়োজনীয় পুনরুক্তি নয়। কেননা, পূর্ববর্তী আয়াতে মনস্তাত্ত্বিক প্রস্তুতির ক্ষেত্র গঠনের জন্য এই বাক্যটি ব্যবহৃত হইয়াছিল, যাহাতে রোযা রাখার নির্দেশ তাহারা সহজে গ্রহণ করিতে পারে। এই আয়াতে ঐ নির্দেশেরই বাস্তবায়নকে উপলক্ষ্য করিয়া এই বাক্যটি ব্যবহৃত হইয়াছে। এখানে বাক্যটি নির্দেশেরই অঙ্গ-বিশেষ। 'অসুখ', 'ভ্রমণ' শব্দগুলিকে সংজ্ঞায়িত না করিয়া, কুরআন মানুষের সাধারণ বুদ্ধি-বিবেচনা ও পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে শব্দগুলির অর্থ করার ভার ছাড়িয়া দিয়া বিজ্ঞতা ও বিচক্ষণতা দেখাইয়াছে।

২১০। যখন মানুষ রমযান মাসের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে ও এই মাসে রোযা রাখার পুণ্য ও আশীর্ব্বাদরাশির সম্বন্ধে অবগত হয়, তখন তাহারা স্বভাবতঃই ইহা হইতে খুব বেশী আধ্যাত্মিক কল্যাণ লাভের আশা পোষণ করিয়া থাকে। মো'মেনের এই আশা-আকাঙ্খার প্রত্যুত্তরে, এই আয়াতটি মো'মেনের আত্মাকে নিশ্চয়তা দান করিতেছে।

২১১ "আমার উপর ঈমান আনে" এই বাক্যটির অর্থ এই স্থলে, আল্লাহ্র অস্তিত্বে ঈমান আনা বা বিশ্বাস করা অর্থে নহে। কারণ পূর্ববর্ত্তী বাক্যেই বলা হইয়াছে "তাহারা যেন আমার ডাকে সাড়া দেয়"। অস্তিত্বে বিশ্বাস না করিলে, সাড়া দেওয়ার কথাই আসিত না। অতএব, "আমার উপর ঈমান আনে" অর্থ এই কথার উপর বিশ্বাস স্থাপন করা যে, আল্লাহ্ তাঁহার বান্দার প্রার্থনা শুনেন এবং মঞ্জুর করেন।

২১২। কি চমৎকার ভাবে একটি মাত্র বাক্যে কুরআন স্ত্রীলোকের অধিকার ও মর্যাদাকে বর্ণনা করিয়াছে এবং বিবাহের উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য এবং স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ককে তুলিয়া ধরিয়াছে। এই আয়াত বলিতেছে—বিবাহের উদ্দেশ্য হইল দম্পতির শান্তিলাভ, আত্ম-সংরক্ষণ এবং সৌন্দর্য বর্দ্ধন। কেননা পোশাকের কাজও তাহাই (৭ঃ২৭, ১৬ঃ৮২)। বিবাহের উদ্দেশ্য কেবল কাম-বৃত্তি চরিতার্থ করা নয়। স্বামী ও স্ত্রী পরস্পরকে মন্দকাজ ও কুৎসা হইতে রক্ষা করা।

২১৩। "আফা আল্লাহ্ আন্হু" অর্থ আল্লাহ্ তাহার ভ্রম সংশোধন করিয়া, তাহার কাজকর্ম ঠিক করিয়া দিলেন; আল্লাহ্ তাহাকে সম্মান দিলেন। ইহার অন্য এক অর্থ হইল, আল্লাহ্ তাহাকে উদ্ধার করিলেন (মুহীত)।

الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ اَتِمُّوا الصِّيَامَ اِلَى الَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَاشِرُوْهُنَّ وَاَنْتُمْ عٰكِفُوْنَ ۙ فِى الْمَسٰجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَقْرَبُوْهَا ۗ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ﴿١٨٧﴾

পান কর যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমাদের নিকট উষার শুভ্ররেখা কৃষ্ণরেখা হইতে পৃথক দৃষ্টিগোচর হয়। অতঃপর, রাত্রি [২১৪] (আগমন) পর্যন্ত রোযা পূর্ণ কর; এবং তোমরা মসজিদ [২১৫] সমূহে যখন এ'তেকাফে থাক তখন তোমরা স্ত্রী-গমন করিও না। এইগুলি হইতেছে আল্লাহ্‌র সীমাসমূহ, অতএব তোমরা ইহাদের নিকটে যাইও না; এইভাবে আল্লাহ্ তাঁহার **নিদর্শনাবলী মানবজাতির** জন্য সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন, যেন তাহারা তাক্‌ওয়া অবলম্বন করে।

وَلَا تَاْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَآ اِلَى الْحُكَّامِ لِتَاْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿١٨٨﴾ ع ٢٣

১৮৯। এবং তোমরা তোমাদের ধন-সম্পদ [২১৫-ক] তোমাদের পরস্পরের মধ্যে অন্যায় ভাবে [২১৬] গ্রাস করিও না, এবং উহাকে কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করিও না যাহাতে লোকের ধন-সম্পদের কোন অংশ তোমরা জানিয়া শুনিয়া অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করিতে পার।

২৩ [৬] ৭

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْاَهِلَّةِ ۗ قُلْ هِىَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ۗ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِاَنْ تَاْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ ظُهُوْرِهَا وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقٰى ۚ وَاْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ اَبْوَابِهَا ۠ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿١٨٩﴾

১৯০। তাহারা তোমাকে নূতন চাঁদ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে, তুমি বল, 'ইহা লোকদের (সাধারণ কাজের) জন্য এবং হজ্জের জন্য সময় নির্ণয়ের [২১৭] উপকরণ স্বরূপ।' এবং ইহা উত্তম নেকী নহে যে তোমরা গৃহে উহার পশ্চাৎ [২১৮] দিক দিয়া প্রবেশ কর, বরং **পূর্ণ পুণ্যবান** সেই ব্যক্তি যে তাক্‌ওয়া অবলম্বন করে। এবং তোমরা গৃহে উহার দ্বার দিয়া প্রবেশ কর এবং আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর যেন তোমরা সফলকাম হইতে পার।

২১৪। যে সব দেশে দিন ও রাত্রি অতিমাত্রায় দীর্ঘ (যেমন মেরু **অঞ্চলে**), সেখানে দিন ও রাত্রির দৈর্ঘ প্রতি১২ ঘন্টার হিসাবে গণনা করিতে হইবে (মুসলীম, বাবু আশরাত আস্‌সায়াত)।

২১৫। এ'তেকাফে থাকা অবস্থায় দিনে এবং রাত্রিতে স্ত্রী-গমণ কিংবা তৎসন্নিহিত অন্য কিছু নিষিদ্ধ। কেননা, রোযার আত্মিক সুফলকে পূর্ণতার দিকে পৌছানোর জন্য দিবা-রাত্র চেষ্টা-সাধনা করার নামই এ'তেকাফ।

২১৫-ক। সাম্প্রদায়িক ঐক্যকে জোর দিবার উদ্দেশ্যে মুসলমানের ধন-সম্পদকে কুরআনে "তোমাদের ধন-সম্পদ" বলিয়া অনেক সময় উল্লেখ করা হইয়াছে। এখানেও "তোমাদের ধন-সম্পদ" বলিতে **মুসলমানদের** ধন-সম্পদ বুঝাইতেছে।

২১৬। রোযা রাখার নির্দেশ, **মুসলমানদের** উপর কর্তব্য নির্ধারণ করিয়াছে যে, তাহারা যেন একটা নির্দ্ধারিত সময় ব্যাপী খাদ্য-পানীয় হইতে বিরত থাকে, যাহাতে তাহাদের মধ্যে পুণ্য ও ধর্মপরায়ণতা জাগ্রত হয়। তাই, ইহাই উপযুক্ত সময়, যখন তাহাদিগকে মনে করাইয়া দেওয়া হইতেছে যে, তাহারা যেন অবৈধ খাদ্যাদি হইতে বিরত থাকে অর্থাৎ তাহারা যেন সজ্ঞানে অবৈধ উপার্জ্জন হইতে আত্মরক্ষা করে। কথাচ্ছলে, এই আয়াত ঘুষ দেওয়া-নেওয়াকে অত্যন্ত ঘৃণ্য কাজ বলিয়া নিন্দা করিয়াছে।

২১৭। ইসলাম সময় পরিমাপের জন্য চান্দ্র ও সৌর উভয় পদ্ধতিই ব্যবহার করে। যেখানে দিনের বিভিন্ন সময়ে নামায পড়ার হুকুম আসিয়াছে সেখানে সময় গণনায় সৌর পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়, পাঁচ বার নামায পড়ার সময় নির্দ্ধারণ এবং রোযা আরম্ভ করা ও সমাপ্ত করার ব্যাপারে সৌর পদ্ধতি অবলম্বিত হয়। আবার যখন কোনও ধর্ম-কর্মের সম্পাদন, মাস বা মাসের অংশ বিশেষের জন্য নির্দ্ধারিত করা হয় **তখন** চান্দ্র পদ্ধতি অবলম্বিত হয়, যথাঃ রোযা রাখার মাস বা হজ্জ পালনের তারিখ নির্দ্ধারণে। এইভাবে, ইসলাম উভয় পদ্ধতির ব্যবহার করিয়া, উভয় পদ্ধতিকেই ইসলাম সম্মত মনে করে।

২১৮। "ইহা উত্তম নেকী নহে যে তোমরা গৃহে উহার পশ্চাৎ দিক দিয়া প্রবেশ কর" এই বাক্যটি একটি নীতি নির্দ্ধারণী বাক্য। উপাসনার বিভিন্ন রূপ ও পদ্ধতির উদ্দেশ্য ঐ উপাসনার উপকারিতার মধ্যেই অন্তর্নিহিত রহিয়াছে। প্রত্যেক বেলা পরিবর্তনের সাথে সাথে একটা একটা

وَقَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ﴿۱۹۱﴾

১৯১। এবং আল্লাহ্‌র পথে তোমরা ঐ সকল লোকের সহিত যুদ্ধ[২১৯] কর যাহারা তোমাদের সহিত যুদ্ধ করে, কিন্তু তোমরা সীমালঙ্ঘন করিও না। নিশ্চয় আল্লাহ্ সীমালঙ্ঘনকারীদিগকে ভালবাসেন না।

وَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوْهُمْ وَاَخْرِجُوْهُمْ مِّنْ حَيْثُ اَخْرَجُوْكُمْ وَالْفِتْنَةُ اَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ۚ وَلَا تُقٰتِلُوْهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتّٰى يُقٰتِلُوْكُمْ فِيْهِ ۚ فَاِنْ قٰتَلُوْكُمْ فَاقْتُلُوْهُمْ ؕ كَذٰلِكَ جَزَآءُ الْكٰفِرِيْنَ ﴿۱۹۲﴾

১৯২। এবং যেখানেই তোমরা তাহাদিগকে (অন্যায়ভাবে যুদ্ধকারীদিগকে)[২২০] পাইবে হত্যা করিবে এবং তোমরাও তাহাদিগকে সেই স্থান হইতে বাহির করিয়া দিবে যেখান হইতে তাহারা তোমাদিগকে বাহির[২২১] করিয়াছে, কেননা ফিৎনা হত্যা অপেক্ষা গুরুতর। এবং তোমরা মসজিদুল হারামের (মধ্যে এবং উহার) নিকটে তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিবে না–যে পর্যন্ত না তাহারা উহাতে তোমাদের সহিত যুদ্ধ করে। যদি তাহারা তোমাদের সহিত যুদ্ধ করে তাহা হইলে তোমরা তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিবে। ইহাই কাফেরদের সমুচিত প্রতিফল।

فَاِنِ انْتَهَوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۱۹۳﴾

১৯৩। অতঃপর, তাহারা যদি বিরত হয়, তাহা হইলে নিশ্চয় আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

وَقٰتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ لِلّٰهِ ؕ فَاِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ

১৯৪। এবং তোমরা তাহাদের সহিত ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ কর যতক্ষণ পর্যন্ত না ফিৎনা দূরীভূত হয় এবং দীন আল্লাহ্‌রই[২২২]

করিয়া উপাসনা সংশ্লিষ্ট রাখার মধ্যে কোন সার্থকতা নাই। বিশ্বাসীগণের অতি-উদগ্রীবতা হইতে উদ্‌গত প্রশ্ন–উপবাস ব্রতের মত অন্যান্য মাসেও অন্যান্য ধরণের উপাসনা থাকা দরকার–এইরূপ কথাকে, গৃহের সদর দরজা দিয়া প্রবেশ না করিয়া "পিছন দিক দিয়া প্রবেশ করার" সাথে তুলনা করা যাইতে পারে। আসল বিষয়টি হইল ইবাদত, সময় হইল গৌণ। কিন্তু প্রশ্নটিতে সময়কে মুখ্য ও ইবাদতকে গৌণ দেখাইতেছে। ইহা যেন, ঘোড়ার সামনে গাড়ী বাঁধার মত। কথাটিতে পৌত্তলিক আরবদের একটি কুপ্রথার প্রতি ইঙ্গিত আছে বলিয়া মনে হয়। তাহারা মক্কায় হজ্জ করিতে যাইয়া যদি কোনও কারণে হজ্জ না করিয়া গৃহে ফিরিত, তাহা হইলে তাহারা সম্মুখ দ্বার দিয়া গৃহে প্রবেশ না করিয়া, পিছন দিকের দেওয়াল টপকাইয়া গৃহে আসিত। আয়াতটি এই বদভ্যাসকে নিন্দা করিতেছে, কেননা এরূপ করাতে কোনই পুণ্য নাই। পুণ্য তো একটা আধ্যাত্মিক বিষয়, যাহা আধ্যাত্মিক কর্মের ফলে প্রাপ্ত হওয়া যায়। আয়াতটিতে এই উপদেশ নিহিত রহিয়াছে যে, উদ্দেশ্য সাধনের জন্য উপযুক্ত পন্থা অবলম্বন অপরিহার্য (বুখারীঃ কিতাবুত্ তফসীর)।

২১৯। এই আয়াতটি প্রাথমিক কালের আয়াতগুলির মধ্যে একটি, যেগুলিতে মুসলমানদিগকে যুদ্ধ করার অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল। এই অনুমতি সম্বলিত প্রথম আয়াত হইল ২২ঃ৪০। আলোচ্য আয়াতে ধর্ম-যুদ্ধের নিয়মাবলী ও শর্তসমূহের সারাংশ বিবৃত হইয়াছে, যথাঃ (ক) এরূপ যুদ্ধ কেবল মাত্র আল্লাহ্‌র পথে সৃষ্ট বাধাবিঘ্ন দূরীকরণের উদ্দেশ্যে হইতে হইবে অর্থাৎ ধর্ম-বিশ্বাস ও ধর্ম কর্মের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার জন্য হইতে হইবে; (খ) যাহারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রথমে অস্ত্রধারণ করে, কেবল তাহাদের বিরুদ্ধেই অস্ত্রধারণ করা যাইতে পারে; (গ) শত্রুরা যুদ্ধ থামাইয়া দিলে, মুসলমানকে সঙ্গে সঙ্গে অস্ত্র সংবরণ করিতে হইবে।

২২০। যখন যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে এবং চলিতেছে, এই আয়াতটি সেই সময়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত। এই আয়াত মুসলমানকে ঐসব অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে বলিতেছে, যাহারা তাহাদের বিরুদ্ধে আগে অস্ত্র ধারণ করিয়াছে।

২২১। 'তোমরাও তাহাদিগকে সেই স্থান হইতে বাহির করিয়া দিবে যেখান হইতে তাহারা তোমাদিগকে বাহির করিয়াছে' এই বাক্য 'মক্কা' সম্বন্ধে বলা হইয়াছে। মক্কা ইসলামের সর্বাধিক পবিত্র স্থান ও মুসলমানদের কেন্দ্রভূমি। অতএব, যুদ্ধে লিপ্ত কোন অমুসলমানকে এখানে থাকিবার অনুমতি দেওয়া উচিত নহে।

২২২। এই আয়াতটিও প্রমাণ করে যে, মুসলমানকে আত্মরক্ষার জন্য যুদ্ধ করিবার অনুমতি কেবল তখনই দেওয়া হইয়াছে, যখন বিরোধী শক্তি তাহাদের উপর যুদ্ধ চাপাইয়া দিয়াছে। অনুমতি দিবার সাথে সাথে ইহাও বলা হইয়াছে, যুদ্ধ আরম্ভ করিলে ঐ সময় পর্যন্ত চালাইয়া যাও যে পর্যন্ত ধর্মের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত না হয়। ধর্মের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে যুদ্ধ থামাইয়া দাও। হযরত রসূলে করীম (সাঃ) অবিশ্বাসীদের সাথে অনেকগুলি শান্তি-সন্ধি সম্পাদন করিয়াছিলেন যদি আল্লাহ্‌র নির্দেশ ইহাই হইত যে, ইসলাম গ্রহণ না করা পর্যন্ত অবিশ্বাসীদের সাথে যুদ্ধ

إِلَّا عَلَى الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٩٣﴾

জন্য (কায়েম) হয়। অতঃপর, যদি তাহারা নিবৃত্ত হয় তাহা হইলে (জানিও যে) কাহারও বিরুদ্ধে কোন শত্রুতা[২২৩] নাই, কেবল যালেমদের ব্যতিরেকে।

اَلشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمٰتُ قِصَاصٌ ؕ فَمَنِ اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ ۪ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ ﴿١٩٤﴾

১৯৫। পবিত্র মাস[২২৪] (এর অবমাননার প্রতিশোধ) পবিত্র মাসেই, এবং সমস্ত পবিত্র বস্তুর (অবমাননার) জন্য প্রতিশোধ লওয়ার বিধান রহিয়াছে, অতএব কেহ যদি তোমাদের প্রতি অন্যায় করে তাহা হইলে সে তোমাদের প্রতি যে পরিমাণ অন্যায় করিবে তোমরাও তাহাকে সেই পরিমাণেই অন্যায়ের শাস্তি দিবে,[২২৫] এবং তোমরা আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর এবং জানিয়া রাখ যে, নিশ্চয় আল্লাহ্ মুত্তাকীগণের সঙ্গে আছেন।

وَاَنْفِقُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ ۛ۬ وَاَحْسِنُوْا ۛ۬ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٩٥﴾

১৯৬। এবং তোমরা আল্লাহ্‌র পথে (জীবন ও ধন) খরচ কর, এবং তোমরা স্বহস্তে[২২৬] নিজদিগকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করিও না, এবং তোমরা সৎকর্ম কর, নিশ্চয় আল্লাহ্ সৎকর্ম পরায়ণগণকে ভালবাসেন।

চালাইয়া যাও, তাহা হইলে মহানবী (সাঃ) ঐ সব সন্ধি কখনও সম্পাদন করিতেন না। (জেহাদ সম্বন্ধে ১৯৫-১৯৬০ টিকা দেখুন)।

২২৩। 'উদওয়ান' অর্থ (১) শত্রুতা (২) অন্যায় আচরণ (৩) অন্যায় আচরণের শাস্তি এবং (৪) কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ বুঝাইয়া দিবার জন্য তাহার কাছে যাওয়া (মুফরাদাত, লেইন)। ১৯১ নং আয়াত হইতে ১৯৪ নং আয়াত পর্যন্ত চারিটি আয়াত, যুদ্ধের নিম্নলিখিত নিয়ম-কানুন নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছেঃ- (ক) যুদ্ধ কেবল মাত্র আল্লাহ্ তালার খাতিরেই করা যাইতে পারে; আত্ম-স্বার্থ, ক্ষমতা ও সম্পদ বৃদ্ধি, জাতীয় স্বার্থের সম্প্রসারণ ইত্যাদি কারণে নহে, (খ) আক্রমণকারীকে প্রতিহত করার জন্যই কেবল মুসলমানেরা যুদ্ধ করিতে পারে, নিজেরা প্রথম আক্রমণকারী হইতে পারে না, (গ) যদিও শত্রুরা প্রথম আক্রমণ করিয়াছে, তথাপি মুসলমানেরা যুদ্ধকে সীমাবদ্ধ রাখিতে আদিষ্ট হইয়াছে এবং উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়া মাত্র (অর্থাৎ শত্রুরা পরাজিত কিংবা সন্ধিবদ্ধ কিংবা প্রতিহত হওয়া মাত্র) যুদ্ধ বন্ধ করিতে আদিষ্ট হইয়াছে, (ঘ) তাহারা কেবল শত্রু পক্ষের যোদ্ধাদের সঙ্গেই যুদ্ধ করিবে, কিন্তু বেসামরিক ব্যক্তিদেরকে আক্রমণ কিংবা অপমান করিতে পারিবে না, (ঙ) যুদ্ধ চলাকালীন সময়েও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে কোন বাধা সৃষ্টি করা যাইবে না, (চ) ধর্মীয় তীর্থ স্থান আক্রমণ করা কিংবা ঐগুলির কোনও রূপ ক্ষতিসাধন করা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ, এমনকি ঐ সকল স্থানের আশে পাশে যুদ্ধ করাও নিষিদ্ধ, (ছ) যদি শত্রুরা তাহাদের ধর্মীয় স্থানে অবস্থান নিয়া আক্রমণ চালায়, কেবল মাত্র তখনই মুসলমানেরা সেখানে যুদ্ধ করিতে পারিবে এবং (জ) যুদ্ধ ততক্ষণই চালাইয়া যাইবার অনুমতি আছে, যতক্ষণ পর্যন্ত ধর্মীয় ব্যাপারে জবরদস্তি ও হস্তক্ষেপ বন্ধ না হইবে। ধর্মের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠামাত্র যুদ্ধ থামাইতে হইবে (দেখুন ৮ঃ৪০, ৯ঃ৪-৬, ২২ঃ৪০-৪১ ইত্যাদি)।

২২৪। পবিত্র মাসগুলি হইল, যুল্‌কাদাহ্, যুল-হজ্জ, মুহার্‌রম এবং রজব। এই মাসগুলিতে যুদ্ধ সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। এই আদেশটি কা'বা এবং পবিত্র মাসগুলির সম্মান ও পবিত্রতা রক্ষার উদ্দেশ্যে প্রদত্ত হইয়াছে।

২২৫। ৩৩ টীকা দেখুন।

২২৬। যেহেতু সফল যুদ্ধ পরিচালনার জন্য টাকা-পয়সার প্রয়োজন, সেই হেতু ঈমানদারগণকে আল্লাহ্‌র পথে অর্থ ব্যয় ও মালী-কুরবানীর (আর্থিক উৎসর্গ) জন্য উৎসাহিত করা হইয়াছে। কেননা, এইরূপ ক্ষেত্রে মুক্ত হস্তে ব্যয় না করিলে, জাতি ধ্বংস হইয়া যাইতে পারে এবং ধর্মও বিপন্ন হইতে পারে।

وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ ؕ فَاِنْ
اُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ
وَلَا تَحْلِقُوْا رُءُوْسَكُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ
الْهَدْيُ مَحِلَّهٗ ؕ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا
اَوْ بِهٖۤ اَذًى مِّنْ رَّاْسِهٖ فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ
اَوْ صَدَقَةٍ اَوْ نُسُكٍ ۚ فَاِذَاۤ اَمِنْتُمْ ۘ
فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ فَمَا
اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ
فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ اِذَا
رَجَعْتُمْ ؕ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ؕ ذٰلِكَ
لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ اَهْلُهٗ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ
شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿۱۹۶﴾

১৯৭। এবং তোমরা আল্লাহ্‌র জন্য হজ্জ[২২৭] এবং উমরাহ্[২২৮] সুসম্পন্ন কর, অতঃপর যদি তোমরা বাধাপ্রাপ্ত হও,[২২৯] তাহা হইলে যে কোন কুরবানীর পশু, যাহা সহজে পাওয়া যায় (যবহ্ করিও), এবং যতক্ষণ পর্যন্ত কুরবানী স্বস্থানে না পৌঁছে তোমরা নিজেদের মাথা মুড়াইও না। কিন্তু তোমাদের মধ্যে কেহ যদি পীড়িত হয় অথবা তাহার মাথায় কোন কষ্ট থাকে (এবং এই কারণে সে পূর্বেই মাথা মুড়ায়) তাহা হইলে রোযা অথবা সাদ্‌কাহ অথবা কুরবানীর দ্বারা উহার ফিদিয়া বিধেয় হইবে। কিন্তু যখন তোমরা নিরাপদ হও তখন যে ব্যক্তি হজ্জের সহিত উমরাহ্‌কে মিলাইয়া[২৩০] উপকার লাভ করিতে চাহে তাহার জন্য সহজলভ্য কুরবানী বিধেয় হইবে। কিন্তু কেহ যদি (কুরবানীর তৌফিক) না পায় তাহা হইলে (তাহার উপর) রোযা বিধেয় হইবে, হজ্জের সময় তিন দিন[২৩১] এবং যখন তোমরা (নিজ গৃহে) ফিরিয়া আসিবে তখন সাতদিন, এই পূর্ণ দশ (দিন রোযা রাখিতে) হইবে, এই আদেশ তাহার জন্য, যাহার পরিবারবর্গ মসজিদুল হারামের নিকট বসবাসকারী নহে;[২৩২] এবং তোমরা আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর এবং জানিয়া রাখ যে, আল্লাহ্ শাস্তি দানে কঠোর।

২৪ [৮] ৮

২২৭। এই আয়াত দ্বারা আরম্ভ করা হইল হজ্জ পালনের (মক্কায় তীর্থগমনের) বিষয়। জিহাদ ও হজ্জ, মনে হয় পরস্পর সম্পর্কযুক্ত এবং এই দুইটি কাজেই আল্লাহ্‌র পথে ঈমানদারগণকে বিশেষ কুরবানী পেশ করিতে হয়। জেহাদের বিষয়টা আরম্ভ হইয়াছিল ২:১৭৮ আয়াতে। হজ্জ (মক্কায় তীর্থগমন) মানুষের আধ্যাত্মিক কার্যাবলীর চরম ধাপ, অন্যান্য ধাপে রহিয়াছে নামায, রোযা, জেহাদ, যাহার সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে।

২২৮। 'উমরাহ' বা ছোট হজ্জ এইভাবে পালন করার নিয়ম। প্রথমে 'ইহ্‌রামের' অবস্থা অবলম্বন করিতে হয়; সাতবার কা'বার প্রদক্ষিণ করিতে হয়। 'সাফা'ও 'মারওয়া' উপত্যকাদ্বয়ের মধ্যে দৌড়াইতে হয় এবং ইচ্ছা করিলে, পশু কুরবানীও করা হয়। উম্‌রাহ্ বৎসরের যে কোনও সময় করা যায়। কিন্তু 'হজ্জ' বা পূর্ণ তীর্থ পালন কেবল মাত্র যুল-হজ্জ মাসেই সম্পাদন করা নির্দিষ্ট।

২২৯। "যদি তোমরা বাধা প্রাপ্ত হও" কথাটির মোটামুটি অর্থ হইবে, যদি কোন বিশেষ কারণে, হজ্জগমনেচ্ছু ব্যক্তি হজ্জে বা উমরাহ্‌তে যাইতে না পারে, যেমন অসুখের কারণে, যুদ্ধ-বিগ্রহের কারণে বা অন্য আপদ বিপদের কারণে।

২৩০। 'উমরাহ্' এবং 'হজ্জকে' দুইভাবে একত্র করা যাইতে পারে।(ক) যে হজ্জযাত্রী প্রথমে উম্‌রা শেষ করিয়া ফেলিতে চান, তিনি ইহ্‌রামের অবস্থায় থাকিয়া উম্‌রাহ্ সংশ্লিষ্ট সকল ব্রতপালন সম্পন্ন করিয়া ফেলিবেন। অতঃপর, যুল্-হজ্জ মাসের ৮ তারিখে পুনরায় 'ইহ্‌রাম' অবলম্বন করতঃ হজ্জ সংশ্লিষ্ট সকল ব্রত সম্পন্ন করিবেন। এইরূপভাবে উম্‌রাহ্ ও হজ্জ একত্র করাকে পরিভাষাগতভাবে 'তামাত্তু' বলা হয়, যাহার শাব্দিক অর্থ 'কোন কিছুর সুযোগ নেওয়া'। (খ) হজ্জযাত্রী 'উম্‌রাহ্ ও হজ্জ" একই সঙ্গে সম্পন্ন করিতে পারেন। এইরূপ ক্ষেত্রে 'উম্‌রাহ্ ও হজ্জ' একই সময়ে সম্পাদনের নিয়ৎ বা ইচ্ছা ব্যক্ত করিয়া 'ইহ্‌রাম' বাঁধিতে হইবে এবং ঐ ইহ্‌রামের অবস্থায় তাহাকে শেষ পর্যন্ত থাকিতে হইবে। এইরূপভাবে "হজ্জ ও উম্‌রাহ্" একত্রীকরণকে পরিভাষাগত ভাবে "কীরান" বলা হয়। কীরানের শাব্দিক অর্থ হইল, "দুই বস্তুকে একত্রে রাখা"। কীরানই হউক, আর তামাত্তুই হউক উভয় ক্ষেত্রেই কুরবানী বা পশু যবাহ করা অবশ্য করণীয়। আলোচ্য আয়াতে 'তামাত্তু' শব্দটি পরিভাষাগতভাবে ব্যবহৃত হয় নাই, বরং 'কীরান'কেও ইহার অন্তর্ভুক্ত করিয়াছে।

২৩১। এই বাক্যাংশে যে তিনদিন হজ্জ পালনকালীন রোযা রাখার কথা বলা হইয়াছে, তাহা পূর্বোল্লিখিত রোযা হইতে ভিন্ন। প্রথমোক্ত রোযা ঐ সব তীর্থ যাত্রীর জন্য যাহারা মাথার চুল কামাইতে অক্ষম, আর এই রোযা (তিনদিন) ঐ সব হজ্জযাত্রীর জন্য যাহারা 'তামত্তুর' কুরবানী দিতে অক্ষম। ১১, ১২ ও ১৩ই যিলহজ্জই এই তিন রোযার জন্য উৎকৃষ্টতর দিন। বাকী সাতদিনের রোযা বাড়ী ফিরিয়া সম্পাদন করিলেও চলে।

২৩২। এই বাক্যটির দ্বারা ইহাই বুঝায় যে, হজ্জ ও উম্‌রা একই সময়ে সম্পাদন করার অনুমতি কেবল তাহাদের জন্যই দেওয়া হইয়াছে

اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمٰتٌ ۚ فَمَنْ فَرَضَ
فِيْهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوْقَ ۙ وَلَا
جِدَالَ فِي الْحَجِّ ۗ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ
يَّعْلَمْهُ اللّٰهُ ۗ وَتَزَوَّدُوْا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ
التَّقْوٰى ۫ وَاتَّقُوْنِ يٰٓاُولِي الْاَلْبَابِ ﴿۱۹۷﴾

১৯৮। হজ্জের মাস সমূহ সুবিদিত; অতএব,যে কেহ ইহার মধ্যে হজ্জের সংকল্প করে, তাহা হইলে হজ্জের মধ্যে না স্ত্রী-গমন,[২৩৩] না অপকর্ম এবং না কলহ-বিবাদ করা যাইবে। এবং তোমরা যে কোন পুণ্যকর্ম কর আল্লাহ্ উহা জানেন। এবং তোমরা পাথেয় লইও, সমরণ রাখিও, আল্লাহ্র তাক্ওয়া হইতেছে সর্বোত্তম পাথেয়। অতএব, হে বুদ্ধিমান লোকসকল ! তোমরা একমাত্র আমার তাক্ওয়া অবলম্বন কর ।

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلًا مِّنْ
رَّبِّكُمْ ۗ فَاِذَآ اَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفٰتٍ
فَاذْكُرُوا اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۠
وَاذْكُرُوْهُ كَمَا هَدٰىكُمْ ۚ وَاِنْ كُنْتُمْ
مِّنْ قَبْلِهٖ لَمِنَ الضَّآلِّيْنَ ﴿۱۹۸﴾

১৯৯। তোমাদের জন্য কোন পাপ নহে যে, (হজ্জের দিনগুলিতে) তোমরা নিজেদের প্রভুর অনুগ্রহের[২৩৪] অনুসন্ধান কর। কিন্তু যখন তোমরা আরাফাত[২৩৫] হইতে প্রত্যাবর্তন করিবে তখন মাশআরুল হারামের[২৩৬] নিকট আল্লাহ্কে সমরণ করিবে এবং যেভাবে তিনি তোমাদিগকে নির্দেশ দিয়াছেন সেইভাবে তোমরা তাঁহাকে সমরণ করিবে, যদিও ইতিপূর্বে তোমরা নিশ্চয় পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে ।

ثُمَّ اَفِيْضُوْا مِنْ حَيْثُ اَفَاضَ النَّاسُ
وَاسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۱۹۹﴾

২০০। অতঃপর,[২৩৭] যেখান হইতে অন্যান্য লোক প্রত্যাবর্তন[২৩৮] করে তোমরাও সেখান হইতে প্রত্যাবর্তন করিবে এবং আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবে, নিশ্চয় আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময় ।

যাহারা মক্কার অধিবাসী নহেন,বরং দূরবর্তী স্থান হইতে আসেন । অবশ্য কাহারও মতে, পবিত্র মসজিদের নিকটবর্তী কথাটি দ্বারা মক্কা ও মক্কার পবিত্র অঞ্চলকে বুঝায় ।

২৩৩। 'রাফাস' শব্দটি ঘৃণ্য, গালাগালিপূর্ণ, ইতর কথাবার্তা ও যৌন ইত্রামীকে বুঝাইয়া থাকে । 'ফুসূক' শব্দ দ্বারা আল্লাহ্র আইনের এবং জাগতিক ও আধ্যাত্মিক কর্তৃপক্ষের অবাধ্যতাকে বুঝায় । আর 'জিদাল' শব্দ দ্বারা সঙ্গী সাথী সহযাত্রী ও প্রতিবেশীর সহিত ঝগড়া বিবাদকে বুঝাইয়া থাকে ।

২৩৪। মক্কার হজ্জগমনে যাহাতে খুব বেশী বেশী লোক অংশ গ্রহণ করিতে পারে, সেই জন্য কুরআনে অনুমতি দেওয়া হইয়াছে যে তীর্থযাত্রী এতদসঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যও করিতে পারে । যাহারা নগদ টাকা পয়সা বেশী নিতে পারে না, তাহারা বিক্রয়যোগ্য কিছু জিনিস পত্র সাথে লইয়া যাইতে পারিবে, যাহা বিক্রয় করিয়া পথের খরচাদি ভালভাবে মিটাইতে পারিবে ।

২৩৫। 'আরাফাত' একটি বিরাট সমতল বা উপত্যকাভূমি । ইহা মক্কার নিকটেই । হজ্জযাত্রীগণ যুলহজ্জ মাসের নবম দিনের শেষাংশটা সেখানে কাটান । মক্কা হইতে মাত্র ৯ (নয়) মাইল দূরবর্তী এই স্থানে নবম দিনের শেষাংশে এখানে অবস্থান করা হজ্জের একটি ব্রত বিশেষ, যাহাকে ইসলামী পরিভাষায় 'ওকুফ' বলা হয় । "আরাফাত" একটি যুগ্ম শব্দ, যাহার অর্থ পরিচয় বা জ্ঞান লাভের উপায়, পবিত্র স্থান ।

২৩৬। 'মাশ্আরুল হারাম' মুযদালিফার একটি ছোট পাহাড় যাহা মক্কা ও আরাফাতের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত ।এখানে রসূলে করীম (সাঃ) সন্ধ্যার ও রাত্রির নামাযের পর, সারারাত্রি ও সূর্যোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত দোয়ায় নিমগ্ন থাকিতেন । এই স্থানটি হজ্জের সময়ে, ধ্যান-উপাসনা ও দোয়া-দরূদের জন্য বিশেষভাবে চিহ্নিত ও ব্যবহৃত । মক্কা হইতে ইহার দূরত্ব ছয় মাইল ।

২৩৭। যদি এখানে 'সুম্মা' অর্থ ধরা হয় 'এবং',আর প্রত্যাবর্তন অর্থ ধরা হয় 'আরাফাত' হইতে প্রত্যাবর্তন, তাহা হইলে 'আন্ নাস'-এর অর্থ দাঁড়াইবে 'অন্য লোক' । কিন্তু যদি 'সুম্মা' অর্থ ধরা হয় 'অতঃপর' এবং 'প্রত্যাবর্তনের' অর্থ ধরা হয় 'মাশআরুল হারাম হইতে প্রত্যাবর্তন, তখন 'আন্ নাস'-এর অর্থ দাঁড়াইবে "সকল লোক" এবং এই উভয় অর্থই আরবী ভাষা অনুযায়ী শুদ্ধ ।

২৩৮। ইসলামের অভ্যুদয়ের পূর্বে কুরাইশ ও বনু কিনানা গোত্রের লোকেরা, অন্যান্য হজ্জযাত্রীদের সাথে আরাফাতের ময়দানে যাইত না । তাহারা মাশ্আরুল হারামে থামিয়া যাইত এবং আরাফাত হইতে প্রত্যাগত লোকদের সহিত যোগদান করিবার জন্য অপেক্ষা করিত । এই আয়াতে এবং পূর্ববর্তী আয়াতে তাহাদিগকে নির্দেশ দেওয়া হইল, তাহারাও যেন মাশআরুল হারামে না থামিয়া অন্যান্য সকলের সাথে আরাফাত পর্যন্ত যায় এবং অন্যান্য লোকে যাহা যাহা পালন করে, তাহারাও যেন সেই সব পালন করে । আরাফাত হইতে ফিরার পথে মাশ্আরুল হারামে পৌঁছিয়া, তীর্থযাত্রীরা 'মীনায়' গমন করিবে । সেখানে কুরবানীর পশু যবাহ্ করার পর, 'ইহরাম' অবস্থার অবসান হইবে ।

فَاِذَا قَضَيْتُمْ مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ اٰبَآءَكُمْ اَوْ اَشَدَّ ذِكْرًا ؕ فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ رَبَّنَآ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا وَمَا لَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ۝٢٠٠

২০১। অতঃপর, যখন তোমরা ইবাদতের যাবতীয় অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন কর তখন তোমরা আল্লাহ্‌কে স্মরণ কর তোমাদের পিতৃপুরুষদিগকে স্মরণ করার ন্যায়, অথবা তদপেক্ষা অধিকতর স্মরণ কর। এবং লোকদের মধ্যে এমন কতক আছে যাহারা বলে, 'হে আমাদের প্রভু ! আমাদিগকে এই পৃথিবীতে (সুখ) দাও, বস্তুতঃ তাহাদের জন্য পরকালে কোন অংশ হইবে না।'

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّقُوْلُ رَبَّنَآ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّ فِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّ قِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝٢٠١

২০২। এবং তাহাদের মধ্যে কতক এমন আছে, যাহারা বলে, 'হে আমাদের প্রভু ! আমাদিগকে ইহকালেও কল্যাণ এবং পরকালেও[২৩৯] কল্যাণ দান কর, এবং আমাদিগকে আগুনের আযাব হইতে রক্ষা কর।'

اُولٰٓئِكَ لَهُمْ نَصِيْبٌ مِّمَّا كَسَبُوْا ؕ وَاللّٰهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ۝٢٠٢

২০৩। ইহারা এমন লোক, তাহারা যাহা অর্জন করিয়াছে, উহার দরুন তাহাদের জন্য এক বড় অংশ আছে। নিশ্চয় আল্লাহ্ হিসাব গ্রহণে অত্যন্ত তৎপর।

وَاذْكُرُوا اللّٰهَ فِىْٓ اَيَّامٍ مَّعْدُوْدٰتٍ ؕ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِىْ يَوْمَيْنِ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ ۚ وَمَنْ تَاَخَّرَ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ ۙ لِمَنِ اتَّقٰى ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ۝٢٠٣

২০৪। এবং তোমরা নির্দিষ্ট দিনগুলিতে[২৪০] আল্লাহ্‌কে স্মরণ কর; কিন্তু যে ব্যক্তি তাড়াতাড়ি করে দুই দিনের মধ্যেই (ফিরিয়া যাইতে), তাহা হইলে তাহার উপর কোন পাপ বর্তিবে না, এবং যদি কেহ বিলম্ব করে, তাহা হইলে তাহার উপরও কোন পাপ বর্তিবে না। ইহা ঐ ব্যক্তির জন্য যে তাক্‌ওয়া অবলম্বন করে। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌র[২৪১] তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর এবং জানিয়া রাখ যে, নিশ্চয় তোমাদের সকলকে তাঁহার সমীপে একত্রিত করা হইবে[২৪২]।

২৩৯। এই আয়াতে ঐসব লোকের কথা বলা হইয়াছে, যাহারা কেবলমাত্র ইহলৌকিক কল্যাণ, সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ও ধন-দৌলতের মধ্যে নিজেদের ধ্যান-ধারণা ও সাধনা-প্রার্থনাকে নিয়োজিত রাখে না,বরং ইহলৌকিক কল্যাণের সাথে সাথে, পারলৌকিক মঙ্গলকে পাইবার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে প্রাণপণে নিবেদন করিতে থাকে। 'হাসানা'র অর্থ কৃতকার্যতা (তাজ)। এই দোয়াটি অতি ব্যাপক। সকল মঙ্গলই এই দোয়ার আওতায় আসিয়া যায়। রসূল করীম (সাঃ) এই দোয়াটি প্রায়শঃ পাঠ করিতেন (মুসলিম)।

২৪০। এই দিনগুলি হইল যিলহজ্জ মাসের ১১, ১২ ও ১৩ তারিখ। এই তিনদিন হাজীগণকে পারতপক্ষে মীনায় থাকিয়া সাধ্যমত আল্লাহ্ তা'লার তসবীহ্ বা মাহাত্ম্য কীর্তনে রত থাকিতে হয়। এই দিনগুলিকে 'আইয়ামুত্‌তাশরীক' বা সৌন্দর্য ও উজ্জ্বলতার দিন বলা হয়।

২৪১। হজ্জের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য হইল 'তাক্‌ওয়া' (ধর্মপরায়ণতা) অর্জন করা। হজ্জের নির্দেশ জারি করিতে গিয়া, কুরআন প্রথমেই এই 'তাক্‌ওয়া' অর্জনের কথা বলিয়া হজ্জের বিষয়টি শুরু করিয়াছে (২ঃ১৯৮)। অতএব, বাহ্যিকভাবে কতকগুলি কাজকর্ম ও ব্রত পালন অর্থহীন হইয়া যাইবে, যদি ইহার মধ্যে ধর্মপরায়ণতা ও আত্মবিলীনতার আবেগাপ্লুতভাব সংশ্লিষ্ট না হয়। আসলে, মানুষের সব কাজকর্মেই পুণ্য ও ধর্মভাব জাগরূক থাকা চাই।

২৪২। হজ্জব্রত পালনের দিনগুলিতে যে সব বস্তু ও যে সব স্থান আবশ্যকীয় ভূমিকা পালন করে, কুরআনে সেইগুলিকে "শায়ায়েরুল্লাহ্" (আল্লাহ্‌তা'লার চিহ্নাবলী) নামে অভিহিত করা হইয়াছে (২ঃ১৫৯; ৫ঃ৩; ২২ঃ৩৩)। তাৎপর্য এই যে, ঐ গুলি এমনই প্রতীক বিশেষ যাহা হজ্জযাত্রীদের মনের গভীরে স্থায়ী রেখাপাত করে। লক্ষ লক্ষ লোক যখন কা'বা গৃহ প্রদক্ষিণ করে এবং সকল মুসলমান যেখানেই থাকুক না কেন, যখন এই একই কা'বার দিকে মুখ করিয়া নামায আদায় করে, তখন তাহাদের মনের মধ্যে আল্লাহ্‌র একত্ব মহিমা গভীর ভাবে ভাস্বর হইয়া উঠে। ইহা মানবজাতির একত্বেরও প্রতীক। সাফা ও মারওয়া টিলাদ্বয়ের মধ্যে দৌড়ানো অবস্থায় হজ্জযাত্রীকে তরুলতাশূন্য,

২০৫ । এবং লোকদের মধ্য হইতে কেহ এমনও আছে, পার্থিব জীবন সম্বন্ধে যাহার কথাবার্তা[২৪৩] তোমাকে মুগ্ধ করে এবং তাহার হৃদয়ে যাহা আছে সেই সম্বন্ধে সে আল্লাহ্‌কে সাক্ষী রাখে, অথচ সে কলহপরায়ণ লোকের মধ্যে সর্বাধিক কলহ পরায়ণ।

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّعْجِبُكَ قَوْلُهٗ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللّٰهَ عَلٰى مَا فِيْ قَلْبِهٖ ۙ وَهُوَ اَلَدُّ الْخِصَامِ ﴿٢٠٥﴾

২০৬ । এবং যখন সে শাসন ক্ষমতায় আসে তখন সে দেশে অশান্তি সৃষ্টি করিবার এবং ক্ষেত-খামার[২৪৪] ও সৃষ্টিকে বিনাশ করিবার উদ্দেশ্যে ছুটিয়া বেড়ায়, অথচ আল্লাহ্ অশান্তিকে ভালবাসেন না ।

وَاِذَا تَوَلّٰى سَعٰى فِي الْاَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيْهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ ﴿٢٠٦﴾

২০৭ । এবং যখন তাহাকে বলা হয়, 'আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর,' তখন আত্মগরিমা তাহাকে পাপে[২৪৫] লিপ্ত করে। সুতরাং তাহার জন্য জাহান্নামই[২৪৬] উপযুক্ত স্থান; এবং নিশ্চয় উহা অতি মন্দ, আবাসস্থল।[২৪৭]

وَاِذَا قِيْلَ لَهُ اتَّقِ اللّٰهَ اَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْاِثْمِ فَحَسْبُهٗ جَهَنَّمُ ۗ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿٢٠٧﴾

জনমানবহীন মরুভূমিতে হাজেরা ও ইসমাঈলের চরম নিসঙ্গতা ও অসহায়ত্বের অবস্থায় তাহাদের প্রতি আল্লাহ্‌তা'লার কৃপা প্রদর্শনের অনন্য সাধারণ কাহিনীকে স্মরণ করাইয়া দেয় । মীনা (উম্‌নিয়া হইতে উৎপন্ন, অর্থ উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য) হাজীকে স্মরণ করাইয়া দেয় যে, তিনি সেখানে আল্লাহ্-মিলনের উদ্দেশ্যে গিয়াছেন । মাশ'আরুল হারাম' (পবিত্র চিহ্ন) ইঙ্গিত দান করে যে, শুভলগ্ন সন্নিকটে । 'আরাফাত' মনে করাইয়া দেয় যে, তিনি সিদ্ধির দুয়ারে সমুপস্থিত । 'ইহরাম' তাহাকে কিয়ামতের দিনের কথা মনে করাইয়া দেয় । মৃতদেহ আবৃতকারী কাফনের কাপড়ের মত, তাহার দেহ তখন মাত্র দুই টুকরা সেলাইবিহীন কাপড় (এক টুকরা উপরাংশকে ও অন্য টুকরা নিম্নাংশকে) আবৃত রাখে। তাহার মস্তক থাকে অনাবৃত । এই অবস্থা (ইহরাম) তাহাকে মনে করায় যে, তিনি যেন মরিয়া পুনর্জীবিত হইয়াছেন । আরাফাতের ময়দানে লাখো মানুষের সমাগম হাশরের ময়দানের কথা মানসপটে জাগাইয়া তুলে; সকলেরই মনে হয়, তাহারা যেন হঠাৎ মৃত অবস্থা হইতে সাদা বস্ত্র-খণ্ডে আবৃত হইয়া প্রভুর সম্মুখে সম্মিলিত হইয়াছেন । কুরবানীর পশুগুলি ইব্‌রাহীম (আঃ) কর্তৃক পুত্র ইসমাঈলকে যবাহ্ করার সেই ঐতিহাসিক অনন্য ঘটনার কথা হৃদয়ে পুনর্জাগরিত করে, প্রতীকী ভাষায় যাহার তাৎপর্য এই যে, মানুষ যেন সর্বদা নিজেকে, নিজের ধন-সম্পদকে এমন কি নিজের সন্তান-সন্ততিকে আল্লাহ্‌র রাস্তায় উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত থাকে ।

২৪৩। অনেক লোক এইরূপ আছে, যাহারা সুন্দর কথা-বার্তা ও মেকী- ভালবাসা দ্বারা শ্রোতৃমণ্ডলীকে একেবারে ভুলাইয়া ফেলে; মনে হয় তাহারা কত মানব-দরদী ! কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহারা নিজেদের স্বার্থ ছাড়া, অন্তরে অন্য কাহারও পরওয়া করে না । এমনকি নিজের সামান্য স্বার্থের জন্য, তাহা ন্যায়ই হউক বা অন্যায়ই হউক, অন্যদের সঙ্গে ঝগড়া বাঁধাইয়া দেয় । যে স্বার্থত্যাগের বিনিময় ছাড়া, মানুষ উন্নতির সোপান অতিক্রম করিতে পারে না, সেই স্বার্থত্যাগের কোন চিহ্নই তাহাদের মধ্যে দৃষ্ট হয় না ।

২৪৪। 'হার্স' অর্থ (১) শস্য বোনার জন্য কর্ষণযোগ্য ভূমিখণ্ড বা শস্য-জনিত জমি (২) জমির শস্য, মাঠেরই হউক বা বাগানের হউক (৩) লাভ, অর্জন বা উপার্জন (৪) পুরস্কার বা প্রতিদান (৫) জাগতিক মালামাল (৬) স্ত্রী বা স্ত্রীগণ——স্ত্রীকে উৎপাদিকা জমি এই জন্য বলা হয় যে, ইহাতে সন্তানরূপ শস্য উৎপাদিত হয় (লেইন)।

২৪৫। তাহার সকল প্রচেষ্টা, অন্যের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়া হইলেও, নিজের স্বার্থ বৃদ্ধি করা ।

২৪৬। ভাষা বিজ্ঞানীরা সকলেই একমত যে 'জাহান্নাম' শব্দটির 'মূল' আরবী ভাষাতে নাই । তবে শব্দটি জাহমা ধাতু হইতে উৎপন্ন হইলে হইতেও পারে । 'জাহমা' অর্থ সে ভীতিপূর্ণভাবে বিরক্ত হইল; সে সঙ্কুচিত হইয়া গেল অথবা বিশ্রী মুখাবয়ব ধারণ করিল । যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে 'নূন' অক্ষরটি অতিরিক্ত বিবেচিত হইবে (মুহিত)। এইরূপ বিশ্লেষণে, 'জাহান্নাম' একটি শাস্তির স্থানকে বুঝায় যাহা এরূপ অন্ধকার ও পানি-বিহীন যে, ইহার অধিবাসীগণের চেহারা বিকট ও সঙ্কুচিত রূপ ধারণ করে ।

২৪৭। পাপীর মারাত্মক ব্যাধি হইল তাহার অহঙ্কার ও মিথ্যা সম্মান-বোধ । আত্মম্ভরিতাই তাহাকে পাপ-কার্যে অধিক হইতে অধিকতর প্ররোচিত করিয়া থাকে । শেষে পাপ তাহাকে চারিদিক হইতে ঘিরিয়া ফেলে । এইরূপ ব্যক্তি নিজেই নিজের জন্য জাহান্নাম রচনা করে ।

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْرِيْ نَفْسَهُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ رَءُوْفٌۢ بِالْعِبَادِ ﴿٢٠٨﴾

২০৮। এবং লোকদের মধ্যে কতক এমন আছে যাহারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্য নিজেদের আত্মাকে বিক্রয়[২৪৮] করিয়া দেয়, এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ এইরূপ বান্দাগণের প্রতি অত্যন্ত মমতাশীল।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوْا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً ۪ وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ؕ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿٢٠٩﴾

২০৯। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা[২৪৯] সকলেই পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণের আওতায় প্রবেশ কর এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ করিও না, সে নিশ্চয় তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

فَاِنْ زَلَلْتُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْكُمُ الْبَيِّنٰتُ فَاعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٢١٠﴾

২১০। অতঃপর, তোমাদের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী আসিবার পরও যদি তোমাদের পদস্খলন ঘটে, তাহা হইলে জানিও যে, নিশ্চয় আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّاۤ اَنْ يَّاْتِيَهُمُ اللّٰهُ فِيْ ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلٰٓئِكَةُ وَقُضِيَ الْاَمْرُ ؕ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ﴿٢١١﴾ ع

২১১। তাহারা কি কেবল ইহারই প্রতীক্ষায় আছে যে, আল্লাহ্ মেঘের[২৫০] আবরণে তাহাদের নিকট আগমন করুন[২৫১] এবং ফিরিশ্‌তাগণও,[২৫২] এবং সকল বিষয়ের ফয়সালা করিয়া দেওয়া হউক? এবং নিশ্চয় সকল বিষয়ই আল্লাহ্‌র নিকট প্রত্যাবর্তিত হইবে।

২৫ [১৪] ৯

سَلْ بَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ كَمْ اٰتَيْنٰهُمْ مِّنْ اٰيَةٍ بَيِّنَةٍ ؕ وَمَنْ يُّبَدِّلْ نِعْمَةَ اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُ فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿٢١٢﴾

২১২। তুমি বনী ইসরাঈলকে জিজ্ঞাসা কর, আমরা তাহাদিগকে কত সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী প্রদান করিয়াছিলাম। কিন্তু যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নেয়ামতকে, তাহার নিকট উহা আসিবার পর, পরিবর্তন করে, তাহা হইলে (সে যেন জানিয়া রাখে যে) নিশ্চয় আল্লাহ্ শাস্তি[২৫৩] প্রদানে কঠোর।

زُيِّنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُوْنَ مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۘ وَالَّذِيْنَ

২১৩। যাহারা অস্বীকার করে তাহাদিগকে পার্থিব জীবন সুন্দর করিয়া দেখানো হয়, এবং তাহারা তাহাদিগকে

২৪৮। পূর্ববর্তী আয়াতগুলিতে বর্ণিত ব্যক্তিদের তুলনায়, পৃথিবীতে এমন এক শ্রেণীর লোকও আছেন যাহারা কেবল আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি লাভের জন্য তাহাদের প্রাণ-মনসহ নিজেদের সর্বশক্তি নিয়োগ করেন।

২৪৯। 'কাফ্‌ফাতান' অর্থ (১) সকলে মিলিয়া (২) সম্পূর্ণভাবে বা সর্বতোভাবে (৩) শত্রু দমন করিয়া এবং (৪) পাপ ও বিপথগামীতা হইতে নিজেকে ও অপরাপরকে বারণ করিয়া (মুফ্‌রাদাত)।

২৫০। 'আল-গামাম' শব্দটি কুরআনে করুণা অর্থে (৭ঃ১৬১) এবং শাস্তি অর্থে (২৫ঃ২৬) ব্যবহৃত হইয়াছে।

২৫১। "আল্লাহ্‌র আগমন" শব্দগুলি কুরআনের অন্যত্রও ব্যবহৃত হইয়াছে (১৬ঃ২৭; ৫৯ঃ৩) এবং ইহার অর্থ হয় "আল্লাহ্‌র শাস্তি" অবতীর্ণ হওয়া।

২৫২। এখানে বদরের যুদ্ধের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে। আল্লাহ্ মেঘ এবং বৃষ্টি পাঠাইয়া (বুখারী) আপন প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী (২৫ঃ২৬) বিশ্বাসীগণকে সাহায্য করিয়াছিলেন এবং ফিরিশ্‌তাগণকে পাঠাইয়া (৮ঃ১০) বিশ্বাসীগণের মনোবল ও সাহস বৃদ্ধি ও অবিশ্বাসীদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার করিয়াছিলেন (৮ঃ১৩)। অবিশ্বাসীদের কেহ কেহ সত্য সত্যই ফিরিশ্‌তাগণকে দেখিয়াছিল বলিয়া বর্ণিত আছে (জুরকানী)।

২৫৩। ইহার অর্থ এই নয় যে, আল্লাহ্ অনর্থক কঠিন শাস্তি দেন। ঐশী শাস্তি মানুষের জন্য ভয়ঙ্করই হইয়া থাকে।

ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে যাহারা ঈমান আনে। বস্তুতঃ যাহারা তাক্ওয়া অবলম্বন করিয়া চলে তাহারা কেয়ামতের দিন তাহাদের ঊর্ধ্বে থাকিবে; এবং আল্লাহ্ যাহাকে চাহেন অগণিত রিয্ক প্রদান করেন ।

اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ وَاللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٢١٢﴾

২১৪। মানবজাতি একই উম্মতভুক্ত[২৫৪] ছিল; অতঃপর আল্লাহ্ নবীগণকে সুসংবাদদাতা এবং সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করিলেন, এবং তাহাদের সহিত সত্য সম্বলিত কিতাব নাযেল করিলেন যেন তিনি মানবজাতির মধ্যে সেই বিষয় মীমাংসা করেন যে বিষয়ে তাহারা মতভেদ করিয়াছে। বস্তুতঃ কেবল তাহারাই, যাহাদিগকে ইহা (কিতাব) দেওয়া হইয়াছিল, তাহাদের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ আসিবার পর পরস্পর বিদ্রোহ করিয়া ইহার সম্বন্ধে মতভেদ[২৫৫] করিল। কিন্তু যাহারা ঈমান আনিয়াছিল, আল্লাহ্ নিজ আদেশে তাহাদিগকে ঐ সত্যের পথে পরিচালিত করিলেন যাহার সম্বন্ধে তাহারা (অস্বীকারকারীরা) মতভেদ করিয়াছিল; এবং আল্লাহ্ যাহাকে চাহেন সরল-সুদৃঢ় পথে পরিচালিত করেন ।

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَّاحِدَةً ۟ فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِيّٖنَ مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ ۪ وَاَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيْمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ ؕ وَمَا اخْتَلَفَ فِيْهِ اِلَّا الَّذِيْنَ اُوْتُوْهُ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ بَغْيًۢا بَيْنَهُمْ ۚ فَهَدَى اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِاِذْنِهٖ ؕ وَاللّٰهُ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٢١٣﴾

২১৫ । তোমরা কি ধারণা করিয়াছ যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করিবে অথচ তোমাদের উপর এখনও তাহাদের অবস্থা আসে নাই যাহারা তোমাদের পূর্বে অতীত হইয়াছে[২৫৬]?

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَاْتِكُمْ مَّثَلُ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ ؕ مَسَّتْهُمُ الْبَاْسَآءُ وَالضَّرَّآءُ وَزُلْزِلُوْا

২৫৪। নবী আসার পূর্বে, সকল মানুষই এক থাকে বা এক পর্যায়ের হইয়া থাকে—এই অর্থে যে, তাহারা সকলেই অবিশ্বাসের পর্যায়ে থাকে । কিন্তু নবীর অভ্যুদয় ঘটার সাথে সাথে, তাহাদের পারস্পরিক মতানৈক্য থাকা সত্ত্বেও তাহারা নবীর বিরোধিতাকল্পে ঐক্যফ্রন্ট গঠন করিয়া লয় । "মানবজাতি একই উম্মতভুক্ত ছিল" বাক্যটি বা ইহারই অনুরূপ বাক্য কুরআনের আরও সাতটি স্থানে ব্যবহৃত হইয়াছে । ১০:২০ , ২১:৯৩ এবং ২৩:৫৩ তে জাতির ঐক্য এবং ৫:৪৯; ১৬:৯৪; ৪২:৯; ৪৩:৩৪ সহ আলোচ্য আয়াতে চিন্তাধারার ঐক্য ও একাত্মতা বুঝাইতেছে ।

২৫৫। এই একই আয়াতে, দুইটি স্থলে অনৈক্যের কথা বলা হইয়াছে । এই দুইটি অনৈক্য দুই ধরণের। নবী আসার পূর্বে তাহাদের মধ্যে প্রতিমা-পূজা ও ব্রত পালন ইত্যাদি নিয়া বিভিন্নতা ছিল । কিন্তু নবী আসার পরে, নবীর দাবী নিয়া তাহাদের মধ্যে অনৈক্য দেখা দিল । নবী তাহাদের মধ্যে অনৈক্যের সৃষ্টি করেন না; কেননা অনৈক্যতো তাহাদের মধ্যে পূর্বেই ছিল, নবী আসাতে সেই অনৈক্যের রং ও রূপ বদলাইয়াছে মাত্র । নবী আসার পূর্বে তাহাদের মধ্যে পারস্পরিক বিবাদ-বিসংবাদ ও বিভেদ থাকা সত্ত্বেও তাহারা এক জাতি বলিয়া মনে হয় । আর, নবী আসার পরে এই বিভেদ রং বদলাইয়া, বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী, এই দুই দলে বিভক্ত হয় । সার্বিকভাবে দেখিলে এই আয়াতটি মানবেতিহাসের পাঁচটি বিভিন্ন স্তরের কথা বর্ণনা করিতেছে । প্রাথমিক অবস্থায় মানব-গোষ্ঠীর মধ্যে ঐক্য ছিল, সকলেই ছিল এক সম্প্রদায়ের । জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও স্বার্থের ব্যাপকতা বিস্তৃতির মধ্য দিয়া, সামাজিক জটিলতা ও সমস্যাদি সৃষ্টি হইলে, তাহারা সুসংবদ্ধ থাকিতে পারিল না এবং বিভিন্নতা দেখা দিতে লাগিল । তখন আল্লাহ্ তাহাদের মধ্যে নবী প্রেরণ করিয়া, তাঁহার ইচ্ছা ও নিয়ম মানবকে জানাইতে লাগিলেন । কিন্তু যে জাতির জন্য ঐশী বাণী প্রেরণ করা হইল, তাহারা ঐ বাণীকে এবং ঐ বাণীবাহককে কেন্দ্র করিয়া কলহ ও বিচ্ছেদে লিপ্ত হইল । প্রত্যেক বাণী ও বাণী-বাহকের অবতরণের ক্ষেত্রেই এইরূপ ঘটিয়াছে । অবশেষে আল্লাহতা'লা তাঁহার সর্বশেষ ধর্মগ্রন্থ ও সার্বজনীন বাণীসহ বিশ্বনবীকে প্রেরণ করিলেন, যিনি আসিয়া বিশ্বের সকল মানবকে তাঁহার ধর্মীয় পতাকাতলে সমবেত হইবার উদাত্ত আহবান জানাইলেন । এইভাবে একটি বৃত্ত, যাহা একত্বের বিন্দু হইতে আরম্ভ হইয়াছিল, উহা যেন ঘুরিয়া সেই একত্বের বিন্দুতেই মিলিত হইয়া, বৃত্তের চক্র ও পরিধিকে পূর্ণ করে । ইহাই আল্লাহ্র পরিকল্পনা ও ইচ্ছা ।

২৫৬। ইসলামকে কবুল করা এবং ইহার বাণীকে রূপায়িত করা কুসুমাস্তীর্ণ পথে সম্ভব নহে । তাই মুসলমানকে সতর্ক করা হইয়াছে যে,

حَتّٰى يَقُوْلَ الرَّسُوْلُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ مَتٰى نَصْرُ اللّٰهِ ؕ اَلَاۤ اِنَّ نَصْرَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ ﴿۲۱۵﴾

অভাব-অনটন এবং দুঃখ-কষ্ট তাহাদিগকে নিপীড়িত করিয়াছিল এবং তাহাদিগকে ভীত-কম্পিত করা হইয়াছিল, এমনকি ২৫৬-ক রসূল ও তাহার সহিত যাহারা ঈমান আনিয়াছিল, তাহারা বলিয়া উঠিল, 'কখন আল্লাহ্‌র সাহায্য আসিবে ?'[২৫৭] স্মরণ রাখিও, নিশ্চয় আল্লাহ্‌র সাহায্য সন্নিকট ।

يَسْـَٔلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ ؕ قُلْ مَاۤ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ؕ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ ﴿۲۱۶﴾

২১৬ । তাহারা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, তাহারা কি খরচ করিবে ? তুমি বল, 'উত্তম ধন-সম্পদ[২৫৮] হইতে তোমরা যাহা কিছু খরচ কর উহা পিতামাতা, আত্মীয়স্বজন, এতীম এবং মিস্‌কীন এবং মুসাফিরগণের জন্য হইবে। এবং তোমরা যে কোন নেক কাজ কর, নিশ্চয় আল্লাহ্ উহা উত্তম জানেন ।'

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ ۚ وَعَسٰۤى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْـًٔا وَّهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَعَسٰۤى اَنْ تُحِبُّوْا شَيْـًٔا وَّهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ؕ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿۲۱۷﴾ ع

২১৭ । তোমাদের জন্য যুদ্ধ বিধিবদ্ধ করা হইল এমতাবস্থায় যে, উহা তোমাদের নিকট অপ্রীতিকর,[২৫৯] কিন্তু ইহা খুব সম্ভব যে, তোমরা কোন বস্তুকে ঘৃণা কর, অথচ উহা তোমাদের জন্য কল্যাণকর; এবং ইহাও সম্ভব যে, তোমরা কোন জিনিষকে ভালবাস, অথচ উহা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। বস্তুতঃ আল্লাহ্ জানেন এবং তোমরা জান না ।

২৬ [৬] ১০

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيْهِ ؕ قُلْ قِتَالٌ فِيْهِ كَبِيْرٌ ؕ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَكُفْرٌۢ بِهٖ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۫ وَاِخْرَاجُ اَهْلِهٖ مِنْهُ اَكْبَرُ عِنْدَ اللّٰهِ ۚ وَالْفِتْنَةُ

২১৮ । তাহারা তোমাকে পবিত্রমাসে যুদ্ধ করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। তুমি বল, 'উহাতে যুদ্ধ করা গুরুতর অন্যায় এবং আল্লাহ্‌র পথ হইতে (লোকদিগকে) বিরত রাখা এবং তাঁহাকে অস্বীকার করা এবং মসজিদুল হারাম হইতে (লোকদিগকে) বিরত রাখা এবং উহার অধিবাসীকে উহা হইতে বহিষ্কার করা আল্লাহ্‌র[২৬০] দৃষ্টিতে সর্বাধিক অন্যায়; এবং ফিৎনা

তাহাদিগকে অগ্নি-পরীক্ষা, ত্যাগ-তিতিক্ষা ও দুঃখ-যন্ত্রণার মধ্য দিয়া পথ অতিক্রম করিতে করিতে মহোত্তম পূর্ণতা অর্জন করিতে হইবে।

২৫৬ ক। হাত্তা অর্থ এমন কিছু হয় (মুগ্‌নী)। শব্দটি এই অর্থে ৬৩ঃ৮এ ব্যবহৃত হইয়াছে ।

২৫৭। সাহায্যের জন্য মর্মবিদারী যে করুণ প্রার্থনা—"কখন আল্লাহ্‌র সাহায্য আসিবে" কথাগুলির মধ্যে ব্যক্ত হইয়াছে, তাহাতে কাতরতা থাকিলে নৈরাশ্য বা হতাশা নাই । আল্লাহ্‌র নবী ও তাঁহার সত্যিকার অনুসারীদের নৈরাশ্যে পতিত হওয়া অসম্ভব ও ধারণাতীত (১২ঃ৮৮)। এই বাক্যটিও একটি সকাতর, সানুনয় প্রার্থনা, যাহাতে আল্লাহ্‌র করুণা উদ্বেলিত হইয়া সাহায্যের আকারে নামিয়া আসে।

২৫৮। এইখানে বলা হইতেছে যে, তাহারা যাহা ব্যয় করিবে, উহা প্রথমে সদ্ভাবে উপার্জিত হওয়া চাই । যাহা দান করা বা খরচ করা হইবে, উহা ভাল হওয়া চাই অর্থাৎ গ্রহীতার কাছে গ্রহণীয় হওয়া চাই ও তাহার প্রয়োজন মিটাইবার উপযোগী হওয়া চাই । যে উদ্দেশ্য এইরূপ খরচের পিছনে কাজ করে, সেই উদ্দেশ্য সৎ ও প্রশংসনীয় হওয়া চাই ।

২৫৯। মুসলমানেরা যুদ্ধ করা অপসন্দ করিতেন । তবে এই অপসন্দ তাহাদের ভীতির কারণে নহে, বরং মানুষের রক্তপাত ঘটানোকেই তাহারা অপসন্দ করিতেন । অপসন্দের অন্য কারণটি ছিল এই যে, শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ইসলামের প্রচার ও বিস্তৃতির যে সুযোগ-সুবিধা থাকে, যুদ্ধাবস্থায় উহা বাহত হইয়া যায় এবং বিরূপ মনোভঙ্গী বাড়িয়া যায় ।

২৬০। বিশ্বাসীগণকে বলা হইতেছে যে, অবিশ্বাসীরা যদি পবিত্র মাসগুলির পবিত্রতা নষ্ট করিয়া যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তাহা হইলে বিশ্বাসীগণও যেন পবিত্র মাসেই তাহাদিগকে সমুচিত শিক্ষা দিতে ইতস্ততঃ না করে । কারণ একমাত্র এইভাবে পবিত্র বস্তুর পবিত্রতা রক্ষা করা সম্ভব (২ঃ১৯৫)। তফসীরকারকগণ সাধারণভাবে বলিয়াছেন এবং এই বিষয়ে হাদীসও রহিয়াছে যে, মহানবী (সাঃ) একবার মক্কা প্রত্যাবর্তনকারী একদল কুরাইশের খবরাদি নিবার জন্য হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন জাহ্‌শকে পাঠাইলেন । তখন তাহারা একটি ক্ষুদ্রদলের সন্ধান পাইলেন । আব্দুল্লাহ

হত্যা অপেক্ষা গুরুতর অন্যায়।' যদি তাহাদের ক্ষমতা থাকিত, তাহা হইলে তাহারা তোমাদিগকে তোমাদের দীন হইতে বিচ্যুত না করা পর্যন্ত তোমাদের সহিত যুদ্ধ চালাইয়া যাইত। এবং তোমাদের মধ্য হইতে যে কেহ নিজ দীন হইতে ফিরিয়া যাইবে এবং কাফের অবস্থায়ই মারা যাইবে সে যেন স্মরণ রাখে যে, ইহারাই এমন লোক যাহাদের আমলসমূহ ইহকাল ও পরকালে ব্যর্থ হইবে।এবং ইহারা আগুনের অধিবাসী, তাহারা উহাতে দীর্ঘকাল থাকিবে ।

اَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ؕ وَلَا يَزَالُوْنَ
يُقَاتِلُوْنَكُمْ حَتّٰى يَرُدُّوْكُمْ عَنْ دِيْنِكُمْ
اِنِ اسْتَطَاعُوْا ؕ وَمَنْ يَّرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ
دِيْنِهٖ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَاُولٰٓئِكَ حَبِطَتْ
اَعْمَالُهُمْ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۚ وَاُولٰٓئِكَ
اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٢١٧﴾

২১৯ । নিশ্চয় যাহারা ঈমান আনে এবং যাহারা আল্লাহ্‌র পথে হিজরত করে এবং জেহাদ করে, ইহারাই আল্লাহ্‌র রহমতের আশা রাখে; বস্তুতঃ আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময় ।

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا
وَجٰهَدُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۙ اُولٰٓئِكَ يَرْجُوْنَ
رَحْمَتَ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٢١٨﴾

২২০ । তাহারা তোমাকে মদ[২৬১] ও জুয়া[২৬২] সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে। তুমি বল, 'এতদুভয়ের মধ্যে মহাপাপ[২৬৩] (এবং ক্ষতি) আছে,

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ؕ قُلْ
فِيْهِمَآ اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ۫

দলটিকে আক্রমণ করিয়া বসিলেন এবং একজনকে হত্যা ও অপর দুইজনকে বন্দী করিলেন । এই ঘটনা কোন তারিখে ঘটিয়াছিল, তাহা সঠিক জানা যায় না । কেহ বলেন ঐ দিনটি পবিত্র মাসেরই একটি দিন ছিল, অন্যেরা তাহা স্বীকার করেন না । এই সংবাদ মক্কায় পৌঁছিলে, কুরাইশগণ তারিখটির সন্ধিগ্ধতার সুযোগ নিয়া প্রতিবাদ উঠাইলেন যে, মুসলমানেরা পবিত্র মাসে যুদ্ধ করিয়াছে এবং ইহার পবিত্রতা নষ্ট করিয়াছে । এই আয়াতটি ঐ ঘটনার প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হইয়াছিল ।

২৬১। 'খামারাশ্‌শয়্‌আ' মানে সে বস্তুটিকে আচ্ছাদিত বা আবৃত করিল, অথবা লুকাইল । মদকে 'খাম্‌র' বলা হয়, যেহেতু ইহা ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধিবৃত্তিকে আচ্ছন্ন ও অবসাদগ্রস্ত করিয়া ফেলে, হস্ জ্ঞানকে লুপ্ত করিয়া দেয় এবং মস্তিষ্ককে এত উত্তেজিত করে যে, ইহার উপর মাতালের কোনও দখলই থাকে না । শব্দটি নির্দিষ্টভাবে আঙ্গুর-মদকে বুঝায় । তবে ইহা সকল মাদক দ্রব্যের জন্যই ব্যবহৃত হয় (লেইন)। "মাদকদ্রব্যের ব্যবহার রোগসৃষ্টির অন্যতম কারণ । আর মাদক-সেবীরা সবচেয়ে দুরারোগ্য রোগী । মহামারীর সময় ইহারাই মরে বেশী । কেননা ক্ষত, আঘাত, শ্রান্তি-ক্লান্তি ও রোগাদিতে তাহাদের প্রতিরোধ ক্ষমতা থাকে না । তাই, জীবনের সুযোগ তাহাদের জন্য সঙ্কুচিত হয় । ইংল্যাণ্ডের ইনশিওরেন্স কোম্পানীগুলি অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, মাদকাসক্তদের অনুমিত আয়ু সাধারণ মানুষের জীবনের আয়ুর অর্ধেক মাত্র । মদ ও অপরাধের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে । ব্যায়ার, কুরেলা, গ্যালাভার্ডিন ও সিকার্টের সংখ্যাতত্ত্ব ইহাই প্রমাণ করে যে, শতকরা ২৫ হইতে ৮৫ জন দুষ্কৃতকারী মাতাল । মাতালের বংশের মধ্যেই অনেক কুফল প্রতিফলিত হইয়া থাকে .....। তাহাদের সন্তানদের মধ্যে এপিলেপ্সি (সংজ্ঞা-লোপ রোগ, মৃগী), পাগলামী, বোকামী এবং অন্যান্য ধরণের শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক অবক্ষয়াদি ছড়াইয়া যায়" (জিওয়ীশ এন্‌সাই)। "মদ খাওয়ার বহুবিধ কুফল এই কারণেই ঘটিয়া থাকে, যেহেতু মদ সরাসরি স্নায়ুতন্ত্রের উপর আক্রমণ করে । মাতলামীর পরিণত অবস্থায়, বুদ্ধিবৃত্তির ও বিচার ক্ষমতার সাময়িক অবসান ঘটে এবং অনিশ্চয়তা বিরাজ করে" (এন্‌সাই ব্রট)। "ইহা সর্ব স্বীকৃত যে,অতিরিক্ত মদপান এবং নৈতিক ও রাষ্ট্রীয় আইন-ভঙ্গের মধ্যে গভীর যোগ-সূত্র বিদ্যমান । উচ্চতর মানবশক্তিগুলির বুদ্ধিসত্তা ও নীতিবোধগুলির প্যারালাইসিস হওয়ার কারণেই, নীচ প্রবৃত্তিগুলি মুক্তমনে আপন খেলা জুড়িয়া দেয়" (এনসাই, রিল, এথ)।

২৬২। 'আইসারার রাজুলু' অর্থ 'লোকটা ধনী হইল' । জুয়াড়ীকে এই জন্য 'মাইসার' বলা হয়, যেহেতু সে তাড়াতাড়ি ও সহজপথে ধনী হইতে চায়; পরিশ্রম করিয়া, কষ্টকর কাজের মাধ্যমে ধন উপার্জন করিতে চায় না । "জুয়া খেলার ঘৃণ্য মানসিকতা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নাই । ইহা নিশ্চয়ই সমাজ-বিরোধী কাজ । ইহা সহানুভূতিকে পুড়িয়া ভস্মীভূত করে, আত্ম-স্বার্থকে বর্দ্ধিত করে এবং সর্ব সাধারণের চরিত্র হরণ করে । মূলতঃ ইহা একটি বর্বর অভ্যাস। গোপন অর্থ লালসাই ইহার চালিকা-শক্তি । কোনও মূল্য না দিয়াই ইহা ধনার্জ্জনের এক হীন পন্থা । দেওয়া-নেওয়ার সমতা ও ভারসাম্যের আইনকে ইহা ভঙ্গ করে । ইহা পারস্পরিক চুক্তির মাধ্যমে এক ধরণের ডাকাতি, যেরূপ দুই বীরের মল্লযুদ্ধের ফলে হত্যা । **ধন-লিপ্সা** হইতে ইহার উৎপত্তি; আর আলস্যে ইহার পরিণতি । ইহা দৈব সুযোগের আকর্ষণ বৈ অন্য কিছুই নহে । দৈব সুযোগকে আচরণের ভিত্তি করা,আর নীতি ও স্থিতিশীলতার জীবনকে বিসর্জন দেওয়া একই কথা । ইহা হীন লাভের প্রতি মনকে কেন্দ্রীভূত করিয়া, জীবনের উচ্চতর উদ্দেশ্যকে ভুলাইয়া দেয় " (এনসাই, রিল, এথ)।

وَ اِثْمُهُمَآ اَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا ؕ وَيَسْـَٔلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ ۬ قُلِ الْعَفْوَ ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ ۙ﴿۲۱۹﴾

এবং মানুষের জন্য উহাদের মধ্যে অল্প কিছু উপকারও[২৬৪] আছে; কিন্তু উহাদের পাপ (ও ক্ষতি) উহাদের উপকার অপেক্ষা গুরুতর।' এবং তাহারা তোমাকে ইহাও জিজ্ঞাসা করে যে, তাহারা কি খরচ করিবে, তুমি বল, 'যাহা উদ্বৃত্ত;'[২৬৫] এইভাবে আল্লাহ্ তাঁহার আদেশাবলী তোমাদের জন্য বর্ণনা করেন যেন তোমরা চিন্তা কর —

فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ؕ وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْيَتٰمٰى ؕ قُلْ اِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ ؕ وَاِنْ تُخَالِطُوْهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ ؕ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ؕ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَاَعْنَتَكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿۲۲۰﴾

২২১। ইহকাল সম্পর্কে এবং পরকাল সম্পর্কে। এবং তাহারা তোমাকে এতীমদের সম্পর্কেও জিজ্ঞাসা করে। তুমি বল, 'তাহাদের কল্যাণার্থে সংশোধন ও উন্নয়নমূলক ব্যবস্থা করা উত্তম কাজ।[২৬৬] এবং তোমরা যদি তাহাদের সহিত মিলিয়া মিশিয়া থাক, তাহা হইলে তাহারা তোমাদেরই ভাই। এবং আল্লাহ্ ফাসাদকারীকে সংশোধনকারীর মোকাবেলায় ভাল জানেন। এবং যদি আল্লাহ্ চাহিতেন তাহা হইলে তোমাদিগকেও কষ্টে ফেলিতে পারিতেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।'

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ ؕ وَلَاَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَّلَوْ اَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتّٰى يُؤْمِنُوْا ؕ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَّلَوْ

২২২। এবং তোমরা মোশরেক নারীগণকে ঈমান না আনা পর্যন্ত বিবাহ করিও না, বস্তুতঃ একজন মো'মেন দাসী একজন মোশরেক মহিলা অপেক্ষা অবশ্যই উত্তম। যদিও সে (তাহার সৌন্দর্য দ্বারা) তোমাদিগকে মুগ্ধ করুক না কেন। এবং মোশরেক পুরুষগণ যতক্ষণ পর্যন্ত না ঈমান আনে, তাহাদের সহিত (মো'মেন নারীগণের) বিবাহ দিও না; বস্তুতঃ একজন মো'মেন দাস একজন মোশরেক পুরুষ অপেক্ষা অবশ্যই উত্তম, যদিও সে

২৬৩। 'ইসম' মানে পাপ; পাপের শাস্তি, পাপোদ্ভূত ক্ষতি (লেইন)।

২৬৪। ইসলামের একটা বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহা কোনও কিছুকে সামগ্রীকভাবে নিন্দা করে না, বরং ইহাতে সামান্যতম গুণ পাওয়া গেলেও তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করে। ইসলাম কিছুসংখ্যক জিনিষকে 'হারাম' (নিষিদ্ধ) ঘোষণা করিয়াছে, ইহার অর্থ এই নয় যে, ইহাদের মধ্যে সামান্য উপকারও নাই। কেননা পৃথিবীতে এমন কিছুই নাই, যাহার মধ্যে কেবলমাত্র অপকারিতাই আছে। নিষিদ্ধ করার কারণ হইল, উপকারিতা হইতে ইহাদের মধ্যে অপকারিতার পরিমাণ অত্যধিক বেশী। মাদক দ্রব্য ও জুয়াতে বিনাশী শক্তির বিপুল আধিক্য থাকার কারণে এই গুলিকে নিষিদ্ধ করা হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহা সত্বেও ইহাদের মাঝে যেটুকু সামান্য উপকারিতা আছে, তাহা স্বীকার করিতে কুরআন কুণ্ঠিত হয় নাই।

২৬৫। 'আফ্ওয়া' মানে (১) একজনের প্রয়োজন মিটাইয়া যাহা বাকী থাকে এবং যাহা দান করিলে দাতা কষ্টে পতিত হয় না, (২) একটি বস্তুর শ্রেষ্ঠাংশ, (৩) অযাচিত দান (আকরাব)। সাধারণ মুমেনরা ততটুকু দিবে, যতটুকু তাহার ন্যায্য প্রয়োজন মিটাইবার পর থাকিয়া যায়। উচ্চমানের মুমেনরা তাহাদের সম্পদের শ্রেষ্ঠাংশ দান করিবে বলিয়া আশা করা যাইতে পারে। তবে কথাটি যদি সকলের উপর সমভাবে প্রযোজ্য হয়, তাহা হইলে ইহার অর্থ হইবে, যুদ্ধের সময়ে মুমেনরা কেবলমাত্র জীবন-ধারণোপযোগী সম্পদ নিজেদের জন্য রাখিয়া, বাকী সব আল্লাহ্র রাস্তায় দিয়া দিবে।

২৬৬। এতিমদের ভরণ-পোষণ এক নাজুক ব্যাপার। ইহা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সামাজিক দায়িত্ব। এতিমগণকে এমনভাবে শিক্ষা-দীক্ষা দেওয়া প্রয়োজন, যাহাতে তাহারা শারীরিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক কল্যাণের দিকে অগ্রসর হইতে পারে। তাহাদিগকে পরিবারের সদস্য গণ্য করিতে হইবে। তাহারা তোমাদেরই ভাই—এই বাক্যটির মধ্যে এই নির্দেশই রহিয়াছে।

তোমাদিগকে মুগ্ধ[২৬৭] করুক না কেন। ইহারা তোমাদিগকে আগুনের দিকে আহ্বান করে, এবং আল্লাহ্ নিজ আদেশ দ্বারা (তোমাদিগকে) জান্নাত ও ক্ষমার দিকে আহ্বান করেন। এবং তিনি মানবমণ্ডলীর জন্য নিজ নিদর্শনাবলী সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন যেন তাহারা উপদেশ গ্রহণ করিতে পারে।

اَعْجَبَكُمْ ؕ اُولٰٓئِكَ يَدْعُوْنَ اِلَى
النَّارِ ۚ وَاللّٰهُ يَدْعُوْٓا اِلَى الْجَنَّةِ
وَالْمَغْفِرَةِ بِاِذْنِهٖ ۚ وَيُبَيِّنُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ
لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ﴿٢٢١﴾

২২৩। এবং তাহারা তোমাকে ঋতুস্রাব সম্বন্ধেও জিজ্ঞাসা করে। তুমি বল, 'ইহা এক অনিষ্টকর বিষয়, সুতরাং তোমরা ঋতুকালে স্ত্রীদের নিকট হইতে পৃথক থাক, এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহারা পবিত্র[২৬৮] হয় তোমরা তাহাদের নিকট গমন করিও না। সুতরাং যখন তাহারা পবিত্র হয় তখন তোমরা তাহাদের নিকট সেইভাবে গমন কর যেভাবে আল্লাহ্ তোমাদিগকে আদেশ[২৬৯] দিয়াছেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ তওবাকারীগণকে ভালবাসেন এবং পবিত্রতা রক্ষাকারীগণকেও ভালবাসেন।'

وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ ؕ قُلْ هُوَ اَذًى ۙ
فَاعْتَزِلُوا النِّسَآءَ فِى الْمَحِيْضِ ۙ وَلَا
تَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ ۚ فَاِذَا تَطَهَّرْنَ
فَاْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ اَمَرَكُمُ اللّٰهُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ
يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ ﴿٢٢٢﴾

২২৪। তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের জন্য ক্ষেত্রস্বরূপ,[২৭০] সুতরাং তোমরা যখন[২৭১] যেভাবে চাহ তোমাদের ক্ষেত্রে গমন কর, এবং তোমরা নিজেদের জন্য (উত্তম কিছু) অগ্রে প্রেরণ কর, এবং তোমরা আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর, এবং জানিয়া রাখ যে, নিশ্চয় তোমরা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবে; এবং তুমি মো'মেনগণকে[২৭২] সুসংবাদ দাও।

نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ۠ فَاْتُوْا حَرْثَكُمْ
اَنّٰى شِئْتُمْ ۫ وَقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ ؕ
وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ مُّلٰقُوْهُ ؕ
وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٢٢٣﴾

২৭ [৫] ১১

২৭ ১১

২৬৭। যুদ্ধের বিষয়টির সাথে পৌত্তলিকদেরকে বিবাহ করার ব্যাপারটা ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্ক রাখে। কারণ, যুদ্ধে লিপ্ত থাকার দরুন, যোদ্ধারা অনেক দিন ধরিয়া নিজেদের বাড়ীঘর হইতে বিচ্ছিন্ন থাকেন এবং মুশরিক স্ত্রীলোকদিগকে বিবাহ করিতে প্রলুব্ধ হন। কুরআন এইরূপ বিবাহ করাকে শক্তভাবে নিষেধ করিতেছে। একইভাবে, মুশরেক পুরুষের কাছে মুমেন কন্যা দান নিষিদ্ধ। ধর্মীয়, সামাজিক ও নৈতিক কারণে এই নিষেধাজ্ঞা প্রদান করা হইয়াছে। একজন মুশরেক স্বামী তার স্ত্রীর উপরতো বটেই,ঐস্ত্রীর গর্ভজাত সন্তানদের উপরেও অত্যন্ত জঘন্য কুপ্রভাব বিস্তার করিবে। একইভাবে একজন মুশরেক স্ত্রী নিজ সন্তানদিগকে নিশ্চয় পৌত্তলিকতার বিষময় শিক্ষার মধ্যে লালন-পালন করিয়া বংশটাকেই সকল পারলৌকিক মঙ্গল হইতে বঞ্চিত করিবে। এতদ্ব্যতীত,মো'মেনের স্ত্রী যদি মুশরেক হয় অথবা মুসলমান স্ত্রীর স্বামী যদি মুশরেক হয়, তাহা হইলে তাহাদের ধ্যান-ধারণা, বিশ্বাস-সংস্কার এবং জীবন-বোধ ইত্যাদি পরস্পর বিপরীত মুখী হইবে ; ঐক্য, সমঝোতা ও মনের মিল ব্যাহত হইতে হইতে বিলীন হইয়া, পারিবারিক শান্তিকে বিনষ্ট করিয়া দিবে। ইসলাম কৃতদাসকে নিকৃষ্ট জাত বলিয়া চিহ্নিত করে না। একটি মুসলমান স্ত্রীলোক কৃতদাসী হইলেও একজন স্বাধীন মুসলমানের স্ত্রী হইবার জন্য এক স্বাধীনা মুশরেক নারী হইতে অধিকতর উপযোগী। তেমনি, একজন মুসলমান কৃতদাস ও স্বাধীনা মুসলমান স্ত্রীলোকের স্বামী হইবার জন্য একজন স্বাধীন মুশরেক পুরুষ হইতে অধিকতর উপযোগী ও শ্রেষ্ঠতর। মুসলমান সমাজে কৃতদাসগণ, তাহাদের ঈমান ও ধর্মপরায়ণতার সুবাদে, উচ্চ সম্মানের অধিকারী ছিলেন। হযরত বেলাল, সালমান ও সালেম প্রমুখাৎ কৃতদাস ছিলেন, ইসলাম গ্রহণপূর্বক কৃতদাস হইতে মুক্তমানবে পরিণত হইয়া, ধর্মীয় চেতনা ও ধর্মীয় পরিশীলন দ্বারা সারা মুসলমান সমাজে উচ্চ মর্যাদা ও সম্মানের পাত্ররূপে গণ্য হইয়াছিলেন।

২৬৮। আন্তঃসামাজিক বিবাহের আইন-কানুন বর্ণনার পর, বৈবাহিক সম্পর্ক ও স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক দায়িত্ব ও অধিকারাদির বিষয়ও ব্যক্ত করা হইল।

২৬৯। "এবং আল্লাহ্ যাহা তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করিয়াছেন, উহার অনুসন্ধান কর" (২ ঃ ১৮৮) নির্দেশটি এই অর্থে দেওয়া হইয়াছে, যাহাতে স্বামী-স্ত্রীর মিলন, প্রজননের উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সম্পন্ন হয়।

২৭০। ২৪৪ নং টীকা দেখুন।

২৭১। 'আন্না অর্থ (১) যেরূপে, (২) যখন এবং (৩) যেখানে (আকরাব)।

২৭২ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

وَلَا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَةً لِّاَيْمَانِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْا وَتَتَّقُوْا وَتُصْلِحُوْا بَيْنَ النَّاسِ ؕ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿٢٢٥﴾

২২৫। এবং তোমরা তোমাদের শপথের জন্য আল্লাহ্‌কে (প্রতিবন্ধকরূপে) লক্ষ্যস্থল[২৭৩] করিও না—তোমাদের পুণ্যকর্ম করার এবং তাক্‌ওয়া অবলম্বন করার এবং মানবমণ্ডলীর মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা করার পথে। বস্তুতঃ আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِيْٓ اَيْمَانِكُمْ وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوْبُكُمْ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ﴿٢٢٦﴾

২২৬। আল্লাহ্ তোমাদের বৃথা[২৭৪] শপথগুলির জন্য তোমাদিগকে পাকড়াও করিবেন না, কিন্তু তিনি তোমাদিগকে পাকড়াও করিবেন উহার জন্য যাহা তোমাদের অন্তর সংকল্পপূর্বক অর্জন করিয়াছে। এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম সহিষ্ণু।

لِلَّذِيْنَ يُؤْلُوْنَ مِنْ نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ اَرْبَعَةِ اَشْهُرٍ ۚ فَاِنْ فَآءُوْ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٢٢٧﴾

২২৭। যাহারা নিজেদের স্ত্রীগণ সম্বন্ধে (তাহাদের নিকট হইতে পৃথক হওয়ার) শপথ করে, তাহাদের জন্য অপেক্ষার সময় চার মাস[২৭৫] (বিধেয়) হইবে; অতঃপর, যদি তাহারা (এই সময়ের মধ্যে স্বাভাবিক সম্পর্ক স্থাপনকল্পে) প্রত্যাবর্তন করে, তাহা হইলে আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

২৭২। কুরআনের ভাষা যে কত অতুলনীয়, অননুকরণীয়, উচ্চাঙ্গীন ও পবিত্র, এই আয়াতটি তাহারই এক উজ্জ্বল সাক্ষী। অতি নায়ুক একটি বিষয়কে এমনি চমৎকার, বিচক্ষণ ও চিত্তাকর্ষক ভাষায় বর্ণনা করা হইয়াছে যে, বিবাহের দর্শন ও দাম্পত্য-সম্পর্ক একটি মাত্র সংক্ষিপ্ত বাক্যের মধ্যে লিপিবদ্ধ হইয়া গিয়াছে যথা, "তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের জন্য ক্ষেত্র স্বরূপ।" স্ত্রী সত্যিই শস্যক্ষেত্রের মত, যেখানে বংশের বীজ বোনা হইয়া থাকে। বুদ্ধিমান কৃষক উত্তম জমি নির্বাচন করে, ভালভাবে তাহা কর্ষণ করে, ভাল বীজ সংগ্রহ করে; অতঃপর, সুসময় পরিপাটিভাবে বীজ বুনে। তেমনি, একজন মোমেনেরও তাহাই করা উচিত, কেননা শস্য স্বরূপে সে যে সন্তানাদি লাভ করিবে, তাহাদের উপর কেবল তাহার নিজেরই নয় বরং সমগ্র সম্প্রদায়ের ভবিষ্যত নির্ভর করে। এই চরম সত্যকে উপলব্ধি করানোর জন্য এই অমোঘ বাক্যটি ব্যবহার করা হইয়াছে। অতএব, স্ত্রীলোককে কর্ষণ-ভূমি বা শস্য-ক্ষেত্ররূপে তুলনার মধ্যে নিগূঢ় তত্ত্বকথা রহিয়াছে, যাহা উন্নত মানব-প্রজনন ও নর-নারী সম্পর্কের উপর উজ্জ্বল আলোক-সম্পাত করে।

২৭৩। "উরয়াহ্" মানে বাধা। ইহা আল্লাহ্‌র প্রতি অপবাদ ও বদনামের শামিল যে, তিনি সর্বমঙ্গলের আকর হওয়া সত্ত্বেও, তাঁহারই দোহাই দিয়া কেহ মঙ্গলজনক কাজ হইতে হাত গুটাইতে চায়। আল্লাহ্‌র পবিত্র নামের প্রতি ইহা এক অসহনীয় অবমাননা যে, সেই নামকে কেহ অপবিত্র ও উদ্দেশ্যহীন শপথের হাতল হিসাবে ব্যবহার করে। এই আয়াত ও পরবর্তী আয়াত, ২২৭ আয়াতের সূচনার কাজ সম্পাদন করিতেছে। কেননা, ২২৭ আয়াতে স্ত্রী হইতে পৃথক থাকার শপথ নেওয়া সম্বন্ধে নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ রহিয়াছে।

২৭৪। কসম গ্রহণ (শপথ-গ্রহণ) একটি গুরু-গম্ভীর ব্যাপার। তথাপি অনেক লোকেরই বদভ্যাস আছে যে বিনা কারণেই, অর্থহীন শপথ করে। ঐসব অর্থহীন-উদ্দেশ্যহীন কসম, অভ্যাসগত অনাহূত কসম কিংবা রাগের মাথায় গৃহীত কসম কার্যকরী নহে এবং এইজন্য প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন হয় না।

২৭৫। মধ্যবর্তী পর্যায়ে কসম গ্রহণ সংক্রান্ত আয়াতের পরে, কুরআন পুনরায় দাম্পত্য-সম্পর্কের মূল বিষয়ের দিকে ফিরিয়াছে। এই আয়াতে ঐসব লোকের কথা উত্থাপন করা হইয়াছে যাহারা সত্যিকারভাবে তালাক না দিয়া, নিজের স্ত্রীর সাথে দাম্পত্য-সম্পর্ক স্থাপনে বিরত থাকার কসম খাইয়াছে। লক্ষণীয় বিষয় এইযে, তালাকের ব্যাপার উত্থাপনের পূর্ব মুহূর্তে, কুরআন প্রথমে 'ঋতুস্রাবের' (২ঃ২২৩) কথা বলিতেছে যখন অস্থায়ী, অপূর্ণ ও অপ্রকৃত বিচ্ছেদ অবলম্বিত হয়। অতঃপর, (এই আয়াতে) অনির্দিষ্টকালের জন্য, সত্যিকার তালাক (বিচ্ছেদ) অবলম্বনের কথা বলা হইতেছে। তারপর পরবর্তী আয়াতগুলিতে বাতিলযোগ্য (প্রত্যাহারযোগ্য) বাস্তব বিচ্ছেদের বিষয় আসিয়াছে এবং সর্বশেষে ২ঃ২৩১ আয়াতে আসিয়াছে অ-বাতিলযোগ্য চূড়ান্ত বিচ্ছেদের কথা। ইহা এক চমৎকার পর্যায়ক্রম, যাহা চূড়ান্ত বিবাহ-বিচ্ছেদের পথে সম্ভাব্য সকল বাধা উপস্থাপন করিয়া, বিবাহ-বন্ধনকে অটুট ও স্থায়ী রাখিতে চায়। ইসলাম যদিও বিবাহ-বিচ্ছেদকে স্বীকৃতি দেয়, তথাপি ইহাকে একটি প্রয়োজনীয় আপদ হিসাবে গণ্য করে। কোন ব্যক্তি যদি তাহার স্ত্রীর সহিত দাম্পত্য-সম্পর্ক ত্যাগ করার শপথ নেয়, তাহা হইলে ইসলাম তাহাকে চার মাস সময় দান করে। এই সময়ের মধ্যে তাহাকে স্ত্রীর সহিত সমঝোতায় আসিয়া দাম্পত্য-সম্পর্ক স্থাপন করিতে হইবে। অন্যথায়

২২৮। এবং যদি তাহারা তালাক[২৭৬] দেওয়ার সংকল্প করে, তাহা হইলে নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

২২৯। এবং তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীগণ নিজেদের ব্যাপারে তিন ঋতুকাল[২৭৭] পর্যন্ত প্রতীক্ষা করিবে, এবং যদি তাহারা আল্লাহ্ এবং পরকালের উপর ঈমান রাখে, তাহা হইলে তাহারা জানিয়া রাখুক যে, আল্লাহ্ তাহাদের গর্ভাশয়ে যাহা সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা গোপন করা তাহাদের জন্য বৈধ হইবে না, এবং তাহাদের স্বামীগণ ইহার (নির্ধারিত সময়ের) মধ্যে তাহাদিগকে (নিজেদের স্ত্রীত্বে) পুনরায় গ্রহণ করার সমধিক হকদার হইবে যদি তাহারা আপোস মীমাংসা[২৭৮] করিতে চাহে। এবং ন্যায়সংগতভাবে কতক অধিকার নারীদের জন্য (পুরুষদের উপর) আছে যেরূপে কতক অধিকার (পুরুষদের জন্য) নারীদের উপর আছে; কিন্তু নারীদের উপর পুরুষদের (এক প্রকার) প্রাধান্য[২৭৯] আছে। বস্তুতঃ আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۖ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٩﴾ ع ২৮ ২ ১২

বিবাহ-বিচ্ছেদ চূড়ান্ত ও কার্যকরী হইয়া যাইবে। তালাক না দিয়া, **অনির্দিষ্ট কালের** জন্য স্বামী-স্ত্রীর বিচ্ছেদ, ইসলাম কোন মতেই অনুমোদন করে না। স্ত্রীকে কাছেও রাখে না, আবার তালাকও দেয় না, এই ঝুলন্ত অবস্থায় রাখাকে ইসলাম অতি জঘন্য ও ঘৃণ্য কাজ বলিয়া মনে করে। জাহেলীয়াতের যুগে পুরুষেরা শপথ নিয়া স্ত্রীদের কাছ হইতে অনির্দিষ্ট কালের জন্য বিচ্ছেদ অবলম্বন করিত। এই প্রথাকে 'ইলা' বলা হইত। এই অবস্থায় স্ত্রী ঝুলন্ত ও অনিশ্চিত থাকিত। সে না পাইত স্বামী-সঙ্গ, না পারিত অন্য কাহাকেও বিবাহ করিতে।

২৭৬। এই আয়াত দ্বারা আরম্ভ হইয়াছে তালাক-বিষয়ক ইসলামী আইন। এই আইন অনুযায়ী, ন্যায় সঙ্গত কারণে, স্বামী তাহার স্ত্রীকে 'তালাক' দিবার অধিকার প্রাপ্ত হইল। তবে এই অধিকার কদাচিৎ, কেবল মাত্র অতি অপরিহার্য অবস্থায়ই প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

২৭৭। 'কুরূ' কুর বা কার' শব্দের বহুবচন, যাহার অর্থ একটি সময়-সীমা ; ঋতুস্রাবকাল ; ঋতুস্রাবকালীন সময়ের পূর্ববর্তী বা পরবর্তী সুস্থাবস্থা ; ঋতুস্রাবের অবসান ; ঋতুস্রাব ও সুস্থাবস্থার যুগ্ম সময় অর্থাৎ পূর্ণ এক মাস ; যে সময়ে সুস্থাবস্থা হইতে স্ত্রীলোকেরা ঋতুস্রাবের অবস্থায় প্রবেশ করে (মুহীত ও মুফরাদাত)। নবী করীম (সাঃ)-এর সাহাবীগণের মধ্যে হযরত আবুবকর ও হযরত উমর (রাঃ) এবং ইসলামী আইন-বিদ ইমামগণের মধ্যে হযরত আবু হানিফা ও হযরত আহমদ বিন হাম্বল 'কুর' বলিতে ঋতুস্রাবের সময়টিকে বুঝিতেন। অন্যদিকে হযরত আয়েশা ও ইবনে উমর (রাঃ) এবং ইমাম মালিক ও ইমাম শাফিই ঋতু-স্রাব-কাল বাদ দিয়া সুস্থাবস্থার সময়টাকে 'কুর' মনে করিতেন। উভয়দিকে সম-ওজনের অভিমত থাকায়, মুসলমানের পক্ষে যে কোন অভিমত গ্রহণযোগ্য। তবে সব কিছু মিলাইয়া যুক্তি-তর্কগুলিকে একত্র করিয়া দেখিলে (সেগুলির উপস্থাপন এখানে নিষ্প্রয়োজন), এই উপসংহারে পৌঁছা যায় যে, প্রথমোক্ত অভিমতই অধিকতর যুক্তি-গ্রাহ্য। তবে যদি কেহ নিরাপদ সীমানায় থাকিতে পসন্দ করেন, তাহার পক্ষে উভয় অভিমতকে সম্মান দিয়া 'কুর' এর অর্থ 'সম্পূর্ণ মাসই' ধরা ভাল।

২৭৮। সকল আইন-সঙ্গত বিষয়ের মধ্যে, আল্লাহ্‌র কাছে সর্বাপেক্ষা ঘৃণ্য হইল 'তালাক' (দাউদ)। তাই এর চারিদিকে বেড়া দিয়া, বাধা দিয়া, সীমা দিয়া, রাখা হইয়াছে। যেমন (ক) ঋতুমুক্ত হওয়ার পরে, যদি স্বামী ঐ পরিষ্কৃত অবস্থার সময়ে স্ত্রী-গমন করিয়া না থাকে, তাহা হইলে কেবলমাত্র সেই সুস্থ অবস্থাতেই একটি তালাক দিতে পারে। (খ) তালাক দেওয়ার কথা ঘোষণা করার পর, স্ত্রী তিনটি ঋতুকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করিবে (প্রায় তিনমাস কাল)। এই সময়টি 'ইদ্দৎ' বা অপেক্ষার সময় বলা হয়। এইভাবে, স্বামীকে যথেষ্ট সময় দেওয়া হয়, যাহাতে সে তাহার কাজের সকল দিক্ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিবেচনা করিতে পারে এবং তাহার মনের মধ্যে যদি ঐ স্ত্রী সম্বন্ধে ভালবাসার অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ কিছু থাকিয়া থাকে, তবে সেটা যেন জ্বলিয়া উঠে ও নিজেকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করে। (গ) স্ত্রী যদি গর্ভবতী হয়, তাহা হইলে স্বামী হইতে এই কথাটি লুকাইবে না, কেননা সন্তান প্রসবকাল পর্যন্ত যে দীর্ঘ সময় ব্যয়িত হইবার কথা, সেই সময়ে দম্পতির মধ্যে সমঝোতা সৃষ্টির যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে। (ঘ) পূর্ণ ও অখণ্ডনীয় (বাইন) তালাকের জন্য তিন দফায় তিন মাসে প্রত্যেক ঋতুস্রাবের পর তালাক ঘোষণা প্রয়োজন। প্রথম দফার এবং দ্বিতীয় দফার তালাক ঘোষণার পরেও ইচ্ছা করিলে স্বামী স্ত্রীকে নিজের কাছে নিয়া যাইবার অধিকার ও সুযোগ পায়। এমনকি তালাকের পরবর্তী সময় অতিবাহিত হইয়া গেলেও তৃতীয় দফায় তালাক ঘোষণার পূর্বে স্বামী স্ত্রীকে নূতনভাবে বিবাহ করিয়া মিলিত হইতে পারে।

২৭৯ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

اَلطَّلَاقُ مَرَّتٰنِ ۪ فَاِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌۢ بِاِحْسَانٍ ؕ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْـًٔا اِلَّآ اَنْ يَّخَافَآ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ؕ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۙ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهٖ ؕ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ۚ وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ۝

২৩০। এইরূপ তালাক্ দুইবার (ঘোষিত) হইতে পারে; অতঃপর, (স্ত্রীকে) ন্যায়সংগতভাবে রাখিতে হইবে অথবা সদয়ভাবে বিদায়[২৮০] দিতে হইবে।এবং তোমাদের জন্য উহা হইতে কিছু (ফেরৎ) গ্রহণ করা বৈধ হইবে না যাহা তোমরা তাহাদিগকে দিয়াছ,[২৮১] কেবল সেইক্ষেত্র ব্যতিরেকে যখন তাহারা উভয়ে আশংকা করে যে, তাহারা আল্লাহ্‌র সীমাসমূহ রক্ষা করিতে পারিবে না।অতঃপর,তোমরা যদি আশংকা কর যে তাহারা (স্বামী ও স্ত্রী) দুইজন আল্লাহ্‌র সীমাসমূহ রক্ষা করিতে পারিবে না, তাহা হইলে কোন পক্ষেরই পাপ হইবে না যদি স্ত্রী মুক্তিপণ[২৮২] হিসাবে কিছু দিয়া দেয়। এইগুলি আল্লাহ্‌র সীমা, সুতরাং তোমরা উহা লংঘন করিও না; এবং যাহারা আল্লাহ্‌র সীমাসমূহ লংঘন করে প্রকৃতপক্ষে তাহারাই যালেম।

২৭৯। ব্যক্তিগত অধিকারের ক্ষেত্রে স্বামী ও স্ত্রীর অধিকার সমান। তবুও, ৪ ঃ৩৫ অনুযায়ী, পুরুষের শারীরিক সুযোগ-সুবিধা বেশী থাকায় এবং তজ্জনিত কারণে অভিভাবকত্বের দায়িত্বের ও পারিবারিক খরচ-পত্রের বোঝা বহনের দরুন, পরিবারে স্বামীর কিছুটা প্রাধান্য থাকে।

২৮০। এই আয়াতে তালাকের (বিবাহ-বিচ্ছেদ) পঞ্চম বাধাটি বর্ণিত হইয়াছে। যে ব্যক্তি বিবাহ-বিচ্ছেদ কামনা করে, তাহাকে তিনবার পৃথক-পৃথকভাবে তিন মাসে 'তালাকের' ঘোষণা প্রকাশ করিতে হইবে। প্রত্যেকটি তালাকের ঘোষণা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে, স্ত্রীর তিনটি ঋতু-মুক্তির সময়ে সহবাস না করা অবস্থায় উচ্চারিত হইতে হইবে। একই সময়ে পরপর তিনবার বা দুইবার 'তালাক' উচ্চারণ অনুমোদনযোগ্য নয়। "মাররাতান" (দুইবার) শব্দ দ্বারা ইহাই বুঝায় যে, দুইটি ভিন্ন সময়ে ইহা ঘটিতে হইবে ; একই সময়ে দুইবার ঘটিতে পারে না। হযরত রসূলে করীম (সাঃ) একই সময়ে বহুবার 'তালাক' উচ্চারণকে, 'এক তালাক' গণ্য করিতেন (তিরমিযি ও দাউদ)। নিসাই হইতে বর্ণিত আছে যে, একবার আঁ-হযরত (সাঃ)কে বলা হইল যে, এক ব্যক্তি একই নিশ্বাসে তিনবার 'তালাক' উচ্চারণ করিয়াছে। তিনি ইহাতে অত্যন্ত ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "কী ! আমি তোমাদের মধ্যে বর্তমান থাকাবস্থায়ই তোমরা আল্লাহ্‌র গ্রন্থকে (কুরআনকে) খেলার বস্তু বানাইবে ?" প্রথম দুইবারের তালাকের ক্ষেত্রে, মধ্যবর্তী সময়ের মধ্যে স্বামী স্বীয় স্ত্রীকে, স্ত্রীর সম্মতি-অসম্মতি ব্যতিরেকেই পুনঃ গ্রহণ করিতে পারে। কিন্তু মধ্যবর্তী সময় অতিক্রান্ত হইয়া গেলে, কেবল স্ত্রীর অনুমতি নিয়া পুনর্বিবাহের মাধ্যমে তাহাকে পুনঃগ্রহণ করা যাইতে পারে। কিন্তু তৃতীয় বার তালাক ঘোষণার পর, স্বামীর আর কোন সুযোগ বা অধিকার থাকে না এবং পুরাপুরি বিচ্ছেদ ঘটিয়া যায়। এক সাহাবী একদিন রসূল করীম (সাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলেন, কুরআনতো মাত্র দুইটি তালাকের উল্লেখ করিয়াছে, তৃতীয়টি কোথা হইতে আসিল ? উত্তরে রসূল করীম (সাঃ) এই আয়াতে "অথবা সদয়ভাবে বিদায় দিতে হইবে" বাক্যটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। ইহার তাৎপর্য এই যে, প্রথম দুইবার তালাকের পরও স্বামী স্ত্রীকে রাখিতে পারিত কিংবা সম্মতি নিয়া তাহাকে পুনর্বিবাহ করিতে পারিত। কিন্তু সে যদি স্থায়ী বিচ্ছেদ ও অখণ্ডণীয় তালাকই চায়, তাহা হইলে স্ত্রীকে দাম্পত্যবন্ধন হইতে পুরাপুরি মুক্তি দিতে হইবে। এই কথাই 'সদয়ভাবে বিদায় দিতে হইবে' বাক্যটিতে বলা হইয়াছে, যাহার অর্থ হইল তৃতীয়বার তালাক উচ্চারণ করিয়া মুক্তি দাও (জরীর ও মুসনাদ)। পরবর্তী আয়াতে ইহা আরও পরিষ্কার হইয়া উঠিয়াছে। অতএব, এখানে "তসরীহ্" শব্দের দ্বারা 'তালাক' বুঝাইয়াছে।

২৮১। যখন কোন ব্যক্তি স্ত্রীকে তালাক দেয়, তখন সে তাহার প্রদত্ত দেন-মহর ও অন্যান্য বস্তু যাহা স্ত্রীকে দিয়াছিল, এই সব হইতে সে বঞ্চিত হয়। তালাক দানের পূর্ব পর্যন্ত সে যদি দেন- মহরের অর্থ পরিশোধ করিয়া না থাকে, তাহা হইলে 'তালাক' কার্যকরী করার পূর্বেই তাহা পরিশোধ করিতে হইবে। তাহাছাড়া, দাম্পত্য জীবনে যাহা কিছু সে স্ত্রীকে দান করিয়াছে, তাহা ফেরৎ লইবার অধিকার তাহার থাকে না।

২৮২। তবে, যে ক্ষেত্রে স্ত্রী নিজেই স্বামী হইতে বিচ্ছিন্ন ও মুক্ত হইতে চায়, যাহাকে ইসলামী পরিভাষায় 'খোলা' বলা হয়, সেইক্ষেত্রে স্ত্রী তাহা 'কাজী' বা বিচারকের মাধ্যমে লাভ করিতে পারে। "উভয়ে আশঙ্কা করে" কথাদ্বারা ন্যায়-অন্যায়ের আশংকা বুঝায় এবং কাজীর মাধ্যমে ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হওয়া এই ক্ষেত্রে প্রয়োজন। এরূপ ক্ষেত্রে স্ত্রীকে সম্পূর্ণভাবে কিংবা আংশিক ভাবে, তাহার মহরানার টাকা ও স্বামীর প্রদত্ত অন্যান্য জিনিসপত্র ছাড়িয়া দিতে হয়, তাহা সমঝোতার মাধ্যমেই হউক অথবা কাজীর ফয়সালার মাধ্যমেই হউক। কায়েস বিন সাবিতের স্ত্রী জামিলার বিবাহ-বিচ্ছেদ খোলার একটা প্রকৃষ্ট উদাহরণ। স্বামী কায়েসের উগ্র স্বভাবের কারণে জামিলা, বিবাহ-বিচ্ছেদের খোলার আবেদন জানাইলেন।

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

২৩১। অতঃপর, যদি সে স্ত্রীকে (উক্ত দুই তালাকের সময় অতিক্রান্ত হইয়া যাওয়ার পর তৃতীয়) তালাক[২৮৩] দেয় তাহা হইলে ঐ স্ত্রী ইহার পর তাহার জন্য হালাল হইবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না সে অপর স্বামীকে বিবাহ করিবে, ইহার পর সেও যদি তাহাকে তালাক দেয়, তাহা হইলে তাহাদের দুইজনের পুনরায় প্রত্যাবর্তন করায় কোন পাপ হইবে না, যদি তাহারা উভয়ে মনে করে যে, তাহারা আল্লাহ্‌র সীমাসমূহ রক্ষা করিতে পারিবে। এইগুলি আল্লাহ্‌র সীমা, যাহা তিনি জ্ঞানীগণের জন্য সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন।

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۖ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۗ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ۚ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٣١﴾

২৩২। এবং যখন তোমরা স্ত্রীগণকে তালাক্ দাও এবং তাহারা তাহাদের ইদ্দতকাল পূর্ণ করার শেষ সময়ে পৌঁছে[২৮৩-ক], তখন তোমরা তাহাদিগকে হয় ন্যায়সংগত ভাবে[২৮৪] রাখ অথবা ন্যায়সংগতভাবে তাহাদিগকে বিদায় দাও; এবং তোমরা তাহাদিগকে কষ্ট দিয়া আটকাইয়া রাখিও না, যাহাতে তোমরা (তাহাদের উপর) অত্যাচার করিতে পার। এবং যে এইরূপ করে সে নিজের আত্মার উপরই যুলুম করে। এবং তোমরা আল্লাহ্‌র আদেশসমূহকে উপহাসের ক্ষেত্র করিও না; এবং তোমরা তোমাদের উপর আল্লাহ্‌র নেয়ামতকে স্মরণ কর এবং উহাকে, যাহা তিনি তোমাদের উপর অবতীর্ণ করিয়াছেন— কিতাব এবং প্রজ্ঞা, যদ্দারা তিনি তোমাদিগকে উপদেশ দান করেন। এবং তোমরা আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর এবং জানিয়া রাখ যে, নিশ্চয় আল্লাহ্ সকল বিষয়ে সর্বজ্ঞানী।

২৯ [৩] ১৩

তিনি বলিলেন যে, স্বামীর সাথে তাহার বনিবনা হইতেছে না, কারণ উভয়ের মন-মেযাজ এতই পার্থক্য যে সামঞ্জস্য বিধান সম্ভব নয়। মহানবী (সাঃ) তাহার খোলার আবেদন মঞ্জুর করিলেন, তবে তাহার স্বামীর প্রদত্ত বাগানটি স্বামীকে ফেরৎ দিতে হইল (বুখারী)।

২৮৩। এই আয়াতে, তৃতীয় এবং শেষবারের 'তালাক' এর কথা বলা হইয়াছে। ইহার পরমুহূর্ত হইতে স্ত্রীর সহিত পুণর্মিলনের আর কোন অধিকার থাকিল না। তবে যদি এমনটি ঘটে যে, তাহার পরিত্যক্ত স্ত্রী অন্য কাহাকেও বিবাহ করিল এবং ঐ স্বামীও তাহাকে তালাক দিল কিংবা মারা গেল, তখন পূর্ববর্তী স্বামী, তাহার মত নিয়া, তাহাকে বিবাহ করিতে পারে। ইসলামে, তালাকের আইনে এই ধারাটি সন্নিবিষ্ট থাকায় একদিকে যেমন বিবাহের গুরুত্ব, গাম্ভীর্য ও পবিত্রতা প্রতিপন্ন হয়, তেমনি অন্যদিকে একটি দূরতম সুযোগও রাখা হইল, যাহাতে সেই দম্পতি যাহারা এক সময় একত্রে বাস করিয়াছে, তাহারা ইচ্ছা করিলে পুনরায় একত্রিত হইতে পারে।

২৮৩-ক। 'বালাগাল আজালা' অর্থ তাহার নির্ধারিত সময় শেষ হইয়া আসিল, বা নির্ধারিত সময় পূর্ণ করিল। বিজ্ঞ পণ্ডিতেরা সকলেই একমত যে, এখানে প্রথমোক্ত অর্থটিই প্রযোজ্য (কুরতুবী)।

২৮৪। প্রসঙ্গ হইতে স্পষ্ট বুঝা যায়, এখানে যে তালাকের কথা বলা হইয়াছে, তাহা প্রত্যাহার-যোগ্য তালাক। প্রত্যাহার-যোগ্য তালাক ঘোষণার পর দুইটি পথ খোলা থাকেঃ (১) স্বামী তাহার স্ত্রীকে রাখিয়া দিতে পারে, তবে স্ত্রীর সহিত ভাল ও উদার ব্যবহার করিতে হইবে, (২) স্বামী তাহাকে (স্ত্রীকে) নিজের বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া দিতে পারে। এই ক্ষেত্রেও সে, উদারতা ও শালীনতার সহিত তাহাকে বিদায় দিবে। উভয় অবস্থাতেই স্ত্রীর সহিত স্বামীর দুর্ব্যবহার নিষিদ্ধ। তদুপরি, স্ত্রীকে ঝুলন্ত ও অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে ফেলিয়া রাখাও নিষিদ্ধ।

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾

২৩২ । এবং যখন তোমরা স্ত্রীগণকে তালাক্ দাও এবং তাহারা তাহাদের ইদ্দতকাল পূর্ণ করার শেষ সময়ে পৌঁছে তখন তোমরা তাহাদিগকে তাহাদের স্বামীদের[২৮৫] সহিত বিবাহ করিতে বাধা দিও না যদি তাহারা ন্যায়সংগতভাবে পরস্পর সম্মত হয়। এই আদেশ দ্বারা তোমাদের মধ্য হইতে ঐ ব্যক্তিকে উপদেশ দেওয়া হইতেছে যে আল্লাহ্‌র উপর এবং শেষ দিবসের উপর ঈমান আনে। ইহা তোমাদের জন্য সর্বাপেক্ষা বরকত পূর্ণ এবং সর্বাপেক্ষা পবিত্র; বস্তুতঃ আল্লাহ্ জানেন এবং তোমরা জান না ।

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

২৩৩ । এবং মাতাগণ তাহাদের সন্তানদিগকে পূর্ণ দুই বৎসরকাল স্তন্য পান করাইবে, (এই বিধান) তাহার জন্য যে স্তন্য দানের কাল পূর্ণ করিতে চাহে। এবং যাহার সন্তান, তাহার উপর ন্যায়সংগতভাবে তাহাদের খাদ্য ও তাহাদের বস্ত্রের দায়িত্বভার ন্যস্ত। কাহারও উপর তাহার সাধ্যাতীত দায়িত্বভার ন্যস্ত করা যায় না। কোন মাতাকে যেন তাহার সন্তানের কারণে কষ্ট[২৮৬] দেওয়া না হয়, এবং কোন পিতাকেও[২৮৭] যেন তাহার সন্তানের কারণে কষ্ট দেওয়া না হয় এবং ওয়ারিসগণের[২৮৮] উপরও এইরূপই কর্তব্য। এবং যদি তাহারা উভয়ে পরস্পরের সম্মতি ও পরামর্শ[২৮৮-ক] অনুসারে স্তন্য পান বন্ধ করিতে চাহে তাহা হইলে তাহাদের কোন পাপ হইবে না। এবং তোমরা যদি তোমাদের সন্তানদিগকে (অন্য কোন স্ত্রীলোক দ্বারা) স্তন্য পান করাইতে চাহ, তাহা হইলেও তোমাদের কোন পাপ হইবে না, যদি তোমরা ন্যায়সংগতভাবে তোমাদের ধার্যকৃত পারিশ্রমিক দিয়া দাও। এবং তোমরা আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর এবং জানিয়া রাখ যে, তোমরা যাহা কিছু করিতেছ উহার সম্বন্ধে আল্লাহ্ সম্যক দ্রষ্টা ।

২৮৫। এই আয়াতে "স্বামীদিগকে" বলিতে তালাক-প্রাপ্তা স্ত্রীগণের আপন আপন প্রাক্তন স্বামীকে অথবা ভাবী-স্বামীকে বুঝাইতে পারে। প্রাক্তন স্বামী বুঝাইলে, "এবং যখন তোমরা স্ত্রীগণকে তালাক দাও" বাক্যাংশটি প্রথম ও দ্বিতীয় তালাকের প্রতি ইঙ্গিত করে। আর যদি ভাবী-স্বামী বুঝাইয়া থাকে, তাহা হইলে উক্ত বাক্যাংশটি তৃতীয় ও শেষ 'তালাক' নির্দেশ করে। তালাক-প্রাপ্তা স্ত্রীলোকের অভিভাবক, পূর্ব স্বামীর সহিত (পূর্বোক্ত বিধি মোতাবেক) তাহার পুনর্বিবাহে বাধা দিতে পারে না এবং তাহার ভূতপূর্ব স্বামী তাহাকে নূতন স্বামী গ্রহণে বাধা দিতে পারে না।

২৮৬। 'লা তুযাররা' কথাটি কর্তৃবাচক ও কর্মবাচক, এই হিসাবে অর্থ হইতে পারে (১) সন্তানের মা সন্তানের কারণে সন্তানের পিতাকে কষ্ট দিবে না, (২) সন্তানের মাকেও সন্তানের কারণে কষ্ট দেওয়া যাইবে না। এখানে এই উভয় অর্থই প্রযোজ্য।

২৮৭। মাওলুদুন্ লাহু (যে পুরুষ সন্তানের অধিকারী) কথাটি পিতা অর্থেই বলা হইয়াছে। সরাসরি 'পিতা' না বলিয়া কথাটি ব্যবহার করার তাৎপর্য এই যে, পিতাই সন্তানের ভারপ্রাপ্ত মালিক এবং স্বাভাবিক ভাবেই সন্তানের ভরণ-পোষণের দায়িত্ববহনকারী ব্যক্তি।

২৮৮। যে ব্যক্তি উত্তরাধিকার সূত্রে মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি লাভ করে, সেই মৃত ব্যক্তির সন্তানাদির লালন-পালনের দায়িত্বও সেই ব্যক্তির উপরেই বর্তায়।

২৮৮-ক। উর্ধপক্ষে সন্তানকে দুই বৎসর পর্যন্ত স্তন্য পান করানো যাইতে পারে। তবে, পিতা ও মাতা যদি একযোগে সম্মত হন যে, তাহারা দুই

وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُوْنَ
اَزْوَاجًا يَّتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ
اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا ۚ فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا فَعَلْنَ فِيْٓ اَنْفُسِهِنَّ
بِالْمَعْرُوْفِ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ﴿٢٣٥﴾

২৩৫। এবং তোমাদের মধ্য হইতে যাহারা মৃত্যু বরণ করে এবং তাহারা স্ত্রীগণকে ছাড়িয়া যায়, তাহারা যেন নিজেদের বিষয়ে চার মাস দশ দিন প্রতীক্ষা করে। অতঃপর, যখন তাহারা তাহাদের ইদ্দতকাল[২৮৯] পূর্ণ করে, তখন তাহারা ন্যায়সংগতভাবে নিজেদের[২৯০] জন্য যাহা কিছু করিবে উহার জন্য তাহাদের কোন পাপ হইবে না। এবং তোমরা যাহা কিছু কর আল্লাহ্ সেই সম্বন্ধে সম্যক অবহিত।

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا عَرَّضْتُمْ بِهٖ مِنْ
خِطْبَةِ النِّسَآءِ اَوْ اَكْنَنْتُمْ فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ ؕ
عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ سَتَذْكُرُوْنَهُنَّ وَلٰكِنْ لَّا
تُوَاعِدُوْهُنَّ سِرًّا اِلَّآ اَنْ تَقُوْلُوْا قَوْلًا
مَّعْرُوْفًا ۬ وَلَا تَعْزِمُوْا عُقْدَةَ النِّكَاحِ
حَتّٰى يَبْلُغَ الْكِتٰبُ اَجَلَهٗ ؕ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ
اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوْهُ ۚ
وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ﴿٢٣٦﴾

ع ১৪

২৩৬। এবং তোমাদের কোন পাপ হইবে না যদি তোমরা স্ত্রীলোকদের নিকট বিবাহ প্রস্তাব সম্বন্ধে ইঙ্গিত দাও, অথবা তোমরা তোমাদের অন্তরে গোপন রাখ। আল্লাহ্ জানেন যে, তোমরা নিশ্চয় তাহাদিগকে স্মরণ করিবে। কিন্তু তাহাদের সহিত তোমরা গোপনে[২৯১] কোন চুক্তি করিও না, ইহা ছাড়া যে, তোমরা কেবল কোন ন্যায়সংগত কথা বল। এবং যে পর্যন্ত না ইদ্দতকাল উহার পূর্ণতায় পৌঁছে, তোমরা বিবাহ বন্ধনের পাকা সংকল্প করিও না। এবং জানিয়া রাখ যে, নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের অন্তরে যাহা কিছু আছে তাহা জানেন, অতএব তোমরা তাঁহার সম্বন্ধে সতর্ক হও। এবং জানিয়া রাখ যে, নিশ্চয় আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম সহিষ্ণু।

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ مَا
لَمْ تَمَسُّوْهُنَّ اَوْ تَفْرِضُوْا لَهُنَّ فَرِيْضَةً ۖۚ
وَّمَتِّعُوْهُنَّ ۚ عَلَى الْمُوْسِعِ قَدَرُهٗ وَعَلَى
الْمُقْتِرِ قَدَرُهٗ ۚ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوْفِ ۚ حَقًّا
عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٢٣٧﴾

৩০ [৪] ১৪

২৩৭। তোমাদের কোন পাপ হইবে না যদি তোমরা স্ত্রীদিগকে ঐ সময়েও তালাক দাও যখন তোমরা তাহাদিগকে স্পর্শ কর নাই, অথবা তাহাদের জন্য দেন-মহর ধার্য কর নাই। কিন্তু তোমরা তাহাদিগকে উপকার স্বরূপ কিছু দিও[২৯২] বিত্তবানের উপর তাহার ক্ষমতানুযায়ী এবং বিত্তহীনের উপর তাহার ক্ষমতানুযায়ী—ন্যায়সংগতভাবে উপকার করা বিধেয়। ইহা সৎকর্মশীলগণের কর্তব্য।

বৎসরের পূর্বেই সন্তানের স্তন্যপান ছাড়াইয়া দিবেন, তাহারা তাহা করিতে পারেন, ইহাতে কোনও বাধা নাই। তবে, আয়াতটির মধ্যে ইঙ্গিত রহিয়াছে যে, মায়ের সম্মতি ছাড়া সন্তানকে দুই বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্বে স্তন্য পানে বিরত করা যাইবে না।

২৮৯। 'ইদ্দৎ' বা অপেক্ষার নির্ধারিত সময়, বিধবাদের ক্ষেত্রে চারিমাস দশ দিন। এই সময়ের পরিমাপ, পর পর চারিটি ঋতুস্রাব ও তৎসংশ্লিষ্ট ঋতু মুক্তির সম্মিলিত সময়ের সমান। স্বামীর মৃত্যুতে, বিধবার মনের ও আবেগের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে গিয়া, ইসলাম 'ইদ্দৎ'কে দীর্ঘতর করিয়াছে। বিবাহের বন্ধনের প্রতি ইসলামের সম্মান-বোধ ও পবিত্রতার অনুভূতি কতটুকু, তাহাও ইদ্দৎ পালন হইতে স্পষ্টভাবে বুঝা যায়।

২৯০। 'তাহারা নিজেদের সম্পর্কে ন্যায় সংগতভাবে যে কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারে' কথাটির দ্বারা তাহাদের স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিবার অধিকার, বিশেষ করিয়া নিজেদের ব্যাপারে সেই অধিকার প্রয়োগ করিবার ক্ষমতাকে নির্দেশ করিতেছে। কুরআনে অন্যত্র বলা হইয়াছে— এবং তোমরা তোমাদের মধ্যে বিধবাদের বিবাহের ব্যবস্থা কর (২৪ঃ৩৩)।

২৯১। অপেক্ষা করার নির্দিষ্ট পরিমাণ সময়ের মধ্যে কোনও বিধবার কাছে বিবাহ-প্রস্তাব উত্থাপন করা নিষেধ। তবে কোন ব্যক্তি সরাসরি প্রস্তাব উত্থাপন না করিয়া, নিজের ইচ্ছার কথা পরোক্ষ ইংগিতে প্রকাশ করিতে পারিবে। কিন্তু সে ব্যক্তি কোন মতেই, খোলাখুলিভাবে প্রস্তাব করা বা গোপনে বিবাহের প্রস্তাব পাঠানোর মত গর্হিত কাজ করিবে না। বিধবাকে নিষেধ করা হইয়াছে যে, ঐ ৪ মাস ১০ দিনের 'ইদ্দৎ' কালে,

২৯২ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

وَاِنْ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيْضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ اِلَّآ اَنْ يَّعْفُوْنَ اَوْ يَعْفُوَا الَّذِىْ بِيَدِهٖ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ؕ وَاَنْ تَعْفُوْٓا اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ؕ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿٢٣٧﴾

২৩৮ । এবং যদি তোমরা তাহাদিগকে স্পর্শ করিবার পূর্বে তালাক দাও এবং তাহাদের জন্য দেন-মহর ধার্য করিয়া থাক, তাহা হইলে যাহা তোমরা ধার্য করিয়াছ উহার অর্ধেক [২৯৩] (তাহাদিগকে) দিতে হইবে, যদি না তাহারা ক্ষমা করিয়া দেয় অথবা ঐ ব্যক্তি ক্ষমা [২৯৪] করিয়া দেয় যাহার হাতে বিবাহ বন্ধন [২৯৪ক] (এর ভার) রহিয়াছে ।এবং তোমাদের ক্ষমা করা তাক্ওয়ার অধিকতর নিকটবর্তী।এবং তোমরা পরস্পরের মধ্যে হিতসাধন করিতে ভুলিও না।তোমরা যাহা কিছু করিতেছ উহার সম্বন্ধে আল্লাহ্ নিশ্চয় সম্যক দ্রষ্টা ।

حٰفِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى ۗ وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قٰنِتِيْنَ ﴿٢٣٨﴾

২৩৯ । তোমরা সকল নামাযের, বিশেষ করিয়া মধ্যবর্তী [২৯৫] নামাযের সংরক্ষণ [২৯৬] কর, এবং আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে অনুগত হইয়া দণ্ডায়মান হও ।

فَاِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا اَوْ رُكْبَانًا ۚ فَاِذَآ اَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَّا لَمْ

২৪০ । তবে যদি তোমরা আশংকা কর তাহা হইলে (নামায আদায় কর) পায়ে চলা অথবা আরোহণ [২৯৭] অবস্থাতেই ,অতঃপর, যখন তোমরা নিরাপদ হও তখন তোমরা আল্লাহ্কে স্মরণ কর,

---

এইরূপ কোন প্রস্তাবে সে যেন সম্মতি প্রদান না করে । তাহার সদ্যমৃত স্বামীর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান দেখানোর জন্য এবং তাহার গর্ভে মৃতস্বামীর কোন সন্তান আছে কিনা তাহা স্পষ্টভাবে জানার জন্য 'ইদ্দৎ' পালন একান্ত প্রয়োজন । গর্ভবতী স্ত্রীলোকের বিবাহ নিষিদ্ধ, যে পর্যন্ত গর্ভস্থ সন্তান ভূমিষ্ঠ না হয় ।

২৯২। ইহা একটি বিরল ও ব্যতিক্রমধর্মী ঘটনা । তবে সময় সময় এইরূপও ঘটে যে, উভয় পক্ষ হইতেই বিবাহের কথাবার্তা পাকা-পাকি হইয়া যায়, এমনকি দিন তারিখ ধার্য হইয়া যায় । কিন্তু ইতিমধ্যে এমন অবস্থার উদ্ভব হয় যে, ঐ বিবাহ অনুষ্ঠিত হইতে পারে না, অথবা তাহা অবাঞ্ছনীয় প্রতিপন্ন হইয়া পড়ে । এইরূপ বিরল ঘটনার ক্ষেত্রে কি করা উচিত, তাহাই এই আয়াত ও পরবর্তী আয়াতে বলা হইয়াছে

২৯৩ বিবাহের মহরানা (কাবীনের টাকার পরিমাণ) ধার্য হইবার পর (অর্থাৎ আক্দ্ হইবার পর), যদি স্বামী-স্ত্রীর মিলনের পূর্বেই স্ত্রীকে তালাক দেয় তাহা হইলে স্বামী স্ত্রীকে ধার্যকৃত মহরানার অর্ধেক প্রদান করিবে ।

২৯৪ "যাহার হাতে বিবাহের বন্ধন-এর (ভার) রহিয়াছে" বলিতে, হয় স্বামীকে বুঝাইবে নতুবা তালাক-প্রাপ্তা স্ত্রীর অভিভাবককে বুঝাইয়া থাকিবে । কেননা বিবাহের পরে, বিবাহ সংরক্ষণের গ্রন্থি স্বামীর হাতে থাকে; তবে বিবাহের পূর্বে ঐ গ্রন্থি স্ত্রীলোকের অভিভাবকের হাতেই থাকে ।

২৯৪-ক। ইয়া'ফু মানে মা'ফ করা, কম করা, রদ্ধি করা । স্ত্রী কিংবা তাহার অভিভাবক প্রাপ্য টাকার সম্পূর্ণ বা অংশ মাফ করিয়া দিতে পারে এবং স্বামী ইচ্ছা করিলে স্ত্রীর প্রাপ্য হইতে আরও বেশী দিতে পারে । তবে স্বামীই অধিকতর মহানুভবতা দেখাইবে, ইহাই আশা করা হইয়াছে ।

২৯৫। বিবাহের পরে, নামাযের ব্যাপারে কিছু কিছু শৈথিল্য দেখা দেয় । তাহা ছাড়া পারিবারিক জীবনে স্ত্রী-পুরুষ উভয়েরই ঝামেলা কিছুটা রদ্ধি পায় । তাই, রীতিমত ও সময় মত নামায আদায় করার তাকিদ দেওয়া হইয়াছে ।

২৯৬ "সালাওয়াতুল উস্তা" (মধ্যবর্তী নামায) বলিতে আসরের নামায বুঝাইয়াছে বলিয়া মহানবী (সাঃ)-এর হাদীস হইতেও বুঝা যায় (বুখারী)। যে সময়ে মানুষ কাজ-কর্মে বেশী ব্যস্ত থাকে, সেই সময়ের নির্ধারিত নামাযকেই 'মধ্যবর্তী নামায' বলা হইয়াছে বলিয়া মনে হয় । তবে প্রত্যেক নামাযই এক হিসাবে 'মধ্যবর্তী নামায' কেননা একটি জিঞ্জিরের বা শিকলের কোন্টি মধ্যবর্তী কড়া তাহা বলা কঠিন ।

২৯৭ আল্লাহ্র আদেশাবলীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হইল পাঁচবার নামায । যে পর্যন্ত একজন মুসলমান জ্ঞানসম্পন্ন থাকে, অজ্ঞান বা পাগল না হয়, সে পর্যন্ত সে কোনও অবস্থাতেই নামায আদায় করার ব্যাপারে অবহেলা করিতে পারে না । এমনকি যে ব্যক্তি জীবন-বিপন্ন অবস্থায় চলিতেছে, তাহারও নামায পড়িতে হইবে, ঘোড়ার উপর চলন্ত অবস্থায় বা পদব্রজে চলা অবস্থায়, কিংবা দৌড়াইতে থাকা অবস্থায় নামায পড়িতে হইবে । দাঁড়াইতে না পারিলে বসা অবস্থায়, বসিতে না পারিলে শোয়া অবস্থায় নামায পড়িতে হইবে ।

যেভাবে তিনি তোমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন, যাহা তোমরা জানিতে না ।

تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٤٠﴾

২৪১ । এবং তোমাদের মধ্য হইতে যাহারা মৃত্যু বরণ করে এবং তাহারা স্ত্রীগণকে ছাড়িয়া যায়, তাহারা (ওয়ারিসগণকে) তাহাদের স্ত্রীগণের জন্য ওসীয়্যত করিয়া যাইবে যে, তাহাদিগকে গৃহ হইতে বহিষ্কার না করিয়া এক বৎসর [২৯৮] পর্যন্ত ভরণপোষন দিতে হইবে। কিন্তু যদি তাহারা স্বেচ্ছায় চলিয়া যায় তাহা হইলে ন্যায়সংগতভাবে তাহারা নিজেদের সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিলে উহাতে তোমাদের কোন পাপ হইবে না। বস্তুতঃ আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় ।

وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا ۖ وَّصِيَّةً لِّاَزْوَاجِهِمْ مَّتَاعًا اِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ اِخْرَاجٍ ۚ فَاِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْ مَا فَعَلْنَ فِيْٓ اَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوْفٍ ۗ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٢٤١﴾

২৪২ । এবং তালাকপ্রাপ্তা নারীদিগকে ন্যায়সংগতভাবে প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী [২৯৯] দান করিতে হইবে —— ইহা মুত্তাকীগণের উপর বাধ্যকর ।

وَلِلْمُطَلَّقٰتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوْفِ ۗ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ ﴿٢٤٢﴾

২৪৩ । এই ভাবে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তাঁহার নিদর্শনাবলী সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন যেন তোমরা বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগ কর ।

كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿٢٤٣﴾ ع

৩১ [৭] ১৫

২৪৪ । তোমার নিকট কি তাহাদের সংবাদ পৌঁছে নাই যাহারা সংখ্যায় হাজার হাজার [৩০০] হইয়াও মৃত্যু [৩০১] ভয়ে নিজেদের গৃহ হইতে বাহির [৩০২] হইয়াছিল ? ইহাতে আল্লাহ্ তাহাদিগকে বলিলেন, 'মর [৩০৩] তোমরা'; অতঃপর, তিনি তাহাদিগকে জীবিত করিলেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ মানুষের প্রতি পরম অনুগ্রহশীল; কিন্তু অধিকাংশ লোক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না ।

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ اُلُوْفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ ۖ فَقَالَ لَهُمُ اللّٰهُ مُوْتُوْا ۗ ثُمَّ اَحْيَاهُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُوْنَ ﴿٢٤٤﴾

২৯৮। বিধবার জন্য যে, ৪ মাস ১০ দিনের 'ইদ্দৎ' বা অপেক্ষার সময় নির্ধারণ করা হইয়াছে (২ঃ২৩৫), সেই সময়ে স্বামীর বাড়ীতে থাকিবার তাহার পূর্ণ অধিকার রহিয়াছে এবং উক্ত সময়ে তাহার ভরণ-পোষণ করিতে সদামৃত স্বামীর উত্তরাধিকারীরা বাধ্য । তবে, এখানে যে এক বৎসরের ভরণ-পোষণ ও থাকা খাওয়ার কথা বলা হইয়াছে, তাহা ইদ্দতের অতিরিক্ত ব্যাপার, যাহা বিধবার প্রতি অধিক সুবিধা দান বা অনুগ্রহ প্রদর্শন স্বরূপ। এই সুবিধা দান অবশ্য কর্তব্য বা বাধ্যতামূলক নহে ।

২৯৯। পূর্ববর্তী আয়াতে বিধবার প্রতি যেরূপ অতিরিক্ত সুবিধা দানের কথা বলা হইয়াছে, তেমনি বর্তমান আয়াতে তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর প্রতি অতিরিক্ত সুবিধা দান ও দয়া প্রদর্শনের কথা বলা হইয়াছে । ইহা তালাক-প্রাপ্তা স্ত্রীর ক্ষেত্রে অতীব প্রয়োজনীয়, কেননা বিবাহ বিচ্ছেদকালে স্বাভাবিক ভাবে যে ক্ষোভের সঞ্চার হয়, তাহা মানুষকে বিচ্ছিন্ন স্ত্রীর প্রতি অন্যায় ও নিষ্ঠুর ব্যবহারের দিকে প্ররোচিত করে ।

৩০০। ফেরাউনের অত্যাচারের দরুন ইসরাঈলীরা যখন মিশর পরিত্যাগ করিয়া এশিয়ায় উপনীত হইল, তখন মূসা (আঃ) তাহাদিগকে 'প্রতিশ্রুত ভূমিতে' প্রবেশ করিবার জন্য অগ্রসর হইতে বলিলেন । কিন্তু সেই স্থানের অধিবাসীদের ভয়ে তাহারা আর অগ্রসর হইল না (৫ঃ২৫)।

৩০১। মিশর ত্যাগকারী ইসরাঈলীদের সংখ্যা বাইবেলে ছয় লক্ষ বলিয়া উল্লেখিত হইয়াছে । কুরআনের বর্ণনা অনুযায়ী তাহারা কয়েক সহস্র ছিল । সাম্প্রতিক গবেষণার ফলে প্রাপ্ত সংখ্যা, কুরআনের অভিমতকেই সত্য সাব্যস্ত করে (হিস্ট্রী অব দি পিপল অব ইসরাঈল প্রণেতা আরনেষ্ট রেনান, পৃষ্ঠা ১৪৫, ১৮৮৮ এবং হিস্ট্রী অব প্যালেষ্টাইন এণ্ড দি জিউস্, ১ম খণ্ড ১৭৪ পৃঃ প্রণেতা জন কিট্রো, ২ঃ৬১ ও দেখুন)।

৩০২। বনী ইসরাঈলগণ এই জন্য মিশর ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল যে, সেখানে আরও থাকার অর্থ হইত তাহাদের ভাবী প্রজন্মসহ সমূলে

৩০৩ টিকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

وَقَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿٢٤٥﴾

২৪৫ । এবং আল্লাহ্‌র পথে তোমরা যুদ্ধ[৩০৪] কর এবং জানিয়া রাখ যে, নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী ।

مَنْ ذَا الَّذِيْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَهٗ لَهٗٓ اَضْعَافًا كَثِيْرَةً ؕ وَاللّٰهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُۜطُ ۪ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿٢٤٦﴾

২৪৬ । কে এমন আছে যে আল্লাহ্‌কে নিজ ধন-সম্পদ হইতে উত্তম ঋণ[৩০৫]দিবে যেন তিনি উহাকে তাহার জন্য বহু গুণে বাড়াইয়া দেন ? এবং আল্লাহ্ ধন-সম্পদ গ্রহণ করেন এবং বাড়াইয়া থাকেন, এবং তোমাদিগকে তাঁহারই দিকে প্রত্যাবর্তিত করা হইবে ।

اَلَمْ تَرَ اِلَى الْمَلَاِ مِنْۢ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ مِنْۢ بَعْدِ مُوْسٰى ۘ اِذْ قَالُوْا لِنَبِيٍّ لَّهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُّقَاتِلْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ اَلَّا تُقَاتِلُوْا ؕ قَالُوْا وَمَا لَنَآ اَلَّا نُقَاتِلَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَقَدْ اُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَاَبْنَآئِنَا ؕ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالظّٰلِمِيْنَ ﴿٢٤٧﴾

২৪৭ । তুমি কি বনী ইসরাঈলের ঐ সকল প্রধানের বিষয় অবগত হও নাই যাহারা মূসার পরে গত হইয়াছে, যখন তাহারা তাহাদের এক নবীকে বলিয়াছিল, 'আমাদের জন্য কোন বাদ্‌শাহ নিযুক্ত করিয়া দাও যেন আমরা (তাহার অধীন হইয়া) আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করিতে পারি ?' সে বলিল, 'এমনতো হইবে না যে তোমাদের উপর যুদ্ধ ফরয করা হইলে, তোমরা যুদ্ধ করিবে না ?' তাহারা বলিল, 'আমাদের কি হইয়াছে যে আমরা আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ[৩০৬] করিব না, অথচ আমাদিগকে আমাদের গৃহ হইতে এবং আমাদের সন্তান-সন্ততি হইতে বহিষ্কৃত করা হইয়াছে ?' কিন্তু যখন তাহাদের উপর যুদ্ধ বিধিবদ্ধ করা হইল তখন তাহাদের মধ্যে অল্প সংখ্যক ব্যতীত সকলেই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিল। এবং আল্লাহ্ যালেমদিগকে সবিশেষ জানেন ।

ধ্বংস প্রাপ্তি । কেননা ফেরাউন তাহাদের পুরুষগণকে সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন করার সকল উপায় ও প্রক্রিয়া অবলম্বন করিয়াছিল । ২ঃ৫০ দেখুন ।

৩০৩। হযরত মূসা (আঃ) এর উপদেশ ও আদেশ অগ্রাহ্য করিয়া, যাহারা প্রতিশ্রুত ভূমি'র দিকে অগ্রসর হইতে সাহস করিল না, তাহারা সিনাই-এর পার্বত্য অঞ্চলে ঘুরিতে ঘুরিতে অবশেষে বনাঞ্চলেই বিনষ্ট হইয়া গেল । অতঃপর, তাহাদের মধ্য হইতে নূতন বংশের উদ্ভব ঘটিলে তাহারা নব উৎসাহে প্রণোদিত হইয়া যিহোশূয়ের নেতৃত্বে প্রতিশ্রুত ভূমিতে প্রবেশ করে। অন্যত্র কুরআন বলে "অতঃপর আমরা তোমাদের মৃত্যুর পর, তোমাদিগকে উত্থিত করিলাম" (২ঃ৫৭)।

৩০৪। উপরে বনী ইসরাঈলীদের ভীতির দৃষ্টান্ত দিয়া, এই আয়াতে মুসলমানদিগকে বলা হইয়াছে যে, যাহারা মৃত্যুকে ভয় করে এবং জাতীয় সত্তা ও সম্মান রক্ষার জন্য আত্মত্যাগ করিতে প্রস্তুত হয় না, তাহারা বাঁচিয়া থাকিতে পারে না । আত্মোৎসর্গকে জাতীয় উন্নতির চাবিকাঠি রূপে কুরআন চিহ্নিত করিয়াছে ।

৩০৫। আল্লাহ্‌র রাস্তায় টাকা-পয়সা ও ধন-দৌলত খরচ করাকে, কুরআন আল্লাহ্‌কে ঋণদান রূপে বর্ণনা করিয়াছে । ইহার অর্থ এই যে, ধর্ম কর্ম ও পূণ্য কাজে অর্থ ব্যয় করিলে, সেই অর্থ কখনও বিফলে যায় না ।

৩০৬। হযরত মূসা (আঃ)-এর সময় বনী ইসরাঈল জাতি যে অবস্থায় ছিল, পরবর্তী কালে,এই আয়াতে বর্ণিত ঘটনার সময়ে তাহাদের অবস্থার কিছু উন্নতি হইয়াছিল বলিয়া দৃষ্ট হয় । কুরআনের ৫ঃ২৫ হইতে দেখা যায়, যখন হযরত মূসা (আঃ) তাঁহার অনুসারীগণকে আদেশ ও উপদেশ দিলেন যে, আল্লাহর খাতিরে, শত্রুদের সাথে তাহাদের যুদ্ধ করিতে হইবে, তখন তাহারা উত্তর দিয়াছিল,তুমি এবং তোমার প্রভু যাও এবং তোমরা দুইজনই যুদ্ধ কর; আমরা এখানে বসিয়া থাকিব । এই উত্তরের তুলনায়, বর্তমান আয়াতে যে উত্তর দেওয়া হইয়াছে তাহা হইলঃ আমরা যখন আমাদের বাড়ীঘর ও সন্তান-সন্ততি হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছি, তখন কি কারণে আমরা আল্লাহর জন্য যুদ্ধ করিব না ? তবে এই উভয় উত্তরের মধ্যে যে তারতম্য আছে, তাহা মৌখিক, কার্যতঃ নহে । কেননা যখন প্রকৃতই যুদ্ধের সময় হইল ও ডাক পড়িল, তখন দেখা গেল, তাহাদের বেশীর ভাগই ইতস্ততঃ করিয়া যুদ্ধ করিতে রাজি হইল না । এই ঘটনা মুসলমানদিগের জন্য এক বিরাট হুশিয়ারী উচ্চারণ করিতেছে যে, তাহারা যেন ঐ ইসরাঈলীদের পদাঙ্ক অনুসরণ না করে ।

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوْتَ مَلِكًا ؕ قَالُوْٓا اَنّٰى يَكُوْنُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ اَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ ؕ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰىهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهٗ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ ؕ وَاللّٰهُ يُؤْتِيْ مُلْكَهٗ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿٢٤٧﴾

২৪৮ । এবং তাহাদের নবী তাহাদিগকে বলিল, 'নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তালূতকে[৩০৭] বাদ্‌শাহ নিযুক্ত করিয়াছেন । তাহারা বলিল, 'সে কি প্রকারে আমাদের উপর হুকূমত লাভ করিতে পারে, অথচ তাহার চাইতে আমরা হুকুমতের বেশী হক্‌দার, এবং তাহাকে এমন কিছু আর্থিক প্রাচুর্যও দেওয়া হয় নাই ?' সে বলিল, 'নিশ্চয় আল্লাহ্ তাহাকে তোমাদের উপর মনোনীত করিয়াছেন, এবং তিনি তাহাকে জ্ঞানে এবং দৈহিক বলে অধিক সমৃদ্ধ করিয়াছেন ।' বস্তুতঃ আল্লাহ্ যাহাকে চাহেন তাঁহার শাসনক্ষমতা দান করেন, এবং আল্লাহ্ প্রাচুর্যদাতা, সর্বজ্ঞানী ।

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنَّ اٰيَةَ مُلْكِهٖٓ اَنْ يَّاْتِيَكُمُ التَّابُوْتُ فِيْهِ سَكِيْنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ اٰلُ مُوْسٰى وَاٰلُ هٰرُوْنَ

২৪৯ । এবং তাহাদের নবী তাহাদিগকে বলিল, 'নিশ্চয় তাহার শাসনক্ষমতার নিদর্শন এই যে, তোমাদের নিকট এক তাবূত[৩০৮] আসিবে যাহার মধ্যে তোমাদের প্রভুর পক্ষ হইতে মনের প্রশান্তি

৩০৭। 'তালূত' বনী ইসরাঈল জাতির একজন বাদ্‌শা, যিনি দাউদ নবী (আঃ)-এর দুইশত বৎসর পূর্বে এবং মূসা (আঃ)-এর দুইশত বৎসর পরে রাজত্ব করিয়াছিলেন । কুরআনের তফ্‌সীর-কারকগণের মধ্যে কেহ কেহ তালূতকে 'সাউল' বলিয়া ভ্রম করিয়াছেন। কিন্তু কুরআনের বর্ণনা 'গিদিওনের' সহিত বেশী মিল খায়, সাউলের সহিত ততটা মিলে না **(বিচারকর্তৃগণের বিবরণ-৬-৮)** । গিদিওন ১২৫০ খৃষ্টপূর্বে ছিলেন এবং বাইবেল তাহাকে সাহসী ও প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিত্ব বলিয়া অভিহিত করিয়াছে (বিচারক-৬ঃ১২)—আর তালূত বলিতেও তাহাই বুঝায়। কয়েকজন খৃষ্টান লেখক বলিয়াছেন যে, এই পরিচ্ছেদে বর্ণিত ঘটনা, দুইটি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে দুইশত বৎসরের ব্যবধানে ঘটিয়াছে; অতএব এই পরিচ্ছেদটিতে ঘটনা বর্ণনায় কুরআনের ঐতিহাসিক কাল নির্ণয়ে ভ্রম পরিলক্ষিত হয় । পরিচ্ছেদটি নিশ্চয়ই দুই ভিন্ন সময়ের ঘটনাই উল্লেখ করিয়াছে । কিন্তু ইহাতে সময়ের কোন অসঙ্গতি ঘটে নাই । কুরআনের বর্ণনার আসল উদ্দেশ্য হইল, ইহুদী জাতির ভিন্ন ভিন্ন গোত্রের বিচ্ছিন্নতাকে ছাড়াইয়া তাহাদের মধ্যে ঐক্য কিভাবে সম্পন্ন হইল, তাহা বর্ণনা করা । ঐক্য সাধনের প্রক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছিল গিদিওনের (অর্থাৎ তালূতের) সময়ে, দাউদ (আঃ)-এর দুইশত বৎসর পূর্বে, আর তাহা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় দাউদ (আঃ)-এর রাজত্ব কালে । "মূসা (আঃ)-এর পরে" কথাটি পূর্ববর্তী কাছাকাছি সময়ে ঘটিয়াছিল, যখন ইসরাঈলীরা বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত ছিল, তাহাদের কোন বাদ্‌শা ছিল না এবং তাহাদের কোন সেনা বাহিনীও ছিল না। তাহাদের দলাদলি ও বিশৃংখলার কারণে, আল্লাহ শাস্তি স্বরূপ তাহাদিগকে মিদিয়ানদের হাতে সমর্পণ করিলেন । মিদিয়ানরা সাত বৎসর ধরিয়া তাহাদের উপর লুণ্ঠন-নির্যাতন চালাইল এবং তাহারা পর্বত গুহায় আশ্রয় নিতে বাধ্য হইল (বিচারক-১-৬)ঃ । এই অসহায় অবস্থায় তাহারা আল্লাহ্‌র কাছে ক্রন্দন করিতে লাগিল এবং তিনি তাহাদের মধ্যে এক নবীর আর্বিভাব ঘটাইলেন। গিদিওনের কাছে আল্লাহ্‌র এক ফিরিশতা আসিয়া তাহাকে বাদশা নিযুক্ত করিয়া স্বর্গীয় সাহায্যের আশ্বাস-বাণী প্রদান করিল । তখন গিদিওন আল্লাহ্‌কে বলিলেন, হে আমার প্রভু ! কীভাবে, কী দিয়া আমি বনী ইসরাঈলকে বাঁচাইব ? তুমি তো জান, আমি মানাশের এক গরীব পরিবারের লোক এবং আমার পিতার সন্তানদের মধ্যে আমি নগণ্য (বিচারক-৬:৫)। এই কথাগুলি, কুরআনের আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত তালূতের বর্ণনার সহিত হুবহু মিলিয়া যায় । গিদিওন ও তালূত যে একই ব্যক্তি তাহা আরও পরিষ্কার হইয়া যায়, যখন দেখা যায় যে, গিদিওনের সময় ও সাউলের সময় এক নহে; ইসরাঈলীগণকে পানি দ্বারা কষ্ট দিয়া পরীক্ষা করা হইয়াছিল । বাইবেলে প্রদত্ত এই পরীক্ষার বর্ণনা (বিচারক-৭ঃ৪-৭) কুরআনের বর্ণনার সহিত একেবারে মিলিয়া যায় । বিচারক ৭ঃ৪-৭ হইতে আমরা জানিতে পাই যে, এই পরীক্ষার পরে গিদিওনের সাথে মাত্র তিনশত লোক অবশিষ্ট ছিল । ইহা এক চিত্তাকর্ষক ও কৌতূহলোদ্দীপক ব্যাপার যে মহানবী (সাঃ)-এর একজন সাহাবী বলিয়াছিলেন,"বদরের যুদ্ধে আমরা সংখ্যায় ছিলাম তিনশত তেরজন এবং এই সংখ্যাটি তালূতকে অনুসরণকারীদের সংখ্যার সমান" **(তিরমিযী** বাবুস সিয়ার)।

ইহা হইতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে সাহায্য করে যে, তালূত গিদিওন ব্যতীত অন্য কেহ নয়। তালূত ও গিদিওন যে একই ব্যক্তি তাহা গিদিওন শব্দটির অর্থ হইতেও প্রতিপন্ন হয় । এই শব্দটি যে হিব্রু ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে তাহার অর্থ হইল 'কাটিয়া ফেলিয়া দেওয়া' বা 'কাটিয়া ফেলা' (যিউইস এনসাই)। অতএব, গিদিওন অর্থ দাঁড়ায় "যে ব্যক্তি তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীকে কাটিয়া ধরাশায়ী করে ।" এবং বাইবেলে গিদিওনকে 'মহাশক্তিধর সাহসী ব্যক্তিত্ব' হিসাবে অভিহিত করা হইয়াছে । (বিচারক-৬ঃ১২)। (ইংরাজী তফসীরে কবীর দেখুন)।

৩০৮। 'তাবূত' অর্থ (১) সিন্দুক বা বাক্স,(২) বক্ষস্থল, বুক ও বুকের হাড় এবং যাহা কিছু সেখানে থাকে, যেমন হৃদয় ইত্যাদি (লেইন),(৩) হৃদয়, যাহা জ্ঞান প্রজ্ঞা ও শান্তি ধারণ করে (মুফরাদাত)। তফসীরকারকগণ তাবূত শব্দের তাৎপর্য নিয়া মতভেদ করিয়াছেন । বাইবেল ইহাকে

تَحْمِلُهُ الْمَلٰٓئِكَةُ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لَّكُمْ
اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٢٤٩﴾ ع ٣٢ ١٢

থাকিবে এবং মূসার বংশধরগণ এবং হারূনের বংশধরগণ যাহা ছাড়িয়া গিয়াছে উহার উত্তম অবশিষ্টাংশ[৩০৯] থাকিবে, ফিরিশ্‌তাগণ উহা বহন করিবে। যদি তোমরা মো'মেন হইয়া থাক তাহা হইলে ইহাতে অবশ্যই তোমাদের জন্য নিদর্শন আছে।'

৩২ [৬] ১৬

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوْتُ بِالْجُنُوْدِ ۙ قَالَ اِنَّ
اللّٰهَ مُبْتَلِيْكُمْ بِنَهَرٍ ۚ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ
فَلَيْسَ مِنِّيْ ۚ وَمَنْ لَّمْ يَطْعَمْهُ فَاِنَّهٗ مِنِّيْٓ
اِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهٖ ۚ فَشَرِبُوْا
مِنْهُ اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمْ ؕ فَلَمَّا جَاوَزَهٗ هُوَ
وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ ۙ قَالُوْا لَا طَاقَةَ
لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوْتَ وَ جُنُوْدِهٖ ؕ قَالَ
الَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ اَنَّهُمْ مُّلٰقُوا اللّٰهِ ۙ كَمْ مِّنْ
فِئَةٍ قَلِيْلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيْرَةًۢ بِاِذْنِ
اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ﴿٢٥٠﴾

২৫০। অতঃপর, যখন, তালূত সৈন্যবাহিনীসহ বাহির হইল তখন সে বলিল, 'নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদিগকে এক নদীর দ্বারা পরীক্ষা করিবেন। অতএব, যে কেহ উহা হইতে পানি পান করিবে সে আমার মধ্য হইতে নহে, এবং যে কেহ উহার স্বাদ গ্রহণ করিবে না, নিশ্চয় সে আমার মধ্য হইতে হইবে, কেবল সেই ব্যক্তি ব্যতীত যে তাহার হস্ত দ্বারা এক অঞ্জলী[৩১০] পানি পান করিবে (সে-ও আমারই মধ্য হইতে হইবে); অতঃপর, তাহাদের মধ্য হইতে অল্প সংখ্যক ব্যতীত বাকী সকলেই উহা হইতে পান করিল। এবং যখন সে স্বয়ং এবং তাহার সহিত যাহারা ঈমান আনিয়াছিল তাহারা নদী অতিক্রম করিল, তখন তাহারা বলিল, 'আজ আমাদের মধ্যে জালূত[৩১০-ক] এবং তাহার সৈন্যবাহিনীর সহিত মোকাবেলা করিবার আদৌ ক্ষমতা নাই।' কিন্তু যাহারা বিশ্বাস রাখিত যে, তাহারা আল্লাহ্‌র সহিত সাক্ষাৎ করিবে, তাহারা বলিল, 'কত ছোট ছোট দল আল্লাহ্‌র হুকুমে বড় বড় দলের উপর জয়যুক্ত হইয়াছে; এবং আল্লাহ্ ধৈর্যশীলগণের সঙ্গে আছেন।

নৌকা বা সিন্দুক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছে এবং কুরআনের বর্ণনা হইতে ইহা স্পষ্ট বুঝা যায় শব্দটি 'হৃদয়' বা বক্ষঃ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। এই আয়াতে, 'তাবূত' সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যাহার মধ্যে তোমার প্রভুর তরফ হইতে প্রশান্তি থাকিবে। এই কথা নৌকা, বাক্স বা জাহাজ সম্বন্ধে খাটে না। অন্যকে প্রশান্তি দান ত দূরের কথা, বাইবেলের কথিত সিন্দুক বা বাক্স বনী ইসরাঈলকে পরাজয় হইতে বাঁচাইতে তো পারিলই না, এমনকি নিজেকেও লুণ্ঠিত হওয়া হইতে বাঁচাইতে পারিল না। ঐ সিন্দুক সাথে নিয়া যে সাউল বিজয় অভিযানে গিয়াছিলেন, তিনি স্বয়ং অপমানজনক পরাজয় বরণ করিলেন এবং অতি হীন ও অসম্মানিত অবস্থায় তাহার মৃত্যু হইল। এইরূপ সিন্দুক(তাবূত), বনী ইসরাঈলীদের শান্তির উৎস হইতে পারে না। যাহা আল্লাহ্‌তা'লা তাহাদিগকে দিয়াছিলেন, তাহা ছিল বীরত্বভরা, অধ্যবসায়ী হৃদয় (তাবূত) যাহার সহিত প্রশান্তি মিলিত হইয়া তাহাদিগকে এমনি শক্তিশালী করিয়া তুলিল যে, তাহারা অকাতরে শত্রুর মোকাবিলা করিয়া তাহাদিগকে শোচনীয় ভাবে পরাজিত করিতে সক্ষম হইল।

৩০৯। অন্য একটি অনুগ্রহ যাহা আল্লাহ্‌তা'লা বনী ইসরাঈলীদের প্রতি করিয়াছিলেন, তাহা এই আয়াতে 'বংশধরগণ যাহা ছাড়িয়া দিয়াছে' বলিয়া উল্লেখিত হইয়াছে। মূসা ও হারূনের (আঃ) বংশের মধ্যে যে গুণাবলী বিকশিত হইয়াছিল, সেই মহাগুণগুলিও আল্লাহ্‌তা'লা তাহাদের হৃদয়ে প্রস্ফুটিত করিয়াছিলেন। মূসা ও হারূনের (আঃ) বংশ, উত্তরাধিকার রূপে কোন পার্থিব ধন-সম্পদ রাখিয়া যান নাই; তাহারা নিজেদের সন্তান-সন্ততির মধ্যে মন-মস্তিষ্কের উচ্চ নৈতিকগুণাবলীর উত্তরাধিকার রাখিয়া গিয়াছিলেন যাহা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে বনী ইস্‌রাঈলীরা পরে প্রাপ্ত হইয়াছিল।

৩১০। নিষিদ্ধ পানি হইতে, কেবল এক অঞ্জলি পানি পানের অনুমতি দানের দুইটি উদ্দেশ্য আছেঃ (১) অগ্রসরমান যোদ্ধাগণকে শুধু জিহ্বা ও গলা ভিজাইয়া সামান্য শারীরিক শান্তি দান করা এবং মুক্তভাবে বেশী পান করা হইতে বিরত রাখিয়া, তাহাদের তেজ-বিক্রমে ভাটা বা অবসাদ আসিতে না দেওয়া, যাহাতে শত্রুর মোকাবিলার সামর্থ্য বজায় থাকে, (২) লোভ-সংবরণের পরীক্ষাকে কঠোরতর করা। একজন তৃষ্ণার্ত লোকের পক্ষে পানি পান না করিয়া থাকা তুলনামূলক ভাবে বরং সহজ; কিন্তু প্রচুর পানি পাইয়াও, মাত্র এক গণ্ডুষ পানি পান করিয়া নিজেকে সংবরণ করা কঠিন (দেখুন বিচারক- ৭ঃ৫-৬)। 'নহর' শব্দের অন্য অর্থ "প্রাচুর্য"। শব্দটির এই অর্থ ধরিলে আয়াতটির অর্থ হইবে, তাহাদিগকে

৩১০-ক টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

وَلَمَّا بَرَزُوْا لِجَالُوْتَ وَجُنُوْدِهٖ قَالُوْا رَبَّنَآ اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّ ثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٢٥١﴾

২৫১। অতঃপর, যখন তাহারা জালূত[৩১১] ও তাহার সৈন্যবাহিনীর সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য বাহির হইল, তখন তাহারা বলিল, 'হে আমাদের প্রভু ! তুমি আমাদের উপর ধৈর্য-শক্তি বর্ষণ কর এবং (যুদ্ধক্ষেত্রে) আমাদের কদমকে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত কর এবং কাফের জাতির বিরুদ্ধে আমাদিগকে সাহায্য কর ।'

فَهَزَمُوْهُمْ بِاِذْنِ اللّٰهِ ۙ وَقَتَلَ دَاوٗدُ جَالُوْتَ وَاٰتٰىهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهٗ مِمَّا يَشَآءُ ؕ وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ ۙ لَّفَسَدَتِ الْاَرْضُ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ ذُوْ فَضْلٍ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ﴿٢٥٢﴾

২৫২। অতএব, আল্লাহ্‌র হুকুমে তাহারা উহাদিগকে পরাস্ত[৩১২]করিল, এবং দাউদ জালূতকে হত্যা করিল, এবং আল্লাহ্ তাহাকে হুকূমত ও হিকমত দান করিলেন এবং তিনি যাহা চাহিয়াছিলেন তাহা তাহাকে শিক্ষা দিলেন। এবং আল্লাহ্ যদি মানব জাতিকে তাহাদের এক দলকে অপর দল দ্বারা প্রতিহত না করিতেন তাহা হইলে অবশ্যই পৃথিবী ফাসাদপূর্ণ[৩১৩] হইয়া যাইত । কিন্তু আল্লাহ্ সকল জগদ্বাসীর উপর অতীব অনুগ্রহশীল ।

تِلْكَ اٰيٰتُ اللّٰهِ نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ؕ وَاِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٢٥٣﴾

২৫৩ । এইগুলি আল্লাহ্‌র আয়াত, যাহা আমরা সত্যসহ তোমার নিকট আবৃত্তি করিয়া শুনাইতেছি, এবং নিশ্চয় তুমি রসূলগণের অন্যতম ।

প্রাচুর্য দ্বারা পরীক্ষা করা হইবে । যাহারা তখন লোভ-সংবরণ করিতে পারিবে না, তাহারা আল্লাহ্‌র প্রদত্ত দায়িত্ব সম্পাদনের অযোগ্য হইয়া পড়িবে । আর যাহারা প্রাচুর্যের মাঝে থাকিয়াও, অল্পেই আত্মতুষ্টি সাধন করিবে এবং বাদ-বাকী সব আল্লাহ্‌র পথে পরহিতব্রতে ছাড়িয়া দিবে, তাহারাই জীবন-যুদ্ধে জয়ী হইবে ।

৩১০-ক। 'জালূত' একটি গুণবাচক নাম যাহার অর্থ বিশৃঙ্খল ব্যক্তি বা জাতি যাহারা অপরকে আক্রমণ ও অপমান করিয়া বেড়ায় । বাইবেলে ইহার সমার্থক নাম গলিয়াথ(১ম শমুয়েল-১৭ঃ৪)। 'গলিয়াথ' অর্থ "দ্রুতগতি, ভাংচুরকারী, ধ্বংসকারী, প্রেতাত্মা" অথবা "নেতা" অথবা "দানব" (এনসাই বিবু, যিউশ এনসাই)। বাইবেল যদিও শব্দটিকে ব্যক্তি বিশেষের নামরূপে ব্যবহার করিয়াছে, তথাপি শব্দটির প্রকৃত অর্থ একদল বেপরওয়া উচ্ছৃঙ্খল লোক । তবে শব্দটি কোন কোন ব্যক্তি বিশেষের জন্যও ব্যবহৃত হইতে পারে, যাহাদিগকে অবিমৃশ্যতা, বর্বরতা ও উচ্ছৃঙ্খলতার প্রতীক বলিয়া ধরিয়া নেওয়া হইয়াছে । কুরআন এই উভয় অর্থেই শব্দটাকে এই আয়াতে ব্যবহার করিয়াছে ।

৩১১। 'জালূত' এখানে কোন ব্যক্তিকে বুঝায় নাই, বরং একটি জাতিকে বুঝাইয়াছে । সৈন্য বাহিনী শব্দ দ্বারা তাহাদের সহায়তাকারী ও সহযোগীদিগকে বুঝাইয়াছে । বাইবেল, মিদিয়ানী শিরোনামের নিম্নে জালূতের উল্লেখ করিয়াছে । এই মিদিয়ানীরা বনী ইস্‌রাঈলকে কষ্ট দিয়াছে, লুণ্ঠন করিয়াছে এবং বহু বৎসর যাবত তাহাদের জায়গা-জমি ও বাড়ী-ঘর ধ্বংস করিয়াছে (বিচারক-৬ঃ১-৬)। আমালেকীরা এবং অন্যান্য প্রাচ্য গোত্রগুলি মিদিয়ানীদিগকে এই লুণ্ঠনকার্যে সাহায্য করিত (বিচারক- ৬ঃ৩) এবং ইহাদিগকে এই আয়াতে সৈন্য বাহিনী বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে ।

৩১২। তালূত (গিদিওন) জালূতকে (গলিয়াথ বা মিদিয়ান জাতিকে) পরাভূত করিয়াছিলেন বটে; কিন্তু জালূতকে (মিদিয়ান জাতিকে) সমূলে উৎখাত করিতে সময় লাগিয়াছিল প্রায় ২০০ বৎসর । তালূতের হাতে পরাজয়ের সূচনা হইয়াছিল । আর ইহার দুইশত বৎসর পর দাউদ (আঃ) এর হাতে মিদিয়ান জাতি এমন চূড়ান্ত পরাজয় বরণ করে যে, এর পর তারা আর মাথা তুলে নাই । দাউদ (আঃ) যে শক্তিধর ব্যক্তিকে পরাজিত করিয়াছিলেন, তাহার নাম গোলিয়াথ বলিয়া বাইবেলে উল্লেখ আছে (১ শমুয়েল-১৭ঃ৪), যাহা কুরআনের জালূত নামের অনুরূপ। সম্ভবতঃ কুরআনে যে গুণবাচক নামটি ঐ জাতির জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে, দাউদ (আঃ)-এর সময়ে সেই জাতির নেতার নামও তাহাই ছিল ।

৩১৩। সত্য ও ন্যায়ের যুদ্ধ করার সার্বিক দর্শন ও যুক্তি এই কয়েকটি মাত্র শব্দেই বিধৃত হইয়াছে । অন্যায় ও উচ্ছৃঙ্খলাকে দমন করা এবং শান্তিকে সমুন্নত রাখার জন্যই যুদ্ধ । বিশৃংখলা সৃষ্টি, শান্তি-ভঙ্গ ও দুর্বল জাতির স্বাধীনতা হরণের জন্য যুদ্ধ নয় ।

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ ۘ مِنْهُمْ مَّنْ كَلَّمَ اللّٰهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجٰتٍ ؕ وَاٰتَيْنَا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنٰتِ وَاَيَّدْنٰهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ ؕ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِيْنَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ وَلٰكِنِ اخْتَلَفُوْا فَمِنْهُمْ مَّنْ اٰمَنَ وَمِنْهُمْ مَّنْ كَفَرَ ؕ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا اقْتَتَلُوْا ۫ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ ﴿۲۵۴﴾ ع ৩৩ [৫] ১

২৫৪। এই রসূলগণ— যাহাদের মধ্য হইতে আমরা কতককে কতকের উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিয়াছি—তাহাদের মধ্যে কতক এমন আছে যাহাদের সহিত আল্লাহ্ বাক্যালাপ করিয়াছেন, এবং তাহাদের মধ্যে কতককে মর্যাদায়[৩১৪] উন্নীত করিয়াছেন। এবং আমরা ঈসা ইব্নে মরিয়মকে স্পষ্ট প্রমাণসমূহ দিয়াছিলাম এবং রূহুল কুদুস (পবিত্র আত্মা) দ্বারা তাহাকে শক্তি দান করিয়াছিলাম। এবং যদি আল্লাহ্ চাহিতেন তাহা হইলে যাহারা তাহাদের পরে হইয়াছে তাহাদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শনসমূহ সমাগত হওয়ার পর তাহারা পরস্পর ঝগড়া বিবাদ করিত না, কিন্তু তাহারা মতভেদ করিল। ফলে তাহাদের মধ্যে কতক লোক ঈমান আনিল এবং তাহাদের মধ্যে কতক লোক অস্বীকার করিল। এবং আল্লাহ্ যদি চাহিতেন তাহা হইলে তাহারা পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ করিত না; কিন্তু আল্লাহ্ যাহা চাহেন তাহাই তিনি করেন।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيْهِ وَلَا خُلَّةٌ وَّلَا شَفَاعَةٌ ؕ وَالْكٰفِرُوْنَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿۲۵۵﴾

২৫৫। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! আমরা তোমাদিগকে যে রিয্ক দান করিয়াছি উহা হইতে খরচ কর সেই দিন আসিবার পূর্বে যেদিন কোন ক্রয়-বিক্রয়[৩১৫] এবং বন্ধুত্ব[৩১৬] এবং শাফায়াত[৩১৭] (সুপারিশ) চলিবে না; বস্তুতঃ কাফেরগণই যালেম।

اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ۚ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ ؕ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗۤ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ؕ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖۤ

২৫৬। আল্লাহ্— তিনি ব্যতীত কোন মা'বূদ নাই, তিনি চিরঞ্জীব-জীবনদাতা, চিরস্থায়ী- স্থিতিদাতা; না তন্দ্রা তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে এবং না নিদ্রা। যাহা কিছু আকাশসমূহে আছে এবং যাহাকিছু পৃথিবীতে আছে, সবই তাঁহার। কে আছে যে তাঁহার অনুমতি ব্যতিরেকে তাঁহার নিকট শাফায়াত (সুপারিশ) করিতে পারে? তাহাদের সম্মুখে যাহা কিছু আছে এবং তাহাদের পশ্চাতে যাহা কিছু আছে সবই তিনি জানেন; তাঁহার জ্ঞানের কিছুই তাহারা আয়ত্ত করিতে পারে না, কেবল তাহা ব্যতীত যাহা তিনি চাহেন। তাঁহার জ্ঞান ও শাসনক্ষমতা[৩১৮]

৩১৪। এই বাক্যদ্বারা একথা বুঝায় না যে, নবীগণের মধ্যে এমন কেহ কেহ আছেন, যাহাদের সাথে আল্লাহ্ কথা বলেন না, কিংবা যাহারা আধ্যাত্মিকতার উচ্চ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত নহেন। এই বাক্যটির আসল অর্থ হইল, নবী দুই প্রকারের হইয়া থাকেনঃ (ক) যাহারা নূতন শরীয়াত আনয়ন করেন— তাহাদিগকে 'মুকাল্লাম' নবী বলা হয়, (খ) অন্যেরা আধ্যাত্মিক মর্যাদায় অত্যুচ্চ স্তরে থাকা সত্ত্বেও 'গয়ের মুকাল্লাম' নবী। রেওয়ায়াত আছে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, হযরত আদম (আঃ) মুকাল্লাম নবী ছিলেন (মুসনাদ)।

৩১৫। ঐ দিন, পরিত্রাণ খরিদ করা যাইবে না। মানুষের সৎকর্ম ও আল্লাহ্র অনুগ্রহের উপর পরিত্রাণ ও মুক্তি নির্ভর করিবে।

৩১৬। সেখানে সেদিন নূতন বন্ধুত্ব স্থাপনের সুযোগ থাকিবে না; ইহকালের বন্ধুরাও কাজে আসিবে না।

৩১৭। ৮৫ টীকা দেখুন।

৩১৮। 'কুরসী' অর্থ আসন, দেয়ালের নীচের দিকের পুরু অংশ; জ্ঞান, কর্তৃত্ব ও শক্তি (আকরাব); বহুবচন 'কারাসী' অর্থ জ্ঞানী লোক। আয়াতটি আল্লাহ্তা'লার তৌহীদকে (একত্বকে) ও তাঁহার বড় বড় গুণাবলীকে, অতি মাধুর্যের সাথে ও সুন্দরতর ভাষায় প্রকাশ করিয়াছে।

إِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ ۚ وَلَا يَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ﴿٢٥٥﴾

আকাশ সমূহকে ও পৃথিবীকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, উহাদের রক্ষণাবেক্ষণ তাঁহাকে ক্লান্ত করে না, বস্তুতঃ তিনি অতি উচ্চ, মহিমান্বিত ।

لَآ إِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ ۙ قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى ۗ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿٢٥٦﴾

২৫৭ । ধর্মের ব্যাপারে কোন বল প্রয়োগ[৩১৯] নাই। (কারণ) সৎপথ ও ভ্রান্তি উভয়ের মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে; সুতরাং যে ব্যক্তি তাগুতকে[৩২০] (পুণ্যের পথে বাধাদানকারী বিদ্রোহী শক্তিকে) অস্বীকার করে এবং আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনে সে নিশ্চয় এমন এক সুদৃঢ় হাতলকে মযবুত করিয়া ধরিয়াছে যাহা কখনও ভাঙ্গিবার নহে। এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী ।

اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۙ يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ إِلَى النُّوْرِ ۭ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَوْلِيٰٓئُهُمُ الطَّاغُوْتُ ۙ يُخْرِجُوْنَهُمْ مِّنَ النُّوْرِ إِلَى الظُّلُمٰتِ ۭ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٢٥٧﴾

২৫৮ । আল্লাহ্ ঐ সকল লোকের অভিভাবক যাহারা ঈমান আনে; তিনি তাহাদিগকে অন্ধকাররাশি হইতে বাহির করিয়া আলোকের দিকে আনেন. এবং যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাগুত তাহাদের অভিভাবক, তাহারা তাহাদিগকে আলোক হইতে বাহির করিয়া অন্ধকাররাশির দিকে লইয়া যায়। এই সকল লোকই অগ্নির অধিবাসী, তাহারা উহাতে দীর্ঘকাল বাস করিবে । ৩৪ [৪] ২ ২

اَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِيْ حَآجَّ إِبْرٰهٖمَ فِيْ رَبِّهٖٓ اَنْ اٰتٰىهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ ۘ إِذْ قَالَ إِبْرٰهٖمُ رَبِّيَ الَّذِيْ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ ۙ قَالَ اَنَا اُحْيٖ وَاُمِيْتُ ۭ قَالَ إِبْرٰهٖمُ فَإِنَّ اللّٰهَ يَاْتِيْ بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَاْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِيْ كَفَرَ ۗ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٢٥٨﴾

২৫৯ । তুমি কি ঐ ব্যক্তির প্রতি লক্ষ্য কর নাই যে ইব্‌রাহীমের সহিত তাহার প্রভু সম্বন্ধে এই কারণে বিতর্কে লিপ্ত হইয়াছিল যে, আল্লাহ্ তাহাকে শাসনক্ষমতা দিয়াছিলেন? যখন ইব্‌রাহীম বলিল; 'তিনি আমার প্রভু, যিনি জীবিত করেন এবং মৃত্যু দেন'। সে বলিল, 'আমিও জীবিত করি এবং মৃত্যু দিই।' ইব্‌রাহীম বলিল, 'বেশ কথা আল্লাহ্‌তো সূর্যকে পূর্বদিক হইতে লইয়া আসেন, এখন তুমি উহাকে পশ্চিম দিক হইতে লইয়া আস দেখি।' ইহাতে যে অবিশ্বাস করিয়াছিল সে হতভম্ব[৩২১] হইয়া গেল। বস্তুতঃ আল্লাহ্ যালেম জাতিকে হেদায়াত দেন না ।

মহানবী (সাঃ) বলিয়াছেন, "আয়াতুল কুরসী কুরআন শরীফের মধ্যে মহোত্তম আয়াত" (মুসলিম)।

৩১৯। পূর্ববর্তী আয়াতগুলিতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে যে, ধর্মের প্রয়োজনে আত্মোৎসর্গ করা এবং ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা উচিত । ইহাতে কেহ ভুল বুঝিতে পারে যে, ইসলাম প্রচারের জন্য আল্লাহ্‌তা'লা বুঝি মুসলমানগণকে শক্তি প্রয়োগের অনুমতি দিয়াছেন । এই আয়াত এইরূপ ভুল বুঝা-বুঝির মূলোৎপাটন করিয়া, অতি পরিষ্কার ও জোরালো ভাষায় ঘোষণা করিতেছে যে, মুসলমানেরা যেন অমুসলমানদিগকে ইসলাম গ্রহণের জন্য কোন যবরদস্তি বা বল প্রয়োগ না করে । সাথে সাথে, এই নিষেধাজ্ঞার পক্ষে যুক্তিও দেওয়া হইয়াছে যে, সত্য বিভ্রান্তি হইতে সুস্পষ্টরূপে পৃথকভাবে বিরাজমান । অতএব, বল-প্রয়োগের প্রয়োজনই বা কি ? ইসলাম দেদীপ্যমান সত্য ।

৩২০। 'তাগুৎ' অর্থ সীমা লঙ্ঘনকারী; দানব; যাহারা অন্যকে সত্য ও নেকী হইতে ফিরাইয়া রাখে; সকল দেব-মূর্ত্তি । শব্দটি একবচন ও বহুবচন উভয় বচনেই ব্যবহৃত হয় (২ঃ২৫৮; ৪ঃ৬১)।

৩২১। হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ) প্রতিমা ভঙ্গকারী ছিলেন । তাঁহার জাতি সূর্য ও তারকার পূজা করিত; তাহাদের প্রধান দেবতা ছিল মেরোডাক (মাদরুক), যাহাকে আদতে মনে করা হইত প্রভাতের ও বসন্তের সূর্য (এনসাই, বিব এবং এনসাই রিল এথ ২য়, ২৯৬)। তাহারা বিশ্বাস করিত যে,

اَوْ كَالَّذِىْ مَرَّ عَلٰى قَرْيَةٍ وَّهِىَ خَاوِيَةٌ عَلٰى عُرُوْشِهَا ۚ قَالَ اَنّٰى يُحْىٖ هٰذِهِ اللّٰهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ فَاَمَاتَهُ اللّٰهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهٗ ؕ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ ؕ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ؕ قَالَ بَلْ لَّبِثْتَ مِائَةَ

২৬০। অথবা সেই ব্যক্তির ন্যায় (তুমি কাহাকেও কি লক্ষ্য করিয়াছ ?) যে এমন এক শহরের[৩২২] পার্শ্ব দিয়া অতিক্রম করিয়াছিল যাহার ছাদসমূহ ধ্বসিয়া ভূপাতিত হইয়াছিল (এই দৃশ্য দেখিয়া) সে বলিল, 'ইহার ধ্বংসের পর আল্লাহ্ কখন ইহাকে পুনরুজ্জীবন দান করিবেন ?' ইহাতে আল্লাহ্ তাহাকে একশত[৩২৩] বৎসরের জন্য মৃত্যু দিলেন; অতঃপর, তিনি তাহাকে পুনরুত্থিত করিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি (এই অবস্থায়) কত কাল ছিলে ? সে বলিল, 'একদিন বা এক দিনের[৩২৩-ক] কিয়দংশ অবস্থান করিয়াছি।' তিনি বলিলেন,

---

সকল প্রকারের জীবনই সূর্য-নির্ভর। ইব্রাহীম (আঃ) কট্টর অবিশ্বাসীকে বলিলেন, 'বেশ কথা, আল্লাহ্ সূর্যকে পূর্বদিক হইতে লইয়া আসেন, এখন তুমি উহাকে পশ্চিম দিক হইতে লইয়া আস দেখি।' ইহাতে সে হতভম্ব হইয়া গেল। সে একথা বলিতে পারে না যে সূর্যকে পশ্চিম দিকে উদিত করার ক্ষমতা তাহার নাই, কারণ এইরূপ উত্তর দিলে, জীবন-মৃত্যুর উপরে তাহার ক্ষমতা রহিয়াছে এই দাবী চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যায়। আবার এই উত্তরও দিতে পারেনা যে, সে সূর্যকে পশ্চিম দিক হইতে উদিত করিয়া পূর্বদিকে অস্তমিত করিতে সক্ষম। কেননা এইরূপ উত্তর দিলে, তাহার জাতির উপাস্য দেবতাকে অবমাননা করার জন্য সে জাতির কাছে দণ্ডনীয় হইবে। তাই সে বিসময়-বিমূঢ় অবস্থায় বোবার মত চুপ করিয়া থাকিল।

৩২২। এই আয়াতে ধ্বংসপ্রাপ্ত যে নগরীর উল্লেখ আছে, তাহা হইল জেরুযালেম। ব্যাবিলনের রাজা নবুখদ নিৎসর (বুখ্তানাসার) ৫৯৯ খৃষ্টপূর্বে এই নগরটি দখল করিয়া ইহার সবকিছু ধ্বংস করিয়া প্রেতপুরীতে পরিণত করে। ইহার অধিবাসী ইহুদীদিগকে বন্দী করিয়া ব্যাবিলনে লইয়া যায়। এই বন্দীদের মধ্যে যিহিষ্কেল নবীও ছিলেন। বিজয়ীরা যিহিষ্কেলকে বীভৎসভাবে বিধ্বস্ত নগরীর করুণ দৃশ্য দেখাইয়া লইয়া যাইতে থাকে।

৩২৩। যিহিষ্কেল স্বভাবতঃই এই বীভৎস দৃশ্যাবলী দেখিয়া মর্মাহত হইলেন। তিনি কাতর হৃদয়ে আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করিলেন- হে প্রভু, এই নগরী না জানি কতদিনে জীবন ফিরিয়া পাইবে; ধ্বংসের পরেও আবার কখন ইহাতে প্রাণের স্পন্দন জাগিবে। তাহার প্রাণের দরদভরা দোয়া আল্লাহ্ শ্রবণ করিলেন। তাহাকে স্বপ্নে বা কাশ্ফে (দিব্য দৃষ্টিতে) দেখানো হইল, তাঁহার প্রার্থিত নগরীর পুনর্জ্জীবন লাভ একশত বৎসরের মাথায় সম্পন্ন হইবে। আয়াতটিতে একথা বুঝায় না যে, যিহিষ্কেল একশত বৎসর পর্যন্ত মৃত অবস্থায় ছিলেন এবং তৎপর জীবিত হইয়া উঠিলেন। কুরআন, কাশ্ফে বা স্বপ্নে দৃষ্ট বস্তু বা বিষয়কে এমনভাবেই উল্লেখ করে, যেন সেই বস্তু, বিষয় বা ঘটনা প্রকৃত পক্ষেই ছিল বা ঘটিয়াছিল; স্বপ্ন বা কাশ্ফের কথা উল্লেখই করা হয় না (১২ঃ৫)। যিহিষ্কেল তাঁহার কাশ্ফের অর্থ বুঝিয়াছিলেন। ইহার অর্থ এই যে, বনী ইস্রাঈল জাতি একশত বৎসর পর্যন্ত অসহায়, নির্যাতিত ও অপদস্থ অবস্থায় বন্দী হিসাবে থাকিবে। তারপর তাহারা নব চেতনায় জাগ্রত হইয়া, নূতন জীবন লাভ করিবে এবং তাহাদের পবিত্রভূমি জেরুযালেমে ফিরিয়া আসিবে। যিহিষ্কেলের কাশ্ফ বা স্বপ্ন অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হইয়াছিল। নবুখদ নিৎসর খৃঃপূঃ৫৯৯ অব্দে জেরুযালেম দখল করিয়াছিল (২য় রাজাবলি-২৪ঃ১০)। যিহিষ্কেল কাশ্ফ দেখেন সম্ভবতঃ খৃঃপূঃ ৫৮৬ অব্দে। আর ইহা পুনঃনির্মিত হয়, ধ্বংসপ্রাপ্তির পূর্ণ এক শতাব্দী পরে। পুনঃনির্মাণের কাজ আরম্ভ হয় খৃঃপূঃ ৫৩৭ অব্দে মিদিয়ার সম্রাট সাইরাসের অনুমতি ও সাহায্য নিয়া। পুনঃনির্মানের কাজ সমাপ্ত হয় খৃঃপূঃ ৫১৫ অব্দে। ইস্রাঈলীরা পুনর্বাসনের জন্য ব্যাবিলন রাজ্য ত্যাগ করিয়া ক্রমে ক্রমে আসিতে আসিতে আরও ১৫ বৎসর লাগিয়া যায় এবং খৃঃপূঃ ৫০০ সনে জেরুযালেম নগরীতে আবার প্রাণ চাঞ্চল্য দেখা দেয়। বনী ইস্রাঈল জাতি মৃতপ্রায় অবস্থা হইতে পুনরায় এক নব জীবন লাভ করিল। একথা শিশুসুলভ বলিয়া মনে হয় যে, আল্লাহ্তা'লা যিহিষ্কেলের মৃত্যু দিয়া ঠিকই একশত বৎসর পর্যন্ত মৃত রাখিয়া, তৎপর তাঁহাকে পুনর্জীবিত করিয়াছিলেন। এইরূপ করাতো যিহিষ্কেলের প্রার্থনার সাথে সঙ্গতিহীন। যিহিষ্কেল তাঁহাকে বা কোন ব্যক্তিকে, মৃত্যুদানের পর পুনরুত্থানের জন্য প্রার্থনা করেন নাই। তিনি প্রার্থনা করিয়াছিলেন, মৃতনগরী যেন জীবন পায়, বিধ্বস্ত জেরুযালেম যেন পুনরায় উহার অধিবাসীকে ফিরিয়া পায় ও প্রাণ চাঞ্চল্যে ভরিয়া উঠে।

৩২৩-ক। এই কথাটি অনির্দিষ্ট সময় বুঝাইয়া থাকে (১৮ঃ২০; ২০ঃ১৪) এবং কুরআনের বাগ্ধারা অনুযায়ী এই বুঝায় যে, যিহিষ্কেল ঐ অবস্থায় কতক্ষণ ছিলেন নিজে জানিতে পারেন নাই। 'ইয়াউম' এখানে ২৪ ঘন্টার দিনকে বুঝায় নাই, বরং অবাধ ও অনাপেক্ষিক সময়কেও বুঝাইতেছে (১ঃ৪ দেখুন)। আমি একদিন বা দিনাংশ (এই অবস্থায়) ছিলাম - এই বাক্যটির দ্বারা যিহিষ্কেলের নিদ্রাবস্থায় ব্যয়িত সময়টিকে, কিংবা স্বপ্ন দেখার সময়টিকেও বুঝাইতে পারে।

عَامٍ فَانْظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ
يَتَسَنَّهْ ۖ وَانْظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ
آيَةً لِّلنَّاسِ وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ
نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا ۚ فَلَمَّا تَبَيَّنَ
لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيرٌ ﴿٢٥٩﴾

(ইহাও ঠিক), বরং[৩২৩-খ] তুমি এই অবস্থায় একশত[৩২৪] বৎসর ছিলে (ইহাও ঠিক); তুমি তোমার খাদ্য দ্রব্যের এবং পানীয় বস্তুর প্রতি লক্ষ্য কর, ঐগুলি পচে নাই, এবং তুমি তোমার গর্দভের[৩২৫] প্রতিও লক্ষ্য কর।' এবং আমরা (এইরূপ এই জন্য করিয়াছি) যেন তোমাকে মানব জাতির জন্য এক নিদর্শন করিতে পারি। এবং তুমি অস্থিগুলির প্রতিও লক্ষ্য কর, কিরূপে আমরা উহাদিগকে সংযোজিত করি, অতঃপর, আমরা উহাদিগকে মাংসের আবরণ পরিধান করাই।' অতঃপর, যখন প্রকৃত তত্ত্ব তাহার নিকট প্রকাশ হইয়া গেল, তখন সে বলিল, 'আমি জানি যে নিশ্চয় আল্লাহ্ প্রত্যেক বিষয়ের[৩২৬] উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান।'

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي
الْمَوْتَىٰ ۖ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن ۖ قَالَ بَلَىٰ
وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي ۖ قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً

২৬১। এবং (স্মরণ কর সেই ঘটনাকেও) যখন ইব্রাহীম বলিয়াছিল, 'হে আমার প্রভু! তুমি আমাকে দেখাও, কিরূপে তুমি মৃতকে জীবিত কর।' তিনি বলিলেন, 'তুমি কি ঈমান আন নাই?' সে বলিল, 'হাঁ, (ঈমান অবশ্যই আনিয়াছি,) কিন্তু (প্রশ্ন এই জন্য করিয়াছি) যেন আমার হৃদয় প্রশান্তি লাভ[৩২৭]

৩২৩-খ। 'বাল' আরবীতে এমন একটি বিয়োজন অব্যয় যাহা (ক) পূর্বে বিবৃত বিষয়টিকে খণ্ডন করে, যেমন ২১ঃ২৭, অথবা (খ) একটি আলোচ্য বিষয় হইতে অন্য বিষয়ের আলোচনায় যাওয়া, যেমন ৮৭ঃ১৭। এখানে 'বাল' শব্দটি শেষোক্ত অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

৩২৪। "ইহাও ঠিক, তবে তুমি এই অবস্থায় একশত বৎসর ছিলে ইহাও ঠিক" এই বাক্যটির তাৎপর্য হইল, এক হিসাবে যদি যিহিষ্কেল ঐ অবস্থায় ১০০ বৎসর ছিলেন (কেননা কাশ্‌ফে বা জাগ্রত স্বপ্নে নিজেকে ১০০ বৎসর মৃত অবস্থায় দেখিতে পাইয়াছিলেন), তথাপি তাঁহার এই কথাও সত্য যে, তিনি ঐ স্বপ্ন দর্শনাবস্থায় একদিন বা দিনাংশ কাটাইয়াছিলেন, কেননা স্বপ্নে বা কাশ্‌ফে বিষয়াদি দেখিতে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হয় না।

৩২৫। এই সত্যকে যিহিষ্কেলের মনে গভীরভাবে আঁকিয়া দিবার জন্যে আল্লাহ্ তাঁহাকে তাঁহার খাদ্য, পানীয় ও গাধার দিকে তাকাইতে বলিলেন। ঐ খাদ্য ও পানীয় বাসি হয় নাই; তাঁহার গাধাও স্বস্থানেই জীবিতাবস্থায় আছে। "তোমার গর্দভের প্রতিও লক্ষ্য কর" বাক্যটা, এই কথা প্রকাশ করে যে, যিহিষ্কেল মাঠে কাজের ফাঁকে গাধাকে পাশে রাখিয়া ঘুমাইয়াছিলেন, তখন স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন কিংবা জাগ্রত অবস্থায় কাশ্‌ফী অবস্থায় নিজের মৃত্যু ও পুনর্জাগণের শত বর্ষের ব্যবধান দেখিয়াছিলেন। বন্দী অবস্থায় ইস্‌রাঈলীদিগকে ব্যাবিলনের ক্ষেতে খামারে কৃষি কার্য করিতে হইত।

৩২৬। যিহিষ্কেল সমগ্র ইহুদী জাতির প্রতিনিধিত্ব করিতেছিলেন। তাঁহার, একশত বৎসর মৃত অবস্থায় থাকার রূপক অর্থ হইল, তাহার জাতির বন্দী অবস্থায় শত বর্ষব্যাপী অসহায়, অপমানজনক, পদানত, দীনহীন, পরাধীন জীবন ধারণ। এই শতবর্ষের লাঞ্ছনার জীবন যাপনের পরেই, ইস্‌রাঈলী জাতি স্বকীয় সত্তায় নিজেকে আপন ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। এইভাবেই যিহিষ্কেল আল্লাহ্‌র নিদর্শনে পরিণত হইলেন। (যিহিষ্কেল ৩৭ অধ্যায় দেখুন)।

৩২৭। 'ঈমান' ও 'ইতমিনান' এই দুইটি শব্দের অর্থ যথাক্রমে 'বিশ্বাস' ও 'হৃদয়ের প্রশান্তি'। ঈমানের অবস্থায় **মানুষমাত্রই** বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ্ এইরূপ করিতে পারেন; আর ইতমিনানের অবস্থায় মানুষকে ব্যক্তিগতভাবে নিশ্চয়তা দেওয়া হয় যে এইরূপ নিশ্চয় তোমার ক্ষেত্রেও করা হইবে। হযরত ইবরাহীম (আঃ) প্রকৃতপক্ষে বিশ্বাস করিতেন যে, আল্লাহ্‌তা'লা মৃতকে জীবিত করিতে পারেন (২ঃ ২৫৯)। কিন্তু তিনি আসলে যাহা চাহিয়াছিলেন তাহা হইল এই যে, তাঁহার নিজের বংশের বেলায়ও আল্লাহ্‌তা'লা এহেন করিবেন কি? এই আয়াতের প্রতি ইশারা করিয়া মহানবী (সাঃ) বলিয়াছিলেন, হযরত "ইব্রাহীম (আঃ)-এর চাইতে আমরাই সন্দেহের শিকার হইব বেশী" (মুসলিম)। 'শাক' শব্দটির তাৎপর্য হইল, মনের কোনে লুক্কায়িত বাসনার তীব্রতা ও ইহা পূরণের আগ্রহাতিশয্য। রসূলে করীম (সাঃ) কখনও এমনকি মুহূর্তের জন্যও আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি পূরণের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করেন নাই। ইহাতে বুঝা যায় যে, হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর প্রশ্নটি সন্দেহ-উদ্ভূত ছিল না বরং মনের উদ্‌গ্রীবতা ও আগ্রহের গভীরতা দ্বারা প্রণোদিত হইয়াছিল।

مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ اِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلٰى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَاْتِيْنَكَ سَعْيًا ؕ وَاعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٢٦١﴾ ع ٣٥

করিতে পারে।' তিনি বলিলেন, 'তুমি চারিটি পাখী লও এবং উহাদিগকে নিজের প্রতি পোষ[৩২৮] মানাও। অতঃপর, তুমি উহাদের মধ্য হইতে এক এক অংশ[৩২৯] এক এক পাহাড়ের উপর রাখিয়া দাও, তারপর উহাদিগকে ডাক, তাহারা তোমার নিকট ছুটিয়া আসিবে।' এবং জানিয়া রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ্ মহা পরাক্রমশালী, অতীব প্রজ্ঞাময়।

[৩] ৩

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِىْ كُلِّ سُنْۢبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ؕ وَاللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿٢٦٢﴾

২৬২। যাহারা নিজেদের ধন-সম্পদ আল্লাহ্‌র পথে খরচ করে তাহাদের দৃষ্টান্ত এক শস্যবীজের দৃষ্টান্তের ন্যায়, যাহা সাতটি শীষ উৎপন্ন করে এবং প্রত্যেকটি শীষে একশত শস্যবীজ থাকে। এবং আল্লাহ্ যাহার জন্য চাহেন (ইহা অপেক্ষাও) বৃদ্ধি করিয়া দেন; এবং আল্লাহ্ প্রাচুর্যদানকারী, সর্বজ্ঞানী।[৩৩০]

اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُوْنَ مَاۤ اَنْفَقُوْا مَنًّا وَّلَاۤ اَذًى ۙ لَّهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿٢٦٣﴾

২৬৩। যাহারা নিজেদের ধন-সম্পদ আল্লাহ্‌র পথে খরচ করে, অতঃপর, তাহারা যাহা খরচ করে উহার সম্বন্ধে পিছনে খোঁটা দিয়া ও কষ্ট[৩৩১] দিয়া বেড়ায় না; তাহাদের জন্য তাহাদের প্রভুর সন্নিধানে পুরস্কার সংরক্ষিত আছে; তাহাদের কোন ভয় নাই এবং তাহারা দুঃখিতও হইবে না।

৩২৮। 'সুরতুল শুসনা ইলাইয়া' আমি শাখাটাকে আমার দিকে আকর্ষণ করিলাম (লেইন)। 'ইলা' অব্যয়টি 'সুরহুন্না' শব্দটির তাৎপর্য নির্দ্ধারণ করিতেছে যে, ইহা কাটা অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই বরং নিজের প্রতি অনুগত ও আকৃষ্ট করার অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

৩২৯। 'জুয্' অর্থ কোনও বস্তুর অংশ বা ভাগ। অতএব, একটি বস্তু যদি একটি দল হয়, তাহা হইলে 'জুয্' বলিতে ঐ দলের প্রত্যেক সদস্যকে বুঝায়। ইহা হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ)-এর একটি 'কাশ্‌ফ'। 'চারিটি পাখী লও' কথার মধ্যে ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে যে, হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ)-এর বংশধরেরা চারিবার উত্থান-পতনের সম্মুখীন হইবে। এই ঘটনা দুইবার ইস্‌রাঈলীদের মধ্যে প্রত্যক্ষ করা হইবে এবং পুনরায় দুইবার আঁ-হযরত (সাঃ) (যিনি হযরত ইস্‌মাঈলের মাধ্যমে হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ)-এর বংশোদ্ভূত) ও তাঁহার অনুসারীদের মধ্যে ঘটিবে। ইহুদীগণ (যাহারা হযরত ইস্‌হাকের মাধ্যমে হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ)-এর বংশ) দুইবার ধ্বংসের সম্মুখীন হয়—প্রথমবার নবুখদ নিৎসরের হাতে এবং দ্বিতীয়বার টাইটাসের হাতে (১৭ঃ৫-৮; এন্‌সাই, রুট যিউ শীর্ষক অধ্যায়)। প্রত্যেক বারই আল্লাহ্‌তা'লা তাহাদিগকে অধঃপতনের পর পুনরুদ্ধার করেন। দ্বিতীয়বারে পুনরুদ্ধার ঘটে, রোম সম্রাট কন্‌ষ্টাইনের দ্বারা যিনি স্বয়ং খৃষ্ট-ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। অনুরূপ ভাবে, মুসলমানের শৌর্যবীর্য দুর্দ্ধর্ষ তাতার বর্ব্বরদের হাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয় আর মুসলমানদের কেন্দ্রভূমি বাগদাদ নগরীতে তাতার-রাজ হালাকু খানের নৃশংস নরহত্যার হোলি খেলা সংঘটিত হয়। তবে, মুসলমানেরা শীঘ্রই এই ধ্বংসলীলা হইতে উদ্ধার লাভ করে। বিজয়ীরাই বিজিত হইয়া যায় এবং হালাকু খানের পৌত্র ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে পিতামহের হত্যালীলার প্রায়শ্চিত করেন। ইসলামের দ্বিতীয় পতন ঘটে এই আখেরী যামানাতে যখন সার্বিকভাবে এবং সাধারণভাবে মুসলমানেরা নৈতিক, আধ্যাত্মিক এবং রাজনৈতিক দিক হইতে অধঃপতিত হইয়া পড়িয়াছে। প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আঃ)-এর মাধ্যমে ইসলামের পুনর্জাগরণের ও বিশ্ববিজয়ের কাজ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে।

৩৩০। পূর্ববর্তী আয়াতগুলিতে বলা হইয়াছে, ইহাই আল্লাহ্‌তা'লার নিয়ম যে, উপযুক্ত জাতিগণ মৃতবৎ অধঃপতনের পরেও আল্লাহ্‌র অনুগ্রহক্রমে পুনর্জীবন লাভ করে এবং বনী ইস্‌রাঈল জাতির দৃষ্টান্ত দিয়া তাহা বুঝানো হইয়াছে। এই কথার প্রতিও ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে, হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ)-এর বংশ চারিবার উত্থান-প্রাপ্ত হইবে, ইস্‌রাঈলীগণ দুইবার এবং ইস্‌মাঈলীগণ দুই বার। মুসলমানের অধঃপতনের পরও যাহাতে প্রতিশ্রুত উত্থান লাভ করিতে পারে, ইহার উপায় হিসাবে, আল্লাহ্‌তা'লা মুসলমানকে আল্লাহ্‌র পথে জান-মাল, টাকা-পয়সা ও ধন-দৌলত খরচ করার জন্য প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানাইয়াছেন।

৩৩১। প্রত্যেক ভাল কাজেরই মন্দ ব্যবহারও আছে। আল্লাহ্‌র পথে খরচ করার মন্দ দিক হইল, খরচের পরে গর্বের সহিত ইহা ফলাও করিয়া প্রচার করা(যাহাকে বলা হয় "মান্ন") অথবা (দানের) পরে গ্রহীতার প্রতি দুর্ব্যবহার করা,(যাহাকে বলা হয় "আযা")। যাহারা প্রকৃতই আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে ধন-দৌলত খরচ করেন, তাহাদিগকে নিষেধ করা হইয়াছে, তাহারা যেন অহেতুক, অনর্থক খরচের কথা উল্লেখ না করেন, সত্যের পথে তাহারা যে খেদমত পেশ করেন, তাহার প্রচারও বিনা কারণে নিষিদ্ধ। এইরূপ করাকে, 'মান্ন' বলা হয়, যাহার অর্থ অনুগ্রহের খোঁটা দেওয়া।

قَوْلٌ مَّعْرُوْفٌ وَّمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَّتْبَعُهَآ اَذًى ؕ وَاللّٰهُ غَنِيٌّ حَلِيْمٌ ﴿٢٦٣﴾

২৬৪ । ন্যায়সংগত কথা এবং ক্ষমা ৩৩২ সেই দান হইতে উত্তম যাহার পরে কষ্ট-ক্লেশ আরম্ভ হইয়া যায়। বস্তুতঃ আল্লাহ্ স্বয়ংসম্পূর্ণ-ঐশ্বর্যশালী, পরম সহিষ্ণু ।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُبْطِلُوْا صَدَقٰتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَذٰى ۙ كَالَّذِيْ يُنْفِقُ مَالَهٗ رِئَآءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَاَصَابَهٗ وَابِلٌ فَتَرَكَهٗ صَلْدًا ؕ لَا يَقْدِرُوْنَ عَلٰى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوْا ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٢٦٤﴾

২৬৫ । হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ ! তোমরা দানের খোঁটা দিয়া এবং কষ্ট দিয়া নিজেদের দান সমূহকে ঐ ব্যক্তির ন্যায় ব্যর্থ করিও না যে নিজের ধন-সম্পদ লোক দেখানোর ৩৩৩ জন্য ব্যয় করে এবং সে আল্লাহ্ ও শেষ দিবসের উপর ঈমান রাখে না। তাহার উপমা ঐ মসৃণ-শক্ত প্রস্তরের অবস্থার ন্যায়, যাহার উপর অল্প মাটি পড়িয়া আছে, অতঃপর, উহার উপর প্রবল বৃষ্টিপাত হয় এবং উহাকে পরিষ্কার শক্ত প্রস্তররূপেই রাখিয়া যায়। তাহারা যাহা কিছু উপার্জন করে উহার কোন অংশই তাহারা রক্ষা করিতে পারে না। বস্তুত কাফের জাতিকে আল্লাহ্ হেদায়াত দেন না ।

وَمَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ وَتَثْبِيْتًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍۭ بِرَبْوَةٍ اَصَابَهَا وَابِلٌ فَاٰتَتْ اُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ ۚ فَاِنْ لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿٢٦٥﴾

২৬৬ । এবং যাহারা নিজেদের ধন-সম্পদ আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের জন্য এবং তাহাদের আত্মার দৃঢ়তার ৩৩৪ জন্য খরচ করে তাহাদের দৃষ্টান্ত উচ্চস্থানে ৩৩৫ অবস্থিত সেই বাগানের অবস্থার ন্যায় যাহার উপর প্রবল বৃষ্টিপাত হইলে উহা দ্বিগুণ ফল উৎপন্ন করে। এবং যদি উহাতে প্রবল বৃষ্টিপাত নাও হয় তাহা হইলে অল্প বৃষ্টিই যথেষ্ট এবং তোমরা যাহাকিছু করিতেছ আল্লাহ্ উহা সম্বন্ধে সম্যক দ্রষ্টা ।

অনুরূপভাবে দান-খয়রাতের পরিবর্তে, আল্লাহ্র কাছে ছাড়া, অন্যের কাছে কোনও রকমের পারিতোষিক লাভের চিন্তা করাও নিষেধ ।

৩৩২। সাহায্য প্রার্থীকে সাহায্য করিয়া পরে তাহাকে কোন কটু কথা শুনানোর চাইতে, তাহাকে সহানুভূতিসূচক দুই-চার কথা বলা এবং অপারগতা-নির্দেশক ক্ষমা চাওয়া বরং শ্রেয়ঃ । অথবা, সাহায্য প্রার্থীর অভাব-অনটনকে অন্যের কাছে অনর্থক বলা-বলি করিয়া তাহাকে হেয় ও খাটো করার চাইতে, তাহা ঢাকিয়া গোপন রাখা বরং ভাল । ইহাও মাগ্ফিরাতের তাৎপর্য ।

৩৩৩। অন্যত্র কুরআনে, প্রকাশ্যে দান-খয়রাত করার জন্যও মুসলমানকে উৎসাহ দেওয়া হইয়াছে । ইহার উদ্দেশ্য শুধু এতটুকুই যে, অন্যেরাও যেন উৎসাহিত হইয়া তাহাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে এবং নিজেরা দান-খয়রাতে ব্রতী হয় । কিন্তু যাহারা আল্লাহ্কে বিশ্বাস করে না , তাহারা কেবল জনগণের প্রশংসা অর্জনের উদ্দেশ্যেই দেখাইয়া দেখাইয়া, ঘটা করিয়া দান-খয়রাত করিয়া থাকে । তাহারা আল্লাহ্র কাছ হইতে পুরস্কার প্রাপ্তির সুযোগ ও যোগ্যতা হারাইয়া ফেলে ।

৩৩৪। আল্লাহ্র রাস্তায় যাহারা খরচ করেন, তাহাদের আত্মার শক্তি বৃদ্ধি পায়, কারণ তাহাদের কষ্টার্জিত অর্থ ও ধন আল্লাহ্র পথে দান করিয়া তাহারা নিজেদের উপরে স্বেচ্ছাকৃতভাবে যে বোঝা আরোপ করেন, তাহা বহন করিবার শক্তি লাভ করিয়া তাহারা শক্তিমান হইয়া উঠেন এবং তাহাদের ঈমানে দৃঢ়তা বৃদ্ধি পায় ।

৩৩৫। মুক্ত হস্তে আল্লাহ্র পথে দান করার ফলে মো'মেনের হৃদয় উচ্চ ও ফলনশীল ভূমিখণ্ডের মত হইয়া যায়, যাহা অতিবৃষ্টিতেও ডুবে না এবং অল্পবৃষ্টিতেও ভাল ফসল প্রদান করে ।

২৬৭ । তোমাদের মধ্যে কেহ কি ইহা চাহে যে, তাহার জন্য খর্জুর ও আঙ্গুরের এমন একটি বাগান থাকুক , যাহার তলদেশ দিয়া নহরসমূহ প্রবাহিত থাকে, উহাতে তাহার জন্য সর্বপ্রকার ফল থাকে, অতঃপর তাহাকে বার্ধক্য আসিয়া আক্রমণ করে এবং তাহার দুর্বল সন্তান-সন্ততি থাকে; এমন সময় সেই বাগানের উপর দিয়া এক অগ্নিময় ঘূর্ণিঝড় বহিয়া যায়, ফলে উহা পুড়িয়া ভস্মীভূত[৩৩৬] হইয়া যায় ? এইরূপে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য নিদর্শনাবলী সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন যেন তোমরা চিন্তা করিয়া কাজ কর ।

أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيلٍ وَّأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ ۙ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ ۙ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَآءُ ۖ فَأَصَابَهَآ إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ ۗ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْأٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢٦٦﴾

৩৬ [৬] ৪

২৬৮ । হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ ! তোমরা খরচ কর পবিত্র বস্তু হইতে যাহা তোমরা উপার্জন কর, এবং উহা হইতেও যাহা আমরা তোমাদের জন্য যমীন হইতে উৎপন্ন করি; এবং তোমরা এমন নিকৃষ্ট বস্তুর সংকল্প করিও না, যাহা হইতে তোমরা খরচ কর বটে, কিন্তু তোমরা স্বয়ং চক্ষু বন্ধ না করিয়া আদৌ উহা[৩৩৭] গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহ। এবং জানিয়া রাখ যে, নিশ্চয় আল্লাহ্ স্বয়ংসম্পূর্ণ-ঐশ্বর্যশালী, সকল প্রশংসার যোগ্য ।

يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَنفِقُوا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِـَٔاخِذِيهِ إِلَّآ أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوٓا أَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

২৬৯ । শয়তান তোমাদিগকে দারিদ্র্যের[৩৩৮] ভয় দেখায় এবং সে তোমাদিগকে অশ্লীলতার[৩৩৯] আদেশ দেয়, পক্ষান্তরে আল্লাহ্ নিজ পক্ষ হইতে তোমাদিগকে ক্ষমা এবং ফযলের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন।বস্তুতঃ আল্লাহ্ প্রাচুর্যদানকারী, সর্বজ্ঞানী ।

ٱلشَّيْطٰنُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَآءِ ۖ وَاللّٰهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا ۗ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦٨﴾

৩৩৬। এই উপমা দিয়া,মুসলমানকে সতর্ক করা হইতেছে যে,তাহারা যদি লোক-দেখানোর জন্য দান ও খয়রাত এবং আল্লাহ্‌র রাস্তায় টাকা-পয়সা খরচ করেন কিংবা দান-খয়রাতের পরে উপকৃতদের খোঁটা দিয়া মনঃকষ্ট দেন, তাহা হইলে তাহাদের সমস্ত দান-খয়রাত একেবারে বিফলে যাইবে ।

৩৩৭। এই আয়াতে বলা হইয়াছে যে, ন্যায়ভাবে উপার্জিত ভাল ও পবিত্র বস্তু নিজে রাখিয়া, মন্দ বস্তু আল্লাহ্‌র নামে দান করা অনুচিত । ব্যবহৃত বস্তু ইত্যাদি গরীবকে দান করা যাইতে পারে, তাই বলিয়া কেবল ঐগুলিকেই গরীবের জন্য চিহ্নিত করা ধনীদের পক্ষে ঠিক নয় ।

৩৩৮ 'ফাকারা' অর্থ 'সে মুক্তার মধ্যে ছিদ্র করিল' ; 'ফাকুরা' অর্থ সে গরীব ও অভাবী হইয়া গেল ; 'ফাকিরা' অর্থ তাহার মেরুদণ্ডের কষ্ট দেখা দিল । অতএব, 'ফক্‌র' মানে 'দারিদ্র্য', 'অভাব', দায়গ্রস্ততা, যাহা মানুষের মেরুদণ্ড সোজা হইতে দেয় না ; যাহা দুশ্চিন্তা ও অশান্তি দ্বারা মানসিক কষ্ট দেয় (লেইন)।

৩৩৯। শয়তান মানুষের মনে কুমন্ত্রণা যোগায় যে, এত দান-খয়রাত করিলেতো দুইদিনেই ধন-সম্পদ ফুরাইয়া যাইবে এবং দাতা দরিদ্র হইয়া পড়িবে । এই আয়াত শয়তানের এই কুপ্ররোচনাকে, দাতার মনে স্থান দিতে বারণ করে এবং অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে ঘোষণা করে যে, ধনী ব্যক্তিরা যদি পরোপকারের জন্য মুক্ত হস্তে ব্যয় না করে, তাহা হইলে, জাতি অল্পকালের মধ্যেই দরিদ্র হইয়া পড়িবে ; আর্থিকভাবে দেশ অবনতির দিকে যাইবে এবং নৈতিক মূল্যবোধ হইতে দেশ বঞ্চিত হইয়া পড়িবে । যে সম্প্রদায়ের গরীব-দুঃখীদের অর্থনৈতিক প্রয়োজন মিটানো হয় না, সেই সম্প্রদায়ের চরিত্র-পতন ঘটে, কেননা জীবন-জীবিকার জন্য তাহারা গর্হিত ও ঘৃণিত পথে অগ্রসর হইতে থাকে । দেশ ও জাতির জন্য ইহা খুবই মারাত্মক অবস্থা ।

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَمَنْ يُّؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيْرًا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ اِلَّآ اُولُوا الْاَلْبَابِ ﴿٢٧٠﴾

২৭০ । তিনি যাহাকে চাহেন হিকমত[৩৪০] প্রদান করেন, এবং যাহাকে হিকমত প্রদান করা হয়, তাহাকে প্রভূত কল্যাণ প্রদান করা হয়; প্রকৃত পক্ষে বুদ্ধিমান লোক ব্যতীত অন্য কেহ উপদেশ গ্রহণ করে না ।

وَمَآ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ نَّفَقَةٍ اَوْ نَذَرْتُمْ مِّنْ نَّذْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُهٗ ۗ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ ﴿٢٧١﴾

২৭১ । এবং যাহাকিছু তোমরা খরচ কর অথবা যাহাকিছু তোমরা মানত কর,[৩৪১] নিশ্চয় আল্লাহ্ উহা জানেন; এবং যালেমদের জন্য কোন সাহায্যকারী হইবে না ।

اِنْ تُبْدُوا الصَّدَقٰتِ فَنِعِمَّا هِيَ ۚ وَاِنْ تُخْفُوْهَا وَتُؤْتُوْهَا الْفُقَرَآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۗ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِّنْ سَيِّاٰتِكُمْ ۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ﴿٢٧٢﴾

২৭২ । যদি তোমরা প্রকাশ্যে সদকাহ দান কর, তাহা হইলে ইহাও খুব ভাল; এবং যদি তোমরা উহা গোপনে দান কর এবং উহা দরিদ্রগণকে দাও, তাহা হইলে ইহা তোমাদের জন্য উৎকৃষ্টতর,[৩৪২] এবং তিনি (ইহার কারণে) তোমাদের অনেক অনিষ্ট[৩৪৩] তোমাদের নিকট হইতে দূরীভূত করিয়া দিবেন। এবং তোমরা যাহা কর উহা সম্বন্ধে আল্লাহ্ সম্যক অবগত আছেন ।

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدٰىهُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَلِاَنْفُسِكُمْ ۗ وَمَا تُنْفِقُوْنَ اِلَّا ابْتِغَآءَ وَجْهِ اللّٰهِ ۗ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ يُّوَفَّ اِلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تُظْلَمُوْنَ ﴿٢٧٣﴾

২৭৩ । তাহাদিগকে হেদায়াত দেওয়ার দায়িত্ব তোমার উপর ন্যস্ত নহে, বরং আল্লাহ্ যাহাকে চাহেন হেদায়াত দান করেন। এবং ধন-সম্পদ হইতে তোমরা যাহা খরচ কর উহা তোমাদেরই আত্মার কল্যাণের জন্য, কারণ তোমরা শুধু আল্লাহ্র[৩৪৪] সন্তুষ্টি লাভের জন্যই খরচ করিয়া থাক, এবং ধন-সম্পদ[৩৪৫] হইতে তোমরা যাহা কিছু খরচ কর উহা তোমাদিগকে সম্পূর্ণরূপে ফেরৎ দেওয়া হইবে এবং তোমাদের প্রতি যুলুম করা হইবে না ।

---

৩৪০ । এই আয়াতটি ইহাই বুঝাইতে চাহে যে, আল্লাহ্র পথে, পরের উপকার সাধনের উদ্দেশ্যে, ব্যয় করার জন্য ধনীদের প্রতি আল্লাহ্র দেওয়া এই নির্দেশটি অত্যন্ত প্রজ্ঞাময় ও বুদ্ধিমত্তাপূর্ণ । কেননা, জাতির উন্নতি ও অগ্রগতির চাবিকাঠি এই নির্দেশ পালনের মধ্যে নিহিত আছে ।

৩৪১ । হাদীসে আছে রসূলে আকরাম (সাঃ) বাধ্যতামূলক নহে এমন কোন সৎকর্ম করার জন্য শর্তযুক্ত শপথ করা অনুমোদন করেন না । কিন্তু যদি কেহ নিজ হইতে এইরূপ শপথ করিয়া ফেলে, তবে তাহা পূরণ করা তাহার জন্য বাধ্যতামূলক হইয়া যায় ।

৩৪২ গোপনে দান করা এবং প্রকাশ্যে দান করা, এই উভয় প্রকারের দানই ইসলাম উৎসাহিত করিয়াছে, ইহাতে বুদ্ধিমত্তা রহিয়াছে । প্রকাশ্যে দান করিয়া মানুষ দৃষ্টান্ত স্থাপন করিলে, অন্যেরা সেই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করার প্রেরণা লাভ করে । গোপনে দান করা অনেক ক্ষেত্রে শ্রেয়ঃ; কেননা দান গ্রহণকারী ব্যক্তির অভাব-অনটন জনিত অসম্মান-বোধও ইহাতে ঢাকা থাকে এবং তাহার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় না । অপরদিকে, দাতার গৌরব-বোধও ইহাতে সংযত থাকে ।

৩৪৩। এখানে 'মিন' শব্দটি বাক্যটিকে জোরালো করার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইয়াছে; অথবা 'অনেক' বা 'কতিপয়' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে ।

৩৪৪। এই আয়াতটি, আঁ-হযরত (সাঃ)-এর সাহাবীগণের সহজাত সৎকর্মশীলতার এক দলিল বা প্রশংসাপত্র । আল্লাহ্র পথে নিজের ধন ও অর্থ বিলাইতে তাহাদের কোনও নির্দেশের প্রয়োজন হয় নাই । আল্লাহ্র নির্দেশ জারী হইবার পূর্ব হইতেই, তাহারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি-লাভের লক্ষ্যে স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া এই সৎকাজ করিয়া আসিতেছিলেন । আয়াতটিতে আল্লাহ্তা'লা ইহাই বলিয়াছেন ।

৩৪৫। 'খায়ের' অর্থ 'যাহা কিছু ভাল' (লেইন)। এখানে 'খায়ের' শব্দটি ব্যবহার দ্বারা 'দানের' অর্থকে বহু ব্যাপক করিয়া দিয়াছে । 'দান' করার অর্থ কেবল টাকা-পয়সা দানই নয়, বরং যতপ্রকারের পরোপকার হইতে পারে, তাহার সবই 'দান বা খায়ের' এর অন্তর্ভুক্ত করা

لِلْفُقَرَآءِ الَّذِيْنَ اُحْصِرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ
لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ضَرْبًا فِي الْاَرْضِ
يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ اَغْنِيَآءَ مِنَ التَّعَفُّفِ ۚ
تَعْرِفُهُمْ بِسِيْمٰهُمْ ۚ لَا يَسْـَٔلُوْنَ النَّاسَ
اِلْحَافًا ؕ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ
بِهٖ عَلِيْمٌ ﴿۲۷۴﴾

২৭৪। (উপরোক্ত দান সমূহ) ঐ অভাবীগণের জন্য যাহাদিগকে আল্লাহ্‌র পথে (অন্যান্য কাজ হইতে) এমনভাবে আবদ্ধ[৩৪৬] করা হইয়াছে যে, তাহারা ভূপৃষ্ঠে চলাফেরা করিতে পারে না। (তাহারা সাহায্য) চাওয়া হইতে বিরত থাকার কারণে অজ্ঞ লোক তাহাদিগকে ধনী মনে করে। তুমি তাহাদিগকে তাহাদের চেহারার[৩৪৭] লক্ষণ দেখিয়া চিনিতে পারিবে; তাহারা মানুষের নিকট নাছোড়বান্দা[৩৪৮] হইয়া কিছু চাহে না। এবং তোমরা ধন-সম্পদ[৩৪৮-ক] হইতে যাহা কিছু খরচ কর, আল্লাহ্ নিশ্চয় উহা সম্বন্ধে সম্যক[৩৪৯] অবগত আছেন।

اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ
سِرًّا وَّ عَلَانِيَةً فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ
رَبِّهِمْ ۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
يَحْزَنُوْنَ ﴿۲۷۵﴾

২৭৫। যাহারা নিজেদের ধন-সম্পদ রাত্রে এবং দিবসে গোপনে এবং প্রকাশ্যে খরচ করে, তাহাদের জন্য তাহাদের প্রভুর সন্নিধানে পুরস্কার সংরক্ষিত আছে, এবং তাহাদের কোন ভয় নাই এবং তাহারা দুঃখিতও হইবে না।

اَلَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا
كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ
الْمَسِّ ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
الرِّبٰوا ۘ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا ؕ
فَمَنْ جَآءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ
مَا سَلَفَ ؕ وَاَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِ ؕ وَمَنْ عَادَ
فَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿۲۷۶﴾

২৭৬। যাহারা সুদ[৩৫০] খায় তাহারা সেইভাবে দাঁড়ায় যেভাবে[৩৫১] ঐ ব্যক্তি দাঁড়ায় যাহাকে শয়তান সংস্পর্শে আনিয়া জ্ঞান-বুদ্ধি-হারা করিয়া ফেলে। ইহা এই কারণে যে, তাহারা বলে, 'ক্রয়-বিক্রয়ও সুদেরই মত'; অথচ আল্লাহ্ ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল করিয়াছেন এবং সুদকে হারাম করিয়াছেন। সুতরাং যাহার নিকট তাহার প্রভুর পক্ষ হইতে কোন উপদেশ আসে এবং সে বিরত হয়, তাহা হইলে অতীতে যাহা কিছু হইয়াছে উহা তাহারই এবং তাহার ব্যাপার আল্লাহ্‌র নিকট ন্যস্ত। এবং যাহারা পুনরায় ইহা করিবে, তাহারা নিশ্চয় অগ্নিবাসী হইবে, সেখানে তাহারা দীর্ঘকাল থাকিবে।।

হইয়াছে।

৩৪৬। অবস্থা অনেক সময় মানুষকে এমন স্থানে আটক থাকিতে বাধ্য করে, যেখানে রুযি-রোযগারের কোন পথ নাই। এইরূপ লোকদের জন্য, সম্পদশালীদের সাহায্য একান্ত প্রয়োজন। দুই ধরণের লোক বিশেষভাবে এই শ্রেণীভুক্তঃ(ক) ঐসকল লোক যাহারা আধ্যাত্মিক কল্যাণ লাভের উদগ্র ইচ্ছায়, কোন ওলী-আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যে অবিচ্ছেদ্যরূপে দিনাতিপাত করেন, (খ) যাহারা শত্রু-পরিবেষ্টিত অবস্থায় এমনি আটকা পড়িয়াছেন যে, নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ-পত্র যোগাড় করা তাহাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

৩৪৭। 'সীমা' অর্থ 'পরিচিতি-চিহ্ন বা সাধারণ মুখমণ্ডলের' লক্ষণ (আকরাব)।

৩৪৮। এই আয়াত, ঘটনাক্রমে, ঐসব আত্ম-সম্মানী ব্যক্তিদের প্রশংসা করিয়াছে যাহারা অন্যের কাছে হাত পাতে না। ইহাতে 'ভিক্ষাবৃত্তির' প্রতি কটাক্ষ করা হইয়াছে।'তা আফফুফ' (দূষণীয় ও অন্যায় বস্তু হইতে বিরত থাকা) ও 'ইলাহাফ্' (অতিরিক্ত মিনতি) শব্দদ্বয় ব্যবহার দ্বারা ঘৃণা প্রকাশ পায়। মহানবী (সাঃ) ভিক্ষা করাকে নিরুৎসাহিত করিয়াছেন।

৩৪৮-ক 'খায়ের' মানে ধন-দৌলত, অপরিমেয় সম্পদ, সৎভাবে উপার্জ্জিত মালামাল ও অর্থকড়ি (মুফ্‌রাদাতা)।

৩৪৯। দান দুই প্রকারের— যাকাত যাহা অবশ্য দেয়, এবং 'সাদ্‌কাহ্' যাহা স্বেচ্ছা-প্রণোদিত। 'যাকাত' কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অবস্থাশালী মুসলমানদের কাছ হইতে সঞ্চিত ধনের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অংশ হিসাবে সংগৃহীত হয় এবং গরীব-দুঃখী, এতিম, বিধবা, পথিক ইত্যাদির মঙ্গল ও সাহায্যার্থে ব্যয় করা হয়। সাহায্য প্রাপ্তরা 'যাকাত' প্রদানকারীদের কাহাকেও চিনে না বলিয়া ব্যক্তিগতভাবে কাহারও কাছে ঋণী বলিয়া মনে করে না। 'যাকাত' কর্তৃপক্ষের (নেয়ামের) অবশ্য প্রাপ্য এবং ধনীর অবশ্য দেয় বলিয়া ইহা 'দানের' পর্যায়ে পড়ে না। 'সাদ্‌কাহ' হইল

৩৫০ ও ৩৫১ টিকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَيُرْبِي الصَّدَقٰتِ ۗ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ اَثِيْمٍ ﴿٢٧٧﴾

২৭৭ । আল্লাহ্ সুদকে বিলুপ্ত[৩৫২] করেন এবং দানকে সমৃদ্ধ করেন। বস্তুতঃ আল্লাহ্ কোন কাফের, পাপীকে আদৌ ভালবাসেন না ।

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿٢٧٨﴾

২৭৮ । নিশ্চয় যাহারা ঈমান আনে এবং নেক কাজ করে, এবং নামায কায়েম করে এবং যাকাত দেয়, তাহাদের জন্য পুরস্কার তাহাদের প্রভুর নিকট আছে, এবং তাহাদের কোন ভয় নাই এবং তাহারা দুঃখিতও হইবে না ।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰٓوا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٢٧٩﴾

২৭৯ । হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ ! তোমরা আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর, এবং যদি তোমরা মো'মেন হও তাহা হইলে তোমরা সুদের যাহাকিছু বকেয়া আছে উহা ছাড়িয়া দাও ।

স্বেচ্ছা-প্রণোদিত প্রকৃত দান । ইহার দাতা ব্যক্তিগতভাবে সাহায্য স্বরূপ ব্যক্তি বিশেষকে কিংবা সমাজের কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের জন্য দান করিয়া থাকেন । ইহার দাতাগণ সমাজের গরীব-দুঃখী ভাইদের প্রতি ভ্রাতৃত্ব ও সহানুভূতি প্রকাশ করেন, অপরপক্ষে ইহার গ্রহীতাগণ দাতাদের প্রতি দোয়া ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া থাকেন । এই 'দানের' মধ্য দিয়া, একদিকে দয়া ও সহানুভূতি এবং অপরদিকে ভক্তি-ভালবাসা ও কৃতজ্ঞতা ইত্যাদি সৎ গুণাবলী সমাজে সঞ্চারিত হয় । তাহা ছাড়া, সত্যিকার বিশ্বাসী ও মৌখিক বিশ্বাসীর মাঝে তারতম্যও বুঝা যায় 'সাদ্‌কা' দ্বারা ।

৩৫০। 'রিবা'র শাব্দিক অর্থ হইল 'অতিরিক্ত কিছু বা সংযোজিত কিছু'; টাকার ক্ষেত্রে, মূল অর্থের উপরে কিছু সংযোজন (মুফরাদাত,লেইন)। অর্থনীতির ক্ষেত্রে, চক্রবৃদ্ধি সুদ ও সাধারণ সুদ উভয়ই 'রিবা'র অন্তর্গত । হাদীসের দ্বারা বুঝা যায়, 'নির্দিষ্ট লাভের উদ্দেশ্যে ঋণ-দান' 'রিবা'র আওতায় পড়ে । তবে 'রিবা'র গূঢ় অর্থ, 'সুদ'-এর সাথে একেবারে এক, তাহা নহে । 'রিবা' অর্থ পূর্ণভাবে প্রকাশ করিতে পারে এমন শব্দের অভাবে, 'সুদ' শব্দকেই মোটামুটি ও কাছাকাছি অনুবাদ হিসাবে গ্রহণ করা যায় । যে পরিমাণ টাকা, মূল ঋণের অতিরিক্ত, দেওয়া হয় বা নেওয়া হয়, তাহাই 'সুদ' । এই কারবার ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে হউক, ব্যাঙ্কের সাথে হউক, সংস্থার সাথে হউক, পোষ্টাফিসের সাথে হউক, তাহাতে কিছু আসে যায় না । 'সুদ' কেবল টাকা কড়ি আদান-প্রদানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় । যে কোনও সামগ্রী যদি ঋণ স্বরূপ এইরূপ শর্তে দান করা হয় যে, পরিশোধের সময় একটি পূর্ব-নির্ধারিত পরিমাণ অতিরিক্ত সামগ্রী পরিশোধ করিতে হইবে, ইহাও 'রিবার' সংজ্ঞাভুক্ত ।

৩৫১। "শয়তান তাহাকে জ্ঞান-বুদ্ধিহারা করিয়া ফেলে" কথাগুলি দ্বারা ইহাই বুঝায় যে, পাগল যেমন নিজের কর্মফলের হিতাহিত জ্ঞান রাখে না, তেমনি অর্থ লগ্নিকারীরা জগতের, সমাজের ও ব্যক্তির নৈতিক ও আর্থিক কতবড় ক্ষতি সাধন করে, সেই দিকে মোটেও তাকায় না এবং পরওয়াও করে না। 'রিবা' ঋণদাতার লাভের লালসাকে এতই বাড়াইয়া তুলে যে,তাহার মন-মস্তিষ্ক নেশাগ্রস্ত হইয়া পড়ে এবং ভালোর দিকে তাহার আকর্ষণ একেবারে কমিয়া যায় । 'রিবা'কে ইসলাম বিশেষভাবে এই কারণে নিষিদ্ধ করিয়াছে, যেহেতু ইহা ধনকে মাত্র গুটিকতক লোকের হাতে কুক্ষিগত করিবার অবাধ সুযোগ করিয়া দেয় এবং ধনের ন্যায়সঙ্গত ও সুষম বন্টনকে প্রতিরোধ করে । অর্থ লগ্নিকারীরা অলসতায় জীবন কাটায় । অন্যকে সাহায্য করার প্রবৃত্তি, তাহাদের পুরাপুরি লোপ পায়, তাহাদের হৃদয়ের সহানুভূতির দরজাগুলি একেবারে বন্ধ হইয়া যায় । অন্যের অভাব-অনটন ও দারিদ্র্য-কষ্ট হইতে তাহারা ফায়দা লুটে । তেমনি ঋণ-গ্রহীতা সাধারণতঃ সহজ-লভ্য টাকা-প্রাপ্তির লোভ সংবরণ করিতে না পারিয়া, ঋণ-গ্রহণের ব্যাপারে বেশ তাড়াহুড়া করে । এমনকি পরিশোধ ক্ষমতা তাহার আছে কি নাই, তাহাও বিবেচনা করার ধৈর্য তাহার থাকে না । এইভাবে, নিজের নৈতিক অধঃপতনের সাথে সাথে, সে ঋণ-দাতারও নৈতিক পতন ঘটায় । 'রিবা' যুদ্ধ লাগায় এবং যুদ্ধকে দীর্ঘায়িত করে । ঋণ ছাড়া দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ কখনও সম্ভব নয়। এই ঋণ ও সুদ যখন পরিশোধ করার সময় হয়, তখন বিজয়ী এবং বিজিত উভয়েই নিজেদেরকে অর্থনৈতিক চরম দুর্দশায় নিপতিত দেখিতে পায় । সহজে ঋণ-প্রাপ্তি যুদ্ধ-স্পৃহাকে বাড়াইয়া তুলে; কেননা নাগরিকগণ হইতে প্রত্যক্ষ কর আদায়ের ঝক্কি-ঝামেলা ইহাতে কমিয়া যায় । তাই, ইসলাম সর্ব প্রকারের সুদকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে । বর্তমান যুগে সুদের সাথে ব্যবসায়ের যে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহাতে 'সুদকে' জীবন হইতে সম্পূর্ণ বাদ দেওয়া একেবারে অসম্ভব বলিয়া মনে হয় । তবে পদ্ধতির পরিবর্তন, পারিপার্শ্বিকতার বিবর্তন ও ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ দ্বারা সুদ-মুক্ত ব্যবসা-বাণিজ্য চালানো নিশ্চয় সম্ভব হইতে পারে, যেমনটি হইয়াছিল ইসলামের উন্নতির যুগে।

৩৫২। ইহা একটি ভবিষ্যদ্বাণী বলিয়া মনে হয়; সুদ-ভিত্তিক অর্থনীতি একদিন তিরোহিত হইবে কিংবা ধ্বংস-প্রাপ্ত হইবে ।

فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ۚ وَاِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوْسُ اَمْوَالِكُمْ ۚ لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ ﴿٢٧٩﴾

২৮০ । এবং যদি তোমরা ইহা না কর, তাহা হইলে আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসূলের সঙ্গে যুদ্ধের ঘোষণা শ্রবণ কর, কিন্তু যদি তোমরা তওবা কর তাহা হইলে তোমাদের জন্য তোমাদের মূলধন রহিয়াছে; (এইরূপে) তোমরা কাহারও উপর যুলুম করিবে না এবং তোমাদের উপরও যুলুম করা হইবে না ।

وَاِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلٰى مَيْسَرَةٍ ۭ وَاَنْ تَصَدَّقُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٨٠﴾

২৮১ । এবং যদি কোন (ঋণী) ব্যক্তি দুর্দশাগ্রস্ত হয়, তাহা হইলে তাহাকে সচ্ছলতা[৩৫৩] পর্যন্ত অবকাশ দিতে হইবে, আর তোমাদের দান করিয়া দেওয়া তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা বুঝ।

وَاتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ اِلَى اللّٰهِ ۡ ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿٢٨١﴾ ع ٣٨ [٨] ٦

২৮২ । এবং তোমরা সেই দিনকে ভয় কর যেদিন তোমাদিগকে আল্লাহ্র দিকে ফিরাইয়া লইয়া যাওয়া হইবে; অতঃপর,প্রত্যেক ব্যক্তিকে সে যাহা অর্জন করিয়াছে তাহা পূর্ণরূপে প্রদান করা হইবে এবং তাহাদের উপর যুলুম করা হইবে না ।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ ۭ وَلْيَكْتُبْ بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِالْعَدْلِ ۠ وَلَا يَاْبَ كَاتِبٌ اَنْ يَّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ فَلْيَكْتُبْ ۚ وَلْيُمْلِلِ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْـــًٔا ۭ فَاِنْ كَانَ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا اَوْ ضَعِيْفًا اَوْ لَا يَسْتَطِيْعُ اَنْ يُّمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهٗ بِالْعَدْلِ ۭ وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ ۚ فَاِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّامْرَاَتٰنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ

২৮৩ । হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ ! যখন তোমরা নির্দিষ্টকালের জন্য ঋণ সম্পর্কে পরস্পরের মধ্যে লেন-দেন কর, তখন তোমরা উহা লিখিয়া লও। এবং তোমাদের মধ্যে কোন লেখক যেন ন্যায়সংগতভাবে লিখিয়া দেয়, এবং লেখক যেন লিখিতে অস্বীকার না করে, কারণ আল্লাহ্ তাহাকে শিক্ষা দিয়াছেন, অতএব সে যেন লিখে; এবং যাহার উপর (ঋণ শোধের) দায়িত্ব সে যেন (সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তু) লেখায়,[৩৫৪] এবং তাহার প্রভু আল্লাহ্র তাক্ওয়া অবলম্বন করে, এবং উহার মধ্যে যেন সে কিছু কম না করে। কিন্তু ঋণ গ্রহণকারী যদি নির্বোধ অথবা দুর্বল হয় অথবা স্বয়ং (বিষয়বস্তু) লিখাইতে অসমর্থ হয় তাহা হইলে তাহার অভিভাবক যেন ন্যায়সংগতভাবে (বিষয়বস্তু) লেখায়। এবং তোমাদের পুরুষদের মধ্য হইতে দুই জনকে সাক্ষী রাখ, কিন্তু যদি দুইজন পুরুষ না জোটে তাহা হইলে উপস্থিত দর্শকগণের মধ্য হইতে যাহাদিগকে তোমরা পসন্দ কর একজন পুরুষ এবং দুইজন স্ত্রীলোক (সাক্ষী

৩৫৩। ঋণ-দেওয়াকে ইসলাম উৎসাহিত করে । তবে সেই ঋণদান সূদ-বিহীন ও কল্যাণকর হওয়া চাই। যদি কোন ঋণী ব্যক্তি অভাবের কারণে, সময় মত ঋণ পরিশোধ করিতে বাস্তবিকই অসমর্থ হয়, তাহা হইলে তাহাকে আরও সময় দেওয়া উচিত, যাহাতে সে সুবিধামত ঋণ পরিশোধ করিতে পারে ।

৩৫৪। ঋণের শর্তাবলী ঋণ-গ্রহীতা লিপিবদ্ধ করিবে বা ঘোষণা করিবে । কারণ (১) ঋণ-গ্রহীতাকে ঋণের বোঝা বহন করিতে হইবে এবং সংশ্লিষ্ট দায়িত্বাবলী পালন করিতে হইবে । অতএব, ইহাই ন্যায়সঙ্গত যে, শর্তের কথাগুলি তাহার দ্বারাই বিকশিত হউক । (২) ঋণ সংক্রান্ত দলিলটি ঋণদাতার হাতে থাকিতে হইবে, যাহাতে ঋণ-গ্রহীতা কখনও ঋণের পরিমাণ ও ঋণের শর্তাদি সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠাইতে না পারে । আর অনেকটা এই কারণেও, দলিলটা তাহার নিজহাতে কিংবা তাহার উচ্চারিত বাক্যদ্বারা লিখিত হওয়া উচিত ।

الشُّهَدَآءِ اَنْ تَضِلَّ اِحْدٰىهُمَا فَتُذَكِّرَ
اِحْدٰىهُمَا الْاُخْرٰى ؕ وَلَا يَاْبَ الشُّهَدَآءُ
اِذَا مَا دُعُوْا ؕ وَلَا تَسْـَٔمُوْٓا اَنْ تَكْتُبُوْهُ
صَغِيْرًا اَوْ كَبِيْرًا اِلٰٓى اَجَلِهٖ ؕ ذٰلِكُمْ اَقْسَطُ
عِنْدَ اللّٰهِ وَاَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَاَدْنٰٓى اَلَّا
تَرْتَابُوْٓا اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً حَاضِرَةً
تُدِيْرُوْنَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ
اَلَّا تَكْتُبُوْهَا ؕ وَاَشْهِدُوْٓا اِذَا تَبَايَعْتُمْ ۪
وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَّلَا شَهِيْدٌ ؕ وَاِنْ تَفْعَلُوْا
فَاِنَّهٗ فُسُوْقٌۢ بِكُمْ ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ
وَيُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُ ؕ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ ﴿٢٨٢﴾

থাকিবে), এই জন্য যে, দুইজন স্ত্রীলোকের মধ্যে যদি একজন ভুলিয়া যায় তাহা হইলে অপরজন স্মরণ করাইয়া দিবে। এবং যখন সাক্ষীগণকে ডাকা হয় তখন তাহারা যেন অস্বীকার না করে; এবং লেন-দেন ছোট হউক বা বড় হউক তোমরা উহাকে মিয়াদসহ লিখিতে অবহেলা করিও না। ইহা আল্লাহ্‌র নিকট সর্বাধিক ন্যায়সংগত এবং প্রমাণের জন্য সর্বাধিক দৃঢ় এবং সমধিক নিকটবর্তী পন্থা যাহাতে তোমরা সন্দেহে না পড়; কিন্তু যদি নগদ কারবার হয় যাহাতে তোমরা পরস্পর (মাল ও মূল্যের) বিনিময় কর, এইরূপ ক্ষেত্রে ইহার কোন লেখা-পড়া না[৩৫৪-ক] করিলে তোমাদের উপর কোন পাপ বর্তিবে না। এবং যখন তোমরা পরস্পরের[৩৫৪-খ] মধ্যে বেচাকেনা কর তখন সাক্ষী রাখিও; এবং লেখক ও সাক্ষী কাহাকেও যেন ক্ষতিগ্রস্ত করা না হয়। কিন্তু যদি তোমরা এইরূপ কর তাহা হইলে ইহা তোমাদের অবাধ্যতা বলিয়া গণ্য হইবে। এবং তোমরা আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর। এবং আল্লাহ্ তোমাদিগকে শিক্ষা দিতেছেন; বস্তুতঃ আল্লাহ্ সকল বিষয়ে সর্বজ্ঞানী ।

وَاِنْ كُنْتُمْ عَلٰى سَفَرٍ وَّلَمْ تَجِدُوْا كَاتِبًا
فَرِهٰنٌ مَّقْبُوْضَةٌ ؕ فَاِنْ اَمِنَ بَعْضُكُمْ
بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِى اؤْتُمِنَ اَمَانَتَهٗ وَلْيَتَّقِ
اللّٰهَ رَبَّهٗ ؕ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ؕ وَمَنْ
يَّكْتُمْهَا فَاِنَّهٗٓ اٰثِمٌ قَلْبُهٗ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا
تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ ﴿٢٨٣﴾

২৮৪ । এবং যদি তোমরা সফরে থাক এবং কোন লেখক না পাও তাহা হইলে দখলসহ[৩৫৫] কোন বস্তু বন্ধক রাখা বিধেয়। এবং তোমাদের মধ্যে যদি কেহ অন্যের নিকট কিছু আমানত (গচ্ছিত) রাখে তাহা হইলে যাহার নিকট আমানত রাখা হইয়াছিল সে যেন তাহার আমানত প্রত্যর্পণ করে; এবং স্বীয় প্রভু আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন করে। এবং তোমরা সাক্ষ্যকে গোপন করিও না; এবং যে কেহ উহা গোপন করে নিশ্চয় সে এমন মানুষ যাহার অন্তর পাপী। এবং তোমরা যে কাজকর্ম কর তদ্‌সম্বন্ধে আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী ।

৩৯ [২] ৭

لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ؕ وَاِنْ
تُبْدُوْا مَا فِىْٓ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ
يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ ؕ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ

২৮৫ । যাহাকিছু নভোমণ্ডলে আছে এবং যাহাকিছু ভূমণ্ডলে আছে সবই আল্লাহ্‌র; তোমাদের অন্তরে যাহাকিছু আছে, যদি তাহা তোমরা প্রকাশ কর বা তাহা গোপন কর, আল্লাহ্ তোমাদের নিকট হইতে উহার হিসাব[৩৫৬] গ্রহণ করিবেন; অতঃপর, তিনি

৩৫৪-ক। ইহার অর্থ হইল, নগদ বেচা-কেনাতেও লিখিত ক্যাশ-মেমো বা ভাউচার বা রশীদ ইত্যাদি কিছু থাকা ভাল । ইহাতে অনেক সুবিধা আছে; অসুবিধা মোটেই নাই ।

৩৫৪-খ। ইহা বড় ধরণের বেচা-কেনা বা লেনদেনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ।

৩৫৫। কোন বস্তু ঋণদাতার কাছে আমানত রাখিয়াও ঋণ গ্রহণ করা যায় । ইহাকে আমনতী ঋণ বলা যাইতে পারে । এই ঋণকে 'আমানত' নামে অভিহিত করার অর্থ ইহাই যে, ঋণ ঠিক তেমনি যত্ন ও সততার সহিত যেন ফেরৎ দেওয়া হয়, যেমন ভাবে আমানত-কৃত ধন ঋণ-দাতার কাছ হইতে সুরক্ষিত অবস্থায় চাওয়া মাত্র ফেরৎ পাওয়ার অধিকার থাকে ।

৩৫৬। 'বিহি' শব্দটির অর্থ (ক) উপায় দ্বারা বা ভিত্তিতে, (খ) কারণে, জন্য। বাক্যাংশটির অর্থ হইবে, "আল্লাহ্ তোমাদের নিকট হইতে উহার হিসাব গ্রহণ করিবেন" । অন্যকথায়, "মানুষের কোন চিন্তা বা কাজ বিনা হিসাবে ছাড়া হইবে না, তাহা যতই গোপন হউক না কেন;

যাহাকে চাহিবেন ক্ষমা করিবেন এবং যাহাকে চাহিবেন শাস্তি দিবেন; এবং আল্লাহ্ প্রত্যেক বিষয়ের[৩৫৭] উপর সর্বশক্তিমান ।

وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٢٨٥﴾

২৮৬ । এই রসূল স্বয়ং ঈমান রাখে উহার উপর যাহা তাহার প্রতি তাহার প্রভুর পক্ষ হইতে নাযেল করা হইয়াছে এবং অপরাপর মো'মেনগণও; তাহারা সকলেই আল্লাহ্ এবং তাঁহার ফিরিশ্তা এবং তাঁহার কিতাবসমূহ এবং তাঁহার রসূলগণের[৩৫৮] উপর ঈমান রাখে; (এবং তাহারা বলে) 'আমরা তাঁহার রসূলগণের কাহারও মধ্যে কোন পার্থক্য করি না;' এবং তাহারা বলে, 'আমরা শ্রবণ করিলাম এবং আমরা আনুগত্য করিলাম; হে আমাদের প্রভু ! আমরা তোমারই নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি, এবং তোমারই নিকট প্রত্যাবর্তন ।'

اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ؕ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ ۫ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ ۫ وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا ۫ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ﴿٢٨٦﴾

২৮৭ । আল্লাহ্ কোন ব্যক্তির উপর তাহার সাধ্যাতীত[৩৫৯] (কষ্টকর) দায়িত্বভার ন্যস্ত করেন না। সে যাহা ভাল উপার্জন করিবে উহা তাহারই জন্য কল্যাণকর হইবে এবং যাহা মন্দ-উপার্জন[৩৬০] করিবে উহা তাহারই বিপক্ষে যাইবে। 'হে আমাদের প্রভু ! তুমি আমাদিগকে পাকড়াও করিও না যদি আমরা ভুলিয়া যাই অথবা ত্রুটি-বিচ্যুতি[৩৬১] করি; হে আমাদের প্রভু ! তুমি

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ؕ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ؕ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ اِنْ نَّسِيْنَآ اَوْ اَخْطَاْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ

ইহার জন্য পুরস্কার, শাস্তি কিংবা ক্ষমা, আল্লাহ্র ইচ্ছানুযায়ী, পাইতেই হইবে ।"

৩৫৭। "যাহা তিনি ইচ্ছা করেন" কথাটি দ্বারা বরং ইহা বুঝা যায়, প্রকৃতির নিয়ম বা আইনের অস্তিত্ব রহিয়াছে (৭ঃ১৫৭)। কিন্তু, আল্লাহ্র ক্ষেত্রে, যেহেতু তাঁহার ইচ্ছাই আইন, সেই হেতু কুরআন এই প্রকাশভঙ্গি ব্যবহার করিয়া বুঝাইতে চাহিয়াছে (১) বিশ্ব জগতের সার্বভৌম ও চূড়ান্ত কর্তৃত্ব আল্লাহ্রই এবং (২) তাঁহার ইচ্ছাই আইন এবং (৩) তাঁহার ইচ্ছা ন্যায় ও হিতের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে, কেননা তিনি সকল পূর্ণ গুণের অধিকারী (১৭ঃ১১১)।

৩৫৮। আধ্যাত্মিক পবিত্রতা অর্জনের প্রধান উপায় সৎকর্মশীলতা । তবে, হৃদয়ের সততা ও পবিত্রতার উপরে সৎকর্মশীলতা নির্ভরশীল । আর সঠিক ঈমানই হইল হৃদয়ের সততা ও পবিত্রতার মূল উৎস। তাই, কুরআনের শিক্ষানুযায়ী, এই আয়াতে ইসলামের মূল বিশ্বাসগুলি সঠিক ক্রমানুযায়ী তুলিয়া ধরা হইয়াছে, যথাঃ আল্লাহ্ ও ফিরিশ্তাগণের উপর ঈমান, তাঁহার কিতাব ও নবীগণের উপর ঈমান ।

৩৫৯। এই আয়াতের প্রথম বাক্যটি প্রায়শ্চিত্তবাদকে তীব্রভাবে খণ্ডন করিতেছে । ইহাতে দুইটি নীতি বর্ণিত হইয়াছেঃ (১) মানুষের ক্ষমতা ও প্রকৃতিগত সীমাবদ্ধতা বিবেচনা করিয়াই আল্লাহ্তা'লা তাহার উপর নির্দেশ জারী করেন, (২) এই বিশ্বে থাকিয়া নৈতিক পবিত্রতা অর্জনের অর্থ ইহা নয় যে, সর্বপ্রকার দোষ-ত্রুটি হইতে মানুষ সম্পূর্ণ মুক্ত হইয়া যাইবে । মানুষের কাছ হইতে যাহা আশা করা হয়, তাহা এই যে, সে যেন সৎকর্মশীল, মঙ্গলময় জীবন যাপনের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে; আর পাপকে বর্জন করিবার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করে । আন্তরিক প্রচেষ্টা এই দুইটি বিষয়ের দিকে থাকিলে, বাদ বাকী ত্রুটি করুণাময় আল্লাহ্ই ক্ষমা করিয়া দিবেন । অতএব, প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন কি ?

৩৬০। 'কাসাবা' সাধারণতঃ সৎ কাজ করা বুঝায় এবং 'ইক্তাসাবা' অসৎ কাজ করা বুঝায় । উভয় শব্দই একটি ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তথাপি শেষের শব্দটিতে অধিক প্রচেষ্টার ভাব বিদ্যমান রহিয়াছে । সৎকর্ম, বিনা চেষ্টায় এবং সজ্ঞানে না করিলেও তাহা পুরস্কৃত হইবে । কিন্তু কেবল সেই ব্যক্তিকেই শাস্তি দেওয়া হইবে, যে সজ্ঞানে ও স্ব-ইচ্ছায় মন্দ কাজে লিপ্ত হইবে ।

৩৬১। 'নিসিয়ান' ও 'খাতিয়াহ্' স্বাভাবিক অবস্থায় শাস্তিযোগ্য নহে; কেননা শাস্তিদানের মৌলিক উপাদান 'ইচ্ছা' বা সংকল্প যাহা এখানে অনুপস্থিত । কিন্তু এখানে শব্দগুলিতে বিস্মৃতি-জনিত ভুলের ইঙ্গিত আছে যাহা সাবধানতা অবলম্বন করিলে ঘটিত না ।

مِنْ قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا
طَاقَةَ لَنَا بِهٖ ۚ وَاعْفُ عَنَّا ۟ وَاغْفِرْ لَنَا ۟
وَارْحَمْنَا ۟ اَنْتَ مَوْلٰنَا فَانْصُرْنَا عَلَى
الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٢٨٧﴾ ع ٨

আমাদের উপর এমন দায়িত্বভার[৩৬২] অর্পণ করিও না যেরূপ দায়িত্বভার তুমি আমাদের পূর্ববর্তীগণের উপর অর্পণ করিয়াছিলে। হে আমাদের প্রভু ! তুমি আমাদের উপর এমন বোঝা চাপাইও না যাহা বহন করার শক্তি আমাদের নাই; তুমি আমাদিগকে মার্জনা কর এবং আমাদিগকে ক্ষমা কর এবং তুমি আমাদের উপর রহম কর, (কারণ) তুমিই আমাদের অভিভাবক, অতএব কাফের জাতির বিরুদ্ধে তুমি আমাদিগকে সাহায্য কর' ।

৪০ [৩] ৮

৩৬২। 'ইস্‌র' মানে (১) এমন বোঝা যাহা লইয়া নড়াচড়া করা যায় না,(২) অতি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব, যাহা পালনে অবহেলা করিলে বা অপারগ হইলে শাস্তি পাইতে হইবে,(৩) পাপ বা অপরাধ এবং (৪) পাপের গুরুতর শাস্তি। "আমাদের উপর এমন দায়িত্বভার অর্পণ করিও না, যেরূপ তুমি আমাদের পূর্ববর্তীগণের উপর অর্পণ করিয়াছিলে" এই বাক্যটির অর্থ ইহা নহে যে পূর্ববর্তীগণের বোঝা হইতে আমাদের বোঝা যেন লাঘব হয় । ইহার আসল অর্থ হইল, তোমার প্রদত্ত বোঝা বহন করিবার শক্তি আমাদিগকে প্রদান করিও, যাহাতে চুক্তিভঙ্গ ও দায়িত্ব পালন না করার অভিযোগে আমরা অভিযুক্ত না হই, যেমনটা হইয়াছিল আমাদের পূর্ববর্তীগণের ক্ষেত্রে । ইহা ব্যক্তিগত প্রার্থনা নহে,বরং ইসলামের নিরাপত্তা ও সংরক্ষণের জন্য একটি সম্মিলিত প্রার্থনা এবং বিশ্বের মুসলমানকে আল্লাহ্‌তা'লার অসন্তুষ্টি অর্জন হইতে বাঁচাইবার জন্য একটি সমবেত কাতর মিনতি ।

৩-সূরা আ লে 'ইমরান

(হিজরতের পরে অবতীর্ণ)

পূর্ববর্তী সূরার সহিত সম্পর্ক

পূর্ববর্তী সূরা আল্ বাকারার সহিত এই সূরার এক গভীর ও সুদূরপ্রসারী সম্পর্ক রহিয়াছে, যেজন্য এই দুই সূরাকে একত্রে "আয্ যাহ্রাওয়ান" (দুইটি উজ্জ্বল আলো) বলা হয় । পূর্ববর্তী সূরাতে ইহুদীদের ভ্রান্ত বিশ্বাস ও দুষ্কর্ম নিয়াই বেশীর ভাগ আলোচনা করা হইয়াছে, যাহাদের মধ্যে মূসায়ী শরীয়াত প্রবর্তিত হয় । বর্তমান সূরাতে খৃষ্টধর্মের ভ্রান্ত বিশ্বাস ও মতবাদ নিয়াই প্রধানতঃ মূল আলোচনা কেন্দ্রীভূত হইয়াছে । সূরাটির নামকরণ করা হইয়াছে 'আ ল ইমরান' (ইমরানের পরিবার-পরিজন)। 'ইমরান' বা 'আমরান' ছিলেন হযরত মূসা (আঃ) এবং হযরত হারূন (আঃ)-এর পিতা এবং হযরত ঈসা (আঃ)-এর মাতা বিবি মরিয়মের পরিবারের পূর্ব পুরুষ । হযরত ঈসা (আঃ)-এর জীবন বৃত্তান্ত ও তাঁহার কর্মধারা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা এই সূরাতে বর্ণিত হইয়াছে । সূরা বাকারার সহিত ইহার গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান থাকায় স্বাভাবিক ভাবেই ইহা সূরা বাকারার অব্যবহিত পরে অবতীর্ণ হইয়াছে বলিয়া ধরিয়া নেওয়া চলে । তদুপরি ইহাতে ওহুদ যুদ্ধ সম্পর্কে বিস্তারিত উল্লেখ থাকায় সূরাটি হিজরী ৩য় বৎসরেই অবতীর্ণ হইয়াছে বলিয়া অনেকের বিশ্বাস।

সূরা বাকারার সহিত সূরা আ লে ইমরানের দ্বিবিধ সম্পর্ক রহিয়াছে । প্রথমতঃ উভয় সূরার বিষয়-বস্তুর সম্পর্ক ও দ্বিতীয়তঃ আল্ বাকারার শেষাংশ ও অত্র সূরার প্রারম্ভের সহিত সাদৃশ্য । বস্তুতঃ সমস্ত কুরআন শরীফের (সূরা সমূহের) বিন্যাস প্রধানতঃ দুই প্রকারের বলিয়া লক্ষ্য করা যায় । যেমন, কোন সূরার শেষাংশে যেই বিষয়ের আলোচনা করা হয়, উহার ধারাবাহিকতা পরবর্তী সূরার শুরুতেও রক্ষিত হইয়াছে । অথবা, পূর্ববর্তী সূরার বিষয়বস্তু সার্বিকভাবে পরবর্তী সূরাতেও উল্লেখিত হইয়াছে । সূরা বাকারা ও সূরা আ লে ইমরানের মধ্যে এই উভয়বিধ সম্পর্কই বিদ্যমান । সার্বিকভাবে উভয় সূরার মধ্যে বিষয়বস্তুগত বক্তব্যের যে সম্পর্ক রহিয়াছে উহার আলোচনা মূলতঃ মূসায়ী শরীয়াত হইতে কিভাবে ইসলামী শরীয়াতে নবুওয়াতের ধারা স্থানান্তরিত করা হইল উহাকে কেন্দ্র করিয়া করা হইয়াছে । সূরা বাকারার প্রধান বক্তব্য ছিল ইহাই এবং ইহার কারণ বিশ্লেষণে ইহুদীদের নৈতিক অধঃপতনের উপর আলোকপাত করিয়া কিছু আলোচনাও উক্ত সূরাতে করা হইয়াছিল । কিন্তু সূরা বাকারাতে খৃষ্টান ধর্মমত (যাহা মূসায়ী শরীয়াতেরই চরম পরিণতি) সম্পর্কে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য আলোচনা করা হয় নাই । ইহাতে কাহারো কাহারো মনে হয়তো সঙ্গত কারণেই এই সন্দেহের উদ্রেক হইতে পারে যে, ইহুদী ধর্ম,যাহার মাধ্যমে মূসায়ী শরীয়াত প্রবর্তিত হইয়াছিল, তাহা ত্রুটিপূর্ণ হইয়া গেলেও ইহার পরিণত শাখা খৃষ্টান ধর্ম বুঝি এখনো পবিত্র আছে । এমতাবস্থায় ইসলামের নূতন বিধান বা ধর্ম-ব্যবস্থা প্রচলনের কোন প্রয়োজন ছিল না । এই সন্দেহ নিরসন কল্পে খৃষ্টান ধর্মের অন্তঃসারশূন্যতা সম্পর্কে বর্তমান সূরাতে বিশদভাবে আলোচনা করা হইয়াছে ।

শিরোনাম

হাদীস পাঠ করিলে দেখা যায় যে, এই সূরার অনেকগুলি নাম রহিয়াছে । যেমন, আয্ যাহ্রা (একটি উজ্জ্বল আলো) আল্ আমান (শান্তি), আল্ কান্য (সম্পদ), আল্ মুয়িনাহ্ (সাহায্যকারী), আল্ মুজাদালাহ্ (পরস্পর বিতর্ক), আল্ এস্তেগফার (ক্ষমা প্রার্থনা), এবং তৈয়েবা (পবিত্র)। যেহেতু বর্তমান খৃষ্টধর্মের অসারতা প্রমাণ করাই বর্তমান সূরার প্রধান উদ্দেশ্য, তাই, এই ইঙ্গিত সূরার প্রারম্ভেই রহিয়াছে যে, খৃষ্ট ধর্মের শিক্ষা অপবিত্র ও অধঃপতিত হওয়ায় ইহা নূতন ও উন্নততর কোন বিধান বা ধর্ম ব্যবস্থা প্রবর্তনের পথে অন্তরায় হইতে পারে না । পরন্ত, খৃষ্ট ধর্মের অসারতাই প্রকারান্তরে একটি নূতন বিধান বা ধর্মব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করে । তাই সূরার প্রারম্ভেই খৃষ্টধর্মের মূল মতবাদকে খন্ডন করিবার জন্য আল্লাহ্তা'লার ঐশী গুণাবলীর অন্যতম 'আল্ হাইয়ুল কাইয়ুম' বা চিরজীবিত-স্বয়ম্ভর ও চিরন্তন গুণের অবতারণা করা হইয়াছে । সূরা বাকারার শেষাংশ ও বর্তমান সূরার শুরুতে যে সম্পর্ক বিদ্যমান তাহা হইল এই যে, সূরা বাকারার শেষাংশে মুসলমানদের জাতীয় উন্নতি তথা অবিশ্বাসীদের উপর ইসলামের সাফল্য ও বিজয় কামনা করা হইয়াছিল, আর তাই এই সূরার প্রারম্ভে বলা হইয়াছে যে, আল্ হাইয়ুল কাইয়ুম আল্লাহ্তা'লা অবশ্যই মুসলমানদের সাফল্য ও বিজয় প্রদান করিবেন, কেননা তিনি চিরঞ্জীব ও চিরশাশ্বত হওয়ায় সকল প্রকার দুর্বলতার উর্ধে । যিনি চিরঞ্জীব ও চিরশাশ্বত তাঁহার শক্তিতে কোন দুর্বলতা পরিলক্ষিত হয় না,তাই সত্যিকারের সফলতা একমাত্র তাঁহার সাহায্য বলেই সম্ভব ।

বিষয়বস্তু

এই সূরা পূর্ববর্তী সূরার মতই হুরূফে মুকাত্তয়াত দিয়া শুরু হইয়াছে । তিনটি শব্দ 'আলিফ' 'লাম' 'মীম্' (আমি আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ) দ্বারা আল্লাহ্র জ্ঞান প্রকাশক বৈশিষ্ট্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে । সাথে সাথে আল্লাহ্ চিরঞ্জীব, স্বয়ম্ভর ও চিরন্তন এই পরিচয় পেশ করিয়া আল্লাহ্ যে সর্বজ্ঞ সেই বৈশিষ্ট্যকে জোরদার সমর্থন দেওয়া হইয়াছে । বলা হইয়াছে যে, আল্লাহ্ চিরঞ্জীব,স্বয়ম্ভর ও চিরন্তন হওয়ায় তাঁহার পক্ষেই সর্বজ্ঞ হওয়া সম্ভব।আর যিনি সর্বজ্ঞ, তিনিই চিরঞ্জীব ও চিরশাশ্বত হইতে পারেন, কেননা, মৃত্যু ও লয় জ্ঞানহীনতারই ফল । এই সূরাতে অতঃপর

বর্ণিত হইয়াছে যে, ইহুদী ও খৃষ্টানগণ সঠিক পথ হইতে বহুদূরে সরিয়া যাওয়ার ফলে ঐশী-আযাবে নিপতিত হইবে। তাহারা যে তওরাত বা ইন্‌জীলের অনুসারী এই কথা তাহাদিগকে ঐশী-শাস্তি হইতে রক্ষা করিতে পারিবে না, কেননা, এই উভয় গ্রন্থই এখন বাতিল হইয়া যাওয়ায় উহাদের শিক্ষা মানুষের প্রয়োজন বা চাহিদা মিটাইতে অক্ষম। অতঃপর, মুসলমানদের উদ্দেশ্যে বলা হইয়াছে যে, তাহারা যেন তাহাদের মন হইতে সমস্ত প্রকার সন্দেহ ও সংশয় দূর করিয়া এই বিশ্বাসে কায়েম থাকে যে, ইহুদী ও খৃষ্টানই তাহাদের সংখ্যাধিক্য ও পার্থিব উপকরণের প্রাচুর্য সত্ত্বেও মুসলমানদের বিরুদ্ধে জয়ী হইতে পারিবে না। যেই ভাবে আল্লাহ্‌তা'লা ইহার পূর্বেও মুসলামনদেরকে তাহাদের শত্রুপক্ষ কুরাইশ ও আরবের অন্যান্য গোত্রের জনবল ও পার্থিব পরাক্রমের বিরুদ্ধে জয়যুক্ত করিয়াছিলেন, অনুরূপ ভাবে, এখনও মুসলমানদের বিজয় সংঘটিত হইবে। তদুপরি, জাতীয় পর্যায়ে কোন বিজয় শুধুমাত্র উহার পার্থিব উপকরণের প্রাচুর্যের উপরই নির্ভর করে না, বরং বিশেষভাবে উহার নৈতিক গুণাগুণ ও উৎকর্ষতার জন্যই সম্ভবপর হয়। সেইজন্য চূড়ান্ত বিজয় মুসলমানদের অনুকূলেই আসিবে, কেননা, যদিও তাহাদের পার্থিব উপকরণের স্বল্পতা রহিয়াছে কিন্তু নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষতায় তাহারা সমৃদ্ধ এবং সর্বোপরি তাহারা একটি সঠিক ও সত্য ধর্মের অনুসারী।

সূরাটিতে অতঃপর,এই বিভ্রান্তি নিরসনকল্পে আলোচনা করা হইয়াছে যে, প্রায়শঃই ইসলামের শত্রুগণ ভ্রমবশতঃ, তাহাদের জাতীয় কৃষ্টি ও আচার-অনুষ্ঠানকে মুসলমানদের চাইতে শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে করে। তাহাদেরকে বলা হইয়াছে যে, ভুল বিশ্বাস পোষণ করা এবং অন্যায় কাজে লিপ্ত থাকার ফলে তাহারা বাহ্যতঃ কার্যকারণ নিয়মকে উপেক্ষা করিতেছে, কিন্তু পরিণামে ইহার ক্ষতি হইতে তাহারা অব্যাহতি পাইবে না। ইহার পর সূরাটিতে মুসলমানদের সফলতার সম্ভাব্য উপায় সম্পর্কে আলোকপাত করিয়া বলা হইয়াছে যে, অন্য জাতির অন্ধ অনুকরণ নয়, বরং ইসলাম ও হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর শিক্ষাকে সঠিক ভাবে অনুসরণের ফলেই মুসলমানদের জাতীয় উন্নতি ও সফলতা অর্জিত হইতে পারে। অতঃপর, মূল বিষয়ের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে খৃষ্টান ধর্মমতের গুরু ও উহার ভ্রান্ত বিশ্বাসের খণ্ডন ইত্যাকার বিষয় নিয়া বিস্তারিত আলোচনা হইয়াছে। তারপর আহলে কিতাবদের দৃষ্টি এই বিষয়ের দিকে আকর্ষণ করা হইয়াছে যে, যখন মুসলমানরাও তাহাদের ধর্মের ঐশী-উৎস সম্পর্কে বিশ্বাসী, তখন মুসলমানদের সহিত সংগ্রামে বৃথা শক্তি ও সম্পদ নষ্ট করা তাহাদের উচিত নয়। বরং উভয়ের উচিত সম্মিলিত ভাবে অবিশ্বাসীদের নিকট উভয়ের সম্মত বিষয় যেমন, আল্লাহতা'লার তওহীদ বা একত্ব সম্পর্কে প্রচার করা এবং তাহাদের নিজস্ব ধর্মীয় মতভেদকে একটি আলোচিত সীমার মধ্যে আবদ্ধ রাখা। অতঃপর, খৃষ্টানদের উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে এই সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হইয়াছে যে, নূতন ধর্ম গ্রহণ না করিয়া তাহারা আল্লাহর মনোনীত হওয়ার দাবী করিতে বা আল্লাহর দয়া ও প্রেম লাভের আশা পোষন করিতে পারে না। আর তাহা কিরূপেই বা সম্ভব, যেখানে এই শাশ্বত ঐশী-নীতি রহিয়াছে যে, আল্লাহতা'লা যুগের প্রয়োজনে সব সময়ই সত্য প্রকাশ করিয়া থাকেন এবং এই চিরন্তন নীতিকে অস্বীকার করিবার তো তাহাদের কোন বৈধ কারণও নাই। পুনরায়, মুসলমানদের সহিত মতভেদের বিষয়টিকে উল্লেখ পূর্বক বলা হইয়াছে যে, আহ্‌লে কিতাবগণ যে সমস্ত বিষয় নিয়া মুসলমানদের সহিত বিবাদ করিতেছে, প্রকৃত প্রস্তাবে সেইগুলি খুব গুরুত্বপূর্ণ নয় এবং কোন কোন বিষয়কে তাহাদের নিজেদের পূর্ব পুরুষগণই বৈধ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। অতঃপর, বিষয়টিকে সুস্পষ্ট ঐতিহাসিক পটভূমি হইতে বিশ্লেষণ করিবার জন্য বলা হইয়াছে যে, ইহুদী ও মুসলমান উভয়ের মিলিত হইবার একটি সংযোগস্থল হইতেছেন হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ), এবং হযরত ইব্‌রাহীমই (আঃ) যেহেতু কা'বা শরীফের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন, তাই, কোন প্রকার কাল্পনিক ও অনুল্লেখযোগ্য বিষয়াদিকে কেন্দ্র করিয়া মুসলমানদের সহিত বনী ইসরাঈলীদের ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত হওয়া উচিত নয়। অতঃপর, মুসলমানদের উদ্দেশ্যে এই সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হইয়াছে যে, আহ্‌লে কিতাবগণ মুসলমানদের সহিত শত্রুতায় এতদূর অগ্রসর হইয়াছে যে, সুযোগ পাইলেই তাহারা তাহাদিগকে বিভ্রান্ত করিতে প্রচেষ্টা চালাইবে। কিন্তু মুসলমানগণ যেহেতু আল্লাহতা'লার দয়া ও অনুগ্রহপুষ্ট, তাই তাহারা তাহাদিগকে বিভ্রান্ত করিতে পারিবে না। অবশ্য তাহাদের তরফ হইতে যখন মুসলামানগণ তীব্র বিরোধিতা ও শত্রুতার সম্মুখীন হইবে, তখন তাহারা ধৈর্যের সহিত উহার মোকাবিলা করিবে এবং আল্লাহতা'লার সহিত তাহাদের সম্পর্ককে আরো জোরদার করিবে। শুধু তাহাই নহে তাহাদের পারস্পরিক সম্পর্ককে আরো মযবুত ভিত্তির উপর কায়েম করিবে, কেননা, শীঘ্রই খৃষ্টানদের (তরফ হইতে) এক প্রচণ্ড আক্রমণকে প্রতিহত করিবার জন্য তাহাদের ঐক্যবদ্ধ মোকাবিলার প্রয়োজন হইবে। সেই সময় আসিবার পূর্বে যতদূর সম্ভব ইসলামের বাণী অন্যের নিকট পৌছাইয়া মুসলমানদেরকে সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য তাহাদের তৎপর থাকিতে হইবে। মুসলমানদেরকে আরো সাবধান করা হইয়াছে যে, তাহারা যেন এই ভ্রান্ত ধারণা পোষণ না করে যে খৃষ্টানদের সহিত মোকাবিলায় ইহুদীরা মুসলমানদেরকে সহায়তা করিবে। পরন্তু, ইহুদীরা মুসলমানদেরকে অপমান করিতে বা বিভিন্ন প্রকার কষ্ট দিতে চেষ্টার কোন ত্রুটি করিবে না। ইহুদীদের বিরুদ্ধে এই সতর্ক বাণী উচ্চারণ সত্ত্বেও সূরাটিতে ইহুদীদের ভাল দিকের স্বীকৃতি দানে কার্পণ্য করা হয় নাই এবং বলা হইয়াছে যে, আহ্‌লে কিতাবদের সকলেই খারাপ নয়। তাহাদিগের মধ্যে কিছু ভাল লোকও রহিয়াছে, কিন্তু যাহারা ইসলামের ক্ষতি সাধনের জন্য চক্রান্ত করিতেছে, পরিণামে তাহারা বিফল মনোরথ ও দুঃখভারাক্রান্ত হইবে। এই ধরণের ইহুদীদের সহিত মুসলমানদের সমস্ত প্রকার বন্ধুত্বের সম্পর্ক এড়াইয়া চলিতে হইবে যাহাতে তাহাদের অবাঞ্ছিত নৈতিকতা ও কুপ্রভাব দ্বারা তাহারা আবার প্রভাবান্বিত না হইয়া পড়ে।

অতঃপর, বদরের যুদ্ধ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করিয়া মুসলমানদেরকে বলা হইয়াছে যে, উক্ত যুদ্ধে যেরূপ প্রতিকূল অবস্থা সত্ত্বেও আল্লাহতা'লা তাহাদিগকে সাহায্য করিয়াছিলেন এবং আরবের পৌত্তলিকদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিজয় দান করিয়াছিলেন, আহ্‌লে কিতাবদের

সাথেও তদ্রূপ হইবে এবং তাহাদের বিরুদ্ধেও (সংগ্রাম কালে) আল্লাহ্‌তা'লার অনুগ্রহ এবং সাহায্য মুসলমানদের সাথে থাকিবে । আহ্‌লে কিতাবগণ তাহাদের জনবল এবং সুদের কাজ কারবার জনিত পার্থিব শক্তি সামর্থ্যের উপর ভরসা করে । এই ধরণের সুদের আদান-প্রদান প্রকৃত নৈতিকতার একান্ত পরিপন্থী । সুদ গ্রহণের ফলে তাহারা আল্লাহ্‌র বান্দাগণকে কষ্ট দিতেছে এবং প্রায়শ্চিত্তবাদের সমর্থনের অনুশোচনা বা তওবা গ্রহণের সুযোগ না রাখিয়া তাহারা নিজেদের মতই আল্লাহ্‌কে নিষ্ঠুর বলিয়া অভিহিত করিতেছে । এই পরিপ্রেক্ষিতে মুসলমানেরা যদি তাহাদের জীবনে সফলতা লাভ করিতে চায়, তাহা হইলে তাহারা যেন সঠিক সময়ে তাহাদের নির্ধারিত কর্ম সম্পাদন করে, সম্ভাব্য কুরবানী করে এবং তাহাদের সম্পদ নিজেদের ভরণ-পোষণ ব্যতিরেকে আল্লাহ্‌র রাস্তায় ব্যয় করিবার জন্য প্রস্তুত থাকে । অতঃপর, সূরাটিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতির ঘোষণা করিয়া বলা হইয়াছে যে, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) একজন (আল্লাহ্‌র) রসুল, যদি তিনি মারা যান বা কোন যুদ্ধে নিহত হন (যদিও ঐশী-প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কোন যুদ্ধে তিনি মারা যাইবেন না), তাহা হইলেও মুসলমানদের নিরাশ হওয়ার বা ইসলামের সত্যতা সম্পর্কে সন্দিহান হওয়ার কোন কারণ নাই,কেননা, ইসলামের বিজয় বা সফলতা কোন ব্যক্তি (তিনি যত বড়ই হউন না কেন) বিশেষের উপর নির্ভর করে না । আরেকটি প্রয়োজনীয় বিষয় যাহা যুদ্ধের সময়ে বিশেষ করিয়া লক্ষ্য রাখিতে হইবে তাহা হইল এই যে, অন্য সময় অপেক্ষা তখন মুসলমান নেতৃবর্গের অন্যান্য মুসলমানদের প্রতি অধিকতর সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করিতে হইবে এবং সহজেই অভিভূত হয় এমন সংবেদনশীল বিষয়ের প্রতিও সতর্ক থাকিতে হইবে যাহাতে শত্রুগণ কোন ভাবেই তাহাদের মধ্যে মতভেদের সৃষ্টি করিতে না পারে । তাহা ছাড়া, উক্ত সময়ে প্রত্যেক বিষয়েই যাহাতে পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার মধ্যে আল্লাহ্‌তা'লা যে এক মহান রসুলকে (মুহাম্মদ সাঃ -কে) আবির্ভূত করিয়া অতি ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী মঙ্গল সাধন করিয়াছেন সেই বিষয়কে স্মরণ করানো হইয়াছে । মুসলমানদের উচিত সর্বক্ষেত্রে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর অনুসরণ করা এবং শান্তি বিঘ্নিতকারী সমস্ত পথ ও পদ্ধতি হইতে নিজেদেরকে বাঁচাইয়া চলা । অতঃপর, সূরাটিতে এই নীতির উল্লেখ করা হইয়াছে যে, যাহারা সত্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে মারা যায়, তাহারা বিশেষ সম্মানের অধিকারী । তাহাদের মৃত্যুর মাধ্যমে তাহারা আসলে অনন্ত জীবন প্রাপ্ত হয় এবং তাহাদের সম্প্রদায়কে নূতন জীবনের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত করে । পুনর্বার, আহ্‌লে কিতাবদের উল্লেখ করিয়া সূরাটিতে বলা হইয়াছে যে, নীতিগত ভাবে তাহারা এমন অধঃপতিত হইয়াছে যে, একদিকে যদিও আল্লাহতা'লার "মনোনীত জাতি" বলিয়া তাহাদের দাবী, অথচ আল্লাহ্‌র রাস্তায় খরচ করিবার সময় তাহারাই অধিক ব্যয়কুণ্ঠ। মুসলমানরা যেন ইহা হইতে শিক্ষালাভ করে । আহ্‌লে কিতাবদের নৈতিক অধঃপতনের আরেকটি দৃষ্টান্ত হইতেও প্রতীয়মান হয় যে, তাহাদের দাবী অনুযায়ী শুধু মাত্র সেই রসুলের নিকটই তাহারা আনুগত্য দেখাইবে (বলিয়া বলে) যিনি তাহাদের নিকট সর্বাধিক কুরবানী পেশ করিবার আহ্বান জানাইবেন। অথচ, এই ধরণের অনেক রসুল তাহাদের মধ্যে আবির্ভূত হইলেও তাহাদেরকে তাহারা স্বীকার করে নাই । অতঃপর, কুরবানীর অন্তর্নিহিত তাৎপর্যকে তুলিয়া ধরিয়া বিশ্বাসীদেরকে বলা হইয়াছে যে, জাতীয় স্বার্থে কুরবানী করিতে ভয় পাওয়া বোকামীরই শামিল । তাহাদেরকে অতঃপর,সতর্ক করা হইয়াছে যে, তাহাদের বিশ্বাসের এক কঠোর পরীক্ষা দিতে হইবে । তাহারা যেন মনে না করে যে, অগ্নি ও রক্তপাতের মত কঠোর পরীক্ষা না দিয়া তাহারা এমনিতেই সফলকাম হইতে পারিবে।পরবর্তী কিছু আয়াতে সত্যিকার বিশ্বাসীদের বৈশিষ্ট্য ও চারিত্রিক গুণাবলীর বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে এবং জাতীয় উন্নতি ও সংহতির জন্য অপরিহার্য কিছু প্রার্থনা শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে । পরিশেষে সূরাটিতে কতিপয় নীতি ও কর্মধারা পেশ করা হইয়াছে যেইগুলি অনুসরণের মাধ্যমে মুসলমানরা এই পৃথিবীতে সাফল্য ও শ্রেষ্ঠত্ব এবং পরকালে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে সক্ষম হইতে পারে ।

৩-সূরা আ লে 'ইমরান

ইহা মাদানী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ২০১ আয়াত এবং ২০ রুকূ আছে ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১ । আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

الٓمّٓ ②

২ । আলিফ লাম মীম্[৩৬২-ক]

اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۙ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ③

৩ । আল্লাহ (সেই সত্তা), যিনি ব্যাতিরেকে কোন মা'বূদ নাই, তিনি চিরঞ্জীব-জীবনদাতা, চিরস্থায়ী -স্থিতিদাতা[৩৬৩]

نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا

৪ । তিনি সত্যসহ[৩৬৪] তোমার উপর এই কিতাব নাযেল করিয়াছেন, উহার সত্যতা প্রতিপন্ন করিয়া যাহা ইহার পূর্বে

৩৬২-ক । ১৬ টীকা দেখুন ।

৩৬৩ । এই আয়াতে ঈসা (আঃ)-এর উলূহীয়াতের (ঈশ্বরত্বের) অলীক মতবাদকে শক্তিশালী যুক্তি দ্বারা খণ্ডন করা হইয়াছে। এই মতবাদটি এই সূরার বিষয়াবলীর মধ্যে অন্যতম বিষয়। তাই, সূরার প্রথমেই যুক্তিযুক্তভাবে আল্লাহ্‌তা'লার ঐসব গুণাবলীর উল্লেখ করা হইয়াছে, যাহা ঐ মতবাদটির মূলে কুঠারাঘাত করে । এই গুণাবলী হইলঃ আল্লাহ্ চিরঞ্জীব, স্বয়ম্ভু ও স্বনির্ভর । এই গুণগুলি প্রমাণ করে যে, আল্লাহ্‌র কোনও সহযোগী ও সাহায্যকারীর প্রয়োজন নাই । অপরদিকে ইহাও প্রমাণিত হয় যে, ঈসা (আঃ) যিনি জন্ম-মৃত্যুর নিয়মের অধীন ছিলেন; যিনি চিরঞ্জীব, স্বয়ম্ভু ও স্বনির্ভর ছিলেন না, তিনি কখনও ঈশ্বর ছিলেন না । খৃষ্টানদের প্রায়শ্চিত্তবাদ, যাহা যীশুর ঈশ্বরত্বের বিশ্বাস হইতে উদ্ভূত, তাহাও ধূলিসাৎ হইয়া যায়। খৃষ্টানগণ বলেন,ঈসা (আঃ) মানুষের পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য মৃত্যু বরণ করিয়াছিলেন । এই কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে তিনি খোদা হইতে পারেন না, কেননা আল্লাহ্‌তো তিনিই যিনি কখনও মৃত্যুবরণ করেন না, সাময়িক ভাবেও না । খৃষ্টানেরা অনর্থক এই যুক্তির অবতারণা করেন যে, যীশুর মৃত্যুর অর্থ হইল, ঈশ্বর-যীশুর শারীরিক অবস্থান হইতে বিচ্ছেদ । খৃষ্টানদের বিশ্বাস মতে, ঈশ্বর-যীশু ও তাঁহার মানব-দেহ-ধারণ ছিল সাময়িক অবস্থা; অতএব, এই সাময়িক অবস্থা একদিন ভাঙ্গিয়া পড়ারই ছিল, এমন কি ক্রুশে না মরিলেও মৃত্যু হইতই । কাজেই কেবল শারীরিক বিচ্ছেদ কোন কাজেই আসিতে পারে না । অতএব, ইহা অন্য কোন মৃত্যু হইবে, যাহা তাহার পাপী শিষ্যগণকে পরিত্রাণ দিয়াছে । খৃষ্টানদের নিজস্ব মতও তাহাই । তাহারা মনে করেন, ক্রুশীয় মৃত্যুর পরে যীশু যখন দোযখে নিক্ষিপ্ত হইলেন তখন,তাঁহার যে মৃত্যু ঘটিয়াছিল, ঐ মৃত্যুই, সেই পরিত্রাণকারী মৃত্যু (প্রেরিত-২ঃ৩১)। অতএব, মৃত্যুর ঊর্ধ্বে চিরঞ্জীব থাকা,যাহা আল্লাহ্‌র অন্যতম মর্যাদা, তাহা যীশুর ছিল না, বরং যীশু আক্ষরিক ভাবেও এবং রূপক ভাবেও মৃত্যু বরণ করিয়াছেন । তেমনি ভাবে, স্বয়ম্ভু ও স্বয়ম্ভর হওয়ার দিক হইতে দেখিলেও যীশুর ঈশ্বরত্ব প্রতিপন্ন হয় না । আল্লাহ্ স্বয়ম্ভু ও স্বয়ম্ভর হওয়ার কারণে, কাহারও সাহায্য তাঁহার প্রয়োজন হয় না বরং অন্যান্য সবকিছুই তাঁহার মুখাপেক্ষী ও সাহায্যপ্রার্থী হইয়া থাকে । কিন্তু যীশুর মাঝে এইসব ঐশ্বরিক গুণ ছিল না । অন্যান্য মরণশীলদের মত, তিনি মাতৃগর্ভে জন্ম নিয়াছিলেন, পানাহারের সাহায্যে বাঁচিয়া ছিলেন, দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিলেন, নিজের দুঃখ-যন্ত্রণা হইতে মুক্তির জন্য অন্যদের প্রার্থনা কামনা করিয়াছিলেন এবং অবশেষে (খৃষ্টানদের মতে) ক্রুশে মৃত্যু বরণ করেন । বাইবেলের নূতন নিয়ম এইসব ঘটনাবলীর তথ্যে পূর্ণ । কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা, যিনি চিরঞ্জীব, স্বয়ম্ভু ও স্বনির্ভর তিনি এই সব শারীরিক সুখ-দুঃখের বহু ঊর্ধ্বে।

৩৬৪ ।'হাক্‌কা'অর্থ ইহা যথার্থ ছিল বা হইল, উপযোগী, সঠিক, সত্য, অকৃত্রিম, মূলতঃ অথবা প্রকৃত, অথবা ইহা প্রতিষ্ঠিত বা সত্যায়িত সত্য ছিল বা হইল; অথবা ইহা বিধিবদ্ধ ছিল বা হইল; বাধ্যতামূলক বা যোগ্য (লেইন)।'বিল হাক্‌ক' প্রকাশভঙ্গি ইহাই নির্দেশ করে যে, (১) কুরআন ঐ সকল শিক্ষা সম্বলিত যাহার ভিত্তি চিরন্তন-শাশ্বত সত্য সমূহ এবং প্রবল আক্রমণের সম্মুখে অপরাজিত- অপরাভূত; (২) ইহার উৎকৃষ্ট গ্রহণকারী তাহারাই ছিল যাহাদের নিকট ইহা প্রাথমিক ভাবে অবতীর্ণ; (৩) ইহা চরম প্রয়োজনের সময়ে অবতীর্ণ এবং মানবের সঠিক প্রয়োজন নির্বাহ করে ; (৪) ইহা স্থায়ী হইবার জন্য আসিয়াছে এবং বিরুদ্ধবাদীদের কোন চেষ্টা ইহাকে ধ্বংস বা অন্যায় হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না ।

(আসিয়া) ছিল; এবং তিনি তওরাত[৩৬৫] ও ইন্‌জীল[৩৬৬] নাযেল করিয়াছিলেন,

بَيْنَ يَدَيْهِ وَاَنْزَلَ التَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ ۙ﴿٤﴾

৫। ইহার পূর্বে মানবজাতির হেদায়াতের জন্য; এবং তিনি ফুরকান[৩৬৭] নাযেল করিয়াছেন। যাহারা আল্লাহ্‌র নির্দশনাবলীকে অস্বীকার করে, নিশ্চয় তাহাদের জন্য কঠোর আযাব (অবধারিত) আছে। এবং আল্লাহ্ মহা পরাক্রমশালী, প্রতিশোধ গ্রহণকারী।

مِنْ قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَاَنْزَلَ الْفُرْقَانَ ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ؕ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ ذُو انْتِقَامٍ ﴿٥﴾

৬। নিশ্চয় আল্লাহ্ (সেই সত্তা), যাহার নিকট হইতে কোন বস্তুই গোপন নহে, না পৃথিবীতে এবং না আকাশে।

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَخْفٰى عَلَيْهِ شَىْءٌ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَآءِ ﴿٦﴾

৭। তিনিই মাতৃগর্ভে[৩৬৮] যেভাবে চাহেন তোমাদিগকে আকৃতি দান করেন; তিনি ব্যতিরেকে কোন মা'বূদ নাই, তিনি মহা পরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়।

هُوَ الَّذِىْ يُصَوِّرُكُمْ فِى الْاَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآءُ ؕ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٧﴾

৮। তিনিই, তোমার উপর এই কিতাব নাযেল করিয়াছেন, যাহার কতক আয়াত সুস্পষ্ট-দ্ব্যর্থহীন,[৩৬৯] যেগুলি এই কিতাবের মূল;[৩৭০] এবং অন্যগুলি পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ,[৩৭১] রূপক

هُوَ الَّذِىْٓ اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ مِنْهُ اٰيٰتٌ مُّحْكَمٰتٌ هُنَّ اُمُّ الْكِتٰبِ وَاُخَرُ

৩৬৫। 'তাওরাত' শব্দটি 'ওয়ারা' ধাতু হইতে উৎপন্ন, যাহার অর্থ হইল সে পুড়িয়াছিল, লুকাইয়াছিল (আকরাব)। 'তাওরাত' কে এই নামে অভিহিত করার মধ্যে হয়ত এই উদ্দেশ্য থাকিতে পারে যে, সত্যিকার আকারে যখন এই গ্রন্থ বিদ্যমান ছিল, তখন ইহার পঠন ও ইহার উপদেশানুযায়ী জীবন-যাপন দ্বারা মানুষের হৃদয়ে আল্লাহ্‌র ভালবাসার শিখা প্রজ্বলিত হইয়া উঠিত। 'তাওরাত' নামটির মধ্যে এই কথারও ইঙ্গিত থাকিতে পারে যে, এই গ্রন্থে ভবিষ্যতে আগমনকারী শেষ শরীয়াত-বাহী এক মহানবীর আগমনের দীপ্ত ভবিষ্যদ্বানী সমূহ লুকানো রহিয়াছে। হযরত মূসা (আঃ)-এর পাঁচটি গ্রন্থের একত্রিত নাম 'তাওরাত'। গ্রন্থগুলি হইল, আদিপুস্তক, যাত্রা পুস্তক, লেবীয় পুস্তক, গণনা পুস্তক ও দ্বিতীয় বিবরণ। 'দশ-নির্দ্দেশ'-কেও কখন কখন 'তাওরাত' বলা হইয়া থাকে।

৩৬৬। ইন্‌জীল অর্থ সু-সংবাদ। আকরাবের মতে ইহা একটি গ্রীক শব্দ, আরবী ধাতু-উদ্ভূত শব্দ নহে। ইহা হইতে ইংরেজী ইভাঞ্জেল শব্দ উদ্ভূত হইয়াছে। 'সুসমাচার গুলিকে' এইজন্যই ইন্‌জীল বলা হইয়াছে, যেহেতু ইহার মধ্যে, যীশু-ভক্তদের জন্য বহু শুভ সংবাদ থাকা ছাড়াও এমন এক মহানবীর আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী সমূহ রহিয়াছে, যাঁহার আগমনকে যীশু স্বয়ং 'প্রভুর আগমন' বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন (মথি-২১ ঃ ৪০)। ইন্‌জীল বলিতে বর্তমানের চারিটি সুসমাচারকে বুঝায় না। এই গুলি যীশুর ক্রুশ-বিদ্ধ হওয়ার দীর্ঘকাল পরে তাঁহার শিষ্যমণ্ডলী দ্বারা রচিত হইয়াছে, যাহাতে কেবল যীশুর জীবন ও শিক্ষার অপূর্ণ খতিয়ান মাত্র প্রাপ্ত হওয়া যায়। কুরআনে ইন্‌জীল বলিতে ঈসা (আঃ)-এর উপর অবতীর্ণ আল্লাহ্‌র শরীয়াত-বিহীন বাণী সমূহের সমষ্টিকে বুঝাইতেছে।

৩৬৭। আল্-ফুরকান, কুরআনকে বুঝাইতে পারে অথবা রসূলে আকরাম (সাঃ)-এর স্বপক্ষে যে সকল ঐশী-নিদর্শন প্রদর্শিত হইয়া তাঁহার সত্যতাকে প্রমাণিত ও সুস্পষ্ট করিয়া দিয়াছিল, সেইগুলির সমষ্টিকেও বুঝাইয়া থাকিতে পারে।

৩৬৮। যেহেতু সন্তান মায়ের গর্ভে থাকিবার সময়ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, সেই হেতু শিশু মায়ের শারীরিক ও নৈতিক অবস্থা দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়া থাকে। অতএব, ঈসা (আঃ)ও যখন অন্যান্য মানুষেরই মতই মাতৃগর্ভে শারীরিক পুষ্টিলাভ করিয়াছিলেন, তখন স্বাভাবিক ভাবেই মাতার দৈহিক-মানসিক গুণাবলী ও সীমাবদ্ধতা দ্বারা প্রভাবান্বিত না হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন নাই। এই কারণেই, মহানবী (সাঃ) যখন নাজরান হইতে আগত খৃষ্টানদের সঙ্গে ধর্মালোচনায় রত হইলেন, তখন তিনি ঈসা (আঃ)-এর মাতৃজঠর হইতে জন্মলাভের যুক্তি দিয়া বুঝাইয়া ছিলেন যে, ঈসা (আঃ) খোদা হইতে পারেন না। জানা যায়, তিনি তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন: "আপনারা কি জানেন না, একজন স্ত্রীলোক ঈসা (আঃ)-কে গর্ভে ধারণ করিয়াছিলেন এবং সাধারণভাবে একজন স্ত্রীলোক যেরূপে সন্তান প্রসব করেন, তিনি ঠিক সেইভাবে ঈসা (আঃ)-কে প্রসব করিয়াছিলেন ?" (জরীর, ৩য় খণ্ড, ১০১পৃঃ)।

৩৬৯। 'মুহ্‌কাম' অর্থ (১) যাহা অপরিবর্তনীয়, রদ বা বদল যোগ্য নহে,(২) যাহা অর্থের দিক দিয়া সুস্পষ্ট এবং প্রকাশের দিক দিয়াও পরিস্কার, (৩) যাহা দ্ব্যর্থ-বোধক বা সন্দেহাত্মক নহে এবং (৪) এরূপ আয়াত যাহা বিশিষ্ট কুরআনী শিক্ষা বহন করে (মুফরাদাত ও লেইন)।

৩৭০। 'উম্ম' অর্থ (১) মাতা,(২) কোন বস্তুর উৎস, উৎপত্তিস্থল বা ভিত্তি,(৩) এমন বস্তু, যাহা অন্য বস্তুর লালন-পালন, সাহায্য-সহায়তা,

৩৭১ টিকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

(এবং বিভিন্ন ব্যাখ্যাবাহী); কিন্তু যাহাদের অন্তরে বক্রতা আছে তাহারা ফিৎনা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে এবং ইহার (অপ)ব্যাখ্যার[৩৭২] উদ্দেশ্যে ঐ অংশের অনুসরণ করে যাহা পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ, রূপক ; অথচ ইহার প্রকৃত ব্যাখ্যা জানেন কেবল আল্লাহ্ , এবং জ্ঞানে পরিপক্ক লোকগণ; তাহারা বলে, 'আমরা ইহার উপর ঈমান রাখি, সবই আমাদের প্রভুর তরফ হইতে সমাগত । বস্তুতঃ ধীমান ব্যক্তিগণ ব্যতীত অন্য কেহই উপদেশ গ্রহণ করে না ।[৩৭৩]

مُتَشٰبِهٰتٌ ؕ فَاَمَّا الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ زَيْغٌ
فَيَتَّبِعُوْنَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَآءَ الْفِتْنَةِ
وَابْتِغَآءَ تَاْوِيْلِهٖ ۚ وَمَا يَعْلَمُ تَاْوِيْلَهٗۤ اِلَّا
اللّٰهُ ۘ وَالرّٰسِخُوْنَ فِي الْعِلْمِ يَقُوْلُوْنَ
اٰمَنَّا بِهٖ ۙ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا ۚ وَمَا يَذَّكَّرُ اِلَّاۤ
اُولُوا الْاَلْبَابِ ۝٧

সংস্কার ও সংশোধনের কাজ করে,(৪) এমন এক বস্তু যাহার সহিত পারিপার্শ্বিক বস্তু সমূহ শৃঙ্খলিত (আকরাব ও মুফরাদাত)।

৩৭১। 'মুতাশাবিহ্' বলিতে বুঝায় (১) যে বাক্যাংশ, বাক্য বা আয়াত বিভিন্ন ভাবে অর্থ বা ব্যাখ্যা করা যায় অথচ ঐ বিভিন্নতার মাঝেও একটি ঐক্য বিরাজ করে,(২) যাহার বিভিন্ন অংশ পরস্পরের অনুরূপ,(৩) যে সঠিক তাৎপর্য অন্য একটি অর্থের সহিত মিলে বটে, কিন্তু শেষোক্ত অর্থটি উদ্দিষ্ট নহে, (৪) যাহার অর্থ কেবল মাত্র 'মুহ্কামের' সহিত মিলাইয়া করিলেই সঠিক হয়, (৫) এরূপ কথা, যাহার প্রকৃত অর্থ বহু সুবিবেচনা ছাড়া সঠিক হয় না,(৬) এইরূপ আয়াত যাহাতে পূর্ববর্তী গ্রন্থাবলীর আয়াতের শিক্ষার অনুরূপ শিক্ষা স্থান পাইয়াছে (মুফরাদাত)।

৩৭২। তা'বিল অর্থ (১) বিশ্লেষণ বা ব্যাখ্যা,(২) বক্তৃতা বা রচনার অর্থ সম্বন্ধে অনুমান,(৩) একটি রচনা বা বক্তৃতার অর্থ ঘুরাইয়া ফেলা বা অপব্যাখ্যা করা,(৪) স্বপ্নের ব্যাখ্যা,(৫) পরিণতি, প্রতিফল, পরবর্তী ফলাফল (লেইন)। এই আয়াতে শব্দটা দুইবার ব্যবহৃত হইয়াছে । প্রথমবার দ্বিতীয় বা তৃতীয় অর্থে এবং দ্বিতীয়বার প্রথম বা পঞ্চম অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে ।

৩৭৩। এই আয়াত দ্বার্থ-বোধক কিংবা বিতর্ক-মূলক বিষয়ের মীমাংসার জন্য সুবর্ণ-নীতি বর্ণনা করিতেছে । এইরূপ ক্ষেত্রে উপদেশ হইল এই যে, বিষয়টিকে বা ব্যাখ্যাটিকে, কুরআনের পরিষ্কার ও দ্বার্থহীন আয়াত সমূহের আলোকে, পরীক্ষা ও বিবেচনা করিতে হইবে । যদি দেখা যায়, বিতর্কমূলক অর্থ বা ব্যাখ্যা, দ্বার্থহীন আয়াতের বিপরীত বা বিরোধী হয়, তাহা হইলে বিতর্কমূলক বাক্যের বা বাক্যগুলির গঠন-পদ্ধতি সবদিক হইতে বিবেচনা করিয়া এমন অর্থ বা ব্যাখ্যায় পৌঁছাইতে হইবে, যাহা দ্বার্থহীন আয়াতের সাথে খাপ খায় । এই আয়াত বলিতেছে, কুরআনে দুই ধরণের আয়াত রহিয়াছে । কতকগুলি রহিয়াছে 'মুহ্কাম' (দৃঢ় ও সুস্পষ্ট অর্থ-বিশিষ্ট) এবং অন্যগুলি রহিয়াছে মুতাশাবিহ্ (যার বিভিন্ন অর্থ করা সম্ভব)। 'মুতাশাবিহ্' আয়াতের অর্থ সঠিক ভাবে পাওয়ার একটি সুন্দর পথ ইহাই রহিয়াছে যে, যতগুলি অর্থ হয়, উহার মধ্যে যেসব অর্থ 'মুহ্কাম' আয়াতের সাথে খাপ খায়, সেই অর্থই গ্রহণযোগ্য । ৩৯ ঃ ২৪ আয়াতে সমগ্র কুরআনকেই 'মুতাশাবিহ্ বলা হইয়াছে । আবার ১১ঃ২ আয়াতে সমগ্র কুরআনের আয়াতগুলিকেই 'মুহ্কাম' বলা হইয়াছে । ইহা দ্বারা এই বুঝায় না যে, আলোচ্য আয়াতটি উহার বিপরীত, কেননা আলোচ্য আয়াতে বলা হইয়াছে কতক আয়াত 'মুহ্কাম' ও কতক 'মুতাশাবিহ্' । কুরআনের আয়াতগুলি, তাৎপর্যের দিক দিয়া দেখিলে সবই 'মুহ্কাম', কেননা সবগুলিতেই অপরিবর্তনীয় চিরসত্য রহিয়াছে । আবার অন্যদিক হইতে কুরআনের আয়াত সমূহ সবই মুতাশাবিহ্, কেননা কুরআনে এমনই ব্যাপক অর্থবোধক শব্দাবলী ব্যবহৃত হইয়াছে যাহা একই সময়ে অনেক অর্থ প্রকাশ করে, যাহা সমভাবে সত্য ও সুন্দর । কুরআন এই অর্থেও 'মুতাশাবিহ্' (পরস্পরের অনুরূপ) যে, ইহাতে কোন বৈপরীত্য বা অনৈক্য নাই, বরং ইহার আয়াতগুলি একে অপরের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ, সহায়তাকারী । তবে, হাঁ, ইহার অংশ বিশেষ 'মুহ্কাম' ও অংশবিশেষ 'মুতাশাবিহ্', এই কথাও এইভাবে সত্য যে, বিভিন্ন পাঠকের জ্ঞান, বুদ্ধি, প্রজ্ঞা, মানসিকতা, প্রকৃতি-দত্ত শক্তির বিভিন্নতার কারণে, কুরআনকে বুঝিতেও বিভিন্নতা দেখা দেয় । এই আলোচ্য আয়াতে, এই দিকেই ইঙ্গিত করা হইয়াছে । কুরআনে যে সকল ভবিষ্যদ্বাণী রহিয়াছে, উহার মধ্যে যেগুলি সাদা-সিধা ও সরাসরি ব্যক্ত হইয়াছে, এবং যাহার একটি ভিন্ন দ্বিতীয় কোন অর্থ হইতে পারে না, সেইগুলিকে 'মুহ্কাম' বলা যাইতে পারে । অপর দিকে যে সকল ভবিষ্যদ্বাণী আলঙ্কারিক ও রূপক ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে, এবং যে গুলির ব্যাখ্যা একাধিক হইতে পারে, সেইগুলিকে বলা যাইতে পারে 'মুতাশাবিহ্, । রূপক ভাষায় বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণীগুলি সুস্পষ্টভাবে পূর্ণতাপ্রাপ্ত ভবিষ্যদ্বাণীগুলির আলোকে ব্যাখ্যা করিতে হইবে এবং এই ব্যাখ্যাকে ইসলামের মৌলিক নীতিমালার সহিত মিলাইয়া দেখিতে হইবে । 'মুহ্কাম' ভবিষ্যদ্বাণীর জন্য দেখুন ৫৮ঃ২২ এবং 'মুতাশাবিহ্' ভবিষ্যদ্বাণীর জন্য দেখুন ২৮ঃ৮৬ । যেসব আয়াতে আল্লাহ্তা'লার আদেশ-নিষেধ ও আইন পূর্ণ আকারে জারি করা হয়, সেগুলিকেও 'মুহ্কাম' আয়াত বলা যাইতে পারে । আর, যেগুলিতে আদেশ-নিষেধ বা আইন-বিধি আংশিক ভাবে দেওয়া হয় এবং অন্য আয়াতাদির সাথে না মিলাইয়া ঐ আদেশ-নিষেধের পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হওয়া যায় না, সেইগুলিকে বলা যায় 'মুতাশাবিহ্' । 'মুহ্কামাত' সাধারণতঃ আইনের ও বিশ্বাসের বিধিমালা দান করে । 'মুতাশাবিহাত' সাধারণতঃ দ্বিতীয় পর্যায়ের বিষয়াদি যথা ঃ নবীগণের জীবন-কাহিনী, জাতিগণের জীবন-কথা ইত্যাদি বর্ণনা করে এবং ঐসব বর্ণনায় এমন বাক্‌ধারা ও প্রকাশ ভঙ্গী ব্যবহৃত হয় যাহার বিভিন্ন অর্থ হইতে পারে । এইরূপ আয়াতগুলির অর্থ করিতে সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন যে, এমন কোনও অর্থ যেন করা না হয়, যাহা সর্বজন-বিদিত পরিষ্কার অর্থের কিংবা মূলবিশ্বাসের পরিপন্থী । 'মুতাশাবিহ্'

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ ۝٨

৯। 'হে আমাদের প্রভু ! তুমি আমাদিগকে হেদায়াত[৩৭৪] দেওয়ার পর আমাদের হৃদয়কে বক্র হইতে দিও না এবং তোমার নিকট হইতে আমাদিগকে রহমত দান কর; নিশ্চয় তুমি মহান দাতা;

رَبَّنَآ اِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيْهِ ۭ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ۝٩ ع ١ [١٠] ٩

১০। হে আমাদের প্রভু ! নিশ্চয় তুমি মানব জাতিকে সেইদিন একত্রিত করিবে, যাহাতে কোন সন্দেহ নাই; আল্লাহ্ (নিজ) প্রতিশ্রুতিকে আদৌ ভঙ্গ করেন না।'

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ اَمْوَالُهُمْ وَلَآ اَوْلَادُهُمْ مِّنَ اللّٰهِ شَيْـــًٔا ۭ وَاُولٰۗىِٕكَ هُمْ وَقُوْدُ النَّارِ ۝١٠

১১। নিশ্চয় যাহারা অবিশ্বাস[৩৭৫] করিয়াছে— তাহাদের ধন-সম্পদ এবং তাহাদের সন্তান-সন্ততি আল্লাহ্‌র মোকাবেলায় কখনও তাহাদের কোন কাজে আসিবে না; এবং ইহারাই অগ্নির ইন্ধন।

كَدَاْبِ اٰلِ فِرْعَوْنَ ۙ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۭ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ۚ فَاَخَذَهُمُ اللّٰهُ بِذُنُوْبِهِمْ ۭ وَاللّٰهُ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۝١١

১২। (তাহাদের আচরণ)[৩৭৬] ফেরাউনের সম্প্রদায় ও তাহাদের পূর্ববর্তী লোকদের আচরণের অনুরূপ; তাহারা আমাদের নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল; ইহাতে আল্লাহ্ তাহাদের পাপ সমূহের দরুন তাহাদিগকে পাকড়াও করিয়াছিলেন; এবং আল্লাহ্ শাস্তি দানে অতীব কঠোর।

قُلْ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَتُغْلَبُوْنَ وَتُحْشَرُوْنَ اِلٰى جَهَنَّمَ ۭ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ۝١٢

১৩। যাহারা অবিশ্বাস করিয়াছে তাহাদিগকে তুমি বল, 'অচিরেই তোমরা পরাভূত হইবে এবং তোমাদিগকে জাহান্নামের দিকে একত্রিত করিয়া লইয়া যাওয়া হইবে, এবং উহা বড়ই মন্দ বাসস্থান।'

قَدْ كَانَ لَكُمْ اٰيَةٌ فِيْ فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا ۭ فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاُخْرٰى كَافِرَةٌ

১৪। ঐ দুই দলের মধ্যে, যাহারা পরস্পর যুদ্ধের সম্মুখীন হইয়াছিল, নিশ্চয় তোমাদের জন্য এক নিদর্শন[৩৭৭] ছিল; একদল আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করিতেছিল এবং অপর দল কাফের ছিল;

আয়াতগুলিতে যে আলঙ্কারিক ও রূপক ভাষা ব্যবহার করা হয়, তাহা অর্থের ব্যাপকতা ও গভীরতার জন্য এবং অল্প কথায় বহুকিছু প্রকাশের জন্য ধর্মগ্রন্থ সমূহে ব্যবহৃত হইয়া আসিয়াছে। এরূপ করার প্রয়োজনও আছে। ইহাতে ধর্ম শাস্ত্রের সৌন্দর্য ও লালিত্য বৃদ্ধি পায় এবং মানুষের পরীক্ষা উপস্থিত হয়, যাহার মাধ্যমে তাহার আধ্যাত্মিক উন্নতি ও পরিপক্কতা আসে।

৩৭৪। কুরআনের সঠিক তত্ব ও জ্ঞান তাঁহারাই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, যাহাদের হৃদয় পবিত্র (৫৬ঃ৮০)।

৩৭৫। যেহেতু এই আয়াতগুলিতে খৃষ্টানদের কথা বিশেষভাবে বর্ণিত হইয়াছে, সেইহেতু এখানে উল্লেখকৃত 'অবিশ্বাসী' শব্দটি খৃষ্টানদিগকে বুঝাইতে পারে।

৩৭৬। 'দাব' অর্থ অভ্যাস, রীতিনীতি, বিষয়, অবস্থা, ঘটনা (আকরাব)।

৩৭৭। এই আয়াতটিতে বদরের ঘটনার (যুদ্ধের) কথা বলা হইয়াছে। এই যুদ্ধে, ৩১৩ জন অসজ্জিত, অর্ধ-সজ্জিত মুসলিম যোদ্ধা, মক্কার অবিশ্বাসীদের ১,০০০ ঝানু, অস্ত্র-সজ্জিত, সুবিন্যস্ত সেনাবাহিনীর উপরে প্রকাশ্য বিজয় লাভ করিয়াছিলেন। এই বিজয়ের মাধ্যমে দুইটি ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইয়াছিল; এর একটি কুরআনের ৫৪ঃ ৪৫-৪৯ আয়াতে পূর্বেই অবতীর্ণ হইয়াছিল এবং অপরটি রহিয়াছে বাইবেলে (যিশাইয়-২১ঃ ১৩-১৭)। ঠিক বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী, মক্কার মহিমান্বিত নবী (সাঃ)-এর মক্কা হইতে হিজরতের প্রায় এক বৎসর পরে পরেই, কেদারের (মক্কাবাসীদের পূর্বপুরুষ) ক্ষমতা ও সম্মান বদরের প্রান্তরে ভূলুণ্ঠিত হইল। অবিশ্বাসীদের পরাজয় ছিল অবিশ্বাস্যভাবে সার্বিক ও পূর্ণ,

يَرَوْنَهُمْ مِّثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ ۚ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَّشَآءُ ۚ إِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ ﴿١٣﴾

যাহাদিগকে তাহারা (নিজেদের) চোখের দৃষ্টিতে নিজেদের[৩৭৮] তুলনায় দ্বিগুণ দেখিতেছিল । এবং আল্লাহ্ যাহাকে চাহেন নিজ সাহায্য দ্বারা শক্তিদান করেন । নিশ্চয় ইহার মধ্যে দৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তিগণের জন্য শিক্ষনীয় বিষয় রহিয়াছে ।

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوٰتِ مِنَ النِّسَآءِ وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۚ ذٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ ﴿١٤﴾

১৫ । মানুষের নিকট কামনার বস্তুগুলির যথা, রমনীগণের, সন্তান-সন্ততির, স্তূপে স্তূপে পুঞ্জীকৃত স্বর্ণ ও রৌপ্যের, চিহ্নিত অশ্বরাজির, গৃহপালিত পশুসমূহের এবং শস্যক্ষেত্রের প্রতি আসক্তিকে মনোরম করিয়া দেখানো হইয়াছে । এই গুলি সব পার্থিব জীবনের[৩৭৯] ভোগ-সামগ্রী; কিন্তু আল্লাহ্ তিনি, যাঁহার নিকট উত্তম আবাসস্থল আছে ।

قُلْ أَؤُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذٰلِكُمْ ۚ لِلَّذِيْنَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَّرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ بَصِيْرٌ بِالْعِبَادِ ﴿١٥﴾

১৬ । তুমি বল, 'আমি কি তোমাদিগকে উহা অপেক্ষা উত্তম বস্তুর সংবাদ দিব ?' যাহারা তাক্ওয়া অবলম্বন করে তাহাদের জন্য তাহাদের প্রভুর নিকট রহিয়াছে জান্নাতসমূহ, যাহাদের তলদেশ দিয়া নহর সমূহ প্রবাহিত, তাহারা তথায় বাস করিবে এবং (তোমাদের জন্য সেখানে) পবিত্র জোড়া সমূহ এবং আল্লাহ্র পক্ষ হইতে সন্তুষ্টি (নির্ধারিত) আছে । এবং আল্লাহ্ (তাঁহার) বান্দাগণ সম্বন্ধে সর্বদ্রষ্টা ।

اَلَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ إِنَّنَآ اٰمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٦﴾

১৭ । যাহারা বলে, 'হে আমাদের প্রভু ! নিশ্চয় আমরা ঈমান আনিয়াছি; অতএব, তুমি আমাদিগকে আমাদের পাপ সমূহ[৩৮০] ক্ষমা কর, এবং আগুনের আযাব হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর;

আর মুসলমানদের বিজয়ও ছিল তেমনি অলৌকিক ও বিস্ময়কর । ইতিহাসের বড় বড় যুদ্ধ সমূহের মধ্যে, বদরের যুদ্ধকেও সঙ্গতকারণেই অন্তর্ভুক্ত করা হয় । প্রকৃত পক্ষে, এই যুদ্ধের ফলাফলই আরবদেশের ভাগ্য নির্ণয় করিয়াছিল এবং ইসলামকে আরবভূমে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল ।

৩৭৮। এই বাক্যাংশটি বলিয়া দিতেছে যে, মক্কার সৈনা-সংখ্যা প্রকৃতপক্ষে যাহা ছিল, মুসলমানদের চোখে তাহা হইতে কম দেখাইতেছিল । যদিও আসলে তাহাদের সংখ্যা ছিল মুসলমানদের তিনগুণ,তথাপি মুসলমানগণ তাহাদিগকে নিজেদের দ্বিগুণ দেখিতেছিলেন । এইরূপ দেখা, আল্লাহ্তা'লার পরিকল্পনার অধীনেই ঘটিয়াছিল, যাহাতে অল্পসংখ্যক, স্বল্পাস্ত্রধারী, দুর্বল মুসলমানেরা শত্রুর পূর্ণশক্তি ও সংখ্যা দেখিয়া ভীত হইয়া না পড়ে (৮:৪৫)। প্রকৃত ঘটনা এই ছিল যে, মক্কা-বাহিনীর এক-তৃতীয়াংশ একটি টিলার আড়ালে অবস্থান নিয়াছিল । আর বাকী দুই তৃতীয়াংশকে দেখা যাইতেছিল, যাহাদের সংখ্যা মুসলমান যোদ্ধাদের প্রায় দ্বিগুণ ছিল ।

৩৭৯। এই জগতের ভাল বস্তু চাওয়াতে বা উপভোগ করাতে ইসলামের আপত্তি নাই । কিন্তু তাহাতেই একেবারে মত্ত হইয়া যাওয়া এবং ঐগুলিকে জীবনের অভীষ্ট লক্ষ্যে পরিণত করাকে ইসলাম নিশ্চয় অত্যন্ত ঘৃণা করে ।

৩৮০। 'যুনূব' শব্দটি 'যান্ব' এর বহুবচন । 'যান্ব অর্থ দোষ-ত্রুটি, বিচ্যুতি, দুষ্কর্ম, দূষনীয় কাজ, যাহা স্বেচ্ছায় করিলে অপরাধ হয় । 'ইস্ম' এর সাথে ইহার পার্থক্য এই যে, 'যান্ব' অনিচ্ছাকৃত ও ইচ্ছাকৃত হইতে পারে । কিন্তু 'ইসম' কেবল ইচ্ছাকৃত দুষ্কৃতির জন্য ব্যবহৃত হয় । 'যান্ব' ঐসব ত্রুটি ও ভুলকে বুঝায়, যাহার ফলে ক্ষতি সাধিত হয় এবং সেই কারণে ব্যক্তিকে জবাবদিহি করিতে হয় । প্রকৃত পক্ষে, মানব-প্রকৃতির মধ্যে যে স্বাভাবিক ভুল-ত্রুটি বিদ্যমান থাকে, সেই দুর্বলতা গুলিকেই 'যান্ব' বলা হয় (লেইন; মুফ্রাদাত)।

الصّٰبِرِيْنَ وَالصّٰدِقِيْنَ وَالْقٰنِتِيْنَ وَالْمُنْفِقِيْنَ وَالْمُسْتَغْفِرِيْنَ بِالْاَسْحَارِ ﴿١٧﴾

১৮। যাহারা ধৈর্যশীল, এবং সত্যবাদী, এবং অনুগত, এবং (আল্লাহ্‌র পথে স্বীয় ধন-সম্পদ) ব্যয়কারী এবং রাত্রির[৩৮১] শেষ ভাগে ক্ষমা প্রার্থনাকারী।'

شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۙ وَالْمَلٰٓئِكَةُ وَاُولُوا الْعِلْمِ قَآئِمًۢا بِالْقِسْطِ ؕ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿١٨﴾

১৯। আল্লাহ্ সাক্ষ্য দিতেছেন যে, তিনি ব্যতীত কোন মা'বূদ নাই—এবং ফিরিশ্‌তাগণও এবং জ্ঞানীগণও ন্যায়ের উপর কায়েম[৩৮১ক] হইয়া (এই সাক্ষ্য দেয়); তিনি ব্যতীত কোন মা'বূদ নাই, যিনি মহা পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়[৩৮২]।

اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًۢا بَيْنَهُمْ ؕ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿١٩﴾

২০। নিশ্চয় আল্লাহ্‌র নিকট ইসলামই[৩৮৩] পরিপূর্ণ দীন। এবং যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছিল, তাহাদের নিকট জ্ঞান আসিবার পরই পরস্পর বিদ্বেষবশতঃ তাহারা মতভেদ করিল। এবং যে কেহ আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করে তাহা হইলে (সে জানিয়া রাখুক) নিশ্চয় আল্লাহ্ হিসাব গ্রহণে তৎপর।

৩৮১। এই আয়াতে সত্যিকার মো'মেনের চারিটি বিশেষ চিহ্ন উল্লেখিত হইয়াছে, যাহা তাহার আধ্যাত্মিক উন্নতির চারিটি স্তরকে প্রকাশ করে। (১) যখন কোন ব্যক্তি 'সত্য-বিশ্বাস' প্রথম গ্রহণ করে, তখন সাধারণতঃ তাহার উপর অত্যাচার করা হয়। অতএব, এই প্রথম অবস্থায় তাহাকে "ধৈর্য ও অধ্যবসায়ের" স্তর পার হইতে হয়। (২) অত্যাচার যখন নির্ব্বাপিত হয় এবং সে স্বাধীন ভাবে কর্ম করার সুযোগ প্রাপ্ত হয়, তখন সে ধর্মীয় শিক্ষাগুলিকে বাস্তবে রূপায়িত করিতে থাকে, যাহা সে পূর্বে পূর্ণভাবে সম্পাদন করিতে পারে নাই। এই অবস্থাকে বলা হয় "সত্যভাবে জীবন-যাপন" অর্থাৎ বিশ্বাস অনুযায়ী জীবন-ধারণ। (৩) যখন ঈমান সম্পর্কীত বিধি-নিষেধ সততার সহিত পালনের মাধ্যমে মো'মেন স্বীয় হৃদয়ে শক্তি সঞ্চয় করে, তখনও তাহার নম্রতা ও বিনয়, তাহার মধ্যে সমভাবে বিদ্যমান থাকে। শক্তি-সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও তাহার আত্মা সর্বদা বিনয়াবনতই থাকে। (৪) অতঃপর, সেবার প্রেরণা মো'মেনদের মাঝে প্রবলাকারে বৃদ্ধি পায়। তাহারা আল্লাহ্-প্রদত্ত সবকিছু মানব-কল্যাণে ব্যয় করেন। কিন্তু, এই আয়াতের শেষাংশটি বলিতেছে যে, উপরোক্ত চারিটি কাজে ব্যাপৃত থাকাকালীন, তাহারা সর্বদা নিশীথে আল্লাহ্‌র দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে থাকেন, যাহাতে তাহাদের কর্তব্য-কর্মে ও মানব-সেবাব্রতে ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকিলে তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া দেওয়া হয়।

৩৮১-ক। 'কায়েমাম্ বিল কিস্‌তে' অর্থ ন্যায়-বিচার অনুযায়ীও হয়।

৩৮২। প্রকৃতির মধ্যে একটি কেন্দ্রীয় ও তর্কাতীত বিষয়, যাহা প্রতিটি সত্য ধর্মেরও মৌলিক নীতি, তাহা হইল আল্লাহ্‌র একত্ব। সমস্ত সৃষ্টি ও উহার মাঝে বিরাজমান পরিপূর্ণ শৃঙ্খলা-সঙ্গতি এই মৌলিক সত্যকেই আমাদের সামনে তুলিয়া ধরে। ফিরিশ্‌তাগণ, যাহারা আল্লাহ্‌র বাণী বহন করিয়া নবীগণের কাছে পৌঁছাইয়া দেন,(যাহারা বহু অত্যাচার-অনাচার সহ্য করিয়াও নিঃস্বার্থ ভাবে বিশ্বের মাঝে সেই আল্লাহ্‌র বাণী ছড়াইয়া দেন,) এবং সব সৎলোক, যাহারা নবীর কাছ হইতে আল্লাহ্‌র বাণী পাইয়া নিজের জীবনে তাহা বাস্তবায়ন করিয়া চতুর্দ্দিকে জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালাইয়া দেন, তাহারা সকলেই আল্লাহ্-প্রদত্ত সাক্ষ্যের সহিত নিজেদের সাক্ষ্য মিলাইয়া, এক বাক্যে বলিয়া উঠেন "আল্লাহ্ এক ও অদ্বিতীয়"। তেমনিভাবে, সকলেই একযোগে আল্লাহ্‌র অংশীদারীত্ব ও সমকক্ষতাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করিয়া সাক্ষ্য প্রদান করেন এবং ঘোষণা করেন যে, বহুত্ববাদ, ত্রিত্ববাদ ও দ্বিত্ববাদ সর্বৈব মিথ্যা।

৩৮৩। সকল ধর্মই আল্লাহ্‌র একত্ব এবং তাঁহার কাছে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণের বিশ্বাসকে লালন করে। তথাপি, একমাত্র ইসলামেই আত্মসমর্পণের ধারণা পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছে। কারণ পরিপূর্ণ আত্ম-সমর্পণের পূর্বশর্ত হইল আল্লাহ্‌তা'লার গুণাবলীর পরিপূর্ণ প্রকাশ; একমাত্র ইসলামেই আল্লাহ্‌র গুণাবলীর পরিপূর্ণ প্রকাশ ঘটিয়াছে, এত পরিপূর্ণভাবে পূর্বে তাহা ঘটে নাই। অতএব, সকল ধর্মের মধ্যে একমাত্র ইসলামই সঠিক অর্থে দাবী করিতে পারে যে, ইহাই আল্লাহ্‌র নিজস্ব ধর্ম। আসলে সকল সত্য ধর্মই প্রকৃত পক্ষে, আংশিকভাবে 'ইসলাম' ছিল এবং অনুসারীগণও আক্ষরিক অর্থে মুসলমান ছিলেন। কিন্তু যে পর্যন্ত ধর্ম সকল দিক হইতে পরিপূর্ণতা লাভ করে নাই, সে পর্যন্ত ইহা ইসলাম নাম প্রাপ্ত হয় নাই। যখন ধর্মের সকল আনুসঙ্গিক ও সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলী সমন্বিত করিয়া কুরআনের মাধ্যমে শেষ ঐশী-বিধানের পরিপূর্ণতা দেওয়া হইল, তখনই আল্লাহ্‌তা'লা ইহাকে 'আল্ ইসলাম' নামে অভিহিত করিলেন। এই আয়াত ২:৬৩ আয়াতকেও ব্যাখ্যা করিতেছে।

فَإِنْ حَآجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلّٰهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ ۗ وَقُل لِّلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰبَ وَالْأُمِّيِّينَ ءَأَسْلَمْتُمْ ۚ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوا ۖ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلٰغُ ۗ وَاللّٰهُ بَصِيرٌۢ بِالْعِبَادِ ﴿٢٠﴾

২১। কিন্তু যদি তাহারা তোমার সহিত বিতর্ক করে তাহা হইলে তুমি বল,'আমি আল্লাহ্‌র নিকট পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিয়াছি এবং যাহারা আমার অনুসরণ করে তাহারাও।' এবং যাহাদিগকে কিতাব[৩৮৪] দেওয়া হইয়াছিল তাহাদিগকে এবং উম্মী দিগকে[৩৮৫] বল,'তোমরাও কি আত্মসমর্পন করিয়াছ ?' অতঃপর, তাহারা যদি আত্মসমর্পণ করে তাহা হইলে নিশ্চয় তাহারা হেদায়াত[৩৮৬] পাইয়াছে, এবং যদি তাহারা মুখ ফিরাইয়া লয় তাহা হইলে তোমার কর্তব্য কেবল (পয়গাম) পৌঁছাইয়া দেওয়া। এবং আল্লাহ্ (তাঁহার) বান্দাগণের সম্বন্ধে সর্বদ্রষ্টা।

২ [১১] ১০

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِـَٔايٰتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّـۧنَ بِغَيْرِ حَقٍّ ۙ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ ۙ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٢١﴾

২২। নিশ্চয় যাহারা আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করে এবং অন্যায়ভাবে নবীগণকে হত্যা করিতে চাহে এবং লোকদের মধ্য হইতে যাহারা ন্যায় বিচারের আদেশ দেয় তাহাদিগকেও হত্যা করিতে চাহে, তাহা হইলে তুমি তাহাদিগকে যন্ত্রণাদায়ক আযাবের[৩৮৭] সংবাদ দাও।

أُولٰٓئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمٰلُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ وَمَا لَهُم مِّن نّٰصِرِينَ ﴿٢٢﴾

২৩। তাহারাই সেই সকল লোক যাহাদের কর্ম সমূহ ইহকালে ও পরকালে ব্যর্থ হইবে এবং তাহাদের কোন সাহায্যকারী[৩৮৮] হইবে না।

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتٰبِ يُدْعَوْنَ إِلٰى كِتٰبِ اللّٰهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلّٰى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُم مُّعْرِضُونَ ﴿٢٣﴾

২৪। যাহাদিগকে কিতাবের[৩৮৯] একাংশ দেওয়া হইয়াছিল, তুমি কি তাহাদিগকে লক্ষ্য কর নাই ? (যখন) তাহাদিগকে আল্লাহ্‌র কিতাবের দিকে আহ্বান করা হয় যেন ইহা তাহাদের মধ্যে ফয়সালা করিয়া দেয়, তখন তাহাদের মধ্য হইতে একদল উপেক্ষা করিয়া মুখ ফিরাইয়া লয়।

৩৮৪। ঐশী ধর্ম-গ্রন্থের অনুসারীগণ ও 'উম্মিয়ীন' (যাহারা ধর্মগ্রন্থের অনুসারী নহে) বলিতে সারা মানব জাতিকেই বুঝায়।

৩৮৫। ১১৩-ক এবং ১০৫৮ টীকা দেখুন।

৩৮৬। ধর্মগ্রন্থের অনুসারীগণ (আহলে কিতাব) এবং যাহারা আহলে কিতাব নহে তাহারা যদি আল্লাহ্‌তা'লার কাছে আত্ম-সমর্পণ করিত, তাহা হইলে নিশ্চয় তাহারা আঁ-হযরত (সাঃ)-কে গ্রহণ না করিয়া থাকিতে পারিত না এবং নিশ্চয় তাহারা সঠিক পথও প্রাপ্ত হইত। কেননা, আহ্‌লে কিতাবদের নিজ নিজ ধর্ম গ্রন্থে আঁ-হযরত (সাঃ) সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী রহিয়াছে। আর যাহারা কিতাবধারী নহে, তাহারাও সাধারণ বিচার-বুদ্ধি, মানব-বিবেক ও প্রকৃতির সাক্ষ্য দ্বারা প্রণোদিত হইয়া মহানবী (সাঃ)-এর সত্যতা মানিয়া লইত।

৩৮৭। আল্লাহ্‌র নবীগণ, যে কোনও অবস্থায়ই নিপতিত হইয়া থাকুন না কেন, কোনও দিনই স্বীয় মিশনের পূর্ণতা সাধনে ব্যর্থ হন নাই। সীমাহীন অত্যাচার, এমনকি প্রাণ-সংহারের প্রচেষ্টাও নবীগণের বিশ্বাসের অগ্রগতি ও উন্নতিকে দমাইতে পারে নাই। ধর্মের ইতিহাস এই চির সত্যের উজ্জ্বল সাক্ষী হইয়া রহিয়াছে।

৩৮৮। কাফেরগণ এই কথায় বিশ্বাস করে না যে, পরলোকে ইহকালীন কর্মের ফল ভোগ করিতে হইবে। তাই বিচার ও পুনরুত্থানের দিনে যে তাহারা সবদিকে ব্যর্থ-মনোরথ হইবে, ইহার প্রমাণ স্বরূপ তাহাদিগকে বলা হইতেছে যে, ইহলোকে তাহাদের সকল ইসলাম-বিধ্বংসী কার্যকলাপ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইবে। আর এই ব্যর্থতা ইহলোকেই তাহাদিগকে বলিয়া দিবে যে, তাহাদের কর্মকাণ্ড পরলোকে তাহাদের কোনই কাজে আসিবে না।

৩৮৯। গ্রন্থের একাংশ বলিতে বুঝাইতে পারে-(১) আঁ-হযরত (সাঃ) সম্বন্ধে বাইবেলে যে সব ভবিষ্যদ্বাণী রহিয়াছে, সেই অংশ,(২) বাইবেলের সেই পবিত্র অংশ, যাহা মানুষের হস্তক্ষেপে কলুষিত হয় নাই বা পরিবর্তিত-পরিবর্দ্ধিত হয় নাই। আদতে বাইবেলের অল্প অংশই

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ اِلَّآ اَيَّامًا مَّعْدُوْدٰتٍ ۖ وَغَرَّهُمْ فِيْ دِيْنِهِمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ﴿٢٥﴾

২৫। ইহা এই জন্য যে, তাহারা বলে, 'নির্দিষ্ট কতক[৩৯০] দিন ব্যতীত অগ্নি আমাদিগকে আদৌ স্পর্শ করিবে না।' এবং তাহারা যাহা মিথ্যা রচনা করিয়া আসিতেছিল তাহাই তাহাদিগকে তাহাদের ধর্ম সম্বন্ধে প্রতারিত করিয়াছে।

فَكَيْفَ اِذَا جَمَعْنٰهُمْ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيْهِ ۖ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿٢٦﴾

২৬। অতএব, যখন আমরা তাহাদিগকে সেই দিন একত্রিত করিব যাহার সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই তখন অবস্থা কেমন হইবে, এবং প্রত্যেক ব্যক্তিকে যাহা সে অর্জন করিবে উহার পূর্ণ প্রতিফল দেওয়া হইবে এবং তাহাদের উপর কিছু মাত্র যুলুম[৩৯১] করা হইবে না ?

قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَآءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَآءُ ۖ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَآءُ ۭ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ۭ اِنَّكَ عَلٰي كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٢٧﴾

২৭। তুমি বল, 'হে রাজ্যাধিপতি আল্লাহ্ ! তুমি যাহাকে চাহ রাজত্ব দান কর এবং যাহার নিকট হইতে চাহ রাজত্ব কাড়িয়া লও; এবং যাহাকে চাহ ইজ্জত দান কর এবং যাহাকে চাহ লাঞ্ছিত কর। সকল কল্যাণ তোমারই হস্তে। নিশ্চয় তুমি প্রত্যেক বিষয়ের[৩৯২] উপর সর্বশক্তিমান।

تُوْلِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُوْلِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ ۡ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ ۡ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٢٨﴾

২৮। তুমি রাত্রিকে দিবসের মধ্যে প্রবিষ্ট কর এবং দিবসকে রাত্রির[৩৯৩] মধ্যে প্রবিষ্ট কর; এবং তুমি জীবিতকে মৃত হইতে বাহির কর এবং মৃতকে জীবিত হইতে বাহির কর। এবং যাহাকে চাহ তুমি বেহিসাব[৩৯৪] রিয্ক দান কর।'

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُوْنَ الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ

২৯। মো'মেনগণ যেন মো'মেনগণকে ছাড়িয়া কাফেরদিগকে বন্ধু[৩৯৫] হিসাবে গ্রহণ না করে, এবং (তোমাদের মধ্যে) যে কেহ

অপরিবর্তিত ও হস্তক্ষেপ-মুক্ত আছে; (৩) পরিপূর্ণ ও সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ কুরআনের তুলনায় বাইবেল একটি অংশ মাত্র।

৩৯০। ইহুদী ও খৃষ্টান, এই উভয় সম্প্রদায়ই নিজদিগকে এই বিশ্বাসে উপনীত করিয়াছে যে, পরলোকে তাহাদের কোনও শাস্তি হইবে না, তাহারা নিরাপদ থাকিবে। ইহুদীরা শাস্তি হইতে এই কারণে মুক্ত থাকিবে, যেহেতু তাহারা আত্ম-প্রবঞ্চণায় মগ্ন থাকিয়া মনে করে তাহারা আল্লাহ্‌র একান্ত অনুগৃহীত। খৃষ্টানেরা এই অন্ধ-বিশ্বাসে নিপতিত যে, তথা-কথিত ঈশ্বর-পুত্র যীশু ক্রুশে মৃত্যুবরণ করিয়া তাহাদের পাপ-রাশিকে ধুইয়া ফেলিয়াছেন।

৩৯১। এই আয়াত অতি দৃঢ়তার সহিত এই কথার খণ্ডন করিতেছে যে, কাহারও নিজের কর্মফলে নহে, বরং অন্যের রক্ত দ্বারা নাজাত বা পরিত্রাণ অর্জিত হয়।

৩৯২। এই আয়াতের ব্যাখ্যার জন্য পরবর্তী আয়াতটি দেখুন।

৩৯৩। স্পষ্ট আক্ষরিক অর্থ ছাড়াও, ইহার রূপক অর্থও থাকিতে পারে যথা, 'দিবস' বলিতে একটি জাতির উন্নতি ও ক্ষমতার আলোময় যুগ বুঝাইতে পারে এবং 'রজনী' বলিতে জাতির অধঃপতন ও অপমানের অন্ধকারময় যুগকে বুঝাইতে পারে।

৩৯৪। পূর্ববর্তী আয়াত এবং এই আয়াত মিলিত ভাবে আল্লাহ্‌তা'লার একটি অমোঘ নিয়মের প্রতি ইঙ্গিত করিতেছে। তাহা এই— যে জাতি আল্লাহ্‌র ইচ্ছার সহিত নিজের আশা-আকাঙ্খা ও কামনা-বাসনাকে মিলাইয়া জীবন-পথে অগ্রসর হয়, সেই জাতি উন্নতি করে এবং যে জাতি আল্লাহ্‌র ইচ্ছার বিপরীতমুখী পথ অবলম্বন করে, সেই জাতির পতন ঘটে। কেননা ক্ষমতা ও মহিমার একমাত্র উৎস হইলেন আল্লাহ্।

৩৯৫। এই আয়াতে উপদেশ দেওয়া হইতেছে যে, নীতিগত ভাবে কোন ইসলামী রাষ্ট্র অনৈসলামী রাষ্ট্রের সাথে এমন কোনও জোট বা মৈত্রী গঠন করিবে না যাহা অন্য কোনও ইসলামী রাষ্ট্রের সামান্য স্বার্থহানিও ঘটাইতে পারে। ইসলামের তথা মুসলমানের স্বার্থকে সবকিছুর উপরে স্থান দিতে হইবে।

فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِيْ شَيْءٍ اِلَّآ اَنْ تَتَّقُوْا مِنْهُمْ تُقٰىةً ؕ وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهٗ ؕ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ ﴿٢٨﴾

ইহা করিবে, আল্লাহ্‌র সহিত কোন বিষয়ে তাহার কোন সম্পর্ক থাকিবে না; হাঁ, কেবল তোমরা তাহাদের নিকট হইতে সম্পূর্ণরূপে আত্মরক্ষা[৩৯৬] করিয়া চলিবে। এবং আল্লাহ্ তোমাদিগকে তাঁহার সত্তা[৩৯৭] (তাঁহার শাস্তি) সম্বন্ধে সতর্ক করিতেছেন এবং আল্লাহ্‌রই দিকে (সকলকে) প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে।

قُلْ اِنْ تُخْفُوْا مَا فِيْ صُدُوْرِكُمْ اَوْ تُبْدُوْهُ يَعْلَمْهُ اللّٰهُ ؕ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٢٩﴾

৩০। তুমি বল, 'তোমাদের বক্ষদেশে যাহা কিছু আছে উহা তোমরা প্রকাশ কর অথবা উহা গোপন কর, আল্লাহ্ উহা জানেন; এবং তিনি জানেন যাহা কিছু আকাশসমূহে আছে এবং যাহা কিছু পৃথিবীতে আছে। এবং আল্লাহ্ প্রত্যেক বিষয়ের উপর সর্বশক্তিমান।'

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا ۚ وَّمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوْٓءٍ ۚ تَوَدُّ لَوْ اَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهٗٓ اَمَدًا بَعِيْدًا ؕ وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهٗ ؕ وَاللّٰهُ رَءُوْفٌ بِالْعِبَادِ ﴿٣٠﴾ ع ١١

৩১। (সেই দিনকে ভয় কর) যেদিন প্রত্যেক আত্মা যে কোন উত্তম কাজ করিয়া থাকিবে উহা নিজের সম্মুখে হাযির পাইবে এবং যে কোন মন্দ কাজ করিয়া থাকিবে উহাও (হাযির পাইবে)। সে তখন কামনা করিবে, হায়! যদি উহার এবং তাহার মধ্যে দীর্ঘ ব্যবধান হইত। এবং আল্লাহ্ তোমাদিগকে তাঁহার সত্তা (তাঁহার শাস্তি) সম্বন্ধে সতর্ক করিতেছেন। বস্তুতঃ আল্লাহ্ তাঁহার বান্দার প্রতি অতি মমতাশীল। ৩ [১০] ১১

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٣١﴾

৩২। তুমি বল, 'যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে ভালবাস, তাহা হইলে তোমরা আমার অনুসরণ[৩৯৮] কর; আল্লাহ্‌ও তোমাদিগকে ভালবাসিবেন এবং তিনি তোমাদিগকে তোমাদের সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া দিবেন। বস্তুতঃ আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।'

قُلْ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ ۚ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٣٢﴾

৩৩। তুমি বল, 'আল্লাহ্ ও এই রসূলের আনুগত্য কর;' কিন্তু যদি তাহারা মুখ ফিরাইয়া লয় তাহা হইলে (জানিও) আল্লাহ্ কাফেরদিগকে ভালবাসেন না।

اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰٓى اٰدَمَ وَنُوْحًا وَّاٰلَ اِبْرٰهِيْمَ وَاٰلَ عِمْرٰنَ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ﴿٣٣﴾

৩৪। নিশ্চয় আল্লাহ্ আদমকে এবং নূহকে এবং ইব্‌রাহীমের বংশধরকে এবং ইমরানের[৩৯৯] বংশধরকে (সমসাময়িক) জগদ্বাসীর উপর মনোনীত করিয়াছিলেন—

৩৯৬। কাফেরদের ষড়যন্ত্র ও অপকৌশল হইতে বাঁচিয়া থাকার জন্য মুসলমানকে বিশেষ ভাবে সতর্কতা অবলম্বনের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। এখানে শত্রুর ক্ষমতার প্রতি ইঙ্গিত করা হয় নাই। বরং তাহাদের কূটিল কৌশল ও চালাকির প্রতি দৃষ্টি রাখার কথা বলা হইয়াছে।

৩৯৭। 'নাফ্‌স্' অর্থ ব্যক্তিত্ব, উদ্দেশ্য, কামনা-বাসনা, শাস্তি ইত্যাদি (আকরাব)।

৩৯৮। এই আয়াত দৃঢ়তার সহিত বলিয়া দিতেছে যে, নবী করীম (সাঃ)-এর অনুগমন ও আনুগত্য ছাড়া আল্লাহ্‌র ভালবাসা প্রাপ্তির অন্য সকল পথ এখন বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ২ঃ৬৩ আয়াতে শুধু আল্লাহ্ ও আখেরাতের উপর বিশ্বাস রাখিলে মুক্তি পাওয়া যাইবে বলিয়া যে ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি হওয়ার আশংকা হইতে পারিত, এই আয়াত উহা সুস্পষ্টভাবে অপনোদন করিয়া দিয়াছে।

৩৯৯। 'ইমরান' নামটি দুই ব্যক্তির প্রতিই আরোপ করা যাইতে পারেঃ (১) 'আম্‌রান', যাহাকে বাইবেলে কোহাথের পুত্র ও লেভীর পৌত্র

৩৫। এমন এক বংশধরকে, যাহারা একে অপর হইতে উদ্ভূত হইয়াছিল এবং আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।

ذُرِّيَّةًۢ بَعْضُهَا مِنْۢ بَعْضٍ ۗ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۝٣٥

৩৬। (স্মরণ কর) যখন ইমরানের[৪০০] স্ত্রী বলিল, 'হে আমার প্রভু! যাহা কিছু আমার গর্ভে আছে উহাকে আমি (সংসার) মুক্ত করিয়া তোমার (ধর্মের খেদমতের) জন্য উৎসর্গ[৪০১] করিলাম। সুতরাং তুমি আমার নিকট হইতে ইহা কবুল কর, নিশ্চয় তুমি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।'

اِذْ قَالَتِ امْرَاَتُ عِمْرٰنَ رَبِّ اِنِّيْ نَذَرْتُ لَكَ مَا فِيْ بَطْنِيْ مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّيْ ۚ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۝٣٦

রূপে উল্লেখ করা হইয়াছে। তিনি হযরত মূসা, হারূন (আঃ) ও মরিয়মের পিতা ছিলেন। মূসা (আঃ) ছিলেন তাঁহার সর্বকনিষ্ঠ সন্তান (জিউ, এনসাই, আমরান শীর্ষক, যাত্রা পুস্তক- ৬ঃ১৮-২২); (২) যীশুর মাতা মরিয়মের পিতা 'ইম্‌রান' অর্থাৎ যীশুর নানা। এই ইম্‌রান হইলেন যশ্‌শীম বা যশীমের পুত্র (জরীর এবং কাসীর)। কুরআন এই নামটি ব্যবহার করিয়াছে দুইটি উদ্দেশ্যেঃ(১)মূসা (আঃ) ছাড়াও হারূণ (আঃ)কে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য,এবং (২) মরিয়মের কাহিনী ও তাঁহার মাধ্যমে তৎপুত্র যীশুর কাহিনী বর্ণনার পূর্বাভাষ স্বরূপ। **ইম্‌রান নামটির** ৩৬ আয়াতে পুনরুল্লেখও এই দুইটি উদ্দেশ্যের প্রতিই ইঙ্গিত করে। ইহা তাৎপর্যপূর্ণ যে, আদম (আঃ) ও নূহ (আঃ) কে উল্লেখ করা হইয়াছে এক একজন ব্যক্তিরূপে। ইব্‌রাহীম (আঃ) ও ইম্‌রানকে উল্লেখ করা হইয়াছে পরিবারের কর্তা হিসাবে। ইহা এই কারণে করা হইয়াছে, শেষোক্ত নাম দুইটির মধ্যে তাঁহাদের বংশের উচ্চ-মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিরাও অন্তর্ভুক্ত হইয়া যান। এইভাবে, ইব্‌রাহীমের পরিবার কেবল ইব্‌রাহীমকেই বুঝায় না বরং তাঁহার পুত্র-পৌত্রকেও বুঝায়, যেমন ইস্‌মাঈল, ইস্‌হাক, ইয়াকুব ও ইউসুফ। ইহা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-কেও অন্তর্ভুক্ত করিতে পারে, যিনি ইব্‌রাহীম (আঃ)-এর বংশের মধ্য হইতে উদ্ভূত। একইভাবে, 'ইমরানের পরিবার' বলিতে হারূণ, মূসা ও ঈসাকে (আঃ) বুঝাইয়াছে, ইমরানকে অবশ্য বুঝায় নাই, কেননা তিনি নবী ছিলেন না।

৪০০। এই আয়াতে **আলে ইমরানের** সংক্ষেপিত শব্দ হিসাবে **'ইমরান'** দ্বারা মূসার পিতা ইম্‌রানের পরিবারকে (বংশকে) বুঝাইতে পারে, যে ভাবে ২ঃ৪১ আয়াতে বনী ইসরাঈল শব্দের সংক্ষেপণ হিসাবে কেবল ইস্‌রাঈল শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে। অথবা এই নামটি দ্বারা মরিয়মের পিতা ইম্‌রানকে বুঝানো হইয়াছে।

৪০১। 'মুহার্‌রার' মানে মুক্তি-প্রাপ্ত, যে সন্তানকে পার্থিব কাজকর্ম হইতে মুক্ত করিয়া, পিতামাতা উপাসনালয়ের সেবার জন্য উৎসর্গ করিয়া দেন (লেইন ও মুফ্‌রাদাত)। বনী-ইস্‌রাঈলদের মধ্যে এই প্রথা প্রচলিত ছিল যে, যে সব সন্তানকে ধর্মশালার সেবায় উৎসর্গ করা হইত, তাহারা চির-কুমার বা চিরকুমারী থাকিত (গসপেল অব মেরী ৫ঃ৬ এবং তফসীরে বায়ান- ৩ঃ৩৬)। এই আয়াতে মরিয়মের মাতা হান্নাকে (এনসাই, বিব্‌,) 'ইমরাআতু ইমরান' (ইম্‌রানের স্ত্রী) বলা হইয়াছে। অন্যত্র ১৯ঃ২৯ আয়াতে মরিয়মকে 'উখ্‌তে হারূণ' (হারূনের বোন) বলা হইয়াছে। ইমরান (আম্‌রান) ছিলেন মূসা (আঃ) এবং হারূন (আঃ) এর পিতা। মরিয়ম নামে, মূসা ও হারূনের (আঃ) একজন বোন ছিলেন। কুরআনের বাক্‌ধারা ও সাহিত্য রীতি সম্পর্কে অনভিজ্ঞ খৃষ্টান লেখকগণ, যাহারা কুরআনকে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রণীত গ্রন্থ বলিয়া মনে করে, এই ভুল ধরিয়া বেড়ায় যে, মুহাম্মদ (সাঃ) অজ্ঞানতাবশতঃ, মূসার ভগ্নী মরিয়মের সহিত যীশুর মাতা মরিয়মকে একাকার করিয়া ফেলিয়াছেন। এই সব বলিয়া, তাহারা মনে করে যে, কুরআনে তাহারা ঐতিহাসিক ভুল তথ্য আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছে। অথচ কুরআনে বহু আয়াত হইতে দেখা যায় যে, মূসা (আঃ) ও ঈসা (আঃ) এই দুই নবীর মধ্যবর্তী সময়ে বহুনবী আগমন করিয়াছেন, সময়ের দিকদিয়া এই দুই নবীর দূরত্ব ও ব্যবধান খুবই দীর্ঘ (২ঃ৮৮, ৫ঃ৪৫)। বর্ণিত আছে যে, আঁ-হযরত (সাঃ) যখন মুগীরাকে (রাঃ) নাজ্‌রানের খৃষ্টানদের কাছে পাঠাইয়াছিলেন, তখন খৃষ্টানেরা তাহাকে প্রশ্ন করিল, "তুমি কি কুরআনে পড় নাই যে, সেখানে মরিয়মকে হারূণের ভগ্নী বলিয়া উল্লেখ রহিয়াছে, অথচ তুমি আমি সবাই জানি যে, হযরত মূসার কত সুদীর্ঘ সময় পরে যীশুর জন্ম হইয়াছিল ?" মুগীরা বলেন, "আমি উত্তর জানিতাম না, তাই মদীনায় ফিরিয়াই আমি ইহা রসূলে করীম (সাঃ)-এর গোচরীভূত করি"। তিনি বলিলেন, "তুমি তাহাদিগকে এই কথা বলিলেই পারিতে যে, বনী ইসরাঈলেরা প্রথা-অনুসারে তাহাদের সন্তানদের নাম হামেশাই নবীদের বা সাধুদের নামানুসারে রাখিয়া আসিয়াছে (অর্থাৎ একই নামে বহু ব্যক্তিকে পাওয়া যায়) (তিরমিযি)। প্রকৃত পক্ষে, এই বিষয়ে হাদীস রহিয়াছে যে, হান্নার স্বামী এবং সেই হিসাবে মরিয়মের পিতা ইমরান নামে পরিচিত ছিলেন এবং তাঁহার পিতার নাম ছিল যশ্‌হীম বা যশীম (জরীর এবং কাসীর)। অতএব, এই 'ইমরান' (মরিয়মের পিতা), মূসা (আঃ)-এর পিতা 'ইমরান' হইতে পৃথক। শেষোক্ত ইমরানের পিতা ছিলেন কোহাথ (যাত্রা পুস্তক- ৬ঃ১৮-২০)। খৃষ্টান ধর্ম গ্রন্থে হান্নার স্বামী অর্থাৎ মরিয়মের পিতার নাম 'যোয়াচিম' বলিয়া উল্লেখিত হওয়াতে (গস্‌পেল অব বার্থ্‌ অব মেরী এবং এনসাই, রূট্‌ মেরী শীর্ষক) বিভ্রান্ত হওয়ার কারণ নাই। ইবনে জরীর ইমরানের পিতা রূপে যে যশীমের নাম উল্লেখ করিয়াছেন তিনি ঐ যোয়াচিম বই আর কেহ নন। খৃষ্টান সাহিত্যের ইহা এক সাধারণ রীতি যে দাদাকে পিতার স্থলে উল্লেখ করা হয়। তাহা ছাড়াও, বাইবেলে এমন অনেক দৃষ্টান্ত আছে, যেখানে একই ব্যক্তির দুইটি পৃথক নাম দৃষ্ট হয়। যেমন গিডিওন কে বলা হয় জেরুব্বাল (বিচারক-৭ঃ১)। অতএব, ইহাতে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই, যদি যোয়াচিম ও ইমরান

فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ ۖ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ ۖ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَىٰ ۖ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴿٣٦﴾

৩৭। অতঃপর, যখন সে উহাকে প্রসব করিল তখন বলিল, 'হে আমার প্রভু! আমি যে এক কন্যা[৪০২] প্রসব করিয়াছি!' অথচ আল্লাহ্ উহা সর্বাপেক্ষা অধিক জানিতেন যাহা সে প্রসব[৪০২-ক] করিয়াছিল, বস্তুত; (তাহার কাম্য) পুত্র সন্তান (এই প্রসূত) কন্যা সন্তানের সমতুল্য নহে; এবং আমি তাহার নাম মরিয়ম[৪০২-খ] রাখিয়াছি, এবং তাহাকে এবং তাহার বংশধরগণকে বিতাড়িত[৪০২-গ] শয়তান হইতে তোমার আশ্রয়ে[৪০২-ঘ] সোপর্দ্দ করিতেছি।'

একই ব্যক্তির দুই নাম হয়। তদুপরি, কেবল ব্যক্তিই নহে, বরং সময় সময় সারা পরিবারই প্রসিদ্ধ পূর্বপুরুষের নামে পরিচিত হইতে দেখা যায়।

বাইবেলে ইস্রাঈল নামটি সময় সময় ইস্রাঈল জাতির জন্য ব্যবহৃত হয় (দ্বিতীয় বিবরণ- ৬ঃ৩,৪),কেদার নামটি ইস্মাঈলের বংশধর সবাইকে বুঝাইয়া থাকে (যিশাইয়- ২১ঃ১৬, ৪২ঃ১১)। একই ভাবে, যীশুকে দাউদের পুত্র বলা হইয়াছে (মথি- ১ঃ১)। অতএব; 'ইমরায়াতু ইমরান' দ্বারা, ইমরায়তু আ ল-ইমরান অর্থাৎ ইম্রান পরিবারের বা বংশের নারী বুঝাইতেও বাধা নাই। এই ব্যাখ্যা আরো শক্তিশালী হইয়া উঠে, যখন আমরা মাত্র দুই আয়াত পূর্বে কুরআনে আ ল-ইমরান (ইমরানের পরিবার) শব্দগুলি ব্যবহৃত হইতে দেখিয়াছি। 'আ ল' (পরিবার) শব্দটি এখানে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে এই জন্য যে, মাত্র অল্প আগেই ইহা একবার ব্যবহার করা হইয়াছে; অতএব, এত কাছাকাছি ব্যবধানে আবার ব্যবহার না করিলেও অর্থ বুঝিতে কষ্ট হইবে না। এখানে স্বীকৃত বিষয় হিসাবে এই কথাও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, মরিয়মের মাতা হান্না, যিনি ইয়াহ্ইয়ার মাতা এলিজাবেথের চাচাত বোন ছিলেন, তিনি হারূনের বংশধর ছিলেন এবং সেই সূত্রে, ইমরানেরও বংশ ছিলেন (লূক- ১ঃ৫, ৩৬)। এই তফসীরের ইংরেজী বা উর্দু বৃহত্তর সংস্করণও দেখুন। 'এসেনিস'দের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়া মরিয়মের মাতা হান্না মরিয়মকে উপাসনালয়ের কাজে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। ঐ সময় এসেনিসরা সমকালীন মানুষের কাছে বড়ই সম্মানের পাত্র ছিলেন। কেননা, এসেনিস সম্প্রদায় **সন্ন্যাসব্রত** পালন ও স্ত্রীলোকের সংসর্গ ত্যাগ করিয়া, কেবল মাত্র ধর্ম-সেবা ও মানব-সেবার কাজে নিজদিগকে উৎসর্গ করিতেন (এনসাই, বিব, ও জিউ, এনসাই,)। ইহা প্রণিধান যোগ্য বিষয় যে, সুসমাচারের শিক্ষা এবং এসেনিসদের শিক্ষার মধ্যে অনেক মিল রহিয়াছে। 'মুহাররার' শব্দটির অর্থ হইতে ইহাও সুস্পষ্ট বুঝা যায় যে, মরিয়মের মাতা তাহাকে উপাসনালয়ে উৎসর্গ করিবার মানত করা দ্বারা এই ইচ্ছাই পোষণ করিয়াছিলেন যে, মরিয়ম কখনও বিবাহ করিবে না এবং **সন্ন্যাসিনী** থাকিয়া যাজক শ্রেণীভুক্ত হইবে। আর এইজনাই কুরআনের অন্যত্র মরিয়মকে হারূনের ভগ্নী বলা হইয়াছে, মূসার ভগ্নী বলা হয় নাই (১৯ঃ২৯)। অথচ হযরত মূসা ও হারূন সহোদর ভাই ছিলেন, এর কারণ এই যে মূসা (আঃ) ছিলেন ইহুদী জাতির শরীয়াতের বাহক ও প্রতিষ্ঠাতা নবী, আর হারূন ছিলেন সেই শরীয়াতের শিক্ষক, সেবক ও পুরোহিত, ইহুদী পৌরহিত্যের প্রথম কর্ণধার (এনসাই বিব, এনসাই, রুট, হারূন অধ্যায়)। এই হিসাবেই মরিয়ম, যিনি পুরোহিতদের অন্তর্ভুক্ত হইবার জন্য উৎসর্গীকৃত ছিলেন, তিনি হারূনের ভগ্নী সাব্যস্ত হইলেন, সাধারণ সহোদরা অর্থে নহে।

৪০২। মরিয়মের মাতা গর্ভস্থ সন্তানকে এই আশায় উৎসর্গ করিয়াছিলেন যে, তাহার পুত্র সন্তান হইবে। কিন্তু তিনি যখন কন্যা সন্তান প্রসব করিলেন, তখন স্বভাবতঃই তিনি বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

৪০২-ক। 'আল্লাহ্ উহা সর্বাপেক্ষা অধিক জানিতেন যাহা সে প্রসব করিয়াছিল'-এই অন্তর্বর্তী বাক্যটি আল্লাহ্র স্বীয় বাক্য, তবে, "(তাহার কাম্য) পুত্র সন্তান (এই প্রসূত) কন্যা সন্তানের সমতুল্য নহে' এই বাক্যটি স্বয়ং আল্লাহ্র কথাও হইতে পারে কিংবা মরিয়মের মাতার কথাও হইতে পারে। যদি ইহা আল্লাহ্র কথা হইয়া থাকে (উহারই সম্ভাবনা বেশী) তাহা হইলে ইহার অর্থ হইবে এই যে, যে কন্যা-সন্তান জন্ম নিয়াছে, সে ঈপ্সিত পুত্র সন্তান হইতে অনেক ভাল হইবে। আর যদি বাক্যটি মরিয়মের মাতার মুখ-নিসৃত বাক্য বলিয়া মানিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে ইহার অর্থ হইবে যে কন্যা-সন্তান জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, সে তো উৎসর্গ-উপযোগী ঈপ্সিত পুত্রের মত হইতে পারে না; কেননা পুত্র সন্তান ছাড়া কন্যা সন্তান তো ঐ ধর্মব্রতে নিয়োজিত হওয়ার উপযুক্ত ও যথাযোগ্য হইতে পারে না। 'আমি (মরিয়মের মাতা) তাহার নাম মরিয়ম রাখিয়াছি' বাক্যটির মধ্যে একটি প্রচ্ছন্ন দোয়া রহিয়াছে যে, আল্লাহ্ যেন ঐ কন্যা-সন্তানটিকে 'মরিয়ম' নামোপযোগী গুণাবলীতে ভূষিত করেন, মর্যাদাশীলা, পবিত্র ও সৎকর্মশীলা করেন। হিব্রুতে মরিয়ম নামের একটি অর্থ হইল মর্যাদাসম্পন্না, ধর্মভীরু, উপাসনাকারিণী।

৪০২-খ। মরিয়ম ছিলেন যীশু (ঈসা আঃ)-এর মাতা। মূসা (আঃ) ও হারূণ (আঃ)-এর সহোদরা মরিয়মের (পরে মিরিয়াম বলিয়া উচ্চারিত হইত) নামানুসারে তাহার নাম রাখা হইয়াছিল। মরিয়ম হিব্রু শব্দ; সম্ভবতঃ একটি যুগ্মশব্দ, যাহার অর্থ, সমুদ্র-তারকা, গৃহকর্ত্রী বা সম্ভ্রান্ত মহিলা, উচ্চ মর্যাদাসম্পন্না, নিবেদিত ধার্মিকা (ক্রুডেন'স্ কনকর্ডেন্স, কাশ্শাফ, এনসাই বিব)।

৪০২-গ। 'রাজীম' রাজামা হইতে উৎপন্ন, ইহার অর্থ (১) আল্লাহ্র নিকট হইতে দূরে বিতাড়িত, তাঁহার দয়া হইতে বঞ্চিত, অভিশপ্ত,(২)

৪০২-ঘ টিকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُوْلٍ حَسَنٍ وَّاَنْۢبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا ۙ وَّكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا ؕ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ ۙ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا ۚ قَالَ يٰمَرْيَمُ اَنّٰى لَكِ هٰذَا ؕ قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿۳۸﴾

৩৮। সুতরাং তাহার প্রভু তাহাকে উত্তমভাবে কবুল করিলেন এবং তাহাকে উত্তম ভাবে বর্ধিত করিলেন এবং যাকারিয়্যাকে[৪০৩] তাহার অভিভাবক করিলেন। যখনই যাকারিয়্যা তাহার নিকট মেহরাবে (ইবাদতখানায়) যাইত, সে তাহার নিকট খাদ্য সামগ্রী পাইত। সে (একদা) বলিল, 'হে মরিয়ম! ইহা তোমার জন্য কোথা হইতে আসে?' সে বলিল, 'ইহা আল্লাহ্‌র নিকট হইতে[৪০৪]।' নিশ্চয় আল্লাহ্ যাহাকে চাহেন বেহিসাব দান করেন।

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهٗ ۚ قَالَ رَبِّ هَبْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۚ اِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَآءِ ﴿۳۹﴾

৩৯। তখন সেখানেই যাকারিয়্যা তাহার প্রভুকে ডাকিয়া[৪০৫] বলিল, 'হে আমার প্রভু! তুমি তোমার নিকট হইতে আমাকে পবিত্র সন্তান-সন্ততি দান কর, নিশ্চয় তুমি বড়ই দোয়া শ্রবণকারী।'

পরিত্যক্ত ও বিস্মৃত,(৩) প্রস্তরাহত এবং (৪) সর্ব প্রকার মঙ্গল-বিবর্জিত (লেইন)।

৪০২-ঘ। 'আমি তাহাকে এবং তাহার বংশধরগণকে বিতাড়িত শয়তান হইতে তোমার আশ্রয়ে সোপর্দ্দ করিতেছি' মরিয়মের মাতার এই উক্তিটি বিশ্লেষণ করিতে যথেষ্ট বেগ পাইতে হয়। মরিয়মকে যদি আল্লাহ্‌র সেবায় নিয়োগ করার মানত পূর্ণ করার সংকল্প ঠিক থাকে, তাহা হইলে মরিয়মের মাতার জানাই ছিল যে, মরিয়ম কখনও বিবাহ করিতে পারিবে না, এমতাবস্থায় তাহার সন্তানদের জন্য দোয়া করা খাপ খায় না। ইহার সম্ভাব্য ব্যাখ্যা এই যে, মরিয়মের মাতা হান্না দিব্যদর্শনে আল্লাহ্‌র তরফ হইতে জানিতে পারিয়াছিলেন যে, মরিয়ম দীর্ঘজীবী হইবেন এবং তাহার একটি আদর্শ সন্তানও হইবে। এইরূপ জানিতে পারিয়াই, তিনি বিশ্ব-প্রভুর কাছে এই দোয়া করিয়াছিলেন। মরিয়মের ভবিষ্যৎ, প্রভুর হাতে সঁপিয়া দিয়া তিনি তাহাকে স্বীয় শপথ অনুযায়ী উপাসনালয়ের সেবায় সোপর্দ্দ করিয়াছিলেন (৩ঃ৩৬, গস্‌পেল অব দি বার্থ্ অব মেরী)। ইহা একটি ব্যতিক্রম ধর্মী উৎসর্গ ছিল। কেননা, এই উৎসর্গের জন্য কেবল পুরুষেরাই মনোনীত হওয়ার রীতি ছিল। মরিয়ম-মাতা স্বপ্নে এইরূপ দেখিয়াছিলেন বলিয়া মনে করা হয় যে, তাহার কন্যা মরিয়মের একটি পুত্র-সন্তান হইবে, এই কথা গস্‌পেল অব মেরী ৩ঃ৫-এ একটু ভিন্নভাবে উল্লেখ রহিয়াছে। হান্নার প্রার্থনা— মরিয়ম ও তাহার সন্তানকে যেন শয়তানের প্রভাব হইতে আল্লাহ্ মুক্ত রাখেন— অস্বাভাবিক কিছু ছিল না। সকল ধার্মিক পিতা-মাতাই সন্তানদের জন্য এই ইচ্ছা ব্যক্ত করেন এবং দোয়া করেন তাহারা যেন পবিত্র ও সৎ জীবনের অধিকারী হয়। এই প্রসঙ্গে একটি কথা লক্ষ্য করা যাইতে পারে যে, ইসলাম সকল নবীকেই সম্পূর্ণভাবে শয়তানের প্রভাব-মুক্ত বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে। কিন্তু বাইবেল এমনকি যীশু সম্বন্ধেও এরূপ প্রভাব-মুক্তির নিরাপত্তা ঘোষণা করে নাই (মার্ক-১ঃ ১২,১৩)।

৪০৩। যাকারিয়্যা বা যাকারিয়াস বনী ইস্‌রাঈলদের একজন পবিত্র লোকের নাম, কুরআনে তাঁহাকে নবী নামে অভিহিত করা হইয়াছে (৬ঃ৮৬), কিন্তু বাইবেল তাঁহাকে মাত্র পুরোহিত হিসাবে উল্লেখ করিয়াছে (লুক-১ঃ৫)। বাইবেলে অবশ্য 'যেকারিয়া' নামে একজন নবীরও উল্লেখ আছে (বানানের বিভিন্নতাটা লক্ষ্য করুন) যাহার সম্বন্ধে কুরআনে কোনও উল্লেখ নাই। কুরআনের যাকারিয়্যা হইলেন, ইয়াহ্‌ইয়া (আঃ) (যোহন) এর পিতা ও যীশুর খালু।

৪০৪। ঐ সবই ছিল উপহার-স্বরূপ, যাহা ঐ স্থানে আগমনকারীরা দান করিতেন। মরিয়মের এই কথা বলাতে আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই যে 'ইহা আল্লাহ্‌র নিকট হইতে'। কেননা, ভাল যাহা কিছুই মানুষ প্রাপ্ত হয়, তাহা আসলে আল্লাহ্‌র কাছ হইতেই আসে। কারণ, বিশ্লেষণ করিতে গেলে, তিনিই মূল দাতা বলিয়া সাব্যস্ত হন। বস্তুতঃ, মরিয়মের মত ধর্মীয় পরিবেশে লালিত পালিত একটি মেয়ের কাছ হইতে এইরূপ উত্তর না পাওয়াই আশ্চর্যের বিষয় হইত।

৪০৫। শিশু বা কিশোরী মরিয়মের এই উত্তর যাকারিয়্যার মনে এমনি গভীর রেখাপাত করিল যে, তাঁহার অন্তরের অন্তঃস্থল হইতে এই স্বাভাবিক উদাত্ত বাসনা জাগিয়া উঠিল, তাহারও যদি এমন একটি পবিত্র ও ধর্মপরায়ণ সন্তান হইত। তিনি সাথে সাথে প্রার্থনা করিলেন, হে আমার প্রভু! তুমি তোমার নিকট হইতে আমাকে পবিত্র সন্তান-সন্ততি দান কর। এই দোয়া সম্ভবতঃ তিনি দীর্ঘকাল যাবত বার বার করিয়াছিলেন, কেননা কুরআনের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে শব্দের বিভিন্নতা সহ এই দোয়াটির উল্লেখ পাওয়া যায় (৩ঃ৩৯, ১৯ঃ৪-৭, ২১ঃ৯০)।

فَنَادَتْهُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَهُوَ قَآئِمٌ يُّصَلِّيْ فِي الْمِحْرَابِ ۙ اَنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيٰى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَسَيِّدًا وَّحَصُوْرًا وَّنَبِيًّا مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ۝٣٩

৪০। যখন সে মেহ্‌রাবে দাঁড়াইয়া নামায পড়িতেছিল তখন ফিরিশ্‌তাগণ তাহাকে ডাকিয়া বলিল, 'নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাকে ইয়াহ্‌ইয়ার[৪০৬] সুসংবাদ দিতেছেন, সে আল্লাহ্‌র এক বাক্যের সত্যায়নকারী, নেতা, সচ্চরিত্র এবং সৎকর্মশীলগণের মধ্য হইতে নবী[৪০৭] হইবে।

قَالَ رَبِّ اَنّٰى يَكُوْنُ لِيْ غُلٰمٌ وَّقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَاَتِيْ عَاقِرٌ ۭ قَالَ كَذٰلِكَ اللّٰهُ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ۝٤٠

৪১। সে বলিল, 'হে আমার প্রভু! আমার পুত্র[৪০৮] কিরূপে হইবে, অথচ বার্ধক্য আমাকে পরাভূত করিয়াছে এবং আমার স্ত্রী বন্ধ্যা?' তিনি বলিলেন 'এই রূপেই, আল্লাহ্ যাহা চাহেন করেন।'

قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّيْٓ اٰيَةً ۭ قَالَ اٰيَتُكَ اَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ اِلَّا رَمْزًا ۭ وَاذْكُرْ رَّبَّكَ كَثِيْرًا وَّسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْاِبْكَارِ ۝٤١

৪২। সে বলিল, 'হে আমার প্রভু! আমার জন্য (আদেশ পূর্বক) কোন নিদর্শন[৪০৯] দান কর।' তিনি বলিলেন, 'তোমার জন্য নির্দেশ এই যে, তুমি তিন দিন[৪১০] যাবৎ লোকের সহিত ইঙ্গিতে ব্যতীত কথা বলিবে না। এবং তুমি তোমার প্রভুকে বেশী বেশী স্মরণ কর এবং সন্ধ্যা ও প্রভাতে তাঁহার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।'

৪ [১১] ১২ ع

وَاِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ يٰمَرْيَمُ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰىكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفٰىكِ عَلٰي نِسَاۗءِ الْعٰلَمِيْنَ ۝٤٢

৪৩। এবং (স্মরণ কর) যখন ফিরিশতাগণ[৪১১] বলিল, 'হে মরিয়ম! নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাকে মনোনীত[৪১২] করিয়াছেন এবং তোমাকে পবিত্র করিয়াছেন এবং তোমাকে (তৎকালীন) বিশ্বের মহিলাগণের উপরে মনোনীত করিয়াছেন।

৪০৬। হযরত ইয়াহ্‌ইয়া (যোহন) সেই নবীর নাম যিনি বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ঈসা (আঃ)-এর অগ্রদূত হিসাবে আবির্ভূত হইয়াছিলেন (মালাকি-৩ঃ১ এবং ৪ঃ৫)। এই নামের হিব্রু রূপ হইল 'ইউহান্না' যাহার অর্থ হইল, 'আল্লাহ্ দয়া পরবশ হইয়াছেন' (এনসাই, বৃটা)। ইয়াহ্‌ইয়া নামটি আল্লাহ্-প্রদত্ত।

৪০৭। যোহন (ইউহান্না বা ইয়াহ্‌ইয়া) মালাকি নবীর ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করিতে আসিয়াছিলেন। ভবিষ্যদ্বাণীটি ছিল এইঃ- 'মনে রাখিও, আমি প্রভুর মহান ও ভীতি-সঙ্কুল দিনে (সময়ে) এলিজা নবীকে পাঠাইব, (মালাকি - ৪ঃ৫)।

৪০৮। 'গোলাম' অর্থ যুবক (লেইন)। অতিবৃদ্ধ স্বামী-স্ত্রীর পুত্র-প্রাপ্তির প্রতিশ্রুতি, যাকারিয়্যাকে বিস্ময় ও আনন্দে উদ্বেল করিয়া তুলিলে, তিনি জিজ্ঞাসু মনে, স্বাভাবিক-সরল বিস্ময় প্রকাশ করিলেন, হে আল্লাহ্! তুমি তাহাও পার। এই অভিব্যক্তির মধ্যে প্রচ্ছন্ন দোয়াও রহিয়াছে যে, তিনি যেন তাঁহার সন্তানকে যুবক অবস্থায় দেখিয়া যাইবার মত দীর্ঘায়ু প্রাপ্ত হন।

৪০৯। যাকারিয়্যাকে তিনদিন নীরবে নিভৃতে কাটাইবার নির্দেশ দেওয়া হইল ও তাহা পালনের পর আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হইবে বলিয়া আশ্বাস দেওয়া হইল। কিন্তু সুসমাচার পাঠে দেখা যায়, ঐশী-বাণীতে বিশ্বাস-স্থাপন না করার কথিত অপরাধে, তাঁহাকে তিনদিনের জন্য বাক্‌শক্তিহীন করিয়া দেওয়া হইয়াছিল (লুক-১ঃ২০-২২)।

৪১০। যাকারিয়্যার প্রতি নীরবতা পালনের নির্দেশ এই জন্য দেওয়া হইয়াছিল যাহাতে তিনি ধ্যান-আরাধনা ও প্রার্থনাতে একান্তভাবে দিনগুলি কাটাইতে পারেন এবং আল্লাহ্‌তা'লার বিশেষ কৃপা ও অনুগ্রহ আকর্ষণ করিতে সমর্থ হন। নীরবতা অবলম্বন দ্বারা হৃত জীবনীশক্তি ও শারীরিক বল পুনরুজ্জীবিত হয় বলিয়াও দেখা গিয়াছে। এই ধারণা ও অভ্যাস, মনে হয়, তখনকার দিনের ইহুদীদের মধ্যেও প্রচলিত ছিল।

৪১১। 'ফিরিশ্‌তারা' শব্দটি বহুবচনে ব্যবহারের স্বকীয় তাৎপর্য রহিয়াছে। যদি কেবলমাত্র একটি সংবাদ প্রদানই উদ্দেশ্য হইত, তাহা হইলে একজন সংবাদ-বাহক ফিরিশ্‌তাই যথেষ্ট বিবেচিত হইত। কুরআনের বাকধারা অনুযায়ী ফিরিশ্‌তার বহুবচন তখনই ব্যবহৃত হয়, যখন আল্লাহ্ তা'লা পৃথিবীতে বিরাট ও বহুবিধ পরিবর্তন সাধন করিতে ইচ্ছা করেন। যেহেতু এই ক্ষেত্রেও মরিয়মের পুত্র দ্বারা পৃথিবীতে মহা বিবর্তনের

৪১২ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

يٰمَرْيَمُ اقْنُتِيْ لِرَبِّكِ وَاسْجُدِيْ وَارْكَعِيْ مَعَ الرّٰكِعِيْنَ ﴿٤٤﴾

৪৪। হে মরিয়ম! তুমি তোমার প্রভুর আনুগত্য কর এবং সেজদা (পরম দীনতা প্রকাশ) কর এবং রুকূকারীগণের (এক আল্লাহ্‌র ইবাদত কারীগণের) সহিত মিলিত হইয়া রুকূ কর।'

ذٰلِكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ اِلَيْكَ ۭ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يُلْقُوْنَ اَقْلَامَهُمْ اَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ ۠ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يَخْتَصِمُوْنَ ﴿٤٤﴾

৪৫। ইহা গায়েবের[৪১৩] সংবাদ সমূহের অন্তর্গত, যাহা আমরা তোমার প্রতি ওহী করিতেছি। এবং তুমি তখন তাহাদের নিকটে ছিলে না যখন তাহারা আপন আপন তীর নিক্ষেপ করিতেছিল যে, তাহাদের মধ্য হইতে কে মরিয়মের অভিভাবক হইবে; এবং যখন তাহারা পরস্পরের মধ্যে বাদানুবাদ করিতেছিল তখনও তুমি তাহাদের নিকটে ছিলে না।

اِذْ قَالَتِ الْمَلٰۗىِٕكَةُ يٰمَرْيَمُ اِنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ ۖ اسْمُهُ الْمَسِيْحُ

৪৬। যখন ফিরিশ্‌তাগণ বলিল, 'হে মরিয়ম! নিশ্চয় আল্লাহ্‌ নিজের এক কালামের[৪১৪] দ্বারা তোমাকে (একটি

সূচনা করার ইচ্ছা রহিয়াছে, সেই কারণে বিভিন্ন ধরণের বিবর্তনের সহিত সংশ্লিষ্ট ফিরিশ্‌তাগণকে এই সুসংবাদ বহনে অংশ গ্রহণ করার জন্য আল্লাহ্‌তা'লা নির্দেশ দান করিলেন, যাহাতে ঈপ্সিত পরিবর্তন সাধনে মরিয়ম ও মরিয়ম-পুত্রকে তাহারা সাহায্য করেন।

৪১২। এই আয়াতে 'নির্বাচিত' শব্দটি দুইবার ব্যবহৃত হইয়াছে। প্রথম বার ব্যবহৃত হইয়াছে মরিয়মের স্বকীয় উচ্চ মর্যাদা প্রকাশের জন্য। আর দ্বিতীয়বার ব্যবহৃত হইয়াছে তাঁহার সম-সাময়িক মহিলাগণের তুলনায় তাঁহার সর্বোচ্চ মর্যাদা প্রকাশের জন্য। কুরআনের ব্যবহার-বিধি অনুযায়ী 'নিসাউল-আলামীন' বলিতে এখানে সর্বকালের সকল নারীকে বুঝায় নাই বরং মরিয়মের সম-সাময়িক সকল নারীকে বুঝাইয়াছে।

৪১৩। এমন অনেক তথ্য কুরআন মরিয়ম সম্বন্ধে সরবরাহ করিয়াছে, যাহা অন্য কোন ধর্ম গ্রন্থে পাওয়া যাইবে না। তাই, ঐ তথ্যগুলিকে 'অজানা-অদেখা বস্তু' বলা হইয়াছে। পরবর্তী আয়াতগুলিতে বর্ণিত হইয়াছে যে, মরিয়ম যখন উপাসনালয়ে উৎসর্গীত জীবন যাপন করিতেছিলেন, তখনই তিনি অন্তঃসত্বা হন। এই অত্যাশ্চর্য ঘটনায় পুরোহিতেরা উদ্বিগ্ন হইয়া পড়েন। তাহারা কলঙ্কের ভয়ে, নিজেদের মধ্যে বাদানুবাদ করেন। অতঃপর, তাহারা ভাগ্য পরীক্ষার মাধ্যমে ঠিক করিলেন, কে মরিয়মের **অভিভাবকত্ব** গ্রহণ পূর্বক তাহার বিবাহের ব্যবস্থা করিবেন। যোসেফ নামক একব্যক্তি, যাহাকে ইন্‌জীলে কাঠমিস্ত্রী বলা হইয়াছে, মরিয়মের যোগ্য পাত্র বলিয়া তাহারা স্থির করিলেন এবং তাহাকে স্বামীত্বের দায়িত্ব বহনের জন্য বহুকষ্টে রাজি করাইলেন। স্বভাবতঃই, এই সব কিছু সংগোপনে করা হইয়াছিল। তাই ইহাকে গায়েব (অদৃশ্যবস্তু) বলা হইয়াছে, যাহা কুরআন সবিস্তারে প্রকাশ করিল।

৪১৪। 'কলিমা' মানে একটি শব্দ; একটি অনুশাসন, একটি আদেশ (মুফ্‌রাদাত)। এই কলিমা শব্দটি, ৪ঃ১৭২ আয়াতে উল্লেখিত 'রূহ্‌' শব্দের সহিত মিলিত হইয়া, স্পষ্ট ও সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করে যে, ঈসা (আঃ) না ছিলেন আল্লাহ্‌, আর না ছিলেন আল্লাহ্‌র পুত্র। তাঁহার ঈশ্বরত্ব ও পুত্রত্বকে এই শব্দগুলি প্রতিষ্ঠিত করার পরিবর্তে উহাকে বরং ধূলিসাৎ করে। এই আয়াতে ঈসা (আঃ)-কে 'আল্লাহ্‌র বাক্য' বলা হইয়াছে; কারণ তাহার বাক্য ছিল সত্য প্রতিষ্ঠার সহায়ক। যে ব্যক্তি নিজের বীরত্ব ও সাহসিকতাকে সত্য প্রচারের কাজে ব্যবহার করেন, তাহাকে বলা হয় 'সাইফুল্লাহ' (আল্লাহ্‌র তরবারী) বা আসাদুল্লাহ (আল্লাহ্‌র সিংহ)। তেমনিভাবে, ঈসা (আঃ)-কে 'কলিমাতুল্লাহ' বলা হইয়াছে, যেহেতু তিনি কোন পুরুষের মাধ্যমে জন্মগ্রহণ করেন নাই বরং আল্লাহ্‌র আদেশ-বাক্য সরাসরি তাঁহাকে মাতৃগর্ভে আনিয়াছে (১৯ঃ২২)। অধিকন্তু, উপরে প্রদত্ত শব্দার্থগুলি ছাড়াও, কুরআনে নিম্নলিখিত অর্থেও 'কলিমা' শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে যথাঃ (১) চিহ্ন বা নিদর্শন (৬৬ঃ১৩; ৮ঃ৮); (২) শাস্তি (১০ঃ৯৭); (৩) পরিকল্পনা (৯ঃ৪০); (৪) সুসংবাদ (৭ঃ১৩৮); (৫) আল্লাহ্‌র সৃষ্টি (১৮ঃ১১০); (৬) কেবল মুখের কথা (২৩ঃ১০১)। এই সব অর্থের কোন একটিও যীশুকে অন্যান্য নবীর চাইতে উচ্চ মর্যাদা দান করে না। তদুপরি, যীশু বা ঈসা (আঃ)-কে কুরআনে 'কলিমা' (শব্দ) বলা হইয়াছে মাত্র। কিন্তু মহানবী (সাঃ)-কে 'যিকর্‌' (গ্রন্থ বা বক্তৃতা) বলা হইয়াছে (৬৫ঃ১১,১২) যাহা বহু বহু 'কলিমা'র সমষ্টি। বস্তুতঃ, কলিমাতুল্লাহ্‌র অর্থ যদি আমরা 'আল্লাহ্‌র শব্দ বা বাক্য'ই ধরিয়া লই, তাহা হইলেও, খুব বেশী বলিলে আমরা এইটুকুই বলিতে পারি যে, আল্লাহ্‌ নিজেকে ঈসা (আঃ)-এর মাধ্যমে প্রকাশিত করিয়াছিলেন, যেমন তিনি অন্যান্য নবীর মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশিত করিয়াছেন। শব্দাবলী আর কিছুই নয়, ভাব প্রকাশের মাধ্যম মাত্র। শব্দ আমাদের সত্তার অংশ নহে, তাই ইহা সশরীরী হইতে পারে না।

عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿٤٦﴾

সন্তানের) সুসংবাদ দিতেছেন, তাহার নাম হইবে মসীহ্[৪১৫] ঈসা[৪১৬] ইবনে মরিয়ম[৪১৭], সে ইহকাল এবং পরকালে সম্মানের অধিকারী এবং (আল্লাহ্‌র[৪১৮]) নৈকট্য-প্রাপ্ত লোকগণের অন্তর্ভুক্ত হইবে;

وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٤٧﴾

৪৭। এবং সে দোলনায়[৪১৮-খ] এবং প্রৌঢ়াবস্থায়[৪১৮-খ] লোকদের সহিত কথা বলিবে এবং সৎকর্মপরায়ণগণের অন্তর্ভুক্ত হইবে।'

৪১৫। 'আল্-মসীহ্' 'মাসাহা' হইতে উৎপন্ন; 'মাসাহা' অর্থ যে নিজের হাতে বস্তুটির ময়লা মুছিয়াছিল। সে ইহাতে তৈল মর্দ্দন করিয়াছিল; সে সারা যমীনে ভ্রমণ করিয়াছিল; আল্লাহ্ তাহাকে আশিসমণ্ডিত করিলেন (আকরাব)। অতএব, 'মসীহ্' অর্থ (১) যাহাকে পবিত্র করা হইয়াছে,(২) যিনি অতিমাত্রায় ভ্রমণ করেন,(৩) যিনি আশিসমণ্ডিত। হিব্রু 'মাশিয়া' হইতে মেসায়া হইয়াছে এবং এই মেসায়ার আরবী রূপ হইল আল্-মসীহ্। 'মাশিয়া' অর্থ পবিত্রকৃত ব্যক্তি (এনসাই বিব্ ও এনসাই রিল এণ্ড এম্)। ঈসা (আঃ)-কে এই নাম এজন্যই দেওয়া হইয়াছিল যেহেতু তাঁহার জন্য দেশ-বিদেশ ভ্রমণ নির্দ্ধারিত ছিল। কিন্তু, ইন্‌জীলের বর্ণনানুযায়ী, ঈসা (আঃ)-এর কার্যকাল যদি মাত্র তিন বছরই হইয়া থাকে এবং প্যালেষ্টাইন ও সিরীয়ার কয়েকটি নগর ভ্রমণেই সীমাবদ্ধ থাকে, তাহা হইলে ঐ মসীহ্ নাম তো তাঁহার কার্যের সাথে খাপই খায় না। তবে, সাম্প্রতিক ঐতিহাসিক গবেষণাদ্বারা এই তথ্য উদ্‌ঘাটিত ও প্রমাণিত হইয়াছে যে, ক্রুশের মর্মান্তিক ঘটনার পর যখন তিনি জখম ও যন্ত্রণার ধাক্কা সামলাইয়া উঠিলেন, তখন তিনি প্রাচ্যের দূরদেশগুলি ভ্রমণ করিতে করিতে এবং বনী ইস্‌রাঈল জাতির 'হারানো মেষগুলির' মধ্যে প্রচারের দায়িত্ব পালন করিতে করিতে, সর্বশেষে কাশ্মীরে বসবাসরত বনী ইস্‌রাঈলীদের 'হারানো মেষের' কাছে আসিয়া পৌছিলেন। দীর্ঘকাল তিনি এইসব এলাকায় ধর্ম প্রচারে লিপ্ত ছিলেন বলিয়া ইতিহাস সাক্ষ্য বহন করিতেছে। ২০০০ টিকা দেখুন। সেখানে বলা হইয়াছে যে, ঈসা (আঃ) কে উচ্চ পাহাড়ী অঞ্চলে আশ্রয় দেওয়া হইয়াছিল। 'মসীহ্' এর একটি অর্থ পূর্বেই বলা হইয়াছে 'পবিত্রকৃত'। যেহেতু ঈসা (আঃ)-এর জন্মের মধ্যে অস্বাভাবিকতা রহিয়াছে এবং জারজ সন্তান মনে করিয়া তাহাকে ঘৃণা করার সম্ভাবনা ছিল, সেজন্য এইরূপ মিথ্যা অপবাদ ও ঘৃণা হইতে রক্ষার উদ্দেশ্যে তাহাকে 'পবিত্রকৃত' নামে অভিহিত করা হইয়াছিল, যেমন অন্যান্য সকল নবীই পবিত্রকৃত ছিলেন।

৪১৬। 'ঈসা' নামটি হিব্রু 'ইয়াসূ' শব্দের একটি বিবর্তিত রূপ। যিসাস হইল যসূয়া বা যেসূয়া শব্দের গ্রীক রূপায়ন (এনসাই. বিব্)। ইহার বাংলা রূপায়ন হইল যীশু।

৪১৭। ইবনে মরিয়ম, ঈসা (আঃ) এর একটি অতিরিক্ত নাম, আরবীতে যাহাকে বলা হয় কুনিয়াৎ। ঈসা (আঃ)-কে সম্ভবতঃ এই কারণে 'ইবনে মরিয়ম' বলা হইয়াছে, যেহেতু তিনি পিতৃ মাধ্যম ব্যতীতই মাতা মরিয়মের গর্ভজাত ছিলেন। তাই মাতৃ পরিচয়ে পরিচিত হওয়াই অধিকতর যুক্তি-সঙ্গত হইয়াছে।

৪১৮। এই কথাটিও অন্যান্য ধর্মপরায়ণ নিষ্ঠাবান সাধু বান্দাগণ হইতে অধিকতর উচ্চ মর্যাদায় ঈসা (আঃ)-কে ভূষিত করে না। কেননা, কুরআনে উচ্চ পর্যায়ের সকল ধার্মিক ব্যক্তিকেই আল্লাহ্‌র নৈকট্যপ্রাপ্ত বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে (৫৬ঃ১১,১২)।

৪১৮-ক। 'মাহ্‌দ্' শব্দের প্রাথমিক অর্থ হইল প্রস্তুতির সময় বা অবস্থা, যখন কোনও ব্যক্তি সুন্দর ও পরিপাটি রূপে পূর্ণ-বয়সের কার্য সম্পাদনের জন্য প্রস্তুতি নিতেছে। 'কাহ্‌ল' ও 'মাহ্‌দ্' শব্দ দুইটি একই সাথে ব্যবহৃত হওয়া দ্বারা বুঝা যায়, এই দুইটি সময়ের মাঝখানে কোন মধ্যবর্তী সময় নাই। 'কাহ্‌ল' (মধ্যম বয়স) এর পূর্বেকার সাকল্য সময়টুকুই 'মাহ্‌দ্' (প্রস্তুতি- সময়)।

৪১৮-খ। 'কাহ্‌ল' মানে মধ্যম বয়স, অথবা সেই বয়স যে বয়সে কাঁচা চুলের সাথে পাকা চুল মিশ্রিত হইতে থাকে; ত্রিশ-চৌত্রিশ বৎসর বয়স্ক হইতে একান্ন বৎসর বয়স্ক হওয়ার সময় বা চল্লিশ হইতে একান্ন বৎসর বয়সের সময়কাল (লেইন ও সালাবী)।

ঈসা (আঃ) অতি শিশুকালেই জ্ঞান-বুদ্ধি সম্পন্ন কথা বলিতেন, ইহা আশ্চর্যজনক বা অপ্রাকৃতিক নহে। বহু মেধাবী, ধীমান শিশু যাহারা সুপরিবেশে, সযত্নে লালিত হয়, তাহাদের মাঝেও এই প্রতিভা দৃষ্টি গোচর হয়। সমস্ত বাক্যটির অর্থ ইহাই যে, তিনি শিশু,কিশোর-যৌবনে এবং মধ্যম বয়সে এমন অসাধারণ জ্ঞান-বুদ্ধি সম্পন্ন কথাবার্তা বলিতেন, যাহা তাহার বয়স ও অভিজ্ঞতার তুলনায় অধিকতর উচ্চ স্তরের। ঈসার জীবনের দুইটি বয়ঃক্রম কালের উল্লেখ এই কথার প্রতিও ইঙ্গিত করিতে পারে যে, তাঁহার দ্বিতীয় বয়ঃক্রম (কাহ্‌ল) কালের কথা প্রথম বয়ঃক্রম (মাহ্‌দ) কালের কথা হইতে ভিন্ন প্রকৃতির হইবে। তখন তিনি মানুষের কাছে নবীরূপে কথা বলিবেন। অতএব, মরিয়মকে যে সুসংবাদগুলি আল্লাহ্‌তা'লা দিয়াছিলেন, তাহা আসলে এই ছিল যে, তাঁহার পুত্র শুধু যে বুদ্ধি-তেজোদ্দীপ্ত জ্ঞানী ব্যক্তি হইবেন তাহাই নহে,বরং তিনি একজন উচ্চ পর্যায়ের ধার্মিক, আল্লাহ্‌র মনোনীত ব্যক্তিত্ব হিসাবে দীর্ঘজীবনও লাভ করিবেন।

قَالَتْ رَبِّ اَنّٰى يَكُوْنُ لِىْ وَلَدٌ وَّلَمْ يَمْسَسْنِىْ بَشَرٌ ؕ قَالَ كَذٰلِكِ اللّٰهُ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ؕ اِذَا قَضٰٓى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ﴿٤٨﴾

৪৮। সে বলিল, 'হে আমার প্রভু। কিরূপে আমার সন্তান হইবে অথচ কোন মানুষ আমাকে স্পর্শ[৪১৯] করে নাই ?' তিনি বলিলেন, 'এই ভাবেই, আল্লাহ্ যাহা চাহেন সৃষ্টি করেন, যখন কোন বিষয় তিনি ফয়সালা করেন তখন উহার সম্বন্ধে তিনি শুধু বলেন, 'হও', তখন উহা হইয়া যায়;

وَيُعَلِّمُهُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ ﴿٤٩﴾

৪৯। এবং তিনি তাহাকে কিতাব এবং হিকমত এবং তওরাত এবং ইন্‌জীল শিক্ষা দিবেন;

وَرَسُوْلًا اِلٰى بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ ۙ اَنِّىْ قَدْ جِئْتُكُمْ بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ ۙ اَنِّىْٓ اَخْلُقُ لَكُمْ مِّنَ الطِّيْنِ كَهَيْـَٔةِ الطَّيْرِ فَاَنْفُخُ فِيْهِ

৫০। এবং বনী ইস্‌রাঈলের[৪১৯-ক] প্রতি রসূল রূপে (এই পয়গাম সহ প্রেরণ করিবেন)যে, আমি নিশ্চয় তোমাদের নিকট তোমাদের প্রভুর পক্ষ হইতে এক নিদর্শনসহ আসিয়াছি (উহা এই) যে, তোমাদের জন্য কাদা[৪২০] হইতে আমি পাখীর[৪২০-ক]

৪১৯। পুত্র প্রাপ্তির সংবাদ যদিও অত্যন্ত সুখকর বিষয়, তথাপি অবিবাহিতা মরিয়মের জন্য ইহা ছিল এক বিব্রতকর ব্যাপার। কেননা, তাঁহার জীবনতো ভবিষ্যতেও অবিবাহিত থাকিবার জন্যই নিবেদিত ও নির্দ্ধারিত। এই আয়াত তাঁহার মনের হতবুদ্ধি অবস্থাকে যুক্তিযুক্ত সাব্যস্ত করিতেছে। এই আয়াতদ্বারা ইহাও প্রমাণিত হয় যে, ঈসা (আঃ)-এর কোনও পিতা ছিল না; মরিয়মের উক্তি **'কোন মানুষ আমাকে** স্পর্শ করে নাই' বাক্যের মধ্যেই তাহা সুস্পষ্টরূপে বুঝা যায়। মরিয়মের সম্পূর্ণ জীবন উপাসনালয়ের নামে উৎসর্গীকৃত থাকায় এবং ভবিষ্যতে বিবাহ করা উৎসর্গীত জীবনের সাথে সঙ্গতিহীন হওয়ায়, তাহাকে **সন্ন্যাসিনী হইয়া** থাকিতে হইবে। যদি তাহা না হইত এবং তাঁহার বিবাহের সম্ভাবনার কথা তাঁহার চিন্তায় কখনও আসিত, তাহা হইলে তিনি পুত্র-সন্তান প্রাপ্তির ভবিষ্যত সংবাদ ফিরিশ্‌তা হইতে অবগত হইয়া আশ্চর্যান্বিত হইতেন না। 'মরিয়মের সুসমাচারে' আমরা মরিয়মের কুমারী ব্রতের প্রতিজ্ঞার কথা স্পষ্টাক্ষারে দেখিতে পাই। উক্ত সুসমাচারের পঞ্চম অধ্যায়ে আছেঃ উপাসনালয়ের প্রধান পুরোহিত সাধারণ হুকুম জারি করিলেন যে, উপাসনালয়ে বসবাসকারী যে সকল কুমারী মেয়ের বয়স চৌদ্দ বৎসর হইয়াছে, তাহারা বাড়ীতে ফিরিয়া যাইবে। সকল কুমারীরাই এই আদেশ পালন করিল। কিন্তু 'প্রভুর কুমারী মরিয়ম' একমাত্র মেয়ে যিনি উত্তর দিলেন যে, তিনি এই আদেশ পালনে অসমর্থ, কেননা তিনি এবং তাঁহার পিতা-মাতা তাঁহাকে প্রভুর সেবায় উৎসর্গ করিয়াছেন। তাছাড়া, তিনি প্রভুর নিকট কুমারীত্ব পালনের শপথ নিয়াছেন, যাহা তিনি কোনও অবস্থায়ই ভঙ্গ করিবেন না বলিয়া প্রতিশ্রুতিবদ্ধ (মরিয়মের সুসমাচার- ৫ঃ৪,৫,৬)। পরবর্তীকালে যোসেফের সহিত তাঁহার বিবাহ, তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে এবং তাঁহার শপথের বিরুদ্ধে, তাঁহার উপর চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। ছেলের মা হওয়ার কারণে, অবস্থার চাপে পড়িয়া, তিনি বাধ্য হইয়াছিলেন এবং যাজকেরা দুর্নাম হইতে বাঁচিবার জন্য এই বিবাহের আয়োজন করিয়াছিল। সুসমাচার হইতে একথা বুঝা যায় না, যোসেফকে এই বিবাহে কিভাবে সম্মত করা হইয়াছিল। তবে ইহা স্বতঃসিদ্ধ যে, মরিয়ম ঐ সময়ে সন্তান-সম্ভবা, তাহা যোসেফ মোটেই জানিতেন না (মথি- ১ঃ১৮,১৯)। সম্ভবতঃ মরিয়মের শপথ ভঙ্গের কোনও একটা যুক্তিগ্রাহ্য বাহানা আবিষ্কার করা হইয়াছিল। ঈসা (আঃ)-এর জন্ম বৃত্তান্তের বিশদ বিবরণ ১৭৫০-১৭৫৫ টীকা দেখুন।

৪১৯-ক। 'বনী ইসরাঈলের প্রতি রসূল', এই শব্দগুলি বলিয়া দিতেছে যে, ঈসা (আঃ)-এর ধর্ম প্রচার কার্য ও দায়িত্ব, ইস্‌রাঈলদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ কারয়া, তাঁহাকে পাঠানো হইয়াছিল। তিনি সারা বিশ্বের জন্য আসেন নাই (মথি- ১০ঃ৫-৬; ১৫ঃ২৪; ১৯ঃ২৮; প্রেরিতঃ-৩ঃ২৫;২৬ ১৩ঃ৪৬; লুক-১৯ঃ১০; ২২ঃ২৮-৩০)।

৪২০। 'তীন' অর্থ কাদামাটি, মাটি, নরম মাটি ইত্যাদি। রূপকভাবে 'আত্-তীন' অর্থ এমন মানুষ যাহার মধ্যে এত নমনীয়তার গুণ রহিয়াছে যে তাহাকে যে কোনও প্রকৃতিতে গড়িয়া তোলা যায়। আমরা এরূপ স্বভাবের মানুষকে সাধারণতঃ বাংলায় 'মাটির মানুষ' বলিয়া থাকি।

৪২০-ক। 'তায়র' অর্থ পাখী। রূপক বা আলঙ্কারিক ব্যবহার অনুযায়ী পাখীর অর্থ উচ্চ ও উড্ডীয়মান উর্দ্ধগামী আধ্যাত্মিক স্তরের মানব। যেমন সিংহ (আক্ষরিক অর্থে পশুরাজ সিংহ) বলিতে বীর পুরুষকে বুঝায়, আর 'দাব্বাহ্' (পোকা) বলিতে নিষ্কর্মা, হীন ও ঘোর সংসারাসক্ত ব্যক্তিকে বুঝাইয়া থাকে (৩৪ঃ১৫)।

فَيَكُوْنُ طَيْرًا بِاِذْنِ اللّٰهِ ۚ وَاُبْرِئُ الْاَكْمَهَ وَالْاَبْرَصَ وَاُحْيِ الْمَوْتٰى بِاِذْنِ اللّٰهِ ۚ وَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَاْكُلُوْنَ وَمَا تَدَّخِرُوْنَ ۙ فِيْ بُيُوْتِكُمْ ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝

অবস্থার অনুরূপ[৪২০-খ] সৃষ্টি[৪২০-গ] করিব, অতঃপর উহার মধ্যে আমি ফুৎকার করিব, ফলে উহা আল্লাহ্‌র আদেশে উড্ডয়নশীল হইয়া যাইবে, এবং আল্লাহ্‌র আদেশে[৪২০-ঘ] আমি অন্ধ[৪২০-ঙ] এবং কুষ্ঠ রোগীকে নিরাময়[৪২০-চ] করিব এবং মৃতগণকে জীবন দান করিব, এবং তোমরা কি খাইবে[৪২০-ছ] এবং তোমাদের ঘরে কি সঞ্চয় করিবে সেই বিষয়ে তোমাদিগকে আমি অবহিত করিব। নিশ্চয় ইহার মধ্যে তোমাদের জন্য এক নিদর্শন রহিয়াছে যদি তোমরা মো'মেন হও।

৪২০-খ। 'হায়য়াত' অর্থ আকৃতি, নমুনা, রূপ, অবস্থা, ধরণ, পদ্ধতি (লেইন)।

৪২০-গ। 'খালাকা' অর্থ সে ওজন করিল, নক্সা প্রণয়ন করিল, আকৃতি দিল বা পরিকল্পনা করিল; আল্লাহ্ উৎপন্ন করিলেন, সৃষ্টি করিলেন বা অস্তিত্ব দান করিলেন, এমন বস্তু বা জীবকে যাহার নমুনা, আদর্শ বা সমরূপ পূর্বে ছিল না অর্থাৎ তিনিই ইহাকে আদি-সৃষ্টি বা প্রথম সৃষ্টি করিলেন। (লেইন ও লিসান)।

৪২০-ঘ। বাইবেলে কোথাও উল্লেখ নাই যে, ঈসা (আঃ) মু'জেযা প্রদর্শন করিবার জন্য পাখী সৃষ্টি করিয়া আকাশে উড়াইয়াছিলেন। সত্যি সত্যি যদি ঈসা (আঃ) পাখী বানাইয়া উড়াইয়া থাকিতেন, তাহা হইলে বাইবেল তাহা উল্লেখ না করিয়া, কিভাবে ও কেন চুপ করিয়া থাকিল ? আল্লাহ্‌র কোন নবী পূর্বে এই ধরণের ঐশী-নিদর্শন দেখান নাই, অথচ বাইবেল এই সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নীরব রহিল, ইহা আশ্চর্য নয় কি ? বাইবেলে এই মহা-নিদর্শনের উল্লেখ থাকিলে, সকল নবীর উপর ঈসা (আঃ)-এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হইত এবং পরবর্তী কালের খৃষ্টানেরা ঈসার প্রতি যে-ঈশ্বরত্ব আরোপ করিয়াছে, তাহাও কিছুটা সমর্থন লাভ করিত। 'খাল্‌ক' শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয় (১) মাপ বা ওজন করা, পরিমাণ ঠিক করা, নক্সা তৈরী করা, (২) আকৃতি দেওয়া, তৈরী করা, সৃষ্টি করা ইত্যাদি অর্থ রহিয়াছে। এখানে প্রথমোক্ত অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে। 'সৃষ্টি করা' অর্থে 'খাল্‌ক্' শব্দটি কুরআনের কোথায়ও আল্লাহ্‌র কাজ ছাড়া অন্য কাহারও কাজ বলিয়া স্বীকৃতি পায় নাই; আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাহারও প্রতি এই গুণটি, কুরআনের কোথায়ও আরোপিত হয় নাই (১৩ঃ১৭; ১৬ঃ২১; ২২ঃ৭৪; ২৫ঃ৪; ৩১ঃ১১-১২; ৩৫ঃ৪১ এবং ৪৬ঃ৫)। উপরোক্ত ব্যাখ্যার আলোকে এবং 'কাদামাটি'র রূপক অর্থ সম্মুখে রাখিয়া, "তোমাদের জন্য কাদা হইতে আমি পাখীর অবস্থার অনুরূপ সৃষ্টি করিব, অতঃপর উহার মধ্যে আমি (নবজীবন) ফুৎকার করিব, ফলে উহা আল্লাহ্‌র আদেশে উড্ডয়নশীল হইয়া যাইবে" ইত্যাদি কথার মম বুঝিবার চেষ্টা করিলে, উহার তাৎপর্য দাঁড়াইবে এই যে, সাধারণ শ্রেণীর লোক— যাহাদের মধ্যে উন্নতি ও জাগরণের শক্তি রহিয়াছে, তাহারা যদি ঈসা (আঃ)-এর সংস্পর্শে আসে ও তাঁহার বাণী গ্রহণ করিয়া জীবন যাপন করে, তাহা হইলে তাহাদের জীবনে আমূল পরিবর্তন আসিয়া যাইবে। ধূলি-ধূসরিত, সংসারাসক্ত, বস্তু-কেন্দ্রিক জীবনকে জলাঞ্জলি দিয়া, তাহারা আধ্যাত্মিক আকাশের উচ্চ মার্গে পাখীর মত বিচরণ করিতে সমর্থ হইবে এবং বস্তুতঃ, তাহাই ঘটিয়াছিল। ঘৃণিত, অবহেলিত গেলিলীর জেলেরা, তাহাদের প্রভু ও গুরুর উপদেশ ও উদাহরণ অনুসরণের মাধ্যমে, পাখীরই মত উচ্চমার্গে আরোহণ করিয়া, বনীইসরাঈল জাতির মধ্যে আল্লাহ্‌র বাণী প্রচারের তৌফিক লাভ করিয়াছিল। অন্ধ ও কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্তদের রোগমুক্তির বা উপশম দানের সম্বন্ধে বলা যায় যে, এই ধরণের রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদিগকে বনীইসরাঈল জাতি অপবিত্র ও নোংরা জানে, সমাজের সংশ্রব হইতে দূরে রাখিত; সমাজে ঘেঁষিতে দিত না। 'আমি নিরাময় করিব' কথাটির তাৎপর্য ইহাই যে, এই সব রোগাক্রান্ত লোকেরা আইনগত ও সমাজগত ভাবে, অবহেলিত অবস্থায় বহু বঞ্চনা ও অসুবিধার মধ্যে ঘৃণার পরিবেশে বাস করিত। ঈসা (আঃ) আসিয়া তাহাদিগকে সেবা যত্ন করার তাগিদ দিয়া, সমাজে তাহাদিগকে স্থান দান করিয়া, তাহাদিগকে দুর্বিসহ জীবন হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন। ইহাও হইতে পারে যে, ঈসা (আঃ) এই সব রোগীকে সুস্থ করিতেন। আল্লাহ্‌র নবীগণ আধ্যাত্মিক চিকিৎসক বিশেষ। তাহারা আধ্যাত্মিক অন্ধগণকে চক্ষুদান করেন, বধিরকে শ্রবণশক্তি দান করেন, আধ্যাত্মিক মৃতদিগকে জীবন দান করেন (মথি- ১৩ঃ১৫)। এখানে 'আক্‌মাহ' (রাতকানা) অর্থ ঐ লোক যাহার বিশ্বাস থাকা সত্বেও দুর্বল মানসিকতার কারণে পরীক্ষার সম্মুখে দাঁড়াইতে পারে না। সে দিনের আলোতে দেখে অর্থাৎ যতক্ষণ পরীক্ষার ঝামেলা থাকে না এবং বিশ্বাসের সূর্য মেঘ-দুর্যোগ হইতে মুক্ত অবস্থায় কিরণ দেয়, তখন সে ঠিকই দেখে। কিন্তু যখন দুর্যোগের রাত্রি নামিয়া আসে অর্থাৎ পরীক্ষা ও আত্মোৎসর্গের সময় উপস্থিত হয়, তখন সে আধ্যাত্মিক আলো হারাইয়া ফেলে এবং থামিয়া যায় (২ঃ২১)। তেমনি ভাবে, 'আব্রাস' (কুষ্ঠরোগী) শব্দটি আধ্যাত্মিক অর্থে রুগ্ন ও দুর্বল বিশ্বাসকে বুঝাইয়াছে, যাহার আবরণ স্থানে স্থানে সুস্থ আবার স্থানে স্থানে ক্ষতপূর্ণ।

'আমি মৃতগণকে জীবনদান করিব' বাক্যটির অর্থ ইহা নয় যে, ঈসা (আঃ) মৃত ব্যক্তিকে সত্যই জীবিত করিয়াছিলেন। যাহারা প্রকৃতই মরিয়া যায়, তাহারা পৃথিবীর বুকে কখনও পুনর্জ্জীবিত হয় না। এইরূপ বিশ্বাস কুরআনের শিক্ষার সম্পূর্ণ বিপরীত (২ঃ২৯; ২৩ঃ১০০-১০১,২১ঃ৯৬; ৩৯ঃ৫৯-৬০; ৪০ঃ১২; ৪৫ঃ২৭)। আধ্যাত্মিক পরিভাষা মতে, নবীগণ তাহাদের অনুসারীদের জীবনে যে বৈপ্লবিক ও অসাধারণ মহা-পরিবর্তন

৪২০-ঙ, ৪২০-চ ও ৪২০-ছ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرٰىةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِيْ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ ۖ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ۝٥١

৫১। এবং আমি তসদীক্‌কারী[৪২১] উহার যাহা আমার সম্মুখে আছে অর্থাৎ তওরাতের, এবং এইজন্য (আসিয়াছি) যেন আমি তোমাদের জন্য হালাল করি কতক বস্তুকে যাহা (পূর্বে) তোমাদের উপর হারাম করা হইয়াছিল,[৪২১-ক] এবং তোমাদের প্রভুর তরফ হইতে আমি এক নিদর্শনসহ তোমাদের নিকট আসিয়াছি, অতএব আল্লাহর তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর এবং আমার আনুগত্য কর;

اِنَّ اللّٰهَ رَبِّيْ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ ۗ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ۝٥٢

৫২। নিশ্চয় আল্লাহ্ আমার প্রভু এবং তোমাদেরও প্রভু, সুতরাং তাঁহারই ইবাদত কর, ইহাই সরল-সুদৃঢ় পথ।'

فَلَمَّآ اَحَسَّ عِيْسٰى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ اَنْصَارِيْٓ اِلَى اللّٰهِ ۗ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ نَحْنُ اَنْصَارُ اللّٰهِ ۚ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ ۚ وَاشْهَدْ بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ ۝٥٣

৫৩। অতঃপর যখন ঈসা তাহাদের মধ্যে কুফরী অনুভব করিল, সে বলিল, 'আল্লাহর পথে কে আমার সাহায্যকারী হইবে ?' হাওয়ারীগণ বলিল, 'আমরা আল্লাহ্‌র সাহায্যকারী[৪২২], আমরা আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনিয়াছি। এবং তুমি সাক্ষী থাক যে, আমরা আত্মসমর্পণকারী।

رَبَّنَآ اٰمَنَّا بِمَآ اَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُوْلَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِيْنَ ۝٥٤

৫৪। হে আমাদের প্রভু ! আমরা ঈমান আনিয়াছি উহার উপর যাহা তুমি নাযেল করিয়াছ এবং এই রসূলের অনুসরণ করিয়াছি। অতএব, তুমি আমাদিগকে সাক্ষীগণের মধ্যে লিখিয়া রাখ।'

আনয়ন করেন, তাহাকেই বলা হয় 'মৃতকে জীবিত করা'।

৪২০-ঙ। 'আক্‌মাহ' অর্থ রাত্‌কানা, জন্মান্ধ, যে পরে অন্ধ হইয়াছে; যাহার জ্ঞান-বুদ্ধি ও যুক্তি শক্তি নাই (মুফ্‌রাদাত)।

৪২০-চ। 'উব্‌রিয়ু' 'বারিয়া' হইতে উৎপন্ন। 'বারিয়া' অর্থ সে (অমুক বস্তু বা দোষারোপ হইতে) মুক্তি পাইল। 'উবরিয়ু' অর্থ আমি দোষমুক্ত বা রোগমুক্ত করি; আমি অমুককে তাহার প্রতি আরোপিত দোষ হইতে মুক্ত ঘোষণা করি (লেইন)।

৪২০-ছ। বাক্যাংশটির সামাগ্রিক অর্থঃ ঈসা (আঃ) তাঁহার শিষ্যগণকে শিক্ষা দিলেন, দিন যাপনের জন্য তাহারা কি পরিমাণ খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে খরচ করিবে এবং কি পরিমাণ তাহারা বাঁচাইবে অর্থাৎ পরকালে পাইবার জন্য খরচ করিবে। অন্য কথায়, ঈসা (আঃ) তাহাদিগকে বলিলেন, তাহারা ন্যায়ভাবে যাহা উপার্জ্জন করিবে, তাহা দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিবে এবং অবশিষ্ট অর্থ আল্লাহ্‌র পথে খরচ করিবে। আর আগামী দিনের কথা আল্লাহ্‌র উপর ছাড়িয়া দিবে (মথি- ৬ঃ২৫-২৬)।

৪২১। ঈসা (আঃ) তওরাতের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী আসিয়াছিলেন। তিনি নতুন কোনও শরীয়াত (বিধান) আনয়ন করেন নাই, বরং মূসা (আঃ)-এর শরীয়াত বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য আসিয়াছিলেন। তিনি নিজে স্বয়ং তাহার এই সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে অবগত ছিলেন (মথি-৫ঃ১৭-১৮)।

৪২১-ক। এই কথাটার মধ্যে মূসা (আঃ)-এর শরীয়াতের কোনও পরিবর্তন সাধনের প্রতি ইঙ্গিত নাই। ইহুদীরা মনগড়াভাবে যে সব বস্তু নিজেদের জন্য হারাম (নিষিদ্ধ) বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিল, সেই বস্তুকে শরীয়াত মোতাবেক তিনি হালাল ঘোষণা করিয়াছিলেন (৪ঃ১৬১ ৪৩ঃ৬৪)। এই দুইটি আয়াত হইতে জানা যায়, বিভিন্ন ইহুদী ফেরকার (দলের) মধ্যে, ব্যবহারিক বস্তুর বৈধতা-অবৈধতা নিয়া মতভেদ প্রবল ছিল এবং তাহাদের অন্যায় আচরণ ও সীমালংঘনের কারণে, তাহারা আল্লাহ্‌র দানের কতকাংশ হইতে নিজদিগকে বঞ্চিত করিয়াছিল। ঈসা (আঃ) বিচারক ও মীমাংসাকারীরূপে আগমন করিয়া তাহাদিগকে ভুল-ভ্রান্তিগুলি বুঝাইয়া দিলেন; কোন্ পথ সঠিক আর কোন্ পথ সঠিক নয়, তাহাও বুঝাইয়া দিলেন এবং বলিলেন, তাহাকেই মীমাংসাকারীরূপে মানিয়া নিলে তাহারা যেসব স্বর্গীয় অনুগ্রহরাজি হইতে বঞ্চিত হইয়াছে, সেইগুলি তাহারা পুনঃপ্রাপ্ত হইবে (কাসীর, ফাত্‌হ্ এবং মুহীত)।

৪২২। 'হাওয়ারীউন', হাওয়ারিউ শব্দের বহু বচন, যাহার অর্থ (১) ধোপা, (২) যে ব্যক্তি পরীক্ষিতভাবে পাপ বা ত্রুটি-মুক্ত, (৩) পূত-পুণ্য চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তি, (৪) যে ব্যক্তি সৎভাবে ও বিশ্বস্তরূপে কাজ করে এবং অনুরূপ উপদেশ দেয়, (৫) বিশ্বস্ত বন্ধু ও সাহায্যকারী, (৬) নবীর সাহায্যকারী বিশিষ্ট বন্ধু (লেইন, মুফ্‌রাদাত)।

وَمَكَرُوْا وَمَكَرَ اللّٰهُ ؕ وَاللّٰهُ خَيْرُ
الْمٰكِرِيْنَ ۝٥٥ ع

৫৫। এবং তাহারা (ঈসার শত্রুগণ) পরিকল্পনা করিল এবং আল্লাহ্ও পরিকল্পনা করিলেন এবং আল্লাহ্ পরিকল্পনা[৪২৩] কারীদের মধ্যে সর্বোত্তম।

৫ [১৩] ১৩

اِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسٰٓى اِنِّىْ مُتَوَفِّيْكَ
وَرَافِعُكَ اِلَىَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِيْنَ
كَفَرُوْا وَجَاعِلُ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْكَ فَوْقَ
الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ۚ ثُمَّ اِلَىَّ
مَرْجِعُكُمْ فَاَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيْمَا كُنْتُمْ
فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ۝٥٦

৫৬। (স্মরণ কর সেই সময়কে) যখন আল্লাহ্ বলিলেন, 'হে ঈসা! নিশ্চয় আমি তোমাকে মৃত্যু[৪২৪] দিব এবং আমার দিকে তোমাকে উন্নীত[৪২৪-ক] করিব এবং যাহারা অস্বীকার করে তাহাদের (দোষারোপ) হইতে তোমাকে পবিত্র করিব এবং যাহারা অস্বীকার করে তাহাদের উপর তোমার অনুসরণকারীদিগকে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত প্রাধান্য দান[৪২৪-খ] করিব, অতঃপর আমার সন্নিধানেই হইবে তোমাদের প্রত্যাবর্তন, তখন আমি তোমাদের মধ্যে ঐ বিষয়ে ফয়সালা করিব যে বিষয়ে তোমরা মতভেদ করিয়া আসিতেছিলে।

৪২৩। ইহুদীরা ষড়যন্ত্র পাকাইল যে, ঈসা (আঃ)-কে ক্রুশে লটকাইয়া তাহার 'অভিশপ্ত-মৃত্যু' ঘটাইবে (দ্বি, বি, - ২১ঃ২৪); কিন্তু আল্লাহ্ পরিকল্পনা নিলেন ঈসা (আঃ)-কে ক্রুশীয়-মৃত্যু হইতে বাঁচাইবেন। ইহুদীদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইল এবং আল্লাহ্র পরিকল্পনা কার্যকরী হইল। কেননা, ঈসা (আঃ) ক্রুশে মারা যান নাই, মৃতবৎ সংজ্ঞাহীন হইলেও, জীবিত অবস্থাতেই তাহাকে ক্রুশ হইতে নামানো হয় এবং ঘটনাস্থল হইতে বহুদূরে, অনেক-অনেক বৎসর পরে, অতিবৃদ্ধ অবস্থায় তিনি কাশ্মীরে স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করেন।

৪২৪। মুতাওয়াফ্ফি', 'তাওয়াফ্ফা' শব্দ হইতে উৎপন্ন। আরবীতে বলা হয়- 'তাওয়াফ্ফাল্লাহু যায়্দান্ অর্থাৎ আল্লাহ্ যায়্দের আত্মাকে উঠাইয়া লইলেন, যাহার মানে হইল আল্লাহ্ যায়দকে মৃত্যু দিলেন। যেখানে 'আল্লাহ্ কর্তৃবাচক হন এবং 'মানুষ' কর্ম-বাচক হয়, আর 'তাওয়াফ্ফা' হয় ক্রিয়া, সেখানে 'তাওয়্ফ্ফার' অর্থ আত্মাকে লইয়া যাওয়া বা মৃত্যুদান করা ছাড়া অন্য কোনও অর্থ কখনও হয় না। ইব্নে আব্বাস 'মুতাওয়াফ্ফিকার' অনুবাদ করিয়াছেন 'মুমিতুকা,' অর্থাৎ আমি তোমাকে মৃত্যু দিব (বুখারী -কিতাবুত্তফসীর)। অনুরূপ ভাবে আল্লামা যামাখ্শরী, যিনি আরবী ভাষাবিদগণের অন্যতম,বলেন, 'মুতাওফ্ফিকা'র অর্থ 'আমি তোমাকে মানুষের হত্যা করা হইতে বাঁচাইব, তোমার জন্য নির্দ্ধারিত পূর্ণ বয়ঃক্রম পর্যন্ত তোমাকে বাঁচাইয়া রাখিব এবং তোমাকে স্বাভাবিক ভাবে মৃত্যু দিব, তোমাকে নিহত হইতে দিব না (কাশ্শাফ)। বস্তুতঃ, আরবী ভাষাবিদেরা ঐকমত পোষণ করেন যে, উপরোক্ত ভাবে যখন 'তাওয়াফ্ফা' ক্রিয়াটি ব্যবহৃত হয়, তখন ইহার অন্যরূপ অর্থ কখনও হইতে পারে না। সমস্ত আরবী সাহিত্য ঘাঁটিয়াও, এই শব্দের অন্য অর্থে ব্যবহারের একটি দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইবে না। অনন্য সাধারণ জ্ঞানের অধিকারী স্বনামধন্য তফসীর-কারক ইব্নে আব্বাস, ইমাম মালিক, ইমাম বুখারী, ইমাম ইব্নে হাম্বল, ইমাম ইবনে কাইয়ীম, ক্বাতাদা, ওয়াহ্হাব এবং অন্যান্যরাও এই বিষয়ে একমত (বুখারী, তফসীর অধ্যায়, বুখারী, বাদাউল খাল্ক অধ্যায়, বিহার, আল-মুহাল্লা, মা'দ পৃঃ ১৯, মনসুর, ২য়, কাসীর)। এই শব্দটি কুরআনের বিভিন্ন স্থানে ২৫ বার ব্যবহৃত হইয়াছে, তেইশটি স্থলেই ব্যবহৃত হইয়াছে মৃত্যুর সময় আত্মাকে লইয়া যাওয়া অর্থে। কেবল মাত্র দুইটি স্থলে ঘুমের মধ্যে আত্মাকে লইয়া যাওয়া অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, এবং দুই স্থলেই ঘুম ও রাত্রি শব্দ ব্যবহার দ্বারা 'তাওয়াফ্ফাকে' বিশেষিত করা হইয়াছে (৬ঃ৬১, ৩৯ঃ ৪৩)। এই সত্যকে চাপা দিবার কোনও সুযোগ নাই যে, ঈসা (আঃ) মৃত্যুবরণ করিয়াছেন। রসূলে করীম (সাঃ) স্বয়ং বলিয়াছেন যে, "মূসা ও ঈসা যদি এখনও জীবিত থাকিতেন, তাহা হইলে তাহারা আমার অনুসরণ ও অনুগমন করিতে বাধ্য হইতেন"(কাসীর)। এমন কি তিনি বলিয়াছেন যে, ঈসা (আঃ)-এর বয়স ছিল ১২০ বৎসর (কান্যুল উম্মাল)। কুরআন ৩০টি আয়াত দ্বারা, ঈসা (আঃ)-এর আকাশে গমন ও সেখানে সশরীরে জীবিত অবস্থায় অবস্থান করার অলীক ধারণাকে একেবারে ধূলিসাৎ করিয়া দিয়াছে।

৪২৪-ক। 'রাফউন্ অর্থ কাহারও মর্যাদা ও পদবী উচ্চ করা, সম্মান বৃদ্ধি করা। যখন 'রাফউন্' (মর্যাদার উচ্চতা) আল্লাহ্র দিকে হয়, তখন ইহা আধ্যাত্মিক উন্নতি ব্যতীত অন্য কিছু হইতে পারে না। কেননা, আল্লাহ্ কোন সসীম স্থানে সীমাবদ্ধ নহেন, কোন বস্তু বিশেষও নহেন। অতএব, শারীরিকভাবে তাঁহার দিকে উচ্চারোহণ কোনও মতেই সম্ভব নহে। এই শব্দটি মর্যাদাবৃদ্ধি অর্থে কুরআনের ২৪ঃ৩৭ ৩৫ঃ১১ আয়াতদ্বয়েও ব্যবহৃত হইয়াছে। ঈসা (আঃ)-এর মর্যাদার উচ্চারোহন এই প্রেক্ষিতে বলা হইয়াছে যে, ইহুদীরা মিথ্যা দাবী করিতেছিল, তাহারা ঈসাকে ক্রুশে মারিয়া অভিশপ্ত বলিয়া প্রমাণ করিয়াছে। কুরআন বলে,আল্লাহ্র নবী ঈসা (আঃ) ক্ষণিকের জন্যও অভিশপ্ত হইতে পারেন না, বরং মর্যাদায় উচ্চ হইতে আরো উচ্চে উন্নীত হন।

৪২৪-খ। 'জা'আলা' অর্থ সে বানাইল বা প্রস্তুত করিল; সে নিযুক্ত করিল; সে ঘোষণা করিল; সে সম্মানিত করিল (২ ঃ ১৪৪); সে ধরিল ইত্যাদি (লেইন)।

فَاَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَاُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۫ وَمَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ﴿٥٧﴾

৫৭। অতঃপর, যাহারা অবিশ্বাস করে, তাহাদের পরিণাম এই যে, আমি তাহাদিগকে কঠোর শাস্তি দিব–ইহকালেও এবং পরকালেও, এবং তাহাদের জন্য কেহই সাহায্যকারী হইবে না;

وَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَيُوَفِّيْهِمْ اُجُوْرَهُمْ ۗ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٥٨﴾

৫৮। বাকী রহিল তাহাদের বিষয় যাহারা ঈমান আনে এবং পুণ্য কর্ম করে, তিনি তাহাদিগকে তাহাদের পুণ্য কর্মের পূর্ণ পুরস্কার দান করিবেন। এবং আল্লাহ্ যালেমদিগকে ভালবাসেন না।'

ذٰلِكَ نَتْلُوْهُ عَلَيْكَ مِنَ الْاٰيٰتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ ﴿٥٩﴾

৫৯। ইহা সেই বিষয় যাহা আমরা তোমার নিকট আয়াত সমূহ এবং হিকমতপূর্ণ উপদেশবাণী হইতে আবৃত্তি করিতেছি।

اِنَّ مَثَلَ عِيْسٰى عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ اٰدَمَ ؕ خَلَقَهٗ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ﴿٦٠﴾

৬০। নিশ্চয় আল্লাহ্‌র নিকট ঈসার অবস্থা আদমের[৪২৫] অবস্থার অনুরূপ। তিনি তাহাকে মাটি[৪২৫-ক] হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন, অতঃপর তিনি তাহাকে বলিলেন, 'হও' এবং সে হইয়া গেল।

اَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِّنَ الْمُمْتَرِيْنَ ﴿٦١﴾

৬১। (ইহা) তোমার প্রভুর পক্ষ হইতে পূর্ণ সত্য, সুতরাং সন্দেহ পোষণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হইও না।

فَمَنْ حَآجَّكَ فِيْهِ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ اَبْنَآءَنَا وَاَبْنَآءَكُمْ وَنِسَآءَنَا وَنِسَآءَكُمْ وَاَنْفُسَنَا وَاَنْفُسَكُمْ ۟ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَّعْنَتَ اللّٰهِ عَلَى الْكٰذِبِيْنَ ﴿٦٢﴾

৬২। সুতরাং তোমার নিকট জ্ঞান আসিবার পরে যে ব্যক্তি তোমার সঙ্গে এই বিষয়ে তর্ক-বিতর্ক করে তাহাকে তুমি বল, আস, আমরা ডাকি আমাদের পুত্রগণকে এবং তোমাদের পুত্রগণকে, আমাদের নারীগণকে এবং তোমাদের নারীগণকে, এবং আমাদের লোকগণকে এবং তোমাদের লোকগণকে, অতঃপর কান্নাকাটি করিয়া দোয়া[৪২৬] করি এবং মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহ্‌র লা'নত যাচনা করি।'

৪২৫। 'আদম' সাধারণভাবে মানুষ বা আদম-সন্তান বুঝায়। অতএব, ঈসা (আঃ)-কে অন্যান্য মরণশীল আদম-সন্তানের মতই মৃত্তিকা হইতে সৃষ্ট বলিয়া ঘোষণা করা হইল (৪০ঃ৬৮)। অতএব, তাহার ঈশ্বরত্ব কিছুই নাই। তবে 'আদম' বলিতে আমরা যদি এখানে আদি-পিতা আদমই মনে করি, তাহা হইলেও, ঈসার সহিত আদমের ঐ সাদৃশ্যের প্রতিই আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবে যে, পিতার মধ্যস্থতা ব্যতীত উভয়ের জন্ম হইয়াছিল। এই ক্ষেত্রে ঈসা (আঃ)-এর মাতা থাকার কারণে সাদৃশ্য ব্যাহত হয় নাই, কেননা তুলনা একেবারে সর্বপ্রকারের পূর্ণ সাদৃশ্যের উপর নির্ভর করে না।

৪২৫-ক। অন্যত্রও কাদা মাটি হইতে মানুষ সৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে (৬ঃ৩)। মাটি ও কাদামাটি দুইটি ভিন্ন শব্দ ব্যবহারের মধ্যে তাৎপর্য এই যে, যখন 'মাটি' শব্দটি ব্যবহার করা হয়, তখন (স্বর্গীয়-পানি) 'ওহী'র কথা মনে অনুপস্থিত থাকে এবং যখন 'কাদামাটি' শব্দটি ব্যবহৃত হয় তখন ঐশীবাণীর (স্বর্গীয়-পানি) কথা মনে উপস্থিত থাকে।

৪২৬। খৃষ্টান মতবাদ ও বিশ্বাস সম্বন্ধে আলোচনা এই আয়াতে আসিয়া সমাপ্ত হইয়াছে। নাজ্‌রানের ষাটজন খৃষ্টানের একটি দল আব্দুল মসীহ্ (আল্-আকীব নামে পরিচিত)-এর নেতৃত্বে মদীনায় আসিয়া মহানবী (সাঃ)-এর সাথে মসজিদে সাক্ষাৎ করে। ঈসা (আঃ)-এর তথাকথিত ঈশ্বরত্ব নিয়া সুদীর্ঘ আলোচনা চলে। আলোচনা পরিপূর্ণ হওয়ার পরও যখন খৃষ্টানগণ যুক্তির বিরুদ্ধে অনমনীয় মনোভাব ব্যক্ত করিয়া তাহাদের মিথ্যা-বিশ্বাসে অটলতা প্রকাশ করিলেন, তখন আল্লাহ্‌র আদেশানুযায়ী রসূলে পাক (সাঃ) শেষ চিকিৎসা হিসাবে তাহাদিগকে প্রার্থনা-

إِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ ۚ وَمَا مِنْ إِلٰهٍ
إِلَّا اللّٰهُ ۚ وَإِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٦٣﴾

৬৩। নিশ্চয় ইহাই সত্য বিবরণ, এবং আল্লাহ্ ব্যতীত কোন মা'বূদ নাই এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

ع ١٤ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللّٰهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ ﴿٦٤﴾

৬৪। কিন্তু যদি তাহারা মুখ ফিরাইয়া লয়, তাহা হইলে নিশ্চয় আল্লাহ্ ফাসাদকারীদের সম্বন্ধে সর্বজ্ঞানী।

৬ [৯] ১৪

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا إِلٰى كَلِمَةٍ
سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللّٰهَ
وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَّلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا
بَعْضًا أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللّٰهِ ۚ فَإِنْ تَوَلَّوْا
فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿٦٥﴾

৬৫। তুমি বল, 'হে আহলে কিতাব ! তোমরা এমন এক কথায় আস যাহা আমাদের মধ্যে এবং তোমাদের মধ্যে সমান— আমরা যেন আল্লাহ্ ব্যতীত কাহারও ইবাদত না করি এবং তাঁহার সহিত কোন কিছুকেই আমরা শরীক না করি এবং যেন আমাদের মধ্যে কতক অপর কতককে আল্লাহ্ ব্যতীত প্রভু স্বরূপ গ্রহণ না করে।' অতঃপর, যদি তাহারা মুখ ফিরাইয়া লয়, তাহা হইলে তোমরা বল, 'তোমরা সাক্ষী থাক যে, আমরা (আল্লাহ্র নিকট) আত্মসমর্পণকারী[৪২৬-ক]।'

প্রতিযোগিতার আহবান জানাইলেন, যাহাকে ধর্মীয় পরিভাষায় 'মুবাহালা' বলে। অর্থাৎ মিথ্যা বিশ্বাস অবলম্বনকারীর উপর আল্লাহ্র অভিশাপ চাহিয়া পক্ষ-প্রতিপক্ষ উভয়েই প্রার্থনা করিয়া উহার ফলাফল দ্বারা সত্য নির্ণয় করা হইবে। কিন্তু যেহেতু খৃষ্টানেরা তাহাদের বিশ্বাসের সত্যতা সম্বন্ধে একেবারে সুনিশ্চিত ছিল না, সেই কারণে এই 'মুবাহালা'তে তাহারা সম্মত হইল না এবং প্রকারান্তরে তাহাদের বিশ্বাসের অন্তঃসার-শূন্যতাই প্রকাশ পাইল। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, আলোচনা চলাকালে, মহানবী (সাঃ) স্বীয় মসজিদে ঐ খৃষ্টানগণকে তাহাদের আপন পদ্ধতিতে প্রার্থনা করার অনুমতি দিয়াছিলেন। তাহারা পূর্বমুখী হইয়া প্রার্থনা করিয়াছিল। ধর্মের ইতিহাসে, এইরূপ পরধর্ম-সহিষ্ণুতার দৃষ্টান্ত আর কোথায়ও দৃষ্টিগোচর হয় না (যুরকানী)।

৪২৬-ক। অনেকেই ভুলবশতঃ মনে করেন যে, এই আয়াত ইসলামের সাথে খৃষ্টান-ইহুদী ধর্মের একটা সমঝোতার ভিত্তি প্রদান করিয়াছে। তাহারা যুক্তি দেখান যে, যদি ঐ ধর্ম দুইটিও আল্লাহ্র একত্বকে মানে ও তাহাই প্রচার করে, তাহা হইলে ইসলামের অন্যান্য বিশ্বাস যাহা তুলনামূলকভাবে কম গুরুত্বপূর্ণ, সেগুলিকে নিয়া বাড়াবাড়ি না করাই ভাল। ইহা অভাবনীয় বিষয় যে, পূর্ববর্তী কয়েকটি আয়াতে যাহাদের মিথ্যা বিশ্বাসগুলির কারণে তাহাদিগকে কঠোরভাবে ভর্ৎসনা করা হইল, এমনকি তাহাদের প্রতি 'মুবাহালার'র চ্যালেঞ্জ প্রদান করা হইল, তাহাদেরই সাথে বিশ্বাসের ব্যাপারে সমঝোতা হইতে পারে। মহানবী (সাঃ) এই আয়াত উল্লেখপূর্বক হিরাক্লিয়াসের কাছে প্রচার-পত্র লিখিয়াছিলেন এবং একই পত্রে তাহাকে তিনি অতি জোরের সহিত ইস্‌লাম-গ্রহণেরও তাকিদ্ দিয়াছিলেন। এমনকি ইসলাম গ্রহণ না করিলে তাহার উপর আল্লাহ্র শাস্তি অবতীর্ণ হইবে বলিয়াও তিনি সতর্ক করিয়াছিলেন (বুখারী)। ইহাতে বুঝা যায় যে, কেবলমাত্র আল্লাহ্র একত্ব স্বীকারের দ্বারা সম্রাট হিরাক্লিয়াস ঐশী-শাস্তি হইতে রক্ষা পাওয়ার যোগ্য হইতেন না, ইহাই ছিল মহানবী (সাঃ)-এর অভিমত। বাস্তবিক পক্ষে, ইহুদী ও খৃষ্টানগণকে ইসলামের সত্যতা নির্ণয়ে সহায়তা করার উদ্দেশ্যে, এই আয়াত সহজ ও সরল পন্থা বাত্‌লাইয়া দিয়াছে মাত্র। আল্লাহ্র একত্বকে স্বীকার করা সত্ত্বেও খৃষ্টানগণ যীশুর ঈশ্বরত্বে বিশ্বাস করে। ইহুদীগণ গোঁড়া একত্ববাদী বলিয়া দাবী করা সত্ত্বেও, তাহারা তাহাদের পুরোহিত পীরগণকে অন্ধের মত অনুসরণ করিয়া, আল্লাহ্র আসনে বসাইয়া রাখিয়াছে—আর ইহাই তাহাদের ইসলাম গ্রহণে বাধা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাই এই আয়াতে তাহাদিগকে ঐসব মিথ্যা-খোদার উপাসনা ছাড়িয়া, তাহাদের আদত ও খাঁটি তৌহীদকে অবলম্বনের আহবান জানানো হইয়াছে যাহা এখন কেবল ইসলামেই জীবন্তভাবে মওজুদ রহিয়াছে। অতএব, ধর্মীয়-সমঝোতা স্থাপনের পরিবর্তে এই আয়াত তাহাদিগকে প্রকৃতপক্ষে আহবান করিতেছে যে, আল্লাহ্র একত্বকে, বাহ্যিকভাবে হইলেও সাধারণ ভিত্তিস্বরূপ ধরিয়া, ধর্মগুলির সত্যাসত্য যাচাই করা যাইতে পারে এবং ফলশ্রুতিতে ইসলামের সত্যতায় পৌছানো যাইতে পারে। ইহা তাহাদের প্রতি, ইসলাম গ্রহণের জন্য, এক ধরণের দাওয়াৎ বিশেষ।

প্রসঙ্গক্রমে, এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, এই আয়াতকে অবলম্বন ও উদ্ধৃত করিয়া মহানবী (সাঃ), বুখারী ও অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত মতে, যে পত্র হিরাক্লিয়াস, মিশর-রাজ মুকাওকিস ও অন্যান্য শাসক বর্গকে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াৎ দিয়া লিখিয়াছিলেন, সেই পত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং দেখা গিয়াছে যে, বুখারী শরীফে পত্রটির যে 'লিখন' (টেক্সট্) লিপিবদ্ধ আছে, ঐ আবিষ্কৃত পত্রটিতে অবিকল ঐ শব্দাবলীই রহিয়াছে, একটুও অমিল নাই (আর, রিল, ভল, ৫নং ৮)। এই ঘটনা সন্দেহাতীতভাবে বুখারী শরীফের হাদীসসমূহের বিশুদ্ধতাকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে এবং সাধারণভাবে অন্যান্য সংকলিত হাদীস গ্রন্থের সত্যতার প্রমাণও বহন করে।

يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تُحَآجُّوْنَ فِيْٓ اِبْرٰهِيْمَ وَمَآ اُنْزِلَتِ التَّوْرٰىةُ وَالْاِنْجِيْلُ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِهٖ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۝٦٥

৬৬। হে আহলে কিতাব! তোমরা ইব্‌রাহীম সম্বন্ধে কেন তর্ক কর, অথচ তওরাত ও ইন্‌জীল নিশ্চয় তাহার পরে নাযেল করা হইয়াছে, তবু কি তোমরা বিবেক-বুদ্ধি খাটাইবে না?

هٰٓاَنْتُمْ هٰٓؤُلَآءِ حٰجَجْتُمْ فِيْمَا لَكُمْ بِهٖ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَآجُّوْنَ فِيْمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهٖ عِلْمٌ ؕ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ۝٦٦

৬৭। দেখ! তোমরাইতো সেই বিষয়ে বাদানুবাদ করিয়াছিলে যে বিষয়ে তোমাদের (কিছু) জ্ঞান ছিল, কিন্তু তোমরা সেই বিষয়ে কেন বাদানুবাদ কর যে বিষয়ে তোমাদের কোন জ্ঞান[৪২৭] নাই? বস্তুতঃ আল্লাহ্ জানেন এবং তোমরা জান না।

مَا كَانَ اِبْرٰهِيْمُ يَهُوْدِيًّا وَّلَا نَصْرَانِيًّا وَّلٰكِنْ كَانَ حَنِيْفًا مُّسْلِمًا ؕ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۝٦٧

৬৮। ইব্‌রাহীম ইহুদীও ছিল না এবং খৃষ্টানও ছিল না, সে ছিল (আল্লাহ্‌র প্রতি) সত্যনিষ্ঠ, আত্মসমর্পণকারী, এবং সে মোশরেকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।

اِنَّ اَوْلَى النَّاسِ بِاِبْرٰهِيْمَ لَلَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ وَهٰذَا النَّبِيُّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ؕ وَاللّٰهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝٦٨

৬৯। নিশ্চয় ইব্‌রাহীমের সহিত নিকটতম সম্বন্ধ বিশিষ্ট লোক তাহারাই যাহারা তাহার অনুসরণ করিয়া চলে এবং এই নবী এবং (তাহার উপর) যাহারা ঈমান আনিয়াছে, বস্তুতঃ আল্লাহ্ মো'মেনগণের অভিভাবক।

وَدَّتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَوْ يُضِلُّوْنَكُمْ ؕ وَمَا يُضِلُّوْنَ اِلَّآ اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ ۝٦٩

৭০। আহলে কিতাবের মধ্যে একদল আকাঙ্খা করে, হায়! যদি তাহারা তোমাদিগকে পথভ্রষ্ট[৪২৭-ক] করিতে পারিত; বস্তুতঃ তাহারা কেবল নিজদিগকেই পথভ্রষ্ট করিতেছে, কিন্তু তাহারা ইহা উপলব্ধি করে না।

يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَاَنْتُمْ تَشْهَدُوْنَ ۝٧٠

৭১। হে আহলে কিতাব! কেন তোমরা আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করিতেছ, অথচ তোমরাই ইহার (সত্যতার) সাক্ষ্য দান করিতেছ?[৪২৭খ]

يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَلْبِسُوْنَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوْنَ الْحَقَّ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝٧١ ع ٧ [٨] ١٥

৭২। হে আহলে কিতাব! কেন তোমরা জানিয়া বুঝিয়া[৪২৭-গ] সত্যকে মিথ্যার সহিত মিশ্রিত কর এবং সত্যকে গোপন কর?

৪২৭। ইব্‌রাহীম (আঃ) সম্বন্ধে কুরআনে বর্ণিত বিবরণ নিয়া, ইহুদী ও খৃষ্টানদের পক্ষে ঝগড়া-বিবাদ করা মোটেই সমীচীন নহে। কেননা, তিনিতো তওরাত, ইন্‌জীল আসার বহু পূর্বেই গত হইয়া গিয়াছেন এবং তাঁহার সম্বন্ধে ঐ দুইটি গ্রন্থে পূর্ণ তথ্য লিপিবদ্ধও নাই।

৪২৭-ক। ইসলামের সরলতা, স্পষ্টতা ও পরিপূর্ণতা আহলে-কিতাবদের (ইহুদী-খৃষ্টানদের) মনে এমন প্রশংসার উদ্রেক করে যে, তাহারা ইহার দিকে অপ্রতিরোধ্যভাবে আকৃষ্ট হয়। কিন্তু ঈর্ষাপরায়ণতা ও শত্রুভাবাপন্নতার কারণে, তাহাদের এই আকর্ষণ বিচিত্ররূপ ধারণ করে এবং মনস্তাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়ার প্রভাবে তাহাদের ইচ্ছা হয়, মুসলমানেরাও যদি তাহাদেরই মত হইত।

'যালালা' শব্দটিকে "ধ্বংস' অর্থে গ্রহণ করিলে (৪০ ঃ ৩৫) 'ইউযিল্লুনাকুম' (তোমাদিগকে বিপথগামী করিতে চায়)-এর অর্থ দাঁড়াইবে 'তোমাদিগকে ধ্বংস করিতে চায়'। এইরূপ অর্থের ক্ষেত্রে, পরবর্তী বাক্যাংশ- 'ওয়া মা ইউযিল্লুনা ইল্লা আন্‌ফুসাহুম'-এর অর্থ দাঁড়াইবে, 'মুসলমানকে ধ্বংস করিতে যাইয়া তাহারাই ধ্বংস হইয়া যাইবে'।

৪২৭-খ। আল্লাহ্‌র নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করা জঘন্য অপরাধ। কিন্তু তাহার জন্য ইহা অধিকতর জঘন্য, যে নিজে ঐ নিদর্শনের সাক্ষী হইয়াও তাহা প্রত্যাখ্যান করে।

৪২৭-গ। আহলে-কিতাবগণের ধর্মগ্রন্থগুলিতে আঁ-হযরত (সাঃ)-এর যে সকল চিহ্ন ও নিদর্শন বর্ণিত হইয়াছে, সেইগুলির আলোকে বিচার করিলে তাহারা নিশ্চয় বুঝিতে পারিত যে, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-ই সেই প্রতিশ্রুত নবী। কিন্তু ঈর্ষা ও শত্রুতার মনোভাব, ঔদ্ধত্য ও পূর্ব ধারণা তাহাদের সত্য-গ্রহণের পথে বাধা হইয়া দাঁড়াইল। তাহারা সত্য-মিথ্যার সংমিশ্রণ করিয়া, অমিশ্র সত্যকে বর্জন করিল।

وَقَالَتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اٰمِنُوْا بِالَّذِيْٓ اُنْزِلَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوْٓا اٰخِرَهٗ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ﴿٧٢﴾

৭৩। আহলে কিতাবের মধ্য হইতে একদল বলে, 'ঈমান আনিয়াছে যাহারা তাহাদের উপর যাহা কিছু নাযেল করা হইয়াছে উহার উপর তোমরা দিবসের প্রথম ভাগে ঈমান আন এবং উহার শেষ ভাগে অস্বীকার কর, যেন তাহারা ফিরিয়া[৪২৮] আসে;

وَلَا تُؤْمِنُوْٓا اِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِيْنَكُمْ ۭ قُلْ اِنَّ الْهُدٰى هُدَى اللّٰهِ ۙ اَنْ يُّؤْتٰٓى اَحَدٌ مِّثْلَ مَآ اُوْتِيْتُمْ اَوْ يُحَاۗجُّوْكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ ۭ قُلْ اِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللّٰهِ ۚ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَاۗءُ ۭ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿٧٣﴾

৭৪। এবং (তাহারা ইহাও বলে) ঐ ব্যক্তি ছাড়া যে তোমাদের দীনের অনুসরণ করে, অন্য কাহাকেও মান্য করিও না।' তুমি বল, 'নিশ্চয় আল্লাহ্‌র হেদায়াতই প্রকৃত হেদায়াত, উহা এই যে, কাহাকেও তদনুযায়ী দেওয়া হউক যাহা তোমাদিগকে দেওয়া হইয়াছে, অথবা তাহারা তোমাদের প্রভুর সম্মুখে তোমাদের নিকট দলিলাদি[৪২৮-ক] পেশ করুক।' তুমি বল, 'নিশ্চয় সকল ফযল[৪২৮-খ] আল্লাহ্‌র হাতে, তিনি যাহাকে চাহেন উহা দান করেন। বস্তুতঃ আল্লাহ্ প্রাচুর্যদানকারী, সর্বজ্ঞানী;[৪২৮-গ]

يَّخْتَصُّ بِرَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَاۗءُ ۭ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ﴿٧٤﴾

৭৫। তিনি যাহাকে চাহেন আপন রহমতের জন্য বাছিয়া লন, এবং আল্লাহ্ মহা ফযলের অধিকারী।'

وَمِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ مَنْ اِنْ تَاْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُّؤَدِّهٖٓ اِلَيْكَ ۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ اِنْ

৭৬। আহলে কিতাবের মধ্য হইতে কেহ কেহ এমন আছে যাহার নিকট তুমি রাশীকৃত ধন-সম্পদ আমানত রাখিলেও সে উহা তোমাকে ফেরৎ দিয়া দিবে, তাহাদের মধ্যে আবার কেহ

৪২৮। ইহুদীদের ধর্মজ্ঞানের জন্য, পৌত্তলিক আরবেরাও তাহাদিগকে সম্মানের চোখে দেখিত। এই অবস্থার সুযোগ নিয়া, ইহুদীরা দুরভিসন্ধি করিল যে, দিনের সকালবেলা তাহারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিবে এবং দিনের শেষদিকে তাহারা ইহা ত্যাগ করিবে। এইরূপভাবে কিছু দিন চলিলে, ইসলাম গ্রহণকারী সরলমনা আরবেরা মনে করিবে, ইসলামের মাঝে নিশ্চয় গুরুতর কোনও দোষ আছে, তাহা না হইলে এই ইহুদী আলেমগণ তাহা গ্রহণপূর্বক এত তাড়াতাড়ি বর্জন করিলেন কেন। কিন্তু পরিতাপ ইহুদী ওলামাদের জন্য! তাহারা বুঝিতে পারে নাই, কি ইস্পাত-কঠিন দৃঢ়তা নিয়া মহানবী (সাঃ)-এর সাহাবীগণ ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন, আর ইসলাম গ্রহণের সাথে সাথে, জ্যোতির্ময় হইয়া গিয়াছিল তাহাদের হৃদয়! তাহারা আর কি কখনও অন্ধকারে ফিরিতে পারে!

৪২৮-ক। যদি আমাদের এই ধারণা ভুল হইয়া থাকে, তাহা হইলে, তাহাদের কর্তব্য হইবে স্বর্গীয় যুক্তিবলে আমাদের ভুল ধারণাকে দূরীভূত করা।

৪২৮-খ। 'ফযল' বা অনুগ্রহ বলিতে এখানে 'নবুওয়াতকে বুঝাইতে পারে।

৪২৮-গ। (১) "এবং (তাহারা ইহাও বলে) ঐ ব্যক্তি ছাড়া, যে তোমাদের দীনের অনুসরণ করে, অন্য কাহাকেও মান্য করিও না"—এই বাক্যটি পূর্ব বাক্যটিরই সম্প্রসারিত অংশ। তৎপর আসিয়াছে একটি অন্তর্বর্তী বাক্য "নিশ্চয় আল্লাহ্‌র হেদায়াতই প্রকৃত হেদায়াত; উহা এই যে, কাহাকেও তদনুযায়ী দেওয়া হউক যাহা তোমাদিগকে দেওয়া হইয়াছে।" অতঃপর, ইহুদীদের বক্তব্য আবার শুরু হইল, "অন্যথায় তাহারা তোমাদের প্রভুর সম্মুখে তোমাদের নিকট দলিলাদি পেশ করুক।" সর্বশেষে আয়াতটি আল্লাহ্‌র নির্দেশ দ্বারা সমাপ্ত হইল—"নিশ্চয় সকল ফযল আল্লাহ্‌র হাতে .....প্রাচুর্য দানকারী, সর্বজ্ঞানী।" এইরূপ প্রকাশ-ভঙ্গি কুরআনের একটি স্বকীয় বৈশিষ্ট্য, যাহা দ্বারা মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব-বিস্তার সম্ভব হইয়া থাকে। (২) অন্য ব্যাখ্যা মতে, 'আল্লাহ্‌র হেদায়াতই প্রকৃত হেদায়াত' বাক্যটি অন্তর্বর্তী এবং পরবর্তী কথাগুলি যথা,'কাহাকেও তদনুযায়ী দেওয়া হউক যাহা তোমাদিগকে দেওয়া হইয়াছে অথবা তাহারা তোমাদের প্রভুর সম্মুখে তোমাদের নিকট দলিলাদি পেশ করুক' ইহুদীদের বক্তব্যের অংশ গণ্য হইবে। (৩) আবার তৃতীয় ব্যাখ্যানুসারে, ইহুদীদের বক্তব্য, 'ঐ ব্যক্তি ছাড়া, যে তোমাদের দীনের অনুসরণ করে, অন্য কাহাকেও মান্য করিও না' এই বাক্যটি দ্বারাই সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে। এই বাকী সবকথাই আল্লাহ্‌তা'লার স্বীয় বক্তব্য। বিস্তারিত জানার জন্য ইংরেজী বা উর্দু তফসীরের বৃহত্তর সংস্করণ দেখুন।

تَأْمَنْهُ بِدِيْنَارٍ لَّا يُؤَدِّهٖٓ اِلَيْكَ اِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَآئِمًا ۭ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْاُمِّيّٖنَ سَبِيْلٌ ۚ وَيَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ۝

কেহ এমনও আছে, যাহার নিকট তুমি এক দীনার আমানত রাখিলেও সে উহা তোমাকে ফেরৎ দিবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না তুমি তাহার (মাথার) উপর দাঁড়াইয়া থাক । ইহা এই কারণে যে, তাহারা বলে, 'নিরক্ষরগণের[৪২৯] ব্যাপারে আমাদের বিরুদ্ধে কোন কৈফিয়ৎ নাই;' এবং তাহারা জানিয়া শুনিয়া আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে মিথ্যা কথা বলে ।

بَلٰى مَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ وَاتَّقٰى فَاِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ ۝

৭৭ । না, বরং যে নিজের অঙ্গীকার পূর্ণ করে এবং আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন করে, তাহা হইলে নিশ্চয় আল্লাহ্‌ মুত্তাকীগণকে ভালবাসেন ।

اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَاَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلًا اُولٰۗىِٕكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ وَلَا يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ ۠ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝

৭৮ । নিশ্চয় যাহারা আল্লাহ্‌র সংগে কৃত (নিজেদের) অঙ্গীকারকে এবং কসমসমূহকে অল্প মূল্যে বিক্রয় করে তাহারা এমন লোক যাহাদের জন্য পরকালে কোন অংশ থাকিবে না এবং কিয়ামতের দিনে না আল্লাহ্‌ তাহাদের সঙ্গে কথা বলিবেন এবং না তাহাদের প্রতি[৪৩০] দৃষ্টিপাত করিবেন এবং না তিনি তাহাদিগকে পবিত্র করিবেন; পরন্তু তাহাদের জন্য রহিয়াছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব ।

وَاِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيْقًا يَّلْوٗنَ اَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتٰبِ لِتَحْسَبُوْهُ مِنَ الْكِتٰبِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتٰبِ ۚ وَيَقُوْلُوْنَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۚ وَيَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ۝

৭৯ । এবং নিশ্চয় তাহাদের মধ্যে এমন এক দল আছে যাহারা কিতাব[৪৩১] (পাঠ)-এর সঙ্গে নিজেদের জিহ্বাসমূহকে এমন ভাবে মোচড়ায় যেন তোমরা উহাকে কিতাবের অংশ বলিয়া মনে কর, অথচ উহা কিতাবের অংশ নহে । এবং তাহারা বলে, 'উহা আল্লাহ্‌র তরফ হইতে;' অথচ উহা আল্লাহ্‌র তরফ হইতে নহে; এবং তাহারা জানিয়া শুনিয়া আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে মিথ্যা কথা বলে ।

৪২৯ । মহানবী (সাঃ)-এর আগমনকালে, ইহুদীদের মধ্যে একটা ধারণা শিকড় গাড়িয়াছিল যে, অ-ইহুদী আরবদের ধন-সম্পদ লুট করিলে তাহাদের কোনও পাপ হইবে না, কেননা তাহারা বিধর্মী । সম্ভবতঃ ইহুদীদের সুদ গ্রহণ আইনের মধ্যেই এই ধারণাটির জন্ম হইয়াছিল, কেননা এই আইনে ইহুদী ও অ-ইহুদীর মধ্যে ভীষণ হিংসাভরা তারতম্য রহিয়াছে (যাত্রাপুস্তক-২২:২৫, লেভী-২৫:৩৬,৩৭; দ্বিতীয়-২৩ : ২০)।

৪৩০ । আল্লাহ্‌ তাহাদের প্রতি দয়ার বাক্য, প্রীতির চাহনি ও অনুগ্রহের চিহ্ন পর্যন্ত দেখাইবেন না । তাহাদিগকে পাপ-মুক্ত বলিয়াও ঘোষণা করিবেন না ।

৪৩১ । রসূলে করীম (সাঃ)-এর সময়ে ইহুদীদের একটি কদাচার এই ছিল যে,তাহারা এমনিভাবে উচ্চারণ ও ভঙ্গি করিয়া হিব্রু বাক্যমালা পাঠ করিত বা উদ্ধৃত করিত, যাহাতে শ্রোতৃমণ্ডলী মনে করিত তাহারা তওরাত পাঠ করিতেছে । অথচ এই বাক্যমালা বা পঠিত অংশ মোটেই তওরাতের অংশ ছিল না । এই আয়াতে ইহুদীদের সেই মিথ্যা ও কদাচারের কথা বলা হইয়াছে । 'কিতাব' শব্দটি এখানে তিনবার ব্যবহৃত হইয়াছে । প্রথমবার 'হিব্রুভাষার পুস্তকাংশ' অর্থে এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার তওরাত অর্থে । হিব্রু ভাষার পুস্তকাংশকে 'গ্রন্থ' নামে অভিহিত করিবার কারণ এই যে, ইহুদীরা ইহাকে তওরাত পাঠ নামেই চালাইয়া দিতে চাহিত ।

مَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّؤْتِيَهُ اللّٰهُ الْكِتٰبَ
وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُوْلَ لِلنَّاسِ
كُوْنُوْا عِبَادًا لِّيْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ
كُوْنُوْا رَبّٰنِيّٖنَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُوْنَ
الْكِتٰبَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُوْنَ ﴿٧٩﴾

৮০। কোন সত্যপরায়ণ মানুষের পক্ষেই ইহা সমীচীন[৪৩২] নহে যে, আল্লাহ্ তাহাকে কিতাব, প্রজ্ঞা এবং নবুওয়াত দান করেন, অতঃপর সে লোকদিগকে বলে, 'আল্লাহ্কে ছাড়িয়া তোমরা আমার ইবাদতকারী হও, বরং (সে ইহাই বলিবে) তোমরা রব্বানী[৪৩২-ক] (প্রভুর ইবাদতকারী) হও, কেননা তোমরা কিতাব শিক্ষা দিয়া থাক এবং এইজন্য যে, তোমরা কিতাব অধ্যয়ন[৪৩২-খ] করিয়া থাক।'

وَلَا يَاْمُرَكُمْ اَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلٰٓئِكَةَ
وَالنَّبِيّٖنَ اَرْبَابًا ؕ اَيَاْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ
اِذْ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ﴿٨٠﴾ ع ١٦

৮১। এবং ইহাও (তাহার জন্য সমীচীন) নহে যে, সে তোমাদিগকে এই রূপ আদেশ দিবে যে, তোমরা ফিরিশ্তাগণকে এবং নবীগণকে প্রভু রূপে গ্রহণ কর। তোমরা মুসলমান হওয়ার পর কি সে তোমাদিগকে কাফের হইবার আদেশ দিবে ?

৮ [৯] ১৬

وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ النَّبِيّٖنَ لَمَآ اٰتَيْتُكُمْ
مِّنْ كِتٰبٍ وَّحِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ
مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهٖ
وَلَتَنْصُرُنَّهٗ ؕ قَالَ ءَاَقْرَرْتُمْ

৮২। এবং (স্মরণ কর) যখন আল্লাহ্ নবীদের (মাধ্যমে লোকদের) নিকট হইতে অঙ্গীকার[৪৩৩] লইয়াছিলেন (এই বলিয়া), 'কিতাব এবং হিকমত হইতে যাহাকিছু আমি তোমাদিগকে দিই, অতঃপর তোমাদের নিকট এমন রসূল আসে যে সেই বাণীর সত্যায়ন[৪৩৩-ক] করে যাহা তোমাদের নিকট আছে, তখন তোমরা নিশ্চয় তাহার উপর ঈমান আনিবে এবং তাহাকে সাহায্য করিবে।' তিনি বলিলেন, 'তোমরা কি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ

৪৩২। 'মা কানা লাহু' শব্দমালাটি তিন অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে ঃ (১) এই কাজ করা তাহার শোভা পায় না; (২) ইহা বা এইরূপ করা তাহার পক্ষে সম্ভব নয় বা যুক্তিতে আসে না যে, সে ইহা করিয়াছে; (৩) সে ইহা বা এইরূপ করিতে (দৈহিক বা মানসিকভাবে) অক্ষম।

৪৩২-ক। 'রাব্বানীয়ীন', 'রাব্বানী' শব্দের বহুবচন, যাহার অর্থ হইল ঃ (১) যিনি ধর্ম কাজে নিয়োজিত থাকেন কিংবা ধর্মীয় সাধনায় নিমগ্ন থাকেন; (২) আল্লাহ্ সম্বন্ধে যাহার জ্ঞান আছে; (৩) যিনি ধর্মজ্ঞানে পাণ্ডিত্য রাখেন; ভাল ও ধার্মিক লোক;(৪) প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষক যিনি জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রথম ধাপগুলি শিক্ষা দিয়া মানুষকে উচ্চধাপের শিক্ষার জন্য প্রস্তুত করেন; (৫) প্রভু বা নেতা; (৬) সংস্কারক (লেইন, সিবাউয়াই এবং মুবাররাদ)।

৪৩২-খ। 'কেননা, তোমরা কিতাব শিক্ষা দিয়া থাক এবং এইজন্য যে, তোমরা কিতাব অধ্যয়ণ করিয়া থাক' বাক্যটি এই উপদেশ দিতেছে যে, যাহারা ধর্মগ্রন্থ পাঠ করিয়া আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাহাদের উচিত অন্যান্যদেরকেও তাহা শিখাইয়া দেওয়া, যাহাতে মানুষ অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত না থাকে।

৪৩৩। 'মীসাকুন নাবীঈন' (নবীগণ হইতে গৃহীত অঙ্গীকার) দ্বারা, আল্লাহ্র সাথে নবীগণের চুক্তি বা অঙ্গীকারকে বুঝায় অথবা নবীগণের মাধ্যমে তাহাদের উম্মত হইতে গৃহীত চুক্তি বা অঙ্গীকারকে বুঝায়। এইস্থলে শব্দগুলি শেষোক্ত অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। কারণ, 'মীসাকুন্নাবীঈন' স্থলে অন্য একটি পঠন যাহা উবাই বিন কাব এবং আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ দ্বারা সমর্থিত, তাহা হইল 'মীসাকাল্লাযীনা উতুল কিতাব' যাহার অর্থ হইল, তাহাদের অঙ্গীকার, যাহাদিগকে গ্রন্থ দেওয়া হইয়াছিল (মুহীত)। এই অর্থই পরবর্তী বাক্যটি দ্বারা সমর্থিত হয়; যথা—অতঃপর, তোমাদের কাছে যাহা (যে গ্রন্থ) আছে, তাহার সমর্থন লাভ করিয়া যদি কোনও নবী আসেন— পূর্ববর্তী নবীর উম্মতের কাছেই পরবর্তী নবী আসেন বা আসিয়াছিলেন।

৪৩৩-ক। এখানে 'মুসাদ্দিক' শব্দটি, সত্যনবী হইতে মিথ্যা দাবীকারকের পার্থক্য নিরূপণের চাবিকাঠি হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। 'মুসাদ্দিক' শব্দটির অনুবাদ করা হইয়াছে 'যে বাণীর সত্যায়ন করে' এবং এখানে ইহাই সঠিক অর্থ। কেননা, পূর্বে অবতীর্ণ ধর্মগ্রন্থের ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ নবাগত নবীর জীবনে পূর্ণ হইতে থাকে এবং ইহাদ্বারাই তাহার দাবীর সত্যতা প্রতিপন্ন হয়।

وَاَخَذْتُمْ عَلٰى ذٰلِكُمْ اِصْرِىْ ؕ قَالُوْٓا اَقْرَرْنَا ؕ قَالَ فَاشْهَدُوْا وَاَنَا مَعَكُمْ مِّنَ الشّٰهِدِيْنَ ﴿٨٢﴾

হইলে, এবং এই বিষয়ে তোমরা তোমাদের প্রতি ন্যস্ত আমার প্রদত্ত দায়িত্বভার গ্রহণ করিলে ?' তাহারা বলিল, 'আমরা প্রতিজ্ঞা করিলাম ।' তিনি বলিলেন, 'তোমরা সাক্ষী থাক এবং আমিও তোমাদের সহিত সাক্ষীগণের[৪৩৩-খ] অন্তর্ভুক্ত রহিলাম ।'

فَمَنْ تَوَلّٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ﴿٨٣﴾

৮৩ । অতঃপর, যাহারা ইহার পর ফিরিয়া যাইবে, অবশ্য তাহারাই হইবে দুষ্কৃতিপরায়ণ।

اَفَغَيْرَ دِيْنِ اللّٰهِ يَبْغُوْنَ وَلَهٗٓ اَسْلَمَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا وَّاِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ ﴿٨٤﴾

৮৪ । অতঃপর, তাহারা কি আল্লাহ্‌র দীনের পরিবর্তে অন্য কিছু চাহে, অথচ আকাশ সমূহে এবং পৃথিবীতে যে কেহ আছে সকলেই ইচ্ছায় হউক বা অনিচ্ছায়[৪৩৪] হউক তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণ করে এবং তাহাদের সকলকেই তাঁহার নিকট প্রত্যাবর্তিত করা হইবে ?

قُلْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَآ اُنْزِلَ عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَمَآ اُوْتِىَ مُوْسٰى وَعِيْسٰى وَالنَّبِيُّوْنَ مِنْ رَّبِّهِمْ ۖ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ ۖ وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ﴿٨٥﴾

৮৫ । তুমি বল, 'আমরা ঈমান আনি আল্লাহ্‌র উপর এবং উহার উপর যাহা আমাদের উপর নাযেল করা হইয়াছে এবং যাহা ইব্‌রাহীম এবং ইসমাঈল এবং ইসহাক এবং ইয়াকুব এবং (তাহাদের) বংশধরগণের উপর নাযেল করা হইয়াছে এবং যাহা তাহাদের প্রভুর[৪৩৫] তরফ হইতে মূসাকে এবং ঈসাকে এবং নবীগণকে প্রদান করা হইয়াছে । আমরা তাহাদের[৪৩৫-ক] কাহারও মধ্যে পার্থক্য করি না, এবং আমরা তাঁহারই নিকট আত্মসমর্পণকারী ।'

৪৩৩-খ। এই আয়াতটি যদিও অন্যান্য নবীগণের উপর সাধারণভাবে প্রযোজ্য, তথাপি ইহা রসূলে পাক (সাঃ)-এর উপর বিশেষভাবে প্রযোজ্য । উভয় প্রয়োগই শুদ্ধ । আয়াতটি একটি সাধারণ নিয়ম বাতলাইয়া দিয়াছে । প্রত্যেক নবীর আগমনের দ্বারা পূর্ববর্তী নবী তাহার শিষ্যগণকে এই শিক্ষা দিয়া যান যে, পরবর্তী সময়ে যে নবী আসিবেন তাহাকে যেন তাহারা অবশ্য-অবশ্য গ্রহণ করে ও মানিয়া লয় । যদি একটি মাত্র জাতির ধর্ম-পুস্তকের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করিয়া কোন নবী আসেন, যেমন ঈসা ও অন্যান্য ইসরাঈলী নবী (আঃ) আসিয়াছিলেন, তাহা হইলে কেবল মাত্র ঐ জাতির জন্য তাহাকে মানিয়া লওয়া ও সাহায্য করা বাধ্যকর । কিন্তু সকল জাতির সকল ধর্মগ্রন্থ যদি একজন নবীর আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী করে, যেমনটা মহানবী (সাঃ)-এর ক্ষেত্রে করা হইয়াছিল, তাহা হইলে সেই নবীকে গ্রহণ করা ও সাহায্য করা সকল জাতির জন্যই বাধ্যকর । আঁ-হযরত (সাঃ) কেবলমাত্র ইসরাঈলের নবীগণের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করিয়াছেন, (যিশাইয়-২১ঃ১৩-১৫, দ্বিতীয়-১৮ ঃ ১৮ ; ৩৩ ঃ ২; যোহন- ১৪ ঃ ২৫, ২৬; ১৬ ঃ ৭-১৩) তাহাই নহে, বরং আর্য্য-মুনিদের, বৌদ্ধ ও যরথুস্ত্রী ধর্মনেতাদের বহু ভবিষ্যদ্বাণী তাঁহারই (সাঃ) আগমনের মাধ্যমে পূর্ণ হইয়াছে (শাফ্‌রাং দাসাতির, পৃঃ ১৮৮ শিরাজী প্রেস, দিল্লী জামাস্‌পি, প্রকাশক নিজামুল মুশায়েখ, দিল্লী ১৩৩০ হিজরী)।

৪৩৪। এই বিশ্বজগতে, মানুষ যেমনি প্রকৃতির আইন মানিতে বাধ্য এবং তাহার অভিজ্ঞতা বলিয়া দেয় যে, এই বাধ্যতার মধ্যেই সে বহুবিধ উপকারও পাইয়া থাকে, তেমনি ইহাও সমভাবে যুক্তিযুক্ত যে, তাহার কিছুটা স্বাধীনতা থাকা সত্বেও, আধ্যাত্মিক ব্যাপারে তাহার উচিত আল্লাহ্‌র আইন ও আদেশের পূর্ণ আনুগত্য করা এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক উপকারে ভূষিত হওয়া ।

৪৩৫ । ইহুদীরা ইসরাঈলী নবীগণ ব্যতীত অন্য নবীর ধর্মগ্রহণের বিরোধিতা করে । কুরআনে তাহাদের উক্তি— ঐ ব্যক্তি ছাড়া, যে তোমাদের দীনের অনুসরণ করে, অন্য কাহাকেও মান্য করিও না (৩ঃ৭৪)—এই কথাই প্রকাশ করে । তাহাদের বিরুদ্ধে এখানে যুক্তিযুক্তভাবে সুস্পষ্ট অভিযোগ করা হইয়াছে যে, তাহারা যেখানে বনী ইসরাঈলের নবী ছাড়া অন্য কোনও নবীকেই স্বীকার করে নাই, সেখানে ইসলাম স্বীয় অনুসারীদিগকে নির্দেশ দিতেছে যে, তাহারা যেন সর্বকালের, সর্বজাতির, সর্বদেশের ও সর্ব সম্প্রদায়ের নবীগণকেই বিনা ব্যতিক্রমে স্বীকৃতি দান

৪৩৫-ক টিকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ ۚ وَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿٨٦﴾

৮৬। এবং যদি কেহ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন ধর্মকে গ্রহণ করিতে চাহে, তাহা হইলে উহা তাহার নিকট হইতে কখনও কবুল করা হইবে না, এবং পরকালেও সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

كَيْفَ يَهْدِى اللّٰهُ قَوْمًا كَفَرُوْا بَعْدَ اِيْمَانِهِمْ وَشَهِدُوْٓا اَنَّ الرَّسُوْلَ حَقٌّ وَّجَآءَهُمُ الْبَيِّنٰتُ ۭ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٨٧﴾

৮৭। কেমন করিয়া আল্লাহ্ ঐ জাতিকে হেদায়াত দিবেন যাহারা ঈমান আনিবার পর অস্বীকার করিয়াছে এবং তাহারা সাক্ষ্য দিয়াছে যে, এই রসুল সত্য এবং তাহাদের নিকট সুস্পষ্ট প্রমাণ সমূহ আসিয়াছে ?[৪৩৬] বস্তুতঃ আল্লাহ্ যালেম জাতিকে হেদায়াত দেন না।

اُولٰۗىِٕكَ جَزَاۗؤُهُمْ اَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللّٰهِ وَالْمَلٰۗىِٕكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ﴿٨٨﴾

৮৮। ইহারা এমন লোক যাহাদের প্রতিফল এই যে, তাহাদের উপর আল্লাহ্ এবং ফিরিশ্তাগণ এবং মানব জাতি সকলেরই লা'নত (অভিসম্পাত)।

خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ ﴿٨٩﴾

৮৯। তাহারা উহাতে দীর্ঘকাল থাকিবে, তাহাদের উপর হইতে শাস্তি লাঘব করা হইবে না এবং তাহাদিগকে অবকাশও দেওয়া হইবে না ;

اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ وَاَصْلَحُوْا ۤ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٩٠﴾

৯০। কিন্তু ঐ সকল লোক ব্যতীত যাহারা ইহার পর তওবা করিবে এবং নিজেদের সংশোধন[৪৩৬-ক] করিবে। এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بَعْدَ اِيْمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوْا كُفْرًا لَّنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ ۚ وَاُولٰۗىِٕكَ هُمُ الضَّاۗلُّوْنَ ﴿٩١﴾

৯১। নিশ্চয় যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহাদের ঈমান আনার পর, অনন্তর অস্বীকারে আরও বাড়িয়া গিয়াছে, তাহাদের তওবা আদৌ কবুল[৪৩৭] করা হইবে না; বস্তুতঃ তাহারাই পথ-ভ্রষ্ট।

করে। ইহা ইসলামকে অন্যান্য সকল ধর্মের উপর শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্য দান করিয়াছে।

৪৩৫-ক। 'আমরা তাহাদের কাহারও মধ্যে পার্থক্য করি না' বাক্যের অর্থ ইহা নয় যে, তাহাদের (নবীদের) মধ্যে মর্যাদার তারতম্য নাই, কেননা এই কথা কুরআনের ২ঃ২৫৪ আয়াতের পরিপন্থী। বাক্যটির আসল অর্থ হইল তাহাদের সকলকে আমরা নবী হিসাবে বিশ্বাস করি এবং এই বিশ্বাসের ব্যাপারে কোন তারতম্য করি না।

৪৩৬। যে সব লোক একজন নবীর সত্যতায় বিশ্বাস আনয়ন করিয়া খোল্য-খুলিভাবে তাহা প্রথমে প্রকাশ করে এবং স্বগীয় নিদর্শনের সাক্ষ্যও বহন করে, কিন্তু পরবর্তীতে মানুষের ভয়ে ও দুনিয়ার লোভে, সেই নবীকে অস্বীকার করে, তাহারা নিশ্চয় পুনরায় সত্য পথে পরিচালিত হইবার যোগ্যতা হারাইয়া ফেলে। অথবা ইহার এই তাৎপর্যও হইতে পারে, যাহারা পূর্বেকার নবীগণকে বিশ্বাস করে অথচ মহানবী (সাঃ)-কে প্রত্যাখ্যান করে, তাহারা আল্লাহ্র কাছে ধার্মিক বলিয়া গৃহীত হইবে না; কেননা ইসলামের আগমনে ঐসব ধর্মই বাতিল হইয়া গিয়াছে এবং ঐসব ধর্মের চিরসত্যগুলি ইসলামের মধ্যে আশ্বস্থ হইয়াছে।

৪৩৬-ক। পূর্বকৃত অপরাধের জন্য কেবলমাত্র দুঃখ প্রকাশ ও অনুশোচনাই আল্লাহ্তা'লার ক্ষমা লাভের জন্য যথেষ্ট নহে। ভবিষ্যতে কুপথ অবলম্বন হইতে বাঁচিয়া থাকার সত্যিকার প্রতিশ্রুতি এবং অন্যান্যকে সৎ পথে আনিবার দৃঢ় ও কার্যকরী প্রতিজ্ঞা গ্রহণও ক্ষমাপ্রাপ্তির জন্য প্রয়োজন।

৪৩৭। এই আয়াতের অর্থ ইহা নয় যে, ধর্মত্যাগীদের অনুশোচনা ও পুনরাগমন কখনও গৃহীত হইবে না, কেননা ৩ঃ৯০ আয়াতে বলা হইয়াছে যে, অনুশোচনা সকল পর্যায়েই গ্রহণযোগ্য। এখানে ঐ সকল লোকের কথা বলা হইয়াছে, যাহারা কেবল মুখে মুখে অনুশোচনা করে, অথচ অনুশোচনা দ্বারা নিজেদের জীবনে সত্যিকারের কোনও বাস্তব পরিবর্তন আনয়ন করে না, বরং অবিশ্বাসীদের মত আচরণেই লিপ্ত থাকে।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ ۗ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ﴿٩١﴾

৯২ । নিশ্চয় যাহারা কুফরী করিয়াছে এবং কাফের থাকা অবস্থায় মারা গিয়াছে, তাহাদের কাহারও নিকট হইতে পৃথিবী-ভরা স্বর্ণও আদৌ কবুল করা হইবে না যদিও সে উহা মুক্তি-পণ হিসাবে পেশ করে । ইহারাই এমন যাহাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রহিয়াছে এবং তাহাদের জন্য কোন সাহায্যকারী হইবে না ।

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

৯৩ । তোমরা কখনও পুণ্য[৪৩৮] অর্জন করিতে পারিবে না যে পর্যন্ত না তোমরা যাহা ভালবাস উহা হইতে খরচ কর; এবং যাহা কিছু তোমরা খরচ কর, নিশ্চয় আল্লাহ্ উহা উত্তমরূপে অবগত আছেন ।

كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَىٰ نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ ۗ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٩٣﴾

৯৪ । সকল খাদ্যই বনী ইস্‌রাঈলের[৪৩৯] জন্য হালাল[৪৪০] ছিল— কেবল উহা ব্যতিরেকে যাহা ইস্‌রাঈল (ইয়াকুব) তওরাত নাযেল হওয়ার পূর্বে নিজের জন্য নিষিদ্ধ করিয়াছিল । তুমি বল, 'যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তাহা হইলে তওরাত আন এবং উহা পাঠ কর ।'

فَمَنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٩٤﴾

৯৫ । অতএব, ইহার পরও[৪৪১] যাহারা আল্লাহ্‌র উপর মিথ্যা আরোপ করে, বস্তুতঃ তাহারাই যালেম ।

قُلْ صَدَقَ اللَّهُ ۗ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۖ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٩٥﴾

৯৬ । তুমি বল, 'আল্লাহ্ সত্য বলিয়াছেন; সুতরাং (আল্লাহ্‌র প্রতি) একনিষ্ঠ[৪৪২] ইব্‌রাহীমের দীনের অনুসরণ কর; সে মোশরেকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না ।'

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ ﴿٩٦﴾

৯৭ । নিশ্চয় মানব জাতির জন্য সর্ব প্রথম যে ঘর প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছিল তাহা হইল বাক্কাতে,[৪৪৩] উহা বরকত পূর্ণ এবং হেদায়াতের কারণ— সমগ্র জগতের জন্য ।

৪৩৮ । সত্যিকার বিশ্বাস, যাহা সকল মঙ্গলের আকর ও সকল পুণ্য কর্মের উৎস, তাহা অর্জন করিতে হইলে, বিশ্বাসীকে সকল আরাম-আয়েশ ও প্রিয়তম বস্তুকে উৎসর্গ করার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে । সর্বোচ্চ স্তরের বিশ্বাস ও ধর্মপরায়ণতা লাভের জন্য আল্লাহ্‌র রাস্তায় ভালবাসার বস্তুকে বিলাইয়া দিতে হইবে । সত্যিকার কুরবানীর চেতনা হৃদয়ে না থাকিলে, নৈতিকতার উচ্চ শিখরে আরোহন করা যায় না ।

৪৩৯ । ইয়াকুব (জেকব) কে দিব্যদর্শনে (কাশফে) ইস্‌রাঈল নামে অভিহিত করা হইয়াছিল (আদি পুস্তক-৩২ঃ২৮)।

৪৪০ । কোনও কোনও খাদ্য-বস্তু, যাহা ইস্‌রাঈলীরা খাইত না, ইসলামে সেইগুলি খাওয়ার অনুমতি আছে । সেরূপ একটি বস্তু হইল পশুর নিতম্ব-মাংস, যাহার উল্লেখ আদিপুস্তক ৩২ঃ৩২ তে আছে । ইয়াকুব (আঃ) নিতম্ব-বেদনায় (সায়াটিকা) ভুগিতেন, তাই তিনি ডাক্তারী-কারণে নিজে পশুর নিতম্ব-মাংস পরিহার করিতেন, খাইতেন না । ইহা ছিল তাহার ব্যক্তিগত ব্যাপার । কিন্তু বনী ইস্‌রাঈলগণ ইহাকে সাধারণ নিয়মে পরিণত করিয়া নিয়াছিল ।

৪৪১ । 'যালিকা' (উহা) বলিতে উপরোক্ত আয়াতের বক্তব্যকে বুঝাইয়াছে । এই কথা বলা যে, আল্লাহ্‌তা'লা অমুক-অমুক বস্তু খাইতে বারণ করিয়াছেন, অথচ প্রকৃত প্রস্তাবে আল্লাহ্ তাহা বারণ করেন নাই, নিশ্চয় আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা আরোপ করার শামিল ।

৪৪২ । ইব্‌রাহীম (আঃ) সর্বদাই আল্লাহ্‌তা'লার অনুগত ছিলেন-এই কথা বলিয়া আয়াতটি বুঝাইতে চাহে যে, তিনি নিজের ইচ্ছায় কখনও কোন খাদ্য বস্তুকে নিষিদ্ধ করেন নাই, যেমনটি করিয়াছে ইহুদীরা । আয়াতটির মর্মার্থ হইল, এই বিষয়ে ইসলাম ইহুদীদের সহিত মতভেদ করিয়া নবীগণের পথ ও অভ্যাসের বিরুদ্ধে যায় নাই; বিশেষ করিয়া, ইব্‌রাহীম (আঃ)-এর বিরুদ্ধেতো নয়ই ।

৪৪৩ টিকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

فِيْهِ اٰيٰتٌۢ بَيِّنٰتٌ مَّقَامُ اِبْرٰهِيْمَ ۚ وَمَنْ دَخَلَهٗ كَانَ اٰمِنًا ۗ وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا ۗ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٩٧﴾

৯৮। ইহাতে অনেকগুলি সুস্পষ্ট নিদর্শন আছে, — মাকামে ইব্‌রাহীম (ইব্‌রাহীমের আবাস স্থল); এবং যে ইহাতে প্রবেশ করে সে নিরাপদ। এবং আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে এই ঘরের হজ্জ করা সেই সকল লোকের উপর ফরয যাহারা উহা পর্যন্ত যাওয়ার[৪৪৪] সামর্থ্য রাখে। কিন্তু যে ইহা অস্বীকার করে সে জানিয়া রাখুক যে, আল্লাহ্ জগতসমূহের আদৌ মুখাপেক্ষী নহেন।

قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ۖ وَاللّٰهُ شَهِيْدٌ عَلٰى مَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٩٨﴾

৯৯। তুমি বল, 'হে আহলে কিতাব ! কেন তোমরা আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলী অস্বীকার করিতেছ এমতাবস্থায় যে, তোমরা যাহা কিছু করিতেছ আল্লাহ্ উহার সাক্ষী ?'[৪৪৫]

قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ تَبْغُوْنَهَا عِوَجًا وَّاَنْتُمْ شُهَدَآءُ ۗ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿٩٩﴾

১০০। তুমি বল, 'হে আহলে কিতাব ! যে ব্যক্তি ঈমান আনে, তোমরা কেন তাহাকে আল্লাহ্‌র পথে বাধা দিতেছ উহাকে বক্র[৪৪৬] করিবার উদ্দেশ্যে অথচ তোমরা (ইহার সত্যতার) সাক্ষী ? এবং তোমরা যাহা কিছু করিতেছ আল্লাহ্ সে বিষয়ে গাফেল নহেন।'

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ تُطِيْعُوْا فَرِيْقًا مِّنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ يَرُدُّوْكُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ كٰفِرِيْنَ ﴿١٠٠﴾

১০১। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ ! তোমরা যদি ঐ সকল লোকের মধ্য হইতে যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছে কোন এক দলের আনুগত্য কর (তাহা হইলে) তাহারা তোমাদিগকে তোমাদের ঈমান আনিবার পর পুনরায় কাফের করিয়া লইবে।

وَكَيْفَ تَكْفُرُوْنَ وَاَنْتُمْ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ اٰيٰتُ اللّٰهِ وَفِيْكُمْ رَسُوْلُهٗ ۗ وَمَنْ يَّعْتَصِمْ

১০২। এবং তোমরা কিরূপে অবিশ্বাস করিতে পার, এমতাবস্থায় যে, তোমাদের নিকট আল্লাহ্‌র আয়াত সমূহ আবৃত্তি করা হইতেছে এবং তাঁহার রসূল তোমাদের মধ্যে (বিদ্যমান) আছে ? এবং যে কেহ আল্লাহ্‌কে সুদৃঢ়[৪৪৭] ভাবে অবলম্বন করে, বস্তুতঃ

৪৪৩। মক্কা উপত্যকারই অপর এক নাম 'বাক্কা'। 'মক্কা'র 'ম' পরিবর্তিত হইয়াছে 'ব'তে। এই দুইটি অক্ষর 'ম' ও 'ব' পরস্পরের স্থলাভিষিক্ত হয়, যেমন লাজিম হইতে লাজিব। কুরআন এখানে আহ্‌লে কিতাব বা গ্রন্থধারীগণের (খৃষ্টান ও ইহুদীদের) দৃষ্টি এই বিষয়ের দিকে আকর্ষণ করিতেছে যে, মক্কাই সর্বাপেক্ষা পুরাতন, সত্য ও আদি ধর্ম-কেন্দ্র, যাহা আল্লাহ্‌তা'লা স্বয়ং প্রথম প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। ইহুদী ও খৃষ্টানগণ যে ধর্মশালা অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহা পরবর্তী কালের ব্যাপার। ২ঃ১২৮ আয়াত দেখুন।

৪৪৪। কা'বা গৃহের স্বপক্ষে ঐতিহাসিক সাক্ষ্য-প্রমাণের প্রতি ইঙ্গিত করিয়া কুরআন বলিতেছে, কা'বাকে 'কিব্‌লা বা আল্লাহ্‌র ধর্মে চিরস্থায়ী কেন্দ্র রূপে গ্রহণ করার তিনটি কারণ বিদ্যমান আছেঃ- (ক) নবীগণের পিতৃপুরুষ ইব্‌রাহীম (আঃ) এখানেই প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তাঁহার বংশে যেন নবীগণের উদ্ভব হয়; (খ) মক্কা শান্তি ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেয়;(গ) ইহা ঐ তীর্থস্থান যেখানে বিভিন্ন দেশের ও বিভিন্ন জাতির লোকেরা কেয়ামত পর্যন্ত তীর্থযাত্রীরূপে সমবেত হইতে থাকিবে।

৪৪৫। 'শহীদ' অর্থ যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয়, সে কি দেখিয়াছে; যে ব্যক্তি অনেক জ্ঞানের অধিকারী; যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র পথে মৃত্যু বরণ করেন বা ধর্মের কারণে যাহাকে মারিয়া ফেলা হয়। যখন শব্দটি আল্লাহ্‌তা'লার উপর প্রয়োগ করা হয়, তখন সর্বজ্ঞানী অর্থে ব্যবহৃত হয় (লেইন)।

৪৪৬। ইহার অর্থ হইল, গ্রন্থধারীরা ইচ্ছা পোষণ করে যে, ইসলামের সরলতার মধ্যে বক্রতা ও মারপ্যাঁচ ঢুকিয়া পড়ুক। তাহারা নিজেরাই ইসলামের শিক্ষাকে বিকৃত করিয়া ব্যাখ্যা করিতে চায়।

৪৪৭ টিকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

১০ [১০] ১

بِاللّٰهِ فَقَدْ هُدِيَ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿١٠١﴾

তাহাকে অবশ্যই সরল-সুদৃঢ় পথে পরিচালিত করা হইয়াছে ।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ﴿١٠٢﴾

১০৩ । হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ ! তোমরা আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর যেভাবে তাঁহার তাক্‌ওয়া অবলম্বন করা উচিত, এবং তোমরা কখনও মৃত্যু বরণ করিও না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা আত্মসমর্পণকারী[৪৪৮] হও ।

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا ۠ وَاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَآءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهٖٓ اِخْوَانًا ۚ وَكُنْتُمْ عَلٰى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَاَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا ۭ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ﴿١٠٣﴾

১০৪ । এবং তোমরা সকলে সমবেতভাবে আল্লাহ্‌র রজ্জুকে[৪৪৯] দৃঢ়ভাবে ধর এবং তোমরা পরস্পর বিভক্ত হইও না; এবং স্মরণ কর তোমাদের উপর আল্লাহ্‌র নেয়ামতকে যখন তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে তখন তিনি তোমাদের হৃদয়ে প্রীতি-সঞ্চার[৪৫০] করিলেন, এবং তোমরা তাঁহারই নেয়ামতের ফলে পরস্পর ভাই ভাই হইয়া গেলে, এবং তোমরা এক অগ্নিকুণ্ডের[৪৫১] কিনারায় ছিলে তখন তিনি তোমাদিগকে উহা হইতে রক্ষা করিলেন । এইভাবে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তাঁহার আয়াতসমূহ বর্ণনা করেন যেন তোমরা হেদায়াত প্রাপ্ত হও ।

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۭ وَاُولٰۗىِٕكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿١٠٤﴾

১০৫ । এবং তোমাদের মধ্যে (সদা) এমন এক জামায়াত থাকা দরকার যাহারা কল্যাণের[৪৫২] দিকে আহ্বান করিবে এবং ন্যায়সঙ্গত কাজের আদেশ দিবে এবং অসঙ্গত[৪৫৩] কাজ হইতে নিষেধ করিবে । বস্তুতঃ ইহারাই সফলকাম হইবে ।

---

৪৪৭ । 'যে আল্লাহ্‌কে সুদৃঢ়ভাবে অবলম্বন করে,' অর্থ (১) যাহারা আল্লাহ্‌র আদেশ নিষেধ সঠিকভাবে পালন করিয়া পাপ হইতে আত্মরক্ষা করে, (২) যাহারা আল্লাহ্ তা'লার সহিত সম্পর্ক স্থাপন করিয়া তাঁহারই স্মরণে নিমগ্ন থাকে ।

৪৪৮ । যেহেতু মৃত্যুর সঠিক সময় কাহারও জানা নাই, অতএব, কেবল মাত্র সেই ব্যক্তিই মৃত্যুকালে আত্ম-সমর্পিত অবস্থায় ছিল বলিয়া গণ্য হইতে পারে, যে সদা-সর্বদা আল্লাহ্‌কে স্মরণ রাখিয়া চলা-ফেরা ও কাজ কর্ম করে । অতএব, বাক্যটির তাৎপর্য এই যে, আল্লাহ্‌র প্রতি অষ্ট প্রহর অনুগত থাকিয়া মানুষ যেন দিন কাটায় ।

৪৪৯ । 'হাব্‌ল্' অর্থ দড়ি বা রশি যাহা দ্বারা কোনও বস্তু বাধা বা আটকানো হয়; একটি বাধন বা গিট; চুক্তি বা মৈত্রী; কোনও ধরণের বাধ্যতা যাহার কারণে এক ব্যক্তি বা বস্তুর নিরাপত্তার দায়িত্ব একজনের উপরে বর্তায়; মৈত্রী-চুক্তি ও সংরক্ষণ ব্যবস্থা (লেইন)। মহানবী (সাঃ) বলিয়াছেন, "আল্লাহ্‌র কিতাব একটি দড়ি বিশেষ যাহা আকাশ হইতে পৃথিবীতে প্রলম্বিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে " (জরীর, ৪র্থ, ৩০ পৃঃ)।

৪৫০ । পৌত্তলিক আরবদের মত এরূপ শতধা-বিচ্ছিন্ন জাতি পৃথিবীর কোথায়ও পাওয়া দুষ্কর । রসূলে করীম (সাঃ)-এর আগমনের পূর্বে তাহারা কত গোত্রে যে বিভক্ত ছিল, উহার সীমা-সংখ্যা জানা সম্ভব নয় । কিন্তু এই কথাও সত্য যে, রসূলে করীম (সাঃ)-এর উচ্চতম আদর্শ ও মহান শিক্ষার ফলে, যে প্রেম-প্রীতি-পূর্ণ ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে তাহারা একীভূত হইয়া গিয়াছিল, উহার দৃষ্টান্তও বিশ্বের ইতিহাসে আর কোথাও পাওয়া যাইবে না ।

৪৫১ । 'অগ্নিকুণ্ডের কিনারা' শব্দগুলি আরবদের পরস্পরের ভ্রাতৃঘাতি যুদ্ধ-কলহের প্রতি ইঙ্গিত করিতেছে, যাহার মাঝে লিপ্ত থাকিয়া তাহারা নিজেদের মানব-শক্তির প্রবল অপচয় ও বিনাশ ঘটাইতেছিল ।

৪৫২ । 'আল-খায়ের' এর অর্থ এখানে 'ইসলাম', কেননা 'মা'রূফ' শব্দটি অব্যবহিত পরেই ব্যবহৃত হইয়াছে; যদ্দারা সর্ব প্রকারের মঙ্গলকেই বুঝায় ।

৪৫৩ । মহানবী (সাঃ) বলিয়াছেন, "তোমরা যদি খারাপ কিছু দেখ, তাহা হইলে তাহা নিজ হাতে বিদূরীত কর; নিজ হাতে না পারিলে নিজ

وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ تَفَرَّقُوْا وَاخْتَلَفُوْا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْبَيِّنٰتُ ؕ وَاُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۙ﴿۱۰۶﴾

১০৬। এবং তোমরা তাহাদের মত হইও না যাহারা তাহাদের নিকট স্পষ্ট প্রমাণাদি আসিবার পর দলে দলে বিভক্ত হইয়াছিল এবং পরস্পর মতভেদ[৪৫৪] করিয়াছিল, এবং ইহাদের জন্যই এক মহা আযাব (নির্ধারিত) রহিয়াছে।

يَّوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوْهٌ وَّتَسْوَدُّ وُجُوْهٌ ۚ فَاَمَّا الَّذِيْنَ اسْوَدَّتْ وُجُوْهُهُمْ ۫ اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ﴿۱۰۶﴾

১০৭। সেদিন কতক চেহারা উজ্জ্বল হইবে এবং কতক চেহারা হইবে মলিন[৪৫৫]। অতএব, যাহাদের চেহারা মলিন হইবে, (তাহাদিগকে বলা হইবে) 'তোমরা কি তোমাদের ঈমান আনয়ন করিবার পর অস্বীকার করিয়াছিলে? সুতরাং আযাবের স্বাদ গ্রহণ কর এই জন্য যে, তোমরা অস্বীকার করিতে।'

وَاَمَّا الَّذِيْنَ ابْيَضَّتْ وُجُوْهُهُمْ فَفِيْ رَحْمَةِ اللّٰهِ ؕ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿۱۰۷﴾

১০৮। এবং যাহাদের চেহারা উজ্জ্বল হইবে, বস্তুতঃ তাহারা আল্লাহ্‌র রহমতের মধ্যে থাকিবে, তাহারা সেখানে চিরকাল থাকিবে।

تِلْكَ اٰيٰتُ اللّٰهِ نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ؕ وَمَا اللّٰهُ يُرِيْدُ ظُلْمًا لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿۱۰۸﴾

১০৯। এইগুলি আল্লাহ্‌র সত্য[৪৫৬] সম্বলিত আয়াত, যাহা আমরা তোমার নিকট আবৃত্তি করিতেছি, এবং আল্লাহ্ বিশ্ব জগত সমূহের উপর যুলুম করিতে চাহেন না।

وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ﴿۱۰۹﴾

১১০। এবং যাহা কিছু আকাশসমূহে আছে এবং যাহা কিছু পৃথিবীতে আছে সকলই আল্লাহ্‌র, এবং আল্লাহ্‌র নিকটই সকল বিষয়কে প্রত্যাবর্তিত করা হইবে।

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ؕ وَلَوْ اٰمَنَ اَهْلُ

১১১। তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, যাহাকে মানব জাতির (কল্যাণের) জন্য উত্থিত করা হইয়াছে; তোমরা ন্যায়সঙ্গত কাজের আদেশ দিয়া থাক এবং অসঙ্গত[৪৫৭] কাজ হইতে বারণ

জিহ্বাদ্বারা ইহাকে মন্দ কাজ বলিয়া নিষেধ কর; তাহাও যদি করিবার শক্তি না থাকে, তাহা হইলে মনে মনে ইহাকে ঘৃণা কর ও দোয়া কর এবং এইরূপ করাটা বিশ্বাসের সর্ব নিম্ন স্তর"(মুসলিম)।

৪৫৪। এই আয়াত গ্রন্থধারীদের (আহ্‌লে কিতাবের) অনৈক্য ও ঝগড়া-বিবাদের প্রতি মুসলমানদের দৃষ্টি আকর্ষণ পূর্বক উপদেশ দিতেছে যে, তাহারা যেন অনৈক্য ও বিবাদ-বিসম্বাদের বিপদ হইতে সর্বদা সতর্ক থাকে।

৪৫৫। কুরআন শ্বেতবর্ণকে সুখ ও কৃষ্ণবর্ণকে দুঃখের প্রতীক রূপে বর্ণনা করিয়াছে (৩ঃ১০৭,১০৮; ৭৫ঃ২৩-২৫; ৮০ঃ৩৯-৪১)। যখন কোন ব্যক্তি প্রশংসনীয় কাজ করে এবং অন্যেরা তাহার প্রশংসা করে, তখন আরবেরা ঐ ব্যক্তি সম্বন্ধে বলে 'ইব্‌ইয়াযযা ওয়াজ্‌হু-হূ' অর্থাৎ তাহার মুখ মণ্ডল সাদা হইয়াছে (খুশিতে ভরিয়া গিয়াছে)। সেইরূপ, যখন কোন ব্যক্তি তিরস্কার যোগ্য কাজ করে ও সে তিরস্কৃত হয়, তখন উহার সম্বন্ধে বলা হয়, 'ইস্‌ওয়াদ্দা ওয়াজ্‌হু-হূ অর্থাৎ তাহার মুখ মণ্ডল কাল হইয়া গিয়াছে (বিষাদে মলিন হইয়াছে)।

৪৫৬। 'বিল হক্ব' শব্দদ্বয়ের অর্থ সত্য সহকারে বা সত্য-সম্বলিত। ইহার তাৎপর্য এই যে, (ক) আল্লাহ্‌তা'লার বাক্য ও নিদর্শনাবলী সত্যে পরিপূর্ণ,(খ) তাহা অধিকার-জনিত কারণে আসিয়াছে অর্থাৎ ঐ সব নিদর্শনাবলী পাওয়ার অধিকার তোমার ছিল, (গ) আল্লাহ্‌র বাক্যসমূহ ও নিদর্শনাবলী নাযেল হইবার ইহাই সর্বোত্তম সময়। ৩৬৪ টীকা দেখুন।

৪৫৭। এই আয়াতে মুসলমানদিগকে সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত (জাতি) বলা হইয়াছে। ইহা এক বিরাট দাবী।তবে এই দাবীর কারণও দেওয়া হইয়াছেঃ (১) মানব জাতির মঙ্গলের জন্য তাহাদের অভ্যুদয় হইয়াছে, (২) তাহাদের উপর এই কর্তব্য ন্যস্ত করা হইয়াছে যে, তাহারা সৎকর্মের প্রসার ঘটাইতে থাকিবে এবং অসৎ কর্মের নিপাত সাধন করিবে এবং(৩)এক আল্লাহ্‌র ইবাদত ও বিশ্বাসকে বিস্তার দান করিবে। মুসলমানের সম্মান ও মর্যাদা এই শর্তগুলির সহিত বিজড়িত।

الْكِتٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ؕ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ وَاَكْثَرُهُمُ الْفٰسِقُوْنَ ﴿۱۱۰﴾

করিয়া থাক, এবং আল্লাহ্‌তে ঈমান রাখ। এবং যদি আহলে কিতাব ঈমান আনিত তাহা হইলে নিশ্চয় ইহা তাহাদের জন্য উত্তম হইত । তাহাদের মধ্যে কতক মো'মেন এবং তাহাদের অধিকাংশই দুষ্কৃতিপরায়ণ।

لَنْ يَّضُرُّوْكُمْ اِلَّاۤ اَذًى ؕ وَاِنْ يُّقَاتِلُوْكُمْ يُوَلُّوْكُمُ الْاَدْبَارَ ۫ ثُمَّ لَا يُنْصَرُوْنَ ﴿۱۱۱﴾

১১২ । তাহারা সাধারণ কষ্ট দেওয়া ব্যতীত তোমাদের কখনও কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না, এবং যদি তাহারা তোমাদের সহিত যুদ্ধ করে তাহা হইলে তাহারা তোমাদিগকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া পলায়ন করিবে । অতঃপর, তাহাদিগকে কোন সাহায্য করা হইবে না ।

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ اَيْنَ مَا ثُقِفُوْۤا اِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللّٰهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَبَآءُوْ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ الْاَنْۢبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ؕ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ﴿۱۱۲﴾

১১৩ । যেখানেই তাহাদিগকে পাওয়া[৪৫৮] যাইবে তাহাদিগকে লাঞ্ছনায় জর্জরিত করা হইবে যদি না তাহারা আল্লাহ্‌র সঙ্গে অঙ্গীকার অথবা মানুষের সঙ্গে অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয় । তাহারা আল্লাহ্‌র ক্রোধভাজন হইয়াছে এবং দুর্ভাগ্য তাহাদের সহিত সংযুক্ত করা হইয়াছে । ইহা এই কারণে যে, তাহারা আল্লাহ্‌র আয়াত সমূহকে অস্বীকার করিত এবং নবীদিগকে অন্যায়ভাবে হত্যা করিতে চাহিত । ইহা এই জন্যও যে, তাহারা অবাধ্যতা করিয়াছিল এবং তাহারা সীমালংঘন করিত ।

لَيْسُوْا سَوَآءً ؕ مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اُمَّةٌ قَآئِمَةٌ يَّتْلُوْنَ اٰيٰتِ اللّٰهِ اٰنَآءَ الَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُوْنَ ﴿۱۱۳﴾

১১৪ । তাহারা সকলে সমান নহে । আহলে কিতাবের মধ্যে এমন এক দলও আছে যাহারা (তাহাদের অঙ্গীকারে) কায়েম[৪৫৯] আছে, তাহারা রাত্রির বিভিন্ন সময়ে আল্লাহ্‌র আয়াত সমূহ আবৃত্তি করে এবং তাহারা (তাঁহার সম্মুখে) সেজদা করে ।

يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُوْنَ فِى الْخَيْرٰتِ ؕ وَاُولٰٓئِكَ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿۱۱۴﴾

১১৫ । তাহারা আল্লাহ্‌ এবং পরকালের উপর ঈমান রাখে, এবং ন্যায়সঙ্গত কাজের আদেশ এবং অসঙ্গত কাজ হইতে বারণ করে, এবং নেক কাজে পরস্পর প্রতিযোগিতা করে । বস্তুতঃ ইহারাই সৎকর্মশীলগণের অন্তর্ভুক্ত ।

৪৫৮ । এই আয়াত ইহুদীদের ব্যাপারে অতি গুরুত্বপূর্ণ ও সুদূর প্রসারী যে ভবিষ্যদ্বাণী বহন করে তাহা এই যে ইহুদীরা লাঞ্ছনা ও অবমাননার জীবন যাপনের জন্য বাঁচিয়া থাকিবে । তাহারা সর্বদা অন্যের গলগ্রহ ও অধীনস্থ থাকিবে । আঁ-হযরত (সাঃ)-এর যামানা হইতে আজ পর্যন্ত সুদীর্ঘ তেরশত বৎসরের ইতিহাস এই ভীতিপূর্ণ ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতার উজ্জ্বল সাক্ষ্য বহন করে । যুগে যুগে, দেশে দেশে, এমন কি বর্তমান শতাব্দীর সভ্যতা ও সহিষ্ণুতার যুগেও ইহুদীদের ভাগ্যে লাঞ্ছনা ও অত্যাচার ব্যতীত আর কিছুই জোটে নাই । ইসরাঈল নামক রাষ্ট্রটিও ইহুদীদের সাময়িক আশ্রয় মাত্র ।

৪৫৯ । "উম্মাতুন কায়েমাতুন" এর আরো অর্থ হইতে পারেঃ (১) ঐরূপ লোকের দল যাহারা তাহাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য বিশ্বস্ততার সহিত পালন করে, (২) যাহারা শেষ রাত্রে উঠিয়া প্রার্থনায় মনোনিবেশ করে।এই কথাগুলি কেবল মাত্র ঐসকল ইহুদীদের ক্ষেত্রেপ্রযোজ্য যাহারা ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে ।

وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُّكْفَرُوْهُ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالْمُتَّقِيْنَ ﴿۱۱۵﴾

১১৬। এবং তাহারা যে কোন নেক কাজই করুক, তাহাদিগকে উহার প্রতিদানে[৪৬০] কখনও অস্বীকার করা হইবে না; বস্তুতঃ আল্লাহ্ মুত্তাকীগণ সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত।

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ اَمْوَالُهُمْ وَلَآ اَوْلَادُهُمْ مِّنَ اللّٰهِ شَيْئًا ؕ وَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿۱۱۶﴾

১১৭। নিশ্চয় যাহারা অস্বীকার করে, তাহাদের ধন-সম্পত্তি এবং সন্তান-সন্ততি তাহাদিগকে আল্লাহ্র(আযাব)হইতে কিছুতেই রক্ষা করিতে পারিবে না, এবং তাহারাই অগ্নির অধিবাসী, সেখানে তাহারা অবস্থান করিবে।

مَثَلُ مَا يُنْفِقُوْنَ فِيْ هٰذِهِ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيْحٍ فِيْهَا صِرٌّ اَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ فَاَهْلَكَتْهُ ؕ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللّٰهُ وَلٰكِنْ اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ﴿۱۱۷﴾

১১৮। তাহারা এই পার্থিব জীবনের জন্য যাহা কিছু খরচ করে উহার দৃষ্টান্ত ঐ বায়ুর ন্যায় যাহার মধ্যে আছে প্রচণ্ড শৈত্য, উহা এমন এক জাতির শস্য ক্ষেত্রের উপর দিয়া বহিয়া যায় যাহারা নিজেদের উপর যুলুম করিয়াছে; অতঃপর তাহা উহাকে (শস্য ক্ষেত্রকে) ধ্বংস[৪৬১] করিয়া দেয়। এবং আল্লাহ্ তাহাদের উপর কোন যুলুম করেন নাই, বরং তাহারাই নিজেদের উপর যুলুম করিয়াছে।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا بِطَانَةً مِّنْ دُوْنِكُمْ لَا يَاْلُوْنَكُمْ خَبَالًا ؕ وَدُّوْا مَا عَنِتُّمْ ۚ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَآءُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ ۚ وَمَا تُخْفِيْ صُدُوْرُهُمْ اَكْبَرُ ؕ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْاٰيٰتِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿۱۱۸﴾

১১৯। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা নিজেদের লোকদিগকে ছাড়িয়া অন্যদেরকে অন্তরঙ্গ বন্ধু রূপে গ্রহণ করিও না; তাহারা তোমাদের ক্ষতি সাধনে[৪৬২] কোন ত্রুটি করিবে না। তাহারা কামনা করে যেন তোমরা কষ্টে[৪৬৩] পতিত হও। তাহাদের মুখ হইতে বিদ্বেষ প্রকাশিত হইয়াছে এবং যাহা তাহাদের বক্ষদেশ গোপন রাখিতেছে উহা আরও গুরুতর। আমরা তোমাদের জন্য আয়াতসমূহ সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করিয়া দিয়াছি যদি তোমরা বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগ কর।

هٰٓاَنْتُمْ اُولَآءِ تُحِبُّوْنَهُمْ وَلَا يُحِبُّوْنَكُمْ وَتُؤْمِنُوْنَ بِالْكِتٰبِ كُلِّهٖ ۚ وَاِذَا لَقُوْكُمْ قَالُوْٓا اٰمَنَّا ۖۚ وَاِذَا خَلَوْا عَضُّوْا عَلَيْكُمُ

১২০। শুন! তোমরা এমন লোক যে,তোমরা তো তাহাদিগকে ভালবাস, কিন্তু তাহারা তোমাদিগকে ভালবাসে না; এবং তোমরা সকল কিতাবের[৪৬৪] উপর ঈমান রাখ। এবং যখন তাহারা তোমাদের সহিত মিলিত হয় তখন বলে, 'আমরা ঈমান

৪৬০। ইসলাম কোন জাতীয় বা গোত্রীয় ধর্ম নহে। যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করে, সে যে দেশেরই বাসিন্দা হোক, যে জাতির বা যে সম্প্রদায়ের কিংবা যে কোন বর্ণেরই হোক না কেন, যদি সে সৎকর্মশীল হয়, তাহা হইলে সে অন্য কোন মুসলমানের মত সমান সমান পুরস্কারে ভূষিত। কোন জাতির সদস্যের প্রতি পক্ষপাতিত্ব ইসলামে নাই। একজন ইহুদী, তথা পৃথিবীর অন্য যে কোন ব্যক্তি, ইসলাম গ্রহণের পর একজন আরবী মুসলমানের সহিত সর্ববিষয়ে সমতার অধিকারী।

৪৬১। এই আয়াতের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ইহাই যে, অবিশ্বাসীদের সমুদয় ইসলাম-বিরোধী প্রচেষ্টা, তাহাদেরই বিরুদ্ধে যাইবে। ইসলামের ক্ষতিসাধনের জন্য তাহারা যাহা করে ও যাহা ব্যয় করে, তাহা তাহাদেরই ক্ষতি সাধন করিবে।

৪৬২। 'খাবাল' অর্থ শরীরের, মনের, বিবেকের বা কর্মের বিকৃতি; ক্ষতি বা অবক্ষয়; ধ্বংস; মারাত্মক বিষ (আকরাব)।

৪৬৩। তাহারা ইহাই পসন্দ করে যে, তোমরা দুঃখ ও বিপদে পতিত হও; তোমরা ধ্বংসপ্রাপ্ত হও। তাহারা চায়, তোমরা ধর্ম ও নেক কাজের দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া পাপের পথে চলিয়া আস।

৪৬৪। পূর্ববর্তী আয়াতগুলির সাথে মিলাইয়া পড়িলে বুঝিতে পারা যাইবে যে, 'তোমরা সকল কিতাবের উপর ঈমান রাখ' বাক্যটির পরে 'অথচ তাহারা সকল কিতাবের উপর ঈমান রাখে না' এরূপ একটি বাক্য উহ্য রহিয়াছে।

الْاَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ ؕ قُلْ مُوْتُوْا بِغَيْظِكُمْ ؕ
اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ﴿۱۱۹﴾

আনি,' এবং যখন তাহারা পৃথক হয় তখন তোমাদের বিরুদ্ধে আক্রোশে অঙ্গুলী সমূহের অগ্রভাগ দংশন করিতে থাকে । তুমি বল, 'তোমরা তোমাদের আক্রোশে[৪৬৫] মরিয়া যাও, নিশ্চয়, তোমাদের বক্ষঃদেশে যাহা কিছু নিহিত আছে উহা সম্বন্ধে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত ।'

اِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ ۫ وَ اِنْ
تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَّفْرَحُوْا بِهَا ؕ وَ اِنْ
تَصْبِرُوْا وَ تَتَّقُوْا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ
شَيْـًٔا ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا يَعْمَلُوْنَ مُحِيْطٌ ﴿۱۲۰﴾ ع ۱۲ [১১] ৩

১২১ । যদি তোমাদের কোন মঙ্গল ঘটে তাহা হইলে ইহা তাহাদিগকে দুঃখ দেয় এবং যদি তোমাদের কোন অমঙ্গল ঘটে তাহা হইলে ইহাতে তাহারা আনন্দিত হয় । কিন্তু তোমরা যদি ধৈর্য ধারণ কর এবং তাক্ওয়া অবলম্বন কর, তাহাদের ষড়যন্ত্র তোমাদের কোন অনিষ্ট করিতে পারিবে না; তাহারা যাহা করে আল্লাহ্ নিশ্চয় উহার পরিবেষ্টনকারী[৪৬৬] ।

وَ اِذْ غَدَوْتَ مِنْ اَهْلِكَ تُبَوِّئُ
الْمُؤْمِنِيْنَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ ؕ وَ اللّٰهُ سَمِيْعٌ
عَلِيْمٌ ﴿۱۲۱﴾

১২২ । এবং (স্মরণ কর) যখন তুমি তোমার পরিবারের নিকট হইতে ভোর বেলা বাহির হইয়াছিলে, তুমি মো'মেনদিগকে যুদ্ধের জন্য যথাস্থানে[৪৬৭] মোতায়েন করিতেছিলে । বস্তুতঃ আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী ।

اِذْ هَمَّتْ طَّآئِفَتٰنِ مِنْكُمْ اَنْ تَفْشَلَا ۙ
وَ اللّٰهُ وَلِيُّهُمَا ؕ وَ عَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ
الْمُؤْمِنُوْنَ ﴿۱۲۲﴾

১২৩ । (স্মরণ কর) যখন তোমাদের মধ্যে[৪৬৮] দুই দল (এই অবস্থা দেখিয়া) ভীরুতা প্রকাশ করিতে মনস্থ করিয়াছিল, অথচ আল্লাহ্ তাহাদের উভয়ের অভিভাবক ছিলেন । এবং আল্লাহ্র উপরই মো'মেনগণকে ভরসা করা উচিত ।

وَ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّ اَنْتُمْ اَذِلَّةٌ ۚ

১২৪ । এবং (ইতিপূর্বে) বদরের[৪৬৯] যুদ্ধে যখন তোমরা হীনবল ছিলে তখন আল্লাহ্ তোমাদিগকে সাহায্য

---

৪৬৫ । 'তোমরা তোমাদের আক্রোশে মরিয়া যাও' এই বাক্যটি ঐসব ইহুদীদের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইয়াছে, যাহারা ইসলাম ধ্বংস করিতে না পারিয়া শত্রুতা বশতঃ বিদ্বেষানলে পুড়িতেছে ।

৪৬৬ । তাহাদের (গ্রন্থ-ধারীদের) সকল ইসলাম-বিধ্বংসী প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত করিয়া আল্লাহ্তা'লা তাহাদিগকেই ধ্বংস করিয়া দিবেন । অতএব, তাহাদের জন্য মুসলমানের ভয়ের কোন কারণ নাই । ইসলামের শত্রুদের সকল ষড়যন্ত্রই আল্লাহ্তা'লা জ্ঞাত আছেন এবং তিনিই তাহা ব্যর্থ করিয়া দিবেন ।

৪৬৭ । এখানে 'উহুদের' যুদ্ধের কথা বলা হইতেছে । মক্কার কুরাইশগণ, বদরের যুদ্ধের পরাজয়ের গ্লানি মুছিবার জন্য, ৩০০০ অভিজ্ঞ, দক্ষ ও সুসজ্জিত সৈন্য লইয়া মদীনা আক্রমণের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইল। ইহা হিজরী তৃতীয় বৎসরের কথা । ইচ্ছা না থাকা সত্বেও মহানবী (সাঃ) মাত্র ১০০০ লোক নিয়া, যাহার মধ্যে আবদুল্লা বিন উবাই নামক প্রসিদ্ধ মোনাফেকও ৩০০ লোক সহ শামিল ছিল, মদীনার বাহিরে শত্রুর মোকাবিলার জন্য অগ্রসর হইলেন । ওহুদের ময়দানে উভয় পক্ষের মোকাবিলা হইয়াছিল ।

৪৬৮ । এই দুইটি পার্টির একটি ছিল বনু সলিমা গোত্র এবং অপরটি ছিল বনু হারিস গোত্র । তাহারা যথাক্রমে খযরাজ ও আউস বংশীয় (বুখারী, কিতাবুল মাগাজি)। আয়াতটিতে এই ইঙ্গিত রহিয়াছে যে, তাহারা প্রকৃত পক্ষে ভয়ে পলায়ন করে নাই । তবে, আবদুল্লাহ্র তিন শত লোক সরিয়া পড়ায়, মুসলমানদের ক্ষুদ্র সেনাদল আরও কমিয়া গেল । ইহাতে যুদ্ধে যোগদানে ইতস্ততঃ করিলেও, তাহারা যোগদান হইতে বিরত হয় নাই ।

৪৬৯ । মক্কা হইতে মদীনা যাইবার পথে একটি স্থানের নাম বদর । বদর নামক এক ব্যক্তির এখানে একটি ঝর্ণা ছিল । সেই কারণেই ইহার নাম বদর রাখা হইয়াছিল । এই স্থানটির সন্নিকটে যুদ্ধ হইয়াছিল বলিয়াই ইহাকে বদরের যুদ্ধ বলা হয় । এই আয়াতে সেই যুদ্ধেরই উল্লেখ করা হইয়াছে ।

فَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿١٢٣﴾

করিয়াছিলেন । সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর, যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে পার ।

اِذْ تَقُوْلُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ اَلَنْ يَّكْفِيَكُمْ اَنْ يُّمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلٰثَةِ اٰلٰفٍ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُنْزَلِيْنَ ﴿١٢٤﴾

১২৫ । যখন তুমি মো'মেনদিগকে বলিতেছিলে, 'ইহা কি তোমাদের জন্য যথেষ্ট নহে যে, তোমাদের প্রতিপালক নাযেলকৃত তিন সহস্র[৪৭০] ফিরিশ্‌তা দ্বারা তোমাদিগকে সাহায্য করিবেন ?'

بَلٰٓى ۙ اِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا وَيَاْتُوْكُمْ مِّنْ فَوْرِهِمْ هٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ اٰلٰفٍ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُسَوِّمِيْنَ ﴿١٢٥﴾

১২৬ । 'হাঁ, বরং,[৪৭১] যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর এবং তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর এবং তাহারা উত্তেজিত হইয়া এই মুহূর্তেই তোমাদের উপর চড়াও হয়, তাহা হইলে তোমাদের প্রভু পাঁচ সহস্র[৪৭২] দুর্ধর্ষ[৪৭৩] ফিরিশ্‌তা দ্বারা তোমাদিগকে সাহায্য করিবেন ।

وَمَا جَعَلَهُ اللّٰهُ اِلَّا بُشْرٰى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوْبُكُمْ بِهٖ ۚ وَمَا النَّصْرُ اِلَّا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ﴿١٢٦﴾

১২৭ । এবং আল্লাহ্‌ ইহাকে তোমাদের জন্য কেবল সুসংবাদ রূপে নির্ধারণ করিয়াছেন এবং যেন তোমাদের হৃদয় ইহা দ্বারা প্রশান্তি[৪৭৪] লাভ করে; বস্তুতঃ সাহায্য কেবল মহাপরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্‌র নিকট হইতেই আসিয়া থাকে ।

৪৭০ । ভুলবশতঃ মনে করা হয় যে, এই আয়াতে বদরের কথা বলা হইয়াছে । আসলে তাহা নহে । পূর্ববর্তী আয়াতে বদরের যুদ্ধের কথা এই সাধারণ অর্থে, উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা হইয়াছে যে, আল্লাহ্‌তা'লা তাঁহার ধৈর্য্যশীল মুসলমান বান্দাদিগকে নিশ্চয় বিপদের সময় সাহায্য করিয়া থাকেন । প্রকৃত পক্ষে, ৮ঃ১০ আয়াত অনুযায়ী, বদরের যুদ্ধের সময় প্রেরিত ফিরিশ্‌তার সংখ্যা ছিল এক হাজার, যেহেতু শত্রুর যোদ্ধাগণের সংখ্যা ছিল এক হাজার । কিন্তু ওহদের যুদ্ধে শত্রুসংখ্যা ছিল তিন হাজার, অতএব এই ক্ষেত্রে মুসলমানগণের জন্য তিন হাজার ফিরিশ্‌তার সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইল । এই প্রতিশ্রুতি পূরণ করার কথা ৩ঃ১৫৩ আয়াতে বলা হইয়াছে ।

৪৭১ । 'বালা' (হাঁ, 'বরং') শব্দটি পূর্বোক্ত আয়াতের সহিত আলোচ্য আয়াতকে সংযুক্ত করিয়াছে । পূর্বোক্ত আয়াতের প্রশ্ন 'ইহা কি তোমাদের জন্য যথেষ্ট নহে ?'– এর উত্তর হাঁ, 'বরং' বলা হইয়াছে । অতএব, ইহার অর্থ দাঁড়াইয়াছে, হাঁ, 'বরং' ইহাই আমাদের জন্য যথেষ্ট হইবে । তবে, শত্রুরা যদি এই মুহূর্তেই পুনরাক্রমণ করে, তাহা হইলে ৫,০০০ ফিরিশ্‌তা দ্বারা তোমাদিগকে সাহায্য করা হইবে ।

৪৭২ । এই কথার তাৎপর্য হইল, শত্রুরা যদি তোমাদিগকে দলবদ্ধ হইয়া প্রস্তুতি নিবার সময় না দেয় এবং এখনই পুনরায় আক্রমণ চালায়, তাহা হইলে আল্লাহ্‌তা'লা তোমাদের সাহায্যে পাঁচ হাজার ফিরিশ্‌তা পাঠাইবেন । পূর্ববর্তী আয়াতের ৩,০০০ ফিরিশ্‌তার স্থলে, এখানে ৫,০০০ ফিরিশ্‌তার সাহায্য দানের কথা এই জন্য বলা হইয়াছে, যেহেতু মুসলমানদের অবস্থা এই মুহূর্তে অত্যন্ত ক্লান্ত-শ্রান্ত-দুর্বল এবং যোদ্ধাদের স্বল্প-সংখ্যা আরও স্বল্প হইয়া পড়িয়াছে । তাই তাহাদের জন্য আরও অধিক সাহায্য প্রয়োজন । যুদ্ধ বন্ধ করিয়া কুরাইশগণ মক্কার দিকে রওয়ানা হইল, কিন্তু কিছু দূর যাইতে না যাইতেই তাহারা মুসলমানদের উপর পুনরাক্রমণের উদ্দেশ্যে ফিরিবার অভিসন্ধি করিল । রসূলে পাক (সাঃ) ইহা জানিতে পারিয়া, যুদ্ধের পরদিনই আবার হুকুম দিলেন, এখনই রণক্ষেত্রের দিকে শত্রুর মোকাবিলার জন্য ফিরিয়া যাইতে হইবে । সাথে সাথে সদা-প্রস্তুত মুসলমানগণ রওয়ানা হইয়া গেলেন । তাহারা হামরাল আসাদ নামক স্থান পর্যন্ত অগ্রসর হইলেন, যাহা মদীনা হইতে আট মাইল দূরে । মক্কাবাসীরা মহানবী (সাঃ) ও তাঁহার অনুসারীদের এই দ্রুত-গমন ও তড়িৎ প্রস্তুতিতে স্তম্ভিত ও ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া গেল । তাহারা যুদ্ধের দিকে অগ্রসর না হইয়া তাড়াতাড়ি মক্কার দিকে প্রস্থান করিল । শত্রুদের ভীতি-বিহ্বলতা ও প্রস্থান, প্রকৃত পক্ষে ফিরিশ্‌তাদেরই সৃষ্ট অবস্থার পরিণতি ছিল । নতুবা অন্য কোনও কারণ ছিল না, যাহা মুসলমানদের মোকাবিলা হইতে তাহাদিগকে ফিরাইতে বা বিরত করিতে পারিত । কেননা, মাত্র একদিন আগের যুদ্ধে তাহারা মুসলমানদিগকে ভয়ানক ক্ষতি পৌছাইয়াছে, তাহাদের বহু লোককে হত্যা করিয়াছে, বহু লোককে আহত করিয়াছে এবং বাকী মুসলমান যোদ্ধারা এখনো তাহাদের ক্লান্তি-শ্রান্তিও দূর করিতে পারে নাই ।

৪৭৩ । 'মুসাওয়েমীন' 'সাউওয়ামা' হইতে উৎপন্ন । 'সাউওয়ামা আলাইহিম' অর্থ সে তাহাদিগকে হঠাৎ ও তীব্রভাবে আক্রমণ করিয়া ভীষণ ক্ষতি সাধন করিল (আকরাব)।

৪৭৪ টিকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوْا خَآئِبِيْنَ ﴿١٢٧﴾

১২৮। (ইহা এই জন্য) যে তিনি ঐ সমস্ত লোকদের মধ্য হইতে একাংশকে কর্তন করিয়া দেন যাহারা অস্বীকার করিয়াছে অথবা তাহাদিগকে লাঞ্ছিত[৪৭৫] করেন, ফলে তাহারা বিফল মনোরথ হইয়া ফিরিয়া যায়।

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ اَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ اَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَاِنَّهُمْ ظٰلِمُوْنَ ﴿١٢٨﴾

১২৯। এই ব্যাপারে তোমার কোন কিছু করণীয় নাই, হয় তিনি তাহাদের প্রতি সদয় দৃষ্টিপাত করিবেন অথবা তাহাদিগকে তিনি শাস্তি দিবেন, কেননা তাহারা যালেম[৪৭৬]।

وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ يَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٢٩﴾ ع ١٣ [٩] ٨

১৩০। এবং যাহা কিছু আকাশ সমূহে আছে এবং যাহা কিছু পৃথিবীতে আছে সবই আল্লাহ্‌র; তিনি যাহাকে চাহেন ক্ষমা করেন এবং যাহাকে চাহেন আযাব দেন; বস্তুতঃ আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوا الرِّبٰوٓا اَضْعَافًا مُّضٰعَفَةً ۠ وَّاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿١٣٠﴾ ع

১৩১। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ ! তোমরা সুদ খাইও না যাহা (ধন-সম্পদ ও অনিষ্টকে) বহুগুণে[৪৭৭] বৃদ্ধি করে এবং আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর যেন তোমরা সফলকাম হইতে পার।

৪৭৪। ফিরিশ্‌তারা মুসলমান বাহিনীকে দুই ভাবে সাহায্য করিয়াছিলেন—একদিকে তাহারা মুসলমানদিগকে উচ্চ মনোবল যোগাইয়া তাহাদের বিক্রম বৃদ্ধি করিয়াছিলেন এবং অপরদিকে কাফেরদের মনে ভীতি-বিহ্বলতা সৃষ্টি করিয়াছিলেন। আল্লাহ্ যদি ইচ্ছা করিতেন, তাহা হইলে মাত্র একজন ফিরিশ্‌তার সাহায্যই মুসলমানদের জন্য উহুদের ময়দানে যথেষ্ট হইতে পারিত, তথাপি তিনি পাঁচ হাজার ফিরিশ্‌তা পাঠাইবার আশ্বাস দিলেন। ইহাতে এই ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে যে, প্রকৃতির অনেক অদৃশ্য শক্তি মুসলমানদের পক্ষে কাজ করিয়াছিল। এই প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, কয়েকজন মুসলমান এবং কয়েকজন কাফেরও স্বচক্ষে ফিরিশ্‌তাকে সত্য সত্যই দেখিয়াছিল বলিয়া বদর যুদ্ধের বর্ণনাতে লিপিবদ্ধ আছে (জরীর ৪র্থ, ৪৭ পৃঃ)। ৮ঃ১০ দেখুন।

৪৭৫। মহানবী (সাঃ) যখন জানিতে পারিলেন যে,মক্কাবাসীরা তখনই মদীনার উপর আবার আক্রমণের উদ্যোগ গ্রহণ করিতেছে, তিনিও তখন অভিযানে রওয়ানা হইয়া গেলেন। মক্কাবাসীরা আত্মসম্মান বিসর্জন দিয়া, অপমানিত ও ঘৃণিতভাবে পলায়ন করিল।

৪৭৬। ভ্রমবশতঃ অনেকেই মনে করেন এই আয়াতে মক্কাবাসীদের ধ্বংসের জন্য বদ্‌দোয়া করার কারণে, নবীকরীম (সাঃ)-কে আল্লাহ্‌তা'লা, ভর্ৎসনা করিয়াছেন। এই আয়াতে বা আশেপাশে এরূপ বদ্‌দোয়ার কোনও উল্লেখ নাই। এমনকি এরূপ বদ্‌দোয়া করার কোন কারণও ঘটে নাই। সত্য কথা এই যে, আল্লাহ্‌তা'লার বিনা অনুমতিতে, কোন নবীই জাতির ধ্বংসের জন্য বদ্‌দোয়া করেন না। এই আয়াতটি তাহাদের জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে, যাহারা বলিয়াছিল যে, অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের মতামতের তোয়াক্কা না করিয়া উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করায়, মুসলমানরা সেখানে মার খাইল। আয়াতটিতে বলা হইয়াছে, আল্লাহ্‌তা'লার অপরিসীম প্রজ্ঞানুসারেই মুসলমানেরা উহুদে ক্ষতি স্বীকার করিয়াছে; ইহার সাথে মহানবী (সাঃ)-এর কোনও সম্পর্ক নাই। এই ক্ষতির মাঝেও অনেক ভাল ফল ফলিয়াছে, বহু অবিশ্বাসী ইহার ফলশ্রুতিতে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে একজন হইলেন প্রসিদ্ধ জেনারেল খালিদ। তাহারা দেখিতে পাইয়াছিলেন, এত মহা শংকটেও কিভাবে আল্লাহ্‌তা'লা রসূলে করীম (সাঃ)-কে সাহায্য করিয়াছেন এবং যুদ্ধের এক পর্যায়ে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যখন সম্পূর্ণ একা ও অরক্ষিত অবস্থায় ছিলেন, তখনও অলৌকিক ভাবে তিনি তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন।

৪৭৭। 'আয্ আফান্ মুযা আফাতান' (বহু বৃদ্ধি-সম্বলিত) কথাগুলি সুদের গুণবাচক বিশেষণ রূপে এখানে ব্যবহৃত হয় নাই এবং 'রিবা' শব্দের অর্থের সঙ্কোচন ঘটাইবার জন্যও ব্যবহৃত হয় নাই। এই শব্দগুলি বিশেষ ধরণের 'রিবা' অর্থে নহে,বরং সাধারণতঃ 'রিবার' (সুদের) যে প্রকৃতি রহিয়াছে, উহারই বর্ণনা স্বরূপ ব্যবহৃত হইয়াছে। সুদের প্রকৃতিই এই যে, ইহা ক্রমাগত বাড়িয়া চলে। খৃষ্টান জাতি যদিও সুদকে বৈধ করিয়া লইয়াছে, তথাপি জানিয়া রাখা দরকার যে, মূসা (আঃ) সুদ নিষিদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিলেন (যাত্রাপুস্তক-২২ঃ২৫; লেবীয়-২৫ঃ৩৬-৩৭; দ্বিতীয়-২৩ঃ১৯-২০)। এই আয়াতের অর্থ ইহা নহে যে অল্প সুদ বৈধ, কেবল চড়া সুদ বা চক্রবৃদ্ধি সুদ অবৈধ। সর্বপ্রকার সুদই অবৈধ, তা

وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِيْٓ اُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِيْنَ ﴿١٣٢﴾

১৩২। এবং তোমরা সেই অগ্নিকে[৪৭৮] ভয় কর যাহা কাফেরদের জন্য প্রস্তুত করা হইয়াছে।

وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ﴿١٣٣﴾

১৩৩। এবং তোমরা আল্লাহ্ ও এই রসূলের আনুগত্য কর যেন তোমাদের উপর রহম করা যায়।

وَسَارِعُوْٓا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ ۙ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿١٣٤﴾

১৩৪। এবং তোমরা তোমাদের প্রভুর নিকট হইতে ক্ষমা এবং সেই জান্নাত লাভের জন্য দ্রুত ধাবিত হও, যাহার মূল্য[৪৭৯] আকাশ সমূহ এবং পৃথিবী, যাহা প্রস্তুত করা হইয়াছে মুত্তাকীগণের[৪৭৯-ক] জন্য—

الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِي السَّرَّآءِ وَالضَّرَّآءِ وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ ۭ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٣٥﴾

১৩৫। যাহারা খরচ করে সচ্ছলতায় এবং অসচ্ছলতায়ও এবং যাহারা ক্রোধ সংবরণকারী ও মানুষের প্রতি মার্জনাশীল,[৪৮০] বস্তুতঃ আল্লাহ্ ভালবাসেন সৎকর্মশীলগণকে;[৪৮১]

অল্পই হউক আর অধিকই হউক। 'আয্'আফান্ মুযা'আফাতান' (বহু বৃদ্ধি-সম্বলিত) সুদই মহানবী (সাঃ)-এর সময় প্রচলিত ছিল, আর সুদের এই হীন-প্রকৃতিকে লক্ষ্য করিয়াই এই শব্দ দুইটি ব্যবহার করা হইয়াছে; অন্যথায় সুদ মাত্রই হারাম (২ঃ২৭৬-২৮১)। যুদ্ধের বিষয় আলোচনা করিতে গিয়া, সুদ-নিষিদ্ধ-করণের আদেশ জারি করা বড়ই তাৎপর্যপূর্ণ। ২ঃ২৮০ আয়াতেও যুদ্ধের বিষয় বর্ণনা কালে সুদের নিষেধাজ্ঞার প্রসঙ্গ আসিয়াছে। ইহাতে বুঝা যায় সুদ ও যুদ্ধের মধ্যে একটি গভীর যোগ-সূত্র রহিয়াছে। বর্তমান কালের যুদ্ধ সমূহের দ্বারা এই যোগ-সূত্র ভালভাবেই প্রমাণিত হইয়াছে। সত্য বলিতে কি, যুদ্ধ বাঁধাইতে এবং ইহাকে দীর্ঘায়িত করিতে সুদ বিশেষভাবে ইন্ধন যোগায়।

৪৭৮। ২ঃ২৭৬ আয়াতেও সুদ-নিষেধের আদেশ দানের পরে পরেই, 'অগ্নি' সম্বন্ধে সতর্ক করা হইয়াছে। স্বভাবতঃই এখানে অগ্নি বলিতে প্রাথমিকভাবে যুদ্ধাগ্নিকে বুঝাইয়াছে। 'অবিশ্বাসীগণ' বলিতে সাধারণভাবে যদিও কাফেরগণকে বুঝাইয়া থাকে, তবুও এখানে সুদের নিষেধাজ্ঞাকে যাহারা অমান্য করে, তাহাদিগকেও বুঝাইতে পারে।

৪৭৯। 'আরয্' অর্থ (১) মূল্য, যাহা অর্থ ব্যতীত অন্য কিছু দ্বারা পরিশোধ করা হয়,(২) প্রস্থ,(৩) বিশালতা (আকরাব)।

৪৭৯-ক। যাহারা বর্তমান যুগের পারিপার্শ্বিকতা দেখিয়া এই সিদ্ধান্তে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছেন যে, এখনকার যমানায় সুদ ব্যতীত ব্যবস-বাণিজ্য চলিতে পারে না, তাহাদের এইরূপ মনোভঙ্গির জওয়াব হইল এই আয়াত। ইহা বলিতে চায় যে, একমাত্র ইসলামের শিক্ষাকে বাস্তবে অনুসরণ করিয়া মুসলমানেরা সর্বতোভাবে লাভবান হইতে পারে। এই আয়াত মুসলমানকে উদাত্ত আহ্বান জানাইতেছে, ইস্লামের আদেশ নিষেধগুলি নিজ নিজ জীবনে অনুসরণ করার জন্য। ইহা এই কথাও বলিয়া দিতেছে যে, বেহেশ্ত ইহজগৎ ও পরজগৎ, আকাশ মালা ও পৃথিবী ব্যাপীয়া বিস্তৃত রহিয়াছে। অর্থাৎ সত্যিকার বিশ্বাসীগণ ইহকালেও বেহেশ্তে থাকিবে, পরকালে তো বটেই। বেহেশ্ত দোযখের প্রকৃত স্বরূপ কি, তাহা বুঝিবার জন্য রসূলে আকরাম (সাঃ)-এর একটি হাদীস সবিশেষ সাহায্য করে। হুযুর আকরাম (সাঃ)-কে প্রশ্ন করা হইল, আকাশ-মণ্ডল ও পৃথিবী জুড়িয়া যদি বেহেশ্ত বিস্তৃত থাকে, তাহা হইলে, দোযখ কোথায় থাকিবে ? মহানবী (সাঃ) উত্তরে বলিলেন, দিন আসিলে, রাত্রি কোথায় যায় ? (কাসীর)। তিনি আরও বলিয়াছেন; বেহেশ্তের সামান্যতম পুরস্কারও এত বিরাট হইবে যে, আকাশমালা ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী সকল স্থানকে ইহা ছাইয়া ফেলিবে। ইহাতে বুঝা যায় বেহেশ্ত একটা আধ্যাত্মিক অবস্থার নাম, কোন বস্তু-জাগতিক স্থান নহে।

৪৮০। 'আফ্ওন্' এক ধরণের ক্ষমা। এক ব্যক্তি অন্যের দ্বারা তিরস্কৃত,আহত কিংবা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও, যখন সে অপরাধীর অপরাধকে মন হইতে মুছিয়া ফেলে কিংবা স্বেচ্ছায় ভুলিয়া যায়, তখন বলা যাইতে পারে নিগৃহীত ব্যক্তি 'আফ্ওন্' অবলম্বন করিয়াছে। যখন শব্দটি আল্লাহ্ তা'লার প্রতি আরোপ করা হয়, তখন ইহার তাৎপর্য দাঁড়ায় পাপীর পাপকে এমনভাবে অপসারণ করা যে, পাপের চিহ্নটুকু পর্যন্ত আর অবশিষ্ট থাকে না।

৪৮১। এই আয়াতে 'আফ্ওন্'এর তিনটি অবস্থার উল্লেখ আছে। প্রথম অবস্থা হইল, যে বিশ্বাসী ব্যক্তির প্রতি অপরাধ করা হইল, তিনি নিজের রাগকে সংযত করিলেন। দ্বিতীয় অবস্থা হইল, তিনি অপরাধীকে নিজ হইতেই ক্ষমা করিয়া দিলেন। তৃতীয় অবস্থা এই যে, তিনি তাহাকে কেবল ক্ষমা করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না,বরং অপরাধীর প্রতি দয়া প্রদর্শন করিলেন এবং তাহার কিছু উপকারও সাধন করিলেন। এই

وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ ۫ وَمَنْ يَّغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اللّٰهُ ۫ وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلٰى مَا فَعَلُوْا وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ﴿١٣٥﴾

১৩৬। এবং যাহারা যখন কোন অশ্লীল কার্য করে অথবা নিজেদের উপর যুলুম করে, তাহারা স্মরণ করে আল্লাহ্‌কে এবং ক্ষমা প্রার্থনা করে নিজেদের অপরাধসমূহের জন্য— এবং কে অপরাধ ক্ষমা করিতে পারে আল্লাহ্ ব্যতিরেকে— এবং তাহারা যাহা করে,[৪৮২] জানিয়া শুনিয়া উহাতে (কায়েম থাকিতে) জিদ্ ধরে না।

اُولٰٓئِكَ جَزَآؤُهُمْ مَّغْفِرَةٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَجَنّٰتٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۭ وَنِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ ﴿١٣٦﴾

১৩৭। ইহারাই এমন, যাহাদের পুরস্কার তাহাদের প্রভুর পক্ষ হইতে ক্ষমা এবং এমন জান্নাত সমূহ,[৪৮৩] যাহার তলদেশ দিয়া নহর সমূহ প্রবাহিত, সেখানে তাহারা বাস করিতে থাকিবে, এবং কত উত্তম পুরস্কার—সৎকর্মশীলদের জন্য !

قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ ۙ فَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ ﴿١٣٧﴾

১৩৮। নিশ্চয়, তোমাদের পূর্বে বহু বিধান[৪৮৪] অতীত হইয়া গিয়াছে, সুতরাং পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর এবং লক্ষ্য কর যাহারা (নবীগণকে) মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল তাহাদের পরিণাম কেমন (মন্দ) হইয়াছিল।

هٰذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَّمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿١٣٨﴾

১৩৯। ইহা[৪৮৫] (এই কুরআন) মানব জাতির জন্য এক সুস্পষ্ট বর্ণনা, এবং মুত্তাকীগণের জন্য হেদায়াত এবং উপদেশ।

وَلَا تَهِنُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١٣٩﴾

১৪০। তোমরা শিথিল হইও না, এবং দুঃখিতও হইও না; যদি[৪৮৬] তোমরা মো'মেন[৪৮৭] হও, তাহা হইলে তোমরাই প্রবল থাকিবে।

তিনটি স্তরের 'আফওন্'এর দৃষ্টান্ত আমরা মহানবী (সাঃ)-এর দৌহিত্র এবং আলী (রাঃ)-এর পুত্র হযরত ইমাম হাসান (রাঃ)-এর জীবনের একটি ঘটনা হইতে দেখিতে পাই। তাঁহার এক গোলাম অপরাধ করিলে তিনি খুবই রাগান্বিত হইলেন এবং তাহাকে মারিতে উদ্যত হইলেন। গোলাম পাঠ করিল 'যাহারা ক্রোধ সংবরণকারী' এই আয়াতাংশ শুনিবা মাত্র, হাসান (রাঃ) থামিয়া গেলেন। গোলাম তখন পাঠ করিল, 'যাহারা মানুষের প্রতি মার্জনাশীল।' সাথে সাথে হাসান (রাঃ) তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিলেন। অতঃপর, গোলামটি আয়াতের শেষাংশটি পাঠ করিলেন, 'আল্লাহ্ ভালবাসেন সৎকর্মশীলগণকে', । আল্লাহ্‌র এই বাক্য শ্রবণ মাত্র তিনি গোলামটিকে মুক্ত করিয়া দিলেন (বয়ান, ১ম, ৩৬৬)।

৪৮২। যখন কোন সৎ ব্যক্তি নীতি-বিগর্হিত কোনও মন্দ কাজ করিয়া ফেলে, তাহারা তখন ঐ কাজকে যথার্থ বলিয়া সাব্যস্ত করিতে চাহে না, বরং নিজের দোষ স্বীকার করিয়া আত্ম-সংশোধনের চেষ্টা করে।

৪৮৩। যখন কোন ব্যক্তি পাপ করিবার পর, আল্লাহ্‌র দিকে সত্যসত্যই প্রত্যাবর্তন করে এবং অপকর্মের জন্য অনুশোচনা করে, তখন আল্লাহ্ তা'লা যে কেবল তাহাকে ক্ষমাই করেন তাহা নহে, বরং তাহাকে আধ্যাত্মিক উন্নতি দান করেন ও বেহেশ্‌তের প্রতিশ্রুতিও দান করেন।

৪৮৪। 'সুনান' শব্দটি, 'সুন্নাহ' এর বহুবচন। ইহার অর্থ হইল (১) আচরণ-বিধি,(২) কোনও জাতির দ্বারা প্রচলিত ও অনুসৃত নিয়ম-নীতি ও আচার-আচরণ,(৩) চরিত্র, ব্যবহার, প্রকৃতি ও মেযাজ,(৫) ধর্মীয় আইন-কানুন বা শরীয়াত (তাজ)।

৪৮৫। 'হা-যা' সর্বনামটি কুরআনকে বুঝাইয়াছে, অথবা পূর্ববর্তী আয়াতকেও বুঝাইতে পারে, অথবা অনুতাপের বিষয়-বস্তু যাহা পূর্ববর্তী আয়াতগুলিতে আলোচিত হইয়াছে, তাহাকেও বুঝাইতে পারে।

৪৮৬। 'ইন' অর্থ যদি, নহে, নিশ্চয়, কারণে, যখন ইত্যাদি (লেইন)।

৪৮৭। একজন ব্যক্তি কিংবা একটি জাতি কোন্ নীতি পালন করিলে শক্তিশালী হইতে পারে ও শক্তিশালী থাকিতে পারে, এই আয়াতে তাহা বর্নিত হইয়াছে। কর্তব্যে অবহেলা করিও না অর্থাৎ পূর্ণোদ্যমে কাজ কর, ইহা হইল প্রথম নীতি। মর্মাহত ও হতোদ্যম হইও না, ইহা হইল

إِنْ يَّمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهٗ ؕ وَتِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ ۚ وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَآءَ ؕ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ ﴿۱۴۰﴾

১৪১। যদি তোমাদের কোন আঘাত লাগে, তাহা হইলে নিশ্চয় অনুরূপ আঘাত[৪৮৮] ঐ জাতিরও লাগিয়াছে। এই (জয়-পরাজয়ের) দিনগুলি[৪৮৮-ক] এমন যে, আমরা মানব জাতির মধ্যে পর্যায়ক্রমে উহাদের আবর্তন ঘটাই (যেন তাহারা শিক্ষা লাভ করিতে পারে) এবং যেন আল্লাহ্ তাহাদিগকে স্বতন্ত্ররূপে[৪৮৯] প্রকাশ করিয়া দেন যাহারা ঈমান আনিয়াছে, এবং তোমাদের মধ্যে কতক ব্যক্তিকে সাক্ষী[৪৯০] রূপে গ্রহণ করেন; বস্তুতঃ আল্লাহ্ যালেমদিগকে ভালবাসেন না ;

وَلِيُمَحِّصَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَيَمْحَقَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿۱۴۱﴾

১৪২। এবং যেন আল্লাহ্ পরিশুদ্ধ করেন যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং কাফেরদিগকে নিপাত[৪৯১] করেন।

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جٰهَدُوْا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصّٰبِرِيْنَ ﴿۱۴۲﴾

১৪৩। তোমরা কি মনে কর যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করিবে, অথচ তোমাদের মধ্যে যাহারা জেহাদ করিয়াছে তাহাদিগকে এখনও আল্লাহ্ স্বতন্ত্ররূপে প্রকাশ করেন নাই এবং ধৈর্যশীলগণকেও[৪৯২] স্বতন্ত্ররূপে প্রকাশ করেন নাই।

দ্বিতীয় নীতি। প্রথম নীতিটি ভবিষ্যতের বিপদাবলীর দিকে লক্ষ্য রাখিয়া, কাজ করিয়া যাইবার প্রেরণা যোগায় এবং দ্বিতীয় নীতিটি অতীতের ভুল-ভ্রান্তি ও দুর্ভোগের দিকে তাকাইয়া হা-হুতাশ করিতে নিষেধ করে। জাতির পতন অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই কারণেই আসে যে, তাহারা দায়িত্ব-সচেতন থাকিয়া কর্তব্য কর্ম সাম্পাদনে অবহেলা করে এবং অতীতের দুর্ভাবনাকে লালন করিয়া নৈরাশ্য ও কর্ম-বিমুখতার শিকারে পরিণত হয়। এই উভয়-বিধ বিপদ সম্বন্ধে সাবধান থাকিবার জন্য আয়াতটিতে আহ্বান জানানো হইয়াছে।

৪৮৮। এই সূরার ১৬৬ আয়াতে বলা হইয়াছে যে, মুসলমানেরা যে ক্ষতি স্বীকার করিয়াছে, তাহার দ্বিগুণ ক্ষতি হইয়াছে অবিশ্বাসীদের। এই কথা, বদরের যুদ্ধের ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। সেই যুদ্ধে মক্কার যোদ্ধাগণের ৭০ জন প্রাণ হারায় এবং ৭০ জন বন্দী হয়। অপর পক্ষে, উহুদের যুদ্ধে ৭০ জন মুসলমান শাহাদৎ বরণ করেন, কিন্তু একজনও বন্দী হন নাই। অতএব, মুসলমানগণ উহুদের যুদ্ধে যে পরিমাণ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন, তাহার দ্বিগুণ ক্ষতি বদরের যুদ্ধে অবিশ্বাসীরা বরণ করিয়াছে। আলোচ্য উভয় যুদ্ধের একত্রিত ফলাফলকে উভয় পক্ষের জন্য সমান সমান বলা হইয়াছে। অথবা এই আয়াতে, গুণগত ও ধরণগত দিক দিয়া, উভয় পক্ষের ক্ষতি সম পর্যায়ের বলিয়া ধরা হইয়াছে। শেষোক্ত অর্থ মানিলে, ১৬৬ আয়াতটি ক্ষয়-ক্ষতির সংখ্যাগত এবং আলোচ্য আয়াতটি গুণগত মূল্যায়ন বলা যাইতে পারে।

৪৮৮-ক। সৌভাগ্যের দিনগুলি অথবা দুর্ভাগ্যের দিনগুলি।

৪৮৯। সর্বজ্ঞ হওয়ায় আল্লাহ্তা'লার জ্ঞানে সংযোজনের কোন প্রয়োজন নাই। এখানে দুইটি বস্তুর মধ্যে, একের সাথে অপরের পার্থক্য নির্ণয়ের কথা বলা হইয়াছে। 'ইল্‌ম' (জ্ঞান) দুই প্রকারের। এক প্রকারের জ্ঞান হইল, অস্তিত্বে আসার পূর্বেই কোন বস্তুকে জানা। আর অন্য প্রকারের জ্ঞান হইল, অস্তিত্বে আসার পর সেই বস্তুকে জানা। এখানে শেষোক্ত প্রকারের জ্ঞানের কথা বলা হইয়াছে।

৪৯০। বিশ্বাসীগণ নিজেদের অসীম ধৈর্য ও বিপদ-কালীন মহতী দৃষ্টান্ত দ্বারা ইসলামের সত্যতার সাক্ষ্য প্রদান করেন।

৪৯১। উহুদের যুদ্ধে মুসলমানগণ যে দুর্দশা বরণ করেন, তাহা তাহাদের গাফিলতির প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ ছিল। এতদ্ব্যতীত, কিছু সংখ্যক অবিশ্বাসীর মনে, এই যুদ্ধ এই ধারণার সৃষ্টি করিয়াছিল যে, ইসলাম আল্লাহ্রই মনোনীত ধর্ম। যে সব মক্কাবাসীরা এই যুদ্ধে মুসলমানদের বিরুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়াছিল, তাহারা সকলেই যুদ্ধের অল্পদিন পরে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইসলাম তাহাদের হৃদয়কে এতই আকৃষ্ট করিয়াছিল যে, তাহাদের হৃদয়ের পূর্বতন বিশ্বাস নির্মূল হইয়া গেল।

৪৯২। বিপদাপদ ও কষ্ট-সংকটের পরীক্ষার মাধ্যমেই মানুষের প্রকৃত রূপ ফুটিয়া উঠে। এইগুলি জীবনে না থাকিলে, আধ্যাত্মিক উন্নতি ও হৃদয়ের পবিত্রতা অর্জন সম্ভব হইত না।

وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَاَيْتُمُوْهُ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ ﴿١٤٣﴾

১৪৩। এবং তোমরা এই মৃত্যুর[৪৯৩] কামনা ইহার সম্মুখীন হওয়ার পূর্বেও করিয়া আসিতেছিলে, সুতরাং তোমরা (এখন) উহার সম্মুখীন হইয়াছ এমতাবস্থায় যে,তোমরা (উহার ভাল-মন্দ দিক) প্রত্যক্ষ করিতেছ (অতএব, তোমাদের মধ্যে কতক কেন পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিতেছ)।

১৪ [১৪] ৫

وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ ۚ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۭ اَفَاۡىِٕنْ مَّاتَ اَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلٰٓى اَعْقَابِكُمْ ۭ وَمَنْ يَّنْقَلِبْ عَلٰي عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَّضُرَّ اللّٰهَ شَيْـــًٔا ۭ وَسَيَجْزِي اللّٰهُ الشّٰكِرِيْنَ ﴿١٤٤﴾

১৪৪। এবং মুহাম্মদ কেবল একজন রসূল। তাহার পূর্বেকার সকল রসূল অবশ্যই মারা গিয়াছে। অতএব, সে যদি মৃত্যু বরণ করে অথবা নিহত হয়, তাহা হইলে তোমরা কি তোমাদের গোড়ালির উপর (তৎক্ষণাৎ পশ্চাতে) ফিরিয়া যাইবে ? এবং যে ব্যক্তি তাহার গোড়ালিদ্বয়ের উপর ফিরিয়া যাইবে সে আদৌ আল্লাহ্‌র কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না।[৪৯৪] এবং অচিরেই আল্লাহ্ কৃতজ্ঞ ব্যক্তিগণকে প্রতিদান দিবেন।

৪৯৩। 'মৃত্যু' এখানে যুদ্ধকে বুঝাইতেছে, কেননা যুদ্ধের পরিণতিতে অনেক মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। আর মুসলমানের জন্য তো যুদ্ধ ও মৃত্যু প্রায় সমার্থক ছিল।কারণ শত্রুর শক্তি-সামর্থ্যের তুলনায় তখন মুসলমানের সংখ্যা ছিল অল্প, অস্ত্র-সস্ত্র ছিল স্বল্প ও সীমিত, আর যোদ্ধারা ছিল বালক, বৃদ্ধ ও যুবকের এক অসম সমাবেশ। এই সব দুর্বলতা নিয়া শক্তিশালী, সংখ্যাধিক, ঝানু অবিশ্বাসী শত্রুযোদ্ধার মোকাবিলা করা মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা ধরার শামিল ছিল। উহদের যুদ্ধের সময়, মহানবী (সাঃ) মদীনায় থাকিয়া যুদ্ধ করার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। কিন্তু সাহাবীরা, বিশেষ করিয়া ঐ সব সাহাবী যাহারা বদরের যুদ্ধে যাইতে পারেন নাই, তাহারা বলিলেন, "আমরা এমন একটি দিনেরই অপেক্ষায় ছিলাম। আমরা বাহিরে যাইয়া যুদ্ধ করিতে চাই; নতুবা তাহারা মনে করিবে আমরা মৃত্যু ভয়ে ভীত" (যুরকানী,২২)।মুসলমানদের এই ইচ্ছা-প্রকাশকে, এই আয়াতে "তোমরা এই মৃত্যুর কামনা ইহার সম্মুখীন হওয়ার পূর্বেই করিয়াছিলে" বলিয়া ব্যক্ত করা হইয়াছে।

৪৯৪। উহদের যুদ্ধের সময় একটি কথা রটিয়া গিয়াছিল যে, রসূলে পাক (সাঃ) মারা গিয়াছেন। এই আয়াতে সেই কথার উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে যে, যদিও ঐ রটনাটা মিথ্যা ছিল, তথাপি যদি তাহা সত্য খবরই হইত, তথাপি ইহাতে প্রকৃত বিশ্বাসীদের ঈমানের মধ্যে কোনও তারতম্য ঘটার কারণ ছিল না। কেননা, মুহাম্মদ (সাঃ) তো একজন নবীই, পূর্ববর্তী অন্যান্য নবীগণ মারা গিয়াছেন, তেমনি তিনিও মারা যাইবেন, ইহাই স্বাভাবিক। তবে, ইসলামের আল্লাহ চিরঞ্জীব, মৃত্যুর উর্ধে। সত্য ঘটনা হিসাবে ইহা বর্ণিত রহিয়াছে যে, যখন মহানবী (সাঃ)-এর ওফাত হইল, তখন হযরত ওমর (রাঃ) কোষ-নিষ্কাসিত অসি হস্তে মদীনার মসজিদে দাঁড়াইয়া শোকাহতগণকে বলিলেন, "যে বলিবে, আল্লাহ্‌র রসূল মরিয়া গিয়াছেন, আমি তাহার মস্তক ছেদন করিব। তিনি মরেন নাই,বরং তাঁহার প্রভুর কাছে গিয়াছেন, যেরূপ মূসা তাঁহার প্রভুর কাছে গিয়াছিলেন। তিনি পুনরায় আসিয়া ভণ্ডদিগকে শাস্তি দিবেন"। এমন সময় হযরত আবুবকর (রাঃ) আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং দৃঢ়কণ্ঠে ওমর (রাঃ)-কে বসিতে বলিলেন। অতঃপর, মসজিদে উপস্থিত মুসলিম ভ্রাতৃবৃন্দকে উদ্দেশ্য করিয়া, এই আয়াতটি (৩ঃ১৪৫) পাঠ করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সাহাবীগণ হৃদয়ঙ্গম করিলেন যে, রসূলে করীম(সাঃ) আর ইহজগতে নাই, তাঁহারা শোকে অভিভূত হইয়া পড়িলেন (বুখারী, কিতাব ফযায়েলে আস্‌হাব)। ঘটনাচক্রে, এই আয়াত স্পষ্টভাবে বলিয়া দিতেছে যে,নবী করীম (সাঃ)-এর পূর্বেকার সকল নবীই ওফাত-প্রাপ্ত হইয়াছেন, কেহই বাঁচিয়া নাই। কেননা যদি কেহ জীবিত থাকিতেন, তাহা হইলে মহানবী (সাঃ)-এর মৃত্যু সাব্যস্ত করার জন্য আবু বকর (রাঃ)এই আয়াত উদ্ধৃত করিতেন না এবং সমবেত সাহাবীরাও তাহা মানিয়া লইতেন না। প্রকৃত কথা হইল এই যে, ইস্‌লামের বাঁচিয়া থাকা আর না থাকা কোনও ব্যক্তি বিশেষের উপর নির্ভর করে না, তিনি যত বড় ও যত মহানই হউন না কেন। ইসলামের অবতীর্ণকারী, রক্ষাকারী ও অভিভাবক হইলেন স্বয়ং আল্লাহ্। এই আয়াত দ্বারা কেহ যেন এইরূপ মনে না করেন যে, মহানবী (সাঃ) যুদ্ধে নিহত হইতে পারিতেন বা কোন আততায়ীর হাতে নিহত হইতে পারিতেন। কারণ, মানুষের হস্তে নিহত হওয়া হইতে তাঁহাকে রক্ষা করা হইবে বলিয়া তিনি ঐশী প্রতিশ্রুতি পাইয়াছিলেন (৫ঃ৬৮)। যখন উহদের যুদ্ধে এই মিথ্যা কথা ছড়াইয়া পড়িল যে, নবী করীম (সাঃ) মারা গিয়াছেন, তখন শত্রুরা আনন্দে নাচিয়া উঠিল। কিন্তু মুসলমানদের জন্য ইহা ছিল দুঃখের অন্তরালে এক আশীর্বাদ। এই বেদনা, মহানবী (সাঃ)-এর প্রকৃত মৃত্যুর সময়ের মর্মস্পর্শী, হৃদয়-বিদারক বেদনা সহ্য করিবার জন্য সাহাবাগণকে প্রস্তুত করিয়াছিল। এই অভিজ্ঞতা ও প্রস্তুতি না থাকিলে নবী করীম (সাঃ)-এর ওফাতের সময় সাহাবাগণের শোক-বিহ্বলতা কাটাইয়া উঠা সম্ভব হইত না।

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تَمُوْتَ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ كِتٰبًا مُّؤَجَّلًا ؕ وَمَنْ يُّرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهٖ مِنْهَا ۚ وَمَنْ يُّرِدْ ثَوَابَ الْاٰخِرَةِ نُؤْتِهٖ مِنْهَا ؕ وَسَنَجْزِى الشّٰكِرِيْنَ ﴿١٤٥﴾

১৪৬। এবং আল্লাহ্‌র অনুমতি ব্যতীত কোন আত্মা মরিতে পারে না— (মৃত্যুর জন্য) মেয়াদ নির্দিষ্ট করা আছে। এবং যে কেহ ইহকালের পুরস্কার কামনা করিবে, আমরা তাহাকে উহা হইতে দান করিব, এবং যে কেহ পরকালের পুরস্কার কামনা করিবে আমরা তাহাকে উহা হইতে দান করিব; এবং অচিরেই আমরা কৃতজ্ঞ ব্যক্তিগণকে প্রতিদান দিব।

وَكَاَيِّنْ مِّنْ نَّبِيٍّ قٰتَلَ ۙ مَعَهٗ رِبِّيُّوْنَ كَثِيْرٌ ۚ فَمَا وَهَنُوْا لِمَآ اَصَابَهُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَمَا ضَعُفُوْا وَمَا اسْتَكَانُوْا ؕ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الصّٰبِرِيْنَ ﴿١٤٦﴾

১৪৭। এবং এমন অনেক নবী অতীত হইয়াছে যাহাদের সঙ্গী হইয়া বহু রব্বানী[৪৯৫] লোক যুদ্ধ করিয়াছিল। অতঃপর, আল্লাহ্‌র পথে তাহাদের উপর যে বিপৎপাত হইয়াছিল উহার কারণে তাহারা শিথিলতা প্রদর্শন করে নাই বা দুর্বলতা প্রকাশ করে নাই এবং নতশিরও হয় নাই। এবং ধৈর্যশীলগণকে আল্লাহ্ ভালবাসেন।

وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ اِلَّآ اَنْ قَالُوْا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَاِسْرَافَنَا فِىْٓ اَمْرِنَا وَثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿١٤٧﴾

১৪৮। এবং এই কথা ব্যতীত তাহাদের আর কোন কথা ছিল না যে, 'হে আমাদের প্রভু! আমাদিগকে আমাদের পাপ এবং আমাদের কার্যে আমাদের সীমালংঘন ক্ষমা কর, এবং আমাদের কদমকে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত কর এবং কাফের জাতির বিরুদ্ধে আমাদিগকে সাহায্য কর।'

فَاٰتٰىهُمُ اللّٰهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْاٰخِرَةِ ؕ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٤٨﴾ ع

১৪৯। সুতরাং আল্লাহ্ তাহাদিগকে ইহকালের পুরস্কার এবং পরকালের উৎকৃষ্টতর[৪৯৬] পুরস্কার দান করিলেন, এবং আল্লাহ্ সৎকর্মশীলগণকে ভালবাসেন।

১৫ [৫] ৬

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ تُطِيْعُوا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَرُدُّوْكُمْ عَلٰٓى اَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوْا خٰسِرِيْنَ ﴿١٤٩﴾

১৫০। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা যদি ঐ সকল লোকের আনুগত্য[৪৯৭] কর যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহা হইলে তাহারা তোমাদিগকে তোমাদের গোড়ালির উপর (তৎক্ষণাৎ পশ্চাতে) ফিরাইয়া লইবে এবং তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া ফিরিবে।

بَلِ اللّٰهُ مَوْلٰىكُمْ ۚ وَهُوَ خَيْرُ النّٰصِرِيْنَ ﴿١٥٠﴾

১৫১। বরং, আল্লাহ্‌ই তোমাদের অভিভাবক এবং তিনিই সাহায্যকারীদের মধ্যে উত্তম।

৪৯৫। 'রিব্বীইউন', 'রিব্বিইউ' এর বহুবচন। ইহা 'রাব্বা' হইতে উৎপন্ন। 'রাব্বা'র অর্থ ১ঃ২ তে দেখুন। 'রিব্বিইউ' অর্থ 'রিব্বাহ্' এর সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, রিব্বাহ্ মানে একটি দল, একটি বিরাট দল, যার সংখ্যা অনেক বেশী। অতএব, 'রিব্বিইউন' বলিতে বিরাট সংখ্যক মানুষের সংঘবদ্ধ দলকে বুঝায়। শব্দটি জ্ঞানী, ধার্মিক ও ধৈর্যশীল লোকের দলকেও বুঝায় (লেইন)।

৪৯৬। পরলোকের পুরস্কারের মধ্যেও তারতম্য আছে, আছে বিভিন্ন মাত্রা ও ধাপ। এখানে বর্ণিত বিশ্বাসীরা উচ্চ মাত্রার পুরস্কারে ভূষিত হইবেন। 'হুস্না' শব্দটি সর্ব্বোচ্চ মাত্রা বা ধাপ বুঝায় না, তবে অত্যুচ্চ মাত্রা বুঝায়।

৪৯৭। অমুসলমানের সহিত মুসলমানদের উঠা-বসা, চলা-ফেরা, ব্যবসা-বাণিজ্য ও স্বাভাবিক সম্পর্ক রাখাতে কোন বাধা-নিষেধ নাই। তবে ঐসব অবিশ্বাসীদের সম্পর্কে হুশিয়ার থাকিতে বলে, যাহারা ইসলামের বিনাশ সাধনে লিপ্ত।

سَنُلْقِيْ فِيْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَآ اَشْرَكُوْا بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطٰنًا ۚ وَمَاْوٰىهُمُ النَّارُ ۭ وَبِئْسَ مَثْوَى الظّٰلِمِيْنَ ۝

১৫২। যাহারা অস্বীকার করিয়াছে অচিরেই আমরা তাহাদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার করিব যেহেতু তাহারা আল্লাহ্‌র সহিত এমন বস্তুকে শরীক[৪৯৮] করিয়াছে যাহার স্বপক্ষে তিনি কোন প্রমাণ নাযেল করেন নাই। তাহাদের আবাসস্থল আগুন, আর যালেমদের অবস্থানস্থল কতই না মন্দ!

وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّٰهُ وَعْدَهٗٓ اِذْ تَحُسُّوْنَهُمْ بِاِذْنِهٖ ۚ حَتّٰٓى اِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْاَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَآ اَرٰىكُمْ مَّا تُحِبُّوْنَ ۭ مِنْكُمْ مَّنْ يُّرِيْدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرِيْدُ الْاٰخِرَةَ ۚ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ ۚ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ ۭ وَاللّٰهُ ذُوْ فَضْلٍ عَلَي الْمُؤْمِنِيْنَ ۝

১৫৩। এবং নিশ্চয় তোমাদের সহিত আল্লাহ্ স্বীয় প্রতিশ্রুতি[৪৯৯] পূর্ণ করিয়াছিলেন যখন তোমরা তাঁহার অনুমতিক্রমে তাহাদিগকে মারিয়া বিনাশ করিতেছিলে, (তাঁহার এই সাহায্য ততক্ষণ পর্যন্ত বলবৎ রহিল) যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা ভগ্নোৎসাহ[৫০০] হইলে এবং তোমরা (রসূলের) আদেশ[৫০১] সম্বন্ধে পরস্পর মতভেদ করিলে এবং অবাধ্যতা[৫০২] করিলে ইহার পর যে, তিনি তোমাদিগকে উহা দেখাইয়া দিলেন যাহা তোমরা ভালবাসিতে। তোমাদের মধ্যে কতক ব্যক্তি ইহকালের[৫০৩] কামনা করিত এবং কতক পরকালের কামনা করিত। অতঃপর, তিনি তোমাদিগকে পরীক্ষা করিবার জন্য তাহাদের (আক্রমণ) হইতে দূরে সরাইয়া লইলেন এবং নিশ্চয় তিনি তোমাদিগকে মার্জ্জনা করিয়াছেন; বস্তুতঃ আল্লাহ্ মোমেনগণের প্রতি পরম কৃপাময়।

৪৯৮। কুসংস্কার ও ভীতি হইতে জন্ম নিয়াছে পৌত্তলিকতা, যাহারা কুসংস্কার পূর্ণ ভীতির মধ্যে লালিত, তাহারা সত্যিকার ভাবে সাহসী হইতে পারে না।

৪৯৯। এখানে 'প্রতিশ্রুতি' বলিতে মুসলমানদের বিজয় ও কৃতকার্যতা লাভের সাধারণ প্রতিশ্রুতির কথা বলা হইয়াছে যাহা মুসলমানকে বার বার দেওয়া হইয়াছে, বিশেষ করিয়া ৩ঃ১২৪-১২৬ আয়াত সমূহে।

৫০০। এই আয়াতে ঐ তীরন্দাজ দলটির কথা বলা হইয়াছে যাহাদিগকে উহুদের যুদ্ধে মুসলিম সেনাদলের পশ্চাৎ-রক্ষী হিসাবে পিছনে রাখা হইয়াছিল। তাহারা সরাসরি যুদ্ধে যোগদান করিয়া গনিমতের মাল (যুদ্ধে-লব্ধ ধন) পাওয়ার লোভ সংবরণ করিতে পারিল না। তাহারা স্বল্প সংখ্যক ছাড়া স্বস্থান ছাড়িয়া দিল। তাহাদের স্ব-ইচ্ছা দমনে অসামর্থ্য ও নির্দ্ধারিত স্থান ত্যাগকে কাপুরুষতা বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। সত্যিকার সাহস ও মনোবল হৃদয়ের কন্দরে অবস্থিত। তাই, যাহারা যথাযথ ভাবে ইচ্ছা ও লোভ সংবরণ করিতে পারে না, তাহারা কাপুরুষ।

৫০১। 'আদেশ' বলিতে এখানে রসূলে করীম (সাঃ)-এর সেই আদেশকে বুঝাইতে পারে যদ্বারা তিনি (সাঃ) মুসলিম সেনাদলের পিছনে একটি টিলার চূড়ায় একদল তীরন্দাজকে প্রহরারত থাকার জন্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন তাঁহার নির্দ্দেশ ব্যতীত তাহারা যেন ঐ স্থান ত্যাগ না করে। তবে যুদ্ধ দৃশ্যতঃ শেষ হইয়া গিয়াছে, এরূপ অবস্থায়ও তাহারা সেখানে থাকিবে, বা চলিয়া আসিবে এই নির্দ্দেশে তাহা সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত ছিল না বলিয়া, কেহ কেহ বলিয়াছেন, 'নির্দ্দেশ ব্যতীত' কথাটির মধ্যে তিনি তাহাদের সেখানে থাকাই নির্দ্ধারিত করিয়াছিলেন। আর অন্যেরা বলিয়াছেন, যুদ্ধ দৃশ্যতঃ শেষ হইয়া যাওয়ার সাথে সাথে উক্ত নির্দ্দেশ বলবৎ রহিল না।

৫০২। টিলার উপরিস্থিত তীরন্দাজেরা যখন দেখিল যে, যুদ্ধ প্রায় শেষ এবং বিজয়ও সমুপস্থিত, তখন তাহারা স্বস্থান পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধ ক্ষেত্রের দিকে অগ্রসর হইতে চাহিলেন। কিন্তু নবী করীম (সাঃ) এর নির্দেশানুযায়ী তীরন্দাজ দলপতি আব্দুল্লাহ্ বিন যুবাইর তাহাদিগকে স্বস্থান ত্যাগ করিতে নিষেধ করিলেন। তথাপি তাহারা নিজদিগকে দমন করিতে না পারিয়া, স্থানটি পরিত্যাগ করতঃ রণকৌশলগত বড় রকমের ভুল করিয়া ফেলিল। ফলে, উহুদের যুদ্ধে মুসলমানদেরকে বড়ই দুর্ভোগ পোহাইতে হইয়াছিল।

৫০৩। এই কথাটি ঐ তীরন্দাজদের সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, যাহারা নিজেদের নির্দিষ্ট স্থান ছাড়িয়া দিয়াছিল। বাক্যাংশটি ইহা বুঝাইতেছে যে, ঐ তীরন্দাজ দলের কিছু সদস্য পার্থিব লালসাগ্রস্ত হইয়া গিয়াছিল এবং যুদ্ধে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়া গনিমত সংগ্রহের জন্য স্থান ত্যাগ করিয়াছিল। অথচ সেই দলেরই অপর অংশ (আব্দুল্লাহ্-বিন-যুবাইর ও অন্যেরা) নিজ স্থানে অটল থাকিয়া পারলৌকিক মঙ্গল কুড়াইয়াছিলেন,

إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰٓ أَحَدٍ وَّالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِىٓ أُخْرٰىكُمْ فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِّكَيْلَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَآ أَصَابَكُمْ ۗ وَاللَّهُ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٥٣﴾

১৫৪। যখন তোমরা ছুটিয়া পলাইতেছিলে এবং পিছনে ফিরিয়া কাহারও[৫০৪] দিকে তাকাইতেছিলে না, অথচ এই রসূল তোমাদের সর্ব পিছনের দলে থাকিয়া তোমাদিগকে ডাকিতেছিল, ইহার ফলে তিনি তোমাদিগকে এক দুঃখের পরিবর্তে আর এক দুঃখ[৫০৫] দিলেন, যেন তোমরা যাহা হারাইয়াছ এবং যাহা তোমাদের উপর আপতিত[৫০৫-ক] হইয়াছে তাহার জন্য তোমরা দুঃখিত না হও। বস্তুতঃ যাহা তোমরা কর আল্লাহ্ সে বিষয়ে সবিশেষ অবহিত।

ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنۢ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُّعَاسًا يَغْشٰى طَآئِفَةً مِّنكُمْ ۙ وَطَآئِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ

১৫৫। অতঃপর, তিনি ঐ দুঃখের পরে তোমাদের উপর তন্দ্রারূপে প্রশান্তি[৫০৬] নাযেল করিলেন যাহা তোমাদের এক দলকে আচ্ছন্ন করিতেছিল এবং আর এক দল[৫০৬-ক] এমন ছিল যাহাদের অন্তর (তাহাদের জীবন সম্বন্ধে) তাহাদিগকে উদ্বিগ্ন

আল্লাহ্‌র রসূল (সাঃ)-এর নিষেধ অমান্য করার কুফল সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া, তাহারা স্থান ত্যাগ করেন নাই। ইহাদের একাংশ ছিল অদূরদর্শী এবং অপরাংশ ছিলেন দূরদর্শী।

৫০৪। এই শব্দগুলি উহুদের যুদ্ধে মুসলমানদের করুণ অবস্থার কথা বলা হইয়াছে। এই যুদ্ধে মুসলমানগণ সম্মুখ হইতে ও পশ্চাৎ হইতে যুগপৎ আক্রান্ত হওয়ায় তাহাদের রচিত ব্যূহ ভঙ্গ হইয়া গেল এবং অনেকে এদিকে সেদিকে ছিট্‌কাইয়া পড়িলেন। যখন মুসলমানগণ প্রথমে শুনিলেন যে, শত্রু পিছন দিক হইতে আক্রমণ করিতে আসিতেছে, তখন তাহারা মুখ ফিরিয়া পিছন দিকে অগ্রসর হইয়া আক্রমণ চালাইলেন। কিন্তু দৈবাৎ একদল মুসলিম সৈন্যও ঐ পিছন দিক হইতেই আসিতেছিলেন, যাহারা মুসলমানদের আক্রমণের শিকার হইয়া গেলেন। পরিস্থিতি এমন ঘোলাটে ও নাযুক হইয়া গেল এবং ভীতি ও বিভ্রান্তি এমন রূপ ধারণ করিল যে, নবী করীম (সাঃ)-এর আহ্বানও তাহাদের কানে পর্যন্ত পৌঁছাইল না।

৫০৫। পাহাড়ী টিলার উপরে থাকিবার জন্য মহানবী (সাঃ) একদল তীরন্দাজকে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। যুদ্ধের এক পর্যায়ে, যুদ্ধে বিজয় হইয়াছে এবং যুদ্ধ শেষ হইয়া গিয়াছে মনে করিয়া, তাহারা ঐ স্থানটি অরক্ষিত অবস্থায় ছাড়িয়া দেয়। এই অসময়ে স্থানটি পরিত্যাগ করার ফলে, নিশ্চিত বিজয়ের দ্বার-প্রান্তে পৌঁছিয়াও মুসলমানদের বিজয় পরাজয়ে রূপান্তরিত হইয়া গেল। ইহা তাঁহাদের মনে বড় দুঃখ ও বিষাদ সৃষ্টি করিল। ইহাই ছিল তাহাদের মাদানী জীবনে প্রথম বড় ধাক্কা ও বড় দুঃখ। আর দ্বিতীয় ও পরবর্তী বড় আঘাত ও দুঃখ তাহারা তখন পাইলেন, যখন গুজব শুনিলেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) নিহত হইয়াছেন। এই দুইটি বিষয় আল্লাহতা'লা পরিকল্পিতভাবে পর পর ঘটাইয়াছিলেন, যাহাতে দ্বিতীয় দুঃখটির উৎস নবী করীম (সাঃ)-এর মৃত্যুর কথাটি মিথ্যা প্রমাণিত হওয়ার সাথে সাথে আনন্দের হিল্লোল আসিয়া প্রথম দুঃখটিকেও মন হইতে অপসারিত করিয়া ফেলে। 'গাম্মাম্ বিগাম্মিন' অর্থ দুঃখের উপর দুঃখ।

৫০৫-ক। 'মা ফাতাকুম' (তোমাদের যাহা হারাইল)-এর তাৎপর্য হইল যে, বিজয় আসিয়াও আসিল না এবং 'মা আসাবাকুম' (যাহা তোমাদের উপর আপতিত হইল)-এর তাৎপর্য হইল, যে মৃত্যু ও পরাজয়ের গ্লানি তোমাদিগকে বরণ করিতে হইল।

৫০৬। এখানেও উহুদের যুদ্ধের কথাই বলা হইয়াছে। আবূ তালহা বলেন, "উহুদের দিনে আমি মাথা তুলিয়া দেখিলাম, এমন মস্তকও দেখিলাম না যাহা নিদ্রাবনত হয় নাই" (কাসীর, ২য়, ৩০৩)। নিদ্রা বা তন্দ্রা মানসিক স্থিরতা ও শান্তির প্রতীক, কুরআন্ এই ঘটনাকে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ বলিয়া ব্যক্ত করিতেছে। যুদ্ধ বাস্তবিকভাবে শেষ হওয়ার পর যখন মুসলমানেরা নিকটবর্তী টিলার কাছে ফিরিয়া বিশ্রাম নিতেছিলেন, এই প্রশান্ত নিদ্রার আবেশ সকলের উপর বিস্তার লাভ করিয়াছিল।

৫০৬-ক। এখানে মুনাফেকদের কথা বলা হইয়াছে, যাহারা যুদ্ধে না আসিয়া, মদীনাতে রহিয়া গিয়াছিল। তাহারা ইসলামের গৌরব, মুসলমানের সার্বিক নিরাপত্তা ও মহানবী (সাঃ)-এর মর্যাদা রক্ষার চাইতে, নিজেদের বিপদমুক্ত অবস্থায় থাকার উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিল। তাহাদের এই কথা, 'যদি সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপারে আমাদের মতামত প্রবল হইত এবং গৃহীত হইত, তাহা হইলে আমাদের ভ্রাতৃবৃন্দ এমন ভাবে যুদ্ধে প্রাণ হারাইত না।' ইহা মোনাফেকদের এক ধরণের বিদ্রূপাত্মক উক্তি। তাহারা বুঝাইতে চায় যে, এত বাধা-বিপত্তি ও সংখ্যা-স্বল্পতার ঝুঁকি মাথায় নিয়া মুসলমানদের যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়া ছিল নিছক বোকামী। তাহারা (মোনাফেকেরা) যুদ্ধে না গিয়া বুদ্ধিমানের কাজ করিয়াছে। কুরআনের বাক্‌ধারা মতে, নিজের নিহত হওয়া বলিলে, নিজের সাথী বা ভ্রাতৃবৃন্দের নিহত হওয়া বুঝাইয়া থাকে (২ঃ৫৫, ৮৬)।

يَظُنُّوْنَ بِاللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ ؕ يَقُوْلُوْنَ هَلْ لَّنَا مِنَ الْاَمْرِ مِنْ شَيْءٍ ؕ قُلْ اِنَّ الْاَمْرَ كُلَّهٗ لِلّٰهِ ؕ يُخْفُوْنَ فِيْۤ اَنْفُسِهِمْ مَّا لَا يُبْدُوْنَ لَكَ ؕ يَقُوْلُوْنَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هٰهُنَا ؕ قُلْ لَّوْ كُنْتُمْ فِيْ بُيُوْتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِيْنَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ اِلٰى مَضَاجِعِهِمْ ۚ وَلِيَبْتَلِيَ اللّٰهُ مَا فِيْ صُدُوْرِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِيْ قُلُوْبِكُمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ﴿۱۵۴﴾

করিতেছিল। তাহারা আল্লাহ্ সম্বন্ধে অজ্ঞ-যুগের ধারণার অনুরূপ ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করিতেছিল, তাহারা বলিতেছিল, 'কোন বিষয়ে কি আমাদের কিছু অধিকার আছে ?' তুমি বল, 'নিশ্চয় সমস্ত বিষয় আল্লাহ্‌র ইখতিয়ারে।' তাহারা নিজেদের অন্তরে যাহা পোষণ করিতেছে, তোমার নিকট উহা তাহারা প্রকাশ করিতেছে না। তাহারা বলে, 'যদি কোন বিষয়ে (সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার) অধিকার আমাদের থাকিত তাহা হইলে এখানে আমরা নিহত হইতাম না।' তুমি বল, 'যদি তোমরা স্বগৃহেও থাকিতে (অবস্থান করিতে) তবুও যাহাদের উপর যুদ্ধ[৫০৬-খ] অবধারিত করা হইয়াছিল, তাহারা নিশ্চয় তাহাদের মৃত্যু-শয্যার[৫০৬-গ] দিকে ধাবিত হইত; এবং যেন আল্লাহ্ উহার পরীক্ষা করেন যাহা তোমাদের বক্ষদেশে লুক্কায়িত আছে; এবং যাহা তোমাদের হৃদয়ে আছে উহা পরিশুদ্ধ করেন। এবং বক্ষদেশে নিহিত বিষয় সম্বন্ধে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত আছেন ;

اِنَّ الَّذِيْنَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعٰنِ ۙ اِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطٰنُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوْا ۚ وَلَقَدْ عَفَا اللّٰهُ عَنْهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ﴿۱۵۵﴾ ع ۱۶ ۱۷

১৫৬। যেদিন দুই দল পরস্পরের সম্মুখীন হইয়াছিল,[৫০৭] সেই দিন তোমাদের মধ্য হইতে যাহারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়াছিল, নিশ্চয় শয়তান তাহাদের কোন কোন কৃতকর্মের[৫০৭-ক] জন্য তাহাদিগকে পদস্খলিত[৫০৮] করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। এবং অবশ্যই আল্লাহ্ তাহাদিগকে মার্জনা করিয়াছেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, সহিষ্ণু।

১৬ [৭] ৭

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَقَالُوْا لِاِخْوَانِهِمْ اِذَا ضَرَبُوْا

১৫৭। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ ! তোমরা তাহাদের মত[৫০৯] হইও না যাহারা অস্বীকার করিয়াছে এবং যখন তাহারা পৃথিবীতে

৫০৬-খ। 'কত্‌ল' শব্দটি এখানে 'কিতাল' (যুদ্ধ) অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে (মুহীত ও কাশ্‌শাফ)। ২ঃ১৯২ এবং জরীর ৩ঃ১৫৫এর ব্যাখ্যা দেখুন।

৫০৬-গ। 'মৃত্যু শয্যা' শব্দটি ব্যবহার করিয়া একদিকে মুনাফেকদের চূড়ান্ত কাপুরুষতার মুখোশ উন্মোচন করা হইয়াছে এবং অপরদিকে কর্তব্যপরায়ণ মুসলমানদের চরম বিশ্বস্ততা ও ধৈর্য প্রকাশ করিতেছে। ইহা মুনাফেকদিগকে এই কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছে যে, তাহারাতো ঐ অবস্থায় যুদ্ধ করাকে মৃত্যু তুল্য মনে করিয়া যুদ্ধ হইতে দূরে থাকিয়া মদীনায় প্রত্যাবর্তন করিল; কিন্তু সত্যিকার মুসলমানগণ এমনই দৃঢ় প্রত্যয় রাখিতেন যে, মুনাফেকরা প্রথম হইতেই মদীনায় থাকিয়া গেলেও, তাহারা (মুসলমানরা) নিশ্চয় সন্তুষ্টচিত্তে যুদ্ধ করিতে যাইতেন, যদিও ঐ যুদ্ধক্ষেত্র তাহাদের জন্য মৃত্যুশয্যা স্বরূপ মনে হইত। এই সব এইজন্য ঘটিয়াছিল যাহাতে আল্লাহ্‌তা'লা বিশ্বাসীদিগকে পবিত্র ও পুণ্যবান করেন।

৫০৭। এখানেও উহুদের যুদ্ধের কথা বলা হইতেছে।

৫০৭-ক। এই শব্দগুলি প্রকারান্তরে ঐ তীরন্দাজাদের কিছু প্রচ্ছন্ন প্রশংসা করিয়াছে, যাহারা মহানবী (সাঃ)-এর আদেশের ভুল ব্যাখ্যাদ্বারা প্রণোদিত হইয়া টিলার অবস্থান হইতে সরিয়া গিয়াছিলেন। তাহাদের 'কিছু' ভুল মুসলমানদের জন্য পরাজয়ের অপমান আনিলেও, মূলতঃ তাহারা ছিলেন বিশ্বস্ত এবং রসূলে করীম (সাঃ)-এর একান্ত অনুগত।

৫০৮। এই আয়াতের 'পদস্খলন' শব্দটি টিলার উপর অবস্থান গ্রহণকারী দলটির আদেশ লঙ্ঘনকে বুঝাইয়াছে কিংবা কিছুসংখ্যক মুসলমান সৈন্যের যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগকে বুঝাইয়াছে।

৫০৯। যখন তাহারা আল্লাহ্‌র খাতিরে স্থান হইতে স্থানান্তরে ভ্রমণ করে।

فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزًّى لَّوْ كَانُوا
عِندَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا ۚ لِيَجْعَلَ اللَّهُ
ذَٰلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ ۗ وَاللَّهُ يُحْيِي
وَيُمِيتُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١٥٦﴾

সফর করে অথবা যুদ্ধের জন্য বাহির হয়, তখন তাহারা তাহাদের ভ্রাতাদের সম্পর্কে বলে,'যদি তাহারা আমাদের সঙ্গে থাকিত তাহা হইলে তাহারা মরিত না এবং নিহতও হইত না;' (তাহারা ইহা এই জন্য বলে) যেন আল্লাহ্ তাহাদের এই কথাকে তাহাদের অন্তরে আক্ষেপের কারণ করেন ।[৫১০] বস্তুতঃ আল্লাহ্ই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু দেন; এবং তোমরা যাহা কিছু কর্ম কর উহা সম্বন্ধে আল্লাহ্ সর্বদ্রষ্টা ।

وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ
لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا
يَجْمَعُونَ ﴿١٥٧﴾

১৫৮ । এবং যদি তোমরা আল্লাহ্র পথে নিহত হও অথবা মৃত্যু বরণ[৫১১] কর তাহা হইলে নিশ্চয় আল্লাহ্র পক্ষ হইতে ক্ষমা এবং রহমত উহা হইতে অনেক উত্তম যাহা তাহারা সঞ্চয়[৫১২] করিতেছে ।

وَلَئِن مُّتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ
تُحْشَرُونَ ﴿١٥٨﴾

১৫৯ । এবং যদি তোমরা[৫১৩] মৃত্যুমুখে পতিত হও অথবা নিহত হও তাহা হইলে নিশ্চয় তোমাদিগকে আল্লাহ্র নিকট সমবেত করা হইবে ।

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ
كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا
مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ
وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ

১৬০ । বস্তুতঃ আল্লাহ্র তরফ হইতে পরম রহমতের কারণে তুমি তাহাদের প্রতি সদয়-চিত্ত হইয়াছ,[৫১৪] যদি তুমি রুক্ষ এবং কঠোর-চিত্ত হইতে তাহা হইলে নিশ্চয় তাহারা তোমার চারিপার্শ্ব হইতে ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িত । অতএব, তুমি তাহাদিগকে মার্জনা কর এবং তাহাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর

---

৫১০ । অবিশ্বাসীগণ মুসলিম জাতিকে যুদ্ধ হইতে ফিরাইয়া রাখিবার উদ্দেশ্যে, তাহাদের মনে যুদ্ধ-ভীতি সঞ্চার করিতে চায় । কিন্তু মুসলমানরা এইসব যুদ্ধ-ভীতি ও সতর্কীকরণ বাণী অগ্রাহ্য করিয়া অবিশ্বাসীদের সাথে আরও অধিকতর দৃঢ়তার সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য সংকল্প নিয়া থাকে । ইহাতে অবিশ্বাসীদের মন দুঃখে ও অনুশোচনায় ভরিয়া যায়; কেননা তাহাদের প্রচেষ্টা কেবল ব্যর্থই হয় নাই, বরং বিপরীতমুখী ফলোদয় ঘটাইয়া মুসলমানদিগকে আরো দৃঢ়সংকল্প করিয়াছিল ।

৫১১ । যাহারা সত্যের জন্য যুদ্ধ করে এবং জীবন উৎসর্গ করে, তাহাদিগকে মৃত মনে করা উচিত নয়।কেননা সকল জীবনের যিনি সৃষ্টিকর্তা ও অধিকর্তা, তাঁহারই উদ্দেশ্যে তাহারা নিজেদের জীবনকে সমর্পণ করে । তাহারা শারীরিকভাবে মরিয়া গেলেও আধ্যাত্মিকভাবে চিরঞ্জীব থাকেন (২:১৫৫)।

৫১২ । যে স্থলে মোনাফেকগণ ধন-দৌলতকে প্রাণের মতই ভালবাসে এবং সেই কারণে মৃত্যুকে অত্যন্ত ভয় করে, সেই স্থলে মুসলমানগণ আল্লাহ্র পথে মৃত্যুবরণ করিয়া এমন অফুরন্ত ভাণ্ডারের অধিকারী হয় যে,মোনাফেকদের জমাকৃত ধন-দৌলত ও বিশ্বাসীদের অর্জিত ইহলৌকিক ধন-সম্পদ সবকিছু একত্রিত করিয়াও সেই ভাণ্ডারের সমকক্ষ ও সমান হইতে পারে না ।

৫১৩ । 'তুমি' সর্বনামটি মো'মেন ও মোনাফেক সকলকেই বুঝাইয়াছে। কেননা যথাযোগ্য পুরস্কার ও শাস্তির জন্য সকলকেই আল্লাহ্তা'লার কাছে একত্রিত করা হইবে ।

৫১৪ । এই শব্দগুলি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর চরিত্রের অনুপম সৌন্দর্যের দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। তাঁহার ভদ্রোচিত, প্রীতিপূর্ণ ও সদাশয় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে রহিয়াছে সর্বব্যাপী দয়া-দাক্ষিণ্যের অনন্য সাধারণ গুণ, যাহা মানুষকে চুম্বকের মত আকর্ষণ করিত । মানব হিতৈষণা ও কৃপা-করুণায় তিনি এতই ভরপুর ছিলেন যে, কেবল নিজের সাথীগণ ও অনুসারীদের প্রতিই তিনি দয়া দেখান নাই,বরং তাঁহার প্রাণঘাতী শত্রুরাও তাঁহার দয়া-মায়া ও স্নেহ-প্রীতি হইতে সমভাবে অংশ পাইয়াছে । ইতিহাস সাক্ষ্য দিতেছে যে, উহুদের যুদ্ধের সময় যে সকল মোনাফেক বিশ্বাসঘাতকতাপূর্বক রণক্ষেত্র হইতে সরিয়া পড়িয়াছিল, তাহাদিগকেও তিনি শাস্তিদান হইতে বিরত থাকেন । এমন কি রাষ্ট্র পরিচালনায় তাহাদের পরামর্শ গ্রহণেও বিরত হন নাই ।

فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ۚ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ ﴿١٥٩﴾

এবং (শাসন) কার্যের ব্যাপারে তাহাদের সঙ্গে পরামর্শ কর,[৫১৫] অতঃপর, যখন তুমি সংকল্প কর তখন আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ নির্ভরশীলগণকে ভালবাসেন।

اِنْ يَّنْصُرْكُمُ اللّٰهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۚ وَاِنْ يَّخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِىْ يَنْصُرُكُمْ مِّنْۢ بَعْدِهٖ ۗ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ﴿١٦٠﴾

১৬১। যদি আল্লাহ্ তোমাদিগকে সাহায্য করেন, তাহা হইলে কেহই তোমাদের উপরে জয়যুক্ত হইতে পারিবে না, কিন্তু তিনি যদি তোমাদিগকে বিপদে নিঃসঙ্গরূপে পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে তিনি ব্যতীত[৫১৬] কে আছে যে তোমাদিগকে সাহায্য করিবে? এবং আল্লাহ্‌র উপরই মো'মেনগণকে নির্ভর করা উচিত।

وَمَا كَانَ لِنَبِىٍّ اَنْ يَّغُلَّ ۚ وَمَنْ يَّغْلُلْ يَاْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۚ ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿١٦١﴾

১৬২। কোন নবীর পক্ষে ইহা সম্ভবই নহে যে, সে খিয়ানত[৫১৭] করিবে ; এবং যে কেহ খিয়ানত করিবে,সে যাহা খিয়ানত করিয়া থাকিবে তাহা কিয়ামত দিবসে লইয়া উপস্থিত হইবে। অতঃপর, প্রত্যেক আত্মাকে পূর্ণরূপে উহা দেওয়া হইবে যাহা সে অর্জন করিয়া থাকিবে, এবং তাহাদের উপর কোন অবিচার করা হইবে না।

৫১৫। অন্যান্য বৈশিষ্ট্য ছাড়াও, ইসলামের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহা পরামর্শ গ্রহণ বা 'মুশাওয়ারা'কে একটি মৌলিক নীতি হিসাবে অঙ্গীভূত করিয়াছে। রাষ্ট্র প্রধানের জন্য, রাষ্ট্র পরিচালনার ব্যাপারে, মুসলমানদের সঙ্গে পরামর্শ করা বাধ্যকর করা হইয়াছে। মহানবী (সাঃ) সকল বড় বড় ব্যাপারেই তাঁহার অনুসারীদের পরামর্শ নিতেন। বদরের যুদ্ধের পূর্বেও তিনি পরামর্শ করিয়াছেন; তেমনি করিয়াছেন উহুদ ও আহযাবের যুদ্ধের পূর্বে। এমনকি তাঁহার মহিমান্বিতা স্ত্রী আয়েশা (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে মিথ্যা রটনার ব্যাপারেও তিনি যোগ্য ব্যক্তিগণের সাথে পরামর্শ করিয়াছিলেন। হযরত আবু হুরায়রা বলেন, 'রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সকল গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে যোগ্য ব্যক্তিদের সঙ্গে পরামর্শ করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব থাকিতেন (মনসুর, ২য়, ৯০)। দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর বলিয়াছেন, "পরামর্শ ছাড়া খেলাফত থাকিতে ও চলিতে পারে না" (ইয়ালাতুল খীফা আন্ খিলাফাতুল খুলাফা)। অতএব, পরামর্শ দান ও গ্রহণ, বিশেষতঃ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে পরামর্শ আহ্বান, ইসলামের একটি মৌলিক নির্দেশ, যাহা আধ্যাত্মিক ও জাগতিক নেতার পক্ষে অবশ্য কর্তব্য। খলীফা বা মুসলিম রাষ্ট্র-প্রধান অবশ্যই মুসলমান প্রতিনিধি বৃন্দের পরামর্শ আহ্বান করিবেন, যদিও তিনিই শেষ সিদ্ধান্তের মালিক। ইসলামী 'শূরা' বা 'মুশাওয়ারা' (পরামর্শসভা), পশ্চিমা পার্লামেন্টের মত নহে। মুসলিম রাষ্ট্রের নেতার এই অধিকার আছে যে, তিনি ইচ্ছা করিলে, পরামর্শ সভার সুপারিশ গ্রহণ না-ও করিতে পারেন। তবে, তিনি তাহার এই ইচ্ছা কদাচিৎ বিশেষ বিবেচনার সহিত প্রয়োগ করিবেন। সাধারণতঃ গ্রহণের জন্যই পরামর্শ ও সুপারিশগুলি লওয়া হইয়া থাকে।

৫১৬। 'মিম্ বা'দিহি'র অনুবাদ করা হইয়াছে 'তিনি ব্যতীত'। ইহার আক্ষরিক অর্থ 'তাহার পরে'। ইহার অন্য অর্থ হয় 'তাহার প্রতিপক্ষে', তাহাকে বাদ দিয়া।

৫১৭। উহুদের পাহাড়-চূড়ায় একদল তীরন্দাজকে রসূলে পাক (সাঃ) মুসলিম বাহিনীর পিছনদিক রক্ষার জন্য নিয়োজিত করিয়াছিলেন। তাহাদের অধিকাংশই শত্রুবাহিনীকে পলায়নপর দেখিয়া ঐ স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসে। যদিও তাহাদের প্রতি নির্দেশ ইহাই ছিল যে, কোনও অবস্থাতেই যেন তাহারা ঐ স্থান ত্যাগ না করে, তথাপি তাহারা শত্রু পরাজিত হইয়াছে দেখিয়া ঐ স্থানে থাকার আর প্রয়োজন নাই মনে করিয়া অধিকাংশই সেখান হইতে সরিয়া পড়ে। সেই সময়ে, তাহারা ঐ স্থানটি ত্যাগ করিলে, নবী করীম (সাঃ)-এর আদেশ লঙ্ঘনের অপরাধ হইবে বলিয়া তাহারা মনে করেন নাই। তাহা ছাড়া, আরবের রীতি অনুযায়ী, যুদ্ধক্ষেত্রে যে ব্যক্তি যে পরিত্যাক্ত মালের উপর হাত রাখে, তাহা সে-ই পায়। এমতাবস্থায়, ঐ স্থানে অবস্থানরত থাকিলে, তাহারা গণিমতের (পরিত্যক্ত) মালের কিছুই পাইবে না, এই ধারণাও তাহাদের মনকে প্রভাবিত করিয়াছিল। তাহাদের এই অবাঞ্ছিত ধারণা ও কাজ পরোক্ষভাবে ইঙ্গিত করে, নবী করীম (সাঃ) তাহাদের গনিমতের মালের অংশ পাওয়ার অধিকারকে উপেক্ষা করিতে পারিতেন। তাহাদের ধারণা ও আশংকাকেই এইখানে নিন্দা করা হইতেছে। তবে, মহানবী (সাঃ)-এর প্রতি তাহাদের আস্থার অভাব ছিল, এরূপ ইঙ্গিত মোটেই নাই। আয়াতটি শুধু এই কথাটিই বলিতে চায় যে, মহানবী (সাঃ) এমন কাজ কখনও করিতে পারেন না যে, তিনি যাহাদিগকে নিজে এক স্থানে কর্তব্যরত করিলেন, তাহারা পরিত্যক্ত মালামালের অংশ পাইবে না।

اَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللّٰهِ كَمَنْۢ بَآءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللّٰهِ وَ مَاْوٰىهُ جَهَنَّمُ ؕ وَ بِئْسَ الْمَصِيْرُ ﴿۱۶۲﴾

১৬৩ । অতএব, যে কেহ আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির অনুসরণ করে, সে কি ঐ ব্যক্তির মত হইতে পারে, যে আল্লাহ্‌র ক্রোধভাজন[৫১৮] হইয়াছে এবং যাহার আবাসস্থল জাহান্নাম? এবং উহা কতই না মন্দ প্রত্যাবর্তনস্থল !

هُمْ دَرَجٰتٌ عِنْدَ اللّٰهِ ؕ وَ اللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِمَا يَعْمَلُوْنَ ﴿۱۶۳﴾

১৬৪ । আল্লাহ্‌র নিকট তাহারা (বিভিন্ন) শ্রেণীভুক্ত;[৫১৯] এবং তাহারা যাহা কিছু কর্ম করে উহা সম্বন্ধে আল্লাহ্ সর্বদ্রষ্টা ।

لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَ يُزَكِّيْهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَ الْحِكْمَةَ ۚ وَ اِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿۱۶۴﴾

১৬৫ । নিশ্চয় আল্লাহ্ মো'মেনগণের উপর অনুগ্রহ করিলেন যখন তিনি তাহাদের মধ্য হইতে[৫২০] তাহাদের জন্য এমন এক রসূল আবির্ভূত করিলেন, যে তাঁহার আয়াতসমূহ তাহাদের নিকট আবৃত্তি করে ও তাহাদিগকে পবিত্র করে এবং তাহাদিগকে কিতাব এবং হিকমত শিক্ষা দেয় ; এবং নিশ্চয় তাহারা ইহার পূর্বে প্রকাশ্য ভ্রান্তিতে ছিল ।

اَوَ لَمَّاۤ اَصَابَتْكُمْ مُّصِيْبَةٌ قَدْ اَصَبْتُمْ مِّثْلَيْهَا ۙ قُلْتُمْ اَنّٰى هٰذَا ؕ قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اَنْفُسِكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿۱۶۵﴾

১৬৬ । কী (ইহা কি সত্য নহে যে), যখনই তোমাদের উপর কোন মুসীবত আসিয়াছে যাহার দ্বিগুণ[৫২১] মুসীবত তোমরা (শত্রুর উপর) ঘটাইয়াছিলে, তখনই তোমরা বলিয়াছ, 'ইহা কোথা হইতে আসিল ?' তুমি বল, 'ইহা তোমাদের নিজেদেরই কারণে[৫২২] আসিয়াছে ।' নিশ্চয় আল্লাহ প্রত্যেক বিষয়ে (যাহা তিনি চাহেন) সর্বশক্তিমান ।

وَ مَاۤ اَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعٰنِ فَبِاِذْنِ اللّٰهِ وَ لِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۱۶۶﴾

১৬৭ । এবং যেদিন দুই দল পরস্পর মুখামুখী হইয়াছিল সেদিন যে মুসীবত তোমাদের উপর আসিয়াছিল, জানিও, উহা আল্লাহ্‌র আদেশেই আসিয়াছিল, এবং এই জন্য আসিয়াছিল যেন তিনি মো'মেনগণকে স্বতন্ত্ররূপে প্রকাশ করিয়া দেন ;

---

৫১৮ । উহুদের যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে মদীনার মোনাফেকগণ হঠাৎ পক্ষ ত্যাগ করিল । মুসলিম সৈন্য সংখ্যা এমনিতেই কম ছিল । সংকট মুহূর্তে মোনাফেকদের পক্ষ ত্যাগে মুসলিম শক্তি আরও হ্রাস প্রাপ্ত হইল। তথাপি নবী করীম (সাঃ) শত্রুদের মোকাবিলা করিতে অগ্রসর হইলেন। অপরপক্ষে, মোনাফেকগণ পক্ষ ত্যাগ করিয়া আল্লাহ্‌তা'লার অভিশাপ কুড়াইল ।

৫১৯ । 'হুম দারাজাতুন' অর্থ 'তাহারা বিভিন্ন পদের অধিকারী'; এখানে দারাজাতুন শব্দটির পূর্বে 'উলু' শব্দটি উহ্য আছে ।

৫২০ । এই আয়াতটি বিশ্বাসীগণের হৃদয়ে মহানবী (সাঃ)-এর আদর্শ অনুসরণের এক অনুপম চেতনা ও প্রেরণা জাগাইয়া তুলে । তিনি তাঁহাদেরই মত এবং তাহাদেরই একজন ছিলেন ।

৫২১ । এখানে বদরের যুদ্ধের কথা বলা হইয়াছে, যখন মক্কার শত্রু যোদ্ধাদের ৭০জনকে নিহত ও ৭০জনকে বন্দী করা হইয়াছিল । উহুদের যুদ্ধে ৭০জন মুসলমান শহীদ হন, কিন্তু কেহই বন্দী হন নাই । অতএব, মুসলমানগণের হাতে মক্কাবাসীদের দ্বিগুণ ক্ষতি হইল ।

৫২২ । মানুষের ভাল ও মন্দ উভয় প্রকারের কাজই তাহাদের নিজ হইতে উদ্ভূত হয়, যেহেতু সে নিজেই ঐ কাজের হোতা । তবে, যেহেতু আল্লাহ্‌তা'লা শেষ বিচারকরূপে তাহার কাজের ফলাফল নির্দ্ধারণ করেন, সেইহেতু, ভাল ফলই হউক আর মন্দ ফলই হউক, তাহা আল্লাহ্ তা'লার দিকেও সমভাবে আরোপ করা যায় (৪ঃ৭৯)। এই অর্থে, মানুষের কাজের ভাল-মন্দ ফলাফল আল্লাহ্‌র দেওয়া প্রতিদান ও প্রতিফল বলিয়া অভিহিত হইতে পারে ।

وَلِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ نَافَقُوْا ۚ وَقِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوِ ادْفَعُوْا ؕ قَالُوْا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَّا اتَّبَعْنٰكُمْ ؕ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ اَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْاِيْمَانِ ۚ يَقُوْلُوْنَ بِاَفْوَاهِهِمْ مَّا لَيْسَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ ؕ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُوْنَ ﴿۱۶۸﴾

১৬৮ । এবং যাহারা মোনাফেকী করিয়াছে তাহাদিগকেও যেন তিনি স্বতন্ত্ররূপে পৃথক করিয়া দেন[৫২৩]। এবং তাহাদিগকে বলা হইয়াছিল, 'আস তোমরা আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ কর এবং[৫২৪] প্রতিরোধ কর'; তাহারা বলিয়াছিল, 'যদি আমরা যুদ্ধ করিতে জানিতাম তাহা হইলে নিশ্চয় আমরা তোমাদের অনুগমন করিতাম[৫২৫] ।' সেদিন তাহারা তাহাদের ঈমানের তুলনায় কুফরীর অধিকতর নিকটবর্তী ছিল । তাহারা নিজেদের মুখে এমন কিছু বলে যাহা তাহাদের অন্তরে নাই এবং তাহারা যাহা কিছু গোপন করে তাহা আল্লাহ্ সর্বাপেক্ষা বেশী জানেন ।

اَلَّذِيْنَ قَالُوْا لِاِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوْا لَوْ اَطَاعُوْنَا مَا قُتِلُوْا ؕ قُلْ فَادْرَءُوْا عَنْ اَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿۱۶۹﴾

১৬৯ । (তাহারা ঐ সকল লোক) যাহারা (পিছনে) বসিয়া থাকিল এবং আপন ভাইদের[৫২৬] সম্বন্ধে বলিল, 'যদি তাহারা আমাদের কথা মান্য করিত তাহা হইলে তাহারা মারা যাইত না ।' তুমি বল, 'যদি তোমরা সত্যবাদী হইয়া থাক তাহা হইলে তোমরা নিজেদের উপর হইতে মৃত্যুকে সরাইয়া দেখাও ।'

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا ؕ بَلْ اَحْيَآءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ ﴿۱۷۰﴾

১৭০ । এবং যাহারা আল্লাহ্‌র পথে নিহত[৫২৭] হইয়াছে, তাহাদিগকে তুমি কখনও মৃত মনে করিও না । বরং তাহারা তাহাদের প্রভুর সন্নিধানে জীবিত, (এবং) তাহাদিগকে রিয্‌ক দেওয়া হইতেছে ;

---

৫২৩ । বিপদ-আপদ ও ত্যাগ-তিতিক্ষা সত্যিকার বিশ্বাসীকে দুর্বলচেতা বিশ্বাসী হইতে পার্থক্য করিয়া দেখায় । বিশ্বাসীদের আপদ-বিপদের সম্মুখীন হওয়ার উদ্দেশ্য ইহাই । এই দিক দিয়া দেখিলে, উহদের যুদ্ধে মুসলমানদের দুর্দশা প্রকারান্তরে আশীর্বাদ স্বরূপ ছিল । ইহা সত্যিকার বিশ্বাসী ও মোনাফেকদেরে চিহ্নিত করিয়া দিল । এতদিন এই মোনাফেকগণ মুসলমানদের মধ্যে মিশিয়া রহিয়াছিল ।

৫২৪ । 'আও' শব্দটি যাহার আক্ষরিক অর্থ 'অথবা', এখানে 'এবং' অনুবাদ করা হইয়াছে । 'অথবা' মানে 'অন্য কথায়' ইত্যাদি ।

৫২৫ । 'লাও না'লামু কিতালান' (যদি আমরা যুদ্ধ করিতে জানিতাম) বাক্যাংশটির অর্থ হইতে পারে নিম্নরূপঃ(১) আমরা যদি বুঝিতাম যে, যুদ্ধ হইবে অর্থাৎ আমরা জানি যে যুদ্ধ হইবে না, কেননা বিরাট শত্রুবাহিনী দেখিয়া মুসলমানগণ যুদ্ধ না করিয়াই তাড়াতাড়ি পলায়ন করিবে, (২) আমরা যদি জানিতাম যে, ইহা একটি যুদ্ধ অর্থাৎ ইহা মুসলমানদের জন্য এক নিশ্চিত ধ্বংস, কেননা শত্রুর সৈন্য সংখ্যা ও যুদ্ধ-সম্ভার মুসলমানদের তুলনায় বহুগুণ বেশী,(৩) যুদ্ধ কিরূপে করিতে হয় তাহা যদি আমরা জানিতাম ! এই ক্ষেত্রে ইহা ব্যঙ্গোক্তি স্বরূপ, যাহার তাৎপর্য "আমরা যুদ্ধ সম্বন্ধে তেমন জ্ঞান রাখি না এবং পারদর্শীও নই। যদি সেরূপ হইতাম, তাহা হইলে তো তোমাদের সাথে মিলিয়া যুদ্ধ করিতাম!" স্বতঃই ইহা উহদের ঘটনার কথা, যখন ৩০০ মুনাফেক তাহাদের নেতা আব্দুল্লাহ বিন উবাই-এর নেতৃত্বে মুসলমানদিগকে যুদ্ধ ময়দানে ছাড়িয়া মদীনায় ফিরিয়া গিয়াছিল ।

৫২৬ । 'আপন ভাইদের সম্বন্ধে বলিয়াছিল' অর্থাৎ তাহাদের ভাইদের ব্যাপারে বলিল অথবা তাহারা ভাইদের (মুসলমানদের) ব্যাপারে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করিল ।

৫২৭ । 'আম্‌ওয়াত' 'মাইইত' এর বহুবচন, মাইইত অর্থ মৃত । এছাড়াও ইহার অন্যান্য অর্থ আছেঃ—
(১) যে নিহত ব্যক্তির রক্তের প্রতিশোধ নেওয়া হয় নাই,(২) যে মৃতব্যক্তির কোন উত্তরাধিকারী নাই, (৩) যে ব্যক্তি শোকে-দুঃখে একেবারে মুহ্যমান হইয়া পড়িয়াছে ।

فَرِحِيْنَ بِمَآ اٰتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ۙ وَيَسْتَبْشِرُوْنَ بِالَّذِيْنَ لَمْ يَلْحَقُوْا بِهِمْ مِّنْ خَلْفِهِمْ ۙ اَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿١٧١﴾

১৭১। তাহারা উহাতে আনন্দিত[৫২৮] যাহা আল্লাহ্ তাহাদিগকে স্বীয় অনুগ্রহে দান করিয়াছেন; এবং যাহারা তাহাদের পিছন হইতে আসিয়া এখনও তাহাদের সহিত মিলিত হয় নাই ঐসকল লোকের সম্বন্ধেওতাহারা আনন্দিত—কারণ তাহাদের জন্য কোন ভয় নাই এবং তাহারা দুঃখিতও হইবে না।

يَسْتَبْشِرُوْنَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ ۙ وَّاَنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٧٢﴾

১৭২। তাহারা আল্লাহ্র পক্ষ হইতে দেওয়া নেয়ামত ও অনুগ্রহের কারণে আনন্দিত, বস্তুতঃ আল্লাহ্ মো'মেনগণের পুরস্কারকে কখনও বিনষ্ট করেন না।

اَلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ مِنْۢ بَعْدِ مَآ اَصَابَهُمُ الْقَرْحُ ۛ لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا اَجْرٌ عَظِيْمٌ ﴿١٧٣﴾

১৭৩। যাহারা আল্লাহ্ এবং এই রসূলের ডাকে সাড়া দিয়াছে তাহাদের আঘাত[৫২৯] লাগিবার পরও— তাহাদের মধ্য হইতে যাহারা পুণ্য কাজ করিয়াছে এবং তাক্ওয়া অবলম্বন করিয়াছে তাহাদের জন্য মহা পুরস্কার রহিয়াছে ;

اَلَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيْمَانًا ۖ وَّقَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ ﴿١٧٤﴾

১৭৪। তাহারা, যাহাদিগকে লোকে বলিয়াছিল, 'নিশ্চয় তোমাদের বিরুদ্ধে লোকজন সমবেত হইয়াছে, অতএব, তোমরা তাহাদিগকে ভয় কর,'[৫৩০] কিন্তু ইহা তাহাদের ঈমানকে আরও বাড়াইয়া দিল, এবং তাহারা বলিল, 'আল্লাহ্ আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি কত উত্তম কার্য নির্বাহক !'

৫২৮। শহীদগণ (যাহারা আল্লাহ্র পথে মৃত্যুবরণ করেন) এই ভাবিয়া খুশী হন যে, তাহাদের জীবিত ভ্রাতৃবৃন্দ, যাহারা পরে পরপারে আসিবেন, তাহারা নিশ্চয় শত্রুদের উপর বিজয়ী হইবেন। অর্থাৎ শহীদগণের মৃত্যুর পরে পরেই, পর্দা সরিয়া যায় এবং তাহাদিগকে জানানো হয় যে, মুসলমানগণ বিজয়ী হইতে যাইতেছে। তাহাদের পরিত্যক্ত ভাইদের সম্বন্ধে তাহারা সুসংবাদ প্রাপ্ত হন অর্থাৎ আল্লাহ্র ফিরিশ্তাগণ তাহাদিগকে অবহিত করেন যে, ইসলাম বিজয়ের পর বিজয় ও কৃতকার্যতার পর কৃতকার্যতা লাভ করিয়া চলিয়াছে।

৫২৯। এই আয়াতে এবং পরবর্তী আয়াতে মহানবী (সাঃ)-এর দুইটি অভিযানের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে যাহা উহুদের যুদ্ধের পরে পরেই সংঘটিত হইয়াছিল। প্রথম অভিযানটি ছিল উহুদের যুদ্ধের পর দিনই। মক্কাবাসীরা শূণ্য হস্তে উহুদ হইতে ফিরিয়া যাইতেছিল এবং বলিতেছিল, তাহারা উহুদের যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছে। আরব গোত্ররা তাহাদিগকে বিদ্রূপ করিয়া বলিতে লাগিল, বাঃ কি বিজয়ী রে ! সঙ্গে না আছে যুদ্ধলব্ধ মালামাল, না আছে একজন বন্দী ! টিট্কারী শুনিয়া তাহারা পুনরায় মুসলমানদেরকে আক্রমণ করিয়া পূর্ণ বিজয় লাভের জন্য, পুনরায় মদীনাভিমুখী হইতে মনস্থ করিল। নবী করীম (সাঃ) তাহাদের পুনরাক্রমণের আশংকাও করিতেছিলেন। তাই উহুদের যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী সাহাবাগণকে ডাকিয়া, তাঁহার (সাঃ) সহিত শত্রুর বিরুদ্ধে অভিযানে যোগ দিতে আহবান জানাইলেন এবং পরদিন মাত্র ২৫০ জন সাথী নিয়া মদীনা ত্যাগ করিলেন। মক্কাবাসীরা যখন এই কথা জানিতে পারিল, তখন তাহারা সন্ত্রস্ত ও স্তম্ভিত হইয়া গেল এবং মক্কার দিকে পলায়ন করিল। মহানবী (সাঃ) মদীনা হইতে প্রায় ৮ মাইল দূরে হামরাল আসাদ নামক স্থান পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া যখন দেখিলেন যে, শত্রুরা মক্কার দিকে পলায়ন করিয়াছে, তখন তিনিও মদীনার দিকে ফিরিয়া আসিলেন। দ্বিতীয় অভিযানটি ছিল এক বৎসর পরের ঘটনা। উহুদের যুদ্ধ-ময়দান ত্যাগ করিবার সময়, মক্কাদলের সেনাপতি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল যে, পরবর্তী বৎসরে বদরের ময়দানে মুসলমানদের সহিত সে আবার যুদ্ধে মিলিত হইবে। কিন্তু পরবর্তী বৎসরে দুর্ভিক্ষ দেখা দেওয়ায় তাহার সেই অভিলাষ পূর্ণ হয় নাই। তবে সে 'নুয়াইম বিন মাসূদ' নামক এক ব্যক্তিকে মদীনার মুসলমানদিগকে ভীতিগ্রস্ত করার উদ্দেশ্যে পাঠাইল এবং তাহার মাধ্যমে মিথ্যা সংবাদ দিল যে, মক্কাবাসীরা এইবার বদরের জন্য বিরাট যুদ্ধ-প্রস্তুতি গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু এই অপকৌশল মুসলমানদিগকে মোটেও দমাইতে পারিল না। তাহারা নির্দিষ্ট সময়ে বদরের ময়দানে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু মক্কাবাসীদের এত আস্ফালন সত্বেও তাহারা নিজেরাই উপস্থিত হইল না। এই মুসলিম অভিযানকে বদরুস্ সুগ্রা (ছোট বদর) বলা হইয়া থাকে। দুই বৎসর পূর্বেকার বদরের যুদ্ধের তুলনায় ইহা ছিল এক ছোট অভিযান মাত্র।

৫৩০। নুয়াইম-বিন-মাসূদের অপকৌশলপূর্ণ মিথ্যা ভীতি-প্রদর্শনের কথাই এখানে বলা হইয়াছে।

فَانْقَلَبُوْا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوْٓءٌ ۙ وَّاتَّبَعُوْا رِضْوَانَ اللّٰهِ ۭ وَاللّٰهُ ذُوْ فَضْلٍ عَظِيْمٍ ﴿١٧٤﴾

১৭৫। সুতরাং তাহারা আল্লাহ্‌র নেয়ামত এবং ফযলসহ[৫৩১] প্রত্যাবর্তন করিল (এমতাবস্থায় যে), কোন অনিষ্ট তাহাদিগকে স্পর্শ করে নাই; এবং তাহারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির অনুসরণ করিয়াছিল; বস্তুতঃ আল্লাহ্ মহা ফযলের অধিকারী।

اِنَّمَا ذٰلِكُمُ الشَّيْطٰنُ يُخَوِّفُ اَوْلِيَاۗءَهٗ ۠ فَلَا تَخَافُوْهُمْ وَخَافُوْنِ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١٧٥﴾

১৭৬। ইহা একমাত্র শয়তানই যে তাহার বন্ধুগণকে[৫৩২] ভয় দেখায়, সুতরাং যদি তোমরা মো'মেন হও তাহা হইলে তাহাদিগকে ভয় করিও না বরং আমাকেই ভয় কর।

وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِيْنَ يُسَارِعُوْنَ فِي الْكُفْرِ ۚ اِنَّهُمْ لَنْ يَّضُرُّوا اللّٰهَ شَيْـــًٔا ۭ يُرِيْدُ اللّٰهُ اَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْاٰخِرَةِ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿١٧٦﴾

১৭৭। এবং যাহারা কুফরীর মধ্যে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে তাহারা যেন তোমাকে বিষন্ন না করে, তাহারা কখনও আল্লাহ্‌র কোন অনিষ্ট সাধন করিতে পারিবে না।[৫৩৩] আল্লাহ্ পরকালে তাহাদের জন্য কোন অংশ রাখিতে চাহেন না, এবং তাহাদের জন্য মহা আযাব রহিয়াছে।

اِنَّ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْاِيْمَانِ لَنْ يَّضُرُّوا اللّٰهَ شَيْـــًٔا ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿١٧٧﴾

১৭৮। নিশ্চয় যাহারা ঈমানের বিনিময়ে কুফরী ক্রয় করিয়াছে, তাহারা আদৌ আল্লাহ্‌র কোন ক্ষতি সাধন করিতে পারিবে না; এবং তাহাদের জন্য রহিয়াছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব।

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنَّمَا نُمْلِيْ لَهُمْ خَيْرٌ لِّاَنْفُسِهِمْ ۭ اِنَّمَا نُمْلِيْ لَهُمْ لِيَزْدَادُوْٓا اِثْمًا ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ﴿١٧٨﴾

১৭৯। এবং যাহারা কুফরী করিয়াছে তাহারা যেন কখনও এইরূপ মনে না করে যে, তাহাদিগকে আমরা যে অবকাশ দিয়া যাইতেছি ইহা তাহাদের নিজের জন্য মঙ্গলজনক; বস্তুতঃ আমরা তাহাদিগকে কেবল এইজন্য অবকাশ দিতেছি যেন[৫৩৪] তাহারা পাপে আরও বাড়িয়া যায়, এবং তাহাদের জন্য রহিয়াছে লাঞ্ছনাজনক আযাব।

مَا كَانَ اللّٰهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلٰي مَآ اَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتّٰى يَمِيْزَ الْخَبِيْثَ مِنَ

১৮০। আল্লাহ্ এমন নহেন যে, তিনি মো'মেনদিগকে সেই অবস্থায়[৫৩৫] পরিত্যাগ করেন, যে অবস্থায় তোমরা আছ, যে পর্যন্ত

৫৩১। 'বদরুস্ সুগ্‌রা' হইতে মুসলমানেরা বহু লাভবান হইয়াছিল। সেখানকার বাৎসরিক মেলায় ব্যবসা-বাণিজ্য করিয়া বহু অর্থ লইয়া তাহারা মদীনায় প্রত্যাবর্তন করিল। আল্লাহ্‌র 'প্রচুর নেয়ামত' শব্দটি এই ব্যবসালব্ধ অর্থের প্রতি ইঙ্গিত করিতেছে।

৫৩২। শয়তান তাহার বন্ধু অবিশ্বাসীদের দ্বারা মুলসমানদের মনে ভীতির সঞ্চার করিতে চেষ্টা করে। কিন্তু তাহার পরিকল্পনা তাহার অবিশ্বাসী বন্ধুগণকেই ভীতিগ্রস্থ করিতে পারে, মুসলমানদিগকে নহে। শব্দগুলির অর্থ ইহাই।

৫৩৩। যাহারা মহানবী (সাঃ)-এর কিংবা ইসলামের কিংবা ইসলামের সত্যিকার অনুসারীগণের ক্ষতি সাধান করিতে চায়, তাহারা স্বয়ং আল্লাহ্‌র ক্ষতি সাধন করিতে চায়। কেননা নবী করীম (সাঃ)-এর উদ্দেশ্য, আল্লাহ্ তা'লারই উদ্দেশ্য।

৫৩৪। 'লিইয়াজদাদু' (লি + ইয়াজদাদু)এর 'লাম' অক্ষরটিকে, ফল-নির্দেশক 'লামে আকিবা' বলা হয়।

৫৩৫। এই আয়াত মুসলমানগণকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিতেছে যে, তাহারা যেসব পরীক্ষা ও কষ্টের মধ্য দিয়া চলিয়াছে, তাহা শীঘ্র শেষ হইবার নহে। আরও অনেক দুঃখ-কষ্ট ও ত্যাগ-তিতিক্ষা তাহাদিগকে অতিক্রম করিতে হইবে, যে পর্যন্ত সত্যিকার বিশ্বাসী এবং মোনাফেক ও দুর্বল-বিশ্বাসীদের মধ্যে তারতম্য ও পার্থক্য পরিস্কার দৃশ্যমান না হয়।

الطَّيِّبِ ؕ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى
الْغَيْبِ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَجْتَبِيْ مِنْ رُّسُلِهٖ مَنْ
يَّشَآءُ ۪ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ ۚ وَاِنْ
تُؤْمِنُوْا وَتَتَّقُوْا فَلَكُمْ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ﴿١٨٠﴾

না তিনি অপবিত্রকে পবিত্র হইতে পৃথক করিয়া দেন। এবং আল্লাহ্ এমনও নহেন যে, তিনি তোমাদিগকে গায়েবের বিষয় অবহিত করেন, কিন্তু আল্লাহ্ তাঁহার রসূলগণের মধ্য হইতে যাহাকে চাহেন মনোনীত[৫৩৬] করিয়া থাকেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসূলগণের উপর ঈমান আন। এবং যদি তোমরা ঈমান আন এবং তাক্ওয়া অবলম্বন কর, তাহা হইলে তোমাদের জন্য মহা পুরস্কার রহিয়াছে।

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَآ اٰتٰىهُمُ
اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ ؕ بَلْ هُوَ شَرٌّ
لَّهُمْ ؕ سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِهٖ يَوْمَ
الْقِيٰمَةِ ؕ وَلِلّٰهِ مِيْرَاثُ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ﴿١٨١﴾ ع ١٨ [٩] ٩

১৮১। এবং যাহারা উহার (ধন-সম্পদ খরচ করার) ক্ষেত্রে—যাহা আল্লাহ্ আপন ফযল দ্বারা তাহাদিগকে দিয়াছেন—কৃপণতা করে, তাহারা উহাকে যেন নিজেদের জন্য কল্যাণজনক মনে না করে, বরং ইহা তাহাদের জন্য অকল্যাণজনক হইবে। যাহা সম্বন্ধে তাহারা কৃপণতা করে উহাকে নিশ্চয় কিয়ামত দিবসে তাহাদের গলার বেড়ি করা হইবে। এবং আকাশসমূহ ও পৃথিবীর পূর্ণ স্বত্বাধিকার[৫৩৭] একমাত্র আল্লাহ্রই এবং যাহা তোমরা করিতেছ তদ্সম্বন্ধে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত।

لَقَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ
فَقِيْرٌ وَّنَحْنُ اَغْنِيَآءُ ۘ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوْا ۚ
وَقَتْلَهُمُ الْاَنْۢبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ۙ وَّنَقُوْلُ
ذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ ﴿١٨٢﴾

১৮২। নিশ্চয় আল্লাহ্ তাহাদের কথা শ্রবণ করিয়াছেন যাহারা বলে, 'নিশ্চয় আল্লাহ্ দরিদ্র এবং আমরা ধনী'[৫৩৮]; তাহারা যাহা বলিয়াছে আমরা উহা এবং তাহাদের অন্যায়ভাবে নবীগণ-কে হত্যা করার (চেষ্টার) বিষয় লিখিয়া রাখিব; এবং আমরা বলিব, 'তোমরা দগ্ধকারী আগুনের শাস্তির স্বাদ গ্রহণ কর;

ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْكُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ
بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ ﴿١٨٣﴾ ع

১৮৩। ইহা উহার কারণে যাহা তোমাদের হাত অগ্রে প্রেরণ করিয়াছে।' বস্তুতঃ আল্লাহ্ বান্দাদের প্রতি আদৌ যালেম নহেন।

اَلَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ عَهِدَ اِلَيْنَآ اَلَّا
نُؤْمِنَ لِرَسُوْلٍ حَتّٰى يَاْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَاْكُلُهُ
النَّارُ ؕ قُلْ قَدْ جَآءَكُمْ رُسُلٌ مِّنْ

১৮৪। যাহারা বলে, নিশ্চয় আল্লাহ্ আমাদিগকে তাকিদপূর্ণ নির্দেশ দিয়াছেন যে, আমরা যেন ততক্ষণ পর্যন্ত কোন রসূলের উপর ঈমান না আনি যতক্ষণ পর্যন্ত না সে আমাদের জন্য এমন

৫৩৬। এই বাক্যটি দ্বারা একথা বুঝায় না যে, আল্লাহ্তালা'র কতক নবী তাঁহার মনোনীত, আর অন্য নবীরা মনোনীত নহেন। আসলে, বাক্যটির তাৎপর্য ও অর্থ এই যে, নবীগণের মনোনয়নের ক্ষেত্রে, যে যুগে যিনি নবী মনোনীত হন, তিনিই সেই যুগের শ্রেষ্ঠতম মানব হইয়া থাকেন।

৫৩৭। 'মীরাস' শব্দটির অর্থ উত্তরাধিকার হইলেও এখানে 'মালিকানা' বুঝাইতেছে। শব্দটির অর্থ 'প্রাপ্ত অংশ'ও হয়, ২৩ঃ১২ দেখুন। সেখানে বলা হইয়াছে, "যাহারা উত্তরাধিকার হিসাবে বেহেশ্ত প্রাপ্ত হইবে"। বেহেশ্ত প্রকৃত পক্ষে কেহই উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হয় না। ইহা আল্লাহ্র কাছ হইতে প্রদত্ত অংশ হিসাবে প্রাপ্ত হয়।

৫৩৮। যখন ইহুদীদেরকে আল্লাহ্র পথে খরচ করার জন্য আহবান করা হইয়াছিল (৩ঃ১৮১), তখন তাহারা মুসলমানদিগকে টিট্কারী করিয়া বলিয়াছিল, "আল্লাহ্ কি গরীব আর আমরা ধনী?" এই কথা নব দীক্ষিত কৃপণ-স্বভাব লোকদের মনোবৃত্তির পরিচায়ক। তাহারা ধর্ম-সংগঠনের ক্রমবর্দ্ধমান আর্থিক প্রয়োজন মিটাইতে মনে মনে কষ্ট অনুভব করে।

قُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ ۗ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٨٣﴾

কুরবানী (করার আদেশ) লইয়া আসে যাহা অগ্নি গ্রাস[৫৩৯] করে।' তুমি বল, 'অবশ্য আমার পূর্বে সুস্পষ্ট নিদর্শন এবং যাহা তোমরা বল উহা লইয়া তোমাদের নিকট অনেক রসূল আসিয়াছিল; যদি তোমরা সত্যবাদী হও তাহা হইলে কেন তোমরা তাহাদিগকে হত্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলে ?'

فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ جَاءُو بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ﴿١٨٤﴾

১৮৫। অতএব, যদি তাহারা তোমাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করে, তাহা হইলে (স্মরণ রাখিও) তোমার পূর্বেও রসূলগণকে, যাহারা সুস্পষ্ট নিদর্শন ও হিকমতপূর্ণ[৫৪০] পুস্তকসমূহ এবং উজ্জ্বল কিতাবসহ[৫৪১] আগমন করিয়াছিল, মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করা হইয়াছে।

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۗ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۖ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ۗ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ﴿١٨٥﴾

১৮৬। প্রত্যেক জীবই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করিবে। এবং নিশ্চয় কিয়ামতের দিনই কেবল তোমাদিগকে তোমাদের কর্মের পূর্ণ প্রতিদান দেওয়া হইবে। তখন যাহাকে আগুন হইতে দূরে রাখা হইবে এবং জান্নাতে দাখিল করা হইবে সে নিশ্চয় সফলকাম হইবে। বস্তুতঃ পার্থিব জীবন প্রতারণার সামগ্রী[৫৪২] ব্যতীত কিছুই নহে।

لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ۖ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا ۚ وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴿١٨٦﴾

১৮৭। নিশ্চয় তোমাদিগকে তোমাদের ধন-সম্পদ এবং তোমাদের জীবন সম্বন্ধে পরীক্ষা[৫৪৩] করা হইবে, এবং যাহাদিগকে তোমাদের পূর্বে কিতাব দেওয়া হইয়াছে তাহাদের নিকট হইতে এবং যাহারা শিরক করিয়াছে তাহাদিগের নিকট হইতেও তোমরা নিশ্চয় অনেক পীড়াদায়ক কথা শুনিবে। এমতাবস্থায় যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর এবং তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর তাহা হইলে ইহা নিশ্চয় দৃঢ় সংকল্পের বিষয় হইবে।

৫৩৯। এই আয়াতে, অগ্নিতে নৈবেদ্য দান করা বা না করা সম্পর্কে ইহুদীদের আপত্তির খণ্ডন করা হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে যে, নৈবেদ্য প্রদানের নিয়ম-নিষ্ঠা পালনের ব্রত কোন নবীর সত্যতা প্রতিষ্ঠার মাপকাঠি নহে। কেননা, এরূপ আচার পালনের কাজ মিথ্যা দাবী-কারকও করিতে পারে। দাবীকারকের সত্যতা কেবলমাত্র 'সুস্পষ্ট নিদর্শন' প্রদর্শন দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। আর যদি তাহাদের মতে দগ্ধ-নৈবেদ্যই সত্য নবীর চিহ্ন হয়, তাহা হইলেও এই বিষয় নিয়া তাহাদের আপত্তি উত্থাপনের অধিকার নাই। কারণ "যে সকল নবী ঐ আইন-কানূন নিষ্ঠার সহিত পালন করিয়াছিলেন তাহাদিগকেও তাহারা সত্য বলিয়া স্বীকার করে নাই।"

৫৪০। 'যবূর' অর্থ লিখন অথবা জ্ঞান-বিজ্ঞানের বই, যাহাতে আইন-কানূন, আদেশ-নিষেধ বা অধ্যাদেশ নাই। বিশেষ করিয়া দাউদ (আঃ)-এর গীত সংহিতা যবূর নামে পরিচিত (লেইন)।

৫৪১। 'তওরাত', যাহা বনী ইস্‌রাঈলের সকল নবীই অনুসরণ করিতেন। তওরাতের শরীয়াত অনুসরণ করা সত্ত্বেও, বনী ইস্‌রাঈলের প্রত্যেক নবীই স্বতন্ত্রভাবে স্বয়ং আল্লাহ্‌র বাণী পাইতেন, যাহাতে জ্ঞানের আলো, হেদায়েতের উপাদান এবং সতর্কবাণী থাকিত।

৫৪২। প্রকৃতির মধ্যে প্রাণীর জন্য মৃত্যুর চাইতে সুনিশ্চিত বিষয় আর কিছুই নাই। অথচ মানুষ এই মৃত্যুর কথা একেবারে ভুলিয়া থাকে; ইহার কথা একবার ভাবেও না। এখানে ইহজীবনের সব কিছুই 'প্রতারণার সামগ্রী' বলিয়া ব্যক্ত করা হইয়াছে। কারণ, বাহ্যতঃ দুনিয়াটা খুবই মধুময় ও আকর্ষণীয় বলিয়া মনে হয় বটে, কিন্তু ইহার আনন্দের মধ্যে ও লাভ-লোভের মধ্যে আপাদমস্তক নিমজ্জিত হইয়া গেলে দেখা যায় যে, দুনিয়াটা আসলে প্রতারণার সামগ্রী।

৫৪৩ টিকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ لَتُبَيِّنُنَّهٗ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُوْنَهٗ فَنَبَذُوْهُ وَرَآءَ ظُهُوْرِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًا ؕ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُوْنَ ﴿۱۸۷﴾

১৮৮। এবং (স্মরণ কর) যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছিল তাহাদের নিকট হইতে যখন আল্লাহ্ অঙ্গীকার[৫৪৪] লইয়াছিলেন (এই বলিয়া), 'তোমরা অবশ্যই লোকদের নিকট ইহা বিশদভাবে বর্ণনা করিবে এবং ইহা গোপন করিবে না।' কিন্তু তাহারা ইহাকে তাহাদের পিঠের পিছনে নিক্ষেপ করিল এবং ইহার বিনিময়ে অল্প মূল্য গ্রহণ করিল। বস্তুতঃ তাহারা যাহা ক্রয় করে উহা কত নিকৃষ্ট!

لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَفْرَحُوْنَ بِمَآ اَتَوْا وَّيُحِبُّوْنَ اَنْ يُّحْمَدُوْا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوْا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿۱۸۸﴾

১৮৯। তুমি মনে করিও না যে, যাহারা নিজেদের কৃত-কর্মের জন্য উল্লাস করে,এবং তাহারা যে কাজ করে নাই সে সম্পর্কেও তাহারা পসন্দ করে যেন তাহাদের প্রশংসা করা হয়— তুমি আদৌ মনে করিও না যে তাহারা শাস্তি হইতে নিরাপদ[৫৪৫], বরং তাহাদের জন্য রহিয়াছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব।

وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ﴿۱۸۹﴾ ع ۱۹ [৯] ১০

১৯০। এবং আকাশসমূহ এবং পৃথিবীর শাসন-ক্ষমতা আল্লাহ্রই এবং আল্লাহ্ সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِى الْاَلْبَابِ ﴿۱۹۰﴾

১৯১। নিশ্চয় আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সৃজনের মধ্যে এবং রাত্রি ও দিবসের পরিবর্তনের মধ্যে বুদ্ধিমান লোকদের[৫৪৬] জন্য বহু নিদর্শন রহিয়াছে —

الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيٰمًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا ۚ سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿۱۹۱﴾

১৯২। যাহারা দাঁড়াইয়া এবং বসিয়া এবং নিজেদের পার্শ্বদেশে (শুইয়া) আল্লাহ্কে স্মরণ করে এবং আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সৃজনের বিষয় চিন্তা করে (এবং বলে), 'হে আমাদের প্রভু! তুমি এই সব বৃথা[৫৪৭] সৃষ্টি কর নাই। তুমি পবিত্র, সুতরাং তুমি আমাদিগকে আগুনের আযাব হইতে রক্ষা কর;

৫৪৩। পরীক্ষা ও বিপদাপদ চারিটি কাজ সম্পাদন করেঃ (১) এইগুলি দ্বারা দোদুল্যমান দুর্বল বিশ্বাসীগণের সহিত দৃঢ়চেতা, নিবেদিত বিশ্বাসীদের পার্থক্য স্পষ্টভাবে নির্ণিত হয়, (২) সরল ও সত্যিকার বিশ্বাসীদের জন্য এইগুলি আধ্যাত্মিক উন্নতির উপায় বিশেষ, (৩) যাহারা এই পরীক্ষা ও বিপদাপদে পতিত হয়, তাহারা নিজেদের ঈমানের শক্তি ও দুর্বলতা জানিবার সুযোগ পায় এবং ইহাতে তাহারা আত্ম-সংশোধনের জন্য মনোনিবেশ করার সুযোগ পায়, (৪) পরীক্ষার মাধ্যমে পুরস্কারের যোগ্যতাও নির্ণিত হয়।

৫৪৪। এখানে সাধারণভাবে সকল নবীর অনুসারীদের নিকট হইতে গৃহীত অঙ্গীকারের কথা বলা হইয়াছে, কোন বিশেষ অঙ্গীকারের কথা নহে। অঙ্গীকারের সারকথা হইল এই যে, নবীর মৃত্যুর পরে ঐশী-বাণী ও শিক্ষামালাকে অনুসারীগণ প্রচার করিবে এবং নিজেরাও তাহা জীবনে বাস্তবায়িত করিবে।

৫৪৫। 'মাফাযাহ' অর্থ নিরাপত্তার স্থান বা অবস্থা, পলায়ন-স্থল; কৃতকার্যতা ও উন্নতির উপায় (আকরাব)।

৫৪৬। আকাশমালা ও পৃথিবী সৃষ্টির মধ্যে এবং দিন-রাত্রির পালা বদলের অন্তরালে যে শিক্ষা মানুষের জন্য রহিয়াছে, তাহা এই যে, মানুষকে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উভয়বিধ উন্নতি অর্জনের জন্য সৃষ্টি করা হইয়াছে এবং সে যদি সৎভাবে ও ধর্মপথে নিজেকে পরিচালিত করে, তাহা হইলে তাহার জীবনে দুঃখ-কষ্ট ও অন্ধকার দূরীভূত হইয়া সুখ ও উজ্জ্বলতা আসিবেই।

৫৪৭। যে মহাসংবদ্ধ বিশ্বজগতের দিকে পূর্ব-আয়াতে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে, তাহা নিশ্চয় কোনও সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ব্যতীত খাম-খেয়ালী ভাবে সৃষ্টি করা হয় নাই। মানুষকে কেন্দ্র করিয়া, এই বিশাল জগৎ ও তদস্থিত সব কিছুর সৃষ্টি মানুষকে এক মহান মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করে এবং

رَبَّنَآ اِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ اَخْزَيْتَهٗ ؕ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ ﴿۱۹۳﴾

১৯৩। হে আমাদের প্রভু! তুমি যাহাকে আগুনে প্রবিষ্ট করিয়াছ, তাহাকে তুমি অবশ্যই লাঞ্ছিত করিয়াছ। বস্তুতঃ যালেমদের জন্য কোন সাহায্যকারী নাই;

رَبَّنَآ اِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُّنَادِيْ لِلْاِيْمَانِ اَنْ اٰمِنُوْا بِرَبِّكُمْ فَاٰمَنَّا ۚ رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّاٰتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْاَبْرَارِ ﴿۱۹۴﴾

১৯৪। হে আমাদের প্রভু! নিশ্চয় আমরা এক আহ্বানকারীকে ঈমানের দিকে (এই বলিয়া) আহ্বান করিতে শুনিয়াছি যে, 'তোমরা তোমাদের প্রভুর উপর ঈমান আন'; সুতরাং আমরা ঈমান আনিয়াছি। অতএব, হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদিগকে আমাদের পাপসমূহ[৫৪৮] ক্ষমা কর এবং আমাদের মন্দ কর্মের অনিষ্টসমূহকে আমাদিগ হইতে দূরীভূত কর, এবং আমাদিগকে পুণ্যবানদের সহিত (শামিল করিয়া) মৃত্যু দাও;

رَبَّنَا وَاٰتِنَا مَا وَعَدْتَّنَا عَلٰى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ﴿۱۹۵﴾

১৯৫। হে আমাদের প্রভু! তুমি তোমার রসূলগণের মাধ্যমে আমাদিগকে যাহার প্রতিশ্রুতি দিয়াছ তাহা আমাদিগকে তুমি দান কর, এবং কিয়ামতের দিনে আমাদিগকে লাঞ্ছিত করিও না। তুমি আদৌ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ কর না।'

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ اَنِّيْ لَآ اُضِيْعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى ۚ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ ۚ فَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَاُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاُوْذُوْا فِيْ سَبِيْلِيْ وَقٰتَلُوْا وَقُتِلُوْا لَاُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَلَاُدْخِلَنَّهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۚ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الثَّوَابِ ﴿۱۹۶﴾

১৯৬। অতএব, তাহাদের প্রভু তাহাদের ডাকে (এই বলিয়া) সাড়া দিলেন যে, তোমাদের মধ্য হইতে কোন কর্মীর কর্মকে, সে পুরুষ হউক বা নারী, আমি নষ্ট করিব না। তোমরা একে অপর হইতে[৫৪৯]। অতএব, যাহারা হিজরত করিয়াছে এবং তাহাদিগকে তাহাদের গৃহ হইতে বহিষ্কার করা হইয়াছে এবং আমার পথে তাহাদিগকে কষ্ট দেওয়া হইয়াছে এবং তাহারা যুদ্ধ করিয়াছে ও নিহত হইয়াছে, আমি নিশ্চয় তাহাদিগ হইতে তাহাদের মন্দ কর্মের অনিষ্টসমূহকে দূরীভূত করিয়া দিব এবং নিশ্চয় আমি তাহাদিগকে জান্নাতে প্রবিষ্ট করিব—যাহার তলদেশ দিয়া নহরসমূহ প্রবাহিত—আল্লাহ্‌র নিকট হইতে পুরস্কার স্বরূপ; বস্তুতঃ আল্লাহ্‌র নিকট রহিয়াছে সর্বোত্তম পুরস্কার।

সাথে সাথে, তাহাকে সৃষ্টি করার বিরাট উদ্দেশ্য সম্বন্ধেও তাহাকে সচেতন করিয়া তুলে। মহাবিশ্বের প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর মধ্যে যখন আধ্যাত্মিক তত্ত্বাবলী ও তাৎপর্য সম্বন্ধে মানুষ স্বীয় ধ্যান-ধারণাকে প্রসারিত করে, তখন ইহার সংবদ্ধতা, সংযোগ ও শৃঙ্খলার পরিপূর্ণতা তথা স্রষ্টার অপরিসীম প্রজ্ঞা দ্বারা সে এতই অভিভূত হইয়া পড়ে যে, তাহার সত্তার গভীরতম স্থল হইতে এই বাক্য উৎসারিত হইয়া যায়, "হে আমাদের প্রভু! এই অন্তহীন মহাবিশ্ব নিশ্চয়ই তুমি বৃথা সৃষ্টি কর নাই।"

৫৪৮। 'যুনূব' এর অর্থ হইল, মানুষের প্রকৃতিগত স্বাভাবিক দুর্বলতা, সাধারণ ভুল-ভ্রান্তি ও ত্রুটি-বিচ্যুতি। মানুষের হৃদয় কন্দরের মধ্যে যে সকল স্থানে অন্ধকার জমে এবং স্বর্গীয় আলো প্রবেশ করে না, সেগুলিকেও 'যুনূব' বলা যায়। 'সাইয়িআত' শব্দটি 'যুনূব' হইতে কঠোর ও গভীর; ইহা দ্বারা ধূলি-ঝড়কে বুঝাইতে পারে যাহা সূর্যের আলোরশ্মিকে আমাদের দৃষ্টির অন্তরালে রাখে। ২৪৮২ এবং ৩৪১৭ দেখুন।

৫৪৯। এই সূরায় প্রধানতঃ খৃষ্টানদের বিশ্বাস ও আদর্শ আলোচিত হইয়াছে। যদিও খৃষ্টান চার্চ দাবী করে যে খৃষ্ট-ধর্মে স্ত্রীলোক ও পুরুষকে সম-মর্যাদা দেওয়া হইয়াছে, তথাপি এই দাবী সত্য নহে। খৃষ্ট-ধর্মে স্ত্রীলোকের মর্যাদা নিশ্চিত ভাবে পুরুষের নীচে। তাই, আধ্যাত্মিক ময়দানে স্ত্রী ও পুরুষের সমান মর্যাদার কথা বার বার উল্লেখ করার প্রয়োজন রহিয়াছে। পুরুষ ও স্ত্রীলোকের সমতাকে বিশেষ গুরুত্ব দিবার জন্য বলা হইয়াছে, "তোমরা পরস্পর একে অন্য হইতে"।

لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِي الْبِلَادِ ﴿١٩٧﴾

১৯৭। যাহারা অস্বীকার করিয়াছে দেশের ভিতরে তাহাদের (স্বাধীন ভাবে) চলাফেরা করা যেন তোমাকে আদৌ ধোকায়[৫৫০] না ফেলে।

مَتَاعٌ قَلِيْلٌ ثُمَّ مَأْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ۚ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿١٩٨﴾

১৯৮। ইহা স্বল্প ভোগ-সামগ্রী[৫৫১], ইহার পর তাহাদের আবাসস্থল হইবে জাহান্নাম, ইহা কতই না মন্দ বিশ্রামস্থল!

لٰكِنِ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا نُزُلًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۗ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ لِّلْاَبْرَارِ ﴿١٩٩﴾

১৯৯। কিন্তু যাহারা তাহাদের প্রভুর তাক্ওয়া অবলম্বন করে তাহাদের জন্য জান্নাতসমূহ রহিয়াছে যাহার তলদেশ দিয়া নহরসমূহ প্রবাহিত থাকিবে, ইহা আল্লাহ্র তরফ হইতে আতিথ্য[৫৫২] স্বরূপ হইবে। এবং যাহা কিছু আল্লাহ্র নিকট আছে, তাহা পুণ্যবান লোকের জন্য আরও উত্তম হইবে।

وَاِنَّ مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَمَنْ يُّؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ خٰشِعِيْنَ لِلّٰهِ ۙ لَا يَشْتَرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا ۗ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿٢٠٠﴾

২০০। এবং নিশ্চয় আহলে কিতাবদের মধ্য হইতে অবশ্য এমন লোকও আছে যাহারা আল্লাহ্র উপর এবং উহার উপর যাহা তোমাদের প্রতি নাযেল করা হইয়াছে এবং উহার উপর যাহা তাহাদের প্রতি নাযেল করা হইয়াছে, আল্লাহ্র প্রতি বিনয়াবনত হইয়া ঈমান আনে; আল্লাহ্র আয়াতসমূহের বিনিময়ে অল্প মূল্য গ্রহণ করে না; ইহারা এমন লোক যাহাদের জন্য তাহাদের(কর্মের)পুরস্কার তাহাদের প্রভুর নিকট সংরক্ষিত আছে। নিশ্চয় আল্লাহ্ হিসাব গ্রহণে অতি তৎপর।[৫৫৩]

৫৫০। এই আয়াতটি কাফেরদের বাহ্যিক চাকচিক্য ও ক্ষমতার প্রতি, বিশেষ করিয়া খৃষ্টান জাতিগুলির চোখ-ধাঁধানো পার্থিব উন্নতির প্রতি বিশ্বাসীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। মহানবী (সাঃ)-এর সময় তাহাদের জাঁক-জমকপূর্ণ জীবন যেমন মানুষকে মোহাবিষ্ট করিয়াছিল, তেমনি শেষ যুগেও তাহাদের অভূতপূর্ব জাগতিক উন্নতি মানুষকে আবার অপ্রতিহত গতিতে প্রলুব্ধ করিতেছে। এই আয়াত মুসলমানদিগকে সাবধান করিয়া দিতেছে যে, তাহারা যেন কাফেরদের ক্ষণস্থায়ী পার্থিব উন্নতির চাকচিক্য দেখিয়া প্রতারিত না হয় ও ভীতিগ্রস্ত হইয়া না পড়ে।

৫৫১। খৃষ্টান জাতিগুলির এই উন্নতি অস্থায়ী। এই আয়াত ইঙ্গিত দিতেছে যে, তাহারা অচিরেই ভীষণ শাস্তির মধ্যে নিপতিত হইবে, এমন কি তাহাদের শাস্তির পালা তাহাদিগকে স্পর্শ করিয়া ফেলিয়াছে।

৫৫২। 'নুযুল' নাযালা ধাতু হইতে উৎপন্ন ক্রিয়া-বিশেষ্য। 'নাযালা' অর্থ সে অবতরণ করিল; সে একস্থানে বসতি স্থাপন করিল; অতএব 'নুযুল' অর্থ (১) অতিথি শালা; (২) অতিথিদের জন্য তৈরী করা খাদ্য (লেইন)।

৫৫৩। "আল্লাহ্ হিসাব গ্রহণে অতি তৎপর" বাক্যটি যখন অবিশ্বাসীদের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়, তখন অর্থ দাঁড়ায় তাহাদিগকে তাড়াতাড়িই শাস্তি দিবেন এবং যখন বিশ্বাসীদের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়, তখন অর্থ দাঁড়ায় তাড়াতাড়িই পুরস্কৃত করিবেন।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا ۟ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۝٢٠ ع ١١

২০১ । হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ ! তোমরা ধৈর্য ধারণ কর, এবং ধৈর্যশীলতায় (শত্রুদের সহিত) প্রতিযোগিতা কর এবং সীমান্ত রক্ষায় তোমরা সদা প্রস্তুত থাক[৫৫৪] এবং আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর যেন তোমরা সফলকাম হইতে পার ।[৫৫৫]

২০ [১১] ১১

৫৫৪ । 'রাবেতূ' অর্থ শত্রুর বিরুদ্ধে ঢিল দিওনা; সীমান্তের কাছে ঘোড়াকে প্রস্তুত রাখ, ধর্মের অনুশাসন পালনে সর্বদা ব্যাপৃত থাক, নামাযের সময় সম্বন্ধে সচেতন থাক । (লেইন)।

৫৫৫ । এই আয়াতে কৃতকার্যতার পাঁচটি উপাদান উল্লেখিত হইয়াছেঃ (১) ধৈর্যসহকারে প্রচেষ্টা চালানো,(২) শত্রুর তুলনায় বেশী ধৈর্য ও প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা,(৩) নিজের ধর্মের ও সম্প্রদায়ের সেবায় নিরন্তর তৎপর থাকা,(৪) আত্মরক্ষার জন্য এবং প্রয়োজন-বোধে আক্রমণের জন্য, সীমান্তের প্রতি সর্বদা লক্ষ্য রাখা,(৫) যথাযোগ্য ধর্মপরায়ণতার সহিত জীবন যাপন করা । 'রিবাত' শব্দটি হৃদয়কেও বুঝায় । অতএব বিশ্বাসীদিগকে নির্দেশ দেওয়া হইতেছে যে, তাহারা যেন আভ্যন্তরীন শত্রু ও বহিঃশত্রু, উভয় শত্রু হইতে সর্বদা আত্মরক্ষা করিয়া চলে ।

৪-সূরা আন্-নিসা

(হিজরতের পরে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণ (নাযেল) হওয়ার তারিখ ও প্রসঙ্গ

এই সূরার নামকরণ যথার্থ অর্থেই আন্ নিসা' (নারী জাতি) করা হইয়াছে, কেননা ইহাতে প্রধানতঃ নারী জাতির অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে আলোকপাত করিয়া সমাজে তাহাদের স্থান ও মর্যাদা কতখানি তাহা বর্ণিত হইয়াছে । ওহুদের যুদ্ধের পরে হিজরতের তৃতীয় এবং পঞ্চম বৎসরের মধ্যে এই সূরা মদীনায় অবতীর্ণ হয় এবং বিশেষ করিয়া উক্ত যুদ্ধের কারণে সমাজে যে এক উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বিধবা এবং এতীমের উদ্ভব হয়, তাহাদেরকে নিয়াই ইহার মূল বিষয়বস্তু বিবৃত হইয়াছে । এবং এই বিষয়ে মুসলমান এবং ইউরোপীয় পণ্ডিত সকলেই একমত পোষণ করেন । নলডিকি,যিনি একজন বিশিষ্ট জার্মান এবং প্রাচ্য ভাষাবিদ, তিনি এই সূরার কোন কোন আয়াতকে মক্কী সূরার অন্তর্ভুক্ত করিতে পক্ষপাতী।কেননা, তাঁহার মতে ঐ ধরণের আয়াতে ইহুদীদেরকে বন্ধুসুলভ দৃষ্টিকোণ হইতে আহবান করা হইয়াছে, যেহেতু তাহারা কখনো মুসলমানদের সহিত কোন রূপ সংগ্রামে অবতীর্ণ হয় নাই । হোয়েরীর মতে এই সূরার ১৩৪ আয়াতে উল্লেখিত 'হে মানব জাতি' ধরণের সম্বোধন দেখিয়া মনে হয় যে, অন্ততঃ এই আয়াতটি (অর্থাৎ ১৩৪ আয়াত) মক্কায় অবতীর্ণ হইয়াছে, কেননা, এই ধরণের সম্বোধন মক্কী সূরা সমূহেই প্রধানতঃ ব্যবহৃত হইয়াছে । কিন্তু বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণে শুধুমাত্র একটি আয়াতে 'হে মানবজাতি' সম্বোধন দেখিয়াই উহাকে মক্কী সূরার অন্তর্ভুক্ত করা যায় না, যেখানে আর সমস্ত প্রমাণাদিই এই ধারণার পরিপন্থী । আসল কথা হইতেছে যে, মক্কাতে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল খুবই অল্প, যেজন্য তখনো তাহারা আলাদা কোন বিশিষ্ট সম্প্রদায়রূপে পরিণত হইতে পারে নাই এবং তখন পর্যন্ত শরীয়াতের খুব কম সংখ্যক নির্দেশাবলীই নাযেল হইয়াছিল । ফলে, মক্কাতে বিশ্বাসী অবিশ্বাসী নির্বিশেষে সকলকেই 'হে মানব জাতি' শব্দাবলী দ্বারা সম্বোধন করা হইয়াছে । কিন্তু মদীনাতে হিজরতের পরে যেহেতু হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর নিকট দ্রুত ও অধিক সংখ্যক শরীয়াতের নির্দেশাবলী অবতীর্ণ হইতে থাকে এবং অবিশ্বাসীগণ হইতে আলাদা ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যাবলীসহ বিশ্বাসীদের একটি সম্প্রদায় সুসংগঠিত হয়, তখন তাহাদেরকে 'হে বিশ্বাসীগণ' বলিয়া সম্বোধন করা হয় । কিন্তু যেখানে বিশ্বাসী অবিশ্বাসী নির্বিশেষে সাধারণ ভাবে সকলকেই আহবান করা হইয়াছে, সেখানে 'হে মানবজাতি' বলিয়াও সম্বোধন করা হইয়াছে ।

পূর্ববর্তী সূরার সহিত এই সূরার সম্পর্ক এই যে, পূর্ববর্তী সূরার অন্যতম অধ্যায় ছিল ওহুদের যুদ্ধ প্রসঙ্গ, কিন্তু বর্তমান সূরাতে উক্ত যুদ্ধের ফলে সৃষ্ট সমস্যাবলী ও উহার ব্যাপ্তী এবং গভীরতা সম্পর্কে আলোকপাত করা হইয়াছে । সূরাটিতে মদীনার ইহুদী ও মোনাফেকদের অশুভ চক্রান্ত ও তৎপরতা সম্পর্কেও অবহিত করা হইয়াছে, যাহারা, ওহুদ যুদ্ধোত্তর মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ শক্তি ও কার্যক্রমে শঙ্কিত হইয়া ইসলামের সমস্ত শাখা-প্রশাখাকে সমূলে উৎপাটনের জন্য তাহাদের সমস্ত সম্পদকে একত্র করিয়া সম্মিলিত প্রচেষ্টা চালাইয়াছিল । এছাড়া এই দিক হইতেও সূরাটিতে পূর্ববর্তী সূরার বিষয়বস্তুর সম্প্রসারণ লক্ষ্য করা যায় যে ইহাতে প্রায়শ্চিত্তবাদের মূল মতবাদকে ধূলিসাৎ করিয়া এই সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে যে, হযরত ঈসা (আঃ) ক্রুশে প্রাণ ত্যাগ করেন নাই ।

বিষয়বস্তুর সারসংক্ষেপ

পূর্ববর্তী সূরার মত এই সূরারও অন্যতম প্রধান বিষয়বস্তু হইতেছে খৃষ্টধর্মের বুনিয়াদি মতবাদ সমূহ। এই সূরাতে ইসলাম ও খৃষ্টধর্ম এই দুইয়ের শিক্ষার তুলনামূলক আলোচনার উপর অধিক গুরুত্ব প্রদান করা হইয়াছে এবং বিশেষ করিয়া আখেরী যুগে খৃষ্টধর্মের বিস্তার ও উন্নতির উল্লেখ করা হইয়াছে । যেহেতু আখেরী যমানায় খৃষ্টান পণ্ডিত ও লেখকগণ নারী জাতির প্রতি অসম্মান ও পুরুষদের তুলনায় তাহাদেরকে নিম্ন মর্যাদা প্রদানের অজুহাতে অত্যন্ত সোচ্চার ও উচ্চকণ্ঠে ইসলামকে দোষারোপ করিবে, সেহেতু এই সূরাতে নারীজাতির সমস্যা ও উহার সমাধান মূলক বিষয়াবলী লইয়া বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে । আসলে নারী জাতির অধিকার সম্বন্ধে পবিত্র কুরআনে যে শিক্ষা রহিয়াছে উহার গভীরে না গিয়া সামান্য ভাসাভাসা উপলব্ধিও এই সত্য প্রতিষ্ঠিত করে যে, খৃষ্টধর্মের তুলনায় এই ক্ষেত্রে ইসলামের শিক্ষা অনেক বেশী উৎকৃষ্ট । তাছাড়া, নারী জাতির সাথেই যেহেতু এতীমের বিষয়টিও গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত, তাই এই সূরাতে এতীমের প্রসঙ্গও বিশেষভাবে বর্ণিত হইয়াছে এবং এই লক্ষ্যে বস্তুতঃ ইহাই প্রথম ঐশী-বাণী যাহা এতীম ও নারী জাতির অধিকারের রক্ষাকবচ হিসাবে চিহ্নিত হইতে পারে । বস্তুতঃ ইসলামে নারীদেরকে তাহাদের বৈধ অধিকারতো প্রদান করা হইয়াছেই সেই অধিকার প্রয়োগে মূল ক্ষমতাও দান করা হইয়াছে, যেমন তাহাদের জন্য নির্দিষ্ট সম্পত্তির উত্তরাধিকার ও উহার ব্যবহারে তাহারাই প্রকৃত মালিক ও মধ্যস্থতাকারী । এই সূরার দ্বিতীয় প্রধান আলোচ্য বিষয় হইতেছে মুনাফেকাত বা কপটাচার । যেহেতু আখেরী যমানায় খৃষ্টধর্ম সারা পৃথিবীতে প্রাধান্য লাভ করিবে এবং রাজনৈতিক দিক হইতে বিপুল সংখ্যক মুসলমান খৃষ্টীয় সরকারের অধীনে থাকিবে, তাই খৃষ্টীয় শাসকদের বশবর্তীতার দরুন এবং ইসলাম ধর্মকে খৃষ্টান কর্তৃক আক্রমণ ও সমালোচনার ভয়ে অনেক (দুর্বল প্রকৃতির) মুসলমান নিজেদের ধর্মবিশ্বাসের প্রতি কপট মনোভাব পোষণ করিবে । এই ঘৃণ্য মানসিকতার বিষয়টি বর্তমান সূরাতে নারীজাতির অধিকারের সহিত আলোচিত হইয়াছে এবং একজন মুনাফেক নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অধঃপতনের কত

অতলে নিমজ্জিত হইতে পারে সেই দিকে আলোকপাত করা হইয়াছে । মুনাফেকদের সতর্ক করা হইয়াছে যে, শীঘ্রই লজ্জা এবং অসম্মানের বেড়াজালে তাহারা অবরুদ্ধ হইবে, যেহেতু তাহারা তাহাদের স্রষ্টার চাইতে মানুষকেই ভয় করিয়া চলিয়াছে । সূরাটির শেষের দিকে হযরত ঈসা (আঃ)-এর ক্রুশীয় ঘটনার প্রতি কিছুটা আলোকপাত করা হইয়াছে এবং অত্যন্ত জোরালো ভাষায় অকাট্য প্রমাণ দ্বারা এই সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে যে, ক্রুশে হযরত ঈসা (আঃ)-এর মৃত্যু সম্পর্কিত বিশ্বাস জঘন্য মিথ্যা ও ভিত্তিহীন ধারণা মাত্র । অন্যান্য মানুষের মতই হযরত ঈসা (আঃ) স্বাভাবিক মৃত্যু বরণ করিয়াছেন। এবং ক্রুশে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে, এই বিশ্বাসের পশ্চাতে ঐতিহাসিক সত্যতা,বাইবেলের অনুকূল সমর্থন কোনটিই নাই । পরিশেষে, পুনরায় উত্তরাধিকার বিষয়ে আলোকপাত করিয়া 'কালালাহ্' বা পিতা-মাতাহীন নিঃসন্তান ব্যক্তির উত্তরাধিকার প্রসঙ্গ উত্থাপন করা হইয়াছে । 'কালালাহ্' সম্বন্ধে দৃষ্টি আকর্ষণের মাধ্যমে হযরত ঈসা (আঃ)-এর আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকার রহিত হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে । বস্তুতঃ হযরত ঈসা (আঃ)ও আধ্যাত্মিক দিক হইতে একজন 'কালালাহ' ছিলেন, যেহেতু তাঁহার কোন আধ্যাত্মিক উত্তরসূরী ছিল না এবং তাঁহার পরে নবুওয়াতের ধারা বনী ইস্রাঈল হইতে বনী ইস্মাঈলে স্থানান্তরিত হইয়াছে ।

৪-সূরা আন্-নিসা

ইহা মাদানী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ইহাতে ১৭৭ আয়াত এবং ২৪ রুকূ আছে ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। আল্লাহ্র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَآءً ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْ تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا ②

২। হে মানব মণ্ডলী ! তোমরা তোমাদের প্রভুর তাক্ওয়া অবলম্বন কর, যিনি তোমাদিগকে একই আত্মা[৫৫৬] হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং উহা হইতে উহার জোড়া[৫৫৭] সৃষ্টি করিয়াছেন এবং উভয় হইতে বহু নর ও নারী বিস্তার করিয়াছেন; এবং তোমরা আল্লাহ্র তাক্ওয়া অবলম্বন কর, যাঁহার নামে তোমরা একে অপরের নিকট আবেদন কর, এইরূপে আত্মীয়তার বন্ধনের[৫৫৮] ক্ষেত্রেও (তাক্ওয়া অবলম্বন কর)। নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের উপর পর্যবেক্ষণকারী ।

وَاٰتُوا الْيَتٰمٰۤى اَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيْثَ بِالطَّيِّبِ ۪ وَلَا تَاْكُلُوْۤا اَمْوَالَهُمْ اِلٰۤى اَمْوَالِكُمْ ؕ اِنَّهٗ كَانَ حُوْبًا كَبِيْرًا ③

৩। এবং তোমরা এতীমদিগকে তাহাদের ধন-সম্পদ দাও এবং পবিত্র ধন-সম্পদের সহিত অপবিত্র ধন-সম্পদ বদলাইও না,এবং তাহাদের ধন-সম্পদকে নিজেদের ধন-সম্পদের সহিত মিলাইয়া খাইও না । নিশ্চয় ইহা মহা পাপ।[৫৫৯]

৫৫৬। 'একই আত্মা' বা 'প্রাণ' এর তাৎপর্য হইতে পারেঃ (১) আদম,(২) স্ত্রী-পুরুষের সম্মিলিত অবস্থা—কারণ যখন দুই বস্তু মিলিত ভাবে একই কার্য সাধন করে, তখন তাহাদেরকে একীভূত বা এক বলা যাইতে পারে, (৩) স্ত্রী ও পুরুষের পৃথক পৃথক সত্তা—কেননা মানব জাতির প্রত্যেকেই এই অর্থে এক আত্মা বা প্রাণ হইতে সৃষ্ট হইয়াছে যে, সে পুরুষের বীজ হইতে সৃষ্ট হইয়াছে, এখানে পুরুষ 'এক আত্মা' বা 'প্রাণ';এই কথাও সমভাবে সত্য যে, সে স্ত্রীলোকের গর্ভজাত, এখানে স্ত্রীও 'এক আত্মা' বা 'প্রাণ' ।

৫৫৭। কথাটির অর্থ এই নয় যে, স্ত্রীলোক পুরুষের অঙ্গ বিশেষ হইতে সৃষ্ট হইয়াছে । ইহার তাৎপর্য এই যে, স্ত্রীলোক ও পুরুষ একই জাতীয়, একই শ্রেণীভুক্ত; একই ধরণের স্বভাব, প্রাকৃতিক প্রয়োজন, প্রবৃত্তি এবং ধীশক্তির অধিকারী । 'আদমের পাঁজরের হাড় হইতে হাওয়ার সৃষ্টি'—এই ধারণাটা মনে হয়, হযরত রসূলে করীম (সাঃ)-এর এই হাদীসটি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে,"স্ত্রীলোকেরা পঞ্জরাস্থি হইতে সৃষ্ট হইয়াছে এবং এই অস্থির সর্বোচ্চ স্থানটি সর্বাপেক্ষা বেশী বক্র; ইহাকে সোজা করিতে গেলে, তুমি ইহা ভাঙ্গিয়া ফেলিবে" (বুখারী, নিকাহ্ অধ্যায়)। রসূলে পাক (সাঃ)-এর এই বাক্যটিকে যতভাবেই ব্যাখ্যা করা হউক না কেন, এই বাক্য "হাওয়া আদমের পঞ্জরাস্থি হইতে সৃষ্ট"— ধারণার পরিপোষক তো নয়ই,বরং ইহার বিপরীত । কারণ এই বাক্যে 'হাওয়া'র কোন নাম গন্ধই নাই,বরং পূর্বাপর সকল নারীর জন্যই এই বাক্যটি সমভাবে প্রযোজ্য । আর এই কথাও সকলেরই জানা যে, প্রত্যেক নারীকে পঞ্জরাস্থি হইতে বানানো হয় নাই । নবী করীম (সাঃ)-এর বাক্যে যে 'যিলউন' (পঞ্জর) শব্দটির ব্যবহার হইয়াছে, উহার তাৎপর্য হইল, ব্যবহার ও চলন-বলনের বক্রতা; শব্দটির নিজস্ব অর্থও বক্রতা (বিহার ও মুহীত)। বস্তুতঃ এই হাদীসটিতে স্ত্রীলোকের স্বভাবের একটি বিচিত্র বৈশিষ্ট্যকে তুলিয়া ধরা হইয়াছে । তাহা হইল, অসন্তুষ্টির ভান, বিরাগের ছলনা ইত্যাদি । এই যে "বক্রতা" (মহানবী (সাঃ)-এর বাক্যে) ইহাকে স্ত্রী-চরিত্রের উচ্চতম ও সুন্দরতম গুণ বলা হইয়াছে । যাহারা স্ত্রীলোকের রাগের ভান করাটাকেই প্রকৃত রাগের প্রকাশ মনে করিয়া তাহার উপর পাল্টা রাগিয়া যায় ও কঠোর ব্যবহার শুরু করিয়া দেয়, তাহারা স্ত্রী-ব্যক্তিত্বের সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় ও আত্মী-করণীয় গুণটাকেই নষ্ট করিয়া ফেলে ।

৫৫৮। এই আয়াত আল্লাহ্র প্রতি নিষ্ঠা ও ভয় এবং আত্মীয়তার বন্ধনের প্রতি সম্মান—এই দুইটি কথাকে অতি পাশা-পাশি রাখিয়া আত্মীয় স্বজনদের প্রতি উৎকৃষ্ট ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়াছে । কুরআন আত্মীয়তার বন্ধনকে অতিশয় সম্মান দান করিয়াছে । মহা নবী (সাঃ) বিবাহ পড়াইবার খুৎবা দিবার প্রারম্ভে সাধারণতঃ এই আয়াতটি পাঠ করিতেন । তিনি এই আয়াত পাঠের মাধ্যমে উভয় দলকে তাহাদের নব আত্মীয়তার পবিত্র বন্ধনের কথা স্মরণ করাইয়া দিতেন এবং পরস্পরের মধ্যে একাত্মতা সৃষ্টির উপর জোর দিতেন ।

৫৫৯ টিকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

وَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوْا فِى الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنٰى

৪ । যদি তোমরা আশঙ্কা কর যে, তোমরা এতীমদের ব্যাপারে ন্যায়-বিচার করিতে পারিবে না, তাহা হইলে তোমরা (অন্য) নারীদের মধ্য হইতে (যাহারা এতীম নহে) তোমাদের পসন্দমত দুইজন অথবা তিনজন অথবা চারজনকে[৫৬০] বিবাহ কর; তবে

৫৫৯ । আল্লাহ্ তা'লার দুইটি অনুগ্রহ উল্লেখ করার পরে, অর্থাৎ একই আত্মা বা প্রাণ হইতে অনেক পুরুষ-স্ত্রীর উদ্ভব ও আত্মীয়তার বন্ধনের মাধ্যমে তাহাদিগকে ধ্বংসের কবল হইতে রক্ষা করার কথা বলার পরে, কুরআন এতীমগণের অধিকার ও স্বার্থ রক্ষা করার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছে ।

৫৬০ । এই আয়াতটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—কারণ ইহাতে বিশেষ বিশেষ অবস্থায়, বহু বিবাহের অনুমতি দেওয়া হইয়াছে । ইসলাম একজন পুরুষকে একাধিক স্ত্রী, সর্বাধিক চারিজন স্ত্রী, রাখার অনুমতি দান করিয়াছে । তবে, ইহার জন্য কোন তাকিদ বা উৎসাহ প্রদান করে নাই । যেহেতু, এতীমদের বিষয় উল্লেখ করিতে যাইয়া, এই বহু বিবাহের কথাটি আসিয়াছে, সেই হেতু প্রাথমিক ভাবে ইহাই বুঝা সমুচিত হইবে যে, সমাজের সর্বাপেক্ষা অবহেলিত পিতা-মাতাহীন দুঃখীদিগকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করিবার মানসে এই একাধিক বিবাহের অনুমতি দেওয়া হইয়াছে । অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, এতীম মেয়েদের মধ্য হইতে এক বা একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করার মাধ্যমেই তাহাদের স্বার্থ সংরক্ষণ করা যায় এবং বিশেষ বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অন্যান্য স্ত্রীলোক হইতেও এক বা একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করিয়া সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা সম্ভব । বহু বিবাহ বিষয়টি যদিও এতীমদের কথা বলিতে গিয়া আসিয়াছে, তথাপি এমন অনেক পরিস্থিতিরও উদ্ভব হইতে পারে, যখন সামাজিক ও নৈতিক অবক্ষয় হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য বহু বিবাহ রক্ষাকবচ হিসাবে কাজ করিতে পারে । কেবল মাত্র বিবাহের উদ্দেশ্যের প্রতি যদি আমরা দৃষ্টিপাত করি, তাহা হইলেই আমরা দেখিতে পাইব যে, বহু বিবাহের এই অনুমতি যে শুধু ন্যায়-সঙ্গত তাহাই নহে, বরং অতীব বাঞ্ছনীয় ও প্রয়োজনীয় । এমন কি, ক্ষেত্র বিশেষে এই অনুমতির সদ্ব্যবহার না করিলে, ব্যক্তির ও সমাজের সর্বোচ্চ স্বার্থের ক্ষতি হইতে পারে । কুরআনের মতে বিবাহের উদ্দেশ্য চারিটিঃ (১) শারীরিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ব্যাধি(অবনতি) হইতে বাঁচিয়া থাকা (২ঃ১৮৮; ৪ঃ২৫); (২) মনের প্রশান্তি ও ভালবাসাপূর্ণ সাথী লাভ করা (৩০ঃ২২); (৩) সন্তানাদি লাভ এবং (৪) আত্মীয়তার পরিধি বৃদ্ধি করা (৪ঃ২) । উপরোক্ত উদ্দেশ্যাবলীর একটি বা সবটি উদ্দেশ্য একটি বিবাহের মাধ্যমে, সব ক্ষেত্রে সম্ভব হয় না । দৃষ্টান্ত-স্বরূপ, এক ব্যক্তির স্ত্রী যদি স্থায়ীভাবে অক্ষম বা পঙ্গু হইয়া যায় কিংবা কোনও দূরারোগ্য সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত থাকে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তির বিবাহোদ্দেশ্য বিফল হইয়া যাইবে, যদি সে অন্য মহিলাকে বিবাহ না করে । বস্তুতঃ একটি বৈধ বিবাহ করা ছাড়া তাহার কোন গত্যান্তর থাকে না । অন্যথায়, তাহার স্বাভাবিক কামনা চরিতার্থ করার জন্য, সে গর্হিত কাজে লিপ্ত হইবে, যদি সেই ব্যক্তি কামনা-বাসনার তাড়নাকে প্রতিহত করার মত শক্তি না রাখে । তাছাড়া, একজন রুগ্ন স্ত্রী কখনও ভাল সঙ্গিনী হইতে পারে না । যদিও ঐ স্ত্রী সর্বতোভাবে সম্মান ও সহানুভূতির যোগ্য, তথাপি তাহার সঙ্গ স্বামীর মনকে সবদিক দিয়া শান্তি দিতে পারে না । তেমনিভাবে, যদি একমাত্র স্ত্রী বন্ধ্যা হয়,তাহা হইলেও স্বামীর ন্যায়সঙ্গত ও স্বাভাবিক সন্তান প্রাপ্তির স্বাভাবিক বাসনা অচরিতার্থ থাকিয়া যাইবে, যদি সে অন্য বিবাহ না করে । এই সব সম্ভাব্য অবস্থাদি মোকাবিলা ও সমাধান করার জন্য ইসলাম একাধিক বিবাহের অনুমতি দান করিয়াছে । উপরোক্ত পরিস্থিতির উদ্ভব হইলেই যদি স্বামী প্রথমা স্ত্রীকে তালাক দিয়া পরিত্যাগ করে, তাহা হইলে ইহা হইবে পুরুষের জন্য লজ্জা ও অপমানের কাজ । প্রকৃত পক্ষে, এক বিবাহ ও বহু বিবাহ উভয়ই উদ্দেশ্যের দিক হইতে প্রায় এক ।

যখন একটি উদ্দেশ্য কিংবা সবগুলি উদ্দেশ্য এক বিবাহে অপূর্ণ থাকিয়া যায়, তখন বহু বিবাহ প্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে । এতদ্ব্যতীত, কোন কোন সময় অন্যান্য কারণে স্বামীর একমাত্র স্ত্রী সব উদ্দেশ্য পূর্ণ করা সত্বেও এবং স্বামী তাহাকে মনে প্রাণে ভালবাসা সত্বেও, স্বামীর বহু বিবাহ করা একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িতে পারে । এই কারণগুলি হইতেছেঃ(১) এতীমের রক্ষা,(২) বিবাহযোগ্যা বিধবাগণের স্বামী-প্রাপ্তি এবং (৩) কোন পরিবারের বা সম্প্রদায়ের হ্রাস প্রাপ্ত জন-সংখ্যার বৃদ্ধি সাধন । অত্র আয়াত হইতে ইহা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, অরক্ষিত এতীমগণের রক্ষণাবেক্ষণের বিশেষ উদ্দেশ্যে বহু-বিবাহ প্রথার আশ্রয় নেওয়া যাইতে পারে । আয়াতটির নিগূঢ় উদ্দেশ্য হইলঃ কোন পিতৃহীন শিশুর উপর যে ব্যক্তির অভিভাবকত্ব বর্তাইবে, ঐ শিশুর মাকে ঐব্যক্তির পক্ষে বিবাহ করিয়া ফেলাই শ্রেয়ঃ; এভাবে সাক্ষাৎ সম্পর্কের মাধ্যমে সে অধিকতর নিকটবর্তী হইয়া, তাহাদের মঙ্গলামঙ্গলের প্রতি অধিকতর মনোযোগী হয়, যাহা অন্যভাবে সম্ভব নয় । বিধবার জন্য স্বামী-প্রাপ্তির ব্যবস্থা (২৪ঃ৩৩) বহু-বিবাহের অপর উদ্দেশ্য । মুসলমানেরা নবী করীম (সাঃ)-এর সময় ক্রমাগতভাবে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন । অনেকেই এইসব যুদ্ধে শহীদ হন । তাঁহারা অনেকেই স্ত্রী ও সন্তানগণকে অসহায় অবস্থায় রাখিয়া যান । যুদ্ধের ফলে পুরুষের সংখ্যা হইতে স্ত্রীলোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং অসহায় এতীমদের সংখ্যা অস্বাভাবিকভাবে বাড়িয়া যাওয়ায়, মুসলিম সমাজকে নৈতিক অধঃপতনের হাত হইতে বাঁচানোর তাকিদে, বহু-বিবাহের প্রয়োজন ছিল । গত দুইটি মহাযুদ্ধ ইসলামের এই কার্যকরী বহু-বিবাহের যথার্থতা প্রমাণ করিয়াছে । এই বিশ্বযুদ্ধ দুইটি বহু যুবতী মহিলাকে বিধবা করিয়া ছাড়িয়াছে । এই দুইটি যুদ্ধের ফলে অসংখ্য পুরুষের জীবন হানি ঘটায়, পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে মেয়েদের সংখ্যা পুরুষের সংখ্যার তুলনায় অত্যধিক হইয়া পড়ে । আর এই কারণেই পশ্চিমা সমাজে নৈতিক অবক্ষয় এমনভাবে বিস্তার লাভ করিয়াছে

وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ۚ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۭ ذٰلِكَ

তোমরা যদি আশঙ্কা কর যে, তোমরা ন্যায়-বিচার করিতে পারিবে না, তাহা হইলে একজনকে অথবা তোমাদের দক্ষিণহস্তের অধিকারভুক্তগণকে[৫৬১] বিবাহ কর। ইহা

যে, তাহাদের সামাজিক জীবনে এক বিভীষিকাময় অস্থিরতা নামিয়া আসিয়াছে। যুবতী বিধবার স্বামীর ব্যবস্থা করা ছাড়াও যুদ্ধের ফলশ্রুতিতে যখন সমাজে পুরুষ ও পৌরুষের অভাব প্রকট আকার ধারণ করে এবং জনশক্তি ও শ্রম-শক্তি নিঃশেষিত হইয়া জাতির ধ্বংসের উপক্রম হয়, তখন এই বহু বিবাহ প্রথার সদ্ব্যবহার দ্বারা এইরূপ ভয়ঙ্কর অবস্থা হইতে জাতি রক্ষা পাইতে পারে। কোনও জন-গোষ্ঠীর জন্মহার যখন কোন কারণে লক্ষ্যণীয় ভাবে পড়িয়া গিয়া জনসংখ্যা কেবল কমিতেই থাকে, তখন সেই জন-গোষ্ঠীকে বাঁচাইবার একমাত্র অবলম্বন বহু বিবাহ। ভ্রমবশতঃ কেহ কেহ ইহাই মনে করিয়া থাকেন যে, বহু বিবাহ জৈবিক কামনা মিটাইবার একটা উপায় মাত্র। এই ধারণা ঠিক নয়। বরং বহু বিবাহের মধ্যে আত্মত্যাগের মনোভাব কাজ করে। বহু বিবাহ ব্যবস্থা পুরুষ ও স্ত্রীলোক উভয়ের ত্যাগের উপর প্রতিষ্ঠিত। ব্যক্তিগত ও সাময়িক আবেগগুলিকে জাতির ও সমাজের বৃহত্তর স্বার্থের কাছে জলাঞ্জলি দিয়াই একাধিক বিবাহের পদক্ষেপ নিতে হয়।

৫৬১। 'মা মালাকাত্ আইমানুকুম' (তোমাদের দক্ষিণ হস্তের অধিকারভুক্তগণ) শব্দ সমষ্টির তাৎপর্য হইলঃ ঐ সব স্ত্রীলোক যাহারা শত্রুদের পক্ষে ইসলাম-বিধ্বংসী যুদ্ধে যোগ দান করিয়া মুসলমানের হাতে ধৃত ও যুদ্ধবন্দী হইয়াছে, যাহাদিগকে স্বপক্ষীয়রা মুক্তি-পণ দানের মাধ্যমে বা অন্যভাবে মুক্ত করিয়া নেয় নাই এবং যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার অপরাধে যাহারা ব্যক্তি-স্বাধীনতা হইতে নিজেদেরকে বঞ্চিত করিয়াছে। এই শব্দ সমষ্টি (তোমাদের দক্ষিণ হস্তের অধিকারভুক্তগণ), 'ইবা দ'(কৃতদাসী) বা 'ইমা' (বাঁদী) শব্দগুলির পরিবর্তে এই জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে, যাহাতে ইহাদের উপর কর্তৃত্ব করার অধিকার ন্যায়-সঙ্গত ও যুক্তিযুক্ত প্রতিপন্ন হয়। 'মিল্ক ইয়ামীন' (দক্ষিণ হস্তের অধিকার)-এর তাৎপর্য ন্যায়ানুগ ও পূর্ণ অধিকার (লিসান)। ইহাদ্বারা কৃতদাস ও কৃতদাসী উভয়কেই বুঝায়, পূর্বাপর সম্পর্ক দ্বারা নির্দিষ্ট স্থানে কৃতদাস না কৃতদাসী বুঝাইয়াছে, তাহা জানা যায়। "তাহাদের দক্ষিণ হস্তের অধিকারভুক্ত" বলিতে সঠিক কি বুঝায়, ইহা নিয়া বহু বিতর্ক রহিয়াছে এবং ভুল বুঝাবুঝি আছে। ইহাদের উপর অধিকারী ব্যক্তিরই বা কিরূপ ও কি পরিমাণ অধিকার আছে, তাহা নিয়াও মতভেদ আছে। তবে ইসলাম কৃতদাস প্রথাকে সর্বতোভাবে ও দৃঢ়তার সহিত মূলোৎপাটন করিয়াছে। ইসলামের মতে, কোন মানুষকে তাহার ব্যক্তি-স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত করা এক মারাত্মক পাপ বিশেষ। তবে ইসলামের বিরুদ্ধে বা ইসলামী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ধ্বংসকারী যুদ্ধে লিপ্ত হইয়া যাহারা নিজেদেরকে সেই ব্যক্তি-স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত করে, তাহাদের কথা স্বতন্ত্র। কৃতদাস-দাসী ক্রয়-বিক্রয়ও ইসলামে মহা পাপ। এই ব্যাপারে ইসলামী শিক্ষা দ্ব্যর্থহীন, পরিষ্কার ও সুদৃঢ়। এই শিক্ষানুযায়ী, যে ব্যক্তি অন্যকে নিজের কৃতদাসে পরিণত করে, সে আল্লাহ্ ও মানবতার বিরুদ্ধে গুরুতর পাপ করিয়া থাকে (বুখারী, কিতাবুল বায়য়ে এবং ফত্হুল বারি উদ্ধৃত-দাউদ)। এখানে এই কথাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, যখন জগতে ইসলামের আবির্ভাব হইয়াছিল, তখন পৃথিবীর সকল দেশেই কৃতদাস প্রথা মানব সমাজের একটি অপরিহার্য অঙ্গ ছিল। প্রত্যেক দেশেই বিরাট সংখ্যক কৃতদাস ছিল। অতএব, গভীর শিকড়ের উপর দণ্ডায়মান সমাজ কাঠামোতে প্রোথিত বহুদিনের একটি সমাজ-প্রথাকে এক কলমের খোঁচায় বা একটি আদেশের বলে এক মুহূর্তে তুলিয়া দেওয়া না ছিল সম্ভবপর, না হইত বিজ্ঞজনোচিত কাজ। সমাজকে রক্ষা করিয়া, নূতন নীতি ও বিবর্তনের মাধ্যমে সমাজ-সংস্কার সাধন করাই ছিল এই চিরাচরিত প্রথার অবসানের সঠিক পথ। তাই ইসলাম ধীরে ধীরে কার্যকরী পন্থায়, নিশ্চিতভাবে ইহার অবসানের লক্ষ্যে আগাইয়া চলিয়াছিল। স্বল্প সময়ের মধ্যে কৃতদাস প্রথা বিলোপের জন্য কুরআন-প্রদত্ত অভ্রান্ত ও কার্যকরী নিয়ম-নীতি হইলঃ (১) কেবল মাত্র নিয়মিতভাবে ঘোষিত যুদ্ধের ফলেই, যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারীকে বন্দী করা যাইতে পারে, (২) যুদ্ধ শেষ হইয়া গেলে যুদ্ধ-বন্দীকে আবদ্ধ রাখা যাইবে না, বরং (৩) হয়তো পরস্পর যুদ্ধ-বন্দী বিনিময়ের মাধ্যমে অথবা দয়া-দাক্ষিণ্যের চিহ্ন রূপে যুদ্ধ-বন্দীকে মুক্তি দিতে হইবে (৪৭ঃ৫)। যে সকল হতভাগ্য বন্দী উপরোক্ত তিনটি উপায়ের মাধ্যমেও মুক্তি না পায়, কিংবা যাহারা তাহাদের মুসলমান মনিবকে ছাড়িয়া যাইতে না চায় তাহারা স্বীয় মনিবের সাথে এক ধরণের চুক্তির মাধ্যমে নিজেদের মুক্তি অর্জন করিতে পারিবে, যাহাকে বলা হয় 'মুকাতাবাহ্' চুক্তি (২৪ঃ৩৪)। এখন, এই ধরণের নিয়মিত যুদ্ধের ফলে যদি কোনও স্ত্রীলোক বন্দী হইয়া 'মিল্ক ইয়ামীন'এ পরিণত হয়, অতঃপর বন্দী বিনিময়ের মাধ্যমে যদি সে মুক্তি লাভ করিতে না পারে, বিজয়ী সরকার যদি অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তাহাকে অনুগ্রহজনিত মুক্তিদানের তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা করা বিপজ্জনক মনে করে এবং তাহার স্বজাতি যদি তাহাকে মুক্তি-পণের মাধ্যমে মুক্ত করিয়া না নেয়; এমন কি সে যদি নিজেও 'মুকাতাবাহ্'র সুযোগ গ্রহণ না করে, আর এই অবস্থায় যদি তাহার অধিকারী, তাহার সম্মতি না নিয়াই নিজের নৈতিক মানদণ্ড বজায় রাখার জন্য তাহাকে সর্ব সমক্ষে বিবাহ করে, তাহা হইলে এই ব্যবস্থাকে আপত্তিজনক মনে করার কি আছে ?

যুদ্ধ-বন্দিনী কিংবা কৃতদাসীর সহিত বিবাহ ছাড়া কোনরূপ যৌন সম্পর্ক স্থাপন কুরআনের এই আয়াত বা অন্য কোন আয়াত দ্বারাই সমর্থিত হয় না। বিবাহ ব্যতীত, সর্ব প্রকার যৌন সম্পর্ক ইসলামে মহা পাপ। তাই কুরআনে যুদ্ধ-বন্দিনীকে বিবাহ না করা পর্যন্ত তাহার সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপনের অনুমতি তো দেয় নাই, বরং কুরআনে স্পষ্ট নির্দেশ রহিয়াছে যে, এই বন্দিনীগণকে স্ত্রীরূপে রাখার পূর্বে স্বাধীনা নারীদের মতই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করিতে হইবে। স্বাধীনা রমনী ও যুদ্ধ-বন্দিনী (মিল্কইয়ামীন)-এর মধ্যে পার্থক্য মাত্র এতটুকুই যে, স্বাধীনার নিজ সম্মতি

নিকটবর্তী (ব্যবস্থা) যাহাতে তোমরা অবিচার[৫৬২] না কর । اَدْنٰٓى اَلَّا تَعُوْلُوْا ۝

ব্যতীত বিবাহ হইতে পারে না, আর যুদ্ধ বন্দিনী ইসলামকে ধ্বংস করার যুদ্ধে অংশ গ্রহণের কারণে, তাহার পূর্ব সম্মতি দানের সুযোগ হইতে সে নিজেকে বঞ্চিত করিয়াছে। অতএব,'মা মালাকাত আইমানুকম' শব্দগুলির মধ্যে কোথাওএই ধারণা সৃষ্টির অবকাশ নাই যে, কুরআন বা ইসলাম উপ-পত্নী রাখা অনুমোদন করে। অত্র আয়াত ছাড়া, অন্ততঃ আরও চারিটি আয়াতে এই কথাই আদেশ স্বরূপ আসিয়াছে যে, যুদ্ধ-বন্দিনীগণের কাহাকেও অবিবাহিতাভাবে রাখা উচিত নয় (২ঃ২২২; ৪ঃ৪; ৪ঃ২৬; ২৪ঃ৩৩)। নবী করীম (সাঃ) স্বয়ং এই ব্যাপারে স্পষ্ট অভিমত দান করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,"যাহার ঘরে কৃতদাসী বালিকা আছে,সে যদি তাহাকে শিক্ষা-দীক্ষা দিয়া প্রতিপালন করিয়া বড় করে,এবং তাহাকে মুক্তি দিয়া বিবাহ দেয়,সে দ্বিগুণ পুরস্কারে ভূষিত হইবে" (বুখারী, কিতাবুল ইল্‌ম্)। নবী করীম (সাঃ)-এর বাক্যটিতে এই কথাই বলা হইয়াছে যে, যদি কোন মুসলমান স্বীয় কৃতদাসীকে বিবাহ করিতে চায়, তাহা হইলে প্রথমে তাহাকে দাসত্বমুক্ত করিবে, তারপর বিবাহ করিবে। তাঁহার এই উপদেশ তিনি স্বয়ং (সাঃ) নিজের জীবনে বাস্তবায়িত করিয়া দৃষ্টান্তও স্থাপন করিয়াছেন । হুযুর (সাঃ)-এর দুই পত্নী জোয়াইরিয়্যা ও সাফিয়্যা যুদ্ধ-বন্দিনীরূপেই তাঁহার (সাঃ)হাতে আসিলেন । তাঁহারা ছিলেন তাঁহার 'মিল্‌ক ইয়ামীন' । তিনি তাহাদিগকে পূর্ণ ইসলামী নিয়মানুযায়ী বিবাহ করিলেন । মিশরের বাদশাহ উপঢৌকন স্বরূপ নবী করীম (সাঃ)কে বহু কিছু পাঠাইলেন, এর মধ্যে 'মারীয়া' নাম্নী একজন কৃতদাসীও পাঠাইলেন । তিনি তাহাকে বিবাহ করিয়া অন্যান্য স্বাধীনা স্ত্রীগণের মধ্যে তাহাকেও অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইলেন । মারীয়াও অন্যান্য স্ত্রীদের মত পর্দা পালন করিতেন । তাঁহাকে 'উম্মুল মো'মেনীন'এর মর্যাদায় উন্নীত করিয়া নবী করীম(সাঃ) অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। কুরআন স্পষ্ট করিয়া বলিতেছে যে, বিবাহ সম্পর্কিত নির্দেশাবলী 'যাহা তোমাদের দক্ষিণ হস্তের অধিকারভুক্ত' তাহাদের উপরেও সমভাবে প্রযোজ্য, যেরূপ ভাবে ঐ নির্দেশাবলী নবী করীম (সাঃ)-এর ফুফুত, খালাত, মামাত ও চাচাত বোনদের উপর প্রযোজ্য। স্ত্রীর মত ব্যবহারের পূর্বে উপরোক্ত সকল শ্রেণীর স্ত্রীলোককেই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করিতে হইবে । রসূলে পাক (সাঃ) স্বয়ং উপরোক্ত সকল শ্রেণীর স্ত্রীলোককে বিবাহের মাধ্যমে স্ত্রী বানাইয়া তাহাদেরকে স্ত্রীরূপে সঙ্গিনী করিয়াছেন (৩৩ঃ৫১)। তদুপরি, "মহিলাগণের মধ্য হইতে সকল মহিলাগণ (তোমাদের উপর হারাম করা হইল) তাহারা ব্যতীত যাহারা তোমাদের দক্ষিণ হস্তের অধিকারভুক্ত" (৪ঃ২৫) বাক্যটি এবং পূর্ববর্তী আয়াত (৪ঃ২৪), ঐ সব স্ত্রীলোকের কথা বলিয়াছে, যাহাদিগকে বিবাহ করা নিষিদ্ধ । এই নিষিদ্ধ শ্রেণীর মধ্যে রহিয়াছে বিবাহিতা মহিলারা । কিন্তু এই বিবাহিতা শ্রেণী হইতে যুদ্ধ বন্দী মহিলাদিগকে বাদ দেওয়া হইয়াছে । কেননা, এই যুদ্ধ-বন্দী মহিলারা ইসলাম-বিরোধী যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিয়া মুসলমানের হাতে বন্দী হয় এবং তাহাদের স্বজাতিরা তাহাদের মুক্তির ব্যবস্থা না করার কারণে তাহারা নিজ নিজ মুসলমান মনিবের অধীনে থাকিয়া যাইতে চাহে । অতএব, তাহাদিগকে দাসী রূপে না রাখিয়া বিবাহ করিয়া রাখাই নৈতিকতার দিক দিয়া অধিকতর শ্রেয়ঃ । তাহাদের পূর্ব স্বামীর কাছে যাইতে না চাওয়া এবং পূর্ব স্বামী তাহাদিগকে মুক্ত করিয়া না নেওয়া বস্তুতঃ পূর্ব বিবাহ ভঙ্গ হইয়া যাওয়ার শামিল ।

এখানে প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায় যে, যুদ্ধ-বন্দিনী (দাসী) স্ত্রীগণের ঐ সব আত্মীয়ার সাথে বিবাহও সমভাবে নিষিদ্ধ যেভাবে স্বাধীনা স্ত্রীর আত্মীয়াদের কাহারও কাহারও সাথে বিবাহ নিষিদ্ধ। উদাহরণ স্বরূপ দাসী স্ত্রীর মাতা, ভগ্নী, কন্যা ইত্যাদির সহিত বিবাহ নিষেধ । এখানে আরও বলা প্রয়োজন যে, কুরআন নাযেলের সময়কার অবস্থাদি বিবেচনা করিয়া এই দুই শ্রেণীর স্ত্রীলোকের সামাজিক মর্যাদার কিছুটা তারতম্য নির্ণীত হইয়াছিল । তারতম্য এতটুকুই ছিল যে, স্বাধীনা স্ত্রীকে বলা হইত 'যাউজ' এবং যুদ্ধ-বন্দিনী স্ত্রীকে বলা হইত 'মিল্‌ক ইয়ামীন' । 'যাউজ' দ্বারা স্বামীর সমমর্যাদার অধিকারিণী বুঝাইত । আর 'মিল্‌ক ইয়ামীন' দ্বারা স্বামীর চাইতে কিছুটা খাটো মর্যাদার স্ত্রী বুঝাইত । তবে, তাহা ছিল একটা অপসৃয়মান দৃশ্য মাত্র । কুরআন এবং নবী করীম (সাঃ) এই চিন্তা ধারার বিপরীতে, অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বলিয়াছিলেন যে, যুদ্ধ-বন্দিনী দাসীকে প্রথমে মুক্ত ও স্বাধীন করার পর, তাহার স্বাধীনতা কার্যতঃ প্রতিষ্ঠিত করার পর, বিবাহ করা উচিত, যেরূপ করিয়াছিলেন তিনি (সাঃ) নিজে । তাছাড়া ইসলাম একমাত্র নিয়মিত ধর্ম-যুদ্ধের বন্দী স্ত্রীলোক ছাড়া, অন্য কোনও প্রকারের যুদ্ধ-বন্দিনীকে কৃতদাসী করার অনুমতি দেয় নাই । বন্দিনী দাসীকে তাহার সম্মতি ব্যতিরেকে বিবাহ করার অনুমতি দানের তখনই প্রয়োজন দেখা দিয়াছিল, যখন শত্রুজাতি ইসলামকে ধরাধাম হইতে নিশ্চিহ্ন করিবার জন্য এবং তরবারীর জোরে মুসলমানদিগকে ধর্মান্তরিত করিবার উদ্দেশ্যে এবং ধৃত ও বন্দী মুসলমানদিগকে স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে, কৃতদাস-দাসী বানাইবার সংকল্প নিয়া অন্যায় ধর্মযুদ্ধ মুসলমানদের উপর চাপাইয়া দিয়াছিল । ইসলামের এই নির্দেশটি ছিল প্রতিকার ও প্রতিশোধ প্রণোদিত এবং সেই কারণে নিতান্তই অস্থায়ী ও আপেক্ষিক । তবে এই ব্যবস্থা দ্বারা বন্দিনী দাসীদের নৈতিকতাকেও নিরাপদ করা হইয়াছে, সন্দেহ নাই । ঐসব অবস্থাবলী আজিকার বিশ্বে নাই, আজ বিশ্বের কোথাও নিছক ধর্ম নিয়া যুদ্ধ বাঁধে না । তাই, যুদ্ধ বন্দীদিগকে দাস-দাসী বানাইবার প্রয়োজনও নাই ।

৫৬২ । 'তাউল' (অবিচার) "আ'লা" হইতে উৎপন্ন । আ'লা অর্থ (১) তাহার বড় পরিবার ছিল, (২) সে পরিবার পালন করিত, (৩) সে দরিদ্র হইয়া পড়িল, (৪) সে অন্যায় কাজ করিল, ন্যায়ের পথ হইতে সরিয়া পড়িল (লেইন)।

وَاٰتُوا النِّسَآءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً ؕ فَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَیْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِیْٓـًٔا مَّرِیْٓـًٔا ۝

৫। এবং তোমরা স্ত্রীলোকদিগকে তাহাদের দেন-মহর[৫৬৩] স্বেচ্ছায় প্রদান কর। অতঃপর, তাহারা যদি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া[৫৬৪] উহা হইতে কিয়দংশ তোমাদিগকে দিয়া দেয়, তাহা হইলে তোমরা উহা সানন্দে ও তৃপ্তি সহকারে ভোগ কর।

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَآءَ اَمْوَالَكُمُ الَّتِیْ جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِیٰمًا وَّارْزُقُوْهُمْ فِیْهَا وَاكْسُوْهُمْ وَقُوْلُوْا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ۝

৬। এবং তোমরা অবুঝদিগকে[৫৬৫] তোমাদের ধন-সম্পদ[৫৬৬] দিও না যাহা আল্লাহ্ তোমাদের জন্য অবলম্বন স্বরূপ করিয়াছেন, কিন্তু উহা হইতে তাহাদিগকে রিয্ক দান কর এবং পোষাক-পরিচ্ছদ দান কর এবং তাহাদের সহিত ন্যায়সঙ্গত কথা বল।

وَابْتَلُوا الْیَتٰمٰی حَتّٰۤی اِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ۚ فَاِنْ اٰنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوْۤا اِلَیْهِمْ اَمْوَالَهُمْ ۚ وَلَا تَاْكُلُوْهَاۤ اِسْرَافًا وَّبِدَارًا اَنْ یَّكْبَرُوْا ؕ وَمَنْ كَانَ غَنِیًّا فَلْیَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِیْرًا فَلْیَاْكُلْ

৭। এবং তোমরা এতীমদের (বুদ্ধিমত্তা) পরীক্ষা করিতে থাক যে পর্যন্ত না তাহারা বিবাহের বয়সে উপনীত হয়, অতঃপর, যদি তোমরা তাহাদের মধ্যে পরিণত বিচার-বুদ্ধি[৫৬৭] অনুভব কর, তাহা হইলে তাহাদিগকে তাহাদের ধন-সম্পদ অর্পণ কর; এবং তাহারা বড়[৫৬৮] হইয়া যাইবে এই আশঙ্কায় তোমরা উহা অপব্যয় করিয়া এবং তাড়াতাড়ি করিয়া ভোগ করিও না। এবং যে ধনী সে যেন নিবৃত্ত থাকে এবং যে দরিদ্র সে যেন

৫৬৩। 'সাদুকাত' শব্দটি 'সাদুকা' এর বহুবচন। 'সাদুকা' অর্থ মহরানা (যে পরিমাণ অর্থ স্বামী স্ত্রীকে দাবী করা মাত্র দিতে অঙ্গীকারাবদ্ধ হইয়া বিবাহ করে)—বিবাহ উপলক্ষ্যে স্বামী স্ত্রীকে যাহা কিছু দান করে (লেইন)।

৫৬৪। এই আয়াতটি একাধারে বরের উপর এবং কন্যার অভিভাবকের উপর প্রযোজ্য। কন্যার অভিভাবক বা আত্মীয়দের উপর প্রয়োগে ইহার অর্থ হইবে তাহারা যেন নিজের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য কন্যার মহরানার টাকা হইতে কিছুই খরচ না করে, বরং সাকল্যটাই কন্যার হাতে অর্পণ করে। প্রাথমিকভাবে আয়াতটি স্বামীর উপরই প্রযোজ্য। স্বামী যাহাতে চুক্তি ও অঙ্গীকার মোতাবেক মহরানার টাকাটা স্ত্রীকে স্বেচ্ছায় বিনাদ্বিধায় ও সন্তুষ্ট চিত্তে প্রদান করে, আয়াতটিতে সেই নির্দেশই দেওয়া হইয়াছে। 'স্বেচ্ছায় মহরানার অর্থ প্রদান কর' বাক্যটি এই কথার দিকে ইঙ্গিত করে যে, মহরানার অঙ্ক যেন স্বামীর সামর্থ্যের সীমার বাহিরে না হয় এবং ইহা পরিশোধ করিতে স্বামীর যেন প্রাণান্তকর অবস্থার সৃষ্টি না হয়, বরং স্বেচ্ছায় ও সানন্দে পরিশোধ করিতে পারে।

৫৬৫। 'অবুঝদিগকে' দ্বারা এই আয়াতে এতীমদের কথা বুঝাইয়াছে বটে। তবে, সাধারণভাবে এই আয়াতের নীতি-নির্দেশনা অন্যান্য অপরিপক্ক বুদ্ধির লোকদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য যাহারা নিজেদের সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করিতে অক্ষম। উপযুক্ত বয়সেও যাহারা নির্বোধ ও বোকা থাকিয়া যায় এবং যে কারণে তাহারা স্বীয় সম্পত্তির দেখাশোনা ও রক্ষনাবেক্ষণের বুদ্ধি রাখে না তাহাদের ক্ষেত্রে, এই আয়াতের নির্দেশ রাষ্ট্রের প্রতি প্রযোজ্য বলিয়া মনে করিতে হইবে, যাহাতে রাষ্ট্র, প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়া, উহাদের সম্পত্তির ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব বহন করে।

৫৬৬। এতীমের সম্পত্তিকে এখানে "তোমাদের ধন-সম্পদ" বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, এই জন্য যে, এতীমের অভিভাবক যেন খুব সাবধানতার সহিত এতীমের সম্পদ খরচ করে এবং নিজের সম্পত্তির মতই ইহাকে লাভজনক ভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করে। "তোমাদের ধন-সম্পদ" অর্থ তোমাদের দায়িত্বে অর্পিত এতীমের সম্পত্তি। ইহার এই অর্থও সম্ভব যে, 'তোমাদের ধন-সম্পদ' বলিতে এতীমের ও অভিভাবকের সম্মিলিত সব সম্পত্তিই বুঝাইয়াছে।

৫৬৭। এতীমেরা যে পর্যন্ত প্রাপ্তবয়স্ক না হয় এবং নিজেই নিজের সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার মত বুদ্ধি অর্জন না করে, সে পর্যন্ত কোন অবস্থাতেই সম্পত্তি তাহাদের হাতে তুলিয়া দেওয়া উচিত হইবে না।

৫৬৮। এই আয়াত অভিভাবকদিগকে সাবধান করিয়া দিতেছে যে, তাহারা যেন তাহাদের দায়িত্বাধীন এতীমদের টাকাকড়ি অপব্যয় না করেন এবং প্রাপ্ত বয়স্ক হইয়া দায়িত্ব গ্রহণের পূর্বেই যদৃচ্ছা খরচ করিয়া ঘাটতি সৃষ্টি না করেন। তবে অভিভাবক যদি নিজে গরীব হন, তাহা হইলে তিনি সম্পত্তি-সংশ্লিষ্ট দায়িত্ব পালনের শ্রম অনুযায়ী, সম্পত্তির উৎপাদন হইতে ন্যায্য ভাতা গ্রহণ করিতে পারেন।

بِالْمَعْرُوْفِ ؕ فَاِذَا دَفَعْتُمْ اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ فَاَشْهِدُوْا عَلَيْهِمْ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ حَسِيْبًا ۝٦

ন্যায়-সঙ্গতভাবে ভোগ করে। অতঃপর, যখন তোমরা তাহাদিগকে তাহাদের ধন-সম্পদ প্রত্যার্পণ কর তখন তাহাদের উপস্থিতিতে[৫৬৯] সাক্ষী রাখ। এবং আল্লাহ্ হিসাব গ্রহণে যথেষ্ট।

لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ ۪ وَ لِلنِّسَآءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ اَوْ كَثُرَ ؕ نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا ۝٧

৮। পুরুষদের জন্য উহাতে অংশ রহিয়াছে যাহা পিতামাতা এবং নিকটাত্মীয়গণ ছাড়িয়া যায়, এবং নারীদের জন্যও উহাতে অংশ রহিয়াছে যাহা পিতামাতা এবং নিকটাত্মীয়গণ ছাড়িয়া যায়, অল্প হইলেও অথবা বেশী হইলেও উহা হইতে একটি নির্ধারিত[৫৭০] অংশ রহিয়াছে।

وَاِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ اُولُوا الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنُ فَارْزُقُوْهُمْ مِّنْهُ وَقُوْلُوْا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ۝٨

৯। এবং যখন ভাগ-বন্টনের সময় নিকটাত্মীয়, এতীম এবং মিসকীনগণ[৫৭১] উপস্থিত হয়, তখন তাহাদিগকেও উহা হইতে দিও এবং তাহাদের সহিত ন্যায়-সঙ্গত কথা বলিও[৫৭১-ক]।

وَلْيَخْشَ الَّذِيْنَ لَوْ تَرَكُوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعٰفًا خَافُوْا عَلَيْهِمْ ۪ فَلْيَتَّقُوا اللّٰهَ وَلْيَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا ۝٩

১০। এবং তাহারা যেন (আল্লাহ্‌কে) ভয় করে, যদি তাহারা নিজেদের পিছনে দুর্বল সন্তান-সন্ততি ছাড়িয়া যাইত, (তাহা হইলে) তাহারাও তাহাদের সম্বন্ধে আশঙ্কা করিত (যে তাহাদের কি হইবে)। অতএব, তাহারা যেন আল্লাহ্‌র তাক্ওয়া অবলম্বন করে এবং (এতীমদের সহিত) সঠিক[৫৭২] কথা বলে।

اِنَّ الَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتٰمٰى ظُلْمًا اِنَّمَا يَاْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا ؕ وَ سَيَصْلَوْنَ سَعِيْرًا ۝١٠ ع ١١ ١٢

১১। নিশ্চয় যাহারা যুলুম করিয়া এতীমগণের ধন-সম্পদ ভক্ষণ করে, তাহারা তাহাদের উদরে কেবল অগ্নি ভক্ষণ করে এবং অচিরেই তাহারা লেলিহান শিখা বিশিষ্ট অগ্নিতে প্রবেশ করিবে।

৫৬৯। দায়িত্বাধীন ব্যক্তিকে (এতীমকে) তাহার সম্পত্তি বুঝাইয়া দিবার সময়, মো'মেন ও নির্ভর যোগ্য সাক্ষীর উপস্থিতিতে তাহা সম্পন্ন করিতে হইবে।

৫৭০। এই আয়াত ইসলামী উত্তরাধিকার আইনের ভিত্তি। ইহা পুরুষ ও স্ত্রীলোকের সামাজিক সম-মর্যাদার সাধারণ নীতি ঘোষণা করিয়াছে। উভয়েই সম্পত্তির যথাযোগ্য অংশ উত্তরাধিকার রূপে প্রাপ্তির অধিকার রাখে। পরবর্তী আয়াতে উত্তরাধিকারের বিস্তারিত আইন-কানুন বর্ণনা করা হইয়াছে।

৫৭১। 'আন্যান্য আত্মীয়, এতীম ও দরিদ্র' দ্বারা ঐ সব আত্মীয়, এতীম ও দরিদ্র বুঝাইয়াছে, যাহারা উত্তরাধিকারী না হওয়ায়, মৃতের পরিত্যক্ত সম্পত্তির অংশ পাওয়ার দাবীদার হইতে পারে না। আয়াতটি, মুসলমানগণকে এই বলিয়া উপদেশ ও উৎসাহ দিতেছে যে, সম্পত্তি-বন্টনের 'উইল' করার সময়, সম্পত্তির একটা অংশ তাহাদের জন্যও যেন দেওয়া হয়।

৫৭১-ক। 'লাহুম' অর্থ 'তাহাদের পক্ষে' হইতে পারে।

৫৭২। এই আয়াত এতীমগণের সপক্ষে এক জোরালো ভাষার আবেদন।

يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِيْٓ اَوْلَادِكُمْ ۗ لِلذَّكَرِ
مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ ۚ فَاِنْ كُنَّ نِسَآءً
فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَاِنْ
كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۗ وَلِاَبَوَيْهِ
لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ
اِنْ كَانَ لَهٗ وَلَدٌ ۚ فَاِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلَدٌ
وَّوَرِثَهٗٓ اَبَوٰهُ فَلِاُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَاِنْ كَانَ
لَهٗٓ اِخْوَةٌ فَلِاُمِّهِ السُّدُسُ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ
يُّوْصِيْ بِهَآ اَوْ دَيْنٍ ۗ اٰبَآؤُكُمْ
وَاَبْنَآؤُكُمْ لَا تَدْرُوْنَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ
لَكُمْ نَفْعًا ۗ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ
كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ⑫

১২। আল্লাহ্ তোমাদিগকে তোমাদের সন্তান-সন্ততি সম্বন্ধে তাকিদপূর্ণ আদেশ দিতেছেন ; একজন পুরুষের জন্য দুইজন নারীর অংশের সমান; কিন্তু যদি নারী দুই-এর অধিক হয়, তাহা হইলে সে (মৃত ব্যক্তি) যাহা ছাড়িয়া যায় উহার দুই-তৃতীয়াংশ তাহাদের জন্য; এবং যদি নারী একজনই থাকে তাহা হইলে তাহার জন্য অর্ধেক। এবং তাহার পিতামাতা[৫৭৩] উভয়ের প্রত্যেকের জন্য উহা হইতে ষষ্ঠাংশ হইবে যাহা সে ছাড়িয়া গিয়াছে, যদি তাহার সন্তান[৫৭৪] থাকে; কিন্তু যদি তাহার সন্তান না থাকে এবং তাহার পিতা মাতাই উত্তরাধিকারী হয় তাহা হইলে তাহার মাতার জন্য এক-তৃতীয়াংশ; এবং যদি তাহার একাধিক ভ্রাতা-ভগ্নী থাকে তাহা হইলে তাহার মাতার জন্য এক-ষষ্ঠাংশ; (এই সকল অংশ) সে যাহা ওসীয়্যত করে সেই ওসীয়্যত বা ঋণ (পরিশোধ)-এর পরে। তোমাদের পিতৃপুরুষ এবং তোমাদের সন্তানদের মধ্যে উপকারের ক্ষেত্রে কে তোমাদের নিকটতর তাহা তোমরা অবগত নহ। আল্লাহ্র পক্ষ হইতে ইহা ফরয[৫৭৪-ক] করা হইয়াছে। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞাণী, পরম প্রজ্ঞাময়।

৫৭৩। পিতা ও মাতা উভয়েই (লেইন)।

৫৭৪। 'ওয়ালাদ' অর্থ (১) সন্তান, পুত্র, কন্যা, শিশু, (২) সন্তানাদি, পুত্র-কন্যাগণ। শব্দটি একবচন ও বহু বচন এবং পুং-স্ত্রী উভয় ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়।

৫৭৪-ক। এই আয়াতে মৃত ব্যক্তির সম্পত্তিতে সকল নিকট আত্মীয়ের অংশ নির্দ্ধারণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। স্ত্রী-পুরুষ ও বয়স নির্ব্বিশেষে সকলেই যথাযোগ্য অংশ পাইবে। মৃত ব্যক্তির সন্তান, পিতামাতা, স্বামী বা স্ত্রী হইল মূল উত্তরাধিকারী, তাহারা জীবিত থাকিলে সর্বাবস্থায়ই নির্দিষ্ট অংশ লাভ করিবে। অন্যান্য আত্মীয় বিশেষ অবস্থায় অংশ পাইতে পারে। একজন পুরুষকে একজন স্ত্রীলোকের অংশের দ্বিগুণ দেওয়া হইয়াছে, এই কারণে যে, পুরুষকে পরিবার প্রতিপালনের দায়িত্ব বহন করিতে হয় (রূহুল মাআনী, ২য় অঃ, পৃঃ-৩২)। পুত্র ও কন্যার প্রাপ্য অংশের অনুপাত নির্ধারণ করিয়া আয়াতটি বন্টন-ব্যবস্থার কথা শুরু করিয়াছে। একজন পুত্র দুইজন কন্যার সমান পাইবে। যে ক্ষেত্রে পুত্র-কন্যা উভয়ই বিদ্যমান থাকিবে, সেখানেই এই নিয়ম কার্যকরী হইবে। যেখানে কেবল কন্যা থাকিবে, পুত্র থাকিবে না, সেখানে কন্যাগণ সকলে মিলিয়া পরিত্যক্ত মোট সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ পাইবে, যদি তাহারা সংখ্যায় দুই-এর অধিক হয়। আর যদি একমাত্র সন্তান কন্যাই হয়, তাহা হইলে সে পাইবে সম্পত্তির অর্ধেকাংশ। যদি পুত্রহীন পিতার মাত্র দুইটি কন্যা সন্তান থাকে, তাহা হইলে দুই কন্যা মিলিয়া পিতৃসম্পত্তির কত অংশ পাইবে, তাহা সুস্পষ্ট ভাবে বলা হয় নাই। তবে বাক্যাংশটিতে (কিন্তু) অব্যয় 'ফা' ব্যবহার করা হইয়াছে যথা— কিন্তু, যদি কন্যারাই কেবল (উত্তরাধিকারী) হয় এবং তাহারা দুই-এর অধিক হয়। ইহাদ্বারা বুঝা যায় পূর্ববর্তী বাক্যে 'দুই কন্যার' উল্লেখের প্রতি 'ফা' (কিন্তু) অব্যয়ের সংযোগ রহিয়াছে, সেখানে দুই কন্যার অংশ নির্ধারিত হইয়াছে। তাহাছাড়া দুই কন্যার অংশ আমরা এই আয়াতের প্রথমে পাইয়া যাই, যেখানে স্ত্রী-পুরুষের অংশের অনুপাত নির্ধারণ করিয়া বলা হইয়াছে কন্যা দুইজন মিলিয়া একপুত্রের সমান। অতএব, যদি কোন ক্ষেত্রে এক পুত্র ও এক কন্যা থাকে, তাহা হইলে পুত্র দুই-তৃতীয়াংশ পাইবে আর কন্যা এক-তৃতীয়াংশ। কিন্তু যেহেতু দুই কন্যা এক পুত্রের সমান পাইবে, অতএব এই ক্ষেত্রে দুই কন্যার অংশও হইবে দুই-তৃতীয়াংশ। দুই বা ততোধিক কন্যার জন্য অপুত্রক পিতার সম্পত্তিতে দুই-তৃতীয়াংশ উত্তরাধিকার নির্ধারিত হইয়াছে। শুধু মাত্র দুই কন্যা থাকাবস্থায়, তাহারা কত অংশ পাইবে, এই কথা না বলাই যদি কুরআনের উদ্দেশ্য হইত, তাহা হইলে এই বাক্যাংশটি উক্ত প্রকারে ব্যক্ত না হইয়া বরং এইরূপ হইত, "একজন পুরুষের জন্য দুইজন নারীর অংশের সমান"। পিতামাতা অংশ প্রাপ্তির ব্যাপারে, তিন অবস্থায়, তিনটি শর্তের অধীনে, তিন ধরণের অংশ হইতে পারেঃ (১) যদি কোন ব্যক্তি এক বা একাধিক সন্তান রাখিয়া যান, তাহা হইলে পিতামাতা জীবিত থাকিলে প্রত্যেকে পাইবে এক-ষষ্ঠাংশ; (২) সন্তানহীন অবস্থায় মারা গেলে এবং স্ত্রী-স্বামী কেহ না থাকিলে, পিতা-মাতাই একমাত্র উত্তরাধিকারী হইবেন, সেই ক্ষেত্রে মাতা সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ পাইবেন এবং পিতা দুই-তৃতীয়াংশ পাইবেন; (৩) তৃতীয় অবস্থা, একটি বিশেষ অবস্থা, যাহা দ্বিতীয় অবস্থার ব্যতিক্রম মাত্র। উপরোক্ত (২) এ এই মৃতের ভ্রাতা-ভগ্নীর উল্লেখ নাই। যদি

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُّورَثُ كَلٰلَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَّلَهٗ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوْا أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصٰى بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۙ غَيْرَ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَلِيْمٌ ﴿١٢﴾

১৩ । এবং তোমাদের স্ত্রীগণ যাহা কিছু ছাড়িয়া যায় উহার অর্ধেকাংশ তোমাদের জন্য যদি তাহাদের কোন সন্তান না থাকে; কিন্তু যদি তাহাদের কোন সন্তান (বর্তমান) থাকে তাহা হইলে তোমাদের জন্য এক-চতুর্থাংশ উহা হইতে যাহা তাহারা ছাড়িয়া গিয়াছে, (এই সকল অংশ) তাহারা যাহা ওসীয়্যত করে সেইসব ওসীয়্যত বা ঋণ (পরিশোধ)-এর পরে । এবং তাহাদের জন্য উহা হইতে এক-চতুর্থাংশ যাহা তোমরা ছাড়িয়া যাও যদি তোমাদের কোন সন্তান না থাকে ; কিন্তু যদি তোমাদের সন্তান (বর্তমান) থাকে তাহা হইলে তোমরা যাহা ছাড়িয়া যাও তাহারা পাইবে উহার এক-অষ্টমাংশ, (এই সকল অংশ) তোমরা যাহা ওসীয়্যত কর সেই ওসীয়্যত বা ঋণ (পরিশোধ)-এর পরে । এবং যদি কালালা [৩৭৫] অবস্থায় কোন পুরুষ বা মহিলার 'মিরাস' (পরিত্যক্ত সম্পত্তি) বন্টন করিতে হয়, এবং তাহার এক ভ্রাতা অথবা ভগ্নী থাকে তাহা হইলে উভয়ের প্রত্যেকে ষষ্ঠাংশ পাইবে । কিন্তু তাহারা যদি ততোধিক হয়, তাহা হইলে তাহারা সকলেই এক-তৃতীয়াংশে (সমান সমান) অংশীদার হইবে, (এই সকল অংশ) ওসীয়্যত যাহা করা হয় সেই ওসীয়্যত বা ঋণ (পরিশোধ)-এর পরে । (এই বন্টন) কাহারও ক্ষতিসাধনের উদ্দেশ্যে নহে ।[৩৭৫-ক] (ইহা) আল্লাহ্‌র তরফ হইতে তাকিদপূর্ণ নির্দেশ, বস্তুতঃ আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী, পরম সহিষ্ণু ।

تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ۗ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ يُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۗ وَذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿١٣﴾

১৪ । এইগুলি আল্লাহ্‌র (নির্ধারিত) সীমাসমূহ, এবং যে কেহ আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসূলের আনুগত্য করে, তিনি তাহাকে জান্নাতে প্রবিষ্ট করিবেন, যাহার তলদেশ দিয়া নহরসমূহ প্রবাহিত থাকিবে ; ইহাতে তাহারা চিরকাল বাস করিতে থাকিবে এবং উহাই মহা সফলতা ।

মৃতের ভ্রাতা-ভগ্নী থাকে তাহা হইলে, মৃতের মাতা এক-ষষ্ঠাংশ পাইবেন এবং পিতা পাইবেন পাঁচ-ষষ্ঠাংশ। পিতাকে এই ক্ষেত্রে আনুপাতিক হারে বেশী দিবার কারণ হইল, মৃতের ভাই-ভগ্নীর লালন পালনের ভার তাহার পিতার উপরেই বর্তায় । এই ক্ষেত্রে, মৃতের ভাই-বোনেরা উত্তরাধিকার সূত্রে কিছুই সরাসরি পাইতেছে না । পরবর্তী আয়াতেও উত্তরাধিকারের বিষয়ই রহিয়াছে ।

৩৭৫ । 'কালালাহ্' অর্থ (১) যে ব্যক্তির মৃত্যুকালে পিতা, মাতা বা সন্তান থাকে না (২) যে ব্যক্তির মৃত্যুকালে পিতা ও পুত্র সন্তান থাকে না । ইব্‌নে আব্বাসের মতে, পিতা জীবিত থাকা বা না থাকা অবস্থায়, যে ব্যক্তির মৃত্যুকালে পুত্রসন্তান থাকে না, সে-ই কালালাহ্ । ইহা 'কালালাহ্‌র' তৃতীয় সংজ্ঞা (লেইন, মুফ্‌রাদাত)। 'কালালাহ্‌র' ভ্রাতা-ভগ্নী তিন ধরণের হইতে পারে । প্রথম, একই পিতামাতার সন্তান যাহাদিগকে 'আয়ানী' বলা হয় । দ্বিতীয়, পিতার সন্তান বটে, তবে সহোদর নয় । তাহাদিগকে 'আল্লাতী' বৈমাত্রেয় বলা হয় । তৃতীয়, এক মাতার সন্তান, তবে পিতা ভিন্ন, তাহাদিগকে বলা হয় 'আখ্‌ইয়াফী'।এই আখইয়াফী ভাই-বোনদের কথা এই আয়াতে বলা হইয়াছে । 'আয়ানী' ও 'আল্লাতী' (বৈমাত্রেয়) ভাই-বোনদের অংশ-প্রাপ্তির নীতি এই সূরার সর্বশেষ আয়াতে বর্ণিত হইয়াছে । তৃতীয় বা 'আখ্‌ইয়াফী' প্রথম আয়ানী এবং দ্বিতীয় 'আল্লাতী' ভাই-বোনদের অংশের তুলনায় কম । কারণ, তারা কেবল মৃতের মাতার দিক হইতে এবং অপর দুই শ্রেণী মৃতের পিতার দিক হইতে উদ্ভূত । 'কালালাহ্' ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারে ভ্রাতা ও ভগ্নীর অংশ সমান-সমান । সাধারণ অনুপাত ২ঃ১ 'কালালাহ্‌র' ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয় না ।

৩৭৫-ক । "কাহারও ক্ষতি সাধনের উদ্দেশ্যে নহে" শব্দগুলি প্রণিধানযোগ্য । ইহার অর্থ হইল "ওসীয়্যতের" (উইলের) বা সাধারণ বন্টনের নীতি পালন করিতে যাইয়া, ঋণ-পরিশোধের কথা যেন বাদ না পড়ে । কেননা ঋণ-পরিশোধ সর্বাগ্রগণ্য ।

وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَتَعَدَّ حُدُوْدَهٗ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيْهَا وَلَهٗ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ﴿١٥﴾

১৫। এবং যে কেহ আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসূলের অবাধ্যতা করে এবং তাঁহার (নির্ধারিত) সীমাসমূহ লংঘন করে, তিনি তাহাকে অগ্নিতে প্রবিষ্ট করিবেন, সেখানে সে দীর্ঘকাল বাস করিতে থাকিবে, এবং তাহার জন্য রহিয়াছে লাঞ্ছনাজনক আযাব।

ع ২ [৪] ১৩

وَالّٰتِيْ يَاْتِيْنَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِّسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوْا عَلَيْهِنَّ اَرْبَعَةً مِّنْكُمْ ۚ فَاِنْ شَهِدُوْا فَاَمْسِكُوْهُنَّ فِي الْبُيُوْتِ حَتّٰى يَتَوَفّٰهُنَّ الْمَوْتُ اَوْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيْلًا ﴿١٦﴾

১৬। এবং তোমাদের নারীদের মধ্যে যাহারা ঘোরতর অশ্লীল[৫৭৬] আচরণ করে, তাহাদের বিরুদ্ধে তোমাদের মধ্য হইতে চারজন সাক্ষী তলব কর, যদি তাহারা সাক্ষ্য দেয় তাহা হইলে তোমরা তাহাদিগকে গৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখ যে পর্যন্ত না তাহাদের মৃত্যু ঘটে অথবা আল্লাহ্ তাহাদের জন্য অন্য কোন পথ করিয়া দেন।

وَالَّذٰنِ يَاْتِيٰنِهَا مِنْكُمْ فَاٰذُوْهُمَا ۚ فَاِنْ تَابَا وَاَصْلَحَا فَاَعْرِضُوْا عَنْهُمَا ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا ﴿١٧﴾

১৭। এবং যদি তোমাদের মধ্য হইতে দুইজন পুরুষ[৫৭৭] উহাতে লিপ্ত হয় তাহা হইলে তাহাদের উভয়কে শাস্তি দাও। কিন্তু তাহারা যদি তওবা করে এবং সংশোধন করে, তাহা হইলে তাহাদের নিকট হইতে মুখ ফিরাইয়া লও, নিশ্চয় আল্লাহ্ সদয় দৃষ্টিদানকারী, পরম দয়াময়।

اِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللّٰهِ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السُّوْٓءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوْبُوْنَ مِنْ قَرِيْبٍ فَاُولٰٓئِكَ يَتُوْبُ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿١٨﴾

১৮। আল্লাহ্ কেবল সেই সকল লোকের তওবা গ্রহণ করেন যাহারা অজ্ঞতাবশতঃ[৫৭৮] মন্দকর্ম করে, অতঃপর সত্বরই[৫৭৯] তওবা করে। ইহাদের প্রতিই আল্লাহ্ সদয় দৃষ্টিপাত করেন, বস্তুতঃ আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী, পরম প্রজ্ঞাময়।

৫৭৬। 'ফাহিশাহ্' শব্দটি যে ভাবে কুরআনে ব্যবহৃত হইয়াছে (৭ঃ২৯, ৩৩ঃ৩১, ৬৫ঃ২), ইহার অর্থ ঐ ধরণের অবৈধ যৌন-সংগম বা ব্যভিচারই বুঝায় না যাহার জন্য ২৪ঃ৩ আয়াতে শাস্তির বিধান রহিয়াছে। শব্দটি প্রকাশ্য বা এমন অপকর্মের জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে, যাহা সমাজের সংহতি বিনাশ করে এবং শান্তি ভঙ্গের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। এই আয়াতে যে ধরণের অপরাধী স্ত্রীলোকের উল্লেখ করা হইয়াছে, ঠিক সেই ধরনের অপরাধী পুরুষের উল্লেখ পরবর্তী আয়াতে রহিয়াছে—নির্দিষ্ট শাস্তির উল্লেখ ছাড়া। এই অপরাধী পুরুষের অপরাধ হইল কুৎসিৎ ও নৈতিকতা বর্জিত কার্যকলাপ, যাহা অবৈধ যৌন-মিলন বা ব্যভিচারের পর্যায়ে পৌছায় নাই, তার নীচে আছে। এই অভিমত হইল, আবু মুসলিম ও মুজাহিদেরও। ঐসব স্ত্রীলোককে অন্যান্য স্ত্রীলোকের সাথে মিলামিশা হইতে দূরে রাখিতে হইবে, যে পর্যন্ত তাহারা আত্ম-সংশোধন না করে অথবা বিবাহিতা হইয়া চলিয়া না যায়, বিবাহ একটি পথ যাহা আল্লাহ্ তাহাদের জন্য খুলিয়া দেন। যেহেতু অপরাধের গুরুত্ব ও অভিযোগের প্রকৃতি ভয়ানক, সেহেতু চারিজন সাক্ষীর প্রয়োজন, যাহাতে অভিযুক্তা মহিলার প্রতি কোন অবিচার না হয়।

৫৭৭। এই ক্ষেত্রে, শাস্তির কথা বলা হইয়াছে বটে,কিন্তু শাস্তির নির্দিষ্ট কোন রূপ বা রকম বলা হয় নাই। সেটা কর্তৃপক্ষের উপর ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। এই আয়াতে এবং পূর্ববর্তী আয়াতে এমন ধরণের অপরাধের উল্লেখ করা হইয়াছে, যাহার জন্য কোনও নির্দিষ্ট ধরণের শাস্তির উল্লেখ করা হয় নাই। কর্তৃপক্ষ সমসাময়িক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিচার-বিশ্লেষণ পূর্বক সমীচীন শাস্তি দান করিবেন। এই আয়াতের ব্যক্ত অপরাধ দুইজন পুরুষের অস্বাভাবিক যৌনতা বা তার কাছাকাছি কিছুও হইতে পারে।

৫৭৮। 'অজ্ঞতাবশতঃ' কথাটি দ্বারা এইরূপ বুঝায় না যে, অপরাধী যে কুকর্ম করে,তাহা সে কুকর্ম বলিয়া জানে না। বস্তুতঃ প্রত্যেক দুষ্কর্মই অজ্ঞতা-প্রসূত, পূর্ণ ও সঠিক জ্ঞানের অভাব হইতেই জন্মলাভ করে। মহানবী (সাঃ) বলিয়াছেন, "এমন অনেক প্রকারের জ্ঞান আছে, যাহা প্রকৃত পক্ষে অজ্ঞতা"। অর্থাৎ ঐরূপ জ্ঞানার্জন মানুষের ক্ষতির কারণ হয় (বিহার)। অতএব, 'অজ্ঞতাবশতঃ শব্দগুলি পাপের প্রকৃত তত্ত্ব ও দর্শনের

৫৭৯ টিকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ ۚ حَتّٰٓى اِذَا حَضَرَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ اِنِّىْ تُبْتُ الْـٰٔنَ وَلَا الَّذِيْنَ يَمُوْتُوْنَ وَهُمْ كُفَّارٌ ۭ اُولٰۗىِٕكَ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ⑱

১৯। এবং ঐ সকল লোকের তওবা গ্রহণযোগ্য নহে, যাহারা মন্দকর্ম করিতে থাকে এমনকি যখন তাহাদের কাহারও সম্মুখে মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন সে বলে, 'এখন আমি নিশ্চয় তওবা করিলাম'; এবং তাহাদের জন্যও নহে যাহারা কাফের অবস্থায় মারা যায়। ইহারাই ঐসকল লোক, যাহাদের জন্য আমরা যন্ত্রণাদায়ক আযাব প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوا النِّسَاۗءَ كَرْهًا ۭ وَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ لِتَذْهَبُوْا بِبَعْضِ مَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اِلَّآ اَنْ يَّاْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ فَاِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسٰٓى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْـــًٔا وَّيَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا ⑲

২০। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! ইহা তোমাদের জন্য হালাল নহে যে, তোমরা বলপূর্বক নারীগণের উত্তরাধিকারী হইয়া যাও; এবং তোমরা তাহাদিগকে যাহা দিয়াছ উহার কতক ছিনাইয়া লওয়ার উদ্দেশ্যে তাহাদিগকে আটকাইয়া রাখিও না, যদি না তাহারা প্রকাশ্যভাবে অশ্লীলতায়[৫৮০] লিপ্ত হয়; এবং তাহাদের সহিত সদ্ভাবে[৫৮১] বসবাস কর; যদি তোমরা তাহাদিগকে অপসন্দ কর, তাহা হইলে (স্মরণ রাখিও) এমনও হইতে পারে যে, তোমরা যে বস্তুকে অপসন্দ কর আল্লাহ্ উহার মধ্যে প্রভূত কল্যাণ রাখিয়াছেন।

وَاِنْ اَرَدْتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ ۙ وَّاٰتَيْتُمْ اِحْدٰىهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَاْخُذُوْا مِنْهُ شَيْـــًٔا ۭ اَتَاْخُذُوْنَهٗ بُهْتَانًا وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا ⑳

২১। এবং যদি তোমরা এক স্ত্রীর পরিবর্তে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করিতে মনস্থ কর এবং তাহাদের কাহাকেও প্রচুর সম্পদ[৫৮২] দিয়া থাক, তথাপি উহা হইতে কিছুই (ফিরাইয়া) লইও না। তোমরা কি অপবাদ দিয়া ও প্রকাশ্য পাপাচার করিয়া উহা ফিরাইয়া লইবে?

প্রতি দৃষ্টি আর্কষণ পূর্বক, মানুষকে সঠিক ও উপকারী সৎ জ্ঞান লাভ করিয়া, পাপ-মুক্তির উপায় বলিয়া দিতেছে।

৫৭৯। "সত্বরই" অর্থ "মৃত্যুর পূর্বে"। পরবর্তী আয়াতের বাক্যাংশ "যাহারা মন্দ কর্ম করিতে থাকে এমন কি তাহাদের কাহারও সম্মুখে মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হয়" এই অর্থ সমর্থন করে।

৫৮০। মৃত ব্যক্তির বিধবা স্ত্রীকে নূতন ভাবে বিবাহ করা হইতে মৃতের আত্মীয়রা সম্পত্তির লোভে বাধা দিতে পারে না। তবে, চরিত্রহীন লোকের সহিত বিবাহ হইতে তাহাকে বারণ করিতে পারে। এই বাক্যটি যদি স্বামীদের প্রতি আহ্বান বলিয়া ধরা হয়, তাহা হইলে ইহার অর্থ হইবে, যে সব স্ত্রী স্বামীর সহিত আর বসবাস করিতে চায় না,বরং 'খোলা'র মাধ্যমে স্বামী হইতে পৃথক হইতে চায়, তাহা হইলে স্ত্রীর অর্থ বা সম্পদের লোভে, স্বামী যেন বাধা না দেয়। তবে, সে একটি মাত্র কারণে স্ত্রীকে বাধা দিতে পারে—যদি ইহা প্রতিপন্ন হয় যে, গর্হিত ও অপরাধ-মূলক অপকর্মের উদ্দেশ্যে স্ত্রী খোলা চাহিতেছে।

৫৮১। নবী করীম (সাঃ) বলিয়াছেন "তোমাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি সে, যে তাহার স্ত্রীর সহিত সর্বোত্তম ব্যবহার করে।" 'আশিরুহুন্না' 'মুফা'য়ালা'র ওজনে বা মাত্রায় থাকায়, ইহাদ্বারা পারস্পারিকতা বুঝায়, স্বামী ও স্ত্রীকে পরস্পর মিলিয়া-মিশিয়া থাকা ও পরস্পর ভালবাসা বিনিময়ের মাধ্যমে বাস করার তাকিদ দেওয়া হইয়াছে।

৫৮২। যদি বিশেষ কারণে কোনও ব্যক্তি এক স্ত্রীকে ত্যাগ করিয়া, অন্য কাহাকেও বিবাহ করিতে চায়, তাহা হইলে, সে ঐ স্ত্রীকে যাহা কিছু দিয়াছিল তাহা আর্থিক পরিমাণে যত বেশীই হউক না কেন, ফেরত চাহিতে পারিবে না।

وَكَيْفَ تَأْخُذُوْنَهٗ وَقَدْ اَفْضٰى بَعْضُكُمْ اِلٰى بَعْضٍ وَّاَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا ﴿٢١﴾

২২। এবং কিভাবে তোমরা ইহা গ্রহণ করিতে পার যখন তোমরা একে অপরের সহিত মেলা মেশা করিয়াছ[৫৮৩] এবং তাহারা (স্ত্রীগণ) তোমাদের নিকট হইতে সুদৃঢ় অঙ্গীকার[৫৮৪] লইয়াছে ?

وَلَا تَنْكِحُوْا مَا نَكَحَ اٰبَآؤُكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ؕ اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً وَّمَقْتًا ؕ وَسَآءَ سَبِيْلًا ﴿٢٢﴾

ع ৩ [৮] ১৪

২৩। এবং নারীদের মধ্য হইতে যাহাদিগকে তোমাদের পিতৃপুরুষগণ বিবাহ করিয়াছে, তোমরা তাহাদিগকে বিবাহ করিও না, তবে পূর্বে যাহা হইয়াছে উহা ব্যতীত;[৫৮৫] নিশ্চয় ইহা অশ্লীল এবং ঘৃণ্য এবং একটি নিকৃষ্ট প্রথা।

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اُمَّهٰتُكُمْ وَبَنٰتُكُمْ وَاَخَوٰتُكُمْ وَعَمّٰتُكُمْ وَخٰلٰتُكُمْ وَبَنٰتُ الْاَخِ وَبَنٰتُ الْاُخْتِ وَاُمَّهٰتُكُمُ الّٰتِيْٓ اَرْضَعْنَكُمْ وَاَخَوٰتُكُمْ مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَاُمَّهٰتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَآئِبُكُمُ الّٰتِيْ فِيْ حُجُوْرِكُمْ مِّنْ نِّسَآئِكُمُ الّٰتِيْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ۫ فَاِنْ لَّمْ تَكُوْنُوْا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۪ وَحَلَآئِلُ اَبْنَآئِكُمُ الَّذِيْنَ مِنْ اَصْلَابِكُمْ ۙ وَاَنْ تَجْمَعُوْا بَيْنَ الْاُخْتَيْنِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿٢٣﴾

২৪। তোমাদের উপর হারাম করা হইল, তোমাদের মাতা[৫৮৬] এবং তোমাদের কন্যা এবং তোমাদের ভগ্নী এবং তোমাদের ফুফু এবং তোমাদের খালা এবং ভ্রাতুষ্পুত্রী এবং ভাগিনেয়ী এবং তোমাদের দুধ-মাতা যাহারা তোমাদিগকে দুধ পান করাইয়াছে[৫৮৭] এবং তোমাদের দুধ-বোন এবং তোমাদের স্ত্রীদের মাতা এবং তোমাদের কোলে লালিত পালিত তোমাদের সৎ-কন্যা যাহারা তোমাদের সেই স্ত্রীদের গর্ভজাত যাহাদের সহিত তোমরা উপগত হইয়াছ— কিন্তু যদি তোমরা তাহাদের সহিত উপগত না হইয়া থাক তাহা হইলে তোমাদের উপর কোন পাপ বর্তিবে না— এবং তোমাদের ঔরসজাত পুত্রের বধূ এবং ইহাও যে, তোমরা দুই ভগ্নীকে (বিবাহ দ্বারা) একত্র কর; কিন্তু যাহা পূর্বে হইয়াছে উহা ব্যতীত; নিশ্চয় আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

৫৮৩। এই কথা দ্বারা প্রথমে মনে হয় স্বামী-স্ত্রীর যৌন-মিলনের কথাই বলা হইয়াছে, তবে তাহা না-ও হইতে পারে। তাহারা কাছাকাছি বসবাস করিয়া থাকিতে পারে, একান্তে ও নিভৃতে অন্তরঙ্গতার সহিত ভাব-বিনিময় করিয়া থাকিতে পারে।এই আয়াত অনুযায়ী, কোনও ব্যক্তি স্ত্রীকে টাকাকড়ি, সম্পত্তি ও উপহারাদি যাহা কিছু দিয়াছে, তাহা স্ত্রী হইতে ফেরত লইতে পারে না, যদিও সে স্ত্রী-সহবাস করে নাই।

৫৮৪। স্ত্রীগণ স্বামীদের খেয়ালীপনা ও যদৃচ্ছা ব্যবহারের পাত্রী নহেন। উভয়ই পবিত্র চুক্তি-নামা দ্বারা বাঁধা। স্ত্রীর প্রতি স্বামীর বিরাট দায়িত্ব ও কর্তব্য রহিয়াছে, যাহা সম্পাদন করা একান্তভাবে প্রয়োজনীয়। তাহাদের পরস্পরের সামাজিক অধিকার ও মর্যাদা বলিতে গেলে সমান। পুরুষদিগকে এখানে কড়াভাবে সতর্ক করিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহারা যেন তাহাদের ঐ পবিত্র বিবাহ-চুক্তিকে লঘু করিয়া না দেখে, যাহা দ্বারা তাহারা তাহাদের স্ত্রীর সহিত বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছে।

৫৮৫। এই শব্দগুলি দ্বারা এই কথা বুঝায় না যে, পূর্বে বিমাতাকে বা দুই ভগ্নীকে যাহারা বিবাহ করিয়াছে, তাহাদিগকে এই আয়াত নাযেলের পরেও স্ত্রী হিসাবে রাখিতে পারিবে। এই শব্দগুলি দ্বারা কেবল এতটুকুই বুঝানো হইয়াছে যে, পূর্বে এইরূপ কাজ করিয়া যাহারা ভুল করিয়াছে, তাহারা যদি এখন সেই ভুল সংশোধন করিয়া লয়, তাহা হইলে পূর্বকৃত অন্যায় কাজের জন্য তাহাদের কোন ক্ষতি হইবে না। অতীতের ভুল মাফ করা হইবে, তবে বেআইনী বিবাহগুলি সাথে সাথেই রদ করিতে হইবে। ঐগুলি আর এক মুহূর্তও কার্যকর ও বলবৎ থাকিবে না।

৫৮৬। হযরত নবী করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, "আপন মাতার যে সব আত্মীয়ের সাথে বিবাহ নিষিদ্ধ, দুধ-মাতার ঐ সব আত্মীয়ের সাথেও নিষিদ্ধ, অর্থাৎ দুধ-মাতার ভগ্নী, কন্যা প্রভৃতি বিবাহ করা নিষিদ্ধ"।

৫৮৭। ফেকাহ্‌বিদগণ এই বিষয়ে বিভিন্ন মত পোষণ করেন যে, কতবার, কতদিন, কি পরিমাণ স্তন্যপান করিলে এই নিষেধাজ্ঞা বিবাহ ক্ষেত্রে কার্যকর বিবেচিত হইবে।

وَّ الْمُحْصَنٰتُ مِنَ النِّسَآءِ اِلَّا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۚ كِتٰبَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَ اُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذٰلِكُمْ اَنْ تَبْتَغُوْا بِاَمْوَالِكُمْ مُّحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ ؕ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهٖ مِنْهُنَّ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ فَرِيْضَةً ؕ وَ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا تَرٰضَيْتُمْ بِهٖ مِنْۢ بَعْدِ الْفَرِيْضَةِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿۲۵﴾

২৫। এবং মহিলাদের মধ্য হইতে সধবা মহিলাগণ[৫৮৮] (তোমাদের উপর হারাম করা হইল), তাহারা ব্যতিরেকে যাহারা তোমাদের দক্ষিণ হস্তের অধিকারভুক্ত।[৫৮৯] ইহা আল্লাহ্ কর্তৃক তোমাদের উপর বিধিবদ্ধ এবং উহারা (উপরে বর্ণিত মহিলাগণ) ব্যতিরেকে বাকী সকলকে তোমাদের জন্য বৈধ করা হইয়াছে, এইভাবে যে তোমরা আপন অর্থ দ্বারা পবিত্রতা রক্ষার্থে বিবাহ করিয়া তাহাদিগকে গ্রহণ কর, অবৈধ কাম চরিতার্থে নহে। অতএব, এই পন্থায় তাহাদের মধ্যে যাহাদের দ্বারা তোমরা উপকৃত হইয়াছ[৫৯০] তাহাদিগকে তাহাদের নির্ধারিত দেন-মহর দাও; দেন-মহর নির্ধারণের পর কোন বিষয়ে তোমরা পরস্পর সম্মত হইলে তোমাদের উপর কোন পাপ বর্তিবে না। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী, পরম প্রজ্ঞাময়।

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا اَنْ يَّنْكِحَ الْمُحْصَنٰتِ الْمُؤْمِنٰتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ

২৬। এবং তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি স্বাধীন মো'মেন মহিলাগণকে বিবাহ করিবার সামর্থ্য না রাখে সে তোমাদের

৫৮৮। 'মুহ্সানাহ্' শব্দের বহুবচন হইল 'মুহ্সানাত'। ইহার অর্থ হইল, বিবাহিত মহিলা, স্বাধীনা স্ত্রীলোক, সতী-সাধ্বী নারী (লেইন)।

৫৮৯। একজন স্বাধীনা বিবাহিতা মহিলাকে, স্বামীর বর্তমানে, অন্য কেহ বিবাহ করিতে পারে না। কিন্তু যে স্ত্রীলোক ইসলাম ও মুসলমানের ধ্বংসকারী যুদ্ধে লিপ্ত হইয়া বন্দী হইয়াছে এবং স্বপক্ষের লোক তাহাকে মুক্ত করিতে আসে নাই, সেই বন্দিনী দাসীর ক্ষেত্রে, স্বাধীনা বিবাহিতা মহিলার আইন প্রযোজ্য হইবে না। স্বামী বা স্বজাতি তাহাকে মুক্ত না করায়, সে এখন সহায়-সম্বলহীন, তাহাকে বিবাহ দিয়া স্বামী ও সম্বল দান করা কর্তব্য। এই কারণে তাহাকে বিবাহ করিতে তাহার পূর্বস্বামী ও তাহার সম্মতি ইত্যাদি বিবেচনার প্রয়োজন নাই। 'মা মালাকাত আইমানুকুম' এর তাৎপর্য এতটুকুই। এই যুদ্ধ-বন্দিনী মহিলারা যদি ইসলাম গ্রহণ করে এবং পূর্বের অমুসলমান স্বামীর কাছে যাইতে না চায়, তাহা হইলে মুসলমানের সাথে তাহাদের বিবাহ হইতে পরে। ৫৬১ টীকা দেখুন।

৫৯০। 'তামাত্তা'আ বিল মারআতি' অর্থ সে স্ত্রীলোকটি হইতে সাময়িক ভাবে উপকার পাইল। 'ইস্তামতাআ বি কাযা, অর্থ সে ইহা দ্বারা দীর্ঘদিন উপকার পাইয়াছে। স্ত্রীলোকের সাথে অস্থায়ী-সম্পর্ক অর্থে ইস্তামত্তার ব্যবহার, আরবী বাগ্ধারা, একেবারেই সমর্থন করে না (লিসান)। ইহা লক্ষণীয় যে, যখন 'তামাত্তু' বিশেষ্যটি স্ত্রীলোকের সাথে অস্থায়ী সম্পর্ক বুঝাইয়া থাকে, সেই ক্ষেত্রে ইহার পরে 'বা' অব্যয়টিও ব্যবহৃত হয়, যেমন উপরের উদাহরণে দেখানো হইয়াছে। একজন আরব কবি বলিয়াছেন, "তামাত্তা বিহা মা সা-আফাৎকা ওয়ালা তাকুন আলায়কা শাজান্ ফিল্ হাল্কি হীনা 'তাবীনু" (হামাসাহ্)। অর্থাৎ "যতদিন পর্যন্ত স্ত্রীলোকটি সম্মত থাকে, ততদিন পর্যন্ত তাহার কাছ হইতে উপকৃত হও। কিন্তু সে যখন তোমার কাছ হইতে পৃথক হইয়া দূরে চলিয়া যায়, তখন এমন যেন না হয় যে, গলায় কাঁটা বিধার মত যন্ত্রণায় ভুগিতে থাক।" কিন্তু এই আয়াতে মেয়েলোক বুঝাইতে যে 'হুন্না' শব্দটি ব্যবহার করা হইয়াছে উহার সহিত (পূর্বে) 'মিন' অব্যয়টি ব্যবহৃত হইয়াছে। মুত্'আহ্র ব্যাপারে যে ভুলের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা দুইটি শব্দ 'তামাত্তু' ও 'ইস্তিমতা'হ্-এর প্রভেদ না বুঝার কারণেই হইয়াছে। লিসানের গ্রন্থকার যাজ্জাজের একটি উদ্ধৃতি দিয়াছেন, "আরবী ভাষার সঠিক জ্ঞান না থাকার কারণে, কিছু লোক মনে করিয়াছেন যে মুত্'আহ্' শরীয়াত-সিদ্ধ। কিন্তু ধর্ম বিশারদগণের ঐকমত ইহাই যে মুত্'আহ্ শরীয়াত-বিরুদ্ধ কাজ। 'ফামাস্তামতা' তুম্ বিহি মিনহুন্না'র অর্থ উপরোক্ত শর্তগুলি পালনের মাধ্যমে বিবাহ। এই আয়াতে যদি মুত্'আহ্-এর কথাই বলা হইত, তাহা হইলে অব্যয়টি 'মিন্' না হইয়া 'বা' হইত। তদুপরি এখানে 'ইস্তিমতা' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, 'তামাত্তাআ' শব্দ নহে; আর এই দুই শব্দের মধ্যে অর্থের প্রভেদ রহিয়াছে। 'উজুরাহুন্না' (তাহাদের মহরানা) শব্দটির ব্যবহার হইতেও মুত্'আহ্'র স্বপক্ষে কিছু উদ্গত হয় না। কুরআনের ৩৩ঃ৫১ আয়াতেও শব্দটি মহরানা অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। অতএব, কুরআন মুত্'আহ্'কে নিশ্চিত ভাবে নিষেধ করিয়াছে, কেননা বিবাহ বন্ধন বহির্ভূত যৌন-মিলন কুরআন অনুযায়ী ব্যভিচার বৈ আর কিছু নহে।

اَيْمَانُكُمْ مِّنْ فَتَيٰتِكُمُ الْمُؤْمِنٰتِ ؕ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِاِيْمَانِكُمْ ؕ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ ۚ فَانْكِحُوْهُنَّ بِاِذْنِ اَهْلِهِنَّ وَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ مُحْصَنٰتٍ غَيْرَ مُسٰفِحٰتٍ وَّلَا مُتَّخِذٰتِ اَخْدَانٍ ۚ فَاِذَآ اُحْصِنَّ فَاِنْ اَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنٰتِ مِنَ الْعَذَابِ ؕ ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ؕ وَاَنْ تَصْبِرُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٢٦﴾ ع

দক্ষিণহস্তের অধিকারভুক্ত তোমাদের মো'মেন দাসীদের[৫৯১] মধ্য হইতে কাহাকেও বিবাহ করিবে। বস্তুতঃ আল্লাহ্ তোমাদের ঈমান সম্বন্ধে সর্বাপেক্ষা উত্তম জানেন; তোমরা একে অপর হইতে (উদ্ভূত), সুতরাং তোমরা তাহাদিগকে তাহাদের মালিকদের অনুমতিক্রমে বিবাহ কর এবং তাহাদিগকে ন্যায়-সঙ্গতভাবে তাহাদের দেন-মহর দাও, তাহাদের সতীত্ব রক্ষাকারিণী হওয়ার উদ্দেশ্যে, ব্যভিচারিণী হওয়ার উদ্দেশ্যেও নহে এবং গোপন বন্ধু গ্রহণকারিণীরূপেও[৫৯১-ক] নহে। অতঃপর, যখন তাহারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় তখন তাহারা অশ্লীলতায় লিপ্ত হইলে তাহাদের জন্য স্বাধীন নারীদের উপর যে শাস্তি উহার অর্ধেক।[৫৯২] ইহা তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তির জন্য যে পাপকে ভয় করে। এবং যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর তাহা হইলে ইহা তোমাদের জন্য উত্তম; বস্তুতঃ আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

8 [৩] ১

يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوْبَ عَلَيْكُمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿٢٧﴾

২৭। আল্লাহ্ তোমাদিগকে বিশদভাবে বর্ণনা করিয়া দিতে এবং তোমাদিগকে তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের পথসমূহ দেখাইয়া দিতে এবং তোমাদের প্রতি সদয় দৃষ্টিপাত করিতে চাহেন। এবং আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী, পরম প্রজ্ঞাময়।

وَاللّٰهُ يُرِيْدُ اَنْ يَّتُوْبَ عَلَيْكُمْ ۗ وَيُرِيْدُ الَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الشَّهَوٰتِ اَنْ تَمِيْلُوْا مَيْلًا عَظِيْمًا ﴿٢٨﴾

২৮। বস্তুতঃ আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি সদয় দৃষ্টিপাত করিতে চাহেন, কিন্তু যাহারা কু-প্রবৃত্তির অনুসরণ করে তাহারা চাহে যেন তোমরা (গর্হিত কাজের দিকে) একান্তভাবে ঝুঁকিয়া পড়।

৫৯১। একজন বিশ্বাসী দাসীর মর্যাদাতে দোষের বা হীনতার কিছু আছে বলিয়া ইসলাম স্বীকার করে না। তবে, আত্মীয়-পরিজন-পরিবেশ ও সংসর্গের প্রভাবে, সে একজন স্বাধীন রমণীর মত সর্বগুণী সঙ্গিনী নাও হইতে পারে।

৫৯১-ক। ইহাতে বুঝা যায়, কেবল মাত্র সতী-সাধ্বী ও গুণবতী দাসীরাই বিবাহের যোগ্যতা রাখে। একবার বিবাহ হইয়া গেলে, তাহাদিগকেও স্বাধীনা স্ত্রীলোকের মতই 'মহরানাদি' দিতে হইবে।

৫৯২। এই আয়াত তিনটি শক্তিশালী নীতি নির্ধারণ করিয়া দিয়াছেঃ(১) বন্দী-দাসীকে স্ত্রীরূপে রাখিতে হইলে, প্রথমে তাহাকে রীতি মাফিক বিবাহ করিতে হইবে। ২ঃ২২, ৪ঃ৪, এবং ২৪ঃ৩৩ আয়াতগুলিতেও তাহাই ব্যক্ত হইয়াছে। অতএব, ইসলাম উপ-পত্নী প্রথার মূলোৎপাটন করিয়াছে, যাহা ইসলাম-পূর্ব যুগে সর্বত্র, বিশেষতঃ আরব ভূমিতে প্রচলিত ছিল। (২) কৃতদাসী যদি অবৈধ যৌন অপরাধ করে, তবে তাহার শাস্তির পরিমাণ হইবে স্বাধীনা স্ত্রীলোকের অপরাধের শাস্তির অর্ধেক। স্বাধীনার জন্য এরূপ অপরাধের শাস্তি ১০০ বেত্রাঘাত আর কৃতদাসীর জন্য ৫০ বেত্রাঘাত। ইহাদ্বারা সাব্যস্ত হয় যে, প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ড প্রদান যৌন-অপরাধের শাস্তি নহে। ইহা এক ভ্রান্তি পূর্ণ ধারণা, কারণ মৃত্যুদণ্ডকে অর্ধেক রূপান্তর করা সম্ভব নহে। (৩) প্রসঙ্গতঃ আরব সমাজে স্বাধীনা স্ত্রী হইতে কৃতদাসী শ্রেণীর স্ত্রী, নিম্ন মর্যাদার অধিকারী ছিল। সম্ভবতঃ ইহার কারণ এই ছিল যে, কৃতদাসী ইসলামী রাষ্ট্র ধ্বংসের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিয়াছিল।

يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّخَفِّفَ عَنْكُمْ ۚ وَخُلِقَ الْاِنْسَانُ ضَعِيْفًا ﴿٢٨﴾

২৯। আল্লাহ্ তোমাদের বোঝা লঘু করিতে চাহেন, কারণ মানুষকে দুর্বল করিয়া সৃষ্টি করা হইয়াছে।[৫৯৩]

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْۤا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّاۤ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۣ وَلَا تَقْتُلُوْۤا اَنْفُسَكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

৩০। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা তোমাদের ধন-সম্পদ পরস্পরের মধ্যে অন্যায়ভাবে খাইও না, কিন্তু যদি উহা তোমাদের পরস্পরের সম্মতিক্রমে ব্যবসার মাধ্যমে অর্জিত হইয়া থাকে তাহা হইলে স্বতন্ত্র। এবং তোমরা নিজদিগকে হত্যা করিও না। নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি পরম দয়াময়।

وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ عُدْوَانًا وَّظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيْهِ نَارًا ؕ وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا ﴿٣٠﴾

৩১। এবং যে কেহ সীমালঙ্ঘন ও যুলুম করিয়া ইহা করিবে, আমরা অচিরেই তাহাকে আগুনে প্রবিষ্ট করিব; এবং ইহা আল্লাহ্র পক্ষে সহজ।

اِنْ تَجْتَنِبُوْا كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُّدْخَلًا كَرِيْمًا ﴿٣١﴾

৩২। তোমাদিগকে যাহা হইতে নিষেধ করা হইতেছে যদি তোমরা সেগুলির মধ্যে গুরুতর পাপ[৫৯৪] হইতে বিরত থাক, তাহা হইলে আমরা তোমাদের কর্মের অনিষ্টসমূহকে তোমাদের নিকট হইতে দূরীভূত করিয়া দিব এবং তোমাদিগকে সম্মানজনক স্থানে প্রবিষ্ট করিব।

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ ؕ لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوْا ؕ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ؕ وَسْـَٔلُوا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمًا ﴿٣٢﴾

৩৩। এবং তোমরা উহার আকাঙ্খা করিও না যদ্দারা আল্লাহ্ তোমাদের কতককে কতকের উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিয়াছেন। পুরুষগণের জন্য উহা হইতে অংশ রহিয়াছে যাহা তাহারা অর্জন করে এবং মহিলাগণের জন্যও উহা হইতে অংশ রহিয়াছে যাহা তাহারা অর্জন করে[৫৯৫] এবং তোমরা আল্লাহ্র নিকট কামনা কর তাঁহার ফযল হইতে। আল্লাহ্ প্রত্যেক বিষয়ে সবিশেষ অবহিত।

৫৯৩। আল্লাহ্ এই কারণে শরীয়াত পাঠাইয়াছেন যাহাতে মানুষ সঠিক পথ প্রাপ্ত হয় এবং আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করিতে পারে। মানুষ দুর্বল। সে নিজে নিজে আধ্যাত্মিক পথের সন্ধান পাইতে পারে না বলিয়া, আল্লাহ্ দয়া পরবশ হইয়া স্বয়ং এই ব্যবস্থা করিয়াছেন, এবং তাহার দায়িত্বের লাঘব করিয়াছেন। এই আয়াত খৃষ্ট-ধর্মের প্রায়শ্চিত্তবাদের অযৌক্তিকতা সাব্যস্ত করে। খৃষ্টানরা বলে যে, মানুষ দুর্বল, অতএব শরীয়াত বা ধর্মীয় আইন-পালন তাহাদের দ্বারা সম্ভব নয়। তাই তাহারা শরীয়াত বাতিল করিয়া প্রায়শ্চিত্তকেই মুক্তির পথ হিসাবে গ্রহণ করিয়াছে। অপর দিকে ইসলাম বলে, মানুষের এই দুর্বলতা আল্লাহ্র করুণা আকর্ষণ করিয়াছে এবং আল্লাহ্ তা'লা দুর্বল মানুষের উদ্ধারের উপায় হিসাবে শরীয়াত দান করিয়াছেন যাহাতে শরীয়াতের সিঁড়ি বাহিয়া মানুষ আধ্যাত্মিক উন্নতি করিতে করিতে স্বীয় অভীষ্ট গন্তব্যে পৌঁছিয়া যায়। অতএব, শরীয়াত 'অভিশাপ' তো নয়ই, বরং মানুষের জন্য পরম সাহায্য ও আশীর্বাদ স্বরূপ।

৫৯৪। কুরআন শরীফে বড় পাপ, ছোট পাপ বা গুরুতর পাপ ও লঘু পাপ বলিয়া কোন শ্রেণী বিভাগ নাই। ইহা একটি আপেক্ষিক ব্যাপার। আল্লাহ্ কর্তৃক নিষিদ্ধ যে কোন কাজই পাপ, এবং সর্ব প্রকার পাপ যাহা কোন ব্যক্তির মজ্জাগত হইয়া দাঁড়ায়, তাহাই ঐ ব্যক্তির জন্য গুরুতর ও মারাত্মক। এই আয়াতের বক্তব্যটা এইরূপ বলিয়া মনে হয়। যে ব্যক্তি ঐ পাপ-সমূহ বর্জন করে, যেগুলি বর্জন করা তাহার জন্য কষ্টসাধ্য, তাহা হইলে তাহার জন্য অন্যান্য পাপ হইতে মুক্তি লাভ সহজতর হইয়া যায়। আলেমগণের কেহ কেহ মনে করেন, 'কাবায়ের' (গুরুতর পাপ)-এর অর্থ হইল কোনও পাপের চরম মাত্রার কাজ। এই চরম মাত্রার কাজটা না করিলে, আনুসঙ্গিক ও পূর্বপ্রস্তুতির কাজের পাপ গুলি ক্ষমা করিয়া দেওয়া হয়।

৫৯৫। কর্মের ফলাফলের দিক হইতে, এই আয়াত স্ত্রী-পুরুষকে সমতার উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ
وَالْاَقْرَبُوْنَ ۭ وَالَّذِيْنَ عَقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ
فَاٰتُوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ ۭ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰي
كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدًا ۝

৩৪। এবং আমরা প্রত্যেককে উত্তরাধিকারী[৫৯৬] করিয়াছি উহাতে যাহা পরিত্যাগ করে[৫৯৭] পিতামাতা এবং আত্মীয়স্বজন এবং তাহারাও যাহাদের সহিত তোমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইয়াছ। সুতরাং তাহাদিগকে তাহাদের অংশ দাও। নিশ্চয় আল্লাহ্ সকল বিষয়ে সাক্ষী।

اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَي النِّسَاۗءِ بِمَا فَضَّلَ
اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰي بَعْضٍ وَّبِمَآ اَنْفَقُوْا
مِنْ اَمْوَالِهِمْ ۭ فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ
حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ ۭ
وَالّٰتِيْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ
وَاهْجُرُوْهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ ۚ
فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا ۭ
اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا ۝

৩৫। পুরুষগণ স্ত্রীলোকগণের উপর অভিভাবক,[৫৯৮] কেননা আল্লাহ্ তাহাদের কতককে কতকের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছেন এবং এই কারণেও যে, তাহারা নিজেদের ধন-সম্পদ হইতে (স্ত্রীলোকের জন্য) খরচ করে। সুতরাং পুণ্যবতী স্ত্রীলোক তাহারা যাহারা অনুগতা,(স্বামীদের) ঐসকল গোপনীয় বিষয়ের হিফাযতকারিণী যাহার হিফাযত আল্লাহ্ করিয়াছেন; এবং তোমরা যে সব স্ত্রীলোকের অবাধ্যতার[৫৯৯] আশঙ্কা কর তাহাদিগকে সদুপদেশ দাও এবং তাহাদিগকে শয্যায় পৃথক করিয়া দাও[৬০০] এবং তাহাদিগকে প্রহার কর।[৬০১] অতঃপর, তাহারা যদি তোমাদের আনুগত্য করে তাহা হইলে তাহাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিও না। নিশ্চয় আল্লাহ্ অতীব উচ্চ, মহা গৌরবান্বিত।

৫৯৬। 'মাওয়ালী', 'মাওলা'র বহুবচন, যাহার (অন্যান্য অর্থ ছাড়াও) একটি অর্থ হইল উত্তরাধিকারী।

৫৯৭। মূল অনুবাদে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা ছাড়াও শব্দগুলির অর্থ নিম্নরূপও হইতে পারেঃ প্রত্যেক ব্যক্তির পরিত্যক্ত বিত্তের জন্য আমরা উত্তরাধিকারী রাখিয়াছি তাহারা পিতামাতা, আত্মীয় স্বজন এবং শপথযুক্ত চুক্তি-নামার অধিকারী ব্যক্তিগণ। অতএব, তাহাদিগকে তাহাদের প্রাপ্য অংশ দান কর। শব্দগুলিকে আরও একভাবে অনুবাদ করা যায়,যেমন— যাহা যাহা পিতা ও আত্মীয়রা ছাড়িয়া গিয়াছে, উহার সবকিছুরই উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করিয়াছি ইত্যাদি।

৫৯৮। 'কাওয়ামূন' কা-মা হইতে উৎপন্ন। 'কা-মা আলাল মারআতি' অর্থ সে স্ত্রীলোকটির ভরণ-পোষণের বা রক্ষার দায়িত্ব নিল। অতএব, **কাওউয়ামূন** অর্থ ভরণ-পোষণকারী, রক্ষণাবেক্ষণকারী ও ব্যবস্থাপক (লিসান)। পুরুষকে দুইটি কারণে পরিবারের কর্তা বানানো হইয়াছে বলিয়া এই আয়াতে বলা হইয়াছেঃ (ক) পুরুষের মানসিক ও শারীরিক শক্তির আধিক্য এবং (খ) রুজি-রোজগারও পরিবার পালনের সার্বিক দায়িত্ব বহন। ইহাই স্বাভাবিক—যে ব্যক্তি রোজগার করে ও পরিবারের প্রতিপালনেরও রক্ষণাবেক্ষণে নিজের উপার্জন ও শারীরিক-মানসিক শক্তি নিয়োজিত করে, সে-ই পরিবারের সার্বিক তত্ত্বাবধায়ক হইয়া থাকে।

৫৯৯। 'নাশাযাতুল মারআতু আলা যাওজিহা' অর্থ স্ত্রী তাহার স্বামীর বিরুদ্ধাচরণ করিল, স্বামীকে প্রতিহত করিল, পরিত্যাগ করিল (লেইন এবং তাজ)।

৬০০। এই বাক্যটির অর্থ এই রূপও হইতে পারে (ক) স্ত্রী-সহবাস হইতে বিরত থাকা, (খ) পৃথক বিছানায় শয়ন করা, (গ) কথা বার্তা না বলা। তবে এইরূপ ব্যবস্থা সাময়িক ধরণের মাত্র, অনির্দিষ্ট কালের জন্য নহে। কেননা স্ত্রীকে দোদুল্যমান অবস্থায় রাখা নিষেধ (৪ঃ১৩০)। কুরআন অনুযায়ী সব মিলাইয়া সর্বাধিক চারিমাস পর্যন্ত উপরোক্ত (ক), (খ) ও (গ) এর ব্যবস্থাদি চলিতে পারে (২ঃ২২৭)। স্বামী যদি সত্যই বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুতর মনে করে, তাহা হইলে ৪ঃ১৬ অনুযায়ী তাহাকে ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

৬০১। মহানবী (সাঃ) বলিয়াছেন কোনও মুসলমান কদাচিত যদি তাহার স্ত্রীকে অগত্যা প্রহার করিতে বাধ্যই হয়, তাহা হইলে এমন ভাবে প্রহার করিবে যাহাতে স্ত্রীর গায়ে কোন দাগ না পড়ে (তিরমিযী ও মুসলিম)। কিন্তু যে স্বামী স্ত্রীকে প্রহার করে, সে ভাল মানুষ নহে (কাসীর, ৩য় খণ্ড)।

وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِّنْ اَهْلِهٖ وَحَكَمًا مِّنْ اَهْلِهَا ۚ اِنْ يُّرِيْدَآ اِصْلَاحًا يُّوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا خَبِيْرًا ۝٣٥

৩৬। এবং যদি তোমরা[৬০২] তাহাদের উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদের আশঙ্কা কর তাহা হইলে স্বামীর স্বজনগণ হইতে একজন সালিস এবং স্ত্রীর স্বজনগণ হইতে একজন সালিস নিযুক্ত কর[৬০৩]। যদি তাহারা উভয়ে (সালিস) আপোষ করাইতে চাহে তাহা হইলে আল্লাহ্ তাহাদের উভয়ের মধ্যে মিল করিয়া দিবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী, সকল বিষয়ে সবিশেষ অবহিত।

وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْـًٔا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّبِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْۢبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۙ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوْرًا ۝٣٦ۙ

৩৭। এবং তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর এবং তাঁহার সহিত কোন কিছুকে শরীক করিও না এবং সদয় ব্যবহার কর—পিতামাতার সহিত এবং আত্মীয়-স্বজন এবং এতীম এবং মিসকীন এবং আত্মীয় প্রতিবেশী এবং অনাত্মীয় প্রতিবেশী[৬০৪] গণের সহিত এবং সঙ্গী-সহচর এবং পথচারীগণের সহিত এবং তোমাদের ডান হাত যাহাদের মালিক হইয়াছে,[৬০৫] তাহাদের সহিত। আল্লাহ্ তাহাদিগকে আদৌ ভালবাসেন না যাহারা অহংকারী, দাম্ভিক;

الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ وَيَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُوْنَ مَآ اٰتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ۗ وَاَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا ۝٣٧ۚ

৩৮। যাহারা স্বয়ং কৃপণতা করে এবং লোকাদিগকেও কৃপণতার নির্দেশ দেয় এবং আল্লাহ্ তাহাদিগকে নিজ ফযল হইতে যাহা কিছু দান করিয়াছেন উহা গোপন করে। বস্তুতঃ আমরা কাফেরদের জন্য লাঞ্ছনাজনক আযাব প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি;

وَالَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ رِئَآءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ وَمَنْ يَّكُنِ الشَّيْطٰنُ لَهٗ قَرِيْنًا فَسَآءَ قَرِيْنًا ۝٣٨

৩৯। এবং যাহারা লোকদিগকে দেখাইবার উদ্দেশ্যে নিজ ধন-সম্পদ খরচ করে এবং তাহারা আল্লাহ্ ও শেষ দিবসে ঈমান রাখে না (তাহারা শয়তানের সঙ্গী)। এবং শয়তান যাহার সঙ্গী হয়, ফলতঃ সে মন্দ সঙ্গী হইল।

وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَاَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللّٰهُ ۗ

৪০। এবং তাহাদের উপর কি (বিপৎপাত) হইত যদি তাহারা আল্লাহ্ ও শেষ দিবসের উপর ঈমান আনিত এবং আল্লাহ্

৬০২। 'যদি তোমরা আশঙ্কা কর'-এই বাক্যাংশে 'তোমরা' সর্বনামটি দ্বারা মুসলিম রাষ্ট্র, মুসলিম সমাজ বা গোষ্ঠী অথবা সাধারণ সমাজকে বুঝাইয়াছে।

৬০৩। মধ্যস্থতাকারী সালিশগণ বিবদমান স্বামী-স্ত্রীর আত্মীয়স্বজন হইতে নেওয়া ভাল। কেননা তাহারা স্বামী-স্ত্রীর মতপার্থক্যের সম্বন্ধে সবিশেষ ওয়াকিফহাল থাকার কথা। তাহাছাড়া স্বামী ও স্ত্রী উভয়েই তাহাদের কাছে সহজে ও নিঃসঙ্কোচে নিজেদের বিভেদের কারণাদি বলিতে পারিবেন।

৬০৪। পূর্ববর্তী আয়াতগুলিতে স্ত্রীর প্রতি দয়ালু ও সহানুভূতিশীল থাকিবার উপদেশ দানের পর, কুরআন একজন মুসলমানকে তাহার দয়া-দাক্ষিণ্যের পরিধিকে সব মানুষের মধ্যে বিস্তৃতি ও প্রসার দানের তাকিদ দেয়; নিকটতম আত্মীয় হইতে দূরতম অজানা ব্যক্তিও যেন তাহার দয়া-দাক্ষিণ্য হইতে বঞ্চিত না হয়।

৬০৫। দাস, দাসী-বাঁদি, চাকর-চাকরাণী ও নিম্ন-পদস্থ, অধীনস্থ কর্মচারী।

وَكَانَ اللّٰهُ بِهِمْ عَلِيْمًا ﴿١٠﴾

তাহাদিগকে যাহা কিছু দান করিয়াছেন উহা হইতে তাহারা খরচ করিত ? এবং আল্লাহ্ তাহাদের সম্বন্ধে ভালভাবে জানেন ।

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ۚ وَاِنْ تَكُ حَسَنَةً يُّضٰعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَّدُنْهُ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿١١﴾

৪১ । আল্লাহ্ কখনও (কাহারও প্রতি) অণু পরিমাণও[৬০৬] যুলুম করেন না এবং যদি কাহারও কোন সৎকর্ম থাকে, তিনি উহাকে বাড়াইয়া দিবেন এবং তিনি স্বীয় সন্নিধান হইতেও মহা পুরস্কার দিবেন ।

فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ وَّجِئْنَا بِكَ عَلٰى هٰٓؤُلَآءِ شَهِيْدًا ﴿١٢﴾

৪২ । অতএব, তখন (তাহাদের) কেমন অবস্থা হইবে যখন আমরা প্রত্যেক উম্মত হইতে একজন সাক্ষী উপস্থিত করিব এবং তোমাকেও এইসব লোকের বিরুদ্ধে সাক্ষীরূপে উপস্থিত করিব ? [৬০৭]

يَوْمَئِذٍ يَّوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَعَصَوُا الرَّسُوْلَ لَوْ تُسَوّٰى بِهِمُ الْاَرْضُ ۘ وَلَا يَكْتُمُوْنَ اللّٰهَ حَدِيْثًا ﴿١٣﴾

৪৩ । যাহারা অস্বীকার করিয়াছে এবং এই রসূলের অবাধ্যতা করিয়াছে তাহারা সেই দিন কামনা করিবে যে, হায় ! যদি তাহাদিগকে ভূপৃষ্ঠে মিশাইয়া দেওয়া হইত; এবং তাহারা আল্লাহ্ হইতে কোন কথা[৬০৮] গোপন করিতে পারিবে না ।

৬ [৯] ৩

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكٰرٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ وَلَا جُنُبًا اِلَّا عَابِرِيْ سَبِيْلٍ حَتّٰى تَغْتَسِلُوْا ۭ وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰٓى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَاۗءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَاۗىِٕطِ اَوْ

৪৪ । হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ ! তোমরা অসচেতন[৬০৯] অবস্থায় নামাযের নিকট যাইও না যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা যাহা বল তাহা অনুধাবন কর, এবং অপবিত্র[৬১০] হইলেও (নামাযের নিকট যাইও না) যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা গোসল করিয়া লও, ইহা ব্যতিরেকে যে তোমরা মোসাফের অবস্থায় থাক;[৬১১] এবং যদি তোমরা পীড়িত থাক অথবা সফরে

৬০৬ । মানুষের এমন কোন কাজ নাই যাহার প্রতিফল দেওয়া হইবে না । যেখানে কুরআন এই কথা বলে যে, অবিশ্বাসীদের কাজকর্ম সব বিফল হইবে, সেখানে এই অর্থেই কথাটি বলা হইয়াছে যে, অবিশ্বাসীরা ইসলামের বিরুদ্ধে যতকিছুই করুক না কেন, তাহারা কৃতকার্য হইবে না । তাহাদের অসদুদ্দেশ্য কখনও সফল হইবে না ।

৬০৭ । বিচারের দিন প্রত্যক নবী তাঁর নবুওয়াতের আওতার লোকদের সম্বন্ধে সাক্ষ্যদান করিবেন । মু'মেন,কাফের সকলের সম্বন্ধেই সাক্ষ্য নেওয়া হইবে, যদিও সাক্ষ্যের প্রকৃতিগত বিভিন্নতা থাকিবে ।

৬০৮ । 'হাদীস' অর্থ কথা; তাজা ফল; তথ্য; ঘোষণা; সংবাদ বা সুখবর (লেইন, মুফ্রাদাত)।

৬০৯ । 'সুকারা', সাকারান-এর বহুবচন, যাহার অর্থ হইল মাতাল; রাগোন্মত্ত; ভালবাসায় বিমোহিত; ভীতি-বিহ্বল; নিদ্রাবিষ্ট; যেকোন পরিস্থিতি যাহা তাহাকে অচেতন বা সংজ্ঞাচ্যুত করিয়াছে (লেইন)।

৬১০ । "অপবিত্র হইলেও (নামাযের নিকট যাইও না)" অর্থ, যখন একজন লোক সম্পূর্ণ সচেতন অবস্থায় না থাকে, নামায পড়া তাহার জন্য সেই অবস্থায় যেমন নিষেধ, সেইরূপ অপবিত্র অবস্থায় থাকা কালেও তাহার জন্য নামায পড়া নিষেধ, যে পর্যন্ত না সে গোসলের মাধ্যমে নিজেকে পরিষ্কৃত করে । যৌন কর্ম একপ্রকার শারীরিক অপরিচ্ছন্নতা সৃষ্টি করে, যাহা গোসলের মাধ্যমে দূরীভূত করিয়া, শরীর-মনের পবিত্রতা, প্রফুল্লতা ও সজীবতা নিশ্চিত করিয়া, নামায পড়িতে হয় ।

৬১১ । "তোমরা মোসাফের অবস্থায় থাক" এই বাক্যাংশটি দ্বারা বুঝায়ঃ যদিও সাধারণ অবস্থায় 'অপবিত্র-অপরিচ্ছন্ন' হইলে, গোসলের মাধ্যমে পরিষ্কৃত হইয়া নামায পড়িতে হয়; তবে যদি কেহ ভ্রমণরত অবস্থায় 'অপবিত্র-অপরিচ্ছন্ন' হইয়া যায়, সেই ক্ষেত্রে গোসলের পরিবর্তে সে 'তায়াম্মুম' করিয়া নামায পড়িতে পারে । 'তায়াম্মুম' করার পদ্ধতিও এই আয়াতেরই শেষদিকে বিবৃত হইয়াছে ।

لٰمَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَآءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُوْرًا ﴿٤٣﴾

থাক (এবং অপবিত্র অবস্থায় হও) অথবা তোমাদের মধ্যে যদি কেহ শৌচাগার হইতে আসিয়া থাকে অথবা তোমরা স্ত্রী-স্পর্শ করিয়া থাক[৬১২] এবং তোমরা পানি না পাও তাহা হইলে তোমরা পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম কর, এবং তোমাদের মুখ মণ্ডল এবং হস্ত সমূহকে মুছিয়া ফেল । নিশ্চয় আল্লাহ্ পরম মার্জনাকারী, ক্ষমাশীল ।

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتٰبِ يَشْتَرُوْنَ الضَّلٰلَةَ وَيُرِيْدُوْنَ اَنْ تَضِلُّوا السَّبِيْلَ ﴿٤٤﴾

৪৫ । তোমরা কি তাহাদের প্রতি লক্ষ্য কর না যাহাদিগকে কিতাবের কিছু অংশ দেওয়া হইয়াছিল ? তাহারা পথ ভ্রষ্টতা ক্রয় করে এবং আকাঙ্খা করে যেন তোমরাও পথ ভ্রষ্ট হও ।

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِاَعْدَآئِكُمْ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَلِيًّا ۙ وَّكَفٰى بِاللّٰهِ نَصِيْرًا ﴿٤٥﴾

৪৬ । এবং আল্লাহ্ তোমাদের শত্রুদিগকে অধিক জানেন, এবং বন্ধু হিসাবে আল্লাহ্ যথেষ্ট এবং সাহায্যকারী হিসাবেও আল্লাহ্ যথেষ্ট ।

مِنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهٖ وَيَقُوْلُوْنَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَّرَاعِنَا لَيًّا بِاَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِى الدِّيْنِ ؕ وَلَوْ اَنَّهُمْ قَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاَقْوَمَ ۙ وَلٰكِنْ لَّعَنَهُمُ اللّٰهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿٤٦﴾

৪৭ । ইহুদীদের মধ্য হইতে কতকজন (আল্লাহ্র) কালাম সমূহকে যথাস্থান হইতে অদল-বদল করে এবং তাহারা বলে, 'আমরা শুনিলাম[৬১৩] এবং অমান্য করিলাম' এবং (আরও বলে) 'তুমি আমাদের কথা শুন, (আল্লাহ্র কালাম) তোমাকে যেন কখনও শুনানো না হয়,' এবং তাহারা তাহাদের জিহ্বাকে বিকৃত করিয়া এবং দীনের প্রতি খোঁচা দিয়া বলিত, 'রায়েনা'[৬১৩-ক] এবং তাহারা যদি এইরূপ বলিত, 'আমরা শুনিলাম এবং মান্য করিলাম, এবং তুমি শুন এবং 'উনযুরনা'(আমাদের প্রতি কৃপাদৃষ্টি দাও); তাহা হইলে ইহা তাহাদের জন্য উত্তম এবং সুসংগত হইত। কিন্তু আল্লাহ্ তাহাদের অবিশ্বাসের জন্য তাহাদের উপর অভিসম্পাত করিলেন; অতএব, তাহারা অল্প সংখ্যক ব্যতিরেকে ঈমান আনে না ।

---

৬১২ । রুগ্ন, ভ্রমণরত, শৌচাগার হইতে প্রত্যাগত, স্ত্রী-স্পর্শ হইতে প্রত্যাগত— এই চারি শ্রেণীর মধ্যে,শেষোক্ত দুই শ্রেণী যখন অশুচী অবস্থায় থাকে, তখন তাহাদের নিজেদেরকে অবস্থানুযায়ী ধৌত করিতে হয় বা গোসল করিতে হয়। কিন্তু পানির অভাবে বা পানির দুষ্প্রাপ্যতার ক্ষেত্রে, তাহারা 'তায়াম্মুম' করিতে পারে। তবে. প্রথম দুই শ্রেণীর লোক, পানি পাওয়া-না-পাওয়ার শর্ত ব্যতিরেকেই তায়াম্মুম করিতে পারে । এইজন্যই, "তোমরা পীড়িত থাক বা সফরে থাক" কথাটির পরে "অপবিত্র অবস্থায়" শব্দ দুইটি ব্যবহার করা হইয়াছে । এখানে "সফরে থাক" এবং "তোমরা মোসাফের অবস্থায় থাক", এই দুইটি বাক্যাংশই সমার্থক; অর্থাৎ সফরের অবস্থায় থাক'। ধূলিকে পানির স্থলবর্তী করা হইয়াছে। কারণ, পানি যেমন মানুষকে তাহার সৃষ্টির মূল উপাদানের কথা স্মরণ করাইয়া দেয় এবং তাহার নগণ্য উৎপত্তির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে (৭৭ঃ২১), তেমনি ধূলিও তাহাকে তাহার সৃষ্টির দ্বিতীয় নগণ্য উপাদানটির কথা স্মরণ করাইয়া দেয় (৩০ঃ২১)।

৬১৩ । "গাইরা মুস্মাইন" এর অর্থ (১) বধিরতাবশতঃ তোমরা যেন শুনিতে না পাও, (২) তোমরা যেন শ্রুতিমধুর কিছু শুনিতে না পাও, (৩) তোমাকে যেন মান্য করা না হয় ।

৬১৩-ক । ১৫১ টীকা দ্রষ্টব্য ।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ اٰمِنُوْا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ نَّطْمِسَ وُجُوْهًا فَنَرُدَّهَا عَلٰٓى اَدْبَارِهَآ اَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّآ اَصْحٰبَ السَّبْتِ ؕ وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ مَفْعُوْلًا ﴿٤٧﴾

৪৮ । হে যাহারা কিতাব প্রদত্ত হইয়াছ ! তোমরা উহার উপর ঈমান আন যাহা আমরা নাযেল করিয়াছি, ইহা উহার সত্যায়ন করে যাহা তোমাদের নিকট রহিয়াছে, সেই সময় আসিবার পূর্বে যখন আমরা (তোমাদের কতক) নেতাকে ধ্বংস করিব এবং তাহাদিগকে তাহাদের পশ্চাতে ফিরাইয়া দিব বা তাহাদিগকে সেইরূপে অভিশপ্ত করিব[৬১৪] যেইভাবে আমরা 'সাবাত'-এর লোকদিগকে অভিশপ্ত করিয়াছিলাম, এবং আল্লাহ্র আদেশ নিশ্চয় কার্যকরী হইবে ।

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ ۚ وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدِ افْتَرٰٓى اِثْمًا عَظِيْمًا ﴿٤٨﴾

৪৯ । আল্লাহ্ ইহা আদৌ ক্ষমা করিবেন না যে, তাঁহার সহিত কাহাকেও শরীক করা[৬১৫] হউক; এবং ইহা অপেক্ষা লঘু অপরাধকে তিনি যাহার জন্য চাহিবেন ক্ষমা করিবেন, এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সহিত কাহাকেও শরীক করে সে এক মহা পাপ করে ।

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يُزَكُّوْنَ اَنْفُسَهُمْ ؕ بَلِ اللّٰهُ يُزَكِّيْ مَنْ يَّشَآءُ وَلَا يُظْلَمُوْنَ فَتِيْلًا ﴿٤٩﴾

৫০ । তুমি কি তাহাদের প্রতি লক্ষ্য করিয়াছ যাহারা নিজদিগকে পবিত্র বলিয়া দাবী করে ? বরং আল্লাহ্ যাহাকে চাহেন পবিত্র করেন, এবং তাহাদের উপর খর্জুর-বীজের ঝিল্লী পরিমাণও যুলুম করা হইবে না ।

اُنْظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ ؕ وَكَفٰى بِهٖٓ اِثْمًا مُّبِيْنًا ﴿٥٠﴾

৭ [৮] ৪

৫১ । দেখ! তাহারা আল্লাহ্র উপর কিরূপ মিথ্যা আরোপ করিতেছে,[৬১৬] এবং ইহা সুস্পষ্ট পাপ হিসাবে যথেষ্ট ।

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتٰبِ يُؤْمِنُوْنَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوْتِ وَيَقُوْلُوْنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا هٰٓؤُلَآءِ اَهْدٰى

৫২ । তুমি কি ঐ সকল লোকের প্রতি লক্ষ্য কর নাই যাহাদিগকে কিতাবের কিছু অংশ দেওয়া হইয়াছিল ? তাহারা জিব্ত[৬১৭](দুষ্ট সত্তাসমূহ) এবং তাগুত (বিদ্রোহী সত্তাসমূহ)-এর উপর ঈমান রাখে এবং তাহারা কাফেরদের সম্বন্ধে বলে, 'ইহারা

৬১৪ । কথাগুলির অর্থ বা তাৎপর্য হইলঃ (১) দুইটি শাস্তির উভয়টিই ইহুদীদের উপর নিপতিত হইবে, (২) ইহুদীদের মধ্যে অনেকে এক ধরণের শাস্তির শিকার হইবে এবং অন্যেরা অন্য ধরণের শাস্তির শিকার হইবে ।

৬১৫ । 'শির্ক্' আধ্যাত্মিক পরিভাষায় রাষ্ট্রদ্রোহিতার সমান । এই পরিভাষাগত শব্দটির অর্থ হইল কোনও বস্তুকে বা অস্তিত্বকে এমনভাবে ভালবাসা বা বিশ্বাস করা, যেভাবে আল্লাহ্কে ভালবাসিতে বা বিশ্বাস করিতে হয়, আল্লাহ্র প্রাপ্য ভক্তি, প্রেম, বিশ্বাস ও ভালবাসাকে আল্লাহ্র জন্য সর্বাগ্রগণ্য না করিয়া, এইগুলি অন্যকে দান করার নাম 'শির্ক্'। 'লা ইয়াগ্ফেরু' কথাটি এখানে পারলৌকিক ব্যাপারে বলা হইয়াছে । অর্থাৎ যে ব্যক্তি 'শির্কের' অবস্থায় জীবন কাটাইয়া, মৃত্যুর দরজা দিয়া পরপারে উপস্থিত হয়, তাহাকে ক্ষমা করা হইবে না ।

৬১৬ । ইহুদীদের জন্য আল্লাহ্তা'লার বিরুদ্ধে মিথ্যা আরোপের সমতুল্য একটি কথা এই যে, আল্লাহ্ আর নবী প্রেরণ করিবেন না ; কেননা তাহারা মনে করে যে, তাহারা পবিত্র আছে । অতএব, তাহাদের জন্য নবীর কোন প্রয়োজন নাই । আসলে তাহারা পবিত্র অবস্থায় নাই । যখনই মানুষ সর্বপ্রকার অনাচারে-অত্যাচারে লিপ্ত হয়, তখনই নিশ্চিতভাবে আল্লাহ্র নবীর অভ্যুদয় হয় এবং এইরূপ এক অন্ধকার যুগেই নবী করীম (সাঃ)-এর শুভাগমন হইয়াছিল ।

৬১৭ । 'আল-জিব্ত্' অর্থ প্রতিমা; এমন বস্তু যাহার মাঝে কোনও মঙ্গল নাই; বৃথাবস্তু; দানব; গণক (মুফরাদাত; লেইন)।

ধর্ম পথে ঐ সকল লোকের অপেক্ষা অধিকতর হেদায়াত প্রাপ্ত যাহারা ঈমান আনিয়াছে।[৬১৮]

مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا سَبِيْلًا ﴿٥٢﴾

৫৩। ইহারা ঐসকল লোক যাহাদিগকে আল্লাহ্ অভিশপ্ত করিয়াছেন; বস্তুতঃ আল্লাহ্ যাহাকে অভিশপ্ত করেন তুমি কখনও তাহার জন্য কোন সাহায্যকারী পাইবে না।

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ ؕ وَمَنْ يَّلْعَنِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ نَصِيْرًا ﴿٥٣﴾

৫৪। শাসনক্ষমতায় কি তাহাদের কোন অংশ আছে ? তাহা হইলে তাহারা জনগণকে খর্জুর বীজের পৃষ্ঠদেশের খাত পরিমাণও কিছু দিবে না।

اَمْ لَهُمْ نَصِيْبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَاِذًا لَّا يُؤْتُوْنَ النَّاسَ نَقِيْرًا ﴿٥٤﴾

৫৫। অথবা তাহারা কি এই কারণে লোকদিগকে ঈর্ষা করে যে, আল্লাহ্ তাহাদিগকে নিজ ফযল হইতে কিছু দান করিয়াছেন ? (যদি ইহাই হইয়া থাকে) তাহা হইলে আমরা ইব্রাহীমের বংশধরকেও কিতাব এবং হিকমত দিয়াছিলাম এবং তাহাদিগকে আমরা দিয়াছিলাম বিশাল সাম্রাজ্য।

اَمْ يَحْسُدُوْنَ النَّاسَ عَلٰى مَاۤ اٰتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ۚ فَقَدْ اٰتَيْنَاۤ اٰلَ اِبْرٰهِيْمَ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَاٰتَيْنٰهُمْ مُّلْكًا عَظِيْمًا ﴿٥٥﴾

৫৬। অতঃপর, তাহাদের মধ্যে কতক তাহার উপর ঈমান আনিল; এবং তাহাদের মধ্যে কতক তাহা হইতে বিরত থাকিল এবং (তাহাদের শাস্তির জন্য) প্রজ্জলিত আগুন হিসাবে জাহান্নাম যথেষ্ট।

فَمِنْهُمْ مَّنْ اٰمَنَ بِهٖ وَمِنْهُمْ مَّنْ صَدَّ عَنْهُ ؕ وَكَفٰى بِجَهَنَّمَ سَعِيْرًا ﴿٥٦﴾

৫৭। নিশ্চয় যাহারা আমাদের আয়াতসমূহকে অস্বীকার করিয়াছে শীঘ্রই আমরা তাহাদিগকে আগুনে প্রবিষ্ট করিব, যখনই তাহাদের চর্ম জ্বলিয়া যাইবে আমরা উহার স্থলে তাহাদিগকে অন্য চর্ম বদলাইয়া[৬১৯] দিব যেন তাহারা শাস্তির স্বাদ ভোগ করিতে থাকে। নিশ্চয় আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِنَا سَوْفَ نُصْلِيْهِمْ نَارًا ؕ كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُوْدُهُمْ بَدَّلْنٰهُمْ جُلُوْدًا غَيْرَهَا لِيَذُوْقُوا الْعَذَابَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ﴿٥٧﴾

৫৮। এবং যাহারা ঈমান আনে এবং সৎ কর্ম করে, আমরা শীঘ্রই তাহাদিগকে এমন জান্নাতসমূহে প্রবিষ্ট করিব যাহার তলদেশ দিয়া নহর সমূহ প্রবাহিত থাকিবে, যেখানে তাহারা সদা বসবাস করিবে; উহাতে তাহাদের জন্য পবিত্র জোড়াসমূহ থাকিবে এবং আমরা তাহাদিগকে ঘন স্নিগ্ধ ছায়ায় প্রবিষ্ট[৬২০] করিব।

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَاۤ اَبَدًا ؕ لَهُمْ فِيْهَاۤ اَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ۫ وَّنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيْلًا ﴿٥٨﴾

৬১৮। মুসলমানরা বাইবেলে বর্ণিত সকল নবীকে বিশ্বাস করে এবং ইহাও বিশ্বাস করে যে, মূসা (আঃ)-কে ঐশী-বিধান দেওয়া হইয়াছিল। তথাপি এই মুসলমানদের প্রতি ইহুদীদের ঘৃণা ও বিদ্বেষ এত বেশী যে, তাহারা মুসলমান হইতে ঐসব পৌত্তলিক আরবগণকেও অধিকতর সৎপথপ্রাপ্ত বলিয়া ঘোষণা করে, যাহারা ইহুদীদের নবীগণকে ও গ্রন্থাবলীকে মোটেই মানে না বা স্বীকার করে না।

৬১৯। চিকিৎসা বিজ্ঞান এখন এই সত্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছে যে, মাংস হইতে চামড়া অধিক অনুভূতিশীল, যেহেতু চামড়াতে অনেক বেশী স্নায়ু রহিয়াছে। মাংস বদল করার কথা না বলিয়া, কুরআন দোযখবাসীদের দগ্ধিভূত চামড়ার স্থলে পুনরায় চামড়া সংযোজন করার কথা বলার

৬২০ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

৫৯। নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদিগকে আদেশ দিতেছেন যে, তোমরা আমানতসমূহ[৬২১] উহাদের প্রাপককে অর্পণ কর, এবং যখন তোমরা লোকের মধ্যে বিচার কর তখন ন্যায়পরায়ণতার সহিত বিচার কর।[৬২২] আল্লাহ্ তোমাদিগকে যাহার উপদেশ দিতেছেন নিশ্চয় উহা অতি উত্তম। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾ ع ٨ [٩] ٥

৬০। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ ! তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্র এবং আনুগত্য কর[৬২৩] এই রসূলের এবং তাহাদের যাহারা তোমাদের মধ্যে আদেশ দেওয়ার অধিকারী। অতঃপর, যদি কোন বিষয়ে তোমরা মতভেদ কর তাহা হইলে তোমরা উহা আল্লাহ্ এবং এই রসূলের প্রতি সমর্পণ কর যদি তোমরা আল্লাহ্ এবং শেষ দিবসের উপর ঈমান রাখ। ইহা বড়ই কল্যাণজনক এবং পরিণামের দিক দিয়া অতি উত্তম।

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ ۖ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿٦٠﴾

৬১। তুমি কি ঐ সকল লোকের প্রতি লক্ষ্য কর নাই যাহারা দাবী করে যে, যাহা তোমার উপর নাযেল করা হইয়াছে এবং যাহা তোমার পূর্বে নাযেল করা হইয়াছিল উহাদের উপর তাহারা ঈমান আনিয়াছে ? তাহারা 'তাগুত' (বিদ্রোহকারী) দ্বারা বিচার করাইতে আকাঙ্খা করে অথচ তাহাদিগকে আদেশ করা হইয়াছিল তাহারা যেন তাহার কথা অস্বীকার করে, কারণ শয়তান তাহাদিগকে পথভ্রষ্ট করিতে চায়—ঘোর পথভ্রষ্টতায়।

মাধ্যমে এই সত্যটি চৌদ্দশত বৎসর পূর্বেই জানাইয়া দিয়াছে।

৬২০। 'ঘন স্নিগ্ধ ছায়া'-এর তাৎপর্য হইল, দুঃখ-যাতনা ও দুশ্চিন্তা-দুর্ভাবনা হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত শান্তি ও প্রসন্নতার একটা নির্মল পরিবেশ।

৬২১। শাসন-ক্ষমতা বা কর্তৃত্বকে এখানে জনগণের 'আমানত' বলা হইয়াছে। ইহাদ্বারা এই কথাই বুঝানো হইয়াছে যে, আমানতের অধিকর্তা হইল জনগণ; কোন' ব্যক্তি বা বাদশাহ্ বা বংশ বিশেষ নহে। কুরআন কোন' নির্দিষ্ট বংশদ্বারা দেশ-শাসন, কিংবা বংশানুক্রমিক শাসন ক্ষমতা প্রয়োগ সমর্থন করে না। বরং ইহার বিপরীত জনগণের প্রতিনিধির দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালনাকেই অনুমোদন করে। রাষ্ট্রের প্রধান হইবেন নির্বাচিত ব্যক্তি। আর ঐ পদে নির্বাচনের জন্যে সর্বাপেক্ষা উত্তম ব্যক্তিকে ভোট দিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু ইসলাম পদের আকাঙ্খা করিতে নিষেধ করিয়াছে (বুখারী ঃ কিতাবুল আহ্কাম)।

৬২২। ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান ও শাসন কার্যে নিয়োজিত সংশ্লিষ্ট সবাইকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে, তাহারা যেন অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণতা, দক্ষতা ও নিরপেক্ষতার সহিত নিজেদের কর্তৃত্বের সদ্ব্যবহার করেন।

৬২৩। তোমরা আল্লাহ্র আনুগত্য কর এবং মুহাম্মদ (সাঃ)-এর আনুগত্য কর এবং তোমাদের মধ্যে যাহারা 'উলিল্ আমর' বা আদেশ দিবার অধিকারী, তাহাদের আনুগত্য কর। এই বাক্যে 'আনুগত্য কর' শব্দটি 'কর্তৃপক্ষকে' এর পূর্বে উহা রাখা হইয়াছে। ইহাদ্বারা বুঝা যায়, আইন অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত যে কর্তৃপক্ষ তাহার অনুগত থাকা আল্লাহ্ ও রসূলের অনুগত থাকার মতই জরুরী। "ইহাতে আল্লাহ্ ও রসূলের প্রতি সমর্পণ কর" এই আদেশটি দুইটি ব্যাপারে প্রয়োজ্য হইতে পারেঃ (ক) শাসন কর্তৃপক্ষ ও শাসিতদের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে, (খ) শাসিতদের নিজেদের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে। (ক) এর ক্ষেত্রে, অর্থাৎ শাসক-শাসিতের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে কুরআনের আলোকে মীমাংসা করিতে হইবে। যদি তাহা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে রসূলের সুন্নত ও হাদীসের আলোকে উহার মীমাংসা খুঁজিবে। কিন্তু কুরআন, সুন্নাহ ও হাদীস যদি বিষয়টিতে

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا اِلٰى مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَاِلَى الرَّسُوْلِ رَاَيْتَ الْمُنٰفِقِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْكَ صُدُوْدًا ﴿٦١﴾

৬২। এবং যখন তাহাদিগকে বলা হয়, 'যাহা কিছু আল্লাহ্ নাযেল করিয়াছেন, উহার দিকে এবং এই রসূলের দিকে আস,' তখন তুমি মোনাফেকদিগকে দেখিতে পাইবে যে, তাহারা তোমার নিকট হইতে সম্পূর্ণরূপে বিরূপ ভাবাপন্ন হইয়া সরিয়া যাইতেছে।

فَكَيْفَ اِذَآ اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌۢ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ ثُمَّ جَآءُوْكَ يَحْلِفُوْنَ ۚ بِاللّٰهِ اِنْ اَرَدْنَآ اِلَّآ اِحْسَانًا وَّتَوْفِيْقًا ﴿٦٢﴾

৬৩। তখন কেমন অবস্থা হয় যখন তাহাদের কৃতকর্মের ফলে তাহাদের উপর কোন বিপদ আসে, তখন তাহারা আল্লাহ্র কসম খাইতে খাইতে তোমার নিকট আসিয়া বলে, 'আমরা সদ্ব্যবহার এবং পরস্পর সম্প্রীতি ব্যতীত আর কিছুই চাই নাই।'

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ يَعْلَمُ اللّٰهُ مَا فِىْ قُلُوْبِهِمْ ۚ فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَّهُمْ فِىْٓ اَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيْغًا ﴿٦٣﴾

৬৪। ঐ সকল লোকের অন্তরে যাহা কিছু আছে আল্লাহ্ উহা ভালভাবে জানেন, সুতরাং তুমি তাহাদিগকে পরিহার করিয়া চল এবং তাহাদিগকে সদুপদেশ দাও এবং তাহাদের নিজেদের কল্যাণার্থে তাহাদিগকে মর্মস্পর্শী কথা বল।[৬২৪]

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا لِيُطَاعَ بِاِذْنِ اللّٰهِ ۭ وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَّلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ جَآءُوْكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّٰهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُوْلُ لَوَجَدُوا اللّٰهَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا ﴿٦٤﴾

৬৫। এবং আমরা কোন রসূল প্রেরণ করি নাই এই উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে যে আল্লাহ্র আদেশে যেন তাহার আনুগত্য করা হয়।[৬২৫] এবং যখন তাহারা নিজেদের উপর অন্যায় করিয়াছিল, তখন যদি তাহারা তোমার নিকট আসিত এবং আল্লাহ্র নিকট তাহারা ক্ষমা প্রার্থনা করিত এবং রসূলও তাহাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিত তাহা হইলে তাহারা নিশ্চয় আল্লাহ্কে অত্যন্ত সদয় দৃষ্টিদানকারী, পরম দয়াময় হিসাবে পাইত।

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ

৬৬। কিন্তু না, তোমার প্রভুর কসম, তাহারা মো'মেন হইবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহারা সেই সকল বিষয়ে তোমাকে বিচারক

নীরব থাকিয়া থাকে, তাহা হইলে মুসলমানদের বিষয়াদির পরিচালনার জন্য যে নির্বাচিত কর্তৃপক্ষ রহিয়াছে, সেই কর্তৃপক্ষই বিষয়টি মীমাংসা করিবে। মনে হয়, আয়াতটি রাষ্ট্রীয় ব্যাপারাদির বিষয় এখানে অবতারণা করিয়াছে। এই ব্যাপারে মৌলিক নির্দেশ হইল, কর্তৃপক্ষের বাধ্যতা, আল্লাহ্ ও রসূলের বাধ্যতার সাপেক্ষে হইতে হইবে। মুসলমানের সামাজিক বিষয়াদি নিয়া যদি কোনও বিরোধ উপস্থিত হয় তাহা হইলে ইসলামী শরীয়াত (আইন) অনুযায়ী তাহা মীমাংসা করিতে হইবে; অন্য আইন মোতাবেক নহে।

৬২৪। হযরত নবী করীম (সাঃ) মোনাফেকদের প্রতি সদয় ব্যবহার করার নির্দেশ পাইয়াছিলেন। কারণ তাহারা তখনও একেবারে পুনরুদ্ধারের বাহিরে চলিয়া যায় নাই বা অপরিবর্তনীয় অবস্থায় পৌঁছিয়া যায় নাই। সম্ভবতঃ, তাহারা তাহাদের ভুল বুঝিতে পারিয়া, সত্যিকার মুসলমানে পরিণত হইবে। তাই, তাহাদের বিরুদ্ধে কখনও যুদ্ধ ঘোষণা করা হয় নাই।

৬২৫। এই আয়াতের প্রথম বাক্যটি হইতে অনেকেই এইরূপ ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া যান যে, নবী যাহাদের মধ্যে আবির্ভূত হন, তাহাদের অবশ্য কর্তব্য সেই নবীকে মান্য করা, কিন্তু সেই নবীর জন্য, অন্য নবীকে মান্য করার আবশ্যকতা নাই, এইরূপ ধারণা স্বতঃই অত্যন্ত ভ্রান্তিপূর্ণ। নবী অন্যান্য সকলের জন্য বাধ্যতামূলকভাবে অনুসরণযোগ্য হওয়ার কারণে, তিনি স্বয়ং অন্য নবীর অনুসারী হওয়ার সম্ভাবনা নাই, এই কথা সঠিক নয়। হারূন (আঃ) নবী হওয়া সত্ত্বেও মূসা নবী (আঃ)-এর অধীন ও অনুসারী ছিলেন (২০:৯৪)।

فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ﴿٦٦﴾

রূপে মান্য করিবে যে সকল বিষয়ে তাহাদের পরস্পরের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি হয় এবং যে সকল বিষয়ে তুমি ফয়সালা কর উহাতে তাহারা নিজেদের অন্তরে সংকোচ বোধ না করিবে এবং পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিবে।[৬২৬]

وَلَوْ اَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ اَنِ اقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ اَوِ اخْرُجُوْا مِنْ دِيَارِكُمْ مَّا فَعَلُوْهُ اِلَّا قَلِيْلٌ مِّنْهُمْ ۭ وَلَوْ اَنَّهُمْ فَعَلُوْا مَا يُوْعَظُوْنَ بِهٖ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاَشَدَّ تَثْبِيْتًا ﴿٦٧﴾

৬৭। এবং আমরা যদি তাহাদের উপর বিধিবদ্ধ করিতাম যে, 'তোমরা নিজদিগকে হত্যা কর[৬২৭] অথবা আপন গৃহ হইতে বাহির হইয়া যাও', তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে অল্প সংখ্যক ব্যতীত কেহই ইহা করিত না; এবং তাহারা যদি উহা করিত যাহার সম্বন্ধে তাহাদিগকে উপদেশ দেওয়া হইতেছে, তাহা হইলে ইহা তাহাদের জন্য অবশ্যই কল্যাণজনক এবং (ঈমানের) অনেক মযবূতির কারণ হইত;

وَّاِذًا لَّاٰتَيْنٰهُمْ مِّنْ لَّدُنَّآ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿٦٨﴾

৬৮। এবং তখন আমরা নিশ্চয় নিজ সন্নিধান হইতে তাহাদিগকে মহা পুরস্কার দান করিতাম;

وَّلَهَدَيْنٰهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا ﴿٦٩﴾

৬৯। এবং তাহাদিগকে নিশ্চয় আমরা সরল-সুদৃঢ় পথে পরিচালিত করিতাম।

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاُولٰۗىِٕكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاۗءِ وَالصّٰلِحِيْنَ ۚ وَحَسُنَ اُولٰۗىِٕكَ رَفِيْقًا ﴿٧٠﴾

৭০। এবং যাহারা আল্লাহ্ এবং এই রসূলের আনুগত্য করিবে তাহারা ঐ সকল লোকদের মধ্যে[৬২৮] শামিল হইবে যাহাদিগকে আল্লাহ্ পুরস্কার দান করিয়াছেন অর্থাৎ নবীগণ এবং সিদ্দীকগণ এবং শহীদগণ এবং সালেহ্গণের মধ্যে। এবং ইহারাই সঙ্গী হিসাবে উত্তম।[৬২৯]

৬২৬। এই নির্দেশ মুসলমান রাষ্ট্রপতিরূপে মহানবী (সাঃ)-এর স্বপক্ষে প্রযোজ্য। অতএব, ইহা রাশেদ (পথ-প্রাপ্ত) খলীফাগণের স্বপক্ষেও প্রযোজ্য।

৬২৭। "উক্তুলু আন্ফুসাকুম" বলা দ্বারা "তোমরা নিজদিগকে হত্যা কর" বুঝায় না, বরং "নিজেদের লোকজনকে হত্যা কর" বুঝায় (২ঃ৫৫) নতুবা "আল্লাহ্র পথে আত্মবিসর্জন কর" বুঝায়।

৬২৮। 'মা'আ' অব্যয়টি দ্বারা, দুই বা ততোধিক ব্যক্তির একত্র সন্নিবেশ, এক সময়ে সন্নিবেশ, একই পদে বা মর্যাদায় সন্নিবেশ বুঝায়। 'সাহায্য' অর্থটিও এই শব্দের মধ্যে নিহিত আছে, যেমন ৯ঃ৪০ এ দৃষ্ট হয় (মুফ্রাদাত)। কুরআনে 'মা আ' শব্দটি বহুস্থলে 'ফি' (মধ্যে) অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে (৩ঃ১৯৪ এবং ৪ঃ১৪৭)।

৬২৯। এই আয়াতটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইহা ব্যক্ত করিতেছে যে, মুসলমানদের জন্য আধ্যাত্মিক উন্নতির সকল দরজা খোলা রহিয়াছে। চারিটি আধ্যাত্মিক পদ-মর্যাদা যথা নবী, সিদ্দীক শহীদ ও সালেহ্— এই চারিটি আধ্যাত্মিক পদমর্যাদাই হযরত রসূলে আকরাম (সাঃ)-এর অনুসরণের ফলে লাভ করা যায়। একমাত্র হযরত নবী (সাঃ)-এর জন্যই অনন্য মহাসম্মান সংরক্ষিত রহিয়াছে। এই সম্মান অন্য কোন নবী লাভ করেন নাই। হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর ক্ষেত্রে এবং তাঁর অনুসারীদের ক্ষেত্রে উপরোক্ত অর্থ যে সত্য, তাহা কুরআনের ৫৭ঃ২০ আয়াত পাঠেও উপলব্ধি করা যায়, যেখানে সাধারণভাবে নবীগণ ও তাহাদের অনুসারীগণের কথা বলিতে গিয়া বলা হইয়াছে "যাহারা আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলগণের উপর ঈমান আনিয়াছে তাহারা তাহাদের প্রভুর নিকট সিদ্দীক ও শহীদগণের পর্যায়ভুক্ত"। এই দুইটি আয়াতকে (৪ঃ৭০ এবং ৫৭ঃ২০) একত্রে মিলাইয়া পাঠ করিলে দেখা যায় যে, অন্যান্য নবীগণের অনুসারীরা যে স্থলে সিদ্দীকের, শহীদের এবং সালেহদের মর্যাদায় ভূষিত হইতে পারিয়াছেন, তদূর্ধ মর্যাদায় যাইতে পারেন নাই, সেই স্থলে হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর অনুসারীরা নবীর মর্যাদা লাভ করিতে পারেন। আল্ 'বাহ্রুল মুহীতে' (৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৮৭) ইমাম রাগেবের একটি উদ্ধৃতি সন্নিবেশিত হইয়াছে। তাহা এই "আল্লাহ এই আয়াতে মুসলিম উম্মতকে

ذٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللّٰهِ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ عَلِيْمًا ﴿٧١﴾

৭১ । ইহা আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে বিশেষ ফযল; এবং সর্বজ্ঞানী হিসাবে আল্লাহ যথেষ্ট ।

৯ [১১] ৬ ১৭

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا خُذُوْا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوْا ثُبَاتٍ اَوِ انْفِرُوْا جَمِيْعًا ﴿٧٢﴾

৭২ । হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ ! তোমরা তোমাদের আত্মরক্ষার[৬৩০] ব্যবস্থা গ্রহণ কর, অতঃপর, ভিন্ন ভিন্ন দলে[৬৩১] বাহির হও অথবা সম্মিলিতভাবে বাহির হও ।

وَاِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَّيُبَطِّئَنَّ ۚ فَاِنْ اَصَابَتْكُمْ مُّصِيْبَةٌ قَالَ قَدْ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيَّ اِذْ لَمْ اَكُنْ مَّعَهُمْ شَهِيْدًا ﴿٧٣﴾

৭৩ । এবং নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে এমন লোকও আছে যাহারা গড়িমসি করিয়া পিছনে থাকিয়া যায়, অতঃপর যদি তোমাদের উপর বিপদ আসে তখন সে বলে, 'আল্লাহ্ আমার উপর অবশ্যই অনুগ্রহ করিয়াছেন যেহেতু আমি তাহাদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলাম না,'[৬৩২]

وَلَئِنْ اَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللّٰهِ لَيَقُوْلَنَّ كَاَنْ لَّمْ تَكُنْۢ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهٗ مَوَدَّةٌ يّٰلَيْتَنِيْ كُنْتُ مَعَهُمْ فَاَفُوْزَ فَوْزًا عَظِيْمًا ﴿٧٤﴾

৭৪ । কিন্তু যদি আল্লাহ্‌র তরফ হইতে তোমাদের উপর কোন ফযল হয় তখন সে অবশ্য এমনভাবে বলে, যেন তোমাদের এবং তাহার মধ্যে কোন বন্ধুসুলভ সম্পর্কই ছিল না, 'হায় ! আমিও যদি তাহাদের সহিত থাকিতাম, তাহা হইলে আমি (আজ) মহা সাফল্য অর্জন করিতাম !'

فَلْيُقَاتِلْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يَشْرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْاٰخِرَةِ ؕ وَمَنْ يُّقَاتِلْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيُقْتَلْ اَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿٧٥﴾

৭৫ । সুতরাং যাহারা পরকালের জন্য পার্থিব জীবনকে বিক্রয় করে, তাহাদিগকে আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করা উচিত । এবং যে আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করে, অতঃপর সে নিহত হয় অথবা জয়লাভ করে, অচিরেই আমরা তাহাকে মহা পুরস্কার দান করিব ।

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَاۤ اَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا ۚ

৭৬ । এবং তোমাদের কি হইয়াছে যে, তোমরা আল্লাহ্‌র পথে এবং ঐ সকল অসহায় দুর্বল[৬৩২-ক] নর-নারী ও শিশুদের (উদ্ধারের) জন্য যুদ্ধ কর না,[৬৩৩] যাহারা বলে, 'হে আমাদের প্রভু ! তুমি আমাদিগকে এই শহর হইতে বাহির করিয়া লইয়া যাও, যাহার অধিবাসীগণ বড়ই যালেম এবং তুমি নিজের সন্নিধান

চারি শ্রেণীতে ভাগ করিয়া তাহাদের জন্য চারিটি স্তর **নির্ধারণ** করিয়াছেন । এই স্তরগুলির কয়েকটি অন্য কয়েকটির নীচে এবং আল্লাহ্ চাহিয়াছেন, "মো'মেনরা যেন নীচের স্তরে থাকিয়া না যায় বরং উচ্চতম স্তরে পৌছার চেষ্টা করে ।" উহাতে আরও বলা হইয়াছে, "নবুওয়াত দুই প্রকারের— সাধারণ ও বিশেষ । বিশেষ প্রকারের নবুওয়াত, যাহা শরীয়তবাহী, তাহা অপ্রাপ্য অর্থাৎ উহা প্রাপ্তির পথ রুদ্ধ, কিন্তু সাধারণ নবুওয়াত লাভের পথ উন্মুক্ত রহিয়াছে অর্থাৎ কেবল আঁ-হযরত (সাঃ)-এর পূর্ণ অনুকরণ এবং অনুসরণের মাধ্যমে শরীয়াত-বিহীন উম্মতী নবুওয়াতের নেয়ামতের দ্বার উন্মুক্ত রহিয়াছে" ।

৬৩০ । 'হিয্‌র' মানে সতর্কতা, পূর্ব-সতর্কতা, পাহারা, সদা-প্রস্তুত অবস্থা, অথবা ভয়ের অবস্থা (লেইন) । প্রতিরক্ষার জন্য যতসব সতর্কতা ও প্রস্তুতির প্রয়োজন, 'হিয্‌র' শব্দ দ্বারা উহার সবটাকেই বুঝায়, এমন কি আত্মরক্ষার অস্ত্র পরিধান করা পর্যন্তও বুঝাইয়া থাকে ।

৬৩১ । 'সুবাহ্' অর্থ একদল লোক, নির্দিষ্ট কোন দল, একদল অশ্বারোহী (লেইন) ।

৬৩২ । এই আয়াত মোনাফেকদের কথা ও তাহাদের দুইটি বৈশিষ্ট্যের কথা বলিয়াছে । তাহারা ইসলামের আভ্যন্তরীণ শত্রু ।

৬৩২-ক । এই আয়াতটি একটি জ্বলন্ত প্রমাণ যে, মুসলমানরা কখনও যুদ্ধ শুরু করে নাই । তাহারা কেবল আত্মরক্ষার জন্য, ধর্মকে সংরক্ষণ করার জন্য এবং দুর্বল স্বধর্মীগণকে অত্যাচার হইতে বাঁচাইবার জন্যই যুদ্ধ করিয়াছিলেন ।

৬৩৩ । এই বাক্যাংশটির অনুবাদ এইরূপও হইতে পারে, "তোমাদের কি হইয়াছে যে, তোমরা আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ কর না ।"

হইতে আমাদের জন্য কোন অভিভাবক নিযুক্ত কর, এবং তোমার সন্নিধান হইতে আমাদের জন্য কোন সাহায্যকারী নিযুক্ত কর।'

وَاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا ۚ وَّاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ نَصِيْرًا ﴿٧٥﴾

৭৭। যাহারা ঈমান আনে তাহারা আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করে, এবং যাহারা অস্বীকার করে তাহারা তাগুতের (বিদ্রোহী-শয়তানের) পথে যুদ্ধ করে, অতএব তোমরা শয়তানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর; শয়তানের (যুদ্ধ) কৌশল নিশ্চয় দুর্বল।

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ الطَّاغُوْتِ فَقَاتِلُوْٓا اَوْلِيَآءَ الشَّيْطٰنِ ۚ اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطٰنِ كَانَ ضَعِيْفًا ﴿٧٦﴾ ع ١٠ [٦] ٧

৭৮। তুমি কি ঐ সকল লোকের প্রতি লক্ষ্য কর নাই যাহাদিগকে বলা হইয়াছিল, 'তোমরা তোমাদের হস্ত সংযত কর এবং নামায কায়েম কর এবং যাকাত দাও, অতঃপর, যখন তাহাদের উপর যুদ্ধ বিধিবদ্ধ করা হইল তখন দেখ! তাহাদের মধ্য হইতে এক দল মানুষকে এইরূপ ভয় করিতে লাগিল যেইরূপ আল্লাহ্‌কে ভয় করা উচিত, বরং তদপেক্ষা অধিক ভয়; এবং তাহারা বলিল, 'হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদের উপর কেন যুদ্ধ বিধিবদ্ধ করিলে? কেন তুমি আমাদিগকে আরও কিছু দিনের জন্য অবকাশ দিলে না?'[৬৩৪] তুমি বল, 'পার্থিব ভোগ-বিলাস তুচ্ছ,কিন্তু পরকাল তাহার জন্য অধিকতর উত্তম যে (আল্লাহ্‌র) তাক্ওয়া অবলম্বন করে, এবং তোমাদের উপর খর্জুর-বীজের ঝিল্লী পরিমাণও অন্যায় করা হইবে না।'

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ قِيْلَ لَهُمْ كُفُّوْٓا اَيْدِيَكُمْ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ ۚ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ اِذَا فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللّٰهِ اَوْ اَشَدَّ خَشْيَةً ۚ وَقَالُوْا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ ۚ لَوْلَآ اَخَّرْتَنَآ اِلٰٓى اَجَلٍ قَرِيْبٍ ۗ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيْلٌ ۚ وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقٰى ۗ وَلَا تُظْلَمُوْنَ فَتِيْلًا ﴿٧٨﴾

৭৯। যেখানেই তোমরা থাক না কেন, মৃত্যু তোমাদের নাগাল পাইবেই যদিও তোমরা সুদৃঢ়-দুর্গে[৬৩৫] অবস্থান কর না কেন। এবং যদি তাহাদের কোন কল্যাণ ঘটে তখন তাহারা বলে, 'ইহা আল্লাহ্‌র সন্নিধান হইতে;' এবং যদি তাহাদের কোন অনিষ্ট হয় তখন তাহারা বলে, 'ইহা তোমার নিকট হইতে;' তুমি বল, 'সবই আল্লাহ্‌র নিকট হইতে।'[৬৩৬] এই লোকগুলির কি হইয়াছে যে, তাহারা কোন কথা বুঝিবার কাছ দিয়াও যায় না?

اَيْنَ مَا تَكُوْنُوْا يُدْرِكْكُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِيْ بُرُوْجٍ مُّشَيَّدَةٍ ۗ وَاِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَّقُوْلُوْا هٰذِهٖ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۚ وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَّقُوْلُوْا هٰذِهٖ مِنْ عِنْدِكَ ۗ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۗ فَمَالِ هٰٓؤُلَآءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُوْنَ يَفْقَهُوْنَ حَدِيْثًا ﴿٧٩﴾

৬৩৪। এই আয়াতটি ঐশ্রেণীর লোকদের কথা বলিতেছে, যাহারা যুদ্ধ করার প্রয়োজনের সময়ে নানা ধরণের অজুহাত দেখাইয়া যুদ্ধ করা হইতে বিরত থাকে, কিন্তু যখন যুদ্ধ করার কোনও প্রয়োজন থাকে না, তখন যুদ্ধ করার জন্য বড়ই আগ্রহ দেখায়। ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, তাহাদের এই আগ্রহ, হয় কপটতা প্রণোদিত নতুবা সাময়িক উত্তেজনা মাত্র।

৬৩৫। এই বাক্যটি একদিকে প্রাকৃতিক নিয়মের মধ্যে, মৃত্যু যে একটি অবশ্যম্ভাবী সত্য, উহার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। অপরদিকে মোনাফেকদিগকে বিশেষ ভাবে বলিয়া দিতেছে যে, তাহারা মৃত্যুর হাত হইতে বাঁচিবার উদ্দেশ্যেই, আল্লাহ্‌র প্রদত্ত যুদ্ধের আদেশকে অমান্য করিতেছে।

৬৩৬। "সবই আল্লাহ্‌র নিকট হইতে" এই কথা এই অর্থে সত্য যে,আল্লাহ্‌ই সব কিছুর সর্বশেষ নিয়ন্তা। বিশ্বের যেখানে-যখনই মানুষের জীবনে ভাল বা মন্দ ঘটে, তাহা প্রকৃতির সাধারণ নিয়ম অনুসারেই ঘটে অথবা আল্লাহ্‌র কোনও না কোন বিশেষ আদেশের অধীনে ঘটিয়া থাকে।

مَآ اَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ ۘ وَمَآ اَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَّفْسِكَ ؕ وَاَرْسَلْنٰكَ لِلنَّاسِ رَسُوْلًا ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا ﴿٧٩﴾

৮০। তোমার নিকট যে কল্যাণ আসে তাহা আল্লাহ্‌র নিকট হইতে; এবং তোমার যে অকল্যাণ ঘটে তাহা তোমার নিজের কারণে।[৬৩৭] বস্তুতঃ আমরা তোমাকে মানবমণ্ডলীর জন্য রসূল করিয়া প্রেরণ করিয়াছি এবং সাক্ষী হিসাবে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট।

مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ ۚ وَمَنْ تَوَلّٰى فَمَآ اَرْسَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا ؕ ﴿٨٠﴾

৮১। যে কেহ এই রসূলের আনুগত্য করে বস্তুতঃ সে আল্লাহ্‌রই আনুগত্য করে, এবং যে কেহ পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে সেইক্ষেত্রে আমরা তোমাকে তাহাদের উপর রক্ষক হিসাবে পাঠাই নাই।

وَيَقُوْلُوْنَ طَاعَةٌ ۫ فَاِذَا بَرَزُوْا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَآئِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِىْ تَقُوْلُ ؕ وَاللّٰهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُوْنَ ۚ فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ﴿٨١﴾

৮২। এবং তাহারা বলে, 'আনুগত্যই (আমাদের আদর্শ নীতি),' কিন্তু যখন তাহারা তোমার নিকট হইতে চলিয়া যায় তখন তাহাদের মধ্যে একদল, তুমি যাহা বলিয়া থাক, উহার বিরুদ্ধে রাত্রে সলা-পরামর্শ করে।[৬৩৮] এবং তাহারা রাত্রিতে যে সলা পরামর্শ করিতেছে উহা আল্লাহ্ লিপিবদ্ধ করিতেছেন। অতএব, তুমি তাহাদের নিকট হইতে মুখ ফিরাইয়া লও এবং আল্লাহ্‌র উপর ভরসা কর। বস্তুতঃ কার্যনির্বাহক হিসাবে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট।

اَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ ؕ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوْا فِيْهِ اخْتِلَافًا كَثِيْرًا ﴿٨٢﴾

৮৩। তবে কি তাহারা কুরআনের প্রতি গভীর মনোনিবেশ করে না? এবং যদি ইহা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাহারও নিকট হইতে হইত, তাহা হইলে নিশ্চয় তাহারা উহার মধ্যে বহু গরমিল[৬৩৯] পাইত।

وَاِذَا جَآءَهُمْ اَمْرٌ مِّنَ الْاَمْنِ اَوِ الْخَوْفِ اَذَاعُوْا بِهٖ ؕ وَلَوْ رَدُّوْهُ اِلَى الرَّسُوْلِ وَاِلٰٓى اُولِى الْاَمْرِ مِنْهُمْ

৮৪। এবং যখন তাহাদের নিকট নিরাপত্তার অথবা ভয়-ভীতির কোন সংবাদ আসে তখন তাহারা ইহাকে খুব প্রচার করিয়া বেড়ায়;[৬৪০] তখন যদি তাহারা উহা রসূলের নিকট এবং তাহাদের কর্তৃপক্ষের নিকট উত্থাপন করিত, তাহা হইলে

৬৩৭। আল্লাহ্‌তা'লা মানুষকে স্বাভাবিক শক্তি ও বৃত্তি দ্বারা ভূষিত করিয়াছেন। এইগুলির সঠিক ব্যবহারের ফলে মানুষ জীবনে কৃতকার্যতা লাভ করিতে পারে। আবার এইগুলির অপব্যবহার দ্বারা জীবনে বিপদাপদও ডাকিয়া আনিতে পারে। তাই এখানে মানুষের মঙ্গলকে আল্লাহ্‌র প্রতি আরোপ করা হইয়াছে, কারণ মানুষের জন্য আল্লাহ্ মঙ্গলই চাহেন; এবং মানুষের অকল্যাণকে মানুষের নিজের প্রতি আরোপ করা হইয়াছে। কারণ আল্লাহ্ মানুষের জন্য অমঙ্গল চাহেন না।

৬৩৮। এখানে গোপন ষড়যন্ত্রের কথা বলা হইয়াছে, রাত্রিকালীনই হউক আর দিবালোকেই হউক। যেহেতু সাধারণতঃ রাত্রিকালেই গোপনে ষড়যন্ত্রমূলক সলা-পরামর্শ করা হইয়া থাকে, সেই কারণেই 'বাইয়াতা' শব্দটি এখানে ব্যবহৃত হইয়াছে, রাত্রিতে গোপনীয়তা ও আচ্ছন্ন অবস্থা বুঝাইবার জন্য।

৬৩৯। 'গরমিল' দুইতিন প্রকারের হইতে পারে:(ক) এক কথার সাথে অন্য কথার বিরোধিতা, (খ) একটি শিক্ষা অপর একটি শিক্ষার বিপরীত. (গ) ভবিষ্যদ্বাণী একরকম কিন্তু ফল হইয়াছে অন্য রকম অর্থাৎ ঘোষিত ভবিষ্যদ্বাণী ও উহার ফলাফল পরস্পর বিপরীতমুখী হইয়াছে।

৬৪০। এখানে শান্তি-বিষয়ক শুভ সংবাদের কথা প্রথমে বলিয়া পরে ভীতি-বিষয়ক সংবাদের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহার কারণ এই যে,

لَعَلِمَهُ الَّذِيْنَ يَسْتَنْۢبِطُوْنَهٗ مِنْهُمْ ؕ وَلَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطٰنَ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿٨٣﴾

তাহাদের মধ্যে যাহারা তথ্য অনুসন্ধান করিতে পারে তাহারা নিশ্চয় ইহা জানিয়া লইত । যদি আল্লাহ্‌র ফযল এবং তাঁহার রহমত তোমাদের উপর না হইত, তাহা হইলে অল্প সংখ্যক লোক ব্যতীত তোমরা সকলেই শয়তানের অনুসরণ করিতে ।

فَقَاتِلْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ لَا تُكَلَّفُ اِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّكُفَّ بَاْسَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ؕ وَاللّٰهُ اَشَدُّ بَاْسًا وَّاَشَدُّ تَنْكِيْلًا ﴿٨٤﴾

৮৫ । অতএব, তুমি আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ কর, তোমাকে তোমার নিজের জন্য[৬৪১] ছাড়া দায়ী করা হয় নাই— এবং তুমি মো'মেনদিগকে (যুদ্ধের জন্য) উৎসাহিত করিতে থাক। হয় তো অচিরেই আল্লাহ্ কাফেরদের যুদ্ধ প্রতিরোধ করিয়া দিবেন বস্তুতঃ আল্লাহ্ শক্তিতে অতীব কঠোর এবং শাস্তি দানেও অতীব কঠোর ।

مَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَّكُنْ لَّهٗ نَصِيْبٌ مِّنْهَا ۚ وَمَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَّكُنْ لَّهٗ كِفْلٌ مِّنْهَا ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيْتًا ﴿٨٥﴾

৮৬ । যে কেহ সৎ (কাজের) সুপারিশ করিবে, তাহার জন্য উহা হইতে একাংশ থাকিবে, এবং যে কেহ মন্দ (কাজের) সুপারিশ করিবে, তাহার জন্য উহার তুল্য অংশ[৬৪২] থাকিবে, এবং আল্লাহ্ সকল বিষয়ের উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান ।

وَاِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوْا بِاَحْسَنَ مِنْهَاۤ اَوْ رُدُّوْهَا ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيْبًا ﴿٨٦﴾

৮৭ । এবং যখন তোমাদিগকে সাদর-সম্ভাষণে সম্বোধন করা হয়, তখন তোমরা উহা হইতে উৎকৃষ্টতর সাদর-সম্ভাষণ জানাইও, অথবা (কমপক্ষে) উহাই প্রত্যার্পণ করিও[৬৪৩]; নিশ্চয় আল্লাহ্ সকল বিষয়ে হিসাব গ্রহণকারী ।

কুরআন এখানে যুদ্ধের বিষয়ে কথা বলিয়াছে । যুদ্ধের সময়ে, কোন কোন অবস্থায় শান্তি-প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আনন্দসূচক সংবাদাদি ছড়ানোও যুদ্ধ-ভীতির সংবাদাদি ছড়ানো হইতে অধিকতর বিপজ্জনক হয় । সাধারণ অবস্থায়ও কোন সংবাদ শুনিয়াই, তাহা প্রচার করিতে থাকা সমাজের জন্য ক্ষতিকর । কেননা, সংবাদটি গুজবও হইতে পারে এবং শত্রুর উদ্দেশ্যমূলক কারসাজিও হইতে পারে । 'উলীল আম্‌র' (আদেশ দেওয়ার অধিকারী কর্তৃপক্ষ) বলিতে মহানবী (সাঃ)-কে কিংবা তাঁহার খলীফারুন্দ কিংবা তাহাদের নিয়োজিত আমীরগণকে বুঝাইয়া থাকে।

৬৪১ । 'যুদ্ধ কর' এই আদেশটি কেবল নবী করীম (সাঃ)-এর উপর ব্যক্তিগতভাবে প্রযোজ্য নহে । যদি তাহাই হইত, তাহা হইলে পরবর্তী বাক্যাংশটি হইঃ 'ইল্লা নাফ্‌সুকা' তুমি ছাড়া আর কেহ দায়ী নয় । কিন্তু পরবর্তী বাক্যটি আসিয়াছে 'ইল্লা নাফ্‌সাকা' (তোমাকে তোমার নিজের জন্য ছাড়া দায়ী করা হয় নাই)। প্রকৃত পক্ষে, এই আয়াত ইহাই বলিতেছে যে, প্রত্যেক ব্যক্তি, এমন কি নবী করীম (সাঃ)ও ব্যক্তিগতভাবে, আল্লাহ্‌র কাছে দায়ী। তবে মহানবী (সাঃ)-এর এই বিষয়ে দায়িত্ব দুইটি—একটি দায়িত্ব নিজে যুদ্ধ করা অপর দায়িত্বটি তাঁহার অনুসারীদিগকে যুদ্ধে শরীক করানো । যদিও তিনি তাহাদের জন্য দায়ী নহেন ।

৬৪২ । এই আয়াতের তাৎপর্য হইল, সুপারিশ করার কাজটি হালকা মনে করা ঠিক নয় । যে ব্যক্তি অন্যের জন্য কোন সুপারিশ করে, সুপারিশকারী ব্যক্তি নিজে তাহার সুপারিশের ন্যায্যতার জন্য দায়ী হইবে । তাহার সুপারিশ যদি সঠিক ও ন্যায়ভিত্তিক হইয়া থাকে, তাহা হইলে সে পুরস্কৃত হইবে । অন্যথায় তাহার সুপারিশের খারাপ ফলাফলের জন্য সে দায়ী হইবে । এ কথাটা এইখানে বিশেষভাবে লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে 'সৎ কাজের' সুপারিশের ক্ষেত্রে 'নসীব' (অংশ) শব্দদ্বারা পুরস্কারের ইঙ্গিত করা হইয়াছে এবং 'অন্যায় সুপারিশের' ফলশ্রুতি 'কিফ্‌ল' (সম-পরিমাণ অংশ) শব্দদ্বারা ব্যক্ত করা হইয়াছে । ইহাতে বুঝানো হইয়াছে যে, মন্দ-সুপারিশের শাস্তি সম-পরিমাণের হইবে, কিন্তু উত্তম সুপারিশের পুরস্কার হইবে অনেক বেশী, যাহা আল্লাহতা'লা ন্যূনতম পরিমান দশগুণ বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন ।

৬৪৩ । ইহা সামাজিক কর্তব্যের বিশেষ অঙ্গ, ইহার প্রতি আমাদের বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্তব্য ।

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ لَيَجْمَعَنَّكُمْ اِلٰى
يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَا رَيْبَ فِيْهِ ؕ وَمَنْ اَصْدَقُ
مِنَ اللّٰهِ حَدِيْثًا ﴿٨٨﴾ ع ١١ ٨

৮৮। আল্লাহ্ সেই সত্তা যিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নাই, তিনি নিশ্চয় কিয়ামত দিবস পর্যন্ত তোমাদিগকে একত্রিত করিতে থাকিবেন যাহার সম্বন্ধে কোন সন্দেহই নাই। এবং আল্লাহ্ অপেক্ষা কথায় অধিক সত্যবাদী কে ?

১১ [১১] ৮

فَمَا لَكُمْ فِى الْمُنٰفِقِيْنَ فِئَتَيْنِ وَاللّٰهُ
اَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوْا ؕ اَتُرِيْدُوْنَ اَنْ
تَهْدُوْا مَنْ اَضَلَّ اللّٰهُ ؕ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ
فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ سَبِيْلًا ﴿٨٩﴾

৮৯। তোমাদের কি হইয়াছে যে তোমরা মোনাফেকদের[৬৪৪] বিষয়ে দুই দল হইয়াছ ? অথচ আল্লাহ্ তাহাদের কৃতকর্মের জন্য তাহাদিগকে বিপর্যস্ত করিয়া দিয়াছেন। আল্লাহ্ যাহাকে পথভ্রষ্ট করিয়াছেন তোমরা কি তাহাকে হেদায়াত দিতে চাহিতেছ ? এবং আল্লাহ্ যাহাকে পথভ্রষ্ট হইতে দেন তুমি তাহার জন্য কোন পথ খুঁজিয়া পাইবে না।

وَدُّوْا لَوْ تَكْفُرُوْنَ كَمَا كَفَرُوْا
فَتَكُوْنُوْنَ سَوَآءً فَلَا تَتَّخِذُوْا مِنْهُمْ
اَوْلِيَآءَ حَتّٰى يُهَاجِرُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ
فَاِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوْهُمْ وَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ
وَجَدْتُّمُوْهُمْ ۪ وَلَا تَتَّخِذُوْا مِنْهُمْ
وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ۙ﴿٩٠﴾

৯০। তাহারা কামনা করে যে, তোমরাও সেইরূপ অস্বীকার কর যেইরূপ তাহারা অস্বীকার করিয়াছে যেন তোমরা সকলেই সমান হইয়া যাও। অতএব, যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহারা আল্লাহ্র রাস্তায় হিজরত করে ততক্ষণ পর্যন্ত তাহাদের মধ্য হইতে কাহাকেও[৬৪৫] বন্ধুরূপে গ্রহণ করিও না। অতঃপর, যদি তাহারা মুখ ফিরাইয়া লয় তাহা হইলে তোমরা তাহাদিগকে ধৃত কর এবং হত্যা কর[৬৪৬] যেখানে তোমরা তাহাদিগকে পাও; এবং তাহাদের মধ্য হইতে কাহাকেও বন্ধুরূপে গ্রহণ করিও না এবং সাহায্যকারী রূপেও না;

اِلَّا الَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ اِلٰى قَوْمٍۭ بَيْنَكُمْ
وَبَيْنَهُمْ مِّيْثَاقٌ اَوْ جَآءُوْكُمْ حَصِرَتْ
صُدُوْرُهُمْ اَنْ يُّقَاتِلُوْكُمْ اَوْ يُقَاتِلُوْا

৯১। কেবল ঐ সকল লোক ব্যতিরেকে যাহারা ঐ জাতির সহিত সম্পর্ক রাখে যাহাদের মধ্যে এবং তোমাদের মধ্যে কোন চুক্তি রহিয়াছে, অথবা যাহারা তোমাদের নিকট আসে এমতবস্থায় যে তোমাদের সহিত যুদ্ধ করিতে অথবা তাহাদের জাতির সহিত যুদ্ধ করিতে তাহাদের অন্তঃকরণ সঙ্কুচিত হয়।

৬৪৪। মদীনার আশ্পাশের অধিবাসী মুনাফেকদের (পার্শ্ববর্তী এলাকার বেদুঈনদের) প্রতি কিরূপ ব্যবহার করা উচিত, এই বিষয়ে মো'মেনগণ মতভেদ করিতেছিল। একাংশ তাহাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হইয়া, তাহাদের প্রতি নরম ব্যবহার করার সুপারিশ করিলেন। তাঁহারা ভাবিলেন, এইরূপ করিলে, ধীরে ধীরে তাহারা সংশোধিত হইয়া যাইবে। অন্যেরা তাহাদিগকে ইসলামের জন্য এক গুরুতর বিপদ মনে করিয়া, কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করিলেন। আল্লাহ্র শত্রু এই বেদুঈনদের কথা নিয়া মুসলমানদের মধ্যে ফাটল সৃষ্টি হওয়া কোনও মতেই উচিত নয়, এই উপদেশই এখানে মুসলমানগণকে দেওয়া হইতেছে।

৬৪৫। এখানে মরুভূমির বিশেষ বেদুঈনদের কথা বলা হইয়াছে। কুরআন মুসলমানগণকে ঐরূপ বেদুঈনদের সাথে সম্পর্ক রাখিতে নিষেধ করিয়া বলিতেছে, তাহাদের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করা কিংবা তাহাদের সাহায্য চাওয়া ঠিক হইবে না।

৬৪৬। 'কতল' শব্দটি সকল প্রকার সামাজিক সম্পর্ক ছিন্ন করা অর্থেও ব্যবহৃত হয় (২ঃ৬২)। অতএব, 'উকতুলূহুম' অর্থ ইহাও হইতে পারে, "তাহাদের সহিত সকল সম্পর্ক পরিহার কর"। পরবর্তী বাক্য-"তাহাদের মধ্য হইতে কাহাকেও বন্ধুরূপে গ্রহণ করিও না"- এই অর্থ সমর্থন করে।

قَوْمَهُمْ ؕ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَسَلَّطَهُمْ
عَلَيْكُمْ فَلَقٰتَلُوْكُمْ ۚ فَاِنِ اعْتَزَلُوْكُمْ
فَلَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ وَاَلْقَوْا اِلَيْكُمُ السَّلَمَ ۙ
فَمَا جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيْلًا ﴿٩١﴾

এবং যদি আল্লাহ্ চাহিতেন, তাহা হইলে নিশ্চয় তিনি তাহাদিগকে তোমাদের বিরুদ্ধে ক্ষমতা দিতেন, তখন তাহারা নিশ্চয় তোমাদের সহিত যুদ্ধ করিত। অতএব, যদি তাহারা তোমাদের নিকট হইতে পৃথক হইয়া যায় এবং তোমাদের সহিত যুদ্ধ না করে এবং তোমাদের নিকট শান্তি-প্রস্তাব পেশ করে তাহা হইলে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তাহাদের বিরুদ্ধে (আক্রমণের) কোন পথ বাকী রাখেন নাই।

سَتَجِدُوْنَ اٰخَرِيْنَ يُرِيْدُوْنَ اَنْ
يَّاْمَنُوْكُمْ وَيَاْمَنُوْا قَوْمَهُمْ ؕ كُلَّمَا رُدُّوْٓا
اِلَى الْفِتْنَةِ اُرْكِسُوْا فِيْهَا ۚ فَاِنْ لَّمْ
يَعْتَزِلُوْكُمْ وَيُلْقُوْٓا اِلَيْكُمُ السَّلَمَ
وَيَكُفُّوْٓا اَيْدِيَهُمْ فَخُذُوْهُمْ وَاقْتُلُوْهُمْ
حَيْثُ ثَقِفْتُمُوْهُمْ ؕ وَاُولٰٓئِكُمْ جَعَلْنَا
لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا ﴿٩٢﴾ ع ١٢ ٤ ٩

৯২। শীঘ্রই তোমরা অন্য এমন কতক লোক পাইবে যাহারা তোমাদের নিকট হইতে নিরাপদ থাকিতে চাহে এবং তাহাদের নিজেদের জাতির[৬৪৭] নিকট হইতেও নিরাপদ থাকিতে চাহে। যখনই তাহাদিগকে ফিত্‌নার[৬৪৮] দিকে ফিরাইয়া দেওয়া হয় তখনই তাহাদিগকে উহাতে নিম্নমুখী করিয়া ফেলিয়া দেওয়া হয়। সুতরাং যদি তাহারা তোমাদের নিকট হইতে পৃথক না হয় এবং তোমাদের নিকট শান্তি-প্রস্তাব পেশ না করে এবং নিজেদের হাত সংযত না করে, তাহা হইলে তাহাদিগকে ধৃত কর এবং তাহাদিগকে হত্যা কর যেখানেই তোমরা তাহাদিগকে পাও। এবং তোমরাই এমন লোক যে, আমরা তাহাদের উপর তোমাদিগকে সুস্পষ্ট কর্তৃত্ব দান করিয়াছি।

১২ [৪] ৯

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ اَنْ يَّقْتُلَ مُؤْمِنًا اِلَّا
خَطَـًٔا ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَـًٔا فَتَحْرِيْرُ
رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَّدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ اِلٰٓى اَهْلِهٖٓ
اِلَّآ اَنْ يَّصَّدَّقُوْا ؕ فَاِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ
عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ
مُّؤْمِنَةٍ ؕ وَاِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍۭ بَيْنَكُمْ
وَبَيْنَهُمْ مِّيْثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ اِلٰٓى اَهْلِهٖ

৯৩। কোন মো'মেনের উচিত নহে যে, সে কোন মো'মেনকে হত্যা করে কেবল ভুল ব্যতিরেকে[৬৪৯] এবং কেহ ভুল বশতঃ কোন মো'মেনকে হত্যা করিলে একজন মো'মেন দাসকে মুক্ত করা এবং তাহার পরিজনবর্গকে রক্ত-পণ অর্পণ করা বিধেয়, যদি না তাহারা উহা সদকাহ্ (হিসাবে মাফ) করিয়া দেয়। কিন্তু সেই (নিহত) ব্যক্তি যদি তোমাদের শত্রু পক্ষের হয় এবং সে মো'মেন হয় তাহা হইলে একজন মো'মেন দাস মুক্ত করা বিধেয়, এবং যদি সেই (নিহত) ব্যক্তি[৬৫০] এমন এক জাতির

৬৪৭। এখানে মনে হয় দুইটি উপজাতি-আসাদ ও গাৎফানদের কথা বলা হইয়াছে, যাহাদের সহিত মুসলমানদের কোন মৈত্রীচুক্তি ছিল না। তাহারা ছিল দ্বিমুখী নীতি দ্বারা পরিচালিত, সুযোগ-সন্ধানী। যখন তাহাদের লোকেরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য তাহাদিগকে আহ্বান জানাইল, তখন সাথে সাথে তাহারা সেই আহ্বানে সাড়া দিল। এই আয়াতগুলির উপদেশাবলী, যুদ্ধচলাকালীন সময়ে কিংবা মুসলিম জাতির বিপদাশঙ্কার সময়ে কার্যকরী।

৬৪৮। 'ফিৎনা' শব্দটি দ্বারা এখানে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বুঝাইয়াছে।

৬৪৯। যুদ্ধের অবস্থা চলাকালীন সময়ে কিংবা সমরাঙ্গণে, এমনও সম্ভাবনা আছে যে, একজন মুসলমান ভুলক্রমে অন্য একজন মুসলমানকে বধ করিতে পারে। তাই, এই আয়াতে এ সম্বন্ধে পূর্বাহ্নেই মুসলমানদিগকে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বনের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে যাহাতে তাহারা এইরূপ দুর্ঘটনা হইতে বাঁচিতে পারে।

৬৫০। নিহত ব্যক্তি যদি মুসলমান হয়, কিন্তু ঘটনাক্রমে যদি সে শত্রুপক্ষীয় লোকের অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলে হত্যাকারীকে কেবল একজন কৃতদাস মুক্ত করিতে হইবে, ক্ষতি-পূরণ স্বরূপ অর্থ দিতে হইবে না। কেননা, সেই অর্থ, শত্রুপক্ষের সমর শক্তিকে মুসলমানদের

وَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۚ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ۙ تَوْبَةً مِّنَ اللّٰهِ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿٩٢﴾

লোক হয় যাহাদের মধ্যে এবং তোমাদের মধ্যে কোন চুক্তি রহিয়াছে তাহা হইলে তাহার পরিজনবর্গের নিকট রক্ত-পণ অর্পণ করা এবং একজন মো'মেন দাস[৬৫১] মুক্ত করা বিধেয়। কিন্তু যে (সামর্থ্য) রাখে না তাহাকে একাদিক্রমে দুই মাস রোযা রাখিতে হইবে— আল্লাহ্‌র তরফ হইতে দয়ার দৃষ্টি স্বরূপ। বস্তুতঃ আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।

وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهٗ جَهَنَّمُ خٰلِدًا فِيْهَا وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهٗ وَاَعَدَّ لَهٗ عَذَابًا عَظِيْمًا ﴿٩٣﴾

৯৪। এবং কেহ ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মো'মেনকে হত্যা করিলে তাহার প্রতিফল হইবে জাহান্নাম, যাহাতে সে বসবাস করিতে থাকিবে। এবং আল্লাহ্ তাহার প্রতি ক্রোধ বর্ষণ করিবেন এবং তিনি তাহাকে অভিসম্পাত করিবেন এবং তাহার জন্য মহা আযাব প্রস্তুত করিবেন।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا ضَرَبْتُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَتَبَيَّنُوْا وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ اَلْقٰٓى اِلَيْكُمُ السَّلٰمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا ۚ تَبْتَغُوْنَ عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۡ فَعِنْدَ اللّٰهِ مَغَانِمُ كَثِيْرَةٌ ۭ كَذٰلِكَ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوْا ۭ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ﴿٩٤﴾

৯৫। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! যখন তোমরা আল্লাহ্‌র পথে সফর কর, তখন তোমরা ভালরূপে তদন্ত করিয়া লও; এবং যে তোমাদিগকে সালাম বলে, 'তাহাকে বলিও না যে তুমি মো'মেন নহ।'[৬৫২] তোমরা পার্থিব জীবনের[৬৫৩] সম্পদ কামনা করিতেছ, অথচ আল্লাহ্‌র নিকট রহিয়াছে প্রচুর সম্পদ। তোমরাও ইতিপূর্বে এইরূপ ছিলে, অতঃপর আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করিলেন; সুতরাং তোমরা ভালরূপে তদন্ত করিয়া লও। তোমরা যাহা কিছু কর নিশ্চয় আল্লাহ্ উহা সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত আছেন।

বিরুদ্ধেই বাড়াইয়া দিবে। "এবং সেই ব্যক্তি এমন এক জাতির লোক হয় যাহাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে কোন চুক্তি রহিয়াছে" বাক্যাংশের পরে "এবং সে যদি মুসলমান হয়" কথাটির পুনরুল্লেখ করা হয় নাই। ইহার কারণ এই যে, 'যিম্মীদের' (মুসলমানদের দায়িত্বে রক্ষিত অবিশ্বাসীগণ) এবং মু'য়াহীদগণের (মুসলমানদের সহিত মিত্রতা-চুক্তিভুক্ত অবিশ্বাসীগণ) সম্বন্ধে ঐ আইন-কানূনই প্রযোজ্য, যাহা মুসলমান-মুসলমানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

৬৫১। এখানে বিশেষ লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে, মুসলমানগণের সহিত যাহারা মৈত্রী-চুক্তি-বদ্ধ তাহাদেরকে কেবল মুসলমানদের সম পর্যায়েই ফেলা হয় নাই, বরং তাহাদের স্বপক্ষে একটু বিশেষত্বও দেখানো হইয়াছে। মুসলমানকে হত্যা করার ক্ষেত্রে, ক্ষতিপূরণের অর্থদানের কথা বলা হইয়াছে 'কৃতদাস' মুক্ত করার আদেশের পরে। কিন্তু সন্ধি-বদ্ধদের কাহাকেও হত্যা করার ক্ষেত্রে, ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রদানের কথা বলা হইয়াছে প্রথমে, আর কৃতদাস মুক্তির কথা বলা হইয়াছে পরে। মৈত্রীর ও সন্ধির মূল্য ও মর্যাদার প্রতি সবিশেষ গুরুত্ব প্রদর্শনের জন্যই এইরূপ করা হইয়াছে। অবিশ্বাসী মিত্রদের কাহাকেও নিহত করিলে, হত্যাকারী মুসলমানের ক্ষতিপূরণ দেওয়া ছাড়া উপায় নাই। সন্ধি, মৈত্রী ও শান্তি-চুক্তির প্রতি মুসলমানেরা যাহাতে সবিশেষ সম্মান প্রদর্শন করে এবং এইরূপ করাকে নিজেদের পবিত্র দায়িত্ব বলিয়া বিশ্বস্ততার সহিত পালন করে, সেই শিক্ষা দিবার জন্যই কৃতদাস-মুক্তি আদেশের আগে, ক্ষতিপূরণের অর্থ-প্রদানের আদেশ সন্নিবেশিত হইয়াছে।

৬৫২। যখন কোন জাতি শান্তির প্রতি মুসলমানকে আহ্বান করে অথবা মুসলমানের প্রতি শান্তির মনোভাব প্রদর্শন করে, তখন মুসলমানের উচিত তাহাতে সাড়া দেওয়া এবং তাহাদের সহিত শত্রুতা পরিহার করা। তদুপরি, মদীনার মুসলমানগণ যেহেতু চারিদিকে শত্রু ও অবিশ্বাসীদের দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিলেন, সে জন্য তাহাদিগকে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে যে, যদি কোন ব্যক্তি ইসলামী কায়দায় তাহাদিগকে সালাম করে, তাহা হইলে সালামকারী ব্যক্তিকে যেন মুসলমানই মনে করা হয়, যে পর্যন্ত অনুসন্ধান করিয়া অন্যরূপ প্রমাণিত না হয়।

৬৫৩। অন্য কথায় অনুসন্ধান না করিয়া যদি ঐ অপরিচিত সালামকারী ব্যক্তিকে অমুসলমান বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে বুঝা

لَا يَسْتَوِي الْقٰعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرُ اُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجٰهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ ؕ فَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجٰهِدِيْنَ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقٰعِدِيْنَ دَرَجَةً ؕ وَكُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى ؕ وَفَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجٰهِدِيْنَ عَلَى الْقٰعِدِيْنَ اَجْرًا عَظِيْمًا ۙ﴿۹۶﴾

৯৬। মো'মেনগণের মধ্যে অক্ষম ব্যাতিরেকে যাহারা পিছনে বসিয়া থাকে তাহারা এবং যাহারা আল্লাহ্‌র পথে নিজেদের ধন-সম্পদ এবং জীবন দিয়া জিহাদ করে তাহারা সমান হইতে পারে না। ধন-সম্পদ ও জীবন দিয়া জিহাদকারীগণকে আল্লাহ্ ঐ সকল লোকের উপর, যাহারা (গৃহে) বসিয়া থাকে মর্যাদায় শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছেন, এবং তাহাদের প্রত্যেককেই আল্লাহ্ কল্যাণ দানের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। বস্তুতঃ যাহারা (গৃহে) বসিয়া থাকে তাহাদের উপর আল্লাহ্ মুজাহিদগণকে মহা পুরস্কারের[৬৫৪] দিক দিয়া শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছেন—

دَرَجٰتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَّرَحْمَةً ؕ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿۹۷﴾ ع ۱۳ [৫] ১০

৯৭। তাহার সন্নিধান হইতে পদমর্যাদা, এবং ক্ষমা এবং রহমত দ্বারা। এবং আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল এবং পরম দয়াময়।

اِنَّ الَّذِيْنَ تَوَفّٰىهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ ظَالِمِيْٓ اَنْفُسِهِمْ قَالُوْا فِيْمَ كُنْتُمْ ؕ قَالُوْا كُنَّا مُسْتَضْعَفِيْنَ فِي الْاَرْضِ ؕ قَالُوْٓا اَلَمْ تَكُنْ اَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوْا فِيْهَا ؕ فَاُولٰٓئِكَ مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ؕ وَسَآءَتْ مَصِيْرًا ﴿۹۸﴾

৯৮। নিশ্চয় যাহাদিগকে ফিরিশ্‌তাগণ এমতাবস্থায় মৃত্যু দান করে, যখন তাহারা নিজেদের উপর অন্যায় করিতেছিল, তাহারা (ফিরিশ্‌তাগণ) বলিবে, 'তোমরা কি অবস্থায় ছিলে ?' তাহারা বলিবে, 'আমাদিগকে দুনিয়াতে দুর্বল বলিয়া গণ্য করা হইত।' তাহারা বলিবে, ' আল্লাহ্‌র পৃথিবী কি প্রশস্ত ছিল না যে উহাতে তোমরা হিজরত করিতে ?'[৬৫৫] সুতরাং এই সব লোকের বাসস্থান হইবে জাহান্নাম, ইহা কতই না মন্দ বাসস্থান !

اِلَّا الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ حِيْلَةً وَّلَا يَهْتَدُوْنَ سَبِيْلًا ۙ﴿۹۹﴾

৯৯। কেবল পুরুষ এবং মহিলা এবং বালক-বালিকাদের মধ্য হইতে দুর্বলগণ ব্যতীত যাহারা কোন উপায় উদ্ভাবন করিতে পারে না এবং (উদ্ধারের) কোন পথও খুঁজিয়া পায় না।[৬৫৬]

যাইবে যে, তোমরা (মুসলমানরা) ধন-সম্পদের লোভে তাহাকে হত্যা করিতে চাও। এইরূপ ক্ষেত্রে ইহাই প্রমাণিত হইবে যে, তোমরা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের চাইতে দুনিয়ার ধন-সম্পদকে অধিকতর ভালবাস।

৬৫৪। এই আয়াত মুসলমানগণের দুইটি শ্রেণীর কথা বলিতেছে : (১) যাহারা সত্যিকারভাবেই ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে এবং ইসলামের শিক্ষানুযায়ী জীবন যাপন করে, কিন্তু ইসলামের রক্ষার জন্য যে সব যুদ্ধ বিগ্রহ ও জিহাদ উপস্থিত হয়, তাহাতে অংশ গ্রহণ করে না কিংবা ধর্মপ্রচারের কাজেও আত্মনিয়োগ করে না; এই আয়াতে তাহাদিগকে বসিয়া থাকা লোক (অলস-অকর্মা) বলা হইয়াছে, (২) যাহারা ইসলামী জীবনধারা অনুযায়ী জীবন যাপন করা ছাড়াও নিজের জান-মাল দিয়া ইসলামকে রক্ষার ও প্রচার করার দায়িত্বাবলী পালন করিয়া থাকেন তাহাদিগকে বলা হয় "মুজাহিদ" (সদা-সচেষ্ট) দল। এই কর্ম-তৎপর মুজাহিদ শ্রেণী ছাড়াও আরো একটি তৃতীয় শ্রেণীর বিশ্বাসী রহিয়াছেন, যাহারা শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে মুজাহিদগণের সাথে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে না পারিলেও তাহাদেরই মত পুরস্কার পাইবেন। তাহারা মুজাহিদদের সাথে সম্পূর্ণ একাত্ম, কিন্তু তাহাদের বিশেষ অবস্থার কারণে- রোগ, দারিদ্র, বার্দ্ধক্যের কারণে-ব্যক্তিগত ভাবে তাহারা যুদ্ধ করিতে অক্ষম।

৬৫৫। দুর্বল ও অকর্মণ্য ঈমানকে ইসলাম পসন্দ করে না। যদি কোনও মো'মেনের পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতা তাহার ধর্ম-কর্মের পরিপন্থী হয়, তাহা হইলে তাহাকে অনুকূল স্থানে সরিয়া যাইতে হইবে। অন্যথায়, তাহার ঈমান সরল ও সত্য বলিয়া বিবেচিত হইবে না।

৬৫৬ টিকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

فَاُولٰٓئِكَ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّعْفُوَ عَنْهُمْ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَفُوًّا غَفُوْرًا ﴿٩٩﴾

১০০ । এই সকল লোককে অচিরেই [৬৫৭]আল্লাহ্ মার্জনা করিয়া দিবেন, প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ বড়ই মার্জনাকারী, পরম ক্ষমাশীল ।

وَمَنْ يُّهَاجِرْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يَجِدْ فِى الْاَرْضِ مُرٰغَمًا كَثِيْرًا وَّسَعَةً ؕ وَمَنْ يَّخْرُجْ مِنْۢ بَيْتِهٖ مُهَاجِرًا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ اَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿١٠٠﴾

১০১ । এবং যে কেহ আল্লাহ্র পথে হিজরত করে, সে পৃথিবীতে বহু সমৃদ্ধস্থল এবং প্রাচুর্য [৬৫৮] পাইবে ।এবং যে কেহ আল্লাহ্এবং তাঁহার রসূলের উদ্দেশ্যে, নিজ গৃহ হইতে হিজরত করার জন্য বাহির হয়, অতঃপর তাহার মৃত্যু ঘটে তাহা হইলে তাহার পুরস্কারের ভার আল্লাহ্র উপর বর্তিয়াছে, বস্তুতঃ আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময় ।

১৪ [৪] ১১

وَاِذَا ضَرَبْتُمْ فِى الْاَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلٰوةِ ۖ اِنْ خِفْتُمْ اَنْ يَّفْتِنَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ؕ اِنَّ الْكٰفِرِيْنَ كَانُوْا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِيْنًا ﴿١٠١﴾

১০২ । এবং যখন তোমরা পৃথিবীতে সফর কর এবং আশঙ্কা কর যে, যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহারা তোমাদিগকে ফিত্না[৬৫৯] ফেলিয়া দিবে তখন যদি তোমরা নামায সংক্ষেপ কর তাহা হইলে ইহাতে তোমাদের উপর কোন পাপ বর্তিবে না । কাফেররা নিশ্চয় তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু ।

৬৫৬ । যে সকল মো'মেন প্রকৃতই সামর্থ্যহীন, যাহারা প্রতিকূল ও পরিপন্থী অবস্থান হইতে সরিবার যোগ্যতা না থাকার কারণে সেখানেই থাকিতে বাধ্য হয়, তাহাদের কথা স্বতন্ত্র । তাহাদিগকে পূর্ববর্তী আয়াতে বর্ণিত শ্রেণী হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে ।

৬৫৭ । 'আসা (হইতে পারে) শব্দটি আল্লাহ্র সিদ্ধান্তের প্রতি সন্দেহ সৃষ্টি করে না,বরং এই শব্দটি সংশ্লিষ্ট বিশ্বাসী ব্যক্তিগণকে আশা ও ভয়ের মধ্যে দোলায়মান রাখার জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে যাহাতে তাহারা প্রার্থনা ও সৎকর্মে কোন শৈথিল্য না দেখায় । বাক্যটি উদ্দিষ্ট ব্যক্তিদের মনে মিথ্যা নিরাপত্তা ও আত্মপ্রসাদ সৃষ্টি না করিয়া আশার সঞ্চার করে ।

৬৫৮ । ইসলাম বিশ্বাসীগণকে কোন অবস্থাতেই বিশ্বাস-বিধ্বংসী, প্রতিকূল শত্রু পরিবেশে থাকিতে অনুমতি দেয় না । সম্পূর্ণভাবে অপারগ না হইলে, তাহাদিগকে ঐ পরিবেশের স্থান হইতে সরিয়া পড়িতে হইবে, ইহাতে ওজর-আপত্তি খাটিবে না ।

৬৫৯ । ভয়ের সময়ে নামায আদায় করা সম্বন্ধে, কুর্আনে তিন স্থানে পৃথকভাবে বলা হইয়াছে । যথাঃ (১) ২ঃ২৪০ আয়াত অনুযায়ী নামায আদায় করা যে সময়ে অতি-বিপদ ও অতি-ভীতির কারণে সম্ভব নয়; (২) বর্তমান আয়াত (৪ঃ১০২); সাধারণ ভীতির অবস্থায় নামায সংক্ষিপ্ত করা যখন প্রয়োজন বিবেচিত হয়, এবং (৩) পরবর্তী আয়াতে (৪ঃ১০৩)। এই আয়াতে ভীতির অবস্থায় জামায়াতে সংক্ষিপ্ত নামায আদায় করা সম্বন্ধে বলা হইয়াছে । নামায সংক্ষেপ করা' কিরূপ ? বর্তমান আলোচ্য আয়াতে, ব্যক্তিগত নামাযের ক্ষেত্রে, 'রাকায়াত' কমানো বুঝায় না । কেননা, ভ্রমণরত অবস্থায় চার রাকায়াতের স্থলে, প্রথম হইতেই নামায 'দুই রাকায়াত' নির্দিষ্ট ছিল । এখানে, শত্রুর আক্রমণের ভয় থাকার কারণেই ব্যক্তিকে তাড়াতাড়ি করিয়া নির্দিষ্ট নামাযটি আদায় করার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে । "ভ্রমণরত ব্যক্তির নামায আদায় প্রথম হইতেই দুই রাকায়াতে সীমিত । তবে বিপদের সময় একাকী নামায পড়ার অবস্থায় এই দুই রাকায়াতই দ্রুত গতিতে আদায় করা বিধেয়" (কাসীর)। এই অভিমত সমর্থন করেন মুজাহিদ, দাহ্হাক এবং বুখারী ('সালাতুল খাওফ' অধ্যায়)। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলিয়াছেন, "প্রথমে নামায দুই রাকায়াতই ছিল, গৃহেই হউক আর ভ্রমণেই হউক । পরে গৃহবাসীর জন্য ইহা বৃদ্ধি করিয়া চারি রাকায়াত করা হইল । কিন্তু ভ্রমণাবস্থার জন্য ইহা দুই রাকায়াতই রহিয়া গেল"(বুখারী, 'সালাত' অধ্যায়)। হযরত উমর (রাঃ) বলিয়াছেন, 'ভ্রমণের অবস্থায় নামায দুই রাকায়াত, দুই ঈদের প্রতিটিতেও নামায দুই রাকায়াত, শুক্রবারের নামাযও দুই রাকায়াত । এই দুই রাকায়াত নামাযই স্বয়ং-সম্পূর্ণ; কমাইয়া দুই রাকায়াত করা হয় নাই । আমরা স্বয়ং নবী করীম (সাঃ) হইতে ইহা জানিয়াছি' (মসনদ, নিসাঈ এবং মাজাহ্)। খালিদ বিন সাঈদ একবার ইব্নে উমরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কুর্আনে কোথায় পথিকের নামাযের কথা আছে ? সেখানে তো কেবল ভীতির অবস্থায় নামায আদায় করা সম্বন্ধে বক্তব্য আছে ।' ইব্নে উমর উত্তরে বলিলেন, "আমরা নবী করীম (সাঃ)কে যেভাবে যাহা করিতে দেখিয়াছি তাহাই করিয়াছি" অর্থাৎ ভ্রমণরত অবস্থায় নবী করীম (সাঃ)-এর সাথে দুই রাকায়াতই পড়িয়াছি (জরীর, ৫ম, ১৪৪; নিসাঈ, 'সালাত' অধ্যায়)।

وَاِذَا كُنْتَ فِيْهِمْ فَاَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلٰوةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُمْ مَّعَكَ وَلْيَاْخُذُوْٓا اَسْلِحَتَهُمْ ۖ فَاِذَا سَجَدُوْا فَلْيَكُوْنُوْا مِنْ وَّرَآئِكُمْ ۪ وَلْتَاْتِ طَآئِفَةٌ اُخْرٰى لَمْ يُصَلُّوْا فَلْيُصَلُّوْا مَعَكَ وَلْيَاْخُذُوْا حِذْرَهُمْ وَاَسْلِحَتَهُمْ ۚ وَدَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ تَغْفُلُوْنَ عَنْ اَسْلِحَتِكُمْ وَاَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيْلُوْنَ عَلَيْكُمْ مَّيْلَةً وَّاحِدَةً ۭ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنْ كَانَ بِكُمْ اَذًى مِّنْ مَّطَرٍ اَوْ كُنْتُمْ مَّرْضٰٓى اَنْ تَضَعُوْٓا اَسْلِحَتَكُمْ ۚ وَخُذُوْا حِذْرَكُمْ ۭ اِنَّ اللّٰهَ اَعَدَّ لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا ۝١٠٢

১০৩ । এবং যখন তুমি নিজে তাহাদের মধ্যে থাক এবং তুমি তাহাদিগকে নামায পড়াও তখন তাহাদের মধ্য হইতে একদল যেন তোমার সঙ্গে দাঁড়ায় এবং তাহারা যেন তাহাদের অস্ত্রে সজ্জিত থাকে। এবং যখন তাহারা সিজদা সম্পন্ন করে তখন যেন তাহারা তোমাদের পশ্চাতে (শত্রুর সম্মুখে) দণ্ডায়মান হয়; এবং অন্য দল যাহারা এখনও নামায পড়ে নাই তাহারা যেন আগাইয়া আসে এবং তোমার সঙ্গে[৬৬০] নামায আদায় করে এবং তাহারা যেন আত্মরক্ষার উপকরণ অবলম্বন করে ও অস্ত্রাদিতে সজ্জিত থাকে;[৬৬১] এবং যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহারা কামনা করে যে তোমরা যদি তোমাদের অস্ত্র-শস্ত্র ও সাজ-সরঞ্জাম হইতে অসতর্ক হও তাহা হইলে তাহারা যেন অতর্কিতে এক যোগে তোমাদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িতে পারে । এবং বৃষ্টিপাতের কারণে যদি তোমাদের কষ্ট হয় অথবা তোমরা অসুস্থ হও, তখন তোমাদের উপরে কোন পাপ বর্তিবে না যদি তোমরা তোমাদের অস্ত্রাদি খুলিয়া ফেল, এবং তোমরা (সদা) আত্মরক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ কর । আল্লাহ্ নিশ্চয় কাফেরদের জন্য লাঞ্ছনাজনক শাস্তি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন ।

فَاِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلٰوةَ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ قِيٰمًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِكُمْ ۚ فَاِذَا اطْمَاْنَنْتُمْ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ ۚ اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا مَّوْقُوْتًا ۝١٠٣

১০৪ । অতঃপর, যখন তোমরা নামায শেষ কর তখন দাঁড়াইয়া এবং বসিয়া এবং নিজেদের পার্শ্বে শুইয়া[৬৬২] তোমরা আল্লাহ্কে সমরণ কর, এবং যখন তোমরা নিরাপদ হও তখন (স্বাভাবিক শর্তানুযায়ী) তোমরা নামায কায়েম কর, নিশ্চয় নির্ধারিত সময়ে নামায কায়েম করা মো'মেনদের উপর ফরয ।

وَلَا تَهِنُوْا فِي ابْتِغَاۗءِ الْقَوْمِ ۭ اِنْ تَكُوْنُوْا تَاْلَمُوْنَ فَاِنَّهُمْ يَاْلَمُوْنَ كَمَا تَاْلَمُوْنَ ۚ وَتَرْجُوْنَ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا يَرْجُوْنَ ۭ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۝١٠٤

১০৫ । এবং (শত্রু) জাতির অনুসন্ধানে তোমরা শৈথিল্য প্রদর্শন করিও না, যদি তোমাদের কষ্ট হয় তাহা হইলে তোমাদের যেরূপ কষ্ট হয় তাহাদেরও সেরূপ কষ্ট হয় । এবং তোমরা তো আল্লাহ্ হইতে উহার আশা রাখ যাহার আশা তাহারা রাখে না; এবং আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময় ।

১৫ [৪] ১২

৬৬০ । পূর্ববর্তী আয়াতে ভয় ও বিপদের অবস্থায়, ব্যক্তিগতভাবে নামায পড়িবার বিষয়ে বলা হইয়াছে । এই আয়াতে উপরোক্ত ভয়ের অবস্থায় মুসলমানেরা দলবদ্ধভাবে থাকিলে, কিভাবে জামায়াতে নামায আদায় করিবেন, তাহাই বিষদভাবে বর্ণিত হইয়াছে । বিভিন্ন সময়ে, এইরূপ বিপদ-সঙ্কুল পরিস্থিতিতে, অবস্থাভেদে একাদশ পদ্ধতিতে জামায়াতে নামায পড়া হইয়াছে বলিয়া হাদীসে উল্লেখ রহিয়াছে (মুহীত)।

৬৬১ । এই আয়াত 'আস্লেহা' (অস্ত্রশস্ত্র) এবং 'হিয্র্' (পূর্ব-সতর্কতা) শব্দদ্বয়ের মধ্যে পার্থক্য করিয়াছে । তুলনামূলকভাবে নিরাপদ অবস্থায় অস্ত্র-শস্ত্র হাত হইতে রাখা যাইতে পারে, কিন্তু কোনও অবস্থাতেই সতর্কতা অবলম্বনকে অবহেলা করা যাইতে পারে না । ৪ঃ৭২ দেখুন ।

৬৬২ । যেহেতু যুদ্ধের সময়ে, নির্দিষ্ট নামায তাড়াতাড়ি পড়া হয় কিংবা রাকায়াত কমাইয়া পড়া হয়, সেই হেতু মুসলমানগণকে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে যে, কমতি পূরণের জন্য তাহাদের উচিত, নামায শেষ করিয়া তাহারা যেন আল্লাহ্কে বেশী বেশী সমরণ করিতে থাকে এবং অনানুষ্ঠানিকভাবে দোয়ায় রত থাকে । ইহাতে আনুষ্ঠানিক নামায তাড়াতাড়ি পড়ার কিংবা অল্প সংখ্যক রাকায়াত সম্বলিত নামায পড়া-জনিত ক্ষতি পূরণ হইয়া যাইবে । এই আয়াতের শিক্ষা ইহাই ।

إِنَّآ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِمَآ أَرَىٰكَ ٱللَّهُ ۚ وَلَا تَكُن لِّلْخَآئِنِينَ خَصِيمًا ﴿١٠٥﴾

১০৬ । আমরা নিশ্চয় সত্য সহ এই পূর্ণ কিতাব তোমার প্রতি এই জন্য নাযেল করিয়াছি যেন আল্লাহ্ তোমাকে যাহা শিক্ষা দিয়াছেন তদ্বারা তুমি লোকদের মধ্যে বিচার কর । এবং তুমি বিশ্বাসঘাতকদের পক্ষে বিতর্ককারী হইও না ।[৬৬৩]

وَٱسْتَغْفِرِ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١٠٦﴾

১০৭ । এবং আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর ।[৬৬৪] নিশ্চয় আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময় ।

وَلَا تُجَٰدِلْ عَنِ ٱلَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا ﴿١٠٧﴾

১০৮ । এবং তুমি তাহাদের পক্ষ হইয়া বিতর্ক করিও না যাহারা নিজেদের[৬৬৫] প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে । নিশ্চয় আল্লাহ্ ভালবাসেন না তাহাকে যে চরম বিশ্বাসঘাতক, মহাপাপী।

يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَوْلِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ﴿١٠٨﴾

১০৯ । তাহারা মানুষ হইতে নিজেদের (পরিকল্পনা) গোপন করে, কিন্তু আল্লাহ্ হইতে তাহারা গোপন করিতে পারে না, অথচ তিনি তখনও তাহাদের সহিত থাকেন যখন তাহারা রাত্রিকালে এমন কথা সম্পর্কে সলা-পরামর্শ করে যাহা তিনি পসন্দ করেন না । বস্তুতঃ তাহারা যে কর্ম করে আল্লাহ্ তাহা পরিবেষ্টন করিয়া আছেন ।

هَٰٓأَنتُمْ هَٰٓؤُلَآءِ جَٰدَلْتُمْ عَنْهُمْ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ فَمَن يُجَٰدِلُ ٱللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ أَم مَّن يَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ﴿١٠٩﴾

১১০ । দেখ ! তোমরা[৬৬৬] এমনই লোক যে ইহজীবনে তাহাদের পক্ষ হইয়া বিতর্ক করিতেছ, কিন্তু কিয়ামতের দিন তাহাদের পক্ষ হইয়া আল্লাহ্র সহিত কে বিতর্ক করিবে অথবা কে হইবে তাহাদের পক্ষে অভিভাবক ?

وَمَن يَعْمَلْ سُوٓءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُۥ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ ٱللَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١١٠﴾

১১১ । এবং যে কেহ মন্দ কর্ম করে অথবা নিজের উপর অত্যাচার করে, অতঃপর আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে, সে আল্লাহ্কে অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময় হিসাবে পাইবে ।

وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُۥ عَلَىٰ نَفْسِهِۦ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١١﴾

১১২ । এবং যে কেহ পাপ অর্জন করে, সে উহা কেবল নিজের বিরুদ্ধেই অর্জন করে । বস্তুতঃ আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী,পরম প্রজ্ঞাময় ।

৬৬৩ । এই আহ্বান প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ।

৬৬৪ । 'ইস্তিগ্ফার' সকল আধ্যাত্মিক উন্নতির চাবি-কাঠি । ইহার অর্থ কেবল মৌখিক ক্ষমা প্রার্থনাই নহে । ইহার ফলে, এমন সব কাজ করার সৌভাগ্য লাভ হয়, যাহা দ্বারা দুর্বলতা ও পাপরাশি ঢাকিয়া যায় ।

৬৬৫ । 'আন্ফুসাহুম' অর্থ 'তাহাদের ভ্রাতৃগণ'ও হইতে পারে (২ঃ৮৫,৮৬; ৪ঃ৬৭)। এই আহ্বান সকলের প্রতিই, যেমন পূর্ববর্তী আয়াতগুলির আহ্বানও সাধারণভাবে সকলের জন্য ।

৬৬৬ । এই আয়াতের 'আন্তুম' (তোমরা) শব্দটি দেখাইয়া দিতেছে যে, পূর্ববর্তী আয়াতগুলির আহ্বান, মহা নবী (সাঃ)-এর প্রতি নহে,বরং সর্ব সাধারণ মুসলমানের প্রতি জানানো হইয়াছে । মহা নবী (সাঃ) সম্বন্ধে এই কথা কখনও প্রযোজ্য হইতে পারে না যে, তিনি অসৎ লোকের সপক্ষে তর্ক বা ঝগড়া করিবেন । কুরআন তাঁহাকে আহ্বান করিয়া কথা বলে, যেহেতু মু'মেনগণের জন্য আদেশ-নিষেধাবলীর ঐশী-বাণী তাঁহারই কাছে অবতীর্ণ হয় ।

وَمَنْ يَّكْسِبْ خَطِيْٓئَةً اَوْ اِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهٖ
بَرِيْٓـًٔا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا ﴿١١٢﴾

১১৩ । এবং যে কেহ কোন ত্রুটি বা পাপ[৬৬৭] অর্জন করে, অতঃপর উহা কোন নির্দোষ ব্যক্তির উপর আরোপ করে, তাহা হইলে নিশ্চয় সে মিথ্যা এবং প্রকাশ্য পাপের বোঝা বহন করে ।

وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهٗ لَهَمَّتْ
طَّآئِفَةٌ مِّنْهُمْ اَنْ يُّضِلُّوْكَ ؕ وَمَا
يُضِلُّوْنَ اِلَّآ اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّوْنَكَ
مِنْ شَيْءٍ ؕ وَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ
وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ ؕ
وَكَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا ﴿١١٣﴾

১১৪ । এবং যদি না তোমার উপর আল্লাহ্‌র ফযল[৬৬৮] এবং রহমত হইত তাহা হইলে তাহাদের মধ্য হইতে একদল দৃঢ় সংকল্প করিয়াছিল যেন তোমাকে ধ্বংস[৬৬৯] করে, কিন্তু তাহারা নিজদিগকে ব্যতীত অন্য কাহাকেও ধ্বংস করে না এবং তাহারা তোমার কোন অনিষ্ট করিতে পারে না । এবং আল্লাহ্ তোমার উপর কামিল কিতাব এবং হিকমত নাযেল করিয়াছেন এবং যাহা তুমি জানিতে না তাহা তোমাকে শিখাইয়াছেন এবং তোমার উপর আল্লাহ্‌র মহা ফযল রহিয়াছে ।

لَا خَيْرَ فِيْ كَثِيْرٍ مِّنْ نَّجْوٰىهُمْ اِلَّا مَنْ
اَمَرَ بِصَدَقَةٍ اَوْ مَعْرُوْفٍ اَوْ اِصْلَاحٍ
بَيْنَ النَّاسِ ؕ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ ابْتِغَآءَ
مَرْضَاتِ اللّٰهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿١١٤﴾

১১৫ । তাহাদের অধিকাংশ পরামর্শের[৬৭০] মধ্যে কোন কল্যাণ নাই—কেবল ঐ ব্যক্তির (পরামর্শ) ছাড়া যে দান-খয়রাত অথবা সৎকাজ অথবা লোকের মধ্যে শান্তি স্থাপনের নির্দেশ দেয় । এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে উহা করে অচিরেই আমরা তাহাকে মহা পুরস্কার দান করিব ।

وَمَنْ يُّشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ
الْهُدٰى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ
نُوَلِّهٖ مَا تَوَلّٰى وَنُصْلِهٖ جَهَنَّمَ ؕ وَسَآءَتْ
مَصِيْرًا ﴿١١٥﴾

১১৬ । এবং যে কেহ তাহার নিকট হেদায়াত পূর্ণভাবে প্রকাশ হওয়ার পর এই রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া যাইবে এবং মো'মেনদের পথ ব্যতীত অন্য পথের অনুসরণ করিবে, আমরা তাহাকে সেই পথেই ফিরাইয়া দিব যে পথে সে ফিরিয়া গিয়াছে এবং আমরা তাহাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করিব; বস্তুতঃ উহা বড়ই মন্দ বাসস্থল ।

---

৬৬৭ । 'খাতিয়াহ্' (ত্রুটি) এবং 'ইসম' (পাপ) দুইটি শব্দ এই আয়াতে পাশা-পাশি ব্যবহৃত হইয়াছে । ইহাদের মধ্যে পার্থক্য এই যে, প্রথম শব্দটি 'খতিয়াহ্' ইচ্ছাকৃতও হইতে পারে, অনিচ্ছাকৃতও হইতে পারে এবং তাহা দোষকারীর নিজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ । কিন্তু দ্বিতীয় শব্দ 'ইসম' ইচ্ছাকৃত পাপকে বুঝায় এবং ইহার পরিধি অন্যান্যকে আবেষ্টন করে । তদুপরি প্রথম শব্দটি আল্লাহ্‌র প্রতি কর্তব্যে অবহেলা বুঝায়, কিন্তু দ্বিতীয় শব্দটি আল্লাহ্ ও মানুষের প্রতি অপরাধ সাধনকে বুঝাইয়া থাকে । এই কারণেই দ্বিতীয়টির শাস্তি, প্রথমটির শাস্তি হইতে গুরুতর । ২ঃ৮২ এবং ২ঃ১৭৪ দেখুন । অপরাধ কিংবা পাপ করা দ্বিগুণ শাস্তিযোগ্য হইয়া পড়ে—যখন দোষী ব্যক্তি নিজের পাপকে নিরপরাধের কাঁধে চাপাইতে চায় । সেই জন্যই এইরূপ করাকে কেবল 'বুহ্তান' (মিথ্যা অপবাদ) বলা হয় নাই,বরং 'ইস্‌মু ম্মুবীন' (সুস্পষ্ট পাপ)ও বলা হইয়াছে ।

৬৬৮ । 'ফয্ল' (অনুগ্রহ) এবং 'রহ্মত' (দয়া) উভয় শব্দই সাধারণ তাৎপর্য রাখে, তথাপি 'ফয্ল' শব্দটি সময়ে সময়ে 'ইহলৌকিক মঙ্গলের জন্য' এবং 'রহ্মত' শব্দটি আধ্যাত্মিক মঙ্গলের জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে (২ঃ৬৫) । অতএব, ইহাই বুঝা যায়,নবী করীম (সাঃ) জাগতিক ও আধ্যাত্মিক উভয় ক্ষেত্রেই আল্লাহ্‌তা'লার প্রত্যক্ষ হেফাযতে ছিলেন ।

৬৬৯ । মুনাফেকরা মহা নবী (সাঃ)কে কষ্ট দিবার জন্য বহু পন্থাই অবলম্বন করিয়াছিল । এমন কি, জীবন-মরণ সমস্যাদির মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদিতেও তাহারা তাঁহাকে ভুল পরামর্শ দিয়া ভ্রান্ত সিদ্ধান্তে পৌছাইবার অপকৌশল অবলম্বন করিয়াছে । কিন্তু তাহাদের ঐসব ষড়যন্ত্র বিফল হইয়াছে । কারণ আল্লাহ্‌তা'লা তাঁহাকে সঠিক পন্থা অবলম্বনের দিকে পরিচালিত করিতেন এবং এইভাবে ইসলামের ভবিষ্যৎ মঙ্গল সম্পর্কিত সকল ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছাইয়া দিতেন ।

৬৭০ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ ۚ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿١١٧﴾

১১৭। আল্লাহ্ ইহা কখনও ক্ষমা করিবেন না যে তাঁহার সহিত কোন কিছুকে শরীক করা হউক, এবং ইহা অপেক্ষা লঘুতর পাপ যাহার জন্য তিনি চাহিবেন ক্ষমা করিবেন। বস্তুতঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সহিত কোন কিছুকে শরীক করে সে অবশ্যই চরম ভাবে পথভ্রষ্ট হয়।

إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا ۖ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَّرِيدًا ﴿١١٨﴾

১১৮। তাহারা তাঁহাকে ছাড়িয়া জীবনহীন-অসার বস্তু[৬৭১] ব্যতীত কাহাকেও ডাকে না, বরং তাহারা বিদ্রোহী শয়তান ব্যতীত কাহাকেও ডাকে না,

لَّعَنَهُ اللَّهُ ۘ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿١١٩﴾

১১৯। আল্লাহ্ তাহাকে অভিসম্পাত করিয়াছেন; এবং সে বলিয়াছিল, 'আমি নিশ্চয় তোমার বান্দাগণের মধ্য হইতে এক নির্দিষ্ট অংশকে ছিনাইয়া লইব;

وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ ۚ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا ﴿١٢٠﴾

১২০। এবং নিশ্চয় আমি তাহাদিগকে পথভ্রষ্ট করিব, এবং নিশ্চয় আমি তাহাদিগকে প্রলোভন দিব, এবং নিশ্চয় আমি তাহাদিগকে (মন্দ কাজে) উত্তেজিত করিব, ফলে তাহারা পশুর কর্ণচ্ছেদ[৬৭২] করিবে, এবং নিশ্চয় আমি তাহাদিগকে উত্তেজিত করিব, ফলে তাহারা অবশ্যই আল্লাহ্র সৃষ্টির পরিবর্তন[৬৭৩] করিবে।' এবং যে কেহ আল্লাহ্ ব্যতীত শয়তানকে অভিভাবক রূপে গ্রহণ করিবে, সে নিশ্চয় প্রকাশ্যভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।

يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ ۚ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ﴿١٢١﴾

১২১। সে তাহাদিগকে প্রতিশ্রুতি দেয় এবং তাহাদিগকে নানা প্রলোভন দেয়; বস্তুতঃ শয়তান তাহাদিগকে প্রকাশ্য ছলনা ব্যতিরেকে কোন প্রতিশ্রুতি দেয় না।

أُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا ﴿١٢٢﴾

১২২। এই সব লোক এমন যাহাদের আবাসস্থল জাহান্নাম, এবং তাহারা উহা হইতে নিষ্কৃতি লাভের কোন পথ খুঁজিয়া পাইবে না।

৬৭০। 'নাজওয়া' অর্থ দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মধ্যে গোপন আলাপ; অন্যকে গোপন কথা জ্ঞাপন করা; গোপন সলা-পরামর্শ-সম্মেলন অনুষ্ঠান। তবে শব্দটি গোপনীয়তার গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ নয়। ইহা সকল প্রকার সম্মেলনের জন্যই ব্যবহৃত হইতে পারে, যেখানে গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরী বিষয়াদি আলোচনার জন্য বিশেষভাবে আমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ মিলিত হন (লিসান ও মুহীত)।

৬৭১। 'ইনাস' শব্দটি দ্বারা জীবিত ও মৃত সকল মিথ্যা উপস্যাকেই বুঝায়। এই আয়াতে, কৃত্রিম ও মিথ্যা উপাস্যদের অসীম দুর্বলতা ও অসহায়তা ব্যক্ত করা হইয়াছে।

৬৭২। ঐসব মিথ্যা উপাস্যদের প্রতি তাহাদের আনুগত্যের নিদর্শন স্বরূপ আরবগণ উৎসর্গিত পশুর কান কাটিয়া দিত, যাহাতে অন্যান্য পশু হইতে উৎসর্গিতগুলিকে স্পষ্ট চিনা যায়। এই অদ্ভুত অভ্যাস কোন কোন দেশে এখনও প্রচলিত আছে।

৬৭৩। 'আল্লাহ্র সৃষ্টির পরিবর্তন' এইভাবে করা হয়ঃ (১) আল্লাহ্র সৃষ্টিকেই স্রষ্টার স্থলে পূজা করিয়া; (২) আল্লাহ্ প্রদত্ত ধর্মকে পরিবর্তিত ও বিকৃত করিয়া; (৩) নবজাত শিশুর শারীরিক ও আত্মিক বিকৃতি ঘটাইয়া; (৪) আল্লাহ্তা'লা যাহা সৎকাজে লাগাইবার জন্য দিয়াছেন, তাহা অসৎ কাজে ব্যবহার করিয়া।

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ؕ وَعْدَ اللّٰهِ حَقًّا ؕ وَمَنْ اَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ قِيْلًا ﴿١٢٢﴾

১২৩। কিন্তু যাহারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে, আমরা নিশ্চয় তাহাদিগকে জান্নাতসমূহে দাখিল করিব, যাহাদের তলদেশ দিয়া নহরসমূহ প্রবাহিত থাকিবে, সেখানে তাহারা চিরকাল বসবাস করিবে। ইহা আল্লাহ্‌র অমোঘ প্রতিশ্রুতি; এবং আল্লাহ্ অপেক্ষা কথায় কে অধিকতর সত্যবাদী হইতে পারে ?

لَيْسَ بِاَمَانِيِّكُمْ وَلَآ اَمَانِيِّ اَهْلِ الْكِتٰبِ ؕ مَنْ يَّعْمَلْ سُوْٓءًا يُّجْزَ بِهٖ ۙ وَلَا يَجِدْ لَهٗ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ﴿١٢٣﴾

১২৪। ইহা তোমাদের ইচ্ছানুযায়ীও হইবে না এবং আহ্‌লে-কিতাবদের ইচ্ছানুযায়ীও হইবে না; (বরং) যে ব্যক্তি কোন মন্দ কর্ম করিবে তাহাকে তদনুযায়ী প্রতিফল দেওয়া হইবে এবং সে নিজের জন্য আল্লাহ্ ব্যতীত না কোন বন্ধু পাইবে, না কোন সাহায্যকারী।

وَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُوْنَ نَقِيْرًا ﴿١٢٤﴾

১২৫। এবং যে কেহ সৎকাজ করে, নর হউক বা নারী[৬৭৪] এবং সে মো'মেন — এই প্রকারের ব্যক্তিগণ জান্নাতে প্রবেশ করিবে, এবং তাহাদের উপর খর্জুর-আঁটির ছিদ্র পরিমাণও অন্যায় করা হইবে না।

وَمَنْ اَحْسَنُ دِيْنًا مِّمَّنْ اَسْلَمَ وَجْهَهٗ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَّاتَّبَعَ مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا ؕ وَاتَّخَذَ اللّٰهُ اِبْرٰهِيْمَ خَلِيْلًا ﴿١٢٥﴾

১২৬। এবং ধর্মের ক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা কে উৎকৃষ্টতর হইতে পারে যে আল্লাহ্‌র সমীপে পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করে এবং সে সৎকর্মশীল হয় এবং একনিষ্ঠ ইব্‌রাহীমের ধর্মাদর্শের অনুসরণ করে ? নিশ্চয় আল্লাহ্ ইব্‌রাহীমকে বিশেষ বন্ধুরূপে[৬৭৫] গ্রহণ করিয়াছিলেন।

وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيْطًا ﴿١٢٦﴾ ع ১৮ [১১] ১৫

১২৭। এবং যাহা কিছু আকাশসমূহে আছে এবং যাহাকিছু পৃথিবীতে আছে সবই আল্লাহ্‌র, বস্তুতঃ আল্লাহ্ সকল বস্তুকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন।

وَيَسْتَفْتُوْنَكَ فِي النِّسَآءِ ؕ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِيْهِنَّ ۙ وَمَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتٰبِ فِيْ يَتٰمَى النِّسَآءِ الّٰتِيْ لَا تُؤْتُوْنَهُنَّ

১২৮। এবং তাহারা তোমার নিকট (একাধিক) নারীর (সহিত বিবাহ) সম্বন্ধে নির্দেশ[৬৭৬] চাহিতেছে। তুমি বল, 'আল্লাহ্ তাহাদের সম্বন্ধে তোমাদিগকে নির্দেশ দান করিতেছেন এবং যাহা তোমাদিগকে এই কিতাবের[৬৭৭] অন্যত্র আবৃত্তি করিয়া

৬৭৪। নিজ নিজ কাজ অনুযায়ী পুরস্কার প্রাপ্তির ব্যাপারেও পুরুষ ও স্ত্রীলোককে সম-স্তরে রাখা হইয়াছে। সমান সমান সৎকর্মের জন্য উভয়েই সমান সমান পুরস্কার পাইবে।

৬৭৫। এই আয়াতে ইসলামের সঠিক মর্ম বিবৃত হইয়াছে। আল্লাহ্ তা'লার ইচ্ছার কাছে সম্পূর্ণ আত্ম-সমর্পণ এবং নিজের সকল শক্তি, ক্ষমতা ও বৃত্তি সমূহ আল্লাহ্‌র সেবায় পূর্ণভাবে নিয়োজিত করার নাম ইসলাম। ইব্‌রাহীম (আঃ) এই দিক দিয়া মুসলমানের জন্য এক মহান আদর্শ, যাহাকে অনুকরণ ও অনুসরণ করা প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য।

৬৭৬। পরবর্তী তিনটি আয়াতে প্রার্থিত নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

৬৭৭। "এবং যাহা তোমাদিগকে এই কিতাবের অন্যত্র পাঠ করিয়া শুনানো হইতেছে" বাক্যাংশটি, এই সূরারই চতুর্থ আয়াতের প্রতি দৃষ্টি

مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَ تَرْغَبُوْنَ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الْوِلْدَانِ ۙ وَاَنْ تَقُوْمُوْا لِلْيَتٰمٰى بِالْقِسْطِ ؕ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِهٖ عَلِيْمًا ﴿۱۲۷﴾

শুনান হইতেছে উহা ঐ সকল এতীম নারীদের সম্বন্ধে, যাহাদিগকে তোমরা সেই অধিকার দিতেছ না যাহা তাহাদের জন্য বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে, অথচ তোমরা আগ্রহ রাখ যেন তোমরা তাহাদিগকে বিবাহ কর, এবং দুর্বল সন্তানদের[৬৭৭ক] সম্বন্ধেও। এবং (তোমাদিগকে এই আদেশ দেওয়া হইয়াছিল) যে, এতীম বালিকাদের সহিত তোমরা ন্যায় বিচারের উপর কায়েম হও। এবং যে কোন উত্তম কাজ তোমরা কর আল্লাহ্ উহা সবিশেষ জানেন।

وَاِنِ امْرَاَةٌ خَافَتْ مِنْۢ بَعْلِهَا نُشُوْزًا اَوْ اِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَاۤ اَنْ يُّصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ؕ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ؕ وَاُحْضِرَتِ الْاَنْفُسُ الشُّحَّ ؕ وَاِنْ تُحْسِنُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ﴿۱۲۸﴾

১২৯। এবং যদি কোন নারী তাহার স্বামীর পক্ষ হইতে মন্দ ব্যবহার এবং উপেক্ষার আশংকা করে, তাহা হইলে তাহাদের উপর কোন অপরাধ[৬৭৮] বর্তাইবে না, যদি তাহারা আপোষে সন্তোষজনক মীমাংসা করিয়া লয়। বস্তুতঃ আপোষ-মীমাংসা উত্তম। মনুষ্য প্রকৃতিতে কৃপণতা (নিহিত) রাখা হইয়াছে।[৬৭৯] এবং যদি তোমরা সৎকাজ কর এবং তাক্ওয়া অবলম্বন কর তাহা হইলে তোমরা যে কর্ম কর সেই বিষয়ে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত।

وَلَنْ تَسْتَطِيْعُوْۤا اَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ النِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيْلُوْا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوْهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ؕ وَاِنْ تُصْلِحُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿۱۲۹﴾

১৩০। এবং স্ত্রীগণের মধ্যে তোমরা কখনও (পূর্ণ) সমতা[৬৮০] রক্ষা করিতে পারিবে না, তোমরা যতই আকাঙ্খা কর না কেন। সুতরাং তোমরা (একই স্ত্রীর প্রতি) পূর্ণ রূপে ঝুঁকিয়া যাইও না যাহার ফলে তোমরা তাহাকে (অন্য স্ত্রীকে) দোদুল্যমান বস্তুর ন্যায় ছাড়িয়া দাও। এবং যদি তোমরা পরস্পরের মধ্যে মীমাংসা কর এবং তাক্ওয়া অবলম্বন কর, তাহা হইলে নিশ্চয় আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

আকর্ষণ করিতেছে। মুসলমানগণকে ঐসব এতীম মেয়ের পাণি গ্রহণে নিষেধ করা হইয়াছিল, যাহাদের অধিকার সম্পূর্ণভাবে সংরক্ষণ করা তাহাদের জন্য সম্ভব নয়। দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর (রাঃ) ধনী, সুন্দরী, এতীম বালিকাগণকে তাহাদের অভিভাবকের সাথে বিবাহ দিতেন না। তিনি তাহাদের জন্য আরও উত্তম ও ভাল পাত্রের সন্ধান করার জন্য অভিভাবকগণকে তাকিদ দিতেন। এই আয়াত বলিতেছে যে, স্ত্রীলোক সম্বন্ধে কতকগুলি উপদেশ কুরআনে পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে এবং আরও কিছু উপদেশ এখন দেওয়া হইতেছে।

৬৭৭-ক। 'ওয়িল্দান', 'ওয়ালাদ' শব্দের বহু বচন। 'ওয়ালাদ' অর্থ সন্তান। 'বিল্দান' দ্বারা এখানে বিবাহযোগ্যা মেয়েদের কথা বলা হইয়াছে।

৬৭৮। "তাহাদের উপর কোন অপরাধ বর্তাইবে না যদি তাহারা আপোষে সন্তোষজনক মীমাংসা করিয়া লয়" বাক্যাংশটি কুরআনের একটি বৈশিষ্ট্য-মণ্ডিত প্রকাশভঙ্গী, যাহাতে সদুপদেশও আছে এবং ভর্ৎসনাও আছে। বাক্যটির তাৎপর্য হইল এইরূপঃ বিবদমান পক্ষগুলি কি মনে করে যে, তাহারা পরস্পরের সহিত মিলিয়া গেলে এবং বিবাদ মিটাইয়া ফেলিলে তাহাদের পাপ হইবে ? এরূপ করা পাপতো নয়ই বরং প্রশংসনীয় বিষয়।

৬৭৯। এই বাক্যটিতে স্বামী-স্ত্রীর মনোমালিন্যের একটি বিশেষ কারণের কথা বলা হইয়াছে, যাহা প্রায়ই বিবাদ ঘটাইয়া থাকে। স্ত্রীর বেশী বেশী পাইবার লোভ বা আশা এবং স্বামীর কৃপণতা বা স্ত্রীর আকাঙ্খার প্রতি অনীহা প্রদর্শনই সেই কারণ।

৬৮০। মানসিকভাবে ইহা সম্ভবপর নহে যে, একজন মানুষ তাহার স্ত্রীগণের মধ্যে সর্বতোভাবে সমতা ও ভারসাম্য রক্ষা করিয়া চলে। ভালবাসা হৃদয়ের এমনই একটি বৃত্তি যাহার উপর মানুষের নিজেরই আধিপত্য খাটে না, এমতাবস্থায় একজনের সকল স্ত্রীর মধ্যে ইহার

وَاِنْ يَّتَفَرَّقَا يُغْنِ اللّٰهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهٖ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ وَاسِعًا حَكِيْمًا ﴿١٣٠﴾

১৩১। এবং যদি তাহারা একে অপর হইতে পৃথক হয় তাহা হইলে আল্লাহ্ (তাহাদের মধ্যে) প্রত্যেককে নিজ পক্ষ হইতে প্রাচুর্য দিয়া স্বনির্ভরশীল[৬৮১] করিয়া দিবেন, বস্তুতঃ আল্লাহ্ প্রাচুর্যদাতা, প্রজ্ঞাময়।

وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَاِيَّاكُمْ اَنِ اتَّقُوا اللّٰهَ ؕ وَاِنْ تَكْفُرُوْا فَاِنَّ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ غَنِيًّا حَمِيْدًا ﴿١٣١﴾

১৩২। এবং যাহা কিছু আকাশমণ্ডলে আছে এবং যাহা কিছু পৃথিবীতে আছে সবই আল্লাহ্র। এবং যাহাদিগকে তোমাদের পূর্বে কিতাব দেওয়া হইয়াছিল তাহাদিগকেও এবং তোমাদিগকেও আমরা এই তাকিদপূর্ণ নির্দেশ দিয়াছি যে, তোমরা আল্লাহ্র তাক্ওয়া অবলম্বন কর ; কিন্তু যদি তোমরা অস্বীকার কর তাহা হইলে (স্মরণ রাখিও) যাহা কিছু আকাশ—মণ্ডলে এবং যাহা কিছু পৃথিবীতে আছে সবই আল্লাহ্র, বস্তুতঃ আল্লাহ্ মহা ঐশ্বর্যশালী, প্রশংসাভাজন।

وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ﴿١٣٢﴾

১৩৩। এবং যাহা কিছু আকাশমণ্ডলে আছে এবং যাহা কিছু পৃথিবীতে আছে সবই আল্লাহ্র এবং কার্যনির্বাহক হিসাবে আল্লাহ্ই যথেষ্ট।

اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ اَيُّهَا النَّاسُ وَيَاْتِ بِاٰخَرِيْنَ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى ذٰلِكَ قَدِيْرًا ﴿١٣٣﴾

১৩৪। হে মানব মণ্ডলী ! যদি তিনি চাহেন তাহা হইলে তিনি তোমাদিগকে অপসারিত করিতে পারেন এবং (তোমাদের স্থলে) অন্যদেরকে লইয়া আসিতে পারেন এবং আল্লাহ্ ইহা করিতে সম্পূর্ণ সক্ষম।

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللّٰهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ سَمِيْعًا بَصِيْرًا ﴿١٣٤﴾ ع ١٩ [٨] ١٦

১৩৫। যে কেহ ইহকালের পুরস্কার চাহিবে তাহা হইলে (সে যেন স্মরণ রাখে যে) আল্লাহ্র নিকট ইহকাল ও পরকালের পুরস্কার রহিয়াছে এবং আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰۤى اَنْفُسِكُمْ اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ ۚ اِنْ يَّكُنْ غَنِيًّا اَوْ

১৩৬। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ ! তোমরা ন্যায়পরায়ণতার উপর দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হও আল্লাহ্র জন্য সাক্ষী হিসাবে, যদিও (তোমাদের সাক্ষ্য) তোমাদের[৬৮২] নিজেদের বা পিতামাতার এবং স্বজনগণের বিরুদ্ধেই যায়। (যাহার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেওয়া

সমবন্টন সম্ভব নয়। তবে, ইহা নিশ্চয়ই সত্য যে, অন্যান্য সকল ব্যাপারেই যেমন খাওয়া, পরিধান করা ইত্যাদি ব্যাপারে তাহাদের সকলের সহিত সমতা ও ন্যায়-ভিত্তিক আচরণ করা স্বামীর পক্ষে সম্ভব, তাহা তাহাকে করিতেই হইবে। ইহাই এই আয়াত সম্পর্কে নবী করীম (সাঃ)-এর ব্যাখ্যা।

৬৮১। স্বামীর তরফ হইতে পূর্ণ প্রচেষ্টা এবং স্ত্রীর পক্ষ হইতে পূর্ণ প্রচেষ্টা চালাইবার পরেও যদি তাহারা কোন মতেই শান্তিপূর্ণভাবে একত্রে বাস করিতে সক্ষম না হয় এবং তাহাদের তালাক (বিবাহ-বিচ্ছেদ) ঘটিয়া যায়, তাহা হইলে, আল্লাহ্ বলিতেছেন, তিনিই তাহাদের জন্য উত্তম পাত্র ও পাত্রী জোটাইয়া দিবেন। তবে ইসলামের মতে, "আল্লাহ্র কাছে, সকল হালাল কাজের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ঘৃণ্য কাজ হইল তালাক" (দাউদ, তালাক অধ্যায়)।

৬৮২ টিকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

فَقِيْرًا فَاللّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَا ۫ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوٰٓى اَنْ تَعْدِلُوْا ۚ وَاِنْ تَلْوٗٓا اَوْ تُعْرِضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ﴿١٣٥﴾

হইবে) যদি সে ধনী হয় অথবা দরিদ্র, তাহা হইলে আল্লাহ্ তাহাদের উভয়েরই সর্বাধিক শুভাকাঙ্খী। সুতরাং তোমরা হীনকামনার অনুসরণ করিও না যাহাতে তোমরা ন্যায়াবিচার[৬৮২-ক] করিতে পার। এবং যদি তোমরা কথা পেঁচাইয়া (সত্যকে) গোপন কর অথবা এড়াইয়া যাও তাহা হইলে (জানিয়া রাখা যে) তোমরা যাহা কিছু কর তদ্সম্বন্ধে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত আছেন।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَالْكِتٰبِ الَّذِيْ نَزَّلَ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَالْكِتٰبِ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ ۭ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاللّٰهِ وَمَلٰۗىِٕكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًۢا بَعِيْدًا ﴿١٣٦﴾

১৩৭। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ।[৬৮৩] তোমরা ঈমান আন আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসূলের উপর এবং এই কিতাবের উপর যাহা তিনি স্বীয় রসূলের উপর নাযেল করিয়াছেন এবং সেই কিতাবের উপরও যাহা তিনি পূর্বে নাযেল করিয়াছেন; এবং যে আল্লাহ্ এবং তাঁহার ফিরিশ্তাগণ এবং তাঁহার কিতাব সমূহ এবং তাঁহার রসূলগণ এবং শেষ দিবসকে অস্বীকার করে সে অবশ্যই চরমভাবে পথভ্রষ্ট হইল।

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا ثُمَّ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا ثُمَّ ازْدَادُوْا كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ اللّٰهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيْلًا ﴿١٣٧﴾

১৩৮। নিশ্চয় যাহারা ঈমান আনে অতঃপর, অস্বীকার করে, পুনরায় ঈমান আনে, অতঃপর অস্বীকার করে এবং অস্বীকারে তাহারা বাড়িয়া যায়[৬৮৪] আল্লাহ্ কখনও তাহাদিগকে ক্ষমা করিবেন না এবং তাহাদিগকে (সঠিক) পথে পরিচালিত করিবেন না

بَشِّرِ الْمُنٰفِقِيْنَ بِاَنَّ لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمَۙا ﴿١٣٨﴾

১৩৯। মোনাফেকদিগকে শুভ সংবাদ দাও যে, নিশ্চয় তাহাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রহিয়াছে;

الَّذِيْنَ يَتَّخِذُوْنَ الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَاۗءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۭ اَيَبْتَغُوْنَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَاِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا ﴿١٣٩﴾

১৪০। যাহারা মো'মেনগণকে ছাড়িয়া কাফেরদিগকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, তাহারা কি তাহাদের নিকট ইজ্জতের আকাঙ্খা করে? তাহা হইলে (তাহারা জানিয়া রাখুক যে) সমস্ত ইজ্জত অবশ্যই আল্লাহ্র ইখতিয়ারভুক্ত।

৬৮২। আরবীতে "তোমাদের নিজেদের বিরুদ্ধে" বলিতে বুঝায় "তোমাদের নিজের লোকজন, আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে"। তাহা সত্বেও নির্দেশটির উপর সবিশেষ জোর দিবার জন্য "পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন" শব্দগুলিও যোগ করা হইয়াছে।

৬৮২-ক। এই শব্দগুলির অর্থ ইহাও হইতে পারে— পাছে যদি তোমরা পদস্খলিত হও।

৬৮৩। হে ব্যক্তিগণ! তোমরা যাহারা নিজেদেরকে মো'মেন বল, তোমরা নিজের আচার-আচরণ ও কর্মদ্বারা তোমাদের ঈমানের সরলতা ও দৃঢ়তা প্রমাণ কর।

৬৮৪। আয়াতটি "মুরতাদ বা ধর্মত্যাগীদের জন্য ইসলাম মৃত্যুদণ্ডের বিধান রাখিয়াছে"— এই ভিত্তিহীন অপবাদকে খণ্ডন করিতেছে।

১৪০ । এবং তিনি তোমাদের জন্য এই কিতাবে[৬৮৫] নাযেল করিয়াছেন যে, যখন তোমরা আল্লাহ্‌র আয়াত সমূহ সম্বন্ধে শুন যে ঐগুলিকে অস্বীকার করা হইতেছে এবং উহাদের প্রতি বিদ্রূপ করা হইতেছে তখন তাহাদের সহিত বসিও না যে পর্যন্ত না তাহারা উহা ছাড়া অন্য কথায় রত হয়, নচেৎ তোমরা অবশ্যই তাহাদের অনুরূপ হইবে[৬৮৬] । নিশ্চয় আল্লাহ্ সকল মোনাফেক এবং কাফেরকে জাহান্নামে একত্রিত করিবেন;

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتٰبِ اَنْ اِذَا سَمِعْتُمْ اٰيٰتِ اللّٰهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَاُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوْا مَعَهُمْ حَتّٰى يَخُوْضُوْا فِيْ حَدِيْثٍ غَيْرِهٖٓ ۚ اِنَّكُمْ اِذًا مِّثْلُهُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ جَامِعُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْكٰفِرِيْنَ فِيْ جَهَنَّمَ جَمِيْعَا ۙ﴿١٤٠﴾

১৪২ । যদি আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে তোমাদের কোন বিজয় লাভ হয় তাহা হইলে যাহারা তোমাদের ধ্বংসের অপেক্ষা করিতেছে তাহারা বলে,'আমরা কি তোমাদের সঙ্গে ছিলাম না?' এবং যদি কাফেররা (বিজয়ের) কোন অংশ পায় তখন তাহারা (কাফেরদিগকে) বলে, 'আমরা কি (পূর্বে) তোমাদের উপর জয়যুক্ত হই নাই এবং আমরা কি তোমাদিগকে মো'মেনদের হাত হইতে রক্ষা করি নাই ?' সুতরাং আল্লাহ্ তোমাদের মধ্যে কিয়ামতের দিন ফয়সালা করিবেন এবং আল্লাহ্ কাফেরদিগকে মো'মেনদের উপর কখনও আধিপত্য দিবেন না ।

الَّذِيْنَ يَتَرَبَّصُوْنَ بِكُمْ ۚ فَاِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللّٰهِ قَالُوْٓا اَلَمْ نَكُنْ مَّعَكُمْ ۖ وَاِنْ كَانَ لِلْكٰفِرِيْنَ نَصِيْبٌ ۙ قَالُوْٓا اَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۗ فَاللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۗ وَلَنْ يَّجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰفِرِيْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ سَبِيْلًا ﴿١٤١﴾ ع ২০ [৭] ১৭

১৪৩ । নিশ্চয় মোনাফেকরা আল্লাহ্‌কে প্রতারিত করিতে চাহে, কিন্তু তিনি তাহাদিগকে তাহাদের প্রতারণার শাস্তি দিবেন, এবং যখন তাহারা নামাযের জন্য দাঁড়ায়, তাহারা শৈথিল্যের সহিত দাঁড়ায়, তাহারা লোকদিগকে দেখায়, এবং তাহারা আল্লাহ্‌কে খুব কমই স্মরণ করে ।

اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ ۚ وَاِذَا قَامُوْٓا اِلَى الصَّلٰوةِ قَامُوْا كُسَالٰى ۙ يُرَآءُوْنَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ اِلَّا قَلِيْلًا ۖ﴿١٤٢﴾

১৪৪ । তাহারা ইহার মধ্যে দোদুল্যমান[৬৮৮] অবস্থায় রহিয়াছে— তাহারা ইহাদের (মো'মেনগণের) মধ্যেও নহে এবং তাহাদের (কাফেরদের) মধ্যেও নহে । এবং আল্লাহ্ যাহাকে পথভ্রষ্ট হইতে দেন, তুমি তাহার জন্য কখনও কোন পথ খুঁজিয়া পাইবে না ।

مُّذَبْذَبِيْنَ بَيْنَ ذٰلِكَ ۖ لَآ اِلٰى هٰٓؤُلَآءِ وَلَآ اِلٰى هٰٓؤُلَآءِ ۗ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ سَبِيْلًا ﴿١٤٣﴾

৬৮৫ । "তিনি তোমাদের জন্য এই কিতাবে নাযেল করিয়াছেন" বাক্যটি ৬ঃ৬৯-এর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে যাহা এই আয়াতের পূর্বে মক্কায় অবতীর্ণ হইয়াছিল । তবে, মক্কায় অবতীর্ণ ৬ঃ৬৯ আয়াতটি, আলোচ্য আয়াতের পরে কুরআনে স্থান পাইয়াছে । ইহাতে বুঝা যায়, কুরআনের আয়াতগুলি নাযেল হওয়ার সময়-ক্রম অনুযায়ী সাজানো হয় নাই, বরং বিষয়-বস্তুর প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সাজানো হইয়াছে ।

৬৮৬ । অত্র আয়াতের নির্দেশটি ত্রিবিধ নীতির উপর প্রতিষ্ঠিতঃ (১) ধর্মীয় বিষয়াদির গুরুত্ব ও গাম্ভীর্যের উপর জোর দেওয়া যাহাতে ব্যাপারটিকে কোনক্রমেই লঘু করিয়া দেখা না হয়, (২) কাফেরদের ক্ষতিকর ও হীন সংসর্গের প্রভাব হইতে মো'মেনগণকে রক্ষা করা, (৩) মুসলমানদের হৃদয়ে ধর্মীয় ব্যাপারে পবিত্র চেতনা ও মর্যাদাবোধ জাগাইয়া তোলা ।

৬৮৭ । মোনাফেকগণ আল্লাহ্‌কে তো কখনই ঠকাইতে পারে না । তবে তাহারা মহানবী (সাঃ)-কে প্রতারণা করিয়া ঠকাইতে চাহে, যেহেতু তিনি আল্লাহ্‌রই নিয়োজিত ব্যক্তি । যত ষড়যন্ত্রই তাহারা নবী করীম (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে করে, উহার সবগুলিই আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যকে বানচাল করিবার জন্য তাহারা করিয়া থাকে; তাই তাহাদের ষড়যন্ত্র ও প্রবঞ্চনামূলক কার্যাবলীর জন্য আল্লাহ্‌তা'লা স্বয়ং তাহাদিগকে শাস্তি দিবেন । ২ঃ১৬ দেখুন ।

৬৮৮ টিকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ؕ اَتُرِيْدُوْنَ اَنْ تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ عَلَيْكُمْ سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا ﴿١٤٥﴾

১৪৫ । হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ ! তোমরা মো'মেনগণকে ছাড়িয়া কাফেরদিগকে কখনও বন্ধুরূপে গ্রহণ করিও না। তোমরা কি নিজেদের বিরুদ্ধে আল্লাহ্ কর্তৃক খোলাখুলি অভিযোগ আনার সুযোগ দিতে চাহ ?

اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ فِى الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ۚ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيْرًا ﴿١٤٦﴾ۙ

১৪৬ । নিশ্চয় মোনাফেকরা আগুনের নিম্নতম স্তরে[৬৮৯] অবস্থান করিবে এবং তুমি তাহাদের জন্য কখনও কোন সাহায্যকারী পাইবে না,

اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا وَاَصْلَحُوْا وَاعْتَصَمُوْا بِاللّٰهِ وَاَخْلَصُوْا دِيْنَهُمْ لِلّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ ؕ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿١٤٧﴾

১৪৭ । তাহারা ব্যতিরেকে যাহারা তওবা করে এবং সংশোধন করে এবং আল্লাহ্কে মযবূত ভাবে ধরে এবং তাহারা আল্লাহ্র জন্য তাহাদের দীনকে আন্তরিকভাবে পালন করে— ইহারাই মো'মেনগণের অন্তর্ভুক্ত। এবং অচিরেই আল্লাহ্ মো'মেনদিগকে মহা পুরস্কার দান করিবেন ।

مَا يَفْعَلُ اللّٰهُ بِعَذَابِكُمْ اِنْ شَكَرْتُمْ وَاٰمَنْتُمْ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ شَاكِرًا عَلِيْمًا ﴿١٤٨﴾

১৪৮ । কেনইবা আল্লাহ্ তোমাদিগকে আযাব দিবেন, যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর এবং ঈমান আন ? নিশ্চয় আল্লাহ্ অতীব গুণগ্রাহী,[৬৯০] সর্ব জ্ঞানী ।

لَا يُحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْٓءِ مِنَ الْقَوْلِ اِلَّا مَنْ ظُلِمَ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ سَمِيْعًا عَلِيْمًا ﴿١٤٩﴾

১৪৯ । আল্লাহ্ মন্দ কথার প্রকাশকে[৬৯১] ভালবাসেন না, কেবল সেই ব্যক্তি ব্যতিরেকে যাহার উপর যুলুম করা হইয়াছে নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী ।

اِنْ تُبْدُوْا خَيْرًا اَوْ تُخْفُوْهُ اَوْ تَعْفُوْا عَنْ سُوْٓءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيْرًا ﴿١٥٠﴾

১৫০ । যদি তোমরা কোন পুণ্যকর্ম প্রকাশ কর, অথবা উহা গোপন কর, অথবা কোন দোষত্রুটি ক্ষমা কর, তাহা হইলে নিশ্চয় আল্লাহ্ বড়ই মার্জনাকারী, সর্বশক্তিমান ।

ঊর্ধ্ব পারা

৬৮৮ । শব্দগুলিতে এই রূপ অর্থ আছে "বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের মাঝে দোদুল্যমান বা বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীর মাঝখানে দোলায়মান" ।

৬৮৯ । কুরআন মোনাফেকদিগকে অতি ঘৃণার সহিত নিন্দা করিয়াছে । ফলে কাহারও এই যুক্তি দেখাইবার উপায় নাই যে, কুরআন তলোয়ারের জোরে ধর্ম-প্রচার করিতে মুসলমানকে উৎসাহিত করে । কেননা, তলোয়ারের জোরে কোন ব্যক্তিকে মুসলমান করিলে, সে মুসলমান না হইয়া বরং মোনাফেকই হইবে ।

৬৯০ । আল্লাহ্তা'লার 'শাকের' (শোক্রকারী) হওয়ার অর্থ ক্ষমাকারী, সন্তোষ প্রকাশকারী, প্রশংসাকারী ও গুণ-গ্রাহী হওয়া এবং সৎকর্মের পুরস্কারদাতা হওয়া বুঝায় (লেইন)।

৬৯১ । ইসলাম জনসমক্ষে অপরের নিন্দা করা বা অপরকে গালাগালি করা নিষেধ করে । তবে, অত্যাচারিত ব্যক্তি আক্রান্ত অবস্থায় চীৎকার করিয়া সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে, যাহাতে অপরে আসিয়া তাড়াতাড়ি সাহায্য করিতে পারে । সে বিচারলয়ে বিচার-প্রার্থীও হইতে পারে । কিন্তু কোনও অবস্থায় দুর্নাম বা কুৎসা করিয়া বেড়াইতে পারে না ।

১৫১। নিশ্চয় যাহারা আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসূলগণকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসূলগণের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করিতে চাহে এবং বলে, 'আমরা কতকের উপর ঈমান আনি এবং কতককে অস্বীকার করি,' এবং তাহারা চাহে যেন তাহারা ইহার মাঝামাঝি পথ অবলম্বন করে ; [৬৯২]

اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَيُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّفَرِّقُوْا بَيْنَ اللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَيَقُوْلُوْنَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَّنَكْفُرُ بِبَعْضٍ ۙ وَّيُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَّخِذُوْا بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا ۙ﴿۱۵۱﴾

১৫২। ইহারাই প্রকৃত কাফের এবং আমরা কাফেরদের জন্য লাঞ্ছনাজনক আযাব প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি।

اُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ حَقًّا ۚ وَاَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا ﴿۱۵۲﴾

১৫৩। এবং যাহারা আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসূলগণের উপর ঈমান আনে এবং তাহাদের কাহারও মধ্যে পার্থক্য করে না, ইহারাই ঐসকল লোক যাহাদিগকে তিনি শীঘ্রই তাহাদের পুরস্কার দিবেন। বস্তুতঃ আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَلَمْ يُفَرِّقُوْا بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ اُولٰٓئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيْهِمْ اُجُوْرَهُمْ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿۱۵۳﴾ ع ۲۱ [১১] ১

১৫৪। আহ্লে কিতাব তোমার নিকট দাবী করিতেছে যে, তুমি তাহাদের উপর আকাশ হইতে এক কিতাব নাযেল কর। তাহারা মূসার নিকট ইহা হইতেও গুরুতর দাবী করিয়াছিল। যেমন তাহারা বলিয়াছিল, 'আমাদিগকে প্রকাশ্যভাবে আল্লাহ্ দেখাও[৬৯৩]'। ফলে তাহাদের যুলুমের কারণে তাহাদিগকে বজ্রপাত আঘাত হানিয়াছিল। অতঃপর, তাহাদের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী প্রকাশিত হওয়ার পরও তাহারা গো-বৎসকে (মা'বূদ রূপে) গ্রহণ করিয়াছিল, কিন্তু ইহাও আমরা ক্ষমা করিয়াছিলাম। এবং আমরা মূসাকে প্রকাশ্য ক্ষমতা দান করিয়াছিলাম।

يَسْـَٔلُكَ اَهْلُ الْكِتٰبِ اَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتٰبًا مِّنَ السَّمَآءِ ۚ فَقَدْ سَاَلُوْا مُوْسٰٓى اَكْبَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَقَالُوْٓا اَرِنَا اللّٰهَ جَهْرَةً فَاَخَذَتْهُمُ الصّٰعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ۚ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذٰلِكَ ۚ وَاٰتَيْنَا مُوْسٰى سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا ﴿۱۵۴﴾

১৫৫। এবং আমরা তাহাদের নিকট হইতে দৃঢ় অঙ্গীকার গ্রহণ করিবার সময় তূরপর্বতকে তাহাদের ঊর্ধে সমুচ্চ করিয়াছিলাম এবং তাহাদিগকে বলিয়াছিলাম, 'তোমরা পূর্ণ আনুগত্যের সহিত এই ফটক দিয়া প্রবেশ কর', এবং তাহাদিগকে আরও বলিয়াছিলাম, 'তোমরা সাবাতের[৬৯৪] বিষয়ে সীমালংঘন করিও

وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّوْرَ بِمِيْثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَّقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوْا فِى السَّبْتِ وَاَخَذْنَا مِنْهُمْ

৬৯২। এমন লোক আছে, যাহারা আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস রাখে কিন্তু তাঁহার রসূলগণকে মানে না অথবা রসূলগণের মধ্যে কাহাকেও মানে কাহাকেও মানে না, অথবা একই রসূলের কোন দাবীকে মানে, কোন দাবীকে মানে না। তাহারা বিশ্বাসের ক্ষেত্রে মধ্য-পথে থাকিতে চায়। তাহারা বিশ্বাসী নহে। প্রকৃত বিশ্বাস সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ চায়, আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলগণের দাবীগুলির প্রতি সম্পূর্ণতম আস্থা স্থাপনের নাম ঈমান বা বিশ্বাস।

৬৯৩। ৯৬ টীকা দেখুন।

৬৯৪। ৪:৪৮ দেখুন।

না ।' এবং আমরা তাহাদের নিকট হইতে দৃঢ় অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়াছিলাম ।

مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا ﴿١٥٥﴾

১৫৬ । অতঃপর, তাহাদের অঙ্গীকার ভঙ্গের কারণে এবং আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলী অস্বীকার করার ও নবীগণকে অন্যায়ভাবে হত্যার চেষ্টা করার কারণে, এবং তাহাদের এই বক্তব্যের কারণে, 'আমাদের হৃদয়গুলি পর্দাবৃত',— বরং আল্লাহ্ উহাদের উপর মোহর[৬৯৫] করিয়া দিয়াছেন তাহাদের অস্বীকারের কারণে, সুতরাং তাহারা ঈমান আনে অতি অল্পই—

فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِّيْثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَقَتْلِهِمُ الْاَنْۢبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَّقَوْلِهِمْ قُلُوْبُنَا غُلْفٌ ؕ بَلْ طَبَعَ اللّٰهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿١٥٦﴾

১৫৭ । এবং তাহাদের অস্বীকারের কারণে এবং মরিয়মের প্রতি তাহাদের ভয়ানক মিথ্যা অপবাদ[৬৯৬] আরোপ করার কারণে;

وَّبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلٰى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيْمًا ﴿١٥٧﴾

১৫৮ । এবং তাহাদের এই বক্তব্যের কারণে, 'আমরা আল্লাহ্‌র রসূল মরিয়মের পুত্র ঈসা মসীহ্‌কে নিশ্চয় হত্যা করিয়াছি, অথচ না তাহারা তাহাকে হত্যা করিয়াছিল এবং না তাহারা তাহাকে ক্রুশে[৬৯৭] বিদ্ধ করিয়া নিহত করিয়াছিল, বরং তাহাদের নিকটে তাহাকে (ক্রুশ-বিদ্ধ মৃতের) অনুরূপ[৬৯৮] করা হইয়াছিল; এবং নিশ্চয় যাহারা তাহার ব্যাপারে মতভেদ করে তাহারা ঘোর সন্দেহের মধ্যে নিপতিত; তাহাদের এই বিষয়ে কোন (নিশ্চিত) জ্ঞান নাই, কেবল অনুমানের অনুসরণ ব্যাতীত এবং নিশ্চিতরূপে তাহারা তাহাকে হত্যা করে[৬৯৯] নাই ।

وَّقَوْلِهِمْ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيْحَ عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ۚ وَمَا قَتَلُوْهُ وَمَا صَلَبُوْهُ وَلٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ ؕ وَاِنَّ الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْا فِيْهِ لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ ؕ مَا لَهُمْ بِهٖ مِنْ عِلْمٍ اِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ ۚ وَمَا قَتَلُوْهُ يَقِيْنًا ﴿١٥٨﴾

---

৬৯৫ । ২৭ টীকা দেখুন ।

৬৯৬ । ইহুদীরা মরিয়মকে অবিবাহিতা অবস্থায় যৌনাচারের অভিযোগে অভিযুক্ত করে (প্যান্থার কর্তৃক প্রণীত যীশুর ইহুদী-জীবন)। মরিয়মের বিরুদ্ধে ইহুদীরা 'কুৎসা-রটনা' করে । মরিয়মের সম্বন্ধে ইহুদীদের 'কুৎসা-রটনা' শব্দগুলি উল্লেখ করিয়া কুরআন মরিয়মের সতীত্ব বর্ণনা করিয়াছে এবং স্পষ্ট বলিয়া দিতেছে যে, ঈসার (আঃ) জন্ম পিতৃমাধ্যম ছাড়াই হইয়াছিল । কারণ যদি ঈসার (আঃ) পিতাই থাকিত, তাহা হইলে মরিয়মের বিরুদ্ধে ইহুদীদের কুৎসা-রটনার কোন সুযোগই থাকিত না । আর অন্য কোনও ধরণের কুৎসাও মরিয়মের বিরুদ্ধে ছিল না । ঈসা (আঃ)-এর নবুওয়াত দাবীর প্রেক্ষিতে মরিয়মকে বিদ্রূপ করা হইয়াছিল বটে, কিন্তু কুরআন এই কুৎসাকে গুরুত্ব দেয়নাই এবং স্বীকার করে নাই । কুরআনের অন্যত্র ইহুদীদের এই জঘন্য অপবাদকে খণ্ডন করিয়া বলা হইয়াছে, "ঈসার (আঃ) মাতা ধার্মিকা, সতী রমণী ছিলেন" (৩ঃ৪৩, ৫ঃ৭৬)।

৬৯৭ । 'মা সালাবুহ' অর্থ তাহারা ক্রুশে দিয়াও তাহাকে নিহত করিতে পারে নাই । 'সালাব' অর্থই হইল এক ধরণের হত্যা-পদ্ধতি । 'সালাবাল্ লিস্বা' অর্থ তাহারা ক্রুশে দিয়া চোরটাকে হত্যা করিল । এই আয়াত ঈসা (আঃ)-কে ক্রুশে চড়াইবার কথা স্বীকার করে, কিন্তু ক্রুশে বিদ্ধ অবস্থায় তাহার মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া স্বীকার করে না ।

৬৯৮ । 'শুব্বিহা লাহুম' অর্থ ইহুদীদের কাছে ঈসা (আঃ)-কে ক্রুশে বিদ্ধ অবস্থায় বা ক্রুশ হইতে নামানোর পর মৃত দেখাইতেছিল । অন্য অর্থ ঈসার (আঃ) মৃত্যুর ব্যাপারটা ইহুদীদের কাছে সন্দেহযুক্ত ও ঘোলাটে হইয়াছিল । 'শুব্বিহা আলায়হিল আমরু' অর্থ বিষয়টা তাহার নিকট অস্পষ্ট, ঘোলাটে বা সন্দেহযুক্ত করা হইয়াছিল (লেইন)।

৬৯৯ । "মা কাতালুহু একীনান" বাক্যটির অর্থঃ(১) তাহারা নিশ্চয় তাহাকে হত্যা করিতে পারে নাই, (২) তাহারা তাহার (ঈসা-আঃ-এর) মৃত্যুর অনুমানকে নিশ্চয়তার পর্যায়ে পৌঁছাইতে পারে নাই । অর্থাৎ ঈসা (আঃ)-এর ক্রুশে মৃত্যু সম্বন্ধীয় তাহাদের ধারণা সংশয়াতীত হইয়া তাহাদের

১৫৯। বরং আল্লাহ্ তাহাকে তাঁহার দিকে[৭০০] উন্নীত করিয়াছেন। বস্তুতঃ আল্লাহ্ মহা পরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়।

بَل رَّفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿١٥٩﴾

মনে নিশ্চয়তা সৃষ্টি করে নাই। এই ক্ষেত্রে, 'কাতালুহু'র 'হু' 'যান্ন' (অনুমান) শব্দের সর্বনামরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে মনে করিতে হইবে। আরবেরা বলে, 'কাতালাশ্ শাইয়া খুবরান' অর্থাৎ সে বিষয়টি সম্বন্ধে এত জ্ঞান লাভ করিয়াছিল যে, ঐ বিষয়ে তাহার সংশয়ের সামান্য সম্ভাবনাও অবশিষ্ট রহিল না (লেইন, লিসান, এবং মুফরাদাত)। ঈসা (আঃ) যে ক্রুশে মৃত্যুবরণ না করিয়া পরে স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ করিয়াছিলেন, তাহা কুরআন হইতে স্পষ্টভাবে বুঝা যায়। বাইবেলের নিম্নবর্ণিত কথাগুলি হইতেও কুরআনের বর্ণনার সমর্থন পাওয়া যায়ঃ-

(ক) ঈসা (আঃ) আল্লাহ্র প্রেরিত পুরুষ ছিলেন। তাঁহার পূণ্যজীবনের অবসান ক্রুশের উপরে কখনই হইতে পারে না। কারণ বাইবেল অনুযায়ী, "যে ব্যক্তি ক্রুশবিদ্ধ অবস্থায় মৃত্যু বরণ করে সে আল্লাহ্র অভিশাপ গ্রস্ত-(দ্বিতীয়-২১ঃ২৩)।(খ) তিনি অতিশয় কাতর হৃদয়ে রাতভর দোয়া করিয়াছিলেন, "আমার নিকট হইতে এই পান পাত্র দূর কর" (মার্ক-১৪ঃ৩৬; মথি-২৬ঃ৩৯; লুক-২২ঃ৪২) এবং তাঁহার এই দোয়া কবুল হইয়াছিল (হবঃ-৫ঃ৭)।(গ) তিনি পূর্বেই ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন যে, ইউনুস নবী (আঃ) যেমন মাছের পেটে জীবিতাবস্থায় গিয়াছিলেন এবং জীবিত অবস্থায়ই উহার পেট হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছিলেন (মথি-১২ঃ৪০), তেমনি তিনিও খোদিত কবরে তিন দিন থাকিয়া জীবিত অবস্থায়ই উহা হইতে বাহির হইয়া আসিবেন।(ঘ) তিনি ইহাও ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন যে, ইস্রাঈলের দশটি হারানো গোত্রকে খুঁজিয়া পাওয়ার জন্য তাঁহাকে বাহিরে যাইতে হইবে (যোহন-১০ঃ১৬)। ঈসা (আঃ)-এর সময়ের ইহুদীগণও বিশ্বাস করিত যে, ঈস্রাঈলের হারানো গোত্রগুলি বিভিন্ন দেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছে (যোহন-৭ঃ৩৪,৩৫)।(ঙ) ঈসা (আঃ) মাত্র তিন ঘন্টার মত ক্রুশে লটকানো অবস্থায় ছিলেন (যোহন-১৯ঃ১৪) এবং তাঁহার মত স্বাভাবিক শারীরিক গঠনের ব্যক্তি এত অল্প সময়ে ক্রুশে মরিতে পারেন না। (চ) ক্রুশ হইতে নামাইবার পরে পরেই তাহার পার্শ্বদেশে ধারাল অস্ত্রের দ্বারা আঘাত করা হয় এবং রক্ত ও পানি সেই আহত স্থল হইতে ফিন্‌কি দিয়া বাহির হইয়া আসে। ইহা তাঁহার জীবিত থাকার পরিচায়ক (যোহন-১৯ঃ৩৪)।

(ছ) ইহুদীরা, ঈসা (আঃ)-এর মৃত্যুর ব্যাপারে নিজেরাই নিশ্চিত ছিল না। কারণ তাহারা পীলাতকে তাঁহার কবরে পাহারাদার রাখার অনুরোধ জানাইয়াছিল। তাহারা এই বলিয়া অনুরোধ করিয়াছিল, "তাঁহার শিষ্যরা রাত্রে আসিয়া তাহাকে চুরি করিয়া লইয়া যাইতে পারে এবং তৎপর জনগণের কাছে বলিতে পারে, 'তিনি মৃতের মধ্য হইতে, জীবিত হইয়া উঠিয়াছেন' (মথি-২৭ঃ৬৪)।(জ) সুসমাচারগুলির একটিতেও কোন চাক্ষুস-সাক্ষীর বিবৃতি লিপিবদ্ধ নাই যে, তাহাকে ক্রুশ হইতে নামাইবার সময়ে তিনি মৃত অবস্থায় ছিলেন কিংবা কবরে রাখার সময়ে তিনি মৃত ছিলেন। তাছাড়া তাঁহাকে ক্রুশে চড়াইবার সময়, একজন অনুসারীও ঐ দৃশ্যপটে উপস্থিত ছিলেন না। তাহারা সকলেই আত্মগোপন করিয়াছিলেন। আসল ঘটনা এইরূপ ছিল যে, পীলাতের স্ত্রীর পূর্ববর্তী রাত্রের স্বপ্ন-বাণী, "এই ন্যায়বান ব্যক্তির ক্ষতি করিও না", পীলাতের মনে এই বিশ্বাস সৃষ্টি করিয়াছিল যে ঈসা (আঃ) নিরপরাধ। তাই পীলাত, 'এসেনি'ফেরকার সম্মানিত ব্যক্তি আরিমেথিয়ার যোসেফের সাথে যুক্তি করিয়া ঈসা (আঃ)কে বাঁচাইবার কৌশল অবলম্বন করিয়াছিলেন। কারণ, নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত ঈসা (আঃ) এসেনি ফেরকারই সদস্য ছিলেন। ঈসা (আঃ)-এর বিচার হইয়াছিল শুক্রবারে। পীলাত বিচার-কার্য ইচ্ছাপূর্বক দীর্ঘায়িত করিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন যে, ক্রুশের শাস্তি-প্রাপ্ত ব্যক্তিদিগকে শুক্রবার দিবাগত সন্ধ্যায়ই ক্রুশ হইতে নামাইয়া ফেলিতে হইবে। তাই তিনি যখন ঈসা (আঃ)-এর বিরুদ্ধে ক্রুশের শাস্তি ঘোষণা করিতে বাধ্য হইলেন, তখন সূর্যাস্ত হইতে মাত্র তিন ঘন্টা বাকী ছিল, তিনি নিশ্চিত হইয়াছিলেন যে, সাধারণ স্বাস্থ্য-সম্পন্ন কোনও ব্যক্তিই এত অল্প সময় ক্রুশে থাকিয়া মৃত্যু বরণ করে না। পীলাত কিছু অতিরিক্ত সাবধানতা অবলম্বন করিয়া, ঈসা (আঃ)-কে সুগন্ধি নির্যাস মিশ্রিত সিরকা জাতীয় পানীয় পান করাইয়াছিলেন যাহাতে তাহার কষ্টানুভূতি কম হয়। ক্রুশে লটকাইবার তিন ঘন্টা পরে, ঈসা (আঃ)-কে যখন সংজ্ঞাহীন অবস্থায় নামানো হইল (সম্ভবতঃ সিরকার প্রভাবে অচেতন ছিলেন), তখন আরিমেথিয়ার যোসেফের অনুরোধে পীলাত সাথে সাথে ঈসা (আঃ)-এর দেহ তাহাকে সমর্পণ করিলেন। ঈসা (আঃ)-এর সাথে দুইজন দুষ্কৃতকারীকেও ক্রুশে লটকানো হইয়াছিল এবং তাহাদের হাড় ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু ঈসা (আঃ)-এর হাড় ভাঙ্গা হয় নাই। যোসেফ পাহাড়ের টিলার গাত্রে খোদাই করা প্রশস্ত কোঠায় তাঁহার দেহটি রাখিলেন। তাঁহার দেহের কোনরূপ ডাক্তারী পরীক্ষা হয় নাই, জীবিত কি মৃত তাহাও পরীক্ষা করা হয় নাই, এমন কি এ ব্যাপারে তাঁহার অন্তিম সময়ের কাহারও সাক্ষ্য প্রমাণও নেওয়া হয় নাই (মিস্টিকেল লাইফ অব জিসাস, প্রণেতা এইচ, স্পেন্সার লিউইস)।(ঝ) একটি ভেষজ মলম (ইহা পরে 'মরহমে ঈসা' বা ঈসার মলম নামে পরিচিত হয়) তৈরী করিয়া তাঁহার ক্ষতস্থানগুলিতে প্রলেপ দেওয়া হয় এবং আরিমেথিয়ার যোসেফ ও নিকোডিমাস তাঁহার শুশ্রূষা ও সেবাযত্ন করিতে থাকেন। নিকোডিমাস 'এসেনি ভ্রাতৃমণ্ডলী'র একজন অতি সম্মানী ও উচ্চ জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন।(ঞ) ঈসা (আঃ)-এর ক্ষতগুলি মোটামুটি সারিয়া উঠিলে, তিনি কবরটি ত্যাগ করেন এবং রাত্রিযোগে পর পর কয়েকজন শিষ্যের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং তাহাদের সাথে খাদ্য গ্রহণ করেন। অতঃপর, তিনি পদব্রজে জেরুসালেম হইতে গেলিলী চলিয়া যান (লুক-২৪ঃ৫০)। (টা) আমেরিকায় প্রথমে ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে 'দি ক্রুসিফিক্‌শন' বাই এন আই-উইটনেস নামক একটি পুস্তক প্রকাশিত হয়। ক্রুশের ঘটনার সাত বৎসর পর, জেরুযালেমের এসেনি ভ্রাতৃত্ব-মণ্ডলীর একজন সদস্য আলেক্‌জান্দ্রিয়ার অপর এসেনি ভ্রাতা সদস্যকে এই বিষয়ের উপর একটি পত্র

৭০০ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

وَاِنْ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهٖ قَبْلَ مَوْتِهٖ ۚ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكُوْنُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا ﴿١٥٩﴾

১৬০। আহলে কিতাব হইতে প্রত্যেক ব্যক্তিই তাহার নিজ মৃত্যুর[৭০১] পূর্বে ইহার (ঈসার ক্রুশীয় মৃত্যুর) উপর অবশ্যই বিশ্বাস রাখিবে এবং সে (ঈসা) কিয়ামতের দিনে তাহাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী হইবে।

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبٰتٍ اُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَثِيْرًا ﴿١٦٠﴾

১৬১। সুতরাং যাহারা ইহুদী হইয়াছে তাহাদের যুলুমের কারণে আমরা তাহাদের জন্য সেই সব পবিত্র বস্তু[৭০২] হারাম করিয়াছি যাহা তাহাদের জন্য (পূর্বে) হালাল করা হইয়াছিল এবং বহু লোককে আল্লাহ্‌র পথে তাহাদের বাধা দেওয়ার কারণেও (তাহাদের এই শাস্তি হইয়াছিল)।

লিখিয়াছিলেন। পত্রটির পুরাতন ল্যাটিন ভাষার কপির ইংরেজী অনুবাদ করিয়া, উক্ত পুস্তকটি প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকটি, এই অভিমতের জোরালো সমর্থন যোগাইয়াছে যে, ঈসা (আঃ) ক্রুশ হইতে অবতরণের পর জীবিত ছিলেন। পুস্তকখানা, ক্রুশে-লটকানোর পূর্ব-ঘটনাবলীর বিবরণ, ক্রুশ-স্থলের দৃশ্যাবলী এবং পরবর্তী ঘটনা সমূহ বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিয়াছে। (তফসীরের 'বৃহত্তর ইংরেজি বা উর্দু সংস্করণও দেখুন)। ঈসা (আঃ)-এর তথাকথিত ক্রুশবিদ্ধ-মৃত্যু সম্বন্ধে ইহুদীদের মধ্যে দুইটি পৃথক মতামত রহিয়াছে। একদল বলে যে, তাঁহাকে প্রথমে মারা হইয়াছিল এবং পরে তাঁহার মৃতদেহ ক্রুশে লটকানো হইয়াছিল। অন্যেরা বলে, ক্রুশে লটকাইয়াই তাঁহাকে হত্যা করা হইয়াছে। প্রথমোক্ত মতটি প্রেরিত-৫ঃ৩০ এর উপর ভিত্তি করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে, সেখানে লেখা আছে, "যাহা তোমরা বধ করিয়াছিলে এবং গাছে লটকাইয়াছিলে।" কুরআন এই দুইটি অভিমতকেই খণ্ডন করিয়া বলিতেছে, 'তাহারা তাঁহাকে হত্যা করিতে পারে নাই, এমন কি ক্রুশে লটকাইয়াও হত্যা করিতে পারে নাই।" প্রথমে কুরআন বলিতেছে, তাহারা বহু রকমের চেষ্টা করিয়া কোনও প্রকারেই তাঁহাকে হত্যা করিতে পারে নাই, অতঃপর বলিতেছে শেষ পর্যন্ত তাহারা ষড়যন্ত্র করিয়া তাঁহাকে ক্রুশে লটকাইল, কিন্তু তাহাতেও তাঁহাকে মারিতে পারিল না। কুরআন ঈসা (আঃ)-কে ক্রুশে লটকানোর কথা অস্বীকার করে নাই। বরং ক্রুশের উপরেই ঈসা (আঃ) মরিয়াছেন, এই কথাটি অস্বীকার করে।

৭০০। ইহুদীরা উল্লাসের সহিত দাবী করে, তাহারা ঈসা (আঃ)-কে ক্রুশে নিহত করিয়া প্রমাণ করিয়াছে যে, তিনি নবী ছিলেন না, বরং মিথ্যা দাবীকারক ছিলেন। পূর্ববর্তী আয়াত ও আলোচ্য আয়াত মিলিয়া, ইহুদীদের এই মিথ্যা অপবাদকে খণ্ডন করিয়াছে এবং তাহাদের আরোপিত সর্বপ্রকার দোষ-ত্রুটি হইতে তাহাকে মুক্ত ঘোষণা করিতেছে। আরও ঘোষণা করিতেছে যে, ঈসা (আঃ) আল্লাহ্‌তা'লার নিকট আধ্যাত্মিক মর্যাদার উচ্চস্তরে সম্মানিত আসনে সমাসীন আছেন। এই আয়াতের কোথাও ঈসার (আঃ) সশরীরে আকাশে উঠার কোন কথা নাই। আয়াতে করীমা শুধু এই কথাই বলিতেছে যে, আল্লাহ্ তাঁহাকে নিজের সন্নিধানে সম্মানিত করিয়াছেন অর্থাৎ আধ্যাত্মিক উচ্চ মর্যাদায় ভূষিত করিয়াছেন। আল্লাহ্‌র কাছে উঠাইবার অর্থ কোনও নির্দিষ্ট জাগতিক স্থানে নিয়া যাওয়া বুঝাইতে পারে না, কেননা আল্লাহ্‌র জন্য কোন বাসস্থান নির্ধারণ করা যায় না।

৭০১। 'তাহার মৃত্যুর পূর্বে'; এই কথাটিতে 'তাহার' সর্বনামটি 'প্রত্যেক ব্যক্তিই'-এর স্থলে বসিয়াছে। মোট কথা, অর্থ এই বুঝায় যে, আহলে-কিতাবের প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার নিজের মৃত্যুর পূর্বে ইহাই বিশ্বাস করিবে যে, ঈসা (আঃ)-এর মৃত্যু ক্রুশেই হইয়াছে। 'মাওতিহি'র অন্য একটি পঠন 'মাওতিহিম' (তাহাদের মৃত্যু) এই অর্থের পূর্ণ সমর্থন করে। এই ভিন্ন পঠন 'মাওতিহিম' উবাই কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে (জরীর, ৬ষ্ঠ, ১৩)। ইহুদীরা বিশ্বাস রাখে যে, তাহারা ঈসা (আঃ)-কে ক্রুশে মারিয়া ইহাই প্রমাণ করিয়াছিল যে, তিনি (মাআযাল্লাহ) সত্য নবী ছিলেন না বরং মিথ্যা দাবীদার ছিলেন। খৃষ্টানেরা বিশ্বাস করে যে, ঈসা (আঃ) ক্রুশে মৃত্যু বরণ করিয়াছেন। কারণ, এই ক্রুশীয় মৃত্যুকে ভর করিয়াই তাহারা প্রায়শ্চিত্তবাদ গ্রহণ করিয়াছে।

৭০২। এই আয়াত এমন কোন জাগতিক বস্তুর কথা বলিতেছে না যাহা ভোগ করা পূর্বে ইহুদীদের জন্য অনুমোদিত ছিল, পরে নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। কেননা, মূসা (আঃ)-এর পরে তাহাদের মধ্যে এমন কোন শরীয়তবাহী নবী আসেন নাই যিনি তওরাতের অনুমোদিতে বস্তু তাহাদের জন্য নিষিদ্ধ ঘোষণা করিতে পারেন। বরং ইহা এই কথা বলিতেছে যে, তাহারা আধ্যাত্মিক ও ঐশী-অনুগ্রহরাজি হইতে বঞ্চিত হইয়া পড়িয়াছে। ঈসা (আঃ) ইহুদীদের এই আধ্যাত্মিকভাবে বঞ্চিত হওয়ার কথা স্মরণ করাইয়াই বলিয়াছিলেন, "এবং এই জন্য (আসিয়াছি) যেন আমি তোমাদের জন্য হালাল করি কতক বস্তুকে যাহা পূর্বে তোমাদের উপরে হারাম করা হইয়াছিল (৩ঃ৫১)"—অর্থাৎ তোমাদের অপকর্মের দোষে, যে সব ঐশী অনুগ্রহরাজি হইতে তোমরা বঞ্চিত হইয়াছ, সেইগুলির কতক তোমাদের মধ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে আমি আসিয়াছি।

وَّاَخْذِهِمُ الرِّبٰوا وَقَدْ نُهُوْا عَنْهُ وَاَكْلِهِمْ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ؕ وَاَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ مِنْهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ﴿١٦١﴾

১৬২। এবং তাহাদের সূদ গ্রহণের কারণে, অথচ ইহা হইতে তাহাদিগকে নিষেধ করা হইয়াছিল, এবং তাহাদের অন্যায়ভাবে লোকদের ধন-সম্পদ গ্রাস করার কারণেও। এবং তাহাদের মধ্যে কাফেরদের জন্য আমরা যন্ত্রণাদায়ক আযাব প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি।[৭০৩]

لٰكِنِ الرّٰسِخُوْنَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُوْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيْمِيْنَ الصَّلٰوةَ وَالْمُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَالْمُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ اُولٰٓئِكَ سَنُؤْتِيْهِمْ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿١٦٢﴾

২২ [১০] ২

১৬৩। কিন্তু তাহাদের মধ্য হইতে জ্ঞানে পরিপক্কগণ[৭০৪] এবং মো'মেনগণ ঈমান আনে উহার উপর যাহা তোমার উপর নাযেল করা হইয়াছে এবং উহার উপরও যাহা তোমার পূর্বে নাযেল করা হইয়াছিল, এবং তাহারা নামায কায়েম[৭০৫] করে এবং যাকাত দেয় এবং ঈমান আনে আল্লাহ্‌র উপর এবং শেষ দিবসের উপর, এই সব লোকই এমন যাহাদিগকে আমরা মহা পুরস্কার দান করিব।

اِنَّآ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ كَمَآ اَوْحَيْنَآ اِلٰى نُوْحٍ وَّالنَّبِيّٖنَ مِنْۢ بَعْدِهٖ ۚ وَاَوْحَيْنَآ اِلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَعِيْسٰى وَاَيُّوْبَ وَيُوْنُسَ وَهٰرُوْنَ وَسُلَيْمٰنَ ۚ وَاٰتَيْنَا دَاوٗدَ زَبُوْرًا ﴿١٦٣﴾

১৬৪। নিশ্চয় আমরা তোমার প্রতি ওহী করিয়াছি যেরূপে আমরা নূহ এবং তাহার পরবর্তী নবীগণের প্রতি ওহী করিয়াছিলাম; এবং আমরা ইব্‌রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক্, ইয়াকুব এবং (তাহার) বংশধরগণ এবং ঈসা, আইউব, ইউনুস, হারূন এবং সুলায়মানের উপর ওহী করিয়াছিলাম, এবং দাউদকেও আমরা যবূর[৭০৬] দিয়াছিলাম।

৭০৩। ইহুদীগণকে নিষেধ করা হইয়াছিল, তাহারা যেন টাকা লগ্নি করিয়া অন্য ইহুদীর কাছ হইতে সূদ গ্রহণ না করে। তবে অ-ইহুদীর কাছ হইতে সূদ গ্রহণ করার অনুমতি ছিল (যাত্রা-২২ঃ২৫, লেবীয়-২৫ঃ৩৬-৩৭; দ্বিতীয় ২৩ঃ ১৯-২০)। কিন্তু তাহারা এই নীতি (আইন) ভঙ্গ করিয়া ইহুদীদের কাছ হইতেও সূদ গ্রহণ করিতে লাগিল (নহূম-৫ঃ৭)। পরে তাহারা নেহেমিয়াকে প্রতিশ্রুতি দিল যে, তাহারা এই পাপাচার পরিত্যাগ করিবে (নহূম-৫ঃ১২) কিন্তু আবার তাহারা প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিল। তাই যিহিষ্কেলের ভবিষ্যদ্বাণী (যিহিষ্কেল-১৮ঃ১৩) অনুযায়ী, ইহুদীরা জাতিসত্তা হিসাবে মৃত্যু বরণ করিল এবং বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে শত্রুদের হাতে লাঞ্ছিত ও অত্যাচারিত হইবার জন্য বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ছড়াইয়া পড়িল।

৭০৪ ইহা ঐ সব জ্ঞানীগুণী ইহুদীদিগকে বুঝাইয়াছে, যাহারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছে। 'মো'মেনগণ' শব্দটিও এই জন্যই যোগ করা হইয়াছে যাহাতে ঐ সকল ইহুদীদিগকেই এই আয়াতের লক্ষ্য বলিয়া মনে করা হয় যাহারা মুসলমান হইয়া গিয়াছে।

৭০৫ আরবী ব্যাকরণ অনুযায়ী 'মুকিমুনা'-এর স্থলে 'মুকিমীনা' ব্যবহার করা রীতি-সিদ্ধ। বিশেষ জোর দিবার উদ্দেশ্যে এইরূপ করা হইয়া থাকে (কাশ্‌শাফ, ১ম, ৩৩৬)।

৭০৬। এই আয়াতে এবং পরবর্তী আয়াতে কয়েক জন নবীর নাম উল্লেখ করা হইয়াছে, এই কথা বুঝাইবার জন্য যে, ইসলামের নবী (সাঃ)-এর আগমনও তাহাদেরই মত স্বাভাবিক ভাবে হইয়াছে। দাউদ (আঃ)-এর উপর অবতীর্ণ প্রজ্ঞাপূর্ণ 'যবূর কিতাব' এবং পরবর্তী আয়াতে উল্লেখকৃত মূসা (আঃ)-এর উপর অবতীর্ণ শরীয়ত পূর্ণ কিতাবের প্রতি এই কারণে বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে, যেহেতু মহানবী (সাঃ)-এর উপর অবতীর্ণ 'কুরআন'ও প্রজ্ঞা ও শরীয়ত এই উভয় গুণেই পরিপূর্ণভাবে সমৃদ্ধ।

وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنٰهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ ؕ وَكَلَّمَ اللّٰهُ مُوْسٰى تَكْلِيْمًا ﴿۱۶۴﴾

১৬৫। এবং (আমরা প্রেরণ করিয়াছি) এমন অনেক রসূল, যাহাদের বৃত্তান্ত ইতিপূর্বে আমরা তোমার নিকট বর্ণনা করিয়াছি এবং এমন অনেক রসূল, যাহাদের বৃত্তান্ত আমরা তোমার নিকট বর্ণনা করি[৭০৭] নাই, এবং আল্লাহ্ মূসার সহিত অনেক বাক্যালাপ করিয়াছিলেন। [৭০৭ক]

رُسُلًا مُّبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ لِئَلَّا يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّٰهِ حُجَّةٌ ۢ بَعْدَ الرُّسُلِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ﴿۱۶۵﴾

১৬৬। (এবং প্রেরণ করিয়াছি) রসূলগণ, শুভ সংবাদ বহনকারী এবং সতর্ককারী[৭০৮] রূপে যেন রসূলগণের (আগমনের) পরে মানব জাতির জন্য আল্লাহ্র বিরুদ্ধে কোন ওযর-আপত্তি না থাকে। [৭০৯] এবং আল্লাহ্ মহা পরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়।

لٰكِنِ اللّٰهُ يَشْهَدُ بِمَآ اَنْزَلَ اِلَيْكَ اَنْزَلَهٗ بِعِلْمِهٖ ۚ وَالْمَلٰٓئِكَةُ يَشْهَدُوْنَ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا ﴿۱۶۶﴾

১৬৭। কিন্তু আল্লাহ্ ইহা (এই ঐশীবাণী) দ্বারা, যাহা তিনি তোমার উপর নাযেল করিয়াছেন, সাক্ষ্য দিতেছেন যে, তিনি ইহাকে নিজ জ্ঞানে[৭১০] পরিপূর্ণ করিয়া নাযেল করিয়াছেন, এবং ফিরিশ্তাগণও সাক্ষ্য দিতেছে; বস্তুতঃ সাক্ষী হিসাবে আল্লাহ্ই যথেষ্ট।

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قَدْ ضَلُّوْا ضَلٰلًا بَعِيْدًا ﴿۱۶۷﴾

১৬৮। যাহারা অস্বীকার করে এবং আল্লাহ্র পথে (লোকদিগকে) বাধা দেয়, নিশ্চয় তাহারা চরম পর্যায়ের পথভ্রষ্টতায় নিপতিত হয়।

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَظَلَمُوْا لَمْ يَكُنِ اللّٰهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيْقًا ﴿۱۶۸﴾

১৬৯। নিশ্চয় যাহারা অস্বীকার করে এবং যুলুম করে, আল্লাহ্ তাহাদিগকে কখনও ক্ষমা করিবেন না এবং তিনি তাহাদিগকে কোন হেদায়াতের পথ দেখাইবেন না;

৭০৭। কুরআন মাত্র ২৪ জন নবীর নাম উল্লেখ করিয়াছে, অথচ নবী করীম (সাঃ)-এর এক হাদীস অনুযায়ী ১ লক্ষ ২৪ হাজার পয়গম্বর পৃথিবীতে আসিয়াছেন (মসনদ, ৫ম, ২৬৬)। কুরআনের অন্যত্র বলা হইয়াছে, "এমন কোন জাতি নাই, যাহার নিকট সতর্ককারী প্রেরিত হয় নাই"(৩৫ঃ২৫)।

৭০৭-ক। অনুবাদে যাহা লিখা হইয়াছে, তাহা ছাড়াও এই বাক্যটির অন্য অর্থ ইহাও হয়ঃ মূসার সাথে আল্লাহ্, বিশেষভাবে বা সরাসরি বাক্যালাপ করিয়াছিলেন।

৭০৮। "শুভসংবাদ বহনকারী ও সতর্ককারী" শব্দ দুইটি, নবীগণের দুইটি অপরিহার্য কর্তব্য ব্যক্ত করিতেছে। তাহাদের অনুসারীদিগকে আল্লাহ্র নির্দেশে তাঁহারা এই সুসংবাদ দান করেন যে,তাহারা ইহজগতেও উন্নতি লাভ করিবে এবং পরকালেও চিরস্থায়ী সুখ-শান্তিতে থাকিবে। যাহারা নবীগণকে প্রত্যাখ্যান করে, নবীগণ তাহাদিগকে সতর্ক করিয়া দেন যে, প্রত্যাখ্যানকারীরা এমন দুঃখ-যন্ত্রণা ও আপদ-বিপদের সম্মুখীন হইতে যাইতেছে, যাহা হইতে তাহারা কোনমতেই রেহাই পাইবে না।

৭০৯। আল্লাহ্ মানুষের কাছে এই জন্যই নবী পাঠাইয়া থাকেন, যাহাতে শাস্তি প্রাপ্তির সময় সে এই আপত্তি উত্থাপন করিতে না পারে যে, তাহার দোষ-ত্রুটি ও পাপকর্ম দেখাইয়া দিবার জন্য এবং এইগুলি হইতে বিরত না হইলে গুরুতর শাস্তি পাইতে হইবে বলিয়া সতর্ক করার জন্য, কেহই তাহার কাছে আসে নাই (২০ঃ১৩৫)।

৭১০। কুরআনের মধ্যে আল্লাহ্তা'লা আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও চিরসত্যের এমন এক অফুরন্ত ভাণ্ডার রাখিয়া দিয়াছেন, যাহা নিজেই সাক্ষ্য বহন

১৭০। জাহান্নামের পথ ব্যতিরেকে, সেখানে তাহারা দীর্ঘকাল ধরিয়া বাস করিবে। এবং আল্লাহ্‌র জন্য ইহা সহজ।

اِلَّا طَرِيْقَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ؕ وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا ﴿١٧٠﴾

১৭১। হে মানব মণ্ডলী। নিশ্চয় এই রসূল তোমাদের প্রতিপালকের তরফ হইতে তোমাদের নিকট সত্য সহ আগমন করিয়াছে; সুতরাং তোমরা ঈমান আন, ইহা তোমাদের জন্য কল্যাণজনক হইবে। কিন্তু যদি তোমরা অস্বীকার কর তাহা হইলে (জানিয়া রাখ যে) নিশ্চয় যাহা কিছু আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীতে রহিয়াছে সবই আল্লাহ্‌র; বস্তুতঃ তিনি সর্বজ্ঞানী, পরম প্রজ্ঞাময়।

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ الرَّسُوْلُ بِالْحَقِّ مِنْ رَّبِّكُمْ فَاٰمِنُوْا خَيْرًا لَّكُمْ ؕ وَاِنْ تَكْفُرُوْا فَاِنَّ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿١٧١﴾

১৭২। হে আহলে কিতাব! তোমরা তোমাদের দীন সম্বন্ধে বাড়াবাড়ি করিও না, এবং আল্লাহ্ সম্বন্ধে সত্য ব্যতিরেকে কিছু বলিও না। নিশ্চয় মরিয়মের পুত্র ঈসা মসীহ্ আল্লাহ্‌র এক রসূল মাত্র, এবং তাঁহার কালাম[৭১১] (-এর প্রতিশ্রুতি পূর্ণকারী) ছিল যাহা তিনি মরিয়মের উপর নাযেল করিয়াছিলেন এবং তাঁহার তরফ হইতে একটি রূহ[৭১২] (রহমত) ছিল; সুতরাং তোমরা আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসূলগণের উপর ঈমান আন, এবং বলিও না যে, '(আল্লাহ্) তিন।' তোমরা (এইরূপ কথা হইতে) বিরত হও, ইহা তোমাদের জন্য উত্তম, নিশ্চয় আল্লাহ্‌ই এক-অদ্বিতীয় মা'বূদ। তিনি ইহা হইতে পবিত্র যে, তাঁহার কোন পুত্র থাকিবে, যাহা কিছু আকাশমণ্ডলে এবং যাহা কিছু পৃথিবীতে আছে সকলই তাঁহার; এবং কার্যনির্বাহক হিসাবে আল্লাহ্ যথেষ্ট।

يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ لَا تَغْلُوْا فِىْ دِيْنِكُمْ وَلَا تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ اِلَّا الْحَقَّ ؕ اِنَّمَا الْمَسِيْحُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَكَلِمَتُهٗ ۚ اَلْقٰىهَآ اِلٰى مَرْيَمَ وَرُوْحٌ مِّنْهُ ۫ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ ۚ وَلَا تَقُوْلُوْا ثَلٰثَةٌ ؕ اِنْتَهُوْا خَيْرًا لَّكُمْ ؕ اِنَّمَا اللّٰهُ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ؕ سُبْحٰنَهٗۤ اَنْ يَّكُوْنَ لَهٗ وَلَدٌ ۘ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ ۙ وَمَا فِى الْاَرْضِ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ﴿١٧٢﴾ ع

২৩ [৯] ৩

১৭৩। মসীহ্ আল্লাহ্‌র বান্দা হওয়াতে কখনও ঘৃণা বোধ করে না, আল্লাহ্‌র নৈকট্যপ্রাপ্ত ফিরিশ্‌তাগণও না, এবং যাহারা তাঁহার ইবাদত করিতে ঘৃণাবোধ করিবে এবং অহংকার করিবে, অচিরেই তিনি তাহাদের সকলকে নিজের নিকটে একত্রিত করিবেন।

لَنْ يَّسْتَنْكِفَ الْمَسِيْحُ اَنْ يَّكُوْنَ عَبْدًا لِّلّٰهِ وَلَا الْمَلٰٓئِكَةُ الْمُقَرَّبُوْنَ ؕ وَمَنْ يَّسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهٖ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ اِلَيْهِ جَمِيْعًا ﴿١٧٣﴾

করিবে যে, এই কুরআন নিশ্চয় আল্লাহ্‌র বাণী। কুরআনের বহুমুখী জ্ঞান-গরিমা ও সর্বসুন্দর গুণাবলী তর্কাতীত ভাবে চিন্তাশীলদের কাছে প্রমাণ করে যে, ইহা ঐশী, লৌকিক নহে।

৭১১। ৪১৪ টীকা দেখুন।

৭১২। 'রূহ্' অর্থ আত্মা; যে শ্বাস মানুষের শরীরকে জীবন্ত রাখে এবং যাহা বাহির হইয়া গেলে মৃত্যু ঘটে, ঐশী-বাণী বা প্রেরণা, কুরআন; ফিরিশ্‌তা, সুখ ও আনন্দ, করুণা (লেইন)। 'রূহ' ও 'কলিমা' শব্দদ্বয়ের বিভিন্ন অর্থ হইতে ইহা পরিষ্কার হইয়া যায় যে, ঈসা (আঃ) আধ্যাত্মিক মর্যাদার দিক হইতে অন্য নবীদের তুলনায় কোনও বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মর্যাদার অধিকারী নহেন। এই ধরণের প্রকাশ-ভঙ্গি অন্যান্য নবীগণ ও পুণ্যাত্মাগণের (যথা মরিয়মের) জন্যও ব্যবহৃত হইয়াছে (১৫ঃ৩০, ৩২ঃ১০; ৫৮ঃ২৩)। এই সব শব্দগুলি ঈসা (আঃ) ও মরিয়মের স্বপক্ষে, ইহুদীদের ঘৃণ্য অপবাদগুলি খণ্ডনের জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে, আধ্যাত্মিক মার্গের বিশেষ কোন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ স্থান দানের উদ্দেশ্যে নয়।

فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَيُوَفِّيْهِمْ اُجُوْرَهُمْ وَيَزِيْدُهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ۚ وَاَمَّا الَّذِيْنَ اسْتَنْكَفُوْا وَاسْتَكْبَرُوْا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ۙ وَّلَا يَجِدُوْنَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ﴿١٧٣﴾

১৭৪। অতঃপর, যাহারা ঈমান আনে এবং সৎ কর্ম করে অবশ্যই তিনি তাহাদিগকে তাহাদের প্রতিদান পূর্ণমাত্রায় দান করিবেন, অধিকন্তু তিনি তাহাদিগকে স্বীয় ফযল হইতে অতিরিক্ত দান করিবেন। কিন্তু যাহারা ঘৃণা করে এবং অহংকার করে তাহা হইলে তিনি অবশ্যই তাহাদিগকে যন্ত্রণাদায়ক আযাব দিবেন। এবং তাহারা নিজেদের জন্য আল্লাহ্ ব্যতিরেকে না পাইবে বন্ধু এবং না পাইবে সাহায্যকারী।

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَاَنْزَلْنَآ اِلَيْكُمْ نُوْرًا مُّبِيْنًا ﴿١٧٤﴾

১৭৫। হে মানব মণ্ডলী! তোমাদের প্রভুর তরফ হইতে তোমাদের নিকট প্রকাশ্য প্রমাণ[৭১৩] আসিয়াছে, এবং আমরা তোমাদের প্রতি উজ্জ্বল আলোক[৭১৪] নাযেল করিয়াছি।

فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَاعْتَصَمُوْا بِهٖ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِيْ رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ ۙ وَّيَهْدِيْهِمْ اِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا ﴿١٧٥﴾

১৭৬। বাকি রহিল তাহাদের অবস্থা যাহারা আল্লাহ্র উপর ঈমান আনে এবং তাঁহাকে মযবূতভাবে অবলম্বন করে, অচিরেই তিনি তাহাদিগকে নিজের রহমতের এবং ফযলের মধ্যে প্রবিষ্ট করিবেন, এবং তিনি তাহাদিগকে নিজের দিকে আসিবার সরল-সুদৃঢ় পথে পরিচালিত করিবেন।

يَسْتَفْتُوْنَكَ ۭ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِي الْكَلٰلَةِ ۭ اِنِ امْرُؤٌا هَلَكَ لَيْسَ لَهٗ وَلَدٌ وَّلَهٗٓ اُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهَا وَلَدٌ ۭ فَاِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثٰنِ مِمَّا تَرَكَ ۭ

১৭৭। তাহারা তোমার নিকট (কালালাহ্ সম্বন্ধে) নির্দেশ চাহিতেছে, তুমি বল, 'আল্লাহ্ কালালাহ্[৭১৫] সম্বন্ধে তোমাদিগকে নির্দেশ দিতেছেন। যদি কোন ব্যক্তি মারা যায় এবং তাহার কোন সন্তানাদি না থাকে এবং তাহার একজন ভগ্নী থাকে তাহা হইলে তাহার জন্য হইবে তাহার পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধেক; এবং (যদি ভগ্নী মারা যায় তাহা হইলে) ভ্রাতা ভগ্নীর (সম্পূর্ণ সম্পত্তির) উত্তরাধিকারী হইবে, যদি ভগ্নীর কোন

---

৭১৩ 'সুস্পষ্ট ও প্রকাশ্য প্রমাণ' দ্বারা কুরআনকে বুঝাইয়াছে, যাহার মধ্যে মহান ও স্পষ্ট নিদর্শন ও প্রমাণাদি রহিয়াছে, অথবা নবী করীম (সাঃ)-কে বুঝাইয়াছে, যিনি নিজের জীবনে কুরআনের শিক্ষাকে বাস্তবায়িত করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে, এই শিক্ষাগুলি মানব জাতির জন্য মঙ্গল ও আশীর্বাদ বিশেষ।

৭১৪। 'উজ্জ্বল (পরিষ্কার) আলো' দ্বারাও হযরত রসূলে করীম (সাঃ) অথবা কুরআনকে বুঝাইয়াছে।

৭১৫। ৪ঃ১৩ আয়াতে এক ধরণের 'কালালাহ্'র কথা বলা হইয়াছে, যে পিতা-মাতাহীন ও সন্তান-বিহীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে এবং কেবল মাতার গর্ভজাত ভাইবোন রাখিয়া যায়, পিতার ঔরসজাত কেহ থাকে না। আলোচ্য আয়াতে অপর ধরণের 'কালালাহ্'র কথা বলা হইতেছে যে, সন্তানহীন ব্যক্তি কেবল পিতার তরফ হইতে বা পিতা-মাতার তরফ হইতে ভ্রাতা-ভগ্নী রাখিয়া যায়। এই আলোচ্য আয়াতটিকে ৪ঃ১৩ আয়াতের সহিত তুলনা করিলে দেখা যায় যে, স্বাভাবিক কারণেই প্রথমোক্ত শ্রেণীর ভ্রাতা-ভগ্নীগণ শেষোক্ত ভ্রাতা-ভগ্নী হইতে উত্তরাধিকার হিসাবে কম অংশ পাইবেন।

উত্তরাধিকার আইনের এই ধারাটিকে পৃথকভাবে বর্ণনা করার উদ্দেশ্য রহিয়াছে। ঈসা (আঃ)-এর বিরুদ্ধে ইহুদীদের বহুবিধ অপবাদ ও অন্যায়াচরণের দীর্ঘ আলোচনার পর, কুরআন সূরাটির শেষপ্রান্তে আসিয়া, আবার 'কালালাহ্'র উত্তরাধিকার বিষয়ে প্রত্যাবর্তন করিয়াছে।

وَاِنْ كَانُوْٓا اِخْوَةً رِّجَالًا وَّنِسَآءً فَلِلذَّكَرِ
مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ
اَنْ تَضِلُّوْا ۗ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿١٧٧﴾

সন্তানাদি না থাকে; এবং যদি দুই ভগ্নী থাকে তাহা হইলে উভয়ের জন্য ভ্রাতা যাহা পরিত্যাগ করিয়া যাইবে উহা হইতে দুই-তৃতীয়াংশ এবং যদি (উত্তরাধিকারী) ভ্রাতৃবৃন্দ হয় — পুরুষ এবং মহিলা, তাহা হইলে একজন পুরুষের জন্য দুইজন মহিলার অংশের সমান। আল্লাহ্ (এই কথাগুলি) তোমাদের জন্য বর্ণনা করিতেছেন, পাছে তোমরা পথভ্রষ্ট হইয়া যাও, এবং আল্লাহ্ সকল বিষয়ে সবিশেষ অবহিত।

২৪ [৫] ৪

ইহাতে 'কালালা'র উত্তরাধিকার সম্পর্কিত আইন হওয়া ছাড়াও, ঈসা (আঃ)-এর আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকার-বিহীন অবস্থা প্রতিপন্ন করিয়াছে। কেননা তিনিও একধরণের 'কালালাহ্' ছিলেন। ঈসা (আঃ) পিতার মধ্যবর্তিতায় জন্ম গ্রহণ করেন নাই এবং কোন আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারীও রাখিয়া যান নাই। ইবনে আব্বাস 'কালালাহ্' এর সংজ্ঞা দিতে যাইয়া বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি সন্তানহীন অবস্থায় মারা যায়, সে-ই কালালাহ্। ঈসা (আঃ) যেহেতু কোনও আধ্যাত্মিক খলীফা রাখিয়া যান নাই, সেইহেতু তিনি আধ্যাত্মিকভাবেও কালালাহ্।

৫-সূরা আল্ মায়েদা
(হিজরতের পরে অবতীর্ণ)

নাযেল হওয়ার তারিখ

কুরআন মজীদের তফসীরকারকদের মতে এই সূরা মদীনায় নাযেল হইয়াছে । হযরত আয়েশার (রাঃ) বরাত দিয়া হাকিম এবং ইমাম আহ্মদ বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর নিকট অবতীর্ণ সূরাসমূহের মধ্যে ইহা সর্বশেষ । অবশ্য প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি বিবেচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, আলোচ্য সূরাটি হযরত রসূলে পাক (সাঃ)-এর নবুওয়াতের শেষের বছরগুলিতে নাযেল হইয়াছিল এবং ইহার কোন কোন আয়াত আসলেই হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর নিকট অবতীর্ণ শেষ আয়াতসমূহের অন্তর্ভুক্ত ছিল । যদিও ইয়াযীদের কন্যা আসমার বরাত দিয়া ইমাম আহ্মদ এই সূরাটির সমস্ত অংশ একসাথেই অবতীর্ণ হইয়াছে বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, তথাপি প্রতীয়মান হয় যে, সূরাটির উল্লেখযোগ্য অংশ একসাথেই নাযেল হইয়াছিল, এবং সেই সূবাদে সমস্ত সূরাটিই একসাথে নাযেল হইয়াছে বলিয়া পরবর্তীতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে । সম্ভবতঃ এই কারণেই অবতীর্ণ হওয়ার ক্রম অনুসারে রডওয়েল এই সূরাকে সমস্ত সূরার শেষে স্থান দিয়াছেন ।

বিষয়বস্তু

সূরা আলে ইমরান এবং আন্ নিসার মত বর্তমান সূরাতেও প্রধানতঃ খৃষ্টধর্ম মতের উপর আলোকপাত করা হইয়াছে এবং বিশেষ করিয়া (তাহাদের মতানুযায়ী)[১]বিধি ব্যবস্থা বা শরীয়াত যে অভিশাপ[২]এই মতবাদকে প্রকাশ্য ভাবে নিন্দা করা হইয়াছে । অংগীকার পূর্ণ করিবার নির্দেশ সহ সূরাটি শুরু হইয়াছে এবং (শিকার এবং খাদ্যবস্তু হিসাবে) কোন কোন জিনিষ হালাল (বৈধ)এবং কোনগুলি হারাম (অবৈধ) বলিয়া বিবেচিত হইবে তাহা বর্ণিত হইয়াছে । সূরাটিতে এই দাবীও রহিয়াছে যে, মানুষের পরিপূর্ণ নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা কুরআনে নিহিত আছে এবং এই পরিপ্রেক্ষিতে সমস্ত মানবজাতির চূড়ান্ত ও অপরিবর্তণীয় শরীয়াত হিসাবে বর্তমানে কুরআনই একমাত্র ঐশী-বিধান । পবিত্র কুরআনের এই দাবীর যথার্থরূপ সূরাটির ৪ আয়াতে বর্ণিত হইয়াছে এবং ইহার সমর্থনে বলা হইয়াছে যে, মানুষের নৈতিক উন্নতি এবং আধ্যাত্মিক পথনির্দেশ দেওয়ার জন্য বিধি-ব্যবস্থা বা আইন-কানুন অত্যন্ত জরুরী, তাই ইহাকে অভিশাপ বলিয়া অভিহিত করা অন্যায় । উক্ত আয়াতে এই আভাষও রহিয়াছে যে, যেখানে খৃষ্টানদের নিকট প্রতিমার প্রসাদ হিসাবে উৎসর্গীকৃত মাংস, রক্ত এবং শ্বাসরুদ্ধ করিয়া মারা প্রাণী ভক্ষণ নিষিদ্ধ ছিল এবং ইহা তাহাদের বিধি-ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত ছিল (যেমন প্রেরিতদের কার্য -১৫ঃ২০, ২৯), সেক্ষেত্রে তাহাদের পক্ষে শরীয়াতকে দোষারোপ করা বা ইহাকে অভিশাপ বলিয়া আখ্যায়িত করা শোভা পায় না । অতঃপর, ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গী হইতে খাদ্য-দ্রব্যের বৈশিষ্ট্য বর্ণানাপূর্বক বলা হইয়াছে যে, একদিকে যেমন খাদ্যবস্তুকে হইতে হইবে 'হালাল' অর্থাৎ আইনসিদ্ধ, অপরদিকে সেইগুলি হইবে 'তৈয়্যেব' অর্থাৎ উপাদেয় ও রুচী-সম্মত, যাহাতে উহাদের ব্যবহার কোন দিক হইতেই ডাক্তারী বা স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিধি বিধানের বিরুদ্ধে না যায় । এই দিক হইতে ইসলামই একমাত্র ধর্ম যাহা খাদ্য-দ্রব্যের হালাল-হারাম সংক্রান্ত বিধি বর্ণনায় অতি সুন্দরভাবে কোন্ খাদ্যবস্তু শুধু মাত্র বৈধ এবং কোন্টি বৈধ ও উপাদেয় এই উভয়ের মধ্যে পার্থক্য নির্ধারণ করিয়াছে । অতঃপর, ইহুদী এবং খৃষ্টান কর্তৃক আল্লাহ্তা'লার সহিত আবদ্ধ অংগীকার ভংগ এবং ঐশী-নির্দেশাবলীর অস্বীকারের প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে যাহার পরিণতিতে তাহাদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অধঃপতন ঘটিয়াছে এবং আল্লাহ্র অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত হইয়া তাহারা অপমানিত ও নিগৃহীত হইয়াছে । কিন্তু পুনরায় এখন হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-কে গ্রহণ করিবার মাধ্যমে তাহারা আধ্যাত্মিক ভাবে পুনর্বাসিত এবং আলাহ্র অনুগ্রহের অধিকারী হইতে পারে । খৃষ্টানদেরকে আরো সতর্ক করিয়া বলা হইয়াছে যে, প্রথমতঃ তাহারা হযরত ঈসা (আঃ)-কে ঈশ্বর রূপে গ্রহণ করিয়া অভিসম্পাত কুড়াইয়াছে এবং বর্তমানে তাহারা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রতি ঈর্ষান্বিত হইয়াছে এই কারণে যে, আল্লাহ্ তাঁহাকে তাঁহার অনুগ্রহ প্রদানের জন্য পসন্দ করিয়া লইয়াছেন । হযরত রসূলে পাক (সাঃ)-এর প্রতি তাহাদের এই ঈর্ষাপরায়ণতা হাবিলের প্রতি কাবিলের ঈর্ষান্বিত হওয়ার অনুরূপ মনোভাবেরই বহিঃপ্রকাশ। সূরাটিতে অতঃপর বলা হইয়াছে যে, ইহুদী ও খৃষ্টানগণ ইসলামের বিরোধিতায় সম্ভাব্য সকল প্রকার সুযোগের ব্যবহার করিতেছে, অথচ, তাহারা নিজেরাই এমন নীতিভ্রষ্ট যে, নিজেদের ধর্মীয় কিতাব অনুযায়ী কাজ করা হইতে বিরত থাকিতেছে এবং নিজেদের ধর্মীয় বিধান সম্পর্কে জ্ঞানও দিন দিন হারাইয়া ফেলিতেছে । তাহাদেরকে বলা হইয়াছে যে, তাহারা যদি ইসলামের অনুসারী না-ও হয়, অন্ততঃ তাহাদের উচিত নিজেদের ধর্মমতে বিশ্বাস করিয়া সেই অনুযায়ী কাজ করা । কিন্তু যদি কখনো ইসলামের রাজনৈতিক প্রাধান্যের কারণে তাহারা ইসলামী সরকারের নিকট কোন বিষেয়ে বিচার প্রার্থনা করে তাহা হইলে সেই বিচার অবশ্যই কুরআনের বিধান অনুযায়ী সম্পন্ন হইবে । অতঃপর, মুসলমানদের রাজনৈতিক অবস্থানে যে মহা পরিবর্তন সূচিত হইয়াছে সেই দিকে ইঙ্গিত করিয়া বলা হইয়াছে যে, অবিশ্বাসীদের শক্তি তাহাদের নিকট চূড়ান্তভাবে খর্ব হইয়াছে, এবং খৃষ্টানরাই এখন তাহাদের প্রধান শত্রুপক্ষ । কেননা, ইহুদীরা, খৃষ্টানদের সহিত তাহদের শত্রুতা সত্বেও, মুসলমানদের সহিত বিরোধিতায় খৃষ্টানদের পক্ষই অবলম্বন করিবে । সেইজন্য, মুসলমানদের এই উভয়ের (ইহুদী ও খৃষ্টান) মোকাবিলায় সর্বদা প্রস্তুত থাকা উচিত । অতঃপর, ইসলামের অবমাননা ও

তাহাদের ধর্ম বিশ্বাস হইতে বিচ্যুত করিবার বিভিন্ন কলা-কৌশল ও ষড়যন্ত্রের প্রতি আলোকপাত করা হইয়াছে । এই প্রসঙ্গে মুসলমানদেরকে তবলীগ বা প্রচারের প্রয়োজনীয়তার কথা স্মরণ করানো হইয়াছে । তাহাদিগকে বলা হইয়াছে যে, ইহুদী ও খৃষ্টানদের ঘৃণ্য প্রচেষ্টা মোকাবিলা করিবার একটি ফলপ্রসূ পদ্ধতি হইতেছে তাহাদের নিকট ইসলামের বাণীকে প্রচার করা এবং তাহাসের স্ব স্ব ধর্মগ্রন্থ হইতে ইসলামের সত্যতাকে উদ্‌ঘাটিত করা । তাহাদের নিকট এই বিষয়কে পরিষ্কার ভাবে তুলিয়া ধরিতে হইবে যে, এখন তাহাদের মুক্তি শুধু মাত্র ইসলামের অনুসরণের মাধ্যমেই সম্ভব, আর তাহাদের সমস্ত প্রকার পৌত্তলিক বিশ্বাস, বিশেষ করিয়া এই মতবাদ যে, হযরত ঈসা (আঃ) আল্লাহ্‌র পুত্র, তাহা জঘন্য মিথ্যা ছাড়া আর কিছু নয় । অনুরূপভাবে, ইহুদীদের উদ্দেশ্যে বলা হইয়াছে যে, তাহারা আল্লাহ্‌র দুইজন মহান নবী হযরত দাউদ (আঃ) ও হযরত ঈসা (আঃ)-এর বিরোধিতা করায় ও তাহাদিগকে বিভিন্ন কষ্ট দেওয়ায় আল্লাহ্‌র কোপ-গ্রস্ত হইয়াছে । অতঃপর, তাহাদের অতীত অপরাধ ও নিকৃষ্ট কৃতকর্মের কথা স্মরণ করাইয়া বিশেষ করিয়া খৃষ্টানদের উদ্দেশ্যে কতিপয় আদেশাবলীর উল্লেখ করা হইয়াছে-কেননা, সত্য গ্রহণে খৃষ্টানরা ইহুদীদের চাইতে অপেক্ষাকৃত নমনীয় । এই সমস্ত আদেশাবলীর মধ্যে রহিয়াছে কোন্ কোন্ বস্তু হালাল ও কোন্‌গুলি হারাম, শপথ ও ইহার প্রায়শ্চিত্ত, মদ, জুয়া ও শিকার, ধর্মের সমালোচনা, ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান বিধি এবং সাক্ষ্যদান। পরিশেষে, কিছুটা বিস্তৃত ভাবে ঈসা (আঃ)-এর জীবনের কোন কোন ঘটনার প্রতি আলোকপাত করা হইয়াছে যে, ঐগুলি আল্লাহ্‌র অন্যান্য নবীদের জীবনের বিভিন্ন ঘটনাবলীর সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং সেইদিক হইতে ঈসা (আঃ)-এর মধ্যে ঈশ্বরত্ব বা এই জাতীয় বিশেষ কোন বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান ছিল না । অবশ্য, খৃষ্টান জাতির পার্থিব উন্নতিও হযরত ঈসা (আঃ)-এর দোয়ার কবুলিয়তের ফলে হইয়াছে । কিন্তু তাহারা এই পার্থিব উন্নতি ও সমৃদ্ধির সদ্ব্যবহার করে নাই, উপরন্তু আল্লাহ্ ছাড়া অন্যকে ইলাহ্ (উপাস্য) রূপে গ্রহণ করিয়াছে । আল্লাহ্ এই জন্য শেষ বিচারের দিন খৃষ্টানদের অপরাধী সাব্যস্ত করিবেন এবং স্বয়ং হযরত ঈসা (আঃ)-এর কথা দ্বারাই তাহাদিগকে লাঞ্ছিত করিবেন । অতঃপর, এই ঘোষণা দ্বারা সূরাটি শেষ করা হইয়াছে যে, আকাশ ও পৃথিবী এবং উহাদিগের মধ্যে যাহা কিছু আছে উহার সার্বভৌমত্ব আল্লাহ্‌রই এবং তিনি সর্ববিষয়ে শক্তিমান । ইহা এই বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত করে যে, খৃষ্টানদের বিশ্বাস আল্লাহ্‌র রাজত্ব শুধু আকাশেই (অন্যত্র নয়), উহার কোন ভিত্তি নাই ।

سُوْرَةُ الْمَآئِدَةِ مَدَنِيَّةٌ (٥) ١٢١ آياتها ١٦ ركوعاتها

৫-সূরা আল্ মায়েদা

ইহা মাদানী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ইহাতে ১২১ আয়াত এবং ১৬ রুকূ আছে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। আল্লাহ্র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময়।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۭ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرُمٌ ۭ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ ②

২। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ ! তোমরা (তোমাদের) অঙ্গীকার সমূহ পূর্ণ কর, তোমাদের জন্য গবাদি চতুষ্পদ জন্তু,[৭১৬] কেবল ঐ সকল জন্তু ব্যতিরেকে যাহাদের বিবরণ তোমাদের নিকট আবৃত্তি করিয়া শুনানো হইতেছে,[৭১৭] হালাল করা হইল, কিন্তু এই শর্তে যে, ইহ্রাম বাঁধা অবস্থায় তোমরা শিকারকে হালাল করিতে পারিবে না; নিশ্চয় আল্লাহ্ হুকুম করেন যাহা তিনি চাহেন।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحِلُّوْا شَعَاۗىِٕرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَاۗىِٕدَ وَلَآ اٰۗمِّيْنَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۭ وَاِذَا حَلَلْتُمْ

৩। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ ! আল্লাহ্র নির্দিষ্ট চিহ্নগুলির[৭১৮] অবমাননা করিও না, পবিত্র মাসেরও[৭১৯] না, কুরবানীর জন্তুগুলিরও না, এবং ঐ জন্তুগুলিরও না যেগুলির গলায় (কুরবানীর চিহ্নস্বরূপ) মালা[৭২০] পরানো হয়, বায়তুল হারামের পথে অভিযাত্রীগণেরও না যাহারা নিজেদের প্রভুর ফযল ও তাঁহার সন্তুষ্টির অনুসন্ধানে ব্যাপৃত থাকে। যখন

৭১৬। 'বাহীমাতুল আন'আম' অর্থ 'গবাদি চতুষ্পদ জন্তু' এই বাক্যটি দ্বারা সকল চতুষ্পদ জন্তু বুঝায় না, কেননা 'চতুষ্পদ জন্তু', 'গবাদি পশু' শব্দ হইতে অনেক বেশী বিস্তৃত। ইহার সঠিক অর্থ, গবাদি শ্রেণীর বা তদনুরূপ চতুষ্পদ প্রাণী। এই শব্দযুগল গঠনের দ্বারা বুঝানো হইয়াছে যে, যেখানে সকল রকমের চতুষ্পদ প্রাণী খাদ্যোপযোগী (হালাল) নয়, সেখানে গবাদি শ্রেণীর বা তদনুরূপ তৃণভোজী রোমন্থনকারী চতুষ্পদ প্রাণী সবই সাধারণভাবে খাদ্যোপযোগী (হালাল)।

অতএব, এই প্রকাশ-ভঙ্গী দ্বারা, গৃহপালিত গবাদি চতুষ্পদ জন্তু ছাড়াও, তদনুরূপ বন্য চতুষ্পদ জন্তু যেমন-ছাগল, গরু, মহিষ হরিণ ইত্যাদিও হালাল ঘোষণা করা হইল।

৭১৭। 'ঐ সকল জন্তু ব্যতিরেকে যাহাদের বিবরণ তোমাদের নিকট আবৃত্তি.....'-এই বাক্যাংশটি ঐসব জন্তুকে বুঝাইয়াছে যাহার নাম পরবর্তী আয়াতে ঘোষণা করা হইয়াছে। 'মৃত-জীব এবং রক্ত এবং শূকরের মাংস' এই কথাগুলি, উপরোক্ত (প্রথমোক্ত) বাক্যাংশের আওতাভুক্ত নহে, কেননা 'শূকর' গবাদি পশুর অন্তর্ভুক্ত নহে। প্রথমোক্ত বাক্যাংশটিতে যে ব্যতিক্রমের কথা বলা হইয়াছে, তাহা গবাদি পশু-সংক্রান্ত এবং গবাদিতেই সীমাবদ্ধ, সকল জন্তুর-উপর পরিব্যাপ্ত নহে। এই টীকার দ্বিতীয় উদ্ধৃতিটি পূর্বেই কুরআনের ২ঃ১৭৪ আয়াতে নাযেল হইয়াছিল।

৭১৮। "আল্লাহ্র নিদর্শন" বলিতে, যে কোনও ধরণের বস্তু যাহা আল্লাহ্কে জানিতে, বুঝিতে, চিনিতে ও হৃদয়ঙ্গম করিতে সাহায্য করে, তাহাকেই বুঝায় (২ঃ১৫৯)।

৭১৯। পবিত্র মাসকে অপবিত্র না করার তাৎপর্য ঐ মাসের পবিত্র কর্তব্যগুলির প্রতি যথোপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করা এবং অবহেলা ও অবজ্ঞা না করা। ঐ মাসের নিয়ম-আচার যথাযথ পালন করা।

৭২০। 'হাদইয়া ও কালায়েদ' উভয় শব্দই ঐ সকল পশুকে বুঝায় যেগুলি হজ্জের উপলক্ষ্যে মক্কায় কুরবানীর উদ্দেশ্যে আনা হয়। 'কালায়েদ' বিশেষভাবে ঐ কুরবানীর পশুকে বলা হয় যে গুলির গলায় মালা থাকে (মুহীত) এবং অন্যান্য পশু, যেগুলি কুরবানীর জন্য মক্কায় আনা হয়, সেগুলিকে সাধারণভাবে 'হাদ্ইয়া" বলা হয়।

فَاصْطَادُوْا ؕ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ
قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ
تَعْتَدُوْا ۘ وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ۪
وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۪
وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۝

তোমরা ইহ্‌রাম খুলিয়া ফেল তখন তোমরা শিকার করিতে পার;[৭২০ক] এবং কোন জাতির এইরূপ শত্রুতা যে, তাহারা তোমাদিগকে মসজিদে-হারাম হইতে প্রতিরোধ করিয়াছে, তোমাদিগকে যেন সীমালংঘন করিতে প্ররোচিত না করে। এবং তোমরা পুণ্যকাজে এবং তাক্‌ওয়ার কাজে পরস্পর সহযোগিতা কর এবং পাপ ও সীমালংঘনে[৭২০খ] পরস্পর সহযোগিতা করিও না। আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর, নিশ্চয় আল্লাহ্ শাস্তি প্রদানে কঠোর।

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ
الْخِنْزِيْرِ وَمَآ اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ
وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوْذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ
وَالنَّطِيْحَةُ وَمَآ اَكَلَ السَّبُعُ اِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ ۫
وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَاَنْ تَسْتَقْسِمُوْا
بِالْاَزْلَامِ ؕ ذٰلِكُمْ فِسْقٌ ؕ اَلْيَوْمَ يَئِسَ
الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ دِيْنِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ
وَاخْشَوْنِ ؕ اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ
وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ
لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا ؕ فَمَنِ اضْطُرَّ فِيْ
مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّاِثْمٍ ۙ فَاِنَّ اللّٰهَ
غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

৪। তোমাদের জন্য হারাম করা হইয়াছে মৃত-জীব, এবং রক্ত এবং শূকরের মাংস এবং উহা, যাহার উপর আল্লাহ্‌র নাম ব্যতিরেকে অপরের নাম উচ্চারণ করা হয়, এবং শ্বাসরোধ করিয়া নিহত জীব, এবং প্রহারে নিহত জীব এবং উচ্চ স্থান হইতে নিপতনে মৃত-জীব, এবং শৃঙ্গাঘাতে মৃতজীব, এবং ঐ জন্তু যাহাকে হিংস্র পশু খাইয়াছে, কেবল উহা ছাড়া যাহাকে তোমরা (মরার আগে) যবাহ করিয়া লইয়াছ, এবং যে জীবকে কোন দেব-দেবীর স্থানে বলি দেওয়া হয় এবং ইহা (নিষিদ্ধ) যে, তোমরা ভাগ্য নির্দেশক তীর সমূহের দ্বারা ভাগ্য নির্ণয় কর। এই সব তোমাদের নাফরমানীর ও পাপকার্যের অন্তর্গত। যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহারা আজ তোমাদের ধর্ম সম্বন্ধে নিরাশ হইয়াছে। সুতরাং তাহাদিগকে ভয় করিও না, বরং আমাকে ভয় কর। আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পরিপূর্ণ করিলাম এবং তোমাদের উপর আমার নেয়ামতকে (অনুগ্রহকে) সম্পূর্ণ[৭২১] করিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দীন রূপে মনোনীত করিলাম। কিন্তু কেহ যদি ক্ষুধার তাড়নায় বাধ্য হয়, স্বেচ্ছায় পাপের দিকে না ঝুঁকে, তাহা হইলে নিশ্চয় আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

৭২০-ক। হজ্জপালনকারী ব্যক্তি, হজ্জব্রত সম্পূর্ণ করার পর, যখন হজ্জের (এহ্‌রামের) কাপড়াদি বদলাইয়া পবিত্র হজ্জ এলাকা হইতে বাহির হইয়া আসেন, তখন তিনি শিকার করিতে যাইতে পারেন।

৭২০-খ। ব্যক্তিগত, জাতিগত ও আন্তর্জাতিক আচরণের কী সুন্দর, কী মহান নীতি! আহা, যদি এই নীতি মানব-জীবনে বাস্তবায়িত হইত, তাহা হইলে, ঘৃণা, হিংসা, শত্রুতা শূন্যে মিলাইয়া যাইত।

৭২১। 'ইক্‌মাল' ও 'ইৎমাম' শব্দটি ক্রিয়া-বিশেষ্য, প্রথমটি গুণের দিক হইতে পূর্ণতা প্রকাশ করে এবং দ্বিতীয়টি সংখ্যার দিক হইতে পূর্ণতা প্রকাশ করে। প্রথম শব্দটি দ্বারা বুঝানো হইয়াছে যে, ধর্মীয় নীতিমালা ও আইন-কানুন যাহা মানুষের দৈহিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় তাহা পরিপূর্ণভাবে কুরআনে বিবৃত করা হইয়াছে। দ্বিতীয় শব্দটি দ্বারা বুঝানো হইয়াছে যে, মানুষের উন্নতির জন্য যাহা যাহা প্রয়োজন তাহার কিছুই বাদ দেওয়া হয় নাই। প্রথমটি দ্বারা মানুষের দৈহিক ও বাহ্যিক বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় সকল আদেশ-নিষেধকে বুঝাইয়াছে, দ্বিতীয় শব্দটি মানুষের আভ্যন্তরীণ পরিবর্তন ও আধ্যাত্মিক বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় সকল আদেশ-নিষেধকে বুঝাইয়াছে।

يَسْـَٔلُوْنَكَ مَاذَآ اُحِلَّ لَهُمْ ؕ قُلْ اُحِلَّ لَكُمُ
الطَّيِّبٰتُ ۙ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِّنَ الْجَوَارِحِ
مُكَلِّبِيْنَ تُعَلِّمُوْنَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللّٰهُ ۫
فَكُلُوْا مِمَّآ اَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا
اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ ۠ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ
سَرِيْعُ الْحِسَابِ ۝

৫। তাহারা তোমাকে প্রশ্ন করে যে, তাহাদের জন্য কি কি হালাল করা হইয়াছে[৭২২]। তুমি বল, 'সকল পবিত্র বস্তু তোমাদের জন্য হালাল করা হইয়াছে, এবং শিকারী পশু-পাখী হইতে যাহাদিগকে তোমরা শিকারের শিক্ষা দিয়া বশ কর,[৭২২-ক] যেহেতু তোমরা তাহাদিগকে উহাই শিক্ষা দাও যাহা আল্লাহ্ তোমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন। অতএব, উহারা তোমাদের জন্য যাহা ধরে উহা হইতে খাও এবং উহার উপর আল্লাহ্‌র নাম লও। এবং আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর; নিশ্চয় আল্লাহ্ হিসাব গ্রহণে তৎপর।'

اَلْيَوْمَ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُ ؕ وَطَعَامُ
الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ ۖ
وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ۫ وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ
الْمُؤْمِنٰتِ وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا
الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ اِذَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ
اُجُوْرَهُنَّ مُحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ
وَلَا مُتَّخِذِيْٓ اَخْدَانٍ ؕ وَمَنْ يَّكْفُرْ
بِالْاِيْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهٗ ۫ وَهُوَ فِى
الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ۝ ع

৬। অদ্য তোমাদের জন্য সকল পবিত্র বস্তু হালাল করা হইল। এবং ঐ সকল লোকের খাদ্য-বস্তু[৭২৩] যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছিল, তোমাদের জন্য হালাল। এবং তোমাদের খাদ্যবস্তু তাহাদের জন্য হালাল। এবং সতী-সাধ্বী মো'মেন নারী এবং তোমাদের পূর্বে যাহাদিগকে কিতাব[৭২৪] দেওয়া হইয়াছিল তাহাদের মধ্য হইতে সতী-সাধ্বী নারী (তোমাদের জন্য বৈধ করা হইল) যখন তোমরা তাহাদিগকে তাহাদের দেন-মহর দিয়া দাও বিবাহের উদ্দেশ্যে, অবৈধ কাম চরিতার্থে নহে, এবং গোপণ প্রণয়িনী গ্রহণকারীরূপেও নহে। এবং যে কেহ ঈমানকে অস্বীকার করে, তাহার কর্ম নিষ্ফল হয় এবং সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

১ [৬] ৫

আল্লাহ্‌র ধর্ম ও তাঁহার অনুগ্রহরাজির পূর্ণতা দান করার কথাগুলি, খাদ্য-সম্বন্ধীয় আইন-কানুন বর্ণনা করার পরে পরেই বিবৃত হইয়াছে। ইহা এই জন্য করা হইয়াছে যাহাতে মানুষ বুঝিতে পারে যে, হালাল, ভাল ও পরিমিত খাদ্য মানুষের নৈতিক-ভিত্তির প্রথম ধাপ, যাহার উপর নির্ভর করিয়া আধ্যাত্মিক সোপানগুলি উঠিয়াছে। এখানে প্রসঙ্গক্রমে বলা যাইতেছে যে, এই আয়াতটিই আল্ কুরআনে অবতীর্ণ সর্বশেষ আয়াত। ইহা নাযেল হওয়ার ৮২ দিন পরেই হযরত নবী করীম (সাঃ) ওফাৎ প্রাপ্ত হন।

৭২২। পূর্ববর্তী আয়াতে নিষিদ্ধ খাদ্যবস্তুগুলি সম্বন্ধে জ্ঞাত করার পর, এই আয়াতে ও পরবর্তী আয়াতে বলা হইয়াছে, ঐসব নিষিদ্ধ খাদ্যবস্তুগুলি ব্যতীত অন্য সব খাদ্য বস্তুই হালাল (বৈধ)-এই শর্তে যে, এই গুলি বৈধ, পবিত্র ও ভাল হইতে হইবে, সদুপায়ে উপার্জিত হইতে হইবে, স্বাস্থ্যের ও নৈতিকতার বিরোধী হইবে না। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের জন্য হিতকর ও স্বাস্থ্যপ্রদ, বৈধ ও রুচিকর খাদ্য গ্রহণ করিতে পারিবে। মহানবী (সাঃ) শিকারী ও মাংসাশী জন্তুর মাংস ও শিকারী-মাংসাশী পাখীর গোস্ত খাওয়া নিষিদ্ধ করিয়াছেন। এইগুলির মাংস ভক্ষণ সুনির্দিষ্টভাবে বৈধতার বাহিরে।

৭২২-ক। শিক্ষাপ্রাপ্ত জন্তু বা শিকারী পাখী দ্বারা ধৃত হালাল পশু পাখীও যবাহ্-করা পশু-পাখীর মতই হালাল, যেহেতু মানুষের দ্বারা শিক্ষা-প্রাপ্ত পশু-পাখীর মাধ্যমে ঐ গুলিকে ধরা হইয়াছে। তবে ঐগুলিকে পূর্ণ বৈধতা দানের জন্য আল্লাহ্‌র নামে যবাহ্ করিতে হইবে। শিকারী পশু বা পাখীকে বিসমিল্লাহ্ বলিয়া ছাড়িয়া দিলে উহা কর্তৃক মৃত শিকার খাওয়াও হালাল।

৭২৩। ইহার তাৎপর্য হইল, তওরাতের আইন মোতাবেক যবাহ্-করা পশু-পাখীর মাংস মুসলমানের জন্য খাওয়া বৈধ, এবং তওরাত কিতাবে যে সব খাদ্য বৈধ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, ইস্‌লাম সেগুলিকে বৈধ বলিয়া স্বীকৃতি দিয়াছে। তবে, ঐ খাদ্যগ্রহণের পূর্বে খাদ্যবস্তুর উপর আল্লাহ্‌র নাম পাঠ করিয়া নেওয়া উত্তম। ইবনে আব্বাসের মতে এখানে 'খাদ্য' শব্দটি "হালাল খাদ্য" অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, অর্থাৎ আহলে-কিতাবের দ্বারা নিয়মিতভাবে যবাহ্-করা পশুর মাংস খাওয়া হালাল বলা হইয়াছে (বুখারী, যাবীহা আহ্‌লিল কিতাব অধ্যায়)।

৭২৪। মুসলমান পুরুষের সহিত আহ্‌লে-কিতাব (ইহুদী-খৃষ্টান) স্ত্রীলোকের বিবাহের অনুমতি দিলেও, ইসলাম ইহাই সত্যিকার ভাবে পসন্দ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ ؕ وَاِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا ؕ وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰٓى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَآءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَآئِطِ اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَآءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ مِّنْهُ ؕ مَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَّلٰكِنْ يُّرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝٧

৭ । হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ ! যখন তোমরা নামাযের জন্য দণ্ডায়মান হও তখন তোমরা ধৌত কর তোমাদের মুখমণ্ডল এবং তোমাদের হস্ত কনুই পর্যন্ত এবং তোমরা (সিক্ত হস্ত দ্বারা) তোমাদের মস্তক মুছিয়া ফেল এবং (ধৌতকর) তোমাদের পা গিরা পর্যন্ত[৭২৫] । এবং যদি তোমরা অপবিত্র হও তাহা হইলে (গোসল করিয়া) পূর্ণরূপে পবিত্র হও; এবং যদি তোমরা অসুস্থ হও অথবা সফরে থাক অথবা তোমাদের মধ্যে কেহ শৌচাগার হইতে আসে অথবা তোমরা স্ত্রী-স্পর্শ করিয়া থাক এবং তোমরা পানি না পাও, তাহা হইলে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম কর, এই ভাবে যে, উহা দ্বারা তোমাদের মুখমণ্ডল এবং তোমাদের হাত মুছিয়া ফেল ।[৭২৫-ক] আল্লাহ্ তোমাদিগকে অসুবিধায় ফেলিতে চাহেন না বরং তিনি তোমাদিগকে পরিশুদ্ধ করিতে এবং তোমাদের উপর স্বীয় নেয়ামতকে পূর্ণ করিতে চাহেন যেন তোমরা কৃতজ্ঞ হও ।

وَاذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَمِيْثَاقَهُ الَّذِيْ وَاثَقَكُمْ بِهٖٓ ۙ اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا ۫ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ۝٨

৮ । এবং তোমরা তোমাদের উপর আল্লাহ্র নেয়ামতকে স্মরণ কর, এবং তাঁহার ঐ অঙ্গীকারকেও[৭২৬] যাহা তিনি তোমাদের নিকট হইতে তখন লইয়াছিলেন যখন তোমরা বলিয়াছিলে যে, 'আমরা শ্রবণ করিলাম এবং আনুগত্য করিলাম ।' সুতরাং তোমরা আল্লাহ্র তাক্ওয়া অবলম্বন কর । নিশ্চয় আল্লাহ্ বক্ষদেশে নিহিত সকল বিষয় সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত ।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۫ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ

৯ । হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ ! তোমরা আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে ন্যায়পরায়ণতার উপর সাক্ষী হিসাবে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হও, এবং কোন জাতির শত্রুতা যেন তোমাদিগকে এই অপরাধ করিতে

করে যে, মুসলমান পুরুষ মুসলমান নারীকেই বিবাহ করে ।

৭২৫ । মাথা মাসাহ্ করার (মাথার উপর দিয়া ভিজা হস্তদ্বয় বুলাইয়া নেওয়ার) কথা বলার অব্যবহিত পরেই আসিয়াছে পায়ের কথা । কিন্তু ইহার উদ্দেশ্য পা দুইটিও মাসাহ্ করা নহে। যেহেতু পা ধৌত করা ওযুর প্রক্রিয়াতে সর্বশেষ পদক্ষেপ,সেই হেতু মাথা মাসাহ্ করার পরে পায়ের কথা আসিয়াছে । এখানে 'পাগুলিকে' (আরজুলা) কর্মকারকে ব্যবহৃত হইয়াছে যাহা 'ফাগসিলু' (ধৌত কর) ক্রিয়ার কর্মকারক । অর্থাৎ পাগুলিকে ধৌত কর । 'আরজুলাকুম' যদি 'ওয়াম্সাহু' ক্রিয়ার কর্ম হইত তাহা হইলে বেরুউসেকুমের সঙ্গে ব্যবহৃত 'বা' অব্যয়ের কারণে ইহা আরজুলাকুম' না হইয়া 'আরজুলিকুম' হইত ।

৭২৫-ক । ৬১০-৬১২ টীকা দেখুন ।

৭২৬ । এই কথাগুলি আহ্লে-কিতাবদের উদ্দেশ্যে নয়, বরং মুসলমানদের উদ্দেশ্যে বলা হইয়াছে । মুসলমানের সহিত কোন 'বিশেষ' চুক্তি আল্লাহ্তা'লার তরফ হইতে করা হইয়াছে বলিয়া জানা নাই । অতএব, 'চুক্তি' বলিতে ইসলামে দীক্ষা গ্রহণের সময় প্রত্যেক নব-মুসলমান যে শপথ-বাক্য পাঠ করেন, তাহা বুঝাইতে পারে । অথবা কুরআনের মাধ্যমে অবতীর্ণ ইসলামী শরীয়াতকে বুঝাইতে পারে যাহা প্রত্যেক মুসলমানই গ্রহণ করিয়াছে ।

قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ؕ اِعْدِلُوْا ۟ هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۫ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۝٨

আদৌ প্ররোচিত না করে যে, তোমরা ন্যায়বিচার না কর। তোমরা সুবিচার কর, ইহা তাক্ওয়ার অধিকতর নিকটবর্তী। এবং আল্লাহ্র তাক্ওয়া অবলম্বন কর, নিশ্চয় তোমরা যে কার্জ-কর্ম করিতেছ উহার সম্বন্ধে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত।

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ۙ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ۝٩

১০। যাহারা ঈমান আনে এবং পুণ্যকর্ম করে আল্লাহ্ তাহাদিগকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন যে, তাহাদের জন্য ক্ষমা ও মহা পুরস্কার রহিয়াছে।

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ۝١٠

১১। এবং যাহারা অস্বীকার করে এবং আমাদের নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করে, তাহারাই জাহান্নামের অধিবাসী হইবে।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ هَمَّ قَوْمٌ اَنْ يَّبْسُطُوْٓا اِلَيْكُمْ اَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ۝١١ ع ٢ [٦] ٦

১২। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা তোমাদের উপর আল্লাহ্র নেয়ামতকে স্মরণ কর, যখন এক জাতি তোমাদের উপর তাহাদের (যুলুমের) হাত বাড়াইতে চাহিয়াছিল তখন তিনি তোমাদের উপর হইতে তাহাদের হাত রুখিয়া দিয়াছিলেন;[৭২৭] সুতরাং তোমরা আল্লাহ্র তাক্ওয়া অবলম্বন কর। এবং আল্লাহ্র উপরই মো'মেনগণকে নির্ভর করা উচিত।

وَلَقَدْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ۚ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَىْ عَشَرَ نَقِيْبًا ؕ وَقَالَ اللّٰهُ اِنِّيْ مَعَكُمْ ؕ لَئِنْ اَقَمْتُمُ الصَّلٰوةَ وَاٰتَيْتُمُ الزَّكٰوةَ وَاٰمَنْتُمْ بِرُسُلِيْ وَعَزَّرْتُمُوْهُمْ وَاَقْرَضْتُمُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّاُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَلَاُدْخِلَنَّكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۚ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيْلِ ۝١٢

১৩। এবং অবশ্যই আল্লাহ্ বনী ইস্রাঈলের নিকট হইতে দৃঢ় অঙ্গীকার লইয়াছিলেন, এবং আমরা তাহাদের মধ্য হইতে বার জন নেতা[৭২৭-ক] উত্থিত করিয়াছিলাম। এবং আল্লাহ্ বলিয়াছিলেন, 'নিশ্চয় আমি তোমাদের সংগে আছি, যদি তোমরা নামায কায়েম কর এবং যাকাত দাও এবং আমার রসূলগণের উপর ঈমান আন এবং তাহাদিগকে সাহায্য কর এবং আল্লাহ্কে ঋণ দাও—উৎকৃষ্ট ঋণ, নিশ্চয় আমি তোমাদের নিকট হইতে তোমাদের যাবতীয় দোষ দূরীভূত করিয়া দিব এবং তোমাদিগকে এমন জান্নাতসমূহে দাখিল করিয়া দিব যাহার তলদেশ দিয়া নহরসমূহ প্রবাহিত। কিন্তু ইহার পর তোমাদের মধ্য হইতে যে কেহ অস্বীকার করিবে অবশ্যই সে সোজা পথ হইতে বিভ্রান্ত হইবে।'

৭২৭। ইহা আবশ্যক নহে যে, এই আয়াতটি কোনও বিশেষ ঘটনার সহিত সম্বন্ধ যুক্ত। শত্রুর অত্যাচার মূলক আক্রমণাদি ও ষড়যন্ত্রসমূহ হইতে মুসলমানগণকে স্বাভাবিক ভাবে ও সাধারণভাবে আল্লাহ্তা'লা যে নিরাপত্তা দান করিয়াছেন, এখানে উহাকে তাঁহার অনুগ্রহ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। এখানে 'একটি জাতি' বলিতে, প্রাথমিক ভাবে মক্কার কাফেরগণকে বুঝাইয়াছে, যাহারা ইসলাম ও মুসলমানদিগকে নিশ্চিহ্ন করার কোনও চেষ্টা বাকী রাখে নাই।

৭২৭-ক। "বারজন নেতা" বলিতে বার জন ইস্রাঈলী নবীকে বুঝানো হইয়াছে, যাহারা মূসা (আঃ)-এর পরে আসিয়াছিলেন। কোন কোন

فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِّيْثَاقَهُمْ لَعَنّٰهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوْبَهُمْ قٰسِيَةً ۚ يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهٖ ۙ وَنَسُوْا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوْا بِهٖ ۚ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلٰى خَآئِنَةٍ مِّنْهُمْ اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ⑬

১৪ । সুতরাং তাহাদের নিজেদের দৃঢ় অঙ্গীকার ভঙ্গের কারণে আমরা তাহাদিগকে অভিসম্পাত করিয়াছিলাম এবং তাহাদের হৃদয়গুলিকে কঠিন করিয়া দিয়াছিলাম । (ফলে) তাহারা (কিতাবের) শব্দগুলিকে উহাদের আসল স্থান হইতে রদ-বদল করে এবং যে বিষয়ে তাহাদিগকে উপদেশ দেওয়া হইয়াছিল উহার কতক অংশ তাহারা ভুলিয়া গিয়াছে । এবং তুমি তাহাদের মধ্য হইতে কয়েকজন ব্যতীত তাহাদের পক্ষ হইতে সর্বদা বিশ্বাসঘাতকতা প্রত্যক্ষ করিতে থাকিবে । সুতরাং তুমি তাহাদিগকে মার্জনা কর এবং উপক্ষো করিয়া চল । নিশ্চয় আল্লাহ্ সৎকর্মশীলগণকে ভালবাসেন ।[৭২৭-খ]

وَمِنَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّا نَصٰرٰٓى اَخَذْنَا مِيْثَاقَهُمْ فَنَسُوْا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوْا بِهٖ ۠ فَاَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ؕ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللّٰهُ بِمَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ ⑭

১৫ । এবং যাহারা বলে, 'আমরা খৃষ্টান', আমরা তাহাদের নিকট হইতেও তাহাদের অঙ্গীকার[৭২৭-গ] লইয়াছিলাম, কিন্তু যে বিষয়ে তাহাদিগকে উপদেশ দেওয়া হইয়াছিল তাহারাও উহার কতক অংশ ভুলিয়া গিয়াছে । সুতরাং আমরা কিয়ামত দিবস পর্যন্ত তাহাদের মধ্যে পরস্পর শত্রুতা ও বিদ্বেষ সংক্রামিত করিয়া দিয়াছি । এবং তাহারা যাহা কিছু করিতেছিল সেই সম্বন্ধে শীঘ্রই আল্লাহ্ তাহাদিগকে অবহিত করিবেন ।

يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيْرًا مِّمَّا كُنْتُمْ تُخْفُوْنَ مِنَ الْكِتٰبِ وَيَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ ؕ قَدْ جَآءَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّكِتٰبٌ مُّبِيْنٌ ⑮

১৬ । হে আহ্লে কিতাব ! আমাদের রসূল তোমাদের নিকট আসিয়াছে এবং তোমরা কিতাবের মধ্য হইতে যাহাকিছু গোপন করিতেছিলে সে উহার বহুলাংশ তোমাদের নিকটে পরিষ্কার করিয়া বর্ণনা করিতেছে এবং বহুলাংশ মার্জনা করিতেছে; নিশ্চয় আল্লাহ্র নিকট হইতে নূর[৭২৭-ঘ] এবং স্পষ্ট কিতাব তোমাদের নিকট আসিয়াছে ।

يَّهْدِيْ بِهِ اللّٰهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهٗ سُبُلَ السَّلٰمِ وَيُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ بِاِذْنِهٖ وَيَهْدِيْهِمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ⑯

১৭ । আল্লাহ্ উহা দ্বারা ঐ সকল লোককে যাহারা তাঁহার সন্তুষ্টি চাহে, শান্তির পথে পরিচালিত করেন, এবং তিনি নিজ আদেশে তাহাদিগকে (প্রত্যেক প্রকার) অন্ধকাররাশি হইতে বাহির করিয়া আলোর দিকে লইয়া যান এবং তাহাদিগকে সরল-সুদৃঢ় পথে পরিচালিত করেন ।

ব্যাখ্যাকারকের মতে, ইহারা হইলেন ঐ বারজন "যুবরাজ" যাহাদিগকে মূসা (আঃ) নিযুক্ত করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে (গণনা পুস্তক-১ঃ১৫-১৬; ৪ঃ৩-১৫)। আরও দেখুন ২ঃ৬১ ।

৭২৭-খ। ইহুদীদের সম্বন্ধে এই আয়াতের বর্ণনা অত্যন্ত খাঁটি ।

৭২৭-গ। এই কথাগুলি ঈসা (আঃ)-এর ঐ ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতি ইঙ্গিত করিতেছে, যাহাতে তিনি তাঁহার পরে আগমনকারী মহানবীর কথা তাঁহার অনুসারীদিগকে জানাইয়াছিলেন (যোহন-১৬ঃ১২-১৩) এবং যাহা খৃষ্টানগণ উপেক্ষা করিয়াছে এবং ভুল ব্যাখ্যা দ্বারা উড়াইয়া দিতে চাহিয়াছে ।

৭২৭-ঘ। "নূর" অর্থ এখানে আঁ-হযরত (সাঃ) (৩৩ঃ৪৬,৪৭)।

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ ؕ قُلْ فَمَنْ يَّمْلِكُ مِنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا اِنْ اَرَادَ اَنْ يُّهْلِكَ الْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَاُمَّهٗ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا ؕ وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ؕ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ﴿١٨﴾

১৮। তাহারা অবশ্যই কুফরী করিয়াছে যাহারা বলে, 'নিশ্চয় আল্লাহ্—তিনিই মরিয়মের পুত্র মসীহ্।' তুমি বল, 'আল্লাহ্র মোকাবিলায় কাহার কি ক্ষমতা আছে, যদি তিনি মরিয়মের পুত্র মসীহ্[৭২৮] ও তাহার মাতাকে এবং যাহারা জগতে আছে তাহাদের সকলকে ধ্বংস করিতে চাহেন ?' এবং আকাশ সমূহ এবং পৃথিবীতে এবং এতদুভয়ের মধ্যে যাহা কিছু আছে, সকলের উপর আধিপত্য আল্লাহ্র। তিনি যাহা চাহেন সৃষ্টি করেন। বস্তুতঃ আল্লাহ্ সকল বিষয়ের উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান।

وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصٰرٰى نَحْنُ اَبْنٰٓؤُا اللّٰهِ وَاَحِبَّآؤُهٗ ؕ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوْبِكُمْ ؕ بَلْ اَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ ؕ يَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۫ وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ﴿١٩﴾

১৯। এবং ইহুদী এবং খৃষ্টানগণ বলে, 'আমরা আল্লাহ্র পুত্র এবং তাঁহার প্রিয় পাত্র।' তুমি বল, 'তাহা হইলে কেন তিনি তোমাদের পাপসমূহের জন্য তোমাদিগকে শাস্তি দেন ? না, বরং তোমরাও সেই সকল মানুষের অন্তর্গত যাহাদিগকে তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন।' তিনি যাহাকে চাহেন ক্ষমা করেন এবং যাহাকে চাহেন শাস্তি দেন। এবং আকাশমণ্ডল এবং পৃথিবীর এবং এতদুভয়ের মধ্যে যাহা কিছু আছে উহার উপর আল্লাহ্রই আধিপত্য এবং তাঁহারই সমীপে প্রত্যাবর্তন।

يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلٰى فَتْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا جَآءَنَا مِنْۢ بَشِيْرٍ وَّلَا نَذِيْرٍ ۫ فَقَدْ جَآءَكُمْ بَشِيْرٌ وَّنَذِيْرٌ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٢٠﴾ ع ৬ [৮] ৭

২০। হে আহলে কিতাব ! রসূলগণের (আবির্ভাবের) বিরতির পর তোমাদের নিকট আমাদের রসূল আসিয়াছে, যে তোমাদের নিকট (সকল বিষয়) স্পষ্টভাবে বর্ণনা করিতেছে পাছে তোমরা বল যে, 'আমাদের নিকট না কোন সুসংবাদদাতা আসিয়াছে এবং না কোন সতর্ককারী।'[৭২৯] সুতরাং তোমাদের নিকট অবশ্যই সুসংবাদদাতা এবং সতর্ককারী আসিয়াছে। এবং আল্লাহ্ প্রত্যেক বিষয়ের উপর সর্বশক্তিমান।

وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَعَلَ فِيْكُمْ اَنْۢبِيَآءَ وَجَعَلَكُمْ مُّلُوْكًا ۖ وَّاٰتٰىكُمْ مَّا لَمْ يُؤْتِ اَحَدًا مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٢١﴾

২১। এবং (স্মরণ কর) যখন মূসা তাহার জাতিকে বলিয়াছিল, 'হে আমার জাতি ! তোমরা তোমাদের উপর আল্লাহ্র সেই নেয়ামতকে স্মরণ কর, যখন তিনি তোমাদের মধ্যে নবীগণকে মনোনীত করিয়াছিলেন এবং তোমাদিগকে বাদশাহ[৭৩০] করিয়াছিলেন এবং তোমাদিগকে এমন কিছু দান করিয়াছিলেন যাহা তিনি (তদানিন্তন) জগতের অন্য কোন জাতিকে দেন নাই;

৭২৮। এখানে অত্যন্ত কঠোর ভাষা ব্যবহার করা হইয়াছে এবং "ঈসা আল্লাহ্র পুত্র", এই মারাত্মক বিশ্বাসকে শক্ত ভাষায় ঘৃণা ও তিরস্কার করা হইয়াছে। এইরূপ ১৯ঃ৮৯-৯২ আয়াতগুলিতেও এই বিশ্বাসকে কঠোর ভাষায় নিন্দা করা হইয়াছে।

৭২৯। ঈসা (আঃ) ও মহানবী (সাঃ)-এর মধ্যবর্তী সময়ে কোন দেশে নবী আসিয়াছিলেন বলিয়া ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় না; আহ্লে-কিতাবদের মধ্যেতো নয়ই। তবে, বিশ্ব তখন সর্বশ্রেষ্ঠ পরিত্রাণকারী মহাপুরুষের আগমনের অপেক্ষায় ছিল এবং প্রস্তুতিও নিতেছিল। অবশ্য, কিছু কিছু

৭৩০ টিকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

يٰقَوْمِ ادْخُلُوا الْاَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِيْ كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوْا عَلٰٓى اَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوْا خٰسِرِيْنَ ﴿٢١﴾

২২ । হে আমার জাতি ! তোমরা সেই পবিত্র ভূমিতে প্রবেশ কর যাহা আল্লাহ্ তোমাদের জন্য অবধারিত[৭৩১] করিয়াছেন এবং পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া ফিরিয়া যাইও না, অন্যথায় তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া ফিরিবে ।'

قَالُوْا يٰمُوْسٰٓى اِنَّ فِيْهَا قَوْمًا جَبَّارِيْنَ ۖ وَاِنَّا لَنْ نَّدْخُلَهَا حَتّٰى يَخْرُجُوْا مِنْهَا ۚ فَاِنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَا فَاِنَّا دٰخِلُوْنَ ﴿٢٢﴾

২৩ । তাহারা বলিল, 'হে মূসা ! নিশ্চয় তথায় এক দুর্ধর্ষ জাতি রহিয়াছে,[৭৩২] এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহারা সেই স্থান হইতে বাহির হইয়া যাইবে, আমরা তথায় কখনও প্রবেশ করিব না । সুতরাং যদি তাহারা সেখান হইতে চলিয়া যায়, তাহা হইলে নিশ্চয় আমরা তথায় প্রবেশ করিব ।'[৭৩৩]

قَالَ رَجُلٰنِ مِنَ الَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوْا عَلَيْهِمُ الْبَابَ ۚ فَاِذَا دَخَلْتُمُوْهُ فَاِنَّكُمْ غٰلِبُوْنَ ۚ وَعَلَى اللّٰهِ فَتَوَكَّلُوْٓا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٢٣﴾

২৪ । যাহারা (আল্লাহ্কে) ভয় করিত তাহাদের মধ্য হইতে দুই জন,[৭৩৪] যাহাদিগকে আল্লাহ্ নেয়ামত দান করিয়াছিলেন, বলিল, 'তোমরা তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাইয়া এই দ্বার দিয়া প্রবেশ কর, যখন তোমরা ইহাতে প্রবেশ করিবে, তখন তোমরা অবশ্যই বিজয়ী হইবে । এবং যদি তোমরা মো'মেন হও, তাহা হইলে তোমরা আল্লাহ্র উপর নির্ভর কর ।'

সন্দেহযুক্ত বিবৃতি এমন পাওয়া যায় (কল্‌বী), যাহাতে ঈসা (আঃ)-এর অব্যবহিত পরে নবীরা আসিয়াছেন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, যাহাদের মধ্যে একজনের নাম খালিদ-বিন্ সালাম বলা হইয়াছে । কিন্তু মহানবী (সাঃ) স্বয়ং বলিয়াছেন যে, তাঁহার (সাঃ) ও ঈসা (আঃ)-এর মধ্যবর্তী সময়ে কোন নবী আসেন নাই (বুখারী)।

৭৩০ । 'ফীকুম' না বলিয়া কেবল 'কুম' শব্দ ব্যবহার করিয়া আল্লাহ্তা'লা বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, যে কোন জাতি বা গোত্রের মধ্যে বাদ্‌শাহ থাকে, সেই জাতির সকলেই বাদশাহাতের মর্যাদার কিছুটা স্বাদ নানাভাবে উপভোগ করিবার সুযোগ পায়; ঐ জাতির সাধারণ জনগণ আংশিক ভাবে হইলেও প্রভুত্ব ও স্বাধীনতা ভোগ করে । কিন্তু নবুওয়াতের ক্ষেত্রে এই অংশীদারীত্ব খাটে না, আংশিক ভাবেও না ।

৭৩১ । "তোমাদের জন্য অবধারিত করিয়াছেন " কথাগুলির মধ্যে আল্লাহ্তা'লার একটি প্রচ্ছন্ন প্রতিশ্রুতি রহিয়াছে যে, ইস্‌রাঈলীরা যদি সাহসিকতার সহিত পবিত্র নগরে প্রবেশ করে, তাহা হইলে আল্লাহতা'লা তাহাদিগকে বিজয় দান করিবেন ।

৭৩২ । ইহাতে বুঝা যায়, ইসরাঈলীদের কাছে ঐ জাতির ইতিবৃত্ত জানা ছিল । আমালেকীয় ও অন্যান্য দুর্ধর্ষ আরব গোত্রগুলি ঐ সময়ে পবিত্র ভূমির অধিবাসী ছিল । ইসরাঈলীরা তাহাদিগকে ভীষণ ভয় করিত ।

৭৩৩ । মূসা (আঃ)-এর সহচর বৃন্দের ঔদ্ধত্যপূর্ণ ও ভীতি-মিশ্রিত এই আচরণের সহিত নবী করীম (সাঃ)-এর সাহাবাগণের স্বেচ্ছা-প্রণোদিত, অবিশ্বাস্য আত্মবলিদানের স্পৃহার তুলনা করুন। তাহারা নবী করীম (সাঃ)-এর সামান্য ইশারা পাওয়া মাত্র মৃত্যুর করাল গ্রাসের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িতে একটুও দ্বিধা করিতেন না,বরং সর্বদা মনে-প্রাণে প্রস্তুত থাকিতেন । যখন বদর প্রান্তরে মহানবী (সাঃ) অল্পসংখ্যক, স্বল্পাস্ত্রধারী সাহাবাকে সঙ্গে লইয়া, মক্কার বিরাট সংখ্যা-গরিষ্ঠ, সুসজ্জিত, ঝানু যোদ্ধাদের সঙ্গে সম্মুখ-রণে লিপ্ত হইবার বাসনা ব্যক্ত করিলেন এবং এই ব্যাপারে তাহাদের পরামর্শ চাহিলেন, তখন একজন সাহাবী (সহচর) দাঁড়াইয়া অতি বিনয়ের সহিত রসূলে করীম (সাঃ)-কে সম্বোধণপূর্বক এই অবিস্মরণীয় কথাগুলি উচ্চারণ করিয়াছিলেন,"ইয়া রসূলাল্লাহ্! মূসা (আঃ)কে তাহার জাতি বলিয়াছিল,'তুমি ও তোমার প্রভু যাইয়া যুদ্ধ কর, আমরা এখানে বসিয়া থাকিলাম ।'কিন্তু আমরা এরূপ কথা আপনাকে বলিব না । তদ্বিপরীত,, ইয়া রসূলাল্লাহ ! আমরা আপনার চিরসঙ্গী, আপনি যেখানে যাইবেন, আমরাও সেখানেই যাইব । আমরা শত্রুগণের সহিত আপনার ডানে লড়িব, আপনার বামে লড়িব, আপনার সম্মুখভাগে লড়িব, আপনার পশ্চাদভাগে লড়িব এবং আমরা বিশ্বাস রাখি, আপনি আমাদের কাছ হইতে এমন কিছু দেখিতে পাইবেন, যাহা আপনার নয়নদ্বয়কে তৃপ্ত করিবে" (বুখারী)।

৭৩৪ । "দুই জন লোক" বলিতে মনে করা হয় তাহারা নূনের পুত্র যশুয়া এবং যোফেন্নার পুত্র নূন (গণনা-১৪ঃ৬)। কিন্তু পূর্বাপর প্রসঙ্গ হইতে ইহাই বুঝা যায় যে, মূসা (আঃ) ও হারূন (আঃ)-ই ঐ দুই জন লোক । 'রাজুল' শব্দটি দ্বারা পৌরুষদীপ্ত সাহসী মানুষ বুঝায় । এই "দুই জন পুরুষ" যে মূসা (আঃ) ও হারূন (আঃ) ছিলেন, তাহা এই কথাগুলি হইতেও বুঝা যায়, যাহা মূসা (আঃ) পরবর্তী ২৬ আয়াতে দোয়ার মধ্যে

قَالُوْا يٰمُوْسٰٓى اِنَّا لَنْ نَّدْخُلَهَآ اَبَدًا مَّا دَامُوْا فِيْهَا فَاذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَآ اِنَّا هٰهُنَا قٰعِدُوْنَ ﴿٢٥﴾

২৫। তাহারা বলিল, 'হে মূসা ! যতক্ষণ পর্যন্ত তাহারা সেখানে অবস্থান করিবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা কখনও তথায় প্রবেশ করিব না। সুতরাং তুমি ও তোমার প্রভু যাও এবং তোমরা দুইজনেই যুদ্ধ কর, নিশ্চয় আমরা এইখানেই বসিয়া থাকিব।'

قَالَ رَبِّ اِنِّىْ لَآ اَمْلِكُ اِلَّا نَفْسِىْ وَاَخِىْ فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفٰسِقِيْنَ ﴿٢٦﴾

২৬। সে বলিল, 'হে আমার প্রভু ! আমি আমার নিজের ও আমার ভ্রাতার উপর ব্যতীত কাহারও উপর অধিকার রাখি না; সুতরাং তুমি আমাদের এবং বিদ্রোহপরায়ণ লোকদের মধ্যে পার্থক্য করিয়া দাও।'

قَالَ فَاِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً ۚ يَتِيْهُوْنَ فِى الْاَرْضِ ۗ فَلَا تَاْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفٰسِقِيْنَ ﴿٢٧﴾ ع

২৭। তিনি বলিলেন, 'নিশ্চয় তাহাদের উপর ইহা চল্লিশ বৎসরের জন্য নিষিদ্ধ করা হইল, তাহারা পৃথিবীতে দিশাহারা হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইবে।[৭৩৫] সুতরাং তুমি বিদ্রোহপরায়ণ লোকদের জন্য দুঃখ করিও না।'

8 [৭] ৮

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ ابْنَىْ اٰدَمَ بِالْحَقِّ ۘ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ اَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْاٰخَرِ ۗ قَالَ لَاَقْتُلَنَّكَ ۗ قَالَ اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ ﴿٢٨﴾ لع

২৮। এবং তুমি তাহাদের নিকট আদমের দুই পুত্রের[৭৩৬] বৃত্তান্ত সঠিকভাবে বর্ণনা কর, যখন তাহারা উভয়ে কুরবানী দিয়াছিল তখন তাহাদের একজনের নিকট হইতে ইহা কবুল করা হইয়াছিল এবং অপরজনের নিকট হইতে কবুল করা হয় নাই। ইহাতে সে বলিল, 'নিশ্চয় আমি তোমাকে হত্যা করিব।' সে বলিল, 'নিশ্চয় আল্লাহ্ কবুল করেন মুত্তাকীগণের নিকট হইতে;

لَئِنْ بَسَطْتَّ اِلَىَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِىْ مَآ اَنَا بِبَاسِطٍ يَّدِىَ اِلَيْكَ لِاَقْتُلَكَ ۚ اِنِّىْٓ اَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٢٩﴾

২৯। যদিও তুমি আমাকে হত্যা করিবার জন্য আমার দিকে তোমার হাত বাড়াও, তথাপি আমি তোমাকে হত্যা করিবার জন্য আমার হাত তোমার দিকে বাড়াইব না। নিশ্চয় আমি সমগ্র বিশ্ব জগতের প্রতিপালক আল্লাহ্কে ভয় করি;

আল্লাহ্কে বলিয়াছিলেন (৫ঃ২৬)। আল্লাহ্তা'লা এই দুই জনের নাম না লইয়া, তাহাদিগকে কেবল দুইজন বীর পুরুষ বলিয়া উল্লেখ করিয়া, তাহাদের পৌরুষ ও সাহসিকতার প্রশংসা করিয়াছেন এবং অন্যান্য ইস্রাঈলীদের ভীরুতাকে প্রকারান্তরে নিন্দা করিয়াছেন।

৭৩৫। ইস্রাঈলীদের ভীরুতা এবং তাহাদের নবীর প্রতি তাহাদের অশ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণের জন্য, আল্লাহ্তা'লা তাহাদের প্রতিশ্রুত ভূমিতে প্রবেশকে চল্লিশ বৎসর পিছাইয়া দিলেন। তাহাদিগকে চল্লিশ বৎসর ধরিয়া মরুভূমিতে যাযাবরের জীবন যাপন করিতে হইয়াছে। অবশ্য এই যাযাবর জীবন-যাপনের মাধ্যমে আল্লাহ্তা'লা তাহাদের মধ্যে নতুন জীবনের প্রেরণাও সৃষ্টি করিয়াছিলেন। কর্ম-বিমুখতা, আলস্যপরায়ণতা ও ভীরুতার মনোবৃত্তি দূর করিয়া তাহাদের কর্মস্পৃহা, প্রতিরোধ শক্তি ও অন্যান্য নৈতিক গুণাবলীর বিকাশ ঘটাইয়াছিলেন, যাহার ফলে অব্যবহিত পরবর্তী বংশ শৌর্য, বীর্য ও সাহসিকতার শক্তিতে বলীয়ান হইয়া 'প্রতিশ্রুত ভূমি' জয় করিতে সক্ষম হয়।

৭৩৬। 'দুই বনী-আদম' (দুই জন আদম-পুত্র) বলিতে রূপকভাবে যে কোনও দুইজন মানুষকে বুঝাইতে পারে। এই ছোট গল্পটি বনী ইস্মাঈলের প্রতি, বনী ইস্রাঈলের শত্রু-ভাবাপন্ন, ঈর্ষাপূর্ণ মনোভঙ্গীর উদাহরণ রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। তাহার কারণ হইল, নবুওয়াত তাহাদের বংশ হইতে সরিয়া গিয়া, বনী ইস্মাঈলের বংশে হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর ব্যক্তি সত্তায় স্থান লাভ করিয়াছে।

إِنِّيٓ أُرِيدُ أَن تَبُوٓأَ بِإِثۡمِي وَإِثۡمِكَ فَتَكُونَ مِنۡ أَصۡحَٰبِ ٱلنَّارِۚ وَذَٰلِكَ جَزَٰٓؤُاْ ٱلظَّٰلِمِينَ ٢٩

৩০। আমি চাহি[৭৩৭] যে, তুমি আমার পাপ[৭৩৮] এবং তোমার পাপ বহন কর এবং এইভাবে তুমি আগুনের অধিবাসী হও, এবং ইহাই যালেমদের প্রতিফল।'

فَطَوَّعَتۡ لَهُۥ نَفۡسُهُۥ قَتۡلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُۥ فَأَصۡبَحَ مِنَ ٱلۡخَٰسِرِينَ ٣٠

৩১। অতঃপর, তাহার (দুষ্ট) চিত্ত তাহাকে তাহার ভাইকে হত্যা করিতে প্রবৃত্ত করিল; অতএব, সে তাহার ভাইকে হত্যা করিল এবং সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হইল।

فَبَعَثَ ٱللَّهُ غُرَابٗا يَبۡحَثُ فِي ٱلۡأَرۡضِ لِيُرِيَهُۥ كَيۡفَ يُوَٰرِي سَوۡءَةَ أَخِيهِۚ قَالَ يَٰوَيۡلَتَىٰٓ أَعَجَزۡتُ أَنۡ أَكُونَ مِثۡلَ هَٰذَا ٱلۡغُرَابِ فَأُوَٰرِيَ سَوۡءَةَ أَخِيۖ فَأَصۡبَحَ مِنَ ٱلنَّٰدِمِينَ ٣١

৩২। তখন আল্লাহ্ এক কাক প্রেরণ করিলেন, সে মাটি খুঁড়িতে লাগিল[৭৩৯] যাহাতে সে তাহাকে দেখায় যে কিভাবে সে তাহার ভ্রাতার লাশকে ঢাকিয়া দেয়। সে বলিল, 'হায় পরিতাপ আমার জন্য! আমি কি এই কাকের মতও হইতে পারি নাই যে, আমি আমার ভ্রাতার লাশ ঢাকিয়া দিই?' অতঃপর, সে অনুতাপকারীদের অন্তর্ভুক্ত হইল।

مِنۡ أَجۡلِ ذَٰلِكَۛ كَتَبۡنَا عَلَىٰ بَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ أَنَّهُۥ مَن قَتَلَ نَفۡسَۢا بِغَيۡرِ نَفۡسٍ أَوۡ فَسَادٖ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعٗاۚ وَمَنۡ أَحۡيَاهَا فَكَأَنَّمَآ أَحۡيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعٗاۚ وَلَقَدۡ جَآءَتۡهُمۡ رُسُلُنَا بِٱلۡبَيِّنَٰتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرٗا مِّنۡهُم بَعۡدَ ذَٰلِكَ فِي ٱلۡأَرۡضِ لَمُسۡرِفُونَ ٣٢

৩৩। এই কারণে আমরা বনী ইস্রাঈলের জন্য বিধিবদ্ধ করিয়াছিলাম যে, কেহ কোন ব্যক্তিকে—কোন ব্যক্তির (হত্যার) বদলা ব্যতিরেকে অথবা দেশে কলহ-বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির কারণ ব্যতিরিকে—হত্যা করিলে, সে যেন সমগ্র মানবমণ্ডলীকে হত্যা করিল; যে কেহ একটি জীবনকে বাঁচাইল সে যেন সমগ্র মানব মণ্ডলীকে বাঁচাইল।[৭৪০] এবং আমাদের রসূলগণ অবশ্যই তাহাদের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলীসহ আসিয়াছিল, কিন্তু ইহার পরেও তাহাদের মধ্যে অনেক লোকই দেশে বাড়াবাড়ি করে।

৭৩৭। 'উরিদু' (আমি চাই) 'রা-দা' হইতে উৎপন্ন। এই শব্দটি অনেক সময় প্রকৃত ইচ্ছা প্রকাশ না বুঝাইয়া, বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে ঘটনীয় বিষয়ের অবতারণাকে বুঝাইয়া থাকে (১৮ঃ৭৮)। এই আয়াতের অর্থ ইহা নয় যে, হাবীল ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন যে তাহার ভাই কাবীল দোজখে নিক্ষিপ্ত হউক। হাবীল অবস্থানুযায়ী যাহা বুঝিয়াছিলেন, তাহা এই যে, তাহার শান্তিময় মনোভঙ্গী ও প্রতিশোধ-পরাঙ্মুখতার স্বাভাবিক পরিণতি ইহাই হইবে যে, তাহার ভাই হিংস্রতার জন্য দোযখে যাইবে।

৭৩৮। 'ইস্মী' অর্থ "আমার প্রতি অত্যাচার করা পাপ"। ভাবী -হত্যার শিকার হাবীল, কাবীলের ভ্রাতৃহত্যার বাসনার কুফল কি হইবে তাহা বর্ণনা করিয়াছেন।

৭৩৯। দাঁড়কাকের ঘটনা সত্যি ঘটিয়াছিল কিনা অথবা ইহা একটি উপদেশপূর্ণ উপাখ্যান মাত্র, এই নিয়া তফ্সীর-কারকগণের মাঝে মতভেদ আছে। ইহা একেবারে অসম্ভবও নয় যে, এইরূপ বাস্তবিকই ঘটিয়াছিল। পাখীদের আচরণ ও অভ্যাস পাঠে এরূপ ধরণের বহু তথ্য আবিষ্কৃতও হইয়াছে। (আদিপুস্তক-৪ঃ১- ১৫ এবং 'দি জেরুসালেম তরগুম' দেখুন।)

৭৪০। এই আয়াতে ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে যে, আদম (আঃ)-এর দুই পুত্রের ঘটনার মত একটি ঘটনা ভবিষ্যতেও ঘটিবার উপক্রম হইবে। তবে, পরবর্তী ঘটনা পূর্ববর্তী ঘটনার চাইতে বহুগুণ তাৎপর্যপূর্ণ হইবে। ইস্রাঈলীদের ভ্রাতৃবংশে একজন নবী আসার কথা তাহাদের ধর্মগ্রন্থে আছে। এই সত্যাচ ইসরাঈলীদের সহ্য হইবার কথা নয়, তাহারা ঈর্ষাবশতঃ তাঁহার রক্ত ঝরাইবে, যেমন কাবীল তাহার ভ্রাতা হাবীলের রক্ত ঝরাইয়াছিল। কিন্তু ঐ নবীতো সাধারণ আত্মার মানব নহেন। বিশ্ব-সংস্কারের জন্য তাঁহার আগমন নির্ধারিত ছিল যাহার মাধ্যমে ভবিষ্যতের বিশ্ব-মানবের জন্য চিরস্থায়ী বিধি -বিধান আসা অবধারিত ছিল এবং যাহার উপর মানবের ভবিষ্যৎ ভাগ্য জড়িত থাকার কথাও

إِنَّمَا جَزٰٓؤُا الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَسْعَوْنَ فِي الْاَرْضِ فَسَادًا اَنْ يُّقَتَّلُوْٓا اَوْ يُصَلَّبُوْٓا اَوْ تُقَطَّعَ اَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ اَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْاَرْضِ ۭ ذٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۝

৩৪। যাহারা আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং দুনিয়ায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার চেষ্টায় দৌড়িয়া বেড়ায়, তাহাদের কর্মের প্রতিফল ইহাই যে, তাহাদিগকে হত্যা করা হইবে বা ক্রুশবিদ্ধ করিয়া নিহত করা হইবে বা (তাহাদের শত্রুতা মূলক কাজের জন্য) তাহাদের হাত পা বিপরীত দিক হইতে কাটিয়া ফেলা হইবে অথবা তাহাদিগকে দেশ হইতে নির্বাসিত করা হইবে।[৭৪১] ইহা হইবে তাহাদের জন্য ইহকালের লাঞ্ছনা, এবং পরকালেও তাহাদের জন্য মহা শাস্তি (অবধারিত) রহিয়াছে;

اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْ قَبْلِ اَنْ تَقْدِرُوْا عَلَيْهِمْ ۚ فَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝ ع ৫ [৮] ৯

৩৫। তাহারা ব্যতিরেকে যাহারা তাহাদের উপর তোমাদের আধিপত্য বিস্তার লাভ করার পূর্বে তওবা করিবে, তাহা হইলে জানিয়া রাখ যে, আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।[৭৪২]

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَابْتَغُوْٓا اِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ وَجَاهِدُوْا فِيْ سَبِيْلِهٖ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۝

৩৬। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! আল্লাহ্র তাক্ওয়া অবলম্বন কর এবং তাঁহার নৈকট্য লাভের উপায়[৭৪৩] অন্বেষণ কর এবং তাঁহার পথে জিহাদ কর, যাহাতে তোমরা সফলকাম হও।

লিপিবদ্ধ। কাজেই তাঁহাকে হত্যা করার অর্থ দাঁড়াইতো বিশ্বের সকল মানুষকে যেন হত্যা করা এবং তাঁহাকে সংরক্ষণ করার অর্থ দাঁড়াইতো বিশ্বের সমগ্র মানবজাতিকে সংরক্ষণ করা।

৭৪১। রাষ্ট্রের বা সমাজের সামগ্রিক স্বার্থের প্রয়োজনে, বিপদ-জনক সর্বনাশা দুষ্কৃতকারীকে কঠোরতম শাস্তি প্রদানে ইসলাম ইতস্ততঃ করে না। স্বপ্নবিলাসীগণের আবেগ-উচ্ছাস ইত্যাদির তোয়াক্কা না করিয়া, যুক্তি ও বিচারের মাপকাঠি অনুসরণ করতঃ ইসলাম রাষ্ট্রের বা জনগণের বিরুদ্ধে অপরাধকারীর শাস্তি নির্ধারণ করে। এখানে চারি প্রকারের শাস্তি উল্লেখিত হইয়াছে, কোন্ স্থলে কোন্ শাস্তি প্রযোজ্য হইবে, তাহা অপরাধ-সংশ্লিষ্ট অবস্থাবলীর বিচার-বিশ্লেষণ দ্বারা স্থিরীকৃত হইবে। শাস্তি-ঘোষণা ও বাস্তবায়ন সরকারের দায়িত্ব, কোন ব্যক্তি বিশেষের দায়িত্ব নহে। ইমাম আবু হানিফার মতে, "দেশান্তর করণের' তাৎপর্য কারাদণ্ড।

৭৪২। এই আয়াত ও পূর্ববর্তী আয়াতে সাধারণ চোর-ডাকাতের কথা বলা হয় নাই। বরং বিদ্রোহী, যুদ্ধ-বিগ্রহ ও সন্ত্রাস সৃষ্টিকারী, যাহারা মুসলিম রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে এইরূপ কর্মতৎপরতা চালায় তাহাদের জন্য প্রযোজ্য। "যাহারা আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে" বাক্যাংশটি উপরোক্ত অর্থ সমর্থন করে। এই অর্থই যে ঠিক, তাহা এই কথা হইতেও বুঝা যায় যে, অপরাধীরা অনুশোচনা করিলে, তাহাদিগকে ক্ষমাও করা যাইতে পারে। কিন্তু যাহারা ব্যক্তির বিরুদ্ধে, সমাজের বিরুদ্ধে বা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে জঘন্য ও হিংসাত্মক অপরাধ করে, স্বাভাবিকভাবেই, রাষ্ট্র তাহাদিগকে ক্ষমা করিতে পারে না; তাহারা অনুশোচনা করিলেও না। আইন-সম্মত শাস্তি তাহাকে ভুগিতেই হইবে। অবশ্য অনুশোচনা আল্লাহ্র ক্ষমা আকর্ষণ করে, কিন্তু রাষ্ট্রের ক্ষমতা বিধিবদ্ধ ও সীমাবদ্ধ। অবশ্য রাজনৈতিক অপরাধীগণকে, অনুশোচনা ও ভবিষ্যতে কোনও ধরণের রাষ্ট্রবিরোধী অপরাধ না করার অঙ্গীকার সাপেক্ষে ক্ষমা করা যাইতে পারে।

৭৪৩। 'উসিলা'র অর্থ, কোন কিছুতে পৌঁছাইবার উপায়, বাদ্শাহের কাছে মর্যাদাসম্পন্ন পদ, উপাধি, একাত্মতা, নৈকট্য, সংযোগ বা বন্ধন (লেইন)। শব্দটির অর্থ "আল্লাহ্ ও মানবের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী" নহে। কারণ, আরবী ভাষা, ব্যবহারিক দিক হইতে এই অর্থ মোটেই সমর্থন করে না। তাহা ছাড়া, "মধ্যস্থতাকারী আল্লাহ্ ও মানবের মধ্যে" এই ধারণাটাই কুরআনের শিক্ষার বিপরীত। ইহা রসূলুল্লাহ (সাঃ) -এর হাদীসেরও পরিপন্থী। আযান দেওয়ার পর সাধারণতঃ যে দোয়া পাঠ করা হয়, তাহাতে আছে "হে আল্লাহ্, মুহাম্মদ (সাঃ)-কে উসিলা দান কর"। ইহার অর্থ, আল্লাহ্তা'লা যেন নবী করীম (সাঃ)-কে অধিক হইতে অধিকতর নৈকট্য ক্রমাগত ভাবে দান করিতে থাকেন। ইহার অর্থ কখনও এইরূপ হইতে পারে না যে, আল্লাহ যেন তাঁহার ও মুহাম্মদ (সাঃ)-এর মধ্যে একজন মধ্যস্থতাকারী দান করেন।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٣٧﴾

৩৭। নিশ্চয় যাহারা অস্বীকার করিয়াছে, জগতে যাহা কিছু আছে যদি উহা সবই এবং তৎসঙ্গে উহার সমতুল্য আরও তাহাদের নিকট থাকিত যাহাতে তাহারা কিয়ামতের দিনের আযাব হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য উহা মুক্তি-পণ স্বরূপ দিতে পারিত,তবু উহা তাহাদের নিকট হইতে কবুল করা হইত না; বস্তুতঃ তাহাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক আযাব রহিয়াছে।

يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنْهَا ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿٣٨﴾

৩৮। তাহারা আগুন হইতে বাহির হইবার চেষ্টা করিবে, কিন্তু তাহারা উহা হইতে বাহির হইতে পারিবে না, এবং তাহাদের জন্য এক স্থায়ী আযাব রহিয়াছে।

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٩﴾

৩৯। এবং যে পুরুষ চোর এবং যে নারী চোর, তোমরা তাহাদের কৃতকর্মের প্রতিফল স্বরূপ তাহাদের হাত কাটিয়া দাও, ইহা আল্লাহ্‌র তরফ হইতে দৃষ্টান্ত-মূলক শাস্তি[৭৪৪] এবং আল্লাহ্ মহা পরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়।

৭৪৪। এই আয়াতে "যে পুরুষ চোর" এই কথাটি, "যে নারী চোর" কথাটির পূর্বে বলা হইয়াছে, ইহার কারণ পুরুষেরাই সাধারণতঃ চুরি করে বেশী, মেয়ে চোর সংখ্যায় কম। আবার ২৪ঃ৩ আয়াতে ব্যভিচারিণী উল্লেখ হইয়াছে "ব্যভিচারী"র পূর্বে। কারণ স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রে, অবৈধ সঙ্গমের প্রমাণ মিলে সহজে, কিন্তু পুরুষের ক্ষেত্রে প্রমাণ তত সহজে মিলে না। তাছাড়া অধিক পর্দা করার আদেশ দেওয়া হইয়াছে স্ত্রীলোককে। স্ত্রীলোকের যথাযথ পর্দা না করার কারণেও অনেক সময় এই জঘন্য অপরাধ সংঘটিত হয়, এই জন্যও ব্যভিচারিণীর উল্লেখ ব্যভিচারীর আগে করা হইয়াছে, বলা যায়। ইহাদ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কুরআনের কথাগুলি অতিশয় প্রজ্ঞার সহিত সুশৃঙ্খলভাবে সাজানো হইয়াছে। এমনকি শব্দ-সাজানোর মধ্যেও বুদ্ধিমত্তা ও শৃঙ্খলা এবং বিন্যাস রহিয়াছে। চুরি করার যে শাস্তি নির্ধারণ করা হইয়াছে, তাহা খুবই কঠোর বলিয়া মনে হয়। তবে, মানুষের অভিজ্ঞতা হইতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, অপরাধ নিবারণ করিতে হইলে শাস্তি দৃষ্টান্ত-মূলক হওয়া প্রয়োজন। সহস্র জনকে কুপথ হইতে বাঁচাইতে গিয়া একজনের প্রতি কঠোর হওয়া ভাল, কিন্তু একজনকে প্রশ্রয় দিয়া হাজারো জনকে নষ্ট করা কোন মতেই ঠিক নহে। যে সার্জ্জন পচনশীল অঙ্গকে কাটিয়া ফেলিয়া দেন, তিনিই ভাল সার্জ্জন, কেননা তিনি বাকী সমস্ত শরীরটাকে বাঁচাইলেন। ইসলামের পূর্ণ বিকাশের দিনে চোরের হাত কাটার ঘটনা বড় একটা ঘটে নাই বলিলেই চলে। কারণ, এই দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি ছিল কার্যকর প্রতিরোধক। আরব দেশে, যেখানে এই শাস্তিদান এখনও বলবৎ আছে, চুরির ঘটনা কদাচিত ঘটিয়া থাকে। এই শাস্তির প্রকৃত স্বরূপ বুঝার জন্য, কাত্উ' 'ইয়াদ' (কর্তন ও হাত) দুইটি শব্দের আক্ষরিক ও রূপক অর্থ জানা দরকার। আরবীতে 'কাতাআ'হু বিল হুজ্জাতি' অর্থ 'সে যুক্তিদ্বারা তাহাকে নীরব করিয়া দিল' (লেইন)। 'ইয়াদ' এর অন্যান্য অর্থ ছাড়াও একটি অর্থে কর্মক্ষমতা বুঝায়। যেমন, 'কাতাআ' ইয়াদাহু' রূপক অর্থে বুঝায়,তাহাকে কাজ করিবার ক্ষমতা-রহিত করা হইল বা তাহাকে কাজ করা হইতে বিরত বা সংযত করা হইল। ১২ঃ৩২ দেখুন। শব্দ দুইটির এই তাৎপর্য অনুযায়ী, এই আয়াতে 'ফাক্তায়ূ' আইদিয়াহুমা'র অর্থ এইরূপ হইতে পারে, তাহাদের চুরি করিবার ক্ষমতা হরণ কর অর্থাৎ এমন ব্যবস্থা গ্রহণ কর যাহাতে তাহারা চুরি করিতে না পারে'। আক্ষরিক অর্থ নিলে, এই আয়াতে যে শাস্তির কথা বলা হইয়াছে, তাহা সর্বোচ্চ শাস্তি। আর শাস্তি সেই পাকা চোরের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, চুরি করা যাহার স্বভাবের অঙ্গ হইয়া গিয়াছে। আর নিম্নতর শাস্তি হইল, এমন উপায় অবলম্বন করা যাহাতে অপরাধী ব্যক্তি চুরি করার ক্ষমতা হইতে বিরত ও নিবৃত্ত থাকে। শাস্তি-দানের সময়, কার্য-কারণ ও অবস্থা-ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয়াদিও বিবেচনা করিতে হইবে। এতদ্ব্যতীত, 'আস্-সারিক' শব্দের মধ্যে 'আতিশয্যের ভাব' বিদ্যমান থাকায় সাধারণ চোর না বুঝাইয়া বরং 'স্বভাব চোর' বা 'পাকা চোর' বুঝাইতেছে, এই কথা বিবেচনায় রাখিতে হইবে। কি পরিমাণ অর্থ বা সম্পত্তি চুরি করিলে এই হাত কাটার শাস্তি প্রযোজ্য হইবে, এই নিয়াও জ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলিয়াছেন, তিন দিরহাম বা সিকি দীনার চুরি করিলে এই শাস্তি দেওয়া যাইতে পারে। কেহ কেহ বলেন, গাছ হইতে ফল পাড়িলে, কিংবা ভ্রমণরত অবস্থায় চুরি করিলে এই শাস্তি দেওয়া যাইবে না (দাউদ)। ইমাম্ আবু হানিফা ১০ দিরহাম, ইমাম মালিক ও ইমাম শাফী ৩ দিরহাম চুরি করা, এই শাস্তির জন্য ন্যূনতম সম্পদের পরিমাণ নির্ধারণ করিয়াছেন। ধর্ম বিশারদগণের মতানৈক্য ইহাই প্রমাণ করে যে, শাস্তি দানের ব্যাপারে ইহার প্রকৃতি, ধরণ ও পরিমাণাদি নির্ণয়ে বিচারক বহুলাংশে স্বীয় বুদ্ধি-বিবেচনা খাটাইতে পারেন।

فَمَنْ تَابَ مِنْۢ بَعْدِ ظُلْمِهٖ وَاَصْلَحَ فَاِنَّ اللّٰهَ
يَتُوْبُ عَلَيْهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٤٠﴾

৪০। কিন্তু যে কেহ তাহার যুলুম করার পর তওবা করে এবং সংশোধন করে, তাহা হইলে আল্লাহ্ অবশ্যই তাহার প্রতি দয়ার দৃষ্টিপাত করিবেন, নিশ্চয় আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ ؕ يُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ
يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٤١﴾

৪১। তুমি কি অবগত নহ, আল্লাহ্ এমন সত্তা যে আকাশ-মণ্ডল এবং পৃথিবীর আধিপত্য তাঁহারই ? তিনি যাহাকে চাহেন শাস্তি দেন এবং যাহাকে চাহেন ক্ষমা করিয়া দেন, বস্তুতঃ আল্লাহ্ সকল বিষয়ের উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান।[৭৪৫]

يٰۤاَيُّهَا الرَّسُوْلُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِيْنَ
يُسَارِعُوْنَ فِى الْكُفْرِ مِنَ الَّذِيْنَ قَالُوْۤا اٰمَنَّا
بِاَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوْبُهُمْ ۛ وَمِنَ
الَّذِيْنَ هَادُوْا ۛ سَمّٰعُوْنَ لِلْكَذِبِ
سَمّٰعُوْنَ لِقَوْمٍ اٰخَرِيْنَ ۙ لَمْ يَاْتُوْكَ ؕ
يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ مِنْۢ بَعْدِ مَوَاضِعِهٖ ۚ
يَقُوْلُوْنَ اِنْ اُوْتِيْتُمْ هٰذَا فَخُذُوْهُ وَاِنْ لَّمْ
تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوْا ؕ وَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ فِتْنَتَهٗ
فَلَنْ تَمْلِكَ لَهٗ مِنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا ؕ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ
لَمْ يُرِدِ اللّٰهُ اَنْ يُّطَهِّرَ قُلُوْبَهُمْ ؕ لَهُمْ فِى
الدُّنْيَا خِزْىٌ ۚ وَّلَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ
عَظِيْمٌ ﴿٤٢﴾

৪২। হে রসূল ! যাহারা মুখে বলে, আমরা ঈমান আনিয়াছি, কিন্তু তাহাদের অন্তঃকরণ ঈমান আনে নাই, তাহাদের মধ্য হইতে যাহারা কুফরী করার ব্যাপারে তাড়াহুড়া করে, তাহারা যেন তোমাকে দুঃখিত না করে, এবং ইহুদীদের মধ্য হইতেও কতক এমন আছে যাহারা মিথ্যা কথা কান পাতিয়া শোনে,[৭৪৬] এমন এক জাতির (কর্ণগোচর করিবার) জন্য শোনে যাহারা এখনও তোমার নিকট আসে নাই। তাহারা কথাগুলি যথাস্থানে বিন্যস্ত হওয়ার পর অদল-বদল করিয়া দেয়, এবং বলে, 'যদি তোমাদিগকে ইহা দেওয়া হয় তাহা হইলে উহা গ্রহণ করিও, কিন্তু যদি তোমাদিগকে ইহা দেওয়া না হয় তাহা হইলে সাবধান থাকিও।' আল্লাহ্ যাহাকে পরীক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন, তুমি তাহার জন্য আল্লাহ্র মোকাবেলায় কিছুই করিতে পারিবে না। ইহারা এমন লোক যাহাদের হৃদয়কে আল্লাহ্ পরিশুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করেন নাই; তাহাদের জন্য ইহজগতে লাঞ্ছনা আছে এবং পরকালেও তাহাদের জন্য রহিয়াছে মহা শাস্তি।

سَمّٰعُوْنَ لِلْكَذِبِ اَكّٰلُوْنَ لِلسُّحْتِ ؕ
فَاِنْ جَآءُوْكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ اَوْ
اَعْرِضْ عَنْهُمْ ۚ وَاِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ

৪৩। তাহারা মিথ্যা শ্রবণে অত্যন্ত আগ্রহী এবং হারাম[৭৪৭] ভক্ষণে অত্যধিক তৎপর। অতএব, যদি তাহারা তোমার নিকট (বিচার প্রার্থী হইয়া) আসে তাহা হইলে তুমি তাহাদের মধ্যে ফয়সালা কর অথবা তাহাদের নিকট হইতে মুখ ফিরাইয়া লও। যদি তুমি তাহাদের নিকট হইতে মুখ ফিরাইয়া লও তাহা

৭৪৫। এইরূপ ভাষার ব্যবহার দ্বারা, এই কথা মনে করা ঠিক হইবে না যে, মহাবিশ্বের ঐশী-শাসন-প্রশাসনে কোন নিয়ম-নীতি বা রীতি পদ্ধতি নাই,বরং আল্লাহ্ যখন যেমন খুশী, তেমনই করিয়া থাকেন। তাহা নহে। এইরূপ প্রকাশ ভঙ্গি দ্বারা এতটুকুই বুঝায় যে, আল্লাহ্তা'লা বিশ্ব জগতের চরমতম ও পরমতম কর্তৃত্বের অধিকারী হওয়ার কারণ, তাঁহার বাক্যই সর্বোচ্চ আইন। তাঁহার হুকুমের উপরে না আছে কোনও প্রতিকারের ব্যবস্থা, না আছে কোন আপীলের সুযোগ।

৭৪৬। ইহার অর্থ এইরূপও হয়ঃ (১) তাহারা মিথ্যা কথা বানাইবার উদ্দেশ্যে, শুনিতে আসে, (২) নবী করীম (সাঃ) সম্বন্ধে অন্যেরা যত মিথ্যা কথাই বলে, তাহারা ঐগুলিকে সত্য বলিয়া মনে করে।

৭৪৭। 'সুহ্ৎ' অর্থ, নিষিদ্ধ বস্তু; যাহা ঘৃণ্য ও বদনামযুক্ত; বিচারক বা প্রশাসককে দেওয়া ঘুষ; অকিঞ্চিৎকর ও তুচ্ছ বস্তু (লেইন)।

فَلَنْ يَّضُرُّوْكَ شَيْـًٔا ؕ وَاِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ﴿۴۳﴾

হইলে তাহারা আদৌ তোমার কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না। এবং যদি তুমি ফয়সালা কর তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে ন্যায়-পরায়ণতার সহিত ফয়সালা করিবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ ন্যায় বিচারকগণকে ভালবাসেন।

وَكَيْفَ يُحَكِّمُوْنَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرٰىةُ فِيْهَا حُكْمُ اللّٰهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ ؕ وَمَاۤ اُولٰٓئِكَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۴۴﴾ ع

৪৪। এবং তাহারা কিরূপে তোমাকে (তাহাদের) বিচারক নিযুক্ত করিবে, যখন তাহাদের নিকট তওরাত আছে, যাহাতে আল্লাহ্‌র আদেশাবলী মওজুদ রহিয়াছে ?[৭৪৮] ইহা সত্বেও তাহারা মুখ ফিরাইয়া লয়; এবং তাহারা আদৌ মো'মেন নহে।

৬ [৯] ১০

اِنَّاۤ اَنْزَلْنَا التَّوْرٰىةَ فِيْهَا هُدًى وَّنُوْرٌ ۚ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّوْنَ الَّذِيْنَ اَسْلَمُوْا لِلَّذِيْنَ هَادُوْا وَالرَّبّٰنِيُّوْنَ وَالْاَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوْا مِنْ كِتٰبِ اللّٰهِ وَكَانُوْا عَلَيْهِ شُهَدَآءَ ۚ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوْا بِاٰيٰتِيْ ثَمَنًا قَلِيْلًا ؕ وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ ﴿۴۵﴾

৪৫। নিশ্চয় আমরা তওরাত নাযেল করিয়াছিলাম—উহাতে হেদায়াত এবং নূর ছিল, ইহা দ্বারা নবীগণ যাহারা আত্মসমর্পণকারী ছিল, এবং তত্বজ্ঞানী পুরুষগণ[৭৪৯] এবং ইহুদী পণ্ডিতগণ[৭৫০] ইহুদীদের জন্য ফয়সালা করিত, যেহেতু তাহাদের উপর আল্লাহ্‌র কিতাবের হিফাযতের দায়িত্ব দেওয়া হইয়াছিল এবং তাহারা উহার তত্বাবধায়ক ছিল। সুতরাং তোমরা মানুষকে ভয় করিও না, বরং আমাকে ভয় কর এবং আমার আয়াতসমূহ স্বল্প মূল্যে বিক্রয় করিও না। এবং আল্লাহ্ যাহা নাযেল করিয়াছেন তদনুযায়ী যাহারা ফয়সালা করে না, বস্তুতঃ তাহারাই কাফের।

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيْهَاۤ اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ۙ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْاَنْفَ بِالْاَنْفِ وَالْاُذُنَ بِالْاُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ ۙ وَالْجُرُوْحَ قِصَاصٌ ؕ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهٖ فَهُوَ

৪৬। এবং আমরা উহাতে তাহাদের জন্য বিধিবদ্ধ করিয়াছিলাম, প্রাণের বদলে প্রাণ, চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, দাঁতের বদলে দাঁত এবং 'অন্যান্য) জখমের সমান সমান বদলা।[৭৫১] এবং যে ব্যক্তি দাবী প্রত্যাহার করে, সেক্ষেত্রে ইহা তাহার জন্য কাফ্‌ফারা (পাপ

৭৪৮। এই আয়াতের তাৎপর্য ইহা নয় যে, রসূলে করীম (সাঃ)-এর সময়ে তওরাত যে অবস্থায় ছিল, সেই অবস্থায়ই ইহা বিবাদ মীমাংসার জন্য আল্লাহ্‌র বিচার-বাণীরূপে ব্যবহার-যোগ্য ছিল। কুরআন শুধু এতটুক বলিতে চায় যে, তওরাতের সম্বন্ধে ইহুদীদের ধারণা এইরূপ ছিল। তবে এই কথাও বলা প্রয়োজন যে, তওরাতের বর্তমান অবস্থায় ইহা সম্পূর্ণরূপে সত্য বিবর্জিত, তাহাও কুরআন মনে করে না। কুরআনের মতে, তওরাতে মানুষের ব্যাপক হস্তক্ষেপ হওয়া সত্বেও ইহাতে কতকগুলি সত্য কথা মৌলিক ও সাবেক আকারে বিদ্যমান রহিয়াছে (২ঃ৭৯)। এই আয়াতটি ইহাও ব্যক্ত করে যে, তওরাত ইহার মৌলিক আকার ও পবিত্রতায়, বনী ইস্‌রাঈল জাতির জন্য সীমাবদ্ধ সময় পর্যন্ত সত্য ধর্মগ্রন্থরূপে ঠিক ছিল। কিন্তু কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার পর, ইহাই হইল সর্বকালের সর্ব মানবের জন্য একমাত্র আল্লাহ্ অনুমোদিত ধর্মগ্রন্থ।

৭৪৯। ৪৩২-ক টীকা দেখুন।

৭৫০। 'আহ্‌বার' শব্দটি 'হিব্‌র'-এর বহুবচন, যাহার অর্থ ইহুদীদের পণ্ডিত ব্যক্তি; সৎ ও ধার্মিক ব্যক্তি (লেইন)। এই আয়াতে কুরআন পূর্ব-বর্ণিত আয়াতে ইহুদীদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উত্থাপন করিয়াছে, তাহা আরও জোরদার করিয়াছে। অর্থাৎ মূসা (আঃ)-এর পরবর্তী নবীগণও যখন তওরাত অনুযায়ী মীমাংসা করিয়াছেন, তখন অন্য কে আছে যে তাহাদের ঝগড়া-বিবাদ তওরাতের নিয়ম অনুযায়ী মীমাংসা করিবে না ?

৭৫১ টিকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

كَفَّارَةٌ لَّهٗ ؕ وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ
اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿٤٥﴾

মুক্তির উপায়) হইবে এবং আল্লাহ্ যাহা নাযেল করিয়াছেন তদনুযায়ী যাহারা ফয়সালা করে না, প্রকৃত পক্ষে তাহারাই যালেম।

وَقَفَّيْنَا عَلٰٓى اٰثَارِهِمْ بِعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ
مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرٰىةِ ۫
وَاٰتَيْنٰهُ الْاِنْجِيْلَ فِيْهِ هُدًى وَّنُوْرٌ ۙ
وَّمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرٰىةِ
وَهُدًى وَّمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿٤٦﴾

৪৭। এবং আমরা মরিয়মের পুত্র ঈসাকে তাহার পূর্ববর্তী তওরাতে যাহা ছিল উহার সত্যায়নকারী করিয়া তাহাদের (পূর্ববর্তী নবীগণের) পদাঙ্ক অনুসরণে প্রেরণ করিয়াছিলাম; এবং তাহাকে ইন্‌জীল প্রদান করিয়াছিলাম যাহাতে হেদায়াত ও নূর ছিল এবং উহা তাহার পূর্ববর্তী তওরাতে যাহা ছিল উহার সত্যায়নকারী এবং মুত্তাকীগণের জন্য হেদায়াত এবং উপদেশ স্বরূপ ছিল।

وَلْيَحْكُمْ اَهْلُ الْاِنْجِيْلِ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ
فِيْهِ ؕ وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ
فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ﴿٤٧﴾

৪৮। এবং ইন্‌জীলের অনুসরণকারীদের উচিত, উহাতে আল্লাহ্ যাহা নাযেল করিয়াছেন তদনুযায়ী যেন তাহারা ফয়সালা করে, এবং আল্লাহ্ যাহা নাযেল করিয়াছেন তদনুযায়ী যাহারা ফয়সালা করে না, প্রকৃত পক্ষে তাহারাই দুষ্কৃতিপরায়ণ।

وَاَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا
بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتٰبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ
فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ
اَهْوَآءَهُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ الْحَقِّ ؕ لِكُلٍّ
جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَّمِنْهَاجًا ؕ وَلَوْ
شَآءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلٰكِنْ

৪৯। এবং আমরা তোমার উপর এই কিতাব সত্য সহকারে নাযেল করিয়াছি, যাহা ইহার পূর্বে যে কিতাব রহিয়াছে উহার সত্যায়নকারী এবং উহার উপর তত্বাবধায়নকারী রূপে[৭৫২]; অতএব, তুমি তদনুযায়ী তাহাদের মধ্যে ফয়সালা কর যাহা আল্লাহ্ নাযেল করিয়াছেন এবং যে সত্য তোমার নিকট আসিয়াছে উহা ছাড়িয়া তুমি তাহাদের মন্দ কামনা বাসনার অনুসরণ করিও না। আমরা তোমাদের প্রত্যেকের জন্য শরীয়ত[৭৫৩] (বিধান) এবং (স্পষ্ট) কার্য-পদ্ধতি নির্ধারিত করিয়াছি। যদি আল্লাহ্ ইচ্ছা করিতেন তাহা হইলে তিনি

৭৫১। যাত্রাপুস্তক- ২১ঃ২৩-২৫ এবং লেবীয় পুস্তক ২৪ঃ১৯-২১ দেখুন। 'যে ব্যক্তি দাবী প্রত্যাহার করে' বাক্যাংশটি ক্ষমার মাহাত্ম্য কীর্তন করে এবং সঙ্গে সঙ্গে ইন্‌জীলের ক্ষমা করা একচেটিয়া শিক্ষা বলিয়া খৃষ্টানদের গর্ব তাহাও খর্ব করে। মূসা (আঃ)-এর শিক্ষাতেও ক্ষমার স্থান ছিল। তবে মূসা (আঃ)-এর শিক্ষাতে প্রতিশোধ গ্রহণের উপর জোর দেওয়া হইয়াছিল, আর ঈসা (আঃ)-এর শিক্ষাতে ক্ষমা ও প্রতিরোধহীনতার উপর জোর দেওয়া হইয়াছিল।

৭৫২। 'মুহায়মিন' মানে সাক্ষী, শান্তি ও নিরাপত্তা দানকারী, মানুষের কার্যাবলীর নিয়ামক ও পর্যবেক্ষক; অভিভাবক ও রক্ষাকারী (লিসান)। এখানে কুরআনকে পূর্ববর্তী ধর্মগ্রন্থগুলির রক্ষক ও অভিভাবক আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। এই অর্থে ইহা রক্ষক ও অভিভাবক যে, কুরআন পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহের অমর ও চিরস্থায়ী শিক্ষা সমূহ ও মূল্যবোধগুলিকে নিজের মধ্যে সংরক্ষণ ও আত্মস্থ করিয়াছে এবং যে শিক্ষা ও মূল্যবোধ সমূহ সাময়িক প্রয়োজনের তাকিদে ঐ গ্রন্থগুলিতে সংযোজিত হইয়াছিল এখন মানবজাতির প্রয়োজন উপযোগী নহে সেগুলিকে কুরআন নিজের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে নাই। কুরআনের অভিভাবকত্ব এই অর্থেও স্বীকার্য যে, কুরআন আল্লাহ্‌র হেফাযতের প্রতিশ্রুতি দ্বারা সম্পূর্ণ হস্তক্ষেপ-মুক্ত রহিয়াছে। অন্যান্য ধর্মগ্রন্থসমূহ ঐশী হেফাযতের এই মহা আশীর্বাদ হইতে বঞ্চিত।

৭৫৩। 'শিরয়াহ্' বলিতে আল্লাহ্‌তা'লার বিধানের নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি ধর্মকর্মসম্পর্কিত অধ্যাদেশগুলিকে বুঝাইয়াছে; বিশ্বাস ও আচরণের প্রকাশ্য ও সত্য পথ (লেইন)। 'মিন্‌হাজ' মানে প্রকাশ্য, সহজবোধ্য পথ ও পন্থা (লেইন)। আল্ মুবাররাদ বলেন, প্রথমোক্ত শব্দটি রাস্তাটির প্রারম্ভ বুঝায় এবং পরবর্তী শব্দটি চলন-অধ্যুসিত রাস্তাটিকে বুঝায় (কাদীর)। অতএব, 'শিরয়া'হ্' ঐসব আইনকে বুঝায় যেগুলি আধ্যাত্মিক বিষয়াবলী সম্পর্কিত এবং 'মিনহাজ' জাগতিক বিষয়াবলী সম্পর্কিত। 'শিরয়া'হ্'র আরেক অর্থ হইল পানিতে উপস্থিত হওয়ার

لِّيَبْلُوَكُمْ فِيْ مَآ اٰتٰىكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰتِ ؕ اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ۙ﴿٤٨﴾

তোমাদের সকলকে এক উম্মত করিতেন, কিন্তু তিনি তোমাদের উপর যাহা নাযেল করিয়াছেন তদ্‌সম্বন্ধে তোমাদিগকে পরীক্ষা করিতে চাহেন। অতএব, তোমরা সৎকাজে একে অপরের সহিত প্রতিযোগিতা কর। আল্লাহ্‌র দিকে তোমাদের সকলের প্রত্যাবর্তন ঘটিবে; তখন তিনি তোমাদিগকে ঐ বিষয়ে অবহিত করিবেন যে বিষয়ে তোমরা মতভেদ করিয়া আসিতেছিলে;

وَاَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ اَنْ يَّفْتِنُوْكَ عَنْۢ بَعْضِ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكَ ؕ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ اَنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّصِيْبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوْبِهِمْ ؕ وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ لَفٰسِقُوْنَ ﴿٤٩﴾

৫০। এবং আল্লাহ্ যাহা নাযেল করিয়াছেন, তদ্দ্বারা তুমি তাহাদের মধ্যে ফয়সালা কর এবং তুমি তাহাদের মন্দ কামনা বাসনার অনুসরণ করিও না, এবং তুমি তাহাদের নিকট হইতে সাবধান হও যেন আল্লাহ্ যাহা তোমার উপর নাযেল করিয়াছেন উহার অংশ বিশেষ হইতে তাহারা তোমাকে বিচ্যুত করিয়া বিপাকে না ফেলে। কিন্তু যদি তাহারা ফিরিয়া যায় তবে জানিও যে, আল্লাহ্ তাহাদিগকে তাহাদের কোন কোন পাপের জন্য শাস্তি দিতে চাহেন। এবং নিশ্চয় লোকদের মধ্য হইতে অনেকেই দুষ্কৃতিপরায়ণ।

اَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُوْنَ ؕ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ ﴿٥٠﴾ ع ٧ [٧] ١١

৫১। তবে কি তাহারা অজ্ঞযুগের[৭৫৪] ফয়সালা[৭৫৫] চাহে ? এবং যে জাতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখে তাহাদের জন্য আল্লাহ্ অপেক্ষা কে সর্বাধিক উত্তম ফয়সালাকারী ?

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُوْدَ وَالنَّصٰرٰۤى اَوْلِيَآءَ ۘ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ؕ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَاِنَّهٗ مِنْهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٥١﴾

৫২। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ ! তোমরা ইহুদী এবং খৃষ্টানদিগকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিও না।[৭৫৬] তাহারা একে অপরের বন্ধু।[৭৫৭] এবং তোমাদের মধ্যে যে কেহ তাহাদিগকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিবে সে নিশ্চয় তাহাদের মধ্যে (গণ্য) হইবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ যালেম জাতিকে হেদায়াত দান করেন না।

পথ। ইহাতে বুঝা যায় মানবকে আল্লাহ্‌তা'লা এমন সব উপায়-উপকরণ দ্বারা ভূষিত করিয়াছেন যাহাতে সে আধ্যাত্মিক পানির প্রস্রবনে পৌছিতে পারে ও ঐশী-বাণী লাভ করিতে পারে।

৭৫৪। ইসলাম-পূর্ব সময় ও অবস্থা, অজ্ঞতার অবস্থা।

৭৫৫। 'হুক্‌ম' অর্থ বিচার, নিয়ম, আওতা, কর্তৃত্ব, শাসন, অধ্যাদেশ, বিচারের রায়, বিধান, বিপদাবস্থা, (লেইন)।

৭৫৬। এই আয়াতের তাৎপর্য ইহা নয় যে, ইহুদী ও খৃষ্টানদের প্রতি তথা অন্য ধর্মাবলম্বীর প্রতি ন্যায়ানুগ ও হিতকামী ব্যবহার নিষিদ্ধ ও অনুৎসাহিত। এই আয়াত প্রকৃত পক্ষে ঐসব ইহুদী ও খৃষ্টানের সংশ্রব ত্যাগের কথা বলিতেছে যাহারা মুসলমানের সাথে যুদ্ধরত আছে এবং ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছে।

৭৫৭। ইসলামের বিরোধিতার ক্ষেত্রে, ইহুদী ও খৃষ্টানেরা নিজেদের মধ্যকার মতভেদ ভুলিয়া যায় এবং একজোট হইয়া ইসলামের শত্রুতা করে। নবী করীম (সাঃ) বড় খাঁটি কথা বলিয়াছেন, "সকল কাফেরই এক সম্প্রদায়ভুক্ত" অর্থাৎ সকল প্রকারের অবিশ্বাসীরাই, পরস্পরের প্রতি বৈরিতা পোষণ করা সত্ত্বেও, মুসলমানদের বিরুদ্ধে এক হইয়া যায়।

فَتَرَى الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ يُّسَارِعُوْنَ فِيْهِمْ يَقُوْلُوْنَ نَخْشٰٓى اَنْ تُصِيْبَنَا دَآئِرَةٌ ؕ فَعَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّاْتِيَ بِالْفَتْحِ اَوْ اَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهٖ فَيُصْبِحُوْا عَلٰى مَآ اَسَرُّوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ نٰدِمِيْنَ ﴿٥٢﴾

৫৩। এবং যাহাদের হৃদয়ে ব্যাধি রহিয়াছে তুমি তাহাদিগকে দেখিবে যে, তাহারা তাহাদের (কাফেরদের) দিকে দ্রুত ছুটিয়া যায়, তাহারা বলে,'আমরা ভয় করি যে আমাদের উপর কোন বিপৎপাত[৭৫৮] ঘটিবে।' সুতরাং হইতে পারে আল্লাহ্ (তোমাদের জন্য) বিজয়[৭৫৯] আনয়ন করিবেন অথবা নিজ সন্নিধান হইতে অন্য কোন বিষয় প্রকাশ করিবেন যাহার ফলে তাহারা যে কথা তাহাদের অন্তরে গোপন রাখিয়াছিল উহার জন্য অনুতপ্ত হইবে।

وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَهٰٓؤُلَآءِ الَّذِيْنَ اَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ ۙ اِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ ؕ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فَاَصْبَحُوْا خٰسِرِيْنَ ﴿٥٣﴾

৫৪। এবং যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহারা বলিবে, 'ইহারাই কি সেই সকল লোক যাহারা আল্লাহ্‌র নামে কসম খাইয়াছিল— নিজেদের শক্ত কসম যে, তাহারা নিশ্চয় তোমাদের সঙ্গে ছিল ? তাহাদের কাজ কর্ম নিষ্ফল হইয়া গেল, ফলে তাহারা ক্ষতিগ্রস্ত হইল।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَنْ يَّرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَسَوْفَ يَاْتِي اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُّحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَهٗٓ ۙ اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اَعِزَّةٍ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ۫ يُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا يَخَافُوْنَ لَوْمَةَ لَآئِمٍ ؕ ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿٥٤﴾

৫৫। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ ! তোমাদের মধ্যে যে কেহ নিজের দীন হইতে ফিরিয়া যাইবে, (সে যেন স্মরণ রাখে যে) আল্লাহ্ অচিরেই (তাহার পরিবর্তে) এমন এক জাতিকে আনিবেন যাহাদিগকে তিনি ভালবাসিবেন এবং যাহারা তাঁহাকে ভালবাসিবে,[৭৬০] যাহারা মো'মেনগণের প্রতি নম্র হইবে এবং কাফেরদের প্রতি কঠোর হইবে। তাহারা আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করিবে এবং কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারকে ভয় করিবে না। ইহা আল্লাহ্‌র ফযল, তিনি যাহাকে চাহেন ইহা দান করেন; বস্তুতঃ আল্লাহ্ প্রাচুযদানকারী, সর্বজ্ঞানী।

اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوا الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ رٰكِعُوْنَ ﴿٥٥﴾

৫৬। তোমাদের বন্ধু কেবল আল্লাহ্, এবং তাঁহার রসূল এবং যাহারা ঈমান আনিয়াছে, তাহারা নামায কায়েম করে এবং যাকাত দেয় এবং তাহারা (আল্লাহ্‌র নিকটে) বিনয়াবনত।

وَمَنْ يَّتَوَلَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَاِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْغٰلِبُوْنَ ﴿٥٦﴾ ع ৮ [৬] ১২

৫৭। এবং যাহারা আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসূলকে এবং যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহাদিগকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, তাহারা স্মরণ রাখুক যে নিশ্চয় আল্লাহ্‌র দলই বিজয়ী হবে।

৭৫৮। 'দাইরাহ্' অর্থ ভাগ্য-বিপর্যয়, বিশেষতঃ দুর্ঘটনা, দুর্ভাগ্য, বিপদ, পরাজয় অথবা পলায়ন, হত্যা বা মৃত্যু (লেইন)।

৭৫৯। 'ফাৎহ'—বিজয়। এই আয়াতে যে বিজয়ের কথা বলা হইয়াছে তাহা মক্কা-বিজয়ের কথাও হইতে পারে অথবা অন্যান্য সাধারণ বিজয়ের কথাও হইতে পারে। 'বিজয়ের' পরে, 'ঘটনার' উল্লেখ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। বিজয় নিজেই এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। তারপর অন্য 'ঘটনার' উল্লেখ দ্বারা বুঝা যায় বিজয়ের পরে, বিজয় হইতেও বড় কোন ঘটনার কথা বলা হইয়াছে। সেই ঘটনাও সত্যই ঘটিয়াছিল। মক্কা বিজয়ের পরে, সারা আরবদেশের সকল প্রকারের বিভক্ত অ ধিবাসীরা ইসলাম গ্রহণ পূর্বক অভাবিত ভাবে এক ঝাণ্ডার তলে সমবেত হইল এবং ইসলামই হইয়া গেল সমগ্র আরব উপদ্বীপের একমাত্র ধর্ম।

৭৬০। যদি এমন দেখা যায় যে, কোন ধর্মের অনুসারীদের সংখ্যা দিন দিন কমিতেছে, এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনাও দেখা যাইতেছে না, তাহা হইলে

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا دِيْنَكُمْ هُزُوًا وَّلَعِبًا مِّنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ اَوْلِيَآءَ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٥٧﴾

৫৮। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমাদের পূর্বে যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছিল, তাহাদের মধ্য হইতে যাহারা তোমাদের ধর্মকে উপহাস ও খেলা-তামাসার বস্তু বানাইয়া লইয়াছে তাহাদিগকে এবং অন্যান্য কাফেরদিগকে তোমরা বন্ধুরূপে গ্রহণ করিও না[৭৬১]। এবং আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর যদি তোমরা মো'মেন হও।

وَاِذَا نَادَيْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ اتَّخَذُوْهَا هُزُوًا وَّلَعِبًا ۭ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُوْنَ ﴿٥٨﴾

৫৯। যখন তোমরা (লোকদিগকে) নামাযের জন্য আহ্বান কর তখন তাহারা ইহাকে হাসি-তামাসা ও ক্রীড়া-কৌতুক মনে করে। ইহা এই জন্য যে, তাহারা এমন এক জাতি যাহারা বিবেক-বুদ্ধি খাটায় না।

قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ هَلْ تَنْقِمُوْنَ مِنَّآ اِلَّآ اَنْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ ۙ وَاَنَّ اَكْثَرَكُمْ فٰسِقُوْنَ ﴿٥٩﴾

৬০। তুমি বল, 'হে আহলে কিতাব! তোমরা কি আমাদের উপর শুধু এই কারণে দোষারোপ কর যে, আমরা ঈমান আনিয়াছি আল্লাহ্‌র উপর এবং উহার উপর যাহা আমাদের প্রতি নাযেল করা হইয়াছে এবং উহার উপর যাহা পূর্বে নাযেল করা হইয়াছে?[৭৬২] অথচ তোমাদের অধিকাংশই দুষ্কৃতি-পরায়ণ।'

قُلْ هَلْ اُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّنْ ذٰلِكَ مَثُوْبَةً عِنْدَ اللّٰهِ ۭ مَنْ لَّعَنَهُ اللّٰهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيْرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوْتَ ۭ اُولٰۗىِٕكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَّاَضَلُّ عَنْ سَوَاۗءِ السَّبِيْلِ ﴿٦٠﴾

৬১। তুমি বল, 'আমি কি তোমাদিগকে আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে প্রতিফলের দিক দিয়া উহা অপেক্ষাও[৭৬৩] নিকৃষ্ট ব্যক্তির সংবাদ দিব? (শুন) যাহাকে আল্লাহ্ অভিসম্পাত করিয়াছেন এবং যাহার উপর তিনি ক্রোধ বর্ষণ করিয়াছেন, এবং যাহাদের কতককে তিনি বানর ও শূকর করিয়াছেন[৭৬৪] এবং যাহারা তাগূতের (বিদ্রোহী শয়তানের) ইবাদত করে—ইহারাই মর্যাদায় নিকৃষ্ট এবং সোজা পথ হইতে সর্বাধিক ভ্রষ্ট।

সেই ধর্মকে মৃত গণ্য করিতে হইবে।

৭৬১। পূর্ববর্তী ৫২ আয়াতে মুসলমান বিরোধী অবিশ্বাসীদের যুদ্ধংদেহী মনোভাব ও শত্রুতার কারণে তাহাদিগকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিতে বারণ করা হইয়াছে। এই আলোচ্য আয়াতে বারণ করার আরও কারণ দেখানো হইয়াছে। এর অর্থ ইহা নয় যে, অবিশ্বাসীদের সাথে মুসলমানেরা সদাচার-সুলভ লেন-দেন করিবে না বা তাহাদের উপকার করিবে না বা তাহাদের প্রতি দয়া-দাক্ষিণ্য প্রদর্শন করিবে না। তবে, তাহাদের সহিত অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব পাতাইয়া নিজের ধর্মের গ্লানি ও অপমান ঘটাইবে না।

৭৬২। 'হাল' একটি প্রশ্নবোধক উপসর্গ, যাহার পরে 'ইল্লা' শব্দ ব্যবহৃত হইলে বাক্যটি না-বোধক অর্থ প্রকাশ করে। তাই যে ভাবে অনুবাদ করা হইয়াছে, তাহা ছাড়াও, ইহার অর্থ এইরূপও হইতে পারে, "আমরা বিশ্বাস আনিয়াছি, ইহাছাড়া আমাদের অন্য কোন দোষতো তোমরা দেখাইতে পার না।" কখনও কখনও এই উপসর্গটি হাঁ-বোধক বিবৃতির ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়, যেমনটা হইয়াছে ৭৬:২ আয়াতে।

৭৬৩। 'যালিকা' বলিতে এখানে মুসলমানের প্রতি অত্যাচারকে বুঝাইতে পারে অথবা তাহাদের উপর অত্যাচারীদিগকেও বুঝাইতে পারে।

৭৬৪। 'বাঁদর' ও 'শূকর' শব্দগুলি এখানে রূপকভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। প্রত্যেকটি পশুরই স্বকীয় ও বিশিষ্ট স্বভাব রহিয়াছে, যাহা ঐ পশুর নাম না নিয়া অন্যভাবে সম্যক বর্ণনা করা যায় না। বাঁদর অত্যন্ত অনুকরণ-প্রিয়, নকল-পারদর্শী। আর শূকর দুর্গন্ধ ময়লাপ্রিয়, নির্লজ্জ ও নির্বোধ স্বভাবের জীব। "যাহারা তাগূতের (বিদ্রোহী শয়তানের) ইবাদত করে" কথাগুলি দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় বানর ও শূকর বলিতে,

وَاِذَا جَآءُوْكُمْ قَالُوْٓا اٰمَنَّا وَقَدْ دَّخَلُوْا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوْا بِهٖ ؕ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا كَانُوْا يَكْتُمُوْنَ ﴿٦٢﴾

৬২। এবং যখন তাহারা তোমাদের নিকট আসে তখন তাহারা বলে, 'আমরা ঈমান আনিয়াছি,'[৭৬৫] অথচ তাহারা কুফরী সহ প্রবেশ করিয়াছিল, এবং তাহারা উহা লইয়াই বাহির হইয়া গেল; এবং তাহারা যাহা গোপন করে আল্লাহ্ তাহা সর্বাধিক জানেন।

وَتَرٰى كَثِيْرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُوْنَ فِى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاَكْلِهِمُ السُّحْتَ ؕ لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٦٣﴾

৬৩। এবং তুমি তাহাদের অধিকাংশকে দেখিতেছ যে, তাহারা পাপ করার, সীমা লঙ্ঘন করার এবং হারাম খাওয়ার জন্য ত্বরা করিতেছে। তাহারা যে কাজ-কর্ম করিতেছে তাহা অতিশয় নিকৃষ্ট।

لَوْلَا يَنْهٰهُمُ الرَّبّٰنِيُّوْنَ وَالْاَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْاِثْمَ وَاَكْلِهِمُ السُّحْتَ ؕ لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ ﴿٦٤﴾

৬৪। তত্ত্বজ্ঞানীগণ এবং ইহুদী পণ্ডিতগণ তাহাদিগকে পাপ কর্মের কথা-বার্তা বলিতে[৭৬৬] এবং হারাম খাইতে কেন নিষেধ করে না ? তাহারা যাহা কিছু করিতেছে নিশ্চয় উহা অত্যন্ত মন্দ কাজ।

وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ يَدُ اللّٰهِ مَغْلُوْلَةٌ ؕ غُلَّتْ اَيْدِيْهِمْ وَلُعِنُوْا بِمَا قَالُوْا ۘ بَلْ يَدٰهُ مَبْسُوْطَتٰنِ ۙ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَآءُ ؕ وَلَيَزِيْدَنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ مَّآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَّكُفْرًا ؕ وَاَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ؕ كُلَّمَآ اَوْقَدُوْا نَارًا لِّلْحَرْبِ اَطْفَاَهَا اللّٰهُ ۙ وَيَسْعَوْنَ فِى الْاَرْضِ فَسَادًا ؕ

৬৫। এবং ইহুদীরা বলে, 'আল্লাহ্র হাত বাঁধা।' বরং তাহাদের হাত বাঁধা[৭৬৭] এবং তাহারা অভিশপ্ত হইবে উহার কারণে যাহা তাহারা বলিতেছে। বরং, তাঁহার উভয় হাতই[৭৬৮] সুপ্রশস্ত। তিনি যেভাবে চাহেন খরচ করেন। এবং তোমার প্রভুর নিকট হইতে তোমার প্রতি যাহা নাযেল করা হইয়াছে উহা অবশ্যই তাহাদের অনেককে বিদ্রোহে ও অস্বীকারে বাড়াইয়া দিবে। এবং আমরা কিয়ামত দিবস পর্যন্ত তাহাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সংক্রামিত করিয়া দিয়াছি; যখনই তাহারা সমরাগ্নি[৭৬৯] প্রজ্বলিত করে তখনই আল্লাহ্ উহা নির্বাপিত করিয়া দেন। এবং

বানর-চরিত্রের ও শূকর-স্বভাবের মানুষকেই এখানে বুঝাইয়াছে। ১০৭ টীকা দেখুন।

৭৬৫। 'আমরা ঈমান আনিয়াছি' বলিয়া ইহুদীরা কেবল মু'মেনদের নকল করে ও প্রবঞ্চনা করে; তাহারা এই বাক্যটিকে বুঝিয়া বা হৃদয়ঙ্গম করিয়া বলে না বরং ধোকা দিবার উদ্দেশ্যে উচ্চারণ করে। এইরূপ নকলপনা দ্বারা তাহারা পূর্ব আয়াতে বর্ণিত বানরের অনুকরণ-প্রিয়তার স্বভাব নিজেদের মাঝেও প্রদর্শন করে। পরবর্তী আয়াত দেখুন।

৭৬৬। 'ইসম' (পাপ) করা হয়, উচ্চারণ করা হয় না। তাই, অনেক তফ্সীরকারক বলিয়াছেন এখানে 'কউল' (কথা-বার্তা) শব্দটি 'করা' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। তবে, খুব সম্ভবতঃ, 'কউল' শব্দটি 'ইসমে'র ক্রিয়ারূপে ব্যবহৃত হইয়া, পাপ কথা বলা ও পাপকাজ করা উভয় অর্থই প্রকাশ করিয়াছে।

৭৬৭। "তাহাদেরই হাত বাঁধা", বাক্যটির তাৎপর্য এই যে, ইহুদীদের ঔদ্ধত্যপূর্ণ উক্তি "আল্লাহ্র হাত বাঁধা" তাহাদের উপর আল্লাহ্র শাস্তি আমন্ত্রণ করিবে, যাহার ফলে তাহারা নীচমনা কৃপণে পরিণত হইবে।

৭৬৮। হাত ক্ষমতার প্রতীক। প্রসারিত, খোলা ও মুক্ত হাত একদিকে যেমন অনুগ্রহরাজি বিতরণ করার ক্ষমতা রাখে, অন্যদিকে তেমনি অপরাধীদের ধরিয়া শাস্তিদানেরও ক্ষমতা রাখে। আল্লাহ্তা'লার উভয় হস্তই পূর্ণ, মুক্ত ও স্বাধীন; তিনি একহাত দ্বারা বিশ্বাসীদিগকে প্রাচুর্যে ভরিয়া দেন এবং অন্য হাতে ইহুদীদের বে-আদবীর জন্য শাস্তিও দান করেন।

৭৬৯। এই বাক্যটি ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বাধাইবার জন্য আরব দেশের পৌত্তলিকগণকে শত্রুভাবাপন্ন ইহুদীরা যে নানা ভাবে উত্তেজিত করিত ও উস্কানী দিত, সেই কথাই বলিতেছে। ইহুদীরা স্বয়ং ইসলাম বিরোধী শত্রুতামূলক কার্যকলাপে লিপ্ত থাকিত।

وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿٦٥﴾

তাহারা পৃথিবীতে উপদ্রব সৃষ্টি করার জন্য দৌড়িয়া বেড়ায়,অথচ আল্লাহ্ উপদ্রব সৃষ্টিকারীদিগকে ভালবাসেন না ।

وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْكِتٰبِ اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَلَاَدْخَلْنٰهُمْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ﴿٦٦﴾

৬৬ । এবং যদি আহলে কিতাব ঈমান আনিত এবং তাক্ওয়া অবলম্বন করিত তাহা হইলে অবশ্যই আমরা তাহাদের যাবতীয় দোষ তাহাদের নিকট হইতে দূরীভূত করিতাম এবং তাহাদিগকে বিবিধ নেয়ামতের জান্নাত সমূহে[৭৭০] দাখিল করিতাম ।

وَلَوْ اَنَّهُمْ اَقَامُوا التَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ مِّنْ رَّبِّهِمْ لَاَكَلُوْا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ ؕ مِنْهُمْ اُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ ؕ وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ سَآءَ مَا يَعْمَلُوْنَ ﴿٦٧﴾ ع ١٤

৬৭ । এবং যদি তাহারা তওরাত ও ইন্জীল এবং তাহাদের প্রভুর নিকট হইতে তাহাদের প্রতি যাহা নাযেল করা হইয়াছে তাহা প্রতিষ্ঠিত করিত তাহা হইলে নিশ্চয় তাহারা তাহাদের উর্ধদেশ হইতেও এবং তাহাদের পদতল হইতেও (নেয়ামত) ভোগ করিত ।[৭৭১] অবশ্য তাহাদের মধ্যে একদল মধ্যপন্থী লোক আছে; কিন্তু তাহাদের অধিকাংশ লোক যে কাজ-কর্ম করিতেছে উহা অতিশয় মন্দ ।

[১০] ৯ ১৩

يٰٓاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ ؕ وَاِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهٗ ؕ وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٦٨﴾

৬৮ । হে রসূল ! তোমার প্রভুর নিকট হইতে তোমার প্রতি যাহা নাযেল করা হইয়াছে তাহা (লোকদের নিকট) পৌছাইয়া দাও, এবং যদি তুমি এইরূপ না কর তাহা হইলে তুমি তাঁহার পয়গাম আদৌ পৌছাইলে না ।[৭৭২] এবং আল্লাহ্ তোমাকে মানুষের কবল হইতে রক্ষা করিবেন,[৭৭৩] নিশ্চয় আল্লাহ্ কাফের জাতিকে হেদায়াত দান করেন না ।

---

৭৭০ । "নেয়ামতের জান্নাত সমূহ" বলিতে, 'নিরবচ্ছিন্ন শান্তির আবাস এবং পূর্ণ আধ্যাত্মিক আনন্দাবস্থা' বুঝায় । 'বেহেশ্ত', 'বাগান'-এর গুণাবলী প্রকাশ করিতে কুরআন চারিটি গুণবাচক নাম ব্যবহার করিয়াছেঃ(১) আশিস পূর্ণ বাগান সমূহ, যেমন আলোচ্য আয়াতে; (২) 'চিরস্থায়ী বাস উপযোগী জান্নাত সমূহ" (৩২ঃ২০); (৩) চিরস্থায়ী বাগান সমূহে (৯ঃ৭২) এবং (৪) জান্নাতুল ফিরদাউস (শ্রেণী-বাগান সমূহ) (১৮ঃ১০৮)। এইসব গুণ-প্রকাশক নাম বিভিন্ন গুণাবলীর প্রতীক এবং বেহেশ্তের ভিন্ন ভিন্ন স্তর প্রকাশকও বটে ।

৭৭১ । (১) তাহারা আল্লাহ্তালার আশীর্বাদ প্রাপ্ত হইত । ওহী-এলহাম ও আল্লাহ্র নৈকট্য প্রাপ্তি তাহাদের ভাগ্যে জুটিত এবং দুনিয়াবী উন্নতিতেও তাহারা আগাইয়া যাইত, (২) তাহারা উপর হইতে সময়মত বৃষ্টি লাভ করিত এবং নীচে পৃথিবীও তাহাদের জন্য পর্যাপ্ত ফসল উৎপন্ন করিত, (৩) আল্লাহ্ তাহাদের আধ্যাত্মিক ও জাগতিক উভয় কল্যাণই নিশ্চিত করিতেন ।

৭৭২ । এই বাক্যটি এই কথা নির্দেশ করে না যে, নবী করীম (সাঃ) আল্লাহ্তা'লার বাণী প্রচার করিতে কখনও কোন কুণ্ঠা বা আলস্য দেখাইয়াছেন। তিনি তো এই কাজেই দিন-রাত মশগুল থাকিতেন । অতএব, বাক্যটি একটি সাধারণ নীতি মাত্র বর্ণনা করিতেছে যে, যে ব্যক্তি একটি বিশেষ বাণীবাহক রূপে প্রেরিত হয়, সে যদি বাণীটির সাকল্য না পৌছায় এবং কোন অংশ পৌছাইতে ভুলিয়া যায়, তাহা হইলে সে প্রকৃত বাণী-বাহকই হইতে পারে না ।

৭৭৩ । এই বাক্যের তাৎপর্য হইল রসূলে করীম (সাঃ)-এর অবিশ্বাসী শত্রুগণ চরম চেষ্টা করিয়াও এবং শত রকমের ষড়যন্ত্র করিয়াও তাঁহাকে হত্যা করিতে পারিবে না এবং এমনভাবে জখম বা পঙ্গু করিতে পারিবে না যাহাতে তিনি স্বীয় কর্তব্য সাধনে অক্ষম হইয়া পড়িবেন । আল্লাহ্র নিরাপত্তা ব্যবস্থা তাহাকে ঘিরিয়া রাখিবে ।

قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لَسْتُمْ عَلٰى شَيْءٍ حَتّٰى تُقِيْمُوا التَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ ؕ وَلَيَزِيْدَنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ مَّآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَّكُفْرًا ۚ فَلَا تَاْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٦٩﴾

৬৯। তুমি বল, 'হে আহলে কিতাব ! তওরাত এবং ইন্‌জীল এবং তোমাদের প্রভুর নিকট হইতে তোমাদের প্রতি (এখন) যাহা নাযেল করা হইয়াছে উহাকে যতক্ষণ পর্যন্ত না প্রতিষ্ঠিত করিবে ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা কোন কিছুর উপর (প্রতিষ্ঠিত) নহ।'[৭৭৪] এবং তোমার প্রভুর নিকট হইতে তোমার প্রতি যাহা নাযেল করা হইয়াছে উহা অবশ্যই তাহাদের অনেককেই বিদ্রোহে ও অস্বীকারে বাড়াইয়া দিবে; সুতরাং তুমি কাফের জাতির জন্য দুঃখ করিও না।

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا وَالصّٰبِـُٔوْنَ وَالنَّصٰرٰى مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿٧٠﴾

৭০। নিশ্চয় যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং যাহারা ইহুদী হইয়াছে তাহারা এবং সাবীগণ[৭৭৫] এবং খৃষ্টানগণ— যে কেহ ঈমান আনে আল্লাহ্‌র উপর এবং পরকালের উপর এবং সৎকর্ম করে, না তাহাদের কোন ভয় থাকিবে এবং না তাহারা দুঃখিত হইবে।

لَقَدْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ وَاَرْسَلْنَآ اِلَيْهِمْ رُسُلًا ؕ كُلَّمَا جَآءَهُمْ رَسُوْلٌۢ بِمَا لَا تَهْوٰٓى اَنْفُسُهُمْ ۙ فَرِيْقًا كَذَّبُوْا وَفَرِيْقًا يَّقْتُلُوْنَ ﴿٧١﴾

৭১। নিশ্চয় আমরা বনী ইস্‌রাঈলের নিকট হইতে দৃঢ় অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়াছিলাম[৭৭৬] এবং তাহাদের প্রতি অনেক রসূল প্রেরণ করিয়াছিলাম। কিন্তু যখনই কোন রসূল তাহাদের নিকট এমন কিছু লইয়া আসিয়াছে যাহা তাহাদের মনঃপূত হয় নাই, তখনই তাহাদের মধ্যে কতককে তাহারা মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছে এবং কতককে হত্যা করার চেষ্টা করিয়াছে।

وَحَسِبُوْٓا اَلَّا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ فَعَمُوْا وَصَمُّوْا ثُمَّ تَابَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوْا وَصَمُّوْا كَثِيْرٌ مِّنْهُمْ ؕ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِمَا يَعْمَلُوْنَ ﴿٧٢﴾

৭২। এবং তাহারা মনে করিয়াছিল যে, ইহাতে কোন ফিত্‌না হইবে না, সুতরাং তাহারা অন্ধ ও বধির হইয়া গেল। অতঃপর, আল্লাহ্ তাহাদের প্রতি সদয় দৃষ্টিপাত করিলেন; কিন্তু তাহাদের মধ্য হইতে অনেকেই পুনরায় অন্ধ ও বধির হইয়া গেল; এবং তাহারা যে কাজ-কর্ম করে তদসম্বন্ধে আল্লাহ্ সর্বদ্রষ্টা।

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ ؕ وَقَالَ الْمَسِيْحُ يٰبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اعْبُدُوا اللّٰهَ رَبِّيْ وَرَبَّكُمْ ؕ اِنَّهٗ

৭৩। অবশ্যই তাহারা কুফরী করিয়াছে যাহারা বলে, 'নিশ্চয় আল্লাহ্—তিনিই মরিয়মের পুত্র মসীহ্;' অথচ মসীহ্ স্বয়ং বলিয়াছিল, 'হে বনী ইস্‌রাঈল ! তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর,

৭৭৪। সূরা বাকারার ১১৪ আয়াতে, ইহুদী ও খৃষ্টানেরা পরস্পরকে ভিত্তিহীন বলিয়া বর্ণনা করাতে, তাহাদিগকে ভর্ৎসনা করা হইয়াছে। এখানে এই আয়াতে কুরআন স্বয়ং তাহাদিগকে 'ভিত্তিহীন' বলিয়া বর্ণনা করিতেছে। তবে, এই দুই বর্ণনার মধ্যে একটি সুস্পষ্ট ব্যবধান রহিয়াছে। তাহাদের পরস্পর পরস্পরকে 'ভিত্তিহীন' বলাটা ছিল শর্তহীন সাদা গালি। কিন্তু কুরআন এই কথার শর্ত লাগাইয়াছে যে, তোমরা যদি তওরাত, ইন্‌জীল ইত্যাদি না-ই মান, তাহা হইলে তোমরা ভিত্তিহীন।

৭৭৫। ১০৪ টীকা দেখুন।

৭৭৬। এই আয়াতের সহিত ৫ঃ১৩ তুলনা করিলে বা মিলাইয়া দেখিলে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে এই আয়াতের "অনেক রসূল" ও ৫ঃ১৩তে বর্ণিত ১২ জন নেতা সমার্থক, তাঁহারা একই।

مَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَاْوٰىهُ النَّارُ ؕ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ ﴿٧٢﴾

যিনি আমারও প্রভু এবং তোমাদেরও প্রভু[৭৭৭]।' প্রকৃত বিষয় এই যে, যে কেহ আল্লাহ্‌র সঙ্গে শরীক করে, আল্লাহ্ অবশ্যই তাহার জন্য জান্নাত হারাম করিয়া দেন এবং আগুনই তাহার আবাসস্থল। বস্তুতঃ যালেমদের জন্য কোন সাহায্যকারী নাই।

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ ثَالِثُ ثَلٰثَةٍ ۘ وَمَا مِنْ اِلٰهٍ اِلَّآ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ؕ وَاِنْ لَّمْ يَنْتَهُوْا عَمَّا يَقُوْلُوْنَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٧٣﴾

৭৪। নিশ্চয় তাহারা কুফরী করিয়াছে যাহারা বলে, 'আল্লাহ্ তিনের মধ্যে তৃতীয়;'[৭৭৮] অথচ এক মা'বূদ ব্যতীত কোন মা'বূদ নাই। এবং তাহারা যাহা বলিতেছে উহা হইতে তাহারা যদি নিবৃত্ত না হয় তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহাদিগকে নিশ্চয় যন্ত্রণাদায়ক আযাব স্পর্শ করিবে।

اَفَلَا يَتُوْبُوْنَ اِلَى اللّٰهِ وَيَسْتَغْفِرُوْنَهٗ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٧٤﴾

৭৫। তাহারা কি আল্লাহ্‌র নিকট তওবা করিবে না এবং তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবে না? বস্তুতঃ আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।[৭৭৯]

مَا الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ اِلَّا رَسُوْلٌ ۚ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ؕ وَاُمُّهٗ صِدِّيْقَةٌ ؕ كَانَا يَاْكُلٰنِ الطَّعَامَ ؕ اُنْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْاٰيٰتِ ثُمَّ انْظُرْ اَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ ﴿٧٥﴾

৭৬। মরিয়মের পুত্র মসীহ্ ছিল কেবল এক রসূল; তাহার পূর্বে সকল রসূল মারা গিয়াছে। এবং তাহার মাতা একজন সত্যাবাদিনী ছিল। তাহারা উভয়েই খাদ্য খাইত।[৭৮০] দেখ! আমরা কিরূপে তাহাদের (কল্যাণের) জন্য নিদর্শনাবলী বর্ণনা করি; পুনরায় দেখ! কিরূপে তাহাদিগকে সত্য হইতে ফিরাইয়া লওয়া হইতেছে।

قُلْ اَتَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا ؕ وَاللّٰهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿٧٦﴾

৭৭। তুমি বল, 'তোমরা কি আল্লাহ্‌কে ছাড়িয়া এমন কিছুর ইবাদত করিতেছ যাহা না তোমাদের অনিষ্ট করিতে পারে, না কোন উপকার,[৭৮১] এবং আল্লাহ্‌ই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।

৭৭৭। 'আল্লাহ্‌ই একমাত্র প্রভু' এই শিক্ষাই যে ঈসা (আঃ) প্রচার করিয়াছিলেন তাহা বর্তমানের বিকৃত ইন্‌জীল হইতেও স্পষ্ট বুঝা যায় (মথি-৪ঃ১০, লুক-৪ঃ৮)।

৭৭৮। এই আয়াতে খৃষ্টানদের 'ত্রিত্ববাদ'-এর কথা বলা হইয়াছে, যাহা এক অবোধগম্য বিশ্বাস। খোদা তিনে এক, একে তিন, তিনে মিলিয়া এক-পিতা, পুত্র ও পবিত্রাত্মা— প্রত্যেকেই সমান ও স্বতন্ত্র খোদা এবং সকলে মিলিয়া একই খোদা— এই ধর্মমত জটিল ও অযৌক্তিক। এই ধর্মমত, 'নীসিন কাউন্সিল' (Nicene Council) বিশেষতঃ এথেনেসিয়ান ধর্মমত (Athenasian Creed) দ্বারা প্রথমে রূপ লাভ করে। এই ত্রিত্ববাদই এখন খৃষ্টানদের মূল ধর্ম-বিশ্বাস।

৭৭৯। মানুষের মুক্তি বা পাপ-মুক্তির জন্য কোন প্রতিনিধির কুরবানী করা প্রয়োজন হয় না। আল্লাহ্‌তা'লাই স্বয়ং সকল পাপ ক্ষমা করিতে পারেন। যে ব্যক্তি সত্যিকারভাবে অনুতপ্ত হৃদয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করে, সে-ই ক্ষমা আকর্ষণ করে ও ক্ষমা প্রাপ্ত হয়।

৭৮০। ঈসার 'ঈশ্বরত্বে' বিশ্বাস এক ভ্রান্তীক ধারণা। এই বিশ্বাসের বিরুদ্ধে অত্র আয়াতে কয়েকটি যুক্তি দেওয়া হইয়াছে; (ক) ঈসা (আঃ) আল্লাহ্‌র অন্যান্য রসূল হইতে কোনরূপ শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী ছিলেন না, (খ) তিনি মাতৃ-গর্ভে জন্ম নিয়াছিলেন, (গ) অন্যান্য সব মানুষের মত তিনিও প্রাকৃতিক ক্ষুধা-তৃষ্ণার নিয়মাধীন ছিলেন। প্রকৃতির যতসব নিয়ম-কানুন মানুষের জন্য প্রযোজ্য উহার সবকিছুই ঈসা (আঃ)-এর উপরও সমভাবে প্রযোজ্য ছিল। ঈসা (আঃ) ইহার একটিরও উর্ধ্বে ছিলেন না।

৭৮১। যদৃচ্ছা ভাল বা মন্দ করার কোন ক্ষমতাও ঈসা (আঃ)-এর ছিল না। তিনি মানুষের দোয়া কবুল করিতে পারিতেন না; তিনি মানুষের সর্বপ্রকার প্রয়োজন সম্বন্ধে জ্ঞাত ছিলেন না যে তাহা পূরণ করিতে পারিতেন। এই সব কিছুতেই অধিকার একমাত্র আল্লাহ্‌তা'লার।

قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لَا تَغْلُوْا فِيْ دِيْنِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوْٓا اَهْوَآءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوْا مِنْ قَبْلُ وَاَضَلُّوْا كَثِيْرًا وَّضَلُّوْا عَنْ سَوَآءِ السَّبِيْلِ ﴿٧٨﴾

৭৮ । তুমি বল, ' হে আহ্লে কিতাব ! তোমরা তোমাদের ধর্ম সম্বন্ধে অন্যায়ভাবে বাড়াবাড়ি করিও না এবং ঐ জাতির প্রবৃত্তির অনুসরণ করিও না যাহারা ইতিপূর্বে নিজেরা পথভ্রষ্ট হইয়াছে এবং আরও অনেককে পথ-ভ্রষ্ট করিয়াছে এবং তাহারা সোজা পথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে ।

১০ [১১] ১৪

لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ عَلٰى لِسَانِ دَاوٗدَ وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ ۭ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ﴿٧٩﴾

৭৯ । বনী ইস্রাঈলের মধ্যে যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহাদিগকে দাউদ এবং মরিয়মের পুত্র ঈসার ভাষায় অভিশপ্ত করা হইয়াছে ।[৭৮২] ইহা এই কারণে যে, তাহারা অবাধ্যতা করিয়াছিল এবং সীমালংঘন করিত ।

كَانُوْا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُّنْكَرٍ فَعَلُوْهُ ۭ لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ﴿٨٠﴾

৮০ । তাহারা যে অন্যায় আচরণ করিত তাহা হইতে তাহারা একে অন্যকে নিবৃত্ত করিত না।[৭৮৩] তাহারা যাহা কিছু করিত নিশ্চয় উহা অত্যন্ত মন্দ ।

تَرٰى كَثِيْرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۭ لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ اَنْفُسُهُمْ اَنْ سَخِطَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خٰلِدُوْنَ ﴿٨١﴾

৮১ । তুমি তাহাদের মধ্য হইতে অনেককে দেখিবে যে, তাহারা তাহাদিগকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিতেছে যাহারা অস্বীকার করিয়াছে। নিশ্চয় তাহারা নিজেদের জন্য অগ্রে যাহা প্রেরণ করিয়াছে তাহা অত্যন্ত মন্দ, ফলে আল্লাহ্ তাহাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং তাহারা আযাবে পড়িয়া থাকিবে ।

وَلَوْ كَانُوْا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالنَّبِيِّ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوْهُمْ اَوْلِيَآءَ وَلٰكِنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ ﴿٨٢﴾

৮২ । এবং যদি তাহারা আল্লাহ্ এবং এই নবী[৭৮৪] এবং যাহা তাহার উপর নাযেল করা হইয়াছে উহার উপর ঈমান আনিত, তাহা হইলে তাহারা তাহাদিগকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিত না, কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই দুষ্কৃতিপরায়ণ।

---

৭৮২ । ইস্রাঈলী নবীদের মধ্যে, দাউদ (আঃ) ও ঈসা (আঃ) ইহুদীদের হাতে সর্বাপেক্ষা বেশী নির্যাতীত হইয়াছিলেন । ঈসা (আঃ)-এর প্রতি তাহাদের অত্যাচার এমন চরম পর্যায় পৌঁছিয়াছিল যে, তাহারা তাঁহাকে ক্রুশে পর্যন্ত লটকাইয়াছিল । দাউদ (আঃ)-কে তাহারা কত বীভৎস যন্ত্রণা দিয়াছিল, তাহা দাউদ (আঃ)-এর বেদনা ভারাক্রান্ত, মর্মস্পর্শী গীতিমালাতে বিধৃত রহিয়াছে । দুঃসহ বেদনা হইতে উদ্ভূত তাঁহাদের হৃদয়-নিংড়ানো দীর্ঘশ্বাস ইহুদীদের অভিশপ্ত করিয়াছে । দাউদের অভিশাপে তাহারা নবুখৎ নিৎসর (বখতেনসর)-এর কব্জায় পড়িয়া হাজারে হাজারে প্রাণ হারায়, জেরুযালেম বিধ্বস্ত হয়, অসংখ্য ইহুদী বন্দী হইয়া ব্যাবিলনে নীত হয় । এই ঘটনা ঘটে খৃঃপূঃ ৫৫৬ সনে । ঈসা (আঃ)-এর অভিশাপে তাহারা টাইটাসের কবলে পড়ে, ভীষণভাবে নির্যাতিত হয়; জেরুযালেম টাইটাসের করতলগত হয় এবং নগরীটি ছারখার হয় প্রায় ৭০ খৃষ্টাব্দে। তাহাদের মহা-উপাসনালয়ে ইহুদী কর্তৃক ঘৃণিত শূকর যবহ্ করা হয় ।

৭৮৩ । ইহুদীদের উপর আল্লাহ্র অভিশাপ-পতনের অন্যতম কারণ এই যে, তাহাদের ব্যাপক দুর্নীতি ও দুষ্কৃতির ব্যাপারে, পরস্পরকে বাধাদানের জন্য কোন লোকই ছিল না ।

৭৮৪ । এই আয়াতে উল্লেখিত 'আন্নাবী' দ্বারা আঁ-হযরত (সাঃ)-কেই বুঝাইতেছে, কেননা কুরআনে যেখানেই 'আল্লাহ্র-নবী' বলা হইয়াছে, সেখানেই বিনা ব্যতিক্রমে নবী করীম (সাঃ)-কে বুঝাইয়াছে । এমন কি ইন্জীল মহানবী (সাঃ)-কে "সেই নবী" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছে (যোহন-১ঃ২১, ২৫), অর্থাৎ 'সেই নবী' যাহার আগমনের কথা দ্বিতীয়-১৮ঃ১৮ তে, ভবিষ্যদ্বাণীরূপে বর্ণিত রহিয়াছে ।

لَتَجِدَنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا الْيَهُوْدَ وَالَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا ۚ وَلَتَجِدَنَّ اَقْرَبَهُمْ مَّوَدَّةً لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّا نَصٰرٰى ۭ ذٰلِكَ بِاَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيْسِيْنَ وَرُهْبَانًا وَّاَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ ۝

৮৩। যাহারা ঈমান আনিয়াছে তুমি তাহাদের বিরুদ্ধে ইহুদীদিগকে এবং যাহারা শির্ক করিয়াছে তাহাদিগকে লোকের মধ্যে সর্বাধিক কঠোর দেখিতে পাইবে। এবং যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহাদের প্রতি ভালবাসার ব্যাপারে লোকদের মধ্যে তুমি নিশ্চয় সর্বাধিক নিকটবর্তী তাহাদিগকে পাইবে যাহারা বলে, 'আমরা খৃষ্টান।' ইহা এই জন্য যে, তাহাদের মধ্যে কিছু লোক পণ্ডিত[৭৮৫] এবং কিছু লোক সন্ন্যাসী[৭৮৬] রহিয়াছে এবং এই কারণেও যে, তাহারা অহংকার করে না।[৭৮৭]

وَاِذَا سَمِعُوْا مَآ اُنْزِلَ اِلَى الرَّسُوْلِ تَرٰٓى اَعْيُنَهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوْا مِنَ الْحَقِّ ۚ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اٰمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِيْنَ ۝

৮৪। এবং যখন তাহারা উহাকে শ্রবণ করে যাহা এই রসূলের প্রতি নাযেল করা হইয়াছে তখন তুমি তাহাদের চক্ষুগুলি দেখিবে যে, যতটুকু সত্য তাহারা উপলব্ধি করিয়াছে উহার কারণে ঐগুলি অশ্রুপ্লাবিত[৭৮৮] হইতেছে। তাহারা বলে, 'হে আমাদের প্রভু, আমরা ঈমান আনিয়াছি, সুতরাং তুমি আমাদিগকে সাক্ষীগণের তালিকাভুক্ত কর;

وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَا جَآءَنَا مِنَ الْحَقِّ ۙ وَنَطْمَعُ اَنْ يُّدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصّٰلِحِيْنَ ۝

৮৫। এবং আমাদের কি কারণ থাকিতে পারে যে, আমরা আল্লাহ্‌র এবং যে সত্য আমাদের নিকট আসিয়াছে উহার উপর ঈমান আনিব না, অথচ আমরা আকাঙ্খা করি যে, আমাদের প্রভু আমাদিগকে সৎকর্মশীল জাতির অন্তর্ভুক্ত করেন ?'

৭৮৫। 'ক্বিস্‌সীস অর্থ খৃষ্টানদের মধ্যে যাহারা জ্ঞান- বিজ্ঞানে পণ্ডিত; খৃষ্টান জ্ঞানী ব্যক্তি যিনি জ্ঞান সাধনা করিয়া বহু জ্ঞান লাভ করিয়াছেন; খুব জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি (লেইন)।

৭৮৬। 'রোহ্‌বান', 'রাহিবে'র বহুবচন। রা-হিব অর্থ সন্ন্যাসী, খৃষ্টান তাপস, সংসার ত্যাগী ধর্মসাধক; যে ব্যক্তি হুজ্‌রা কিংবা ধর্মমন্দিরে ধর্মের সেবায় জীবন অতিবাহিত করে (লেইন)।

৭৮৭। এই বাক্যটি কেবল মহানবী (সাঃ)-এর সময়ের জন্য প্রযোজ্য। খৃষ্টানদের এই সদ্ভাব চিরস্থায়ী থাকিবার কথা ছিল না। কুরআন অন্যস্থলে মুসলমানকে সতর্ক করিয়া দিয়াছে যে, এক সময়ে খৃষ্টানেরা তাহাদিগকে চতুর্দ্দিক হইতে আক্রমণ করিবে এবং মুসলমানেরা তাহাদের হাতে সর্বাপেক্ষা বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হইবে (২১ঃ৯৭)। হাদীসের মধ্যেও এইরূপ ভবিষ্যদ্বাণী রহিয়াছে। ইতিহাস এই অর্থ ও ব্যাখ্যার সত্যতার সাক্ষী হইয়া আছে। আবিসিনীয়ার খৃষ্টান বাদশা নাজ্জাশী মুসলমান মুহাজিরদিগকে আশ্রয় দিয়াছিলেন। মিশরের খৃষ্টান শাসনকর্তা নবী করীম (সাঃ)-কে উপঢৌকন পাঠাইয়াছিলেন। বিনয় ছিল সেই সময়ের খৃষ্টানদের এক অমূল্য ভূষণ। নবী করীম (সাঃ)-এর প্রেরিত পত্র রোমের খৃষ্টান সম্রাট হিরাক্লিয়াস কি ভাবে সম্মানের সহিত গ্রহণ করিয়া উহা হস্তীদন্ত নির্মিত কাস্কেটে সংরক্ষণ করিয়াছিলেন এবং একই ভাবে লিখিত নবী করীম (সাঃ)-এর পত্র পৌত্তলিক পারস্য সম্রাট (খসরূ) কিভাবে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিয়াছিল, তাহা তুলনা করিলেই খৃষ্টানদের সেই কালের মানসিক উৎকর্ষ পরিস্ফুট হইয়া উঠে।

৭৮৮। সমসাময়িক জ্ঞানী-গুণী খৃষ্টানদের কথা এখানে বলা হইলেও, এই আয়াতটি নাজ্জাশীর উপরে বিশেষভাবে প্রয়োগ করা যায়। আবিসিনীয়ায় আশ্রয় নিবার জন্য গমনকারী মুসলমানদের মুখপাত্র রসূলে করীম (সাঃ)-এর চাচাত ভাই জা'ফর (রাঃ) যখন সূরা মরিয়মের প্রথম আয়াতগুলি নাজ্জাশীকে পাঠ করিয়া শুনাইলেন, তখন নাজ্জাশীর চিবুক বাহিয়া অশ্রু গড়াইতে লাগিল এবং তিনি আবেগ-জনিত কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, ঈসা (আঃ) সম্বন্ধে তাহার বিশ্বাসও ঠিক অনুরূপ। তিনি ঈসা (আঃ)-কে ইহার চাইতে তিল পরিমাণেও কিছু বেশী মনে করেন না (হিশাম)।

فَاَثَابَهُمُ اللّٰهُ بِمَا قَالُوْا جَنّٰتٍ تَجْرِیْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِیْنَ فِیْهَا ؕ وَذٰلِكَ جَزَآءُ الْمُحْسِنِیْنَ ﴿۸۶﴾

৮৬। সুতরাং তাহারা যাহা বলিয়াছে উহার বিনিময়ে আল্লাহ্ তাহাদিগকে জান্নাত দান করিলেন যাহার তলদেশ দিয়া নহরসমূহ প্রবাহিত। তাহারা সেখানে বসবাস করিবে ; এবং ইহাই সৎকর্মশীলগণের জন্য পুরস্কার।

وَالَّذِیْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰیٰتِنَاۤ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَحِیْمِ ﴿۸۷﴾ ع ۱۱ [৯] ১

৮৭। এবং যাহারা অস্বীকার করিয়াছে এবং আমাদের আয়াত সমূহকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, ইহারাই জাহান্নামের অধিবাসী।

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحَرِّمُوْا طَیِّبٰتِ مَاۤ اَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا یُحِبُّ الْمُعْتَدِیْنَ ﴿۸۸﴾

৮৮। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ ! তোমরা পবিত্র বস্তুসমূহকে হারাম করিও না, যেগুলিকে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য হালাল করিয়াছেন এবং তোমরা সীমালংঘন করিও না। নিশ্চয় আল্লাহ্ সীমালংঘনকারীদিগকে ভালবাসেন না।

وَكُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلٰلًا طَیِّبًا ۪ وَّاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِیْۤ اَنْتُمْ بِهٖ مُؤْمِنُوْنَ ﴿۸۹﴾

৮৯। এবং যাহা কিছু আল্লাহ্ তোমাদিগকে রিয্ক দিয়াছেন উহা হইতে তোমরা হালাল ও পবিত্র বস্তু খাও। এবং আল্লাহ্র তাক্ওয়া অবলম্বন কর, যাহার উপর তোমরা ঈমান আনয়নকারী।

لَا یُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِیْۤ اَیْمَانِكُمْ وَلٰكِنْ یُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُّمُ الْاَیْمَانَ ۚ فَكَفَّارَتُهٗۤ اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسٰكِیْنَ مِنْ اَوْسَطِ مَا تُطْعِمُوْنَ اَهْلِیْكُمْ اَوْ كِسْوَتُهُمْ اَوْ تَحْرِیْرُ رَقَبَةٍ ؕ فَمَنْ لَّمْ یَجِدْ فَصِیَامُ ثَلٰثَةِ اَیَّامٍ ؕ ذٰلِكَ كَفَّارَةُ اَیْمَانِكُمْ اِذَا حَلَفْتُمْ ؕ وَاحْفَظُوْۤا اَیْمَانَكُمْ ؕ كَذٰلِكَ یُبَیِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰیٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿۹۰﴾

৯০। তোমাদের কসম সমূহের মধ্যে নিরর্থক[৭৮৯] কসমের জন্য আল্লাহ্ তোমাদিগকে পাকড়াও করিবেন না কিন্তু তোমরা যে দৃঢ় কসম খাও উহার (ভঙ্গের) জন্য তোমাগিকে পাকড়াও করিবেন। সুতরাং ইহার কাফ্ফারা হইবে দশজন দরিদ্র ব্যক্তিকে মধ্যম[৭৯০] শ্রেণীর খাবার দেওয়া যাহা তোমরা তোমাদের পরিবার-পরিজনকে খাওয়াইয়া থাক; অথবা তাহাদিগকে বস্ত্র দেওয়া, অথবা একজন গোলামকে মুক্ত করা, কিন্তু যে ব্যক্তির সামর্থ না থাকে তাহা হইলে (তাহার জন্য) তিন দিনের রোযা ধার্য। ইহাই হইবে তোমাদের কসমের কাফ্ফারা যখন তোমরা কসম খাও। তোমরা তোমাদের কসমসমূহের হিফাযত কর। এইরূপে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য নিজ আয়াতসমূহকে বর্ণনা করেন যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

৭৮৯। শরীয়ত-বিরোধী কোন কসম (শপথ) ই কার্যকরী নহে; ইহা প্রত্যাহার-যোগ্য। এরূপ শপথকে নিঃশ্বাসের অপচয় মনে করিতে হইবে।

৭৯০। "আওসাত" অর্থ মধ্যমও বুঝায়, উত্তমও বুঝায়।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٩١﴾

৯১। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ ! মদ এবং জুয়া এবং প্রতিমাসমূহ এবং ভাগ্য-নির্দেশক তীরসমূহ একান্ত নাপাক শয়তানী কার্য-কলাপের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং তোমরা এইগুলিকে বর্জন কর যেন তোমরা সফলকাম হইতে পার।

اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ فِى الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ ۚ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ ﴿٩٢﴾

৯২। শয়তান মদ ও জুয়ার দ্বারা তোমাদের মধ্যে শুধু শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করিতে চাহে এবং তোমাদিগকে আল্লাহ্‌র যিক্‌র এবং নামায হইতে ফিরাইয়া রাখিতে চাহে।[৭৯০-ক] অতএব তোমরা কি নিবৃত্ত থাকিবে ?

وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاحْذَرُوْا ۚ فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَا عَلٰى رَسُوْلِنَا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ﴿٩٣﴾

৯৩। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌র আনুগত্য কর এবং এই রসূলের আনুগত্য কর এবং সাবধান থাক। অতঃপর, যদি তোমরা ফিরিয়া যাও, তাহা হইলে জানিয়া রাখ, আমাদের রসূলের উপর দায়িত্ব শুধু মাত্র স্পষ্টভাবে (পয়গাম) পৌছাইয়া দেওয়া।

لَيْسَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جُنَاحٌ فِيْمَا طَعِمُوْٓا اِذَا مَا اتَّقَوْا وَّاٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَّاٰمَنُوْا ثُمَّ اتَّقَوْا وَّاَحْسَنُوْا ۗ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٩٤﴾ ع ١٢ ٢

৯৪। যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং পুণ্য কর্ম করিয়াছে তাহারা যাহা খাইয়াছে উহার কারণে তাহাদের উপর কোন দোষ বর্তিবে না যদি তাহারা তাক্‌ওয়া অবলম্বন করে এবং ঈমান আনে এবং পুণ্য কর্ম করে, পুনরায় তাহারা তাক্‌ওয়া অবলম্বন করে এবং ঈমান আনে, পুনরায় তাহারা তাক্‌ওয়া অবলম্বন করে এবং সৎকর্ম[৭৯১] করে। বস্তুতঃ আল্লাহ্ সৎকর্মশীলগণকে ভালবাসেন [৭]

৭৯০-ক। পূর্ববর্তী আয়াতে চারটি ঘৃণিত বিষয়ের উল্লেখ করা হইয়াছে। উহাদের চারিটিই, একভাবে না হয়, অন্যভাবে জঘন্য। এই আয়াতে ইহাদের দুইটির পুনরুল্লেখ করা হইয়াছে যথা-মদ ও জুয়া। এই দুইটির বিরুদ্ধে অতিরিক্ত যুক্তি দেওয়া হইয়াছে। রাজনৈতিক, সামাজিক, আধ্যাত্মিক, নৈতিক, আর্থ-সামাজিক ও ধর্মনৈতিক ভিত্তির উপর ঐ যুক্তিগুলি প্রতিষ্ঠিত। "শত্রুতা, ঘৃণা, আল্লাহ্‌র যিকর ও নামায হইতে দূরে রাখা" এই শব্দগুলি দ্বারা উপরোক্ত যুক্তিগুলির যথার্থতা প্রকাশ পায়।

৭৯১। এই আয়াতে দুইটি আবশ্যকীয় নীতি বর্ণিত হইয়াছেঃ (১) এই জগতের বস্তুগুলি যেহেতু মানুষের উপকার ও ব্যবহারের জন্য সৃষ্টি করা হইয়াছে, সেই জন্য সাধারণতঃ ইহারাও পরিষ্কার; নিষিদ্ধ জিনিষগুলি কেবল ব্যতিক্রম মাত্র, (২) পবিত্র ও বিশুদ্ধ খাদ্যবস্তুগুলি মানুষের নৈতিক গুণাবলীর উপর সু-প্রভাব ছড়ায়; অপবিত্র ও অপরিষ্কার খাদ্যবস্তু তেমনি মন্দ প্রভাব বিস্তার করে।

আয়াতটিতে আধ্যাত্মিক উন্নতির তিনটি স্তরও বর্ণিত হইয়াছেঃ প্রথম স্তরে মো'মেন আল্লাহ্‌তা'লাকে ভয় করে, বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে; দ্বিতীয় পর্যায়ে, মো'মেনগণ ভয় করে ও বিশ্বাস করে বটে, তবে এই স্তরে, তাহার বিশ্বাস এত দৃঢ় হয় যে, সৎকাজ তাহার ঈমানের অঙ্গ হইয়া যায়। তৃতীয় স্তরে তাহারা আল্লাহ্‌কে এমনি ভাবে ভয় করে ও মানবের উপকার করে যেন তাহারা আল্লাহ্‌কে দেখে।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللّٰهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهٗٓ اَيْدِيْكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَّخَافُهٗ بِالْغَيْبِ ۚ فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٩٥﴾

৯৫ । হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ ! আল্লাহ্ তোমাদিগকে নিশ্চয় এমন শিকারের মাধ্যমে পরীক্ষা করিবেন, যাহা তোমাদের হাত ও বর্শাসমূহ ধরিয়া থাকে যেন আল্লাহ্ ঐ সকল লোককে স্বতন্ত্ররূপে প্রকাশ করিয়া দেন যাহারা গোপনেও[৭৯২] তাঁহাকে ভয় করে । অতঃপর, যে ব্যক্তি ইহার পরও সীমালংঘন করিবে সে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি পাইবে ।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَاَنْتُمْ حُرُمٌ ۭ وَمَنْ قَتَلَهٗ مِنْكُمْ مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاۗءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهٖ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدْيًۢا بٰلِغَ الْكَعْبَةِ اَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسٰكِيْنَ اَوْ عَدْلُ ذٰلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوْقَ وَبَالَ اَمْرِهٖ ۭ عَفَا اللّٰهُ عَمَّا سَلَفَ ۭ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللّٰهُ مِنْهُ ۭ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ ذُو انْتِقَامٍ ﴿٩٦﴾

৯৬ । হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ ! তোমরা ইহ্রাম বাঁধা অবস্থায় শিকারের জন্তুকে হত্যা করিও না । এবং তোমাদের মধ্যে যে কেহ ইচ্ছাকৃতভাবে উহাকে হত্যা করিবে, সেক্ষেত্রে যে চতুষ্পদ জন্তু সে হত্যা করিয়াছে উহার অনুরূপ বিনিময় হইবে, যাহার ফয়সালা তোমাদের মধ্য হইতে দুইজন ন্যায়পরায়ণ লোক করিবে, যাহাকে কুরবানীরূপে কা'বা পর্যন্ত পৌঁছাইতে হইবে, অথবা কাফ্ফারা হইবে কিছু মিসকীনকে খাদ্য দান বা সেই অনুপাতে রোজা পালন যেন সে নিজের কাজের পরিণাম ফল আস্বাদন করে । যাহা পূর্বে হইয়াছে আল্লাহ্ তাহা ক্ষমা করিয়াছেন, কিন্তু পুনরায় যে কেহ ইহা করিবে, তাহার নিকট হইতে আল্লাহ্ প্রতিশোধ গ্রহণ করিবেন । বস্তুতঃ আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী, প্রতিশোধ গ্রহণের অধিকারী ।

اُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهٗ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ۚ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ۭ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْٓ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ﴿٩٧﴾

৯৭ । তোমাদের জন্য হালাল করা হইয়াছে সমুদ্রের[৭৯৩] শিকার এবং উহার ভক্ষণ, ভোগ-সামগ্রী স্বরূপ তোমাদের জন্যও এবং মুসাফেরদের জন্যও ; এবং যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা ইহ্রাম বাঁধা অবস্থায় থাক, স্থলের শিকার তোমাদের জন্য হারাম করা হইয়াছে। এবং তোমরা আল্লাহ্র তাক্ওয়া অবলম্বন কর— যাঁহার নিকট তোমাদিগকে একত্রিত করা হইবে ।

৭৯২ । সাধারণতঃ জঙ্গলে একা অবস্থায় শিকার করা হয় । এই সময়ে আল্লাহ্র বিধান যদি কেহ লঙ্ঘন করে, তখন আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কেহ তাহা দেখিতে পায় না । তাই আল্লাহ্-ভীতির ব্যাপারে, শিকারকে প্রকৃষ্ট উদাহরণরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে । পরবর্তী আয়াতে যেই সব নির্দেশনামা দেওয়া হইয়াছে, তাহার সূচনারূপেও ইহার অবতারণা যুক্তিযুক্ত ।

৭৯৩ । 'বাহরুন' শব্দটি দ্বারা নদী, স্রোতস্বিনী, হ্রদ, বিল, খাল, জলাশয়, পুকুর ইত্যাদি সব কিছুকেই বুঝায় । দেখুন ৭:১৩৯ ।

جَعَلَ اللّٰهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيٰمًا لِّلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَآئِدَ ؕ ذٰلِكَ لِتَعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَاَنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿٩٨﴾

৯৮। আল্লাহ্ মানব জাতির জন্য চিরস্থায়ী উন্নতির[৭৯৪] উপায় করিয়াছেন পবিত্র গৃহ কা'বাকে এবং পবিত্র মাসকে এবং কুরবানীসমূহকে এবং গলায় মালা পরিহিত পশুগুলিকেও। ইহা এই জন্য যেন তোমরা জানিতে পার যে, যাহা কিছু আকাশসমূহে এবং যাহা কিছু পৃথিবীতে আছে আল্লাহ্ সবই অবগত আছেন এবং আল্লাহ্ সকল বিষয়ে সর্বজ্ঞানী।

اِعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ وَاَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٩٩﴾

৯৯। জানিয়া রাখ যে, আল্লাহ্ শাস্তি দানে অতি কঠোর এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

مَا عَلَى الرَّسُوْلِ اِلَّا الْبَلٰغُ ؕ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا تَكْتُمُوْنَ ﴿١٠٠﴾

১০০। এই রসূলের উপর দায়িত্ব কেবল (পয়গাম) পৌছাইয়া দেওয়া এবং আল্লাহ্ অবগত আছেন যাহা তোমরা প্রকাশ কর এবং যাহা তোমরা গোপন কর।

قُلْ لَّا يَسْتَوِي الْخَبِيْثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ اَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيْثِ ۚ فَاتَّقُوا اللّٰهَ يٰٓاُولِي الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿١٠١﴾ ع ١٣ [٧] ٣

১০১। তুমি বল, 'অপবিত্র এবং পবিত্র সমান হইতে পারে না,' যদিও অপবিত্রের প্রাচুর্য তোমাকে চমৎকৃত করে।[৭৯৫] অতএব, তোমরা আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর, হে বুদ্ধিমান ব্যক্তিবর্গ! যেন তোমরা সফলকাম হও।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَسْـَٔلُوْا عَنْ اَشْيَآءَ اِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ ۚ وَاِنْ تَسْـَٔلُوْا عَنْهَا حِيْنَ يُنَزَّلُ الْقُرْاٰنُ تُبْدَ لَكُمْ ؕ عَفَا اللّٰهُ عَنْهَا ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ﴿١٠٢﴾

১০২। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা ঐ সকল বিষয় সম্বন্ধে প্রশ্ন করিও না, যাহা তোমাদের নিকট প্রকাশ করা হইলে তোমাদের কষ্টের কারণ হইবে[৭৯৬] এবং যদি তোমরা কুরআন নাযেল করার সময়ে ঐ সব বিষয়ে প্রশ্ন কর, তাহা হইলে উহা তোমাদের জন্য প্রকাশ করা হইবে। আল্লাহ্ উহা সম্বন্ধে বিরত আছেন। বস্তুতঃ আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম সহিষ্ণু।

৭৯৪। মুসলমানদের উন্নতি ও অগ্রগতির চিহ্ন স্বরূপ কা'বার হজ্জকে আল্লাহ্ মনোনীত করিয়াছেন। যতদিন পর্য্যন্ত তাহারা হজ্জব্রত পালন করিয়া চলিবে, ততদিন আল্লাহ্‌তা'লার অনুগ্রহ তাহাদের উপর বর্ষিত হইবে। হজ্জ মানুষের জাগতিক জীবিকারও একটি প্রকৃষ্ট উপায়। লাখ-লাখ মুসলমান প্রতি বৎসর কা'বায় হজ্জ করিতে আসেন। ইহা মক্কাবাসীদের জীবিকা অর্জনের একটি বড় সম্বল। কিন্তু এই প্রতিশ্রুতি কেবল মক্কাবাসীদের জন্যই সীমাবদ্ধ নহে,বরং বিশ্বমানবের কল্যাণও এই প্রতিশ্রুতির আওতায় রাখা হইয়াছে। 'কিয়াম' দ্বারা ইহাও বুঝায় যে, এই শিক্ষা (নির্দেশ) চিরস্থায়ী, কখনও অবসান হইবার নহে।

৭৯৫। স্বাভাবিক নিয়মে মানুষ পারিপার্শ্বিক অবস্থার দ্বারা প্রভাবিত হইয়া, অপরের অনুসরণ ও অনুকরণ করিয়া থাকে, বিশেষ করিয়া সংখ্যা-গরিষ্ঠদের অনুকরণ করে। এই আয়াত সংখ্যাগরিষ্ঠের অন্ধ ও বিবেচনাহীন অনুকরণের বিরুদ্ধে সতর্ক করিতেছে।

৭৯৬। ইসলামী শরীয়তের তিনটি ভিত্তি রহিয়াছেঃ (১) কুরআনে অবতীর্ণ আইন, (২) রসূলে পাক (সাঃ)-এর সুন্নাহ্ বা জীবনের কার্যধারা এবং (৩) আদেশ, নির্দেশ ও উপদেশ-মালা, যাহা নবী করীম (সাঃ)-এর সহীহ্ হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে। মানুষের মৌলিক সমস্যাগুলির সমাধান, উপরোক্ত মূল তিনটি ভিত্তির উপর রচিত আইনের মধ্যেই পাওয়া যায়। কিন্তু ছোট-খাটো বিস্তারিত বিবরণাদি ও খুঁটিনাটি বিষয়াদি, মৌলিক আইনের আলোকে যাচাই করিয়া নির্ধারিত করার ভার মানুষের বিবেক-বুদ্ধির উপর ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। ঐসব খুঁটিনাটির কথাই আয়াতে বলা হইয়াছে।

قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كٰفِرِينَ ﴿١٠٣﴾

১০৩। তোমাদের পূর্বেও একজাতি এইরূপ (বিষয়াদি সম্বন্ধে) প্রশ্ন করিয়াছিল, কিন্তু তাহারা উহার অস্বীকারকারী হইয়া গেল।[৭৯৭]

مَا جَعَلَ اللّٰهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَّلَا سَآئِبَةٍ وَّلَا وَصِيلَةٍ وَّلَا حَامٍ ۙ وَّلٰكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ ۖ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿١٠٤﴾

১০৪। আল্লাহ্ কোন বাহীরা,[৭৯৮] সাইবাহ্,[৭৯৮-ক] ওয়াসীলাহ্,[৭৯৮-খ] এবং হাম[৭৯৮-গ] নির্ধারণ করেন নাই, কিন্তু যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহারা আল্লাহ্র উপর মিথ্যা আরোপ করিয়াছে এবং তাহাদের অধিকাংশই বুদ্ধি-বিবেচনা করে না।[৭৯৮-ঘ]

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلٰى مَا أَنْزَلَ اللّٰهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ۚ أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَّلَا يَهْتَدُونَ ﴿١٠٥﴾

১০৫। এবং যখন তাহাদিগকে বলা হয়, 'আল্লাহ্ যাহা নাযেল করিয়াছেন তাহার দিকে এবং এই রসূলের দিকে আস', তাহারা বলে, 'আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদিগকে যাহাতে পাইয়াছি তাহাই আমাদের জন্য যথেষ্ট।' কী! যদিও তাহাদের পিতৃ-পুরুষগণ না কোন জ্ঞান অর্জন করিয়া থাকে এবং না কোন হেদায়ত গ্রহন করিয়া থাকে, তথাপিও (তাহারা অন্ধ অনুকরণ করিবে)?

৭৯৭। অপ্রয়োজনীয় খুঁটিনাটি বিষয়াদি সম্বন্ধে অধিক প্রশ্ন উত্থাপন করা কিংবা এই সব বিষয়ে আইন অন্বেষণ করা, প্রশ্নকারীর জন্য সাধারণতঃ ক্ষতিকর হইয়া দাঁড়ায়। ইহাতে তাহার বিচার-বিবেচনা দমিত হইয়া পড়ে এবং তাহাকে অপ্রয়োজনীয় ও বিরক্তিকর আদেশের আওতায় বাধিয়া ফেলে। বনী ইসরাঈলেরা মূসা (আঃ)-এর কাছে এইরূপ অপ্রয়োজনীয় প্রশ্ন উত্থাপন করিত। ফল দাঁড়াইয়াছিল এই যে, তাহারা নিজেদেরকেই অসুবিধায় ফেলিয়াছিল এবং বিশদভাবে বর্ণিত খুঁটিনাটি সবকিছু সম্পাদন করিতে না পারিয়া, ধীরে ধীরে আল্লাহ্র নির্দেশমালাকেও অমান্য করিতে শুরু করিল (২ঃ১০৯)।

৭৯৮। 'বাহীরা'—যে উট্নী সাতটি পর্যন্ত বাচ্চা প্রসব করিত, পৌত্তলিক আরবগণ তাহার কর্ণ ছিদ্র করিয়া মুক্তভাবে বিচরণের জন্য ছাড়িয়া দিত এবং বাধাহীনভাবে ইহা যেখানে ইচ্ছা চরিয়া বেড়াইত। এইরূপ উট্নীকে 'বাহীরা' বলা হইত। ইহাকে কোন দেবতার নামে ছাড়িয়া দেওয়া হইত। ইহার পিঠে কেহ চড়িত না এবং ইহার দুগ্ধও কেহ পান করিত না।

৭৯৮-ক। 'সাইবাহ্'—পাঁচ বাচ্চার জন্মদাত্রী উট্নীকে মুক্ত ভাবে খাদ্য-পানীয় গ্রহণের জন্য ছাড়িয়া দেওয়া হইত। ইহাকে বলা হইত 'সাইবাহ্'।

৭৯৮-খ। 'ওয়াসীলাহ্'—দেবতার নামে উৎসর্গিত উট্নী যে পর পর সাতটি মাদী-বাচ্চা প্রসব করিয়াছে; মুক্তি-প্রাপ্ত এইরূপ উট্নী (ভেড়ী বা বক্রী)কে ওয়াসীলাহ্ নাম দেওয়া হইত। সপ্তম প্রসবে, একটি পুরুষ-বাচ্চা ও একটি স্ত্রী-বাচ্চা হইলেও, উহা সম্পূর্ণ মুক্ত-বিহারী হইত।

৭৯৮-গ। 'হাম'—সাতবাচ্চার পিতা-উট্কে 'হাম' বলা হইত। ইহাও মুক্তাঙ্গণের খাদ্য-পানীয়ের অধিকারী; ইহা না বোঝা বহন করিবে, না পিঠে মানুষ তুলিবে।

৭৯৮-ঘ। খুঁটিনাটি ও বিস্তারিত স্বল্প-প্রয়োজনীয় বিষয়াদির ব্যাপারে মানুষ নিজের বিচার-বিবেচনা খাটাইয়া আইন করিয়া ব্যবহার-বিধি বানাইয়া লইতে পারে। এই আয়াতে আসিয়া বলা হইতেছে যে, এই বিচার-বিবেচনা খাটানোর অধিকার, মৌলিক বিষয়াদিতে প্রয়োগ করা যাইবে না। কেননা, মৌলিক বিষয়ে ঐক্যমত থাকা একান্ত আবশ্যক, তাহা না হইলে ভিন্ন ভিন্ন মতামত সৃষ্টি হইয়া গুরুতর ক্ষতি হইবে। আয়াতটি উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়া দিতেছে যে, মৌলিক বিষয়ে আইন-বিধি রচনা করার জন্য, মানুষের সীমিত বুদ্ধিমত্তার উপর নির্ভর করা যাইতে পারে না। আরবেরা তাহাদের দেবতাকে সন্তুষ্ট করার মানসে তাহাদের গৃহ-পালিত পশুকে মুক্ত করিয়া ছাড়িয়া দিত যাহাতে তারা যত্র তত্র অবাধে চলাফেরা ও পানাহার করিতে পারে। ইহা ছিল তাহাদের অন্ধ বিশ্বাস ও কুসংস্কার-জনিত কু-বুদ্ধি। এই পন্থা বা আরচণ ছিল একান্তই অর্থহীন ও নির্বোধ। পশুগুলি যে দিকে যাইত ধ্বংসের ছাপ রাখিয়া যাইত। মানুষের আইনের মধ্যে যে কত খারাপিও থাকিতে পারে, এই উদাহরণ দ্বারা, কুরআন তাহা বুঝাইয়া দিতেছে। খৃষ্টানেরা বলে, "শরীয়াত এক অভিশাপ"। কুরআন তাহাদিগকে হুঁশিয়ার করিয়া বলিতেছে, তাহারা যেন আরবদের পশু-মুক্তির উদাহরণ হইতে শিক্ষা গ্রহণ করে। আরববাসীদের সঠিক পথে চালনার জন্য কোনও অবতীর্ণ শরীয়াত ছিল না বলিয়াই, তাহারা এইরূপ নীতি-বিগর্হিত কাজে লিপ্ত হইয়াছিল ও তাহাদের বুদ্ধি-বৈকল্য ঘটিয়াছিল।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ ۚ لَا يَضُرُّكُمْ مَّنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ ۭ اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝

১০৬। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ ! তোমাদের রক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করা তোমাদের কর্তব্য। যখন তোমরা হেদায়াত-প্রাপ্ত হও[৭৯৯] তখন যে পথভ্রষ্ট হইয়াছে সে তোমাদের কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না। তোমাদের সকলকেই আল্লাহ্‌র দিকে ফিরিয়া যাইতে হইবে ; তখন তিনি তোমাদিগকে তাহা অবহিত করিবেন যাহা তোমরা করিতে।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِيْنَ الْوَصِيَّةِ اثْنٰنِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ اَوْ اٰخَرٰنِ مِنْ غَيْرِكُمْ اِنْ اَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْاَرْضِ فَاَصَابَتْكُمْ مُّصِيْبَةُ الْمَوْتِ ۭ تَحْبِسُوْنَهُمَا مِنْۢ بَعْدِ الصَّلٰوةِ فَيُقْسِمٰنِ بِاللّٰهِ اِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِيْ بِهٖ ثَمَنًا وَّلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى ۙ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللّٰهِ اِنَّآ اِذًا لَّمِنَ الْاٰثِمِيْنَ ۝

১০৭। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ ! যখন তোমাদের মধ্যে কাহারও মৃত্যু কাল উপস্থিত হয়, তখন ওসীয়াত করিবার সময় তোমাদের মধ্যে সাক্ষ্য-দানের ব্যবস্থা এই হইবে যে, তোমাদের মধ্য হইতে দুইজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি সাক্ষী হইবে ; অথবা তোমাদের ছাড়া অন্যদের মধ্য হইতে দুইজন হইবে, যদি তোমরা ভূপৃষ্ঠে সফর করিতে থাক এবং তোমাদের উপর মৃত্যুর বিপদ নামিয়া আসে। [৮০০] তোমরা নামাযের পর উভয়কে (সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য) আটকাইবে,[৮০১] যদি তোমরা (তাহাদের সাক্ষ্য সম্বন্ধে) সন্দিহান হও তাহা হইলে তাহারা আল্লাহ্‌র কসম খাইয়া বলিবে, 'আমরা ইহা দ্বারা কোন মূল্য গ্রহণ করিব না যদিও সে (যাহার সম্বন্ধে আমরা সাক্ষ্য দিতেছি আমাদের) নিকট আত্মীয়ই হউক না কেন; আমরা আল্লাহ্‌র (নির্দিষ্ট সত্য) সাক্ষ্য গোপন করিব না, করিলে নিশ্চয় আমরা পাপীদের অন্তর্ভুক্ত হইব।'

৭৯৯। আমাদের কর্তব্য হইল, অন্যান্যের কাছে সত্যের বাণী পৌঁছাইয়া দেওয়া। যদি তাহারা সত্যকে গ্রহণ করে, তাহা হইলেও উত্তম। যদি আমাদের পূর্ণ চেষ্টা সত্বেও তাহারা তাহাদের মন্দ পথ হইতে ফিরিতে না চায়, তাহা হইলে তাহাদের সত্য-প্রত্যাখ্যান দ্বারা আমাদের কোনই ক্ষতি হইবে না। তাহাদিগকে আমাদের চিন্তাধারার মধ্যে শামিল করিবার প্রয়াসে, আমরা যেন নীতি বিসর্জন না দেই। ইহা হইবে আত্ম-হত্যার মত। অন্যের আত্মাকে বাঁচাইতে যাইয়া নিজের আত্মাকে হত্যা করা একটি অশুভ আদান-প্রদান।

৮০০। মহানবী (সাঃ)-এর যমানায় একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল, যাহা অত্র আয়াত ও পরবর্তী দুইটি আয়াতের উপর আলোক সম্পাত করে। একজন মুসলমান নিজ ভূমি হইতে বহুদূরে মৃত্যু বরণ করেন। মৃত্যুকালে তিনি দুই খৃষ্টান-ভ্রাতা, তামীমদারী ও আদীর কাছে, তাহার মাল-পত্র জমা রাখিয়া তাহাদিগকে বলিলেন,ঐ জিনিষ পত্রগুলি যেন তাহারা মদীনায় অবস্থানরত তাহার উত্তরাধিকারীগণের নিকট পৌঁছাইয়া দেয়। মালামাল গ্রহণ করার পর উত্তরাধিকারীরা দেখিল যে, একটি রৌপ্যনির্মিত বাটী কম আছে। খৃষ্টান ভ্রাতৃদ্বয়কে ঐ রৌপ্য-বাটীর কথা জিজ্ঞাসা করাতে শপথ-পূর্বক তাহারা ঐ বিষয়ে নিজেদের অজ্ঞতা প্রকাশ করিল। পরবর্তীতে উত্তরাধিকারীরা ঐ রূপার বাটী মক্কাবাসীদের হাতে দেখিয়া, অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিল যে, ঐ দুই ব্যক্তি যাহারা মাল আমানত রাখিয়াছিল, তাহারাই রূপার বাটিটা বিক্রয় করিয়া দিয়াছিল। সুতরাং ঐ দুইব্যক্তিকে পুনরায় মদীনায় ডাকিয়া পাঠানো হইল। তাহারা উপস্থিত হইলে, উত্তরাধিকারীরা তাহাদের উপস্থিতিতেই শপথ করিয়া বলিল, ঐ রূপার বাটী তাহাদের নিজের। অতপর, ঐ বাটি উত্তরাধিকারীগণের কাছে প্রত্যর্পণের ব্যবস্থা করা হইল (মনসুর)।

৮০১। 'আসরের' নামাযের সময়ই এই কাজের প্রকৃষ্ট সময়। কারণ নবী করীম (সাঃ) এই আসরের নামাযের পরক্ষণেই উপরোক্ত রূপার-বাটির ব্যাপারে সাক্ষ্যগ্রহণের কাজ সম্পন্ন করিয়াছিলেন। নামাযের পরে পরেই সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণের কাজ সম্পাদন করার কারণ, সেই সময় মানুষের মন খোদা-ভীতিতে আপ্লুত থাকে এবং সত্যবাদিতার প্রতিও মনের ঝোঁক থাকে। যদি সাক্ষীরা অমুসলমান হয়, তাহা হইলে তাহাদের উপাসনার পরে পরেই তাহাদিগকে সাক্ষ্যদানের জন্য ডাকা যাইতে পারে, যাহাতে সময়ের প্রভাব ও মনের গাম্ভীর্য তাহাদিগকে সত্যকথা বলার প্রেরণা দেয়।

فَاِنْ عُثِرَ عَلٰٓى اَنَّهُمَا اسْتَحَقَّآ اِثْمًا فَاٰخَرٰنِ يَقُوْمٰنِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِيْنَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْاَوْلَيٰنِ فَيُقْسِمٰنِ بِاللّٰهِ لَشَهَادَتُنَآ اَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَآ ۖ اِنَّآ اِذًا لَّمِنَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٠٨﴾

১০৮। কিন্তু যদি ইহা প্রকাশ পায় যে, তাহারা দুইজন (সাক্ষীদ্বয়) পাপের ভাগী হইয়াছে, তাহা হইলে উক্ত দুই জনের স্থলে অন্য দুই ব্যক্তি তাহাদের মধ্য হইতে দাঁড়াইবে যাহাদের বিরুদ্ধে পূর্ববর্তী দুই[৮০২] ব্যক্তি সাক্ষ্য দিয়াছিল এবং তাহারা আল্লাহ্‌র কসম খাইয়া বলিবে, 'নিশ্চয় আমাদের সাক্ষ্য (পূর্ববর্তী) ঐ সাক্ষীদ্বয়ের সাক্ষ্য হইতে অধিকতর সত্য এবং আমরা সীমালংঘন করি নাই ; যদি আমরা ইহা করিয়া থাকি তাহা হইলে নিশ্চয় আমরা যালেমদিগের অন্তর্ভুক্ত হইব।'

ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَنْ يَّاْتُوْا بِالشَّهَادَةِ عَلٰى وَجْهِهَآ اَوْ يَخَافُوْٓا اَنْ تُرَدَّ اَيْمَانٌ بَعْدَ اَيْمَانِهِمْ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاسْمَعُوْا ۗ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ﴿١٠٩﴾

১০৯। ইহা উত্তম পদ্ধতি, যদ্দারা তাহারা সঠিক রূপে সাক্ষ্য দিবে, অথবা এই কথার ভয় করিবে যে, তাহাদের কসমকে অন্য কসমের দ্বারা রদ্ করা হইবে। এবং তোমরা আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর এবং কান পাতিয়া শ্রবণ কর। কারণ আল্লাহ্ বিদ্রোহপরায়ণ জাতিকে হেদায়াত দান করেন না।

১৪ [৮] ৪

يَوْمَ يَجْمَعُ اللّٰهُ الرُّسُلَ فَيَقُوْلُ مَاذَآ اُجِبْتُمْ ۖ قَالُوْا لَا عِلْمَ لَنَا ۖ اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ ﴿١١٠﴾

১১০। (সেই দিনকে স্মরণ কর) যে দিন আল্লাহ্ রসূলগণকে একত্রিত করিবেন এবং বলিবেন, 'তোমাদিগকে কি জবাব দেওয়া হইয়াছিল ?' তাহারা বলিবে, 'আমরা জানি না ; নিশ্চয় তুমি অদৃশ্য বিষয়সমূহের সর্বজ্ঞাতা।'[৮০৩]

اِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِىْ عَلَيْكَ وَعَلٰى وَالِدَتِكَ ۘ اِذْ اَيَّدْتُّكَ بِرُوْحِ الْقُدُسِ ۖ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِى الْمَهْدِ وَكَهْلًا ۚ وَاِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتٰبَ

১১১। যখন আল্লাহ্ বলিবেন, 'হে মরিয়মের পুত্র ঈসা ! তুমি তোমার উপর এবং তোমার মাতার উপর আমার নেয়ামতকে স্মরণ কর, যখন আমি রূহুল কুদুস (পবিত্র আত্মা) দ্বারা তোমাকে সামর্থ্য দান করিয়াছিলাম, তুমি দোলনায় ও পৌঢ় বয়সে[৮০৪] লোকদের সহিত কথা বলিতে, এবং যখন আমি তোমাকে কিতাব এবং হিকমত এবং তওরাত এবং ইন্‌জীল

৮০২। 'আওলায়ান' শব্দটি প্রথম দুই সাক্ষী সম্বন্ধে ব্যবহৃত হইয়াছে। কেননা সত্যিকারভাবে সাক্ষ্য দিবার জন্য তাহারাই বেশী উপযোগী ছিলেন—এই কারণে যে মৃত ব্যক্তির মৃত্যুকালে তাহারা উপস্থিত ছিলেন এবং তাহাদের উপস্থিতিতে মৃতব্যক্তি 'উইল' (ওসীয়্যাত) করিয়াছিলেন এবং তাহাদের কাছেই মাল-সম্পদ আমানত রাখা হইয়াছিল, যাহাতে উত্তরাধিকারীগণের কাছে পৌঁছাইয়া দেওয়া হয়। অপর দুই সাক্ষী মৃতব্যক্তির উত্তরাধিকারীদের মধ্য হইতে হওয়া উচিত।

৮০৩। নবীগণের উত্তর হইতে বুঝা যায় যে, আল্লাহ্ তা'লা কোন সংবাদ বা জ্ঞান লাভের জন্য প্রশ্ন করেন নাই। বরং অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে নবীদের সাক্ষ্য গ্রহণই আল্লাহ্ তা'লার আসল উদ্দেশ্য। ৪ঃ৪২ হইতেও তাহা সম্পষ্ট বুঝা যায়।

৮০৪। দোলনায় থাকিতে কথা বলা দ্বারা ইহাই বুঝায় যে ঈসা (আঃ) অল্প বয়সেই বুদ্ধিমত্তার সহিত জ্ঞান ও পুণ্যের কথা বলিতেন। এইরূপ অর্থপূর্ণ ও পুণ্যময় কথাবার্তা বলার মধ্যে তাঁহার মাতার অবদান প্রতিফলিত হইত। কারণ তাঁহার সাধ্বী, জ্ঞানী ও ধর্মপরায়ণা মাতা যে তাঁহাকে কত যত্ন সহকারে সুশিক্ষার মাধ্যমে লালনপালন করিয়াছিলেন, তাহা বালক ঈসার কথাবার্তা ও আচরণে প্রকাশ পাইত। মধ্যবয়সে ভাল ভাল কথা বলার দ্বারা বুঝা যায়, কেবল মাতা মরিয়মই যে ধর্মভীরু, পবিত্রা মহিলা ছিলেন তাহাই নহে, বরং ঈসাও স্বয়ং একজন পবিত্র ও ধার্মিক পুরুষ ছিলেন। কেননা, মধ্যম বয়সে যখন তিনি মাতার সরাসরি প্রভাবের আওতা হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন, তখনও তিনি জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিদীপ্ত পবিত্র কথা-বার্তাই বলিতেন। ৪১৮ টীকা দেখুন।

وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ ۚ وَاِذْ
تَخْلُقُ مِنَ الطِّيْنِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِاِذْنِيْ
فَتَنْفُخُ فِيْهَا فَتَكُوْنُ طَيْرًا بِاِذْنِيْ وَتُبْرِئُ
الْاَكْمَهَ وَالْاَبْرَصَ بِاِذْنِيْ ۚ وَاِذْ تُخْرِجُ
الْمَوْتٰى بِاِذْنِيْ ۚ وَاِذْ كَفَفْتُ بَنِيْٓ
اِسْرَآءِيْلَ عَنْكَ اِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ
فَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ اِنْ هٰذَآ اِلَّا
سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿١١١﴾

শিক্ষা দিয়াছিলাম, এবং যখন তুমি আমার আদেশে কাদা হইতে পাখীর অবস্থার অনুরূপ সৃষ্টি করিতে, অতঃপর উহাতে (নব-জীবন) ফুৎকার করিতে তখন আমার আদেশে উহা উড্ডয়নশীল হইত, এবং আমার আদেশে তুমি অন্ধ ও কুষ্ঠ রোগীকে নিরাময় করিতে,[৮০৫] এবং আমার আদেশে তুমি মৃতকে উত্থিত করিতে, এবং যখন আমি বনী ইস্রাঈলকে তোমা হইতে রুখিয়া রাখিয়াছিলাম,[৮০৬] যখন তুমি তাহাদের নিকট সুস্পষ্ট প্রমাণসমূহসহ আসিয়াছিলে ; এবং তাহাদের মধ্যে যাহারা অবিশ্বাস করিয়াছিল তাহারা বলিয়াছিল, 'ইহা প্রকাশ্য যাদু ব্যতীত কিছুই নহে ।'

وَاِذْ اَوْحَيْتُ اِلَى الْحَوَارِيّٖنَ اَنْ اٰمِنُوْا بِيْ
وَبِرَسُوْلِيْ ۚ قَالُوْٓا اٰمَنَّا وَاشْهَدْ بِاَنَّنَا
مُسْلِمُوْنَ ﴿١١٢﴾

১১২ । এবং স্মরণ কর আমার নেয়ামতকে যখন আমি হাওয়ারীদের প্রতি ওহী করিয়াছিলাম ঃ 'আমার উপর এবং আমার রসূলের উপর ঈমান আন,' তাহারা বলিয়াছিল, 'আমরা ঈমান আনিয়াছি এবং তুমি সাক্ষী থাক যে, আমরা নিশ্চয় আত্মসমর্পণকারী ।'

اِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ
هَلْ يَسْتَطِيْعُ رَبُّكَ اَنْ يُّنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآئِدَةً
مِّنَ السَّمَآءِ ۭ قَالَ اتَّقُوا اللّٰهَ اِنْ كُنْتُمْ
مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١١٣﴾

১১৩ । (স্মরণ কর) যখন হাওয়ারীগণ বলিয়াছিল, 'হে মরিয়মের পুত্র ঈসা ! তোমার প্রভু কি আকাশ[৮০৭] হইতে আমাদের জন্য খাদ্য-ভরতি খাঞ্চা[৮০৮] নাযেল করিতে পারেন ?' সে বলিল, 'তোমরা আল্লাহ্র তাক্ওয়া অবলম্বন কর যদি তোমরা মো'মেন হইয়া থাক ।'

قَالُوْا نُرِيْدُ اَنْ نَّاْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ
قُلُوْبُنَا وَنَعْلَمَ اَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُوْنَ
عَلَيْهَا مِنَ الشّٰهِدِيْنَ ﴿١١٤﴾

১১৪ । তাহারা বলিল, 'আমরা চাহি যে, আমরা উহা হইতে খাই, এবং আমাদের হৃদয় প্রশান্তি লাভ করে এবং আমরা জানিতে পারি যে, তুমি আমাদিগকে সত্য বলিয়াছ এবং আমরা যেন উহার উপর সাক্ষীগণের অন্তর্ভুক্ত হই ।'

৮০৫ । দেখুন ৪২০-ঘ এবং ৪২০-ঙ ।

৮০৬ । এখানে ঈসা (আঃ)-কে হত্যা করার জন্য, ইহুদীদের দ্বারা তাঁহাকে ক্রুশে লট্কানোর ঘটনা এবং এই ঘটনা হইতে ঈসা (আঃ)-কে আল্লাহ্ কর্তৃক বাঁচাইয়া দেওয়ার কথা বলা হইয়াছে ।

৮০৭ । আকাশ হইতে খাদ্যপ্রাপ্তির প্রার্থনাদ্বারা এই অর্থই বুঝায় যে, সে খাদ্য যেন অনায়াস-লভ্য হয়, দীর্ঘস্থায়ী হয় এবং নিশ্চিত হয় ।

৮০৮ । ঈসা (আঃ)-এর শিষ্যগণ এক বেলার খাদ্য প্রার্থনা করেন নাই, বরং তাহাদের প্রার্থনার উদ্দেশ্য ছিল খাদ্য-প্রাপ্তির একটি স্থায়ী ব্যবস্থা যেন তাহাদের হইয়া যায়, যাহাতে অল্পায়াসে তাহারা জীবিকা নির্বাহ করিতে পারে ।

قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَآ
اَنْزِلْ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ السَّمَآءِ تَكُوْنُ لَنَا
عِيْدًا لِّاَوَّلِنَا وَاٰخِرِنَا وَاٰيَةً مِّنْكَ ۚ
وَارْزُقْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ ﴿١١٥﴾

১১৫ । মরিয়মের পুত্র ঈসা বলিল,'হে আল্লাহ্ আমাদের প্রভু! তুমি আকাশ হইতে আমাদের জন্য খাদ্য ভরতি খাঞ্চা নাযেল কর যেন উহা আমাদের প্রথমাংশের জন্য এবং আমাদের শেষ অংশের[৮০৮-ক] জন্য ঈদ স্বরূপ হয় এবং তোমার নিকট হইতে এক নিদর্শন হয় এবং তুমি আমাদিগকে রিয্ক দান কর এবং তুমি সর্বোত্তম রিয্কদাতা ।'[৮০৯]

قَالَ اللّٰهُ اِنِّيْ مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ ۚ فَمَنْ
يَّكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَاِنِّيْٓ اُعَذِّبُهٗ عَذَابًا
لَّآ اُعَذِّبُهٗٓ اَحَدًا مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١١٦﴾ ع ١٥ [٧] ٥

১১৬ । আল্লাহ্ বলিলেন, 'নিশ্চয় আমি তোমাদের উপর ইহা নাযেল করিব ; কিন্তু তোমাদের মধ্য হইতে যে কেহ ইহার পর অকৃতজ্ঞতা করিবে, আমি তাহাকে এমন কঠোর শাস্তি দিব যে, বিশ্ব-জগতের অপর কাহাকেও এমন শাস্তি দিব না।'[৮১০]

وَاِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَاَنْتَ
قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُوْنِيْ وَاُمِّيَ اِلٰهَيْنِ
مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۭ قَالَ سُبْحٰنَكَ مَا يَكُوْنُ
لِيْٓ اَنْ اَقُوْلَ مَا لَيْسَ لِيْ ۤ بِحَقٍّ ۭ اِنْ
كُنْتُ قُلْتُهٗ فَقَدْ عَلِمْتَهٗ ۭ تَعْلَمُ مَا فِيْ
نَفْسِيْ وَلَآ اَعْلَمُ مَا فِيْ نَفْسِكَ ۭ اِنَّكَ
اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ ﴿١١٧﴾

১১৭ । এবং যখন আল্লাহ্ বলিবেন, 'হে মরিয়মের পুত্র ঈসা ! তুমি কি লোকদিগকে বলিয়াছিলে যে, আল্লাহ্কে ছাড়িয়া আমাকে এবং আমার মাতাকে দুই মা'বূদ[৮১১] রূপে গ্রহণ কর ?' সে বলিবে, 'তুমি পরম পবিত্র, আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না যে, আমি এমন কিছু বলি[৮১২] যাহা বলার অধিকার আমার নাই । যদি আমি ইহা বলিয়া থাকিতাম তাহা হইলে অবশ্য তুমি উহা জানিতে । তুমি জান যাহা আমার অন্তরে আছে,কিন্তু আমি তাহা জানি না যাহা তোমার অন্তরে আছে । নিশ্চয় তুমিই অদৃশ্য বিষয়সমূহের সর্বজ্ঞাতা ;

৮০৮-ক । খৃষ্টানগণ রোমান বাদ্শার মাধ্যমে প্রথমে জাগতিক ক্ষমতার মুখ দেখে এবং এখন বিশ্বের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়িয়া তাহারা কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা প্রয়োগ করিতেছে ।

৮০৯ । "ঈদ" শব্দ দ্বারা কিছুটা আভাষ দেওয়া হইয়াছে যে, খৃষ্টানগণের উত্থান ও উন্নতির দুইটি যুগ হইবে । কেননা, 'ঈদ' শব্দের অর্থ 'যে খুশীর দিন পুনরায় আসে' । কন্ষ্টান্টাইন-এর পরে পরেই, খৃষ্টান জাতি জাগতিক উন্নতিতে বিরাটাকারে সাফল্য লাভ করে । ইহা ছিল তাহাদের প্রাথমিক পর্যায়ের জাগতিক সাফল্যের স্বর্ণযুগ। আবার, অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে তাহারা যে, জাগতিক উন্নতি ও রাজনৈতিক কর্তৃত্ব পৃথিবীব্যাপী অর্জন করিয়াছে, অন্যান্য জাতির ইতিহাসে তাহার দৃষ্টান্ত খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না ।

৮১০ । এই আয়াতে সেই শাস্তির কথাই বলা হইয়াছে যাহা ১৯ ঃ ৯১ তে বলা হইয়াছে। গত দুইটি মহাযুদ্ধের ভয়াবহতা এই ভবিষ্যদ্বাণীর এক পর্যায় পূর্ণ করিয়াছে । একমাত্র আল্লাহ্তা'লাই জানেন, পশ্চিমা খৃষ্টান জাতির জন্য আরো কোন্ ভয়াবহ শাস্তি অপেক্ষা করিতেছে ।

৮১১ । খৃষ্টান জাতি মরিয়মের প্রতি ঐশী-ক্ষমতা আরোপ করার যে পথ ধরিয়াছে, এই আয়াত উহার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে । গীর্জায় লীটানী নামক প্রার্থনা পদ্ধতিতে স্বর্গীয়-ক্ষমতার অধিকারিণী হিসাবে মরিয়মের কাছে সাহায্যের জন্য প্রার্থনা করা হয় । রোমীয় গীর্জার 'ক্যাটেকিজম' (প্রশ্নোত্তর) পদ্ধতিতে মরিয়মকে ঈশ্বর-মাতা বলিয়া ধর্মমত পোষণ ও প্রচার করা হয়। পূর্বে গীর্জার 'ফাদারগণ' তাহাকে 'স্বর্গীয়' বলিয়া সম্মান দেখাইতেন । মাত্র কয়েক বৎসর পূর্বে, দ্বাদশ পোপ পীয়ুস গীর্জার ধর্ম-বিশ্বাসের মধ্যে মরিয়মের সশরীরে আকাশ-গমন ও অবস্থানকে স্থান দিয়াছেন । এই সব নব নব বিশ্বাস মরিয়মকে ঈশ্বরের স্তরে পৌছাইয়াছে । প্রটেস্ট্যান্টগণ ইহাকে মরিয়মবাদ বা মরিয়ম-পূজা নামে নিন্দা করিয়া থাকেন ।

৮১২ । 'মা ইয়াকুনু লী'-এর অনুবাদ করা হইয়াছে "আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না' । ইহার অনুবাদ এইরূপও হইতে পারে ঃ ইহা আমার পক্ষে মোটেই শোভনীয় হইত না ; ইহা আমার পক্ষে সম্ভবই ছিল না , আমার (এইরূপ বলার) কোন অধিকারই ছিল না ইত্যাদি ।

مَا قُلْتُ لَهُمْ اِلَّا مَآ اَمَرْتَنِيْ بِهٖٓ اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ رَبِّيْ وَرَبَّكُمْ ۚ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا مَّا دُمْتُ فِيْهِمْ ۚ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِيْ كُنْتَ اَنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمْ ۭ وَاَنْتَ عَلٰي كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ ﴿١١٨﴾

১১৮। আমি তাহাদিগকে কিছুই বলি নাই কেবল উহা ব্যতিরেকে যাহার আদেশ তুমি আমাকে দিয়াছিলে যে, তোমরা ইবাদত কর আল্লাহ্‌র, যিনি আমারও প্রভু[৮১৩] এবং তোমাদেরও প্রভু, এবং আমি যতদিন তাহাদের মধ্যে ছিলাম আমি তাহাদের উপর সাক্ষী ছিলাম,[৮১৪] কিন্তু যখন তুমি আমাকে মৃত্যু দিলে[৮১৫] তখন তুমিই তাহাদের উপর তত্ত্বাবধায়ক ছিলে, প্রকৃতপক্ষে তুমিই সকল বিষয়ের উপর সাক্ষী ;

اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ ۚ وَاِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿١١٩﴾

১১৯। যদি তুমি তাহাদিগকে শাস্তি দাও তাহা হইলে তাহারা তো তোমারই বান্দা এবং যদি তুমি তাহাদিগকে ক্ষমা কর তাহা হইলে নিশ্চয় তুমিই মহা পরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়।'

قَالَ اللّٰهُ هٰذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصّٰدِقِيْنَ صِدْقُهُمْ ۭ لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ۭ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ۭ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿١٢٠﴾

১২০। আল্লাহ্ বলিবেন, 'এই দিনটি এমন যে, সত্যবাদীগণের উপকারে আসিবে তাহাদের সত্যবাদিতাই। তাহাদের জন্য এমন জান্নাতসমূহ রহিয়াছে যাহার তলদেশ দিয়া নহরসমূহ প্রবাহিত ; উহাতে তাহারা চিরকাল বাস করিবে। আল্লাহ্ তাহাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তাহারাও তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট ; ইহাই মহান সফলতা।'

لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا فِيْهِنَّ ۭ وَهُوَ عَلٰي كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿١٢١﴾ ع ١٦ [٥] ٦

১২১। আকাশসমূহ এবং পৃথিবী এবং উহাদের মধ্যে যাহা কিছু আছে সকলের আধিপত্য আল্লাহ্‌রই ; এবং তিনিই সকল বিষয়ের উপর সর্বশক্তিমান।[৮১৬]

৮১৩। ঈসা (আঃ) একমাত্র আল্লাহ্‌রই উপাসনা করিতে শিক্ষা দিয়াছিলেন (মথি-৪ ঃ ১০ ; লুক-৪ ঃ ৮)।

৮১৪। যতদিন পর্যন্ত ঈসা (আঃ) জীবিত ছিলেন, তিনি তাঁহার অনুসারীদের প্রতি প্রখর দৃষ্টি রাখিতেন যাহাতে তাহারা সঠিক পথ হইতে ছিট্‌কাইয়া না পড়ে। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পরে, তাহারা কোন্ পথ অবলম্বন করিয়াছে এবং কোন্ কোন্ মিথ্যা বিশ্বাস গ্রহণ করিয়াছে, তাহা তিনি জানিতে পারেন নাই। এখন যেহেতু তাঁহার অনুসারীরা বিপথগামী হইয়াছে, তাহাতে ইহা চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত হয় যে, তিনি মৃত্যুবরণ করিয়াছেন। কেননা, এই আয়াত এই কথাই বলে যে, ঈসা (আঃ)-এর অনুসারীরা তাঁহার মৃত্যুর পরেই তাঁহাকে খোদা বলিয়া পূজা করিবে। দ্বিতীয়তঃ এই আয়াতের বর্ণনা অনুযায়ী, ঈসা (আঃ)-এর কথা— তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহাকে এবং তাঁহার মাকে দুই খোদা বলিয়া পূজা করার কথা তিনি মোটেই জ্ঞাত নহেন— প্রমাণ করে যে, তিনি আর কখনও এই পৃথিবীতে আগমন করিবেন না। কেননা, যদি তিনি পৃথিবীতে পুনরাগমন করিতেন এবং সচক্ষে দেখিতেন যে, তাঁহার অনুসারীরা তাঁহাকে ও তাঁহার মাতাকে পূজা করিতেছে, তাহা হইলে তিনি এই বিষয়ে নিজের অজ্ঞতা প্রকাশ করিতে পারিতেন না। এইরূপ অজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া আল্লাহ্‌র কাছে উত্তর দিলে, ইহাকে জ্বাজ্বল্যমান মিথ্যা বলিয়া আল্লাহ্ তাঁহাকে তিরস্কার করিতেন। নবী হইয়া, আদৌ তিনি মিথ্যা বলিতে পারেন না। অতএব, এই আয়াত অত্যন্ত দৃঢ়তার সহিত বলিয়া দিতেছে যে, ঈসা (আঃ) মারা গিয়াছেন। তিনি আর কখনও পৃথিবীতে প্রত্যাগমন করিবেন না। তদুপরি, নবী করীম (সাঃ)-এর একটি সুবিখ্যাত হাদীসে আছে যে, নবী করীম (সাঃ) যখন তাঁহার একদল অনুসারীকে কেয়ামতের দিন দোযখের দিকে নেওয়া হইতেছে দেখিবেন, তখন তিনিও এই কথাগুলিই বলিবেন, যাহা এই আয়াতে, ঈসা (আঃ)-এর মুখে উচ্চারিত হইয়াছে (বুখারী ঃ কিতাবুত্‌তাফসীর, সূরা মায়েদা) ইহাও আর একটি অতিরিক্ত প্রমাণ যে, রসূলে পাক (সাঃ)-এর মতই ঈসা (আঃ) মৃত্যুবরণ করিয়াছেন।

৮১৫। ৪২৪ টীকা দেখুন।

৮১৬। এই আয়াতটি সূরা মায়েদার যথার্থ পরিসমাপ্তি। কেননা এই সূরাতে খৃষ্টানদের ভ্রান্তিগুলিকে অতি পরিষ্কার ও কার্যকরীভাবে তুলিয়া ধরা হইয়াছে এবং তাহাদের বিশ্বাসগুলিকে সম্পূর্ণ অসার প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। এই আয়াতে পরোক্ষভাবে এই কথাও ঘোষণা করা হইয়াছে যে, খৃষ্টান জাতিগণের জাগতিক চাক্‌চিক্য ও প্রতিপত্তির দিনগুলি স্থায়ী হইবে না। আল্লাহ্‌র রাজ্য অবশেষে তাহাদের হাত হইতে ছিনাইয়া নেওয়া হইবে এবং তাঁহার দৃষ্টিতে যাহারা অধিকতর যোগ্য, তাহাদের হাতে ন্যস্ত করা হইবে।

৬-সূরা আল্ আন্'আম
(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণ হওয়ার তারিখ ও প্রসংগ

এই সূরাটি মক্কী সূরাসমূহের অন্তর্ভুক্ত । অধিকাংশ বর্ণনাকারীর মতে সূরাটির সম্পূর্ণ অংশ এক সাথে নাযেল হইয়াছে । কোন কোন হাদীসবেত্তা বর্ণনা করিয়াছেন যে, সূরাটি নাযেল হওয়ার সময় প্রায় ৭০,০০০ ফিরিশ্‌তা প্রহরারত ছিল । ইহাতে সূরাটির বিষয়বস্তু যে আল্লাহ্‌র বিশেষ অনুগ্রহে সংরক্ষিত হইয়াছে, সেই দিকেই ইঙ্গিত করে । সূরাটির শিরোনাম সম্ভবতঃ ইহার ১৩৭-১৩৯ আয়াত হইতে লওয়া হইয়াছে যেখানে গবাদি পশুকে আল্লাহ্‌র সহিত অংশীদার করার মিথ্যা ধারণার জন্য মোশরেক আরবদের নিন্দা করা হইয়াছে ।

বিষয়বস্তু

এই সূরাতে বিষয়বস্তু বর্ণনার দিক হইতে পূর্ববর্তী সূরা সমূহের সহিত একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় । যেমন, অ-ইসরাঈলী ধর্মগুলির ভ্রান্তি খণ্ডন প্রসঙ্গ ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে এবং প্রথমেই যরাথুস্ত্রীয় ধর্মের দ্বৈতবাদী বিশ্বাসকে খণ্ডন করা হইয়াছে—অর্থাৎ, শুভ ও অশুভের খোদা যে, আলাদা অস্তিত্ব নয়, বরং শুভ ও অশুভ একই আল্লাহ্‌র সৃষ্টি এই সত্য ঘোষিত হইয়াছে । কুরআন এই দ্বৈতবাদী বিশ্বাসকে খণ্ডনের লক্ষ্যে এই যুক্তি পেশ করিয়াছে যে, ভাল এবং মন্দ করার ক্ষমতা বস্তুতঃ একই শিকলের দুইটি কড়া স্বরূপ, ইহাদের একটি অপরটি ছাড়া অসম্পূর্ণ, এজন্য এই দুইটি দুইজন আলাদা খোদা কর্তৃক সৃষ্ট হইতে পারে না । আলো ও অন্ধকার মূলতঃ সেই একই আল্লাহ্‌র সৃষ্টি, যিনি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন । ইহা তো আসলে আল্লাহ্‌র দ্বিত্বতার পরিবর্তে তাঁহার একত্বকেই সাব্যস্ত করে এবং বিশেষভাবে মানুষ সৃষ্টির জন্য আল্লাহতা'লার ঐশী-অনুগ্রহ ও মানুষের সহজাত শক্তি এবং ক্ষমতার প্রতি ইঙ্গিত করে । অতঃপর, সূরাটিতে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোচনা করা হইয়াছে যে ঐশী-প্রদত্ত ক্ষমতার অপব্যবহার জনিত কারণেই মন্দের উৎপত্তি হয় এবং যখন মানুষ এইরূপ খোদা-প্রদত্ত সৎ প্রবৃত্তির সুষ্ঠু ব্যবহার স্থগিত রাখে এবং সত্য প্রত্যাখ্যানে তৎপর হয় তখনই আল্লাহ্‌তা'লা তাঁহার বিশেষ অনুগ্রহে তাহাদের মাঝে এক রসূল প্রেরণ করেন, যিনি তাহাদেরকে প্রবৃত্তির সঠিক ব্যবহার শিক্ষা দেন । অতঃপর, বর্ণিত হইয়াছে যে, ঐশী-শাস্তি প্রদানে বিলম্ব দেখিয়া কাফের অনেক সময় পাপ কাজে আরো বেশী সাহসী হইয়া উঠে, যদিও শাস্তি প্রদানে এই বিলম্ব আল্লাহ্‌তা'লার অপার অনুগ্রহের জন্যই হইয়া থাকে । কাফেরগণ সমাগত নবী ও তাঁহার অনুসারীদের দুঃখ কষ্ট দিয়া একটা অলীক আশা পোষণ করে যে, এই ভাবে তাহারা নবীর মিশন ও ধর্ম বিশ্বাসকে দুর্বল করিয়া ফেলিবে, কিন্তু চরম নির্যাতন ও দুঃখ-কষ্টের মোকাবিলায় মো'মেনরা অবিচল ও দৃঢ় থাকে । অন্য দিকে কাফেররা যদি কোন দৈব দুর্বিপাক-জনিত কারণে প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হয়, তাহা হইলে তাহারা তৎক্ষণাৎ তাহাদের অংশীবাদী বিশ্বাস হইতে মুখ ফিরাইয়া লয় । অতঃপর, ধর্মহীনতা যে পরকালে অবিশ্বাস এবং অবিশ্বাসী কর্তৃক আল্লাহতা'লার সহিত সত্যিকার সম্পর্ক স্থাপনের অক্ষমতা হইতেই সৃষ্টি হয় সেই বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হইয়াছে । এই ধরণের দ্বৈত মিথ্যা আচরণের ফলে তাহারা সত্য প্রত্যাখানে সাহসী হয় এবং তাহাদের হৃদয় কঠিন হইয়া পড়ে । বস্তুতঃ কাফের কর্তৃক নবীর মিশনের বিরোধিতা খুব একটা প্রকৃতি বিরোধী কাজ নয়, কেননা, তাহারাই শুধু আল্লাহতা'লার খোঁজ করে যাহারা আধ্যাত্মিক বিষয়াবলীর সহিত একটা আত্মিক সম্পর্ক রাখে, আর যাহারা আধ্যাত্মিক ভাবে বধির, তাহারা তো আল্লাহ্‌র ডাক শুনিতে পায় না । তাহাদেরকে নিদর্শনের পর নিদর্শন দেখানো হইলেও তোতা পাখীর শিখানো বুলির মত বলিতে থাকে যে, কোন নিদর্শনই তাহারা দেখিতে পায় নাই । হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর বিরুদ্ধবাদীরা অনেক নিদর্শন দেখা সত্বেও ঐ গুলিকে মিথ্যা বলিয়াছে এবং ঐগুলি হইতে উপকৃত হয় নাই । তাহাদেরকে তাই সতর্ক করা হইয়াছে যে, এইবার তাহারা শুধু শাস্তির নিদর্শন দেখিবে । কিন্তু আল্লাহ্ শাস্তি প্রদানে ধীর । একমাত্র তখনই আল্লাহ্‌তা'লা তাহাদেরকে শাস্তি দেন যখন তাহারা ইচ্ছাকৃতভাবে বারবার ঐশী-নির্দেশাবলীকে ঘৃণা ভরে প্রত্যাখান করে এবং বিনীত ভাবে তাঁহার নিকট তওবা করে না । অতঃপর, বলা হইয়াছে যে, যাহাদের হৃদয়ে খোদা-ভীতি আছে, শুধু তাহারাই সত্যকে গ্রহণ করে, এবং হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) যেন, যাহারা খোদা-ভীরু তাহাদের নিকটই কেবলমাত্র তাঁহার বাণী প্রচার করেন । অন্যান্যদের জন্য প্রথমে তাহাদের হৃদয়ে খোদা-ভীতি সৃষ্টি করিতে হইবে, যাহার পরই কেবল মাত্র ধর্ম সম্পর্কীয় যুক্তি-তর্ক তাহাদের কাজে আসিতে পারে । অতঃপর, ইসলামের উন্নতির এক অপরিহার্য কারণ হিসাবে বলা হইয়াছে যে বিশ্বাসীদের অবশ্যই আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করিতে হইবে—কেননা, নবীও মরণশীল মানুষ এবং তিনি নিশ্চয় মারা যাইবেন । তাঁহার মৃত্যুর পর যে বিশ্বাসীর দল বাঁচিয়া থাকিবে তাহাদেরই দায়িত্ব হইবে ঐশী-বাণীর বিশ্বব্যাপী প্রচার করা । অতঃপর, অবিশ্বাসীদের উদ্দেশ্যে বলা হইয়াছে যে, শুধু এই কারণে তাহাদের পক্ষে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রতি দোষারোপ করা সঙ্গত হইতে পারে না যে, ঐশী-কোপ এখনও তাহাদের উপর আপতিত হয় নাই । ইহা তাহাদের এক ধরণের মূর্খতা, কেননা, সত্যের অস্বীকারকারী দাম্ভিক লোকদের শাস্ত প্রদান তো একমাত্র আল্লাহ্‌তা'লারই এখতিয়ারে এবং তিনি যখন প্রয়োজন মনে করেন তখনই তাহাদের শাস্তি দিয়া থাকেন ।

হইতে পারে যে, আজ যে লোক সত্যের বিরুদ্ধবাদী এবং ঐশী-শাস্তির যোগ্য, আগামীকালই হয়ত সে তাহার ভিতরে সত্যিকারের পরিবর্তন সাধিত করিবে এবং সে ঐশী-অনুগ্রহের হকদার হইবে। সুতরাং, কাহারো প্রতি শাস্তির দণ্ড প্রদান অথবা উহার স্থগিতকরণ একান্তভাবেই আল্লাহ্‌তা'লার নিজস্ব কাজ। অতঃপর, সূরাটিতে বহু-ঈশ্বর-পূজার ভ্রান্ত ধারণা নিরসনে হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ) যে যুক্তি-তর্ক তাঁহার কওমের নিকট পেশ করিয়াছিলেন, উহার অবতারণা করা হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ) এবং তাঁহার বংশধরদের প্রতি এই পৃথিবীতে সত্য প্রতিষ্ঠার কঠোর প্রচেষ্টার জন্য আল্লাহতা'লা যে অনুগ্রহ ও মর্যাদা দান করিয়াছিলেন, উহারও উল্লেখ করা হইয়াছে। অতঃপর, বলা হইয়াছে যে, আল্লাহ্‌তা'লার নবীগণের মিশন কখনও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় না। বৃষ্টির পানি যেমন বিবর্ণ ও প্রাণহীন মাটির বুকে উর্বরতা ও প্রাণের স্পন্দন দান করে, নবীগণের আগমনেও তেমনি আধ্যাত্মিক ভুবনে সজীবতা ফিরিয়া আসে। আর যেহেতু আল্লাহ্ সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করা মানুষের পক্ষে ততক্ষণ পর্যন্ত সম্ভবপর হয় না যতক্ষণ না স্বয়ং আল্লাহ্‌তা'লা মানুষের নিকট প্রকাশিত হন, তাই যুগে যুগে নবীদিগের আবির্ভাব হওয়ার একান্ত প্রয়োজন রহিয়াছে। কেননা, নবীগণের মাধ্যমেই আল্লাহ্‌তা'লা পৃথিবীতে নিজেকে প্রকাশিত করেন। অতঃপর, বর্ণিত হইয়াছে যে, সত্যিকার বিশ্বাস অর্জনের জন্য হৃদয়ের পরিপূর্ণ পরিবর্তন একটি অপরিহার্য শর্ত। এই ধরণের পরিবর্তন ব্যতিরেকে বিভিন্ন নিদর্শন বা মোজেযাও অধিকাংশ সময় কোন কাজে আসে না। অতঃপর, ইসলাম ও শিরক তথা অংশীবাদী চিন্তাধারার মধ্যে যে বিপরীতধর্মী শিক্ষা নিহিত রহিয়াছে উহার প্রতি ইঙ্গিত পূর্বক বলা হইয়াছে যে, ইসলাম যুক্তি ও বিবেকের যথাযথ চাহিদা পূরণে সক্ষম, কিন্তু অংশীবাদী শিক্ষা, রীতি-পদ্ধতি জ্ঞান ও যুক্তি বহির্ভূত। সূরাটির শেষের দিকে বলা হইয়াছে যে, ঐ সকল জাতি, যাহারা এখনো কোন ঐশী-বাণী লাভ করে নাই, তাহাদের সম্মান ও আত্মিক উন্নয়নের জন্যও কুরআনের শিক্ষা নাযেল হইয়াছে, যাহাতে আহ্‌লে কিতাবগণের নিকট তাহাদের কোন হীনমন্যতার কারণ না ঘটে। কুরআনের শিক্ষা পূর্ববর্তী ঐশী-গ্রন্থ সমূহের সীমিত শিক্ষা হইতে স্বতন্ত্র, কেননা, ইহা সমগ্র মানবমণ্ডলীর জন্য প্রেরিত হইয়াছে, এবং ইহা মানব জাতির বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে সত্যিকার ও স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই মানুষ ও তাহার সৃষ্টিকর্তার মধ্যে এক মহান সম্পর্ক স্থাপন করিতে সক্ষম।

৬-সূরা আল্ আন'আম

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্ সহ ইহাতে ১৬৬ আয়াত এবং ২০ রুকূ আছে ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمٰتِ وَالنُّوْرَ ۚ ثُمَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُوْنَ ②

২। সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌রই যিনি আকাশ মণ্ডল এবং পৃথিবী সৃষ্টি [৮১৭] করিয়াছেন এবং অন্ধকাররাশি এবং আলোকের উদ্ভব করিয়াছেন; ইহা সত্বেও যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহারা তাহাদের প্রভুর সমকক্ষ স্থিরিকৃত করে ।

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ طِيْنٍ ثُمَّ قَضٰٓى اَجَلًا ؕ وَاَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهٗ ثُمَّ اَنْتُمْ تَمْتَرُوْنَ ③

৩। তিনিই তোমাদিগকে কাদা হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন অতঃপর, তিনি এক নির্দিষ্ট মিয়াদ [৮১৮] নির্ধারিত করিয়াছেন । এবং তাঁহার নিকট [৮১৯] অপর একটি নির্দিষ্ট মিয়াদ রহিয়াছে । তথাপি সন্দেহ কর তোমরা ।

وَهُوَ اللّٰهُ فِى السَّمٰوٰتِ وَفِى الْاَرْضِ ؕ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُوْنَ ④

৪। এবং আকাশ মণ্ডল ও পৃথিবীতে [৮২০] তিনিই আল্লাহ্ । তিনি তোমাদের গুপ্ত এবং তোমাদের প্রকাশ্য সব কিছু জানেন । এবং তিনি উহাও জানেন যাহা তোমরা অর্জন কর ।

وَمَا تَاْتِيْهِمْ مِّنْ اٰيَةٍ مِّنْ اٰيٰتِ رَبِّهِمْ اِلَّا كَانُوْا عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ ⑤

৫। এবং তাহাদের নিকট তাহাদের প্রভুর নিদর্শনাবলী হইতে যে নিদর্শনই [৮২১] আসে তাহারা উহা হইতে মুখ ফিরাইয়া লয় ।

৮১৭। 'জা'আলা' শব্দ কোন কোন সময় 'খালাকা' শব্দের সমার্থক রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে (যাহার অর্থ তিনি সৃষ্টি করিয়াছিলেন); কিন্তু দ্বিতীয় শব্দ যখন কোন বস্তু পরিমিত ভাবে পরিকল্পনা অনুযায়ী সৃষ্টি করার ভাব প্রকাশ করে, তখন প্রথমোক্ত শব্দ কোন জিনিষের বিশেষ অবস্থা বা পরিবেশ, অথবা ইহা গঠিত করা বা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে নিযুক্ত করা বুঝায় (লেইন)। পৌত্তলিকতার বুনিয়াদ মনে হয় দুইটি মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত । হিন্দুরা এই মতবাদের প্রধান সমর্থক; তাহাদের মতে ঈশ্বর তাঁহার ক্ষমতা অন্য কতকগুলি সত্তাতে অর্পণ করিয়াছেন । জর-থুস্ত্রীয়গণ দুই খোদায় বিশ্বাস করেঃ অহূরমুজদ— আলোর খোদা এবং আহ্‌রিমন্— অন্ধকারের খোদা । আলোচ্য আয়াত উক্ত উভয় মতবাদই খণ্ডন করে এবং ঘোষণা করে যে, আল্লাহ্‌তা'লা আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা এবং তিনিই আলো এবং অন্ধকার সৃষ্টি করিয়াছেন; এবং যেহেতু সকল শক্তি এবং সকল প্রশংসা তাঁহারই, অতএব, তাঁহার কি প্রয়োজন যে, তিনি অন্যের উপর ক্ষমতা অর্পণ এবং কার্য সম্পাদনের দায়িত্ব প্রদান করিবেন ?

৮১৮। মানুষের সৃষ্টি এবং তাহার মৃত্যু (নির্ধারিত সময়ে) আল্লাহ্‌তা'লার করুণার কর্ম বলিয়া উল্লেখিত হইয়াছে ।

৮১৯। "মিয়াদ" শব্দের অর্থঃ—(১) ব্যক্তি-জীবনের পরিসর সম্পর্কিত এবং (২) "সময়-সীমা" বিশ্বজগতের জীবন বা অস্তিত্বকাল নির্দেশ করে ।

৮২০। আয়াতের অর্থ ইহা নহে যে, আল্লাহ্‌তা'লার সত্তা আকাশ ও পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে । ইহার মর্মার্থ হইল, সমগ্র বিশ্বচরাচর তাঁহার জ্ঞানের আওতাভুক্ত ।

৮২১। আল্লাহ্‌তা'লার জ্ঞান ও শক্তির অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ হইতেছে, তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ যাহা তিনি তাঁহার নবী-রসূলগণের নিকট প্রকাশ করিয়া থাকেন এবং ইহাদের মাধ্যমে প্রবল বাধা-বিপত্তির মোকাবিলাতে তাহাদের প্রতি তাঁহার অপ্রতিহত ও অসাধারণ সাহায্য এবং সমর্থন জানাইয়া থাকেন । এই সকল বিষয়কেই মোজেযা ও নিদর্শন বলা হয় ।

فَقَدْ كَذَّبُوْا بِالْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ ۚ فَسَوْفَ يَأْتِيْهِمْ اَنْۢبٰٓؤُا مَا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ۝٦

৬। সুতরাং যখন পূর্ণ সত্য তাহাদের নিকট আসিল তখন ইহাকেও তাহারা মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিল; সুতরাং অচিরেই উহার সংবাদসমূহ[৮২২] তাহাদের নিকট পৌঁছিবে যাহা লইয়া তাহারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিতেছিল।

اَلَمْ يَرَوْا كَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ قَرْنٍ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَّكُمْ وَاَرْسَلْنَا السَّمَآءَ عَلَيْهِمْ مِّدْرَارًا ۖ وَّجَعَلْنَا الْاَنْهٰرَ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهِمْ فَاَهْلَكْنٰهُمْ بِذُنُوْبِهِمْ وَاَنْشَاْنَا مِنْۢ بَعْدِهِمْ قَرْنًا اٰخَرِيْنَ ۝٧

৭। তাহারা কি দেখে নাই যে, তাহাদের পূর্বে আমরা কত যুগের মানুষকে[৮২৩] ধ্বংস করিয়াছি, তাহাদিগকে আমরা পৃথিবীতে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলাম যেভাবে আমরা তোমাদিগকে প্রতিষ্ঠিত করি নাই[৮২৪] এবং তাহাদের উপর আমরা মুষলধারে বর্ষণশীল মেঘমালা পাঠাইয়াছিলাম; এবং এমন নহরসমূহ জারী করিয়াছিলাম যাহা তাহাদের তলদেশ দিয়া প্রবাহিত হইত; অতঃপর তাহাদের পাপ সমূহের জন্য আমরা তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছিলাম, এবং তাহাদের পরে অন্য ধংশধরকে উদ্ভব করিয়াছিলাম।

وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتٰبًا فِىْ قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوْهُ بِاَيْدِيْهِمْ لَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ۝٨

৮। এবং যদি আমরা তোমার উপর কাগজে লিখিত কিতাব নাযেল করিতাম এবং উহাকে তাহারা নিজেদের হাত দিয়া[৮২৫] স্পর্শ করিত, তবুও যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহারা অবশ্যই বলিত, 'ইহা যাদু ব্যতীত আর কিছুই নহে।'

وَقَالُوْا لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ ۭ وَلَوْ اَنْزَلْنَا مَلَكًا لَّقُضِىَ الْاَمْرُ ثُمَّ لَا يُنْظَرُوْنَ ۝٩

৯। এবং তাহারা বলে,' তাহার উপর কোন ফিরিশ্‌তা কেন নাযেল করা হয় নাই ?' এবং যদি আমরা কোন ফিরিশ্‌তা নাযেল করিতাম,[৮২৬] তাহা হইলে তো বিষয়বস্তুর ফয়সালাই করিয়া দেওয়া হইত, অতঃপর তাহাদিগকে কোন অবকাশ দেওয়া হইত না।

৮২২। 'নাবা'-এর বহুবচনে "আম্বাউ" শব্দ কুর্‌আনে সাধারণতঃ গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ সম্পর্কে ব্যবহার করা হইয়াছে, যাহা কোন বৃহৎ ঘটনার সহিত সম্পর্কযুক্ত (কুল্লিয়াত)।

৮২৩। 'কার্ণ' অর্থ মানুষের বংশধর ও প্রজন্ম। পূর্ববর্তী বা পরবর্তী প্রজন্মের সঙ্গে সংযুক্ত প্রজন্ম; এক যমানার সব মানুষ (লেইন)।

৮২৪। "যেভাবে আমরা তোমাদিগকে প্রতিষ্ঠিত করি নাই" এই কথার অর্থ ইহা নহে যে, পৃথিবী পশ্চাদ্‌গামী। কোন সন্দেহ নাই যে, ইহা সামগ্রিকভাবে অগ্রগতির দিকেই চলিয়াছে। কিন্তু কোন কোন প্রাচীন জাতি যাহারা অতীতে সভ্যতার উচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছিল, তাহারা শিল্প এবং বিজ্ঞানের বিশেষ শাখায় এত উন্নত ছিল যে, তাহাদের পরবর্তী বংশধরগণ তাহাদিগের সমকক্ষ হইতে পারে নাই। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, বর্তমান বিজ্ঞানের রাজ্যে বিস্ময়কর অগ্রগতি সত্ত্বেও আধুনিক যুগ প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতার কোন কোন নিদর্শনের প্রতি এখনও অবাক হইয়া তাকাইয়া থাকে।

৮২৫। তাহারা নিশ্চিত করিয়া লইয়াছিল যে ইহা ঐশী-বস্তু, পার্থিব নহে— (তথাপি তাহারা ইহাকে স্পষ্ট যাদু বলিয়াই অভিহিত করিত)।

৮২৬। " ফিরিশ্‌তা নাযেল করিতাম" বাক্যটি অত্যাসন্ন ঐশী-শাস্তির প্রতি নির্দেশ করে।

وَلَوْ جَعَلْنٰهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنٰهُ رَجُلًا وَّلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَّا يَلْبِسُوْنَ ⑨

১০। এবং যদি আমরা তাহাকে (এই রসূলকে) ফিরিশ্‌তা করিতাম, তাহা হইলেও আমরা নিশ্চয় তাহাকে একজন পুরুষই করিতাম এবং তাহাদের উপর বিষয়টি আমরা সংশয়াচ্ছন্ন করিয়া দিতাম যাহাকে তাহারা নিজেরাই সংশয়াচ্ছন্ন করিতেছে। ৮২৭

وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِيْنَ سَخِرُوْا مِنْهُمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ⑩

১১। এবং তোমার পূর্বেও রসূলগণকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হইয়াছে, ফলে তাহাদের মধ্য হইতে যাহারা হাসি-বিদ্রূপ করিয়াছিল তাহাদিগকে উহাই পরিবেষ্টন করিয়াছিল যাহা লইয়া তাহারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিত।

১ [১১] ৭

قُلْ سِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ ثُمَّ انْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ ⑪

১২। তুমি বল, 'তোমরা ভূ-পৃষ্ঠে ভ্রমণ কর, অতঃপর দেখ, (সত্যকে) মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যানকারীদের পরিণাম কি হইয়াছিল ?'

قُلْ لِّمَنْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ قُلْ لِّلّٰهِ ؕ كَتَبَ عَلٰى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ؕ لَيَجْمَعَنَّكُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَا رَيْبَ فِيْهِ ؕ اَلَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ⑫

১৩। তুমি বল, 'আকাশ মণ্ডল ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে ঐ সকল কাহার ?' তুমিই বল, 'আল্লাহ্‌রই।' রহমতকে[৮২৮] তিনি নিজের উপর অবধারিত করিয়া লইয়াছেন। নিশ্চয় তিনি তোমাদিগকে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত একত্রিত করিয়া যাইতে থাকিবেন, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। যাহারা নিজদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছে তাহারাই ঈমান আনিবে না।

وَلَهٗ مَا سَكَنَ فِي الَّيْلِ وَالنَّهَارِ ؕ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ⑬

১৪। রাত্রি ও দিবসে যাহা কিছু অবস্থান করিতেছে, সকলই তাঁহার। বস্তুতঃ তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।

قُلْ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ ؕ قُلْ اِنِّيْٓ اُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ اَوَّلَ مَنْ اَسْلَمَ وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ⑭

১৫। তুমি বল, 'আমি কি আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়া অন্য কাহাকেও অভিভাবকরূপে গ্রহণ করিব অথচ তিনি আকাশ মণ্ডল ও পৃথিবীর আদিস্রষ্টা,[৮২৯] এবং তিনিই (অন্যকে) আহার করান এবং তাঁহাকে আহার করানো হয় না ?' তুমি বল, 'নিশ্চয় আমি আদিষ্ট হইয়াছি যেন আমি তাহাদের মধ্যে প্রথম হই যাহারা আত্মসমর্পণ করে।' এবং তুমি আদৌ মোশরেকদের অন্তর্ভুক্ত হইও না।

৮২৭। এই আয়াত দ্বারা কাফেরদের পথ প্রদর্শনের জন্য ফিরিশ্‌তার আগমন হওয়া উচিৎ ছিল—— তাহাদের এই দাবীর অসংগতি তুলিয়া ধরা হইয়াছে।

৮২৮। আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে যাহা কিছু আছে সবই আল্লাহ্‌তা'লার মালিকানাধীন, ঈমানের শত্রুও তাঁহারই মালিকানাধীন। আল্লাহ্‌র পক্ষে তো দূরের কথা, কোন মানুষও তাহার নিজের শিল্পকর্ম ধ্বংস করিয়া দেওয়া পসন্দ করে না। আল্লাহ্ করুণাময় এবং তিনি অবিশ্বাসীদিগকে অবকাশ দিয়া থাকেন যেন তাহারা অনুশোচনা করে এবং তাহাদের করুণা প্রদর্শন করা যায়।

৮২৯। 'ফাতির' শব্দ যখন আল্লাহ্‌তা'লার সম্বন্ধে ব্যবহৃত হয় তখন ইহার অর্থ হয় আদি-স্রষ্টা, উদগাতা অথবা নির্মাতা।

قُلْ اِنِّیْۤ اَخَافُ اِنْ عَصَیْتُ رَبِّیْ عَذَابَ یَوْمٍ عَظِیْمٍ ﴿۱۵﴾

১৬। তুমি বল, 'নিশ্চয় আমি ভয় করি এক মহা দিনের আযাবকে, যদি আমি আমার প্রভুর অবাধ্যতা[৮৩০] করি।'

مَنْ یُّصْرَفْ عَنْهُ یَوْمَىٕذٍ فَقَدْ رَحِمَهٗ ؕ وَ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِیْنُ ﴿۱۶﴾

১৭। সেই দিন যাহার উপর হইতে ইহা (আযাব) টলাইয়া দেওয়া হইয়াছে প্রকৃতপক্ষে তিনি (আল্লাহ্) তাহার প্রতি রহম করিয়াছেন; এবং ইহাই[৮৩১] প্রকাশ্য সফলতা।

وَ اِنْ یَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهٗۤ اِلَّا هُوَ ؕ وَ اِنْ یَّمْسَسْكَ بِخَیْرٍ فَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ ﴿۱۷﴾

১৮। এবং যদি আল্লাহ্ তোমাকে ক্লেশে জড়াইয়া ফেলেন তাহা হইলে তিনি ছাড়া কেহই উহা দূর করিতে পারে না; এবং যদি তিনি তোমাকে কল্যাণমণ্ডিত করেন তাহা হইলে তিনি প্রত্যেক বিষয়ের উপরে পূর্ণ ক্ষমতাবান।

وَ هُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهٖ ؕ وَ هُوَ الْحَكِیْمُ الْخَبِیْرُ ﴿۱۸﴾

১৯। বস্তুতঃ তিনি তাঁহার বান্দাগণের উপর প্রবল;[৮৩২] এবং তিনি পরম প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞাত।

قُلْ اَیُّ شَیْءٍ اَكْبَرُ شَهَادَةً ؕ قُلِ اللّٰهُ ۙ۫ شَهِیْدٌۢ بَیْنِیْ وَ بَیْنَكُمْ ؕ وَ اُوْحِیَ اِلَیَّ هٰذَا الْقُرْاٰنُ لِاُنْذِرَكُمْ بِهٖ وَ مَنْۢ بَلَغَ ؕ اَىِٕنَّكُمْ لَتَشْهَدُوْنَ اَنَّ مَعَ اللّٰهِ اٰلِهَةً اُخْرٰى ؕ قُلْ لَّاۤ اَشْهَدُ ۚ قُلْ اِنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ وَّ اِنَّنِیْ بَرِیْٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ ﴿۱۹﴾

২০। তুমি বল, 'সাক্ষ্যদানে কোন অস্তিত্ব সর্বশ্রেষ্ঠ?' তুমি বল, 'আল্লাহ্; তিনি আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী।[৮৩৩] এবং এই কুরআন আমার প্রতি ওহী করা হইয়াছে যেন আমি ইহা দ্বারা তোমাদিগকে এবং যাহাদের নিকট ইহা পৌঁছে (ভাবী আযাব সম্বন্ধে) সতর্ক করিতে পারি। কী! তোমরা কি বাস্তবিকই সাক্ষ্য দিতেছ যে, আল্লাহ্ ব্যতিরেকে আরও অন্য মা'বূদ আছে?' তুমি বল, 'আমি (এইরূপ) সাক্ষ্য দিব না।' তুমি পুনরায় বল, 'তিনি নিজ সত্তায় এক অদ্বিতীয় মা'বূদ, এবং তোমরা যে সকল বস্তুকে (তাঁহার সহিত) শরীক কর, নিশ্চয় আমি ঐ সকল হইতে মুক্ত।'

اَلَّذِیْنَ اٰتَیْنٰهُمُ الْكِتٰبَ یَعْرِفُوْنَهٗ كَمَا یَعْرِفُوْنَ اَبْنَآءَهُمْ ؕ اَلَّذِیْنَ خَسِرُوْۤا اَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا یُؤْمِنُوْنَ ﴿۲۰﴾

২১। যাহাদিগকে আমরা এই কিতাব দিয়াছি তাহারা উহাকে সেইভাবে চিনে যেভাবে তাহারা নিজ সন্তান-সন্ততিকে চিনে।[৮৩৪] যাহারা নিজেদের আত্মাকে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছে, বস্তুতঃ তাহারাই ঈমান আনিবে না।

২ [১০] ৮

৮৩০। এই আয়াত আল্লাহ্তা'লার প্রতি অবাধ্যতার বিরুদ্ধে মানুষকে সতর্ক থাকার উদ্দেশ্যে জোরালো ভাবে পরামর্শ দান করিতেছে। ইহার অর্থ এই নহে যে, নবী করীম (সাঃ) কখনো আল্লাহ্র অবাধ্য হইয়াছিলেন।

৮৩১। "যালিকা' শাস্তি সরাইয়া দেওয়া অথবা 'অনুকম্পা' দান করা দুই-এর যে কোন একটি উদ্দেশ্যের প্রতি ইশারা হইতে পারে।

৮৩২। "আল্ কাহির" অর্থঃ- প্রবল, শক্তিমান, বিজয়ী, লাঞ্ছনা প্রদানকারী, সর্বোচ্চ, মহোত্তম, আল্লাহ্তা'লার এক নাম। পদার্থ এবং আত্মা আল্লাহ্র সহিত সহ-অস্তিত্ববান অর্থাৎ উহারা আল্লাহ্ কর্তৃক সৃষ্ট নয়— এই মতাবাদকে খণ্ডন করে। যদি ইহাদিগকে আল্লাহ্তা'লা সৃষ্টি না করিতেন তাহা হইলে ইহাদিগকে দমন করা বা বশীভূত রাখার ক্ষমতা বা অধিকার তাঁহার থাকিত না।

৮৩৩। আল্লাহ্তা'লা তিন ভাবে সাক্ষ্য বা প্রমাণ পেশ করেছেন— কুরআন মজীদ নাযেলের মাধ্যমে প্রথম প্রমাণ, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় প্রমাণ পরবর্তী আয়াত সমূহে উল্লেখিত হইয়াছে।

৮৩৪। আল্লাহ্তা'লার কোন নবী (এবং ঈমানের সঙ্গে সম্পৃক্ত যে কোন বিষয়) তাঁহার দাবীর শুরুতেই পূর্ণ স্বীকৃতি লাভ করেন না। তাঁহার

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِهٖ ؕ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿٢١﴾

২২। এবং ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা বড় যালেম কে, যে আল্লাহ্‌র উপর মিথ্যা আরোপ করে অথবা তাঁহার নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করে ? নিশ্চয় যালেমরা কখনও সফলকাম হয় না। [৮৩৫]

وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيْعًا ثُمَّ نَقُوْلُ لِلَّذِيْنَ اَشْرَكُوْٓا اَيْنَ شُرَكَآؤُكُمُ الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ ﴿٢٢﴾

২৩। এবং (চিন্তা কর সেই দিনের) যে দিন আমরা তাহাদের সকলকে একত্রিত করিব; অতঃপর যাহারা (আল্লাহ্‌র সহিত) শরীক করিয়াছে, আমরা তাহাদিগকে বলিব, 'তোমাদের ঐ সকল শরীক কোথায়, যাহাদের সম্বন্ধে তোমরা (শরীক বলিয়া) বিশ্বাস করিতে ? [৮৩৬]

ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ اِلَّآ اَنْ قَالُوْا وَاللّٰهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ ﴿٢٣﴾

২৪। তখন এই কথা বলা ছাড়া তাহাদের আর কোন অজুহাত থাকিবে না যে, 'আমাদের প্রভু, আল্লাহ্‌র কসম আমরা মোশরেক ছিলাম না।' [৮৩৭]

اُنْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ﴿٢٤﴾

২৫। দেখ! কিভাবে তাহারা তাহাদের নিজেদের বিরুদ্ধে মিথ্যা বলিবে। এবং তাহারা যাহা কিছু মিথ্যা রচনা করিত, তাহাদিগ হইতে ঐসব উধাও হইয়া যাইবে।

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّسْتَمِعُ اِلَيْكَ ۚ وَجَعَلْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ يَّفْقَهُوْهُ وَفِيْٓ اٰذَانِهِمْ وَقْرًا ؕ وَاِنْ يَّرَوْا كُلَّ اٰيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوْا بِهَا ؕ حَتّٰٓى اِذَا جَآءُوْكَ يُجَادِلُوْنَكَ يَقُوْلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ هٰذَآ اِلَّآ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿٢٥﴾

২৬। এবং তাহাদের মধ্যে এমন কতক আছে যাহারা তোমার দিকে কান পাতিয়া রাখে; কিন্তু আমরা তাহাদের হৃদয়ের উপর পর্দা ফেলিয়া দিয়াছি যেন তাহারা উহা বুঝিতে না পারে এবং তাহাদের কর্ণে বধিরতা (সৃষ্টি করিয়াছি)। অবস্থা এই যে, তাহারা যদি সকল প্রকার নিদর্শন প্রত্যক্ষ করে তবুও তাহারা উহার উপর ঈমান আনিবে না; এমন কি যখন তাহারা তোমার সঙ্গে বিতর্ক করিতে করিতে তোমার নিকট উপস্থিত হয়, তখন যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহারা বলে, 'ইহা প্রাচীন লোকদের কিচ্ছা-কাহিনী ব্যতীত আর কিছুই নহে।'

উপরে বিশ্বাস আনয়ন বা তাঁহার স্বীকৃতি দেওয়া হয় যেমন এক পিতা বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া তাহার পুত্রের পুত্রত্বের স্বীকৃতি দেয়—অদৃশ্য অবস্থার উপরেই সদা বিশ্বাসের ভিত্তি সূচিত হয়।

৮৩৫। তৃতীয় প্রকারের প্রমাণ বা সাক্ষ্য মানবীয় যুক্তি-ভিত্তিক। প্রত্যেক সাধু বা সৎ ব্যক্তি স্বীকার করিবেন যে, কোন মানুষ যদি আল্লাহ্‌তা'লার সাথে কথা বলিবার দাবী করে এবং তাঁহার বিরুদ্ধে মিথ্যা আরোপ করে, সে কেবল তাহার জীবনকে অকৃতকার্যতার মধ্যেই বিনাশ করে। অপর পক্ষে, যাহারা আল্লাহ্‌তা'লার প্রেরিত পুরুষ বা নবীর বিরোধিতা করে তাহারা কখনও উন্নতি করিতে পারে না এবং নতুন ধর্মের প্রতিবন্ধকতা বা গতিরোধ করার জন্য তাহাদের সকল প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়া থাকে।

৮৩৬। তোমরা নিশ্চয়তার সহিত বলিয়াছিলে, দাবী করিয়াছিলে অথবা ঘোষণা করিয়াছিলে।

৮৩৭। পৌত্তলিকগণের এই অস্বীকৃতি প্রকৃতই তাহাদের অসহায়ত্বের মধ্যে অপরাধ স্বীকারের এক কাতরোক্তি এবং ইহা আল্লাহ্‌তা'লার অনুকম্পা আকর্ষণের এক ধরণের আবেদন বিশেষ।

وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْـَٔوْنَ عَنْهُ ۚ وَاِنْ يُّهْلِكُوْنَ اِلَّآ اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ ﴿٢٦﴾

২৭। তাহারা ইহা হইতে (অন্যদেরকেও) রোধ করে এবং নিজেরাও ইহা হইতে দূরে থাকে।[৮৩৮] বস্তুতঃ তাহারা নিজদিগকে ছাড়া অন্য কাহাকেও ধ্বংস করে না, কিন্তু তাহারা ইহা বুঝে না।

وَلَوْ تَرٰٓى اِذْ وُقِفُوْا عَلَى النَّارِ فَقَالُوْا يٰلَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِاٰيٰتِ رَبِّنَا وَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٢٧﴾

২৮। এবং তুমি যদি দেখিতে পাইতে, যখন তাহাদিগকে আগুনের সম্মুখে দণ্ডায়মান করা হইবে, তখন তাহারা বলিবে, 'হায়! যদি আমাদিগকে ফেরৎ পাঠানো হইত, তাহা হইলে আমরা আমাদের প্রভুর নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা বলিয়া অস্বীকার করিতাম না, এবং আমরা মো'মেনদের অন্তর্ভুক্ত হইতাম।'

بَلْ بَدَا لَهُمْ مَّا كَانُوْا يُخْفُوْنَ مِنْ قَبْلُ ۭ وَلَوْ رُدُّوْا لَعَادُوْا لِمَا نُهُوْا عَنْهُ وَاِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ﴿٢٨﴾

২৯। বরং তাহারা যাহা পূর্বে গোপন করিতেছিল উহা (এখন) তাহাদের নিকট সুস্পষ্ট হইয়াছে।[৮৩৯] এবং যদি তাহাদিগকে ফেরৎ পাঠাইয়া দেওয়া হইত, তবুও তাহারা পুনরায় নিশ্চয় সেই বিষয়ের দিকে ফিরিয়া যাইত যাহা হইতে তাহাদিগকে নিষেধ করা হইয়াছিল। এবং নিশ্চয় তাহারাই মিথ্যাবাদী।

وَقَالُوْٓا اِنْ هِيَ اِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوْثِيْنَ ﴿٢٩﴾

৩০। এবং তাহারা বলে, 'আমাদের পার্থিব জীবন ছাড়া আর কোন কিছু নাই, এবং আমরা পুনরুত্থিতও হইব না।'

وَلَوْ تَرٰٓى اِذْ وُقِفُوْا عَلٰى رَبِّهِمْ ۭ قَالَ اَلَيْسَ هٰذَا بِالْحَقِّ ۭ قَالُوْا بَلٰى وَرَبِّنَا ۭ قَالَ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ﴿٣٠﴾ ع ৩ ৯ [১০]

৩১। এবং তুমি যদি দেখিতে পাইতে যখন তাহাদিগকে তাহাদের প্রভুর সম্মুখে দণ্ডায়মান করা হইবে এবং তিনি বলিবেন, 'ইহা কি সত্য নহে?' তাহারা বলিবে, 'কেন নহে, আমাদের প্রভুর শপথ।' তিনি বলিবেন, 'তাহা হইলে তোমরা আযাবের স্বাদ গ্রহণ কর যেহেতু তোমরা অস্বীকার করিতে।'

قَدْ خَسِرَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِلِقَاۗءِ اللّٰهِ ۭ حَتّٰٓى اِذَا جَاۗءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوْا يٰحَسْرَتَنَا عَلٰي مَا فَرَّطْنَا فِيْهَا ۙ وَهُمْ يَحْمِلُوْنَ اَوْزَارَهُمْ عَلٰي ظُهُوْرِهِمْ ۭ اَلَا سَاۗءَ مَا يَزِرُوْنَ ﴿٣١﴾

৩২। যাহারা আল্লাহ্‌র সাক্ষাৎকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছে তাহারা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, এমন কি যখন সহসা তাহাদের উপর নির্দিষ্ট মুহূর্ত আসিবে তখন তাহারা বলিবে, 'হায়! আমরা এই (মুহূর্ত) সম্বন্ধে যে অবহেলা করিয়াছিলাম উহার জন্য আমাদের পরিতাপ।' এবং (তখন) তাহারা নিজেদের বোঝা নিজেদের পিঠের উপর বহন করিবে।[৮৪০] শোন! তাহারা যাহা বহন করিবে তাহা অতিশয় মন্দ।

৮৩৮। এই আয়াত কুরআনে আযীমের প্রভাবশালী শক্তির এক জোরালো ব্যাখ্যা।

৮৩৯। "উহা (এখন) তাহাদের নিকট সুস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে" আয়াতের এই কথাগুলি ইহাই ব্যক্ত করে যে, আল্লাহ্‌তা'লার নবীগণের শত্রুদের অন্তরেও ঐশী-প্রেরিতগণের সত্যতা সম্বন্ধে এক প্রকার সচেতনতা বিদ্যমান থাকে; কিন্তু তাহাদের গোঁড়ামী এবং একগুঁয়েমি দ্বারা তাহারা এই মনোভাব চাপিয়া রাখে। শেষ বিচার দিবসে তাহাদের মনের অন্তর্নিহিত অবস্থা, যাহা তাহারা ইহজীবনে লুক্কায়িত রাখার চেষ্টা করিয়াছিল, স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হইবে, এবং আল্লাহ্‌তা'লার নবীর সত্যতা সম্বন্ধে তাহাদের হৃদয়ে যে সুপ্ত চেতনা ছিল উহা তখন স্পষ্ট প্রদর্শিত

৮৪০ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا لَعِبٌ وَّ لَهْوٌ ؕ وَلَلدَّارُ الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿۳۲﴾

৩২। এবং পার্থিব জীবন ক্রীড়া-কৌতুক এবং আমোদ-প্রমোদ ব্যতীত আর কিছুই নহে। এবং যাহারা তাক্ওয়া অবলম্বন করে তাহাদের জন্য পরকালের আবাস নিশ্চয় উৎকৃষ্টতর। তবুও কি তোমরা বুদ্ধি প্রয়োগ করিবে না ?

قَدْ نَعْلَمُ اِنَّهٗ لَيَحْزُنُكَ الَّذِىْ يَقُوْلُوْنَ فَاِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُوْنَكَ وَلٰكِنَّ الظّٰلِمِيْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ يَجْحَدُوْنَ ﴿۳۴﴾

৩৪। আমরা অবশ্যই জানি যে, তাহারা যাহা বলে তাহা নিশ্চয় তোমাকে দুঃখ দেয়; কারণ তাহারা তোমাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করে না বরং যালেমরা আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করে।[৮৪১]

وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوْا عَلٰى مَا كُذِّبُوْا وَاُوْذُوْا حَتّٰٓى اَتٰىهُمْ نَصْرُنَا ۚ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِ اللّٰهِ ۚ وَلَقَدْ جَآءَكَ مِنْ نَّبَاِى الْمُرْسَلِيْنَ ﴿۳۵﴾

৩৫। এবং নিশ্চয় তোমার পূর্বেও[৮৪২] রসূলগণকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করা হইয়াছিল, কিন্তু তাহাদিগকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করা এবং তাহাদিগকে কষ্ট দেওয়া সত্ত্বেও তাহারা ধৈর্য ধারণ করিয়াছিল, যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহাদের নিকট আমাদের সাহায্য আসিয়া পৌঁছিল। আল্লাহ্‌র কথাকে[৮৪৩] পরিবর্তনকারী কেহ নাই। এবং তোমার নিকট রসূলগণের কতক সংবাদ অবশ্যই পৌঁছিয়াছে।

وَاِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ اِعْرَاضُهُمْ فَاِنِ اسْتَطَعْتَ اَنْ تَبْتَغِىَ نَفَقًا فِى الْاَرْضِ اَوْ سُلَّمًا فِى السَّمَآءِ فَتَاْتِيَهُمْ بِاٰيَةٍ ؕ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدٰى فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ ﴿۳۶﴾

৩৬। এবং যদি তোমার জন্য তাহাদের বিমুখতা দুঃসহ হইয়া থাকে তাহা হইলে ভূগর্ভে কোন সুড়ঙ্গ[৮৪৪] অথবা আকাশে কোন সিঁড়ি অনুসন্ধান কর যদি তোমার সাধ্য থাকে, অতঃপর তাহাদিগকে কোন নিদর্শন আনিয়া দাও। এবং যদি আল্লাহ্ চাহিতেন তাহা হইলে অবশ্যই তিনি তাহাদের সকলকে হেদায়াতের উপর সমবেত করিতেন। সুতরাং তুমি অজ্ঞদিগের অন্তর্ভুক্ত হইও না।

হইবে।

৮৪০। এই আয়াতের মর্ম ইহাই যে, তাহাদের বোঝা অত্যন্ত ভারী হইবে।

৮৪১। হযরত রসূলে করীম (সাঃ) মানবীয় দয়া-মায়ায় ভরপুর ছিলেন। কাফেরগণ তাঁহার সম্পর্কে কি বলিত, সেই বিষয়ে তিনি মোটেই বিচলিত হইতেন না। অবিশ্বাসীরা তাঁহার উপর মিথ্যা আরোপ করিত, তিনি সেজন্য ব্যথিত হইতেন না, বরং তিনি বেদনাহত ছিলেন এই জন্য যে, তাহারা আল্লাহ্‌তা'লার নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করিয়া নিজেদের প্রতি ঐশী-করুণার দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিয়াছিল।

৮৪২। আল্লাহ্‌তা'লা নবী করীম (সাঃ)-কে সান্ত্বনা এবং প্রবোধ দেওয়ার জন্য এই কথাগুলি দ্বারা ভালবাসাপূর্ণ সম্বোধন করিয়াছেন। তাঁহাকে বলা হইয়াছে যে, তাঁহার পূর্বে আগত নবী-রসূলদিগকেও প্রত্যাখ্যান, অবজ্ঞা এবং ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হইয়াছিল।

৮৪৩। আল্লাহ্‌র নবীগণের জন্য আল্লাহ্‌তা'লার সাহায্য আসিয়া থাকে এবং তাঁহাদের শত্রুদের জন্য আসে দুঃখ-দুর্দশা। এই ঐশী-নিয়ম অপরিবর্তনীয়।

৮৪৪। ভূগর্ভে কোন সুড়ঙ্গ অন্বেষণ করার মর্ম হইতেছে পার্থিব উপকরণ ব্যবহার করা, অর্থাৎ সত্যের প্রচার ও প্রসার করা; এবং আকাশের কোন সিঁড়ি অনুসন্ধান করার তাৎপর্য হইতেছে আধ্যাত্মিক উপায় ব্যবহার, অর্থাৎ আল্লাহ্‌তা'লার নিকট প্রার্থনা করা যাহাতে তিনি অবিশ্বাসীদিগকে সঠিক পথ প্রদর্শন করেন, ইত্যাদি। আল্লাহ্‌র নিকট দোয়াই প্রকৃত পক্ষে ঐশী-নৈকট্য লাভের মাধ্যম বা সিঁড়ি। আঁ-হযরত (সাঃ)-কে উভয় উপকরণ ব্যবহারের কথাই বলা হইয়াছে। ২ঃ২৭৪ আয়াতে উল্লিখিত 'জাহেল' শব্দ দ্বারা 'যে জানে না' বা 'যে অপরিচিত'

إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ ۘ وَالْمَوْتَىٰ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿٣٦﴾

৩৭। যাহারা শুনে, একমাত্র তাহারাই ডাকে সাড়া দেয়। এবং মৃতদের ব্যাপার[৮৪৪-ক] এই যে, আল্লাহ্ তাহাদিগকে উত্থিত করিবেন[৮৪৫]; অতঃপর তাহাদিগকে তাঁহারই নিকটে প্রত্যাবর্তন করা হইবে।

وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ ۚ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ آيَةً وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٧﴾

৩৮। এবং তাহারা বলে; 'তাহার উপর তাহার প্রভুর নিকট হইতে কোন নিদর্শন কেন নাযেল করা হয় নাই ?' তুমি বল, 'আল্লাহ্ নিশ্চয় নিদর্শন নাযেল করিতে ক্ষমতাবান, কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই জানে না।'

وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُم ۚ مَّا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ﴿٣٨﴾

৩৯। এবং ভূ-পৃষ্ঠে যত বিচরণশীল জন্তু আছে এবং এমন যত পাখী আছে যাহারা স্ব স্ব ডানাদ্বয়ের সাহায্যে উড্ডয়ন করে, তাহারাও তো তোমাদের মতই জাতি বিশেষ।[৮৪৬] আমরা এই কিতাবে কোন বিষয়ই বাদ দেই নাই। অতঃপর তাহাদিগকে তাহাদের প্রভুর নিকট সমবেত করা হইবে।

وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ ۗ مَن يَشَإِ اللَّهُ يُضْلِلْهُ ۖ وَمَن يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٣٩﴾

৪০। এবং যাহারা আমাদের নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছে তাহারা বধির ও মূক, অন্ধকাররাশির মধ্যে নিপতিত। আল্লাহ্ যাহাকে চাহেন তাহাকে পথভ্রষ্ট হইতে দেন, যাহাকে চাহেন তাহাকে সরল-সুদৃঢ় পথে প্রতিষ্ঠিত করেন।

قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ ۖ

৪১। তুমি বল, যদি তোমরা সত্যবাদী হইয়া থাক, তাহা হইলে তোমরা কি চিন্তা করিয়া বলিবে যে, যদি তোমাদের উপর আল্লাহ্র শাস্তি আসে অথবা সেই (প্রতিশ্রুত) মুহূর্ত[৮৪৭] আসিয়া

তাহাকে বুঝায়। নবী করীম (সাঃ)-কে এই বিষয়ে আল্লাহ্তা'লার বিধান সম্পর্কে অজ্ঞ না থাকার জন্য উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। এই আয়াত রসূল আকরাম (সাঃ)-এর উম্মতের আধ্যাত্মিক মঙ্গলের জন্য তাঁহার গভীর উদ্বেগ এবং উৎকণ্ঠার ব্যাপারেও আলোকপাত করিতেছে। তিনি তাহাদিগকে নিদর্শন দেখাইবার জন্য যে কোন অবস্থার মোকাবেলা করিতে প্রস্তুত ছিলেন এমন কি ভূ-গর্ভে সুড়ঙ্গ অথবা আকাশে সিঁড়ি অন্বেষণ করিতে হইলেও।

৮৪৪-ক। কুরআনে 'মাউতা' শব্দ সত্য হইতে বঞ্চিতদের জন্যও ব্যবহৃত হইয়াছে।

৮৪৫। এই আয়াতে দুই প্রকার লোকের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। (ক) যাহারা অন্তরে সৎ, মনযোগ সহকারে শ্রবণ করে এবং শুনা মাত্রই সত্যকে গ্রহণ করে; এবং (খ) যাহারা প্রচ্ছন্ন শক্তি থাকা সত্ত্বেও মৃতবৎ কিন্তু আধ্যাত্মিক পুনর্জীবনের যোগ্যতা সম্পন্ন। আল্লাহ্তা'লা তাহাদিগকে নিদর্শন দ্বারা প্রাণবন্ত করিয়া তুলিবেন এবং তৎপর তাহারাও শ্রবণ করিবে এবং ইসলাম গ্রহণ করিবে।

৮৪৬। এই আয়াত নির্দেশ করিতেছে যে, এমনকি পাখীরা এবং পিপীলিকার মত প্রাণীরাও আবহাওয়ার পরিবর্তনে বুঝিতে পারে যে, ঝড় আসন্ন এবং কুকুরের মত পশুরাও তাহাদের মনিবের আদেশ বুঝিতে পারে। কিন্তু নির্বোধ অবিশ্বাসীরা দেওয়ালের লিখন দেখিতে পারে না এবং তাহারা বুঝিতে পারে না যে, নবী আকরাম (সাঃ)-কে প্রত্যাখ্যান করিয়া তাহারা আল্লাহ্তা'লার অসন্তুষ্টি ডাকিয়া আনিতেছে। তাহাদিগকে সতর্ক করা হইতেছে যে, তাহাদের সমস্ত কর্মকাণ্ড লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে এবং অবশ্যই তাহাদিগকে জবাব দিতে হইবে। এই আয়াত আরও দুই প্রকার মানুষের প্রতি ইংগিত করিতেছে ঃ-(ক) যাহারা পশুর ন্যায় কেবল দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট এবং জীবন-ভর তাহারা দৈহিক কামনা-বাসনাকে পরিতৃপ্ত করিতে মগ্ন, (খ) পাখীর ন্যায় যাহারা আধ্যাত্মিক মার্গে উড্ডয়ন করিতে থাকে। উচ্চ মোকামের আধ্যাত্মিক ব্যক্তিগণকে কুরআনে (৩ঃ৫০) পাখীর সহিত তুলনা করা হইয়াছে।

৮৪৭। "সেই মুহূর্ত" কথাটি ইসলামের চূড়ান্ত বিজয়, অথবা (ইসলামবিরোধী শক্তির) পতনের সময়ের প্রতি ইশারা করিতেছে।

পড়ে তখন তোমরা কি আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাহাকেও ডাকিবে ?

اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٤١﴾

৪২ । বরং তোমরা কেবল তাঁহাকেই ডাকিবে, অতঃপর যে কারণে তোমরা তাঁহাকে ডাকিবে, তিনি ইচ্ছা করিলে উহা নিশ্চয় দূর করিয়া দিবেন এবং তোমরা যাহা (তাঁহার সঙ্গে) শরীক করিতেছ তাহা তোমরা বিস্মৃত হইবে। [৮৪৮]

بَلْ اِيَّاهُ تَدْعُوْنَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُوْنَ اِلَيْهِ اِنْ شَآءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُوْنَ ﴿٤٢﴾ ع ٨ [١١] ١٠

৪৩ । এবং নিশ্চয় আমরা তোমার পূর্ববর্তী জাতিগুলির নিকট (রসূল) প্রেরণ করিয়াছিলাম, অতঃপর আমরা তাহাদিগকে আর্থিক সংকট এবং শারীরিক কষ্টে[৮৪৯] আক্রান্ত করিয়াছিলাম যেন তাহারা বিনয়াবনত হয় ।

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَآ اِلٰٓى اُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَاَخَذْنٰهُمْ بِالْبَاْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُوْنَ ﴿٤٣﴾

৪৪ । অতএব, যখন তাহাদের উপর আমাদের শাস্তি আসিল তখন তাহারা কেন[৮৫০] বিনীত হইল না ? বরং তাহাদের অন্তর আরও কঠিন হইয়া গেল এবং তাহারা যে কাজকর্ম করিত শয়তান উহা তাহাদের জন্য আরও সুশোভন করিয়া দেখাইল ।

فَلَوْلَآ اِذْ جَآءَهُمْ بَاْسُنَا تَضَرَّعُوْا وَلٰكِنْ قَسَتْ قُلُوْبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٤٤﴾

৪৫ । অতঃপর, তাহাদিগকে যে উপদেশ দেওয়া হইয়াছিল যখন তাহারা উহা বিস্মৃত হইল, তখন আমরা তাহাদের উপর সকল বিষয়ের দুয়ার খুলিয়া দিলাম—এমন কি তাহাদিগকে যাহা প্রদান করা হইয়াছিল উহাতে যখন তাহারা আনন্দে উৎফুল্ল হইল, তখন আমরা অকস্মাৎ তাহাদিগকে ধৃত করিলাম; তখন দেখ ! তাহারা একেবারে নিরাশ হইয়া গেল ।

فَلَمَّا نَسُوْا مَا ذُكِّرُوْا بِهٖ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ اَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ ؕ حَتّٰٓى اِذَا فَرِحُوْا بِمَآ اُوْتُوْٓا اَخَذْنٰهُمْ بَغْتَةً فَاِذَا هُمْ مُّبْلِسُوْنَ ﴿٤٥﴾

---

৮৪৮ । "তোমরা যাহা (তাঁহার সংগে) শরীক করিতেছ তাহা তোমরা বিস্মৃত হইবে" এই কথা মক্কা-বিজয়ের দিনে আক্ষরিকভাবে পূর্ণ হইয়াছিল। সেই দিন মক্কাবাসীগণ তাহাদের দেবতা বা মূর্তিগুলির উপর সকল বিশ্বাস হারাইয়াছিল—যেমন আবু সুফিয়ান, তাহার স্ত্রী হেন্দা, এবং অন্যান্যরা অকপটে নবী করীম (সাঃ)-এর উপস্থিতিতে তাহা স্বীকার করিয়াছিল । শেষ পর্যন্ত আরব দেশ হইতে পৌত্তলিকতা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল ।

৮৪৯ । পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে সাধারণভাবে ঐশী-শাস্তি সম্বন্ধে বলা হইয়াছে । এই আয়াতে শাস্তির বিভিন্ন ধরণ উল্লেখ করা হইয়াছে ।

৮৫০ ।"লাওলা" (অর্থ কেননা) শব্দদ্বয় শুধু প্রশ্নবোধক রূপেই এখানে ব্যবহার হয় নাই,বরং সহানুভূতি প্রকাশার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে । অতএব, এই আয়াতের মর্ম এই যে, আল্লাহ্তা'লার নিকট তাহাদিগের অবশ্যই বিনয়াবনত হওয়া উচিৎ ছিল; কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, তাহারা উহা করে নাই ।

فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ؕ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٤٥﴾

৪৬। অতএব, সেই জাতির মূলোচ্ছেদ[৮৫১] করা হইল যাহারা অত্যাচার করিয়াছিল; বস্তুতঃ সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র যিনি সমগ্র জগতের প্রতিপালক।

قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ اَخَذَ اللّٰهُ سَمْعَكُمْ وَاَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلٰى قُلُوْبِكُمْ مَّنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِهٖ ؕ اُنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُوْنَ ﴿٤٦﴾

৪৭। তুমি বল, 'তোমরা কি চিন্তা করিয়া বলিবে যে, যদি আল্লাহ্ তোমাদের শ্রবণ-শক্তি ও দৃষ্টি-শক্তি কাড়িয়া লন এবং তোমাদের অন্তরের উপর মোহরাঙ্কিত করিয়া দেন, তাহা হইলে আল্লাহ্ ছাড়া কোন মা'বূদ আছে কি যে উহা তোমাদিগকে ফিরাইয়া দিবে ?' দেখ, আমরা কিরূপে আয়াতসমূহকে বার বার বিভিন্ন ধারায় বর্ণনা করি, কিন্তু তবুও তাহারা মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যায়।

قُلْ اَرَءَيْتَكُمْ اِنْ اَتٰىكُمْ عَذَابُ اللّٰهِ بَغْتَةً اَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ اِلَّا الْقَوْمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿٤٧﴾

৪৮। তুমি বল, 'তোমরা কি চিন্তা করিয়া বলিবে যে, যদি আল্লাহ্‌র আযাব তোমাদের উপর অকস্মাৎ অথবা প্রকাশ্যভাবে আপতিত হয় তাহা হইলে যালেম জাতি ব্যতিরেকে অন্য কাহাকেও কি ধ্বংস করা হইবে ?'

وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِيْنَ اِلَّا مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ ۚ فَمَنْ اٰمَنَ وَاَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿٤٨﴾

৪৯। এবং আমরা রসূলগণকে কেবল সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী রূপেই প্রেরণ করিয়া থাকি। সুতরাং যাহারা ঈমান আনে এবং সংশোধন করে— সেই অবস্থায় তাহাদের জন্য কোন ভয়ও থাকিবে না এবং তাহারা চিন্তিতও হইবে না।

وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ ﴿٤٩﴾

৫০। এবং যাহারা আমাদের আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করে, আযাব তাহাদিগকে আক্রান্ত করিবে যেহেতু তাহারা দুষ্কর্ম করিত।

قُلْ لَّاۤ اَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِيْ خَزَآئِنُ اللّٰهِ وَلَاۤ اَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَاۤ اَقُوْلُ لَكُمْ اِنِّيْ مَلَكٌ ۚ اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا يُوْحٰۤى اِلَيَّ ؕ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ ؕ اَفَلَا تَتَفَكَّرُوْنَ ﴿٥٠﴾ ع ৫ [৯] ১১

৫১। তুমি বল, 'আমি তোমাদিগকে বলি না ঃ আমার নিকট আল্লাহ্‌র ধন-ভাণ্ডারসমূহ রহিয়াছে, না আমি অদৃশ্য বিষয় অবগত আছি; এবং না আমি তোমাদিগকে বলি, 'আমি নিশ্চয় ফিরিশ্‌তা; আমি কেবল উহারই অনুসরণ করি যাহা আমার প্রতি ওহী করা হয়।' তুমি বল, ' অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি সমান হইতে পারে ?' তবুও তোমরা কি চিন্তা কর না ?

৮৫১। "দাবেরু" অর্থ কোন জাতির সর্বশেষ ধ্বংসাবশেষ বা চিহ্ন; মূল, বংশ, গোত্র বা জাতি ইত্যাদি। "কুতিয়া দাবির আল কাওম" এর অর্থঃ(১) জাতির শেষ লোকটিকেও বিচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়া হইল,(২) জাতির নেতৃবৃন্দকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়া হইল যেমন, বৃক্ষকে উহার মূল হইতে কাটিয়া দেওয়া হয়, (৩) নেতাদের অনুসারীদিগকে কর্তন বা বিচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়া হইল, অর্থাৎ নেতারা তাহাদের রাজনৈতিক শক্তি হইতে বঞ্চিত হইল— কারণ অনুসারী বা সমর্থকদের শক্তির উপরেই নেতৃবৃন্দের রাজনৈতিক শক্তি নির্ভর করে।

وَاَنْذِرْ بِهِ الَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ اَنْ يُّحْشَرُوْٓا اِلٰى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ وَلِيٌّ وَّلَا شَفِيْعٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ﴿٥١﴾

৫২। এবং তুমি ইহা দ্বারা সেই সকল লোককে সতর্ক কর যাহারা ভয় করে যে, তাহাদিগকে তাহাদের প্রভুর সম্মুখে সমবেত করা হইবে, তখন তিনি ব্যতীত তাহাদের কোন অভিভাবক হইবে না এবং কোন শাফাআতকারীও (সুপারিশকারী) হইবে না, (সতর্ক কর) যেন তাহারা তাক্ওয়া অবলম্বন করে।

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهٗ ؕ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ وَّمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِّنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُوْنَ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٥٢﴾

৫৩। এবং তুমি ঐসকল লোককে তাড়াইও না যাহারা নিজেদের প্রভুকে তাঁহার সন্তুষ্টি[৮৫২] অর্জনের জন্য সকাল ও সন্ধ্যায় ডাকে। তোমার উপর তাহাদের হিসাবের কোন দায়িত্ব নাই এবং তোমার হিসাবেরও কোন দায়িত্ব তাহাদের উপর নাই। অতএব, তুমি তাহাদিগকে বিতাড়িত করিলে অবশ্যই তুমি যালেমদের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

وَكَذٰلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِّيَقُوْلُوْٓا اَهٰٓؤُلَآءِ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنْۢ بَيْنِنَا ؕ اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَعْلَمَ بِالشّٰكِرِيْنَ ﴿٥٣﴾

৫৪। এবং এইরূপে আমরা তাহাদের কতকজনকে অন্য কতকজন দ্বারা পরীক্ষা করি যেন তাহারা বলে, 'আমাদের মধ্য হইতে কি এই[৮৫৩] সকল (তুচ্ছ) লোকই রহিয়াছে যাহাদের উপর আল্লাহ্ অনুগ্রহ করিয়াছেন ?' আল্লাহ্ কি কৃতজ্ঞ লোকগণকে সর্বপেক্ষা বেশী জানেন না ?

وَاِذَا جَآءَكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاٰيٰتِنَا فَقُلْ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلٰى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ۙ اَنَّهٗ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوْٓءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْۢ بَعْدِهٖ وَاَصْلَحَ فَاَنَّهٗ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٥٤﴾

৫৫। এবং যখন ঐ সকল লোক তোমার নিকট আসে যাহারা আমাদের আয়াতসমূহের উপর ঈমান আনে, তখন তুমি বল, 'তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হউক ! তোমাদের জন্য তোমাদের প্রভু নিজের উপর রহমতকে নির্ধারিত করিয়া লইয়াছেন যে, তোমাদের মধ্য হইতে যে ব্যক্তি অজ্ঞতা বশতঃ মন্দ কাজ করে এবং উহার পর সে তওবা করে এবং নিজের সংশোধন করিয়া লয়, তাহা হইলে নিশ্চয় আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।'

وَكَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ وَلِتَسْتَبِيْنَ سَبِيْلُ الْمُجْرِمِيْنَ ﴿٥٥﴾

৫৬। এবং আমরা এইরূপে আয়াতসমূহকে বিশদভাবে বর্ণনা করি এবং যেন অপরাধীদের পথ সুস্পষ্ট হইয়া যায়।

ع ৬ [৫] ১২

৮৫২। "ওয়াহ্হ্" অর্থ খুশী; চেহারা; বস্তু স্বয়ং (২:১১৩)।

৮৫৩। সাধারণতঃ বিশ্বাসীদিগের মধ্যে অর্থাৎ মো'মেনগণের মধ্যে গরীবদিগের সমাবেশ সমাজের সম্পদশালী লোকদের জন্য নূতন ঐশী-সংবাদ গ্রহণ করিতে প্রতিবন্ধক স্বরূপ হইয়া পড়ে।

قُلْ اِنِّیْ نُهِیْتُ اَنْ اَعْبُدَ الَّذِیْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ قُلْ لَّاۤ اَتَّبِعُ اَهْوَآءَكُمْ ۙ قَدْ ضَلَلْتُ اِذًا وَّ مَاۤ اَنَا مِنَ الْمُهْتَدِیْنَ ﴿۵۷﴾

৫৭। তুমি বল, 'তোমরা আল্লাহ্‌কে ছাড়িয়া যাহাদিগকে ডাক, আমাকে ঐগুলির ইবাদত করিতে নিষেধ করা হইয়াছে।' তুমি বল, 'আমি তোমাদের হীন বাসনার অনুসরণ করি না। এইরূপ করিলে আমি বিপথগামী হইব এবং আমি হেদায়াতপ্রাপ্ত লোকগণের অন্তর্ভুক্ত থাকিব না।'

قُلْ اِنِّیْ عَلٰی بَیِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّیْ وَ كَذَّبْتُمْ بِهٖ ؕ مَا عِنْدِیْ مَا تَسْتَعْجِلُوْنَ بِهٖ ؕ اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ ؕ یَقُصُّ الْحَقَّ وَ هُوَ خَیْرُ الْفٰصِلِیْنَ ﴿۵۸﴾

৫৮। তুমি বল, 'নিশ্চয় আমি আমার প্রভুর সুস্পষ্ট প্রমাণের উপর আছি—তথাপি তোমরা উহাকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছ। যাহা লইয়া তোমরা তাড়াহুড়া করিতেছ উহা আমার নিকট নাই। সিদ্ধান্ত কেবল আল্লাহ্‌র আয়ত্তে আছে; তিনি সত্যকে ব্যাখ্যা করেন এবং তিনি ফয়সালাকারীগণের মধ্যে সর্বোত্তম।'

قُلْ لَّوْ اَنَّ عِنْدِیْ مَا تَسْتَعْجِلُوْنَ بِهٖ لَقُضِیَ الْاَمْرُ بَیْنِیْ وَ بَیْنَكُمْ ؕ وَ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِالظّٰلِمِیْنَ ﴿۵۹﴾

৫৯। তুমি বল, 'যে বিষয় লইয়া তোমরা তাড়াহুড়া করিতেছ যদি উহা আমার নিকট থাকিত তাহা হইলে নিশ্চয় আমার এবং তোমাদের মধ্যকার বিষয়ে ফয়সালা হইয়া যাইত। এবং আল্লাহ্ যালেমদিগের সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত।'

وَ عِنْدَهٗ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ لَا یَعْلَمُهَاۤ اِلَّا هُوَ ؕ وَ یَعْلَمُ مَا فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ ؕ وَ مَا تَسْقُطُ مِنْ وَّرَقَةٍ اِلَّا یَعْلَمُهَا وَ لَا حَبَّةٍ فِیْ ظُلُمٰتِ الْاَرْضِ وَ لَا رَطْبٍ وَّ لَا یَابِسٍ اِلَّا فِیْ كِتٰبٍ مُّبِیْنٍ ﴿۶۰﴾

৬০। এবং অদৃশ্যের চাবিসমূহ তাঁহারই নিকট; তিনি ব্যতিরেকে উহা কেহ জানে না। এবং জলে ও স্থলে যাহাকিছু আছে তিনি উহা জানেন। এবং একটি পাতাও পড়ে না যাহা তিনি জানেন না; এবং ভূ-গর্ভের অন্ধকারাশির মধ্যে এমন কোন শস্যবীজ নাই এবং এমন কোন রসালো বস্তু নাই এবং এমন কোন শুষ্ক বস্তু নাই যাহা সুস্পষ্ট কিতাবে (সংরক্ষিত) নাই।[৮৫৪]

৮৫৪। বর্তমান এবং পরবর্তী আয়াত নীতি নির্ধারণ করিতেছে যে, কাফেরদিগের আহ্বান অনুযায়ী তাহাদের উপর শাস্তি দেওয়ার বিষয়টি নবী করীম (সাঃ)-এর হস্তে ছাড়িয়া দেওয়া হয় নাই। যদি তাহাই হইত তবে বহু পূর্বেই তাহারা তাহাদের প্রাপ্য শেষ পরিণতি ভোগ করিত এবং তখন সম্ভবতঃ হযরত ওমর ও খালেদ—যাহারা তখনো পর্যন্ত ইসলামের শত্রু ছিলেন এবং যাহারা পরবর্তীকালে ইসলামের শক্তিকে সংঘবদ্ধ ও সম্প্রসারিত করার জন্য নেতৃত্ব দেওয়ার পূর্বনির্ধারিত সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন—তাহারা ঈমান আনার পূর্বেই মৃত্যুবরণ করিতেন। কিন্তু আল্লাহ্‌তা'লা সর্বশক্তিমান বলিয়া শাস্তি প্রদানে ধীর, এবং তিনি মানব-হৃদয়ের অন্তঃস্থলের ক্রিয়া সম্পর্কে সর্বজ্ঞাতা হওয়ায় তিনিই ভাল জানেন কাহাকে কখন শাস্তি দিবেন। কি পরিমাণ ক্লেশ অথবা স্বাচ্ছন্দ্য মানুষের কর্মকে প্রভাবিত করিয়া থাকে একমাত্র তিনিই জ্ঞাত, তাহা এবং মানবকৃত সৎকর্মসমূহ অন্যান্য কার্যের দ্বারা নিস্ফল বা রদ করিয়া দেওয়া হয় কিনা, ইহা কেবল আল্লাহ্‌তা'লাই পরিজ্ঞাত আছেন। মানুষের অন্তরে স্থাপিত সদগুণাবলীর বীজকণা সম্বন্ধে জ্ঞান একমাত্র তাঁহারই রহিয়াছে এবং এই বীজ অঙ্কুরিত হইয়া বৃদ্ধি পাইবে কিনা এবং শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়া ফুল-ফল প্রদান করিবে কিনা, ইহা শুধু তাঁহারই জানা আছে। তিনিই কেবল বলিতে পারেন, সম্যক দৃষ্টিতে যে ব্যক্তি "শুষ্ক এবং আধ্যাত্মিক জীবনশূন্য," ঐশী-বারিধারা বা রহমত বর্ষিত হইলে সে "সবুজ" তথা জীবন্ত হইয়া উঠিবে কিনা, অথবা যে "মৃত" সে পুনর্জীবন লাভে সফল হইবে কিনা। সংক্ষেপে, একমাত্র আল্লাহ্‌তা'লাই সকল বস্তু এবং সকল অবস্থা এবং সকল সম্ভাব্য ও অব্যক্তভাব বা বৃত্তি বা শক্তি সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান রাখেন। সুতরাং একমাত্র তিনিই বলিতে পারেন, কে শাস্তি পাওয়ার যোগ্য এবং কে নহে।

وَهُوَ الَّذِيْ يَتَوَفّٰكُمْ بِالَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيْهِ لِيُقْضٰٓى اَجَلٌ مُّسَمًّى ۚ ثُمَّ اِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٦٠﴾ ع ٧ ١٤

৬১। এবং তিনিই রাত্রিকালে নিদ্রায় তোমাদিগকে মৃত্যু দেন এবং দিবসে[৮৫৫] তোমরা যাহা কিছু অর্জন কর তাহা তিনি জানেন; অতঃপর তিনিই উহাতে (নিদ্রার পর) তোমাদিগকে উত্থিত করেন যেন নির্ধারিত কাল[৮৫৬] পূর্ণ হয়। অতঃপর তাঁহারই দিকে তোমাদের প্রত্যাবর্তন। অতঃপর তিনি তোমাদিগকে তোমরা যে কাজ-কর্ম করিতে উহা সম্বন্ধে অবহিত করিবেন।

وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهٖ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً ۗ حَتّٰٓى اِذَا جَآءَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُوْنَ ﴿٦١﴾

৬২। এবং তিনিই তাঁহার বান্দাগণের উপর প্রবল,[৮৫৭] এবং তিনি তোমাদের উপর হিফাযতকারী প্রেরণ করেন—এমন কি যখন তোমাদের কাহারও উপর মৃত্যু আসে তখন আমাদের প্রেরিতগণ (ফিরিশ্‌তাগণ) তাহাকে মৃত্যু দেয় এবং তাহারা কোন ত্রুটি করে না।

ثُمَّ رُدُّوْٓا اِلَى اللّٰهِ مَوْلٰىهُمُ الْحَقِّ ۗ اَلَا لَهُ الْحُكْمُ ۖ وَهُوَ اَسْرَعُ الْحٰسِبِيْنَ ﴿٦٢﴾

৬৩। অতঃপর, তাহাদিগকে আল্লাহ্‌র দিকে ফিরাইয়া লওয়া হয়, যিনি তাহাদের প্রকৃত প্রভু। শুন! সিদ্ধান্ত তাঁহারই আয়ত্তে। এবং হিসাব গ্রহণকারীগণের মধ্যে তিনি সর্বাপেক্ষা তৎপর।

قُلْ مَنْ يُّنَجِّيْكُمْ مِّنْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُوْنَهٗ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً ۚ لَئِنْ اَنْجٰىنَا مِنْ هٰذِهٖ لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ ﴿٦٣﴾

৬৪। তুমি বল, 'কে তোমাদিগকে স্থল ও জলের অন্ধকার রাশি[৮৫৮] (বিপদাবলী) হইতে রক্ষা করেন, যখন তোমরা তাঁহাকে সকাতরে এবং সংগোপনে (এই বলিয়া) ডাক যে, যদি তিনি আমাদিগকে উহা হইতে রক্ষা করেন তাহা হইলে নিশ্চয় আমরা কৃতজ্ঞ বান্দাগণের অন্তর্ভুক্ত হইব।'

৮৫৫। একমাত্র আল্লাহ্‌ই জানেন রাত্রিকালে মানুষের অবস্থা এবং দিনের বেলায় তাহার ক্রিয়া-কর্ম, এবং সময় মাত্রই তাঁহার নিয়ন্ত্রণাধীন। অতএব, তিনিই শুধু জানেন সৎ এবং অসৎ-এর প্রকৃত চরিত্র; সুতরাং তিনি শাস্তি প্রদানে সক্ষম।

৮৫৬। এখানে উল্লিখিত নির্ধারিত সময় বলিতে মানুষের জন্মের সময় হইতে তাহাকে যে সকল প্রবৃত্তি ও ক্ষমতা দ্বারা সমৃদ্ধ করা হয় এবং সেগুলির সদ্ব্যবহার বা অপব্যবহার দ্বারা সময় বর্দ্ধিত বা সঙ্কুচিত হয় তদ্বারা নির্ধারিত কালকেই বুঝানো হইয়াছে। এখানে আল্লাহ্‌তা'লার চিরস্থায়ী জ্ঞান সম্পর্কে ইঙ্গিত নাই।

৮৫৭। এই আয়াতে আরও যুক্তি দেওয়া হইয়াছে যে, কেন আল্লাহ্‌তা'লাই শাস্তি প্রদানের অধিকারী। তিনি "কাহ্‌হার' অর্থাৎ সকলের উপরে ক্ষমতাবান ও প্রবল। অতএব, তিনি তাঁহার যে কোন সৃষ্ট জীবকে তাঁহার অভ্রান্ত জ্ঞানে যখনই প্রয়োজন মনে করেন শাস্তি দিতে পারেন। যাহারা ক্ষমতার অধিকারী তাহারা কখনও শাস্তি প্রদানে তাড়াহুড়া করেন না।

৮৫৮। "যুলুমাত" শাব্দিক অর্থ "অন্ধকার", এখানে অর্থ হইতেছে নির্যাতন, দৈব দুর্বিপাক এবং দুর্ভাগ্য। আরবদের ধারণামতে অন্ধকার দুর্ভাগ্যের প্রতীক।

قُلِ اللّٰهُ يُنَجِّيْكُمْ مِّنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ اَنْتُمْ تُشْرِكُوْنَ ﴿٦٥﴾

৬৫। তুমি বল, 'আল্লাহ্ তোমাদিগকে উহা হইতে এবং সকল প্রকার দুঃখ-কষ্ট হইতে রক্ষা করেন, তথাপি তোমরা (তাঁহার সহিত) শরীক কর।'

قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلٰٓى اَنْ يَّبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ اَوْ مِنْ تَحْتِ اَرْجُلِكُمْ اَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَّيُذِيْقَ بَعْضَكُمْ بَاْسَ بَعْضٍ ؕ اُنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُوْنَ ﴿٦٦﴾

৬৬। তুমি বল, 'তিনি ইহার উপরও শক্তিমান যে তিনি তোমাদের উপর তোমাদের উর্ধ্ব দেশ হইতে অথবা তোমাদের পদতল হইতে শাস্তি প্রেরণ করেন অথবা তোমাদিগকে বিভিন্ন দলে (বিভক্ত করিয়া) সংঘর্ষে লিপ্ত করেন এবং তোমাদের কতকজনকে কতকজনের আক্রমণের স্বাদ গ্রহণ করান।'[৮৫৯] লক্ষ্য কর, কিরূপে আমরা আয়াতসমূহ বিভিন্ন প্রকারে বর্ণনা করি যেন তাহারা বুঝিতে পারে।

وَكَذَّبَ بِهٖ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ ؕ قُلْ لَّسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيْلٍ ﴿٦٧﴾

৬৭। এবং তোমার জাতি ইহাকে[৮৬০] মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, অথচ ইহাই সত্য; তুমি বল, 'আমি তোমাদের উপর কোন অভিভাবক নহি।'

لِكُلِّ نَبَاٍ مُّسْتَقَرٌّ ۫ وَّسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ﴿٦٨﴾

৬৮। প্রত্যেক ভবিষ্যদ্বাণীর (পূর্ণতার) জন্য এক নির্দিষ্ট মিয়াদ[৮৬১] আছে, এবং অচিরেই তোমরা জানিতে পারিবে।

وَاِذَا رَاَيْتَ الَّذِيْنَ يَخُوْضُوْنَ فِيْٓ اٰيٰتِنَا فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتّٰى يَخُوْضُوْا فِيْ حَدِيْثٍ غَيْرِهٖ ؕ وَاِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطٰنُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرٰى مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٦٩﴾

৬৯। এবং যখন তুমি তাহাদিগকে দেখ যাহারা আমাদের নিদর্শন সমূহ সম্বন্ধে বাজে কথায় মগ্ন হয়, তখন তুমি তাহাদের নিকট হইতে মুখ ফিরাইয়া লও যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহারা উহা ছাড়া অন্য আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়। এবং যদি শয়তান তোমাকে ভুলাইয়া দেয় তাহা হইলে স্মরণ হওয়ার পর তুমি কখনও যালেম জাতির সঙ্গে বসিবে না।

وَمَا عَلَى الَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ وَّلٰكِنْ ذِكْرٰى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ﴿٧٠﴾

৭০। এবং যাহারা তাক্ওয়া অবলম্বন করে তাহাদের উপর উহাদের হিসাব-নিকাশের কোন অংশ বর্তিবে না, কিন্তু (তাহাদের জিম্মায়) উপদেশ দান করার দায়িত্ব রহিয়াছে যাহাতে তাহারা তাক্ওয়া অবলম্বন করে।

৮৫৯। "ঊর্ধ্ব দেশ হইতে শাস্তি"এর মর্ম দুর্ভিক্ষ, ভূমিকম্প, বন্যা, ঝড়-ঝঞ্জা, দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচার, মানসিক যন্ত্রণা ইত্যাদি। এবং "পদতল হইতে শাস্তি"-এর মর্ম হইতেছে রোগ-ব্যাধি, মহামারী, অধীনস্থ প্রজাকুলের বিদ্রোহ ইত্যাদি। আরও রহিয়াছে বিরোধ, মতানৈক্য, বিভেদ এবং বিচ্ছেদ প্রভৃতির শাস্তি, যেসব কোন কোন সময়ে গৃহযুদ্ধে পরিণত হয়। ইহাই ইশারা করা হইয়াছে "তোমাদের কতককে কতকের আক্রমণের স্বাদ গ্রহণ করান" এই শব্দগুলির মধ্যে।

৮৬০। "ইহাকে" সর্বনাম দ্বারা বুঝাইতেছে (১) আলোচ্য বিষয় বস্তু; (২) পবিত্র কুরআন; (৩) ঐশী-শাস্তি। শেষ অর্থ গ্রহণ করিলে, "ইহাই সত্য" এর মর্ম দাঁড়ায় যে, প্রতিশ্রুত-শাস্তি নিশ্চয় আসিবে।

৮৬১। এই আয়াতের মর্ম এই যে, আল্লাহ্তা'লা তাঁহার অভ্রান্ত জ্ঞানের দ্বারা প্রত্যেক ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়ার এক সময়সীমা নির্ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন। তাই সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদিগের প্রতি যে শাস্তির প্রতিশ্রুতি রহিয়াছে উহাও যথাযথ সময়ে আসিয়া উপস্থিত হইবে।

وَذَرِ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا دِيْنَهُمْ لَعِبًا وَّ لَهْوًا وَّ غَرَّتْهُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهٖۤ اَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌۢ بِمَا كَسَبَتْ ۚ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيٌّ وَّ لَا شَفِيْعٌ ۚ وَ اِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَا ؕ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اُبْسِلُوْا بِمَا كَسَبُوْا ۚ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيْمٍ وَّ عَذَابٌ اَلِيْمٌۢ بِمَا كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ ﴿۷۰﴾ ع

৭১। এবং তুমি তাহাদিগকে বর্জন কর যাহারা নিজেদের ধর্মকে ক্রীড়া-কৌতুক এবং আমোদ-প্রমোদরূপে গ্রহণ করিয়াছে এবং পার্থিব জীবন তাহাদিগকে প্রতারিত করিয়াছে। এবং তুমি তাহাদিগকে ইহা (কুরআন) দ্বারা উপদেশ দিতে থাক যেন কোন আত্মা তাহার কৃত-কর্মের জন্য ধ্বংস না হয়, যাহার জন্য আল্লাহ্ ব্যতীত না কোন অভিভাবক হইবে এবং না কোন শাফা'আতকারী হইবে; এবং যদি সে সকল প্রকার মুক্তি-পণও পেশ করে তথাপি তাহার নিকট হইতে উহা গ্রহণ করা হইবে না। ইহারাই এমন লোক যাহাদিগকে তাহাদের কৃত-কর্মের দরুন ধ্বংস করা হইবে। তাহাদের জন্য পানীয় হইবে উত্তপ্ত পানি এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি, যেহেতু তাহারা অবিশ্বাস করিত।

৮ [১০] ১৪

قُلْ اَنَدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَ نُرَدُّ عَلٰۤى اَعْقَابِنَا بَعْدَ اِذْ هَدٰىنَا اللّٰهُ كَالَّذِى اسْتَهْوَتْهُ الشَّيٰطِيْنُ فِى الْاَرْضِ حَيْرَانَ ۖ لَهٗۤ اَصْحٰبٌ يَّدْعُوْنَهٗۤ اِلَى الْهُدَى ائْتِنَا ؕ قُلْ اِنَّ هُدَى اللّٰهِ هُوَ الْهُدٰى ؕ وَ اُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿۷۲﴾

৭২। তুমি বল, 'আমরা কি আল্লাহ্‌কে ছাড়িয়া এমন কিছুকে ডাকিব যাহা না আমাদের কোন উপকার করিতে পারে এবং না আমাদের কোন অপকার করিতে পারে; এবং আল্লাহ্ আমাদিগকে হেদায়াত দেওয়ার পরও কি আমরা আমাদের গোড়ালির উপর (তৎক্ষণাৎ পশ্চাতে) সেই ব্যক্তির ন্যায় প্রত্যাবর্তিত হইব, যাহাকে শয়তানরা প্রলুব্ধ করিয়া ভূপৃষ্ঠে হতবুদ্ধি করিয়াছে?[৮৬২] তাহার কতক সঙ্গী আছে, যাহারা তাহাকে হেদায়াতের দিকে এই বলিয়া ডাকে, 'আমাদের নিকট আস।' তুমি বল, 'নিশ্চয় আল্লাহ্‌র হেদায়াতই প্রকৃত হেদায়াত; এবং আমরা আদিষ্ট হইয়াছি যেন আমরা সমগ্র জগতের প্রতিপালকের সমীপে আত্মসমর্পণ করি।'

وَاَنْ اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاتَّقُوْهُ ؕ وَهُوَ الَّذِىْۤ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ﴿۷۳﴾

৭৩। এবং (আমরা আরও আদিষ্ট হইয়াছি) যে, 'তোমরা নামায কায়েম কর এবং তাঁহার তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর; এবং তিনিই সেই সত্তা যাঁহার নিকট তোমাদিগকে সমবেত করা হইবে।'

وَهُوَ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ؕ وَيَوْمَ يَقُوْلُ كُنْ فَيَكُوْنُ ۗ قَوْلُهُ الْحَقُّ ؕ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِى الصُّوْرِ ؕ ﴿۷۴﴾ ع

৭৪। এবং তিনিই সেই সত্তা যিনি আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীকে যথাযথ প্রজ্ঞার সহিত সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং যেদিন তিনি বলিবেন, 'হও,' তখন উহা হইয়া যাইবে। তাঁহার কথাই সত্য;

৮৬২। এই আয়াতে একজন পৌত্তলিকের তুলনা করা হইয়াছে এক বিক্ষিপ্তচিত্ত মানুষের অবস্থার সংগে, যাহার অনুসরণ করার মত নির্দিষ্ট কোন পথ নাই। কিন্তু একজন মো'মেনের জীবনের উদ্দেশ্য রহিয়াছে, এক নির্দিষ্ট গন্তব্যস্থল রহিয়াছে। সে সর্বদা গভীর বিশ্বাসের সঙ্গে এক এবং অদ্বিতীয় আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করে এবং সে কোথাও কিংকর্তব্যবিমূঢ় মূর্তিপূজারীর ন্যায় বিপথগামী হয় না।

عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۚ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ ﴿٧٣﴾

এবং যেদিন শিঙ্গায়[৮৬৩] ফুৎকার দেওয়া হইবে, সেদিন সর্বাধিপত্য একমাত্র তাঁহারই হইবে । তিনি গুপ্ত ও ব্যক্ত সকল বিষয়ে পরিজ্ঞাত । বস্তুতঃ তিনি পরম প্রজ্ঞাময়, সবিশেষ অবহিত ।

وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ لِاَبِيْهِ اٰزَرَ اَتَتَّخِذُ اَصْنَامًا اٰلِهَةً ۚ اِنِّيْٓ اَرٰىكَ وَقَوْمَكَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٧٤﴾

৭৫ । এবং (স্মরণ কর) যখন ইব্রাহীম তাহার পিতা আযরকে[৮৬৪] বলিয়াছিল, 'তুমি কি মূর্তিসমূহকে মা'বূদরূপে গ্রহণ করিতেছ ? নিশ্চয় আমি তোমাকে এবং তোমার জাতিকে স্পষ্ট ভ্রান্তির মধ্যে দেখিতেছি ।'

৮৬৩ । আল্লাহ্তা'লার প্রেরিত একজন নবী অবশ্যই শিঙ্গাস্বরূপ, যাহার মাধ্যমে আল্লাহ্র আহ্বান শোনা যায়, এবং এই শব্দ নবীর শিক্ষা প্রচারের প্রতীক এবং তাঁহার জাতির জীবনের মহান বিপ্লব আনয়নকারী । এই আয়াতের মর্ম এই যে, আঁ-হযরত (সাঃ)-এর পবিত্র শিক্ষা পৃথিবীতে বহুলভাবে প্রচারিত ও গৃহীত হইবে এবং যখন ইসলাম সাফল্য ও প্রাধান্য লাভ করিবে, তখন সন্দেহাতীতভাবে পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্যপ্রতিষ্ঠিত হইবে এবং সেইদিন মুশরেকদিকের মূর্তিগুলি ভাঙ্গিয়া চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যাইবে ।

৮৬৪ । বাইবেলের পুরাতন নিয়ম গ্রন্থে হযরত ইব্রাহীমের পিতার নাম তেরহ্ দেওয়া হইয়াছে (আদিপুস্তক-১১ঃ২৬) এবং নূতন নিয়মেও তেরহ্ লিখিত হইয়াছে (লুক-৩ঃ৩৪)। তালমূদ লুকের সাথে একমত । গির্জা বা যাজক সংক্রান্ত ইতিহাসের প্রবর্তক, ইউসিবিয়াস (Eusebius) ইব্রাহীমের পিতার নাম আথার (Athar)বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (Sale)। ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে, ইহুদীদের মধ্যেও ইব্রাহীমের পিতার নাম সম্বন্ধে মতভেদ ছিল । আদি-পুস্তক এবং লুক-এর সঙ্গে ভিন্নমত পোষণ করার কোন জোরালো কারণ ইউসিবিয়াসের অবশ্যই ছিল । আথার (Athar)ই সঠিক বলিয়া মনে হয় যাহা পরবর্তী কালে তেরহ্ বা থারা'তে রূপান্তরিত হইয়া যায় । "আথার" কুরআনে উল্লেখিত নামের (আয্র) প্রায় সমরূপ, উচ্চারণে সামান্য ব্যতিক্রম ছাড়া শব্দ দুইটির আকার প্রায় একই। অতএব, খৃষ্টান লেখকগণের কুরআন্ করীমের সঙ্গে বিতণ্ডা করার কোন কারণ থাকিতে পারে না । এই কারণে যে, ইহার মধ্যে ইব্রাহীমের পিতাকে 'আয্র' নামে অভিহিত করা হইয়াছে । তাহাছাড়া, তালমূদ কিতাবে ইব্রাহীমের পিতার নাম 'তেরহ্' রাখা হইয়াছে (Sale) ; এবং 'যারাহ' শব্দটি 'আযর' এর প্রায় কাছাকাছি । ইহাতে প্রতিপন্ন হয় যে, কুর্আনের বিবরণ অধিক নির্ভরযোগ্য । তদুপরি আযরকে কুর্আনে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর আব্ (২৬ঃ৮৭) বলা হইয়াছে । 'আব' শব্দ পিতা, চাচা বা পিতামহ প্রভৃতির জন্য প্রয়োগ হইয়া থাকে । ২ঃ১৩৩ আয়াতে হযরত ইয়াকুব (আঃ)-এর চাচা হযরত ইসমাঈল (আঃ)-কে তাঁহার 'আব্' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে । যাহা হউক, কুরআন্ হইতে ইহা প্রতীয়মান হয় যে, আয্রকে যদিও ইব্রাহীমের "আব্" বলা হইয়াছে, সম্ভবতঃ তিনি তাঁহার পিতা ছিলেন না । হযরত ইব্রাহীম (আঃ), তাঁহার 'আব্' আযর-এর নিকট ওয়াদা করিয়াছিলেন যে, তিনি আল্লাহ্তা'লার নিকট তাহার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিবেন । কিন্তু যখন তিনি আল্লাহ্তা'লার নিকট জানিতে পারিলেন যে, 'আযর' আল্লাহ্তা'লার শত্রু তখন হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তাহার জন্য দোয়া করা হইতে বিরত রহিলেন; এমনকি, প্রকৃত পক্ষে দোয়া করিতে তাঁহাকে বারণ করা হইয়াছিল (৯ঃ১১৪)। কিন্তু ১৪ঃ৪২ আয়াতে ইব্রাহীম (আঃ) তাঁহার ওয়ালিদ-এর জন্য দোয়া করিয়াছিলেন, 'ওয়ালিদ' শব্দ পিতার জন্যই প্রয়োগ হয়।ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, 'আযর' যাহাকে ইব্রাহীমের 'আব্' বলা হইয়াছে তিনি তাঁহার 'ওয়ালিদ' অর্থাৎ পিতা হইতে ভিন্ন ব্যক্তি ছিলেন । খুব সম্ভবতঃ তিনি তাঁহার চাচা ছিলেন । বাইবেলের কোন কোন অংশও এই অনুমান সমর্থন করে । তেরহ্-এর কন্যা 'সারাহ্'কে ইব্রাহীম বিবাহ করিয়াছিলেন (আদি পুস্তক-২০ঃ১২)।ইহাতেও প্রতিপন্ন হয় যে, তেরহ্ তাঁহার পিতা ছিলেন না, কারণ তিনি তাঁহার ভগ্নীকে বিবাহ করিতে পারেন না । বোধ হয় তাঁহার পিতার মৃত্যু হওয়ায় তাঁহার চাচা আযর বা আথার তাঁহাকে লালন পালন করিয়াছিলেন, এবং তাহার কন্যা সারাহ্কে তাঁহার সঙ্গে বিবাহ দিয়াছিলেন । যেহেতু আয্র ইব্রাহীমকে লালন-পালন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার পিতৃতুল্য ছিলেন, সেই কারণে তাঁহাকে পুত্র বলিতেন এবং এই জন্য আয্র বা আথারকে ইব্রাহীমের প্রকৃত পিতা বলিয়া ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হইয়াছিল । তাল্মূদ কিতাব হইতে ইহাও প্রতিপন্ন হয় যে, আয্র প্রতিমাগুলি ভাঙ্গার অপরাধে ইব্রাহীমকে অভিযুক্ত করিয়াছিল এবং বিচারের জন্য রাজার নিকট নিয়াছিল । যদি আয্র ইব্রাহীমের পিতা হইতেন তাহা হইলে নিজ পুত্রের বিরুদ্ধে হয়ত এমন কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিতেন না ।

وَكَذٰلِكَ نُرِيْٓ اِبْرٰهِيْمَ مَلَكُوْتَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلِيَكُوْنَ مِنَ الْمُوْقِنِيْنَ ﴿٧٥﴾

৭৬। এবং এইভাবে আমরা ইব্রাহীমকে আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর পরিচালন-ব্যবস্থা[৮৬৫] দেখাইলাম (যেন তাহার জ্ঞান পূর্ণ হয়) এবং যেন সে দৃঢ় বিশ্বাসীগণের অন্তর্ভুক্ত হয়।

فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ الَّيْلُ رَاٰ كَوْكَبًا ۚ قَالَ هٰذَا رَبِّيْ ۚ فَلَمَّآ اَفَلَ قَالَ لَآ اُحِبُّ الْاٰفِلِيْنَ ﴿٧٦﴾

৭৭। এবং যখন রাত্রি তাহার উপর অন্ধকারাচ্ছন্ন হইল, তখন সে একটি নক্ষত্র দেখিল। সে বলিল, 'ইহা আমার প্রভু (হইতে পারে)?' কিন্তু উহা যখন অস্তমিত হইল, তখন সে বলিল, 'আমি অস্তগামীদিগকে ভালবাসি না।'

فَلَمَّا رَاَ الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هٰذَا رَبِّيْ ۚ فَلَمَّآ اَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَّمْ يَهْدِنِيْ رَبِّيْ لَاَكُوْنَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّآلِّيْنَ ﴿٧٧﴾

৭৮। অতঃপর, যখন সে চন্দ্রকে জ্যোতির্ময়রূপে দেখিল, সে বলিল, 'ইহা আমার প্রভু (হইতে পারে)?' অতঃপর, যখন উহা অস্তমিত হইল, সে বলিল, 'যদি আমার প্রভু আমাকে হেদায়াত না দিতেন, তাহা হইলে নিশ্চয় আমি পথভ্রষ্ট জাতির অন্তর্ভুক্ত হইয়া যাইতাম।'

فَلَمَّا رَاَ الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هٰذَا رَبِّيْ هٰذَآ اَكْبَرُ ۚ فَلَمَّآ اَفَلَتْ قَالَ يٰقَوْمِ اِنِّيْ بَرِيْٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ ﴿٧٨﴾

৭৯। অতঃপর, যখন সে সূর্যকে জ্যোতির্ময়রূপে দেখিল, তখন সে বলিল, 'ইহা আমার প্রভু (হইতে পারে)? ইহা সর্বাপেক্ষা বড়।' অতঃপর, যখন উহাও অস্তমিত হইল, তখন সে বলিল, 'হে আমার জাতি! তোমরা যাহা (আল্লাহ্‌র সহিত) শরীক কর আমি উহা হইতে মুক্ত;[৮৬৬]

৮৬৫। এই আয়াতের অর্থ এই যে, আল্লাহ্‌তা'লা ইব্রাহীম (আঃ)-কে বিশ্ব প্রকৃতির নিয়ম সম্বন্ধে এবং সবকিছুকে পরিব্যাপ্তকারী ঐশী-ক্ষমতা এবং নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে জ্ঞান এবং অন্তর্দৃষ্টি দান করিয়াছিলেন।

৮৬৬। ৭৭-৭৯ আয়াত প্রকাশ করে যে, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তাঁহার (প্রতিমা-পূজারী) জাতিকে তাহাদের অদ্ভুত হাস্যকর বিশ্বাস সম্পর্কে ভালভাবে উপলব্ধি করাইবার জন্য এক যুক্তি প্রয়োগ করিয়াছিলেন। তাহা হইল, তাহাদের তো চন্দ্র, সূর্য এবং গ্রহ-নক্ষত্র প্রভৃতি অনেক খোদা আছে, যাহাদের উপাসনা তাহারা করে (যিউ এনসাই)। এই আয়াতগুলি হইতে ইহা অনুমান করা ভুল হইবে যে, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) নিজেই অন্ধকারে পথ হাতড়াইতেছিলেন এবং তিনি জানিতেন না যে, কে তাঁহার প্রভু ছিলেন, এবং একের পর এক সন্ধ্যার নক্ষত্র, চন্দ্র এবং তারপর সূর্যকে আপন প্রভু মনে করিলেন এবং একে একে যখন সব অস্তমিত হইয়া গেল তখন তিনি উহাদের ঈশ্বরত্বে বিশ্বাস ত্যাগ করিলেন, এবং এক আল্লাহ্ আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টিকর্তার দিকে প্রত্যাবর্তন করিলেন। প্রকৃত পক্ষে, বহু যুক্তি-সম্বলিত এই ঘটনা প্রমাণ করিতেছে যে, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) আকাশের এই সকল বস্তুকে প্রভুরূপে গ্রহণ করা তো দূরের কথা, বরং তিনি তাঁহার জাতির লোকদিগের বিশ্বাসের অসারতাই ধাপে ধাপে তাহাদিগকে দেখাইয়া দিতে চাহিয়াছিলেন। ৭৫-৭৬ আয়াত প্রকাশ করে যে, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) আল্লাহ্‌তা'লার একত্বে অটল বিশ্বাসী ছিলেন। কাজেই, তিনি অন্ধকারে ঘুরপাক খাওয়ার মত এবং এক প্রতিমা হইতে অন্য প্রতিমার দিকে উদ্দেশ্যহীনভাবে চলার মত বিবেচিত হইতে পারেন না। "ইহা আমার প্রভু (হইতে পারে)?" এই শব্দগুচ্ছ নক্ষত্র পূজার বিরুদ্ধে যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছিল। এই কথাগুলি দ্বারা তিনি তাঁহার জাতির লোকের বিশ্বাস মতে নক্ষত্র যে তাহাদের প্রভু ছিল তৎপ্রতি তাহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া ছিলেন। তদুপরি তিনি তো পূর্বেই জানিতেন যে, সূর্য অস্ত যাইবেই। এমতাবস্থায় তাঁহার যুক্তির মধ্যে "আমি অস্তগামীদিগকে ভালবাসি না" কথাগুলি তো পূর্বাহ্নেই তাঁহার অন্তরে ছিল। প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি অত্যন্ত কার্যকররূপে তাঁহার যুক্তির অবতারণা করিতে চাহিয়াছিলেন। এইরূপে, প্রথমে নক্ষত্রকে তাঁহার প্রভু বলিয়া সাময়িকভাবে বাহানা করিয়াছিলেন এবং যখন উহা অদৃশ্য হইয়া গেল, তাহাদিগকে সঠিক বিষয় উপলব্ধি করাইবার জন্য অনতিবিলম্বে তৎক্ষণাৎ ঘোষণা করিলেন, "আমি অস্তগামীদিগকে ভালবাসি না"। একই ব্যাপার ঘটিয়াছিল চন্দ্র এবং সূর্য অদৃশ্য হওয়াতে। সূর্য সম্পর্কে তিনি "বৃহত্তর" বা "বৃহত্তম" শব্দ ব্যবহার করিয়াছিলেন বিদ্রূপাত্মক সুরে — তাঁহার জাতিকে তাহাদের বোকামীর জন্য

৮০ । নিশ্চয় আমি একনিষ্ঠভাবে আমার মুখ তাঁহারই দিকে ফিরাইতেছি যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবীকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং আমি মোশরেকদের অন্তর্ভুক্ত নহি ।'

اِنِّیْ وَجَّهْتُ وَجْهِیَ لِلَّذِیْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ حَنِیْفًا وَّ مَاۤ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِیْنَ ﴿۷۹﴾

৮১ । এবং তাহার জাতি তাহার সহিত বিতর্ক করিল । তখন সে বলিল, 'তোমরা কি আমার সঙ্গে আল্লাহ্‌র সম্বন্ধে তর্ক করিতেছ, অথচ তিনি আমাকে হেদায়াত দান করিয়াছেন ? এবং তোমরা যাহাকে তাঁহার সহিত শরীক করিতেছ উহাকে আমি আদৌ ভয় করি না,—আমার প্রভু যাহা চাহিবেন তাহা ব্যতিরেকে । আমার প্রভু জ্ঞান দ্বারা প্রত্যেক বস্তুকে পরিবেষ্টন করিয়া রাখিয়াছেন । তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করিবে না ?

وَ حَآجَّهٗ قَوْمُهٗ ؕ قَالَ اَتُحَآجُّوْٓنِّیْ فِی اللّٰهِ وَ قَدْ هَدٰىنِ ؕ وَ لَاۤ اَخَافُ مَا تُشْرِكُوْنَ بِهٖۤ اِلَّاۤ اَنْ یَّشَآءَ رَبِّیْ شَیْـًٔا ؕ وَسِعَ رَبِّیْ كُلَّ شَیْءٍ عِلْمًا ؕ اَفَلَا تَتَذَكَّرُوْنَ ﴿۸۰﴾

৮২ । এবং আমি কিরূপে উহাকে ভয় করিতে পারি যাহাকে তোমরা (আল্লাহ্‌র সহিত) শরীক করিতেছ, যখন তোমরা আল্লাহ্‌র সহিত এমন কিছুকে শরীক করিতে ভয় কর না যাহার সম্বন্ধে তিনি তোমাদের উপর কোন প্রমাণ নাযেল করেন নাই ?' যদি তোমরা জ্ঞান রাখ তাহা হইলে বল, উভয় পক্ষের মধ্যে কোন্ পক্ষ নিরাপত্তা[৮৬৭] লাভের অধিক অধিকারী ?

وَ كَیْفَ اَخَافُ مَاۤ اَشْرَكْتُمْ وَ لَا تَخَافُوْنَ اَنَّكُمْ اَشْرَكْتُمْ بِاللّٰهِ مَا لَمْ یُنَزِّلْ بِهٖ عَلَیْكُمْ سُلْطٰنًا ؕ فَاَیُّ الْفَرِیْقَیْنِ اَحَقُّ بِالْاَمْنِ ۚ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿۸۱﴾

৮৩ । যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং নিজেদের ঈমানকে অন্যায়ের সহিত মিশ্রিত করে নাই ইহারাই এমন লোক যে তাহাদের জন্য নিরাপত্তা নির্ধারিত আছে এবং তাহারাই হেদায়াতপ্রাপ্ত ।

اَلَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَ لَمْ یَلْبِسُوْۤا اِیْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ اُولٰٓئِكَ لَهُمُ الْاَمْنُ وَ هُمْ مُّهْتَدُوْنَ ﴿۸۲﴾

৮৪ । এবং ইহা ছিল আমাদের যুক্তি-প্রমাণ, যাহা আমরা ইব্‌রাহীমকে তাহার জাতির[৮৬৮] বিরুদ্ধে প্রদান করিয়াছিলাম । আমরা যাহাকে চাহি মর্যাদায় উন্নীত করি, নিশ্চয় তোমার প্রভু পরম প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞানী ।

وَ تِلْكَ حُجَّتُنَاۤ اٰتَیْنٰهَاۤ اِبْرٰهِیْمَ عَلٰی قَوْمِهٖ ؕ نَرْفَعُ دَرَجٰتٍ مَّنْ نَّشَآءُ ؕ اِنَّ رَبَّكَ حَكِیْمٌ عَلِیْمٌ ﴿۸۳﴾

উপহাস করার উদ্দেশ্যে । ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, যুক্তির যে ধারা তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন, উহা দ্বারা ইব্‌রাহীম (আঃ) তাঁহার জাতিকে ক্রমশঃ আল্লাহ্‌তা'লার দিকে আকর্ষণ করিতে চাহিতেছিলেন । ৮০-৮২ আয়াতের উপরে ভাসা ভাসা ভাবে দেখিলেও ইহা স্ফটিকের মত সুস্পষ্ট হইয়া যায় যে, হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ) আল্লাহ্‌তা'লার উপর কেবল অটল ঈমানই রাখিতেন না, পরন্ত ঐশী-সিফত্ (গুণাবলী) সম্বন্ধেও গভীর জ্ঞান-সম্পন্ন ছিলেন ।

৮৬৭ । বর্তমান এবং পূর্ববর্তী আয়াত নিশ্চিতভাবে প্রতিপন্ন করে যে, ৭৭-৭৯ আয়াতে বর্ণিত ঘটনা হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ) স্বেচ্ছাকৃতভাবে যুক্তিরূপেই উপস্থাপন করিয়াছিলেন; নচেৎ তিনি নিজে একনিষ্ঠ একেশ্বরবাদী ছিলেন এবং ঐশী-প্রেমে ও জ্ঞানে সমৃদ্ধ ছিলেন ।

৮৬৮ । হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ) আকাশে ক্রমান্বয়ে দৃশ্যমান বস্তুকে একটির পরে আর একটিকে নিজ প্রভুরূপে মনে করিয়া অবশেষে আল্লাহ্‌তা'লার উপর ঈমান আনিয়াছিলেন অথবা এই সকল যুক্তির অবতারণা তিনি তাঁহার জাতিকে আকাশের চন্দ্র, সূর্য ও নক্ষত্রকে খোদারূপে

وَوَهَبْنَا لَهٗٓ اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ ؕ كُلًّا هَدَيْنَا ۚ وَنُوْحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهٖ دَاوٗدَ وَسُلَيْمٰنَ وَاَيُّوْبَ وَيُوْسُفَ وَمُوْسٰى وَهٰرُوْنَ ؕ وَكَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ۙ﴿۸۵﴾

৮৫। এবং আমরা তাহাকে দান করিয়াছিলাম ইসহাক্ ও ইয়াকুব ; আমরা তাহাদের প্রত্যেককে হেদায়াত দিয়াছিলাম ; এবং ইতিপূর্বে আমরা হেদায়াত দিয়াছিলাম নূহ্কে এবং তাহার বংশধর হইতে দাউদ এবং সুলায়মান এবং আইউব[৮৬৯] এবং ইউসুফ এবং মূসা এবং হারূনকে। এবং এইরূপে আমরা সৎকর্মশীলদিগকে প্রতিদান দিয়া থাকি।

وَزَكَرِيَّا وَيَحْيٰى وَعِيْسٰى وَاِلْيَاسَ ؕ كُلٌّ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ۙ﴿۸۶﴾

৮৬। এবং (আমরা হেদায়াত দিয়াছিলাম) যাকারিয়্যা এবং ইয়াহ্ইয়া এবং ঈসা এবং ইলইয়াসকে; তাহারা সকলেই সৎকর্মশীলগণের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

وَاِسْمٰعِيْلَ وَالْيَسَعَ وَيُوْنُسَ وَلُوْطًا ؕ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ۙ﴿۸۷﴾

৮৭। এবং (আমরা হেদায়াত দিয়াছিলাম) ইসমাঈল এবং আল্ইয়াসায়া এবং ইউনুস এবং লূতকে; এবং তাহাদের প্রত্যেককেই আমরা বিশ্ববাসীগণের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছিলাম।[৮৭০]

পূজা করার বিপথগামিতায় ত্রুটি প্রদর্শন করিবার জন্য কৌশল অবলম্বন করিয়াছিলেন কিনা সেই প্রশ্নের নিশ্চিত সমাধান বর্তমান আয়াত করিয়া দিয়াছে। এই আয়াতে ইহাই ব্যক্ত করা হইয়াছে যে, ইব্রাহীম (আঃ) প্রথম হইতেই স্পষ্টরূপে এবং অটলভাবে আল্লাহ্তা'লার একত্বে বা তৌহীদে বিশ্বাস করিতেন, এবং যাহা তিনি চন্দ্র, সূর্য ইত্যাদি সম্পর্কে বলিয়াছিলেন সেই সমস্ত তাঁহার যুক্তি-তর্কের অংশ মাত্র, যাহা আল্লাহ্ই তাঁহাকে শিখাইয়াছিলেন।

৮৬৯। আইউব (আঃ) বাইবেলের ইয়োব কিতাবের প্রধান ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তাঁহাকে উয্ অঞ্চলের বাসিন্দা বলিয়া বাইবেলে উল্লেখ আছে। কোন কোন নির্ভরযোগ্য বিশেষজ্ঞের মতে ইহা ইদুমেয়া বা আরবিয়া ডেজার্টা অর্থাৎ আরব মরুভূমি এবং অন্যেরা তাঁহার জন্মস্থান মেসোপটিমিয়া বলিয়া নির্দেশ করে। ইহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, আরবের উত্তরাঞ্চলের কোন স্থানে উয্ অবস্থিত ছিল। কথিত আছে যে, ইহুদীজাতির মিশর পরিত্যাগের পূর্বে আইউব সেখানে বাস করিতেন। অতএব, তিনি হযরত মূসা (আঃ)-এর পূর্বেই সেখানে ছিলেন, অথবা কাহারো মতে তিনি মূসা (আঃ)-এর স্বদেশবাসী ছিলেন, এবং তাঁহার কুড়ি (২০) বৎসর পূর্বে নবুওয়াতের মিশন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি ইসরাঈলী ছিলেন না, তবে ইসরাঈল-এর বড় ভাই এসাউ (Esau)-এর বংশজাত ছিলেন। আল্লাহ্তা'লা কর্তৃক বিভিন্নভাবে পরীক্ষিত বহু বৈচিত্রময় জীবন ছিল তাঁহার ; কিন্তু চরম দুঃখ ও বিপর্যয়ের মুখেও ধৈর্যশীল, সহিষ্ণু, সৎ এবং পরম বিশ্বস্ততার প্রমাণ দিয়াছিলেন তিনি। মানুষের স্মৃতিপটে আজ পর্যন্ত তিনি ধৈর্যশীলতার পরমোৎকর্ষের আদর্শরূপে জীবন্ত আছেন। (যিউ এনসাইক ও এনসাইক অব ইসলাম)।

৮৭০। বর্তমান এবং পূর্ববর্তী দুই আয়াতে হযরত নূহ (আঃ) হইতে উদ্ভূত নবীগণকে ভিন্ন ভিন্ন তিন ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে এবং প্রত্যেক বিভাগের জন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বিশেষণের ব্যবহার করা হইয়াছে। প্রথম শ্রেণীভুক্ত নবীগণ হইলেন হযরত দাউদ, সুলায়মান, আইউব, ইউসুফ, মূসা এবং হারূন (আঃ) যাহাদিগকে ক্ষমতা ও উন্নতি দেওয়া হইয়াছিল এবং ফলস্বরূপ তাঁহারা সমসাময়িক মানব গোষ্ঠীর মঙ্গল সাধনে সক্ষম ছিলেন। এই জন্য এই শ্রেণীর বা সম্প্রদায়ের সদস্যগণকে সৎকর্মশীল নামে আখ্যায়িত করা হইয়াছে। কারণ জাগতিক শক্তি ও সৌভাগ্য বলে তাঁহারা স্বজাতির বাস্তব উপকার করিতে সক্ষম ছিলেন। হযরত দাউদ (আঃ) এবং হযরত সুলায়মান (আঃ) বাদ্শাহ ছিলেন। হযরত ইউসুফ ও আইউব (আঃ) অসাধারণ ও অপরিসীম ধৈর্যের সাথে অশেষ দুঃখ কষ্টপূর্ণ অগ্নিপরীক্ষার পর সাফল্য ও সৌভাগ্যে ভূষিত হইয়াছিলেন। হযরত মূসা ও হারূন (আঃ) তাঁহাদের সম্প্রদায়ের লোকের উপর সর্বোচ্চ কর্তৃত্বের অধিকারী ছিলেন।

দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন হযরত যাকারীয়্যা, ইয়াহ্ইয়া, ঈসা এবং ইলিয়াস (আঃ)। এই নবীগণের মধ্যে কেহই পার্থিব ক্ষমতা অথবা জাগতিক সৌভাগ্যের অধিকারী ছিলেন না ; প্রত্যেকে খুবই বিনম্র ও বিনীত এবং অজ্ঞাত জীবন যাপন করিতেন। এমনকি, হযরত ইলিয়াস (আঃ) সম্বন্ধে বর্ণিত আছে যে, তিনি কদাচিৎ দৃষ্টিগোচর হইতেন এবং সাধারণতঃ বন-বাদাড়েই থাকিতেন। এই বিভাগের বা শ্রেণীভুক্ত নবীগণকে ধার্মিক বা খোদাভক্ত বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

তৃতীয় শ্রেণীতে রহিয়াছেন হযরত ঈসমাঈল, আলইয়াসায়া, ইউনুস এবং লূত (আঃ)। তাঁহাদের পার্থিব ক্ষমতা ছিল না, আল্লাহ্তা'লা

وَمِنْ اٰبَآىِٕهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ وَاِخْوَانِهِمْ ۚ وَاجْتَبَيْنٰهُمْ وَهَدَيْنٰهُمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٨٨﴾

৮৮। এবং (শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছিলাম) তাহাদের পিতৃপুরুষগণ এবং তাহাদের বংশধরগণ এবং তাহাদের ভ্রাতৃবৃন্দ হইতে অনেককেই, এবং আমরা তাহাদিগকে মনোনীত করিয়াছিলাম এবং তাহাদিগকে সরল-সুদৃঢ় পথে হেদায়াত দান করিয়াছিলাম।

ذٰلِكَ هُدَى اللّٰهِ يَهْدِىْ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ؕ وَلَوْ اَشْرَكُوْا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٨٩﴾

৮৯। ইহাই আল্লাহ্‌র হেদায়াত, তিনি নিজ বান্দাগণের মধ্য হইতে যাহাকে চাহেন ইহা দ্বারা হেদায়াত দান করেন; এবং যদি তাহারা শির্‌ক করিত, তাহা হইলে তাহারা যে কর্ম করিত সবই নিষ্ফল হইত।

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ۚ فَاِنْ يَّكْفُرْ بِهَا هٰٓؤُلَآءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوْا بِهَا بِكٰفِرِيْنَ ﴿٩٠﴾

৯০। ইহারাই হইতেছে ঐ সকল লোক, যাহাদিগকে আমরা কিতাব[৮৭১] এবং শাসনক্ষমতা এবং নবুওয়াত দান করিয়াছিলাম। অতএব, যদি এই সকল লোক ইহাকে অস্বীকার করে, তাহা হইলে নিশ্চয় আমরা ইহা অন্য এক জাতির উপর ন্যস্ত করিয়াছি যাহারা ইহার অস্বীকারকারী নহে।

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ فَبِهُدٰىهُمُ اقْتَدِهْ ؕ قُلْ لَّآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا ؕ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٰى لِلْعٰلَمِيْنَ ﴿٩١﴾ ع ١٠ [٨] ١٦

৯১। ইহারাই ঐসকল লোক, যাহাদিগকে আল্লাহ্ হেদায়াত দান করিয়াছেন, সুতরাং তুমি তাহাদের হেদায়াতের অনুসরণ কর।[৮৭২] তুমি বল, 'আমি তোমাদের নিকট ইহার কোন পারিশ্রমিক চাহি না ; ইহা সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য উপদেশ বই কিছু নহে।'

তাঁহাদিগকে সম্মান এবং মর্যাদায় ভূষিত করিয়াছিলেন। ক্ষমতা এবং ধনলিপ্সার দুর্নামও রটনা করা হইত তাঁহাদের সম্পর্কে। হযরত ইসমাঈল (আঃ) সম্বন্ধে বাইবেলে আমরা দেখিঃ "তিনি বন্য মানব হইবেন, তাঁহার হাত প্রত্যেক মানুষের বিরুদ্ধে উদ্যত হইবে এবং প্রত্যেক মানুষের হাত তাঁহার বিরুদ্ধে" (আদিপুস্তক-১৬ ঃ ১২)। হযরত আল্ইয়াসায়া সম্পর্কে কথিত আছে যে, তিনি রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করিবার মতলবে এক রাজাকে তাঁহার বশ্যতা স্বীকার না করার জন্য হত্যা করাইয়াছিলেন। ইউনুস (আঃ) সম্পর্কে ধারণা করা হইয়া থাকে যে, তিনি আল্লাহ্‌তা'লার প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন, কারণ তিনি ভাবিয়াছিলেন, তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ না হওয়ায় তিনি অপদস্থ হইয়াছিলেন। সেই ভবিষ্যদ্বাণীর দ্বারা তিনি নাকি ক্ষমতার অভিলাষ করিয়াছিলেন। হযরত লূত (আঃ)-এর নামে অপবাদ রটানো হয় যে, তিনি অন্যায়ভাবে উর্বর চারণভূমির লালসা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার জ্ঞাতি ইব্‌রাহীম (আঃ)-এর সঙ্গে সর্বদা ফ্যাসাদ করিতেন। এহেনভাবে উক্ত নবীগণ সম্পর্কে ধনসম্পদ এবং ক্ষমতা লিপ্সার অপবাদ দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু মহাপবিত্র গ্রন্থ কুরআন এই সমস্ত অভিযোগ মিথ্যা বলিয়া ঘোষণা করিয়া বলিয়াছে যে, তাঁহারা আল্লাহ্‌তা'লার প্রেরিত বান্দা ছিলেন যাঁহাদিগকে তিনি গৌরবান্বিত করিয়াছিলেন।

৮৭১। এই আয়াতের অর্থ ইহা নহে যে, প্রত্যেক নবীকেই পৃথক পৃথক কিতাব দেওয়া হইয়াছিল। "কিতাব দেওয়া" কুরআনে ব্যবহৃত একটি প্রকাশ-ভঙ্গী, যাহা সাধারণতঃ শরীয়াতবাহী নবীর মধ্যবর্তিতায় দেওয়া অর্থে বুঝায়। কুরআন করীমের অন্যত্র (৪৫ ঃ ১৭) আয়াতে উল্লেখ আছে যে, তিনটি বিষয়, যথা— কিতাব, সাম্রাজ্য এবং নবুওয়াত বনী ইসরাঈলকে দেওয়া হইয়াছিল। ৫ ঃ ৪৫ আয়াতে দেখা যায় যে, বহু নবীর এক প্রবহমান ধারা হযরত মূসা (আঃ)-এর পরেও জারী ছিল। তাঁহাদিগকে নূতন কোন বিধান বা শরীয়াত দেওয়া হয় নাই। তাঁহারা তাওরাত কিতাবের বিধান মানিতেন এবং উহা দ্বারাই ফয়সালা করিতেন। প্রকৃতপক্ষে নবী প্রধানতঃ দুই প্রকার হইয়া থাকেনঃ এক— শরীয়াতওয়ালা নবী যাঁহাকে কিতাব (বিধান বা শরীয়াত) দেওয়া হয়, এবং দুই— যাঁহাদিগকে কোন কিতাব বা শরীয়াত দেওয়া হয় না, তাঁহারা শরীয়াতধারী নবীদের অনুসরণ করেন। তাঁহাদের বেলায় "যাহাদিগকে কিতাব দিয়াছিলাম" এই কথার অর্থ হইল, তাঁহাদিগকে কিতাবের জ্ঞান দান করা হইয়াছিল অথবা তাঁহারা ঐ কিতাব উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন অথবা তাঁহাদের পূর্ববর্তী শরীয়াতবাহী নবীর বিধানের বা শরীয়াতের অধিকারী হইয়াছিলেন।

৮৭২। আয়াতের এই সম্বোধনের লক্ষ্য নবী করীম (সাঃ) বা প্রত্যেক মুসলমানও হইতে পারে। কারণ সকল নবীগণের মৌলিক বা বুনিয়াদী

وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖٓ اِذْ قَالُوْا مَآ
اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلٰى بَشَرٍ مِّنْ شَيْءٍ ۭ قُلْ مَنْ
اَنْزَلَ الْكِتٰبَ الَّذِيْ جَاۗءَ بِهٖ مُوْسٰى نُوْرًا
وَّهُدًى لِّلنَّاسِ تَجْعَلُوْنَهٗ قَرَاطِيْسَ
تُبْدُوْنَهَا وَتُخْفُوْنَ كَثِيْرًا ۚ وَعُلِّمْتُمْ مَّا
لَمْ تَعْلَمُوْٓا اَنْتُمْ وَلَآ اٰبَاۗؤُكُمْ ۭ قُلِ اللّٰهُ ۙ
ثُمَّ ذَرْهُمْ فِيْ خَوْضِهِمْ يَلْعَبُوْنَ ۝۹۱

৯২। তাহারা আল্লাহ্‌কে যোগ্য মর্যাদা দেয় নাই, যখন তাহারা এই কথা বলিল, 'আল্লাহ্ কোন মানুষের উপর কিছুই নাযেল করেন নাই।'[৮৭৩] তুমি বল, 'কে ঐ কিতাব নাযেল করিয়াছিল যাহা মূসা লইয়া আসিয়াছিল যাহা মানুষের জন্য নূর এবং হেদায়াত-স্বরূপ —তোমরা ইহাকে পাতায় পাতায় (খণ্ড-বিখণ্ড) করিতেছ, উহার কতকাংশ তোমরা প্রকাশ করিতেছ এবং অনেকাংশ গোপন করিতেছ;[৮৭৪] অথচ তোমাদিগকে এমন কিছু শিখানো হইয়াছে যাহা না তোমরা জানিতে এবং না তোমাদের পিতৃপুরুষগণ?' তুমি বল, 'আল্লাহ্।' অতঃপর তুমি তাহাদিগকে তাহাদের বৃথা গল্প-গুজবের মধ্যে খেলাধূলা করিতে ছাড়িয়া দাও।

وَهٰذَا كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ مُبٰرَكٌ مُّصَدِّقُ
الَّذِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنْذِرَ اُمَّ الْقُرٰى
وَمَنْ حَوْلَهَا ۭ وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ
يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ وَهُمْ عَلٰي صَلَاتِهِمْ
يُحَافِظُوْنَ ۝۹۲

৯৩। এবং ইহা এমন এক অতীব বরকতপূর্ণ কিতাব, যাহাকে আমরা নাযেল করিয়াছি, যাহা উহার পূর্ববর্তীর (বাণীর) সত্যায়নকারী, আর যেন তুমি ইহার দ্বারা জনপদ-জননী[৮৭৫] (মক্কাবাসী)কে এবং তাহাদিগকে সতর্ক করিতে পার যাহারা ইহার চতুষ্পার্শ্বে রহিয়াছে। এবং যাহারা ঈমান আনে পরকালের উপর, তাহারা ঈমান আনে ইহার (কুরআনের) উপর[৮৭৬] এবং তাহারা তাহাদের নামাযের হিফাযত করে।

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَي اللّٰهِ كَذِبًا
اَوْ قَالَ اُوْحِيَ اِلَيَّ وَلَمْ يُوْحَ اِلَيْهِ شَيْءٌ
وَّمَنْ قَالَ سَاُنْزِلُ مِثْلَ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ ۭ

৯৪। এবং ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা বড় অত্যাচারী কে যে জানিয়া বুঝিয়া আল্লাহ্‌র উপর মিথ্যা রচনা করে অথবা বলে, 'আমার প্রতি ওহী করা হইয়াছে,' অথচ তাহার প্রতি কিছুই ওহী করা হয় নাই, এবং যে বলে, 'আল্লাহ্ যাহা নাযেল করিয়াছেন উহার

শিক্ষা এক ও অভিন্ন। অথবা ইহার মর্ম এই হইতে পারে যে, আঁ-হযরত (সাঃ)-এর আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব বা তাঁহার প্রকৃতি এমন ছিল যে, অন্যান্য নবীগণের বিভিন্ন মর্যাদাপূর্ণ গুণাবলী একত্রিত এবং সমন্বিতরূপে তাঁহার মধ্যে সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল। 'তাঁহাদের হেদায়াতের অনুকরণ কর" এই আদেশের মধ্যে প্রকাশিত ভাবধারায় আধ্যাত্মিক পরিভাষাতে বলা হয় 'আমরে কাউনি' বা 'খাল্‌কি যাহার অর্থ হয়— ইচ্ছা, কোন বস্তু বা ব্যক্তির সহজাত গুণাবলী। এইরূপ আদেশের জন্য দেখুন ৩ ঃ ৬০ এবং ২১ ঃ ৭০ আয়াত।

৮৭৩। "আল্লাহ্ কোন মানুষের উপর কিছুই নাযেল করেন নাই" এই বাক্যাংশের দ্বারা ইহাই জানিতে চাওয়া হইয়াছে যে, তাহা হইলে কে ইহার মধ্যে এইরূপ জ্ঞানপূর্ণ এবং ব্যাপক শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করিল যাহা তোমাদের এবং তোমাদের পূর্বপুরুষদেরও কখনো জানা ছিল না— ইহা এমন শিক্ষা যাহা প্রকাশ বা প্রদর্শন করা তোমাদের ক্ষমতার বহির্ভূত ছিল। একমাত্র আল্লাহ্‌তা'লাই এইরূপ শিক্ষা প্রদান করিতে পারেন।

৮৭৪। তাওরাত গ্রন্থের এক অংশকে প্রকাশ করিয়া অন্য অংশকে গোপন করার জন্য (যে অংশে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর আর্বিভাব এবং নিদর্শনাবলীর ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ রহিয়াছে) এখানে ইহুদীদের নিন্দা করা হইয়াছে।

৮৭৫। যে স্থানে আল্লাহ্‌র নবী আবির্ভূত হইয়া থাকেন উহাকে "জনপদ জননী" বলা হয়, কারণ সেই স্থান হইতে মানুষ আধ্যাত্মিকতার দুগ্ধ পান করিয়া থাকে—শিশু যেমন মায়ের বক্ষ হইতে দুগ্ধ পান করে। 'তাহার চতুর্দিকের' লোকরা এই কথাগুলির দ্বারা সারা পৃথিবীকে বুঝাইতে পারে, কেননা নবী করীম (সাঃ)-এর বাণী হইতেছে সমগ্র বিশ্ব-মানবের জন্য।

৮৭৬। এই শব্দগুলি দ্বারা ইহাই বুঝাইতেছে যে, পরকালে বিশ্বাসীকে কুরআনেও অবশ্যই বিশ্বাস রাখিতে হইবে। এইরূপে কুরআন এবং পরজীবনে বিশ্বাস অবিভাজ্য এবং একত্রে সম্পৃক্ত, একটি ছাড়া অপরটি তাৎপর্যহীন।

وَلَوْ تَرٰٓى اِذِ الظّٰلِمُوْنَ فِيْ غَمَرٰتِ الْمَوْتِ وَالْمَلٰٓئِكَةُ بَاسِطُوْٓا اَيْدِيْهِمْ ۚ اَخْرِجُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۭ اَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُوْنِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ اٰيٰتِهٖ تَسْتَكْبِرُوْنَ ﴿٩٣﴾

অনুরূপ (বাণী) আমিও নিশ্চয় নাযেল করিব ?' এবং তুমি যদি (সেই সময়কে) দেখিতে, যখন অত্যাচারীগণ মৃত্যুর যন্ত্রণায়[৮৭৭] থাকিবে এবং ফিরিশ্তাগণ তাহাদের হাত (এই বলিয়া) বাড়াইবে, 'তোমরা তোমাদের প্রাণ বাহির কর । তোমরা আল্লাহ্ সম্বন্ধে যে সকল অসঙ্গত কথা বলিতে এবং তাঁহার আয়াত সমূহের বিরুদ্ধে যে অহংকার করিতে, আজিকার দিন তোমাদিগকে উহার প্রতিফলে লাঞ্ছনাজনক শাস্তি দেওয়া হইবে ।'

وَلَقَدْ جِئْتُمُوْنَا فُرَادٰى كَمَا خَلَقْنٰكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّتَرَكْتُمْ مَّا خَوَّلْنٰكُمْ وَرَآءَ ظُهُوْرِكُمْ ۚ وَمَا نَرٰى مَعَكُمْ شُفَعَآءَكُمُ الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ اَنَّهُمْ فِيْكُمْ شُرَكٰٓؤُا ۭ لَقَدْ تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَّا كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ ﴿٩٤﴾ ع ١٧

৯৫ । এবং (এখন) তোমরা আমাদের সম্মুখে তেমনি একা একা উপস্থিত হইয়াছ যেভাবে আমরা তোমাদিগকে প্রথম বার সৃষ্টি করিয়াছিলাম এবং আমরা তোমাদিগকে যাহা কিছু দান করিয়াছিলাম উহা তোমরা তোমাদের পিঠের পিছনে[৮৭৮] ছাড়িয়া আসিয়াছ; এবং আমরা যে (এখন) তোমাদের সঙ্গে তোমাদের সেই সকল সুপারিশকারীকে দেখিতে পাইতেছি না যাহাদের সম্বন্ধে তোমরা ধারণা করিতে যে, তাহারা তোমাদের ব্যাপারে (আল্লাহ্র) শরীক। এখন তোমাদের পরস্পরের সহিত সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন হইয়া গিয়াছে এবং তোমরা যাহা কিছু ধারণা করিতে এখন সে সব তোমাদের নিকট হইতে উধাও হইয়া গিয়াছে ।

১১ [৪] ১৭

اِنَّ اللّٰهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوٰى ۭ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ۭ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ ﴿٩٥﴾

৯৬ । নিশ্চয় আল্লাহ্ শস্য-বীজ ও আঁটিসমূহের অংকুর উদ্ভেদকারী।[৮৭৯] তিনি মৃত হইতে জীবিতকে বাহির করেন এবং তিনিই জীবিত হইতে মৃতের বহিষ্কারকারী । এইতো তোমাদের আল্লাহ্ ; অতএব, তোমাদিগকে কোন্ দিকে ফিরাইয়া লইয়া যাওয়া হইতেছে ?

৮৭৭ । এই অসহনীয় যন্ত্রণা সাধারণ মৃত্যু-যন্ত্রণার অনুরূপ নহে । মৃত্যু-যন্ত্রণাতে প্রাকৃতিক সাধারণ নিয়মের অধীনে ধার্মিক এবং অধার্মিক একইরূপ অংশীদার হয় । বরং ইহা সেই শাস্তি যাহা আল্লাহ্তালা'র নবীগণকে প্রত্যাখ্যানকারীদের মৃত্যুর মুহূর্ত হইতেই আঁকড়াইয়া ধরে ।

৮৭৮ । ইহার মর্ম হইতেছে— আমরা তোমাদিগকে অনেক কিছু দান করিয়াছিলাম যদ্দারা তোমরা তোমাদের আত্মিক অবস্থার উন্নতি করিতে পারিতে,কিন্তু তোমরা সেগুলিকে পশ্চাতে ফেলিয়া আসিয়াছ, অর্থাৎ তোমরা উহাদিগকে ব্যবহার কর নাই এবং এখন সে সবের ব্যবহার করার আর সময় নাই ।

৮৭৯ । এখানে শস্যবীজের প্রতি মনযোগ আকর্ষণ করা হইয়াছে যাহা হইতে চারা অঙ্কুরিত হইয়া থাকে । কত তুচ্ছ ইহা, কিন্তু কিরূপে বৃদ্ধি পাইয়া বিরাট মহীরূহে পরিণত হয় । এইভাবেই বীজকণার মতই মানুষ ক্রমোন্নতির ধারায় আল্লাহ্তালা'র ঐশীবাণী লাভ করিবার যোগ্যতা অর্জন করে এবং আল্লাহ্র মহান গুণাবলীর প্রকাশ তাহার মধ্যে প্রতিফলিত হয় ।

فَالِقُ الْاِصْبَاحِ ۚ وَجَعَلَ الَّيْلَ سَكَنًا وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ؕ ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ﴿٩٧﴾

৯৭। তিনি উষার উন্মেষকারী. এবং তিনিই রাত্রিকে আরামের জন্য[৮৮০] এবং চন্দ্র ও সূর্যকে (সময়) গণনার জন্য[৮৮১] সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহা মহা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞানীর অমোঘ পরিমাপ।

وَهُوَ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ النُّجُوْمَ لِتَهْتَدُوْا بِهَا فِىْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ؕ قَدْ فَصَّلْنَا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ﴿٩٨﴾

৯৮। এবং তিনিই তোমাদের জন্য তারকারাজি[৮৮২] সৃষ্টি করিয়াছেন যেন উহাদের সাহায্যে তোমরা স্থলের ও জলের অন্ধকাররাশির মধ্যে পথ নির্ণয় করিতে পার। আমরা জ্ঞানী লোকদের জন্য নিদর্শনাবলী সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করিয়াছি।

وَهُوَ الَّذِىْٓ اَنْشَاَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَّ مُسْتَوْدَعٌ ؕ قَدْ فَصَّلْنَا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّفْقَهُوْنَ ﴿٩٩﴾

৯৯। এবং তিনিই সেই সত্তা যিনি তোমাদিগকে একই আত্মা হইতে উদ্ভূত করিয়াছেন, এবং (তোমাদের জন্য) এক অস্থায়ী আবাস ও এক স্থায়ী বাসস্থান রহিয়াছে।[৮৮৩] আমরা বোধসম্পন্ন লোকদের জন্য নিদর্শনাবলী সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করিয়া দিয়াছি।

وَهُوَ الَّذِىْٓ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً ۚ فَاَخْرَجْنَا بِهٖ نَبَاتَ كُلِّ شَىْءٍ فَاَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُّخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُّتَرَاكِبًا ۚ وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَّجَنّٰتٍ مِّنْ اَعْنَابٍ وَّالزَّيْتُوْنَ

১০০। এবং তিনিই সেই সত্তা যিনি আকাশ হইতে পানি বর্ষণ করেন, অতঃপর আমরা ইহার দ্বারা সর্বপ্রকার উদ্ভিদ উদ্গত করি এবং ঐগুলি হইতে সবুজ তরুলতা বাহির করি, যাহা হইতে স্তরে স্তরে সুবিন্যস্ত শস্য দানা উৎপন্ন করি। এবং খেজুর বৃক্ষ হইতে অর্থাৎ উহার মাথি হইতে কাঁদিসমূহ (বাহির) হয়, যাহা ভারে ঝুকিয়া পড়ে। এবং আমরা আঙ্গুর ও যায়তূন এবং ডালিমের বাগানসমূহ সৃষ্টি করি, যাহাদের মধ্যে কিছু পরস্পর

৮৮০। দিবসে কাজকর্ম করিয়া একজন মানুষ যেমন ক্লান্ত হইয়া পড়ে এবং রাত্রিতে ঘুমাইতে যায় যাহার ফলে অবসাদমুক্ত হয়, সেইরূপে যে জনগোষ্ঠীর মধ্যে নবী করীম (সাঃ) আবির্ভূত হইয়াছিলেন তাহারা সুদীর্ঘ রাত্রির বিশ্রাম প্রাপ্ত হইয়াছিল এবং তাহাদের মানসিক শক্তিসমূহে পুনঃ সজীবতা লাভ করিয়া আধ্যাত্মিক শক্তিতে পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছিল এবং তাঁহার (হযরত মুহাম্মদ-সাঃ) পরিচালনাধীনে আধ্যাত্মিক উন্নতির উচ্চ মার্গে আরোহন করার জন্য বিশেষভাবে যোগ্যতা অর্জন করিয়াছিল।

৮৮১। বস্তু জগতে সময় নিরূপণ করার জন্য এবং আলোর উৎসরূপে সূর্য এবং চন্দ্র যেরূপ অপরিহার্য, সেইরূপ আল্লাহ্তা'লার নবীগণও অপরিহার্য।

৮৮২। রাত্রির অন্ধকারে নক্ষত্ররাজি যেমন পথিকের পথ প্রদর্শন করে, সেইভাবে ঐশী এবং আধ্যাত্মিক সাধকও আত্মিক-অন্ধকারে দিশাহারা বিভ্রান্ত মানবকে সঠিক পথের সন্ধান দিয়া থাকেন।

৮৮৩। "মুসতাকাররুণ" অর্থ অস্থায়ী আবাস এবং "মুসতাওদাউন" অর্থ স্থায়ী বাসস্থান; অথবা প্রথমোক্ত শব্দ দ্বারা মৃত্যু এবং পুনরুত্থান দিবসের মধ্যবর্তী সময়ের পরিসর বুঝায় এবং পরবর্তী শব্দ শেষ বিচারের দিন বা পুনরুত্থানের পরের জীবন বুঝায়। আয়াতের মর্মার্থ হইল, আল্লাহ্তা'লা মানব জাতিকে 'এক স্থান হইতে' সৃষ্টি করিয়া বহু সংখ্যায় বর্ধিত করিয়াছেন, ইহা উদ্দেশ্যবিহীন হইতে পারে না। যে মহান উদ্দেশ্যে তিনি মানব সৃষ্টি করিয়া বহুগুণে বৃদ্ধি করিয়াছেন তাহা হইলঃ তিনি কেবল এই পৃথিবীতেই তাহাদের আবাসকাল নির্ধারিত করেন নাই, বরং মৃত্যুর পরে এক চিরস্থায়ী জীবনেরও ব্যবস্থা করিয়াছেন যেখানে ধার্মিক লোকেরা তাহাদের প্রভুর সঙ্গে মিলিত হইবে। সত্যই, কী মহিমান্বিত উদ্দেশ্য! সেখানে তাহারা একমাত্র আল্লাহ্তা'লার প্রেরিত নবীগণের অনুসরণেই উন্নীত হইতে পারে।

وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَّغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۭ اُنْظُرُوْٓا اِلٰى ثَمَرِهٖٓ اِذَآ اَثْمَرَ وَيَنْعِهٖ ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكُمْ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ۝

সদৃশ এবং কিছু বিসদৃশ। তোমরা লক্ষ্য কর উহার ফলের প্রতি যখন উহাতে ফল ধরে এবং উহার পরিপক্ক হওয়ার প্রতিও। নিশ্চয় ইহার মধ্যে মো'মেন জাতির জন্য নিদর্শনাবলী রহিয়াছে।[৮৮৪]

وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ شُرَكَاۗءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوْا لَهٗ بَنِيْنَ وَبَنٰتٍۢ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۭ سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يَصِفُوْنَ ۝ ع ১২ ১৮

১০১। এবং তাহারা আল্লাহ্‌র সঙ্গে জিন্নকে[৮৮৫] শরীক স্থির করে, অথচ তিনিই উহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তাহারা অজ্ঞতাবশতঃ তাঁহার প্রতি পুত্র ও কন্যা আরোপিত করে। তাহারা যাহা বর্ণনা করে উহা হইতে তিনি পবিত্র এবং বহু ঊর্ধ্বে। ৭ [৬] ১৮

৮৮৪। এখানে ঐশী-বাণীকে বৃষ্টিধারার সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে।এবং যদি ঐশী-বাণী সত্যই আল্লাহ্‌তা'লার রহমত স্বরূপ হইয়া থাকে, তাহা হইলে যখনই কোন নবীর আবির্ভাব হইয়াছে তখনই কেন বিবাদ, শত্রুতা, মতভেদ ও লড়াই হইয়াছে ? এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইয়াছে এই আয়াতে। ইহাতে বলা হইয়াছে যে, বৃষ্টি হইলে যেমন ভাল এবং মন্দ উভয় গাছপালাই মাটিতে সুপ্ত বা গুপ্ত বীজ অনুযায়ী বাড়িয়া উঠে, ঠিক তদ্রূপ আল্লাহ্‌র নবীর আবির্ভাবে মানুষ, যাহারা এতকাল পরস্পর মিশ্রিত অবস্থায় ছিল, তাহারা ভাল এবং মন্দ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়ে। 'সদৃশ' এবং 'বিসদৃশ' শব্দদ্বয়ের অন্তর্নিহিত অর্থ হইতেছে যে, কতকগুলি ফল একে অন্যের অনুরূপ এবং কতকগুলি একটি অন্যটি হইতে ভিন্ন রূপ।

বিভিন্ন প্রকার ফলের জন্য ইহা প্রযোজ্য হইতে পারে, সেগুলি কোন কোন দিকে একটি অন্যটির সদৃশ এবং অন্যদিক দিয়া বিসদৃশ, অথবা একই শ্রেণীর ফলের জন্য প্রযোজ্য যদিও সেগুলি মোটামুটি প্রায় এক রকম, তবে সামান্য বৈসাদৃশ্য রহিয়াছে, কতকগুলি অন্যগুলি হইতে বেশী মিষ্ট এবং কতকগুলি আবার রং বা আকারে বিসদৃশ। অনুরূপভাবে মানুষের মধ্যেও যাহারা আল্লাহ্‌তা'লার প্রেরিত নবীকে গ্রহণ করে এবং ঐশী-নির্দেশ মানিয়া চলে তাহাদের ক্ষেত্রেও ইহা প্রযোজ্য। তাহারা একজন অন্য জনের সহিত এক বিষয়ে বিশেষ সাদৃশ্য বহন করে, আবার অন্য বিষয়ে বিসদৃশ হইয়া থাকে। কেহ কেহ অন্যান্যদের হইতে নৈতিক ও আধ্যাত্মিকভাবে অধিক অগ্রগামী হইয়া থাকে। আবার কেহ কেহ আধ্যাত্মিক উন্নতির ক্ষেত্রে এক ধাপ বেশী অগ্রগতি লাভ করে, অন্যেরা ভিন্ন স্তরে অধিক আগে বাড়িয়া যায়। তাহারা আধ্যাত্মিক পরিপূর্ণতা ভিন্ন ভিন্ন পর্যায়ে সিদ্ধিলাভ করে, এবং তাহাদের মধ্যে নিজ নিজ প্রাকৃতিক যোগ্যতা ও স্বাভাবিক মেযাজ অনুযায়ী ভিন্নরূপ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণাদি প্রকাশ পায়। "উহার পরিপক্কতা" শব্দদ্বয় ফল পাকিয়া যাওয়ার উপমা দ্বারা বিভিন্ন বস্তু বা বিষয়ের মধ্যে কোন কোন দিক দিয়া সাদৃশ্য প্রকাশ করিতেছে। ঠিক যেমন একটি অপক্কফলের নমুনা দ্বারা সেই শ্রেণীর সমস্ত ফলের বিচার করা অশোভন, তেমনি ঐশীবাণীর ফলাফলের মধ্যে ত্রুটি খুঁজিয়া বাহির করার প্রচেষ্টাও অন্যায়—কারণ বিশ্ববাসীগণের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তি তখনও আধ্যাত্মিক উন্নতির পর্যায়ে অগ্রসরমান রহিয়াছে এবং পূর্ণতায় পৌছে নাই।

৮৮৫। "জিন্ন" এমন এক সত্তা যাহারা সাধারণ মানুষ হইতে গুপ্ত বা দূরে থাকে। আয়াতটি এই মর্ম ব্যক্ত করিতেছে যে, মানুষ যখন হোঁচট খাইয়া পতনোন্মুখ বা বিভ্রান্ত হইয়া পড়ে, যখন সে ঐশী বাণীকে প্রত্যাখ্যান করিয়া নিজ বিচার-বুদ্ধির যুক্তি দ্বারা পরিচালিত হয়,এবং জিন্ন ও ফিরিশ্‌তাকে আল্লাহ্‌তা'লার শরীক করিয়া বসে এবং তাঁহার প্রতি পুত্র এবং কন্যা আরোপ করিয়া থাকে।

[আরবী ভাষায় শব্দ বিন্যাসের নিয়ম প্রণালী অনুযায়ী যে শব্দে 'জীম' ও 'নূন'-এর সমাবেশ ঘটে সেই শব্দে কোন না কোনভাবে গোপনীয়তা ও প্রচ্ছন্নতার অর্থ বিদ্যমান থাকে যেমন— জান্নাআলায় হেল্লায়লু অর্থ রাত্রি তাহাকে গোপন করিল (মুফরাদাত, মুনজিদ); জান্নাতুন অর্থ-বহ বৃক্ষবিশিষ্ট বাগান যাহা ভূমি, মানুষ ও অন্যান্য বস্তুকে গোপন করিয়া লয় (মুফরাদাত); 'জানীন' অর্থ গর্ভাশয়ে লুক্কায়িত সন্তান (মুফরাদাত; মুনজীদ), মাজনূন' (পাগল) অর্থ যাহার বুদ্ধি বিবেকের উপর পর্দা পড়িয়া গিয়াছে (মুফরাদাত); 'জা-মুন' অর্থ সর্প, যেহেতু ইহা গর্তে লুকাইয়া থাকে (মুফরাদাত); তদ্রূপ জিন্ন দ্বারা এমন কোন সৃষ্টিকে বুঝায় যাহা পর্দার আড়ালে থাকে, যাহা মানুষ দেখিতে ও অনুভব করিতে পারে না (মুফরাদাত) উহা মানুষ হউক বা মানুষ ছাড়া অন্য কোন জীব-জন্তু হউক।

নবী করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, "তোমরা হাড় ও গোবর দিয়া শৌচকর্ম করিও না, কারণ ঐগুলি অপবিত্র ও জিন্নদের খাদ্য" (বুখারী, তিরমিযী)। হাদীস-ব্যাখ্যাকারীগণ বলিয়াছেন যে, এই স্থলে জিন্ন দ্বারা পোকা মাকড় ও জীবাণু বুঝাইতেছে। সুতরাং ব্যাখ্যাধীন আয়াতে যেভাবে উপরে উল্লেখ করা হইয়াছে জিন্ন দ্বারা মানুষের মধ্য হইতে এমন এক শ্রেণী বুঝায় যাহারা অহংকার বশতঃ জনসাধারণের সঙ্গে মেলামেশা করিতে চাহে না, লোকের ধরা-ছোঁয়ার বাহিরে,এমনকি ইবাদত-বন্দেগী হইতেও নিজদিগকে ঊর্ধ্বে মনে করে। যদি তাহারা মানুষই না হইত তাহা হইলে তাহারা নবী করীম (সাঃ)-এর উপর ঈমান আনিত না ; কারণ নবী করীম (সাঃ) সম্বন্ধে কুরআনে স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হইয়াছে যে, তিনি

بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ اَنّٰى يَكُوْنُ لَهٗ وَلَدٌ وَّلَمْ تَكُنْ لَّهٗ صَاحِبَةٌ ؕ وَخَلَقَ كُلَّ شَىْءٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ ﴿١٠١﴾

১০২। তিনিই আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর আদি-স্রষ্টা। কিরূপে তাঁহার পুত্র[৮৮৬] হইতে পারে যখন তাঁহার কোন স্ত্রী-ই নাই, এবং তিনিই প্রত্যেক বস্তুকে সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং তিনিই প্রত্যেক বস্তু সম্বন্ধে সর্বজ্ঞানী ?

ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ ۚ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ خَالِقُ كُلِّ شَىْءٍ فَاعْبُدُوْهُ ۚ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ وَّكِيْلٌ ﴿١٠٢﴾

১০৩। ইনিই আল্লাহ্, তোমাদের প্রভু, তিনি ব্যতিরেকে কোন মা'বূদ নাই, তিনি প্রত্যেক বস্তুর স্রষ্টা, অতএব তোমরা তাঁহার ইবাদত কর। এবং তিনিই প্রত্যেক বিষয়ের তত্ত্বাবধায়ক।

لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ ۖ وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ ۚ وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ ﴿١٠٣﴾

১০৪। দৃষ্টি তাঁহার নাগাল পাইতে পারে না, কিন্তু তিনি দৃষ্টির নাগাল পাইয়া থাকেন[৮৮৭] বস্তুতঃ তিনি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম, সম্যক অবহিত।

قَدْ جَآءَكُمْ بَصَآئِرُ مِنْ رَّبِّكُمْ ۚ فَمَنْ اَبْصَرَ فَلِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ عَمِىَ فَعَلَيْهَا ؕ وَمَاۤ اَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيْظٍ ﴿١٠٤﴾

১০৫। তোমাদের নিকট তোমাদের প্রভুর পক্ষ হইতে চক্ষু উন্মীলনকারী প্রমাণসমূহ[৮৮৮] অবশ্যই সমাগত হইয়াছে ; অতএব, যে ব্যক্তি দেখে[৮৮৯] ইহা তাহারই জন্য কল্যাণজনক, এবং যে অন্ধ[৮৯০] থাকে ইহা তাহারই জন্য অকল্যাণজনক। বস্তুতঃ আমি তোমাদের উপর অভিভাবক[৮৯১] নহি।

কেবল মানুষের পথ-প্রদর্শনের জন্যই আবির্ভূত হইয়াছেন,অন্য কোন সৃষ্টির জন্য নহে। যেমন আল্লাহ্তায়ালা নবী করীম (সাঃ)-কে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন, 'ওয়ামা আরসালনাকা ইল্লা কাফ্ফা তাল্লিনাসে, অর্থাৎ আমরা তোমাকে কেবল মানুষের জন্যই পাঠাইলাম। অথচ সূরা আহকাফ্ ও সূরা জিন্নে আসিয়াছে যে, নবী করীম (সাঃ)-এর উপর একদল জিন্ ঈমান আনিয়াছিল। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, মানুষের মধ্য হইতেই একদলকে কুরআনের ভাষায় জিন্ বলা হইয়াছে। আরও জানিবার জন্য ২৭৩৩ ও ৩১৩৭ টিকাদ্বয় দ্রষ্টব্য।

৮৮৬। "ওয়ালাদুন', 'উলদুন' বা "ওয়ালদুন" অর্থ এক শিশু, একপুত্র, এক কন্যা বা যেকোন বাচ্চা ; শিশুগণ, পুত্রগণ, কন্যাগণ, বাচ্চাগণ ; বংশধরগণও বুঝায় (লেইন)।এক ব্যক্তির পুত্র হইতে পারে তখনই যখন তাহার স্ত্রী থাকে। আল্লাহ্র পত্নী নাই, অতএব তাঁহার পুত্র থাকিতে পারে না। তদুপরি যেহেতু আল্লাহ্তা'লা সবকিছুর স্রষ্টা এবং পূর্ণরূপে সর্বজ্ঞানী, সেই কারণে তাঁহাকে সাহায্য করার জন্য পুত্রের প্রয়োজন নাই অথবা তাঁহার উত্তরাধিকারী থাকারও প্রয়োজন নাই।

৮৮৭। "বাসারুন" বহুবচনে "আবসারুন" অর্থ দৃষ্টি অথবা বুদ্ধি বা মেধা এবং "লতীফ" অর্থ— ধারণাতীত বা উপলব্ধির অসাধ্য; অতিসূক্ষ্ম অস্পষ্ট, ধরা-ছোঁয়ার বহির্ভূত (লেইন ও তাজ)। এই আয়াতের মর্মার্থ হইল যে, পবিত্র ঐশী-বাণীর সহায়তা ছাড়া শুধু মানবীয় বিচার-বুদ্ধির দ্বারা আল্লাহ্তা'লাকে উপলব্ধি করা সম্ভব নহে। মানুষের চর্ম চক্ষু দ্বারা তাঁহাকে দেখা যায় না, কিন্তু তিনি মানুষের নিকট নিজেকে প্রকাশ করেন তাঁহার প্রত্যাদিষ্ট নবীগণের মাধ্যমে অথবা তাঁহার সিফ্ত বা গুণাবলীর কার্যপদ্ধতির মাধ্যমে। আধ্যাত্মিক চক্ষু দ্বারাই তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করা যায়।

৮৮৮। "বাসায়েরুন" অর্থ— প্রমাণ, যুক্তি, নিদর্শন, সাক্ষ্যসমূহ (লেইন)।

৮৮৯। সে যুক্তি প্রয়োগ করে।

৮৯০। যে সত্যের প্রতি চক্ষু বন্ধ করিয়া চলে অর্থাৎ চক্ষু ফিরাইয়া নেয় সে যেন বস্তুতঃ অন্ধ হইয়া যায়।

৮৯১। প্রত্যেক নবীর কর্তব্য হইল আল্লাহ্তা'লার বাণীসমূহ মানুষের নিকট পৌছাইয়া দেওয়া। উহা গ্রহণ করার জন্য মানুষকে বাধ্য করা তাঁহার কাজ নহে। প্রসঙ্গক্রমে, এই আয়াত এই অভিযোগ খণ্ডন করিতেছে যে, ইসলাম ইহার শিক্ষা বা আদর্শ প্রচারে শক্তির ব্যবহারকে উৎসাহিত করে বা সমর্থন যোগায়।

وَكَذٰلِكَ نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ وَلِيَقُوْلُوْا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهٗ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ﴿١٠٦﴾

১০৬। এবং এইরূপে আমরা নিদর্শনাবলী বিভিন্নভাবে বর্ণনা করি, (যেন সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়) এবং যেন তাহারা বলে, 'তুমি পড়িয়া শুনাইয়া দিয়াছ (যাহা তুমি শিখিয়াছ); এবং যেন আমরা ইহা জ্ঞানসম্পন্ন জাতির জন্য সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করিয়া দিই।

اِتَّبِعْ مَآ اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿١٠٧﴾

১০৭। এবং যাহা কিছু তোমার প্রভুর পক্ষ হইতে তোমার প্রতি ওহী করা হয়, তুমি উহার অনুসরণ কর, তিনি ব্যতিরেকে কোন মা'বূদ নাই; এবং মোশরেকদের নিকট হইতে মুখ ফিরাইয়া লও।

وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَآ اَشْرَكُوْا ۭ وَمَا جَعَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا ۚ وَمَآ اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلٍ ﴿١٠٨﴾

১০৮। এবং যদি আল্লাহ্ (জোরপূর্বক) চাহিতেন[৮৯২] তাহা হইলে তাহারা শির্ক করিত না। বস্তুতঃ আমরা তোমাকে তাহাদের উপর কোন হিফাযতকারী নিযুক্ত করি নাই; এবং তুমি তাহাদের উপর কোন তত্ত্বাবধায়কও[৮৯৩] নহ।

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَيَسُبُّوا اللّٰهَ عَدْوًۢا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۭ كَذٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ اُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ۠ ثُمَّ اِلٰى رَبِّهِمْ مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٠٩﴾

১০৯। এবং তোমরা তাহাদিগকে গালি দিও না[৮৯৪] যাহাদিগকে তাহারা আল্লাহ্কে ছাড়িয়া (মা'বূদরূপে) ডাকে, নতুবা তাহারা শত্রুতাবশতঃ অজ্ঞতার কারণে আল্লাহ্কে গালি দিবে। এইরূপে আমরা প্রত্যেক জাতিকে তাহাদের কৃত-কর্ম মনোরম[৮৯৫] করিয়া দেখাইয়াছি। অতঃপর, তাহাদের প্রভুর পানে তাহাদের প্রত্যাবর্তন ঘটিবে, তখন তিনি তাহাদিগকে তাহারা যে কাজকর্ম করিত তৎসম্বন্ধে অবহিত করিবেন।

৮৯২। আল্লাহ্তা'লা তাঁহার অসীম প্রজ্ঞানুযায়ী মানুষকে স্বাধীন প্রতিনিধিরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন। প্রকৃতই যদি তিনি চাহিতেন তাহা হইলে তিনি মানুষকে সত্য অনুসরণের জন্য নিশ্চয় বাধ্য করিতে পারিতেন, কিন্তু মানুষের স্বার্থেই আল্লাহ্তা'লা অনুগ্রহ করিয়া বাধ্যবাধকতা প্রয়োগ করেন নাই।

৮৯৩। "তত্ত্বাবধায়ক" "অভিভাবক" "রক্ষক" অথবা "কার্যনির্বাহক" শব্দগুলি কুরআন করীমে রসূলে আকরাম (সাঃ)-এর জন্য ব্যবহার করার মর্মার্থ হইল যে, তিনি (সাঃ) অন্যান্য মানুষের কর্ম-কাণ্ডের জন্য দায়ী নহেন।

৮৯৪। এই আয়াতে শুধু প্রতিমা পূজারীদের সংবেদনশীলতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য নির্দেশ দান করা হয় নাই, বরং সকল জাতি এবং সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে বন্ধুত্ব এবং সৌহার্দ্য স্থাপনের জন্যই উদ্বুদ্ধ করা হইয়াছে।

৮৯৫। 'যাইয়ান্না'— "আমরা তাহাদের দৃষ্টিতে তাহাদের কৃত-কর্ম মনোরম করিয়া দেখাইয়াছি"। ইহার অর্থ এমন নহে যে, আল্লাহ্তা'লা নিজেই মানুষের খারাপ কর্মগুলিকে সুন্দর করিয়া দেখান। ইহার একমাত্র তাৎপর্য হইল যে, আল্লাহ্তা'লা মানব-প্রকৃতিকে এমনভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন (এবং আল্লাহ্তা'লার এই নিয়মে মানবের সর্ব প্রকার উন্নতির গোপন রহস্য নিহিত) যে, মানুষ যখন কোন বিশেষ কাজে অধ্যবসায় চালায় তখন সেই কাজের প্রতি তাহার আসক্তি জন্মে এবং তাহার সেই কর্ম তাহার দৃষ্টিতে মনোরম মনে হইতে থাকে। এই সাধারণ প্রাকৃতিক নিয়মানুযায়ী, মুশ্রেকগণ তাহাদের প্রতিমার উপাসনা করিতে পসন্দ করে এবং উহা তাহাদের নিকট ভাল এবং পুরস্কারযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয়।

وَ اَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ لَئِنْ
جَآءَتْهُمْ اٰيَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا ؕ قُلْ اِنَّمَا
الْاٰيٰتُ عِنْدَ اللّٰهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ ۙ اَنَّهَآ اِذَا
جَآءَتْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿١١٠﴾

১১০। এবং তাহারা তাহাদের দৃঢ় শপথরূপে আল্লাহ্‌র (নামে) শপথ করিয়া বলে যে, যদি তাহাদের নিকট কোন নিদর্শন আসে তাহা হইলে নিশ্চয় তাহারা উহার উপর ঈমান আনিবে। তুমি বল, ‘নিশ্চয় নিদর্শনাবলী আল্লাহ্‌র আয়ত্বাধীন এবং তোমাদিগকে কিসে উপলব্ধি দান করিবে যে, ইহা যখন আসিবে তখনও তাহারা ঈমান আনিবে না?’[৮৯৬]

وَنُقَلِّبُ اَفْـِٕدَتَهُمْ وَاَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ
يُؤْمِنُوْا بِهٖٓ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّنَذَرُهُمْ فِيْ
طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ﴿١١١﴾ ع ١٣ ١٠ ١٩

১১১। এবং আমরা তাহাদের অন্তর ও চক্ষুকে ঘুরাইয়া দিব, যেহেতু তাহারা প্রথমবার ইহার উপর ঈমান আনে নাই, এবং আমরা তাহাদিগকে তাহাদের অবাধ্যতায় দিশাহারা হইয়া ঘুরিতে ছাড়িয়া দিব।[৮৯৭]

১৩ [১০] ১৯

৮ম পারা

وَلَوْ اَنَّنَا نَزَّلْنَآ اِلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةَ
وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتٰى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ
قُبُلًا مَّا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْٓا اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ
وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُوْنَ ﴿١١٢﴾

১১২। এবং যদি আমরা তাহাদের উপর ফিরিশ্‌তাগণকে নাযেল করিতাম এবং মৃতগণ[৮৯৮] তাহাদের সহিত কথা বলিত এবং আমরা সকল বস্তুকেও যদি তাহাদের সামনাসামনি[৮৯৯] একত্রিত করিয়া দিতাম, তবুও তাহারা আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ব্যতীত কখনও ঈমান আনিত না। কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই অজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছে।

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيٰطِيْنَ
الْاِنْسِ وَالْجِنِّ يُوْحِيْ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ
زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوْرًا ؕ وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ
مَا فَعَلُوْهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُوْنَ ﴿١١٣﴾

১১৩। এবং এইরূপে আমরা ইনসান ও জিন্ন্[৯০০] হইতে শয়তানদিগকে প্রত্যেক নবীর জন্য শত্রু করিয়াছি। তাহারা প্রতারণার উদ্দেশ্যে চমকপ্রদ কথা একে অন্যের (অন্তরের) মধ্যে সঞ্চারিত করে। যদি তোমার প্রভু চাহিতেন তাহা হইলে তাহারা ইহা করিত না ; অতএব, তুমি তাহাদিগকেও এবং তাহারা যাহা কিছু মিথ্যা রচনা করিতেছে উহাকেও বর্জন কর।

৮৯৬। উপরোক্ত অর্থ ছাড়াও এই আয়াতের শেষাংশের অনুবাদ এইভাবেও করা যাইতে পারে ঃ “নিশ্চয়, নিদর্শনাবলী আল্লাহ্‌তা’লার নিকট আছে এবং উহাও আল্লাহ্‌র নিকট রহিয়াছে, যদ্বারা তুমি জানিতে পারিবে যে, যখন নিদর্শন প্রকাশিত হইবে তখন তাহারা বিশ্বাস করিবে না।”

৮৯৭। কাফেরদিগের অতীতের অসৎকর্মগুলি যাহা আল্লাহ্‌তা’লার নিকট সংরক্ষিত রহিয়াছে, সেগুলি নিদর্শন দেখা সত্বেও তাহাদের সত্য গ্রহনে অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়, যতক্ষণ না তাহারা প্রতিমা উপাসনার অভ্যাস পরিত্যাগ করে।

৮৯৮। ফিরিশ্‌তাগণের কাজের মধ্যে একটি হইল, মানুষের মনে শুভ চিন্তার সঞ্চার করা এবং সত্যের প্রতি আকর্ষণ করা (৪১ ঃ ৩২, ৩৩)। কোন কোন সময় তাহারা এই কাজটি মানুষের স্বপ্ন এবং কাশ্‌ফ্ (দিব্যদর্শন)-এর মাধ্যমে সম্পন্ন করিয়া থাকেন। প্রেরিত নবীর দাবীর সত্যতার সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য কখনও পরলোকগত পুণ্যবান বা ধার্মিক ব্যক্তি স্বপ্নে মানুষের নিকট দেখা দেয়। অন্য এক পন্থা রহিয়াছে যাহার মাধ্যমে মৃত ব্যক্তিগণ মানুষের কাছে কথা বলেন। যখন কোন মানব গোষ্ঠি বা জাতি আধ্যাত্মিকভাবে মরিয়া যায়, তখন সমসাময়িক নবীর শিক্ষার মাধ্যমে তাহাদিগকে নতুন করিয়া আধ্যাত্মিকভাবে পুনর্জীবিত করা হয় এবং তাহাদের আত্মিক পুনর্জীবন বা অভ্যুত্থান ঠিক যেন অবিশ্বাসীগণের নিকট কথা বলে এবং সমাগত নবীর সত্যতার সাক্ষ্য প্রদান করে।

৮৯৯। এখানে প্রকৃতির বিভিন্ন ঘটনার সাক্ষ্য প্রমাণের কথা বলা হইয়াছে, যাহা নবীর সত্যতাকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে যেমন ঃ—

---

৯০০ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

وَلِتَصْغٰٓى اِلَيْهِ اَفْـِٕدَةُ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوْا مَا هُمْ مُّقْتَرِفُوْنَ ﴿١١٤﴾

১১৪। এবং (আল্লাহ্ ইহা এইজন্য চাহিয়াছেন) যেন পরকালের উপর যাহারা ঈমান আনে না তাহাদের অন্তর ইহার (এই প্রকার কথার) প্রতি ঝুঁকে এবং যেন ইহাতে তাহারা সন্তুষ্ট থাকে এবং যেন তাহারা যাহা অর্জন করিতেছে উহা অর্জন করিতে থাকে। [৯০০-ক]

اَفَغَيْرَ اللّٰهِ اَبْتَغِيْ حَكَمًا وَّهُوَ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ اِلَيْكُمُ الْكِتٰبَ مُفَصَّلًا ؕ وَالَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَعْلَمُوْنَ اَنَّهٗ مُنَزَّلٌ مِّنْ رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ ﴿١١٥﴾

১১৫। (তুমি বল) তাহা হইলে কি আমি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন বিচারকের অনুসন্ধান করিব, অথচ তিনি তোমাদের প্রতি বিশদভাবে বর্ণিত কিতাব নাযেল করিয়াছেন ? এবং ঐ সকল লোক যাহাদিগকে আমরা কিতাব[৯০১] দিয়াছি, জানে যে নিশ্চয় ইহা তোমার প্রভুর পক্ষ হইতে সত্যসহ নাযেল করা হইয়াছে ; সুতরাং তুমি সন্দেহকারীদের অন্তর্ভুক্ত হইও না।

وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَّعَدْلًا ؕ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِهٖ ۚ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿١١٦﴾

১১৬। এবং তোমার প্রভুর কথা পূর্ণ হইয়াছে সত্যতার দিক দিয়াও এবং ন্যায়-বিচারের[৯০২-ক] দিক দিয়াও। (কারণ) তাঁহার কথার[৯০২] কেহ পরিবর্তনকারী নাই ; এবং তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।

ভূমিকম্প, মহামারী, দুর্ভিক্ষ, যুদ্ধ এবং অন্যান্য দৈবদুর্বিপাক। এইরূপে প্রকৃতি নিজেই কাফেরদের প্রতি রুদ্ররূপে আত্মপ্রকাশ করে ; প্রতিটি প্রাকৃতিক উপকরণই তাহাদের বিরুদ্ধে তৎপর হইয়া উঠে।

৯০০। "আল্ ইন্স" ও "আল্ জিন্ন" অর্থ— মানুষ এবং জিন্ন। শব্দদ্বয় কুরআনের বহু আয়াতে পাওয়া যায়, এতদ্বারা আল্লাহ্তা'লার সৃষ্ট প্রাণীর দুইটি ভিন্ন প্রজাতি বুঝায় না , বরং মনুষ্যজাতির দুইটি শ্রেণীকে বুঝায়। "মানুষ" শব্দটি জনগণ বা সাধারণ লোক অর্থ ব্যক্ত করে এবং 'জিন্ন" শব্দ দ্বারা বড়লোক বুঝায়, যাহারা সাধারণ জনগণ হইতে দূরে থাকে এবং তাহাদের সাথে মেলামেশা করে না, বাস্তবে লোকচক্ষুর আড়ালে থাকিয়া যায়।

৯০০-ক। যাহাতে তাহারা তাহাদের অসৎ কর্মে লাগিয়া থাকে। শব্দগুলির মর্মার্থ ইহাও হইতে পারে যে, তাহারা যাহা অর্জন করে উহার ফল ভোগ করিতে থাকে।

৯০১। এই 'কিতাব' কুরআন শরীফের দিকেও ইঙ্গিত হইতে পারে ; কারণ কেবল পূর্ববর্তী ঐশী-গ্রন্থসমূহই নহে বরং কুরআন নিজেও নবী করীম (সাঃ)-এর সত্যতার দৃঢ় সত্যায়নকারী। ইহা এমন সব শিক্ষা বহন করে, যেগুলি প্রচলিত ধ্যান-ধারণা এবং বিশ্বাসের বিপরীত হইলেও পক্ষপাতশূন্য লোকের নিকট আবৃত্তি করিলে এবং ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দিলে তাহারা সেগুলির যৌক্তিকতা মানিয়া লইতে বাধ্য হয়।

৯০১-ক। বর্ণিত আছে যে, মক্কা বিজয়ের সময় যখন হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কা'বা গৃহে প্রবেশ করিয়াছিলেন তখন উহা প্রতিমায় ভরতি ছিল, এবং তিনি একটার পর একটা মূর্তি তাঁহার লাঠির আঘাতে ভাঙ্গিয়া চুরমার করিতেছিলেন এবং ভবিষ্যদ্বাণীর এই শব্দগুলির আবৃত্তি করিতে ছিলেন, "এবং তোমার প্রভুর কথা পূর্ণ হইয়াছে সত্যতার দিক দিয়াও এবং ন্যায়-বিচারের দিক দিয়াও"। এইরূপে পরোক্ষভাবে উল্লেখিত মক্কার কাফেরগণের পতনের এই ঘটনার সঙ্গে আল্লাহতা'লার বাণী অবশ্যই পূর্ণ হইয়াছিল (মনসূর)।

৯০২। ঐশী-ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ বা পন্থা এবং পদ্ধতি যাহার মধ্য দিয়া আল্লাহ্র কানুন বা বিধান তাঁহার প্রেরিত নবীগণের সাহায্যার্থে কাজ করিয়া থাকে।

وَاِنْ تُطِعْ اَكْثَرَ مَنْ فِى الْاَرْضِ يُضِلُّوْكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ وَاِنْ هُمْ اِلَّا يَخْرُصُوْنَ ﴿١١٧﴾

১১৭। এবং ভূপৃষ্ঠে যাহারা আছে তুমি যদি তাহাদের অধিকাংশের অনুসরণ কর, তাহা হইলে তাহারা তোমাকে আল্লাহ্‌র পথ হইতে ভ্রষ্ট করিবে। তাহারা কেবল ধারণার অনুসরণ করে এবং তাহারা কেবল অনুমানের উপর কথা বলে।

اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ مَنْ يَّضِلُّ عَنْ سَبِيْلِهٖ ۚ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ ﴿١١٨﴾

১১৮। নিশ্চয় তোমার প্রভু তাহাদের সম্বন্ধেও সর্বাধিক অবহিত আছেন যাহারা তাঁহার পথ হইতে ভ্রষ্ট হয় এবং তিনি তাহাদের সম্বন্ধেও সর্বাধিক অবহিত যাহারা হেদায়াতপ্রাপ্ত।[৯০৩]

فَكُلُوْا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ كُنْتُمْ بِاٰيٰتِهٖ مُؤْمِنِيْنَ ﴿١١٩﴾

১১৯। অতএব, তোমরা উহা হইতে আহার কর যাহার উপর আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করা হইয়াছে, যদি তোমরা তাঁহার আয়াতসমূহের উপর ঈমান আনিয়া থাক।[৯০৪]

وَمَا لَكُمْ اَلَّا تَاْكُلُوْا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ اِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ اِلَيْهِ ؕ وَاِنَّ كَثِيْرًا لَّيُضِلُّوْنَ بِاَهْوَآئِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ؕ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِيْنَ ﴿١٢٠﴾

১২০। এবং তোমাদের কি হইয়াছে যে তোমরা উহা হইতে আহার কর না, যাহার উপর আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করা হইয়াছে ? অথচ তিনি উহা তোমাদের জন্য সবিস্তারে বর্ণনা করিয়া দিয়াছেন যাহা তিনি তোমাদের উপর হারাম করিয়াছেন, কেবল উহা ছাড়া যাহাতে তোমরা বাধ্য হও। এবং নিশ্চয় অনেকে জ্ঞানাভাবে আপন কুপ্রবৃত্তিবশে (লোকদিগকে) বিভ্রান্ত করে ; তোমার প্রভু নিশ্চয় সীমালংঘনকারীদিগের সম্বন্ধে সম্যক অবহিত।

وَذَرُوْا ظَاهِرَ الْاِثْمِ وَبَاطِنَهٗ ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْسِبُوْنَ الْاِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوْا يَقْتَرِفُوْنَ ﴿١٢١﴾

১২১। এবং তোমরা পাপের বাহ্যিক দিক এবং উহার অভ্যন্তরীণ দিক উভয় বর্জন কর। নিশ্চয় যাহারা পাপ অর্জন করিতেছে তাহাদিগকে অচিরেই উহার প্রতিফল দেওয়া হইবে যাহা তাহারা অর্জন করিতেছে।

৯০৩। ঈমানের ক্ষেত্রে কোন্‌টি সত্য বা মিথ্যা ইহার বিচারকরূপে সংখ্যা গরিষ্ঠ বা সংখ্যা লঘিষ্ঠ কোনও পক্ষই গ্রহণযোগ্য নহে। একমাত্র আল্লাহ্‌তা'লাই অভ্রান্ত বিচারক। তিনি তাঁহার বিচারের রায় বা সিদ্ধান্ত দিয়া থাকেন ঐশী-নিদর্শন প্রকাশ করার মাধ্যমে এবং সত্য-সন্ধানীদের সাহায্য করার মাধ্যমে।

৯০৪। আয়াত ২ ঃ ১৭৩ এবং ২৩ ঃ ৫২ ব্যক্ত করে যে, ভাল এবং বিশুদ্ধ অর্থাৎ পাক-পবিত্র খাদ্য গ্রহণের সরাসরি প্রভাব রহিয়াছে মানবের ক্রিয়াকর্মের উপরে। সুতরাং মো'মেনদিগকে এখানে আদেশ করা হইয়াছে যে, তাহারা যেন স্বাস্থ্যকর বা হিতকর এবং বিশুদ্ধ এবং পবিত্র খাদ্য গ্রহণ করে, যাহাতে তাহাদের ঈমান দৃঢ় হয় এবং অন্তরের কলুষতা দূরীভূত হয়।

وَلَا تَاْكُلُوْا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاِنَّهٗ لَفِسْقٌ ؕ وَاِنَّ الشَّيٰطِيْنَ لَيُوْحُوْنَ اِلٰٓى اَوْلِيٰٓـئِهِمْ لِيُجَادِلُوْكُمْ ۚ وَاِنْ اَطَعْتُمُوْهُمْ اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُوْنَ ﴿۱۲۱﴾

১২২। এবং তোমরা উহা হইতে কখনও আহার করিও না, যাহার উপর আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করা হয় নাই,[৯০৫] কারণ ইহা অবশ্যই দুষ্কর্ম ; এবং নিশ্চয় শয়তানরা তাহাদের বন্ধুদের অন্তরে প্ররোচনা যোগায় যেন তাহারা তোমাদের সহিত বিবাদ করে। এবং যদি তোমরা তাহাদের আনুগত্য কর তাহা হইলে নিশ্চয় তোমরা মোশরেক হইবে।

১৪ [১১] ১

اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَاَحْيَيْنٰهُ وَجَعَلْنَا لَهٗ نُوْرًا يَّمْشِىْ بِهٖ فِى النَّاسِ كَمَنْ مَّثَلُهٗ فِى الظُّلُمٰتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا ؕ كَذٰلِكَ زُيِّنَ لِلْكٰفِرِيْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿۱۲۲﴾

১২৩। যে ব্যক্তি মৃত ছিল, অতঃপর আমরা তাহাকে জীবিত করিলাম এবং তাহার জন্য এমন আলো সৃষ্টি করিলাম যাহার সাহায্যে সে লোকদের মধ্যে চলাফেরা করে, সে কি ঐ ব্যক্তির অনুরূপ হইতে পারে যাহার অবস্থা এমন যে, সে অন্ধকাররাশির মধ্যে পড়িয়া আছে যাহা হইতে সে বাহির হইতে পারে না?[৯০৬] এইরূপেই কাফেরদের জন্য, তাহারা যে কাজকর্ম করে উহা সুন্দর করিয়া দেখানো হইয়াছে।

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا فِىْ كُلِّ قَرْيَةٍ اَكٰبِرَ مُجْرِمِيْهَا لِيَمْكُرُوْا فِيْهَا ؕ وَمَا يَمْكُرُوْنَ اِلَّا بِاَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ ﴿۱۲۳﴾

১২৪। এবং প্রত্যেক জনপদের অপরাধীদের নেতৃবৃন্দকে আমরা এইরূপই করিয়া দিয়াছি যেন তাহারা উহাতে (নবীদের বিরুদ্ধে) ষড়যন্ত্র করে, বস্তুতঃ তাহারা কেবল নিজেদেরই বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে, কিন্তু তাহারা উপলব্ধি করে না।

وَاِذَا جَآءَتْهُمْ اٰيَةٌ قَالُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ حَتّٰى نُؤْتٰى مِثْلَ مَآ اُوْتِىَ رُسُلُ اللّٰهِ ؔۘ اَللّٰهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهٗ ؕ سَيُصِيْبُ الَّذِيْنَ اَجْرَمُوْا صَغَارٌ عِنْدَ اللّٰهِ وَعَذَابٌ شَدِيْدٌ ۢ بِمَا كَانُوْا يَمْكُرُوْنَ ﴿۱۲۴﴾

১২৫। এবং যখন তাহাদের নিকট কোন নিদর্শন আসে তখন তাহারা বলে, 'আমরা কিছুতেই ঈমান আনিব না যতক্ষণ পর্যন্ত না আমাদিগকে উহার অনুরূপ দেওয়া হইবে যাহা আল্লাহ্‌র রসূলগণকে দেওয়া হইয়াছে।' আল্লাহ্ সর্বাধিক জানেন যে তাঁহার রিসালত[৯০৬-ক] কোথায় অর্পণ করিবেন। যাহারা অপরাধ করিতেছে তাহাদের উপর অচিরেই আপতিত হইবে আল্লাহ্‌র নিকট হইতে লাঞ্ছনা এবং কঠোর শাস্তি এই জন্য যে, তাহারা ষড়যন্ত্র করিত।

৯০৫। এই আয়াত ব্যাখ্যা করিয়াছে,কেন মৃত প্রাণী বা এইরূপ প্রাণী যাহার উপর আল্লাহ্‌তা'লার নাম বিনয়ের সঙ্গে উচ্চারণ করা হয় নাই অর্থাৎ সঠিক নিয়মে যবহ্ করা হয় নাই,তাহা ভক্ষণ করিতে নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। যথাবিধি আল্লাহ্‌তা'লার নাম উচ্চারণ মানুষের অন্তরে পবিত্রকরণ ক্রিয়ার উৎপত্তি করে, ফলে প্রাণী যবহ্ করার কারণে মনের মধ্যে যে কাঠিন্য সৃষ্টি হয় তাহা দূর করে।

৯০৬। পূর্বেকার আয়াতসমূহে ইশারা করা হইয়াছিল যে, মানব রচিত বিধান সর্বদাই ত্রুটিপূর্ণ। বর্তমান আয়াতে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, মানুষের প্রবর্তিত শিক্ষা ঐশী-শিক্ষার বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে পারে না। কেবলমাত্র মানবীয় বিদ্যা-বুদ্ধির সহায়তায় যাহারা নিয়মকানুন বা বিধান প্রণয়ন করিয়া থাকে, তাহারা সেই ব্যক্তির মত যে অন্ধকারে পথ হাতড়াইয়া চলে যেখান হইতে সে কখনও বাহিরে আসিতে পারিবে না।

৯০৬-ক। আল্লাহ্‌তা'লা সবচেয়ে ভাল জানেন কে তাঁহার নবী হইবার উপযুক্ত এবং কে নহে।

فَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ اَنْ يَّهْدِيَهٗ يَشْرَحْ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ ۚ وَمَنْ يُّرِدْ اَنْ يُّضِلَّهٗ يَجْعَلْ صَدْرَهٗ ضَيِّقًا حَرَجًا كَاَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَآءِ ؕ كَذٰلِكَ يَجْعَلُ اللّٰهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿١٢٥﴾

১২৬। অতএব, আল্লাহ্ যাহাকে হেদায়াত দিতে চাহেন ইসলামের জন্য তাহার বক্ষকে তিনি উন্মুক্ত করিয়া দেন এবং যাহাকে পথভ্রষ্ট করিতে চাহেন তাহার বক্ষকে তিনি সংকীর্ণ, সংকুচিত করিয়া দেন— যেন সে আকাশে আরোহণ করিতেছে।[৯০৭] এইরূপেই আল্লাহ্ তাহাদের উপর লাঞ্ছনা অবধারিত করেন যাহারা ঈমান আনে না।

وَهٰذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيْمًا ؕ قَدْ فَصَّلْنَا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّذَّكَّرُوْنَ ﴿١٢٦﴾

১২৭। এবং ইহাই তোমার প্রভুর সরল-সুদৃঢ় পথ; আমরা উপদেশগ্রহণকারী জাতির জন্য নিদর্শনাবলী সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করিয়া দিয়াছি।

لَهُمْ دَارُ السَّلٰمِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٢٧﴾

১২৮। তাহাদের জন্য তাহাদের প্রভুর নিকট শান্তির আবাস অবধারিত রহিয়াছে, এবং তিনি তাহাদের জন্য সেইসব কৃত-কর্মের ব্যাপারে অভিভাবক যাহা তাহারা করিত।

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيْعًا ۚ يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِّنَ الْاِنْسِ ۚ وَقَالَ اَوْلِيٰٓؤُهُمْ مِّنَ الْاِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَّبَلَغْنَآ اَجَلَنَا الَّذِيْٓ اَجَّلْتَ لَنَا ؕ قَالَ النَّارُ مَثْوٰىكُمْ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ ؕ اِنَّ رَبَّكَ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ ﴿١٢٨﴾

১২৯। এবং (স্মরণ কর) যেদিন তিনি তাহাদের সকলকে সমবেত করিবেন ; (এবং বলিবেন) 'হে জিন্নদের দল![৯০৮] তোমরা ইন্সানের অধিকাংশকে নিজেদের (সঙ্গী) করিয়া লইয়াছিলে।'[৯০৯] এবং ইন্সানের মধ্য হইতে তাহাদের বন্ধুরা বলিবে, 'হে আমাদের প্রভু ! আমাদের কতক অন্য কতক দ্বারা উপকৃত হইয়াছে এবং আমরা আমাদের সীমায় পৌঁছিয়াছি যাহা তুমি আমাদের জন্য নির্ধারিত করিয়াছিলে।' তিনি বলিবেন, 'আগুনই তোমাদের বাসস্থল, যাহাতে তোমরা দীর্ঘকাল থাকিবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহ্ অন্য ইচ্ছা করিবেন।' তোমার প্রভু নিশ্চয় পরম প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞানী।[৯১০]

৯০৭। যে ব্যক্তি পবিত্র আদেশসমূহকে বোঝাস্বরূপ মনে করে এবং তাহা পালন করাকে শারিরীক ক্লেশ এবং মানসিক বিরক্তি ও ঝঞ্ঝাটপূর্ণ মনে করে তাহার বক্ষ:সংকীর্ণ হইয়া যায়, ঠিক সেই ব্যক্তির মত যে খাড়াভাবে উপরে উঠিতে চেষ্টা করে।

৯০৮। "মা'শার" শব্দের অর্থ— মানুষের দল যাহারা সব একই কাজে জড়িত (লেইন)। এই আয়াতে "আল্জিন্ন" দ্ব্যর্থহীনভাবে মানুষের মধ্যেই ক্ষমতাবান ও মর্যাদাপূর্ণ মানবগোষ্ঠীকে বুঝাইতেছে, যাহা 'আল্ইনস্'-এর বিপরীতার্থক, অর্থাৎ দুর্বল এবং দরিদ্র মানব সম্প্রদায় বা শ্রেণী হইল 'ইন্স্'।

৯০৯। এই আরবী শব্দগুলির অর্থ ঃ— (১) তুমি তোমার পক্ষে জনসাধারণ হইতে অনেক লোকের সমর্থন লাভ করিয়াছ এবং তোমার অনুগামী করিয়াছ ; (২) জনগণের উপর অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করিয়াছ, অর্থাৎ সাধারণ লোকেরা পাছে তোমার সমর্থন বা অনুগমন হইতে বিরত থাকে সেই ভয়ে তুমি সত্য গ্রহণ কর নাই। ঠিক যেমন দুর্বল গণ-মানুষ শক্তিশালী লোকদিগের ভয়ে সত্য গ্রহণ করে না, একইরূপে ক্ষমতাবান লোকেরাও কোন কোন সময় তাহাদের অনুসারীগণের ভয়ে ভীত হয় এবং এই ভয়ে সত্য গ্রহণ করে না পাছে তাহারা (অনুসারীগণ) তাহাদিগকে পরিত্যাগ করে।

৯১০। আয়াতটি এই তথ্য সমর্থনে আরও একটি প্রমাণ রাখিয়াছে যে, 'জিন্ন' শব্দ দ্বারা এখানে কেবল মানব জাতির এক শ্রেণী বা দল বুঝায় অর্থাৎ মর্যাদাপূর্ণ এবং ক্ষমতাবান শুধু মানুষেরই মধ্যে একদল রহিয়াছে যাহারা অন্য এক শ্রেণীকে শোষণ করে। মানুষ হইতে ভিন্ন কোনও প্রজাতি 'জিন্ন' মানবকুলকে শোষণ করিয়াছে বলিয়া জানা যায় না। তাহা ছাড়া ঐশী-সংবাদ-বাহক বা আল্লাহ্ তা'লার নবীগণ তাহাদের মধ্যে

وَكَذٰلِكَ نُوَلِّيْ بَعْضَ الظّٰلِمِيْنَ بَعْضًا
بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿١٢٩﴾

১৩০। এবং এইরূপে আমরা যালেমদের পরস্পরকে পরস্পরের বন্ধু[৯১০-ক] করিয়া দিই সেই কর্মের দরুন যাহা তাহারা অর্জন করে।

১৫ [৮] ২

يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اَلَمْ يَاْتِكُمْ
رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِيْ
وَيُنْذِرُوْنَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا ؕ قَالُوْا
شَهِدْنَا عَلٰٓى اَنْفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا
وَشَهِدُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ اَنَّهُمْ كَانُوْا كٰفِرِيْنَ ﴿١٣٠﴾

১৩১। 'হে জিন্ন ও ইনসানের দল! তোমাদের মধ্য হইতে রসূলগণ কি তোমাদের নিকট আসে নাই যাহারা তোমাদিগকে আমার আয়াতসমূহ পাঠ করিয়া শুনাইত এবং তোমাদিগকে তোমাদের আজিকার দিবসের এই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সতর্ক করিত?' তাহারা বলিবে, 'আমরা আমাদের নিজেদেরই বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতেছি।' এবং পার্থিব জীবন তাহাদিগকে প্রতারিত করিয়াছিল; এবং তাহারা নিজেদের বিরুদ্ধে নিজেরাই সাক্ষ্য দিবে যে নিশ্চয় তাহারা কাফের ছিল।

ذٰلِكَ اَنْ لَّمْ يَكُنْ رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرٰى
بِظُلْمٍ وَّاَهْلُهَا غٰفِلُوْنَ ﴿١٣١﴾

১৩২। (রসূলগণকে পাঠানোর) উদ্দেশ্য ইহাই যে, তোমার প্রভু জনপদসমূহকে[৯১১] উহাদের অধিবাসীগণের অসতর্ক[৯১২] থাকা অবস্থায় অন্যায়ভাবে ধ্বংস করিতে পারেন না।

وَلِكُلٍّ دَرَجٰتٌ مِّمَّا عَمِلُوْا ؕ وَمَا رَبُّكَ
بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٣٢﴾

১৩৩। এবং প্রত্যেকের জন্য সেই কৃত-কর্ম অনুযায়ী পদমর্যাদা রহিয়াছে যাহা তাহারা করে; এবং তোমার প্রভু সে সম্বন্ধে অসতর্ক নহেন যাহা তাহারা করিতেছে।

وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ ؕ اِنْ يَّشَاْ
يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْۢ بَعْدِكُمْ مَّا يَشَآءُ
كَمَآ اَنْشَاَكُمْ مِّنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ اٰخَرِيْنَ ﴿١٣٣﴾

১৩৪। বস্তুতঃ তোমার প্রভু পরম ঐশ্বর্যশালী, রহমতের অধিকারী। তিনি চাহিলে তোমাদিগকে অপসারিত করিতে পারেন; এবং তোমাদের পরে যাহাদিগকে তিনি চাহিবেন তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করিতে পারেন; যেভাবে তিনি অন্য জাতির বংশধর হইতে তোমাদের উদ্ভব করিয়াছেন।

اِنَّ مَا تُوْعَدُوْنَ لَاٰتٍ ۙ وَّمَآ اَنْتُمْ
بِمُعْجِزِيْنَ ﴿١٣٤﴾

১৩৫। নিশ্চয় তোমাদিগকে যাহার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইতেছে, উহা আসিবেই আসিবে এবং তোমরা কিছুতেই উহা ব্যর্থ করিতে পারিবে না।

কখনও আবির্ভূত হইয়াছেন বলিয়া জানা যায় না।

৯১০-ক। ইহার অর্থ এইরূপও হইতে পারে, 'এবং এইভাবে আমরা কতক অসৎ লোকদিগকে অন্যদের উপরে প্রতিষ্ঠিত করিয়া থাকি।'

৯১১। হযরত নবী করীম (সাঃ) সমগ্র বিশ্বের জন্য প্রেরিত হইয়াছিলেন, অতএব "আল্কুরা" শব্দটি তাঁহার ক্ষেত্রে সমগ্র বিশ্বের জন্য প্রযোজ্য।

৯১২। আসন্ন দৈবদুর্বিপাক সম্বন্ধে সতর্ককারী না পাঠাইয়া আল্লাহ্তা'লা কখনও সাধারণের জন্য শাস্তি প্রেরণ করেন না। এখানে উল্লিখিত বিপদ-আপদ দ্বারা সাধারণভাবে আপতিত দৈবদুর্বিপাক বুঝায় যথা— ভূমিকম্প, বিধ্বংসী যুদ্ধ, মহামারী ইত্যাদি, যাহা গোটা জনগোষ্ঠীকেই আঘাত করিয়া থাকে।

قُلْ يٰقَوْمِ اعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ اِنِّيْ عَامِلٌ ۚ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۙ مَنْ تَكُوْنُ لَهٗ عَاقِبَةُ الدَّارِ ۭ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ ۝۱۳۵

১৩৬। তুমি বল, 'হে আমার জাতি ! তোমরা (স্ব স্ব স্থানে) আপন আপন সামর্থ্য[৯১৩] অনুযায়ী কর্ম কর। আমিও (আমার) কাজ করিব ; অতঃপর অচিরেই তোমরা জানিতে পারিবে যে, এই আবাস গৃহের পরিণাম কাহার পক্ষে যায়;' প্রকৃত কথা এই যে, অত্যাচারী কখনও সফলকাম হয় না।

وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ مِمَّا ذَرَاَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْاَنْعَامِ نَصِيْبًا فَقَالُوْا هٰذَا لِلّٰهِ بِزَعْمِهِمْ وَهٰذَا لِشُرَكَآئِنَا ۚ فَمَا كَانَ لِشُرَكَآئِهِمْ فَلَا يَصِلُ اِلَى اللّٰهِ ۚ وَمَا كَانَ لِلّٰهِ فَهُوَ يَصِلُ اِلٰى شُرَكَآئِهِمْ ۭ سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ ۝۱۳۶

১৩৭। এবং তাহারা আল্লাহ্‌র জন্য সেই সকল শস্য-ক্ষেত্র এবং চতুষ্পদ জন্তু হইতে, যাহা তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, এক অংশ নির্দিষ্ট করে ; অতঃপর তাহারা নিজেদের ধারণা অনুযায়ী বলে যে, 'ইহা আল্লাহ্‌র জন্য এবং ইহা আমাদের শরীকদের জন্য।' কিন্তু যে অংশ তাহাদের শরীকগণের জন্য, উহা আল্লাহ্‌র নিকট পৌঁছে না, এবং যে অংশ আল্লাহ্‌র জন্য উহা তাহাদের শরীকদের নিকট পৌঁছে। তাহারা যাহা ফয়সালা[৯১৪] করে তাহা কতই না মন্দ !

وَكَذٰلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيْرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ قَتْلَ اَوْلَادِهِمْ شُرَكَاۗؤُهُمْ لِيُرْدُوْهُمْ وَلِيَلْبِسُوْا عَلَيْهِمْ دِيْنَهُمْ ۭ وَلَوْ شَاۗءَ اللّٰهُ مَا فَعَلُوْهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُوْنَ ۝۱۳۷

১৩৮। এইরূপে মোশরেকদের অধিকাংশের দৃষ্টিতে তাহাদের সন্তানদিগকে[৯১৫] হত্যা করাকে তাহাদের শরীক দেবতারা[৯১৬] সুন্দর সুশোভন করিয়া দেখাইল তাহাদিগকে ধ্বংস করার জন্য এবং তাহাদের ধর্মকে তাহাদের নিকট সন্দেহযুক্ত করার জন্য। এবং যদি আল্লাহ্ চাহিতেন তাহা হইলে তাহারা ইহা করিত না ; অতএব তুমি তাহাদিগকেও এবং তাহারা যাহা মিথ্যা রচনা করিতেছে উহাকেও ছাড়িয়া দাও।

৯১৩। এই শব্দগুলির অর্থ (১) তোমরা তোমাদের মতে কাজ করিতে থাক; (২) তোমরা নিকৃষ্টতম ব্যবহার কর। এই আয়াতে মক্কার পৌত্তলিকদিগকে চ্যালেঞ্জ প্রদান করা হইয়াছে যে, ইসলামকে সম্পূর্ণ নির্মূল করার জন্য ও মুসলমানদের ক্ষুদ্র সম্প্রদায়কে ধ্বংস করার জন্য তাহারা তাহাদের সর্ব শক্তি নিয়োগ ও উপায় অবলম্বন করিবার চেষ্টা করিয়া দেখুক; কিন্তু তাহারা তাহাদের দুরভিসন্ধিপূর্ণ পরিকল্পনা এবং প্রবল চেষ্টা সত্ত্বেও সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইবে।

৯১৪। আরববাসীর এক পৌত্তলিক প্রথা সম্পর্কে এখানে উল্লেখ করা হইয়াছে। তাহারা তাহাদের ভূমির উৎপাদিত দ্রব্যাদি খোদা ও প্রতিমার উদ্দেশ্যে বিভক্ত করিত। যদি প্রতিমার জন্য রক্ষিত অংশ অন্য কোন উপলক্ষ্যে খরচ হইয়া যাইত, তাহা হইলে খোদার জন্য রাখা অংশ হইতে তাহাদের দেবমূর্তির নামে দান-খয়রাত করা হইত; কিন্তু খোদার নামে রক্ষিত অংশ যদি অন্য কোন উদ্দেশ্যে খরচ হইয়া যাইত তাহা হইলে প্রতিমার জন্য সংরক্ষিত অংশ হইতে খোদার নামে দান করা হইত না।

৯১৫। সহযোগী দেবতা বা অংশীদার দেব-দেবী বলিতে এখানে ঐশ্বরিক ভবিষ্যদ্বক্তা বা দৈবজ্ঞ এবং জ্যোতিষী বা গ্রহাচার্য প্রভৃতির প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

৯১৬। কোন কোন আরব উপজাতির মধ্যে প্রাকৃতিক দুর্যোগ অপসারিত করার জন্য কন্যা-সন্তানকে হত্যা করা বা জীবিত কবরস্থ করা অথবা ইহাদিগকে তাহাদের দেব-দেবীর বেদীতে বলিরূপে অর্পণ করার যে অতীব নৃশংস প্রথা ছিল উহার প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে। অথবা ইহা তাহাদের কুসংস্কারাচ্ছন্ন ব্রত বা শপথের প্রতি ইশারা হইতে পারে যে, যদি তাহাদের এক বিশেষ সংখ্যক সন্তান থাকিত তাহা হইলে উহাদের একজনকে বলির জন্য উৎসর্গ করিতে হইত।

وَقَالُوْا هٰذِهٖٓ اَنْعَامٌ وَّحَرْثٌ حِجْرٌ ۖ لَّا يَطْعَمُهَآ اِلَّا مَنْ نَّشَآءُ بِزَعْمِهِمْ وَاَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُوْرُهَا وَاَنْعَامٌ لَّا يَذْكُرُوْنَ اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا افْتِرَآءً عَلَيْهِ ۭ سَيَجْزِيْهِمْ بِمَا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ﴿١٣٩﴾

১৩৯। এবং তাহারা তাহাদের ধারণা অনুযায়ী বলে, অমুক অমুক চতুষ্পদ জন্তু ও শস্য (খাওয়া) নিষিদ্ধ[৯১৭]। যাহার সম্বন্ধে আমরা চাহিব কেবল সে-ই উহা খাইবে ; এবং (তাহারা বলে যে) কতক চতুষ্পদ জন্তু আছে যাহাদের পৃষ্ঠদেশ (আরোহণ করার জন্য) হারাম[৯১৮] করা হইয়াছে, এবং কতক চতুষ্পদ জন্তু আছে যবহ্ করার সময় তাহারা যেগুলির উপর আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করে না,[৯১৯] (তাহাদের এইসব কার্যকলাপ) তাঁহার বিরুদ্ধে মিথ্যা রচনা স্বরূপ। তাহারা যাহা কিছু মিথ্যা রচনা করিতেছে উহার প্রতিফল তিনি অচিরেই তাহাদিগকে দিবেন।

وَقَالُوْا مَا فِيْ بُطُوْنِ هٰذِهِ الْاَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُوْرِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلٰٓى اَزْوَاجِنَا ۚ وَاِنْ يَّكُنْ مَّيْتَةً فَهُمْ فِيْهِ شُرَكَآءُ ۭ سَيَجْزِيْهِمْ وَصْفَهُمْ ۭ اِنَّهٗ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ ﴿١٤٠﴾

১৪০। এবং তাহারা বলে, 'এই সকল চতুষ্পদ জন্তুর গর্ভে যাহা কিছু আছে, উহা আমাদের পুরুষগণের জন্য বিশেষরূপে নির্দিষ্ট এবং আমাদের স্ত্রীগণের জন্য হারাম,[৯২০] কিন্তু যদি উহা মৃত হয় তাহা হইলে তাহারা (স্ত্রী-পুরুষ) সকলেই উহাতে অংশীদার হয়। অচিরেই তিনি তাহাদিগকে তাহাদের এইসব কথার প্রতিফল দিবেন। নিশ্চয় তিনি পরম প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞানী।

قَدْ خَسِرَ الَّذِيْنَ قَتَلُوْٓا اَوْلَادَهُمْ سَفَهًۢا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّحَرَّمُوْا مَا رَزَقَهُمُ اللّٰهُ افْتِرَآءً عَلَى اللّٰهِ ۭ قَدْ ضَلُّوْا وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ ﴿١٤١﴾ ع ١٦ [١١] ٣

১৪১। নিশ্চয় তাহারা ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছে যাহারা নির্বুদ্ধিতাবশতঃ না জানিয়া নিজেদের সন্তানদিগকে হত্যা করে এবং আল্লাহ্ তাহাদিগকে যাহা রিযক্ দান করিয়াছেন, তাহারা আল্লাহ্র উপর মিথ্যা রচনা করিয়া উহা হারাম করে। তাহারা অবশ্যই পথভ্রষ্ট হইয়াছে, বস্তুতঃ তাহারা হেদায়াতপ্রাপ্তই ছিল না।

وَهُوَ الَّذِيْٓ اَنْشَاَ جَنّٰتٍ مَّعْرُوْشٰتٍ وَّغَيْرَ مَعْرُوْشٰتٍ وَّالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا اُكُلُهٗ وَالزَّيْتُوْنَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَّغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۭ كُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖٓ اِذَآ اَثْمَرَ وَاٰتُوْا حَقَّهٗ يَوْمَ حَصَادِهٖ ۡ وَلَا تُسْرِفُوْا ۭ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ﴿١٤٢﴾

১৪২। এবং তিনিই তো উৎপন্ন করেন বাগানসমূহ, কতক মাচার উপর চড়ানো (আঙ্গুর জাতীয় গুলম-লতা) এবং কতক মাচার উপর চড়ানো নহে (বৃক্ষরাজি), এবং খর্জুর-বৃক্ষ এবং শস্য-ক্ষেত, যাহাদের স্বাদ বিভিন্ন, এবং যায়তূন এবং ডালিম যাহাদের কতক সদৃশ এবং কতক অসদৃশ। যখন উহাতে ফল ধরে তখন উহার ফল হইতে আহার কর এবং উহা কাটার দিনে তাঁহার প্রাপ্য আদায় কর,[৯২১] এবং তোমরা অপব্যয় করিও না। নিশ্চয়ই তিনি অপব্যয়কারীদিগকে ভালবাসেন না।

৯১৭। "নিষিদ্ধ শস্য" দ্বারা এমন আবাদী শস্যক্ষেত্র বুঝায়, যাহা দেব-দেবীর জন্য উৎসর্গীকৃত। এইগুলি কেবল মাত্র পূজার পুরোহিতগণই ভোগ করিতে পারিত।

৯১৮। ৫ঃ১০৪ আয়াতে উল্লিখিত 'গবাদি পশু'; ইহারা চড়িবার জন্য বা ভারবাহী পশুরূপে ব্যবহৃত হইত না।

৯১৯। "গবাদি পশু" অর্থে মক্কার পৌত্তলিকদিগের সহযোগী দেব-দেবীর প্রতি উৎসর্গীকৃত পশু। যবহ্ করার সময় আল্লাহ্তা'লার নাম উচ্চারণের উল্লেখ সম্বন্ধে কোন ইশারা এখানে নাই।

৯২০ ও ৯২১ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

وَمِنَ الْاَنْعَامِ حَمُوْلَةً وَّفَرْشًا ؕ كُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ؕ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ۙ﴿۱۴۲﴾

১৪৩ । এবং (তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন) চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে কতক ভারবাহীরূপে এবং কতক ক্ষুদ্রকায়রূপে। আল্লাহ্ তোমাদিগকে যাহা রিয্ক দান করিয়াছেন উহা হইতে তোমরা আহার কর এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করিও না। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।[৯২২]

ثَمٰنِيَةَ اَزْوَاجٍ ۚ مِنَ الضَّاْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ ؕ قُلْ ءٰٓالذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ اَمِ الْاُنْثَيَيْنِ اَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ اَرْحَامُ الْاُنْثَيَيْنِ ؕ نَبِّـُٔوْنِيْ بِعِلْمٍ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۙ﴿۱۴۳﴾

১৪৪ । (তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন) আট জোড়া, মেষ হইতে দুইটি এবং ছাগল হইতে দুইটি। তুমি বল, 'তিনি কি হারাম করিয়াছেন দুইটি পুংপশুকে অথবা দুইটি স্ত্রীপশুকে কিংবা দুইটি স্ত্রীপশুর গর্ভসমূহ যাহা ধারণ করিয়াছে উহাকে ? তোমরা যদি সত্যবাদী হইয়া থাক, তাহা হইলে তোমরা জ্ঞানের ভিত্তিতে আমাকে অবগত কর।'

وَمِنَ الْاِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ ؕ قُلْ ءٰٓالذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ اَمِ الْاُنْثَيَيْنِ اَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ اَرْحَامُ الْاُنْثَيَيْنِ ؕ اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَآءَ اِذْ وَصّٰىكُمُ اللّٰهُ بِهٰذَا ۚ فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا لِّيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿۱۴۴﴾ ع ۱۷ [৪] ৪

১৪৫ । এবং (তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন) উটের মধ্য হইতে দুইটি এবং গরুর মধ্য হইতে দুইটি। তুমি বল,'তিনি কি হারাম[৯২৩] করিয়াছেন দুইটি পুংপশুকে অথবা দুইটি স্ত্রীপশুকে কিংবা দুইটি স্ত্রীপশুর গর্ভসমূহ যাহা ধারণ করিয়াছে উহাকে ? তোমরা কি সেই সময় উপস্থিত ছিলে যখন আল্লাহ্ তোমাদিগকে এই আদেশ দেন ? ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা বড় অত্যাচারী কে যে জানিয়া বুঝিয়া আল্লাহ্র বিরুদ্ধে মিথ্যা রচনা করে যাহাতে সে মানুষকে বিনা জ্ঞানে পথভ্রষ্ট করিতে পারে ? আল্লাহ্ অত্যাচারী জাতিকে আদৌ হেদায়াত দেন না।

قُلْ لَّاۤ اَجِدُ فِيْ مَاۤ اُوْحِيَ اِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلٰى طَاعِمٍ يَّطْعَمُهٗۤ اِلَّاۤ اَنْ يَّكُوْنَ مَيْتَةً اَوْ دَمًا مَّسْفُوْحًا اَوْ لَحْمَ خِنْزِيْرٍ فَاِنَّهٗ رِجْسٌ اَوْ فِسْقًا اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ

১৪৬ । তুমি বল, 'যাহা কিছু আমার প্রতি ওহী করা হইয়াছে উহাতে আমি কোন বস্তু আহারকারীর জন্য যাহা যে আহার করিতে চাহে, হারাম পাই না কেবল মৃতজীব অথবা প্রবাহিত রক্ত অথবা শূকরের মাংস ব্যতীত, কেননা ইহা অপবিত্র অথবা অবাধ্যতা পূর্বক এমন বস্তু আহার করা যাহার উপর আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের নাম উচ্চারণ করা হইয়াছে।[৯২৪] কিন্তু যে ব্যক্তি

৯২০ । ইহা আরবদের আরো একটি উদ্ভট প্রথা।

৯২১ । পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে প্রতিমা উপাসনার প্রথা বা অর্থহীন পদ্ধতি এবং নিয়মের কতকগুলি উল্লেখ করা হইয়াছে যাহা পৌত্তলিক আরবেরা নিজেরাই উদ্ভাবন করিয়া লইয়াছিল। তফসীরাধীন আয়াত দ্বারা এই 'সূরা' কিছু কিছু ঐশী-বিধান উত্থাপন করিতে শুরু করিয়াছে।

৯২২ । প্রাথমিক অর্থ ছাড়াও এই আয়াত ইঙ্গিত করে যে, হালাল খাদ্য-দ্রব্য খাওয়া' শয়তানের উপদ্রব বা আক্রমণের বিরুদ্ধে নিজেকে নিরাপদ রাখার একটি উপায়।

৯২৩ । পৌত্তলিকদিগকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে যে, তাহারা কি উপস্থিত ছিল যখন আল্লাহ্তা'লা ষাঁড় বা উটের মাংস খাইতে নিষিদ্ধ করিয়াছিলেন ? তাহাদিগকে আহ্বান করা হইয়াছে যে, তাহারা পারিলে ঐশী-প্রমাণ পেশ করুক যে, গরু বা উট খাওয়া প্রকৃতই নিষিদ্ধ করা হইয়াছিল। এই প্রশ্নের কারণ, গরু এবং উটের মাংস ভক্ষণ করা কোন কোন জাতির লোকের বিবেচনায় শাস্ত্র সম্মত নহে,— গরু হিন্দুদের মতে এবং উট কিছু ইহুদীর মতে বর্জনীয়।

৯২৪ । এই আয়াত নির্দেশ করিতেছে যে, হালাল ও হারাম খাদ্যের সম্পর্কে আরবের পৌত্তলিকগণ কর্তৃক প্রবর্তিত নিয়ম-কানুন ছিল

নিরুপায় হইয়া বাধ্য হয়, বিদ্রোহী এবং সীমালংঘনকারী না হয়, তাহা হইলে (ইহা স্বতন্ত্র ব্যাপার); নিশ্চয় তোমার প্রভু অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময় ।

غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَاِنَّ رَبَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٤٦﴾

১৪৭ । এবং যাহারা ইহুদী হইয়াছে তাহাদের জন্য আমরা সকল নখরবিশিষ্ট পশু হারাম করিয়াছিলাম, এবং গরু ও ছাগলের মধ্য হইতে উভয়ের চর্বি আমরা তাহাদের জন্য হারাম করিয়াছিলাম কেবল ঐ চর্বি ব্যতীত যাহা উহাদের পৃষ্ঠদেশ অথবা অন্ত্র ধারণ করিয়া থাকে অথবা হাড়ের সহিত সংযুক্ত থাকে।[৯২৫] এই প্রতিফল আমরা তাহাদিগকে তাহাদের বিদ্রোহিতার[৯২৬] কারণে দিয়াছিলাম । এবং নিশ্চয় আমরাই সত্যবাদী ।

وَعَلَى الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِىْ ظُفُرٍ ۚ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُوْمَهُمَآ اِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُوْرُهُمَآ اَوِ الْحَوَايَآ اَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ۭ ذٰلِكَ جَزَيْنٰهُمْ بِبَغْيِهِمْ ۠ وَاِنَّا لَصٰدِقُوْنَ ﴿١٤٧﴾

১৪৮ । কিন্তু যদি তাহারা তোমাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করে তাহা হইলে তুমি বলিয়া দাও, 'তোমাদের প্রভু অসীম দয়ার অধিকারী, এবং তাঁহার শাস্তি অপরাধী জাতি হইতে অপসারিত করা যায় না ।'

فَاِنْ كَذَّبُوْكَ فَقُلْ رَّبُّكُمْ ذُوْ رَحْمَةٍ وَّاسِعَةٍ ۚ وَلَا يُرَدُّ بَاْسُهٗ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِيْنَ ﴿١٤٨﴾

১৪৯ । যাহারা শিরক্ করিয়াছে তাহারা নিশ্চয় বলিবে, 'যদি আল্লাহ্ চাহিতেন তাহা হইলে না আমরা শিরক্ করিতাম এবং না আমাদের পিতৃপুরুষগণ, এবং না আমরা কোন বস্তুকে হারাম করিতাম ।' এই রূপেই তাহাদের পূর্বে যাহারা ছিল তাহারাও (রসূলদিগকে) মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিতে থাকিল এমন কি তাহারা আমাদের শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করিল । তুমি বল, 'তোমাদের নিকট কি কোন জ্ঞান আছে ? তাহা হইলে তোমরা উহা আমাদের সম্মুখে পেশ কর ; তোমরা কেবল ধারণার অনুসরণ করিতেছ । বস্তুতঃ তোমরা কেবল অনুমানের উপর কথা বলিতেছ ।'

سَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا لَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَآ اَشْرَكْنَا وَلَآ اٰبَآؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَىْءٍ ۭ كَذٰلِكَ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتّٰى ذَاقُوْا بَاْسَنَا ۭ قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوْهُ لَنَا ۭ اِنْ تَتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ وَاِنْ اَنْتُمْ اِلَّا تَخْرُصُوْنَ ﴿١٤٩﴾

স্বেচ্ছাচারী ও জ্ঞান বিবর্জিত; অথচ ইসলামের প্রবর্তিত খাদ্য-বিধান যুক্তি এবং জ্ঞান-ভিত্তিক । মূলতঃ বলিতে গেলে, ইসলাম চারিটি বস্তু নিষিদ্ধ করিয়াছে—তিনটির ভিত্তি হইল উহাদের "রিজ্সুন" অর্থাৎ দুষিত ও অপবিত্র হওয়ার কারণে; এবং একটি উহার "ফিসকুন" অর্থাৎ জঘন্য অপবিত্র এবং ধর্মবিরোধী হওয়ার কারণে। প্রথমোক্ত তিনটি বস্তু হইল মৃত জীব-জন্তুর মাংস, জখমকৃত বা বধকৃত বা যবহ্-করা প্রাণীর দেহ হইতে নির্গত হওয়া রক্ত এবং শূকরের মাংস। এইগুলিই আয়াতে উল্লিখিত "রিজ্সুন" (দুষিত এবং অপবিত্র) অর্থাৎ মানুষের নৈতিক এবং দৈহিক উভয় ক্ষেত্রে অনিষ্টকর । স্মরণ রাখিতে হইবে, "রিজ্সুন" শব্দ প্রথমোক্ত তিনটি নিষিদ্ধ বস্তুর প্রত্যেকটির সঙ্গে পাঠ করিতে হইবে । চতুর্থ হারাম বস্তু হইল, যাহার উপর আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কিছুর নাম উচ্চারিত হয় । উহা হইল "ফিস্কুন"(নাপাক বা অপবিত্র), অর্থাৎ আল্লাহ্তা'লার অবাধ্যতা অথবা বিরুদ্ধাচরণের উৎস। এইরূপ খাদ্য-দ্রব্য ভক্ষণ মানুষের আধ্যাত্মিক জীবনের ক্ষতি সাধন করে, এবং আল্লাহ্র জন্য ভালবাসা ও মর্যাদাবোধের অনুভূতি নষ্ট করে ।

৯২৫ । লেবীয় ৩ঃ ১৭, এবং ৭ঃ ২৩ দ্রষ্টব্য । তালমূদে, পাঁজরের হাড়ের সঙ্গে লাগিয়া থাকা চর্বি সম্বন্ধে ব্যতিক্রম করা হইয়াছে ।

৯২৬ । এই সকল বস্তু ইহুদী জাতির সীমালঙ্ঘন করার বা অপরাধের শাস্তি স্বরূপ হারাম করা হইয়াছিল ।

قُلْ فَلِلّٰهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ ۚ فَلَوْ شَآءَ لَهَدٰىكُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿١٥٠﴾

১৫০। তুমি বল, 'অকাট্য প্রমাণ একমাত্র আল্লাহ্‌র অধিকারে আছে, তিনি চাহিলে তোমাদের সকলকে অবশ্যই হেদায়াত দিতেন।'[৯২৭]

قُلْ هَلُمَّ شُهَدَآءَكُمُ الَّذِيْنَ يَشْهَدُوْنَ اَنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ هٰذَا ۚ فَاِنْ شَهِدُوْا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ ۚ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُوْنَ ﴿١٥١﴾ ع ١٨ [٦] ٥

১৫১। তুমি বল, 'তোমরা তোমাদের ঐ সকল সাক্ষীকে উপস্থিত কর যাহারা সাক্ষ্য দেয় যে, নিশ্চয় আল্লাহ্ অমুক অমুক বস্তুকে হারাম করিয়াছেন।' অতঃপর, যদি তাহারা এরূপ সাক্ষ্য দেয় তাহা হইলে তুমি তাহাদের সহিত সাক্ষ্য দিও না, এবং তুমি ঐ সকল লোকের কুবাসনাসমূহের অনুসরণ করিও না যাহারা আমাদের আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলিয়া অস্বীকার করিয়াছে এবং যাহারা পরকালের উপর ঈমান রাখে না এবং তাহারা তাহাদের প্রভুর সমকক্ষ স্থির করে।

قُلْ تَعَالَوْا اَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ۖ اَلَّا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْـًٔا ۖ وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ۚ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَوْلَادَكُمْ مِّنْ اِمْلَاقٍ ۭ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَاِيَّاهُمْ ۚ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ ۭ ذٰلِكُمْ وَصّٰىكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿١٥٢﴾

১৫২। তুমি বল, 'এস, আমি উহা পড়িয়া শুনাই যাহা তোমাদের প্রভু তোমাদের উপর হারাম[৯২৮] করিয়াছেন—উহা এই যে, তোমরা তাঁহার সহিত কোন কিছুকে শরীক করিও না, এবং পিতামাতার সহিত সদ্ব্যবহার করিও, এবং দারিদ্রের কারণে তোমরা তোমাদের সন্তানদিগকে হত্যা করিও না ; আমরাই রিয্‌ক দিয়া থাকি তোমাদিগকে এবং তাহাদিগকেও, এবং তোমরা কখনও অশ্লীলতার নিকট যাইও না, উহা প্রকাশ্য হউক বা অপ্রকাশ্য; এবং কোন আত্মাকে হত্যা করিও না যাহাকে (হত্যা করা) আল্লাহ্ হারাম করিয়াছেন, কেবলমাত্র ন্যায়বিচার ব্যতিরেকে। ইহা সেই বিষয় যাহার তাকিদপূর্ণ আদেশ তিনি তোমাদিগকে দিতেছেন যেন তোমরা অনুধাবন কর।

৯২৭। আল্লাহ্‌তা'লা যদি মানবকে জোর পূর্বক তাঁহার ইচ্ছা পালন করাইতে চাহিতেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তিনি তাহাদিগকে সৎকাজ বা ন্যায় কাজ করিতে বাধ্য করিতেন কিন্তু অন্যায় কাজে নহে। কিন্তু তাঁহার অসীম প্রজ্ঞা দ্বারা তিনি মানুষকে স্বাধীন সত্তায় সৃষ্টি করিয়াছেন। মানবের নিকট বিশদভাবে বলিয়া দিয়াছেন যে, কোন্‌টি সঠিক এবং কোন্‌টি ভ্রান্ত, এবং তৎপর তাহাকে পূর্ণ স্বাধীন করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন যাহাতে সে তাহার পসন্দ মাফিক যে কোন পথ বা পন্থা বাছিয়া লইতে পারে।

৯২৮। 'হারাম—নিষিদ্ধ' শব্দের পরবর্তীতে যে নির্দেশসমূহ আসিয়াছে তাহা আল্লাহ্‌তা'লা আমাদিগকে পালন করিতে আদেশ দিয়াছেন। এই নির্দেশগুলি প্রকাশ্যভাবে করা হইয়াছে,কিন্তু যাহা বিপরীত অর্থাৎ নিষিদ্ধ বা হারাম তাহা উহাদের মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে। এইরূপে একদিকে, "হারাম" শব্দ ব্যবহার দ্বারা, অন্যদিকে ইহার পর পরেই প্রত্যক্ষ নির্দেশ দানের দ্বারা, এই আয়াতে প্রত্যক্ষ নির্দেশাবলী এবং উহাদের বিপরীত বিষয়গুলি এতদুভয়কেই বিবৃত করিয়াছে। এই আয়াতের ব্যাখ্যা অন্যভাবেও করা যাইতে পারে। ধরিয়া নেওয়া যায় যে, প্রথম বাক্য তোমাদের প্রভু তোমাদের উপর হারাম করিয়াছেন এই শব্দগুলি দ্বারা শেষ হইয়াছে, এবং পরবর্তী বাক্য 'আলাইকুম' দ্বারা শুরু হইয়াছে যাহার তাকিদপূর্ণ আদেশ তিনি'তোমাদিগকে দিতেছেন'শব্দের সাথে আরম্ভ হইয়াছে। এখন আয়াতটি দাঁড়ায় 'এস, আমি উহা পড়িয়া শুনাই যাহা তোমাদের প্রভু তোমাদের উপর হারাম করিয়াছেন। ইহা তোমাদের উপর নির্দেশ করিতেছে যে, তোমরা আল্লাহ্‌তা'লার সহিত কোন কিছুর শরীক না কর.....।"

وَلَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ اَشُدَّهٗ ۚ وَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِ ۚ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ۚ وَاِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوْا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى ۚ وَبِعَهْدِ اللّٰهِ اَوْفُوْا ۭ ذٰلِكُمْ وَصّٰىكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ۝١٥٢

১৫৩। এবং কেবল সেই নিয়ম ব্যতীত যাহা সর্বোত্তম, তোমরা এতীমের ধন-সম্পদের নিকটে যাইও না যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহারা সাবালক হয়। এবং ন্যায়সঙ্গতভাবে[৯২৯] মাপ ও ওজন পুরাপুরি দাও। আমরা কাহাকেও তাহার সাধ্যাতীত দায়িত্ব ভার অর্পণ করি না। এবং যখন তোমরা কথা বল তখন তোমরা ন্যায়বিচার কর—যদিও (সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি) নিকট-আত্মীয়ই হউক না কেন ; এবং আল্লাহ্‌র অঙ্গীকারকে পূর্ণ কর [৯৩০] ইহা সেই বিষয় যাহার তাকিদপূর্ণ আদেশ তিনি তোমাদিগকে দিতেছেন যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।

وَاَنَّ هٰذَا صِرَاطِيْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهٖ ۭ ذٰلِكُمْ وَصّٰىكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ۝١٥٣

১৫৪। এবং (বল,) 'নিশ্চয় ইহা আমার সরল-সুদৃঢ় পথ, সুতরাং তোমরা ইহার অনুসরণ কর এবং অন্যান্য পথের অনুসরণ করিও না, নচেৎ সেইগুলি তোমাদিগকে তাঁহার পথ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিবে। ইহা সেই বিষয়, যাহার তাকিদপূর্ণ আদেশ তিনি তোমাদিগকে দিতেছেন, যেন তোমরা তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর।

ثُمَّ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ تَمَامًا عَلَى الَّذِيْٓ اَحْسَنَ وَتَفْصِيْلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ بِلِقَاۗءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُوْنَ ۝١٥٤ ع ١٩ [٤] ٦

১৫৫। উপরন্তু আমরা মূসাকে কিতাব দিয়াছিলাম সেই ব্যক্তির উপর নেয়ামত পূর্ণ করার জন্য যে সৎকর্ম করে এবং প্রত্যেক বিষয়ে[৯৩১] ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য এবং হেদায়াত ও রহমত স্বরূপ, যেন তাহারা তাহাদের প্রভুর সহিত সাক্ষাতের উপর ঈমান আনে।

وَهٰذَا كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ مُبٰرَكٌ فَاتَّبِعُوْهُ وَاتَّقُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ۝١٥٥

১৫৬। এবং এই কিতাব, যাহা আমরা নাযেল করিয়াছি, অতীব বরকতপূর্ণ, সুতরাং তোমরা ইহার অনুসরণ কর[৯৩২] এবং তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর যেন তোমাদের উপর রহম করা যায়।

৯২৯। জীবন রক্ষার নির্দেশের পরেই সম্পত্তি রক্ষা করার হুকুম দেওয়া হইয়াছে।

৯৩০। জিহ্বাকে সংযত বা সতর্ক করার আদেশের পরেই 'আল্লাহ্‌র অঙ্গীকারকে পূর্ণ কর' এই শব্দগুলির মধ্যে অন্তর্নিহিত আদেশ আসিয়াছে যাহা অন্তঃকরণের সতর্ককরণ সম্পর্কিত নির্দেশ, এই কারণে পূর্ববর্তী নির্দেশ মানুষের সহিত প্রতিশ্রুতি সম্পর্কিত, পক্ষান্তরে বর্তমান আদেশ আল্লাহ্‌তা'লার সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার সম্পর্কিত।

৯৩১। 'প্রত্যেক বিষয়' শব্দের মর্মার্থ- সেই সকল বস্তু যাহা ইহুদী জাতির নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক প্রয়োজন মিটাইত। তওরাত ঐ সকল প্রয়োজন পূর্ণ করিয়াছিল।

৯৩২। এই আয়াত ব্যক্ত করিতেছে যে, 'কুর্‌আন' এইরূপ ঐশী-গ্রন্থ যাহা চিরস্থায়ী শিক্ষা বহন করে এবং সেই সকল শাশ্বত সত্যও বহন করে যাহা পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহ নিয়া আসিয়াছিল; ইহাই হইল "মুবারক" শব্দের মর্মার্থ (লেইন)। তাই কুরআনের অনুসরণের মাধ্যমে মুসলমান জাতি ঐ সব গ্রন্থ হইতে পথ-নির্দেশ সন্ধান করার প্রয়োজনীয়তা হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছে।

اَنْ تَقُوْلُوْٓا اِنَّمَآ اُنْزِلَ الْكِتٰبُ عَلٰى طَآئِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا ۪ وَاِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغٰفِلِيْنَ ﴿١٥٧﴾

১৫৭। পাছে তোমরা এই কথা বল যে, কিতাব কেবল আমাদের পূর্বে দুই সম্প্রদায়ের[৯৩৩] উপর নাযেল করা হইয়াছিল এবং আমরা উহাদের পাঠ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অসতর্ক ছিলাম ;

اَوْ تَقُوْلُوْا لَوْ اَنَّآ اُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتٰبُ لَكُنَّآ اَهْدٰى مِنْهُمْ ۚ فَقَدْ جَآءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ ۚ فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَصَدَفَ عَنْهَا ۭ سَنَجْزِي الَّذِيْنَ يَصْدِفُوْنَ عَنْ اٰيٰتِنَا سُوْۗءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوْا يَصْدِفُوْنَ ﴿١٥٨﴾

১৫৮। অথবা তোমরা বল, 'যদি আমাদের উপর কোন কিতাব নাযেল করা হইত, তাহা হইলে নিশ্চয় আমরা তাহাদের অপেক্ষা অধিক হেদায়াত প্রাপ্ত হইতাম।' অতএব (এখন) তোমাদের নিকট তোমাদের প্রভুর পক্ষ হইতে সুস্পষ্ট প্রমাণ এবং হেদায়াত এবং রহমত আসিয়াছে। সুতরাং ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা বড় অত্যাচারী কে যে আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করে এবং উহা হইতে মুখ ফিরাইয়া লয় ? আমরা অচিরেই ঐসকল লোককে যাহারা আমাদের আয়াতসমূহ হইতে মুখ ফিরাইয়া লয়, নিকৃষ্ট শাস্তি দিব এইজন্য যে, তাহারা (অনবরত) মুখ ফিরাইয়া আসিয়াছিল।

هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّآ اَنْ تَاْتِيَهُمُ الْمَلٰۗىِٕكَةُ اَوْ يَاْتِيَ رَبُّكَ اَوْ يَاْتِيَ بَعْضُ اٰيٰتِ رَبِّكَ ۭ يَوْمَ يَاْتِيْ بَعْضُ اٰيٰتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا اِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ اٰمَنَتْ مِنْ قَبْلُ اَوْ كَسَبَتْ فِيْٓ اِيْمَانِهَا خَيْرًا ۭ قُلِ انْتَظِرُوْٓا اِنَّا مُنْتَظِرُوْنَ ﴿١٥٩﴾

১৫৯। তাহারা কেবল ইহারই অপেক্ষা করিতেছে যে তাহাদের নিকট ফিরিশ্‌তাগণ আসুক[৯৩৪] অথবা তোমার প্রভু আসুক[৯৩৫] অথবা তোমার প্রভুর নিদর্শনসমূহের কতক আসুক;[৯৩৬] যেদিন তোমার প্রভুর নিদর্শনসমূহের কতক আসিবে সেদিন যে ব্যক্তি পূর্বে ঈমান আনে নাই অথবা ঈমান দ্বারা কল্যাণ অর্জন করে নাই, তাহার ঈমান তাহার কোন উপকারে আসিবে না। তুমি বল, 'তোমরা অপেক্ষা কর, আমরাও অপেক্ষা করিতেছি।'

اِنَّ الَّذِيْنَ فَرَّقُوْا دِيْنَهُمْ وَكَانُوْا شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِيْ شَيْءٍ ۭ اِنَّمَآ اَمْرُهُمْ اِلَى اللّٰهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ﴿١٦٠﴾

১৬০। নিশ্চয় যাহারা নিজেদের ধর্মকে খণ্ড-বিখণ্ড করিয়াছে[৯৩৭] এবং দলে-উপদলে (বিভক্ত) হইয়াছে তাহাদের সহিত কোন বিষয়ে তোমার সম্পর্ক নাই। তাহাদের বিষয় একমাত্র আল্লাহ্‌র হাতে, অতঃপর তাহারা যাহা করিত সে সম্বন্ধে তিনি তাহাদিগকে অবহিত করিবেন।

৯৩৩। আয়াতে উল্লিখিত দুই সম্প্রদায় বুঝাইতে পারে ঃ— (১) ইহুদীজাতি, যাহাদের প্রতি তওরাত নাযেল হইয়াছিল, এবং যাহাদের ধর্মের সূচনা হইয়াছিল আরবের উত্তরাঞ্চলের ভূখণ্ডে, এবং (২) 'জরাথুস্ত্র'র ধর্মাবলম্বী জাতি যাহাদের প্রতি যেন্দাবেস্তা নাযেল হইয়াছিল এবং তাহারা আরবের পূর্বাঞ্চলে বাস করিত। অথবা এই শব্দের উদ্দেশ্য ইহুদী এবং খৃষ্টান জাতিও হইতে পারে, এই দুই সম্প্রদায় আরব ভূখণ্ডে বসবাস করিত এবং আরব জাতির লোকেরা তাহাদের সংস্পর্শে আসিয়াছিল।

৯৩৪। 'ফিরিশ্‌তাগণ আসুক' এই বাক্যাংশ যুদ্ধ-বিগ্রহের মাধ্যমে জাতির উপর পতিত আযাবের প্রতি নির্দেশ করিতেছে। কারণ, 'ফিরিশ্‌তার আগমন' উল্লিখিত হইয়াছে সেই সকল যুদ্ধ প্রসঙ্গে, যাহা মুসলমান এবং তাহাদের বিরুদ্ধবাদী শত্রুদিগের মধ্যে সংঘটিত হইয়াছিল (৩ঃ ১২৫, ১২৬ এবং ৮ঃ১০)।

৯৩৫। 'প্রভু আসুক' কথাটি দ্বারা সত্যের শত্রুদের সম্পূর্ণ ধ্বংস বুঝায় (২ঃ২১১)।

৯৩৬। 'নিদর্শন সমূহের কতক আসুক' কথা দ্বারা বাস্তব জগতের আযাবসমূহের দিকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে, যেমন- দুর্ভিক্ষ, মহামারী, দৈবদুর্যোগ ইত্যাদি।

৯৩৭। 'ধর্মকে খণ্ড-বিখণ্ড করিয়াছে' বাক্যাংশের মর্মার্থ হইতেছে যে, লোকেরা যখন নিজ নিজ শখ এবং খোশখেয়ালের অনুগমন করিতে

مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ عَشْرُ اَمْثَالِهَا ۚ وَمَنْ جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزٰٓى اِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿١٦٠﴾

১৬১ । যে কেহ সৎকর্ম করিবে তাহার জন্য উহার দশগুণ[৯৩৮] পুরস্কার হইবে, এবং যে কেহ মন্দ কাজ করিবে তাহাকে কেবল উহারই অনুরূপ প্রতিফল দেওয়া হইবে, এবং তাহাদের উপর কোন অবিচার করা হইবে না ।

قُلْ اِنَّنِىْ هَدٰىنِىْ رَبِّىْٓ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۚ دِيْنًا قِيَمًا مِّلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا ۚ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿١٦١﴾

১৬২ । তুমি বল, 'নিশ্চয় আমার প্রভু আমাকে সরল-সুদৃঢ় পথে পরিচালিত করিয়াছেন— সুপ্রতিষ্ঠিত দীনের দিকে, একনিষ্ঠ ইব্‌রাহীমের ধর্মাদর্শের দিকে এবং সে মোশরেকদের অন্তর্গত ছিল না ।'

قُلْ اِنَّ صَلَاتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٦٢﴾

১৬৩ । তুমি বল, 'নিশ্চয় আমার নামায এবং আমার কুরবানী এবং আমার জীবন এবং আমার মরণ সব কিছুই আল্লাহ্‌র জন্য যিনি সমগ্র জগতের প্রতিপালক;[৯৩৯]

لَا شَرِيْكَ لَهٗ ۚ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ ﴿١٦٣﴾

১৬৪ । তাঁহার কোন শরীক নাই; এবং আমি ইহাই আদিষ্ট হইয়াছি ; এবং আমি আত্মসমর্পণকারীদের মধ্যে সর্বপ্রথম ।'

قُلْ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَبْغِىْ رَبًّا وَّهُوَ رَبُّ كُلِّ شَىْءٍ ۗ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ اِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى ۚ ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ﴿١٦٤﴾

১৬৫ । তুমি বল, 'আমি কি আল্লাহ্‌কে ছাড়িয়া অন্য কোন প্রতিপালক খুঁজিব,অথচ তিনি প্রত্যেক বস্তুর প্রতিপালক ?' এবং প্রত্যেক আত্মা যাহা কিছু অর্জন করিবে উহার দায়িত্বভার তাহারই উপর বর্তিবে এবং কোন ভারবাহী অন্যের ভার বহন করিবে না।[৯৪০] অতঃপর, তোমাদের প্রভুর দিকে তোমাদের প্রত্যাবর্তন, তখন তিনি তোমাদিগকে সেই বিষয়ে অবহিত করিবেন যে বিষয়ে তোমরা মতভেদ করিতেছ ।

আরম্ভ করে, তখন তাহাদের মধ্যে মতের ঐক্য লোপ পায় এবং মত বিরোধ দেখা দেয় ।

৯৩৮ । সৎকর্ম এক উৎকৃষ্ট শস্য বীজের ন্যায়, "যাহা দশগুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, এমন কি উহা হইতেও অধিক" (২ঃ ২৬২, ৪ঃ৪১, ১০ঃ২৭-২৮, তিরমিযীর হাদীসে 'সিয়াম অধ্যায়ও দ্রষ্টব্য) । কিন্তু একটি অসৎকর্মকে একটিই গণ্য করা হয় ।

৯৩৯ । নামায, কুরবানী, জীবন এবং মরণ এই সমস্ত মানবকর্মের সম্পূর্ণ ক্ষেত্র ঘিরিয়া রহিয়াছে, এবং আঁ-হযরত (সাঃ)-কে ঘোষণা করিতে বলা হইয়াছে যে, এই জীবনের সকল স্তর একমাত্র আল্লাহ্‌তা'লার জন্যই উৎসর্গীকৃত । তাঁহার সকল প্রার্থনা নিবেদিত ছিল আল্লাহ্‌তা'লার প্রতি, তাঁহার সকল কুরবানী আল্লাহ্‌রই উদ্দেশ্যে, তাঁহার সমস্ত জীবন আল্লাহ্‌রই কাজে নিয়োজিত এবং যদি ধর্মের জন্য তিনি মৃত্যু কামনা করিতেন তাহাও আল্লাহ্‌রই সন্তুষ্টি লাভের জন্যই করিতেন ।

৯৪০ । এখানেও ১৭ঃ১৬; ৫৩ঃ৪০-৪১ আয়াতসমূহের মতই 'প্রায়শ্চিত্তের' মতবাদকে খুব প্রবলভাবে প্রত্যাখ্যান করা হইয়াছে এবং এই বিষয়ের প্রতি খুব জোরের সহিত মনোযোগ আকর্ষণ করা হইয়াছে যে, প্রত্যেক ব্যক্তিকেই আপন পাপের বোঝা বহন করিতে হইবে এবং নিজ কর্মের জবাব নিজেকেই দিতে হইবে । একের বিনিময়ে অন্যের শাস্তি বা প্রায়শ্চিত্ত কাহারও কোন উপকারে আসে না ।

وَهُوَ الَّذِيْ جَعَلَكُمْ خَلٰٓئِفَ الْاَرْضِ
وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ
لِّيَبْلُوَكُمْ فِيْ مَآ اٰتٰىكُمْ ؕ اِنَّ رَبَّكَ
سَرِيْعُ الْعِقَابِ ۖ وَاِنَّهٗ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٦٥﴾ ع

১৬৬। এবং তিনিই তো তোমাদিগকে ভূপৃষ্ঠে স্থলাভিষিক্ত করিয়াছেন এবং তোমাদের কতককে কতকের উপর মর্যাদায় উন্নীত করিয়াছেন যেন তিনি তোমাদিগকে যাহা কিছু দিয়াছেন উহার সম্বন্ধে তোমাদের পরীক্ষা করিতে পারেন। ৯৪১ নিশ্চয় তোমার প্রভু শাস্তিদানে তৎপর এবং নিশ্চয় তিনিই অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

২০ [১১] ৭

৯৪১। এই আয়াত মুসলমানদিগের মনে প্রেরণা দানের সঙ্গে সঙ্গে তাৎক্ষণিকভাবে সাবধান করিয়া দেয়। তাহাদিগকে বলা হইয়াছে যে, ক্ষমতা এবং কর্তৃত্বের অধিকারী তাহাদিগকে করা হইতেছে এবং জাতিসমূহের ব্যাপারে নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব তাহাদের উপর শীঘ্রই বর্তানো হইতেছে। তাই তাহাদের কর্তব্য হইবে, ন্যায় ও সাম্যের সাথে দায়িত্ব পালন করা। কারণ, তাহাদিগকে সৃষ্টিকর্তার নিকট তাহাদের উপর ন্যস্ত দায়িত্বের হিসাব দিতে হইবে।

৭-সূরা আল্ আ'রাফ
(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

শিরোনাম এবং অবতীর্ণ হওয়ার তারিখ ঃ

হযরত ইবনে আব্বাস, ইবনে যোবায়ের, হামান, মুজাহিদ, ইকরিমা, আতা এবং জাবির বিন্ যায়েদের মতে সূরাটি মক্কী সূরা সমূহের অন্তর্ভুক্ত এবং ১৬৫ হইতে ১৭২ আয়াত ছাড়া সম্পূর্ণ সূরাটি হিজরতের পূর্বেই অবতীর্ণ হইয়াছে । কাতাদা অবশ্য এই অভিমত পোষণ করেন যে, এই সূরার ১৬৫ আয়াতটি মদীনায় অবতীর্ণ হইয়াছে । সূরাটির শিরোনাম অর্থাৎ 'আল্ আ'রাফ' ইহার ৪৭ আয়াত হইতে লওয়া হইয়াছে । অধিকাংশ তফসীরকারক এই সূরাটির বিষয়বস্তু এবং শিরোনাম 'আল্ আ'রাফ-এর মধ্যে সত্যিকারের কি সম্পর্ক তাহা নির্ণয় করিতে পারেন নাই । ইহা মূলতঃ এই কারণে যে, তাহারা 'আ'রাফ' শব্দটিতে একটি ভুল অর্থ আরোপ করিয়াছেন । তাহারা মনে করেন যে, আ'রাফ হইল বেহেশত্ এবং দোযখের মধ্যবর্তী একটি আধ্যাত্মিক অবস্থান স্থল এবং আ'রাফের আধিবাসীরা দোযখ বাসী হইতে স্বতন্ত্র প্রতীয়মান হইলেও তখন পর্যন্ত বেহেশ্তে প্রবেশ লাভ করিতে পারে নাই । পবিত্র কুরআন 'আ'রাফের' এই ধরণের অর্থ সমর্থন করে না—কেননা ইহাতে শুধুমাত্র দুই দল লোক বেহেশ্তবাসী ও দোযখবাসীর কথাই বর্ণিত হইয়াছে, ইহাতে অন্য কোন তৃতীয় দল বা শ্রেণীর কথা উল্লেখ করা হয় নাই । তাছাড়া 'আ'রাফ' শব্দের সার্বিক ব্যাখ্যাও মধ্যবর্তী একটি আধ্যাত্মিক অবস্থাপ্রাপ্ত লোকের কথা সমর্থন করে না । আবার কোন অভ্যন্তরীণ যুক্তিও ইহার সমর্থনে উদ্ধৃত করা যায় না । কুরআনের বর্ণনায় দেখা যায় যে, আ'রাফবাসীরা একসময় বেহেশ্তবাসীদের সম্বোধন করিয়া কথা কহিতেছে, অন্য সময় আবার দোযখবাসীদের সাথে বাক্যালাপ করিতেছে । শুধু তাই নয়; তাহাদের আধ্যাত্মিক জ্ঞান এমন সুদূর-প্রসারী যে, তাহারা বেহেশ্তবাসীদের বিশেষ চিহ্ন দেখিয়া সনাক্ত করিতে সক্ষম এবং দোযখ-বাসীদেরও বিশেষ নিদর্শন দেখিয়া চিহ্নিত করিতে পারে । তাহারা বেহেশ্তবাসীদের জন্য প্রার্থনা করে (৭ঃ৪৭) এবং দোযখবাসীদের তিরস্কার করে (৭ঃ৪৯,৫০)। ইহা কি আশ্চর্যজনক নয় যে, যাহাদের নিজেদের অবস্থাই এখন পর্যন্ত দোদুল্যমান, অর্থাৎ বেহেশ্তে না দোযখে যাইবে তাহা সঠিকভাবে নির্ধারিত হয় নাই, তাহারা কি করিয়া এই ধরণের উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত লোকের অনুরূপ সাহস ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করে ? আসল কথা হইল, আ'রাফবাসীরা হইতেছে আল্লাহ্তা'লার নবী-রসূল, যাহারা শেষ বিচারের দিন ঐশী অনুগ্রহে এক বিশেষ মর্যাদা লাভ করিবে, যাহার বদৌলতে তাঁহারা বেহেশ্তবাসীদের স্বাগতম জানাইয়া দোয়া করিবে এবং দোযখবাসীদের তিরস্কার ও ভর্ৎসনা করিবে । আর যেহেতু কুরআন মজীদের সূরাসমূহের মধ্যে প্রথমে এই সূরাতেই কতিপয় নবী-রসূলের জীবনী সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করা হইয়াছে, কাজেই সংগত কারণেই ইহার নাম 'আল-আ'রাফ' রাখা হইয়াছে । ইহা ছাড়া, 'আ'রাফ' শব্দটির গঠনও এই সিদ্ধান্তকে সমর্থন করে । 'আ'রাফ' শব্দটি 'উরফ্' শব্দের বহুবচন, যাহার অর্থ একটি সুউচ্চ উন্নত স্থান, এবং যেখানে উন্নীত হইতে আল্লাহ্-প্রদত্ত শক্তির পূর্ণ সদ্ব্যবহার ও আধ্যাত্মিক উপলব্ধির প্রয়োজন । এই সমস্ত দিক বিবেচনা করিয়া 'আ'রাফ' দ্বারা ঐ সমস্ত শিক্ষাকেই বুঝায় যেগুলির সত্যতা বিচার-বুদ্ধি বা মানবীয় প্রকৃতির সাক্ষ্য দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় । যেহেতু নবী-রসূলদের শিক্ষা ও আদর্শে এই সমস্ত বৈশিষ্ট্য সর্বাধিক বিদ্যমান থাকে, তাই সংগত কারণে তাঁহারাই এই উচ্চ আধ্যাত্মিক মোকামের হকদার এবং তাঁহাদেরকেই সঙ্গতভাবে 'আ'রাফের' অধিবাসী বা উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গ হিসাবে অভিহিত করা হইয়াছে । সংক্ষেপে, সূরা আল্ আ'রাফে এমন কিছু ব্যক্তিত্বের উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে যাহাদের জীবন ছিল অত্যন্ত মহান ও সুউচ্চ আধ্যাত্মিক মর্যাদা সম্পন্ন এবং যাঁহারা অতীতে মানব-প্রকৃতি ও বুদ্ধিবৃত্তির চাহিদা অনুযায়ী শাশ্বত সত্যের শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন । বলা বাহুল্য, সমস্ত নবী-রসূলদের সমসাময়িক লোকজন তাঁহাদের সর্বাত্মক বিরোধিতা করিয়াছিল এবং তাঁহাদেরকে হেয় ও অপদস্থ করিবার জন্য কোন চেষ্টারই ত্রুটি করে নাই । কিন্তু মহান আল্লাহ্তা'লা পরিণামে তাহাদেরকেই বিজয়ী করিয়াছেন এবং অত্যন্ত সুউচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করিয়াছেন ।

বিষয়বস্তু এবং প্রসংগ ঃ

আধ্যাত্মিক অর্থে বলিতে গেলে এই সূরাটি ইহার পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী সূরা সমূহের মধ্যে এক ধরণের 'বরযখ' বা মধ্যবর্তী যোগসূত্র । স্বাভাবিকভাবে, পূর্ববর্তী সূরা সমূহের বিষয়বস্তু এক নূতন আঙ্গিকে এই সূরায় পেশ করা হইয়াছে । পূর্ববর্তী সূরা সমূহের মূলভাব ছিল ইহুদী, খৃষ্টান ও অন্যান্য ধর্মমত যেগুলি দার্শনিক তত্ব ও যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া দাবী করা হয় সেগুলির দাবী খন্ডন করা । তেমনি এই সূরাতে ঐ সমস্ত ভ্রান্ত ধর্মমতের ভুল বিশ্বাস যেমন একদিকে প্রদর্শন করা হইয়াছে, তেমনি অন্যদিকে ইসলামের সত্যতাও সাথে সাথে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে । প্রথমেই বলা হইয়াছে যে, যেহেতু কুরআন আল্লাহ্তা'লার প্রেরিত বাণী, সেহেতু ইহার ধ্বংস বা ঈপ্সিত লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থতার কোন আশংকাও নাই । অতঃপর, মুসলমানদের সতর্ক করিয়া বলা হইয়াছে যে, সাময়িকভাবে কোন হতাশা বা নৈরাশ্যজনক অবস্থা দেখিয়া তাহারা যেন অবিবেচকের মত অন্য ধর্মের অনুসারীদের সাথে কোন আপোষ-নিষ্পত্তির মনোভাব প্রদর্শন না করে। কেননা,সত্য ধর্মের বিরুদ্ধশক্তি যত

প্রবল ও শক্তি-ধরই হউক না কেন, পরিণামে তাহারা অপদস্থ হইবে। অতপর, বলা হইয়াছে যে, আল্লাহ্তা'য়ালা মানুষকে এক মহান উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন, যদিও অধিকাংশ মানুষ জীবনের এই উচ্চ লক্ষ্যকে প্রায়শঃই ভুলিয়া যায়। এই বিষয়টির একটি দৃষ্টান্ত হিসাবে পৃথিবীর বুকে হযরত আদমের (আঃ) জান্নাতের জীবন এবং তথা হইতে তাঁহার নির্বাসনের ঘটনা বর্ননা করিয়া বলা হইয়াছে যে, মানুষ সৃষ্টির আদি লগ্নেই আল্লাহ্তা'লা তাঁহার উচ্চ আধ্যাত্মিক মোকাম লাভের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ মানুষ ঐশী-পরিকল্পনা ভুলিয়া গিয়া শয়তানের অনুসরণ করে। অতঃপর, বর্ণনা করা হইয়াছে যে, পূর্ববর্তী ধর্মবিশ্বাসগুলি ছিল মূলতঃ ব্যক্তি-কেন্দ্রিক এবং ব্যক্তির উৎকর্ষতার প্রতিই নযর দিত, কিন্তু ইসলামের শিক্ষা সার্বজনীন এবং তাই ইসলাম সমস্ত সমাজ ব্যবস্থার সংস্কার ও সংশোধনের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করে। পূর্ববর্তী নবী-রসূলগণ যেখানে ব্যক্তিকে বেহেশ্তের আস্বাদ গ্রহণ করাইবার চেষ্টা করিয়াছে, সেখানে ইসলামের প্রচেষ্টা হইতেছে যাহাতে সকল সম্প্রদায় ও জাতিসমূহ বেহেশ্ত লাভ করিতে পারে উহার ব্যবস্থা করা। কিন্তু সংস্কারধর্মী প্রতিটি প্রচেষ্টাই ইহার লক্ষ্যে পৌঁছাবার পথে নানারূপ বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হইয়াছে। তাই, মুসলিম সম্প্রদায় যখন সত্যিকারের ইসলামী শিক্ষা ও নীতি হইতে দূরে সরিয়া পড়ে, তখন আল্লাহ্তা'য়ালা স্বীয় অনুগ্রহে নবী করীম (সাঃ)-এর উম্মত হইতেই প্রত্যাদিষ্ট কোন সংস্কারকের আবির্ভাব ঘটান যাহাতে মানুষ জামায়াতী জীবন হইতে বিচ্যুত না হয় এবং জাতীয় উন্নতি ও প্রগতি হইতে বঞ্চিত না হয়। অতঃপর, সূরাটিতে এই ধরণের প্রতিশ্রুত সংস্কারকদের স্বীকৃতি ও সত্যতা নির্ণয়ের মানদণ্ড এবং বাঞ্ছনীয় বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোকপাত করা হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে যে, ইহাদের বিরুদ্ধবাদী শক্তি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইবে। অতঃপর বলা হইয়াছে যে, সমস্ত ঐশী-পরিকল্পনাই ক্রমে ক্রমে কার্যকরী হইয়া থাকে। পার্থিব জগতের অনুরূপ আধ্যাত্মিক জগতেও সমস্ত প্রকার উন্নতি ক্রমবিকাশের সূত্রে গাঁথা এবং এই বিবর্তনের ধারা অনুসারেই হযরত আদম (আঃ) হইতে শুরু করিয়া হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) পর্যন্ত মানুষের আধ্যাত্মিক উৎকর্ষতা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। সেইজন্য হযরত রসূলে করীম (সাঃ)-এর প্রদর্শিত শিক্ষায় সমগ্র মানবজাতিকে উন্নতিশীল ও সংগঠিত করণের উপর অধিক গুরুত্ব প্রদান করা হইয়াছে। মুসলমানকে তাই সব সময় এই সত্যকে মনে রাখিতে হইবে যে, একটি বিরাট মহীরুহ অতি ছোট বীজ হইতে যেইরূপ জন্মলাভ করিয়া থাকে, তেমনি অনেক বড় ঘটনা বা বিষয় উহার উষালগ্নে অনেকটা অজ্ঞাত পরিচয় থাকিয়া যাইতে পারে, যাহা হয়ত তেমন কোন উল্লেখের দাবী রাখে না। তাই, মুসলমানের জন্য উহাই সঙ্গত যে, তাহারা যেন সর্বাবস্থায় তাহাদের চোখ কান খোলা রাখে এবং তাহাদের সৃষ্টির মুখ্য উদ্দেশ্য যেন কোন অবস্থাতেই তাহাদের অগোচরে না থাকিয়া যায়, অন্যথায় চিরদিনের জন্য ইহা হয়ত হারানোই থাকিয়া যাইবে।

অতঃপর, ৬০ আয়াত হইতে পূর্বের কয়েকজন নবী-রসূলের জীবন-ইতিহাস সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে যে, এই পৃথিবীর বুকে মানুষের পরম সুখকর যেই অবস্থান হইতে তাহারা একদিন নির্বাসিত হইয়াছিল, সেইখানে তাহাদের পুনর্বাসন করাই ছিল এই সমস্ত নবী-রসূলের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য। অতঃপর বলা হইয়াছে যে, ঈমানবিল্লাহ্ মানুষের স্বভাবজাত, মানুষের অভ্যন্তরীণ সত্তার গভীরে এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে নিহিত রহিয়াছে। পক্ষান্তরে, মানুষের জীবনে পরবর্তীতে অশুভের সৃষ্টি হয় এবং ইহা মূলতঃ পারিপার্শ্বিক প্রতিকূল অবস্থা হইতে জন্মলাভ করিয়া থাকে। অবশ্য এই কথা সত্য যে, শুভগুণ মানুষের স্বভাবের বৈশিষ্ট্য হওয়া সত্বেও ঐশী-বাণীর সাহায্য ছাড়া মানুষ কখনো পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না। বরং ঐশী-নির্দেশ অমান্য করার ফলে মানুষ তাহার স্বভাবজাত ভাল বৈশিষ্ট্যগুলিকে হারাইয়া ফেলে এবং আধ্যাত্মিকভাবে ধ্বংস হইয়া যায়। অতঃপর, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর মিশনকে উল্লেখ করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধবাদীদেরকে সতর্ক করা হইয়াছে, যাহাতে তাহারা এই প্রকাশ্য সত্যকে উপেক্ষা না করে, যাহা হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর বুদ্ধি, বিচার শক্তি ঐশী-নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হওয়ার কারণে ভ্রম হইতে মুক্ত এবং তাঁহার শিক্ষা প্রাকৃতিক আইন ও মানব-প্রকৃতির সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং যুগের সাক্ষ্য-প্রমাণও তাঁহার অনুকূলে। অতঃপর, অবিশ্বাসীদের কিছু সংশয় ও আশংকার অপনোদন করিয়া বলা হইয়াছে যে, বিরুদ্ধবাদীদের প্রবল শত্রুতা সত্বেও আল্লাহ্তা'লা তাঁহাকে সর্বপ্রকার অনিষ্ট হইতে রক্ষা করিবেন। অবশ্য মুসলমানদেরকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে তাহারা যেন কাফেরদের নির্যাতন ধৈর্যের সহিত শুধু মোকাবিলাই না করে, বরং তাহাদের জন্য যেন দোয়াও করে। অতঃপর, এই বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হইয়াছে যে, পূর্ববর্তী যুগের নবীদের বিরুদ্ধবাদীরা যেরূপ তাঁহাদের নিকট নিদর্শন দেখিতে চাহিত, তদ্রূপ হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর বিরুদ্ধবাদীরাও তাঁহার নিকট নিদর্শন চাহিতে থাকিবে, যদিও নিদর্শন প্রদর্শন করা একমাত্র আল্লাহ্তা'লারই এখতিয়ারভুক্ত। তাঁহার অনন্ত জ্ঞানে যখন তিনি প্রয়োজন মনে করেন, তখনই নিদর্শন দেখাইয়া থাকেন। কাফেরদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া বলা হইয়াছে যে, তাহারা কি ঐশী-নিদর্শন হিসাবে কুরআনকে দেখে না ? বস্তুতঃ কুরআন,যাহা নবুওয়াতের আসল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণ করিয়াছে, উহা স্বয়ং এক জীবন্ত ও পর্যাপ্ত নিদর্শন। মুসলমানদেরকে তাই এই জীবন্ত নিদর্শনের অলৌকিকতার যথোচিত মূল্য–যাহা সত্যিকার ভাবেই ইহার প্রাপ্য– তাহা প্রদানের জন্য উৎসাহিত করা হইয়াছে। অবশ্য এই কথা সত্য যে, যত বেশী ঐশী-আলো মানুষকে দান করা হইবে, তত বেশী কুরআনের যথোচিত মূল্যায়ণ করা তাহার পক্ষে সম্ভব হইবে।

৭-সূরা আল্ আ'রাফ

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ইহাতে ২০৭ আয়াত এবং ২৪ রুকূ আছে ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। আল্লাহ্র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

الٓمّٓصٓ ۚ ②

২। আলিফ লাম মীম্ সাদ ।[৯৪২]

كِتٰبٌ اُنْزِلَ اِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِيْ صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنْذِرَ بِهٖ وَ ذِكْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ ③

৩। (ইহা) এক মহা গ্রন্থ, যাহা তোমার উপর নাযেল করা হইয়াছে । অতএব ইহার কারণে তোমার বক্ষে যেন কোন প্রকার সংকীর্ণতার সৃষ্টি না হয় — যেন তুমি ইহার দ্বারা (মানবজাতিকে) সতর্ক কর; বস্তুতঃ ইহা মো'মেনগণের জন্য মহা উপদেশ স্বরূপ ।[৯৪৩]

اِتَّبِعُوْا مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءَ ؕ قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ ④

৪। তোমরা উহার অনুসরণ কর যাহা তোমাদের প্রতি তোমাদের প্রভুর নিকট হইতে নাযেল করা হইয়াছে এবং তিনি ব্যতীত অন্য অভিভাবকের অনুসরণ করিও না । তোমরা খুব কমই উপদেশ গ্রহণ কর ।

وَكَمْ مِّنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَا فَجَآءَهَا بَاْسُنَا بَيَاتًا اَوْ هُمْ قَآئِلُوْنَ ⑤

৫। এবং কত জনপদ এমন যাহা আমরা ধ্বংস করিয়াছি ! এবং আমাদের শাস্তি ইহার উপর আপতিত হইয়াছিল রাত্রিকালে অথবা দুপুরে যখন তাহারা ঘুমাইতেছিল ।[৯৪৪]

فَمَا كَانَ دَعْوٰىهُمْ اِذْ جَآءَهُمْ بَاْسُنَآ اِلَّآ اَنْ قَالُوْٓا اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ⑥

৬। সুতরাং যখন তাহাদের উপর আমাদের শাস্তি আসিয়াছিল, তাহাদের চিৎকার ইহা ব্যতিরেকে আর কিছু ছিল না যে তাহারা বলিয়াছিল, 'নিশ্চয় আমরাই যালেম ছিলাম ।'[৯৪৫]

৯৪২। হযরত ইব্নে আব্বাস (রাঃ)-এর মতে, সংযুক্ত চারটি বর্ণ —আলিফ লাম মীম্ সাদ"-এর মর্মার্থ "আমি আল্লাহ সর্বজ্ঞানী এবং আমি ব্যাখ্যাকারী" । প্রথম তিন-আয়াতের জন্য ১৬ টীকা দ্রষ্টব্য এবং "সাদ" বর্ণ 'উফাস্সিলু'-এর পরিবর্তে ব্যবহৃত হইয়াছে, যাহার অর্থ—'আমি বিশদভাবে ব্যাখ্যা করি' । এই সূরায় বর্ণিত বিষয়য়াদি উক্ত ব্যাখ্যারই সমর্থন করে, কারণ এই সূরা শুধু পূর্ববর্তী সূরায় বর্ণিত বিষয়বস্তু সম্পর্কিত ঐশী-জ্ঞান সম্বলিতই নহে,বরং উহার বিশদ ব্যাখ্যা ও উদাহরণ-সমৃদ্ধও বটে । 'সাদ' অক্ষরটিকে এখানে সর্বাপেক্ষা সত্যনিষ্ঠ অর্থেও ব্যবহার করা হইয়াছে ।

৯৪৩। এই আয়াতে শুধু নবী করীম (সাঃ)-কেই সম্বোধন করা হয় নাই, বরং প্রত্যেক মো'মেনকেই সম্বোধন করা হইয়াছে ।

৯৪৪। কোন জনপদে বা জাতির উপরে ঐশী-শাস্তি আসার সাধারণতঃ দুইটি সময় রহিয়াছে বলিয়া এখানে উল্লেখিত হইয়াছে রাত্রির শেষাংশ এবং দ্বিপ্রহরে । এই সময়ই তাহারা হয় নিদ্রিত থাকে,নয়ত বিশ্রামের জন্য অসর্তক অবস্থায় থাকে ।

৯৪৫। যখন আল্লাহ্র শাস্তি পরিবেষ্টন করিয়া ফেলে তখন নাস্তিকদিগকেও কোন কোন সময় আল্লাহ্তা'লার সাহায্যের জন্য আকুল চিৎকার করিতে দেখা যায় । ইহা এই কারণে যে, এইরূপে ভয়াবহ অবস্থায় মানুষের কাছে কেবল তাহার নিজের সম্পর্ণ অসহায়ত্বই নহে, উপরন্তু এক উচ্চতর সত্তার অসীম শক্তি ও ক্ষমতা সম্বন্ধেও উপলব্ধি স্পষ্ট হইয়া উঠে ।

فَلَنَسْـَٔلَنَّ الَّذِيْنَ اُرْسِلَ اِلَيْهِمْ وَلَنَسْـَٔلَنَّ الْمُرْسَلِيْنَ ۝٧

৭। এবং আমরা অবশ্যই তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিব যাহাদের নিকট (রসূলগণ) প্রেরিত হইয়াছিল এবং আমরা অবশ্যই রসূলগণকেও জিজ্ঞাসা করিব।[৯৪৬]

فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَّمَا كُنَّا غَآئِبِيْنَ ۝٨

৮। অতঃপর, আমরা অবশ্যই জ্ঞানের ভিত্তিতে তাহাদিগকে (তাহাদের কার্যকলাপের) তথ্য বর্ণনা করিব এবং আমরা কখনও অনুপস্থিত ছিলাম না।

وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذِ ِالْحَقُّ ۚ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝٩

৯। এবং সেই দিনে ওজন হইবে নিশ্চিত সত্য[৯৪৭]। অতএব, যাহাদের পাল্লা ভারী হইবে তাহারাই সফলকাম হইবে।

وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يَظْلِمُوْنَ ۝١٠

১০। এবং যাহাদের পাল্লা হালকা হইবে প্রকৃতপক্ষে তাহারাই নিজেদের আত্মাকে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছে,কেননা তাহারা আমাদের নিদর্শন সমূহের প্রতি অন্যায়াচরণ[৯৪৮] করিত।

وَلَقَدْ مَكَّنّٰكُمْ فِى الْاَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيْهَا مَعَايِشَ ۭ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ ۝١٠ ع ١

১১। এবং আমরা নিশ্চয় তোমাদিগকে পৃথিবীতে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছি এবং তোমাদের জন্য ইহাতে জীবিকা নির্বাহের উপরকরণসমূহ সৃষ্টি করিয়াছি। কিন্তু তোমরা খুব অল্পই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

[১১] ১ ৮

وَلَقَدْ خَلَقْنٰكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنٰكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ ۡ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ۭ لَمْ يَكُنْ مِّنَ السّٰجِدِيْنَ ۝١٠

১২। নিশ্চয় আমরা তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি, অতঃপর তোমাদিগকে আকৃতি দান করিয়াছি,[৯৪৯] অতঃপর আমরা ফিরিশ্তাদিগকে বলিয়াছি, 'তোমরা আদমের আনুগত্য কর',[৯৫০] ইহাতে তাহারা সকলে আনুগত্য করিল,ইবলীস[৯৫১] ব্যতিরেকে, সে আনুগত্যকারীদের অন্তর্ভুক্ত হইল না।

৯৪৬। এই আয়াতে এই গুরুত্বপূর্ণ নীতি বর্ণিত হইয়াছে যে, সকলেই কোন না কোন প্রকারে আল্লাহ্তা'লার নিকট দায়ী। সকল মানুষকেই প্রশ্ন করা হইবে যে, তাহারা আল্লাহ্র প্রেরিত রসূলকে কিরূপে গ্রহণ করিয়াছিল এবং নবীগণকে জিজ্ঞাসা করা হইবে, কিভাবে তাঁহারা ঐশী-সংবাদ পৌঁছাইয়াছিলেন এবং লোকেরা উহার প্রতি কিরূপে সাড়া দিয়াছিল।

৯৪৭। "ওজন করা" কথাটি এখানে রূপক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। জড় বস্তুর ওজন করার জন্য ধাতব বা কাঠের নির্মিত স্কেল ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়, কিন্তু যাহা জড় বা পার্থিব নহে এমন বিষয় বা বস্তুর ওজন বা পরিমাপ করার অর্থ হইতেছে, উহার প্রকৃত মূল্য, মান বা গুরুত্ব নির্ধারণ করা।

৯৪৮। "যুল্ম" শব্দের আক্ষরিক অর্থ–কোন বিষয় বা বস্তুকে ভুল স্থানে স্থাপন করা (লেইন)। এখানে ইহার অর্থ হইতেছে যে, আল্লাহ্তা'লার নিদর্শনাবলীকে যেভাবে গ্রহণ করা উচিৎ ছিল অবিশ্বাসীগণ সেইভাবে গ্রহণ করে নাই। ঐশী-নিদর্শন সমূহের উদ্দেশ্য ছিল তাহাদের মনে ভয় ও বিনয় সঞ্চারিত করা, কিন্তু তদপরিবর্তে তাহারা অধিকতর রূঢ় ও উদ্ধত হইয়াছিল এবং উপহাস ও ব্যঙ্গোক্তির দ্বারা তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল।

৯৪৯। মানুষ তাহার নৈতিক সত্তাকে বিভিন্ন প্রকার ছাঁচে গঠন করিতে পারে, যেরূপ কাদা-মাটিকে ইচ্ছামত ছাঁচে বা আকৃতিতে গঠিত করা যায়।

৯৫০। ফিরিশ্তাগণকে আদম (আঃ)-এর প্রতি অনুগত হওয়ার যে আদেশ দেওয়া হইয়াছিল সেই আদেশ কার্যতঃ সমগ্র সৃষ্টির উপর প্রযোজ্য, কারণ ফিরিশ্তাগণ ঐশী-প্রতিনিধিত্বকারীরূপে আল্লাহ্তা'লার হুকুমকে কার্যে রূপ দান করেন।

৯৫১। ইব্লিস ফিরিশ্তা ছিল না (১৮ঃ৫১)। সে অশুভ সত্তাসমূহের প্রধান, যেমন জিব্রাঈল ফিরিশ্তাকুলের প্রধান। যে ঘটনার উল্লেখ

قَالَ مَا مَنَعَكَ اَلَّا تَسْجُدَ اِذْ اَمَرْتُكَ ؕ قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ ۚ خَلَقْتَنِيْ مِنْ نَّارٍ وَّخَلَقْتَهٗ مِنْ طِيْنٍ ﴿١٢﴾

১৩। তিনি বলিলেন,[৯৫২] 'যখন আমি তোমাকে আদেশ দিয়াছিলাম, তখন আনুগত্য করিতে তোমাকে কিসে বাধা দিয়াছিল ?' সে বলিল, 'আমি তাহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তুমি আমাকে আগুন হইতে সৃষ্টি করিয়াছ এবং তাহাকে কাদা হইতে সৃষ্টি করিয়াছ।'[৯৫৩]

قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُوْنُ لَكَ اَنْ تَتَكَبَّرَ فِيْهَا فَاخْرُجْ اِنَّكَ مِنَ الصّٰغِرِيْنَ ﴿١٣﴾

১৪। তিনি বলিলেন, 'তাহা হইলে তুমি দূর হইয়া যাও এখান হইতে,[৯৫৪] এখানে অহংকার করা তোমার জন্য ঠিক নহে। সুতরাং তুমি বাহির হইয়া যাও; নিশ্চয় তুমি লাঞ্ছিতদের অন্তর্ভুক্ত।'

قَالَ اَنْظِرْنِيْٓ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ ﴿١٤﴾

১৫। সে বলিল, 'সেই দিবস পর্যন্ত তুমি আমাকে অবকাশ দাও যখন তাহারা পুনরুত্থিত হইবে।'[৯৫৪-ক]

قَالَ اِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ ﴿١٥﴾

১৬। তিনি বলিলেন, 'তুমি নিশ্চয় অবকাশপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত।'

قَالَ فَبِمَآ اَغْوَيْتَنِيْ لَاَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيْمَ ﴿١٦﴾

১৭। সে বলিল, 'যেহেতু তুমি আমাকে বিভ্রান্ত সাব্যস্ত করিয়াছ, এই জন্য আমি অবশ্যই তাহাদের অপেক্ষায় তোমার সরল-সুদৃঢ় পথে বসিয়া থাকিব;

ثُمَّ لَاٰتِيَنَّهُمْ مِّنْۢ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَآئِلِهِمْ ؕ وَلَا تَجِدُ اَكْثَرَهُمْ شٰكِرِيْنَ ﴿١٧﴾

১৮। অতঃপর আমি অবশ্যই তাহাদের নিকট আসিব— তাহাদের সম্মুখ হইতে এবং তাহাদের পশ্চাত হইতে এবং তাহাদের ডানদিক হইতে এবং তাহাদের বাম দিক হইতে;[৯৫৫] এবং তুমি তাহাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ পাইবে না।'

এখানে করা হইয়াছে, উহা কোনভাবেই মানবজাতির প্রথম আদি পিতা বলিয়া কথিত প্রথম 'আদম'- এর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নহে। ইহা পরবর্তী সেই আদম-এর সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত, যে আদম এই পৃথিবীতে প্রায় ছয় হাজার বৎসর পূর্বে বাস করিতেন, যাঁহার বংশোদ্ভূত হযরত নূহ, ইব্রাহীম (আঃ) এবং তাঁহাদের পরবর্তী বংশধরগণ।

৯৫২। এই আয়াতে আল্লাহ্ এবং ইব্লিসের মধ্যে কথপোকথনের আকারে যাহা উপস্থাপিত হইয়াছে, তাহাতে অবশ্যই ইহা বুঝায় না যে, আসলেই এইরূপে বাক্য বিনিময় হইয়াছিল; বস্তুতঃপক্ষে ইহা ছিল ইব্লিস কর্তৃক হযরত আদম (আঃ) -এর আনুগত্য অস্বীকার করার ফলে যে অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল উহারই একটা চিত্র। বিস্তারিত জানার জন্য ৬১ টীকা দেখুন।

৯৫৩। "তীন" অর্থ- কাদামাটি। বিশদ ব্যাখ্যার জন্য ৪২০ -ক টীকা দ্রষ্টব্য।

৯৫৪। "ফাহ্বেত্মিন্হা" অর্থ- "তাহা হইলে তুমি দূর হইয়া যাও এখান হইতে" এই আয়াতে কোন নামবাচক বিশেষ্য পদ না থাকায়, যাহার পরিবর্তে 'এখান' সর্বনাম ব্যবহৃত হইয়াছে যাহা, "মিনহা" শব্দের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে; যাহার অর্থ- এখান হইতে (বাহির হইয়া যাও), তদ্দারা ইব্লিস্ হযরত আদম (আঃ)-এর আনুগত্যের অস্বীকার করার পূর্বে যে অবস্থার মধ্যে ছিল যেন উহাকেই বুঝাইতেছে।

৯৫৪-ক। এই আয়াতে উল্লেখিত পুনরুত্থান এবং পুনর্জীবন পরলোকে মানবের জন্য স্থিরীকৃত শেষ বিচার দিবসের পুনরুত্থান বা পুনর্জীবন নহে,বরং ইহাতে মানবের আধ্যাত্মিক পুনর্জন্ম অথবা তাহার আত্মিক চেতনা বা প্রত্যক্ষ জ্ঞানের পূর্ণতার কথাই বলা হইয়াছে। ইব্লিস্ তাহাকে (মানুষকে) কেবল ততক্ষণ পথভ্রষ্ট করিতে পারে যতক্ষণ তাহার আধ্যাত্মিক পুনর্জীবন লাভ না হয়। কিন্তু একবার যখন সে আধ্যাত্মিকতার উচ্চ মার্গে উন্নীত হইয়া যায় যাহাকে 'বাকা' (অমরত্ব) নামে অভিহিত করা হয়, তখন ইব্লিস্ তাহার আর কোন ক্ষতি সাধন করিতে পারে না (১৭ঃ৬৬)।

৯৫৫। মানুষকে প্রলুব্ধ করিয়া বিপথে পরিচালিত করার জন্য শয়তানের ভীতিপ্রদ ফাঁদের বিষয়টির কথা খেয়াল করুন।

قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُوْمًا مَّدْحُوْرًا ؕ لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَاَمْلَـَٔنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿١٨﴾

১৯। তিনি বলিলেন, 'তুমি এখান হইতে তিরস্কৃত ও বিতাড়িত অবস্থায় বাহির হইয়া যাও। তাহাদের মধ্য হইতে যাহারা তোমার অনুসরণ করিবে আমি নিশ্চয় তোমাদের সকলের দ্বারা জাহান্নামকে পূর্ণ করিব।'

وَيٰۤاٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٩﴾

২০। 'এবং হে আদম! তুমি এবং তোমার স্ত্রী জান্নাতে[৯৫৫-ক] বসবাস কর এবং তোমরা যথেচ্ছা[৯৫৬] আহার কর, কিন্তু এই বৃক্ষের নিকট যাইও না,[৯৫৭] অন্যথায় তোমরা অত্যাচারীদের অন্তর্ভুক্ত হইবে।'

فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطٰنُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وٗرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْاٰتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهٰىكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ اِلَّاۤ اَنْ تَكُوْنَا مَلَكَيْنِ اَوْ تَكُوْنَا مِنَ الْخٰلِدِيْنَ ﴿٢٠﴾

২১। কিন্তু শয়তান তাহাদের উভয়কে কুমন্ত্রণা দিল, যেন সে (শয়তান) তাহাদের লজ্জার বিষয়াবলী,[৯৫৭-ক] যাহা তাহাদের নিকট গোপন রাখা হইয়াছিল, তাহাদের নিকট প্রকাশ করিয়া দেয়, এবং সে বলিল, 'তোমাদের প্রভু তোমাদিগকে এই বৃক্ষ হইতে শুধু এই জন্য নিষেধ করিয়াছেন যেন তোমরা উভয়ে ফিরিশ্‌তা হইয়া না যাও অথবা অমর হইয়া না যাও।'

وَقَاسَمَهُمَاۤ اِنِّيْ لَكُمَا لَمِنَ النّٰصِحِيْنَ ﴿٢١﴾

২২। এবং সে তাহাদের নিকট কসম খাইল (এই বলিয়া) 'নিশ্চয় আমি তোমাদের উভয়ের জন্য হিতাকাংখী।'

فَدَلّٰىهُمَا بِغُرُوْرٍ ۚ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْاٰتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفٰنِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ ؕ وَنَادٰىهُمَا رَبُّهُمَاۤ

২৩। অতঃপর, সে ধোকা দিয়া উভয়কে পথচ্যুত করিল। অতঃপর, যখন তাহারা ঐ বৃক্ষের আস্বাদ গ্রহণ করিল, তাহাদের লজ্জার বিষয়াবলী[৯৫৮] তাহাদের নিকট প্রকাশিত হইয়া পড়িল

৯৫৫-ক। টীকা ৬৮ দ্রষ্টব্য।

৯৫৬। ইহা দ্বারা বুঝা যায়, কেবল দৈহিক বা আত্মিক জীবনের জন্য ক্ষতিকারক নিষিদ্ধ বস্তু ব্যাতিরেকে সকল বস্তু বিধিসম্মত।

৯৫৭। "নিষিদ্ধ বৃক্ষ" দ্বারা ইহাও বুঝানো হইতে পারে যে, আদম (আঃ) ও তাঁহার স্ত্রীকে যে আদেশ দ্বারা আল্লাহ্‌তা'লা কতক বস্তু বা বিষয় সম্পর্কে বারণ করিয়াছিলেন তাহাই ছিল নিষিদ্ধ বৃক্ষ। কুরআনে (১৪ঃ২৫) ভাল কথাকে "ভাল বৃক্ষের" সহিত এবং মন্দ কথাকে "মন্দ বৃক্ষের" সহিত তুলনা করা হইয়াছে (১৪ঃ২৭)।

৯৫৭-ক। যখন অসৎচিন্তা সমূহ মানুষকে চূড়ান্ত ধ্বংসের দিকে পরিচালিত করে, তখন সেগুলি তাহার দুর্বলতাসমূহকেও তাহার নিকট প্রকাশিত করিয়া থাকে।

যে স্থানে হযরত আদম (আঃ)-কে বাস করিতে বলা হইয়াছিল 'কুরআন করীমে' উহাকে রূপকভাবে "জান্নাত" রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। অতএব, পরবর্তী বর্ণনাতেও উক্ত 'রূপক অর্থ' ব্যবহৃত হইয়াছে এবং হযরত আদম (আঃ)-কেও যে বৃক্ষের নিকটবর্তী হইতে নিষেধ করা হইয়াছিল, উক্ত বৃক্ষ ছিল কোন বংশ বা গোত্র যাহার লোকদের নিকট হইতে তাঁহাকে দূরে থাকিতে আদেশ করা হইয়াছিল। কারণ সেই গোত্রের লোকেরা তাঁহার শত্রু ছিল এবং তাহারা তাঁহার ক্ষতি সাধনে সর্বপ্রকার চেষ্টা করিত।

৯৫৮। "সাওয়াতুন" অর্থ যে কোন মন্দ, অশুভ, অসাধু, অনুচিত বা জঘন্য কথা বা অভ্যাস বা কর্ম যাহা লোকে গোপন রাখিতে পসন্দ করে অথবা লজ্জা, নগ্নতা (নেইন)। সাওয়াতুন শব্দ এখানে "লজ্জার বিষয় বা বস্তু" অথবা "দুর্বলতা" অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, কারণ কোন মানুষের নগ্নতা তাহার নিজের নিকট গোপন নহে। বস্তুতঃ হযরত আদম (আঃ)-এর বিশেষ কোন দুর্বলতা তাঁহার নিকট অজানা ছিল এবং তাঁহার শত্রুরা যখন প্রলোভন দেখাইয়া তাঁহাকে নিরাপদ অবস্থা হইতে বিচ্যুত করিয়া বসিল, তখনই তিনি তাঁহার দুর্বলতা উপলব্ধি করিতে পারিলেন। প্রত্যেক মানুষের কিছু কিছু দুর্বলতা তখনই তাহার নিকট প্রকাশ হইয়া পড়ে,যখন সে চাপে পড়ে অথবা যখন সে প্ররোচনায় পড়িয়া পরীক্ষার সম্মুখীন হয়। এইরূপই ঘটিয়াছিল যখন হযরত আদম (আঃ)-কে শয়তান প্রতারিত করিয়াছিল, তখনই তিনি তাঁহার কিছু স্বাভাবিক দুর্বলতা সম্বন্ধে

اَلَمْ اَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَاَقُلْ لَّكُمَآ اِنَّ الشَّيْطٰنَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿٢٢﴾

এবং তাহারা উভয়েই জান্নাতের পাতাসমূহের[৯৫৯] দ্বারা নিজদিগকে আবৃত করিতে লাগিল। এবং তাহাদের প্রভু তাহাদিগকে (এই বলিয়া) ডাকিলেন, 'আমি কি তোমাদের উভয়কে এই বৃক্ষ হইতে নিষেধ করি নাই এবং তোমাদিগকে বলি নাই যে, নিশ্চয় শয়তান তোমাদের উভয়ের প্রকাশ্য শত্রু ?'

قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَآ اَنْفُسَنَا ۖ وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿٢٣﴾

২৪। তাহারা বলিল, 'হে আমাদের প্রভু ! নিশ্চয় আমরা আমাদের প্রাণের[৯৬০] উপর অত্যাচার করিয়াছি এবং তুমি যদি আমাদিগকে ক্ষমা না কর এবং আমাদের উপর রহম না কর, তাহা হইলে নিশ্চয় আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যাইব।'

قَالَ اهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۚ وَلَكُمْ فِى الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَّمَتَاعٌ اِلٰى حِيْنٍ ﴿٢٤﴾

২৫। তিনি বলিলেন, 'তোমরা সকলে এখান হইতে চলিয়া যাও,[৯৬১] তোমাদের কতক কতকের দুশমন হইবে এবং তোমাদের জন্য এক (নির্দিষ্ট) কাল পর্যন্ত এই পৃথিবীতে বসবাসের স্থান ও জীবিকা নির্বাহের উপকরণ (নির্ধারিত) রহিয়াছে।'

বুঝিতে পারিয়াছিলেন। কুরআন করীম এই কথা বলে না যে, হযরত আদম ও তাঁহার স্ত্রীর দুর্বলতাসমূহ অন্যান্য লোকের নিকট প্রকাশিত হইয়াছিল, পরন্তু তাঁহারা নিজেরাই কেবল সেইগুলি সম্বন্ধে জ্ঞাত হইয়াছিলেন।

৯৫৯। "ওয়ারাক"এর শাব্দিক অর্থ কোন বস্তুর উৎকৃষ্ট ও তাজা অবস্থা; কোন সম্প্রদায়ের কিশোর, তরুণদল (লিসান)। ইহার মর্মার্থ হইতেছে যে, যখন শয়তান হযরত আদম (আঃ)-এর সম্প্রদায়ের লোকদের মধ্যে মতভেদ ও বিভেদ সৃষ্টি করাতে কৃতকার্য হইল এবং উহার কতক দুর্বল সদস্য দল ত্যাগ করিয়া গেল, তিনি জান্নাত (বাগান)-এর "আওরাক" (পত্র বা পাতা) অর্থাৎ সম্প্রদায়ের তরুণদিগকে সংঘবদ্ধ করিলেন এবং তাহাদের সহায়তায় তাঁহার লোকদিগকে পুনঃ একতাবদ্ধ এবং পুনর্গঠিত করিতে আরম্ভ করিলেন। সাধারণতঃ ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, তরুণ সম্প্রদায় প্রচলিত ধ্যান-ধারণা হইতে এবং পক্ষপাত-দুষ্টতা হইতে অনেকাংশে মুক্ত থাকে। ফলে তাহারা আল্লাহ্তা'লার নবীকে মান্য করে ও সাহায্য করিয়া থাকে (১০ঃ৮৪)। কুরআন মজীদের বর্ণনা অনুযায়ী যে ব্যক্তি আদম (আঃ)-এর অনুগত হইতে অস্বীকার করিয়াছিল তাহাকে ইব্লিস্ নামে আখ্যায়িত করা হইয়াছে; অথচ যে ব্যক্তি তাঁহাকে প্রলুব্ধ করিয়াছিল তাহাকে 'শয়তান' বলা হইয়াছে। এই পার্থক্য কেবল ব্যাখ্যাধীন আয়াতেই দেখা যায় না, বরং ইহা কুরআনের সংশ্লিষ্ট সকল আয়াতে দেখা যায়। ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন হয় যে, উক্ত বিবরণে উল্লেখিত 'ইব্লিস্' এবং 'শয়তান' দুই ভিন্ন ব্যক্তি। প্রকৃত পক্ষে 'শয়তান' শব্দ কেবল অসৎ আত্মাকেই বুঝায় না, অধিকন্তু ঐ সকল মানুষের জন্যও ব্যবহৃত হইয়া থাকে যাহারা তাহাদের অসৎকর্ম এবং প্রকৃতির কারণে রক্তমাংসের গঠিত দেহযুক্ত শয়তানরূপে যেন মূর্ত হইয়া উঠে। হযরত আদম (আঃ)-কে যে শয়তান প্রলুব্ধ করিয়াছিল এবং তাঁহার পদস্খলনের কারণ ঘটাইয়াছিল, সে কোন অদৃশ্য অসৎ আত্মা ছিল না, পরন্তু মানুষের মধ্য হইতেই রক্তমাংসের এক কুটিল অসৎ ব্যক্তি ছিল, —এক পাপিষ্ঠ শয়তানের বহিঃপ্রকাশও ইব্লিসের প্রতিনিধি। সে ঐ গোত্রের একজন ছিল, যাহার নিকট হইতে দূরে থাকার জন্য আদম (আঃ)-কে আদেশ করা হইয়াছিল। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, রসূল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন যে, সেই ব্যক্তির নাম ছিল 'হারিস' (তিরমিযী, কিতাবুত্ তফসীর) যদ্বারা আরো প্রতিপন্ন হয় যে, সে জড়দেহী মানুষ ছিল, কোন অশুভ শক্তি ছিল না।

৯৬০। আদম (আঃ) অচিরেই তাঁহার ভুল বুঝিতে পারিয়াছিলেন এবং অনুতপ্ত হইয়া অতি দ্রুত আল্লাহ্তা'লার দিকে প্রত্যাবর্তন করিলেন। প্রকৃত ঘটনা-হযরত আদম (আঃ)-এর ভুলটি এই ছিল যে, তিনি মানুষরূপী শয়তানকে তাঁহার শুভাকাঙ্খীরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন, যদিও আল্লাহ্তা'লা এই লোকের সম্পর্কে তাঁহাকে পূর্বাহ্নেই সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন।

৯৬১। এই আয়াত দ্বারা ইহা স্পষ্ট হয় যে, আদম (আঃ) তাঁহার জন্মভূমি হইতে হিজরত করার জন্য আদিষ্ট হইয়াছিলেন, কারণ তাঁহার সম্প্রদায়ের বিভিন্ন লোকের মধ্যে শত্রুতা ও ঘৃণার সৃষ্টি হইয়াছিল। ইহাতে আরো বুঝা যায় যে, আল্লাহ্তা'লা আদম (আঃ)-কে যেই "উদ্যান"

قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا
ع ٢ تُخْرَجُونَ ﴿٢٦﴾

২৬। তিনি (পুনরায়) বলিলেন, 'তোমরা ইহাতে জীবন ধারণ করিবে এবং এখানেই তোমরা মৃত্যু বরণ করিবে এবং এখান হইতে তোমাদিগকে বাহির করা হইবে।[৯৬২]

[১৫] ২ ৯

يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا
يُّوَارِيْ سَوْاٰتِكُمْ وَرِيْشًا ۭ وَلِبَاسُ
التَّقْوٰى ۙ ذٰلِكَ خَيْرٌ ۭ ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ
لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ﴿٢٧﴾

২৭। হে আদম সন্তানগণ! আমরা তোমাদের জন্য এমন পোশাক নাযেল করিয়াছি, যাহা তোমাদের লজ্জাস্থান সমূহকে আবৃত করে এবং (যাহা) সৌন্দর্য স্বরূপ; কিন্তু তাক্ওয়ার পোশাক[৯৬৩] উহা সর্বোত্তম। ইহা আল্লাহ্‌র আদেশাবলীর অন্যতম যেন তাহারা উপদেশ গ্রহণ করিতে পারে।

يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطٰنُ كَمَآ
اَخْرَجَ اَبَوَيْكُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا
لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْاٰتِهِمَا ۭ اِنَّهٗ
يَرٰىكُمْ هُوَ وَقَبِيْلُهٗ مِنْ حَيْثُ لَا
تَرَوْنَهُمْ ۭ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيٰطِيْنَ اَوْلِيَاۗءَ
لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٢٨﴾

২৮। হে আদম সন্তানগণ! শয়তান যেন তোমাদিগকে বিপথগামী না করে, যেভাবে তোমাদের পিতা-মাতাকে জান্নাত হইতে বহিষ্কার করিয়াছিল, সে উভয়ের নিকট হইতে তাহাদের পোশাক হরণ করিয়াছিল যেন তাহাদিগকে তাহাদের লজ্জাস্থানগুলিকে দেখাইয়া দেয়। নিশ্চয় সে এবং তাহার গোত্র তোমাদিগকে এমন স্থান হইতে দেখে যেখান হইতে তোমরা তাহাদিগকে দেখ না।[৯৬৪] নিশ্চয় আমরা শয়তানদিগকে উহাদের বন্ধু করিয়া দিয়াছি যাহারা ঈমান আনে না।

وَاِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً قَالُوْا وَجَدْنَا عَلَيْهَآ
اٰبَاۗءَنَا وَاللّٰهُ اَمَرَنَا بِهَا ۭ قُلْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَاْمُرُ
بِالْفَحْشَاۗءِ ۭ اَتَقُوْلُوْنَ عَلَي اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٩﴾

২৯। এবং যখন তাহারা কোন অশ্লীল কাজ করে, তখন তাহারা বলে, 'আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদিগকে এইরূপ করিতে দেখিয়াছি এবং আল্লাহ্ আমাদিগকে ইহারই আদেশ দিয়াছেন।' তুমি বল, 'আল্লাহ্ কখনও অশ্লীল কাজের আদেশ দেন না। তোমরা কি আল্লাহ্‌র সম্বন্ধে এমন কথা বল যাহা তোমরা জান না?'

ত্যাগ করিতে হুকুম করিয়াছিলেন উহা বেহেশ্‌ত ছিল না। সম্ভবতঃ হযরত আদম (আঃ) তাঁহার মাতৃভূমি মেসোপটেমিয়া হইতে হিজরত করিয়া কোন পার্শ্ববর্তী দেশে গিয়াছিলেন। এই দেশান্তর সম্ভবতঃ অস্থায়ী ছিল এবং তিনি কিছু সময় পরে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন। অবশ্য 'এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত' শব্দগুচ্ছ অস্থায়ী দেশান্তরের একটা অস্পষ্ট ইংগিত বহন করে। ভবিষ্যতে সাবধান থাকার জন্য এই আয়াতে আদম (আঃ)-কে সতর্ক করিয়া দেওয়া হয়; কারণ উহাই তাঁহার জন্মভূমি ছিল এবং যেখানে তাঁহাকে স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে হইয়াছিল।

৯৬২। সাধারণ অর্থে— এই আয়াতের ইংগিত হইতেছে যে, কোন মানুষ এই জড়দেহে আকাশে উঠিতে পারে না। মানবকে অবশ্যই এই পৃথিবীতে বাঁচিতে হইবে এবং এই পৃথিবীতেই তাহাকে মরিতে হইবে।

৯৬৩। ইহা ধার্মিকতার অর্থাৎ তাক্ওয়ার পোশাক ছিল যদ্দারা হযরত আদম (আঃ) 'জান্নাতে' তাঁহার 'নগ্নতা' বা দুর্বলতা ঢাকিয়াছিলেন।

৯৬৪। মন্দ বা অসৎ আত্মা যাহা শয়তানরূপে আখ্যায়িত এবং যাহারা ইহার মত বা সদৃশ তাহারা সাধারণতঃ দৃষ্টির আড়ালে থাকে। তাহারা অদৃশ্যভাবে তাহাদের প্রভাব খাটায় এবং মানুষের গুপ্ত দুর্বলতাসমূহ খুঁজিয়া বেড়ায় যাহাতে তাহাকে কুপথে দৃঢ়তররূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে। আল্লাহ্‌তা'লা শয়তানকে মানবের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ সৃষ্টি করিয়াছেন। মানুষ যে আধ্যাত্মিক উন্নতির সংগ্রামে নিয়োজিত উহাতে অন্তরায় সৃষ্টি করাই শয়তানের কাজ। এই বাধার অর্থ সম্পূর্ণ বন্ধ করিয়া দেওয়া নহে, বরং ইহার উদ্দেশ্য উক্ত প্রতিযোগিতায় অধিকতর সতর্কতার সঙ্গে প্রতিযোগীগণকে তাহাদের প্রচেষ্টায় দ্বিগুণ তেজোদ্দীপ্ত করিয়া তোলা। এই সব প্রতিবন্ধকতায় যে সব অসাবধান ও গাফেল ব্যক্তিরা

قُلْ اَمَرَ رَبِّیْ بِالْقِسْطِ ۟ وَ اَقِیْمُوْا وُجُوْهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّادْعُوْهُ مُخْلِصِیْنَ لَهُ الدِّیْنَ ؕ كَمَا بَدَاَكُمْ تَعُوْدُوْنَ ۝۲۹

৩০। তুমি বল, 'আমার প্রভু ন্যায়-বিচারের আদেশ দিয়াছেন। এবং (আরও যে,) তোমরা প্রত্যেক মসজিদে উপস্থিতির সময় মনযোগ নিবদ্ধ[৯৬৫] কর এবং তাঁহার উদ্দেশ্যে দীনকে বিশুদ্ধ করিয়া কেবল তাঁহাকেই ডাক। যেভাবে তিনি তোমাদিগকে প্রথমে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সেইভাবে তোমরা (তাঁহার পানে) ফিরিয়া যাইবে।[৯৬৬]

فَرِیْقًا هَدٰی وَ فَرِیْقًا حَقَّ عَلَیْهِمُ الضَّلٰلَةُ ؕ اِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّیٰطِیْنَ اَوْلِیَآءَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَ یَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ ۝۳۰

৩১। একদলকে তিনি হেদায়াত দিয়াছেন,কিন্তু আর একদল আছে- তাহাদের জন্য পথভ্রষ্টতা নিশ্চিত হইয়া গিয়াছে। তাহারা আল্লাহ্‌কে ছাড়িয়া শয়তানদিগকে বন্ধু বানাইয়া লইয়াছে এবং তাহারা মনে করে যে, তাহারা হেদায়াত পাইয়াছে।

یٰبَنِیْۤ اٰدَمَ خُذُوْا زِیْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّ كُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا ۚ اِنَّهٗ لَا یُحِبُّ الْمُسْرِفِیْنَ ۝۳۱

৩২। হে আদম সন্তানগণ! তোমরা প্রত্যেক মসজিদে উপস্থিতির সময় সৌন্দর্য অবলম্বন কর,[৯৬৭] এবং আহার কর এবং পান কর, কিন্তু অপব্যয় করিও না, কারণ তিনি অপব্যয়-কারীগণকে ভালবাসেন না।

৩ [৬] ১০ ع

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِیْنَةَ اللّٰهِ الَّتِیْۤ اَخْرَجَ لِعِبَادِهٖ وَ الطَّیِّبٰتِ مِنَ الرِّزْقِ ؕ قُلْ هِیَ لِلَّذِیْنَ اٰمَنُوْا فِی الْحَیٰوةِ الدُّنْیَا خَالِصَةً یَّوْمَ الْقِیٰمَةِ ؕ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰیٰتِ لِقَوْمٍ یَّعْلَمُوْنَ ۝۳۲

৩৩। তুমি বল, 'আল্লাহ্‌র সৌন্দর্য (-এর বস্তু সমূহ)কে, যাহা তিনি নিজ বান্দাগণের জন্য উৎপন্ন[৯৬৮] করিয়াছেন এবং (তাঁহার প্রদত্ত) জীবনোপকরণ হইতে পবিত্র বস্তুগুলিকে কে হারাম করিয়াছে ?' তুমি বল, 'এই সকল এই দুনিয়ার জীবনেও মু'মেনগণের জন্য (এবং) বিশেষভাবে কিয়ামতের দিনেও (তাহাদের জন্যই)।' এইভাবেই আমরা জ্ঞানী জাতির জন্য নিদর্শনাবলী বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করিয়া থাকি।

হোঁচট খায় এবং দৌড়ে হারিয়া যায়, তাহারা নিজেরাই দোষী কিন্তু যে বা যাহারা তাহাদের আগ্রহ ও যোগ্যতা পরীক্ষা ও প্রমাণ করার জন্য তাহাদের পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করে, তাহারা নহে।

৯৬৫। যখন নামাযের সময় নিকটবর্তী হয় এবং মুসলমানগণ মসজিদে যাইতে থাকে, তখন তাহাদের সম্পূর্ণ মনোযোগ পার্থিব বিষয়াদি হইতে ফিরাইয়া আল্লাহ্‌তা'লার দিকে নিবদ্ধ করা উচিৎ। প্রত্যেক ওয়াক্ত নামাযের পূর্বে যে ওযু করা হয় তাহা মো'মেনের সকল ধ্যান আল্লাহ্‌র প্রতি পরিবর্তিত করার সম্পূর্ণ প্রয়োজনীয় উদ্দেশ্য সাধন করে এবং প্রার্থনা করার জন্য তাহাকে সঠিক অবস্থায় স্থাপন করে।

৯৬৬। 'যেভাবে তিনি তোমাদিগকে প্রথমে সৃষ্টি করিয়াছিলেন সেইভাবে তোমরা (তাঁহার পানে) ফিরিয়া যাইবে;' ইহার মর্মার্থ হইতেছে, ঠিক যেভাবে আমাদের দেহ মাতৃগর্ভে ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, সেইরূপেই আমাদের আত্মা মৃত্যুর পরে ক্রমোন্নতির প্রক্রিয়ার মধ্যে অগ্রসর হইবে।

৯৬৭। ভূষণ বা সুন্দর পোশাক দৈহিক অথবা আধ্যাত্মিক উভয় প্রকারই হইতে পারে। দৈহিক অর্থে মো'মেনগণকে মসজিদে বা ইবাদত-গৃহে যাওয়ার সময় যতদূর সম্ভব পরিচ্ছন্ন, সুন্দর এবং যথোপযুক্ত পরিচ্ছদ পরিধান করিবার জন্য নির্দেশ দেওয়া হইতেছে।

৯৬৮। খোদা-প্রদত্ত ভাল এবং বিশুদ্ধ বস্তুসমূহ প্রকৃতই বিশ্বাসীগণের জন্য, যদিও অবিশ্বাসী বা কাফেরগণও ইহজীবনের ঐ সম্পদ হইতে অংশ পাইয়া থাকে; কিন্তু পারলৌকিক জীবনে এই সকল কেবল মু'মেনগণই উপভোগ করিবে এবং কাফেরগণ উহা হইতে বঞ্চিত থাকিবে।

قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْاِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَاَنْ تُشْرِكُوْا بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطٰنًا وَّاَنْ تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٣٣﴾

৩৪। তুমি বল,'আমার প্রভু হারাম করিয়াছেন—শুধু অশ্লীল কাজকর্মকে উহা প্রকাশ্যই হউক বা গোপন এবং পাপকে ও অন্যায়ভাবে বিদ্রোহকে এবং ইহাকে যে, তোমরা আল্লাহ্‌র সহিত কোন বস্তুকে শরীক কর যাহার জন্য তিনি কোন দলিল-প্রমাণ নাযেল করেন নাই এবং ইহাকেও যে, তোমরা আল্লাহ্ সম্বন্ধে এমন কথা বল, যাহা তোমরা জান না।'

وَلِكُلِّ اُمَّةٍ اَجَلٌ ۚ فَاِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَاْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ ﴿٣٤﴾

৩৫। এবং প্রত্যেক জাতির জন্য একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা আছে, অতএব যখন তাহাদের সময় আসে তখন তাহারা এক মুহূর্ত পিছনেও থাকিতে পারে না কিংবা ইহার আগেও বাড়িতে পারে না।[৯৬৯]

يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ اِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِيْ ۙ فَمَنِ اتَّقٰى وَاَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿٣٥﴾

৩৬। হে আদম সন্তানগণ![৯৭০] যদি তোমাদের নিকট তোমাদের মধ্য হইতে রসূলগণ আসিয়া তোমাদিগকে আমার আয়াতসমূহ পাঠ করিয়া শুনায়, তখন যাহারা তাক্‌ওয়া অবলম্বন করিবে এবং সংশোধন করিবে সেক্ষেত্রে তাহাদের জন্য না কোন ভয় থাকিবে এবং না তাহারা দুঃখিত হইবে।

وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَاسْتَكْبَرُوْا عَنْهَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٣٦﴾

৩৭। কিন্তু যাহারা আমাদের আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করে এবং অহংকার করিয়া উহা হইতে মুখ ফিরাইয়া লয়— ইহারাই আগুনের অধিবাসী, তথায় তাহারা দীর্ঘকাল থাকিবে।

فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِهٖ ؕ اُولٰٓئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيْبُهُمْ مِّنَ الْكِتٰبِ ؕ حَتّٰٓى اِذَا جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ ۙ قَالُوْٓا اَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ قَالُوْا ضَلُّوْا عَنَّا وَشَهِدُوْا

৩৮। অতএব, ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা বড় অত্যাচারী কে, যে মিথ্যা রচনা করিয়া আল্লাহ্‌র প্রতি আরোপ করে, অথবা তাঁহার আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করে ? তাহারা এমন লোক যাহারা তাহাদের আমলনামা হইতে নির্ধারিত[৯৭১](শাস্তির) অংশ পাইতে থাকিবে, যে পর্যন্ত না তাহাদের নিকট আমাদের ফিরিশ্‌তাগণ তাহাদের প্রাণ বাহির করিবার জন্য তাহাদের নিকট উপস্থিত হইবে, তাহারা বলিবে, 'উহারা কোথায়, যাহাদিগকে তোমরা আল্লাহ্‌কে ছাড়িয়া ডাকিতে ?' তাহারা বলিবে, 'তাহারা আমাদের নিকট হইতে উধাও হইয়া গিয়াছে;'

৯৬৯। কোন জাতীর শাস্তির নির্ধারিত সময় যখন উপস্থিত হয়, তখন উহা প্রতিহত, বিলম্বিত বা স্থগিত করা যায় না।

৯৭০। ইহা বিশেষভাবে প্রনিধানযোগ্য যে, পূর্ববর্তী কতক আয়াতের (যথা-৭ঃ২৭-২৮ ও৩২) ন্যায় এই আয়াতেও "হে আদম সন্তানগণ" এই সম্বোধন আঁ-হযরত (সাঃ)-এর যুগের লোকদিগের প্রতি এবং পরবর্তী বংশধরগণের প্রতি প্রযোজ্য যাহারা এখনও জন্মগ্রহণ করে নাই; এই সম্বোধন সেই সকল লোকের প্রতি নহে, যাহারা দূর অতীতে বাস করিত এবং আদম (আঃ)-এর অব্যবহিত পরে আসিয়াছিল।

৯৭১। এই বাক্যের মর্মার্থ হইল যে, আল্লাহ্‌তা'লার নবীর প্রত্যাখ্যানকারীরা তাহাদের পরাজয়ের এবং ছত্রভঙ্গ অবস্থায় ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইতে স্বচক্ষে দেখিতে পাইবে এবং আল্লাহ্‌র নবীকে অস্বীকার করার ফলে শাস্তির আস্বাদ গ্রহণ করিবে।

عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ اَنَّهُمْ كَانُوْا كٰفِرِيْنَ ﴿٣٧﴾

এবং তাহারা নিজেদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে যে, তাহারা কাফের ছিল ।

قَالَ ادْخُلُوْا فِيْٓ اُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِّنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ فِي النَّارِ ؕ كُلَّمَا دَخَلَتْ اُمَّةٌ لَّعَنَتْ اُخْتَهَا ؕ حَتّٰٓى اِذَا ادَّارَكُوْا فِيْهَا جَمِيْعًا ۙ قَالَتْ اُخْرٰىهُمْ لِاُوْلٰىهُمْ رَبَّنَا هٰٓؤُلَآءِ اَضَلُّوْنَا فَاٰتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ ؕ قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَّلٰكِنْ لَّا تَعْلَمُوْنَ ﴿٣٨﴾

৩৯ । তিনি বলিবেন, 'তোমরা গিয়া আগুনের মধ্যে জিন্ন ও ইনসানের ঐ সকল জাতির মধ্যে প্রবেশ কর, যাহারা তোমাদের পূর্বে অতীত হইয়াছে ।' যখনই কোন জাতি আগুনে প্রবেশ করিবে, তখনই তাহারা তাহাদের ভগ্নীকে (পূর্ববর্তী জাতিকে) অভিসম্পাত করিবে যে পর্যন্ত না সকল জাতি উহাতে পর্যায়-ক্রমে পৌছিবে, তখন তাহাদের মধ্যে শেষ জাতি [৯৭২] তাহাদের প্রথম জাতি সম্বন্ধে বলিবে, 'হে আমাদের প্রভু ! ইহারাই আমাদিগকে বিপথগামী করিয়াছিল, সুতরাং তুমি তাহাদিগকে আগুনের দ্বিগুন শাস্তি দাও । তিনি বলিবেন, 'প্রত্যেকের জন্য দ্বিগুণ (শাস্তি)[৯৭৩] আছে কিন্তু তাহা তোমরা জান না ।'

وَقَالَتْ اُوْلٰىهُمْ لِاُخْرٰىهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُوْنَ ﴿٣٩﴾ ع ٨ ١١

৪০ । এবং তাহাদের মধ্যে প্রথম জাতি তাহাদের পরবর্তী জাতিকে বলিবে, 'আমাদের উপর তোমাদের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নাই, অতএব, তোমরা তোমাদের কৃত-কর্মের জন্য শাস্তির আস্বাদ গ্রহণ কর ।'

اِنَّ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَاسْتَكْبَرُوْا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ اَبْوَابُ السَّمَآءِ وَلَا يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ حَتّٰى يَلِجَ الْجَمَلُ فِيْ سَمِّ الْخِيَاطِ ؕ وَكَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِيْنَ ﴿٤٠﴾

৪১ । নিশ্চয় যাহারা আমাদের আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছে এবং অহংকার করিয়া উহা হইতে মুখ ফিরাইয়া লইয়াছে, না তাহাদের জন্য আকাশের দ্বারসমূহ উন্মুক্ত করা হইবে এবং না তাহারা জান্নাতে প্রবেশ করিবে যে পর্যন্ত না একটি উষ্ট্র সূচের ছিদ্র দিয়া অতিক্রম করে [৯৭৪] । এবং এই ভাবে আমরা অপরাধীদিগকে প্রতিফল দিয়া থাকি ।

لَهُمْ مِّنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَّمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ ؕ وَكَذٰلِكَ نَجْزِي الظّٰلِمِيْنَ ﴿٤١﴾

৪২ । তাহাদের জন্য জাহান্নামের বিছানা হইবে এবং তাহাদের উপরে আচ্ছাদনও (জাহান্নামের) হইবে । এবং এই ভাবেই আমরা অত্যাচারীদেরকে প্রতিফল দিয়া থাকি ।

৯৭২ । নেতৃবৃন্দ ও তাহাদের অনুসারীগণ।

৯৭৩ । ব্যথা ও যন্ত্রণা দীর্ঘস্থায়ী হইলে কঠিন মনে হয় । আল্লাহ্তা'লার শাস্তি বা যন্ত্রণাদায়ক পীড়ন অসহ্য হইয়া থাকে ।

৯৭৪ । "জামাল"-এর অর্থ-উট ইহার অন্য অর্থ রজ্জুবা রশিও হইতে পারে । রজ্জুই সুতার সহিত অধিকতর সাদৃশ্যপূর্ণ, কারণ সুতাই সূচের ছিদ্রের মধ্যে দিয়া ব্যবহৃত হয় । আল্লাহ্তা'লার নিদর্শনসমূহের প্রত্যাখ্যানকারীদিগের জন্য বেহেশ্তে প্রবেশ করা সম্ভব হইবে না (মথিঃ ১৯ঃ২৪)

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَآ ۚ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٤٢﴾

৪৩ । এবং যাহারা ঈমান আনে এবং পুণ্য কর্ম করে— আমরা কোন আত্মার উপর তাহার সাধ্যাতীত দায়িত্বভার অর্পণ করি না[৯৭৫] ইহারাই জান্নাতের অধিবাসী; তথায় তাহারা চিরকাল বাস করিবে ।

وَنَزَعْنَا مَا فِيْ صُدُوْرِهِمْ مِّنْ غِلٍّ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهِمُ الْاَنْهٰرُ ۚ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ هَدٰىنَا لِهٰذَا ۫ وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَآ اَنْ هَدٰىنَا اللّٰهُ ۚ لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ ۭ وَنُوْدُوْٓا اَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ اُوْرِثْتُمُوْهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٤٣﴾ ع

৪৪ । এবং আমরা তাহাদের অন্তর হইতে বিদ্বেষের[৯৭৬] যাহা কিছু থাকিবে উহা দূর করিয়া দিব । নহরসমূহ তাহাদের তলদেশ দিয়া প্রবাহিত হইবে । এবং তাহারা বলিবে, 'সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ্রই যিনি আমাদিগকে এই (জান্নাতের) দিকে পরিচালিত করিয়াছেন; যদি আল্লাহ্ আমাদিগকে হেদায়াত না দিতেন, তাহা হইলে আমরা কখনও হেদায়াত পাইতাম না; নিশ্চয় আমাদের প্রভুর রসূলগণ সত্য লইয়া আসিয়াছিল'। এবং তাহাদের নিকট ঘোষণা করা হইবে, 'ইহা সেই জান্নাত যাহার উত্তরাধিকারী করা হইল তোমাদিগকে (পুরস্কারস্বরূপ), সেই কর্মের জন্য যাহা তোমরা করিতে ।

وَنَادٰٓى اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ اَصْحٰبَ النَّارِ اَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُّمْ مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا ۭ قَالُوْا نَعَمْ ۚ فَاَذَّنَ مُؤَذِّنٌۢ بَيْنَهُمْ اَنْ لَّعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظّٰلِمِيْنَ ﴿٤٤﴾

৪৫ । এবং জান্নাতবাসীগণ জাহান্নামবাসীদিগকে ডাকিয়া বলিবে, 'আমাদের প্রভু আমাদিগকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, আমরা উহাকে সত্যরূপে পাইয়াছি । সুতরাং তোমরাও কি তোমাদের প্রভু যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন উহাকে সত্যরূপে পাইয়াছ' । তাহারা বলিবে, 'হাঁ'; তখন একজন ঘোষণাকারী তাহাদের মধ্য উচ্চৈঃস্বরে (এই বলিয়া) ঘোষণা করিবে, 'আল্লাহ্র অভিসম্পাত অত্যাচারীদের উপর—

الَّذِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَيَبْغُوْنَهَا عِوَجًا ۚ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ كٰفِرُوْنَ ﴿٤٥﴾

৪৬ । যাহারা (লোকাদিগকে) আল্লাহ্র পথ হইতে রুখিয়া রাখিত এবং উহার মধ্যে বক্রতার অনুসন্ধান করিত[৯৭৭] এবং তাহারা পরকালকে অস্বীকার করিত ।'

وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ ۚ وَعَلَى الْاَعْرَافِ رِجَالٌ يَّعْرِفُوْنَ كُلًّۢا بِسِيْمٰهُمْ ۚ وَنَادَوْا

৪৭ । এবং উভয়ের মধ্যে একটি পর্দা থাকিবে এবং আ'রাফে[৯৭৮] কিছু সংখ্যক লোক থাকিবে, যাহারা সকলকে

৯৭৫ । "আমরা কোন প্রাণের উপর দায়িত্বভার অর্পণ করি না", বাক্যাংশটিতে খৃষ্টান ধর্মের মতবাদ— পাপ মানুষের প্রকৃতিতে বদ্ধমূল ইহা হইতে বাঁচিয়া থাকা মানুষের ক্ষমতা বহির্ভূত—তাহা খন্ডন করা হইয়াছে ।

৯৭৬ । প্রকৃত পক্ষে জান্নাতী জীবন ইহজগতেই আরম্ভ হয় (৫৫ঃ৪৭) এবং যাহার অন্তর শত্রুতা, হিংসা, ঈর্ষা, বিদ্বেষ এবং মানসিক অশান্তি ও অস্থিরতা হইতে মুক্ত, সে উহা উপভোগ করিয়া থাকে ।

৯৭৭ । এই উক্তির মর্মার্থ হইতেছে যে, দুষ্কৃতকারীগণ সত্য ধর্মকে কলুষিত করিতে ইচ্ছা পোষণ করে । তাহারা নিজেরাই শুধু অসাধু বা বক্র নহে, অন্যদিগকেও তাহাদের মত দুষ্ট বানাইতে চাহে, এমনকি ধর্মের শিক্ষাকে অবৈধ হস্তক্ষেপ দ্বারা পরিবর্তন করিয়া বিকৃত করিতে পথ খুঁজিয়া বেড়ায় ।

৯৭৮ । "আ'রাফ" বহুবচন, একবচনে "উর্ফ" অর্থ- 'উন্নত বা মর্যাদা-পূর্ণ স্থান' । আ'রাফা আলাল কাওম" অর্থাৎ সে তাহাদের সঙ্গে পরিচিত হইয়া তাহাদিগের বা সেই সকল লোকের ব্যবস্থাপক বা তত্ত্বাবধায়ক ছিল বা হইয়াছিল । বিশিষ্ট সম্মানিত এবং উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন

اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ اَنْ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ ۖ لَمْ يَدْخُلُوْهَا وَهُمْ يَطْمَعُوْنَ ﴿٤٦﴾

তাহাদের চিহ্ন দেখিয়া চিনিয়া লইবে। এবং তাহারা জান্নাতের অধিবাসীগণকে ডাকিয়া বলিবে, 'তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হউক' যদিও তখন পর্যন্ত তাহারা তথায় প্রবিষ্ট হইবে না,[৯৭৯] কিন্তু তাহারা (ইহার) আশা করিতে থাকিবে।

وَ اِذَا صُرِفَتْ اَبْصَارُهُمْ تِلْقَآءَ اَصْحٰبِ النَّارِ ۙ قَالُوْا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٤٧﴾ ع ৫ [৮] ১২

৪৮। এবং যখন তাহাদের দৃষ্টি জাহান্নামীদের প্রতি ফিরানো হইবে তখন তাহারা বলিবে, 'হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদিগকে অত্যাচারী জাতির সঙ্গী করিও না।'

وَنَادٰٓى اَصْحٰبُ الْاَعْرَافِ رِجَالًا يَّعْرِفُوْنَهُمْ بِسِيْمٰهُمْ قَالُوْا مَآ اَغْنٰى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُوْنَ ﴿٤٨﴾

৪৯। এবং আ'রাফবাসীগণ ঐসকল লোকদিগকে ডাকিবে, যাহাদিগকে তাহারা তাহাদের চিহ্ন দেখিয়া চিনিবে[৯৮০] এবং বলিবে 'না তোমাদের দল তোমাদের কোন কাজে আসিল, এবং না উহা যাহার অহংকার তোমরা করিতে।'

اَهٰٓؤُلَآءِ الَّذِيْنَ اَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللّٰهُ بِرَحْمَةٍ ۭ اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَآ اَنْتُمْ تَحْزَنُوْنَ ﴿٤٩﴾

৫০। ইহারাই কি ঐ সকল লোক[৯৮১] যাহাদের সম্বন্ধে তোমরা শপথ করিয়া বলিতে যে, আল্লাহ্ কখনও তাহাদের সহিত রহমতপূর্ণ ব্যবহার করিবেন না? (তাহাদিগকে আল্লাহ্ বলিবেন), 'তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর, না তোমাদের কোন ভয় থাকিবে আর না তোমাদের কোন দুঃখ হইবে।'

ব্যক্তিগণকেই সাধারণতঃ উচ্চ এবং উন্নত স্থানে উপবিষ্ট করানো হইয়া থাকে। হযরত হাসান এবং মুজাহীদ (রাঃ)-এর মতানুসারে উচ্চস্থানে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিগণই মো'মেনদিগের মধ্যে সেরা, বাছাই-করা এবং উচ্চ মার্গের জ্ঞানী বুযুর্গ; কিরমানীর মতে তাঁহারা শাহাদত বরণকারীগণ। অন্যান্য অনেকে মনে করেন যে, উহারা হইবেন নবীগণ এবং ইহাই সর্বতোভাবে সঠিক বলিয়া অনুমিত হয়। উচ্চতর স্থানে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গ কেবল ভাল দৃষ্টিভঙ্গির সক্রিয় আকর্ষণকারীই হইবেন না, অধিকন্তু সম্মানিত এবং উচ্চ মর্যাদাপূর্ণ অবস্থার কারণে তাহারা অধিকতর তথ্যাভিজ্ঞ বা ওয়াকিফহালও হইবেন। প্রত্যেককে দেখিয়াই তাঁহারা উহাদিগের পদমর্যাদা, স্তর বা অবস্থান বুঝিতে পারিবেন। স্পষ্টভাবেই ইহা একটি ভুল ধারণা যে, 'আ'রাফে' আসীন বা উচ্চ স্থানে অধিষ্ঠিত ব্যক্তি মাঝারি বা মধ্যম শ্রেণীর ও মর্যাদার লোক হইবেন—যাহাদের সম্বন্ধে তখন পর্যন্ত কোন স্থির সিদ্ধান্ত লওয়া হয় নাই, যেন উহাদের বিষয় বিবেচনাধীন রহিয়াছে। এইরূপ অর্থাৎ মধ্যবর্তী লোকদিগকে উচ্চ স্থানে আসীন করার মধ্যে কোন যুক্তিপূর্ণ জ্ঞানের বিষয় নিহিত নাই—যেক্ষেত্রে শহীদ এবং নবীগণ নিম্নস্তরের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত থাকিবেন।

৯৭৯। এই শব্দগুলি ভাবী জান্নাতবাসীগণের প্রতি ইশারা করিতেছে, যাহারা তখনও উহাতে (জান্নাতে) প্রবেশ করেন নাই, কিন্তু শীঘ্রই উহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইবার আশা করিতে থাকিবেন। উচ্চ স্থানে উপবিষ্ট ব্যক্তিগণ তাহাদিগকে জান্নাতবাসী বলিয়া চিনিতে পারিবেন, যদিও সেই সকল লোক তখনও পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করেন নাই।

৯৮০। 'উচ্চ মর্যাদাপূর্ণ' স্থানের অধিকারী ব্যক্তিবর্গ অর্থাৎ আল্লাহ্র নবীগণ, যাহাদের প্রতি তাঁহারা প্রেরিত হইয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে কতক লোককে বিশেষ প্রতীক দ্বারা চিনিতে পারিবেন এবং উহাদিগকে ডাকিয়া বলিবেন যে, এতক্ষণে তাহারা নিশ্চয়ই তাঁহাদের বিরুদ্ধাচরণের দুঃখময় পরিণতি উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে।

৯৮১। এই সমস্ত লোক দ্বারা জান্নাতের ভাবী অধিবাসীবৃন্দকে বুঝাইতেছে। নবীগণ দোযখবাসীদিগকে সম্বোধন করিয়া অপেক্ষমান বেহেশ্তের ভাবী অধিবাসীগণকে দুর্বল–দরিদ্র মো'মেনগণের প্রতি দেখিতে বলিবেন, যাহাদিগকে তাহারা তুচ্ছ ভাবিয়া উপহাস করিত এবং তৎপর তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিবেন, "যাহাদের সম্বন্ধে তোমরা শপথ করিয়া বলিতে যে, আল্লাহ্ কখনও তাহাদের সহিত রহমতপূর্ণ ব্যবহার করিবেন না?"

وَنَادٰٓى اَصْحٰبُ النَّارِ اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ اَنْ اَفِيْضُوْا عَلَيْنَا مِنَ الْمَآءِ اَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ ؕ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ۙ﴿۵۱﴾

৫১। এবং জাহান্নামবাসীরা জান্নাতবাসীগণকে সম্বোধন করিয়া বলিবে, 'আমাদের উপর কিছু পানি ঢালিয়া দাও অথবা আল্লাহ্ তোমাদিগকে যে জীবনোপকরণ দিয়াছেন উহা হইতে কিছু দাও'। তাহারা বলিবে, 'নিশ্চয় আল্লাহ্ উভয় বস্তু কাফেরদের উপর হারাম করিয়া দিয়াছেন'—

الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا دِيْنَهُمْ لَهْوًا وَّ لَعِبًا وَّغَرَّتْهُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا ۚ فَالْيَوْمَ نَنْسٰىهُمْ كَمَا نَسُوْا لِقَآءَ يَوْمِهِمْ هٰذَا ۙ وَمَا كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يَجْحَدُوْنَ ﴿۵۲﴾

৫২। যাহারা নিজেদের ধর্মকে আমোদ-প্রমোদ এবং অসার ক্রীড়া-কৌতুক[৯৮২] স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছিল এবং পার্থিব জীবন তাহাদিগকে প্রতারণা করিয়াছিল।' সুতরাং আজ আমরাও তাহাদিগকে সেইরূপে ভুলিয়া যাইব যেইরূপে তাহারা তাহাদের এই দিনের সাক্ষাৎকে ভুলিয়া গিয়াছিল এবং এই জন্য যে, তাহারা আমাদের আয়াতসমূহকে জিদ্ বশতঃ অস্বীকার করিত।

وَلَقَدْ جِئْنٰهُمْ بِكِتٰبٍ فَصَّلْنٰهُ عَلٰى عِلْمٍ هُدًى وَّ رَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿۵۳﴾

৫৩। এবং নিশ্চয় আমরা তাহাদের নিকট এক কিতাব আনয়ন করিয়াছি, যাহা আমরা জ্ঞানের ভিত্তিতে বিস্তারিত বর্ণনা করিয়াছি, যাহা মো'মেন জাতির জন্য হেদায়াত এবং রহমত স্বরূপ।

هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّا تَاْوِيْلَهٗ ؕ يَوْمَ يَاْتِىْ تَاْوِيْلُهٗ يَقُوْلُ الَّذِيْنَ نَسُوْهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ ۚ فَهَلْ لَّنَا مِنْ شُفَعَآءَ فَيَشْفَعُوْا لَنَآ اَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِىْ كُنَّا نَعْمَلُ ؕ قَدْ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ﴿۵۴﴾ ع

৫৪। তাহারা কি কেবল (সতর্কবাণীর) পূর্ণতার অপেক্ষা করিতেছে,[৯৮৩] যেদিন উহার পূর্ণতা প্রকাশ পাইবে, সেদিন ঐ সকল লোক যাহারা ইতিপূর্বে ইহাকে ভুলিয়া গিয়াছিল, বলিবে,'নিশ্চয় আমাদের প্রভুর রসূলগণ সত্যসহ আসিয়াছিল। আমাদের কি কোন সুপারিশকারী আছে, যাহারা আমাদের জন্য সুপারিশ করিবে অথবা আমাদিগকে কি ফেরৎ পাঠানো যাইতে পারে যেন পূর্বে আমরা যে সকল কর্ম করিতাম, উহার পরিবর্তে (পুণ্য) কর্ম করিতে পারি ?' নিশ্চয় তাহারা নিজদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছে এবং তাহারা যে সকল মিথ্যা রচনা করিত তাহা তাহাদের নিকট হইতে উধাও হইয়াছে।

৬ [৬] ১৩

৯৮২। কাফেরগণের অন্তরে 'ইসলাম'-এর সত্যতা সম্পর্কে যুক্তি প্রমাণ দ্বারা প্রত্যয় জন্মিয়াছিল,কিন্তু যেহেতু তাহারা ধর্মকে তামাশা ও অবসর বিনোদনরূপে গণ্য করিয়াছিল। সেই কারণে তাহারা যুক্তির নির্দেশ এবং বিবেকের বাণীর প্রতি গুরুত্ব দেওয়াকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল। অতএব, আল্লাহ্তা'লাও তাহাদিগকে উপেক্ষা করিবেন, যেইরূপে উহারা বিশ্বাস করিতে অস্বীকার করিয়াছিল যে কখনও তাহাদেরকে স্রষ্টার সম্মুখীন হইতে হইবে এবং তাঁহার নিকট তাহাদের কর্মের জবাবদিহি করিতে হইবে।

৯৮৩। অর্থ-সংগতির,সুবিধার্থে এখানে "তাবিল" শব্দের অর্থ করা হইয়াছে "হুশিয়ারীর পূর্ণতা"। বিস্তারিত জানার জন্য ৩৭২ টীকা দ্রষ্টব্য।

৫৫। নিশ্চয় তোমাদের প্রভু আল্লাহ্, যিনি আকাশমালা এবং পৃথিবীকে [৯৮৪] ছয়দিনে সৃষ্টি করিয়াছেন, অতঃপর তিনি আরশে [৯৮৫] সুপ্রতিষ্ঠিত [৯৮৬] হইলেন। তিনি রাত্রি দ্বারা দিবসকে আচ্ছাদিত করেন যাহা দ্রুতগতিতে উহাকে অনুসরণ করে এবং সূর্য, চন্দ্র এবং নক্ষত্ররাজিকে (এমনভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন যে) উহারা তাহার আদেশে সেবায় নিয়োজিত আছে। নিশ্চয় সৃষ্টি করার এবং আদেশ দেওয়ার [৯৮৭] স্বত্বাধিকার তাঁহারই, আল্লাহ্ অতীব বরকতময়, সমগ্র জগতের প্রতিপালক।

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ
وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى
الْعَرْشِ ۖ يُغْشِي الَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ
حَثِيثًا ۗ وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ
مُسَخَّرٰتٍ بِأَمْرِهِ ۗ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ
وَالْأَمْرُ ۗ تَبٰرَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعٰلَمِينَ ﴿٥٥﴾

৯৮৪। "আইয়াম" বহুবচন, একবচনে "ইয়াওম" অর্থ—চিরকালীন সময় (১ঃ৪); অথবা ইহার দ্বারা কোন জিনিষের পরিবর্ধন বা পরিণতির অনির্দিষ্ট সময়ের পর্যায়ক্রমিক স্তর বুঝায়। এই সময়ের দৈর্ঘ, ব্যাপ্তি বা স্থায়ীত্বের পরিমাণ আন্দাজ করা বা সংজ্ঞায়িত করা সম্ভব নহে। ইহা হইতে পারে "এক হাজার বৎসর" (২২ঃ৪৮), অথবা "পঞ্চাশ হাজার বৎসর" (৭০ঃ৫)। কিন্তু "ইয়াওম" শব্দ এখানে অথবা কুরআনের অন্য কোন আয়াতে নিশ্চিতরূপেই ২৪ ঘন্টার সময়ের পরিধি বুঝায় না, যাহা পৃথিবীর কাল্পনিক অক্ষরেখা বা মেরুরেখার উপর আবর্তনের হিসাবে স্থিরীকৃত। আল্লাহ্তা'লা তাঁহার দিনসমূহের সীমা, আয়তন, বিস্তার, ব্যাপ্তি এবং সীমারেখা আমাদের নিকট প্রকাশ করেন নাই। আল্লাহ্তা'লার দিনসমূহের মধ্যে কতক যদি হাজার বছর ব্যাপীয়া দীর্ঘ হয় এবং অন্য কতক পঞ্চাশ হাজার বছর ব্যাপীয়া বিস্তৃত হয়, তাহা হইলে তাঁহার অন্যান্য দিন এমনও হইতে পারে যাহা লক্ষ লক্ষ বা কোটি কোটি বছর ব্যাপীয়া বিস্তৃত। বিজ্ঞান এইতত্ত্ব আবিস্কার করিয়াছে যে, আকাশ এবং পৃথিবী বর্তমান আকারে বিবর্তিত হইতে লক্ষ লক্ষ বৎসর সময় লাগিয়াছে। বিখ্যাত মুসলিম মনীষী হযরত মুহীউদ্দীন-ইব্নে-আরাবী (রঃ)-এর এক কাশ্ফ (দিব্যদর্শন) যে কোন অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিকে উপরোক্ত অভিন্ন সিদ্ধান্তেই উপনীত করে। এমতাবস্থায় আমরা অবশ্যই "ছয় দিবস"-এর দৈর্ঘ বা সীমারেখা স্থির করিতে পারি না, যে সময় বা কালের মধ্যে এই পৃথিবী এবং আকাশমণ্ডলের সৃষ্টি পূর্ণ হইয়াছিল। আল্লাহ্তা'লা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পরিবর্তন ঘটাইয়া থাকেন, কোন পরিবর্তনে হাজার বছর লাগিয়া যায়, কোনটিতে পঞ্চাশ হাজার বছর, আবার অন্য কতকগুলিতে উহা হইতেও দীর্ঘতর সময় লাগে। আমরা কেবল ইহাই বলিতে পারি যে, পৃথিবী এবং আকাশমণ্ডলের পরিপূর্ণ ও ত্রুটীহীন রূপ পরিগ্রহ করার জন্য ছয়টি অতি সুদীর্ঘ আবর্তনশীল কালক্রম লাগিয়াছিল।

৯৮৫। ৫৪ টীকা দেখুন।

৯৮৬। "আল্-আর্শ" অর্থ— সিংহাসন। ইহা দ্বারা আল্লাহ্তা'লার সর্বোৎকৃষ্ট অলৌকিক ও অসাদৃশাত্মক (সিফ্তে তানযিহিয়াহ্)-এর প্রতি নির্দেশ করে, অর্থাৎ এহেন গুণ বা সিফ্ত অন্য দ্বিতীয় কোন সত্তার মধ্যে পাওয়া যায় না। সূরা ইখলাসের মধ্যে উল্লেখিত আল্লাহ্তা'লার গুণ চতুষ্টয় সর্বোত্তম অলৌকিক গুণাবলী। এই সিফ্তসমূহ চিরস্থায়ী এবং অপরিবর্তনশীল। আল্লাহ্তা'লার অন্য গুণগুলি লৌকিক ও সাদৃশাত্মক (সীফ্তে তাশবিহিয়াহ্) অর্থাৎ এইরূপ গুণসমূহের কম-বেশী বা অংশ বিশেষ অন্য সত্তার মধ্যেও দৃষ্ট হয়। পরে উল্লেখিত সীফ্তসমূহ 'আর্শ্'-এর বহনকারী বলিয়া অভিহিত হয়। এইগুলি হইতেছে 'রাব্বুল আলামীন', 'আর্-রহমান' 'আর-রাহীম' এবং 'মালেকে-ইয়াওমেদ্দীন'। 'আর্শ্' যে আল্লাহ্তা'লার সর্বোৎকৃষ্ট অলৌকিক গুণ বাচক ইহা ২৩ঃ১১৭ আয়াত হইতেও সুস্পষ্ট, যাহার মধ্যে ইহা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, "আল্লাহ্তা'লার একত্ব" এবং তাঁহার 'আর্শ' ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত। কারণ ইহা সর্বোচ্চ ও অত্যুৎকৃষ্ট আলৌকিক সিফ্ত, যাহা শ্রেশী একত্বের সক্রিয় প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত করে। আল্লাহ্তা'লার অন্যান্য সীফ্তসমূহের বিভিন্ন পরিমাণে মানুষের মধ্যেও প্রকাশ বা প্রতিফলন ঘটিয়া থাকে। আরশে "সুপ্রতিষ্ঠিত হইলেন" শব্দগুলির মর্মার্থ হইতেছে যে, জড়জগত সৃষ্টির পর আল্লাহ্তা'লা সর্বোত্তম অলৌকিক সীফ্তসমূহ এবং তাঁহার সাদৃশ্যপূর্ণ গুণসমূহ কার্যকর হইল, এবং বিশ্বের সকল বিষয়াবলী নির্দিষ্ট প্রাকৃতিক নিয়মাধীন নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হইতে আরম্ভ করিল এবং সম্পূর্ণরূপে নিপুণ ও নির্ভুলভাবে ক্রিয়াশীল হইয়া গেল। আরও দেখুন, 'The Larger Edition of the commentary, pp.973-976.

৯৮৭। 'খাল্ক'(সৃষ্টি) এবং "আমর"(আদেশ বা হুকুম) এই দুই-এর মধ্যে পার্থক্য হইল, প্রথমোক্ত শব্দ দ্বারা সাধারণতঃ পূর্ব হইতেই অস্তিত্ববান রহিয়াছে এমন বস্তু বা পদার্থকে প্রকাশ বা ব্যক্ত করা অথবা পরিমিত করা ও কার্যপ্রণালীভুক্ত করা বুঝায়, এবং শেষোক্ত শব্দ দ্বারা অস্তিত্বহীন অবস্থা হইতে কোন কিছুর সত্তা শুধু "হও" আদেশের বলে সৃজন করা বুঝায়। "সৃষ্টি করার এবং আদেশ দেওয়ার স্বত্বাধিকার "তাঁহারই" এই বাক্যাংশের অর্থ এইরূপও হইতে পারে যে, আল্লাতা'লা কেবল, এই বিশ্ব সৃষ্টিই করেন নাই, পরন্তু তিনি ইহার উপর তাঁহার কর্তৃত্ব এবং হুকুমও প্রয়োগ করেন। 'আম্র' এর অর্থ— নিয়ম বা বিধান প্রণয়ন করাও হয়।

اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً ۚ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ﴿٥٦﴾

৫৬। তোমরা তোমাদের প্রভুকে কাকুতি-মিনতি সহকারে এবং সংগোপনে ডাক। নিশ্চয় তিনি সীমালংঘনকারীদিগকে ভালবাসেন না।

وَلَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا وَادْعُوْهُ خَوْفًا وَّطَمَعًا ۚ اِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٥٧﴾

৫৭। এবং তোমরা পৃথিবীতে উহার শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপনের[৯৮৮] পর বিশৃঙ্খলা করিও না এবং তাঁহাকে ভয় ও আশার সহিত ডাক। নিশ্চয় আল্লাহ্‌র রহমত সৎকর্মশীলগণের[৯৮৯] নিকটবর্তী।

وَهُوَ الَّذِىْ يُرْسِلُ الرِّيٰحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهٖ ۚ حَتّٰٓى اِذَآ اَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنٰهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَاَنْزَلْنَا بِهِ الْمَآءَ فَاَخْرَجْنَا بِهٖ مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ ۚ كَذٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتٰى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ﴿٥٨﴾

৫৮। এবং তিনি সেই সত্তা, যিনি নিজ রহমতের[৯৯০] পূর্বে বায়ুরাশিকে সুসংবাদ দেওয়ার জন্য পাঠান, এমন কি উহা ভারী মেঘ বহন করে, তখন আমরা উহাকে কোন মৃত ভূখণ্ডের দিকে চালনা করি; অতঃপর উহা হইতে আমরা পানি বর্ষণ করি, অতঃপর উহা দ্বারা সকল প্রকার ফল-ফলাদি উৎপন্ন করি — এই ভাবে আমরা মৃতগণকে বহির্গত করি যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।

وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهٗ بِاِذْنِ رَبِّهٖ ۚ وَالَّذِىْ خَبُثَ لَا يَخْرُجُ اِلَّا نَكِدًا ۚ كَذٰلِكَ نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّشْكُرُوْنَ ﴿٥٩﴾ ع ٧ [٥] ١٤

৫৯। আর যে উত্তম ভূখণ্ড— উহার প্রতিপালকের আদেশ-ক্রমে উহাতে (প্রচুর) উদ্ভিদ উৎপন্ন হয়; কিন্তু যাহা নিকৃষ্ট, উহা হইতে উৎপন্ন হয় কেবল নগণ্যই[৯৯১]। এই ভাবেই আমরা কৃতজ্ঞ জাতির জন্য নিদর্শনাবলী সবিস্তারে বর্ণনা করি।

৯৮৮। এই উক্তির অর্থ এই যে 'কুর্‌আন্ করীম' নাযেল হওয়ার পূর্বে কাফেরদিগের অসাধু জীবন যাপনের কিছু অজুহাত ছিল; কিন্তু যখন তাহাদের নিকট সম্পূর্ণ নিখুঁত পূর্ণাঙ্গ পথ-নির্দেশ আসিয়া গেল, তখন কোনরূপ অমঙ্গলকর বা বিবাদ ঘটাইতে এবং পাপাচার ও অন্যায়ের মধ্যে জড়িত হইবার এবং কোনরূপ শাস্তি বা ঝুঁকি ব্যতিরেকে অসৎ জীবন যাপন করিবার অনুমতি নাই। "ইসলাহ্" (অর্থ-বিন্যাস, যথাযথ) শব্দ সুবিন্যস্ত শৃঙ্খলাপূর্ণ জীবনের প্রতি ইংগিত করে, যাহা কুরআন নাযেল এবং নবী করীম (সাঃ)-এর আবির্ভাবের সাথে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

৯৮৯। "মুহসীন" (অর্থ-সৎকর্মশীল) "যেই ব্যক্তি সৎকর্মে পরিপূর্ণতা লাভ করার জন্য চেষ্টা বা পরিশ্রম করিতে থাকে।" আঁ-হযরত (সাঃ)-এর বিখ্যাত হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, 'মুহসীন' সেই সৎকর্মশীল ব্যক্তি, যে প্রকৃতই আল্লাহ্‌তা'লাকে দেখিতেছে অথবা অন্ততঃপক্ষে সে জানে যে, আল্লাহ্ তাহাকে দেখিতেছেন। (বুখারী ও মুসলিম)।

৯৯০। "রহমাত" (অনুগ্রহ) শব্দ এ স্থানে বৃষ্টির প্রতি ইংগিত করিতেছে। জড়জগতে ঠিক যেমন বৃষ্টির পূর্বে হিমেল বাতাস অগ্রগামী দূতের কাজ করে, একই ভাবে আল্লাহ্‌তা'লার প্রত্যাদিষ্ট নবী আবির্ভূত বা প্রকাশিত হওয়ার প্রাক্কালেও মানুষের মধ্যে সাধারণভাবে এক প্রকার ধর্মীয় জাগরণ পরিলক্ষিত হয়। অত্র আয়াতে ইহাই ব্যক্ত হইয়াছে যে, বৃষ্টির পানি যেমন মৃত বা অনুর্বর ভূমিতে উর্বরতা বা নূতন জীবনের সঞ্চার করে বলিয়া উহাতে ফল, সব্‌জি এবং শস্যাদি উৎপন্ন হয়, সেইরূপে স্বর্গীয় পানিরূপী ঐশী-বাণী আধ্যাত্মিক জীবন বিবর্জিত মানুষের মধ্যে নূতন জীবনের সঞ্চার করে। তদনুসারে এই আয়াত এক প্রতিশ্রুতি দিতেছে যে, কুরআনরূপে ঐশী-পানি অবতরণের ফলে বিবর্ণ, শুষ্ক, বন্ধ্যা এবং অনুর্বর আরবের মরুভূমি শীঘ্রই ফলে ভরপুর বৃক্ষরাজিপূর্ণ এবং সুগন্ধী রাশি রাশি ফুলে সুশোভিত উদ্ভিদপূর্ণ এক বাগানে রূপান্তরিত হইবে। ইহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই যে, আরববাসীগণ হঠাৎ মানবের শিক্ষাগুরু এবং নেতারূপে উত্থিত হইল, যাহারা এযাবৎ মানবতার আবর্জনাস্বরূপ, পঙ্কিল এবং নিকৃষ্ট অংশ বিবেচিত হইয়া আসিতেছিল।

৯৯১। বৃষ্টি যেমন ভিন্ন ভিন্ন ভূমির প্রকৃতি ও গুণানুযায়ী ভিন্ন ফল-ফলাদি উৎপাদন করিয়া থাকে, তদ্রূপ ঐশী-বাণী বিভিন্ন মানুষকে ভিন্ন ভিন্নরূপে প্রভাবান্বিত করিয়া থাকে। বর্ণিত আছে যে, নবী করীম (সাঃ) বলিয়াছেন যে, তিন প্রকার ভূমি আছেঃ (ক) ভাল, সমতল ভূমি যখন বৃষ্টির পানিতে সিঞ্চিত হয়, উহাকে শুষিয়া নেয় এবং উত্তম গাছপালা উৎপাদন করে ও প্রচুর ফল দিয়া থাকে; (খ) নিম্ন এবং অনমনীয় বা শীলাবৎ শক্ত ভূমি বৃষ্টির পানিকে সংগৃহীত করিয়া জমাইয়া রাখে, কিন্তু ইহাকে শোষণ করে না এবং এই কারণে গাছ-গাছড়া ইত্যাদি উৎপন্ন করে

لَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖ فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ اِنِّيْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ۝٥٩

৬০। নিশ্চয় আমরা নূহকে[৯৯২] তাহার জাতির নিকট পাঠাইয়াছিলাম এবং সে বলিয়াছিল, 'হে আমার জাতি ! তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর, তিনি ব্যতিরেকে তোমাদের কোন মা'বূদ নাই। নিশ্চয় আমি তোমাদের উপর এক মহা দিনের শাস্তি সম্বন্ধে ভয় করি'।

قَالَ الْمَلَاُ مِنْ قَوْمِهٖٓ اِنَّا لَنَرٰىكَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝٦٠

৬১। তাহার জাতির প্রধানগণ বলিল, 'নিশ্চয় আমরা তোমাকে স্পষ্ট ভ্রান্তির মধ্যে দেখিতেছি'।

قَالَ يٰقَوْمِ لَيْسَ بِيْ ضَلٰلَةٌ وَّلٰكِنِّيْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝٦١

৬২। সে বলিল, 'হে আমার জাতি ! আমার মধ্যে কোন ভ্রান্তি নাই,[৯৯৩] বরং আমি সকল জগতের প্রতিপালকের পক্ষ হইতে একজন রসূল;

اُبَلِّغُكُمْ رِسٰلٰتِ رَبِّيْ وَاَنْصَحُ لَكُمْ وَاَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۝٦٢

৬৩। আমি তোমাদিগকে আমার প্রভুর বাণী পৌঁছাইতেছি এবং তোমাদিগকে হিতোপদেশ দিতেছি এবং আমি আল্লাহ্ হইতে এমন কিছু জানি যাহা তোমরা জান না;

اَوَعَجِبْتُمْ اَنْ جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَلٰى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوْا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ۝٦٣

৬৪। তোমরা কি এই কথায় বিস্ময় বোধ করিতেছ যে, তোমাদের প্রভুর পক্ষ হইতে তোমাদের নিকট তোমাদেরই মধ্য হইতে এক ব্যক্তির মাধ্যমে এক উপদেশবাণী আসিয়াছে যেন সে তোমাদিগকে সতর্ক করে এবং যেন তোমরা তাক্ওয়া অবলম্বন কর এবং যেন তোমাদের উপর রহম করা যায় ?'

না, কিন্তু মানুষ এবং পশু পাখীর পানীয় জলের যোগান দিয়া থাকে; (গ) উচুঁ শীলাভূমি, যাহা বৃষ্টির পানিকে না সংগ্রহ করে, না শোষণ করে, এবং উদ্ভিদাদি উৎপাদনের এবং বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের উভয় উদ্দেশ্য সাধনে সম্পূর্ণ অক্ষম। একইভাবে মানুষও তিন শ্রেণীর হইয়া থাকে। যেমন—

(১) সেই সকল লোক, যাহারা ঐশীবাণী দ্বারা শুধু নিজেরাই লাভবান হয় না, অধিকন্তু অন্যের জন্যও আধ্যাত্মিক পথনির্দেশের উৎসরূপে প্রমাণিত হইয়া থাকে; (২) যাহারা ঐশীবাণী হইতে নিজেরা কোন ফায়দা অর্জন করে না, কিন্তু ইহা লাভ করে এবং অন্যান্যদের উপকৃত হওয়ার জন্য উহার সঞ্চিত ভাণ্ডার রাখিয়া যায় এবং (৩) যাহারা ঐশীবাণী হইতে নিজেরাও কোনরূপে উপকৃত হয় না এবং অন্যদের ব্যবহারের জন্যও উহা সংরক্ষিত করিয়া রাখে না—তাহারাই সেই ভূমি সদৃশ যাহা না কোন কিছু উৎপন্ন করে, না পানি সঞ্চিত করে, যাহাতে মানুষ এবং পশু-পাখীরা পান করিতে পারে।

৯৯২। আল্লাহ্‌তা'লার প্রেরিত নবীর আবির্ভাবে তাঁহার জাতির মধ্যে সংঘটিত নৈতিক সংস্কার এবং তাঁহার বিরোধিতার কুফল সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়ার পর এই আয়াত দ্বারা হযরত নূহ্ (আঃ)-এর জাতি হইতে শুরু করিয়া প্রাচীন যুগের কোন কোন জাতির দৃষ্টান্ত তুলিয়া ধরা হইয়াছে।

৯৯৩। ভ্রান্তিতে পতিত বলিয়া হযরত নূহ্ (আঃ)-এর বিরুদ্ধে যে অভিযোগ তাহা তিনি খণ্ডন করেন। তিনি বলেন যে, এক ব্যক্তি অন্য কোন স্থানে যাওয়ার সময় অপরিচিত বা ভুল পথে চলিতেছে বলা যাইতে পারে, অথবা যেপথে পূর্বে কখনও ভ্রমণ করে নাই বলিয়া পথ হারাইয়াছে বলা যাইতে পারে, কিন্তু এক ব্যক্তি কোন স্থান হইতে ফেরত আসার সময় একথা কিরূপে বলা যাইতে পারে যে, সে উক্ত স্থানের পথ চিনে না এবং কেমন করিয়া উক্ত ব্যক্তি সেই পথ হারাইতে পারে ? হযরত নূহ (আঃ) বলিয়াছিলেন যে, তিনি ভ্রান্ত হইতে পারেন না, কারণ তিনি আল্লাহ্‌র নিকট হইতে আসিয়াছিলেন। অতএব, আল্লাহ্‌তা'লার নিকটে পৌঁছার পথে তাঁহার বিভ্রান্ত হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই ছিল না।

فَكَذَّبُوْهُ فَاَنْجَيْنٰهُ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ فِي
الْفُلْكِ وَاَغْرَقْنَا الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ؕ
اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا عَمِيْنَ ﴿٦٥﴾ ع ٨ ٦ ١٥

৬৫। কিন্তু তাহারা তাহাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিল, সুতরাং আমরা তাহাকে এবং তাহার সঙ্গে যাহারা নৌকায় ছিল, তাহাদিগকে উদ্ধার করিলাম এবং যাহারা আমাদের আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল তাহাদিগকে নিমজ্জিত করিলাম। নিশ্চয় তাহারা ছিল এক অন্ধ[৯৯৪] জাতি।

৮ [৬] ১৫

وَاِلٰى عَادٍ اَخَاهُمْ هُوْدًا ؕ قَالَ يٰقَوْمِ
اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ اَفَلَا
تَتَّقُوْنَ ﴿٦٦﴾

৬৬। এবং (আমরা) আদজাতির[৯৯৫] নিকট তাহাদের ভাই হূদকে[৯৯৬] (পাঠাইয়াছিলাম)। সে বলিল, 'হে আমার জাতি! তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন মা'বূদ নাই; তোমরা কি তাক্‌ওয়া অবলম্বন করিবে না?'

قَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖۤ اِنَّا
لَنَرٰىكَ فِيْ سَفَاهَةٍ وَّاِنَّا لَنَظُنُّكَ
مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ﴿٦٧﴾

৬৭। তাহার জাতির প্রধানগণ, যাহারা অস্বীকার করিয়াছিল, বলিল, 'নিশ্চয় আমরা তোমাকে নির্বুদ্ধিতায় নিপতিত দেখিতেছি এবং নিশ্চয় আমরা তোমাকে মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত মনে করি।'

قَالَ يٰقَوْمِ لَيْسَ بِيْ سَفَاهَةٌ وَّلٰكِنِّيْ
رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٦٨﴾

৬৮। সে বলিল, 'হে আমার জাতি! আমার মধ্যে কোন নির্বুদ্ধিতা নাই, বরং নিশ্চয় আমি জগতসমূহের প্রতিপালকের পক্ষ হইতে একজন রসূল;

اُبَلِّغُكُمْ رِسٰلٰتِ رَبِّيْ وَاَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ
اَمِيْنٌ ﴿٦٩﴾

৬৯। আমি তোমাদিগকে আমার প্রভুর পয়গামসমূহ পৌঁছাইতেছি, বস্তুতঃ আমি তোমাদের জন্য একজন বিশ্বস্ত হিতোপদেশদাতা।

اَوَعَجِبْتُمْ اَنْ جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ
عَلٰى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ ؕ وَاذْكُرُوْۤا
اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْۢ بَعْدِ قَوْمِ نُوْحٍ
وَّزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَصْۜطَةً ۚ فَاذْكُرُوْۤا

৭০। তোমরা কি এই কথায় বিস্ময় বোধ করিতেছ যে, তোমাদের প্রভুর পক্ষ হইতে তোমাদের নিকট তোমাদেরই মধ্য হইতে এক ব্যক্তির মাধ্যমে এক উপদেশবাণী আসিয়াছে, যেন সে তোমাদিগকে সতর্ক করে? এবং স্মরণ কর (সেই সময়কে) যখন তিনি নূহের জাতির পর তোমাদিগকে স্থলাভিষিক্ত করিয়াছেন[৯৯৭] এবং তোমাদিগকে দৈহিক শক্তিতে

৯৯৪। একবচনে "আমা" -এর বহুবচন হইল "আমীন" অর্থ- উভয় চক্ষে অন্ধ; মনের দিক হইতে অন্ধ; যে ভুল করে (লেইন)।

৯৯৫। বহুকাল পূর্বে 'আদ' নামীয় এক জাতি আরব দেশে বাস করিত। কোন এক সময়ে তাহারা বৃহত্তর আরবের অত্যন্ত উর্বর এলাকা সমূহ শাসন করিত—বিশেষভাবে ইয়েমেন, সিরিয়া এবং মেসোপটেমিয়ার অঞ্চলগুলি। তাহারাই সর্বপ্রথম জাতি, যাহারা কার্যতঃ প্রায় সমগ্র আরবদেশের উপর প্রভুত্ব করিত। তাহারা 'আদ-আল্-উলা' বা প্রথম 'আদ' নামে পরিচিত। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন ১৩২৩ টীকা।

৯৯৬। হযরত হূদ (আঃ) বংশপরম্পরায় হযরত নূহ (আঃ) হইতে সপ্তম পুরুষ ছিলেন।

৯৯৭। 'আদ' জাতি খুবই উন্নত এবং ক্ষমতাশালী ছিল।

سমৃদ্ধ[৯৯৭-ক] করিয়াছেন । অতএব, তোমরা আল্লাহ্‌র নেয়ামত সমূহকে স্মরণ কর, যেন তোমরা সফলকাম হও ।'

اَلَآءَ اللّٰهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۝٧٠

৭১ । তাহারা বলিল, 'তুমি কি আমাদের নিকট এই জন্য আসিয়াছ যেন আমরা কেবল এক আল্লাহ্‌র ইবাদত করি এবং আমাদের পিতৃ-পুরুষগণ যাহাদের উপাসনা করিত তাহাদিগকে পরিত্যাগ করি ? সুতরাং তুমি যে বিষয়ে আমাদিগকে ভয় দেখাইতেছ, যদি তুমি সত্যবাদী হইয়া থাক তাহা হইলে তুমি উহা আমাদের নিকট আন ।'

قَالُوْٓا اَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللّٰهَ وَحْدَهٗ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ اٰبَآؤُنَا ۚ فَاْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۝٧١

৭২ । সে বলিল, 'অবশ্যই তোমাদের উপর তোমাদের প্রভুর শাস্তি ও ক্রোধ পতিত হইয়াছে । তোমরা কি ঐ সকল নাম সম্বন্ধে আমার সহিত তর্ক কর, যেগুলি নামকরণ করিয়াছ তোমরা এবং তোমাদের পিতৃপুরুষগণ, অথচ আল্লাহ্ উহাদের পক্ষে কোন দলীল নাযেল করেন নাই; অতএব, তোমরা অপেক্ষা কর এবং নিশ্চয় আমিও তোমাদের সহিত অপেক্ষাকারীদের অন্তর্ভুক্ত ।'

قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَّغَضَبٌ ۭ اَتُجَادِلُوْنَنِيْ فِيْٓ اَسْمَاۗءٍ سَمَّيْتُمُوْهَآ اَنْتُمْ وَاٰبَاۗؤُكُمْ مَّا نَزَّلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ ۭ فَانْتَظِرُوْٓا اِنِّىْ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ ۝٧١

৭৩ । অবশেষে আমরা তাহাকে ও তাহার সঙ্গীগণকে আপন অনুগ্রহে উদ্ধার করিলাম এবং যাহারা আমাদের আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল এবং মো'মেন ছিল না,আমরা তাহাদের মূল শিকড় পর্যন্ত কাটিয়া দিলাম ।

فَاَنْجَيْنٰهُ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَمَا كَانُوْا مُؤْمِنِيْنَ ۝٧٢ ع

৭৪ । এবং আমরা সামূদ[৯৯৮] জাতির নিকট তাহাদের ভাই সালেহ্‌কে[৯৯৯] (পাঠাইয়াছিলাম)। সে বলিল, 'হে আমার জাতি ! তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন মা'বূদ নাই, নিশ্চয় তোমাদের নিকট তোমাদের প্রভুর পক্ষ হইতে এক সুস্পষ্ট প্রমাণ আসিয়াছে—ইহা আল্লাহ্‌র উষ্ট্রী,[১০০০]

وَاِلٰى ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ صٰلِحًا ۘ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ۭ قَدْ جَاۗءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ ۭ هٰذِهٖ نَاقَةُ

৯৯৭-ক । এই শব্দের মর্ম এইরূপও হয় যে, তিনি (আল্লাহ্) তোমাদের উত্তরসূরীকে বৃদ্ধি করিয়াছিলেন ।

৯৯৮ । আরব দেশের পশ্চিমাঞ্চলে 'সামূদ' জাতি বসবাস করিত; তাহারা আদন (এডেন) হইতে উত্তর দিকে সিরিয়া (শ্যাম) পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল । হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর সময়ের কিছু কাল পূর্ব পর্যন্ত তাহারা বসবাস করিত । 'আদ' রাজ্যের পার্শ্ববর্তী এলাকা তাহাদের অধিকারে ছিল, কিন্তু তাহারা প্রধানতঃ পাহাড়ে বসবাস করিত ।

৯৯৯ । হযরত হূদ (আঃ)-এর পরে হযরত সালেহ (আঃ)-এর আবির্ভাব,এবং সম্ভবতঃ তিনি হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ)-এর সমসাময়িক নবী ছিলেন ।

১০০০ । সেই এলাকায় উষ্ট্রই ছিল ভ্রমণ বা যাতায়াতের জন্য প্রধান বাহন এবং হযরত সালেহ (আঃ) তাঁহার উটনীর পিঠে চড়িয়াই এক স্থান হইতে অন্য স্থানে ভ্রমণ করিয়া তাঁহার বাণী প্রচার করিতেন। এই উটনীর গতি পথে চলাফেরায় বাধা সৃষ্টি বা উহার কোনও ক্ষতি সাধন সেই কাজের বিরুদ্ধে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির শামিল যে কাজের দায়িত্ব আল্লাহ্‌তা'লা হযরত সালেহ (আঃ)-এর উপর অপর্ণ করিয়াছিলেন । উটনীর মধ্যে নিজস্ব অস্বাভাবিক বা লক্ষণীয় কিছুই ছিল না । ইহা একটি সাধারণ প্রাণীই ছিল । উহার প্রতি যে পবিত্রতা বা অলংঘনীয়তা আরোপিত হইয়াছিল তাহা শুধু এই জন্য যে, আল্লাহ্‌তা'লা তাঁহার প্রেরিত নবী সালেহ (আঃ)-এর পবিত্র ধার্মিকতা ও তাঁহার অলংঘনীয়তার প্রতীক এবং

اللّٰهِ لَكُمْ اٰيَةً فَذَرُوْهَا تَاْكُلْ فِيْٓ اَرْضِ اللّٰهِ وَلَا تَمَسُّوْهَا بِسُوْٓءٍ فَيَاْخُذَكُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٧٣﴾

তোমাদের জন্য একটি নিদর্শন; সুতরাং তোমরা ইহাকে ছাড়িয়া দাও যেন আল্লাহ্‌র যমীনে[১০০১] ইহা চরিয়া বেড়ায় এবং ইহাকে কোন কষ্ট দিও না, অন্যথায় যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তোমাদিগকে ধৃত করিবে;

وَاذْكُرُوْٓا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْۢ بَعْدِ عَادٍ وَّبَوَّاَكُمْ فِى الْاَرْضِ تَتَّخِذُوْنَ مِنْ سُهُوْلِهَا قُصُوْرًا وَّتَنْحِتُوْنَ الْجِبَالَ بُيُوْتًا ۚ فَاذْكُرُوْٓا اٰلَآءَ اللّٰهِ وَلَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ﴿٧٤﴾

৭৫। এবং (সেই সময়কে) স্মরণ কর যখন তিনি আ'দ জাতির পর তোমাদিগকে স্থলাভিষিক্ত করিলেন এবং তোমাদিগকে পৃথিবীতে এমন ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিলেন যে, তোমরা উহার সমতল ভূমিতে প্রাসাদসমূহ নির্মাণ করিতে এবং পাহাড়সমূহকে খনন[১০০২] করিয়া বাসগৃহ নির্মাণ করিতে। সুতরাং তোমরা স্মরণ কর আল্লাহ্‌র নেয়ামতসমূহ এবং বিশৃঙ্খলাকারী হইয়া পৃথিবীতে বিভেদ সৃষ্টি করিও না।'

قَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ لِلَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا لِمَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ اَتَعْلَمُوْنَ اَنَّ صٰلِحًا مُّرْسَلٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ۭ قَالُوْٓا اِنَّا بِمَآ اُرْسِلَ بِهٖ مُؤْمِنُوْنَ ﴿٧٥﴾

৭৬। তাহার জাতির ঐসকল প্রধানগণ[১০০৩] যাহারা অহংকার করিয়াছিল ঐসকল লোককে বলিল, যাহারা দুর্বল বলিয়া গণ্য হইত—যাহারা তাহাদের মধ্য হইতে ঈমান আনিয়াছিল—'তোমরা কি জান যে সালেহ্ তাহার প্রভুর পক্ষ হইতে রসূল ?' তাহারা বলিল, 'নিশ্চয় ,সে যাহা লইয়া প্রেরিত হইয়াছে উহাতে আমরা ঈমান আনিয়াছি।'

قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْٓا اِنَّا بِالَّذِيْٓ اٰمَنْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ ﴿٧٦﴾

৭৭। যাহারা অহংকার করিয়াছিল, তাহারা বলিল, 'যাহার উপর তোমরা ঈমান আনিয়াছ, আমরা নিশ্চয় উহাকে অস্বীকার করি।'

فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ اَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوْا يٰصٰلِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ اِنْ كُنْتَ

৭৮। অতঃপর, তাহারা উষ্ট্রীর হাঁটুর তন্ত্রী কাটিয়া দিল এবং তাহাদের প্রভুর আদেশের অবাধ্যতা করিল এবং বলিল, 'হে সালেহ্ ! যদি তুমি রসূলদের অন্তর্গত হইয়া থাক তাহা হইলে

নিদর্শন স্বরূপ উট্‌নীকে পূর্বাহ্নেই ঘোষণা করিয়াছিলেন। অতএব, এই উট্‌নীর কোন অনিষ্ট সাধন করা হযরত সালেহ (আঃ) নিজের অর্থাৎ আল্লাহ্‌র নবীর ক্ষতি সাধন করা এবং তাঁহার মিশনের বিরুদ্ধাচরণ করারই শামিল ছিল।

১০০১। ইহার অর্থ এই নহে যে, উহাকে (উট্‌নীকে) যে কোন জমিতে চরিয়া খাইতে দেওয়া হউক। ইহার মর্মার্থ এই যে, উট্‌নীর যাতায়াতে কোন বাধা সৃষ্টি না করা এবং হযরত সালেহ (আঃ) যেখানেই যাইতে চাহিবেন সেই স্থানে যাওয়ার জন্য উট্‌নীকে স্বাধীনভাবে ছাড়িয়া দেওয়া বুঝায়। আল্লাহ্‌র নবী সালেহ (আঃ) কর্তৃক তাঁহার উট্‌নীর অবাধ গতিবিধি সম্পর্কে ঘোষণা আরবে প্রাচীন বলিয়া সম্মানিত প্রথার সঙ্গেও সামঞ্জস্যপূর্ণ।

১০০২। 'তোমরা পাহাড়সমূহকে খনন করিয়া বাসগৃহ নির্মাণ করিতে' এই কথাগুলি যখন উক্ত জাতির শীতকালীন আবাস স্থলের প্রতি ইংগিত করিতেছে, একই সময়ে 'পাহাড় কাটিয়া তোমরা বাসগৃহ সমূহ নির্মাণ করিতে' শব্দগুলি পর্বতাঞ্চলে তাহাদের গ্রীষ্মাবাসের প্রতি পরোক্ষ উল্লেখ। 'সামূদ' খুব অধ্যবসায়ী, দক্ষ ও তৎপর, সম্পদশালী এবং কৃষ্টিবান সভ্য জাতি ছিল। তাহাদের সময়ের মাপকাঠিতে তাহারা বিলাসবহুল ও আরাম-আয়াশ-পূর্ণ জীবন যাপন করিত—গ্রীষ্মকালে পাহাড়ে এবং শীতকালে সমতল ভূমিতে বসবাস করিত।

১০০৩। "মালা আহ" অর্থ- সে ইহা পূর্ণ করিয়াছিল। "মালা আল্ কওম" অর্থ জাতির প্রধানগণ,উহাদের সম্পদশালী ব্যক্তিগণ (আকরাব)। তাহারা এইরূপ আখ্যায়িত হওয়ার কারণ হইল এই যে, তাহাদের উপস্থিতি দ্বারা সভা-সমাবেশ পূর্ণ হইয়াছে বলিয়া মনে করা হয়।

مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٧٨﴾

তুমি আমাদের উপর উহা আনয়ন কর যে সম্বন্ধে তুমি আমাদিগকে ভয় দেখাইতেছ ।'

فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَاَصْبَحُوْا فِىْ دَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ ﴿٧٩﴾

৭৯ । অতঃপর, এক ভূমিকম্প তাহাদিগকে ধৃত করিল, ফলে তাহারা তাহাদের গৃহে উপুড় হইয়া পড়িয়া রহিল ।

فَتَوَلّٰى عَنْهُمْ وَقَالَ يٰقَوْمِ لَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّىْ وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلٰكِنْ لَّا تُحِبُّوْنَ النّٰصِحِيْنَ ﴿٨٠﴾

৮০ । তখন সে (সালেহ্) তাহাদের নিকট হইতে মুখ ফিরাইয়া লইল এবং বলিল, 'হে আমার জাতি ! অবশ্যই আমি তোমাদিগকে আমার প্রভুর বাণী পৌঁছাইয়াছি এবং তোমাদিগকে হিতোপদেশ দিয়াছি, কিন্তু তোমরা হিতোপদেষ্টাগণকে পসন্দ কর না ।' [১০০৪]

وَلُوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖٓ اَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٨١﴾

৮১ । এবং (আমরা পাঠাইয়াছিলাম) লূতকেও,[১০০৫] যখন সে তাহার জাতিকে বলিল, 'তোমরা কি এমন নির্লজ্জ কাজ [১০০৬] করিতেছ, যাহা তোমাদের পূর্বে জগদ্বাসীর মধ্যে কেহই করে নাই ?

اِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُوْنِ النِّسَآءِ ؕ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ ﴿٨٢﴾

৮২ । তোমরাই স্ত্রীলোকদের পরিবর্তে কাম-বাসনায় পুরুষদের নিকট গমন কর । বরং তোমরা এক সীমালংঘনকারী জাতি ।

وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖٓ اِلَّآ اَنْ قَالُوْٓا اَخْرِجُوْهُمْ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ ۚ اِنَّهُمْ اُنَاسٌ يَّتَطَهَّرُوْنَ ﴿٨٣﴾

৮৩ । তখন ইহা ছাড়া তাহার জাতির আর কোন উত্তর ছিল না যে, তাহারা (লোকদিগকে) বলিল, 'তোমরা তোমাদের শহর হইতে তাহাদিগকে বাহির করিয়া দাও, কেননা তাহারা এমন লোক যে, নিজেদের পবিত্রতার বড়াই করিতেছে ।' [১০০৭]

فَاَنْجَيْنٰهُ وَاَهْلَهٗٓ اِلَّا امْرَاَتَهٗ ۖ كَانَتْ مِنَ الْغٰبِرِيْنَ ﴿٨٤﴾

৮৪ । সুতরাং আমরা তাহাকে এবং তাহার পরিবারবর্গকে উদ্ধার করিলাম—কেবল তাহার স্ত্রী ব্যতীত, কারণ সে পশ্চাতে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল ।

১০০৪ । হযরত সালেহ (আঃ) করুণ দৃশ্য সহ্য করিতে না পারিয়া উপদ্রুত শহরটিকে পরিত্যাগ করিলেন । তিনি এই আয়াতে উল্লেখিত বিষাদময় শব্দগুলি বেদনা ভারাক্রান্ত হৃদয়ে উচ্চারণ করিতেছিলেন, যেভাবে ইসলামের পবিত্র নবী করীম (সাঃ) বদর প্রান্তরে বলিয়াছিলেন ।

১০০৫ । হযরত লূত (আঃ) হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর ভ্রাতুষ্পুত্র এবং তাঁহার সমসাময়িক ছিলেন (আদি পুস্তক- ১১ঃ২৭,৩১)

১০০৬ । উক্তিটির অন্তর্নিহিত তাৎপর্য হইতেছে যে, উহা এক প্রকার নূতন ধরণের কুপ্রবৃত্তি বা পাপাচার ছিল, যাহা পূর্বে অজানা ছিল । অথবা উহার অধিকাংশই সেই সময়ের মধ্যে সংঘটিত হইয়াছিল যাহার কোন উপমা অতীতে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না ।

১০০৭ । লূত (আঃ)-এর বিরোধী লোকেরা তাঁহার অনুসারী লোকগণকে উপহাস করিয়া বলিত যে, তাহারা এমন দেখায় যে, তাহারা খুবই সাধু ও পবিত্র লোক ।

وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَّطَرًا ۚ فَانْظُرْ كَيْفَ
كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِيْنَ ﴿٨٥﴾

৮৫। আমরা তাহাদের উপর এক প্রবল (শিলা-) বৃষ্টি[১০০৮] বর্ষণ করিলাম; অতএব দেখ, অপরাধীদের পরিণাম কি হইয়াছিল।[১০০৯]

১০ [১২] ১৭

وَاِلٰى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۚ قَالَ يٰقَوْمِ
اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ۚ قَدْ
جَآءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ فَاَوْفُوا
الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ
اَشْيَآءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ بَعْدَ
اِصْلَاحِهَا ۚ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ
مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٨٦﴾

৮৬। এবং মিদিয়ান[১০১০] বাসীদের নিকট (পাঠাইয়াছিলাম) তাহাদের ভাই শোআয়বকে।[১০১১] সে বলিল, 'হে আমার জাতি ! তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন মা'বূদ নাই। অবশ্যই তোমাদের নিকট তোমাদের প্রভুর পক্ষ হইতে এক স্পষ্ট নিদর্শন আসিয়াছে। সুতরাং তোমরা মাপ এবং ওজন পুরা দাও এবং লোকদিগকে তাহাদের জিনিষপত্র কম দিও না এবং পৃথিবীতে উহার সংশোধনের পর বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিও না; ইহা তোমাদের জন্য উৎকৃষ্টতর, যদি তোমরা মো'মেন হইয়া থাক;

وَلَا تَقْعُدُوْا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوْعِدُوْنَ
وَتَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِهٖ
وَتَبْغُوْنَهَا عِوَجًا ۚ وَاذْكُرُوْٓا اِذْ كُنْتُمْ
قَلِيْلًا فَكَثَّرَكُمْ ۖ وَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ
عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿٨٧﴾

৮৭। এবং তোমরা রাস্তায় রাস্তায় (এই উদ্দেশ্যে) বসিয়া থাকিও না যাহাতে তোমরা তাহাদিগকে ভয় দেখাও এবং আল্লাহ্‌র পথ হইতে নিবৃত্ত রাখ যাহারা তাঁহার উপর ঈমান আনে, এবং উহাকে বক্র করার চেষ্টা কর। এবং স্মরণ কর যখন তোমরা স্বল্প ছিলে, অতঃপর তিনি তোমাদিগকে অধিক সংখ্যায় বৃদ্ধি করিলেন।[১০১২] এবং লক্ষ্য কর, বিশৃঙ্খলাকারীদের পরিণাম কি হইয়াছিল !

১০০৮। প্রচণ্ড ভূমিকম্পে প্রায়শঃ এরূপ ঘটে যে, পাথর কুচি ও শীলাখণ্ডের বিস্ফোরণ ঘটিয়া উপরে উত্থিত হইয়া আবার ভূমিতে পতিত হয়। এইরূপে পম্পাইতে ভূমিকম্প হইয়াছিল এবং ভারতের কাংড়াতেও ১৯০৫ খৃঃ ঘটিয়াছিল।

১০০৯। কাহারো কাহারো মতে ধ্বংসপ্রাপ্ত নগরীসমূহের স্থান মৃত-সাগরের (Dead Sea) চারিপার্শ্বে অবস্থিত। কুরআন করীম ইহাকে মদিনা হইতে সিরিয়া যাওয়ার পথে অবস্থিত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছে (১৫ঃ৮০) বলিয়া মনে হয়।

১০১০। মিদিয়ান হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ)-এর পুত্র, কতুরার গর্ভজাত (আদি পুস্তক-২৫ঃ১-২)। তাঁহার বংশধরগণ হেজায্-এর উত্তরাঞ্চলে বসতি স্থাপন করিয়াছিল। আরবের উপকূলবর্তী সিনাই-এর অপরদিকে লোহিত সাগরের তীরে অবস্থিত এক শহরের নামও মিদিয়ান ছিল। শহরটি এই নামে পরিচিত হওয়ার কারণ ইহাই ছিল যে, উহার অধিবাসীরা মিদিয়ানের পরবর্তী বংশধর ছিল। সাগর কূলের নিকটতম হওয়ার কারণে কেহ কেহ ইহাকে সমুদ্র বন্দর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছে। 'আকাবা উপসাগর হইতে ইহার দূরত্ব মাত্র আট মাইল। অন্যেরা কেহ কেহ ইহাকে অভ্যন্তরস্থ শহর বলিয়াছে। হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর বংশধরের এক বৃহৎ জনগোষ্ঠি মিদিয়ানের অধিবাসী ছিল। হযরত শুয়াইব (আঃ) এবং আঁ- হযরত (সাঃ) এর মধ্যে কিছু সাদৃশ্য ছিল, যেমন উভয়েই নিজ জন্মভূমি ছাড়িয়া অন্য শহরে চলিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন, হযরত শুয়াইব গিয়াছিলেন মিদিয়ানে এবং নবী করীম (সাঃ) মদীনায়।

১০১১। হযরত শোআয়ব নামে এক অ-ইসরাঈলীয় নবী হযরত মূসা (আঃ)-এর পূর্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি হযরত মূসা (আঃ) -এর শ্বশুর ছিলেন বলিয়া মনে করা হয়, যদিও বাইবেলে তাহার নাম উল্লেখ নাই। বাইবেলের মতে হযরত মূসা (আঃ)-এর শ্বশুরের নাম ছিল যিথ্রো, তাহাকে নবী বলা হয় নাই। কুরআন বলে হযরত শুয়াইব (আঃ)-এর পরে হযরত মূসা (আঃ) -এর আবির্ভাব, অতএব তাঁহারা সমসাময়িক নহেন (৭ঃ১০৪)। এই আয়াতে হযরত শোআয়বকে যেহেতু মিদিয়ানের "ভাই" বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, সেহেতু নিশ্চিত ভাবেই অনুমান করা যায় যে, তিনি (শোআয়ব) হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ) -এর বংশধরগণের মধ্যে ছিলেন — কেননা মিদিয়ান ছিল হযরত ইব্‌রাহীমের কৃতদাসী ও স্ত্রী কতুরার গর্ভজাত পুত্র।

১০১২। কৃতদাসী পত্নী ছিল বলিয়া কতুরার গর্ভজাত হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ)-এর সন্তানদিগকে ইসরাঈলীরা এবং ইসমাঈলীরা উভয়েই

وَاِنْ كَانَ طَآئِفَةٌ مِّنْكُمْ اٰمَنُوْا بِالَّذِیْۤ اُرْسِلْتُ بِهٖ وَطَآئِفَةٌ لَّمْ یُؤْمِنُوْا فَاصْبِرُوْا حَتّٰی یَحْكُمَ اللّٰهُ بَیْنَنَا ۚ وَهُوَ خَیْرُ الْحٰكِمِیْنَ ﴿۸۷﴾

৮৮। এবং তোমাদের মধ্য হইতে যদি কোন দল এরূপ থাকে, যাহারা উহার উপর ঈমান আনিয়াছে, যাহা দিয়া আমি প্রেরিত হইয়াছি এবং কোন দল এমন থাকে যাহারা ঈমান আনে নাই, তাহা হইলে ধৈর্য ধারণ কর যে পর্যন্ত না আল্লাহ্ আমাদের মধ্যে মীমাংসা করিয়া দেন। এবং তিনিই সর্বোত্তম মীমাংসাকারী।

قَالَ الْمَلَاُ الَّذِیْنَ اسْتَكْبَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ لَنُخْرِجَنَّكَ یٰشُعَیْبُ وَالَّذِیْنَ اٰمَنُوْا مَعَكَ مِنْ قَرْیَتِنَاۤ اَوْ لَتَعُوْدُنَّ فِیْ مِلَّتِنَا ؕ قَالَ اَوَلَوْ كُنَّا كٰرِهِیْنَ ﴿۸۸﴾

৮৯। তাহার জাতির প্রধান ব্যক্তিবর্গ যাহারা অহংকার করিত, বলিল, 'হে শোআয়ব! অবশ্যই আমরা তোমাকে এবং ঐ সকল লোককে যাহারা তোমার সহিত ঈমান আনিয়াছে, আমাদের শহর হইতে বাহির করিয়া দিব অথবা তোমরা আমাদের ধর্মে ফিরিয়া আসিবে।' সে বলিল, যদি আমরা অপসন্দ করি, তবু ও কি? [১০১৩]

قَدِ افْتَرَیْنَا عَلَی اللّٰهِ كَذِبًا اِنْ عُدْنَا فِیْ مِلَّتِكُمْ بَعْدَ اِذْ نَجّٰىنَا اللّٰهُ مِنْهَا ؕ وَمَا یَكُوْنُ لَنَاۤ اَنْ نَّعُوْدَ فِیْهَاۤ اِلَّاۤ اَنْ یَّشَآءَ اللّٰهُ رَبُّنَا ؕ وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَیْءٍ عِلْمًا ؕ عَلَی اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا ؕ رَبَّنَا افْتَحْ بَیْنَنَا وَبَیْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَاَنْتَ خَیْرُ الْفٰتِحِیْنَ ﴿۸۹﴾

৯০। যদি আমরা তোমাদের ধর্মে ফিরিয়া যাই, ইহার পরও যে, আল্লাহ্ আমাদিগকে উহা হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, তাহা হইলে (ইহার অর্থ হইবে যে,) আমরা আল্লাহ্র নামে মিথ্যা রচনা করিয়াছিলাম। এবং আমাদের প্রভু আল্লাহ্র ইচ্ছা ব্যতীত উহাতে ফিরিয়া যাওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নহে, আমাদের প্রভু সকল বস্তুকে জ্ঞান দ্বারা পরিবেষ্টন করিয়া আছেন। আল্লাহ্র উপরই আমরা নির্ভর করি। (সুতরাং)'হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদের এবং আমাদের জাতির মধ্যে যথাযথভাবে মীমাংসা করিয়া দাও, কেননা তুমি উত্তম মীমাংসাকারী।'

وَقَالَ الْمَلَاُ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَیْبًا اِنَّكُمْ اِذًا لَّخٰسِرُوْنَ ﴿۹۰﴾

৯১। এবং তাহার জাতির প্রধান ব্যক্তিবর্গ যাহারা অস্বীকার করিয়াছিল, বলিল, 'যদি তোমরা শোআয়্বকে অনুসরণ কর, তাহা হইলে নিশ্চয় তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।'

فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَاَصْبَحُوْا فِیْ دَارِهِمْ جٰثِمِیْنَ ﴿۹۱﴾

৯২। অতঃপর, এক ভূমিকম্প তাহাদিগকে ধৃত করিল, ফলে তাহারা তাহাদের গৃহে উপুড় হইয়া পড়িয়া রহিল;

অবজ্ঞার চক্ষে দেখিত। দুর্বল এবং ঘৃণ্য রূপে তাহাদিগকে তুচ্ছ জ্ঞান করা হইত, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা তাহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করিলেন এবং তাহাদিগকে সম্পদ ও শক্তি দান করিলেন।

১০১৩। এই উক্তি দ্বারা বুঝা যায় যে, যুগ যুগ ধরিয়া সমাজের ভাল এবং বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা, বিবেক সম্বন্ধীয় ব্যাপারে শক্তি প্রয়োগ যে অনুচিত, তাহা বিশ্বাস করিয়াছে।

الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا شُعَيْبًا كَاَنْ لَّمْ يَغْنَوْا فِيْهَا ۚ اَلَّذِيْنَ كَذَّبُوْا شُعَيْبًا كَانُوْا هُمُ الْخٰسِرِيْنَ ﴿٩٢﴾

৯৩। যাহারা শোআয়্বকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল তাহারা যেন কখনও সেখানে বাস করে নাই। যাহারা শোআয়্বকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখান করিয়াছিল তাহারাই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল।

فَتَوَلّٰى عَنْهُمْ وَقَالَ يٰقَوْمِ لَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ رِسٰلٰتِ رَبِّيْ وَنَصَحْتُ لَكُمْ ۚ فَكَيْفَ اٰسٰى عَلٰى قَوْمٍ كٰفِرِيْنَ ﴿٩٣﴾ ع ۱۱ [۹] ۱

৯৪। তখন সে তাহাদের দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া লইল এবং বলিল, 'হে আমার জাতি ! অবশ্যই আমি তোমাদিগকে আমার প্রভুর বাণী পৌঁছাইয়া দিয়াছিলাম এবং তোমাদিগকে হিতোপদেশ দিয়াছিলাম। অতএব, এখন আমি কিরূপে কাফের জাতির জন্য দুঃখ করিব।' [১০১৪]

وَمَآ اَرْسَلْنَا فِيْ قَرْيَةٍ مِّنْ نَّبِيٍّ اِلَّآ اَخَذْنَآ اَهْلَهَا بِالْبَاْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُوْنَ ﴿٩٤﴾

৯৫। এবং আমরা কখনও এমন কোন জনপদে কোন নবী পাঠাই নাই যাহার অধিবাসীদিগকে আমরা অভাব-অনটন ও দুঃখ-কষ্ট দ্বারা ধৃত করিনাই যেন তাহারা বিনয়াবনত[১০১৫] হয়।

ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتّٰى عَفَوْا وَّقَالُوْا قَدْ مَسَّ اٰبَآءَنَا الضَّرَّآءُ وَالسَّرَّآءُ فَاَخَذْنٰهُمْ بَغْتَةً وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿٩٥﴾

৯৬। অতঃপর, আমরা (তাহাদের) মন্দ অবস্থাকে ভাল অবস্থায় বদলাইয়াছিলাম, যে পর্যন্ত না তাহারা (ধনে-জনে) বাড়িয়া গিয়াছিল; তখন তাহারা বলিতে লাগিল, 'আমাদের পিতৃ-পুরুষগণের উপর দুঃখ ও সুখ আসিত (আমাদের জন্য ইহা নূতন নহে)। অতএব, অকস্মাৎ আমরা তাহাদিগকে এমতাবস্থায় ধৃত করিলাম যে তাহারা বুঝিতেও পারে নাই।

وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرٰٓى اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكٰتٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ وَلٰكِنْ كَذَّبُوْا فَاَخَذْنٰهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿٩٦﴾

৯৭। এবং যদি সেই সকল শহরের অধিবাসীরা ঈমান আনিত এবং তাক্ওয়া অবলম্বন করিত তাহা হইলে আমরা নিশ্চয় তাহাদের উপর আকাশ ও পৃথিবীর বরকতের দুয়ার খুলিয়া দিতাম, কিন্তু তাহারা (নবীগণকে) মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিল, সুতরাং তাহারা যাহা অর্জন করিয়া আসিতেছিল উহার জন্য আমরা তাহাদিগকে ধৃত করিলাম।

اَفَاَمِنَ اَهْلُ الْقُرٰٓى اَنْ يَّاْتِيَهُمْ بَاْسُنَا بَيَاتًا وَّهُمْ نَآئِمُوْنَ ﴿٩٧﴾

৯৮। এই সকল শহরের অধিবাসীরা কি এই বিষয়ে নিরাপদ হইয়া গিয়াছে যে, তাহাদের উপর আমাদের শাস্তি রাত্রিকালেও আসিতে পারে যখন তাহারা ঘুমন্ত থাকিবে ?

১০১৪। এই কথাগুলি অত্যন্ত মর্মবিদারক। প্রত্যেক সত্য নবীর মতই হযরত শোআয়্ব (আঃ)-ও তাঁহার জাতির জন্য তীব্র শোক ও কঠিন মর্মপীড়া অনুভব করিয়াছিলেন।

১০১৫। ইহা আল্লাহ্তা'লার সুন্নত অর্থাৎ অমোঘ নিয়ম, যাহা আল্লাহ্তা'লার কোন নবী আবির্ভূত হইলে অপরিবর্তনীয়ভাবে কার্যকর হইয়া থাকে, প্রত্যেক নবীর আবির্ভাবের সংঙ্গে বিভিন্ন প্রকারের দুঃখ-কষ্ট এবং দৈবদুর্যোগ অত্যন্ত বেশী পরিমাণে পতিত হইতে থাকে, যাহার উদ্দেশ্য মানুষের জ্ঞান-চক্ষু খুলিয়া দেওয়া।

اَوَاَمِنَ اَهْلُ الْقُرٰٓى اَنْ يَّاْتِيَهُمْ بَاْسُنَا ضُحًى وَّهُمْ يَلْعَبُوْنَ ﴿٩٨﴾

৯৯। অথবা এই সকল শহরের[১০১৬] অধিবাসীরা কি এই বিষয়ে নিরাপদ হইয়াছে যে, তাহাদের উপর আমাদের শাস্তি পূর্বাহ্নেও আসিতে পারে যখন তাহারা খেলা-ধূলায় মত্ত থাকিবে ?

اَفَاَمِنُوْا مَكْرَ اللّٰهِ ۚ فَلَا يَاْمَنُ مَكْرَ اللّٰهِ ع ۱۲ [৬] ۲ اِلَّا الْقَوْمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿٩٩﴾

১০০। তাহারা কি আল্লাহ্‌র পরিকল্পনা হইতে নিরাপদ হইয়া গিয়াছে ? সমরণ রাখ, আল্লাহ্‌র পরিকল্পনা হইতে ক্ষতিগ্রস্ত জাতি ব্যতিরেকে কেহ নিজদিগকে নিরাপদ মনে করে না।

اَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ الْاَرْضَ مِنْۢ بَعْدِ اَهْلِهَآ اَنْ لَّوْ نَشَآءُ اَصَبْنٰهُمْ بِذُنُوْبِهِمْ ۚ وَنَطْبَعُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُوْنَ ﴿١٠٠﴾

১০১। যাহারা (বংশানুক্রমে) ভূমির উত্তরাধিকারী হইয়াছে উহার (পূর্ব) অধিবাসীদের পরে, তাহাদিগকে কি ইহা হেদায়াত দেয় নাই যে, আমরা চাহিলে তাহাদের পাপসমূহের জন্য তাহাদিগকেও শাস্তি দিতে পারি এবং তাহাদের হৃদয়ের উপর মোহরও মারিয়া দিতে পারি, ফলে তাহারা (হেদায়াতের কথা) শুনিবে না।

تِلْكَ الْقُرٰى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْۢبَآئِهَا ۚ وَلَقَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ ۚ فَمَا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْا بِمَا كَذَّبُوْا مِنْ قَبْلُ ؕ كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿١٠١﴾

১০২। এইগুলি হইল ঐ সকল জনপদ, যাহাদের বৃত্তান্ত হইতে কতকাংশ আমরা তোমার নিকট বর্ননা করিয়াছি[১০১৭] এবং অবশ্যই তাহাদের নিকট তাহাদের রসূলগণ সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলীসহ আসিয়াছিল। কিন্তু তাহারা ঈমান আনয়ন করার মত লোক ছিল না—যেহেতু তাহারা ইতিপূর্বে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল। আল্লাহ্ এইভাবে কাফেরদের হৃদয়ের উপর মোহর মারিয়া দেন।[১০১৮]

وَمَا وَجَدْنَا لِاَكْثَرِهِمْ مِّنْ عَهْدٍ ۚ وَاِنْ وَّجَدْنَآ اَكْثَرَهُمْ لَفٰسِقِيْنَ ﴿١٠٢﴾

১০৩। আমরা তাহাদের অধিকাংশকে অঙ্গীকারে (পালনকারী) পাই নাই, বরং তাহাদের অধিকাংশকেই আমরা দুষ্কৃতিপরায়ণ পাইয়াছি।

১০১৬। "এই সকল শহর" শব্দ দ্বারা মক্কানগরী এবং হেযাজের পার্শ্ববর্তী শহরগুলিকে বুঝাইতেছে। ইহার ব্যাখ্যা হইল, "মক্কা প্রভৃতি শহরের লোকেরা কি আদ, সামূদ, লূত-এর জাতি এবং শোআয়বের জাতির পরিণতি হইতে শিক্ষা গ্রহণ করে না ?"

১০১৭। কুরআন করীম অতীত জাতিগুলির শুধু সংশ্লিষ্ট অংশ সমূহ ছাড়া সম্পূর্ণ ইতিহাস বর্ণনা করে নাই। এতদসত্ত্বেও ইতিহাসের কোন পুস্তক 'আদ' ও 'সামূদ' জাতি সম্বন্ধে কুরআন অপেক্ষা বেশী নির্ভরযোগ্য তথ্য বহন করে না। ইতিহাসের ছাত্ররা স্বীকার করিয়াছে যে, প্রাচীন জাতিগুলি সম্পর্কে কুরআন শরীফ যে সকল তথ্য প্রকাশ করিয়াছে উহাই একমাত্র বিশ্বাসযোগ্য ও প্রমাণসিদ্ধ বিষয় যাহা তাহাদের নিকট রহিয়াছে এবং যেসব প্রাচীন জাতিগুলি সম্পর্কে অন্যান্য সব কেচ্ছা-কাহিনী প্রচলিত রহিয়াছে সেগুলি সমস্তই পৌরাণিক উপকথা।

১০১৮। যখন অবিশ্বাসীরা আল্লাহ্-প্রদত্ত বিচার-বুদ্ধি ও যুক্তির শক্তিকে কাজে লাগাইতে অস্বীকার করে, তখন তাহাদের হৃদয়ে মোহর করিয়া দেওয়া হয়।

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْۢ بَعْدِهِمْ مُّوْسٰى بِاٰيٰتِنَاۤ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَا۟ئِهٖ فَظَلَمُوْا بِهَا ۚ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿١٠٣﴾

১০৪ । অতঃপর, তাহাদের পরে[১০১৯] আমরা মূসাকে আমাদের নিদর্শনাবলীসহ ফেরাউন এবং তাহার নেতৃবর্গের নিকট পাঠাইয়াছিলাম, কিন্তু তাহারা উহাদের প্রতি অন্যায় আচরণ করিল।[১০২০] অতএব দেখ, বিশৃঙ্খলাকারীদের পরিণাম কি হইয়াছিল !

وَقَالَ مُوْسٰى يٰفِرْعَوْنُ اِنِّىْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٠٤﴾

১০৫ । এবং মূসা বলিল, 'হে ফেরাউন ! নিশ্চয় আমি সকল জগতের প্রতিপালকের নিকট হইতে প্রেরিত রসূল;

حَقِيْقٌ عَلٰٓى اَنْ لَّاۤ اَقُوْلَ عَلَى اللّٰهِ اِلَّا الْحَقَّ ۭ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ فَاَرْسِلْ مَعِىَ بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ ﴿١٠٥﴾

১০৬ । ইহাই ন্যায়-সঙ্গত[১০২১] যে, আল্লাহ্ সম্বন্ধে সত্য ব্যতীত আমি যেন কোন কিছু না বলি । আমি তোমাদের প্রভুর পক্ষ হইতেই এক সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ তোমাদের নিকট আসিয়াছি। অতএব, তুমি বনী ইস্রাঈলকে আমার সঙ্গে যাইতে দাও ।[১০২২]

قَالَ اِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِاٰيَةٍ فَاْتِ بِهَآ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿١٠٦﴾

১০৭ । সে (ফেরাউন) বলিল, 'তুমি যদি কোন নিদর্শন আনিয়া থাক তাহা হইলে উহা পেশ কর, যদি তুমি সত্যবাদী হও ।'

فَاَلْقٰى عَصَاهُ فَاِذَا هِىَ ثُعْبَانٌ مُّبِيْنٌ ﴿١٠٧﴾

১০৮ । সুতরাং সে তাহার লাঠি নিক্ষেপ করিল, এবং কি আশ্চর্য ! নিমিষে উহা এক স্পষ্ট অজগর রূপে পরিদৃষ্ট হইল ।[১০২৩]

১০১৯ । "তাহাদের পরে" শব্দদ্বয় জনসাধারণ্যে প্রচলিত যে ধারণা হযরত শোআয়ব মূসা (আঃ) -এর সমসাময়িক এবং তাহার শ্বশুর ছিলেন— তাহা খণ্ডন করিতেছে ।

১০২০ । "যুল্ম" অর্থ- অন্যায় আচরণ করা, কোন বস্তুর ভুল ব্যবহার করা বা তৎপ্রতি অন্যায় করা বা উহাকে সঠিক স্থানে না রাখা(লেইন)। এই উক্তির মর্মার্থ হইতেছে যে, ফেরাউন ও তাহার প্রধানগণ ঐশীনিদর্শনকে সঠিকভাবে গ্রহণ করে নাই । নিদর্শন সমূহের উদ্দেশ্য ছিল তাহাদের অন্তরে আল্লাহ্তা'লার ভীতি সৃষ্টি করা, কিন্তু তৎপরিবর্তে উহারা এই নিদর্শনগুলির প্রতি উপহাস ও ব্যঙ্গ করিয়াছিল ।

১০২১ । "হাকীক" অর্থ- উপযোগী, বিনাস্ত, সঙ্গত, মিলন বা সমবেশ, ন্যায়সঙ্গত , উপযুক্ত,মানানসই (লেইন)।

১০২২ । হযরত মূসা (আঃ) যখন ফেরাউনের নিকট গমন করিলেন তখন তাহার নিকটে মূসা (আঃ) -এর মিশন প্রচারের উদ্দেশ্য ততবেশী ছিল না যতবেশী ছিল ইস্রাঈলীদিগকে তাঁহার অনুগমন করিতে দেওয়ার জন্য তাহার নিকট আবেদন করা,যদিও সাধারণভাবে তাহাকে তিনি তবলীগও করিয়াছিলেন । প্রকৃত পক্ষে মূসা (আঃ)-এর বার্তা বা বাণীর লক্ষ্য মূলতঃ ছিল ইসরাঈলীগণ, কিন্তু যতদিন পর্যন্ত তাহারা মিশরের স্থানীয় অধিবাসীদিগের সঙ্গে মিশ্রিত ছিল, ততদিন পর্যন্ত হযরত মূসা (আঃ)-কে উভয় শ্রেণীর অধিবাসীগণের মধ্যেই প্রচার করিতে হইত । যখন ইহুদীরা সেই দেশ ত্যাগ করিল অর্থাৎ মিশর হইতে হিজরত করিয়া গেল, তখন হইতে মিশরীগণের সঙ্গে তাঁহার (মূসা-আঃ) আর কোন সম্পর্ক রহিল না এবং তিনি নিজ জাতি ও আত্মীয়স্বজনের প্রতি অর্থাৎ যাহাদের প্রতি তিনি প্রেরিত হইয়াছিলেন তাহাদের প্রতি তাঁহার মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করিলেন ।

১০২৩ । পবিত্র কুরআন করীম মূসা (আঃ)-এর লাঠিকে সর্পে পরিবর্তিত করার বর্ণনা করিতে গিয়া তিনটি ভিন্ন ভিন্ন শব্দের ব্যবহার করিয়াছে, যথাঃ-২০ঃ২১ আয়াতে "হাইয়াতুন", ২৭ঃ১১ ও ২৮ঃ৩২ আয়াতদ্বয়ে "জা-ন্ন এবং ২৬ঃ৩৩ ও তফসীরাধীন আয়াতসমূহে "সু'বান" । প্রথমোক্ত শব্দ সর্বপ্রকার সাপের জন্য সাধারণভাবে ব্যবহৃত হয় । দ্বিতীয় শব্দটি ছোট সাপ বুঝায় । তৃতীয় 'সু'বান' শব্দ মোটা ও দীর্ঘ (অজগর) সর্প নির্দেশ করে ।এইরূপে কুরআনের পৃথক স্থানে ভিন্ন ভিন্ন শব্দের ব্যবহার গুরুত্বপূর্ণ ও বৈশিষ্টপূর্ণ এবং প্রত্যক্ষরূপে বিশেষ বা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য পূরণের জন্য ব্যবহৃত হয় । সাপের তরিৎগতি বুঝাইবার জন্য "জা-ন্ন," শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে এবং ইহার বিরাটকায় হওয়ার দৃষ্টিভঙ্গি হইতে "সু'বান" ব্যবহৃত হইয়াছে । যেখানে যষ্টির কেবল সাপের রূপ নেওয়ার ঘটনাটি উল্লেখ হইয়াছে, সেখানে হাইয়াতুন ব্যবহৃত হইয়াছে;

وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ ﴿١٠٨﴾

১০৯। এবং সে তাহার হাত বাহির করিয়াছিল এবং কি আশ্চর্য ! উহা দর্শকদের দৃষ্টিতে ধপ্ ধপে শুভ্র (দৃশ্যমান) হইয়া গেল। [১০২৪]

১৩ [৯] ৩

কিন্তু হযরত মূসা (আঃ)-এর একা উপস্থিতিতে কেবল যখন যষ্টি সর্পে রূপান্তরিত হওয়ার কথা বলা হইয়াছে যেখানে জা-ন্' শব্দ আসিয়াছে, যাহার অর্থ ছোট সাপ। কিন্তু যেস্থানে ফেরাউন, যাদুকর এবংজনসাধারণের সম্মুখে লাঠির সাপে রূপ নেওয়ার বিস্ময়কর ব্যাপার প্রদর্শিত হয়, সেস্থানে "সু'বান" শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন উপলক্ষ্যে এই সকল পৃথক শব্দের মর্মার্থ বিভিন্ন। "হাইয়াতুন" শব্দের মর্মার্থ হইল যে, কার্যতঃ ইসরাঈলীরা একটি মৃত জাতিতে পরিণত হইয়াছিল,('আসা' শব্দের দ্বারা সম্প্রদায় বুঝায়) যাহারা হযরত মূসা (আঃ)-এর মাধ্যমে এক তেজোদীপ্ত নূতন জীবন লাভ করিবে (ইহাই মূল- হাইয়্যা শব্দের ব্যাখ্যা)। 'জা-ন্' (ছোট, দ্রুতগতি সম্পন্ন সর্প) শব্দের মর্মার্থ হইল যে, নগণ্য এবং অধঃপতিত এক সম্প্রদায় হইতে তাহারা (ইসরাঈলীগণ) অতি দ্রুত উন্নতি করিবে এবং ফেরাউন ও তাহার জাতির জন্য এক 'সু'বান' (বিরাট ও বিশালায়তন সর্প) অর্থাৎ অজগরে পরিণত হইবে, অর্থাৎ উহারা (ইসরাঈলীগণ) তাহাদের (ফেরাউনের) ধ্বংসের উপায় ও কারণ হইবে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, অন্যান্য বিস্ময়কর বিষয়ের মতই আল্লাহ্তা'লার নবী কর্তৃক প্রদর্শিত এই অলৌকিক ঘটনা বা মোজেযা প্রাকৃতিক নিয়ম বিরুদ্ধ নহে। যদি কোন ব্যাপার বাস্তবে ঘটিয়াছে বলিয়া প্রমাণিত হয়, তাহা হইলে উহাকে সত্য বলিয়া অবশ্যই গ্রহণ করিতে হইবে, যদিও প্রাকৃতিক নিয়ম সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানানুযায়ী উহা আমাদের নিকট ব্যাখ্যাসাধ্য অথবা বোধগম্য নহে। প্রকৃতির নিয়ম সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান,যত বেশী হউক না কেন, অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। অতএব আমাদের সীমাবদ্ধ এবং অপূর্ণ জ্ঞানের ভিত্তিতে বাস্তবে সংঘটিত কোন ঘটনাকে আমরা কোনক্রমেই অস্বীকার করিতে পারি না। এতদ্ব্যতীত হযরত মূসা (আঃ) কর্তৃক প্রদর্শিত অলৌকিক ঘটনা বা মোজেযা জনসাধারণ্যে প্রচলিত ধারণানুযায়ী ঘটে নাই। আল্লাহ্তা'লার নবীগণের বিস্ময়কর নিদর্শন প্রকাশ ভোজবাজীর হস্ত-কৌশল বা ম্যাজিক নহে। এইরূপ নিদর্শনের উদ্দেশ্য হইল এক মহান নৈতিক বা আধ্যাত্মিক অবস্থার সৃষ্টি করা যাহার ফলে আল্লাহ্তা'লার প্রতি নিশ্চিত বিশ্বাস সৃষ্টি হয় ধর্মানুরাগের চেতনা এবং আল্লাহ্ভীতি তাহাদের অন্তরে জন্ম নেয় যাহারা এই সকল নিদর্শনসমূহ প্রত্যক্ষ করে। যদি যষ্টি প্রকৃতই সর্পাকার ধারণ করিয়া থাকিত, তাহা হইলে উহা একজন নবীর অলৌকিক নিদর্শন অপেক্ষা যাদুকরের ম্যাজিক বা ভোজবাজীই মনে হইত। এই বিস্ময়কর ঘটনা সম্পর্কে বাইবেল যাহাই বলুক, কুরআন করীম এই ধারণা বা মতের সমর্থন করে না যে, লাঠি বাস্তবে সত্য সত্যই জীবন্ত সর্পের আকার ধারণ করিয়াছিল। এইরূপে কোন ব্যাপার ঘটিয়াছিল বলিয়া প্রতীয়মান হয় না। লাঠিটি দেখিতে কেবল দ্রুতগতিসম্পন্ন সাপের মত মনে হইয়াছিল। অলৌকিক ঘটনা এক প্রকার কাশ্ফ (দিব্যদৃষ্টি) যাহার মধ্যে দর্শকের দৃষ্টিকে আল্লাহ্ হয়ত বিশেষ নিয়ন্ত্রণ দ্বারা এমন করিয়াছিলেন যে, তাহারা যষ্টিকে সাপের আকারে দেখিয়াছিল অথবা লাঠির নিজস্ব রূপ এমন করিয়া দিয়াছিলেন যে উহা সাপের মত দেখাইয়াছিল; এই কাশ্ফে ফেরাউন তাহার পরিষদবর্গ এবং যাদুকরগণ হযরত মূসা (আঃ) -এর সঙ্গে সহদর্শকের স্থান পাইয়াছিল। যষ্টি যষ্টিই রহিয়াছিল, মূসা (আঃ) এবং অন্যান্যদের নিকট উহা কেবল সাপের মত দেখাইতেছিল। ইহা সার্বজনীন বিস্ময়কর এক আধ্যাত্মিক ব্যাপার যে, কাশ্ফে মানুষ যখন জড়দেহের ঊর্ধ্বে উন্নীত হয় এবং ক্ষণকালের জন্য আধ্যাত্মিক গগণমন্ডলে পরিভ্রমণ করিয়া বেড়ায়, তখন সে এমন ব্যাপার ঘটিতে দেখে যাহা তাহার জ্ঞানের সীমার বাহিরে এবং তাহার জড়চক্ষে সম্পূর্ণ অদৃশ্য। হযরত মূসা (আঃ)-এর লাঠি সর্পরূপে দেখিতে পাওয়ার ঘটনা এইরূপ এক অলৌকিত আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা। একইভাবে এইরূপ বিস্ময়কর আধ্যাত্মিক ঘটনা ঘটিয়াছিল আঁ-হযরত (সাঃ)-এর সময়ে যখন চন্দ্রকে দিখন্ডিত দেখা গিয়াছিল, উহা না কেবল নবী করীম (সাঃ) দেখিয়াছিলেন বরং তাঁহার অনুসারীগণের মধ্যেও কয়েকজন এবং বিরুদ্ধবাদীগণও ইহা (চন্দ্র) বিভক্ত বা দিখন্ডিত হওয়া দেখিতে পাইয়াছিলেন (বুখারী, কিতাবুত তফসীর)। রসূলে করীম (সাঃ)-এর হাদীসে বর্ণিত আছে যে, একদিন তাহার সাহাবাগণ (রাঃ) যাহারা তাঁহার সঙ্গে বসা ছিলেন সেই সময়ে তাহারা জিব্রাঈলকে দেখিতে পাইয়াছিলেন যাহাকে নবী করীম (সাঃ) পুনঃ পুনঃ কাশ্ফে সাক্ষাৎ পাইয়া থাকিতেন (বুখারী, কিতাবুল ঈমান)। একই ভাবে বদরের যুদ্ধে কাফেরদিগের মধ্যেও অনেকে ফিরিশ্তা দেখিতে পাইয়াছিলেন (জারীর, ৬ষ্ঠ, ৪৭ পৃঃ)। এইরূপ অন্য এক ঘটনা ঘটিয়াছিল যখন মুসলিম সেনাবাহিনী খ্যাতনামা সেনাপতি সারিয়াহ্ (রাঃ)-এর নিয়ন্ত্রণে ইরাকে শত্রুসেনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেছিল, সেই সময় দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর (রাঃ) মদীনায় শুক্রবারে জুমুয়ার খুতবা দিতেছিলেন, তখন তিনি দিব্যদর্শনে অর্থাৎ কাশ্ফে দেখিতে পাইলেন যে, মুসলমান সৈন্যগণ বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ শত্রুসেনার নিকট কাবু হইয়া যাইতেছিল এবং এক সর্বনাশা পরাজয় আসন্ন। অবিলম্বে তিনি (হযরত ওমর-রাঃ) আকস্মিকভাবে খুতবা দেওয়া বন্ধ রাখিয়া, মেহরাবের উপর হইতে উচ্চঃস্বরে বলিয়া উঠিলেনঃ "ওহে সারিয়াহ্, পাহাড়ের দিকে যাও, পাহাড়ের দিকে যাও" অর্থাৎ নিকটবর্তী পাহাড়ে আশ্রয় গ্রহণ কর। শত শত মাইল দূরে যুদ্ধ ক্ষেত্রের কানফাঁটা হৈ চৈ শব্দের মধ্যেও সেনাপতি সারিয়াহ্ হযরত ওমর (রাঃ)-এর আওয়াজ শুনিতে পাইয়াছিলেন এবং খলীফার নির্দেশ পালন করিয়াছিলেন এবং মুসলমান সৈন্যরা নিশ্চিত ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন (খামিস, ২য়, ৩৭০ পৃঃ)।

হযরত মূসা (আঃ)-এর অলৌকিক নিদর্শন এক বিশেষ গুরুত্ব বহন করিত। উহাকে এইভাবে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। আল্লাহ্তা'লা হযরত

১০২৪ টিকা-পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هٰذَا لَسٰحِرٌ عَلِيمٌ ﴿١١٠﴾

১১০। ফেরাউনের জাতির নেতৃবর্গ বলিল, 'নিশ্চয় এই ব্যক্তি একজন সুদক্ষ যাদুকর;[১০২৫]

يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ ۖ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴿١١١﴾

১১১। সে তো মাদিগকে তোমাদের দেশ[১০২৬] হইতে বহিষ্কার করিতে চাহে; এখন কি পরামর্শ দাও তোমরা ?'

قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ ﴿١١٢﴾

১১২। তাহারা বলিল, 'তাহাকে এবং তাহার ভাইকে কিছু অবকাশ দাও এবং শহরে-বন্দরে সমবেতকারীদিগকে পাঠাও,

يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍ ﴿١١٣﴾

১১৩। তাহারা প্রত্যেক সুদক্ষ যাদুকরকে যেন তোমার সমীপে লইয়া আসে।'

وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ ﴿١١٤﴾

১১৪। এবং যাদুকরেরা ফেরাউনের নিকট উপস্থিত হইল, (এবং) বলিল, 'আমরা জয়লাভ করিলে অবশ্যই আমাদিগকে বিশেষ পুরস্কার দিতে হইবে।'

قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿١١٥﴾

১১৫। সে বলিল, 'হাঁ, তদুপরি তোমরা আমার দরবারে নৈকট্যপ্রাপ্তগণের অন্তর্ভুক্ত হইবে।'

মূসা (আঃ)-কে তাঁহার হাতের যষ্টি মাটিতে নিক্ষেপ করিতে বলিলেন, উহা তখন তাঁহার নিকট সাপের মত মনে হইয়াছিল; এবং যখন আল্লাহ্তা'লার আদেশে তিনি উহা হাতে তুলিয়া নিলেন, উহা তখন এক কাষ্ঠখণ্ড ব্যতীত অন্য কিছুই রহিল না। এখন কাশ্ফ বা স্বপ্নের ভাষায় সর্প হইল শত্রুর প্রতীক এবং লাঠি হইল সম্প্রদায় বা গোষ্ঠি বা দলের প্রতীক (তাতিরুল আনাম)। এইরূপে উক্ত কাশ্ফের সাহায্যে আল্লাহ্তা'লা মূসা (আঃ)-কে জানাইয়াছিলেন যে, যদি তিনি তাঁহার সম্প্রদায়ের লোকদিগকে ছাড়িয়া দেন বা ত্যাগ করেন তাহা হইলে তাহারা সর্পের ন্যায় অধঃপতিত হইয়া যাইবে। কিন্তু যদি তিনি তাহাদিগকে তাঁহার তত্বাবধানে প্রতিপালন করেন তাহা হইলে তাহারা সৎ ও আল্লাহ্-ভীরু লোকের এক শক্তিশালী এবং সুশৃংখল জাতিতে পরিণত হইবে।

১০২৪। ইহা সুবিদিত যে, উচ্চ আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিগণের আত্মিক উন্নতির প্রকৃতি বা স্তর (মোকাম) অনুযায়ী তাহাদের দেহ হইতে বিভিন্ন বর্ণের নয়নাভিরাম রশ্মিরেখা বিকীর্ণ হইয়া থাকে। আল্লাহ্তা'লার নবীগণের শরীর হইতে বিচ্ছুরিত আলোক-রেখা বা জ্যোতিঃ উজ্জ্বল সাদা বর্ণের। একই ভাবে হযরত মূসা (আঃ)-এর হাত যে রশ্মি বা জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিয়াছিল উহা অবশ্যই সেই বর্ণের (অর্থাৎ উজ্জ্বল সাদা) হইয়া থাকিবে এবং যখন দৃশ্যমান করা হইল তখন স্বভাবতঃই অবলোকনকারীদের চোখে তাঁহার হস্তদ্বয় সম্পূর্ণ সাদাবর্ণের দেখাইয়াছিল। অন্যান্য নবীগণের সময়েও এইরূপ আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতাপূর্ণ বুযুর্গ ছিলেন বলিয়া জানা যায়।

আল্লাহ্তা'লা হযরত মূসা (আঃ) কে বলিয়াছিলেনঃ তোমার হস্ত তোমার নিজ বগলে প্রবেশ করাও। উহা শুভ্র নির্দোষ হইয়া বাহির হইবে (২৮ঃ৩৩)। সাংকেতিক ভাষায় মূসা (আঃ) -এর প্রতি ইহা এক স্পষ্ট ইংগিত বহন করিয়াছিল যে, যদি তিনি তাঁহার অনুগামীদিগকে তাঁহার নিকটে সম্পৃক্ত করিয়া রাখেন এবং তাঁহার তত্বাবধানে নিয়ন্ত্রিত রাখেন, তবে তাহারা নিজেরাই কেবল আলোকিত হইবে না, অধিকন্তু অন্যের জন্যও তাহারা আলো বিকীরণ করিবে। নচেৎ তাহারা শুধু অন্ধকারাচ্ছন্নই হইবে না, বরং নৈতিক ভাবে ব্যাধিগ্রস্তও হইবে। অতএব, ঐ বিসময়কর ঘটনাটি যাদুকরের যাদুমন্ত্র ছিল না, পরন্তু গভীর আধ্যাত্মিক গুরুত্বপূর্ণ এক নিদর্শন ছিল।

১০২৫। "সাহেরুন" কেবল মাত্র ভেল্কীবাজকেই বুঝায় না। ইহার আরো অর্থ হয়,যথা- মায়াবী, বুদ্ধিমান, এমন কৌশলপূর্ণ ব্যক্তি যে কোন বিষয়কে উহার প্রকৃত অবস্থার বিপরীত দেখাইতে পারে, প্রতারক; ভ্রান্তপথে চালনাকারী অথবা ভুলাইবার জন্য বিষয়ান্তরে মনোযোগ আকর্ষণ কারী ইত্যাদি (লেইন)। ১২৮ আয়াতও দেখুন।

১০২৬। এই কথাগুলির উদ্দেশ্য হযরত মূসা (আঃ)-এর বিরুদ্ধে মিশরীয়দিগের মনোভাবকে ক্রমে ক্রমে উত্তপ্ত করিয়া তোলা। অথচ, সত্য ইহাই ছিল যে, তাহাদিগকে বহিষ্কার করিয়া দেওয়ার কোন ইচ্ছাই মূসা (আঃ)-এর ছিল না। নিজ অনুসারীদিগকে মিশর হইতে দূরে সরাইয়া নিয়া যাওয়ার মধ্যেই কেন্দ্রীভূত ছিল তাঁহার উদ্দেশ্য।

قَالُوْا يٰمُوْسٰٓى اِمَّآ اَنْ تُلْقِيَ وَاِمَّآ اَنْ نَّكُوْنَ نَحْنُ الْمُلْقِيْنَ ﴿١١٥﴾

১১৬। তাহারা বলিল, 'হে মূসা! তুমি কি (প্রথমে) নিক্ষেপ করিবে অথবা আমরা (প্রথম) নিক্ষেপকারী হইব?'[১০২৭]

قَالَ اَلْقُوْا ۚ فَلَمَّآ اَلْقَوْا سَحَرُوْٓا اَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوْهُمْ وَجَآءُوْ بِسِحْرٍ عَظِيْمٍ ﴿١١٦﴾

১১৭। সে বলিল, 'তোমরা নিক্ষেপ[১০২৮] কর'। অতঃপর, যখন তাহারা নিক্ষেপ করিল, তাহারা লোকদের চক্ষে যাদু করিল এবং তাহাদিগকে ভীতি-বিহ্বল করিয়া ফেলিল এবং তাহারা এক মহা যাদু উপস্থাপন করিল।

وَاَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰٓى اَنْ اَلْقِ عَصَاكَ ۚ فَاِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَاْفِكُوْنَ ﴿١١٧﴾

১১৮। এবং আমরা মূসার প্রতি ওহী করিলাম যে, তুমি তোমার লাঠি নিক্ষেপ কর; এবং কি আশ্চর্য! উহা গ্রাস করিতে লাগিল উহাকে যাহা তাহারা মিথ্যারূপে উপস্থাপন করিতেছিল।[১০২৯]

فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١١٨﴾

১১৯। তখন সত্য প্রতিষ্ঠিত হইল এবং তাহারা যাহা কিছু করিয়াছিল উহা বৃথা সাব্যস্ত হইল।

فَغُلِبُوْا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوْا صٰغِرِيْنَ ﴿١١٩﴾

১২০। এই রূপে তাহারা তথায় পরাস্ত হইল এবং পরিণামে লাঞ্ছিত[১০৩০] হইল।

وَاُلْقِيَ السَّحَرَةُ سٰجِدِيْنَ ﴿١٢٠﴾

১২১। এবং যাদুকরেরা সেজদায়[১০৩১] পড়িতে বাধ্য হইল।

قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٢١﴾

১২২। তাহারা বলিল, 'আমরা জগতসমূহের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনিলাম,

---

১০২৭। দৃশ্যের তীব্রতা লক্ষণীয়— উভয় পক্ষ চূড়ান্ত ফয়সালার প্রতিযোগিতায় একে অপরের বিরুদ্ধে বিষম দ্বন্দ্বে রত হওয়ার উদ্দেশ্যে নিজেদেরকে সজ্জিত করিল।

১০২৮। আল্লাহ্তা'লার নবীগণ কখনও প্রথম আক্রমণ করেন না। তাঁহারা বিরুদ্ধবাদীদের আক্রমণের অপেক্ষা করেন, কারণ তাঁহারা আক্রমণকে প্রতিহত করাই পসন্দ করেন এবং ঐশী সাহায্যের প্রতীক্ষায় থাকেন।

১০২৯। যষ্টি "সর্প" হয় নাই, কিন্তু যষ্টি নিজেই ঐন্দ্রজালিকের ধোকাবাজি বা ভেল্কী নস্যাৎ করিয়াছিল। হযরত মূসা (আঃ)-এর লাঠি এক মহান নবীর আধ্যাত্মিক শক্তিতে নিয়ন্ত্রিত এবং আল্লাহ্তা'লার নির্দেশে নিক্ষেপিত হইয়া দর্শকদিগের উপরে যাদুকরদের কুহকী ক্রিয়া-কলাপ প্রকাশ করিয়া দিল এবং যাদুর প্রভাবের ফলে দর্শকগণ যাহাকে প্রকৃতই সর্প বলিয়া ভাবিয়াছিল উহাকে ভাঙ্গিয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিল। "কি আশ্চর্য; নিমিষে উহা তাহাদের ইন্দ্রজালকে গ্রাস করিয়া ফেলিল" উক্তির মর্মার্থ— যাদুকরদিগের ধোকাবাজি বা প্রতারণাকে যষ্টি প্রকাশ করিয়া দিল। "গ্রাস করিল" কথার মর্ম, উহাদের "ভেল্কির প্রভাব বা প্রতিক্রিয়াকে ধ্বংস করিয়া দিল"।

১০৩০। এই আয়াত ফেরাউনের দলের প্রতি ইশারা করিতেছে বলিয়া মনে হয়, যাদুকরদের প্রতি নহে। যাদুকরদের সম্বন্ধে পরবর্তী আয়াতে বর্ণিত হইয়াছে। "লাঞ্ছিত" এই শব্দটি ঐ সকল বক্তিগণের সম্বন্ধে ব্যবহৃত হইতে পারে না, যাহারা সত্যের প্রতি পরম শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছিল— এমন কি তাহারা সত্য গ্রহণের পূর্বে, ফেরাউন কি বলে তাহা জানিবার বা বুঝিবার জন্য, একটুও অপেক্ষা করে নাই। ইহার প্রকৃত অর্থ এই যে, যাহারা (অর্থাৎ ফেরাউন এবং সমর্থক দল) কিয়ৎক্ষণ পূর্বে প্রতিদ্বন্দ্বিতার স্থলে গর্বিত ও উদ্ধত মনোভাব নিয়া নিশ্চিত বিজয়ের আশা নিয়া আসিয়াছিল, তাহারা এক্ষণে অপদস্থ ও মন-মরা হইয়া (মাথা নত করিয়া) ফিরিয়া গেল।

১০৩১। ঐন্দ্রজালিকগণের বিহ্বলতা এতই চরম রূপ ছিল যে, ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইয়াছিল যে, কোন অদৃশ্য শক্তি তাহাদের পায়ের তলার মাটি সরাইয়া নিয়া গেল। তাহারা যেন মাটির উপরে আল্লাহ্তা'লার উদ্দেশ্যে বিনয়ের সাথে প্রার্থনার জন্য সেজদায় পড়িয়া গেল।

رَبِّ مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ ﴿١٢٢﴾

১২৩ । যিনি মূসা এবং হারূনের প্রভু ।'

قَالَ فِرْعَوْنُ اٰمَنْتُمْ بِهٖ قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ لَكُمْ ۚ اِنَّ هٰذَا لَمَكْرٌ مَّكَرْتُمُوْهُ فِى الْمَدِيْنَةِ لِتُخْرِجُوْا مِنْهَآ اَهْلَهَا ۚ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ﴿١٢٣﴾

১২৪ । ফেরাউন বলিল, 'আমি তোমাদিগকে অনুমতি দেওয়ার পূর্বেই তোমরা তাহার প্রতি ঈমান আনিয়াছ । নিশ্চয় ইহা এক গভীর চক্রান্ত, যাহা তোমরা সকলে মিলিয়া এই শহরে করিয়াছ, যাহাতে তোমরা সেখান হইতে ইহার অধিবাসীদিগকে[১০৩২] বহিষ্কার করিয়া দিতে পার, অতএব তোমরা অচিরেই (ইহার ফল) জানিতে পারিবে;

لَاُقَطِّعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَاُصَلِّبَنَّكُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿١٢٤﴾

১২৫ । নিশ্চয় আমি তোমাদের হাত-পা (অবাধ্যতার জন্য) আড়াআড়িভাবে কাটিয়া দিব । অতঃপর, অবশ্যই তোমাদের সকলকে ক্রুশে বিদ্ধ করিব ।'[১০৩৩]

قَالُوْٓا اِنَّآ اِلٰى رَبِّنَا مُنْقَلِبُوْنَ ﴿١٢٥﴾

১২৬ । তাহারা বলিল, 'আমরা আমাদের প্রভুর দিকেই ফিরিয়া যাইব;

وَمَا تَنْقِمُ مِنَّآ اِلَّآ اَنْ اٰمَنَّا بِاٰيٰتِ رَبِّنَا لَمَّا جَآءَتْنَا ۭ رَبَّنَآ اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّتَوَفَّنَا مُسْلِمِيْنَ ﴿١٢٦﴾ ع ١٨ [١٨] ٨

১২৭ । এবং তুমি আমাদের উপর শুধু এই জন্য প্রতিশোধ লইতেছ যে, আমরা আমাদের প্রভুর আয়াতসমূহের উপর ঈমান আনিয়াছি, যখন ঐগুলি আমাদের নিকট আসিল । হে আমাদের প্রভু ! তুমি আমাদিগকে ধৈর্য দান কর এবং আমাদিগকে আত্ম-সমর্পণকারী অবস্থায় মৃত্যু দাও ।'

وَقَالَ الْمَلَاُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ اَتَذَرُ مُوْسٰى وَقَوْمَهٗ لِيُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ وَيَذَرَكَ وَاٰلِهَتَكَ ۭ قَالَ سَنُقَتِّلُ اَبْنَآءَهُمْ وَنَسْتَحْيٖ نِسَآءَهُمْ ۚ وَاِنَّا فَوْقَهُمْ

১২৮ । এবং ফেরাউনের জাতি হইতে নেতৃবর্গ বলিল,'তুমি কি মূসা ও তাহার জাতিকে ছাড়িয়া দিয়াছ যেন তাহারা ভূপৃষ্ঠে[১০৩৪] বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিয়া বেড়ায় এবং তোমাকে এবং তোমার উপাস্য দিগকে[১০৩৫] বর্জন করে ?'সে বলিল, 'নিশ্চয় আমরা তাহাদের পুত্রদিগকে নির্মমভাবে হত্যা করিব[১০৩৬] এবং তাহাদের নারীদিগকে

১০৩২ । "ইহার অধিবাসী" শব্দদ্বয় এখানে ফেরাউনের নিজ গোত্রকে বুঝাইতেছে, যাহারা প্রকৃতপক্ষে মিশরের অধিবাসী ছিল না — তাহারা স্থানীয় অধিবাসীদিগের দেশ জবর দখল করিয়াছিল ।

১০৩৩ । ক্রুশবিদ্ধ অর্থ- ক্রুশে যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যুদণ্ড। এক্ষেত্রে হাত ও পা কাটাযুক্ত করিয়া নির্যাতনকে অধিক দৃষ্টান্তমূলক এবং মৃত্যুকে অধিকতর যন্ত্রণাদায়করূপে প্রকাশ করিতেছে । প্রসঙ্গক্রমে, এই আয়াত প্রতিপন্ন করে যে, হযরত মূসা (আঃ)-এর যুগেও ক্রুশবিদ্ধ করিয়া মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার নিয়ম প্রচলিত ছিল ।

১০৩৪ । হযরত মূসা (আঃ) এবং তাঁহার ভাইকে (৭ঃ১১২) অবকাশ দেওয়ার জন্য সর্দারগণ নিজেরাই ফেরাউনকে পরামর্শ দিয়াছিল,কিন্তু পরে সেই প্রধানগণই মূসা ও হারূণ (আঃ)-কে সময় দেওয়ায় তাহাকে দোষারোপ করিতেছিল । এইরূপে যাহারা নৈতিক অধঃপতনের শিকারে পরিণত হয়, তাহারা মর্যাদাহীন এবং অপমানকর অবস্থার সম্মুখীন হইয়া থাকে ।

১০৩৫ । ফেরাউনের জাতির লোকেরা তাহাকেই খোদারূপে পূজা করিত (২৮ঃ৩৯) এবং সে পালাক্রমে অন্যান্য প্রতিমার পূজা করিত । এই কারণে সর্দারগণ ফেরাউন এবং তাহার খোদাগুলিকে প্রকাশ্যে অস্বীকার ও বর্জনের দোষে হযরত মূসা ও হারূণ (আঃ)-কে অভিযুক্ত করিয়াছিল ।

১০৩৬ । "নুকাত্তিল" (অর্থ-নির্মমভাবে বধ করিব) শব্দ তীব্রতা বা প্রচণ্ডতা প্রকাশার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে । ইহা দ্বারা ক্রমে ক্রমে, একটু একটু করিয়া নিষ্ঠুরভাবে বধ করা বুঝায় ।

জীবিত রাখিব, এবং নিশ্চয় আমরা তাহাদের উপর প্রবল ।'

قٰهِرُوْنَ ﴿١٢٨﴾

১২৯ । মূসা তাহার জাতিকে বলিল, 'তোমরা আল্লাহ্‌র নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর এবং ধৈর্য ধারণ কর, নিশ্চয় বিশ্বজগৎ আল্লাহ্‌রই, তিনি তাঁহার বান্দগণের মধ্য হইতে যাহাকে ইচ্ছা ইহার উত্তরাধিকারী করেন, এবং (উত্তম) পরিণাম মুত্তাকীগণের জন্য ।'

قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهِ اسْتَعِيْنُوْا بِاللّٰهِ وَاصْبِرُوْا ۚ اِنَّ الْاَرْضَ لِلّٰهِ ۙ يُوْرِثُهَا مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ؕ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿١٢٩﴾

১৩০ । তাহারা বলিল, 'আমাদের নিকট তোমার আগমনের পূর্বেও আমাদিগকে নির্যাতন করা হইত এবং আমাদের নিকট তোমার আগমনের পরেও (নির্যাতন করা হইতেছে)।' সে বলিল, 'অচিরেই তোমাদের প্রভু তোমাদের শত্রুকে ধ্বংস করিয়া দিবেন, এবং তিনি তোমাদিগকে এই ভূ-পৃষ্ঠে স্থলাভিষিক্ত করিয়া দিবেন, অতঃপর তিনি দেখিবেন যে, তোমরা কিরূপ কাজ কর।'[১০৩৭]

قَالُوْٓا اُوْذِيْنَا مِنْ قَبْلِ اَنْ تَاْتِيَنَا وَمِنْۢ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا ؕ قَالَ عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يُّهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِى الْاَرْضِ ۙ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ ﴿١٢٩﴾ ع ١٥ [٣] ٥

১৩১ । এবং আমরা ফেরাউনের জাতিকে (বহু বৎসরের) অনাবৃষ্টি[১০৩৮] এবং ফল-ফলাদির অভাব দ্বারা ধৃত করিয়াছিলাম, যেন তাহারা উপদেশ গ্রহণ করে ।

وَلَقَدْ اَخَذْنَآ اٰلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِيْنَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرٰتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ﴿١٣٠﴾

১৩২ । কিন্তু যখন তাহাদের উপর সুখ-শান্তি আসিত, তাহারা বলিত, ' ইহা আমাদেরই জন্য'। কিন্তু যখন তাহাদিগকে দুঃখ-দুর্দশা ক্লিষ্ট করিত তখন উহাকে তাহারা মূসা এবং তাহার সঙ্গীদের দরুণ অশুভ লক্ষণ মনে করিত । মন দিয়া শুন ! তাহাদের অশুভ লক্ষণ[১০৩৯] নিশ্চয় আল্লাহ্‌র নিকট, কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই ইহা অবগত নহে ।

فَاِذَا جَآءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوْا لَنَا هٰذِهٖ ۚ وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَّطَّيَّرُوْا بِمُوْسٰى وَمَنْ مَّعَهٗ ؕ اَلَآ اِنَّمَا طٰٓئِرُهُمْ عِنْدَ اللّٰهِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿١٣١﴾

১০৩৭ । ফেরাউনের পতনের পরে ইস্‌রাঈল জাতিকে মিশরের উত্তরাধিকারী করা হইবে, আয়াতের এরূপ অর্থ অপরিহার্য নহে । সরাসরি অর্থ কেবল এরূপ দাঁড়ায় যে, ফেরাউনের শক্তি ভাঙ্গিয়া যাইবে এবং তাহার রাজ্য অন্য লোকেরা দখল করিবে । আমরা জানি যে, ফেরাউনের ধ্বংসের পর এবং তাহার রাজত্বের অবসানে ইহুদীদের মিত্র অপর এক গোত্র মিশর দখল করিয়াছিল । এই আয়াতে উল্লেখিত "ভূমি" শব্দটি মিশরকে বুঝায় না, বরং পবিত্র ভূমি বুঝায়, যাহার প্রতিশ্রুতি পূর্বাহ্নে ইস্‌রাঈল জাতিকে দেওয়া হইয়াছিল এবং সেই প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তাহারা সেই ভূমির উত্তরাধিকারীও হইয়াছিল ।

১০৩৮ । "সানাহ্" একবচন, বহুবচনে 'সিনীন' অর্থ- সূর্যের চতুর্দিকে পৃথিবীর সাধারণ আবর্তন । ইহা "আম্" এর সমার্থবোধক, তবে প্রত্যেক "সানাহ্" -ই "আম্" কিন্তু প্রত্যেক "আম্" "সানাহ্" নহে । "সানাহ্", "আম্" (যাহা আরবী বার মাসের সমষ্টিরূপে প্রয়োগ হইয়া থাকে), হইতে দীর্ঘতর কিন্তু "সানাহ্" চন্দ্রের দ্বাদশ আবর্তন-এর জন্যও প্রযোজ্য । ইমাম রাগের-এর মতে "সানাহ্" শব্দের ব্যবহারে এমন বৎসর বুঝায় যে সময়ে মুশকিল বা প্রতিবন্ধক, বা খরা ও দুর্ভিক্ষাবস্থা দেখা দেয় এবং 'আম্' ব্যবহার দ্বারা এরূপ বৎসরকে বুঝায়, যাহা উপায়-উপকরণে প্রাচুর্য আনয়ন করে এবং লতা-পাতাসমূহ ও গবাদি খাদ্যের তৃণাদিতে প্রতুলতা নিয়া আসে। 'সানাহ্' শব্দের অর্থ খরা বা উষরও হয় । এক কথায় এই আয়াত জীবন ও সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতির বর্ণনা করিয়াছে ।

১০৩৯ । "তায়ের" শব্দের অর্থ, শুভ বা অশুভ কিছুর পূর্বাভাস, মঙ্গল অথবা অমঙ্গলের পূর্বলক্ষণ, দুর্ভাগ্য বা দুরদৃষ্ট (লেইন)।

وَقَالُوْا مَهْمَا تَاْتِنَا بِهٖ مِنْ اٰيَةٍ لِّتَسْحَرَنَا بِهَا ۙ فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٣٢﴾

১৩৩ । এবং তাহারা বলিল, 'তুমি আমাদের নিকট যত নিদর্শনই উপস্থাপন করিবে যাহাতে তুমি উহা দ্বারা আমাদের উপর যাদু করিতে পার, আমরা কখনও তোমার উপর ঈমান আনিব না ।'

فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوْفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ اٰيٰتٍ مُّفَصَّلٰتٍ فَاسْتَكْبَرُوْا وَكَانُوْا قَوْمًا مُّجْرِمِيْنَ ﴿١٣٣﴾

১৩৪ । তখন আমরা তাহাদের উপর ঝড়-তুফান এবং পঙ্গপাল এবং উকুন এবং ব্যাঙ এবং রক্ত[১০৪০] পাঠাইলাম— স্পষ্ট নিদর্শনাবলী রূপে; তবুও তাহারা অহংকার করিল এবং তাহারা অপরাধী জাতিতে পরিণত হইল ।

وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوْا يٰمُوْسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ ۚ لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ﴿١٣٤﴾

১৩৫ । এবং যখনই তাহাদের উপর নিদারুণ শাস্তি আপতিত হইয়াছে, তাহারা বলিয়াছে, 'হে মূসা ! তোমার সহিত তোমার প্রভু যে অঙ্গীকার করিয়াছেন সেই অনুযায়ী তুমি আমাদের জন্য দোয়া কর; যদি তুমি আমাদের উপর হইতে এই জঘন্য নিদারুণ শাস্তি অপসারণ করিয়া দাও তাহা হইলে নিশ্চয় আমরা তোমার উপর ঈমান আনিব এবং বনী ইস্রাঈলকে তোমার সহিত পাঠাইয়া দিব ।'

فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ اِلٰٓى اَجَلٍ هُمْ بٰلِغُوْهُ اِذَا هُمْ يَنْكُثُوْنَ ﴿١٣٥﴾

১৩৬ । কিন্তু যখনই আমরা তাহাদের উপর হইতে নির্ধারিত[১০৪১] সময় পর্যন্ত ঐ নিদারুণ শাস্তি অপসারণ করিয়া দিতাম যদ্দারা তাহারা আক্রান্ত হইত, কি আশ্চর্য ! তখনই তাহারা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিত ।

فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَاَغْرَقْنٰهُمْ فِى الْيَمِّ بِاَنَّهُمْ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَكَانُوْا عَنْهَا غٰفِلِيْنَ ﴿١٣٦﴾

১৩৭ । সুতরাং আমরা তাহাদের নিকট হইতে প্রতিশোধ গ্রহণ করিলাম এবং তাহাদিগকে সমুদ্রে নিমজ্জিত করিলাম, কেননা তাহারা আমাদের নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল এবং উহাদের সম্বন্ধে তাহারা গাফেল ছিল ।

وَاَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِيْنَ كَانُوْا يُسْتَضْعَفُوْنَ مَشَارِقَ الْاَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِىْ بٰرَكْنَا فِيْهَا ۭ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنٰى عَلٰى بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ۙ بِمَا صَبَرُوْا ۭ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ

১৩৮ । এবং আমরা সেই জাতিকে, যাহারা দুর্বল বলিয়া গণ্য হইত, সেই দেশের পূর্বাঞ্চল এবং পশ্চিমাঞ্চলের উত্তরাধিকারী করিয়াছিলাম,[১০৪২] যাহাকে আমরা আশিসমণ্ডিত করিয়াছিলাম।[১০৪৩] এবং বনী ইসরাঈলের উপর তোমার প্রভুর উত্তম বাণী পরিপূর্ণ হইল, এই জন্য যে, তাহারা ধৈর্য ধারণ করিয়াছিল; এবং ফেরাউন ও তাহার জাতি যাহা কিছু শিল্পকার্য

১০৪০ । বাইবেল ষষ্টি এবং শ্বেতহস্ত ছাড়া দশটি নিদর্শনের কথা উল্লেখ করিয়াছে (যাত্রা পুস্তক–৭ঃ১১) । নিদর্শন সম্পর্কে বাইবেলের বর্ণনা অত্যধিক অতিরঞ্জিত ।

১০৪১ । "আজল" শব্দের অর্থ, "নির্দিষ্ট কাল" এবং নির্দিষ্ট সময়সীমা (২ঃ২৩২) উভয় প্রকার হয় । অনুতাপ করার জন্য এবং মূসা (আঃ) -এর দাবী মানিয়া নিতে ফেরাউনকে সুযোগ দেওয়ার জন্য এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত শাস্তি দূরীভূত করা হইয়াছিল ।

১০৪২ । 'দেশের পূর্বাঞ্চল এবং পশ্চিমাঞ্চল" এই উক্তির সমার্থ আরবী ভাষার বাগধারা অনুযায়ী সমস্ত দেশকে বুঝায় ।

১০৪৩ । পবিত্র ভূমি, যাহা হযরত ইব্রাহীম ও ইয়াকুব (আঃ) -এর বংশধরগণের জন্য প্রতিশ্রুত ছিল (৫ঃ২২)। এই ভূমিকে আশিসপ্রাপ্ত

يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهٗ وَمَا كَانُوْا يَعْرِشُوْنَ ﴿١٣٧﴾

করিতেছিল এবং যাহা কিছু উচ্চ অট্টালিকা নির্মাণ করিতেছিল, সে সকলই আমরা ধূলিসাৎ করিয়া দিলাম ।

وَجٰوَزْنَا بِبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ الْبَحْرَ فَاَتَوْا عَلٰى قَوْمٍ يَّعْكُفُوْنَ عَلٰٓى اَصْنَامٍ لَّهُمْ ۚ قَالُوْا يٰمُوْسَى اجْعَلْ لَّنَآ اِلٰهًا كَمَا لَهُمْ اٰلِهَةٌ ۭ قَالَ اِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُوْنَ ﴿١٣٨﴾

১৩৯ । এবং আমরা বনী ইস্‌রাঈলকে সাগর পার করাইয়া দিলাম; অতঃপর তাহারা এমন এক জাতির নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল যাহারা তাহাদের প্রতিমাসমূহের সম্মুখে ধ্যানমগ্ন ছিল । তাহারা বলিল, 'হে মূসা ! আমাদের জন্য এরূপ উপাস্য তৈরী করিয়া দাও যেরূপ উপাস্য তাহাদের আছে ।' সে বলিল, 'নিশ্চয় তোমরা একটি অজ্ঞ জাতি;

اِنَّ هٰٓؤُلَاۗءِ مُتَبَّرٌ مَّا هُمْ فِيْهِ وَبٰطِلٌ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٣٩﴾

১৪০ । নিশ্চয় তাহারা যাহাতে লিপ্ত আছে উহা ধ্বংস করা হইবে এবং তাহারা যাহা কিছু কর্ম করিতেছে তাহা বৃথা যাইবে ।'

قَالَ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَبْغِيْكُمْ اِلٰهًا وَّهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٤٠﴾

১৪১ । সে বলিল, 'আমি কি তোমাদের জন্য আল্লাহ্ ব্যতিরেকে অন্য উপাস্য অন্বেষণ করিব । অথচ তিনি তোমাদিগকে সকল জগতের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছেন ?'

وَاِذْ اَنْجَيْنٰكُمْ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَسُوْمُوْنَكُمْ سُوْۗءَ الْعَذَابِ ۚ يُقَتِّلُوْنَ اَبْنَاۗءَكُمْ وَيَسْتَحْيُوْنَ نِسَاۗءَكُمْ ۭ وَفِيْ ذٰلِكُمْ بَلَاۗءٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِيْمٌ ﴿١٤١﴾

১৪২ । এবং (স্মরণ কর) যখন আমরা তোমাদিগকে ফেরাউনের জাতির হাত হইতে উদ্ধার করিয়াছিলাম, যাহারা তোমাদিগকে নিকৃষ্ট শাস্তি দিত, তোমাদের পুত্রদিগকে হত্যা করিত এবং তোমাদের নারীদিগকে জীবিত রাখিত । এবং ইহার মধ্যে তোমাদের প্রভুর পক্ষ হইতে তোমাদের জন্য এক মহা পরীক্ষা ছিল ।

১৬ [১২] ৬

وَوٰعَدْنَا مُوْسٰى ثَلٰثِيْنَ لَيْلَةً وَّاَتْمَمْنٰهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيْقَاتُ رَبِّهٖٓ اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً ۚ وَقَالَ مُوْسٰى لِاَخِيْهِ هٰرُوْنَ اخْلُفْنِيْ فِيْ قَوْمِيْ وَاَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيْلَ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿١٤٢﴾

১৪৩ । এবং আমরা মূসাকে ত্রিশ রাত্রির প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলাম এবং ঐগুলিকে আমরা দশ (রাত্রি) দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়াছিলাম।[১০৪৪] এইভাবে তাহার প্রভুর নির্ধারিত সময় চল্লিশ রাত্রিতে পূর্ণ হইল, এবং মূসা তাহার ভাই হারূনকে বলিল, 'তুমি (আমার অনুপস্থিতিতে) আমার জাতির মধ্যে আমার প্রতিনিধিত্ব করিবে,[১০৪৫] এবং তাহাদের সংশোধন করিবে এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের পথ অনুসরণ করিবে না ।'

বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছিল, কারণ ইহাই সেই ভূমি যেখানে ইহুদী জাতির প্রতিষ্ঠালাভ এবং সমৃদ্ধ হওয়া এবং এক বিরাট জাতিতে পরিণত হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী ছিল ।

১০৪৪ । আল্লাহ্‌তা'লার সাথে হযরত মূসা (আঃ)-এর বাক্যালাপ প্রতিশ্রুত ত্রিশ রাত্রিতে শেষ হইয়াছিল। বর্দ্ধিত দশ রাত্রি প্রতিশ্রুতির অংশ নহে, অতিরিক্ত অনুগ্রহ ।

১০৪৫ । এই উক্তিতে প্রতীয়মান যে, হারূন (আঃ) হযরত মূসা (আঃ) -এর অধীনে ছিলেন । মূসা (আঃ) ইহুদীদিগকে "আমার জাতি" বলিয়া ডাকিলেন এবং হারূন (আঃ)-কে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইয়া কাজ করিতে নির্দেশ দিলেন, অর্থাৎ তাঁহার অনুপস্থিতিতে তাঁহার ভার-প্রাপ্ত কার্য-নির্বাহী হইবেন ।

وَلَمَّا جَآءَ مُوْسٰى لِمِيْقَاتِنَا وَكَلَّمَهٗ رَبُّهٗ ۙ قَالَ رَبِّ اَرِنِيْٓ اَنْظُرْ اِلَيْكَ ؕ قَالَ لَنْ تَرٰىنِيْ وَلٰكِنِ انْظُرْ اِلَى الْجَبَلِ فَاِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهٗ فَسَوْفَ تَرٰىنِيْ ۚ فَلَمَّا تَجَلّٰى رَبُّهٗ لِلْجَبَلِ جَعَلَهٗ دَكًّا وَّخَرَّ مُوْسٰى صَعِقًا ۚ فَلَمَّآ اَفَاقَ قَالَ سُبْحٰنَكَ تُبْتُ اِلَيْكَ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٤٣﴾

১৪৪। এবং যখন মূসা আমাদের নির্ধারিত সময়ে, নির্ধারিত স্থানে আসিল এবং তাহার প্রভু তাহার সহিত বাক্যালাপ করিলেন, সে বলিল, 'হে আমার প্রভু ! তুমি আমাকে দর্শন দান কর যেন আমি তোমার দিকে তাকাইতে পারি।' তিনি বলিলেন, 'তুমি আমাকে আদৌ দেখিতে পারিবে না।[১০৪৬] তবে তুমি পাহাড়ের দিকে তাকাও; অতএব, যদি ইহা স্বস্থানে স্থির থাকে তাহা হইলে অবশ্যই তুমি আমাকে দেখিবে।' এবং যখন তাহার প্রভু ঐ পাহাড়ের উপর স্বীয় জ্যোতির্বিকাশ করিলেন, তিনি উহাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিলেন[১০৪৭] এবং মূসা সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িয়া গেল। অতঃপর, যখন সে সংজ্ঞা ফিরিয়া পাইল, সে বলিল, 'তুমি সকল ত্রুটি হইতে পবিত্র, আমি তোমার দিকে প্রত্যাবর্তন করিতেছি এবং আমি মো'মেনগণের মধ্যে প্রথম।'

১০৪৬। এই আয়াত ধর্মের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক বিষয়ের উপর কিছু আলোকপাত করিয়াছে— জাগতিক চর্ম চক্ষে কাহারো পক্ষে আল্লাহ্তা'লাকে দেখা সম্ভব নহে। উক্ত আয়াত হইতে এহেন মতের কোন সমর্থন পাওয়া যায় না যে, জড় চক্ষুতে আল্লাহ্তা'লা দৃষ্টিগোচর হন (৬ঃ১০৪)। আল্লাহ্কে দেখাতো দূরে থাকুক, ভৌতিক চোখে ফিরিশ্তাগণকেও দেখা যায় না, আমরা কেবল প্রকাশিত বিষয়াদীর মধ্যে তাহাদের অভিব্যক্তি দেখিতে পাই; অনুরূপভাবে আল্লাহ্র প্রকাশিত গুণাবলী সমূহ দেখা যায়, স্বয়ং আল্লাহ্কে নহে। অতএব, ইহা এক অচিন্তণীয় ব্যাপার যে, মূসা (আঃ)-এর মত আল্লাহ্র এক মহান নবী আল্লাহ্তা'লার সিফ্ত সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান থাকা সত্বেও অসম্ভব বা অবাস্তব আকাঙ্খা করিয়াছিলেন। মূসা (আঃ) জানিতেন যে, তিনি শুধু আল্লাহ্র নিদর্শন দেখিতে পারেন, এবং স্বয়ং আল্লাহ্তা'লাকে নহে। কিন্তু তিনি মিদিয়ান হইতে মিশর যাওয়ার পথে পাহাড়ের দিকে যে অগ্নি (২৮:৩০) দেখিয়াছিলেন উহার মধ্যে আল্লাহ্তা'লার নিদর্শন প্রকাশিত হইয়াছিল। তবে মূসা (আঃ) যে আল্লাহ্তা'লাকে দেখার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন এই বলিয়া "হে আমার প্রভু ! তুমি আমাকে তোমার দর্শন দান কর" কথাগুলির দ্বারা কি বুঝাইয়াছিলেন ? এই প্রার্থনা মনে হয় আল্লাহ্তা'লার সিফ্তের পূর্ণ প্রকাশ যাহা পরবর্তী সময়ে ইসলামের পবিত্র নবী করীম (সাঃ) -এর সত্তার মধ্যে প্রকাশিত হওয়ার ছিল, সেইদিকে ইশারা করিতেছে। হযরত মূসা (আঃ)-কে পূর্বেই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল যে, ইসরাঈলীদের ভাইদের মধ্য হইতে এক মহান নবীর আবির্ভাব হইবে যাহার মুখে আল্লাহ্তা'লা স্বীয় বাণী দিবেন (দ্বিতীয় বিবরণ-১৮ঃ ১৮-২২)। এই ভবিষ্যদ্বাণীতে মূসা (আঃ) -এর নিকট আল্লাহ্তা'লা যেরূপ প্রকাশিত হইয়াছিলেন, উহা হইতে অধিক ও পূর্ণতর উজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত হওয়ার প্রতিশ্রুতি নিহিত ছিল। এই কারণে স্বভাবতঃই মূসা (আঃ) দেখিবার জন্য উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, কেমন সেই প্রতিশ্রুত মহিমাময় ও সুন্দর জ্যোতিঃ, যেরূপে আল্লাহ্তা'লা ভবিষ্যতে প্রকাশিত হইবেন। হযরত মূসা (আঃ) সেই গৌরবোজ্জ্বল ও মহিমাময় রূপের এক ঝলক দেখিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহাকে বলা হইয়াছিল যে, আল্লাহ্তা'লার সেই গৌরবোদ্দীপ্ত মহান রূপের প্রকাশ বহন করিবার ক্ষমতা তাঁহার মধ্যে নাই; তাঁহার হৃদয় উহা গ্রহণ বা সহ্য করিতে পারিত না এবং এই জন্যই আল্লাহ্তা'লা তাঁহার প্রকাশের জন্য পাহাড়কে পসন্দ করিয়াছিলেন। পাহাড় প্রচণ্ডভাবে কাঁপিয়া উঠিল এবং এরূপ মনে হইয়াছিল যেন চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল, এবং হযরত মূসা (আঃ) কম্পনের প্রভাবে অভিভূত হইয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেলেন। এইভাবে তাঁহাকে স্পষ্টরূপে উপলব্ধি করান হইয়াছিল যে, তিনি এত উচ্চ মার্গের আধ্যাত্মিক বৈশিষ্ট্য বা মহত্ব অর্জন করেন নাই যাহার ফলে তিনি সেই ঐশী-নিদর্শনের প্রকাশস্থলে পরিণত হইতে পারেন, যাহা দেখার জন্য তিনি আল্লাহ্তা'লার নিকট অনুরোধ করিয়াছিলেন। এই বিশেষ অধিকার একমাত্র একজনের জন্য রক্ষিত ছিল যিনি হযরত মূসা (আঃ) অপেক্ষা অনেক বেশী মর্যাদাপূর্ণ, তিনি হইতেছেন সৃষ্টির সেরা মানবকূল শিরোমণি মহা নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)। হযরত মূসা (আঃ) -এর আবেদন এই প্রেক্ষিতেও হইতে পারে যে, ইহুদী প্রধানগণ নগ্নচোখে আল্লাহ্কে দেখার জন্য দাবী জানাইয়া চাপ দিতেছিল (২ঃ৫৬)। তাঁহার উক্ত অস্বাভাবিক অভিজ্ঞতা হইতে মূসা (আঃ) উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, তাঁহার আবেদন সময়োপযোগী ছিল না। সুতরাং মূসা (আঃ) স্বতঃস্ফূর্তভাবে উচ্চঃস্বরে ঘোষণা করিয়াছিলেন "আমি তোমার দিকে প্রত্যাবর্তন করি এবং আমি বিশ্বাস আনয়নকারীদের মধ্যে প্রথম" যাহার মর্ম এই যে, তিনি উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন যে, মহান ঐশী মর্যাদাপূর্ণ গৌরবময় গুণের বিকাশস্থল যাহা প্রতিশ্রুত মহানবী (সাঃ) -এর হাদয়ে হওয়ার ছিল, উহা ধারণ করার মত ক্ষমতা মূসা (আঃ)-এর ছিল না, এবং তিনিই প্রথম ঈমান আনিয়াছিলেন সেই মহানবীর উচ্চতম আধ্যাত্মিক বৈশিষ্ট্যের প্রতি যেই উচ্চ মোকামে তাঁহার পৌঁছা অবধারিত ছিল। হযরত মহানবী (সাঃ)-এর প্রতি মূসা (আঃ)-এর এই বিশ্বাস সম্বন্ধে ৪৬ঃ১১ আয়াতেও উল্লেখ রহিয়াছে।

১০৪৭ টিকা-পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

قَالَ يٰمُوْسٰۤى اِنِّى اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسٰلٰتِىْ وَ بِكَلَامِىْ ۖ فَخُذْ مَاۤ اٰتَيْتُكَ وَ كُنْ مِّنَ الشّٰكِرِيْنَ ﴿١٤٥﴾

১৪৫। তিনি বলিলেন, 'হে মূসা! নিশ্চয় আমি আমার পয়গামসমূহ দ্বারা এবং কালাম দ্বারা (সমসাময়িক) সকল মানবের উপর তোমাকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করিলাম; অতএব, দৃঢ়ভাবে ধারণ কর যাহা আমি তোমাকে দান করিতেছি এবং কৃতজ্ঞগণের অন্তর্ভুক্ত হও।' [১০৪৮]

وَ كَتَبْنَا لَهٗ فِى الْاَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَىْءٍ مَّوْعِظَةً وَّ تَفْصِيْلًا لِّكُلِّ شَىْءٍ ۚ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَّ اْمُرْ قَوْمَكَ يَاْخُذُوْا بِاَحْسَنِهَا ؕ سَاُورِيْكُمْ دَارَ الْفٰسِقِيْنَ ﴿١٤٦﴾

১৪৬। এবং আমরা তাহার জন্য কতক ফলকের উপর প্রত্যেক বিষয়ের[১০৪৯] উপদেশ এবং সব কিছুর ব্যাখ্যা লিখিয়া দিলাম। [১০৫০] 'সুতরাং উহাদিগকে শক্ত করিয়া ধরিয়া রাখ এবং তোমার জাতিকে আদেশ কর যেন তাহারা উহার উৎকৃষ্ট বিষয়াবলীকে [১০৫১] শক্ত করিয়া ধরিয়া রাখে; অচিরেই আমি তোমাদিগকে দুষ্কৃতিপরায়ণদের আবাসস্থল [১০৫২] দেখাইব।'

سَاَصْرِفُ عَنْ اٰيٰتِىَ الَّذِيْنَ يَتَكَبَّرُوْنَ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ؕ وَ اِنْ يَّرَوْا كُلَّ اٰيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوْا بِهَا ۚ وَ اِنْ يَّرَوْا سَبِيْلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوْهُ سَبِيْلًا ۚ وَ اِنْ يَّرَوْا سَبِيْلَ الْغَىِّ يَتَّخِذُوْهُ سَبِيْلًا ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَ كَانُوْا عَنْهَا غٰفِلِيْنَ ﴿١٤٧﴾

১৪৭। অচিরেই আমি ঐ সকল লোককে আমার নিদর্শনসমূহ হইতে দূরে সরাইয়া দিব, যাহারা অন্যায়ভাবে ভূপৃষ্ঠে অহংকার করিয়া বেড়ায়, এবং তাহারা যদি সকল প্রকার নিদর্শনও দেখে, তবু তাহারা উহাদের উপরে ঈমান আনিবে না; এবং যদি তাহারা ধর্মপরায়ণতার পথ দেখে, তথাপি তাহারা উহাকে পথ হিসাবে অবলম্বন করিবে না; কিন্তু যদি তাহারা বিপথগামিতার পথ দেখে, তাহা হইলে তাহারা উহাকে পথ হিসাবে অবলম্বন করিবে। ইহা এই জন্য যে, তাহারা আমাদের নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, বস্তুতঃ তাহারা উহা সম্বন্ধে গাফেল ছিল।

১০৪৭। উক্ত পাহাড় বাস্তবে খণ্ড বিখণ্ড হয় নাই। ভূমিকম্পের প্রচণ্ডতা প্রকাশের জন্য শব্দগুলি আলঙ্কারিকভাবে ব্যবহার করা হইয়াছে (দেখুন, যাত্রা পুস্তক-২৪ঃ১৮)

১০৪৮। আয়াতে প্রতিপন্ন হয় যে, হযরত ইসমাঈলের বংশে আবির্ভূত মহান নবী করীম (সাঃ)-এর জন্য অবধারিত উচ্চ আধ্যাত্মিক মোকাম ও শান যে স্থানে হযরত মূসা (আঃ)-এর উন্নীত হওয়া সম্ভব ছিল না, তাহা উপলব্ধি করাইবার পর আল্লাহ্তা'লা হযরত মূসা (আঃ)-কে সান্ত্বনা দেওয়ার সুরে সম্বোধন করিয়াছিলেন। সেই "মহান নবীর" জন্য সংরক্ষিত উচ্চ মর্যদাপূর্ণ মোকাম-এর প্রতি লোলুপ না হওয়ার জন্য মূসা (আঃ) নির্দেশিত হইয়াছিলেন, বরং যে মোকাম তাঁহাকে পূর্বাহ্নে দান করা হইয়াছিল, উহাতে সন্তুষ্ট থাকিয়া আল্লাহ্তা'লার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা তাঁহার উচিৎ।

১০৪৯। "কাতাবনা" শব্দের অর্থ- আমরা লিখিয়াছিলাম, ধার্য করিয়াছিলাম, ভাগ্য স্থির করিয়া দিয়াছিলাম বা বাধ্য বাধকতাপূর্ণ করিয়া দিয়াছিলাম (লেইন)।

১০৫০। ইসরাঈলীদিগের প্রয়োজনীয় সব কিছু ব্যাখ্যা করা হইয়াছিল।

১০৫১। এখানে হযরত মূসা (আঃ)-কে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে তাঁহার জাতিকে উচ্চতর নৈতিক উৎকর্ষ সাধনে বিশেষ ভাবে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য, এবং দুর্বল ঈমানের লোকদিগের উদ্দেশ্যে দেওয়া আদেশ পালন করিয়াই তাহারা যেন সন্তুষ্ট না থাকে।

১০৫২। "দার" শব্দের অর্থ, এখানে আবাসস্থল বা স্বাভাবিক আবাস বা বিচরণ স্থল। এই উক্তি "অচিরেই আমি তোমাদিগকে দুষ্কৃতি পরায়ণদের আবাসস্থল দেখাইব" দ্বারা বুঝানো হইয়াছে যে, শীঘ্রই বিশ্বাসীগণকে অবাধ্য লোকদের নিকট হইতে পৃথক করিয়া দেখান হইবে।

وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَلِقَآءِ الْاٰخِرَةِ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ ؕ هَلْ يُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٤٨﴾

১৪৮ । এবং যাহারা আমাদের নিদর্শনাবলীকে এবং পরকালের সাক্ষাৎকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছে— তাহাদের কৃত-কর্ম নিষ্ফল হইয়াছে । তাহারা যাহা করিতেছে তাহাদিগকে কেবল উহারই প্রতিফল দেওয়া হইবে ।

১৭ [৬] ৭ ১৭ ৭ ع

وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوْسٰى مِنْۢ بَعْدِهٖ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهٗ خُوَارٌ ؕ اَلَمْ يَرَوْا اَنَّهٗ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيْهِمْ سَبِيْلًا ۘ اِتَّخَذُوْهُ وَكَانُوْا ظٰلِمِيْنَ ﴿١٤٩﴾

১৪৯ । এবং মূসার জাতি তাহার অনুপস্থিতিতে নিজেদের অলংকার দ্বারা তৈরী করিল একটি গোবৎস— একটি (প্রাণহীন) দেহ যাহার মধ্য হইতে হাম্বা-রব বাহির হইত । তাহারা কি ইহা দেখে নাই যে, ইহা তাহাদের সহিত কথা বলে না[১০৫৩] এবং তাহাদিগকে কোনও পথে পরিচালিত করে না ? তাহারা ইহাকে (উপাস্যরূপে) গ্রহণ করিয়াছিল এবং তাহারা ছিল যালেম ।

وَلَمَّا سُقِطَ فِيْٓ اَيْدِيْهِمْ وَرَاَوْا اَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوْا ۙ قَالُوْا لَئِنْ لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿١٥٠﴾

১৫০ । এবং যখন তাহারা যারপর নাই অনুতপ্ত হইল[১০৫৪] এবং দেখিল যে, বস্তুতঃই তাহারা পথভ্রষ্ট হইয়াছে, তাহারা বলিল, 'যদি আমাদের প্রভু আমাদের উপর রহম না করেন এবং আমাদিগকে ক্ষমা না করেন তাহা হইলে নিশ্চয় আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হইবে ।'

وَلَمَّا رَجَعَ مُوْسٰٓى اِلٰى قَوْمِهٖ غَضْبَانَ اَسِفًا ۙ قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُوْنِيْ مِنْۢ بَعْدِيْ ۚ اَعَجِلْتُمْ اَمْرَ رَبِّكُمْ ۚ وَاَلْقَى الْاَلْوَاحَ وَاَخَذَ بِرَاْسِ اَخِيْهِ يَجُرُّهٗٓ اِلَيْهِ ؕ قَالَ ابْنَ اُمَّ اِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُوْنِيْ وَكَادُوْا

১৫১ । এবং যখন মূসা ক্রুদ্ধ এবং ক্ষুব্ধ অবস্থায় তাহার জাতির নিকট ফিরিল, সে বলিল, 'তোমরা আমার অনুপস্থিতিতে যাহা প্রতিনিধিত্ব করিয়াছ উহা কতইনা মন্দ ! তোমরা কি তোমাদের প্রভুর আদেশের (অপেক্ষা না করিয়া পথ উদ্ভাবনের) ব্যাপারে তাড়াতাড়ি করিয়াছ ?' এবং সে ফলকগুলি (ভূমিতে) রাখিয়া দিল এবং নিজ ভ্রাতার মাথা ধরিয়া নিজের দিকে টানিয়া আনিল।[১০৫৫] সে (হারূন) বলিল, 'হে আমার মায়ের পুত্র![১০৫৬]

১০৫৩ । আল্লাহ্ কেবল তখনই এক জীবন্ত খোদা প্রমাণিত হন, যদি তিনি তাঁহার বান্দাদের সাথে কথা বলেন। ইহা কোন যুক্তিতে টিকে না যে, আল্লাহ্ অতীতে তাঁহার অনুগৃহীত বান্দাগণের সঙ্গে কথা বলিতেন এবং এখন তিনি মূক হইয়া গিয়াছেন। আল্লাহ্তা'লার সম্যক গুণাবলীর কোন একটিও বাতিল হইয়া যাইতে পারে এমন ধারণাও করা যায় না । অতীতে যেমন ঐশীবাণী লাভ সম্ভব হইত, এখনও আল্লাহ্তা'লার ওহী-ইলহাম প্রাপ্তির অনুগ্রহ অর্জন তেমনি সম্ভব । ঐশীবাণী শুধু নূতন বিধানই বহন করে এমন নহে, ইহা আধ্যাত্মিক জীবনে সজীবতা সঞ্চারিত করে এবং মানবকে তাহার প্রভু ও প্রতিপালকের সান্নিধ্যে নিয়া আসে।

১০৫৪ । আয়াতের আরবী বাগ্বৈশিষ্ট্যপূর্ণ "সুকিতা ফি আইদিহীম" এই উক্তির অর্থ- তাহাদিগকে নিজ হাতে ফেলিয়া দেওয়া হইল, তাহারা অনুতপ্ত হইয়াছিল; "অনুতাপে নিজেদের হাত কচলাইতে লাগিল" আরবগণ অনুতাপকারী ব্যক্তির ক্ষেত্রে "সুকিতা ফি ইয়াদিহী" বলিয়া থাকে (লেইন)।

১০৫৫ । হযরত মূসা (আঃ) তাঁহার ভাই হারূন (আঃ)-কে মাথা ধরিয়া টানিয়াছিলেন এই কারণে নহে, যেভাবে বাইবেলে এই সম্বন্ধে উল্লেখ রহিয়াছে (যাত্রা পুস্তক-৩২ঃ২৪) যে, তিনি গো-শাবকের পূজা করা সমর্থন করিয়াছিলেন, বরং এই জন্য যে, তিনি তাঁহার জাতির লোকদিগকে উক্ত পূজা হইতে সফলতার সঙ্গে বিরত রাখিতে ব্যর্থ হইয়াছিলেন । মূসা (আঃ)-এর পক্ষে ক্রুদ্ধ হওয়া ন্যায্য ছিল, কোন ধর্মীয় নিয়ম বা বিধান পরিপন্থী অপরাধ হারূন (আঃ) কর্তৃক হইয়াছিল বলিয়া নহে, কিন্তু হযরত মূসা (আঃ)-এর অনুপস্থিতিতে যথাযথরূপে কর্তব্য সম্পাদনে অপারগতার দোষে । তাঁহার ক্রোধ ন্যায়সংগত ছিল, কারণ এক জঘন্য অপবিত্রকরণ ক্রিয়া সংঘটিত হইয়াছিল, এবং মূসা (আঃ)-এর জীবনের

১০৫৬ টিকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

يَقْتُلُوْنَنِيْ ۖ فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْاَعْدَآءَ وَلَا تَجْعَلْنِيْ مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٥٠﴾

নিশ্চয় এই জাতি আমাকে দুর্বল মনে করিয়াছিল এবং আমাকে হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছিল । সুতরাং তুমি আমাকে শত্রুদের নিকট হাস্যাস্পদ করিও না এবং আমাকে অত্যাচারী জাতির অন্তর্ভুক্ত করিও না ।'

قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَلِاَخِيْ وَاَدْخِلْنَا فِيْ رَحْمَتِكَ ۖ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ﴿١٥١﴾ ع ١٨ [8] ٨

১৫২ । সে (মূসা) বলিল, 'হে আমার প্রভু ! তুমি আমাকে এবং আমার ভাইকে ক্ষমা কর এবং আমাদের উভয়কে তোমার রহমতের মধ্যে প্রবিষ্ট কর,কেননা তুমিই রহমকারীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম রহমকারী ।

اِنَّ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۗ وَكَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِيْنَ ﴿١٥٢﴾

১৫৩ । নিশ্চয় যাহারা গোবৎসকে [১০৫৭] (উপাস্য রূপে) গ্রহণ করিয়াছে অচিরেই তাহাদের উপর তাহাদের প্রভুর পক্ষ হইতে বর্ষিত হইবে ক্রোধ এবং ইহজীবনে লাঞ্ছনা । এবং এইভাবে আমরা মিথ্যা রটনাকারীদিগকে প্রতিফল দিয়া থাকি ।

وَالَّذِيْنَ عَمِلُوا السَّيِّاٰتِ ثُمَّ تَابُوْا مِنْ بَعْدِهَا وَاٰمَنُوْٓا ۙ اِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٥٣﴾

১৫৪ । এবং যাহারা মন্দ কাজ করে এবং ইহার পর তওবা করে এবং ঈমান আনে, নিশ্চয় তোমার প্রভুই ইহার পর অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময় ।

وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُّوْسَى الْغَضَبُ اَخَذَ الْاَلْوَاحَ ۖ وَفِيْ نُسْخَتِهَا هُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّلَّذِيْنَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُوْنَ ﴿١٥٤﴾

১৫৫ । এবং যখন মূসার ক্রোধ প্রশমিত হইল, সে ফলকগুলিকে তুলিয়া লইল, যাহারা তাহাদের প্রভুকে ভয় করে তাহাদের জন্য উহার (ফলকের) লেখাগুলির মধ্যে হেদায়াত এবং রহমত ছিল ।

وَاخْتَارَ مُوْسٰى قَوْمَهٗ سَبْعِيْنَ رَجُلًا لِّمِيْقَاتِنَا ۚ فَلَمَّآ اَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ اَهْلَكْتَهُمْ مِّنْ قَبْلُ وَاِيَّايَ ۗ اَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَآءُ مِنَّا ۚ اِنْ هِيَ اِلَّا فِتْنَتُكَ ۗ تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَآءُ

১৫৬ । এবং মূসা নিজ জাতি হইতে সত্তর জন লোককে আমাদের নির্ধারিত স্থানে এবং নির্ধারিত সময়ে সাক্ষাতের জন্য বাছিয়া লইল । অতঃপর, যখন ভূমিকম্প তাহাদিগকে আঘাত হানিল,[১০৫৭-ক] সে বলিল, 'হে আমার প্রভু ! যদি তুমি ইচ্ছা করিতে তাহা হইলে তুমি (ইহার) পূর্বেই তাহাদিগকে এবং আমাকেও ধ্বংস করিয়া দিতে পারিতে । আমাদের মধ্য হইতে নির্বোধরা যে কাজ করিয়াছে তাহার জন্য কি তুমি আমাদিগকে ধ্বংস করিয়া দিবে ? ইহা তোমার পক্ষ হইতে এক পরীক্ষা ছাড়া কিছুই নহে, ইহা দ্বারা তুমি যাহাকে চাহ পথভ্রষ্ট

সম্পূর্ণ কর্মসূচী ঝুঁকির সম্মুখীন হইয়াছিল ।

১০৫৬ । হযরত হারূন (আঃ) মূসা (আঃ)-এর ভ্রাতৃবাৎসল্য ও কোমলমতিতে মর্মস্পর্শী আবেদন করিয়াছিলেন ।

১০৫৭ । গো-বৎসের পূজা করার মত দুষ্কর্মে হারূন (আঃ)-এর সহযোগিতার দোষারোপ জনিত বাইবেলের বিবরণ নিশ্চয় বিভ্রান্তিকর (এনসাইকো বিব-১ম-কলঃ২) ।

১০৫৭-ক । ভূকম্পন এক প্রাকৃতিক ব্যাপার । হযরত মূসা (আঃ) ভয় করিয়াছিলেন যে, তাঁহার জাতির পাপাচারের কারণে ইহা ঐশী-শাস্তি ছিল ।

সাব্যস্ত কর এবং যাহাকে চাহ হেদায়াত দাও; তুমি আমাদের রক্ষক, অতএব তুমি আমাদিগকে ক্ষমা কর এবং আমাদের উপর রহম কর, কেননা তুমি ক্ষমাকারীগণের মধ্যে সর্বোত্তম;

وَتَهْدِىْ مَنْ تَشَآءُ ؕ اَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْلَنَا وَارْحَمْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ الْغٰفِرِيْنَ ۝١٥٥

১৫৭। এবং তুমি আমাদের জন্য এই দুনিয়াতে কল্যাণ নির্ধারিত কর এবং পরকালেও; নিশ্চয় আমরা তোমার দিকে অনুতাপের সহিত ফিরিয়াছি।' তিনি বলিলেন, 'আমি যাহাকে চাহি আমার আযাব দিয়া থাকি; কিন্তু আমার রহমত প্রত্যেক বস্তুকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে; অতএব অচিরেই আমি ইহা ঐ সকল লোকের জন্য নির্ধারিত করিব যাহারা তাক্ওয়া অবলম্বন করে এবং যাকাত দেয় এবং আমার নিদর্শনাবলীর উপর ঈমান আনে—

وَاكْتُبْ لَنَا فِىْ هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ اِنَّا هُدْنَآ اِلَيْكَ ؕ قَالَ عَذَابِىْٓ اُصِيْبُ بِهٖ مَنْ اَشَآءُ ۚ وَرَحْمَتِىْ وَسِعَتْ كُلَّ شَىْءٍ ؕ فَسَاَكْتُبُهَا لِلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِاٰيٰتِنَا يُؤْمِنُوْنَ ۝١٥٦

১৫৮। যাহারা এই রসূল, উম্মী নবীকে[১০৫৮] অনুসরণ করে,

اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِىَّ الْاُمِّىَّ الَّذِىْ يَجِدُوْنَهٗ مَكْتُوْبًا عِنْدَهُمْ

১০৫৮। উম্মী অর্থ- মাতার অংশ স্বরূপ বা অঙ্গীভূত হওয়া বা অধিকারভুক্ত হওয়া অর্থাৎ মায়ের বুকের শিশু যেমন নির্দোষ নিষ্পাপ; এমন ব্যক্তি যে ঐশী গ্রন্থের অধিকারী নহে—বিশেষভাবে একজন আরববাসী; এমন ব্যক্তি যে লিখিতে বা পড়িতে জানে না, যাহারা উম্মুল-কুরা অর্থাৎ জনপদ-জননী মক্কার অধিবাসী হিসাবে পরিচিত।

যদি "উম্মী" শব্দ নিরক্ষর (অর্থাৎ যে লিখাপড়া জানে না) অর্থে গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলে এই আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়ায় যে, যদিও মহানবী (সাঃ) কোন প্রকারের লেখা-পড়াই করেন নাই এবং নিরক্ষর ছিলেন, তথাপি আল্লাহ্তা'লা তাঁহাকে অনুগ্রহপূর্বক এমন জ্ঞান প্রদান করিয়াছিলেন যদ্বারা আঁ-হযরত (সাঃ) অত্যন্ত উন্নত জ্ঞানী, সভ্য ও শিক্ষিত অবস্থার লোকদিগকেও পথনির্দেশ ও আলোর সন্ধান দিতে পারিতেন। কতক খৃষ্টান লেখক নবী করীম (সাঃ)-এর নিরক্ষর হওয়ার বাস্তব ঘটনাকে সন্দেহ করার ভান করিয়াছেন। রেভারেণ্ড হোয়েরী তাহার রচিত 'কুরআন মজীদ'-এর ভাষ্যে মন্তব্য করিয়াছেন—"ইহা কি সম্ভব ছিল যে আলীর সাথে অভিন্ন পরিবারে লালিত পালিত হইয়া আলী পড়িতে ও লিখিতে জানিতেন এবং তিনি অনুরূপ শিক্ষা গ্রহণ করেন নাই ? বছরের পর বছর ধরিয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ সওদাগরী ব্যবসা দক্ষতার সহিত তিনি কি অক্ষর-জ্ঞান ছাড়া পরিচালনা করিয়াছিলেন ? তিনি যে লিখিতে ও পড়িতে জানিতেন, ইহা তাঁহার শেষ বছর গুলিতে প্রমাণিত। হাদীসের গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি তাঁহার সাহাবা এবং অন্যতম সচীব মুয়াবিয়াকে বলিয়াছিলেনঃ 'বা' কে সরলভাবে টান এবং 'সিন্'কে স্পষ্টরূপে বিভক্ত কর ইত্যাদি, এবং তাঁহার বিদায় মুহূর্তে তিনি লেখার সরঞ্জামাদি চাহিয়াছিলেন। কাতেব বা শ্রুতিলেখকদিগকে ব্যবহার তাঁহার লিখিতে জানার বিরুদ্ধে কোন শক্তিশালী যুক্তি নহে, কারণ অনুরূপভাবে কাতেবের ব্যবহার সেই যুগে সাধারণ ছিল, এমনকি জ্ঞানী পণ্ডিতদিগের মধ্যেও প্রচলিত ছিল।" কিন্তু ইহা একটি দুর্বল যুক্তির অবতারণা যে, যেহেতু নবী করীম (সাঃ), " আলী (রাঃ)-এর সাথে একই পরিবারে লালিত-পালিত হইয়াছিলেন সেহেতু তিনি পড়িতে ও লিখিতে জানিতেন," বা সেই কারণে তাঁহারও পড়া লেখা জানা সম্ভব ছিল। ইহা কেবল রেভারেণ্ড ভদ্রলোকের পক্ষে মহানবী (সাঃ)-এর জীবনের মৌলিক ঘটনা সম্পর্কে অজ্ঞতার পরিচায়ক। হযরত আলী (রাঃ) এবং নবী করীম (সাঃ) একত্রে লালিত পালিত হইতে পারেন না, তাঁহাদের বয়সের অনেক বৎসর ব্যবধান হওয়ার কারণে। আলী (রাঃ) হইতে আঁ-হযরত (সাঃ) উনত্রিশ বৎসরের বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। হযরত নবী করীম (সাঃ) এবং হযরত আলী (রাঃ)-এর একসঙ্গে শিক্ষাপ্রাপ্ত হওয়ার যুক্তিতে হস্তক্ষেপ না করিলে তাঁহাদের দু'জনের বয়সের বিরাট পার্থক্য দ্বারা স্পষ্ট ও নিশ্চিতরূপে পূর্বেহেই উহা নাকচ হইয়া যায়, হযরত আলীই বরং হযরত নবী আকরাম (সাঃ)-এর গৃহে এবং তাঁহারই নিজের লালনে ও তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত ও শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন (হিশাম)। আঁ-হযরত (সাঃ) তাঁহার চাচা আবুতালেবের গৃহে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন তখন, যখন তিনি অত্যন্ত স্বল্প আয়ের লোক ছিলেন। আবুতালেব জ্ঞান এবং শিক্ষা-দীক্ষার মূল্য উপলব্ধি করিতেন না, এবং তাহার সময়ে তাহাদের অধিকারভুক্ত সম্পত্তি খুব একটা সোপার্জিত সম্পদরূপে বিবেচিত হইত না। অতএব, পবিত্র মহানবী (সাঃ) আবুতালেবের গৃহে নিরক্ষরই রহিয়া গেলেন। কিন্তু হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর গৃহে হযরত আলী প্রতিপালিত হইয়াছিলেন, খ্যাতনামা ধনী মহিলা খাদিজা (রাঃ)-এর সাথে তাঁহার বিবাহ হওয়ার কারণে প্রচুর সম্পদ তাঁহার হস্তে ন্যস্ত হইয়াছিল। তিনিও বুঝিয়াছিলেন সুশিক্ষা কিরূপ

فِي التَّوْرٰىةِ وَالْاِنْجِيْلِ ۫ يَاْمُرُهُمْ
بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهٰىهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ
الْخَبٰٓئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ
وَالْاَغْلٰلَ الَّتِيْ كَانَتْ عَلَيْهِمْ ؕ فَالَّذِيْنَ
اٰمَنُوْا بِهٖ وَعَزَّرُوْهُ وَنَصَرُوْهُ وَاتَّبَعُوا
النُّوْرَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ مَعَهٗٓ ۙ اُولٰٓئِكَ هُمُ
الْمُفْلِحُوْنَ ﴿١٥٨﴾ ع ١٩ ٦ ٩

যাহার নাম তাহারা তাহাদের নিকট তওরাত ও ইন্‌জীলে[১০৫৯] লিখিত দেখিতে পায়। সে তাহাদিগকে পুণ্য কর্মের আদেশ দেয় এবং মন্দ কাজ করিতে তাহাদিগকে নিষেধ করে, এবং তাহাদের জন্য পবিত্র বস্তুসমূহকে হালাল করে এবং অপবিত্র বস্তুসমূহকে তাহাদের উপর হারাম করে এবং তাহাদের বোঝা এবং তাহাদের গলার বেড়ি যাহা তাহাদের উপর চাপিয়া ছিল, তাহা তাহাদের উপর হইতে দূরীভূত করে। সুতরাং যাহারা তাহার উপর ঈমান আনিয়াছে এবং তাহাকে সম্মান ও সমর্থন দিয়াছে এবং সাহায্য করিয়াছে এবং সেই নূরের অনুসরণ করিয়াছে যাহা তাহার সহিত নাযেল করা হইয়াছিল —ইহারাই সফল কাম।'

১৯ [৬] ৯

অমূল্য বস্তু। সুতরাং তাঁহার প্রযত্নে ও মহান প্রভাবাধীনে আলী, সেই যুগের বিবেচনা মতে, স্বাভাবিকরূপে সুশিক্ষিত যুবকে পরিণত হইলেন।

হোয়েরী সাহেবের দ্বিতীয় আপত্তি— যদি হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) নিরক্ষর হইতেন অর্থাৎ লিখিতে এবং পড়িতে না জানিতেন, তাহা হইলে তিনি প্রকৃতপক্ষে এরূপ খ্যাতিসম্পন্ন ও সফল ব্যবসায়ী হইতে পারিতেন না। তাহার এই ধারণার জন্ম হইয়াছে নবী করীম (সাঃ) -এর যুগের উন্নত কৃতকার্য ব্যবসায়ী সম্পর্কে ভ্রান্ত কল্পনাহেতু। হোয়েরী সাহেব এইরূপ আপত্তি উত্থাপন করিতেন না, যদি তিনি জানিতেন যে, এই বিংশ-শতাব্দীতেও এশিয়ার মধ্যে এমন অনেক উচ্চ স্তরের অত্যন্ত সফল ব্যবসায়ী রহিয়াছে যাহারা, এমন কি, প্রাথমিক শিক্ষাও পান নাই। মহানবী (সাঃ) -এর সময়ে মক্‌কাতে বিদ্যাশিক্ষা খুব একটা সুনজরে দেখা হইত না। অল্পসংখ্যক লোকেই লিখিতে ও পড়িতে জানিত, কিন্তু অনেক লোকই জাঁকালো ও সমৃদ্ধ ব্যবসা সফল ও সার্থকভাবে পরিচালনা করিত। আরবে সেই যুগে ভাল ব্যবসায়ী হওয়ার জন্য বিদ্যা শিক্ষা অপরিহার্য শর্ত বা যোগ্যতা রূপে বিবেচিত হইত না। অধিকন্তু, খাদীজা (রাঃ) নবী করীম (সাঃ)-কে মাইসারাহ্ নামের এক কৃতদাস দিয়াছিলেন, যে সকল সৌদাগরী সফরে তাঁহার সঙ্গে থাকিত এবং সে পড়ালেখা জানিত।এই বাস্তব ঘটনা হোয়েরী সাহেবের মন্তব্যের ভিত্তিকে ভূমিসাৎ করিয়া দেয়।

নবী করীম (সাঃ) মুয়াবিয়াকে 'বা' এবং "সিন" সঠিকভাবে লিখিতে যে আদেশ দিয়াছিলেন বলিয়া বর্ণিত হাদীসটি খুব একটা নির্ভরযোগ্য নহে। আব্বাসীয়দের শাসন আমলে উমাইয়াদেরকে ছোট করার জন্য অনেক বর্ণনা হাদীস শরীফে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছিল। উক্ত হাদীসে ইহা দেখাইবার প্রচেষ্টা হইয়াছে যে, খ্যাতিমান উমাইয়া বংশের বিশিষ্ট এক প্রধান ব্যক্তি মুয়াবিয়ার মত লোকও নেহায়েত অল্প শিক্ষার মানুষ ছিল, যে নাকি 'বে' এবং 'সীন'-এর মত সহজ অক্ষরকেও শুদ্ধভাবে লিখিতে পারিত না। যাহা হউক, যদি বর্ণিত হাদীসটি নির্ভরযোগ্য বলিয়াও প্রমাণিত হয়, তাহাতেও প্রতিপন্ন হয় না যে, আঁ-হযরত (সাঃ)লিখা পড়া জানিতেন—কেননা অপরের দ্বারা কুরআন লেখাইতে লেখাইতে তিনি এত বেশী অভিজ্ঞ হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, আরবী বর্ণের সাধারণ গঠনপ্রণালীর সহিত পরিচিত হইয়া যাওয়া এবং কোন শব্দ সঠিকভাবে লিখিবার নির্দেশ দেওয়া তাঁহার পক্ষে মোটেই অসম্ভব ছিল না।

পবিত্র মহানবী (সাঃ)-এর জীবনের শেষ মুহূর্তে কাগজ কলম আনিতে বলিয়াছিলেন, এই বাস্তব ঘটনাও হোয়েরী সাহেবের অনুমানকে সমর্থন করে না। ঐতিহাসিক সত্য ইহাই যে, যখনই আঁ-হযরত (সাঃ)-এর নিকট কোন আয়াত নাযেল হইত, তখনই তিনি কাগজ-কলম আনিতে বলিতেন এবং তাঁহার লেখকগণের মধ্যে একজনকে নাযেলকৃত আয়াত লিপিবদ্ধ করিবার জন্য নির্দেশ দিতেন। অতএব, হুযুর (সাঃ) কেবল কাগজ কলম আনিতে বলার কারণে ইহা প্রমাণিত হয় না যে, তিনি নিজে লিখিতে পড়িতে জানিতেন, না তাহার তর্কের সমর্থনে উত্থাপিত উক্তিটি অর্থাৎ "পড় তোমার প্রভুর নামে" কোন কিছু প্রমাণ করে। ৯৬ঃ২ আয়াতে ব্যবহৃত আরবী "ইক্‌রা" (পড়) শব্দের অর্থ লিখিত কোন বিষয়কে কেবল পড়া বুঝায় না, ইহা ব্যতীত ইহার অর্থ ইহাও হয় যে, অন্যের নিকট হইতে শুনিয়া পুনরাবৃত্তি করা, পুনঃপুনঃ উচ্চ কণ্ঠে বলা বা পড়া। এতদ্ব্যতীত হাদীস শরীফ হইতে এই ঘটনার প্রতিষ্ঠিত প্রমাণ এই যে, প্রথম ওহী নাযেল হওয়ার সময় জিব্‌রাঈল ফিরিশ্‌তা "ইক্‌রা" (পড়) শব্দ উচ্চারণ করিয়াছিলেন, কোন লিখা বস্তু নবী করীম (সাঃ)-এর সম্মুখে পড়ার জন্য স্থাপন করেন নাই। তাঁহাকে শুধু বলা হইয়াছিল মৌখিক পুনরাবৃত্তি করিতে যাহা ফিরিশ্‌তা তাঁহার নিকট আবৃত্তি করিয়াছিলেন। অধিকন্তু, কোন কোন খৃষ্টান লেখকের দাবী এই যে, পবিত্র নবী (সাঃ)-পড়া লিখা জানিতেন না, এই ধারণার সূচনা হইয়াছিল, তাঁহার পুনঃ পুনঃ এই দাবীর মাধ্যমে যে, তিনি "নিরক্ষর নবী" (অর্থাৎ উম্মী নবী)। ইহা যেমন বিস্ময়কর তেমনি দুর্বল ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত। ইহা এক আশ্চর্য ব্যাপার যে, তিনি যাহাদের সঙ্গে বৎসরের পর বৎসর দিবা-রাত্র

১০৫৯ টিকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

قُلْ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا ۨ الَّذِيْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ ۠ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِيْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَكَلِمٰتِهٖ وَاتَّبِعُوْهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ﴿١٥٨﴾

১৫৯। তুমি বল, হে মানবজাতি ! নিশ্চয় আমি তোমাদের সকলের জন্য [১০৬০] সেই আল্লাহ্‌র রসূল, যিনি আকাশমালা ও পৃথিবীর আধিপত্যের অধিকারী। তিনি ব্যতিত কোন মা'বুদ নাই, তিনিই জীবিত করেন এবং তিনিই মৃত্যু ঘটান। অতএব, তোমরা ঈমান আন আল্লাহ্‌র উপর এবং তাঁহার এই রসূল, উম্মী নবীর উপর, যে ঈমান রাখে আল্লাহ্ এবং তাঁহার বাণী সমূহের উপর, এবং তোমরা তাহাকে অনুসরণ কর যেন তোমরা হেদায়াত প্রাপ্ত হও।

وَمِنْ قَوْمِ مُوْسٰٓى اُمَّةٌ يَّهْدُوْنَ بِالْحَقِّ وَبِهٖ يَعْدِلُوْنَ ﴿١٥٩﴾

১৬০। এবং মূসার জাতির মধ্যে এমন এক সম্প্রদায় আছে যাহারা সত্যের সাহায্যে (লোকদিগকে) পথ প্রদর্শন করে এবং উহার সাহায্যে ন্যায় বিচার করে। [১০৬১]

وَقَطَّعْنٰهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ اَسْبَاطًا اُمَمًا ۭ وَاَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰٓى اِذِ اسْتَسْقٰىهُ قَوْمُهٗٓ اَنِ اضْرِبْ بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ ۚ

১৬১। এবং আমরা তাহাদিগকে বারটি গোত্রে বিভক্ত করিলাম স্বতন্ত্র সম্প্রদায়রূপে। এবং মূসার জাতি যখন তাহার নিকট পানি চাহিয়াছিল তখন আমরা তাহার প্রতি ওহী করিয়াছিলাম (এই বলিয়া) যে, 'তুমি তোমার লাঠি দ্বারা ঐ

বসবাস করিতেন, এবং যাহারা প্রতিদিন তাঁহাকে পড়িতে ও লিখিতে দেখিয়াছিল, তাহারা আবিষ্কার করিতে পারিল না যে, তিনি "উম্মী" (নিরক্ষর) ছিলেন কি-না, এবং তাহারা এই ভ্রান্ত বিশ্বাসে পরিচালিত হইয়াছিল শুধু তাঁহার পুনঃ পুনঃ এই ঘোষণা বা দাবীর কারণে যে, তিনি উম্মী বা নিরক্ষর ছিলেন ! 'হযরত রসূল করীম (সাঃ)-এর শ্রুতিলেখকের ব্যবহার দ্বারা তাঁহার লিখন-বিদ্যা না জানা প্রামাণিত হয় না, কারণ কাতেব ব্যবহারের এইরূপ রীতি সেই যুগে প্রচলিত ছিল, এমনকি সর্বাধিক বিদ্বান লোকদিগের মধ্যেও ছিল'। হোয়েরী সাহেবের এই যুক্তিতর্ক আরব এবং ইসলামের ইতিহাস সম্বন্ধে তাঁহার অজ্ঞতার পরিচায়ক। প্রকৃত ঘটনা হইল যে, রসূলে করীম (সাঃ)-এর যামানায় আরবদিগের মধ্যে 'ওলামা' অথবা বিদ্যান পণ্ডিত ব্যক্তিবর্গ এই অর্থে ছিল না যেই অর্থে এই যুগে উক্ত শব্দ গ্রহণ করা হইয়া থাকে, তাহারা শ্রুতিলেখক এবং কারণিক রাখিতেও অভ্যস্থ ছিল না। এমন কোন দৃষ্টান্ত নাই যে কোন একজন আরববাসী কাতেব নিযুক্ত করিয়াছিল। বিদ্যান-পণ্ডিত ব্যক্তিবর্গের সর্বসম্মতিক্রমে পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত ঐক্যমত ইহাই যে, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত পড়িতে এবং লিখিতে জানিতেন না। এই বিষয়ে কুরআন করীমে স্পষ্ট বর্ণিত আছে যে, এই নবী (সাঃ) নিরক্ষর ছিলেন, অন্ততঃ আল্লাহ্‌তা'লার প্রেরিত নবীরূপে দাবী অবধি (২৯ঃ৪৯)। যাহা হউক জীবনের শেষ দিকে তিনি কিছু কিছু শব্দের পাঠোদ্ধার করিতে শিখিয়াছিলেন মাত্র।

১০৫৯। নবী করীম (সাঃ)-এর সম্পর্কে বাইবেলের কতিপয় ভবিষ্যদ্বাণী দেখুনঃ- মথি-২৩ঃ৩৯; যোহন-১৪ঃ১৬,২৬, ১৬ঃ৭-১৪, দ্বিতীয় বিবরণ- ১৮ঃ১৮; ৩৩ঃ২, যিশাইয়-২১ঃ১৩-১৭; ও ২০ঃ৬২, পরমগীত-১ঃ৫-৬, হবক্‌কুক-৩ঃ৭।

১০৬০। ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) -এর পূর্বে আবির্ভূত আল্লাহ্‌তা'লার সকল নবী জাতীয় নবী ছিলেন, তাঁহাদের শিক্ষা সেই জাতির উদ্দেশ্যে ছিল, যে জাতির নিকট তাঁহারা প্রেরিত হইয়াছিলেন এবং সেই বিশেষ কালের জন্য যে সময়ে তাঁহাদের আবির্ভাব হইয়াছিল। পক্ষান্তরে পবিত্র মহানবী (সাঃ) প্রেরিত হইয়াছিলেন সমগ্র মানব জাতির জন্য, সর্বকালের জন্য। মানব ইতিহাসে তাঁহার আবির্ভাব এক অনুপম ঘটনা। ইহার উদ্দেশ্য সকল পৃথক পৃথক জাতি ও বিভিন্ন মানবগোষ্ঠিকে একই ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ করা—যেখানে জাতি, ধর্ম ও বর্ণজনিত সকল ভেদাভেদ বিলীন হইয়া যাইবে।

১০৬১। হযরত মূসা (আঃ)-এর উম্মতের মধ্যে সকলেই অসাধু ছিল না। তাহাদের একদল শুধু নিজেরাই ভাল ছিল না, অধিকন্তু অন্যদিগকেও সত্যের পথে পরিচালিত করিত এবং ন্যায় কাজ করিত। পবিত্র গ্রন্থ কুরআন কখনও কোন জাতিকে ঢালাওভাবে নির্বিচারে নিন্দা করে না।

فَانْۢبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ؕ قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ؕ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَاَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوٰى ؕ كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ ؕ وَمَا ظَلَمُوْنَا وَلٰكِنْ كَانُوْۤا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ﴿۱۶۰﴾

পাথরের উপর আঘাত কর,'[১০৬১-ক] অতঃপর, উহা হইতে বারটি ঝরণা নির্গত হইয়া সজোরে প্রবাহিত হইল, প্রত্যেক গোত্র স্ব স্ব ঘাট চিনিয়া লইল । এবং আমরা তাহাদের উপর মেঘের ছায়া করিয়াছিলাম এবং আমরা তাহাদের জন্য মান্না এবং সালওয়া নাযেল করিয়াছিলাম (এবং আমরা বলিয়াছিলাম) 'আমরা তোমাদিগকে যে পবিত্র রিয্ক দিয়াছি উহা হইতে খাও; এবং তাহারা আমাদের উপর অত্যাচার[১০৬২] করে নাই, বরং তাহারা নিজেদের প্রাণের উপর অত্যাচার করিতেছিল ।

وَاِذْ قِيْلَ لَهُمُ اسْكُنُوْا هٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوْا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُوْلُوْا حِطَّةٌ وَّادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطِيْٓـٰٔتِكُمْ ؕ سَنَزِيْدُ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿۱۶۱﴾

১৬২ । এবং (স্মরণ কর সেই সময়কে) যখন তাহাদিগকে বলা হইয়াছিল, "তোমরা এই শহরে বসবাস কর এবং উহা হইতে যথেচ্ছা আহার কর এবং বল, '(হে আল্লাহ্ ! আমাদের) বোঝা হালকা করিয়া দাও,' এবং বিনয়ের সহিত দরওয়াজা দিয়া প্রবেশ কর; আমরা তোমাদিগকে তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করিব; নিশ্চয় আমরা সৎকর্মশীলগণকে সমৃদ্ধ করিব ।"

فَبَدَّلَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِىْ قِيْلَ لَهُمْ فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَآءِ بِمَا كَانُوْا يَظْلِمُوْنَ ﴿۱۶۲﴾

১৬৩ । কিন্তু তাহাদিগকে যে কথা বলা হইয়াছিল উহার পরিবর্তে তাহারা—যাহারা তাহাদের মধ্য হইতে অত্যাচার করিয়াছিল—অন্য এক কথা বদলাইয়া ফেলিল, সুতরাং আমরা তাহাদের উপর আকাশ হইতে জঘন্য শাস্তি প্রেরণ করিলাম কেননা তাহারা অত্যাচার করিয়াছিল ।

ع ২০ [৫] ১০

وَسْـَٔلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِىْ كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ ۘ اِذْ يَعْدُوْنَ فِى السَّبْتِ اِذْ تَاْتِيْهِمْ حِيْتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَّيَوْمَ لَا يَسْبِتُوْنَ ۙ لَا تَاْتِيْهِمْ ۛ كَذٰلِكَ ۛ نَبْلُوْهُمْ ۢ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ ﴿۱۶۳﴾

১৬৪ । এবং তুমি তাহাদিগকে সেই শহর[১০৬৩] সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা কর যাহা সমুদ্র-তীরে অবস্থিত ছিল, যখন তাহারা সাবাতের হুকুম লংঘন করিত, যখন তাহাদের মাছ তাহাদের সাবাতের দিনে (পানিতে ভাসিয়া)[১০৬৪] তাহাদের নিকট আসিত এবং যে দিন তাহারা সাবাত[১০৬৪-ক] পালন করিত না, তাহাদের নিকট উহারা আসিত না, এইভাবে আমরা তাহাদিগকে পরীক্ষা করিতাম কেননা তাহারা দুষ্কর্ম করিত ।

১০৬১-ক । টিকা ১০১ দ্রষ্টব্য ।

১০৬২ । তাহারা (ইহুদী জাতি) নিজেদেরই ক্ষতি সাধন করিয়াছিল এবং সত্যের সংগ্রামের কোন ক্ষতি সাধন করিতে পারে নাই ।

১০৬৩ । এই আয়াতে উল্লেখিত "আল্ কারিয়াত" (অর্থ-শহরটি) লোহিত সাগরের তীরবর্তী 'আইলা' (Elath) বলিয়া কথিত শহরকে বুঝায় । ইহা লোহিত সাগরের উত্তর-পূর্ব শাখায় 'অ্যায়েলা-নিটিক' উপসাগরের তীরে অবস্থিত (যাহার নাম স্থানের নামানুসারে হইয়াছে) এবং ইসরাঈল জাতির উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরিয়া বেড়াইবার ইহাই শেষ সীমা বলিয়া উল্লেখিত হইয়াছে (১-রাজাবলী-৯:২৬ এবং ২-বংশাবলী-৮:১৭)। হযরত সুলায়মান (আঃ)-এর সময়ে এই শহর ইসরাঈলীদিগের অধিকারভুক্ত হয়, কিন্তু পরবর্তীকালে সম্ভবতঃ ইহা তাহাদের হাতছাড়া হইয়া যায় । পরে 'উযিয়াহ (Uzziah) উহা পুনর্বিজয় করিয়াছিল এবং 'আহাযের' সময় আবার তাহারা উহা হারায় (এনসাই বিব. এবং যিউ, এনসাই ক্লোঃ)।

১০৬৪ । "শুররাআন" (পানির উপর দিয়া)-এর আর এক অর্থ করা হইয়াছে তাহারা ঝাঁকে ঝাঁকে আসিয়াছিল ।

১০৬৪-ক । সাব্বাত (সাপ্তাহিক কর্ম বিরতি)-এর দিন যখন কোন মৎস্য ধরা হইত না, তখন উহারা সহজাত প্রবণতার দরুন বুঝিতে

وَاِذْ قَالَتْ اُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُوْنَ قَوْمًا ۙ اللّٰهُ مُهْلِكُهُمْ اَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا ؕ قَالُوْا مَعْذِرَةً اِلٰى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ﴿١٦٥﴾

১৬৫। এবং যখন তাহাদের একদল (অন্যদলকে) বলিল, 'তোমরা কেন এমন এক জাতিকে উপদেশ দিতেছ, যাহাদিগকে আল্লাহ্ ধ্বংস করিতে অথবা কঠোর শাস্তি দিতে চলিয়াছেন ? তাহারা বলিল, 'তোমাদের প্রভুর সম্মুখে (দোষমুক্ত হওয়ার) অজুহাত পেশ করার জন্য এবং যেন তাহারা তাক্ওয়া অবলম্বন করে।'

فَلَمَّا نَسُوْا مَا ذُكِّرُوْا بِهٖۤ اَنْجَيْنَا الَّذِيْنَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوْٓءِ وَاَخَذْنَا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا بِعَذَابٍۭ بَـِٔيْسٍۢ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ ﴿١٦٦﴾

১৬৬। অতঃপর, তাহাদিগকে যে বিষয়ে উপদেশ দেওয়া হইয়াছিল, যখন তাহারা উহা ভুলিয়া গেল, তখন আমরা তাহাদিগকে উদ্ধার করিলাম যাহারা মন্দ কাজ হইতে নিষেধ করিত এবং আমরা যালেমদিগকে এক কঠোর শাস্তিতে ধৃত করিলাম—কেননা তাহারা দুষ্কর্ম করিত।

فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَّا نُهُوْا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُوْنُوْا قِرَدَةً خٰسِـِٕيْنَ ﴿١٦٧﴾

১৬৭। অতঃপর, যে বিষয় হইতে তাহাদিগকে নিষেধ করা হইয়াছিল যখন তাহারা উহাকে বিদ্রোহিতাপূর্বক অমান্য করিল, তখন আমরা তাহাদিগকে বলিলাম, লাঞ্ছিত বানর হইয়া যাও।' [১০৬৫]

وَاِذْ تَاَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَنْ يَّسُوْمُهُمْ سُوْٓءَ الْعَذَابِ ؕ اِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيْعُ الْعِقَابِ ۚ وَاِنَّهٗ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٦٨﴾

১৬৮। এবং (সেই সময়কে স্মরণ কর) যখন তোমার প্রভু ঘোষণা করিলেন যে, নিশ্চয় তিনি তাহাদের বিরুদ্ধে কিয়ামত পর্যন্ত এমন লোকদিগকে অভ্যুত্থিত করিতে থাকিবেন,[১০৬৬] যাহারা তাহাদিগকে কষ্টদায়ক শাস্তি দিতে থাকিবে; নিশ্চয় তোমার প্রভু শাস্তি দানে বড়ই তৎপর[১০৬৬-ক] এবং নিশ্চয় তিনি অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

وَقَطَّعْنٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اُمَمًا ۚ مِنْهُمُ الصّٰلِحُوْنَ وَمِنْهُمْ دُوْنَ ذٰلِكَ ۫ وَبَلَوْنٰهُمْ بِالْحَسَنٰتِ وَالسَّيِّاٰتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ﴿١٦٩﴾

১৬৯। এবং আমরা তাহাদিগকে (পৃথক পৃথক) জাতিতে বিভক্ত করিয়া ভূ-পৃষ্ঠে ছড়াইয়া দিলাম, তাহাদের মধ্যে কতক আছে পুণ্যবান এবং তাহাদের মধ্যে কতক আছে ইহা হইতে অন্য রকম। এবং আমরা তাহাদিগকে ভাল এবং মন্দ দ্বারা পরীক্ষা করিলাম যেন তাহারা প্রত্যাবর্তন করে।

পারিয়াছিল উহাদের জন্য নিরাপদ সময় কোনটি এবং এই কারণে উহারা ঝাঁকে ঝাঁকে পানির উপরে ভাসিয়া সাব্বাতের দিনে উপকূলের নিকটবর্তী হইত। এই ঘটনায় ইহুদীরা লোভ সংবরণ করিতে পারে নাই এবং তাহারা উহাদিগকে ধরিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছিল এবং এইরূপে তাহারা পবিত্র বিধানের বিরুদ্ধে সীমালংঘন করিয়াছিল।

১০৬৫। ১০৭ টিকা দ্রষ্টব্য।

১০৬৬। তফসীরাধীন আয়াতে এবং পরবর্তী কতগুলি আয়াতের মধ্যেও প্রমাণিত হয় যে, পূর্ববর্তী আয়াতে যেই লোকদিগকে ঘৃণিত বানর বলা হইয়াছে বাস্তবে তাহারা বানরে রূপান্তরিত হয় নাই, বরং মানুষের আকৃতিতেই তাহারা ছিল, যদিও তাহারা যৎপরোনাস্তি দুর্দশাগ্রস্ত হীন জীবন যাপন করিত এবং অন্যান্য লোকেরা উহাদিগকে অত্যন্ত তাচ্ছিল্যভাবে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখিত।

১০৬৬-ক। কুরআন করীমের অনেকগুলি আয়াত হইতে সুস্পষ্ট বুঝা যায় যে, আল্লাহ্তা'লা পাপীদেরকে শাস্তি প্রদানে অতীব মন্থর। তিনি বার বার তাহাদিগকে সাময়িক অবকাশ প্রদানে অনুগ্রহ করিয়া থাকেন। শব্দগুলির মর্মার্থ হইতেছে যে, যখন কোন জাতির প্রতি

فَخَلَفَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَّرِثُوا الْكِتٰبَ يَاْخُذُوْنَ عَرَضَ هٰذَا الْاَدْنٰى وَيَقُوْلُوْنَ سَيُغْفَرُ لَنَا ۚ وَاِنْ يَّاْتِهِمْ عَرَضٌ مِّثْلُهٗ يَاْخُذُوْهُ ؕ اَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِّيْثَاقُ الْكِتٰبِ اَنْ لَّا يَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ اِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوْا مَا فِيْهِ ؕ وَالدَّارُ الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿١٧٠﴾

১৭০। কিন্তু তাহাদের পরে (খারাপ) বংশধর তাহাদের স্থলাভিষিক্ত হইল, যাহারা কিতাবের উত্তরাধিকারী হইল। তাহারা এই তুচ্ছ পার্থিব ধন-সম্পদ[১০৬৭] গ্রহণ করিল এবং বলিল, 'নিশ্চয় আমাদিগকে ক্ষমা করা হইবে।' কিন্তু তাহাদের নিকট (পুনরায়) যদি উহার অনুরূপ আরও সম্পদ আসে তাহা হইলে তাহারা উহাও গ্রহণ করিবে। তাহাদের নিকট হইতে কি কিতাবের অঙ্গীকার লওয়া হয় নাই যে, তাহারা আল্লাহ্‌র সম্বন্ধে সত্য ব্যতিরেকে (কিছু) বলিবে না? যাহা কিছু উহাতে আছে তাহা তাহারা পাঠ করিয়াছে[১০৬৮]। এবং যাহারা তাক্‌ওয়া অবলম্বন করে, তাহাদের জন্য পরকালের আবাস অতি উত্তম। তবুও কি তোমরা বুদ্ধি-বিবেচনা করিবে না?

وَالَّذِيْنَ يُمَسِّكُوْنَ بِالْكِتٰبِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ ؕ اِنَّا لَا نُضِيْعُ اَجْرَ الْمُصْلِحِيْنَ ﴿١٧١﴾

১৭১। এবং যাহারা কিতাবকে মযবূত ভাবে ধরিয়া আছে এবং নামায কায়েম করে, নিশ্চয় আমরা পুণ্যবানগণের পুরস্কারকে কখনও বিনষ্ট করিব না।

وَاِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَاَنَّهٗ ظُلَّةٌ وَّظَنُّوْٓا اَنَّهٗ وَاقِعٌۢ بِهِمْ ۚ خُذُوْا مَآ اٰتَيْنٰكُمْ بِقُوَّةٍ وَّاذْكُرُوْا مَا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿١٧٢﴾ ع ٢١ ٩ ١١

১৭২। এবং যখন আমরা পাহাড়কে তাহাদের উপর দোদুল্যমান করিয়াছিলাম যেন ইহা একটি সামিয়ানা, এবং তাহারা মনে করিয়াছিল যে, উহা তাহাদের উপর পতিত হইবে,[১০৬৯] (আমরা বলিলাম) আমরা তোমাদিগকে যাহা দিয়াছি তাহা শক্ত ভাবে ধরিয়া রাখ এবং উহাতে যাহা কিছু আছে তাহা তোমরা স্মরণ কর যেন তোমরা মুত্তাকী হইতে পার।

২১ [৯] ১১

وَاِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْۢ بَنِيْٓ اٰدَمَ مِنْ ظُهُوْرِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَاَشْهَدَهُمْ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ ۚ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ؕ قَالُوْا بَلٰى ۛۚ شَهِدْنَا ۛۚ اَنْ تَقُوْلُوْا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اِنَّا كُنَّا عَنْ هٰذَا غٰفِلِيْنَ ۙ﴿١٧٣﴾

معانقة ٧ عند المتأخرين

১৭৩। এবং (স্মরণ কর) যখন তোমার প্রভু আদম-সন্তানগণের নিকট হইতে তাহাদের পৃষ্ঠদেশ হইতে তাহাদের বংশধর গ্রহণ করিলেন এবং তাহাদের নিজেদের উপর সাক্ষী দাঁড় করাইলেন[১০৭০] (এই বলিয়া যে), 'আমি কি তোমাদের প্রভু নহি?' তাহারা বলিল, 'হাঁ, আমরা সাক্ষ্য দিতেছি।' (তিনি ইহা এই জন্য করিয়াছেন) পাছে তোমরা কিয়ামত দিবসে না বল, 'আমরা এই সম্বন্ধে গাফেল ছিলাম।'

দণ্ডাদেশ বা আযাব আসা চূড়ান্ত হইয়া যায়, তখন দ্রুত শাস্তি পতিত হয় এবং কোন শক্তি উহাতে বাধা সৃষ্টি করিতে পারে না।

১০৬৭। "আরাযা" অর্থ ধন-সম্পদ যাহা স্থায়ী নহে, ইহা জগতের নগণ্য বস্তুসমূহ; পার্থিব বস্তু বা পণ্যদ্রব্যসমূহ; লক্ষ্যবস্তু (লেইন)।

১০৬৮। 'দারাসা" শব্দের অর্থ (১) সে একটি পুস্তক পড়িয়াছিল; (২) সে মুছিয়া ফেলিল, ঘষিয়া তুলিয়া ফেলিল, নিশ্চিহ্ন করিল বা কোনকিছু বিলোপ করিয়া দিল (লেইন)।

১০৬৯। ইসরাঈলীদের প্রধানগণকে পর্বতের পাদদেশে আনা হইয়াছিল (যাত্রা পুস্তক-১৯ঃ১৭)। তাহাদের নিকট অনুভূত হইতেছিল যে, উহা চাঁদোয়ার মত মাথার উপরে আছে, যে কোন সময় তাহাদের উপর ভাংগিয়া পড়িতে পারে।

১০৭০। এই আয়াতে আল্লাহ্‌তা'লা যিনি এই বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন ও নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকেন তাঁহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে দৃঢ়ভাবে নিহিত প্রমাণের

اَوْ تَقُوْلُوْٓا اِنَّمَآ اَشْرَكَ اٰبَآؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنْۢ بَعْدِهِمْ ۚ اَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُوْنَ ﴿١٧٣﴾

১৭৪ । অথবা (পাছে) তোমরা বল, 'নিশ্চয় ইতিপূর্বে আমাদের পিতৃপুরুষগণ শিরক করিয়া আসিতেছিল এবং আমরা তাহাদের পরবর্তী বংশধর ছিলাম । অতএব, তুমি কি মিথ্যাবাদীরা যাহা কিছু করিয়াছে আমাদিগকে উহার দরুণ ধ্বংস করিবে ?

وَكَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ﴿١٧٤﴾

১৭৫ । এবং এইভাবে আমরা নিদর্শনাবলী বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করি[১০৭১] যেন তাহারা (উপদেশ গ্রহণ করে এবং সৎ পথে) ফিরিয়া আসে।

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ الَّذِيْٓ اٰتَيْنٰهُ اٰيٰتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاَتْبَعَهُ الشَّيْطٰنُ فَكَانَ مِنَ الْغٰوِيْنَ ﴿١٧٥﴾

১৭৬ । এবং তুমি তাহাদের নিকট তাহার বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া শুনাও, যাহাকে আমরা আমাদের বহু নিদর্শন দিয়াছিলাম—কিন্তু সে উহা হইতে স্খলিত হইয়া গিয়াছিল; অতঃপর শয়তান তাহার পশ্চাদানুসরণ করিল, ফলে সে বিপথগামীদের অন্তর্ভুক্ত হইল। [১০৭২]

وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنٰهُ بِهَا وَلٰكِنَّهٗٓ اَخْلَدَ اِلَى الْاَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوٰىهُ ۚ فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ الْكَلْبِ ۚ اِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ اَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ؕ ذٰلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ

১৭৭ । এবং যদি আমরা চাহিতাম তাহা হইলে উহা দ্বারা আমরা তাহাকে উচ্চ মর্যাদা দিতাম, কিন্তু সে দুনিয়ার[১০৭৩] প্রতি ঝুঁকিয়া পড়িল এবং নিজ মন্দ বাসনার অনুসরণ করিল । তাহার দৃষ্টান্ত ঐ তৃষ্ণার্ত কুকুরের দৃষ্টান্তের ন্যায়—যদি তুমি উহাকে তাড়া দাও সে জিহ্বা বাহির করিয়া হাঁপাইতে থাকে, যদি তুমি উহাকে ছাড়িয়া দাও তবুও সে জিহ্বা বাহির করিয়া হাঁপাইতে থাকে। [১০৭৪] এই হইল ঐ জাতির দৃষ্টান্ত, যাহারা আমাদের

প্রতি ইংগিত করা হইয়াছে (৩০ঃ৩১)। অথবা ইহাও হইতে পারে যে, এই ইংগিত আল্লাহ্তা'লার প্রেরিত মহান নবী-রসূলগণের আবির্ভাব সম্পর্কে যাঁহারা আল্লাহ্তা'লার দিকে পথ দেখাইয়া থাকেন । "আদম সন্তান" বলিতে প্রত্যেক যুগের মানুষকে বুঝানো হইয়াছে যাহাদের নিকট আল্লাহ্র নবীগণ আবির্ভূত হন । প্রকৃত পক্ষে, প্রত্যেক নূতন নবীর আগমনই এই ঐশী-জিজ্ঞাসা সহ হয়, 'আমি কি তোমাদের প্রভু নহি ?' এই প্রশ্নই প্রকাশ করে যে, আল্লাহ্ যখন মানবের দৈহিক জীবন রক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং একইরূপে তাহার নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ক্রম-বিকাশেরও উপায় সৃষ্টি করিয়াছেন, তখন সে কিরূপে আল্লাহ্র প্রভুত্বকে অস্বীকার করিতে পারে । প্রকৃতপক্ষে মানুষই তাহাদের নবীকে প্রত্যাখ্যান করিয়া নিজেদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য বহন করে; কারণ এমতাবস্থায় তাহারা এই বলিয়া নিষ্কৃতি পাইতে পারে না যে, তাহারা আল্লাহ্তা'লাকে বা তাঁহার বিধানকে অথবা বিচার দিবস সম্বন্ধে জানিত না ।

১০৭১ । নবীর আবির্ভাব তাঁহার যুগের মানুষকে ১৭৩ আয়াতে উল্লেখিত অজুহাত উত্থাপন করার সুযোগ দেয় না, কারণ তখন সত্যকে মিথ্যা হইতে স্পষ্ট করিয়া প্রদর্শন করা হয় এবং প্রতিমা পূজা সর্বসাধারণ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত এবং নিন্দিত হয় ।

১০৭২ । বিশেষ এক ব্যক্তির প্রতি এই ইংগিত নহে, পরন্তু ঐ সমস্ত লোকদিগের প্রতি যাহাদিগকে আল্লাহ্তা'লা নবীর মাধ্যমে নিদর্শন প্রদর্শন করিয়া থাকেন এবং যাহারা সেই নিদর্শনসমূহ প্রত্যাখ্যান করে । এইরূপ উক্তি কুরআন করীমের অন্যত্র (২ঃ১৮) পাওয়া যায় । বর্তমান আয়াত বিশেষভাবে বালা'ম-বিন-বা'উর-এরও সংগে সম্পৃক্ত বলা যায়, যে হযরত মূসা (আঃ)-এর যমানায় বাস করিত এবং ধার্মিক ব্যক্তি বলিয়া খ্যাত ছিল । অহংকার তাহার মাথায় চাপিয়াছিল, ফলে অপমানজনক অবস্থায় তাহার জীবনাবসান হইয়াছিল । আবু জাহ্ল বা আবদুল্লাহ্ বিন উবাই বিন্ সলুল বা অনুরূপ প্রত্যেক কুখ্যাত কাফের সর্দারের প্রতিও এই আয়াত প্রযোজ্য ।

১০৭৩ । পার্থিব বিষয়াদি, বিশেষতঃ অর্থের প্রতি আসক্তি ।

১০৭৪ । "ইয়ালহাস" (লাহাসা হইতে উদ্ভূত, যাহার অর্থ ক্লান্ত অথবা শ্রান্ত হইয়া তাহার উর্দ্ধশ্বাস হইয়াছিল) শব্দের মর্মার্থ এই যে, এরূপ

كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ۚ فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ﴿١٧٦﴾

নিশর্দনাবলীকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করে। সুতরাং তুমি এই বৃত্তান্ত (তাহাদের নিকট) বর্ণনা কর যেন তাহারা চিন্তা করে।

سَآءَ مَثَلًا ۨ الْقَوْمُ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَاَنْفُسَهُمْ كَانُوْا يَظْلِمُوْنَ ﴿١٧٧﴾

১৭৮। সেই জাতির দৃষ্টান্ত অতি মন্দ যাহারা আমাদের নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা বলিয়া অস্বীকার করিয়াছে এবং তাহারা নিজেদের প্রাণের উপরই অত্যাচার করিয়াছে।

مَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِيْ ۚ وَمَنْ يُّضْلِلْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿١٧٨﴾

১৭৯। যাহাকে আল্লাহ্ হেদায়াত দান করেন, সে-ই প্রকৃতপক্ষে হেদায়াতপ্রাপ্ত এবং যাহাদিগকে তিনি পথভ্রষ্ট হইতে দেন, প্রকৃতপক্ষে তাহারাই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।

وَلَقَدْ ذَرَاْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيْرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ ۖ لَهُمْ قُلُوْبٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ بِهَا ۫ وَلَهُمْ اَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُوْنَ بِهَا ۫ وَلَهُمْ اٰذَانٌ لَّا يَسْمَعُوْنَ بِهَا ۭ اُولٰٓئِكَ كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ ۭ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْغٰفِلُوْنَ ﴿١٧٩﴾

১৮০। এবং নিশ্চয় আমরা জিন্ ও ইনসান হইতে এমন অনেককে সৃষ্টি করিয়াছি যাহাদের পরিণাম[১০৭৫] জাহান্নাম। তাহাদের অন্তঃকরণ আছে যদ্দারা তাহারা বুঝে না এবং তাহাদের চক্ষু আছে যদ্দারা তাহারা দেখে না, তাহাদের কর্ণ আছে যদ্দারা তাহারা শ্রবণ করে না। তাহারা চতুষ্পদ জন্তুর মত, বরং তাহাদের অপেক্ষা অধিকতর পথভ্রষ্ট। প্রকৃতপক্ষে তাহারা (সম্পূর্ণরূপে) গাফেল।

وَلِلّٰهِ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا ۠ وَذَرُوا الَّذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ فِيْٓ اَسْمَآئِهٖ ۭ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٨٠﴾

১৮১। এবং সকল উত্তম নামসমূহ আল্লাহ্রই জন্য। সুতরাং তোমরা এইগুলি দ্বারা তাঁহাকে ডাক।[১০৭৬] এবং যাহারা তাঁহার নামসমূহের ব্যাপারে সঠিক পথ হইতে ভ্রষ্ট, তাহাদিগকে পরিত্যাগ কর।[১০৭৭] তাহারা যে কর্ম করে অচিরেই তাহাদিগকে উহার প্রতিফল দেওয়া হইবে।

ব্যক্তির অবস্থা যাহাকে ধর্মের কাজে কুরবানী করিতে বলা হউক বা না-ই হউক, মনে হয় সর্বদাই সে যেন তৃষ্ণার্ত কুকুরের মত হাঁপাইতে থাকে, ক্রমবর্ধিত কুরবানীর বোঝা তাহাকে সম্পূর্ণ নিঃশেষিত করিয়া ফেলিয়াছে।

১০৭৫। এখানে "লেজাহান্নামা" শব্দের 'লাম'কে 'লামে আকেবা' বলা হয় যাহা দ্বারা পরিণতি বা লব্ধ ফল বুঝায়। কাজেই এই আয়াত মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য বর্ণনার জন্য বলা হয় নাই, পরন্তু ইহা এখানে কেবল মাত্র অনেক লোক এবং জিন্নদের তুচ্ছ জীবনের মন্দ পরিণতির জন্য দুঃখ প্রকাশের জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে (শেষোক্ত শব্দ 'জিন্ন'এর অর্থ বিশেষ শ্রেণীর ব্যক্তিবর্গ, যেমনঃ শাসনকর্তা বা প্রধান বা গুরুত্বপূর্ণ লোকজন)। ইহারা যেরূপ পাপ এবং পাপাচারের মধ্যে জীবন অতিবাহিত করিয়া থাকে, ইহাতে মনে হয় তাহারা যেন জাহান্নামের জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে।

১০৭৬। আল্লাহ্তা'লার নিজস্ব নামবাচক শব্দ 'আল্লাহ্'; আর সবই তাঁহার গুণবাচক নাম। দোয়া করিবার সময় প্রার্থনাকারীর উচিত আল্লাহ্তা'লার সেই পবিত্র গুণবাচক নাম উচ্চারণ করা যাহা তাহার দোয়ার বিষয়বস্তুর সংগে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত।

১০৭৭। আল্লাহ্তা'লার মহান সীফ্ত তথা গুণাবলীর ব্যাপারে সঠিক পথ হইতে সরিয়া যাওয়ার অর্থ হইতেছে যে, কুরআন অথবা হাদীসে উল্লেখিত সর্বশ্রেষ্ঠ গুণাবলীর অধিকারী হওয়ার কারণে আল্লাহ্তা'লার অন্য কোন সীফ্তের কল্পনা করার প্রয়োজন নাই যেগুলি তাঁহার মহিমা মর্যাদা এবং ব্যাপক করুণার বিরোধী।

وَمِمَّنْ خَلَقْنَآ أُمَّةٌ يَّهْدُوْنَ بِالْحَقِّ وَبِهٖ يَعْدِلُوْنَ ﴿١٨١﴾

১৮২। এবং আমরা যাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি, তাহাদের মধ্যে এমন একদল আছে, যাহারা (লোকদিগকে) সত্যের সাহায্যে হেদায়াত দেয় এবং উহা দ্বারা ন্যায় বিচার করে।

وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿١٨٢﴾

১৮৩। এবং যাহারা আমাদের আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করে আমরা তাহাদিগকে ক্রমে ক্রমে এমন পথ দিয়া (ধ্বংসের দিকে) টানিয়া লইয়া যাইব যাহা তাহারা জানে না।

وَاُمْلِيْ لَهُمْ ۚ اِنَّ كَيْدِيْ مَتِيْنٌ ﴿١٨٣﴾

১৮৪। এবং আমি তাহাদিগকে অবকাশ দিতেছি, নিশ্চয় আমার কৌশল সুদৃঢ়।

اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوْا ۗ مَا بِصَاحِبِهِمْ مِّنْ جِنَّةٍ ۗ اِنْ هُوَ اِلَّا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿١٨٤﴾

১৮৫। তাহারা কি চিন্তা করে না যে, তাহাদের সঙ্গীর[১০৭৮] মধ্যে পাগলামীর কিছু নাই ? সে তো শুধু একজন প্রকাশ্য সতর্ককারী।

اَوَلَمْ يَنْظُرُوْا فِيْ مَلَكُوْتِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ ۙ وَّاَنْ عَسٰٓى اَنْ يَّكُوْنَ قَدِ اقْتَرَبَ اَجَلُهُمْ ۚ فَبِاَيِّ حَدِيْثٍ بَعْدَهٗ يُؤْمِنُوْنَ ﴿١٨٥﴾

১৮৬। তাহারা কি আকাশমণ্ডল এবং পৃথিবীর কর্তৃত্বের প্রতি এবং প্রত্যেক বস্তুর[১০৭৯] প্রতি যাহা আল্লাহ্ সৃষ্টি করিয়াছেন মনোনিবেশ করে না এবং (ইহার প্রতিও) যে, হয়তো তাহাদের ধ্বংসের নির্দিষ্ট কাল নিকটবর্তী হইয়া আসিয়াছে ? অতঃপর, তাহারা ইহার পর আর কোন কথায় ঈমান আনিবে ?[১০৮০]

مَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ ۭ وَيَذَرُهُمْ فِيْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ﴿١٨٦﴾

১৮৭। আল্লাহ্ যাহাকে পথভ্রষ্ট সাব্যস্ত করেন তাহার জন্য কোন হেদায়াতদাতা নাই। এবং তিনি তাহাদিগকে তাহাদের ঔদ্ধত্যের মধ্যে দিশাহারা অবস্থায় ঘুরিবার জন্য ছাড়িয়া দেন।

১০৭৮। "সাহিব" (অর্থ সংগী, সাথী) শব্দের মধ্যে যেমন রসূলে করীম (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে আনীত পাগলামীর অভিযোগ খণ্ডন করা হইয়াছে, ইহাতে মক্কাবাসীদের প্রতিও প্রচ্ছন্ন তিরস্কার নিহিত রহিয়াছে। তাহাদিগকে বলা হইয়াছে যে, নবী করীম (সাঃ) তাহাদের সহচর, তিনি তাহাদের মধ্যে বসবাস করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যেই চলা-ফেরা করিয়াছেন এবং দীর্ঘকাল যাবৎ তাহারা তাঁহার সম্বন্ধে অবহিত। কাজেই সেরূপ কিছু হইলে তাহারা সহজেই বুঝিতে পারিত। কিন্তু তাহারা তো তাহাদের অন্তরের অন্তঃস্থলে স্থির নিশ্চিত যে, নবী করীম (সাঃ)-এর মধ্যে পাগলামীর কোন কিছুই নাই।

১০৭৯। মক্কাবাসীরা কি দেখিতেছে না যে, তাহাদের চতুর্দিকে অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সংঘটিত হইয়া চলিয়াছে যাহা এক নূতন যুগের আগমনের প্রতি নির্দেশ করিতেছে ? সমস্ত নিদর্শন বাস্তব ঘটনার প্রতি ইংগিত করিতেছে যে, প্রতিমা উপাসনা দেশ হইতে বিলুপ্ত হইতে চলিয়াছে, উহা ইসলামের জন্য নিজ স্থান ছাড়িয়া দিতেছে। "মালাকুত" (কর্তৃত্ব) শব্দ আল্লাহ্তা'লার নিয়ন্ত্রণকে বুঝায় যদ্বারা তিনি আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী পরিচালনা করেন।

১০৮০। কুরআন করীমের মত পরিপূর্ণ নির্ভুল ও পূর্ণাংগ বিধানকেই যখন অবিশ্বাসীরা প্রত্যাখ্যান করিতেছে তখন তাহাদের জন্য আর কি অবশিষ্ট আছে যাহার উপর তাহারা ঈমান আনিতে পারে ?

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسٰىهَا ؕ قُلْ
اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّيْ ۚ لَا يُجَلِّيْهَا
لِوَقْتِهَاۤ اِلَّا هُوَ ۚ ثَقُلَتْ فِي السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ ؕ لَا تَاْتِيْكُمْ اِلَّا بَغْتَةً ؕ
يَسْـَٔلُوْنَكَ كَاَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا ؕ قُلْ اِنَّمَا
عِلْمُهَا عِنْدَ اللّٰهِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ
لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿۱۸۷﴾

১৮৮। তাহারা তোমাকে কিয়ামত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে যে, উহা কখন সংঘটিত হইবে?[১০৮১] তুমি বল, 'উহার জ্ঞান একমাত্র আমার প্রভুর নিকট আছে। তিনি ব্যতিরেকে অন্য কেহ ইহার সময়ে ইহার প্রকাশ ঘটাইতে পারে না। আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর উপর উহা গুরুভার[১০৮২] হইবে। ইহা তোমাদের উপর কেবল আকস্মিকভাবেই আসিবে।' তাহারা তোমাকে এমন ভাবে জিজ্ঞাসা করে যেন তুমি উহা সবিশেষ অবহিত আছ।[১০৮৩] তুমি বল, 'উহার জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ্‌র নিকটে আছে; কিন্তু অধিকাংশ লোক তাহা অবগত নহে।'

قُلْ لَّاۤ اَمْلِكُ لِنَفْسِيْ نَفْعًا وَّلَا ضَرًّا
اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ ؕ وَلَوْ كُنْتُ اَعْلَمُ
الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ ۛۚ وَمَا
مَسَّنِيَ السُّوْٓءُ ؕ اِنْ اَنَا اِلَّا نَذِيْرٌ وَّبَشِيْرٌ
لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿۱۸۸﴾

১৮৯। তুমি বল, 'আমি আমার নিজের জন্য, না লাভের মালিক, এবং না ক্ষতির, আল্লাহ্ যাহা চাহেন তাহা ব্যতিরেকে। এবং যদি আমি অদৃশ্য সম্বন্ধে অবহিত হইতাম তাহা হইলে নিশ্চয় আমি প্রচুর কল্যাণের অধিকারী হইতাম এবং কোন অনিষ্টই আমাকে স্পর্শ করিত না। আমি ঐ সকল লোকের জন্য কেবল সতর্ককারী এবং সুসংবাদাতা, যাহারা ঈমান আনে।'

هُوَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ
وَّجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ اِلَيْهَا ۚ فَلَمَّا
تَغَشّٰىهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيْفًا فَمَرَّتْ بِهٖ ۚ
فَلَمَّاۤ اَثْقَلَتْ دَّعَوَا اللّٰهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ اٰتَيْتَنَا
صَالِحًا لَّنَكُوْنَنَّ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ ﴿۱۸۹﴾

১৯০। তিনিই তোমাদিগকে এক আত্মা হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং উহা হইতে তাহার জোড়া সৃষ্টি করিয়াছেন যেন সে তাহার নিকট আরাম ও সান্ত্বনা[১০৮৪] লাভ করিতে পারে। অতঃপর, যখন সে তাহাকে সঙ্গমাচ্ছন্ন করিয়া লয় তখন সে এক লঘুভার ধারণ করে এবং উহা লইয়া চলাফেরা করে। অতঃপর, যখন সে ভারাক্রান্ত হয়, তখন তাহারা উভয়েই তাহাদের প্রভু আল্লাহ্‌র নিকট দোয়া করে (এই বলিয়া), 'যদি তুমি আমাদিগকে উত্তম (সন্তান) দাও তাহা হইলে নিশ্চয় আমরা কৃতজ্ঞ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হইব।'

১০৮১। "মুরসা" শব্দ অনির্দিষ্ট বিশেষ্য পদ বা কালবাচক বিশেষ্য বা স্থানবাচক বিশেষ্য (লেইন)। "আইয়ানা মুরসাহা" অর্থ কখন আসিবে সেই নির্দিষ্ট ক্ষণ বা মুহূর্ত?

১০৮২। শাস্তি পাওয়াটা যেমন মানুষের নিকট যন্ত্রণাদায়ক তেমনি শাস্তি দেওয়াটাও আল্লাহ্‌তা'লার নিকট বেদনাদায়ক এবং ইহাই হইল "আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর উপর উহা গুরুভার হইবে" বাক্যের মর্মার্থ। "আকাশমণ্ডল" আল্লাহ এবং ফিরিশ্‌তার প্রতীক এবং 'পৃথিবী' মানবের প্রতীকরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে।

১০৮৩। "হাফিউন্" অর্থ অধিক উৎকণ্ঠা প্রকাশ এবং অন্যের সাথে সাক্ষাৎ হইলে আনন্দ প্রকাশ; জানার জন্য সীমাতিরিক্ত প্রশ্ন করা অথবা সবিশেষ অবহিত (লেইন); পরম দয়ালু (মুফরাদাত)।

১০৮৪। মানুষের বিবাহের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হইতেছে নারী এবং পুরুষ একে অন্যের জন্য আরাম ও সান্ত্বনার উৎস বিশেষ। পুরুষ প্রকৃতিগতভাবেই মিশুক এবং অন্তরংগ সাথী পাওয়ার জন্য উন্মুখ, যাহা বিবাহের মাধ্যমেই লাভ করা যায়।

فَلَمَّآ اٰتٰىهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهٗ شُرَكَآءَ فِيْمَآ اٰتٰىهُمَا ۚ فَتَعٰلَى اللّٰهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿١٩١﴾

১৯১। কিন্তু যখন তিনি তাহাদিগকে উত্তম (সন্তান) দান করেন, তখন তাহারা তাঁহার সহিত শরীক করে ঐ (সন্তান) সম্বন্ধে যাহা তিনি তাহাদিগকে দিয়াছেন। অথচ আল্লাহ্ উহা হইতে (বহু) উর্ধ্বে যাহা তাহারা (তাঁহার সহিত) শরীক করে।

اَيُشْرِكُوْنَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْـًٔا وَّهُمْ يُخْلَقُوْنَ ﴿١٩٢﴾

১৯২। তাহারা কি (তাঁহার সহিত) উহাদিগকে শরীক করে যাহারা কিছুই সৃষ্টি করে না,বরং তাহারাই সৃষ্ট ?

وَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ لَهُمْ نَصْرًا وَّ لَآ اَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُوْنَ ﴿١٩٣﴾

১৯৩। এবং না তাহারা তাহাদিগকে কোন সাহায্য করিতে পারে এবং না তাহারা নিজদিগকে সাহায্য করিতে পারে।

وَاِنْ تَدْعُوْهُمْ اِلَى الْهُدٰى لَا يَتَّبِعُوْكُمْ ؕ سَوَآءٌ عَلَيْكُمْ اَدَعَوْتُمُوْهُمْ اَمْ اَنْتُمْ صَامِتُوْنَ ﴿١٩٤﴾

১৯৪। এবং যদি তুমি তাহাদিগকে হেদায়াতের দিকে ডাক, তাহারা তোমাদের অনুগমন করিবে না। তোমরা তাহাদিগকে ডাক বা নীরব থাক, তোমাদের জন্য উভয়ই সমান।

اِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ عِبَادٌ اَمْثَالُكُمْ فَادْعُوْهُمْ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿١٩٥﴾

১৯৫। আল্লাহ্কে ছাড়িয়া তোমরা যাহাদিগকে ডাক, নিশ্চয় তাহারা তোমাদের মত বান্দা। সুতরাং তোমরা তাহাদিগকে ডাকিতে থাক, যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তাহা হইলে তাহারা তোমাদের ডাকের উত্তর দান করুক।[১০৮৫]

اَلَهُمْ اَرْجُلٌ يَّمْشُوْنَ بِهَآ اَمْ لَهُمْ اَيْدٍ يَّبْطِشُوْنَ بِهَآ اَمْ لَهُمْ اَعْيُنٌ يُّبْصِرُوْنَ بِهَآ اَمْ لَهُمْ اٰذَانٌ يَّسْمَعُوْنَ بِهَا ؕ قُلِ ادْعُوْا شُرَكَآءَكُمْ ثُمَّ كِيْدُوْنِ فَلَا تُنْظِرُوْنِ ﴿١٩٦﴾

১৯৬। তাহাদের কি পা আছে যদ্দারা তাহারা চলে, অথবা তাহাদের কি হাত আছে যদ্দারা তাহারা ধরে, অথবা তাহাদের কি চক্ষু আছে যদ্দারা তাহারা দেখে অথবা তাহাদের কি কান আছে যদ্দারা তাহারা শোনে ? তুমি বল, 'তোমরা তোমাদের (কল্পিত) শরীকদিগকে ডাক, অতঃপর সকলে মিলিয়া আমার বিরুদ্ধে কৌশল আঁট এবং তোমরা আমাকে অবকাশ দিও না[১০৮৬]

اِنَّ وَلِيِّيَ اللّٰهُ الَّذِيْ نَزَّلَ الْكِتٰبَ ۖ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصّٰلِحِيْنَ ﴿١٩٧﴾

১৯৭। নিশ্চয় আমার রক্ষাকর্তা সেই আল্লাহ্ যিনি এই মহাগ্রন্থ অবতীর্ণ করিয়াছেন, এবং তিনিই সৎকর্মশীলদিগকে রক্ষা করেন।

১০৮৫। এই আয়াত মূর্তি পূজারীদিগকে খোলাখুলিভাবে এই ব্যাপারে চ্যালেঞ্জ প্রদান করে যে, সকল জীবন্ত ও অচেতন বস্তু যাহাদিগকে তাহারা মা'বূদ বলিয়া ডাকে, কখনই তাহাদের প্রার্থনার উত্তর দিতে পারে না। কারণ প্রতিমাসমূহ এই ক্ষমতাই রাখে না। কিন্তু জীবন্ত আল্লাহ্ তাঁহার ভক্তদিগের দোয়া কবুল করিয়া থাকেন।

১০৮৬। পূর্ববর্তী আয়াতের মধ্যে কাফেরদিগকে যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার আহ্বান করা হইয়াছিল উহাকেই এই আয়াতে ও পরবর্তী আয়াতে সম্প্রসারিতভাবে উপস্থাপন করা হইয়াছে। তাহাদিগকে চ্যালেঞ্জ করিয়া বলা হইয়াছে যে, ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে তাহাদের প্রচারাভিযানে তাহাদিগকে সাহায্য করিতে তাহাদের প্রতিমাগুলিকে আমন্ত্রণ জানাইবার জন্য, তাহাদের সমস্ত উপায় উপকরণ কাজে লাগাইবার জন্য, তাহাদের যাবতীয় শক্তি জড় করিয়া ইসলামের উপর আক্রমণ করিয়া ইহাকে নিশ্চিহ্ন করিবার জন্য তাহাদের কোন প্রচেষ্টা বা সম্ভাব্য কোন অবলম্বনই বাকী না রাখিয়া আল্লাহ্র নবীকে আক্রমণের উদ্দেশ্যে ক্ষণিকের তরেও সময় নষ্ট না করিয়া তাহারা দেখিয়া লউক তাহাদের দৃঢ় সংকল্প এবং সমবেত প্রচেষ্টা তাঁহার কি ক্ষতি সাধন করিতে পারে ? আল্লাহ্তা'লা তাঁহার নবীকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন এবং তাঁহার মিশনকে সফলতা ও বিজয় প্রদানের প্রতিশ্রুতি দান করিয়াছেন (৫ঃ৬৮ ও ৫৮ঃ২২)।

وَالَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ نَصْرَكُمْ وَلَآ اَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُوْنَ ﴿١٩٨﴾

১৯৮। এবং তাহারা, যাহাদিগকে তোমরা ডাক তাঁহার পরিবর্তে, তোমাদিগকে সাহায্য করার কোন ক্ষমতা রাখে না, এবং না তাহারা নিজদিগকে সাহায্য করিতে পারে।'

وَاِنْ تَدْعُوْهُمْ اِلَى الْهُدٰى لَا يَسْمَعُوْا ؕ وَتَرٰىهُمْ يَنْظُرُوْنَ اِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُوْنَ ﴿١٩٩﴾

১৯৯। এবং যদি তোমরা তাহাদিগকে হেদায়াতের দিকে ডাক, তাহারা শুনিবে না; এবং তুমি তাহাদিগকে দেখিতেছ যেন তাহারা তোমার প্রতি তাকাইয়া আছে অথচ তাহারা দেখে না।[১০৮৭]

خُذِ الْعَفْوَ وَاْمُرْ بِالْعُرْفِ وَاَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِيْنَ ﴿٢٠٠﴾

২০০। (হে নবী !) তুমি সদা মার্জনার নীতি অবলম্বন কর এবং ন্যায়-নীতির আদেশ দাও[১০৮৭-ক] এবং অজ্ঞলোকদিগের নিকট হইতে মুখ ফিরাইয়া লও।

وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطٰنِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ ؕ اِنَّهٗ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿٢٠١﴾

২০১। এবং যদি শয়তানের পক্ষ হইতে কোন প্ররোচনা তোমাকে আক্রমণ করে তাহা হইলে তুমি আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় ভিক্ষা কর, নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।

اِنَّ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا اِذَا مَسَّهُمْ طٰٓئِفٌ مِّنَ الشَّيْطٰنِ تَذَكَّرُوْا فَاِذَا هُمْ مُّبْصِرُوْنَ ﴿٢٠٢﴾

২০২। নিশ্চয় যাহারা তাক্‌ওয়া অবলম্বন করে, যখন শয়তানের পক্ষ হইতে কোন কুমন্ত্রণা তাহাদিগকে আক্রান্ত করে,[১০৮৮] তখন তাহারা (আল্লাহ্‌কে) স্মরণ করে এবং দেখ! অকস্মাৎ তাহারা (সঠিকভাবে) দেখিতে আরম্ভ করে।

وَاِخْوَانُهُمْ يَمُدُّوْنَهُمْ فِى الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُوْنَ ﴿٢٠٣﴾

২০৩। এবং তাহাদের (কাফেরদের) ভ্রাতৃবৃন্দ তাহাদিগকে বিপথগামিতার দিকে টানে এবং তাহারা (তাহাদের চেষ্টায়) কোন ত্রুটি করে না।

وَاِذَا لَمْ تَاْتِهِمْ بِاٰيَةٍ قَالُوْا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا ؕ قُلْ اِنَّمَآ اَتَّبِعُ مَا يُوْحٰٓى اِلَىَّ مِنْ رَّبِّىْ ۚ هٰذَا بَصَآئِرُ مِنْ رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿٢٠٤﴾

২০৪। এবং যখন তুমি তাহাদের নিকট কোন (তাজা) নিদর্শন না আন তখন তাহারা বলে, 'তুমি কেন উহার উদ্ভাবন করিয়া আনিলে না ?' তুমি বল, 'আমি শুধু উহার অনুগমন করি যাহা আমার প্রভুর পক্ষ হইতে আমার প্রতি ওহী করা হয়; এইগুলি মো'মেন জাতির জন্য তোমাদের প্রভুর পক্ষ হইতে সমাগত সমুজ্জ্বল প্রমাণ,[১০৮৯] হেদায়াত এবং রহমত।'

১০৮৭। ভ্রান্ত বিশ্বাসে নিমজ্জিত ব্যক্তি সত্য গ্রহণে অস্বীকার করে — যদিও তাহার অযৌক্তিক অবস্থার প্রমাণ স্বরূপ যতই স্পষ্ট এবং অভ্রান্ত নিদর্শনাবলী তাহার নিকট প্রদর্শিত হউক না কেন। ইসলাম ধর্ম তাহাদের চক্ষের সম্মুখে দ্রুত গতিতে উন্নতি করিতেছে দেখিয়াও অবিশ্বাসীগণ না দেখার ভান করে এবং ইহাকে মানিয়া নিতে অস্বীকার করে।

১০৮৭-ক। "উরফ" অর্থ এরূপ কর্ম যাহা বিমল বা অকলংকিত মানব চরিত্রের সহিত সংগতিপূর্ণ।

১০৮৮। এই উক্তির তাৎপর্য ইহাই যে, সাধু ব্যক্তিগণকে যখন শয়তান ক্রোধান্বিত করিতে প্ররোচনা দেয় অথবা দুষ্ট লোকেরা তাহাদের বিরুদ্ধে অন্যায়ভাবে আলোড়ন সৃষ্টি করে,তখন তাহারা আল্লাহতা'লার স্মরণাপন্ন হয়।

১০৮৯। "বাসিরাতুন্"-এর বহুবচন "বাসায়েরুন" যাহার অর্থ দৃষ্টিশক্তি, বিবেক, বুদ্ধি, মনের উপলব্ধি ক্ষমতা বা বোধশক্তি বা মেধা;

وَاِذَا قُرِئَ الْقُرْاٰنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ وَاَنْصِتُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ﴿٢٠٥﴾

২০৫ । এবং যখন কুরআন পাঠ করা হয় তখন তোমরা উহা কান পাতিয়া শুন[১০৯০] এবং নিরব থাক যেন তোমাদের উপর রহম করা যায় ।

وَاذْكُرْ رَّبَّكَ فِيْ نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَّخِيْفَةً وَّدُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ وَلَا تَكُنْ مِّنَ الْغٰفِلِيْنَ ﴿٢٠٦﴾

২০৬ । এবং তুমি স্মরণ কর তোমার প্রভুকে নিজ অন্তরে কাকুতি-মিনতি ও ভীতি সহকারে এবং অনুচ্চ স্বরে, প্রাতে ও সন্ধ্যায়, এবং তুমি গাফেলদের অন্তর্ভুক্ত হইও না ।

اِنَّ الَّذِيْنَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِهٖ وَيُسَبِّحُوْنَهٗ وَلَهٗ يَسْجُدُوْنَ ﴿٢٠٧﴾ ع ۩

২০৭ । নিশ্চয় যাহারা তোমার প্রভুর নিকটে আছে তাহারা তাঁহার ইবাদত হইতে অহংকার করিয়া মুখ ফিরায় না, বরং তাহারা তাঁহার মহিমা কীর্তন করে এবং তাঁহার সম্মুখে সেজদা করে ।[১০৯১]

সেজদা-২ ২৪ [১৮] ১৪

অন্তরের দৃঢ় বিশ্বাস বা প্রত্যয়; ধর্মে স্থিরতা বা দৃঢ়তা; প্রামাণিক বিবৃতি বা ঐশী-বিধান; যুক্তি-প্রমাণ বা দলিল; সাক্ষী, দৃষ্টান্ত যদ্বারা কাহাকেও সতর্ক করা হয়; রক্ষক বা ঢাল (মুফরাদাত, লেইন)।

১০৯০ । কাফেরদের তাজা নিদর্শন দেখার দাবীর উত্তরে এখানে তাহাদিগকে মনোযোগের সাথে কুরআন শ্রবণের জন্য উপদেশ দেওয়া হইয়াছে । কারণ ইহা প্রচুর নিদর্শন এবং দলিল-প্রমাণাদি ধারণ করে ।

১০৯১ । "আসাল" শব্দ ("আসিল" এর বহুবচন) যাহার অর্থ সন্ধ্যা । ইহা দৈনিক চার ওয়াক্ত অর্থাৎ যোহর, আস্‌র, মাগরিব্ ও ইশা নামাযের ইশারা হইতে পারে; পক্ষান্তরে "বেলগুদুয়ে" ফজর নামায়ের প্রতি ইংগিত হইতে পারে । এই আয়াত কুরআন শরীফের মধ্যে প্রথম সেজদার আয়াত ।

৮-সূরা আল্ আনফাল ও ৯-সূরা আত্ তাওবা
(হিজরতের পরে অবতীর্ণ)

শিরোনাম, নাযেল হওয়ার তারিখ ও সূরা দুইটির মধ্যে সম্পর্ক

যদিও সাধারণতঃ মনে করা হয় যে, এই সূরা দুইটির প্রথমটিই আল্ আনফাল নামে পরিচিত, আসলে কিন্তু বিষয়-বস্তুর দিক হইতে এই সূরাটি দুইটি প্রধান অংশে বিন্যস্ত হইয়াছে, যাহার এক অংশের নাম আনফাল এবং অপর অংশের নাম তাওবা । ইহা হইতে বুঝা যায় যে, সূরা তাওবা বা বরাআত কোন আলাদা সূরা নয়, বরং সূরা আনফালেরই একটি অংশ। সমস্ত কুরআন শরীফে ইহা একটি ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত যে,এই সূরাকে আলাদা অংশে বিভক্ত করিয়া নাযেল করা হইয়াছে, কেননা অন্য সূরাগুলি অখণ্ড হিসাবেই নাযেল হইয়াছে । সূরা তাওবা যে কোন আলাদা সূরা নয়, বরং সূরা আফালেরই একটি অংশ, তাহা ইহা হইতেও বুঝা যায় যে, ইহার প্রারম্ভে 'বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম' আয়াত নাই, অথচ এই 'বিস্‌মিল্লাহ' আয়াত সকল সূরার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে, ঐশী-নির্দেশে প্রত্যেক সূরার প্রারম্ভেই অবতীর্ণ হইয়াছে । বস্তুতঃ বিষয়বস্তুর দিক হইতে সূরা দুইটির মধ্যে এমন গভীর সাদৃশ্য রহিয়াছে যাহাতে সাব্যস্ত হয়, সূরা দুইটি আসলে একটি অভিন্ন সূরা । সূরা আনফাল ও তাওবা মদীনায় অবতীর্ণ হইয়াছে । সূরা আনফাল হিজরতের পরবর্তী ১ম ও ২য় বৎসরে যখন বদরের যুদ্ধ সংঘটিত হয়, তখন অবতীর্ণ হইয়াছে । অপরপক্ষে, বুখারীর (রহঃ) মতানুযায়ী হিজরতের নবম বৎসরে নাযেলকৃত কুরআনের অংশ সমূহের মধ্যে শেষের দিকে সূরা তাওবা বা বরাআত নাযেল হইয়াছে ।

উভয় সূরা দুইটি সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত মন্তব্য

সূরা আনফালে ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছিল যে, আল্লাহ্‌তা'লা মুসলমানদেরকে এক মহান বিজয় দান করিবেন, এবং তাহাদের বিরুদ্ধবাদীদের সহায়-সম্পত্তি পরিণামে তাহাদেরই হস্তগত হইবে । সূরা আনফালে ইহার ইঙ্গিত থাকা সত্বেও, আল্লাহ্‌তা'লা যখন তাঁহার অনন্ত প্রজ্ঞায় বিরুদ্ধবাদীদের শাস্তি প্রদান বিলম্বিত করেন, তখন বিরুদ্ধবাদীরা এই বিষয়টি লইয়া বিশ্বাসীদের সাথে অযথা হাসি-ঠাট্টা ও বিদ্রূপ করিতে থাকে । অতঃপর, যখন মক্কা বিজয় হইল, এবং সূরা আনফালে বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা প্রতিপন্ন হইল, তখন সূরাটির বাকী অংশ অবতীর্ণ হয় । আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলের পক্ষ হইতে কাফেরদের (অবিশ্বাসীদের) উদ্দেশ্যে ইহাতে বলা হয় যে, ইহা আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলের পক্ষ হইতে সেই সমস্ত মুশরেক বা অংশীবাদীদের প্রতি, যাহাদের সহিত এই কথা বলা হইয়াছিল যে, ইসলাম পরিণামে বিজয়ী হইবে, এক পরিষ্কার ঘোষণা যে, আল্লাহ্ তাঁহার ওয়াদা রক্ষা করিয়াছেন । আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূল এই বিষয়ে এখন দায়মুক্ত । অতএব, তোমরা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে চারিমাস কাল পরিভ্রমণ করিয়া দেখ ও জানিয়া রাখ যে, তোমরা আল্লাহ্‌র পরিকল্পনাকে ব্যর্থ করিতে পারিবে না, এবং আল্লাহ্ সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদিগকে লাঞ্ছিত করিয়া থাকেন । প্রসঙ্গতঃ,এইখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, কুরআনের কোন কোন তফসীরকারক আলোচ্য ঘোষণাটিকে এই অর্থে বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, অংশীবাদীদের সহিত মুসলমানদের যে চুক্তি হইয়াছিল উহার সম্পর্কচ্ছেদ করিবার জন্য ইহা ছিল একটি বিজ্ঞপ্তি স্বরূপ, ইহার মেয়াদ ছিল চারিমাস, যাহার পর তাহাদের সহিত চুক্তির সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করা হইবে । পূর্বাপর বিষয়ের দিকে লক্ষ্য করিলে আলোচ্য ঘোষণাটির এই ধরণের অর্থ করা সমীচীন মনে হয় না, কেননা আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলের পক্ষ হইতে অবিশ্বাসীদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের কথাই যদি উক্ত ঘোষণার দ্বারা বুঝানো হইয়া থাকে, তাহা হইলে উহার সহিত এই কথা বলার কোন অর্থ হয় না যে, তোমরা চারিমাস কাল দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পরিভ্রমণ করিয়া দেখ যে, আল্লাহ্‌র পরিকল্পনাই পরিণামে কার্যকরী হইয়াছে কিনা ? একটি মৈত্রী বন্ধন বা চুক্তি ছেদ হওয়ায় স্বভাবতঃই তখন কাফেরদের জন্য অবস্থা প্রতিকূল ছিল এবং এমন অবস্থায় সামান্য অবকাশ পাওয়া গেলে সকলেই নিরাপদ জায়গায় যাইবার জন্য দ্রুত প্রস্তুতি গ্রহণ করিবে । কেহই দেশভ্রমণের জন্য বাহির হইবে না । তাহা ছাড়া, উক্ত আয়াত যদি বর্তমান চুক্তি সমূহের সম্পর্কচ্ছেদের সংবাদ বুঝাইবার জন্য ব্যবহৃত হয় এবং সেই সমস্ত অংশীবাদী যাহাদের সহিত মুসলমানদের চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছিল, তাহাদেরকে সাময়িক অবকাশ দেওয়ার কথাই বুঝাইয়া থাকে, তাহা হইলে ইহার পরবর্তী আয়াতের অর্থ করিতে অসুবিধার সৃষ্টি হয় । কেননা, পরবর্তী আয়াতে পরিষ্কার ভাবে বলা হইয়াছে যে,সেই সমস্ত মোশরেক যাহারা মুসলমানদের সহিত চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়াছিল, তাহাদিগের সহিত নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত চুক্তি পালন করিতে হইবে, এবং চুক্তি শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাহাদেরকে দেশ হইতে বহিষ্কার করা যাইবে না । ইহা হইতে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, সূরা তাওবার প্রথম আয়াতে 'আল্‌লাযিনা আহাত্‌তুম' বলিয়া পারস্পরিক অঙ্গীকারের যে প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে, তাহা কোন রাজনৈতিক চুক্তি বা সম্বন্ধ ছিল না, বরং মুসলমান এবং অংশীবাদী উভয়েই তাহাদের নিজস্ব বিশ্বাসের ভবিষ্যত সফলতা সম্পর্কে যে ঘোষণা উদ্ধৃত করিয়াছিল, সেই বিষয়ের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে । ইসলামের পক্ষে সূরা আনফালে এই কথা বলা হইয়াছে যে, মুসলমানদের মোকাবিলায় অবিশ্বাসীরা শক্তিহীন হইয়া পড়িবে এবং তাহাদের ধনসম্পদ মুসলমানদের হস্তগত হইবে । অপরপক্ষে,

অবিশ্বাসীরা এই ঘোষণা দিয়া রাখিয়াছিল যে, ইসলাম একদিন নির্মূল হইবে এবং মুসলমানদের সহায় সম্পদ সবই তাহারা অধিকার করিয়া লইবে। মুসলমান ও কাফেরদের এই পরস্পরবিরোধী ঘোষণাকেই রূপকভাবে পূর্বোক্ত আয়াতে 'আহাদ' বা চুক্তি হিসাবে বর্ণনা করা হইয়াছে, এবং কাফেরদের উদ্দেশ্যে বলা হইয়াছে যে, তাহারা নিজেরাই দেশের প্রত্যন্ত এলাকা পরিভ্রমণ করিয়া দেখুক যে, সূরা আনফালে ইতিপূর্বে তাহাদের ধ্বংসাত্মক পরিণতি সম্পর্কে যে ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছিল, তাহা সত্যে পরিণত হইয়াছে কি না? অতএব, প্রকৃত কথা হইল এই যে, সূরা তাওবা হইতেছে সূরা আনফালে যে মহান ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছিল, উহার পরিপূর্ণতার ঘোষণা মাত্র, এবং তাই ইহা কোন আলাদা সূরা নয়। সংক্ষেপে বিষয়বস্তুর সাদৃশ্যের দিক বিবেচনা করিয়া সূরা দুইটিকে একই সূরা হিসাবে আখ্যায়িত করা যায়। তাই, যেমন পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে যে, বদর যুদ্ধ যখন সংঘটিত হয়, তখন সূরা আনফাল নাযেল হইয়াছে এবং ইহার মধ্যে কাফেরদের ধ্বংসাত্মক পরিণাম সম্পর্কে স্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী নিহিত রহিয়াছে। অতঃপর, মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে যখন মোশরেকদের সঙ্গে মুসলমানদের শেষ মোকাবিলা হয়, তখন সূরা তাওবা বা বরাআত নাযেল হয়, যাহাতে সূরা আনফালে অন্তর্ভুক্ত ভবিষ্যদ্বাণী পরিপূর্ণতা লাভ করে এবং মুসলমানদের অগ্রগতির এক নবযুগের সূচনা হয়।

সূরা দুইটির বিষয়বস্তু

সূরা আনফালের শুরুতেই বদরের যুদ্ধের প্রসঙ্গ বর্ণনা করিয়া বলা হইয়াছে যে কাফেরদের বিরুদ্ধে মুসলমানেরা ইহাতে বিরাট বিজয় লাভ করিবে এবং যুদ্ধলব্ধ অনেক সম্পদ তাহাদের হস্তগত হইবে। এই ধরণের যুদ্ধ আল্লাহ্‌তা'লার নিদর্শন স্বরূপ এবং ইহাকে কেহ যেন দুনিয়াবী উপার্জনের মাধ্যম হিসাবে মনে না করে। অতঃপর, মুসলমানদের উদ্দেশ্যে বলা হইয়াছে যে, আল্লাহ্‌র রাস্তায় তাহাদের সাহসিকতার সহিত জেহাদ করিতে হইবে এবং নিজেদের শক্তি বা সংগঠনের জন্য তাহারা যেন কোন অবস্থায় দাম্ভিক না হয়, অন্য দিকে শত্রুদের সংখ্যাধিক্য বা পরাক্রমের জন্যও তাহারা যেন ভীত না হয়। তাহাদেরকে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুগত হইতে হইবে, এবং তাহারা যদি সর্ব অবস্থাতে আল্লাহ্‌র আদেশের অনুগত হয়, তাহা হইলে তাহারা অবশ্যই সফলতা লাভ করিবে এবং শত্রুর চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র হইতে নিরাপদ থাকিবে, যেইভাবে আল্লাহ্‌-তা'লা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-কে মক্কাবাসীর গোপন ষড়যন্ত্র হইতে নিরাপদ রাখিয়াছিলেন। সূরাটিতে অতঃপর বলা হইয়াছে যে, বিরুদ্ধবাদীরা তাহাদের সংখ্যাধিক্য ও সমর শক্তির শ্রেষ্ঠত্বের জন্য গর্বিত, নিজেদেরকে তাহারা সৎ পথে আছে বলিয়াই মনে করে, এমনকি তাহাদের দৃষ্টিতে যাহারা মিথ্যাবাদী তাহাদের উপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাতও তাহারা কামনা করে। এই ধরণের দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ শত্রুপক্ষ সহজে পরাজয় স্বীকার করিয়া লইবে না। অতঃপর, তাহাদের মিথ্যাদাবীর ঘটনাবলীকে সূরাটিতে প্রকাশ করা হইয়াছে। ইহাতে আরো বলা হইয়াছে যে, কাফেরদের কথা ও কাজের অসংগতি ইহাই প্রমাণ করে যে, তাহাদের ধর্মবিশ্বাস শুধুমাত্র বুদ্ধিবৃত্তির দাস এবং হৃদয়ের গভীরে ইহার জন্য তাহাদের কোন স্থান নাই। মুসলমানদেরকে অতঃপর এই ঐশী ওয়াদা দ্বারা অনুপ্রাণিত করা হইয়াছে যে, তাহারা যেই যুদ্ধে লিপ্ত রহিয়াছে, উহার পরিণাম তাহাদের জন্য শুভ হইবে এবং ভবিষ্যতেও এই ধরণের প্রচেষ্টায় তাহারা সফলতা লাভ করিবে। অবশ্য এই জন্য তাহাদের যথাযথ কর্তৃপক্ষের আনুগত্য, প্রতিকূল অবস্থা সহ্য করার ক্ষমতা এবং কাজ-কর্মে ঐক্যমত প্রতিষ্ঠার শক্তি অর্জন করিতে হইবে।

সূরাটিতে অতঃপর, সন্ধি বা চুক্তির পবিত্রতার উপর আলোকপাত করিয়া মুসলমানদেরকে বলা হইয়াছে যে, কাফেররা প্রায়ই তাহাদের অঙ্গীকার ভঙ্গ করিবে, কিন্তু এইজন্য মুসলমানগণ যেন তাহাদের নিজস্ব চুক্তিভঙ্গে অনুপ্রাণিত না হয়। তাহাদের মন হইতে এই ভুল ধারণা নিরসন করিতে হইবে যে, কাফেরদের বিশ্বাসভঙ্গের জবাবে তাহাদেরকেও অনুরূপ প্রতিশোধ লইতে হইবে, নতুবা এইজন্য তাহাদের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকিবে। মুসলমানদেরকে বরং সতর্কতার সহিত মৈত্রীচুক্তি বজায় রাখিবার জন্য সব সময় প্রচেষ্টা চালাইতে হইবে। অবশ্য এইজন্য তাহারা তাহাদের যথাযথ সমর প্রস্তুতিকে যেন একদম বন্ধ না রাখে। তাহাদেরকে আরো বলা হইয়াছে যে, বিবাদকালীন সময়েও যদি কাফেররা শান্তি প্রস্তাব দেয়, তাহা হইলে সেই প্রস্তাব যেন প্রত্যাখ্যান করা না হয়; কেননা, অবিশ্বাসীরা যদি এই প্রকার শান্তি প্রস্তাব ভঙ্গ করিয়া পুনরায় শত্রুতা শুরু করে, তাহা হইলে মুসলমানরা এই জাতীয় বিশ্বাসভঙ্গের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হইবে না। এই নির্দেশ প্রসঙ্গে হুদায়বিয়ার সন্ধির কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, যখন মুসলমানদের সহিত এক মৈত্রী-চুক্তি ভঙ্গ করিয়াছিল অবিশ্বাসীরা— এবং যাহার পরিণামে মক্কা বিজয় সংঘটিত হইয়াছিল। মুসলমানদের আরো বলা হইয়াছে যে, অনেক যুদ্ধবন্দী তাহাদের হস্তগত হইবে এবং তাহাদের উচিত হইবে এইসব যুদ্ধবন্দীর সহিত সদ্ব্যবহার করা।

সূরা আনফালে মুসলমানদের বিজয়ের যেই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল, উহার পরিপূর্ণতা-সূচক ঘোষণা দিয়া শুরু হইয়াছে সূরা তাওবা বা বারাআত। ইহার প্রথমেই বর্ণিত হইয়াছে যে, মুসলমানরা এখন সারা আরবের অধিপতি, কাজেই কাফেররা এখন আরবের প্রত্যন্ত এলাকা পরিভ্রমণ করিয়া দেখুক যে, আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সমস্ত আরবে মুসলমানদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে কিনা। ইহার পরবর্তী আয়াতগুলিতে কাফেরদেরকে বারবার মুসলমানদের সহিত অঙ্গীকার ও সন্ধি ভঙ্গ করিবার জন্য তিরস্কার করা হইয়াছে, এবং মুসলমানরা তাহাদের সহিত যেন আর কোন নতুন সন্ধি-চুক্তিতে আবদ্ধ না হয়, সেইজন্য সতর্ক করা হইয়াছে। সাথে সাথে মুসলমানদেরকে এই অভয়বাণীও দেওয়া হইয়াছে যে, অবিশ্বাসীদের সহিত মৈত্রীবন্ধন না থাকিলেও মক্কার উন্নতিকে কেহই প্রতিহত করিতে পারিবে না, কেননা স্বয়ং

আল্লাহ্ তাহাদের সাহায্যকারী । অতঃপর, মুসলমানদেরকে বলা হইয়াছে যে, আরব বিজয়ের পর আর কোন যুদ্ধ-বিগ্রহ হইবে না এবং তাহারা পরম নিশ্চিন্তে থাকিতে পারিবে এমন যেন তাহারা মনে না করে । বরং খৃষ্টানদের গোপন ষড়যন্ত্রের ফলে একাধিক যুদ্ধ-বিগ্রহ সংঘটিত হইবে, এবং যেহেতু তাহারা অংশীবাদী বা মোশরেক জাতি, সেহেতু তাহারা কোন অবস্থাতেই পৃথিবীতে সত্যিকারের একত্ব প্রতিষ্ঠিত হউক ইহা সহ্য করিবে না । তদুপরি তাহারা নৈতিকভাবে অধঃপতিত জাতি, কিন্তু ইসলাম সর্বাবস্থায় সত্যিকারের সাম্য ও স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠায় রত রহিয়াছে । এমতাবস্থায় কোন খৃষ্টান সরকারই চাহিবে না যে, তাহাদের পাশাপাশি সত্যিকারের সাম্য ও স্বাধীনতার ভিত্তিতে আরেকটি সরকার প্রতিষ্ঠিত হউক । এমন হইলে তাহাদের প্রজা সাধারণ হয়ত ইহা দেখিয়া বিদ্রোহী হইয়া উঠিতে পারে । সুতরাং আল্লাহ্‌র ঘোষিত পবিত্র বস্তু বা বিষয়ের উপর যথাবিহিত সম্মান পূর্বক মুসলমানরা যেন খৃষ্টানদের সহিত আসন্ন যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করে ।

যেহেতু সূরা তাওবা বা বারাআতের প্রথম ৩৭ আয়াত নাযেলের সময় এবং পরবর্তী আয়াতসমূহের নাযেলের সময়ের মধ্যে কিছুটা বিরতি ছিল, তাই পরবর্তী আয়াত সমূহে প্রথমাংশের ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা সম্পর্কে আলোকপাত করা হইয়াছে । এই পরিপ্রেক্ষিতে তাবুক অভিযানের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এবং যেভাবে উল্লেখিত ভবিষ্যদ্বাণী পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছে, উহার কথাও বলা হইয়াছে । যেসব মোনাফেক ও দুর্বল বিশ্বাসী লোক পরাক্রমশালী কাইজারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অংশগ্রহণ করে নাই তাহাদেরকে তিরস্কার করা হইয়াছে । তাহাদের নৈতিক দুর্বলতাকে প্রকাশ করিয়া বলা হইয়াছে যে, মো'মেনরা যেন তাহাদের সাহায্য কামনা না করে । কেননা, তাহাদের সাহায্য ছাড়াই আল্লাহ্‌তা'লা মুসলমানদেরকে কাইজারের মোকাবিলায় বিজয় দান করিবেন (এই বিষয়টি বিস্তারিত ভাবে সূরা রূম এবং সূরা আল্ ফাতহ্ এর মধ্যে আলোচিত হইয়াছে)। এই পরিপ্রেক্ষিতে ইসলামকে ক্ষতিগ্রস্ত করিবার জন্য মোনাফেকদের ষড়যন্ত্রের বিষয়টিও আলোচিত হইয়াছে। সূরাটির শেষাংশে বলা হইয়াছে যে, মোনাফেকদের ষড়যন্ত্র কিংবা কাফেরদের প্রভূত ধন-সম্পত্তি থাকা সত্বেও হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ঐশী-অনুগ্রহে তাঁহার লক্ষ্যে সফলতা লাভ করিবেন, কেননা তিনি সেই আল্লাহ্‌র উপর নির্ভরশীল যিনি 'মহা আরশের অধিপতি' ।

৮- সূরা আল্ আন্‌ফাল

ইহা মাদানী সূরা, বিসমিল্লাহ্ সহ ইহাতে ৭৬ আয়াত এবং ১০ রুকূ আছে ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। আল্লাহ্‌র নামে যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ ؕ قُلِ الْاَنْفَالُ لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ ۚ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَصْلِحُوْا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ۪ وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗۤ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ②

২। তাহারা তোমাকে গনীমতের (যুদ্ধ-লব্ধ) মাল সম্বন্ধে[১০৯২] জিজ্ঞাসা করে, তুমি বল, 'গনীমতের মাল আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসূলের ।' সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর এবং পারস্পরিক বিষয়াদি সংশোধন কর এবং আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসূলের আনুগত্য কর যদি তোমরা মো'মেন হইয়া থাক ।'

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهٗ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَّعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ۚ ③

৩। প্রকৃতপক্ষে মো'মেন তাহারাই, যখন আল্লাহ্‌র (নাম) উল্লেখ করা হয়, তখন তাহাদের হৃদয় ভীত-কম্পিত হয়, এবং যখন তাহাদের নিকট তাঁহার আয়াতসমূহ আবৃত্তি করা হয়, তখন উহা তাহাদের ঈমানকে বাড়াইয়া দেয় এবং নিজেদের প্রভুর উপরই তাহারা নির্ভর করে,

الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ؕ ④

৪। যাহারা নামায কায়েম করে এবং আমরা তাহাদিগকে যে রিয্‌ক দিয়াছি উহা হইতে তাহারা খরচ করে ।

اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا ؕ لَهُمْ دَرَجٰتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ ۚ ⑤

৫। ইহারাই প্রকৃত মো'মেন, তাহাদের প্রভুর নিকট তাহাদের জন্য উচ্চ মর্যাদাসমূহ এবং ক্ষমা এবং সম্মানজনক রিয্‌ক রহিয়াছে ।

كَمَاۤ اَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْۢ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ ۪

৬। (এই পুরস্কার) এই জন্য[১০৯৩] যে, তোমার প্রভু তোমাকে এক পুণ্য উদ্দেশ্যে[১০৯৪] তোমার গৃহ হইতে বাহির করিয়াছেন,

---

১০৯২। 'আন্‌ফাল' দ্বারা সকল মালে-গনিমত (যুদ্ধ-লব্ধ সম্পদ) এবং অন্যান্য সুবিধাদি বুঝায় যাহা মুসলমানগণ আল্লাহ্‌তা'লার দান স্বরূপ বিনা পরিশ্রমে অর্জন করে (মুফরাদাত)। এই আয়াত উক্ত অর্জিত "মালে-গনিমত" বিলি বন্টনের সঙ্গে সম্পর্ক-যুক্ত নহে । উহার জন্য ৮ঃ৪২ আয়াত দেখুন । বর্তমান আয়াত কেবল মাত্র বদরের বিজয়ের পর যে সকল 'মালে-গনিমত' মুসলমানদের হাতে পড়িয়াছিল সেই সম্পর্কিত ।

১০৯৩। সাধারণতঃ "মত বা সদৃশ" অর্থে ব্যবহৃত "কামা" শব্দ কোন কোন সময় "এই জন্য", "যেমন" বা "তদ্রূপ" বা "অনন্তর" বা "যেহেতু" ভাব প্রকাশার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে (মুহিত)। যদি "মত"—এই সাধারণ অর্থে ইহাকে নেওয়া হয় তাহা হইলে এই আয়াতের এইরূপে অর্থ হইতে পারিত, যথা—"আল্লাহ্‌তা'লা তাঁহার বান্দা বা দাসগণকে বিজয় ও মালে-গনিমত দান করিয়াছিলেন এবং সম্মানজনক সঞ্চিত খাদ্য-সম্ভার প্রদান করিয়াছিলেন যেইরূপে তিনি করিয়াছিলেন তখন, যখন তোমাকে তিনি তোমার গৃহ হইতে বাহির করিয়া নিয়া আসিয়াছিলেন

১০৯৪ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

وَاِنَّ فَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَكٰرِهُوْنَ ۝٦

যখন মো'মেনগণের এক দল ইহাকে অত্যন্ত অপসন্দ করিতেছিল।[১০৯৫]

يُجَادِلُوْنَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ كَاَنَّمَا يُسَاقُوْنَ اِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُوْنَ ۝٧

৭। তাহারা (কাফেরগণ) সত্য সম্বন্ধে, ইহা প্রকাশিত হইবার পরও তোমার সহিত[১০৯৬] এমনভাবে বিতর্ক করে যেন তাহাদিগকে মৃত্যুর দিকে হাঁকানো হইতেছে এবং তাহারা (উহা) প্রত্যক্ষ করিতেছে।

وَاِذْ يَعِدُكُمُ اللّٰهُ اِحْدَى الطَّآئِفَتَيْنِ اَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّوْنَ اَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُوْنُ لَكُمْ وَيُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهٖ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكٰفِرِيْنَ ۝٨

৮। এবং (স্মরণ কর) যখন আল্লাহ্ তোমাদের সহিত দুই দলের[১০৯৭] একটির ওয়াদা করিতেছিলেন যে ইহা তোমাদের জন্য হইবে, এবং তোমরা চাহিতেছিলে যে, নিরস্ত্র দল[১০৯৮] তোমাদের জন্য হউক, কিন্তু আল্লাহ্ চাহিতেছিলেন যেন তিনি তাঁহার কথা দ্বারা সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং কাফেরদের মূল কাটিয়া দেন,

---

ইত্যাদি"।

১০৯৪। "বিলহাক্কে" অর্থ সৎ বা সাধু উদ্দেশ্যে। এই আয়াত বদরের যুদ্ধ সম্পর্কিত।

১০৯৫। মুসলমানগণ মদীনা হইতে বাহিরের দিকে যখন আগাইয়া চলিল তখন তাহারা জানিত না যে, মক্কার সুসজ্জিত ও সুনিপুণ সৈন্য বাহিনীর মোকাবিলা করিতে হইবে। সেইজন্য তাহারা যুদ্ধের পূর্ণ প্রস্তুতি লইয়া আসে নাই। অতএব, পথে তাহারা যখন জানিতে পারিল যে, মক্কা বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়িতে হইবে তখন তাহারা উৎকণ্ঠিত হইয়া নবী করীম (সাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিল, ঘটনার প্রকৃত অবস্থা তিনি পূর্বে কেন বলেন নাই, যাহাতে তাহারা শত্রুর মোকাবিলা করার জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করিয়া আসিতে পারিত। এই দুশ্চিন্তা তাহাদের নিজেদের জন্য ছিল না, বরং আঁ-হযরত (সাঃ)-এর নিরাপত্তার জন্য ছিল। তাহাদের অপ্রস্তুতির কারণে নবী করীম (সাঃ) প্রকাশ্য বিপদের মুখে পড়ুন ইহা তাহাদের নিকট অসহনীয় ছিল। এই আয়াতে "তোমাকে বাহিরে আনিয়াছিল", ("তোমাদিগকে আনিয়াছিল" নহে,) স্পষ্ট ইঙ্গিত করিতেছে যে, আল্লাহ্‌তা'লা, যাহার ইচ্ছানুযায়ী আঁ-হযরত (সাঃ) মো'মেনগণকে মক্কাবাহিনীর সাথে সাক্ষাত যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার সংবাদ পূর্বাহ্নে দেন নাই তাঁহাকে কখনও অরক্ষিত রাখিবেন না। মুসলমানগণ যুদ্ধের জন্য ভীত ছিলেন না। তাঁহারা ইহাতে অনিচ্ছুক ছিলেন, কারণ মানুষের রক্ত ঝরাইতে তাঁহারা পসন্দ করেন নাই এবং বিশেষ কারণ ইহাও ছিল যে, রসূল করীম (সাঃ) ব্যক্তিগতভাবে বিপদের মুখে আসিয়া গিয়াছিলেন।

১০৯৬। কোন কোন তফসীরকারকের ভ্রান্তধারণা এই যে, এই আয়াতে মুসলমানদিগকে বুঝানো হইয়াছে। কিন্তু ইহা সঠিক নহে, এই আয়াত অবিশ্বাসীদিগের প্রতি ইংগিত করিতেছে। ইতিহাসে আদৌ এমন কোন প্রমাণ নাই যে, নবী করীম (সাঃ)-এর সাহাবীগণ শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করার ব্যাপার নিয়া তাঁহার সহিত কোন প্রকার বাক-বিতণ্ডার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে এইরূপ বর্ণিত আছে যে, বদরের যুদ্ধের পূর্বে আঁ-হযরত (সাঃ) যখন তাহাদের নিকট পরামর্শ চাহিলেন তখন তাহারা সকলে সম্পূর্ণ প্রস্তুত বলিয়া জানাইয়াছিলেন এবং এমনকি তিনি যেখানেই নিয়া যাইবেন সেখানেই তাহারা তাঁহার (সাঃ) সাথে যাইতে এবং যুদ্ধ করিতে আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন (হিশাম)।

এমনকি কাফেররাও, যাহারা মুসলমানদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিল স্বীকার করিয়াছিল যে, যুদ্ধ-ক্ষেত্রে মুসলামনগণকে মৃত্যুর অন্বেষণকারী বলিয়া মনে হইতেছিল (তাবারী)। এই আয়াতের তাৎপর্য ইহাই যে, ইসলামের শত্রুরা সত্যকে ঘৃণাসহকারে প্রত্যাখান করিয়াছিল যেরূপে কেহ মৃত্যুকে বিতৃষ্ণাসহকারে পরিহার করে; অতএব, ইহার দরুন মৃত্যু দ্বারাই উহাদিগকে শাস্তি দেওয়া হইয়াছিল।

১০৯৭। দুইটি দল অর্থাৎ (১) মক্কার নিপুণ সুসজ্জিত সৈন্য বাহিনী যাহারা সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইয়া মুসলমানগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিল এবং (২) মক্কার বাণিজ্য-সওদাগরী দল যাহারা উত্তরাঞ্চল হইতে মক্কাভিমুখে ফিরিয়া যাইতেছিল এবং তাহারা মামুলিভাবে অস্ত্র-সজ্জিত ছিল।

১০৯৮। মুসলমানগণ স্বাভাবিক কারণেই মামুলি বা হাল্কা অস্ত্রধারী মরু-যাত্রী সওদাগরীদলের মোকাবিলা করিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু

لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ ۝٨

৯। যেন তিনি সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং মিথ্যাকে ব্যর্থ করেন—— যদিও অপরাধীরা ইহা অপসন্দ করুক না কেন।

اِذْ تَسْتَغِيْثُوْنَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ اَنِّيْ مُمِدُّكُمْ بِاَلْفٍ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُرْدِفِيْنَ ۝١٠

১০। যখন তোমরা তোমাদের প্রভুর নিকট সকাতরে ফরিয়াদ করিতেছিলে, তখন তিনি তোমাদের ফরিয়াদ কবুল করিলেন (এই বলিয়া), 'আমি অবশ্যই তোমাদিগকে এক সহস্র[১০৯৯] পর্যায়ক্রমে আগমনকারী ফিরিশ্‌তা দ্বারা সাহায্য করিব।[১০৯৯-ক]

وَمَا جَعَلَهُ اللّٰهُ اِلَّا بُشْرٰى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهٖ قُلُوْبُكُمْ ۚ وَمَا النَّصْرُ اِلَّا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۝١١ ع ١

১১। এবং আল্লাহ্ ইহাকে শুধু এক শুভ সংবাদরূপে (নাযেল) করিয়াছিলেন, যেন ইহা দ্বারা তোমাদের অন্তর প্রশান্তি[১১০০] লাভ করে। এবং সাহায্য তো একমাত্র আল্লাহ্‌র নিকট হইতেই আসে; নিশ্চয় আল্লাহ্ অতীব পরাক্রমশালী পরম প্রজ্ঞাময়।

[১১] ১৫

اِذْ يُغَشِّيْكُمُ النُّعَاسَ اَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ مَآءً لِّيُطَهِّرَكُمْ بِهٖ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطٰنِ وَلِيَرْبِطَ عَلٰى قُلُوْبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْاَقْدَامَ ۝١٢

১২। যখন তিনি তাঁহার পক্ষ হইতে নিরাপত্তা (দানের নিদর্শন) স্বরূপ তোমাদিগকে তন্দ্রায় আচ্ছন্ন করিতেছিলেন[১১০১] এবং মেঘমালা হইতে তোমাদের উপর পানি বর্ষণ করিতেছিলেন, যেন তিনি তদ্দ্বারা তোমাদিগকে পবিত্র করেন এবং তোমাদের মধ্য হইতে শয়তানের[১১০২] অপবিত্রতা দূর করেন, এবং তোমাদের হৃদয় সুদৃঢ় করিয়া দেন এবং তোমাদের পা উহার দ্বারা দৃঢ়-ভাবে প্রতিষ্ঠিত[১১০৩] করেন।

সুসজ্জিত শক্তিশালী মক্কাবাহিনীর বিরুদ্ধে অপ্রত্যাশিতভাবে তাহাদের অবতীর্ণ হওয়াই আল্লাহ্‌তা'লার অভিপ্রায় ছিল। আল্লাহ্‌তা'লার এইরূপ করার উদ্দেশ্য ছিল তাঁহার ওয়াদা অনুযায়ী সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করা এবং কাফেরদিগকে সমূলে উৎপাটিত করা। আরো দেখুন ৩ঃ১৪ এবং ৮ঃ৪২-৪৫ আয়াত।

১০৯৯। ৯৩৪ টীকা দ্রষ্টব্য।

১০৯৯-ক। একে অন্যের অনুসরণকারী।

১১০০। দেখুন টীকা ৪৭৪।

১১০১। আয়াতে বদরের যুদ্ধের প্রতি ইশারা করা হইয়াছে।

১১০২। "শয়তান" শব্দের তাৎপর্য পিপাসার কষ্টও হইতে পারে, এবং ইহাকে 'শয়তান আল্ ফালাত' অর্থাৎ মরুভূমির শয়তান বলা হয়। ২৫৩৫ টীকা দ্রষ্টব্য। শত্রুরা পূর্বাহ্নেই পানির স্থান দখল করিয়া লইয়াছিল এবং মুসলমানগণ স্বাভাবিক কারণেই ভীত হইয়াছিল যে, পানির অভাবে তাহারা খুবই কষ্টকর অবস্থার সম্মুখীন হইতে পারে। উক্ত শব্দের মর্ম শয়তানের বন্ধু ও সংগী-সাথীকেও বুঝাইতে পারে।

১১০৩। মুসলমান সৈন্যরা বালুময়স্থানে শিবির স্থাপন করিয়াছিল এবং মক্কার শত্রু সেনারা কঠিন মাটিতে শিবির গাঁড়িয়াছিল। সময়মত বৃষ্টি বর্ষণের ফলে মুসলমানদিগের স্থানে বালি জমিয়া শক্ত হইয়া গেল এবং শত্রুপক্ষের মাটি পিচ্ছিল হইয়া গেল।

إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَٰئِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا ۚ سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ﴿١٢﴾

১৩। যখন তোমার প্রভু ফিরিশ্‌তাগণের প্রতি এই ওহী নাযেল করিতেছিলেন, (এই বলিয়া), 'নিশ্চয় আমি তোমাদের সঙ্গে আছি; অতএব, তোমরা অবিচলিত রাখ তাহাদিগকে যাহারা ঈমান আনিয়াছে। অচিরেই আমি তাহাদের অন্তরে ত্রাস সৃষ্টি করিব যাহারা অবিশ্বাস করে। সুতরাং, তোমরা আঘাত হান তাহাদের গ্রীবাদেশে[১১০৪] এবং আঘাত হান তাহাদের আঙ্গুলের ডগায় ডগায়।

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿١٣﴾

১৪। ইহা এই জন্য যে, তাহারা আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসূলের বিরোধিতা করিয়াছে। এবং যে আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসূলের বিরোধিতা করে সেক্ষেত্রে নিশ্চয় আল্লাহ্ শাস্তি দানে কঠোর।

ذَٰلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ ﴿١٤﴾

১৫। ইহাই তোমাদের (শাস্তি), অতএব উহার স্বাদ গ্রহণ কর; (স্মরণ রাখ) নিশ্চয় কাফেরদের জন্য আগুনের আযাব রহিয়াছে।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ ﴿١٥﴾

১৬। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! যখন তোমরা কাফেরদের সহিত যুদ্ধের জন্য অগ্রসরমান অবস্থায় মুখামুখি হও, সেক্ষেত্রে (তোমরা) কখনও পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিও না।[১১০৫]

وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿١٦﴾

১৭। এবং এইরূপ দিনে যে ব্যক্তি কেবল যুদ্ধ-কৌশলের জন্য একদিকে সরিয়া যাওয়া অথবা (অন্য) দলের[১১০৬] দিকে (যোগদানের জন্য) আগাইয়া যাওয়া ছাড়া তাহাদিগকে পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করিবে নিশ্চয় সে আল্লাহ্‌র ক্রোধসহ প্রত্যাবর্তন করিবে এবং তাহার বাসস্থান হইবে জাহান্নাম। এবং অতি মন্দ বাসস্থান ইহা।

১১০৪। ঘাড়ের উর্দ্ধাংশ, যাহা মাথার নিম্নাংশের সংলগ্ন, তরবারির আঘাতের জন্য অতি সহজভেদ্য অংশ মনে করা হয়।

১১০৫। মুসলমানদিগকে শেষ পর্যন্ত অবশ্যই যুদ্ধ করিতে হইবে। তাহারা জয়লাভ করিবে অথবা মৃত্যু বরণ করিবে, তাহাদের জন্য তৃতীয় কোনও পথ খোলা নাই।

১১০৬। এই আয়াত নির্ধারণ করিয়াছে এবং বর্ণনা করিয়াছে যে, কি কি পরিস্থিতিতে শত্রুর সংঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত সৈনিকদের জন্য আপাতঃ পশ্চাদপসরণ বা প্রতাহার করার অনুমতি রহিয়াছেঃ(ক) রণ-কৌশল বা যুদ্ধ নৈপুণ্যগত কারণে, যখন যুদ্ধলিপ্ত সৈন্য বহিনী শত্রুর মনোযোগ অন্যদিকে আকর্ষণ করিতে চায় অথবা অধিকতর সুবিধাপূর্ণ স্থানে অবস্থান গ্রহণ করিতে চায়, (খ) বাহিনীর কোন অংশ পশ্চাতে হটিয়া যুদ্ধের সুবিধার্থে মূল বাহিনীর সঙ্গে যোগ দেওয়ার জন্য অথবা এমন অন্য আর এক মুসলিম বাহিনীর সাথে যোগ দেওয়ার জন্য যাহা তখনও যুদ্ধে লিপ্ত হয় নাই।

فَلَمْ تَقْتُلُوْهُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ قَتَلَهُمْ ۪ وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى ۚ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِيْنَ مِنْهُ بَلَآءً حَسَنًا ۭ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ⑰

১৮। অতএব, তোমরা তাহাদিগকে হত্যা কর নাই, বরং আল্লাহ্‌ই তাহাদিগকে হত্যা করিয়াছিলেন, এবং যখন তুমি (কংকর) নিক্ষেপ করিয়াছিলে, তুমি নিক্ষেপ কর নাই, বরং আল্লাহ্‌ই নিক্ষেপ করিয়াছিলেন[১১০৭] এবং যেন তিনি নিজ সন্নিধান হইতে মো'মেনগণের উপর মহা অনুগ্রহ করিতে পারেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।

ذٰلِكُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ مُوْهِنُ كَيْدِ الْكٰفِرِيْنَ ⑱

১৯। এই হইল তোমাদের (প্রকৃত ঘটনা), এবং (জানিয়া রাখ) আল্লাহ্ কাফেরদের কৌশলকে অবশ্যই দুর্বল করিয়া থাকেন।

اِنْ تَسْتَفْتِحُوْا فَقَدْ جَآءَكُمُ الْفَتْحُ ۚ وَاِنْ تَنْتَهُوْا فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَاِنْ تَعُوْدُوْا نَعُدْ ۚ وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْـًٔا وَّلَوْ كَثُرَتْ ۙ وَاَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ ⑲ ع ١٢

২০। যদি তোমরা (হে কাফেররা !) মীমাংসা কামনা করিয়া থাক তাহা হইলে নিশ্চয় তোমাদের নিকট মীমাংসা[১১০৮] আসিয়া গিয়াছে। এবং (এখনও) যদি তোমরা বিরত হও তাহা হইলে উহা তোমাদের জন্য কল্যাণকর হইবে এবং যদি তোমরা (চক্রান্তের দিকে) ফিরিয়া যাও, তাহা হইলে আমরাও (শাস্তির দিকে) ফিরিব। এবং তোমাদের দল যতই সংখ্যায় অধিক হউক না কেন, উহা তোমাদের কোন কাজে আসিবে না, এবং (জানিয়া রাখ যে,) আল্লাহ্ নিশ্চয় মো'মেনগণের সঙ্গে আছেন।

ع ٢ [٩] ١٦

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَاَنْتُمْ تَسْمَعُوْنَ ⑳

২১। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ ! তোমরা আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসূলের আনুগত্য কর, এবং তাঁহার নিকট হইতে মুখ ফিরাইয়া লইও না এমতাবস্থায় যে, তোমরা (তাঁহার আদেশ) শুনিতেছ।

وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ قَالُوْا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُوْنَ ㉑

২২। এবং তোমরা তাহাদের ন্যায় হইও না যাহারা বলে, 'আমরা শ্রবণ করি,' অথচ তাহারা শ্রবণ করে না।

১১০৭। বদরের বিজয় প্রকৃতপক্ষে মুসলমানদের দক্ষতা এবং শক্তির উপর নির্ভরশীল ছিল না। বিরুদ্ধবাদীদের এক বিরাট সংখ্যাধিক্য, সুসজ্জিত এবং রণকৌশলে নিপুণ সেনাবাহিনীর হাত হইতে বিজয় গৌরব ছিনাইয়া নেওয়ার জন্য মুসলমানবাহিনী তুলনামূলকভাবে ছিল স্বল্প সংখ্যক, দুর্বল এবং অসম্পূর্ণভাবে সজ্জিত। ইহার মধ্যে এবং হযরত মূসা (আঃ)-এর যষ্ঠিদ্বারা সমুদ্রের পানিতে আঘাত করার মধ্যে এক লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সাদৃশ্য রহিয়াছে। শেষোক্ত ঘটনায় যেমন মূসা (আঃ)-এর যষ্ঠির আঘাতে বাতাস প্রবাহিত হওয়ার এবং সমুদ্রের ভরাজোয়ারের প্রত্যাবর্তনের সংকেত ছিল যাহাতে ফেরাউন তাহার দলবল সহ সমুদ্রের পানিতে ডুবিয়া ধ্বংস হইয়াছিল, তেমনিভাবে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর এক মুষ্টি কঙ্কর নিক্ষেপে প্রচণ্ড বাতাস প্রবাহিত হওয়ার সংকেত ছিল যাহার মধ্যে আবু জাহ্‌ল (যাহাকে রসূল করীম (সাঃ) তাঁহার জাতির ফেরাউন আখ্যায়িত করিয়াছিলেন) এবং তাহার মস্ত বড় দল মরুভূমিতে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল। উভয় ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক শক্তির ক্রিয়া বিশেষ ঐশী-নিয়মের অধীনে আল্লাহ্‌তা'লার প্রেরিত দুই নবীর কার্যের সংগেই সংঘটিত হইয়াছিল।

১১০৮। অবিশ্বাসীরা আঁ-হযরত (সাঃ)-এর নিকট বিজয়কে ঐশী-মীমাংসারূপে দেখিতে চাহিয়াছিল। তাহাদিগকে বলা হইয়াছে যে, ঐশী-মীমাংসা যেইভাবে তাহারা চাহিয়াছিল ঠিক সেইভাবেই আসিয়াছে।

إِنَّ شَرَّ الدَّوَآبِّ عِندَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿٢٣﴾

২৩। নিশ্চয় আল্লাহ্‌র নিকট নিকৃষ্টতম জীব হইতেছে বধির ও বোবাগণ, যাহারা কোন বুদ্ধি বিবেচনা করে না।

وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ ۖ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوا وَّهُم مُّعْرِضُونَ ﴿٢٤﴾

২৪। এবং আল্লাহ্ যদি তাহাদের মধ্যে কিছু ভাল দেখিতেন, তাহা হইলে নিশ্চয় তিনি তাহাদিগকে শুনাইতেন। এবং যদি (বর্তমান অবস্থায়) তিনি তাহাদিগকে শুনাইতেন[১১০৯] তাহা হইলেও তাহারা মুখ ফিরাইয়া লইত এবং তাহারা অগ্রাহ্য করিত।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٢٥﴾

২৫। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা সাড়া দাও আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসূলের ডাকে,[১১০৯-ক] যখন সে তোমাদিগকে ডাক দেয় যেন সে তোমাদিগকে জীবিত করিতে পারে;[১১১০] এবং জানিয়া রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ্ মানুষ ও তাহার হৃদয়ের মাঝখানে আসিয়া উপস্থিত হন[১১১০-ক] এবং তাঁহারই নিকট তোমাদের সকলকে একত্রিত করা হইবে।

وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٥﴾

২৬। এবং তোমরা সেই ফিৎনাকে ভয় কর যাহা তোমাদের মধ্য হইতে যাহারা যুলুম করিয়াছে শুধু তাহাদিগকেই আঘাত করিবে না।[১১১১] এবং জানিয়া রাখ যে, আল্লাহ্ শাস্তি দানে অত্যন্ত কঠোর।

وَاذْكُرُوا إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ

২৭। এবং স্মরণ কর যখন তোমরা (সংখ্যায়) অল্প ছিলে, পৃথিবীতে দুর্বল বলিয়া গণ্য হইতে, তোমরা ভয় করিতে যে,

---

১১০৯। "তাহাদিগকে শুনাইতেন" উক্তির মর্মার্থ এই যে, উহাদের বর্তমান অবস্থায় আল্লাহ্‌তা'লা যদি উহাদিগকে সত্য গ্রহণে বাধ্য করিতেন, তাহা হইলেও উহাদের অন্তর অপরিবর্তিতই থাকিয়া যাইত এবং কখনও প্রকৃত মুসলমান হইত না।

১১০৯-ক। 'সে বা তিনি' সর্বনাম দ্বারা আঁ-হযরত (সাঃ)-কে বুঝায়, কেননা আল্লাহ্‌র রসূলই প্রকৃতপক্ষে আহবান জানাইয়া থাকেন। আল্লাহ্‌তা'লার আহ্বানও তাঁহার প্রত্যাদিষ্ট নবীর মাধ্যমে হইয়া থাকে। অথবা "সে বা তিনি' আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসূল উভয়ের প্রতি পৃথকভাবে আরোপিত হইতে পারে, অর্থাৎ যখন আল্লাহ্‌তা'লা তোমাদিগকে আহবান করেন বা যখন আল্লাহ্‌র রসূল তোমাদিগকে আহ্বান করেন।

১১১০। "যেন তিনি তোমাদিগকে জীবিত করিতে পারেন" যখন আল্লাহ্‌তা'লার কোন নবীর জন্য ব্যবহৃত হয় তখন উহা রূপক অর্থে বা আধ্যাত্মিক অর্থে গৃহীত হয়।

১১১০-ক। "নিশ্চয় আল্লাহ্ মানুষ ও তাঁহার হৃদয়ের মাঝখানে আসিয়া উপস্থিত হন" এই উক্তির দ্বারা ইহাই বুঝায় যে, মানুষ (বা তাহার অহং)-এর কোন নিয়ন্ত্রণ তাহার হৃদয়ের উপর নাই, কাজেই সে অন্তরকে তাহার হুকুম মানিতে বাধ্য করিতে পারে না। ইহার অর্থ এইরূপও হইতে পারে যে, প্রত্যেকেরই ঐশী-আহ্বান শ্রবণে দ্রুত অগ্রসর হওয়া এবং সাড়া দেওয়া কর্তব্য, কেননা সেই ব্যক্তি যদি গড়িমসি বা বিলম্ব বা অপেক্ষা করে তাহা হইলে অচিন্তনীয় পরিস্থিতি প্রতিবন্ধকরূপে তাহার অন্তরকে কঠিন বা মরিচা-পূর্ণ করিয়া দিতে পারে এবং সেই ব্যক্তি তখন উহা অর্থাৎ ঐশী-আহ্বান প্রত্যাখান করিতে পারে।

১১১১। নিজদিগকে ভাল করাই যথেষ্ট নহে। আমরা ততক্ষণ নিরাপদ নহি যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের পরিবেশকে সংশোধন করিতে না পারি। প্রমত্ত অগ্নি পরিবেষ্টিত আবাসস্থল যে কোন মুহূর্তে (আগুনের) শিকারে পরিণত হইতে পারে।

النَّاسُ فَاٰوٰىكُمْ وَاَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهٖ وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿٢٧﴾

লোকেরা তোমাদিগকে ছিনাইয়া লইয়া যাইবে, অতঃপর তিনি তোমাদিগকে আশ্রয় দিলেন এবং তাঁহার সাহায্য দ্বারা তোমাদিগকে শক্তিশালী করিলেন এবং তোমাদিগকে উপাদেয় খাদ্য-সামগ্রী দিলেন যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।[১১১২]

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَخُوْنُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْٓا اَمٰنٰتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٨﴾

২৮। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা জানিয়া শুনিয়া আল্লাহ্ এবং রসূলের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিও না এবং তোমাদের পরস্পরের গচ্ছিত আমানতসমূহেও জানিয়া বুঝিয়া বিশ্বাসঘাতকতা করিও না।[১১১৩]

وَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَآ اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ۙ وَّاَنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗٓ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ﴿٢٩﴾ ع ৩ [৯] ১৭

২৯। এবং জানিয়া রাখ যে, নিশ্চয় তোমাদের ধন-সম্পদ ও তোমাদের সন্তান-সন্ততি পরীক্ষা স্বরূপ, এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ তিনি যাঁহার নিকট মহা পুরস্কার রহিয়াছে।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ تَتَّقُوا اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّكُمْ فُرْقَانًا وَّيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۭ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ﴿٣٠﴾

৩০। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! যদি তোমরা আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর তাহা হইলে তিনি তোমাদের জন্য এক ফুরকান[১১১৪] (প্রভেদকারী উপকরণ) সৃষ্টি করিয়া দিবেন এবং তোমাদের অকল্যাণসমূহকে দূর করিয়া দিবেন এবং তোমাদিগকে ক্ষমা করিবেন; বস্তুতঃ আল্লাহ্ মহা অনুগ্রহের অধিকারী।

وَاِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِيُثْبِتُوْكَ اَوْ يَقْتُلُوْكَ اَوْ يُخْرِجُوْكَ ۭ وَيَمْكُرُوْنَ وَيَمْكُرُ اللّٰهُ ۭ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمٰكِرِيْنَ ﴿٣٠﴾

৩১। এবং (স্মরণ কর) যখন কাফেররা তোমার বিরুদ্ধে কৌশল আঁটিতেছিল, যেন তাহারা তোমাকে অবরুদ্ধ করিতে পারে অথবা তোমাকে হত্যা করিতে পারে অথবা তোমাকে বহিষ্কার করিতে পারে। এবং তাহারা কৌশল আঁটিতেছিল এবং আল্লাহ্‌ও কৌশল আঁটিতেছিলেন,[১১১৫] বস্তুতঃ আল্লাহ্ কৌশলকারীগণের মধ্যে উত্তম।

১১১২। এখানে মুসলমানদিগকে বলা হইয়াছে যে, আল্লাহ্‌তা'লা যেমন তাহাদিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন যখন তাহারা দুর্বল ছিল এবং প্রবল ক্ষতিকারক লোক দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল, তেমনিভাবে তাহাদের কর্তব্য হইবে দুর্বলকে রক্ষা করা, যখন তাহারা ক্ষমতার অধিকারী হইবে। এই আয়াতের মধ্যে এক ভবিষ্যদ্বাণী নিহিত রহিয়াছে যে, মুসলমান জাতি শীঘ্রই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী হইবে।

১১১৩। এই আয়াত মানবের দুই প্রকার আনুগত্যের কথা বলে, প্রথমতঃ আল্লাহ্‌তা'লার এবং তাঁহার রসূলের প্রতি আনুগত্য যাহা শর্তহীন এবং চিরস্থায়ী, কারণ আল্লাহ্‌তা'লা আমাদের সৃষ্টিকর্তা এবং পালনকর্তা এবং রসূল তাঁহার প্রতিনিধি; এবং দ্বিতীয়তঃ মানবের স্বজাতির প্রতি আনুগত্য যাহা তাহাদের প্রতিটি দায়-দায়িত্বের বাধ্যবাধকতা হইতে উদ্ভূত হইয়া থাকে।

১১১৪। "ফুরকান" অর্থ, (১) যাহা সত্য এবং মিথ্যা পার্থক্য করিয়া দেখায়, (২) প্রমাণ বা সাক্ষ্য বা যুক্তি, (৩) সাহায্য বা বিজয় এবং (৪) প্রভাত (লেইন)।

১১১৫। এই আয়াত মক্কার 'দারুন্ নাদওয়া' (পরামর্শকক্ষ)-তে যে গোপন সভা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, সেই দিকে ইংগিত করিতেছে। নূতন ধর্মের

وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَٰذَا ۙ إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٣١﴾

৩২। এবং যখন আমাদের আয়াতসমূহ তাহাদের নিকট আবৃত্তি করা হয়, তাহারা বলে, 'আমরা শুনিয়াছি। আমরাও ইচ্ছা করিলে নিশ্চয় ইহার অনুরূপ বলিতে পারি।[১১১৬] ইহা প্রাচীন লোকদের কাহিনী ব্যতিরেকে আর কিছুই নহে।'

وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَٰذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٢﴾

৩৩। এবং (সেই সময়কে স্মরণ কর) যখন তাহারা বলিল, 'হে আল্লাহ্! যদি তোমার নিকট হইতে ইহাই প্রকৃত সত্য হইয়া থাকে, তাহা হইলে তুমি আকাশ হইতে আমাদের উপর পাথর বর্ষণ কর অথবা আমাদের উপর কোন যন্ত্রণাদায়ক আযাব নাযেল কর।'[১১১৭]

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ ۚ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿٣٣﴾

৩৪। এবং আল্লাহ্ এমন নহেন যে, তিনি তাহাদিগকে আযাব দিবেন এমতাবস্থায় যে, তুমি তাহাদের মধ্যে রহিয়াছ[১১১৮] এবং আল্লাহ্ এমনও নহেন যে, যখন তাহারা ক্ষমা প্রার্থনা করে তখন তিনি তাহাদিগকে আযাব দিবেন।

وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ ۚ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٤﴾

৩৫। এবং তাহাদের (এখন) কি কারণ আছে যে, আল্লাহ্ তাহাদিগকে আযাব দিবেন না যখন তাহারা (লোকদিগকে) মসজিদুল হারামে যাইতে বাধা দেয়, এবং তাহারা (প্রকৃত পক্ষে) ইহার তত্বাবধায়ক নহে? কেবল মুত্তাকীগণই উহার (প্রকৃত) তত্বাবধায়ক, কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই ইহা অবগত নহে।

উন্নতিকে স্তব্ধ করিয়া দেওয়ার জন্য তাহাদের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়া গিয়াছিল দেখিয়া, এবং অধিকাংশ মুসলমান, যাহাদের পক্ষে মক্কা-ত্যাগ করিয়া যাওয়া সম্ভব ছিল, মদীনায় হিজরতের দরুন ক্ষতি সাধনে নাগালের বাইরে চলিয়া যাইতে দেখিয়া শহরের সমাজপতিরা ইসলামকে ধ্বংস করিবার জন্য শেষ চেষ্টা স্বরূপ পরিকল্পনা গ্রহণ করিবার উদ্দেশ্যে দারুন্ নাদওয়াতে একত্র হইয়াছিল। গভীর চিন্তা ভাবনা করিবার পর তাহারা এক ষড়যন্ত্রের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিল যে, কোরাইশদিগের বিভিন্ন গোত্র হইতে যুবকদের একটি দল মিলিত ভাবে আক্রমণ রচনা করিয়া হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর উপর আকস্মিক ক্ষিপ্রতায় ঝাঁপাইয়া পড়িয়া তাঁহাকে হত্যা করিবে। গভীর রাত্রে সতর্কভাবে, প্রহরারত শত্রুরা যখন নিদ্রাভিভূত ছিল, রসূলে পাক (সাঃ) তখন সকলের অলক্ষ্যে তাঁহার সদাবিশ্বস্ত সাহাবী হযরত আবুবকর (রাঃ)-কে সঙ্গে নিয়া হিজরত করিয়া সওর পর্বতগুহায় আশ্রয় নেন এবং শেষ পর্যন্ত নিরাপদে মদীনায় পৌঁছিয়া যান।

১১১৬। অবিশ্বাসীরা অহংকার করিয়া বলিয়াছিল যে, কুরআনের মত রচনা তাহারাও করিতে পারে। তদ্‌সত্ত্বেও ইহা তাহাদের ফাঁকা আস্ফালনই রহিয়া গিয়াছিল, উহা তাহারা কার্যে পরিণত করিয়া দেখাইতে সাহস করে নাই। উহারা কখনো কুরআনের ক্ষুদ্রতম বা সংক্ষিপ্ততম সূরার মত একটি সূরাও রচনা করিতে পারিবে না, এই চ্যালেঞ্জ চির অম্লান হইয়াই রহিয়াছে।

১১১৭। বদরের যুদ্ধক্ষেত্রে আবু জাহ্‌ল এই আয়াতে উক্ত কথাগুলিই প্রায় উচ্চারণ করিয়া প্রার্থনা করিয়াছিল (বুখারী কিতাবুত্ তফসীর)। এই প্রার্থনা আক্ষরিকভাবেই পূর্ণ হইয়াছিল। কুরায়শকুলের অন্যান্য অনেক সর্দারসহ আবু জাহ্‌ল নিহত হইয়াছিল এবং তাহাদের মৃতদেহগুলিকে খাদে নিক্ষেপ করা হইয়াছিল।

১১১৮। হযরত নবী করীম (সাঃ) মক্কা ত্যাগ করিবার পর মক্কাবাসীরা শাস্তি পাইয়াছিল। আল্লাহ্‌তা'লার প্রেরিত রসূল ঐশী-বিপর্যয় বা বিপদাবলীর মুখে এক প্রকার ঢাল স্বরূপ হইয়া থাকেন।

وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ اِلَّا مُكَآءً وَّتَصْدِيَةً ؕ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ۝٣٥

৩৬। এবং এই (পবিত্র) গৃহে তাহাদের নামায তো শিশ ও করতালি দেওয়া ছাড়া আর কিছুই নহে। 'অতএব, তোমরা অবিশ্বাস করার কারণে আযাবের স্বাদ গ্রহণ কর।'

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ فَسَيُنْفِقُوْنَهَا ثُمَّ تَكُوْنُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُوْنَ ؕ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِلٰى جَهَنَّمَ يُحْشَرُوْنَ ۝٣٦

৩৭। নিশ্চয় যাহারা অবিশ্বাস করিয়াছে, তাহারা (লোকদিগকে) আল্লাহ্‌র পথ হইতে রুখিবার জন্য নিজেদের ধন সম্পদ খরচ করে। তাহারা অবশ্যই এই রূপে খরচ করিয়াই যাইবে, কিন্তু পরিণামে উহা তাহাদের আক্ষেপের[১১১৯] কারণ হইবে, অতঃপর তাহাদিগকে পরাভূত করা হইবে। এবং যাহারা অবিশ্বাস করিয়াছে তাহাদিগকে সমবেত করিয়া জাহান্নামের দিকে লইয়া যাওয়া হইবে;

لِيَمِيْزَ اللّٰهُ الْخَبِيْثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيْثَ بَعْضَهٗ عَلٰى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهٗ جَمِيْعًا فَيَجْعَلَهٗ فِىْ جَهَنَّمَ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ۝٣٧

৩৮। যাহাতে আল্লাহ্ অপবিত্রকে পবিত্র হইতে পৃথক করিয়া দেন এবং অপবিত্রদিগকে একে অপরের উপর চাপাইয়া দেন এবং তাহাদের সকলকে একত্রে স্তূপীকৃত করেন, অতঃপর তাহাদিগকে জাহান্নামের মধ্যে নিক্ষেপ করেন। বস্তুতঃ ইহারাই ক্ষতিগ্রস্ত।

৪ [৯] ১৮ ع ১৮

قُلْ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ يَّنْتَهُوْا يُغْفَرْ لَهُمْ مَّا قَدْ سَلَفَ ۚ وَاِنْ يَّعُوْدُوْا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْاَوَّلِيْنَ ۝٣٨

৩৯। যাহারা অবিশ্বাস করিয়াছে তুমি তাহাদিগকে বল, 'যদি তাহারা বিরত হয়, তাহা হইলে পূর্বে যাহা কিছু হইয়াছে উহা তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইবে, কিন্তু যদি তাহারা (অতীত কর্ম তৎপরতায়) ফিরিয়া যায়, তাহা হইলে অবশ্যই পূর্ববর্তীদের দৃষ্টান্ত (তাহাদের সম্মুখে) সংঘটিত হইয়াছে।

وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهٗ لِلّٰهِ ۚ فَاِنِ انْتَهَوْا فَاِنَّ اللّٰهَ بِمَا يَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۝٣٩

৪০। এবং তোমরা তাহাদের সহিত যুদ্ধ কর যে পর্যন্ত না নির্যাতন বন্ধ হয় এবং ধর্ম পূর্ণভাবে আল্লাহ্‌র জন্য হয়।[১১২০] কিন্তু যদি তাহারা নিবৃত্ত হয় তাহা হইলে তাহারা যাহাকিছু করে নিশ্চয় আল্লাহ্ উহা সম্যক প্রত্যক্ষ করিতেছেন।

وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ مَوْلٰىكُمْ ؕ نِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ ۝٤٠

৪১। 'যদি তাহারা মুখ ফিরাইয়া লয়,[১১২১] তাহা হইলে জানিয়া রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের রক্ষাকর্তা,— কতই না উত্তম রক্ষাকর্তা, এবং কতই না উত্তম সাহায্যকারী তিনি!

১১১৯। এই উক্তির মধ্যে এই ভবিষ্যদ্বাণী রহিয়াছে যে, ইসলামের বিরুদ্ধে লড়াই করিবার জন্য কাফেরগণ যে অর্থ-সম্পদ ব্যয় করিতেছিল ইহা তাহাদের জন্য মনস্তাপ ও কষ্টের কারণ হইবে, কেননা ইসলাম ধর্মকে বিনষ্ট করিবার জন্য উহাদের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইবে, এবং তাহাদের সন্তানেরা ইসলাম গ্রহণ করিয়া ইহার উন্নতিকল্পে এই সম্পদ ব্যয় করিবে।

১১২০। মুসলমানদিগকে যুদ্ধ করিয়া যাইতে হুকুম দেওয়া হইয়াছিল যে পর্যন্ত না ধর্মীয় নির্যাতন বন্ধ হয় এবং মানুষ তাহার পসন্দ অনুযায়ী ধর্ম পালন করিতে স্বাধীনতা পায়। নিঃসন্দেহে ইসলাম বিবেকের স্বাধীনতার সর্বোত্তম সমর্থনকারী (২ঃ১৯৪)

১১২১। ইহার মর্মার্থ— যদি তাহারা তাহাদের প্রতি শান্তি স্থাপনের প্রস্তাব প্রত্যাখান করে এবং পুনরায় বিরোধিতা আরম্ভ করে।

وَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهٗ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِي الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۙ اِنْ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ بِاللّٰهِ وَمَآ اَنْزَلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعٰنِ ۗ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٤١﴾

৪২। এবং জানিয়া রাখ যে, তোমরা (যুদ্ধে) যাহা কিছু গনিমতের মাল পাও উহার এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহ্‌র জন্য এবং এই রসূলের জন্য এবং (রসূলের) আত্মীয়-স্বজন এবং এতীম এবং মিস্‌কীন এবং মুসাফেরগণের জন্য[১১২২]; যদি তোমরা আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আন এবং উহার উপর যাহা আমরা আমাদের বান্দার প্রতি নাযেল করিয়াছি ফুরকান দিবসে[১১২৩] —যেদিন দুই সেনাবাহিনী পরস্পর সম্মুখীন হইয়াছিল; এবং আল্লাহ্ প্রত্যেক বিষয়ের উপর সর্বশক্তিমান।

اِذْ اَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوٰى وَالرَّكْبُ اَسْفَلَ مِنْكُمْ ۗ وَلَوْ تَوَاعَدْتُّمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيْعٰدِ ۙ وَلٰكِنْ لِّيَقْضِيَ اللّٰهُ اَمْرًا كَانَ مَفْعُوْلًا ۙ لِّيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْۢ بَيِّنَةٍ وَّيَحْيٰى مَنْ حَيَّ عَنْۢ بَيِّنَةٍ ۗ وَاِنَّ اللّٰهَ لَسَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿٤٢﴾

৪৩। যখন তোমরা (উপত্যকার) নিকটবর্তী প্রান্তে ছিলে এবং তাহারা দূরবর্তী প্রান্তে ছিল এবং কাফেলা ছিল তোমাদের নিম্নদিকে এবং যদি তোমরা পরস্পর (যুদ্ধের জন্য) ওয়াদাবদ্ধ হইতে তাহা হইলে তোমরা নিশ্চয় সময় সম্বন্ধে মতভেদ করিতে।[১১২৪] কিন্তু আল্লাহ্ (নির্ধারিত সময় ছাড়াই তোমাদের মোকাবেলা ঘটাইলেন) যেন ঐ বিষয়ের মীমাংসা করিয়া দেন, যাহা করার জন্য তিনি ফয়সালা করিয়াছিলেন—[১১২৫] যেন সেই ব্যক্তি ধ্বংস হয় যে দলিল-প্রমাণ দ্বারা ধ্বংস হইয়াছে এবং যেন সেই ব্যক্তি জীবিত হয় যে দলিল-প্রমাণ দ্বারা জীবন লাভ করিয়াছে। এবং নিশ্চয় আল্লাহ্‌ই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।

১১২২। এই আয়াত মালে-গনিমত বন্টন সম্পর্কে বর্ণনা করিয়াছে (৮ঃ২ দ্রষ্টব্য), উহার এক-পঞ্চমাংশ উম্মতের ইমাম বা খলীফার জন্য নির্দিষ্ট থাকিবে। তিনি যেমন প্রয়োজন মনে করিবেন সেইরূপে উল্লেখিত পাঁচ শ্রেণীর মধ্যে বন্টন করিবেন। নবী করীম (সাঃ)-এর অংশ দরিদ্র মুসলমানগণের উপকারার্থে ব্যয়িত হইত, তিনি স্বয়ং একান্ত অনাড়ম্বর ও সাধারণ জীবন যাপন করিতেন। ইমাম মালিক (রহঃ)-এর মতে সম বন্টন অপরিহার্য নহে, বন্টনের কাজ ইমামের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া প্রয়োজন, তিনি সময় ও অবস্থাভেদে প্রয়োজনানুযায়ী ভাগ করিয়া দিবেন।

হযরত নবী করীম (সাঃ) এবং তাঁহার চার খলীফা রাশেদীনের যমানায়ও এইরূপ পদ্ধতি বা নিয়মই প্রচলিত ছিল।অবশিষ্ট চার-পঞ্চমাংশ সৈনিক দিগের মধ্যে বিতরণ করিয়া দেওয়া হইত, তাহারা বেতনভুক্ত ছিল না, এমনকি সাধারণতঃ তাহারা নিজেরাই যুদ্ধের খরচ বহন করিত। ইহা ছিল সেই সময়ে বিরাজমান অবস্থা মোকাবিলার জন্য গৃহীত জরুরী ব্যবস্থা, কারণ তখন কোন নিয়মিত বেতনধারী সেনাবাহিনী ছিল না এবং কোন নিয়মিত রাষ্ট্রীয় কোষাগারও ছিল না। ঘনিষ্ঠ আত্মীয় বলিতে হাশিম এবং আবদুল মুত্তালিবের সকল বংশধরকে বুঝায়, যাহারা যাকাত হইতে উপকৃত হইতে পারিত না।

১১২৩। 'ফুরকান' দিবস বদরের যুদ্ধের ঐতিহাসিক দিনটিকে বুঝায়।

১১২৪। বদরের প্রান্তরের তিনটি দলের অবস্থান সম্পর্কে সুস্পষ্ট বর্ণনামূলক এক চিত্র এই আয়াত তুলিয়া ধরিয়াছে। মুসলমানগণ মদীনার নিকটবর্তী অবস্থানে ছিল, এবং মক্কার সৈনাবাহিনী শহর হইতে আরো বেশী দূরে অবস্থান করিতেছিল, এবং মক্কাবাসীদের সওদাগরী কাফেলা যাহা সিরিয়া হইতে আসিয়াছিল, উহা সমুদ্রের উপকূলের দিকে ছিল। আয়াতের বর্ণনা হইল যে, যদি মুসলমানদিগের উপর যুদ্ধের সময় নির্ধারণ করার বিষয়টি ছাড়িয়া দেওয়া হইত, উহাতে নিশ্চয় তাহারা মতভেদ করিত এবং প্রথম সংঘর্ষের দিনটিকে স্থগিত রাখাই পসন্দ করিত, কেননা সেই সময়ে তাহাদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত শক্তিশালী এবং অত্যধিক দক্ষ ও সুসজ্জিত শত্রুসেনাকে যুদ্ধের ময়দানে মোকাবিলা করার জন্য তাহারা নিজদিগকে যথেষ্ট শক্তিশালী মনে করিতেছিল না। কিন্তু আল্লাহ্‌তা'লা এক বিশেষ শক্তিশালী নিদর্শন প্রকাশ করার লক্ষ্যে এই সংঘর্ষ ঘটাইয়াছিলেন।

১১২৫। আল্লাহ্‌তা'লা চূড়ান্তভাবে স্থির করিয়াছিলেন যে, মক্কাবাসীদিগের পরাজয় হওয়া উচিৎ।

إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا ۖ وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ ۗ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٤٣﴾

৪৪। যখন আল্লাহ্ তোমাকে তোমার স্বপ্নে তাহাদিগকে সংখ্যায় অল্প[১১২৬] দেখাইয়াছিলেন, এবং যদি তিনি তাহাদিগকে সংখ্যায় তোমাকে অধিক দেখাইতেন, তাহা হইলে নিশ্চয় তোমরা দুর্বলতা দেখাইতে এবং নিশ্চয় তোমরা এই বিষয়ে পরস্পর মতবিরোধ করিতে; কিন্তু আল্লাহ্ (তোমাদিগকে) রক্ষা করিয়াছেন। এবং নিশ্চয় তিনি সবিশেষ অবহিত আছেন যাহা (তোমাদের) বক্ষঃদেশে নিহিত আছে।

وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا ۗ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿٤٤﴾

৪৫। এবং (স্মরণ কর) যখন তোমরা (যুদ্ধের জন্য) পরস্পর সম্মুখীন হইয়াছিলে তখন তিনি তোমাদের দৃষ্টিতে তাহাদিগকে সংখ্যায় অল্প করিয়া দেখাইতেছিলেন এবং তোমাদিগকে তাহাদের দৃষ্টিতে[১১২৭] সংখ্যায় অল্প করিয়া দেখাইতেছিলেন যাহাতে আল্লাহ্ ঐ বিষয়ের মীমাংসা করিয়া দেন যাহা করার তিনি ফয়সালা করিয়াছিলেন। এবং (চূড়ান্ত মীমাংসার জন্য) সকল বিষয় আল্লাহ্‌র দিকে ফিরাইয়া লইয়া যাওয়া হইবে।

ع ৫ [৭] ১

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٤٥﴾

৪৬। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! যখন তোমরা কোন সৈন্যদলের সম্মুখীন হও তখন অবিচলিত থাকিবে এবং আল্লাহ্‌কে অধিক স্মরণ করিবে যেন তোমরা সফলকাম হইতে পার।

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿٤٦﴾

৪৭। এবং আনুগত্য কর আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসূলের এবং পরস্পর কলহ করিও না, অন্যথায় তোমরা দুর্বল হইয়া পড়িবে এবং তোমাদের প্রভাব শক্তি[১১২৮] বিলুপ্ত হইবে। এবং তোমরা ধৈর্য ধারণ কর, নিশ্চয় আল্লাহ্ ধৈর্যশীলগণের সহিত আছেন।

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِم بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ بِمَا

৪৮। এবং তোমরা তাহাদের মত হইও না, যাহারা দর্পভরে এবং লোক দেখানোর জন্য নিজেদের গৃহ হইতে বহির্গত হইয়াছিল, এবং যাহারা আল্লাহ্‌র পথ হইতে বাধা দেয়, বস্তুতঃ

১১২৬। বদর প্রান্তর অভিমুখে যাওয়ার পথে আঁ-হযরত (সাঃ) কাশ্‌ফের মধ্যে মক্কার প্রকৃত বিরাট বাহিনীকে অতি অল্পসংখ্যক সৈন্যরূপে দেখিয়াছিলেন (জারীর, ১০ খণ্ড, ৯ পৃষ্ঠা)।ইহার মর্ম এই যে, উহারা সংখ্যাগরিষ্ঠ ও সুসজ্জিত হওয়া সত্ত্বেও পরাজয় বরণ করিবে, এই ইশারা ইহাতে নিহিত ছিল।

১১২৭। পূর্ববর্তী আয়াত শত্রুসেনাদিগকে নবী করীম (সাঃ)-এর নিকট কাশ্‌ফে দৃষ্টিগোচর হওয়ার দিকে নির্দেশ করিয়াছিল, পক্ষান্তরে বর্তমান আয়াত যুদ্ধের ময়দানে উহাদের প্রকৃত অবস্থার প্রতি নির্দেশ করিতেছে। শত্রুপক্ষ তাহাদের সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ টিলার পিছনে লুকাইয়া রাখিয়াছিল, তাহার কারণে মুসলমানগণ উহাদের প্রকৃত সংখ্যার মাত্র দুই-তৃতীয়াংশ সৈন্য দেখিয়াছিল যখন উভয় পক্ষ মুখামুখী আসিয়া দাঁড়াইল। অপর পক্ষে শত্রুরা প্রকৃত অবস্থা জানিতে দেয় নাই, এই ভাবিয়া যে, পাছে না ভয়ে অভিভূত হইয়া মুসলমানেরা যুদ্ধক্ষেত্র ছাড়িয়া পলায়ন করে এবং লড়াই করিতে অস্বীকার করে। উভয় পক্ষের এই ধারণার ফলে দুই দলই উৎসাহিত হইয়াছিল এবং বিষম দ্বন্দ্বে রত হইয়াছিল, ফলে ফয়সালাকৃত বিষয়টি কার্যে রূপায়িত হইল— অর্থাৎ মক্কার কাফেরকুল কলঙ্কজনক ও সর্বনাশা পরাজয় বরণ করিল।

১১২৮। "রিহুন"-এর অন্যান্য অর্থ ছাড়াও প্রাধান্য; শক্তি, বিজয়ও বুঝায় (লেইন)।

يَعْمَلُوْنَ مُحِيْطٌ ﴿٤٨﴾

তাহারা যাহাকিছু করে আল্লাহ্ উহা পরিবেষ্টন করিয়া আছেন ।

وَاِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَاِنِّيْ جَارٌ لَّكُمْ ۚ فَلَمَّا تَرَآءَتِ الْفِئَتٰنِ نَكَصَ عَلٰى عَقِبَيْهِ وَقَالَ اِنِّيْ بَرِيْٓءٌ مِّنْكُمْ اِنِّيْٓ اَرٰى مَا لَا تَرَوْنَ اِنِّيْٓ اَخَافُ اللّٰهَ ؕ وَاللّٰهُ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿٤٩﴾ ع

৪৯ । এবং যখন শয়তান[১১২৯] তাহাদের নিকট তাহাদের কর্ম সমূহকে মনোরম করিয়া দেখাইয়াছিল এবং সে বলিয়াছিল যে, আজ লোকদের মধ্য হইতে কেহই তোমাদের উপর জয়যুক্ত হইতে পারিবে না এবং নিশ্চয় আমি তোমাদের পৃষ্ঠপোষক ।' অতঃপর, যখন দুইদল পরস্পর সম্মুখীন হইল, তখন সে নিজ গোড়ালিদ্বয়ে (তৎক্ষণাৎ পশ্চাতে) সরিয়া পড়িল এবং বলিল, 'নিশ্চয় তোমাদের ব্যাপারে আমি দায়িত্বমুক্ত; নিশ্চয় আমি যাহা দেখি তোমরা তাহা দেখ না । নিশ্চয় আমি আল্লাহ্‌কে ভয় করি;[১১৩০] কেননা আল্লাহ্ শাস্তি দানে অতি কঠোর ।'

৬ [৪] ২

اِذْ يَقُوْلُ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ غَرَّ هٰٓؤُلَآءِ دِيْنُهُمْ ؕ وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٥٠﴾

৫০ । যখন মোনাফেকরা এবং যাহাদের অন্তরে রোগ আছে তাহারা বলে, 'তাহাদের ধর্ম তাহাদিগকে ধোকা দিয়াছে ।' বস্তুতঃ যে কেহ আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করে, সেক্ষেত্রে নিশ্চয় আল্লাহ্ অতীব পরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময় ।

وَلَوْ تَرٰٓى اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِيْنَ كَفَرُوا ۙ الْمَلٰٓئِكَةُ يَضْرِبُوْنَ وُجُوْهَهُمْ وَاَدْبَارَهُمْ ۚ وَذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ ﴿٥١﴾

৫১ । এবং যাহারা অবিশ্বাস করিয়াছে যদি তুমি তাহাদিগকে দেখিতে যখন ফিরিশ্‌তাগণ তাহাদের মুখমণ্ডলে এবং পৃষ্ঠদেশে আঘাত করিয়া তাহাদের প্রাণ সংহার করে এবং (বলে) 'এই আগুনের আযাবের স্বাদ গ্রহণ কর ।'

ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْكُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ ۙ﴿٥٢﴾

৫২ । 'ইহা[১১৩১] তোমাদেরই স্বীয় হস্তের পূর্বকৃত কর্মের ফলে এবং (জানিয়া রাখ যে) আল্লাহ্ আদৌ তাঁহার বান্দাগণের প্রতি সামান্য পরিমাণও অবিচার করেন না ।'

১১২৯ । এই আয়াতে সুরাকাহ্ বিন মালিক বিন জুশামের প্রতি ইশারা করা হইয়াছে যে, মক্কার লোকদিগকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়াছিল, কিন্তু পরে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল । মক্কার সৈন্য বাহিনী তখনও মক্কাতে অবস্থান করিতেছিল,এমতাবস্থায় কুরায়শ সর্দারদের কেহ কেহ ভীতি প্রকাশ করিয়াছিল যে, বনু কানানাহ্ গোত্রের একটি শাখা বনুবকর, যাহারা কুরায়শদিগের শত্রু পক্ষীয় ছিল, অপ্রত্যাশিতভাবে তাহাদের অনুপস্থিতিতে, মক্কা অধিকার করিতে পারে অথবা মক্কার সেনাবাহিনীকে পশ্চাদ্দিক হইতে আক্রমণ করিতে পারে । বনুকানানার এক সর্দার সুরাকাহ্ কর্তৃক এই ভীতি অপনোদন করা হইয়াছিল । সে তাহাদিগকে আশ্বস্ত করিয়াছিল যে, তাহার গোত্রের লোকেরা তাহাদিগের কোন ক্ষতি করিবে না (জাবীর, ১০ খণ্ড, ১৩ পৃঃ) ।

১১৩০ । যখন সুরাকাহ্ মুসলমানদের সুদৃঢ় সংকল্প দেখিল, তাহার মধ্যে ভীতির সঞ্চার হইল; কারণ মুসলমানদিগকে দেখিয়া তাহার প্রত্যয় জন্মিয়াছিল যে, তাহারা হয় জয়ী হইবে নয় মৃত্যু বরণ করিবে । ওতবাহ্ এবং ওমেইর বদর প্রান্তরে একই দৃশ্য অনুভব করিয়াছিল এবং মক্কাবাসীদিগকে বলিয়াছিল যে, মুসলমানদিগকে দেখিয়া মনে হইয়াছিল যে, তাহারা 'মৃত্যুর অন্বেষী' অর্থাৎ তাহারা যেন মরণকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছিল (তাবারী) ।

১১৩১ । 'যালিকা' অর্থে পূর্ববর্তী আয়াতে বর্ণিত শাস্তি বুঝাইতেছে ।

كَدَاْبِ اٰلِ فِرْعَوْنَ ۙ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَاَخَذَهُمُ اللّٰهُ بِذُنُوْبِهِمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿٥٣﴾

৫৩ । (তোমাদের পরিণাম)[১১৩১-ক] ফেরাউনের জাতি ও তাহাদের পূর্ববর্তীদের অবস্থার অনুরূপ (হইবে) —— তাহারা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহকে অস্বীকার করিয়াছিল, সুতরাং আল্লাহ্ তাহাদিগকে তাহাদের পাপের জন্য ধৃত করিলেন । নিশ্চয় আল্লাহ্ শক্তিশালী, শাস্তিদানে কঠোর ।

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً اَنْعَمَهَا عَلٰى قَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ ۙ وَاَنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿٥٤﴾

৫৪ । ইহা এই জন্য যে, আল্লাহ্ যখন কোন জাতির উপর কোন নেয়ামত নাযেল করেন, তিনি উহার পবিবর্তন ততক্ষণ পর্যন্ত করেন না যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহারা নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন করে,[১১৩২] এবং (জানিয়া রাখ) নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্ব শ্রোতা, সর্বজ্ঞানী ।

كَدَاْبِ اٰلِ فِرْعَوْنَ ۙ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ فَاَهْلَكْنٰهُمْ بِذُنُوْبِهِمْ وَاَغْرَقْنَاۤ اٰلَ فِرْعَوْنَ ۚ وَكُلٌّ كَانُوْا ظٰلِمِيْنَ ﴿٥٥﴾

৫৫ । (হে অবিশ্বাসীরা ! তোমাদের অবস্থাও ঠিক) ফেরাউনের জাতি ও তাহাদের পূর্ববর্তীদের অবস্থার অনুরূপ (হইবে), তাহারা তাহাদের প্রভুর আয়াতসমূহকে[১১৩৩] মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল, অতঃপর আমরা তাহাদিগকে তাহাদের পাপের জন্য ধ্বংস করিয়াছিলাম । এবং আমরা ফেরাউনের জাতিকে নিমজ্জিত করিয়াছিলাম কেননা তাহারা সকলেই যালেম ছিল ।

اِنَّ شَرَّ الدَّوَآبِّ عِنْدَ اللّٰهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٥٦﴾

৫৬ । নিশ্চয় যাহারা অবিশ্বাস করিয়াছে তাহারা আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে নিকৃষ্টতম জীব, বস্তুতঃ তাহারা ঈমান আনিবে না,

اَلَّذِيْنَ عٰهَدْتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَهُمْ فِيْ كُلِّ مَرَّةٍ وَّهُمْ لَا يَتَّقُوْنَ ﴿٥٧﴾

৫৭ । ঐ সকল লোক, তাহাদের মধ্য হইতে যাহাদের সহিত তুমি অঙ্গীকার[১১৩৪] করিয়াছ, কিন্তু প্রত্যেকবার তাহারা তাহাদের অঙ্গীকার ভঙ্গ করে এবং তাহারা (আল্লাহ্‌র) তাক্ওয়া অবলম্বন করে না ।

فَاِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ﴿٥٨﴾

৫৮ । সুতরাং যদি তুমি যুদ্ধে তাহাদিগকে আয়ত্তে আনিতে পার তাহা হইলে তদ্দারা তাহাদের পশ্চাদ্বর্তীদের মধ্যে ত্রাসের সৃষ্টি কর[১১৩৫] যেন তাহারা শিক্ষা লাভ করিতে পারে ।

১১৩১-ক । দেখুন ৩৭৬ টীকা ।

১১৩২ । এই আয়াতে একটি সাধারণ ঐশী-নিয়ম সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, আল্লাহ্‌তা'লা কোন মানব গোষ্ঠিকে পূর্বাহ্নে প্রদত্ত তাঁহার কোন অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত করেন না, যে পর্যন্ত না তাহারা নিজেরা প্রথমে তাহাদের অবস্থাকে অবনতির দিকে পরিবর্তন করে ।

১১৩৩ । আয়াত অর্থ, সংবাদ; আদেশ, নিদর্শন, কুরআনের আয়াত বিশেষ (লেইন)।

১১৩৪ । তাহারা বারংবার তাহাদের কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করে এবং আল্লাহ্‌তা'লার নামে গৃহীত চুক্তির অমর্যাদা করে ।

১১৩৫ । আয়াতে বিশ্বাসীগণকে যুক্তি-সঙ্গত কারণ ছাড়া অস্ত্র-ধারণ না করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে । কিন্তু যদি অস্ত্র ধারণের প্রয়োজন হয় তাহা হইলে অত্যন্ত নির্ভীক চিত্তে লড়িতে হইবে এবং শত্রুকে সাহসিকতার সঙ্গে আঘাত হানিতে হইবে যাহাতে তাহাদের মনে ত্রাসের সৃষ্টি হয় । দুর্বল ও বিলম্বিত কৌশলে যুদ্ধ করা বিচক্ষণতার কাজ নহে । যদি যুদ্ধ করিতেই হয় তাহা হইলে ইহা দ্রুত এবং চরমভাবে করা উচিৎ ।

وَاِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْۢبِذْ اِلَيْهِمْ عَلٰى سَوَآءٍ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْخَآئِنِيْنَ ۝٥٩

৫৯। এবং যদি তুমি কোন জাতির পক্ষ হইতে বিশ্বাসঘাতকতার আশঙ্কা কর তাহা হইলে সেক্ষেত্রে তুমিও সমান ভাবে (তাহাদের অঙ্গীকার) তাহাদের দিকে নিক্ষেপ কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ বিশ্বাসঘাতকদিগকে ভালবাসেন না।[১১৩৬]

৭ [১০] ৩

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَبَقُوْا ؕ اِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُوْنَ ۝٦٠

৬০। এবং যাহারা অবিশ্বাস করে তাহারা যেন আদৌ মনে না করে যে তাহারা (আমাদের) নাগালের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। নিশ্চয় তাহারা (আমাদের উদ্দেশ্য) ব্যর্থ করিতে পারিবে না।

وَاَعِدُّوْا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ وَّمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُوْنَ بِهٖ عَدُوَّ اللّٰهِ وَعَدُوَّكُمْ وَاٰخَرِيْنَ مِنْ دُوْنِهِمْ ۚ لَا تَعْلَمُوْنَهُمْ ۚ اَللّٰهُ يَعْلَمُهُمْ ؕ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَىْءٍ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يُوَفَّ اِلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تُظْلَمُوْنَ ۝٦١

৬১। এবং তোমরা তাহাদের (যুদ্ধরত শত্রুদের মোকাবেলার) জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ কর যথাসাধ্য (সামরিক) শক্তি[১১৩৭] সংগ্রহ ও সীমান্তে ঘাঁটি[১১৩৮] স্থাপন করিয়া যদ্দারা তোমরা সন্ত্রস্ত করিবে আল্লাহ্র শত্রুকে এবং তোমাদের শত্রুকে এবং তাহাদের ছাড়া অন্যান্যদিগকেও, যাহাদিগকে তোমরা জান না, আল্লাহ্ তাহাদিগকে জানেন।[১১৩৯] এবং তোমরা যাহা কিছু আল্লাহ্র রাস্তায় খরচ করিবে তোমাদিগকে উহার পূর্ণ প্রতিদান দেওয়া হইবে এবং তোমাদের প্রতি কোন প্রকার যুলুম করা হইবে না।

وَاِنْ جَنَحُوْا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ؕ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۝٦٢

৬২। এবং যদি তাহারা শান্তির দিকে ঝুঁকে তাহা হইলে তুমিও ইহার দিকে ঝুঁকিবে[১১৪০] এবং তুমি আল্লাহ্র উপর নির্ভর করিবে। নিশ্চয় তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।

১১৩৬। যাহাদের সহিত মুসলমানগণ চুক্তিবদ্ধ হইয়াছে এমন কোন জাতি, গোত্র বা সম্প্রদায় যদি চুক্তি ভঙ্গ করে, তাহা হইলে তাহাদিগকে স্পষ্টভাবে জানাইয়া দেওয়া উচিৎ যে, উক্ত চুক্তি-নামা অকার্যকর হইয়া গিয়াছে এবং মুসলমানরা যদি আক্রান্ত হয় তবে তাহাদের সকল শক্তি দিয়া তাহারা লড়াই করিবে। কিন্তু কোন অবস্থাতেই মুসলমানগণ অতর্কিত আক্রমণ করিতে পারিবে না। "আলা সাওয়াইন" অর্থ সমতার ভিত্তিতে, অর্থাৎ এরূপভাবে যে, প্রত্যেক পক্ষকে সুস্পষ্টভাবে জানিতে হইবে যে, উহারা নৈতিক বা আইনগত বাধ্যবাধকতা হইতে মুক্ত।

১১৩৭। "কুওয়াহ্" শব্দের তাৎপর্য হইতেছে সকল প্রকার যুদ্ধাস্ত্রসহ মুসলমানদের আয়ত্তে যত প্রকার শক্তি আছে সবই বুঝায়।

১১৩৮। "রিবাত" অর্থের জন্য ৫৫৪-৫৫৫ টীকা দেখুন।

১১৩৯। আয়াতের মধ্যে মুসলমানদিগকে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে যে, কার্যকর প্রস্তুতি যুদ্ধের প্রতিরোধক এবং তাহাদিগকে আরো নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে, তাহারা কেবল দেশের অভ্যন্তরেই যথেষ্ট শক্তি বা বাহিনী রাখিবে না, বরং সীমান্তেও প্রচুর সৈন্য মোতায়েন রাখিবে এবং বুদ্ধিমত্তায়, বিশ্বাসে এবং কর্মচাঞ্চল্যে নিজদিগকে এমনভাবে পরিচালনা করিবে যে, যুদ্ধের স্থান হইতে বহু দূরবর্তী এলাকার শত্রুরাও যেন এরূপভাবে প্রভাবিত হয় যাহাতে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সকল চিন্তা-ভাবনা তাহারা ত্যাগ করে। যুদ্ধের ব্যাপারে মুক্তহস্তে প্রয়োজনীয় খরচ নির্বাহ করার জন্যেও আয়াতটি নির্দেশ করিয়াছে। মনে হয় ইহা মো'মেনদের জন্য হুশিয়ারী এবং ভবিষ্যদ্বাণীও বহন করে। ভবিষ্যদ্বাণীটি এই যে, আরবের পৌত্তলিকেরাই শুধু মুসলমানদিগের শত্রু নহে। অন্যান্য জাতির লোকেরাও তাহাদের উপর অদূর ভবিষ্যতে আক্রমণ করিতে পারে। বাইজানটাইন এবং পারশ্য সাম্রাজ্যের প্রতি এই ভবিষ্যদ্বাণীটি ইংগিত করিয়াছিল —— নবী করীম (সাঃ)-এর ইন্তেকালের পর পরই মুসলমানদিগকে তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল।

১১৪০। সন্ধি-চুক্তি সম্পর্কে অতি গুরুত্বপূর্ণ নীতি নির্ধারণ করা ছাড়াও ইসলাম কর্তৃক গৃহীত সকল যুদ্ধের বৈশিষ্ট্যের উপরে এই আয়াত কৌতূহলোদ্দীপক আলোকপাত করিয়াছে। মুসলমানগণ কখনো শক্তি প্রয়োগে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করাইবার জন্য যুদ্ধের আশ্রয় গ্রহণ করে নাই,

وَاِنْ يُّرِيْدُوْٓا اَنْ يَّخْدَعُوْكَ فَاِنَّ حَسْبَكَ اللّٰهُ ؕ هُوَ الَّذِيْٓ اَيَّدَكَ بِنَصْرِهٖ وَبِالْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٦٣﴾

৬৩। এবং তাহারা যদি তোমাকে ধোকা দিতে চাহে তাহা হইলে নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমার জন্য যথেষ্ট,তিনিই নিজ সাহায্য দ্বারা এবং মো'মেনগণের দ্বারা তোমাকে শক্তিশালী করিবেন।

وَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ ؕ لَوْ اَنْفَقْتَ مَا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا مَّآ اَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ اَلَّفَ بَيْنَهُمْ ؕ اِنَّهٗ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٦٤﴾

৬৪। এবং তিনিই তাহাদের হৃদয়গুলির মধ্যে সম্প্রীতির সঞ্চার করিলেন। যদি তুমি ভূপৃষ্ঠে যাহা কিছু আছে সব খরচ করিতে তথাপি তুমি তাহাদের হৃদয়গুলির মধ্যে সম্প্রীতির সঞ্চার করিতে পারিতে না, কিন্তু আল্লাহ্ তাহাদের মধ্যে সম্প্রীতি সঞ্চার করিয়াছিলেন। নিশ্চয় তিনি পরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়।

يٰٓاَيُّهَا النَّبِىُّ حَسْبُكَ اللّٰهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٦٥﴾ ع ৮ [৬] ৪

৬৫। হে নবী! আল্লাহ্ই যথেষ্ট—তোমার জন্য এবং মো'মেনদের মধ্য হইতে যাহারা তোমার অনুসরণ করে তাহাদের জন্যও।

يٰٓاَيُّهَا النَّبِىُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى الْقِتَالِ ؕ اِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ عِشْرُوْنَ صٰبِرُوْنَ يَغْلِبُوْا مِائَتَيْنِ ۚ وَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ مِّائَةٌ يَّغْلِبُوْٓا اَلْفًا مِّنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ ﴿٦٦﴾

৬৬। হে নবী! তুমি মো'মেনদিগকে যুদ্ধ করিবার জন্য উদ্বুদ্ধ করিতে থাক, যদি তোমাদের মধ্যে কুড়িজন[১১৪১] অটল থাকে, তাহা হইলে তাহারা দুইশতজনের উপরে বিজয়ী হইবে এবং যদি তোমাদের মধ্যে একশত জন থাকে তাহা হইলে তাহারা উহাদের এক হাজার জনের উপর বিজয়ী হইবে, যাহারা অবিশ্বাস করে, কারণ তাহারা এমন এক জাতি যাহারা বুঝে না।[১১৪২]

اَلْـٰٔنَ خَفَّفَ اللّٰهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ اَنَّ فِيْكُمْ ضَعْفًا ؕ فَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَّغْلِبُوْا مِائَتَيْنِ ۚ وَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ اَلْفٌ يَّغْلِبُوْٓا اَلْفَيْنِ بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ﴿٦٧﴾

৬৭। এখন আল্লাহ্ তোমাদের বোঝাকে হালকা করিয়া দিয়াছেন এবং তিনি জানেন যে, তোমাদের মধ্যে (এখনও) কিছু দুর্বলতা আছে। সুতরাং, তোমাদের মধ্যে একশত জন অটল থাকিলে তাহারা দুইশত জনের উপর বিজয়ী হইবে, এবং যদি তোমাদের মধ্যে এক হাজার জন থাকে তাহা হইলে আল্লাহ্র আদেশানুক্রমে দুই হাজার জনের[১১৪৩] উপর বিজয়ী হইবে। এবং আল্লাহ্ ধৈর্যশীলগণের সাথে রহিয়াছেন।

বরং শান্তি স্থাপনের জন্যই যুদ্ধ করিয়াছিল। যদি কোন দল মুসলমানদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া সন্ধির প্রস্তাব দিত তাহা হইলেই উহা প্রত্যাখ্যান না করার জন্য তাহাদিগের উপর আদেশ দেওয়া হইয়াছিল, এমনকি শত্রুর এই আবেদনের মতলব যদিও বা প্রতারণা এবং কালক্ষেপণের উদ্দেশ্যই হইতে পারিত। ইহাতেই প্রতিপন্ন হয় যে, জাতি সমূহের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা করার জন্য ইসলাম কতদূর অগ্রসর হইয়াছিল।

১১৪১। এই আয়াত হইতে জানা যায় যে, যুদ্ধের নিমিত্তে কোন দল গঠন করিতে হইলে কমপক্ষে তাহাতে ২০ জন থাকিতে হইবে।

১১৪২। কারণ তাহারা ভাড়াটিয়া সৈনিক এবং তাহারা যেই উদ্দেশ্যে লড়াই করে ইহার সত্যতা অনুধাবন করে না, তাহারা ইহার জন্য আন্তরিক উৎসাহ অনুভব করে না। অথবা ইহার (উক্তির) অর্থ এইরূপেও হইতে পারে যে, উহাদের কোন উচ্চতর আদর্শ নাই যাহার অনুসরণ তাহারা করিতে চাহে।

১১৪৩ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَّكُوْنَ لَهٗۤ اَسْرٰى حَتّٰى يُثْخِنَ فِى الْاَرْضِ ؕ تُرِيْدُوْنَ عَرَضَ الدُّنْيَا ۖ وَاللّٰهُ يُرِيْدُ الْاٰخِرَةَ ؕ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٦٨﴾

৬৮। কোন নবীর পক্ষে ইহা সমীচীন নহে যে, সে কোন যুদ্ধ-বন্দী রাখে যদি না সে দেশে নিয়মিত রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে[১১৪৪] লিপ্ত হয়। (যদি তোমরা নিয়মিত রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ ব্যতিরেকে যুদ্ধ-বন্দী রাখ সেক্ষেত্রে) তোমরা পার্থিব সম্পদ কামনা করিতেছ (বলিয়া সাব্যস্ত হইবে) এবং আল্লাহ্ (তোমাদের জন্য) পরকাল চাহিতেছেন। বস্তুতঃ আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়।

لَوْلَا كِتٰبٌ مِّنَ اللّٰهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيْمَاۤ اَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿٦٩﴾

৬৯। যদি আল্লাহ্র পক্ষ হইতে পূর্বেই বিধান দেওয়া না হইত[১১৪৫] তাহা হইলে তোমরা যাহা কিছু গ্রহণ করিয়াছ উহার ফলে অবশ্যই মহা আযাব তোমাদিগকে পিষ্ট[১১৪৫-ক] করিত।

فَكُلُوْا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلٰلًا طَيِّبًا ۖ وَّاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٧٠﴾ ع ৯ [৫] ৫

৭০। সুতরাং গনিমতরূপে তোমরা যাহা কিছু পাইয়াছ তাহা হইতে হালাল এবং উপাদেয় বস্তু হইতে খাও এবং আল্লাহ্র তাক্ওয়া অবলম্বন কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

يٰۤاَيُّهَا النَّبِىُّ قُلْ لِّمَنْ فِىْۤ اَيْدِيْكُمْ مِّنَ الْاَسْرٰۤى ۙ اِنْ يَّعْلَمِ اللّٰهُ فِىْ قُلُوْبِكُمْ خَيْرًا يُّؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّاۤ اُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٧١﴾

৭১। হে নবী! তোমাদের হাতে যে সকল যুদ্ধ-বন্দী আছে তুমি তাহাদিগকে বল, 'যদি আল্লাহ্ তোমাদের অন্তরসমূহে কোন কল্যাণ দেখেন, তাহা হইলে তোমাদের নিকট হইতে (মুক্তি-পণ স্বরূপ) যাহা লওয়া হইয়াছে[১১৪৬] তিনি তোমাদিগকে উহা হইতে উৎকৃষ্টতর দিবেন। এবং তোমাদিগকে ক্ষমাও করিবেন। বস্তুতঃ আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

১১৪৩। এই আয়াত দ্বারা পূর্ববর্তী আয়াতটিকে রদ করা বুঝায় না। দুইটি আয়াত মুসলমান সম্প্রদায়ের দুই ভিন্ন অবস্থার প্রতি ইশারা করে। শুরুতে তাহারা রণ-শৈলীতে দুর্বল, নগণ্যভাবে সজ্জিত এবং অদক্ষ ছিল। এমন দুর্বল অবস্থায় তাহারা কেবল, তাহাদের দ্বিগুণ সংখ্যক প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধেই কৃতকার্যতার সঙ্গে লড়িতে পারিত। কিন্তু কালক্রমে তাহাদের সামাজিক অবস্থা, যুদ্ধের অভিজ্ঞতা এবং সামরিক সম্ভাবনা প্রভূত উন্নত হওয়ার ফলে দশ গুণ সংখ্যাগরিষ্ঠ শত্রুদলকে পরাজিত করিতে সক্ষম ছিল। বদর, ওহুদ এবং খন্দকের যুদ্ধগুলিতে উভয় পক্ষের সৈন্য সংখ্যার অসমতা ক্রমশঃই বাড়িয়া চলিয়াছিল, তদ্সত্বেও মুসলমানগণ নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব সফলতার সহিত বজায় রাখিয়াছিল। ইয়ারমুকের যুদ্ধ পর্যন্ত ৩০,০০০ মুসলমান সৈন্য শত্রুর ১০ লক্ষেরও অধিক এক সৈন্য বাহিনীকে পরাজিত করিয়াছিল।

১১৪৪। এই আয়াত সাধারণ নিয়ম নির্ধারণ করে যে, রীতিমত যুদ্ধ সংঘটিত হইয়া শত্রু সম্পূর্ণরূপে পরাজিত না হইলে বন্দী রাখা সমীচীন নহে। ইহা দাসপ্রথার মূলোৎপাটন করিয়াছে। ইসলাম ধর্মকে ধ্বংস করার জন্য যাহারা যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে এবং পরাজিত হয়, শুধু কেবল মাত্র তাহাদিগকেই কয়েদ করা যাইতে পারে। ২৭৩৯ টীকাও দ্রষ্টব্য।

১১৪৫। আয়াতের এই উক্তি আল্লাহ্তা'লার ওয়াদাকৃত ঐশী-সাহায্যের প্রতি ইশারা করিতেছে (৮ঃ৮-১০)।

১১৪৫-ক। যুদ্ধ-বন্দী উদ্ধারকল্পে মুক্তি-পণের প্রথা পূর্ব হইতেই প্রচলিত ছিল। এ স্থানে যে বিষয়ের উপর জোর দেওয়া হইয়াছে তাহা হইল এই যে, কেবল মাত্র যুদ্ধের নিয়মানুযায়ী সংঘর্ষের ক্ষেত্রেই যুদ্ধ-বন্দী রাখা চলিবে।

১১৪৬। বদরের যুদ্ধে আঁ-হযরত (সাঃ)-এর চাচা আব্বাসকে কয়েদ করা হইয়াছিল। পরবর্তী সময়ে তিনি যখন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, নবী করীম (সাঃ)-এর নিকটে আসিয়া তফসীরাধীন আয়াতের বরাত দিয়া বলিয়াছিলেন যে, আল্লাহ্তা'লা যেমন পূর্বাহ্নে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে, বন্দীদিগের নিকট হইতে মুক্তি-পণ হিসাবে যাহা নেওয়া হইয়াছিল উহা হইতেও বেশী কয়েদীগণকে ফেরৎ দেওয়ার নির্দেশ আছে। এই প্রেক্ষিতে আব্বাস (রাঃ) তাঁহার ক্ষেত্রে সেই প্রতিশ্রুতি পূরণ করার আবেদন জানাইলেন। রসূলে পাক (সাঃ) তাঁহার প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়াছিলেন (জারীর, ১০ম খণ্ড, ৩১ পৃঃ)।

وَاِنْ يُّرِيْدُوْا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللّٰهَ مِنْ قَبْلُ فَاَمْكَنَ مِنْهُمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿٧٢﴾

৭২। এবং যদি তাহারা তোমার সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করার ইচ্ছা করে তাহা হইলে তাহারা ইতিপূর্বে আল্লাহ্‌র সহিতও বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছিল, কিন্তু তিনি (তোমাকে) তাহাদের উপরে ক্ষমতা দান করিয়াছেন। এবং আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী, পরম প্রজ্ঞাময়।

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ اٰوَوْا وَّنَصَرُوْٓا اُولٰٓئِكَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ؕ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يُهَاجِرُوْا مَا لَكُمْ مِّنْ وَّلَايَتِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ حَتّٰى يُهَاجِرُوْا ۚ وَاِنِ اسْتَنْصَرُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ اِلَّا عَلٰى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيْثَاقٌ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿٧٣﴾

৭৩। নিশ্চয় যাহারা ঈমান আনিয়াছে, এবং হিজরত করিয়াছে, এবং নিজেদের জীবন ও ধন-সম্পদ দিয়া আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করিয়াছে এবং যাহারা (তাহাদিগকে) আশ্রয় দিয়াছে এবং সাহায্য করিয়াছে— তাহারা একে অপরের বন্ধু। এবং যাহারা ঈমান আনিয়াছে অথচ তাহারা হিজরত করে নাই, তাহাদিগকে রক্ষা করার ব্যাপারে তোমরা দায়ী নহ যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহারা হিজরত করিবে। এবং যদি ধর্মের ব্যাপারে তাহারা তোমাদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে, তাহা হইলে সাহায্য করা তোমাদের কর্তব্য— কিন্তু ঐ জাতির বিরুদ্ধে নহে যাহাদের মধ্যে এবং তোমাদের মধ্যে চুক্তি আছে।[১১৪৭] এবং আল্লাহ্ দেখেন তোমরা যাহাকিছু কর।

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ؕ اِلَّا تَفْعَلُوْهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْاَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيْرٌ ﴿٧٤﴾

৭৪। এবং যাহারা অবিশ্বাস করে—তাহারা একে অপরের বন্ধু। যদি তোমরা (যাহা আদেশপ্রাপ্ত হইয়াছ) তাহা না কর,[১১৪৮] তাহা হইলে পৃথিবীতে ফিৎনা ছড়াইয়া পড়িবে এবং মারাত্মক বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইবে।

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ اٰوَوْا وَّنَصَرُوْٓا اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا ؕ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ ﴿٧٥﴾

৭৫। এবং যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং হিজরত করিয়াছে এবং আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করিয়াছে এবং যাহারা আশ্রয় দিয়াছে এবং সাহায্য করিয়াছে, ইহারাই প্রকৃত মো'মেন। তাহাদের জন্য রহিয়াছে ক্ষমা এবং সম্মানজনক জীবনোপকরণ।

১১৪৭। এই আয়াত এইরূপ নীতি প্রতিষ্ঠিত করে যে, যে সকল মুসলমান একই দেশে এবং একই প্রশাসনের অধীনে বাস করে, তাহারা মুহাজির অধিবাসী হউক বা আনসার অধিবাসী হউক, প্রয়োজনের সময় একে অন্যের সাহায্য সহায়তা করিতে বাধ্য। কিন্তু যে সকল মুসলমান মুসলমান-অধ্যুষিত দেশে হিজরত করে না, পার্থিব বিষয়ে তাহারা পূর্বোল্লিখিত সাহায্যের উপর কোন অধিকার রাখে না। কিন্তু ধর্মের কারণে যদি নির্যাতিত হয়, সেমতাবস্থায় তাহাদিগকে অবশ্যই সাহায্য করিতে হইবে। তবে যদি তাহারা শান্তি-চুক্তিতে আবদ্ধ অমুসলমান সরকারের অধীনে অধিবাসী হয়, সেই অবস্থায় তাহারা কোন প্রকার সাহায্য সহযোগিতা পাইবে না, এমন কি ধর্মীয় ব্যাপারেও নহে, এবং এমতাবস্থায় মুসলমানদের জন্য একমাত্র খোলা পথ অমুসলমান দেশ হইতে হিজরত করা।

১১৪৮। মুসলমানরা যদি উপরোক্ত নীতির অনুসরণ না করে, তাহা হইলে দেশে যুলুম, অত্যাচার এবং বিশৃংখলা বিরাজ করিবে।

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْۢ بَعْدُ وَهَاجَرُوْا
وَجٰهَدُوْا مَعَكُمْ فَاُولٰٓئِكَ مِنْكُمْ ؕ
وَاُولُوا الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلٰى بِبَعْضٍ فِىْ
كِتٰبِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ ﴿٧٦﴾

৭৬। এবং যাহারা ইহার পরে ঈমান আনিবে এবং হিজরত করিবে এবং তোমাদের সহিত মিলিয়া (আল্লাহ্‌র পথে) জিহাদ করিবে— ইহারা তোমাদেরই অন্তর্ভুক্ত; এবং আল্লাহ্‌র কিতাব অনুযায়ী রক্ত-সম্বন্ধীয় আত্মীয়গণের[১১৪৯] মধ্যে কতক একে অপরের অধিকতর নিকটবর্তী। নিশ্চয় আল্লাহ্ প্রত্যেক বিষয়ে সবিশেষ অবহিত।

১০ [৬] ৬

১১৪৯। যেহেতু ৭৩ আয়াতে সকল মুসলমানকে একে অপরের ভাই বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে এবং নবী করীম (সাঃ) মদীনায় মুহাজির ও আনসারদিগের মধ্যে এক প্রকার ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, অতএব পরস্পরের মধ্যে ভুল বুঝা-বুঝি সৃষ্টি হইতে পারিত যে, তাহারা একে অন্যের সম্পত্তিতে অংশীদার। সুতরাং এখানে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে, কেবলমাত্র রক্তে সম্পৃক্ত আত্মীয়গণ সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইতে পারে এবং অন্যান্য মুসলমানগণ শুধু ঈমানের ক্ষেত্রে ভাই ভাই এবং উত্তরাধিকার সূত্রে নহে।

৯-সূরা আত্ তাওবা

ইহা মাদানী সূরা, ইহাতে ১২৯ আয়াত ও ১৬ রুকূ আছে ।

بَرَآءَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖٓ اِلَى الَّذِيْنَ عٰهَدْتُّمْ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۝١

১ । আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলের পক্ষ হইতে মোশরেকদের মধ্য হইতে সেই সকল লোকের নিকট দায়িত্ব-মুক্তির ঘোষণা[১১৫০] যাহাদের সহিত তোমরা অঙ্গীকার[১১৫১] করিয়াছিলে (যে আরবে ইসলাম জয়লাভ করিবে)।

فَسِيْحُوْا فِى الْاَرْضِ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّاعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِى اللّٰهِ ۙ وَاَنَّ اللّٰهَ مُخْزِى الْكٰفِرِيْنَ ۝٢

২ । সুতরাং তোমরা সমগ্র দেশে চার মাস বিচরণ কর এবং জানিয়া রাখ যে, তোমরা কখনও আল্লাহ্‌কে (তাঁহার পরিকল্পনায়)[১১৫২] বিফল করিতে পারিবে না এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ কাফেরদিগকে লাঞ্ছিত করিবেন ।

وَاَذَانٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖٓ اِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْاَكْبَرِ اَنَّ اللّٰهَ بَرِىْٓءٌ مِّنَ

৩ । এবং আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলের পক্ষ হইতে হজ্জেআকবর (মহোত্তর ও বৃহত্তর হজ্জ)-এর[১১৫৩] দিন জনসাধারণের প্রতি এই

১১৫০ । "বারায়াতুন" অর্থ সমর্থন ঘোষণা, মওকুফ করা, দোষ -ত্রুটি বা দায়িত্ব প্রভৃতি হইতে নিষ্কৃতি বা ক্ষমা প্রাপ্তি, কোন দাবী হইতে রেহাই বা মুক্তি লাভ, সম্পর্কচ্ছেদ করা, রোগ মুক্তি লাভ করা ইত্যাদি (তাজ, মুফরাদাত) ।

১১৫১ । 'আহাদ' শব্দ এখানে সন্ধি বা মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া অর্থে ব্যবহার করা হয় নাই, বরং অঙ্গীকারাবদ্ধ বা পবিত্র প্রতিশ্রুতি হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে যাহা কাহাকেও বাধ্য-বাধকতার বাধনে আবদ্ধ করে (লিসান)। এই আয়াতে এক পবিত্র ঘোষণা দেওয়া আছে যে, ইসলাম এবং নবী করীম (সাঃ) মক্‌কার পতনের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছেন । হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) যখন মক্‌কা হইতে বন্ধুহীন অসহায় অবস্থায় বিতাড়িত হইতেছিলেন ও তাঁহার কর্তিত মস্তকের জন্য পুরস্কার ঘোষণা করা হইতেছিল, ঠিক সেই সময়ে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ইহা ঘোষণা করা হইয়াছিল যে, তিনি বিজয় গৌরবে মক্‌কায় প্রত্যাবর্তন করিবেন (২৮ঃ৮৬)। এই ভবিষ্যদ্বাণী মক্‌কার পতনে এবং সমস্ত আরব ভূখণ্ডে ইসলামের শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার মাধ্যমে পূর্ণ হইয়াছিল । এইরূপে নবী করীম (সাঃ) সত্য রূপে প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন এবং মক্‌কাবাসীদের দাবী ছিল যে, বারংবার ঘোষণার পূর্ণতারূপে মক্‌কা তাঁহার করতলগত হওয়া উচিৎ ছিল—— এই অভিযোগ হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন । আরো দেখুন সূরা আনফালের ভূমিকা ।

১১৫২ । মক্‌কার পতনের সাথে এবং হুনায়নের যুদ্ধে হাওয়াযিনদের পরাজয়ে ইসলামের শাসন এবং কর্তৃত্ব সমগ্র হেজাযের উপর পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । কোন কোন উপজাতি মুসলমানগণের সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়াছিল এবং অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়াছিল । এই সন্ধি অবশ্য পালনীয় ছিল । কিন্তু অন্যান্য উপজাতিও ছিল, যাহারা আনুষ্ঠানিকভাবে বা প্রচলিত প্রথানুযায়ী আত্মসমর্পণ করে নাই, তাহারা তাহাদের অস্ত্র পরিহার করে নাই এবং মুসলমানদিগের সহিত এরূপ সন্ধি-চুক্তিও করে নাই যে, তাহারা শান্তি রক্ষা ও আইন শৃংখলা মানিয়া চলার নিশ্চয়তা বিধান করিবে । তাহারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিরোধিতা শুরু করিয়াছিল, এবং যদিও কার্যতঃ তাহারা পরাভূত হইয়াছিল, তথাপি তাহারা না পরাজয় স্বীকার করিয়াছিল, না তাহারা মুসলমানদের সঙ্গে বসবাস করিতে রাজি ছিল । এই সকল উপজাতির বিরুদ্ধে অভিযান চার মাসের জন্য স্থগিত রাখা হইয়াছিল । উহাদিগকে দেশের সর্বত্র স্বাধীন ভাবে চলিতে দেওয়া হইয়াছিল যাহাতে তাহারা ভালভাবে বুঝিতে পারে যে, মুসলমানদিগকে আর বাধা দিলে ব্যর্থ হইতে হইবে, তখন তাহারা আত্মসমর্পণ করিবে এবং সন্ধি স্থাপন করিবে । এই সকল গোত্রের প্রতি এই আয়াত ইশারা করিতেছে ।

১১৫৩ । "হজ্জে আকবর" অর্থাৎ মহোত্তর ও বৃহত্তর হজ্জ। উহাকে হজ্জে আকবর বলা হইয়াছিল কারণ ইহাই সর্বপ্রথম হজ্জ ছিল, যাহা মুসলমানদের নিয়ন্ত্রণে পালন করা হইয়াছিল ।

ঘোষণা যে, আল্লাহ্ মোশরেকদের নিকট হইতে দায়িত্ব মুক্ত[১১৫৪] এবং তাঁহার রসূলও । সুতরাং যদি তোমরা তওবা কর তাহা হইলে ইহা তোমাদের জন্য কল্যাণজনক হইবে এবং যদি তোমরা বিমুখ হও তাহা হইলে জানিয়া রাখ যে, তোমরা আল্লাহ্কে (পরিকল্পনায়) বিফল করিতে পারিবে না । এবং যাহারা অবিশ্বাস করিয়াছে তাহাদিগকে শাস্তির সংবাদ দাও,

الْمُشْرِكِيْنَ ۙ وَرَسُوْلُهٗ ؕ فَاِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ
خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ
غَيْرُ مُعْجِزِى اللّٰهِ ؕ وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ
كَفَرُوْا بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ۙ﴿۳﴾

৪ । কিন্তু মোশরেকদের মধ্যে তাহারা ব্যতীত যাহাদের সহিত তোমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ হইয়াছ, অতঃপর তাহারা তোমাদের সহিত অঙ্গীকার পালনে কোন ত্রুটি করে নাই এবং তোমাদের বিরুদ্ধে তাহারা কাহাকেও সাহায্য করে নাই ।[১১৫৫] সুতরাং তোমরা তাহাদের সহিত তাহাদের অঙ্গীকার উহাদের নির্ধারিত সময় পর্যন্ত পূর্ণ কর, নিশ্চয় আল্লাহ্ মুত্তাকীগণকে ভালবাসেন ।

اِلَّا الَّذِيْنَ عٰهَدْتُّمْ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ ثُمَّ
لَمْ يَنْقُصُوْكُمْ شَيْـًٔا وَّلَمْ يُظَاهِرُوْا
عَلَيْكُمْ اَحَدًا فَاَتِمُّوْٓا اِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ
اِلٰى مُدَّتِهِمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ ﴿۴﴾

১১৫৩-ক । "আযান" অর্থ সতর্কীকরণ, প্রকাশ্য ঘোষণা বা আহ্বান (লেইন)।

১১৫৪ । কার্যতঃ পূর্ববর্তী আয়াতে যেখানে "বারাআতুন" শব্দ দ্বারা সত্যতা প্রতিষ্ঠার ঘোষণাকে অর্থাৎ ইসলামের পূর্ণ বিজয়ের অঙ্গীকার বা ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবে পূর্ণ হওয়াকে বুঝায়, তদ্বিপরীতে বর্তমান আয়াতে ঐ শব্দ দ্বারা কোন ব্যক্তি বা বস্তু হতে দোষমুক্ত হওয়া বুঝায়, অর্থাৎ তাহার বা ইহার সঙ্গে আর কিছু করণীয় নাই (লেইন)। বর্তমান আয়াত এবং ইহার পরবর্তী আয়াতের অন্তর্ভুক্ত ঘোষণা ৯ঃ১-২ আয়াতদ্বয়ে অন্তর্ভুক্ত ঘোষণা হইতে ভিন্ন, কারণ বস্তুতঃ ৯ঃ১-২ আয়াতদ্বয়ে এই সত্য প্রতিপাদিত করা হইয়াছে যে, পৌত্তলিকদিগের নিকট আঁ-হযরত (সাঃ) কর্তৃক দেওয়া প্রতিশ্রুতি পূর্ণতা লাভ করিয়াছিল; পক্ষান্তরে বর্তমান আয়াত হইতেছে তাহাদের সহিত সকল প্রকার সম্পর্কচ্ছেদ সম্পর্কীত । সম্বন্ধের বিচ্ছেদ দ্বারা ইহা মনে করা সমীচীন হইবে না যে, এই আয়াত মুসলমানদিগকে সকল সন্ধি-চুক্তি হইতে অব্যাহতি দিয়াছে বা মুক্ত বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে, কারণ যেমন পরবর্তী আয়াত ইহা সুস্পষ্ট করিয়া দিয়াছে যে, সন্ধি-চুক্তি সকল ক্ষেত্রে পালনীয় এবং অলঙ্ঘনীয় ।
নবম হিজরী সনে তাবুকের যুদ্ধ হইতে প্রত্যাবর্তনের পর নবী করীম (সাঃ) হযরত আলী (রাঃ)-কে তাঁহার প্রতিনিধিরূপে হজ্জে আকবর-এর অনুষ্ঠানে মক্কায় প্রেরণ করিলেন। সেখানে তিনি প্রকাশ্যে ঘোষণা করিয়াছিলেনঃ (১) "এই বৎসরের পরে কোন পৌত্তলিক বায়তুল্লাহ্ অর্থাৎ কা'বা শরীফের নিকটবর্তী হইতে পারিবে না, (২) যাহারা আত্মসমর্পণ করে নাই এইরূপ পৌত্তলিক গোত্রগুলির সহিত রসূল করীম (সাঃ)-এর কৃত সন্ধি বা চুক্তিপত্রসমূহ বহাল থাকিবে এবং তাহাদের চুক্তির মেয়াদ পর্যন্ত বিশ্বস্ততার সহিত উহা মানিয়া চলা হইবে । কিন্তু যাহাদের সহিত নবী করীম (সাঃ) সন্ধি বা শান্তি চুক্তিতে আবদ্ধ বা যাহারা তাঁহার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিয়াছে, তাহারা ব্যতীত কোন পৌত্তলিক হেজাযে থাকিতে পারিবে না"। পৌত্তলিক গোত্রগুলির অপরিবর্তিত বিশ্বাসঘাতী আচরণ দ্বারা এবং পবিত্র চুক্তির অস্বীকার দ্বারা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর তাবুক অভিযানের জন্য মদীনা হইতে অনুপস্থিত কালে (৮ঃ৫৭) ব্যাপক আকারে চুক্তি লংঘন করায় এই আদেশ কেবল সম্পূর্ণ ন্যায়-সঙ্গতই ছিল না বরং অন্যান্য রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক বিবেচনাতেও এই ঘোষণা জরুরী ছিল । হেজায যখন মুসলিম জাতির ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক কেন্দ্রে পরিণত হইয়া গিয়াছিল তখন ইহার স্বার্থ সংরক্ষণার্থে সময়ের এই চাহিদাই ছিল যে, সকল অসঙ্গত এবং ক্ষতিকারক আদি কারণসমূহ যাহা ইহার অখণ্ডতার প্রতি হুমকী স্বরূপ হইতে পারে এবং সদ্য প্রতিষ্ঠিত বর্দ্ধিষ্ণু মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য বিপজ্জনক হইতে পারে, তাহা হইতে ইহাকে মুক্ত করা ।

১১৫৫ । এই সকল গোত্রগুলি ছিল বনু খুযাহ্, বনু মুদ্‌লিজ, বনু বকর, বনু দামরাহ্ এবং বনু সুলাইম গোত্রের কিছু সংখ্যক লোক । প্রসঙ্গক্রমেই এই আয়াত, ইসলাম কোন চুক্তি এবং সন্ধিরশর্তাদিকে কিরূপ পবিত্র গণ্য করে, তাহা অত্যন্ত চিত্তাকর্ষকভাবে তুলিয়া ধরিয়াছে ।

فَاِذَا انْسَلَخَ الْاَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا
الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ
وَخُذُوْهُمْ وَاحْصُرُوْهُمْ وَاقْعُدُوْا
لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ۚ فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا
الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَخَلُّوْا
سَبِيْلَهُمْ ۭ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

৫। এবং যখন নিষিদ্ধ মাস সমূহ[১১৫৫-ক] অতিক্রান্ত হইবে তখন তোমরা মোশরেকদের[১১৫৬] (এই বিশেষ দলকে) যেখানে পাও হত্যা কর, তাহাদিগকে গ্রেফতার কর, তাহাদিগকে অবরুদ্ধ কর, এবং তাহাদের জন্য প্রত্যেক ঘাঁটিতে ওঁৎ পাতিয়া থাক। কিন্তু যদি তাহারা তওবা করে এবং নামায কায়েম করে ও যাকাত দেয় তাহা হইলে তাহাদের পথ ছাড়িয়া দাও।[১১৫৭] নিশ্চয় আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

وَاِنْ اَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ اسْتَجَارَكَ
فَاَجِرْهُ حَتّٰى يَسْمَعَ كَلٰمَ اللّٰهِ ثُمَّ اَبْلِغْهُ
مَاْمَنَهٗ ۭ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُوْنَ ۝ ع

১ [৬] ৭

৬। এবং যদি মোশরেকদের মধ্য হইতে কেহ তোমার নিকট আশ্রয় চাহে তাহা হইলে তাহাকে আশ্রয় দাও যেন সে আল্লাহ্‌র বাণী শুনিতে পায়, অতঃপর তাহাকে তাহার নিরাপদ স্থানে পৌঁছাইয়া দাও।[১১৫৮] ইহা এই জন্য যে, তাহারা এমন এক জাতি যাহারা কিছুই অবগত নহে।

كَيْفَ يَكُوْنُ لِلْمُشْرِكِيْنَ عَهْدٌ عِنْدَ
اللّٰهِ وَعِنْدَ رَسُوْلِهٖٓ اِلَّا الَّذِيْنَ عٰهَدْتُّمْ
عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ فَمَا اسْتَقَامُوْا لَكُمْ

৭। আল্লাহ্‌র নিকট এবং তাঁহার রসূলের নিকট (এ সকল) মোশরেকদের কি ভাবে চুক্তি হইতে পারে, কেবল মাত্র সেই সকল (মোশরেক) ব্যতীত যাহাদের সহিত তোমরা পবিত্র মসজিদের নিকটে চুক্তি করিয়াছিলে? সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত তাহারা

১১৫৫-ক। "নিষিদ্ধ মাসসমূহ" হইল জিল্‌কদ্, জিল্‌হজ্জ, মুহাররম এবং রজব; প্রথম তিনটি হইল হজ্জে আকবর-এর মাস, পরন্তু শেষের মাসটিতে আরবগণ সাধরণতঃ ওমরাহ্ পালন করিত (২ঃ১৯৫ ও ২ঃ২১৮)। "আশ্‌শাহ্‌রুল হারাম" উক্তির অর্থ "পবিত্র মাসসমূহ" নহে, বরং "নিষিদ্ধ মাসসমূহ" এবং ইহা উপরে ৯ঃ২ আয়াতে উল্লেখিত চারি মাস। উক্ত মাসগুলিতে উল্লেখিত পৌত্তলিকদিগকে দেশের সর্বত্র নির্ভয়ে ভ্রমণ করিতে অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল যাহাতে তাহারা নিজেরাই দেখিয়া বুঝিতে পারে যে, ইসলাম বিজয়ী হইয়াছিল কি না এবং আল্লাহ্‌তা'লার কথা পূর্ণ হইয়াছিল কি না। এবং যে সময়ের মধ্যে সকল শত্রুতা বা সংগ্রাম স্থগিত রাখা হইয়াছিল, সেই সময়সীমা অতিক্রান্ত হইয়া গেলে প্রকাশ্যে স্বীকৃত ইসলামের এমন সব শত্রুদের বিরুদ্ধে জেহাদ পুনরারম্ভ করা হইয়াছিল যাহারা নিজেদের মধ্যে বিরুদ্ধাচরণ শুরু করিয়াছিল এবং বারংবার তাহাদের প্রতিশ্রুত চুক্তি ভঙ্গ করিতেছিল। এই চূড়ান্ত শর্তের যথার্থতা ৯ঃ৮-১৩ আয়াত সমূহে বর্ণিত হইয়াছে। যে সকল পৌত্তলিক অবিশ্বস্ততা ও বিশ্বাসঘাতকতার কারণে দোষী ছিল না, তাহাদিগকে নিরাপত্তা দেওয়া হইয়াছিল (৯ঃ৪,৭)।

১১৫৬। যে সকল পৌত্তলিক মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিল এবং তখন পর্যন্ত তাহাদের নূতন সন্ধির প্রস্তাব করে নাই তাহাদিগকে বুঝাইতেছে।

১১৫৭। যাহাদের হাতে মুসলমানগণ নিদারুণ যন্ত্রণাদায়ক ক্ষতির শিকার হইয়াছিল, সেইরূপ শত্রুদিগকেও ক্ষমা করা হইত যদি তাহারা অনুতপ্ত হইয়া স্বেচ্ছায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিত। প্রকৃত ঘটনা ছিল এই যে, পৌত্তলিকদের মধ্যে এমন অনেক লোক ছিল যাহারা অন্তরের অন্তঃস্থলে ইসলামের সত্যতা সম্বন্ধে নিশ্চিত হইয়াছিল, কিন্তু হয় অহংকার বশতঃ বা নির্যাতনের ভয়ে অথবা এইরূপ অন্যান্য কারণে তাহাদের ঈমানকে প্রকাশ করিতে বিরত থাকিত। এই আয়াত উক্ত প্রকার লোকদিগকে নিশ্চয়তা দিয়াছিল যে, তাহাদিগের মধ্যে যদি কেহ ইসলাম ধর্মের উপর এমন কি যুদ্ধ চলাকালীন সময়েও ঈমান আনার কথা প্রকাশ করিত, তাহা হইলেও তাহার এই স্বীকৃতি কপটতাপূর্ণ বা জীবন রক্ষার জন্য বলিয়া ধরিয়া নেওয়া হইত না। বরং তাহাকে মুসলমান বলিয়াই গণ্য করা হইত।

১১৫৮। এই আয়াত সুস্পষ্টরূপে প্রমাণ করে যে, অস্ত্রের বলে পৌত্তলিকদিগকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করিতে যুদ্ধ করা হয় নাই, কারণ এই আয়াত অনুযায়ী যুদ্ধাবস্থায়ও পৌত্তলিকদিগকে মুসলিম শিবিরে অথবা কেন্দ্রস্থানে সত্যকে জানার উদ্দেশ্যে আসার অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল। তৎপর তাহাদের নিকট সত্য প্রচার করিয়া ইসলামের শিক্ষা সম্বন্ধে তাহাদিগকে জানাইয়া দেওয়ার পর যদি তাহারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিতে অনীহা প্রকাশ করিত তাহা হইলে তাহাদিগের নিরাপদ স্থানে তাহাদিগকে পৌঁছাইয়া দেওয়া হইত। এইরূপ দেদীপ্যমান শিক্ষা সত্ত্বেও ইসলামের বিরুদ্ধে ইহার প্রচারের জন্য পরমত-অসহিষ্ণুতা বা বল-প্রয়োগ অথবা বল-প্রয়োগে প্রশ্রয়দানের অভিযোগ আরোপ করা চরম অবিচার বা যুলুম ছাড়া আর কিছুই নহে।

فَاسْتَقِيْمُوْا لَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ ۝٧

তোমাদের সহিত (চুক্তিতে) সুদৃঢ় থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরাও তাহাদের সহিত (চুক্তিতে) সুদৃঢ় থাক।[১১৫৯] নিশ্চয় আল্লাহ্ মুত্তাকীগণকে ভালবাসেন ।

كَيْفَ وَاِنْ يَّظْهَرُوْا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوْا فِيْكُمْ اِلًّا وَّلَا ذِمَّةً ؕ يُرْضُوْنَكُمْ بِاَفْوَاهِهِمْ وَتَاْبٰى قُلُوْبُهُمْ ۚ وَاَكْثَرُهُمْ فٰسِقُوْنَ ۝٨

৮ । কিরূপে (ইহা হইতে পারে)? অথচ যদি তাহারা তোমাদের উপর জয়যুক্ত হয় তাহা হইলে তাহারা তোমাদের ব্যাপারে আত্মীয়তা[১১৬০] ও চুক্তির[১১৬১] কখনও মর্যাদা রক্ষা করিবে না । তাহারা তোমাদিগকে তাহাদের মুখের কথায় সন্তুষ্ট করে, অথচ (তাহারা যাহা বলে তাহা) তাহাদের অন্তর অস্বীকার করে, বস্তুতঃ তাহাদের অধিকাংশই দুষ্কৃতিপরায়ণ।

اِشْتَرَوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا فَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِهٖ ؕ اِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝٩

৯ । তাহারা আল্লাহ্র আয়াতসমূহের বিনিময়ে স্বল্প মূল্য গ্রহণ করিয়াছে এবং (লোকদিগকে) তাঁহার পথ হইতে ফিরাইয়া রাখিয়াছে । নিশ্চয় তাহারা যাহা করিতেছে উহা অত্যন্ত মন্দ ।

لَا يَرْقُبُوْنَ فِيْ مُؤْمِنٍ اِلًّا وَّلَا ذِمَّةً ؕ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُوْنَ ۝١٠

১০ । তাহারা কোন মো'মেনের ক্ষেত্রে আত্মীয়তা ও চুক্তির মর্যাদা রক্ষা করে না।[১১৬২] বস্তুতঃ ইহারাই সীমালংঘনকারী ।

فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّيْنِ ؕ وَنُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ۝١١

১১ । কিন্তু যদি তাহারা তওবা করে এবং নামায কায়েম করে ও যাকাত দেয় তাহা হইলে তাহারা ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের ভাই । এবং আমরা আয়াতসমূহ সবিস্তারে বর্ণনা করি ঐ জাতির জন্য যাহাদের জ্ঞান আছে ।

১১৫৯ । এই আয়াত হইতে বুঝা যায় যে, যুদ্ধের অনুমতি কেবলমাত্র সেই সকল অমুসলমানদিগের বিরুদ্ধে ছিল যাহারা বারংবার পবিত্র চুক্তি ভঙ্গ করিয়াছিল এবং বিশ্বাসঘাতকতা পূর্বক মুসলমানদের উপর আক্রমণ করিয়াছিল । বাকী অন্যান্য লোকদিগের ব্যাপারে মুসলমানগণকে আদেশ দেওয়া হইয়াছিল যে, তাহারা যেন উহাদের সহিত প্রতিশ্রুতিসমূহ বিশ্বস্ততার সঙ্গে এবং শক্তভাবে মানিয়া চলে । ৯:৪ আয়াতের মত বর্তমান আয়াতও প্রতিশ্রুতি এবং সন্ধি-চুক্তি পালন করাকে সততা এবং ধার্মিকতার কাজ বলিয়া বর্ণনা করে, যাহা আল্লাহ্তা'লা পসন্দ করেন । কুরআন করীম অত্যন্ত জোরের সাথে এবং পুনঃ পুনঃ মুসলমানগণকে সন্ধি-চুক্তির প্রতি বিশ্বস্ততা রক্ষা করার জন্য আদেশ দিয়াছে ।

১১৬০ । "ইল্লুন্" অর্থ আত্মীয়তা বা নৈকট্য, রক্তের সম্পর্ক সদ্বংশজাত, সন্ধি বা অঙ্গীকার, নিরাপত্তার জন্য প্রতিশ্রুতি বা নিশ্চয়তা (লেইন ও মুফরাদাত) ।

১১৬১ । "যিম্মা" অর্থ প্রতিশ্রুতি, সন্ধি, চুক্তি, অঙ্গীকার; দায়িত্ব বা কর্তব্য, প্রাপ্য বা অধিকার যাহার প্রতি অবহেলা করিলে এক ব্যক্তিকে দোষ দেওয়া হয় (লেইন)। "আহ্লুয্ যিম্মাহ্" শব্দদ্বয় সেই সকল অমুসলিম গোষ্ঠীর জন্য ব্যবহৃত হয় যাহাদের সহিত মুসলিম রাষ্ট্র চুক্তি-বদ্ধ এবং যাহারা রাষ্ট্রকে মাথা পিছু কর দেয়, যাহার বিনিময়ে রাষ্ট্র তাহাদের স্বাধীনতা ও নিরাপত্তার দায়িত্ব গ্রহণ করে (লেইন)। তফসীরাধীন আয়াত অধিকতর সুস্পষ্ট করিয়া দিয়াছে যে, যুদ্ধ ঘোষণার আদেশ কেবল এইরূপ অবিশ্বাসীদের প্রতিই প্রযোজ্য যাহারা ইসলামের বিরুদ্ধে শত্রুতা শুধু প্রথমেই আরম্ভ করে নাই, অধিকন্তু উহারা বিশ্বাসঘাতকও ছিল, তাহারা না আত্মীয়তার মর্যাদা রাখিত, না চুক্তির শর্ত ও অঙ্গীকার রক্ষা করিত ।

১১৬২ । বর্তমান এবং পূর্ববর্তী দুই আয়াত যুক্তি দ্বারা সেই সকল পৌত্তলিকদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আদেশের যথার্থতা প্রমাণ করে

وَاِنْ نَّكَثُوْٓا اَيْمَانَهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوْا فِيْ دِيْنِكُمْ فَقَاتِلُوْٓا اَىِٕمَّةَ الْكُفْرِ ۙ اِنَّهُمْ لَآ اَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُوْنَ ⑫

১২। এবং যদি তাহারা অঙ্গীকার করিবার পর নিজেদের শপথ ভঙ্গ করে এবং তোমাদের ধর্মের প্রতি বিদ্রূপ করে[১১৬৩] তাহা হইলে তোমরা (এই শ্রেণীর) কাফেরদের নেতাদের সহিত[১১৬৪] যুদ্ধ কর— নিশ্চয় তাহাদের শপথের কোন বিশ্বাস নাই— যেন (তাহারা অপকর্ম হইতে) নিবৃত্ত হয়।

اَلَا تُقَاتِلُوْنَ قَوْمًا نَّكَثُوْٓا اَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوْا بِاِخْرَاجِ الرَّسُوْلِ وَهُمْ بَدَءُوْكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ ۭ اَتَخْشَوْنَهُمْ ۚ فَاللّٰهُ اَحَقُّ اَنْ تَخْشَوْهُ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ⑬

১৩। তোমরা কি সেই জাতির সহিত যুদ্ধ করিবে না যাহারা তাহাদের শপথ ভঙ্গ করিয়াছে এবং রসূলকে নির্বাসিত করার সংকল্প করিয়াছে[১১৬৫] এবং তাহারাই প্রথমে তোমাদের বিরুদ্ধে (সংঘর্ষের) সূচনা করিয়াছে? [১১৬৬] তোমরা কি তাহাদিগকে ভয় কর? যদি তোমরা মো'মেন হও তাহা হইলে (জানিয়া রাখ) আল্লাহ্ই অধিকতর যোগ্য যে, তোমরা তাঁহাকে ভয় কর।

قَاتِلُوْهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللّٰهُ بِاَيْدِيْكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُوْرَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ ⑭ۙ

১৪। তাহাদের সহিত যুদ্ধ কর; আল্লাহ্ তোমাদের হাত দিয়া তাহাদিগকে শাস্তি দেন এবং তাহাদিগকে লাঞ্ছিত করেন এবং তিনি তোমাদিগকে তাহাদের বিরুদ্ধে সাহায্য করেন, এবং এতদ্দ্বারা তিনি মো'মেন জাতির মনে স্বস্তি প্রদান করেন;

وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوْبِهِمْ ۭ وَيَتُوْبُ اللّٰهُ عَلٰي مَنْ يَّشَاۗءُ ۭ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ⑮

১৫। এবং তিনি যেন তাহাদের হৃদয়ের ক্রোধকে দূরীভূত করেন এবং আল্লাহ্ যাহার উপর চাহেন সদয় দৃষ্টিপাত করেন। কেননা তিনি সর্বজ্ঞানী, পরম প্রজ্ঞাময়।

(৯ঃ৫)। কারণগুলি হইলঃ(১) তাহারা ছিল কপট, বিশ্বাসঘাতক এবং নিজদিগকে মুসলমানদের মিত্র বলিয়া প্রকাশ করিত, কিন্তু মুসলমানরা তাহাদের উপর বিশ্বাস স্থাপন সত্বেও তাহারা যখনই কোন ক্ষতির সুযোগ পাইত, তখনই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিত;(২) তাহারা আত্মীয়তার বন্ধনকেও উপেক্ষা করিত এবং শুধু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার কারণে নিজেদের অতি নিকট আত্মীয়বর্গকেও তাহারা হত্যা করিত (৯ঃ৮); (৩) তাহাদের যুদ্ধের লক্ষ্যই ছিল লোকদিগকে ইসলাম গ্রহণে বাধা সৃষ্টি করা (৯ঃ৯); (৪) তাহারাই মুসলমানদিগকে প্রথমে আক্রমণ করিত (৯ঃ১৩)।

১১৬৩। "তোমাদের ধর্মের প্রতি বিদ্রূপ করে" এই উক্তির মর্ম কেবল মৌখিক উপহাস ও অপমান করাই নহে, অধিকন্তু ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ স্বার্থের ক্ষতি সাধনের জন্য বাস্তব আক্রমণও বুঝায়। "তা'আনু" শব্দের আক্ষরিক অর্থ হয় বর্শা বিদ্ধ করা।

১১৬৪। "আইয়েম্মাতুল কুফর" (কাফেরদের প্রধানগণ)— এই কথাগুলি এখানে মাত্র কয়েকজন সর্দারের প্রতি আরোপিত হয় নাই, বরং সমগ্র জাতির জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে, যাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য এই আয়াতে উল্লেখিত আদেশ দেওয়া হইয়াছিল। তাহাদিগকে নেতা বা প্রধান বলার কারণ এই যে, মুসলমানদিগের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত লোকদিগের মধ্যে ইহারাই ছিল অগ্রগামী এবং তাহাদের দৃষ্টান্ত অন্যান্যদিগকে উৎসাহিত করিয়াছিল। যেহেতু ইসলাম ধর্মের প্রতি উহাদের শত্রুতাও এমন বদ্ধমূল ও অপ্রশমনীয় ছিল যে, এই বিষয়ে তাহারা যেন শয়তান স্বরূপ কাজ করিতেছিল।

১১৬৫। যখন নবী করীম (সাঃ) 'তাবুক' অভিযানে গিয়াছিলেন, সেই সময় মদীনা বা উহার পার্শ্ববর্তী এলাকার উপজাতীসমূহ তাঁহাকে ব্যর্থ করিয়া দেওয়ার উদ্দেশ্যে আরবের বিভিন্ন গোত্রকে তাঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়ার জন্য উস্কানী দেওয়ার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছিল।

১১৬৬। বর্তমান উক্তিতেও মক্কাবাসী পৌত্তলিকদিগকে বুঝায় না, বরং প্রকাশ্য বা গোপন অবিশ্বাসী লোকদিগকে বুঝায়, যাহারা মদীনা এবং উহার চতুষ্পার্শ্বের এলাকায় বসবাস করিত। উহারা যথেষ্ট বাস্তব ঘটনার প্রমাণ রাখিয়াছিল যে, মুসলমানগণ সীমালংঘনকারী হওয়াতো দূরের কথা; আক্রমণকারী না হওয়া সত্বেও ইসলামের বিরুদ্ধেই সীমালংঘন করা হইয়াছিল।

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً ۚ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٦﴾

১৬। তোমরা কি মনে কর যে, তোমাদিগকে (শান্তিতে) ছাড়িয়া দেওয়া হইবে অথচ আল্লাহ্ এখন পর্যন্ত তোমাদের মধ্য হইতে যাহারা (আল্লাহ্র রাস্তায়) জিহাদ করিয়াছে তাহাদিগকে স্বতন্ত্র করিয়া দেন নাই এবং যাহারা আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসূল এবং মো'মেনগণকে ছাড়া (কাহাকেও) অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করে নাই ?[১১৬৭] এবং তোমরা যাহা কিছু কর উহা সম্বন্ধে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত।

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ ۚ أُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ ۖ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ ﴿١٧﴾

১৭। মোশরেকদিগের কোন অধিকার নাই যে, তাহারা আল্লাহ্র মসজিদসমূহকে রক্ষণাবেক্ষণ করে যখন তাহারা নিজেদের বিরুদ্ধে অবিশ্বাসের[১১৬৮] সাক্ষ্য দিতেছে। ইহারাই সেই সকল লোক যাহাদের কাজ-কর্ম বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং তাহারা দীর্ঘকাল আগুনে অবস্থান করিবে।

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ ۖ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴿١٨﴾

১৮। কেবল সেই ব্যক্তিই আল্লাহ্র মসজিদসমূহ[১১৬৯] রক্ষণাবেক্ষণ করিতে পারে যে আল্লাহ্ এবং পরকালের উপর ঈমান আনে এবং নামায কায়েম করে এবং যাকাত দেয় এবং আল্লাহ্ ছাড়া কাহাকেও ভয় করে না; অতএব অচিরেই এই সকল লোক হেদায়াতপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿١٩﴾

১৯। তোমরা কি হাজীদিগকে পানি পান করানোর কাজকে এবং পবিত্র মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ করার কাজকে ঐ ব্যক্তির (কাজের) অনুরূপ গণ্য করিয়াছ যে আল্লাহ্ এবং পরকালের উপর ঈমান আনিয়াছে এবং আল্লাহ্র পথে জিহাদ করিয়াছে ? আল্লাহ্র নিকট ইহারা কখনও সমান নহে[১১৭০] এবং আল্লাহ্ কখনও যালেম জাতিকে হেদায়াত দান করেন না।

১১৬৭। এই আয়াত ইঙ্গিত করে যে, মুসলমানদের পরীক্ষা তখনও শেষ হয় নাই। আরো ভয়ানক বিপদাবলী তাহাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল।

১১৬৮। এই আয়াত পৌত্তলিক তীর্থযাত্রী সম্পর্কিত এবং ৯ঃ২৮ আয়াতে উল্লেখিত ঘোষণার ভূমিকা স্বরূপ। তখন হইতে কোন পৌত্তলিকের জন্য কা'বা ঘরের নিকটবর্তী হওয়ার অনুমতি ছিল না, যেরূপে হযরত আলী (রাঃ) নবম হিজরী সনে প্রথম হজ্জের বা হজ্জে আকবরের দিনে মক্কায় সমবেত হজ্জযাত্রীদের নিকট ঘোষণা করিয়াছিলেন। তফসীরাধীন আয়াত উক্ত নিষেধাজ্ঞার কারণ ব্যক্ত করিয়াছে। উপাসনালয় হিসাবে কা'বা এক আল্লাহ্র ইবাদতের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত। অতএব, পৌত্তলিকদের ইহাতে কিছুই করণীয় ছিল না। তাহারা আল্লাহতা'লার তৌহীদের দুশমন এবং নিজেদের স্বীকারোক্তি মতেই তাহারা নিন্দিত অপরাধী।

১১৬৯। আল্লাহ্র মসজিদ দ্বারা ১৯ আয়াতে বর্ণিত 'পবিত্র মসজিদ' বুঝায়। কারণ পবিত্র মসজিদ বা কা'বা ইসলাম ধর্মের কেন্দ্রীয় মসজিদ এবং পৃথিবীর সকল মসজিদের আদর্শ।

১১৭০। কা'বার বাহ্যিক এবং বাস্তব উপকার নিজ স্থানে যদিও খুবই প্রশংসনীয়, তবু ইহার আধ্যাত্মিক উপকারের সঙ্গে তাহা তুলনীয় হইতে পারে না, যাহা কেবল একজন মুসলমানই অর্জন করিতে পারে। তফসীরাধীন আয়াতের অন্তর্নিহিত মর্ম এই যে, ইসলাম ইহার অধ্যাদেশ সমূহের বাহ্যিক প্রচলিত প্রথা বা আচার হইতে উহার অন্তরালে নিহিত মৌলিক আত্মিক চেতনার প্রতিই বেশী গুরুত্ব দিয়া থাকে। নবী করীম (সাঃ) হইতে বর্ণিত হাদীসে আছে যে, মো'মেনের জীবন কা'বা হইতে অধিকতর পবিত্রতার অধিকারী (মাজাহ্)।

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ ۙ اَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللّٰهِ ۭ وَاُولٰۗىِٕكَ هُمُ الْفَاۗىِٕزُوْنَ ۝

২০। যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং হিজরত করিয়াছে এবং নিজেদের ধন-সম্পদ এবং জীবন দিয়া আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করিয়াছে, তাহারা আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে মর্যাদায় মহোত্তম। এবং তাহারাই সফলকাম।

يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَّجَنّٰتٍ لَّهُمْ فِيْهَا نَعِيْمٌ مُّقِيْمٌ ۝

২১। তাহাদের প্রভু তাহাদিগকে শুভ সংবাদ দিতেছেন নিজ রহমতের এবং নিজ সন্তোষের ও জান্নাতের যাহার মধ্যে তাহাদের জন্য চিরস্থায়ী নেয়ামত বিরাজমান থাকিবে;

خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ۭ اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗٓ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ۝

২২। তাহারা উহাতে সদা বাস করিতে থাকিবে। নিশ্চয় আল্লাহ্‌র নিকটই রহিয়াছে মহা পুরস্কার।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْٓا اٰبَاۗءَكُمْ وَاِخْوَانَكُمْ اَوْلِيَاۗءَ اِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْاِيْمَانِ ۭ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَاُولٰۗىِٕكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ۝

২৩। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা তোমাদের পিতাকে ও তোমাদের ভাইকে মিত্ররূপে গ্রহণ করিও না যদি তাহারা ঈমানের মোকাবেলায় অবিশ্বাসকে বেশী ভালবাসে;[১১৭১] তোমাদের মধ্য হইতে যাহারা তাহাদিগকে মিত্ররূপে গ্রহণ করিবে, তাহারাই যালেম হইবে।

قُلْ اِنْ كَانَ اٰبَاۗؤُكُمْ وَاَبْنَاۗؤُكُمْ وَاِخْوَانُكُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيْرَتُكُمْ وَاَمْوَالُۨ اقْتَرَفْتُمُوْهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسٰكِنُ تَرْضَوْنَهَآ اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَجِهَادٍ فِيْ سَبِيْلِهٖ فَتَرَبَّصُوْا حَتّٰى يَاْتِيَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ ۭ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ۝

২৪। তুমি বল, 'তোমাদের পিতা এবং তোমাদের পুত্র এবং তোমাদের ভাই এবং তোমাদের স্ত্রী এবং তোমাদের আত্মীয়গণ এবং যে মাল তোমরা অর্জন করিয়াছ এবং ব্যবসা-বাণিজ্য, যাহার মন্দাকে তোমরা ভয় কর এবং বাসগৃহসমূহ যাহা তোমরা ভালবাস, যদি আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসূল ও তাঁহার পথে জিহাদ করা অপেক্ষা তোমাদের নিকট অধিকতর প্রিয় হয়[১১৭২] তাহা হইলে তোমরা অপেক্ষা কর যে পর্যন্ত না আল্লাহ্ নিজ মীমাংসা প্রকাশ করেন; এবং আল্লাহ্ অবাধ্য জাতিকে হেদায়াত দান করেন না।

৩ [৮] ৯

لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ فِيْ مَوَاطِنَ كَثِيْرَةٍ ۙ وَّيَوْمَ حُنَيْنٍ ۙ اِذْ اَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْـــًٔا وَّضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُّدْبِرِيْنَ ۝

২৫। নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদিগকে বহু রণক্ষেত্রে সাহায্য করিয়াছেন এবং হুনায়নের দিবসেও, যখন তোমাদের সংখ্যাধিক্য তোমাদিগকে আত্মশ্লাঘায় স্ফীত করিয়াছিল, কিন্তু উহা তোমাদের কোন উপকারে আসে নাই এবং ভূ-পৃষ্ঠ বিস্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও তোমাদের জন্য সংকীর্ণ হইয়া গিয়াছিল, তখন তোমরা পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করিয়া পলায়ন করিয়াছিলে।[১১৭৩]

১১৭১। এই আয়াত কাফেরদিগের সেই দলের প্রতি নির্দেশ করে যাহারা ইসলামের বিরুদ্ধে তৎপরতার সহিত শত্রুতা করিত এবং ইহাকে নিশ্চিহ্ন করিয়া দিতে কঠোর ভাবে চেষ্টা করিত।

১১৭২। ধর্মের মোকাবিলায় আত্মীয়তার বন্ধন,বন্ধুবর্গ ও আত্মীয় কুটুম্বের প্রতি ভালবাসা এবং অন্যান্য জাগতিক ধন-সম্পদ, ব্যবসা- বাণিজ্য এবং ভূসম্পত্তির বিবেচনা প্রাধান্য পাওয়া সমীচীন নহে। যখন ধর্ম-বিষয়ক মহোত্তর কারণ এবং অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ কোন বিবেচনার প্রশ্ন উঠে তখন ঐ সকল বিষয়াদি ত্যাগ করা বাঞ্ছনীয়।

১১৭৩ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ثُمَّ أَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهٗ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَأَنْزَلَ جُنُوْدًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۭ وَذٰلِكَ جَزَآءُ الْكٰفِرِيْنَ ۝٢٦

২৬। অতঃপর, আল্লাহ্ তাঁহার রসূলের উপর এবং মু'মেনগণের উপর নিজ প্রশান্তি নাযেল করিলেন এবং তিনি এমন সৈন্য বাহিনী অবতীর্ণ করিলেন যাহাদিগকে তোমরা দেখ নাই এবং তিনি শাস্তি দিলেন তাহাদিগকে যাহারা অবিশ্বাস করিয়াছে এবং ইহাই অবিশ্বাসীদের প্রতিফল।

ثُمَّ يَتُوْبُ اللّٰهُ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ عَلٰى مَنْ يَّشَاۗءُ ۭ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝٢٧

২৭। অতঃপর (এই রূপ শাস্তির পর) আল্লাহ্ সদয় দৃষ্টিপাত করেন যাহার প্রতি তিনি ইচ্ছা করেন; প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْمُشْرِكُوْنَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هٰذَا ۚ وَاِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيْكُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖٓ اِنْ شَاۗءَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۝٢٨

২৮। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! নিশ্চয় মোশরেকরা অপবিত্র, অতএব তাহারা যেন তাহাদের এই বৎসরের পর মসজিদে হারামের নিকট না আসে। এবং যদি তোমরা দারিদ্রের ভয় কর তাহা হইলে আল্লাহ্ চাহিলে অচিরেই স্বীয় অনুগ্রহ দ্বারা তোমাদিগকে ধনী করিয়া দিবেন।[১১৭৪] নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী, পরম প্রজ্ঞাময়।

قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَلَا يُحَرِّمُوْنَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَلَا يَدِيْنُوْنَ دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حَتّٰى يُعْطُوا

২৯। যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছে তাহাদের মধ্য হইতে যাহারা আল্লাহ্র উপর এবং পরকালের উপর ঈমান আনে না এবং আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূল যাহা হারাম করিয়াছেন, উহাকে তাহারা হারাম বলিয়া গণ্য করে না এবং তাহারা সত্য ধর্মকে

১১৭৩। মক্কার পতনের পরে হাওয়াযিন এবং সাকিফ্ গোত্র সেনাবাহিনীতে যোগদান করিয়াছিল এবং মুসলমানগণের উপর আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইয়াছিল। রসূল করীম (সাঃ) মক্কা হইতে পনর মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে হুনায়ন প্রান্তরে তাহাদের মোকাবিলা করিয়াছিলেন। মক্কায় মুসলমান সেনাদলে যোগদানকারী ২,০০০ নবদীক্ষিত মুসলমানসহ ১২,০০০ হাজার সৈন্যের এক বাহিনী তাঁহার সঙ্গে ছিল। নবী করীম (সোঃ)-এর নিয়মের ব্যতিক্রমে এই নওমুসলিমদল তাড়াহুড়া করিয়া শত্রুকে আক্রমণ করিয়া বসে, কিন্তু দ্রুত প্রতিঘাতে হতভম্ব হইয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে এলোপাতাড়ি পলায়ন করে। ইহার কারণে মুসলমান বাহিনী যাহারা সংকীর্ণ গিরিখাতের মধ্যে দিয়া অগ্রসর হইতেছিল তাহাদের মধ্যে চাঞ্চল্য ও বিশৃংখলা সৃষ্টি হয়। এই ছত্রভঙ্গ অবস্থার মধ্যে আঁ-হযরত (সাঃ)-এর চারিপাশে রণক্ষেত্রে মাত্র ১০০ লোক ছিল। শত্রুপক্ষের তীরন্দাজবাহিনীর তীরগুলি তাঁহার চতুর্দিকে বৃষ্টির মত পড়িতেছিল। ইহা এক শ্বাস-রুদ্ধকর চরম বিপদের মুহূর্ত। কিন্তু আল্লাহ্র প্রিয় নবী (সাঃ) তাঁহার বহনকারী খচ্চরকে শত্রুর দিকে অগ্রসর হওয়ার জন্য নির্ভিকভাবে পরিচালিত করিয়া যথাসাধ্য উচ্চকণ্ঠে আহ্বান করিয়া বলিয়া চলিলেন "আমি নিশ্চয়ই আল্লাহ্র নবী— ইহাতে কোন মিথ্যা নাই, আমি আব্দুল মুত্তালিবের পুত্র"। নবী (সাঃ)-এর চাচা আব্বাস (রাঃ) যিনি অত্যন্ত উচ্চ আওয়াজের অধিকারী ছিলেন, পলায়নপর মুসলমান সৈনাগণকে তাহাদের প্রভুর নিকট ফিরিয়া আসার জন্য ডাকিতে লাগিলেন। এই তূরীনিনাদের ন্যায় আহ্বান বিচারদিনের ভেরী ধ্বনীর মত মুসলমানদিগকে উত্তেজিত করিয়া তুলিয়াছিল, তাহারা অতি কষ্টে পুনঃশ্রেণীবদ্ধ হইয়া নেতার (নবী-সাঃ) নিকটে দ্রুত ফিরিয়া গেল এবং প্রচণ্ডভাবে শত্রুর উপরে ঝাঁপাইয়া পড়িল, শত্রুরা ভীত-সন্ত্রস্ত ও ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিল। তুলা-দণ্ড উল্টিয়া গেল। সেই দিনের যুদ্ধে মুসলমানদের নিদর্শন-মূলক বিজয় হইল এবং অন্যূন ৬০০০ কাফের বন্দী হইল (তাবারী ও হিশাম)।

১১৭৪। মক্কা এক বিরাট ব্যবসাকেন্দ্র ছিল এবং হজ্জের মওসুম ছিল ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য বিশেষ কর্মচঞ্চল সময় এবং আরববাসীদিগের বহু আয়-উপার্জনের উৎসস্থান। এই সব বাধা-নিষেধ আরোপের কারণে তাহাদের মনে তাহাদের আয়ের পথে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হওয়ার আশঙ্কা সৃষ্টি হইয়াছিল।

8 [৫] ১০

অবলম্বন করে না, তোমরা তাহাদের সহিত যুদ্ধ কর যে পর্যন্ত না তাহারা অধীনস্থ হইয়া স্বেচ্ছায় জিযিয়া দেয়।[১১৭৫]

حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَّدٍ وَّهُمْ صٰغِرُوْنَ ﴿٢٩﴾

৩০। এবং ইহুদীরা বলে, 'উযায়ের[১১৭৬] আল্লাহ্‌র পুত্র', এবং খৃষ্টানরা বলে, 'মসীহ্ আল্লাহ্‌র পুত্র'; এইসব তাহাদের মুখের কথা। তাহারা কেবল উহাদের কথার নকল করে যাহারা ইতিপূর্বে অবিশ্বাস করিয়াছিল, আল্লাহ্ তাহাদিগকে ধ্বংস করুন ! তাহাদিগকে কিভাবে (সত্য হইতে) দূরে লইয়া যাওয়া হইতেছে !

وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ عُزَيْرُ ۨ ابْنُ اللّٰهِ وَقَالَتِ النَّصٰرَى الْمَسِيْحُ ابْنُ اللّٰهِ ؕ ذٰلِكَ قَوْلُهُمْ بِاَفْوَاهِهِمْ ۚ يُضَاهِـُٔوْنَ قَوْلَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَبْلُ ؕ قٰتَلَهُمُ اللّٰهُ ۚ اَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ ﴿٣٠﴾

৩১। তাহারা আল্লাহ্‌কে ছাড়িয়া নিজেদের যাজকদিগকে এবং সন্ন্যাসীদিগকে[১১৭৭] প্রভু রূপে গ্রহণ করিয়াছে। এবং (অনুরূপভাবে) মরিয়মের পুত্র মসীহ্‌কেও। অথচ তাহাদিগকে কেবল এই আদেশই দেওয়া হইয়াছিল যে, তাহারা এক-ই

اِتَّخَذُوْٓا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَالْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ ۚ وَمَآ اُمِرُوْٓا اِلَّا لِيَعْبُدُوْٓا اِلٰهًا وَّاحِدًا ۚ

১১৭৫। "আইয়াদীন" এখানে আলঙ্কারিক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছেঃ (১) স্বেচ্ছায় এবং মুসলমানগণের উচ্চতর ক্ষমতার স্বীকৃতি স্বরূপ, (২) নগদ অর্থে, পরে কিংবা কিস্তিতে পরিশোধ নহে, (৩) মুসলমানগণের অনুগ্রহরূপে বিবেচনা করিয়া 'আন' অর্থ, কারণ এবং 'ইয়াদ' অর্থ ক্ষমতা ও অনুগ্রহ (রেইন)। এই আয়াত আহ্‌লে কিতাবদের মধ্যে যাহারা আরবে বসবাস করিত তাহাদিগকে বুঝায়। এই সব লোকেরাও পৌত্তলিকদিগের মত ইসলামের বিরুদ্ধাচরণে সক্রিয় ছিল এবং এবং ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করিয়া দেওয়ার জন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। অতএব, মুসলমানগণ আদিষ্ট হইয়াছিল এইসকল লোকের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য, যতক্ষণ না তাহারা আনুগত্যের সহিত শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করিতে রাজি হয়। মুসলিম রাষ্ট্রের অধীনে এই সকল অ-মুসলিমরা স্বাধীন নাগরিক হিসাবে যে নিরাপত্তা ভোগ করিত উহার বিনিময়ে যে কর তাহাদের উপরে ধার্য করা হইত উহাকে 'জিযিয়া' বলা হইত।

উল্লেখ্য যে, অমুসলমানগণের উপরে নির্ধারিত 'জিযিয়ার' বিপরীত মুসলমানগণের উপরে যাকাতরূপে অনেক বেশী কর ধার্য ছিল, তদুপরি তাহাদিগকে দেশরক্ষার কাজে সেনাবাহিনীতে কাজ করিতে হইত, কিন্তু অমুসলিমদিগকে দেশরক্ষার দায়িত্ব হইতে নিষ্কৃতি দেওয়া হইত। এমতাবস্থায় তাহারা মুসলমানদের তুলনায় অনেক আরামে ছিল, কারণ তাহাদিগকে লঘু কর দিতে হইত এবং সামরিক কর্তব্য হইতেও তাহারা নিস্তার পাইত। "সাগিরুন" শব্দ অধীনস্থ রাজনৈতিক অবস্থা বুঝায়, অন্যথায় তাহারা মুসলমানদের সাথে সমান সামাজিক অধিকার ভোগ করিত। আরবের পৌত্তলিকরা এবং প্রতিবেশী ইহুদী ও খৃষ্টানগণ ইসলামের প্রধান শত্রু ছিল। পৌত্তলিকদিগের সঙ্গে অবিশ্বাসীগণের সম্পর্ক বর্ণনা করার পর এই সূরা তফসীরাধীন আয়াত দ্বারা আহ্‌লে কিতাবের সঙ্গে মুসলমানগণের সম্পর্ক বর্ণনা করিতেছে, বিশেষভাবে তাহাদের ধর্মীয় বিশ্বাস ও মতবাদের ক্ষেত্রে।

১১৭৬। উযায়ের বা ইয়রা খৃষ্টপূর্ব ৫ম শতাব্দীতে বাস করিতেন। উচ্চ মর্যাদাপূর্ণ পুরোহিত সেরাইয়াহ্‌র বংশধর উযায়ের নিজেও পুরোহিত-স্বভাব একজন সদস্য ছিলেন এবং ধর্মযাজক ইয়রা নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি তাঁহার যুগে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব ছিলেন এবং ইহুদী ধর্মের উন্নতি সাধনে সুদূর-প্রসারী প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। ইসরাঈলী নবীগণের মধ্যে তিনি বিশেষভাবে সম্মানিত হইয়াছিলেন। মদীনার ইহুদীগণ এবং হাযরামাউতের এক ইহুদী ফেরকা তাহাকে খোদার পুত্র বলিয়া বিশ্বাস করিত। রাব্বীগণ বহু গুরুত্বপূর্ণ বিধি-বিধান প্রতিষ্ঠার সহিত তাহার নাম সংযুক্ত করে।

রেনান(Renan) তাহার রচিত 'ইহুদীজাতির ইতিহাস' (History of the people of Israil) পুস্তকের ভূমিকায় মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে, ইহুদী জাতির নিশ্চিত সংবিধান ইয়রার আমলেই কোন এক নির্দিষ্ট সময় হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। রাব্বীয়দের সাহিত্যে তিনি নিয়ম-প্রণালী বা আইন-কানুনের যোগ্য মাধ্যমরূপে বিবেচিত হইতেন, যদি না পূর্বাহ্নেই হযরত মূসা (আঃ)-এর উপর শরীয়াত নাযেল হইত। তিনি নিহিমিয়ার সহযোগীতায় কর্ম সম্পাদন করিয়াছিলেন এবং ১২০ বৎসর বয়সে ব্যাবিলোনিয়াতে মৃত্যু বরণ করেন (যিউ এনসাইকোঃ ও এনসাইকো বিবঃ)

১১৭৭। "আহবার" ইহুদী আলেম বা পণ্ডিত ব্যক্তি এবং "রুহবান" খৃষ্টান সন্ন্যাসী বা পুরোহিত।

لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ سُبْحٰنَهٗ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿٣١﴾

মাবূদের ইবাদত করিবে। তিনি ব্যতিরেকে কোন মা'বূদ নাই। তাহারা যাহাকে (তাঁহার সহিত) শরীক করে উহা হইতে তিনি পবিত্র।

يُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّطْفِـُٔوْا نُوْرَ اللّٰهِ بِاَفْوَاهِهِمْ وَيَاْبَى اللّٰهُ اِلَّآ اَنْ يُّتِمَّ نُوْرَهٗ وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ ﴿٣٢﴾

৩২। তাহারা তাহাদের মুখের ফুৎকারে আল্লাহ্‌র জ্যোতিকে নির্বাপিত করিতে চাহে, কিন্তু আল্লাহ্ তাঁহার জ্যোতিকে পূর্ণ করা ছাড়া সব কিছু অস্বীকার করেন, যদিও অবিশ্বাসীরা (তাহা) অপসন্দ করে।[১১৭৮]

هُوَ الَّذِىْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ ۙ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ ﴿٣٣﴾

৩৩। তিনিই নিজ রসূলকে হেদায়াত এবং সত্য ধর্ম সহ পাঠাইয়াছেন যেন তিনি সকল ধর্মের উপর ইহাকে জয়যুক্ত করেন, মোশরেকরা যতই অপসন্দ করুক না কেন।[১১৭৯]

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْاَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۙ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿٣٤﴾

৩৪। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! নিশ্চয় ইহুদী যাজক এবং সন্ন্যাসীগণের মধ্য হইতে অধিকাংশই অন্যায়ভাবে লোকের ধন-সম্পদ গ্রাস করে এবং আল্লাহ্‌র পথ হইতে (লোকদিগকে) নিবৃত্ত রাখে। এবং যাহারা সোনা-রূপা মজুদ করে এবং আল্লাহ্‌র রাস্তায় খরচ করে না— তুমি তাহাদিগকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সংবাদ দাও।

يَّوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوٰى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوْبُهُمْ وَظُهُوْرُهُمْ ؕ هٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ ﴿٣٥﴾

৩৫। (সেই দিন) যেদিন উহাকে জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করা হইবে এবং উহা দ্বারা তাহাদের কপালে, তাহাদের পার্শ্বদেশে ও তাহাদের পৃষ্ঠদেশে দাগ দেওয়া হইবে[১১৮০] (এবং তাহাদিগকে ইহা বলা হইবে) ঃ 'ইহা সেই বস্তু যাহা তোমরা নিজেদের জন্য মজুদ করিতে, সুতরাং তোমরা যাহা মজুদ করিতে (এখন) উহার স্বাদ গ্রহণ কর।'

১১৭৮। আরবের খৃষ্টান অধিবাসীরা সিরিয়াতে বসবাসকারী তাহাদের শক্তিশালী ধর্মভাইদিগকে উত্তেজিত করিয়াছিল এবং তাহাদের সহযোগিতায় আরবভূমিতে আল্লাহ্‌তা'লা কর্তৃক উদীপ্ত ইসলামের জ্যোতিকে নিভাইয়া দিতে চাহিয়াছিল। পারশ্য জাতিকে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া ইহুদীরাও ঠিক একইরূপ চেষ্টা করিয়াছিল।

১১৭৯। পবিত্র কুরআনের তফসীরকারীরা সকলেই একমত পোষণ করেন যে, রসূল করীম (সাঃ)-এর এক হাদীস মতে, ইসলাম ধর্মের চূড়ান্ত বিজয় প্রতিশ্রুত মসীহ্‌র যুগে ঘটিবে (জারীর)—যখন বিভিন্ন ধর্ম আত্মপ্রকাশ করিবে এবং প্রত্যেকেই স্ব স্ব শিক্ষা প্রচারে পূর্ণোদ্যমে চরম প্রচেষ্টা করিবে। ইসলাম ধর্মের আদেশ এবং নীতির মহত্ব বা পরমোৎকর্ষ ইতিমধ্যেই ক্রমশঃ স্বীকৃতি লাভ করিয়া চলিয়াছে, এবং সেইদিন বেশী দূরে নহে যখন ইসলাম অন্যান্য সকল ধর্ম বিশ্বাসের উপর বিজয় লাভ করিবে এবং ঐ সকল ধর্মের অনুসারীগণ দলে দলে ইসলামের শান্তির ছায়াতলে সমবেত হইবে।

১১৮০। এই বর্ণনা আলঙ্কারিক বা রূপকে ব্যবহৃত। যখন কোন ধনী ব্যক্তি কৃপণতা বা অহঙ্কারের কারণে নিঃস্ব বা দরিদ্র লোককে সাহায্য দিতে অস্বীকার করে, তখন তাহার কপাল সঙ্কুচিত হইয়া ভ্রূকুটী পরিদৃষ্ট হয়। তৎপর সে পাশ ফিরাইয়া শেষ পর্যন্ত তাচ্ছিল্যের সহিত সাহায্য প্রার্থীকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে। যথামথভাবেই উল্লেখিত হইয়াছে যে; কপালে, পার্শ্বে, এবং পৃষ্ঠে দাগ দেওয়া হইবে, অর্থাৎ (কলঙ্ক) চিহ্নিত করা হইবে।

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۚ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ ۚ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿٣٦﴾

৩৬। নিশ্চয় আল্লাহ্‌র বিধান মতে আল্লাহ্‌র নিকট মাসের সংখ্যা বার মাস[১১৮১] সেই দিন হইতে যেই দিন তিনি আকাশ মণ্ডল এবং পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন, এই গুলির মধ্যে সম্মানিত হইল চারিটি।[১১৮২] ইহা সুদৃঢ় ধর্ম। সুতরাং ইহার মধ্যে তোমরা নিজেদের উপর যুলুম করিও না। তোমরা সকলে মোশরেকদের সহিত যুদ্ধ কর যেরূপে তাহারা সকলে তোমাদের সহিত যুদ্ধ করিতেছে; এবং জানিয়া রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ্ মুত্তাকীগণের সঙ্গে রহিয়াছেন।

إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِّيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ ۚ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ ۚ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿٣٧﴾

৩৭। নিশ্চয় (সম্মানিত মাসগুলিকে) মুলতবী করা কেবল অবিশ্বাসের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি মাত্র[১১৮৩] ইহাদ্বারা যাহারা অবিশ্বাস করে তাহাদিগকে পথভ্রষ্ট করা হয়। তাহারা ইহাকে এক বৎসর বৈধ করে এবং অপর বৎসর ইহাকে অবৈধ করে যাহাতে তাহারা সেই (মাসগুলির) গণনার সহিত মিল করিয়া লয় যাহাকে আল্লাহ্ অবৈধ করিয়াছেন, এইভাবে আল্লাহ্ যাহাকে অবৈধ করিয়াছেন উহাকে বৈধ করে, তাহাদের কার্যাবলীর অনিষ্টকে তাহাদের জন্য মনোরম করিয়া দেখানো হইয়াছে। প্রকৃত পক্ষে আল্লাহ্ কাফের সম্প্রদায়কে সৎপথ দেখান না।

৫ [৮] ১১

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ ۚ أَرَضِيتُم بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ ۚ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿٣٨﴾

৩৮। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমাদের কি হইয়াছে যে, যখন তোমাদিগকে বলা হয়, তোমরা আল্লাহ্‌র রাস্তায় সংঘবদ্ধ হইয়া যাত্রা কর, তখন তোমরা দুনিয়ার প্রতি মহব্বতে ভারাক্রান্ত হইয়া[১১৮৪] পড়? তোমরা কি পরকালের মুকাবিলায় পার্থিব জীবনে পরিতুষ্ট হইয়া গিয়াছ? কিন্তু পার্থিব জীবনের ভোগ-সামগ্রী পরকালের তুলনায় অতি নগণ্য।

১১৮১। চান্দ্র বৎসর এবং সৌর বৎসর উভয়ই ১২ মাসে নির্ধারিত।

১১৮২। যি'ল-কা'দাহ্, যি'ল-হজ্জ, মুহার্‌রম্ ও রজব চারিটি পবিত্র মাস।

১১৮৩। আরবদের দীর্ঘ দিনের প্রথার প্রতি এই আয়াত ইশারা করিতেছে। পর পর তিনটি মাস (যি'ল-কা'দাহ, যি'ল-হজ্জ এবং মুহার্‌রম্) লুণ্ঠণ-মূলক অভিযান হইতে নিজদিগকে বিরত রাখিবার জন্য তাহাদের নিকট কখনো কখনো অতি দীর্ঘ সময় বলিয়া মনে হইত। এই কারণে পবিত্র মাসগুলির মধ্যে নিষেধাজ্ঞা হইতে নিজদিগকে মুক্ত করার জন্যই তাহারা কোন কোন সময় এক পবিত্র মাসকে সাধারণ মাসে এবং এক সাধারণ মাসকে পবিত্র মাসে পরিবর্তিত করিয়া লইত।

১১৮৪। উক্তিটি তাবুক অভিযান সম্পর্কে। তাবুক শহর দামেশ্‌ক এবং মদীনার প্রায় মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। নবী করীম (সাঃ)-কে সংবাদ দেওয়া হইয়াছিল যে, পূর্ব-রোম সাম্রাজ্যের গ্রীকরা, যাহারা রোমবাসীরূপে খ্যাত ছিল, তাহারা সিরিয়ার সীমান্তে সৈন্য সমাবেশ করিয়াছে। প্রায় ৩০,০০০ লোকের এক সেনাবাহিনীসহ আঁ- হযরত (সাঃ) নবম হিজরী সনে সিরিয়া অভিমুখে মদীনা ত্যাগ করিলেন। মুসলমান সৈন্যদিগকে দীর্ঘ ও বন্ধুর পথ অতিক্রম করিতে অনেক দুঃখকষ্ট সহিতে হইয়াছিল। ইহাকে "জাইশুল উস্‌রা" অর্থাৎ দুঃখময় সেনাবাহিনী নামে অভিহিত করা হয়।

إِلَّا تَنفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۙ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٣٩﴾

৩৯। যদি তোমরা (আল্লাহ্‌র পথে) যাত্রা না কর, আল্লাহ্ তোমাদিগকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দিবেন এবং তোমাদের স্থলে অন্য কোন জাতিকে বদল করিয়া লইবেন এবং তোমরা তাঁহার কোন অনিষ্ট করিতে পারিবে না। বস্তুতঃ আল্লাহ্ প্রত্যেক বিষয়ের উপর সর্বশক্তিমান।

إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا ۚ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ ۗ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٤٠﴾

৪০। যদি তোমরা এই রসূলকে সাহায্য না কর তাহা হইলে (স্মরণ রাখিও) নিশ্চয় আল্লাহ্ সেই সময়ও তাহাকে সাহায্য করিয়াছিলেন যখন কাফেররা তাহাকে বাহির করিয়া দিয়াছিল এমতাবস্থায় যে সে ছিল দুই জনের মধ্যে দ্বিতীয়, যখন তাহারা গুহায় ছিল, যখন সে নিজ সঙ্গীকে বলিতেছিল, 'দুঃখ করিও না নিশ্চয় আল্লাহ্ আমাদের সঙ্গে আছেন; অতঃপর আল্লাহ্ তাহার[১১৮৫] উপর নিজ প্রশান্তি অবতীর্ণ করিলেন এবং তিনি তাহাকে এমন সৈন্য বাহিনী দ্বারা সাহায্য করিলেন যাহাদিগকে তোমরা দেখিতেছিলে না। এবং যাহারা অবিশ্বাস করিয়াছিল তিনি তাহাদের কথাকে তুচ্ছ প্রতিপন্ন করিলেন; প্রকৃত পক্ষে আল্লাহ্‌র কথাই সর্বোচ্চ। বস্তুতঃ আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়।[১১৮৬]

انفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾

৪১। তোমরা যাত্রা কর হালকা অবস্থায় অথবা ভারী[১১৮৭] অবস্থায় এবং আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ কর তোমাদের ধন-সম্পদ দিয়া এবং তোমাদের প্রাণ দিয়া। ইহাই তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা জানিতে।

১১৮৫। "তাহার উপর নিজ প্রশান্তি" বাক্যাংশে "তাহার" সর্বনামটি হযরত আবু বকর (রাঃ)-কে বুঝায়, যেহেতু হযরত নবী করীম (সাঃ) ছিলেন সার্বক্ষণিকভাবে প্রশান্ত এবং নির্লিপ্ত। এবং "তাহাকে এমন সৈন্য বাহিনী দ্বারা" এই বাক্যাংশের সর্বনাম আঁ-হযরত (সাঃ)-কে বুঝায়। সর্বনাম ব্যবহারের এইরূপ তারতম্য আরবী ভাষায় দেখা যায় এবং ইহাকে 'ইনতিশারুস যামায়ের' বলা হয় (দেখুন ৪৮ঃ১০)।

১১৮৬। এই উক্তি হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর হিজরত সম্পর্কে—ইহা সেই সময়ের কথা যখন হযরত আবু বকর (রাঃ)-কে সঙ্গে নিয়া নবী করীম-(সাঃ) মক্‌কা হইতে মদীনায় যাওয়ার পথে সাওর পর্বত গুহায় আশ্রয় লইয়াছিলেন। এই আয়াত হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর আধ্যাত্মিক উচ্চ মর্যাদার উপরে "দুইজনের মধ্যে দ্বিতীয়" এই উক্তি দ্বারা কিছু আলোকপাত করিতেছে, যাহাদের সাথে আল্লাহ্ ছিলেন এবং যাহাদের ভয় আল্লাহ্‌তা'লা প্রশমিত করিয়াছিলেন।

ইতিহাসে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে যে, গিরিকন্দরে হযরত আবু বকর (রাঃ) যখন কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন এবং যখন আঁ-হযরত (সাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন তিনি ক্রন্দন করিতেছেন, তখন উত্তরে তিনি (রাঃ) বলিলেন, আমার জীবনের জন্য আমি কাঁদি না হে আল্লাহ্‌র রসূল। কারণ, যদি আমার মৃত্যু হয় ইহা শুধু একটি জীবনেরই অবসান। কিন্তু আপনি যদি মৃত্যু বরণ করেন তাহা হইলে ইহা হইবে ইসলামের মৃত্যু এবং গোটা মুসলিম জাতির অবসান (যুরকানী)।

১১৮৭। হাল্‌কা অথবা ভারী শব্দদ্বয়ের মর্ম হইতে পারে, যুবক বা বৃদ্ধ, একাকী বা দলবলে; পদব্রজে বা ঘোড়ায় চড়িয়া, যথেষ্ট অস্ত্রশস্ত্র এবং খাদ্য-সম্ভার সহ অথবা অপ্রতুল হাতিয়ার এবং অপর্যাপ্ত খাদ্যদ্রব্য সহ ইত্যাদি।

لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيْبًا وَّسَفَرًا قَاصِدًا لَّاتَّبَعُوْكَ وَلٰكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ ؕ وَسَيَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ ۚ يُهْلِكُوْنَ اَنْفُسَهُمْ ۚ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ﴿۴۲﴾

৪২ । যদি ইহা কোনও তাৎক্ষণিক লাভের ব্যাপার হইত এবং সফরও সংক্ষিপ্ত হইত তাহা হইলে তাহারা নিশ্চয় তোমার অনুসরণ করিত, কিন্তু সফরের ব্যবধান তাহাদের নিকট দীর্ঘ প্রতীয়মান হইল।[১১৮৮] তথাপি তাহারা নিশ্চয় আল্লাহ্‌র নামে শপথ করিয়া বলিবে, 'যদি আমাদের সাধ্য থাকিত তাহা হইলে নিশ্চয় আমরা তোমাদের সহিত বাহির হইতাম।' তাহারা নিজদিগকে ধ্বংস করিতেছে; এবং আল্লাহ্ নিশ্চয় অবগত আছেন যে তাহারা মিথ্যাবাদী ।

৬ [৫] ১২

عَفَا اللّٰهُ عَنْكَ ۚ لِمَ اَذِنْتَ لَهُمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَتَعْلَمَ الْكٰذِبِيْنَ ﴿۴۳﴾

৪৩ । আল্লাহ্ তোমাকে মার্জনা করিয়া দিয়াছেন[১১৮৯] (তোমার ত্রুটি এবং তজ্জনিত কুফলকে)। কেন তুমি তাহাদিগকে অনুমতি দিলে (পিছনে থাকিবার) যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহাদের বিষয়টি তোমার নিকট স্পষ্ট হইয়া যাইত যাহারা সত্যবাদী এবং তাহাদিগকে তুমি জানিয়া লইতে যাহারা মিথ্যাবাদী ?

لَا يَسْتَاْذِنُكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ اَنْ يُّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالْمُتَّقِيْنَ ﴿۴۴﴾

৪৪ । যাহারা আল্লাহ্ এবং পরকালের উপর ঈমান রাখে, তাহারা নিজেদের ধন-প্রাণ দিয়া জিহাদ করা হইতে (বাঁচিবার জন্য) তোমার নিকট অনুমতি চাহে না। বস্তুতঃ আল্লাহ্ মুত্তাকীগণকে ভালভাবে জানেন ।

اِنَّمَا يَسْتَاْذِنُكَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوْبُهُمْ فَهُمْ فِيْ رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُوْنَ ﴿۴۵﴾

৪৫ । তোমার নিকট অনুমতি কেবল তাহারাই চাহে যাহারা আল্লাহ্ এবং পরকালের উপর ঈমান আনে না, প্রকৃতপক্ষে তাহাদের হৃদয়সমূহ সন্দেহপূর্ণ, ফলে তাহারা তাহাদের সন্দেহে দ্বিধাগ্রস্ত হইয়া পড়ে ।

وَلَوْ اَرَادُوا الْخُرُوْجَ لَاَعَدُّوْا لَهٗ عُدَّةً وَّلٰكِنْ كَرِهَ اللّٰهُ انْۢبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيْلَ اقْعُدُوْا مَعَ الْقٰعِدِيْنَ ﴿۴۶﴾

৪৬ । এবং তাহারা যদি বাহির হওয়ার সংকল্প করিয়া থাকিত তাহা হইলে তাহারা ইহার জন্য ভালরূপে প্রস্তুতি গ্রহণ করিত; কিন্তু তাহাদের অগ্রসর হওয়াকে আল্লাহ্ পসন্দ করেন নাই। সেইজন্য তিনি তাহাদিগকে পশ্চাতে রাখিয়া দিলেন এবং (তাহাদিগকে) বলা হইল, 'তাহাদের সহিত তোমরা বসিয়া থাক যাহারা বসিয়া আছে ।'

১১৮৮ । পথ খুবই দুর্গম এবং যাত্রা কষ্টসাধ্য ছিল । মুসলমান সৈন্যবাহিনীকে অত্যন্ত গরম আবহাওয়ার মধ্য দিয়া সিরিয়ার সীমান্ত পর্যন্ত প্রায় ২ শত মাইল পথ অতিক্রম করিতে হইয়াছিল এক বিশাল শক্তিশালী সেনাবাহিনীকে মোকাবিলা করিবার জন্য । ইহা ছিল ফসল কাটার মওসুম এবং পাকা ফলের ভারে বৃক্ষসমূহ ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল ।

১১৮৯ । "আফাল্লাহু আনকা" আরবী ভাষার এই উক্তির মর্ম এইরূপ নহে যে, নবী আকরাম (সাঃ) কর্তৃক কৃত কোন পাপকে ক্ষমা করা হইয়াছিল, বরং ইহা আঁ-হযরত (সাঃ)-এর জন্য ঐশী ভালবাসা এবং উৎকণ্ঠা প্রকাশ বুঝায় ।

لَوْ خَرَجُوْا فِيْكُمْ مَّا زَادُوْكُمْ اِلَّا خَبَالًا وَّ لَاْ اَوْضَعُوْا خِلٰلَكُمْ يَبْغُوْنَكُمُ الْفِتْنَةَ ۚ وَفِيْكُمْ سَمّٰعُوْنَ لَهُمْ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالظّٰلِمِيْنَ ﴿٤٧﴾

৪৭। যদি তাহারা তোমাদের সহিত বাহির হইত তাহা হইলে তোমাদের কেবল অমঙ্গলই বৃদ্ধি করিত এবং অবশ্যই তাহারা তোমাদের মধ্যে ফিত্না সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে তোমাদের মধ্যে এদিকে সেদিকে ধাইয়া বেড়াইত। এবং তোমাদের মধ্যে এমন লোক আছে যাহারা (তাহাদের নিকট খবর পাচার করিবার জন্য) তোমাদের কথা (কান পাতিয়া) শুনে। এবং আল্লাহ্ যালেমদিগকে ভালভাবে জানেন।

لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَ قَلَّبُوْا لَكَ الْاُمُوْرَ حَتّٰى جَآءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ اَمْرُ اللّٰهِ وَهُمْ كٰرِهُوْنَ ﴿٤٨﴾

৪৮। অবশ্য তাহারা ইতিপূর্বে ফিত্না সৃষ্টি করার চেষ্টা করিয়াছিল এবং তোমার বিরুদ্ধে (দূরিভসন্ধি করিয়া) বিষয়াবলীকে উলট-পালট করিয়াছিল যে পর্যন্ত না সত্য সমাগত হইল এবং আল্লাহ্র সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হইল যদিও তাহারা ইহা অপসন্দ করিয়াছিল।

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّقُوْلُ ائْذَنْ لِّيْ وَلَا تَفْتِنِّيْ ۗ اَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوْا ۗ وَاِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيْطَةٌۢ بِالْكٰفِرِيْنَ ﴿٤٩﴾

৪৯। এবং তাহাদের মধ্য হইতে এমন লোক আছে যে বলে, 'তুমি আমাদিগকে (পিছনে অবস্থান করিবার) অনুমতি দাও এবং আমাদিগকে পরীক্ষায় ফেলিও না।' জানিয়া রাখ, তাহারা পূর্বেই পরীক্ষায় নিপতিত হইয়াছে। এবং নিশ্চয় জাহান্নাম কাফেরদিগকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে।

اِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ ۚ وَ اِنْ تُصِبْكَ مُصِيْبَةٌ يَّقُوْلُوْا قَدْ اَخَذْنَاۤ اَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَّهُمْ فَرِحُوْنَ ﴿٥٠﴾

৫০। তোমার মঙ্গল হইলে তাহা উহাদিগকে পীড়া দেয় এবং তোমার কোন বিপদ ঘটিলে তাহারা বলে, 'আমরা তো পূর্বেই আমাদের ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছিলাম।' এবং তাহারা উৎফুল্ল হইয়া পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে।

قُلْ لَّنْ يُّصِيْبَنَاۤ اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا ۚ هُوَ مَوْلٰىنَا ۚ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ﴿٥١﴾

৫১। তুমি বল, 'আমাদের উপর আল্লাহ্ যাহা নির্ধারিত করিয়াছেন তাহা ব্যতিরেকে কিছুই আপতিত হয় না। তিনিই আমাদের রক্ষাকর্তা। এবং মো'মেনগণের কর্তব্য যেন তাহারা আল্লাহ্র উপরই নির্ভর করে।

قُلْ هَلْ تَرَبَّصُوْنَ بِنَاۤ اِلَّاۤ اِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ ۗ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ اَنْ يُّصِيْبَكُمُ اللّٰهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهٖۤ اَوْ بِاَيْدِيْنَا ۚ فَتَرَبَّصُوْۤا اِنَّا مَعَكُمْ مُّتَرَبِّصُوْنَ ﴿٥٢﴾

৫২। তুমি বল, 'তোমরা আমাদের জন্য শুধু দুইটি কল্যাণের[১১৯০] মধ্যে একটি ছাড়া আর কিছুরই অপেক্ষা করিতেছ না; অথচ আমরা তোমাদের জন্য কেবল ইহার অপেক্ষা করিতেছি যে, আল্লাহ্ তোমাদিগকে যন্ত্রণা দিবেন নিজ পক্ষ হইতে শাস্তি দ্বারা অথবা আমাদের হস্ত দ্বারা। সুতরাং তোমরা অপেক্ষা কর, আমরাও নিশ্চয় তোমাদের সহিত অপেক্ষা করিব।

১১৯০। প্রকৃত মুসলমান আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ করিয়া শহীদ হয় অথবা বিজয়ী হয়। তাহার জন্য আর কোন বিকল্প পথ নাই।

قُلْ اَنْفِقُوْا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا لَّنْ يُّتَقَبَّلَ مِنْكُمْ ؕ اِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فٰسِقِيْنَ ﴿٥٣﴾

৫৩। তুমি বল, 'তোমরা ইচ্ছা পূর্বক খরচ কর অথবা অনিচ্ছাপূর্বক, ইহা তোমাদের নিকট হইতে কখনও কবুল করা হইবে না। [১১৯১] নিশ্চয় তোমরা অবাধ্য জাতি।

وَمَا مَنَعَهُمْ اَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقٰتُهُمْ اِلَّاۤ اَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَبِرَسُوْلِهٖ وَلَا يَاْتُوْنَ الصَّلٰوةَ اِلَّا وَهُمْ كُسَالٰى وَلَا يُنْفِقُوْنَ اِلَّا وَهُمْ كٰرِهُوْنَ ﴿٥٤﴾

৫৪। এবং তাহাদিগের নিকট হইতে অর্থ দান কবুল করিতে ইহা ছাড়া আর কিসে বাধা দেয় যে, তাহারা আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসূলকে অস্বীকার করে। এবং তাহারা কেবল শৈথিল্যের সাথে নামাযে উপস্থিত হয় এবং (আল্লাহ্র রাস্তায়) কেবল অনিচ্ছাকৃতভাবে খরচ করে।

فَلَا تُعْجِبْكَ اَمْوَالُهُمْ وَلَاۤ اَوْلَادُهُمْ ؕ اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ اَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كٰفِرُوْنَ ﴿٥٥﴾

৫৫। সুতরাং তাহাদের ধন-সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততি যেন তোমাকে বিস্মিত না করে। আল্লাহ্ তো চাহিতেছেন যেন এই সবের দ্বারা তাহাদিগকে ইহজীবনে শাস্তি দেন [১১৯২] এবং তাহাদের আত্মা যেন কাফের থাকা অবস্থাতেই বাহির হইয়া যায়।

وَيَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ اِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ ؕ وَمَا هُمْ مِّنْكُمْ وَلٰكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَّفْرَقُوْنَ ﴿٥٦﴾

৫৬। এবং তাহারা আল্লাহ্র নামে শপথ করে যে, নিশ্চয় তাহারা তোমাদের অন্তর্ভুক্ত, অথচ তাহারা তোমাদের অন্তর্ভুক্ত নহে, বরং তাহারা এমন এক জাতি যাহারা খুব ভয় করে।

لَوْ يَجِدُوْنَ مَلْجَاً اَوْ مَغٰرٰتٍ اَوْ مُدَّخَلًا لَّوَلَّوْا اِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُوْنَ ﴿٥٧﴾

৫৭। যদি তাহারা কোন আশ্রয়স্থল, কোন গিরিগুহা অথবা কোন প্রবেশযোগ্য গর্ত পাইত তাহা হইলে তাহারা অবশ্যই সেই দিকে পিঠ ফিরাইয়া লইত এবং ক্ষিপ্রগতিতে দৌড়াইয়া যাইত।

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّلْمِزُكَ فِى الصَّدَقٰتِ ۚ فَاِنْ اُعْطُوْا مِنْهَا رَضُوْا وَاِنْ لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَاۤ اِذَا هُمْ يَسْخَطُوْنَ ﴿٥٨﴾

৫৮। এবং তাহাদের মধ্যে এমন কতক লোক আছে, যাহারা সাদাকাসমূহ (যাকাত বন্টন) সম্বন্ধে তোমাকে দোষারোপ করে। অতঃপর, যদি উহা হইতে তাহাদিগকে কিছু দেওয়া হয়, তাহা হইলে তাহারা সন্তুষ্ট হয়, এবং যদি উহা হইতে তাহাদিগকে কিছু দেওয়া না হয়, তাহা হইলে তাহারা ক্ষুব্ধ হয়।

১১৯১। মোনাফেকদের (কপটদের) প্রতি শাস্তির প্রকৃতির পরিমাপ বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। কোন জরিমানা তাহাদের উপর চাপাইয়া দেওয়া হয় নাই, না তাহাদিগকে কয়েদী বানানো হইয়াছিল, না এমন কোন শাস্তি দেওয়া হইয়াছিল যাহা সাধারণতঃ এই জাতীয় অপরাধের জন্য দেওয়া হইত। তাহাদিগকে কেবল সহজভাবে ইহাই বলা হইয়াছিল যে, তাহাদের আত্মাকে পবিত্রকরণের জন্য যাকাতরূপে যে একটি উপায় ছিল, উহা তাহাদের নিকট হইতে গ্রহণ করা হইবে না। ইহাতেই প্রতিপন্ন হয় যে, কপটদের সহিত নবী করীম (সাঃ)-এর ব্যবহার কোন আর্থিক বা পার্থিব প্রণোদিত ব্যাপার ছিল না।

১১৯২। মোনাফেকদিগকে সতর্ক করা হইয়াছে যে, তাহাদের ধন-সম্পদ এবং তাহাদের সন্তান-সন্ততি যাহাদিগকে উপলক্ষ্য করিয়া তাহারা যুদ্ধে যাইতে বিরত রহিয়াছিল তাহাদের জন্য চরম মর্ম বেদনার কারণ হইবে। তাহারা যে ধর্মকে ঘৃণা করিতেছে তাহাদের সন্তানগণ সেই ধর্মই গ্রহণ করিবে এবং তাহাদের ধন-সম্পদ উহার উন্নতিকল্পে ব্যয় করিবে।

وَلَوْ اَنَّهُمْ رَضُوْا مَآ اٰتٰىهُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ ۙ وَقَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ سَيُؤْتِيْنَا اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ وَرَسُوْلُهٗٓ ۙ اِنَّآ اِلَى اللّٰهِ رٰغِبُوْنَ ۝٥٩

৫৯। কত উত্তম হইত যদি আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূল তাহাদিগকে যাহা কিছু দিয়াছিলেন তাহাতে তাহারা সন্তুষ্ট থাকিত এবং বলিত, 'আল্লাহ্ আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহ হইতে আমাদিগকে দান করিবেন এবং তাঁহার রসূলও; আমরা আল্লাহ্রই প্রতি অনুরাগী।'

৭ [১৭] ১৩

اِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغٰرِمِيْنَ وَفِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۭ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ ۭ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۝٦٠

৬০। সাদাকাসমূহ (যাকাত)[১১৯৩] কেবল গরীব, মিসকীন এবং সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের এবং তাহাদের জন্য যাহাদের হৃদয়ে প্রীতি সঞ্চার করিতে হয় এবং দাস-মুক্তির জন্য এবং ঋণগ্রস্তদের জন্য এবং আল্লাহ্র পথে জিহাদকারী এবং পথিকদের জন্য—আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত বিধান। বস্তুতঃ আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী, পরম প্রজ্ঞাময়।

وَمِنْهُمُ الَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ النَّبِيَّ وَيَقُوْلُوْنَ هُوَ اُذُنٌ ۭ قُلْ اُذُنُ خَيْرٍ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ ۭ وَالَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝٦١

৬১। এবং তাহাদের মধ্যে এমনও আছে যাহারা নবীকে মনোকষ্ট দেয় এবং বলে, 'সে তো (আগাগোড়াই) কান।'[১১৯৪] তুমি বল, 'তাহার কান তোমাদেরই কল্যাণের জন্য, সে আল্লাহ্র উপর ঈমান আনে এবং মো'মেনদিগকে বিশ্বাস করে এবং তোমাদের মধ্যে যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহাদের জন্য রহমত। এবং যাহারা আল্লাহ্র রসূলকে মনোকষ্ট দেয় তাহাদের জন্য রহিয়াছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব।

يَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ لَكُمْ لِيُرْضُوْكُمْ ۚ وَاللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗٓ اَحَقُّ اَنْ يُّرْضُوْهُ اِنْ كَانُوْا مُؤْمِنِيْنَ ۝٦٢

৬২। তাহারা তোমাদের নিকট তোমাদিগকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য আল্লাহ্র নামে শপথ করে অথচ আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলই অধিকতর হক্দার যে তাহারা তাঁহাকে সন্তুষ্ট করুক যদি তাহারা প্রকৃত মো'মেন হয়।

১১৯৩। "সাদাকাত"-এর অর্থ এখানে বাধ্যতামূলক সদ্কা অর্থাৎ যাকাত বুঝায়। এই আয়াত যাকাতের উদ্দেশ্য এবং যাকাত যে ব্যক্তির উপর প্রদেয় উহার সত্তা নির্ধারণ করিয়াছে; যথা (ক) "ফোকারা" একবচনে ফকীর (মূল শব্দ ফাকারা যাহার অর্থ, ইহা তাহার পিঠের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল (লেইন)। অর্থাৎ দরিদ্র অথবা রোগ-বাধিতে যাহারা ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল তাহারা, (খ) "মাসাকীন" (এক বচনে মিস্কীন, মূল শব্দ সাকানা হইতে উৎপন্ন) অর্থাৎ সেই সকল লোক যাহারা কর্মক্ষম কিন্তু তাহাদের উপায়-উপকরণের অভাব, (গ) সেই সব লোক যাহারা যাকাত আদায়ে নিয়োজিত বা যাকাতের অন্য কোন কাজে জড়িত, (ঘ) অভাবগ্রস্ত নও-মুসলিম যাহাদিগের আর্থিক সাহায্যের প্রয়োজন রহিয়াছে, (ঙ) গোলাম, কয়েদী এবং এহেন অন্যান্য লোকগণ যাহাদেরকে আযাদ বা মুক্ত হওয়ার জন্য মুক্তি-পণ দিতে হইত, (চ) যাহারা তাহাদের ঋণ পরিশোধ করিতে অক্ষম অথবা ব্যবসা-বাণিজ্যে অসাধারণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত প্রভৃতি,(ছ) যে কোন সৎ কাজের জন্য এবং (জ) মুসাফিরিতে অর্থাভাবে যাহারা অসহায় অবস্থায় নিপতিত অথবা যাহারা জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে ভ্রমণে বাহির হয় অথবা সামাজিক উন্নতির উদ্দেশ্যে কাজ করে।

১১৯৪। "উযুনুন" (শাব্দিক অর্থ কান)-এর মর্ম এমন ব্যক্তি যিনি শ্রবণ করেন এবং যাহা কিছুই তাহাকে বলা হয় তিনি তাহা বিশ্বাস করেন। বহু অবজ্ঞাপূর্ণ এবং ঘৃণাসূচক মন্তব্য যাহা রসূল (সাঃ)-এর কলঙ্ক রটণাকারীরা তাঁহার সম্বন্ধে করিয়াছিল, সেইসবের মধ্যে একটি ছিল এই যে, সকল সংবাদ বিবরণী বা রিপোর্ট যাহা কিছু তাঁহাকে বলা হইত তিনি শুনিতেন এবং তৎক্ষণাৎই সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, তিনি যেন যান্ত্রিক শ্রবণেন্দ্রিয়ে পরিণত হইয়াছিলেন।

اَلَمْ يَعْلَمُوْٓا اَنَّهٗ مَنْ يُّحَادِدِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَاَنَّ لَهٗ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيْهَا ؕ ذٰلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيْمُ ﴿٦٣﴾

৬৩। তাহারা কি জানেনা যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে তাহার জন্য জাহান্নামের আগুন নির্ধারিত আছে, সে উহাতে দীর্ঘকাল বাস করিতে থাকিবে ? উহা নিদারুন লাঞ্ছনা।

يَحْذَرُ الْمُنٰفِقُوْنَ اَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُوْرَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِيْ قُلُوْبِهِمْ ؕ قُلِ اسْتَهْزِءُوْا ۚ اِنَّ اللّٰهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُوْنَ ﴿٦٤﴾

৬৪। মোনাফেকরা (লোক দেখানোর জন্য) ভয় প্রকাশ [১১৯৫] করে যে, তাহাদের বিরুদ্ধে যেন কোন সূরা অবতীর্ণ না হইয়া যায়, যাহা তাহাদিগকে (মুসলমানদিগকে) ঐ সকল কথা সম্বন্ধে সতর্ক করিয়া দেয় যাহা তাহাদের অন্তরে রহিয়াছে। তুমি বল, 'তোমরা হাসি তামাশা করিতে থাক; নিশ্চয় আল্লাহ্ সেই বিষয়কে প্রকাশ করিয়া দিবেন যাহার সম্বন্ধে তোমরা ভয় করিতেছ।'

وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ لَيَقُوْلُنَّ اِنَّمَا كُنَّا نَخُوْضُ وَنَلْعَبُ ؕ قُلْ اَبِاللّٰهِ وَاٰيٰتِهٖ وَرَسُوْلِهٖ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿٦٥﴾

৬৫। যদি তুমি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, তাহা হইলে নিশ্চয় তাহারা এই কথা বলিবে যে, 'আমরা কেবল খোশ-গল্প ও হাসি তামাশা করিতেছিলাম।' তুমি বল, 'তোমরা কি আল্লাহ্ এবং তাঁহার আয়াতসমূহ ও তাঁহার রসূলের সহিত হাসি-বিদ্রূপ করিতেছিলে ?'

لَا تَعْتَذِرُوْا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ ؕ اِنْ نَّعْفُ عَنْ طَآئِفَةٍ مِّنْكُمْ نُعَذِّبْ طَآئِفَةً ۢ بِاَنَّهُمْ كَانُوْا مُجْرِمِيْنَ ﴿٦٦﴾ ع ٨ [٧] ١٨

৬৬। তোমরা কোন ওজর-আপত্তি করিও না। তোমরা অবশ্যই তোমাদের ঈমানের পর কুফরী করিয়াছ। যদি আমরা তোমাদের একদলকে ক্ষমা করিয়া দিই তাহা হইলে অপর এক দলকে শাস্তি দিব এই জন্য যে, তাহারা অপরাধী।

اَلْمُنٰفِقُوْنَ وَالْمُنٰفِقٰتُ بَعْضُهُمْ مِّنْۢ بَعْضٍ ۘ يَاْمُرُوْنَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوْفِ وَيَقْبِضُوْنَ اَيْدِيَهُمْ ؕ نَسُوا اللّٰهَ فَنَسِيَهُمْ ؕ اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ﴿٦٧﴾

৬৭। মোনাফেক্ [১১৯৬] পুরুষ ও মোনাফেক নারীগণ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। তাহারা অসৎ কাজ করিতে আদেশ দেয় এবং সৎকাজ করিতে নিষেধ করে এবং তাহাদের হাতকে (আল্লাহ্র রাস্তায় খরচ করা হইতে) গুটাইয়া রাখে। তাহারা আল্লাহ্কে ভুলিয়া গিয়াছে, ফলে তিনিও তাহাদিগকে ভুলিয়া গিয়াছেন। [১১৯৭] নিশ্চয় মোনাফেক্রা দুষ্কৃতিপরায়ণ।

১১৯৫। মোনাফেকরা প্রকৃতপক্ষে এরূপ কোন ভয় মনে স্থান দিত না, কারণ উহারা রসূল করীম (সাঃ)-এর ঐশী-বাণী প্রাপ্তিতে বিশ্বাস করিত না। এই আয়াত কেবল তাহাদের ব্যঙ্গ উপহাসের বিদ্রূপাত্মক প্রকৃতির পরোক্ষ উল্লেখ করিয়াছে মাত্র।

১১৯৬। "মোনাফেক" নাফাক্ শব্দ হইতে উৎপন্ন, যাহার অর্থ ছিদ্র বা সরু গলিপথ যাহা মাটির ভিতর দিয়া অপর প্রান্তে কোন স্থানে বাহির হয়, এবং আন্ নিফাক-এর অর্থ এক দরজার মাধ্যমে ঈমানে প্রবেশ করা এবং ইহা ত্যাগ পূর্বক অপর দরজা দিয়া বাহির হইয়া যাওয়া (আক্রাব)।

১১৯৭। "নিস্ইয়ান" সাধারণ অর্থে ভুলিয়া যাওয়া, প্রকৃত ভাবে কোন ব্যক্তি বা বস্তুকে স্মৃতিশক্তি লোপ পাওয়ার কারণে বা উদাসীনতার জন্য অথবা ইচ্ছাকৃত ভাবে ভুলিয়া যাওয়া বুঝায়। নিস্ইয়ান শব্দ যখন আল্লাহ্তা'লার সম্পর্কে ব্যবহৃত হয় তখন ইহার মর্ম কোন ব্যক্তির প্রতি শাস্তি প্রদানের দ্বারা বা ভালবাসা ও স্নেহের প্রকাশ বন্ধ করার দ্বারা সেই ব্যক্তির সহিত আল্লাহ্র সম্পর্কেচ্ছেদ করাকে বুঝায় (মুফরাদাত)।

وَعَدَ اللّٰهُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْمُنٰفِقٰتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ هِيَ حَسْبُهُمْ ۚ وَلَعَنَهُمُ اللّٰهُ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ ﴿٦٨﴾

৬৮ । মোনাফেক পুরুষ ও মোনাফেক নারী এবং কাফেরদিগকে আল্লাহ্ জাহান্নামের আগুনের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন, সেখানে তাহারা বসবাস করিতে থাকিবে । উহা তাহাদের জন্য যথেষ্ট । এবং আল্লাহ্ তাহাদিগকে অভিসম্পাত করিয়াছেন । এবং তাহাদের জন্য রহিয়াছে স্থায়ী শাস্তি।

كَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوْٓا اَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَّاَكْثَرَ اَمْوَالًا وَّاَوْلَادًا ؕ فَاسْتَمْتَعُوْا بِخَلَاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِيْ خَاضُوْا ؕ اُولٰٓئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۚ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿٦٩﴾

৬৯ । ঐ সকল লোকের অনুরূপ, যাহারা তোমাদের পূর্বে ছিল— তাহারা তোমাদের চাইতে শক্তিতে অধিকতর প্রবল ছিল, ধন-সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততিতে প্রাচুর্যশালী ছিল । অতএব, তাহারা তাহাদের ভাগ্য অনুযায়ী সুখ ভোগ করিয়াছে এবং তোমরা তোমাদের ভাগ্য অনুযায়ী সুখ ভোগ করিয়াছ যেরূপে তোমাদের পূর্ববর্তীগণ তাহাদের ভাগ্য অনুযায়ী সুখ ভোগ করিয়াছিল । এবং তোমরা অনর্থক কথা-বার্তায় মগ্ন হইয়াছ যেভাবে তাহারা অনর্থক কথা-বার্তায় মগ্ন হইয়াছিল । ইহারাই এমন— যাহাদের কাজকর্ম ইহলোক এবং পরলোকে বিফল হইয়াছে । এবং ইহারাই ক্ষতিগ্রস্ত।

اَلَمْ يَاْتِهِمْ نَبَاُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوْحٍ وَّ عَادٍ وَّ ثَمُوْدَ ۙ وَقَوْمِ اِبْرٰهِيْمَ وَاَصْحٰبِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكٰتِ ؕ اَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ ۚ فَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ﴿٧٠﴾

৭০ । তাহাদের নিকট কি তাহাদের পূর্ববর্তীদের গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ পৌঁছে নাই— নূহ, আদ ও সামূদের জাতির এবং ইব্রাহীমের জাতির এবং মাদ্ইয়ান ও বিধ্বস্ত নগরীর[১১৯৮] অধিবাসীগণের ? তাহাদের নিকট তাহাদের রসূলগণ স্পষ্ট নিদর্শন সহকারে আসিয়াছিল । বস্তুতঃ আল্লাহ্ তাহাদের উপর যুলুম করেন নাই বরং তাহারা নিজেরাই নিজেদের উপর যুলুম করিয়াছিল ।

وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۘ يَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَيُطِيْعُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ؕ اُولٰٓئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّٰهُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٧١﴾

৭১ । মো'মেন পুরুষ ও মো'মেন নারীগণ পরস্পরের বন্ধু । তাহারা সৎ কাজের আদেশ দেয় এবং অসৎ কাজ হইতে বিরত রাখে এবং তাহারা নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলের আনুগত্য করে । ইহারাই এমন— যাহাদের উপর আল্লাহ্ অবশ্যই দয়া করিবেন । নিশ্চয় আল্লাহ্ মহা পরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময় ।

وَعَدَ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَمَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِيْ جَنّٰتِ عَدْنٍ ؕ

৭২ । মো'মেন পুরুষ ও মো'মেন নারীগণকে আল্লাহ্ প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন এমন বাগানসমূহের, যাহাদের তলদেশ দিয়া নহর সমূহ প্রবাহিত, তথায় তাহারা চিরকাল বাস করিবে, এইরূপে

১১৯৮ । সদোম এবং ঘমোরার (আদিপুস্তক-১৯ঃ২৪-২৫) স্থানটিকে এখনকার "মৃত সাগর" বলিয়াই মনে করা হয় (সদোম অধ্যায়ে ঘিউ এনসাইক)। কুরআন বলে এই স্থানটি 'স্থায়ী রাস্তার' পার্শ্বে অথবা নিকটে অবস্থিত (১৫ঃ৭৫-৭৭)।

চিরস্থায়ী বাগানসমূহে পবিত্র বাসগৃহ সমূহেরও । অধিকন্তু আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি হইবে সর্বশ্রেষ্ঠ । উহাই হইবে পরম ও চরম সফলতা ।

وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ اَكْبَرُ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿٧٢﴾

৯ [৬] ১৫

৭৩ । হে নবী! তুমি কাফের ও মোনাফেকদের সহিত জিহাদ কর।[১১৯৯] এবং তাহাদের বিরুদ্ধে কঠোরতা অবলম্বন কর । বস্তুতঃ তাহাদের আবাসস্থল হইবে জাহান্নাম, উহা কত নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তন স্থল !

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ؕ وَمَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ؕ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ﴿٧٣﴾

৭৪ । তাহারা আল্লাহ্‌র নাম লইয়া শপথ করে যে তাহারা কিছু বলে নাই, অথচ তাহারা অবশ্যই অবিশ্বাসের কথা বলিয়াছে এবং তাহারা ইসলাম গ্রহণ করার পর অবিশ্বাস করিয়াছে। এবং তাহারা এমন বিষয়ের সংকল্প করিয়াছে যাহা তাহারা লাভ করিতে পারে নাই । এবং তাহারা শুধু এই জন্য শত্রুতা করিয়াছে যে, আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূল তাহাদিগকে অভাবমুক্ত[১২০০] করিয়া দিয়াছিলেন তাঁহার অনুগ্রহে । সুতরাং তাহারা যদি তওবা করে তাহা হইলে ইহা তাহাদের জন্য ভাল হইবে, এবং যদি তাহারা ফিরিয়া যায় সেক্ষেত্রে আল্লাহ্ তাহাদিগকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দিবেন এই দুনিয়াতেও এবং আখেরাতেও, এবং এই দুনিয়াতে তাহাদের কোন বন্ধু বা সাহায্যকারী থাকিবে না ।

يَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ مَا قَالُوْا ؕ وَلَقَدْ قَالُوْا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوْا بَعْدَ اِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوْا بِمَا لَمْ يَنَالُوْا ۚ وَمَا نَقَمُوْۤا اِلَّاۤ اَنْ اَغْنٰىهُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ مِنْ فَضْلِهٖ ۚ فَاِنْ يَّتُوْبُوْا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ ۚ وَاِنْ يَّتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللّٰهُ عَذَابًا اَلِيْمًا ۙ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۚ وَمَا لَهُمْ فِى الْاَرْضِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ﴿٧٤﴾

৭৫ । তাহাদের মধ্যে এমনও আছে যাহারা আল্লাহ্‌র সহিত অঙ্গীকার করে (এই বলিয়া), যদি তিনি আমাদিগকে স্বীয় অনুগ্রহ হইতে কিছু দান করেন তাহা হইলে নিশ্চয় আমরা দান-সদকা করিব এবং পুণ্যবানগণের অন্তর্ভুক্ত হইব ।

وَمِنْهُمْ مَّنْ عٰهَدَ اللّٰهَ لَئِنْ اٰتٰىنَا مِنْ فَضْلِهٖ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُوْنَنَّ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٧٥﴾

৭৬ । অতঃপর, যখন তিনি নিজ অনুগ্রহ হইতে তাহাদিগকে দান করিলেন তখন তাহারা ইহাতে কৃপণতা করিল এবং অবজ্ঞাভরে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিল ।

فَلَمَّاۤ اٰتٰىهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ بَخِلُوْا بِهٖ وَتَوَلَّوْا وَّهُمْ مُّعْرِضُوْنَ ﴿٧٦﴾

৭৭ । সুতরাং পরিণাম স্বরূপ তিনি তাহাদের অন্তরে কপটতা সংযুক্ত করিয়া দিলেন সেই দিন পর্যন্ত যেদিন তাহারা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবে, কেননা তাহারা আল্লাহ্‌র সহিত যে

فَاَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِىْ قُلُوْبِهِمْ اِلٰى يَوْمِ يَلْقَوْنَهٗ بِمَاۤ اَخْلَفُوا اللّٰهَ مَا وَعَدُوْهُ

১১৯৯ । "জিহাদ" (অনির্দিষ্ট নাম বাচক বিশেষ্যপদ, মূল জাহাদা-অর্থ সে সর্বশক্তি দিয়া সংগ্রাম করিয়াছিল) শব্দটি কুরআন করীমে সাধারণতঃ উক্ত অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে । মোনাফেকদিগের বিরুদ্ধে রসূল (সাঃ) কিরূপে সংগ্রাম করিতে নির্দেশিত হইয়া ছিলেন উহার কোন উল্লেখ নাই । কিন্তু এমন কিছুর ইংগিতও নাই যদ্বারা তরবারির সাহায্যে সংগ্রাম করা বুঝায় । প্রকৃত ঘটনা হইল নবী করীম (সাঃ) মোনাফেকদিগের বিরুদ্ধে কখনোই যুদ্ধ করেন নাই ।

১২০০ । হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর আগমনের পরে মদীনা শহরের অনেক উন্নতি হইয়াছিল, ইহা ব্যবসা-বাণিজ্যে সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছিল এবং মদীনার অধিবাসীগণ সম্পদশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন ।

وَبِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ ﴿٧٧﴾

অঙ্গীকার করিয়াছিল তাহা ভঙ্গ করিয়াছে এবং এই কারণে যে, তাহারা মিথ্যা কথা বলিত ।

اَلَمْ يَعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوٰىهُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ ﴿٧٨﴾

৭৮ । তাহারা কি জানিত না যে, আল্লাহ্ নিশ্চয় তাহাদের গুপ্ত তত্ত্ব এবং প্রকাশ্য পরামর্শ জানেন এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ অজ্ঞাত বিষয়সমূহ উত্তমরূপে অবগত আছেন ।

اَلَّذِيْنَ يَلْمِزُوْنَ الْمُطَّوِّعِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فِى الصَّدَقٰتِ وَالَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ اِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُوْنَ مِنْهُمْ ۙ سَخِرَ اللّٰهُ مِنْهُمْ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٧٩﴾

৭৯ । মো'মেনগণের মধ্য হইতে যাহারা মুক্তহস্তে দান করে এবং যাহারা নিজেদের শ্রম[১২০১](দ্বারা অর্জিত রোযগার) ব্যতিরেকে কোন কিছু পায় না তাহাদিগকে যাহারা (মোনাফেকরা) দোষারোপ করে এবং তাহাদিগকে বিদ্রূপ করে, আল্লাহ্ তাহাদিগকে বিদ্রূপের শাস্তি দিবেন এবং তাহাদের জন্য রহিয়াছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব ।

اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ اَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ۚ اِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً فَلَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ ۗ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ۗ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ﴿٨٠﴾

৮০ । তুমি তাহাদের জন্য ক্ষমা চাহ বা তুমি তাহাদের জন্য ক্ষমা না চাহ, যদি তাহাদের জন্য তুমি সত্তর বারও[১২০২] ক্ষমা চাহ, তথাপি আল্লাহ্ তাহাদিগকে কখনও ক্ষমা করিবেন না । ইহা এই জন্য যে, তাহারা আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসূলকে অস্বীকার করিয়াছে । এবং আল্লাহ্ দুষ্কৃতিপরায়ণ জাতিকে কখনও সৎপথ প্রদর্শন করেন না ।

১০ [৮] ১৬

فَرِحَ الْمُخَلَّفُوْنَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلٰفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ وَكَرِهُوْٓا اَنْ يُّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَقَالُوْا لَا تَنْفِرُوْا فِى الْحَرِّ ۗ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ اَشَدُّ حَرًّا ۗ لَوْ كَانُوْا يَفْقَهُوْنَ ﴿٨١﴾

৮১ । যাহারা পশ্চাতে রহিয়া গেল তাহারা আল্লাহ্র রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া (গৃহে) অবস্থান করিতেই আনন্দ বোধ করিল, এবং আল্লাহ্র রাস্তায় নিজেদের প্রাণ ও ধন-সম্পদ দিয়া জিহাদ করিতে অপসন্দ করিল । এবং তাহারা বলিল, 'তোমরা এই প্রচণ্ড গরমে বাহির হইও না ।' তুমি বল, 'জাহান্নামের আগুন ইহা অপেক্ষা অধিকতর উত্তপ্ত ।' হায়, যদি তাহারা উপলব্ধি করিতে পারিত !

فَلْيَضْحَكُوْا قَلِيْلًا وَّلْيَبْكُوْا كَثِيْرًا ۚ جَزَآءً ۢ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿٨٢﴾

৮২ । অতএব, তাহাদের কৃত-কর্মের প্রতিফলের জন্য তাহাদের কম হাসা উচিত[১২০৩] এবং অধিক কাঁদা উচিত ।

১২০১ । আবু আকীল নামক এক দরিদ্র মুসলমান তাঁহার সারা দিনের পারিশ্রমিক (যাহা ছিল অল্প কিছু খেজুর) তিনি তাঁহার চাঁদার অংশরূপে দিয়াছিলেন, তাঁহার এই নগণ্য চাঁদা দানের জন্য মুনাফেকরা তাহাকে উপহাস করিয়াছিল ।

১২০২ । "সত্তর' শব্দটি দ্বারা এখানে কোন বিশেষ সংখ্যা বুঝায় না, বরং বিষয়ের তীব্রতা প্রকাশার্থে বুঝায় অর্থাৎ এইরূপ মুনাফেকরা যাহাদের ধ্বংস অনিবার্য, কখনও ক্ষমা প্রাপ্ত হইবে না, যতই রসূল করীম (সাঃ) তাহাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন না কেন ।

১২০৩ । এই আয়াত সুস্পষ্টরূপে কোন আদেশ বহন করে না । ইহা কেবল এই ভবিষ্যদ্বাণী যুক্ত করিতেছে যে, শীঘ্রই সময় আসিতেছে যখন মোনাফেকরা হাসিবে কম এবং ক্রন্দন করিবে অনেক বেশী ।

فَإِنْ رَّجَعَكَ اللّٰهُ إِلٰى طَآئِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَاْذَنُوْكَ لِلْخُرُوْجِ فَقُلْ لَّنْ تَخْرُجُوْا مَعِيَ اَبَدًا وَّلَنْ تُقَاتِلُوْا مَعِيَ عَدُوًّا ؕ اِنَّكُمْ رَضِيْتُمْ بِالْقُعُوْدِ اَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوْا مَعَ الْخٰلِفِيْنَ ﴿٨٣﴾

৮৩। অতএব, আল্লাহ্ যদি তোমাকে তাহাদের মধ্যে কোন এক দলের নিকট পুনরায় ফিরাইয়া আনেন এবং তাহারা তোমার নিকট (যুদ্ধে) বাহির হওয়ার অনুমতি চাহে, তাহা হইলে তুমি বল, 'তোমরা কখনও আমার সহিত বাহির হইবে না এবং কখনও আমার সহিত থাকিয়া শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবে না। তোমরাতো প্রথমবার বসিয়া থাকাই পসন্দ করিয়াছিলে, সুতরাং যাহারা পিছনে অবস্থানকারী তাহাদের সহিত বসিয়া থাক।'

وَلَا تُصَلِّ عَلٰٓى اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّاتَ اَبَدًا وَّلَا تَقُمْ عَلٰى قَبْرِهٖ ؕ اِنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَمَاتُوْا وَهُمْ فٰسِقُوْنَ ﴿٨٤﴾

৮৪। এবং তাহাদের মধ্যে কাহারও মৃত্যু হইলে তুমি কখনও তাহার জানাযার নামায পড়িও না এবং তাহার কবরের পার্শ্বে (দোয়ার জন্য) দাঁড়াইও না, কারণ তাহারা আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসূলকে অস্বীকার করিয়াছে এবং এমন অবস্থায় মারা গিয়াছে যখন তাহারা অবাধ্য ছিল।

وَلَا تُعْجِبْكَ اَمْوَالُهُمْ وَاَوْلَادُهُمْ ؕ اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ اَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كٰفِرُوْنَ ﴿٨٥﴾

৮৫। এবং তাহাদের ধন-সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততি যেন তোমার বিস্ময়ের উদ্রেক না করে, আল্লাহ্ কেবল চাহেন যেন তিনি তাহাদিগকে উহার দ্বারা এই দুনিয়াতেই শাস্তি দেন এবং কাফের থাকা অবস্থাতেই যেন তাহাদের আত্মা বাহির হইয়া যায়।

وَاِذَآ اُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ اَنْ اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَجَاهِدُوْا مَعَ رَسُوْلِهِ اسْتَاْذَنَكَ اُولُوا الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوْا ذَرْنَا نَكُنْ مَّعَ الْقٰعِدِيْنَ ﴿٨٦﴾

৮৬। এবং যখন কোন সূরা (এই মর্মে) অবতীর্ণ হয় যে, 'তোমরা আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আন এবং তাহার রসূলের সহিত মিলিয়া জিহাদ কর।' তখন তাহাদের মধ্যে সামর্থ্যবান ব্যক্তিগণ তোমার নিকট অব্যাহতি চাহে এবং বলে, 'আমাদিগকে রেহাই দিন যাহাতে আমরা (গৃহে) উপবিষ্ট লোকদের সহিত থাকিতে পারি।'[১২০৪]

رَضُوْا بِاَنْ يَّكُوْنُوْا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُوْنَ ﴿٨٧﴾

৮৭। তাহারা পশ্চাতে (গৃহে) অবস্থানকারিণীদের[১২০৫] সঙ্গে থাকিতে পসন্দ করিয়াছে, বস্তুতঃ তাহাদের হৃদয়কে মোহারাঙ্কিত[১২০৬] করা হইয়াছে ফলে তাহারা উপলব্ধি করিতে পারে না।

১২০৪। তফ্‌সীরাধীন আয়াতের উক্তিটি প্রকৃত পক্ষে মুনাফেকদের উচ্চারিত বলিয়া ধরিয়া নেওয়া সমীচীন হইবে না। ইহা শুধু তাহাদের অবস্থা তুলিয়া ধরে, যাহার অন্তর্নিহিত মর্ম এই যে, তাহারা পশ্চাতে থাকিয়া যাওয়ার জন্য আঁ-হযরত (সাঃ)-এর নিকট বিভিন্ন বাহানা নিয়া আসিয়াছিল।

১২০৫। 'খাওয়ালিফ' অর্থ যুদ্ধের সময় যাহারা পিছনে থাকে, বা স্ত্রীলোকেরা (অথবা শিশুরা) যাহারা পশ্চাতে গৃহে অথবা তাবুতে থাকে। এই শব্দের মর্ম এইরূপ হইয়া থাকে, যথা মন্দ বা দুশ্চরিত্র ব্যক্তিরা (লেইন)।

১২০৬। দেখুন ২৭ টীকা

لٰكِنِ الرَّسُوْلُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ جٰهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ ۚ وَاُولٰٓئِكَ لَهُمُ الْخَيْرٰتُ ۫ وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿٨٨﴾

৮৮। কিন্তু এই রসূল এবং যাহারা তাহাদের সঙ্গে ঈমান আনিয়াছে তাহারা তাহাদের ধন-সম্পদ এবং প্রাণ দিয়া (আল্লাহ্‌র রাস্তায়) জিহাদ করে;বস্তুতঃ তাহাদের জন্যই কল্যাণ রহিয়াছে এবং তাহারাই সফলকাম হইবে।

اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿٨٩﴾ ع ١١ [٩] ١٧

৮৯। আল্লাহ্ তাহাদের জন্য এমন বাগানসমূহ প্রস্তুত করিয়াছেন যাহার তলদেশ দিয়া নহরসমূহ প্রবাহিত থাকিবে, তথায় তাহারা চিরস্থায়ী হইবে। উহাই পরম সফলতা।

وَجَآءَ الْمُعَذِّرُوْنَ مِنَ الْاَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِيْنَ كَذَبُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ۚ سَيُصِيْبُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٩٠﴾

৯০। এবং মরুবাসীদের মধ্যে অজুহাত পেশকারীগণ[১২০৭] আসিল যেন তাহাদিগকে (গৃহে) বসিয়া থাকিবার অনুমতি দেওয়া হয়। এবং যাহারা আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসূলের নিকট মিথ্যা বলিয়াছিল তাহারা (বিনা অনুমতিতেই গৃহে) বসিয়া থাকিল। তাহাদের মধ্য হইতে যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহাদের উপর অচিরেই যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি নিপতিত হইবে।

لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَآءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضٰى وَلَا عَلَى الَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ مَا يُنْفِقُوْنَ حَرَجٌ اِذَا نَصَحُوْا لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ۚ مَا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ مِنْ سَبِيْلٍ ۚ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٩١﴾

৯১। যাহারা দুর্বল এবং পীড়িত এবং যাহারা (আল্লাহ্‌র রাস্তায়) খরচ করিবার জন্য কিছুই পায় না, তাহাদের কোন অপরাধ নাই যদি তাহারা আল্লাহ্ এবং রসূলের প্রতি অকপট হয়। সৎকর্মপরায়ণদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নাই; এবং আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়,

وَّلَا عَلَى الَّذِيْنَ اِذَا مَآ اَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَآ اَجِدُ مَآ اَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ ۖ تَوَلَّوْا وَّاَعْيُنُهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا اَلَّا يَجِدُوْا مَا يُنْفِقُوْنَ ﴿٩٢﴾

৯২। এবং তাহাদের বিরুদ্ধেও নাই, যাহারা তোমার নিকট আসিয়াছিল যেন তুমি তাহাদিগকে বাহনের ব্যবস্থা করিয়া দাও; তুমি বলিয়াছিলে, 'আমার নিকট এমন কিছু নাই যাহার উপর আমি তোমাদিগকে আরোহণ করাই', তাহারা ফিরিয়া গেল এবং দুঃখে তাহাদের চক্ষু হইতে অশ্রু ঝরিতেছিল এইজন্য যে, তাহাদের নিকট এমন কিছু ছিল না যাহা তাহারা খরচ করিতে পারিত।[১২০৮]

১২০৭। 'আ'যযারা' হইতে "মুয়াযযের" উৎপন্ন যাহার অর্থ অজুহাত দেখাইয়াছিল অথবা নিজেকে রেহাই দেওয়ার অজুহাত পেশ করিয়া ছিল কিন্তু অব্যাহতি পাওয়ার মত গ্রহণযোগ্য কোন কারণ দর্শাইতে পারে নাই; সে কোন বিষয়ে অবহেলাকারী ছিল বা অনুপস্থিত ছিল অথবা বাহানা বা অজুহাত উত্থাপনের মাধ্যমে ত্রুটিপূর্ণ ছিল। সুতরাং উল্লেখিত শব্দের মর্ম হইতেছে এমন ব্যক্তি যে কর্তব্যকর্মে অবহেলাকারী এবং প্রকৃত কারণ ব্যতীত অজুহাত দেখাইয়া রেহাই পাইতে চায় বা নিজকে দোষমুক্ত বা নিরপরাধ মনে করে (লেইন)।

১২০৮। আয়াতটি সাধারণ ভাবে সকলের জন্যই প্রযোজ্য। কিন্তু ইহাতে সেই সাতজন দরিদ্র মুসলমান সম্বন্ধে বিশেষভাবে উল্লেখ রহিয়াছে যাহারা জিহাদে যাওয়ার জন্য চরম আকাঙ্খা পোষণ করিয়াছিল,কিন্তু তাহাদের উপায় উপকরণ ছিল না যদ্দারা তাহারা অন্তরের গভীর ইচ্ছা পূর্ণ করিতে সমর্থ হইত।

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ ۚ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ ۖ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٩٣﴾

৯৩। অভিযোগ কেবল তাহাদের বিরুদ্ধে যাহারা সম্পদশালী হইয়াও তোমার নিকট (অব্যাহতির) অনুমতি চাহে। তাহারা গৃহে অবস্থানকারিণীদের সহিত (গৃহে) থাকিতে পসন্দ করে। এবং আল্লাহ্ তাহাদের হৃদয়ের উপর মোহরাঙ্কিত করিয়া দিয়াছেন, সুতরাং তাহারা জানিতে পারে না।

يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ ۚ قُلْ لَا تَعْتَذِرُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ ۚ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٩٤﴾

৯৪। যখন তোমরা তাহাদের নিকট ফিরিয়া আসিবে তখন তাহারা তোমাদের নিকট অজুহাত পেশ করিবে, তুমি বল, 'তোমরা অজুহাত পেশ করিও না, আমরা তোমাদিগকে কখনও বিশ্বাস করিব না। আল্লাহ্ তোমাদের অবস্থা সম্বন্ধে আমাদিগকে অবহিত করিয়াছেন। এবং আল্লাহ্ তোমাদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করিবেন এবং তাঁহার রসূলও; অতঃপর তোমাদিগকে দৃশ্য ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতার নিকট ফিরাইয়া আনা হইবে, তখন তিনি তোমাদিগকে জানাইয়া দিবেন যাহা তোমরা করিতে।'[১২০৯]

سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ ۖ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ ۖ إِنَّهُمْ رِجْسٌ ۖ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ۚ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٩٥﴾

৯৫। যখন তোমরা তাহাদের নিকট ফিরিয়া যাইবে তখন তাহারা তোমাদের সম্মুখে অবশ্যই আল্লাহ্‌র শপথ করিবে যেন তোমরা তাহাদিগকে ছাড়িয়া দাও। অতএব, তোমরা তাহাদিগকে ছাড়িয়া দাও। নিশ্চয় তাহারা অপবিত্র এবং তাহাদের আবাসস্থল জাহান্নাম— তাহারা যাহা করিত উহার প্রতিফল স্বরূপ।[১২১০]

يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ ۚ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴿٩٦﴾

৯৬। তাহারা তোমাদের সম্মুখে শপথ করিবে যেন তোমরা তাহাদের প্রতি সন্তুষ্ট হও। কিন্তু তোমরা তাহাদের প্রতি সন্তুষ্ট হইলেও আল্লাহ্ দুষ্কৃতিপরায়ণ জাতির প্রতি সন্তুষ্ট হইবেন না।

الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٩٧﴾

৯৭। মরুবাসী আরবগণ অবিশ্বাস এবং কপটতায় সর্বাধিক কঠোর এবং আল্লাহ্ তাঁহার রসূলের উপর যাহা নাযেল করিয়াছেন উহার সীমারেখা জানিবার ব্যাপারে সর্বাধিক অযোগ্য। বস্তুতঃ আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী, পরম প্রজ্ঞাময়।

১২০৯। তাবুকের যুদ্ধ হইতে মদীনায় প্রত্যাবর্তনের পূর্বেই এই আয়াতটি নাযেল হইয়াছিল।

১২১০। পশ্চাদপদ লোকগুলি বিভিন্ন শ্রেণীর ছিল, সেই কারণেই বিভিন্ন লোকের সহিত বিভিন্ন প্রকার ব্যবহারও করা হইত।

وَمِنَ الْاَعْرَابِ مَنْ يَّتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَّ يَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَآئِرَ ؕ عَلَيْهِمْ دَآئِرَةُ السَّوْءِ ؕ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿۹۸﴾

৯৮। মরুবাসী আরবদের মধ্যে কতক এমনও আছে যে, তাহারা যাহা (আল্লাহ্‌র রাস্তায়) খরচ করে উহাকে জরিমানা মনে করে এবং তোমাদের জন্য ভাগ্য বিপর্যয়ের প্রতীক্ষা করে। তাহাদের উপরই মন্দ বিপর্যয় (পতিত) হইবে। এবং আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।

وَمِنَ الْاَعْرَابِ مَنْ يُّؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبٰتٍ عِنْدَ اللّٰهِ وَصَلَوٰتِ الرَّسُوْلِ ؕ اَلَاۤ اِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ ؕ سَيُدْخِلُهُمُ اللّٰهُ فِيْ رَحْمَتِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۹۹﴾ ع ۱۲ [۱۰] ۱

৯৯। এবং মরুবাসী আরবদের মধ্যে কতক এমনও আছে যাহারা আল্লাহ্ ও পরকালের উপর ঈমান আনে[১২১১] এবং (আল্লাহ্‌র রাস্তায়) যাহা খরচ করে উহাকে তাহারা আল্লাহ্‌র নৈকট্য ও রসূলের দোয়া লাভের উপায় মনে করে। শুন! বাস্তবিকই উহা তাহাদের জন্য আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য লাভের উপায় হইবে, অচিরেই আল্লাহ্ তাহাদিগকে স্বীয় রহমতে প্রবিষ্ট করিবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

وَالسّٰبِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ ۙ رَّضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ وَاَعَدَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ تَحْتَهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَاۤ اَبَدًا ؕ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿۱۰۰﴾

১০০। মুহাজির এবং আনসারদের মধ্য হইতে যাহারা প্রথম সারির অগ্রগামী এবং তাহাদিগকে যাহারা উত্তম ভাবে অনুসরণ করিয়াছে তাহাদের প্রতি আল্লাহ্ সন্তুষ্ট হইয়াছেন[১২১২] এবং তাহারাও তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছে এবং তিনি তাহাদের জন্য এমন জান্নাত প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন যাহার তলদেশ দিয়া নহরসমূহ প্রবাহিত। তথায় তাহারা চিরকাল থাকিবে। ইহাই মহা সফলতা।

وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِّنَ الْاَعْرَابِ مُنٰفِقُوْنَ ؕ وَمِنْ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ ۛ مَرَدُوْا عَلَى النِّفَاقِ ۟ لَا تَعْلَمُهُمْ ؕ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ ؕ سَنُعَذِّبُهُمْ مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّوْنَ اِلٰى عَذَابٍ عَظِيْمٍ ﴿۱۰۱﴾ ع

১০১। এবং মরুবাসীদের মধ্যে যাহারা তোমাদের চারিপাশে আছে, তাহাদিগের মধ্যে কতক আছে মোনাফেক এবং মদীনাবাসীদের মধ্যেও কতক। তাহারা কপটতায় অবিচল[১২১৩]। তুমি তাহাদিগকে জান না; আমরা তাহাদিগকে জানি। আমরা অবশ্যই তাহাদিগকে দুইবার শাস্তি দিব,[১২১৪] অতঃপর তাহাদিগকে এক মহা শাস্তির দিকে ফিরাইয়া লইয়া যাওয়া হইবে।

১২১১। কুরআন করীম কোন জাতির সকল লোককে কখনই নির্বিচারে অগ্রাহ্য করে নাই। মরুভূমির অধিবাসী সকল আরব খারাপ ছিল, এই সম্ভাব্য ভ্রান্তি আলোচ্য আয়াত অপনোদন করিয়াছে।

১২১২। প্রসঙ্গক্রমে রসূলে পাক (সাঃ)-এর প্রথম খলীফা ও বিশিষ্ট সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে শিয়া সম্প্রদায়ের অভিযোগ সমূহ খণ্ডনে এই আয়াত অত্যন্ত শক্তিশালী দলিল পেশ করিয়াছে।

১২১৩। ইহাতে বিশেষভাবে, মদীনার নিকটবর্তী মরুভূমিতে বসবাসকারী পাঁচটি উপজাতীয় গোত্রের কথা বলা হইয়াছে, এই গোত্রগুলি হইতেছে জোহাইনাহ্, মুযাইনাহ্, আশজা, আসলাম এবং গিফার (মায়ানী, ৩য় খণ্ড, ৩৬১ পৃঃ)।নবী করীম (সাঃ)-এর ইন্তেকালের পরে এই সকল কপট লোকেরা একত্রিত হইয়া মদীনার উপরে আক্রমণ করিয়াছিল (খালদুন, ২য় খণ্ড, ৬৬ পৃঃ)।

১২১৪। "দুইবার" এই উক্তি শাস্তির প্রকার ভেদের প্রতি ইশারা নাও হইতে পারে, পরন্তু ইহা শাস্তির কাল নির্দেশ করে যাহা ৯:১২৬ আয়াতে বর্ণিত হইয়াছে। শব্দগুলির মর্ম এইরূপ হইতে পারে যে,এক হইতে দুই বৎসর ধরিয়া মোনাফেকদিগকে শাস্তি দেওয়া হইবে, অর্থাৎ শাস্তি যদি

وَاٰخَرُوْنَ اعْتَرَفُوْا بِذُنُوْبِهِمْ خَلَطُوْا عَمَلًا صَالِحًا وَّاٰخَرَ سَيِّئًا ؕ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّتُوْبَ عَلَيْهِمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٠٢﴾

১০২। এবং আরও কতক লোক আছে যাহারা নিজেদের পাপকে স্বীকার করিয়াছে। তাহারা পুণ্য কাজকে অন্য খারাপ কাজের সহিত মিশ্রিত করিয়াছে।[১২১৫] অচিরেই আল্লাহ্ তাহাদের প্রতি দয়ার দৃষ্টিপাত করিবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ؕ اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ؕ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿١٠٣﴾

১০৩। তাহাদের ধন-সম্পদ হইতে তুমি সদকা গ্রহণ কর যেন ইহা দ্বারা তুমি তাহাদিগকে পবিত্র করিতে পার এবং তাহাদিগকে পরিশুদ্ধ করিতে পার, এবং তাহাদের জন্য দোয়া কর; নিশ্চয় তোমার দোয়া তাহাদের জন্য শান্তিদায়ক। এবং আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।

اَلَمْ يَعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٖ وَيَاْخُذُ الصَّدَقٰتِ وَاَنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴿١٠٤﴾

১০৪। তাহারা কি অবগত নহে যে, একমাত্র আল্লাহ্ই আছেন যিনি তাঁহার বান্দাগণের তওবা কবুল করেন এবং সদকাসমূহ গ্রহণ করেন, এবং আল্লাহ্ই আছেন যিনি সদয় দৃষ্টিপাতকারী, পরম দয়াময় ?

وَقُلِ اعْمَلُوْا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُوْلُهٗ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ؕ وَسَتُرَدُّوْنَ اِلٰى عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿١٠٥﴾

১০৫। তুমি বল, 'তোমরা কাজ করিয়া যাও, অতঃপর আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূল এবং মো'মেনগণ তোমাদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করিবেন। এবং তোমাদিগকে অদৃশ্য এবং দৃশ্য বিষয়ের পরিজ্ঞাতার নিকট অচিরেই ফিরাইয়া নেওয়া হইবে, অতঃপর তোমরা যাহা করিতে তিনি তোমাদিগকে তাহা জানাইয়া দিবেন।'

وَاٰخَرُوْنَ مُرْجَوْنَ لِاَمْرِ اللّٰهِ اِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَاِمَّا يَتُوْبُ عَلَيْهِمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿١٠٦﴾

১০৬। এবং অন্যান্যদেরও (যাহাদের বিষয়) আল্লাহ্র আদেশের অপেক্ষায় মুলতবী[১২১৬] রাখা হইয়াছে। হয় তিনি তাহাদিগকে শাস্তি দিবেন নতুবা তাহাদের প্রতি সদয় দৃষ্টিপাত করিবেন। বস্তুত আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী, পরম প্রজ্ঞাময়।

বৎসরে দুইবার পতিত হয়, তাহারা উহা এক বৎসরেই পাইবে; যদি একবার আসে তাহা হইলে উহা দুই বৎসর যাবৎ চলিতে থাকিবে।

১২১৫। এই আয়াত ঐ সকল মুসলমানদিগের প্রতি আরোপিত হইতে পারে যাহারা রেহাই পাওয়ার যোগ্য ছিল, কিন্তু তাহাদের পশ্চাতে রহিয়া যাওয়ার জন্য ইহা যথেষ্ট কারণ ছিল না। তাহাদের সংখ্যা মতান্তরে সাত হইতে দশ। নিজ অপরাধের জন্য তাহাদের স্ব-আরোপিত দণ্ডস্বরূপ, এই সকল লোকেরা মদীনার মসজিদের খুঁটির সঙ্গে নিজদিগকে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল এবং যখনই আঁ-হযরত (সাঃ) নামায পড়িতে মসজিদে প্রবেশ করিতেন, তাহারা রসূল পাক (সাঃ)-এর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিত। নবী করীম (সাঃ) উত্তরে বলিলেন— আল্লাহ্তা'লার নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত তিনি ক্ষমা করিতে পারিবেন না। যখন এই আয়াত নাযেল হইল তখন তাহাদিগকে মুক্ত করিয়া দিতে আদেশ দেওয়া হইল।

১২১৬। এই সকল ব্যক্তি হইল হিলাল ইবনে উমাইয়া, মুরারাহ্ ইবনে রাবি এবং কা'ব ইবনে মালিক। নবী করীম (সাঃ) ঐশী নির্দেশে এই সকল লোক সম্বন্ধে তাঁহার সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখিয়াছিলেন (বুখারী)।

وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَّكُفْرًا وَّتَفْرِيْقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ اِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ مِنْ قَبْلُ ؕ وَلَيَحْلِفُنَّ اِنْ اَرَدْنَاۤ اِلَّا الْحُسْنٰى ؕ وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ﴿۱۰۷﴾

১০৭। এবং (মোনাফেকদের মধ্য হইতে)[১২১৭] যাহারা একটি মসজিদ নির্মাণ করিয়াছিল—(ইসলামের) ক্ষতিসাধন, কুফরী প্রচার, মো'মেনগণের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার জন্য এবং ঐ ব্যক্তির জন্য গোপন ঘাঁটিরূপে ব্যবহার করার জন্য যে ইতিপূর্বে আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিল। এবং তাহারা অবশ্যই শপথ করিবে যে,'আমরা কেবল সৎ উদ্দেশ্যেই উহা করিয়াছি, এবং আল্লাহ্ সাক্ষ্য দিতেছেন যে, তাহারা অবশ্যই মিথ্যাবাদী'।

لَا تَقُمْ فِيْهِ اَبَدًا ؕ لَمَسْجِدٌ اُسِّسَ عَلَى التَّقْوٰى مِنْ اَوَّلِ يَوْمٍ اَحَقُّ اَنْ تَقُوْمَ فِيْهِ ؕ فِيْهِ رِجَالٌ يُّحِبُّوْنَ اَنْ يَّتَطَهَّرُوْا ؕ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ ﴿۱۰۸﴾

১০৮। তুমি কস্মিনকালেও উহার মধ্যে নামাযের জন্য দাঁড়াইবে না। যে মসজিদ প্রথম দিন হইতে[১২১৮] তাক্ওয়ার ভিত্তির উপর নির্মিত হইয়াছে, উহাই অধিকতর যোগ্য যে তুমি উহার মধ্যে (নামাযের জন্য) দাঁড়াও, তথায় এমন লোক আছে যাহারা পবিত্র হইতে ভালবাসে, এবং আল্লাহ্ পবিত্র লোকদিগকে ভালবাসেন।

اَفَمَنْ اَسَّسَ بُنْيَانَهٗ عَلٰى تَقْوٰى مِنَ اللّٰهِ وَ رِضْوَانٍ خَيْرٌ اَمْ مَّنْ اَسَّسَ بُنْيَانَهٗ عَلٰى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهٖ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿۱۰۹﴾

১০৯। যে ব্যক্তি আল্লাহ্র তাক্ওয়া ও সন্তুষ্টির উপর অট্টালিকার ভিত্তি স্থাপন করে সে উৎকৃষ্টতর, না ঐ ব্যক্তি যে নিজের অট্টালিকার ভিত্তি এক গর্তের পতনোন্মুখ কিনারায় স্থাপন করে ফলে উহা তদ্সহ জাহান্নামের আগুনে পতিত হয়? এবং আল্লাহ্ অত্যাচারী জাতিকে হেদায়াত দান করেন না।

لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِيْ بَنَوْا رِيْبَةً فِيْ قُلُوْبِهِمْ اِلَّاۤ اَنْ تَقَطَّعَ قُلُوْبُهُمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿۱۱۰﴾ ع ۱۶ [۱۱] ۲

১১০। তাহারা যে অট্টালিকা নির্মাণ করিয়াছিল উহা তাহাদের অন্তরে সদা পীড়ার কারণ হইবে যে পর্যন্ত না তাহাদের অন্তর টুকরা টুকরা হইয়া যায়। বস্তুতঃ আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী, পরম প্রজ্ঞাময়।

১২১৭। ইসলাম ধর্মের প্রধান শত্রু খৃষ্টান সন্ন্যাসী আবু আমের কর্তৃক সৃষ্ট গুপ্ত চক্রান্তের প্রতি ইংগিত করাই এই আয়াতের উপলক্ষ্য হইতে পারে। ইসলামের বিরুদ্ধে তাহার ষড়যন্ত্র ব্যর্থকাম হইতে এবং হুনায়নের যুদ্ধের পরে আরব দেশে দৃঢ়ভাবে ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত হইতে দেখিয়া সে রসূল করীম (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে বাইজেনটাইন্দিগের সাহায্য পাওয়ার ফন্দিতে সিরিয়াতে পলায়ন করিয়াছিল। সেখান হইতে সে মদীনার মুনাফেকদের নিকট সংবাদ পাঠাইয়া বলিয়াছিল যে, তাহারা যেন মদীনার উপকণ্ঠে একটি মসজিদ নির্মাণ করে যাহার মধ্যে তাহার আত্মগোপন করিয়া থাকার ব্যবস্থা থাকিবে এবং সেখানে তাহারা গুপ্ত চক্রান্ত ও হীন পরিকল্পনা উদ্ভাবন করিবে। কিন্তু আবু আমের তাহার নিজ কুচক্রের পরিণতি দেখার মত দীর্ঘদিন বাঁচিয়া থাকিতে পারে নাই এবং সে কুন্নিসরীনে ভগ্ন-হৃদয়ে চরম দুর্দশাগ্রস্ত ও ভাগ্য বিড়ম্বিত অবস্থায় মারা গেল। তাহার সহযোগীরা তাহার পরিকল্পনানুযায়ী এক মসজিদ নির্মাণ করিয়াছিল এবং নবী করীম (সাঃ) -কে সেখানে নামায পড়িয়া তাঁহার দোয়া দ্বারা ইহাকে অনুগৃহীত করার জন্য আমন্ত্রণ জানাইয়াছিল। আল্লাহ্তা'লা তাঁহাকে ইলহামের দ্বারা এরূপ করিতে বারণ করিয়াছিলেন। 'মসজিদে যিরার' নামে আখ্যায়িত এই মসজিদকে অগ্নিদগ্ধ করিয়া ধূলিসাৎ করার জন্য তিনি নির্দেশ দিয়াছিলেন।

১২১৮। আয়াতের এই উক্তি, যেমন বর্ণিত আছে, কুবার মসজিদের প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে, আঁ-হযরত (সাঃ) মক্কা হইতে হিজরত করিয়া মদীনা শহরে প্রবেশের পূর্বে যেস্থানে অবতরণ করিয়াছিলেন সেই জায়গায় এই মসজিদটি নির্মিত হইয়াছিল। কাহারো কাহারো মতে, মদীনায় নবী করীম (সাঃ) নিজে যে মসজিদ নির্মাণ করিয়াছিলেন উহার প্রতি ইংগিত করা হইয়াছে যাহা পরবর্তী সময়ে মসজিদে নববী নামে পরিচিত হয়।

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ۚ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ ۖ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ ۚ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ ۚ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١١١﴾

১১১। নিশ্চয় আল্লাহ্ মো'মেনগণের নিকট হইতে তাহাদের জীবন এবং তাহাদের ধন-সম্পদ ক্রয় করিয়া লইয়াছেন এই জন্য যে, তাহাদের জন্য জান্নাত আছে; তাহারা আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ করে, অতঃপর তাহারা (শত্রুকে) হত্যা করে এবং নিজেরাও নিহত হয়— ইহা এক প্রতিশ্রুতি যাহা তিনি নিজের উপর অবধারিত করিয়াছেন, যাহা তওরাত এবং ইন্জীল[১২১৯] এবং কুরআনে বর্ণিত আছে। এবং নিজ প্রতিশ্রুতি পালনে আল্লাহ্ অপেক্ষা অধিকতর বিশ্বস্ত আর কে আছে ? অতএব তোমরা তোমাদের এই ব্যবসায় খুশী হও, যে ব্যবসা তোমরা তাঁহার সহিত করিয়াছ, এবং উহাই হইতেছে মহা সফলতা।

التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١١٢﴾

১১২। যাহারা তওবাকারী, ইবাদতকারী, (আল্লাহ্র) প্রশংসাকারী, (আল্লাহ্র পথে) সফরকারী, রুকূকারী, সেজদাকারী, সৎকাজের আদেশ দানকারী, অসৎ কাজের নিষেধকারী, আল্লাহ্র সীমাসমূহের সংরক্ষণকারী— এইরূপ মো'মেনগণকে তুমি সুসংবাদ প্রদান কর।

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿١١٣﴾

১১৩। ইহা নবী এবং মো'মেনগণের জন্য সমীচীন নহে যে, মোশরেকদের জন্য তাহারা ক্ষমা প্রার্থনা করে, তাহাদের উপর উহা প্রকাশ হওয়ার পরও যে তাহারা দোযখের অধিবাসী, যদিও তাহারা নিকট আত্মীয়ই হউক না কেন।

وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ ۚ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِّلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ ۚ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ ﴿١١٤﴾

১১৪। এবং ইব্রাহীমের পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা শুধু এক প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য ছিল যাহা সে তাহার (পিতার) সহিত করিয়াছিল,[১২২০] কিন্তু যখন তাহার নিকট ইহা প্রকাশিত হইয়া গেল যে, সে আল্লাহ্র শত্রু তখন সে তাহার নিকট হইতে নিজেকে সম্পর্কচ্যুত করিল। নিশ্চয় ইব্রাহীম বড় কোমল হৃদয় ও সহিষ্ণু ছিল।

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّىٰ يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١١٥﴾

১১৫। এবং আল্লাহ্ এমন নহেন যে, তিনি কোন জাতিকে হেদায়াত দেওয়ার পর তাহাদিগকে বিপথগামী করেন যতক্ষণ পর্যন্ত না তিনি তাহাদিগকে সেই সকল বিষয় বিশদভাবে বর্ণনা করিয়া দেন যাহা হইতে তাহাদিগকে সাবধান থাকা উচিত। নিশ্চয় আল্লাহ্ সকল বিষয়ে সুবিদিত।

১২১৯। তওরাত (দ্বিতীয় বিবরণ- ৬ঃ৩-৫ এবং মথি- ১৯ঃ২১ ও ২৭-২৯ দ্রষ্টব্য)।

১২২০। ১৯ঃ৪৮ দ্রষ্টব্য।

إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۖ يُحْيِي وَيُمِيتُ ۖ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿١١٦﴾

১১৬। নিশ্চয় আকাশমণ্ডল এবং পৃথিবীর আধিপত্য আল্লাহ্‌রই। তিনি জীবিত করেন এবং মৃত্যু দেন। এবং তোমাদের জন্য আল্লাহ্ ব্যতীত কোন বন্ধু এবং কোন সাহায্যকারীও নাই।

لَقَد تَّابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِن بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١١٧﴾

১১৭। আল্লাহ্ নবী এবং সেই সকল মুহাজির ও আনসারদের প্রতি সদয় দৃষ্টিপাত করিয়াছেন,[১২২১] যাহারা সংকটপূর্ণ সময়ে[১২২২] তাহার আনুগত্য করিয়াছিল—— তাহাদের মধ্যে একদলের হৃদয় বক্র হওয়ার উপক্রম হওয়ার পরেও, অতঃপর, তিনি তাহাদের প্রতি সদয় দৃষ্টিপাত করিলেন। নিশ্চয় তিনি তাহাদের প্রতি মমতাময়, পরম দয়াময়।

وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا ۚ حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ۚ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١١٨﴾

১১৮। এবং তিনি (সদয় দৃষ্টিপাত করিলেন তাহাদের) তিন জনের[১২২৩] উপরেও যাহারা পরিত্যক্ত হইয়াছিল—এমন কি ভূপৃষ্ঠ উহার বিশালতা সত্ত্বেও তাহাদের জন্য সংকীর্ণ হইয়া গিয়াছিল এবং তাহাদের জন্য তাহাদের জীবন দুর্বিষহ হইয়া পড়িয়াছিল, এবং তাহারা বিশ্বাস করিয়া লইয়াছিল যে, আল্লাহ্ হইতে বাঁচিবার জন্য তাঁহার আশ্রয় ছাড়া কোন আশ্রয় নাই; অতঃপর তিনি তাহাদের প্রতি সদয় দৃষ্টিপাত করিলেন যেন তাহারা (তাঁহার দিকে) প্রত্যাবর্তন করে। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ই এমন যিনি সদয় দৃষ্টিপাতকারী, পরম দয়াময়।

১৪ [৮] ৩

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴿١١٩﴾

১১৯। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর এবং সত্যবাদীগণের সঙ্গী হও।

১২২১। "তাবা" শব্দের অর্থ "কোন ব্যক্তির উপর অনুগ্রহ করা বা তাহার প্রতি দয়ালু হওয়া"—যেমন হযরত রসূল পাক্ (সাঃ)-এর ব্যাপারে এবং তাঁহার বিশ্বস্ত সাহাবা কেরাম (রাঃ)-এর সম্বন্ধে ইহা পুরস্কৃত করা ছাড়া ক্ষমা করার কোন বিষয় ছিল না।

১২২২। যেহেতু তাবুকের যুদ্ধ যাত্রা মুসলমানদের জন্য এক "সংকটপূর্ণ সময়" ছিল, সেই জন্য উহা সঠিকভাবেই 'গাযওয়াতুল উস্‌রাহ্' অর্থাৎ দুঃখময় অভিযান নামে খ্যাত হইয়াছিল।

১২২৩। কা'ব্ বিন মালিক, হিলাল বিন উমাইয়্যাহ্ এবং মুরারাহ্ বিন রাবিইয়াহ (৯ঃ১০৬) মুখলেস মুসলমান ছিলেন, কিন্তু তাবুক অভিযানে যোগদান করিতে ব্যর্থ হইয়াছিলেন, এবং এই কারণে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) মদীনায় প্রত্যাবর্তনের পর তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে সমাজ হইতে বয়কট করিবার হুকুম দিয়াছিলেন, এমন কি তাহাদিগকে স্ব স্ব স্ত্রীগণ হইতেও আলাদা করা হইয়াছিল। তাহারা এই সমাজচ্যুত অবস্থায় প্রায় পঞ্চাশ দিন ছিলেন, আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হইবার পর তাহারা ক্ষমাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। খোলাখুলিভাবে অকপট চিত্তে তাহারা অপরাধ স্বীকার করিয়াছিলেন এবং কোনই অজুহাত উত্থাপন করেন নাই। সৎ এবং প্রকৃত মো'মেন হওয়ায় তাহারা এই ঐশী শাস্তি নিদারুণভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। তাহারা অতীব দুঃখ পাইয়াছিলেন এবং বেদনা ও মর্মযন্ত্রণার ফলে তাহারা ধীরে ধীরে নিঃশেষ হইয়া যাইতেছিলেন। বিশাল বিস্তৃত পৃথিবী যেন তাহাদের জন্য একে বারে সংকীর্ণ হইয়া গিয়াছিল (বুখারী কিতাবুল মাগাযী)।

مَا كَانَ لِاَهْلِ الْمَدِيْنَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِّنَ
الْاَعْرَابِ اَنْ يَّتَخَلَّفُوْا عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ
وَلَا يَرْغَبُوْا بِاَنْفُسِهِمْ عَنْ نَّفْسِهٖ ؕ ذٰلِكَ
بِاَنَّهُمْ لَا يُصِيْبُهُمْ ظَمَاٌ وَّلَا نَصَبٌ وَّلَا
مَخْمَصَةٌ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا يَطَـُٔوْنَ مَوْطِئًا
يَّغِيْظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُوْنَ مِنْ عَدُوٍّ نَّيْلًا
اِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهٖ عَمَلٌ صَالِحٌ ؕ اِنَّ اللّٰهَ
لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٢٠﴾

১২০। মদীনাবাসী এবং তাহাদের চারিপাশের মরুবাসীগণের জন্য ইহা সমীচীন ছিল না যে, তাহারা আল্লাহ্‌র রসূলকে একা ছাড়িয়া পশ্চাতে বসিয়া থাকে এবং না ইহা যে, তাহাকে বাদ দিয়া নিজেদের জীবন লইয়া ব্যস্ত থাকে। ইহা এই কারণে যে, আল্লাহ্‌র পথে তাহাদিগকে না ক্লিষ্ট করে কোন পিপাসা, না কোন শ্রান্তি, না কোন ক্ষুধা এবং না তাহারা পদদলিত করে এমন কোন স্থান, যাহা কাফেরদিগকে রাগান্বিত করে এবং না তাহারা শত্রুর উপর কোন বিজয় লাভ করে কিন্তু উহার বিনিময়ে অবশ্যই তাহাদের জন্য পুণ্যকর্ম লিপিবদ্ধ করা হয়। নিশ্চয় আল্লাহ্ সৎকর্মশীলগণের পুরস্কার কখনও বিনষ্ট করেন না।

وَلَا يُنْفِقُوْنَ نَفَقَةً صَغِيْرَةً وَّلَا كَبِيْرَةً
وَّلَا يَقْطَعُوْنَ وَادِيًا اِلَّا كُتِبَ لَهُمْ
لِيَجْزِيَهُمُ اللّٰهُ اَحْسَنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٢١﴾

১২১। এবং না তাহারা (আল্লাহ্‌র পথে) কোন ক্ষুদ্র ও বৃহৎ ব্যয় করে, এবং না তাহারা কোন উপত্যকা অতিক্রম করে, কিন্তু উহা অবশ্যই তাহাদের জন্য (তাহাদের আমল নামায়) লিপিবদ্ধ করা হয় যেন আল্লাহ্ তাহাদের এই কৃত-কর্মের উৎকৃষ্টতম বিনিময় দান করেন।

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُوْنَ لِيَنْفِرُوْا كَآفَّةً ؕ
فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ
لِّيَتَفَقَّهُوْا فِي الدِّيْنِ وَلِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ اِذَا
رَجَعُوْٓا اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ ﴿١٢٢﴾ ع

১২২। মো'মেনগণের জন্য ইহা সম্ভব নহে যে, তাহারা সকলে একযোগে বাহির হয়, অতএব তাহাদের প্রত্যেক জামায়াত হইতে এক দল কেন বহির্গত হয় না যাহাতে তাহারা ধর্ম[১২২৪] সম্বন্ধে বুৎপত্তি লাভ করিতে পারে এবং যখন তাহারা তাহাদের নিকট ফিরিয়া আসে তখন তাহাদিগকে সতর্ক করিতে পারে যেন তাহারা (মন্দ পথ সম্বন্ধে) সাবধান হয়?

১৫ [৪] ৪

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَاتِلُوا الَّذِيْنَ يَلُوْنَكُمْ
مِّنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوْا فِيْكُمْ غِلْظَةً ؕ
وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ ﴿١٢٣﴾ ع

১২৩। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা সেই সকল কাফেরের সঙ্গে যুদ্ধ কর যাহারা তোমাদের নিকটে আছে,[১২২৫] তাহারা যেন তোমাদের মধ্যে কঠোরতা প্রত্যক্ষ করে এবং জানিয়া রাখ যে, আল্লাহ্ মুত্তাকীগণের সহিত আছেন।

১২২৪। যেহেতু প্রকৃত শিক্ষা ও জ্ঞানের অভাবে ঈমান ও পুণ্য কর্মের মধ্যে দুর্বলতা জন্ম নেয়, সেহেতু আলোচ্য আয়াত এই দুর্বলতা দূরীকরণের পন্থা বর্ণনা করিয়াছে। মরুবাসী আরবজাতি ইসলাম সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিল (৯ঃ৯৭)। এই আয়াত তাহাদিগকে ধর্ম সম্পর্কীয় শিক্ষা ও নীতি সমূহ সম্বন্ধে প্রশিক্ষণ গ্রহণের এক বাস্তব উপায় নির্দেশ করিয়াছে।

১২২৫। উক্তিটি সেই সমস্ত মোনাফেক সম্পর্কিত যাহারা মুসলমানদের মধ্যে বাস করিত এবং তাহাদের সহিত মিশিয়া গিয়াছিল। মুসলমানদিগকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল উহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য, উহাদিগকে মোনাফেক শ্রেণী হিসাবে গণ্য করিয়া একে অপরের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগতভাবে নহে। তাহাদের কুকর্ম এবং কপটতাপূর্ণ অপকীর্তিসমূহ রসূলে করীম (সাঃ)-এর গোচরীভূত করিয়া তাহাদের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া যাইতে আদেশ দেওয়া হইয়াছিল।

وَاِذَا مَآ اُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ فَمِنْهُمْ مَّنْ يَّقُوْلُ اَيُّكُمْ زَادَتْهُ هٰذِهٖٓ اِيْمَانًا ۚ فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَزَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَّ هُمْ يَسْتَبْشِرُوْنَ ﴿١٢٤﴾

১২৪। এবং যখনই কোন সূরা নাযেল করা হয়, তাহাদের মধ্য হইতে কতক বলে, 'ইহা তোমাদের মধ্যে কাহার ঈমান বৃদ্ধি করিল?' কিন্তু যাহারা মো'মেন ইহা তাহাদের ঈমানকে বৃদ্ধি করে এবং তাহারাই আনন্দিত হয়।

وَاَمَّا الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا اِلٰى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوْا وَهُمْ كٰفِرُوْنَ ﴿١٢٥﴾

১২৫। কিন্তু যাহাদের হৃদয়ে ব্যাধি আছে, ইহা তাহাদের কলুষতার উপর আরও কলুষতা বৃদ্ধি করে, এমন কি তাহারা কাফের অবস্থায় মারা যায়।

اَوَلَا يَرَوْنَ اَنَّهُمْ يُفْتَنُوْنَ فِيْ كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً اَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوْبُوْنَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ﴿١٢٦﴾

১২৬। তাহারা কি দেখে না যে তাহাদিগকে প্রতি বৎসর একবার কি দুইবার[১২২৬] পরীক্ষা করা হয়? তথাপি তাহারা তওবা করে না এবং উপদেশ গ্রহণ করে না।

وَاِذَا مَآ اُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ نَّظَرَ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ ؕ هَلْ يَرٰىكُمْ مِّنْ اَحَدٍ ثُمَّ انْصَرَفُوْا ؕ صَرَفَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ ﴿١٢٧﴾

১২৭। এবং যখনই কোন সূরা নাযেল হয় তখন তাহারা একে অপরের দিকে তাকায়, (এবং বলে) 'কেহ কি তোমাদিগকে দেখিতেছে?' অতঃপর, তাহারা সরিয়া পড়ে। আল্লাহ্ তাহাদের হৃদয়কে ফিরাইয়া দিয়াছেন, কারণ তাহারা এমন এক জাতি যাহারা বুঝে না।

لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٢٨﴾

১২৮। নিশ্চয় তোমাদেরই মধ্য হইতে এক মহান রসূল তোমাদের নিকট আসিয়াছে, তোমাদের কষ্টে পতিত হওয়া তাহার জন্য দুঃসহ, সে তোমাদের অতিশয় শুভাকাঙ্খী, মো'মেনদের প্রতি সে পরম মমতাশীল, দয়াময়।[১২২৭]

فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُ ۖ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ﴿١٢٩﴾

১২৯। কিন্তু তাহারা যদি ফিরিয়া যায় তাহা হইলে তুমি বল, 'আল্লাহ্ই আমার জন্য যথেষ্ট। তিনি ছাড়া কোন মা'বুদ নাই। তাঁহারই উপরে আমি নির্ভর করি এবং তিনি মহা আরশের অধিপতি।

১৬ [৭] ৫

১২২৬। এই আয়াত ৯:১০১ আয়াতের ব্যাখ্যার সহায়ক।

১২২৭। এই আয়াত মো'মেন এবং কাফের উভয়ের জন্য প্রযোজ্য— বিশেষভাবে প্রথমোক্তদের প্রতি। ইহার প্রথমাংশ কাফেরদের প্রতি এবং শেষাংশ মো'মেনগণের জন্য প্রযোজ্য। মনে হয় ইহা কাফেরদিগকে বলিতে চাহেঃ তোমাদের কষ্টে পতিত হওয়া তাহার জন্য দুঃসহ অর্থাৎ যদিও তোমরা তাহাকে সর্বপ্রকার বঞ্চনা ও নির্যাতনের শিকার করিয়াছ তথাপি তাহার হৃদয় মানবীয় মায়া-মমতায় এতই পরিপূর্ণ যে, তোমাদের নির্যাতন যত কঠোরই হউক না কেন তাহা তোমাদের বিরুদ্ধে তাহাকে বিরূপ করিতে পারে না এবং সে তোমাদের অমঙ্গল কামনা করিতে পারে না। তোমাদের প্রতি সে এতই দয়ালু এবং সহানুভূতিপূর্ণ যে, সে ইহা সহ্য করিতে পারে না যে তোমরা সৎ ও সাধু পথ হইতে মুখ ফিরাইয়া লও এবং উহার ফলে, তোমরা নিজদিগকে কষ্টে ফেলিয়া দাও। মো'মেনদিগকে এই আয়াতে বলা হইয়াছে যে, রসূল পাক (সাঃ) তোমাদের জন্য ভালবাসা, করুণা ও অনুকম্পায় ভরপুর অর্থাৎ তোমাদের দুঃখ-বেদনায় তোমাদের সহিত সে সানন্দে অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে, এতদ্ব্যতীত সে স্নেহশীল পিতার মত অপরিসীম স্নেহ-মমতা ও সহানুভূতির সঙ্গে তোমাদের প্রতি ব্যবহার করিয়া থাকে।

১০-সূরা ইউনুস
(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

নাযেল হওয়ার সময় ও স্থান

এই সূরাটি মক্কী জীবনের শেষ পর্যায়ে অর্থাৎ নবী করীম (সাঃ)-এর মক্কায় অবস্থানের শেষ চারি কি পাঁচ বৎসর সময়ে অবতীর্ণ হইয়াছিল। কতিপয় তফসীরকারক এই সূরার কোন কোন আয়াত মদীনায় অবতীর্ণ হইয়াছে বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন, যদিও ঐতিহাসিক তথ্যের ভিত্তিতে তাহাদের এই অভিমতকে দাঁড় করানো যায় না। বিষয়-বস্তুর স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতেই তাঁহারা এই ধরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। ৯৯ আয়াতে উল্লেখিত হযরত ইউনুস (আঃ)-এর নাম অনুসারে এই সূরাটির নামকরণ করা হইয়াছে।

বিষয়বস্তু

কুরআনের বিষয়বস্তু নিয়া চিন্তা করিলে দেখা যায় যে, ইহার আয়াত সমূহ শুধু পরস্পর সম্বন্ধযুক্তই নয় বরং প্রত্যেক সূরা ইহার পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী সূরার সহিত এক সূক্ষ্ম সম্পর্কে আবদ্ধ। তদুপরি, কুরআনের বিশেষ কতিপয় সূরা অপর কতক সূরার সহিত সন্নিবদ্ধ এবং এইভাবে সমস্ত কুরআন শরীফের মধ্যে এক সুশৃঙ্খল বিন্যাস বিদ্যমান। কুরআনের বিভিন্ন সূরা একে অপরের সাথে একাধিক উপায়ে সম্পর্কযুক্ত এবং যখন ইহাদের ক্রম ও বিন্যাস সম্পর্কে চিন্তা করা যায়, তখন এই বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না যে, বাস্তবিকই রচনা শৈলীর দিক হইতে কুরআন এক মহান বিস্ময়। বর্তমান সূরাটি ইহার পূর্ববর্তী সূরার সহিত তিন দিক হইতে সম্পর্কযুক্ত। প্রথমে, ইহা পূর্ববর্তী সূরার ধারাবাহিকতা বজায় রাখিয়াছে। যেমন, উহার শেষাংশে দুইটি বিষয়ের উল্লেখ করা হইয়াছিলঃ (ক) কুরআনের কোন কোন সূরার নাযেল এবং কাফেরগণ কর্তৃক উহার প্রত্যাখ্যান (৯ঃ১২৭) এবং (খ) আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে এক রসূল (হযরত মুহম্মদ (সাঃ)) প্রেরণ ও তাঁহার শিক্ষা অনুসরণের উপকারিতা (৯ঃ১২৬)। এই সূরাতে উক্ত বিষয়বস্তুর সম্প্রসারণ করিয়া বলা হইয়াছে যে, বস্তুতঃ কুরআন হইতেছে জ্ঞানময় গ্রন্থ, যাহার মধ্যে বিভিন্ন কল্যাণ নিহিত (১০ঃ২) এবং এই ঐশী-বাণীপ্রাপক হযরত রসূল করীম (সাঃ) তাহাদের (মানুষদের) মধ্য থেকেই উদ্ভূত (১০ঃ৩)। দ্বিতীয়তঃ পূর্ববর্তী সূরার বিষয়বস্তুও এই সূরার মধ্যে পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছে। যেমন, উক্ত সূরাতে (যাহা কোন আলাদা সূরা ছিল না, বরং ইহার পূর্ববর্তী সূরার অংশ বিশেষ ছিল) উল্লেখ করা হইয়াছিল যে, ইসলামের বিজয় ও প্রাধান্যের সময় সমাগত এবং এতদসংক্রান্ত আল্লাহ্‌তা'লার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ শান-শওকতের সহিত পরিপূর্ণতা লাভ করিতে যাইতেছে। সুতরাং মো'মেনদেরকে উৎসাহিত করা হইয়াছিল যাহাতে তাহারা নিজেদের হৃদয়কে পরিশুদ্ধ করে যেন আল্লাহ্‌তা'লা তাহাদের তওবা কবুল করেন। যেহেতু কোন কোন লোকের হৃদয়ে এই সন্দেহের উদ্রেক হইতে পারে যে, তাহাদের পাপের আধিক্যের কারণে হয়তো তাহাদের তওবা গৃহীত হইবে না. তাই এই সূরাতে বলা হইয়াছে যে, আল্লাহ্‌র রহমত সমস্ত কিছুকে ঘিরিয়া রহিয়াছে এবং ইহা সমস্ত কিছুকেই অতিক্রম করিয়া যায়—যদিও ইহার জন্য সর্বোত্তম অনুশোচনার প্রয়োজন। তৃতীয়তঃ ২ সূরা হইতে ৯ সূরা (যাহারা সংখ্যায় ৭টি, কেননা, পূর্বেই বলা হইয়াছে যে ৯ সূরাটি কোন আলাদা সূরা নয়, বরং ৮ সূরারই অংশ বিশেষ এবং বিষয় বস্তুর গুরুত্বকে বুঝাইবার জন্যই ইহাকে আলাদাভাবে পেশ করা হইয়াছে) একটি বিশেষ ধরণের প্রসঙ্গকে উপস্থাপন করিয়াছে। কিন্তু এই সূরা হইতে ১৬ সূরা পর্যন্ত সূরাগুলিতে অন্য ধরণের প্রসঙ্গ উপস্থাপিত হইয়াছে। যদিও এই দ্বিতীয় পর্বের সূরাগুলিতে একটু স্বতন্ত্র ও পৃথক ধরণের প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে, তথাপি বিষয়বস্তুর দিক হইতে আবার প্রথম পর্যায়ের সূরার সাথে ইহাদের গভীর সম্পর্ক রহিয়াছে। প্রথম অংশের সূরাগুলিতে হযরত রসূলে করীম (সাঃ) ও তাঁহার সম্পাদিত কাজকর্মের উল্লেখ করিয়া ইসলামের সত্যতা প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে ইসলামের উন্নত নীতি-পদ্ধতি, ইহার শিক্ষার সৌন্দর্য, সত্যান্বেষীদের জন্য ইহার আধ্যাত্মিক জ্ঞানের গভীরতা ও অন্তর্নিহিত তাৎপর্য এবং ইহার অসাধারণ প্রভাবকে তুলিয়া ধরিয়া ইসলাম গ্রহণের জন্য তাহাদেরকে আহ্বান জানানো হইয়াছে। দ্বিতীয় পর্যায়ের সূরাগুলিতে, যাহার মধ্যে ১০ সূরা হইতে ১৮ সূরাসমূহ অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে, বিশেষ করিয়া নবুওয়াতের বৈশিষ্ট্য ও মানদণ্ড, অতীতের নবী রসূলদের দাবী ও ইতিহাস, মানব বিবেক ও যুক্তি সম্মত বিষয়াদি তুলিয়া ধরিয়া নবুওয়াতের প্রয়োজনীয়তা, ধর্মের গুরুত্ব এবং হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর আবির্ভাবের উদ্দেশ্যকে অধিক গুরুত্ব সহকারে বর্ণনা করা হইয়াছে।

কাজেই দেখা যাইতেছে যে, উভয় পর্যায়ের সূরা সমূহের মধ্যেই বিষয়বস্তুর দিক হইতে নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান। পার্থক্য হইল এই যে, প্রথম পর্যায়ের সূরাগুলিতে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর আবির্ভাব সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী অথবা পূর্বের কোন নবী রসূলের ভবিষদ্বাণীর পূর্ণতা এবং এইভাবে আঁঃ হযরত (সাঃ)-এর সত্যতার প্রমাণাদির বিষয়ে উল্লেখ করা হইয়াছে। অন্য দিকে, দ্বিতীয় পর্যায়ের সূরাগুলিতে নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের আলোকে এবং নবুওয়াতের নৈতিক ও ব্যবহারিক আদর্শের ভিত্তিতে ইসলামের সত্যতাকে বর্ণনা করা হইয়াছে।

سُوْرَةُ يُوْنُسَ مَكِّيَّةٌ (١٠)

১০- সূরা ইউনুস

ইহা মক্কী সূরা, বিস্‌মিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ১১০ আয়াত ও ১১ রুকূ আছে ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১ । আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

الٓرٰ قف تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْحَكِيْمِ ② ع

২ । আলিফ লাম রা,[১২২৮] এইগুলি[১২২৯] জ্ঞান ও হিকমত-পূর্ণ[১২৩০] কিতাবের আয়াত ।

اَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا اَنْ اَوْحَيْنَآ اِلٰى رَجُلٍ مِّنْهُمْ اَنْ اَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ ؕ قَالَ الْكٰفِرُوْنَ اِنَّ هٰذَا لَسٰحِرٌ مُّبِيْنٌ ③

৩ । ইহা কি মানব জাতির জন্য আশ্চর্যজনক বিষয় যে, তাহাদের মধ্য হইতে একজন মানুষের নিকট আমরা ওহী করিয়াছি যে, 'তুমি মানব জাতিকে সতর্ক কর এবং যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহাদিগকে এই শুভ সংবাদ দাও যে, নিশ্চয় তাহাদের জন্য তাহাদের প্রভুর নিকট প্রকৃত মর্যাদা[১২৩১] আছে ?' কাফেররা বলিল, 'নিশ্চয় এই ব্যক্তি এক প্রকাশ্য যাদুকর ।' [১২৩১-ক]

اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى

৪ । নিশ্চয় তোমাদের প্রভু সেই আল্লাহ্‌, যিনি আকাশমণ্ডল এবং পৃথিবীকে ছয় দিনে সৃষ্টি করিয়াছেন,[১২৩২] অতঃপর তিনি আরশের[১২৩২-ক] উপর অধিষ্ঠিত হইয়াছেন;[১২৩৩] তিনি সকল

১২২৮ । দেখুন টীকা ১৬ ।

১২২৯ । "তিলকা" নির্দেশক সর্বনাম দূরের কোন বিষয় বা বস্তুকে বুঝাইবার জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে । শব্দটি পূর্ববর্তী ধর্মগ্রন্থের ঐ সকল আয়াতের প্রতি নির্দেশ করিতেছে যাহাতে কুরআন সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী নিহিত এবং কুরআনের মধ্যেই উহাদের পূর্ণতা ঘটিয়াছে । কোন কোন তফসীরকারকের মতে একটি লিখিত পূর্ণ কিতাব পূর্বাহ্নেই আল্লাহ্‌তা'লার নিকট রক্ষিত ছিল এবং সেই ঐশী কিতাব হইতেই তিনি সময়ে সময়ে আয়াতসমূহ নাযেল করিয়াছিলেন এবং ঐ মূল কিতাবের প্রতিই এই ইংগিত । অন্যান্যদের মতে উক্ত সর্বনাম কুরআনের উচ্চ মর্যাদা জ্ঞাপন করে এবং উহা কুরআনের আয়াতসমূহের মহত্ব ও বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে ।

১২৩০ । "জ্ঞান ও হিক্‌মতপূর্ণ" শব্দগুলি কুরআনের তিনটি বৈশিষ্ট্যের প্রতি নির্দেশ করিতেছেঃ (ক) কুরআন জ্ঞান সমৃদ্ধ, ইহা সকল আধ্যাত্মিক জ্ঞানের ভিত্তি এবং সকল সত্যের আধার ও নিয়ামক; (খ) সকল প্রকার অবস্থা ও পরিস্থিতির শিক্ষা ইহাতে বিদ্যমান; (গ) সকল ধর্মের মতভেদ বা বিরোধসমূহের ক্ষেত্রে সঠিক মীমাংসা দানকারী ।

১২৩১ । "কাদাম" অর্থ অগ্রাধিকার; পদমর্যাদা; প্রতিষ্ঠা । বলা হয় 'লাহু ইন্‌দী কাদামুন' অর্থাৎ শক্তি বা পদমর্যাদায় সে আমার মত (লেইন)।

১২৩১-ক । এই আয়াত এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি সুস্পষ্ট করিয়া দিয়াছে যে, দুশ্চরিত্র লোকেরা সকল আত্মমর্যাদা, জ্ঞান ও আত্ম-বিশ্বাস হারাইয়া ফেলে । এখানে অবিশ্বাসীদিগকে এত অধঃপতিত লোকরূপে চিহ্নিত করা হইয়াছে যে, তাহারা কল্পনাও করিতে পারিত না যে, উহাদের মধ্য হইতে কোন ব্যক্তি নবীরূপে আসিয়া তাহাদিগকে এই মর্যাদাহীন পঙ্কিলে নিমজ্জিত অবস্থা হইতে উদ্ধার করিতে পারে । কেবল বাহির হইতেই কোন লোক আসিয়া তাহাদের অবস্থার পরিবর্তন করিতে পারে বলিয়া তাহারা মনে করিত ।

১২৩২ । ৯৮৪ টীকা দ্রষ্টব্য ।

১২৩২-ক । ৫৪ টীকা দ্রষ্টব্য ।

১২৩৩ । "আরশ" অর্থ-আল্লাহ্‌তা'লার অলৌকিক গুণাবলী, যাহাতে তিনি ছাড়া অন্য কাহারো কোনও অধিকার নাই । আল্লাহ্‌তা'লার

বিষয়[১২৩৪] নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন। তাঁহার অনুমতি ব্যতিরেকে কেহই সুপারিশকারী হইতে পারে না। ইনিই আল্লাহ্, তোমাদের প্রভু, অতএব তোমরা তাঁহারই ইবাদত কর। তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করিবে না ?

عَلَى الْعَرْشِ ۖ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ ۖ مَا مِنْ شَفِيعٍ
إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ۚ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ
فَاعْبُدُوهُ ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۝٣

৫। তাঁহারই দিকে তোমাদের সকলের প্রত্যাবর্তন। আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য। নিশ্চয় তিনি সৃষ্টির সূচনা করেন, অতঃপর, তিনি উহার পুনরাবর্তন করেন[১২৩৫] যাহাতে তিনি ঐ সকল লোককে ন্যায়-সংগতভাবে প্রতিদান দিতে পারেন যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং পুণ্য কর্ম করিয়াছে; এবং যাহারা অবিশ্বাস করিয়াছে, তাহাদের পান করিবার জন্য ফুটন্ত পানি থাকিবে এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থাকিবে কেননা তাহারা অবিশ্বাস করিত।

إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا ۖ وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا ۚ
إِنَّهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ
الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ ۚ
وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ
وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ۝٤

৬। তিনিই যিনি সূর্যকে প্রখর জ্যোতিবিশিষ্ট[১২৩৬] এবং চন্দ্রকে স্নিগ্ধ কিরণবিশিষ্ট করিয়াছেন এবং উহার মনযিলসমূহ নির্ধারণ করিয়াছেন যেন তোমরা বৎসরের গণনা এবং (সময়ের) হিসাব[১২৩৭] জানিতে পার। আল্লাহ্ ইহা অবশ্যই যথাযথরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি এই সকল আয়াত জ্ঞানবান জাতির জন্য বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করিতেছেন।

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ
نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ
وَالْحِسَابَ ۚ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَٰلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ
يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۝٥

এই সমুদয় সীফত বা গুণাবলী তাঁহার সাদৃশ্য-জ্ঞাপক গুণাবলীর মাধ্যমে প্রদর্শিত বা প্রকাশিত হইয়া থাকে যাহা ৬৯ঃ১৮ আয়াতে "তোমার প্রভুর আরশ কে বহন করিবে" রূপে বর্ণিত হইয়াছে। ৯৮৬ টীকা দ্রষ্টব্য।

১২৩৪। 'তিনি সকল বিষয় নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন' শব্দগুলি বিশ্বজগতের কার্য-প্রক্রিয়াকে এবং ইহার উপায়-উপকরণকে নির্দেশ করে যাহা আল্লাহতা'লা তাঁহার হুকুম এবং ইচ্ছা কার্যকরী করার ক্ষেত্রে ব্যবহার করিয়া থাকেন।

১২৩৫। মৃত্যুর পরে মানুষকে কেবল নূতন জীবনই দেওয়া হইবে না বরং সেখানে তাহার ইহজগতের কর্মের মূল্যায়ন করিয়া তাহাকে শাস্তি ও পুরস্কার দেওয়া হইবে। ইহজীবনেও পুরুষানুক্রমে উত্তরাধিকারিত্ব চলিতে থাকে যাহাতে পূর্বপুরুষের সৎকর্মসমূহ বৃথা না হয় এবং পরবর্তী বংশধরগণ উহা হইতে উপকৃত হইতে পারে। "সালিহাত" শব্দের অর্থ ভাল ও সৎকর্মসমূহ ছাড়াও, নির্দিষ্ট বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে জরুরী প্রয়োজনানুসারে কৃত-কর্মসমূহকেও বুঝায়।

১২৩৬। "যিয়া" অর্থ, আলো, উজ্জ্বল বা চমকপ্রদ আলো। "যিয়া" নূর শব্দের সমার্থ-বোধক। কাহারো কাহারো মতে, ইহা নূর অপেক্ষা অধিক তীব্রতা বা গভীর তাৎপর্য বহন করে। অভিধান বিশারদগণের কাহারো কাহারো বিবেচনায় 'যিয়া' দ্বারা এমন আলো বুঝায় যাহা 'নূর' দ্বারা বিস্তৃত বা বিকীর্ণ হয়। আবার অন্যান্যদের মতে 'যিয়া' সেই আলোকরশ্মিকে বুঝায় যাহার নিজস্ব বিদ্যমানতা আছে — যথা সূর্যের বা আগুনের আলো এবং 'নূর' হইল সেই আলোর অস্তিত্ব যাহা অন্য কিছুর দ্বারা প্রতিফলিত — যথা চন্দ্রের আলো অর্থাৎ প্রতিবিম্বিত আলো (লেইন ও আকরাব)। ইহাই সঠিক তথ্য বলিয়া অনুমিত হয় যে, 'যিয়া' হইল তীব্র আলোকচ্ছটা এবং নূর হইল এমন আলো, যাহা সাধারণভাবে ব্যাপক ও অন্ধকারের বিপরীত অর্থ বুঝায়। এই জন্যই আল্লাহ্‌তা'লার আরেক নাম 'নূর'। এই অর্থই বরং অধিক ব্যাপক এবং গভীর এবং সেই সঙ্গে অধিকতর গূঢ় ভাব ও তাৎপর্য জ্ঞাপক (মুহীত)।

১২৩৭। তফ্‌সীরাধীন আয়াত অত্যন্ত জ্ঞানগর্ভ প্রাকৃতিক নিয়মের প্রতি নির্দেশ করিতেছে। কোন বস্তু মহাশূন্যে কতটুকু স্থান পরিভ্রমণ করিয়াছে তাহা আমরা নিরূপণ করিতে পারি কেবলমাত্র অন্যান্য বস্তুর আপেক্ষিকতায় উহার স্থান পরিবর্তনের দ্বারা। আল্লাহ্‌তা'লা সূর্য এবং চন্দ্রের গতির ভিন্ন ভিন্ন ধাপ নিয়োজিত করিয়াছেন যাহাতে আমরা সময়ের গণনা করিতে সক্ষম হই। অন্য কথায়, তিনি এই সকল গ্রহ-নক্ষত্র প্রভৃতি জ্যোতিষ্কমণ্ডলীকে চলমান করিয়াছেন এবং ইহাদের গতির পর্যায় বা ক্রম নির্ধারিত করিয়া দিয়াছেন যাহাতে এই গতি লক্ষ্য করিয়া আমরা বুঝিতে পারি যে, এত সময় অতিবাহিত হইয়াছে এবং আমাদের মূল অবস্থান হইতে আরো সরিয়া চলিয়াছি। সর্বপ্রকার পঞ্জিকা বা কাল গণনার

إِنَّ فِي اخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ لَآيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَّقُوْنَ ۝٦

৭। নিশ্চয় রাত্রি ও দিবসের পরিবর্তনের মধ্যে এবং প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে যাহা আল্লাহ্ আকাশমণ্ডলে এবং পৃথিবীতে সৃষ্টি করিয়াছেন মুত্তাকী সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রহিয়াছে।[১২৩৮]

إِنَّ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَآءَنَا وَرَضُوْا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوْا بِهَا وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنْ اٰيٰتِنَا غٰفِلُوْنَ ۝٧

৮। নিশ্চয় যাহারা আমাদের সাক্ষাতের আশা[১২৩৯] রাখে না এবং পার্থিব জীবনের প্রতি পরিতুষ্ট হইয়াছে এবং উহাতেই পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছে এবং আমাদের নিদর্শনাবলীর প্রতি অমনোযোগী রহিয়াছে—

أُولٰٓئِكَ مَأْوٰىهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ۝٨

৯। এই সকল লোকের আবাসস্থল হইবে আগুন—তাহাদের কর্মফলের জন্য!

إِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ يَهْدِيْهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيْمَانِهِمْ ۚ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهٰرُ فِيْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ۝٩

১০। নিশ্চয় যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং পুণ্য কর্ম করিয়াছে— তাহাদের প্রভু তাহাদের ঈমানের জন্য তাহাদিগকে (সাফল্যের পথে) পরিচালিত করিবেন। নেয়ামতপূর্ণ বাগান সমূহে তাহাদের তলদেশ[১২৪০] দিয়া নহর সমূহ প্রবাহিত হইবে।

পদ্ধতি সূর্য এবং চন্দ্রের গতিবিধির উপর নির্ভর করে। চন্দ্র পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে, ফলে আমরা মাস-পঞ্জির হিসাব জানিতে পারি। পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘুরে এবং নিজ অক্ষ-রেখার উপরেও আবর্তন করে, এইরূপে আমাদিগকে বৎসর এবং দিন নিরূপণ করিতে সক্ষম করে।

১২৩৮। বর্তমান আয়াতে "মুত্তাকী সম্প্রদায়ের জন্য" উক্তিটি পূর্ববর্তী আয়াতের "জ্ঞানবান জাতির জন্য" উক্তির বদলে ব্যবহৃত হইয়াছে। কারণ যদিও চন্দ্র-সূর্যের ক্রম-আবর্তন ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয়— সাধারণ ব্যক্তিও উহা জানে, তবুও শুধু মুত্তাকী লোকেরাই বিরূপভাব না লইয়া বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে উহা হইতে প্রকৃত আধ্যাত্মিক ফায়দা হাসিল করিতে পারে। পূর্বোক্ত আয়াতে বর্ণিত চন্দ্র এবং সূর্যের ভিন্ন ভিন্ন কক্ষ বিন্যাস সকলের অনুধাবন করা এবং বোধগম্য হওয়া সহজসাধ্য ব্যাপার নহে। অতএব কেবল জ্ঞান-সমৃদ্ধ ব্যক্তিগণই ইহা দ্বারা উপকৃত হইতে পারে। এতদ্ব্যতীত দিন এবং রাত্রির পরিবর্তন জাতিসমূহের উত্থান-পতনের অনুরূপ। তাহাদের উন্নতি এবং গৌরবময় দিবসের পরে আসে তাহাদের অবনতি ও অধঃপতনের রাত্রি। কোন জাতিই কখনও অবিরাম বা স্থায়ী গৌরব ভোগ করে নাই, কোন জনগোষ্ঠীও চিরকাল দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থায় থাকে নাই বা চিরদিন অধঃপতিত অবস্থায় অন্ধকারে পথ হাতড়াইয়া বেড়ায় নাই। কোন জাতি তাহাদের উন্নতির কালকে দীর্ঘায়ীত করিতে পারে এবং অবনতি ও অবক্ষয়ের অন্ধকার রাত্রিকে হ্রাস করিতে পারে। তাহাদের রাত্রির আগমনকে বিলম্বিত করাও তাহাদের কর্মফল দ্বারাই সম্ভব।

১২৩৯। মানব প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিলে এই গুরুত্ববহ বাস্তব সত্য উদঘাটিত হয় যে, মানবীয় সকল উন্নতি মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি আশা ও ভয়ের সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আমাদের চরম প্রচেষ্টা এই দুইটির যে কোন একটি সহজাত বৃত্তির প্রেরণা প্রসূত। কেহ কেহ ক্ষমতা, পদ বা সম্পদ বৃদ্ধির আশায় অনুপ্রাণিত হইয়া কঠোর পরিশ্রম করে, অন্যান্যরা ভীতির কারণে কাজ করে। বর্তমান আয়াত উল্লেখিত উভয় শ্রেণীর লোকের কথাই উল্লেখ করিয়াছে "'রাযা" শব্দ ব্যবহারে, যাহার অর্থ সে আশা করিয়াছিল; সে ভীত হইয়াছিল (লেইন)।

১২৪০। "তাহত" (তলদেশ) শব্দ এখানে বশ্যতা বা দাসত্ব অর্থে আলঙ্কারিকভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। এই অর্থে 'উহাদের নিম্নে বা তলদেশে' উক্তির মর্ম হইতেছে যে, জান্নাতের অধিবাসীগণ তাহাদের তলদেশে প্রবাহিত ঝর্ণাধারা দখলদাররূপে বা প্রজাস্বত্ব রূপে ভোগ করিবে না, বরং তাহারা জান্নাতের উক্ত স্রোতস্বিনীর মালিক এবং পরিচালকও হইবে।

دَعْوٰىهُمْ فِيْهَا سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيْهَا سَلٰمٌ ۚ وَاٰخِرُ دَعْوٰىهُمْ
اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝١١

১১। ইহার মধ্যে তাহাদের প্রার্থনা হইবে, হে আল্লাহ্![১২৪১] তুমি পবিত্র ও মহান এবং তাহাদের (পরস্পরের) মধ্যে সাদর সম্ভাষণ হইবে সালাম-শান্তি এবং তাহাদের সর্বশেষ কথা হইবে, সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য যিনি সকল জগতের প্রতিপালক।

১ [১০] ৬

وَلَوْ يُعَجِّلُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ اِلَيْهِمْ اَجَلُهُمْ ۭ فَنَذَرُ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَاۗءَنَا فِيْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ۝١٢

১২। এবং যদি আল্লাহ্ মানুষের জন্য (তাহাদের মন্দ কর্মের ফলে) এইভাবে অকল্যাণ দানে ত্বরা করিতেন যেভাবে তাহারা কল্যাণ কামনায় ত্বরা করে,[১২৪২] তাহা হইলে অবশ্যই তাহাদের (জীবনের) মিয়াদ পরিসমাপ্ত করিয়া দেওয়া হইত। এইজন্য আমরা সেই সকল লোককে, যাহারা আমাদের সাক্ষাতের আশা রাখে না তাহাদের ধর্মদ্রোহিতার মধ্যে দিশাহারা হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে অবকাশ দিই।

وَاِذَا مَسَّ الْاِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْۢبِهٖٓ اَوْ قَاعِدًا اَوْ قَاۗىِٕمًا ۚ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهٗ مَرَّ كَاَنْ لَّمْ يَدْعُنَآ اِلٰى ضُرٍّ مَّسَّهٗ ۭ كَذٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِيْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝١٣

১৩। এবং যখন দুঃখ-কষ্ট মানুষকে স্পর্শ করে তখন সে পার্শ্ব-দেশে (শুইয়া) অথবা বসিয়া অথবা দাঁড়াইয়া আমাদিগকে ডাকিতে থাকে, কিন্তু যখন আমরা তাহার দুঃখ-কষ্টকে তাহার উপর হইতে দূর করিয়া দেই তখন সে এমনভাবে পাশ কাটাইয়া চলিয়া যায় যেন সে আমাদিগকে কোন সময়ে ঐ কষ্ট, যাহা তাহাকে স্পর্শ করিয়াছিল, দূর করিবার জন্য ডাকে নাই। এই ভাবেই সীমালঙ্ঘনকারীদের জন্য তাহাদের কর্ম মনোরম করিয়া দেখানো হইয়াছে।

وَلَقَدْ اَهْلَكْنَا الْقُرُوْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوْا ۙ وَجَاۗءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ

১৪। এবং নিশ্চয় আমরা তোমাদের পূর্বে বহু জাতিকে ধ্বংস করিয়াছি,[১২৪৩] যখন তাহারা যুলুম করিয়াছিল; অথচ তাহাদের

১২৪১। আল্লাহ্‌তা'লার মহিমান্বিত প্রশংসা ও শোকরিয়া আদায় হইবে স্বতঃস্ফূর্ত ও সহজাত প্রবৃত্তির প্রেরণা-প্রসূত, কারণ জান্নাতে মানুষের নিকট সকল কিছুরই সত্য যথার্থরূপে বাস্তবাকারে প্রকাশিত হইবে এবং তাহারা বুঝিতে পারিবে যে, আল্লাহ্‌তা'লার সকল কর্মই গভীর প্রজ্ঞা-মণ্ডিত। এই চেতনা বা উপলব্ধিতে তাহারা সহজাত প্রবৃত্তির দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া বিস্ময়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে উচ্চস্বরে বলিয়া উঠিবেঃ "হে আল্লাহ্! তুমি পবিত্র ও মহান।" এই আয়াত ইহাও বুঝায় যে, মো'মেনের শেষ পরিণতি সুখ ও শান্তি। আল্লাহ্‌তা'লার মহিমা কীর্তনের মাধ্যমেই তাহারা তাহা প্রকাশ করে।

১২৪২। "খায়ের" শব্দের এক অর্থ ধন-সম্পদ (লেইন), এই অর্থে আয়াতের মর্ম এই যে, অবিশ্বাসীরা ধন -সম্পদ উপার্জনের উদ্দেশ্যে সকল কর্ম শক্তি ব্যয় করে এবং আল্লাহ্‌তা'লাকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করে। তাহাদের আচরণ বলিয়া দেয় যে, অমঙ্গল তাহাদিগকে অতর্কিত পাকড়াও করিবে। কিন্তু আল্লাহ্ শাস্তি দানে ধীর। যদি তিনি তাহাদিগের প্রাপ্য শাস্তি দিতে ত্বরা করিতেন তাহা হইলে অনেক পূর্বেই উহারা ধ্বংস প্রাপ্ত হইত। যদি খায়ের শব্দের অর্থ ভাল বা মঙ্গল করা হয়, তবে আয়াতের মর্ম দাঁড়ায় এই যে, মঙ্গল করার ক্ষেত্রে আল্লাহ্ যেরূপ শীঘ্র করেন, যদি অবিশ্বাসীদিগকে শাস্তি প্রদানে সেরূপ তাড়াহুড়া করিতেন তাহা হইলে তাহারা আরো অনেক পূর্বেই ধ্বংস প্রাপ্ত হইত।

১২৪৩। ঐশী শাস্তি দুই প্রকার যথাঃ-(১) প্রাকৃতিক নিয়ম লংঘনের ফলে ঘটিয়া থাকে এবং (২) শরীয়াতের বিধানকে বিদ্রূপ বা অবজ্ঞা করার ফলে পতিত হয়। শেষোক্ত শাস্তি কোন জাতি বা মানব গোষ্ঠীকে অতর্কিতে পাকড়াও করে তখন,যখন তাহারা অসাধু জীবন যাপন করে, অথবা উহাদের মধ্যে যখন আল্লাহ্‌তা'লার নবী আবির্ভূত হইয়া থাকেন এবং তাহারা তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করে এবং সত্য প্রচারে সর্বপ্রকার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। এই প্রকার শাস্তি নিশ্চিত বৈশিষ্ট্যসূচক হইয়া থাকে। অন্যান্য শ্রেণীর শাস্তি, যথা জাতি সমূহের উত্থান পতন, প্রাকৃতিক নিয়ম লংঘনের ফলে আসিয়া থাকে।

وَمَا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْا ۭ كَذٰلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِيْنَ ⑬

রসূলগণ সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলীসহ তাহাদের নিকট আসিয়াছিল, কিন্তু তাহারা ঈমান আনে নাই; এইভাবেই আমরা অপরাধী সম্প্রদায়কে প্রতিফল দিয়া থাকি ।

ثُمَّ جَعَلْنٰكُمْ خَلٰۗىِٕفَ فِي الْاَرْضِ مِنْۢ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ ⑭

১৫ । অতঃপর তাহাদের পর আমরা তোমাদিগকে (তাহাদের) স্থলাভিষিক্ত করিয়া দিয়াছি যেন আমরা দেখি, তোমরা কেমন আচরণ কর ।

وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيَاتُنَا بَيِّنٰتٍ ۙ قَالَ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَاۗءَنَا ائْتِ بِقُرْاٰنٍ غَيْرِ هٰذَآ اَوْ بَدِّلْهُ ۭ قُلْ مَا يَكُوْنُ لِيْٓ اَنْ اُبَدِّلَهٗ مِنْ تِلْقَاۗيِٕ نَفْسِيْ ۚ اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا يُوْحٰٓى اِلَيَّ ۚ اِنِّىْٓ اَخَافُ اِنْ عَصَيْتُ رَبِّيْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ⑮

১৬ । এবং যখন তাহাদের নিকট আমাদের সুস্পষ্ট আয়তসমূহ আবৃত্তি করা হয়, তখন যাহারা আমাদের সাক্ষাতের আশা রাখে না তাহারা বলে, 'তুমি ইহা ছাড়া অন্য কুরআন আন অথবা ইহার মধ্যে কিছু রদবদল কর ।' তুমি বল, 'ইহা আমার জন্য সম্ভবপর কাজ নহে যে, আমি নিজের পক্ষ হইতে ইহাতে কিছু রদবদল করি । আমার উপর যাহা ওহী করা হয় আমি কেবল উহারই অনুসরণ করি; যদি আমি আমার প্রভুর অবাধ্যতা করি তাহা হইলে আমি এক বড় (ভয়ঙ্কর) দিনের শাস্তিকে ভয় করি ।'[১২৪৪]

قُلْ لَّوْ شَاۗءَ اللّٰهُ مَا تَلَوْتُهٗ عَلَيْكُمْ وَلَآ اَدْرٰىكُمْ بِهٖ ۖ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيْكُمْ عُمُرًا مِّنْ قَبْلِهٖ ۭ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ⑯

১৭ । তুমি বল, 'যদি আল্লাহ্ ইচ্ছা করিতেন তাহা হইলে আমি ইহা তোমাদের নিকট পড়িয়া শুনাইতাম না এবং তিনিও উহা সম্বন্ধে তোমাদিগকে জ্ঞাত করিতেন না । নিশ্চয় আমি ইতিপূর্বে তোমাদের মধ্যে এক সুদীর্ঘ জীবন যাপন করিয়াছি, তবুও কি তোমরা বিবেক-বুদ্ধি খাটাইবে না ?'[১২৪৫]

فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَي اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِهٖ ۭ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُوْنَ ⑰

১৮ । অতএব, ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা বড় যালেম কে যে (জানিয়া বুঝিয়া) আল্লাহ্র বিরুদ্ধে মিথ্যারোপ করে অথবা তাঁহার নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করে ? প্রকৃত বিষয় ইহাই যে, অপরাধীরা কখনও সফলকাম হয় না ।[১২৪৬]

১২৪৪ । এক বড় ভয়ঙ্কর দিনের শাস্তির তাৎপর্য জাতীয় বিপর্যয় ।

১২৪৫ । তফসীরাধীন আয়াত নবুওয়াতের দাবীকারকের সত্যতা যাচাই করার জন্য বিচারের অভ্রান্ত মাপকাঠি বা নীতি নির্ধারণ করিয়াছে । একজন নবীর নবুওয়াতের দাবী করার পূর্বের জীবন যদি সত্যবাদিতায় ও ন্যায়-পরায়ণতায় অসাধারণ উচ্চ পর্যায়ের হয় এবং সেই সময় এবং তাহার নবুওয়াতের দাবীর মধ্যবর্তী সময়কালে তাঁহার সেই উচ্চ মর্যাদাপূর্ণ নৈতিক মহত্ত্ব বা উৎকর্ষের কোনরূপ অধঃগতির লক্ষণ যদি না থাকে, তবে তাঁহার দাবী অতি উচ্চ মর্যাদা-সম্পন্ন এবং সত্যবাদী লোকের দাবী বলিয়া অবশ্যই গ্রহণ করিতে হইবে । স্বভাবতঃই কোন ব্যক্তির পক্ষে নিশ্চিতরূপে নিজ আচরণের মধ্যে অভ্যাসগত ভাবে বা মানসিকভাবে বড় রকমের ভাল বা মন্দ পরিবর্তন সাধন করাটা সময় সাপেক্ষ ব্যাপার । অতএব, ইহা কিরূপে সম্ভব যে, ইসলামের নবী মুহাম্মদ (সাঃ) যখন তাঁহার নবুওয়াতের দাবীর পূর্বে সমস্ত জীবন ব্যাপিয়া অনন্য সাধারণ সৎ এবং সাধু ব্যক্তিরূপে প্রমাণিত ছিলেন, তিনি হঠাৎ রাতারাতি ভণ্ড দাবীকারকে পরিবর্তিত হইয়া গেলেন ?

১২৪৬ । এই আয়াত দুইটি চিরস্থায়ী সত্য স্পষ্ট করিয়া দিয়াছেঃ (ক) যাহারা আল্লাহ্তা'লার সম্পর্কে মিথ্যা আরোপ করে এবং যাহারা তাঁহার প্রেরিত নবীকে প্রত্যাখ্যান ও বিরুদ্ধাচরণ করে তাহারা কখনই ঐশী শাস্তি হইতে রক্ষা পায় না; (খ) ভণ্ড এবং মিথ্যা নবী তাহার মিশনে বা আরব্ধ কাজে কখনো কৃতকার্য হইতে পারে না ।

وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُوْلُوْنَ هٰٓؤُلَآءِ شُفَعَآؤُنَا عِنْدَ اللّٰهِ ؕ قُلْ اَتُنَبِّـُٔوْنَ اللّٰهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمٰوٰتِ وَلَا فِي الْاَرْضِ ؕ سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ⑱

১৯। এবং তাহারা আল্লাহ্‌কে ছাড়িয়া এমন কিছুর ইবাদত করে যাহা তাহাদের অপকারও করে না এবং উপকারও করে না এবং তাহারা বলে, এইগুলি আল্লাহ্‌র নিকট আমাদের সুপারিশকারী।[১২৪৭] তুমি বল, 'তোমরা কি আল্লাহ্‌কে উহার সংবাদ দিতেছ যে, আকাশসমূহে এবং পৃথিবীতে যাহা সম্বন্ধে তাঁহার জানা নাই?' তিনি পবিত্র এবং (যাহাকে তাহারা) শরীক করে উহা হইতে তিনি বহু উর্ধ্বে।

وَمَا كَانَ النَّاسُ اِلَّآ اُمَّةً وَّاحِدَةً فَاخْتَلَفُوْا ؕ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيْمَا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ⑲

২০। এবং সকল মানুষ একই উম্মত ছিল,[১২৪৭-ক] অতঃপর তাহারা (পরস্পর) মতভেদ করিল;[১২৪৮] বস্তুতঃ তোমার প্রভুর পক্ষ হইতে যে বাক্য[১২৪৮-ক] পূর্বে সমাগত হইয়াছে, উহা যদি না হইত তাহা হইলে যে বিষয়ে তাহারা মতভেদ করিতেছে, অবশ্যই তাহাদের মধ্যে উহার মীমাংসা করিয়া দেওয়া হইত।

وَيَقُوْلُوْنَ لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ اٰيَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ۚ فَقُلْ اِنَّمَا الْغَيْبُ لِلّٰهِ فَانْتَظِرُوْا ۚ اِنِّيْ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ ⑳ ع ٢

২১। এবং তাহারা বলে, তাহার উপর কেন তাহার প্রভুর পক্ষ হইতে কোন নিদর্শন অবতীর্ণ করা হয় নাই? অতএব, তুমি বল, 'প্রত্যেক অদৃশ্যের জ্ঞান কেবল আল্লাহ্‌রই জন্য। সুতরাং তোমরা অপেক্ষা কর, নিশ্চয় আমিও তোমাদের সহিত অপেক্ষাকারীদের অন্তর্ভুক্ত আছি?'[১২৪৯]

[১০] ২ ৭

১২৪৭। শির্‌কের প্রকৃত কারণ হইল পৌত্তলিকগণের পক্ষে তাহাদের নিজেদের সৃষ্ট বস্তুগুলির লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য উপলব্ধি করিতে ব্যর্থ হওয়া। আল্লাহ্‌তা'লার সত্তা এবং গুণাবলী সম্বন্ধে মোশরেকদের খোদা-প্রদত্ত ক্ষমতা ও বিকাশযোগ্য কর্মদক্ষতা সম্পর্কেও তাহার (পৌত্তলিক) ভ্রান্ত ধারণা থাকে। সে (পৌত্তলিক) অজ্ঞ বিশ্বাস পোষণ করে যে, কোন কিছুর মধ্যস্থতা ব্যতিরেকে সে আল্লাহ্‌তা'লার নৈকট্য লাভ করিতে পারে না এবং আল্লাহ্‌তা'লাও তাঁহার নৈকট্য-প্রাপ্ত ব্যক্তিগণের মধ্যস্থতা ছাড়া তাহার প্রতি সদয় হইয়া সেচ্ছায় উচ্চাসন হইতে নামিয়া আসিতে পারেন না। ইসলাম ধর্ম এই প্রকার ধারণার জোর বিরোধিতা করে।

১২৪৭-ক। প্রেরিত নবীর বিরুদ্ধে শত্রুতা করিতে তাহারা সকলেই একতাবদ্ধ ছিল। ২৫৪ টীকা দ্রষ্টব্য।

১২৪৮। 'তাহারা (পরস্পর) মতভেদ করিল' উক্তির মর্ম হইতে পারেঃ (ক) আল্লাহ্‌তা'লা মানবকে সঠিক পথ অবলম্বন করার সামর্থ্য বা যোগ্যতা দ্বারা ভূষিত করিয়াছিলেন এবং ঐশী নির্দেশনা দ্বারা ব্যবস্থাও দিয়াছিলেন, কিন্তু তাহারা সেই পথ পরিহার করিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছিল; (খ) তাহাদিগকে আল্লাহ্‌তা'লার প্রত্যাদিষ্ট নবীর মাধ্যমে সর্বদাই অভ্রান্ত পথ দেখানো হইয়াছে, কিন্তু তাহারা নিজেদের বিভেদ অব্যাহত রাখিয়াছে; (গ) আল্লাহ্‌র নবীর বিরুদ্ধাচরণে অবিশ্বাসীরা সকলেই একই পথ অবলম্বন করিয়া চলে এবং এইভাবে তাহারা একই দলভুক্ত হইয়া যায়। সর্বযুগেই তাহারা আল্লাহ্‌র প্রেরিত নবীগণের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছে এবং তাহাদের সঙ্গে মতবিরোধ করিয়াছে। ২৫৫ টীকা দ্রষ্টব্য।

১২৪৮-ক। এই উক্তি ৭ঃ১৫৭ আয়াতে উল্লেখিত 'আমার রহমত প্রত্যেক বস্তুকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে' কথার প্রতি নির্দেশ করে।

১২৪৯। 'শীঘ্র শাস্তি আসিতেছে না কেন'—কাফেরদের এই দাবীর কার্যকর উত্তর এই আয়াতে উল্লেখ করা হইয়াছে। উহাদিগকে বলিবার জন্য হযরত নবী করীম (সাঃ)-কে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে, তাহারা নহে, বরং তিনিই আযাব সম্বন্ধে অগ্রিম সংবাদদাতারূপে ইহার বিলম্বের কারণে বিচলিত হওয়ার কথা; কারণ শাস্তি আসার বিলম্বের জন্য তাঁহাকেইতো উপহাসের পাত্রে পরিণত করা হইতেছে এবং তিনি যখন ধৈর্যের সহিত আল্লাহ্‌তা'লার চূড়ান্ত রায়ের অপেক্ষা করিতেছেন, তাহারা কেন অপেক্ষা করিবে না?

وَاِذَآ اَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّنْۢ بَعْدِ ضَرَّآءَ مَسَّتْهُمْ اِذَا لَهُمْ مَّكْرٌ فِيْٓ اٰيَاتِنَا ؕ قُلِ اللّٰهُ اَسْرَعُ مَكْرًا ؕ اِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُوْنَ مَا تَمْكُرُوْنَ ﴿٢١﴾

২২। এবং যখন আমরা মানুষকে, তাহাদিগকে দুঃখ-যাতনা স্পর্শ করার পর রহমতের আস্বাদ গ্রহণ করাই, তখন সহসা তাহারা আমাদের নিদর্শনাবলীর বিরুদ্ধে পরিকল্পনা আঁটিতে আরম্ভ করে।[১২৫০] তুমি বল, 'আল্লাহ্ পরিকল্পনায় সর্বাধিক ত্বরিত'; নিশ্চয় আমাদের প্রেরিতগণ (ফিরিশ্‌তা) উহা লিখিয়া রাখিতেছে তোমরা যাহার পরিকল্পনা আঁটিতেছ।

هُوَ الَّذِيْ يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ؕ حَتّٰٓى اِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ ۚ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيْحٍ طَيِّبَةٍ وَّفَرِحُوْا بِهَا جَآءَتْهَا رِيْحٌ عَاصِفٌ وَّجَآءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَّظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ اُحِيْطَ بِهِمْ ۙ دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۚ لَئِنْ اَنْجَيْتَنَا مِنْ هٰذِهٖ لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ ﴿٢٢﴾

২৩। তিনিই তোমাদিগকে স্থলে এবং জলে পরিভ্রমণ করান, এমন কি যখন তোমরা জাহাজে অবস্থান কর এবং উহা তাহাদিগকে লইয়া মৃদুমন্দ বায়ুভরে চলিতে থাকে এবং উহাতে তাহারা আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া ওঠে, এমন সময় উহাদের উপর এক প্রচণ্ড ঝঞ্ঝা বায়ু বহিয়া যায় এবং সকল দিক হইতে তাহাদের উপর তরঙ্গমালা ভাঙ্গিয়া পড়ে এবং তাহারা ধারণা করে যে, তাহারা পরিবেষ্টিত হইয়া পড়িয়াছে, তখন তাহারা আল্লাহ্‌কে, তাঁহার প্রতি বিশুদ্ধ চিত্তে আনুগত্য প্রকাশ করিয়া (এই বলিয়া) ডাকে, 'যদি তুমি আমাদিগকে এই বিপদ হইতে উদ্ধার কর, তাহা হইলে নিশ্চয় আমরা কৃতজ্ঞদিগের অন্তর্ভুক্ত হইব।'[১২৫১]

فَلَمَّآ اَنْجٰىهُمْ اِذَا هُمْ يَبْغُوْنَ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ؕ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ ۙ مَّتَاعَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۫ ثُمَّ اِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٢٣﴾

২৪। অতঃপর, যেমনি তিনি তাহাদিগকে উদ্ধার করেন অমনি তাহারা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে বিদ্রোহাচরণ করিতে আরম্ভ করে। হে মানবমণ্ডলী! পার্থিব জীবনের ভোগ-বিলাসে তোমাদের বিদ্রোহাচরণ তোমাদের নিজেদের বিরুদ্ধেই দাঁড়াইবে। অতঃপর, আমাদের নিকটই তোমাদিগকে ফিরিয়া আসিতে হইবে এবং আমরা তোমাদিগকে জানাইয়া দিব যাহা কিছু তোমরা করিতেছিলে।

اِنَّمَا مَثَلُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَآءٍ اَنْزَلْنٰهُ مِنَ السَّمَآءِ فَاخْتَلَطَ بِهٖ نَبَاتُ الْاَرْضِ مِمَّا يَاْكُلُ النَّاسُ وَالْاَنْعَامُ ؕ حَتّٰٓى اِذَآ اَخَذَتِ الْاَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ اَهْلُهَآ اَنَّهُمْ قٰدِرُوْنَ عَلَيْهَآ ۙ اَتٰىهَآ

২৫। পার্থিব জীবনের দৃষ্টান্ত ঐ পানির ন্যায় যাহা আমরা মেঘ হইতে বর্ষণ করি, অতঃপর উহার সহিত ভূমি হইতে উৎপন্ন দ্রব্য সংমিশ্রিত হয়, যাহা মানুষ ও গবাদি পশু ভক্ষণ করে, এমন কি ধরণী নিজ সুন্দর রূপ পরিগ্রহ করে ও সুশোভিত হয় এবং উহার মালিকগণ মনে করে যে, উহা তাহাদের পূর্ণ আয়ত্বে আসিয়াছে, ঠিক এমনই সময় রাত্রিকালে বা দিনের বেলায় উহার উপরে আমাদের আদেশ আসিয়া পড়ে; অতঃপর আমরা উহাকে

১২৫০। করুণা আল্লাহ্‌তা'লার নিকট হইতে আসে, কিন্তু দুর্দশা মানবের মন্দ কর্মেরই ফল।

১২৫১। মৃদুমন্দ বায়ু যেমন কোন কোন সময় প্রবল ঝড়ে পরিণত হয় এবং ব্যাপক ধ্বংসের কারণ হয়, তদ্রূপ কাফেরদিগকে দেওয়া অবকাশ তাহাদের ধ্বংসের প্রাথমিক অংশ বলা যাইতে পারে। অবিশ্বাসীদিগকে এই প্রকাশ্য সত্য ভালভাবে উপলব্ধি করাইবার জন্য, তাহাদের সমুদ্র-যাত্রার আনন্দ ও ঝুঁকির প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করা হইয়াছে।

اَمۡرُنَا لَيۡلًا اَوۡ نَهَارًا فَجَعَلۡنٰهَا حَصِيۡدًا كَاَنۡ لَّمۡ تَغۡنَ بِالۡاَمۡسِ ؕ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الۡاٰيٰتِ لِقَوۡمٍ يَّتَفَكَّرُوۡنَ ﴿۲۵﴾

এমন ভাবে কর্তিত ক্ষেত্রে পরিণত করিয়া দেই যেন গতকালও এখানে কিছুই ছিল না। [১২৫২] এইরূপে আমরা চিন্তাশীল লোকদের জন্য নিদর্শনাবলী বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করি।

وَاللّٰهُ يَدۡعُوۡۤا اِلٰى دَارِ السَّلٰمِ ؕ وَيَهۡدِىۡ مَنۡ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسۡتَقِيۡمٍ ﴿۲۶﴾

২৬। এবং আল্লাহ্ শান্তির[১২৫৩] আবাসের দিকে আহ্বান করেন, এবং তিনি যাহাকে চাহেন সরল-সুদৃঢ় পথে পরিচালিত করেন।

لِلَّذِيۡنَ اَحۡسَنُوا الۡحُسۡنٰى وَزِيَادَةٌ ؕ وَلَا يَرۡهَقُ وُجُوۡهَهُمۡ قَتَرٌ وَّلَا ذِلَّةٌ ؕ اُولٰٓئِكَ اَصۡحٰبُ الۡجَنَّةِ ۚ هُمۡ فِيۡهَا خٰلِدُوۡنَ ﴿۲۷﴾

২৭। যাহারা উত্তম কার্য করে তাহাদের জন্য আছে উত্তম বিনিময়[১২৫৪] এবং আরও অধিক (আশিস)। [১২৫৫] কালিমা এবং লাঞ্ছনা তাহাদের মুখমণ্ডলকে আচ্ছন্ন করিবে না। ইহারাই জান্নাতের অধিবাসী; তাহারা তথায় চিরকাল বসবাস করিবে।

وَالَّذِيۡنَ كَسَبُوا السَّيِّاٰتِ جَزَآءُ سَيِّئَةٍ بِمِثۡلِهَا ۙ وَتَرۡهَقُهُمۡ ذِلَّةٌ ؕ مَا لَهُمۡ مِّنَ اللّٰهِ مِنۡ عَاصِمٍ ۚ كَاَنَّمَاۤ اُغۡشِيَتۡ وُجُوۡهُهُمۡ قِطَعًا مِّنَ الَّيۡلِ مُظۡلِمًا ؕ اُولٰٓئِكَ اَصۡحٰبُ النَّارِ ۚ هُمۡ فِيۡهَا خٰلِدُوۡنَ ﴿۲۸﴾

২৮। এবং যাহারা মন্দ কার্য করিবে, মন্দ কার্যের প্রতিফল উহার অনুরূপ হইবে এবং লাঞ্ছনা তাহাদিগকে আচ্ছন্ন করিবে; তাহাদিগকে আল্লাহ্ হইতে রক্ষা করিবার কেহ থাকিবে না; তাহাদের চেহারাগুলিকে যেন রাত্রির এক টুকরা দ্বারা অন্ধকারাচ্ছন্ন করা হইয়াছে,[১২৫৬] এই সকল লোকই আগুনের অধিবাসী, তাহারা তথায় দীর্ঘকাল থাকিবে।

وَيَوۡمَ نَحۡشُرُهُمۡ جَمِيۡعًا ثُمَّ نَقُوۡلُ لِلَّذِيۡنَ اَشۡرَكُوۡا مَكَانَكُمۡ اَنۡتُمۡ وَشُرَكَآؤُكُمۡ ۚ فَزَيَّلۡنَا بَيۡنَهُمۡ وَقَالَ شُرَكَآؤُهُمۡ

২৯। এবং (স্মরণ কর) সেই দিনকে যেদিন আমরা তাহাদের সকলকে একত্রিত করিব, অতঃপর যাহারা শির্ক করিয়াছিল, আমরা তাহাদিগকে বলিব, 'তোমরা এবং তোমরা যাহাদিগকে শরীক করিয়াছিলে সকলেই স্ব স্ব স্থানে (দাঁড়াইয়া) থাক।' অতঃপর, আমরা তাহাদিগকে একে অপর হইতে পৃথক করিয়া

১২৫২। এই নীতি-কথার অন্তর্নিহিত অর্থ হইলঃ যখন জাতি অহঙ্কারী ও অন্তঃসার-শূন্য হইয়া পড়ে এবং জীবনকে হাল্কাভাবে গ্রহণ করে, তখন তাহাদের অধঃপতন আরম্ভ হয় এবং তাহারা দুঃখে পতিত হয়।

১২৫৩। "সালাম" অর্থ-নিরাপদ, নিরাপত্তা,'দোষ বা ত্রুটি,অপূর্ণতা, কলঙ্ক বা অসৎ অভ্যাসমুক্ত', অথবা ইহার অর্থ শান্তি, আনুগত্য এবং জান্নাত। আল্লাহ্তা'লার এক নামও 'সালাম' (লেইন)।

১২৫৪। "আল্ হুস্না' অর্থ আনন্দদায়ক পরিণাম; বিজয়, বাগ্রতা ও তৎপরতা। উক্তিটির মর্ম হইল যে,(১) বিশ্বাসীগণ এক সুখময় পরিণামে পৌঁছিবে; (২) তাহারা কৃত-কার্যতা লাভ করিবে, এবং (৩) আল্লাহ্তা'লা তাহাদিগকে আগ্রহী এবং কর্মতৎপর করিবেন।

১২৫৫। "যিয়াদাহ্" (অর্থ আরো বেশী) শব্দের মর্ম হইতেছে যে, মো'মেনগণ তাহাদের পুরস্কার স্বরূপ আল্লাহ্কে লাভ করিবে, এবং'আল্ হুস্না' (আরও এক অর্থ আল্লাহ্র দৃষ্টি) শব্দ উক্ত ধারণাকে সমর্থন করে।

১২৫৬। এই আয়াতের মধ্যে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ সত্য নিহিতঃ (ক) পুণ্যের পুরস্কার বহুগুণ (পূর্ববর্তী আয়াত দেখুন),আর পাপের প্রতিদান সমপরিমাণ; (খ) যাহারা আল্লাহ্র বিধান লঙ্ঘন করে তাহারা উচ্চ আদর্শের অনুপ্রেরণা লাভে এবং মহৎ উচ্চাকাঙ্খা হইতে নিবৃত্ত হইয়া যায় এবং উদাম হারাইয়া ফেলে এবং তাহাদের মধ্যে নেতৃত্বদানের উচ্চাভিলাষ থাকে না এবং কেবল অন্যের অনুকরণে অভ্যস্ত হইয়া পড়ে; (গ) এইরূপ অবস্থায় পতিত হইয়া এবং আল্লাহ্তা'লার অসন্তুষ্টি অর্জন করতঃ তাহারা বিপদাদিতে আল্লাহ্তা'লার সাহায্য সহায়তা হইতে বঞ্চিত হয়; (ঘ) অসাধু লোকের অন্যায় অবিচার এবং পাপ কর্মসমূহ দীর্ঘদিন গোপন থাকিতে পারে না—আগে হউক বা পরে হউক প্রকাশ হইয়াই পড়ে।

مَّا كُنْتُمْ اِيَّانَا تَعْبُدُوْنَ ﴿٢٩﴾

দিব, তখন তাহাদের শরীকগণ বলিবে, 'তোমরা আদৌ আমাদের উপাসনা করিতে না;

فَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغٰفِلِيْنَ ﴿٣٠﴾

৩০। সুতরাং তোমাদের এবং আমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসাবে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট। আমরা নিশ্চয়ই তোমাদের উপাসনা সম্বন্ধে অনবহিত ছিলাম।'

هُنَالِكَ تَبْلُوْا كُلُّ نَفْسٍ مَّآ اَسْلَفَتْ وَرُدُّوْٓا اِلَى اللّٰهِ مَوْلٰىهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ﴿٣١﴾ ع

৩১। সেখানে তখন প্রত্যেক আত্মা যাহা কিছু কৃত-কর্ম হিসাবে পূর্বে প্রেরণ করিয়াছে তাহা বুঝিয়া পাইবে[১২৫৭] এবং তাহাদিগকে তাহাদের প্রকৃত অভিভাবক আল্লাহ্‌র দিকে ফিরাইয়া আনা হইবে এবং তাহারা যাহা কিছু মিথ্যা রচনা করিত সবই তাহাদের নিকট হইতে উধাও হইয়া যাইবে।

৩ [১০] ৮

قُلْ مَنْ يَّرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ اَمَّنْ يَّمْلِكُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَمَنْ يُّخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُّدَبِّرُ الْاَمْرَ ؕ فَسَيَقُوْلُوْنَ اللّٰهُ ۚ فَقُلْ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿٣٢﴾

৩২। তুমি বল, 'আকাশসমূহ এবং যমীন হইতে কে তোমাদিগকে রিয্‌ক দেন, অথবা কে কান এবং চক্ষুসমূহের উপর আধিপত্য রাখেন এবং কে জীবিতকে মৃত হইতে বাহির করেন এবং কে মৃতকে জীবিত হইতে বাহির করেন এবং কে সকল বিষয় নিয়ন্ত্রণ করেন?[১২৫৮] তখন অবশ্যই বলিবে, 'আল্লাহ্‌'। অতঃপর, তুমি বল, 'তবুও কি তোমরা তাক্‌ওয়া অবলম্বন করিবে না?'

فَذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ ۚ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ اِلَّا الضَّلٰلُ ۚ فَاَنّٰى تُصْرَفُوْنَ ﴿٣٣﴾

৩৩। অতএব, ইনিই আল্লাহ, তোমাদের প্রকৃত প্রভু। সুতরাং সত্য ত্যাগ করিবার পর বিভ্রান্তি ব্যতিরেকে আর কি থাকে? কিভাবে তোমাদিগকে (সত্য হইতে) ফিরানো হইতেছে?

كَذٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِيْنَ فَسَقُوْٓا اَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٣٤﴾

৩৪। এইরূপে যাহারা অবাধ্য আচরণ করে তাহাদের উপর তোমার প্রভুর কথা সত্য প্রতিপন্ন হইল যে, তাহারা ঈমান আনিবে না।

১২৫৭। এই জগতের বস্তু-নিচয়ের অন্তর্নিহিত প্রকৃত সত্যের উপলব্ধি সম্পূর্ণভাবে মানবকে দেওয়া হয় নাই। একমাত্র পরকালেই সকল বস্তু হইতে সম্পূর্ণ রূপে আবরণ তুলিয়া নেওয়া হইবে এবং উহাদের প্রকৃত রূপ তখন প্রকাশিত হইবে।

১২৫৮। এই আয়াতে অতি সুন্দর জ্ঞানপূর্ণ নিয়মের বিন্যাস বিদ্যমান। ইহা পার্থিব জীবনকে খাদ্যের দ্বারা পুষ্টিসাধনের মাধ্যমে বাঁচাইয়া রাখার উল্লেখ দ্বারা শুরু হইয়াছে। তৎপর ইহা দৃষ্টি এবং শ্রবণেন্দ্রিয়ের কথা বলিয়াছে, যাহা জ্ঞান ও প্রজ্ঞা অর্জনের মাধ্যম। ইহার পরে মানবের কর্ম প্রেরণার প্রতি নির্দেশ করতঃ জীবন ও মৃত্যুর অমোঘ নিয়ম বর্ণিত হইয়াছে যাহা স্বাভাবিকভাবে জ্ঞান ও প্রজ্ঞা লাভ করার পরে কার্যকর হইয়া থাকে। সর্বশেষে ইহা বিষয়সমূহের নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা সম্পর্কে বাক্ত করিয়াছে—যখন হইতে ব্যক্তি নিজের কর্মশক্তি (তদবির) কাজে লাগাইতে আরম্ভ করে, অর্থাৎ তাহার কাজকর্ম সুশৃংখল এবং নিয়মানুগ পদ্ধতিতে পরিচালনা করিতে থাকে এবং বিভিন্ন কর্মের মধ্যে যথাযথ সমন্বয় সাধন করে। সংক্ষেপে এই চারটি উপায় বা উপকরণই প্রাকৃতিক পর্যায়ে উল্লেখ করা হইয়াছে, যাহা মানব জীবনের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য অত্যাবশ্যক।

قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَآئِكُمْ مَّنْ يَّبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ ؕ قُلِ اللّٰهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ ﴿٣٥﴾

৩৫ । তুমি বল, 'তোমাদের শরীকগণ (উপাস্য) হইতে কি কেহ এমন আছে যে সৃষ্টিকে উদ্ভব করে এবং উহার পুনরাবর্তন ঘটায় ?' তুমি বল, 'আল্লাহ্ই সৃষ্টির উদ্ভব করেন এবং উহার পুনরাবর্তন ঘটান। [১২৫৯] সুতরাং তোমাদিগকে কোন দিকে ফিরানো হইতেছে ?'

قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَآئِكُمْ مَّنْ يَّهْدِيْٓ اِلَى الْحَقِّ ؕ قُلِ اللّٰهُ يَهْدِيْ لِلْحَقِّ ؕ اَفَمَنْ يَّهْدِيْٓ اِلَى الْحَقِّ اَحَقُّ اَنْ يُّتَّبَعَ اَمَّنْ لَّا يَهِدِّيْٓ اِلَّآ اَنْ يُّهْدٰى ۚ فَمَا لَكُمْ ۫ كَيْفَ تَحْكُمُوْنَ ﴿٣٦﴾

৩৬ । তুমি বল, 'তোমাদের শরীক (উপাস্য)গণের মধ্যে কি এমন কেহ আছে যে, সত্যের দিকে পথ নির্দেশ করে ?' তুমি বল, 'কেবল আল্লাহ্ই সত্যের দিকে পথ নির্দেশ করেন; তাহা হইলে কি যিনি সত্যের দিকে পথ নির্দেশ করেন তিনি অধিকতর অনুসরণ যোগ্য, না যে নিজেই পথ খুঁজিয়া পায় না যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহাকে পথ দেখাইয়া দেওয়া হয়, সে ? তাহা হইলে, তোমাদের কি হইয়াছে ? কিভাবে তোমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া থাক ?'

وَمَا يَتَّبِعُ اَكْثَرُهُمْ اِلَّا ظَنًّا ؕ اِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِيْ مِنَ الْحَقِّ شَيْـًٔا ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِمَا يَفْعَلُوْنَ ﴿٣٧﴾

৩৭ । এবং তাহাদের অধিকাংশই কেবল অনুমানের অনুসরণ করে। নিশ্চয় অনুমান সত্যের মোকাবেলায় কোন কাজে আসে না। [১২৬০] তাহারা যাহা কিছু করিতেছে নিশ্চয় আল্লাহ্ তাহা সবিশেষ অবহিত ।

وَمَا كَانَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ اَنْ يُّفْتَرٰى مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ تَصْدِيْقَ الَّذِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيْلَ الْكِتٰبِ لَا رَيْبَ فِيْهِ مِنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٣٨﴾

৩৮ । এবং এই কুরআন এমন নহে যে, আল্লাহ্ ব্যতিরেকে অন্য কাহারও দ্বারা রচিত হইতে পারে; বরং ইহা সত্যায়ন করে উহার যাহা ইহার পূর্বে আছে এবং ইহা একটি পূর্ণ বিধানের বিবরণ; ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, ইহা সকল জগতের প্রতিপালকের পক্ষ হইতে । [১২৬১]

১২৫৯ । স্রষ্টার প্রকৃত প্রমাণ হইল তাঁহার পূর্বসৃষ্টিকে পুনরায় অবিকল রূপে সৃষ্টি করার শক্তি, নচেৎ এই দাবী অর্থাৎ সৃষ্টির দাবী সম্পূর্ণ ভুয়া প্রমাণিত হইবে অথবা ইহাতে মারাত্মক আপত্তি থাকিয়া যাইবে; অনাথায় এইরূপ দাবী মিথ্যাবাদী বা ভণ্ডও করিতে পারে । এশী সত্যতার এই প্রমাণ উপস্থাপন করিয়া এই আয়াত প্রতিমা-পূজারীদিগের প্রতি জিজ্ঞাসা রাখিয়াছে যে, তাহাদের তথাকথিত দেব-দেবীগুলির মধ্যে কে এইরূপ সৃষ্টি-পদ্ধতির এবং পুনঃসৃষ্টির হোতা, যে পৃথিবীর জন্মলগ্ন হইতে অবিরাম কাজ করিয়া আসিতেছে ?

১২৬০ । যাহারা আল্লাহ্র সহিত শরীক করে তাহাদের বিশ্বাস ও মতবাদ উদ্ভট অনুমান এবং কল্পনাপ্রসূত, কারণ উহাদের তথাকথিত দেব-দেবী কখনও তাহাদিগকে পথ প্রদর্শন করে নাই ।

১২৬১ । এই আয়াত পাঁচটি অত্যন্ত অকাট্য যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করিয়াছে যে, পবিত্র কুরআন্ আল্লাহ্তা'লার বাণীঃ (ক) ইহার বিষয়বস্তু এমন যাহার জ্ঞান মানুষের ক্ষমতার উর্ধ্বে এবং যাহা একমাত্র আল্লাহ্ই প্রকাশ করিতে পারেন, (খ) পূর্ববর্তী নবীগণের ভবিষ্যদ্বাণীসমূহের পূর্ণতা এই প্রমাণ বহন করে যে, ইহার উৎস আল্লাহ্তা'লা, (গ) পূর্ববর্তী কিতাবের শিক্ষাকে কুরআন এরূপ স্পষ্ট ও বিশদভাবে ব্যাখ্যা বা বোধগম্য করিয়াছে, যাহা অন্য কোন কিতাবই করে নাই, (ঘ) কুরআন এশী গ্রন্থ হওয়ার প্রয়োজনীয় যুক্তি-প্রমাণ ইহার মধ্যেই সন্নিবিষ্ট এবং বাহিরের কোন ব্যক্তি বা কিতাবের সাহায্য বা সমর্থন ইহার সত্যতা নিরূপণের জন্য অনাবশ্যক, (ঙ) পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহের মোকাবেলায় এই পবিত্র কিতাব সকল অবস্থায় সকল মানুষের নৈতিক চাহিদা ও প্রয়োজন সন্তোষজনকভাবে পূরণ করে ।

اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ ؕ قُلْ فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّثْلِهٖ وَادْعُوْا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٣٩﴾

৩৯। তাহারা কি এই কথা বলে যে, সে ইহা রচনা করিয়াছে ? তুমি বল, 'তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তাহা হইলে তোমরা ইহার অনুরূপ একটি সূরা পেশ [১২৬২] কর এবং আল্লাহ্ ব্যতিরেকে যাহাদিগকে সম্ভব হয় সাহায্যের জন্য ডাক।'

بَلْ كَذَّبُوْا بِمَا لَمْ يُحِيْطُوْا بِعِلْمِهٖ وَلَمَّا يَاْتِهِمْ تَاْوِيْلُهٗ ؕ كَذٰلِكَ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٤٠﴾

৪০। বরং তাহারা উহাকে মিথ্যা বলিয়া অস্বীকার করিয়াছে যাহাকে তাহারা (পূর্ণরূপে) জানায়ত্ত করে নাই, এবং ইহার (সঠিক) তাৎপর্য তাহাদের কাছে উপনীত হয় নাই। তাহাদের পূর্ববর্তীগণও এইভাবে (সত্যকে) মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল; অতএব, তুমি দেখ! সেই যালেমদের পরিণাম কি রূপ হইয়াছিল।

وَمِنْهُمْ مَّنْ يُّؤْمِنُ بِهٖ وَمِنْهُمْ مَّنْ لَّا يُؤْمِنُ بِهٖ ؕ وَرَبُّكَ اَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِيْنَ ﴿٤١﴾ ع

৪১। এবং তাহাদের মধ্যে এমন কতক আছে যাহারা ইহার উপর ঈমান আনে এবং কতক আছে যাহারা ইহার উপর ঈমান আনে না এবং তোমার প্রভু বিশৃঙ্খলাকারীদিগকে ভালভাবে জানেন।

৪ [১০] ৯

وَاِنْ كَذَّبُوْكَ فَقُلْ لِّيْ عَمَلِيْ وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ ۚ اَنْتُمْ بَرِيْٓـُٔوْنَ مِمَّآ اَعْمَلُ وَاَنَا بَرِيْٓءٌ مِّمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿٤٢﴾

৪২। এবং যদি তাহারা তোমাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করে তাহা হইলে তুমি বল, 'আমার কর্ম আমার জন্য এবং তোমাদের কর্ম তোমাদের জন্য। আমি যাহা করি সেজন্য তোমরা দায়ী নহ এবং তোমরা যাহা কর সেজন্য আমিও দায়ী নহি।'

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّسْتَمِعُوْنَ اِلَيْكَ ؕ اَفَاَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوْا لَا يَعْقِلُوْنَ ﴿٤٣﴾

৪৩। এবং তাহাদের মধ্যে এমন কতক আছে যাহারা তোমার প্রতি কান পাতিয়া রাখে। তুমি কি সেই বধিরদিগকে শুনাইতে পারিবে যদিও তাহারা বিবেক-বুদ্ধিকে কাজে না লাগায় ?

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّنْظُرُ اِلَيْكَ ؕ اَفَاَنْتَ تَهْدِى الْعُمْىَ وَلَوْ كَانُوْا لَا يُبْصِرُوْنَ ﴿٤٤﴾

৪৪। এবং তাহাদের মধ্যে কতক এমন আছে যাহারা তোমার দিকে তাকাইয়া থাকে। তুমি কি সেই অন্ধদিগকে সুপথ দেখাইতে পারিবে যদিও তাহারা না দেখে ? [১২৬৩]

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْـًٔا وَّلٰكِنَّ النَّاسَ اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ﴿٤٥﴾

৪৫। আল্লাহ্ মানুষের উপর আদৌ কোন যুলুম করেন না, বরং মানুষ নিজের উপর নিজেই যুলুম করে।

১২৬২। এই আয়াত কাফেরদিগকে চ্যালেঞ্জ করিয়াছে যে, কুরআন শরীফের মত পরমোৎকর্ষপূর্ণ কিতাব যদি মানুষের জালিয়াতি হইতে পারে, তাহা হইলে ইহার সদৃশ একটি গ্রন্থ তাহারা নিজেরা প্রণয়ন করে না কেন ? এই চ্যালেঞ্জ সর্বকালের জন্য অক্ষুন্ন হইয়া রহিয়াছে। দেখুন ৪৪ টীকা।

১২৬৩। অবিশ্বাসীগণের অনুধাবন করার বোধ-শক্তিও বুদ্ধি নাই। পূর্ববর্তী আয়াতে তাহাদিগকে 'শ্রবণশক্তি বিবর্জিত', তদুপরি 'বোধ শূন্য' বলা হইয়াছে এবং বর্তমান আয়াতে তাহাদিগকে 'অন্ধ হওয়া' ছাড়াও মৌলিক মানসিক শক্তিতে নিঃস্ব বলা হইয়াছে।

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَاَنْ لَّمْ يَلْبَثُوْٓا اِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُوْنَ بَيْنَهُمْ ؕ قَدْ خَسِرَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِلِقَآءِ اللّٰهِ وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ ﴿٤٦﴾

৪৬। এবং যেদিন তিনি তাহাদিগকে এমন অবস্থায় একত্রিত করিবেন (যে তাহারা অনুভব করিবে) যেন তাহারা দিবসের এক মুহূর্ত[১২৬৪] ব্যতীত (এই দুনিয়ায়) অবস্থান করে নাই। তাহারা একে অপরকে চিনিয়া লইবে, যাহারা আল্লাহ্‌র সাক্ষাৎকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছে এবং তাহারা হেদায়াতগ্রহণকারীও হয় নাই, বস্তুতঃ তাহারা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

وَاِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِيْ نَعِدُهُمْ اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَاِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللّٰهُ شَهِيْدٌ عَلٰى مَا يَفْعَلُوْنَ ﴿٤٧﴾

৪৭। **এবং আমরা তাহাদিগকে যেসব বিষয়ে ভীতি প্রদর্শন করিয়াছি উহার কিয়দংশ যদি তোমাকে দেখাইয়া দিই (তাহা হইলে তুমি দেখিয়া লইবে) অথবা যদি (ইহার পূর্বে) আমরা তোমাকে মৃত্যু দিই, তাহা হইলে (তুমি মৃত্যুর পর ইহার যথার্থতা জানিবে); অতঃপর তাহাদের প্রত্যাবর্তন তো আমাদেরই[১২৬৫] নিকট, এবং তাহারা যাহা কিছু করিতেছে আল্লাহ্ সেই বিষয়ে সাক্ষী রহিয়াছেন।**

وَلِكُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلٌ ۚ فَاِذَا جَآءَ رَسُوْلُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿٤٨﴾

৪৮। এবং প্রত্যেক উম্মতের জন্যই রহিয়াছে রসূল।[১২৬৬] সুতরাং যখন তাহাদের রসূল আসে, তখন তাহাদের মধ্যে ন্যায়-সঙ্গতভাবে বিচার করিয়া দেওয়া হয় এবং তাহাদের উপর কোন যুলুম করা হয় না।

وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٤٩﴾

৪৯। এবং তাহারা বলে, 'যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তাহা হইলে (বল) কখন এই প্রতিশ্রুতি (পূর্ণ) হইবে।'

قُلْ لَّآ اَمْلِكُ لِنَفْسِيْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ ؕ لِكُلِّ اُمَّةٍ اَجَلٌ ؕ اِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَاْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ ﴿٥٠﴾

৫০। **তুমি বল, 'আল্লাহ্ যাহা ইচ্ছা করেন উহা ব্যতিরেকে আমি আমার নিজের জন্য না কোন ক্ষতি এবং না কোন লাভের ক্ষমতা রাখি[১২৬৭] প্রত্যেক উম্মতের জন্য একটি (নির্দিষ্ট) মিয়াদ রহিয়াছে। যখন তাহাদের মিয়াদ শেষ হইয়া আসে তখন তাহারা এক মুহূর্তও পিছনে থাকিয়া যাইতে পারে না এবং আগেও বাড়িয়া যাইতে পারে না।'**

১২৬৪। কুরআন করীমে কাফেরদিগের সম্বন্ধে ইহজগতে দিনের এক ঘন্টাকাল বা কিছুসময় অবস্থান করার কথা একাধিক বার বলা হইয়াছে। এইরূপ সকল আয়াতে ইহলোকে তাহাদের অবস্থানের প্রকৃত কাল বুঝায় না, বরং পার্থিব বিষয়াদিতে সম্পূর্ণরূপে ডুবিয়া থাকা এবং নিরর্থক অভীষ্ট লাভে আত্ম-নিমগ্ন হইয়া যাওয়াতে নিন্দাসূচক অর্থ নিহিত রহিয়াছে। যেহেতু তাহারা নিরর্থক প্রলোভনে জীবন বিনষ্ট করিয়াছিল, সেইজন্য তাহারা এই পৃথিবীতে মাত্র একদিন বাস করিয়াছিল বলিয়া যথার্থভাবেই বলা যাইতে পারে, যদিও প্রকৃতপক্ষে তাহারা ইহজগতে বহু বৎসর যাবৎ অবস্থান করিয়াও থাকিতে পারে।

১২৬৫। এই আয়াত একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম-নীতি পেশ করিয়াছে—যেমন, আসন্ন আযাব সম্বন্ধে ভীতি প্রদর্শন এবং সতর্কবাণী সম্বলিত ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ রদ হইতে পারে, কিন্তু সাধারণ প্রতিশ্রুতি, যাহা বিশেষ কোন নবীর সহিত সম্পৃক্ত নহে, সকল নবীগণের জন্য প্রযোজ্য বিশ্বজনীন নীতির অঙ্গীভূত তাহা কখনো বাতিল বা রদ হয় না। এই আয়াতের আরো অন্তর্নিহিত মর্ম হইতেছে যে, ইহা অনিবার্য নহে যে, সকল ভবিষ্যদ্বাণীরই পূর্ণতার একটি সময়-সীমা নির্ধারিত থাকিতে হইবে।

১২৬৬। মনে হয় এই আয়াত শরীয়াত প্রবর্তনকারী নবী সম্বন্ধে নির্দেশ করিতেছে, কারণ সকল ধর্মীয়-বিধান শরীয়াতবাহী নবীগণ দ্বারা

১২৬৭ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ اَتٰىكُمْ عَذَابُهٗ بَيَاتًا اَوْ نَهَارًا مَّاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُوْنَ ﴿٥١﴾

৫১। তুমি বল, 'তোমরা কি চিন্তা করিয়া দেখিয়াছ যদি তাঁহার শাস্তি রাত্রে অথবা দিনে তোমাদের উপর আপতিত হয়, তখন অপরাধীরা কি করিয়া উহা হইতে তাড়াতাড়ি (দৌড়াইয়া) পলায়ন করিবে ?[১২৬৮]

اَثُمَّ اِذَا مَا وَقَعَ اٰمَنْتُمْ بِهٖ ؕ آٰلْـٰٔنَ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهٖ تَسْتَعْجِلُوْنَ ﴿٥٢﴾

৫২। তবে কি যখন ইহা ঘটিয়া যাইবে তখন তোমরা ইহার উপর ঈমান আনিবে ? কি (তোমরা) এখন (ঈমান আনিতেছ)! অথচ তোমরা (ইহার পূর্বে) ইহা তাড়াতাড়ি আগমনের কামনা করিতেছিলে ?'

ثُمَّ قِيْلَ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ذُوْقُوْا عَذَابَ الْخُلْدِ ۚ هَلْ تُجْزَوْنَ اِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُوْنَ ﴿٥٣﴾

৫৩। অতঃপর, যাহারা যুলুম করিতেছিল তাহাদিগকে বলা হইবে, 'তোমরা দীর্ঘস্থায়ী শাস্তি[১২৬৯] উপভোগ কর। তোমরা যাহা কিছু অর্জন করিয়াছিলে তোমাদিগকে কেবল উহারই প্রতিফল দেওয়া হইতেছে।'

وَيَسْتَنْۢبِـُٔوْنَكَ اَحَقٌّ هُوَ ؕ قُلْ اِيْ وَرَبِّيْٓ اِنَّهٗ لَحَقٌّ ۚ وَمَآ اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ﴿٥٤﴾ ع

৫৪। এবং তাহারা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, উহা কি সত্য ? তুমি বল, 'হাঁ, আমার প্রভুর শপথ! ইহা অবশ্যই সত্য; এবং তোমরা ইহা ব্যর্থ করিতে পারিবে না।'[১২৬৯-ক]

[১৩] ৫ ১০

وَلَوْ اَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِى الْاَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهٖ ؕ وَاَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَاَوُا الْعَذَابَ ۚ وَقُضِىَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿٥٥﴾

৫৫। এবং যদি পৃথিবীস্থ সব কিছুই প্রত্যেক যালেম ব্যক্তির স্বত্বাধীনে থাকিত, তাহা হইলে অবশ্যই সে উহা মুক্তি-পণ হিসাবে পেশ করিয়া দিত। এবং যখন তাহারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করিবে, তখন তাহারা তাহাদের মনস্তাপ গোপন করিবে।[১২৭০] এবং তাহাদের মধ্যে ন্যায়-সঙ্গতভাবে মীমাংসা করিয়া দেওয়া হইবে এবং তাহাদের প্রতি কোন যুলুম করা হইবে না।

اَلَآ اِنَّ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ اَلَآ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٥٦﴾

৫৬। স্মরণ রাখ, নিশ্চয় আকাশমণ্ডলে এবং পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সব আল্লাহ্‌র। শুন, নিশ্চয় আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য, কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই জানে না।

প্রতিষ্ঠিত।

১২৬৭। তফ্‌সীরাধীন আয়াত (পূর্ববর্তী আয়াতে উল্লেখিত) শাস্তি সম্পর্কে অবিশ্বাসীদের দাবীর উত্তর সন্নিবেশ করিয়াছে। হযরত নবী করীম (সাঃ) অবিশ্বাসীদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে আদিষ্ট হইয়াছেন যে, কিরূপে তিনি তাহাদের শাস্তির দাবী পূরণ করিতে পারেন, যখন তিনি নিজেই নিজের মঙ্গল করিতে বা নিজের অমঙ্গল দূরীভূত করিতে সক্ষম নহেন ?

১২৬৮। আয়াতে কাফেরগণকে তিরস্কার করা হইয়াছে ও বলা হইয়াছে যে, প্রতিশ্রুত আযাবের সময় ও প্রকার সম্পর্কে ব্যর্থ বিতর্কের প্রশ্রয় না দিয়া, তাহাদের জীবনে নৈতিক চরিত্রের শুভ পরিবর্তনের দ্বারা এই আযাব হইতে বাঁচার চেষ্টা করা উচিৎ।

১২৬৯। "আযাবাল খুলদ" অর্থ—যেই আযাব বা শাস্তি কাফেরদিগের সঙ্গেই রহিয়াছে এবং ইহা সীমাহীন শাস্তি নহে যাহা কোন অবস্থায় দূরীভূত হইতে পারে না।

১২৬৯-ক। তোমরা কখনও ইহা হইতে পালাইয়া বাঁচিতে পারিবে না।

১২৭০। "আসাররূ" শব্দের অর্থ এইরূপও হয় যেমন, তাহারা স্পষ্টতঃ প্রদর্শন করিবে বা তীব্র মনস্তাপ প্রকাশ করিবে। ইহা বিপরীত অর্থবোধক শব্দ।

هُوَ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿٥٧﴾

৫৭। তিনিই জীবিত করেন এবং মৃত্যু দেন এবং তাঁহারই দিকে তোমাদের (সকলকে) ফিরাইয়া লইয়া যাওয়া হইবে।

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَتْكُمْ مَّوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَشِفَآءٌ لِّمَا فِي الصُّدُوْرِ ۙ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٥٨﴾

৫৮। হে মানবমণ্ডলী! তোমাদের প্রভুর পক্ষ হইতে তোমাদের নিকট নিশ্চয় আসিয়াছে এক উপদেশ[১২৭১] এবং বক্ষঃসমূহে যাহা কিছু (ব্যাধি) আছে উহার জন্য আরোগ্য এবং মো'মেনগণের জন্য হেদায়াত ও রহমত।

قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهٖ فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوْا ۭ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ ﴿٥٩﴾

৫৯। তুমি বল, '(এই সব কিছু) আল্লাহ্‌র ফযলে ও তাঁহার রহমতে হইয়াছে; সুতরাং এই জন্য তাহাদের উৎফুল্ল হওয়া উচিত। (কেননা) তাহারা যাহা জমা করিতেছে উহার চাইতে ইহা উৎকৃষ্টতর।'

قُلْ اَرَءَيْتُمْ مَّآ اَنْزَلَ اللّٰهُ لَكُمْ مِّنْ رِّزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِّنْهُ حَرَامًا وَّحَلٰلًا ۭ قُلْ آٰللّٰهُ اَذِنَ لَكُمْ اَمْ عَلَى اللّٰهِ تَفْتَرُوْنَ ﴿٦٠﴾

৬০। তুমি বল, 'তোমরা কি চিন্তা করিয়া দেখিয়াছ, আল্লাহ্ তোমাদের জন্য যে জীবনোপকরণ অবতীর্ণ করিয়াছেন, অতঃপর তোমরা উহার মধ্যে (কতককে) হারাম করিয়াছ এবং (কতককে) হালাল করিয়াছ?'[১২৭২] তুমি বল, 'আল্লাহ্ কি তোমাদিগকে ইহার অনুমতি দিয়াছেন অথবা তোমরা আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে মিথ্যা রচনা করিতেছ?'

وَمَا ظَنُّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۭ اِنَّ اللّٰهَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُوْنَ ﴿٦١﴾ ع ৬ [৭] ১১

৬১। এবং যাহারা আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে মিথ্যা রচনা করে তাহাদের কিয়ামত দিবস সম্বন্ধে কি ধারণা? নিশ্চয় আল্লাহ্ মানুষের প্রতি বড়ই অনুগ্রহপরায়ণ, কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে না।

وَمَا تَكُوْنُ فِيْ شَاْنٍ وَّمَا تَتْلُوْا مِنْهُ مِنْ قُرْاٰنٍ وَّلَا تَعْمَلُوْنَ مِنْ عَمَلٍ اِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُوْدًا اِذْ تُفِيْضُوْنَ فِيْهِ ۭ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَّبِّكَ مِنْ مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاۗءِ وَلَآ اَصْغَرَ مِنْ ذٰلِكَ وَلَآ اَكْبَرَ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ﴿٦٢﴾

৬২। এবং তুমি যে কোন কাজে (ব্যস্ত) থাক না কেন এবং তাঁহার তরফ হইতে (সমাগত) কুরআনের যে কোন অংশ আবৃত্তি কর না কেন এবং তোমরা যে কোন কাজ কর না কেন আমরা অবশ্যই তোমাদের উপর সাক্ষী থাকি, যখন তোমরা উহাতে মুগ্ধ থাক। এবং তোমার প্রভুর দৃষ্টি হইতে পরমাণু পরিমাণ বস্তুও না পৃথিবীতে গোপন আছে, না আকাশে, এবং না উহা অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর[১২৭৩] এবং না উহা অপেক্ষা বৃহত্তর এমন কোন বস্তু আছে যাহা এক উজ্জ্বল কিতাবে (উল্লিখিত) নাই।

১২৭১। পবিত্র কুরআন হইতেছে "মাওয়েযাতুন" অর্থাৎ ধর্মসংক্রান্ত উপদেশ বা পরামর্শ—কারণঃ (ক) ইহাতে এই শিক্ষা নিহিত রহিয়াছে যাহা সৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত ও সদিচ্ছা হইতে উৎসারিত, (খ) ইহার শিক্ষা মানব হৃদয়কে প্রভাবান্বিত এবং মর্ম স্পর্শ করিবার জন্য বিচক্ষণ ও গভীর বিবেচনা প্রসূত, এবং (গ) ইহা সেই সকল নিয়ম-নীতি এবং আচরণ-বিধিসমূহ চমৎকারভাবে সুবিন্যস্ত করিয়াছে, যাহা মানবকে নৈতিক উৎকর্ষ সাধনে এবং জীবনের সফলতায় পৌঁছাইয়া দিতে সক্ষম।

১২৭২। পানাহার মানবের প্রাথমিক প্রয়োজন এবং যে কোন ধর্মের সর্বপ্রথম কর্তব্য এই বিষয়ে মানুষকে সঠিকপথে পরিচালনা করা। বিচার-বুদ্ধি ইহাই বলে যে, চিকিৎসা-শাস্ত্রগত, নৈতিক বা ধর্মীয় সঙ্গত কারণ থাকা উচিৎ যদ্দারা কতক বস্তুকে বৈধ এবং অন্যান্যগুলিকে অবৈধ বলা

১২৭৩ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

اَلَآ اِنَّ اَوْلِيَآءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿٦٢﴾

৬৩। মনযোগ দিয়া শুন ! নিশ্চয় আল্লাহ্‌র বন্ধু যাহারা— তাহাদের না কোন ভয় আছে এবং না তাহারা দুঃখিত হইবে—[১২৭৪]

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ ﴿٦٣﴾

৬৪। যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং (সদা) তাক্‌ওয়া অবলম্বন করিয়াছে—

لَهُمُ الْبُشْرٰى فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ ؕ لَا تَبْدِيْلَ لِكَلِمٰتِ اللّٰهِ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿٦٤﴾

৬৫। তাহাদের জন্য এই পার্থিব জীবনে শুভসংবাদ আছে এবং পরকালেও— আল্লাহ্‌র কথার কোন পরিবর্তন নাই— ইহাই পরম সফলতা।

وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ ۘ اِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا ؕ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿٦٥﴾

৬৬। এবং তাহাদের কথা যেন তোমাকে দুঃখিত না করে। [১২৭৫]নিশ্চয় সকল সম্মান, শক্তি আল্লাহ্‌র। তিনি সর্ব শ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।

اَلَآ اِنَّ لِلّٰهِ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ ؕ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ شُرَكَآءَ ؕ اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ وَاِنْ هُمْ اِلَّا يَخْرُصُوْنَ ﴿٦٦﴾

৬৭। মনযোগ দিয়া শুন ! যে কেহ আকাশমণ্ডলে আছে এবং যে কেহ পৃথিবীতে আছে তাহারা আল্লাহ্‌রই। এবং যাহারা আল্লাহ্‌ ব্যতিরেকে অন্য কিছুকে ডাকে, তাহারা শরীকগণের অনুসরণ করে না, তাহারা কেবল নিজেদের কল্পনার অনুসরণ করে এবং তাহারা কেবল অনুমানের উপর চলে।

هُوَ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِتَسْكُنُوْا فِيْهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّسْمَعُوْنَ ﴿٦٧﴾

৬৮। তিনিই তোমাদের জন্য রাত্রিকে (অন্ধকার করিয়া) সৃষ্টি করিয়াছেন যেন তোমরা উহাতে বিশ্রাম করিতে পার এবং দিবসকে করিয়াছেন আলোকময়[১২৭৬](যেন তোমরা কাজকর্ম করিতে পার)। নিশ্চয় ঐ সম্প্রদায়ের জন্য উহার মধ্যে নিদর্শন রহিয়াছে যাহারা (ঐশী আহ্বান) শ্রবণ করে।

যাইতে পারে। এই ব্যাপারে ইসলাম প্রয়োজনীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছে।

১২৭৩। যখন কতক বস্তু ক্ষুদ্রাকৃতির কারণে লুক্কায়িত থাকে আবার অন্য কতকগুলির বৃহদাকৃতির দরুন উহার অংশ বিশেষ দৃষ্টিগোচর হয় না। আল্লাহ্‌তা'লার দৃষ্টি এতই প্রখর এবং তীক্ষ্ণ যে, কোন জিনিষ যতই সূক্ষ্ম হউক না কেন উহা তাঁহার দৃষ্টির অগোচর থাকিতে পারে না এবং ইহা যত ব্যাপক,যত বৃহৎ বস্তুই হউক না কেন, উহার কোন অংশ বিশেষও তাঁহার দৃষ্টির আড়ালে থাকিতে পারে না।

১২৭৪। "ভীতি" মানুষের ভবিষ্যৎ কর্মের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, "দুঃখ" অতীত কর্মের সহিত সম্পর্কযুক্ত।

১২৭৫। ৬৩ আয়াতের মধ্যে বলা হইয়াছিল যে, আল্লাহ্‌র বন্ধুগণ (আওলিয়া) কখনো শোকাভিভূত হইবে না বা হয় না,কিন্তু আঁ-হযরত (সাঃ) কে শোক বা দুঃখ করিতে বারণ করা হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে নবী করীম (সাঃ)-এর দুঃখ তাঁহার নিজের জন্য ছিল না, বরং অন্যান্যের জন্য ছিল। তিনি মানবজাতির জন্য ক্রন্দন করিতেন এবং শোকাভিভূত হইতেন। ১৬৬৪ টীকা দ্রষ্টব্য।

১২৭৬। রাত্রি যেমন মানুষের কঠিন পরিশ্রমে শ্রান্ত ও অবসন্ন দেহের অঙ্গ-প্রতঙ্গ পুনঃ সজীব করিবার সময় প্রদান করিয়া থাকে এবং আগামী দিনের জন্য তাহাকে কর্মক্ষম করিয়া তোলে, সেইরূপে জাতিসমূহের জীবনেও নিষ্ক্রিয় এবং নিরুদ্যম অবস্থাপূর্ণ বিরতি তাহাদের অবকাশ বা বিশ্রাম এবং সক্ষমতা দানের কাজ করিয়া থাকে এবং তাহাদের মধ্যে নূতন জীবনীশক্তি এবং নূতন উদ্যম-প্রেরণা ঢালিয়া দিয়া প্রাণবন্ত করিয়া দেয় এবং ভবিষ্যতের কাজের জন্য প্রস্তুত করিয়া তোলে।

قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا سُبْحٰنَهٗ ؕ هُوَ الْغَنِيُّ ؕ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ اِنْ عِنْدَكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ بِهٰذَا ؕ اَتَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٦٩﴾

৬৯। তাহারা বলে, 'আল্লাহ্ পুত্র-সন্তান গ্রহণ করিয়াছেন।' পবিত্র তিনি! তিনি স্বয়ং সম্পূর্ণ। যাহা কিছু আকাশমণ্ডলে আছে এবং যাহা কিছু পৃথিবীতে আছে, তাহা তাঁহারই। তোমাদের নিকট উহার কোনই প্রমাণ নাই। তোমরা কি আল্লাহ্র সম্বন্ধে এমন কোন কথা বলিতেছ যাহার সম্বন্ধে তোমাদের কোন জ্ঞান নাই? [১২৭৭]

قُلْ اِنَّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُوْنَ ﴿٧٠﴾

৭০। তুমি বল, 'যাহারা আল্লাহ্র নামে মিথ্যা রচনা করে তাহারা আদৌ সফলকাম হয় না।'

مَتَاعٌ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ اِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيْقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيْدَ بِمَا كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ ﴿٧١﴾ ع ٧ [١٠] ١٢

৭১। দুনিয়ায় (তাহাদের জন্য ক্ষণস্থায়ী) ভোগ-সামগ্রী আছে। অতঃপর, তাহাদিগকে আমাদের দিকেই ফিরিয়া আসিতে হইবে। তখন যেহেতু তাহারা অবিশ্বাস করিয়াছিল, সেই হেতু আমরা তাহাদিগকে কঠোর শাস্তির আস্বাদ গ্রহণ করাইব।

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ نُوْحٍ ۘ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ اِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَّقَامِيْ وَتَذْكِيْرِيْ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَعَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ فَاَجْمِعُوْٓا اَمْرَكُمْ وَشُرَكَآءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ اَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوْٓا اِلَيَّ وَلَا تُنْظِرُوْنِ ﴿٧٢﴾

৭২। এবং তুমি তাহাদিগকে নূহের বৃত্তান্ত বর্ণনা কর, [১২৭৮] যখন সে তাহার জাতিকে বলিয়াছিল, 'হে আমার জাতি! যদি আমার মর্যাদা ও আল্লাহ্র আয়াতসমূহ দ্বারা (তোমাদিগকে তোমাদের কর্তব্য সম্বন্ধে) আমার স্মরণ করাইয়া দেওয়া তোমাদের জন্য অসন্তোষের কারণ হইয়া থাকে, তাহা হইলে আল্লাহ্র উপরই আমি নির্ভর করি; অতএব তোমাদের (সকল) পরিকল্পনা এবং তোমাদের (কল্পিত) শরীকগণকে একত্রিত কর, এবং তোমাদের কর্তব্য বিষয় যেন তোমাদের নিকট (কোন ভাবে) অস্পষ্ট না থাকে; অতঃপর তোমরা উহা আমার বিরুদ্ধে কার্যকরী কর এবং আমাকে কোন অবকাশ দিও না।

১২৭৭। (ক) আল্লাহতা'লা ধ্বংস এবং মৃত্যু হইতে মুক্ত এবং সেইজনাই তাঁহার কাজ চালাইয়া যাওয়ার উদ্দেশ্যে পুত্র-গ্রহণের প্রয়োজন নাই, (খ) তিনি স্বয়ং সম্পূর্ণ হওয়ায় বিশ্বের বিষয়াদি পরিচালনায় তাঁহাকে সাহায্য-সহায়তা করিবার জন্য কোন পুত্রের প্রয়োজন নাই, (গ) আল্লাহ্র পুত্র গ্রহণ সম্পর্কিত মতবাদ দৃঢ় ও নির্ভুল ভিত্তির উপর রচিত নহে,বরং ইহা অসঙ্গত ও কল্পনাপ্রসূত দার্শনিক অনুমানের ভিত্তিতে রচিত। ইহাই এই আয়াতের তাৎপর্য।

১২৭৮। পরবর্তী আয়াতসমূহে উল্লেখিত হযরত নূহ, মূসা এবং ইউনুস (আলাইহিমুস সালাম)—এই তিন নবীর সম্পর্কে বর্ণনাগুলি মনযোগের সঙ্গে পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যবেক্ষণ করিয়া দেখা যায় যে, তাঁহাদের জীবনী মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর জীবনে প্রতিফলিত হইয়াছে। তিনি মক্কাতে হযরত নূহ (আঃ), মদীনায় হযরত মূসা (আঃ) এবং বিজয়ীবেশে মক্কায় হযরত ইউনুস (আঃ)-এর ভূমিকা পালন করিয়াছেন। ইহা সম্পূর্ণরূপে প্রতিপন্ন হয় যে, কুরআন শরীফে উদ্ধৃত নবীগণ সম্পর্কিত বর্ণনা ও বৃত্তান্ত শুধু কিস্সা কাহিনী নহে, বরং এইগুলি নবী করীম (সাঃ)-এর জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণীরূপে বর্ণনা করিয়াছে, যাহা তাঁহার জীবনে সংঘটিত হওয়ার ছিল।

فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِّنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ ۙ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٧٢﴾

৭৩। কিন্তু যদি তোমরা মুখ ফিরাইয়া লও, তাহা হইলে (স্মরণ রাখিও) আমি তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান চাহি না। [১২৭৯] আমার প্রতিদান আল্লাহ্‌রই নিকট, এবং আমি আদিষ্ট হইয়াছি যেন আমি (তাঁহারই নিকট) আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হই।

فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۖ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ ﴿٧٣﴾

৭৪। কিন্তু তাহারা তাহাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল, তখন আমরা তাহাকে এবং তাহার সঙ্গে যাহারা নৌকায় আরোহী ছিল তাহাদিগকে উদ্ধার করিলাম। এবং তাহাদিগকে আমরা পূর্ববর্তীদের স্থলাভিষিক্ত করিলাম এবং যাহারা আমাদের নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল তাহাদিগকে আমরা নিমজ্জিত করিলাম। অতএব, তুমি লক্ষ্য কর, যাহাদিগকে সতর্ক করা হইয়াছিল তাহাদের পরিণাম কিরূপ হইয়াছিল!

ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِن قَبْلُ ۚ كَذَٰلِكَ نَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ ﴿٧٤﴾

৭৫। অতঃপর, আমরা তাহার পরে বহু রসূল তাহাদের (নিজ নিজ) জাতির নিকট পাঠাইয়াছিলাম এবং তাহারা তাহাদের নিকট উজ্জ্বল নিদর্শনাবলীসহ আসিয়াছিল। কিন্তু যেহেতু তাহারা পূর্বে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল সেই হেতু তাহারা তাহাদের উপরে ঈমান আনে নাই। এইভাবেই আমরা সীমালংঘনকারীদের হৃদয়ের উপর মোহরাঙ্কিত করিয়া দিই। [১২৮০]

ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِم مُّوسَىٰ وَهَارُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ بِآيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ ﴿٧٥﴾

৭৬। অতঃপর, আমরা তাহাদের পরে ফেরাউন ও তাহার (জাতির) প্রধানগণের নিকট মূসা এবং হারূনকে আমাদের নিদর্শনাবলীসহ পাঠাইয়াছিলাম, কিন্তু তাহারা অহংকার করিল। বস্তুতঃ তাহারা অপরাধপরায়ণ জাতি ছিল।

فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُوا إِنَّ هَٰذَا لَسِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿٧٦﴾

৭৭। অতঃপর, যখন আমাদের পক্ষ হইতে তাহাদের নিকট সত্য সমাগত হইল, তখন তাহারা বলিল, 'নিশ্চয়ই ইহা এক স্পষ্ট যাদু।' [১২৮১]

১২৭৯। আল্লাহ্‌তা'লার প্রেরিত নবীগণের বিরুদ্ধে সাধারণ আপত্তি এই যে, তাঁহারা স্বদেশবাসীর উপর নিজেদের বৈশিষ্ট্যসূচক বিরোধিতার ধ্বজা তুলিয়া প্রচলিত নিয়ম-প্রথার বিরুদ্ধে তাহাদের প্রভাব বিস্তার করতঃ তাহাদের কর্তৃত্বের অধীনে এক নূতন সমাজ-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করিতে চাহেন। এই আয়াতে উক্ত ভিত্তিহীন অভিযোগ খণ্ডন করা হইয়াছে। আল্লাহ্‌র নবীগণ কখনও নিজের স্বার্থ কামনা করেন না। বরং তাঁহারা নির্যাতনের মধ্যে কষ্টদায়ক সেবার পথ বাছিয়া লন।

১২৮০। আল্লাহ্‌তা'লা স্বেচ্ছাচারীরূপে অবিশ্বাসীদিগের অন্তর মোহরাবদ্ধ করেন না, কাফেরগণ নিজেরাই ঐশী-বাণী শ্রবণে অযৌক্তিক ও একগুঁয়ে অস্বীকৃতি দ্বারা সত্য উপলব্ধি এবং গ্রহণে নিজদিগকে বঞ্চিত করে। তাহারা নিজেরাই তাহাদের দুর্ভাগ্যের বা মন্দ পরিণামের কারণ।

১২৮১। "সিহর" এবং "মুবীন" দুইটি সহজ, সরল শব্দের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে সকল ষড়যন্ত্রের অংকুর যাহা আল্লাহ্‌তা'লার নবীগণের

قَالَ مُوْسٰٓى اَتَقُوْلُوْنَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَكُمْ ؕ اَسِحْرٌ هٰذَا ؕ وَلَا يُفْلِحُ السّٰحِرُوْنَ ﴿٧٨﴾

৭৮। মূসা বলিল, 'তোমরা কি সত্য সম্বন্ধে এরূপ বলিতেছ, যখন ইহা তোমাদের নিকট আসিয়া গিয়াছে ? ইহা কি যাদু হইতে পারে ? অথচ যাদুকরগণ (কখনও) সফলকাম হয় না।'

قَالُوْٓا اَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ اٰبَآءَنَا وَتَكُوْنَ لَكُمَا الْكِبْرِيَآءُ فِى الْاَرْضِ ؕ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِيْنَ ﴿٧٩﴾

৭৯। তাহারা বলিল, 'তুমি কি আমাদের নিকট এই জন্য আসিয়াছ যেন আমাদের পিতৃপুরুষগণকে আমরা যাহার উপর পাইয়াছি উহা হইতে তুমি আমাদিগকে সরাইয়া দাও, এবং যেন দেশে তোমাদের উভয়ের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয় ? কিন্তু আমরা তোমাদের উপর কখনও ঈমান আনিব না।'

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُوْنِىْ بِكُلِّ سٰحِرٍ عَلِيْمٍ ﴿٨٠﴾

৮০। এবং ফেরাউন বলিল, 'তোমরা প্রত্যেক সুদক্ষ যাদুকরকে আমার নিকট নিয়া আস।'

فَلَمَّا جَآءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ مُّوْسٰٓى اَلْقُوْا مَآ اَنْتُمْ مُّلْقُوْنَ ﴿٨١﴾

৮১। অতঃপর যখন যাদুকরগণ আসিল, তখন মূসা তাহাদিগকে বলিল, 'তোমাদের যাহা কিছু নিক্ষেপ করিবার আছে, নিক্ষেপ কর।'

فَلَمَّآ اَلْقَوْا قَالَ مُوْسٰى مَا جِئْتُمْ بِهِ ۙ السِّحْرُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَيُبْطِلُهٗ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿٨٢﴾

৮২। এবং যখন তাহারা নিক্ষেপ করিল, মূসা বলিল, 'তোমরা যাহা পেশ করিয়াছ ইহা তো যাদু। নিশ্চয় আল্লাহ্ ইহাকে ব্যর্থ করিয়া দিবেন, নিশ্চয় আল্লাহ্ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের কর্মকে সফলতা দান করেন না।

وَيُحِقُّ اللّٰهُ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ ﴿٨٣﴾ ع ৮ [১২] ১৩

৮৩। এবং আল্লাহ্ নিজ কালাম[১২৮১-ক] সমূহ দ্বারা সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেন যদিও অপরাধীগণ ইহাকে অপসন্দ করে।'

فَمَآ اٰمَنَ لِمُوْسٰٓى اِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّنْ قَوْمِهٖ عَلٰى خَوْفٍ مِّنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَا۟ئِهِمْ اَنْ يَّفْتِنَهُمْ ؕ وَاِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِى الْاَرْضِ ۚ وَاِنَّهٗ لَمِنَ الْمُسْرِفِيْنَ ﴿٨٤﴾

৮৪। তখন ফেরাউন এবং তাহার (জাতির) প্রধানগণের ভয়ে যে, তাহারা তাহাদের উপর নির্যাতন করিবে, মূসার উপর কেবল তাহার জাতির কতিপয় যুবক ব্যতিরেকে অন্য কেহ ঈমান আনে নাই। এবং নিশ্চয় ফেরাউন পৃথিবীতে একজন স্বেচ্ছাচারী ব্যক্তি ছিল এবং নিশ্চয় সে সীমালংঘনকারীদেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল।

শত্রুরা তাঁহাদিগকে ব্যর্থকাম বা পরাজিত এবং ভীতি-বিহ্বল করিবার জন্য নিয়োজিত করিয়া থাকে। সত্যের দুশমনরা ধর্ম-মনোভাবাপন্ন লোকদিগকে বলিয়া থাকে যে, নূতন শিক্ষা প্রকাশ্য যাদু ছাড়া কিছুই নহে, ইহাতো আমাদের দেশের ধর্মকে নষ্ট করিয়া ফেলিবে, অথচ সেই সকল জাতীয়তাবাদী লোকেরা যাহারা দেশপ্রেমিক এবং নিজদিগকে দেশের সার্বিক উন্নতির জন্য অন্তরে দরদ রাখে বলিয়া খেদমত করিয়া থাকে, তাহাদিগকে এই নূতন শিক্ষার বিরুদ্ধে সন্দিহান ও ভীত করিয়া তোলা হয় এই অপপ্রচারের মাধ্যমে যে, নূতন শিক্ষা গ্রহণ করিলে দেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে মতভেদ ও বিভেদ সৃষ্টি হইবে ফলে জাতীয় স্বার্থ ও একতার উপর মরণ-আঘাত আসিবে। "মুবীন" এর অর্থ যাহা পৃথক করে বা অনৈক্য সৃষ্টি করে (লেইন)।

১২৮১-ক। ন্যায়পরায়ণ বা সৎ উদ্দেশ্য প্রচারের জন্য অন্যায় বা অসৎ উপায়ের সাহায্য ও সমর্থন প্রয়োজন হয় না। আল্লাহ্তা'লার নবীগণ ও তাঁহাদের অনুসারীগণ 'পরিণামই উপকরণের যৌক্তিকতার মাপকাঠি' এই নীতি বাক্যের উপর নির্ভরশীল নহেন। সত্য ইহার সহজাত শক্তি দ্বারা বিস্তার লাভ করে এবং পরিণামে বিজয়ী হয়, মিথ্যার দ্বারা নহে।

وَقَالَ مُوْسٰى يٰقَوْمِ اِنْ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ بِاللّٰهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوْٓا اِنْ كُنْتُمْ مُّسْلِمِيْنَ ﴿٨٥﴾

৮৫। এবং মূসা বলিল, 'হে আমার জাতি ! যদি তোমরা আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনিয়া থাক, তাহা হইলে তাঁহার উপরই তোমরা ভরসা কর যদি তোমরা (সত্যিকারভাবে তাঁহার ইচ্ছার উপর) আত্মসমর্পণকারী [১২৮২] হইয়া থাক ।'

فَقَالُوْا عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا ۚ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٨٦﴾ ۙ

৮৬। অতঃপর, তাহারা বলিল, 'আমরা আল্লাহ্‌র উপর ভরসা রাখি। হে আমাদের প্রভু ! তুমি আমাদিগকে অত্যাচারী জাতির জন্য পরীক্ষার কারণ করিও না;

وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٨٧﴾

৮৭। এবং আমাদিগকে তুমি নিজ রহমতে কাফের জাতির (অত্যাচারের হাত) হইতে উদ্ধার কর ।

وَاَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰى وَاَخِيْهِ اَنْ تَبَوَّاٰ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوْتًا وَّاجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ قِبْلَةً وَّاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ ۭ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٨٨﴾

৮৮। এবং আমরা মূসা এবং তাহার ভ্রাতার প্রতি ওহী করিয়াছিলাম (এই বলিয়া) যে, তোমরা তোমাদের জাতির জন্য মিশরে [১২৮৩] (কতকগুলি) ঘরের স্থান নির্ণয় কর এবং তোমাদের ঘরগুলি মুখোমুখি করিয়া নির্মাণ কর [১২৮৪] এবং নামায কায়েম কর । এবং মো'মেনদিগকে সুসংবাদ দাও ।

وَقَالَ مُوْسٰى رَبَّنَآ اِنَّكَ اٰتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَاَهٗ زِيْنَةً وَّاَمْوَالًا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۙ رَبَّنَا لِيُضِلُّوْا عَنْ سَبِيْلِكَ ۚ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلٰٓى اَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلٰي قُلُوْبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْا حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ ﴿٨٩﴾

৮৯। এবং মূসা বলিল, 'হে আমাদের প্রভু ! তুমি ফেরাউন ও তাহার (জাতির) প্রধানগণকে এই পার্থিব জীবনের জাঁকজমক এবং ধন-সম্পদ দিয়াছ; ফলে, হে আমাদের প্রভু ! তাহারা (লোকদিগকে) তোমার পথ হইতে বিভ্রান্ত করিতেছে; হে আমাদের প্রভু! তাহাদের ধন-সম্পদ বিনষ্ট কর [১২৮৪-ক] এবং তাহাদের অন্তরকে কঠিন করিয়া দাও [১২৮৪-খ] যেন তাহারা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি না দেখা পর্যন্ত ঈমান না আনে ।'

১২৮২। "ঈমান" দ্বারা মানসিক আত্মসমর্পণ এবং 'ইসলাম' শব্দ দ্বারা প্রকাশ্য আনুগত্য বুঝায়। মো'মেনের অভ্যন্তরীণ বিশ্বাসের প্রতিফলন তাহার প্রকাশ্য আচরণে অবশ্যই থাকিতে হইবে ।

১২৮৩। ইসরাঈলীদিগকে শহরে বসতি স্থাপন করার আদেশ দানে ইহা বুঝায় না যে, তাহারা পূর্বে বিজন মরু-প্রান্তরে বসবাস করিত । এই আয়াতে সুসভ্য এবং যৌথ-জীবন যাপনের সুবিধা ও প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেওয়া হইয়াছে মাত্র । দুর্বল সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের লোকদিগের বড় শহরে মিলিতভাবে বসবাস করিবার সাধারণ প্রবণতা রহিয়াছে ।

১২৮৪। 'ঘরগুলি মুখোমুখি করিয়া নির্মাণ কর' উক্তির মর্ম (১) ইসরাঈলীদিগকে একত্রে একে অন্যের নিকটবর্তী অবস্থানে বাস করিতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল যাহাতে প্রয়োজনের সময় তাহারা একে অন্যের সাহায্য করিতে পারে, কারণ এই উদ্দেশ্য পূরণ তখনই সম্ভব যখন মানুষ নিজেদের বাসগৃহ পাশাপাশি বা সামনা-সামনি নির্মাণ করিয়া থাকে; (২) তাহাদের বাড়ীগুলির একই রোখ হওয়া উচিৎ, যাহার রূপক অর্থ তাহাদের সকলের আদর্শ এবং লক্ষ্য এক হওয়া সমীচীন; (৩) তাহাদের সকলের বাসস্থান এক ধরণের হওয়া উচিত যাহাতে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে অকৃত্রিম ভ্রাতৃত্ববোধের সৃষ্টি হয়, যেন তাহারা একদলে একযোগে কাজ করে—কারণ প্রকৃত ভ্রাতৃত্ব গড়িয়া উঠিতে পারে না, যখন সম্প্রদায়ের কতক লোক প্রাসাদতুল্য মহলে বসবাস করে এবং অন্যান্যরা জরাজীর্ণ গৃহে বসবাস করে ।

১২৮৪-ক। 'তামাসা আলাইহি' অর্থ সে তাহাকে বা ইহাকে ধ্বংস করিল, সে ইহার চিহ্ন মুছিয়া ফেলিল (লেইন)।

১২৮৪-খ। 'শাদ্দা আশ্-শাইয়্যা' অর্থ সে ইহা শক্ত করিয়াছিল; 'শাদ্দা আ'লাইহি' অর্থ, সে তাহাকে আক্রমণ করিল (লেইন)।

قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَّعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَانِّ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٨٩﴾

৯০। তিনি বলিলেন, 'তোমাদের উভয়ের দোয়া কবুল করা হইল। অতএব, তোমরা সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাক এবং যাহারা জানে না তাহাদের পথের অনুসরণ করিও না।'

وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا ۖ حَتَّىٰ إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ ۙ قَالَ آمَنتُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٩٠﴾

৯১। এবং আমরা বনী ইসরাঈলকে সমুদ্র পার করাইলাম, তখন ফেরাউন ও তাহার সৈন্যদল অন্যায়ভাবে ও শত্রুতাকল্পে তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিল, এমনকি যখন সে ডুবিয়া যাইতে লাগিল, তখন সে বলিল, 'আমি ঈমান আনিলাম, সেই অস্তিত্ব ব্যতিরেকে আর কোন উপাস্য নাই, যাহার উপর বনী ইসরাঈল ঈমান আনিয়াছে [১২৮৫] এবং আমি আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হইলাম।'

آلْآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ﴿٩١﴾

৯২। কি! এখন! অথচ ইতিপূর্বে তুমি অবাধ্যতা করিয়াছিলে এবং বিশৃঙ্খলাসৃষ্টিকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে।

فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً ۚ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ ﴿٩٢﴾ ع

৯৩। অতএব, আজ আমরা তোমাকে শুধু তোমার দেহ দ্বারাই রক্ষা করিব, যাহাতে তুমি তোমার পরবর্তীগণের জন্য এক নিদর্শন হও। [১২৮৬] এবং নিশ্চয়ই মানুষের মধ্যে অধিকাংশই আমাদের নিদর্শন সম্বন্ধে গাফেল।

[১০] ৯ ১৪

وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ ۚ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٩٣﴾

৯৪। এবং নিশ্চয় আমরা বনী ইসরাঈলকে উত্তম আবাসভূমিতে বসবাস করাইয়াছিলাম এবং তাহাদিগকে উৎকৃষ্ট রিয্ক দান করিয়াছিলাম, অতঃপর যখনই তাহাদের নিকট প্রকৃত জ্ঞান আসিল, তখন তাহারা মতভেদ করিল। নিশ্চয় তোমার প্রভু কিয়ামত দিবসে তাহাদের মধ্যে সেই বিষয়ে মীমাংসা করিবেন যে বিষয়ে তাহারা পরস্পর মতবিরোধ করিতেছে।

فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَءُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ ۚ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿٩٤﴾

৯৫। অতএব, যদি তুমি উহা সম্বন্ধে সন্দেহে থাক যাহা আমরা তোমার নিকট নাযেল করিয়াছি তাহা হইলে যাহারা তোমার পূর্বে কিতাব পাঠ করিয়া আসিতেছে তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, নিশ্চয় তোমার প্রভুর সন্নিধান হইতে পূর্ণ সত্য আসিয়াছে; অতএব, তুমি সন্দেহপোষণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হইও না। [১২৮৭]

১২৮৫। এই শব্দগুলি প্রকাশ করিতেছে যে, ফেরাউন অহঙ্কারে কত নীচে নামিয়া গিয়াছিল!

১২৮৬। প্রনিধানযোগ্য বিষয় যে, সকল ধর্মগ্রন্থ ও ইতিহাসের পুস্তকের মধ্যে একমাত্র পবিত্র কুরআন শরীফই এই ঘটনা বর্ণনা করিয়াছে। বাইবেল এই বিষয়ে কিছু উল্লেখ করে নাই, না কোন গ্রন্থ কিছু উল্লেখ করিয়াছে। কিন্তু কি বিস্ময়করভাবে আল্লাহ্‌তা'লার কথা সত্য প্রমাণিত হইয়াছে। সাড়ে তিন হাজার বৎসরেরও বেশী সময় ধীরে ধীরে বিস্মৃতির তলে বিলীন হইয়া যাওয়ার পর ফেরাউনের মৃতদেহ আবিষ্কৃত

১২৮৭ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَتَكُوْنَ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿٩٦﴾

৯৬। এবং তুমি কখনও তাহাদের অন্তর্ভুক্ত হইও না, যাহারা আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, তাহা হইলে তুমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যাইবে।

اِنَّ الَّذِيْنَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٩٧﴾

৯৭। নিশ্চয় যাহাদের সম্বন্ধে তোমার প্রভুর (শাস্তির) আদেশ জারী হইয়াছে তাহারা আদৌ ঈমান আনিবে না।

وَلَوْ جَآءَتْهُمْ كُلُّ اٰيَةٍ حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ ﴿٩٨﴾

৯৮। এমন কি তাহাদের নিকট সকল প্রকার নিদর্শন আসিলেও (তাহারা ঈমান আনিবে না), যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহারা যন্ত্রণাদায়ক আযাব দেখিবে।

فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ اٰمَنَتْ فَنَفَعَهَآ اِيْمَانُهَآ اِلَّا قَوْمَ يُوْنُسَ ؕ لَمَّآ اٰمَنُوْا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنٰهُمْ اِلٰى حِيْنٍ ﴿٩٩﴾

৯৯। অতএব, ইউনুসের সম্প্রদায় [১২৮৭-ক] ব্যতীত অন্য কোন জনপদ [১২৮৮] কেন এমন হয় নাই যাহারা সকলেই ঈমান আনিত এবং তাহাদের ঈমান তাহাদিগকে উপকৃত করিত? যখন তাহারা সকলেই ঈমান আনিল তখন আমরা তাহাদের উপর হইতে পার্থিব জীবনের লাঞ্ছনাজনক শাস্তি দূরীভূত করিয়াছিলাম এবং তাহাদিগকে এক নির্দিষ্ট কালের জন্য সর্বপ্রকার সুখ-সম্ভোগের উপকরণ দিয়াছিলাম।

وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَاٰمَنَ مَنْ فِى الْاَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيْعًا ؕ اَفَاَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتّٰى يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ ﴿١٠٠﴾

১০০। এবং যদি তোমার প্রভু ইচ্ছা করিতেন তাহা হইলে ভূপৃষ্ঠে যত লোক আছে সকলেই ঈমান আনিত। সুতরাং তুমি কি লোকদিগকে বাধ্য [১২৮৯] করিবে যে পর্যন্ত না তাহারা মো'মেন হয়।

হইয়াছে এবং কায়রোর যাদুঘরে উহা সুরক্ষিত রহিয়াছে। তাহার অবয়ব দৃষ্টে মনে হয়, ফেরাউন ক্ষীণদেহী খর্বাকৃতির লোক ছিল এবং তাহার চেহারা ক্রোধ ও স্থূল বুদ্ধির পরিচয় বহন করে। হযরত মূসা (আঃ) জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন দ্বিতীয় রামেসিস্-এর সময়ে এবং তাহার দ্বারাই প্রতিপালিত হইয়াছিলেন (যাত্রা পুস্তক-২ঃ২-১০)। কিন্তু তাহার পুত্র মিরনেপ্‌তা (মেনেফতা)-এর রাজত্বকালে তিনি (মূসা-আঃ) নবুওয়াতের মিশনের দায়িত্বভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন (যিউ এনসাইকো, ৯ম খণ্ড, ৫০০ পৃঃ এবং এনসাইকো বিব্ 'ফারাও' এবং 'মিশর' অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

১২৮৭। এই সম্বোধন হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রতি নহে, বরং কুরআনের প্রত্যেক পাঠকের প্রতি; এই কারণে "যাহা আমরা তোমার নিকট অবতীর্ণ করিয়াছি" এই শব্দগুলিও তাঁহাকে সম্বোধন করা বুঝায় না, কারণ কুরআনের বিভিন্ন স্থানে বলা হইয়াছে যে, ইহা (কুরআন) সকল মানব জাতির নিকট অবতীর্ণ হইয়াছে (২ঃ১৩৭; ২১ঃ১১)। ঠিক ইহার পরবর্তী আয়াত এই মতের সমর্থন করে, কারণ আল্লাহ্‌তা'লার নিদর্শন সমূহের মিথ্যা বলিয়া 'প্রত্যাখ্যানকারীদিগের' মধ্যে নবী করীম (সাঃ) গণ্য হইতে পারেন না।

১২৮৭-ক। যোনা (হযরত ইউনুস আঃ)-এর সম্পর্কে কুরআনের ছয় জায়গায় উল্লেখ রহিয়াছে (৪ঃ১৬৪; ৬ঃ৮৭; ২১ঃ৮৮; ৩৭ঃ ১৪০, এবং ৬৮ঃ৪৯)। বাইবেলে তাঁহাকে ইসরাঈলী নবীরূপে আখ্যায়িত করা হইয়াছে (২রাজাবলী-১৪ঃ২৫)। তাঁহাকে আশুরের রাজধানী নিনেভা যাইতে নিষেধ করা হইয়াছিল এবং প্রতিবাদ করিতে বারণ করা হইয়াছিল। কুরআনের মতে যোনা অর্থাৎ হযরত ইউনুস (আঃ) তাঁহার স্বজাতির লোকের নিকট প্রেরিত হইয়াছিলেন, না তিনি ইসরাঈলীয় ছিলেন এবং না নিনেভায় প্রেরিত হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার জাতির এক গোত্রের প্রতি প্রত্যাদিষ্ট হইয়াছিলেন। হযরত ইউনুস (আঃ)-এর ইহুদী হওয়া সম্পর্কে বাইবেল বিশারদগণই একমত নহেন।

১২৮৮। শহরের অধিবাসীগণ।

১২৮৯। এই আয়াত হইতে ইহা সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত হয় যে, ইসলাম ধর্ম ইহার প্রচারে বল প্রয়োগের অনুমতি দেয় না বা সমর্থন করে না। আরও দেখুন টীকা ৩১৯।

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تُؤْمِنَ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ ﴿١٠٠﴾

১০১। এবং আল্লাহ্‌র অনুমতি ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তি ঈমান আনিতে পারে না।[১২৯০] এবং তিনি তাঁহার ক্রোধ তাহাদের উপর বর্ষণ করেন যাহারা বুদ্ধি খাটায় না।

قُلِ انْظُرُوْا مَاذَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَمَا تُغْنِى الْاٰيٰتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُوْنَ ﴿١٠١﴾

১০২। তুমি বল, 'লক্ষ্য করিয়া দেখ! আকাশসমূহ এবং পৃথিবীতে কি হইতেছে।'[১২৯১] কিন্তু যে জাতি ঈমান আনিবে না, নিশর্দনাবলী এবং সতর্কবাণীসমূহ তাহাদের কোন উপকারে আসে না।

فَهَلْ يَنْتَظِرُوْنَ اِلَّا مِثْلَ اَيَّامِ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ قُلْ فَانْتَظِرُوْا اِنِّىْ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ ﴿١٠٢﴾

১০৩। তবে কি তাহারা কেবল ঐ সকল লোকের দিনগুলির অপেক্ষা করিতেছে যাহারা তাহাদের পূর্বে অতীত হইয়াছে? তুমি বল, 'তাহা হইলে তোমরা অপেক্ষা কর, নিশ্চয় আমিও তোমাদের সঙ্গে অপেক্ষমান থাকিলাম।'

ثُمَّ نُنَجِّىْ رُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كَذٰلِكَ ۚ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٠٣﴾ ع

১০৪। তখন আমরা আমাদের রসূলগণ এবং যাহারা তাহাদের উপর ঈমান আনে তাহাদিগকে উদ্ধার করি। এই ভাবে আমরা আমাদের কর্তব্য নির্ধারণ করিয়াছি যে, আমরা মো'মেনদিগকে অবশ্যই উদ্ধার করি।

১০ [১১] ১৫

قُلْ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنْ كُنْتُمْ فِىْ شَكٍّ مِّنْ دِيْنِىْ فَلَاۤ اَعْبُدُ الَّذِيْنَ تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ اَعْبُدُ اللّٰهَ الَّذِىْ يَتَوَفّٰىكُمْ ۖ وَاُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٠٤﴾

১০৫। তুমি বল, 'হে মানব মণ্ডলী! যদি আমার ধর্ম সম্বন্ধে তোমরা কোন সন্দেহে থাক, তাহা হইলে (জানিয়া রাখ) আল্লাহ্ ব্যতিরেকে তোমরা যাহাদের ইবাদত কর আমি তাহাদের ইবাদত করি না, বরং আমি সেই আল্লাহ্‌র ইবাদত করি যিনি তোমাদিগকে মৃত্যু দান করেন এবং আমাকে আদেশ দেওয়া হইয়াছে যেন আমি মো'মেনগণের অন্তর্ভুক্ত হই;

وَاَنْ اَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا ۚ وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿١٠٥﴾

১০৬। এবং (আল্লাহ্‌র এই আদেশ তোমাদের নিকট পৌঁছাইবার জন্য আদিষ্ট হইয়াছি) যে, তুমি তোমার মুখমণ্ডলকে (সর্বদা) একনিষ্ঠভাবে ধর্মের দিকে সংস্থাপন কর এবং তুমি কখনও মোশরেকদের অন্তর্ভুক্ত হইও না;

১২৯০। কোন ধর্মমতের উপর প্রকৃত ঈমান লাভ করা শুধু মাত্র মৌখিক স্বীকারোক্তি দ্বারা সম্ভব নহে। আল্লাহ্‌তা'লার ইচ্ছা বা অনুগ্রহেই কেবল ইহা সম্ভবপর, অর্থাৎ আল্লাহ্‌র প্রতিষ্ঠিত নির্দিষ্ট বিধান এবং নিয়মকানুন পালন করার মাধ্যমেই তাহা সম্ভব।

১২৯১। "লক্ষ্য করিয়া দেখ! আকাশমণ্ডল এবং পৃথিবীতে কি হইতেছে" —— এই উক্তির মর্মার্থঃ যে সকল উপাদান বা উপকরণ রসূল (সাঃ)-এর মিশনকে কৃতকার্যতায় ও উন্নতিতে পৌঁছাইয়া দেওয়ার জন্য অবধারিত সেইগুলি পূর্বাহ্নেই আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীতে প্রকাশমান হইয়াছে। অতএব, ধর্ম নিজ সুন্দর শিক্ষাবলে উন্নতি সাধন করিতে সক্ষম, ইহার জন্য কোন বাধ্যবাধকতা বা শক্তি প্রয়োগের প্রয়োজন নাই।

وَلَا تَدْعُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ ۚ فَاِنْ فَعَلْتَ فَاِنَّكَ اِذًا مِّنَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٠٧﴾

১০৭। এবং আল্লাহ্ ব্যতিরেকে অন্য কাহাকেও ডাকিও না, যাহা তোমার উপকারও করিতে পারে না এবং ক্ষতিও করিতে পারে না, কারণ যদি তুমি তাহা কর তাহা হইলে নিশ্চয় তুমি যালেমদিগের অন্তর্ভুক্ত হইবে।'

وَاِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهٗۤ اِلَّا هُوَ ۚ وَاِنْ يُّرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَآدَّ لِفَضْلِهٖ ؕ يُصِيْبُ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ؕ وَهُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ﴿١٠٨﴾

১০৮। এবং যদি আল্লাহ্ তোমাকে কষ্ট দেন তাহা হইলে তিনি ব্যতীত কেহ উহার মোচনকারী নাই এবং যদি তিনি তোমার মঙ্গল করিতে ইচ্ছা করেন তাহা হইলে তাঁহার ফযলকে[১২৯২] রদ করিবার কেহ নাই। তাঁহার বান্দাদিগের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা তিনি ইহা দান করেন। এবং তিনি অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

قُلْ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ ۚ فَمَنِ اهْتَدٰى فَاِنَّمَا يَهْتَدِيْ لِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَمَاۤ اَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيْلٍ ﴿١٠٩﴾

১০৯। তুমি বল, 'হে মানব মণ্ডলী! তোমাদের প্রভুর তরফ হইতে তোমাদের নিকট সত্য আসিয়াছে। সুতরাং যে কেহ হেদায়াত গ্রহণ করিবে সে তো তাহার নিজের আত্মার জন্যই হেদায়াত গ্রহণ করিবে, এবং যে কেহ পথভ্রষ্ট হইবে, সে তো পথভ্রষ্ট হইবে নিজের (ধ্বংসের) জন্যই, এবং আমি তোমাদের উপর কর্মবিধায়ক নহি।'

وَاتَّبِعْ مَا يُوْحٰۤى اِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتّٰى يَحْكُمَ اللّٰهُ ۚ وَهُوَ خَيْرُ الْحٰكِمِيْنَ ﴿١١٠﴾ ع ১১ [৬] ১৬

১১০। তোমার প্রতি যাহা ওহী করা হয় তুমি উহার অনুসরণ কর এবং ধৈর্য ধারণ কর যে পর্যন্ত না আল্লাহ্ বিচার করেন। এবং তিনিই সর্বোত্তম বিচারক।

১২৯২। এক প্রকার মঙ্গল রহিয়াছে যাহা প্রকৃতির নিয়মের অধীন এবং মানুষ উহা নিজ প্রচেষ্টা দ্বারা লাভ করিতে পারে। কিন্তু অন্য আর এক প্রকার মঙ্গল রহিয়াছে যাহা মানুষ আল্লাহ্তা'লার খাস অনুগ্রহে লাভ করিয়া থাকে।

১১-সূরা হূদ
(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণ হওয়ার তারিখ

হযরত ইব্নে আব্বাস, আল্ হাসান, ইকরিমা, মুজাহিদ, কাতাদাহ্ এবং জাবির ইব্নে যায়েদের মতে এই সূরাটি মক্কায় নাযেল হইয়াছে; অবশ্য মোকাতিলের মতে ইহার ১৩, ১৮ এবং ১১৫ আয়াত ব্যতীত সমস্ত সূরাটিই মক্কায় অবতীর্ণ হইয়াছে। তাঁহার ধারণায় উল্লেখিত আয়াত তিনটি মদীনায় নাযেল হইয়াছে।

বিষয়বস্তু

পূর্ববর্তী সূরাতে আল্লাহ্র নবী-রসূলদের বিরুদ্ধবাদী লোকদের তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছিলঃ(১) যাহাদেরকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করা হইয়াছিল, (২) যাহাদেরকে পুরাপুরি অবকাশ দেওয়া হইয়াছিল, এবং (৩) যাহাদের আংশিক ধ্বংস করা হইয়াছিল এবং আংশিক রক্ষা করা হইয়াছিল। আলোচ্য সূরাটিতে প্রথম শ্রেণীর বিরুদ্ধবাদীদের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া বলা হইয়াছে যে, আল্লাহ্তা'লা হূদের কওমকে এমন সম্পূর্ণ ভাবে ধ্বংস করিয়াছিলেন যে, তাহাদের কোন কিছুই আর অবশিষ্ট ছিল না, এবং তিনি তাহাদের পরিবর্তে অন্য এক কওমের উদ্ভব ঘটাইয়া তাহাদের মাধ্যমে এক নূতন কর্মকাণ্ডের বা মানব সভ্যতার এক নূতন বুনিয়াদের কাজ শুরু করিয়াছিলেন। সূরাটিতে এই দিকেও ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে, আল্লাহ্তা'লা সব সময়ই মানুষকে পর্যবেক্ষণ করেন এবং তাহাদের কাজ-কর্মের অনুরূপ তাহাদের সাথে ব্যবহার করেন এবং সময় ও পরিবেশের চাহিদানুযায়ী তাহাদের জন্য হেদায়াতের বন্দোবস্ত করেন। এই হেদায়াতের বন্দোবস্ত যেহেতু মানুষের মঙ্গলের জন্যই জারী করা হয়, তাই যাহারা ইহার সুফল হইতে ইচ্ছাকৃত ভাবে দূরে সরিয়া যায়, তাহারা এক ধরণের নৈতিক মৃত্যুবরণ করে। এইভাবেই আল্লাহ্তা'লার হেদায়াতের প্রক্রিয়া চলিতে থাকে। যেভাবে এক প্রজন্মের অন্তর্ধানের পর নূতন আরেক প্রজন্মের মানুষ তাহাদের স্থলাভিষিক্ত হয়, তদ্রূপ ধর্মীয় দিক হইতেও এক মতবাদের পরে আরেক মতবাদ জন্মলাভ করে। সূরাটিতে ইহাও বলা হইয়াছে যে, সাময়িকভাবে ঐশী আদেশ-নির্দেশ প্রতিপালন না করিয়াও কেহ জাগতিক উন্নতি লাভ করিতে পারে, কিন্তু জগতের ইতিহাসে শাশ্বত সুখ্যাতি ও অমর কীর্তি যাহারা লাভ করিতে চায়, এমন স্থায়ী উন্নতি আল্লাহ্তা'লা তাহাদেরকেই দান করেন যাহারা আল্লাহ্ ও মানুষের প্রতি ন্যায়নিষ্ঠ ও অকপট। অতঃপর, যুক্তি ও কারণ বর্ণনা পূর্বক বলা হইয়াছে কেন মো'মেনরা কাফেরদের উপর জয় লাভ করিবেএবং কাফেররা সত্যের মোকাবিলায় ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইবে। যুগে যুগে প্রদর্শিত এই ঐশী ব্যবস্থাকে বুঝাইবার জন্য সূরাটিতে কিছু ঘটনার দৃষ্টান্ত পেশ করিয়া বলা হইয়াছে যে, এক সময় যাহারা পার্থিব শক্তি ও সম্পদে শক্তিশালী এবং সংখ্যায় অধিক ছিল, তাহারাও বাহ্যিক দৃষ্টিতে দুর্বল আল্লাহ্র নবী-রসূলদের সাথে মোকাবিলা করিয়া পরিণামে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। হযরত নূহ (আঃ), হূদ (আঃ), সালেহ (আঃ), লূত (আঃ), শোআয়ব(আঃ)-এর কওমের ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার ঘটনা সেই সত্যেরই বাস্তব প্রমাণ। অতঃপর, সূরাটিতে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর উল্লেখও করা হইয়াছে, যদিও তাহা হযরত লূত (আঃ)-এর ঘটনার সহিত প্রসঙ্গক্রমে আসিয়াছে। হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর উল্লেখের পর হযরত মূসা (আঃ) সম্পর্কেও এক সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। অবশ্য এই বর্ণনায় বনী ইস্রাঈল সম্পর্কে প্রত্যক্ষ কোন উল্লেখ নাই, বরং ফেরাউনের সীমাতিক্রম ও অন্যায় আচরণের উল্লেখ করা হইয়াছে যে,ফেরাউন ঐশী নির্দেশ অস্বীকারের পরিণামস্বরূপ তাহার উদ্ধত কওমসহ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল।

অতঃপর, মো'মেনদেরকে সতর্ক করা হইয়াছে যেন তাহারা ঐ সমস্ত লোকের সঙ্গে সম্পর্ক না রাখে যাহাদের উপর ঐশী শাস্তি নির্ধারিত হইয়া রহিয়াছে। কেননা, এমতাবস্থায় উহাদের জন্য নির্ধারিত শাস্তিতে তাহারাও নিপতিত হইয়া পড়িতে পারে। অতঃপর, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-কে ঐ সমস্ত অবিশ্বাসীদের ধ্বংসাত্মক পরিণতি সম্পর্কে অযথা চিন্তা করিতে বারণ করা হইয়াছে, যাহারা বারবার সতর্ক করা সত্ত্বেও সত্যকে গ্রহণ করে নাই। বস্তুতঃ তাহারা কখনই সত্যকে গ্রহণ করিবে না, যেভাবে পূর্ববর্তী অনেক নবীদের কওমও সত্যকে গ্রহণ করে নাই এবং পরিণামে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। এই সূরায় ঐশী আযাবের এমন কিছু ঘটনার দৃষ্টান্ত পেশ করা হইয়াছে এবং হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর মহান দায়িত্বের প্রতি এইভাবে আলোকপাত করা হইয়াছে যে, হাদীসের রেওয়ায়াত অনুযায়ী আমরা জানিতে পারি যে, স্বয়ং হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) বলিয়াছেন, "সূরা হূদ আমার অকাল বার্ধক্য আনিয়া দিয়াছে" (মনসূর)। এই বাণীর আসল তাৎপর্য ইহাই যে, ঐশী শাস্তি বিষয়ক সূরা হূদের বিষয়বস্তু হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর কোমল হৃদয়ে এত গভীর মর্মপীড়ার উদ্রেক করিত যে, কাফেরদের উপর ঐশী আযাবের চিন্তায় তিনি উদ্বিগ্ন থাকিতেন। এই উদ্বিগ্নতার ভাবটিই, রহমাতুল্লিল আলামীন' হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর মানস-পটে জাগরূক থাকিত। তদুপরি, যথাযথভাবে মো'মেনদের তা'লীম-তরবীয়াতের মহান দায়িত্ব তো ছিলই,এই উভয়বিধ চিন্তার ফলেই তাঁহার অকাল বার্ধক্য আসিয়া গিয়াছিল। অবশ্য, পরিশেষে হযরত রসূলে করীম (সাঃ)-এর অনুসারীদের জন্য যে মহান বিজয় ও উন্নতি নির্ধারিত রহিয়াছে উহার সুসংবাদসহ তাহাকে সান্ত্বনা দেওয়া হইয়াছে এবং সর্বাবস্থায় একমাত্র আল্লাহরই উপর তাঁহাকে বিশ্বাস ও ভরসা স্থাপন করিতে বলা হইয়াছে।

১১-সূরা হূদ

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ১০ রুকূ এবং ১২৪ আয়াত আছে ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১ । আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

الٓرٰ ۟ كِتٰبٌ اُحْكِمَتْ اٰيٰتُهٗ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَّدُنْ حَكِيْمٍ خَبِيْرٍ ②

২ । আলিফ লাম রা।[১২৯৩] ইহা এইরূপ কিতাব, যাহার আয়াত সমূহকে সুদৃঢ়[১২৯৩-ক] করা হইয়াছে; অতঃপর উহাদিগকে সবিস্তারে বর্ণনা করা হইয়াছে[১২৯৪] পরম প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ (আল্লাহ্)-এর তরফ হইতে ।

اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّا اللّٰهَ ؕ اِنَّنِيْ لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيْرٌ وَّبَشِيْرٌ ۙ ③

৩ । (ইহা এই শিক্ষা দেয়) যে, তোমরা আল্লাহ্ ব্যতিরেকে অন্য কাহারও ইবাদত করিও না; নিশ্চয় আমি তাঁহার নিকট হইতে তোমাদের জন্য সতর্ককারী ও সুসংবাদ দাতা ।

وَّاَنِ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْٓا اِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَّتَاعًا حَسَنًا اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى وَّيُؤْتِ كُلَّ ذِيْ فَضْلٍ فَضْلَهٗ ؕ وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنِّيْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيْرٍ ④

৪ । এবং ইহাও (শিক্ষা দেয়) যে, তোমরা তোমাদের প্রভুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর; অতঃপর তাঁহার দিকে প্রত্যাবর্তন কর;[১২৯৫] তিনি এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত তোমাদিগকে উত্তম পার্থিব সম্পদ দান করিবেন। এবং প্রত্যেক অনুগ্রহের যোগ্য ব্যক্তিকে নিজ অনুগ্রহ দান করিবেন এবং যদি তোমরা ফিরিয়া যাও তাহা হইলে আমি তোমাদের উপর নিশ্চয় এক মহা (ভীতিপূর্ণ) দিবসের শাস্তির আশঙ্কা করিতেছি ।

اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ ۚ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ⑤

৫ । আল্লাহ্‌র দিকেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন এবং তিনি সকল বিষয়ের উপর সর্বশক্তিমান ।

১২৯৩ । আমি আল্লাহ্ সর্বদ্রষ্টা (বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন টীকা ১৬)।

১২৯৩-ক । 'আহকামাহু' অর্থ তিনি ইহাকে শক্ত করিলেন, দৃঢ় করিলেন, মজবুত করিলেন এবং ত্রুটীবিহীন করিলেন বা অপূর্ণতামুক্ত করিলেন। 'আহ্‌কামাত্‌হু আত্-তায়ারিবু'-অর্থ পরীক্ষা-নিরীক্ষার অভিজ্ঞতা তাহাকে জ্ঞানী বা বিচারশক্তিতে পরিপক্কতা দান করিল (লেইন)।

১২৯৪ । এইখানে 'ফুস্‌সিলাত্' শব্দটি 'মুতাশাবেহাত্' (৩:৮ এ ব্যবহৃত) শব্দের স্থলাভিষিক্ত, যদ্বারা কুরআন করীমের শিক্ষার বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। ইসলামের মৌলিক শিক্ষা এইরূপ প্রশ্নাতীত যে, ইহার বিকল্প অসম্ভব। কিন্তু ইসলামের সম্পূর্ণ সত্যতা উপলব্ধি করিতে হইলে, ইহার মৌলিক শিক্ষা এবং উহার বিস্তারিত ব্যাখ্যা উভয়বিধ শিক্ষাই জানা প্রয়োজন । স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ব্যাখ্যা মৌলিক বিষয়ের ব্যতিক্রম হইবে না, সমর্থনকারী হইতে হইবে ।

১২৯৫ । এই আয়াতে দেখা যায় যে, মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নয়নে তওবার স্থান ইস্তেগফারের পরে এবং উচ্চ পর্যায়ের । পূর্বে-কৃত পাপসমূহের কুফল হইতে আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করার পর সর্বান্তঃকরণে আল্লাহ্‌তা'লার দিকে প্রত্যাবর্তিত হওয়ার নাম 'তওবা' । আল্লাহ্‌তা'লার নৈকট্য লাভের জন্য ইহা হইতে উৎকৃষ্টতর পন্থা চিন্তা করা যায় কি ?

اَلَآ اِنَّهُمْ يَثْنُوْنَ صُدُوْرَهُمْ لِيَسْتَخْفُوْا مِنْهُ ؕ اَلَا حِيْنَ يَسْتَغْشُوْنَ ثِيَابَهُمْ ۙ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ وَمَا يُعْلِنُوْنَ ۚ اِنَّهٗ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ۝٦

৬। শুন! নিশ্চয় তাহারা তাহাদের বক্ষঃকে কুঞ্চিত করিয়া রাখে যাহাতে তাহারা তাঁহার নিকট হইতে নিজদিগকে (তাহাদের মন্দ চিন্তাগুলিকে[১২৯৬]) লুকাইয়া রাখিতে পারে। শুন ! যখন তাহারা নিজদিগকে পোষাকাবৃত করে তখনও তিনি জানেন যাহা তাহারা লুকাইয়া রাখে এবং যাহা তাহারা প্রকাশ করে। নিশ্চয় তিনি তাহাদের অন্তরের কথাকে ভালভাবে জানেন।

وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِى الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ؕ كُلٌّ فِىْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ۝٧

৭। এবং ভূপৃষ্ঠে এমন কোন বিচরণকারী জীব নাই যাহার রিয্‌কের[১২৯৭] দায়িত্ব আল্লাহ্‌র উপর নাই। এবং তিনি জানেন উহাদের অস্থায়ী আবাসস্থল[১২৯৮] এবং উহাদের স্থায়ী আবাসস্থল। সবকিছু এক সুস্পষ্ট কিতাবে (লিপিবদ্ধ) আছে।

وَهُوَ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ وَّكَانَ عَرْشُهٗ عَلَى الْمَآءِ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ؕ وَلَئِنْ قُلْتَ اِنَّكُمْ مَّبْعُوْثُوْنَ مِنْۢ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُوْلَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ۝٨

৮। এবং তিনিই আকাশসমূহ এবং পৃথিবীকে ছয় দিনে[১২৯৯] সৃষ্টি করিয়াছেন; এবং তাঁহার আরশ পানির উপরে অবস্থিত[১৩০০] যেন তিনি তোমাদিগকে পরীক্ষা করেন যে, তোমাদের মধ্যে কর্মের ক্ষেত্রে কে সর্বোত্তম। এবং যদি তুমি বল, 'নিশ্চয় তোমরা মৃত্যুর পর পুনরুত্থিত হইবে,' যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহারা নিশ্চয় বলিবে, 'ইহা স্পষ্ট ধোকা ব্যতীত আর কিছু নহে।'

১২৯৬। অবিশ্বাসীগণ তাহাদের মনের সন্দেহ ও আপত্তিগুলি মনের মধ্যেই লুক্কায়িত রাখে, অপনোদনের জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করে না। এই কারণেই তাহারা সত্য গ্রহণে বঞ্চিত এবং সন্দেহমুক্ত হওয়ার উদ্দেশ্যে মনের কথা প্রকাশে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে।

১২৯৭। আল্লাহ্‌তা'লা তাঁহার সকল সৃষ্টের উপজীবিকা সরবরাহ করিয়াছেন। এমন কি তিনি ঐসব কীটাণুকীট এবং সরীসৃপ যাহারা মৃত্তিকাগর্ভে বাস করে তাহাদের জন্যও জীবন ধারণের উপকরণ সৃষ্টি করিয়াছেন। মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি বুঝিতে অক্ষম যে, অসংখ্য পোকা-মাকড় ও কীট-পতঙ্গ যাহারা মাটির উপরে এবং মাটির নীচে বাস করে, কিরূপে এবং কোথা হইতে তাহারা খাদ্য পাইয়া থাকে। মানুষ এই বিশ্ব-জগতের রহস্যের সমাধান করিয়াছে বলিয়া যাহারা ধারণা করেন, তাহারা এখনো সকল প্রকার জীবন সম্বন্ধেই জ্ঞাত নহেন, আর ইহাদের বিভিন্ন রকমের খাদ্যপোকরণ, যাহার উপর উহারা বাঁচিয়া থাকে, উহা জানাতো দূরের কথা। কিন্তু আল্লাহ্ ইহাদের সকলের জন্য প্রচুর পরিমাণে খাদ্যসম্ভার সরবরাহ করিয়া রাখিয়াছেন। এই আয়াতে এই তত্বই ব্যক্ত হইয়াছে যে, আল্লাহ্‌তা'লা যখন তাঁহার সৃষ্টির নিকৃষ্টতম জীবের দৈহিক প্রোয়োজন পূর্ণ করিয়াছেন, তখন ইহা কিভাবে সম্ভব যে, তাঁহার শ্রেষ্ঠ-সৃষ্টি মানবের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক প্রয়োজনানুরূপ উপজীবিকার সুব্যবস্থাকে উপেক্ষা করিতে পারেন। উহাতে সকল জীবের শধু স্থায়ী এবং অস্থায়ী বাসস্থানের প্রতি ইঙ্গিত করে নাই, পরন্তু তাহাদের শক্তি ও সামর্থ্যের উৎকর্ষ সাধনের চরম সীমাও নির্দেশ করিতেছে।

১২৯৮। 'মুসতাকার' এবং 'মুসতাওদা' অর্থ কেবলমাত্র অস্থায়ী ও স্থায়ী বাসস্থানের প্রতিই ইশারা বুঝায় না, বরং কোন কিছুর চরম বা নির্ধারিত সীমাও ইংগিত করে। উহা স্থান-কাল, নিয়োজিত পরিসর ও কোন অধ্যায়ের শেষ সীমার প্রতিও ইংগিত বহন করে (লেইন)।

১২৯৯। ৯৮৪ টীকা দ্রষ্টব্য।

১৩০০। যেহেতু কুরআন করীমে বারংবার উল্লেখ রহিয়াছে যে, সকল প্রকার জীবনের উৎস পানি (২১ঃ৩১; ২৫ঃ৫৫; ৭৭ঃ২১, ও ৮৬ঃ৭) "তাঁহার আরশ পানির উপর অবস্থিত"-এর অর্থ হইবে যে, আল্লাহ্‌তা'লার গুণাবলী তাঁহার সৃষ্টজীবের মাধ্যমে প্রকাশিত; সর্বোপরি মানবের

وَلَئِنْ اَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ اِلٰٓى اُمَّةٍ مَّعْدُوْدَةٍ لَّيَقُوْلُنَّ مَا يَحْبِسُهٗ ؕ اَلَا يَوْمَ يَاْتِيْهِمْ لَيْسَ مَصْرُوْفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ۝٨

৯। এবং যদি আমরা এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত তাহাদের উপর (নির্ধারিত) আযাবকে স্থগিত রাখি তাহা হইলে তাহারা নিশ্চয় বলিবে, 'ইহাকে কিসে রুখিয়া রাখিয়াছে ?' শুন ! যেদিন উহা তাহাদের নিকট আসিবে, সেদিন তাহাদের নিকট হইতে উহা সরানো যাইবে না, এবং যে আযাবের বিষয় তাহারা উপহাস করিত উহা তাহাদিগকে পরিবেষ্টন করিবে।

وَلَئِنْ اَذَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنٰهَا مِنْهُ اِنَّهٗ لَيَـُٔوْسٌ كَفُوْرٌ ۝١٠

১০। এবং যদি আমরা মানুষকে আমাদের তরফ হইতে কোন প্রকার রহমতের স্বাদ গ্রহণ করাই, অতঃপর আমরা তাহার নিকট হইতে উহা প্রত্যাহার করি তখন সে অবশ্যই নিরাশ ও অকৃতজ্ঞ হইয়া যায়।

وَلَئِنْ اَذَقْنٰهُ نَعْمَآءَ بَعْدَ ضَرَّآءَ مَسَّتْهُ لَيَقُوْلَنَّ ذَهَبَ السَّيِّاٰتُ عَنِّىْ ؕ اِنَّهٗ لَفَرِحٌ فَخُوْرٌ ۝١١

১১। এবং আমরা যদি তাহাকে কোন দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ করার পর নেয়ামতের স্বাদ গ্রহণ করাই তখন সে বলিতে থাকে, 'আমার সকল দুঃখ-কষ্ট দূর হইয়াছে।' নিশ্চয় সে উৎফুল্ল ও অহংকারী হইয়া পড়ে,

اِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ؕ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ كَبِيْرٌ ۝١٢

১২। ঐ সকল লোক ব্যতিরেকে যাহারা ধৈর্য ধারণ করে এবং পুণ্য কর্ম করে। এই সকল লোকদের জন্যই রহিয়াছে ক্ষমা ও মহা পুরস্কার।

فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوْحٰٓى اِلَيْكَ وَضَآئِقٌ بِهٖ صَدْرُكَ اَنْ يَّقُوْلُوْا لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ اَوْ جَآءَ مَعَهٗ مَلَكٌ ؕ اِنَّمَآ اَنْتَ نَذِيْرٌ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ وَّكِيْلٌ ؕ ۝١٣

১৩। সুতরাং সম্ভবতঃ[১৩০১] (কাফেরগণ তোমার সম্বন্ধে বৃথা আশা করে যে) তোমার উপর যাহা নাযেল করা হইয়াছে উহার কতকাংশ তুমি ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইবে, এবং তোমার অন্তর সংকুচিত হইবে তাহাদের এই উক্তির জন্য যে, 'তাহার নিকট কেন কোন ধন-ভাণ্ডার অবতরণ করা হয় না এবং কোন ফিরিশ্‌তা তাহার সহিত আসে না ?'[১৩০২] তুমি কেবল একজন সতর্ককারী এবং আল্লাহ্ সকল বিষয়ের কর্মবিধায়ক।

মাধ্যমে, সকল প্রকার সৃষ্টির চরমত্বের বিকাশস্থল অর্থাৎ সৃষ্টির সেরা মানুষ দ্বারা আল্লাহ্‌তা'লার কামেল সিফ্‌ত বা পূর্ণ গুণাবলী প্রকাশ পায়। আবার উক্ত আয়াতের এই অর্থও হয় যে, আল্লাহ্‌তা'লার সিফ্‌ত বা গুণাবলী মানুষের উপর তাঁহার 'ওহীর' দ্বারা প্রকাশ পায়। যেমন কুরআন শরীফের একাধিক স্থানে পানিকে ওহীর সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে। " মৃত্যুর পর নিশ্চয় তোমরা পুনরুত্থিত হইবে" এই বাক্যে বলা হইয়াছে যে, এই সৃষ্টির বিধান ইহাই ব্যক্ত করিতেছে যে, মানুষকে তাহার মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত করা হইবে। কারণ এই বিশাল জগতের সৃষ্টি, যাহাতে এক স্বাধীন ও সংকল্পবদ্ধ মানব জীবনের অস্তিত্ব বিরাজ করিতে পারে, পরিষ্কার নির্দেশ করিতেছে যে, এই মানব জীবন সৃষ্টির এক মহৎ উদ্দেশ্য রহিয়াছে, কিন্তু ইহলৌকিক জীবন স্থায়ী নহে, এক অস্থায়ী অস্তিত্ব, যাহা অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে অতিবাহিত করিতে হয়। অতঃপর, এই ক্ষণস্থায়ী বা কিছু কালের পরীক্ষা ক্ষেত্র অতিক্রম করিয়া তাহাকে অবশ্যই একদিন পারলৌকিক বা স্থায়ী জীবনে প্রবেশ করিতে হইবে এবং উহাই মানুষের চিরস্থায়ী বাসস্থান যেখানে তাহাকে উল্লেখিত পরীক্ষার ফলাফল বা পুরস্কার প্রদান করা হইবে।

১৩০১। 'লা'আল্লা' শব্দ প্রত্যাশা বা ভয় এই দুই অর্থেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। উক্ত অবস্থা উত্তম বা প্রথম পুরুষ বা মধ্যম পুরুষ অথবা অন্যান্যদের সম্পর্কিত হউক না কেন।

১৩০২ টিকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ ؕ قُلْ فَاْتُوْا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهٖ مُفْتَرَيٰتٍ وَّ ادْعُوْا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ⑭

১৪। তাহারা কি ইহা বলে, 'সে ইহা মিথ্যা রচনা করিয়াছে ?' তুমি বল, 'যদি তোমরা সত্যবাদী হও তাহা হইলে ইহার অনুরূপ দশটি সূরা রচনা করিয়া আন এবং আল্লাহ্ ব্যতীত অপর যাহাকে পার ডাকিয়া আন।'

فَاِلَّمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَكُمْ فَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَآ اُنْزِلَ بِعِلْمِ اللّٰهِ وَاَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ⑮

১৫। অতঃপর, যদি তাহারা তোমাদের আহ্বানে সাড়া না দেয়,[১৩০৩] তাহা হইলে জানিয়া রাখ যে, তোমার প্রতি যাহা নাযেল করা হইয়াছে উহা আল্লাহ্‌র বিশেষ জ্ঞানের বিষয়ীভূত এবং (জানিয়া রাখ) যে, তিনি ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদ নাই, অতএব তোমরা কি আত্মসমর্পণকারী হইবে ?'

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا نُوَفِّ اِلَيْهِمْ اَعْمَالَهُمْ فِيْهَا وَهُمْ فِيْهَا لَا يُبْخَسُوْنَ ⑯

১৬। যাহারা পার্থিব জীবন ও উহার সৌন্দর্য চাহে আমরা তাহাদিগকে ইহজীবনেই তাহাদের কর্মের পূর্ণ ফল দিব, এবং তাহাদিগকে ইহাতে কিছুমাত্র কম দেওয়া হইবে না।

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَيْسَ لَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ اِلَّا النَّارُ ۖ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوْا فِيْهَا وَبٰطِلٌ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ⑰

১৭। ইহারাই এমন যাহাদের জন্য পরকালে আগুন ব্যতীত আর কিছু থাকিবে না, এবং তাহারা পার্থিব জীবনে যাহা কিছু কাজ করিয়া থাকিবে, উহা নিষ্ফল হইবে, এবং যাহা কিছু তাহারা করিতেছে তাহা বৃথা যাইবে।

১৩০২। কুরআন শরীফের বাক্‌ভঙ্গির একটা বিশেষত্ব এই যে, কখনো প্রশ্নকে বাদ দিয়া শুধু উত্তর প্রদান করা হইয়াছে যাহার মধ্যে অন্তর্নিহিত প্রশ্নটিও প্রকাশিত হইয়া থাকে। উল্লেখিত আয়াত এই ব্যতিক্রমধর্মী বিশেষত্বের একটি প্রমাণ। পূর্ববর্তী আয়াতে মো'মেনদিগকে প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হইয়াছিল যে, তাহাদের জন্য ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান রহিয়াছে। ইহাতে অবিশ্বাসীরা বিদ্রূপের সুরে রসূল করীম (সাঃ)-কে প্রশ্ন করিয়াছিল, মো'মেনগণের জন্য প্রতিশ্রুত মহা-প্রতিদান কোথায়? আমরাতো কিছুই দেখি না। মো'মেনদের কথা বাদ দিলেও তুমিতো নিজেই একজন নিঃস্ব ব্যক্তি, যদিও তোমার অর্থের প্রয়োজন খুব বেশী, অথচ তোমাকে সাহায্য করার জন্য আকাশ হইতে কোন ফিরিশ্‌তা অবতীর্ণ হইতেও দেখি না। তাহাদের এই বিদ্রূপের উত্তরে কুরআন উল্টা ব্যঙ্গোক্তির প্রত্যুত্তরে ব্যঙ্গোক্তির মাধ্যমে বলিতেছে, 'ওহে ! ভারী তো প্রশ্ন করিয়া বসিয়াছে, যেন সম্ভবতঃ ইহার উত্তর দিতে পারিবে না বলিয়া সেই ভয়ে হে রসূল (সাঃ)! তুমি ঐশী-বাণীর সেই অংশকেই গোপন করিবে যাহাতে ইসলামের বিজয় ও উন্নতির ভবিষ্যদ্বাণী রহিয়াছে ! ইহাতো তাহাদের অলীক ও ব্যর্থ মনোবাঞ্ছা মাত্র, যাহা কখনো পূর্ণ হইবে না।'

১৩০৩। 'লাকুম' সর্বনামটি এস্থলে বহুবচনে ব্যবহৃত করিয়া আল্লাহ্‌তা'লা এই দিকে ইঙ্গিত করিয়াছেন যে, আয়াতে উক্ত চ্যালেঞ্জ শুধু মাত্র নবী করীম (সাঃ)-এর তরফ হইতেই ছিল না, বরং তাঁহার উম্মতের সর্বযুগের সকল অনুগামীগণকেই অবিশ্বাসীদের প্রতি এই চ্যালেঞ্জের অধিকার দেওয়া হইয়াছে। এই আয়াত নিশ্চিতরূপে নিশ্চয়তা দিতেছে যে, সর্বপ্রকার সৌন্দর্যমণ্ডিত এবং সকল গুণাবলীপূর্ণ এই মহান ঐশী-কিতাব আল্ কুরআন চিরকাল অপ্রতিদ্বন্দ্বী থাকিবে।

اَفَمَنْ كَانَ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّهٖ وَيَتْلُوْهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِنْ قَبْلِهٖ كِتٰبُ مُوْسٰٓى اِمَامًا وَّرَحْمَةً ؕ اُولٰٓئِكَ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ ؕ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِهٖ مِنَ الْاَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهٗ ۚ فَلَا تَكُ فِيْ مِرْيَةٍ مِّنْهُ ۫ اِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿۱۸﴾

১৮। সুতরাং যে ব্যক্তি তাহার প্রভুর পক্ষ হইতে সুস্পষ্ট নিদর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং যাহার অনুসরণ করিয়া (তাহার সত্যতা প্রতীয়মানের জন্য) তাঁহার পক্ষ হইতে একজন সাক্ষী আগমন করিবে, এবং তাহার পূর্বে মূসার গ্রন্থ পথনির্দেশক ও রহমত স্বরূপ রহিয়াছে সে কি (মিথ্যা দাবীদার) হইতে পারে ?[১৩০৪] তাহারা (মূসার প্রকৃত অনুসারীগণ) তাহার উপর ঈমাণ আনয়ন করে এবং এই (বিরুদ্ধবাদী) দলগুলি হইতে যে তাহাকে অস্বীকার করিবে, তাহার প্রতিশ্রুত স্থান হইবে অগ্নি। সুতরাং তুমি এই বিষয়ে সন্দিহান হইও না। নিশ্চয় ইহা তোমার প্রভুর পক্ষ হইতে সমাগত সত্য ; কিন্তু অধিকাংশ লোক ঈমান আনে না।

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا ؕ اُولٰٓئِكَ يُعْرَضُوْنَ عَلٰى رَبِّهِمْ وَيَقُوْلُ الْاَشْهَادُ هٰٓؤُلَآءِ الَّذِيْنَ كَذَبُوْا عَلٰى رَبِّهِمْ ۚ اَلَا لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظّٰلِمِيْنَ ﴿۱۹﴾

১৯। এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নামে মিথ্যা রচনা করে তাহা অপেক্ষা বড় যালেম কে ?[১৩০৫] তাহাদিগকে তাহাদের প্রভুর সমীপে উপস্থিত করা হইবে, তখন সকল সাক্ষী বলিবে, 'ইহারাই তাহাদের প্রভুর নামে মিথ্যা রচনা করিয়াছে।' সুতরাং জানিয়া রাখ, নিশ্চয় যালেমদের উপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত——

الَّذِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَيَبْغُوْنَهَا عِوَجًا ؕ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ كٰفِرُوْنَ ﴿۲۰﴾

২০। যাহারা লোকদিগকে আল্লাহ্‌র পথ হইতে নিবৃত্ত রাখে এবং ইহাতে বক্রতা অনুসন্ধান করিতে চাহে; প্রকৃতপক্ষে তাহারাই পরকালের উপর অবিশ্বাসী।

اُولٰٓئِكَ لَمْ يَكُوْنُوْا مُعْجِزِيْنَ فِي الْاَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ اَوْلِيَآءَ ؔ يُضٰعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ ؕ مَا كَانُوْا يَسْتَطِيْعُوْنَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوْا يُبْصِرُوْنَ ﴿۲۱﴾

২১। তাহারা পৃথিবীতে (আল্লাহ্‌র পরিকল্পনাকে) কখনও ব্যর্থ করিতে পারে না, এবং তাহাদের জন্য আল্লাহ্ ব্যতীত কোন বন্ধু নাই। তাহাদের শাস্তি দ্বিগুণ করা হইবে।[১৩০৬] তাহারা শুনিতেও পারে না এবং দেখিতেও পারে না।

১৩০৪। এই আয়াতে নবী করীম (সাঃ)-এর সমর্থনে ৩টি যুক্তি দেওয়া হইয়াছে—এই সকল কথা দ্বারা যেমন (ক)'যে তাঁহার প্রভুর নিকট হইতে সুস্পষ্ট নিদর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত আছে, (খ) 'যাহার অনুসরণ করিয়া তাঁহার নিকট হইতে একজন সাক্ষী আগমন করিবে' (গ) 'তাঁহার পূর্বেও মূসার গ্রন্থ পথনির্দেশক ও রহমত স্বরূপ ছিল'। 'তাঁহার প্রভুর নিকট হইতে সুস্পষ্ট নিদর্শন'দ্বারা বুঝায় যে, একটি দুর্নীতিপরায়ণ ও অধঃপতিত জাতির জীবনে রসূলে পাক (সাঃ) যে মহৎ আধ্যাত্মিক ও নৈতিক বিপ্লব ঘটাইয়াছিলেন এবং যাহারা তাঁহার সত্যতার সাক্ষীরূপে জলন্ত নিদর্শন, তাহারা হইলেন নবী করীম (সাঃ)-এর অনুসারী, তাঁহারই আদর্শে অনুপ্রাণিত হওয়ার ফলে আল্লাহ্ প্রদত্ত গুণে বিভূষিত হইয়া মানব জাতির জন্য আদর্শ শিক্ষাগুরুরূপে পরিগণিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহারা তাঁহাদের নৈতিক শিক্ষা ওআমল দ্বারা ইসলাম এবং কুরআনের সত্যতাকে যুগে যুগে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। 'সর্বোত্তম অনুগমনকারী সাক্ষীর আগমন' করা দ্বারা আহ্‌মদীয়া জামায়াতের প্রতিষ্ঠাতা প্রতিশ্রুত মসীহ (আঃ)-কে বুঝায়। 'তাহার পূর্বেও মূসার গ্রন্থ' দ্বারা বাইবেলে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সম্বন্ধে যে সব ভবিষ্যদ্বাণী আছে তাহা নির্দেশ করিতেছে। ২১৩৫ টীকা দ্রষ্টব্য।

১৩০৫। এই সকল সাক্ষী দ্বারা সত্য নবীগণকে বুঝাইতেছে।

১৩০৬ টিকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٢٢﴾

২২। ইহারা এমন যাহারা নিজেদের আত্মাকে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছে এবং যাহা কিছু তাহারা মিথ্যা রচনা করিয়াছে উহা তাহাদের নিকট হইতে উধাও হইবে।

لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ ﴿٢٣﴾

২৩। নিঃসন্দেহে, ইহারাই এমন যাহারা পরকালে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٤﴾

২৪। নিশ্চয় যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং পুণ্য কর্ম করিয়াছে এবং তাহাদের প্রভুর প্রতি বিনত হইয়াছে[১৩০৭]— ইহারাই জান্নাতের অধিবাসী; সেখানে তাহারা চিরস্থায়ী হইবে।

مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَىٰ وَالْأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ ۚ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٢٥﴾

২৫। (এই) দুইটি দলের দৃষ্টান্ত, এক অন্ধ ও বধির এবং এক চক্ষুষ্মান ও শ্রবণক্ষম ব্যক্তির ন্যায়[১৩০৮]। দৃষ্টান্তে এই দুই দল কি সমান ? তোমরা কি উপদেশ গ্রহণ করিবে না ?

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٢٦﴾

২৬। এবং আমরা নূহকে তাহার সম্প্রদায়ের নিকট পাঠাইয়াছিলাম, (সে বলিল) 'নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য একজন প্রকাশ্য সতর্ককারী—

أَنْ لَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ ۖ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ ﴿٢٧﴾

২৭। যে, তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত আর কাহারও ইবাদত করিও না, নিশ্চয় আমি তোমাদের উপর এক যন্ত্রণাদায়ক দিনের শাস্তির আশঙ্কা করি।'[১৩০৯]

১৩০৬। "তাহাদের শাস্তি দ্বিগুণ করা হইবে," অর্থ অবিশ্বাসীদের নেতাগণের নিজেদের পাপের জন্য এবং যাহাদেরকে তাহারা সত্যের বিরুদ্ধে বিভ্রান্ত করিয়াছিল তাহাদের অপরাধের জন্য শাস্তির মাত্রা দ্বিগুণ হইবে।

১৩০৭। আধ্যাত্মিক উন্নতির ক্ষেত্রে উচ্চতর মোকাম বা মর্যাদা লাভ করিতে হইলে, সঠিক বিশ্বাসী ও সৎকর্মশীল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর প্রতি পূর্ণ একীন, সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ, দৃঢ় আস্থা এবং অকৃত্রিম প্রেম থাকিতে হইবে।

১৩০৮। এই আয়াতে বিশ্বাস এবং অবিশ্বাসের মধ্যে যে বৈপরীত্য রহিয়াছে তাহা একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝান হইয়াছে। একজন বিশ্বাসীকে পূর্ণ চক্ষুষ্মান এবং শ্রবণক্ষম ব্যক্তি হিসাবে আখ্যায়িত করা হইয়াছে, অপরদিকে অবিশ্বাসী ব্যক্তিকে অন্ধ ও বধির ব্যক্তির সহিত তুলনা করা হইয়াছে।

১৩০৯। "যন্ত্রণাদায়ক দিবসের শাস্তি" হইতে "একটি যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি" ভিন্নতর। প্রথমোক্ত শাস্তির দ্বারা শাস্তির অধিকতর ভয়াবহতা বুঝায়। কতক শাস্তি অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক, কিন্তু কতক এমন দিনও রহিয়াছে যাহার কথা স্মরণ হইলে মানুষের অন্তর ভয়-বেদনায় কাঁপিয়া উঠে, অথচ প্রকৃত শাস্তি কেবল তাহাদিগের বেদনার কারণ হয় যাহাদের উপর ইহা আরোপিত হয়। কিন্তু যন্ত্রণাদায়ক দিবসের শাস্তি তাহাদিগকেও ভীতি-বিহ্বল করে যাহারা পরবর্তী কালে আসিয়া থাকে।

فَقَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ مَا نَرٰىكَ اِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا وَمَا نَرٰىكَ اتَّبَعَكَ اِلَّا الَّذِيْنَ هُمْ اَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّاْيِ ۚ وَمَا نَرٰى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كٰذِبِيْنَ ﴿٢٨﴾

২৮। কিন্তু তাহার জাতির প্রধানগণ, যাহারা অস্বীকার করিয়াছিল, বলিল, 'আমরা তোমাকে আমাদের মত মানুষ ব্যতীত আর কিছুই দেখিতেছি না, এবং আমাদের মধ্যে যাহারা বাহ্যদৃষ্টিতে[১৩১০] সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট তাহারা ব্যতীত আমরা অন্য কাহাকেও তোমার অনুসরণ করিতে দেখিতেছি না। এবং আমরা আমাদের উপর তোমাদের কোন শ্রেষ্ঠত্ব দেখিতেছি না, বরং আমরা তোমাদিগকে মিথ্যাবাদী মনে করি।'

قَالَ يٰقَوْمِ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّيْ وَاٰتٰنِيْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهٖ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ ۭ اَنُلْزِمُكُمُوْهَا وَاَنْتُمْ لَهَا كٰرِهُوْنَ ﴿٢٩﴾

২৯। সে বলিল, 'হে আমার জাতি ! তোমরা ঠিক করিয়া বল, যদি আমি আমার প্রভুর পক্ষ হইতে সমাগত কোন সুস্পষ্ট নিদর্শনের উপর (প্রতিষ্ঠিত) থাকি এবং তিনি যদি নিজের তরফ হইতে আমাকে এক বিশেষ রহমত দিয়া থাকেন যাহা তোমাদের দৃষ্টিতে অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে তাহা হইলে (তোমাদের কি অবস্থা হইবে)? আমরা কি ইহা তোমাদিগকে মানিতে বাধ্য করিতে পারি, যদিও তোমরা ইহা অপসন্দ কর ?

وَيٰقَوْمِ لَآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا ۭ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلَي اللّٰهِ وَمَآ اَنَا بِطَارِدِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۭ اِنَّهُمْ مُّلٰقُوْا رَبِّهِمْ وَلٰكِنِّيْٓ اَرٰىكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُوْنَ ﴿٣٠﴾

৩০। এবং হে আমার জাতি! ইহার বিনিময়ে আমি তোমাদের নিকট কোন ধন-সম্পদ চাহি না; আমার পুরস্কার আল্লাহ্ ছাড়া আর কাহারও নিকট নাই। এবং যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহাদিগকে আমি কখনও তিরস্কার করিয়া তাড়াইয়া দিতে পারি না। তাহারা অবশ্যই তাহাদের প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ লাভ করিবে। কিন্তু আমি দেখিতেছি যে, তোমরা এক অজ্ঞ জাতি;

وَيٰقَوْمِ مَنْ يَّنْصُرُنِيْ مِنَ اللّٰهِ اِنْ طَرَدْتُّهُمْ ۭ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ﴿٣١﴾

৩১। এবং হে আমার জাতি ! যদি আমি তাহাদিগকে তিরস্কার করিয়া তাড়াইয়া দেই তাহা হইলে আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে কে আমাকে সাহায্য করিবে ? তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করিবে না ?

১৩১০। 'বা-দি-আর্-রা'য়ী'-অর্থ-প্রথম চিন্তাতেই; বাহ্যদৃষ্টিতে; যথাযথ বিবেচনা না করিয়া (লেইন)। 'আরা-যিলুনা বা-দিয়া আর্-রা'য়ী'অর্থাৎ বিরুদ্ধবাধীদের দৃষ্টিতে নূহ্ (আঃ)-এর অনুসারীগণঃ (ক) বাহ্যদৃষ্টিতেই নিকৃষ্ট ও তুচ্ছ; (খ) তাহাদের বিশ্বাস অকপট নহে; (গ) ইহা তাহাদের ভালবাসা বিস্তারেরই ফল। ইহা নিতান্তই পরিতাপের বিষয় যে, সকল নবীদের সময়ই বিরুদ্ধবাদীরা আল্লাহ্‌র প্রেরিত রসূলের দাবীর সত্যতা যাচাই করার জন্য তাহাদের নিজস্ব মনগড়া মাপকাঠিতে বিচার করিতে যাইয়া সত্যকে বুঝিতে পারে না,ফলে তাহারা ধারণা করিয়া লয় যে, তাহারা খোলাখুলি চিন্তাভাবনা করিয়াছে ও যথেষ্ট বিচার-বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছে বলিয়া নবীর দাবীকে মিথ্যা সাব্যস্ত করিয়া বসে।

وَلَآ اَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِىْ خَزَآئِنُ اللّٰهِ وَلَآ اَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَآ اَقُوْلُ اِنِّىْ مَلَكٌ وَّلَآ اَقُوْلُ لِلَّذِيْنَ تَزْدَرِىْٓ اَعْيُنُكُمْ لَنْ يُّؤْتِيَهُمُ اللّٰهُ خَيْرًا ؕ اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا فِىْٓ اَنْفُسِهِمْ ۖ اِنِّىْٓ اِذًا لَّمِنَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٣١﴾

৩২। 'এবং না আমি তোমাদিগকে ইহা বলি যে, আমার নিকট আল্লাহ্‌র ধন-ভাণ্ডারসমূহ আছে, এবং না আমি অদৃশ্য সম্বন্ধে অবগত আছি,' এবং না আমি বলি যে, 'আমি ফিরিশ্‌তা।' এবং না আমি ঐ সকল লোক সম্বন্ধে, যাহাদিগকে তোমাদের চক্ষু ঘৃণা ভরে দেখে, ইহা বলি, 'আল্লাহ্‌ তাহাদিগকে কখনও কোন মঙ্গল দান করিবেন না'— যাহা কিছু তাহাদের অন্তরে আছে উহা আল্লাহ্‌ সর্বাপেক্ষা বেশী জানেন। নিশ্চয় সেইক্ষেত্রে আমি যালেমদের অন্তর্ভুক্ত হইব।'

قَالُوْا يٰنُوْحُ قَدْ جٰدَلْتَنَا فَاَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَاْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿٣٢﴾

৩৩। তাহারা বলিল, 'হে নূহ! নিশ্চয় তুমি আমাদের সহিত বিতর্ক করিয়াছ এবং অধিক মাত্রায় বিতর্ক করিয়াছ; সুতরাং যদি তুমি সত্যবাদী হইয়া থাক তাহা হইলে যে বিষয়ে তুমি আমাদিগকে ভয় দেখাইতেছ তাহা আমাদের জন্য লইয়া আস।'

قَالَ اِنَّمَا يَاْتِيْكُمْ بِهِ اللّٰهُ اِنْ شَآءَ وَمَآ اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ﴿٣٣﴾

৩৪। সে বলিল, 'কেবল আল্লাহ্‌ই, যদি তিনি চাহেন, উহা তোমাদের নিকট আনিবেন, এবং তোমরা কখনও (তাঁহার উদ্দেশ্যকে) ব্যর্থ করিতে পারিবে না;[১৩১১]

وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِىْٓ اِنْ اَرَدْتُّ اَنْ اَنْصَحَ لَكُمْ اِنْ كَانَ اللّٰهُ يُرِيْدُ اَنْ يُّغْوِيَكُمْ ؕ هُوَ رَبُّكُمْ ۫ وَ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿٣٤﴾

৩৫। এবং আমি তোমাদিগকে উপদেশ দিতে চাহিলেও আমার উপদেশ তোমাদিগের কোন উপকারে আসিবে না যদি আল্লাহ্‌ তোমাদিগকে ধ্বংস করিতে ইচ্ছা করেন।[১৩১২] তিনিই তোমাদের প্রতিপালক; এবং তাঁহারই দিকে তোমাদিগকে ফিরাইয়া লইয়া যাওয়া হইবে।'

اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ ؕ قُلْ اِنِ افْتَرَيْتُهٗ فَعَلَىَّ اِجْرَامِىْ وَاَنَا بَرِىْٓءٌ مِّمَّا تُجْرِمُوْنَ ﴿٣٥﴾ ع ٣ ١١ ٣

৩৬। তাহারা কি বলে, 'সে ইহা মিথ্যা রচনা করিয়াছে?' তুমি বল, 'যদি আমি ইহা রচনা করিয়া থাকি তাহা হইলে আমার অপরাধ আমার উপরই বর্তাইবে, এবং তোমরা যে অপরাধ করিতেছ উহা হইতে আমি মুক্ত।'

১৩১১। এই আয়াতে শাস্তির ভবিষ্যদ্বাণী সম্বন্ধে তিনটি নিয়ম ব্যক্ত করা হইয়াছেঃ (১) নির্ধারিত শাস্তি সংঘটিত হওয়ার প্রকৃত সময় সাধারণতঃ প্রকাশ করা হয় না, (২) এবং সেই শাস্তি প্রয়োগ শর্তসাপেক্ষ ও অপরাধীর মনের পরিবর্তন অনুযায়ী আল্লাহ্‌তা'লা যদি চাহেন, উহা পরিবর্তন করিয়া সাময়িকভাবে স্থগিত রাখেন অথবা রহিত করিয়া দেন; (৩) এতদ্বিষয়ে অর্থাৎ শাস্তির ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে যে কোন পরিবর্তনই হউক না কেন আল্লাহ্‌তা'লার অলংঘনীয় উদ্দেশ্য কখনই পরিবর্তিত হয় না। কারণ অবিশ্বাসীরা আল্লাহ্‌তা'লার উদ্দেশ্য কোন ভাবেই ব্যর্থ করিতে পারে না।

১৩১২। সাধারণে প্রচলিত ভুল ধারণা যে, নূহ (আঃ)-এর জাতি তাঁহার উপর ঈমান আনে নাই বলিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া নূহ (আঃ) অবিশ্বাসীগণের ধ্বংসের জন্য বদ্‌দোয়া করিয়াছিলেন (৭১ঃ২৭-২৮), এই আয়াত উক্ত ধারণাকে ভুল প্রতিপন্ন করিয়াছে। কারণ ইহাতে দেখা যায় যে, নূহ (আঃ) তাঁহার নিজস্ব ইচ্ছার বশবর্তী হইয়া তাহাদের ধ্বংসের জন্য বদ্‌দোয়া করেন নাই, বরং আল্লাহ্‌ই তাঁহাকে এইরূপ করিতে বলিয়াছেন।

وَاُوْحِيَ اِلٰى نُوْحٍ اَنَّهٗ لَنْ يُّؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ اِلَّا مَنْ قَدْ اٰمَنَ فَلَا تَبْتَىِٕسْ بِمَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ۚ﴿٣٧﴾

৩৭। এবং নূহের নিকট ওহী করা হইয়াছিল, 'যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহারা ব্যতিরেকে তোমার জাতির মধ্য হইতে এখন আর কেহ ঈমান আনিবে না; সুতরাং তাহারা যাহা করিতেছে তজ্জন্য তুমি দুঃখ করিও না।[১৩১৩]

وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِاَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِيْ فِي الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ۚ اِنَّهُمْ مُّغْرَقُوْنَ ﴿٣٨﴾

৩৮। এবং তুমি আমাদের চোখের সামনে[১৩১৪] এবং আমাদের ওহী অনুযায়ী নৌকা তৈরী কর। এবং যাহারা যুলুম করিয়াছে তাহাদের সম্বন্ধে তুমি আমাকে কিছু বলিও না। নিশ্চয় তাহারা নিমজ্জিত হইতে চলিয়াছে।'

وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ ۖ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَاٌ مِّنْ قَوْمِهٖ سَخِرُوْا مِنْهُ ۭ قَالَ اِنْ تَسْخَرُوْا مِنَّا فَاِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُوْنَ ﴿٣٩﴾

৩৯। এবং সে নৌকা নির্মাণ করিতে লাগিল; এবং যখনই তাহার জাতির প্রধানগণ তাহার নিকট দিয়া যাইত তাহারা তাহাকে হাসি-বিদ্রূপ করিত। সে বলিত, 'যদিও তোমরা (এখন) আমাদিগকে হাসি-বিদ্রূপ কর, তাহা হইলে (সময় আসিলে) আমারাও তোমাদিগকে হাসি-বিদ্রূপ করিব যেরূপ তোমরা (এখন) আমাদিগকে হাসি-বিদ্রূপ করিতেছ,

فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۙ مَنْ يَّاْتِيْهِ عَذَابٌ يُّخْزِيْهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ ﴿٤٠﴾

৪০। অতঃপর, তোমরা শীঘ্রই জানিতে পারিবে কাহার উপর এমন শাস্তি আসিতেছে যাহা তাহাকে লাঞ্ছিত করিয়া ছাড়িবে এবং কাহার উপর স্থায়ী শাস্তি পতিত হইতেছে।'

حَتّٰٓى اِذَا جَآءَ اَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّوْرُ ۙ قُلْنَا احْمِلْ فِيْهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَاَهْلَكَ اِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ اٰمَنَ ۭ وَمَآ اٰمَنَ مَعَهٗٓ اِلَّا قَلِيْلٌ ﴿٤١﴾

৪১। অবশেষে যখন আমাদের আদেশ আসিল এবং প্রস্রবণসমূহ উচ্ছ্বসিত হইতে লাগিল,[১৩১৫] তখন আমরা বলিলাম, 'তুমি প্রত্যেক প্রকারের (জীব-জন্তুর) স্ত্রী-পুরুষের জোড়া—দুইটি করিয়া[১৩১৬] এবং তোমার পরিবারবর্গকে, কেবল তাহারা ব্যতিরেকে যাহাদের সম্বন্ধে পূর্বে সিদ্ধান্ত হইয়াছে, এবং যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহাদিগকে ইহাতে উঠাইয়া লও।' বস্তুতঃ অল্প সংখ্যক লোক ব্যতীত আর কেহ তাহার উপর ঈমান আনে নাই।

১৩১৩। তফ্সীরাধীন এই আয়াতটি মনে হয় সূরা নূহ'র ২৭-২৮ আয়াত-এর পূর্বে নাযিল হইয়াছিল। কেননা এই আয়াতমূলে দেখা যায় যে, আল্লাহ্তা'লা তাঁহার সিদ্ধান্তের কথা বলিয়া দুঃখ না করার জন্য জানাইয়াছিলেন যে, তাঁহার জাতির আর কোন লোক ঈমান আনিবে না। অতএব, তাঁহার এই দোয়া (৭১ঃ২৭,২৮) বদ্দোয়া নহে, প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্তা'লার ইচ্ছা ও সিদ্ধান্তের প্রতি আনুগত্যই প্রকাশ করিতেছে। এই দোয়ার দ্বারা যাহা বুঝাইয়াছিল তাহা এই যে, আল্লাহ্তা'লা তাহার জাতির ধ্বংসের সিদ্ধান্ত কার্যকর করিতে পারেন।

১৩১৪। 'আইন' বহুবচনে 'আইউন-এর বহু অর্থের মধ্যে একটি অর্থ চক্ষু, দৃষ্টি বা চক্ষুর সম্মুখে; পরিবারের সদস্যগণ এবং আশ্রয় বা হেফাযত (লেইন)।

১৩১৫। নূহ (আঃ)-এর মহাপ্লাবন শুধু ভূপৃষ্ঠের ঝর্ণাগুলি হইতে স্ফীত, উদ্বেলিত হওয়ার কারণেই হয় নাই। বরং ৫৪ঃ১২-১৩ আয়াত হইতে স্পষ্টই ব্যক্ত হইয়াছে যে, মেঘমালা হইতে আকাশফাটা বজ্রপাত ও বর্ষণ দ্বারা প্লাবন ঘটিয়াছিল। মুষলধারে ব্যাপক বৃষ্টির ফলে সারাদেশ জুড়িয়া বন্যা দেখা দিয়াছিল এবং সাধারণতঃ অতিবৃষ্টির ফলে যাহা ঘটে, ভূতল হইতেও প্রবলবেগে পানি নির্গত হইয়া এবং ঝর্ণাধারা উৎসারিত হইয়া আকাশ এবং ভূগর্ভের পানি একত্রিত হইয়া সমগ্র দেশকে প্লাবিত করিয়া ফেলিয়াছিল। এক বিস্তীর্ণ পাহাড়ী এলাকায় যেখানে অসংখ্য পানির ঝর্ণা ছিল সেখানে নূহ (আঃ) বসবাস করিতেন।

১৩১৬টিকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرٖىهَا وَمُرْسٰىهَا ؕ اِنَّ رَبِّيْ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٤٢﴾

৪২। এবং সে বলিল, 'তোমরা ইহাতে আরোহণ কর। আল্লাহ্‌র নামেই ইহার গতি ও স্থিতি। নিশ্চয় আমার প্রভু অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।'

وَهِيَ تَجْرِيْ بِهِمْ فِيْ مَوْجٍ كَالْجِبَالِ ۫ وَنَادٰى نُوْحُ ابْنَهٗ وَكَانَ فِيْ مَعْزِلٍ يّٰبُنَيَّ ارْكَبْ مَّعَنَا وَلَا تَكُنْ مَّعَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٤٣﴾

৪৩। এবং ইহা তাহাদিগকে লইয়া পর্ব্বতের ন্যায় তরঙ্গমালার মধ্য দিয়া চলিল। এবং নূহ তাহার পুত্রকে, যে তাহাদের নিকট হইতে পৃথক ছিল, বলিল, 'হে আমার পুত্র! আমাদের সহিত আরোহণ কর এবং কাফেরদের সঙ্গী হইও না।'

قَالَ سَاٰوِيْٓ اِلٰى جَبَلٍ يَّعْصِمُنِيْ مِنَ الْمَآءِ ؕ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ اِلَّا مَنْ رَّحِمَ ۚ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِيْنَ ﴿٤٤﴾

৪৪। সে বলিল, 'আমি এখনই এক পর্বতে আশ্রয় লইব[১৩১৭] যাহা আমাকে এই পানি হইতে বাঁচাইবে।' সে বলিল, 'আজ আল্লাহ্‌র (আযাবের) আদেশ হইতে কেহ (কাহাকেও) বাঁচাইতে পারিবে না, কেবল ঐ ব্যক্তি ব্যতিরেকে যাহার উপর তিনি রহম করেন।' এমন সময় তাহাদের উভয়ের মধ্যে তরঙ্গ অন্তরায় হইল এবং সে নিমজ্জিত ব্যক্তিগণের অন্তর্ভুক্ত হইল।

وَقِيْلَ يٰٓاَرْضُ ابْلَعِيْ مَآءَكِ وَيٰسَمَآءُ اَقْلِعِيْ وَغِيْضَ الْمَآءُ وَقُضِيَ الْاَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُوْدِيِّ وَقِيْلَ بُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٤٥﴾

৪৫। অতঃপর বলা হইল, 'হে ধরিত্রী! তুমি তোমার পানি শোষণ করিয়া লও এবং হে আকাশ! তুমি ক্ষান্ত হও।' এবং পানি শুকাইয়া দেওয়া হইল, এবং কার্য সমাপ্ত হইল, এবং নৌকা জূদী[১৩১৭ক] পাহাড়ের উপর স্থির হইল, এবং বলা হইল, 'যালেম জাতির জন্য ধ্বংস।'

১৩১৬। 'প্রত্যেক প্রকারের' বাক্যাংশ দ্বারা পৃথিবীর সকল জীব-জন্তুকে বুঝায় না। বরং ঐ সকল জীব-জন্তু বুঝায় যাহা নূহ (আঃ)-এর জন্য প্রয়োজনীয় ছিল। আর তাহা ছাড়াও নৌকাটি এত বড় ছিল না যে, উহাতে সারা পৃথিবীর সকল জীবের একজোড়া করিয়া রাখার স্থান সংকুলান সম্ভব ছিল। আয়াতে 'দুই' শব্দটিও এই দিকেই ইঙ্গিত করিতেছে যে, নূহ (আঃ)-এর জন্য যেই সব প্রাণী আবশ্যকীয় ছিল, শুধু উহাদিগকেই নৌকায় উঠিতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল।

১৩১৭। এই আয়াতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, নূহ (আঃ) ও তাঁহার জাতি যে দেশে বাস করিতেন উহা পর্বতমালা দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। 'জাবল্' শব্দটি সাধারণ বিশেষ্য পদে ব্যবহৃত হইয়া ইহাই ব্যক্ত করিতেছে যে, সেই অঞ্চল পর্বতপুঞ্জ দ্বারা বেষ্টিত ছিল, যাহার উপরে নূহ (আঃ)-এর পুত্র আশ্রয় গ্রহণ করিয়া নিরাপদে থাকার আশা করিয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে সেই এলাকা পর্বত-প্রাচীরের মধ্যে এক উপত্যকা বিশেষ ছিল। এই রকমস্থানে মুষলধারে অবিরাম বর্ষণের ফলে অতি দ্রুত প্লাবিত হইবে ইহা অস্বাভাবিক ব্যাপার নহে।

১৩১৭-ক। 'আল-জুদী' পর্বত— বিখ্যাত ঐতিহাসিক ইয়াকূত্ আলহাম্ ওয়াই-এর মতে জুদী হইতেছে এক সুদীর্ঘ পর্বতমালা যাহা মোসুল প্রদেশের টাইগ্রিস বা দজ্‌লা নদীর পূর্বাদিকে অবস্থিত (মুজা'ম)। পাশ্চাত্যের খ্যাতনামা ইতিহাসবিদ মিঃ সেল বলিয়াছেন যে, 'আল্‌জুদী' ঐ সকল পর্বত মালার অন্যতম যাহা দক্ষিণ আর্মেনিয়াকে মেসোপটেমিয়া হইতে পৃথক করিয়াছে এবং ইহা আশিরিয়ার ঐ অংশ যেখানে প্রাচীন কার্ডস্ (Cards) জাতির বসবাস; তাহাদেরই নামানুসারে পর্বতটির নাম কার্ডু(Cardu) বা গার্ডু (Gardu) রাখা হইয়াছিল। কিন্তু গ্রীকেরা ইহাকে গোড়্‌দোই (Gordyoei) নামে পরিবর্তিত করিয়াছে.....।

বহু প্রাচীন কাল হইতে জনশ্রুতি চলিয়া আসিয়াছে বলিয়া ইহা ধারণা করা হয় যে, নূহের (আঃ) কিশ্‌তী এই জুদী পর্বতে আসিয়া ভিড়িয়াছিল এবং এইখানেই ঐ নৌকার ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান রহিয়াছে। ক্যালডিয়ন বা ব্যাবিলনের অধিবাসীদেরও একই বিশ্বাস (Berosus Apud Joseph Antiq....)। এই অঞ্চলের প্রাচীন জনশ্রুতি রহিয়াছে যে, ইপিফানিয়াস (Epiphanius)-এর যুগে এইখানে এই পর্বত মালার উপরে নূহ (আঃ)-এর নৌকার ভগ্নাবশেষ দেখা যাইত। এবং জানা যায় যে, বাদশাহ হিরাক্লিয়াস্ থামানিন (Thamanin) শহর হইতে 'আল জুদী' পর্বত পর্যন্ত

وَنَادٰى نُوْحٌ رَّبَّهٗ فَقَالَ رَبِّ اِنَّ ابْنِىْ مِنْ اَهْلِىْ وَاِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَاَنْتَ اَحْكَمُ الْحٰكِمِيْنَ ﴿٤٦﴾

৪৬। এবং নূহ তাহার প্রভুকে ডাকিল, এবং বলিল, 'হে আমার প্রভু ! আমার পুত্র নিশ্চয় আমার পরিবারভুক্ত এবং নিশ্চয় তোমার প্রতিশ্রুতি সত্য এবং তুমি বিচারকগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিচারক।'

قَالَ يٰنُوْحُ اِنَّهٗ لَيْسَ مِنْ اَهْلِكَ ۚ اِنَّهٗ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ ۖ فَلَا تَسْـَٔلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ ۭ اِنِّىْٓ اَعِظُكَ اَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ ﴿٤٧﴾

৪৭। তিনি বলিলেন, 'হে নূহ ! সে[১৩১৮] নিশ্চয় তোমার পরিবারভুক্ত নহে, নিশ্চয় সে অতি অসৎকর্মপরায়ণ।[১৩১৯] সুতরাং যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নাই সে বিষয়ে তুমি আমাকে প্রশ্ন করিও না। আমি তোমাকে উপদেশ দিতেছি যে, তুমি অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হইও না।'

قَالَ رَبِّ اِنِّىْٓ اَعُوْذُ بِكَ اَنْ اَسْـَٔلَكَ مَا لَيْسَ لِىْ بِهٖ عِلْمٌ ۭ وَاِلَّا تَغْفِرْ لِىْ وَتَرْحَمْنِىْٓ اَكُنْ مِّنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿٤٨﴾

৪৮। সে বলিল, 'হে আমার প্রভু ! আমি তোমাকে এমন বিষয় প্রশ্ন করা হইতে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি যে বিষয়ে আমার কোন জ্ঞান নাই। এবং যদি তুমি আমাকে ক্ষমা না কর[১৩২০] এবং আমার প্রতি রহম না কর, তাহা হইলে আমি ক্ষতিগ্রস্তগণের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যাইব।'

গিয়াছিলেন এবং নৌকার স্থানটি দেখিয়াছিলেন। সেই স্থানে অতীতে একটি প্রসিদ্ধ মঠও ছিল, উহা নৌকার মঠ নামে অভিহিত হইত। এই সব পর্বতমালার কোন একটির উপরে সেই কালে পুরোহিতগণ এক ভোজ দিবসের আয়োজন করিতেন, যেখানে নূহ (আঃ)-এর নৌকাটি আসিয়া লাগিয়াছিল বলিয়া তাহারা অনুমান করিত। কিন্তু ৭৭৬ খৃষ্টাব্দে সেই মঠটি বজ্রপাতে ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল (সেইল পৃঃ ১৭৯-১৮০)।

-----জুদী (Djudi)পর্বতটি জাজিরা ইবনে ওমর হইতে প্রায় ২৫ মাইল উত্তর পূর্বদিকে বোহ্তান জিলায় অবস্থিত। ইহা একটি কঠিন প্রস্তরময় সুউচ্চ পাহাড়। ---- ইহার খ্যাতির মূলে রহিয়াছে মেসোপটেমিয়ার ঐতিহ্যবাহী অধিবাসীদের স্বীকৃতি যে, নূহ (আঃ)-এর নৌকা এইখানেই অর্থাৎ জুদী পাহাড়েই আসিয়া থামিয়াছিল,আরারাতে নহে।---বাইবেলের পুরাতন ভাষ্যকারগণের বর্ণনানুযায়ী এই জুদী পর্বতকেই সনাক্ত করিতেছে, এবং খ্যাতনামা নির্ভরযোগ্য খৃষ্টান বর্ণনাকারীর মতে ইহাকেই গোর্দাইনি (Gordyene) নামে আখ্যায়িত করিয়াছে, যাহা ছিল প্লাবনের পরে নূহ (আঃ)-এর অবতরণ স্থল (এনসাইকো অব ইসলাম, ১ম খণ্ড ১০৫৯ পৃঃ)। ব্যাবিলনীয় রেওয়ায়াতেও আর্মেনিয়ার অন্তর্গত জুদী পর্বতেরই উল্লেখ রহিয়াছে (যিউ এনসাইকো,আরারত অধ্যায়)। বাইবেল স্বীকার করে যে, মহাপ্লাবনের পরে নূহ (আঃ)-এর বংশধরগণ ব্যাবিলনেই বসবাস করিত (আদি পুস্তক-১১ঃ৯)।

১৩১৮। তফসীরাধীন আয়াত মতে বুঝা যায় যে, শুধু তাহারাই নূহ (আঃ)-এর পরিবারভুক্ত ছিলেন, যাহারা তাঁহার মাধ্যমে আল্লাহ্তা'লার সঙ্গে প্রকৃত সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছিলেন। 'ইন্না-হু' শব্দের হু সর্বনামটি নূহ (আঃ) তাঁহার অসাধু পুত্রের জন্য যে দোয়া করিয়াছিলেন উহা'গায়ের সালেহ'অর্থাৎ স্থানোপযোগী ছিল না, এই অর্থেও হইতে পারে।

১৩১৯। 'আমালুন্' (কর্ম) এখানে 'যু আমালিন্'অর্থাৎ কর্মকর্তা রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। কোন ভাবের তীব্রতা বুঝাইবার জন্য অসমাপিকা ক্রিয়াপদ সক্রিয় ক্রিয়া বিশেষণ পদে ব্যবহার করা আরবী ভাষার বাগ্ধারায় প্রচলিত রহিয়াছে। দেখুন সূরা বাকারার ১৭৮ আয়াতে 'বির্র' (অর্থ পুণ্য) শব্দটি পুণ্যবান অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। যেমন এক আরব কবি স্বীয় উটনী সম্বন্ধে বলিতেছেঃ ইন্নামা হিইয়া ইক্বালুন ওয়া ইদবারু অর্থাৎ (নিজ শাবক হারাইয়া) সে এমনই অস্থির হইয়া পড়িল যেন উষ্ট্রী স্বয়ং সম্মুখে ও পশ্চাতে ধাবিত গতিতেই রূপান্তরিত হইয়া গেল। এস্থলে 'মসদর' 'ইস্মে ফা'য়েল' রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে।

১৩২০। এই আয়াতে নবীদের 'ইস্তেগফার' করার প্রকৃত তাৎপর্য বুঝা যায়। এস্থলে হযরত নূহ (আঃ) তাঁহার পুত্রকে নিজ পরিবারের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া প্রকাশ করায় কোন পাপ করেন নাই। ইহা শুধু মানব-সুলভ ভুল বিবেচনা মাত্র। এতদ্সত্ত্বেও নূহ (আঃ) 'ইস্তেগফার' করিলেন। ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় 'ইস্তেগফার' করাটা সর্বদাই পাপের প্রমাণ নহে। ইহার দ্বারা মানবীয় দুর্বলতা বা ভুল সিদ্ধান্তের কুফল হইতে বাঁচার জন্য বিনয় এবং দীনতার সহিত আল্লাহ্তা'লার আশ্রয় প্রার্থনা করা বুঝায়।

قِيْلَ يٰنُوْحُ اهْبِطْ بِسَلٰمٍ مِّنَّا وَ بَرَكٰتٍ عَلَيْكَ وَعَلٰٓى اُمَمٍ مِّمَّنْ مَّعَكَ ؕ وَ اُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِّنَّا عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿۴۹﴾

৪৯। (ইহাতে তাহাকে) বলা হইল, 'হে নূহ! তুমি আমাদের পক্ষ হইতে দেওয়া প্রশান্তি এবং নানাবিধ বরকতসহ অবতরণ কর, যাহা তোমার উপর এবং ঐ সকল লোকের উপর যাহারা তোমার সঙ্গে আছে।[১৩২১] এবং এমন কতক লোক হইবে যাহাদিগকে আমরা অবশ্যই (পার্থিব) উপকরণসমূহ দিব, অতঃপর আমাদের তরফ হইতে তাহাদের উপর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আসিবে।'

تِلْكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهَآ اِلَيْكَ ۚ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَآ اَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هٰذَا ۛؕ فَاصْبِرْ ؕ اِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿۵۰﴾ ع ۸ [১৪] ۸

৫০। ইহা অদৃশ্যের[১৩২২] গুরুতর সংবাদসমূহের অন্তর্গত যাহা আমরা তোমার প্রতি ওহী করিতেছি। ইতিপূর্বে ইহা না জানিতে তুমি এবং না তোমার জাতি। সুতরাং তুমি ধৈর্য ধারণ কর, কেননা মুত্তাকীগণের জন্য উত্তম পরিণামই নির্ধারিত।

وَ اِلٰى عَادٍ اَخَاهُمْ هُوْدًا ؕ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا مُفْتَرُوْنَ ﴿۵۱﴾

৫১। এবং আদের[১৩২৩] নিকট তাহাদের ভাই হূদকে (আমরা পাঠাইয়াছিলাম)। সে বলিল, 'হে আমার জাতি! তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন মা'বূদ নাই। (তাঁহার সহিত শরীক করায়) তোমরা শুধু মিথ্যা রচনা করিতেছ;

১৩২১। এই আয়াত হইতে জানা যায় যে, নূহ (আঃ)-এর বংশধরগণ ছাড়াও বিশ্বাসীদের সন্তানসহ যাহারা নূহ (আঃ)-এর সঙ্গে নৌকায় আরোহণ করিয়াছিল তাহারা মহাপ্লাবন হইতে রক্ষা পাইয়াছিল। তাহারা অনেক উন্নতি করিয়াছিল ও সংখ্যায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল এবং দেশ-বিদেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। এই কারণে পণ্ডিত ব্যক্তিরাও এই ধারণা ব্যক্ত করিয়া থাকেন যে, ভূপৃষ্ঠে বসবাসকারী জনগোষ্ঠির অধিকাংশই নূহ (আঃ)-এর বংশোদ্ভূত।

এই আকস্মিক মহাপ্লাবনের ঘটনার গল্প-গাঁথা কিছু কিছু পরিবর্তিত হইলেও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সাহিত্য ও লোক-গাঁথায় বিদ্যমান রহিয়াছে (এনসাইকোঃ রিল এন্ড এথ, এনসাইকো বিব, এনসাইকো ব্রিট ডিলিউগ 'Deluge' অধ্যায়)। এই দৈব দুর্ঘটনা মানব সভ্যতার উষা লগ্নে সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয়। ইহা সুবিদিত ও ঐতিহাসিক সত্য যে, যখনই কৃষ্টি ও সভ্যতায় উন্নততর কোন জাতি কোন দেশে বা ভূখণ্ডে বসতি স্থাপন করিতে গিয়াছিল, তখনই সেই দেশের অনুন্নত অধিবাসীদিগের অস্তিত্ব বিলুপ্ত করিয়াছে অথবা সম্পূর্ণ পরাভূত করিয়া রাখিয়াছে। এইরূপেই বোধ হয় নূহ (আঃ) এবং তাঁহার সাথীগণের বংশোদ্ভূত জাতির লোকেরা মানব সভ্যতার প্রতিষ্ঠাতারূপে বিভিন্ন দেশ-দেশান্তরে ছড়াইয়া পড়ে। কারণ ঐ সকল দেশে বসবাসরত অধিবাসীদের উপরে নূহের জাতি অধিকতর প্রবল ও শক্তিশালী ছিল। কারণ তাহারা ঐ সকল দেশে অধিবাসীদিগকে হয় নির্মূল করিয়া দিয়াছিল অথবা গভীরভাবে আকৃষ্ট করিয়া বশীভূত করিয়া লইয়াছিল। এইভাবেই তাহারা তাহাদের নিজস্ব ঐতিহ্য এবং কৃষ্টি-সভ্যতাকে বিজিত ও পরাভূত দেশগুলিতে প্রবর্তন করিয়াছিল এবং এই কারণেই প্রলয়ঙ্করী মহাপ্লাবনের ঘটনাবলী সেই সকল দেশের লোক-গাঁথায় প্রবিষ্ট হইয়াছিল। যাহা হউক সময়ের ব্যবধানে ঐ সব ছড়াইয়া-পড়া উপনিবেশ স্থাপনকারীগণ মূল বাসস্থান হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে এবং নূহ (আঃ)-এর প্লাবনের ঘটনাবলী ঐ সব আঞ্চলিক ঘটনার নামে প্রচলিত হইয়া পড়ে। এই জন্যই সেই সকল স্থান ও মানুষের নামগুলিও আঞ্চলিক নামানুসারে পরিবর্তিত হইয়া মূল নামের স্থান দখল করিয়া বসে। অতএব, নিঃসন্দেহে এই কথা বলা যায় যে, নূহের (আঃ) মহাপ্লাবন বিশ্বব্যাপী আযাবরূপে নিপতিত হয় নাই। ভিন্ন ভিন্ন দেশের পরস্পরাগত মতবাদ অনুযায়ী পৃথক পৃথক বন্যা বলিয়াও সাব্যস্ত করা যায় না।

১৩২২। কুরআনে বর্ণিত বিভিন্ন যুগের নবীগণের ঘটনাবলী কোন কেচ্ছা-কাহিনী বা গল্প-রূপে বর্ণনা করা হয় নাই। বরং ভবিষ্যদ্বাণীর আকারে এইগুলি কুরআন করীমে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, কারণ এই সকল ঘটনাবলীর সদৃশ ঘটনাবলী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর জীবনে সংঘটিত হইবে— উহার পূর্বাভাষই দেওয়া হইয়াছে।

১৩২৩। ইউরোপীয় সমালোচকদের কেহ কেহ 'আদ' নামের কোন জাতি কখনও ছিল বলিয়াই অস্বীকার করিয়াছেন। তাহারা বলেন যে, এই পর্যন্ত আরবের প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারের মধ্যে এমন কোন উৎকীর্ণলিপি পাওয়া যায় নাই যাহাতে সেই দেশে 'আদ' নামীয় কোন মানবজাতির

يٰقَوْمِ لَآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا ؕ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلَى الَّذِيْ فَطَرَنِيْ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿٥١﴾

৫২। হে আমার জাতি ! আমি তোমাদের নিকট ইহার কোন পারিশ্রমিক চাহি না। আমার পারিশ্রমিক তাঁহারই নিকট যিনি আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। তবুওকি তোমরা বিবেক-বুদ্ধি খাটাইবে না ?

وَيٰقَوْمِ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْٓا اِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا وَّ يَزِدْكُمْ قُوَّةً اِلٰى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِيْنَ ﴿٥٢﴾

৫৩। এবং হে আমার জাতি ! তোমরা তোমাদের প্রভুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর; অতঃপর তাঁহারই দিকে পূর্ণরূপে প্রত্যাবর্তন কর, তিনি তোমাদের উপর মুষলধারে[১৩২৪] বর্ষণকারী মেঘমালা পাঠাইবেন, এবং তিনি তোমাদিগকে শক্তির পর শক্তিতে বৃদ্ধি করিয়া দিবেন। এবং তোমরা অপরাধী হইয়া (আল্লাহ্‌র নিকট হইতে) মুখ ফিরাইও না।'

قَالُوْا يٰهُوْدُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَّ مَا نَحْنُ بِتَارِكِيْٓ اٰلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَ مَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِيْنَ ﴿٥٣﴾

৫৪। তাহারা বলিল, 'হে হূদ ! তুমি আমাদের নিকট কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ আনয়ন কর নাই এবং আমরা তোমার মুখের কথায় আমাদের উপাস্যদিগকে ছাড়িতে পারি না এবং আমরা তোমার উপর কখনও ঈমান আনয়নকারী হইব না;

উল্লেখ আছে এবং ইহার উপর ভিত্তি করিয়াই এই সকল আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সময়ে আরবে প্রচলিত অতি জনপ্রিয় উপাখ্যানকেই কুরআনে পুনরাবৃত্তি করা হইয়াছে। ভুল বুঝা-বুঝির উপরে ভিত্তি করিয়া এই আপত্তির উদ্ভব হইয়াছে। প্রকৃত পক্ষে মানবজাতি দুই রকম নাম দ্বারা পরিচিত হয়। একটি জাতীয় নাম আর একটি গোত্রীয় বা বংশীয় নাম। 'আদ' কোন একটি একক নাম নহে, কিন্তু কতগুলি গোত্রের সমষ্টিগত নাম যাহার বিভিন্ন শাখা বিভিন্ন যুগে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই শাখাগুলি তাহাদের শাখা সংক্রান্ত শীলালিপি রাখিয়া গিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে তাহাদের সকল গোত্রই 'আদ' জাতির অন্তর্ভুক্ত ছিল। বাস্তব ঘটনা যাহা প্রাচীন ভূগোলের পুস্তকাদি হইতে পাওয়া যায় তাহা হইল 'আদ' নামীয় এক জাতি অবশ্যই বাস করিত।

গ্রীকদের সংকলিত ভৌগলিক গ্রন্থাবলীতে পাওয়া যায় যে, খৃষ্টপূর্ব সময়ে ইয়ামেন রাজ্য 'আদরামিতাই' গোত্র দ্বারা শাসিত হইত। ইহারা 'আদ' ব্যতীত অন্য কেহ ছিল না; তাহাদিকেই কুরআন করীমে 'আদ্ এরাম' নামে উল্লেখ করা হইয়াছে। গ্রীকভাষায় ভাষান্তরিত হওয়ার কারণে 'আদ্ এরাম' 'আদরাম' অপভ্রংশের রূপ নিয়াছে (আল্ আরাব কাবলাল ইসলাম)। কুরআন করীমে উল্লেখিত 'আদ' জাতিকে এরাম বলা হইত। এই এরাম 'আদ' জাতিরই এক শাখা বা গোত্র, যাহা এক প্রতাপশালী রাষ্ট্রের অধিকারী ছিল। তাহাদের রাজত্ব খৃষ্ট-পূর্ব পাঁচশত অব্দ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাহাদের ভাষা ছিল এরামাইক যাহা হিব্রু ভাষার সমজাতীয়। এরামাইক রাজ্য সেমেটিক রাষ্ট্রের পতনের পরে প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং উহা সমস্ত মেসোপটেমিয়া, প্যালেষ্টাইন, সিরিয়া এবং ক্যালদিয়া (Chaldia) পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা দ্বারাও এই রাষ্ট্রের চিহ্ন আবিষ্কৃত হইয়াছে ('দি লারজার এডিশন অব দি কমেন্টারী' দ্রষ্টব্য)।

নূহ (আঃ)-এর জাতির অব্যবহিত পরে 'আদ'-এর হয় উত্থান (৭ঃ৭০)। তাহারা উচ্চ স্থানসমূহে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করিয়াছিল (২৬ঃ১২৯)। আরবদেশে এই সকল বিশাল ইমারতের ধ্বংসাবশেষ এখনো বিদ্যমান। এই জাতির ইতিহাস এখন প্রচ্ছন্নতায় ঢাকা পড়িয়া রহিয়াছে, শুধু তাহাদের স্থাপত্যের অট্টালিকাগুলির ভগ্নাবশেষই নজরে পড়ে (৪৬ঃ২৬)। তাহারা যে অঞ্চলে বসবাস করিত উহাকে 'আহ্‌কাফ' বলা হয় (৪৬ঃ২২)। আহ্‌কাফের শাব্দিক অর্থ সর্পিল আকারে আঁকাবাকা বালির পাহাড়সমূহ। উহা আরবের দুইটি অংশের নামঃ দক্ষিণাঞ্চলকে দক্ষিণ 'আহ্‌কাফ' এবং উত্তরাঞ্চলকে উত্তর 'আহ্‌কাফ' বলা হয়। এই ভূভাগদ্বয় খুবই উর্বর, কিন্তু মরুভূমির নিকটে অবস্থিত হওয়ায় মরু-ঝঞ্ঝাবাত্যায় প্রবাহিত স্তূপীকৃত বালুকারাশি দ্বারা এই অঞ্চলে বালির পাহাড় বা টিলা গড়িয়া উঠে। এই সকল বালির পাহাড় সম্ভবতঃ ঝঞ্ঝাবাত্যাপূর্ণ ধূলিঝড়ের কারণে সৃষ্টি হইয়াছিল যাহা 'আদ' জাতির উপর আযাব রূপে পতিত হইয়াছিল। তাহারা প্রচণ্ড বায়ু-প্রবাহের তীব্র ঝড়ের আঘাতে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল এবং তাহাদের বাত্যাবিধ্বস্ত প্রধান প্রধান শহরগুলিকে স্তূপীকৃত ধূলা ও বালুকারাশির টিলার নিচে ভূগর্ভস্থ করিয়া দিয়াছিল (৬৯ঃ৭-৮)।

১৩২৪। এই আয়াত হইতে বুঝা যায় যে, 'আদ' জাতির প্রধান উপজীবিকা ছিল কৃষি; এবং তাহাদের জমিজমা চাষাবাদের জন্য তাহারা বৃষ্টির পানির উপর নির্ভর করিত, কারণ কূপ বা খালের মাধ্যমে পানি সেচের কোন ব্যবস্থা ছিল না।

إِنْ نَّقُوْلُ إِلَّا اعْتَرٰىكَ بَعْضُ اٰلِهَتِنَا بِسُوْٓءٍ ۭ قَالَ اِنِّىْٓ اُشْهِدُ اللّٰهَ وَاشْهَدُوْٓا اَنِّىْ بَرِىْٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ ۝

৫৫। আমরা ইহা ছাড়া আর কিছু বলি না যে, আমাদের উপাস্যগণের মধ্যে কেহ মন্দ অভিপ্রায়ে তোমার পিছু লইয়াছে।' সে বলিল, 'নিশ্চয় আমি আল্লাহ্‌কে সাক্ষী করিতেছি, এবং তোমরাও সাক্ষী থাক যে, তোমরা যাহাকে শরীক করিতেছ উহা হইতে আমি মুক্ত;

مِنْ دُوْنِهٖ فَكِيْدُوْنِىْ جَمِيْعًا ثُمَّ لَا تُنْظِرُوْنِ ۝

৫৬। তাঁহাকে ছাড়িয়া তোমরা সকলে মিলিয়া আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র কর, এবং আমাকে অবকাশ দিও না;

اِنِّىْ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ رَبِّىْ وَرَبِّكُمْ ۭ مَا مِنْ دَاۗبَّةٍ اِلَّا هُوَ اٰخِذٌۢ بِنَاصِيَتِهَا ۭ اِنَّ رَبِّىْ عَلٰي صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۝

৫৭। নিশ্চয় আমি আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করি যিনি আমার প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রতিপালক। এমন কোন বিচরণকারী প্রাণী নাই যাহার ললাট[১৩২৫] তাঁহার করায়ত্তে নহে। নিশ্চয় আমার প্রভু (মো'মেনদের সাহায্যের জন্য) সরল-সুদৃঢ় পথে (দণ্ডায়মান) আছেন;

فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ مَّآ اُرْسِلْتُ بِهٖٓ اِلَيْكُمْ ۭ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّىْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ۚ وَلَا تَضُرُّوْنَهٗ شَيْـــًٔا ۭ اِنَّ رَبِّىْ عَلٰي كُلِّ شَيْءٍ حَفِيْظٌ ۝

৫৮। সুতরাং যদি তোমরা মুখ ফিরাইয়া লও, তাহা হইলে (জানিয়া রাখ যে) যাহাসহ আমাকে তোমাদের নিকট পাঠানো হইয়াছে উহা আমি তোমাদের নিকট নিশ্চয় পৌঁছাইয়া দিয়াছি; এবং (এখন যদি তোমরা মুখ ফিরাইয়া লও তবে) আমার প্রভু তোমাদিগকে বাদ দিয়া অন্য জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করিবেন। এবং তোমরা তাঁহার কিছু মাত্র ক্ষতি সাধন করিতে পারিবে না। নিশ্চয় আমার প্রভু সকল বিষয়ের রক্ষণাবেক্ষণকারী।'

وَلَمَّا جَاۗءَ اَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُوْدًا وَّالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا ۚ وَنَجَّيْنٰهُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيْظٍ ۝

৫৯। এবং যখন আমাদের আদেশ আসিল তখন আমরা হূদ এবং যাহারা তাহার সঙ্গে ঈমান আনিয়াছিল তাহাদিগকে আমাদের রহমত দ্বারা রক্ষা করিয়াছিলাম এবং এক কঠিন শাস্তি হইতে আমরা তাহাদিগকে রক্ষা করিয়াছিলাম।

وَتِلْكَ عَادٌ ۭ جَحَدُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهٗ وَاتَّبَعُوْٓا اَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيْدٍ ۝

৬০। এবং এই ছিল 'আদ' জাতি যাহারা তাহাদের প্রভুর নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করিয়াছিল এবং তাঁহার রসূলগণের অবাধ্যতা করিয়াছিল এবং প্রত্যেক উদ্ধত (সত্যের) শত্রুর আদেশের অনুসরণ করিয়াছিল।

১৩২৫। ইহা আরবদের প্রাচীন প্রথার প্রতি ইঙ্গিত করিতেছে; যখন কোন যুদ্ধে পরাজিত ব্যক্তি বা দলকে বিজয়ীর সামনে বন্দী অবস্থায় আনা হইত, তখন সেই বন্দীর মাথার অগ্রভাগের কেশগুচ্ছ ধরিয়া বিজয় গৌরব প্রকাশ করা হইত, অথবা জয়োল্লাসের চিহ্ন স্বরূপ বন্দীদের মাথার চুল মুণ্ডাইয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইত।

وَ اُتْبِعُوْا فِیْ هٰذِهِ الدُّنْیَا لَعْنَةً وَّ یَوْمَ الْقِیٰمَةِ ؕ اَلَاۤ اِنَّ عَادًا كَفَرُوْا رَبَّهُمْ ؕ اَلَا بُعْدًا لِّعَادٍ قَوْمِ هُوْدٍ ﴿۶۱﴾

৬১। নিশ্চয় অভিশাপ তাহাদের পশ্চাতে লাগাইয়া দেওয়া হইয়াছে— এই দুনিয়াতে এবং কেয়ামতের দিনেও। শুন! নিশ্চয় 'আদ' জাতি তাহাদের প্রভুকে অস্বীকার করিয়াছিল। শুন! হূদের জাতি 'আদের' জন্য ধ্বংস অবধারিত করা হইল।[১৩২৫-ক]

ع ৫ [১১] ৫

وَ اِلٰی ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ صٰلِحًا ؕ قَالَ یٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَیْرُهٗ ؕ هُوَ اَنْشَاَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ وَ اسْتَعْمَرَكُمْ فِیْهَا فَاسْتَغْفِرُوْهُ ثُمَّ تُوْبُوْۤا اِلَیْهِ ؕ اِنَّ رَبِّیْ قَرِیْبٌ مُّجِیْبٌ ﴿۶۲﴾

৬২। এবং সামূদের[১৩২৬] নিকট তাহাদের ভাই সালেহ্‌কে (পাঠাইয়াছিলাম)। সে বলিয়াছিল, 'হে আমার জাতি! তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন মা'বূদ নাই। তিনিই তোমাদিগকে যমীন হইতে উদ্ভব করিয়াছেন এবং তোমাদিগকে উহাতে বসবাস করাইয়াছেন। সুতরাং তোমরা তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং তাঁহারই দিকে পূর্ণরূপে প্রত্যাবর্তন কর। নিশ্চয় আমার প্রভু সন্নিকটে, (দোয়ার) উত্তরদানকারী।'

১৩২৫-ক। "ব'দান" দ্বারা দূরত্ব, অভিশাপ বা অমঙ্গল প্রার্থনা বুঝায়। বাউদা হইতে ব'দ উৎপন্ন, যাহার আভিধানিক অর্থঃ সে দূরে রহিল; নিপাত গেল; অভিশপ্ত হইল। যেমন বলা হইয়া থাকেঃ 'ব'দান-লাহু' অর্থাৎ সে অভিশপ্ত হউক; সে নিপাত যাউক (লেইন)।

১৩২৬। 'সামূদ' শব্দটি আরবী হওয়াতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, এই জাতি আরব বংশোদ্ভূত এবং আরব উপজাতি। ইহা এক অসার যুক্তি যে, সালেহ্ কোন বিদেশী নামের অনুবাদ। কারণ কুরআন করীম সকল বিদেশী নামসমূহ অনুবাদ না করিয়া অপরিবর্তিতভাবে গ্রহণ করিয়াছে, যেমন মূসা (Moses), হারূন (Aaron), ইউনুস (Jonah) এবং যাকারিয়্যা (Zachariah)। 'সামূদ' ছিল 'আদ' জাতির উত্তরাধিকারী (৭ঃ৭৫) সুতরাং আদ্‌ও আরবীয়দের মধ্যেই একজাতি। আবার 'আদ' জাতিও নূহের (আঃ)জাতির উত্তরাধিকারী। ইহাতেই প্রমাণিত হয় যে, নূহ (আঃ)ও একজন আরব ছিলেন। অবশ্য নূহ (আঃ)-এর আবির্ভাব হইয়াছিল মেসোপটেমিয়াতে এবং এই অঞ্চল পুরাকালে আরবদের দ্বারা শাসিত ছিল। গ্রীক ঐতিহাসিকগণের উপস্থাপনানুযায়ী 'সামূদ' জাতির অবস্থান খৃষ্টিয় যুগের কিছু পূর্বের কোন এক সময়ে ছিল। তাহাদের মতে হিজ্‌র বা আগ্‌রা এই জাতির বাসস্থান। তাহারা ইহাদের 'সামূদেনি' নামে অভিহিত করিত, এবং হিজ্‌র-এর নিকটবর্তী একটি স্থানের উল্লেখ করে যাহাকে আরবের লোকেরা 'ফাজ্জ আন্‌-নাকাহ্' বলিয়া থাকে। টলেমি (Ptolemy-১৪০ খৃষ্টপূর্ব) বলেনঃ হিজ্‌র-এর নিকটে 'বাদানাতা' নামে এক স্থান আছে।' ফুতুহুশ শামের' প্রণেতা আবূ ইসমাঈল বলেনঃ সামূদ জাতি বোসরা (সিরিয়া) এবং এডেন-এর নিকটবর্তী অঞ্চলে বিস্তার লাভ করিয়াছিল এবং তথায় তাহারা শাসন করিত। সম্ভবতঃ তাহারা উত্তরদিকে দেশান্তরিত হইতেছিল। আল-হিজ্‌র (যাহা মাদাইনে সালেহ্ নামেও পরিচিত), বোধ হয় এই জাতির রাজধানী ছিল যাহা মদীনা এবং তাবূকের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। এই হিজ্‌র সেই উপত্যকার অন্তর্গত যাহাকে 'ওয়াদি কুরা' বলা হয়। ইহা প্রণিধানযোগ্য বিষয় যে, কুরআন করীমের বহুস্থানে হূদ্ এবং সালেহ্ নবী (আঃ)-এর বর্ণনা পাওয়া যায়, এবং প্রত্যেক স্থানে একই নিয়মের ক্রম-পদ্ধতি পরিলক্ষিত হয়, যেমন হূদ (আঃ)-এর ঘটনাবলী প্রথমে এবং সালেহ্ (আঃ)-এর কথা পরে বর্ণিত হইয়াছে, যাহা প্রকৃতই কালানুক্রমিক বিন্যাস। ইহাতে এই কথাই প্রমাণিত হয় যে, কুরআন করীম নির্ভুলভাবে ও সঠিক ক্রমবিন্যাস্ত ঐতিহাসিক ধারায় ইতিহাসের প্রকৃত ঘটনাবলী তুলিয়া ধরিয়াছে, যাহা কালের বিস্মৃতির তলে হারাইয়া গিয়াছিল এবং প্রচ্ছন্নতার মধ্যে আচ্ছাদিত ছিল।

কোন কোন লেখকের মতে 'সামূদ' হইল 'আদ এ সানীয়া' অর্থাৎ দ্বিতীয় 'আদের' আর একটি নাম মাত্র। আবার অন্যান্যদের মতে দ্বিতীয় 'আদ'-এর পরে তাহাদের আবির্ভাব। সামূদ জাতি পাহাড়ে-প্রান্তরে রাজত্ব করিত (৭ঃ৭৫) এবং সেই দেশ প্রচুর ঝর্ণা ও স্রোতস্বিনীময় ও বাগবাগিচাপূর্ণ ছিল। সেখানে অতি চমৎকার ও উত্তম জাতীয় খর্জুর বৃক্ষ উৎপন্ন হইত। তাহারা জমিতে কৃষি কার্য করিয়া শষ্যাদি উৎপাদন করিত (২৬ঃ১৪৮-১৪৯)।

কুরআন করীমের এই বর্ণনা সমর্থিত হয় প্রত্নতাত্ত্বিক প্রস্তর ফলকে উৎকীর্ণলিপি দ্বারা। এগুলির পাঠোদ্ধার করিয়াছিল মুসলমানগণ আমীর মুয়াবিয়ার রাজত্বকালে। মনে হয় সালেহ্ নবীর যুগের পর এই জাতির পতন আরম্ভ হয়, কারণ তাঁহার সময়ের মাত্র কয়েক শতাব্দী ব্যবধানেই বিজয়ী জাতিগুলির মধ্যে তাহাদের সম্বন্ধে উল্লেখ পাওয়া যায় না। আরব দেশ কোন এক এসিরিয়ান বাদশা কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল (৭২২-৭০৫ খৃঃ পূর্ব) এবং পরাজিত উপজাতিগুলির ফিরিস্তির মধ্যে সামূদ নামের উল্লেখ পাওয়া যায় খুদিত এক শীলালিপিতে—ইহা সেই রাজা

قَالُوْا يٰصٰلِحُ قَدْ كُنْتَ فِيْنَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هٰذَآ اَتَنْهٰنَآ اَنْ نَّعْبُدَ مَا يَعْبُدُ اٰبَآؤُنَا وَاِنَّنَا لَفِيْ شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُوْنَآ اِلَيْهِ مُرِيْبٍ ﴿٦٢﴾

৬৩। তাহারা বলিল, 'হে সালেহ্! ইতিপূর্বে নিশ্চয় তুমি ছিলে আমাদের মধ্যে আশা-ভরসার স্থল। আমাদের পূর্বপুরুষ যাহার উপাসনা করিয়া আসিতেছে তুমি কি আমাদিগকে উহার উপাসনা করিতে নিষেধ কর? যে বিষয়ের প্রতি তুমি আমাদিগকে আহ্বান করিতেছ সে বিষয়ে নিশ্চয় আমরা উদ্বেগপূর্ণ সন্দেহে আছি।'

قَالَ يٰقَوْمِ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّيْ وَاٰتٰنِيْ مِنْهُ رَحْمَةً فَمَنْ يَّنْصُرُنِيْ مِنَ اللّٰهِ اِنْ عَصَيْتُهٗ ۫ فَمَا تَزِيْدُوْنَنِيْ غَيْرَ تَخْسِيْرٍ ﴿٦٣﴾

৬৪। সে বলিল, 'হে আমার জাতি! তোমরা চিন্তা করিয়া বল, যদি আমি আমার প্রভুর পক্ষ হইতে কোন সুস্পষ্ট প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকি, এবং তিনি নিজ পক্ষ হইতে আমাকে এক (বিশেষ) রহমত দিয়া থাকেন, তাহা হইলে আল্লাহ্ (-র শাস্তি) হইতে কে আমাকে সাহায্য করিবে যদি আমি তাঁহার অবাধ্যতা করি? সেমতাবস্থায় তোমরা আমার কেবল ক্ষতিই বৃদ্ধি করিবে;

وَيٰقَوْمِ هٰذِهٖ نَاقَةُ اللّٰهِ لَكُمْ اٰيَةً فَذَرُوْهَا تَاْكُلْ فِيْٓ اَرْضِ اللّٰهِ وَلَا تَمَسُّوْهَا بِسُوْٓءٍ فَيَاْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيْبٌ ﴿٦٤﴾

৬৫। এবং হে আমার জাতি! আল্লাহ্র এই উটনীটি তোমাদের জন্য একটি নিদর্শন স্বরূপ; সুতরাং তোমরা ইহাকে (স্বাধীনভাবে) আল্লাহ্র যমীনে চরিয়া খাইতে দাও; এবং ইহাকে কোন কষ্ট দিও না, নচেৎ তোমাদিগকে এক অত্যাসন্ন শাস্তি ধৃত করিবে।'

فَعَقَرُوْهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوْا فِيْ دَارِكُمْ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ ۭ ذٰلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوْبٍ ﴿٦٥﴾

৬৬। কিন্তু তাহারা উহার হাটুর শিরা কাটিয়া উহাকে হত্যা করিল; তখন সে বলিল, 'তোমরা তিন দিন[১৩২৭] পর্যন্ত নিজেদের গৃহে সুখ ভোগ কর। ইহা এমন এক প্রতিশ্রুতি যাহা (আদৌ) মিথ্যা প্রতিপন্ন হইবে না।'

فَلَمَّا جَآءَ اَمْرُنَا نَجَّيْنَا صٰلِحًا وَّالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ ۭ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيْزُ ﴿٦٦﴾

৬৭। অতঃপর, যখন আমাদের আদেশ আসিল, তখন আমরা সালেহ্ এবং যাহারা তাহার সঙ্গে ঈমান আনিয়াছিল তাহাদিগকে সেই দিনের লাঞ্ছনা হইতে আমাদের বিশেষ রহমতে রক্ষা করিয়াছিলাম। নিশ্চয় তোমার প্রভুই সর্বশক্তির অধিপতি, মহাপরাক্রমশালী।

উহার বিজয়ের গৌরবময় স্মৃতি রক্ষার্থে খোদাই করাইয়াছিল। গ্রীক ঐতিহাসিকগণের মধ্যে ডাইডোরাস (৮০ খৃঃপূঃ), প্লিনী (৭৯খৃঃপূঃ) এবং টলেমী তাহাদের রচিত পুস্তকে সামূদ জাতির সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন। রোম সম্রাট জাস্টিনিয়ান (JUSTINIAN) যখন আরবদেশ আক্রমণ করিয়াছিল তখন তাহার সৈন্য বাহিনীতে তিনশত সামূদী সৈন্য অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বেই এই উপজাতির চিহ্ন সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল ('দি লারজার এডিশন অব দি কমেন্টারী' দ্রষ্টব্য)।

১৩২৭। তিন দিবসের অবকাশ দ্বারা অনুতপ্ত হওয়ার জন্য সর্বশেষ সুযোগ দানের কথা বলা হইয়াছে; কিন্তু হতভাগা জাতি সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করিল না।

وَاَخَذَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَاَصْبَحُوْا فِيْ دِيَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ ﴿٦٨﴾

৬৮। এবং যাহারা যুলুম করিয়াছিল তাহাদিগকে এক বিকট শব্দকারী আযাব[১৩২৮] ধৃত করিয়াছিল, ফলে তাহারা নিজ নিজ গৃহে নতজানু অবস্থায় পড়িয়া রহিল,

كَاَنْ لَّمْ يَغْنَوْا فِيْهَا ؕ اَلَاۤ اِنَّ ثَمُوْدَا كَفَرُوْا رَبَّهُمْ ؕ اَلَا بُعْدًا لِّثَمُوْدَ ﴿٦٩﴾ ع ٨ ٦ [٨] ٦

৬৯। যেন তাহারা ইহাতে বসাবাস করে নাই। শুন! সামূদ জাতি তাহাদের প্রতিপালককে অস্বীকার করিয়াছিল। শুন! সামূদ জাতির[১৩২৯] জন্য ধ্বংস।

وَلَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُنَاۤ اِبْرٰهِيْمَ بِالْبُشْرٰى قَالُوْا سَلٰمًا ؕ قَالَ سَلٰمٌ فَمَا لَبِثَ اَنْ جَآءَ بِعِجْلٍ حَنِيْذٍ ﴿٧٠﴾

৭০। এবং নিশ্চয় আমাদের প্রেরিত দূতগণ[১৩৩০] সুসংবাদসহ ইব্‌রাহীমের[১৩৩১] নিকট আসিল, তাহারা সালাম বলিল। সে বলিল, 'সালাম', অতঃপর সে কোন বিলম্ব না করিয়া একটি ভুনা বাছুর লইয়া আসিল।

فَلَمَّا رَاٰۤ اَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ اِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَاَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيْفَةً ؕ قَالُوْا لَا تَخَفْ اِنَّاۤ اُرْسِلْنَاۤ اِلٰى قَوْمِ لُوْطٍ ﴿٧١﴾

৭১। কিন্তু সে যখন দেখিল যে উহার দিকে তাহাদের হাত বাড়িতেছে না, তখন তাহাদের আচরণ তাহার নিকট অদ্ভুত ঠেকিল এবং তাহাদের দরুন সে অনেক ভীত হইয়া পড়িল। তাহারা বলিল, 'ভীত হইও না, আমরা লূতের জাতির নিকট প্রেরিত হইয়াছি।'[১৩৩২]

১৩২৮। 'সামূদ' জাতির উপরে পতিত শাস্তি প্রকাশের জন্য সাত প্রকারের ভিন্ন ভিন্ন শব্দ এবং শব্দমালা কুরআন করীমে ব্যবহৃত হইয়াছেঃ তফসীরাধীন ও ৫৪ঃ৩২ আয়াতে "সায়হাহ্" (শাস্তি); ৭ঃ৭৯ আয়াতে রায্‌ফাহ্ (ভূমিকম্প); ২৬ঃ১৫৯ এর মধ্যে শুধু আযাব (শাস্তি); ২৭ঃ৫২ তে, 'দাম্‌মারনা'-হুম (তাহাদিগকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করিলাম); ৫১ঃ৪৫ এর মধ্যে 'সায়কাহ্' (বজ্রপাত অথবা অন্য কোন ধ্বংসাত্মক শাস্তি); ৬৯ঃ৬ তে তাগিয়াহ্ (অসাধারণ শাস্তি); এবং ৯১ঃ১৫ আয়াতের মধ্যে ফাদামদামা আলাই হিম্ (তিনি তাহাদিগকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করিয়া দিলেন)। যদিও আল্লাহ্‌তা'লার আযাব বুঝাইবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন শব্দের ব্যবহার হইয়াছে রাজ্‌ফাহ, সায়হাহ্, সায়েকাহ্ এবং তাগিয়াহ্ শব্দগুলি মনে হয় পরস্পর বিপরীত অর্থবোধক। যেহেতু শেষোক্ত শব্দত্রয় শাস্তি অর্থে প্রযোজ্য হয়, তাই অর্থ, মর্ম ও উদ্দেশ্যের মধ্যে কোন পার্থক্য বা অসামঞ্জস্য নাই। মোটকথা সামূদ জাতি ভূমিকম্পে ধ্বংস হইয়াছিল। উপরোক্ত শব্দগুলিও একই অর্থে আকস্মিক মহা দুর্ঘটনাকেই বুঝায়।

১৩২৯। পূর্ববর্তী ৬১ আয়াতে হূদের জাতি শব্দগুলি 'আদ' শব্দের সঙ্গে যুক্ত হইয়াছে ঐতিহাসিক ভিত্তিতে। কারণ 'আদ' প্রকৃতপক্ষে দুইটি গোত্রের নাম, আদে উলা বা প্রথম 'আদ' এবং 'আদে সানীয়া' বা দ্বিতীয় 'আদ'; এবং হূদের জাতি শব্দগুলি যুক্ত হওয়ায় ইহাই বুঝায় যে, তাহারা প্রথম গোত্র, দ্বিতীয় 'আদ' নহে। কিন্তু এখানে যেহেতু 'সামূদ' একটি মাত্র উপজাতির নাম, সেই জন্য 'সালেহ্ (আঃ)-এর জাতি' এই কথাগুলি বাদ দেওয়া হইয়াছে, কারণ এই শব্দগুলি যোগ হইলেও বিশেষ কোন প্রয়োজনীয় উদ্দেশ্য সফল হইত না।

১৩৩০। কাহারা 'প্রেরিতগণ' ছিলেন—এই বিষয়ে তফসীরকারকগণের মধ্যে অনেক মত-পার্থক্য রহিয়াছে। কেহ কেহ বলেন যে, তাহারা মানব ছিলেন, আবার কাহারো মতে তাহারা ফিরিশ্‌তা ছিলেন। পূর্ববর্তী মত প্রকৃত সত্য ও বাস্তবতার অধিকতর নিকটবর্তী বলিয়া মনে হয়। ইব্‌রাহীম এবং লূত (আঃ) উভয়ে সেই স্থানে বহিরাগত হওয়ার কারণে, ইহা খুবই স্বাভাবিক যে আল্লাহ্‌তালা উক্ত অঞ্চলের কিছু ধর্মপরায়ণ লোককে তাহার জাতির উপরে আযাব পতিত হওয়ার পূর্বেই লূত (আঃ)-কে নিরাপদ স্থানে পৌছাইয়া দেওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়াছিলেন। ইহাও স্মরণ রাখা দরকার যে, এই 'প্রেরিতগণ' শাস্তির প্রথম সতর্ককারীরূপে আগমন করেন নাই। লূত (আঃ)-এর জাতিকে বহু পূর্বে 'আযাব' সম্বন্ধে সাবধান করিয়া দেওয়া হইয়াছিল (১৫ঃ৬৫)। সেই 'প্রেরিতগণ' শুধু তাঁহাকে পূর্বের হুশিয়ারকৃত শাস্তির নির্ধারিত সময় আগত হওয়ার সংবাদ দিতে আসিয়াছিলেন।

১৩৩১। ইব্‌রাহীম (আঃ)-এর আসল নাম ছিল 'আব্রাম'। হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর জন্মের পরে, আল্লাহ্‌তা'লার আদেশ অনুযায়ী তিনি আব্‌রাহাম নামে অভিহিত হইলেন যাহার অর্থ হইলঃ মানব-সাধারণের পিতা বা বহু জাতির পিতা এবং আব্‌রাহাম হইতে আরবীতে ইব্‌রাহীম করা হইয়াছে। তাঁহার বংশের এক শাখা ইসরাঈলীরা কেনানে বসবাস করিত এবং অপর শাখা ইসমাঈলীরা আরবের বাসিন্দা

১৩৩২ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

وَامْرَاَتُهٗ قَآئِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنٰهَا بِاِسْحٰقَ ۙ وَمِنْ وَّرَآءِ اِسْحٰقَ يَعْقُوْبَ ﴿٧١﴾

৭২। এবং তাহার স্ত্রী (কাছেই) দাঁড়াইয়াছিল, ইহাতে সেও ভীত হইয়া পড়িল, তখন আমরা (তাহার সান্ত্বনার জন্য) তাহাকে ইসহাকের এবং ইসহাকের পর ইয়াকুবের সুসংবাদ দিলাম।

قَالَتْ يٰوَيْلَتٰٓى ءَاَلِدُ وَاَنَا عَجُوْزٌ وَّهٰذَا بَعْلِىْ شَيْخًا ۭ اِنَّ هٰذَا لَشَيْءٌ عَجِيْبٌ ﴿٧٢﴾

৭৩। সে বলিল, 'হায়, আমার কপাল ! আমি না কি সন্তান প্রসব করিব ? অথচ আমি বৃদ্ধা এবং এই আমার স্বামীও বৃদ্ধ; ইহা নিশ্চয় অতীব তাজ্জবের কথা !'

قَالُوْٓا اَتَعْجَبِيْنَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ ۭ رَحْمَتُ اللّٰهِ وَبَرَكٰتُهٗ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الْبَيْتِ ۭ اِنَّهٗ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ﴿٧٣﴾

৭৪। তাহারা বলিল, 'তুমি কি আল্লাহর কথায় আশ্চর্যান্বিত হইতেছ ? হে এই গৃহের অধিবাসীগণ![১৩৩৩] আল্লাহ্‌র রহমত ও বরকতসমূহ তোমাদের উপর (সদা বর্ষিত হইতেছে), নিশ্চয় তিনি মহা প্রশংসিত, মর্যাদাবান।

فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ اِبْرٰهِيْمَ الرَّوْعُ وَجَآءَتْهُ الْبُشْرٰى يُجَادِلُنَا فِيْ قَوْمِ لُوْطٍ ﴿٧٤﴾

৭৫। অতঃপর, যখন ইব্‌রাহীমের ভয় দূর হইল এবং তাহার নিকট সুসংবাদ আসিল, তখন সে আমাদের[১৩৩৪] সহিত লূতের জাতির সম্বন্ধে বিতর্ক করিতে লাগিল।

اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ لَحَلِيْمٌ اَوَّاهٌ مُّنِيْبٌ ﴿٧٥﴾

৭৬। নিশ্চয় ইব্‌রাহীম পরম সহিষ্ণু, কোমল হৃদয় এবং (আমাদের সমীপে) সতত প্রত্যাবর্তনকারী ছিল।

يٰٓاِبْرٰهِيْمُ اَعْرِضْ عَنْ هٰذَا ۚ اِنَّهٗ قَدْ جَآءَ اَمْرُ رَبِّكَ ۚ وَاِنَّهُمْ اٰتِيْهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُوْدٍ ﴿٧٦﴾

৭৭। 'হে ইব্‌রাহীম ! ইহা হইতে বিরত হও, কারণ তোমার প্রভুর চূড়ান্ত আদেশ আসিয়াছে, বস্তুতঃ তাহারা এমন লোক যে, তাহাদের উপর শাস্তি আসিবেই যাহা আদৌ প্রতিহত করা যাইবে না।'

ছিল।

১৩৩২। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) 'প্রেরিতগণকে' প্রথমে সাধারণ পথিক বলিয়াই মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু যখন সামনে পরিবেশন করা ভাজা গো-বৎসের মাংস খাইতে তাঁহারা বিরত রহিলেন, তখন তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহারা বিশেষ কোন কার্যে প্রেরিত হইয়াছেন, যাহা তিনি বুঝিতে সক্ষম হন নাই। 'তাঁহাদের ব্যাপারে ভীত হইলেন' কথার অর্থ এই নহে যে, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) অচেনা-অজানা লোক দেখিয়া ভয় পাইতেছিলেন, বরং তাহারা খাদ্য গ্রহণে অনীহা প্রকাশ করায় তিনি এই ভয়ে খুব অস্বস্তি বোধ করিতেছিলেন যে, হয়ত আতিথেয়তার শিষ্টাচারে কোন ত্রুটি রহিয়াছে। অতিথিগণ সম্ভবতঃ ইব্রাহীম (আঃ)-এর মুখমণ্ডলের অস্থিরতা লক্ষ করিয়া তাঁহার মনের বিচলিত অবস্থাকে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে উতকণ্ঠা মুক্ত করিবার জন্য বলিলেনঃ তাঁহারা মোটেই অসন্তুষ্ট হন নাই, এবং যেই কারণে তাঁহারা খাদ্যে অংশ গ্রহণ করেন নাই ইহা হইল, যেই উদ্দেশ্যে তাঁহারা নিয়োজিত তাহা এক অত্যন্ত ভীতিপূর্ণ বিষয় যাহা তাঁহাদের আহারে অরুচি আনিয়া দিয়াছে। অতিথিগণের এই জবাবেও দেখা যায় যে, তাহারা ফিরিশ্‌তা ছিলেন না, নতুবা তাঁহারা ইহাই বলিতেন যে, তাঁহারা মানব নয় বলিয়া যমীনের খাদ্য গ্রহণ করিতে পারেন না।

হযরত লূত (আঃ) 'ফিলিস্তিন', 'মোআব' এবং 'আম্মন'-এর অধিবাসীদের পূর্বপুরুষ ছিলেন। তিনি হারানের পুত্র, তেরাহ্‌র পৌত্র ছিলেন এবং হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ)-এর ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন। তিনি হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ)-এর সংঙ্গে কেনানে মিলিত হইয়াছিলেন।

১৩৩৩। এই আয়াতে 'গৃহের অধিবাসী' বলিতে এখানে নিশ্চিতভাবে হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ)-এর স্ত্রীকেই বুঝাইতেছে, কেননা তখন পর্যন্তও তাঁহার কোন সন্তান হয় নাই। প্রকৃতপক্ষে নবীদের সম্পর্কে কুরআনে ব্যবহৃত 'আহ্‌লাল্ বায়ত' শব্দদ্বয় সাধারণতঃ নবীর স্ত্রী বা স্ত্রীগণকে বুঝাইয়াছে (২৮ঃ১৩; ৩৩ঃ৩৪)।

১৩৩৪। আদি পুস্তক-১৮ঃ২১-৩৩ দ্রষ্টব্য।

وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوْطًا سِيْٓءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَّقَالَ هٰذَا يَوْمٌ عَصِيْبٌ ﴿٧٨﴾

৭৮ । এবং যখন আমাদের প্রেরিত দূতগণ লূতের নিকট আসিল তখন সে তাহাদের জন্য চিন্তিত হইল এবং তাহাদের (রক্ষার) ব্যাপারে নিজেকে অসহায় বোধ করিল;[১৩৩৫] এবং সে বলিল, 'আজিকার এই দিনটি বড়ই কঠিন মনে হইতেছে ।'

وَجَآءَهٗ قَوْمُهٗ يُهْرَعُوْنَ اِلَيْهِ ؕ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ ؕ قَالَ يٰقَوْمِ هٰٓؤُلَآءِ بَنَاتِيْ هُنَّ اَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَلَا تُخْزُوْنِ فِيْ ضَيْفِيْ ؕ اَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَّشِيْدٌ ﴿٧٩﴾

৭৯ । এবং তাহার জাতির লোক তাহার দিকে (রোষাগ্নি হইয়া) ছুটিয়া[১৩৩৬] আসিল, এবং ইহার পূর্বেও তাহারা অনেক মন্দ কাজ করিয়া আসিতেছিল । সে বলিল, 'হে আমার জাতি ! এই আমার কন্যাগণ, তাহারা তোমাদের জন্য পবিত্র ।[১৩৩৭] অতএব, তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং তোমরা আমার মেহমানকে (আমার সম্মুখে) অপদস্থ করিও না । তোমাদের মধ্যে কি কোন সুবুদ্ধিসম্পন্ন লোক নাই ?'

قَالُوْا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِيْ بَنٰتِكَ مِنْ حَقٍّ ۚ وَاِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيْدُ ﴿٨٠﴾

৮০ । তাহারা বলিল, 'তুমি নিশ্চয় জান যে, তোমার কন্যাদের বিষয়ে আমাদের কোন দাবী নাই এবং আমরা যাহা কিছু চাহিতেছি, তাহা তুমি নিশ্চয়ই অবগত আছ।'[১৩৩৮]

১৩৩৫ । "যা-কা বিল আমরে যারআন" অর্থ সে অক্ষম, ক্ষমতাহীন বা কোন কিছু করিতে অপারগ। "যারউন" অর্থ শক্তি সামর্থ্য অথবা ইহা দ্বারা বস্তু বা বিষয় তাহার নিকট কঠিন বা কষ্টকর হইল (লেইন) তফসীরাধীন শব্দাবলীর অর্থ হইল— এই বিষয়ে তিনি [লূত (আঃ)] নিজেকে অসামর্থ্য কষ্টদায়ক অবস্থায় পতিত মনে করিলেন; অপরিচিতদিগকে আশ্রয় দেওয়ার জন্য নিজেকে অসহায় বোধ করিলেন ।

১৩৩৬ । সদোম ও ঘমোরাহ্ দুই শহরের অধিবাসীরা অপরিচিত পথচারী দেখিলে দৌড়িয়া আসিয়া লুঠতরাজ করিত (যিউ এনসাইকো,সদোম অধ্যায়)। স্বভাবতঃই তাহারা প্রতিশোধ গ্রহণ করা হইবে বলিয়া সর্বদা শঙ্কিত থাকিত, বিশেষতঃ শহরের লোকেরা, যাহারা প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সংঙ্গে প্রকৃতপক্ষে সর্বক্ষণ যুদ্ধংদেহী অবস্থায় থাকিত (আদি-১৪) তাহারা নিজেদের শহরে কোন অচেনা লোকের আগমন পসন্দ করিত না । আল্লাহ্‌তা'লার সকল নবীগণের মতই হযরত লূত (আঃ)ও স্বাভাবিক কারণেই অতিথির আরামের প্রতি খেয়াল করিতেন এবং তাহাদের জন্য আতিথেয়তা প্রদর্শন করিতেন (১৫ঃ৭১)। তাঁহার জাতির লোকেরা লূত (আঃ)-কে বারংবার অতিথি সেবার বিরুদ্ধে সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন। সুতরাং যখনই তিনি 'প্রেরিতগণকে' তাহার বাড়ীতে স্বাগত জানাইলেন তখনই তাঁহার শহরবাসী ক্রুদ্ধ লোকেরা উত্তেজিত হইয়া ছুটিয়া আসিল এবং ভাবিল যে তাহারা তাহাদের আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া অপরিচিত লোককে আশ্রয় দেওয়ার অভিযোগে লূত (আঃ)-কে শাস্তি দেওয়ার ইহাই সুবর্ণ সুযোগ (১৫ঃ৬৮-৭১)।

১৩৩৭ । এই আয়াত হইতে প্রতীয়মান হয় যে, হযরত লূত (আঃ) তাঁহার জাতির লোকদের অতীতের মন্দ আচরণের কথা মনে করিয়া এই ভাবিয়া ভীত হইয়াছিলেন যে,এইসব লোকেরা না জানি কোন্ অনিষ্ট করিয়া বসে এবং মেহমানদের উপস্থিতিতে তাঁহার অমর্যাদা করে। কোন বিশেষ অনিষ্টের কথা এইখানে নির্দেশ করেন নাই । হযরত লূত (আঃ)-এর জাতি দুষ্ট প্রকৃতির লোক ছিল, স্বাভাবিক কারণেই তিনি শঙ্কিত হইয়াছিলেন যে, তাহারা কোন প্রকার ক্ষতি সাধন করিতে পারে । এমতাবস্থায় তিনি তাহাদিগকে বলিলেনঃ তোমরা যদি সন্দেহ করিয়া থাক যে, আমি অপরিচিত লোকগণের সহায়তায় তোমাদের বিরুদ্ধে ক্ষতিকারক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত, তবে তোমরা আমার কন্যাগণকে শাস্তি দিয়া আমার প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে পারিবে, এই ব্যবস্থা অবলম্বন তোমাদের জন্য উত্তম হইবে, এবং এইভাবে তোমরা আমার মেহমানদের অপমান করার মত লজ্জাজনক কর্ম পরিত্যাগ করিতে পারিবে । অথবা ইহাও হইতে পারে যে, হযরত লূত (আঃ) শহরের শ্রদ্ধাস্পদ বৃদ্ধ ব্যক্তি হওয়ার কারণে তিনি তাহাদের স্ত্রীগণকে নিজের কন্যারূপে আখ্যায়িত করিয়া বলিলেন ঃ তাহারা তোমাদের জন্য পবিত্র ।

১৩৩৮ । হযরত লূত (আঃ) যখন শহরের মধ্যে বিবাহিতা কন্যাদিগকে (আদি-১৯ঃ১৫) জামিনস্বরূপ পেশ করিলেন, তাহারা এই প্রস্তাব নাকচ করিয়া দিয়া বলিল যে, নারীদের জামিন গ্রহণ করা তাহাদের রীতি বিরুদ্ধ (এনসাইকোঃ ব্রিট)। 'তোমার কন্যাদের বিষয়ে আমাদের কোন দাবী নাই' এই বাক্য দ্বারা বুঝা যায় যে, অধিকাংশ তফসীরকারকগণ কর্তৃক আরোপিত উদ্দেশ্যে তাহারা আসে নাই; কারণ লূত (আঃ)-এর জাতির লোক, যাহারা নৈতিকভাবে এরূপ লম্পট ও নীতি ভ্রষ্ট হইয়াছিল. তাহারা তাহাদের কাম লোলুপ বাসনা চরিতার্থ করার ব্যাপারে হক্ না-হক্ বা

قَالَ لَوْ اَنَّ لِيْ بِكُمْ قُوَّةً اَوْ اٰوِيْٓ اِلٰى رُكْنٍ شَدِيْدٍ ﴿٨٠﴾

৮১। সে বলিল, 'হায়! তোমাদের মোকাবেলায় যদি আমার কোন শক্তি সামর্থ্য থাকিত, অথবা আমি (সাহায্যের জন্য) এক বড় শক্তিশালী অবলম্বনের আশ্রয় পাইতাম?'[১৩৩৮-ক]

قَالُوْا يٰلُوْطُ اِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَّصِلُوْٓا اِلَيْكَ فَاَسْرِ بِاَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ الَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ اَحَدٌ اِلَّا امْرَاَتَكَ ؕ اِنَّهٗ مُصِيْبُهَا مَآ اَصَابَهُمْ ؕ اِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ ؕ اَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيْبٍ ﴿٨١﴾

৮২। তাহারা (মেহমানগণ) বলিল, 'হে লূত! আমরা নিশ্চয় তোমার প্রভুর প্রেরিত দূত।[১৩৩৯] তাহারা কিছুতেই তোমার নিকট পৌঁছিতে পারিবে না। সুতরাং রাত্রির কোন এক অংশে তুমি সপরিবারে এই স্থান হইতে প্রস্থান কর এবং তোমাদের মধ্যে কেহ যেন পিছনের দিকে না তাকায়, একমাত্র তোমার স্ত্রী ব্যতীত। নিশ্চয় তাহাদের উপর যে আযাব আসন্ন, উহা তাহার উপরও আসিবে। নিশ্চয় তাহাদের নির্ধারিত সময় প্রভাত। প্রভাত কি নিকটবর্তী নহে?'

فَلَمَّا جَآءَ اَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيْلٍ ۙ مَّنْضُوْدٍ ﴿٨٢﴾

৮৩। অতঃপর, যখন আমাদের আদেশ আসিল তখন আমরা উহার (সেই শহরের) ঊর্ধ্বদেশকে উহার তলদেশে পরিণত করিলাম এবং উহার উপর ক্রমাগত কংকর জাতীয় প্রস্তর বর্ষণ করিলাম,[১৩৩৯-ক]

مُّسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ ؕ وَمَا هِيَ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ بِبَعِيْدٍ ﴿٨٣﴾ ع ۷ [১৫] ۷

৮৪। যাহা তোমার প্রভুর দৃষ্টিতে চিহ্নিত ছিল। এবং এই (যুগের) যালেমদের নিকট হইতেও ইহা (শাস্তি) দূরে নহে।

وَاِلٰى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا ؕ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ اِنِّيْٓ اَرٰىكُمْ بِخَيْرٍ وَّاِنِّيْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيْطٍ ﴿٨٥﴾

৮৫। এবং মিদিয়ানবাসীদের[১৩৪০] নিকট তাহাদের ভ্রাতা শুয়াইবকে (রসূল রূপে পাঠাইয়াছিলাম)। সে বলিল, 'হে আমার জাতি! তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন মা'বূদ নাই। এবং মাপ ও ওজনে কম দিও না, নিশ্চয় আমি তোমাদিগকে সচ্ছল অবস্থায় দেখিতেছি এবং নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য এক সর্বগ্রাসী দিনের আযাবের আশঙ্কা করিতেছি।

ন্যায়-অন্যায়ের যুক্তি উত্থাপন করিতেই পারে না।'আমরা যাহা চাই, তুমি নিশ্চয় অবগত আছ'এই বাক্য দ্বারা ইহাই ইঙ্গিত করিতেছেঃ তুমি জান যে, অপরিচিতদিগকে আমাদের হাতে ছাড়িয়া দাও, ইহাই চাহিতেছি।

১৩৩৮-ক। আমার মেহমান গৃহের বাহিরে বিতাড়িত করিয়া দেওয়ার জন্য তোমাদের জবরদস্তি-মূলক অপমানের হাত হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য আমি আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করিব।

১৩৩৯। 'প্রেরিতগণ' কোন প্রতিবেশী অঞ্চলের ওলী-আল্লাহ্ ছিলেন, এবং তাহারা আল্লাহ্‌তা'লা কর্তৃক প্রেরিত হইয়া লূত (আঃ)-কে সতর্ক করতঃ হিজরতের উদ্দেশ্যে তাঁহার গন্তব্যস্থলের ব্যাপারে নির্দেশ দিতে আসিয়াছিলেন।

১৩৩৯-ক। এই আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, হযরত লূত (আঃ)-এর জাতি ভয়ানক ভূমিকম্পে ধ্বংস হইয়াছিল। প্রচণ্ড ভূমিকম্পের কারণে কখনো কখনো ভূপৃষ্ঠ উলট-পালট হইয়া যায়, এবং বিদীর্ণ ভূমি খণ্ড-বিখণ্ড হইয়া শূন্যে নিক্ষিপ্ত হইতে থাকে ও পুনঃ নীচে পতিত হয়।

১৩৪০। মিদিয়ান ছিলেন হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ)-এর তৃতীয় স্ত্রী কতুরা-এর পুত্র (আদি- ২৫ঃ১-২)। তাহার বংশধর সকলেই মিদিয়ান বা মাদইয়ান বলিয়া অভিহিত। তাহাদের রাজধানীকেও মিদিয়ান বলা হইত। এই শহর আরব উপকূলবর্তী ছয় মাইল দূরত্বে আকাবা উসাগরের

وَيٰقَوْمِ اَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ﴿٨٦﴾

৮৬। এবং হে আমার জাতি ! তোমরা ন্যায় বিচারের সহিত মাপ ও ওজন পূর্ণ করিয়া দাও এবং লোকদিগকে তাহাদের জিনিসপত্রাদি কম দিও না, এবং পৃথিবীতে তোমরা বিশৃঙ্খলা করিয়া বেড়াইও না;

بَقِيَّتُ اللّٰهِ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۚ وَمَآ اَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيْظٍ ﴿٨٧﴾

৮৭। যদি তোমরা মো'মেন হও তাহা হইলে (নিশ্চয় জানিও যে,) আল্লাহ্ যাহা অবশিষ্ট রাখেন[১৩৪১] তাহাই তোমাদের জন্য উত্তম। এবং আমি তোমাদের উপর রক্ষাকারী (নিযুক্ত) নহি।'

قَالُوْا يٰشُعَيْبُ اَصَلٰوتُكَ تَاْمُرُكَ اَنْ نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ اٰبَآؤُنَآ اَوْ اَنْ نَّفْعَلَ فِيْٓ اَمْوَالِنَا مَا نَشٰٓؤُا ۭ اِنَّكَ لَاَنْتَ الْحَلِيْمُ الرَّشِيْدُ ﴿٨٨﴾

৮৮। তাহারা বলিল, 'হে শো'আয়ব ! তোমার ইবাদত-বন্দেগী কি তোমাকে এই আদেশ দেয় যে, আমাদের পিতৃপুরুষগণ যাহার উপাসনা করিয়া আসিতেছে আমরা উহাকে পরিত্যাগ করি, অথবা আমাদের ধন-সম্পদ দ্বারা আমরা যাহা করিতে চাহি উহাকে (পরিত্যাগ করি) ? তুমি তো দেখিতেছি বড় বুদ্ধিমান, ন্যায় বিচারক !'

قَالَ يٰقَوْمِ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلٰي بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّيْ وَرَزَقَنِيْ مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا ۭ وَمَآ اُرِيْدُ اَنْ اُخَالِفَكُمْ اِلٰي مَآ اَنْهٰىكُمْ عَنْهُ ۭ اِنْ اُرِيْدُ اِلَّا الْاِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ ۭ وَمَا تَوْفِيْقِيْٓ اِلَّا بِاللّٰهِ ۭ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ اُنِيْبُ ﴿٨٩﴾

৮৯। সে বলিল, 'হে আমার জাতি ! তোমরা চিন্তা করিয়া বল, যদি আমি আমার প্রভুর দেওয়া কোন উজ্জ্বল প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকি, এবং তিনি আমাকে নিজ সন্নিধান হইতে উত্তম রিয্ক[১৩৪২] দিয়া থাকেন, (তাহা হইলে তোমরা তাঁহাকে কি জবাব দিবে ?) এবং আমি ইহা চাহি না যে, আমি যে বিষয় হইতে তোমাদিগকে নিবৃত্ত করি সেই বিষয়ে (নিজে লিপ্ত হইয়া) তোমাদের বিরুদ্ধাচারণ করি। আমি আমার সাধ্যানুযায়ী কেবল সংশোধন কামনা করি, এবং আল্লাহ্র সাহায্য ব্যতিরেকে আমার কোন সামর্থ্য নাই। তাঁহারই উপর আমি ভরসা করি এবং তাঁহারই নিকট আমি অবনত হই;

তীরে অবস্থিত। মিদিয়ানের পরবর্তী বংশধর হেজাযের উত্তরাঞ্চলে বসবাস করিত এবং তাহারাই এই শহরের নির্মাতা। এস্থলেই ফেরাউনের যুলুমের কারণে হিজরতের পর হযরত মূসা (আঃ) আশ্রয় লইয়াছিলেন, এবং উহা মিদিয়ানের পার্শ্ববর্তী এলাকা যেখানে তিনি লোহিত সাগর অতিক্রম করার পর ইসরাঈলীদের সাথে অবস্থান করিয়াছিলেন। (আরও জানার জন্য ১০১০ টীকা দ্রষ্টব্য)

১৩৪১। এখানে 'বাকিয়া' অর্থ আল্লাহ্তা'লার বিধান মানিয়া ন্যায্য এবং সদুপায়ে সম্পদ উপার্জন বুঝাইতেছে। ইহার আরো অর্থ হইতে পারে যে, আল্লাহ্ প্রদত্ত শক্তি ও সামর্থ্য (৩০৯ টীকা দ্রঃ)।

১৩৪২। হযরত শোআয়ব(আঃ)-এর বিরুদ্ধবাদীরা সন্দেহ পোষণ করিতে লাগিল যে, তিনি তাহাদিগকে তাহাদের অভ্যাস হইতে বিরত রাখিয়া নিজের ব্যবসাকে পরিপুষ্ট করিবেন। আয়াতের এই কথাগুলি দ্বারা শোআয়ব (আঃ) তাহাদেরকে আশঙ্কামুক্ত করিলেন।

وَيٰقَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِيْٓ اَنْ يُّصِيْبَكُمْ مِّثْلُ مَآ اَصَابَ قَوْمَ نُوْحٍ اَوْ قَوْمَ هُوْدٍ اَوْ قَوْمَ صٰلِحٍ ؕ وَمَا قَوْمُ لُوْطٍ مِّنْكُمْ بِبَعِيْدٍ ﴿٩٠﴾

৯০। এবং হে আমার জাতি ! আমার সহিত বিরুদ্ধাচারণ যেন তোমাদিগকে কিছুতেই এমন অপরাধ করিতে প্ররোচিত না করে, যাহার ফলে তোমাদের উপর ঐরূপ দুর্যোগ— মুসিবত আসে যেরূপ নূহের জাতি, অথবা হূদের জাতি কিম্বা সালেহ্‌র জাতির উপর আসিয়াছিল,[১৩৪৩] আর লূতের জাতি তো তোমাদের নিকট হইতে দূরে নহে;

وَاسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْٓا اِلَيْهِ ؕ اِنَّ رَبِّيْ رَحِيْمٌ وَّدُوْدٌ ﴿٩١﴾

৯১। এবং তোমরা তোমাদের প্রভুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, অতঃপর তাঁহার দিকে প্রত্যাবর্তন কর। নিশ্চয় আমার প্রভু পরম দয়াময়, পরম প্রেমময়।'

قَالُوْا يٰشُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيْرًا مِّمَّا تَقُوْلُ وَاِنَّا لَنَرٰىكَ فِيْنَا ضَعِيْفًا ۚ وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنٰكَ ۖ وَمَآ اَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيْزٍ ﴿٩٢﴾

৯২। তাহারা বলিল, 'হে শুয়াইব ! তুমি যাহা বলিতেছ উহার অধিকাংশই আমরা বুঝিতেছি না, এবং আমরা তোমাকে আমাদের মধ্যে দুর্বল মনে করি এবং যদি তোমার গোত্র না থাকিত তাহা হইলে আমরা তোমাকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করিতাম। বস্তুতঃ তুমি আমাদের উপর শক্তিশালী নহ।'

قَالَ يٰقَوْمِ اَرَهْطِيْٓ اَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ ؕ وَاتَّخَذْتُمُوْهُ وَرَآءَكُمْ ظِهْرِيًّا ؕ اِنَّ رَبِّيْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ مُحِيْطٌ ﴿٩٣﴾

৯৩। সে বলিল, 'হে আমার জাতি ! তোমাদের দৃষ্টিতে আমার গোত্র কি আল্লাহ্‌র তুলনায় অধিকতর শক্তিশালী ? এবং তোমরা তাঁহাকে (উপেক্ষার বস্তু হিসাবে) তোমাদের পিছনে ফেলিয়া রাখিয়াছ; নিশ্চয় আমার প্রভু, তোমরা যাহা কিছু কর, উহাকে পূর্ণরূপে পরিবেষ্টন করিয়া আছেন;

وَيٰقَوْمِ اعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ اِنِّيْ عَامِلٌ ؕ سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۙ مَنْ يَّاْتِيْهِ عَذَابٌ يُّخْزِيْهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ ؕ وَارْتَقِبُوْٓا اِنِّيْ مَعَكُمْ رَقِيْبٌ ﴿٩٤﴾

৯৪। এবং হে আমার জাতি ! তোমরা নিজেদের জায়গায় নিজ সামর্থ্য[১৩৪৩-ক] অনুযায়ী কাজ করিতে থাক, আমিও কাজ করিয়া যাইতেছি। তোমরা শীঘ্রই জানিতে পারিবে কাহার উপর আযাব আসে যাহা তাহাকে লাঞ্ছিত করিয়া ছাড়িবে এবং কে মিথ্যাবাদী। এবং তোমরা অপেক্ষা কর, নিশ্চয় আমিও তোমাদের সহিত (পরিণামের জন্য) অপেক্ষা করিতেছি।'

১৩৪৩। এই আয়াত হইতে প্রতীয়মান হয় যে, হযরত নূহ, হূদ, সালেহ্ এবং লূত (আঃ)-এর (এবং হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ)-এর পরে) পরবর্তী যুগে হযরত শো'আয়ব (আঃ) আবির্ভূত হইয়াছিলেন, কিন্তু হযরত মূসা (আঃ)-এর যুগের পূর্বে। কারণ তিনি মূসা (আঃ)-এর জাতির লোকদের সম্পর্কে এখানে কিছু বলেন নাই, যদিও মূসা (আঃ) ও তাঁহার জাতি যেই অঞ্চলে বসবাস করিত, শুয়াইব (আঃ)-এর গোত্রও সেই এলাকারই অধিবাসী ছিল।

১৩৪৩-ক। এই আয়াতের অর্থ ইহাও হইতে পারে যে, বিরুদ্ধবাদীগণ তাহাদের নিজস্ব পরিকল্পনানুযায়ী কাজ করিতে থাকুক এবং তিনিও (হযরত শো'আয়ব) তাঁহার ঈমানের আলোকে ক্রিয়াশীল থাকিবেন। কর্মফলই প্রমাণ করিবে যে, কে আল্লাহ্‌তা'লার ইচ্ছা মাফিক চলিতেছে এবং কে আল্লাহ্‌তা'লার উদ্দেশ্যকে অমান্য ও ব্যর্থ করার প্রচেষ্টায় লিপ্ত।

وَلَمَّا جَآءَ اَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَّالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَاَخَذَتِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَاَصْبَحُوْا فِيْ دِيَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ ۙ﴿٩٥﴾

৯৫। এবং যখন আমাদের (আযাবের) হুকুম আসিল, তখন আমরা শোআয়ব এবং যাহারা তাহার সঙ্গে ঈমান আনিয়াছিল তাহাদিগকে আমাদের (বিশেষ) রহমতে রক্ষা করিয়াছিলাম; এবং যাহারা যুলুম করিয়াছিল তাহাদিগকে এক বিকট শব্দ-বিশিষ্ট আযাব ধৃত করিয়াছিল—— ফলে তাহারা স্ব স্ব গৃহে উপুড় অবস্থায় পড়িয়া রহিল,

كَاَنْ لَّمْ يَغْنَوْا فِيْهَا ؕ اَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُوْدُ ﴿٩٦﴾ ع ٨ ١٢ ٨

৯৬। যেন তাহারা উহাতে কখনও বসবাস করে নাই। শুন, মিদিয়ানবাসী সেই ভাবে ধ্বংস হইল যেভাবে সামূদ জাতি ধ্বংস হইয়াছিল।

[১২] ৮ ৮

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى بِاٰيٰتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ۙ﴿٩٧﴾

৯৭। এবং নিশ্চয় আমরা মূসাকে আমাদের নিদর্শনাবলী ও স্পষ্ট প্রমাণসহ পাঠাইয়াছিলাম,

اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَا۟ئِهٖ فَاتَّبَعُوْٓا اَمْرَ فِرْعَوْنَ ۚ وَمَآ اَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيْدٍ ﴿٩٨﴾

৯৮। ফেরাউন ও তাহার পরিষদবর্গের নিকট, কিন্তু তাহারা ফেরাউনের আদেশের অনুসরণ করিয়াছিল এবং ফেরাউনের আদেশ মোটেই ন্যায়-সঙ্গত ছিল না।

يَقْدُمُ قَوْمَهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَاَوْرَدَهُمُ النَّارَ ؕ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُوْدُ ﴿٩٩﴾

৯৯। সে কেয়ামত দিবসে তাহার জাতির আগে আগে চলিবে, অতঃপর তাহাদিগকে আগুনে নামাইয়া দিবে। এবং কতই না মন্দ অবতরণ-স্থল [১৩৪৩-খ] এবং (উহাতে) অবতারিত লোকগণ!

وَاُتْبِعُوْا فِيْ هٰذِهٖ لَعْنَةً وَّيَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُوْدُ ﴿١٠٠﴾

১০০। এবং তাহাদের পশ্চাদানুসরণে লাগাইয়া দেওয়া হইয়াছে অভিশাপ—এই দুনিয়াতেও এবং কেয়ামতের দিনেও। কতই না মন্দ উপহার ও উপহার প্রাপ্তগণ! [১৩৪৪]

ذٰلِكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الْقُرٰى نَقُصُّهٗ عَلَيْكَ مِنْهَا قَآئِمٌ وَّحَصِيْدٌ ﴿١٠١﴾

১০১। ইহা (বিধ্বস্ত) জনপদগুলির সংবাদসমূহের কিয়দংশ যাহা আমরা তোমার নিকট বর্ণনা করিতেছি। ইহাদের কতক দণ্ডায়মান আছে এবং (কতক) কর্তিত ক্ষেত্রের ন্যায় (ভূমিসাৎ) হইয়াছে।

১৩৪৩-খ। 'বেরদুন' উৎপত্তি হইয়াছে ওরাদা' হইতে যাহার অর্থ হইতেছেঃ সময়, পানি সিঞ্চনের স্থান এবং ঘাট; মানুষ অথবা গরু-মহিষের পাল, জলাধারে আসা বা নামা (আকরাব ও মুফরাদাত)।

১৩৪৪। রেফ্‌দ্ অর্থঃ উপহার বা সমর্থন বা সাহায্য (লেইন)। আয়াতের অর্থ ইহাও হইতে পারে যে, ফেরাউন, যাহাকে তাহার অনুগত লোকেরা আল্লাহ্‌তা'লার বিপরীতে সাহায্যকারী মনে করিত, সে তাহাদের জন্য তাহাদের শেষ দিনে বা পুনরুত্থানের দিনে ক্ষতিকারক সাহায্যকারীরূপে প্রমাণিত হইবে, কারণ সে কেবল উহাদিগকেই দোযখে নামাইবে না বরং সে নিজেও তাহাদের সঙ্গে উহাতে প্রবেশ করিবে।

وَمَا ظَلَمْنٰهُمْ وَلٰكِنْ ظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ فَمَآ اَغْنَتْ عَنْهُمْ اٰلِهَتُهُمُ الَّتِيْ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ لَّمَّا جَآءَ اَمْرُ رَبِّكَ ۭ وَمَا زَادُوْهُمْ غَيْرَ تَتْبِيْبٍ ۝١٠١

১০২। এবং আমরা তাহাদের উপর কোন যুলুম করি নাই, বরং তাহারাই নিজেদের উপর যুলুম করিয়াছে;[১৩৪৫] এবং যখন তোমার প্রভুর আদেশ আসিল, তখন তাহাদের উপাস্যগণ, যাহাদিগকে তাহারা আল্লাহ্ ব্যতীত ডাকিত, তাহাদের কোন উপকারে আসিল না; এবং তাহারা তাহাদিগকে ধ্বংসে নিপতিত করা ব্যতীত কোন কিছুতে বর্ধিত করে না।

وَكَذٰلِكَ اَخْذُ رَبِّكَ اِذَآ اَخَذَ الْقُرٰى وَهِيَ ظَالِمَةٌ ۭ اِنَّ اَخْذَهٗٓ اَلِيْمٌ شَدِيْدٌ ۝١٠٢

১০৩। এবং তোমার প্রভুর গ্রেফতার এইভাবেই হয় যখন তিনি জনপদসমূহকে গ্রেফতার করেন এমতাবস্থায় যে তাহারা যুলুম করিতে থাকে। নিশ্চয় তাঁহার গ্রেফতার বড়ই যন্ত্রণাদায়ক।

اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ الْاٰخِرَةِ ۭ ذٰلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوْعٌ ۙ لَّهُ النَّاسُ وَذٰلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُوْدٌ ۝١٠٣

১০৪। ইহাতে নিশ্চয় তাহার জন্য এক নিদর্শন[১৩৪৬] আছে যে, পরকালের আযাবকে ভয় করে, ইহা সেই দিন যেদিন সমগ্র মানবমণ্ডলীকে সমবেত করা হইবে,[১৩৪৭] এবং ইহা সেই দিন যাহাকে সকলে প্রত্যক্ষ করিবে।

وَمَا نُؤَخِّرُهٗٓ اِلَّا لِاَجَلٍ مَّعْدُوْدٍ ۝١٠٤

১০৫। এবং আমরা ইহাকে কেবল এক নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত বিলম্বিত করিতেছি।[১৩৪৮]

১৩৪৫। কুরআন করীম পুনঃ পুনঃ জোর দিয়া বলিয়াছে যে, আল্লাহ্তা'লা কোন জাতিকে অন্যায়ভাবে শাস্তি প্রদান করেন না, বরং নিজেদের কৃত দুষ্কর্মের দ্বারা আনিত শাস্তিই তাহারা ভোগ করিয়া থাকে। অদৃষ্টবাদ বা মানুষের অন্ধ নিয়তির শিকার হওয়ার চিন্তাকে কুরআন অস্বীকার করে।'আল্লাহ্তা'লা প্রকৃত কারণ ছাড়াই খামখেয়ালীভাবে জাতিসমূহের উত্থান এবং পতন ঘটাইয়া থাকেন'— এই যুক্তি-দর্শনও কুরআন অস্বীকার করে। এই কারণেই কুরআনের মধ্যে যেখানেই শাস্তি সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, সেখানে ইহা ব্যক্ত হইয়াছে যে, শাস্তি অথবা পুরস্কার উভয়ই মানুষের নিজের কৃত কর্মফল।

১৩৪৬। 'আয়াতান' অর্থ একটি শিক্ষণীয় বিষয়।

১৩৪৭। মানব সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন বা আত্মনির্ভরশীল নহে। পরিবেশ, শিক্ষা এবং বংশ-গতি মানুষকে প্রভাবিত করিয়া থাকে। কাজেই তাহার বিশেষ কোন কাজের সঠিক মূল্যায়ন বা বিচার করিতে হইলে, সংশ্লিষ্ট কার্য সংঘটিত হওয়ার মূলে যে সকল পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও ঘটনাবলী দ্বারা উহা প্রভাবিত বা নিয়ন্ত্রিত তাহা বিচার-বিবেচনা করিয়া দেখা প্রয়োজন। এই কারণেই মানুষের সম্পাদিত বা সৃষ্ট কর্মের নির্ভুল তত্ত্ব ও প্রকৃত স্বভাব পূর্ণভাবে উপলব্ধি করার জন্য এবং দৃশ্যতঃ অন্যায়ভাবে বিভিন্ন প্রকারের শাস্তি বা পুরস্কার, দেওয়ার ব্যাপারটা আল্লাহ্তা'লার পক্ষে খামখেয়ালী বা স্বেচ্ছাচারিতা নহে বরং ব্যক্তি বিশেষের কর্মে প্রদত্ত স্বাধীনতার ভিত্তিতে সম্পূর্ণরূপে ন্যায় ও নিরপেক্ষ। ইহা আবশ্যক ছিল যে, কোন এক নির্ধারিত বিশেষ দিনে সকল মানব জাতি তাহাদের আমলনামাসহ সমবেত হইবে যেখানে সকল পরিস্থিতি ও অবস্থা,যাহার মধ্যে তাহারা কর্মকাণ্ড করিয়াছিল এবং নানা প্রকার কারণ ও যুক্তি, যাহা সেই সব কাজে পরিচালিত করিয়াছিল উহার উপস্থিত দৃশ্য (যাহার মধ্যে এই সব অবস্থা ঘটা ও কারণ উদ্ভব হইয়াছিল) সম্মিলিতভাবে বিবেচনা করিয়া তাহাদের শাস্তি বা পুরস্কারের প্রকৃতি নির্ধারণ করতঃ বিচার-নিষ্পত্তি চূড়ান্ত করা যায়।

১৩৪৮। 'আজল' অর্থ মেয়াদ, সময় বা কাল এবং কালের শেষ সীমা বা সমাপ্তি। ইহা দুই প্রকারের যথা ঃ (১) যাহা বাতিল যোগ্য বা পরিবর্তনশীল এবং (২) যাহা পরিবর্তন বা খণ্ডন হয় না। খণ্ডন-যোগ্য "সীমা" বা নিরূপিত কাল যাহা জ্ঞানের চৌহদ্দির মধ্যে পরিস্থিতি অনুযায়ী পরিবর্তনীয়; দৃষ্টান্ত স্বরূপ মানুষের বয়সের সীমা নির্ধারিত রহিয়াছে, সেই সময়ের মধ্যে তাহার আয়ু কর্তিত বা দীর্ঘায়ীত হইতে পারে। কিন্তু এমন "সীমা" বা গণ্ডী আছে যাহা অখণ্ডনীয় এবং অপরিবর্তনীয়, যেমন সম্পূর্ণ জাতির ধ্বংস সম্পর্কীত।

يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ﴿١٠٥﴾

১০৬। যেদিন উহা (নির্দিষ্ট মেয়াদ) আসিবে তখন আল্লাহ্‌র অনুমতি ব্যতিরেকে কোন আত্মাই কথা বলিতে পারিবে না; তখন তাহাদের মধ্যে কতক হতভাগ্য এবং (অন্যরা) ভাগ্যবান হইবে।

فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ﴿١٠٦﴾

১০৭। সুতরাং যাহারা হতভাগ্য হইবে, তাহারা আগুনে (নিক্ষিপ্ত) হইবে, তাহাদের জন্য সেখানে থাকিবে দীর্ঘশ্বাস আর ফোঁপানি। [১৩৪৯]

خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ ﴿١٠٧﴾

১০৮। তাহারা উহাতে ততদিন পর্যন্ত বাস করিবে যতদিন পর্যন্ত আকাশসমূহ এবং পৃথিবী থাকিবে,[১৩৫০] যে পর্যন্ত না তোমার প্রভু অন্য ইচ্ছা পোষণ করেন। নিশ্চয় তোমার প্রভু যাহা চাহেন তাহাই করেন।

وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ ۖ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ ﴿١٠٨﴾

১০৯। এবং যাহারা ভাগ্যবান, তাহারা জান্নাতে থাকিবে, তাহারা উহাতে ততদিন পর্যন্ত বাস করিতে থাকিবে যতদিন পর্যন্ত আকাশ সমূহ এবং পৃথিবী থাকিবে, যে পর্যন্ত না তোমার প্রভু অন্য ইচ্ছা পোষণ করেন, ইহা এমন এক দান যাহা কখনও কর্তিত হইবে না। [১৩৫১]

১৩৪৯। 'যাফীর' অর্থ দীর্ঘশ্বাস, গাধার চিৎকারের প্রারম্ভ, এবং 'শাহীক' উহার শেষাংশ, ফোঁপানী (লেইন)। আয়াতে অবিশ্বাসীদিগকে ভীতু এবং বোকা পশু গাধার সঙ্গে তুলনা করিয়া এই তাৎপর্য বর্ণিত হইয়াছে যে, তাহারা নিজেদের প্রত্যয় বা দৃঢ় বিশ্বাস প্রকাশের ব্যাপারে সৎ সাহসী নয় এবং তাহারা জ্ঞান দ্বারা উপকৃত হয় না।

১৩৫০। কুরআন মজীদের এই বর্ণনা একটি বাগ্‌ধারা বিশেষ যাহার দ্বারা অতি দীর্ঘ কালকে নির্দেশ করে। কুরআনের শিক্ষানুযায়ী দোযখ্ বা জাহান্নামের শাস্তি চিরস্থায়ী নহে।

১৩৫১। হিন্দু ধর্ম মতে স্বর্গ এবং নরক (পুরস্কার এবং শাস্তি) উভয়ই সীমাবদ্ধ কালের জন্য; মানুষকে তাঁহার কর্মফল স্বরূপ শাস্তি বা পুরস্কার ভোগ করার পর পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করিতে হয়। সেমেটিক ধর্মগুলির মধ্যে ইহুদী ধর্মমতে অ-ইহুদীগণ বেহেশ্‌তে যাইবে না এবং ইহুদীগণকে দোযখের আযাব অল্প কিছু দিন ব্যতিরেকে ভোগ করিতে হইবে না। খৃষ্টধর্মের মতে বেহেশ্‌ত ও দোযখ উভয়ই চিরস্থায়ী, যদিও তাহাদের ফেরকা বিশেষ এই বিশ্বাস রাখে যে, শেষ পর্যন্ত স্বর্গ একদিন নিঃশেষ হইয়া যাইবে (তফসীরে কবীর)।

ইসলাম এই সকল ধর্মমতের বিরুদ্ধে মৌলিকভাবে দ্বিমত পোষণ করে। ইসলাম ধর্মের মতে জান্নাত বা বেহেশ্‌ত চিরস্থায়ী এবং জাহান্নাম বা দোযখ ক্ষণস্থায়ী এবং সীমিত কালের জন্য হইবে। ইমাম আহ্‌মদ বিন-হাম্বল (রহঃ) বলিয়াছেন যে, আবদুল্লাহ্ বিন্ আমর-বিন-আল্-আস (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত রসূল করীম (সাঃ) ফরমাইয়াছেনঃ জাহান্নামের উপর এমন এক সময় আসিবে যখন উহার দরজাগুলি বাতাসে খট্ খটাইতে থাকিবে এবং উহার মধ্যে কোন লোক অবশিষ্ট থাকিবে না। উহার নিবাসীগণ উহাতে বহু শতাব্দী থাকিবার পর এইরূপ ঘটিবে (মুসনাদ)।

এই হাদীস অনুযায়ী জাহান্নাম সম্বন্ধে 'খালেদীনা' (স্থায়ী) শব্দ 'শত শত' বৎসর ব্যাপীয়া অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। হযরত আবদুল্লাহ্-বিন-উমর, হযরত জাবির (রাঃ) ও ইমাম হাম্বল (রহঃ)ও একমত প্রকাশ করিয়াছেন। হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হইতেও এক ও অভিন্ন হাদীস বর্ণিত হইয়াছে (বুখারী)। বিখ্যাত ধর্মীয় ওলামায়ে কেরামগণের মধ্যে ইবনে তাঈমিয়া এবং ইব্‌নে কাইয়েম লিখিয়াছেনঃ যদিও দুষ্ট প্রকৃতি-বিশিষ্ট অবিশ্বাসীদের চিরকাল জাহান্নামে থাকা উচিত, কিন্তু একদিন আল্লাহ্‌র অসীম করুণাবলে দোযখই অস্তিত্ব হীন হইয়া যাইবে, এবং যখন জাহান্নামই থাকিবে না তখন উহার নিবাসীও থাকিবে না (ফাতহ্)। কুরআন শরীফে বেহেশ্‌ত সম্বন্ধে 'পুরস্কার যাহা কখনও শেষ হইবে না' বাক্য ব্যবহৃত হইয়াছে (৪১ঃ৯; ৮৪ঃ২৬; ৯৫ঃ৭), কিন্তু দোযখ সম্পর্কে এই ধরণের কোন শব্দাবলী ব্যবহৃত হয় নাই। অধিকন্তু

فَلَا تَكُ فِيْ مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هٰٓؤُلَآءِ ؕ مَا يَعْبُدُوْنَ اِلَّا كَمَا يَعْبُدُ اٰبَآؤُهُمْ مِّنْ قَبْلُ ؕ وَاِنَّا لَمُوَفُّوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوْصٍ ﴿۱۱۰﴾

১১০। সুতরাং এই লোকেরা যাহার উপাসনা করে উহার (অসারতা) সম্বন্ধে তুমি সন্দিহান হইও না। তাহারা কেবল ঐ ভাবে উপাসনা করে যেভাবে পূর্বে তাহাদের পিতৃপুরুষগণ উপাসনা করিত এবং আমরা তাহাদিগকে তাহাদের অংশ পূর্ণরূপে দিব• যাহা হইতে কিছুমাত্র কম করা হইবে না।

৯ [১৪] ৯

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ فَاخْتُلِفَ فِيْهِ ؕ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ؕ وَاِنَّهُمْ لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيْبٍ ﴿۱۱۱﴾

১১১। এবং নিশ্চয় আমরা মূসাকেও কিতাব দিয়াছিলাম, কিন্তু উহাতেও মতভেদ সৃষ্টি করা হইয়াছিল; এবং যদি তোমার প্রভুর তরফ হইতে পূর্বে (রহমতের প্রতিশ্রুতির) কথা না থাকিত তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে অবশ্যই মীমাংসা করিয়া দেওয়া হইত;[১৩৫২] এবং (এখন) তাহারা ইহার সম্বন্ধেও এক উদ্বেগজনক সন্দেহে পড়িয়া আছে।

وَاِنَّ كُلًّا لَّمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ اَعْمَالَهُمْ ؕ اِنَّهٗ بِمَا يَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ﴿۱۱۲﴾

১১২। এবং তোমার প্রভু নিশ্চয় তাহাদের সকলকে তাহাদের কাজের ফল পূর্ণরূপে দিবেন ও তাহারা যাহা কিছু করিতেছে সেই বিষয়ে তিনি সবিশেষ অবহিত।

فَاسْتَقِمْ كَمَآ اُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا ؕ اِنَّهٗ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿۱۱۳﴾

১১৩। সুতরাং তুমি এবং ঐ সকল লোক, যাহারা তোমার সহিত[১৩৫৩] (আল্লাহ্‌র দিকে) প্রত্যাবর্তন করিয়াছে, যেভাবে তোমাকে হুকুম দেওয়া হইয়াছে সেইভাবে সরল-সুদৃঢ় পথে অটল থাক; এবং (হে মো'মেনগণ!) তোমরা সীমালংঘন করিও না, নিশ্চয় তিনি সব কিছু দেখেন যাহা তোমরা কর।

وَلَا تَرْكَنُوْٓا اِلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ ۙ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ اَوْلِيَآءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُوْنَ ﴿۱۱۴﴾

১১৪। এবং তোমরা ঐ সকল লোকের প্রতি ঝুঁকিও না যাহারা যুলুম করিয়াছে,[১৩৫৪] নচেৎ তোমাদিগকেও আগুন স্পর্শ করিবে, তখন আল্লাহ্ ব্যতীত তোমাদের কোন বন্ধু হইবে না, এবং তোমাদিগকে সাহায্য করা হইবে না।

১০১১০-১২ আয়াত সমূহে জাহান্নামকে মায়ের সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে। মাতৃগর্ভে ভ্রূণ যেমন অবিকশিত থাকে (যেই পর্যন্ত না গর্ভস্থ শিশুর দেহ গঠিত হয় এবং ইহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পূর্ণতা লাভ করে), একই রূপে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হতভাগ্য লোকেরা সেখানে থাকিবে যে পর্যন্ত না তাহাদের বৃত্তিগুলি পূর্ণ বিকশিত হইয়া প্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎকার এবং দর্শনে সক্ষম হয়।

১৩৫২। মানুষের অপরাধ এতই গুরুতর ছিল যে, যদি পূর্ব হইতে এই বিধান নির্ধারিত না থাকিত যে, মানবজাতির সৃষ্টির উদ্দেশ্য আধ্যাত্মিক উন্নতি করিয়া অবশেষে আল্লাহ্‌তালার ঐশী করুণার পাত্রে পরিণত হওয়া (৭ঃ১৫৭; ১১ঃ১২০; ৫১ঃ৫৭), তবে বহু পূর্বেই তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া দেওয়া হইত।

১৩৫৩। হযরত রসূল আকরাম (সাঃ) একা নিজের জীবনকে ঐশী অভিপ্রেত ছাঁচে গঠন করাই তাঁহার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য বলিয়া মনে করেন নাই। তাঁহাকে ইহাও দেখিতে হইয়াছিল যে, তাঁহার উপর ঈমান আনয়নকারী লোকেরাও যেন তাঁহার আদর্শের অনুসরণ করিয়া চলে। এই উভয়বিধ গুরুদায়িত্বের গভীর উপলব্ধি-জনিত গুরুভার তাঁহাকে অকাল বার্ধক্যে উপনীত করিয়াছিল (বায়হাকী)।

১৩৫৪। মানুষ পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত হয়, তাহার পারিপার্শ্বিক অবস্থা যদি দূষিত, নীতি-বিবর্জিত ও অসাধু হয়, তবে সে আগে বা পরে উক্ত নৈতিক অবনতিতে অবশ্যই আক্রান্ত হইবে। অতএব, এই আয়াতে মো'মেনগণকে আদেশ করা হইয়াছে যে দুর্নীতিপরায়ণ, পাপী এবং দুষ্টলোকের সঙ্গে সকল প্রকার সম্পর্কচ্ছেদ করিতে হইবে— এমন কি তাহারা ঘনিষ্ঠ আত্মীয়স্বজন হইলেও।

وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ ؕ اِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّاٰتِ ؕ ذٰلِكَ ذِكْرٰى لِلذّٰكِرِيْنَ ﴿۱۱۵﴾

১১৫। এবং তুমি দিবসের দুই প্রান্তে এবং রাত্রির বিভিন্ন অংশে নামায কায়েম কর। নিশ্চয় উত্তম কর্ম দূরীভূত করে মন্দ কর্মকে। ইহা উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্য একটি উপদেশ।

وَاصْبِرْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿۱۱۶﴾

১১৬। এবং ধৈর্য অবলম্বন কর, কারণ আল্লাহ্ আদৌ সৎকর্মপরায়ণদিগের পুরস্কার বিনষ্ট করেন না।

فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُوْنِ مِنْ قَبْلِكُمْ اُولُوْا بَقِيَّةٍ يَّنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِى الْاَرْضِ اِلَّا قَلِيْلًا مِّمَّنْ اَنْجَيْنَا مِنْهُمْ ۚ وَاتَّبَعَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مَاۤ اُتْرِفُوْا فِيْهِ وَكَانُوْا مُجْرِمِيْنَ ﴿۱۱۷﴾

১১৭। তবে কেন ঐ সকল বংশধরদের মধ্যে যাহারা তোমাদের পূর্বে অতীত হইয়াছে, এমন সব সমঝদার লোক হয় নাই যাহারা পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা হইতে নিষেধ করিত, তাহাদের মধ্যে কেবল কিছু সংখ্যক ব্যতিরেকে যাহাদিগকে আমরা রক্ষা করিয়াছিলাম ? এবং যাহারা যুলুম করিয়াছিল তাহারা উহার (ভোগ-বিলাসের) অনুসরণ করিল যাহাতে তাহাদিগকে সচ্ছলতা দেওয়া হইয়াছিল এবং তাহারা অপরাধী হইয়া গেল।

وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرٰى بِظُلْمٍ وَّاَهْلُهَا مُصْلِحُوْنَ ﴿۱۱۸﴾

১১৮। এবং তোমার প্রভু এমন নহেন যে, তিনি অন্যায়ভাবে জনপদসমূহ ধ্বংস করিবেন এমতাবস্থায় যে, উহার অধিবাসীরা পুণ্যবান।

وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلَا يَزَالُوْنَ مُخْتَلِفِيْنَ ﴿۱۱۹﴾

১১৯। এবং যদি তোমার প্রভু ইচ্ছা করিতেন তাহা হইলে তিনি সকল মানুষকে একই উম্মতভুক্ত করিতেন, কিন্তু তাহারা মতভেদ করিতেই থাকিবে,

اِلَّا مَنْ رَّحِمَ رَبُّكَ ؕ وَلِذٰلِكَ خَلَقَهُمْ ؕ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَاَمْلَـَٔنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ﴿۱۲۰﴾

১২০। ঐ সকল লোক ব্যতিরেকে যাহাদের উপর তোমার প্রভু রহম করিয়াছেন, এবং তিনি এই জন্যই তাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন; কিন্তু তোমার প্রভুর এই কথা পূর্ণ হইবেই — 'আমি জাহান্নামকে নিশ্চয় সকল (অবাধ্য) জিন্ন ও ইনসান দ্বারা ভরিয়া দিব।'

وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهٖ فُؤَادَكَ ۚ وَجَآءَكَ فِىْ هٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَّذِكْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۱۲۰﴾

১২১। এবং আমরা তোমার নিকট এই সকল রসূলের গুরুত্বপূর্ণ সংবাদসমূহ বর্ণনা করিতেছি যেন উহা দ্বারা আমরা তোমার হৃদয় সুদৃঢ় করিয়া দিই, এবং ইহাতে তোমার নিকট আসিয়াছে সত্য, উপদেশ এবং এক স্মারকবাণী মো'মেনগণের জন্য।

وَقُلْ لِّلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ اعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ ؕ اِنَّا عٰمِلُوْنَ ﴿۱۲۲﴾

১২২। এবং যাহারা ঈমান আনে নাই, তুমি তাহাদিগকে বল, 'তোমরা নিজ নিজ স্থানে[১৩৫৫] সাধ্যানুযায়ী কর্ম কর, নিশ্চয় আমরাও (আমাদের) কর্ম করিতেছি;

১৩৫৫ টিকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

وَانْتَظِرُوْا ۚ اِنَّا مُنْتَظِرُوْنَ ﴿١٢٢﴾

১২৩। এবং তোমরা অপেক্ষা কর, আমরাও অপেক্ষা করিতেছি।'

وَلِلّٰهِ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاِلَيْهِ يُرْجَعُ الْاَمْرُ كُلُّهٗ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ ؕ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿١٢٣﴾ ع ١٠ [١٨] ١٠

১২৪। এবং আকাশসমূহের এবং পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয় একমাত্র আল্লাহ্‌রই এবং সকল বিষয় তাঁহারই দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়। সুতরাং তুমি তাঁহারই ইবাদত কর এবং তাঁহারই উপর ভরসা কর। এবং তোমরা যাহা কিছু করিতেছ সে সম্বন্ধে তোমার প্রভু গাফেল নহেন।

১৩৫৫। 'মাকানা' শব্দের উৎপত্তি 'কানা' বা 'মাকানা' হইতে এবং ইহার অর্থ অবস্থান বা ক্ষমতা (আক্‌রাব)। এই আয়াত দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, যদিও এই সূরায় বর্ণিত ইসলামের চরম বিজয় এবং অবিশ্বাসীদের অন্তিম পরাজয় ও ব্যর্থমনোরথ হওয়ার মহান ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়া বর্তমান অবস্থায় অবিশ্বাসী ও অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়, তবুও আল্লাহ্‌তা'লার নিকট কোন কাজই অসম্ভব নহে এবং এই ভবিষ্যদ্বাণী সমূহ নিশ্চয়ই পূর্ণ হইবে।

১২-সূরা ইউসুফ
(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণ হওয়ার তারিখ, প্রসংগ এবং বিষয়বস্তু

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর অধিকাংশ সাহাবীগণের মতে এই সূরার সম্পূর্ণ অংশই মক্কায় অবতীর্ণ হইয়াছে । কিন্তু হযরত ইব্নে আব্বাস এবং কাতাদার মতে সূরাটির ২ হইতে ৪ আয়াত হিজরতের পরে নাযেল হইয়াছে । আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, সূরা ইউনুসে (১০ নম্বর সূরা) মানুষের প্রতি আল্লাহ্‌তা'লার ব্যবহারের উভয় দিক অর্থাৎ তাঁহার শাস্তি ও দয়া সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা হইয়াছে । কিন্তু, সূরা হূদে (১১ নম্বর সূরা) মূলতঃ ঐশী শাস্তি বা আযাব প্রসংগেই অধিকতর বর্ণনা আসিয়াছে এবং বর্তমান সূরায় (সূরা ইউসুফ-১২ নম্বর সূরা) আল্লাহ্ তা'লার রহম ও অনুকম্পার বিষয়ে আলোচনা হইয়াছে। আল্লাহ্‌তা'লার আযাব প্রসংগে আলোচিত পূর্বের সূরাটি (সূরা হূদ) আল্লাহ্‌তা'লার দয়া সম্পর্কিত আলোচ্য বর্তমান সূরার (সূরা ইউসুফ) আগেই বসানো হইয়াছে, কেননা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর শত্রুদেরকে তাহাদের অন্যায় ও খারাপ কাজের জন্য শাস্তি প্রদানের পর তাহাদের জন্য আল্লাহ্‌তা'লার দয়া প্রদর্শনের ব্যবস্থা নির্ধারিত ছিল । যাহাই হউক, কুরআন শরীফের সমস্ত সূরা হইতে বর্তমান সূরাটির একটি আলাদা বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে । ইহার শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত মাত্র একজন নবী অর্থাৎ হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর জীবনের ইতিহাস ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে । এই দিক হইতে সূরা ইউসুফ অন্য সব সূরা হইতে স্বতন্ত্র । এই স্বাতন্ত্রের মূল কারণ হইতেছে এই যে, হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর জীবন, ছোট ছোট ঘটনার দিক হইতেও হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর জীবনের সহিত খুবই সাদৃশ্যপূর্ণ । তাই, আলোচ্য সূরাটিতে হযরত ইউসুফ (আঃ)–এর জীবনের বিভিন্ন ঘটনার একটি বিশদ বর্ণনা এই জন্যই করা হইয়াছে যাহাতে ইহা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর জীবনের সম্ভাব্য ঘটনাবলীর অগ্রিম সঙ্কেত হিসাবে পরিগণিত হইতে পারে । সূরা ইউনুসে (১০ নম্বর সূরা) ঐশী অনুগ্রহের একটি দৃষ্টান্ত স্বরূপ হযরত ইউনুস (আঃ)-এর ঘটনা বর্ণিত হইয়াছিল, এবং বর্তমান সূরাতে আরো বিস্তারিত ভাবে, হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর জীবনের বিভিন্ন ঘটনা সেই ঐশী রহমতের বিস্তৃত দৃষ্টান্ত হিসাবে পেশ করা হইয়াছে । ইহার জন্য প্রধানতঃ দুইটি কারণই প্রণিধানযোগ্য।(১) হযরত ইউনুস (আঃ) এবং হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর জীবনের ঘটনাবলী মূলতঃ উভয়ের জীবনের শেষের দিক হইতেই সামঞ্জস্যপূর্ণ; কিন্তু হযরত ইউসুফ (আঃ) এবং হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর জীবনের ছোট ছোট ঘটনার মধ্যেও অনেক সাদৃশ্য বিদ্যমান । (২) হযরত ইউনুস (আঃ) এবং হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর মধ্যে সাদৃশ্য অনেকটা আংশিক, কেননা পরিণামে উভয়ের কওমকেই আল্লাহ্‌তা'লার দয়া ও অনুকম্পার ফলে ক্ষমা করা হইয়াছিল, তবে যেভাবে আল্লাহ্‌তা'লা হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর ভ্রাতৃবৃন্দ এবং হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর স্বজাতির সহিত ব্যবহার করিয়াছিলেন, সাদৃশ্যের দিক হইতে তাহা ছিল অনেক ব্যাপক ও সুস্পষ্ট । হযরত ইউনুস (আঃ)-এর কওমের প্রতি যে দয়া প্রদর্শন করা হইয়াছিল, তাহা আল্লাহ্ তা'লার প্রত্যক্ষ মেহেরবাণীর ফলেই করা হইয়াছিল । তাহাতে হযরত ইউনুস (আঃ)-এর কোন হাত ছিল না । পক্ষান্তরে, হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর ভ্রাতৃবৃন্দকে ক্ষমা করার ঘোষণা স্বয়ং ইউসুফ (আঃ) করিয়াছিলেন, ঠিক অনুরূপভাবে মক্কা বিজয়ের দিন স্বয়ং হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর মুখ হইতে মক্কার কুরায়শগণকে নিরঙ্কুশ ও শর্তহীন ক্ষমা ঘোষণার কথা উচ্চারিত হইয়াছিল ।

১২-সূরা ইউসুফ

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্ সহ ইহাতে ১১২ আয়াত ও ১২ রুকূ আছে ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১ । আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

الٓرٰ ۚ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ②

২ । আলিফ লাম রা ।[১৩৫৫-ক] এইগুলি সুস্পষ্ট[১৩৫৬] কিতাবের আয়াত ।

اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ قُرْءٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ③

৩ । নিশ্চয় আমরা ইহাকে কুরআন (পুনঃ পুনঃ পঠনীয়) রূপে আরবী ভাষায়[১৩৫৭] নাযেল করিয়াছি যেন তোমরা বুঝিতে পার ।

১৩৫৫-ক । ১৬ টিকা দ্রষ্টব্য ।

১৩৫৬ । 'মুবীন' (স্পষ্ট), 'আবানা' হইতে উৎপন্ন, সমাপিকা ক্রিয়া বিশেষণ পদ । 'আবানা' সকর্মক এবং অকর্মক উভয় ক্রিয়াপদে ব্যবহৃত হইয়া থাকে । মুবিন শব্দের অর্থ (১) যাহা সুস্পষ্ট নিদর্শন; (২) যাহা অন্যান্য বস্তুকে স্পষ্ট করিয়া দেখায় এবং (৩) যাহা কোন বস্তুকে অন্যটি হইতে বিভক্ত করে এবং ইহাকে সুনির্দিষ্টরূপে পৃথক করিয়া দেখায় (লেইন)। 'মুবিন' শব্দের অর্থ অনুযায়ী, ইহা কুরআন করীমের তিনটি প্রধান বৈশিষ্টোর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে, যথাঃ (১) ইহা (কুরআন) শুধু প্রকৃত ঘটনা খোলাখুলি বর্ণনা করিয়া, ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া এবং নিয়ম-নীতি ও অধ্যাদেশ নির্ধারণ করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, অধিকন্তু ইহা যাহা বলে ও দাবী করে উহার স্বপক্ষে অকাট্য দলিল-যুক্তি দ্বারা বাস্তবে প্রমাণ ও সমর্থন করিয়াছে; (২) ইহা শুধু নিজস্ব গণ্ডির মধ্যেই সুস্পষ্ট নয়, বরং পূর্বের নাযেল-কৃত ঐশী কিতাব সমূহে যেসব প্রচ্ছন্নতা ও দ্ব্যর্থকতা আছে উহাকেও সুস্পষ্ট করিয়া দিয়াছে; এবং (৩) আল্লাহর নৈকট্য লাভ করিতে হইলে যাহা অত্যাবশ্যক, শরীয়াতের বিধান, নীতি-তত্ত্ব ও ঈমান সম্পর্কে যাহা কিছু বর্ণিত, এই সকল বিষয়ই কুরআন সম্পূর্ণরূপে স্পষ্ট করিয়া দিয়াছে ।

১৩৫৭ । "আরাবী" এর উৎপত্তি 'আরিবা' বা 'আরুবা' হইতে । 'আরিবাতুল্-বি'রু'-এর অর্থ এই কূপে অনেক পানি ছিল । আরুবার রাজুলু-এর অর্থ লোকটি তাহার বক্তব্যের মাঝে রুঢ় হইয়া খুব সহজ ও স্পষ্টভাবে কথা বলিয়াছিল; সে সতেজ বা জীবন্ত হইয়া উঠিল । অতএব, "কুরআনান্ আরাবীয়ান"-এর অর্থ হইবেঃ (১) যে গ্রন্থ অত্যন্ত নিয়মিত এবং ব্যাপকভাবে পঠিত হয় এবং (২) যাহা উহার বিশদ অর্থ অধিক বুদ্ধিশক্তিসম্পন্ন, প্রাঞ্জল এবং সুস্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করিতে পারে (লেইন)। আরবী শব্দ সম্পূর্ণতা, প্রাচুর্য ও স্পষ্টতা এই সকল ভাব প্রকাশ করে । আরবী ভাষার এই নামকরণ করার কারণ এই যে, ইহার পূর্ণ অর্থবহ অসংখ্য মূল শব্দ রহিয়াছে এবং ইহা অত্যন্ত সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ ক্ষমতাসম্পন্ন, প্রাঞ্জল ও ব্যাপক তাৎপর্যপূর্ণ ।

আরবী ভাষাতে যথাপযুক্ত শব্দ এবং শব্দ-গুচ্ছ রহিয়াছে যদ্দারা সব ধরণের ভাব, কল্পনা ও সর্বপ্রকার অর্থ প্রকাশ করা যায়। যে কোন বিষয়বস্তু যথার্থতা এবং সম্পূর্ণতার সাথে এই ভাষাতে আলোচনা করা যায় যাহা অন্য কোন ভাষার তুলনায় অনন্য বৈশিষ্টোর অধিকারী । ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, আরবী মূল শব্দ বা ভিত্তির দিক দিয়া পরিপূর্ণ ভাষা। ইহা শত সহস্র মূল শব্দ নিয়া গঠিত যাহা বিশাল বৈচিত্রময় অর্থে পরিপূর্ণ । বিখ্যাত ভাষাবিদ ইবনে জিন্নি অন্য আরেকজন প্রামাণ্য খ্যাতনামা ভাষাবিদ আবু আলীর বরাত দিয়া দাবী করিয়াছেন যে, আরবী ভাষা উহার প্রতিটি অক্ষর পর্যন্ত স্পষ্ট এবং নির্দিষ্ট অর্থ বহন করে । উদাহরণ স্বরূপ তিনি উল্লেখ করিয়াছেন যে, মিম, লাম্ এবং কাফ্ অক্ষর একত্রে শক্তির ধারণা প্রকাশ করে—এই অর্থ কম বেশী সকল শব্দে প্রচলিত যাহা এই অক্ষরগুলির সাহায্যে গঠিত অথবা এই মূল হইতে উৎপন্ন। পূর্ববর্তী আয়াতে কুরআনকে 'এই কিতাব' বলা হইয়াছে, যাহা একটি ভবিষ্যদ্বাণী বহন করিতেছে যে, ইহা সর্বকালে গ্রন্থাকারে সংরক্ষিত হইতে থাকিবে । বর্তমান আয়াত 'এই কিতাব' কে 'এই কুরআন' বলিয়া আখ্যায়িত করিয়া ভবিষ্যদ্বাণী করিতেছে যে, ইহা অত্যন্ত ব্যাপকভাবে পঠিত হইবে এবং খুব সুচিন্তিত রূপে ইহার চর্চা করা হইবে । এই বাস্তব ঘটনাটি ইসলামের বিরুদ্ধ বাদীগণের কেহই অস্বীকার করিতে পারে না যে, অন্য কোন গ্রন্থ কুরআনের তুল্য ব্যাপক এবং পুনঃ পুনঃ পাঠ করা হয় না । অধ্যাপক নলডিকি বলেন, 'যেহেতু কুরআনের ব্যবহারকারীগণ উপাসনালয়ে, বিদ্যালয়ে এবং অন্যান্য ভাবে খৃষ্টান দেশসমূহে বাইবেল পাঠের তুলনায় অধিকতর, সেহেতু ইহা প্রকৃতই বলা হইয়াছে যে, পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা অধিক ব্যাপকভাবে পঠিত গ্রন্থ হইল কুরআন' (এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটেনিকা, নবম সংস্করণ)।

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ اَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَآ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ هٰذَا الْقُرْاٰنَ ۚ وَاِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهٖ لَمِنَ الْغٰفِلِيْنَ ۝

৪। আমরা তোমার প্রতি এই যে কুরআন ওহী করিতেছি, উহার মাধ্যমে আমরা তোমার নিকট সর্বোত্তম বৃত্তান্ত বর্ণনা করিতেছি অথচ তুমি ইতিপূর্বে গাফেলদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে। [১৩৫৮]

اِذْ قَالَ يُوْسُفُ لِاَبِيْهِ يٰٓاَبَتِ اِنِّيْ رَاَيْتُ اَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَاَيْتُهُمْ لِيْ سٰجِدِيْنَ ۝

৫। (তুমি সেই সময়কে স্মরণ কর) যখন ইউসুফ[১৩৫৯] তাহার পিতাকে বলিয়াছিল, 'হে আমার পিতা ! নিশ্চয় আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি এগারটি নক্ষত্র এবং সূর্য ও চন্দ্রকে— আমি উহাদিগকে দেখিয়াছি আমার জন্য সেজদাবনত অবস্থায়।' [১৩৬০]

قَالَ يٰبُنَيَّ لَا تَقْصُصْ رُءْيَاكَ عَلٰٓى اِخْوَتِكَ فَيَكِيْدُوْا لَكَ كَيْدًا ۭ اِنَّ الشَّيْطٰنَ لِلْاِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ۝

৬। সে বলিল, 'হে আমার প্রিয় পুত্র ! তুমি তোমার স্বপ্ন তোমার ভাইদের নিকট বর্ণনা করিও না, অন্যথায় তাহারা তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র পাকাইবে, নিশ্চয় শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু;

وَكَذٰلِكَ يَجْتَبِيْكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكَ وَعَلٰٓى اٰلِ يَعْقُوْبَ كَمَآ اَتَمَّهَا عَلٰٓى اَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْحٰقَ ۭ اِنَّ رَبَّكَ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۝ ع

৭। এবং (যেমন তুমি দেখিয়াছ) এই ভাবেই তোমার প্রতিপালক তোমাকে মনোনীত করিবেন এবং তোমাকে যাবতীয় (রূহানী) বিষয়ের ব্যাখ্যা শিক্ষা দিবেন এবং তিনি তাঁহার নেয়ামতসমূহ তোমার এবং ইয়াকূবের[১৩৬১] বংশধরগণের উপর পূর্ণ করিবেন যেভাবে ইতিপূর্বে তিনি ইহা তোমার দুই পিতৃপুরুষ—ইব্‌রাহীম ও ইসহাকের উপর পূর্ণ করিয়াছিলেন, নিশ্চয় তোমার প্রভু সর্বজ্ঞানী, পরম প্রজ্ঞাময়।

১ [৭] ১১

১৩৫৮। হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর ঘটনাবলী নবী করীম (সাঃ)-এর নিকট বিস্তারিতভাবে নাযেল হওয়ার কারণ এই যে, ঐ সকল ঘটনাবলীর মধ্যে তাঁহার নিজের জীবনের জন্যও পরোক্ষ ভবিষ্যদ্বাণী নিহিত রহিয়াছে। ঐ সব ঘটনা রসূল করীম (সাঃ)-এর ব্যক্তি জীবনে এবং তাঁহার ভাই কুরায়শদের ব্যাপারে পুনঃ সংঘটিত হওয়ার জন্য নির্ধারিত ছিল।

১৩৫৯। হযরত ইয়াকুব (আঃ) (যিনি ইসরাঈল নামেও পরিচিত)-এর দ্বাদশ পুত্র ছিল। হযরত ইউসুফ (আঃ), ছিলেন রাহেলের গর্ভজাত দুই পুত্রের বয়োজ্যেষ্ঠ। 'ইউসুফ' নামের অর্থ 'বৃদ্ধি' অর্থাৎ 'সদা প্রভু আমাকে আরও এক পুত্র দিউন' (আদি পুস্তক-৩০ঃ২৪)।

১৩৬০। বাইবেলে উল্লেখিত হইয়াছে যে, প্রথমে সূর্য এবং চন্দ্র ও পরে এগারটি নক্ষত্র ইউসুফ (আঃ)-কে সেজদা করিয়াছিল (আদি-৩৭ঃ৯)। কিন্তু কুরআন উহাকে উল্টা করিয়া দেখাইয়াছে; এবং ইতিহাসের প্রকৃত ঘটনা কুরআনে উল্লেখিত বর্ণনাকেই সমর্থন করে। কারণ ইউসুফ (আঃ)-এর এগার ভাইই (এগার নক্ষত্র) প্রথমে তাঁহার সঙ্গে মিলিত হইয়া অভিবাদন করিয়াছিল এবং তাঁহার পিতা-মাতা পরবর্তীতে আসিয়া মিলিয়াছিলেন। এই আয়াত ব্যক্ত করিতেছে যে, তাঁহার মাতা-পিতা ও ভাইয়েরা হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর আনুগত্য স্বীকার করিয়া নিয়াছিল।

১৩৬১। বাইবেলে ইয়াকুব নামের ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে; (আদি-২৭ঃ৩৬)। অতি প্রচলিত অভিমত এই যে, 'ইয়াকুব' শব্দটি প্রকৃতপক্ষে 'ইয়াআকুবেল' হইতে সংক্ষেপিত এবং ইহার বিভিন্ন অর্থ হয়, যথাঃ 'খোদা অনুসরণ করেন' বা 'খোদা পুরস্কার দেন।' হযরত ইয়াকুব (আঃ) হইলেন হযরত ইসহাক (আইসাক) ও রেবেকার পুত্র এবং হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ)-এর প্রৌত্র। তিনি ছিলেন ইসরাঈল জাতির ঐতিহ্যগত পূর্বপুরুষ এবং তৃতীয় গোষ্ঠীপতি হিসাবে খ্যাত (এনসাইকো, বিব, এন্ড যিউ এনসাইকো,)।

لَقَدْ كَانَ فِيْ يُوْسُفَ وَاِخْوَتِهٖٓ اٰيٰتٌ لِّلسَّآئِلِيْنَ ۝٨

৮। নিশ্চয় ইউসুফ ও তাহার ভাইদের মধ্যে অনুসন্ধান-কারীদের জন্য নিদর্শনাবলী রহিয়াছে ;

اِذْ قَالُوْا لَيُوْسُفُ وَاَخُوْهُ اَحَبُّ اِلٰٓى اَبِيْنَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ ۭ اِنَّ اَبَانَا لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنِ ۝٩ۚ

৯। যখন তাহারা (একে অপরকে) বলিয়াছিল, 'নিশ্চয় ইউসুফ এবং তাহার ভাই আমাদের পিতার নিকট আমাদের চাইতে অধিকতর প্রিয় অথচ আমরা একটি শক্তিশালী দল,[১৩৬২] নিশ্চয় আমাদের পিতা স্পষ্ট ভ্রান্তির মধ্যে নিপতিত;

اقْتُلُوْا يُوْسُفَ اَوِ اطْرَحُوْهُ اَرْضًا يَّخْلُ لَكُمْ وَجْهُ اَبِيْكُمْ وَتَكُوْنُوْا مِنْۢ بَعْدِهٖ قَوْمًا صٰلِحِيْنَ ۝١٠

১০। (সুতরাং) ইউসুফকে হত্যা কর[১৩৬৩] অথবা তাহাকে কোন দূরদেশে ফেলিয়া দাও, ফলে তোমাদের পিতার সুদৃষ্টি কেবল তোমাদের জন্যই একচেটিয়া হইয়া যাইবে; এবং ইহার পরে তোমরা (তওবা করিয়া) সাধু লোক হইয়া যাইবে।'

قَالَ قَآئِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوْا يُوْسُفَ وَاَلْقُوْهُ فِيْ غَيٰبَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ اِنْ كُنْتُمْ فٰعِلِيْنَ ۝١١

১১। তাহাদের মধ্য হইতে একজন[১৩৬৪] বলিল, 'তোমরা ইউসুফকে হত্যা করিও না; যদি তোমরা (কিছু) করিতেই চাহ তাহা হইলে তাহাকে এক গভীর কূপের তলদেশে ফেলিয়া দাও; কোন কাফেলার কেহ তাহাকে তুলিয়া লইয়া যাইবে।'

قَالُوْا يٰٓاَبَانَا مَا لَكَ لَا تَاْمَنَّا عَلٰي يُوْسُفَ وَاِنَّا لَهٗ لَنٰصِحُوْنَ ۝١٢

১২। তাহারা বলিল, 'হে আমাদের পিতা ! তোমার কি হইয়াছে যে, ইউসুফের ব্যাপারে তুমি আমাদিগকে বিশ্বাস কর না, অথচ আমরা তো তাহার শুভাকাঙ্খী ?

اَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَّرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ ۝١٣

১৩। আগামীকল্য তাহাকে আমাদের সঙ্গে পাঠাইয়া দাও, সে আমোদ-প্রমোদ করিয়া এবং খেলা-ধূলা করিয়া বেড়াইবে এবং নিশ্চয়ই আমরা তাহার হিফাযতকারী।'

قَالَ اِنِّيْ لَيَحْزُنُنِيْٓ اَنْ تَذْهَبُوْا بِهٖ وَاَخَافُ اَنْ يَّاْكُلَهُ الذِّئْبُ وَاَنْتُمْ عَنْهُ غٰفِلُوْنَ ۝١٤

১৪। সে বলিল, 'ইহা নিশ্চয় আমাকে বড় চিন্তান্বিত করিতেছে যে তোমরা তাহাকে লইয়া যাইবে, এবং আমি এই ভয়ও করিতেছি যে,তোমরা তাহার সম্বন্ধে যখন গাফেল হইয়া যাইবে তখন নেকড়ে বাঘ তাহাকে খাইয়া ফেলিবে।[১৩৬৫]

১৩৬২। যেরূপে হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর ভ্রাতৃবৃন্দ এই কারণে ক্রুদ্ধ হইয়াছিল যে, তাহারা হযরত ইউসুফ হইতে সর্বতোভাবে উৎকৃষ্ট হওয়া সত্ত্বেও (তাহাদের ধারণামতে), তিনি পিতার আদরের পাত্র এবং তাঁহার মনযোগের কেন্দ্র বিন্দু, একই ভাবে কুরায়শ নেতারা বলিয়াছিল যে, কুরআন তো অবশ্যই মক্কা বা তায়েফের জ্ঞানী-গুণী বিশিষ্ট লোকদের নিকট অবতীর্ণ হওয়া উচিৎ ছিল (৪৩ঃ৩২)। তাহারা নবী করীম (সাঃ)-এর 'নবুওয়াতের' মহান মর্যাদাপূর্ণ আসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার ব্যাপারে ঈর্ষান্বিত ছিল এবং তাঁহাকে অতি নগণ্য ব্যক্তি মনে করিয়া উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখিত।

১৩৬৩। যেরূপে ইউসুফ (আঃ)-এর ভাইয়েরা তাঁহাকে হত্যা করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছিল, তদ্রূপ মক্কার কুরায়শগণ হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-কে নিহত করার ষড়যন্ত্র করিয়াছিল (৮ঃ৩১)।

১৩৬৪। 'কায়েলুন' একজন বলিল অর্থাৎ তাঁহার ভাই রিউবেন বা রুবিন বলিল (আদি-৩৭ঃ২২)।

১৩৬৫। এই আয়াত হইতে বুঝা যায় যে, হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর ভাইদের দ্বারা তাঁহাকে হত্যার ষড়যন্ত্রের কথা হযরত ইয়াকুব (আঃ)

قَالُوْا لَئِنْ اَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ اِنَّآ اِذًا لَّخٰسِرُوْنَ ﴿١٤﴾

১৫ । তাহারা বলিল, 'আমরা এক শক্তিশালী দল হওয়া সত্বেও যদি নেকড়ে বাঘ তাহাকে খাইয়া ফেলে তাহা হইলে অবশ্যই আমরা (বিশেষভাবে) ক্ষতিগ্রস্ত হইব ।'

فَلَمَّا ذَهَبُوْا بِهٖ وَاَجْمَعُوْٓا اَنْ يَّجْعَلُوْهُ فِيْ غَيٰبَتِ الْجُبِّ ۚ وَاَوْحَيْنَآ اِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِاَمْرِهِمْ هٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿١٥﴾

১৬ । অতঃপর, যখন তাহারা তাহাকে লইয়া গেল, এবং তাহাকে এক গভীর কূপের তলদেশে ফেলিয়া দেওয়ার ব্যাপারে তাহারা একমত হইল এবং (তাহারা যখন তাহাদের দুরভিসন্ধি কার্যকরী করিল), আমরা তাহার প্রতি ওহী করিলাম (এই বলিয়া), 'নিশ্চয় তুমি (একদিন) তাহাদিগকে তাহাদের এই কার্যকলাপের বিষয় অবহিত করিবে; বস্তুতঃ তাহারা (ইহা) বুঝিতেছে না ।'

وَجَآءُوْٓ اَبَاهُمْ عِشَآءً يَّبْكُوْنَ ﴿١٦﴾

১৭ । এবং তাহারা রাত্রি সমাগমে কাঁদিতে কাঁদিতে তাহাদের পিতার নিকট আসিল ।

قَالُوْا يٰٓاَبَانَآ اِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوْسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَاَكَلَهُ الذِّئْبُ ۚ وَمَآ اَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صٰدِقِيْنَ ﴿١٧﴾

১৮ । এবং তাহারা বলিল, 'হে আমাদের পিতা ! নিশ্চয় আমরা দৌড়ের প্রতিযোগিতায় ছুটিয়া গেলাম এবং ইউসুফকে আমাদের জিনিসপত্রের নিকট রাখিয়া গেলাম, তখন এক নেকড়ে বাঘ তাহাকে খাইয়া ফেলিল, কিন্তু আমরা সত্যবাদী হইলেও তুমি তো আমাদের কথা বিশ্বাস করিবে না।'[১৩৬৬]

وَجَآءُوْ عَلٰى قَمِيْصِهٖ بِدَمٍ كَذِبٍ ۭ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ اَنْفُسُكُمْ اَمْرًا ۭ فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ ۭ وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰي مَا تَصِفُوْنَ ﴿١٨﴾

১৯ । এবং তাহারা তাহার জামায় মিথ্যা রক্ত লেপন করিয়া আনিয়াছিল । সে বলিল, (এই কথা সত্য নহে) বরং তোমাদের মন তোমাদের জন্য একটি বিষয়কে সুন্দর করিয়া দেখাইয়াছে।[১৩৬৭] সুতরাং উত্তম ভাবে ধৈর্য ধারণ করাই শ্রেয়ঃ, এবং তোমরা যাহা বলিতেছ সে বিষয়ে একমাত্র আল্লাহ্ই আছেন যাঁহার নিকট সাহায্য চাওয়া যাইতে পারে ।'

وَجَآءَتْ سَيَّارَةٌ فَاَرْسَلُوْا وَارِدَهُمْ فَاَدْلٰى دَلْوَهٗ ۭ قَالَ يٰبُشْرٰى هٰذَا غُلٰمٌ ۭ وَاَسَرُّوْهُ بِضَاعَةً ۭ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِمَا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٩﴾

২০ । এবং সেখানে এক কাফেলা আসিল এবং তাহারা তাহাদের পানি সংগ্রহকারীকে পাঠাইল । এবং সে তাহার (চামড়ার) বালতি (কূপে) নামাইল। সে বলিল, 'বড়ই সুসংবাদ! এই যে এক বালক !' তাহারা তাহাকে ব্যবসার পণ্য হিসাবে[১৩৬৮] লুকাইয়া রাখিল; এবং তাহারা যাহা করিতেছিল উহা আল্লাহ্ বিশেষভাবে অবগত ছিলেন ।

পূর্বাহ্নেই সাধারণভাবে আল্লাহ তা'লার নিকট হইতে অবহিত হইয়াছিলেন । সুতরাং পূর্বেই অভিযুক্ত করিয়া তিনি যেন অবিকল সেই কথাগুলিই বলিলেন, যাহা তাহারা পরে তাহাদের ঘৃণ্য অপরাধ স্খালনের জন্য বলিয়াছিল ।

১৩৬৬ । তাহাদের বাহানা মনের দুর্বলতাকে ফাঁস করিয়া দিল এবং অপরাধী-মনের চিহ্ন তাহাদের চেহারায় ভাসিয়া উঠিল ।

১৩৬৭ । এই আয়াত ইহাই ব্যক্ত করিতেছে যে, হযরত ইয়াকুব (আঃ) তাঁহার পুত্রদের বর্ণনাকে একটি বানাওট বা মিথ্যা তৈয়ারী গল্প মনে করিয়াছিলেন ।

১৩৬৮ । মরুযাত্রীদল হযরত ইউসুফ (আঃ)-কে মহা মূল্যবান পণ্য দ্রব্য গণ্য করিয়া নিরাপদে নিয়া চলিল ।

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍۭ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ ۚ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ ﴿٢٠﴾

২১। এবং তাহারা তাহাকে অল্প মূল্যে কতক দিরহামের বিনিময়ে বিক্রয় করিল; বস্তুতঃ তাহারা উহার সম্বন্ধে মোটেই আগ্রহী ছিল না। [১৩৬৮-ক]

২ [১৪] ১২

وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا ۚ وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ ۚ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢١﴾

২২। এবং মিশরের যে ব্যক্তি [১৩৬৯] তাহাকে ক্রয় করিয়াছিল, সে তাহার স্ত্রীকে বলিল, 'তুমি তাহার সম্মানজনক বসবাসের ব্যবস্থা কর। সে আমাদের কোন উপকারে আসিতে পারে অথবা আমরা তাহাকে পুত্র রূপেও গ্রহণ করিতে পারি।' এবং এই ভাবেই আমরা ইউসুফকে সেই দেশে মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিলাম, এবং (ইহা আমরা এই জন্য করিলাম) যেন আমরা তাহাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দিই। এবং আল্লাহ্ তাঁহার কার্য সম্পাদনের উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান, কিন্তু অধিকাংশ লোক ইহা জানে না।

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٢﴾

২৩। এবং যখন সে তাহার পূর্ণ যৌবনে উপনীত হইল,আমরা তাহাকে বিচার-বুদ্ধি ও প্রজ্ঞা সম্বন্ধে জ্ঞান দান করিলাম। বস্তুতঃ এইভাবে আমরা সৎকর্মপরায়ণদিগকে প্রতিদান দিয়া থাকি।

وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ ۚ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ ۖ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٣﴾

২৪। এবং যে স্ত্রীলোকটির বাড়িতে সে থাকিত, সে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহাকে (কুকর্মে) প্ররোচিত করিতে লাগিল[১৩৭০]এবং সকল দরজা বন্ধ করিয়া দিল এবং বলিল, 'তুমি আস।'[১৩৭১]সে বলিল, 'আমি আল্লাহ্‌র আশ্রয় চাহিতেছি। নিশ্চয় তিনি আমার প্রতিপালক,[১৩৭২] তিনি আমাকে সম্মানজনকভাবে (তোমাদের সহিত) বসবাস করিতে দিয়াছেন, নিশ্চয় যালেমগণ কখনও সফলকাম হয় না।'

১৩৬৮-ক। 'ফীহি' শব্দের অংশ হি-এর অর্থ 'তাহাকে' অথবা 'ইহা' দুইই হইতে পারে, যাহা ইউসুফ (আঃ) অথবা মূল্য উভয়কে ইংগিত করে (দি লারজার এডিশন অব দি কমেনটারী দ্রষ্টব্য)।

১৩৬৯। মিশরের অধিবাসী,যিনি ইউসুফ (আঃ)-কে ক্রয় করিয়াছিলেন, ইহুদী সাহিত্যে তিনি পটিফার নামে খ্যাত (এনসাইক্লো, বিব, এবং আদি-৩৯ঃ১)। তিনি রাজকীয় রক্ষীবাহিনীর অধিনায়ক ছিলেন, যাহাকে প্রাচীন আমলে অতি উচ্চ মর্যদার অধিকারী কর্মকর্তা মনে করা হইত।

১৩৭০। 'রাওয়াদাহু' অর্থ সে চেষ্টা করিয়াছিল অথবা তাহাকে কোন কিছুর প্রতি বা কিছু হইতে অন্যায় কাজে প্ররোচিত করার জন্য খোসামোদ করিয়া অথবা কপট কৌশলের মাধ্যমে ফিরাইতে চাহিয়াছিল (লেইন)।

১৩৭১। হাইতা অর্থ 'আসো বা আগে আসো' অথবা তাড়াতাড়ি কর, এবং বাগ্‌ধারা 'হাইতা লাকা' অর্থ হয় 'তুমি আসো বা এখন আস' আরো অর্থ হয়, 'আসো আমি তোমার জন্য প্রস্তুত অথবা আমি তোমাকে অভ্যর্থনা করিতে প্রস্তুত (লেইন, মুফরাদাত)।

১৩৭২। এই আয়াত হইতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, স্ত্রীলোকটি ইউসুফ (আঃ)-কে প্রলোভিত করার চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ মনোরথ হইয়াছিল এবং হযরত ইউসুফ (আঃ) তাহার কুমন্ত্রণাকে প্রতিরোধ করিতে কৃতকার্য হইয়াছিলেন। ইন্নাহু রাব্বী- অর্থ 'তিনি আমার প্রভু' কথাগুলি আল্লাহ্‌তা'লাকে ইংগিত করিতেছে; ইউসুফ (আঃ)-এর মিশরীয় প্রভুকে বুঝায় না—যেমন কোন কোন ব্যাখ্যাকারী ভুল ধারণা পোষণ করিয়া থাকেন।

وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهٖ ۚ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَآ اَنْ رَّاٰ بُرْهَانَ رَبِّهٖ ؕ كَذٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوْٓءَ وَالْفَحْشَآءَ ؕ اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِيْنَ ﴿٢٤﴾

২৫। এবং স্ত্রীলোকটি (ইউসুফের সম্বন্ধে) সংকল্প দৃঢ় করিল; এবং সেও স্ত্রীলোকটির (নিকট হইতে সরিয়া যাওয়ার) সংকল্প দৃঢ়[১৩৭৩] করিল। যদি সে তাহার প্রভুর[১৩৭৪] উজ্জ্বল নিদর্শন না দেখিত (তাহা হইলে সে এইরূপ সংকল্প করিতে পারিত না); এই ভাবেই (ঘটনাটি সংঘটিত) হইয়াছিল যাহাতে আমরা তাহার নিকট হইতে মন্দ আচরণ ও অশ্লীলতা দূর করিতে পারি। নিশ্চয় সে আমাদের মনোনীত বান্দাগণের অন্তর্ভুক্ত ছিল।[১৩৭৫]

وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيْصَهٗ مِنْ دُبُرٍ وَّاَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا الْبَابِ ؕ قَالَتْ مَا جَزَآءُ مَنْ اَرَادَ بِاَهْلِكَ سُوْٓءًا اِلَّآ اَنْ يُّسْجَنَ اَوْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٢٥﴾

২৬। এবং তাহারা উভয়েই দরজার দিকে দৌড়াইল এবং (টানাটানির মধ্যে) স্ত্রীলোকটি ইউসুফের জামা পিছন হইতে ছিঁড়িয়া ফেলিল এবং তাহারা স্ত্রীলোকটির স্বামীকে দরজার নিকটে দেখিতে পাইল। তখন স্ত্রীলোকটি (তাহার স্বামীকে) বলিল, 'যে ব্যক্তি তোমার স্ত্রীর সহিত মন্দ আচরণ করিতে চাহে তাহাকে কয়েদ করা অথবা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেওয়া ব্যতীত তাহার শাস্তি আর কি হইতে পারে।'

قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِيْ عَنْ نَّفْسِيْ ۚ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ اَهْلِهَا ۚ اِنْ كَانَ قَمِيْصُهٗ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ﴿٢٦﴾

২৭। সে (ইউসুফ) বলিল, 'সে আমাকে আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে প্ররোচনা দিয়াছিল।' সেই সময় স্ত্রীলোকটির পরিজন হইতে একজন সাক্ষী (এই বলিয়া) সাক্ষ্য দিল যে, পুরুষটির জামা যদি সম্মুখ দিক হইতে ছিঁড়া থাকে তাহা হইলে স্ত্রীলোকটি সত্য বলিয়াছে এবং পুরুষটি মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত;

وَاِنْ كَانَ قَمِيْصُهٗ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿٢٧﴾

২৮। কিন্তু যদি পুরুষটির জামা পিছন দিক হইতে ছিঁড়া থাকে, তাহা হইলে স্ত্রীলোকটি মিথ্যা বলিয়াছে এবং পুরুষটি সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত।'

১৩৭৩। ইউসুফের মালিকের স্ত্রী কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে মনস্থ করিয়াছিল। সেইরূপে ইউসুফও তাহার (স্ত্রীলোকটির) অসৎ উদ্দেশ্যকে প্রতিরোধ করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন। পূর্ববর্তী আয়াতে স্পষ্টভাবেই ব্যক্ত হইয়াছে যে, তিনি (ইউসুফ) কোনরূপ মন্দ চিন্তা করেন নাই। তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য ছিল তাঁহার মালিকের স্ত্রীকে কুমতলব হইতে বিরত রাখা।

১৩৭৪। খোলাখুলি নিদর্শন অর্থ ঐশী-নিদর্শন সমূহ যাহা ইউসুফ পূর্বেই দেখিয়াছিলেন অর্থাৎ আশ্চর্য স্বপ্ন যাহার মধ্যে তাঁহার জন্য ভবিষ্যৎ মর্যাদালাভ সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী ছিল (আয়াত-৫)। কূপে নিক্ষিপ্ত হইয়া তিনি যে ইলহাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন উহাতেও পরবর্তী সময় তাঁহার উচ্চপদ লাভ, যশ ও খ্যাতি অর্জন সম্পর্কে নির্দেশ করিতেছে (আয়াত-১৬) এবং কূপ হইতে জীবন্ত উদ্ধার পাওয়ার ঘটনার মধ্যেও **পারস্কার** নিদর্শন রহিয়াছে।

১৩৭৫। ঠিক যেরূপে ইউসুফ (আঃ)-কে খোদাভক্তি ও সাধুতার পথ হইতে বিচ্যুত করার জন্য প্ররোচিত করার চেষ্টা চালানো হইয়াছিল, সেই ভাবেই মক্কার পৌত্তলিকরা ব্যর্থ প্রচেষ্টা করিয়াছিল। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এক ও অদ্বিতীয় খোদার প্রচার পরিত্যাগ করিলে তাঁহাকে তাহাদের বাদশাহ করিবে অথবা তাঁহাকে বিশাল ধনসম্পদের অধিকারী করিয়া দিবে অথবা আরবের সর্বোত্তম সুন্দরী নারীর সঙ্গে তাঁহার বিবাহ দিবে বলিয়া তাহারা প্রলোভন দিয়াছিল। এই প্রস্তাব আঁ-হযরত (সাঃ) ঘৃণার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন একটি ঐতিহাসিক বাক্য উচ্চারণের মাধ্যমে, যাহা হইল— যদি তোমরা আমার ডান হাতে সূর্য এবং বাম হাতে চন্দ্রকেও আনিয়া দাও তবুও আমি আল্লাহ্‌তা'লার প্রচার ত্যাগ করিব না (হিশাম)।

فَلَمَّا رَاٰ قَمِيْصَهٗ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ اِنَّهٗ مِنْ كَيْدِكُنَّ ؕ اِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيْمٌ ﴿٢٩﴾

২৯। সুতরাং যখন সে[১৩৭৬] (গৃহস্বামী) দেখিল যে, ইউসুফের জামা পিছন দিক হইতে ছিঁড়া, তখন সে বলিল, 'নিশ্চয় ইহা তোমাদের নারী জাতির এক কৌশল। নিশ্চয় তোমাদের কৌশল বড় ভয়ংকর;[১৩৭৭]

يُوْسُفُ اَعْرِضْ عَنْ هٰذَا ۚ وَاسْتَغْفِرِيْ لِذَنْۢبِكِ ۖ اِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخٰطِـِٕيْنَ ﴿٣٠﴾ ع ৩ [৯] ১৩

৩০। হে ইউসুফ ! ইহা উপেক্ষা কর, এবং হে স্ত্রীলোক ! তুমি তোমার অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয় তুমিই অপরাধীদের অন্তর্ভুক্ত।'

وَقَالَ نِسْوَةٌ فِى الْمَدِيْنَةِ امْرَاَتُ الْعَزِيْزِ تُرَاوِدُ فَتٰىهَا عَنْ نَّفْسِهٖ ۚ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا ؕ اِنَّا لَنَرٰىهَا فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٣١﴾

৩১। এবং সেই শহরের মহিলাগণ বলিল, 'আযীযের স্ত্রী তাহার যুবক-দাসকে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে প্ররোচনা দিতে চাহে। সে তাহাকে (স্ত্রীলোকটিকে) গভীর প্রেমে বিমোহিত করিয়াছে।[১৩৭৯] নিশ্চয় আমরা তাহাকে (স্ত্রীলোকটিকে) প্রকাশ্য ভ্রান্তির মধ্যে দেখিতেছি।'

فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ اَرْسَلَتْ اِلَيْهِنَّ وَاَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَـًٔا وَّاٰتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّيْنًا وَّقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ ۚ فَلَمَّا رَاَيْنَهٗۤ اَكْبَرْنَهٗ وَقَطَّعْنَ اَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلّٰهِ مَا هٰذَا بَشَرًا ؕ اِنْ هٰذَاۤ اِلَّا مَلَكٌ كَرِيْمٌ ﴿٣٢﴾

৩২। এবং যখন স্ত্রীলোকটি তাহাদের কানাঘুষা শুনিল, তখন সে তাহাদিগকে (দাওয়াতে) ডাকিয়া পাঠাইল এবং তাহাদের জন্য সুসজ্জিত ভোজ-সভার আয়োজন করিল এবং তাহাদের প্রত্যেককে (খাবার কাটিবার জন্য) একটি করিয়া ছুরি দিল, এবং সে (ইউসুফকে) বলিল, 'তাহাদের সম্মুখে বাহির হও।' যখন তাহারা তাহাকে দেখিল তখন তাহাকে অতি মহান ব্যক্তিরূপে পাইল।[১৩৭৯-ক] এবং (বিস্ময়ে) তাহাদের নিজেদের হাত কাটিয়া ফেলিল[১৩৮০] এবং বলিল, 'আল্লাহ্‌রই মাহাত্ম্য। এই ব্যক্তি মানুষ নহে, এই ব্যক্তিতো এক মহান ফিরিশ্‌তা।'

১৩৭৬। এখানে 'সে' সর্বনাম বাড়ীর মালিককে ইঙ্গিত করিতেছে, যে সাক্ষ্য দিয়াছিল তাহাকে নহে।

১৩৭৭। স্ত্রীর দুর্নাম যতদূর সম্ভব ঢাকিয়া দেওয়ার উদ্দেশ্যে পটিফার ইহাকে নারীদের শঠতাপূর্ণ চক্রান্তের অভিযোগ করিয়াছিলেন বলিয়া অনুমিত হয়।

১৩৭৮। 'আল্ আযীয' শব্দ পটিফার-এর জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে। তিনি রাজার রক্ষীবাহিনীর অধিনায়ক ছিলেন। মনে হয় নবী করীম (সাঃ)-এর যুগে মিশরের প্রধান প্রধান উচ্চ পদস্থ ব্যক্তিবর্গকে 'আযীয' উপাধিতে অভিহিত করা হইত।

১৩৭৯। আরবী পরিভাষায় বাক্‌ধারাটি অর্থ হইতেছে হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর প্রতি ভালবাসা উক্ত মহিলার অন্তরের অন্তঃস্থলে বসিয়া গিয়াছিল; অথবা তাহার প্রতি ভালবাসা তাহাকে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিল অথবা তাহার হৃদয়ের আবরণকে বিদীর্ণ করিয়া দিয়াছিল (লেইন)।

১৩৭৯-ক। তাহারা তাঁহাকে পবিত্র, নিষ্পাপ, নির্দোষ ও গম্ভীর ব্যক্তিত্ব বলিয়া মনে করিল।

১৩৮০। ইহার ব্যাখ্যা এই হইতে পারে যে, যখন সেই রমনীকুল হযরত ইউসুফ (আঃ)-কে দেখিল তখন তাহারা তাঁহার পবিত্র, নিষ্পাপ ও সৌম্যমূর্তিময় চেহারা দেখিয়া বিস্ময়-বিহ্বল হইয়া অনামনস্কভাবে হস্তস্থিত ছুরিদ্বারা ফলের পরিবর্তে নিজেদের হাত কাটিয়া বসিল। অথবা এই বাক্য মহিলাদের বিস্ময়াভিভূত হওয়ার অবস্থার চিত্রাংকন বলা যাইতে পারে। আরবী বাগ্‌ধারায় 'আযযুল আনামেলে' (অর্থ দাঁতে আঙ্গুল কাটা) বিস্ময় বা হতবাক প্রকাশার্থেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে, এবং যেহেতু কোন কোন সময় বস্তুর নাম উহার অংশ বিশেষকেও বুঝাইয়া থাকে, সেইরূপে এখানে হাত শব্দ দ্বারাও হাতের আঙ্গুল বুঝায়। তালমুদ কিতাবে উল্লেখ রহিয়াছেঃ মেহমানদের কমলা লেবু দেওয়া হইয়াছিল এবং তাহারা (মহিলাগণ) যোসেফের (হযরত ইউসুফ-আঃ) প্রতি তাকাইয়া সম্পূর্ণরূপে বিমোহিত হইয়া গেল এবং অনামনস্ক হইয়া কেহ কেহ নিজের হাতের আঙ্গুল কাটিয়া বসিল (যিউ এনসাইক ও তালমুদ)।

قَالَتْ فَذٰلِكُنَّ الَّذِيْ لُمْتُنَّنِيْ فِيْهِ ۭ وَلَقَدْ رَاوَدْتُّهٗ عَنْ نَّفْسِهٖ فَاسْتَعْصَمَ ۭ وَلَىِٕنْ لَّمْ يَفْعَلْ مَآ اٰمُرُهٗ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُوْنًا مِّنَ الصّٰغِرِيْنَ ۝

৩৩। স্ত্রীলোকটি বলিল, 'দেখ, এই সেই ব্যক্তি যাহার সম্বন্ধে তোমরা আমাকে দোষারোপ করিয়াছ, আমি তাহার দ্বারা তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে মন্দ কাজ করিতে প্ররোচিত করিয়াছিলাম, কিন্তু সে (পাপ কাজ হইতে) বাঁচিয়া রহিল। এবং যদি সে ঐ কথা পালন না করে যাহা আমি আদেশ দিব, তাহা হইলে সে অবশ্যই কারারুদ্ধ এবং লাঞ্ছিতদের অন্তর্ভুক্ত হইবে।'

قَالَ رَبِّ السِّجْنُ اَحَبُّ اِلَيَّ مِمَّا يَدْعُوْنَنِيْٓ اِلَيْهِ ۚ وَاِلَّا تَصْرِفْ عَنِّيْ كَيْدَهُنَّ اَصْبُ اِلَيْهِنَّ وَاَكُنْ مِّنَ الْجٰهِلِيْنَ ۝

৩৪। সে (দোয়া করিয়া) বলিল, 'হে আমার প্রভু! তাহারা আমাকে যে কথার দিকে ডাকিতেছে তাহা অপেক্ষা কারাগার আমার নিকট অধিক প্রিয়, যদি তুমি তাহাদের চক্রান্তকে আমার উপর হইতে দূর করিয়া না দাও তাহা হইলে আমি তাহাদের প্রতি ঝুঁকিয়া পড়িব এবং অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হইব।'

فَاسْتَجَابَ لَهٗ رَبُّهٗ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ ۭ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۝

৩৫। সুতরাং তাহার প্রভু তাহার দোয়া শুনিলেন, এবং তাহার নিকট হইতে তাহাদের চক্রান্ত দূর করিয়া দিলেন। নিশ্চয় তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।

ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا رَاَوُا الْاٰيٰتِ لَيَسْجُنُنَّهٗ حَتّٰى حِيْنٍ ۝ ع

৩৬। অতঃপর তাহারা (আযীয ও প্রধানগণ তাহার নির্দোষ হওয়ার) চিহ্নাবলী দেখিয়া লইল, ইহার পরও তাহাদের মনে হইল (নিজেদের সুনাম রক্ষার্থে) অবশ্যই কিছু সময়ের জন্য তাহারা তাহাকে কারারুদ্ধ করিবেই।[১৩৮১]

৪ [৬] ১৪

وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيٰنِ ۭ قَالَ اَحَدُهُمَآ اِنِّيْٓ اَرٰىنِيْٓ اَعْصِرُ خَمْرًا ۚ وَقَالَ الْاٰخَرُ اِنِّيْٓ اَرٰىنِيْٓ اَحْمِلُ فَوْقَ رَاْسِيْ خُبْزًا تَاْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ ۭ نَبِّئْنَا بِتَاْوِيْلِهٖ ۚ اِنَّا نَرٰىكَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ ۝

৩৭। এবং তাহার সহিত কারাগারে আরও দুই জন যুবক প্রবেশ করিল। তাহাদের মধ্যে একজন বলিল, 'আমি (স্বপ্নে) নিজেকে দেখিয়াছি যে, আমি (আঙ্গুর হইতে) মদ নিংড়াইতেছি, এবং অপর ব্যক্তি বলিল, 'আমি (স্বপ্নে) নিজেকে দেখিয়াছি যে, আমি আমার মাথার উপর রুটি বহন করিতেছি যাহা হইতে পাখীরা খাইতেছে। [১৩৮২] তুমি আমাদিগকে ইহার ব্যাখ্যা বল; নিশ্চয় আমরা তোমাকে সৎকর্মশীলগণের অন্তর্ভুক্ত দেখিতেছি।'

১৩৮১। সেনা অধিনায়ক পটিফার-এর স্ত্রীর দুর্নাম রটিয়া যাওয়ায়, তাহার লোকেরা বোধহয় ভাবিয়াছিলঃ এই কলঙ্কময় অপবাদ রটনাকে বন্ধ করিতে হইলে ইউসুফকে কয়েদীর বেশে জেলে পাঠানো হইলে তাঁহাকে অপরাধী মনে করার জনমত সৃষ্টি হইবে এবং এই স্ত্রীলোকটির অপবাদ ইউসুফের উপর বর্তাইবে।

১৩৮২। মাদকদ্রব্য এবং রুটি প্রস্তুতকারীর স্বপ্ন বৃত্তান্ত জানার জন্য আদি পুস্তক-৪০ দ্রষ্টব্য।

قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهٖٓ إِلَّا نَبَّأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهٖ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا ۚ ذٰلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي ۚ إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ﴿٣٧﴾

৩৮। সে বলিল, 'তোমাদিগকে যে খাদ্য প্রদান করা হয় উহা তোমাদের নিকট আসিবার পূর্বেই আমি তোমাদিগকে ইহার ব্যাখ্যা বলিয়া দিব। ইহা (স্বপ্নের ব্যাখ্যা করার যোগ্যতা) এই জন্য যে, আমার প্রভু আমাকে শিক্ষা দিয়াছেন। নিশ্চয় আমি ঐসকল লোকের ধর্মমতকে পরিত্যাগ করিয়াছি যাহারা আল্লাহ্‌র উপর ঈমান রাখে না এবং যাহারা পরকালের উপর অবিশ্বাসী।

وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ۚ مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ۚ ذٰلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٣٨﴾

৩৯। এবং আমি আমার পিতৃপুরুষ ইব্‌রাহীম, ইসহাক, ইয়াকুবের ধর্মমতের অনুসরণ করিয়াছি। আল্লাহ্‌র সঙ্গে কোন বস্তুকে শরীক করা আমাদের উচিত নহে। ইহা আমাদের এবং সকল মানুষের উপর আল্লাহ্‌র বিশেষ ফযল, কিন্তু অধিকাংশ লোক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না;

يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿٣٩﴾

৪০। হে আমার কারাবাসী সংগীদ্বয়! পরস্পর বিরোধী বহু সংখ্যক প্রভু উত্তম না প্রবল পরাক্রান্ত এক আল্লাহ্ উত্তম?

مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهٖٓ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ ۚ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۚ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوٓا إِلَّآ إِيَّاهُ ۚ ذٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٠﴾

৪১। তোমরা তাঁহাকে ছাড়িয়া কতকগুলি (কল্পিত) নামের ইবাদত করিতেছ, যেগুলি রচনা করিয়াছ তোমরা ও তোমাদের পিতৃপুরুষগণ, যাহাদের সম্বন্ধে আল্লাহ্ কোন স্পষ্ট দলিল নাযেল করেন নাই। আদেশ দিবার এখতিয়ার কেবল আল্লাহ্‌র। তিনি আদেশ দিয়াছেন যে, তোমরা তাঁহাকে ছাড়া (কোন কিছুর) ইবাদত করিবে না। ইহাই চিরস্থায়ী ধর্ম, কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না;

يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهٗ خَمْرًا ۖ وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهٖ ۚ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ ﴿٤١﴾

৪২। হে আমার কারাবাসী সংগীদ্বয়! তোমাদের এক জন সম্বন্ধে কথা এই যে, সে তাহার প্রভুকে মদ পান করাইবে; এবং অন্য জনের বিষয় এই যে, সে ক্রুশবিদ্ধ হইবে এবং পাখীরা তাহার মাথা হইতে আহার করিবে। যে বিষয়ে তোমরা আমার নিকট ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করিতেছ উহার এইরূপ ফয়সলা করা হইয়াছে।'

وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهٗ نَاجٍ مِنْهُمَا اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ ۖ فَأَنْسٰهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهٖ ۖ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ ﴿٤٢﴾ ع ৫ [৭] ১৫

৪৩। এবং তাহাদের উভয়ের মধ্যে যাহার সম্বন্ধে সে ধারণা করিয়াছিল যে সে মুক্তি লাভ করিবে তাহাকে সে বলিল, 'তুমি তোমার প্রভুর নিকট আমার সম্বন্ধে উল্লেখ করিও।' কিন্তু শয়তান তাহাকে তাহার প্রভুর নিকট স্মরণ করাইতে ভুলাইয়া দিয়াছিল, সুতরাং কয়েক[১৩৮৩] বৎসর সে কারাগারেই পড়িয়া রহিল।

১৩৮৩ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ ۖ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ ﴿٤٣﴾

৪৪। এবং বাদশাহ্ (তাহার সভাষদগণকে) বলিল, 'আমি (স্বপ্নে) দেখিয়াছি সাতটি মোটা গাভী, যেগুলিকে সাতটি ক্ষীণ গাভী খাইতেছে এবং সাতটি সবুজ শীষ এবং অপর সাতটি শুক্না। হে প্রধানগণ! যদি তোমরা স্বপ্নের ব্যাখ্যা করিতে পার তাহা হইলে আমাকে আমার স্বপ্নের ব্যাখ্যা করিয়া দাও।'

قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ ۖ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ ﴿٤٤﴾

৪৫। তাহারা বলিল, 'এইগুলি এলোমেলো স্বপ্ন, এবং আমরা এইরূপ স্বপ্নের ব্যাখ্যা অবগত নহি।'

وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ ﴿٤٥﴾

৪৬। এবং সেই দুই জনের মধ্যে যে মুক্তি পাইয়াছিল এবং (এখন) অনেকদিন পরে সমরণ করিল সে বলিল, 'আমি আপনাদিগকে ইহার ব্যাখ্যা অবহিত করিব; সুতরাং আপনারা আমাকে পাঠাইয়া দিন।'

يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٤٦﴾

৪৭। (সে ইউসুফের নিকট যাইয়া বলিল), 'ওহে সত্যবাদী ইউসুফ! তুমি আমাদিগকে ব্যাখ্যা বল—(স্বপ্নে দেখা) সাতটি মোটা গাভী সম্বন্ধে যাহাদিগকে সাতটি ক্ষীণ (গাভী) খাইয়া ফেলে এবং সাতটি সবুজ শীষ এবং অন্য সাতটি শুক্না (শীষ) সম্বন্ধে—যেন আমি লোকদের নিকট ফিরিয়া যাই, যাহাতে তাহারা (স্বপ্নতত্ত্ব) অবহিত হইতে পারে।'

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا ۚ فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ ﴿٤٧﴾

৪৮। সে বলিল, 'তোমরা ক্রমাগত সাত বৎসর পরিশ্রম করিয়া চাষাবাদ করিবে, অতঃপর তোমরা যে ফসল কাটিবে উহা সম্পূর্ণরূপে শীষসহ রাখিয়া দিবে—কেবল ঐ অল্প অংশ ব্যতীত যাহা তোমরা খাইবে;

ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تُحْصِنُونَ ﴿٤٨﴾

৪৯। অতঃপর, আসিবে সাতটি কঠিন বৎসর,[১৩৮৪] যে বৎসরগুলি উহাদের জন্য তোমাদের পূর্ব হইতে সঞ্চিত সম্পূর্ণ শস্য খাইয়া ফেলিবে—কেবল ঐ অল্প পরিমাণ ব্যতীত যাহা তোমরা সংরক্ষণ করিয়া রাখিবে;

ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ﴿٤٩﴾ ع ৭ ১২

৫০। অতঃপর, এমন এক বৎসর আসিবে যখন লোকদের (বৃষ্টির জন্য) ফরিয়াদ শুনা[১৩৮৫] হইবে এবং তাহারা উহাতে (একে অপরকে) উপহার[১৩৮৬] প্রদান করিবে। ৬ [৭] ১৬

১৩৮৩। "বিয্উন" সংখ্যা বুঝায়, কিন্তু ইহা দ্বারা সাধারণতঃ তিন হইতে নয় সংখ্যা বুঝাইয়া থাকে (লেইন)।

১৩৮৪। হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর যুগে আরব দেশ এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের কবলে পড়িয়াছিল যাহা সুদীর্ঘ সাত বৎসর স্থায়ী হইয়াছিল। উহা এতই ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ ছিল যে তখন লোকেরা মৃতের পচা গলিত মাংস ভক্ষণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল (বুখারী)।

১৩৮৫। 'ইউগাছু'শব্দের অর্থ ঃ তাহাদের উপর বৃষ্টি বর্ষিত হইবে বা তাহাদের দুর্দশা দূরীভূত করা হইবে, অথবা তাহাদিগকে সাহায্য ও সহায়তা করা হইবে। কোন কোন খৃষ্টান লেখক অজ্ঞতার কারণে আপত্তি উত্থাপন করিয়া লিখিয়াছে যে, মিশরে যেহেতু বৃষ্টি কদাচিত হয় এবং

১৩৮৬ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ ۖ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ ۚ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ﴿٥٠﴾

৫১। এবং বাদশাহ্ বলিল, 'তাহাকে আমার নিকট আন।' অতঃপর, যখন দূত তাহার নিকট আসিল, তখন সে বলিল, 'তুমি তোমার প্রভুর নিকট ফিরিয়া যাও এবং তাহাকে জিজ্ঞাসা কর, ঐ মহিলাদের অবস্থা কি যাহারা নিজেদের হাত কাটিয়াছিল।[১৩৮৭] নিশ্চয় আমার প্রভু তাহাদের চক্রান্ত ভালভাবে জানেন।

قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَاوَدْتُنَّ يُوسُفَ عَن نَّفْسِهِ ۚ قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوءٍ ۚ قَالَتِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ الْآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَا رَاوَدْتُهُ عَن نَّفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٥١﴾

৫২। সে বলিল, ' যখন তোমরা ইউসুফকে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে পাপকার্যে প্রলুব্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলে তখন তোমাদের কি ঘটনা ঘটিয়াছিল ?'তাহারা বলিল, 'সে আল্লাহ্‌র ভয়ে[১৩৮৮] (পাপ হইতে) নিজেকে বিরত রাখিয়াছিল— আমরা তাহার মধ্যে কোন দোষ দেখি নাই।' আযীযের স্ত্রী বলিল, 'এখন সত্য সম্পূর্ণ প্রকাশ হইয়াছে। আমিই তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহাকে অসৎ কার্যে প্রলুব্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম, এবং নিশ্চয়ই সে সত্যবাদীগণের অন্তর্ভুক্ত।'

ذَٰلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ ﴿٥٢﴾

৫৩। (ইউসুফ বলিল, 'আমি) ইহা এই জন্য (করিয়াছি) যেন সে (আযীয) জানিতে পারে যে, আমি (তাহার) অগোচরে তাহার কোন বিশ্বাসঘাতকতা করি নাই এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ বিশ্বাসঘাতকদের চক্রান্তকে সফলকাম করেন না;

উহার জমির উর্বরতা নীল নদের জোয়ারে বিধৌত হওয়ার উপর নির্ভরশীল, সেই কারণে কুরআন শরীফের বর্ণনা সাধারণ ভৌগলিক বিষয়াদির বিরোধী। সুস্পষ্টরূপেই উল্লেখিত শব্দের দুইটি অর্থ কুরআনের উক্তির সাথে মিলিয়া যায়। কিন্তু যদি প্রথমোক্ত অর্থেও এই শব্দ গ্রহণ করা হয় তবুও আপত্তির কোন যুক্তি নাই, কারণ যদিও মিশরের ভূমির উর্বরতা নীল নদের প্লাবন-ভিত্তিক, কিন্তু নীলের এই প্লাবনও নির্ভর করে ইহার উৎপত্তিস্থল পাহাড়ে বৃষ্টি বর্ষণের উপর।

১৩৮৬। "ইয়াসিরুন" শব্দ 'আসিরা' হইতে উদ্ভূত যাহার অর্থ (১) সে বস্তুটিকে চাপ দিয়া রস নিংড়াইল ইত্যাদি; (২) সে তাহাকে সহায়তা করিল বা উদ্ধার করিল বা রক্ষা করিল বা সংরক্ষণ করিল; (৩) সে কাহাকে কিছু দিল বা কাহারো কিছু উপকার করিল (লেইন)।

১৩৮৭। হযরত ইউসুফ (আঃ) কোন সাধারণ ব্যক্তি নহেন— ইহা উপলব্ধি করিয়া বাদশাহ্ তাহাকে কয়েদখানা হইতে তৎক্ষণাৎ মুক্তি দেওয়ার মনস্থ করিলেন। কিন্তু যে পর্যন্ত না তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগের ঘটনার আদ্যোপান্ত তদন্ত হইয়া তিনি নির্দোষ প্রমাণিত হইবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত ইউসুফ (আঃ) মুক্ত হইতে অস্বীকৃতি জানাইলেন।

তাঁহার এই তদন্ত দাবী করার দুইটি উদ্দেশ্য ছিল। প্রথমতঃ বাদশাহ যেন জানিতে পারেন যে, তিনি নির্দোষ ছিলেন এবং ভবিষ্যতে দুষ্ট লোকেরা তাঁহার শাস্তির অভিযোগের কারণ দেখাইয়া বাদশাহর মন বিষাক্ত করিয়া তুলিতে না পারে। দ্বিতীয়তঃ তাঁহার উপকারী পটিফার যেন ভুল ধারণার বশবর্তী না থাকিতে পারে যে, ইউসুফ তাহার প্রতি অবিশ্বস্ত প্রমাণিত হইয়াছিল।

১৩৮৮। এই বাক্যে ইহাই ব্যক্ত হইতেছে যে, মেহমান মহিলাদের হাত (আঙ্গুল) বাস্তবিকই কাটিয়াছিল, নতুবা ইউসুফ (আঃ) এই ঘটনার প্রতি নির্দেশ করিতেন না। হয়ত হতভম্ব হইয়া অথবা আলাপে নিমগ্ন হইয়া অন্যমনস্কভাবে মহিলাদের কেহ কেহ তাহাদের হাত কাটিয়াছিল। অর্থাৎ তাহারা অসাবধানতার মধ্যে পতিত হইয়াছিল। কিন্তু প্রকৃতই যদি এরূপ না ঘটিয়া থাকিত তবে হযরত ইউসুফ (আঃ) হাত কাটার কথা উল্লেখ করিতেন না। 'হাশা লিল্লাহে' অর্থ আল্লাহ বাঁচান; বা আল্লাহ্ অপবিত্রতা হইতে কত দূরে! (লেইন)।

وَمَآ اُبَرِّئُ نَفْسِىْ ۚ اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٌۢ بِالسُّوْٓءِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّىْ ؕ اِنَّ رَبِّىْ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٥٣﴾

৫৪ । এবং আমি আমার সত্তাকে ত্রুটিমুক্ত মনে করি না— নিশ্চয় আত্মা মন্দ কাজের আদেশ প্রদানে অত্যন্ত তৎপর— কেবল ঐ ব্যক্তি ব্যতিরেকে যাহার উপর আমার প্রভু রহম[১৩৮৯] করেন । নিশ্চয় আমার প্রভু অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময় ।'

وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُوْنِىْ بِهٖٓ اَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِىْ ۚ فَلَمَّا كَلَّمَهٗ قَالَ اِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِيْنٌ اَمِيْنٌ ﴿٥٤﴾

৫৫ । এবং বাদশাহ্ বলিল, 'তোমরা তাহাকে আমার নিকট আন, আমি তাহাকে নিজের জন্য মনোনীত করিব । অতঃপর, যখন সে তাহার সহিত আলাপ করিল, সে বলিল, নিশ্চয় অদ্য হইতে তুমি আমাদের নিকট মর্যাদাবান, বিশ্বস্ত ।'

قَالَ اجْعَلْنِىْ عَلٰى خَزَآئِنِ الْاَرْضِ ۚ اِنِّىْ حَفِيْظٌ عَلِيْمٌ ﴿٥٥﴾

৫৬ । সে বলিল, 'আপনি আমাকে দেশের ধন-সম্পদের উপর (কর্মকর্তা) নিযুক্ত করুন, (কারণ) নিশ্চয় আমি যোগ্য[১৩৯০] রক্ষক এবং (খরচ পত্র নিয়ন্ত্রণে) বিশেষ পারদর্শী ।'

وَكَذٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوْسُفَ فِى الْاَرْضِ ۚ يَتَبَوَّاُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَآءُ ؕ نُصِيْبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَّشَآءُ وَلَا نُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٥٦﴾

৫৭ । এবং এইভাবে আমরা ইউসুফকে সেই দেশে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করিলাম । সে তথায় যথেচ্ছা অবস্থান করিত । আমরা যাহাকে ইচ্ছা আমাদের রহমত হইতে অংশ দান করি এবং আমরা পুণ্যবানগণের পুরস্কার বিনষ্ট হইতে দিই না ।

وَلَاَجْرُ الْاٰخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ ﴿٥٧﴾ ع ৭ [৮] ১

৫৮ । এবং পরকালের পুরস্কারই উত্তম তাহাদের জন্য যাহারা ঈমান আনে এবং তাক্ওয়া অবলম্বন করে ।

وَجَآءَ اِخْوَةُ يُوْسُفَ فَدَخَلُوْا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهٗ مُنْكِرُوْنَ ﴿٥٨﴾

৫৯ । এবং (যখন) ইউসুফের ভ্রাতৃবৃন্দ আসিল এবং তাহার নিকট উপস্থিত হইল, তখন সে তাহাদিগকে চিনিতে পারিল; কিন্তু তাহারা তাহাকে চিনিতে পারিল না ।

১৩৮৯ । এই খণ্ড বাক্য 'ইল্লা মা রাহিমা রাব্বী' (ঐ ব্যক্তি ব্যতিরেকে যাহার প্রতি আমার প্রভু দয়া করেন) তিন প্রকার ব্যাখ্যা সাপেক্ষ ঃ (ক) সেই নফস যাহার উপর আল্লাহ্তা'লার দয়া আছে, 'মা' শব্দাংশ এখানে 'নাফস' অর্থে ব্যবহৃত;(খ) সে ব্যতীত যাহার উপর আমার প্রভু দয়া করেন, এখানে 'মা' মানুষ বা লোক অর্থে ব্যবহৃত; (গ) হ্যাঁ, কিন্তু আল্লাহ্তা'লারই করুণা যাহাকে পসন্দ করেন তাহাকে রক্ষা করিয়া থাকেন । এই তিনটি অর্থ মানবের আধ্যাত্মিক উন্নতির তিন প্রকারের অবস্থার প্রতি নির্দেশ করে । প্রথমোক্ত অর্থ সেই অবস্থার প্রতি নির্দেশ করে যখন মানুষ আধ্যাত্মিকতার পূর্ণতা অর্জন করে যে অবস্থাকে 'নফসে মুতমা'ইন্নাহ' বা শান্তি-প্রাপ্ত আত্মা বলা হয় (৮৯ ঃ২৮)। দ্বিতীয় অর্থ সেই লোকের জন্য প্রযোজ্য যে এখনো 'নফসে লাও ওয়ামাহ' বা পুনঃ পুনঃ ভর্ৎসনাকারী আত্মার অবস্থায় রহিয়াছে (৭৫ঃ৩), অর্থাৎ যখন মানুষ তাহার পাপাচারের এবং স্বাভাবিক কুপ্রবৃত্তিগুলির বিরুদ্ধে জেহাদ বা লড়াই করিতে থাকে, কখনো এই কুপ্রবৃত্তিগুলিকে দমন করিতে পারে, আবার কখনো ইহাদের দ্বারা পরাস্ত হইয়া যায় । তৃতীয় অর্থ সেই লোকের জন্য প্রয়োগ করা হইয়া থাকে যাহার মধ্যে কুবৃত্তি বা পশুত্ব প্রবল থাকে বা প্রাধান্য বিস্তার করিয়া চলে । এই অবস্থাকে 'নফসে আম্মারাহ' বা বেশী বেশী মন্দ কার্যে আদেশ দানকারী আত্মা বলা হয় ।

১৩৯০ । ইউসুফ (আঃ) খাজাঞ্চিখানা বা অর্থ দপ্তরের কাজ পসন্দ করিলেন । তাঁহার উক্ত পসন্দ সম্ভবতঃ এই উদ্দেশ্যে ছিল যাহাতে তিনি এই দপ্তর পরিচালনায় একাগ্রতার সাথে মনোনিবেশ করিতে পারেন যাহার 'সাথে বাদশাহ্র স্বপ্ন সত্যে বাস্তবায়িত হওয়া গভীরভাবে সম্পৃক্ত ছিল ।

وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَّكُمْ مِّنْ أَبِيكُمْ ۚ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ ﴿٥٩﴾

৬০। এবং যখন সে তাহাদিগকে দ্রব্য-সম্ভার দিয়া (সফরে রওয়ানা হইবার জন্য) প্রস্তুত করিয়া দিল তখন সে বলিল, 'তোমাদের পিতার[১৩৯০-ক] সূত্রে তোমাদের যে ভাই আছে তাহাকেও আনিও। তোমরা কি দেখিতেছ না যে, আমি তোমাদিগকে মাপ পুরা দিই এবং আমি উত্তম অতিথিপরায়ণ?

فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونِ ﴿٦٠﴾

৬১। যদি তোমরা তাহাকে আমার নিকট না আন তাহা হইলে তোমাদের জন্য (শস্যাদির) কোন মাপ (বরাদ্দ) হইবে না এবং তোমরা আমার নিকট আসিতে পারিবে না।'

قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ ﴿٦١﴾

৬২। তাহারা বলিল, 'আমরা নিশ্চয় তাহার পিতাকে তাহার সম্বন্ধে প্রলুব্ধ করিতে চেষ্টা করিব এবং আমরা নিশ্চয় ইহা করিবই।'

وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٦٢﴾

৬৩। এবং সে তাহার কার্যরত যুবকদিগকে বলিল, 'তোমরা তাহাদের পুঁজি তাহাদের গাঁটরি-বোঁচকার মধ্যে রাখিয়া দাও যেন তাহারা ইহা তখন চিনিয়া লয় যখন তাহারা তাহাদের পরিজনদের মধ্যে ফিরিয়া যাইবে, (এবং) যেন তাহারা পুনরায় আসে।'

فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴿٦٣﴾

৬৪। অতঃপর, যখন তাহারা তাহাদের পিতার নিকট ফিরিয়া আসিল, তাহারা বলিল, 'হে আমাদের পিতা! (ভবিষ্যতে) আমাদের জন্য মাপ (শস্য) নিষিদ্ধ করা হইয়াছে; সুতরাং তুমি আমাদের ভাইকে আমাদের সঙ্গে পাঠাইয়া দাও, যেন আমরা আমাদের মাপ (শস্য) লাভ করিতে পারি; এবং নিশ্চয়ই আমরা তাহার হিফাযতকারী।'

قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنتُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِن قَبْلُ ۖ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا ۖ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴿٦٤﴾

৬৫। সে বলিল, 'আমি কি তাহার সম্বন্ধে তোমাদের উপর সেইরূপ বিশ্বাসই করিব যেইরূপ বিশ্বাস আমি ইতিপূর্বে তাহার ভাই সম্বন্ধে তোমাদের উপর করিয়াছিলাম (এবং ফল পাইয়াছিলাম)? আল্লাহ্ই উত্তম হিফাযতকারী এবং তিনিই দয়া প্রদর্শনকারীদের মধ্যে পরম দয়াময়।'

وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ

৬৬। যখন তাহারা তাহাদের মাল-পত্র খুলিল, তখন তাহারা দেখিতে পাইল তাহাদের পুঁজি তাহাদিগকে ফিরাইয়া দেওয়া

১৩৯০-ক। হযরত ইয়াকুব (আঃ)-এর বারজন পুত্র ছিল, যোসেফ ও বেনজামিন এই দুই পুত্র তাঁহার স্ত্রী রাহেলের গর্ভজাত, এবং বাকী দশ জন পুত্র অন্য স্ত্রীদের সন্তান ছিল।

رُدَّتْ اِلَيْهِمْ ؕ قَالُوْا يٰۤاَبَانَا مَا نَبْغِىْ ؕ هٰذِهٖ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ اِلَيْنَا ۚ وَنَمِيْرُ اَهْلَنَا وَنَحْفَظُ اَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيْرٍ ؕ ذٰلِكَ كَيْلٌ يَّسِيْرٌ ﴿٦٥﴾

হইয়াছে। তাহারা বলিল, 'হে আমাদের পিতা! আমরা (আর) কি প্রত্যাশা করিতে পারি? এই দেখ, আমাদের পুঁজি আমাদিগকে ফিরাইয়া দেওয়া হইয়াছে। অতএব, আমরা আমাদের পরিবারবর্গের জন্য শস্যাদি আনিয়া দিব এবং আমরা আমাদের ভাইয়ের হিফাযত করিব, এবং আমরা আরও এক উষ্ট্র বোঝাই[১৩৯১] মাপ বেশী আনয়ন করিব। এই মাপ (পাওয়া) সহজ।

قَالَ لَنْ اُرْسِلَهٗ مَعَكُمْ حَتّٰى تُؤْتُوْنِ مَوْثِقًا مِّنَ اللّٰهِ لَتَاْتُنَّنِىْ بِهٖۤ اِلَّاۤ اَنْ يُّحَاطَ بِكُمْ ۚ فَلَمَّاۤ اٰتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللّٰهُ عَلٰى مَا نَقُوْلُ وَكِيْلٌ ﴿٦٦﴾

৬৭। সে বলিল, 'আমি কিছুতেই তাহাকে তোমাদের সহিত পাঠাইব না। যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা আমার নিকট আল্লাহ্‌র নামে (কসম খাইয়া) দৃঢ় অঙ্গীকার করিবে যে, কেবল (কোন বিপদে) পরিবেষ্টিত না হইলে তোমরা তাহাকে নিশ্চয় আমার নিকট (ফিরাইয়া) আনিবে।' অতএব, যখন তাহারা তাহার নিকট তাহাদের দৃঢ় অঙ্গীকার করিল, তখন সে বলিল, 'আমরা যাহা কিছু বলিতেছি, আল্লাহ্ উহার অভিভাবক।'

وَقَالَ يٰبَنِىَّ لَا تَدْخُلُوْا مِنْۢ بَابٍ وَّاحِدٍ وَّادْخُلُوْا مِنْ اَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ ؕ وَمَاۤ اُغْنِىْ عَنْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ شَىْءٍ ؕ اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ ؕ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ۚ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُوْنَ ﴿٦٧﴾

৬৮। এবং সে বলিল, 'হে আমার পুত্রগণ! তোমরা একই দরজা দিয়া সকলে একত্রে প্রবেশ করিও না, বরং ভিন্ন ভিন্ন দরজা দিয়া প্রবেশ করিও, বস্তুতঃ আল্লাহ্‌র মোকাবেলায় আমি তোমাদের কোন কাজে আসিব না। আদেশ তো একমাত্র আল্লাহ্‌রই। তাহারই উপর আমি ভরসা করি, এবং সকল ভরসাকারীগণকে তাঁহারই উপর ভরসা করা উচিত।'

وَلَمَّا دَخَلُوْا مِنْ حَيْثُ اَمَرَهُمْ اَبُوْهُمْ ؕ مَا كَانَ يُغْنِىْ عَنْهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ شَىْءٍ اِلَّا حَاجَةً فِىْ نَفْسِ يَعْقُوْبَ قَضٰىهَا ؕ وَاِنَّهٗ لَذُوْ عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنٰهُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٦٨﴾ ع ١١

৬৯।। এবং যখন তাহারা সেইভাবে প্রবেশ করিল যেভাবে তাহাদের পিতা তাহাদিগকে আদেশ দিয়াছিল (ইয়াকুবের উদ্দেশ্য পূর্ণ হইল), কিন্তু ইহা আল্লাহ্‌র মোকাবেলায় তাহাদের কোন কাজে আসিল না, কেবল ইয়াকুবের অন্তরে এক অভিপ্রায় ছিল যাহা সে পূর্ণ করিল,[১৩৯২] এবং নিশ্চয় সে (মহা) জ্ঞানের অধিকারী ছিল যেহেতু আমরা তাহাকে শিক্ষা দিয়াছিলাম; কিন্তু অধিকাংশ লোকই অবগত নহে।

[১১] ৮ ২

১৩৯১। এক উটের বোঝা। ইহার উদ্দেশ্য একটি উট যেই পরিমাণ ভার বহন করিতে পারে, সেই পরিমাণ বোঝা উটের পিঠের উপরে বহন করিয়া আনা যাইতে পারে।

১৩৯২। হযরত ইয়াকুব (আঃ) বুঝিতে পারিয়াছিলেন অথবা ঐশী-বাণীর মাধ্যমে সম্ভবতঃ সংবাদ পাইয়াছিলেন যে, মিশরের সেই ব্যক্তি হযরত ইউসুফ (আঃ) ছাড়া আর কেহ নয়, সেই জন্যই তিনি তাঁহার পুত্রদের পৃথক পৃথকভাবে শহরে প্রবেশ করার নির্দেশ দিয়াছিলেন যাহাতে ইউসুফ (আঃ) তাঁহার ভাই বেনজামিনের সাথে একা সাক্ষাত করার ও কথা বলার সুযোগ লাভ করিতে পারেন।

وَلَمَّا دَخَلُوْا عَلٰى يُوْسُفَ اٰوٰٓى اِلَيْهِ اَخَاهُ قَالَ اِنِّيْٓ اَنَا اَخُوْكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝٧٠

৭০। এবং যখন তাহারা ইউসুফের নিকট উপস্থিত হইল তখন সে তাহার (সহোদর) ভাইকে নিজের নিকট আশ্রয় দিল, (এবং) সে বলিল, 'আমি তোমার ভাই; সুতরাং তাহারা যাহা কিছু করিয়া আসিয়াছে উহার জন্য তুমি (এখন) দুঃখ করিও না।'

فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِيْ رَحْلِ اَخِيْهِ ثُمَّ اَذَّنَ مُؤَذِّنٌ اَيَّتُهَا الْعِيْرُ اِنَّكُمْ لَسٰرِقُوْنَ ۝٧١

৭১। অতঃপর, যখন সে তাহাদিগকে দ্রব্য-সম্ভার দিয়া (সফরের জন্য) প্রস্তুত করিল, সে তাহার ভাইয়ের গাঁটরি-বোঁচকার মধ্যে একটি পান-পাত্র রাখিয়া[১৩৯৩] দিল। ইহার পরে এক ঘোষণাকারী ঘোষণা করিল, 'হে উটের কাফেলার লোকগণ! নিশ্চয়ই তোমরা চোর।'[১৩৯৪]

قَالُوْا وَاَقْبَلُوْا عَلَيْهِمْ مَّاذَا تَفْقِدُوْنَ ۝٧٢

৭২। তাহারা তাহাদের দিকে মুখ ফিরাইল এবং বলিল, 'তোমরা কি হারাইয়াছ?'

قَالُوْا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَآءَ بِهٖ حِمْلُ بَعِيْرٍ وَّاَنَا بِهٖ زَعِيْمٌ ۝٧٣

৭৩। তাহারা বলিল, 'আমরা শস্য মাপিবার শাহী পাত্র হারাইয়া ফেলিয়াছি এবং যে ব্যক্তি ইহা (তালাশ করিয়া) আনিবে তাহার জন্য এক উটের বোঝা পরিমাণ (শস্য পুরস্কার) হইবে, এবং আমি ইহার জিম্মাদার।'

قَالُوْا تَاللّٰهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَّا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْاَرْضِ وَمَا كُنَّا سٰرِقِيْنَ ۝٧٤

৭৪। তাহারা বলিল, 'আল্লাহ্‌র কসম! তোমরা ভালরূপে অবগত আছ যে, আমরা এই দেশে বিশৃঙ্খলা ঘটাইতে আসি নাই এবং আমরা চোরও নহি।'

قَالُوْا فَمَا جَزَآؤُهٗٓ اِنْ كُنْتُمْ كٰذِبِيْنَ ۝٧٥

৭৫। তাহারা বলিল, 'যদি তোমরা মিথ্যাবাদী (সাব্যস্ত) হও তাহা হইলে ইহার কি শাস্তি হইবে?'

১৩৯৩। 'জায়ালা' শব্দের অর্থ 'রাখিল'। ইহা এই অর্থেও ব্যবহার হইয়া থাকিতে পারে যে, ইউসুফ (আঃ) নিজেই বাটিখানা তাঁহার ভাইয়ের থলের মধ্যে রাখিবার আদেশ দিয়াছিলেন যেন সে তাহার সফরে ইহা ব্যবহার করিতে পারে; অথবা পেয়ালাটি হয়তবা ঘটনাক্রমে ইউসুফের অজান্তে বেনজামিনের মালপত্রের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছিল।

১৩৯৪। এইরূপ বলিলে ভুল হইবে যে, ইউসুফ (আঃ) নিজেই তাঁহার ভাইদের থলিতে পেয়ালাটি রাখার নির্দেশ দিয়া পরে তাহাকে চুরির দায়ে অভিযুক্ত করিয়াছিলেন। এইরূপ কর্ম ইউসুফ (আঃ)-এর মর্যাদার পরিপন্থী কাজ। প্রকৃত পক্ষে উহা একটি পানপাত্র ছিল (সিকাইয়াহ) যাহা ইউসুফ (আঃ) তাঁহার ভাইয়ের থলিতে রাখিবার নির্দেশ দিয়াছিলেন। অথচ রাজকীয় ঘোষণাকারীর প্রচারানুযায়ী যাহা হারাইয়াছিল উহা ছিল 'সুওয়া'আ' অর্থাৎ পরিমাপ করার পাত্র, পান-পাত্র নহে। মনে হয় বহু বছরের বিচ্ছেদ অবসানের পর স্বল্পকালের সাক্ষাত শেষে ভাইদের ফিরতি সফরের প্রস্তুতি পর্বে সাহায্য করার উত্তেজনায় এবং ভাই বেনজামিনের আশু বিদায় ও বিয়োগ-ব্যথায় হযরত ইউসুফ (আঃ) পিপাসার্ত হইয়া পানি চাহিয়াছিলেন। রাজকীয় পরিমাপ-পাত্রে তাঁহার জন্য পানি আনা হইয়াছিল। এই জাতীয় পাত্র সেই যুগে পরিমাপের জন্য এবং পানীয় পানের উভয় কাজেই ব্যবহৃত হইত। পিপাসা নিবারণ করার পর ইউসুফ (আঃ) অনামনস্কভাবে পাত্রটি বেনজামিনের মালপত্রের মধ্যেই রাখিয়াছিলেন, এবং সকলের অলক্ষ্যে ও অজান্তে তাঁহার ভাইয়ের মাল-পত্রের সঙ্গে বাঁধিয়া ফেলা হইয়াছিল। হযরত ইউসুফ (আঃ) তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, কি প্রকারে এই ত্রুটি ঘটিয়াছিল, কিন্তু চিন্তা করিলেন যে, আদ্যোপান্ত সকল ঘটনা আল্লাহ্‌তা'লার ইচ্ছা ও পরিকল্পনা অনুযায়ী ঘটিয়াছে—হয়ত বেনজামিনের পিছনে থাকিয়া যাওয়ার জন্যই। ইহা ভাবিয়া তিনি পরিণামদর্শী বিজ্ঞের মতই মক্কু-যাত্রীদের দল বিদায় না হওয়া পযন্ত নীরব রহিলেন।

قَالُوْا جَزَآؤُهٗ مَنْ وُّجِدَ فِيْ رَحْلِهٖ فَهُوَ جَزَآؤُهٗ ؕ كَذٰلِكَ نَجْزِي الظّٰلِمِيْنَ ﴿٧٥﴾

৭৬। তাহারা বলিল, 'ইহার শাস্তি— যাহার গাঁটরি-বোঁচকার মধ্যে ইহা পাওয়া যাইবে সে-ই ইহার বিনিময়[১৩৯৫] হইবে। এই ভাবেই আমরা যালেমদেরকে প্রতিফল দিয়া থাকি।'

فَبَدَاَ بِاَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَآءِ اَخِيْهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِّعَآءِ اَخِيْهِ ؕ كَذٰلِكَ كِدْنَا لِيُوْسُفَ ؕ مَا كَانَ لِيَاْخُذَ اَخَاهُ فِيْ دِيْنِ الْمَلِكِ اِلَّاۤ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ ؕ نَرْفَعُ دَرَجٰتٍ مَّنْ نَّشَآءُ ؕ وَفَوْقَ كُلِّ ذِيْ عِلْمٍ عَلِيْمٌ ﴿٧٦﴾

৭৭। অতঃপর সে[১৩৯৬] তাহার (ইউসুফের) ভাইয়ের বস্তা দেখিবার পূর্বে অন্যদের বস্তা হইতে তল্লাশি আরম্ভ করিল।[১৩৯৬-ক] অতঃপর সে তাহার ভাইয়ের বস্তা হইতে সেই পাত্র বাহির করিল। এইভাবে আমরা ইউসুফের[১৩৯৭] জন্য কৌশল করিয়াছিলাম, যদি আল্লাহ্ না চাহিতেন, সে বাদশাহ্র আইন-কানুনের মধ্যে নিজের ভাইকে আটক রাখিতে পারিত না। আমরা যাহাকে চাহি (মর্যাদায়) উন্নীত করি, বস্তুতঃ সকল জ্ঞানী ব্যক্তির উর্ধ্বে এক সর্বাধিক জ্ঞানী সত্তা আছেন।

قَالُوْۤا اِنْ يَّسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ اَخٌ لَّهٗ مِنْ قَبْلُ ۚ فَاَسَرَّهَا يُوْسُفُ فِيْ نَفْسِهٖ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ ۚ قَالَ اَنْتُمْ شَرٌّ مَّكَانًا ۚ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا تَصِفُوْنَ ﴿٧٧﴾

৭৮। তাহারা বলিল, 'যদি সে চুরি করিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার ভাইও ইতিপূর্বে চুরি করিয়াছিল।'[১৩৯৮] কিন্তু ইউসুফ ইহাকে মনেই গোপন রাখিল এবং তাহাদের নিকট ইহা প্রকাশ করিল না। সে কেবল এতটুকু বলিল, 'তোমরা তো অতি নিকৃষ্ট শ্রেণীর লোক; এবং তোমরা যাহা আরোপ করিতেছ সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ই সবিশেষ অবহিত আছেন।'

قَالُوْا يٰۤاَيُّهَا الْعَزِيْزُ اِنَّ لَهٗۤ اَبًا شَيْخًا كَبِيْرًا فَخُذْ اَحَدَنَا مَكَانَهٗ ۚ اِنَّا نَرٰىكَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٧٨﴾

৭৯। তাহারা বলিল, 'হে মহাত্মন! তাহার এক অতি বৃদ্ধ পিতা[১৩৯৯] আছে, সুতরাং তাহার পরিবর্তে আমাদের মধ্যে কাহাকেও আবদ্ধ রাখ; নিশ্চয় আমরা তোমাকে মহানুভব ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত দেখিতেছি।'

১৩৯৫। ইউসুফ (আঃ)-এর ভাইয়েরা উত্তেজনার আক্ষেপে নিজেরাই বলিয়া উঠিল যে, যাহার থলিতে পরিমাপ-পাত্রটি পাওয়া যাইবে, তাহাকে তাহার আচরণের জবাবদিহি করার জন্য ধরিয়া রাখা উচিত। এইভাবে ইউসুফ তাঁহার ভাইকে চুরির অভিযোগে দায়ী না করিয়াই নিজের কাছে রাখিয়া নিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

১৩৯৬। এখানে 'সে' সর্বনাম(পরিমাপ-পাত্র হারানো সম্বন্ধে)ঘোষণাকারীকে বুঝাইতেছে; এবং স্বভাবতঃই উক্ত ব্যক্তি তল্লাশী করিতে আগাইয়া আসিল।

১৩৯৬-ক। অন্যান্য যাত্রীদের থলে প্রথমে তালাশ করার পর শেষে ইউসুফ (আঃ)-এর ভাইদের থলে তল্লাশী করা হয়। ইহা এক বিশেষ বিবেচনার কারণে যাহা তিনি তাঁহার ভাই বেনজামিনের প্রতি দেখাইয়াছিলেন।

১৩৯৭। এই সকল ঘটনাই আল্লাহ্তা'লার পরিকল্পনা। ইহাতে হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর কোন হাত ছিল না। রাজকীয় বা সরকারী পরিমাপ পাত্রটি, যাহাতে তিনি ঘটনার সময় পানি পান করিয়াছিলেন, সম্পূর্ণ আনমনা হইয়া হযরত ইউসুফ (আঃ) উহা তাঁহার ভাইয়ের মালপত্রের মধ্যে রাখিয়াছিলেন, এবং তাঁহার ভাইদের নিজস্ব প্রস্তাব মতেই ইউসুফ (আঃ) বেনজামিনকে রাখিয়া দিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এইভাবে অবস্থার সাথে ঐশী ইচ্ছার সংযোগের ফলে হযরত ইউসুফ (আঃ) তাঁহার মনের আকাংখা পূরণে সক্ষম হইয়াছিলেন।

১৩৯৮। এক পাপ অন্য পাপের পথ দেখায়। ইউসুফ (আঃ)- এর ভাইয়েরা প্রথমে তাঁহাকে নিহত করিতে চাহিয়াছিল। এখন তাহারা একেবারে নির্লজ্জভাবে তাঁহার প্রতি চুরির অভিযোগ আরোপ করিয়া বসিল।

১৩৯৯। বেনজামিনের বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগে অসন্তুষ্ট হইয়া তাহারা তাহাকে ত্যাগ করিতে চলিল, এমনকি বেনজামিনকে ভাই বলিয়া পরিচয় দিতে অস্বীকার করার ভঙ্গীতে বলিল, "তাহার এক অতি বৃদ্ধ পিতা আছে।" অর্থাৎ সে যেন তাহাদের ভাই নয় এমন ভাব।

قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ اَنْ نَّاْخُذَ اِلَّا مَنْ وَّجَدْنَا
مَتَاعَنَا عِنْدَهٗ ۙ اِنَّاۤ اِذًا لَّظٰلِمُوْنَ ﴿٧٩﴾

৭৯। সে বলিল 'যাহার নিকট আমরা আমাদের মাল পাইয়াছি তাহাকে ছাড়া অন্য কাহাকেও আটক রাখিবার অপরাধ হইতে আল্লাহ্ রক্ষা করুন; এইরূপ করিলে নিশ্চয় আমরা যালেমদের অন্তর্ভুক্ত হইব।'

৯ [১১] ৩

فَلَمَّا اسْتَيْـَٔسُوْا مِنْهُ خَلَصُوْا نَجِيًّا ؕ قَالَ
كَبِيْرُهُمْ اَلَمْ تَعْلَمُوْۤا اَنَّ اَبَاكُمْ قَدْ اَخَذَ
عَلَيْكُمْ مَّوْثِقًا مِّنَ اللّٰهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا
فَرَّطْتُّمْ فِيْ يُوْسُفَ ۚ فَلَنْ اَبْرَحَ
الْاَرْضَ حَتّٰى يَاْذَنَ لِيْۤ اَبِيْۤ اَوْ يَحْكُمَ اللّٰهُ
لِيْ ۚ وَهُوَ خَيْرُ الْحٰكِمِيْنَ ﴿٨٠﴾

৮০। অতঃপর, যখন তাহারা তাহার সম্বন্ধে নিরাশ হইয়া গেল তখন তাহারা চুপি চুপি পরামর্শ করিতে নিরালায়[১৩৯৯-ক] চলিয়া গেল। তাহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠজন[১৪০০] বলিল, 'তোমরা কি জান না যে, তোমাদের পিতা তোমাদের নিকট হইতে আল্লাহ্‌র নামে অঙ্গীকার লইয়াছিলেন এবং ইতিপূর্বে তোমরা ইউসুফের ব্যাপারেও দায়িত্ব পালনে অনেক অবহেলা করিয়াছিলে? সুতরাং যে পর্যন্ত আমার পিতা আমাকে অনুমতি না দেন অথবা আল্লাহ্ আমাদের সম্বন্ধে কোন ফয়াসালা না করেন, আমি এই দেশ কখনই পরিত্যাগ করিব না। বস্তুতঃ তিনি সর্বোত্তম ফয়সালাকারী;

اِرْجِعُوْۤا اِلٰۤى اَبِيْكُمْ فَقُوْلُوْا يٰۤاَبَانَاۤ اِنَّ
ابْنَكَ سَرَقَ ۚ وَمَا شَهِدْنَاۤ اِلَّا بِمَا عَلِمْنَا
وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حٰفِظِيْنَ ﴿٨١﴾

৮১। 'তোমরা তোমাদের পিতার নিকট প্রত্যাবর্তন কর, অতঃপর বল, 'হে আমাদের পিতা! নিশ্চয় তোমার পুত্র চুরি করিয়াছে, এবং আমরা কেবল উহাই সাক্ষ্য দিতেছি যাহা আমরা জ্ঞাত আছি এবং আমরা অদৃশ্য বিষয়ের রক্ষণাবেক্ষণকারী নহি।

وَسْـَٔلِ الْقَرْيَةَ الَّتِيْ كُنَّا فِيْهَا وَالْعِيْرَ الَّتِيْۤ
اَقْبَلْنَا فِيْهَا ؕ وَاِنَّا لَصٰدِقُوْنَ ﴿٨٢﴾

৮২। এবং তুমি ঐ শহরকে[১৪০১] (ইহার লোকদিগকে) জিজ্ঞাসা কর যাহাতে আমরা ছিলাম এবং ঐ কাফেলাকেও যাহার সঙ্গে আমরা আসিয়াছি, এবং নিশ্চয়ই আমরা সত্যবাদী।"

১৩৯৯-ক। নাজিয়া অর্থ (১) গোপন; (২) কোন ব্যক্তি যাহাকে গোপন ব্যাপারে বিশ্বাস করা হয়; (৩) কাহারো সাথে গোপনে সলাপরামর্শ করা; (৪) গোপনে সলাপরামর্শের কাজ (আকরাব)।

১৪০০। বাইবেলের মতে তাহাদের মধ্যে চতুর্থ ভাই 'যুদা বা ইহূদা'—সর্বজ্যেষ্ঠ রুবিন নহে—বেনজামীনকে ছাড়িয়া পিতার নিকট ফিরিয়া যাইতে অস্বীকার করিল। কুরআন করীমে 'কবীর' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে যাহার অর্থ বড় বা 'বয়োজ্যেষ্ঠ এবং 'আকবার' শব্দ ব্যবহার করা হয় নাই যাহার অর্থ 'সর্বাপেক্ষা বড় বা সর্বজ্যেষ্ঠ'। অতএব, যুদা বা ইহূদা ছিল ইয়াকুব (আঃ)-এর চতুর্থ পুত্র এবং হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। তাছাড়া কবীর অর্থ বড় বা জ্যেষ্ঠ, নেতা এবং সম্মানে বা মর্যাদায় বড় এবং শেষোক্ত অর্থেই এই আয়াতে শব্দটি (কবীর) ব্যবহৃত হইয়াছে। অতএব, ইহা ইহূদাকে বুঝাইতেছে, রুবিনকে নহে। পিতা হযরত ইয়াকুব (আঃ)-এর নজরে ইহূদা বা যুদা রুবিনের তুলনায় বেশী প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ ছিল (আদি-৪০ ঃ৮-১০)।

১৪০১। এই আয়াতে 'কারীয়া' (জনপদ) অর্থে জনপদবাসী আহ্‌লে কারীয়াকে বুঝায় এবং 'ঈর' (উটের কাফেলা) আস্‌হাবুল ঈর—উটের কাফেলার লোকজনকে বুঝায়। আহ্‌ল এবং আস্‌হাব শব্দদ্বয় উহ্য থাকিয়া উদ্দেশ্যকে জোর দিয়া বুঝাইতেছে।

قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ اَنْفُسُكُمْ اَمْرًا ؕ فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ ؕ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّاْتِيَنِيْ بِهِمْ جَمِيْعًا ؕ اِنَّهٗ هُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ﴿۸۳﴾

৮৪। সে বলিল, 'না, বরং তোমাদের মন তোমাদের জন্য এক (মন্দ) বিষয়কে সুশোভিত করিয়া দিয়াছে। যাহা হউক (এখন আমার জন্য) ধৈর্য ধারণই উত্তম। হইতে পারে যে, আল্লাহ্ তাহাদের সকলকে[১৪০২] আমার নিকট লইয়া আসিবেন, নিশ্চয় তিনিই সর্বজ্ঞানী, পরম প্রজ্ঞাময়।'

وَتَوَلّٰى عَنْهُمْ وَقَالَ يٰۤاَسَفٰى عَلٰى يُوْسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنٰهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيْمٌ ﴿۸۴﴾

৮৫। অতএব, সে তাহাদের দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া লইল এবং বলিল, 'হায় আফসোস ইউসুফের জন্য!' তখন দুঃখে তাহার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ[১৪০৩] হইয়া পড়িল, কিন্তু সে (তাহার দুঃখকে) চাপিয়া রাখিল।

قَالُوْا تَاللّٰهِ تَفْتَؤُا تَذْكُرُ يُوْسُفَ حَتّٰى تَكُوْنَ حَرَضًا اَوْ تَكُوْنَ مِنَ الْهٰلِكِيْنَ ﴿۸۵﴾

৮৬। তাহারা বলিল, 'আল্লাহ্র কসম! যতক্ষণ পর্যন্ত না তুমি গুরুতর অসুখে পড় অথবা মৃত্যু মুখে[১৪০৪] পতিত হও, তুমি ইউসুফের কথা বলিতে থাকিবে।'

قَالَ اِنَّمَاۤ اَشْكُوْا بَثِّيْ وَحُزْنِيْۤ اِلَى اللّٰهِ وَاَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿۸۶﴾

৮৭। সে বলিল, 'আমি আমার অস্থিরতা এবং দুঃখ কেবল আল্লাহ্রই নিকট নিবেদন করিতেছি, এবং আল্লাহ্র নিকট হইতে আমি যাহা জ্ঞাত হই তাহা তোমরা জ্ঞাত নহ।[১৪০৪-ক]

يٰبَنِيَّ اذْهَبُوْا فَتَحَسَّسُوْا مِنْ يُّوْسُفَ وَاَخِيْهِ وَلَا تَايْـَٔسُوْا مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ ؕ اِنَّهٗ لَا يَايْـَٔسُ مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْكٰفِرُوْنَ ﴿۸۷﴾

৮৮। হে আমার পুত্রগণ! তোমরা যাও এবং ইউসুফ এবং তাহার ভাইয়ের[১৪০৫] অনুসন্ধান কর এবং আল্লাহ্র রহমত হইতে নিরাশ হইও না; কেননা আল্লাহ্র রহমত হইতে কাফের জাতি ব্যতিরেকে কেহ আদৌ নিরাশ হয় না।

فَلَمَّا دَخَلُوْا عَلَيْهِ قَالُوْا يٰۤاَيُّهَا الْعَزِيْزُ مَسَّنَا وَاَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجٰىةٍ فَاَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ

৮৯। অতঃপর, (পুনরায়) যখন তাহারা তাহার (ইউসুফের) নিকট আসিল, তাহারা বলিল, 'হে মহাত্মন! আমাদিগকে এবং আমাদের পরিবারবর্গকে মহা সংকট আঘাত হানিয়াছে এবং আমরা যৎসামান্য পুঁজি আনিয়াছি, তথাপি আমাদিগকে মাপ

১৪০২। "হইতে পারে যে, আল্লাহ্তা'লা তাহাদের সকলকে আমার নিকট লইয়া আসিবেন," ইয়াকুব (আঃ) এই বাক্য দ্বারা ইউসুফ, বেনজামিন এবং ইহুদাকে বুঝাইয়াছেন।

১৪০৩। 'বাইয়াযাস্ সাকয়া'আ অর্থ সে পানি অথবা দুধ দ্বারা চামড়ার থলে পূণ করিয়াছিল। 'ইব্ইয়াযযাত আইনাহ' তখন ব্যবহার হয় যখন কোন ব্যক্তির অতীব দুঃখ-কষ্ট বা ব্যথায় হৃদয় ভারাক্রান্ত হইয়া চক্ষুদ্বয় অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠে। সুতরাং উক্ত আয়াত ইহাই ব্যক্ত করিতেছে যে, দুঃখ-কষ্টে ইয়াকুব (আঃ)-এর নিকট দুনিয়া অন্ধকারাচ্ছন্ন মনে হইল এবং চক্ষু অশ্রু-সজল হইয়া উঠিল (লেইন, রাযী, বিহার)।

১৪০৪। 'হারাযা' অর্থ সে রোগে বা অতিরিক্ত আসক্তিতে দুর্বল হইয়া গেল, নিজের অবস্থাকে নষ্ট করিয়াছিল, দীর্ঘ স্থায়ী উদ্বেগ উৎকণ্ঠায় তাহার শরীর এত দুর্বল ও কৃশ হইয়া গেল যে, সে নড়াচড়ার উপযুক্ত রহিল না বা মরণাপন্ন হইল (লেইন)।

১৪০৪-ক। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, হযরত ইয়াকুব (আঃ) আল্লাহ্তা'লার নিকট হইতে সংবাদ পাইয়াছিলেন যে ইউসুফ, য়্যাহদা এবং বেনজামিন জীবিত আছেন।

১৪০৫। এই আয়াতও ব্যক্ত করিতেছে যে, হযরত ইয়াকুব (আঃ)-এর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে ইউসুফ, বেনজামিন এবং য়্যাহদা মিশর দেশে বাঁচিয়া আছেন।

عَلَيْنَا ۖ إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ ﴿٨٨﴾

পূর্ণ করিয়া দাও এবং (ইহা ছাড়া) আমাদিগকে কিছু সদকা দাও।[১৪০৫-ক] নিশ্চয় আল্লাহ্ সদকা দাতাগণকে প্রতিদান দিয়া থাকেন।'

قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ ﴿٨٩﴾

৯০। সে বলিল, 'তোমাদের কি উহা জানা আছে যাহা তোমরা ইউসুফ ও তাহার ভাইয়ের সহিত করিয়াছিলে, যখন তোমরা (তোমাদের কাজের পরিণাম সম্বন্ধে) অজ্ঞ ছিলে।'[১৪০৬]

قَالُوا أَإِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ ۖ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَٰذَا أَخِي ۖ قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا ۖ إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٩٠﴾

৯১। তাহারা বলিল, 'তাহা হইলে তুমিই কি ইউসুফ ?' সে বলিল, 'হাঁ আমিই ইউসুফ এবং এই আমার ভাই। নিশ্চয় আল্লাহ্ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছেন। নিশ্চয় যে (আল্লাহ্র) তাক্ওয়া অবলম্বন করে এবং ধৈর্য ধারণ করে আল্লাহ্ পরোপকারীদের পুরস্কার কখনও নষ্ট করেন না।'

قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخَاطِئِينَ ﴿٩١﴾

৯২। তাহারা বলিল, 'আল্লাহ্র কসম। নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাকে আমাদের উপর প্রাধান্য দান করিয়াছেন এবং প্রকৃতই আমরা অপরাধী ছিলাম।'

قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ ۖ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ ۖ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴿٩٢﴾

৯৩। সে বলিল, 'আজকের দিনে তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ[১৪০৭] নাই, আল্লাহ্ তোমাদিগকে ক্ষমা করুন। বস্তুতঃ তিনি দয়ালুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম দয়ালু,

---

১৪০৫-ক। এইবার হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর ভাইদের আচরণ দুর্বোধ্য বলিয়া মনে হয়। তাহারা নৈতিকভাবে এত দুর্বল হইয়া গিয়াছিল যে, তখন তাহাদের মিশর যাওয়ার উদ্দেশ্য ছিল ইউসুফ, বেনজামিন ও ইহূদার অনুসন্ধান করা, কিন্তু তাহারা তাহা উপেক্ষা করিয়া নিজেদের জন্য খাদ্য শস্যের প্রার্থনা জানাইল।

১৪০৬। এইরূপে ভাইদের ভিক্ষা করার হীনমন্যতার অতিরিক্ত সুযোগ না দিয়া হযরত ইউসুফ (আঃ) নিজেকে প্রকাশ করার মনস্থ করিলেন এবং পরোক্ষভাবে সেই বিষয় উত্থাপন করিলেন।

১৪০৭। হযরত ইউসুফ (আঃ) তাঁহার ভাইদিগকে অনিশ্চয়তায় ঝুলাইয়া না রাখিয়া তাহাদের প্রতি তাঁহার ব্যবহার কিরূপ হইবে এই সম্বন্ধে তাহাদিগকে ভীতি ও আশংকা মুক্ত করিয়া বলিলেন যে, তাঁহার ক্ষমা শর্তবিহীন এবং অকপট। এইরূপ বিরাট অন্তঃকরণের অতুলনীয় মহৎ দয়াপূর্ণ ক্ষমা যাহা ইউসুফ (আঃ) তাঁহার ভাইদের প্রতি দেখাইয়াছিলেন উহার সাদৃশ্য কেবল নবী করীম (সাঃ)-এর মধ্যেই পরিলক্ষিত হয়। ইউসুফ (আঃ)-এর মত আমাদের নবী করীম (সাঃ) মদিনায় দেশান্তরী হওয়ার পর সম্মান ও ক্ষমতার অধিকারী হইয়াছিলেন; এবং বেশ কয়েক বছর পর দশ হাজার সাহাবীর নেতারূপে যখন তাঁহার মাতৃভূমির শহরে বিজয়ীর বেশে প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং যখন মক্কার কাফেরগণ তাঁহার পদতলে পতিত হইয়াছিল তখন নবী করীম (সাঃ) মক্কাবাসীদিগকে এই কথাই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, তাহারা তাঁহার নিকট কেমন ব্যবহার প্রত্যাশা করে। উত্তরে মক্কাবাসীগণও এইরূপ বলিয়াছিল, "হযরত ইউসুফ (আঃ) তাঁহার ভাইদের প্রতি যেইরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন।" তৎক্ষণাৎ রসূল করীম (সাঃ) ঘোষণা করিলেন, "আজ তোমাদের উপর কোন প্রতিশোধ গ্রহণ করা হইবে না।" পূর্বেকার রক্তপিপাসু জাত-শত্রু মক্কার কুরায়শগণ, যাহারা নবী করীম (সাঃ)-এর জীবন নাশের এবং ইসলাম ধর্মের বিনাশ সাধনের জন্য কোন চেষ্টারই ত্রুটি করে নাই, আজ তাহাদেরই প্রতি মহানবীর এইরূপ ক্ষমা-সুন্দর উন্নত চরিত্র ও আদর্শ ব্যবহার বিশ্বমানব জাতির ইতিহাসে অদ্বিতীয় ও অনুপম।

اِذْهَبُوْا بِقَمِيْصِيْ هٰذَا فَاَلْقُوْهُ عَلٰى وَجْهِ اَبِيْ يَاْتِ بَصِيْرًا ۚ وَاْتُوْنِيْ بِاَهْلِكُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿٩٣﴾

৯৪। তোমরা আমার এই জামাটি লইয়া যাও এবং উহা আমার পিতার সম্মুখে রাখিয়া দিও, তিনি (বিচক্ষণ ব্যক্তির ন্যায়) সব কিছুই বুঝিতে পারিবেন। এবং তোমরা তোমাদের পরিবারের সকলকে আমার নিকট লইয়া আসিও।'

১০ [১৪] ৪

وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيْرُ قَالَ اَبُوْهُمْ اِنِّيْ لَاَجِدُ رِيْحَ يُوْسُفَ لَوْلَآ اَنْ تُفَنِّدُوْنِ ﴿٩٤﴾

৯৫। এবং যখন (উটের) কাফেলাটি রওয়ানা হইল, তাহাদের পিতা বলিল, 'তোমরা যদিও বল যে, আমার মতিভ্রম[১৪০৮] হইয়াছে, তথাপি নিশ্চয় আমি বলিব যে, আমি ইউসুফের ঘ্রাণ পাইতেছি।'

قَالُوْا تَاللّٰهِ اِنَّكَ لَفِيْ ضَلٰلِكَ الْقَدِيْمِ ﴿٩٥﴾

৯৬। তাহারা বলিল, 'আল্লাহ্‌র কসম! তুমি নিশ্চয় (এখনও) তোমার পুরাতন ভ্রমে পড়িয়া আছ।'

فَلَمَّآ اَنْ جَآءَ الْبَشِيْرُ اَلْقٰىهُ عَلٰى وَجْهِهٖ فَارْتَدَّ بَصِيْرًا ۚ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ ۚ اِنِّيْٓ اَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٩٦﴾

৯৭। অতঃপর, যেমনি (ইউসুফকে পাওয়ার) সুসংবাদদাতা (ইয়াকুবের নিকট) আসিয়া পৌঁছিল, সে তাহার সম্মুখে (জামাটি) রাখিয়া দিল, তখন সে বিচক্ষণ ব্যক্তির ন্যায় সকল বিষয় বুঝিতে[১৪০৯] পারিল। সে বলিল "আমি কি তোমাদিগকে বলি নাই, আমি আল্লাহ্‌র নিকট হইতে যাহা জ্ঞাত হই তাহা তোমরা জ্ঞাত নহ?"

قَالُوْا يٰٓاَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَآ اِنَّا كُنَّا خٰطِـِٕيْنَ ﴿٩٧﴾

৯৮। তাহারা বলিল, 'হে আমাদের পিতা! আমাদের পাপের জন্য (আল্লাহ্‌র নিকট) ক্ষমা প্রার্থনা কর; নিশ্চয় আমরা পাপী ছিলাম।'

قَالَ سَوْفَ اَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّيْ ۖ اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ﴿٩٨﴾

৯৯। সে বলিল, 'অবশ্যই আমি আমার প্রভুর নিকট তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিব। নিশ্চয় তিনিই অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।'

১৪০৮। তাহাদের দল (ইউসুফের ভাইয়েরা) বাড়ীতে প্রত্যাবর্তনের পূর্বেই হযরত ইয়াকুব (আঃ) তাঁহার লোকজনের কাছে বলিয়াছিলেন যে, সকল প্রতিকূল অবস্থা সত্বেও তাঁহার আশা,তিনি শীঘ্রই ইউসুফ (আঃ)-এর দেখা পাইবেন, এমনকি তাঁহার এই নিশ্চিত ধারণাকে জোর দিয়া ব্যক্ত করিবার জন্য তিনি বলিয়াছিলেন, "যদিও বল যে আমার মতিভ্রম হইয়াছে তথাপি নিশ্চয় আমি বলিব যে, আমি ইউসুফের ঘ্রাণ পাইতেছি।"

১৪০৯। আল্লাহ্‌তা'লা হইতে প্রাপ্ত ইলহামের ভিত্তিতে হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর জীবিত থাকার ব্যাপারে যে বিশ্বাস এবং প্রত্যয় হযরত ইয়াকুব (আঃ)-এর মনে ছিল, উহা এখন তাঁহার নিকট তথ্যপূর্ণ জ্ঞানে পরিণত হইল যখন তাঁহার সামনে ইউসুফের (আঃ) জামা আনিয়া রাখা হইল। ফারতাদ্দা বাসীরান অর্থাৎ তিনি বিচক্ষণ ব্যক্তির ন্যায় পূর্ণজ্ঞানের দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলেন। হযরত ইয়াকুব (আঃ) অন্ধ হইয়া গিয়াছিলেন কুরআন এই কথা সমর্থন করে না। এই ধারণা আল্লাহ্‌তা'লার এক নবীর মর্যাদার সহিত শুধু অসামঞ্জস্যপূর্ণই নহে, বরং কুরআনের বহু আয়াত এই কথা অস্বীকার করে। প্রতীয়মান হয় যে, ইহাই সেই জামা যাহা ইউসুফ (আঃ) কে কূপে ফেলিয়া দেওয়ার সময় তাঁহার পরিধানে ছিল।

فَلَمَّا دَخَلُوْا عَلٰى يُوْسُفَ اٰوٰٓى اِلَيْهِ اَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوْا مِصْرَ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ اٰمِنِيْنَ ۝

১০০। এবং যখন তাহারা ইউসুফের নিকট আসিল, সে তাহার পিতামাতাকে[১৪১০] তাহার কাছে সম্মানপূর্ণ স্থান দান করিল এবং বলিল, 'আল্লাহ্‌র ইচ্ছা অনুযায়ী তোমরা সকলে শান্তিতে মিশরে প্রবেশ কর।'

وَرَفَعَ اَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوْا لَهٗ سُجَّدًا ۚ وَقَالَ يٰٓاَبَتِ هٰذَا تَاْوِيْلُ رُءْيَايَ مِنْ قَبْلُ ۖ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّيْ حَقًّا ۭ وَقَدْ اَحْسَنَ بِيْٓ اِذْ اَخْرَجَنِيْ مِنَ السِّجْنِ وَجَاۗءَ بِكُمْ مِّنَ الْبَدْوِ مِنْۢ بَعْدِ اَنْ نَّزَغَ الشَّيْطٰنُ بَيْنِيْ وَبَيْنَ اِخْوَتِيْ ۭ اِنَّ رَبِّيْ لَطِيْفٌ لِّمَا يَشَاۗءُ ۚ اِنَّهٗ هُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ۝

১০১। এবং সে তাহার পিতা-মাতাকে উচ্চাসনে[১৪১১] বসাইল এবং তাহারা সকলে তাহার[১৪১২] জন্য (আল্লাহ্‌র সমীপে) সেজদায় পতিত হইল। এবং সে বলিল, 'হে আমার পিতা! এই হইল আমার পূর্বে দেখা স্বপ্নের ব্যাখ্যা। আমার প্রভু উহাকে সত্যে পরিণত করিয়াছেন। এবং তিনি আমার প্রতি অশেষ অনুগ্রহ করিয়াছেন—(প্রথমতঃ) যখন তিনি আমাকে কারাগার[১৪১৩]হইতে (সসম্মানে) বাহির করিয়াছেন এবং (দ্বিতীয়তঃ) শয়তান আমার এবং আমার ভাইদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার পর তিনি তোমাদিগকে মরু-অঞ্চল হইতে (বাহির করিয়া এখন আমার নিকট) আনিয়াছেন। নিশ্চয় আমার প্রভু যাহার প্রতি চাহেন সুপ্রসন্ন হন; নিশ্চয় তিনিই সর্বজ্ঞানী, পরম প্রজ্ঞাময়।

رَبِّ قَدْ اٰتَيْتَنِيْ مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِيْ مِنْ تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ ۚ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۭ اَنْتَ وَلِيّٖ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۚ تَوَفَّنِيْ مُسْلِمًا وَّاَلْحِقْنِيْ بِالصّٰلِحِيْنَ ۝

১০২। হে আমার প্রভু! তুমি আমাকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার কিছু অংশ দান করিয়াছ এবং আমাকে স্বপ্নের কিছু ব্যাখ্যাও শিক্ষা দিয়াছ। হে আকাশসমূহ এবং পৃথিবীর স্রষ্টা! তুমি আমার ইহকাল ও পরকালের অভিভাবক! তুমি আমাকে পূর্ণ আত্মসমর্পণকারী অবস্থায় মৃত্যু দান করিও এবং আমাকে সৎ কর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত করিও।'

১৪১০। হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর আপন মা রাহেল পূর্বেই ইন্তেকাল করিয়াছিলেন, কিন্তু এই আয়াত 'আবাওয়ায়্হে অর্থ পিতামাতা' শব্দ দ্বারা ইহাই ব্যক্ত করিতেছে যে, সৎমাও গর্ভধারিণী আপন মায়ের সমান ভক্তি শ্রদ্ধার দাবী রাখে।

১৪১১। এই বাক্যাংশের অর্থ ইহাও হইতে পারে যে, ইউসুফ (আঃ) তাঁহার মা-বাপকে বাদশাহর সম্মুখে উপস্থাপন করিলেন (আদি-৪৭ঃ২,৭) অথবা বাদশাহর অনুমতিক্রমে তিনি তাঁহার পিতামাতাকে নিজ সিংহাসনের উপরে বসাইলেন। প্রাচীনকালে বাদশাহর মন্ত্রীগণেরও নিজ নিজ সিংহাসন থাকিত।

১৪১২। ইউসুফ (আঃ)-এর ভাইয়েরা এবং পিতা-মাতা সেজদায় পড়িয়া সেই আল্লাহ্‌তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন যাহার দয়ায় ইউসুফ (আঃ) এইরূপ উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। এখানে ইউসুফ (আঃ) সেজদার লক্ষ্য ছিলেন না, উপলক্ষ্য ছিলেন মাত্র।

১৪১৩। 'যখন তিনি আমাকে কারাগার হইতে (সসম্মানে) বাহির করিলেন'— এখানে মহান আল্লাহ্‌তা'লার দয়ার উল্লেখ করিতে যাইয়া ইউসুফ (আঃ) শুধু কারা-মুক্তির কথাই প্রকাশ করিলেন, কিন্তু কূপ হইতে রক্ষা পাওয়ার কথা উল্লেখ করেন নাই, কারণ উহাতে তাহার ভাইয়েরা লজ্জা বোধ করিত।

ذٰلِكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ اِلَيْكَ ۚ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ اَجْمَعُوْٓا اَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُوْنَ ﴿١٠٢﴾

১০৩। ইহা অদৃশ্যের[১৪১৪] সংবাদসমূহের অন্তর্ভুক্ত, যাহা আমরা তোমার নিকট ওহী করিতেছি। এবং তুমি তাহাদের নিকট উপস্থিত ছিলে না যখন তাহারা নিজেদের ব্যাপারে একজোট হইয়াছিল এবং ষড়যন্ত্র[১৪১৫] করিতেছিল।

وَمَآ اَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٠٣﴾

১০৪। এবং যতই তুমি কামনা কর না কেন অধিকাংশ লোক ঈমান আনিবে না।

وَمَا تَسْـَٔلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ۭ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿١٠٤﴾ ع ১১ [১১] ৫

১০৫। অথচ তুমি এই কাজের জন্য তাহাদের নিকট কোন প্রতিদান চাহ না। ইহা সারা দুনিয়ার (লোকের) জন্য এক সম্মানজনক উপদেশ ব্যতীত কিছু নহে।

وَكَاَيِّنْ مِّنْ اٰيَةٍ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَمُرُّوْنَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُوْنَ ﴿١٠٥﴾

১০৬। এবং আকাশমণ্ডলে এবং পৃথিবীতে কতই না নিদর্শন রহিয়াছে যেগুলিকে তাহারা উপেক্ষা পূর্বক পাশ কাটাইয়া চলিয়া যায় এবং সেইগুলি হইতে মুখ ফিরাইয়া লয়।[১৪১৬]

وَمَا يُؤْمِنُ اَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ اِلَّا وَهُمْ مُّشْرِكُوْنَ ﴿١٠٦﴾

১০৭। এবং তাহাদের অধিকাংশই আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনে না পরন্তু এমতাবস্থায় যে তাহারা সেই সঙ্গে শিরকও করে।

اَفَاَمِنُوْٓا اَنْ تَاْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللّٰهِ اَوْ تَاْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿١٠٧﴾

১০৮। তবে আল্লাহ্‌র আযাবসমূহের মধ্যে কোন সর্বগ্রাসী আযাব তাহাদের উপর আসিতে পারে—এই সম্বন্ধে কি তাহারা নিরাপদ হইয়া গিয়াছে অথবা তাহাদের উপর সেই মুহূর্ত অকসমাৎ আসিতে পারে এমতাবস্থায় যে তাহারা উপলব্ধিও করিতে পারিবে না ?

قُلْ هٰذِهٖ سَبِيْلِيْٓ اَدْعُوْٓا اِلَى اللّٰهِ ۣ عَلٰي بَصِيْرَةٍ اَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِيْ ۭ وَسُبْحٰنَ اللّٰهِ وَمَآ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿١٠٨﴾

১০৯। তুমি বল, 'ইহাই আমার পথ; আমি আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বান করি নিশ্চিত জ্ঞানের[১৪১৭] উপর (অবিচল) থাকিয়া,—আমি এবং যাহারা আমার অনুসরণ করে তাহারাও। বস্তুতঃ আল্লাহ্ পবিত্র এবং আমি মোশরেকদের অন্তর্ভুক্ত নহি।'

১৪১৪। এই আয়াত ব্যক্ত করিতেছে যে, ইউসুফ (আঃ)-এর এই ঘটনা কেবল কাহিনী নয়। ইহা নবী শ্রেষ্ঠ হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ও ইসলাম সম্পর্কে মহৎ এবং শক্তিশালী ভবিষ্যদ্বাণী বহন করিতেছে।

১৪১৫। এখানে 'তাহারা' সর্বনামটি দ্বারা রসূল করীম (সাঃ)-এর শত্রুদেরকে বুঝাইতেছে।

১৪১৬। এই আয়াত মো'মেন এবং কাফেরের মৌলিক পার্থক্যের প্রতি ইংগিত করিতেছে। মো'মেন চোখ-কান খোলা রাখিয়া চলে এবং সামান্যতম ঐশী ইংগিতকেও আঁকড়াইয়া ধরে, আর অবিশ্বাসীরা অন্ধলোকের মত প্রকাশ্য এবং স্পষ্ট নিদর্শনাবলী হইতেও উপকৃত হওয়ার কথা অস্বীকার করে।

১৪১৭। অন্ধ ও চিন্তাহীন বা অন্যমনস্ক বিশ্বাস,যাহা যুক্তি এবং প্রত্যয়হীন,উহা আল্লাহ্‌তা'লার নজরে কোন মূল্য বহন করে না।

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوْحِيْٓ اِلَيْهِمْ مِّنْ اَهْلِ الْقُرٰى ؕ اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ وَلَدَارُ الْاٰخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ اتَّقَوْا ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿١١٠﴾

১১০। এবং তোমার পূর্বেও বিভিন্ন জনপদের অধিবাসীগণ হইতে কেবলমাত্র পুরুষগণকেই আমরা (রসূলরূপে) প্রেরণ করিয়া আসিতেছি, যাহাদের প্রতি আমরা ওহী নাযেল করিতাম। তাহারা কি ভূপৃষ্ঠে বিচরণ করিয়া দেখে নাই যে, তাহাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কি হইয়াছিল ? বস্তুতঃ যাহারা (আল্লাহ্‌র) তাক্‌ওয়া অবলম্বন করে, পরকালের বাসস্থান তাহাদের জন্যই উত্তম। তবুও কি তোমরা বুদ্ধি খাটাইবে না ?

حَتّٰٓى اِذَا اسْتَيْـَٔسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوْا جَآءَهُمْ نَصْرُنَا ۙ فَنُجِّيَ مَنْ نَّشَآءُ ؕ وَلَا يُرَدُّ بَاْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِيْنَ ﴿١١١﴾

১১১। এবং[১৪১৭-ক] যখন রসূলগণ (কাফেরদের ঈমান আনা সম্বন্ধে) নিরাশ হইল এবং (অপর দিকে) তাহারা (কাফেরগণ) ধারণা করিল যে, তাহাদের সঙ্গে মিথ্যা[১৪১৮] কথা বলা হইয়াছে, তখন তাহাদের (রসূলগণের) নিকট আমাদের সাহায্য আসিল এবং যাহাদিগকে আমরা বাঁচাইতে চাহিয়াছিলাম তাহাদিগকে বাঁচাইলাম। বস্তুতঃ অপরাধী জাতির উপর হইতে আমাদের শাস্তি কখনও রদ করা হয় না।

لَقَدْ كَانَ فِيْ قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّاُولِي الْاَلْبَابِ ؕ مَا كَانَ حَدِيْثًا يُّفْتَرٰى وَلٰكِنْ تَصْدِيْقَ الَّذِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيْلَ كُلِّ شَيْءٍ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿١١٢﴾ ع ١٢ ٧ ٦

১১২। নিশ্চয় তাহাদের কাহিনীর মধ্যে বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় আছে। ইহা কখনও এমন কথা নহে যাহা স্বরচিত, বরং যাহা ইহার পূর্বে আছে ইহা উহার সত্যায়নকারী এবং সকল বিষয়ের পূর্ণ ব্যাখ্যাদানকারী এবং যাহারা ঈমান আনে তাহাদের জন্য হেদায়াত ও রহমত স্বরূপ।

১২ [৭] ৬

১৪১৭-ক। 'হাত্তা' কোন কোন সময় সংযোজক অব্যয় পদে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, যথা 'ওয়া' অর্থ 'এবং' বা 'এমনকি'। যেমন- 'আকাল্‌তু সামাকা হাত্তা রা'সাহা' অর্থাৎ আমি মাছ খাইলাম এমনকি উহার মাথাও খাইলাম (লেইন)।

১৪১৮। নবীগণের শত্রুদের পাপাচার এবং বিরোধীতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া এমন এক পর্যায়ে গিয়া পৌঁছে যখন নবীগণ ভাবিতে শুরু করেন যে, যাহাদের অদৃষ্টে ছিল তাহারা পূর্বেই ঈমান আনিয়াছে। তাঁহার প্রতি অবশিষ্ট লোকদের ঈমান আনার ব্যাপারে তাহারা নিরাশ হইয়া যান। কিন্তু নবীগণ আল্লাহ্‌তা'লার করুণা এবং সাহায্যের ব্যাপারে কখনো নিরাশ হন না (১৫ ঃ৫৭)। অপর দিকে তাঁহাদের বিরুদ্ধবাদীরা ঐশী আযাব আসিতে বিলম্ব দেখিয়া, নিরাপদ মনে করিয়া ভাবিতে আরম্ভ করে যে, কোন আযাবই তাহাদের উপর আসিবে না, এবং নবীদের চূড়ান্ত বিজয় ও শত্রুদের ব্যর্থ মনোরথ হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ ফাঁকা বুলি ছাড়া আর কিছুই নহে।

১৩-সূরা আর্ রা'দ
(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণ হওয়ার তারিখ ও প্রসংগ

অধিকাংশ বিশেষজ্ঞের মতে এই সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ হইয়াছে । ইহার বিষয়বস্তুও এই বক্তব্যের সমর্থন করে । অবশ্য, কিছু কিছু আয়াত মদীনায় নাযেল হইয়াছে বলিয়াও কেহ কেহ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন । যেমন আতা'র মতে ৪৪ আয়াত, কাতাদার মতে ৩২ আয়াত এবং অন্যান্য কতিপয় বিশেষজ্ঞের মতে ১৩ — ১৫ আয়াত মদীনায় অবতীর্ণ হইয়াছে । পূর্ববর্তী সূরা ইউনুসে (১০ সূরা) বলা হইয়াছে যে, পৃথিবীতে যখনই কোন নবী-রসূলের আবির্ভাব ঘটে, তখন সমসাময়িক লোকেরা নবী-রসূলদের অস্বীকারজনিত কারণে হয় ঐশী শাস্তির সম্মুখীন হয়, নতুবা তাহাদের সৎকর্মের বিনিময়ে তাহাদের প্রতি ঐশী অনুকম্পা প্রদর্শিত হইয়া থাকে । অতঃপর, সূরা হূদে (১১ সূরা) ঐশী শাস্তির বিষয়ে ও সূরা ইউসুফে (১২ সূরা) ঐশী অনুকম্পার বিষয়ে বিশেষ গুরুত্বসহকারে আলোকপাত করা হয় । পূর্ববর্তী তিন সূরাতে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রতি অবতীর্ণ ভবিষ্যদ্বাণী কিভাবে পরিপূর্ণতা লাভ করিবে অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর উত্থান ও বিজয় কিরূপে সম্পন্ন হইবে এবং অন্যান্য সকল ধর্মের উপরে ইসলাম কিভাবে প্রাধান্য লাভ করিবে— সেই সব বিষয়ে বর্তমান সূরাতে আলোচনা করা হইয়াছে ।

বিষয়বস্তু

সূরাটি শুরুতেই এই ঘোষণা দিয়া বক্তব্য রাখিয়াছে যে, আল্লাহ্‌তা'লা বিভিন্ন দুর্জ্ঞেয় পথ ও পন্থায় কাজ করিয়া থাকেন । তাঁহার প্রেরিত নবী রসূলগণও যে পদ্ধতিতে উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করেন, তাহাও যথাসময়ে সকলের সামনে প্রকাশিত না হওয়ার পূর্বে প্রায়শঃই গোপন ও লোক-চক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া যায় । অতঃপর, একটি বহুল প্রচলিত প্রাকৃতিক বিধানের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলা হইয়াছে যে, একই ভূমিতে একই পানি দ্বারা সিক্ত হওয়া সত্ত্বেও যেমন একই প্রকার ফল-ফসল উৎপাদিত হয় না, তেমনি হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তৎকালীন যুগের এক বিধর্মী অধ্যুষিত এলাকা মক্কায় জন্মগ্রহণ করিলেও এবং একটি অনুন্নত পরিবেশে (লালিত-পালিত) হইলেও আল্লাহ্‌তা'লার বিশেষ রহমতে সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হিসাবে উন্নীত হইয়াছিলেন । অতঃপর অবিশ্বাসীদের উদ্দেশ্যে বলা হইয়াছে যে, তাহারা যেন হযরত মুহাম্মদ(সাঃ)-এর বর্তমান দুর্বল অবস্থা বা বাহ্যিক সম্পদের অপ্রতুলতা দেখিয়া তাঁহার মূল্যায়ন না করে, অথবা পরিণামে তাঁহার বিজয় সম্পর্কে যে ঐশী ওয়াদা রহিয়াছে, তাঁহার সফলতা সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ না করে। বস্তুতঃ, তাঁহার প্রতিশ্রুত বিজয় বা সফলতা সম্পর্কে সংশয় প্রকাশের কোন কারণ নাই। পক্ষান্তরে মানবতার এই সীমাহীন দুর্ভোগ ও প্রয়োজনের সময় যদি তাঁহার আবির্ভাব না ঘটিত, তাহা হইলেই বরং আশ্চর্যের বিষয় হইত । এখন হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) অবশ্যই সফলতা লাভ করিবেন এবং তাঁহার শত্রুপক্ষ ব্যর্থ মনোরথ হইবে । ইসলামের বিজয়ের লক্ষণসমূহ অচিরেই দৃশ্যমান হইয়া উঠিবে এবং আজ যাহারা ইসলামের বড় বড় বিরোধী ও দুশমন, তাহাদের সন্তান-সন্ততিও অদূর ভবিষ্যতে ইসলাম গ্রহণ করিয়া ইহার সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করিবে । আল্লাহ্‌তা'লা বিরুদ্ধবাদীদের নিকট হইতে সব রকমের সাহায্য-সহযোগিতা উঠাইয়া লইবেন এবং ধীরে ধীরে তাহাদের প্রতাপ ও প্রতিপত্তি লোপ পাইতে থাকিবে । যেহেতু সর্ব প্রকার প্রাকৃতিক নিয়মও আল্লাহ্‌তা'লারই নিয়ন্ত্রণাধীন, তাই হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর পরিণাম সফল করিবার জন্য তথা ইসলামের বিজয়ের সূচনার জন্য এখন আল্লাহ্‌তা'লা সকল প্রাকৃতিক নিয়ম তাঁহার অনুকূলে আনিয়া দিবেন । মোশরেকদের মিথ্যা উপাস্যগুলির পক্ষে এই নূতন ধর্মমতকে অর্থাৎ ইসলামের অগ্রযাত্রাকে প্রতিহত করিবার কোন প্রকার শক্তিই থাকিবে না । অতঃপর, সূরাটিতে হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর আধ্যাত্মিকতার মহান শক্তির ইঙ্গিত দিয়া বলা হইয়াছে যে, আল্লাহ্‌-তা'লার রহমতে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) আধ্যাত্মিক মহান শক্তিতে এতই বলীয়ান হইবেন যে, তিনি একাই বিরুদ্ধবাদীদের পরাজিত করিতে যথেষ্ট, যেভাবে একজন চক্ষুষ্মান ব্যক্তি একদল অন্ধ ব্যক্তিকে পরাজিত করিতে সক্ষম । আসল কথা হইতেছে এই যে, আল্লাহ্‌তা'লার একত্ববাদের মোকাবিলায় বহু-ঈশ্বরবাদ কিছুতেই টিকিতে পারে না এবং একইভাবে মিথ্যা মা'বূদের উপাসকরাও সত্য মা'বূদের ইবাদতকারীদের বিরুদ্ধে কখনো মোকাবিলা করিতে পারে না । সত্যের শত্রুরা বিলোপ হইতে থাকিবে এবং পরিণামে ফেনা বা বুদ্‌বুদের ন্যায় নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে । যাহারা অল্প বুদ্ধিসম্পন্ন, তাহারাই শুধু বাহিরের ফেনা বা বুদ্‌বুদকেই বড় করিয়া দেখে, ইহার নীচে যে নির্মল পানির ধারা প্রবাহিত, তাহা তাহারা দেখিতে পায় না । অথচ ফেনা বা বুদবুদ অচিরেই নিশ্চিহ্ন হইয়া যায় এবং নীচের নির্মল পানি ও স্বর্ণ থাকিয়া যায় । ঠিক একইভাবে বহু-ঈশ্বরবাদীদের ভ্রান্ত ধারণা ও অগভীর বিশ্বাস অচিরেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে এবং কুরআনের মহান শিক্ষা ও উদার নীতি থাকিয়া যাইবে । যেহেতু কুরআনের শিক্ষা মানুষের প্রকৃতি ও বিবেক-সম্মত, তাই ইহা মানুষের অন্তরে স্থান করিয়া লইবে এবং ধীরে ধীরে তাহারা অনুভব করিতে সক্ষম হইবে যে, সত্য কোন্ দিকে—বিশেষ করিয়া যখন তাহারা কাফের ও মো'মেনদের নৈতিক মূল্যবোধের পার্থক্য সম্পর্কে তুলনা করিবে । বড় বড় নিদর্শন দেখানো হইবে এবং পবিত্র কুরআন ও ইহার সত্যিকার অনুসারীদের হৃদয়ের ঐশী দীপ্তিতে বহু

আশ্চর্য ঘটনা সংঘটিত হইবে। জাগতিক দিক হইতে বড় বড় দুর্গ ও আশ্রয়স্থল বিজিত হইবে। ইহা ছাড়া অন্যতম নিদর্শন হইবে এই যে, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর স্বজাতি তাহাকে মক্কা হইতে বিতাড়িত করিবে এবং তাহার বিরুদ্ধে তরবারি তুলিয়া লইবে। কিন্তু ইসলাম উত্তরোত্তর জয়যুক্ত হইতে থাকিবে যতদিন না অবিশ্বাস ও বিরোধিতার কেন্দ্রস্থল মক্কা নগরীতে ইসলামের অনুসারীরা বিজয়ীর বেশে প্রবেশ করিবে। চিরদিনের মত আরব হইতে মূর্তিপূজা বিদূরিত হইবে এবং ইসলামের দৃঢ় ভিত্তি সেখানে প্রতিষ্ঠিত হইবে। সারা বিশ্ব প্রত্যক্ষ করিবে যে, এইসব নিদর্শনাদি ও আমূল পরিবর্তন আল্লাহ্ তা'লার অশেষ শক্তি ও অনুগ্রহের ফলেই সম্ভব হইয়াছে, কোন মানবীয় শক্তির ফলে নহে। সূরাটিতে সত্যের বিরুদ্ধবাদীদের পরাজয় ও ধ্বংস সম্পর্কিত এই ধরণের অনেক ভবিষ্যদ্বাণী রহিয়াছে এবং সাথে সাথে ইসলামের মহান ভবিষ্যত সম্পর্কেও অনেক সুসংবাদ রহিয়াছে।

শিরোনাম

সূরাটির অন্তর্নিহিত মূলভাব প্রকৃতপক্ষে তাহাই যাহা উপরে উল্লেখ করা হইয়াছে। এই মূলভাবের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়াই নামকরণ করা হইয়াছে 'আর্ রা'দ' বা বজ্র। বৃষ্টির সাথে সাথে যেমন বজ্র ও বিদ্যুৎ থাকে, ঠিক তেমনি সঙ্গত কারণেই ঐশী বৃষ্টি বা কুরআনের অবতরণের সঙ্গে সঙ্গেও আধ্যাত্মিক বজ্র ও বিদ্যুতের আর্বিভাব ঘটিয়াছে। ইসলামের আধ্যাত্মিক শক্তিই সেই বজ্র-শক্তি। যাহারা ইহাকে তরবারী দিয়া ধ্বংস করিতে চায়, তাহারা তরবারী দ্বারাই ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে। আর যাহারা ইহার প্রতি আনুগত্য করে, তাহারাই পরিণামে সম্মান ও প্রতিপত্তির অধিকারী হইবে।

১৩-সূরা আর্ রা'দ

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্ সহ ইহাতে ৪৪ আয়াত এবং ৬ রুকূ আছে ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

الٓمّٓرٰ ۗ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ ؕ وَالَّذِيْٓ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ الْحَقُّ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُوْنَ ②

২। আলিফ লাম মীম্ রা।[১৪১৯] এইগুলি কামেল কিতাবের আয়াত এবং যাহা তোমার প্রতি তোমার প্রভুর পক্ষ হইতে নাযেল করা হইয়াছে, উহা পরিপূর্ণ সত্য ; কিন্তু অধিকাংশ লোক ঈমান আনে না ।

اَللّٰهُ الَّذِيْ رَفَعَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ؕ كُلٌّ يَّجْرِيْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى ؕ يُدَبِّرُ الْاَمْرَ يُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَآءِ رَبِّكُمْ تُوْقِنُوْنَ ③

৩। আল্লাহ্ তিনি, যিনি স্তম্ভ ব্যতিরেকে আকাশসমূহকে (শূন্যে) উন্নীত করিয়াছেন যাহা তোমরা দেখিতেছ।[১৪২০] অতঃপর, তিনি আরশে[১৪২০-ক] অধিষ্ঠিত হইলেন । এবং তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে (তোমাদের) সেবায় নিয়োজিত করিলেন, প্রত্যেকেই এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত (নিজ নিজ কক্ষপথে) গতিশীল । তিনি প্রত্যেক বিষয়ের পরিচালনা করেন (এবং) তিনি আয়াতসমূহকে বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করেন যেন তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের সহিত মিলিত হওয়াতে দৃঢ় বিশ্বাস রাখ।

وَهُوَ الَّذِيْ مَدَّ الْاَرْضَ وَجَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِيَ وَاَنْهٰرًا ؕ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ جَعَلَ فِيْهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي الَّيْلَ النَّهَارَ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ④

৪। এবং তিনিই যমীনকে বিস্তৃত করিয়াছেন এবং উহাতে পর্বতসমূহ এবং প্রবহমান নদীসমূহ সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং উহার মধ্যে প্রত্যেক প্রকার ফল দুইটি করিয়া জোড়ায় জোড়ায়[১৪২১] সৃষ্টি করিয়াছেন । তিনি দিনকে রাত্রি দ্বারা ঢাকিয়া দেন। নিশ্চয়ই ইহার মধ্যে চিন্তাশীল লোকদের জন্য বহু নিদর্শন রহিয়াছে ।

১৪১৯ । পূর্বের ১০,১১ এবং ১২ সূরার আরম্ভ 'আলিফ লাম রা' এই তিন অক্ষর দ্বারা। বর্তমান সূরার শুরু আলিফ লাম মীম্ রা এই চারটি বর্ণ দ্বারা। সংক্ষিপ্ত বর্ণমালার এই পার্থক্য ইংগিত করিতেছে যে,পূর্ববর্তী তিন সূরার বিষয়বস্তু হইতে এই সূরার বিষয়বস্তু কিছু ভিন্নতর। এই চারটি অক্ষর দ্বারা ব্যক্ত হইয়াছে— আমি আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী, সর্বদ্রষ্টা; 'জ্ঞান' বা 'জানা' এই গুণবাচক বিশেষণ পূর্ববর্তী সূরায় উল্লেখিত দেখা বা দর্শন বিশেষণের সঙ্গে সংযুক্ত হইয়াছে । অর্থাৎ সর্বদ্রষ্টা গুণের সঙ্গে সর্বজ্ঞানী গুণের সংযোজন করা হইয়াছে ।

১৪২০ । এই আয়াতের দুই অর্থ হইতে পারে ঃ (১) তোমরা দেখিতে পাও আকাশসমূহ স্তম্ভ ব্যতিরেকে দাঁড়াইয়া আছে; (২) আকাশ এমন স্তম্ভের উপর দণ্ডায়মান নহে যাহা তোমরা দেখিতে পার, অর্থাৎ উহাদের অবলম্বন রহিয়াছে কিন্তু তোমরা দেখিতে পাও না । শাব্দিক অর্থে এই আয়াতের অর্থ দাঁড়ায় আকাশমণ্ডলী বিনা স্তম্ভেই দণ্ডায়মান রহিয়াছে । আলংকারিক বা রূপক অর্থে নভোমণ্ডলে যাহা কিছু যথা চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্ররাজি অবলম্বনের উপর দণ্ডায়মান, কিন্তু পার্থিব মানব-চক্ষে উহা দৃষ্টি গোচর হয় না—দৃষ্টান্ত স্বরূপ মাধ্যাকর্ষণ শক্তি বা চুম্বক শক্তি বা গ্রহরাজির বিশেষ গতিবিধি বা অন্যান্য উপাদান বা উপকরণ যাহা বিজ্ঞান অদ্যাবধি আবিষ্কার করিয়াছে বা ভবিষ্যতে যাহা আবিষ্কৃত হইবে ।

১৪২০-ক । আরশ্ অর্থ সিংহাসন । কুরআন করীমে এই শব্দ আধ্যাত্মিক বা পার্থিব বিধানের পূর্ণতা প্রকাশার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে । পার্থিব

১৪২১ টিকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجٰوِرٰتٌ وَّجَنّٰتٌ
مِّنْ أَعْنَابٍ وَّزَرْعٌ وَّنَخِيْلٌ صِنْوَانٌ
وَّغَيْرُ صِنْوَانٍ يُّسْقٰى بِمَآءٍ وَّاحِدٍ
وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلٰى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ
إِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ۝

৫। এবং ভূ-পৃষ্ঠে পরস্পর সংলগ্ন বহু (বিচিত্র) ভূ-খণ্ড আছে, এবং আঙ্গুরের বাগান সমূহও, আর আছে শস্য-ক্ষেত্র এবং এমন খর্জুরবৃক্ষ যাহার কতক একই মূল হইতে উদ্গত একাধিক বৃক্ষবিশেষ এবং পক্ষান্তরে কতক একমূল হইতে উদ্গত একই বৃক্ষ বিশেষ—(অথচ) উহাদিগকে একই পানি দ্বারা সিঞ্চিত করা হয়, তথাপি ফলের[১৪২২] দিক দিয়া আমরা কতককে অপর কতকগুলির উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিই। নিশ্চয়ই ইহার মধ্যে বুদ্ধিমান লোকদের জন্য নিদর্শন রহিয়াছে।

وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ ءَإِذَا كُنَّا
تُرٰبًا ءَإِنَّا لَفِيْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ ۗ أُولٰٓئِكَ
الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ ۚ وَأُولٰٓئِكَ
الْأَغْلٰلُ فِيْٓ أَعْنَاقِهِمْ ۚ وَأُولٰٓئِكَ
أَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝

৬। এবং যদি তুমি বিস্মিত হও, তাহা হইলে তাহাদের এইরূপ বলা অধিক বিস্ময়কর যে, 'যখন আমরা মাটিতে পরিণত হইয়া যাইব, তখনও আমাদিগকে কি নূতন সৃষ্টিতে আসিতে হইবে ?' উহারাই তাহাদের প্রভুকে অস্বীকার করে, এবং ইহাদেরই গলদেশে থাকিবে শৃঙ্খল,[১৪২৩] এবং ইহারাই আগুনের অধিবাসী হইবে, তাহারা সেখানে বাস করিতে থাকিবে।

وَيَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ
وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلٰتُ ۗ وَإِنَّ
رَبَّكَ لَذُوْ مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلٰى ظُلْمِهِمْ ۚ
وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيْدُ الْعِقَابِ ۝

৭। এবং তাহারা তোমার নিকটে কল্যাণের পূর্বে দ্রুত অকল্যাণের কামনা করে, অথচ তাহাদের পূর্বে তাহাদের ন্যায় লোকদের উপর দৃষ্টান্ত-মূলক শাস্তি আসিয়াছিল। এবং নিশ্চয় তোমার প্রভু লোকদের প্রতি তাহাদের যুলুম সত্ত্বেও বড়ই ক্ষমাশীল, এবং নিশ্চয়ই তোমার প্রভু কঠোর শাস্তিদাতা।

রাজা-বাদশাহ্দের প্রচলিত রীতির সঙ্গে এই প্রকাশ ভঙ্গির সাদৃশ্য রহিয়াছে। তাহারা (বাদশাহগণ) গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা সিংহাসনে বসিয়াই দিয়া থাকেন।

১৪২১। যদিও এই আয়াত শুধু ফলের প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছে, অন্যত্র কুরআন করীম ব্যক্ত করে যে, আল্লাহ্তা'লা সকল বস্তুর জোড়া সৃষ্টি করিয়াছেন (৩৬ঃ৩৭,৫১ঃ৫০)।

ইহা এমন বাস্তব সত্য যাহা সকল ধর্মগ্রন্থের মধ্যে কুরআনই সর্বপ্রথম বিবেচনার জন্য উপস্থাপন করিয়াছে। বৈজ্ঞানিকগণ অজৈব পদার্থের মধ্যেও স্ত্রী-পুরুষ অর্থাৎ জোড়া আবিষ্কার করার কাজে লাগিয়া গিয়াছেন। এই আয়াত বাস্তব ঘটনার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করে যে, প্রাকৃতিক বিধান বা নিয়মের অধীনে সকল বস্তুরই যেমন জোড়া রহিয়াছে, সেইরূপে মানবের বুদ্ধি ও বিচারশক্তির ক্ষেত্রেও ইহা প্রযোজ্য। স্বর্গীয় জ্যোতিঃ বা নূরের আলো যদি মানব বুদ্ধির উপর পতিত না হয়, তবে মানুষ প্রকৃত জ্ঞান পাইতে পারে না। ইলহাম এবং মানবের বিচারশক্তি এই দু'য়ের সংযোজন বা সম্মিলন নির্ভুল ও সত্য জ্ঞানের জন্ম দেয়।

১৪২২। এই বাক্য বুঝাইতেছে যে, একই পানি দ্বারা সিঞ্চিত বৃক্ষরাজি স্বাদে ও রঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন ফল দিয়া থাকে, তখন আল্লাহ্র রসূল (সাঃ) একই শহরে এবং একই জনগোষ্ঠিতে বাস করিয়াও কেন তাহাদের উপরে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে পারিবেন না— বিশেষতঃ তিনি যখন ওহী ইলহাম-ভিত্তিক জীবনীশক্তির দ্বারা প্রতিপালিত এবং বিরুদ্ধবাদীরা শয়তানের অধীনে লালিত ?

১৪২৩। গলদেশে শৃঙ্খল অর্থাৎ তাহাদের মিথ্যা বিশ্বাস এবং দুষ্কর্মের শিকল বা বেড়ি।

وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ اٰيَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ؕ اِنَّمَآ اَنْتَ مُنْذِرٌ وَّلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ۧ ﴿٧﴾

৮। এবং যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহারা বলে, তাহার প্রভুর নিকট হইতে কেন তাহার উপর কোন নিদর্শন[১৪২৪] নাযেল করা হয় নাই ?' অথচ তুমি একজন সতর্ককারী মাত্র। এবং প্রত্যেক জাতির জন্য হেদায়াতদাতা আছে।

[১৮/৭]

اَللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ اُنْثٰى وَمَا تَغِيْضُ الْاَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ ؕ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهٗ بِمِقْدَارٍ ﴿٨﴾

৯। আল্লাহ্ জানেন যাহা প্রত্যেক নারী ধারণ করে এবং জরায়ুসমূহ যাহা অপরিণত গর্ভপাত করে এবং যাহা কিছু পরিবর্ধন করে,[১৪২৫] এবং তাঁহার নিকট প্রত্যেক বস্তুর এক পূর্ণ পরিমাপ আছে।

عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيْرُ الْمُتَعَالِ ﴿٩﴾

১০। তিনি অদৃশ্য এবং দৃশ্যের জ্ঞাতা, তিনিই শ্রেষ্ঠ, অতীব উচ্চ।

سَوَآءٌ مِّنْكُمْ مَّنْ اَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهٖ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِالَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ ﴿١٠﴾

১১। তোমাদের মধ্যে যে কেহ কথা গোপন করে এবং যে কেহ উহা প্রকাশ করে (তাঁহার জ্ঞানে) উভয়ে সমান; এইরূপে সেও যে রাত্রি বেলায় আত্মগোপন করে এবং দিনের[১৪২৬] বেলায় (প্রকাশ্যে) বিচরণ করে।

لَهٗ مُعَقِّبٰتٌ مِّنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖ يَحْفَظُوْنَهٗ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ ؕ وَاِذَآ اَرَادَ اللّٰهُ بِقَوْمٍ سُوْٓءًا فَلَا مَرَدَّ لَهٗ ۚ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّالٍ ﴿١١﴾

১২। তাহার (এই রসূলের) জন্য তাহার সম্মুখে এবং তাহার পশ্চাতে পর পর আগমনকারীগণের[১৪২৭] (ফিরিশতাগণের) এক জামায়াত আছে, যাহারা আল্লাহ্‌র আদেশানুযায়ী তাহার হিফাযত করে; নিশ্চয় আল্লাহ্ কখনও কোন জাতির অবস্থার পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহারা নিজেদের অন্তরের অবস্থার পরিবর্তন করে। এবং যখন আল্লাহ্ কোন জাতিকে শাস্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন, তখন উহা প্রতিরোধ করিবার কেহই নাই; বস্তুতঃ কার্যসিদ্ধির জন্য তিনি ব্যতীত তাহাদের কোন সাহায্যকারী নাই।

১৪২৪। 'আয়াতুন' নিদর্শন বা চিহ্ন। ইহার অপরিবর্তনীয় অর্থ হইল শাস্তি বা আযাবের নিদর্শন, যদি না সংশ্লিষ্ট প্রসঙ্গ ভিন্ন অর্থের প্রতি ইঙ্গিত করে।

১৪২৫। পূর্বে ৪ আয়াতে বলা হইয়াছে যে, বিশ্বের সকল বস্তুরই জোড়া রহিয়াছে এবং আধ্যাত্মিক জগতেও সেইরূপ বিশেষ ব্যক্তি পুরুষ-সুলভ প্রভাব বিস্তার করে এবং অন্যেরা স্ত্রী-সুলভ সেই প্রভাব গ্রহণ করিয়া থাকে। বর্তমান আয়াতে ইহাই ব্যক্ত হইয়াছে যে, নবী করীম (সাঃ)- এর ব্যক্তি-সত্তার মধ্যে আধ্যাত্মিক পুরুষ-সত্তার আবির্ভাব ঘটিয়াছে যাহার সমর্থন বা ছাপ ব্যতিরেকে অন্য কোন ব্যক্তি আধ্যাত্মিক মর্যাদায় উন্নীত হইতে পারে না। এই আয়াত আরো প্রকাশ করিতেছে যে, আল্লাহ্‌তা'লাই ভালভাবে জানেন যে, মক্কাবাসীদের প্রকৃতিগত সামর্থ্য ও স্বাভাবিক যোগ্যতা স্বর্গীয় নেয়ামতের প্রভাব গ্রহণ করিবে, না শয়তানী প্রভাবে পরিচালিত হইবে, এবং কোন্ প্রভাব বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে আর কোন্‌টি ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে। যাহারা রসূল করীম (সাঃ)-কে গ্রহণ করে এবং তাঁহার ছাপ প্রাপ্ত হয় তাহারা উন্নতি করিবে, প্রভাবশালী ও শক্তিশালী হইবে, তাহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে এবং তাঁহার বিরুদ্ধবাদীরা ক্রমশঃ দুর্বল হইয়া লোপ পাইতে থাকিবে।

১৪২৬। আঁ-হযরত (সাঃ)-এর শত্রুদের প্রকাশ্য বা গুপ্ত ষড়যন্ত্র সফল হইতে পারে না, কারণ আল্লাহ্‌তা'লা, যিনি সর্বদ্রষ্টা এবং তাহাদের সকলকে জানেন, তাঁহার সাহায্যকারী এবং আশ্রয়-দাতা।

১৪২৭। 'আল মুয়া'ক্কিবাতুন্' অর্থ রাত্রি এবং দিনের ফিরিশ্‌তাগণ, কারণ তাহারা ক্রমানুক্রমে একে অন্যের স্থলাভিষিক্ত হয়। এখানে

هُوَ الَّذِیْ یُرِیْكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَّ طَمَعًا وَّ یُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ ﴿۱۲﴾

১৩। তিনিই তোমাদিগকে ভয় এবং আশার[১৪২৮] জন্য বিদ্যুৎ (চমক) দেখান এবং জল-পূর্ণ ভারী মেঘমালা উত্থিত করেন।

وَ یُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهٖ وَ الْمَلٰٓئِكَةُ مِنْ خِیْفَتِهٖ ۚ وَ یُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَیُصِیْبُ بِهَا مَنْ یَّشَآءُ وَ هُمْ یُجَادِلُوْنَ فِی اللّٰهِ ۚ وَ هُوَ شَدِیْدُ الْمِحَالِ ﴿۱۳﴾

১৪। এবং তাঁহার ভয়ে বজ্রধ্বনি এবং ফিরিশ্‌তাগণ তাঁহার প্রশংসাসহ পবিত্রতা ঘোষণা করে; এবং তিনিই বজ্রসমূহ প্রেরণ করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা উহা দ্বারা আঘাত করেন, তথাপি তাহারা আল্লাহ্ সম্বন্ধে বিতর্ক করে, অথচ তিনি শাস্তি দানে অতীব কঠোর।

لَهٗ دَعْوَةُ الْحَقِّ ؕ وَ الَّذِیْنَ یَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ لَا یَسْتَجِیْبُوْنَ لَهُمْ بِشَیْءٍ اِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّیْهِ اِلَى الْمَآءِ لِیَبْلُغَ فَاهُ وَ مَا هُوَ بِبَالِغِهٖ ؕ وَ مَا دُعَآءُ الْكٰفِرِیْنَ اِلَّا فِیْ ضَلٰلٍ ﴿۱۴﴾

১৫। প্রকৃত দোয়া[১৪২৯] শুধু তাঁহারই জন্য এবং তাহারা তাঁহাকে ছাড়িয়া যাহাদিগকে ডাকে, উহারা তাহাদিগের ডাকে কোনই সাড়া দেয় না। বরং (তাহাদের অবস্থা) ঠিক ঐ ব্যক্তির মত যে নিজের দুই হাত পানির দিকে প্রসারিত করে যেন পানি তাহার মুখে পৌছে, কিন্তু ইহা কখনও তাহার নিকট পৌছে না।[১৪৩০] বস্তুতঃ কাফেরদের দোয়া নিষ্ফলই হইয়া থাকে।

وَ لِلّٰهِ یَسْجُدُ مَنْ فِی السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ طَوْعًا وَّ كَرْهًا وَّ ظِلٰلُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَ الْاٰصَالِ ﴿۱۵﴾ ۩

সেজদা-৮

১৬। এবং যাহারা আকাশমণ্ডলে ও পৃথিবীতে আছে, তাহারা এবং তাহাদের ছায়াসমূহ স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায়[১৪৩১] প্রভাতে ও সন্ধ্যায় আল্লাহকে সেজদা করে।

বহুবচনে স্ত্রী লিঙ্গের ব্যবহার হওয়ার কারণ এই যে, একই কাজ তাহারা (ফিরিশ্‌তাগণ) পুনঃপুনঃ করিতেছে। আরবী ভাষার কোন কোন সময় স্ত্রীলিঙ্গ সূচক শব্দ জোরালো ভাব প্রকাশ এবং বার বার সংঘটিত হওয়ার অবস্থা বুঝাইবার জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই আয়াতে 'পরপর আগমনকারী ফিরিশ্‌তাগণের এক জামায়াত শব্দগুচ্ছের ব্যবহার অশরীরী ঐশী অস্তিত্বকে ইঙ্গিত করিতেছে; অথবা নবী করীম (সাঃ)-এর ফিদায়ী সাহাবাগণ, যাঁহারা নিজেদের জীবন বিপন্ন করিয়াও আঁ-হযরত (সাঃ)-এর নিরাপত্তায় নিজেদেরকে নিয়োজিত রাখিতেন, তাহাদিগকে বুঝাইতেছে।

১৪২৮। আকাশে যখন বিদ্যুৎ চমকায় তখন মানুষের মনে ভয় এবং আশা উভয়েরই সঞ্চার হয়। ভয়ের উদ্রেক হয় কারণ বজ্রাঘাতে মানুষ মারা যায়, এমনকি মাতৃগর্ভের ভ্রূণও নষ্ট হয়, কোন কোন গাছ-পালা প্রতিকূল অবস্থায় পতিত হয়। এই বিদ্যুৎ আবার মানুষের জন্য আশাও নিয়া আসে, কারণ ইহা উর্বরতা দানকারী বৃষ্টির আগমন ঘোষণা করে এবং নানা প্রকার রোগের জীবাণু ধ্বংসের সহায়ক এবং এইরূপে মহামারী বিস্তার রোধ করার কাজ করিয়া থাকে।

১৪২৯। 'দাওয়াতুল হাক্ব' অর্থাৎ প্রকৃত দোয়া যাহার অধিকার কেবল তাঁহারই। ইহার অর্থ এইভাবেও করা যাইতে পারেঃ (১) আল্লাহ্ ছাড়া আর কেহই ইবাদতের যোগ্য নহে; (২) শুধু আল্লাহ্‌তা'লার ইবাদতই মানুষের জন্য উপকারী ও কার্যকর। (৩) একমাত্র আল্লাহ্‌রই আওয়াজ সত্যের সমর্থনে অগ্রসর হইতে থাকে; এবং (৪) কেবল তাঁহার কথাই চিরস্থায়ী।

১৪৩০। জীবনে কৃতকার্য হওয়ার সঠিক পথ হইল প্রত্যেক বস্তুকে উহার উপযুক্তস্থানে স্থাপন করা— যথাঃ স্রষ্টাকে তাঁহার প্রাপ্য মর্যাদা দেওয়া এবং সৃষ্টির প্রতি উহাদের স্ব স্ব উপযুক্ত স্থান স্বীকার করিয়া নেওয়া। একমাত্র উহাই হইল সফলতা ও শান্তির চাবিকাঠি।

১৪৩১। এই আয়াত এক মহান সত্য মূর্ত করিয়া তুলিয়াছে, যথা— সকল সৃষ্টি ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক আল্লাহ্ প্রদত্ত প্রাকৃতিক বিধান মানিয়া চলিতে বাধ্য, যেমন জিহ্বা অবশ্যই স্বাদ গ্রহণের কাজ করিবে এবং কর্ণ না শুনিয়া থাকিতে পারে না। প্রকৃতির এই আইনের প্রতি আনুগত্য আবশ্যকভাবে বাধ্যতামূলক। কিন্তু মানুষকে আবার বিশেষ স্বাধীনতাও দান করা হইয়াছে, যেখানে সে নিজের ইচ্ছাশক্তি এবং পরিণামদর্শী স্ববিবেক ব্যবহার করিতে পারে। কিন্তু তবুও কার্যতঃ যেখানে মানুষকে স্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছে বলিয়া মনে হয়, সেখানেও সে বিশেষ বাধ্যবাধকতার অধীন এবং তাহাকে আবশ্যকীয়ভাবে তাহার সব কাজে আল্লাহ্‌তা'লার বিধান মানিয়া চলিতে হয়, সে ইহা পসন্দ করুক বা না করুক। 'ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়' শব্দাবলী দুই প্রকারের মানুষকেও বুঝাইতে পারে, যথা— মো'মেন (বিশ্বাসীগণ) যাহারা স্বেচ্ছায়

قُلْ مَنْ رَّبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ قُلِ
اللّٰهُ ؕ قُلْ اَفَاتَّخَذْتُمْ مِّنْ دُوْنِهٖۤ اَوْلِيَآءَ لَا
يَمْلِكُوْنَ لِاَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَّلَا ضَرًّا ؕ قُلْ
هَلْ يَسْتَوِى الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ ۙ اَمْ هَلْ
تَسْتَوِى الظُّلُمٰتُ وَالنُّوْرُ ۚ اَمْ جَعَلُوْا
لِلّٰهِ شُرَكَآءَ خَلَقُوْا كَخَلْقِهٖ فَتَشَابَهَ
الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ ؕ قُلِ اللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَىْءٍ
وَّهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿١٦﴾

১৭। তুমি বল, 'আকাশ-মণ্ডল ও পৃথিবীর প্রতিপালক কে?' তুমি বল, 'আল্লাহ্'। (পুনরায় তাহাদিগকে) বল, 'তবুও কি তোমরা তাঁহাকে ছাড়িয়া এমন সাহায্যকারীদিগকে গ্রহণ করিয়াছ যাহারা নিজেদের জন্যও না কোন উপকারের ক্ষমতা রাখে এবং না অপকারের'? তুমি (আবার) বল, 'অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি সমান হইতে পারে'? অথবা অন্ধকার ও আলো কি সমান হইতে পারে? অথবা তাহারা কি আল্লাহ্র সঙ্গে এমন শরীক স্থির করিয়াছে যাহারা তাহার সৃষ্টির অনুরূপ কিছু সৃষ্টি করিয়াছে যাহার ফলে (তাঁহার ও অন্যদের) সৃষ্টি তাহাদের নিকট একাকার হইয়া গিয়াছে?' তুমি বল, 'আল্লাহ্ই সকল বস্তুর সৃষ্টিকর্তা, তিনি এক[১৪৩২] অদ্বিতীয়, মহা প্রতাপান্বিত।'

اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَسَالَتْ اَوْدِيَةٌۢ
بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيًا ؕ وَمِمَّا
يُوْقِدُوْنَ عَلَيْهِ فِى النَّارِ ابْتِغَآءَ حِلْيَةٍ اَوْ
مَتَاعٍ زَبَدٌ مِّثْلُهٗ ؕ كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ
الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ ؕ فَاَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ
جُفَآءً ۚ وَاَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِى
الْاَرْضِ ؕ كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ
الْاَمْثَالَ ﴿١٧﴾

১৮। তিনি আকাশ হইতে পানি বর্ষণ করেন যাহার ফলে উপত্যকাসমূহ স্ব স্ব পরিমাপ অনুযায়ী প্লাবিত হয়, অতঃপর প্লাবন উহার (উপরিভাগে) স্ফীত ফেনাসমূহ বহন করে। এবং তাহারা অলংকার অথবা তৈজষপত্র তৈয়ার করিবার উদ্দেশ্যে যাহা আগুনে উত্তপ্ত করে উহা হইতেও উহার (প্লাবনের) অনুরূপ এক প্রকার ফেনা (বাহির) হয়। এইরূপে আল্লাহ্ সত্য ও মিথ্যার দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেন। এখন ফেনার অবস্থা এই যে, উহা (নিক্ষিপ্ত হইয়া) ব্যর্থ হইয়া যায় এবং যাহা মানুষের উপকারে আসে উহা ভূ-পৃষ্ঠে স্থায়ী থাকে। এই ভাবে আল্লাহ্ দৃষ্টান্তসমূহ[১৪৩৩] বর্ণনা করিয়া থাকেন।

আল্লাহ্তা'লার নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া থাকে, আর অবিশ্বাসীরা তাঁহার বিধান অনিচ্ছা সত্ত্বেও মানিয়া চলে অর্থাৎ অন্তরে অস্বীকার করিলেও তাহার দেহ আল্লাহ্-প্রদত্ত নিয়ম মানিয়া চলিতে বাধ্য।

১৪৩২। কুরআন মজীদে আল্লাহ্তা'লার তওহীদ বা একত্ববাদ বুঝাইতে দুইটি শব্দ ব্যবহার হইয়াছেঃ (১) আহাদ এবং (২) ওয়াহেদ; প্রথোমোক্ত শব্দ পবিত্রতাসূচক এবং ইহার দ্বারা আল্লাহ্র সম্পূর্ণ একত্ব, অদ্বিতীয়ত্ব, অতুলনীয়তা এবং অংশীহীনতা বুঝায়। 'ওয়াহেদ' শব্দ প্রথম বা আরম্ভ বুঝায় এবং ইহার দ্বিতীয় ও তৃতীয় ইত্যাদি অনুগামী রহিয়াছে। আল্লাহ্র সিফ্ত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ্তা'লা হইলেন প্রকৃত মূল উৎস যেখান হইতে সকল সৃষ্টির উদ্ভব হইয়াছে, এবং সকল বস্তু তাঁহারই দিকে ইঙ্গিত করে— যেমন দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্বাভাবিকভাবেই প্রথমকে স্মরণ করাইয়া দেয়। কিন্তু যেখানেই কুরআন অংশীবাদিতামূলক মিথ্যার খণ্ডন করিয়াছে সেখানেই 'আহাদ' শব্দের ব্যবহার হইয়াছে, অর্থাৎ আল্লাহ্ যিনি এক এবং তিনি কোন সন্তানের জন্ম দেন নাই, তাঁহার কোন অংশীদার নাই (১১২ঃ২)।

১৪৩৩। এই আয়াতে দুইটি অত্যন্ত চমৎকার উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে। প্রথম দৃষ্টান্তে সত্যকে পানির সংঙ্গে এবং মিথ্যাকে পানির উপরে ভাসমান ফেনার সংঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে। পানির উপরে সৃষ্ট ফেনা যেমন প্রথমদিকে বা শুরুতে পানিকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলে, তেমনি মিথ্যাকেও প্রারম্ভে সত্যের উপর বিজয়ী বা শক্তিশালী বলিয়া মনে হয়, কিন্তু পরিণামে ফেনা যেরূপ ক্ষণস্থায়ী হয় এবং দেখিতে দেখিতে প্রবল স্রোতের মুখে নিশ্চিহ্ন হইয়া যায় এবং সকল আবর্জনা বিধৌত ও বিলীন হইয়া স্বচ্ছ পানির স্বরূপ প্রকাশ পায়, সেইরূপ সত্যের মোকাবিলায় মিথ্যাও ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া অবশেষে পরাজিত ও নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ স্বর্ণ বা রৌপ্যের উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে। আগুনে পোড়াইয়া অপ্রয়োজনীয় ও অবাঞ্ছিত ময়লা ছাড়াইয়া আলাদা করিয়া ফেলিয়া দেওয়ার পর স্বর্ণ বা রৌপ্যের ঔজ্জ্বলা এবং খাঁটি ধাতুর অস্তিত্ব ফুটিয়া উঠে।

لِلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنٰى ۭ وَالَّذِيْنَ لَمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَهٗ لَوْ اَنَّ لَهُمْ مَّا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا وَّمِثْلَهٗ مَعَهٗ لَافْتَدَوْا بِهٖ ۭ اُولٰۗىِٕكَ لَهُمْ سُوْۗءُ الْحِسَابِ ۙ وَمَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ۭ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ۝١٨

১৯। যাহারা তাহাদের প্রভুর ডাকে সাড়া দেয় তাহাদের জন্য (চিরস্থায়ী) কল্যাণ রহিয়াছে, কিন্তু যাহারা তাঁহার ডাকে সাড়া দেয় না, (তাহাদের অবস্থা এমন হইবে যে,) ভূপৃষ্ঠের উপর যাহা কিছু আছে যদি সব তাহাদের হইত এবং উহার সঙ্গে উহার সমপরিমাণ আরও হইত, তাহা হইলে তাহারা নিশ্চয় (নিজদিগকে শাস্তি হইতে রক্ষা করিবার জন্য)সব কিছুই মুক্তি-পণ হিসাবে পেশ করিয়া দিত। ইহাদের জন্যই মন্দ হিসাব (অবধারিত)রহিয়াছে,এবং তাহাদের বাসস্থান হইবে জাহান্নাম। বস্তুতঃ উহা কতই না মন্দ বিশ্রামস্থল !

২ [১১] ৮

اَفَمَنْ يَّعْلَمُ اَنَّمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ اَعْمٰى ۭ اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُولُوا الْاَلْبَابِ ۝١٩

২০। যে ব্যক্তি জানে যে, তোমার প্রতি তোমার প্রভুর তরফ হইতে যাহা নাযেল করা হইয়াছে উহা সম্পূর্ণ সত্য, সে কি ঐ ব্যক্তির মত হইতে পারে যে অন্ধ ? কেবল বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণই উপদেশ গ্রহণ করে —

الَّذِيْنَ يُوْفُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْقُضُوْنَ الْمِيْثَاقَ ۝٢٠

২১। যাহারা আল্লাহ্‌র অঙ্গীকার পূর্ণ করে এবং চুক্তি ভঙ্গ করে না;

وَالَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ مَآ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖٓ اَنْ يُّوْصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُوْنَ سُوْۗءَ الْحِسَابِ ۝٢١

২২। এবং আল্লাহ্ যে সম্পর্ককে সংযুক্ত রাখিতে আদেশ করিয়াছেন তাহা যাহারা সংযুক্ত রাখে এবং যাহারা তাহাদের প্রভুকে[১৪৩৪] ভয় করে এবং মন্দ হিসাবের ভয় করে;

وَالَّذِيْنَ صَبَرُوا ابْتِغَاۗءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً وَّيَدْرَءُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ اُولٰۗىِٕكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ ۝٢٢

২৩। এবং যাহারা তাহাদের প্রভুর সন্তুষ্টির জন্য ধৈর্য ধারণ করে এবং যথাযথভাবে নামায কায়েম করে এবং আমরা তাহাদিগকে যাহা কিছু রিয্‌ক দিয়াছি উহা হইতে গোপনে এবং প্রকাশ্যে খরচ করে এবং পুণ্য[১৪৩৫]দ্বারা পাপকে প্রতিহত করে। ইহাদের জন্যই (শেষ) আবাসস্থলের (উত্তম) পরিণাম অবধারিত আছে—

১৪৩৪। সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌তা'লার প্রতি বিশ্বস্ততার সহিত দায়িত্ব পালন করার পর মো'মেন (বিশ্বাসীগণ) কৃতজ্ঞতা স্বরূপ তাঁহার সৃষ্ট জীবের প্রতি কর্তব্য সমাপন করিয়া থাকে। এই দুইটি কর্তব্য সম্পাদনের উপরই ধর্মের সম্পূর্ণ কাঠামো স্থাপিত।

১৪৩৫। মন্দের বা অনাচারের মূলোৎপাটনের জন্য মো'মেন বান্দাগণ যথোপযুক্ত পন্থা অবলম্বন করিয়া থাকে। তাহারা শাস্তি বা ক্ষমা উভয় পন্থা প্রয়োজনানুযায়ী অবলম্বন করিয়া থাকে। শাস্তি দ্বারা যদি প্রয়োজনমত সংশোধনের কাজ হয় এবং ক্ষমা প্রদর্শনে যদি ইপ্সিত সুফল পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে তবে সেই পন্থা অনুযায়ী ব্যবস্থা প্রয়োগ করিয়া থাকে। সংক্ষেপে বলা যায় যে, বিশ্বাসীগণ অবস্থাভেদে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা প্রয়োগ করিয়া মন্দকে সমূলে বিনষ্ট করিয়া থাকে।

جَنّٰتُ عَدْنٍ يَّدْخُلُوْنَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَآئِهِمْ وَاَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ وَالْمَلٰٓئِكَةُ يَدْخُلُوْنَ عَلَيْهِمْ مِّنْ كُلِّ بَابٍ ﴿٢٤﴾

২৪ । চিরস্থায়ী জান্নাতসমূহ, যাহাতে তাহারা নিজেরাও প্রবেশ করিবে এবং তাহাদের পূর্বপুরুষ, পত্নী এবং বংশধরগণের[১৪৩৬] মধ্য হইতে যাহারা সৎকর্মপরায়ণ হইবে তাহারাও । এবং ফিরিশ্‌তাগণ প্রত্যেক দ্বার[১৪৩৭] দিয়া তাহাদের নিকট আগমন করিবে (এই বলিয়া),

سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ﴿٢٥﴾

২৫ । তোমাদের উপর সালাম, কেননা তোমরা ধৈর্য ধারণ করিয়াছ; অতএব দেখ! (তোমাদের জন্য শেষ) আবাসস্থলের কত উত্তম পরিণতি !

وَالَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ وَيَقْطَعُوْنَ مَآ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖٓ اَنْ يُّوْصَلَ وَيُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ ۙ اُولٰٓئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوْٓءُ الدَّارِ ﴿٢٦﴾

২৬ । এবং যাহারা আল্লাহ্‌র (সঙ্গে কৃত) প্রতিজ্ঞাকে উহা সুদৃঢ় করিবার পর ভঙ্গ করে এবং যে সম্বন্ধকে সংযুক্ত রাখিবার জন্য আল্লাহ্ আদেশ দিয়াছেন উহাকে ছিন্ন করে এবং পৃথিবীতে বিশৃংখলা সৃষ্টি করে, ইহারাই ঐ সকল লোক যাহাদের জন্য (আল্লাহ্‌র) অভিসম্পাত এবং তাহাদের জন্য এক নিকৃষ্ট বাসস্থান রহিয়াছে ।

اَللّٰهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَقْدِرُ ۚ وَفَرِحُوْا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا فِى الْاٰخِرَةِ اِلَّا مَتَاعٌ ﴿٢٧﴾

২৭ । আল্লাহ্ যাহার জন্য চাহেন রিয্‌ক সমৃদ্ধ করেন এবং (যাহার জন্য চাহেন) সংকীর্ণ করেন । এবং তাহারা পার্থিব জীবনের উপরই উৎফুল্ল হয়, অথচ পার্থিব জীবন পরকালের মোকাবেলায়[১৪৩৮] (সাময়িক) ভোগসামগ্রী ব্যতীত আর কিছুই নহে ।

ع ৩ [৮] ৯

وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ اٰيَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ۚ قُلْ اِنَّ اللّٰهَ يُضِلُّ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِىْٓ اِلَيْهِ مَنْ اَنَابَ ﴿٢٨﴾

২৮ । এবং যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহারা বলে, 'তাহার প্রভুর তরফ হইতে তাহার উপর কোন নিদর্শন নাযেল হয় নাই কেন ?' তুমি বল, 'আল্লাহ্ যাহাকে চাহেন পথভ্রষ্ট[১৪৩৯] হইতে দেন এবং যে (তাঁহার প্রতি) পুনঃ পুনঃ অবনত হয় তিনি তাহাকে নিজের দিকে পথ প্রদর্শন করেন;

১৪৩৬ । এই আয়াত এক মহান নীতির কথা প্রকাশ করিতেছে । যে কোন সৎকর্ম কোন ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত সাহায্য সহযোগিতার মাধ্যমেই সম্পাদিত হইয়া থাকে । সুতরাং সেই নেক কাজের পুরস্কারের মধ্যেও সহায়তাকারী সকলকে আনুপাতিক হারে অংশীদার করা হয় ।

১৪৩৭ । বিশ্বাসীগণের নানা ধরণের সৎকর্মসমূহ পারলৌকিক জীবনে তাহাদের নিকট বিভিন্ন জান্নাতী দরজার মত পরিদৃষ্ট হইবে যাহার মধ্য দিয়া ফিরিশ্‌তাগণ আসিয়া তাহাদিগকে অভিবাদন বা সালাম পৌছাইবেন ।

১৪৩৮ । এখানে 'ফী' আরবী ব্যাকরণ অনুযায়ী তুলনামূলক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে ।

১৪৩৯ । আল্লাহ্‌তা'লার এক অপরিবর্তনীয় বিধান হইল যে, যাহারা বা যাহাদের অন্তর আল্লাহ্‌র প্রতি রুজু বা আকৃষ্ট হয় আল্লাহ্ তাহাদিগকেই হেদায়াত দান করেন, এবং যাহারা আল্লাহ্‌র প্রতি বিমুখ অর্থাৎ আল্লাহ্‌তা'লার আহ্বানে সাড়া দেয় না, বরং হেদায়াত গ্রহণে অনীহা প্রকাশ করে তখন তিনি তাহাদিগকে তাহাদের মর্জির উপরে ছাড়িয়া দেন, ফলে তাহারা নিজেরাই বিপথগামী হইয়া যায় ।

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوْبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ ؕ اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ ﴿٢٩﴾

২৯। যাহারা ঈমান আনে এবং যাহাদের হৃদয় আল্লাহ্‌র[১৪৪০] স্মরণে প্রশান্তি লাভ করে। স্মরণ রাখিও! আল্লাহ্‌র স্মরণেই হৃদয় প্রশান্তি লাভ করে;

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ طُوْبٰى لَهُمْ وَحُسْنُ مَاٰبٍ ﴿٣٠﴾

৩০। যাহারা ঈমান আনে এবং সৎ কর্ম করে— তাহাদের জন্য সুখ-শান্তি এবং প্রত্যাবর্তনের উত্তম স্থান নির্ধারিত আছে।'

كَذٰلِكَ اَرْسَلْنٰكَ فِيْٓ اُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَآ اُمَمٌ لِّتَتْلُوَا عَلَيْهِمُ الَّذِيْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُوْنَ بِالرَّحْمٰنِ ؕ قُلْ هُوَ رَبِّيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ مَتَابِ ﴿٣١﴾

৩১। এই ভাবে আমরা তোমাকে এমন এক জাতির নিকট প্রেরণ করিয়াছি যাহার পূর্বে অনেক জাতি বিগত হইয়াছে, যেন তুমি তাহাদের নিকট উহা পাঠ করিয়া শুনাও যাহা আমরা তোমার প্রতি ওহী করিয়াছি, কেননা তাহারা রহমানকে (অসীম-অযাচিত দাতা আল্লাহ্‌কে) অস্বীকার করে। তুমি বল, 'তিনিই আমার প্রভু, তিনি ব্যতিরেকে আর কোন মা'বূদ নাই। তাঁহার উপরই আমি নির্ভর করি এবং তাঁহারই দিকে আমার প্রত্যাবর্তন।'

وَلَوْ اَنَّ قُرْاٰنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ اَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْاَرْضُ اَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتٰى ؕ بَلْ لِّلّٰهِ الْاَمْرُ جَمِيْعًا ؕ اَفَلَمْ يَايْئَسِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْ لَّوْ يَشَآءُ اللّٰهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيْعًا ؕ وَلَا يَزَالُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا تُصِيْبُهُمْ بِمَا صَنَعُوْا قَارِعَةٌ اَوْ تَحُلُّ قَرِيْبًا مِّنْ دَارِهِمْ حَتّٰى يَاْتِيَ وَعْدُ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ﴿٣٢﴾

৩২। যদি এমন কোন কুরআন হইত যাহা দ্বারা পর্বত সমূহকে[১৪৪১] পরিচালিত করা যাইত অথবা যাহা দ্বারা পৃথিবীকে কাটিয়া[১৪৪২] টুকরা টুকরা করা যাইত, অথবা উহা দ্বারা মৃতদের সহিত কথা[১৪৪৩] বলা যাইত (তবুও এই সকল লোক ঈমান আনিত না)। বরং (ঈমান আনার) বিষয় সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্‌র হাতে। যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহারা কি জানিতে পারে নাই যে, যদি আল্লাহ্ চাহিতেন তাহা হইলে তিনি সকল মানুষকে হেদায়াত দিতেন? এবং যাহারা অস্বীকার করিয়াছে, তাহাদের কৃত-কর্মের জন্য সর্বদা তাহাদের উপর কোন না কোন ভয়ংকর আযাব আসিতে থাকিবে অথবা তাহাদের গৃহের[১৪৪৪] নিকট আপতিত হইতে থাকিবে যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হয়। আল্লাহ্ আদৌ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না।

৪ [৫] ১০

১৪৪০। সৃষ্টিকর্তার সন্ধান করা মানবাত্মার এক চিরন্তন প্রবল ইচ্ছা, এবং ইহা মানবজীবনের আসল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এবং সেই লক্ষ্য যখন অর্জিত হয় তখনই মানুষের মনে চরম শান্তি বিরাজ করে।
কারণ সে তখন নিজে আল্লাহ্‌তা'লার ক্রোড়ে বা তাঁহার আশ্রয়ে আছে— এই প্রত্যয়ের সাথে জীবন যাপন করিতে থাকে।

১৪৪১। **জাবাল** (পাহাড়)- বহুবচনে জিবাল যাহার আলংকারিক অর্থ (১) গোত্র বা গোষ্ঠির নেতা; (২) **সমসাময়িক** লোকদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্বান ব্যক্তি; (৩) ভীষণ দুঃখ, ক্লেশ, দুর্যোগ (আকরাব)। এখানে **তফসীরাধীন** বাক্যাংশের অর্থ হইতে পারে যে, সকল কঠিন সমস্যা, মানুষকে যে সবের সম্মুখীন হইতে হয় কুরআন করীম উহার সমাধান দেয়; ইহাও হইতে পারে যে, ইহা (কুরআন) সব পুরাতন নিয়মাবলী রদ করিয়াছে এবং নানা প্রকার মানবিক সমস্যাবলী সমাধানে এক নূতন পথ উন্মুক্ত করিয়াছে।

১৪৪২। এই বাক্যের রূপক অর্থ এই যে, কুরআন দ্রুত গতিতে সারা দুনিয়াতে বিস্তার লাভ করিবে। শাব্দিক অর্থে শত্রুর এলাকা হইতে ভূখণ্ড কর্তন (বিচ্ছিন্ন) করিয়া বিশ্বাসীগণের দখলে অর্পণ করা হইবে।

১৪৪৩ ও ১৪৪৪ টিকা পরবর্তী পৃষ্ঠায়-দ্রষ্টব্য।

وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ ۖ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ﴿٣٢﴾

৩২। নিশ্চয় তোমার পূর্বেও রসূলগণের সঙ্গে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হইয়াছিল, কিন্তু যাহারা অস্বীকার করিয়াছিল, আমি কিছু কালের জন্য তাহাদিগকে অবকাশ দিয়াছিলাম। অতঃপর আমি তাহাদিগকে ধৃত করিয়াছিলাম; সুতরাং দেখ! আমার শাস্তি কেমন (ভয়ংকর) ছিল।

أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ۗ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ ۚ قُلْ سَمُّوهُمْ ۚ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ ۚ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ ۗ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿٣٣﴾

৩৪। তবে কি তিনি, যিনি প্রত্যেক আত্মার উপর যাহা সে অর্জন করে, উহার সম্বন্ধে পর্যবেক্ষক আছেন (তাহাদিগকে বিনা শাস্তিতে ছাড়িয়া দিবেন)? তবুও তাহারা আল্লাহ্‌র সঙ্গে শরীক স্থির করিয়া লইয়াছে[১৪৪৫]। তুমি বল, 'তোমরা তাহাদের নাম উল্লেখ কর।' তোমরা কি তাঁহাকে পৃথিবীর এমন বিষয়ের সংবাদ দিবে যাহা তিনি জানেন না, অথবা ইহা কি কেবল ফাঁকা বুলি? এবং যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহাদিগকে তাহাদের ছলনা সুন্দর[১৪৪৬] করিয়া দেখানো হইয়াছে এবং তাহাদিগকে (সঠিক) পথ হইতে বিরত রাখা হইয়াছে। বস্তুতঃ আল্লাহ্ যাহাকে পথভ্রষ্ট হইতে দেন, তাহার জন্য কোন হেদায়াত-দাতা নাই।

لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ ۖ وَمَا لَهُمْ مِّنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ ﴿٣٤﴾

৩৫। তাহাদের জন্য এক আযাব (নির্ধারিত) আছে এই পার্থিব জীবনে এবং নিশ্চয় পরকালের আযাব আরও কঠিনতর হইবে, এবং আল্লাহ্‌র মোকাবেলায় তাহাদের জন্য কোন রক্ষাকর্তা নাই।

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ ۖ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ أُكُلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا ۚ تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا ۖ وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ ﴿٣٥﴾

৩৬। মুত্তাকীগণকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে, উহার দৃষ্টান্ত এইরূপ—উহার তলদেশ দিয়া নহরসমূহ প্রবাহিত, উহার ফল[১৪৪৭] সমূহ চিরস্থায়ী এবং উহার ছায়াও। ইহা ঐ সকল লোকের পুরস্কার যাহারা তাক্‌ওয়া অবলম্বন করে; এবং কাফেরদের পরিণাম হইবে আগুন।

১৪৪৩। আধ্যাত্মিকভাবে মৃত ব্যক্তিগণকে কুরআনের সাহায্যে কেবল শীঘ্র নূতন জীবনই দান করা হইবে না, দেখিতে দেখিতে তাহারা তত্ত্বপূর্ণ জ্ঞানের কথাও বলিবে এবং সারা পৃথিবীতে কুরআনের বাণী প্রচার করিবে।

১৪৪৪। অবিশ্বাসীদের উপর বিপদের পর বিপদ পতিত হইতে থাকিবে, এবং একের পর এক বিপর্যয় তাহাদের উপর নিপতিত হইবে যে পর্যন্ত না তাহাদের দুর্গতুল্য নিরাপদ আশ্রয়স্থল প্রধান নগরী মক্কার পতনের মাধ্যমে তাহাদের শক্তি সম্পূর্ণভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়।

১৪৪৫। এই কথা দ্বারা **মোশরেকগণকে** বলা হইয়াছে, তোমরা তোমাদের উপাস্য দেবদেবীর নাম বল দেখি, অর্থাৎ তাহাদের কর্মকাণ্ড বা গুণাবলী কি? এই আয়াতে নাম শব্দটি ব্যক্তিগত নাম বুঝায় না, গুণবাচক নাম প্রকাশার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। কারণ তাহাদের কিছু দেবদেবীর ব্যক্তিগত নাম কুরআনে উল্লেখ রহিয়াছে (৭১ ঃ২৪)। 'নাম বল দেখি' শব্দত্রয় ঘৃণা বা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য **ভাবেরই** প্রকাশ অর্থাৎ অংশীবাদীগণের (মূর্তি পূজারীদের) দেবদেবী এতই অপদার্থ যে উহাদের নাম উচ্চারণ করিতেও তাহাদের লজ্জায় পড়িতে হয়।

১৪৪৬। প্রায়শঃ এইরূপ ঘটিতে দেখা যায় যে, যখন কোন লোক পার্থিব স্বার্থ লাভের উদ্দেশ্যে প্রতারণার আশ্রয় নেয় তখন সে ক্রমশঃ নিজেই

১৪৪৭ টিকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

وَالَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَفْرَحُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمِنَ الْاَحْزَابِ مَنْ يُّنْكِرُ بَعْضَهٗ ؕ قُلْ اِنَّمَآ اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ اللّٰهَ وَلَآ اُشْرِكَ بِهٖ ؕ اِلَيْهِ اَدْعُوْا وَ اِلَيْهِ مَاٰبِ ﴿۳۷﴾

৩৭। এবং যাহাদিগকে আমরা কিতাব দিয়াছি, তাহারা তোমার প্রতি যাহা নাযেল করা হইয়াছে উহাতে আনন্দিত হয়। এবং এই (বিভিন্ন) দলগুলির[১৪৪৮]মধ্যে কতক এমনও আছে যাহারা ইহার (কতক) অংশকে অস্বীকার করে। তুমি বল, 'আমাকে কেবল এই আদেশ প্রদান করা হইয়াছে যেন আমি একমাত্র আল্লাহ্‌র ইবাদত করি এবং তাহার সহিত কাহাকেও শরীক না করি। তাঁহার দিকেই আমি আহ্বান করিতেছি এবং তাঁহারই দিকে আমার প্রত্যাবর্তন।'

وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنٰهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا ؕ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَآءَهُمْ بَعْدَ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا وَاقٍ ﴿۳۸﴾ ع

৩৮। এবং এইরূপে আমরা ইহাকে সুস্পষ্ট আদেশাকারে আরবী ভাষায় নাযেল করিয়াছি। এবং তোমার নিকট জ্ঞান আসিবার পরও যদি তুমি তাহাদের মন্দ বাসনার অনুসরণ কর তাহা হইলে আল্লাহ্‌র মোকাবেলায় না তোমার কোন বন্ধু হইবে এবং না রক্ষাকারী।

ع [৬] ১১

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ اَزْوَاجًا وَّذُرِّيَّةً ؕ وَمَا كَانَ لِرَسُوْلٍ اَنْ يَّاْتِيَ بِاٰيَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ لِكُلِّ اَجَلٍ كِتَابٌ ﴿۳۹﴾

৩৯। এবং আমরা তোমার পূর্বে বহু রসূল প্রেরণ করিয়াছিলাম এবং তাহাদিগকে স্ত্রী এবং সন্তান-সন্ততি প্রদান করিয়াছিলাম। এবং কোন রসূলের পক্ষে ইহা সম্ভব ছিল না যে, সে আল্লাহ্‌র অনুমতি ব্যতিরেকে কোন নিদর্শন আনে। প্রত্যেক মেয়াদের জন্য একটি নির্ধারিত বিধান আছে।

يَمْحُوا اللّٰهُ مَا يَشَآءُ وَيُثْبِتُ ۚ وَعِنْدَهٗٓ اُمُّ الْكِتٰبِ ﴿۴۰﴾

৪০। আল্লাহ্ যাহা চাহেন বিলুপ্ত করেন এবং (যাহা চাহেন) প্রতিষ্ঠিত[১৪৪৯] করেন এবং তাঁহারই নিকট সকল নির্ধারিত বিধানের[১৪৫০] মূল উৎস রহিয়াছে।

নিজের প্রতারণার শিকার হইয়া যায়।

১৪৪৭। ইহার অর্থ ফল কখনো ফুরাইবে না। অর্থাৎ বেহেশ্‌তের ফলসমূহে কখনও হেমন্ত আসিবে না, ঋতু বিবর্ণ হইবে না, না কোন সুষ্ঠাবস্থা বিরাজ করিবে। এইরূপে জান্নাতের সুখ এবং অনুগ্রহরাজীতে কখনও বিঘ্ন বা বিরতি আসিবে না। 'ফল' এবং 'ছায়া' শব্দদ্বয় বাহ্যিক এবং অভ্যন্তরীণ নেয়ামতের প্রতি ইংগিত করিতেছে। মো'মেনগণ বেহেশ্‌তের মধ্যে আল্লাহ্‌তা'লার সকল প্রকার নেয়ামত তথা বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ আশিসসমূহ উপভোগ করিতে থাকিবে।

১৪৪৮। আহযাব অর্থ দলসমূহ অর্থাৎ ঐ সকল লোকের দল যাহাদের নিকট নবী প্রেরিত হন এবং যাহারা তাঁহাকে (আল্লাহ্‌র নবীকে) গ্রহণ করে না।

১৪৪৯। এই আয়াতে ঐশী আযাব বা শাস্তি সম্পর্কে দুইটি নিয়ম নির্দেশ করিতেছে ঃ (ক) আল্লাহ্‌তা'লা ইচ্ছা করিলে শাস্তি রদ করিয়া থাকেন (**সম্পূর্ণরূপে** বা আংশিকরূপে) অথবা (খ) আল্লাহ্ ইহাকে (শাস্তি) কপালের লিখন রূপে বিধিবদ্ধ করিয়া দেন।

১৪৫০। (ক) সকল অনুশাসনের মূল কারণ বা উহার অন্তর্নিহিত জ্ঞান বা হিকমত একমাত্র আল্লাহ্‌তা'লাই সুবিদিত, (খ) শরীয়াতের সকল বিধানের ভিত্তি আল্লাহ্‌তা'লার সিফ্‌ত বা গুণাবলীর উপর প্রতিষ্ঠিত। অতএব, বিধান বা শরীয়াতের মূল উৎস আল্লাহ্‌তা'লা। উম্মুন অর্থ মাতা, উৎস, ভিত্তি, মূল, শিকড়, উপকরণ, অবস্থান বা ধরিয়া রাখা (লেইন)।

وَإِنْ مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ ﴿٤١﴾

৪১। এবং আমরা তাহাদের সঙ্গে যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছি যদি আমরা উহার কোন অংশ তোমাকে দেখাইয়া দিই অথবা যদি আমরা তোমাকে মৃত্যু দিই, সেই ক্ষেত্রে তোমার দায়িত্ব কেবল (বাণী) পৌঁছাইয়া দেওয়া এবং আমাদের উপর দায়িত্ব হিসাব গ্রহণ করা।

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ۚ وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ ۚ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٤٢﴾

৪২। তাহারা কি দেখে না যে, আমরা ভূ-পৃষ্ঠকে উহার প্রান্তসমূহ[১৪৫১] হইতে সংকীর্ণ করিয়া আনিতেছি? বস্তুতঃ আল্লাহ্ আদেশ দান করেন, কেহ তাঁহার আদেশকে বদলাইতে পারে না, এবং তিনি হিসাব গ্রহণে তৎপর।

وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا ۖ يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ ۗ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ ﴿٤٣﴾

৪৩। এবং তাহাদের পূর্বে যাহারা ছিল তাহারাও পরিকল্পনা করিয়াছিল, কিন্তু সকল (কার্যকরী) পরিকল্পনা আল্লাহ্রই[১৪৫১-ক] (আয়ত্বাধীন)। প্রত্যেক আত্মা যাহা কিছু অর্জন করিতেছে, তিনি তাহা অবহিত; এবং অচিরেই কাফেরগণ জানিতে পারিবে— পরকালের আবাসস্থলের (ভাল) পরিণাম কাহার জন্য।

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا ۚ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ ﴿٤٤﴾

৬ [৬] ১২

৪৪। যাহারা অস্বীকার করে তাহারা বলে, 'তুমি রসূল নহ।' তুমি বল, 'আল্লাহ্ই আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসাবে যথেষ্ট এবং সেই ব্যক্তিও যাহার নিকট এই কিতাবের[১৪৫১-খ] জ্ঞান আছে।'

১৪৫১। 'আতরাফ' অর্থ কোন বস্তুর শেষ সীমা বা কিনারা, সাধু-সজ্জন এবং নিম্নশ্রেণীর সাধারণ লোকও বুঝায়। এই আয়াতের অর্থ হইলঃ তাহারা কি দেখে না যে আল্লাহ্তা'লা পৃথিবীকে উহার কিনারা হইতে সংকীর্ণ করিয়া আনিতেছেন? অর্থাৎ ইসলাম বিস্তার লাভ করিতেছে আরবের সকল স্থানে, প্রত্যেক গৃহে সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যে এবং সর্বপ্রকার সমাজে বড় ছোট, ধনী-নির্ধন, দাস এবং প্রভু প্রত্যেক শ্রেণীর মধ্যে।

১৪৫১-ক। ইসলামের শত্রুদের সকল গোপন ষড়যন্ত্রের কথা আল্লাহ্তা'লা ভালভাবে জানেন, কাজেই তাহাদের প্রতারণাপূর্ণ কৌশলের কোন পরিকল্পনাই তাঁহার (আল্লাহ্) উদ্দেশ্যকে অর্থাৎ ইসলামের চরম বিজয়কে ব্যর্থ করিতে পারিবে না।

১৪৫১-খ। 'এই কিতাবের জ্ঞান' বাক্যাংশ দ্বারা নূতন ঐশী নিদর্শনাবলী এবং পূর্ববর্তী ধর্মের গ্রন্থসমূহে বর্ণিত নবী করীম (সাঃ) সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী সমূহ বুঝাইতে পারে।

১৪-সূরা ইব্‌রাহীম

(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

ভূমিকা

পূর্ববর্তী সূরার বিষয়-বস্তুর জের এই সূরাতেও জারী রহিয়াছে এবং আরো সুস্পষ্ট ও বিশদভাবে উহাকে বর্ণনা করা হইয়াছে । কুরআনের সত্যতা যাচাইয়ের জন্য পর্যবেক্ষণ ও ইতিহাসের ঘটনাবলী পর্যালোচনার জন্য ইঙ্গিত করা হইয়াছে । বলা হইয়াছে যে, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর মত বিভিন্ন যুগের নবী-রসূলগণ, শত্রুপক্ষ অত্যন্ত প্রবল থাকা সত্ত্বেও তাহাদের উপর বিজয়ী হইয়াছিলেন। কাজেই হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর বাহ্যিক উপকরণ যতই ক্ষুদ্র হউক না কেন, পরিণামে তিনিই সফলতা লাভ করিবেন । অতঃপর বলা হইয়াছে যে, কুরআনের শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য হইতেছে মানুষকে অন্ধকার হইতে আলোতে নিয়া আসা, মানুষ যখন অন্ধকারে পথ হাতড়াইয়া মরে তখন তাহাকে সঠিক পথের অনুসন্ধান দেওয়া । হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর আবির্ভাব হইয়াছে মানুষকে ঘোর অন্ধকার হইতে আলোতে আনার জন্য । হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর পূর্বেও বহু নবীর আবির্ভাব ঘটিয়াছে, যাহাদের মধ্যে অন্যতম নবী ছিলেন হযরত মূসা (আঃ)। অতঃপর, সূরাটিতে সত্যের বিজয় কেন অবশ্যম্ভাবী, উহার প্রতি আলোকপাত করা হইয়াছে । ইহার পর সূরাটিতে আল্লাহ্‌তা'লার তরফ হইতে অবতীর্ণ বাণীর কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোকপাত করিয়া উক্ত বাণীর সত্যতার মানদণ্ড সম্পর্কে বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে । সেই মানদণ্ডের আলোকে বিচার করিলে কুরআন যে সত্যসত্যই আল্লাহ্‌তা'লার বাণী, তাহা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় । মুসলমানদেরকে ইহার পর উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, কিভাবে তাহারা কুরআনের মহান শিক্ষা ও নীতি হইতে বেশী বেশী উপকৃত হইতে পারে । অতঃপর, সূরাটিতে বলা হইয়াছে যে, কুরআনের বাণীর মাধ্যমে আরবে যে পরিবর্তন সূচিত হইতে যাইতেছে, তাহা পূর্ব পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত ছিল যখন হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ) ফারানের মরু-প্রান্তরে তাহার শিশু পুত্র হযরত ইস্‌মাঈল (আঃ) ও বিবি হাজেরাকে রাখিয়া আসিয়াছিলেন এই জন্য যে, একদিন সেই মরু-প্রান্তর হইতেই পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ধর্মীয় আন্দোলনের সূত্রপাত হইবে, যাহার নযীর পৃথিবীতে আর অন্য কোথাও নাই । এই ঐশী পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্যই মক্কা নগরী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । এবং এই কারণেই অনুর্বর ও মরুভূমি হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ্‌তা'লা তাঁহার করুণায় এই এলাকাবাসীর জন্য পর্যাপ্ত রিয্‌কের বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছেন । যখন হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ) তদীয় পুত্র হযরত ইস্‌মাঈল (আঃ) সহ মক্কায় কা'বার ঘর পুনর্নির্মাণ করিতেছিলেন, তখন তিনি আল্লাহ্‌র কাছে এই প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে, আল্লাহ্‌ যেন মক্কায় তাঁহার বংশধরদের মধ্য হইতে এমন একজন রসূলের আবির্ভাব ঘটান যিনি তাহাদের নিকট আল্লাহ্‌তা'লার নিদর্শন বর্ণনা করেন, তাহাদিগকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেন এবং তাহাদিগকে পবিত্র করেন (২ঃ১৩০)। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর আবির্ভাবের মাধ্যমে হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ)-এর এই দোয়ার পূর্ণতা দান করা হইয়াছিল। এই সূরা মো'মেনদেরকে তাই স্মরণ করাইয়া দেয় যে, তাহাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য তো ইতিপূর্বে হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ)-ই বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, উহা যেন তাহারা কিছুতেই বিস্মৃত না হয় । সূরাটি পরিশেষে অবিশ্বাসীদের প্রতি এক সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়া ঘোষণা করিয়াছে যে, যেহেতু মক্কা নগরীর উদ্ভবই হইয়াছিল আল্লাহ্‌তা'লার একত্বকে সারা বিশ্বব্যাপী প্রচার ও প্রসার করার উদ্দেশ্যে, সেহেতু আল্লাহ্‌র একত্বের সেই কেন্দ্রস্থল মক্কাতে তাহারা যেন মূর্তিপূজাকে পরিহার করে । আর তাহারা যেন তাহাদের কর্ম সম্পর্কে সতর্ক হয়, কেননা ঐশী উদ্দেশ্যকে বানচাল করিবার জন্য তাহারা যাহা কিছুই করুক না কেন, পরিণামে তাহা সম্পূর্ণ ব্যর্থতা ও হতাশায় পর্যবসিত হইবে ।

سُوْرَةُ اِبْرٰهِيْمَ مَكِّيَّةٌ

آياتها ٥٣ (١٤) ركوعاتها

১৪-সূরা ইব্‌রাহীম

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৫৩ আয়াত এবং ৭ রুকূ আছে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময়।

الٓرٰ ۣ كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۙ بِاِذْنِ رَبِّهِمْ اِلٰى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ۙ②

২। আলিফ লাম রা।[১৪৫২] (ইহা) কামিল কিতাব, যাহা আমরা তোমার উপর এই জন্য নাযেল করিয়াছি যেন তুমি মানব জাতিকে তাহাদের প্রভুর আদেশক্রমে অন্ধকাররাশি হইতে বাহির করিয়া আলোর দিকে আন, (অর্থাৎ) মহা পরাক্রমশালী ও প্রশংসনীয় সত্তার পথে—

اللّٰهِ الَّذِيْ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ وَوَيْلٌ لِّلْكٰفِرِيْنَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيْدِ ۙ③

৩। সেই আল্লাহ্‌র (পথে), যাঁহার অধিকারে আছে আকাশ-সমূহে যাহা কিছু আছে এবং পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সবই। এবং কাফেরদের জন্য কঠোর শাস্তির কারণে—দুর্ভোগ—

الَّذِيْنَ يَسْتَحِبُّوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا عَلَى الْاٰخِرَةِ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَيَبْغُوْنَهَا عِوَجًا ؕ اُولٰٓئِكَ فِيْ ضَلٰلٍۭ بَعِيْدٍ ④

৪। যাহারা পার্থিব জীবনকে পরকালের মোকাবেলায় প্রিয়তর জ্ঞান করে এবং (লোকদিগকে) আল্লাহ্‌র পথ হইতে নিবৃত্ত রাখে এবং উহাকে বক্র করিতে চাহে। ইহারাই ঘোরতর ভ্রান্তিতে পড়িয়া রহিয়াছে।

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهٖ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ؕ فَيُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ⑤

৫। এবং আমরা প্রত্যেক রসূলকেই তাহার জাতির[১৪৫৩] ভাষায় ওহী (করিয়া) পাঠাইয়াছি, এইজন্য যেন সে তাহাদের নিকট (বিষয়াবলী) স্পষ্ট করিয়া বর্ণনা করিতে পারে। অতঃপর আল্লাহ্ যাহাকে চাহেন পথ-ভ্রষ্ট হইতে দেন এবং যাহাকে চাহেন হেদায়াত দান করেন। বস্তুতঃ তিনি মহা পরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়।

১৪৫২। ১৬ টিকা দ্রষ্টব্য।

১৪৫৩। এই আয়াতের অর্থ ইহা নহে যে, আঁ-হযরত (সাঃ)-এর পয়গাম কেবল আরববাসীগণের জন্যই সীমাবদ্ধ। এইরূপ ধারণা কুরআন করীমের অন্যান্য আয়াত দ্বারা ভ্রান্ত প্রতিপন্ন হয়। কুরআন করীমের মধ্যে সুস্পষ্টভাবে এবং দ্ব্যর্থহীনরূপে তাঁহাকে সারা বিশ্বের সকল মানব জাতির জন্য প্রেরিত আল্লাহ্‌র রসূল বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে (৭ঃ১৫৯; ৩৪ঃ২৯)। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর মিশনের সার্বজনীনতা একমাত্র কুরআনেরই দাবী নহে, হাদীসেও বর্ণিত হইয়াছে যে, রসূল করীম (সাঃ) স্বয়ং বলিয়াছেন ঃ- "আমি লাল কাল অর্থাৎ সকল জাতীয় মানুষের জন্য প্রেরিত হইয়াছি" (মজমাউল বিহার)। অন্য এক হাদীসে তিনি বলিয়াছেন ঃ "আমি বিশ্বমানবের জন্য আবির্ভূত হইয়াছি" (বুখারী)। কুরআন নাযেল হইয়াছিল আরবী ভাষাতে, কারণ (তাঁহার) সম্মুখস্থ আরবী ভাষাভাষী আরবজাতিকেই সর্বপ্রথম সম্বোধন করা হইয়াছিল, এবং তাহাদের মাধ্যমেই বিশ্বব্যাপী ইহার বাণী (ইসলাম) প্রচার হওয়া নির্ধারিত ছিল কিন্তু এইজন্য নহে যে, কুরআনের বাণী শুধু আরববাসীদের জন্য নাযেল হইয়াছিল। কুরআন আরবী ভাষায় নাযেল হওয়ার আরো কারণ হইল যে, সকল ভাষার মোকাবিলায় ইহা অধিক ভাব প্রকাশে সক্ষম। ইহা প্রাঞ্জল এবং ব্যাপক ভাষা। ইহার উপযোগিতা কুরআনের বাণী প্রচারের জন্য সর্বোৎকৃষ্ট মাধ্যম।

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى بِاٰيٰتِنَآ اَنْ اَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۙ وَ ذَكِّرْهُمْ بِاَيّٰىمِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ ۝

৬। এবং আমরা মূসাকেও আমাদের নিদর্শনাবলীসহ পাঠাইয়াছিলাম (এই বলিয়া যে), 'তুমি তোমার জাতিকে অন্ধকাররাশি হইতে বাহির করিয়া আলোর দিকে আন এবং তাহাদিগকে আল্লাহ্‌র দিনগুলি[১৪৫৪] স্মরণ করাও।' নিশ্চয় ইহাতে প্রত্যেক পরম ধৈর্যশীল, সকৃতজ্ঞ লোকের জন্য অনেক নিদর্শন আছে।

وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ اَنْجٰىكُمْ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَسُوْمُوْنَكُمْ سُوْٓءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُوْنَ اَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُوْنَ نِسَآءَكُمْ ؕ وَفِيْ ذٰلِكُمْ بَلَآءٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِيْمٌ ۝

৭। এবং (স্মরণ কর) যখন মূসা তাহার জাতিকে বলিয়াছিল, 'তোমরা তোমাদের উপর আল্লাহ্‌র সেই নেয়ামতকে স্মরণ কর, যখন তিনি তোমাদিগকে ফেরাউনের জাতি হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন যাহারা তোমাদিগকে ভীষণ কষ্ট দিত এবং তোমাদের পুত্রদিগকে নৃশংসভাবে হত্যা করিত এবং তোমাদের নারীদিগকে জীবিত রাখিত। বস্তুতঃ ইহাতে তোমাদের জন্য তোমাদের প্রভুর পক্ষ হইতে এক মহা পরীক্ষা ছিল।

১ [৭] ১৩ ১৪

وَاِذْ تَاَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيْدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِيْ لَشَدِيْدٌ ۝

৮। এবং যখন তোমাদের প্রভু ঘোষণা করিয়াছিলেন, 'যদি তোমরা কৃতজ্ঞ[১৪৫৫] হইয়া চল তাহা হইলে নিশ্চয় আমি তোমাদিগকে আরও অধিক দান করিব; কিন্তু যদি তোমরা অকৃতজ্ঞ হও তাহা হইলে (জানিয়া রাখ) আমার আযাব বড়ই কঠোর।'

وَقَالَ مُوْسٰٓى اِنْ تَكْفُرُوْٓا اَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا ۙ فَاِنَّ اللّٰهَ لَغَنِيٌّ حَمِيْدٌ ۝

৯। এবং মূসা বলিয়াছিল, 'যদি তোমরা এবং ভূপৃষ্ঠস্থ সকল লোক অকৃতজ্ঞতা কর, তথাপি (আল্লাহ্‌র কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না, কেননা) আল্লাহ্ নিশ্চয়ই স্বনির্ভর, প্রশংসাভাজন।'

১৪৫৪। 'আইয়ামুল্লাহ্' আল্লাহ্‌র দিনসমূহ অর্থাৎ আল্লাহ্‌তা'লার শাস্তি এবং পুরস্কার (তাজ)। যেমন বিখ্যাত আরবী প্রবাদ 'আইয়ামুল আরব' অর্থাৎ আরবদের লড়াই ও দ্বন্দ্ব বা যুদ্ধ-বিগ্রহ।

১৪৫৫। শোকর অর্থ কৃতজ্ঞতা। ইহা তিন প্রকার ঃ (১) মন-প্রাণ দ্বারা উপকার বা এহসান প্রাপ্তির পূর্ণ উপলব্ধির স্বীকৃতি; (২) জিহ্বা দ্বারা অর্থাৎ প্রকাশ্য কথায় উপকারীর উচ্চ প্রশংসা করা; (৩) অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা অর্থাৎ উপকার সাধনকারীর যোগ্যতা অনুসারে পরিশোধ করা অর্থাৎ বিনিময়ে উপকার করা। ইহা পাঁচটি ভিত্তির উপর স্থাপিতঃ (ক) উপকারী ব্যক্তির প্রতি উপকৃত ব্যক্তির বিনয়; (খ) তাহার প্রতি তাহার প্রীতি ও ভালবাসা; (গ) উপকৃত ব্যক্তি কর্তৃক উপকারীর এহসান স্মরণ রাখা ও স্বীকৃতি দেওয়া; (ঘ) ইহার জন্য প্রকাশ্যে তাহার প্রশংসা করা; এবং (ঙ) হিতসাধনকারীর পসন্দনীয় নয় এমনভাবে তাহার এহসানের ব্যবহার না করা। ইহাকেই মানুষের প্রতি মানুষের কৃতজ্ঞতা বা শোকর বলা হয়। আর আল্লাহ্‌তা'লার প্রতি 'শোকর' প্রকাশের অর্থ তাঁহার বান্দাকে ক্ষমা করা, প্রশংসা করা, ভাল আদেশ দেওয়া, সন্তোষজনক শ্রদ্ধা দেখানো, তাহার মঙ্গলাকাঙ্খা করা, শুভেচ্ছা-সহানুভূতি প্রকাশ করা এবং অনিবার্যরূপে বিনিময় ও প্রতিদান দেওয়ার মধ্যে নিহিত (লেইন)। সে-ই প্রকৃত কৃতজ্ঞতাপরায়ণ ব্যক্তি যে আল্লাহ্‌তা'লার দেওয়া সকল নেয়ামতের সঠিক ব্যবহার করিয়া থাকে।

اَلَمْ يَاْتِكُمْ نَبَؤُا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ
قَوْمِ نُوْحٍ وَّعَادٍ وَّثَمُوْدَ ۛ وَالَّذِيْنَ مِنْۢ
بَعْدِهِمْ ۛ لَا يَعْلَمُهُمْ اِلَّا اللّٰهُ ۛ جَآءَتْهُمْ
رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَرَدُّوْٓا اَيْدِيَهُمْ فِيْٓ
اَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوْٓا اِنَّا كَفَرْنَا بِمَآ
اُرْسِلْتُمْ بِهٖ وَاِنَّا لَفِيْ شَكٍّ مِّمَّا
تَدْعُوْنَنَآ اِلَيْهِ مُرِيْبٍ ۝

১০। তোমাদের নিকট কি তাহাদের সংবাদ পৌঁছে নাই, যাহারা তোমাদের পূর্বে ছিল (যেমন), নূহ, আদ এবং সামূদের জাতি এবং যাহারা তাহাদের পরে হইয়াছিল যাহাদিগকে আল্লাহ্[১৪৫৬] ব্যতীত কেহই অবগত নহে? যখন তাহাদের নিকট তাহাদের রসূলগণ উজ্জ্বল নিদর্শনাবলী লইয়া আসিয়াছিল তখন তাহারা তাহাদের হস্ত দ্বারা তাহাদের মুখ[১৪৫৭] চাপিয়া ধরিয়াছিল এবং বলিয়াছিল, 'যে বিষয়সহ তোমরা প্রেরিত হইয়াছ আমরা অবশ্যই উহাকে অস্বীকার করিলাম, কারণ যে বিষয়ের প্রতি তোমরা আমাদিগকে আহ্বান করিতেছ উহার সম্বন্ধে আমরা নিশ্চয় অস্বস্তিকর সন্দেহের মধ্যে নিপতিত আছি।'

قَالَتْ رُسُلُهُمْ اَفِي اللّٰهِ شَكٌّ فَاطِرِ
السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۛ يَدْعُوْكُمْ
لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ
اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى ۛ قَالُوْٓا اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا بَشَرٌ
مِّثْلُنَا ۛ تُرِيْدُوْنَ اَنْ تَصُدُّوْنَا عَمَّا كَانَ
يَعْبُدُ اٰبَآؤُنَا فَاْتُوْنَا بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ۝

১১। তাহাদের রসূলগণ বলিয়াছিল, '(তোমাদের) কি সেই আল্লাহ্ সম্বন্ধে সন্দেহ, যিনি আকাশসমূহের এবং পৃথিবীর[১৪৫৮] সৃষ্টিকর্তা? তিনি তোমাদিগকে এই জন্য আহ্বান করিতেছেন, যেন তিনি তোমাদিগকে তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করিয়া দেন এবং নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তোমাদিগকে অবকাশ দান করেন।' তাহারা বলিল, 'তোমরা তো আমাদের মত মানুষ ব্যতীত কিছু নহ, আমাদের পিতৃপুরুষগণ যাহাদের উপাসনা করিয়া আসিতেছে তোমরা উহা হইতে আমাদিগকে প্রতিরোধ করিতে চাহিতেছ। তাহা হইলে তোমরা আমাদের নিকট কোন সুস্পষ্ট দলিল-প্রমাণ আন।'

১৪৫৬। এই বাক্যাংশ স্পষ্ট ব্যক্ত করিতেছে যে, হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর বংশ ছাড়াও অন্যান্য জাতিতে আল্লাহ্তা'লা নবী প্রেরণ করিয়াছেন, যেমন হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর পূর্বে 'আদ' ও 'সামূদ' জাতি এবং অন্যান্য জাতির অস্তিত্ব ছিল, যাহাদের কথা আল্লাহ্ ছাড়া এখন আর কেহ জানে না। পক্ষান্তরে ইব্রাহীমি বংশধরগণের মধ্যে প্রেরিত নবীগণের কথা কুরআন এবং বাইবেল উভয়ের মধ্যে উল্লেখ রহিয়াছে।

১৪৫৭। "তাহারা তাহাদের হস্তদ্বারা তাহাদের মুখ চাপিয়া ধরিয়াছিল"-এই বাক্যাংশ দ্বারা বুঝা যায় যে, অবিশ্বাসীরা নবীদের উচ্চাঙ্গের দাবীকে নিস্তব্ধ করার জন্য তাহাদের হাত তাহাদের মুখে চাপিয়া ধরিল অথবা তাহারা নবীদের কথায় ক্রুদ্ধ হইয়া হাত দ্বারা তুচ্ছভাব প্রকাশ করিল অথবা তাহারা নবীদের কথায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিল যাহাতে তাঁহাদের দাবী বা প্রচার স্তব্ধ করিয়া দিতে পারে। এই বাক্য দ্বারা ঘৃণা, তাচ্ছিল্য বা বিদ্রূপাত্মক ব্যবহারও প্রকাশ পায়।

১৪৫৮। নবীগণের শিক্ষার শ্রেষ্ঠ উৎসের প্রমাণ রাখিতে গিয়া মহাকাশ এবং পৃথিবীর সৃষ্টি দৃষ্টান্ত স্বরূপ উদ্ধৃত করা হইয়াছে। পৃথিবী ও আকাশের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্তা'লা মানব সৃষ্টি করিয়া হেদায়াত বা পথ-প্রদর্শনের কোন ব্যবস্থা না করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন, ইহা চিন্তা করাও অযৌক্তিক। চিন্তা করিলে ইহাও অসামঞ্জস এবং পরস্পর বিরোধী বলিয়া অযৌক্তিক মনে হয় যে, যখন আল্লাহ্তা'লা পৃথিবী সৃষ্টির মাধ্যমে মানবের পার্থিব মঙ্গল ও উন্নতি সাধন করার জন্য যথেষ্ট এবং যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়াছেন, তখন তিনি তাহার আধ্যাত্মিক মঙ্গলের জন্য ব্যবস্থাটি উপেক্ষা করিলেন কিভাবে?

قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ اِنْ نَّحْنُ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَمُنُّ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ؕ وَمَا كَانَ لَنَآ اَنْ نَّاْتِيَكُمْ بِسُلْطٰنٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ﴿١٢﴾

১২। তাহাদের রসূলগণ তাহাদিগকে বলিয়াছিল, 'আমরা তোমাদের[১৪৫৯] মতই মানুষ বটে, কিন্তু আল্লাহ্ নিজ বান্দাদের মধ্য হইতে যাহার উপর চাহেন বিশেষ অনুগ্রহ করেন। এবং ইহা আমাদের আয়ত্বাধীন নহে যে, আল্লাহ্র আদেশ ব্যতিরেকে আমরা তোমাদের নিকট কোন দলিল-প্রমাণ আনি। এবং মো'মেনগণকে আল্লাহ্র উপরই নির্ভর করা উচিত;

وَمَا لَنَآ اَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللّٰهِ وَقَدْ هَدٰىنَا سُبُلَنَا ؕ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلٰى مَآ اٰذَيْتُمُوْنَا ؕ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُوْنَ ﴿١٣﴾ ع ٢ [٦] ١٤

১৩। এবং কেনইবা আমরা আল্লাহ্র উপর নির্ভর করিব না, অথচ তিনিই তো আমাদিগকে আমাদের সঠিক পথ দেখাইয়াছেন ? অতএব, তোমরা আমাদিগকে যে কষ্ট দিতেছ উহার উপর আমরা অবশ্যই ধৈর্য ধারণ করিব। বস্তুতঃ নির্ভরশীলগণকে একমাত্র আল্লাহ্র উপরই নির্ভর করা উচিত।

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِّنْ اَرْضِنَآ اَوْ لَتَعُوْدُنَّ فِيْ مِلَّتِنَا ؕ فَاَوْحٰٓى اِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٤﴾

১৪। এবং যাহারা অবিশ্বাস করিয়াছিল তাহারা তাহাদের রসূলগণকে বলিয়াছিল, 'আমরা তোমাদিগকে নিশ্চয় আমাদের দেশ হইতে বাহির করিয়া দিব অথবা তোমরা অবশ্যই আমাদের ধর্মে ফিরিয়া আসিবে।' তখন তাহাদের প্রভু তাহাদের প্রতি ওহী করিলেন, 'আমরা অবশ্যই যালেমদিগকে নিপাত করিব,

وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْاَرْضَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ ؕ ذٰلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِيْ وَخَافَ وَعِيْدِ ﴿١٥﴾

১৫। এবং আমরা তাহাদের পরে তোমাদিগকে অবশ্যই এই দেশে বসবাস করাইব। ইহা (এই প্রতিশ্রুতি) সেই ব্যক্তির জন্য যে আমার[১৪৬০] মোকাম-মর্যাদাকে ভয় করে এবং আমার সতর্কবাণীকে ভয় করে।'

وَاسْتَفْتَحُوْا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيْدٍ ﴿١٦﴾

১৬। এবং তাহারা বিজয় প্রার্থনা করিল; ফলতঃ প্রত্যেক স্বৈরাচারী (সত্যের) শত্রু পরাভূত হইল;

مِّنْ وَّرَآئِهٖ جَهَنَّمُ وَيُسْقٰى مِنْ مَّآءٍ صَدِيْدٍ ﴿١٧﴾

১৭। তাহার সামনে রহিয়াছে জাহান্নাম, এবং তাহাকে অত্যন্ত গরম পানি পান করানো হইবে।

১৪৫৯। আল্লহ্তা'লার কোন নবী, যিনি মানবের পথ প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে তাহাদের জন্য আদর্শ ও নমুনা স্বরূপ প্রেরিত হন, তাহাদের মত মানুষ হওয়াই বাঞ্ছনীয়, কারণ কোন নবী নিজে মানবীয় সত্তার অধিকারী না হইলে তিনি মানুষের জন্য নমুনা হইতে পারেন না।

১৪৬০। কুরআন করীম আল্লাহ্তা'লার সম্পর্কে সর্বনামের জন্য এক বচন ও বহুবচন উভয়ই ব্যবহার করিয়াছে। আল্লাহ্তা'লার শক্তি ও মর্যাদা প্রকাশে বহুবচন ব্যবহৃত হইয়াছে; এবং তাঁহার স্বাধীন ও স্বয়ং-সম্পূর্ণ হওয়াকে জোর দেওয়ার জন্য একবচন ব্যবহৃত হইয়াছে। অথবা যেমন কোন কোন মুসলমান সূফী বলিয়াছেন যে, আল্লাহ্তা'লা যখন ফিরিশ্তাগণের মাধ্যমে কোন কাজ সম্পন্ন করিতে ইচ্ছা করেন, তখন বহুবচন ব্যবহার করা হইয়াছে; কিন্তু যে স্থলে কোন কর্ম বিশেষ ঐশী আদেশে নিষ্পন্ন হওয়া বুঝায় সেখানে এক বচনের সাহায্য নেওয়া হইয়াছে। বর্তমান আয়াতে উভয় প্রকার ব্যবহারই রহিয়াছে।

يَّتَجَرَّعُهٗ وَلَا يَكَادُ يُسِيْغُهٗ وَيَاْتِيْهِ
الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَّمَا هُوَ بِمَيِّتٍ ؕ
وَمِنْ وَّرَآئِهٖ عَذَابٌ غَلِيْظٌ ﴿١٨﴾

১৮। সে ইহা অল্প অল্প করিয়া পান করিবে এবং উহা সহজে গিলিতে পারিবে না। এবং সর্বস্থান[১৪৬১] (ও সর্বদিক) হইতে তাহার নিকট মৃত্যু আসিবে, (তথাপি) সে মরিবে না। এবং ইহা ছাড়াও (তাহার জন্য) ভয়ানক আযাব নির্ধারিত রহিয়াছে।

مَثَلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ اَعْمَالُهُمْ
كَرَمَادِ ۨ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيْحُ فِيْ يَوْمٍ
عَاصِفٍ ؕ لَا يَقْدِرُوْنَ مِمَّا كَسَبُوْا
عَلٰى شَيْءٍ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الضَّلٰلُ الْبَعِيْدُ ﴿١٩﴾

১৯। যাহারা তাহাদের প্রভুকে অস্বীকার করিয়াছে তাহাদের কৃত-কর্ম[১৪৬২] সমূহের দৃষ্টান্ত সেই ছাইয়ের ন্যায় যাহাকে ঝড়ের দিনে বায়ু প্রবল বেগে উড়াইয়া লইয়া যায়। তাহারা যাহা কিছু অর্জন করিয়াছে উহার মধ্যে কোন অংশের উপরই তাহাদের ক্ষমতা থাকিবে না। বস্তুতঃ ইহাই চরম পর্যায়ের ধ্বংস,

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ
بِالْحَقِّ ؕ اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ وَيَاْتِ
بِخَلْقٍ جَدِيْدٍ ۙ﴿٢٠﴾

২০। তুমি কি প্রত্যক্ষ কর না যে, আল্লাহ্ আকাশসমূহ এবং পৃথিবীকে যথাযথভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন ? তিনি ইচ্ছা করিলে তোমাদিগকে অপসারণ করিয়া এক নতুন সৃষ্টি আনয়ন করিতে পারেন।

وَّمَا ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَزِيْزٍ ﴿٢١﴾

২১। এবং ইহা আল্লাহ্‌র জন্য (আদৌ) কঠিন নহে।

وَبَرَزُوْا لِلّٰهِ جَمِيْعًا فَقَالَ الضُّعَفٰٓؤُا
لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْٓا اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا
فَهَلْ اَنْتُمْ مُّغْنُوْنَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ
مِنْ شَيْءٍ ؕ قَالُوْا لَوْ هَدٰىنَا اللّٰهُ
لَهَدَيْنٰكُمْ ؕ سَوَآءٌ عَلَيْنَآ اَجَزِعْنَآ اَمْ
صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَّحِيْصٍ ﴿٢٢﴾ ع ٣ ٩ ١٥

২২। তাহারা সকলেই আল্লাহ্‌র[১৪৬৩] সম্মুখে উপস্থিত হইবে; তখন দুর্বল লোকেরা ঐ সকল লোকদিগকে বলিবে যাহারা অহংকার করিয়াছিল, 'নিশ্চয় আমরা তোমাদের অনুসরণকারী ছিলাম, অতএব তোমরা কি (এখন) আমাদের উপর হইতে আল্লাহ্‌র আযাবের কিয়দংশ দূর করিতে পার। তাহারা বলিবে, 'যদি আল্লাহ্ আমাদিগকে হেদায়াত দিতেন তাহা হইলে আমরাও তোমাদেরকে হেদায়াত দিতাম। আমাদের অধৈর্য হওয়া অথবা আমাদের ধৈর্য ধারণ করা উভয়ই আমাদের জন্য সমান, আমাদের[১৪৬৪] পরিত্রাণের কোন পথ নাই।'

৩ [৯] ১৫

১৪৬১। "এবং সর্বস্থান (সর্বদিক) হইতে তাহার নিকট মৃত্যু আসিবে" অর্থাৎ অবিশ্বাসীদের সকল অপরাধ ও পাপাচার বিভিন্ন প্রকার মৃত্যুর আকার ধারণ করিয়া তাহাদের সম্মুখে আসিবে।

১৪৬২। তাহাদের কৃত-কর্ম অর্থাৎ অবিশ্বাসীদের কার্যকলাপ যাহা তাহারা আল্লাহ্‌তা'লার নবীগণের বিরুদ্ধে পরিচালিত করার প্রচেষ্টা চালাইয়াছিল।

১৪৬৩। কোন জাতির প্রকৃত অপকর্মগুলি, যেগুলি তাহাদের অধঃপতনের কারণ হয় তত অধিক মারাত্মক নয় যতটা তাহাদের অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা ফাঁশ হইয়া গেলে হয়। তাহাদের দুর্বলতা লোক সমক্ষে প্রকাশ হওয়ার ফলে, তাহাদের নিকট নিজেদের কার্য সম্পাদনেরও উর্ধ্বে তাহাদের মর্যাদা ও খ্যাতি,যাহা তাহাদের সফলতার প্রধান অবলম্বন, মরণাঘাতগ্রস্ত হয়। ইহাতে তাহারা প্রতিপক্ষের নিকট হেয় প্রতিপন্ন হয় এবং তাহাদের পতন আর অবক্ষয় পশ্চাতে চলিতে থাকে। ইহাই হইল "তাহারা সকলেই আল্লাহ্‌র সম্মুখে উপস্থিত হইবে" বাক্যের মর্ম।

১৪৬৪। ধ্বংস যে জাতির নিয়তি তাহারা হতাশার মধ্যে গা ঢালিয়া দেয় এবং সহজেই নিজের নিকৃষ্ট অবস্থার নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া বসে।

وَقَالَ الشَّيْطٰنُ لَمَّا قُضِيَ الْاَمْرُ اِنَّ اللّٰهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُّكُمْ فَاَخْلَفْتُكُمْ ؕ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ اِلَّاۤ اَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِيْ ۚ فَلَا تَلُوْمُوْنِيْ وَلُوْمُوْۤا اَنْفُسَكُمْ ؕ مَاۤ اَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَاۤ اَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ ؕ اِنِّيْ كَفَرْتُ بِمَاۤ اَشْرَكْتُمُوْنِ مِنْ قَبْلُ ؕ اِنَّ الظّٰلِمِيْنَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿۲۲﴾

২৩। এবং যখন সব বিষয়ের মীমাংসা করিয়া দেওয়া হইবে তখন শয়তান বলিবে, 'নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদিগকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন—সত্য প্রতিশ্রুতি এবং আমিও তোমাদিগকে এক প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলাম, কিন্তু আমি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়াছিলাম। বস্তুতঃ তোমাদের উপর আমার কোন আধিপত্য ছিল না, আমি তোমাদিগকে কেবল (আমার দিকে) ডাক দিয়াছিলাম এবং তোমরা আমার ডাকে সাড়া দিয়াছিলে। সুতরাং তোমরা আমাকে তিরস্কার করিও না, বরং নিজদিগকেই তিরস্কার কর। আমি তোমাদের ফরিয়াদ শুনিতে পারিব না এবং তোমরাও আমার ফরিয়াদ শুনিতে পারিবে না। তোমরা যে আমাকে (আল্লাহ্‌র সহিত) শরীক করিয়াছিলে, আমি পূর্বেই তাহা অস্বীকার করিয়াছি। যালেমদের জন্য নিশ্চয় যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রহিয়াছে।'

وَاُدْخِلَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ ؕ تَحِيَّتُهُمْ فِيْهَا سَلٰمٌ ﴿۲۳﴾

২৪। এবং যাহারা ঈমান আনে এবং সৎ কর্ম করে তাহাদিগকে তাহাদের প্রভুর আদেশ অনুযায়ী এমন বাগান সমূহে দাখিল করানো হইবে, যাহার তলদেশ দিয়া নহরসমূহ প্রবাহিত হইবে, তাহারা উহাতে সদা বাস করিবে, সেখানে তাহাদের (পরস্পরের) সম্ভাষণ হইবে 'সালাম' (শান্তি)।

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ اَصْلُهَا ثَابِتٌ وَّفَرْعُهَا فِي السَّمَآءِ ﴿۲۴﴾

২৫। তুমি কি লক্ষ্য কর নাই যে, আল্লাহ্ কিভাবে একটি পবিত্র বাক্যকে একটি পবিত্র বৃক্ষের ন্যায় বলিয়া উপমাস্বরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, যাহার শিকড় দৃঢ়ভাবে প্রোথিত এবং উহার শাখা প্রশাখাসমূহ আকাশে [১৪৬৫] (বিস্তৃত) রহিয়াছে ?

تُؤْتِيْۤ اُكُلَهَا كُلَّ حِيْنٍ بِاِذْنِ رَبِّهَا ؕ وَيَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ﴿۲۵﴾

২৬। উহা স্বীয় প্রভুর আদেশক্রমে সদা ফল দিতেছে। এবং আল্লাহ্ মানুষের জন্য উপমাসমূহ বর্ণনা করিতেছেন যেন তাহারা উপদেশ গ্রহণ করে।

১৪৬৫। এই আয়াতে আল্লাহ্‌তা'লার পবিত্র কালাম 'কুরআন'-এর সাদৃশ্য এমন বৃক্ষের সহিত বর্ণনা করা হইয়াছে যাহার মধ্যে চারিটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অত্যাবশ্যকীয় গুণাবলী রহিয়াছেঃ (ক) ইহা উত্তম অর্থাৎ ইহা এমন সব শিক্ষা হইতে দোষমুক্ত যাহা মানবীয় বিবেক-বুদ্ধির বিরুদ্ধে পীড়াদায়ক, বা অনুভূতি ও সংবেদনশীলতার বিপরীত নহে; (খ) যাহা উৎকৃষ্ট, দৃঢ় ও শক্ত ফলবতী বৃক্ষের ন্যায়। ইহা মজবুত ও স্থায়ী ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং ইহার উৎস হইতে উপজীবিকা বা শক্তি রক্ষার উপায় আহরণ করিয়া নূতন ও সবল জীবন ধারণ করে এবং মজবুত বৃক্ষের ন্যায় বিরুদ্ধবাদীদের বিরূপ সমালোচনার সশব্দ বিস্ফোরণের ঝাপটায় মাথা নত করে না এবং সকল বিরোধিতার ঝড়ের মুখে মাথা উঁচু করিয়া দণ্ডায়মান থাকে। ইহার জীবন ও জীবিকা একই উৎস হইতে প্রবাহিত বলিয়া ইহার মূলনীতি এবং শিক্ষার মধ্যে কোন বিরোধ বা গরমিল নাই; (গ) ইহার শাখা প্রশাখাসমূহ বেহেশ্‌ত পর্যন্ত পৌঁছায়। ইহার আজ্ঞানুবর্তীতায় অর্থাৎ আমল করিয়া মানুষ আধ্যাত্মিক মর্যাদার উচ্চতম সোপানে আরোহণ করিতে পারে; (ঘ) ইহা স্বীয় প্রভুর অনুমতিক্রমে সকল ঋতুতে সদা ফল দিতেছে অর্থাৎ কুরআন প্রচুর পরিমাণে সুফল প্রদান করে, ইহার আশিসসমূহের নিদর্শন সকল সময়েই পরিলক্ষিত হইয়া থাকে, সর্বযুগের মানুষ ইহার শিক্ষার উপর আমল করিয়া আল্লাহ্‌তা'লার সহিত মিলনের সৌভাগ্য লাভ করিতেছে এবং তাহাদের চারিত্রিক সৌন্দর্য ও সততা সমসাময়িক লোকদের উপরে উচ্চ মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছে। কুরআন মজীদ উপরোল্লিখিত সকল গুণাবলী পরিপূর্ণভাবে বহন করে।

وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيْثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيْثَةِ ِ
اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْاَرْضِ مَا لَهَا
مِنْ قَرَارٍ ﴿٢٧﴾

২৭ । এবং মন্দ বাক্যের[১৪৬৬] উপমা মন্দ বৃক্ষের ন্যায়, যাহাকে ভূমির উপর হইতে উৎপাটিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে; যাহার কোন স্থায়িত্ব নাই ।

يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي
الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاٰخِرَةِ ۚ وَيُضِلُّ اللّٰهُ
الظّٰلِمِيْنَ ۙ۬ وَيَفْعَلُ اللّٰهُ مَا يَشَآءُ ﴿٢٨﴾ ع

২৮ । যাহারা ঈমান আনিয়াছে, আল্লাহ্ এই স্থায়ী বাক্য দ্বারা তাহাদিগকে ইহজগতে স্থায়িত্ব দান করেন এবং পরজগতেও; এবং আল্লাহ্ যালেমদিগকে পথ ভ্রষ্ট হইতে দেন । এবং আল্লাহ্ যাহা চাহেন তাহাই করেন ।

৪ [৬] ১৬

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ بَدَّلُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ كُفْرًا
وَّاَحَلُّوْا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ ﴿٢٩﴾

২৯ । তুমি কি ঐ সকল লোকের অবস্থা লক্ষ্য কর নাই, যাহারা অকৃতজ্ঞতা প্রদর্শনপূর্বক আল্লাহ্র নেয়ামতকে পরিবর্তন করিয়া লইয়াছে । এবং তাহারা তাহাদের জাতিকে ধ্বংসের গহ্বরে নিপতিত করিয়াছে—

جَهَنَّمَ ۚ يَصْلَوْنَهَا ۭ وَبِئْسَ الْقَرَارُ ﴿٣٠﴾

৩০ । জাহান্নামে, সেখানে তাহারা জ্বলিতে থাকিবে এবং উহা কতই না নিকৃষ্ট বাসস্থান !

وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا لِّيُضِلُّوْا عَنْ سَبِيْلِهٖ ۭ
قُلْ تَمَتَّعُوْا فَاِنَّ مَصِيْرَكُمْ اِلَى النَّارِ ﴿٣١﴾

৩১ । এবং তাহারা আল্লাহ্র সহিত সমকক্ষ স্থির করিয়াছে যেন তাহারা (লোকদিগকে) তাঁহার পথ হইতে বিভ্রান্ত করিতে পারে । তুমি বল, 'তোমরা সাময়িক সুখ-সম্ভোগ করিয়া লও, অতঃপর, নিশ্চয় তোমাদিগকে আগুনের দিকে প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে ।'

قُلْ لِّعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ
وَيُنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً مِّنْ
قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيْهِ وَلَا خِلٰلٌ ﴿٣٢﴾

৩২ । আমার যে সব বান্দা ঈমান আনিয়াছে, তুমি তাহাদিগকে বল যেন তাহারা নামায কায়েম করে এবং যাহা কিছু আমরা তাহাদিগকে রিয্ক দিয়াছিলাম উহা হইতে গোপনে ও প্রকাশ্যে খরচ করে ঐ দিন আসিবার পূর্বে যে দিন কোন ক্রয়-বিক্রয় এবং বন্ধুত্ব থাকিবে না ।

اَللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ
وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ
الثَّمَرٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۚ وَسَخَّرَ لَكُمُ

৩৩ । আল্লাহ্ তিনি, যিনি আকাশসমূহ এবং পৃথিবীকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তিনি মেঘমালা হইতে বারিধারা বর্ষণ করিয়াছেন এবং তদ্দ্বারা তোমাদের জন্য রিয্ক স্বরূপ বহু প্রকার ফল উৎপন্ন করিয়াছেন এবং তিনি জাহাজসমূহকে তোমাদের

১৪৬৬ । সুবৃক্ষের বিসদৃশরূপে মিথ্যারচনাকারী কর্তৃক জালকৃত গ্রন্থ কুবৃক্ষের (শাজারায়ে খবীসা) ন্যায় । ইহার দৃঢ়তা, স্থিরতা বা স্থায়িত্ব নাই । ইহার শিক্ষাকে যুক্তি এবং প্রকৃতির নিয়ম বা বিধান সমর্থন করে না । ইহা সমালোচনার মোকাবেলা করিতে পারে না এবং ইহার নীতি ও আদর্শ মানুষের পরিস্থিতির ও অবস্থার সাথে পরিবর্তিত হইতে থাকে । ইহার শিক্ষাসমূহ সন্দেহপূর্ণ উৎস হইতে গৃহীত জগাখিচুড়ী বিশেষ । ইহা এমন মানুষ তৈয়ারী করিতে ব্যর্থ হইয়াছে, যাহারা দাবী করিতে পারে যে, তাহারা আল্লাহ্তা'লার সঙ্গে সত্য এবং প্রকৃত সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছে । ইহা ঐশী উৎস হইতে নবজীবন লাভ করিতে পারে না এবং অবক্ষয় ও অধঃপতনের বস্তুতে পরিণতি লাভ করে ।

الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ۚ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ ﴿٣٢﴾

সেবায় নিয়োজিত করিয়াছেন যেন ঐগুলি তাঁহার আদেশে সমুদ্রে চলাচল করে। এইরূপে তিনি নদীসমূহকেও তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করিয়াছেন।

وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ ۚ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ﴿٣٣﴾

৩৪। এবং তিনি তোমাদের সেবায় সূর্য ও চন্দ্রকে নিয়োজিত করিয়াছেন, উভয়েই অবিরাম কর্তব্যরত আছে। এবং তিনিই তোমাদের সেবায় রাত্রি এবং দিনকে নিয়োজিত করিয়াছেন।

وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ ۚ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ۗ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ﴿٣٤﴾ ع ١٧

৩৫। এবং যাহা কিছু তোমরা তাঁহার নিকট চাহিয়াছ,[১৪৬৭] তিনি তোমাদিগকে সব দিয়াছেন এবং যদি তোমরা আল্লাহ্‌র নেয়ামতসমূহ গণনা করিতে চাহ তাহা হইলে তোমরা উহাদের সংখ্যা নিরূপণ করিতে পারিবে না। নিশ্চয় মানুষ বড়ই যালেম, অকৃতজ্ঞ।

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ ﴿٣٥﴾

৩৬। এবং (সেই সময়কে স্মরণ কর) যখন ইব্‌রাহীম বলিয়াছিল, 'হে আমার প্রভু! এই শহরকে তুমি শান্তি-ধাম করিও এবং আমাকে ও আমার সন্তান-সন্ততিগণকে প্রতিমার[১৪৬৮] উপাসনা হইতে দূরে রাখিও;

رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ ۖ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي ۖ وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣٦﴾

৩৭। হে আমার প্রভু! নিশ্চয় উহারা বহু লোককে পথভ্রষ্ট করিয়াছে, অতএব যে ব্যক্তি আমার অনুসরণ করে সে নিশ্চয় আমার সহিত সম্পৃক্ত, এবং যে আমার অবাধ্যতা করে, সেই ক্ষেত্রে তুমি নিশ্চয় অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ ۖ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ

৩৮। হে আমাদের প্রভু! নিশ্চয় আমি আমার বংশধর হইতে কতককে তোমার সম্মানিত গৃহের[১৪৬৯] নিকট এক অনুর্বর উপত্যকায় বসতি স্থাপন করাইয়াছি। হে আমাদের প্রভু! যেন তাহারা নামায[১৪৭০] কায়েম করে। সুতরাং তুমি

১৪৬৭। "এবং যাহা কিছু তোমরা তাঁহার নিকট চাহিয়াছ"— মানুষের সকল প্রকার চাহিদা পূরণ করা ব্যক্ত করে। আল্লাহ্‌তা'লা মানব প্রকৃতির সকল চাহিদা বা প্রয়োজনীয় আকাঙ্খা পূরণের সব রকম ব্যবস্থা রাখিয়াছেন।

১৪৬৮। এই আয়াতে বর্ণিত হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ)-এর দোয়া ইহাই ব্যক্ত করিতেছে যে, তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন, এক সময় মক্কা এবং ইহার চতুষ্পার্শ্বের দেশগুলিতে মূর্তিপূজা বিরাজ করিবে। অতএব, তিনি তাহার ভবিষ্যৎ বংশধরগণকে মূর্তিপূজার কবল হইতে রক্ষা করার জন্য শত শত বৎসর পূর্বে আল্লাহ্‌তা'লার নিকট এই দোয়া করিয়াছিলেন।

১৪৬৯। এই আয়াত হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ) কর্তৃক তাঁহার পুত্র ইসমাঈল এবং স্ত্রী হাজেরাকে আরবের মরুভূমিতে বসবাস করা সম্পর্কিত। ইসমাঈল তখনো শিশু যখন ইব্‌রাহীম (আঃ) ঐশী আদেশের আনুগত্যে এবং ঐশী পরিকল্পনার পূর্ণতা দানের উদ্দেশ্যে তাঁহাকে এবং তাঁহার মাতা হযরত হাজেরাকে যে অনুর্বর জনশূন্য অঞ্চলে অবস্থানকল্পে আনিয়াছিলেন, সেখানে আজ বিরাট মক্কা নগরী দণ্ডায়মান। সেই সময়ে সেই স্থানে জীবনের কোন চিহ্ন এবং জীবন ধারণের কোন উপায় উপকরণ ছিল না (বুখারী)। কিন্তু আল্লাহ্‌তা'লার পরিকল্পনা এমন যে, সেই মরু অঞ্চল আজ মানব জাতির জন্য আল্লাহ্‌তা'লার শেষ বাণীর ক্রিয়াকর্মের অপূর্ব প্রদর্শনী ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। আর ঐশী

১৪৭০ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

النَّاسِ تَهْوِيْٓ اِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِّنَ الثَّمَرٰتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُوْنَ ﴿٣٧﴾

লোকদের অন্তঃকরণকে এইরূপ করিয়া দাও যেন তাহারা তাহাদের[১৪৭০] প্রতি আকৃষ্ট হয়, এবং তাহাদিগকে ফল-ফলাদির রিয্ক দান কর যেন তাহারা তোমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে;

رَبَّنَآ اِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِيْ وَمَا نُعْلِنُ ۭ وَمَا يَخْفٰى عَلَى اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاۗءِ ﴿٣٨﴾

৩৯। হে আমাদের প্রভু! যাহা কিছু আমরা গোপন করি এবং যাহা কিছু আমরা প্রকাশ করি নিশ্চয় তুমি সবই অবগত। এবং আল্লাহ্‌র নিকট হইতে কোন বস্তু ভূতলেও গোপন থাকিতে পারে না এবং নভোমণ্ডলেও না;

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ وَهَبَ لِيْ عَلَى الْكِبَرِ اِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ ۭ اِنَّ رَبِّيْ لَسَمِيْعُ الدُّعَاۗءِ ﴿٣٩﴾

৪০। সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ্‌র, যিনি আমাকে (আমার) বার্ধক্যে ইসমাঈল ও ইসহাককে দান করিয়াছেন। নিশ্চয় আমার প্রভু সদা দোয়া শ্রবণকারী;

رَبِّ اجْعَلْنِيْ مُقِيْمَ الصَّلٰوةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِيْ ۣ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاۗءِ ﴿٤٠﴾

৪১। হে আমার প্রভু! আমাকে নামায কায়েমকারী কর এবং আমার বংশধরকেও। হে আমাদের প্রভু! (আমার উপর তোমার করুণা বর্ষণ কর) এবং আমার দোয়া কবুল কর;

رَبَّنَا اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ ﴿٤١﴾ ع ৬ [৭] ১৮

৪২। হে আমাদের প্রভু! যে দিন হিসাব কায়েম হইবে সেই দিন আমাকে ও আমার পিতামাতাকে এবং মো'মেনগণকে ক্ষমা[১৪৭২] করিও।'

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظّٰلِمُوْنَ ۭ اِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيْهِ الْاَبْصَارُ ﴿٤٢﴾

৪৩। এবং এই যালেমগণ যাহা কিছু করিতেছে উহা হইতে তুমি আল্লাহ্‌কে কখনও গাফেল মনে করিও না। তিনি তাহাদিগকে কেবল সেই দিন পর্যন্ত অবকাশ দিতেছেন যেই দিন (তাহাদের) চক্ষুগুলি (আতঙ্কে) বিস্ফারিত হইবে;

পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য মাধ্যমরূপে মনোনীত হইয়াছেন হযরত ইসমাঈল (আঃ)।

১৪৭০। আয়াতে উল্লেখিত ইব্রাহীম (আঃ)-এর দোয়া পরিপূর্ণরূপে প্রতিফলিত হইয়াছিল মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর মাধ্যমে। তাঁহার আবির্ভাবের পূর্বে কেবল আরবের অধিবাসীগণই তাহাদের পূজার নৈবেদ্য অর্পণ করিতে মক্কা আসিত, কিন্তু তাঁহার আবির্ভূত হওয়ার পরে বিশ্বের সকল স্থান হইতে দলে দলে লোক মক্কায় যিয়ারতে আসিতে শুরু করিয়াছে।

১৪৭১। এই প্রার্থনা হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এমন এক সময়ে করিয়াছিলেন যখন মক্কার চতুর্দিকে মাইলের পর মাইল ব্যাপীয়া একটি তৃণও নজরে পড়িত না। কিন্তু ভবিষ্যদ্বাণীটি বিস্ময়কর ভাবে পূর্ণ হইয়াছে। কারণ সব মৌসুমেই উৎকৃষ্ট ফলসমূহ প্রচুর পরিমাণে মক্কায় আসে।

১৪৭২। আল্লাহতা'লার প্রেরিত নবী-রসূলগণ আল্লাহ্‌তা'লার নিকট সর্বাবস্থায় শয়তান হইতে আল্লাহ্‌তা'লার আশ্রয়ে থাকেন—এই বাস্তব জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও তাঁহারা কেন ক্ষমা চাহিয়া আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করেন, ইহার কারণ তাহারা আল্লাহ্‌তা'লার পবিত্রতা ও মহত্ব এবং নিজেদের দুর্বলতা উপলব্ধি করেন। ইহাই হইল মানবীয় দুর্বলতা সম্বন্ধে বাস্তব উপলব্ধি যাহা তাহাদিগকে আল্লাহ্‌তা'লার নিকট বিনম্র প্রার্থনা করিতে বাধ্য করে। মহান আল্লাহ্‌তা'লা যেন নিজ করুণা ও অনুকম্পায় তাঁহাদের দুর্বলতা ঢাকিয়া দেন যাহাতে তাহাদের নিজ সত্তা সম্পূর্ণ বিলীন হইয়া আল্লাহ্‌তা'লার সঙ্গে মিলিত হইয়া যায়।

مُهْطِعِيْنَ مُقْنِعِيْ رُءُوْسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ
اِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ ۚ وَاَفْـِٕدَتُهُمْ هَوَآءٌ ﴿٤٣﴾

৪৪। তাহারা তাহাদের মাথা উঁচু করিয়া আতংকে দৌড়াইতে থাকিবে, তাহাদের দৃষ্টি তাহাদের দিকে ফিরিয়া আসিবে না, এবং তাহাদের অন্তঃকরণ সম্পূর্ণ খালি হইয়া যাইবে।[১৪৭৩]

وَاَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَاْتِيْهِمُ الْعَذَابُ
فَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا رَبَّنَآ اَخِّرْنَآ اِلٰٓى
اَجَلٍ قَرِيْبٍ ۙ نُّجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ
الرُّسُلَ ؕ اَوَلَمْ تَكُوْنُوْٓا اَقْسَمْتُمْ مِّنْ
قَبْلُ مَا لَكُمْ مِّنْ زَوَالٍ ﴿٤٤﴾

৪৫। এবং তুমি লোকদিগকে সেই দিন সম্পর্কে সতর্ক কর যেদিন তাহাদের উপর শাস্তি আসিবে, তখন যাহারা যুলুম করিয়াছিল তাহারা বলিবে, 'হে আমাদের প্রভু! আমাদিগকে স্বল্প কালের জন্য অবকাশ দান কর, আমরা তোমার ডাকে সাড়া দিব এবং রসূলগণকে অনুসরণ করিব।' (তিনি বলিবেন,) 'তোমরা কি ইতিপূর্বে কসম খাও নাই যে তোমাদের অধঃপতন ঘটিবে না?

وَّسَكَنْتُمْ فِيْ مَسٰكِنِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْٓا
اَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ
وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْاَمْثَالَ ﴿٤٥﴾

৪৬। অথচ তোমরা সেই সকল লোকের গৃহেই বসবাস করিতেছ, যাহারা নিজেদের উপর যুলুম করিয়াছিল এবং তোমাদের নিকট স্পষ্ট হইয়াছিল যে, আমরা তাহাদের সংগে কি ব্যবহার করিয়াছিলাম,এবং তোমাদের নিকটে আমরা সকল উপমা (সবিস্তারে) বর্ণনা করিয়াছি।'

وَقَدْ مَكَرُوْا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللّٰهِ
مَكْرُهُمْ ؕ وَاِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُوْلَ
مِنْهُ الْجِبَالُ ﴿٤٦﴾

৪৭। এবং তাহারা তাহাদের সকল পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছে; কিন্তু তাহাদের পরিকল্পনাসমূহ আল্লাহ্‌র[১৪৭৪] নিকট রহিয়াছে। যদিও তাহাদের পরিকল্পনা এমনই হউক না কেন যদ্দ্বারা পাহাড়ও স্বস্থান হইতে টলিয়া যায় (তথাপি তাহারা সফল-কাম হইবে না)।

فَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ مُخْلِفَ وَعْدِهٖ رُسُلَهٗ ؕ
اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ ذُو انْتِقَامٍ ﴿٤٧﴾

৪৮। অতঃপর, তুমি আল্লাহ্‌র সম্বন্ধে কখনও এই ধারণা করিও না যে, তিনি তাঁহার রসূলগণের সহিত কৃত নিজ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ মহা পরাক্রমশালী, প্রতিশোধ গ্রহণকারী;

يَوْمَ تُبَدَّلُ الْاَرْضُ غَيْرَ الْاَرْضِ
وَالسَّمٰوٰتُ وَبَرَزُوْا لِلّٰهِ الْوَاحِدِ
الْقَهَّارِ ﴿٤٨﴾

৪৯। সেই দিন যখন এই পৃথিবীকে অন্য পৃথিবীতে পরিবর্তিত করা হইবে এবং আকাশ[১৪৭৫] সমূহকেও, এবং তাহারা আল্লাহ্‌র সমীপে উপস্থিত হইবে, যিনি এক-অদ্বিতীয় মহাপ্রতাপশালী।

১৪৭৩। পূর্ববর্তী এবং বর্তমান আয়াত মক্কাবাসীদের ভীতি এবং বিহ্বলতার সুস্পষ্ট বর্ণনামূলক চিত্র অংকন করিয়াছে— যখন তাহারা অকস্মাৎ দেখিল যে, হযরত রসূল করীম (সাঃ) মক্কাবাসীদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতে দশ হাজার সৈনাসহ মক্কার প্রবেশ দ্বারে উপস্থিত।

১৪৭৪। আল্লাহ্‌তা'লা তাহাদের ষড়যন্ত্রের বিষয় ভালভাবেই জানেন এবং উহা যত বড়ই হউক না কেন উহা ব্যর্থ করিয়া দিবেন।

১৪৭৫। মক্কার পতনের সাথে আরবে ইসলাম প্রবল শক্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত হইলএবংবিশ্ব এক নতুন বিশ্বের রূপ ধারণ করিল। উহার আকাশ ও যমীন নবরূপে পরিবর্তিত হইয়া উঠিল। অর্থাৎ পুরাতন সমাজ-ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে উচ্ছেদ হইয়া গেল এবং উহার স্থলে ভিন্ন এক নতুন ব্যবস্থা কায়েম হইল, এক নতুন সভ্যতা জন্ম গ্রহণ করিল।

وَ تَرَى الْمُجْرِمِيْنَ يَوْمَئِذٍ مُّقَرَّنِيْنَ فِي الْاَصْفَادِ ۝٥٠

৫০ । এবং সেইদিন তুমি অপরাধীদিগকে শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় দেখিবে ।

سَرَابِيْلُهُمْ مِّنْ قَطِرَانٍ وَّ تَغْشٰى وُجُوْهَهُمُ النَّارُ ۝٥١

৫১ । তাহাদের জামাগুলি (যেন) আলকাতরা নির্মিত এবং আগুন তাহাদের মুখমণ্ডলকে আবৃত করিবে ।

لِيَجْزِيَ اللّٰهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ۝٥٢

৫২ । (ইহা এই জন্য হইবে) যেন আল্লাহ্ প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার কৃত-কর্মের প্রতিদান প্রদান করেন;নিশ্চয় আল্লাহ্ হিসাব গ্রহণে তৎপর ।

هٰذَا بَلٰغٌ لِّلنَّاسِ وَ لِيُنْذَرُوْا بِهٖ وَ لِيَعْلَمُوْٓا اَنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ وَّ لِيَذَّكَّرَ اُولُوا الْاَلْبَابِ ۝٥٣ ع ۱۹

৫৩ । ইহা লোকদের জন্য পূর্ণ উপদেশমূলক পয়গাম, এবং (এই জন্যও) যেন তাহাদিগকে ইহাদ্বারা (আসন্ন শাস্তি সম্বন্ধে) পূর্ণরূপে সতর্ক করা যায় এবং তাহারা যেন জানে যে, তিনিই একমাত্র সত্যিকার মা'বূদ, এবং (এই জন্যও) যে,বুদ্ধিমান লোক যেন উপদেশ গ্রহণ করে ।

৭ [১১] ১৯

১৫-সূরা আল্ হিজ্‌র

(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণ হওয়ার তারিখ ও প্রসংগ

অধিকাংশ পণ্ডিতগণের স্বীকৃত মতে এই সূরাটি মক্কায় নাযেল হইয়াছে । পূর্ববর্তী সূরায় আলোকপাত করা হইয়াছিল যে, পূর্বে নবী-রসূলগণ বাহ্যিক উপকরণের দৈন্য সত্বেও তাহাদের অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হইয়াছিলেন এবং তাহাদের আন্দোলন সফল ও অগ্রবর্তী হইয়াছিল। কেননা, তাহাদের পথ-প্রদর্শক ও সহায়ক হিসাবে আল্লাহ্‌র বাণী তাহাদের সঙ্গে ছিল । একই ভাবে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)ও তাঁহার নির্ধারিত লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হইবেন । যেহেতু আল্লাহ্‌র বাণী, যাহা এই সূরার বর্ণনা মতে, এক মহা ঐশী শক্তি বিশেষ, কোন দুনিয়াবী শক্তিই সেই ঐশী শক্তির মোকাবিলা করিতে পারে না । সূরাটিতে আরো বলা হইয়াছে যে, আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ দেওয়া এক জঘন্য বিষয় এবং ইহাকে কিছুতেই ছোট করিয়া দেখা যায় না । যাহারা এই ধরণের মিথ্যা অপবাদ দেয়, তাহারা শীঘ্রই তাহাদের যোগ্য পরিণাম লাভ করিবে অর্থাৎ ধ্বংসের সম্মুখীন হইবে । অতঃপর, বলা হইয়াছে যে, কুরআন 'আল্লাহ্‌তা'লার অবতীর্ণ বাণী এবং ইহার ঐশী উৎসস্থল প্রমাণের জন্য বহু অখণ্ডনীয় যুক্তি-প্রমাণ ইহাতে অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে ।

বিষয়বস্তু

এই সূরাটির মূল ভাবধারা হইতেছে এই যে, কুরআনের অনুপম রচনাবলী, বিষয়বস্তুর বলিষ্ঠতা ও উপস্থাপনার সৌন্দর্যের দিক হইতে অন্য কোন ঐশী গ্রন্থই ইহার মোকাবিলা করিতে পারে না । ইহা সর্বতোভাবে ত্রুটিমুক্ত এক ঐশী কিতাব । সব দিকে থেকেই ইহা অদ্বিতীয় ও অতুলনীয় । ইহার সৌন্দর্য ও উত্তম বৈশিষ্ট্যাবলী এত অধিক এবং ব্যাপক যে, অবিশ্বাসীরাও কোন কোন সময় এই স্বীকারোক্তি করিতে বাধ্য হইয়াছে যে, ইহার মোকাবিলায় তাহাদের কিছুই করণীয় নাই এবং তাহারা আশা পোষণ করিত যে, ইহার অনুরূপ তাহাদেরও যদি একটি কিতাব থাকিত ! এই ধরণের স্বীকারোক্তি সত্বেও তাহারা ইহা গ্রহণ করিতে আগাইয়া আসে না এবং এই সত্যকে উপলব্ধি করে না যে, কুরআনকে অস্বীকার করার ফলে তাহারা শুধু সত্য হইতেই বঞ্চিত হইবে এবং পরিণামে আল্লাহ্‌তা'লার অসন্তুষ্টিজনিত ঐশী আযাব ডাকিয়া আনিবে । কুরআনের বাণী অবশ্যই সফল হইবে এবং কেহই ইহার অগ্রযাত্রা প্রতিরোধ করিতে সক্ষম হইবে না । যাহারা ইহার শিক্ষাকে গ্রহণ করিতে দ্বিধান্বিত হইবে অথবা অস্বীকার করিবে তাহারাই পরিণামে দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করিবে । সূরাটিতে অতঃপর এই কথার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে যে, এতদসত্বেও যদি কুরআনের বাণীকে অবহেলা করা হয় বা ইহাকে নিয়া হাসি-বিদ্রূপ করা হয় তাহা হইলে ইহাতে আশ্চর্যের কিছু নাই, কেননা ইতিপূর্বেও সমাগত নবী রসূলদের প্রতি অবতীর্ণ বাণীকে লইয়া হাসি-বিদ্রূপ করা হইয়াছিল । কিন্তু বিদ্রূপকারীরা এই চিরন্তন সত্যকে কখনই মনে রাখে না যে, আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ আরোপ করা সহজ কাজ নহে, ইহার পরিণতিতে তাহাদিগকে অবশ্যম্ভাবী ধ্বংসের মুখোমুখি হইতে হইবে । সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র ইহা চিরন্তন রীতি যে তাঁহার নামে মিথ্যা আরোপকারীকে তিনি সফল হইতে দেন না এবং তাঁহার অবতীর্ণ বাণী হইতে মিথ্যা আরোপিত বাণীকে অতি সহজেই চিহ্নিত করিয়া দেন । আল্লাহ্‌র অবতীর্ণ বাণীর একটি আলাদা বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদা রহিয়াছে এবং সাধু বা নেককার লোকের হৃদয়ে ইহাকে গ্রহণ করিবার মত একটি বিশেষ অবস্থার তিনি সৃষ্টি করেন এবং যাহারা ইহাকে গ্রহণ করে, তাহাদেরকে খুব সামান্য নৈতিক অবস্থা হইতে অনেক উন্নীত পর্যায়ের নৈতিকতায় তিনি অধিষ্ঠিত করেন ।

১৫-সূরা আল্ হিজ্‌র

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ১০০ আয়াত এবং ৬ রুকূ আছে ।

১ । আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

২ । আলিফ লাম রা । এইগুলি এক কামিল (পূর্ণ) কিতাব এবং সুস্পষ্ট বর্ণনাকারী কুরআনের আয়াত।[১৪৭৬]

الٓرٰ ۚ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ وَقُرْاٰنٍ مُّبِيْنٍ ②

৩ । যাহারা অবিশ্বাস করিয়াছে তাহারা প্রায়ই কামনা করেঃ হায় ! তাহারাও যদি মুসলমান হইত।[১৪৭৭]

رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ كَانُوْا مُسْلِمِيْنَ ③

৪ । তুমি তাহাদিগকে ছাড়িয়া দাও যেন তাহারা আহার-বিহার এবং সুখ-ভোগ করিয়া বেড়ায় এবং বৃথা আশা-আকাংখা[১৪৭৮] তাহাদিগকে গাফেল করিতে থাকে, অতএব অচিরেই তাহারা (ইহার পরিণাম) জানিতে পারিবে ।

ذَرْهُمْ يَاْكُلُوْا وَيَتَمَتَّعُوْا وَيُلْهِهِمُ الْاَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ④

৫ । এবং আমরা কখনও কোন জনপদকে[১৪৭৯] (পূর্ব হইতে) উহার জন্য স্থিরীকৃত বিধান[১৪৭৯-ক] ব্যতিরেকে ধ্বংস করি না ।

وَمَآ اَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ اِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُوْمٌ ⑤

৬ । কোন জাতি তাহার (ধ্বংসের) মিয়াদকে ছাড়াইয়া (বাঁচিয়া) যাইতে পারে না এবং পিছনেও থাকিয়া যাইতে পারে না ।

مَا تَسْبِقُ مِنْ اُمَّةٍ اَجَلَهَا وَمَا يَسْتَاْخِرُوْنَ ⑥

১৪শ পারা

১৪৭৬ । কেবল মাত্র সূরা নমলের ২য় আয়াতে এবং এই তফসীরাধীন আয়াতে 'কিতাব' এবং 'কুরআন' শব্দদ্বয় একসঙ্গে ব্যবহৃত হইয়াছে; কিন্তু বর্তমান আয়াতে 'কিতাব' শব্দ প্রথমে এবং 'কুরআন' শব্দ পরে আসিয়াছে এবং সূরা নমলে শব্দদ্বয় উলটাভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে, অর্থাৎ 'কুরআন' প্রথমে এবং 'কিতাব' পরে ব্যবহৃত হইয়াছে । কিতাব শব্দ এই ভবিষ্যদ্বাণীর দিকে ইঙ্গিত করিতেছে যে, ইসলামের এই পবিত্র গ্রন্থ, লিখিত আকারে প্রকাশ হইতে থাকিবে; আর কুরআন শব্দ দ্বারা এই ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতি নির্দেশ করিতেছে যে, ইহা ক্রমবর্দ্ধিতভাবে পঠিত ও পুনরাবৃত্ত হইতে থাকিবে । ইহা ব্যতীত কুরআনে 'স্পষ্ট বর্ণনাকারী' 'কুরআন' শব্দদ্বয় মাত্র দুইবার ব্যবহৃত হইয়াছে, আর 'স্পষ্ট বর্ণনাকারী' 'কিতাব' শব্দ দুইটি কমপক্ষে ১২ বার ব্যবহৃত হইয়াছে। এতদ্বারা ইহাই ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে, লিখিত বিবরণী বা প্রমাণ মৌখিক কথাবার্তার আদান-প্রদান হইতে অধিকতর কার্যকর । অতএব, মুসলমানদের শিক্ষার্জনের প্রতি এবং লিখিত জ্ঞান অন্বেষার প্রতি অধিক মনোনিবেশ করা উচিৎ ।

১৪৭৭ । ইহা লিপিবদ্ধ রহিয়াছে যে, নবী করীম (সাঃ)-এর সময়ে অবিশ্বাসীদের মধ্যে কেহ কেহ এই অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছিল ।

১৪৭৮ । এই আয়াতের অর্থ ইহাও হইতে পারে যে, পূর্ববর্তী আয়াতে উল্লেখিত অবিশ্বাসীদের যে ধারণা—তাহারা মুসলমান হইয়া গিয়াছে — তাহা এক বৃথা আশা অর্থাৎ বিক্ষিপ্ত ইচ্ছার প্রকাশ মাত্র; তাহাদের আসল উদ্দেশ্য হইতেছে পার্থিব উপভোগ এবং বৈষয়িক স্বার্থ উদ্ধার করা ।

১৪৭৯ । 'জনপদ' এখানে জনপদের বাসিন্দা বা জাতি বা যাহাদের নিকট আল্লাহ্‌র নবী প্রেরিত হন তাহাদের প্রতি আরোপিত হইয়াছে । নবী করীম (সাঃ)-এর শহরকে কুরআনে 'জনপদ জননী' বলিয়া আখ্যায়িত করা হইয়াছে (৬ঃ৯৩)।

১৪৭৯-ক । 'প্রকাশ্য ডিক্রী', 'স্থিরীকৃত বিধান' অর্থাৎ আল্লাহ্‌র নবীর বিরূদ্ধবাদীদের ধ্বংসের মিয়াদ বা 'নির্ধারিত সময়' যাহা যুগের নবী কর্তৃক ভবিষ্যদ্বাণীরূপে বর্ণিত হইয়া থাকে ।

وَقَالُوْا يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْ نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ اِنَّكَ لَمَجْنُوْنٌ ۝٦

৭। এবং তাহারা বলিল, 'হে ঐ ব্যক্তি যাহার উপর এই যিক্‌র (কুরআন) নাযেল করা হইয়াছে, নিশ্চয়ই তুমি পাগল,[১৪৮০]

لَوْ مَا تَاْتِيْنَا بِالْمَلٰٓئِكَةِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۝٧

৮। যদি তুমি সত্যবাদী হইয়া থাক তাহা হইলে কেন আমাদের নিকট ফিরিশ্‌তাদিগকে আনয়ন কর না ?'

مَا نُنَزِّلُ الْمَلٰٓئِكَةَ اِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوْٓا اِذًا مُّنْظَرِيْنَ ۝٨

৯। আমরা ফিরিশ্‌তাগণকে অবতীর্ণ করি না, যথার্থ প্রয়োজন ব্যতিরেকে এবং (যখন তাহাদিগকে অবতীর্ণ করি) তখন তাহাদিগকে (কাফেরদিগকে) অবকাশ দেওয়া হয় না।[১৪৮১]

اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ ۝٩

১০। নিশ্চয় আমরাই এই যিক্‌র (কুরআন) নাযেল করিয়াছি এবং নিশ্চয় আমরাই ইহার হিফাযতকারী।[১৪৮২]

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِيْ شِيَعِ الْاَوَّلِيْنَ ۝١٠

১১। এবং নিশ্চয় আমরা তোমার পূর্বেও প্রাচীন সম্প্রদায় সমূহের মধ্যে (বহু রসূল) প্রেরণ করিয়াছিলাম।

وَمَا يَاْتِيْهِمْ مِّنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ۝١١

১২। এবং তাহাদের নিকট এমন কোন রসূল আসে নাই যাহার সহিত তাহারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে নাই।

১৪৮০। 'মজনূন' অর্থ পাগল। মজনূন এখানে জিন্ন বা প্রেতাত্মার প্রভাব হওয়া অথবা সাধারণভাবে ভূতে পাওয়া ব্যক্তি বুঝায় না; পাগল কিংবা যাহার বুদ্ধি-বৃত্তি সংক্রান্ত ইন্দ্রিয়সমূহ নিতান্ত দুর্বল হইয়া গিয়াছে এমন ব্যক্তিকে বুঝায়।

১৪৮১। এখানে অবিশ্বাসীদিগকে বলা হইয়াছে যে, যখন সত্য, ন্যায় ও প্রজ্ঞা (বিলহাক্‌) অনুযায়ী তাহারা ঐশী শাস্তির যোগ্য হইয়া যায়, কেবল তখনই ফিরিশ্‌তা তাহাদের উপর অবতীর্ণ হয় এবং তাহাদিগকে কোন অবকাশ দেওয়া হয় না।

১৪৮২। এই আয়াতে কুরআন করীমকে অক্ষতরূপে সংরক্ষণ করার যে প্রতিশ্রুতি আছে তাহা এমন সুস্পষ্টরূপে পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছে যে, অন্য কোন প্রমাণ যদি নাও থাকিত, তবু এই সত্যই ইহার (কুরআনের) ইলাহী উৎস প্রমাণের জন্য যথেষ্ট হইত। এই সূরা মক্কাতে নাযেল হইয়াছিল এমন এক সময়ে, যখন আঁ- হযরত (সাঃ) এবং তাঁহার সাহাবাগণের (রাঃ) জীবন চরম বিপজ্জনক অবস্থার মধ্যে ছিল এবং শত্রুপক্ষ নূতন ধর্মমতকে সহজেই নিষ্পেষণ করিয়া সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন করিয়া দিতে পারিত (Noldeke)। এইরূপ এক অবস্থার মধ্যে কাফেরদিগকে তাহাদের চরম অপচেষ্টা দ্বারা ইহাকে ধ্বংস করার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতার আহ্বান জানানো হইয়াছিল এবং এই সাথে তাহাদিগকে সাবধানও করিয়া দেওয়া হইয়াছিল যে, তাহাদের সকল ষড়যন্ত্র আল্লাহ্‌তা'লা ব্যর্থ করিয়া দিবেন, কারণ তিনি স্বয়ং ইহার হেফাযতকারী। এই দাবী ছিল দ্ব্যর্থহীন ও খোলাখুলি এবং শত্রুপক্ষ ছিল শক্তিশালী ও নির্মম; তথাপি কুরআন যাবতীয় বিকৃতি, প্রক্ষেপণ ও হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে নিরাপদ থাকিয়া অব্যাহতভাবে স্বীয় নিরাপত্তার বিজয় ঘোষণা করিয়া চলিয়াছে। কুরআনের বিদ্বেষ-পরায়ণ সমালোচক স্যার উইলিয়াম মুইর বলিয়াছেন, "আমরা খুব জোরের সঙ্গেই বলিতে পারি যে, মুহাম্মদ (সাঃ) কর্তৃক রচিত (?) 'কুরআনের' প্রতিটি বাক্যই অপরিবর্তীত, অবিকৃত এবং অকৃত্রিম রহিয়াছে।..... অন্যান্য প্রত্যেক প্রকারের বাহিক বা অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তায় সংরক্ষিত মূল-গ্রন্থ যাহা আমাদের নিকট রহিয়াছে উহাই মুহাম্মদ (সাঃ) স্বয়ং প্রণয়ন করিয়াছিলেন (?) এবং প্রচার করিতেন ..... তাহাদের গ্রন্থের অবিমিশ্র মূল রচনার সহিত আমাদের ধর্মগ্রন্থের বিভিন্ন পাঠের তুলনা করা আর বৈসাদৃশ্যপূর্ণ বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে তুলনা করা একই কথা" (Introduction to the life of Mohammed)। জার্মানের খ্যাতনামা প্রাচ্য ভাষাবিদ অধ্যাপক নোলডিকি লিখিয়াছেন ঃ 'কুরআনের মধ্যে পরবর্তীকালে প্রক্ষেপের অস্তিত্ব প্রমাণ করার জন্য ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে" (এনসাইক ব্রিট)। বেশ কয়েক বৎসর পূর্বে, কুরআনের মূল-পাঠের পবিত্রতার মধ্যে ডাঃ মিন্‌গানা কর্তৃক ত্রুটি আবিষ্কারের চেষ্টার চরম ব্যর্থতা কুরআনের দাবীর সত্যতাকে মোহরাঙ্কিত করিয়া দিয়াছে যে, নাযেলকৃত সকল ধর্মগ্রন্থের মধ্যে একমাত্র পবিত্র কুরআনই সব রকম প্রক্ষেপ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত রহিয়াছে। (দি লারজার এডিশন অব দি কমেন্টারী, ১২৬৩-৬৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

كَذٰلِكَ نَسْلُكُهٗ فِىْ قُلُوْبِ الْمُجْرِمِيْنَ ۙ﴿١٢﴾

১৩। এইরূপেই আমরা অপরাধীদের অন্তরে উহা[১৪৮৩] (বিদ্রূপ করার প্রবণতা) প্রবেশ করাইয়া দিই,

لَا يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿١٣﴾

১৪। তাহারা ইহার (কুরআনের) উপর ঈমান আনে না, অথচ পূর্ববর্তীদের দৃষ্টান্ত গত হইয়া গিয়াছে।

وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَآءِ فَظَلُّوْا فِيْهِ يَعْرُجُوْنَ ﴿١٤﴾

১৫। এবং যদি আমরা তাহাদের উপর আকাশের কোন দরজা খুলিয়া দিই এবং তাহারা উহাতে আরোহণ করিতে থাকে,[১৪৮৪]

لَقَالُوْٓا اِنَّمَا سُكِّرَتْ اَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُوْرُوْنَ ﴿١٥﴾ ع ১ [১৬] ১

১৬। তথাপি তাহারা অবশ্য এইরূপই বলিতে থাকিবে, 'আমাদের চক্ষুগুলিকে কেবল মাত্র সম্মোহিত করা হইয়াছে; বরং আমরা এমন এক জাতি যাহাদিগকে যাদু করা হইয়াছে।'[১৪৮৫]

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِى السَّمَآءِ بُرُوْجًا وَّزَيَّنّٰهَا لِلنّٰظِرِيْنَ ﴿١٦﴾

১৭। এবং আমরা আকাশে কক্ষপথসমূহ সৃষ্টি করিয়াছি এবং দর্শকদের জন্য উহাকে শোভা-মণ্ডিত করিয়াছি[১৪৮৬]।

وَحَفِظْنٰهَا مِنْ كُلِّ شَيْطٰنٍ رَّجِيْمٍ ﴿١٧﴾

১৮। এবং আমরা উহাকে প্রত্যেক বিতাড়িত শয়তান[১৪৮৭] হইতে হিফাযত করিয়াছি।

اِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَاَتْبَعَهٗ شِهَابٌ مُّبِيْنٌ ﴿١٨﴾

১৯। কিন্তু যে ব্যক্তি চুরি করিয়া কোন (ওহীর) কিছু শুনিয়া লয়[১৪৮৮] (এবং বিকৃত করিয়া ছড়ায়), তখন এক অতি উজ্জ্বল অগ্নিশিখা তাহার পিছনে ধাওয়া করে। [১৪৮৮-ক]

১৪৮৩। এই সর্বনামটি পূর্ববর্তী আয়াতে উল্লেখিত 'কাফের দ্বারা পবিত্র নবীগণকে বিদ্রূপ করার বদ অভ্যাসের' প্রতি ইংগিত করিতেছে।

১৪৮৪। এই আয়াতের অর্থ ইহাও হইতে পারে যে, যদি আল্লাহ্‌তা'লা তাঁহার অনুকম্পার ও ক্ষমার দ্বারসমূহ উন্মুক্ত করিয়া দিতেন এবং শাস্তিকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া দিতেন, তাহা হইলে অবিশ্বাসীরা আল্লাহ্‌তা'লার দিকে মনোনিবেশ করার পরিবর্তে পার্থিব আরাম-আয়েশের মধ্যে আরও বেশী ব্যাপৃত হইত।

১৪৮৫। অবিশ্বাসীরা আধ্যাত্মিক বিষয়ে এতই অজ্ঞ যে, যদি সেই সব অভিজ্ঞতার দুই-একটি অভিজ্ঞতা তাহাদের থাকিত, যাহার মধ্য দিয়া নবী করীম (সাঃ) অতিক্রম করিয়াছিলেন এবং যে রূহানী উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছিলেন উহার কিছু দৃশ্য তাহারা অবলোকন করিত তবুও তাহারা বিশ্বাস করিত না, বরং বলিয়া উঠিত যে, তাহারা ভেল্কি বা যাদুবিদ্যার শিকার হইয়াছে।

১৪৮৬। রাত্রের আকাশের গ্রহ-নক্ষত্রের সৌন্দর্যময় দৃশ্যই কেবল এখানে ব্যক্ত করা হয় নাই। উহাদের মহৎ উদ্দেশ্য ও কার্যকারিতা সম্বন্ধে ব্যক্ত করা হইয়াছে এবং পরবর্তী ১৬ঃ১৭ ও ৬৭ঃ৬ আয়াতেও উহা বর্ণিত হইয়াছে। ইহাই হইল সেই মহৎ লক্ষ্যের পূর্ণতা যাহার মধ্যে প্রকৃত সৌন্দর্য নিহিত রহিয়াছে।

১৪৮৭। এই আয়াত নির্দেশ করিতেছে যে, জড় জগতে দুষ্ট প্রবৃত্তির লোক যেমন কোন প্রকার শক্তি বা প্রভাব-প্রতিপত্তি প্রয়োগ করিয়া অন্যান্য লোকের কিছু ক্ষতি সাধন করিতে পারে,কিন্তু তাহাদিগকে স্বর্গীয় কল্যাণ হইতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত করিতে পারে না, যেমন নক্ষত্র ইত্যাদির প্রভাবেও অনুরূপ ঘটিতে পারে। সেইরূপ আধ্যাত্মিক জগতেও নবী এবং তাঁহার সত্য অনুসারীগণের উপর শয়তানের কোন প্রভাব খাটে না (আয়াত—৪৩)। তফসীরাধীন আয়াতে "শয়তান" শব্দ সেই সকল অবিশ্বাসীদের প্রতি ইঙ্গিত করিতেছে যাহারা মনে করে যে, প্রেরিত নবীদিগকে বাদ দিয়াই স্বাধীনভাবে আল্লাহ্‌তা'লার সহিত সংযোগ সাধন করা যায় (আয়াত ১৪-১৬)। এইরূপ লোকের জন্য আধ্যাত্মিক আকাশসমূহ প্রহরারত রাখা হইয়াছে এবং উহাদের দ্বার রুদ্ধ রাখা হইয়াছে।

১৪৮৮। আল্লাহ্‌র কথা চুরি করা, এই অর্থে হইতে পারে— ঐ সকল লোকের প্রবঞ্চনাপূর্ণ কর্মকাণ্ড, যাহারা আল্লাহ্‌তা'লার নবীগণের পবিত্র শিক্ষাসমূহের নিজেরাই প্রবক্তা বলিয়া ভান করে। তাহারা লোকদিগকে প্রতারণার মাধ্যমে বিশ্বাস করাইতে চেষ্টা করে যে, নবীগণ কোন নূতন শিক্ষা নিয়া আসে না, এবং তাহারাও সেই জ্ঞান আহরণে সক্ষম যে জ্ঞানের দাবী আল্লাহ্‌র নবীগণ করিয়া থাকেন। অথবা এই আয়াতের অর্থ

১৪৮৮-ক টিকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

وَالْاَرْضَ مَدَدْنٰهَا وَاَلْقَيْنَا فِيْهَا رَوَاسِيَ وَاَنْۢبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُوْنٍ ﴿١٩﴾

২০। এবং ভূপৃষ্ঠকে আমরা বিস্তৃত করিয়াছি[১৪৮৯] এবং উহাতে মযবূত পর্বতমালা[১৪৮৯-ক] সংস্থাপন করিয়াছি এবং উহাতে সর্বপ্রকার বস্তু সু-পরিমিত ভাবে উৎপন্ন করিয়াছি।

وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيْهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَّسْتُمْ لَهٗ بِرٰزِقِيْنَ ﴿٢٠﴾

২১। এবং উহাতে আমরা নানা প্রকার উপজীবিকা সৃষ্টি করিয়াছি তোমাদের জন্য এবং তোমরা যাহাদের রিয্‌ক-দাতা নহ তাহাদের জন্যও।

ইহাও হইতে পারে যে, মূল – পাঠের কিয়দংশ ছিন্ন করিয়া উহার ভুল ব্যাখ্যা দিয়া ও বিকৃত অর্থ করিয়া তাহারা সরল-মনা জনসাধারণকে বিপথগামী করার জন্য চেষ্টা করে। "যে ব্যক্তি চুরি করিয়া কোন (ওহীর) কিছু শুনিয়া লয়" বাক্যাংশটি ইহা সুস্পষ্ট করিয়া দিয়াছে যে, ১৭ আয়াতে উল্লেখিত 'আকাশ' শব্দ দ্বারা আধ্যাত্মিক জগৎ বুঝাইয়াছে, জড় আকাশ বুঝায় নাই। কারণ 'ওহীর কথা চুরি করা' এর সাথে জড় আকাশের কোন সম্পর্ক নাই।

১৪৮৮-ক। ১৭ আয়াতে আকাশের কক্ষপথসমূহ দ্বারা সাধারণভাবে আল্লাহ্‌তা'লার রসুলগণকে বুঝানো হইয়াছে, আর আলোচ্য আয়াতে 'শিহাবুম্ মুবীন' অর্থ ঃ উজ্জ্বল অগ্নিশিখা অথবা ৩৭ ঃ ১১ আয়াতে জ্বলন্ত উল্কা দ্বারা যুগের নবী বা নবী শ্রেষ্ঠ হযরত মুহম্মদ (সাঃ)-কে নির্দেশ করিতেছে। উজ্জ্বল অগ্নিশিখা কর্তৃক শয়তানের পশ্চাদ্ধাবন দ্বারা ইহাই ব্যক্ত করে যে,যতকাল ধর্মীয় শিক্ষা আল্লাহ্‌তা'লার পবিত্র ইলহাম-ভিত্তিক চলিতে থাকে (আয যিকর—১০ আয়াত) এবং আলো দান করিতে থাকে এবং পথ প্রদর্শন করিতে থাকে ততকাল পর্যন্ত পবিত্র সংস্কারকগণও সংস্কারের জন্য আবির্ভূত হইতে থাকেন। পৃথিবীতে সংস্কারকের আবির্ভাবের লক্ষণাবলীর মধ্যে একটি হইলঃ পুনঃ পুনঃ উল্কাপাতের মত উজ্জ্বল ও ক্ষণস্থায়ী ব্যাপার সংঘটন হইতে থাকা যাহাকে অতিমাত্রায় নক্ষত্রের পতন বলা হইয়া থাকে। মহানবী (সাঃ)-এর যুগে এত অধিক সংখ্যায় উল্কাপিণ্ডের পতন ঘটিয়াছিল যে, কাফেরগণ চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিল যে, এই বুঝি আকাশ ও মাটি খণ্ড-বিখণ্ড হইয়া যায় (কাসীর)। ইত্যাকার অসাধারণ ঘটনাবলী সংঘটিত হওয়ার ফলে জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কে অভিজ্ঞ হিরাক্লিয়াস অনুমান করিয়াছিল যে, আরবদের বাদশাহ-নবী অবশ্যই আবির্ভূত হইয়া থাকিবেন (বুখারী, কিতাব বাদ উলওহী)। ঈসা (আঃ)-এর যুগেও অস্বাভাবিক রকম বহু সংখ্যক উল্কা পতন হইয়াছিল (বিহার)। আমাদের যুগেও অর্থাৎ ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে আকাশে এইরূপ নক্ষত্র পতনের খেলা দেখা গিয়াছিল। এইরূপে ইতিহাস এবং হাদীস উভয়ই এই বাস্তব ঘটনার দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে যে,বহু সংখ্যায় অস্বাভাবিক রকমে উল্কা-পতন পবিত্র সংস্কারক আবির্ভূত হওয়ার প্রকাশ্য নিদর্শন (দেখুন দি লারজার এডিশন অব দি কমেন্টারী, পৃঃ ১২৭২—১২৭৬)।

১৮ আয়াতে উল্লেখিত শয়তানের অর্থ ভাগ্যগণনাকারী বা ভবিষ্যদ্বক্তা এবং অনুমানকারী গণক হইতে পারে। ইহা হইলে 'শয়তানকে প্রস্তরাঘাত করার জন্য'(৬৭ঃ৬) কথাটি এই মর্ম প্রকাশ করে যে,যখন পৃথিবীতে কোন ঐশী সংস্কারক থাকে না, তখন জ্যোতিষী ও ভাগ্যগণনাকারী ভবিষ্যদ্বক্তাগণ সাময়িকভাবে সরল-মনা সাধারণ মানুষকে প্রতারণা করার অধার্মিক বা পাপিষ্ঠ ব্যবসায় সফলকাম হয়, কিন্তু আল্লাহ্‌তা'লার পবিত্র সংস্কারকের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের মিথ্যা গুমর ফাঁক হইয়া পড়ে এবং জনসাধারণ তখন সহজেই নবীগণের সত্য ভবিষ্যদ্বাণী এবং জ্যোতিষী ভবিষ্যদ্বক্তাদের গণনা ও অনুমানের পার্থক্য বুঝিতে পারে। এই আয়াতের অর্থ ইহাও হইতে পারে যে, যখন কতক দুষ্টলোক ইলহামী পবিত্র বাণীর মৌলিক রচনার কিয়দংশ ছিঁড়িয়া নিয়া উহার বিকৃত অর্থ প্রচার করিতে লিপ্ত হয়, তখন এক নূতন উজ্জ্বল নির্দশন আকস্মিকভাবে দীপ্তিমান হইয়া প্রকাশ পায় এবং শয়তান-প্রকৃতির দুষ্টলোকদের সকল দুরভিসন্ধিপূর্ণ কৌশল এবং শয়তানী কার্যকলাপ সমূলে ধ্বংস করিয়া দেয়।

১৪৮৯। 'ওয়াল আরযা মাদাদনা-হা' অর্থ ভূপৃষ্ঠকে আমরা বিস্তৃত করিয়াছি বা আমরা যমীনকে উর্বরা বা সুশোভিত করিয়াছি। উভয় অর্থই এখানে প্রযোজ্য। আয়াতের মর্ম এই যে, আল্লাহ্‌তা'লা এই পৃথিবীকে এত বৃহৎ বা বিস্তৃত করিয়াছেন যে, ইহা গোলাকার হওয়া সত্ত্বেও মানুষ এই কারণে কোন অসুবিধা বোধ করে না; অথবা ইহা এই মর্ম ব্যক্ত করে যে, আল্লাহ্‌তা'লা যমীনকে সার দ্বারা উর্বর করিয়া সম্পদশালী করিয়াছেন অর্থাৎ সুজলা সুফলা করিয়াছেন। জ্যোতির্বিজ্ঞান কর্তৃক উদঘাটিত বাস্তব ঘটনা হইল এই যে, নক্ষত্র হইতে নব নব শক্তি এবং উর্বরতা পৃথিবী লাভ করিতে থাকে। নক্ষত্ররাশি হইতে জড় পদার্থের অনু-পরমাণু উল্কাপিণ্ডের ধূলি বা গুঁড়া আকারে পতিত হয় এবং উহা পৃথিবীর উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধির কাজ করে।

১৪৮৯-ক। খাদ্যশস্য উৎপন্ন করার জন্য মাটিতে প্রচুর পানির প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে আল্লাহ্‌তা'লা পাহাড়-পর্বত সৃষ্টি করিয়াছেন, যাহা পানি সংরক্ষণে জলাধাররূপে কাজ করে, অর্থাৎ বরফ আকারে পানি জমা করিয়া রাখে এবং নদ-নদীর প্রবাহের মধ্য দিয়া মাটির বুকে বিতরণ করে।

وَاِنْ مِّنْ شَیْءٍ اِلَّا عِنْدَنَا خَزَآئِنُهٗ ۫ وَمَا نُنَزِّلُهٗۤ اِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُوْمٍ ﴿۲۲﴾

২২। এবং এমন কোন বস্তু নাই যাহার (অফুরন্ত) ভাণ্ডার সমূহ আমাদের নিকট নাই এবং আমরা কেবল নিরূপিত পরিমাণ[১৪৯০] ব্যতিরেকে উহা অবতীর্ণ করি না।

وَاَرْسَلْنَا الرِّیٰحَ لَوَاقِحَ فَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَسْقَیْنٰكُمُوْهُ ۚ وَمَاۤ اَنْتُمْ لَهٗ بِخٰزِنِیْنَ ﴿۲۳﴾

২৩। এবং আমরা বোঝা বহনকারী-সংযোজনকারী[১৪৯১] বায়ুরাশি প্রেরণ করি, অতঃপর মেঘমালা হইতে বারিধারা বর্ষণ করি, তৎপর আমরাই তোমাদিগকে উহা পান করাই; বস্তুতঃ তোমরা উহার সঞ্চয়কারী নহ।

وَاِنَّا لَنَحْنُ نُحْیٖ وَنُمِیْتُ وَنَحْنُ الْوٰرِثُوْنَ ﴿۲۴﴾

২৪। এবং নিশ্চয় আমরাই জীবন দান করি এবং আমরাই মৃত্যু দিই এবং আমরাই একমাত্র উত্তরাধিকারী।[১৪৯২]

وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِیْنَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَاْخِرِیْنَ ﴿۲۵﴾

২৫। এবং তোমাদের মধ্যে যাহারা অগ্রে গমন করিয়াছে আমরা তাহাদিগকে জানি, এবং তাহাদিগকেও আমরা জানি যাহারা পশ্চাতে রহিয়াছে।

وَاِنَّ رَبَّكَ هُوَ یَحْشُرُهُمْ ؕ اِنَّهٗ حَكِیْمٌ عَلِیْمٌ ﴿۲۶﴾ ع ۲

[১০] ২

২৬। এবং নিশ্চয় তোমার প্রতিপালকই তাহাদিগকে সমবেত করিবেন। নিশ্চয় তিনিই পরম প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞানী।

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُوْنٍ ﴿۲۷﴾ ع

২৭। এবং নিশ্চয় আমরা ইনসানকে সৃষ্টি করিয়াছি (খন্‌খনে) শুষ্ক কাদা অর্থাৎ এমন কাল পচা কাদা হইতে, বহুকাল অতীত হওয়ার ফলে যাহার আকৃতি-প্রকৃতি পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছিল।[১৪৯৩]

১৪৯০। আল্লাহ্‌তা'লা প্রত্যেক বস্তুর অফুরন্ত ভাণ্ডারের মালিক। কিন্তু তাঁহার অসীম করুণায় তিনি মানুষের মন নির্দিষ্ট জিনিসের দিকে পরিচালিত করেন, যখনই খাঁটি এবং প্রকৃত প্রয়োজন দেখা দেয়। জড় জগতের ন্যায় পবিত্র কুরআন এক বিশাল আধ্যাত্মিক জগৎ, যাহার অভ্যন্তরে লুক্কায়িত রহিয়াছে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের ভাণ্ডার, সেখান হইতেই আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় চাহিদা অনুযায়ী মানবের নিকট জ্ঞান প্রকাশিত হইয়া থাকে।

১৪৯১। 'লাওয়াকিহা' অর্থ 'বোঝাবহনকারী- সংযোজনকারী।' 'লাওয়াকিহা' এমন এক বাতাস যাহা পুরুষ-বৃক্ষ হইতে পুষ্পরেণু বা পরাগ বহন করিয়া স্ত্রী-বৃক্ষে নিয়া যায় যাহাতে উহা ফলোৎপাদনকারী বৃক্ষে পরিণত হয়। এই শব্দ দ্বারা এইরূপ বাতাসও বুঝায় যাহা ভূপৃষ্ঠ হইতে উত্থিত বাষ্পকে বহন করিয়া উপরে বায়ুমণ্ডলে নিয়া যায় যেখানে উহা মেঘমালার আকার ধারণ করে।

১৪৯২। কুরআনের শিক্ষা দ্বারা এক মহান বিপ্লব সংঘটিত হইবে, যদ্দারা পুরাতন ব্যবস্থা মিটাইয়া দেওয়া হইবে এবং অকৃত্রিম বিশ্বাসীরা ভূপৃষ্ঠের উত্তরাধিকারী হইয়া বসবাস করিবে।

১৪৯৩। 'সালসাল' অর্থাৎ খন্‌খনে শুষ্ক কাদা' এই কথা ইঙ্গিত করে যে, তাহাকে এমন এক জড়বস্তু হইতে সৃষ্টি করা হইয়াছে যাহার মধ্যে বাক্‌শক্তির গুণাবলী গুপ্ত ও সুপ্ত রহিয়াছে। ইহাতেই প্রমাণিত হয় যে, ঐশী আওয়াজে সাড়া দেওয়া বা প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করার ক্ষমতাসম্পন্ন গুণাবলী দ্বারা মানুষকে বিভূষিত করা হইয়াছে। কিন্তু 'সালসাল'কে বাহিরের কোন বস্তু দ্বারা কেবল আঘাত করিলেই যেমন শব্দ নির্গত হয়, সেইরূপ এখানে 'সালসাল' শব্দ দ্বারা ইহাই ইঙ্গিত করিতেছে যে, মানুষের প্রতিধ্বনি করার শক্তি ঐশী ডাক বা বাণীর অধীন বা উহার উপর নির্ভরশীল। এই গুণ বা ধীশক্তিই সমস্ত সৃষ্ট জগতের উপর মানবের প্রাধান্য বা শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। 'হামা' (কালো পচা কাদা) শব্দটি ইহাই ব্যক্ত করিতেছে যে, মানুষকে সৃষ্টি করা হইয়াছে কালো কাদা মাটি হইতে; মাটি দেহের অধিকরণ এবং পানি আত্মার উৎস। অন্যত্র কুরআন করীম স্বতন্ত্রভাবে 'মাটি' এবং 'পানি' হইতে মানুষ সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া বর্ণনা করিয়াছে (৩ঃ৬০; ২১ঃ৩১)। "সালসাল" শব্দ "হামা" শব্দের সংগে যুক্ত করিয়া কুরআন করীম এই মর্মের প্রতি ইঙ্গিত করিতেছে যে, যে স্থলে অন্যান্য সজীব প্রাণীর সৃষ্টি শুধু হামা অর্থাৎ মাটি ও পানি হইতে, কারণ ইহাদের ও (প্রাণীকুল) এক প্রকার অপরিণত আত্মা রহিয়াছে, সেখানে হামা এবং সালসাল সংযুক্ত হইয়া বাক্‌শক্তি

وَالْجَآنَّ خَلَقْنٰهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَّارِ السَّمُوْمِ ﴿٢٨﴾

২৮। এবং ইতিপূর্বে আমরা জিন্‌কে অত্যন্ত উত্তপ্ত বায়ুর আগুন হইতে সৃষ্টি করিয়াছি।[১৪৯৪]

وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُوْنٍ ﴿٢٩﴾

২৯। এবং (স্মরণ কর) যখন তোমার প্রতিপালক ফিরিশ্‌তাদিগকে বলিলেন, 'আমি নিশ্চয়ই মানুষ সৃষ্টি করিতে চলিয়াছি খনেখনে শুষ্ক কাদা হইতে অর্থাৎ এমন কাল পচা কাদা হইতে, বহুকাল অতীত হওয়ার ফলে যাহার আকৃতি-প্রকৃতি পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছিল,

فَاِذَا سَوَّيْتُهٗ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِيْ فَقَعُوْا لَهٗ سٰجِدِيْنَ ﴿٣٠﴾

৩০। অতঃপর, যখন আমি তাহার গঠনকার্য সুসম্পন্ন করি এবং তাহার মধ্যে আমার বাণী হইতে কিছু বাণী ফুৎকার করি, তখন তোমরা তাহার (আনুগত্যের) জন্য সেজদায় পড়িয়া যাও।'[১৪৯৫]

فَسَجَدَ الْمَلٰٓئِكَةُ كُلُّهُمْ اَجْمَعُوْنَ ﴿٣١﴾

৩১। সুতরাং ফিরিশ্‌তাগণ সকলেই সমবেতভাবে সেজদা করিল—

اِلَّآ اِبْلِيْسَ ؕ اَبٰٓى اَنْ يَّكُوْنَ مَعَ السّٰجِدِيْنَ ﴿٣٢﴾

৩২। ইবলীস ব্যতিরেকে; সে সেজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হইতে অস্বীকার করিল।[১৪৯৬]

গুণসম্পন্ন মানুষের সৃষ্টি হইয়াছে। তাহাকে 'মাসনূন'ও (যাহার উপর বহুকাল অতীত হওয়ার ফলে আকৃতি-প্রকৃতি পরিবর্তীত হইয়াছে) বলা হইয়াছে(৯৫ঃ৫)। এই আয়াত দ্বারা ইহা বুঝায় না যে, পচা কাদা-মাটির বস্তুতে আল্লাহ্‌তা'লা জীবন ফুঁকিয়া দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উহা ছাঁচে ঢালা জীবন্ত মানুষে পরিণত হইয়াছে। কুরআন বার বার ঘোষণা করিয়াছে যে, ক্রম-বিবর্তনের মধ্য দিয়া এই বিশ্বজগতের সৃষ্টি। বর্তমান আয়াত মানব সৃষ্টির কেবল প্রাথমিক স্তর সম্বন্ধে ব্যক্ত করিয়াছে। অন্যান্য স্তর সম্পর্কে ৩০ঃ২১; ৩৫ঃ১২; ২২ঃ৬; ২৩ঃ১৫ এবং ৪০ঃ৬৮ আয়াতসমূহে উল্লেখ রহিয়াছে। কুরআনের বর্ণনানুযায়ী মানুষকে "মাটি" হইতে সৃষ্টি করা হইয়াছে ইহার মর্ম দাঁড়ায় যে, মানব সৃষ্টির দীর্ঘ প্রক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছিল 'মাটি' হইতে। ইহার সমর্থন বাস্তব ঘটনা হইতে পাওয়া যায়, যথাঃ আজও মানুষের খাদ্য মাটি হইতে পাওয়া যায়, ইহার কতক প্রত্যক্ষভাবে এবং কতক পরোক্ষভাবে মাটি হইতেই প্রাপ্ত। ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, মাটিতে ধারণ-করা জড় পদার্থই হইল মানব-জন্মের উপকরণ ; উহা যদি না হইত তবে সে ইহা (মৃত্তিকা) হইতে পুষ্টি আহরণ করিতে পারিত না। কারণ একমাত্র সেই বস্তুই যাহা হইতে কোন সত্তা বা জীবের উৎপত্তি, তাহা সেই উৎপন্ন সত্তার পুষ্টি সরবরাহ করিতে পারে—ভিন্ন বা অপরিচিত উপাদান উহার ক্ষয় পূরণ করিতে অক্ষম। (এই আয়াতের আরও ব্যাখ্যার জন্য 'দি লারজার এডিশন অব দি কমেন্টারী' দ্রষ্টব্য)

১৪৯৪। কুরআনের রূপক উক্তি 'মানুষকে সত্বরতার স্বভাব দিয়া সৃষ্টি করা হইয়াছে (২১ ঃ ৩৮) হইতে বুঝা যায় যে, তফ্‌সীরাধীন আয়াতের অর্থ 'জিন্ন' অগ্নিময় বা উত্তেজনা-প্রবণ স্বভাবের ধারক। ইহার অর্থ এমন নহে যে, জিন্ন প্রকৃত পক্ষে আগুনের তৈরী। এই জন্য কাদা মাটি দ্বারা বা অগ্নি দ্বারা সৃষ্ট রূপক বা আলংকারিক অর্থে প্রযোজ্য, যাহার অর্থ হইতেছে বিনয়ী এবং নমনীয় স্বভাব অথবা অগ্নিময় (দাহ্য) এবং প্রজ্জ্বলনীয় প্রকৃতির অধিকারী।

১৪৯৫। 'ফিরিশ্‌তাগণ' শব্দ দ্বারা সমস্ত সৃষ্টিকেও বুঝায়; কারণ ফিরিশ্‌তাগণ সকল সৃষ্টির মধ্যে প্রাথমিক সংযোজক এবং সে কারণেই তাহাদের প্রতি আদেশ বা নির্দেশ বিশ্বের সকল সৃষ্ট বস্তুর প্রতিও প্রযোজ্য। ইহা বড়ই তাৎপর্যপূর্ণ যে, অন্যত্র কুরআন যেখানে আদমের অনুগত হওয়ার জন্য ফিরিশ্‌তাকুলের প্রতি আল্লাহ্‌তা'লার আদেশের কথা বলে, সেখানে বর্তমান ও পরবর্তী আয়াতসমূহে 'মানুষ' শব্দটি ব্যবহার হইয়াছে। এই প্রকারে কুরআনে উভয় শব্দ (আদম এবং মানুষ) সমার্থক রূপে ব্যবহার করা হইয়াছে। আদম সম্পর্কে ফিরিশ্‌তাদিগকে প্রদত্ত সকল আদেশ প্রত্যেক মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই আল্লাহ্‌তা'লা রূহ ফুঁকিয়া দেন এবং ফিরিশ্‌তাকে তাহাদের পরিচর্যার জন্য নির্দেশ দান করেন। মানুষ পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি এবং সে তাহার নিজ ব্যক্তি-সত্তায় 'ইলাহী সিফ্‌ত' (গুণাবলী) প্রতিফলিত করিয়া থাকে।

১৪৯৬। আল্লাহ্‌তা'লা শয়তানকে শাস্তি প্রদান করিয়াছিলেন (আয়াত ৩৫, ৩৬) ফিরিশ্‌তাগণকে দেওয়া তাঁহার আদেশ পালন না করার অপরাধে (আয়াত ২৯,৩০)। কারণ ফিরিশ্‌তাদিগকে দেওয়া আল্লাহ্‌তা'লার হুকুম স্বভাবতঃই ঐ সমস্ত জীবনের উপরও প্রযোজ্য ছিল, যাহারা ফিরিশ্‌তাগণের কর্তৃত্বাধীন ছিল। অন্যত্র কুরআন নিজেই এই বিষয়কে পরিষ্কার করিয়া বলিয়াছে যে, ফিরিশ্‌তার প্রতি আদেশ ইবলিসের উপরও কার্যকর (৭ ঃ ১২,১৩)।

قَالَ يٰٓاِبْلِيْسُ مَا لَكَ اَلَّا تَكُوْنَ مَعَ السّٰجِدِيْنَ ﴿٣٣﴾

৩৩। তিনি বলিলেন, 'হে ইবলীস! তোমার কি হইয়াছে[১৪৯৬-ক] যে তুমি সেজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হইলে না ?'

قَالَ لَمْ اَكُنْ لِّاَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهٗ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُوْنٍ ﴿٣٤﴾

৩৪। সে বলিল, 'আমি এমন নহি যে, এইরূপ এক মানুষের জন্য সেজদা করি যাহাকে তুমি সৃষ্টি করিয়াছ খন্‌খনে শুষ্ক কাদা হইতে অর্থাৎ এমন কাল পচা কাদা হইতে, বহুকাল অতীত হওয়ার ফলে যাহার আকৃতি-প্রকৃতি পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে।'

قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَاِنَّكَ رَجِيْمٌ ﴿٣٥﴾

৩৫। তিনি বলিলেন, 'তাহা হইলে তুমি এখান হইতে[১৪৯৭] বাহির হইয়া যাও, কারণ তুমি নিশ্চয় বিতাড়িত,

وَّاِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ ﴿٣٦﴾

৩৬। এবং নিশ্চয় বিচার-দিবস পর্যন্ত তোমার উপর অভিসম্পাত।'

قَالَ رَبِّ فَاَنْظِرْنِيْٓ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ ﴿٣٧﴾

৩৭। সে বলিল, 'হে আমার প্রভু! তাহা হইলে সেই দিন পর্যন্ত তুমি আমাকে অবকাশ দাও যেদিন তাহারা পুনরুত্থিত হইবে।'[১৪৯৮]

قَالَ فَاِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ ﴿٣٨﴾

৩৮। তিনি বলিলেন, 'তাহা হইলে নিশ্চয় তুমি অবকাশ প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত —

اِلٰى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُوْمِ ﴿٣٩﴾

৩৯। নির্ধারিত সময়ের দিন পর্যন্ত।'[১৪৯৯]

قَالَ رَبِّ بِمَآ اَغْوَيْتَنِيْ لَاُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْاَرْضِ وَلَاُغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿٤٠﴾

৪০। সে বলিল, 'হে আমার প্রভু! যেহেতু তুমি আমাকে বিপথগামী সাব্যস্ত করিয়াছ, অতএব নিশ্চয় আমি তাহাদের জন্য পৃথিবীতে (বিপথগামিতাকে) সুশোভিত করিয়া দেখাইব এবং নিশ্চয় আমি তাহাদের সকলকে বিপথগামী করিব,

---

১৪৯৬-ক। 'মা-লাকা' আরবী বাগ্‌ধারার অর্থ ঃ তোমার কি হইয়াছে ? তোমার যুক্তি কি; মনক্ষুণ্ণের কারণ কি ?

১৪৯৭। এখানে 'মিনহা' (বা জায়গা হইতে) শব্দের মধ্যে 'হা' (অর্থ এই, ইহা) মৃত্যুর পরে যে জান্নাত উহার প্রতি নির্দেশ করে না, কারণ সেই জান্নাত এমন এক স্থান যেখানে শয়তানের প্রবেশ করা এবং আদম (আঃ)-কে প্ররোচিত করা সম্ভব নয় এবং যে স্থান (জান্নাত) হইতে কেহ কখনো বহিষ্কৃত হয় না (১৫ঃ৪৯)। ইহা এই জগতের ঐ অবস্থাকে নির্দেশ করিতেছে যাহা আপাতঃদৃষ্টিতে পরম সুখ বা স্বর্গবাস বলিয়া প্রতীয়মান হয়; উহার মধ্যে নবী আবির্ভূত হওয়ার পূর্বে মানুষ আপাতঃ সুখময় জীবন উপভোগ করিতে থাকে; সেখানে যদিও তাহারা ভুল বিশ্বাসের শিকার হইয়া থাকে, তথাপি যুগ-নবীকে অস্বীকার না করিলে, তাহারা ঐশী করুণা ও অনুগ্রহ হইতে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত হয় না, যাহাকে অর্থাৎ সেই অবস্থাকে জান্নাত (বাগান) নামে কুরআন করীমের মধ্যে আখ্যায়িত করা হইয়াছে।

১৪৯৮। 'যেদিন তাহারা পুনরুত্থিত হইবে' এই বাক্য দ্বারা মানুষের আধ্যাত্মিক পুনর্জন্ম বুঝানো হইয়াছে, যখন নফসে মুতমাইন্না (শান্তিপ্রাপ্ত আত্মা) লাভ করিয়া শয়তানী প্রলোভন এবং আধ্যাত্মিক পতন হইতে মানুষ মুক্তি লাভ করে। আল্লাহতা'লা এবং ইবলীসের মধ্যে এই বাক্যালাপ, যাহা এই আয়াতে উল্লেখ রহিয়াছে, ইহা রূপক মাত্র।

১৪৯৯। 'নির্ধারিত সময়ের দিন পর্যন্ত' অর্থাৎ (যেমন পূর্ববর্তী ৩৭ আয়াতে বর্ণিত) যখন নবীগণ ও তাঁহাদের অনুসারীগণ শত্রুদের (অবিশ্বাসী) উপরে চূড়ান্ত বিজয় লাভ করে এবং মিথ্যাও উহার উপাসকবৃন্দ চরমভাবে পরাজিত এবং নিষ্পেষিত হয়।

إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ﴿٤٠﴾

৪১। তাহাদের মধ্য হইতে কেবল তোমার নিষ্ঠাবান মনোনীত বান্দাগণ ব্যতিরেকে।'

قَالَ هٰذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ ﴿٤١﴾

৪২। তিনি বলিলেন, 'আমার দিকে আসিবার ইহাই সরল-সুদৃঢ় পথ;

إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ ﴿٤٢﴾

৪৩। নিশ্চয় যাহারা আমার বান্দা, তাহাদের উপর কখনও তোমার কোন আধিপত্য হইবে না, তাহারা ব্যতিরেকে যাহারা পথভ্রষ্টদের মধ্য হইতে তোমার অনুসরণ করিবে।'[১৫০০]

وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٤٣﴾

৪৪। এবং নিশ্চয় জাহান্নাম তাহাদের সকলের জন্য প্রতিশ্রুত স্থান—

لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ ﴿٤٤﴾

৪৫। যাহার সাতটি দরজা[১৫০১] আছে, প্রত্যেক দরজার জন্য তাহাদের মধ্য হইতে এক নির্ধারিত অংশ থাকিবে।

৩ [১৯] ৩

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿٤٥﴾

৪৬। নিশ্চয় মোত্তাকীগণ জান্নাত ও ঝরণাসমূহে থাকিবে।

ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ ﴿٤٦﴾

৪৭। 'তথায় তোমরা শান্তির সহিত নিরাপদে[১৫০২] প্রবেশ কর।'

وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ ﴿٤٧﴾

৪৮। এবং তাহাদের বক্ষঃসমূহে যেসকল বিদ্বেষ[১৫০৩] থাকিবে, আমরা উহা দূর করিয়া দিব, তাহারা ভাই ভাই হইয়া সামনাসামনি আসনে (উপবিষ্ট) হইবে;

لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ ﴿٤٨﴾

৪৯। উহাতে তাহাদিগকে ক্লান্তিও স্পর্শ করিবে না,[১৫০৪] এবং উহা হইতে তাহারা বহিষ্কৃতও হইবে না।

১৫০০। এই আয়াত ইংগিত করিতেছে যে, মানব- প্রকৃতি স্বভাবতঃই পবিত্র। কেবলমাত্র যাহারা নিজেদের স্বভাবকে কলুষিত করে তাহারাই সত্য পথ হারায়। এই তত্ত্ব ৯১ঃ১১ আয়াতেও বর্ণিত হইয়াছে।

১৫০১। আরবী ভাষায় সাত সংখ্যা সত্তর সংখ্যার মতই শুধু নির্দিষ্ট সংখ্যা অর্থেই ব্যবহৃত হয় না, বরং পূর্ণতা অথবা প্রাচুর্য সম্বন্ধেও বুঝায়। এই আয়াত ইংগিত করে যে, জাহান্নামের দ্বার অপরাধী ব্যক্তির কৃত নানান পাপের সংখ্যার অনুরূপ অনেক সংখ্যক হইবে। সাত সংখ্যাটি সপ্ত বাহ্য ইন্দ্রিয় (যথা ঃ দৃষ্টি, শ্রবণ, ঘ্রাণ, আস্বাদ, স্পর্শ, বেদনা এবং শীতলতা ও উষ্ণতার আন্দাজবোধক জ্ঞানেন্দ্রিয় যদ্দারা মানুষ বাহ্য জগৎ হইতে ধারণা বা জ্ঞান আহরণ করে) প্রভৃতিকেও বুঝায়।

১৫০২। 'শান্তির সহিত নিরাপদে' অর্থ অভ্যন্তরীণ অশান্তি যাহা মানুষের অন্তরকে কুরিয়া কুরিয়া খায় তাহা হইতে শান্তি এবং বাহ্যিক বা দৈহিক যন্ত্রণা ও শাস্তির অবস্থা হইতে মুক্তি লাভ করা।

১৫০৩। কেবলমাত্র ঐ সকল লোকেরাই প্রকৃত স্বর্গীয় শান্তিময় জীবন ভোগ করিতে পারে যাহাদের হৃদয় তাহাদের ভাইদের বিরুদ্ধে হিংসা, বিদ্বেষ এবং ঘৃণা ও আক্রোশ হইতে মুক্ত।

১৫০৪। এই আয়াত ইংগিত করিতেছে যে, জান্নাত অবিরাম কর্মের স্থান। এতদসত্ত্বেও বিশ্বাসীগণ বিরতিহীন কঠোর পরিশ্রমের অনিবার্য ফলশ্রুতিতে যে ক্লান্তি সৃষ্টি হয় তাহা বোধ করিবে না এবং কঠোর শ্রমের কারণে কোন অবনতি কিম্বা অপচয়ের সম্মুখীন হইবে না। এই আয়াতটি ইহাও স্পষ্ট নির্দেশ করিতেছে যে, জান্নাতবাসীকে জান্নাত হইতে আদৌ বাহির করা হইবে না।

نَبِّئْ عِبَادِيْٓ اَنِّيْٓ اَنَا الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ۙ﴿٤٩﴾

৪৯ । (হে নবী !) আমার বান্দাদিগকে তুমি এই সংবাদ অবহিত কর যে, নিশ্চয় আমি অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময় ।

وَاَنَّ عَذَابِيْ هُوَ الْعَذَابُ الْاَلِيْمُ ﴿٥٠﴾

৫০ । এবং (ইহাও) যে,আমার শাস্তি নিশ্চয় বড় যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ اِبْرٰهِيْمَ ﴿٥١﴾

৫১ । এবং তুমি তাহাদিগকে ইব্‌রাহীমের মেহমানগণ সম্বন্ধে অবহিত কর ।

اِذْ دَخَلُوْا عَلَيْهِ فَقَالُوْا سَلٰمًا ۭ قَالَ اِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُوْنَ ﴿٥٢﴾

৫২ । যখন তাহারা তাহার নিকট আসিল তখন অহারা সালাম বলিল। সে বলিল, 'নিশ্চয় আমরা তোমাদের জন্য ভীত।' [১৫০৫]

قَالُوْا لَا تَوْجَلْ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلٰمٍ عَلِيْمٍ ﴿٥٣﴾

৫৩ । তাহারা বলিল, 'ভীত হইও না, নিশ্চয় আমরা তোমাকে এক মহাজ্ঞানী পুত্রের সুসংবাদ দিতেছি ।'

قَالَ اَبَشَّرْتُمُوْنِيْ عَلٰٓى اَنْ مَّسَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُوْنَ ﴿٥٤﴾

৫৪ । সে বলিল, 'আমাকে বার্ধক্য স্পর্শ করা সত্বেও কি তোমরা আমাকে এই সুসংবাদ দিতেছ ? অতএব, কিসের (ভিত্তিতে) তোমরা আমাকে সুসংবাদ দিতেছ ?'

قَالُوْا بَشَّرْنٰكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِّنَ الْقٰنِطِيْنَ ﴿٥٥﴾

৫৫ । তাহারা বলিল, 'আমরা তোমাকে সত্য সুসংবাদ দিয়াছি, সুতরাং তুমি হতাশাগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হইও না ।'

قَالَ وَمَنْ يَّقْنَطُ مِنْ رَّحْمَةِ رَبِّهٖٓ اِلَّا الضَّاۗلُّوْنَ ﴿٥٦﴾

৫৬ । সে বলিল, 'একমাত্র পথভ্রষ্টরা ব্যতীত আর কে স্বীয় প্রভুর রহমত হইতে হতাশ হইতে পারে ?'

قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ اَيُّهَا الْمُرْسَلُوْنَ ﴿٥٧﴾

৫৭ । সে বলিল,'হে প্রেরিতগণ [১৫০৬] !, তোমাদের (আগমনের) মুখ্য উদ্দেশ্য কি ?'

قَالُوْٓا اِنَّآ اُرْسِلْنَآ اِلٰى قَوْمٍ مُّجْرِمِيْنَ ﴿٥٨﴾

৫৮ । তাহারা বলিল, 'নিশ্চয় আমরা এক অপরাধী জাতির নিকট প্রেরিত হইয়াছি,

اِلَّآ اٰلَ لُوْطٍ ۭ اِنَّا لَمُنَجُّوْهُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿٥٩﴾

৫৯ । কেবল লূতের অনুগামীগণ ব্যতীত । নিশ্চয় তাহাদের সকলকে আমরা রক্ষা করিব,

اِلَّا امْرَاَتَهٗ ۙ قَدَّرْنَآ ۙ اِنَّهَا لَمِنَ الْغٰبِرِيْنَ ﴿٦٠﴾

৬০ । তাহার স্ত্রী ব্যতীত । আমরা অবধারিত করিয়াছি যে, সে পশ্চাতে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত হইবে ।'

৪ [১৬] ৪

১৫০৫ । সম্ভবতঃ শোক-ব্যাথার ছাপ আগন্তুক সংবাদবাহকদের মুখমণ্ডলের উপর দৃশ্যমান হইয়াছিল. কারণ তাহারা আসন্ন মহাদুর্যোগের সংবাদ নিয়া আসিয়াছিল । হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ) হয়ত তাহাদের বিষণ্ণ চেহারা দেখিয়া অথবা তাহাদের সম্মুখে পরিবেশিত খাদ্য গ্রহণ করিতে অস্বীকৃতির কারণে এরূপ ভাবিয়াছিলেন (১১ঃ৭১)।

১৫০৬ । কুরআন করীম 'আল্‌মুরসালূন' শব্দ ব্যবহার দ্বারা এই দিকে ইংগিত করিতেছে যে, সংবাদবহনকারী ব্যক্তিগণ মানব ছিল । বাইবেল অবশ্য তাহাদিগকে কখনো মানুষ (আদি-১৮ঃ২,১৬,২২), আবার কখনো ফিরিশ্‌তা বলিয়া অভিহিত করিয়াছে (আদি-১৯ঃ১১,১৫)।

فَلَمَّا جَآءَ اٰلَ لُوْطِ ِالْمُرْسَلُوْنَ ﴿٦١﴾

৬২। অতঃপর, যখন প্রেরিতগণ লূতের (এবং তাহার) অনুগামীগণের নিকট আসিল;

قَالَ اِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنْكَرُوْنَ ﴿٦٢﴾

৬৩। সে বলিল, 'নিশ্চয় তোমরা একটি অপরিচিত দল।'[১৫০৭]

قَالُوْا بَلْ جِئْنٰكَ بِمَا كَانُوْا فِيْهِ يَمْتَرُوْنَ ﴿٦٣﴾

৬৪। তাহারা বলিল, 'বরং (প্রকৃত বিষয় এই যে,) আমরা তোমার নিকট উহার (আযাবের) সংবাদ লইয়া আসিয়াছি যাহা সম্বন্ধে তাহারা সন্দেহ পোষণ করিয়া আসিতেছে ;

وَ اٰتَيْنٰكَ بِالْحَقِّ وَ اِنَّا لَصٰدِقُوْنَ ﴿٦٤﴾

৬৫। এবং আমরা তোমার নিকট নিশ্চিত সংবাদ লইয়া আসিয়াছি, এবং আমরা নিশ্চয় সত্যবাদী;

فَاَسْرِ بِاَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ الَّيْلِ وَاتَّبِعْ اَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ اَحَدٌ وَّامْضُوْا حَيْثُ تُؤْمَرُوْنَ ﴿٦٥﴾

৬৬। সুতরাং তুমি রাত্রির (শেষের) কোন অংশে নিজ পরিবারবর্গকে লইয়া চলিয়া যাও এবং তুমি স্বয়ং তাহাদের[১৫০৮] পশ্চাদানুসরণ কর। এবং তোমাদের মধ্যে যেন কেহ পিছনের দিকে ফিরিয়া না তাকায়[১৫০৯] এবং তোমাদিগকে যেস্থানে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হইতেছে তোমরা সকলে সেখানে চলিয়া যাও।'

وَقَضَيْنَآ اِلَيْهِ ذٰلِكَ الْاَمْرَ اَنَّ دَابِرَ هٰٓؤُلَآءِ مَقْطُوْعٌ مُّصْبِحِيْنَ ﴿٦٦﴾

৬৭। এবং আমরা তাহাকে এই কথা নিশ্চিত ভাবে জানাইয়া দিয়াছিলাম যে, নিশ্চয় প্রভাত হওয়ার সংগে সংগে এই সকল লোকের মূল কাটিয়া দেওয়া হইবে।

وَجَآءَ اَهْلُ الْمَدِيْنَةِ يَسْتَبْشِرُوْنَ ﴿٦٧﴾

৬৮। এবং সেই শহরের অধিবাসীরা আনন্দে উল্লাস করিতে করিতে দৌড়িয়া আসিল।[১৫১০]

قَالَ اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ ضَيْفِيْ فَلَا تَفْضَحُوْنِ ﴿٦٨﴾

৬৯। সে বলিল, 'নিশ্চয় ইহারা আমার মেহমান, সুতরাং তোমরা আমাকে অপদস্থ করিও না;

১৫০৭। হযরত লূত (আঃ) ভাবিয়াছিলেন এই অগন্তুকগণ সাধারণ পথচারী ও উদ্দেশ্যহীনভাবে সে স্থানে গিয়াছিল।

১৫০৮। 'আদবারা-হুম' শব্দে ব্যবহৃত 'হুম' সর্বনামটি ব্যক্ত করিতেছে যে, লূত (আঃ)-এর সংগে যে দল শহর হইতে হিজরত করিয়াছিল তাহাদের মধ্যে কেবলমাত্র তাঁহার দুই কন্যাই ছিল না যেভাবে বাইবেলে বর্ণিত আছে (আদি-১৯); বরং অন্যান্য বিশ্বাসীগণও ছিল যাহাদের মধ্যে পুরুষ লোক অবশ্যই ছিল, পুংলিঙ্গবাচক সর্বনামটি দ্বারাই তাহা প্রমাণিত হয়। এই মত বাইবেলের আদি ১৮ঃ৩২ শ্লোক দ্বারাও সমর্থিত।

১৫০৯। 'এবং তোমাদের মধ্যে কেহ যেন পিছনের দিকে ফিরিয়া না তাকায়' এই **কথা** রূপকভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে অর্থাৎ যাহারা তোমাদের পিছনে রহিয়া গেল তাহাদের কথা তোমরা কেহ চিন্তা করিবে না বা তাহাদের সম্বন্ধে তোমরা ভাবিবে না।

১৫১০। হযরত লূত (আঃ)-এর লোকেরা তাঁহাকে অপরিচিত কোন লোক শহরে আনিতে পূর্বেই নিষেধ করিয়াছিল। অতএব, যখন অতিথিগণ তাঁহার নিকট আসিল তখন শহরবাসীরা প্রতিশোধ লওয়ার উদ্দেশ্যে দৌড়াইয়া আসিল, এই বাহানায় যে, লূত (আঃ) তাহাদের পূর্ব হুশিয়ারীর প্রতি অবজ্ঞা করিয়াছিলেন।

وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَلَا تُخْزُوْنِ ﴿٧٠﴾

৭০। এবং তোমরা আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর এবং আমাকে লাঞ্ছিত করিও না।'[১৫১১]

قَالُوْٓا اَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٧١﴾

৭১। তাহারা বলিল, 'আমরা কি তোমাকে সারা দুনিয়ার লোক (আপ্যায়ন করা) হইতে বারণ করি নাই ?'[১৫১২]

قَالَ هٰٓؤُلَآءِ بَنٰتِيْٓ اِنْ كُنْتُمْ فٰعِلِيْنَ ﴿٧٢﴾

৭২। সে বলিল, 'যদি তোমরা (আমার বিরুদ্ধে) কিছু করিতেই চাহ, তাহা হইলে আমার এই কন্যাগণ[১৫১৩] (তোমাদের মধ্যে জামিন স্বরূপ) আছে।'

لَعَمْرُكَ اِنَّهُمْ لَفِيْ سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ﴿٧٣﴾

৭৩। (হে নবী !) তোমার জীবনের কসম, নিশ্চয় তাহারাও নিজেদের মত্ততায় দিশাহারা হইয়া বেড়াইতেছে।

فَاَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِيْنَ ﴿٧٤﴾

৭৪। অতঃপর, সেই (প্রতিশ্রুত) বিকট শব্দকারী আযাব সূর্যোদয়কালে তাহাদিগকে ধৃত করিল।

فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيْلٍ ﴿٧٥﴾

৭৫। তখন আমরা উহার ঊর্ধ্বদেশকে উহার তলদেশে পরিণত করিয়া দিলাম, এবং তাহাদের উপর কঙ্করজাত প্রস্তর বর্ষণ করিলাম।

اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِيْنَ ﴿٧٦﴾

৭৬। নিশ্চয় ইহাতে বিচক্ষণ[১৫১৪] লোকদের জন্য বহু নিদর্শন আছে।

وَاِنَّهَا لَبِسَبِيْلٍ مُّقِيْمٍ ﴿٧٧﴾

৭৭। এবং নিশ্চয় উহা স্থায়ী[১৫১৫] মহা সড়কের উপর অবস্থিত।

১৫১১। হযরত লূত (আঃ) তাঁহার শহরবাসীকে অপরিচিত মুসাফির লোকের আতিথেয়তার জন্য তাঁহাকে অসম্মান বা অমর্যাদা না করার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন।

১৫১২। যেহেতু লূত (আঃ)-এর লোক এবং প্রতিবেশী গোত্রগুলির মধ্যে মনোমালিন্যপূর্ণ সম্পর্ক ছিল, সেই জন্য তাহারা লূত (আঃ)-কে বাহিরের কোন অচেনা লোক শহরে প্রবেশ না করানোর জন্য হুঁশিয়ার করিয়া দিয়াছিল। কিন্তু সেই অঞ্চলে সফর আরামদায়ক ও নিরাপদ না হওয়ায়, হযরত লূত (আঃ) অচেনা অজানা মুসাফিরদিগকে তাঁহার নিজ বাড়ীতেই আপ্যায়নের ব্যবস্থা করিতেন। লূত (আঃ)-এর জাতি তাঁহার এই কাজের বিরোধিতা করিত। তাঁহার সদুপদেশ ও প্রচারে বিরক্ত এবং অতিষ্ঠ হইয়া তাঁহাকে শহর হইতে বহিষ্কার করার জন্য বাহানা খুঁজিতেছিল। কিন্তু যুক্তিসিদ্ধ অজুহাত দ্বারা তাহারা সেই সুযোগ পাইতেছিল না। এখন দৃশ্যতঃ তাহাদের নিষেধের বিরুদ্ধে লূত (আঃ)-এর বাড়ীতে আগন্তুকের আশ্রয় দেওয়ার বাহানায় তাহারা তাহাদের আক্রোশ চরিতার্থ করার সুযোগ পাইল। ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, লূত (আঃ)-এর লোকজন তাঁহার অতিথিগণের সঙ্গে সমকামিতার (Sodomy) কুমতলবে ছুটিয়া আসে নাই,বরং তাঁহাকে শহর হইতে বহিষ্কার করার যুক্তিসিদ্ধ কারণ সৃষ্টির কথাটি তাঁহাকে জানাইয়া দিতে আসিয়াছিল। মনে হয় উহাই তাহাদের আনন্দোৎসবের কারণ ছিল।

১৫১৩। ১১ঃ৭৯ দ্রষ্টব্য।

১৫১৪। 'মুতাওয়াস্‌সেমীন' মুতাওয়াস্‌সেমের বহু বচন। তাওয়াস্‌সামা মূল হইতে ইহার উৎপত্তি এবং ইহার অর্থ কোন বাক্তি কোন কিছু সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ চিন্তা-ভাবনা করে,উহার সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা বা জ্ঞান লাভের জন্য বার বার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে (আকরাব)।

১৫১৫। তখনই কোন রাস্তা 'মুকীম' বলিয়া অভিহিত হয়, যখন উহা পথচারীদের চলাচলের যোগ্য থাকে। এখানে ইংগিতকৃত পথ, যাহা আরবকে সিরিয়ার সংগে সংযুক্ত করিয়াছে, তাহা এখনো ব্যবহৃত হইতেছে। এইরূপে এই আয়াতে ব্যবহৃত বিশেষণের মধ্যে নিহিত ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা প্রকাশ করিতেছে। এই পথ মৃত সাগরের (Dead Sea) বরাবর বা পাশাপাশি চলিয়া গিয়াছে, স্থানীয়ভাবে উহা লূতের সাগর নামে পরিচিত।

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٧٧﴾

৭৮। নিশ্চয় ইহার মধ্যে মো'মেনদের জন্য নিদর্শন আছে।

وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ ﴿٧٨﴾

৭৯। এবং জঙ্গলবাসীরাও[১৫১৬] অবশ্যই যালেম ছিল।

فَانتَقَمْنَا مِنْهُمْ ۖ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُّبِينٍ ﴿٧٩﴾

৮০। সুতরাং আমরা তাহাদের নিকট হইতেও প্রতিশোধ গ্রহণ করিলাম এবং এই উভয় স্থানই উন্মুক্ত রাজপথে অবস্থিত।[১৫১৭]

ع ৫ [১৯] ৫

وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ ﴿٨٠﴾

৮১। এবং হিজরবাসীগণও[১৫১৮] আমাদের রসূলগণকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল।

وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿٨١﴾

৮২। এবং আমরা তাহাদিগকেও[১৫১৯] আমাদের নিদর্শনাবলী প্রদান করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহারা ঐগুলি হইতে মুখ ফিরাইয়া লইল।

وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ ﴿٨٢﴾

৮৩। এবং তাহারা নিরাপদে পাহাড়ে গৃহ খনন করিত।[১৫২০]

১৫১৬। কুরআন করীমের মতে প্রকৃত ঘটনা এই যে, 'আসহাবুল আইকাতে' (জঙ্গলের অধিবাসী; ২৬ঃ১৭৭, ১৭৮) এবং আহলে মাদিয়ান (মিদিয়ানের অধিবাসী ১১ঃ৮৫) এই উভয় গোত্রের লোকের প্রতি হযরত শুয়াইব (আঃ) প্রেরিত হইয়াছিলেন। ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, এই জাতি উভয় নামেই অভিহিত হইত অথবা একই জাতির দুইটি শাখা গোত্রের ভিন্ন নাম, যদ্দারা তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন জীবিকা নির্বাহের অবলম্বন বুঝায়। একদল বা গোত্র ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর নির্ভর করিত, অপর গোত্র বনে-জঙ্গলে উট-ভেড়া চরাইত। এই দুই গোত্রের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার পরিচয়বহনকারী সাক্ষ্যরূপে কুরআনে উভয়ের অভিন্ন চারিত্রিক ত্রুটির কথা উল্লেখিত হইয়াছে (৭ঃ৮৬ এবং ২৬ঃ১৮২—৮৪)। আকাবা উপসাগরের মুখে অবস্থিত শহরে এই জাতির গোত্রসমূহ বসবাস করিত। তাহাদের এবং তাহাদের আবাসিক শহর উভয়ের নাম মিদিয়ান ছিল বলিয়া প্রতীয়মান হয়। এই আকাবার অদূরে অবস্থিত ছিল জনশূন্য মরু-অঞ্চল 'আইকা' যে স্থান খর্বাকৃতি জাতের বন্য তাল গাছে ভরপুর ছিল, যাহার ছায়াতে তাহাদের উট, ভেড়া ও বকরির চারণভূমি ছিল (দি গোল্ড মাইনস অব মিদিয়ান, বাই স্যার রিচার্ড ফ্রানসিস বার্টন)।

১৫১৭। হযরত লূত (আঃ)-এর শহরের বেলায় উল্লেখিত রাজপথকে বলা হইয়াছে সেই পথ যাহা এখনো বিদ্যমান রহিয়াছে (আয়াত-৭৭)। এই কথার মধ্যে এই ভবিষ্যদ্বাণী নিহিত রহিয়াছে যে, ভবিষ্যতেও এই পথ এইরূপভাবে ব্যবহার্য থাকিবে। জঙ্গলের বা সেই চারণভূমিতে জনবসতির লোকদিগের মধ্যে এই পথ উন্মুক্ত রাজপথ বলিয়া পরিচিত। মিশরের সঙ্গে এশিয়াকে সংযোগকারী পুরাতন রাস্তা এখন যদিও মরুযাত্রী দল কর্তৃক ব্যবহৃত হয় না কিন্তু শব্দটি এখনও উহার অস্তিত্বের ইংগিত বহন করে।

১৫১৮। তাবুক এবং মদীনার মধ্যবর্তীস্থানে হিজর অবস্থিত। এখানেই সামূদ জাতির লোকেরা বসবাস করিত, যাহাদের নিকট হযরত সালেহ (আঃ) সতর্ককারীরূপে প্রেরিত হইয়াছিলেন। এই জাতির শহর অধিকাংশই পাথরে গড়া এবং প্রস্তর ও দেওয়ালের দুর্গ ও প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। এই জন্যই ইহার নাম দেওয়া হইয়াছে হিজর।

১৫১৯। পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন জাতি বা গোত্র সম্বন্ধে উল্লেখ করা হইয়াছে— (১) লূত (আঃ)-এর জাতি; (২) শুয়াইব (আঃ)-এর জাতি এবং (৩) সালেহ (আঃ)-এর গোত্র (সামূদ বা আসহাবুল হিজর)। উহাদের উল্লেখ সময়ানুক্রমে হয় নাই বরং মক্কা হইতে উহাদের শহরগুলির দূরত্বের ক্রমানুযায়ী উল্লেখ করা হইয়াছে। লূত (আঃ)-এর গোত্রের শহরটি তিনটির মধ্যে সর্বাধিক দূরত্বে অবস্থিত ছিল। অপেক্ষাকৃত কম দূরত্বে ছিল 'আইকা'-এর অধিবাসীগণ। 'হিজর' তাবুক এবং মদীনার মধ্যবর্তী হওয়ায় সামূদ গোত্র এই তিনটির মধ্যে নিকটতম ছিল এবং এই জন্যই সর্বশেষে ইহার উল্লেখ করা হইয়াছে। স্বাভাবিক ক্রমের বিপরীত এই অস্বাভাবিক নিয়মের ক্রম গ্রহণ করার উদ্দেশ্য— কোন ব্যক্তিকে সম্বোধন করার নিয়মে, বিবরণকে জোরদার এবং কার্যকর করার জন্য আরবদের নিকট অপ্রসিদ্ধ জাতির উল্লেখ প্রথমে আসিয়াছে এবং যে জাতি বা গোত্র আরবদের নিকট উত্তমভাবে জানা ছিল তাহাদের উল্লেখ হইয়াছে সর্বশেষে।

১৫২০। এই আয়াত হইতে বুঝা যায় যে, সামূদ জাতি খুব ধনী, শক্তিশালী ও সুসভ্য ছিল। তাহাদের পৃথক পৃথক গ্রীষ্ম ও শীতাবাস ছিল।

فَاَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِيْنَ ﴿٨٤﴾

৮৪। কিন্তু প্রভাত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে (প্রতিশ্রুত) এক বিকট শব্দকারী আযাব তাহাদিগকে ধৃত করিল। [১৫২১]

فَمَآ اَغْنٰى عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿٨٥﴾

৮৫। তখন তাহারা যাহা কিছু অর্জন করিয়াছিল উহা তাহাদের কোন কাজেই আসিল না।

وَمَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ اِلَّا بِالْحَقِّ ؕ وَاِنَّ السَّاعَةَ لَاٰتِيَةٌ ۫ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيْلَ ﴿٨٦﴾

৮৬। এবং আকাশসমূহ ও পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যে যাহা কিছু আছে উহা আমরা যথাযথভাবেই সৃষ্টি করিয়াছি;[১৫২১-ক] এবং সেই নির্দিষ্ট মুহূর্ত অবশ্যই আসিবে, সুতরাং তুমি খুব সুন্দরভাবে মার্জনা কর।

اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلّٰقُ الْعَلِيْمُ ﴿٨٧﴾

৮৭। নিশ্চয় তোমার প্রভুই মহান স্রষ্টা, সর্বজ্ঞানী।

وَلَقَدْ اٰتَيْنٰكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِيْ وَالْقُرْاٰنَ الْعَظِيْمَ ﴿٨٨﴾

৮৮। এবং আমরা অবশ্যই তোমাকে পুনঃ পুনঃ পাঠ্য সপ্ত আয়াত[১৫২২] ও মহান কুরআন প্রদান করিয়াছি।

لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلٰى مَا مَتَّعْنَا بِهٖۤ اَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٨٩﴾

৮৯। আমরা তাহাদের মধ্য হইতে কতক দলকে (সাময়িক) সুখ-সম্ভোগের যে উপকরণসমূহ দিয়াছি উহার দিকে তুমি তোমার চক্ষুদ্বয়কে কখনও সম্প্রসারিত করিও না, এবং তাহাদের জন্য দুঃখ করিও না ;[১৫২৩] এবং মো'মেনদের প্রতি তোমার (মমতার) ডানা ঝুঁকাইয়া রাখ।

তাহারা নিরাপদে ও আরামে জীবনযাপন করিত। এমনকি গ্রীষ্মকালে যখন তাহারা অবসর বিনোদন ও হাওয়া পরিবর্তনের জন্য পাহাড়ে যাইত এবং তাহাদের শীতকালের আবাসস্থলসমূহ খালি ছাড়িয়া যাইত তখনও তাহারা যে কোন আক্রমণ হইতে নিরাপদ মনে করিত। এই আয়াত ইহাও ইংগিত করে যে, সামূদ জাতি স্থাপত্যশিল্পে অত্যন্ত উন্নত ছিল।

১৫২১। সূরা 'আল্ আ'রাফ'-এর ৭৯ আয়াত হইতে প্রতীয়মান হয় যে, বর্তমান আয়াতে বর্ণিত আযাব বা শাস্তি ছিল ভূমিকম্প।

১৫২১-ক। এই বিশ্ব-জগতের সৃষ্টি,ইহার বিস্ময়কর পরিকল্পনা ও নির্মাণ কৌশল এবং যে অলংঘনীয় নিয়ম-শৃংখলা ইহাতে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে তাহা এই অপরিহার্য সিদ্ধান্তে উপনীত করে যে, মানব জীবন শুধু এই পৃথিবীতেই এক অস্থায়ী ও সংক্ষিপ্ত অস্তিত্বে সীমাবদ্ধ নহে, বরং ইহার মধ্যে এক মহৎ উদ্দেশ্য নিহিত রহিয়াছে এবং মানুষকে শুধু এই জন্যই সৃষ্টি করা হয় নাই যে'খাও,দাও, আনন্দ কর এবং **তারপর** চিরস্থায়ী মৃত্যুবরণ কর'।

১৫২২। "সাবআম মিনাল মাসানী" অর্থ পুনঃ পুনঃ আবৃত্ত সপ্ত আয়াত। হযরত উমর, আলী, ইব্নে আব্বাস এবং ইবনে মাসুদ (রাঃ)-এর মত বিখ্যাত **বুযুর্গানের** মতে উক্ত শব্দাবলী (বাক্যাংশ) কুরআনের প্রারম্ভিক সূরা আল্-ফাতেহার প্রতি নির্দেশ করে; কারণ ইহা বার বার প্রত্যেক নামাযের প্রত্যেক রাকায়াতে আবৃত্তি করা হয়। হযরত নবী করীম (সাঃ) বলিয়াছেন "আল সাব আল মাসানী, কুরআন করীমের প্রথম পরিচ্ছেদ" (বুখারী)। এই সূরাকে কুরআনের জননী (উম্মুল কুরআন) এবং কুরআনের প্রথম অধ্যায় ফাতেহাতুল কিতাবও বলা হয়। হযরত যাজ্জাজ ও হযরত হাইয়ানের মতে ইহার এই নাম (ফাতেহা) দেওয়া হইয়াছে এই কারণে যে, ইহা আল্লাহ্‌তা'লার গুণ এবং প্রশংসা কীর্তন করে। সূরা ফাতেহার পরবর্তী বাকী সমগ্র অংশকে **'মহান কুরআন'** (আল্ কুরআনুল আযীম) বলা হইয়াছে। অবশ্য এই নাম প্রথম সূরার জন্যও প্রযোজ্য, যেহেতু কোন পুস্তকের কোন অংশকেও সেই পুস্তকের নামেই অভিহিত করা হয়। হযরত নবী করীম (সাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, কুরআনের প্রারম্ভিক সূরা মহান পবিত্র কুরআন (মুসনাদ, **২য় খণ্ড** পৃঃ ৪৪৮)। প্রকৃতপক্ষে এই সূরা ফাতেহা সমস্ত কুরআনের **সারমর্ম** বা সারাংশ অথবা যেমন বলা হইয়া থাকে ইহা কুরআনের ক্ষুদ্র প্রতিরূপ। কারণ সমুদয় কুরআনের চুম্বক বা সারাংশ এই সূরা ফাতেহার মধ্যে সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে। মাস্‌না বহুবচনে মাসানী। মাস্‌না-এর অর্থ প্রশংসা ও গুণ কীর্তন করা। এই আয়াতের মর্ম **হইতেছেঃ** সূরা ফাতেহা আল্লাহ্‌তা'লার সকল সিফাত বা গুণাবলীর বিস্তারিত ও ব্যাপক বর্ণনাকারী। 'মাসানী'-এর অর্থ উপত্যকার মোড় ঘুরা ও দিক পরিবর্তন করাও হয়। এই অর্থে আয়াতের মর্ম হইতেছে যে, আল্ ফাতেহা মানুষের জীবনের মোড় আল্লাহ্‌র দিকে ঘুরাইয়া দেয় এবং মানুষ

১৫২৩ **টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।**

وَقُلْ اِنِّيْٓ اَنَا النَّذِيْرُ الْمُبِيْنُ ۝٨٩

৯০। এবং তুমি বল, 'নিশ্চয়ই আমি একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী।'

كَمَآ اَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِيْنَ ۝٩٠

৯১। এইজন্য যে, আমরা তাহাদের উপর (শাস্তি) অবতীর্ণ (করার সিদ্ধান্ত) করিয়াছি; যাহারা (হে রসূল! তোমার বিরুদ্ধে) নিজদিগকে বিভিন্নদলে[১৫২৪] বিভক্ত করিয়াছিল;

الَّذِيْنَ جَعَلُوا الْقُرْاٰنَ عِضِيْنَ ۝٩١

৯২। যাহারা কুরআনকে বহু মিথ্যার সমষ্টি[১৫২৫] বলিয়া মনে করিয়া লইয়াছিল।

فَوَرَبِّكَ لَنَسْـَٔلَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ ۝٩٢

৯৩। অতএব, তোমার প্রভুর কসম, আমরা নিশ্চয় তাহাদের সকলের নিকট কৈফিয়ত তলব করিব;

عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝٩٣

৯৪। উহা সম্বন্ধে, যাহা তাহারা করিয়া আসিতেছিল।

فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ ۝٩٤

৯৫। অতএব, তোমাকে যে বিষয়ে আদেশ দেওয়া হইয়াছে উহা তুমি (লোকদের নিকট) সবিস্তারে বর্ণনা কর এবং মোশরেকদেরকে উপেক্ষা কর।

اِنَّا كَفَيْنٰكَ الْمُسْتَهْزِءِيْنَ ۝٩٥

৯৬। নিশ্চয় বিদ্রূপকারীদের বিরুদ্ধে আমরাই তোমার জন্য যথেষ্ট —

الَّذِيْنَ يَجْعَلُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ ۚ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ۝٩٦

৯৭। যাহারা আল্লাহ্‌র সংগে আরও মা'বূদ স্থির করিয়াছে; সুতরাং তাহারা অচিরেই (উহার পরিণাম) জানিতে পারিবে।

ও আল্লাহ্‌র মধ্যে সম্পর্কের বিস্তারিত বর্ণনা দেয়।

১৫২৩। এই আয়াতের প্রকৃত মর্ম হইতেছেঃ নবী করীম (সাঃ)-কে দুঃখিত না হওয়ার জন্য বলা হইয়াছে যে, কাফেরদের শাস্তি অত্যাসন্ন এবং তাহাদের সকল ধন-সম্পদ,উন্নতি ও গৌরব, যে সবের কারণে তাহারা এত অহংকারী হইয়া উঠিয়াছে, তাহাদের কোন উপকারেই আসিবে না।

১৫২৪। মক্কার কাফেরগণ তাহাদের বিভিন্ন দল গঠন করিয়া উহাদের উপর বিভিন্ন দায়িত্ব অর্পণ করিল যাহাতে তাহারা নবী করীম (সাঃ)-এর কাজে বিঘ্নতা সৃষ্টি করিতে পারে। অথবা উক্ত ভিন্ন ভিন্ন দল নিজেরা নির্দিষ্ট কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করিল এবং তাহারা তাঁহাকে (আঁ-হযরত-সাঃকে) হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিল। মুক্‌তাসেমীন-এর অর্থ ইহাও হয় যে, তাহারা একে অন্যের প্রতি বিভিন্ন কাজের দায়িত্ব অর্পণ করিল।

১৫২৫। 'এয্'-এর বহুবচন 'এযীনা'। 'এয' অর্থ মিথ্যা কথা, দুর্নাম, যাদুমন্ত্র, কোন বস্তুর অংশ বা টুকরা বিশেষ, দল,সম্প্রদায় বা জনগোষ্ঠি (লেইন)।

وَلَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّكَ يَضِيْقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُوْلُوْنَ ﴿٩٧﴾

৯৮ । এবং আমরা নিশ্চয় জানি যে, তাহারা যাহা বলিতেছে উহাতে তোমার অন্তঃকরণ সংকুচিত হইতেছে। ১৫২৬

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِّنَ السّٰجِدِيْنَ ﴿٩٨﴾

৯৯ । অতএব, তুমি তোমার প্রভুর প্রশংসাসহ পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর এবং সেজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হও ।

وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتّٰى يَاْتِيَكَ الْيَقِيْنُ ﴿٩٩﴾ ع ৬ [২০] ৬

১০০ । এবং তুমি তোমার উপর মৃত্যু আসা পর্যন্ত তোমার প্রভুর ইবাদত করিতে থাক । ১৫২৭

১৫২৬ । রসূলে পাক (সাঃ) অবিশ্বাসীদের বিদ্রূপের কারণে বাধিত ছিলেন না, বরং তিনি বাধিত ছিলেন আল্লাহ্‌র সঙ্গে অন্যান্য দেব-দেবীর শরীক করার কারণে। তাহার দুঃখের কারণ ছিল একদিকে আল্লাহ্‌তা'লার প্রতি অকৃত্রিম ও গভীর ভালবাসা, অন্যদিকে তাঁহার জাতির জন্য উৎকণ্ঠা ও চিন্তা ।

১৫২৭ । এই আয়াতের তাৎপর্য হইল: যেহেতু মহানবী (সাঃ)-এর প্রেরিত হওয়ার মুখ্য ও মূল উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহ্‌তা'লার তওহীদ প্রতিষ্ঠা, যাহা পূর্ণ হওয়ার পর্যায় ও সময় উপস্থিত, সেই জন্য আনন্দপূর্ণ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার জন্য তাঁহাকে আল্লাহ্‌তা'লার সমীপে কায়মনোচিত্তে কৃতজ্ঞ হইয়া সেজদায় প্রণত হইতে হইবে ।

১৬-সূরা আন্ নাহ্‌ল

(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণ হওয়ার তারিখ ও প্রসংগ

এই সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ হইয়াছে । অবশ্য হযরত ইব্‌নে আব্বাস ৯৬, ৯৭ এবং ৯৮ আয়াতগুলি অবতীর্ণ হওয়ার ব্যাপারে কিছুটা ভিন্নমত পোষণ করেন এবং তাঁহার মতে এই তিনটি আয়াত মদীনায় নাযেল হইয়াছিল । প্রফেসর নলডিকিও মনে করেন যে, আয়াত ৪৪, ১১২, ১২০, ১২১ এবং ১২৬ ব্যতিরেকে এই সূরাটির বাদ বাকী মক্কায় অবতীর্ণ হইয়াছিল । এই সূরার ভূমিকায় কোন সংক্ষিপ্ত অক্ষরমালা বা 'হরূফে মুকাত্তায়াত' নাই । যেহেতু কোন সূরার বিষয়বস্তু উক্ত সূরার ভূমিকা বা শুরুতে বর্ণিত 'হরূফে মুকাত্তায়াত'- এর ভাবের সম্প্রসারণ এবং উহার অন্তর্নিহিত অর্থ দ্বারা সার্বিকভাবে পরিবেশিত হয়। তাই যদি কোন সূরার শুরুতে অনুরূপ অক্ষরমালা না থাকে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, পূর্ববর্তী সূরার বিষয়বস্তু বর্তমান সূরাতেও আলোচিত হইবে এবং বর্তমান সূরার ভাবধারা ও বিষয়বস্তু পূর্ববর্তী সূরার আলোকে অনুসৃত হইবে । সেই দিক হইতে বর্তমান সূরার বিষয়বস্তুকে মূলতঃ পূর্ববর্তী সূরা 'আল্ হিজর'-এর ধারাবাহিকতা ও ব্যাপ্তী হিসাবে মনে করিতে হইবে, এবং পূর্ববর্তী সূরার প্রারম্ভে উদ্ধৃত 'হরূফে মুকাত্তায়াত'-আলিফ, লাম, রা- এর আলোকেই বর্তমান সূরার বিষয়বস্তু পরিবেশিত হইবে । তবে উপস্থাপনা পদ্ধতি ও বিষয়বস্তুর অনুশীলনের দিক থেকে ইহাতে কিছুটা পার্থক্য পরিলক্ষিত হওয়া স্বাভাবিক ।

বিষয়বস্তু

অত্যন্ত সংগত কারণেই বর্তমান সূরার শিরোনাম 'আন্ নহল' (অর্থ- মৌমাছি) রাখা হইয়াছে—কেননা এই সূরার ৬৯ আয়াতে বর্ণিত মৌমাছির সহজাত প্রবৃত্তিকে আল্লাহ্‌তা'লা 'ওহী' হিসাবে অভিহিত করিয়াছেন । এস্থলে 'ওহী' শব্দটির অবতারণা করিয়া এই মহা সত্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে যে, এই বিশ্বজগতের সুষ্ঠু ও সফল পরিচালনা পদ্ধতি আল্লাহ্‌তা'লার 'ওহী' বা প্রত্যাদেশের উপর নির্ভরশীল—সেই প্রত্যাদেশ প্রকাশ্য, অ-প্রকাশ্য, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যে শ্রেণীরই হউক না কেন । এই বিষয়টিই আলোচ্য সূরার কেন্দ্র-বিন্দু বা সারমর্ম । তদুপরি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসাবে 'জিহাদের' প্রসংগও এই সূরায় বর্ণিত হইয়াছে । 'জিহাদের' প্রসংগটি যেহেতু বিভিন্ন মহল কর্তৃক আক্রমণের লক্ষ্য হিসাবে বিবেচিত হইবে, তাই, ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে, ঐশী ইশারায় মৌমাছি যেইরূপে অন্যায় হস্তক্ষেপ হইতে উহার মধুকে রক্ষা করে, তেমনি পবিত্র কুরআন, যাহা ঐশী তত্ব ও জ্ঞানের উৎস বিশেষ, উহাকে রক্ষা করার জন্যও মুসলমানদেরকে 'জিহাদে' অংশ গ্রহণ করিতে হইবে । মো'মেনদেরকে অতঃপর বলা হইয়াছে যে, তাহারা যদি ইচ্ছা করে যে, তাহাদের বন্ধু-বান্ধব ও নিকট আত্মীয়বর্গ কুরআন তথা ইসলামের ডাকে সাড়া দিক তাহা হইলে সর্বাগ্রে তাহাদের হৃদয়ের পবিত্রতা আনয়ন প্রয়োজন । কেননা, হৃদয়ের পবিত্রতা ব্যতিরেকে আল্লাহ্‌কে জানা অসম্ভব । বস্তুতঃ ধর্মের ব্যাপারে যদি কোন বল প্রয়োগ করা হয়, তাহা হইলে ধর্মের আসল উদ্দেশ্যই পণ্ড হইয়া যায় ।

অতঃপর, সূরাটিতে মৃত্যুর পরবর্তী জীবন সম্পর্কে আলোকপাতপূর্বক বলা হইয়াছে যে, এই পৃথিবীর বুকেও জাতিসমূহকে পুনরুত্থিত করা হয় এবং তাহাদের এক নূতন জীবন লাভ ঘটিয়া থাকে । বস্তুতঃ হিজরতের সাথেই এই পুনরুত্থান শুরু হইয়া যায় । তদনুসারে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-কেও মাতৃভূমি ত্যাগ করিয়া মদীনায় হিজরত করিতে হইবে, কেননা তাঁহার অনুসারীদের আধ্যাত্মিক উৎকর্ষতার জন্য কাফেরদের সংস্রব হইতে আলাদা এক স্বতন্ত্র পরিবেশে সুষ্ঠুভাবে নিজেদের ধর্মের তত্ব ও দর্শনের ব্যাপারে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের প্রয়োজন রহিয়াছে । এই প্রসংগের আলোকে উপসংহার হিসাবে বলা হইয়াছে যে, মুসলমানদের আধ্যাত্মিক উৎকর্ষতার জন্য এই পার্থিব জীবনেই যদি হিজরতের প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে মানুষের চিরন্তন আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য তো এক শাশ্বত আধ্যাত্মিক হিজরতের আরো অধিক প্রয়োজন এবং মানুষের মৃত্যু-পরবর্তী জীবনই হইতেছে সেই আধ্যাত্মিক হিজরত । এই আধ্যাত্মিক হিজরত পরবর্তী মন্‌জিল মো'মেন ও কাফেরদের জন্য আলাদা হইয়া থাকে । কাফেররা দোযখে প্রবেশ করে এবং মো'মেনরা ঐশী অনুগ্রহের আলোকে স্নাত হইয়া আল্লাহ্‌তা'লার নৈকট্যের ধাপগুলি অতিক্রম করিতে থাকে । হিজরত প্রসংগে আলোকপাত করিয়া অতঃপর বলা হইয়াছে যে, মদীনায় হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর হিজরত-পরবর্তী সময় মুসলমানদের জন্যও মহান পরিণাম এবং সার্বিক কল্যাণকর বিষয় হিসাবে পরিণত হইবে । ইহার পর সূরাটিতে সংক্ষিপ্তভাবে যে বিষয়ে বলা হইয়াছে তাহা হইল—কেন কাফেরদেরকে অবকাশ দেওয়া হয় এবং সত্য গ্রহণের ব্যাপারে তাহাদেরকে কেন বাধ্য করা হয় না? অতঃপর, অবিশ্বাসী কর্তৃক প্রতিবাদ আকারে পেশকৃত এই প্রসংগেরও অবতারণা করা হইয়াছে যে, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) যদি আল্লাহ্ কর্তৃক প্রেরিত সত্যিকার রসূল হিসাবে আবির্ভূত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে পূর্বেকার নবী-রসূলদের শিক্ষার সহিত তাঁহার শিক্ষার এত পার্থক্য কেন ? এই আপত্তির জবাবে বলা হইয়াছে যে, পূর্বেকার নবী-রসূলদের সত্যিকার শিক্ষা সময়ের ব্যবধানে, মানুষের অন্যায় হস্তক্ষেপ ইত্যাদি কারণে আর সঠিক অবস্থায় নাই । তাই, তাঁহাদের আনীত আসল শিক্ষার সহিত বর্তমানে প্রচলিত শিক্ষার অনেক পার্থক্য, যদিও এইসব শিক্ষা পূর্বেকার

নবী-রসূলদের নামেই প্রচারিত হইয়া থাকে । বস্তুতঃ কোন নূতন নবী-রসূল তখনই আবির্ভূত হন, যখন পূর্বেকার ঐশী গ্রন্থাবলীর শিক্ষা বিকৃত হইয়া যায় এবং সেইগুলির ঐশী সংরক্ষণের ওয়াদাও আর বজায় থাকে না । আলোচ্য সূরাতে মৌমাছির দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া এই বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে যে, মৌমাছি যেমন ঐশী অনুপ্রেরণায় ফুল ও ফল হইতে ইহার খাদ্য সংগ্রহ করিয়া উহাকে সুস্বাদু ও উপকারী মধুতে পরিবর্তন করে, ঠিক তেমনি মানুষেরও নৈতিক ও আধ্যাত্মিক দিক-নির্দেশনার জন্য ঐশী-বাণী বা প্রত্যাদেশের প্রয়োজন রহিয়াছে । অবশ্য মধুও যেমন মানের দিক হইতে সকল ফুলেই এক প্রকার হয় না, তেমনি সকল মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতিতেও পার্থক্য রহিয়াছে । মধুর বিভিন্ন রং ও গন্ধের মত যুগে যুগে আগত নবী-রসূলদের প্রতি প্রত্যাদিষ্ট বাণীর নমুনাও ভিন্নতর । ঐশী-বাণীর প্রয়োজনীয়তার কথা বুঝাইতে গিয়া অতঃপর আরো একটি যুক্তির অবতারণা করা হইয়াছে । উহা হইল এই যে, সময়ের ব্যবধানে মানুষ যখন কোন নবীর যুগ হইতে দূরে সরিয়া পড়ে, তখন ধীরে ধীরে কায়েমী স্বার্থ জন্মলাভ করে এবং মানুষ পুরুষানুক্রমে এই স্বার্থচক্র দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া পড়ে এবং সাধারণ মানুষের সহজাত উন্নতির সকল পথ বন্ধ হইয়া যায় । তখন আল্লাহ্‌তা'লা স্বীয় স্বাভাবিক নিয়মে একজন নবীকে প্রেরণ করেন, যিনি মানুষ কর্তৃক সৃষ্ট এই স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে নিরলস সংগ্রাম চালান। সমসাময়িক সমাজের তথাকথিত দলপতি ও প্রধানগণ, যাহারা সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধার একচ্ছত্র অধিকারী হইয়া থাকে, তাহাদের ক্ষমতাচ্যুতি ঘটে এবং নবীর নেতৃত্বে সাধারণ মানুষ তাহাদের স্থলাভিষিক্ত হয় । মানুষের বন্দী দশার মুক্তি ঘটে এবং তাহারা সত্যিকার স্বাধীনতার পরিবেশে শান্তির নিঃশ্বাস নেয় । অতঃপর, সূরাটিতে অবিশ্বাসীদের সতর্ক করিয়া বলা হইয়াছে যে, শীঘ্রই এই কুরআনের বদৌলতে ঐশী বিধান অনুযায়ী এক মহা-পরিবর্তন সাধিত হইবে । সময় সোচ্চার হইয়া এই পরিবর্তনের ঘোষণা দিতেছে এবং এই নূতন শিক্ষা অর্থাৎ কুরআন এমন একটি গ্রন্থ যাহার মধ্যে পরিপূর্ণ শিক্ষার সকল গুণ ও উপকরণ বিদ্যমান রহিয়াছে । এই নূতন শিক্ষা, তথা কুরআনের অনুসারীরা অচিরেই সফলতা লাভ করিবে এবং সকল প্রকার ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব তাহাদের হাতে চলিয়া যাইবে । সকল প্রকার অবিশ্বাসের বিরুদ্ধে বাস্তবিকই এক কঠোর সংগ্রাম পরিচালিত হইবে এবং অসত্যের সকল নেতা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে । সূরাটির শেষের দিকে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-কে উদ্দেশ্য করিয়া বলা হইয়াছে যে, তাঁহার প্রচারের ক্ষেত্র এখন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে, যাহার আওতায় খৃষ্টান ও ইহুদীরাও অন্তর্ভুক্ত হইবে । ইহার ফলে নূতন উত্তেজনা ও বিরোধিতা দেখা দিবে এবং মুসলমানেরা বিভিন্ন দিক হইতে দুঃখ-কষ্টের শিকার হইবে । কিন্তু ইসলামের যে ঐশী প্রতিশ্রুতি তাহা সর্বাবস্থায় বলবৎ থাকিবে এবং বাধা-বিপত্তির মধ্যেও ইহা ক্রমাগত সাফল্যের দিকে আগাইয়া যাইবে । অপর দিকে ইসলামের যাহারা শত্রু তাহারা তাহাদের অন্যায় আচরণ অনুযায়ী অর্জিত ভাগ্য বরণ করিবে অর্থাৎ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে ।

১৬-সূরা আন্ নাহ্ল

ইহা মক্কী সূরা বিসমিল্লাহ্সহ ইহাতে ১২৯ আয়াত এবং ১৬ রুকূ আছে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। আল্লাহ্র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময়।

اَتٰٓى اَمْرُ اللّٰهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوْهُ ؕ سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ②

২। আল্লাহ্র আদেশ আসন্ন,[১৫২৮] অতএব, তোমরা উহার জন্য তাড়াতাড়ি করিও না, তিনি পরম পবিত্র এবং তাহারা (তাঁহার সঙ্গে) যাহা শরীক করে তাহা হইতে তিনি অনেক ঊর্ধ্বে।

يُنَزِّلُ الْمَلٰٓئِكَةَ بِالرُّوْحِ مِنْ اَمْرِهٖ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖٓ اَنْ اَنْذِرُوْٓا اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا فَاتَّقُوْنِ ③

৩। তিনি তাঁহার বান্দাগণের মধ্য হইতে যাহাকে চাহেন তাহার উপর নিজ আদেশ দ্বারা বাণী সহ ফিরিশ্তাগণকে[১৫২৯] অবতীর্ণ করেন (এই বলিয়া) যে, 'তোমরা (লোকদিগকে) সতর্ক কর যে, আমি ব্যতিরেকে কোন মা'বূদ নাই; অতএব, তোমরা আমারই তাক্ওয়া অবলম্বন কর।'

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ؕ تَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ④

৪। তিনি আকাশসমূহ এবং পৃথিবীকে যথাযথভাবে[১৫৩০] সৃষ্টি করিয়াছেন। তাহারা (তাঁহার সঙ্গে) যাহা শরীক করে তাহা হইতে তিনি অনেক ঊর্ধ্বে।

خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ فَاِذَا هُوَ خَصِيْمٌ مُّبِيْنٌ ⑤

৫। তিনি মানুষকে এক নগণ্য শুক্র-বীর্য হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন, তথাপি দেখ! সে প্রকাশ্য বিতণ্ডাকারী হইয়া দাঁড়ায়।[১৫৩১]

১৫২৮। 'আতাআমরুল্লাহে' অর্থ আল্লাহ্তা'লার হুকুম আসিয়া গিয়াছে অর্থাৎ কাফেরদের শাস্তির সময় আসন্ন অথবা নবযুগের সময় সূচিত হইয়াছে।

১৫২৯। রূহ অর্থ আত্মা, ঐশী-বাণী, কুরআন, জিবরাঈল ফিরিশ্তা এবং নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস ইত্যাদি (মুফরাদাত,লেইন)। এই আয়াতে রূহ দ্বারা আল্লাহ্র জীবনদানকারী বাণী বুঝাইতেছে। এই শব্দ দ্বারা নবীর মারফতে নাযেলকৃত ঐশী সংবাদকেও বুঝায়, কারণ উহার মধ্যে জীবন-সঞ্চারী শক্তি রহিয়াছে।

১৫৩০। 'বিলহাক্কে' অর্থ বুদ্ধিমত্তার চাহিদা মোতাবেক। এই কথার অর্থ এইরূপ হইতে পারে যে, আকাশসমূহ ও পৃথিবীর জন্য মানবের আধ্যাত্মিক পুনর্জন্মের কাজে আপন আপন দায়িত্ব নির্ধারিত রহিয়াছে, যাহাতে উহাদের সমন্বয়ে ঈপ্সিত উদ্দেশ্য সফল হয়। অথবা ইহার এই মর্মও হইতে পারে যে, আল্লাহতা'লা এই আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন যেন ইহা মানবের মনোযোগ আল্লাহতা'লার দিকে আকর্ষণ করার কার্য সম্পাদন করে এবং মানুষ যেন উপলব্ধি করিতে পারে যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন কিছুই স্বয়ং সম্পূর্ণ নহে। আকাশসমূহের কার্য সম্পাদনের জন্য ভূপৃষ্ঠের বিদ্যমানতার প্রয়োজন রহিয়াছে এবং একইভাবে পৃথিবীও আকাশের উপর নির্ভরশীল এবং উভয়ই আল্লাহ্তা'লার ইচ্ছা বা হুকুমের অধীন। সুতরাং আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির উদ্দেশ্য হইল মানবের নিকট এই বাস্তব সত্যকে স্পষ্টরূপে প্রদর্শন করা যে,আল্লাহ্ ছাড়া কোন কিছুই স্বয়ং সম্পূর্ণ নহে।

১৫৩১। এক অটল প্রাকৃতিক বিধানের অধীন আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির পর আল্লাহ্তা'লা মানব সৃষ্টি করেন এবং তাহার ইহজীবনে চলার পথ প্রদর্শনের জন্য ঐশী-বাণী প্রেরণ করেন। কিন্তু যদিও বাহ্যতঃ নিকৃষ্ট বস্তু হইতে মানুষের জন্ম, তথাপি আল্লাহ্তা'লা তাহাকে সর্বোত্তম গুণাবলীতে ভূষিত করিয়াছেন; এতদ্সত্ত্বেও সে (মানুষ) আল্লাহ্তা'লার অনুগ্রহপূর্ণ নির্দেশের অনুগত না হইয়া তাঁহার বিশেষ ক্ষমতা এবং অধিকারের বিরুদ্ধে প্রশ্ন করিয়া বসে।

وَالْاَنْعَامَ خَلَقَهَا ۚ لَكُمْ فِيْهَا دِفْءٌ
وَّمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ ۝٥

৬। আর চতুষ্পদ জন্তু— উহাদিগকেও তিনিই সৃষ্টি করিয়াছেন; যাহাদের মধ্যে তোমাদের জন্য উত্তাপের উপকরণ এবং নানাবিধ উপকার নিহিত আছে এবং উহাদের মধ্যে হইতে কতককে তোমরা ভক্ষণ করিয়া থাক।

وَلَكُمْ فِيْهَا جَمَالٌ حِيْنَ تُرِيْحُوْنَ
وَحِيْنَ تَسْرَحُوْنَ ۝٦

৭। এবং উহাদের মধ্যে তোমাদের জন্য রহিয়াছে সৌন্দর্য, যখন তোমরা উহাদিগকে চারণভূমি হইতে গোধূলী লগ্নে(গৃহে) লইয়া আস এবং যখন তোমরা উহাদিগকে প্রভাতে চারণভূমিতে লইয়া যাও তখনও।

وَتَحْمِلُ اَثْقَالَكُمْ اِلٰى بَلَدٍ لَّمْ تَكُوْنُوْا
بٰلِغِيْهِ اِلَّا بِشِقِّ الْاَنْفُسِ ۭ اِنَّ رَبَّكُمْ
لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۝٧

৮। এবং তাহারা তোমাদের বোঝা বহন করিয়া দূরবর্তী শহরে-বন্দরে লইয়া যায়, যেখানে তোমরা নিজদিগকে কঠিন ক্লেশে না ফেলিয়া পৌঁছিতে পার না। নিশ্চয় তোমাদের প্রভু অতীব মমতাশীল, পরম দয়াময়।

وَّالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيْرَ لِتَرْكَبُوْهَا
وَزِيْنَةً ۭ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۝٨

৯। এবং (তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন) ঘোড়া এবং খচ্চর এবং গাধা, যেন তোমরা এইগুলিতে আরোহণ করিতে পার, এবং শোভা-সৌন্দর্যের উপকরণরূপে[১৫৩২] (ব্যবহার করিতে পার)। এবং তিনি আরও এমন কিছু সৃষ্টি করিবেন যাহা তোমরা (এখন) জান না।[১৫৩২-ক]

وَعَلَى اللّٰهِ قَصْدُ السَّبِيْلِ وَمِنْهَا جَاۗىِٕرٌ ۭ
وَلَوْ شَاۗءَ لَهَدٰىكُمْ اَجْمَعِيْنَ ۝٩

১০। এবং সোজা পথ ধরাইয়া দেওয়াও আল্লাহ্‌র দায়িত্বে রহিয়াছে, এবং উহাদের মধ্যে কতকগুলি বাঁকা পথও আছে। কিন্তু যদি তিনি (বাধ্যবাধকতা আরোপ করিতে) চাহিতেন তাহা হইলে তিনি তোমাদের সকলকে অবশ্যই হেদায়াত দান করিতেন।

[১০] ১ ৭

هُوَ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاۗءِ مَاۗءً لَّكُمْ مِّنْهُ
شَرَابٌ وَّمِنْهُ شَجَرٌ فِيْهِ تُسِيْمُوْنَ ۝١٠

১১। তিনিই তো (তোমাদের জন্য) মেঘমালা হইতে পানি বর্ষণ করিয়াছেন, উহা হইতে তোমাদের জন্য পানীয় সরবরাহ হয়, এবং উহা দ্বারা সেই সকল বৃক্ষলতাদি উৎপন্ন হয় যাহাতে তোমরা পশু চারণ করিয়া থাক।

১৫৩২। যখন আল্লাহ্‌তা'লা মানবের দৈহিক এবং পার্থিব প্রয়োজনের উপকরণ সরবরাহ করার জন্য এত যত্নবান, তখন এক মুহূর্তের জন্যও এই কথা চিন্তা করা যায় না যে, তিনি মানুষের আত্মার প্রয়োজনে অনুরূপ উপায় উপকরণ সরবরাহ না করিয়া থাকিতে পারেন বা উপেক্ষা করিতে পারেন।

১৫৩২-ক। আয়াতের এই অংশটুকু ইংগিত করিতেছে যে, আল্লাহ্‌তা'লা মানবের জন্য নূতন যানবাহনের অস্তিত্বের প্রকাশ করিবেন, যাহা তখন পর্যন্ত মানবের অজানা ছিল। এই ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা আশ্চর্যরূপে প্রতিফলিত হইয়াছে রেলগাড়ী, জলযান, মটর গাড়ী, উড়োজাহাজ ইত্যাদি আবিষ্কারের মধ্য দিয়া। আল্লাহ্‌তা'লাই কেবল জানেন আরো নতুন কি কি যানবাহন ভবিষ্যতে মানুষের সুবিধার জন্য উদ্ভাবিত হইবে, যাহা এখনো অনাবিষ্কৃত রহিয়াছে।

يُنۢبِتُ لَكُمۡ بِهِ الزَّرۡعَ وَالزَّيۡتُوۡنَ وَالنَّخِيۡلَ وَالۡاَعۡنَابَ وَمِنۡ كُلِّ الثَّمَرٰتِ ؕ اِنَّ فِيۡ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوۡمٍ يَّتَفَكَّرُوۡنَ ﴿۱۲﴾

১২। তিনি উহার দ্বারা তোমাদের জন্য শস্যক্ষেত্র, যায়তূন, খর্জুরবৃক্ষ, আঙ্গুর এবং সর্ব প্রকার ফল উৎপন্ন করেন। ইহাতে নিশ্চয় ঐ জাতির জন্য নিদর্শন রহিয়াছে যাহারা চিন্তা করে।[১৫৩৩]

وَسَخَّرَ لَكُمُ الَّيۡلَ وَالنَّهَارَ ۙ وَالشَّمۡسَ وَالۡقَمَرَ ؕ وَالنُّجُوۡمُ مُسَخَّرٰتٌۢ بِاَمۡرِهٖ ؕ اِنَّ فِيۡ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوۡمٍ يَّعۡقِلُوۡنَ ۙ﴿۱۳﴾

১৩। এবং তিনি রাত্রি ও দিবসকে এবং সূর্য ও চন্দ্রকে তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করিয়াছেন এবং তাঁহারই আদেশে নক্ষত্ররাজিও তোমাদের সেবায় নিয়োজিত রহিয়াছে। নিশ্চয় ইহাতে ঐ জাতির জন্য বহু নিদর্শন রহিয়াছে যাহারা বিবেক-বুদ্ধি খাটায়।

وَمَا ذَرَاَ لَكُمۡ فِى الۡاَرۡضِ مُخۡتَلِفًا اَلۡوَانُهٗ ؕ اِنَّ فِيۡ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوۡمٍ يَّذَّكَّرُوۡنَ ﴿۱۴﴾

১৪। এবং ভূ-পৃষ্ঠে তিনি বিবিধ বর্ণের যে সকল বস্তু তোমাদের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন উহাও (তিনি তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করিয়াছেন)।[১৫৩৪] নিশ্চয় ইহাতে ঐ জাতির জন্য নিদর্শন রহিয়াছে যাহারা উপদেশ গ্রহণ করে।[১৫৩৫]

وَهُوَ الَّذِىۡ سَخَّرَ الۡبَحۡرَ لِتَاۡكُلُوۡا مِنۡهُ لَحۡمًا طَرِيًّا وَّتَسۡتَخۡرِجُوۡا مِنۡهُ حِلۡيَةً تَلۡبَسُوۡنَهَا ۚ وَتَرَى الۡفُلۡكَ مَوَاخِرَ فِيۡهِ وَلِتَبۡتَغُوۡا مِنۡ فَضۡلِهٖ وَلَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُوۡنَ ﴿۱۵﴾

১৫। এবং তিনিই তোমাদের সেবায় সমুদ্রকে নিয়োজিত করিয়াছেন যেন তোমরা উহা হইতে তাজা গোশ্‌ত খাও এবং উহা হইতে সংগ্রহ করিয়া আন অলংকার যাহা তোমরা পরিধান করিয়া থাক। এবং তুমি উহার মধ্যে জাহাজগুলিকে (পানি) চিরিয়া চলিতে দেখিতেছ, যেন তোমরা (উহাতে আরোহণ করিয়া)[১৫৩৬] তাঁহার আরও অন্যান্য অনুগ্রহের সন্ধান লাভ কর এবং যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

১৫৩৩। উদ্ভিদ ও গুল্মাদি গজাইবার উৎপাদিকা শক্তি মাটিতে সুপ্ত থাকিতে পারে, কিন্তু বৃষ্টির পানি না পাইলে সেই শক্তি ক্রিয়াশীল হয় না। একইভাবে মানুষ অতি উত্তম সহজাত বা স্বাভাবিক কার্যক্ষমতা বা মনোবৃত্তির অধিকারী হইলেও সে পবিত্র ওহী-ইলহামের সাহায্য ব্যতিরেকে ঐ সকল গুণাবলীকে উন্নত স্তরে নিয়া যাইতে পারে না। মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতি কেবলমাত্র তাহার বুদ্ধিমত্তার উপরই নির্ভরশীল— এই কথা বলা, আর পানি ছাড়াই মাটি হইতে গাছ-গাছড়ার উৎপাদন হইতে পারে বলা, একই কথা।

১৫৩৪। আল্লাহ্‌তা'লার সৃষ্টির অত্যাশ্চর্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ একটা অংশ হইল এই যে, কোন দুইটি বস্তু বা ব্যক্তি হুবহু এক রকম নয়। এই বৈসাদৃশ্য না থাকিলে পৃথিবীতে এক অবর্ণনীয় বিশৃংখলাপূর্ণ সমস্যার উদ্ভব হইত। এক বস্তু বা ব্যক্তি অন্য এক বস্তু বা ব্যক্তি হইতে পৃথক করিয়া চেনা বা জানা সম্ভব হইত না। একইরূপে মানুষের প্রকৃতি ও মেযাজের মধ্যে বিভিন্নতা বা বৈসাদৃশ্য রহিয়াছে। ইহা মানবীয় শক্তির ঊর্ধ্বে যে, সে তাহার শিক্ষার জন্য এমন কোন পদ্ধতি বা পরিকল্পনা করিতে পারে যাহা সকল প্রকৃতি বা স্বভাবের জন্য সমভাবে উপযোগী বা প্রযোজ্য। এইরূপ পার্থক্য বা বিভিন্নতা যাহা প্রকৃতির মধ্যে বিদ্যমান রহিয়াছে সে সম্বন্ধে কোন মানুষেরই পূর্ণ জ্ঞান নাই। একমাত্র আল্লাহ্‌তা'লাই এসকল প্রভেদ ও বৈসাদৃশ্য সম্বন্ধে জ্ঞান রাখেন এবং এই কারণেই তিনিই কেবলমাত্র প্রয়োজনীয় শিক্ষা দিতে পারেন যাহা সকলের জন্য সমভাবে উপযোগী এবং উপকারী।

১৫৩৫। এই তিনটি শব্দের প্রত্যেকটি অর্থাৎ 'ইয়াতাফাক্কারুন', 'ইয়াকেলুন', ইয়াযযাক্কারূন যথাক্রমে ১২, ১৩ এবং ১৪ আয়াতের শেষে ব্যবহৃত হইয়াছে। এই শব্দগুলির চয়ন আয়াত বিশেষে ব্যবহৃত বিষয়বস্তুর সঙ্গে শুধু বিশেষভাবে উপযোগীই নহে, বরং সমষ্টিগতভাবে এই তিনটি আয়াতে বর্ণিত সাধারণ প্রশংসার সম্পর্কও প্রযোজ্য। স্ব স্ব স্থানে উহাদের বিশেষ ব্যবহার তাহাদের গুরুত্বের পরিমাণ নির্ধারক। 'ইয়াতাফাক্কারুন' অর্থ ঃ (প্রতিফলন, প্রতিবিম্ব, গভীর চিন্তা) শব্দটি প্রথমে ব্যবহার হইয়াছে, কারণ মানুষের নৈতিক পুনর্গঠন বা সংস্কার সাধনের প্রক্রিয়ায় ইহাই সকল নৈতিক গুণাবলীর মধ্যে সর্বপ্রথম উপায় যাহাকে সর্বাগ্রে জাগ্রত করিতে হয়। গভীর চিন্তাশীলতার অভ্যাস হইতে

১৫৩৬ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

وَاَلْقٰى فِى الْاَرْضِ رَوَاسِىَ اَنْ تَمِيْدَ بِكُمْ وَاَنْهٰرًا وَّسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ۙ﴿١٦﴾

১৬। এবং তিনি ভূপৃষ্ঠে সংস্থাপিত করিয়াছেন মযবূত পর্বতমালা যেন উহা তোমাদিগকে লইয়া (এদিক ওদিক) টলিতে না পারে,[১৫৩৭] এবং এইভাবে নদীমালা এবং পথসমূহ-কেও [১৫৩৮] যাহাতে তোমরা গন্তব্য স্থানে পৌঁছিতে পার

وَعَلٰمٰتٍ ؕ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُوْنَ ﴿١٧﴾

১৭। এবং তিনি অপর কতকগুলি চিহ্নও (সংস্থাপন করিয়াছেন), এবং তাহারা নক্ষত্ররাজি দ্বারাও পথের দিশা পায়।[১৫৩৯]

اَفَمَنْ يَّخْلُقُ كَمَنْ لَّا يَخْلُقُ ؕ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ﴿١٨﴾

১৮। অতএব, যিনি সৃষ্টি করেন তিনি কি তাহার মত যে কিছুই সৃষ্টি করে না? তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করিবে না ?

وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٩﴾

১৯। এবং যদি তোমরা আল্লাহ্‌র নেয়ামতকে গণনা করিতে চেষ্টা কর তাহা হইলে তোমরা আদৌ উহাদের সংখ্যা নির্ণয় করিতে পারিবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّوْنَ وَمَا تُعْلِنُوْنَ ﴿٢٠﴾

২০। এবং তোমরা যাহা কিছু গোপন কর এবং যাহা কিছু প্রকাশ কর, তাহা আল্লাহ্ জানেন।

وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَا يَخْلُقُوْنَ شَيْـًٔا وَّهُمْ يُخْلَقُوْنَ ؕ﴿٢١﴾

২১। এবং তাহারা আল্লাহ্ ব্যতিরেকে যাহাদিগকে (মা'বূদরূপে) ডাকে, তাহারা কিছুই সৃষ্টি করে না, বরং তাহারাই সৃষ্ট।

ধীশক্তি ও জ্ঞানের উদ্ভব হয় বা যুক্তিপূর্ণভাবে বিবেকের সঠিক ব্যবহার হইয়া থাকে। দ্বিতীয়তঃ ইয়াকেলুন- স্তরে মানুষ নৈতিক সংশোধন বা সংস্কার সাধনে সাফল্য বা পরিপূর্ণতা অর্জন করে। ইহার পরেই আসে তৃতীয় স্তর যেখানে কুপ্রবৃত্তিগুলি সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয় এবং নৈতিক যুদ্ধ বা বিবাদ শেষ হইয়া যায়; এবং 'ইয়াযযাক্কারুন' স্তরে মানুষ উপদেশ গ্রহণ করে এবং স্বতঃ সতর্ককারী হয় এবং সৎকর্মশীলতা তাহার স্বভাবে পরিণত হইয়া যায়।

১৫৩৬। মানবজাতির জন্য পার্থিব সুবিধা ও উপকারার্থে সমুদ্র এক অতীব গুরুত্বপূর্ণ আবশ্যকীয় উৎস। সমুদ্র হইল বিশাল জল-ভাণ্ডার যেখান হইতে সূর্য আমাদিগকে বৃষ্টির যোগান দেয়। ইহা যাতায়াত এবং বাণিজ্যের জন্য এবং মানুষের খাদ্যের জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ উৎস।

১৫৩৭। ভূতত্ত্ব বিজ্ঞান ইহা প্রমাণ করিয়াছে যে, পর্বতসমূহ পৃথিবীকে ভূমিকম্প হইতে অনেকাংশে নিরাপদ করিয়াছে।

১৫৩৮। এ স্থলে "সুবুলান" (অর্থ- পথ) মানুষের তৈরী কৃত্রিম পথ বুঝায় না, বরং ঐ সকল প্রাকৃতিক চলাচলের পথ বুঝায় যাহা নদ-নদী, উপত্যকা ও গিরিবর্ত্মের মাধ্যমে সৃষ্টি হইয়াছে এবং সর্বযুগে এইগুলিই জনপথ বা রাজপথ রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে।

১৫৩৯। এই আয়াতে এই মর্মই ব্যক্ত হইয়াছে যে, ভূপৃষ্ঠ যদি সমতল হইত এবং নদ-নদী, উপত্যকা, পাহাড়-পর্বতময় উঁচু নিচু না হইত, তাহা হইলে মানুষের জন্য একস্থান হইতে অন্য স্থানে গমনাগমনের পথ খুঁজিয়া পাওয়া প্রায় অসম্ভব হইয়া পড়িত। ভূপৃষ্ঠের এই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পার্থক্য সূচক প্রাকৃতিক গঠনশৈলী মানুষকে তাহার চলার পথে সাহায্য করে। বর্তমান যুগে এই সকল প্রাকৃতিক চিহ্নসমূহ আকাশ-যান চলাচলে অতীব সাহায্যকারী বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। আকাশের নক্ষত্রসমূহও জলে এবং স্থলে পথচারীকে পথ দেখিতে সাহায্য করে।

اَمْوَاتٌ غَيْرُ اَحْيَآءٍ ۚ وَمَا يَشْعُرُوْنَ ۙ
اَيَّانَ يُبْعَثُوْنَ ﴿٢١﴾

২২ । (তাহারা) সকলেই মৃত, জীবিত নহে, এবং তাহারা জানে না কখন তাহাদিগকে উত্থিত করা হইবে ।

২ [১২] ৮

اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ فَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ
بِالْاٰخِرَةِ قُلُوْبُهُمْ مُّنْكِرَةٌ وَّ هُمْ
مُّسْتَكْبِرُوْنَ ﴿٢٢﴾

২৩ । তোমাদের মা'বূদ এক-ই মা'বূদ । প্রকৃত পক্ষে যাহারা পরকালের উপর ঈমান রাখে না, তাহাদের অন্তঃকরণ (সত্য সম্বন্ধে) অজ্ঞাত এবং তাহারা অহংকারী ।

لَا جَرَمَ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ وَمَا
يُعْلِنُوْنَ ۭ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِيْنَ ﴿٢٣﴾

২৪ । ইহা নিঃসন্দেহ যে, আল্লাহ নিশ্চয় উহা জানেন যাহা তাহারা গোপন করে এবং উহাও (জানেন) যাহা তাহারা প্রকাশ করে । আল্লাহ্ অহংকারীদিগকে আদৌ ভালবাসেন না ।

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ مَّاذَآ اَنْزَلَ رَبُّكُمْ ۙ قَالُوْٓا
اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿٢٤﴾

২৫ । এবং যখন তাহাদিগকে বলা হয়, 'তোমাদের প্রতিপালক কি নাযেল করিয়াছেন ?' তখন তাহারা বলে, 'পূর্ববর্তী লোকদের কিচ্ছা-কাহিনী মাত্র ।'

لِيَحْمِلُوْٓا اَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ ۙ
وَمِنْ اَوْزَارِ الَّذِيْنَ يُضِلُّوْنَهُمْ بِغَيْرِ
عِلْمٍ ۭ اَلَا سَآءَ مَا يَزِرُوْنَ ﴿٢٥﴾

২৬ । পরিণামে তাহারা কিয়ামতের দিনে নিজেদের (পাপের) পূর্ণ বোঝা বহন করিবে এবং ঐ সকল লোকের বোঝা হইতেও (একাংশ) বহন করিবে যাহাদিগকে তাহারা অজ্ঞতা বশতঃ পথভ্রষ্ট করিতেছে । জানিয়া রাখ! তাহারা যে বোঝা বহন করিতেছে তাহা অতি নিকৃষ্ট ।

৩ [৪] ৯

قَدْ مَكَرَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَاَتَى اللّٰهُ
بُنْيَانَهُمْ مِّنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ
مِنْ فَوْقِهِمْ وَاَتٰىهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ
لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿٢٦﴾

২৭ । তাহারাও ষড়যন্ত্র করিয়াছিল যাহারা তাহাদের পূর্বে ছিল, কিন্তু আল্লাহ্ তাহাদের (ষড়যন্ত্রের) প্রাসাদের ভিত্তিমূলে আসিয়াছিলেন, অতঃপর তাহাদের উর্ধ্বদেশ হইতে [১৫৪০] ছাদগুলি তাহাদের উপর ধ্বসিয়া পড়িয়াছিল; এবং আযাব এমন পথ দিয়া তাহাদের উপর আসিয়াছিল যে,তাহারা উহার ধারণাও করে নাই ।

ثُمَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُخْزِيْهِمْ وَيَقُوْلُ اَيْنَ
شُرَكَآءِيَ الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تُشَآقُّوْنَ فِيْهِمْ ۭ
قَالَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ اِنَّ الْخِزْيَ
الْيَوْمَ وَالسُّوْۗءَ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ﴿٢٧﴾

২৮ । অতঃপর, কিয়ামতের দিনে তিনি তাহাদিগকে লাঞ্ছিত করিবেন এবং বলিবেন, 'আমার সেই শরীকগণ কোথায় যাহাদের ব্যাপারে তোমরা (আমার নবীদের সহিত) শত্রুতা করিতে ?' যাহাদিগকে জ্ঞান দান করা হইবে, তাহারা বলিবে, 'নিশ্চয় আজ কাফেরদের উপর লাঞ্ছনা এবং অনিষ্ট ও ক্লেশ (আপতিত) হইবে;'

১৫৪০ । অতীতের নবীগণের বিরুদ্ধবাদীদের উপর যে আযাব আসিয়াছিল উহা কোন সাধারণ ধ্বংসলীলা ছিল না । তাহারা সমূলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল । তাহাদের নির্মিত প্রাসাদ-সৌধগুলির সম্পূর্ণ ভিত্তি দেওয়াল ও ছাদসহ তাহাদের উপর আছড়াইয়া পড়িয়াছিল, বলিতে গেলে তাহাদের নেতা বা অনুসারীরা কেহই রক্ষা পায় নাই ।

الَّذِيْنَ تَتَوَفّٰىهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ ظَالِمِيْٓ اَنْفُسِهِمْ ۠ فَاَلْقَوُا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوْٓءٍ ؕ بَلٰٓى اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝২৮

২৯ । যাহাদিগকে ফিরিশ্‌তাগণ এমতাবস্থায় মৃত্যু দেয় যখন তাহারা নিজেদের প্রাণের উপর যুলুম করিতে থাকে; তখন তাহারা (এই বলিয়া) আত্মসমর্পণ করিবে, 'আমরা কোন মন্দ কর্ম করিতাম না ।' (তখন তাহাদিগকে বলা হইবে)'এইরূপ নহে, বরং তোমরা যে কর্ম করিতে আল্লাহ্ উহা ভালভাবে অবহিত আছেন,[১৫৪১]

فَادْخُلُوْٓا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ ۝২৯

৩০ । সুতরাং তোমরা জাহান্নামের দ্বারসমূহে প্রবেশ কর উহাতে দীর্ঘকাল বসবাস করিবার জন্য । কেননা অহংকারীদের বাসস্থান অবশ্যই নিকৃষ্ট হইয়া থাকে ।'

وَقِيْلَ لِلَّذِيْنَ اتَّقَوْا مَاذَآ اَنْزَلَ رَبُّكُمْ ؕ قَالُوْا خَيْرًا ؕ لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ؕ وَلَدَارُ الْاٰخِرَةِ خَيْرٌ ؕ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِيْنَ ۝৩০

৩১ । এবং যাহারা তাক্‌ওয়া অবলম্বন করিয়াছে তাহাদিগকে (যখন) বলা হইল, 'তোমাদের প্রতিপালক কি নাযেল করিয়াছেন ?' তখন তাহারা বলিল,'কল্যাণ'। যাহারা উত্তম কর্ম করিয়াছে তাহাদের জন্য এই দুনিয়াতেও কল্যাণ আছে এবং পরকালের ঘর অধিকতর উত্তম হইবে।এবং মুত্তাকীগণের ঘর কতই না উত্তম !

جَنّٰتُ عَدْنٍ يَّدْخُلُوْنَهَا تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ لَهُمْ فِيْهَا مَا يَشَآءُوْنَ ؕ كَذٰلِكَ يَجْزِي اللّٰهُ الْمُتَّقِيْنَ ۝৩১

৩২ । চিরস্থায়ী বাগানসমূহ, যাহার মধ্যে তাহারা প্রবেশ করিবে;উহাদের তলদেশ দিয়া নহরসমূহ প্রবাহিত হইবে। উহার মধ্যে তাহারা যাহা কিছু চাহিবে তাহাই পাইবে।[১৫৪২] আল্লাহ্ এইরূপেই মুত্তকীগণকে পুরস্কার দিয়া থাকেন,

الَّذِيْنَ تَتَوَفّٰىهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ طَيِّبِيْنَ ۙ يَقُوْلُوْنَ سَلٰمٌ عَلَيْكُمُ ۙ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝৩২

৩৩ । যাহাদিগকে ফিরিশ্‌তাগণ এমতাবস্থায় মৃত্যু দেয় যে তাহারা পবিত্র, (তাহাদিগকে) তাহারা বলে, 'তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হউক । তোমরা যে কর্ম করিতে উহার জন্য জান্নাতে প্রবেশ কর ।'

هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّآ اَنْ تَاْتِيَهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ اَوْ يَاْتِيَ اَمْرُ رَبِّكَ ؕ كَذٰلِكَ فَعَلَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللّٰهُ

৩৪ । তাহারা (কাফেররা) কেবল ইহার অপেক্ষা করিতেছে যে, ফিরিশ্‌তাগণ তাহাদের নিকট আগমন করুক অথবা তোমার প্রতিপালকের আদেশ আসুক;[১৫৪৩] এইভাবে তাহাদের পূর্ববর্তীগণও করিয়াছিল । বস্তুতঃ আল্লাহ্ তাহাদের উপর যুলুম

১৫৪১ । অবিশ্বাসীরা আপত্তি করিয়া বলিবে যে, তাহারা যাহা কিছু করিয়াছিল উহা নির্দোষ মনে সদুদ্দেশ্য প্রনোদিত হইয়াই করিয়াছিল, এবং তাহারা তাহাদের মিথ্যা উপাস্যগুলির পূজা করিয়াছিল শুধু ঐশী গুণাবলীর প্রতি একনিষ্ঠ হওয়ার জন্য সাহায্যকারীরূপে। এই আয়াত কাফেরদিগের ভ্রান্তিপূর্ণ দৃষ্টিভংগীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিতেছে ।

১৫৪২ । মুত্তাকীগণের আকাঙ্খা যেহেতু আল্লাহ্‌তা'লার পবিত্র ইচ্ছার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ ও অভিন্ন সেহেতু তাহারা কেবল সেই সকল জিনিসের আকাঙ্খাই করিবে যেগুলি আল্লাহ্‌র ইচ্ছা অনুযায়ী হইবে ।

১৫৪৩ । এখানে ফিরিশ্‌তার আগমন দ্বারা কাফেরদের এক এক ব্যক্তির ধ্বংস বুঝায় এবং আল্লাহ্‌তা'লার আগমন বা হুকুম দ্বারা গোটা জাতির ধ্বংস বুঝায় ।

وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ﴿٣٤﴾

করেন নাই বরং তাহারা নিজেরাই নিজেদের উপর যুলুম করিত ।

فَاَصَابَهُمْ سَيِّاٰتُ مَا عَمِلُوْا وَحَاقَ بِهِمْ
ع مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿٣٥﴾

৩৫ । অতএব, তাহাদের কৃত-কর্মের অনিষ্টসমূহ তাহাদের উপর আপতিত হইল এবং যাহা লইয়া তাহারা উপহাস করিত উহা তাহাদিগকে ঘেরাও করিল ।[১৫৪৪]

وَقَالَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا لَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا
عَبَدْنَا مِنْ دُوْنِهٖ مِنْ شَيْءٍ نَّحْنُ وَلَآ
اٰبَآؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ دُوْنِهٖ مِنْ شَيْءٍ ؕ
كَذٰلِكَ فَعَلَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ
فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ﴿٣٥﴾

৩৬ । এবং যাহারা শিরক করিয়াছে তাহারা বলে 'যদি আল্লাহ্ চাহিতেন তাহা হইলে না আমরা তিনি ব্যতিরেকে অন্য কাহারও ইবাদত করিতাম এবং না আমাদের পিতৃপুরুষগণ, এবং না তিনি ব্যতিরেকে আমরা (আপনা হইতে) কোন বস্তুকে হারাম করিতাম ।' তাহারাও এইরূপ (সত্যের বিরোধিতা) করিয়াছিল যাহারা তাহাদের পূর্বে ছিল । অতএব, স্পষ্টভাবে (বাণী) পৌঁছাইয়া দেওয়া ব্যতিরেকে রসূলগণের উপর আর কোন দায়িত্ব বর্তায় কি ?

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلًا اَنِ اعْبُدُوا
اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ ۚ فَمِنْهُمْ مَّنْ
هَدَى اللّٰهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ
الضَّلٰلَةُ ؕ فَسِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا
كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ ﴿٣٦﴾

৩৭ । এবং নিশ্চয় আমরা প্রত্যেক উম্মতের মধ্যে কোন না কোন রসূল পাঠাইয়াছিলাম (এই শিক্ষা দিয়া) যে, তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর এবং পুণ্যের পথে বাধাসৃষ্টিকারী বিদ্রোহী শয়তান হইতে বাঁচিয়া চল । অতঃপর, তাহাদের মধ্যে কতককে আল্লাহ্ হেদায়াত দিলেন এবং তাহাদের মধ্যে কতকের ধ্বংস অবধারিত হইল । অতএব, তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং দেখ যাহারা (নবীগণকে) মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল, তাহাদের পরিণাম কি হইয়াছিল !

اِنْ تَحْرِصْ عَلٰى هُدٰىهُمْ فَاِنَّ اللّٰهَ
لَا يَهْدِيْ مَنْ يُّضِلُّ وَمَا لَهُمْ
مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ﴿٣٧﴾

৩৮ । যদি তুমি তাহাদের হেদায়াতের অতিশয় আগ্রহ রাখ, তাহা হইলে (জানিও যে), যাহারা (লোকদিগকে) পথভ্রষ্ট করে, তাহাদিগকে আল্লাহ্ কখনও হেদায়াত দান করেন না, এবং তাহাদের কোন সাহায্যকারীও নাই ।

وَاَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ ۙ لَا يَبْعَثُ
اللّٰهُ مَنْ يَّمُوْتُ ؕ بَلٰى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا
وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٣٨﴾

৩৯ । এবং তাহারা আল্লাহ্‌র নামে দৃঢ় শপথ করিয়া বলে যে, যাহার মৃত্যু হয় আল্লাহ্ কখনও তাহাকে পুনরুত্থিত করিবেন না। এইরূপ ধারণা ঠিক নহে, বরং ইহা এমন এক প্রতিশ্রুতি যাহা পূর্ণ করার দায়িত্ব তাঁহার উপর ন্যস্ত আছে, কিন্তু অধিকাংশ লোকে জানে না ।

১৫৪৪ । কুকর্ম বা পাপাচারের শাস্তি কোন বাহিরের অপ্রাসঙ্গিক বস্তু নহে, বরং সংশ্লিষ্ট কর্মের স্বাভাবিক ফলাফল এবং উহার সমানুপাতিকও বটে ।

لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ ﴿٤٠﴾

৪০। (তিনি মানুষকে পুনরায় এই জন্য জীবিত করিবেন) যেন তিনি তাহাদের নিকট সেই তত্ত্ব সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করিয়া দেন, যাহার সম্বন্ধে তাহারা মতভেদ করিতেছে এবং যাহারা অবিশ্বাস করিয়াছিল তাহারা যেন জানিতে পারে যে, তাহারাই মিথ্যাবাদী ছিল। [১৫৪৫]

إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٤١﴾ ع ৫ [৬] ১১

৪১। কোন বিষয় সম্বন্ধে যখন আমরা সঙ্কল্প করি, আমাদের কথা ইহাই হয় যে, আমরা উহাকে বলি, 'হও' [১৫৪৬] এবং উহা হইয়া যায়।

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ۖ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ ۚ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٤٢﴾

৪২। এবং যাহারা তাহাদের উপর যুলুম হইবার পর আল্লাহ্‌র জন্য [১৫৪৭] হিজরত করিয়াছে, নিশ্চয় আমরা তাহাদিগকে এই দুনিয়াতে উত্তম স্থান দিব, এবং পরকালের পুরস্কার নিশ্চয় শ্রেষ্ঠতর হইবে, যদি তাহারা জানিত—

الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٤٣﴾

৪৩। যাহারা ধৈর্য ধারণ করে এবং তাহাদের প্রতিপালকের উপরই নির্ভর করে।

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٤٤﴾

৪৪। এবং আমরা তোমার পূর্বেও কেবল পুরুষগণকেই রসূলরূপে প্রেরণ করিয়া আসিয়াছি এবং তাহাদের প্রতি ওহী করিয়াছি—অতএব, তোমরা যদি না জান তাহা হইলে আহ্‌লে যিক্‌রকে (কিতাবধারীগণকে) জিজ্ঞাসা কর—

بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ ۗ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٤٥﴾

৪৫। স্পষ্ট নিদর্শনসমূহ ও ঐশী পুস্তিকাসমূহসহ। এবং আমরা তোমার নিকট এই 'যিক্‌র' নাযেল করিয়াছি যেন তুমি লোকদিগকে সেই ঐশী আদেশ, যাহা তাহাদের প্রতি নাযেল করা হইয়াছে, সবিস্তারে বর্ণনা কর এবং যেন তাহারা চিন্তা করে।

أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٤٦﴾

৪৬। যাহারা (তোমার) অনিষ্ট সাধনের ষড়যন্ত্র করিয়া আসিতেছে তাহার কি এই বিষয় হইতে নিরাপদ হইয়া গিয়াছে যে, আল্লাহ্ তাহাদিগকে ভূ-পৃষ্ঠে প্রোথিত করিয়া দিতে পারেন অথবা তাহাদের উপর শাস্তি এমন পথে আসিতে পারে যাহা তাহারা ধারণাও করিতে পারিবে না ?

১৫৪৫। পুনরুত্থান দিবসে সত্যের উপলব্ধি এতই সুস্পষ্ট ও পূর্ণরূপ ধারণ করিবে যে, কাফেরগণ স্বীকার করিবে যে, মৃত্যুর পরে পুনর্জীবনে বিশ্বাস না করাটা তাহাদের কত বড় বোকামী ছিল। অবশ্যই উহা পূর্ণ এবং সামগ্রিক বাস্তব উপলব্ধিতে পরিণত হইবে।

১৫৪৬। 'কুন' শব্দ দ্বারা ইহা বুঝায় না যে, আল্লাহ্‌তা'লা কোন বস্তুকে, যাহার বাস্তবে অস্তিত্ব রহিয়াছে, হুকুম করেন। ইহা শুধু কোন ইচ্ছার প্রকাশ বুঝায় এবং আল্লাহ্‌তা'লা যখন তাঁহার কোন ইচ্ছার প্রকাশ করেন তখন তাঁহার আকাংখা অনুযায়ী তৎক্ষণাৎ অভীষ্ট লক্ষ্যের পূর্ণতা লাভের পথে কার্যারম্ভ হয় এবং কোন কিছু উহার পূর্ণতা লাভে বাধা সৃষ্টি করিতে পারে না।

১৫৪৭। 'ফিল্লাহে' অর্থঃ (ক) আল্লাহ্‌তা'লার জন্য, (খ) আল্লাহ্‌তা'লার ধর্মের জন্য; অর্থাৎ ধর্মে বন্ধনমুক্ত ও পূর্ণ স্বাধীন ধর্ম-চর্চা প্রয়োগ করার

اَوْ يَاْخُذَهُمْ فِيْ تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ﴿٤٧﴾

৪৭। অথবা তিনি তাহাদিগকে তাহাদের চলা ফিরার[১৫৪৮] মধ্যে ধৃত করিতে পারেন ? সুতরাং তাহারা (আল্লাহ্‌কে তাঁহার পরিকল্পনায়) কখনও অক্ষম করিতে পারিবে না।

اَوْ يَاْخُذَهُمْ عَلٰى تَخَوُّفٍ ؕ فَاِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ﴿٤٨﴾

৪৮। অথবা তাহাদিগকে ক্রমান্বয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত করিয়া ধৃত করিতে পারেন ?[১৫৪৯] বস্তুতঃ তোমার প্রতিপালক অতীব মমতাশীল, পরম দয়াময়।

اَوَلَمْ يَرَوْا اِلٰى مَا خَلَقَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ يَّتَفَيَّؤُا ظِلٰلُهٗ عَنِ الْيَمِيْنِ وَالشَّمَآئِلِ سُجَّدًا لِّلّٰهِ وَهُمْ دٰخِرُوْنَ ﴿٤٩﴾

৪৯। তাহারা কি আল্লাহ্‌র সম্মুখে সেজদাবনত হইয়া ইহা দেখে নাই যে, আল্লাহ্ যে সকল বস্তু সৃষ্টি করিয়াছেন উহার ছায়াসমূহ ডান এবং বাম দিক[১৫৫০] হইতে এদিক ওদিক স্থান বদলাইতেছে এবং তাহারা লাঞ্ছিত হইতেছে ?

وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ مِنْ دَآبَّةٍ وَّالْمَلٰٓئِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ ﴿٥٠﴾

৫০। এবং জীবজন্তু হইতে যাহা কিছু আকাশসমূহে এবং যাহা কিছু পৃথিবীতে আছে সবই আল্লাহ্‌র জন্য সেজদাবনত আছে এবং ফিরিশ্‌তাগণও, এবং তাহারা অহংকার করে না।

يَخَافُوْنَ رَبَّهُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ﴿٥١﴾ ع ۱۲

৫১। তাহারা তাহাদের উপরস্থ প্রতিপালককে ভয় করে, এবং তাহাদিগকে যাহা আদেশ করা হয় তাহারা তাহাই পালন করে।

সেজদা-৩ [১৩] ১৫

وَقَالَ اللّٰهُ لَا تَتَّخِذُوْٓا اِلٰهَيْنِ اثْنَيْنِ ۚ اِنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ فَاِيَّايَ فَارْهَبُوْنِ ﴿٥٢﴾

৫২। এবং আল্লাহ্ বলিয়াছেন, 'তোমরা দুই মা'বূদ গ্রহণ করিও না। কেবল তিনিই এক-অদ্বিতীয়[১৫৫১] মা'বূদ। সুতরাং তোমরা কেবল আমাকেই ভয় কর।'

জন্য; (গ) আল্লাহ্‌তা'লার মধ্যে অর্থাৎ তাহারা আল্লাহ্‌তালার মধ্যে সম্পূর্ণরূপে বিলীন হইয়া গিয়াছে।

১৫৪৮। অবিশ্বাসীদিগের পুনঃ পুনঃ ভ্রমণ এবং ভূপৃষ্ঠের উপরে অবাধ চলাফেরা মো'মেনদের মনে যেন এই ধারণার সৃষ্টি না করে যে, কাফেরদের এহেন প্রতাপ অজেয় এবং তাহাদের এই গৌরব চিরস্থায়ী। তাহাদের এই অবাধ গতিবিধি শীঘ্রই তাহাদের রাজনৈতিক ক্ষমতার ধ্বংসকারীতে পরিণত হইবে।

১৫৪৯। 'আলাতাখাওওফেন' অর্থ ক্রমান্বয়ে ধৃত করা, হ্রাস করা (লেইন)। আয়াতের মর্ম হইতেছে যে, কাফেরদের শক্তির প্রতাপ ক্রমশঃ লোপ পাইবে। ইসলামের ক্রমোন্নত শক্তি এবং চূড়ান্ত বিজয়ের ভীতি তাহাদের চরম পরাজয়ের পূর্বেই তাহাদিগকে পাকড়াও করিবে।

১৫৫০। ইহা প্রাকৃতিক নিয়ম যে, প্রত্যেক বস্তুর ছায়া এক বিশেষ পর্যায়ে বা অবস্থায় পৌছার পরে সংকুচিত হয় —যদ্দারা ইহাই প্রকাশিত হয় যে, উহার ক্ষমতা, প্রতাপ ও মর্যাদা প্রায় শেষ বা প্রস্থানোদ্যত এবং উহা পুনরায় কমিয়া বা সংকুচিত হইয়া উহার পূর্বেকার নিজস্ব অবস্থায় এক ক্ষুদ্র ছায়ারূপে পরিণত হয়। এইরূপে অবিশ্বাসীদিগকে সতর্ক করিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, ঐশী শাস্তি তাহাদের ছায়া বা প্রতিবিম্বকে সম্পূর্ণ মুছিয়া ফেলিবে,যখন মহানবী হযরত মুহম্মদ(সাঃ)-এর ছায়া বা প্রতিবিম্ব ক্রমশঃই দীর্ঘায়িত হইতে থাকিবে—কারণ বস্তুর প্রতিবিম্ব তখনই দীর্ঘ হয় যখন সূর্য উহার আড়ালে থাকে। এস্থলে আল্লাহ্‌তা'লার রহমতের সূর্য নবী করীম (সাঃ)-এর পিছনে রহিয়াছে।

১৫৫১। এই জগতের কার্য-পদ্ধতির বিষয়ে গবেষণালব্ধ জ্ঞান দ্বারা প্রকাশিত যে, এক অত্যাশ্চর্য সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যবস্থার মধ্য দিয়া এই পৃথিবী চলিতেছে। যদি একাধিক খোদা থাকিত তবে এই অভিন্ন সামঞ্জস্য তিরোহিত হইয়া যাইত। তাহা ছাড়া যদি দুই খোদা থাকিত তাহা হইলে একজন অন্যজনের অধীনস্থ থাকিয়া তাহার আজ্ঞানুবর্তীতা করা আবশ্যক হইত। সেইরূপ অবস্থায় দুই-এর মধ্যে একজন খোদা অতিরিক্ত

وَلَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَهُ الدِّيْنُ وَاصِبًا ؕ اَفَغَيْرَ اللّٰهِ تَتَّقُوْنَ ﴿٥٢﴾

৫৩। এবং যাহা কিছু আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে আছে সব কিছু তাঁহারই, সুতরাং চিরস্থায়ী আনুগত্য তাঁহারই জন্য। তবুও কি তোমরা আল্লাহ্‌কে ছাড়িয়া অন্যদিগকে নিজেদের রক্ষার উপায় স্বরূপ গ্রহণ করিবে ?

وَمَا بِكُمْ مِّنْ نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ ثُمَّ اِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَاِلَيْهِ تَجْـَٔرُوْنَ ﴿٥٣﴾

৫৪। এবং যে নেয়ামতই তোমাদের কাছে আছে উহা আল্লাহ্‌রই নিকট হইতে আসিয়াছে। অতঃপর, যখন কোন কষ্ট তোমাদিগকে স্পর্শ করে, তখন তোমরা তাঁহারই নিকট (সাহায্যের জন্য) ফরিয়াদ করিয়া থাক।

ثُمَّ اِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ اِذَا فَرِيْقٌ مِّنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُوْنَ ﴿٥٤﴾

৫৫। অতঃপর, যখন তিনি তোমাদের নিকট হইতে কষ্ট দূর করিয়া দেন,তখন তোমাদের মধ্য হইতে একদল সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের প্রতিপালকের সহিত শরীক করিতে আরম্ভ করে,

لِيَكْفُرُوْا بِمَآ اٰتَيْنٰهُمْ ؕ فَتَمَتَّعُوْا ۫ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ﴿٥٥﴾

৫৬। পরিণাম এই হয় যে, আমরা তাহাদিগকে যাহা দিয়া থাকি তাহারা উহা অস্বীকার করিয়া বসে। ভাল ! তোমরা অল্পক্ষণের জন্য সম্ভোগ করিয়া লও। অতঃপর তোমরা অচিরেই ইহা জানিতে পারিবে।

وَيَجْعَلُوْنَ لِمَا لَا يَعْلَمُوْنَ نَصِيْبًا مِّمَّا رَزَقْنٰهُمْ ؕ تَاللّٰهِ لَتُسْـَٔلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُوْنَ ﴿٥٦﴾

৫৭। এবং আমরা তাহাদিগকে যাহা কিছু রিয্‌ক দিয়াছি উহা হইতে একাংশ তাহারা তাহাদের (সেই সকল কল্পিত মা'বূদদের) জন্য নির্দিষ্ট করে যাহাদের (বাস্তবতা) সম্বন্ধে তাহাদের কোন জ্ঞান নাই। আল্লাহ্‌র কসম ! তোমরা যাহা কিছু মিথ্যারূপে নিজেদের পক্ষ হইতে রচনা করিতেছ উহা সম্বন্ধে তোমাদিগকে নিশ্চয় জিজ্ঞাসা করা হইবে।

وَيَجْعَلُوْنَ لِلّٰهِ الْبَنٰتِ سُبْحٰنَهٗ ۙ وَلَهُمْ مَّا يَشْتَهُوْنَ ﴿٥٧﴾

৫৮। এবং তাহারা আল্লাহ্‌র জন্য কন্যাগণ ধার্য করে; তিনি (এই সব বিষয় হইতে) অতি পবিত্র; এবং তাহাদের নিজেদের জন্য উহা (ধার্য করে) যাহা তাহারা পসন্দ করে।[১৫৫২]

হইয়া পড়িত। কিংবা যদি উভয়ই সমমর্যাদার অধিকারী হইত, তাহা হইলে প্রত্যেকের প্রভাব, প্রতিপত্তি, কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণের গণ্ডী ভিন্ন ভিন্ন হইত। এইরূপ অবস্থায় তাহাদের দুই-এর মধ্যে অবশ্যই মতপার্থক্য দেখা দিত এবং বিশ্বজগতে বিশৃঙ্খলা পরিলক্ষিত হইত। বস্তুতঃ উভয় প্রকার কল্পনাই অসম্ভব। অতএব, ইহা স্বতঃসিদ্ধ যে, এই বিশ্ব-জগতের সৃষ্টিকর্তা নিঃসন্দেহে এক এবং অদ্বিতীয় আল্লাহ্।

১৫৫২। এস্থলে আপত্তি ইহার উপর নহে যে, কাফেরগণ আল্লাহ্‌তা'লার প্রতি কন্যা-সন্তান কেন নির্ধারণ করিয়াছে, পুত্র-সন্তান কেন করিল না; কেননা পবিত্র কুরআন পুত্র-সন্তান নির্ধারণকেও স্পষ্ট নিন্দা করিয়াছে (১৯ঃ৯১-৯২)। তফসীরাধীন আয়াত শুধু কাফেরদের নির্বুদ্ধিতার প্রতি ইংগিত করিয়া বলিতেছে যে, তাহারা আল্লাহ্‌তা'লার প্রতি কন্যা-সন্তান আরোপ করিতেছে, অথচ উহারা নিজেরাই তাহাদের প্রতি কন্যা-সন্তান আরোপে অবমাননাকর মনে করে।

وَاِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمْ بِالْاُنْثٰى ظَلَّ وَجْهُهٗ مُسْوَدًّا وَّهُوَ كَظِيْمٌ ﴿٥٩﴾

৫৯। অথচ যখন তাহাদের কাহাকেও কন্যা-সন্তানের (জন্মের) সংবাদ দেওয়া হয়, তখন তাহার মুখমণ্ডল কালো হইয়া যায়[১৫৫২-ক] এবং সে মনঃকষ্ট অবদমন করিতে থাকে;

يَتَوَارٰى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوْٓءِ مَا بُشِّرَ بِهٖ ؕ اَيُمْسِكُهٗ عَلٰى هُوْنٍ اَمْ يَدُسُّهٗ فِى التُّرَابِ ؕ اَلَا سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ ﴿٦٠﴾

৬০। তাহাকে যাহার সম্বন্ধে সংবাদ দেওয়া হইয়াছে উহার অমঙ্গল হেতু লোকদের নিকট হইতে সে আত্মগোপন করিয়া বেড়ায়। (এবং চিন্তা করে) সে কি কলঙ্ক সত্ত্বেও তাহাকে জীবিত রাখিবে না মাটিতে পোঁতিয়া দিবে? [১৫৫৩] সাবধান! তাহারা যাহা সিদ্ধান্ত করিয়াছে উহা অতি মন্দ।

لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ ۚ وَلِلّٰهِ الْمَثَلُ الْاَعْلٰى ؕ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٦١﴾ ع ٧ [١٠] ١٣

৬১। যাহারা পরকালের উপর ঈমান আনে না তাহাদের অবস্থা অতি মন্দ; বস্তুত সর্বোচ্চ গুণসমূহ আল্লাহ্‌রই জন্য, এবং তিনি মহা পরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়।

وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَآبَّةٍ وَّلٰكِنْ يُّؤَخِّرُهُمْ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ فَاِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَاْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ ﴿٦٢﴾

৬২। এবং যদি আল্লাহ্ লোকদিগকে তাহাদের যুলুম করার জন্য সঙ্গে সঙ্গে ধৃত করিতেন, তাহা হইলে তিনি পৃথিবীতে কোন প্রাণীকে ছাড়িতেন না,[১৫৫৪] কিন্তু তিনি তাহাদিগকে এক নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত অবকাশ দেন; অতঃপর যখন তাহাদের মেয়াদ আসিয়া যায়, তখন তাহারা এক মুহূর্ত পিছনেও থাকিয়া যাইতে পারে না এবং আগেও বাড়িয়া যাইতে পারে না।

وَيَجْعَلُوْنَ لِلّٰهِ مَا يَكْرَهُوْنَ وَتَصِفُ اَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ اَنَّ لَهُمُ الْحُسْنٰى ؕ لَا جَرَمَ اَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَاَنَّهُمْ مُّفْرَطُوْنَ ﴿٦٣﴾

৬৩। এবং তাহারা আল্লাহ্‌র জন্য উহা ধার্য করে, যাহা তাহারা (নিজেদের জন্যও) অপসন্দ করে; এবং তাহাদের জিহ্বাসমূহ মিথ্যা বলে যে, তাহাদের জন্য নিশ্চয় মঙ্গলই অবধারিত আছে। নিঃসন্দেহে, তাহাদের জন্য আগুন অবধারিত আছে এবং (তথায়) তাহাদিগকে সর্বাগ্রে নিক্ষেপ করা হইবে।

১৫৫২-ক। 'ইস্‌ওয়াদ্দা ওয়াজহুহু' অর্থঃ তাহার মুখ কালো হইয়া গেল; তাহার মুখমণ্ডল বিষন্নতায় ছাইয়া গেল; সে ব্যথিত, দুঃখিত বা হতবুদ্ধি হইল; সে অপমানিত হইল (লেইন)।

১৫৫৩। এই আয়াতে আরবের কোন কোন উপজাতির মধ্যে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী কন্যা-সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে জীবন্ত কবর দিয়া ফেলা হইত—এই পৈশাচিক, বর্বর ও অমানুষিক প্রথার প্রতি ইংগিত করিতেছে। তাহারা (আরবরা) তাহাদের নারী গোষ্ঠির প্রতি অত্যন্ত নীচ ধারণা পোষণ করিত ও চরম নিম্নস্তরে নারীর স্থান দিত। কুরআন করীম নারীর সম্মানজনক মর্যাদাকে দৃঢ়ভাবে তুলিয়া ধরিয়াছে এবং তাহাদের সকল ন্যায্য অধিকারের স্বীকৃতি দিয়াছে। এই বিষয়েও পৃথিবীর সকল ধর্মগ্রন্থের মধ্যে কুরআন অদ্বিতীয় ও অনুপম।

১৫৫৪। শাস্তি বিলম্বিত হইয়া থাকে—কারণ যদি আল্লাহ্‌তা'লা সর্বপ্রকার শাস্তি তাৎক্ষণিকভাবে প্রয়োগ করিতেন তাহা হইলে দুনিয়া অনেক আগেই শেষ হইয়া যাইত এবং ভূপৃষ্ঠের সকল জীব-জন্তু বিলুপ্ত হইয়া যাইত। মানুষ পাপের কারণে অকালে শেষ হইয়া গেলে জীব-জন্তু ও পশু-পক্ষী বাঁচিয়া থাকার কোন প্রয়োজন থাকিত না। মানুষেরই দরকারে ও উপকারে ইহাদের সৃষ্টি। অতএব, মানুষের বিলুপ্তির সাথে সাথে উহারাও নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইত।

تَاللّٰهِ لَقَدْ اَرْسَلْنَآ اِلٰٓى اُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٦٤﴾

৬৪। আল্লাহ্‌র কসম ! আমরা তোমার পূর্বে অবশ্যই সকল জাতির নিকট (রসূল) প্রেরণ করিয়াছিলাম, অতঃপর শয়তান তাহাদের কর্মসমূহকে তাহাদের নিকট মনোরম করিয়া দেখাইল। সুতরাং আজ সে-ই তাহাদের অভিভাবক হইয়াছে এবং তাহাদের জন্য রহিয়াছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব।

وَمَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ اِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِى اخْتَلَفُوْا فِيْهِ ۙ وَهُدًى وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿٦٥﴾

৬৫। এবং আমরা তোমার উপর এই কিতাব এই জন্যই নাযেল করিয়াছি যেন তুমি (ইহা দ্বারা) তাহাদের নিকট উহা পরিষ্কার ভাবে বর্ণনা কর যাহার সম্বন্ধে তাহারা পরস্পর মতভেদ করিয়াছে এবং (আমরা ইহা নাযেল করিয়াছি) হেদায়াত এবং রহমত স্বরূপ ঐ জাতির জন্য যাহারা ঈমান আনয়ন করে।

وَاللّٰهُ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّسْمَعُوْنَ ﴿٦٦﴾ ع ৮ [৫] ১৪

৬৬। এবং আল্লাহ্ আকাশ হইতে পানি বর্ষণ করিয়াছেন এবং তিনি ইহা দ্বারা যমীনকে উহার মৃত্যুর পর জীবিত করিয়াছেন। যে সকল লোক (হক্ কথা) শ্রবণ করে তাহাদের জন্য অবশ্যই ইহাতে নিদর্শন রহিয়াছে।

وَاِنَّ لَكُمْ فِى الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً ؕ نُسْقِيْكُمْ مِّمَّا فِىْ بُطُوْنِهٖ مِنْۢ بَيْنِ فَرْثٍ وَّدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَآئِغًا لِّلشّٰرِبِيْنَ ﴿٦٧﴾

৬৭। এবং তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তুসমূহের মধ্যেও নিশ্চয় শিক্ষণীয়[১৫৫৫] বিষয়াবলী আছে। আমরা তোমাদিগকে পান করাই উহা হইতে যাহা কিছু তাহাদের উদরে আছে—গোবর ও রক্তের মধ্য হইতে—বিশুদ্ধ দুগ্ধ যাহা পানকারীদের জন্য পরম সুপেয়।

وَمِنْ ثَمَرٰتِ النَّخِيْلِ وَالْاَعْنَابِ تَتَّخِذُوْنَ مِنْهُ سَكَرًا وَّرِزْقًا حَسَنًا ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ﴿٦٨﴾

৬৮। এবং খেজুর ও আঙ্গুর ফল হইতে তোমরা মাদক দ্রব্য এবং উত্তম খাদ্য-দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া থাক [১৫৫৫-ক] নিশ্চয় ইহাতে ঐ সকল লোকের জন্য নিদর্শন আছে যাহারা বুদ্ধি-বিবেচনা করে।

১৫৫৫। 'ইবরাতুন' অর্থঃ লক্ষণ, চিহ্ন বা সাক্ষ্য প্রমাণ, যদ্বারা অজ্ঞতা হইতে জ্ঞানের পথে অগ্রসর হওয়াকে বুঝায় (লেইন)। জীব-জন্তুর পেটের মধ্যে যে দুরূহ প্রস্তুত-প্রক্রিয়া চলিতে থাকে ইহা সেই দিকে ইংগিত করিতেছে। গো-মহিষাদি যে ঘাস এবং লতা-পাতা খায় তাহা উহার পেটের মধ্যে প্রস্তুত-প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়া দুগ্ধে পরিণত হয়। এইরূপ দুগ্ধ-প্রস্তুত প্রক্রিয়া নির্দেশ করিতেছে যে, মানুষের প্রাকৃতিক বা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি বা ইচ্ছা তাহাকে সঠিক পথে পরিচালিত করিতে পারে না—যতক্ষণ পর্যন্ত না ঐগুলি ঐশী নিদর্শন বা ইলহাম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বা পরিচালিত হয়।

১৫৫৫-ক। যখন আল্লাহ্‌তা'লার সৃষ্ট বস্তু উহার স্বাভাবিক ও খাঁটি এবং অমিশ্রিত অবস্থায় থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত উহারা বিশুদ্ধ, স্বাস্থ্যকর এবং বলবান ও পুষ্টিকর খাদ্য প্রস্তুত করিয়া থাকে। কিন্তু মানুষ যখনই উহাদের স্বাভাবিক ব্যবহারে অযথা হস্তক্ষেপ করে, তখন সে উহাকে কলুষিত করিয়া বসে। একইভাবে ঐশী শিক্ষা যতদিন পর্যন্ত অবিকৃত থাকে ততদিন পর্যন্ত ইহা আধ্যাত্মিক উপকারিতার উপায় হিসাবে বিরাজ করিতে থাকে। কিন্তু যখনই ইহাতে মানুষের হস্তক্ষেপ ঘটে তখনই ইহা আপন প্রয়োজনীয়তা এবং উপকারিতা হারাইয়া ফেলে।

وَاَوْحٰى رَبُّكَ اِلَى النَّحْلِ اَنِ اتَّخِذِىْ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا وَّمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُوْنَ ﴿٦٩﴾

৬৯। এবং তোমার প্রতিপালক মৌমাছির প্রতি ওহী[১৫৫৬] করিলেন যে, 'তুমি পর্বতমালা ও বৃক্ষ-সমূহে এবং তাহারা (মানুষেরা) যে মাচাসমূহ প্রস্তুত করে উহাতে গৃহ নির্মাণ কর,

ثُمَّ كُلِىْ مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ فَاسْلُكِىْ سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا ؕ يَخْرُجُ مِنْۢ بُطُوْنِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ فِيْهِ شِفَآءٌ لِّلنَّاسِ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ﴿٧٠﴾

৭০। অতঃপর, প্রত্যেক প্রকার ফল হইতে কিছু কিছু খাও এবং তোমার প্রভুর (শিখানো) সহজ পথসমূহে চল' উহাদের উদর হইতে এক প্রকার পানীয় নির্গত হয় যাহার বর্ণ ভিন্ন ভিন্ন যাহাতে রহিয়াছে মানুষের জন্য আরোগ্য। নিশ্চয় ইহার মধ্যে ঐ জাতির জন্য নিদর্শন রহিয়াছে যাহারা চিন্তা করে।[১৫৫৭]

وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفّٰىكُمْ ۟ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرَدُّ اِلٰٓى اَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَىْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْـًٔا ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ ﴿٧١﴾ ع ৯ [৫] ১৫

৭১। এবং আল্লাহ্ তোমাদিগকে সৃষ্টি করেন, অতঃপর তিনি তোমাদিগকে মৃত্যু দেন এবং তোমাদের মধ্যে কেহ কেহ এমনও আছে যাহাদিগকে বয়সের নিকৃষ্টতম অবস্থায় ফিরাইয়া দেওয়া হয়, যাহার ফলে জ্ঞান লাভের পর পুনরায় সে সম্পূর্ণ জ্ঞানহারা হইয়া যায়। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী, সর্বশক্তিমান।

وَاللّٰهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ فِى الرِّزْقِ ۚ فَمَا الَّذِيْنَ فُضِّلُوْا بِرَآدِّىْ رِزْقِهِمْ عَلٰى مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيْهِ سَوَآءٌ ؕ اَفَبِنِعْمَةِ اللّٰهِ يَجْحَدُوْنَ ﴿٧٢﴾

৭২। এবং আল্লাহ্ তোমাদের কতককে অন্য কতকের উপর রিয্‌কের ক্ষেত্রে সমৃদ্ধি প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু যাহাদিগকে সমৃদ্ধি প্রদান করা হইয়াছে তাহারা নিজেদের ডান হাতের অধিকারভুক্ত[১৫৫৮] লোককে তাহাদের রিয্‌ক[১৫৫৯] ফেরত দিতে আদৌ প্রস্তুত নহে যাহাতে তাহারা সকলেই উহাতে সমান সমান হইয়া যায়। ইহা সত্ত্বেও কি তাহারা আল্লাহ্‌র নেয়ামতকে অস্বীকার করিতেছে ?

১৫৫৬। এখানে 'ওহী' শব্দটি দ্বারা সকল প্রাণীকে আল্লাহ্‌তা'লা যে স্বাভাবিক গুণ বা সহজাত প্রবৃত্তি দ্বারা বিভূষিত করিয়াছেন উহাকে বুঝাইতেছে। এই আয়াত খুব সুন্দর ইংগিত বহন করিতেছে যে, এই বিশ্ব চরাচর সহজ এবং সফল কার্যপদ্ধতির জন্য গোপন বা প্রকাশ্য ওহীর উপর নির্ভরশীল। অন্য কথায় সকল বস্তু ও প্রাণীকে বাঁচার উদ্দেশ্যে নিজ নিজ জন্মগত কার্যক্ষমতা ও যোগ্যতা এবং সহজাত গুণ ও প্রবৃত্তির কার্যকারিতার উপর নির্ভর করিতে হয়। মৌমাছিকে এখানে প্রসিদ্ধ উদাহরণ স্বরূপ গ্রহণ করা হইয়াছে, কারণ উহার অত্যাশ্চর্য সংগঠন ক্ষমতা, কর্মশৈলী একজন উদাসীন পর্যবেক্ষকের মনেও প্রভাব বিস্তার করে এবং খালি চোখেও তাহা দেখা যায়।

১৫৫৭। মৌমাছির বিষয়টি বর্তমান আয়াতে আরও বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। মৌমাছিকে আল্লাহ্‌তা'লা অনুপ্রাণিত করেন। বিভিন্ন ফল-ফুল হইতে ইহারা খাদ্য গ্রহণ করিবার জন্য এবং তৎপর উহার দৈহিক গঠনশৈলী এবং আল্লাহ্‌তা'লা কর্তৃক শিক্ষা প্রণালী যাহা উহার প্রতি নাযেল করা হইয়াছে সেই সবের সমন্বয়ে সে উহার সংগৃহীত খাদ্যকে মধুতে পরিবর্তিত করে। মধু বিভিন্ন রং ও গন্ধের হইয়া থকে, কিন্তু সকল প্রকার মধুই মানবের জন্য অত্যাধিক উপকারী। এই ঘটনা ইংগিত করিতেছে যে, বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন সময়ে আল্লাহ্‌তা'লার নবীগণের উপর ওহী নাযেল হইয়া আসিতেছে এবং এক নবীর শিক্ষা অন্য নবীর শিক্ষা হইতে কিছু খুঁটি-নাটি বিষয়ে যদিও ভিন্নতর, তথাপি প্রভেদ সত্ত্বেও সকল শিক্ষাই হইতেছে সংশ্লিষ্ট জাতির লোকের নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক পুনর্জাগরণের উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত পন্থা।

১৫৫৮। প্রত্যেক যুগেই কোন ব্যক্তি বা জাতি নিজস্ব উচ্চতর বুদ্ধিমত্তা ও কঠোর পরিশ্রম দ্বারা অন্য ব্যক্তি বা জাতির উপর শ্রেষ্ঠত্ব বা প্রভুত্ব অর্জন করে এবং শাসন ও নিয়ন্ত্রণ করে। ইহা অসম্মানজনক এবং অন্যায় বা অনুচিতও নহে—যে পর্যন্ত না ইহা কম ভাগ্যবান লোকদিগকে তাহাদের নিজ জ্ঞানবুদ্ধির সদ্ব্যবহার করিয়া জীবনের ভাল দিক ও শ্রেষ্ঠ বস্তু অর্জন করার জন্য উপযুক্ত সুযোগ সুবিধা হইতে বঞ্চিত না করে। কিন্তু ধনী ব্যক্তিরা সর্বদাই দরিদ্রদের নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তনের চেষ্টা এবং ধনশালীদের ক্ষমতা ও সুবিধাসমূহে ভাগ বসানোর সকল প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে মুখ-ব্যাদান করিয়া বসে। ক্ষমতার অধিকারী সুবিধাভোগী লোকদের অত্যাচার হইতে জগতের রক্ষাকল্পে এবং উৎকর্ষতার প্রকৃত

১৫৫৯ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ بَنِيْنَ وَحَفَدَةً وَّرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ ؕ اَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُوْنَ وَبِنِعْمَتِ اللّٰهِ هُمْ يَكْفُرُوْنَ ﴿۷۳﴾

৭৩। এবং আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তোমাদেরই মধ্য হইতে (তোমাদের মত অনুভূতি সম্পন্ন) জোড়া সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তোমাদের জন্য তোমাদের জোড়া হইতে পুত্র ও পৌত্রাদি সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তিনি তোমাদিগকে পবিত্র বস্তু হইতে রিয্‌ক দান করিয়াছেন। তবুও কি তাহারা অলীক বস্তুর উপর ঈমান আনিবে এবং আল্লাহ্‌র নেয়ামতসমূহ অস্বীকার করিবে?[১৫৬০]

وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ شَيْـًٔا وَّلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ﴿۷۴﴾

৭৪। এবং তাহারা আল্লাহ্‌কে পরিত্যাগ করিয়া এমন কিছুর উপাসনা করিতেছে যে তাহারা আকাশসমূহ ও পৃথিবী হইতে তাহাদিগকে রিয্‌ক দেওয়ার কোন অধিকার রাখে না এবং না কোন ক্ষমতা তাহাদের আছে।

فَلَا تَضْرِبُوْا لِلّٰهِ الْاَمْثَالَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿۷۵﴾

৭৫। অতএব, (হে মোশরেকগণ!) তোমরা আল্লাহ্‌র জন্য উপমা বর্ণনা করিও না। নিশ্চয় আল্লাহ্ জানেন এবং তোমরা জান না।[১৫৬১]

ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوْكًا لَّا يَقْدِرُ عَلٰى شَيْءٍ وَّمَنْ رَّزَقْنٰهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَّجَهْرًا ؕ هَلْ

৭৬। আল্লাহ্ এমন এক অধীনস্থ[১৫৬২] বান্দার উপমা বর্ণনা করিতেছেন যাহার কোন বিষয়ের উপর কোন ক্ষমতা নাই; অপরদিকে এমন এক (স্বাধীন) ব্যক্তির (উপমা) যাহাকে আমরা নিজ সন্নিধান হইতে উত্তম রিয্‌ক দিয়াছি এবং সে উহা হইতে

গুণাবলী ও বুদ্ধিমত্তার উন্নতির পথ উন্মুক্ত করিয়া মানবজাতির মধ্যে সাম্য এবং ন্যায় পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য করুণাময় আল্লাহ্‌তা'লা সংস্কারক আবির্ভূত করিয়া থাকেন। তাহাদের আবির্ভাব নবযুগের ঘোষণা করে এবং বঞ্চিত ও দরিদ্র লোকদের অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে।

সংক্ষেপে অথচ অত্যন্ত সুন্দরভাবে এই আয়াত ব্যক্তিগত মালিকানা সম্পর্কে ইসলামী আইনের উপস্থাপন করিয়াছে। 'রিয্‌কিহিম' অর্থাৎ 'তাহাদের ধন-সম্পদ' শব্দগুলির মধ্যে 'তাহাদের' শব্দটির উপর গুরুত্ব প্রদানের মাধ্যমে ইসলাম ব্যক্তি-মালিকানা স্বীকার করিয়াছে। অন্যদিকে "তাহাদের রিয্‌ক" বাক্য দ্বারা সকল বস্তুতে সকল মানুষের যৌথ বা এজমালি মালিকানা নির্দেশ করিতেছে— কারণ, কোন বস্তু কেবল তখনই কোন ব্যক্তিকে প্রত্যর্পণ করা হয় যাহাতে তাহার স্বত্ব রহিয়াছে। বস্তুতঃপক্ষে পবিত্র কুরআন সকল বস্তুর উপরে দ্বৈত মালিকানার নীতি স্বীকার করিয়াছে— যেমন মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া পরিশ্রম দ্বারা লব্ধ সম্পত্তির উপার্জনকারী ব্যক্তির মালিকানা-স্বত্বের অধিকার স্বীকার করা এবং একই সঙ্গে সেই সম্পত্তিতে সকল মানবের অধিকার স্বীকার করা। ইসলাম প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তি মালিকানায় অবাধ বা লাগামহীন অধিকারে যেমন বিশ্বাস করে না, তেমনি সম্পদ এবং ইহার উৎপাদনের উপায়-উপকরণের উপরও রাষ্ট্র কর্তৃক খোলাখুলিভাবে সম্পূর্ণ দখলের অধিকার স্বীকার করে না। ইসলাম মধ্যপন্থা অবলম্বন করার নির্দেশ দেয়।

১৫৫৯। 'মালাকাত আয়মানুহুম' বাক্যাংশ স্পষ্টভাবে একের কর্তৃত্বাধীনে সকল ব্যক্তিকে—যথাঃ যুদ্ধ-বন্দী, ব্যক্তিগত কর্মচারী, অধীনস্থ শ্রমিক, রায়ত বা প্রজা সকলকেই অন্তর্ভুক্ত করিতেছে।

১৫৬০। এই আয়াত আল্লাহ্‌তা'লার তৌহীদ বা একত্বের সমর্থনে ব্যক্তিগত অধিকার ভোগের সহজ প্রবৃত্তিকে যুক্তি হিসাবে নির্দেশ করিতেছে।

১৫৬১। মানবের পক্ষে ইহা অত্যন্ত প্রগলভতা যে, আল্লাহ্‌তা'লার সম্পর্কে সে কোন নিয়মের বা আইনের কল্পনা করে, অথচ সে তাঁহার মহান এবং অসীম ক্ষমতা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ।

১৫৬২। অবিশ্বাসীরা সেই ব্যক্তির তুল্য যে তাহার ইচ্ছা এবং কর্মের সকল স্বাধীনতা হারাইয়াছে এবং নিজস্ব হীন মনোবৃত্তি ও নীচ মনোবাসনার দাসে পরিণত হইয়াছে।

গোপনে ও প্রকাশ্যে খরচ করে।[১৫৬৩] এই দুই ব্যক্তি কি সমান ? সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র। কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই ইহা জানে না।

يَسْتَوٗنَ ۭ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ۭ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝

৭৭। এবং আল্লাহ্ এমন দুই ব্যক্তিরও উপমা বর্ণনা করিতেছেন—যাহাদের একজন বোবা, যাহার কোন বিষয়েই কোন ক্ষমতা নাই এবং সে তাহার মালিকের উপর বোঝা স্বরূপ; তাহার মালিক তাহাকে যেদিকেই পাঠায় সে কোন কল্যাণ লইয়া আসে না। সে এবং ঐ ব্যক্তি কি সমান হইতে পারে যে ন্যায়বিচারের আদেশ দেয় এবং সে স্বয়ং সরল-সুদৃঢ় পথে প্রতিষ্ঠিত আছে ?[১৫৬৪]

وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ اَحَدُهُمَآ اَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلٰي شَيْءٍ وَّهُوَ كَلٌّ عَلٰي مَوْلٰىهُ ۙ اَيْنَمَا يُوَجِّهْهُّ لَا يَاْتِ بِخَيْرٍ ۭ هَلْ يَسْتَوِيْ هُوَ ۙ وَمَنْ يَّاْمُرُ بِالْعَدْلِ ۙ وَهُوَ عَلٰي صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۝ ع ১০ ১৬

৭৮। এবং আকাশসমূহ ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয়[১৫৬৫] (এর জ্ঞান) এক মাত্র আল্লাহ্‌র, এবং নির্দিষ্ট মুহূর্তের (আগমনের) বিষয়টি কেবল চক্ষুর নিমিষের ন্যায় অথবা উহা অপেক্ষাও নিকটতর। নিশ্চয় আল্লাহ্ সকল বিষয়ের উপর সর্বশক্তিমান।

وَلِلّٰهِ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۭ وَمَآ اَمْرُ السَّاعَةِ اِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ اَوْ هُوَ اَقْرَبُ ۭ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰي كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝

৭৯। এবং আল্লাহ্ তোমাদিগকে তোমাদের মাতৃগর্ভ হইতে এমন অবস্থায় বহির্গত করিয়াছেন যে, তোমরা কিছুই জানিতে না, এবং তিনি তোমাদের জন্য কর্ণ ও চক্ষু এবং হৃদয় সৃষ্টি করিয়াছেন[১৫৬৬] যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

وَاللّٰهُ اَخْرَجَكُمْ مِّنْۢ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ شَيْـــًٔا ۙ وَّجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْـِٕدَةَ ۙ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝

৮০। তাহারা কি পক্ষীকুলকে দেখে না যাহাদিগকে আকাশের বায়ুমণ্ডলে নিয়োজিত করা হইয়াছে ? ঐগুলিকে আল্লাহ্ ব্যতীত আর কেহ রুখিয়া[১৫৬৭] রাখে না। নিশ্চয় ইহাতে ঐ জাতির জন্য বহু নিদর্শন রহিয়াছে যাহারা ঈমান আনে।

اَلَمْ يَرَوْا اِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرٰتٍ فِيْ جَوِّ السَّمَاۗءِ ۭ مَا يُمْسِكُهُنَّ اِلَّا اللّٰهُ ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ۝

১৫৬৩। ইহার অন্তর্নিহিত সূত্র সম্ভবতঃ আল্লাহ্‌তা'লার সর্বশ্রেষ্ঠ বান্দা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রতি ইংগিত করিতেছেঃ (১) তিনি মানবজাতির জন্য গোপনে (রাত্রিতে তাহাদের জন্য দোয়ার মাধ্যমে) এবং প্রকাশ্যে বাস্তবজীবনে কল্যাণকর কার্য দ্বারা খেদমত করিয়াছেন; (২) তিনি দিবারাত্রি মানবজাতির সেবা করিয়াছেন।

১৫৬৪। পূর্ববর্তী এবং বর্তমান আয়াতে দুই প্রকার কাফের দলের কথা বলা হইয়াছে। পূর্ববর্তী আয়াতে সেই সকল কাফের সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যাহারা কুসংস্কারপূর্ণ অন্ধ বিশ্বাস এবং পৌত্তলিক প্রথা ও অভ্যাসের দাসে পরিণত হয় এবং যদিও তাহারা কিছু কিছু প্রয়োজনীয় কাজ করার উপায় ও যোগ্যতার অধিকারী হয়, কিন্তু উহাও করিতে দ্বিধাগ্রস্ত থাকে—কারণ তাহারা কর্ম-স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত এবং অলসও। তফসীরাধীন আয়াতে এইরূপ কাফের সম্বন্ধেও বলা হইয়াছে যাহারা শুধু কুসংস্কারাচ্ছন্ন অভ্যাসের দাসই নহে, বরং তাহাদের মধ্যে বাস্তবে কোন ভাল কাজ করার আগ্রহ এবং যোগ্যতারও সম্পূর্ণ অভাব রহিয়াছে।

১৫৬৫। অদৃশ্য বিষয় বলিতে কুফরীর অনিবার্য ও চরম পরাজয়, চূড়ান্ত ব্যর্থতা এবং ইসলামের বিজয়কে বুঝায়।

১৫৬৬। মানবের জ্ঞানার্জনে তাহার সাহায্যকারী বৃত্তিগুলির ক্রমবিন্যাসের ধারায় শ্রবণ শক্তি, দর্শনশক্তি এবং ধীশক্তির উল্লেখ করা হইয়াছে। এক নবজাত শিশু সর্বপ্রথম তাহার শ্রবণশক্তি ব্যবহার করে। পরবর্তীতে তাহার দর্শন শক্তির বিকাশ ঘটে এবং সর্বশেষে তাহার বুদ্ধি-বৃত্তি বা জ্ঞানের পরিপক্কতা আসে।

১৫৬৭। মক্কার কাফেরদিগের উপরে আসন্ন আযাবের কথা এই আয়াতে বর্ণিত হইয়াছে। "ঐ গুলিকে আল্লাহ্ ব্যতীত কেহ রুখিয়া রাখে না" বাক্যাংশ দ্বারা তাহাদের ভাগ্যে নির্ধারিত আযাব হইতে অবকাশ দেওয়ার কথা বলা হইয়াছে। আরবী কবিতায় বহু ছন্দ-গাঁথা পাওয়া যায়

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْۢ بُيُوْتِكُمْ سَكَنًا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ جُلُوْدِ الْاَنْعَامِ بُيُوْتًا تَسْتَخِفُّوْنَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ اِقَامَتِكُمْ ۙ وَمِنْ اَصْوَافِهَا وَاَوْبَارِهَا وَاَشْعَارِهَآ اَثَاثًا وَّمَتَاعًا اِلٰى حِيْنٍ ﴿٨١﴾

৮১। এবং আল্লাহ্ তোমাদের গৃহসমূহকে তোমাদের জন্য বিশ্রামস্থল করিয়াছেন, এবং তিনি তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তুর চর্ম দ্বারাও গৃহসমূহ তৈরী করিয়াছেন যেগুলিকে তোমরা সফরের সময় হালকা বোধ কর এবং অবস্থান কালেও, এবং উহাদের চিকণ পশম এবং উহাদের মোটা পশম এবং উহাদের লোম হইতে তিনি এক নির্দিষ্ট সময়ের (ব্যবহারের) জন্য স্থায়ী এবং অস্থায়ী বস্তুসমূহও (প্রস্তুত করিয়াছেন)।

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّمَّا خَلَقَ ظِلٰلًا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الْجِبَالِ اَكْنَانًا وَّجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيْلَ تَقِيْكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيْلَ تَقِيْكُمْ بَاْسَكُمْ ۭ كَذٰلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُوْنَ ﴿٨٢﴾

৮২। এবং আল্লাহ্ যাহা কিছু সৃষ্টি করিয়াছেন উহাদের মধ্যে তোমাদের জন্য অনেক ছায়া (দার বস্তু) সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তিনি তোমাদের জন্য পাহাড়সমূহেও আশ্রয়স্থল সৃষ্টি করিয়াছেন; এবং তোমাদের জন্য নানা প্রকার পোষাক-পরিচ্ছদ সৃষ্টি করিয়াছেন, যাহা তোমাদিগকে উত্তাপ হইতে রক্ষা করে, এবং কতক পোষাক-পরিচ্ছদকে (সৃষ্টি করিয়াছেন) যাহা তোমাদিগকে তোমাদের যুদ্ধে রক্ষা করে। এই ভাবে তিনি তোমাদের উপর তাঁহার নেয়ামতসমূহ পূর্ণ করেন যাহাতে তোমরা (পরিপূর্ণরূপে) আত্মসমর্পণ কর।

فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ﴿٨٣﴾

৮৩। কিন্তু যদি তাহারা ফিরিয়া যায়, তাহা হইলে তোমার দায়িত্ব কেবল সুস্পষ্টভাবে (সংবাদ) পৌঁছাইয়া দেওয়া।

يَعْرِفُوْنَ نِعْمَتَ اللّٰهِ ثُمَّ يُنْكِرُوْنَهَا وَاَكْثَرُهُمُ الْكٰفِرُوْنَ ﴿٨٤﴾ ع ১১ [৭] ১৭

৮৪। তাহারা আল্লাহ্র নেয়ামতকে চিনে তবু তাহারা উহা অস্বীকার করে এবং তাহাদের অধিকাংশই কাফের।

وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ شَهِيْدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُوْنَ ﴿٨٥﴾

৮৫। এবং (স্মরণ কর) যেদিন আমরা প্রত্যেক জাতি হইতে একজন করিয়া সাক্ষী দাঁড় করাইব,[১৫৬৮] তখন যাহারা অবিশ্বাস করিয়াছে তাহাদিগকে না (ওজর-আপত্তি করার) অনুমতি দেওয়া হইবে এবং না তাহাদের ওজর-আপত্তি গ্রহণ করা হইবে।

যে, বিজয়ীবাহিনীর পশ্চাতে পরিত্যক্ত পরাজিত শত্রুর-মৃত দেহগুলির উপর পাখীরা ঝাপটাইয়া পড়িয়া খাইত। আরবী বাক্‌ধারায় পাখীদের চক্রাকারে আকাশে ঘুরিয়া বেড়ানো জাতির পরাজয় বা ধ্বংসের লক্ষণ বলিয়া মনে করা হয় (৬৭ঃ২০)। এই আয়াতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হইতে মুসলমানদিগকে আল্লাহ্তা'লা বিরত রাখিয়াছেন। কিন্তু যদি তাহাদিগকে একবার যুদ্ধ করার অনুমতি দেওয়া হয়, তাহা হইলে কাফেরগণ পরাজিত ও বিধ্বস্ত হইবে এবং আকাশে বিচরণকারী পাখীরা তাহাদের মৃতদেহগুলিকে ভক্ষণ করিবে।

১৫৬৮। পৃথিবীর সকল দেশে ও সকল জাতিতে আল্লাহ্তা'লা নবী প্রেরণ করিয়াছেন। সকল ধর্মগ্রন্থের মধ্যে একমাত্র চৌদ্দশত বৎসর পূর্বের এই দাবীর সত্যতা মানবজাতির উপরে এখন প্রতিভাত হইতে চলিয়াছে।

وَاِذَا رَاَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ ﴿٨٦﴾

৮৬। এবং যাহারা যুলুম করিয়াছে তাহারা যখন শাস্তি প্রত্যক্ষ করিবে তখন না তাহাদের উপর হইতে উহা হ্রাস করা হইবে এবং না তাহাদিগকে অবকাশ দেওয়া হইবে।

وَاِذَا رَاَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا شُرَكَآءَهُمْ قَالُوْا رَبَّنَا هٰٓؤُلَآءِ شُرَكَآؤُنَا الَّذِيْنَ كُنَّا نَدْعُوْا مِنْ دُوْنِكَ ۚ فَاَلْقَوْا اِلَيْهِمُ الْقَوْلَ اِنَّكُمْ لَكٰذِبُوْنَ ﴿٨٧﴾

৮৭। এবং যাহারা শির্ক করিয়াছে তাহারা যখন তাহাদের শরীকদিগকে প্রত্যক্ষ করিবে তখন তাহারা বলিবে,'হে আমাদের প্রতিপালক ! ইহারাই আমাদের সেই শরীকগণ যাহাদিগকে আমরা তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া ডাকিতাম।' ইহাতে তাহারা তাহাদিগকে তৎক্ষণাৎ উত্তর দিবে, 'নিশ্চয় তোমরা মিথ্যাবাদী।'[১৫৬৯]

وَاَلْقَوْا اِلَى اللّٰهِ يَوْمَئِذِ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ﴿٨٨﴾

৮৮। এবং সেইদিন তাহারা আল্লাহ্‌র সমীপে আত্মসমর্পণ করিবে এবং তাহারা যাহা কিছু নিজেদের তরফ হইতে মিথ্যা রচনা করিত, উহা তাহাদের (সম্মুখ) হইতে উধাও হইয়া যাইবে।

اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ زِدْنٰهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوْا يُفْسِدُوْنَ ﴿٨٩﴾

৮৯। যাহারা অস্বীকার করে এবং (লোকদিগকে) আল্লাহ্‌র পথ হইতে প্রতিরোধ করে আমরা তাহাদের শাস্তির উপর শাস্তি বৃদ্ধি করিব, এই জন্য যে তাহারা দুষ্কার্য করিয়া বেড়াইত।

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِيْ كُلِّ اُمَّةٍ شَهِيْدًا عَلَيْهِمْ مِّنْ اَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيْدًا عَلٰى هٰٓؤُلَآءِ ؕ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً وَّبُشْرٰى لِلْمُسْلِمِيْنَ ﴿٩٠﴾ ع ١٢ ١٨

৯০। এবং (স্মরণ কর) যেদিন আমরা প্রত্যেক জাতির মধ্যে তাহাদের বিরুদ্ধে তাহাদেরই মধ্য হইতে একজন করিয়া সাক্ষী দাঁড় করাইব; এবং আমরা (হে রসূল !) তোমাকেও তাহাদের সকলের বিরুদ্ধে সাক্ষীরূপে উপস্থিত করিব। এবং আমরা আত্মসমর্পণকারীগণের জন্য তোমার উপর এই পূর্ণ কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছি— সকল বিষয়ের ব্যাখ্যাস্বরূপ এবং হেদায়াত ও রহমত এবং সুসংবাদস্বরূপ।

১২ [৬] ১৮

اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآئِ ذِي الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ﴿٩١﴾

৯১। আল্লাহ্ নিশ্চয় সুবিচার ও উপকার সাধন করিবার এবং আত্মীয়স্বজনকে (দান করিবার ন্যায় অন্য লোকদিগকেও) দান করিবার আদেশ দিতেছেন এবং (সর্বপ্রকার) অশ্লীলতা ও মন্দ কার্য এবং বিদ্রোহ করিতে বারণ করিতেছেন।[১৫৭০] তিনি তোমাদিগকে উপদেশ দিতেছেন যেন তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর।

১৫৬৯। মোশরেকগণ ও তাহাদের মিথ্যা মা'বূদদের মধ্যে বিতণ্ডা ইহাই প্রমাণ করে যে, পাপাচার ও সত্য প্রত্যাখ্যানের উপর ভিত্তি করিয়া বন্ধুত্ব হইলে উহা কখনই স্থায়ী হয় না।

১৫৭০। এই আয়াতে তিনটি আদেশাজ্ঞা এবং তিনটি নিষেধাজ্ঞা রহিয়াছে। ইহাতে মানুষের নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির বিভিন্ন পর্যায়ে ইতিবাচক ও নেতিবাচক ভূমিকার পর্যালোচনা করা হইয়াছে। ইহা মানুষকে ন্যায় বিচার, অপরের প্রতি ভাল ব্যবহার এবং সকলের প্রতি আত্মীয়সুলভ সদয় ব্যবহার করার জন্য আদেশ দেয় এবং অশ্লীল আচরণ, প্রকাশ্য পাপাচার এবং সীমালংঘন হইতে নিষেধ করে। ন্যায়

وَاَوْفُوْا بِعَهْدِ اللّٰهِ اِذَا عٰهَدْتُّمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْاَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيْدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللّٰهَ عَلَيْكُمْ كَفِيْلًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُوْنَ ﴿٩٢﴾

৯২ । এবং তোমরা আল্লাহ্‌র সঙ্গে কৃত অঙ্গীকারকে পূর্ণ কর—যখন তোমরা কোন অঙ্গীকার কর এবং শপথকে পাকা করিবার পর ভঙ্গ করিও না,[১৫৭১] কেননা তোমরা আল্লাহ্‌কে নিজেদের জামিন করিয়া লইয়াছ । তোমরা যাহা কিছু করিতেছ আল্লাহ্ নিশ্চয় উহা জানেন ।

وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّتِيْ نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْۢ بَعْدِ قُوَّةٍ اَنْكَاثًا ؕ تَتَّخِذُوْنَ اَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ اَنْ تَكُوْنَ اُمَّةٌ هِيَ اَرْبٰى مِنْ اُمَّةٍ ؕ اِنَّمَا يَبْلُوْكُمُ اللّٰهُ بِهٖ ؕ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ مَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ﴿٩٣﴾

৯৩ । এবং তোমরা সেই মহিলার মত হইও না যে নিজের কাটা সূতাকে পাকা করিবার পর কাটিয়া খণ্ড বিখণ্ড করিয়াছিল। তোমরা নিজেদের শপথকে তোমাদের পরস্পরের মধ্যে ধোকার[১৫৭২] উপায় স্বরূপ ব্যবহার করিতেছ যেন এক জাতি অন্য জাতি অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী হইতে পারে[১৫৭৩]। আল্লাহ্ ইহার দ্বারা তোমাদিগকে পরীক্ষা করিতেছেন, এবং যে বিষয়ে তোমরা মতভেদ করিতেছ কিয়ামতের দিনে তিনি উহা তোমাদের নিকট বিশদভাবে বর্ণনা করিবেন ।

বিচারের মর্ম হইল যে, একজন মানুষ অপরের সহিত সেইরূপ আচরণ করিবে যেইরূপ সে অপরের নিকট হইতে পাইতে চায় । সে অপরের নিকট হইতে যে পরিমাণে উপকার অথবা অপকার লাভ করিবে প্রতিদানে সমতুল্য হিত বা অহিত সাধন করিবে ।

আদল (ন্যায়-বিচার)-এর উপরের দর্জা (স্তর) হইল এহ্‌সান (পরোপকার)। একে অন্যের হিত সাধনের বেলায় প্রতিদানের প্রত্যাশা করিবে না, এমনকি দুর্ব্যবহারের মোকাবেলায়ও নহে । তাহার আচরণ কোন প্রকার প্রতিদান বা বিনিময়ের চিন্তা দ্বারা প্রভাবিত হইবে না ।

নৈতিক উন্নতির সর্বোচ্চ এবং সর্বশেষ স্তর হইল "ঈতাইযিল কুরবা" (জাতি সুলভ দান)। এই পর্যায়ে একজন মো'মেনের নিকট হইতে ইহাই প্রত্যাশা করা যায় যে, সে স্বাভাবিক মনের আবেগে অনুপ্রাণিত হইয়া পরোপকার করিবে যেমন অতি নিকট সম্পর্কের আত্মীয়ের প্রতি করা হয় । সে অন্যের নিকট হইতে প্রাপ্ত উপকারের বিনিময়ে পরোপকার করে না এবং প্রতিদানে তুলনামূলকভাবে বেশী উপকারের ধারণাতেও ইহা করে না । বরং তাহার অবস্থা হইতেছে একজন সন্তানের প্রতি তাহার মায়ের অনুপ্রেরণাপূর্ণ ভালবাসা সদৃশ। একজন মো'মেন এই স্তরে পৌঁছিলে তাহার নৈতিক উন্নতি পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় । নৈতিকতার এই তিনটি স্তর মানবের নৈতিক উন্নতির চূড়ান্ত ও নিশ্চিত অবস্থা গঠন করে । ইহার নেতিবাচক দিক স্পষ্ট রূপে চিত্রিত হইয়াছে তিনটি শব্দে যথাঃ 'ফাহ্‌শা' (অশ্লীলতা)'মুনকার' (মন্দকাজ)'বাগাওত (সীমালঙ্ঘন)। ফাহশা দ্বারা সেই কাজ বুঝায় যাহা শুধু পাপাচারী নিজেই জানে এবং মুনকার সেই সকল অশ্লীলতা বা মন্দকে বুঝায় যাহা অন্য লোকেরাও দেখে এবং নিন্দা করে, যদিও উহা দ্বারা তাহারা কোন ক্ষতির শিকার হয় না অথবা তাহাদের অধিকারে কোন হস্তক্ষেপও হয় না । বাগাওয়াত ঐ সকল মন্দ, পাপ এবং অশিষ্টতাকে বুঝায় যাহা অন্যেরা দেখে ও অনুভব করে এবং কেবল ধিক্কারই দেয় না বরং সেইগুলি তাহাদের সুস্পষ্ট ক্ষতি সাধনও করিয়া থাকে । প্রকাশ্য ও ক্ষতিকর সকল প্রকার পাপই এই শব্দটির আওতায় পড়ে ।

১৫৭১ । 'আল্লাহ্‌র সাথে কৃত অঙ্গীকার'এই কথা দ্বারা আল্লাহ্‌র প্রতি মো'মেনদের দায়িত্বসমূহ বুঝায়; তাহা ছাড়া সমাজের অন্যান্য মানুষের দায়িত্বসমূহ বুঝাইতে আয়মা'ন' (অর্থ শপথ) শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে ।

১৫৭২ । পূর্ববর্তী এবং বর্তমান আয়াতে বলা হইয়াছে যে, সকল প্রতিশ্রুতি সর্বপ্রকার প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও অবশ্য পালনীয় ।

১৫৭৩ । এই আরবী শব্দগুচ্ছ তিন প্রকার ব্যাখ্যা সাপেক্ষ, যথাঃ (১) যেহেতু একদল (অমুসলিম) অন্যদল (মুসলমান) হইতে অধিক শক্তি ও সম্পদশালী; অর্থাৎ মুসলমানগণ কর্তৃক অধিকতর শক্তিশালী দলের বিরুদ্ধে পাহারার উদ্দেশ্যে সন্ধি স্থাপনের মাধ্যমে সময় ও সুযোগের প্রতীক্ষা করা যেই পর্যন্ত না তাহারা সন্ধি ভঙ্গ করার মত যথেষ্ট শক্তির অধিকারী হয় ; (২) পাছে একদল (অমুসলমানগণ) অন্য দল (মুসলমান) হইতে বেশী সম্পদ ও শক্তির অধিকারী না হইয়া যায় এই ভয়ে (সন্ধি করা); (৩) যেন একদল (মুসলমান) অপরদল (অমুসলিম) হইতে অধিক শক্তি অর্জন করিতে পারে । মোটকথা অমুসলমানদের সাথে মুসলমানগণ এই উদ্দেশ্যে যেন সন্ধি স্থাপন না করে যে, এই সন্ধির সুযোগে তাহারা নিজেদের শক্তি-সামর্থ্য বৃদ্ধি করিবে এবং যখন নিজদিগকে অমুসলমানগণ হইতে বেশী শক্তিশালী পাইবে তখন সন্ধি ভঙ্গ করিবে ।

وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلٰكِنْ يُّضِلُّ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِىْ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَلَتُسْـَٔلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٩٣﴾

৯৪। এবং যদি আল্লাহ্ (বল প্রয়োগের) ইচ্ছা করিতেন তাহা হইলে অবশ্যই তিনি তোমাদের সকলকে একই উম্মতভুক্ত করিতেন, কিন্তু তিনি যাহাকে চাহেন পথভ্রষ্ট হইতে দেন এবং যাহাকে চাহেন হেদায়াত দান করেন, এবং তোমরা যাহা কিছু করিতেছ সেই সম্বন্ধে তোমরা অবশ্যই জিজ্ঞাসিত হইবে।

وَلَا تَتَّخِذُوْٓا اَيْمَانَكُمْ دَخَلًاۢ بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَّعْدَ ثُبُوْتِهَا وَتَذُوْقُوا السُّوْٓءَ بِمَا صَدَدْتُّمْ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿٩٤﴾

৯৫। এবং তোমরা তোমাদের শপথকে একে অপরের ধোকার উপায় স্বরূপ করিয়া লইও না; নচেৎ (তোমাদের) কদম প্রতিষ্ঠিত হইবার[১৫৭৪] পর স্খলিত হইয়া যাইবে এবং আল্লাহর পথ হইতে (লোকদিগকে) বিরত রাখার কারণে তোমাদিগকে দুর্ভোগ পোহাইতে হইবে তখন তোমাদের জন্য মহা আযাব অবধারিত হইবে।

وَلَا تَشْتَرُوْا بِعَهْدِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا ؕ اِنَّمَا عِنْدَ اللّٰهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٩٥﴾

৯৬। এবং তোমরা আল্লাহ্‌র অঙ্গীকারকে নগণ্য মূল্যে[১৫৭৫] বিক্রয় করিও না। যদি তোমাদের জ্ঞান থাকে তাহা হইলে নিশ্চয় যাহা কিছু আল্লাহ্‌র নিকট আছে উহা তোমাদের জন্য উত্তম।

مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ ۚ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ بَاقٍ ؕ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِيْنَ صَبَرُوْٓا اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٩٦﴾

৯৭। তোমাদের নিকট যাহা কিছু আছে উহা শেষ হইয়া যাইবে, কিন্তু আল্লাহ্‌র নিকট যাহা আছে উহা চিরকাল অবশিষ্ট থাকিবে। এবং যাহারা ধৈর্য ধারণ করে আমরা নিশ্চয় তাহাদিগকে তাহাদের সর্বোত্তম কৃত-কর্ম অনুযায়ী পুরস্কার দান করিব।

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۚ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٩٧﴾

৯৮। যে কেহ মো'মেন থাকা অবস্থায় সৎ কর্ম করিবে, সে নর হউক বা নারী,[১৫৭৬] আমরা নিশ্চয় তাহাকে এক পবিত্র জীবন দান করিব, এবং অবশ্যই আমরা তাহাদের সর্বোত্তম কৃত-কর্ম অনুযায়ী তাহাদিগকে তাহাদের পুরস্কার দান করিব।

فَاِذَا قَرَاْتَ الْقُرْاٰنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ﴿٩٨﴾

৯৯। সুতরাং যখন তুমি কুরআন পাঠ কর তখন বিতাড়িত শয়তান হইতে আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর।

১৫৭৪। তোমাদের এইরূপ আচরণ তোমাদিগকে দুর্বল করিবে।

১৫৭৫। যখন কোন জাতি ক্ষমতার অধিকারী হইয়া যায়, তখন তাহারা সাধারণতঃ সকল প্রকার প্রলোভনের শিকার হয়। তাহাদের শত্রুরা তখন তাহাদেরই মধ্য হইতে গুপ্তচর নিয়োগ করে এবং মোটা অংকের ঘুষের প্রলোভন দ্বারা রাষ্ট্রীয় গোপন তথ্য ফাঁস করিতে চাহে। এহেন অবস্থার বিরুদ্ধে মুসলমানদিগকে সতর্ক করিয়া আল্লাহ্‌তা'লা এরশাদ করিতেছেন, "লা তাশতারু বেআহদিল্লাহে সামানান কালীলান" অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ্‌র সহিত কৃত অঙ্গীকারকে নগণ্য মূল্যে বিক্রয় করিও না।

১৫৭৬। এই আয়াতে পুরুষ এবং নারীর সমান অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে এবং উভয়ের প্রতি আল্লাহ্‌তা'লার নেয়ামতের সমান অংশের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে।

إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَٰنٌ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٩٩﴾

১০০। প্রকৃত বিষয় ইহাই যে, যাহারা ঈমান আনে এবং নিজেদের প্রতিপালকের উপর ভরসা করে তাহাদের উপর তাহার কোন আধিপত্য নাই।

إِنَّمَا سُلْطَٰنُهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُۥ وَٱلَّذِينَ هُم بِهِۦ مُشْرِكُونَ ﴿١٠٠﴾ ع ١٣ [١٩] ١٩

১০১। তাহার আধিপত্য একমাত্র তাহাদেরই উপর থাকে যাহারা তাহার সহিত বন্ধুত্ব রাখে এবং যাহারা তাঁহার সহিত শরীক করে।

وَإِذَا بَدَّلْنَآ ءَايَةً مَّكَانَ ءَايَةٍ ۙ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوٓا۟ إِنَّمَآ أَنتَ مُفْتَرٍۭ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٠١﴾

১০২। এবং যখন আমরা কোন এক নিদর্শনের স্থলে অন্য এক নিদর্শন আনি[১৫৭৭] বস্তুতঃ আল্লাহ্ যাহা কিছু নাযেল করেন উহাকে (প্রয়োজনীয়তাকে) তিনি সর্বাধিক জানেন— তাহারা বলে, 'তুমি তো একজন মিথ্যা রচনাকারী।' বরং তাহাদের অধিকাংশ জানে না।

قُلْ نَزَّلَهُۥ رُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِٱلْحَقِّ لِيُثَبِّتَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴿١٠٢﴾

১০৩। তুমি বল, 'রূহুল কুদুস (জিব্‌রাঈল) ইহাকে তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে সত্যসহ নাযেল করিয়াছে যেন (এতদ্বারা) তিনি তাহাদিগকে (বিশ্বাসে) সুদৃঢ় করেন যাহারা ঈমান আনে, এবং যাহা আত্মসমর্পণকারীগণের জন্য হেদায়াত এবং সুসংবাদ স্বরূপ।'

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُۥ بَشَرٌ ۗ لِّسَانُ ٱلَّذِى يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِىٌّ وَهَٰذَا لِسَانٌ عَرَبِىٌّ مُّبِينٌ ﴿١٠٣﴾

১০৪। এবং আমরা নিশ্চয় জানি যে, তাহারা বলে, তাহাকে অবশ্যই একজন মানুষ শিক্ষা দিয়া থাকে,[১৫৭৮] (অথচ) তাহারা যাহার প্রতি (ইহা আরোপ করতঃ) ঝুঁকিয়া পড়িতেছে তাহার ভাষা আরবী নহে, কিন্তু ইহা (কুরআন) সুস্পষ্ট-প্রাঞ্জল আরবী ভাষা।

১৫৭৭। "এবং যখন আমরা কোন এক নিদর্শনের স্থলে অন্য নিদর্শন আনি" এই আয়াতের অর্থ এই যে, আমরা কোন জাতির উপর হইতে তাহাদের সুমতি বা শুভ পরিবর্তনের কারণে তাহাদের উপরে আসন্ন আযাবকে হটাইয়া দিই অথবা বিলম্বিত করি। এখানে কুরআনের কোন আয়াতকে মনসুখ (বাতিল) করার কথা উল্লেখ নাই। কুরআনে এমন কোন আয়াত নাই যাহার সঙ্গে ইহার অন্য আয়াতের অমিল রহিয়াছে, যে কারণে ঐ আয়াতকে মনসুখ বা বাতিল বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। কুরআনের সকল অংশ একে অন্যের সম্পূরক ও সমর্থক। তফ্‌সীরাধীন আয়াতে এমন কোন কথাই নাই যাহার মধ্যে মনসুখ বা বাতিলের কোন ধারণার ইঙ্গিত পাওয়া যাইতে পারে।

১৫৭৮। কাফেরদিগের অভিযোগ অনুযায়ী লোক পরম্পরাগত প্রবাদলিপিতে বিভিন্ন লোকের নাম উল্লেখ রহিয়াছে, যাহারা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-কে কুরআন রচনায় সাহায্য করিত— যেমন, জাবার নামক এক খৃষ্টান কৃতদাস; আইশ বা ইয়াইশ, আল হুয়াইতিব ইব্‌নে আব্দুল উয্‌যা-এর এক চাকর এবং আবু ফুকাইহ, যে ইয়াসার ও আদাস বা আদ্দাস নামে পরিচিত ছিল, অউয বিন রাবীর এক কৃতদাস [মায়ানি ও ফাতহ্]। আম্মর, সুহাইব, সালমান, আবদুল্লাহ্ বিন সালাম এবং নেষ্টরিয়ান সন্ন্যাসী সেরজিয়াসের নামও এই সম্পর্কে উল্লেখিত রহিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে এখানে কুরআন অবিশ্বাসীগণের দুইটি আপত্তির বিষয়ে ইঙ্গিত করিয়াছে— একটি হইল কিছু সংখ্যক নবদীক্ষিত কৃতদাসের সম্বন্ধে যাহাদের নিকট হইতে নবী করীম (সাঃ) কুরআন প্রণয়নে সাহায্য গ্রহণ করিতেন বলিয়া অভিযোগ করা হয়, যাহা ২৫ঃ৫-৭ আয়াতেও উল্লেখিত হইয়াছে এবং অপর অভিযোগটি হইতেছে ইসলামে নবদীক্ষিত জনৈক খৃষ্টান কৃতদাসের নিকট হইতে আঁ-হযুর (সাঃ) বাইবেল শুনিয়াছিলেন এবং উহারই অংশ বিশেষ কুরআনে অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছিল বলিয়া উত্থাপিত আপত্তিরই প্রতি এই আয়াত ইংগিত করিতেছে। এখন দ্বিতীয় আপত্তি সম্পর্কেঃ সংশ্লিষ্ট খৃষ্টান কৃতদাসগণ কি বাইবেলের আরবী অনুবাদ পড়িয়াছিলেন, না গ্রীক অথবা হীব্রু অনুবাদ? তিনি আরবী বাইবেল

إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ۙ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٠٥﴾

১০৫। নিশ্চয় যাহারা আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীর উপর ঈমান আনে না, তাহাদিগকে আল্লাহ্ হেদায়াত দিবেন না এবং তাহাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রহিয়াছে।

إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ ﴿١٠٦﴾

১০৬। শুধু তাহারাইতো মিথ্যা রচনা করিয়া থাকে যাহারা আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহের উপর ঈমান আনে না; বস্তুতঃ ইহারাই মিথ্যাবাদী।

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَٰكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٠٧﴾

১০৭। যে কেহ তাহার ঈমান আনার পর আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করে কেবল সেই ব্যক্তি ব্যতিরেকে যাহাকে (অস্বীকার করিতে) বাধ্য করা হইয়াছে অথচ তাহার অন্তর ঈমানে প্রশান্ত, পরিতৃপ্ত,[১৫৭৯] কিন্তু যাহারা অবিশ্বাসের জন্য নিজেদের বক্ষঃকে উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে, সেক্ষেত্রে তাহাদের উপর আল্লাহ্‌র ক্রোধ আপতিত হইবে এবং তাহাদের জন্য রহিয়াছে বড় শাস্তি।

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ ۙ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿١٠٨﴾

১০৮। ইহা এই জন্য হইবে যে, তাহারা পার্থিব জীবনকে পরকালের চাইতে প্রিয়তর মনে করিয়াছে, এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ কাফের জাতিকে হেদায়াত দেন না।

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ﴿١٠٩﴾

১০৯। ইহারাই সেই সকল লোক, যাহাদের হৃদয়ের এবং কর্ণের এবং চক্ষুর উপর আল্লাহ্ মোহরাঙ্কিত করিয়াছেন। এবং ইহারাই প্রকৃত গাফেল।

পাঠ করিলে তাহা হইলে প্রমাণ করিতে হইবে যে, মহানবী (সঃ)-এর যমানায় বাইবেল আরবী ভাষায় অনুবাদ করা হইয়াছিল এবং উহা এত সাধারণে প্রচলিত ছিল যে, এমনকি কৃতদাসেরাও দোকান-খামারে কাজ করার সময়ে উহা পাঠ করিত। কিন্তু হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সময় পর্যন্ত কোন ভাষাতেই বাইবেলের অনুবাদ করা হয় নাই। এমন কি মদীনার ইহুদী গোত্রগুলি তখন পর্যন্ত তাহাদের তওরাতের অনুবাদও আরবী ভাষায় করিতে পারে নাই এবং যখনই নবী করীম (সাঃ) এই কিতাবের প্রয়োজন মনে করিতেন, তখন তিনি বিখ্যাত হিব্রু ভাষাবিদ পণ্ডিত আবদুল্লা বিন সালামের সঙ্গে পরামর্শ করিতেন। ডক্টর আলেকজাণ্ডার সোটার এম, এ, এল, এল, ডি তাহার রচিত "দি টেস্ট এণ্ড ক্যানন অব দি নিউ টেষ্টামেন্ট" (২য় সংস্করণ- ১৯২৫,পৃঃ ৭৪) পুস্তকের আরবী অনুবাদ শিরোনামের অধ্যায়ে লিখিয়াছেন, 'সর্বপ্রাচীন পাণ্ডুলিপিও অষ্টম শতাব্দীর পূর্বেকার নহে। আরবী ভাষায় দুইটি তরজমা ত্রয়োদশ শতাব্দীতে আলেকজান্দ্রিয়ায় করা হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়।' এবং যদি রসুল করীম (সাঃ)-কে নবদীক্ষিত খৃষ্টান কৃতদাস হিব্রু কিম্বা গ্রীক বাইবেল পড়িয়া শুনাইতেন, তাহা হইলে ঐ পুস্তক শ্রবণে তাঁহার কি উপকারে আসিত যাহার কিছুই তিনি বুঝিতেন না এবং ঐ কল্পিত লোকটি (যাহার সাহায্যে তিনি (সাঃ) কুরআন সংকলন করিতেন বলিয়া আপত্তি)তিনি একজন আ'জামী (ত্রুটিপূর্ণ উচ্চারণকারী বিদেশী ব্যক্তি) হইয়া আরবী ভাষায় (ত্রুটিপূর্ণ জ্ঞান দ্বারা) কুরআন মজীদে সন্নিবিষ্ট মহান ও চিরন্তন সত্যসমূহ কিরূপে রসুল করীম (সাঃ)-কে ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইতে পারিতেন, যদিও এই ধরণের তত্ত্বপূর্ণ ব্যাখ্যা করার জন্য আরবী ভাষায় প্রগাঢ় ও সুগভীর জ্ঞান অত্যাবশ্যক। (দি লারজার এডিশন অব দি কমেন্টারী দ্রষ্টব্য)

১৫৭৯। যে ব্যক্তি কঠিনতম পরীক্ষায় পড়িয়া এমন কথা বলে যাহা বাহ্যতঃ কুফরী, অথচ অভ্যন্তরীণভাবে সে হয়ত ইসলামের প্রতি বিশ্বাস রাখে—এইরূপ ব্যক্তির সাথে আল্লাহ্‌তা'লা কিরূপ ব্যবহার করিবেন এই বিষয়ে বর্তমান আয়াত নিরব। ইহা হইতে এই কথা বুঝা যায় যে, এইরূপ ব্যক্তিদের সম্বন্ধে চূড়ান্ত বিচার স্থগিত রাখা হইয়াছে এবং তাহাদের ভবিষ্যত আচার-আচরণ দ্বারা নির্ধারিত হইবে তাহারা আল্লাহ্‌তা'লার নিকট হইতে কিরূপ ব্যবহার পাইবে।

لَا جَرَمَ اَنَّهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿١١٠﴾

১১০। ইহারাই নিঃসন্দেহে পরকালে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।

ثُمَّ اِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِيْنَ هَاجَرُوْا مِنْۢ بَعْدِ مَا فُتِنُوْا ثُمَّ جٰهَدُوْا وَصَبَرُوْٓا ۙ اِنَّ رَبَّكَ مِنْۢ بَعْدِهَا لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١١١﴾ ع ١٤ [١٠] ٢٠

১১১। অতঃপর, নিশ্চয় তোমার প্রভু তাহাদেরই জন্য—যাহারা অত্যাচারিত হইবার পর হিজরত করিয়াছে এবং (আল্লাহ্‌র রাস্তায়) জিহাদ করিয়াছে[১৫৮০] এবং ধৈর্য ধারণ করিয়াছে—নিশ্চয় তোমার প্রভুই ইহার পর অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

يَوْمَ تَاْتِيْ كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَّفْسِهَا وَتُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿١١٢﴾

১১২। যেদিন প্রত্যেক আত্মা নিজ নিজ পক্ষে যুক্তি উত্থাপন করিতে করিতে আসিবে, এবং প্রত্যেককেই তাহার কৃত-কার্যের প্রতিফল পূর্ণরূপে দেওয়া হইবে এবং তাহাদের প্রতি কোন অবিচার করা হইবে না।

وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ اٰمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَّاْتِيْهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِاَنْعُمِ اللّٰهِ فَاَذَاقَهَا اللّٰهُ لِبَاسَ الْجُوْعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ ﴿١١٣﴾

১১৩। এবং আল্লাহ্ এক জনপদের[১৫৮১] দৃষ্টান্ত বর্ণনা করিতেছেন যাহা সকল দিক দিয়া নিরাপদ ও সুখ শান্তিতে ছিল, যাহার রিয্‌ক সকল স্থান হইতে উহার নিকট পৌঁছিতেছিল, তথাপি উহা আল্লাহ্‌র নেয়ামতসমূহের অকৃতজ্ঞতা করিল; সুতরাং আল্লাহ্ তাহাদের কৃত-কর্মের দরুন উহাকে ক্ষুধা[১৫৮২] এবং ভয়ের পোষাকের[১৫৮৩] (ক্ষুধা ও ভয়ের পোষাকে আচ্ছাদিত করিয়া) স্বাদ গ্রহণ করাইলেন।

وَلَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُوْلٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوْهُ فَاَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظٰلِمُوْنَ ﴿١١٤﴾

১১৪। এবং নিশ্চয় তাহাদের নিকট তাহাদের মধ্য হইতে একজন রসূল আসিয়াছিল, কিন্তু তাহারা তাহাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিল, ফলে তাহাদিগকে আযাব ধৃত করিল এমতাবস্থায় যে তাহারা যুলুম করিতেছিল।

১৫৮০। যেখানে ১০৯,১১০ আয়াতে ঐ সকল লোকের কথা বলা হইয়াছে যাহারা মুর্তাদ (কুফরীতে প্রত্যাবর্তন) হইয়া যায় এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে ইসলামের শত্রুদের দলে যোগদান করে, সেখানে বর্তমান আয়াতে ঐ সকল লোকদের কথা বলা হইয়াছে যাহাদের সম্পর্কে বিচার স্থগিত রাখা হইয়াছে (আয়াত-১০৭)। ইহাদের ব্যাপারে বিচারে এই সিদ্ধান্ত দেওয়া হইয়াছে যে, উহারা যদি আল্লাহ্‌র জন্য হিজরত করে এবং সংগ্রাম করে এবং ইসলামের জন্য সকল প্রকারের দুঃখ-কষ্ট ধৈর্যসহকারে বরদাশ্‌ত করে তাহা হইলে আল্লাহ্‌তা'লা তাহাদের পূর্বকৃত পাপসমূহ মাফ করিয়া দিবেন, নচেৎ নহে; কেননা তাহা হইলেই ইহা প্রমাণিত হইবে যে, তাহারা তাহাদের পূর্বকৃত ত্রুটিসমূহ সম্পূর্ণ সংশোধিত করিয়া লইয়াছে, সেইজন্য এই আয়াতে ব্যবহৃত জেহাদ শব্দের অর্থ 'তলোয়ারে যুদ্ধ' নহে, বরং ইসলামের উন্নতির জন্য চেষ্টা-সাধনা করিয়া যাওয়া।

১৫৮১। এই আয়াতে বর্ণিত জনপদ শব্দ দ্বারা মক্কাকে বুঝাইতেছে।

১৫৮২। এই ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দীর্ঘ সাত বৎসর ব্যাপিয়া মক্কাকে ঘিরিয়া রাখিয়াছিল (২৬৯৪ টীকা দ্রঃ)।

১৫৮৩। 'যুদ্ধের ভয়' অর্থ মুসলমানদের বিরুদ্ধে মক্কাবাসীরা যে যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছিল এবং পরাজিত হইয়াছিল। তাহারা এইরূপ চরম ভীতিপূর্ণ অবস্থায় বাস করিতেছিল যে, যুদ্ধের ভীতি যেন তাহাদিগকে 'জুজুর' ভয়ের মত পাইয়া বসিয়াছিল। আরবী বাক্‌ধারায় 'যাকা' আস্বাদ গ্রহণ শব্দ কখনও কখনও 'লেবাস' (পোষাক)-এর জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যেমন আরবী ভাষার প্রসিদ্ধ শ্লোকঃ- কালু ইক্‌তারিহ্ শাইয়ান নুজিদ লাকা তাব্‌খাহু, কুলতু ইত্‌বাখূলী জুব্‌বাতাঁ ওয়া কামিসা, অর্থাৎ তাহারা বলিল, আপনার জন্য কি রন্ধন করিব (মানে কি খাইবেন)? আমি বলিলাম, আমার জন্য একটি লম্বা কোট এবং একটি সার্ট পাক করুন।

فَكُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلٰلًا طَيِّبًا ۖ وَّاشْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ ﴿١١٤﴾

১১৫। সুতরাং আল্লাহ্ তোমাদিগকে যাহা কিছু দিয়াছেন উহা হইতে তোমরা হালাল ও পবিত্র বস্তু[১৫৮৪] খাও এবং আল্লাহ্‌র নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর যদি তোমরা কেবল তাঁহার ইবাদত করিয়া থাক।

اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَمَآ اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١١٥﴾

১১৬। তিনি কেবল তোমাদের জন্য হারাম করিয়াছেন মৃত-জীব, রক্ত, শূকরের মাংস এবং যাহার উপর আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের নাম উচ্চারণ করা হইয়াছে; কিন্তু যাহাকে (ঐগুলির মধ্য হইতে কোন বস্তু খাইতে) বাধ্য করা হয় এমতাবস্থায় যে সে অবাধ্য নহে এবং সীমালংঘনকারীও নহে, তাহা হইলে নিশ্চয় আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَا تَصِفُ اَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هٰذَا حَلٰلٌ وَّهٰذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوْا عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ ۭ اِنَّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُوْنَ ﴿١١٦﴾

১১৭। তোমাদের জিহ্বা যে সকল মিথ্যা বর্ণনা করে, উহার উপর ভিত্তি করিয়া বলিও না, 'ইহা হালাল এবং ইহা হারাম,' ইহাতে তোমরা আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে মিথ্যা রচনাকারী হইয়া যাইবে। নিশ্চয় যাহারা আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে মিথ্যা রচনা করিয়া থাকে, তাহারা সফলকাম হয় না।

مَتَاعٌ قَلِيْلٌ ۠ وَّلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿١١٧﴾

১১৮। (এই জীবন) ক্ষণস্থায়ী সুখ-সম্ভোগ; এবং (পরে) তাহাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক আযাব রহিয়াছে।

وَعَلَى الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ ۚ وَمَا ظَلَمْنٰهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ﴿١١٨﴾

১১৯। এবং যাহারা ইহুদী তাহাদের উপরও আমরা ইতিপূর্বে সেই সকল বস্তু হারাম করিয়াছিলাম যাহার উল্লেখ আমরা তোমার নিকট করিয়াছি। আমরা তাহাদের উপর যুলুম করি নাই, বরং তাহারা নিজেদের প্রাণের উপর যুলুম করিয়া আসিতেছিল।

ثُمَّ اِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِيْنَ عَمِلُوا السُّوْۗءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوْا مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ وَاَصْلَحُوْٓا ۙ اِنَّ رَبَّكَ مِنْۢ بَعْدِهَا لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١١٩﴾ ع ১৫ [৯] ২১

১২০। অতঃপর, নিশ্চয় তোমার প্রভু তাহাদের জন্য—যাহারা অজ্ঞতাবশতঃ[১৫৮৫] মন্দ কাজ করে, অতঃপর তাহারা তওবা করে এবং সংশোধন করে—ইহার পর নিশ্চয় তোমার প্রভু অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ كَانَ اُمَّةً قَانِتًا لِّلّٰهِ حَنِيْفًا ۭ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿١٢٠﴾

১২১। নিশ্চয় ইব্‌রাহীম ছিল সদ্‌গুণের পরম আদর্শ,[১৫৮৬] আল্লাহ্‌র একান্ত অনুগত ও নিষ্ঠাবান এবং সে মোশরেকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।

১৫৮৪। ২ঃ১৬৯, ১৭৪; ৫ঃ৪; ৬ঃ১১৯, ১২০ এবং ১৪৬ আয়াতের টীকাগুলি দ্রষ্টব্য।

১৫৮৫। 'জাহালাহ্' অর্থ জ্ঞানের অভাব এবং আধ্যাত্মিক উপলব্ধির অভাব— উভয় প্রকার অজ্ঞতা প্রকাশক। এখানে ইহা দ্বিতীয় ভাবার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, কারণ কোন ব্যক্তিকে শাস্তি দেওয়ার কোন অর্থই বহন করে না যদি সেই ব্যক্তি আদেশ সম্বন্ধে জ্ঞানই না রাখে, যাহা পালন না করার অপরাধে সে শাস্তি পায়।

১৫৮৬। উম্মাহ অর্থ:- জাতি; গোত্র; সৎ কর্মশীল ব্যক্তি যিনি অনুকরণ যোগ্য; এমন ব্যক্তি যিনি সকল সদ্‌গুণাবলীর আধার, সকল পুণ্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শক (লেইন)।

شَاكِرًا لِّاَنْعُمِهٖ ؕ اِجْتَبٰىهُ وَهَدٰىهُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿١٢١﴾

১২২ । সে তাঁহার নেয়ামতসমূহের জন্য সদা সকৃতজ্ঞ ছিল, তিনি তাহাকে মনোনীত করিয়াছিলেন এবং তাহাকে সরল-সুদৃঢ় পথে হেদায়াত দান করিয়াছিলেন ।

وَاٰتَيْنٰهُ فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً ؕ وَاِنَّهٗ فِى الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿١٢٢﴾

১২৩ । এবং আমরা তাহাকে এই দুনিয়াতেও কল্যাণ দান করিয়াছিলাম এবং পরকালেও সে অবশ্যই সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হইবে ।

ثُمَّ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ اَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا ؕ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿١٢٣﴾

১২৪ । অতঃপর, আমরা তোমার প্রতি এই ওহী করিলাম যে, তুমি নিষ্ঠাবান ইব্‌রাহীমের ধর্মাদর্শের অনুসরণ কর এবং সে মোশরেকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না ।

اِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْا فِيْهِ ؕ وَاِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ﴿١٢٤﴾

১২৫ । সাবাত[১৫৮৭] দিবস (-এর বিধি লংঘনের শাস্তি) কেবল তাহাদের উপর ধার্য করা হইয়াছিল যাহারা এই সম্বন্ধে মতবিরোধ করিয়াছিল এবং নিশ্চয় তোমার প্রভু কিয়ামতের দিন তাহাদের মধ্যে সেই সম্বন্ধে মীমাংসা করিয়া দিবেন যে বিষয়ে তাহারা মতবিরোধ করিত ।

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ ؕ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ ﴿١٢٥﴾

১২৬ । তুমি হিকমত (প্রজ্ঞা)[১৫৮৮] ও সদুপদেশ দ্বারা তোমার প্রতিপালকের পথের দিকে আহ্বান কর এবং তাহাদের সহিত এমন পন্থায় বিতর্ক কর যাহা সর্বাধিক উত্তম । নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক তাহাদিগকে সর্বাধিক জানেন যাহারা তাঁহার পথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে; এবং তিনি তাহাদিগকেও সর্বাধিক জানেন যাহারা হেদায়াতপ্রাপ্ত ।

وَاِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوْا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهٖ ؕ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصّٰبِرِيْنَ ﴿١٢٦﴾

১২৭ । এবং যদি তোমরা (যালেমদিগকে) শাস্তি দিতে চাহ তাহা হইলে ততটুকুই শাস্তি দাও যতটুকু তোমাদের উপর অন্যায় করা হইয়াছে এবং যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর তাহা হইলে ইহা অবশ্যই ধৈর্যশীলগণের জন্য উত্তম ।

وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ اِلَّا بِاللّٰهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِىْ ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُوْنَ ﴿١٢٧﴾

১২৮ । এবং (হে নবী !) তুমি ধৈর্য ধারণ কর এবং তোমার ধৈর্য ধারণ করা একমাত্র আল্লাহ্‌র সাহায্য দ্বারাই হইতে পারে । এবং তুমি তাহাদের জন্য দুঃখিত হইও না এবং তাহারা যে ষড়যন্ত্র করিতেছে উহার জন্য তুমি বিষন্ন হইও না ।

১৫৮৭ । ইহুদীগণের আকিদা মতে সাবাতের অবমাননা তাহাদের জাতীয় অধঃপতন ও দুঃখের কারণ। এই আয়াত ইহা ব্যক্ত করে যে, তাহারা শুধু ইসলাম ধর্ম গ্রহণের দ্বারাই তাহাদের হৃতগৌরব পুনরুদ্ধার করিতে পারে, সাবাত পালন দ্বারা নহে ।

১৫৮৮ । হিকমত অর্থঃ(১) প্রজ্ঞা, জ্ঞান অথবা বিজ্ঞান; (২) সাম্যবাদিতা বা ন্যায় বিচার; (৩) ধৈর্য বা ক্ষমাশীলতা, (৪) অবিচলতা; (৫) যাহা সত্যের সমার্থক বা সত্যসম্মত এবং যাহা অবস্থার প্রেক্ষিতে জরুরী বিবেচিত; (৬) নুবওয়াতের দান বা নেয়ামত;(৭) যাহা বোকার মত ব্যবহার করা হইতে কোন ব্যক্তিকে বিরত রাখে (লেইন, মুফরাদাত)।

১৬ [৯] ২২

১২৯। নিশ্চয় আল্লাহ্ সঙ্গে আছেন তাহাদের যাহারা তাক্‌ওয়া অবলম্বন করে এবং তাহাদেরও যাহারা সৎকর্মশীল।[১৫৮৯]

إِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَّ الَّذِيْنَ هُمْ مُّحْسِنُوْنَ ﴿١٢٨﴾ ع ١٦ ٢٢

১৫৮৯। 'মুত্তাকী' সেই ব্যক্তিকে বলা হয়, যিনি আল্লাহ্‌তা'লার সঙ্গে এইরূপ 'মজবুত' সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করেন, যাহার ফলে আল্লাহ্ নিজেই তাহার রক্ষক হইয়া যান এবং তাহাকে সর্বপ্রকার অনিষ্ট হইতে রক্ষা করেন। মুহ্‌সেন সেই ব্যক্তিকে বুঝায়, যিনি সৎকর্মশীল এবং সুন্দর ও উত্তম ব্যবহারের অধিকারী হন এবং আল্লাহ্‌তা'লার আশ্রয়ে আসার পর অন্যান্য লোকদিগকেও আল্লাহ্‌র আশ্রয়ে টানিয়া আনার চেষ্টা করেন। এই ভাবে যিনি 'মুহ্‌সেন' তিনি 'মুত্তাকী' হইতে উচ্চতর আধ্যাত্মিক মোকামের অধিকারী হইয়া থাকেন।

১৭-সূরা বনী ইসরাঈল

(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

নাযেল হওয়ার তারিখ ও প্রসংগ

এই সূরায় বনী ইস্‌রাঈল এবং ইস্‌রাঈলীদের ইতিহাসের কতিপয় উল্লেখযোগ্য ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে এবং যে অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া বনী ইস্‌রাঈলদিগকে অতিক্রম করিতে হইয়াছিল উহার কথাও উল্লেখ করা হইয়াছে। তাই এই সূরার নামকরণ করা হইয়াছে বনী ইস্‌রাঈল। এই সূরাটি 'ইস্‌রা' শিরোনামেও পরিচিত, কেননা, ইহা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর আধ্যাত্মিক নৈশ ভ্রমণ দ্বারা শুরু হইয়াছে, যাহার মধ্যে তিনি মসজিদুল হারাম হইতে মসজিদুল আকসায় গমন করেন এবং এই আধ্যাত্মিক ভ্রমন বৃত্তান্ত এই সূরার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর একজন প্রথম দিককার সাহাবী, হযরত ইবনে মাসউদের মতে মক্কী জীবনের ৪র্থ হইতে ১১তম বৎসরের মধ্যে এই সূরা নাযেল হইয়াছিল। খৃষ্টীয় লেখকগণ অবশ্য এই সময় কালকে ৬ষ্ঠ হইতে ১২শ বৎসরের মধ্যে মনে করিয়া থাকেন। পূর্ববর্তী সূরার শেষাংশে মুসলমানদেরকে সতর্ক করিয়া বলা হইয়াছিল যে, শীঘ্রই তাহারা 'আহলে কিতাবগণের' পক্ষ হইতে কঠোর বিরোধিতার সম্মুখীন হইবে, যেমন হইয়াছিল তাহারা মক্কার মোশরেকদের পক্ষ হইতে। কিন্তু ইহাতে তাহারা যেন ধৈর্য ধারণ করে, যে পর্যন্ত না আল্লাহ্‌তা'লা স্বীয় অনুগ্রহে তাহাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে তাহাদিগকে বিজয় দান করেন। আলোচ্য সূরাতে মুসলমানদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলা হইয়াছে যে, এবারকার বিরোধিতা মদীনা হইতে শুরু হইবে যাহার পরিণতিতে 'আহলে কিতাবগণ' সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হইবে এবং তাহাদের পবিত্র স্থানসমূহ মুসলমানদের হস্তগত হইবে।

বিষয়বস্তু

শিরোনাম হইতে স্বভাবতঃই প্রতীয়মান হয় যে, এই সূরাটিতে ইহুদী জাতির ইতিহাস, বিশেষ করিয়া তাহাদের দুইটি সুবিদিত ঘটনা অর্থাৎ যেভাবে তাহারা আল্লাহ্‌র দুইজন মহান নবী হযরত দাউদ (আঃ) ও হযরত ঈসা (আঃ)-কে প্রকাশ্যে অস্বীকার করিয়াছিল, তৎপ্রতি মনোযোগ আকর্ষণকারী বর্ণনা রহিয়াছে। এই অস্বীকৃতির দরুন প্রথমে তাহারা ব্যাবিলনীয় সম্রাট নবুখদ-নিৎসর (বখতেনসর) কর্তৃক নিগৃহীত হয় এবং তাহাদের জাতীয় জীবনের ধ্বংস সাধিত হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে রোমক সম্রাট টিটাস কর্তৃক তাহাদের বিনাশ ঘটে। ইহুদী জাতির এই দ্বিবিধ ধ্বংস প্রাপ্তির ঘটনা একটি সতর্কতামূলক বিষয় হিসাবে মুসলমান জাতির নিকট পেশ করিয়া বলা হইয়াছে যে, তাহাদের অন্যায়, অপকর্ম ও বাড়াবাড়ির ফলে তাহাদের জাতীয় জীবনও দুইটি বিরাট বিপর্যয়ের মধ্য দিয়া অতিক্রম করিবে। তবে এই সতর্কতার সাথে তাহাদেরকে আশা ও উৎসাহ-ব্যাপক সান্ত্বনাও দেওয়া হইয়াছে। কেননা, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) শেষ শরীয়তধারী নবী, তাই তাঁহার বিধান ইহুদী বিধান-গ্রন্থের মত কখনই সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে না, বরং প্রাথমিক বাধাবিপত্তি অতিক্রম করিয়া ইহা আরো অনেক দীপ্তি ও উজ্জ্বলতা সহকারে সফলতার দিকে আগাইয়া যাইবে। ইহা ছাড়া বর্তমান সূরাতে এমন কিছু বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা রহিয়াছে যাহা পূর্ববর্তী সূরাতে সংক্ষিপ্ত উদ্ধৃতি হিসাবে উল্লেখিত হইয়াছিল। সূরার প্রারম্ভেই হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর 'ইস্‌রা' বা আধ্যাত্মিক নৈশ ভ্রমণের বিষয়টি বর্ণিত হইয়াছে। ইহার মাধ্যমে এই ভবিষ্যদ্বাণীও করা হইয়াছে যে, হযরত মূসা (আঃ)-এর উত্তরসূরী এবং তাঁহার সদৃশ নবী হিসাবে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর অনুসারীরা মূসা (আঃ)-এর নিকট প্রতিশ্রুত পবিত্রভূমি (জেরুযালেম) লাভ করিবে এবং হযরত মূসা (আঃ)-এর হিজরতের অনুরূপ হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-কেও হিজরত করিতে হইবে যাহার ফলে ইসলাম অত্যন্ত তরক্কী লাভ করিবে এবং দ্রুত সফলতার দিকে আগাইয়া যাইবে। অতঃপর, সংক্ষিপ্তভাবে বলা হইয়াছে যে, হযরত মূসা (আঃ)-এর কওম তাহাদের মধ্যে আগত নবীদের সান্নিধ্যে থাকিয়া বিপুল ক্ষমতা ও সম্মানের অধিকারী হইয়াছিল, কিন্তু পরিণামে ঐশী সতর্কতাকে উপেক্ষা করার ফলে তাহারা দুঃখ-কষ্টে নিপতিত হয়। কিন্তু হযরত মূসা (আঃ)-এর বিধান-গ্রন্থ তওরাত হইতে যেহেতু কুরআন সকল দিক দিয়াই পরিপূর্ণ ও উৎকৃষ্ট, তাই ইহার অনুসারীরা তওরাতের অনুসারী হইতে নিজেদের মধ্যে অধিকতর উন্নত ও বাঞ্ছিত পরিবর্তন সাধনে সক্ষম হইবে। ইহুদীদের উত্থান ও পতনের এই সংক্ষিপ্ত বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গেই মুসলমানদিগকে এই সাবধান-বাণী শুনানো হইয়াছে যে, আল্লাহ্‌তা'লা মুসলমানদেরকেও তাঁহার নেয়ামতের অধিকারী করিবেন এবং ইহুদীদের মত তাহারাও জাগতিক উন্নতি ও গৌরবের অধিকারী হইবে, কিন্তু এই সম্পদ, প্রতিপত্তি ও যশ লাভের পর তাহারা যেন আল্লাহ্‌কে ভুলিয়া না যায়। অতঃপর, এমন কতিপয় কার্যবিধি সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে যাহার অনুসরণে একটি জাতি উহার আধ্যাত্মিক উৎকর্ষতার এক অতি উন্নত পর্যায়ে নিজেদেরকে উন্নীত করিতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, অবিশ্বাসীরা উন্নতি লাভের এই কার্যবিধি হইতে কোন প্রকার ফায়দা হাসিল করে না, উপরন্তু তাহারা উদ্ধতভাবে উহা হইতে মুখ ফিরাইয়া লয় এবং তাহাদের মিথ্যা অহংকার ও গর্ব তাহাদেরকে যে ভয়াবহ পরিণতির দিকে নিয়া যায় সেই বিষয়ে তাহারা মোটেই দৃকপাত করে না। তাহাদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী উচ্চারণপূর্বক বলা হইয়াছে যে, সত্যের অস্বীকার কোন সময়ই শুভ

পরিণতি প্রদান করে না; বরং উহার পরিণাম হইয়া থাকে ভয়াবহ ঐশী শাস্তি এবং ইহা বিশেষ ভাবে আখেরী যামানায় প্রতিভাত হইবে, যখন এই পৃথিবী আলো এবং অন্ধকারের শেষ মোকাবিলা প্রত্যক্ষ করিবে এবং পরিণামে অন্ধকার তথা শয়তানী শক্তিসমূহ বিনষ্ট হইবে। অবিশ্বাসীদের প্রতি কঠোর তিরস্কার পূর্বক অতঃপর বলা হইয়াছে যে, তাহারা যদিও হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর ধ্বংস কামনায় চেষ্টার কোন ত্রুটি করিতেছে না, তথাপি পরিণামে তিনিই বিজয়ী হইবেন। আল্লাহ্‌তা'লা তাঁহাকে এক বিশেষ এবং মহৎ উদ্দেশ্যে প্রেরণ করিয়াছেন। পৃথিবীর প্রত্যন্ত অঞ্চলে তাঁহার নাম প্রচারিত হইবে এবং পৃথিবীর শেষ দিন পর্যন্ত তাঁহার নাম সম্মানের সহিত উচ্চারিত হইবে। মানবতার সর্বোচ্চ পথ প্রদর্শক ও নেতা হিসাবে পৃথিবী তাঁহাকে কবুল করিবে এবং তাঁহার আনীত শিক্ষা অর্থাৎ, কুরআন শরীফও এক অনন্ত আধ্যাত্মিক জ্ঞান-ভাণ্ডার হিসাবে প্রতিভাত হইবে। সূরাটির শেষাংশে আখেরী যামানার কিছু নিদর্শন ও লক্ষণাবলী সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বর্ণনার পর সেই সময় যেসব সামাজিক পাপাচার প্রাধান্য লাভ করিবে সে সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে। আর এক্ষেত্রে প্রার্থনা ও আল্লাহ্‌তা'লার সাথে নিবিড় এবং সত্যিকার সম্পর্কই যে মানুষকে পাপ ও ধ্বংসের পথ হইতে রক্ষা করিবে— উহারও ঘোষণা দেওয়া হইয়াছে।

سُوْرَةُ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ مَكِّيَّةٌ (١٧) ١١٢ اٰيَاتُهَا ١٢ رُكُوْعَاتُهَا

১৭-সূরা বনী ইসরাঈল

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ১১২ আয়াত এবং ১২ রুকূ আছে ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝١ منزل ٤

১। আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

سُبْحٰنَ الَّذِيْٓ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا الَّذِيْ بٰرَكْنَا حَوْلَهٗ لِنُرِيَهٗ مِنْ اٰيٰتِنَا ؕ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ۝٢ الجزء ١٥

২। তিনি পরম পবিত্র ও মহিমাময়, যিনি রাত্রিযোগে স্বীয় বান্দাকে মসজিদুল হারাম (সম্মানিত মসজিদ) হইতে মসজিদুল আকসা[১৫৯০] (দূরবর্তী মসজিদ) পর্যন্ত লইয়া[১৫৯১] গেলেন, যাহার চতুষ্পার্শ্বকে আমরা বরকতমণ্ডিত করিয়াছি, যেন আমরা তাহাকে আমাদের কতক নিদর্শন[১৫৯১-ক] দেখাই । নিশ্চয় তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা ।

১৫শ পারা

১৫৯০ । এই আয়াতে হযরত রসূল করীম (সাঃ)-এর এক কাশফ (দিব্য-দর্শন)-এর কথা ব্যক্ত হইয়াছে যাহা অধিকাংশ তফসীরকারকগণের মতে মে'রাজ (আধ্যাত্মিক স্বর্গারোহণ) বলিয়া পরিচিত। সাধারণ্যে প্রচলিত ধারণার বিপরীতে আমাদের মতে এই আয়াতে নবী করীম (সাঃ)-এর ইস্‌রা (রাত্রিকালীন আধ্যাত্মিক সফর) সম্বন্ধে ব্যক্ত হইয়াছে, যাহাতে আঁ-হুযূর (সাঃ) কাশ্‌ফ যোগে মক্কা হইতে জেরুযালেম পর্যন্ত সফর করিয়াছেন । মে'রাজ সম্পর্কে সূরা আন্ নজ্‌মে মোটামুটিভাবে বর্ণিত হইয়াছে । সূরা আন্ নজ্‌মে উল্লেখিত ঘটনাসমূহ (আয়াত ৮-১৮), যাহা নবুওয়াতের পঞ্চম বৎসরে রজব মাসে কিছু সংখ্যক সাহাবার (রাঃ) আবিসিনিয়াতে হিজরতের পরে পরেই নাযেল হইয়াছিল । হাদীস শরীফে রসূলে করীম (সাঃ)-এর মে'রাজ সম্পর্কিত ঘটনাবলী সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে । এই আয়াতে মক্কা হইতে জেরুযালেম পর্যন্ত নবী করীম (সাঃ)-এর ইস্‌রা (রাত্রিতে আধ্যাত্মিক ভ্রমণ) সম্বন্ধে আলোচিত হইয়াছে। যুরকানীর মতে উহা নবুওয়াতের একাদশ বৎসরে সংঘটিত হইয়াছিল, এবং মূইর ও কোন কোন খৃষ্টান লেখকের মতে নবুওয়াতের দ্বাদশ বৎসরে ঘটিয়াছিল । যাহা হউক ইবনে সা'আদ এবং মারদাওয়াইয়ের মতে হিজরতের ১ বৎসর পূর্বে রবিউল আউয়াল মাসের ১৭ তারিখে এই 'ইস্‌রার' ঘটনা ঘটিয়াছিল (আল-খাসাইসুল কুব্‌রা)। বায়হাকীও বর্ণনা করিয়াছেন যে, হিজরতের এক বৎসর বা ছয়মাস পূর্বে ইস্‌রা সংঘটিত হইয়াছিল । এইরূপে সকল সংশ্লিষ্ট বর্ণনা হইতে ইহা প্রতীয়মান হয় যে, নবুওয়াতের দ্বাদশ বৎসরে হিজরতের এক বৎসর বা ছয় মাস পূর্বে ইসরার ঘটনা ঘটিয়াছিল । সেই সময়ে দশম বৎসরে হযরত খাদিজা (রাঃ)-এর মৃত্যুর পর হযরত রসূলে করীম (সাঃ) তাঁহার চাচাত বোন উম্মে হানীর সঙ্গে বসবাস করিতেছিলেন । কিন্তু অধিকাংশ পণ্ডিতগণের মতে মে'রাজ সংঘটিত হইয়াছিল নবুওয়াতের পঞ্চম বৎসরে । অতএব ঘটনা সংঘটিত হওয়ার সময়ের মধ্যেও ৬/৭ বৎসরের ব্যবধান রহিয়াছে । কাজেই এই ঘটনা দুইটি ভিন্ন ভিন্ন, একটি অন্যটি হইতে সম্পূর্ণ আলাদা । ইহা ছাড়া ঐ সকল ঘটনা যাহা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মে'রাজের ঘটনা বলিয়া হাদীসে উল্লেখিত হইয়াছে তাহা ইস্‌রার ঘটনাবলী হইতে সম্পূর্ণ আলাদা ধরণের । ঘটনাদ্বয় আধ্যাত্মিক বিস্ময়কর ব্যাপার ! হযরত নবী করীম (সাঃ) সশরীরে উর্দ্ধাগমন করেন নাই বা জেরুযালেমে গমন করেন নাই ।

ঐতিহাসিক প্রমাণ ছাড়াও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বৃত্তান্তসমূহও এই মতেরই সমর্থন করে যে, এই দুইটি ঘটনা একটি অন্যটি হইতে সম্পূর্ণভাবে স্বতন্ত্র । (ক) পবিত্র কুরআন মজীদের সূরা আন্ নজমে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর মে'রাজ সম্বন্ধে বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু ইস্‌রা সম্পর্কে কিছুই বলা হয় নাই । অথচ আলোচ্য আয়াতে তাঁহার ইস্‌রার কথা বর্ণনা করা হইয়াছে কিন্তু মে'রাজ সম্পর্কে কোন পরোক্ষ আয়াত পর্যন্ত নাই ।(খ) ইস্‌রা সংঘটিত হওয়ার রাত্রে রসূলে করীম (সাঃ) তাঁহার চাচাতো বোন উম্মে হানীর ঘরে ছিলেন এবং তিনি শুধু তাঁহার জেরুযালেম সফরের কথাই বলিয়াছেন, জান্নাত সফরের কোন কথাই বলেন নাই। তিনিই (উম্মে হানী) প্রথম মহিলা যাহার নিকট আঁ-হযরত (সাঃ) তাঁহার জেরুযালেমে রজনীযোগে আধ্যাত্মিক ভ্রমণের কথা প্রকাশ করেন এবং অন্ততঃপক্ষে সাত জন মোহাদ্দিস (হাদীস সংগ্রহকারী) উম্মে হানীর নাম উল্লেখের সহিত চারজন ভিন্ন ভিন্ন রেওয়ায়াতকারীর বরাত দিয়াছেন যাহারা উম্মে হানীর নিকট হইতে উক্ত ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন । এই চার জন বর্ণনাকারী একই রেওয়ায়াত করিয়াছেন যে, নবী করীম (সাঃ) যে রাত্রে জেরুযালেম ভ্রমণ করিয়াছিলেন, সেই রাত্রেই তিনি মক্কায় প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন । যদি আঁ-হযরত (সাঃ) তাঁহার বেহেশ্‌তে আরোহণের কথা বলিতেন তাহা হইলে উম্মে হানী তাঁহার একাধিক বর্ণনার কোন একটিতে অন্ততঃ এই বিষয়ে উল্লেখ না করিয়া পারিতেন না । কিন্তু তিনি তাঁহার কোন রেওয়ায়াতেই একথা উল্লেখ না করায় ইহা নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হয় যে, যে রাত্রিতে নবী করীম (সাঃ) কেবল ইস্‌রা বা জেরুযালেমে আধ্যাত্মিক সফর করিয়াছিলেন, সেই

১৫৯১ ও ১৫৯১-ক টীকা-পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

وَاٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَجَعَلْنٰهُ هُدًى لِّبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اَلَّا تَتَّخِذُوْا مِنْ دُوْنِيْ وَكِيْلًا ۝٢

৩। এবং আমরা মূসাকে কিতাব দিয়াছিলাম এবং আমরা ইহাকে বনী ইসরাঈলের জন্য হেদায়াত স্বরূপ করিয়াছিলাম (এই আদেশ দিয়া) যে, 'তোমরা আমাকে ছাড়া অপর কাহাকেও অভিভাবক বানাইও না,

ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوْحٍ ۭ اِنَّهٗ كَانَ عَبْدًا شَكُوْرًا ۝٣

৪। হে ঐ সকল লোকের বংশধরগণ, যাহাদিগকে আমরা নূহের সহিত (কিশ্‌তিতে) আরোহণ করাইয়াছিলাম।' নিশ্চয় সে (আমাদের) একজন কৃতজ্ঞ বান্দা ছিল।

وَقَضَيْنَآ اِلٰى بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ فِي الْكِتٰبِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْاَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيْرًا ۝٤

৫। এবং আমরা ঐ কিতাবে স্পষ্টভাবে বনী ইসরাঈলকে এই সিদ্ধান্তের কথা বলিয়াছিলাম, 'অবশ্যই তোমরা দেশে দুইবার[১৫৯২] বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিবে এবং তোমরা অবশ্যই পরম স্বৈরাচারী অহংকারমত্ত হইবে।'

রাত্রিতে মে'রাজ সংঘটিত হয় নাই। মনে হয় কতক বর্ণনাকারী ইস্‌রা ও মে'রাজ—এই দুইটি বিষয়কে এক করিয়া ফেলিয়াছেন। এই গরমিল সম্ভবতঃ 'ইস্‌রা' শব্দ হইতে সৃষ্টি হইয়াছে, কারণ ইহা 'ইস্‌রা' এবং মে'রাজ উভয়ের জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে এবং ইস্‌রা ও মে'রাজের বিবরণের কোথাও কোথাও সাদৃশ্য বিদ্যমান থাকায় এই বিভ্রান্তি বৃদ্ধি পায় এবং বদ্ধমূল হইয়া যায়।(গ) যে সব হাদীস প্রথমে আঁ-হযরত (সাঃ)-এর জেরুযালেম সফর এবং তৎপর সেখান হইতে উর্ধ্বলোকে তাঁহার পরিভ্রমণের বিবরণ দিয়াছে, সেগুলিতে উল্লেখ রহিয়াছে যে, মহানবী (সাঃ) জেরুযালেমে পূর্ববর্তী নবীগণের সঙ্গে সাক্ষাত করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন হযরত আদম, ইব্‌রাহীম, মূসা ও ঈসা (আঃ), এবং বেহেশ্‌তেও পুনরায় তাঁহাদের সঙ্গে সাক্ষাত হইয়াছিল,কিন্তু সেখানে তিনি তাঁহাদিগকে চিনিতে পারেন নাই। এখন প্রশ্ন জাগে যে, এই নবীগণ (আঃ) যাঁহাদের সঙ্গে মহানবী (সাঃ)-এর জেরুযালেমে দেখা হইয়াছিল, সেখান হইতে তাহারা কিরূপে তাঁহার পূর্বেই বেহেশ্‌তে পৌঁছিয়া গেলেন, এবং একই সফরের মধ্যে কিছুক্ষণ পূর্বে যাহাদিগকে দেখিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে তিনি কেনইবা চিনিতে পারিলেন না ? ইহা কল্পনা করা যায় না যে, উল্লেখিত সফরের মধ্যে মাত্র আঁ-হযরত (সাঃ) অল্পক্ষণ পূর্বেই যাঁহাদিগকে দেখিয়াছিলেন ক্ষণিক সময়ের ব্যবধানেই তিনি তাহাদিগকে চিনিতে ব্যর্থ হইলেন। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই বিষয়ের উপর বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন "দি লারজার এডিশন অব দি কমেন্টারী"- পৃঃ ১৪০৪—১৪০৯।

১৫৯১। মসজিদুল আকসা (দূরবর্তী মস্‌জিদ) দ্বারা জেরুযালেমে হযরত সুলায়মান (আঃ)-এর ইবাদত গৃহের কথা বলা হইয়াছে।

১৫৯১-ক। তফসীরাধীন আয়াতে বর্ণিত নবী করীম (সাঃ)-এর 'কাশ্‌ফ' এর মধ্যে এক মহান ভবিষ্যদ্বাণী নিহিত রহিয়াছে। দূরবর্তী মসজিদে তাঁহার ভ্রমণ দ্বারা মদীনায় প্রত্যাবাসন এবং সেখানে এক মসজিদ নির্মাণ করার ইংগিত বহন করিতেছে, যাহা পরবর্তী সময়ে ইসলামের কেন্দ্রীয় মসজিদরূপে নির্ধারিত হইবে। কাশ্‌ফে 'মহানবী (সাঃ) নামাযে অন্যান্য নবীগণের ইমামতি করিতেছিলেন' ইহা দ্বারা ব্যক্ত করা হইয়াছে যে, নতুন ধর্ম ইসলাম ইহার জন্মস্থানেই কেবল সীমাবদ্ধ থাকার জন্য প্রবর্তিত হয় নাই, বরং ইহা বিশ্বব্যাপী বিস্তার লাভ করিবে এবং অন্যান্য সকল ধর্মাবলম্বীগণ ইসলাম ধর্মের পতাকাতলে সমবেত হইবে। কাশ্‌ফে জেরুযালেম গমন দ্বারা ইহাও ব্যক্ত হইতে পারে যে, তাঁহাকে (সাঃ) সেই অঞ্চলের আধিপত্য দান করা হইবে যেখানে জেরুযালেম অবস্থিত। এই ভবিষ্যদ্বাণী হযরত ওমর (রাঃ)-এর খেলাফতের সময় পূর্ণ হইয়াছিল। এই কাশ্‌ফ দ্বারা ভবিষ্যতে কোন দূরবর্তী দেশে মহানবী (সাঃ)-এর আধ্যাত্মিক সফরের ইংগিত রূপেও ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। ইহার অর্থ হইল যে, যখন আধ্যাত্মিকভাবে অন্ধকার সারা বিশ্বকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিবে তখন নবী করীম (সাঃ)-এরই কোন অনুগামীর মধ্যে তাঁহারই আত্মিকরূপে দ্বিতীয় আবির্ভাব ঘটিবে—— তাঁহার প্রথম আবির্ভাবের ঘটনাস্থল হইতে বহু দূরের কোন অঞ্চলে। মহানবী (সাঃ)-এর এই দ্বিতীয় রূহানী আবির্ভাব প্রসঙ্গে সূরা জুমুআর ৩-৪ আয়াতে সুনির্দিষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে।

১৫৯২। হযরত মূসা (আঃ)-এর কিতাবের (দ্বিতীয় বিবরণ-২৮ঃ১৫, ৪৯ঃ৫৩, ৬৩-৬৪ এবং ৩০ঃ১৫) মধ্যে ইসরাঈল জাতি কর্তৃক দুইবার সীমালংঘন করার কথা বলা হইয়াছে। আয়াতে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, তাহাদের মধ্যে যাহারা অস্বীকার করিয়াছিল, তাহারা হযরত দাউদ (আঃ) ও হযরত ঈসা ইবনে মরিয়ম (আঃ) কর্তৃক দুইবার অভিশপ্ত হইয়াছিল (৫ঃ৭৯),ফলে দুইবারই তাহারা শাস্তি-প্রাপ্ত হইয়াছিল।

فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ ۚ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا ۝٦

৬। অতঃপর, যখন দুইবারের মধ্যে প্রথম [১৫৯৩] বারের প্রতিশ্রুতি (পূর্ণ হওয়ার সময়) আসিল তখন আমরা আমাদের কতক শক্তিশালী রণ নিপুণ বান্দাকে তোমাদের বিরুদ্ধে দাঁড় করাইলাম এবং তাহারা (তোমাদের) গৃহসমূহে অনুপ্রবেশ করিল এবং এই প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হওয়া অবশ্যম্ভাবী ছিল।

ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا ۝٧

৭। তখন আমরা পুনরায় তোমাদিগকে তাহাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ করিবার ক্ষমতা দিলাম এবং ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দ্বারা তোমাদিগকে সাহায্য করিলাম এবং তোমাদিগকে জন সংখ্যায় [১৫৯৪] (পূর্বাপেক্ষা) অধিক করিলাম।

১৫৯৩। হযরত দাউদ (আঃ)-এর পরে ইসরাঈল জাতিকে প্রথমে দৈব দুর্বিপাক গ্রাস করিয়াছিল এবং দ্বিতীয়বার তাহাদের উপর শাস্তি আসিয়াছিল হযরত ঈসা (আঃ)-এর পরে। বাইবেল হইতে ইহা প্রতীয়মান হয় যে, ইহুদীরা হযরত মূসা (আঃ)-এর পরে খুবই শক্তিশালী জাতিতে পরিণত হইয়াছিল। দাউদ (আঃ)-এর সময়ে তাহারা অত্যন্ত ক্ষমতাশালী রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে এবং তাঁহার মৃত্যুর কিছু কাল পরেও ইহারা ক্ষমতা ও গৌরবে উন্নতি করিতে থাকে। পরবর্তী কালে এই রাষ্ট্র ক্রমান্বয়ে অবনতির শিকারে পরিণত হয় এবং খৃষ্টপূর্ব প্রায় ৭৩৩ অব্দে সামারিয়া বিজিত হয় অ্যাসিরিয়ান দ্বারা, যাহারা জেবরিলের উত্তর অংশের ইহুদী রাজ্যের সম্পূর্ণ অংশ দখল করিয়া নেয়। খৃষ্টপূর্ব ৬০৮ সনে ফেরাউন নিকো-এর মিশরীয় সৈন্যবাহিনী কর্তৃক প্যালেষ্টাইন লুণ্ঠিত ও বিধ্বস্ত হয় এবং ইসরাঈলীগণ মিশরীয় শাসনাধীনে চলিয়া যায় (যিউ এনসাইক, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৬৬৫)। তাহাদের পার্থিব শক্তি ক্ষয়, তাহাদের ধ্বংসযজ্ঞ এবং তাহাদের উৎসাদন কোন কিছুই তাহাদেরকে তাহাদের সংশোধনের জন্য প্রবৃত্ত করিতে পারে নাই। তাহাদের অতীতের শয়তানী ক্রিয়াকলাপে তাহারা লাগিয়াই ছিল। আল্লাহ্‌তা'লার ক্রোধাগ্নি প্রায় আসন্ন হওয়ায় বনী ইসরাঈলদিগকে তাহাদের পাপাচার ত্যাগ করিবার জন্য যিরমিয় নবী সতর্ক করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহারা এই নবীর সতর্কবাণীর প্রতি কর্ণপাত করে নাই। জেহোয়াকিম-এর শাসনকালে ব্যাবিলনের নেবুখদনিৎসর প্রথম আক্রমণে মিশরীয়গণকে পরাজিত করিয়া প্যালেষ্টাইন দখল করে এবং অনেক ধর্মপ্রাণ গুণীব্যক্তিকে ও ধন-সম্পদ সঙ্গে করিয়া নিয়া যায়, কিন্তু শহরটিকে বিজয়াক্রমণের ধ্বংসলীলা হইতে অব্যাহতি দেয়। খৃষ্টপূর্ব ৫৯৭ সালেও প্যালেষ্টাইন অবরুদ্ধ হয় এবং ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের কবলে পতিত হয়। সিদ্‌কিয়ার (Zedekiah) বিদ্রোহীগণ নেবুখদনিৎসরের সাহায্যে প্যালেষ্টাইন দ্বিতীয়বার আক্রমণ করে এবং অবরোধের দেড় বৎসর পরে আকস্মিক প্রচণ্ড আক্রমণে শহরটি দখল করিয়া লয়। রাজা সিদ্‌কিয়া শহর ছাড়িয়া পলায়ন করে কিন্তু তাহাকে বন্দী করা হয়। তাহার পুত্রদিগকে হত্যা করা হয় এবং তাহার চোখ উৎপাটিত করা হয় এবং পরে বেড়ী লাগাইয়া তাহাকে ব্যাবিলনে নিয়া যাওয়া হয়। ধর্মশালা, রাজপ্রাসাদ এবং শহরের বৃহৎ অট্টালিকাগুলিকে ভস্মীভূত করা হয়, প্রধান পুরোহিত ও অন্যান্য নেতৃস্থানীয় লোকদিগকে হত্যা করা হয় এবং বহু সংখ্যক লোককে বন্দী করিয়া নিয়া যাওয়া হয় ('জেরুযালেম' অধ্যায়ের অধীন যিউ এনসাইক, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৬৬৫ পৃঃ এবং ৭ম খণ্ড ১২২ পৃঃ)।

১৫৯৪। নির্বাসনে ইহুদীগণ উন্নতি করিতে থাকে। তাহাদের অধিকাংশকে কেন্দ্রীয় ব্যাবিলনিয়াতে জাতীয় কাজে নিয়োগ করা হইল এবং তাহাদের মধ্যে অনেকেই পরিণামে স্বাধীনতা অর্জন করিল এবং মর্যাদাপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হইল। তাহাদের বিশ্বাস ও ধর্মীয় অনুরাগ পুনর্জীবিত হইল, ইতিহাসে তাহারা জ্ঞানার্জন করিল, তাহা পুনঃ সম্পাদনা করিল এবং জাতীয় পুনর্জীবনের উপযোগী করিয়া রচনা করিল এবং প্যালেষ্টাইন পুনরুদ্ধারের আশা আকাংখা পোষণ ও প্রচার করিতে লাগিল। প্রায় খৃষ্টপূর্ব ৫৪৫ সনে তাহাদের এই উচ্চাকাংখা আরো নিশ্চিত রূপ পরিগ্রহ করিল। ইহুদীগণ মেদিয়া ও পারশ্য রাজা সাইরাস (Cyrus)-এর সঙ্গে এক গোপন চুক্তি সম্পাদন করিল এবং তাহাকে ব্যাবিলন জয় করিতে সাহায্য করিল। নগরবাসীরা বিনা বাধায় খৃষ্টপূর্ব ৫৩৯ সনের জুলাই মাসে আত্মসমর্পণ করিল। ইহুদীগণের এই কাজের পুরস্কার স্বরূপ রাজা সাইরাস তাহাদিগকে জেরুযালেমে প্রত্যাবর্তনের অনুমতি দিলেন এবং তাহাদের ধর্মীয় ইবাদতখানা পুনর্নির্মাণ করার জন্য সাহায্য করিলেন (হিষ্টরিয়ানস্ হিষ্টরি অব দি ওয়ার্লড, ২য় খণ্ড, ১২৬ পৃষ্ঠা; যিউ এনসাইকো, ৭ম খণ্ড, 'জেরুযালেম' অধ্যায়, এনসাইক বিব 'সাইরাস' অধ্যায় এবং ২-বংশাবলী-৩৬:২২-২৩)। জুডিয়ান শেশ্‌বাজার (সাইরাসের অধীনস্থ শাসনকর্তা) সেই সব সম্পদ মন্দিরের ধর্ম যাজকের নিকট ফিরাইয়া দিল যাহা নেবুখদনিৎসর নিয়া গিয়াছিল এবং রাজকোষের খরচে সব কিছু পুনঃস্থাপনের কাজ করিয়া দিল। নির্বাসিতদের এক বৃহৎ দল জেরুযালেমে প্রত্যাবর্তন করিল (ইস্রা-১:৩-৫)। ইবাদতখানা পুনর্নির্মাণের কাজ নিয়মিত আগাইয়া চলিল এবং খৃষ্টপূর্ব ৫১৬ সালে সম্পূর্ণ হইল। এই সকল ঘটনাবলী এবং ইহুদীদের তৎপরবর্তী উন্নতি সম্পর্কিত ঘটনাবলী এই আয়াতে বর্ণিত হইয়াছে এবং এই সকল ঘটনাবলী সংঘটিত হওয়ার বহু পূর্বেই এগুলি সম্পর্কে হযরত মূসা (আঃ) ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন (দ্বিতীয় বিবরণ-৩০:১-৫)।

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ ۖ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا ۚ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا ﴿٧﴾

৮। (শুন!) যদি তোমরা সৎ কর্ম কর তাহা হইলে তোমরা এই সৎ কর্ম দ্বারা নিজেদেরই আত্মার কল্যাণ করিবে; এবং যদি তোমরা মন্দ কর্ম কর, তাহা হইলে উহারই জন্য (আত্মার অকল্যাণ করিবে)। অতঃপর, যখন দ্বিতীয় বারের প্রতিশ্রুতি (পূর্ণ হওয়ার সময়) আসিল যাহাতে তাহারা তোমাদের মুখমণ্ডলকে লাঞ্ছনায়[১৫৯৪-ক] আবৃত করিয়া ফেলে এবং মসজিদে প্রবেশ করে যেভাবে উহাতে তাহারা প্রথম বারে প্রবেশ করিয়াছিল এবং যাহা কিছু তাহারা পরাভূত[১৫৯৫] করে উহা যেন পূর্ণভাবে ধ্বংস করিয়া দেয়।

عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ ۚ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا ۘ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا ﴿٨﴾

৯। হইতে পারে যে, তোমাদের প্রভু তোমাদের উপর রহম করিবেন, কিন্তু তোমরা যদি আবার (তোমাদের ভ্রান্ত পথের দিকে) ফিরিয়া আস, তাহা হইলে আমরাও (তোমাদের শাস্তির দিকে) ফিরিয়া আসিব এবং (স্মরণ রাখিও যে;) জাহান্নামকে আমরা কাফেরদের জন্য কয়েদখানা বানাইয়াছি।

إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ﴿٩﴾

১০। নিশ্চয় এই কুরআন সেই পথের দিকে পরিচালিত করে যাহা সর্বাপেক্ষা সুদৃঢ় এবং ইহা মো'মেনগণকে, যাহারা সৎ কর্ম করে, সুসংবাদ দান করে যে, নিশ্চয় তাহাদের জন্য এক মহা পুরস্কার[১৫৯৬] নির্ধারিত আছে,

---

১৫৯৪-ক। ইহার এই অর্থও হয়ঃ 'তাহারা তোমাদের নেতাগণকে অপমানিত করিতে পারে।' 'উজুহুন' অর্থ নেতৃবৃন্দ (লেইন)।

১৫৯৫। এই আয়াতে বনী ইসরাঈল জাতির দ্বিতীয়বার পূর্ববর্তী পাপাচারণের কুঅভ্যাসে পুনরায় লিপ্ত হওয়া এবং উহার ফলে তাহাদের উপরে নিপতিত আযাব সম্বন্ধে বলা হইয়াছে। তাহারা হযরত ঈসা (আঃ)-এর উপর নির্যাতন করিয়াছিল এবং তাঁহাকে ক্রুশবিদ্ধ করিয়া হত্যা করিতে চাহিয়াছিল এবং তাঁহার প্রচার বন্ধ করিয়া দিতে চাহিয়াছিল। অতএব, আল্লাহ্‌তা'লা ইহুদীদিগকে যন্ত্রণাদায়ক আযাব দ্বারা দুর্দশাগ্রস্ত করিয়াছিলেন যখন টাইটাসের রোমান সৈন্যবাহিনী ৭০ খৃষ্টাব্দে তাহাদিগকে দেশব্যাপী বিধ্বস্ত করিয়াছিল। তীব্র ঘৃণা ও ভয়াবহ অবস্থার মধ্যে জেরুযালেম ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল এবং হযরত সুলায়মান (আঃ)-এর ইবাদতখানা ভস্মীভূত হইয়াছিল (এনসাইক, বিব, এর'জেরুয়ালেম' অধ্যায়)। এই আকস্মিক দুর্ঘটনা যখন ঘটিয়াছিল তখনও হযরত ঈসা (আঃ) কাশ্মীরে বসবাস করিতেছিলেন; ইহারও উল্লেখ আছে হযরত মূসা (আঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণীতে (দ্বিতীয়-৩২:১৮-২৬)। বাইবেলে যেখানে প্রথম শাস্তির কথা বর্ণিত হইয়াছে, দ্বিতীয় আযাব সম্পর্কেও ভবিষ্যদ্বাণী উহার পরেই লিপিবদ্ধ রহিয়াছে (দ্বিতীয়-২৮অধ্যায়)। ভবিষ্যদ্বাণীর পরে ইহারও উল্লেখ রহিয়াছে যে, ইহুদীজাতি জেরুযালেমে প্রত্যাবর্তন করিবে(দ্বিতীয়-৩০:৯-৫)। ইহাতে প্রমাণিত হইতেছে যে, এই ভবিষ্যদ্বাণী (দ্বিতীয়- ৩২:১৮-২৬) দ্বিতীয় আযাবের প্রতি নির্দেশ করিতেছে, যাহার প্রতি কুরআন মজীদে ইংগিত রহিয়াছে,যথাঃ'অবশ্যই তোমরা দেশে দুইবার বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিবে'(১৭:৫)।এই আয়াতের মধ্যে মুসলমানগণের জন্য সতর্কতার সংকেত নিহিত রহিয়াছে যে, ইহুদীদের মত তাহারাও দুইবার শাস্তি প্রাপ্ত হইবে যদি তাহারা অসৎ পথ পরিত্যাগ না করে। কিন্তু সময়ের সংকেত হইতে তাহারা শিক্ষা গ্রহণ করে নাই এবং অসদাচরণ হইতে বিরত না হওয়ার দরুন তাহারা প্রথম আযাবে পতিত হইয়াছিল ১২৫৮ খৃষ্টাব্দে যখন বাগদাদের পতন ঘটিয়াছিল। হালাকু খাঁর বর্বর তাতার যাযাবরদল মুসলমানদের ক্ষমতা ও জ্ঞানের কেন্দ্রস্থল বাগদাদ সম্পূর্ণ ধ্বংস করিয়া দিয়াছিল এবং ১৮ লক্ষ মুসলমানকে হত্যা করিয়াছিল। যাহা হউক এই ভয়াবহ বিপর্যয় হইতে ইসলাম বিজয়ী রূপে প্রকাশ লাভ করিয়াছিল যখন বিজয়ীগণ কালক্রমে হইল পরাজিত। হালাকুর পৌত্র (গজন খান) মোগল ও তাতার বাহিনীর এক বিরাট দলসহ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় আযাব আখেরী যমানাতে তাহাদের জন্য নির্ধারিত ছিল।

১৫৯৬। আপন অনুসারীগণের জন্য কুরআন করীম যে লক্ষ্য স্থাপন করিয়াছে উহা পূর্ববর্তী জাতিসমূহের আদর্শ হইতে অধিকতর উদার এবং ভয় ও শ্রদ্ধার উদ্রেককারী, মহিয়ান ও শ্রেষ্ঠ এবং ইহা খাঁটি মান্যকারীগণকে আধ্যাত্মিক ও জাগতিক উভয় প্রকার কল্যাণে ভূষিত ও মহিমান্বিত করার প্রতিশ্রুতি দিয়াছে। অতএব, মুসলমানদের কর্তব্য হইতেছে সেই মহোত্তম লক্ষ্যে পৌঁছিতে সর্বপ্রকার চেষ্টা করা এবং শিথিলতা এবং নিয়ম-

وَّاَنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ﴿١١﴾

১১। এবং (সতর্ক করে যে,) যাহারা পরকালের উপর ঈমান আনে না তাহাদের জন্য আমরা যন্ত্রণাদায়ক আযাব প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি।

১ [১১] ১

وَيَدْعُ الْاِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَآءَهٗ بِالْخَيْرِ ؕ وَكَانَ الْاِنْسَانُ عَجُوْلًا ﴿١٢﴾

১২। এবং মানুষ অকল্যাণকে এইরূপে আহ্বান করে যেইরূপে কল্যাণকে আহ্বান করা উচিত;[১৫৯৭] বস্তুতঃ মানুষ বড়ই ব্যস্তবাগীশ।

وَجَعَلْنَا الَّيْلَ وَالنَّهَارَ اٰيَتَيْنِ فَمَحَوْنَآ اٰيَةَ الَّيْلِ وَجَعَلْنَآ اٰيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوْا فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السِّنِيْنَ وَالْحِسَابَ ؕ وَكُلَّ شَىْءٍ فَصَّلْنٰهُ تَفْصِيْلًا ﴿١٣﴾

১৩। এবং আমরা রাত্রি ও দিবসকে দুইটি নিদর্শন করিয়াছি এইরূপে যে, রাত্রির নিদর্শনকে আমরা (উহার আলো) মুছিয়া অন্ধকারাচ্ছন্ন করিয়া দিয়াছি এবং দিবসের নিদর্শনকে আমরা করিয়াছি দৃষ্টি-শক্তি-দানকারী যেন তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহকে অন্বেষণ কর এবং যেন তোমরা বৎসরগুলির গণনা ও হিসাব অবগত হইতে পার।[১৫৯৮] এবং প্রত্যেক বিষয়কে আমরা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করিয়াছি।

وَكُلَّ اِنْسَانٍ اَلْزَمْنٰهُ طٰٓئِرَهٗ فِىْ عُنُقِهٖ ؕ وَنُخْرِجُ لَهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ كِتٰبًا يَّلْقٰىهُ مَنْشُوْرًا ﴿١٤﴾

১৪। এবং আমরা প্রত্যেক মানুষের কর্ম তাহার স্কন্ধে সংযুক্ত করিয়া দিয়াছি[১৫৯৯] এবং কিয়ামত দিবসে আমরা তাহার (কর্মফলের) কিতাবকে বাহির করিয়া তাহার সম্মুখে রাখিয়া দিব, যাহা সে সম্পূর্ণরূপে উন্মুক্ত আকারে পাইবে।

শৃংখলা ও নৈতিকতা বিরোধী জীবন যাপন হইতে সতর্কতা অবলম্বন করা এবং প্রতিশ্রুত ঐশী অনুগ্রহ ও কল্যাণ প্রাপ্তির জন্য নিজদিগকে সর্বদা উপযুক্ত বলিয়া প্রমাণ করা।

১৫৯৭। এই আরবী বাচন ভঙ্গী এখানে ব্যক্ত করিতেছে যে, মানুষের এমনই অবস্থা যে মুখের কথায় সে মঙ্গলের জন্য আল্লাহ্‌তা'লার নিকট প্রার্থনা করে, আর প্রকৃতপক্ষে অসৎ কর্ম দ্বারা সে তাঁহার অসন্তুষ্টি ও শাস্তি আকর্ষণ করে। তাহার কর্ম তাহার কথাকে মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন করে। এই আয়াতের অর্থ এরূপও করা যাইতে পারে, মানুষ অমঙ্গলকে তেমনিভাবে ডাকিয়া আনে যেমন করিয়া মঙ্গলকে তাহার আহ্বান করা উচিত। উভয় প্রকার অনুবাদই এই ভাবার্থ প্রকাশ করে যে, যখন কোন জাতি বা ব্যক্তি পার্থিব সম্পদশালী, ক্ষমতাশালী এবং প্রতাপশালী হইয়া উঠে তখন তাহারা নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে অবহেলাপ্রবণ হইয়া উঠে এবং এই অবস্থাধীনে ক্ষমতা ও প্রতাপের দিনগুলিতেই তাহারা নিজেদের পতন ও মৃত্যুর ভিত্তি রচনা করে। আয়াতের ব্যাখ্যা এরূপও হইতে পারে যে, মানুষ মন্দ ও অমঙ্গলকে সেইরূপ উৎসাহ-উদ্দীপনা ও পরম আগ্রহের সহিত নিজের প্রতি আকর্ষণ করিয়া থাকে যেরূপে আল্লাহ্‌তা'লা তাহাকে শুভ ও মঙ্গলের দিকে আহ্বান জানান। এস্থলে মঙ্গলের দিকে আহ্বান করার ক্রিয়াকে আল্লাহ্‌তা'লার প্রতি আরোপ করিতে হইবে।

১৫৯৮। রাত্রি এবং দিন উভয়ের মধ্যেই মানুষের জন্য উপকার এবং সুবিধা রহিয়াছে; কিন্তু রাত্রির উপকার সূক্ষ্ম এবং অস্পষ্ট এবং দিনের উপকার ও সুবিধা স্পষ্ট এবং প্রকাশ্য। ইহা ছাড়া দিন এবং রাত্রির পরিবর্তনের প্রাকৃতিক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুনিচয় বৎসরের দিনপঞ্জী স্থির করিতে সাহায্য করিয়া থাকে। এই ঘটমান বিষয়াবলী মানুষকে গাণিতিক বিজ্ঞানেও উন্নতি সাধনে পরিচালিত করিয়াছে।

১৫৯৯। মানুষের কর্মকে 'গ্রীবালগ্ন করা বা স্কন্ধে সংযুক্ত' করার অর্থঃ তাহার কর্ম এবং উহার ফল তাহাকে আঁকড়াইয়া রাখে যতদিন সে জীবিত থাকে। 'তায়ের' অর্থ পাখী। ইহার মর্ম হইতেছে অভ্যাসগত কর্ম (আকরাব)। মানবকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে, কৃত-কর্ম কখনও বিনাশ হয় না এবং উহার ফল দীর্ঘস্থায়ী হইয়া থাকে, এমনকি মানব চক্ষের অন্তরালে লুক্কায়িত থাকিলেও উহা গ্রীবালগ্ন হইয়া থাকে এবং উহাকে মুছিয়া ফেলা অসম্ভব। আয়াতের ব্যাখ্যা ইহাও হইতে পারে যে, মানুষ বহির্জগৎ হইতে শুভ-অশুভের সূচনা করে; পক্ষান্তরে শুভ ও অশুভের পূর্বলক্ষণ তাহার অন্তর্জগৎ হইতে সৃষ্ট হয় যাহা অবিচ্ছেদ্যভাবে তাহার গ্রীবা সংলগ্ন হইয়া থাকে।

اِقْرَاْ كِتٰبَكَ ؕ كَفٰى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْبًا ﴿١٥﴾

১৫। (এবং তাহাকে বলা হইবে) 'তুমি তোমার কিতাব পড়িয়া দেখ। অদ্য তোমার আত্মাই তোমার হিসাব লইবার জন্য যথেষ্ট।'

مَنِ اهْتَدٰى فَاِنَّمَا يَهْتَدِيْ لِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ؕ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى ؕ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلًا ﴿١٦﴾

১৬। যে ব্যক্তি হেদায়াত অনুসরণ করে, সে কেবল তাহার (নিজের) আত্মার কল্যাণের জন্যই হেদায়াত অনুসরণ করে; এবং যে বিপথগামী হয় সে তাহার নিজের ক্ষতির[১৬০০] জন্যই বিপথগামী হয়। এবং কোন বোঝা বহনকারী (আত্মা) অন্য কাহারও[১৬০১] বোঝা বহন করিবে না। এবং আমরা (কোন জাতিকে) কখনও আযাব দিই না যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা রসূল পাঠাই।[১৬০২]

وَاِذَاۤ اَرَدْنَاۤ اَنْ نُّهْلِكَ قَرْيَةً اَمَرْنَا مُتْرَفِيْهَا فَفَسَقُوْا فِيْهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنٰهَا تَدْمِيْرًا ﴿١٧﴾

১৭। এবং যখন আমরা কোন জনপদকে[১৬০৩] ধ্বংস করিতে ইচ্ছা করি, তখন আমরা ইহার সমৃদ্ধিশালী লোকদিগকে (সৎপথ অবলম্বনের) আদেশ দিই —— কিন্তু উহাতে তাহারা দুষ্কর্ম করে, তখন উহার জন্য আমাদের (শাস্তির) কথা পূর্ণ হইয়া যায় এবং আমরা উহাকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করিয়া দিই।

وَكَمْ اَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُوْنِ مِنْۢ بَعْدِ نُوْحٍ ؕ وَكَفٰى بِرَبِّكَ بِذُنُوْبِ عِبَادِهٖ خَبِيْرًۢا بَصِيْرًا ﴿١٨﴾

১৮। নূহের পরে আমরা কত জাতিকেই না ধ্বংস করিয়াছি! এবং তোমার প্রভু তাঁহার বান্দাগণের পাপসমূহ সম্বন্ধে উত্তমরূপে খবর রাখিবার জন্য ও দেখিবার জন্য যথেষ্ট।

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهٗ فِيْهَا مَا نَشَآءُ لِمَنْ نُّرِيْدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهٗ جَهَنَّمَ ۚ يَصْلٰىهَا مَذْمُوْمًا مَّدْحُوْرًا ﴿١٩﴾

১৯। যে কেহ কেবল ইহজীবনের সুখ-সম্ভোগের প্রত্যাশী হয়, এই প্রকার লোকদের মধ্যে যাহাকে আমরা চাহি তাহাকে সত্বর এইখানে কিছু (সুখ-সম্ভোগ) দিই যাহা আমরা ইচ্ছা করি; ইহার পর আমরা তাহার জন্য জাহান্নাম নির্ধারিত করিয়া দিই উহাতে সে নিন্দিত, প্রত্যাখ্যাত অবস্থায় জ্বলিতে থাকিবে।

১৬০০। শাস্তি বাহির হইতে আসে না, বরং মানুষের নিজের অভ্যন্তর হইতেই জন্ম নেয়। জাহান্নাম ও জান্নাতের শাস্তি এবং পুরস্কার প্রকৃত পক্ষে মানবের ইহলোকে নিজের কৃত ভাল ও মন্দ কাজের সমষ্টিগত মূর্তপ্রকাশ ও প্রতিরূপ। এইরূপে মানুষ ইহজীবনে নিজেই নিজের ভাগ্যের রচয়িতা এবং পরকালে সে স্বয়ং, বলা যাইতে পারে, নিজের পুরস্কার-দাতা বা শাস্তি-দাতা।

১৬০১। প্রত্যেককেই নিজের শাস্তি এবং দুঃখ-দুর্দশা নিজেকেই বহন করিতে হইবে। কাহারো বদলীস্বরূপ শাস্তি বা ত্যাগ কাহারো কোন উপকারে আসিবে না। এই আয়াত খৃষ্টানদের প্রায়শ্চিত্তবাদের মূলোৎপাটন করিয়া দিয়াছে।

১৬০২। আমাদের বর্তমান যুগে, পৃথিবী একের পর এক পুনঃ পুনঃ নজীরবিহীন, ভয়াবহ এবং তুলনাহীন প্লেগ-মহামারী, দুর্ভিক্ষ, যুদ্ধ, ভূমিকম্প ও অন্যান্য দৈব-দুর্যোগের সম্মুখীন হইয়াছে এবং মানব জীবনকে তিক্ততায় দুর্বিসহ করিয়া তুলিয়াছে। এই সকল চরম দুর্দশা এবং সর্বনাশা বিপর্যয় পৃথিবীতে পতিত হওয়ার পূর্বে আল্লাহ্তা'লা নিশ্চয়ই কোন সতর্ককারী প্রেরণ করিয়াছেন।

১৬০৩। 'কারইয়াতান' অর্থ জনপদ; এখানে 'কারইয়া' মানে প্রধান নগরী বা রাজধানী শহর অর্থাৎ যে শহরকে কেন্দ্র করিয়া জাতীয় কৃষ্টি, রাজনীতি ইত্যাদি অন্যান্য শহরগুলিতে বিস্তার লাভ করে।

وَمَنْ اَرَادَ الْاٰخِرَةَ وَسَعٰى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَّشْكُوْرًا ۝١٩

২০। এবং যে মো'মেন হওয়া অবস্থায় পরকালের কামনা করে এবং উহার[১৬০৪] জন্য যথোচিত প্রচেষ্টা করে— ইহাদের প্রচেষ্টাকে অবশ্য মূল্য দান করা হইবে।

كُلًّا نُّمِدُّ هٰٓؤُلَآءِ وَهٰٓؤُلَآءِ مِنْ عَطَآءِ رَبِّكَ ؕ وَمَا كَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَحْظُوْرًا ۝٢٠

২১। আমরা সকলকেই সাহায্য করিয়া থাকি— উহাদিগকেও এবং ইহাদিগকেও—তোমার প্রতিপালকের দানসমূহ হইতে। এবং তোমার প্রতিপালকের দান সীমাবদ্ধ[১৬০৫] নহে।

اُنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ ؕ وَلَلْاٰخِرَةُ اَكْبَرُ دَرَجٰتٍ وَّاَكْبَرُ تَفْضِيْلًا ۝٢١

২২। দেখ! আমরা কিরূপে (এই পার্থিব জীবনে) তাহাদের এক দলকে অপর দলের উপর মর্যাদা দিয়াছি, এবং পরকাল (-এর জীবন) অবশ্যই মর্যাদায় বৃহত্তর এবং মহিমাতেও বৃহত্তর।

لَا تَجْعَلْ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُوْمًا مَّخْذُوْلًا ۝٢٢ ع

২৩। (সুতরাং) আল্লাহ্‌র[১৬০৬] সহিত অন্য কোন মা'বূদ সৃষ্টি করিও না, নতুবা তুমি নিন্দিত, নিঃসহায় হইয়া বসিয়া পড়িবে।

[১২]

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ؕ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَآ اَوْ كِلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ

২৪। এবং তোমার প্রতিপালক তাকীদপূর্ণ এই আদেশ দিয়াছেন যে, তোমরা তাঁহাকে ছাড়া আর কাহারও ইবাদত করিও না এবং পিতামাতার সহিত সদ্ব্যবহার[১৬০৭] করিও। যদি তাহাদের একজন বা উভয়ই তোমার জীবদ্দশায় বার্দ্ধক্যে

১৬০৪। 'ইহা' সর্বনামটি পরকালকে ইংগিত করিতেছে এবং উহার অর্থ হইল কেবল মাত্র সেই সকল প্রচেষ্টাসমূহ, যাহা পরকালের মঙ্গলের উদ্দেশ্যে করা হইয়া থাকে, তাহাই প্রকৃত পক্ষে ফলপ্রসূ হইবে।

১৬০৫। ঐশী সাহায্য দুই প্রকার হইয়া থাকে: (১) সাধারণ সাহায্য যাহার ফলে মুসলমান, খৃষ্টান, ইহুদী, হিন্দু ইত্যাদি সকল মানুষের সর্বপ্রকার সুকর্মের প্রচেষ্টা নিজ নিজ কর্মের পরিধি ও প্রসার অনুযায়ী ফল লাভ করিবে; (২) আল্লাহ্‌তা'লার বিশেষ অনুগ্রহ এবং বিপদে সাহায্য যাহা আধ্যাত্মিক অবস্থার সঙ্গে সীমাবদ্ধ এবং কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র প্রকৃত বান্দাকেই উহা দান করা হইয়া থাকে, অবিশ্বাসীদিগকে নহে।

১৬০৬। শির্‌ক (আল্লাহ্‌তা'লার সহিত মিথ্যা মা'বূদকে শরীক) করিলে মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক পতন ঘটে। শির্‌কে ডুবিয়া যাওয়া কোন জাতি বা সম্প্রদায় বাস্তবে নৈতিক বা জাগতিক উন্নতি সাধন করিয়াছিল বলিয়া জানা যায় না। প্রকৃত পক্ষে সকল অশুভের উৎপত্তি হয় শির্‌ক হইতে।

১৬০৭। এই আয়াত দ্বারা ঐ সকল নিয়ম-নীতি এবং আচরণ-বিধি সূচিত হইয়াছে যাহা মানিয়া চলিলে জনগোষ্ঠী তাহাদের সংগঠনে বিশুদ্ধতা বা অখণ্ডতা অক্ষুন্ন রাখিতে পারে এবং বিচ্ছিন্নতা এবং বিভক্তি ও অবক্ষয় হইতে সংগঠনকে নিরাপদ রাখিতে পারে। আল্লাহ্‌তা'লার একত্বে বিশ্বাসকে গৌরবের স্থান দেওয়া হয় এবং শির্‌ককে নিন্দার স্থান। কিন্তু আল্লাহ্‌তা'লার একত্বে বিশ্বাস হইল সেই বীজ যাহা হইতে সকল নৈতিক উৎকর্ষতার জন্ম হয় এবং যাহার অভাব সকল পাপের মূল। ইহাই অর্থাৎ তওহীদের উপর ঈমানই হইতেছে—প্রাকৃতিক নিয়মের বিধান এবং শরীয়াতের বিধান— উভয়ের বুনিয়াদ। ঐশী বিধানের নীতিমালা সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ্‌তা'লার একত্ববাদ বা তওহীদের ঈমানের উপর প্রতিষ্ঠিত এক প্রকাশ্য বাস্তবতা যাহা ব্যাখ্যার প্রয়োজন করে না; এমনকি প্রকৃতির বিধান এবং সকল বৈজ্ঞানিক উন্নতির ভিত্তিও স্থাপিত এই বিশ্বাসের উপর। কারণ যদি ধরিয়া নেওয়া হয় যে, একের অধিক সৃষ্টি-কর্তা বা খোদা রহিয়াছেন, তাহা হইলে একাধিক প্রাকৃতিক বিধান অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে। অটল এবং অবিচল একক প্রাকৃতিক নিয়মের অভাবে বিজ্ঞানের সকল ক্রমোন্নতি অচল হইয়া যাইবে, কারণ বিজ্ঞানের সর্বপ্রকার আবিষ্কার ও উদ্ভাবন এই বিশ্বাসের উপর নির্ভরশীল যে, এক নির্দিষ্ট ও অপরিবর্তনীয় নিয়ম-নীতি সুসমন্বিত ভাবে সারা বিশ্বকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। এই আয়াতের দ্বিতীয় অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ হইল মানবের নৈতিক আচরণ সম্পর্কে। পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞতাজনিত বাধ্যবাধকতা ইহার অতি জরুরী অংশ,কারণ পিতা মাতাই সর্বপ্রথম মানুষের মনযোগ আল্লাহ্‌র প্রতি পরিচালিত করে এবং

উপনীত হয় তাহা হইলে, তাহাদের উভয়কে তুমি 'উফ'[১৬০৮] পর্যন্ত বলিও না এবং তাহাদিগকে ধমক দিও না, বরং তাহাদের সহিত সম্মানসূচক ও মমতাপূর্ণ কথা বলিও ।

فَلَا تَقُلْ لَّهُمَآ اُفٍّ وَّ لَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا ﴿٢٣﴾

২৫ । তুমি করুণাভরে তাহাদের উপর বিনয়ের বাহু অবনত রাখিও এবং বলিও, 'হে আমার প্রতিপালক ! তুমি তাহাদের উভয়ের প্রতি সেইভাবে রহম কর[১৬০৯] যেভাবে তাহারা আমাকে শৈশবে প্রতিপালন করিয়াছিল ।'

وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِيْ صَغِيْرًا ﴿٢٤﴾

২৬ । তোমাদের হৃদয়ে যাহা কিছু আছে তোমাদের প্রতিপালক তাহা সর্বাধিক অবগত আছেন, যদি তোমরা সৎকর্মপরায়ণ হও তাহা হইলে স্মরণ রাখ যে, যে ব্যক্তি বার বার আল্লাহ্‌র নিকট বিনত হয় নিশ্চয় তিনি তাহার প্রতি অতীব ক্ষমাশীল ।

رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا فِيْ نُفُوْسِكُمْ ؕ اِنْ تَكُوْنُوْا صٰلِحِيْنَ فَاِنَّهٗ كَانَ لِلْاَوَّابِيْنَ غَفُوْرًا ﴿٢٥﴾

২৭ । এবং আত্মীয়কে তাহার প্রাপ্য দাও, এইরূপে মিসকীন ও পথচারীগণকেও; এবং (তোমাদের ধন-সম্পদ) কোন প্রকার অপব্যয় করিও না ।

وَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَ الْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا ﴿٢٦﴾

২৮ । নিশ্চয় অপব্যয়কারীগণ শয়তানের ভাই, এবং শয়তান তাহার প্রভুর প্রতি বড়ই অকৃতজ্ঞ ।[১৬১০]

اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْٓا اِخْوَانَ الشَّيٰطِيْنِ ؕ وَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِرَبِّهٖ كَفُوْرًا ﴿٢٧﴾

২৯ । এবং যদি তুমি তোমার প্রভুর বিশেষ রহমত লাভের জন্য, যাহার প্রত্যাশায় তুমি আছ, তাহাদের দিক হইতে মুখ ফিরাও, তাহা হইলে (সেই ক্ষেত্রেও) তাহাদের সহিত নম্রভাবে কথা[১৬১১] বলিও ।

وَاِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَآءَ رَحْمَةٍ مِّنْ رَّبِّكَ تَرْجُوْهَا فَقُلْ لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُوْرًا ﴿٢٨﴾

পিতা-মাতার চরিত্র দর্পণে ঐশী গুণাবলী প্রতিবিম্বিত হয়;এবং দর্পণ অনুযায়ী চেহারার বাস্তব প্রতিফলন ঘটে । কিন্তু যেখানে আল্লাহ্‌তা'লা সম্পর্কিত নির্দেশ না-বোধক সেখানে পিতা-মাতা সম্পর্কিত আদেশ হাঁ-বোধক । মানুষকে বলা হইয়াছে, যেহেতু তার পক্ষে আল্লাহ্‌তা'লার অনুগ্রহরাজির প্রতিদান দেওয়া সম্ভব নয়, সেহেতু সে যেন অন্ততঃপক্ষে শিরক থেকে বিরত থাকে এবং পিতা-মাতার ক্ষেত্রে তাহাদের স্নেহ-ভালবাসার প্রতিদানে সে অনেকাংশে সক্ষম হওয়ায় তাহাদের প্রতি উদার ও স্নেহশীল হওয়ার জন্য স্পষ্টরূপে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে ।

১৬০৮ । আরবী ভাষায় 'উফ' মুখের কথা দ্বারা বিরক্তি প্রকাশ বুঝায় এবং 'নাহ্‌র' শব্দ আচরণ বা কাজের দ্বারা বিরাগ প্রকাশ বুঝায় । উভয় শব্দ সংযুক্ত হওয়ায় বর্তমান আয়াতের মর্ম হইতেছে যে, পিতা-মাতার সঙ্গে নির্দয় ব্যবহার করা তো দূরের কথা, কর্কশ এবং রুক্ষভাবে কথা বলাও কাহারও উচিৎ নহে ।

১৬০৯ । সুন্দর উপমার পুনরাবৃত্তি দ্বারা এই আয়াত পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞতাপূর্ণ দয়া-মমতা জানাইতেছে । যেহেতু বাপ-মার স্নেহ ভালবাসার পর্যাপ্ত প্রতিদান সম্ভব নহে, সেই জন্য এই বিষয়ে অপ্রতুলতা এবং ঘাটতি পূরণের উদ্দেশ্যে তাহাদের জন্য দোয়া করার আদেশ দেওয়া হইয়াছে । এই দোয়া প্রমাণ করিতেছে যে, পিতা-মাতার বৃদ্ধ বয়সে তাঁহাদের প্রতি স্নেহ-মমতার ব্যবহার করা জরুরী যেরূপভাবে বাপ-মা শৈশবে তাঁহাদের সন্তানের লালন পালনের জন্য করিয়া থাকেন ।

১৬১০ । যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌ প্রদত্ত দানের সদ্ব্যবহার করে না সে আল্লাহ্‌তা'লার নিকট অকৃতজ্ঞতার অপরাধে অপরাধী এবং যে ব্যক্তি নিজের অর্থ-সম্পদের অপব্যয় করে সে প্রকৃত পক্ষে তাহার উপরে সদ্ব্যবহারের জন্য অর্পিত কর্তব্য এড়াইয়া চলার পন্থা গ্রহণ করে ।

১৬১১ । আপাতঃ দৃষ্টিতে নিতান্ত দরিদ্র বা নিঃস্ব হইলেও যদি সন্দেহ হয় যে, সেই ব্যক্তিকে সাহায্য করিলে তাহার উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া হইবে এমতাবস্থায় তাহাকে অগ্রাহ্য করা যাইতে পারে; দৃষ্টান্ত স্বরূপ সেই সাহায্যপ্রার্থী পেশাদার ভিক্ষুক হইলে বা অন্য কোন বদ অভ্যাসের কবলে পতিত

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُوْلَةً اِلٰى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوْمًا مَّحْسُوْرًا ﴿٣٠﴾

৩০। এবং (কৃপণতা বশতঃ) তুমি তোমার হাত তোমার স্কন্ধে বাঁধিয়া রাখিও না এবং (অপব্যয় করিয়া) উহা সম্পূর্ণরূপে প্রসারিতও করিও না—নতুবা তুমি নিন্দিত, ক্লান্ত[১৬১২] হইয়া বসিয়া পড়িবে।

اِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَقْدِرُ ۚ اِنَّهٗ كَانَ بِعِبَادِهٖ خَبِيْرًا بَصِيْرًا ﴿٣١﴾

৩১। নিশ্চয় তোমার প্রভু যাহার জন্য চাহেন রিয্ক সম্প্রসারিত করিয়া দেন এবং (যাহার জন্য চাহেন উহা) সংকুচিত করেন। নিশ্চয় তিনি নিজ বান্দাগণ সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত, পর্যবেক্ষণকারী।

وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ ۚ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَاِيَّاكُمْ ۚ اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْاً كَبِيْرًا ﴿٣٢﴾

৩২। এবং দারিদ্রের[১৬১৩] ভয়ে তোমরা তোমাদের সন্তানগণকে হত্যা করিও না। আমরাই তাহাদিগকে রিয্ক দিই এবং তোমাদিগকেও, নিশ্চয় তাহাদিগকে হত্যা করা মহাপাপ।[১৬১৪]

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰٓى اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً ۭ وَسَآءَ سَبِيْلًا ﴿٣٢﴾

৩৩। এবং তোমরা ব্যভিচারের[১৬১৫] নিকটবর্তীও হইও না, নিশ্চয় ইহা প্রকাশ্য অশ্লীলতা ও নিকৃষ্ট পন্থা।

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ ۭ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوْمًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهٖ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفْ فِّي الْقَتْلِ ۭ اِنَّهٗ كَانَ مَنْصُوْرًا ﴿٣٣﴾

৩৪। এবং কোন প্রাণকে, যাহাকে (হত্যা করা) আল্লাহ্ হারাম করিয়াছেন, ন্যায়সঙ্গত কারণ ব্যতীত হত্যা করিও না। এবং যে ব্যক্তি মযলূম অবস্থায় নিহত হয়, আমরা অবশ্যই তাহার উত্তরাধিকারীকে (প্রতিশোধ গ্রহণের) অধিকার দিয়াছি, কিন্তু সে যেন হত্যার ব্যাপারে সীমালংঘন না করে; নিশ্চয় সে সাহায্যপ্রাপ্ত[১৬১৬] হইবে।

হইলে এইরূপ অবস্থায় ভিখারীকে সান্ত্বনাদায়ক কথা দ্বারা ফিরাইয়া দেওয়া যাইতে পারে।

১৬১২। মো'মেনকে এমন কৃপণ হওয়া উচিৎ নহে যে,প্রকৃত প্রয়োজনের সময়ে সে তাহার অর্থ খরচ করে না বা কোন চিন্তা-ভাবনা না করিয়া অপ্রয়োজনে টাকা-পয়সা অপব্যয় করিয়া উড়াইয়া দেয়; ফলে যখন জাতীয় স্বার্থে অর্থ-সম্পদের প্রয়োজন দেখা দেয় তখন তাহার নিজস্ব অবদান রাখার মত কোন সামর্থ্য থাকে না। ইহাতে তাহাকে মনোকষ্ট পাইতে হয়।

১৬১৩। যে সব কৃপণ পিতা-মাতা সন্তানের জন্য উপযুক্ত ভরণপোষণ ও শিক্ষা-দীক্ষার জন্য সঠিক ব্যবস্থা গ্রহণ করে না তাহারা প্রকৃতপক্ষে সন্তানদিগের দৈহিক এবং নৈতিক উভয় ক্ষেত্রে হত্যার জন্য ইন্ধন যোগায়। এইরূপভাবে নির্দোষ শিশুদিগকে হত্যা করিয়া ফেলার তীব্র নিন্দা করা হইয়াছে। তাহাদিগকে সঠিক শিক্ষা এবং উপযুক্ত সুবিধার মাধ্যমে পূর্ণ মানসিক ও নৈতিকভাবে বৃদ্ধি প্রাপ্তিতে সাহায্য করিলে তাহারা সমাজের সত্যিকার উপযোগী কার্যকর সদস্য পরিণত হইবে। সন্তান হত্যার তাৎপর্য ইহাও হইতে পারে যে, অপ্রয়োজনে আপত্তিকর জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অবলম্বন করা, যাহার সম্বন্ধে বর্তমান সমাজে উৎসাহ প্রদান করা হইতেছে।

১৬১৪। 'খিতউন' এবং 'খাতাউন' এর অর্থে প্রভেদ রহিয়াছে। প্রথমোক্ত শব্দ ইচ্ছাকৃতবোধক এবং পরবর্তী শব্দ ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত উভয় অর্থবোধক (আকরাব)। কুরআন শরীফ প্রথমোক্ত শব্দের ব্যবহার দ্বারা সন্তান হত্যা করার ব্যাপারকে পাপ বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছে যাহার বিরুদ্ধে মানব প্রকৃতি বিদ্রোহ করে এবং একমাত্র মানবতাবর্জিত ব্যক্তিই এই কর্ম করিতে পারে।

১৬১৫। 'সন্তান হত্যার' নিষেধাজ্ঞার পরেই ব্যভিচার সম্পর্কে আরো একটি কঠোর হুকুম দেওয়া হইয়াছে, কারণ ব্যভিচারের মাধ্যমেও অসংখ্য শিশুর হত্যা বিভিন্ন আকারে ঘটিয়া থাকে। বাইবেলের আদেশ—'তোমরা ব্যভিচার করিবে না'। ইহার মোকাবেলায় কুরআন করীমে বলে,'ব্যভিচারের নিকটবর্তীও হইও না যাহা অধিক ব্যাপক, অধিক কার্যকর এবং বোধগম্য। কুরআন ব্যভিচারের কর্মকেই কেবল নিন্দা ও নিষিদ্ধ করে নাই,বরং ইহার নিকটবর্তী হওয়ারও সকল পথ রুদ্ধ করে।

১৬১৬। পূর্ববর্তী দুইটি আয়াতে দুইটি পরোক্ষ হত্যার ইংগিত করা হইয়াছিল। বর্তমান আয়াত প্রত্যক্ষ হত্যা সম্বন্ধে বর্ণনা করিতেছে।

وَلَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ اَشُدَّهٗ ۚ وَاَوْفُوْا بِالْعَهْدِ ۚ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُوْلًا ﴿٣٤﴾

৩৫। এবং তোমরা সেই পন্থা ব্যতিরেকে যাহা সর্বোত্তম, এতীমের ধন-সম্পদের নিকটেও যাইও না যে পর্যন্ত না সে বয়োঃপ্রাপ্ত হয় এবং তোমরা (নিজেদের) অঙ্গীকার[১৬১৭] পূর্ণ কর; কারণ নিশ্চয় অঙ্গীকার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হইবে।

وَاَوْفُوا الْكَيْلَ اِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوْا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ ۚ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٣٥﴾

৩৬। এবং যখন তোমরা মাপিয়া দাও, মাপ পূর্ণ রূপে দাও; এবং সঠিক দাঁড়ি-পাল্লায় ওজন করিয়া দাও; পরিণামে ইহাই কল্যাণজনক এবং সর্বোত্তম।[১৬১৮]

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ ۚ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولٰٓئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُوْلًا ﴿٣٦﴾

৩৭। এবং যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নাই উহার পশ্চাদানুসরণ করিও না। নিশ্চয় কর্ণ, চক্ষু এবং হৃদয়—ইহাদের প্রত্যেকটি তদ্বিষয়ে[১৬১৯] জিজ্ঞাসিত হইবে।

যথাযথভাবে গঠিত বিচারালয়ে অভিযুক্ত হত্যাকারী অপরাধী বলিয়া প্রমাণিত হইলে নিহত ব্যক্তির ওয়ারিসগণের এই অধিকার রহিয়াছে যে, আইন বলে হত্যাকারীর প্রাণ বধ কার্যকর করা অথবা নিহত ব্যক্তির মৃত্যুর বিনিময়ে তাহারা রক্তপণ গ্রহণ করিতে পারে। যাহা হউক ওয়ারিসকে রক্তের বদলে অর্থের খেসারত প্রদান যদি জনসাধারণের শান্তি অথবা নৈতিকতার পরিপন্থী হয় অথবা ওয়ারিসগণের রক্ত-পণ সম্বন্ধে দাবী যদি প্রকৃত প্রমাণিত না হয়, তাহা হইলে আদালত তাহাদের ঐচ্ছিক অধিকার নাকচ করিয়া দিয়া হত্যাকারীর প্রাণ দন্ডাদেশ কার্যকর করার রায় দিতে পারেন। বাস্তবিক পক্ষে রাষ্ট্র এবং নিহতের ওয়ারিসান উভয়ই দোষীকে ক্ষমা করিয়া দেওয়া অথবা দন্ড দেওয়ার ক্ষেত্রে সমান অধিকার রাখে। অপরাধী ব্যক্তির শাস্তি সম্পর্কে রাষ্ট্রের এখতিয়ার প্রতিকার সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয়ের উপর প্রযোজ্য। কিন্তু আয়াতের প্রথমাংশে দোষী ব্যক্তির অধিকারও সংরক্ষণ করা হইয়াছে, যেমন 'হত্যার ব্যাপারে সে যেন সীমালংঘন না করে' বাক্যাংশের মধ্যে হত্যাকারীর পক্ষে সুপারিশের কথা নিহিত রহিয়াছে। এই কথার মধ্যে ইশারা করা হইয়াছে যে, যদিও সাধারণ নিয়ম 'খুনের বদলা খুন' তবুও নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীগণ কর্তৃক এই আদেশ শাব্দিক অর্থে প্রয়োগ করার জন্য সর্বাবস্থায় জিদ ধরা উচিৎ নহে। আইনের চরম শাস্তি হত্যাকারী তখনই পাইবে, যখন সমতা, সাধারণ শান্তি ও নৈতিকতার নিয়ম অনুরূপ অবস্থার দাবী করে। রক্তের বদলে অর্থ গ্রহণ করিয়া তাহার জীবন রক্ষা করা যাইতে পারে যদি এই ক্ষমার ফলে মনে করা যায় যে, অপরাধী নৈতিক সংশোধনের পথ গ্রহণ করিবে।

১৬১৭। হত্যার শাস্তি সম্পর্কে বিধান প্রয়োগের ফলে দুইটি পরিবার নিহত এবং হত্যাকারী উভয় পরিবারে এতীম থাকিয়া যাইতে পারে। কুরআন মজীদ অতঃপর এতীমের অধিকার সম্পর্কে নির্দেশ প্রদান করিতেছে। এই সব অধিকারের মধ্যে অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হইল তাহাদের সম্পত্তি সম্পর্কীয় অধিকার। 'অঙ্গীকার' (এখানে অর্থ নৈতিক বাধ্যবাধকতা) শব্দটি এস্থলে ব্যবহৃত হইয়াছে এই বিষয়ে জোর দেওয়ার জন্য যে, এতীমের সম্পত্তির সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা তাহাদের প্রতি অনুগ্রহ নহে, বরঞ্চ অঙ্গীকারের ন্যায় দায়িত্ব ও কর্তব্য যাহা পূর্ণভাবে ও সততার সঙ্গে পালনীয়।

১৬১৮। কোন লোকের পক্ষে ব্যবসা-বাণিজ্যের অগ্রগতি ও উন্নতি নির্ভর করে ব্যবসার লেন-দেনের ব্যাপারে স্পষ্ট ও নির্দোষ ব্যবহারের মাধ্যমে।

১৬১৯। এই আয়াত সন্দেহের সকল মূল কর্তন করে, যাহার অবলম্বন স্বভাবতঃ 'কর্ণ', 'চক্ষু' এবং 'মন'। 'কর্ণ' হইল প্রথম প্রবেশ পথ যাহার মাধ্যমে অধিকাংশ সন্দেহ একজনের মনে প্রবেশ করিয়া থাকে। বেশীর ভাগ সন্দেহই যাহা অন্যের সম্বন্ধে শুনে উহা অবিবেচনা প্রসূত মন্দ বর্ণনা দ্বারা সৃষ্টি হইয়া থাকে। তৎপরবর্তী উপায় বা বাহন হইল দৃষ্টি। এক ব্যক্তি অন্যকে কোন এক বিশেষ কাজ করিতে দেখিয়া উহার কদর্থ করিয়া বসে এবং কর্তার উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায়ের প্রতি সন্দিহান হইয়া উঠে। সর্বশেষ এবং অতি নিকৃষ্ট প্রকারের সন্দেহ, যাহা কোন ব্যক্তি অন্য কাহারো সম্বন্ধে পোষণ করে, উহা না তো অপরের নিকট হইতে মন্দ কথা শোনার কারণে, না সেই ব্যক্তিকে কোন মন্দ কর্ম করিতে দেখার কারণে, বরং উহা আসলে সম্পূর্ণ সন্দেহ পোষণকারীর ব্যাধিগ্রস্ত মনের কুধারণাপ্রসূত উদ্ভাবনা। এইরূপে আয়াতটি শুধু মানুষের জীবন ও সহায় সম্পত্তিকেই নহে (যে বিষয়ে পূর্ববর্তী আয়াতে পূর্বাহ্নেই ইংগিত করা হইয়াছে যাহা পবিত্র ও অলংঘনীয়) বরং ইহা মানবিক মর্যাদা এবং সম্মানকেও পবিত্র ও অলংঘনীয় করিয়াছে এবং ঘোষণা করিয়াছে যে, কাহারও সম্মানের উপর আঘাতের জন্য অবশ্যই জবাব দিতে হইবে।

وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۚ إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا ﴿٣٨﴾

৩৮। এবং ভূপৃষ্ঠে দম্ভভরে চলিও না, কারণ তুমি কখনও ভূপৃষ্ঠকে বিদীর্ণ করিতে পারিবে না এবং কখনও উচ্চতায়[১৬২০] পর্বত সমান হইতে পারিবে না।

كُلُّ ذٰلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا ﴿٣٩﴾

৩৯। ইহাদের মধ্যে প্রত্যেকটি মন্দ আচরণই তোমার প্রভুর দৃষ্টিতে অতি ঘৃণ্য।

ذٰلِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ ۗ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلٰهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا ﴿٤٠﴾

৪০। ইহা (উত্তম শিক্ষা) সেই প্রজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত যাহা তোমার প্রতিপালক তোমার প্রতি ওহী করিয়াছেন। এবং তুমি আল্লাহ্‌র সহিত অন্য কোন মা'বূদ স্থির করিও না, অন্যথায় তুমি তিরস্কৃত ও বিতাড়িত হইয়া জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হইবে।

أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا ۚ إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا ﴿٤١﴾ ع

৪১। তোমাদের প্রতিপালক কি তোমাদের জন্য পুত্র সন্তান মনোনীত করিয়াছেন এবং স্বয়ং নিজের জন্য কতক ফিরিশ্‌তাকে কন্যারূপে গ্রহণ করিয়াছেন? নিশ্চয়ই তোমরা অতি ভয়ংকর কথা বলিতেছ।

৪ [১০] ৪

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هٰذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا ۚ وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا ﴿٤٢﴾

৪২। আমরা (সত্যকে) এই কুরআনে বিভিন্নভাবে[১৬২১] বর্ণনা করিয়াছি যেন তাহারা ইহা হইতে উপদেশ গ্রহণ করে, কিন্তু ইহা তাহাদিগকে কেবল ঘৃণাতেই বাড়াইতেছে।

قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَابْتَغَوْا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا ﴿٤٣﴾

৪৩। তুমি বল, 'তাহাদের কথা অনুযায়ী তাঁহার সহিত যদি অন্য কোন মা'বূদ থাকিত, তাহা হইলে তাহারা (ঐ সকল মা'বূদের সাহায্যে) আরশের অধিপতি পর্যন্ত (পৌঁছিবার) কোন পথ খুঁজিয়া বাহির করিয়া লইত।'

سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا ﴿٤٤﴾

৪৪। তাহারা যাহা বলিতেছে উহা হইতে তিনি হইতেছেন পবিত্র এবং বহু উর্ধ্বে।

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ ۚ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلٰكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴿٤٥﴾

৪৫। সপ্ত আকাশ ও পৃথিবী এবং উহাদের মধ্যে যাহারা আছে তাহারা সকলেই তাঁহার তসবীহ (পবিত্রতা ঘোষণা) করিতেছে, এমন কিছু নাই যাহা তাঁহার প্রশংসাসহ[১৬২২] তস্‌বীহ করিতেছে না; কিন্তু তোমরা তাহাদের তসবীহ্ অনুধাবন করিতে পারিতেছ না। নিশ্চয় তিনি পরম সহিষ্ণু, অতীব ক্ষমাশীল।

১৬২০। অভিষ্ট সাধনে এবং কর্মের সফলতার জন্য অহংকার করা এবং উল্লসিত হওয়া কেবল মূর্খতা এবং প্রগলভতার পরিচয়ই বহন করে না, অহংকারী ব্যক্তির নৈতিক ক্ষতি সাধনও করিয়া থাকে। কারণ এইরূপ মনোভাবের দরুণ সে অর্জিত কৃতকার্যতায় আত্মতুষ্টি লাভ করিয়া থাকে এবং এই প্রকারে তাহার নৈতিক উন্নতি বাধাগ্রস্ত এবং ব্যাহত হয়।

১৬২১। ঐশী-কিতাব, যাহাতে অত্যন্ত জরুরী বিষয়াবলীর কথা অন্তর্ভুক্ত থাকে, তাহার মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিষয়-বস্তু যাহা প্রদত্ত মূল বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত তাহা বার বার পুনরাবৃত্তি হওয়া খুবই স্বাভাবিক এবং প্রয়োজনীয়ও বটে। যখন কোন বিষয়-বস্তুকে খোলাসা বা স্পষ্টভাবে নতুন দৃষ্টিকোণ হইতে বুঝাইবার উদ্দেশ্যে অথবা নতুন কোন আপত্তি খণ্ডনের জন্য পুনরুল্লেখ করা হয় তখন বিবেকবান এবং বুদ্ধিমান কোন লোক উহার প্রতিবাদ করিতে পারে না।

১৬২২ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

৪৬ । এবং যখন তুমি কুরআন আবৃত্তি কর তখন আমরা তোমার ও তাহাদের মধ্যে —— যাহারা পরকালের উপর ঈমান আনে না —— এক গুপ্ত পর্দা সৃষ্টি করিয়া দিই;

وَاِذَا قَرَاْتَ الْقُرْاٰنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُوْرًا ۙ﴿٤٦﴾

৪৭ । এবং আমরা তাহাদের হৃদয়ের উপর পর্দা[১৬২৩] সমূহ ফেলিয়া দিই যেন তাহারা ইহা বুঝিতে না পারে এবং তাহাদের কর্ণে বধিরতা সৃষ্টি করি । এবং যখন তুমি কুরআনে তোমার প্রতিপালককে স্মরণ কর, তাঁহাকে এক-অদ্বিতীয় বলিয়া, তখন তাহারা ঘৃণাভরে নিজেদের পিষ্ঠদেশ ফিরাইয়া চলিয়া যায় ।

وَّجَعَلْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ يَّفْقَهُوْهُ وَفِيْٓ اٰذَانِهِمْ وَقْرًا ؕ وَاِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِى الْقُرْاٰنِ وَحْدَهٗ وَلَّوْا عَلٰٓى اَدْبَارِهِمْ نُفُوْرًا ﴿٤٧﴾

৪৮ । যখন তাহারা কান পাতিয়া তোমার কথা শুনে তখন তাহারা যে উদ্দেশ্যে তোমার কথা শুনে, আমরা উহা সবিশেষ অবগত আছি, এবং (আমরা আরও অবগতি আছি) যখন তাহারা নির্জনে পরস্পর সলা-পরামর্শ করে, যখন ঐ সকল যালেম বলে, 'তোমরা কেবল একজন যাদুগ্রস্ত ব্যক্তির অনুসরণ করিতেছ ।'

نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُوْنَ بِهٖٓ اِذْ يَسْتَمِعُوْنَ اِلَيْكَ وَاِذْ هُمْ نَجْوٰٓى اِذْ يَقُوْلُ الظّٰلِمُوْنَ اِنْ تَتَّبِعُوْنَ اِلَّا رَجُلًا مَّسْحُوْرًا ﴿٤٨﴾

৪৯ । দেখ! তাহারা তোমার সম্বন্ধে কিরূপ দৃষ্টান্ত বর্ণনা করিতেছে, যাহার ফলে তাহারা পথভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছে; সুতরাং তাহারা কোন পথ পাইতেছে না ।

اُنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوْا لَكَ الْاَمْثَالَ فَضَلُّوْا فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ سَبِيْلًا ﴿٤٩﴾

৫০ । এবং তাহারা ইহাও বলে, 'কী ! যখন আমরা অস্থিপুঞ্জে পরিণত হইব এবং চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইব, তখনও কি বাস্তবিকই আমাদিগকে (পুনরায়) এক নূতন সৃষ্টির আকারে উত্থিত করা হইবে ?'

وَقَالُوْٓا ءَاِذَا كُنَّا عِظَامًا وَّرُفَاتًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ خَلْقًا جَدِيْدًا ﴿٥٠﴾

৫১ । তুমি বল, 'তোমরা পাথর অথবা লোহা হও,

قُلْ كُوْنُوْا حِجَارَةً اَوْ حَدِيْدًا ۙ﴿٥١﴾

১৬২২ । বাক্যাংশটি 'সপ্ত আকাশ ও পৃথিবী এবং উহাদের মধ্যে যাহারা আছে তাহারা সকলেই তাঁহার তসবীহ্ করিতেছে' এই শব্দগুলি সমষ্টিগতভাবে প্রমাণ নির্দেশ করে যে, সারা বিশ্ব আল্লাহ্‌তা'লার একত্ব প্রকাশ করিয়া চলিয়াছে।'এবং এমন কিছু নাই যাহা তাঁহার প্রশংসাসহ পবিত্রতা ঘোষণা করিতেছে না' বাক্যটি সাক্ষ্য দিতেছে যে, সকল বস্তুই স্বতন্ত্রভাবে এবং পৃথকভাবে পবিত্র ঐশী সত্তার একত্বের প্রকাশক । প্রথমোক্ত বাক্যাংশের মর্ম হইল যে, বিশ্ব-জগতে বিদ্যমান শৃংখলা ও চমৎকার ব্যবস্থা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করে যে, ইহার সৃষ্টিকর্তা এক এবং অদ্বিতীয় । শেষোক্ত বাক্যটির মর্মার্থ হইতেছে— এই বিশ্বের প্রত্যেক বস্তু নিজ নিজ এলাকায় বা কর্মক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকিয়া অনুপমভাবে আল্লাহ্‌তা'লার বিভিন্ন প্রকার গুণাবলীর কার্যকারিতা প্রদর্শন করিতেছে ।

১৬২৩ । ইহা ঈর্ষা এবং বিদ্বেষের পর্দা, অথবা মেকী সম্মানবোধ এবং বংশ-গৌরব, অথবা আয় এবং সামাজিক মর্যাদা ক্ষুন্ন হওয়ার ভয় অথবা দীর্ঘকালের প্রথা এবং বিশ্বাসের আসক্তি প্রভৃতিকে দৃঢ়রূপে আঁকড়াইয়া থাকার সংস্কার বা বাধা যাহা সত্য গ্রহণে অবিশ্বাসীদিগের পথে প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়ায় । ইহা এক সূক্ষ্ম অস্পষ্ট পর্দা যাহা কাফেররা নিজেরা বুঝিতে বা উপলব্ধি করিতে পারে না ।

اَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِيْ صُدُوْرِكُمْ ۚ فَسَيَقُوْلُوْنَ مَنْ يُّعِيْدُنَا ۭ قُلِ الَّذِيْ فَطَرَكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ فَسَيُنْغِضُوْنَ اِلَيْكَ رُءُوْسَهُمْ وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هُوَ ۭ قُلْ عَسٰٓى اَنْ يَّكُوْنَ قَرِيْبًا ۝

৫২। অথবা এমন সৃষ্টিতে পরিণত হও যাহা তোমাদের অন্তরে কঠিনতম মনে হয় [১৬২৪] (তবুও তোমাদিগকে দ্বিতীয় বার জীবিত করা হইবে)। তখন তাহারা অবশ্যই বলিবে, 'কে আমাদিগকে পুনরুত্থিত করিবে ?' তুমি বল, 'তিনি, যিনি তোমাদিগকে প্রথম বার সৃষ্টি করিয়াছেন।' ইহাতে তাহারা তোমার সম্মুখে অবশ্যই মাথা নাড়াইবে এবং বলিবে, 'উহা কখন ঘটিবে ?' তুমি বল, 'সম্ভবতঃ ইহা অতি শীঘ্রই ঘটিবে,

يَوْمَ يَدْعُوْكُمْ فَتَسْتَجِيْبُوْنَ بِحَمْدِهٖ ع وَتَظُنُّوْنَ اِنْ لَّبِثْتُمْ اِلَّا قَلِيْلًا ۝

৫২। (ইহা ঐ দিন সংঘটিত হইবে) যেদিন তিনি তোমাদিগকে আহ্বান করিবেন এবং তখন তোমরা তাঁহার প্রশংসার সহিত আহ্বানে সাড়া দিবে এবং মনে করিবে যে, তোমরা (দুনিয়াতে) স্বল্প কালই অবস্থান করিয়াছ।'

৫ [১২] ৫

وَقُلْ لِّعِبَادِيْ يَقُوْلُوا الَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ ۭ اِنَّ الشَّيْطٰنَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ ۭ اِنَّ الشَّيْطٰنَ كَانَ لِلْاِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِيْنًا ۝

৫৪। এবং তুমি আমার বান্দাদিগকে বল, যেন তাহারা এমন কথা বলে যাহা সর্বোত্তম। নিশ্চয় শয়তান তাহাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে। নিশ্চয় শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু।

رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِكُمْ ۭ اِنْ يَّشَاْ يَرْحَمْكُمْ اَوْ اِنْ يَّشَاْ يُعَذِّبْكُمْ ۭ وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ وَكِيْلًا ۝

৫৫। তোমাদের প্রতিপালক তোমাদিগকে সর্বাপেক্ষা উত্তমরূপে অবগত আছেন, তিনি চাহিলে তোমাদের উপর রহম করিবেন অথবা তিনি চাহিলে তোমাদিগকে শাস্তি দিবেন। এবং আমরা তোমাকে তাহাদের উপর অভিভাবক করিয়া পাঠাই নাই।

وَرَبُّكَ اَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۭ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيّٖنَ عَلٰي بَعْضٍ وَّاٰتَيْنَا دَاوٗدَ زَبُوْرًا ۝

৫৬। এবং যাহারা আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে আছে তোমার প্রতিপালক তাহাদিগকে সর্বাপেক্ষা বেশী জানেন। এবং আমরা নিশ্চয় নবীগণের মধ্যে কতককে কতকের উপরে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিয়াছি এবং দাউদকে আমরা যবুর দান করিয়াছি।

قُلِ ادْعُوا الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ فَلَا يَمْلِكُوْنَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيْلًا ۝

৫৭। তুমি বল, 'তিনি (আল্লাহ্) ব্যতিরেকে তোমরা যাহাদের সম্বন্ধে (মা'বূদ বলিয়া) দাবী করিতেছ তোমরা তাহাদিগকে ডাক, তাহা হইলেই (তোমরা বুঝিতে পারিবে যে,) তোমাদের নিকট হইতে দুঃখ দূর করিবার অথবা (তোমাদের অবস্থা) পরিবর্তন করিবার কোন ক্ষমতা তাহাদের নাই।'

১৬২৪। এই আয়াতের তাৎপর্য এইরূপে ব্যাখ্যা করা যায় যে, কাফেরদিগকে বলা হইতেছে যে, তাহাদের অন্তর লোহা বা পাথর বা অন্য কোন নিরেট বস্তুর মত কঠিন হইয়া যায়। আল্লাহ্‌তা'লা তাহাদের মধ্যে উন্নতি সাধনকারী পরিবর্তন আনয়ন করিবেন যাহা মহানবী (সাঃ)-এর মাধ্যমে হওয়া নির্ধারিত। অথবা ইহা এইভাবেও ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে যে, পূর্ববর্তী আয়াতে উল্লেখিত শেষ বিচারের দিনে মানবাত্মার পুনরুত্থান সম্বন্ধে অবিশ্বাসীদিগের সন্দেহের উত্তরে তাহাদিগকে বলা হইতেছে যে, তাহারা যদি লোহা বা পাথর বা অন্য কোন কঠিন বস্তুতেও রূপান্তরিত হয়, তথাপি তাহারা ঐশী শাস্তি হইতে রেহাই পাইবে না।

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ ۚ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا ﴿٥٧﴾

৫৮। ঐ সকল লোক, যাহাদিগকে তাহারা ডাকে,[১৬২৫] নিজেরাই তাহাদের প্রতিপালকের নৈকট্যের উপায় অন্বেষণ করে (এবং লক্ষ্য করে যে,) তাহাদের মধ্যে কে (আল্লাহ্‌র) সর্বাধিক নিকটে —এবং তাহারা সদা তাঁহার রহমতের প্রত্যাশা করে এবং তাঁহার আযাবকে ভয় করে। তোমার প্রতিপালকের আযাব নিশ্চয় (এমন যাহা) ভয় করারই বিষয়।

وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا ۚ كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ﴿٥٨﴾

৫৯। এবং কোন জনপদ নাই যাহাকে আমরা কিয়ামত দিবসের পূর্বেই ধ্বংস করিব না অথবা উহাকে কঠোর আযাব[১৬২৬] দিব না। ইহা কিতাবে (আল্লাহ্‌র বিধানে) লিপিবদ্ধ আছে।

وَمَا مَنَعَنَا أَن نُّرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ ۚ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا ۚ وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا ﴿٥٩﴾

৬০। এবং আমাদের নিদর্শন প্রেরণে আমাদিগকে আর কিসে বাধা দিতে পারে কেবল ইহা ব্যতীত যে পূর্ববর্তী লোকেরা এই সকলকে (নিদর্শনকে) মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান[১৬২৭] করিয়াছিল, (কিন্তু নিদর্শন প্রেরণে ইহা আমাদিগকে বাধা দিতে পারে নাই)। তাই আমরা সামূদ (জাতি)-কে উজ্জ্বল নিদর্শনরূপে একটি উষ্ট্রী দিয়াছিলাম, কিন্তু তাহারা উহার উপর যুলুম করিয়াছিল। বস্তুতঃ আমরা সতর্ক করার জন্যই নিদর্শন প্রেরণ করি।

وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ ۚ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ ۚ وَنُخَوِّفُهُمْ ۖ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا ﴿٦٠﴾ ع ٦ [٨] ٦

৬১। এবং (স্মরণ কর) যখন আমরা তোমাকে বলিয়াছিলাম, 'নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক এই সকল লোককে (ধ্বংস করার জন্য) পরিবেষ্টন করিয়াছেন।' এবং আমরা তোমাকে যে সত্য স্বপ্ন[১৬২৭-ক] দেখাইয়াছিলাম উহাকে লোকগণের জন্য কেবল পরীক্ষা স্বরূপ করিয়াছিলাম এবং ঐ বৃক্ষটিকেও যাহাকে কুরআনে অভিশপ্ত[১৬২৮] সাব্যস্ত করা হইয়াছে। এবং আমরা তাহাদিগকে (অবিরাম) সতর্ক করিয়া যাইতেছি, কিন্তু ইহা তাহাদিগকে কেবল ঘোর বিদ্রোহিতায় বাড়াইতেছে।

১৬২৫। এই আয়াত সেই সকল ফিরিশ্‌তা, নবী-রসূল এবং মহা পুরুষের প্রতিও ইংগিত করিতে পারে যাহাদিগকে লোকেরা খোদা ভ্রমে পূজা করিয়া থাকে।

১৬২৬। ইহা বিশ্বময় আযাব এবং আযাবের পর আযাবের কথা ব্যক্ত করিয়াছে যে সকল আযাব সম্পর্কে পূর্ব হইতে সতর্ক করিয়া দেওয়া হয়, যাহার ভবিষ্যদ্বাণী আল্লাহ্‌র নবীগণ করিয়া থাকেন এবং কুরআন করীমেও যাহার উল্লেখ রহিয়াছে।

১৬২৭। অথবা ইহার অর্থ এইরূপও হইতে পারে: পূর্বের জাতিগুলি আল্লাহ্‌র নবীগণকে অস্বীকার করিয়াছিল বলিয়া আর কোন নিদর্শন পাঠাইবার প্রয়োজন নাই, অথবা ঐশী নিদর্শনাবলী স্থগিত হইয়া গিয়াছে, এইরূপ যুক্তি কখনই গ্রাহ্য হইতে পারে না।

১৬২৭-ক। এখানে এই সূরার ২ আয়াতে উল্লেখিত কাশ্‌ফ সম্পর্কে বলা হইয়াছে। এই কাশ্‌ফে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) নিজেকে জেরুযালেমের উপাসনালয়ে (মসজিদুল আকসাতে) যাহা ইহুদীগণের কিবলা ছিল, অন্যান্য নবীগণের নামাযের ইমামতি করিতে দেখিয়াছিলেন। এই দিব্য-দর্শন বা কাশ্‌ফ ইংগিত করে যে, ঐ সকল নবীর উম্মত বা অনুসারীরা ভবিষ্যতে কোন এক সময় ইসলামের পতাকাতলে সমবেত হইবে। ইহাই হইতেছে 'নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক এই সকল লোককে (ধ্বংস করার জন্য) পরিবেষ্টন করিয়াছেন' বাক্যের মর্মার্থ। ইসলামের সাধারণ বিজয় বা প্রসার ঘটিবে বিশ্বব্যাপী ধ্বংস কাণ্ডের অব্যবহিত পরে যাহার উল্লেখ রহিয়াছে ৫৯ আয়াতে।

১৬২৮ টীকা-পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ۭ قَالَ ءَاَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِيْنًا ۝۶۲

৬২। এবং (স্মরণ কর) যখন আমরা ফিরিশ্‌তাগণকে বলিয়াছিলাম, 'আদমের আনুগত্য[১৬২৯] কর,' তখন তাহারা সকলেই আনুগত্য করিল। কিন্তু ইবলীস (করিল না)। সে বলিল, 'আমি কি তাহার আনুগত্য করিব যাহাকে তুমি কর্দম হইতে সৃষ্টি করিয়াছ ?'

قَالَ اَرَءَيْتَكَ هٰذَا الَّذِيْ كَرَّمْتَ عَلَيَّ ۡ لَىِٕنْ اَخَّرْتَنِ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَاَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهٗٓ اِلَّا قَلِيْلًا ۝۶۳

৬৩। সে (আরও) বলিল, 'তুমিই বল, এ কি সেই, যাহাকে তুমি আমার উপর সম্মান দিয়াছ ? যদি তুমি আমাকে কিয়ামত[১৬৩০] দিবস পর্যন্ত অবকাশ দাও তাহা হইলে নিশ্চয় আমি অল্প সংখ্যক লোক ব্যতীত তাহার বংশধরগণের সকলকে আমার আয়ত্তাধীন করিয়া লইব।'[১৬৩১]

قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَاِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآؤُكُمْ جَزَآءً مَّوْفُوْرًا ۝۶۳

৬৪। তিনি বলিলেন, 'দূর হও, কারণ তাহাদের মধ্য হইতে যাহারা তোমাকে অনুসরণ করিবে, নিশ্চয় জাহান্নাম হইবে তোমাদের সকলের এক পূর্ণ প্রতিফল;

وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَاَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ وَعِدْهُمْ ۭ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطٰنُ اِلَّا غُرُوْرًا ۝۶۴

৬৫। এবং তাহাদের মধ্য হইতে যাহাকে তুমি পার তাহাকে তুমি তোমার আওয়াজ দ্বারা প্রতারিত কর এবং তুমি তোমার অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্যসহ তাহাদের উপর চড়াও হও এবং তাহাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিগণের মধ্যে শরীক হও, এবং তাহাদিগকে[১৬৩২] (মিথ্যা) প্রতিশ্রুতি দাও।' প্রকৃত পক্ষে শয়তান প্রবঞ্চনা ব্যতীত তাহাদিগকে কোন প্রতিশ্রুতি দেয় না।

১৬২৮। 'অভিশপ্ত বৃক্ষটি' সম্ভবতঃ ইহুদীজাতি, যাহাদের সম্বন্ধে কুরআন মজীদ বার বার উল্লেখ করিয়াছে যে, তাহারা আল্লাহ্‌তা'লা কর্তৃক অভিশপ্ত (৫:১৪,৬১,৬৫,৭৯)। আল্লাহ্‌তা'লার অভিশাপ এই দুর্ভাগা জাতির পিছনে লাগিয়া রহিয়াছে ——হযরত দাউদ (আঃ)-এর সময় হইতে শুরু করিয়া বর্তমান যমানা পর্যন্ত। এই ব্যাখ্যা এই সূরার 'বানী ইসরাঈল' নাম করণের মধ্যেও নিহিত আছে এবং এই সূরাতে বিশেষভাবে ইহুদী জাতির কথাই বলা হইয়াছে। আয়াতের শুরুতে কাশ্‌ফের সম্পর্কে উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে যে, উহার (কাশ্‌ফের) মধ্যে রসূল করীম (সাঃ) দেখিয়াছেন যে, ইহুদী ধর্ম বিশ্বাসের কেন্দ্র জেরুযালেমে তিনি নামাযে ইসরাঈলী নবীগণের ইমামতি করিতেছেন। এই ঘটনা দ্বারা আরো সমর্থন পাওয়া যায় যে,'অভিশপ্ত বৃক্ষ'ইহুদী জাতিকেই বুঝাইতেছে। 'শাজারাহ্' শব্দের অর্থ এখানে জাতি বা গোত্র। তফসীরাধীন আয়াত কাশ্‌ফ এবং ইহুদী জাতি (অভিশপ্ত-বৃক্ষ) উভয় সম্পর্কে বলা হইয়াছে, ইহুদীদের প্রতি এই কাশ্‌ফ বিশেষভাবে 'মানুষের জন্য পরীক্ষা স্বরূপ' আরোপিত হইয়াছে। ইহুদীগণ যুগ যুগ ধরিয়া মানবজাতির জন্য বিশেষভাবে মুসলমান জাতির জন্য দুঃখ-দুর্দশার কারণরূপে সাব্যস্ত হইয়াছে।

১৬২৯। অন্যান্য অর্থ ছাড়া 'লাম' এর অর্থ 'সঙ্গে', 'সাথে'ও হয়; অতএব 'লে-আদামা' এর অর্থ আদমের সাথে হইতে পারে।

১৬৩০। 'পুনরুত্থানের' মর্ম এখানে আধ্যাত্মিক পুনরুত্থান, যাহার সম্বন্ধে প্রত্যেক মো'মেনের অভিজ্ঞতা বা জ্ঞান লাভ হয় যখন তাহার ঈমান পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। তখন শয়তান তাহাকে আর কাবু করিতে পারে না।

১৬৩১। মানবজাতির এক বিরাট সংখ্যা গরিষ্ঠ দলকে পথভ্রষ্ট করার জন্য শয়তান যে ভীতি প্রদর্শন করিয়াছিল, উহাতে সে কিরূপ কৃতকার্যতা লাভ করিয়াছে ? এই প্রশ্নটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, যাহার উত্তর দেওয়া প্রয়োজন। পৃথিবীতে শুভ ও অশুভ এবং ভাল ও মন্দ অবস্থার উপর আপাতঃ ও দ্রুত দৃষ্টি ফিরাইলে কোন ব্যক্তি এই ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারে যে, অশুভ বা অসৎ কিংবা পাপী বা দুরত্তরা প্রভাব এবং প্রাধান্য বিস্তার করিয়া চলিয়াছে সৎ, শুভ বা ধার্মিকের উপরে। এক কথায় কল্যাণের উপর অকল্যাণ টেক্কা মারিয়া চলিতেছে। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা ইহার বিপরীত। দৃষ্টান্ত স্বরূপ যদি সর্ব প্রধান মিথ্যাবাদীর সকল উক্তি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে,

১৬৩২ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ ۚ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا ﴿٦٥﴾

৬৬। নিশ্চয় যাহারা আমার বান্দা, তাহাদের উপর তোমার কোন আধিপত্য[১৬৩৩] চলিবে না; এবং তোমার প্রভু অভিভাবক হিসাবে যথেষ্ট।

رَبُّكُمُ الَّذِي يُزْجِي لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ ۚ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٦٦﴾

৬৭। তোমাদের প্রভু তিনি, যিনি তোমাদের জন্য নৌকা সমূহকে সমুদ্রে পরিচালিত করেন যেন তোমরা তাঁহার অনুগ্রহ অনুসন্ধান কর। নিশ্চয় তিনি তোমাদের উপর পরম দয়াময়।

وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ ۖ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ ۚ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا ﴿٦٧﴾

৬৮। এবং যখন সমুদ্রে তোমাদিগকে কষ্ট স্পর্শ করে, তখন তিনি ব্যতীত আর সকলেই যাহাদিগকে তোমরা ডাকিয়া থাক (তোমাদের মন হইতে) উধাও হইয়া যায়। অতঃপর, যখন তিনি তোমাদিগকে বাঁচাইয়া স্থলে আনেন তখন তোমরা (তাঁহার দিক হইতে) বিমুখ হইয়া যাও; বস্তুতঃ মানুষ বড়ই অকৃতজ্ঞ।[১৬৩৪]

أَفَأَمِنتُمْ أَن يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا ﴿٦٨﴾

৬৯। তোমরা কি ইহা হইতে নিরাপদ হইয়া গিয়াছ যে, তিনি তোমাদিগকে স্থলভাগের কিনারায় (ভূভাগে) প্রোথিত করিয়া দিতে পারেন অথবা তোমাদের উপর প্রচণ্ড শিলাবৃষ্টি বর্ষণ করিতে পারেন যাহার পর তোমরা তোমাদের জন্য কোন অভিভাবক খুঁজিয়া পাইবে না?

তাহার সত্য কথাগুলির সংখ্যা উৎকর্ষতায় তাহার মিথ্যাকে ছাড়াইয়া যাইতেছে। একইভাবে পৃথিবীতে দুষ্ট বা অসৎ লোকের সংখ্যা সৎ এবং ধার্মিক লোকের তুলনায় অনেক কম। প্রকৃত অবস্থা হইল এই যে, দুষ্টামী বা পাপাচার এত ব্যাপকভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে যে, উহা নিজেই এই বাস্তব অবস্থার প্রমাণ যোগায় যে, মানব প্রকৃতি জন্মগতভাবে ভাল এবং উহা অমঙ্গলের সামান্যতম স্পর্শেও বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠে। অতএব, ইহা বলা ভুল হইবে যে, শয়তান তাহার ভীতি প্রদর্শনের অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছাইতে সক্ষম হইয়াছে।

১৬৩২। এই আয়াতে মানুষকে প্রলুব্ধ করিয়া সৎ পথ হইতে বিভ্রান্ত করার জন্য শয়তান প্রকৃতির লোকদের তিন প্রকার কৌশল বর্ণনা করা হইয়াছে।(১) তাহারা দরিদ্র ও দুর্বলকে হিংস্রতার ভয় দেখাইয়া বশে আনিতে চায়।(২) হিংস্রতার মৌখিক-ভীতি প্রদর্শনে যাহারা ভীত হয় না তাহাদের বিরুদ্ধে তাহারা কঠোর পন্থা অবলম্বন করে। দল পাকাইয়া তাহাদের বিরুদ্ধে পরস্পরের সহযোগিতায় পরিকল্পিত আক্রমণ চালাইয়া তাহাদিগকে সর্বপ্রকার নির্যাতন ও নিপীড়নের শিকারে পরিণত করে।(৩) তাহারা ক্ষমতাশীল এবং অধিক প্রভাবশালী ব্যক্তিগণকে প্রলোভনের মাধ্যমে দলে ভিড়াইয়া নেওয়ার পথ বাছিয়া লয় এবং যদি তাহারা শুধু সত্যের সমর্থনে বিরত থাকে তাহা হইলে তাহাদিগকে নেতা বানাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করে।

১৬৩৩। মানুষের আধ্যাত্মিক পুনরুত্থান না ঘটা পর্যন্ত সে শয়তানী প্রলোভনের শিকার হইতে পারে, অর্থাৎ যে পর্যন্ত তাহার ঈমান পূর্ণতাপ্রাপ্ত না হয় সে পর্যন্ত শয়তানের দল তাহাকে (মানুষকে) বিভ্রান্ত করিতে চেষ্টা করে।

১৬৩৪। মানুষের স্বভাব এমনই যে, যখন সে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়, তখন সে নম্র হয় এবং আল্লাহ্‌তা'লার নিকট প্রার্থনা করে, প্রতিজ্ঞা করে এবং সৎ জীবন যাপন করিবে বলিয়া শপথ করে। কিন্তু এক বার বিপদমুক্ত হইয়া গেলেই সে পূর্ববৎ প্রগল্‌ভ ও দাম্ভিক হইয়া যায়।

اَمْ اَمِنْتُمْ اَنْ يُّعِيْدَكُمْ فِيْهِ تَارَةً اُخْرٰى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ الرِّيْحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوْا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهٖ تَبِيْعًا ﴿٧٠﴾

৭০। অথবা তোমরা কি ইহা হইতে নিরাপদ হইয়া গিয়াছ যে, তিনি তোমাদিগকে আর এক বার সেখানে ফিরাইয়া লইয়া যাইতে পারেন, অতঃপর এক প্রবল ঝঞ্ঝাবায়ু তোমাদের উপর প্রবাহিত করিতে পারেন এবং তোমাদের অবিশ্বাস করার কারণে তোমাদিগকে (সমুদ্রে) নিমজ্জিত করিতে পারেন ? তখন তোমরা নিজেদের জন্য সে বিষয়ে আমাদের বিরুদ্ধে কোন পৃষ্ঠপোষক পাইবে না।

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْٓ اٰدَمَ وَحَمَلْنٰهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ وَفَضَّلْنٰهُمْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلًا ﴿٧١﴾ ع ٧ [١٠] ٧

৭১। এবং অবশ্যই আমরা আদম সন্তানদিগকে[১৬৩৫] সম্মানিত করিয়াছি এবং আমরা তাহাদিগকে স্থলে ও সমুদ্রে[১৬৩৫-ক] আরোহণ করাইয়াছি এবং তাহাদিগকে পবিত্র রিয্‌ক দান করিয়াছি এবং আমরা যাহাদিগকে সৃষ্টি[১৬৩৫-খ] করিয়াছি তাহাদের মধ্য হইতে অনেকের উপর তাহাদিগকে অধিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিয়াছি।

يَوْمَ نَدْعُوْا كُلَّ اُنَاسٍۢ بِاِمَامِهِمْ ۚ فَمَنْ اُوْتِيَ كِتٰبَهٗ بِيَمِيْنِهٖ فَاُولٰٓئِكَ يَقْرَءُوْنَ كِتٰبَهُمْ وَلَا يُظْلَمُوْنَ فَتِيْلًا ﴿٧٢﴾

৭২। (ঐ দিনকে স্মরণ কর) যেদিন আমরা প্রত্যেক জনগোষ্ঠিকে তাহাদের নেতাসহ আহ্বান করিব। অতঃপর, যাহাকে তাহার ডান[১৬৩৬] হাতে তাহার কিতাব দেওয়া হইবে— তাহারা (আগ্রহভরে) নিজেদের কিতাব পাঠ করিবে এবং তাহাদের উপর কিঞ্চিন্মাত্রও যুলুম করা হইবে না।

وَمَنْ كَانَ فِيْ هٰذِهٖٓ اَعْمٰى فَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ اَعْمٰى وَاَضَلُّ سَبِيْلًا ﴿٧٣﴾

৭৩। কিন্তু যে ব্যক্তি ইহজগতে অন্ধ থাকিবে, সে পরজগতেও[১৬৩৭] অন্ধ হইবে, এবং সে চরম বিপথগামী হইবে।

১৬৩৫। সকল আদম-সন্তানকে আল্লাহ্‌তা'লা সমভাবে সম্মানিত করিয়াছেন এবং কোন বিশেষ জাতি বা গোত্রের প্রতি পক্ষপাতমূলক ব্যবহার করেন নাই। এই আয়াত বর্ণ, ধর্ম,বংশ ও জাতি-ভিত্তিক শ্রেষ্ঠত্বের মূর্খ ও বিচার-বুদ্ধিহীন সকল ধারণাকে ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। ইহাতে আরো বলা হইয়াছে যে, উন্নতি, অগ্রগতি ও সাফল্যের সকল উপায় বা পথ সকল মানুষের জন্য সমভাবে উন্মুক্ত এবং এই সমস্ত পথ বা উপায় তাহার জন্য জলে ও স্থলে সমভাবে প্রযোজ্য।

১৬৩৫-ক। কুরআন করীমে সমুদ্র ভ্রমণের উপর জোর দেওয়াকে অস্বাভাবিক ব্যাপার বলিয়া মনে হয়। সকল আরবদের মধ্যে আঁ-হযরত (সাঃ)-এর সারা জীবনে সমুদ্র যাত্রার কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। এমন একজন আরববাসীর নিকট নাযেলকৃত এক কিতাবে সমুদ্র ভ্রমণের গুরুত্বের উপর এত বেশী জোর দেওয়ার বিষয়টি নিশ্চিতরূপে প্রমাণ করে যে, কুরআন তাঁহার রচনা হইতে পারে না,কেননা তিনি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সমুদ্র ভ্রমণের উপকারিতা জানিতেন না।

১৬৩৫-খ। পৃথিবীতে আল্লাহ্‌তা'লার প্রতিনিধিত্বকারী মর্যাদার অধিকারী মানুষ অন্য সকল সৃষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

১৬৩৬। ডান হাত আশীর্বাদের প্রতীক এবং বাম হাত শাস্তির প্রতীক। মানবদেহেও ডান দিক বাম দিকের উপরে প্রাধান্য বিস্তার করিয়া চলে, কারণ ডান দিকের গ্রথিত কোষসমূহ বাম দিকের তুলনায় অধিক শক্ত। কাহারো কর্মের খতিয়ান তাহার ডান হাতে দেওয়ার মর্মার্থ হইল উহা শুভ ও আশিসপূর্ণ আমলনামা (কর্ম-লিপি) হইবে। পুনঃ'ডান হাত'শক্তি এবং ক্ষমতাকে বুঝায় (৬৯:৪৬)।বিশ্বাসীগণ তাহাদের আমলনামা ডান হাতে ধারণ করিবে— এই কথার মর্ম এই যে,তাহারা ইহজীবনে পুণ্যকে দৃঢ় সংকল্পের সাথে ধরিয়াছিল।সেই সময়ে অবিশ্বাসীগণ কর্তৃক তাহাদের আমলনামা বাম হাতে ধারণ করার মর্ম হইতেছে যে, তাহারা পূর্বজীবনে যথার্থভাবে অধ্যবসায়ের সাথে নৈতিক উৎকর্ষতা সাধনের প্রচেষ্টা করে নাই।

১৬৩৭। যাহারা ইহজীবনে আধ্যাত্মিক চোখের সঠিক ব্যবহার করে না, তাহারাই পরকালে আধ্যাত্মিক দৃষ্টি হইতে বঞ্চিত থাকিবে। পবিত্র কুরআন ব্যক্ত করে যে, যাহারা আল্লাহ্‌তা'লার নির্দশনাবলী সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করিয়া দেখে না এবং উহা হইতে অন্ধের ন্যায় কোন উপকার

وَاِنْ كَادُوْا لَيَفْتِنُوْنَكَ عَنِ الَّذِيْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهٗ ۖ وَاِذًا لَّاتَّخَذُوْكَ خَلِيْلًا ﴿٧٤﴾

৭৪। এবং আমরা তোমার প্রতি যাহা ওহী করিয়াছি উহার কারণে তাহারা তোমাকে (কঠোর হইতে কঠোরতর) কষ্টে ফেলিবার উপক্রম করিয়াছিল যেন তুমি (তাহাদের ভয়ে) উহার পরিবর্তে অন্য[১৬৩৮] কিছু নিজের তরফ হইতে রচনা করিয়া আমাদের প্রতি আরোপ কর, এবং সেক্ষেত্রে তাহারা অবশ্যই তোমাকে (অন্তরঙ্গ) বন্ধু বানাইয়া লইত।

وَلَوْلَآ اَنْ ثَبَّتْنٰكَ لَقَدْ كِدْتَّ تَرْكَنُ اِلَيْهِمْ شَيْـًٔا قَلِيْلًا ﴿٧٥﴾

৭৫। এবং যদি আমরা তোমাকে (কুরআন দিয়া) সুদৃঢ় না-ও করিতাম তথাপি তুমি অতি অল্প বিষয়েই[১৬৩৯] তাহাদের দিকে ঝুঁকিতে।

اِذًا لَّاَذَقْنٰكَ ضِعْفَ الْحَيٰوةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيْرًا ﴿٧٦﴾

৭৬। (যদি তুমি তাহাদের খেয়াল অনুযায়ী আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা রচনা করিতে) তাহা হইলে আমরা তোমাকে জীবনেও দ্বিগুণ শাস্তি এবং মরণেও দ্বিগুণ শাস্তির আস্বাদ গ্রহণ করাইতাম এবং তখন তুমি আমাদের বিরুদ্ধে তোমার জন্য কোন সাহায্যকারী পাইতে না।

وَاِنْ كَادُوْا لَيَسْتَفِزُّوْنَكَ مِنَ الْاَرْضِ لِيُخْرِجُوْكَ مِنْهَا وَاِذًا لَّا يَلْبَثُوْنَ خِلٰفَكَ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿٧٧﴾

৭৭। এবং তাহারা বস্তুতঃ তোমাকে এদেশ হইতে উৎখাত করিবার উপক্রম করিয়াছিল যাহাতে তাহারা তোমাকে উহা হইতে বাহির[১৬৪০] করিয়া দিতে পারে; এইরূপ হইলে তাহারা (নিজেরাও) অতি অল্প কালই (নিরাপদে) থাকিবে।

سُنَّةَ مَنْ قَدْ اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُّسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيْلًا ﴿٧٨﴾ ع ٨ ٨ [٧]

৭৮। ইহা আমাদের সেই সকল রসূলের নিয়মানুযায়ী হইবে যাহাদিগকে আমরা তোমার পূর্বে প্রেরণ করিয়াছি, এবং তুমি আমাদের নিয়মের মধ্যে কোন পরিবর্তন দেখিতে পাইবে না।

লাভ করে না, তাহারা পরজীবনে আধ্যাত্মিকভাবে অন্ধই থাকিবে।

১৬৩৮। কুরআন শরীফে স্পষ্ট প্রকাশিত ঐশী শিক্ষাসমূহ যাহা রসূলে করীম (সাঃ)-এর নিকট নাযেল হইয়াছিল তাহা পরিবর্তন করার জন্য এবং নানা দূরভিসন্ধি আঁটিয়া তাঁহাকে বাধ্য করার উদ্দেশ্যে কাফেরগণ তাঁহার বিরুদ্ধে চরম বাধা-বিপত্তি সৃষ্টির জন্য সংকল্পবদ্ধ ছিল। কাফেরদের এই সব অশুভ পরিকল্পনা যাহা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছিল, সেই সম্বন্ধে এই আয়াতে উল্লেখ করা হইয়াছে।

১৬৩৯। আঁ-হযরত (সাঃ)-এর স্বভাব এতই নির্মল ও নিষ্কলঙ্ক ছিল যে, পবিত্র কুরআন যদি তাঁহার প্রতি নাযেল না-ও হইত এবং তিনি তাঁহার সম্বন্ধে আল্লাহ্‌তা'লার মহান ইচ্ছা জ্ঞাত না-ও হইতেন তথাপি তিনি শিরক বা অংশীবাদিতার প্রতি ঝুঁকিয়া পড়িতেন না।

১৬৪০। নবী করীম (সাঃ)-এর শত্রু পক্ষ তাঁহার উপর কলঙ্ক চিহ্ন আরোপ করিয়া আইন বলে নির্বাসন দিয়া তাঁহাকে কলঙ্কিত করিতে চাহিয়াছিল যাহাতে লোক চক্ষে তাঁহার সকল সামাজিক মর্যাদা বিলুপ্ত হইয়া যায়। কিন্তু আল্লাহ্‌তা'লা নিজেই তাঁহাকে মক্কা ত্যাগ করিতে নির্দেশ দিয়া সেই কলঙ্ক-চিহ্ন হইতে রক্ষা করিলেন, যাহা তাঁহাকে মক্কা নগরীর নাগরিকত্ব হইতে বঞ্চিত করার সহিত সম্পৃক্ত ছিল।

৭৯। তুমি সূর্য হেলিয়া যাওয়ার পর হইতে রাত্রির ঘোর অন্ধকার পর্যন্ত নামায কায়েম কর, এবং প্রভাতে কুরআন পাঠ কর, প্রভাতে কুরআন পাঠ (আল্লাহ্‌র নিকট)[১৬৪১] নিশ্চয় গ্রহণীয়।

اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ اِلٰى غَسَقِ الَّيْلِ وَقُرْاٰنَ الْفَجْرِ ؕ اِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا ﴿٧٩﴾

৮০। এবং তুমি নিশীথে উঠিয়া ইহা দ্বারা তাহাজ্জুদ আদায় কর, (ইহা) তোমার জন্য নফল[১৬৪২] (অতিরিক্ত ইবাদত) স্বরূপ, ইহাতে প্রত্যাশা করা যায় যে, তোমার প্রভু তোমাকে এক বিশেষ প্রশংসনীয় মর্যাদায়[১৬৪৩] উন্নীত করিবেন।

وَمِنَ الَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهٖ نَافِلَةً لَّكَ ۖ عَسٰٓى اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا ﴿٨٠﴾

৮১। এবং তুমি বল, 'হে আমার প্রভু! তুমি আমাকে উত্তম ভাবে প্রবিষ্ট কর এবং আমাকে উত্তমরূপে[১৬৪৪] বহির্গত কর এবং তোমার সন্নিধান হইতে আমার জন্য পরম সাহায্যকারী ক্ষমতা দান কর।'

وَقُلْ رَّبِّ اَدْخِلْنِىْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِىْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَّاجْعَلْ لِّىْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا ﴿٨١﴾

৮২। এবং তুমি বল, 'সত্য আসিয়াছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হইয়াছে; নিশ্চয় মিথ্যা বিলীন[১৬৪৫] হওয়ারই যোগ্য।'

وَقُلْ جَآءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ؕ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا ﴿٨٢﴾

১৬৪১। 'দালাকাশ্‌শামসু' অর্থঃ (১) সূর্য পৃথিবীর মধ্য রেখা হইতে সরিয়া পড়িল অর্থাৎ মধ্যাহ্ন সূর্য ঢলিয়া পড়িল; (২) সূর্য হলুদ বর্ণ ধারণ করিল; (৩) সূর্য অস্ত গেল। 'গাসাকা' অর্থ রাত্রের অন্ধকার, অথবা সূর্যাস্তের পর দিগন্তের লালিমা যখন অদৃশ্য হইয়া যায় তখনকার অবস্থা (লেইন, মুফরাদাত)। এই আয়াতে ইসলামে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের সময় নির্ণীত হইয়াছে। 'দুলুক'-শব্দটি তিন প্রকার অর্থে যোহর, আসর এবং মাগরিবের নামাযের সময় নির্দেশ করে। 'গাসাকেল্‌লায়লে' বাক্যাংশটি সূর্যাস্তের পর মাগরিবের নামাযের সময়ের প্রতি ইঙ্গিত করিতেছে, কিন্তু ইহা বিশেষভাবে রাত্রের নামায অর্থাৎ ইশার নামাযের প্রতি নির্দেশ করিতেছে। 'কুরআনাল্ ফাজরে' শব্দগুলি ফজরের নামাযের প্রতি ইঙ্গিত করিতেছে।

১৬৪২। এই আয়াতে লিপিবদ্ধ 'নাফেলাতান' এর অন্য অর্থ বিশেষ অনুগ্রহ এবং ইহা এই মর্ম ব্যক্ত করিতেছে যে, নামায ক্লান্তিকর বোঝা নহে, বরং ইহা সাধকের জন্য সুবিধা এবং আল্লাহ্‌র বিশেষ অনুগ্রহের কারণ বিশেষ।

১৬৪৩। ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর মত দ্বিতীয় কোন ব্যক্তিকে সম্ভবতঃ এত অধিক বিদ্বেষপূর্ণ ব্যবহার এবং গালাগালি করা হয় নাই, এবং নিশ্চিত রূপেই এত বেশী ঐশী প্রশংসাও আর কোন মানব পায় নাই এবং এত অধিক ঐশী আশীর্বাদ ও অনুগ্রহ বর্ষিত করার জন্য অনুসারীদের দরুদ প্রেরণের পাত্রও অন্য কোন ব্যক্তি হয় নাই। নিরব নিথর গভীর রাত্রে মো'মেনের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য তাহাজ্জুদ নামায সর্বোত্তম সাধনা। নির্জনে একাকী সে উহাতে সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে গোপনে এক পবিত্র যোগাযোগ স্থাপন করিয়া থাকে।

১৬৪৪। আল্লাহ্‌তা'লা নবী করীম (সাঃ)-এর মিনতিপূর্ণ দোয়া কবুল করেন এবং এই সূরার ২ আয়াতে উল্লেখিত 'ইস্‌রা' সম্পর্কে বর্ণিত, তিনি পবিত্র ও মহিমাময়, যিনি রাত্রিযোগে স্বীয় বান্দাকে মসজিদুল হারাম হইতে দূরবর্তী মসজিদ পর্যন্ত লইয়া গেলেন (১৭:২), বাক্যে নিহিত ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী আল্লাহ্‌তা'লা তাঁহাকে এই সুসংবাদ দেন যে, তাঁহাকে মদীনায় নিয়া যাওয়া হইবে। এই ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতার জন্য রসূল করীম (সাঃ) আদেশ প্রাপ্ত হন যে, তিনি যেন এরূপ আশা নিয়া দোয়া করেন যে, তাঁহার মদীনায় প্রবেশ যেন দ্বিগুণ আশিসপূর্ণ হয় এবং বর্তমান বাসস্থান মক্কা হইতে তাঁহার হিজরতও যেন নিরাপদ হয়।

১৬৪৫। কুরআন মজীদের রচনা-শৈলী এমনি বিস্ময়কর যে, কোন কোন সন্দেহহীন বিষয়ে ভাব প্রকাশার্থে এমন বিশেষ শব্দ বাছিয়া লওয়া হইয়াছে যাহা ঘটনাবলীর সুদীর্ঘ ধারাবাহিকতাকে চিহ্নিত করিয়া দেখাইয়া দেয়। এই নির্দিষ্ট দৃষ্টান্তে —'মিথ্যা বিলুপ্ত হইয়াছে' ভাবটি অন্য শব্দ দ্বারাও প্রকাশ পাইতে পারিত, যথাঃ 'হালাকা' (ধ্বংস), 'বাতেলা' (অনাবশ্যক বা অকর্মণ্য হইয়া পড়িল)। কিন্তু এই দুইটি শব্দের কোনটিই ক্রমশঃ দুর্বল হইতে হইতে বিলোপ হইয়া যাওয়া ভাব প্রকাশ করিত না, যেই ভাব 'যাহাকা' শব্দ দ্বারা প্রকাশ পাইতেছে। তফসীরাধীন আয়াত এই ইঙ্গিত বহন করে যে, নবী করীম (সাঃ) মদীনায় প্রবেশ করার পর তাঁহার শক্তি ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে এবং তাঁহার শত্রুদের ক্ষমতার পতন হইতে হইতে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। তদোপরি কুরআনের রচনা ভঙ্গী এমন চমৎকার যে, ছন্দ-বদ্ধ কবিতা না হইয়াও

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۙ وَلَا يَزِيْدُ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا خَسَارًا ﴿٨٣﴾

৮৩। এবং এই কুরআনের যাহা কিছু আমরা ধীরে ধীরে নাযেল করি উহা মো'মেনগণের জন্য আরোগ্য এবং রহমত বিশেষ; কিন্তু ইহা যালেমদিগকে কেবল ক্ষতিতেই বৃদ্ধি করে।

وَاِذَآ اَنْعَمْنَا عَلَى الْاِنْسَانِ اَعْرَضَ وَنَاٰ بِجَانِبِهٖ ۚ وَاِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَـُٔوْسًا ﴿٨٤﴾

৮৪। এবং যখন আমরা মানুষকে পুরস্কার দিই তখন সে মুখ ফিরাইয়া লয় এবং উহা হইতে সে পাশ কাটাইয়া যায়, এবং যখন কষ্ট তাহাকে স্পর্শ করে তখন সে হতাশ হইয়া যায়।

قُلْ كُلٌّ يَّعْمَلُ عَلٰى شَاكِلَتِهٖ ۭ فَرَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ اَهْدٰى سَبِيْلًا ﴿٨٥﴾ ع ۹ [۷] ۹

৮৫। তুমি বল, 'প্রত্যেকেই নিজ নিজ পদ্ধতি[১৬৪৬] অনুযায়ী কাজ করে। অতএব তোমার প্রতিপালক সর্বাপেক্ষা বেশী অবগত আছেন যে, কে সর্বাধিক সঠিক পথে পরিচালিত আছে।'

وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ ۭ قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّيْ وَمَآ اُوْتِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿٨٦﴾

৮৬। এবং তাহারা তোমাকে রূহ[১৬৪৭] সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে, তুমি বল, 'রূহ আমার প্রতিপালকের আদেশে (সৃষ্টি) হইয়াছে; এবং (উহার সম্বন্ধে) তোমাদিগকে অতি অল্পই জ্ঞান দেওয়া হইয়াছে।'

وَلَىِٕنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِيْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهٖ عَلَيْنَا وَكِيْلًا ﴿٨٧﴾

৮৭। এবং যদি আমরা চাহি তাহা হইলে নিশ্চয় আমরা যাহা তোমার প্রতি ওহী করিয়াছি উহা অবশ্যই উঠাইয়া লইতে[১৬৪৮] পারি, তখন তুমি আমাদের বিরুদ্ধে তোমার জন্য এই বিষয়ে কোন অভিভাবক পাইবে না——

ইহার আয়াতসমূহ কাব্যিক ছন্দে সুর ও ব্যঞ্জনা বহন করে, যাহা না হইলে চরম আনন্দানুভূতি পূর্ণভাবে প্রকাশ করা অসম্ভব। মক্কা বিজয়ের পর মহানবী (সাঃ) যখন কা'বা শরীফ হইতে মূর্তিগুলিকে সরাইতে ছিলেন, যেগুলি দ্বারা বায়তুল্লাহ্‌কে অপবিত্র করা হইয়াছিল, তখন তিনি মূর্তিগুলিকে ভাঙ্গার সাথে সাথে এই আয়াতে করীমা পুনঃ পুনঃ পাঠ করিতেছিলেন।

১৬৪৬। 'আলা শাকিলাতিহি' শব্দদ্বয়ের অর্থ তাহার মতলব, চিন্তাধারা; অভিপ্রায় এবং উদ্দেশ্য।

১৬৪৭। ইহুদী জাতি নিজেদের আত্মিক অধঃপতনের যুগে আধুনিক অধ্যাত্মবাদী, থিওসফিষ্ট ও হিন্দু যোগীদের ন্যায় যাদু বিদ্যার চর্চা শুরু করিয়াছিল। আঁ-হযরত (সাঃ)-এর যমানায় মদীনাবাসী ইহুদীগণের মধ্যেও কেহ কেহ এই শখের যাদুবিদ্যার আশ্রয় নিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। এই কারণেই নবী করীম (সাঃ)-কে মিথ্যা প্রমাণিত করিবার জন্য তাহারা মোশরেকদিগকে পরামর্শ দিয়াছিল যে, তাহারা যেন নবী করীম (সাঃ)-কে মানবাত্মা সম্পর্কে প্রশ্ন করে। পবিত্র কুরআন তফসীরাধীন আয়াত দ্বারা তাহাদিগকে এই বলিয়া উত্তর দিতেছে যে, আল্লাহ্‌র হুকুমে আত্মার উৎপত্তি হয় এবং ইহা তাঁহারই হুকুমে ক্রমশঃ বলীয়ান হয়। ইহা ছাড়া অন্য যাহা কিছু যাদুবিদ্যা বা তথাকথিত আধ্যাত্মিক চর্চার বলে অর্জিত বলিয়া দাবী করা হয় তাহা সমস্তই দমবাজি বা ভান মাত্র। হযরত আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রাঃ)-এর মতে মানবাত্মার প্রকৃতি সম্পর্কে প্রশ্নটি মক্কাতে প্রথমে আঁ-হযরত (সাঃ)-কে করিয়াছিল মক্কার কোরায়শগণ এবং ইহার পরে মদীনাতে ইহুদীরা এই প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছিল। আল্লাহ্‌তা'লার সরাসরি হুকুমে আত্মার সৃষ্টি বলিয়া এখানে বর্ণিত হইয়াছে। কুরআন মজীদ অনুযায়ী সকল সৃষ্টি দুইটি শ্রেণীভুক্ত ঃ (১) আদি সৃষ্টি যাহা পূর্ব হইতে সৃষ্ট কোন বস্তু বা জড় পদার্থের অবলম্বন ব্যতিরেকে সৃজন করা হইয়াছে; (২) পরবর্তী সৃষ্টি যাহা পূর্বে সৃজিত উপায়, উপকরণ এবং বস্তুর সাহায্য অবলম্বনে সৃষ্টি করা হইয়াছে। প্রথমোক্ত সৃষ্টি 'আমর' অর্থাৎ হুকুমের পর্যায়ভুক্ত (২ঃ১১৮ দ্রষ্টব্য) এবং পরবর্তী সৃষ্টিকে বলা হয় খাল্‌ক (সৃজন করিতে থাকা)। মানবাত্মা প্রথমোক্তা সৃষ্টির শ্রেণীভুক্ত। রূহ শব্দের অর্থ ইলহাম বা ঐশী-বাণীও হয় (লেইন)। পূর্বে বর্ণিত প্রসঙ্গ এই অর্থকে সমর্থন করে।

১৬৪৮। মনে হয় এই আয়াত এক ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতি ইংগিত করিতেছে যে, এক সময় আসিবে যখন কুরআনের জ্ঞান পৃথিবী হইতে উঠিয়া যাইবে। অনুরূপ একটি অভিন্ন ভবিষ্যদ্বাণী রসূল করীম (সাঃ) হইতে (মারদাওয়াই, বায়হাকী এবং ইবনে মাজা হাদীস গ্রন্থে হইয়াছে যে,

إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ ۚ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ﴿٨٨﴾

৮৮। ইহা ব্যতিরেকে যে, তোমার প্রতিপালকের (বিশেষ) রহমত (যুক্ত) হয়। নিশ্চয় তোমার উপর তাঁহার মহা অনুগ্রহ রহিয়াছে।

قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ﴿٨٩﴾

৮৯। তুমি বল, 'যদি সকল মানুষ এবং জিন্ এই কুরআনের অনুরূপ কিছু আনিবার জন্য সমবেত হয় তবুও তাহারা ইহার অনুরূপ[১৬৪৯] কিছু আনিতে সক্ষম হইবে না, যদিও তাহারা একে অপরের সাহায্যকারী হয়।'

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ ۖ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ﴿٩٠﴾

৯০। এবং আমরা মানবমণ্ডলীর জন্য নিশ্চয় এই কুরআনে প্রত্যেক উপমা বিভিন্নভাবে[১৬৫০] বিশদরূপে বর্ণনা করিয়াছি, তবুও অধিকাংশ লোক কেবল অবিশ্বাস করা ব্যতিরেকে (সব কিছু) অস্বীকার করিল।

وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا ﴿٩١﴾

৯১। এবং তাহারা বলে, 'আমরা তোমার উপর কখনও ঈমান আনিব না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তুমি আমাদের জন্য ভূমি হইতে প্রস্রবণ প্রবাহিত কর;

أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا ﴿٩٢﴾

৯২। অথবা তোমার জন্য খেজুর ও আঙ্গুরের বাগান হয়, যাহার ফাঁকে ফাঁকে তুমি বহুল[১৬৫১] সংখ্যায় প্রস্রবণসমূহ প্রবাহিত কর,

أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا ﴿٩٣﴾

৯৩। অথবা যেভাবে তুমি দাবী করিয়াছ, আমাদের উপর আকাশ টুকরা টুকরা করিয়া ফেল অথবা আল্লাহ্ এবং ফিরিশ্‌তাগণকে (আমাদের) সামনা সামনি আনিয়া খাড়া কর;

এমন এক সময় আসিব যখন কুরআনের মর্মমাণী এবং মা'রেফাত এবং প্রকৃত অর্থ পৃথিবী হইতে অদৃশ্য হইয়া যাইবে এবং সেই যুগের তথাকথিত সুফীগণ ও অতীন্দ্রিয়বাদীগণ তাহাদের আদিরূপী ইহুদীদের মত অতি-প্রাকৃত শক্তির দাবীদারগণ সকলে মিলিয়া তাহাদের পরস্পরের সহযোগিতায় পরিকল্পিত পূর্ণ প্রচেষ্টা দ্বারাও উহা অর্থাৎ কুরআনের তত্ত্বজ্ঞান পুরুদ্ধার করিতে সক্ষম হইবে না। এই মহান কার্য অবধারিত রাহিয়াছে কেবল প্রতিশ্রুত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর জন্য; যিনি কুরআন সপ্তর্ষি মণ্ডলে উঠিয়া গেলেও সেখান থেকে আনিয়া পৃথিবীতে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করিবেন (বুখারী)। পরবর্তী আয়াত 'ইল্লা রাহ্‌মাতাঁম মির রাব্বেকা" ইহার প্রতিনির্দেশ করিতেছে।

১৬৪৯। যাহারা তন্ত্র-মন্ত্র বা যাদুবিদ্যাতে বিশ্বাস করে, প্রথমে তাহাদিগকে প্রতিদ্বন্দ্বিতার আহ্বান জানানো হয় যে, তাহাদের সাহায্যের জন্য সমস্ত গুপ্ত আত্মা (প্রেত), যাহাদের নিকট হইতে তাহারা আধ্যাত্মিক জ্ঞান পাওয়ার দাবী করে, তাহাদিগকে ডাকিয়া আনা উচিৎ। এই চ্যালেঞ্জ কুরআন পাকের ঐশী উৎস হওয়ার অস্বীকারকারী সকল যুগের সকল মানুষের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য।

১৬৫০। মানুষের কর্মক্ষমতা সীমাবদ্ধ, সেই কারণে সে শুধু সীমিতভাবেই তাহার সমস্যাগুলির মোকাবিলা করিতে পারে। কিন্তু কুরআন মজীদ সেই সকল বিষয়েরই সামগ্রিক সমাধান দিয়াছে, যাহা মানবের নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির সাথে সম্পৃক্ত।

১৬৫১। নিজেদের আপত্তিমূলক প্রশ্নের জবাবে মক্কার অধিবাসীগণ কুরআনের এই যুক্তির সম্মুখে হতবুদ্ধি হইয়া মুখ ফিরাইয়া নিল। তাহারা নবী করীম (সাঃ)-এর নিকট দাবী উত্থাপন করিয়া বলিল যে, কুরআনে যদি সর্বপ্রকার জ্ঞানই অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকে তাহা হইলে অলৌকিক ঘটনাবলী সংঘটনে তাঁহার সক্ষম হওয়া উচিৎ—যেমন ভূগর্ভ হইতে পানির ঝর্ণা নির্গত করা, উদ্যান সমূহ সৃষ্টি করা, তাঁহার নিজের জন্য স্বর্ণ-নির্মিত প্রাসাদ তৈয়ার করা ইত্যাদি।

اَوْ يَكُوْنَ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ زُخْرُفٍ اَوْ تَرْقٰى فِى السَّمَآءِ ؕ وَلَنْ نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتّٰى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتٰبًا نَّقْرَؤُهٗ ؕ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّىْ هَلْ كُنْتُ اِلَّا بَشَرًا رَّسُوْلًا ﴿٩٤﴾

৯৪। অথবা তোমার জন্য স্বর্ণ নির্মিত কোন ঘর হয়, অথবা তুমি আকাশে আরোহণ কর এবং আমরা তোমার (আকাশ) আরোহণে কখনও বিশ্বাস করিব না যতক্ষণ পর্যন্ত না তুমি আমাদের উপর কোন কিতাব নাযেল কর যাহা আমরা পাঠ করিতে পারি।' তুমি বল, 'আমার প্রতিপালক পবিত্র ! আমি কেবল একজন মানব-রসূল[১৬৫২] ।'

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ اَنْ يُّؤْمِنُوْٓا اِذْ جَآءَهُمُ الْهُدٰٓى اِلَّآ اَنْ قَالُوْٓا اَبَعَثَ اللّٰهُ بَشَرًا رَّسُوْلًا ﴿٩٥﴾

৯৫। এবং এই সকল লোকের নিকট যখন হেদায়াত আসিয়াছে তখন উহার উপর ঈমান আনিতে তাহাদিগকে কেবল এই কথা বাধা দিয়াছে যে, তাহারা বলিল, 'আল্লাহ্ কি এক মানবকে রসূল করিয়া পাঠাইয়াছেন ?'

قُلْ لَّوْ كَانَ فِى الْاَرْضِ مَلٰٓئِكَةٌ يَّمْشُوْنَ مُطْمَئِنِّيْنَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَآءِ مَلَكًا رَّسُوْلًا ﴿٩٦﴾

৯৬। তুমি বল, 'যদি ভূপৃষ্ঠে ফিরিশ্‌তাগণ প্রশান্ত মনে চলাফেরা করিয়া বেড়াইত, তাহা হইলে অবশ্যই আমরা আকাশ হইতে তাহাদের নিকট কোন ফিরিশ্‌তাকেই রসূল [১৬৫৩] করিয়া নাযেল করিতাম ।'

قُلْ كَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا بَيْنِىْ وَبَيْنَكُمْ ؕ اِنَّهٗ كَانَ بِعِبَادِهٖ خَبِيْرًا بَصِيْرًا ﴿٩٧﴾

৯৭। তুমি বল, ' আমার ও তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্‌ই সাক্ষী হিসাবে যথেষ্ট, নিশ্চয় তিনি তাঁহার বান্দাগণকে উত্তমরূপে জানেন এবং দেখেন ।'

وَمَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ۚ وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِهٖ ؕ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ عُمْيًا وَّبُكْمًا وَّصُمًّا ؕ مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ؕ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنٰهُمْ سَعِيْرًا ﴿٩٨﴾

৯৮। বস্তুতঃ আল্লাহ্ যাহাকে হেদায়াত দেন সে-ই হেদায়াত প্রাপ্ত, কিন্তু যাহাকে তিনি বিপদগামী হইতে দেন তুমি কখনও তাহাদের জন্য তাঁহাকে ব্যতীত সাহায্যকারী পাইবে না, এবং কিয়ামতের দিনে আমরা তাহাদিগকে তাহাদের মুখমণ্ডলের উপর (উপুড় করিয়া) অন্ধ, মূক এবং বধির অবস্থায় সমবেত করিব । তাহাদের আশ্রয়স্থল হইবে জাহান্নাম; যখনই উহা নির্বাণোন্মুখ হইবে (তখনই) আমরা তাহাদের জন্য আগুন বৃদ্ধি[১৬৫৪] করিয়া দিব ।

১৬৫২। অবিশ্বাসীগণের মূর্খতাপূর্ণ দাবীর উত্তরে বলা হইয়াছে যে, এই সকল দাবী আল্লাহ্ অথবা তাঁহার প্রেরিত রসূল (সাঃ)-এর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত । প্রথমোক্ত দাবী ধৃষ্টতাপূর্ণ এবং আল্লাহ্‌তা'লা এইরূপ মূর্খতার উর্ধ্বে। শেষোক্ত দাবী যাহা রসূল করীম (সাঃ)-এর সাথে সম্বন্ধ যুক্ত সেগুলি সীমাবদ্ধ মানবীয় শক্তির অসাধ্য এবং আল্লাহ্‌তা'লার নবী প্রেরণের উদ্দেশ্যের পরিপন্থী ।

১৬৫৩। এই আয়াতের দুইটি অর্থ হইতে পারে। (ক) ফিরিশ্‌তা কেবল ফিরিশ্‌তা-প্রকৃতির মানুষের প্রতি অবতীর্ণ হইতে পারে, বিপরীত চরিত্রের মানুষের উপর নহে । তবে কাফেরগণও যদি তাহাদের জীবনে ফিরিশ্‌তাবৎ চারিত্রিক পরিবর্তন আনিতে পারে তাহা হইলে তাহাদের প্রতি ফিরিশ্‌তা অবতীর্ণ হইবে। (খ) এক জাতীয় বস্তু বা সত্তাই শুধু একে অন্যের নমুনা বা আদর্শ হইতে পারে । এই জন্যই একজন মানুষই কেবল মানবজাতির নিকট নবী-রসূল হইতে পারেন, কারণ একমাত্র মানুষই অন্য মানুষের জন্য আদর্শরূপে পরিগণিত হইতে পারে ।

১৬৫৪। দীর্ঘকাল জাহান্নামের আগুনে জ্বলিয়া কাফেরদের অনুভূতি যখন ভোঁতা হইয়া যাইবে তখন আল্লাহ্‌তা'লা তাহাদের অনুভূতি শক্তি সূক্ষ্ম করিয়া দিবেন এবং তাহারা পুনরায় পূর্বের মত আগুনের দহন জ্বালা ভোগ করিতে থাকিবে ।

ذٰلِكَ جَزَآؤُهُمْ بِاَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِنَا وَقَالُوْٓا ءَاِذَا كُنَّا عِظَامًا وَّرُفَاتًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ خَلْقًا جَدِيْدًا ﴿٩٨﴾

৯৯। ইহা তাহাদের (কর্মের) প্রতিফল, কারণ তাহারা আমাদের নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করিয়াছিল এবং বলিয়াছিল,'যখন আমরা (মরিয়া) অস্থিপুঞ্জ এবং চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইব তখনও কি আমরা সত্যিই এক নূতন সৃষ্টির [১৬৫৫] আকারে উত্থিত হইব ?'

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ قَادِرٌ عَلٰٓى اَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ اَجَلًا لَّا رَيْبَ فِيْهِ ؕ فَاَبَى الظّٰلِمُوْنَ اِلَّا كُفُوْرًا ﴿٩٩﴾

১০০। তাহারা কি লক্ষ্য করিয়া দেখে নাই যে, নিশ্চয় আল্লাহ্, যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাদের [১৬৫৬] অনুরূপ সৃষ্টি করিতে সক্ষম ? এবং তিনি তাহাদের জন্য এক মিয়াদ নির্ধারিত করিয়াছেন, যাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু যালেমগণ অবিশ্বাস করা ব্যতিরেকে সব কিছুকে অস্বীকার করিল।

قُلْ لَّوْ اَنْتُمْ تَمْلِكُوْنَ خَزَآئِنَ رَحْمَةِ رَبِّيْٓ اِذًا لَّاَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْاِنْفَاقِ ؕ وَكَانَ الْاِنْسَانُ قَتُوْرًا ﴿١٠٠﴾

১০১। তুমি বল, 'যদি তোমরা আমার প্রতিপালকের (অফুরন্ত) রহমতের ভাণ্ডারের মালিক হইতে তাহা হইলে খরচ হওয়ার ভয়ে তোমরা অবশ্যই (উহা) আটকাইয়া রাখিতে; বস্তুতঃ মানুষ বড়ই কৃপণ।'

১১ [৭] ১১

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسٰى تِسْعَ اٰيٰتٍۭ بَيِّنٰتٍ فَسْـَٔلْ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اِذْ جَآءَهُمْ فَقَالَ لَهٗ فِرْعَوْنُ اِنِّيْ لَاَظُنُّكَ يٰمُوْسٰى مَسْحُوْرًا ﴿١٠١﴾

১০২। এবং আমরা মূসাকে অবশ্যই নয়টি সমুজ্জ্বল নিদর্শন [১৬৫৭] দিয়াছিলাম। সুতরাং বনী ইসরাঈলকে জিজ্ঞাসা কর, যখন সে তাহাদের নিকট আসিয়াছিল; তখন ফেরাউন তাহাকে বলিয়াছিল, 'হে মূসা ! আমি নিশ্চয় তোমাকে যাদুগ্রস্ত মনে করি।'

قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَآ اَنْزَلَ هٰٓؤُلَآءِ اِلَّا رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ بَصَآئِرَ ۚ وَاِنِّيْ لَاَظُنُّكَ يٰفِرْعَوْنُ مَثْبُوْرًا ﴿١٠٢﴾

১০৩। সে বলিয়াছিল, 'তুমি নিশ্চয় জান যে, আকাশসমূহ ও পৃথিবীর একমাত্র প্রতিপালক এই সকলকে (নিদর্শনাবলীকে) নাযেল করিয়াছেন জ্যোতির্ময় প্রমাণস্বরূপ; কিন্তু হে ফেরাউন ! আমি নিশ্চয় বিশ্বাস করি যে,তুমি ধ্বংস-প্রাপ্ত হইবে।'

১৬৫৫। ধর্ম এবং সত্যের প্রতি সর্বপ্রকার অস্বীকার প্রকৃতপক্ষে মৃত্যুর পরের জীবনকে অগ্রাহ্য করা বা অসত্য বলিয়া মনে করার ফলশ্রুতি। এই কারণেই পবিত্র কুরআন পরকাল সম্বন্ধে অনেক বেশী জোর দিয়াছে এবং অতীব জরুরী সকল ব্যাপারে বার বার পারলৌকিক জীবনের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে।

১৬৫৬। এই আয়াতে মৃত্যুর পরে জীবনের অস্তিত্ব বা সত্যতা প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে এক অকাট্য যুক্তি অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। অবিশ্বাসীদিগকে এখানে সরাসরি বলা হয় নাই যে, যেহেতু আল্লাহ্‌তা'লা তাহাদিগকে নতুন জন্ম দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন, তাহারা পুনর্জন্ম লাভ করিবে— এই ধরণের উক্তি নিস্ফল বলিয়া প্রমাণিত হইত। এইখানে তাহাদিকে বলা হইয়াছে যে, মৃত্যুর পরের জীবন সম্বন্ধে তাহারা যদি বিশ্বাস না করে, তাহা হইলে একইভাবে তাহারা ইহাও অবিশ্বাস করিত যদি তাহাদিগকে বলা হইত যে, তাহারা এখন যেসব দরিদ্র ও দুর্বল মুসলমানদিগকে গুরুত্বহীন এবং তুচ্ছ মনে করে, তাহাদের নিকটেই অবিশ্বাসীগণের ক্ষমতা ও মর্যাদার চরম পরাজয় ঘটিবে। তাহাদের নিজেদের ধ্বংস এবং দুর্বল মুসলমানগণের বিজয় ও ক্ষমতা লাভ —— এই ভবিষ্যদ্বাণী আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভব বলিয়া মনে হইলেও যথাসময়ে যদি ইহা সত্য প্রমাণিত হয়, তবে মৃত্যুর পরে পারলৌকিক জীবন সম্বন্ধে দাবী আপনা-আপনিই প্রতিষ্ঠিত হইয়া যায়।

১৬৫৭। উক্ত নয়টি চিহ্ন বা নিদর্শন কুরআনের অন্যান্য স্থানে উল্লেখ রহিয়াছে, যথাঃ (ক) ছড়ি বা লাঠি (৭ঃ১০৮); (খ) শ্বেত হাত (৭ঃ১০৯); (গ) ও (ঘ) অনাবৃষ্টি এবং ফলসমূহের ঘাটতি ও দুষ্পাপ্যতা (৭ঃ১৩১); (ঙ) ঝড়-তুফান; (চ) পঙ্গপাল; (ছ) উকুন বা তৎসদৃশ্য অন্যান্য কীট; (জ)

فَاَرَادَ اَنْ يَّسْتَفِزَّهُمْ مِّنَ الْاَرْضِ فَاَغْرَقْنٰهُ وَمَنْ مَّعَهٗ جَمِيْعًا ﴿١٠٤﴾

১০৪। সুতরাং সে তাহাদিগকে দেশ হইতে উৎখাত করিতে মনস্থ করিল ফলে আমরা তাহাকে ও তাহার সঙ্গীদের সকলকে নিমজ্জিত করিলাম।

وَّقُلْنَا مِنْۢ بَعْدِهٖ لِبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اسْكُنُوا الْاَرْضَ فَاِذَا جَآءَ وَعْدُ الْاٰخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيْفًا ﴿١٠٥﴾

১০৫। এবং তাহার পর আমরা বনী ইস্‌রাঈলকে বলিলাম, 'তোমরা এই (প্রতিশ্রুত) দেশে বাস কর, অতঃপর যখন পরবর্তী কালের[১৬৫৮] (আযাবের) প্রতিশ্রুতি (পূর্ণ হইবার সময়) আসিবে, তখন আমরা তোমাদের সকলকে (বিভিন্ন জাতি হইতে) গুটাইয়া লইয়া আসিব।'

وَبِالْحَقِّ اَنْزَلْنٰهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ ؕ وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا مُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا ﴿١٠٦﴾

১০৬। এবং আমরা ইহা সত্যসহ নাযেল করিয়াছি এবং সত্যসহ ইহা নাযেল হইয়াছে। এবং আমরা তোমাকে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী করিয়াই পাঠাইয়াছি।

وَقُرْاٰنًا فَرَقْنٰهُ لِتَقْرَاَهٗ عَلَى النَّاسِ عَلٰى مُكْثٍ وَّنَزَّلْنٰهُ تَنْزِيْلًا ﴿١٠٧﴾

১০৭। এবং আমরা কুরআনকে বিভিন্ন অংশে[১৬৫৯] বিভক্ত করিয়াছি যেন তুমি লোকদিগকে ইহা (অনায়াসে) ধীরে ধীরে পড়িয়া শুনাইতে পার এবং আমরা ইহাকে অল্প অল্প করিয়া নাযেল করিয়াছি।

قُلْ اٰمِنُوْا بِهٖٓ اَوْ لَا تُؤْمِنُوْا ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهٖٓ اِذَا يُتْلٰى عَلَيْهِمْ يَخِرُّوْنَ لِلْاَذْقَانِ سُجَّدًا ﴿١٠٨﴾

১০৮। তুমি বল, 'তোমরা ইহার উপর ঈমান আন বা ঈমান না আন, যাহাদিগকে ইহার পূর্বে জ্ঞান দেওয়া হইয়াছে, যখন ইহা তাহাদের নিকট আবৃত্তি করিয়া শুনান হয় তখন তাহারা অবশ্যই চিবুকের (মুখমণ্ডলের) উপর সিজদাবনত হইয়া পড়ে।'

ব্যাঙ এবং (ঝ) রক্তের শাস্তি (আমাশয় ইত্যাদি রোগ) (৭:১৩৪)।

১৬৫৮। এই আয়াত পরোক্ষভাবে প্রকাশ করিতেছে যে, ইহুদী জাতির মতই মুসলমান জাতিও দুইবার আযাবের সম্মুখীন হইবে। এই দুইয়ের প্রথম বিপদ মুসলমানদিগের উপর পতিত হইয়াছিল যখন হালাকু খানের তাতার বাহিনীর নিকট বাগদাদের পতন ঘটিয়াছিল। এখানে মুসলমানদিগকে বলা হইয়াছে দ্বিতীয় বারের মত তাহাদের উপর দৈব শাস্তি পড়িবে শেষ যুগে—হযরত ইমাম মাহদী ও প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আঃ)-এর যমানায়, ঠিক যেরূপে ইহুদী জাতি প্রথম মসীহা ঈসা (আঃ)-এর যুগে শাস্তি প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই আয়াত ব্যক্ত করিতেছে যে, মুসলমানগণ দ্বিতীয়বার যখন আযাবের সম্মুখীন হইবে—যাহার অর্থ পরবর্তী কালের (আযাবের) প্রতিশ্রুতির পূর্ণতা—সেই সময় পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের ইহুদীদিগকে পবিত্র ভূমিতে (প্যালেষ্টাইনে) ফিরাইয়া আনা হইবে। বেলফোর ঘোষণার অধীনে ইহুদীদিগের প্যালেষ্টাইনে প্রত্যাবর্তনের মাধ্যমে এবং তথা-কথিত ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দ্বারা এই ভবিষ্যদ্বাণী অসাধারণভাবে পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। 'পরবর্তীকালের (আযাবের) প্রতিশ্রুতি' ইহা মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর যুগের জন্য প্রযোজ্য।

১৬৫৯। কুরআন করীমকে দুই শ্রেণীর লোকের প্রয়োজন মিটাইতে হইয়াছিল। (১) প্রত্যক্ষভাবে যাহাদিগকে সম্বোধন করা হইয়াছিল তাহাদিগের (মক্কাবাসী) অস্থায়ী আপত্তির উত্তর দিতে হইয়াছিল এবং ইসলামে নবদীক্ষিত মুসলমানদিগের আধ্যাত্মিক চাহিদা জরুরীভাবে পূরণের উদ্দেশ্যে প্রয়োজন মিটাইতে হইয়াছিল। (২) ইহাকে সর্ব যুগের মানবের বহুসংখ্যক এবং বিবিধ সমস্যাবলীর পথনির্দেশের নীতিমালা প্রদান করিতে হইয়াছিল। এই আয়াতে বলা হইয়াছে যে, পৌত্তলিকদের আপত্তিসমূহের বিচারের উদ্দেশ্যে এবং প্রথম যুগের নও-মুসলিমদিগের আধ্যাত্মিক পরিচর্যা বা শিক্ষা দানের উদ্দেশ্যে কতক আয়াত স্বাভাবিক কারণেই প্রথমে নাযেল হইয়াছিল এবং যে সকল আয়াত মানুষের স্থায়ী রূহানী প্রয়োজনের সাথে সম্পর্কিত সেইগুলি পরে নাযেল হইয়াছিল। এই সকল কারণে কুরআন শরীফের আয়াতসমূহ ক্রমে ক্রমে নাযেল হইয়াছিল। যখনই কোন বিশেষ আপত্তি কাফেরগণ কর্তৃক উত্থাপিত হইত, তখন সেইসব আপত্তির জওয়াব-সম্বলিত আয়াতসমূহ নাযেল হইত। এইরূপে যখন প্রাথমিক মুসলমানদিগের জন্য কোন বিশেষ শিক্ষা দেওয়ার জন্য উপদেশমালার দরকার হইত তখন

وَّ يَقُوْلُوْنَ سُبْحٰنَ رَبِّنَاۤ اِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُوْلًا ﴿١٠٨﴾

১০৯। এবং তাহারা বলে, 'আমাদের প্রতিপালক পবিত্র। নিশ্চয় আমাদের প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি অবশ্যই পূর্ণ হইবে।'

وَ يَخِرُّوْنَ لِلْاَذْقَانِ يَبْكُوْنَ وَ يَزِيْدُهُمْ خُشُوْعًا ﴿١٠٩﴾

১১০। তাহারা কাঁদিতে কাঁদিতে চিবুকের (মুখমণ্ডলের)[১৬৬০] উপর পড়িয়া যায় এবং ইহা তাহাদিকে বিনয়ে বাড়াইয়া দেয়।

সেজদা-৪

قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ اَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ ؕ اَيًّا مَّا تَدْعُوْا فَلَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى ۚ وَ لَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَ لَا تُخَافِتْ بِهَا وَ ابْتَغِ بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا ﴿١١٠﴾

১১১। তুমি বল, 'তোমরা আল্লাহ্ বলিয়া ডাক অথবা রহমান বলিয়া ডাক, যে কোন নামে তোমরা (তাঁহাকে) ডাকিতে পার, কারণ সকল সুন্দরতম নাম[১৬৬১] তাঁহারই।' এবং তুমি তোমার নামায অতি উচ্চঃস্বরেও পড়িও না এবং উহা অতি ক্ষীণ স্বরেও পড়িও না, বরং এই দুইয়ের মধ্যবর্তী পথ অবলম্বন করিও।

وَ قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّ لَمْ يَكُنْ لَّهٗ شَرِيْكٌ فِي الْمُلْكِ وَ لَمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَ كَبِّرْهُ تَكْبِيْرًا ﴿١١١﴾

১১২। এবং তুমি বল, 'সকল প্রকার প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য, যিনি কোন পুত্র সন্তান গ্রহণ করেন নাই এবং সর্বাধিপত্যে যাঁহার কোন শরীক নাই, এবং দুর্বলতার কারণে যাহার কেহ বন্ধু হইতে পারে না।' এবং তুমি বেশী বেশী তাঁহার মহিমা ও গৌরব ঘোষণা কর।

১২ [১১] ১২

সেই চাহিদা পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় এবং তৎসংশ্লিষ্ট আয়াতসমূহ নাযেল হইত। উক্ত পদ্ধতিতে মূলতঃ কুরআন মজীদ নাযেল হইয়াছিল বটে, কিন্তু যেহেতু উপস্থিত লোকদিগের অস্থায়ী প্রয়োজন, মানব জাতির সর্ব সাধারণের জন্য স্থায়ী প্রয়োজন হইতে ভিন্নতর ছিল, সেইজন্য পরবর্তী সময়ে কুরআন করীম যেভাবে বিন্যস্ত করিয়া গ্রন্থাকারে সংকলিত হইয়াছিল, উহা স্বাভাবিক কারণেই নাযেলকৃত পদ্ধতি হইতে ভিন্নরূপ হইয়াছিল।

১৬৬০। একজন মুসলমানের মনের অবস্থা কিরূপ হয় যখন সেজদারত অবস্থায় আল্লাহ্‌তা'লার অত্যুচ্চ মহত্বের গভীর অনুভূতি এবং নিজের দুর্বলতার উপলব্ধি তাহার আত্মিক চেতনাকে নম্র ও বিনত করিয়া দেয়, এই আয়াত তাহাই ব্যক্ত করিতেছে। মো'মেন সেইসব আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করার পর সেজদায় প্রণত হয়। সেজদায় পতিত হওয়ার জন্য যেখানে আদেশ রহিয়াছে নবী করীম (সাঃ) সেই সকল আয়াতের যে কোনটি তেলাওয়াত করার পর সেজদা করিতেন।

১৬৬১। আল্লাহতা'লা অসংখ্য গুণসম্পন্ন নামের অধিকারী এবং প্রার্থনা করার সময় একজন প্রার্থনাকারীর উচিৎ সেই বিশেষ গুণবাচক পবিত্র নামে মিনতিপূর্ণ সাহায্যের জন্য আল্লাহ্‌তা'লাকে আহ্বান করা, যে সিফতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যাপার বিশেষ সম্পর্কযুক্ত, যাহার উদ্দেশ্যে সে ঐশী সাহায্য এবং পথ-নির্দেশ কামনা করে।

১৮-সূরা আল্ কাহ্ফ
(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণ হওয়ার তারিখ এবং প্রসংগ

হযরত ইব্নে আব্বাস এবং ইব্নে যোবায়েরের মতে এই সূরার সম্পূর্ণ অংশ মক্কায় নাযেল হইয়াছে (মনসূর)। কুরআন শরীফের অধিকাংশ তফসীরকারক এই মতকে সমর্থন করেন । পাশ্চাত্যের পণ্ডিতবর্গ নবুওয়াতের ৬ষ্ঠ বছরে এই সূরা অবতীর্ণ হইয়াছে বলিয়া মত পোষণ করেন, কিন্তু খুব সম্ভব এই সূরাটি ৪র্থ কিংবা ৫ম বৎসরে অবতীর্ণ হইয়াছিল । হযরত আনাসের বর্ণনানুযায়ী এই সমগ্র সূরাটি একবারে নাযেল হয় এবং ৭০,০০০ (সত্তর হাজার) ফিরিশ্তা ইহার প্রহরী হিসাবে কাজ করে (মনসূর, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা-২১০)। সূরা নহলে ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছিল যে, ইহুদী এবং খৃষ্টান এই উভয় সম্প্রদায় হইতে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কঠোর বিরোধিতার সম্মুখীন হইবেন । এই বিষয়টি সূরা বনী ইস্রাঈলে আরো বিশদভাবে উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছিল যে, তিনি অচিরেই এমন এলাকায় গমন করিবেন যেইখানে তাঁহাকে ইহুদীদের মধ্যে বসবাস করিতে হইবে । তিনি তাহাদের সংস্পর্শে আসিয়া নূতন করিয়া যোগাযোগের সূত্র স্থাপন করিবেন । পরিশেষে ইহুদী এবং খৃষ্টান উভয় সম্প্রদায় হইতেই তাঁহার সহিত তীব্র বিরোধিতা করা হইবে । কিন্তু পরিণামে তিনিই বিজয়ী হইবেন । সূরা বনী ইস্রাঈলে হযরত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর ইস্রা বা একটি আধ্যাত্মিক নৈশ ভ্রমণের ঘটনা বর্ণিত হইয়াছিল, যাহার মধ্যে এই ভবিষ্যদ্বাণী নিহিত ছিল যে, তিনি ইহুদীদের পবিত্রভূমি বিজয় করিবেন । প্রসঙ্গক্রমে আরো উল্লেখ করা হইয়াছিল যে, তওরাতের দ্বিতীয় বিবরণের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ইহুদীদের দুইবার জাতীয় বিপর্যয় সংঘটিত হইবে । ইহুদীদের প্রথম বিপর্যয় ঘটে হযরত দাউদ (আঃ)-এর পরবর্তী সময়ে, যাহার পরিণতিতে তাহারা তাহাদের মাতৃভূমি হইতে বিতাড়িত হয় । কিন্তু তাহারা তাহাদের অন্যায় কর্মের জন্য অনুশোচনা করিলে আল্লাহ্র অনুগ্রহে তাহারা আবার নিজ মাতৃভূমি ফিরিয়া পায় । পরে তাহারা আবার পাপকার্যে রত হয়, আল্লাহ্র বিধান অমান্য করে এবং হযরত ঈসা (আঃ)-এর সময় দ্বিতীয়বারের মত বিদ্রোহী হইয়া পড়ে । এই দ্বিতীয়বারের বিদ্রোহ তাহাদের জন্য অধিকতর আযাবের কারণ হয়, যাহার ফলে তাহাদের পবিত্র স্থানগুলি ধ্বংস করা হয় এবং তাহাদের প্রতিশ্রুত পবিত্র-ভূমি হইতেও তাহাদেরকে বিতাড়িত করা হয় । এই ভবিষ্যদ্বাণীগুলিতে বনী ইস্রাঈলদের প্রথম অংশ অর্থাৎ ইহুদীরা কি অবস্থার মধ্য দিয়া অতিবাহিত করিবে সেই বিষয়ের দুঃখজনক ইঙ্গিত রহিয়াছে । তাহাদের এই অবস্থা বিশ্লেষণে দুইটি প্রশ্ন উত্থাপিত হওয়া স্বাভাবিক । প্রথমতঃ খৃষ্টানরা, যাহারা মূসায়ী শরীয়াতের দ্বিতীয় অংশ, তাহারা যদি ইহুদীদের সদৃশ ঐশী আযাব হইতে বাঁচিয়া যায়, তাহা হইলে ইহা কি বুঝা যায় না যে, ইহুদীদের কাছে প্রতিশ্রুত ঐশী অনুকম্পার যোগ্য উত্তরসূরী হইতেছে তাহারাই অর্থাৎ খৃষ্টান সম্প্রদায় ? আর দ্বিতীয়তঃ, মুসলমানদেরকে কেনই বা বারবার সতর্ক করা হইতেছে যে, তাহারা যেন ইহুদীদের অনুসরণ করিয়া ঐশী কোপগ্রস্ত হইয়া না পড়ে ? এই সতর্কবাণীর পশ্চাতে কি পটভূমি রহিয়াছে বা তাহাদের জন্য ভবিষ্যতের গর্ভেই কি নিহিত রহিয়াছে তাহা অবশ্যই গভীর ভাবে অনুধাবন করার প্রয়োজন ।

বিষয়বস্তু

উল্লেখিত দুইটি স্বাভাবিক ও প্রাসঙ্গিক প্রশ্নেরই জওয়াব সুন্দরভাবে এই সূরাতে দেওয়া হইয়াছে । সাথে সাথে মূসায়ী বিধানের দ্বিতীয় শাখা, অর্থাৎ খৃষ্টান সম্প্রদায়ের প্রারম্ভ এবং শেষ পরিণতি সম্পর্কেও সূরাটিতে আলোকপাত করা হইয়াছে । তৎসংগে মুসলমান জাতি ইহুদী জাতির সদৃশ পাপাচারে লিপ্ত হওয়ার ফলে কিভাবে আল্লাহ্ তা'লার কোপগ্রস্ত হইবে তাহাও বলা হইয়াছে । তৎপর এই বিষয়গুলির সহিত সম্পর্কযুক্ত আরেকটি উল্লেখযোগ্য প্রশ্নের ভূমিকা পেশ করা হইয়াছে, এবং তাহা হইলঃ এই বিষয়গুলির সহিত আস্হাবে কাহ্ফের ঘটনা, যুল-কারনাইন, ইয়া'জুজ-মা'জুজ, দুইটি বাগিচার প্রসঙ্গএবং হযরত মূসা (আঃ)-এর 'ইস্রা' বা আধ্যাত্মিক নৈশ-ভ্রমণের সম্পর্ক কি ? উত্তরে জানা দরকার যে, রূপকভাবে এইসব ঘটনার উল্লেখ বা দৃষ্টান্ত পেশ করিয়া খৃষ্টান জাতির উত্থান-পতন, আল্লাহ্র প্রতি মিথ্যা আরোপ এবং ইহার দরুন মুসলমানদের সহিত বিরোধিতা ও খৃষ্টান কর্তৃক মুসলমানদের উপর অত্যাচারের সুদূর-প্রসারী বিষয়ের বর্ণনা এই সূরার মধ্যে পেশ করা হইয়াছে ।

বিষয়বস্তুর সম্প্রসারণ ও সহজ অনুধাবনের জন্য হযরত মূসা (আঃ)-এর 'ইস্রা' বা আধ্যাত্মিক নৈশ-ভ্রমণের ঘটনাটি 'দুইটি বাগানের' দৃষ্টান্তের পরে উল্লেখ করা হইয়াছে । হযরত মূসা (আঃ)-এর আধ্যাত্মিক ভ্রমণের মাধ্যমে রূপকভাবে বুঝানো হইয়াছে যে, তাঁহার অনুসারীরাও বিপুল জাগতিক ও নৈতিক উন্নতি সাধন করিবে, যেইরূপে সূরা বনী ইস্রাঈলে বর্ণিত হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর 'ইসরার' মাধ্যমে মুসলমানদের অনুরূপ জাগতিক ও পারত্রিক উন্নতি সম্বন্ধে অবহিত করা হইয়াছিল । অবশ্য মূসা (আঃ)-এর 'ইসরার' বিষয়টি বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে, যেমন— কখন, কিভাবে এই যাত্রা শুরু হইবে, কোথায় গিয়া ইহা থামিবে এবং কখন বনী ইস্রাঈল সম্প্রদায় ঐশী অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত হইবে

এবং ইহা বনী ইসমা'ঈলের মধ্যে স্থানান্তরিত হইবে। অতঃপর, বলা হইয়াছে যে,বনী ইস্রাঈলের মধ্যে ঐশী অনুগ্রহ স্থানান্তরিত করা হইলেও নিজেদের দোষে আল্লাহ্র বিধি-বিধান অমান্য করার ফলে তাহারা ঐশী অসন্তোষে পড়িবে ও ইয়া'জুজ-মা'জুজ কর্তৃক নিগৃহীত হইবে। তখন ইয়া'জুজ ও মা'জুজ সারা পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়িবে এবং সমগ্র পৃথিবীতে তাহাদের প্রাধান্য হইবে। সূরাটির শেষ দিকে যুল-কারনায়নের প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে, যিনি ইয়া'জুজ-মা'জুজের দুনিয়াজোড়া প্রভাব বিস্তারকে রোধ করিবার জন্য দণ্ডায়মান হইবেন। কাজেই বুঝা যাইতেছে যে, সূরা কাহ্ফে খৃষ্টানদের প্রথম ও শেষ উভয় যুগের জাগতিক ও আধ্যাত্মিক অবস্থার কথা বলা হইয়াছে। আসহাবে কাহ্ফ হইতেছে তাহাদের প্রাথমিক যুগের অবস্থার প্রতীকি বয়ান যখন তাহারা দুর্বল ছিল, আর ইয়া'জুজ-মা'জুজ হইতেছে আখেরী যামানায় তাহাদের পার্থিব উন্নতি ও রাজনৈতিক গৌরবের রূপ। সূরাটি ইসলামের অনুসারীদের এই আশ্বাসবাণী শুনাইয়া পরিসমাপ্তি টানিয়াছে যে, আল্লাহ্তা'লা শেষ যুগে ইয়া'জুজ-মা'জুজের অ-ধার্মিকতা ও বিপর্যয় রোধ করিবার লক্ষ্যে একজন দ্বিতীয় যুলকারনায়নের আবির্ভাব ঘটাইবেন। তিনি তৎকালীন মুসলমানদের ইয়া'জুজ-মা'জুজের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবেন। এই দ্বিতীয় যুলকারনায়ন হইতেছেন আহ্মদীয়া জামায়াতের প্রতিষ্ঠাতা, যিনি হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর উম্মতের অন্তর্ভুক্ত একজন পূর্ণ অনুগত ও অনুসারী।

সূরা কাহ্ফ যেহেতু একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ সূরা, তাই প্রসঙ্গতঃ ইহার বিষয়বস্তুর আরো কতিপয় দিকের উল্লেখ করা প্রয়োজন। ইহাতে বলা হইয়াছে যে, আল্লাহ্তা'লা তাঁহার বান্দার প্রতি পবিত্র কুরআন নাযেল করিয়াছেন, যাহাতে পূর্ববর্তী ঐশী গ্রন্থগুলিতে যে বক্রতা ঢুকিয়া পড়িয়াছে তাহা দূরীভূত করা যায়। ইহা তাহাদের জন্য এক ভীষণ শাস্তির সতর্কবাণী উচ্চারণ করে যাহারা বলে যে, আল্লাহ্ পুত্র গ্রহণ করিয়াছেন। এই সমস্ত লোক ইসলামকে ঘৃণা করে এবং তাহাদের প্রারম্ভ এবং বর্তমান অবস্থা এক নয়। শুরুতে তাহারা খুবই দুর্বল ছিল এবং তাহাদের বিরুদ্ধে তীব্র বিরোধিতা করা হইয়াছিল। আল্লাহ্তা'লা তাহাদের প্রতি কৃপা করেন, তাহাদের কষ্ট হইতে উদ্ধার করেন এবং উন্নতি ও স্বচ্ছলতা লাভের পর তাহারা আল্লাহ্ ছাড়া অপরকে উপাস্য বলিয়া গ্রহণ করে এবং আল্লাহ্মুখী না হইয়া তাহারা সম্পূর্ণভাবে পৃথিবীর দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে। মুসলমানদেরকে সতর্ক করিয়া তাই বলা হইয়াছে যে, ইহা হইতে তাহারা যেন শিক্ষা গ্রহণ করে।তাহাদের গৌরব ও প্রতিপত্তির সময় যেন আল্লাহ্কে ভুলিয়া না যায়, বিশেষ করিয়া আল্লাহ্র ইবাদতে তাহারা যেন শিথিল হইয়া না পড়ে। তাহারা যেন পার্থিব সম্পদ, সুখ-সম্ভোগ এবং আরাম-আয়েশের প্রতি অধিক মাত্রায় লালায়িত না হয়। খৃষ্টান জাতির পার্থিব ঐশ্বর্য এবং ক্ষমতা অন্য দিকে মুসলমানদের দীন-হীন অবস্থার একটি তুলনামূলক চিত্র দুই ব্যক্তির সহিত উদাহরণ দিয়া বুঝানো হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে একজন ধনী,অন্য জন দরিদ্র। ধনী লোকের দৃষ্টান্ত খৃষ্টান জাতি যাহারা তাহাদের ধন-সম্পদের জন্য গর্বিত, কিন্তু গরীব লোক অর্থাৎ মুসলমান সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র প্রতি কৃতজ্ঞ। পরিশেষে দেখা গেল যে, ধনী লোকটির উদ্যান একদিন সত্য সত্যই আল্লাহ্র কোপে পড়িয়া ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া গিয়াছে। তখন তাহার আর পূর্বের গৌরব নাই এবং সে নিজেই আফসোস আর ঘাটতির মধ্যে আহাজারি করিতেছে। এই পরিবর্তন কোন মানবীয় শক্তিতে নয়, বরং আল্লাহ্ কর্তৃক সম্পন্ন হইবে। সূরাটিতে হযরত মূসা (আঃ)এর কাশ্ফে প্রদর্শিত একাধিক বিষয়ের রূপক বর্ণনায় বুঝানো হইয়াছে যে, মূসায়ী শরীয়াতের জ্ঞান,শিক্ষা ও সার্বিক উন্নতি পরবর্তী শরীয়াতের জ্ঞান ও শিক্ষার তুলনায় নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। এই পরবর্তী শরীয়াত হইতেছে 'ইসলাম' যাহার মাধ্যমে মূসায়ী শরীয়াতের অপূর্ণ শিক্ষা পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইবে এবং ইহা অধঃপতিত এবং ক্ষয়িষ্ণু খৃষ্টান জাতির ভস্মস্তুপ হইতে বিজয়ীর বেশে উত্থিত হইবে। খৃষ্টান জাতির উত্থান-পতন এবং মুসলমানদের পুনর্জাগরণের এই ইঙ্গিত প্রদানের পর সূরাটিতে মুসলমানদের সাফল্য ও তৎপরবর্তী অবস্থা বর্ণনা করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে যে, এক সময় আসিবে যখন মুসলমানরা সত্যকার ধর্ম থেকে মুখ ফিরাইয়া লইবে এবং শুধুমাত্র পার্থিব ঐশ্বর্য ও ক্ষমতার পিছনে সার্বিকভাবে ধাবিত হইবে। তাহাদের তৎকালীন হীন অবস্থার শাস্তি প্রদানার্থে আল্লাহ্তা'লা পুনরায় খৃষ্টান জাতিকে সাফল্য ও অগ্রগতি দান করিবেন, যাহারা কিছুকালের জন্য দক্ষিণ এবং পূর্বাঞ্চলসমূহে অগ্রসর হওয়া থেকে বিরত ছিল। সেই সময় পৃথিবীতে এক মহা বিপর্যয় উপস্থিত হইবে, পৃথিবীর বিভিন্ন জাতি দুইটি পরস্পর বিরোধী শিবিরে বিভক্ত হইয়া একে অপরের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবে। পাপ এবং অনাচারে পৃথিবী ছাইয়া যাইবে এবং অন্যায় ও বিদ্রোহ দ্রুত বর্ধিত হইবে। অবস্থা যখন এইরূপ চরমে দাঁড়াইবে তখন আল্লাহ্তা'লা স্বীয় অনুগ্রহে এমন অবস্থার সৃষ্টি করিবেন যাহার ফলে এই বিরাট ধ্বংসযজ্ঞ শুভ পরিণতির দিকে মোড় নিবে। এই বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করিয়া বলা হইয়াছে যে, সেই সব লোক যাহারা তখন ইয়া'জুজ-মা'জুজ এই বিপ্লব প্রতিরোধ করিয়া আল্লাহ্র যমীনে শান্তি স্থাপন করিবেন— তাহারা হইতেছে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর খাঁটি অনুসারী। (দি লারজার এডিশন অব দি কমেন্টারীর ১৪৭৪-১৪৮০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

১৮-সূরা আল্ কাহ্ফ

ইহা মক্কীসূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ইহাতে ১১১ আয়াত এবং ১২ রুকূ আছে ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১ । আল্লাহ্র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ عَلٰى عَبْدِهِ الْكِتٰبَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَّهٗ عِوَجًا ۜ ②

২ । সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ্র, যিনি তাঁহার বান্দার উপর এই কিতাব নাযেল করিয়াছেন এবং উহার মধ্যে কোন বক্রতা রাখেন নাই ।

قَيِّمًا لِّيُنْذِرَ بَاْسًا شَدِيْدًا مِّنْ لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ اَجْرًا حَسَنًا ۙ ③

৩ । (তিনি ইহাকে) তত্বাবধায়করূপে[১৬৬২] নাযেল করিয়াছেন যেন ইহা (মানুষকে) তাঁহার পক্ষ হইতে (আসন্ন) এক কঠোর আযাব সম্বন্ধে সতর্ক করিয়া দেয় এবং মো'মেনদিগকে, যাহারা সৎকর্ম করে, সুসংবাদ দেয় যে, তাহাদের জন্য উত্তম পুরস্কার (নির্ধারিত) আছে;

مَّاكِثِيْنَ فِيْهِ اَبَدًا ۙ ④

৪ । তাহারা উহাতে চিরকাল অবস্থান করিবে;

وَّيُنْذِرَ الَّذِيْنَ قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا ۞ ⑤

৫ । এবং যেন ইহা ঐসকল লোককে সতর্ক করে, যাহারা বলে, 'আল্লাহ্ এক পুত্র গ্রহণ করিয়াছেন ।'[১৬৬৩]

مَا لَهُمْ بِهٖ مِنْ عِلْمٍ وَّلَا لِاٰبَآئِهِمْ ؕ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ ؕ اِنْ يَّقُوْلُوْنَ اِلَّا كَذِبًا ⑥

৬ । এই বিষয়ে তাহাদের কোন জ্ঞান নাই এবং তাহাদের পিতৃপুরুষদেরও ছিল না । ইহা অত্যন্ত জঘন্য কথা যাহা তাহাদের মুখ হইতে নিঃসৃত হইতেছে । তাহারা কেবল মিথ্যা বলিতেছে ।

১৬৬২ । কায়্যেম অর্থাৎ তত্বাবধায়করূপে পবিত্র কুরআন দ্বৈত কর্তব্য পালন করে । ইহা পূর্ববর্তী ধর্মগ্রন্থের উপর তত্বাবধায়করূপে উহাদের মধ্যে প্রক্ষিপ্ত ভুল ভ্রান্তিসমূহ সংশোধন করে এবং ইহা ভবিষ্যৎ মানবজাতির উপরও তত্বাবধায়করূপে রহিয়াছে। কারণ ইহা তাহাদের আত্মিক পরিচর্যার ব্যবস্থাও নিজের উপর ন্যস্ত করে এবং পরিচালিত করে সেই পথে যাহা মানব জীবনের সর্বোচ্চ ও মহোত্তম উদ্দেশ্য উপলব্ধি করার স্তরে পৌঁছাইয়া দেয় ।

১৬৬৩ । কুরআন মজীদকে প্রথমে সতর্কবাণী উচ্চারণকারী, তৎপরে সুসংবাদদানকারীরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে (আয়াত-৩) এবং পরে পুনর্বার বর্তমান আয়াতে, 'যেন ইহা ঐ সকল লোককে সতর্ক করে' বলা হইয়াছে'। অবিশ্বাসীদিগকে দুই বার সাবধান করা হইয়াছে এবং দুই সতর্কবাণীর মধ্যখানে বিশ্বাসী বা মো'মেনগণকে শুভ সংবাদ দান করা হইয়াছে । এই দ্বিভাগবিশিষ্ট সতর্কবাণীর মধ্যভাগে মুসলমানগণের জন্য সুসংবাদের ভিতরে তিনটি ভবিষ্যদ্বাণী নিহিত রহিয়াছেঃ (ক) মহানবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ)-এর জীবদ্দশায় তাঁহার বিরুদ্ধবাদীদিগের ছত্রভঙ্গ অবস্থায় পরাজয় এবং ধ্বংস; (খ) শক্তি ও গৌরবের সহিত মুসলমানের বিসময়কর উত্থান; (গ) তাহাদের যশ ও গৌরবের বিলুপ্তির পর সেই জাতিসমূহের জন্য শাস্তি অবধারিত, যাহারা বলে যে, 'আল্লাহ্তা'লা পুত্র গ্রহণ করিয়াছেন ।'

فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلٰٓى اٰثَارِهِمْ اِنْ لَّمْ يُؤْمِنُوْا بِهٰذَا الْحَدِيْثِ اَسَفًا ۝٧

৭। অতএব, যদি তাহারা এই মর্যাদাপূর্ণ বাণীর উপর ঈমান না আনে তাহা হইলে কি তুমি তাহাদের জন্য দুঃখে আত্ম বিনাশ[১৬৬৪] করিয়া ফেলিবে ?

اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْاَرْضِ زِيْنَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ۝٨

৮। যাহা কিছু ভূপৃষ্ঠে আছে, তাহা আমরা নিশ্চয় ইহার সৌন্দর্যের[১৬৬৫] জন্য সৃষ্টি করিয়াছি, যাহাতে আমরা তাহাদের পরীক্ষা করিতে পারি যে, কে তাহাদের মধ্যে কর্মের ক্ষেত্রে সর্বোৎকৃষ্ট।

وَاِنَّا لَجٰعِلُوْنَ مَا عَلَيْهَا صَعِيْدًا جُرُزًا ۝٩

৯। এবং যাহা কিছু উহার উপর আছে উহাকে আমরা নিশ্চয় বিরান ভূমিতে পরিণত করিব।[১৬৬৬]

اَمْ حَسِبْتَ اَنَّ اَصْحٰبَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيْمِ ۙ كَانُوْا مِنْ اٰيٰتِنَا عَجَبًا ۝١٠

১০। তুমি কি মনে কর যে, গুহাবাসীগণ[১৬৬৬-ক] এবং ফলক খোদাইকারীগণ আমাদের নিদর্শনাবলীর মধ্যে কোন চমকপ্রদ নিদর্শন ছিল ?[১৬৬৭]

১৬৬৪। 'বা-খেউন' (সকর্মক ক্রিয়া বিশেষণ পদ) 'বাখাআ' হইতে উৎপন্ন, যাহার অর্থ, সে যথোপযুক্তভাবে ইহা করিল। নিজের জাতির আধ্যাত্মিক মঙ্গলের জন্য নবী করীম (সাঃ)-এর উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার একটি জোরালো প্রমাণ এই আয়াত। তাহারা যে ঐশী-বাণী ও শিক্ষার বিরোধিতা করিতেছে এবং ইহাকে প্রত্যাখান করিতেছে ইহার দরুন তাঁহার মর্মযন্ত্রণা তাঁহাকে প্রায় মৃত্যুর নিকটবর্তী করিয়া দিয়াছিল। আল্লাহ্তা'লার নবী ও রসূলগণ পরম স্নেহময়ী ও হিতাকাঙ্খিনী মায়ের ন্যায় মানবের প্রতি অশেষ দয়া ও করুণা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। তাহারা মানবজাতির জন্য নিদারুন দুঃখ পান এবং আকুল ক্রন্দন করেন এবং মর্মযাতনায় কাতর হইয়া পড়েন। কিন্তু অকৃতজ্ঞ মানুষ, যাহাদের মঙ্গলের জন্য আল্লাহ্তা'লার নবীগণ অধিক কষ্ট পাইয়া থাকেন, তাহারাই আল্লাহ্র নবীদিগকে নির্যাতন, উৎপীড়ন এবং হত্যার ষড়যন্ত্র করিয়া থাকেন।

১৬৬৫। আল্লাহ্তা'লার সৃষ্ট অগণিত বস্তুসমূহের মধ্যে একটিও এমন নাই যাহার বিশেষ ব্যবহার বা কার্যকারিতা নাই অথবা যাহার কোন উপকারিতাই নাই। সকল সৃষ্ট বস্তুই মানবজীবনের সৌন্দর্য বৃদ্ধির সহায়ক। মুসলমানদিগকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে,সর্বদাই তাহারা যেন এই আয়াতের সরল শব্দগুলির অন্তর্নিহিত মহান সত্যকে মনে রাখে এবং প্রকৃতির মধ্যে লুক্কায়িত মহান তত্ত্ব আবিষ্কারে গভীর গবেষণায় তাহাদের সময় ও শক্তি নিয়োজিত করে এবং উহার (প্রকৃতির) উপাদান এবং উৎসের অসংখ্য গুণ ও বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করে।

১৬৬৬। এই আয়াতে একটি ভবিষ্যদ্বাণীর ইংগিত রহিয়াছে যে, পাশ্চাত্যের খৃষ্টানজাতিগুলি অর্থ-সম্পদ, ক্ষমতা ও রাজ্য অর্জনের পর এবং বহু আবিষ্কার ও উদ্ভাবন দ্বারা আল্লাহ্র যমীনকে কুরআন ও হাদীসের বিবরণ অনুযায়ী এবং বাইবেলে উল্লিখিত আল্লাহ্র নবী-রসূলগণের মুখ নিঃসৃত ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ অনুযায়ী অন্যায়,অবিচার ও পাপাচারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিবে। তখন আল্লাহ্তা'লার ক্রোধ উত্তেজিত ও সক্রিয় হইয়া উঠিবে। সুদূর বিস্তৃত চরম দুর্দশাপূর্ণ বিপদাবলী পৃথিবীতে নামিয়া আসিবে এবং তাহাদের (খৃষ্টান জাতিগুলির) উন্নতির অগ্রযাত্রা এবং তাহাদের সকল সৃষ্টি ও কর্ম, তাহাদের অট্টালিকা ইমারতসমূহ, তাহাদের দেশ এবং তাহাদের সমস্ত গৌরব, আত্মম্ভরিতা এবং সকল জাঁকজমক সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হইয়া যাইবে।

১৬৬৬-ক। 'আসহাবুল কাহ্ফ' শব্দের বিভিন্নভাবে অর্থ করা হইয়াছে যেমনঃ 'গুহাবাসী জাতি'; 'পর্বত-গুহার লোক সকল'; 'গুহার সঙ্গী বা সাথী'; 'গুহার বাসিন্দা' এবং 'গুহার অধিবাসীগণ'।

১৬৬৭। এই আয়াত ঘোষণা করিতেছে যে, গুহার অধিবাসীবৃন্দ কোন আশ্চর্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। তাহাদের সম্পর্কে এমন কিছুই ছিল না যাহাকে সাধারণ প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যতিক্রম বলা যাইতে পারে। তাহাদিগকে কেন্দ্র করিয়া অনেক উদ্ভট কাহিনী রচনা করা হইয়াছে। উল্লেখযোগ্য গল্প হইতেছে "সেভেন স্লিপার্স" যাহা মিঃ গিবন প্রণীত "ডিক্লাইন এণ্ড ফল অব্ দি রোমান এম্পায়ার" পুস্তকে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। উহা গুহাবাসী সম্বন্ধে রহস্য সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ সূত্র যোগান দেয়। গিবন লিখিয়াছেন "যখন সম্রাট ডিসিয়াস খৃষ্টানদিগকে নির্যাতন করিয়াছিল, এফিসাসের সাত জন অভিজাত যুবক নিকটস্থ এক প্রশস্ত গভীর গিরি-গুহাতে আত্মগোপন করিয়াছিল; সেখানেই তাহারা যালেম কর্তৃক প্রাণনাশের জন্য দণ্ডপ্রাপ্ত হইয়াছিল। সে হুকুম দিয়াছিল যে,গিরি-গুহার প্রবেশ পথটি বিশাল পাথরের স্তূপ দ্বারা বন্ধ করিয়া দেওয়া হউক।

إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ﴿١٠﴾

১১। যখন কতিপয় যুবক প্রশস্ত গুহায় আশ্রয় লইয়াছিল তখন তাহারা বলিয়াছিল, 'হে আমাদের প্রভু ! আমাদিগকে তোমার নিজ পক্ষ হইতে বিশেষ রহমত দান কর এবং আমাদের বিষয়ে আমাদের জন্য সঠিক পথের ব্যবস্থা করিয়া দাও।'

فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ﴿١١﴾

১২। অতএব, আমরা সেই প্রশস্ত গুহার মধ্যে কয়েক বৎসর পর্যন্ত (বহির্জগতের খবরা-খবর শুনিতে) তাহাদের কান বন্ধ করিয়া রাখিলাম।[১৬৬৮]

এখন ইহা প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক সত্য যে, প্রাথমিক যুগের খৃষ্টানগণকে তাহাদের একত্ববাদে বিশ্বাসের কারণে পৌত্তলিক রোমান সম্রাটদের হাতে অবর্ণনীয় যুলুম-নির্যাতন ভোগ করিতে হইয়াছিল। এই অমানুষিক অত্যাচার আরম্ভ হইয়াছিল কুখ্যাত রোম সম্রাট 'নীরু'র রাজত্বকালে, যাহার সম্বন্ধে কথিত আছে যে, সে রোম শহর আগুনে জ্বালাইয়া দিয়াছিল। সভ্যতার এবং জ্ঞানের পাদপীঠ রোম শহরে যখন আগুন জ্বলিতেছিল,নীরু তখন বাঁশী বাজাইতেছিল। এই যুলুম ও নিপীড়ন সাময়িক বিরতির পর পর চলিতেছিল। প্রায় চল্লিশ বৎসরের সংক্ষিপ্ত অবকাশের পর এই নির্যাতন প্রচণ্ড ক্রোধ ও প্রতিহিংসায় নূতন করিয়া পূর্ণোদ্যমে শুরু হইয়াছিল সম্রাট ডিসিয়াসের আমলে। সে প্রাচীন রোমের ধর্মীয় অনুশাসন পুনঃ স্থাপন করিতে চাহিয়াছিল এবং এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নিয়মিতভাবে খৃষ্টানদিগকে সম্পূর্ণ ধ্বংস বা নির্মূল করা আরম্ভ করিয়াছিল। বিশেষতঃ ৩০৩খৃষ্টাব্দে ডাইওক্লিশিয়ানের(Diocletian) অনুশাসন খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে সকল মাত্রা ছাড়াইয়া গিয়াছিল। এই অনুশাসনের বলে সাম্রাজ্যের সকল প্রদেশে খৃষ্টান উপাসনালয়গুলি (গির্জাসমূহ) ভাঙ্গিয়া ধ্বংস করিয়া ফেলা হইয়াছিল, তাহাদের সমস্ত পবিত্র কিতাবাদি জনসমক্ষে পোড়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল, গির্জার সম্পত্তিসমূহ বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছিল এবং খৃষ্টানদিগকে নিরাপত্তাবিহীন অবস্থায় বহিষ্কার করা হইয়াছিল (গিবনস্ রোমান এমপায়ার, এনসাইক্লো ব্রিট এন্ড পৌরি অব রোম)।এই নিষ্ঠুর ও অমানুষিক নির্যাতনের অসহায় শিকার খৃষ্টানগণ নিজদিগকে রক্ষা করিবার জন্য রোমের ভূগর্ভস্থিত সমাধিগুলিতে (catacombs) আত্মগোপন করিবার জন্য আশ্রয় লইয়াছিল। এই উদ্দেশ্যে তাহারা ক্যাটাকম্বগুলিকে বিস্ময়করভাবে উপযোগী করিয়া লইয়াছিল,বিভিন্ন মুখী রাস্তার গোলকধাঁধা সৃষ্টি করিয়াছিল এবং নানা স্থানে অসংখ্য ছোট ছোট কুঠরী ও লুকাইয়া থাকার স্থান তৈয়ার করিয়া রাখিয়াছিল যাহাতে অন্ধকারে পশ্চাদ্ধাবনকারীরা তাহাদের অবস্থান ঠাহর করিতে না পারে। ক্যাটাকম্বগুলির সমাধি-শিলাতে উৎকীর্ণ শিরোনাম হইতে ইহা প্রতীয়মান হয় যে, প্রাথমিক খৃষ্টানগণ অবিচল একেশ্বরবাদী ছিল। শিলালিপিগুলিতে হযরত ঈসা (আঃ)-কে একজন মেষপালক অথবা আল্লাহ্‌র পয়গম্বররূপে এবং তাঁহার মাতা মরিয়মকে মাত্র একজন ধার্মিকা স্ত্রীলোকরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহাও দৃষ্টি গোচর হয় যে, খৃষ্টানগণ,যাহারা 'ক্যাটাকম্বে' আশ্রয় নিয়াছিল তাহারা প্রবেশ পথের মুখে কুকুর রাখিত যেন উহারা আগন্তুকের আগমন বার্তা চিৎকার করিয়া ঘোষণা করিতে পারে। এরূপে গুহার অধিবাসী সম্পর্কে বর্ণিত বিষয়টি প্রকৃতপক্ষে প্রাথমিক যুগের খৃষ্টানজাতির ইতিহাস তুলিয়া ধরে এবং প্রমাণ করে যে, তৌহীদে বিশ্বাসের কারণে তাহারা কিরূপ অবর্ণনীয় নিপীড়ন ও নির্যাতন ভোগ করিয়াছিল। ১৮ আয়াতে উল্লিখিত গিরি-গুহার অবস্থান ও বিবরণ গুরুত্বের দিক দিয়া দ্বিতীয় পর্যায়ের। ইহা অন্যান্য স্থানের গিরিগুহার তুলনায় রোমের ক্যাটাকম্বসমূহ সম্বন্ধে পূর্ণভাবে, বিস্তারিতভাবে এবং যথাযথ ও নির্ভুলভাবে প্রযোজ্য।

গুহাবাসীগণের ঘটনা অ্যারিম্যাথিয়া যোসেফ এবং তাহার সঙ্গীগণ সম্পর্কেও প্রয়োগ করা যাইতে পারে। মালমেসবারির উইলিয়ামের মতে সেন্ট ফিলিপ কর্তৃক যোসেফ বৃটেনে প্রেরিত হইয়াছিলেন এবং সমারসেট শায়ারে ছোট একটি দ্বীপ তাহাকে দেওয়া হইয়াছিল। সেখানে ক্ষুদ্র ডালপালা পাকাইয়া উহা দ্বারা তিনি বৃটেনের প্রথম খৃষ্টান গির্জা তৈয়ার করেন, যাহা পরবর্তী সময়ে গ্লাসটনবারী (Glastonbury) মঠরূপে পরিণত হয়। অন্য এক বিবরণ মতে, উদ্দেশ্যবিহীনভাবে ভ্রমণ করিয়া যোসেফ ৬৩ খৃষ্টাব্দে বৃটেনে পৌছেন। লোক-কাহিনী অনুযায়ী গ্লাসটনবারী (Glastonbury)-এর প্রথম গির্জা (ডালপালা দ্বারা তৈরী দেওয়াল ও ছাদের গৃহ) সেন্ট ফিলিপ কর্তৃক গাউল (Gaul) হইতে বৃটেনে প্রেরিত খৃষ্টের দ্বাদশ শিষ্যের নেতা এরিম্যাথিয়া (Arimathaea) যোসেফ নির্মাণ করিয়াছিলেন (এনসাইক ব্রিট, ১০ম ও ১৩শ সংস্করণ, 'যোসেফ অব এরিম্যাথিয়া' এবং 'গ্লাসটনবারী' অধ্যায়াধীন)। সর্বশেষ মতে, যাহা 'ডেড সী স্ক্রল' বা মৃত সাগরে প্রাপ্ত—যেখানে প্রাথমিক যুগের খৃষ্টানগণ আশ্রয় নিয়াছিল এবং যেখানে তাহারা নিজেদেরকে ধর্মবিশ্বাস ও শিক্ষা লিপিবদ্ধ করার কাজে নিয়োজিত ছিল—উহা মৃত সাগরের নিকটবর্তী উপত্যকার গুহাগুলিকে নির্দিষ্ট করে।

'গুহা' এবং 'শিলালিপি' খৃষ্টীয় বিশ্বাসের দুইটি বিশিষ্ট প্রতিরূপ প্রকাশ করে, অর্থাৎ আত্মত্যাগ এবং পার্থিব জগত প্রত্যাহারকে ধর্মরূপে গ্রহণ করার পর হইতে খৃষ্টধর্ম যাত্রা শুরু করিয়াছিল এবং পরিণামে সমাপ্তি টানিয়াছে পার্থিব বিষয়ে সম্পূর্ণ নিমজ্জিত ধর্মরূপে। (দি লারজার এড্রিশন অব দি কমেন্টারীও দ্রষ্টব্য, পৃষ্ঠা ১৪৮৬-১৪৯০)।

১৬৬৮। আরবী বাক্য 'যারাবা আলা উযনিহী' অর্থ সে তাহাকে শ্রবণ করিতে বাধা দিয়াছিল। কুরআনের বাক্য "অতএব আমরা সেই

ثُمَّ بَعَثْنٰهُمْ لِنَعْلَمَ اَیُّ الْحِزْبَیْنِ اَحْصٰی
لِمَا لَبِثُوْٓا اَمَدًا ﴿١٢﴾ ع ١٣

১৩। অতঃপর, আমরা তাহাদিগকে উত্থিত করিলাম যেন আমরা জানিয়া লই যে, তাহারা যতকাল অবস্থান করিয়াছিল উহাকে দুই দলের[১৬৬৯] মধ্যে কোন্‌টি গণনায় অধিকতর সংরক্ষণকারী।

১ [১৩] ১৩

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَیْكَ نَبَاَهُمْ بِالْحَقِّ ؕ اِنَّهُمْ
فِتْیَةٌ اٰمَنُوْا بِرَبِّهِمْ وَ زِدْنٰهُمْ هُدًی ﴿١٣﴾

১৪। আমরা তাহাদের গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ তোমার নিকট সঠিকভাবে বর্ণনা করিতেছি। তাহারা কয়েকজন যুবক ছিল, যাহারা তাহাদের প্রভুর উপর ঈমান আনিয়াছিল এবং তাহাদিগকে আমরা হেদায়াতে আরও বাড়াইয়াছিলাম।[১৬৭০]

وَّ رَبَطْنَا عَلٰی قُلُوْبِهِمْ اِذْ قَامُوْا فَقَالُوْا
رَبُّنَا رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ لَنْ نَّدْعُوَا
مِنْ دُوْنِهٖۤ اِلٰهًا لَّقَدْ قُلْنَاۤ اِذًا شَطَطًا ﴿١٤﴾

১৫। এবং আমরা তাহাদের অন্তঃকরণ দৃঢ়[১৬৭১] করিয়া দিলাম যখন তাহারা দাঁড়াইল তখন তাহারা বলিল, 'তিনিই আমাদের প্রতিপালক যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবীর প্রতিপালক।' আমরা তাঁহাকে ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদকে কখনও ডাকিব না, অন্যথায় আমরা অসঙ্গত কথা বলিব;

هٰۤؤُلَآءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖۤ اٰلِهَةً ؕ
لَوْلَا یَاْتُوْنَ عَلَیْهِمْ بِسُلْطٰنٍۢ بَیِّنٍ ؕ فَمَنْ
اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰی عَلَی اللّٰهِ كَذِبًا ﴿١٥﴾

১৬। ইহারা — আমাদের জাতি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যান্য মা'বূদ গ্রহণ করিয়াছে।[১৬৭২] তাহারা উহাদের প্রমাণে কোন উজ্জ্বল দলীল কেন পেশ করে না ? অতএব, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নামে মিথ্যা রচনা করে তাহার চাইতে অধিকতর যালেম আর কে হইতে পারে ?

প্রশস্ত-গুহার মধ্যে কয়েক বৎসর পর্যন্ত (বহির্জগতের খবরা-খবর শুনিতে) তাহাদের কান বন্ধ করিয়া রাখিলাম।" ইহার অর্থ এইরূপও হয়, 'কোন শব্দ তাহাদের কর্ণে প্রবেশ করিতে না দিয়া, তাহাদিগকে আমরা নিদ্রিত রাখিয়াছিলাম, যাহাতে তাহাদের নিদ্রা ভঙ্গ হইতে পারিত' (লেইন)। আক্ষরিকভাবে আয়াতের অর্থ 'কোন শব্দ তাহাদের কর্ণে প্রবেশ করিতে বাধা দিয়াছিলাম বা কর্ণে প্রবেশ করিতে দেই নাই,' অর্থাৎ বহুকাল ব্যাপিয়া তাহারা বহির্জগতের ঘটনাবলী হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন রহিয়াছিল এবং সেখানে কি ঘটিতেছিল কিছুই জানিত না বা শুনিত না।

১৬৬৯। প্রাথমিক যুগের খৃষ্টানগণ দুই দলে বিভক্ত হইয়াছিল বলিয়া প্রতীয়মান হয়। (ক) যাহারা মনোভাব গোপন করা বা কপট আচরণের মাধ্যমে ভিন্ন অবস্থার ভান করা পসন্দ করিত না এবং কুফরী ও পৌত্তলিকার প্রতি আপোষহীন ছিল। তাহারা ঈমানের জন্য ধৈর্য এবং বীরত্বপূর্ণ সহিষ্ণুতার সহিত নির্যাতন ও নিপীড়নের শিকার হইয়াছিল। ইহারাই পর্বত-গুহাতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল।(খ) যাহারা বিচক্ষণতাকে সাহসিকতার চাইতে শ্রেয়ঃ ও শুভ মনে করিয়া তাহাদের ঈমানকে গোপন করিয়াছিল এবং অত্যাচার হইতে নিজদিগকে রক্ষা করিয়াছিল। 'দুই দল' বলিতে 'যালেম ও মযলুম' (অত্যাচারী ও অত্যাচারিত)-এর প্রতিও ইশারা করিতে পারে।

১৬৭০। এই আয়াত ব্যক্ত করিতেছে যে, রসূল করীম (সাঃ)-এর সময়ে গুহা-বাসীগণের সম্বন্ধে বহু কল্পনাপ্রসূত উদ্ভট কাহিনী প্রচলিত ছিল। যাহা হউক তাহাদের সম্পর্কে আসল সত্য ইহাই যে, তাহারা (গুহার অধিবাসী) সচ্চরিত্র তরুণ ছিলেন, তাহারা তাহাদের প্রভুর খাতিরে জীবনের সর্বস্ব বাজি রাখিয়াছিলেন। যুলুম-অত্যাচারের মধ্য দিয়া তাহাদের ঈমান দৃঢ়ভাবে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছিল।

১৬৭১। যদিও তাহাদের জাতির লোকেরা তাহাদের বিরোধী ছিল এবং নির্মমভাবে তাহাদিগকে নির্যাতন করিয়াছিল, তথাপি তাহারা আসহাবে কাহ্‌ফকে(গুহাবাসীগণকে) ভীতি প্রদর্শন করিয়া বশে আনিয়া ধর্মত্যাগে বাধ্য করিতে পারে নাই। আল্লাহ্‌তা'লা তাহাদের হৃদয়কে দৃঢ়রূপে অবিচল ও শক্তিশালী করিয়া দিয়াছিলেন এবং তাহাদিগকে করিয়াছিলেন অটল বিশ্বাসী।

১৬৭২। আসহাবে কাহ্‌ফের জাতির অন্যান্য লোকেরা পৌত্তলিক ছিল। রোমবাসীরাও তাহাই ছিল।

وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا ⑯

১৭ । 'এবং যখন তোমরা তাহাদের নিকট হইতে এবং আল্লাহ্ ব্যতিরেকে তাহারা যাহার ইবাদত করে তাহার নিকট হইতে পৃথক হইয়াছ, তখন তোমরা এই প্রশস্ত গুহায় আশ্রয় গ্রহণ কর,[১৬৭৩] তাহা হইলে তোমাদের প্রভু তোমাদের জন্য তাঁহার রহমতের কোন পথ খুলিয়া দিবেন এবং তোমাদের জন্য তোমাদের বিষয়ে কোন সহজ ও সুবিধাজনক উপকরণ সরবরাহ করিবেন ।'

وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ ۚ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ ۗ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ۖ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا ⑰

১৮ । এবং তুমি সূর্যকে দেখিবে, যখন উহা উদিত হয় তখন উহা তাহাদের গুহার ডানদিকে সরিয়া অতিক্রম করে, এবং যখন উহা অস্তমিত হয় তখন উহা তাহাদের বামদিকে পাশ কাটাইয়া যায় এবং তাহারা সেই গুহার ভিতরে একটি প্রশস্ত জায়গায় ছিল ।[১৬৭৪] ইহা আল্লাহ্র নিদর্শনসমূহের মধ্যে অন্যতম । আল্লাহ্ যাহাকে হেদায়াত দেন বস্তুতঃ সে-ই হেদায়াতপ্রাপ্ত, এবং যাহাকে তিনি পথভ্রষ্ট হইতে দেন তাহার জন্য তুমি কখনও কোন বন্ধু ও পথ প্রদর্শনকারী পাইবে না ।

ع ২ [৫] ১৪

وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ ۚ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ ۖ

১৯ । এবং তুমি তাহাদিগকে জাগ্রত মনে করিতেছ অথচ তাহারা নিদ্রিত;[১৬৭৫] এবং আমরা তাহাদিগকে ফিরাই কখনও

১৬৭৩ । এই আয়াত বাস্তব ঘটনারই প্রকাশ করে যে, ঐ সকল-একেশ্বরবাদী যুবক কোন ছত্রভঙ্গ ব্যক্তিবর্গ ছিল না বরং সংঘবদ্ধ ও শৃংখলাপূর্ণ ধর্মীয় জামা'তের সদস্য ছিল, যাহারা প্রায়ই গোপনে মিলিত হইত । এই আয়াত ব্যক্ত করে যে, এই সকল যুবক যখন নিজেদের মধ্যে গুহায় আশ্রয় নেওয়ার কথা বলাবলি করিত তখন নির্দিষ্ট কোন গুহা তাহাদের মনে থাকিত । এই গুহা নির্দয় মালিকদের নিকট হইতে পালাইয়া আসা রোমীয় কৃতদাসগণ কর্তৃক পূর্বেই আশ্রয়স্থলরূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় । 'এবং যখন তোমরা তাহাদের নিকট হইতে পৃথক হইয়াছ,' ব্যক্ত করে যে, তাহারা পূর্বাহ্নেই কঠোর সামাজিক বয়কটের শিকার হইয়াছিল এবং তাহারা তাঁহাদের গোত্র হইতে পৃথকভাবে ঈমান আনয়নকারী ছিল যাহারা শ্রেণীবদ্ধ হইয়া বাস করিতেছিল ।

১৬৭৪ । এই স্থলে উক্ত গুহার ভৌগোলিক অবস্থান ব্যক্ত হইয়াছে । মনে হয় গুহাটি এমনভাবে অবস্থিত ছিল যে, উহা উত্তর-পশ্চিম মুখী ছিল, কারণ সূর্য প্রদক্ষিণের পথ অর্থাৎ সূর্য কিরণ পতিত হওয়ার স্থান গুহার ডানদিকে এবং সূর্য অস্ত যাওয়ার সময় উহা গুহার বাম দিকে তখনই হইতে পারে যখন গুহার মুখ উত্তর দিকে হয় । ইহা প্রতীয়মান হয় যে, গুহাটি এক সমতল স্থান জুড়িয়া অবস্থিত ছিল 'যাহা প্রশস্ত জায়গা' শব্দ দ্বারা ব্যক্ত হইতেছে । রোমে আজও বিদ্যমান 'ক্যাটাকম্বস্' এই মতকে দৃঢ়ভাবে প্রতিপন্ন করিতেছে । ইহারা এক বিশাল অঞ্চল পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে যাহা ৮৭০ মাইল বিস্তীর্ণ এলাকা বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে (এনসাইক, ব্রিট)। ইহাও অনুমান করা হয় যে, ক্যাটাকম্বগুলিতে খুব কম আলো প্রবেশ করিত । এই গুহাকে এমনভাবে প্রশস্ত করা হইয়াছিল যাহাতে উহার মধ্যে আত্মগোপন করিয়া বা লুকাইয়া থাকা যায় । খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীতে সেন্ট জেরোমি ক্যাটাকম্বস পরিদর্শন ও পরীক্ষা করার পর বলেন, "এইগুলি এত অন্ধকার যে, মনে হয় নবীর [ঈসা (আঃ)] কথা (গীত সংহীতা-৫৫ঃ১৫) পূর্ণ হইয়া গিয়াছে, যথা— "তাহারা জীবদ্দশায় পাতালে নামুক ।" কখনো কখনো মাত্র সাময়িকভাবে বিষাদ ও হতাশায় আতঙ্কের তীব্রতা হ্রাস করার মত আলো প্রবেশ করিত,তাহাও জানালার মধ্য দিয়া নহে,ছিদ্র দিয়া"(এন সাইক, ব্রিট, ১১শ সংস্করণ)।

১৬৭৫ । মহানবী (সাঃ)-এর সময়ের মুসলমানদিগকে পূর্বেই সতর্ক করা হইয়াছিল যে, উত্তরাঞ্চলের খৃষ্টান জাতিগুলি সুপ্তাবস্থায় নিষ্ক্রিয় রহিয়াছে,কিন্তু শীঘ্রই শত শত বর্ষের গভীর নিদ্রা হইতে তাহারা জাগিয়া উঠিবে এবং সমগ্র পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়িবে এবং পৃথিবীকে তাহাদের শাসনের প্রভাবাধীনে আনিবে ।

وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ ۚ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا ﴿١٩﴾

ডানদিকে এবং কখনও বামদিকে,[১৬৭৫-ক] এবং তাহাদের কুকুর দ্বারদেশে সম্মুখের পদদ্বয় ছড়াইয়া রহিয়াছে।[১৬৭৬] যদি তুমি তাহাদের অবস্থা সম্বন্ধে অবহিত হইতে তাহা হইলে নিশ্চয় তুমি তাহাদের নিকট হইতে পলাইবার জন্য পিঠ ফিরাইয়া লইতে এবং তাহাদের ভয়ে ভীতি-বিহ্বল হইয়া পড়িতে।[১৬৭৭]

وَكَذَٰلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ۖ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۚ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ ۖ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَىٰ الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ

২০। এবং এইভাবে আমরা তাহাদিগকে (নিঃসহায় অবস্থা হইতে) উত্থিত করিলাম যেন তাহারা আপোসে একে অপরকে জিজ্ঞাসাবাদ করে। তাহাদের মধ্য হইতে একজন বলিল, 'তোমরা কতকাল অবস্থান করিয়াছ ?' তাহারা বলিল, 'আমরা এক দিন বা একদিনের একাংশ অবস্থান করিয়াছি।' তাহারা (অন্যেরা) বলিল, 'তোমাদের অবস্থানকাল[১৬৭৮] সম্বন্ধে তোমাদের প্রভুই ভাল জানেন।' সুতরাং তোমাদের এই রৌপ্য মুদ্রা দিয়া তোমাদের মধ্য হইতে কাহাকেও শহরের দিকে পাঠাও সে যেন দেখিয়া লয় যে, উহার মধ্যে কোন্ (ব্যক্তির) খাদ্য বেশী

১৬৭৫-ক। 'আমরা তাহাদিগকে ফিরাই কখনও ডানদিকে' এই বাক্য ইঙ্গিত করিতেছে যে, তাহারা পণ্য দ্রব্যের চাহিদার নূতন নূতন বাজারের সন্ধানে এবং নব নব বিজয় বলে পৃথিবীর চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িবে।

১৬৭৬। 'এবং তাহাদের কুকুর দ্বারদেশে সম্মুখের পদদ্বয় ছড়াইয়া রহিয়াছে' এই কথা দ্বারা জানা যায় যে, আসহাবে কাহ্‌ফের খৃষ্টানগণ পাহারার জন্য কুকুর পুষিত এবং ইহা হইতেই খৃষ্টান জাতির মধ্যে কুকুর পোষার প্রবণতা চলিয়া আসিয়াছে। এই শব্দগুলি দ্বারা পাশ্চাত্যের খৃষ্টান জাতিসমূহের কুকুরাসক্তির প্রতি ইংগিত করা ছাড়াও সেই সময়ের বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের প্রতি ইশারা করে বলিয়া ধরিয়া নেওয়া যায়, যাহারা তখন মর্মর সাগরের উভয় তীরে পাহারা দিয়া ইউরোপের উপরে নজর রাখিত এবং উহা (সাগর) দেখিতে সামনের পা দুইটি দুই দিকে প্রসারিত পাহারাদার কুকুরের মতই।

১৬৭৭। এই শব্দগুলি সেই সময়ের প্রতি ইংগিত করিতেছে যখন পশ্চিমের খৃষ্টান জাতিগুলি রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জন করিবে। কুরআন মজীদ বহু শত বৎসর পূর্বেই এই ঘটনা ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিল যখন খৃষ্টান জাতিগুলি বহু শতাব্দীকালব্যাপী গভীর নিদ্রাভিভূত ছিল এবং ইহা প্রসারিত কল্পনার দূরদৃষ্টিতে আসাও অসম্ভব ছিল যে, পরবর্তীকালে তাহারা এরূপ ক্ষমতা ও মর্যাদার অধিকারী হইবে। এই আয়াত পূর্ব এবং দক্ষিণের দেশগুলির উপর পশ্চিমা জাতিসমূহের স্বৈর শাসনের বৈশিষ্ট্যমূলক চিত্র বা দৃশ্য অংকন করিয়াছে, তাহাদের স্বাতন্ত্রসূচক জীবনযাপন এবং ভয় ও আতঙ্ক যাহা এতদাঞ্চলের লোকের মনে সঞ্চারিত করিয়াছে— উহারও দৃশ্য অংকন করিয়াছে।

১৬৭৮। পাশ্চাত্যের খৃষ্টান জাতিগুলি পৃথিবীর সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ার পরবর্তী অবস্থার দিকে এই আয়াত নির্দেশ করিয়াছে বলিয়া মনে হয়। 'আমরা তাহাদিগকে (নিঃসহায় অবস্থা হইতে) উত্থিত করিলাম' শব্দগুচ্ছ গুরুত্বপূর্ণ উন্নতির দিকে ইংগিত করিতেছে যাহা এই জাতিসমূহের ভাগ্যে ভবিষ্যতের জন্য পূর্ব নির্ধারিত ছিল। 'তাহাদের মধ্য হইতে একজন বলিল, তোমরা কতকাল অবস্থান করিয়াছ ?' এই বাক্য ব্যক্ত করিতেছে যে, খৃষ্টান জাতিগুলি সচেতন হইয়া অনুভব করিতে আরম্ভ করিবে যে,নিজদিগকে কর্মতৎপর করার এবং আলস্য ত্যাগ করার সময় ইহাই। এই জাগরণ আসিয়াছিল ক্রুসেডের (প্যালেস্টাইন দখল করার) সময়ে, যখন ইংল্যাণ্ড, ফরাসী এবং জার্মানের নৃপতিগণ একই উদ্দেশ্যে সংঘবদ্ধ হইল এবং সমস্ত ইউরোপ একতাবদ্ধ হইয়া পরস্পরের সহযোগিতায় পরিকল্পিতভাবে মুসলমানদিগের হাত হইতে পবিত্র-ভূমি জবর দখল করিবার জন্য তাহাদের উপর আক্রমণ করিল। আরবী ভাষার বাক্‌ধারা অনুযায়ী তাহারা বলিল, 'আমরা একদিন বা একদিনের একাংশ অবস্থান করিয়াছি' বাক্যটি অনির্দিষ্ট সময়কে বুঝায়। অন্যত্র কুরআন করীম (২০ঃ১০৩-১০৪) পশ্চিমের খৃষ্টান জাতিগুলির নিদ্রিত বা নিষ্ক্রিয় থাকার যুগকে ১০০০ (এক হাজার) বৎসর বলিয়া নির্দিষ্ট করিয়াছে। ২০ঃ১০৩-১০৪ আয়াতে "দশ দিন" শব্দদ্বয় দ্বারা দশ শতাব্দী এবং নীল চক্ষু বিশিষ্ট শব্দ দ্বারা পাশ্চাত্যের অধিবাসী বুঝায়, যাহারা সাধারণতঃ নীল চক্ষু বিশিষ্টই হইয়া থাকে। ইহা প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক সত্য যে, প্রাচ্যের দেশসমূহে বৃটিশ শক্তির ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছিল সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে মহানবী (সাঃ)-এর পরবর্তী মোটামুটি এক হাজার বৎসর ধরিয়া এই সময়কাল অনুমিত হইয়া থাকে (মার্চ অব ম্যান)।

وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ اَحَدًا ۝١٩

পবিত্র,[১৬৭৯] অতঃপর তাহার নিকট হইতে সে যেন কিছু খাদ্য-সামগ্রী তোমাদের নিকট লইয়া আসে এবং সে যেন বিচক্ষণতা অবলম্বন করে[১৬৮০] এবং তোমাদের সম্বন্ধে যেন কাহাকেও কিছু না জানায়।[১৬৮১] *

اِنَّهُمْ اِنْ يَّظْهَرُوْا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوْكُمْ اَوْ يُعِيْدُوْكُمْ فِيْ مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوْٓا اِذًا اَبَدًا ۝٢٠

২১। কেননা যদি তাহারা তোমাদের বিষয় অবহিত হয়, তাহা হইলে নিশ্চয় তাহারা তোমাদিগকে প্রস্তরাঘাত করিয়া হত্যা করিবে কিংবা তোমাদিগকে তাহারা (জোরপূর্বক) নিজেদের ধর্মে ফিরাইয়া লইবে এবং সেই অবস্থায় তোমরা কখনও সফলকাম হইতে পারিবে না।[১৬৮২]

وَكَذٰلِكَ اَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوْٓا اَنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّاَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيْهَا ۚ اِذْ يَتَنَازَعُوْنَ بَيْنَهُمْ اَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوْا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا ۗ رَبُّهُمْ اَعْلَمُ بِهِمْ ۗ قَالَ الَّذِيْنَ غَلَبُوْا عَلٰٓى اَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَّسْجِدًا ۝٢١

২২। এবং এইভাবে আমরা (লোকদের মধ্যে) তাহাদের বিষয়টি প্রকাশ করিয়া দিলাম, যাহাতে তাহারা উপলব্ধি করিতে পারে যে, আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি অবশ্যই সত্য এবং সেই (প্রতিশ্রুত) মুহূর্তও (সত্য) যাহার সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। এবং (সেই সময়কেও স্মরণ কর) যখন তাহারা নিজেদের বিষয়ে পরস্পর বিতর্ক করিতে লাগিল এবং (একে অপরেকে) বলিল, 'তাহাদের (অবস্থান স্থলের) উপর এক ইমারত নির্মাণ কর।' তাহাদের প্রতিপালক তাহাদের (অবস্থা) সম্বন্ধে সর্বাপেক্ষা বেশী জানেন। যাহারা নিজেদের বিষয়ে প্রাধান্য লাভ করিল, তাহারা বলিল, 'আমরা অবশ্যই তাহাদের (অবস্থানস্থলের) উপর মসজিদ নির্মাণ করিব।'[১৬৮৩]

১৬৭৯। গুহাবাসীগণ যখন দেখিল যে, তাহাদিগের বিরুদ্ধে যুলুম-অত্যাচার প্রশমিত হইয়াছে, তখন তাহারা তাহাদের একজনকে কিছু পুরান মুদ্রাসহ খাদ্য সংগ্রহ করিতে এবং উহাদের ব্যাপারে পরিস্থিতি কেমন তাহা অনুসন্ধান করিতে শহরে পাঠাইয়া দিল। 'তাআম' এমন খাদ্য-দ্রব্য বুঝায় যেমন গম, বার্লি, জোয়ার, খেজুর, ইত্যাদি (লেইন)। ইহা পৃথিবীর সর্বত্র পাশ্চাত্য জাতিগুলির বাণিজ্যিক অভিযানের প্রতিও ইশারা করে।

১৬৮০। বাণিজ্যিক আচরণে ইউরোপীয় ব্যবসায়ীদের ভদ্রতা ও শিষ্টাচারের এক বিশেষ রূপ রহিয়াছে। "সে যেন বিচক্ষণতা অবলম্বন করে" কথাগুলি তাহাদের বৈশিষ্ট্যের প্রতি ইংগিত করিতেছে। ইহার অর্থ এরূপও হয় — 'সে যেন নম্র ও ভদ্র হয়।'

১৬৮১। 'এবং সে তোমাদের সম্বন্ধে যেন কাহাকেও কিছু না জানায়' বাক্যটি প্রাচ্যের উপর পাশ্চাত্যের নিরুপদ্রব বা গোপন ও বিচক্ষণতাপূর্ণ আধিপত্যের দিকে ইংগিত করে।

১৬৮২। এ স্থলে বলা হইয়াছে যে, যাহাদের নিকট তোমরা বণিক দল প্রেরণ করিতেছ তাহারা যদি তোমাদের আসল উদ্দেশ্য বুঝিতে পারে, অথবা তাহাদের দেশে তোমাদের কদম মজবুত হওয়ার পূর্বে কোন রাজনৈতিক কলহ বা বাণিজ্যিক মত-বিরোধ মাথাচাড়া দিয়া উঠে এবং তোমরা পরাজিত হও, তাহা হইলে তোমাদিগকে হয় তাহাদের দেশ ত্যাগ করিতে হইবে; অথবা তাহাদের ধর্ম-বিশ্বাস গ্রহণ করিতে হইবে। উভয় অবস্থাতেই তোমরা স্থায়ী অধিকার ও প্রতিষ্ঠা অর্জনে ব্যর্থ হইবে এবং তাহাদের দেশে তোমাদের বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করার স্বপ্ন শূন্যে মিলাইয়া যাইবে।

১৬৮৩। 'আমরা অবশ্যই (তাহাদের অবস্থান স্থলে) মসজিদ নির্মাণ করিব' ইহার মধ্যে গুহাবাসীগণের এক পার্থক্যসূচক চিহ্ন উল্লেখ করা হইয়াছে যাহা এই যে, তাহাদের উত্তরাধিকারী বা পরবর্তী খৃষ্টান জাতিগুলি তাহাদের অতীত বা মৃত সাধু ব্যক্তিগণের স্মরণে মসজিদ এবং গির্জা নির্মাণ করিবে। ইহা আরো লক্ষ্য করার ব্যাপার যে, এইরূপ বহু গির্জা ক্যাটাকম্বসের মধ্যে দেখা গিয়াছে।

---

* অক্ষরের গণনার দিক হইতে এই আয়াতে উল্লিখিত 'ওয়ালইয়াতালাত্তাফ' শব্দের 'তে' পর্যন্ত প্রথমার্ধ এবং 'লাম' হইতে দ্বিতীয়ার্ধ আরম্ভ হইয়াছে।

سَيَقُوْلُوْنَ ثَلٰثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ ۚ وَيَقُوْلُوْنَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ ۚ وَيَقُوْلُوْنَ سَبْعَةٌ وَّثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ ۭ قُلْ رَّبِّيْٓ اَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَّا يَعْلَمُهُمْ اِلَّا قَلِيْلٌ ۣ فَلَا تُمَارِ فِيْهِمْ اِلَّا مِرَآءً ظَاهِرًا ۠ وَّلَا تَسْتَفْتِ فِيْهِمْ مِّنْهُمْ اَحَدًا ﴿٢٢﴾

২৩। তাহারা (কিছু সংখ্যক লোক) অদৃশ্য বিষয়ে অনুমান করিয়া অবশ্যই বলে, '(তাহারা) তিনজন ছিল, তাহাদের চতুর্থ ছিল তাহাদের কুকুর;' এবং তাহারা (অন্যরা) বলে, '(তাহারা) পাঁচ জন ছিল, তাহাদের ষষ্ঠ ছিল তাহাদের কুকুর;' এবং তাহারা (অন্য কিছু সংখ্যক লোক) বলে, '(তাহারা) সাতজন ছিল, তাহাদের অষ্টম ছিল তাহাদের কুকুর।'[১৬৮৪] তুমি বল, 'আমার প্রতিপালকই তাহাদের সঠিক সংখ্যা সর্বোত্তম জানেন। অল্প সংখ্যক ব্যতীত তাহাদের বিষয় কেহ জানে না।' অতএব, তুমি তাহাদের সম্বন্ধে অকাট্য যুক্তি ব্যতিরেকে বিতর্কে অবতীর্ণ হইও না এবং তাহাদের সম্বন্ধে তাহাদের মধ্য হইতে কাহারও নিকট তত্ত্বের অনুসন্ধান করিও না।

৩ [৫] ১৫

وَلَا تَقُوْلَنَّ لِشَايْءٍ اِنِّيْ فَاعِلٌ ذٰلِكَ غَدًا ﴿٢٣﴾

২৪। এবং তুমি কোন বিষয় সম্বন্ধে কখনও বলিও না, 'আমি নিশ্চয় ইহা আগামীকাল করিব,'[১৬৮৫]

اِلَّآ اَنْ يَّشَاۗءَ اللّٰهُ ۡ وَاذْكُرْ رَّبَّكَ اِذَا نَسِيْتَ وَقُلْ عَسٰٓى اَنْ يَّهْدِيَنِ رَبِّيْ لِاَقْرَبَ مِنْ هٰذَا رَشَدًا ﴿٢٤﴾

২৫। যদি না আল্লাহ্ চাহেন। এবং যখন তুমি ভুলিয়া যাও তখন তুমি তোমার প্রতিপালককে স্মরণ কর এবং তুমি বল, 'আমি (পূর্ণ) আশা রাখি আমার প্রতিপালক আমাকে সেই পথে চালাইবেন যাহা হেদায়াত পাওয়ার দিক দিয়া ইহা অপেক্ষা নিকটতর হইবে।'

وَلَبِثُوْا فِيْ كَهْفِهِمْ ثَلٰثَ مِائَةٍ سِنِيْنَ وَازْدَادُوْا تِسْعًا ﴿٢٥﴾

২৬। এবং তাহারা তাহাদের প্রশস্ত গুহায় তিনশত বৎসর অবস্থান করিয়াছিল এবং তাহারা (আরও) নয় (বৎসর) বাড়াইয়াছিল।[১৬৮৬]

১৬৮৪। মনে হয় ক্যাটাকম্বসগুলির কোন কোন কুঠরীর দেওয়ালে খচিত লেখার উপর ভিত্তি করিয়া এই সকল অনুমান করা হইয়াছে; কিন্তু প্রত্যেক খুদিতলিপি আলাদা বিশেষ পরিবার, দল বা উপদল সম্পর্কিত। গৃহগুলিতে আশ্রয়গ্রহণকারী লোকের মোট সংখ্যা সর্বদাই অজ্ঞাত। খুদিত শিলালিপি হইতে প্রতীয়মান হয় যে, উদ্বাস্তু বা আশ্রয় প্রার্থী প্রত্যেক দলে একটি কুকুর-সঙ্গী থাকিত।

১৬৮৫। এই আয়াতের সম্ভাব্য অর্থ এই যে, মুসলমানগণ তাহাদের অবক্ষয় এবং অধঃপতনের সময়ে প্রকৃত এবং প্রয়োজনীয় কাজ করার উদ্যম হারাইয়া ফেলিবে এবং দিবা-স্বপ্নকে প্রশ্রয় দিবে এবং তাহাদের সকল কাজকর্ম কেবল ভবিষ্যতের কথার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখিবে এবং নিজেদের ভাগ্যের উন্নতিকল্পে বাস্তব ক্ষেত্রে তাহারা কিছুই করিবে না।

১৬৮৬। যে সময়কালের মধ্যে প্রাথমিক যুগের খৃষ্টানগণ যুলুমের শিকার হইয়াছিল এবং গিরি-গুহাতে উদ্বাস্তুরূপে আশ্রয় নিতে এবং অন্যান্য স্থানে আত্মগোপন করিতে বাধ্য হইয়াছিল সেই সময়ের ব্যাপ্তী প্রায় ৩০৯ বৎসর ছিল এবং ঐতিহাসিক তথ্যও এই হিসাব সমর্থন করিয়াছে। সর্ব সাধারণের বিশ্বাসমতে খৃষ্টানগণের নির্যাতন শুরু হইয়াছিল ২৮ খৃষ্টাব্দে, অর্থাৎ হযরত ঈসা (আঃ)-এর ক্রুশ-বিদ্ধ হওয়ার সময় হইতে এবং পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছিল ৩৩৭ খৃষ্টাব্দে সম্রাট কনষ্ট্যান্টাইনের খৃষ্ট ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার সাথে (এনসাইক ব্রিট)—প্রায় ৩০৯ বৎসর কালের ব্যবধানে। কিন্তু কনষ্ট্যান্টাইন ৩৩৭ খৃষ্টাব্দে ধর্মান্তরিত হন নাই, বরং ৩০৯ খৃষ্টাব্দেই হইয়াছিলেন। সুতরাং ক্রুশের দুর্ঘটনাটি সাধারণ বিশ্বাস মতের ২৮ বৎসর পরে সংঘটিত হইয়াছিল (ক্রোনোলোজি, বাই আর্ক বিশপ উসার্স এন্ড ডেইলী বাইবেল ইলাসট্রেশন, বাই ডাঃ কিটো)।

قُلِ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوْا ۚ لَهٗ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ اَبْصِرْ بِهٖ وَاَسْمِعْ ؕ مَا لَهُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا يُشْرِكُ فِيْ حُكْمِهٖۤ اَحَدًا ﴿۲۶﴾

২৭। তুমি বল, 'তাহারা কতকাল অবস্থান করিয়াছিল উহা আল্লাহ্ সর্বাপেক্ষা ভাল জানেন।'[১৬৮৭] আকাশসমূহ ও পৃথিবীর গুপ্ত বিষয়াবলী একমাত্র তাঁহারই [১৬৮৭-ক] তিনি কত উত্তম দেখেন এবং কত উত্তম শুনেন ! তিনি ব্যতীত তাহাদের কোন সাহায্যকারী নাই, এবং তিনি তাঁহার হুকুমের মধ্যে কাহাকেও শরীক করেন না।

وَاتْلُ مَاۤ اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ ۚ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِهٖ ۚ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُوْنِهٖ مُلْتَحَدًا ﴿۲۷﴾

২৮। এবং তোমার প্রতিপালকের কিতাব হইতে যাহা তোমার নিকট ওহী করা হয়, তাহা তুমি আবৃত্তি কর। তাঁহার কথার পরিবর্তনকারী কেহ নাই, এবং তুমি তাঁহাকে ছাড়িয়া দাঁড়াইবার কোন ঠাঁই পাইবে না।

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهٗ ۚ وَلَا تَعْدُ عَيْنٰكَ عَنْهُمْ ۚ تُرِيْدُ زِيْنَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَلَا تُطِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهٗ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوٰىهُ وَكَانَ اَمْرُهٗ فُرُطًا ﴿۲۸﴾

২৯। এবং তুমি ধৈর্য সহকারে নিজেকে তাহাদের সহিত (সংযুক্ত) রাখ যাহারা তাহাদের প্রতিপালককে তাঁহার সন্তোষ লাভের আশায় সকাল এবং সন্ধ্যায় ডাকে; এবং পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য কামনায় তোমার চক্ষুদ্বয় যেন তাহাদিগকে পিছনে ফেলিয়া আগে বাড়িয়া না যায়, এবং তুমি তাহার আনুগত্য করিও না যাহার অন্তঃকরণকে আমরা আমাদের স্মরণ হইতে গাফেল করিয়া দিয়াছি এবং সে হীন বাসনার অনুসরণ করিয়াছে এবং যাহার বিষয় সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছে।

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ ۫ فَمَنْ شَآءَ فَلْيُؤْمِنْ وَّمَنْ شَآءَ فَلْيَكْفُرْ ۙ اِنَّاۤ اَعْتَدْنَا لِلظّٰلِمِيْنَ نَارًا ۙ اَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ؕ وَاِنْ يَّسْتَغِيْثُوْا يُغَاثُوْا بِمَآءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوْهَ ؕ بِئْسَ الشَّرَابُ ؕ وَسَآءَتْ مُرْتَفَقًا ﴿۲۹﴾

৩০। এবং তুমি বল, 'এই সত্য তোমাদের প্রতিপালকের তরফ হইতে (প্রেরিত); সুতরাং যাহার ইচ্ছা ঈমান আনুক এবং যাহার ইচ্ছা অস্বীকার করুক।' আমরা নিশ্চয় যালেমদের জন্য আগুন প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি, যাহার সামিয়ানা তাহাদিগকে পরিবেষ্টন করিয়া লইয়াছে; এবং যদি তাহারা ফরিয়াদ করে তাহা হইলে এমন গলিত ধাতুর ন্যায় পানি দিয়া তাহাদের ফরিয়াদ পূর্ণ করা হইবে, যাহা (তাহাদের) মুখমণ্ডলকে ঝলসাইয়া দিবে। কত নিকৃষ্ট সেই পানীয় এবং কত মন্দ সেই বিশ্রামস্থল !

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اِنَّا لَا نُضِيْعُ اَجْرَ مَنْ اَحْسَنَ عَمَلًا ﴿۳۰﴾

৩১। নিশ্চয় যাহারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে (তাহাদের জন্য পুরস্কার অবধারিত), যাহারা উত্তম কর্ম করে, আমরা কখনও তাহাদের প্রতিদান নষ্ট করিব না;

১৬৮৭। প্রাথমিক যুগের খৃষ্টানগণ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেশে অত্যাচারিত হইয়াছিল, যথা রোম, আলেকজান্দ্রিয়া প্রভৃতি। বিভিন্ন সময়ে এবং বিভিন্ন পর্যায়ের জন্য তাহারা পর্বত গুহা এবং ক্যাটাকম্বগুলিতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হইয়াছিল। ক্যাটাকম্বগুলিতে তাহাদের অবস্থান কোন মনোরম কাহিনী নহে। এইরূপ আশ্রয়ের অবস্থান ও সময় সম্পর্কে সঠিক বিষয়াদি শুধু আল্লাহ্তা'লাই ভাল জানেন।

১৬৮৭-ক। 'তিনি কত উত্তম দেখেন এবং কত উত্তম শোনেন !' এই শব্দগুলির মর্মার্থ—কত তীক্ষ্ণ তাঁহার (আল্লাহ্র) দৃষ্টি এবং কত প্রখর শ্রবণ শক্তি অথবা তিনি (আল্লাহ্তা'লা) সবকিছু দেখেন এবং সব শোনেন।

أُولَٰئِكَ لَهُمْ جَنَّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَٰرُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُّتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ ۚ نِعْمَ الثَّوَابُ ۖ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا ﴿٣١﴾

৩২। ইহারাই এমন লোক, যাহাদের জন্য চিরস্থায়ী বাগানসমূহ (নির্ধারিত) আছে, যাহাদের তলদেশ দিয়া নহরসমূহ প্রবহমান থাকিবে, উহাতে তাহাদিগকে সোনার কাঁকন দ্বারা অলংকৃত করা হইবে, এবং তাহারা চিকণ ও মোটা রেশমের সবুজ বস্ত্রসমূহ পরিধান করিবে, তথায় তাহারা সুসজ্জিত পালঙ্কসমূহের উপর (তাকিয়ায়) হেলান দিয়া উপবিষ্ট থাকিবে,[১৬৮৮] ইহা কত উত্তম পুরস্কার এবং কত মনোরম বিশ্রামস্থল !

৪ [৯] ১৬

وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَٰهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا ﴿٣٢﴾

৩৩। এবং তুমি তাহাদের সম্মুখে সেই দুই ব্যক্তির উপমা বর্ণনা কর, যাহাদের মধ্য হইতে একজনের জন্য আমরা দুইটি আঙ্গুরের বাগান প্রস্তুত করিয়াছিলাম এবং উভয় বাগানকে আমরা খর্জুর বৃক্ষ দ্বারা (চারিদিক দিয়া) ঘিরিয়া রাখিয়াছিলাম এবং উভয়ের মধ্যে আমরা শস্য-ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়াছিলাম।[১৬৮৯]

كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا ۙ وَفَجَّرْنَا خِلَٰلَهُمَا نَهَرًا ﴿٣٣﴾

৩৪। বাগান দুইটির প্রত্যেকটি (প্রচুর পরিমাণে) নিজ নিজ ফল উৎপাদন করিত এবং ইহাতে (উৎপাদন) কিছুই কম করিত না। এবং উহাদের মধ্যে আমরা এক নহর[১৬৯০] প্রবাহিত করিয়াছিলাম।

وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ ۚ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا ﴿٣٤﴾

৩৫। এইভাবে তাহার (প্রচুর) ফল লাভ হইত। এইজন্য সে তাহার সঙ্গীকে তাহার সহিত আলোচনাকালে (গর্ব করিয়া) বলিল, 'তোমা অপেক্ষা আমি ধন-সম্পদে অধিকতর প্রাচুর্যশালী এবং জনবলে অধিকতর শক্তিশালী।'[১৬৯০-ক]

১৬৮৮। সোনার কাঁকন রাজপদের প্রতীক। তাই তফসীরাধীন আয়াতের মর্ম ইহাই হইতে পারে যে, মুসলমানগণ বিশাল এবং প্রতাপশালী সাম্রাজের শাসকরূপে প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং অপরিমিত ক্ষমতা, **সম্মান** ও মর্যাদার অধিকারী হইবে, এবং তাহাদের স্ত্রীলোকগণ সোনালী জরি ও বুটিদার **সুন্দর** রেশমী ভূষণ পরিধান করিবে। এই ভবিষ্যদ্বাণী তখন পূর্ণ হইয়াছিল যখন পারশ্য ও রোম সাম্রাজ্যের রাজ-ভান্ডার সেই সকল মুসলমানদের পদতলে সমর্পিত হইয়াছিল যাহারা এক সময় পশুর মোটা চামড়া ও লোম দ্বারা নির্মিত বস্ত্র পরিধান করিত।

১৬৮৯। এই আয়াতে খৃষ্টান এবং মুসলমান দুইটি জাতির অবস্থা রূপক কাহিনীরূপে আরম্ভ হইয়াছে। 'দুইটি লোক' দুইটি জাতিকে উপস্থাপন করিতেছে এবং 'দুইটি বাগান' খৃষ্টান জাতিসমূহের দুইটি উত্থানকালের প্রতিরূপ বর্ণনা করিতেছে। এই আয়াত চিহ্নিত করিয়া দেয় যে, খৃষ্টান জাতিগুলি তাহাদের বৈচিত্রময় ইতিহাসের মধ্যে 'দুইবার' প্রবল পরাক্রান্ত শক্তিতে উত্থিত হইবে। প্রথমবার ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে এবং দ্বিতীয় উত্থান হইয়াছিল সপ্তদশ খৃষ্টীয় শতাব্দীর গোড়ার দিকে যখন ইউরোপের খৃষ্টান জাতিসমূহ গুরুত্বপূর্ণ উন্নতি করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। তাহারা অভাবনীয় ক্ষমতা ও মর্যাদা অর্জন করিল যাহা উনবিংশ শতাব্দীতে সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছিয়াছিল।

১৬৯০। 'নহর' শব্দ হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর যামানাকে চিহ্নিত করে, যাহার মাধ্যমে হযরত মূসা (আঃ) ও হযরত ঈসা (আঃ)-এর প্রকৃত শিক্ষার অংশসমূহ সংরক্ষিত হইয়াছিল।

১৬৯০-ক। দরিদ্র এবং ক্ষমতাবিহীন মুসলমানদিগকে তাহাদের দারিদ্র্য ও পার্থিব উপায় উপকরণের অভাবের প্রতি 'ক্ষমতাশালী এবং উন্নত খৃষ্টান জাতিগুলি উপহাস করিবে এবং ঘৃণা করিবে।

وَدَخَلَ جَنَّتَهٗ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهٖ ۚ قَالَ مَآ اَظُنُّ اَنْ تَبِيْدَ هٰذِهٖٓ اَبَدًا ﴿٣٦﴾

৩৬। এবং সে নিজের আত্মার উপর যুলুমকারী অবস্থায় নিজ বাগানে প্রবেশ করিল। সে বলিল, 'আমি মনে করি না যে ইহা কখনও ধ্বংস হইবে;[১৬৯১]

وَّمَآ اَظُنُّ السَّاعَةَ قَآئِمَةً ۙ وَّلَئِنْ رُّدِدْتُّ اِلٰى رَبِّىْ لَاَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا ﴿٣٧﴾

৩৭। এবং আমি মনে করি না যে, সেই নির্ধারিত (ধ্বংসের) সময় কখনও আসিবে। আর যদি আমাকে আমার প্রতিপালকের নিকট ফিরাইয়া লইয়া যাওয়া হয় তাহা হইলে আমি নিশ্চয় ইহা অপেক্ষা উত্তম প্রত্যাবর্তন-স্থান পাইব।'

قَالَ لَهٗ صَاحِبُهٗ وَهُوَ يُحَاوِرُهٗٓ اَكَفَرْتَ بِالَّذِىْ خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوّٰىكَ رَجُلًا ﴿٣٨﴾

৩৮। তাহার সঙ্গী, যখন সে তাহার সহিত বিতর্ক করিতেছিল, তাহাকে বলিল, 'তুমি কি তাঁহাকে অস্বীকার করিয়াছ যিনি তোমাকে (প্রথমে) মাটি হইতে, অতঃপর শুক্র-বীর্য হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহার পর তিনি তোমাকে মানুষের আকারে পূর্ণাঙ্গ করিয়াছেন ?'

لٰكِنَّا۠ هُوَ اللّٰهُ رَبِّىْ وَلَآ اُشْرِكُ بِرَبِّىْٓ اَحَدًا ﴿٣٩﴾

৩৯। কিন্তু (আমি বিশ্বাস করি) আল্লাহ্‌ই আমার প্রতিপালক এবং আমি কাহাকেও আমার প্রতিপালকের সহিত শরীক করি না;

وَلَوْلَآ اِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ اللّٰهُ ۙ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ ۚ اِنْ تَرَنِ اَنَا اَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَّوَلَدًا ﴿٤٠﴾

৪০। এবং যখন তুমি তোমার বাগানে প্রবেশ করিয়াছিলে তখন তুমি কেন বলিলে না (যে উহাই হইবে) যাহা আল্লাহ্ চাহিবেন, (কারণ) আল্লাহ্‌র সহায়তা ব্যতিরেকে কোন শক্তি (অর্জিত) হইতে পারে না; যদিও আমাকে তুমি ধনে ও সন্তান-সন্ততিতে তোমা আপেক্ষা কম দেখ;

فَعَسٰى رَبِّىْٓ اَنْ يُّؤْتِيَنِ خَيْرًا مِّنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَآءِ فَتُصْبِحَ صَعِيْدًا زَلَقًا ﴿٤١﴾

৪১। তবে ইহা খুবই সম্ভব যে, আমার প্রতিপালক আমাকে তোমার বাগান অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর (বাগান) প্রদান করিবেন[১৬৯২] এবং উহার (তোমার বাগানের) উপর আকাশ হইতে[১৬৯৩] বজ্রপাত করিবেন যাহার ফলে উহা এক তৃণহীন পিচ্ছিল ভূমিতে পরিণত হইয়া যাইবে;

১৬৯১। পার্থিব উন্নতিতে অহংকারমত্ত হইয়া পাশ্চাত্যের খৃষ্টান জাতিগুলি অঢেল আরাম এবং বিলাসপূর্ণ জীবনে গা ঢালিয়া দিবে এবং অতিশয় আত্মগর্ব ও ঔদ্ধত্যে এই ভুল ধারণা করিবে যে, তাহাদের ক্ষমতা, অগ্রগতি ও উন্নতি চিরস্থায়ী হইয়া থাকিবে এবং নিরাপত্তা ও আত্ম প্রসাদের মিথ্যা ধারণার বশবর্তী হইয়া তাহারা অপরাধ বৃত্তি ও পাপাচারে ডুবিয়া যাইবে।

১৬৯২। তফসীরাধীন আয়াত এবং ৩৬ ও ৪০ আয়াতে মাত্র একটি বাগান সম্বন্ধে বলা হইয়াছে। কারণ দুইটি বাগানের (আয়াত ৩৩) একটি ইসলাম ধর্মের আবির্ভাবের পূর্বেই বিনষ্ট হইয়া গিয়াছিল। খৃষ্টানদিগের অহংকারের সর্বশ্রেষ্ঠ কারণ সেই বাগানটি হইল তাহাদের বর্তমান উন্নতি এবং শক্তি— যাহা ইসলামের আবির্ভাবের পরে খ্যাতি লাভ করিয়াছিল।

১৬৯৩। 'আকাশ হইতে' শব্দ এই মর্ম ব্যক্ত করে যে, পাশ্চাত্যের খৃষ্টান জাতিগুলির সামরিক শক্তির বিরুদ্ধে বাধা দেওয়া বা সক্রিয়ভাবে মোকাবিলা করা কোন জাগতিক শক্তির পক্ষেই সম্ভব হইবে না। আল্লাহ্‌তা'লা স্বয়ং এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করিবেন যাহা তাহাদের ধ্বংস ডাকিয়া আনিবে। ইহাই সেই ইয়া'জুজ ও মা'জুজ (গগ এন্ড ম্যাগগ)-এর দুর্দম ও দুর্নিবার শক্তি যাহা খৃষ্টধর্মের পার্থিব গৌরব প্রকাশ করে, যাহার সম্পর্কে মহানবী (সাঃ)-এর হাদীসে বর্ণিত আছে যে, কোন শক্তি তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে পারিবে না (মুসলিম,বাবুদ্‌দাজ্জাল)।

৪২। অথবা উহার পানি ভূগর্ভে শোষিত[১৬৯৪] হইয়া এমনভাবে শুকাইয়া যাইবে যে, তুমি উহার অনুসন্ধানের কোন শক্তি পাইবে না।'

اَوْ يُصْبِحَ مَآؤُهَا غَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطِيْعَ لَهٗ طَلَبًا ﴿٤٢﴾

৪৩। এবং তাহার (সকল) ফলকে ধ্বংস করিয়া দেওয়া হইল, অতএব সে উহাতে যাহা খরচ করিয়াছিল তজ্জন্য নিজ করদ্বয় মর্দন করিতে লাগিল এমতাবস্থায় যে উহা স্বীয় মাচাসমূহের উপর নিপতিত ছিল[১৬৯৫] এবং সে বলিতে লাগিল, 'হায়! যদি আমার প্রভুর সহিত কাহাকেও শরীক না করিতাম।'

وَاُحِيْطَ بِثَمَرِهٖ فَاَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلٰى مَآ اَنْفَقَ فِيْهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلٰى عُرُوْشِهَا وَيَقُوْلُ يٰلَيْتَنِيْ لَمْ اُشْرِكْ بِرَبِّيْٓ اَحَدًا ﴿٤٣﴾

৪৪। এবং তাহার কোন দল রহিল না যাহারা আল্লাহ্‌র মোকাবেলায় তাহাকে কোন সাহায্য করিতে পারিত, এবং সে নিজেও কোন প্রতিরোধ গ্রহণে সমর্থ হইল না।

وَلَمْ تَكُنْ لَّهٗ فِئَةٌ يَّنْصُرُوْنَهٗ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا ﴿٤٤﴾

৪৫। এইরূপ ক্ষেত্রে অভিভাবকত্ব কেবল প্রকৃত (মা'বূদ) আল্লাহ্‌র জন্য। তিনিই পুরস্কার দানে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং পরিণামের দিক দিয়া সর্বোৎকৃষ্ট।

৫ [১৩] ১৭

هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلّٰهِ الْحَقِّ ؕ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ عُقْبًا ﴿٤٥﴾ ع ١٣ ١٧

৪৬। এবং তুমি তাহাদের সম্মুখে এই পার্থিব জীবনের উপমা বর্ণনা কর। উহা সেই বারিধারার অনুরূপ, যাহা আমরা আকাশ হইতে বর্ষণ করি, অনন্তর উহার সহিত পৃথিবীর উদ্ভিদপুঞ্জ সংমিশ্রিত হয়, অতঃপর উহা (শুকাইয়া) বিচূর্ণ (ভুষি) হইয়া যায়, যাহাকে বাতাস উড়াইতে থাকে।[১৬৯৬] বস্তুতঃ আল্লাহ্‌ প্রত্যেক বিষয়ের উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান।

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَآءٍ اَنْزَلْنٰهُ مِنَ السَّمَآءِ فَاخْتَلَطَ بِهٖ نَبَاتُ الْاَرْضِ فَاَصْبَحَ هَشِيْمًا تَذْرُوْهُ الرِّيٰحُ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا ﴿٤٦﴾

৪৭। ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য বটে; কিন্তু স্থায়ী সৎকর্মসমূহ তোমার প্রতিপালকের দৃষ্টিতে পুরস্কারের দিক দিয়াও উৎকৃষ্টতর এবং (ভবিষ্যত) আশার দিক দিয়াও উৎকৃষ্টতর।

اَلْمَالُ وَالْبَنُوْنَ زِيْنَةُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَالْبٰقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ اَمَلًا ﴿٤٧﴾

১৬৯৪। তাহাদের বিশেষ দক্ষতা এবং মেধাগত সাফল্যের ঝর্ণা শুকাইয়া যাইবে যাহার উপর তাহাদের পার্থিব বাস্তব উন্নতি প্রধানতঃ নির্ভরশীল অথবা যাহা, পবিত্র কুরআনের কথায়, তাহাদের বাগানকে তরু-তাজা রাখে, ফলে তাহাদের 'বাগান' সম্পূর্ণ বিনাশ প্রাপ্ত ও উচ্ছেদ হইয়া যাইবে। তাহাদের আধ্যাত্মিকতার বিশুদ্ধ ও কর্মক্ষম ঝর্ণা শুষ্ক হইয়া যাইবে।

১৬৯৫। খৃষ্টান জাতির সকল উদ্যম ও সচেতন প্রচেষ্টা তাহাদের পার্থিব সম্পদের ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়া যাইবে এবং তাহাদের ক্ষমতা ও মর্যাদা দ্রুত এবং অপ্রত্যাশিতভাবে কমিয়া যাইবে। প্রসঙ্গতঃ এই আয়াত উল্লেখ করিতেছে যে, এই আয়াতসমূহে ব্যবহৃত "বাগান" শব্দটি ইহার আক্ষরিক অর্থে ব্যবহার করা হয় নাই, কারণ বাগান কখনো মাচার উপর পতিত হয় না।

১৬৯৬। ইহলৌকিক জীবনের দ্রুত বিলীয়মান বা স্বল্পকালীন স্থায়িত্ব সম্পর্কে কত তীক্ষ্ণ এবং শক্তিশালী বর্ণনা!

وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً ۙ وَّحَشَرْنٰهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ اَحَدًا ﴿٤٨﴾

৪৮। এবং (স্মরণ কর) যেদিন আমরা পাহাড়গুলিকে পরিচালিত করিব এবং তুমি পৃথিবীর (জাতিসমূহকে পরস্পরের সহিত) যুদ্ধে অগ্রসরমান দেখিবে এবং আমরা তাহাদিগকে একত্রিত করিব,[১৬৯৭] এমন কি তাহাদের কাহাকেও অব্যাহতি দিব না।

وَعُرِضُوْا عَلٰى رَبِّكَ صَفًّا ؕ لَقَدْ جِئْتُمُوْنَا كَمَا خَلَقْنٰكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ ۭ بَلْ زَعَمْتُمْ اَلَّنْ نَّجْعَلَ لَكُمْ مَّوْعِدًا ﴿٤٩﴾

৪৯। এবং তাহাদিগকে সারিবদ্ধভাবে তোমার প্রতিপালকের সম্মুখে পেশ করা হইবে (এবং তাহাদিগকে বলা হইবে), 'দেখ! এখন তোমরা সেইরূপে আমাদের নিকট আসিয়াছ যেরূপে আমরা তোমাদিগকে প্রথমবার সৃষ্টি করিয়াছিলাম।[১৬৯৮] বরং তোমরা এই ধারণা করিয়াছিলে যে, আমরা তোমাদের জন্য আদৌ কোন প্রতিশ্রুতি (পূর্ণ) করার সময় নির্দিষ্ট করিব না।'

وَوُضِعَ الْكِتٰبُ فَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِمَّا فِيْهِ وَيَقُوْلُوْنَ يٰوَيْلَتَنَا مَالِ هٰذَا الْكِتٰبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيْرَةً وَّلَا كَبِيْرَةً اِلَّآ اَحْصٰىهَا ۚ وَوَجَدُوْا مَا عَمِلُوْا حَاضِرًا ؕ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ اَحَدًا ﴿٤٩﴾ ع ١٠

৫০। এবং (তাহাদের কর্মের) কিতাব তাহাদের সম্মুখে রাখিয়া দেওয়া হইবে, তখন তুমি এই অপরাধীদিগকে উহার মধ্যে যাহা (লেখা) আছে তজ্জন্য ভীত-সন্ত্রস্ত দেখিবে, এবং (তখন) তাহারা বলিবে, 'হায়! আমাদের জন্য পরিতাপ, ইহা কিরূপ কিতাব! ইহা কোন ছোট কথাও ছাড়ে নাই এবং কোন বড় কথাও বাদ রাখে নাই, পরন্তু সবকিছু সংরক্ষণ করিয়া রাখিয়াছে।' এবং তাহারা যাহা কিছু করিয়া থাকিবে উহা নিজেদের সম্মুখে হাযির পাইবে; বস্তুতঃ তোমার প্রতিপালক কাহারও উপর যুলুম করেন না।

৬ [৫] ১৮

وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ؕ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ اَمْرِ رَبِّهٖ ؕ اَفَتَتَّخِذُوْنَهٗ وَذُرِّيَّتَهٗٓ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِيْ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ ؕ بِئْسَ لِلظّٰلِمِيْنَ بَدَلًا ﴿٥٠﴾

৫১। এবং (সেই সময়কেও স্মরণ কর) যখন আমরা ফিরিশ্তাগণকে বলিয়াছিলাম, '(তোমরা) আদমের আনুগত্য কর,' ইহাতে তাহারা সকলেই আনুগত্য করিল, কিন্তু কেবল ইবলীস (করিল না)। সে জিন্নদের অন্তর্ভুক্ত ছিল; অতএব, সে তাহার প্রতিপালকের হুকুমের অবাধ্যতা করিল। অতএব, তোমরা কি আমাকে ছাড়িয়া তাহাকে এবং তাহার বংশধরকে নিজেদের বন্ধু বানাইতেছ অথচ তাহারা তোমাদের শত্রু? যালেমদের জন্য বিনিময় কত মন্দ!

১৬৯৭। 'জিবাল' অর্থঃ প্রধান, সর্বোচ্চ, সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ, নায়ক বা সর্দার (লেইন)। এই আয়াতের মর্ম এই হইতে পারে যে, পূর্ববর্তী কতক আয়াতে উল্লেখিত অশুভ বা শয়তানী শক্তিগুলি (গগ এণ্ড ম্যাগগ) অর্থাৎ ইয়া'জুজ-মা'জুজ সম্পূর্ণ ধ্বংস হওয়ার সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণতা লাভ করিবে তখন, যখন বাইবেলের ভাষায়, জাতির বিপক্ষে জাতি ও রাজ্যের বিপক্ষে রাজ্য উঠিবে এবং স্থানে স্থানে দুর্ভিক্ষ ও ভূমিকম্প হইবে (মথি-২৪ঃ৭)। 'হাশারনাহুম'-এর মর্ম তাহাদিগকে যুদ্ধ ক্ষেত্রে একত্রিত করা হইবে, তাহারা একে অন্যের মুখোমুখি হইবে এবংশোচনীয় অবস্থা পর্যন্ত যুদ্ধ করিবে।

১৬৯৮। এই আয়াত ব্যক্ত করে যে, তাহারা সকল কর্তৃত্ব ও ক্ষমতাচ্যুত হইবে এবং তাহাদিগকে পূর্বের ন্যায় হীন, অমর্যাদার পাত্রে পরিণত করা হইবে।

مَآ اَشْهَدْتُّهُمْ خَلْقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَا خَلْقَ اَنْفُسِهِمْ ۖ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّيْنَ عَضُدًا ﴿٥٢﴾

৫২। আমি তাহাদিগকে না আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সৃষ্টির সময় সাক্ষী করিয়াছি[১৬৯৯] এবং না তাহাদের নিজেদের সৃষ্টির সময়; এবং আমি বিভ্রান্তকারীদিগকে সাহায্যকারীরূপে গ্রহণ করিতে পারি না।

وَيَوْمَ يَقُوْلُ نَادُوْا شُرَكَآءِيَ الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَّوْبِقًا ﴿٥٣﴾

৫৩। এবং সেইদিনকে (স্মরণ কর) যেদিন তিনি (মোশরেকগণকে) বলিবেন, 'তোমরা আমার শরীকগণকে ডাক, যাহাদিগকে তোমরা (শরীক) ধারণা করিতে।' তখন তাহারা উহাদিগকে ডাকিবে, কিন্তু উহারা তাহাদিগকে কোন উত্তর দিবে না; এবং আমরা তাহাদের (এবং তাহাদের প্রস্তাবিত মা'বূদের) মধ্যে এক প্রতিবন্ধকতা[১৭০০] সৃষ্টি করিয়া দিব।

وَرَاَ الْمُجْرِمُوْنَ النَّارَ فَظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ مُّوَاقِعُوْهَا وَلَمْ يَجِدُوْا عَنْهَا مَصْرِفًا ﴿٥٤﴾ ع ١٩

৫৪। এবং অপরাধীগণ সেই আগুন দেখিবে এবং বুঝিবে যে, নিশ্চয় তাহারা উহাতে নিপতিত হইবে, এবং উহা হইতে তাহারা নিষ্কৃতি পাইবে না।[১৭০১] ৭ [8] ১৯

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ۭ وَكَانَ الْاِنْسَانُ اَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ﴿٥٥﴾

৫৫। এবং নিশ্চয় আমরা মানবের কল্যাণের জন্য এই কুরআনে প্রত্যেক (আবশ্যকীয়) উপমা বিভিন্নভাবে বর্ণনা করিয়াছি, কিন্তু অধিকাংশ বিষয়ে মানুষ বড় বিতণ্ডাকারী।[১৭০২]

১৬৯৯। এই আয়াতের মর্মার্থ ইহা হইতে পারে যে, সেই সময় পৃথিবীতে নূতন সমাজ ব্যবস্থার কথা লোক মুখে চলিতে থাকিবে যাহা পৃথিবীতে স্থায়ী শান্তির যুগ সমনুয়ের আগমন বার্তা ঘোষণা করিবে এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক চিন্তার তথাকথিত নেতৃবৃন্দ উহা প্রতিষ্ঠা করার দাবীদার বনিয়া যাইবে। কিন্তু তাহাদের কেহই এই প্রচেষ্টাতে সফলকাম হইতে পারিবে না। কারণ আল্লাহ্‌তা'লা স্বয়ং নিজের জন্য এই মহোত্তম কাজের পরোমৎকর্মতা সংরক্ষিত রাখিয়াছেন।

১৭০০। এই আয়াতে প্রতিভাত হয় যে, এই জাতিসমূহ উচ্চ কর ও মাশুলের বাধা, দেওয়াল বা লৌহ-যবনিকা সৃষ্টি করিবে এবং একে অন্যের উপরে অর্থনৈতিক বাধা বা বয়কট পদ্ধতি আরোপ করিবে। অথবা ইহার মর্ম এইরূপও হইতে পারে যে, তাহারা মারাত্মক যুদ্ধে জড়াইয়া পড়িবে যাহা উহাদিগকে ধ্বংস করিয়া দিবে।

১৭০১। পাশ্চাত্যের অধিবাসী জাতিসমূহ এক ভয়ানক যুদ্ধ নিকটবর্তী হইতে দেখিবে। তাহারা উহাকে এড়াইয়া যাইতে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাইবে। কিন্তু এই বিষয়ে তাহাদের সকল চেষ্টা-চরিত্র ব্যর্থ হইবে। পাশ্চাত্যের জাতিসমূহ পূর্বেও দুইটি ধ্বংসাত্মক যুদ্ধের অগ্নি-পরীক্ষার মধ্য দিয়া অতিবাহিত হইয়াছে যাহা জগতে তাহাদের রাজনৈতিক মর্যাদা এবং কর্তৃত্ব প্রায় বিনষ্ট করিয়া দিয়াছে এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার মূল ভিত্তি পর্যন্ত কাঁপাইয়া দিয়াছে। তৃতীয় এক ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ সম্ভবতঃ সমস্ত পৃথিবীর দিকে ধাইয়া আসিতেছে।

১৭০২। আয়াতের মর্মঃ (ক) আল্লাহ্‌তা'লার সকল সৃষ্টির মধ্যে মানবকে বিবেক এবং বুদ্ধিমত্তা, পূর্ণ কর্মক্ষমতা দিয়া অনুগৃহীত করা হইয়াছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, সে তাহার সকল দক্ষতা সত্য অস্বীকার করার কাজে এবং অন্যান্য অসৎ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে; (খ) অথবা ইহার এরূপ অর্থও হইতে পারে যে, সে বহু পুরাতন বা দীর্ঘস্থায়ী ভবিষ্যৎ অমঙ্গল আশঙ্কার এবং সংশয়ের শিকার হইয়া পড়ে যে কারণে সে কদাচিৎ নিঃসন্দেহ বা সন্তুষ্ট হইতে পারে।

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ اَنْ يُّؤْمِنُوْٓا اِذْ جَآءَهُمُ الْهُدٰى وَيَسْتَغْفِرُوْا رَبَّهُمْ اِلَّآ اَنْ تَاْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْاَوَّلِيْنَ اَوْ يَاْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا ﴿٥٦﴾

৫৬। এবং মানবমণ্ডলীকে, যখন হেদায়াত তাহাদের নিকট আসিয়া পৌঁছিল, তখন (উহার উপর) ঈমান আনিতে এবং তাহাদের প্রভুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে, ইহা ছাড়া আর কিছুই বাধা দেয় না যে, তাহাদের উপরও পূর্ববর্তীদের অবস্থা আসুক অথবা তাহাদের উপর সরাসরি আযাব আপতিত হউক।

وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِيْنَ اِلَّا مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ ۚ وَيُجَادِلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوْا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوْٓا اٰيٰتِيْ وَمَآ اُنْذِرُوْا هُزُوًا ﴿٥٧﴾

৫৭। এবং আমরা রসূলগণকে কেবল সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে পাঠাইয়া থাকি; এবং যাহারা কুফরী করিয়াছে তাহারা মিথ্যার সাহায্যে তর্কবিতর্ক করে যেন উহার দ্বারা তাহারা সত্যকে নস্যাৎ করিয়া দিতে পারে। বস্তুতঃ আমার নিদর্শনাবলীকে এবং যে বিষয়ে তাহাদিগকে সতর্ক করা হইয়াছিল উহাকে তাহারা হাসি-ঠাট্টার লক্ষ্য বস্তু বানাইয়া লইয়াছে।

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِاٰيٰتِ رَبِّهٖ فَاَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدٰهُ ۭ اِنَّا جَعَلْنَا عَلٰي قُلُوْبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ يَّفْقَهُوْهُ وَفِيْٓ اٰذَانِهِمْ وَقْرًا ۭ وَاِنْ تَدْعُهُمْ اِلَى الْهُدٰى فَلَنْ يَّهْتَدُوْٓا اِذًا اَبَدًا ﴿٥٨﴾

৫৮। এবং ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা বড় যালেম কে, যাহাকে তাহার প্রতিপালকের নিদর্শনাবলী স্মরণ করানো হইয়াছে, কিন্তু সে উহা হইতে বিমুখ হইয়াছে এবং তাহার হস্তদ্বয় যাহাকিছু আগে পাঠাইয়াছে উহাকে ভুলিয়া গিয়াছে ? নিশ্চয় আমরা তাহাদের অন্তঃকরণের উপর পর্দাসমূহ স্থাপন করিয়াছি যেন তাহারা ইহা বুঝিতে না পারে এবং তাহাদের কর্ণে বধিরতা[১৭০৪] (সৃষ্টি করিয়া দিয়াছি)। এবং যদিও তুমি তাহাদিগকে হেদায়াতের দিকে আহ্বান কর তাহারা কখনও হেদায়াত গ্রহণ করিবে না।

وَرَبُّكَ الْغَفُوْرُ ذُو الرَّحْمَةِ ۭ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوْا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ ۭ بَلْ لَّهُمْ مَّوْعِدٌ لَّنْ يَّجِدُوْا مِنْ دُوْنِهٖ مَوْىِلًا ﴿٥٩﴾

৫৯। এবং তোমার প্রতিপালক অতীব ক্ষমাশীল, পরম করুণার অধিকারী, এবং তাহারা যাহা অর্জন করিতেছে উহার জন্য যদি তিনি তাহাদিগকে পাকড়াও করিতে চাহিতেন তাহা হইলে নিশ্চয় তিনি তাহাদের জন্য শাস্তিকে ত্বরান্বিত করিতেন;কিন্তু তাহাদের জন্য এক প্রতিশ্রুত মিয়াদ নির্ধারিত আছে যাহা হইতে তাহারা কখনও আশ্রয়স্থল খুঁজিয়া পাইবে না।

وَتِلْكَ الْقُرٰٓى اَهْلَكْنٰهُمْ لَمَّا ظَلَمُوْا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَّوْعِدًا ﴿٦٠﴾ ع ٨ [٦] ٢٠

৬০। ইহা হইল ঐ সকল জনপদ, যাহাদিগকে আমরা ধ্বংস করিয়াছিলাম যখন তাহারা যুলুম করিয়াছিল। এবং আমরা তাহাদের ধ্বংসের জন্য একটি সময় নির্দিষ্ট করিয়াছিলাম।

১৭০৪। একগুঁয়েভাবে যুক্তিকে অগ্রাহ্য করতঃ আল্লাহ্‌প্রদত্ত শক্তি ব্যবহার না করার ফলে অবিশ্বাসীগণের সদ্‌গুণবিশিষ্ট শক্তিগুলি মরিচা ধরিয়া ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং অপরাধবৃত্তি ও পাপাচারের মধ্যেই তাহারা নাকানি-চুবানি খাইতে থাকে।

وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِفَتٰىهُ لَآ اَبْرَحُ حَتّٰٓى اَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ اَوْ اَمْضِىَ حُقُبًا ۝

৬১। এবং (সেই সময়কেও স্মরণ কর) যখন মূসা তাহার যুবক (সঙ্গী)কে বলিয়াছিল, 'আমি (যে পথে চলিতেছি সে পথে চলায়) বিরত হইব না যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি দুই সমুদ্রের সংগমস্থলে[১৭০৪] পৌঁছিব, অথবা আমি যুগ যুগ ধরিয়া চলিতে থাকিব।'[১৭০৪-ক]

১৭০৪। এই আয়াত দ্বারা হযরত মূসা (আঃ)-এর ইস্‌রা (আধ্যাত্মিক নৈশ-ভ্রমণ)-এর বিষয় আরম্ভ হইয়াছে। উপরে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, হযরত ঈসা (আঃ)-এর শিষ্যগণ প্রচুর পার্থিব ক্ষমতা ও উন্নতির অধিকারী হইয়াছিল এবং তাহাদের বৈচিত্রপূর্ণ জীবনের অগ্রগতিতে পৃথিবীর ইতিহাসে দুইবার অমোচনীয় ছাপ ও প্রভাব রাখিয়াছিল। খৃষ্টান জাতিসমূহের এই সাফল্য ৩৩ আয়াতে উল্লেখিত "দুইটি বাগান" এর সাদৃশ্য দ্বারা বর্ণনা করা হইয়াছে। এই দুই যুগের প্রথমটির সূচনা হইয়াছিল রোম সম্রাট কনষ্টানটাইনের খৃষ্টধর্ম গ্রহণের মাধ্যমে, যখন ইহা রাষ্ট্রীয় ধর্মরূপে স্বীকৃত হইয়াছিল এবং তাহা ইসলাম ধর্মের নবী করীম (সাঃ)-এর জন্মের পূর্ব পর্যন্ত চলিয়াছিল। এই দুই যুগের দ্বিতীয় এবং অতীব গুরুত্বপূর্ণ যুগটি বর্তমান যুগ, এ সময়ে পাশ্চাত্যের খৃষ্টান জাতিগুলি এত বেশী ক্ষমতা ও গৌরব অর্জন করিয়াছে যে, এশিয়া এবং আফ্রিকার জাতিসমূহ যেন কৃতদাসবৎ দায়বদ্ধ কৃষক এবং কেনা গোলামের মত তাহাদের আদেশ ও অনুকম্পার অপেক্ষায় উন্মুখ হইয়া থাকে। এই "দুইটি বাগান"-এর মধ্যবর্তী স্থানে নহর প্রবাহিত (আয়াত-৩৪)। এই 'নহর' ইসলামের জন্ম এবং ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার নিদর্শন জ্ঞাপন করে, যাহা এই দুইটি যুগের মধ্যবর্তীকালে মানবজাতির ইতিহাসে এক গভীর ছাপ রাখিয়াছিল। এই বিষয়ে ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা বর্ণনা করার উদ্দেশ্যে এবং ইহাকে সংযুক্ত ছিদ্রের ন্যায় পরিদৃষ্ট করিবার জন্য, হযরত মূসা (আঃ)-এর 'ইস্‌রা' বা আধ্যাত্মিক ভ্রমণ বৃত্তান্তের কিছুটা বিস্তারিত বর্ণনা বর্তমান তফসীরাধীন এবং পরবর্তী কতক আয়াতে দেওয়া হইয়াছে। মূসা (আঃ) তাঁহার সদৃশ্য এক নবীর আবির্ভাব সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন (দ্বিতীয় বিবরণ-১৮ঃ১৮)। উক্ত ভবিষ্যদ্বাণীকে কুরআন করীমের ৭৩ঃ১৬ আয়াতে সম্পর্কযুক্ত করা হইয়াছে। খৃষ্টধর্মের সূচনা এবং ইহার পরবর্তী উন্নতি এবং অগ্রগতি দুইটি যুগের সঙ্গে সম্পৃক্ত গুহাবাসীগণ ইয়া'জুজ-মা'জুজ (গগ এণ্ড ম্যাগগ)-এর আবির্ভাবের মধ্যবর্তী সময়ে মূসা (আঃ)-এর আধ্যাত্মিক সফরের কথা বর্ণনার মধ্য দিয়া কুরআন মজীদ, তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণীতে উল্লেখিত ইসলামের নবী করীম (সাঃ)-এর আগমনের ঘটনাকে নির্দিষ্ট করিয়াছে, যিনি মূসা (আঃ)-এর অনুরূপ এবং উক্ত দুই যুগের মধ্যবর্তী সময়ে যাঁহার আবির্ভাব হওয়া নির্ধারিত ছিল। এইরূপে এই সকল ঘটনা প্রবাহ ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতায় উল্লেখিত হইয়াছে।

১৭০৪-ক। "হুকুব" বহুবচন, একবচনে "হুকবাহ্" অর্থঃ দীর্ঘকাল, অনির্দিষ্ট কাল; এক যুগ; সত্তর বছর বা তদধিক সময় (মুফরাদাত, লেইন)।

হযরত মূসা (আঃ)-এর 'ইস্‌রা' মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর 'ইসরা'র অনুরূপ ছিল (১৭ঃ২)—এই ভ্রমণ দৈহিক ছিল না, ইহা ছিল এক আধ্যাত্মিক বা রূহানী অবস্থা, যাহার মাধ্যমে হযরত মূসা (আঃ)-কে রক্ত-মাংসের দেহ হইতে বিমুক্ত করিয়া গভীর রূহানী মর্যাদায় উন্নীত করা হইয়াছিল। বাইবেল এবং কুরআন উভয়ই এই মতের সমর্থন করে। এই সমর্থনের কতকগুলি যুক্তি নিম্নে উল্লেখ করা হইল ঃ

(১) হযরত মূসা (আঃ)-এর জীবন সম্পর্কে খৃষ্টানগণ বাইবেলকে মোটামুটি বিশ্বাসযোগ্য দলীলরূপে মানিয়া থাকে। কিন্তু বাইবেল এইরূপ অলৌকিক ও আশ্চর্যজনক ঘটনাটির উল্লেখ ছাড়িয়া দিয়াছে, এমনকি প্রসঙ্গ-ক্রমে উচ্চারণ করিতেও ব্যর্থ হইয়াছে। (২) আল্লাহ্‌তা'লার নবীরূপে প্রত্যাদিষ্ট হওয়ার পূর্বে এবং পরেও মূসা (আঃ) মাত্র একটি সফরই করিয়াছিলেন এবং তাহা মিদিয়ানে। বাইবেল ও কুরআন উভয়ই এই ভ্রমণের প্রতি নির্দেশ করিয়াছে। উভয়ে এই বিষয়ে একমত যে, হযরত মূসা (আঃ) কেবল মিদিয়ানের দিকেই ভ্রমণ করিয়াছিলেন, কিন্তু বর্তমান এবং পরবর্তী আয়াতসমূহে যে সফর সম্পর্কে বর্ণনা রহিয়াছে তাহাতে উল্লেখিত হইয়াছে যে, এই সফরে মূসা (আঃ)-এর সাথে তাঁহার তরুণ সঙ্গী ছিল। (৩) পৃথিবীতে 'মাজ্‌মায়াল বাহ্‌রায়ন' নামে পরিচিত কোন স্থান নাই। এই কথার অর্থ 'দুই সমুদ্রের সংযোগস্থল।' মূসা (আঃ)-এর বাসস্থানের নিকটবর্তী এরূপ সংযোগ হইতেছে "বাবুল মান্দাব" যাহা ভারত মহাসাগর এবং লোহিত সাগরকে সংযুক্ত করিয়াছে; দার্দানেল প্রণালী যাহা ভূমধ্যসাগরকে মর্মর সাগরের সঙ্গে সংযুক্ত করিয়াছে; এবং আল-বাহ্‌রায়ন যেখানে আসিয়া পারস্য উপসাগর এবং ভারত মহাসাগর মিলিত হইয়াছে। এই সকল স্থানের মধ্যে একমাত্র দার্দানেল প্রণালীই এইরূপ একটি মিলন কেন্দ্র হওয়া সম্ভব ছিল; কারণ মিশর হইতে ইহার গতিপথের মধ্যে কেনান অবস্থিত, যাহা মূসা (আঃ)-এর গন্তব্য স্থান ছিল। কিন্তু তাঁহার জীবদ্দশায় তিনি সেখানে পৌঁছিতে সক্ষম হন নাই। এই তিনটি কেন্দ্র বা অন্তরীপই হযরত মূসা (আঃ)-এর বসতি হইতে প্রায় এক হাজার মাইল দূরত্বে ছিল এবং সেই যুগে যাতায়াতের অসুবিধা এবং যানবাহনের অভাব বিবেচনা করিয়া বলা যায় যে, এইরূপ সুদীর্ঘ দূরত্ব অতিক্রম করিতে তাঁহার বহু মাস সময় লাগিয়া যাওয়ার কথা এবং এমতাবস্থায় হযরত মূসা (আঃ)-এর পক্ষে তাঁহার শিষ্যাদিগের আধ্যাত্মিক মঙ্গল মারাত্মকভাবে বিপন্ন না করিয়া এত দীর্ঘ কাল অনুপস্থিত থাকা সম্ভব ছিল না। বিশেষতঃ তাহাদের সম্পর্কে তাঁহার তিক্ত অভিজ্ঞতা হইয়াছিল—তাহাদেরকে ছাড়িয়া মাত্র চল্লিশ দিনের জন্য তূর পর্বতে থাকাকালীন সময়ে। 'মাজমায়াল বাহ্‌রায়ন' শব্দের দ্বারা মনে হয় দুইটি বিধানের সংযোগ বা মিলন ক্ষেত্র বুঝাইতেছে। যথা—মূসায়ী শরীয়াত

فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا ﴿٦١﴾

৬২ । অতঃপর, যখন তাহারা উভয়ে দুই সমুদ্রের পরস্পর সংগমস্থলে পৌঁছিল তখন তাহারা তাহাদের মাছের কথা[১৭০৫] ভুলিয়া গেল, এবং উহা দ্রুতবেগে সমুদ্রে নিজ পথ ধরিল ।

فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَٰذَا نَصَبًا ﴿٦٢﴾

৬৩ । অতঃপর, যখন তাহারা (সে স্থান) অতিক্রম করিয়া আগে বাড়িয়া গেল তখন সে তাহার যুবককে বলিল, আমাদের নিকট আমাদের সকালের খাবার[১৭০৬] আন, আমরা আমাদের এই সফরের জন্য খুব ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি ।'

এবং ইসলামী শরীয়াতের সংযোগ বা মিলন ক্ষেত্র ।

এতদ্ব্যতীত অর্থাৎ এই বাহ্যিক প্রমাণ ছাড়াও অনেক অভ্যন্তরীণ প্রমাণ ৬১-৮৩ আয়াতসমূহে রহিয়াছে যদ্বারা প্রতিপন্ন হয় যে, মূসা (আঃ)-এর সফর দৈহিক বা বাহ্যিক ঘটনা ছিল না বরং আধ্যাত্মিক ছিলঃ-

(ক) রাজা কর্তৃক জবর দখল হইতে রক্ষা করার জন্য, 'সে (সেই বুযর্গ) নৌকার মধ্যে এক বড় ছিদ্র করিয়া দিলেন'(আয়াত ৭২)।কিন্তু ছিদ্র করার পরে কি নৌকাটি চলাচলের উপযোগী ছিল না ? উপযোগী থাকিলে রাজা উহা বাজেয়াপ্ত করিল না কেন ? না থাকিলে উহা ডুবিয়া গেল না কেন ? এই জড় জগতে কোন নৌকার তলাতে বিরাট ছিদ্র করিয়া দেওয়ার পরে ভাসমান থাকিতে পারে না । শুধু দিব্য-দর্শন বা কাশ্‌ফের জগতেই এইরূপ ব্যাপার সম্ভব।(খ) আল্লাহ্‌তা'লার কোন নবী দূরে থাক, সুস্থ মস্তিকের সচেতন ব্যক্তি, বৈধ কারণ ছাড়া, অপরের প্রাণ নাশ করিতে পারে না, যেমনটি সেই বুযর্গ করিয়াছিলেন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে (আয়াত-৭৫)।(গ) হযরত মূসা (আঃ)-এর মত আল্লাহ্‌তা'লার এক মহান নবী এবং উৎকৃষ্ট গুণবিশিষ্ট উদারচেতা ব্যক্তি সেই বুযর্গের অপরাধ সাব্যস্ত করিলেন শুধু এই জন্য যে, তিনি পিতৃ-মাতৃহীন দরিদ্র বালক দুইটির ভাঙ্গা দেওয়াল মেরামতের জন্য মজুরী দাবী করিলেন না, কারণ শহরের লোকেরা তাঁহাদিগকে আপ্যায়ন করিতে অস্বীকৃতি জানাইয়াছিল ? এতীম বালক দুইটি মূসা (আঃ)-এর অসন্তুষ্টি অর্জনের মত কি করিয়াছিল ? বালকদ্বয় নহে বরং শহরের লোকেরাই তাহাদের আতিথেয়তা করিতে অস্বীকার করিয়াছিল।(ঘ) ইহা কল্পনাও করা যায় না যে, হযরত মূসা (আঃ)-এর মত আল্লাহ্‌তা'লার মহান নবীকে কষ্টকর দীর্ঘ ভ্রমণে বাহির হইতে হইয়াছিল শুধু মাত্র এক 'আল্লাহ্‌র বান্দা'র সন্ধানে এবং তাঁহার নিকট এই শিক্ষা গ্রহণ করিবার জন্য যে, কেমন করিয়া নৌকার তলায় ছিদ্র করিতে হয় বা এক যুবককে হত্যা করিতে হয় অথবা কিরূপে দেওয়াল মেরামত করিয়া উহার জন্য পারিশ্রমিক গ্রহণ করিতে না হয় । এতদ্ব্যতীত বর্ণিত আছে যে, মহানবী (সাঃ) বলিয়াছেন যে, মূসা (আঃ) যদি নীরব থাকিতেন তাহা হইলে আল্লাহ্‌তা'লা গায়েবের বহু গোপন রহস্য আমাদের নিকট উদঘাটন করিয়া দিতেন । (বুখারী, কিতাবুত্ তফসীর)। কিন্তু অস্বাভাবিক কাজের মধ্যে গায়েবের কোনই রহস্য নাই যাহা "আল্লাহ্‌তা'লার বান্দা" করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত হইয়াছে । মাওয়ারদির মতে মূসা (আঃ) যে ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন তিনি কোন মানুষ ছিলেন না, আল্লাহ্‌তা'লার ফিরিশ্‌তা ছিলেন (কাসীর)। এই সমস্ত ঘটনা একত্রিত করিয়া বিবেচনা করিলে অতীব গুরুত্বপূর্ণ এবং শক্তিশালী প্রমাণ মিলে যে, হযরত মূসা (আঃ)-এর সফর কাশ্‌ফ ছাড়া অন্য কিছু ছিল না, যাহার প্রকৃত মর্মার্থ জ্ঞাত হইবার জন্য তা'বিল বা ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন । ৬১ আয়াতে 'যুবক সঙ্গী' শব্দটি 'নূন' এর পুত্র যশুয়ার প্রতি ইশারা হইতে পারে, কিন্তু ইহা হযরত ঈসা (আঃ)-এর প্রতি অধিকতর সঙ্গতভাবে প্রযোজ্য । হযরত ঈসা (আঃ)-ই ছিলেন হযরত মূসা (আঃ)-এর তরুণ সঙ্গী (অনুগামী) যিনি তাঁহার বিধানকে (শরীয়তকে) বিনষ্ট করার জন্য নহে বরং পূর্ণ করিতে আসিয়াছিলেন (মথি-৫ঃ১৭)। "আমি (যে পথে চলিতেছি সে পথে) চলায় যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি দুই সমুদ্রের সঙ্গমস্থলে পৌঁছি" এই বাক্য প্রকাশ করিতেছে যে, মূসা (আঃ)-এর যুবক সঙ্গী তাঁহার ভ্রমণের প্রায় শেষ প্রান্তে আসিয়া তাঁহার সঙ্গে মিলিত হইয়াছিলেন । সফরের সূচনাতেই তিনি যুবকটিকে সঙ্গে লইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না । মূসা (আঃ)-এর আবির্ভাবের ১৪শত বৎসর পরে ঈসা (আঃ)-এর আগমন । "অথবা আমি যুগ যুগ ধরিয়া চলিতে থাকিব"-এই শব্দগুলি ব্যক্ত করিতেছে যে, মূসায়ী শরীয়াত বহু শতাব্দী ব্যাপিয়া কার্যকর থাকিবে বা চালু থাকিবে । মূসা (আঃ)-এর সময় হইতে আরম্ভ করিয়া মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর আবির্ভাব পর্যন্ত, যখন মূসা (আঃ)-এর শরীয়াতের কার্যকারিতা শেষ হইয়া গেল, এই সময় কালের ব্যাপ্তী দুই হাজার বৎসরের উর্ধ্বে।

১৭০৫ । 'হূত' অর্থ মাছ । কাশ্‌ফে মাছ দেখার ব্যাখ্যা ধার্মিক লোকগণের ইবাদতগৃহ (তাতিরুল আনাম); এই অর্থে 'যখন তাহারা উভয়ে দুই সমুদ্রের পরস্পর সঙ্গমস্থলে পৌঁছিল তখন তাহারা (সেখানে) তাহাদের মাছের কথা ভুলিয়া গেল' এই বাচনভঙ্গী বা অভিব্যক্তির মর্ম দাঁড়ায় যখন মূসায়ী শরীয়ত এবং ইসলামী শরীয়ত মিলিত হইবে, অর্থাৎ মূসায়ী বিধান যখন সক্রিয় থাকিবে না, উপেক্ষিত হইবে এবং যখন ইসলামী শরীয়ত কার্যকরী হইবে, সেই সময়ে হযরত মূসা ও ঈসা (আঃ)-এর অনুসারীগণ হইতে প্রকৃত ধর্মপরায়ণতা উঠিয়া যাইবে এবং তখন হইতে নূতন শরীয়তের অনুসারীগণ বিশেষ রূপে চিহ্নিত হইবে (৪৮ঃ৩০)।

১৭০৬ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

قَالَ اَرَءَيْتَ اِذْ اَوَيْنَاۤ اِلَى الصَّخْرَةِ فَاِنِّىْ نَسِيْتُ الْحُوْتَ ۖ وَمَاۤ اَنْسٰنِيْهُ اِلَّا الشَّيْطٰنُ اَنْ اَذْكُرَهٗ ۚ وَاتَّخَذَ سَبِيْلَهٗ فِى الْبَحْرِ ۖ عَجَبًا ﴿٦٤﴾

৬৪। সে বলিল, 'বলুন তো (এখন কি উপায় হইবে) যখন আমরা সেই পাথরের[১৭০৭] উপর বিশ্রাম করিবার জন্য অবস্থান করিয়াছিলাম তখন আমি মাছের কথা ভুলিয়া গিয়াছি এবং আমাকে এই কথা (আপনার নিকট) উল্লেখ করিতে শয়তান ব্যতীত আর কেহ ভুলায় নাই; এবং উহা আশ্চর্যজনকভাবে সমুদ্রে নিজ পথ ধরিয়াছে।'

قَالَ ذٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ ۖ فَارْتَدَّا عَلٰۤى اٰثَارِهِمَا قَصَصًا ﴿٦٥﴾

৬৫। সে বলিল, 'উহাই (সেই স্থান) আমরা যাহার অনুসন্ধানে ছিলাম।' অতঃপর, তাহারা উভয়ে নিজেদের পদচিহ্ন অনুসরণ করিতে করিতে ফিরিয়া গেল।

فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَاۤ اٰتَيْنٰهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنٰهُ مِنْ لَّدُنَّا عِلْمًا ﴿٦٦﴾

৬৬। তখন তাহারা আমাদের বান্দাদের মধ্য হইতে এমন একজন বান্দার[১৭০৮] সাক্ষাৎ পাইল যাহাকে আমরা আমাদের নিকট হইতে রহমত দান করিয়াছিলাম এবং আমাদের সন্নিধান হইতে তাহাকে (বিশেষ) জ্ঞান শিক্ষা দিয়াছিলাম।

১৭০৬। কাশ্‌ফে নাস্তা বা সকালের খাদ্য চাওয়ার অর্থ 'ক্লান্তি' (তাতীরুল আনাম) এবং এই আয়াতের দাবী যে, 'দুই সমুদ্রের সঙ্গমস্থল' অতিক্রম করার পর এবং দীর্ঘকাল তাঁহারা পৃথকভাবে ভ্রমণ করিয়া এবং প্রতিশ্রুত নবীর জন্য (দ্বিতীয়-১৮ঃ১৮) ব্যর্থ প্রতীক্ষায় ক্লান্ত হইয়া মূসা (আঃ) এবং তাঁহার যুবকসঙ্গী বিসময়ে ভাবিতে শুরু করিবে যে, তিনি (প্রতিশ্রুত নবী) হয়ত পূর্বেই আবির্ভূত হইয়াছেন কিন্তু তাঁহাকে চিনিতে তাঁহারা ব্যর্থ হইয়াছেন। আয়াতের মধ্যে মূসা (আঃ) এবং তাঁহার যুবক সফর-সঙ্গী (ঈসা-আঃ) যথাক্রমে ইহুদী এবং খৃষ্টানদিগের প্রতীক।

১৭০৭। 'সাখরাহ্' অর্থ পাথর। কাশ্‌ফ এবং স্বপ্নের ভাষায় ইহার অর্থ অধর্ম এবং পাপময় জীবন। অতএব 'যখন আমরা সেই পাথরের উপর বিশ্রাম করিবার জন্য অবস্থান করিয়াছিলাম' এই কথাটির মর্ম হইল, যখন দুই সমুদ্র মিলিত হইবে, অর্থাৎ যখন হযরত মূসা (আঃ)-এর শরীয়াত শেষ প্রান্তে পৌঁছিবে এবং এক নূতন নবী এবং নূতন শরীয়াত প্রকাশিত হইবে, ইহুদী ও খৃষ্টানজাতি তখন অপরাধবৃত্তি ও পাপাচারে নিমগ্ন থাকিবে। 'এবং উহা আশ্চর্যজনকভাবে সমুদ্রে পথ ধরিল' এই বাচনভঙ্গী প্রকাশ করিতেছে যে, প্রকৃত সাধুতা এবং খোদাতা'লার ইবাদত ইহাদের নিকট হইতে বিসময়কর ভাবে বিদায় নিবে।

১৭০৮। তখন তাহারা 'এমন একজন বান্দার' সাক্ষাৎ পাইল। কে এই "আল্লাহ্‌র বান্দা" যাহার উপর আল্লাহ্‌তা'লা 'অনুগ্রহ' করিয়াছিলেন এবং যাহাকে তিনি বিশেষ শিক্ষা দিয়াছিলেন এবং কাহার সন্ধানে, ঐশী নির্দেশ অনুসারে হযরত মূসা (আঃ) এত দীর্ঘ ও কষ্টকর সফর করিয়াছিলেন এবং কে এই বিখ্যাত কেন্দ্র-বিন্দু এবং সমস্ত ঘটনার কেন্দ্রীয় চরিত্র ? তিনি হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ছাড়া আর কে ? তাঁহারই আত্মা দৈহিক রূপে মূসা (আঃ)-এর কাশ্‌ফে পরিদৃষ্ট হইয়াছিল। ইহার যুক্তি সমূহ হইতেছেঃ (ক) তাঁহাকে আবদ (আল্লাহ্‌র বান্দা) বলা হইয়াছে কুরআন করীমে (২ঃ২৪;৮ঃ৪২; ১৭ঃ২ ; ১৮ঃ২; ২৫ঃ২; ৩৯ঃ৩৭; ৫৩ঃ১১; এবং ৭২ঃ২০) অর্থাৎ প্রকৃত অর্থে ও গুণে তিনিই আবদুল্লাহ্ (আল্লাহ্‌র দাস)।(খ) তাঁহাকে রহমাতুল্লিল আলামীন (সারা বিশ্বের জন্য রহমত) একমাত্র পবিত্র মহানবী (সাঃ) ব্যতীত আর কাহারো জন্য কুরআনে ব্যবহৃত হয় নাই।(গ) তাঁহাকে স্বেচ্ছায় বা সানুগ্রহে আধ্যাত্মিক ও অতুলনীয়ভাবে বর্ধিত ঐশী-জ্ঞান প্রদান করা হইয়াছিল (৪ঃ১১৪ঃ ২০ঃ১১৫ এবং ২৭ঃ৭)।(ঘ) মূসা (আঃ)-কে 'আল্লাহ্‌র (এই) বান্দা' বলিয়াছিলেন যে, তিনি (মূসা) চুপ থাকিবেন না (আয়াত ৬৮), এবং নবী করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, যেমন বর্ণিত হইয়াছে, যে, 'মূসা কি ধৈর্য ধারণ করিতে পারিয়াছিলেন ! যদি তিনি এইরূপ করিতেন, তাহা হইলে আমরা অধিক পরিমাণে গায়েবের জ্ঞান দ্বারা অনুগৃহীত হইতাম' (বুখারী, কিতাবুত্ তফসীর)। প্রকৃত ঘটনা হইল মূসা (আঃ) আল্লাহ্‌তা'লার প্রকাশ্য নিদর্শন দেখিয়াছিলেন 'আগুনের মধ্যে'যখন মিদিয়ান হইতে মিশরের দিকে যাইতেছিলেন (২৮ঃ৩০)। যাহা হউক পরবর্তী সময়ে তাঁহাকে (মূসাকে) আল্লাহ্‌তা'লা জানাইয়াছিলেন যে, ঈসরাঈলের ভাইদের মধ্য হইতে এক নবীর আবির্ভাব হইবে যাহার মুখে আল্লাহ্ নিজের কথা (কালাম) প্রকাশ করিবেন (দ্বিতীয়-১৮ঃ১৮-২২)। ভবিষ্যদ্বাণীর কথাগুলির মর্ম ইহাই যে, প্রতিশ্রুত নবী আল্লাহ্‌তা'লার রূহতর প্রকাশের স্থল ও নিদর্শনের লক্ষ্য বস্তু হইবেন। সুতরাং মূসা (আঃ) স্বভাবতঃই তাঁহাকে দেখার আকাংখা করিয়াছিলেন, কে হইতে পারেন সেই নবী। তাঁহার অর্থাৎ মূসা (আঃ)-এর কৌতুহল নিবারণের জন্য আল্লাহ্‌তা'লা তাঁহাকে অনেক বেশী আধ্যাত্মিক শক্তিশালী 'সেই নবীকে' কাশ্‌ফে দেখাইয়াছিলেন। মূসা (আঃ)-এর কাশ্‌ফে দর্শনলব্ধ এই মহাজ্ঞানী "আল্লাহ্‌র বান্দা"—যিনি সাধারণ্যে প্রচলিত 'খিজির' নামে পরিচিত— তিনি আমাদের মহান নেতা

قَالَ لَهٗ مُوْسٰى هَلْ اَتَّبِعُكَ عَلٰٓى اَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا ﴿٦٧﴾

৬৭। মূসা তাহাকে বলিল, 'আমি কি আপনার অনুসরণ করিতে পারি এই শর্তে যে আপনাকে যে জ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে উহা হইতে কিছু হেদায়াত আপনি আমাকেও শিক্ষা দিবেন ?'[১৭০৯]

قَالَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿٦٨﴾

৬৮। সে বলিল, 'তুমি তো আমার সহিত কখনও ধৈর্য ধারণ করিতে পারিবে না।'[১৭১০]

وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلٰى مَا لَمْ تُحِطْ بِهٖ خُبْرًا ﴿٦٩﴾

৬৯। 'আর তুমি যে বিষয়ের জ্ঞান আয়ত্ত কর নাই উহার সম্বন্ধে তুমি ধৈর্য ধারণ করিবেই বা কিরূপে ?'

قَالَ سَتَجِدُنِيْٓ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ صَابِرًا وَّلَآ اَعْصِيْ لَكَ اَمْرًا ﴿٧٠﴾

৭০। সে বলিল, 'যদি আল্লাহ্ চাহেন তাহা হইলে আপনি আমাকে অবশ্যই ধৈর্যশীল পাইবেন এবং আমি আপনার কোন আদেশের অবাধ্যতা করিব না।'

قَالَ فَاِنِ اتَّبَعْتَنِيْ فَلَا تَسْـَٔلْنِيْ عَنْ شَيْءٍ حَتّٰٓى اُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ﴿٧١﴾ ع ৯ [১১] ২১

৭১। সে বলিল, 'আচ্ছা, যদি তুমি আমার অনুসরণ কর তাহা হইলে তুমি কোন বিষয় সম্বন্ধে আমাকে প্রশ্ন করিবে না, যে পর্যন্ত না আমি তোমাকে সে সম্বন্ধে কোন কিছু বলি।'

فَانْطَلَقَا ۖ حَتّٰٓى اِذَا رَكِبَا فِي السَّفِيْنَةِ خَرَقَهَا ۭ قَالَ اَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ اَهْلَهَا ۚ لَقَدْ جِئْتَ شَيْـًٔا اِمْرًا ﴿٧٢﴾

৭২। অতঃপর, তাহারা উভয়ে যাত্রা করিল, এমন কি যখন তাহারা এক নৌকায় আরোহণ করিল, তখন সে (সেই বুযুর্গ) উহাতে ছিদ্র[১৭১১] করিয়া দিল। সে (মূসা) বলিল, 'আপনি কি ইহার আরোহীদিগকে ডুবাইবার উদ্দেশ্যে ইহাতে ছিদ্র করিয়াছেন ? আপনি নিশ্চয় এক গুরুতর কাজ করিয়াছেন।'

পবিত্র মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)। তাঁহারই পবিত্র আত্মা আধ্যাত্মিক জগতে দৈহিক অবয়ব ধারণ করিয়াছিল (আরো দেখুন ৭৪১১৪)।

১৭০৯। হযরত মূসা (আঃ)-কে সেই আধ্যাত্মিক জ্ঞানের উচ্চ মর্যাদা প্রদান করা হয় নাই যেখানে রসূলে আকরাম (সাঃ) পৌঁছিয়াছিলেন।

১৭১০। আঁ-হযরত (সাঃ)-এর অনুসারীগণের মত ভয়াবহ অবস্থাধীনে কঠিন পরীক্ষার সময় মূসা (আঃ)-এর অনুসারীরা ধৈর্য এবং অবিচলতায় উচ্চ স্তরের কোন নমুনা পেশ করিতে পারে নাই (৫ঃ২২-২৫ এবং বুখারী, কিতাবুল মাগাযী)। এই আয়াত মূসা (আঃ) এবং নবী করীম (সাঃ)-এর স্বাভাবিক মেযাজেরও তুলনা করিয়াছে। মূসা (আঃ) অধৈর্য হইয়া "আল্লাহ্‌র বান্দা"কে প্রশ্ন করিয়াছিলেন সেই বিষয়ে যাহা তাহার বোধগম্য হইতেছিল না, কিন্তু আঁ-হযরত (সাঃ) সহিষ্ণুতার সাথে অপেক্ষা করিয়াছিলেন যে পর্যন্ত না হযরত জিব্‌রাঈল তাঁহাকে বিভিন্ন বিষয়াদি সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন যেসব তিনি নিজের মে'রাজের সময়ে দেখিয়াছিলেন। এই দুই প্রসিদ্ধ নবীর প্রকৃতিতে বিদ্যমান প্রভেদ তাঁহাদের নিজ নিজ শিষ্যগণের আচরণেও প্রতিফলিত হইয়াছিল। সর্বপ্রকার অপ্রয়োজনীয় এবং নির্বোধ প্রশ্ন-বাণে ইহুদীগণ যখন হযরত মূসা (আঃ)-কে একটানাভাবে বিরক্ত ও জ্বালাতন করিয়াছিল, তখন হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর অনুসারীগণের ব্যবহার ও আচরণ অত্যন্ত সংযম এবং মর্যাদায় বৈশিষ্ট্যমন্ডিত ছিল। তাঁহারা বিশেষ সতর্কতার সহিত নবী করীম (সাঃ)-কে কোন ধর্মীয় বিষয় প্রশ্ন করা হইতে এড়াইয়া চলিতেন। নবী করীম (সাঃ) এবং সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) উভয়ে অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সহিত ২০ঃ১১৫ আয়াতে প্রদত্ত বিশেষ উপদেশ রক্ষা করিয়াছিলেন যে, 'আল্লাহ্‌ই সর্বোচ্চ যিনি প্রকৃত সর্বাধিপতি, এবং তুমি কুরআন পাঠে তোমার প্রতি ইহার ওহী পূর্ণভাবে নাযেল হওয়ার পূর্বে তাড়াহুড়া করিও না।'

১৭১১। পূর্ববর্তী কতকগুলি আয়াত হযরত মূসা (আঃ)-এর 'ইস্‌রা' সম্পর্কে কেবল ভূমিকার কাজ করিয়াছে। বর্তমান আয়াত দ্বারা মূসা

قَالَ اَلَمْ اَقُلْ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿٧٥﴾

৭৩। সে বলিল, 'আমি কি (তোমাকে) বলি নাই যে, তুমি আমার সহিত কখনও ধৈর্য ধারণ করিতে পারিবে না ?'[১৭৯২]

قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِيْ بِمَا نَسِيْتُ وَلَا تُرْهِقْنِيْ مِنْ اَمْرِيْ عُسْرًا ﴿٧٦﴾

৭৪। সে বলিল, 'আপনি আমাকে উহার কারণে ধৃত করিবেন না যাহা আমি ভুলিয়া গিয়াছি, অতএব আমার এই বিচ্যুতির দরুন আপনি আমার প্রতি কঠোরতা প্রয়োগ করিবেন না।'

فَانْطَلَقَا ۖ حَتّٰٓى اِذَا لَقِيَا غُلٰمًا فَقَتَلَهٗ ۙ قَالَ اَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةًۢ بِغَيْرِ نَفْسٍ ۭ لَقَدْ جِئْتَ شَيْـــًٔا نُّكْرًا ﴿٧٤﴾

৭৫। পুনরায়, তাহারা যাত্রা করিল,[১৭৯৩] এমন কি যখন তাহারা এক বালকের[১৭৯৪] সাক্ষাৎ পাইল, তখন সে তাহাকে হত্যা করিয়া ফেলিল। ইহাতে সে (মূসা) বলিল, 'আপনি কি একজন নিষ্পাপ ব্যক্তিকে অন্য কাহাকেও (হত্যার অপরাধ) ব্যতিরেকে হত্যা করিয়াছেন ! নিশ্চয় আপনি এক অতি মন্দ কাজ করিয়াছেন।'

১৬ শ পারা

قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿٧٥﴾

৭৬। সে বলিল, 'আমি কি তোমাকে বলি নাই যে, তুমি আমার সহিত কখনও ধৈর্য ধারণ করিতে পারিবে না ?'

قَالَ اِنْ سَاَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍۢ بَعْدَهَا فَلَا تُصٰحِبْنِيْ ۚ قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَّدُنِّيْ عُذْرًا ﴿٧٦﴾

৭৭। সে (মূসা) বলিল, আমি যদি ইহার পর আপনাকে কোন বিষয়ে প্রশ্ন করি তাহা হইলে আপনি আর আমাকে সঙ্গে রাখিবেন না, কারণ আপনি আমার পক্ষ হইতে ওজর-আপত্তির চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছিয়াছেন।'

فَانْطَلَقَا ۖ حَتّٰٓى اِذَآ اَتَيَآ اَهْلَ قَرْيَةِۨ اسْتَطْعَمَآ اَهْلَهَا فَاَبَوْا اَنْ يُّضَيِّفُوْهُمَا فَوَجَدَا فِيْهَا جِدَارًا يُّرِيْدُ اَنْ يَّنْقَضَّ

৭৮। অতঃপর, তাহারা যাত্রা করিল এমন কি তাহারা এক জনপদের অধিবাসীদের নিকট পৌঁছিল, তাহারা উহার অধিবাসীদের নিকট কিছু খাবার চাহিল, কিন্তু তাহারা তাহাদের মেহমানদারি[১৭৯৫] করিতে অস্বীকার করিল। অতঃপর, তাহারা উহার মধ্যে এমন এক প্রাচীর পাইল যাহা পড়িয়া যাওয়ার

(আঃ) কাশ্ফে যাহা দেখিয়াছিলেন সেই সকল প্রকৃত ঘটনাবলীর বিস্তারিত বিবরণ শুরু হইয়াছে। 'সে উহাতে ছিদ্র করিয়াছিল" শব্দের ব্যাখ্যা করিলে এইরূপ দাঁড়ায় যে, মহানবী (সাঃ) এমন হুকুম জারি করিবেন ঠিক যেন নৌকায় ছিদ্র করিয়া দেওয়া, স্বপ্নের ভাষায় যাহার অর্থ পার্থিব ধন-সম্পদ, অর্থাৎ তিনি এই দিকে নজর দিবেন যাহাতে অর্থ-সম্পদ অল্প সংখ্যক লোকের হাতে পুঞ্জীভূত না হয় বরং ন্যায়ের ভিত্তিতে বন্টন করা হয়।

১৭৯২। হযরত মূসা (আঃ)-এর দিবা-দর্শনে আল্লাহ্র বান্দা (মহানবী)-এর প্রতিরূপ তাঁহাকে বলিতেছেন যে, মূসা তাঁহার অনুগমন করিতে পারিবে না, অর্থাৎ মূসা (আঃ)-এর উম্মতের লোকেরা তাঁহাকে (বিশ্ব-নবী) সহজে গ্রহণ করিবে না।

১৭৯৩। 'ইনতালাকা' অর্থ 'তাহারা যাত্রা করিল' যেভাবে এই শব্দটি সংশ্লিষ্ট আয়াতসমূহে বহুবার ব্যবহৃত হইয়াছে, অবিকল ফিরিশ্তা-প্রধান জিব্রাঈল কর্তৃক নবী করীম (সাঃ)-এর জন্যও এই শব্দ তাঁহার মে'রাজের সময়ে ব্যবহৃত হইয়াছিল।

১৭৯৪-ক। কাশ্ফী ভাষায় যুবক বা তরুণের অর্থ হইতেছে—অজ্ঞতা, শক্তি এবং পশুবৃত্তির তাড়না বা আকস্মিক উত্তেজনা। মূসা (আঃ) কর্তৃক কাশ্ফে দেখা কিশোর বালককে ধার্মিক আল্লাহ্র বান্দা কর্তৃক হত্যার ব্যাখ্যা হইল— ইসলাম ধর্ম ইহার অনুসারীদিগকে যৌন বাসনা এবং কুপ্রবৃত্তিগুলির প্রকৃত সংযম এবং হত্যা করার প্রয়োজনীয়তা শিক্ষা দিবে।

১৭৯৪। এই আয়াতের মর্ম ইহা হইতে পারে যে, মূসা (আঃ) এবং মহানবী (সাঃ) ইহুদী ও খৃষ্টানদিগের নিকট হইতে আল্লাহ্র পথে সহযোগিতা কামনা করিবেন কিন্তু উভয়েই উপেক্ষিত হইবেন।

فَاَقَامَهٗ ؕ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ اَجْرًا ﴿۷۸﴾

উপক্রম হইয়াছিল, সুতরাং সে উহাকে খাড়া করিয়া দিল। সে (মূসা) বলিল, 'আপনি ইচ্ছা করিলে নিশ্চয় ইহার জন্য পারিশ্রমিক গ্রহণ করিতে পারিতেন।'

قَالَ هٰذَا فِرَاقُ بَيْنِيْ وَبَيْنِكَ ۚ سَاُنَبِّئُكَ بِتَاْوِيْلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَّلَيْهِ صَبْرًا ﴿۷۹﴾

৭৯। সে বলিল, 'এই হইল আমার ও তোমার মধ্যে বিচ্ছেদ; যে বিষয়ে তুমি ধৈর্য ধারণ করিতে পার নাই, আমি এখন তোমাকে ইহার তত্ত্ব অবগত করাইতেছি;

اَمَّا السَّفِيْنَةُ فَكَانَتْ لِمَسٰكِيْنَ يَعْمَلُوْنَ فِي الْبَحْرِ فَاَرَدْتُّ اَنْ اَعِيْبَهَا وَكَانَ وَرَآءَهُمْ مَّلِكٌ يَّاْخُذُ كُلَّ سَفِيْنَةٍ غَصْبًا ﴿۸۰﴾

৮০। নৌকাটির বিষয় হইল এই, ইহা ছিল কয়েকজন নিঃসহায় দরিদ্র ব্যক্তির[১৭১৫] যাহারা সমুদ্রে কাজকর্ম করিত, এবং তাহাদের পশ্চাতে ছিল এক (যালেম) বাদশাহ্, যে প্রত্যেক নৌকা বলপূর্বক ছিনাইয়া লইত, এই জন্য আমি উহাকে খুঁতযুক্ত করিয়া দিতে চাহিলাম।

وَاَمَّا الْغُلٰمُ فَكَانَ اَبَوٰهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِيْنَآ اَنْ يُّرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَّكُفْرًا ﴿۸۱﴾

৮১। এবং বালকটির[১৭১৬] ঘটনা এই যে, তাহার পিতামাতা উভয়ে ঈমানদার ছিল; এবং আমরা আশংকা করিলাম যে, সে (বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া) বিদ্রোহাচরণ ও কুফরী করিয়া তাহাদিগকে কষ্ট দিবে।

فَاَرَدْنَآ اَنْ يُّبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكٰوةً وَّاَقْرَبَ رُحْمًا ﴿۸۲﴾

৮২। অতএব, আমরা ইচ্ছা করিলাম যেন তাহাদের প্রতিপালক তাহাদিগকে তাহার স্থলে তাহার অপেক্ষা পবিত্রতায় উত্তম এবং দয়া মমতায় ঘনিষ্টতর পুত্র দান করেন।

وَاَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلٰمَيْنِ يَتِيْمَيْنِ فِي الْمَدِيْنَةِ وَكَانَ تَحْتَهٗ كَنْزٌ لَّهُمَا وَكَانَ اَبُوْهُمَا صَالِحًا ۚ

৮৩। আর বাকি রহিল সেই প্রাচীরের কথা, উহা আসলে সেই শহরের দুই এতীম বালকের[১৭১৭] সম্পত্তি ছিল এবং উহার নীচে তাহাদের জন্য (প্রোথিত) ধন-ভাণ্ডার ছিল এবং তাহাদের পিতা ছিল একজন সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তি; সুতরাং তোমার প্রতিপালক

১৭১৫। 'নিঃসহায় দরিদ্র ব্যক্তি' এখানে 'মুসলমান জাতির' প্রতীক হইতে পারে। নৌকাটি ছিদ্র করা— ইহার মর্ম এই যে, ইসলাম মুসলমানদিগকে আল্লাহ্তা'লার জন্য দান ও যাকাতের মধ্যে অর্থ ব্যয়ে উদ্বুদ্ধ এবং অনুপ্রাণিত করিবে। ইহা প্রকৃত উন্নতি এবং শক্তির পরিবর্তে অর্থনৈতিক দুর্বলতার উৎস বলিয়া মনে হইবে, কিন্তু আসল ঘটনা উহার বিপরীত। ইস্রার মধ্যে যালেম বাদশাহ্ ছিল বাইজেনটাইন এবং পারস্য সম্রাটগণ, যাহারা আরবদেশকে গিলিয়া ফেলিত যদি তাহারা উহাকে দরিদ্র, অনুর্বর এবং কষ্ট করিয়া জয় করার অনুপযুক্ত দেশ মনে না করিত। এইরূপে উহাকে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর জন্য সংরক্ষণ করা হইয়াছিল।

১৭১৬। 'গুলামুন' অর্থ কিশোর বা যুবক, স্বপ্নে বা কাশ্ফে দেখিলে অর্থ হয় অজ্ঞতা, শক্তি ও পশু-বৃত্তি। আয়াতে 'তাহার পিতামাতা' হইতেছে দেহ এবং আত্মা। কারণ উৎস (বা পিতা-মাতা) হইতেই সন্তান গুণাবলী প্রাপ্ত হয়। ইসলামের শিক্ষানুযায়ী, মানুষ প্রকৃতিগতভাবেই সদ্গুণের প্রতি অনুরক্ত। বিশ্বাসীগণ আকসিম্নক শক্তি বা উত্তেজনার টানে পাপাচারের প্রতি আকৃষ্ট হইতে পারে যাহা কিশোরের প্রতিরূপ। ইসলাম এই সকল আকসিম্নক উত্তেজনা সমূলে উৎপাটন করে এবং দেহ ও আত্মার মিলিত মানুষকে হিতকর পথে তাহার অন্তর্নিহিত শক্তি বিকশিত করার জন্য ছাড়িয়া দেয় এবং এইভাবে মানবজীবনের উচ্চ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়।

১৭১৭। এতীমদ্বয় হইতেছে মূসা ও ঈসা (আঃ)। তাঁহাদের ধার্মিক পিতা হইতেছেন ইব্রাহীম (আঃ)। তাঁহাদের শিক্ষারূপী ধন-সম্পদ তাঁহারা তাঁহাদের ভবিষ্যৎ লোকের জন্য রাখিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের ভবিষ্যৎ বংশধরগণ অধার্মিক আচরণের কারণে উহা হারাইয়া ফেলিয়াছিল। এই সম্পদের ভাণ্ডার কুরআন মজীদে সংরক্ষিত হইয়াছে এই উদ্দেশ্যে যেন তাহারা কুরআনের শিক্ষার সত্যতা উপলব্ধি এবং গ্রহণ করিতে পারে।

ইচ্ছা করিলেন যেন তাহারা পূর্ণ যৌবনে উপনীত হয় এবং তাহারা তাহাদের ধন-ভাণ্ডার নিজেরা বাহির করিয়া লয়, ইহা তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হইতে বিশেষ রহমত স্বরূপ, বস্তুতঃ আমি ইহা আমার নিজ ইচ্ছায় করি নাই।[১৭৮১-ক] ইহাই হইল সেই সকল বিষয়ের ব্যাখ্যা যাহার সম্বন্ধে তুমি ধৈর্য ধারণ করিতে পার নাই।[১৭৮৮]

فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ ۚ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ۚ ذَٰلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَّلَيْهِ صَبْرًا ﴿٨٢﴾

১০ [১২] ১

৮৪। এবং তাহারা তোমাকে যুলকারনায়ন[১৭৮৯] সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। তুমি বল, 'নিশ্চয় আমি তোমাদের নিকট তাহার সম্পর্কে কিছু বৃত্তান্ত বর্ণনা করিব।'

وَيَسْأَلُونَكَ عَن ذِي الْقَرْنَيْنِ ۖ قُلْ سَأَتْلُوا عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا ﴿٨٣﴾

১৭১৭-ক। আল্লাহ্তা'লার নির্দেশে এইরূপ করা হইয়াছিল।

১৭১৮। হযরত মূসা (আঃ)-এর কাশ্ফ এই ঘটনার প্রতি নির্দেশ করে। যেহেতু ইসলামী শিক্ষা এমন নীতি বা বিধান সম্বলিত ছিল যাহার সহিত মূসায়ী শরীয়াতের কতক নীতিগত মৌলিক পার্থক্য থাকার কারণে ইহুদী এবং মুসলমানের মধ্যে প্রকৃত সহযোগিতা অসম্ভব ছিল। ৬১-৮৩ আয়াতের বিস্তারিত ব্যাখ্যা জানার জন্য'দি লারজার এডিশন অব দি কমেন্টারী' পৃঃ-১৫১৭-১৫৩০ দেখুন।

১৭১৯। 'যুলকারনায়ন'-এর পরিচয় জানার পূর্বে, ইহা বলা প্রয়োজন যে, তাহার ঘটনা কেন কুরআনে বর্ণিত হইয়াছে এবং কেন ইহা এত গুরুত্বপূর্ণভাবে এই সূরাতে স্থান পাইয়াছে। ইতিপূর্বে এই সূরাতে পাশ্চাত্যের খৃষ্টান জাতিসমূহের কৃতিত্বপূর্ণ পার্থিব উন্নতির বিষয়ে দুইটি যুগের সম্পর্কে নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহার প্রারম্ভিক আয়াতগুলিতে গুহার অধিবাসীগণ সম্বন্ধে কিছুটা বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। গুহাবাসীদিগের উপর যুলুম-অত্যাচারের বর্ণনা এবং পরবর্তীকালে তাহাদের উত্তর সূরীগণের অর্থাৎ পশ্চিমা খৃষ্টান জাতিসমূহের জাগতিক উন্নতি ও অগ্রগতির বর্ণনা দেওয়ার পূর্বে, হযরত মূসা (আঃ)-এর 'ইস্রা' বা আধ্যাত্মিক ভ্রমণ বৃত্তান্তে কিছু বিস্তারিত বর্ণনা রহিয়াছে যে, নবী করীম (সাঃ)-এর আবির্ভূত হওয়ার সাথে সাথে খৃষ্টান জাতির পার্থিব উন্নতির ও অগ্রগতির প্রথম যুগ শেষ হইয়া যাইবে। যদিও তাহাদের পক্ষে আরো উন্নতি করার সম্ভাবনা থাকিবে এবং আঁ-হযরত (সাঃ)-এর আর্বিভাবের অনেক পরে তাহারা সম্মান ও মর্যাদার সর্বোচ্চ স্থানে পৌঁছিবে। খৃষ্টান জাতির এই দ্বিতীয় জাঁকজমকপূর্ণ অধ্যায়কে ঐশী গ্রন্থে ইয়া'জুজ-মা'জুজ (গগ এন্ড ম্যাগগ)-এর বিস্ময়কর শক্তি বৃদ্ধির প্রতীক রূপে চিহ্নিত করা হইয়াছে, যাহা বর্তমান সূরার কেন্দ্রীয় বিষয় বস্তুসমূহের মধ্যে একটি। কারণ রাজনৈতিক ভাবে ইয়া'জুজ-মা'জুজ এবং যুলকারনায়ন একে অন্যের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত, যাহা পরবর্তী অনুচ্ছেদগুলিতে যুলকারনায়নের বিষয়ে দেওয়া বিবরণ হইতে প্রতিভাত হইবে। মনে হয় যুলকারনায়ন মাদীয় এবং পারস্য সাম্রাজ্যের (মেডোপারশিয়ান এমপায়ার) প্রতিষ্ঠাতা রাজা ছিলেন, যাহা দানিয়েল নবীর বিখ্যাত স্বপ্নে পরিদৃষ্ট ভেড়ার 'দুই শিং'-এর প্রতীক। "আমি দেখিলাম ঐ মেষ পশ্চিম, উত্তর এবং দক্ষিণ দিকে টুঁস মারিল, তাহার সম্মুখে কোন জন্তু দাঁড়াইতে পারিল না, এবং তাহার হস্ত হইতে উদ্ধার করিতে পারে এমন কেহ ছিল না, আর সে স্বেচ্ছামত কর্ম করিত; আর আত্মগরিমা করিত।" "তুমি দুই শৃঙ্গ বিশিষ্ট যে মেষ দেখিলে, সে মাদীয় ও পারশীক রাজা" (দানিয়েল-৮ঃ৪,২০,২১)। দানিয়েল নবীর স্বপ্নের উক্ত অংশের সাথে পূরাদস্তুর সঙ্গতি রাখিয়া কুরআন করীম যুলকারনায়নের ত্রিমুখী অভিযানের কথা উল্লেখ করিয়াছে (আয়াত—৮৭,৯১,৯৪)। এই ঘটনার দ্বারা যুলকারনায়ন যে মাদিয়া এবং পারস্য রাজ্যের বর্ণনামূলক নাম ছিল উহার জোর সমর্থন পাওয়া যায়। এবং কুরআনের বর্ণনা, সকল মেদো-পারস্য রাজাদের মধ্যে সাইরাসের প্রতি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক, সামঞ্জস্যপূর্ণ। যুলকারনায়নের চারটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ চিহ্ন কুরআনে উল্লেখিত হইয়াছেঃ (ক) তিনি বংশানুক্রমিক এক ক্ষমতাশালী শাসক ছিলেন (আয়াত-৮৫,৮৯); (খ) তিনি একজন ধার্মিক বান্দা ছিলেন এবং ঐশী-বাণী দ্বারা অনুগৃহীত হইয়াছিলেন (আয়াত-৯২,৯৯); (গ) তিনি পশ্চিম দিকে অভিযান চালাইয়াছিলেন এবং বিরাট বিজয়ের পর পশ্চিম দিগন্তে সূর্য অস্ত গমনস্থলে যাওয়ার সময় পর্যন্ত এমন এক স্থানে পৌঁছিলেন যাহা দেখিতে ঝাপসা সরোবর বা নদী-নালার গভীর অংশ এবং তখন তিনি পূর্বদিকে যাত্রা করিলেন এবং এক বিরাট রাজ্য জয় করিয়া বশীভূত করিলেন (আয়াত-৮৭,৮৮); (ঘ) তিনি মধ্যাঞ্চলে উপস্থিত হইলেন যেখানে অসভ্য বর্বর জাতি বাস করিত এবং সেখানে ইয়া'জুজ-মা'জুজ ব্যাপকভাবে অনধিকার প্রবেশ করিয়াছিল, তিনি সেই প্রবেশ পথগুলি দেওয়াল দ্বারা বন্ধ করিয়া দিলেন (আয়াত-৯৪-৯৮)। প্রাচীন যুগের বিখ্যাত শাসনকর্তা এবং প্রসিদ্ধ সামরিক সেনাপতিদিগের মধ্যে সাইরাস, উপরোল্লিখিত চারটি গুণাবলীর বিপুল পরিমাণে অধিকারী ছিলেন। সুতরাং কুরআন শরীফে উল্লেখিত যুলকারনায়ন হিসাবে বিবেচিত হওয়ার উপযুক্ত হইতেছেন ইতিহাসের'সাইরাস দি গ্রেট'। (যিশাইয়-৪৫, ইস্রা - ১৩২, ২-বংশাবলী-৩৬ঃ ২২-২৩, হিষ্টরিয়ানস্ হিষ্টরি অফ দি ওয়ার্লড, 'সাইরাস' অধ্যায়)।

إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا ﴿٨٥﴾

৮৫। নিশ্চয় আমরা তাহাকে পৃথিবীতে শাসন ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলাম এবং আমরা তাহাকে প্রত্যেক বিষয় (অর্জন করার) সম্পর্কে উপকরণ দান করিয়াছিলাম। [১৭২০]

فَأَتْبَعَ سَبَبًا ﴿٨٦﴾

৮৬। সুতরাং সে এক বিশেষ পথে চলিল।

حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا ۗ قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا ﴿٨٧﴾

৮৭। চলিতে চলিতে সে যখন সূর্যের অস্তগমন স্থলে [১৭২১] পৌঁছিল, তথায় সে দেখিল, উহা এক ঘোলাটে জলাশয়ে অস্তমিত হইতেছে এবং সে উহার সন্নিকটে এক জাতির সাক্ষাৎ পাইল। তখন আমরা বলিলাম, 'হে যুলকারনায়ন! তুমি চাহিলে তাহাদিগকে শাস্তি দাও অথবা তাহাদের প্রতি সদয় ব্যবহার কর।'

قَالَ أَمَّا مَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُّكْرًا ﴿٨٨﴾

৮৮। সে বলিল, 'যে ব্যক্তি যুলুম করিবে, আমরা নিশ্চয় তাহাকে শাস্তি দিব; অতঃপর, তাহাকে তাহার প্রতিপালকের নিকট ফিরাইয়া লইয়া যাওয়া হইবে [১৭২২] এবং তিনি তাহাকে ভীতি-প্রদ শাস্তি দিবেন;

وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَىٰ ۖ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ﴿٨٩﴾

৮৯। এবং যে ব্যক্তি ঈমান আনিবে এবং সৎকর্ম করিবে তাহার জন্য উত্তম পুরস্কার (নির্ধারিত) আছে; এবং আমরাও অবশ্যই তাহার সঙ্গে আমাদের আদেশের ক্ষেত্রে সহজ কথা বলিব।' [১৭২৩]

ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا ﴿٩٠﴾

৯০। অতঃপর, সে (অন্য) এক পথে চলিল।

حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمٍ لَّمْ نَجْعَل لَّهُم مِّن دُونِهَا سِتْرًا ﴿٩١﴾

৯১। এমন কি সে যখন সূর্যের উদয়স্থলে [১৭২৪] পৌঁছিল তখন সে উহাকে এমন এক জাতির উপর উদয় হইতে দেখিল, যাহাদের জন্য আমরা (তাহাদের ও) উহার মধ্যে কোন পর্দা সৃষ্টি করি নাই।

১৭২০। দেখুন ইষা-১ঃ১-২, যিশাইয়-৪৫ঃ ১-৩ এবং হিষ্টরিয়ানস্ হিষ্টরি অব দি ওয়ার্লড।

১৭২১। 'সূর্য অস্তগমন স্থলে' শব্দগুচ্ছ সাইরাসের সাম্রাজ্যের পশ্চিম-সীমান্ত অথবা এশিয়া মাইনরের উত্তর-পশ্চিম সীমানাকে বুঝায় এবং কৃষ্ণ সাগরের প্রতি নির্দেশ করে, কারণ উহা তাহার সাম্রাজ্যের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত গঠন করিয়াছিল। এই আয়াত সাইরাস তাঁহার পশ্চিমাঞ্চলের শত্রুদের বিরুদ্ধে যে অভিযান পরিচালনা করিয়াছিলেন উহার দিকে নির্দেশ করিতেছে (এনসাইক, ব্রিট এবং হিষ্টরিয়ানস্ হিষ্টরি অব দি ওয়ার্লড, 'সাইরাস' অধ্যায়)।

১৭২২। সাইরাস পারলৌকিক জীবনে বিশ্বাস করিতেন। তিনি যরাথুস্ত্র নবীর অনুসারী ছিলেন এবং ইসলাম-পূর্ব সকল ধর্মের মধ্যে যরাথুস্ত্রের ধর্ম-বিশ্বাসই মৃত্যুর পরের জীবনের উপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করিয়াছে। কোন সন্দেহের অবকাশ নাই যে, সাইরাস এবং তাঁহার পার্সী অনুসারীগণ যরাথুস্ত্র নবীর মতবাদে আস্থাবান ছিলেন এবং বিদেশী ধর্ম-বিশ্বাস বা পূজা পদ্ধতিকে খুব ঘৃণাপূর্ণ দৃষ্টিতে দেখিতেন (যিউ এনসাইক, ৪র্থ খণ্ড, ৪০৪ পৃষ্ঠা)।

১৭২৩। দেখুন যিশাইয়-৪৫ঃ১-৩ এবং ২-বংশাবলী ৩৬ঃ২২-২৩।

১৭২৪। এই আয়াত সাইরাসের পূর্বদিকে আফগানিস্তান এবং বেলুচিস্তানের দিকে অভিযানের প্রতিই ইশারা করিতেছে— এই এলাকা

كَذٰلِكَ ۚ وَقَدْ اَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ﴿٩٢﴾

৯২। (এই ঘটনা ঠিক) এইরূপই। এবং নিশ্চয় আমরা তাহার নিকট যাহা ছিল সেই সব বিষয়ের পূর্ণ খবর রাখি।

ثُمَّ اَتْبَعَ سَبَبًا ﴿٩٣﴾

৯৩। অতঃপর, সে অন্য এক পথে চলিল।[১৭২৫]

حَتّٰٓى اِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُوْنِهِمَا قَوْمًا ۙ لَّا يَكَادُوْنَ يَفْقَهُوْنَ قَوْلًا ﴿٩٣﴾

৯৪। এমন কি সে যখন দুই প্রতিবন্ধকের মধ্যবর্তী স্থলে[১৭২৬] পৌঁছিল, তখন তথায় সে এমন এক জাতিকে দেখিতে পাইল যাহারা কদাচিৎ (তাহার) কথা বুঝিতে পারিত।[১৭২৭]

قَالُوْا يٰذَا الْقَرْنَيْنِ اِنَّ يَاْجُوْجَ وَمَاْجُوْجَ مُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلٰٓى اَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا ﴿٩٤﴾

৯৫। তাহারা বলিল, 'হে যুলকারনায়েন! নিশ্চয় ইয়া'জুজ ও মা'জুজ[১৭২৮] এই দেশে বড়ই ফাসাদ সৃষ্টি করিয়াছে; সুতরাং আমরা কি তোমাকে এই শর্তে কিছু কর দিব যাহাতে তুমি আমাদের এবং তাহাদের মধ্যে একটি প্রতিবন্ধক[১৭২৯] নির্মাণ করিয়া দাও ?'

বৃক্ষহীন অনুর্বর। এখানে সূর্যের তাপ প্রচণ্ডভাবে আঘাত হানে। ইহা এইরূপ জনগোষ্ঠির প্রতিও প্রয়োগ হইতে পারে যাহারা সমতল প্রান্তরের অধিবাসী ছিল, যাহা শত শত মাইল ব্যাপী সিস্তান এবং হেরাতের পূর্বদিকে এবং দুজদবের উত্তরে মোশেদ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

১৭২৫। এই আয়াত সাইরাসের তৃতীয় অভিযানের প্রতি নির্দেশ করিতেছে, যাহা পারস্য দেশের উত্তরে কাস্পিয়ান সাগর এবং ককেশীয় পর্বত শ্রেণীর মধ্যবর্তী অঞ্চল বা রাজ্যের দিকে পরিচালিত হইয়াছিল।

১৭২৬। 'দুই পর্বত' দ্বারা দুই প্রতিবন্ধকতা বুঝায়। দারবেন্ট পাস্ (গিরি), যেখানে দেওয়াল নির্মিত হইয়াছিল, উহার একদিকে কাস্পিয়ান সাগর অপরদিকে ককেশাস পর্বতমালা। এই দুইটি প্রতিবন্ধকরূপে বিরাজমান ছিল।

১৭২৭। এই সমস্ত অঞ্চলের লোকেরা সাইরাসের ভাষা হইতে ভিন্ন ভাষায় কথা বলিত, কিন্তু পারস্যের নিকটবর্তী প্রতিবেশী হওয়ায় এবং পারস্য ও মিদীয়ার অধিবাসীগণের সঙ্গে সম্পর্ক থাকার কারণে তাহারা তাহাদের ভাষা বুঝিতে ও বলিতে পারিত, যদিও যথেষ্ট অসুবিধা ও ভুল ভ্রান্তি হইত। যে এলাকায় দেওয়াল নির্মাণ করা হইয়াছিল উহা পারস্যের পার্শ্ববর্তী অঞ্চল এবং পরবর্তীকালে পারস্য ভূখণ্ডের অংশে পরিণত হইয়াছিল। বর্তমানে অবশ্য ইহা রাশিয়ার ভূখণ্ডের অন্তর্ভুক্ত। যুলকারনায়েন সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য 'দি লারজার এডিশন অব দি কমেন্টারী,' পৃষ্ঠা ১৫৩১-১৫৪০ দেখুন।

১৭২৮। ইয়া'জুজ এবং মা'জুজ (গগ এণ্ড ম্যাগগ) শব্দদ্বয় মূল শব্দ 'আজ্জা' হইতে উৎপন্ন, ইহার অর্থ তাহার পদক্ষেপ দ্রুত ছিল, সে অগ্নিশিখায় পরিণত হইল (লেইন) এবং ইহা দ্বারা নির্দেশ করে দূর প্রাচ্যের সিদিয়ার লোক অথবা যেমন কেহ কেহ বলেন, উত্তর এশিয়া ও ইউরোপে বসবাসকারী জাতিসমূহ (এনসাইক, ব্রিট এবং যিউ এনসাইক,'গগ ও ম্যাগগ'অধ্যায় এবং হিষ্টরিয়ানস্ হিষ্টরি অব দি ওয়ার্ল্ড, ২য় খণ্ড, ৫৮২ পৃষ্ঠা, এবং যিহিষ্কেল ৩৮ঃ২-৬ ও ৩৯ঃ৬)। এই শব্দগুলি পাশ্চাত্যের খৃষ্টান জাতিসমূহের জন্য প্রয়োগ হইতে পারে, যেহেতু তাহারা জলন্ত অগ্নিকুণ্ড এবং ফুটন্ত জলধারা অধিক পরিমাণে ব্যবহার করিয়াছে এবং এই সমস্ত জড় বস্তুর ব্যাপক ও সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে তাহাদের সর্বপ্রকার পার্থিব উন্নতি এবং গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার সম্ভব হইয়াছে। অথবা এই সকল জাতিগুলির অস্থির আচরণ,যেমন তাহারা সর্বদাই অধৈর্য এবং অস্থিরভাবে নূতন জয়ের সন্ধানে ব্যাপৃত থাকে,উহা এই ইংগিতও বহন করিতে পারে।

ইয়া'জুজ-মা'জুজ সম্পর্কে বাইবেলের বর্ণনা মতে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, ইহা পাশ্চাত্যের কোন খৃষ্টান শক্তির প্রতি আরোপিত বা সংশ্লিষ্ট। প্রথমতঃ তাহারা বহু সংখ্যক শক্তিশালী এবং প্রবল প্রতাপশালী ক্ষমতাবান ঃ 'কিন্তু তুমি উঠিবে, ঝঞ্ঝার ন্যায় আসিবে, মেঘের ন্যায় তুমিও তোমার সহিত তোমার সকল সৈন্যদল ও অনেক জাতি সেই দেশ আচ্ছাদন করিবে।" (যিহিষ্কেল ৩৮ঃ৯,) (গগ এণ্ড ম্যাগগ) ইয়া'জুজ মা'জুজ..... তাহাদের সংখ্যাসমূহের বালুকার তুল্য (প্রকাশিত বাক্য-২০ ঃ৮)। 'তোমরা বীরগণের মাংস খাইবে ও ভূপতিদের রক্ত পান করিবে' (যিহিষ্কেল-৩৯ঃ১৮, ১৯)। দ্বিতীয়তঃ পৃথিবীর উত্তরাঞ্চল এবং দীপাঞ্চল হইতে তাহাদের আগমন দেখান হইয়াছে ঃ 'আর তুমি আপন স্থান হইতে উত্তর দিকের প্রান্ত হইতে আসিবে এবং অনেক জাতি তোমার সংগে আসিবে তাহারা সকলে ঘোড়ায় চড়িয়া আসিবে'(যিহিষ্কেল-৩৮ঃ১৫)। তৃতীয়ত তাহারা পৃথিবীর সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িবে ঃ 'তাহারা পৃথিবীর বিস্তার দিয়া আসিয়া পবিত্রগণের শিবির এবং প্রিয় নগরটি ঘেরিল,তখন স্বর্গ হইতে অগ্নি পড়িয়া তাহাদিগকে গ্রাস করিল'(প্রকাশিত বাক্য-২০ঃ৯)।চতুর্থতঃ উত্তরাঞ্চলে তাহাদের আবাসস্থল হইতে দেশান্তরে

১৭২৯ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

قَالَ مَا مَكَّنِّيْ فِيْهِ رَبِّيْ خَيْرٌ فَاَعِيْنُوْنِيْ بِقُوَّةٍ اَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ﴿٩٦﴾

৯৬। সে বলিল, 'এই সম্বন্ধে আমার প্রতিপালক আমাকে যে ক্ষমতা দান করিয়াছেন উহা (আমার শত্রুর চাইতে) অনেক উত্তম; সুতরাং তোমরা আমাকে (শ্রম) শক্তি[১৭৪৩] দ্বারা সাহায্য কর, আমি তোমাদের এবং তাহাদের মধ্যে একটি মযবূত প্রাচীর নির্মাণ করিয়া দিব;

চলিয়া যাইবে এবং পৃথিবীর চতুর্দিকে স্থায়ী বসবাস স্থাপন করিবে এবং যুদ্ধ বাঁধিলে তাহারা তাহাদের দূরবর্তী উপনিবেশগুলি হইতে আসিয়া একত্রে মিলিত হইবে। 'শয়তানকে তাহার কারা হইতে মুক্ত করা যাইবে। তাহাতে তো পৃথিবীর চারিকোণস্থিত জাতিগণকে ও গগ ও ম্যাগগকে ভ্রান্ত করিয়া যুদ্ধে একত্র করিবার জন্য বাহির হইবে' (প্রকাশিত বাক্য-২০ঃ৮)। যিহিষ্কেল নবীর গ্রন্থে ইয়া'জুজকে 'হে মনুষ্য সন্তান, 'তুমি রোশের, মেশকের ও তুবালের অধ্যক্ষ' বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। স্পষ্টতঃই প্রতীয়মান হয় যে, রোশ হইতেছে রাশিয়া, মেশক মস্কো এবং তুবাল টবোলস্ক। গগ (ইয়া'জুজ)কে ম্যাগগ বা মা'জুজের দেশী ও বলা হইয়াছে (যিহিষ্কেল ৩৮ঃ২) এবং বাইবেলের ব্যাখ্যাকারীগণের মতে ম্যাগগ বা মা'জুজ সেই এলাকা নির্দেশ করে যাহা প্রাচীন মতে 'সিদিয়া' (রাশিয়া এবং তাতারসহ) নামে পরিচিত, যে স্থান হইতে অতীতে অনেক বর্বর যাযাবর দল উত্থিত হইয়াছিল। রাশিয়া যেহেতু মা'জুজের দেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল; সেই কারণে রোশ, মেশক এবং তুবালকে যথাক্রমে রাশিয়া, মস্কো এবং টবোলস্ক বলিয়া ধরা যায়। ম্যাগগ বা মা'জুজকে এক জাতির নাম বলিয়া যিহিষ্কেল ৩৯ঃ৬-তে এবং প্রকাশিত বাক্য-২০ঃ৮তে বলা হইতেছে। প্রথমোক্ত যিহিষ্কেল-৩৯ঃ৬তে মা'জুজকে যাহারা 'উপকূল নিবাসী' তাহাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছে। এই সমস্ত ঘটনার প্রেক্ষিতেই ইয়া'জুজ এবং মা'জুজ (গগ এন্ড ম্যাগগ) রাশিয়াসহ ইউরোপের কতক বৃহৎ শক্তিকে নির্দেশ করে। কুরআন করীমে ১৮ঃ৯৫ আয়াতে ইরানের উত্তর সীমান্তের রাজ্যসমূহে তাহাদের আক্রমণের সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, যদ্দারা ইহা প্রতিপন্ন হয় যে, এই সকল উপজাতিরাই সাধারণতঃ সিদিয়ান (Seythians) নামে পরিচিত ছিল। ইহা এক ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা যে, অনেক পুরানকালে সিদিয়ানগণ বড় বড় দলে রাশিয়া হইতে ইউরোপের দিকে গিয়াছিল, তাহাদের গমন পথ ছিল ককেশাস পর্বতের উত্তরাঞ্চল (এনসাইক, ব্রিট, ১২ খণ্ড, ২৬৩ পৃষ্ঠা, ১৪শ সংস্করণ)। যখন ইউরোপে একদল অবস্থান স্থির করিয়াছিল, তখন নূতন নূতন দল পূর্বদিক হইতে আসিতে আরম্ভ করিল এবং তাহাদের পূর্বগামীদিগকে পশ্চিম হইতে আরো পশ্চিমে সরাইয়া দিল। এইরূপে ইউরোপের জাতিগুলিকে যুক্তিসঙ্গত কারণেই বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণীতে ইয়া'জুজ এবং মা'জুজ (গগ এন্ড ম্যাগগ) রূপে অভিহিত করা হইয়াছে। ইহা খুবই কৌতূহলোদ্দীপক যে, এই দুই বীর প্রতীকের স্মৃতি আজও পর্যন্ত লন্ডন গিল্ড হলে দুই প্রতিমূর্তির আকারে সংরক্ষিত আছে। পুনঃ যিহিষ্কেল এবং প্রকাশিত বাক্যে ইহা প্রতিপন্ন হয় যে, ইয়া'জুজ ও মা'জুজ-এর প্রকাশিত হওয়ার কথা শেষ যুগে (আখেরী যামানায়) অর্থাৎ মসীহ্ (আঃ)-এর দ্বিতীয় আগমনের অব্যবহিত পূর্বে 'আর তুমি মেঘের ন্যায় দেশ আচ্ছাদন করিবার জন্য আমার প্রজা ইসরাঈলের বিরুদ্ধে যাত্রা করিবে, উত্তরকালে এইরূপ ঘটিবে; আমি তোমাকে আমার দেশের বিরুদ্ধে আনিব যেন জাতিগণ আমাকে জানিতে পারে'(যিহিষ্কেল-৩৮ঃ১৬ এবং প্রকাশিত বাক্য-২০ঃ৭-১০ও দেখুন)। এই আয়াতসমূহ প্রতিপন্ন করে যে, এই ভবিষ্যদ্বাণী এমন জাতির প্রতি ইশারা করিতেছে যাহারা সুদূর ভবিষ্যতে আত্মপ্রকাশ করিবে। যে যুগে ইয়া'জুজ ও মা'জুজ (গগ এন্ড ম্যাগগ) প্রকাশিত হইবে সেই যুগ যুদ্ধ, ভূমিকম্প, মহামারী এবং ভয়ানক দৈব-দুর্বিপাক ইত্যাদি দ্বারা চিহ্নিত (দি লারজার এডিশন অব দি কমেন্টারী, ১৭১৮-১৭২০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

১৭২৯। সিদিয়ানরা (Seythians) বা ইয়া'জুজ-মা'জুজ কৃষ্ণ সাগরের উত্তর এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যসমূহ দখল করিয়াছিল এবং এই সকল এলাকা হইতে দারবন্দ গিরিপথের মধ্য দিয়া অভিযান চালাইয়া পারস্য দেশ জয় করিয়াছিল। সাইরাস তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়া পারশ্যবাসীকে তাহাদের কবল হইতে মুক্ত করে (হিষ্টরিয়ানস্ হিষ্টরী অব দি ওয়ার্লড)। যে গিরিপথের মধ্য দিয়া সিদিয়ানগণ (Seythians) পারস্য দেশ আক্রমণ করিয়াছিল, হিরোডোটাসের মতে ঠিক সেই স্থানে বিখ্যাত দারবন্দ (Derband) প্রাচীর দণ্ডায়মান ছিল।

দারবেন্ড বা দারবন্দ (Derband) পারস্যের এক শহর দেঘেস্থান (Deghestan) প্রদেশের অন্তর্গত ককেশিয়া (Coucasia) কাস্পিয়ান উপসাগরের পশ্চিম তীরবর্তী স্থান..... এবং দক্ষিণ দিকে রহিয়াছে সমুদ্রাভিমুখে ৫০ মাইল দীর্ঘ ককেশাস প্রাচীরের দিগন্ত, উহা আলেকজাণ্ডারের প্রাচীর নামেও খ্যাত, যাহা লৌহ দ্বার বা কাস্পিয়ান দ্বার-এর সংকীর্ণ পথ রুদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। ইহা আসল অবস্থায় উচ্চতায় ২৯ ফুট এবং প্রস্থে ১০ ফুট এবং ইহার লৌহ দ্বার এবং প্রহরার জন্য উচ্চকক্ষ পারস্য সীমান্ত রক্ষায় যথার্থই প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল (এনসাইক, ব্রিট, 'দারবেন্দ' অধ্যায়)।

ঐতিহাসিক স্বীকৃত সত্যের বিপরীতে লোক সাধারণ্যে প্রচলিত ধারণা এই যে, উক্ত প্রাচীর সম্রাট আলেকজাণ্ডার কর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল। কিন্তু আলেকজাণ্ডারের সামরিক অভিযান ক্ষণিকের ঘূর্ণিবাত্যার মত ছিল, যে সময়ের মধ্যে তাঁহার পক্ষে এইরূপ প্রকাণ্ড প্রাচীর নির্মাণের বিরাট পরিকল্পনা করার মত সময় দেওয়া অসম্ভব ছিল। উপরন্তু অল্প বয়সে মৃত্যু হওয়ায় তাহার এত বড় বিরাট দায়িত্ব পালনের অবকাশ ছিল না। জনসাধারণের এই ধারণা সৃষ্টির কারণ কুরআন করীমের ব্যাখ্যাকারী মুসলমানগণ যাহারা যুলকারনায়েনকে আলেকজাণ্ডার বা সেকান্দার

১৭৪৩ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

اٰتُوْنِیْۤ زُبَرَ الْحَدِیْدِ ؕ حَتّٰۤی اِذَا سَاوٰی بَیْنَ الصَّدَفَیْنِ قَالَ انْفُخُوْا ؕ حَتّٰۤی اِذَا جَعَلَهٗ نَارًا ۙ قَالَ اٰتُوْنِیْۤ اُفْرِغْ عَلَیْهِ قِطْرًا ﴿۹۶﴾

৯৭। তোমরা আমাকে লৌহখণ্ডসমূহ[১৭৩১] আনিয়া দাও।' এমনকি সে যখন ঐ দুই (পর্বতের) শৃঙ্গের মধ্যবর্তী স্থানকে ভরাট করিয়া সমান করিল[১৭৩১-ক] (তখন) সে বলিল, 'তোমরা (তোমাদের হাপর দিয়া) ফুঁকিতে থাক।' (তাহারা ফুঁকিতে থাকিল) এমন কি যখন সে উহাকে আগুনে পরিণত করিল, তখন সে বলিল, তোমরা আমাকে গলিত তামা আনিয়া দাও যেন আমি ইহার উপর ঢালিয়া দিতে পারি।'

فَمَا اسْطَاعُوْۤا اَنْ یَّظْهَرُوْهُ وَمَا اسْتَطَاعُوْا لَهٗ نَقْبًا ﴿۹۷﴾

৯৮। সুতরাং তাহারা (ইয়া'জুজ ও মা'জুজ) উহার উপর চড়িতে পারিল না এবং উহাতে কোন ছিদ্রও করিতে পারিল না।[১৭৩২]

قَالَ هٰذَا رَحْمَةٌ مِّنْ رَّبِّیْ ۚ فَاِذَا جَآءَ وَعْدُ رَبِّیْ جَعَلَهٗ دَكَّآءَ ۚ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّیْ حَقًّا ﴿۹۸﴾

৯৯। সে বলিল, 'ইহা আমার প্রতিপালকের তরফ হইতে বিশেষ অনুগ্রহ। অতঃপর, যখন আমার প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হওয়ার সময় আসিবে তখন তিনি উহাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিবেন।[১৭৩৩] এবং আমার প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি নিশ্চয় সত্য।'

বাদশা বলিয়া ভুল করিয়াছিলেন। নিম্ন বর্ণিত ঘটনা ও প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন হয় যে, সাইরাস উহা নির্মাণ করিয়াছিলেনঃ

(ক) সিদিয়ানদের ক্ষমতা খর্ব করিয়া দেওয়ার জন্য সাইরাসের পুত্রের মৃত্যুর পর, দারিয়ূস সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া গ্রীসের মধ্য দিয়া ইউরোপের দিক হইতে তাহাদের উপর আক্রমণ করে। ইহা এক অকল্পনীয় ব্যাপার যে, তিনি (দারিয়ূস) এত দীর্ঘ ও সংকটময় পথে তাহাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ করিয়াছিলেন দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপের দিক হইতে, অথচ তাহারা উত্তর দিক হইতে তাহার অতি নিকটবর্তী ছিল। অতএব অনিবার্য সিদ্ধান্ত এই যে, সেই প্রকাণ্ড প্রাচীরের অস্তিত্ব, যাহা তাহার পূর্ববর্তী সাইরাসই কেবল করিতে সক্ষম ছিলেন, তাহার (দারিয়ূসের) জন্য আক্রমণকে অসম্ভব করিয়া দিয়াছিল। নিজের দেশকে উত্তর হইতে আক্রমণের জন্য অরক্ষিত রাখিয়া বিশাল সৈন্য বাহিনীসহ অপরদিকে অতিক্রম করিয়া যাওয়ার প্রয়োজন হইত না যদি না তাহার সামনে কোন বাধা বা প্রাচীর না থাকিত।

(খ) সাইরাসের সময়ের পূর্বে সিদিয়ানরা পারস্যের উপর অবিরত আক্রমণ চালাইয়াছিল, কিন্তু তাঁহার বিজয়ের পরে এই সকল আক্রমণ সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। এই ঘটনা এই সম্ভাব্য সিদ্ধান্তে উপনীত করে যে, সাইরাস অবশ্যই এমন বাধা সৃষ্টি করিয়াছিলেন যাহা এই সমস্ত অভিযান কার্যকরভাবে বন্ধ করিয়াছিল এবং সেই বাধা ছিল দারবেন্তের দেওয়াল যাহাকে ভুলক্রমে আলেকজান্ডারের প্রাচীর বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে।

১৭৩০। সাইরাস উক্ত স্থানের অধিবাসীবৃন্দকে তাহাকে শ্রমিক সরবরাহ করিতে বলিয়াছিলেন। 'কুওয়াহ্' অর্থ দৈহিক শক্তি অর্থাৎ কায়িক শক্তিসম্পন্ন শ্রমিক।

১৭৩১। শ্রমিক ছাড়াও সাইরাস স্থানীয় জনসাধারণের নিকট লৌহ এবং গলিত তাম্র চাহিয়াছিলেন। তাম্রে লোহার মত মরিচা ধরে না এবং যখন ইহা লোহার সহিত মিশ্রিত হয় তখন এই মিশ্রণ অধিকতর কঠিন পদার্থে পরিণত হয়, মরিচা এবং ক্ষয় প্রাপ্তি হইতে মুক্ত থাকে। প্রয়োজনীয় প্রকৌশল ও যন্ত্র সাইরাসের দক্ষ শিল্পিরা সরবরাহ করিয়াছিল।

১৭৩১-ক। এই দুর্গ-প্রাচীর কাস্পিয়ান সাগর এবং ককেশাস পর্বত শ্রেণীর মধ্যবর্তী স্থানে নির্মাণ করা হইয়াছিল।

১৭৩২। এই প্রাচীর নির্মাণ যখন শেষ হইল, তখন উত্তর দিক হইতে ইয়া'জুজ-মা'জুজ (গগ এণ্ড ম্যাগগ)-এর আক্রমণ বন্ধ হইয়া গেল। উক্ত প্রাচীর এত চওড়া ও উচ্চ ছিল যে, উহা ডাঙ্গা বা অতিক্রম করা সম্ভব ছিল না। ইহা ২৯ ফুট উচ্চ এবং ১০ ফুট প্রশস্ত ছিল (এনসাইক ব্রিট) এবং উহাতে লোহার দরজা ও প্রহরার জন্য উচ্চ কক্ষ ছিল। ইহা অত্যন্ত কার্যকরভাবে পারস্য সীমান্তে প্রতিরক্ষার কাজ করিত।

১৭৩৩। সাইরাস নিশ্চয় ইলহাম যোগে সংবাদ পাইয়াছিলেন যে, সুদূর ভবিষ্যতে ইয়া'জুজ-মা'জুজ দক্ষিণ-পূর্বে বিস্তার লাভ করিবে এবং তখন এই প্রাচীর তাহাদের অগ্রগতিকে প্রতিরোধ করিতে সক্ষম হইবে না। 'তিনি উহাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দিবেন' কথার তাৎপর্য ইহাই হইতে পারে। ২১ঃ৯৭ আয়াতে বলা হইয়াছে যে, ইয়া'জুজ-মা'জুজ সমগ্র পৃথিবীতে তাহাদের থাবা বিস্তার করিবে। রূপক অর্থে 'প্রাচীর চূর্ণ বিচূর্ণ হওয়া' ইসলাম ধর্মে বিশেষভাবে ইউরোপের তুর্কী জাতির রাজনৈতিক ক্ষমতার পতন বা অবক্ষয় বুঝাইতে পারে। তুরস্কের ক্ষমতার দুর্বলতার

وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَّمُوْجُ فِيْ بَعْضٍ وَّ نُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَجَمَعْنٰهُمْ جَمْعًا ﴿١٠٠﴾

১০০। এবং সেই দিন আমরা তাহাদের কতককে কতকের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড আক্রমণ করিতে ছাড়িয়া দিব, এবং শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হইবে। তখন আমরা তাহাদের সকলকে একত্রিত করিব।[১৭৩৪]

وَّعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكٰفِرِيْنَ عَرْضَا ﴿١٠١﴾

১০১। এবং সেইদিন আমরা জাহান্নামকে কাফেরগণের একেবারে সম্মুখে উপস্থিত করিয়া দিব,[১৭৩৪-ক]

اَلَّذِيْنَ كَانَتْ اَعْيُنُهُمْ فِيْ غِطَآءٍ عَنْ ذِكْرِيْ وَكَانُوْا لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ سَمْعًا ﴿١٠٢﴾

১১ [১৯] ২

১০২। যাহাদের চক্ষু আমার যিক্‌র (স্মরণ) সম্বন্ধে[১৭৩৪-খ] (ঔদাসীন্যের) পর্দায় ঢাকা ছিল এবং যাহারা শ্রবণ করারও ক্ষমতা রাখিত না।

اَفَحَسِبَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنْ يَّتَّخِذُوْا عِبَادِيْ مِنْ دُوْنِيْٓ اَوْلِيَآءَ ۭ اِنَّآ اَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكٰفِرِيْنَ نُزُلًا ﴿١٠٣﴾

১০৩। তবে কি ঐ সকল লোক, যাহারা **কুফরী** করিয়াছে এই ধারণা করে যে, তাহারা আমাকে ছাড়িয়া আমার বান্দাগণকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করিতে পারিবে? আমরা নিশ্চয় জাহান্নামকে কাফেরদের জন্য **আপ্যায়ন** স্বরূপ প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি।

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْاَخْسَرِيْنَ اَعْمَالًا ﴿١٠٤﴾

১০৪। তুমি বল, 'আমরা কি তোমাদিগকে কর্মের দিক দিয়া সর্বাপেক্ষা ক্ষতিগ্রস্তদের সংবাদ দিব?

اَلَّذِيْنَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُوْنَ صُنْعًا ﴿١٠٥﴾

১০৫। ইহারা ঐ সকল লোক যাহাদের সকল প্রচেষ্টা কেবল পার্থিব জীবনের পিছনে পণ্ড হইয়া গিয়াছে,[১৭৩৫] তথাপি তাহারা মনে করে যে তাহারা ভাল ভাল কাজ করিতেছে।'

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ وَلِقَآئِهٖ فَحَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيْمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَزْنًا ﴿١٠٦﴾

১০৬। ইহারা সেই সকল লোক, যাহারা তাহাদের প্রতিপালকের নিদর্শনাবলীকে এবং তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎকে অস্বীকার করিয়াছে, ফলে তাহাদের সকল কর্ম বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, অতএব কেয়ামত দিবসে আমরা তাহাদিগকে কোন গুরুত্বই দিব না।

সাথে সাথে ইউরোপের খৃষ্টান জাতিসমূহের প্রাচ্য বিজয় সহজ করিয়া দিয়াছিল।

১৭৩৪। ইয়া'জুজ-মা'জুজের প্রতাপশালী হওয়ার যুগে পৃথিবীর সকল জাতি একত্রিত হইবে এবং সমস্ত বিশ্ব এক দেশের ন্যায় হইবে এবং বাইবেল অনুযায়ী জাতি জাতির বিরুদ্ধে লড়িবে, রাজ্য রাজ্যের বিরুদ্ধে এবং ঈর্ষা, ঘৃণা ও অন্যায় আচরণ বা অন্যায় বিচারের প্রাচুর্য হইবে। ইহা বর্তমান যুগকেই ইশারা করিতেছে। বিগত দুই বিশ্ব-যুদ্ধে পৃথিবীতে জাহান্নাম সৃষ্টি করা হইয়াছিল এবং তৃতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের ধ্বংসলীলার কথা ভাবিয়া মানব চিন্তায় আতঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছে। যিহিষ্কেলের মতে (৩৮ ও ৩৯) সোভিয়েত ইউনিয়ন হইল ইয়া'জুজ (গগ) এবং পাশ্চাত্য জাতিগুলি হইল মা'জুজ (ম্যাগগ)। এখন পর্যন্ত তাহারা জাতিসমূহের সর্বশেষ রণক্ষেত্রের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করিতেছে।

১৭৩৪-ক। ভয়ঙ্কর এবং সর্বনাশা ঐশী শাস্তি যাহা ইয়া'জুজ-মা'জুজের উপর পতিত হইবে উহার জন্য সূরা আর্ রাহ্মান দেখুন।

১৭৩৪-খ। এই স্থলে যিক্‌র দ্বারা কুরআন করীম বুঝায়।

১৭৩৫। এই সকল লোকের দৈহিক আরাম এবং পার্থিব স্বার্থই হইল জীবনের মূল লক্ষ্য। তাহাদের অন্তরে আল্লাহ্‌তা'লার জন্য কোন ঠাঁই নাই।

ذٰلِكَ جَزَآؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوْا وَاتَّخَذُوْٓا اٰيٰتِيْ وَرُسُلِيْ هُزُوًا ﴿١٠٧﴾

১০৭। এই হইল তাহাদের প্রতিফল— জাহান্নাম; এই কারণে যে তাহারা অস্বীকার করিয়াছে এবং আমার নিদর্শনাবলীকে ও আমার রসূলগণকে ঠাট্টা-বিদ্রূপের বস্তু বানাইয়া লইয়াছে।

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنّٰتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ﴿١٠٨﴾

১০৮। নিশ্চয় যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং সৎকর্ম করিয়াছে, আপ্যায়ন স্বরূপ তাহাদের জন্য হইবে জান্নাতুল ফিরদাউস (উচ্চ স্তরের বেহেশ্‌ত)।

خٰلِدِيْنَ فِيْهَا لَا يَبْغُوْنَ عَنْهَا حِوَلًا ﴿١٠٩﴾

১০৯। তথায় তাহারা চিরকাল থাকিবে এবং উহা হইতে তাহারা অপসারণ চাহিবে না।

قُلْ لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمٰتِ رَبِّيْ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ كَلِمٰتُ رَبِّيْ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهٖ مَدَدًا ﴿١١٠﴾

১১০। তুমি বল, 'যদি সমুদ্র আমার প্রতিপালকের বাক্যসমূহের জন্য কালি হইয়া যায়, তথাপি আমার প্রতিপালকের বাক্যসমূহ শেষ হওয়ার পূর্বেই সমুদ্র নিঃশেষ হইয়া যাইবে, যদিও আমরা উহার সাহায্যার্থে সমপরিমাণ (সমুদ্র) আরও আনিয়া দিই।'[১৭৩৬]

قُلْ اِنَّمَآ اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحٰٓى اِلَيَّ اَنَّمَآ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَآءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَّلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖٓ اَحَدًا ﴿١١٠﴾ ع ١٢ [٧] ٦

১১১। । তুমি বল, 'আমিতো তোমাদেরই মত একজন মানুষ, (কিন্তু) আমার প্রতি এই ওহী করা হয় যে, তোমাদের মা'বূদ এক-ই মা'বূদ। সুতরাং যে ব্যক্তি তাহার প্রতিপালকের সহিত মিলিত হইবার আশা রাখে সে যেন সৎকর্ম করে এবং তাহার প্রতিপালকের ইবাদতের মধ্যে যেন কাহাকেও শরীক না করে।'[১৭৩৭]

১৭৩৬। পাশ্চাত্যের খৃষ্টান জাতিগুলি তাহাদের উদ্ভাবন এবং বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের জন্য গর্ব বোধ করে এবং তাহারা ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হইয়া এই ভাবিয়া পরিশ্রম করে যে, তাহারা সৃষ্টির রহস্য অনুধাবন করিতে কৃতকার্য হইয়াছে।

১৭৩৭। বর্ণিত হইয়াছে যে, রসূলে করীম (সাঃ) ফরমাইয়াছেন যে, এই সূরার প্রথম এবং শেষ দশ আয়াত পাঠ করিলে দাজ্জালের প্রচণ্ড আধ্যাত্মিক আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়া যাইবে। ইহাও প্রতীয়মান হয় যে, দাজ্জাল, ইয়া'জুজ ও মা'জুজ এক এবং অভিন্ন সম্প্রদায়— পাশ্চাত্যের বর্তমান খৃষ্টান জাতিসমূহ। দাজ্জাল নির্দেশ করে ইসলামের বিরুদ্ধে তাহাদের ব্যাপক অনিষ্টকর ধর্মীয় প্রচারণাকে এবং ইয়া'জুজ ও মা'জুজ নির্দেশ করে ইহাদের পার্থিব বা বাস্তব জগতের এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা ও প্রাধান্যকে।

১৯-সূরা মারইয়াম

(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণ হওয়ার তারিখ ও প্রসংগ

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সাহাবাগণের সর্ববাদী সম্মত অভিমত এই যে, আলোচ্য সূরাটি মক্কী জীবনের গোড়ার দিকে, খুব সম্ভবতঃ নবুওয়াতের চতুর্থ বৎসরের শেষ লগ্নে এবং আবিসিনিয়ায় হিজরতের পূর্বে যাহা হিজরী ৫ম বৎসরের রজব মাসে সংঘটিত হইয়াছিল— তৎমধ্যবর্তী সময়ে নাযেল হইয়াছিল । পূর্ববর্তী সূরা বনী ইস্‌রাঈল ও আল্ কাহ্‌ফের সহিত এই দিক দিয়া বর্তমান সূরাটির সম্পর্ক রহিয়াছে যে, উল্লেখিত দুইটি সূরাতেই ইহুদী এবং খৃষ্টানের উত্থান ও সাফল্যের কিছু বিষয়ে আলোকপাত করা হইয়াছিল, যাহার ধারাবাহিকতা আলোচ্য সূরাতেও বিদ্যমান । সূরা বনী ইস্‌রাঈলে বিশেষভাবে বর্ণিত হইয়াছিল যে, ইহুদীরা জাতীয় পর্যায়ে দুই বার বিপর্যয়ের সম্মুখীন হইবে এবং দুই বারই তাহারা আবার সাফল্য ও ক্ষমতার অধিকারী হইবে। অনুরূপভাবে ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছিল যে, মুসলমানরাও দুইবার জাতীয় পর্যায়ে ক্ষমতা ও সাফল্যের অধিকারী হইবে এবং দুইবার ইহুদীদের মত তাহারাও অবনতি এবং পতনের সম্মুখীন হইবে । সূরা আল্ কাহ্‌ফে এই বিষয়টিই আরো বিস্তৃত পরিসরে আলোচিত হইয়াছিল, তবে উহাতে খৃষ্টানদের সহিত সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলিই বেশী প্রাধান্য পাইয়াছিল । প্রসঙ্গতঃ বলা যাইতে পারে যে, সূরা কাহ্‌ফে উল্লেখ করা হইয়াছিল যে, মুসায়ী শরীয়াতের মসীহ্ অর্থাৎ ঈসা (আঃ)-এর অনুসারী কর্তৃক এক সময় মুসলমানরা জাতীর বিপর্যয়ের সম্মুখীন হইবে, যখন তাহারা ইসলামী শরীয়াতের মসীহ্-এর নেতৃত্বে পুনরায় তাহাদের হারানো গৌরব ফিরিয়া পাইবে । বর্তমান সূরাতে পূর্ব-প্রসঙ্গের সূত্র ধরিয়া খৃষ্টীয় বিশ্বাসের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস সম্পর্কে আলোকপাত করা হইয়াছে । এই দিক হইতে আলোচ্য সূরাটি একই শ্রেণীর বক্তব্য-সমৃদ্ধ তিনটি সূরার তৃতীয়-সংযোজক যাহার প্রথম দুইটি হইতেছে সূরা বনী ইস্‌রাঈল ও সূরা আল্ কাহ্‌ফ । বস্তুতঃ এই তিনটি সূরা একই বিষয়বস্তু নিয়া আলোচনা করিয়াছে এবং উপস্থাপনার দিক হইতে একই ধরণের প্রকাশভঙ্গী অনুসরণ করিয়াছে ।

বিষয়বস্তু

সূরাটির শুরুতে যে সংক্ষিপ্ত বর্ণমালা বা "হুরূফে মুকাত্তায়াত" রহিয়াছে, উহার মাধ্যমে ইসলামী শিক্ষা ও খৃষ্টীয় বিধি-ব্যবস্থার মধ্যে একটি তুলনামূলক চিত্র প্রদান করা হইয়াছে এবং এই সত্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে যে, মূলতঃ খৃষ্টীয় বিধান ছিল ঐশী, কিন্তু পরবর্তীতে ইহার মধ্যে ভ্রান্ত-বিশ্বাস ও মতবাদ প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে । যেহেতু এইসব প্রক্ষিপ্ত মতবাদ ঐশী-গুণাবলীর সহিত বৈসাদৃশ্যপূর্ণ, তাই ঐগুলি খন্ডন করার লক্ষ্যে হযরত ঈসা (আঃ)-এর সংক্ষিপ্ত জন্ম-বৃত্তান্ত বর্ণনা করা হইয়াছে । অবশ্য হযরত ঈসা (আঃ)-এর জন্ম-বৃত্তান্ত বর্ণনা করিবার পূর্বে হযরত যাকারিয়্যা (আঃ)-এর প্রসঙ্গেও কিছুটা বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে।কেননা, বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী সদাপ্রভুর সেই মহৎ ও ভয়ঙ্কর দিন আসিবার পূর্বে এলীয় ভাববাদীর প্রেরিত হইবার কথা (মালাকি-৪ঃ৫)। আর ইহুদীরা যখন এলীয় সম্পর্কে হযরত ঈসা (আঃ)-এর নিকট জানিতে চাহিয়াছিল, মনুষ্য-পুত্রের আগমন হওয়ার পূর্বেই যাহার আগমন আবশ্যক, তখন তিনি বলিয়াছিলেন, "তোমরা যদি গ্রহণ করিতে সম্মত হও, তবে জানিবে, যে এলীয়ের আগমন হইয়াছে তিনি এই ব্যক্তি, অর্থাৎ যোহনই এলীয় ।" এলীয়ের শক্তি ও প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়া যোহন আসিয়াছেন ।(মথি-১১ঃ১৪-১৫, ১৭ঃ১২ ও মার্ক-৯ঃ১৩)। তিনি ইহুদীদিগকে আরো বলিয়াছিলেন যে, এলীয় স্বর্গ হইতে আসিবেন না, বরং অন্যান্য সকল মানুষের মত তিনিও এক মায়ের গর্ভে জন্মগ্রহণ করিবেন অন্য একজন মানুষের আকৃতিতে এবং তিনিই যোহন । (মথি-১১ঃ১১ ও লূক-৭ঃ২৮)।

অতঃপর, হযরত ঈসা (আঃ)-এর প্রসঙ্গ বর্ণনায় এই সূরাটি তাঁহার জন্ম যে এক অস্বাভাবিক প্রক্রিয়ায়, কোন পিতার মাধ্যম ব্যতিরেকেই সম্পন্ন হইয়াছে উহার উল্লেখ করিয়াছে । এই অতি অসাধারণ ঘটনা অবলম্বন করার পিছনে যে ইঙ্গিত রহিয়াছে তাহা হইল এই যে,নবুওয়াতের ধারা বনী ইস্‌হাক হইতে বনী ইস্‌মাঈলে স্থানান্তরিত হইতে যাইতেছে। কেননা, বনী ইসহাক তথা ঈসরাঈল জাতির মধ্যে এমন কোন পুরুষ বর্তমান নাই যাহার ঔরসে আল্লাহর কোন নবী জন্ম লাভ করিতে পারে। অতঃপর, সূরাটিতে হযরত ঈসা (আঃ)-এর ঈশ্বরত্বের কথিত দাবীকে এই যুক্তি দ্বারা খণ্ডন করা হইয়াছে যে, হযরত আদম (আঃ) হইতে শুরু করিয়া হযরত ঈসা (আঃ)-এর পূর্ব পর্যন্ত সকল নবীই যখন মানুষ ছিলেন, তখন হযরত ঈসা (আঃ), যিনি নিজেও একজন নবী, তিনি কি করিয়া মানুষ ব্যতিরেকে অন্য কিছু হইতে পারেন এবং কেনই বা তাঁহার প্রতি ঈশ্বরত্ব বা খোদার পুত্রের ঐশী গুণাবলী আরোপ করা যাইতে পারে ? যেহেতু খৃষ্টান জাতি কর্তৃক আখেরী যামানায় পুনরুত্থান ও মৃত্যুর পরবর্তী জীবন সম্পর্কে ব্যাপকভাবে অস্বীকৃতি প্রকাশ পাইবে এবং যেহেতু এই সূরাটিতে খৃষ্টীয় মতবাদ সম্পর্কে বিশেষভাবে আলোকপাত করা হইয়াছে, সেহেতু এই সূরার পরবর্তী আলোচ্য বিষয় হইল মৃত্যুর পরবর্তী জীবন ।এই বিষয়ে সূরাটিতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ যুক্তির অবতারণা করা হইয়াছে যাহার মোকাবিলায় অবিশ্বাসীদের বিভিন্ন মামুলি ও নীরস যুক্তিসমূহ উন্মোচিত ও খণ্ডিত হইয়া গিয়াছে । সূরাটিতে বলা হইয়াছে যে,

অবিশ্বাসীরা, তাহাদের জাগতিক সম্পদ, বস্তু-সম্ভার ও অধিক সংখ্যা দেখিয়া এক ধরণের অমূলক আনন্দের মধ্যে থাকে এবং এইসব জিনিষকে মৃত্যুর পরবর্তী জীবন সম্পর্কে তাহাদের অবিশ্বাস-জনিত মিথ্যা ধারণার অনুকূলে বলিয়া যুক্তি প্রদর্শন করে এবং তাহাদের আত্ম-পক্ষ সমর্থনে বলিতে থাকে যে,ইহকাল ছাড়া আসলে আর কোন জীবন নাই । তাহাদেরকে সতর্ক করিয়া বলা হইয়াছে যে, বিশ্বাসীদের আপাত সংখ্যাল্পতা ও সম্পদহীনতা এবং তাহাদের নিজেদের জাগতিক প্রাচুর্য,ক্ষমতা ও সম্পদ দেখিয়া তাহারা যেন এই কপট ধারণার বশবর্তী হইয়া না পড়ে যে, চিরকাল অবস্থা এমনই থাকিবে।বরং আসল কথা হইতেছে এই যে, সত্য ধীরে ধীরে ও ধাপে ধাপে অগ্রসর হয় এবং ইহা অবধারিত যে, পরিণামে সত্যই বিজয়ী হয় । পরিশেষে একটি ইঙ্গিত-পূর্ণ প্রশ্নের জবাব দানের মাধ্যমে এই সূরার পরিসমাপ্তি টানা হইয়াছে, আর উক্ত প্রশ্নটি হইল— আরবী ভাষাকে কেন কুরআন শরীফের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করা হইয়াছে ? উত্তরে বলা হইয়াছে যে, যেহেতু আরববাসীদের উদ্দেশ্যেই কুরআনের প্রথম সম্বোধন, কাজেই ইহাই স্বাভাবিক ও যুক্তিসংগত যে কোন বাণী সেই ভাষাতেই কোন সম্প্রদায়ের নিকট প্রচারিত হওয়া উচিত যাহার মাধ্যমে তাহারা নিজেরা ভাব বিনিময় করে । ইহাতে তাহাদের পক্ষে উক্ত বাণীর বিষয়বস্তু অনুধাবন ও পারস্পরিক মত বিনিময় করা সহজ সাধ্য হইয়া পড়ে এবং এইজন্যই কুরআন শরীফ আরবী ভাষায় অবতীর্ণ হইয়াছে ।

سُوْرَةُ مَرْيَمَ مَكِّيَّةٌ (١٩) آياتها ٦ ركوعاتها

১৯-সূরা মারইয়াম

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৯৯ আয়াত এবং ৬ রুকূ আছে ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১ । আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

كٓهٰيٰعٓصٓ ② ۚ

২ । কাফ হা ইয়া আঈন সাদ ।[১৭৩৮]

ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهٗ زَكَرِيَّا ③ ۚ

৩ । ইহা তোমার প্রভুর সেই রহমতের বর্ণনা যাহা তিনি তাঁহার বান্দা যাকারিয়্যার[১৭৩৯] উপর করিয়াছিলেন ।

اِذْ نَادٰى رَبَّهٗ نِدَآءً خَفِيًّا ④

৪ । যখন সে তাহার প্রভুকে মৃদুকণ্ঠে বার বার ডাকিয়াছিল ।[১৭৪০]

১৭৩৮ । উম্মে হানি (রাঃ) হইতে রেওয়ায়াত আছে যে, হযরত রসূল করীম (সাঃ) এরশাদ করিয়াছিলেন যে, সংযুক্ত বর্ণ 'কাফ হা ইয়া আইন সাদ' সমূহে 'কাফ' দ্বারা কাফি (পর্যাপ্ত, যথেষ্ট), 'হা' দ্বারা হাদী (সত্য-নিদর্শক), 'আইন' দ্বারা আলীম (সর্বজ্ঞাতা) এবং 'সাদ' দ্বারা সাদেক (সত্যনিষ্ঠ) এইরূপে সংযুক্ত সাংকেতিক অক্ষরগুলির পঠন এইরূপ হয়ঃ যথা 'আন্‌তা কাফী আনতা হাদী ইয়া আলীম ইয়া সাদিক' অর্থাৎ তুমিই যথেষ্ট— সকলের প্রয়োজন সাধনে সক্ষম, তুমি সত্য পথ-প্রদর্শক, হে সর্বজ্ঞাতা ও সত্যনিষ্ঠ। আল্লাহ্‌তা'লার চারটি সিফ্‌ত, যাহা এই সংযুক্ত বর্ণমালায় পরিস্ফুটিত হইয়াছে, খৃষ্টানদিগের প্রায়শ্চিত্তবাদের অসারতা উন্মোচন ও প্রত্যাখ্যান করিয়াছে এবং ফলে এই মতবাদ মিথ্যা প্রমাণিত হইয়া যায় । যীশুর ঈশ্বরত্ব তথা ত্রিত্ববাদী ধর্মমতের সম্পূর্ণ অস্তিত্বই চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায় । উক্ত চারটি গুণাবলীর মধ্যে আলীম এবং সাদেক এই দুইটি প্রধান এবং মৌলিক গুণ এবং কাফী ও হাদী উহাদের অধীন ও প্রথমোক্ত সিফাতদ্বয় হইতে নির্গত এবং উহাদেরই অবশ্যম্ভাবী বিকাশ এবং প্রতিফলন । যদি আল্লাহ্‌তা'লা আলীম (সর্বজ্ঞানী) হন, তাহা হইলে প্রায়শ্চিত্তবাদী মতের কোন স্থান থাকে না। কারণ এই মতবাদ পূর্বাহ্নেই মানিয়া নেয় যে, আল্লাহ্‌তা'লা বিশ্ব সম্পর্কিত বিষয়াদি পরিচালনার জন্য এক বিশেষ কর্মসূচীর পূর্ব-পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার জ্ঞান ত্রুটিপূর্ণ হওয়ায় তাঁহার পরিকল্পনা ব্যর্থ হইয়াছিল এবং সেই কারণে আল্লাহ্‌তা'লা পৃথিবীর রক্ষাকল্পে তাঁহার নিজ পুত্রকে কুরবানী করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন । আল্লাহ্‌তা'লার পরিকল্পনার ব্যর্থতা তাহার 'সর্বজ্ঞানী' হওয়া গুণের বিসদৃশ বা বিরুদ্ধ এবং যখন আল্লাহ্‌র জ্ঞানকে ত্রুটিপূর্ণ দেখানো হয়, তখন তিনি কাফী অর্থাৎ যথেষ্ট বা পরিপূর্ণ বলিয়া দাবী করিতে পারেন না। কারণ যে সত্তা সর্বজ্ঞ (আলীম) নিশ্চিত ও অনিবার্যভাবেই তিনি পর্যাপ্ত, পরিপূর্ণ এবং যথেষ্ট। একইরূপে সাদিক গুণ এবং ইহার অধীনস্থ হাদী (পরিচালক বা হেদায়াতকারী) প্রায়শ্চিত্তবাদ ধর্ম-মতকে চূর্ণ করিয়া ফেলে। যদি আল্লাহ্‌তা'লা প্রকৃতই হাদী বা পরিচালক না হন এবং পাপীদের জন্য যীশুর প্রায়শ্চিত্তে বিশ্বাস না করিলে নাজাত ও মুক্তি যদি সম্ভব না হয়, তাহা হইলে স্বীকার করিয়া লইতে হইবে যে, আল্লাহ্‌তা'লার সকল নবী-রসূলগণই মিথ্যাবাদী এবং প্রতারক (নাউযুবিল্লাহ্); কারণ তাহারা খৃষ্টীয় বিশ্বাসের বিপরীত শিক্ষা দিতেন এবং প্রচার করিতেন যে, মুক্তি এবং নাজাত কেবল সত্য ঈমান এবং সৎকর্মের মাধ্যমেই সম্ভব এবং আল্লাহ্‌তা'লার প্রত্যাদিষ্ট নবী-রসূলগণের সত্যবাদিতাই প্রতিবিম্বিত হয় বা স্বাক্ষর বহন করে এবং তাঁহার হাদী অর্থাৎ সত্য-পরিচালক হওয়া প্রমাণ করে । এইরূপে উক্ত বর্ণমালাগুলির সংক্ষিপ্ত সংযুক্তি এই ইংগিতই করে যে, খৃষ্টানদিগের ধর্মবিশ্বাস ও মতবাদের সঠিক পর্যালোচনায় ইহাই সাব্যস্ত হয় যে, এই সমস্ত অসমর্থিত মতবাদ যুক্তির ধোপে টিকে না এবং ইহা তাহাদিগকে উত্তমরূপে উপলব্ধি করাইবার শ্রেষ্ঠ পন্থা হইতেছে আল্লাহ্‌তা'লার সিফতসমূহের উপরে বিস্তারিত আলোচনা করা, চিন্তা করা এবং লেখা— বিশেষভাবে উপরোক্ত চারটি গুণ সম্বন্ধে । মুকাত্তায়াতের উপর বিস্তারিত আলোচনার জন্য ১৬ টীকা দেখুন ।

১৭৩৯ । ঈসা (আঃ)-এর সম্বন্ধে আলোচনার পূর্বে হযরত যাকারিয়্যা (আঃ) সম্পর্কে আলোচনা স্থান পাইয়াছে, কারণ যাকারিয়্যা (আঃ)-এর পুত্র ইয়াহ্‌ইয়া (আঃ) (অবগাহক যোহন) হযরত ঈসা (আঃ)-এর বার্তাবাহী অগ্রদূত ছিলেন । তিনি ইহুদী জাতিকে সুসংবাদ দেওয়ার জন্য হযরত ঈসা (আঃ)-এর আবির্ভাবের বার্তা ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, তাহাদের উদ্ধারকারীর আগমন আসন্ন প্রায় (মালাকি -৪ঃ৫)। যেমন মালাকী নবীর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ঈসা (আঃ)-এর পূর্বে ইলিয়াস নবীর আগমনের কথা রহিয়াছে । কুরআন করীমে হযরত ঈসা (আঃ)-এর বর্ণনা দিতে গিয়া ইলিয়াসরূপে আগমনকারী হযরত ইয়াহ্‌ইয়ার (যোহন) উল্লেখ বিষয় বস্তুর জন্য খুবই সমীচীন ও যথার্থ ।

১৭৪০ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا ﴿٥﴾

৫। সে বলিয়াছিল, 'হে আমার প্রভু ! নিশ্চয় আমার অবস্থা এইরূপ যে, বার্ধক্যবশতঃ আমার অস্থিসমূহ দুর্বল হইয়া গিয়াছে এবং আমার মাথা উত্তপ্ত হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু হে আমার প্রভু ! তোমার নিকট দোয়া করিয়া আমি কখনও ব্যর্থ মনোরথ হই নাই;

وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا ﴿٦﴾

৬। এবং নিশ্চয় আমি আমার (মৃত্যুর) পরে আমার আত্মীয়-স্বজন সম্পর্কে ভয় করি, এবং আমার স্ত্রী বন্ধ্যা। সুতরাং তুমি তোমার পক্ষ হইতে আমাকে উত্তরাধিকারী দান কর,[১৭৪১]

يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ﴿٧﴾

৭। যে আমার উত্তরাধিকারী হইবে এবং ইয়াকুবের বংশধরগণেরও (সকল নেয়ামতের) উত্তরাধিকারী হইবে, এবং হে আমার প্রভু ! তাহাকে তুমি (তোমার প্রতি) সদা সন্তুষ্টচিত্ত বানাইও।

يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَىٰ لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا ﴿٨﴾

৮। (আল্লাহ্ বলিলেন) 'হে যাকারিয়্যা ! নিশ্চয় আমরা তোমাকে এক পুত্রের সুসংবাদ দিতেছি, যাহার নাম ইয়াহ্ইয়া হইবে, ইতিপূর্বে আমরা এই নামে কাহাকেও অভিহিত করি নাই।'[১৭৪২]

قَالَ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا ﴿٩﴾

৯। সে বলিল, 'হে আমার প্রভু ! কিরূপে আমার পুত্র হইবে, যেহেতু আমার স্ত্রী বন্ধ্যা এবং আমি বার্ধক্যের চরম সীমায় পৌঁছিয়া গিয়াছি ?'[১৭৪৩]

১৭৪০। আল্লাহ্তা'লার প্রেরিত নবীগণকে বারবার প্রত্যাখ্যান করায় ইহুদী জাতির প্রতি বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণী ও ঐশী-হুশিয়ারী হইতে হযরত যাকারিয়্যা (আঃ) বুঝিতে পরিয়াছিলেন যে, নবুওয়াতের ধারা শীঘ্র হযরত ইসহাকের বংশ হইতে হযরত ইসমাঈলের বংশে স্থানান্তরিত হইয়া যাইবে। এই জন্য তিনি (যাকারিয়্যা) তাঁহার অভিব্যক্তি প্রকাশে এক ধার্মিক পুত্রের জন্ম লাভের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করিলেন।

১৭৪১। হযরত যাকারিয়্যা (আঃ)-এর দোয়া পূর্ণ ও সফল প্রার্থনার সকল উপাদানে ভরপুর ছিল। কবুল হওয়ার জন্য বা গ্রহণযোগ্য দোয়া বিনয়ের সহিত ঐকান্তিক ভাবে একাগ্রচিত্তে করা উচিৎ। প্রার্থনাকারীর নিজের অসহায় অবস্থা এবং দুর্বলতা স্বীকার করা উচিৎ। দোয়াকারীর অন্তরে অটল বিশ্বাস থাকিতে হইবে যে, আল্লাহ্তা'লা দোয়া কবুল করার ক্ষমতার অধিকারী। হযরত যাকারিয়্যা (আঃ)-এর প্রার্থনা এই শর্তগুলি পূরণ করে।

১৭৪২। 'সামীয়া' অর্থ বৈশিষ্ট্য বা মহত্ব বা মর্যাদায় প্রাধান্যের জন্য প্রতিযোগী বা প্রতিদ্বন্দ্বী; সদৃশ্য বা সমতুল্য; অন্যের সমনামধারী ব্যক্তি (লেইন)। এই আয়াতের অর্থ এমন নহে যে, হযরত ইয়াহ্ইয়ার জন্য সমনামধারী কোন ব্যক্তি তাঁহার পূর্বে ছিল না। বাইবেল হইতেই ইহা প্রতিপন্ন হয় যে, তাহার পূর্বে যোহন নামের বিভিন্ন ব্যক্তি ছিল (২ রাজাবলী-২৫ঃ২৩, ১- বংশাবলী-৩ঃ১৫, ইষ্রা-৮ঃ১২)। ইহার অর্থ এইরূপ করাও যায় যে, তিনি সকল বিষয়ে তুলনাবিহীন এবং অসমকক্ষ ছিলেন। তিনি নিজেই স্বীকার করেন যে, "যিনি আমা অপেক্ষা শক্তিমান তিনি আমার পশ্চাৎ আসিয়াছেন, আমি হেঁট হইয়া তাহার পাদুকার বন্ধন খুলিবার যোগ্য নই" (মার্ক-১ঃ৭)। এই আয়াতের মর্ম কেবল ইহাই যে, হযরত ইয়াহ্ইয়া বা যোহন শুধু এই বিষয়ে অতুলনীয় ছিলেন যে, তিনিই প্রথম নবী যিনি অন্য নবীর অর্থাৎ ঈসা (আঃ)-এর অগ্রদূতরূপে আগমন করিয়াছিলেন ; এবং তিনি তুলনা-বিহীন ছিলেন এই ব্যাপারেও যে, হযরত ইয়াহ্ইয়া প্রথম নবী যিনি অন্য এক নবীর (অর্থাৎ ইলিয়াস নবীর) আত্মা ও মেযাজের সাদৃশ্যরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

১৭৪৩। এই আয়াত তাঁহার বিস্ময় প্রকাশ করার প্রতি নির্দেশ করিতেছে যাহা তাহাদের জন্য অবধারিত হইয়াছিল। কোন ব্যক্তি যাকারিয়্যা

قَالَ كَذٰلِكَ ۚ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَّقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْـًٔا ⑨

১০ । সে (ফিরিশ্‌তা) বলিল 'এই ভাবেই হইবে ।' তোমার প্রভু বলিলেন, 'ইহা আমার জন্য সহজ; আমি তোমাকে ইতিপূর্বে সৃষ্টি করিয়াছি যখন তুমি কিছুই ছিলে না ।'

قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّيْٓ اٰيَةً ۭ قَالَ اٰيَتُكَ اَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلٰثَ لَيَالٍ سَوِيًّا ⑩

১১ । (যাকারিয়্যা) বলিল, 'হে আমার প্রভু ! আমার জন্য কোন নিদর্শন দান কর ।' আল্লাহ্ বলিলেন, 'তোমার জন্য এই নিদর্শন যে, তুমি লোকদের সঙ্গে একাদিক্রমে তিন দিবারাত্রি কথা বলিও না ।'[১৭৪৪]

فَخَرَجَ عَلٰي قَوْمِهٖ مِنَ الْمِحْرَابِ فَاَوْحٰٓى اِلَيْهِمْ اَنْ سَبِّحُوْا بُكْرَةً وَّعَشِيًّا ⑪

১২ । অতঃপর, সে মেহরাব (ইবাদত-কক্ষ) হইতে বাহির হইয়া তাহার জাতির নিকট আসিল এবং তাহাদিগকে মৃদুস্বরে[১৭৪৫] বলিল যে, সকালে ও সন্ধ্যায় তসবীহ্ (আল্লাহ্‌র পবিত্রতা কীর্তন) করিতে থাক ।

يٰيَحْيٰى خُذِ الْكِتٰبَ بِقُوَّةٍ ۭ وَاٰتَيْنٰهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا ⑫

১৩ । (আল্লাহ্ বলিলেন,) 'হে ইয়াহ্‌ইয়া ! তুমি এই কিতাবকে মযবূতভাবে ধর ।' এবং আমরা তাহাকে বাল্যকালেই প্রজ্ঞা দান করিয়াছিলাম ।

وَحَنَانًا مِّنْ لَّدُنَّا وَزَكٰوةً ۭ وَكَانَ تَقِيًّا ⑬

১৪ । আরও (দান করিয়াছিলাম) আমাদের তরফ হইতে (হৃদয়ের) কোমলতা ও পবিত্রতা, এবং সে মুত্তাকী ছিল ।

وَّبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا ⑭

১৫ । এবং সে পিতামাতার প্রতি সদাচারী ছিল, এবং সে উগ্র, অবাধ্য ছিল না ।

وَسَلٰمٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوْتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا ⑮ ع ১ [১৬] ৪

১৬ । এবং তাহার উপর শান্তি—যেদিন সে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল এবং যেদিন সে মৃত্যু বরণ করিবে, এবং যেদিন তাহাকে জীবিত করিয়া পুনরুত্থিত করা হইবে ।[১৭৪৬]

(আঃ)-এর ন্যায় অবস্থায় উপনীত হইলে তাহার জন্য এইরূপ অস্বাভাবিক শুভ সংবাদের প্রতি বিসময় প্রকাশ করা একটি স্বাভাবিক বিষয় ।

১৭৪৪ । কথা বলা হইতে বিরত থাকা এবং আল্লাহ্‌তা'লার সমরণে ও হামদে নিবিষ্ট থাকার জন্য যাকারিয়্যা (আঃ)-এর উপর এই আদেশ তাঁহার নিঃশেষিত দৈহিক শক্তি পুনরুদ্ধার করার জন্য এক আধ্যাত্মিক উপকরণ স্বরূপ ছিল। বাইবেলের নতুন নিয়মে উল্লেখিত মতে খোদার কথায় অবিশ্বাস করার শাস্তি স্বরূপ তাঁহার বাক্-শক্তি রহিত হইয়াছিল (লূক-১ঃ২০-২২)। কিন্তু ইহা ঠিক নহে ।

১৭৪৫ । 'আওহা ইলা ফুলানিন' অর্থ সে প্রকাশ করিল কাহারও নিকট বা আদেশ দিল বা অঙ্গ-ভঙ্গি বা ইশারা-সঙ্কেত দ্বারা অনুরোধ করিল অথবা সে তাহাকে এমনভাবে বলিল যে, অন্যেরা শুনিতে পারিল না (আকরাব)। সূরা আলে ইমরানের ৪২ আয়াতে 'রামায' ওষ্ঠ সঞ্চালনে যোগাযোগ স্থাপন করা অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, কণ্ঠ ব্যবহারে নহে ।

১৭৪৬ । ইসলামের অভ্যুত্থানের প্রাথমিক কতিপয় শতাব্দীতে ইহা অতি দ্রুত উন্নতি করিয়াছিল । প্রত্যেক ধর্মমতের লোকদিগের মধ্য হইতে বহু সংখ্যক লোক—বিশেষভাবে খৃষ্টানদিগের বিরাট দল ইসলাম ধর্মে প্রবেশ করিয়াছিল । তাহারা ঈসা (আঃ) সম্বন্ধে তাহাদের ভ্রমাত্মক বিশ্বাস সঙ্গে নিয়াই আসিয়াছিল । যেহেতু ইসলাম ধর্মের প্রকৃত শিক্ষা ও পূর্ণ মর্ম তখনও তাহারা উপলব্ধি করিয়া উঠিতে পারে নাই, সেহেতু ধর্মান্তরিত হওয়ার পরবর্তী কালে তাহাদের মিথ্যা ধারণা ও ভুল বিশ্বাস মুসলিম সাহিত্যে অনুপ্রবেশ করিয়াছিল । ইহার ফলে পরবর্তী কালে উহা মুসলমানগণের বিশ্বাসে প্রক্ষিপ্ত হইয়া গিয়াছিল । এই সকল বিশ্বাস বা ধারণা উদ্ভব করা হইয়াছিল ঈসা (আঃ)-কে অসাধারণ ব্যক্তিত্বে ভূষিত করার উদ্দেশ্যে— এমন ব্যক্তিত্বে যাহা মানবের গণ্ডীর উর্ধ্বে। হযরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কে অজ্ঞতাপূর্ণ এই সমস্ত বিশ্বাস কুরআন করীম তফসীরাধীন এই সূরার মধ্যে ভাঙ্গিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দিয়াছে । এই সূরা এবং সূরা আলে ইমরান হযরত ইয়াহ্‌ইয়া এবং ঈসা (আঃ)-এর মধ্যে

وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ مَرْيَمَ ۘ اِذِ انْتَبَذَتْ ۚ مِنْ اَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا ۙ﴿١٦﴾

১৭। এবং এই কিতাবে (যেরূপে বর্ণিত হইয়াছে) তুমি মরিয়মের (বৃত্তান্ত) উল্লেখ কর, যখন সে তাহার পরিবারবর্গ হইতে পৃথক হইয়া পূর্ব দিকে অবস্থিত এক স্থানে নিরালায় চলিয়া গেল;[১৭৪৭]

فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُوْنِهِمْ حِجَابًا ۖ فَاَرْسَلْنَآ اِلَيْهَا رُوْحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ﴿١٧﴾

১৮। অতঃপর সে তাহাদের নিকট হইতে নিজেকে আড়াল করিয়া লইল, তখন আমরা আমাদের ফিরিশ্‌তাকে[১৭৪৮] তাহার নিকট পাঠাইলাম, সে তাহার নিকট এক সুষ্ঠু মানবরূপে আত্ম প্রকাশ করিল।[১৭৪৯]

قَالَتْ اِنِّيْٓ اَعُوْذُ بِالرَّحْمٰنِ مِنْكَ اِنْ كُنْتَ تَقِيًّا ﴿١٨﴾

১৯। সে বলিল, 'নিশ্চয় আমি তোমা হইতে রহমান আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি যদি তুমি মুত্তাকী হইয়া থাক।'[১৭৫০]

তুলনা স্থাপন করিয়া পরোক্ষভাবে মনের মধ্যে চিন্তার যোগান দিতে চাহিয়াছে যে, হযরত ঈসা (আঃ)-এর মধ্যে এমন কোন কিছুই ছিল না যাহা তাঁহাকে অন্যান্য সকল নবী হইতে পৃথক করিয়া দিয়াছিল। (দেখুন দি লারজার এডিশন অব দি কমেন্টারী, পৃঃ ১৫৬৫)।

১৭৪৭। পরবর্তী কতিপয় আয়াতে হযরত ঈসা (আঃ)-এর পিতৃহীনভাবে জন্মগ্রহণ সম্পর্কে কিছু বিস্তারিত বর্ণনার ভূমিকা স্বরূপ হযরত মরিয়ম সম্পর্কিত কুরআন এবং বাইবেলের নতুন নিয়মে বর্ণিত কতক ঘটনার এখানে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। গর্ভধারণের পূর্বে হযরত মরিয়মের জীবন সম্বন্ধে বাইবেলের নতুন নিয়মে প্রকৃত পক্ষে স্পষ্ট কোন উল্লেখ নাই। মথি এবং লূক কর্তৃক বর্ণিত খৃষ্টের জীবন-কাহিনীতে তাঁহার জীবনের উপরোক্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পূর্বের পরিস্থিতি সম্পর্কে যৎপরোনাস্তি সংক্ষিপ্ত ও অবান্তর বর্ণনা রহিয়াছে, কিন্তু মার্ক এবং যোহন এ বিষয়ে সম্পূর্ণ নীরব। মথির মতে যোসেফের (ইউসুফের) সহিত বিবাহিত হওয়ার সময় মেরী সন্তান-সম্ভবা ছিল। যোসেফ তাহাকে পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু এই চরম পন্থা অবলম্বনে ফিরিশ্‌তা স্বপ্নে যোসেফকে এই বলিয়া নিরস্ত করিয়াছিলেন 'যোসেফ দায়ূদ-সন্তান, তোমার স্ত্রী মরিয়মকে গ্রহণ করিতে ভয় করিও না, কেননা তাঁহার গর্ভে যাহা জন্ম নিয়াছে তাহা পবিত্র আত্মা হইতে হইয়াছে (মথি-১ঃ১৯-২০)।' যাহা হউক কুরআন করীম মেরীর পরিবার সম্বন্ধে আরও বিস্তারিত বিবরণ দিয়াছে— যে পরিস্থিতি ও পরিবেশে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল, তাঁহার মাতার শপথ, উপাসনালয়ের কাজে মেরীর জীবন উৎসর্গকরণ এবং সর্বশেষ ঈসা (আঃ)-কে তাঁহার গর্ভে ধারণ সম্পর্কে (৩ঃ৩৬,৩৭,৪৮)। বর্তমান সূরা হযরত মরিয়ম সম্বন্ধে ততোধিক বিশদ বর্ণনা করিয়াছে, যথাঃ ঈসা (আঃ)-কে গর্ভে ধারণ এবং তাঁহার জন্মের পর মরিয়ম ও ঈসা (আঃ)-এর সঙ্গে কি ঘটিয়াছিল এবং ঈসা (আঃ)-এর উপর নবুওয়াতের দায়িত্বভার অর্পণের পর কি ঘটিয়াছিল। এইরূপে হযরত মরিয়ম সম্পর্কে সকল প্রয়োজনীয় তথ্যসমূহের বিস্তারিত বর্ণনা এবং যেসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নবুওয়াতের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত যাহা ইসরাঈলের বংশ হইতে ইসমাঈলের বংশে পরিবর্তিত ও স্থানান্তরিত হওয়া নিকটবর্তী হইয়াছিল, ইহাই বর্তমান সূরার প্রধান বিষয়বস্তু। এখানে এই আয়াতে 'পূর্বদিকে অবস্থিত এক স্থান' কথাটি বিশেষভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে, সম্ভবতঃ ইহুদীদিগের সম্মানিত প্রাচীন প্রথার প্রতি নির্দেশ করার জন্য— তাহারা পূর্ব দিককে পবিত্র মনে করিত। ইহুদী এবং খৃষ্টান জাতি উভয়ে পূর্ব দিককে সম্মান করিয়া থাকে। তাহারা তাহাদের উপাসনালয়সমূহ পূর্বমুখী করিয়া নির্মাণ করে।

১৭৪৮। 'রূহ'-এর বিভিন্ন অর্থের জন্য ৭২ টীকা দ্রষ্টব্য।

১৭৪৯। উক্তির মর্মার্থ হইল এই যে, হযরত মরিয়মের নিকট এক মহান পুত্র জন্ম হওয়ার ঐশী সুসংবাদ বাক্যালাপের মধ্যে প্রকাশিত হয় নাই; ইহা সত্য-স্বপ্ন বা কাশ্‌ফের মাধ্যমে প্রকাশিত হইয়াছিল। কাশ্‌ফ বা দিব্য-দর্শনে এক ফিরিশ্‌তা স্বাস্থ্যবান পুরুষরূপে মরিয়মের নিকট দর্শন দিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে এক পুত্রের জন্ম সম্বন্ধে ঐশী সংবাদ দিয়াছিলেন। সুতরাং মরিয়মের দেহাভ্যন্তরে কোন আত্মা বা রূহ প্রবেশ করে নাই, কিন্তু কাশ্‌ফে মানুষের আকৃতিতে কোন ফিরিশ্‌তা তাঁহার নিকট আসিয়া দেখা দিয়াছিলেন।

১৭৫০। যেমন পূর্ববর্তী আয়াত হইতে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, মরিয়ম যাহা দেখিয়াছিলেন উহা কাশ্‌ফ ছাড়া অন্য কিছু ছিল না; এবং সাধারণতঃ এরূপ ঘটিয়া থাকে যে, কাশ্‌ফে যখন কেহ কিছু দেখে যদি জাগ্রত অবস্থায় সে উহা দেখিতে পসন্দ না করে তাহা হইলে কাশ্‌ফে দেখিলেও সে উহা পসন্দ করে না। যখন হযরত মরিয়ম ফিরিশ্‌তাকে মানুষের আকৃতিতে তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিলেন, সতীত্ব-সম্পন্না যুবতী নারী ছিলেন বিধায় স্বভাবতঃই তিনি ভীত ও বিব্রত হইয়াছিলেন। জাগ্রত অবস্থায় সে ব্যক্তিকে তাঁহার নিকটবর্তী দেখিলে যেরূপ ভীত ও বিব্রত হইতেন এবং এই কারণেই ইহা খুবই স্বাভাবিক যে, তিনি সেই ব্যক্তি হইতে আল্লাহ্‌তা'লার আশ্রয় চাহিয়া ছিলেন।

قَالَ اِنَّمَآ اَنَا رَسُوْلُ رَبِّكِ ۖ لِاَهَبَ لَكِ غُلٰمًا زَكِيًّا ۝١٩

২০ । সে (ফিরিশ্‌তা) বলিল,'আমি তো তোমার প্রভুর এক বাণী-বাহক মাত্র,[১৭৫১] যেন আমি তোমাকে এক পবিত্র পুত্র (সম্পর্কে সুসংবাদ) দান করি ।'

قَالَتْ اَنّٰى يَكُوْنُ لِىْ غُلٰمٌ وَّلَمْ يَمْسَسْنِىْ بَشَرٌ وَّلَمْ اَكُ بَغِيًّا ۝٢٠

২১ । সে বলিল, 'আমার পুত্র সন্তান কিরূপে হইবে, যখন কোন পুরুষ আমাকে স্পর্শ করে নাই এবং আমি ব্যভিচারিণীও নহি ?'[১৭৫২]

قَالَ كَذٰلِكِ ۚ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَىَّ هَيِّنٌ ۚ وَلِنَجْعَلَهٗٓ اٰيَةً لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا ۚ وَكَانَ اَمْرًا مَّقْضِيًّا ۝٢١

২২ । সে (ফিরিশ্‌তা) বলিল,'এই রূপেই হইবে।' তোমার প্রভু বলিয়াছেন, 'ইহা আমার জন্য সহজ; এবং (ইহা এই জন্য করিব) যে আমরা তাহাকে আমাদের তরফ হইতে মানুষের জন্য এক নিদর্শন [১৭৫৩] এবং রহমতের কারণ করি; এবং ইহাই তক্‌দীরে নির্ধারিত হইয়া আছে ।'[১৭৫৪]

১৭৫১ । 'বাণী-বাহক' শব্দ হইতে প্রতিভাত হয় যে, ফিরিশ্‌তা কেবল মাত্র ঐশী-বাণী-বাহক ছিল এবং মরিয়মকে পুত্র দান করিতে আসে নাই, পরন্ত এই পুত্রের জন্ম সম্বন্ধে সুসংবাদ দিতে আসিয়াছিল । এই কথা কে না জানে যে, এক মাত্র আল্লাহ্‌ই পুত্র দান করিতে পারেন, কোন ফিরিশ্‌তা পারে না । ফিরিশ্‌তার কাজ শুধু আল্লাহ্‌তা'লার ইচ্ছা ও হুকুম বহন করা বা পালন করার মধ্যে সীমাবদ্ধ ।

১৭৫২ । বর্তমান ও পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে বর্ণিত ঘটনা কাশ্‌ফের মধ্যে ঘটিয়াছিল । কাশ্‌ফের মধ্যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অবস্থা অনুযায়ী বিভিন্ন প্রকার অনুভূতির অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া থাকে । স্বপ্নের মধ্যে তাহার অনুভূতি এবং কথা কখনো স্বপ্নেরই প্রভাব এবং উহার ফলাফল বহন করে, আবার কখনো এইরূপ করে না এবং সে স্বপ্নের ঘটনাকে বাস্তব মনে করে এবং অনুভব করে যেমন সে জাগ্রত অবস্থায় করে । দৃষ্টান্ত স্বরূপ স্বপ্নে কোন লোক যদি তাহার পুত্রের মৃত্যুতে খুশী হয়,তাহার এই অনুভূতি স্বপ্নেরই আরোপিত প্রভাব- বলয় বুঝিতে হইবে, কারণ কোন সুস্থ প্রকৃতির মানুষ জাগ্রত অবস্থায় তাহার পুত্রের মৃত্যুতে আনন্দিত হইতে পারে না । অনুরূপভাবে কাশ্‌ফে ফিরিশ্‌তাকে দেখিয়া মরিয়ম যে কথাগুলি বলিয়াছিলেন উহা স্বপ্নের প্রভাবাধীন হইয়া বলিয়াছিলেন;কেননা তাঁহাকে যখন শুভ সংবাদ দেওয়া হইয়াছিল তখন তিনি আনন্দদায়ক বিসময়াবিষ্ট হইয়া ভাবিলেন, খোদা কি এক পুত্র দান করিয়া এরূপ অলৌকিক ব্যাপার ঘটাইবেন ? কিন্তু যদি এই কথাগুলি তাঁহার স্বাভাবিক এবং বাস্তব অবস্থার উক্তি হইত তাহা হইলে পুত্র জন্মের এই সুসংবাদ শুনিয়া তিনি সম্পূর্ণরূপে হত-বুদ্ধি এবং আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া পড়িতেন এই চিন্তায় যে, তাঁহার মত এক কুমারীর এক পুত্র জন্ম হইবে ! মোট কথা প্রথমোক্ত অবস্থায় অর্থাৎ কাশ্‌ফের অবস্থায় আল্লাহ্‌তা'লা হযরত মরিয়মকে পুত্র সন্তান দান পূর্বক যে মহান অনুগ্রহে ভূষিত করিতে যাইতেছিলেন উহাতে তাঁহার আনন্দ ও হর্ষবোধক বিসময় প্রকাশ পায়, যাহা কাশ্‌ফে ঘটিয়াছিল; কিন্তু শেষোক্ত অবস্থায় তাঁহার উক্তি মনের আতঙ্কজনক পরিস্থিতিতে নিজেকে নিঃসঙ্গবোধ করার ভাব প্রকাশ করে,যাহা আসলে ঘটে নাই ।

কিন্তু পক্ষান্তরে 'কোন পুরুষ আমাকে স্পর্শ করে নাই' কথাগুলি দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, হযরত মরিয়ম বুঝিয়াছিলেন যে, উক্ত সংবাদটির মর্ম ছিল যে, বিবাহ বন্ধন ছাড়াই তিনি এক সন্তান লাভ করিবেন, বৈবাহিক সূত্রে কোন পুরুষ মানুষকে না জানার অস্বীকৃতির মধ্যে কোন যৌক্তিকতা ছিল না । 'আমি ব্যাভিচারিণীও নহি' এই কথাগুলি বৈধ দাম্পত্যের বহির্ভূত কোন মানুষকে জানার সম্পর্কে অস্বীকার বুঝাইতেছে । ফিরিশ্‌তার কথায় তাঁহার প্রতিউত্তরে দেখা যায় যে, মরিয়ামের মনে ভাবান্তর দেখা দিয়াছিল যে, পূর্বাহ্নেই চির কৌমার্যের শপথ তাহার সন্তান হওয়ার পথে প্রতিবন্ধক হইয়া রহিয়াছিল । কুরআনের কোন কোন তফসীরকারকের ধারণা অনুযায়ী পূর্ববর্তী আয়াতের ভবিষ্যদ্বাণীতে এক পুত্রের জন্ম কোন এক ভবিষ্যৎ সময়ে তাঁহার দাম্পত্য সম্পর্কের ফল স্বরূপ হইবে বলিয়া তিনি ভাবিয়াছিলেন । যদি তাহাই হয় তাহা হইলে মরিয়মের পক্ষে সেই সময়ে বিসময় প্রকাশ করার কোন কারণ ছিল না ।

১৭৫৩ । 'এবং(ইহা এই জন্য করিব)যেন আমরা তাহাকে আমাদের তরফ হইতে মানুষের জন্য এক নিদশন এবং রহমতের কারণ করি'— এই আয়াতে ঈসা (আঃ)-এর পিতাবিহীন জন্ম হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী নিহিত রহিয়াছে যাহা ইসরাঈলীদিগের জন্য অবশ্যই এক বিরাট নিদর্শন ছিল । ইহা অঙ্গুলী নির্দেশ করিয়াছিল যে, ইসরাঈলী ঘর হইতে ইসমাঈলী বংশে নবুওয়াত স্থানান্তরিত হওয়া আসন্ন এবং ইহুদীদিগের জন্য এই সর্তক সংকেত স্থাপন করিয়াছিল যে, তাহারা আত্মিকভাবে এতই কলুষিত এবং নৈতিকতায় এতই অধঃপতিত হইয়া গিয়াছিল যে, তাহাদের কোন পুরুষ আল্লাহ্‌তা'লার নবীর পিতা হওয়ার জন্য যোগ্য ছিল না । ইহা এই অর্থেই যে, কুরআনে হযরত ঈসা (আঃ)-কে 'নির্ধারিত সময়ের

১৭৫৪ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهٖ مَكَانًا قَصِيًّا ﴿٢٢﴾

২৩। অতএব সে তাহাকে গর্ভে ধারণ করিল[১৭৫৫] এবং তাহাকে লইয়া এক দূরবর্তী স্থানে নিরালায় চলিয়া গেল।[১৭৫৬]

জন্য একটা নিদর্শন' বলা হইয়াছে (৪৩ঃ৬২) অর্থাৎ সেই সময়ের নিদর্শন যখন নবুওয়াত ইসরাঈলী বংশ হইতে ইসমাঈলী বংশে বদলী হইয়া যাওয়ার সময় ছিল।

১৭৫৪। 'এবং ইহাই তকদীরে নির্ধারিত হইয়া আছে' উক্তির মর্ম এই যে, পিতা ছাড়াই হযরত মরিয়মের এক পুত্র জন্ম গ্রহণ করিবে এবং এই ঐশী ফয়সালা অপরিবর্তনীয়। আল্লাহ্‌তা'লার অপরিবর্তনীয় সিদ্ধান্ত প্রকাশার্থে কুরআন করীমে 'ক্বাযা ও ক্বদর' এই দুইটি শব্দের ব্যবহার হইয়াছে। প্রথমোক্ত শব্দে ভাগ্য নির্ধারণ এবং শেষোক্ত শব্দ দ্বারা নিয়তির পরিকল্পনা করা অর্থ বোঝায়। যখন কোন কর্ম পরিকল্পনা বা পদ্ধতি কার্যকর করার জন্য গ্রহণ করা হয় তখন ইহাকে 'ক্বাযা' বলা হয় এবং যখন উহার সম্বন্ধে আল্লাহ্‌তা'লার ফয়সালা চূড়ান্ত হইয়া যায় যে, উহা কার্যে পরিণত করা হউক তখন ইহাকে 'ক্বদর' বলা হয়। ঈসা (আঃ)-এর জন্ম পিতা ছাড়া হওয়া আল্লাহ্‌র ফয়সালা ছিল। যেমন পুরাতন নিয়মে বলা হইয়াছেঃ 'দেখ এক কন্যা (বা এক কুমারী) গর্ভবতী হইয়া পুত্র প্রসব করিবে ও তাহার নাম ইম্মানুয়েল (আমাদের সহিত ঈশ্বর) রাখিবে' (যিশাইয়-৭ঃ১৪)।

১৭৫৫। স্বামী সংসর্গ ব্যতিরেকে হযরত মরিয়ম কিরূপে গর্ভধারণ করিয়াছিলেন তাহা আল্লাহ্‌তা'লার সেই সকল গোপন রহস্যের অন্যতম যাহা এখন পর্যন্ত মানব-বুদ্ধির দ্বারা নির্ধারণ করার বাহিরে। এখনও পর্যন্ত সাধারণ প্রাকৃতিক বিধান সম্বন্ধে আমরা যতদূর জানিতে পারিয়াছি ইহা উহার অনেক উর্ধ্বে। কিন্তু মানুষের সর্বোচ্চ জ্ঞানও অত্যন্ত সীমিত। মানুষ সকল প্রকার ঐশী গুপ্ত তথ্য উপলব্ধি করিতে সক্ষম হয় নাই। প্রকৃতির মধ্যে এমন রহস্য বিদ্যমান যাহা মানুষ এখনও উদ্‌ঘাটন করিতে সক্ষম হয় নাই; সম্ভবতঃ সে কখনও উহাতে সক্ষম হইবে না। সেই সবের মধ্যে পিতা ছাড়া ঈসা (আঃ)-এর জন্ম একটি ধরিয়া নেওয়া যায়। আল্লাহ্‌তা'লার পদ্ধতি দুর্জ্ঞেয় ও দুর্বোধ্য এবং তাঁহার শক্তি অসীম। কেবল 'কুন' (হও) শব্দ উচ্চারণে যেই খোদা এই বিশ্ব সৃষ্টি করিতে পারিয়াছিলেন, নিশ্চয়ই তিনি জড় পদার্থে এরূপ পরিবর্তন আনয়ন করিতে পারেন যাহা বাহ্যদৃষ্টিতে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দ্বারা সমাধান করা অসম্ভব। অধিকন্তু, চিকিৎসা-বিজ্ঞান, জীব-বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গি হইতে প্রকৃতির বিশেষ অবস্থাধীনে যৌন-সংসর্গ ব্যতীত সন্তান জন্ম বা পুরুষের স্পর্শ ব্যতিরেকে নারীর সন্তান উৎপাদনের সম্ভাব্যতা নাকচ করা যায় না। চিকিৎসাবিদগণ নারীর শ্রোণীতে বা নিম্নাঙ্গের ভিতর সময় সময়ে প্রাপ্ত 'আরেনো বাসটোমা' নামীয় এক বিশেষ প্রকার টিউমারের কারণে এই সম্ভাবনার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। এই সব টিউমার পুরুষ শুক্রাণু বা পুং-জননকোষ উৎপাদন করিতে সক্ষম। যদি এই 'আরেনো বাসটোমা' দ্বারা কোন নারী দেহে স্বক্রিয় বা জীবিত পুং-জনন-কোষ সৃষ্টি হয় তাহা হইলে সেই নারী কুমারী হইলেও তাহার গর্ভধারণ করার সম্ভাব্যতা অস্বীকার করা যায় না; অর্থাৎ তাহার নিজ দেহ এইরূপভাবে ক্রিয়াশীল হইবে যেন কোন পুরুষের দেহ হইতে শুক্রাণু সাধারণ প্রক্রিয়া দ্বারা অথবা কোন চিকিৎসা বিজ্ঞানীর সাহায্যে তাহার দেহে স্থানান্তরিত হইয়া থাকে। সাম্প্রতিককালে ইউরোপের এক দল স্ত্রী-রোগ বিশারদ সন্তান প্রসবের দৃষ্টান্ত প্রমাণ করিতে এমন সব ঘটনা প্রকাশ করিয়াছেন যেখানে প্রসূতি মাতার কোন সম্পর্ক বা সংযোগ কোন পুরুষের সঙ্গেই ছিল না (Lancet)। ঈসা (আঃ)-এর জন্ম পিতার সংযোগ ব্যতিরেকে হওয়ার ব্যাপারটা বোধ হয় সম্পূর্ণভাবে একমাত্র ও অদ্বিতীয় ঘটনা নহে। পিতা ছাড়া শিশুর জন্মের বহু ঘটনার প্রমাণ রহিয়াছে (এনসাইক ব্রিট এর 'ভারজিন বার্থ' অধ্যায় এবং 'এ্যানোমোলিস এণ্ড কিউরিওসিটিস অব মেডিসিন, ডব্লিউ বি সাউনডারস কোং, লণ্ডন কর্তৃক প্রকাশিত)। যদি আমরা এই সমস্ত সম্ভাবনাকে বাদ দেই এবং অগ্রাহ্য করি তাহা হইলে হযরত ঈসা (আঃ)-এর জন্ম, নাঊযুবিল্লাহ্‌ অবৈধ বিবেচিত হইবে। খৃষ্টান এবং ইহুদী উভয়ে এক মত যে, ঈসা (আঃ)-এর জন্ম সাধারণ অবস্থার ব্যতিক্রম— খৃষ্টানদিগের মতে ইহা অলৌকিক বা অতিপ্রাকৃত এবং ইহুদীগণের মতে ইহা অবৈধ ছিল (যিউ এনসাইক)। এমন কি পারিবারিক কুষ্ঠি-নামাতেও ঈসা (আঃ)-এর জন্ম এইরূপেই লিপিবদ্ধ রহিয়াছে (তালমুদ)। কেবল মাত্র এই বাস্তব ঘটনাটাই গ্রহণযোগ্য প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত করে যে, ঈসা (আঃ)-এর জন্ম অসাধারণ ছিল। বাইবেলের নূতন নিয়মানুযায়ী মরিয়মের স্বামী যোসেফ ঈসা (আঃ)-এর জন্মের পর পর্যন্ত তাঁহার সঙ্গে দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপন করে নাই (মথি-১ঃ২৫)। অতএব, 'সে তাহাকে গর্ভে ধারণ করিল' বাক্যাংশ কোন পুরুষের সংসর্গ ছাড়া হযরত মরিয়মের অসাধারণভাবে গর্ভবতী হওয়ার প্রতি ইংগিত করিতেছে।

১৭৫৬। 'এক দূরবর্তী স্থান' বুঝাইতে নাযারেথ হইতে প্রায় সত্তর মাইল দক্ষিণে বৈথলেহেমের প্রতি ইশারা করিতেছে। ঈসা (আঃ)-এর জন্মের কিছুকাল পূর্বে যোসেফ মরিয়মকে বৈথলেহেম শহরে নিয়া গিয়াছিলেন যেখানে হযরত ঈসা (আঃ) ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন।

فَاَجَآءَهَا الْمَخَاضُ اِلٰى جِذْعِ النَّخْلَةِ ۚ قَالَتْ يٰلَيْتَنِىْ مِتُّ قَبْلَ هٰذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَّنْسِيًّا ﴿٢٤﴾

২৪। অতঃপর, যখন তাহার প্রসব বেদনা তাহাকে এক খর্জুর-বৃক্ষের[১৭৫৭] কাণ্ডের দিকে যাইতে বাধ্য করিল তখন সে বলিল, 'হায়, ইহার পূর্বেই যদি আমি মরিয়া যাইতাম এবং আমি সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়া যাইতাম !'

فَنَادٰىهَا مِنْ تَحْتِهَآ اَلَّا تَحْزَنِىْ قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا ﴿٢٥﴾

২৫। তখন সে (ফিরিশ্‌তা)' তাহাকে তাহার নীচের দিক[১৭৫৮] হইতে ডাক দিয়া বলিল, 'তুমি দুঃখিত হইও না, নিশ্চয় তোমার প্রভু তোমার নিম্নদেশ দিয়া এক ঝর্ণা প্রবাহিত করিয়াছেন।

وَهُزِّىْٓ اِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسٰقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا ﴿٢٦﴾

২৬। এবং খর্জুর-বৃক্ষের কাণ্ড ধরিয়া তুমি নিজের দিকে নাড়া দাও, তোমার উপর উহা সদ্য পাকা খর্জুর নিক্ষেপ করিবে;[১৭৫৯]

১৭৫৭। বাইবেলের নূতন নিয়মে দেখা যায়, বৈথলেহেমে যে সরাইখানায় ঈসা (আঃ) ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন সেখানে কোন প্রকোষ্ঠ ছিল না। যোসেফ এবং মরিয়ম বাধ্য হইয়াই খোলা মাঠে অবস্থান করিয়াছিলেন এবং মরিয়ম বিশ্রামের উদ্দেশ্যে খেজুর গাছের কাণ্ডের নিকটে ছায়ার নীচে গেলেন, সম্ভবতঃ প্রসব বেদনায় কিছু অবলম্বন গ্রহণের জন্যও।

১৭৫৮। 'তাহ্‌ত' শব্দের অর্থ পাহাড়ের ঢালু স্থান এবং উতরাইও বুঝায় (লেইন)। এই আয়াতের মর্ম এরূপ হয় যে, পাহাড়ের ঢালু দিক হইতে মরিয়মের নিকট আওয়াজ আসিয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে বৈথলেহেম শহর সমুদ্রতল হইতে ২৩৫০ ফুট উচ্চে পর্বতের উপর অবস্থিত এবং খুবই উর্বর উপত্যকা দ্বারা পরিবেষ্টিত। এই পাহাড়ে ঝর্ণাসমূহ রহিয়াছে, উহাদের মধ্যে একটি 'সুলায়মানের ঝর্ণা' নামে পরিচিত। অন্য একটি ঝর্ণা শহরের দক্ষিণ পূর্বদিকে ৮০০ গজ দূরে অবস্থিত। এই সকল ঝর্ণা হইতেই বৈথলেহেম শহরে পানি সরবরাহ হইয়া থাকে।

১৭৫৯। এই আয়াত অনুযায়ী হযরত ঈসা (আঃ)-এর জন্ম এমন এক সময়ে হইয়াছিল যখন জুদাইয়াতে বৃক্ষে তাজা পাকা খেজুর ছিল। ইহা দ্বারা স্পষ্টতঃই প্রমাণ হয় যে, ইহা আগষ্ট-সেপ্টেম্বরের মাস ছিল যাহা সেখানকার খেজুরের মৌসুম। কিন্তু খৃষ্টানদিগের প্রচলিত ধারণা মতে ঈসা (আঃ)-এর জন্ম ২৫শে ডিসেম্বর। এই দিনটি খৃষ্টান জগতের সর্বত্র মহাসমারোহে প্রতি বৎসর 'বড় দিন' হিসাবে পালিত হইয়া থাকে। খৃষ্টানদের এই বিশ্বাসকে কেবল কুরআন একাই ভুল প্রতিপন্ন করে নাই, বরং ইতিহাস এমনকি বাইবেলের নূতন নিয়মও এই দিনটি সম্বন্ধে এক মত নহে। ঈসা (আঃ)-এর জন্মের সময় সম্বন্ধে লুক লিখিয়াছেন, 'ঐ অঞ্চলে মেষপালকেরা মাঠে অবস্থান করিতেছিল এবং রাত্রিকালে আপন আপন পাল চৌকি দিতেছিল' (লুক-২ঃ৭-৮)। লুকের এই বক্তব্যের সমালোচনায় বিশপ বার্ণস তাঁহার রচিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'দি রাইজ অব ক্রিষ্টিয়ানিটি'-এর ৭৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, "তদুপরি যীশুর প্রকৃত এবং সঠিক জন্ম তারিখ যে ২৫শে ডিসেম্বর ছিল এই বিশ্বাসের কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণিত দলীল নাই। বৈথলেহেমের নিকট খোলা মাঠে মেষপালক রাখালদের রাত্রিকালে পাহারারত অবস্থা সম্বন্ধে লুকের বর্ণিত জন্ম-কাহিনী যদি আমরা বিশ্বাস করি, তাহা হইলে যীশুর জন্ম শীতের মওসুমে হয় না, যখন জুদাইয়ার পাহাড়ী এলাকায় রাত্রের তাপমাত্রা এত নীচে নামিয়া যায় যে, তুষারপাতই স্বাভাবিক। অনেক যুক্তি-তর্কের পরে আমাদের বড়দিন অর্থাৎ ক্রিসমাস বা খৃষ্টের জন্মদিন প্রায় ৩০০ খৃষ্টাব্দে হইতে গৃহীত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।" বিশপ বার্ণসের এই অভিমত এন্‌সাইক্লোপেডিয়া বৃটানিকা এবং চেম্বার্স এনসাইক্লোপেডিয়া 'ক্রিসমাস' অধ্যায় কর্তৃক সমর্থিতঃ "খৃস্টের জন্মের সঠিক দিন তারিখ কখনই সন্তোষজনকভাবে স্থিরীকৃত হয় নাই; কিন্তু গীর্জার পুরোহিতগণ ৩৪০ খৃঃ অঃ যখন এই ঘটনার স্মৃতি-তর্পণ উদ্‌যাপনের দিন স্থির করিল, তখন তাহারা অতি বিজ্ঞজনোচিতভাবে মকরক্রান্তিতে সূর্যের অবস্থান দিবসকে নির্ধারণ করিয়াছিল, যে দিনটি তাহাদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আনন্দোৎসবের দিন হিসাবে জনসাধারণের মনে পূর্বাহ্নেই গভীরভাবে রেখাপাত করিয়াছিল। মানব প্রণীত পঞ্জিকায় পরিবর্তনের কারণে নিরক্ষ রেখা হইতে সূর্যের দূরতম স্থানে অবস্থানকাল এবং ক্রিসমাস দিবসের মধ্যে অল্প কয়েক দিনের পার্থক্য হয়" (এনসাইক ব্রিট, ১৫শ সংস্করণ, ৫ম খণ্ড-৬৪২ এবং ৬৪২-ক পৃষ্ঠা)।..... "দ্বিতীয়স্থানে মকরক্রান্তি সূর্যের জন্ম-দিবস হিসাবে পরিগণিত হইয়াছিল এবং রোমে ২৫শে ডিসেম্বরে সূর্য-দেবের জন্মতিথি উপলক্ষে পৌত্তলিক উৎসব পালিত হইত। খৃষ্টান যাজক সম্প্রদায় এই জনপ্রিয় প্রচলিত আনন্দ-উৎসবকে বন্ধ করিতে ব্যর্থ হইয়া ইহাকে আধ্যাত্মিকতার নামে ন্যায়পরায়ণ সূর্যে-দেবের উৎসব হিসাবে পালন করিতে শুরু করিল" (চার্চ, এনসাইক)। এনসাইক্লোপেডিয়ার এই বর্ণনাসমূহ পিক (Peake) প্রণীত 'কমেন্টারী অব দি বাইবেল' দ্বারা আরও সমর্থিত হইয়াছে। তাহার এই গ্রন্থের ৭২৭ পৃষ্ঠায় পিক বলেনঃ "(যীশুর জন্মের) মৌসুম ডিসেম্বর নহে; আমাদের বড় দিন (Christmas day) তুলনামূলকভাবে পাশ্চাত্যে পরবর্তীতে প্রচলিত সংস্করণ।" সাম্প্রতিককালে খৃষ্টান ধর্ম-মতের উৎপত্তি সম্বন্ধে ঐতিহাসিক গবেষণা সন্দেহাতীত

فَكُلِيْ وَاشْرَبِيْ وَقَرِّيْ عَيْنًا ۚ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا ۙ فَقُوْلِيْ إِنِّيْ نَذَرْتُ لِلرَّحْمٰنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا ﴿٢٦﴾

২৭। সুতরাং তুমি খাও এবং পান কর এবং চক্ষুকে স্নিগ্ধ কর। এবং যদি তুমি কোন মানুষকে দেখ, তখন (তাহাকে) বল, 'আমি রহমানের উদ্দেশ্যে রোযা মানত করিয়াছি; সুতরাং আজ আমি কোন মানুষের সহিত কোনক্রমেই কথা বলিব না।'[১৭৬০]

فَأَتَتْ بِهٖ قَوْمَهَا تَحْمِلُهٗ ۖ قَالُوْا يٰمَرْيَمُ

২৮। অতঃপর সে তাহাকে আরোহণ করাইয়া নিজ[১৭৬১] জাতির নিকট আসিল; তাহারা বলিল, 'হে মরিয়ম ! তুমি নিশ্চয়

রূপে প্রমাণ করিয়াছে যে, ঈসা (আঃ) ডিসেম্বর মাসে জন্ম গ্রহণ করেন নাই। ডঃ জন ডি, ডেভিস (Dr. John D. Davis) তাঁহার রচিত ডিক্শনারী অব দি বাইবেল (Dictionary of the Bible) পুস্তকে 'বৎসর'(Year) শব্দের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন যে, ইহুদীদের ইলুল (Elul) মাসে খেজুর পাকে এবং 'পীকের কমেন্টারী অন দি বাইবেল'-এর ১৭৭ পৃষ্ঠায় আমরা দেখিতে পাই যে, ইলুল মাস আগষ্ট-সেপ্টেম্বর মাসের অনুরূপ বা সমসাময়িক। ডঃ পীক আরও বলেন, 'জে স্টুয়ার্ট স্ব-প্রণীত তাঁহার'হোয়েন ডিড আওয়ার লর্ড অ্যাকচুয়্যালী লিভ' (When did our lord actually live?) পুস্তকে, এংগোরা মন্দিরে রক্ষিত শীলালিপি এবং প্রাচীন চীনের সাহিত্য হইতে উদ্ধৃতি দিয়া খৃষ্টের জীবন কাহিনী সুদূর চীনে ২৫-২৮ খৃঃ অঃ সময়ে প্রাপ্ত বর্ণনার দ্বারা যুক্তির মাধ্যমে যীশুর জন্ম খৃষ্ট-পূর্ব ৮ সনে (সেপ্টেম্বর বা অক্টোবর) বলিয়া নির্ধারণ করিয়াছেন এবং ২৪ খৃষ্টাব্দের বুধবারে ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার কথা সাব্যস্ত করিয়াছেন।' দুইটি এনসাইক্লোপেডিয়ার উপরোক্ত বর্ণনা 'কমেন্টারী অব দি বাইবেল'-এর উদ্ধৃতি দ্বারা সমর্থিত হইয়া এই ঘটনা সুস্পষ্ট হইয়া উঠে যে, ঈসা (আঃ) ইহুদীদের ইলুল মাসে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইলুল ইংরাজী মাস আগষ্ট-সেপ্টেম্বরের অনুরূপ বা ঐকাযুক্ত, যে সময় জুদাইয়াতে খেজুর পাকার মওসুম এবং ২৫শে ডিসেম্বরে নহে যেভাবে খৃষ্টান গীর্জাগুলি আমাদিগকে বিশ্বাস করাইতে চাহে। পবিত্র কুরআনও এই মতই ব্যক্ত করে। প্রকৃত ঘটনাটি হইল, ঈসা (আঃ)-এর জন্ম তারিখ নির্ধারণের সমস্ত গোলমাল সৃষ্টির কারণ মনে হয় হযরত মরিয়মের গর্ভধারণের তারিখ সম্পর্কে বিভ্রান্তি। নভেম্বর অথবা ডিসেম্বর মাসে মরিয়ম গর্ভধারণ করিয়াছিলেন বলিয়া প্রতিভাত হয়, চার্চের ইতিহাসবিদগণের বিশ্বাস মতে মার্চ বা এপ্রিল মাসে নহে। চার-পাঁচ মাস গর্ভধারণের পর গর্ভাবস্থাকে দৃষ্টিগোচর হইতে আড়ালে রাখা যখন আর সম্ভব ছিল না তখন মরিয়মকে নিয়া পরবর্তী বৎসর মার্চ অথবা এপ্রিল মাসে যোসেফের বাড়ীতে চলিয়া যাওয়ার জন্য যোসেফকে বুঝাইয়া রাজি করান হইল। এইভাবেই খৃষ্টান ঐতিহাসিকগণ মার্চ বা এপ্রিল মাসকে— যখন মরিয়মকে যোসেফের বাড়ীতে নেওয়া হইয়াছিল— তাঁহার গর্ভধারণের মাস বলিয়া ভুল করিয়াছিল যাহা চার-পাঁচ মাস পূর্বেই ঘটিয়াছিল।

তফসীরাধীন আয়াত হইতে ইহা দেখা যায় যে, মরিয়ম পর্বত গোত্রের উপরিভাগে কোন ছাউনি বা আবরণের মধ্যে আশ্রয় নিয়াছিল এবং পাহাড়ের ঢালুতে খেজুর বৃক্ষ দণ্ডায়মান ছিল এবং এই জন্যই মরিয়ম সহজেই সেই বৃক্ষের নিকট পৌঁছিয়া উহাতে নাড়া দিতে পারিয়াছিলেন। বৈথলেহেম অঞ্চল যে খেজুর বৃক্ষ দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল উহা বাইবেল হইতে সুস্পষ্ট (বিচারক-১ঃ১৬) এবং ডঃ জন ডি, ডেভিস, ডি, ডি প্রণীত 'এ ডিকশনারী অব দি বাইবেল' হইতেও স্পষ্ট। এতদ্ব্যতীত পূর্ববর্তী আয়াতে যেমন উল্লেখ করা হইয়াছে যে, মরিয়ম নিকটবর্তী ঝর্ণাটিতে গিয়া পানি পান করিতে এবং নিজেকে ধৌত করিতে নির্দেশিত হওয়ার ঘটনাই অঙ্গুলী নির্দেশ করিতেছে যে, হযরত ঈসা (আঃ) আগষ্ট-সেপ্টেম্বরে ভূমিষ্ট হইয়াছিলেন, কারণ জুদাইয়ার বরফ গলানো আবহাওয়াতে মরিয়মের পক্ষে খোলা বাতাসে গোসল করা বা নিজেকে ধৌত করা সম্ভব ছিল না।(দি লারজার এডিশন অব দি কমেন্টারী, ১৫৭৩-১৫৭৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

১৭৬০। অযথা কথা বলা হইতে বিরত থাকার আদেশের অর্থ ছিল এক দিকে তাঁহার দৈহিক শক্তি অক্ষুণ্ণ রাখা, অপরপক্ষে বেশী সময় আল্লাহ্তা'লার স্মরণে নিজেকে একান্তভাবে নিয়োজিত রাখার সুযোগ দেওয়া।

১৭৬১। এই অর্থের জন্য দেখুন ৯ঃ৯২। বাইবেলের নূতন নিয়মে দেখা যায় যে, বৈথলেহেমে ঈসা (আঃ)-এর জন্মের পর ঐশী নির্দেশে যোসেফ তাঁহাকে এবং মরিয়মকে নিয়া মিশরে গেলেন এবং সেখানে তাঁহারা কয়েক বৎসর কাটাইলেন এবং বাদশা হিরোদের মৃত্যুর পর তাঁহারা নেযারথে ফিরিয়া গেলেন এবং সেখানেই বসবাস করিতেছিলেন (মথি-২ঃ১৩-২৩)।এই ব্যাপারে বাইবেলে উল্লেখিত এক ভবিষ্যদ্বাণীও ছিল যে, ঈসা (আঃ) এক গাধায় চড়িয়া তাঁহার মায়ের সঙ্গে স্বজাতির নিকট আসিবেন (মথি-২১ঃ৪-৭)। ঈসা (আঃ) এবং মরিয়ম বাস্তবেই গাধার উপর যেরুজালেমে প্রবেশ করিয়াছিলেন। 'তাহমিলুহু' উক্তি সম্ভবতঃ বাইবেলের সেই ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতিই ইংগিত করে। তফসীরাধীন আয়াত সেই সময়কেই নির্দেশ করে যখন ঈসা (আঃ) প্রত্যাদিষ্ট হইয়াছিলেন এবং নবুওয়াত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, যেমন ৩১-৩৪ আয়াত হইতে ইহা সুস্পষ্ট।

لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا ﴿٢٨﴾

অত্যন্ত জঘন্য কাজ করিয়াছ ![১৭৬২]

يٰٓاُخْتَ هٰرُوْنَ مَا كَانَ اَبُوْكِ امْرَاَ سَوْءٍ وَّمَا كَانَتْ اُمُّكِ بَغِيًّا ﴿٢٩﴾

২৯ । হে হারূনের ভগ্নী ![১৭৬৩] না তোমার পিতা অসচ্চরিত্র ছিল, এবং না তোমার মাতা ব্যভিচারিণী ছিল !'

فَاَشَارَتْ اِلَيْهِ ؕ قَالُوْا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِى الْمَهْدِ صَبِيًّا ﴿٣٠﴾

৩০ । তখন সে তাহার দিকে ইশারা করিল।[১৭৬৪] তাহারা বলিল, 'আমরা তাহার সহিত কিরূপে কথা বলিব যে এক দোলনার শিশু ?'[১৭৬৫]

قَالَ اِنِّىْ عَبْدُ اللّٰهِ ؕ اٰتٰنِىَ الْكِتٰبَ وَجَعَلَنِىْ نَبِيًّا ﴿٣١﴾

৩১ । সে (ঈসা) বলিল, নিশ্চয় আমি আল্লাহ্‌র বান্দা, তিনি আমাকে কিতাব দিয়াছেন এবং আমাকে নবী মনোনীত করিয়াছেন ।

১৭৬২ । 'ফারিয়্যা' শব্দের অর্থ মিথ্যা জালকারীও হইয়া থাকে (লেইন)। এই শব্দ ব্যবহার দ্বারা ইহুদী প্রধানরা কটাক্ষ ও বক্রোক্তি করিয়াছিল যেন মরিয়ম অসতী নারী ছিলেন এবং ঈসা (আঃ) মিথ্যা জালিয়াতকারী ও ভণ্ড-নবী ছিলেন ।

১৭৬৩ । কুরআন করীমে মরিয়মকে হযরত হারূন (আঃ)-এর ভগ্নীরূপে আখ্যায়িত করায় রসূল করীম (সাঃ)-এর নিকট প্রশ্ন করা হইয়াছিল এবং হুযূর পাক (সাঃ) প্রশ্নকারীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, ইসরাঈলীগণ তাহাদের সন্তানদের নাম নবী এবং সাধু বুযূর্গগণের নামের অনুকরণে রাখিত, ইহা তিনি জানেন কিনা (বায়ান, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ১৬,ও জারীর, ১৬শ খণ্ড, পৃঃ ৫২)। এখানে মরিয়মকে হারূন (আঃ)-এর ভগ্নী বলা হইয়াছে, মূসা (আঃ)-এর ভগ্নী বলা হয় নাই, যদিও উভয়েই ভাই ছিলেন । কার্যতঃ হযরত মূসা (আঃ) ছিলেন ইহুদী ধর্মের প্রবর্তক এবং হারূন (আঃ) ছিলেন ইহুদী যাজক শ্রেণীর প্রধান (এনসাইক বিব এণ্ড এনসাইক ব্রিট, 'আরোন' অধ্যায়) এবং হযরত মরিয়মও পুরোহিত সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। মহানবী (সাঃ)-এর পবিত্র জীবনের এক ঘটনা তাবারী বর্ণনা করিয়াছেন যাহা পাঠকবৃন্দকে তাব, 'আম, উখ্‌ত এইরূপ আরবী শব্দের মর্ম উপলব্ধি করার অন্তর্দৃষ্টি দান করিয়াছে । নবী করীম (সাঃ)-এর স্ত্রী ইহুদী-বংশজাত হযরত সাফিয়া (রাঃ) একদিন আঁ-হযরত (সাঃ)-এর নিকট অভিযোগ করিলেন যে, তাঁহার অন্যান্য স্ত্রীগণের কেহ কেহ তাঁহাকে ইহুদী নারী বলিয়া কটাক্ষ করে । ইহাতে নবী করীম (সাঃ) তাঁহাকে বিদ্রূপের প্রতিউত্তর দিতে বলিয়াছিলেন এই কথা দ্বারা যে, হারূন (আঃ) তাঁহার পিতা,মূসা (আঃ) তাঁহার চাচা এবং হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁহার স্বামী । এখন ঘটনা তো এই যে, নবী করীম (সাঃ) নিশ্চয়ই জানিতেন যে, হারূন (আঃ) হযরত সাফিয়া (রাঃ)-এর পিতা ছিলেন না, না হযরত মূসা (আঃ) তাঁহার চাচা ছিলেন । কুরআন শরীফে ৩৩ঃ৭০ আয়াতে এইরূপ অভিযোগের উল্লেখ রহিয়াছে । ইহুদীগণের বয়োজ্যেষ্ঠ লোকেরা ঈসা (আঃ)-এর মাতাকে 'হারূন (আঃ)-এর ভগ্নী' বলিয়া হয়ত ইহাই বুঝাইতে চাহিয়াছিল যে, হারূনের ভগ্নী মেরী যেমন হযরত মূসা (আঃ)-এর বিরুদ্ধে এক নারীকে অবৈধভাবে বিবাহ করার অভিযোগ আনিয়া জঘন্য অপরাধ করিয়াছিল (এই অভিযোগ সম্পর্কে ৩৩ঃ৭০ আয়াতে উল্লেখিত),সেইরূপে তিনিও তাঁহার একই নামধারীর মত, অবৈধ সন্তান জন্ম দিয়া জঘন্য পাপ করিয়াছেন । আরো বিস্তারিত জানার জন্য ৪০১ টীকা দ্রষ্টব্য ।

১৭৬৪ । 'তখন সে তাহার দিকে ইশারা করিল' এই উক্তির মর্ম হইল যে, হযরত মরিয়ম জানিতেন যে, যদি ইহুদীদের বয়োজ্যেষ্ঠরা তাঁহার নিকট প্রশ্ন রাখে তবে ঈসা (আঃ) কি উত্তর দিবেন । এই কথাগুলির অর্থ ইহাও হইতে পারে যে, মরিয়ম জানিতেন যে,তিনি যদি নিজেকে নির্দোষ ঘোষণা করেন তবে কেহ তাঁহাকে বিশ্বাস করিবে না । তাঁহার নির্দোষিতার একমাত্র প্রমাণ তাঁহার পুত্র । মরিয়ম বুঝাইতে চাহিয়া ছিলেন যে, এমন পবিত্র ও সাধু সন্তান, যাহাকে আল্লাহ্‌তা'লা এইরূপ মহৎ গুণাবলীর দ্বারা ভূষিত করিয়াছিলেন,অসৎ বা অবৈধ সংযোগের ফল হইতে পারে না এবং তাঁহার ধর্মপরায়ণতা ও সদ্‌গুণসমূহ স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজেরাই মরিয়মের নির্দোষ হওয়ার যথেষ্ট সত্যতা প্রতিপাদন করে । সেই জন্যই তিনি ঈসা (আঃ)-কে দেখাইয়া দিয়াছিলেন ।

১৭৬৫ । এই আয়াত বুঝিতে কোন অসুবিধা হয় না । ইহুদী প্রধানদিগের বিদ্রূপ শুনিয়া মরিয়ম তাহাদের মনোযোগ ঈসা (আঃ)-এর দিকে নিবদ্ধ করিতে চাহিয়াছেন । তাহারা ঈসা (আঃ)-এর সঙ্গে কথা বলিতে ঘৃণা বোধ করিল ও তাচ্ছিল্যপূর্ণভাবে বলিয়া উঠিল 'সে যে এক দোলনার শিশু' অর্থাৎ যে বালক তাহাদের চোখের সম্মুখে জন্ম ও প্রতিপালিত হইয়াছে তাহার সঙ্গে কি কথা বলিবে ? বয়সে অনেক ছোট কাহারও নিকট হইতে জ্ঞান অর্জনের জন্য আমন্ত্রিত হওয়ার মধ্যে বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তিরা অভ্যস্ত নহে। কথাগুলি দ্বারা ঈসা (আঃ)-এর প্রতি ঘৃণাব্যঞ্জক এবং অবজ্ঞাপূর্ণ ভাব প্রকাশের অবস্থাকে উপস্থাপন করা হইয়াছে । আরো দেখুন ৩ঃ৪৭ আয়াত ।

وَّجَعَلَنِيْ مُبٰرَكًا اَيْنَ مَا كُنْتُ ۖ وَاَوْصٰنِيْ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ﴿٣٢﴾

৩২। এবং আমি যেখানেই থাকি না কেন তিনি আমাকে বরকতমণ্ডিত করিয়াছেন, এবং যতদিন আমি জীবিত থাকি তিনি আমাকে নামায ও যাকাত আদায় করার বিশেষ নির্দেশ দিয়াছেন;

وَّبَرًّا بِوَالِدَتِيْ ۖ وَلَمْ يَجْعَلْنِيْ جَبَّارًا شَقِيًّا ﴿٣٣﴾

৩৩। এবং তিনি আমাকে আমার মাতার প্রতি সদাচারী করিয়াছেন, এবং তিনি আমাকে উদ্ধত ও হতভাগ্য করেন নাই।[১৭৬৬]

وَالسَّلٰمُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُّ وَيَوْمَ اَمُوْتُ وَيَوْمَ اُبْعَثُ حَيًّا ﴿٣٤﴾

৩৪। এবং আমার উপর শান্তি— যেদিন আমি জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলাম এবং যেদিন আমি মৃত্যু বরণ করিব এবং যেদিন আমাকে জীবিত করিয়া পুনরুত্থিত করা হইবে।'

ذٰلِكَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ ۚ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِيْ فِيْهِ يَمْتَرُوْنَ ﴿٣٥﴾

৩৫। এই হইল মরিয়মের পুত্র ঈসা,[১৭৬৭] ইহা সত্য বিবরণ, যাহার সম্বন্ধে তাহারা তর্ক-বিতর্ক করে।[১৭৬৮]

مَا كَانَ لِلّٰهِ اَنْ يَّتَّخِذَ مِنْ وَّلَدٍ ۙ سُبْحٰنَهٗ ۭ اِذَا قَضٰٓى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ﴿٣٦﴾

৩৬। ইহা আল্লাহ্‌র মর্যাদার পরিপন্থী যে, তিনি নিজের জন্য কোন পুত্র গ্রহণ করেন,[১৭৬৯] তিনি পবিত্র। যখন তিনি কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত করেন তখন তিনি উহাকে বলেন, 'হও',[১৭৭০] অতঃপর উহা হইয়া যায়।

১৭৬৬। ইহুদী বয়োবৃদ্ধদের নিকট ঈসা (আঃ) যে কথাগুলি বলিয়াছিলেন এবং যাহা ৩১-৩৪ আয়াতসমূহে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে, সেইগুলি নিশ্চয়ই কোন শিশুর মুখের কথা হইতে পারে না। দৃঢ়তা সহকারে এই সকল ঘোষণা এক বাচ্চার মুখ হইতে নিঃসৃত কতকগুলি মিথ্যা উক্তির মত শোনায়। বয়স ও কথার মধ্যে এইরূপ অসামঞ্জস্য ও অসঙ্গতি থাকায় কেহ এইগুলিকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে পারে না। সেই সময় ঈসা (আঃ) না নবী ছিলেন, না তখন তিনি ইবাদত করিতেন বা যাকাত দিতেন, না তাঁহাকে তখন কিতাব দেওয়া হইয়াছিল। উপরন্তু এই অলৌকিক ব্যাপারের উল্লেখ ৩ঃ৪৭ আয়াতে রহিয়াছে এইভাবে যে, ঈসা (আঃ) দোলনায় লোকদিগের সহিত কথা বলিয়াছিলেন এবং পৌঢ় বয়সেও। কিন্তু প্রৌঢ় বয়সে মানুষের কথা বলা কোন অলৌকিক ব্যাপার নহে। 'প্রৌঢ় বয়সে' শব্দের সঙ্গে 'দোলনা' শব্দ যোগ করিয়া, কুরআন করীম পরোক্ষভাবে প্রকাশ করিতেছে যে, সাধারণে প্রচলিত অর্থে ঈসা (আঃ)-এর মধ্য বয়সে এবং দোলনায় কথা বলা কোন অলৌকিক ঘটনা ছিল না; কিন্তু ইহা অলৌকিক ব্যাপার ছিল এই অর্থে যে, তিনি শৈশবে এবং প্রৌঢ়ত্বে ব্যতিক্রমী বা অসাধারণ আধ্যাত্মিক জ্ঞানগর্ভ ও বুদ্ধিমত্তার কথা বলিয়াছিলেন। সদ্য দুই শব্দ সমষ্টির সংযোজনে এক ভবিষ্যদ্বাণী নিহিত ছিল যে, ঈসা ইবনে মরিয়ম (আঃ) যৌবনে মৃত্যুবরণ করিবেন না, বরং পরিপূর্ণ বৃদ্ধ বয়স প্রাপ্ত হইবেন। এই ভবিষ্যদ্বাণীই প্রকৃত অলৌকিকত্ব প্রকাশ করিয়াছিল। কিন্তু 'মাহদা' শব্দের অন্য অর্থ 'প্রস্তুতিকাল' যাহা এই শব্দের আর এক অর্থও বটে; যদি এই অর্থ লওয়া হয় তাহা হইলে ৩ঃ৪৭ আয়াতের মর্ম হইবে যে, ঈসা (আঃ) তাঁহার বয়স এবং অভিজ্ঞতার তুলনায় অনেক বেশী উন্নত বুদ্ধিমত্তা এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞানপূর্ণ কথা বলিবেন।

১৭৬৭। ঈসা (আঃ)-এর বৈশিষ্ট্যসূচক নাম 'ইবনে মরিয়ম'। ইহার দ্বারা একদিকে পিতাবিহীন জন্মের ইঙ্গিত প্রতিভাত, অপরপক্ষে ইহা তাঁহাকে এমন এক নাম প্রদান করিয়াছে যাহা অন্য কাহারো নামের সঙ্গে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করিতে অক্ষম। বাইবেল ঈসা (আঃ)-এর 'ইব্‌নে আদম' অর্থাৎ 'মনুষ্য পুত্র' বিশেষণও ব্যবহার করিয়াছে, কিন্তু এই শেষোক্ত বিশেষণ বা গুণবাচক উক্তি অন্য লোকের জন্যও ব্যবহার করা হইয়াছে। 'ইবনে মরিয়ম' বা মরিয়মের পুত্র সরাসরি ঈসা (আঃ)-এর পার্থক্যসূচক এবং বর্ণনামূলক এক নাম।

১৭৬৮। ধর্মের ইতিহাসে মরিয়মের পুত্র ঈসা (আঃ)-এর মত সম্ভবতঃ অন্য দ্বিতীয় কোন ব্যক্তি নাই যাহার সম্পর্কে এত অধিক এবং সুদূরপ্রসারী মতভেদ বিদ্যমান। ইহুদী, খৃষ্টান এবং মুসলমান জাতি সকলেই ঈসা (আঃ)-এর জন্ম, তাঁহার মৃত্যুর প্রকার বা অবস্থা এবং তাঁহার জীবনের প্রধান ঘটনাসমূহ সম্পর্কে বিরাট মতপার্থক্য পোষণ করিয়া থাকেন।

১৭৬৯। খৃষ্টানগণের বিশ্বাস ঈসা (আঃ) আল্লাহ্‌র পুত্র ছিলেন। তাহাদের এই বিশ্বাসের ভিত্তি হইল বাইবেল যাহাতে তাঁহাকে 'খোদার পুত্র' বলা

১৭৭০ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

وَ اِنَّ اللّٰهَ رَبِّیْ وَ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ ؕ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِیْمٌ ﴿۳۷﴾

৩৭। (ঈসা বলিল) 'নিশ্চয় আল্লাহ্ আমারও প্রভু এবং তোমাদেরও প্রভু, সুতরাং কেবল তাঁহারই ইবাদত কর, ইহাই সরল-সুদৃঢ় পথ।'

فَاخْتَلَفَ الْاَحْزَابُ مِنْۢ بَیْنِهِمْ ۚ فَوَیْلٌ لِّلَّذِیْنَ كَفَرُوْا مِنْ مَّشْهَدِ یَوْمٍ عَظِیْمٍ ﴿۳۸﴾

৩৮। কিন্তু বিভিন্ন দল তাহাদের পরস্পরের মধ্যে মতানৈক্য করিল; সুতরাং দুর্ভোগ তাহাদের যাহারা এক গুরুতর দিবসে হাযির হওয়ার বিষয়কে অস্বীকার করে।

اَسْمِعْ بِهِمْ وَ اَبْصِرْ ۙ یَوْمَ یَاْتُوْنَنَا لٰكِنِ الظّٰلِمُوْنَ الْیَوْمَ فِیْ ضَلٰلٍ مُّبِیْنٍ ﴿۳۹﴾

৩৯। সেদিন তাহারা আমাদের সম্মুখে হাযির হইবে, লক্ষ্য কর, সেদিন তাহাদের শ্রবণ-শক্তি এবং দৃষ্টি-শক্তি কত প্রখর হইবে![১৭৭১] কিন্তু যালেমগণ আজ প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতার মধ্যে পড়িয়া আছে।

وَ اَنْذِرْهُمْ یَوْمَ الْحَسْرَةِ اِذْ قُضِیَ الْاَمْرُ ۘ وَ هُمْ فِیْ غَفْلَةٍ وَّ هُمْ لَا یُؤْمِنُوْنَ ﴿۴۰﴾

৪০। এবং তুমি তাহাদিগকে বিষাদের দিন সম্বন্ধে সতর্ক কর, যখন সকল বিষয়ের ফয়সালা করিয়া দেওয়া হইবে, কিন্তু (এখন) এই সকল লোক ঔদাসীন্যে পড়িয়া আছে, তাই তাহারা ঈমান আনে না।

اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْاَرْضَ وَ مَنْ عَلَیْهَا وَ اِلَیْنَا یُرْجَعُوْنَ ﴿۴۱﴾ ع ۲ ۵ [۲۵]

৪১। নিশ্চয় আমরা সমগ্র পৃথিবীর উত্তরাধিকারী[১৭৭২] হইব এবং তাহাদেরও যাহারা ইহার উপর আছে এবং তাহাদের (সকলকে) আমাদের দিকেই ফিরাইয়া আনা হইবে।

হইয়াছে। কিন্তু বাইবেলে অন্যান্য লোককেও 'খোদার পুত্র' রূপে সম্বোধন করা হইয়াছে। সুতরাং এই বিষয়ে ঈসা (আঃ) কোন বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী নহেন। যদি অন্যান্য আদম সন্তানকে 'খোদার পুত্র' বলার পরও খোদার পুত্র না হইয়া থাকেন তাহা হইলে ঈসা (আঃ) কোন্ যুক্তি বলে খোদার পুত্র হইবেন? অন্যান্যদের সম্বন্ধে বাইবেলের লুক-২০ঃ৩৬,যিরমিয়-৩১ঃ৯, মথি-৬ঃ৯, যোহন-৮ঃ৪১ এবং ইফিষীয়- ৪ঃ৬ দ্রষ্টব্য। এমতাবস্থায় যাহাদিগকে একইভাবে সম্বোধন করা হইয়াছে তাহাদের মোকাবেলায় তিনি আর খোদার পুত্র থাকেন না।

১৭৭০। আরবী ভাষায় 'কুন্' কোন বস্তুকে উপলক্ষ্য করিয়া বলা ছাড়াও গভীর ইচ্ছা প্রকাশনার্থেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এক অভিযানে রসূল করীম (সাঃ)-এর খুবই অনুগত এবং অত্যন্ত সাহসী সাহাবী হযরত খায়সামাহ্ (রাঃ) অনুপস্থিত ছিলেন। আঁ-হযরত (সাঃ) তাঁহার অনুপস্থিতি গভীরভাবে উপলব্ধি করিতেছিলেন। যুদ্ধের মধ্যে ব্যাপৃত থাকা অবস্থায় তিনি অনেক দূরে দেখিতে পাইলেন যে,একজন অশ্বারোহী ব্যক্তি তাঁহার দিকে অত্যন্ত দ্রুত গতিতে আসিতেছে। আঁ-হযরত (সাঃ) চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন,'কুন্ আবা খায়সামাহ' অর্থাৎ 'খোদাকরুন তুমি আবু খায়সামাহ্ হও'। অতএব 'কুন্' শব্দের মর্ম হইবে যে, আল্লাহ্তা'লা যখন চাহেন কোন জিনিস হউক, উহা হইয়া যায়; অথবা আল্লাহ্ যখন এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করেন, ইহা সেইরূপ ধারণ করে। শব্দটি এই মতের সমর্থন করে না যে, আত্মা এবং বস্তু আদিযুগীয় বা আল্লাহ্তা'লার সহিত সমভাবে চিরস্থায়ী।

১৭৭১। এই আয়াতের মর্ম এই বুঝায় যে, শেষবিচারের দিনে অবিশ্বাসীদিগের দৃষ্টি-শক্তি এবং শ্রবণ-শক্তি অত্যধিক তীক্ষ্ণ ও প্রখর হইবে। কারণ সেইদিন তাহাদের চোখের এবং কানের আবরণ তুলিয়া নেওয়া হইবে এবং তাহারা বুঝিতে পারিবে যে, তাহারা ভুলের মধ্যে ছিল; কিন্তু এই উপলব্ধি অতি বিলম্বে হওয়ার কারণে তাহাদের কোন উপকারে আসিবে না।

১৭৭২। এই আয়াতের মধ্যে দুইটি ভবিষ্যদ্বাণী রহিয়াছে ঃ (ক) খৃষ্টান জাতি প্রথমে পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র রাজত্ব করিবে এবং তাহাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা দ্বারা কর্তৃত্ব করিতে থাকিবে; এবং (খ) তাহাদের বিশ্বাসের ফলশ্রুতিতে তাহারা শাসন-ক্ষমতা হইতে বঞ্চিত হইবে যাহা শেষ পর্যন্ত ইসলাম ধর্মের অনুসারীদিগকে প্রদান করা হইবে।

وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ اِبْرٰهِيْمَ ۘ اِنَّهٗ كَانَ صِدِّيْقًا نَّبِيًّا ﴿٤١﴾

৪২। এবং এই কিতাবে (যেরূপে বর্ণিত হইয়াছে) তুমি ইব্‌রাহীমের (বৃত্তান্ত) উল্লেখ কর,[১৭৭৩] নিশ্চয় সে পরম সত্যবাদী ও নবী ছিল।

اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ يٰٓاَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِيْ عَنْكَ شَيْـًٔا ﴿٤٢﴾

৪৩। যখন সে তাহার পিতাকে বলিয়াছিল, 'হে আমার পিতা! তুমি কেন ঐ সকল বস্তুর ইবাদত কর যাহারা শুনেও না এবং দেখেও না এবং তোমার কোন উপকারেও আসে না?

يٰٓاَبَتِ اِنِّيْ قَدْ جَآءَنِيْ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَاْتِكَ فَاتَّبِعْنِيْٓ اَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا ﴿٤٣﴾

৪৪। হে আমার পিতা! নিশ্চয় আমার নিকট এমন জ্ঞান আসিয়াছে যাহা তোমার নিকট আসে নাই, সুতরাং তুমি আমার অনুসরণ কর, আমি তোমাকে সহজ পথ দেখাইব;

يٰٓاَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطٰنَ ۭ اِنَّ الشَّيْطٰنَ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ عَصِيًّا ﴿٤٤﴾

৪৫। হে আমার পিতা! তুমি শয়তানের ইবাদত করিও না,[১৭৭৪] নিশ্চয় শয়তান রহমান আল্লাহ্‌র অবাধ্য;[১৭৭৫]

يٰٓاَبَتِ اِنِّيْٓ اَخَافُ اَنْ يَّمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ فَتَكُوْنَ لِلشَّيْطٰنِ وَلِيًّا ﴿٤٥﴾

৪৬। হে আমার পিতা! নিশ্চয় আমি ভয় করি যেন রহমান আল্লাহ্‌র (অবাধ্যতার জন্য) কোন আযাব তোমাকে স্পর্শ না করে, যাহার ফলে তুমি শয়তানের বন্ধু হইয়া যাও।'

قَالَ اَرَاغِبٌ اَنْتَ عَنْ اٰلِهَتِيْ يٰٓاِبْرٰهِيْمُ ۚ لَىِٕنْ لَّمْ تَنْتَهِ لَاَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِيْ مَلِيًّا ﴿٤٦﴾

৪৭। সে বলিল, 'হে ইব্‌রাহীম! তুমি কি আমার মা'বূদগণ হইতে বিমুখ হইতেছ? যদি তুমি বিরত না হও, তাহা হইলে আমি নিশ্চয় তোমাকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করিব,[১৭৭৬] (তবে মঙ্গল ইহাতেই) তুমি কিছু কালের জন্য আমার নিকট হইতে দূরে সরিয়া যাও, (যেন আমি ক্রোধবশতঃ কিছু করিয়া না বসি)।'

১৭৭৩। এই কিতাব আল্ কুরআন। নবী করীম (সাঃ)-কে এখানে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছেঃ ইব্‌রাহীম (আঃ)-এর ব্যাপারে যেরূপ কুরআনে উল্লেখিত হইয়াছে উহা বর্ণনা করিবার জন্য, বাইবেলের বর্ণনা অনুযায়ী নহে। কুরআন ইব্‌রাহীম (আঃ)-কে সত্যবাদীরূপে বর্ণনা করিয়াছে, বাইবেল তাঁহার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ আনিয়াছে (আদি পুস্তক-২০ঃ১৩)। ইব্‌রাহীম (আঃ)-এর সিদ্দীক অর্থাৎ পরম সত্যবাদিতার উপর কুরআন খুবই গুরুত্ব আরোপ করিয়াছে, সম্ভবতঃ এই কারণে যে, ভবিষ্যতে কোন সময়ে কুরআনের কতক সমালোচনাকারী কর্তৃকও তাঁহার প্রতি মিথ্যা আরোপ করার আশংকা ছিল।

১৭৭৪। 'আবাদা' ক্রিয়া পদ 'ইবাদাহ' হইতে উৎপন্ন। 'ইবাদাহ' (অনির্দিষ্ট বিশেষ্য পদ) কেবল আল্লাহ্ বা প্রতিমার সামনে সেজদা করা বুঝায় না, অধিকন্তু স্থির মস্তিষ্কে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে গভীরভাবে বিচার-বিবেচনা না করিয়া কোন ধারণা বা বিশ্বাস স্থাপন করা অথবা চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই কোন ব্যক্তিকে অন্ধের মত অনুসরণ করাও বুঝায়। শব্দের শেষোক্ত অর্থ এই আয়াত হইতেই সুস্পষ্ট; কারণ কেহ কোন দিন শয়তানের সম্মুখে সেজদাবনত হইয়া উহার ইবাদত করিতে দেখে নাই।

১৭৭৫। তফসীরাধীন আয়াতে—প্রকৃতপক্ষে, সম্পূর্ণ সূরাটিতেই 'শিরক' কে (মূর্তি-পূজা) অত্যন্ত কঠোর ভাষায় পুনঃ পুনঃ সুস্পষ্টভাবে দোষারোপ ও নিন্দা করা হইয়াছে এবং আল্লাহ্‌তা'লার সীফত 'আর্ রাহ্‌মান' অর্থাৎ অযাচিত-অসীম দাতা হওয়ার উল্লেখ বার বার করা হইয়াছে। কারণ শিরক (প্রতিমা-পূজা) যে কোন রূপে এবং যে কোন প্রকারেই হউক উহা আল্লাহ্‌তা'লার 'রাহ্‌মানিয়াত' অর্থাৎ ঐশী অনুগ্রহরাজির অস্বীকৃতি হইতেই উদ্ভূত বা উহারই প্রত্যক্ষ ফলশ্রুতি।

১৭৭৬। 'রাজামাহ' শব্দের অর্থ, সে তাহাকে প্রস্তরাঘাত করিতে করিতে হত্যা করিল; সে তাহার বিরুদ্ধে মিথ্যা কলঙ্ক রটনা বা অভিযোগ করিল; সে তাহাকে গালি দিল বা অভিশাপ দিল; সে তাহাকে তাড়াইয়া দিল; সে তাহার সহিত সকল সম্বন্ধ ছিন্ন করিল (লেইন)।

قَالَ سَلٰمٌ عَلَيْكَ ۚ سَاَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّيْ ۖ اِنَّهٗ كَانَ بِيْ حَفِيًّا ۝٤٧

৪৮ । সে (ইব্‌রাহীম) বলিল, 'তোমার উপর শান্তি বর্ষিত হউক; নিশ্চয় আমি আমার প্রভুর নিকট তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিব । নিশ্চয় তিনি আমার প্রতি অতীব দয়ালু;

وَاَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَاَدْعُوْا رَبِّيْ ۖ عَسٰٓى اَلَّآ اَكُوْنَ بِدُعَآءِ رَبِّيْ شَقِيًّا ۝٤٨

৪৯ । এবং (হে পিতা !) আমি তোমাদের এবং উহাদের নিকট হইতে, যাহাদিগকে তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত ডাক, দূরে সরিয়া যাইব;[১৭৭৭] এবং আমি আমার প্রভুর নিকট দোয়া করিব, এবং নিশ্চয়, আমি আমার প্রভুর নিকট দোয়া করিয়া বিফল মনোরথ হই না ।'

فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۙ وَهَبْنَا لَهٗٓ اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ ۭ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا ۝٤٩

৫০ । সুতরাং যখন সে তাহাদের নিকট হইতে এবং তাহারা আল্লাহ্ ছাড়া যাহাদের ইবাদত করিত তাহাদের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল; তখন আমরা তাহাকে ইসহাক্ ও ইয়া'কূব[১৭৭৮] দান করিয়াছিলাম, এবং তাহাদের প্রত্যেককে আমরা নবী মনোনীত করিয়াছিলাম ।

وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِّنْ رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا ۝٥٠ ع

৫১ । এবং আমরা তাহাদিগকে আমাদের রহমতের এক (বিপুল) অংশ দান করিয়াছিলাম, তদুপরি আমরা তাহাদিগকে সমুন্নত চিরস্থায়ী সুখ্যাতি প্রদান করিয়াছিলাম ।[১৭৭৯]

৩ [১০] ৬

وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ مُوْسٰٓى ۡ اِنَّهٗ كَانَ مُخْلَصًا وَّكَانَ رَسُوْلًا نَّبِيًّا ۝٥١

৫২ । এবং এই কিতাবে (যেরূপে বর্ণিত হইয়াছে) তুমি মূসার (বৃত্তান্ত)-ও উল্লেখ কর । নিশ্চয় সে মনোনীত (বান্দা) ছিল এবং রসূল, নবী ছিল ।[১৭৮০]

১৭৭৭ । এই আয়াতে মনে হয় হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ) তাঁহার কেনান দেশে হিজরত সম্পর্কে ইশারা করিয়াছেন। তিনি ইরাক ত্যাগ করিয়া কেনান গমন করেন এবং সেই স্থান হইতে মিশরে চলিয়া যান । তিনি তাঁহার পিতা এবং তাঁহার জাতিকে ইরাকে পশ্চাতে ছাড়িয়া গিয়াছিলেন ।

১৭৭৮ । হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর কোন উল্লেখ এই আয়াতে করা হয় নাই যদিও তিনি হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ)-এর জ্যেষ্ঠপুত্র ছিলেন , হযরত ইসহাক ও ইয়াকুব (আঃ)-এর এখানে কেবল অধীনস্থ নবীরূপে উল্লেখ রহিয়াছে, অথচ ৫৫ আয়াতে হযরত ইসমাঈলকে স্বাধীন এবং স্বতন্ত্রভাবে প্রকাশ করা হইয়াছে। ইহাতে বুঝা যায় হযরত ইসহাক ও ইয়াকুব হইতে হযরত ইসমাঈল আধ্যাত্মিক মর্যাদায় উচ্চতর মার্গে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন ।

১৭৭৯ । 'জা'য়াল্না লাহুম লিসানা সিদ্‌কীন আলিয়া' (অর্থ, আমরা তাহাদিগকে সমুন্নত চিরস্থায়ী যশ প্রদান করিয়াছিলাম) -এর মর্মঃ (১) তাহারা যথেষ্ট খ্যাতি বা সুনাম অর্জন করিয়াছিল এবং তাহাদিগকে তাহাদের সমসাময়িক এবং ভাবী বংশধরেরা শ্রদ্ধা, স্নেহ ও ভালবাসার সহিত স্মরণ করিত; (২) তাহাদের কথাবার্তা বুদ্ধিমত্তা ও জ্ঞানপূর্ণ ছিল এবং তিক্ততা, অশ্লীলতা, মিথ্যা ও ঘৃণামুক্ত ছিল; (৩) তাহারা নিজেদের বিশ্বাস প্রকাশে নির্ভীক ছিল, মিথ্যাবাদী এবং অবিশ্বাসীদিগের উপর কঠোর ছিল;(৫) তাহাদের প্রতিষ্ঠিত ভাল কর্মগুলির সুনাম বা সুখ্যাতি বহু স্মৃতিসৌধ ও স্মৃতিস্তম্ভরূপে টিকিয়াছিল ।

১৭৮০ । 'সে রসূল, নবী ছিল' এই শব্দগুলি প্রচলিত এই ভুল ধারণার অপনোদন করিয়া দিয়াছে যে,রসূল—যিনি নূতন শরীয়াত বা কিতাব নিয়া আসেন এবং একজন নবী—যিনি কেবল মানবের সংস্কার সাধনের জন্য আল্লাহ্‌তা'লার প্রত্যাদিষ্ট হইয়া থাকেন এবং যদিও একজন রসূলের মতই এক নবী ওহী-ইলহাম পাইয়া থাকেন, তথাপি তিনি নূতন বিধান বা আদেশ সম্বলিত কোন নূতন কিতাব নিয়া আসেন না । সাধারণভাবে প্রচলিত এই ধারণানুযায়ী প্রত্যেক রসূলই নবী হইয়া থাকেন কিন্তু প্রত্যেক নবী রসূল নহেন । তফসীরাধীন আয়াত এই ভ্রান্ত ধারণাকে নস্যাৎ করিয়া দিয়াছে।কারণ যদি একজন রসূল নতুন শরীয়াত বহন করার কারণে তিনি অবশ্যই নবী,তাহা হইলে এখানে ও অন্যান্য আয়াতে রসূল

وَنَادَيْنٰهُ مِنْ جَانِبِ الطُّوْرِ الْاَيْمَنِ وَقَرَّبْنٰهُ نَجِيًّا ﴿٥٢﴾

৫৩। এবং আমরা তাহাকে তূর পর্বতের ডান পার্শ্ব[১৭৮১] হইতে ডাক দিয়াছিলাম এবং নিভৃতে আলাপ করার সময় তাহাকে নৈকট্য দান করিয়াছিলাম।

وَوَهَبْنَا لَهٗ مِنْ رَّحْمَتِنَآ اَخَاهُ هٰرُوْنَ نَبِيًّا ﴿٥٣﴾

৫৪। এবং আমরা তাহাকে আমাদের রহমত হইতে তাহার ভাই হারূনকে (সাহায্যকারীরূপে) দান করিয়াছিলাম, যাহাকে (আমরা) নবী করিয়াছিলাম।

وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ اِسْمٰعِيْلَ ۚ اِنَّهٗ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُوْلًا نَّبِيًّا ﴿٥٤﴾

৫৫। এবং এই কিতাবে (যেরূপে বর্ণিত হইয়াছে) ইসমাঈলেরও[১৭৮২] (বৃত্তান্ত) উল্লেখ কর, নিশ্চয় সে প্রতিশ্রুতি পালনে সত্যপরায়ণ এবং রসূল ও নবী ছিল।

وَكَانَ يَاْمُرُ اَهْلَهٗ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ ۖ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهٖ مَرْضِيًّا ﴿٥٥﴾

৫৬। এবং সে তাহার পরিজনবর্গকে নামায ও যাকাতের নির্দেশ দিত; এবং সে তাহার প্রভুর দৃষ্টিতে সন্তোষভাজন ছিল।

وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ اِدْرِيْسَ ۚ اِنَّهٗ كَانَ صِدِّيْقًا نَّبِيًّا ﴿٥٦﴾

৫৭। এবং এই কিতাবে (যেরূপে বর্ণিত হইয়াছে) তুমি ইদ্‌রীসের (বৃত্তান্ত) উল্লেখ কর,[১৭৮৩] নিশ্চয় সে পরম সত্যবাদী নবী ছিল।

শব্দের সঙ্গে নবী শব্দের সংযুক্তি অনাবশ্যক এবং অযৌক্তিক। প্রকৃত ব্যাপার হইল এই যে, প্রত্যেক রসূলই নবী এবং প্রত্যেক নবীই রসূল। এই দুইটি পদ অভিন্ন এবং একই পদের দুইটি অবস্থা বুঝায় এবং একই ব্যক্তির দুইটি কর্তব্য বুঝায়। একজন ঐশী সংস্কারক যখন আল্লাহ্‌তা'লার নিকট হইতে সংবাদ পাইয়া থাকেন তখন তিনি রসূল (রিসালাত অর্থ সংবাদ), এবং তিনিই নবী এই অর্থে যে, প্রাপ্ত সংবাদসমূহ তিনি তাঁহার জাতির লোকের নিকট প্রচার করেন যাহাদের প্রতি তিনি প্রেরিত হইয়া থাকেন (নবুওয়াত অর্থ গুরুত্বপূর্ণ সংবাদবহন করণ)। সুতরাং প্রত্যেক রসূলই নবী—কারণ আল্লাহ্‌তা'লার নিকট হইতে ওহী পাইয়া তিনি উহা তাঁহার জাতি বা জনগণের নিকট প্রচার করেন এবং প্রত্যেক নবীই রসূল হইয়া থাকেন, কেননা তিনি তাঁহার জাতির নিকট পৌঁছাইয়া দেন সেই সব ওহী বা সংবাদ যাহা তিনি আল্লাহ্‌তা'লার নিকট হইতে পাইয়া থাকেন। নবীর কর্ম রসূলের ক্রিয়াকলাপের অনুসরণ মাত্র। রসূলের আসনে বা মর্যাদায় প্রথমে তিনি ঐশী-বাণী লাভ করিয়া থাকেন এবং নবীরূপে তিনি প্রাপ্য বাণীসমূহ তাঁহার জনগণের নিকট প্রচার করেন। অতএব এই আয়াত এবং কুরআন করীমের যেসব স্থানে রসূল এবং নবী শব্দদ্বয় একত্রে আসিয়াছে সে স্থানেই অর্থাৎ প্রত্যেকবারই 'নবী' শব্দ 'রাসূল' শব্দের অনুগামী হইয়াছে, যেহেতু ইহাই স্বাভাবিক নিয়মসিদ্ধ।

১৭৮১। এই আয়াতের এই শব্দগুলির অর্থ ঃ— (ক) পর্বতের দক্ষিণ দিক হইতে; (খ) পর্বতের আশীর্বাদপ্রাপ্ত পার্শ্ব হইতে; (গ) পবিত্র বা মহিমান্বিত পর্বত হইতে।

১৭৮২। হযরত মূসা (আঃ)-এর পরে হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর উল্লেখ করা হইয়াছে। তাঁহার সম্বন্ধে বলিতে গিয়া 'ওয়াযকুর' অর্থ 'এবং উল্লেখ কর' শব্দ দ্বারা উপস্থাপন করা হইয়াছে, যদ্দারা প্রতিভাত হয় যে, ধর্মের ইতিহাসে একটি অধ্যায় অর্থাৎ ইসরাঈলী সিলসিলার সমাপ্তি ঘটিয়াছে এবং এক নূতন অধ্যায়ের অর্থ ইসমাঈলী সিলসিলার সূচনা হইয়াছে।

১৭৮৩। কুরআন শরীফের অধিকাংশ তফসীরকারক অভিন্ন মত পোষণ করেন যে, হযরত ইদ্রীস (আঃ) বাইবেলে উল্লেখিত 'ইনোক' ব্যতীত অন্য কেহ নহেন। হনুক (ইনোক) এবং ইদ্রীস শব্দদ্বয় অর্থে ও মর্মে পরস্পর খুবই সাদৃশ্যপূর্ণ। যেমন ইদ্রীস শব্দের অর্থ যে ব্যক্তি বেশী পাঠ করে বা বেশী উপদেশ দান করে, আর 'হনুক' শব্দের অর্থ উপদেশ বা একান্ত নিয়োজিত বা উৎসর্জন (এনসাইক বিব)। অধিকন্তু ইনোক সম্পর্কে বাইবেল এবং ইহুদী ধর্মীয় গ্রন্থাবলীতে যেরূপে বর্ণিত রহিয়াছে, উহা হযরত ইদ্রীস (আঃ) সম্বন্ধে কুরআন করীমের বর্ণনার সহিত অত্যন্ত সাদৃশ্যপূর্ণ। আরো দেখুন 'দি লারজার এডিশন অব দি কমেন্টারী' ১৫৯৭-৯৮ পৃষ্ঠা।

وَّرَفَعْنٰهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴿٥٨﴾

৫৮। এবং আমরা তাহাকে অতি উচ্চ মর্যদায় উন্নীত করিয়াছিলাম।

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ مِنْ ذُرِّيَّةِ اٰدَمَ ۗ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوْحٍ ۗ وَّمِنْ ذُرِّيَّةِ اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْرَآءِيْلَ ۗ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا ۗ اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُ الرَّحْمٰنِ خَرُّوْا سُجَّدًا وَّبُكِيًّا ﴿٥٩﴾ ۩

৫৯। এই সকল লোক আদম-সন্তানদের মধ্য হইতে নবীগণের অন্তর্ভুক্ত, যাহাদের উপর আল্লাহ্ পুরস্কার নাযেল করিয়াছিলেন, এবং তাহারা ঐ সকল লোকের (বংশধরগণের) মধ্য হইতে, যাহাদিগকে আমরা নূহের সঙ্গে (নৌকায়) আরোহণ করাইয়াছিলাম, এবং তাহারা ইব্রাহীম ও ইসরাঈলের বংশধরগণের মধ্য হইতে[১৭৮৪] এবং তাহারা ঐ সকল লোকের মধ্য হইতে, যাহাদিগকে আমরা হেদায়াত দিয়াছিলাম এবং মনোনীত করিয়াছিলাম; যখন তাহাদের নিকট রহমান আল্লাহ্র আয়াতসমূহ পাঠ করা হইত তখন তাহারা সেজদা করিতে করিতে এবং কাঁদিতে কাঁদিতে লুটাইয়া পড়িত। সেজদা-৩

فَخَلَفَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَضَاعُوا الصَّلٰوةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوٰتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ﴿٦٠﴾

৬০। কিন্তু তাহাদের পরে এমন বংশধর (তাহাদের) স্থলাভিষিক্ত হইল যাহারা (অবহেলা করিয়া) নামাযকে নষ্ট করিয়া দিল[১৭৮৫] এবং কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করিল। সুতরাং তাহারা অচিরে পথভ্রষ্টতার(শাস্তির)সম্মুখীন হইবে—

اِلَّا مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُوْنَ شَيْـًٔا ﴿٦١﴾

৬১। কেবল ঐ সকল লোক ব্যতীত যাহারা তওবা করে, ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে,[১৭৮৬]—এই সকল লোক জান্নাতে প্রবেশ করিবে এবং তাহাদের প্রতি কোন যুলুম করা হইবে না—

১৭৮৪। কুরআন করীমের কোন কোন তফসীরকারক মনে করেন যে, 'আদম-সন্তানদের মধ্য হইতে' উক্তিটি হযরত ইদ্রীস (আঃ)-কে বুঝায়, এবং 'তাহারা ঐ সকল লোকের (বংশধরগণের) মধ্যে হইতে যাহাদিগকে আমরা নূহের সঙ্গে (নৌকায়) আরোহণ করাইয়াছিলাম' উক্তির বাক্যাংশ হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর প্রতি ইশারা করে। এই শব্দগুলি যথা 'ইব্রাহীম ও ইসরাঈলের বংশধরগণের মধ্য হইতে' ইবরাহীমের বংশধর দ্বারা ইসমাঈল, ইসহাক এবং ইয়াকুব (আঃ)-কে ইংগিত করে এবং ইসরাঈল শব্দের পূর্বে 'বংশধর হইতে' কথাগুলি উহ্য রহিয়াছে এবং ইহা হযরত মূসা, হারূন, যাকারিয়্যা, ইয়াহ্হিয়া এবং ঈসা (আঃ)-কে বুঝাইয়াছে, যাহাদের সকলের সম্বন্ধে বর্তমান সূরার মধ্যে পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে উল্লেখিত হইয়াছে।

১৭৮৫। প্রকৃতপক্ষে নামাযের প্রতি অবহেলা ও অমনোযোগ মানুষকে ঐশী গুণাবলী সম্পর্কে অজ্ঞতার তিমিরে ঠেলিয়া দেয় এবং সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপনের আকাঙ্খাকে মারিয়া ফেলে, যাহার ফলশ্রুতিতে তাহাকে শয়তানের কবলে নিক্ষেপ করা হয়। যখন ঐশী অনুগ্রহের সাহায্য পাওয়ার জন্য মিনতি এবং আল্লাহ্তা'লার নিকট প্রার্থনায় অবহেলা, শৈথিল্য ও বিফলতা আসে, তখন অসৎ বাসনা-কামনার অনুসরণ করার ফলে সত্য ও জ্ঞানের প্রতি অনীহা সৃষ্টি হয়, অশ্লীল ও অলস অভীষ্ট লাভের চেষ্টা প্রশ্রয় পাইতে থাকে এবং এই সমস্ত জিনিস একত্রে যুক্ত হইয়া এক ব্যক্তির নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক অবস্থাকে সমূলে ধ্বংস করিয়া ফেলে।

১৭৮৬। 'সৎকর্ম' এই গুণবাচক উক্তি দ্বারা কেবল ভক্তিমূলক কর্ম অপেক্ষা অধিক প্রয়োজ্য এইরূপ ন্যায়-সঙ্গত কর্ম বুঝায় যাহা সঠিক স্থানে ও সময়োপযোগী এবং জরুরী অবস্থা অনুযায়ী করা হয়।

جَنّٰتِ عَدْنِ ِالَّتِیْ وَعَدَ الرَّحْمٰنُ عِبَادَهٗ بِالْغَیْبِ ؕ اِنَّهٗ كَانَ وَعْدُهٗ مَاْتِیًّا ﴿۶۱﴾

৬২। সেই চিরস্থায়ী জান্নাতসমূহে, যাহাদের সম্বন্ধে রহমান আল্লাহ্ নিজ বান্দাদের সঙ্গে (এমতাবস্থায়) ওয়াদা করিয়াছেন (যখন সেইগুলি তাহাদের) দৃষ্টির অগোচরে (রহিয়াছে),[১৭৮৭] নিশ্চয় তাঁহার ওয়াদা পূর্ণ হইবেই।

لَا یَسْمَعُوْنَ فِیْهَا لَغْوًا اِلَّا سَلٰمًا ؕ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِیْهَا بُكْرَةً وَّعَشِیًّا ﴿۶۲﴾

৬৩। তথায় তাহারা শান্তি-সম্ভাষণ ব্যতীত কোন বৃথা আলাপ শুনিবে না, এবং তথায় তাহারা সকালে ও সন্ধ্যায় তাহাদের রিয্ক পাইতে থাকিবে।

تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِیْ نُوْرِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِیًّا ﴿۶۳﴾

৬৪। ইহাই সেই জান্নাত যাহার উত্তরাধিকারী আমরা আমাদের বান্দাগণ হইতে তাহাদিগকে করিব যাহারা মুত্তাকী হইবে।

وَمَا نَتَنَزَّلُ اِلَّا بِاَمْرِ رَبِّكَ ۚ لَهٗ مَا بَیْنَ اَیْدِیْنَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَیْنَ ذٰلِكَ ۚ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِیًّا ﴿۶۴﴾

৬৫। এবং (ফিরিশ্তাগণ তাহাদিগকে বলিবে),'আমরা তোমার প্রভুর আদেশ ব্যতিরেকে অবতরণ করি না; যাহা আমাদের সম্মুখে আছে এবং যাহা আমাদের পিছনে আছে এবং যাহা এতদুভয়ের মধ্যে আছে সব কিছু তাঁহার;এবং তোমার প্রভু কিছুই ভুলিবার নহেন;

رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَیْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهٖ ؕ هَلْ تَعْلَمُ لَهٗ سَمِیًّا ﴿۶۵﴾ ع ۷

৬৬। তিনিই আকাশ-মণ্ডলের ও পৃথিবীর এবং এতদুভয়ের মধ্যে যাহা কিছু আছে উহার প্রভু, সুতরাং তোমরা তাঁহারই ইবাদত কর এবং তাঁহার ইবাদতে সদা ধৈর্য ধারণ কর; তুমি কি কাহাকেও তাঁহার সমগুণ বিশিষ্ট জান ?

8 [১৪] ৭

وَیَقُوْلُ الْاِنْسَانُ ءَاِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ اُخْرَجُ حَیًّا ﴿۶۶﴾

৬৭। এবং মানুষ বলিয়া থাকে,[১৭৮৮] 'কী ! আমি যখন মরিয়া যাইব তখন আমাকে পুনরায় জীবিত করিয়া উঠানো হইবে ?'

اَوَلَا یَذْكُرُ الْاِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنٰهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ یَكُ شَیْـًٔا ﴿۶۷﴾

৬৮। মানুষ কি ইহা স্মরণ করে না যে আমরা ইতিপূর্বে তাহাকে সৃষ্টি করিয়াছি, অথচ তখন সে কিছুই[১৭৮৯] ছিল না ?

১৭৮৭। 'বিল গায়েব' উক্তির মর্ম এইরূপও হইতে পারে যে,মো'মেন 'চিরস্থায়ী জান্নাত বা বাগানের' অধিকারী হইবে, কারণ তাহারা গায়েবের উপর ঈমান আনিয়াছিল, যাহা তাহারা দেখিতে পায় নাই— যথাঃ আল্লাহ্, ফিরিশ্তা, পরকাল বা পারলৌকিক জীবন ইত্যাদি।

১৭৮৮। 'আল্ ইনসান' বলিতে সাধারণ অর্থে সকল মানুষ এখানে বুঝায় না, এক বিশেষ শ্রেণীর মানুষ বুঝায়,যাহারা মৃত্যুর পরে পারলৌকিক জীবনের অস্তিত্বে সন্দেহ পোষণ করে। প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীতে খুব অল্প সংখ্যক লোকই আছে যাহারা পরলোকের অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করে, মুখের কথা দ্বারা নহে, বরং তাহাদের প্রকৃত আচরণ ও কাজকর্ম দ্বারা, অর্থাৎ একমাত্র পার্থিব অভীষ্ট লাভের চেষ্টায় সম্পূর্ণ নিমগ্ন হওয়া দ্বারা মৃত্যুর পরে জীবনের প্রতি সন্দেহ বা অস্বীকৃতি প্রকাশ করে।

১৭৮৯। কোন বস্তুই, উল্লেখযোগ্য কিছুই, কোন মূল্যই বা কোন গুরুত্বই।এই অর্থ ৭৬ঃ২ আয়াত দ্বারা সমর্থিত।

فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيٰطِيْنَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ﴿٦٨﴾

৬৯। অতএব, তোমার প্রভুর শপথ, নিশ্চয় আমরা তাহাদিগকে এবং শয়তানদিগকে একত্রিত করিব, অতঃপর আমরা তাহাদিগকে জাহান্নামের চতুর্দিকে নতজানু অবস্থায় হাযির করিব।[১৭৯০]

ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيْعَةٍ اَيُّهُمْ اَشَدُّ عَلَى الرَّحْمٰنِ عِتِيًّا ﴿٦٩﴾

৭০। অতঃপর[১৭৯১] নিশ্চয় আমরা প্রত্যেক দল হইতে তাহাদের মধ্যে রহমান আল্লাহ্‌র প্রতি সর্বাধিক বিরুদ্ধাচরণকারীগণকে টানিয়া বাহির করিয়া লইব।

ثُمَّ لَنَحْنُ اَعْلَمُ بِالَّذِيْنَ هُمْ اَوْلٰى بِهَا صِلِيًّا ﴿٧٠﴾

৭১। এবং[১৭৯২] নিশ্চয় আমরা তাহাদের সম্বন্ধে বিশেষভাবে অবহিত আছি যাহারা ইহাতে দগ্ধ হওয়ার অধিকতর উপযুক্ত।[১৭৯৩]

وَاِنْ مِّنْكُمْ اِلَّا وَارِدُهَا ۚ كَانَ عَلٰى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ﴿٧١﴾

৭২। এবং তোমাদের মধ্য হইতে প্রত্যেককেই[১৭৯৩-ক] ইহাতে আগমন করিতে হইবে, ইহা তোমার প্রভুর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত।

১৭৯০। 'জাহান্নাম' শব্দ হিব্রু ভাষাতে 'জেহেন্না' রূপে ব্যবহৃত। আদিতে আরমীয় ভাষায় উহা 'হিন্নোম' রূপে ব্যবহৃত হইত। পরবর্তীকালে উহা 'জি-হিন্নোমে' পরিবর্তিত রূপ নেয় (এনসাইক বিব) যাহার অর্থ 'মৃত্যু বা ধ্বংসের উপত্যকা'। এই শব্দ 'জাহান্না'(অর্থঃসে নিকটে গেল)এবং 'জাহমা'(অর্থঃতাহার চেহারা কুঞ্চিত হইল), দুই শব্দের সংযুক্ত শব্দও হইতে পারে। অতএব 'জাহান্নাম' কোন বস্তু বা স্থানও বুঝাইতে পারে, যাহা কোন ব্যক্তি প্রথমে পসন্দ করে,কিন্তু যখন সে উহার নিকটবর্তী হয়, তখন ইহা অপসন্দ করে এবং ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া উহার প্রতি বিরূপভাব প্রকাশ করে। এইরূপে 'জাহান্নাম' শব্দের গঠন-শৈলীই দোযখের প্রকৃতি এবং বৈশিষ্ট্য বিশদ ভাবে বর্ণনা করিয়া দিয়াছে।

১৭৯১। 'সুম্মা'(অর্থঃ তখন,অর্থাৎ,তৎপর) শব্দ একটি অব্যয় বা সংযোগমূলক অব্যয় বিন্যাস এবং বিলম্ব বুঝাইবার জন্য ব্যবহৃত হয়, কার্যকর ক্ষমতাসম্পন্ন আদেশের জন্য নহে। ইহার অর্থ 'এবং','সুতরাং'ও হইয়া থাকে (লেইন)।

১৭৯২। এই আয়াতে 'সুম্মা' শব্দ ঘোষণামূলক আদেশ বুঝাইতে অব্যয়রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে, হুকুম রূপে ব্যবহৃত হয় নাই; এখানে ইহার অর্থ হইবে 'এবং'। এখানে এই শব্দের মর্ম হইতেছেঃ'এবং আর একটি বিষয় আমরা তোমাদিগকে বলিব যে.....

১৭৯৩। এই শব্দগুলির মর্মার্থ হইতে পারেঃ (ক) যাহারা বাহিরে না থাকিয়া আগুনের মধ্যেই দগ্ধ হওয়ার জন্য অধিক উপযুক্ত; (খ) যাহারা অন্যান্যদিগের অপেক্ষা অগ্নিদগ্ধ হইবার জন্য বেশী উপযোগী; (গ) যাহারা অন্য কোন উপায় ছাড়া অগ্নি-কুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হইয়া বেশী শাস্তি পাওয়ার যোগ্য।

১৭৯৩-ক। 'মিনকুম্' শব্দের মধ্যে 'কুম্' সর্বনাম সাধারণভাবে ব্যবহৃত হয় নাই। বর্ণনার প্রসঙ্গানুযায়ী, ইহা অবিশ্বাসীদের এবং পরকালের অস্তিত্বে সন্দেহ পোষণকারী যাহারা, কেবল তাহাদের প্রতি প্রযোজ্য। এই সকল লোকদিগের বিষয়ই পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে বিবৃত হইয়াছে। ইবনে আব্বাস এবং ইকরিমা (রাঃ)-এর অন্য এক রেওয়ায়াতে 'মিনকুম্' (তোমাদের মধ্য হইতে) 'মিনহুম্' (তাহাদের মধ্য হইতে) রূপে বর্ণিত হইয়াছে; এবং হযরত ইবনে আব্বাস বলিয়াছেন যে, 'মিনকুম্' উক্তি অবিশ্বাসীদের প্রতি করা হইয়াছে (কুরতুবী)। সতরাং ৬৭-৭১ আয়াতসমূহে উল্লেখিত অবিশ্বাসীদিগের প্রতিই 'কুম্' (তোমরা বা তোমাদের) স্পষ্টভাবে নির্দেশ করিয়াছে। অপর পক্ষে কুরআন করীম সুস্পষ্ট এবং জোরের সহিত এই মতের সমর্থন করে যে, ধর্মপরায়ণ বিশ্বাসীগণ কখনো দোযখে যাইবে না; তাহারা সর্বদা আল্লাহ্‌তা'লার ভালবাসা ও অনুগ্রহের আলোকে অবগাহন করিবে (২৭ঃ৯০; ৩৯ঃ৬২; ৪৩ঃ৬৯; ইত্যাদি) এবং জাহান্নাম হইতে বহু-দূরে অবস্থান করিবে এবং উহার ক্ষীণতম শব্দও তাহাদের কানে পৌছিবে না (২১ঃ১০২-১০৩)। কিন্তু যদি মো'মেন এবং কাফের উভয়কে 'কুম্'(তোমাদের)-এর অর্ন্তভুক্ত করিয়া নেওয়া হয়, তাহা হইলে কাফেরদিগের ক্ষেত্রে আয়াতের অর্থ হইবে যে, তাহারা সকলেই জাহান্নামে যাইবে এবং মো'মেনগণের ক্ষেত্রে আয়াতে ইশারাকৃত দোযখের মর্ম হইবে ইহজীবনে যে পরীক্ষা ও মানসিক যন্ত্রণারূপ অগ্নির মধ্য দিয়া তাহাদিগকে অতিক্রম করিতে হয় এবং যাহা অত্যন্ত দৃঢ়তাপূর্ণ ধৈর্যের সঙ্গে সহ্য করিতে হয় এবং যাহার মধ্য হইতে পরিণাম স্বরূপ তাহাদিগকে বাহির করিয়া আনিয়া শান্তি এবং জান্নাতের সুখের মধ্যে ছাড়িয়া দেওয়া হয় যেমন পরবর্তী আয়াতে প্রতিভাত হইয়াছে। আঁ-হযরত (সাঃ) নিজে এই আয়াতের ব্যাখ্যা দিয়াছেন। তাঁহার স্ত্রী হাফ্‌সা (রাঃ) হইতে বর্ণিতঃ'একদা যখন নবী করীম (সাঃ) বলিতেছিলেন যে, তাঁহার ঐ সকল সাহাবা দোযখে যাইবেন না, যাহারা বদরের যুদ্ধে বা

ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوا وَّنَذَرُ الظّٰلِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا ﴿٧٣﴾

৭৩। অতঃপর, যাহারা তাক্ওয়া অবলম্বন করিয়া থাকিবে তাহাদিগকে আমরা মুক্তি দান করিব এবং যালেমদিগকে ইহার মধ্যে নতজানু অবস্থায় ছাড়িয়া দিব।

وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَّأَحْسَنُ نَدِيًّا ﴿٧٤﴾

৭৪। এবং যখন তাহাদিগকে আমাদের সমুজ্জ্বল আয়াতসমূহ[১৭৯৪] আবৃত্তি করিয়া শুনানো হয় তখন যাহারা **অস্বীকার** করিয়াছে তাহারা মো'মেনগণকে বলে, '(আমাদিগকে বল), এই দুই দলের মধ্যে কোন্‌টি পদ-মর্যাদার দিক দিয়া উত্তম এবং **সভা-সঙ্গী** হিসাবে উৎকৃষ্টতর ?

وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَّرِئْيًا ﴿٧٥﴾

৭৫। এবং আমরা তাহাদের পূর্বে বহু মানবগোষ্ঠীকে ধ্বংস করিয়াছি যাহারা সাজ-সরঞ্জামের দিক দিয়া এবং বাহ্যিক শান-শওকতের দিক দিয়া ইহাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর ছিল।

قُلْ مَن كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمٰنُ مَدًّا ۚ حَتّٰىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ ۚ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا وَّأَضْعَفُ جُندًا ﴿٧٦﴾

৭৬। তুমি বল, 'যাহারা ভ্রান্তিতে পড়িয়া আছে রহমান আল্লাহ্ তাহাদিগকে এক সময় পর্যন্ত অবকাশ দিয়া থাকেন যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহারা উহা প্রত্যক্ষ করে যাহার সম্বন্ধে তাহাদিগকে ভয় প্রদর্শন করা হয় — হয়তো শাস্তি অথবা শেষ মুহূর্ত;[১৭৯৫] সুতরাং অচিরেই তাহারা জানিতে পারিবে যে, কে মর্যাদায় নিকৃষ্টতর এবং কে সৈন্য-বলে দুর্বল।'

وَيَزِيدُ اللّٰهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى ۗ وَالْبٰقِيَاتُ الصّٰلِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ مَّرَدًّا ﴿٧٧﴾

৭৭। এবং আল্লাহ্ হেদায়াতপ্রাপ্ত লোকদিগকে হেদায়াতে বাড়াইতে থাকেন; বস্তুতঃ স্থায়ী সৎকর্মসমূহ তোমার প্রভুর দৃষ্টিতে সর্বোত্তম, পুরস্কারের দিক দিয়াও এবং পরিণামের দিক দিয়াও।

ওহদের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন আমি এই আয়াতের প্রতি আঁ-হযুর (সাঃ)-এর মনোযোগ আকর্ষণ করিলে, ইহার ভুল অর্থ করার জন্য তিনি আমাকে মৃদু তিরস্কার করিলেন এবং বলিলেন, 'পরবর্তী আয়াত পাঠ কর' (মুসলিম, যেভাবে জামীউল বায়ান উল্লেখ করিয়াছে)। রসূল করীম (সাঃ)-এর পবিত্রা স্ত্রী হাফ্সা (রাঃ)-কে পরবর্তী আয়াত ৭৩ এর প্রতি নির্দেশ দ্বারা বুঝা যায় যে, আঁ-হযুর (সাঃ)-ও উক্ত আয়াতে ব্যবহৃত 'সুম্মা' অংশের অর্থ সংযোজনকারী 'এবং' বুঝিয়াছিলেন এবং পরবর্তী আয়াতকে স্বাধীন ও পৃথক ধারা বলিয়া জানিতেন, নতুবা তিনি হযরত হাফ্সা (রাঃ)-কে তফসীরাধীন আয়াতের ভুল অর্থ বুঝার কারণে তিরস্কার করিতেন না।

১৭৯৪। 'নিদর্শন' কেবল কোন বস্তুর অস্তিত্ব, ইহার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে বুদ্ধি, অভিজ্ঞতা ও যুক্তি-ভিত্তিক বিচার দ্বারা প্রমাণ ও প্রতিষ্ঠিত করে; কিন্তু 'সুস্পষ্ট নিদর্শন' হইল সেই সকল প্রতীক-চিহ্ন বা যুক্তি যাহা কেবল কোন কিছুর অস্তিত্বকেই নির্দেশ এবং প্রমাণ করে না, বরং উহা সম্পূর্ণ সময়োপযোগী এবং যুগ-সমস্যাবলীর প্রমাণে যথার্থ এবং যাহা সৎ ও মহিমান্বিত উদ্দেশ্য সাধনকল্পে আসে সেই সব উত্তমভাবে সমাধা করিয়া থাকে।

১৭৯৫। এখানে 'আযাব' শব্দের দ্বারা শেষ ধ্বংসের পূর্বে কাফেরদের উপর সময় সময় মধ্যবর্তী শাস্তির কথা বুঝাইতে পারে এবং 'আস্ সায়াত' দ্বারা কাফেরদের সম্পূর্ণ এবং সর্বশেষ ধ্বংসের কথা বুঝাইতে পারে।

اَفَرَءَيْتَ الَّذِىْ كَفَرَ بِاٰيٰتِنَا وَقَالَ لَاُوْتَيَنَّ مَالًا وَّوَلَدًا ﴿٧٨﴾

৭৮। তুমি কি ঐ ব্যক্তির প্রতি লক্ষ্য কর নাই যে আমাদের নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করে এবং বলে যে, 'আমাকে নিশ্চয় অনেক ধন-সম্পদ এবং অনেক সন্তান-সন্ততি দেওয়া হইবে ?'[১৭৯৬]

اَطَّلَعَ الْغَيْبَ اَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمٰنِ عَهْدًا ﴿٧٩﴾

৭৯। সে কি অদৃশ্য সম্বন্ধে সংবাদ পাইয়াছে অথবা রহমান আল্লাহ্‌র নিকট হইতে কোন অঙ্গীকার লইয়াছে ?

كَلَّا ؕ سَنَكْتُبُ مَا يَقُوْلُ وَنَمُدُّ لَهٗ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا ﴿٨٠﴾

৮০। এইরূপ কখনও হইবে না,[১৭৯৭] সে যাহা বলে আমরা উহা অবশ্যই লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিব এবং তাহার জন্য শাস্তিকে অনেক দীর্ঘ করিয়া দিব।

وَّنَرِثُهٗ مَا يَقُوْلُ وَيَاْتِيْنَا فَرْدًا ﴿٨١﴾

৮১। এবং সে যাহা বলিতেছে আমরা উহার উত্তরাধিকারী হইব[১৭৯৮] এবং সে আমাদের নিকট একাকীই আসিবে।

وَاتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اٰلِهَةً لِّيَكُوْنُوْا لَهُمْ عِزًّا ﴿٨٢﴾

৮২। এবং তাহারা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে অন্যান্য অনেক মা'বূদ গ্রহণ করিয়াছে যেন উহারা তাহাদের জন্য শক্তি ও সম্মানের কারণ হইতে পারে।

كَلَّا ؕ سَيَكْفُرُوْنَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُوْنُوْنَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ﴿٨٣﴾ ع ৫ [১৭] ৮

৮৩। এইরূপ কখনও হইবে না, অচিরেই তাহারা তাহাদের ইবাদতকে অস্বীকার করিবে[১৭৯৯] এবং তাহারা তাহাদের বিরুদ্ধবাদী হইয়া দাঁড়াইবে।

اَلَمْ تَرَ اَنَّاۤ اَرْسَلْنَا الشَّيٰطِيْنَ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ تَؤُزُّهُمْ اَزًّا ﴿٨٤﴾

৮৪। তুমি কি লক্ষ্য কর নাই যে, আমরা শয়তানদিগকে কাফেরদের উপর পাঠাইয়াছি, তাহারা তাহাদিগকে (মন্দ কাজে) খুব উত্তেজিত করে।

১৭৯৬। অবিশ্বাসী ব্যক্তি তাহার ধন-সম্পদ ও সন্তানদিগকেই বেশী মূল্য দেয়। এই সবের মধ্যে সে গর্ব বোধ করে এবং পাশ্চাত্যের গর্বিত জাতিগুলিও এইরূপ করে যাহাদের সম্বন্ধে বর্তমান সূরা বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছে।

১৭৯৭। 'কাল্লা' (এইরূপ কখনও হইবে না) বাক্যাংশের অর্থ ইহাও হইতে পারে যেমনঃ প্রত্যাখ্যান, তিরস্কার, অসত্য বলার কারণে কোন ব্যক্তিকে মৃদু ভর্ৎসনা করা। ইহার মর্ম এইরূপও হয় যে, পূর্বে যাহা বলা হইয়াছে উহা ভুল এবং পরবর্তীটি সঠিক (লেইন)। 'ইয়াকূলু' (অর্থ সে যাহা বলিতেছে) শব্দ অবিশ্বাসীদিগের প্রশ্রয় পাওয়া অহঙ্কারপূর্ণ কথাবার্তার প্রতি ইংগিত করে যাহা তাহাদের ধন-সম্পদ, শক্তি, প্রতাপ এবং সন্তান-সন্ততির কারণে করা হয়।

১৭৯৮। 'এবং সে যাহা বলিতেছে আমরা উহার উত্তরাধিকারী হইব এবং সে আমাদের নিকট একাকীই আসিবে' এই উক্তিটির অর্থ ইহাও হইতে পারেঃ তাহার সন্তান ও ধন-সম্পত্তি সবই পিছনে ফেলিয়া আসিতে হইবে; (ক) আমরা তাহার ঔদ্ধত্যপূর্ণ কথাগুলি সংরক্ষিত করিয়া রাখিব এবং ইহা তাহাকে স্মরণ করাইব যখন সে আমাদের সমীপে আসিবে এবং এই জন্য তাহাকে শাস্তি প্রদান করিব, এবং (খ) তাহার উত্তরাধিকারীগণ ইসলামের পতাকাতলে প্রবেশ করিবে এবং তাহার সমস্ত ধন ও সম্পদের সম্ভাবনা আমাদের অর্থাৎ ইসলামের জন্য ব্যবহার করা হইবে।

১৭৯৯। এই উক্তির অর্থ হইতে পারে ঃ (ক) মিথ্যা প্রতীকগুলি অস্বীকার করিবে যে, মূর্তি উপাসকরা কখনও তাহাদের ইবাদত করে নাই (খ) প্রতিমা পূজারীগণ অস্বীকার করিবে যে, তাহারা কখনও মূর্তিগুলির উপাসনা করিত না। 'ক' অর্থের জন্য দেখুন ২ঃ১৬৭; ১০ঃ২৯; ১৬ঃ৮৭; ২৮ঃ৬৪; এবং 'খ' অর্থের জন্য দেখুন ৬ঃ২৪; ৩০ঃ১৪ আয়াতসমূহ।

فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا ﴿٨٤﴾

৮৫। সুতরাং তুমি তাহাদের বিরুদ্ধে তাড়াতাড়ি করিও না, আমরা যথার্থভাবে তাহাদের জন্য (তাহাদের কার্যকলাপ) গণনা করিয়া রাখিতেছি।[১৮০০]

يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَٰنِ وَفْدًا ﴿٨٥﴾

৮৬। (স্মরণ কর) যেদিন আমরা মুত্তাকীগণকে রহমান আল্লাহ্‌র সমীপে সম্মানিত মেহমান স্বরূপ একত্রিত করিব;

وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا ﴿٨٦﴾

৮৭। এবং আমরা অপরাধীদিগকে তৃষ্ণার্ত উটের পালের ন্যায় জাহান্নামের দিকে তাড়াইয়া লইয়া যাইব।[১৮০১]

لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَٰنِ عَهْدًا ﴿٨٧﴾

৮৮। সেদিন কাহারও শাফা'আত করার অধিকার থাকিবে না, সেই ব্যক্তি ব্যতিরেকে যে রহমান আল্লাহ্‌র নিকট হইতে অঙ্গীকার লইয়াছে।

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَٰنُ وَلَدًا ﴿٨٨﴾

৮৯। এবং তাহারা বলে, 'রহমান আল্লাহ্ (নিজের জন্য) পুত্র গ্রহণ করিয়াছেন।'

لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا ﴿٨٩﴾

৯০। নিশ্চয়, তোমরা এক অতি গুরুতর কথা বলিতেছ।

تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا ﴿٩٠﴾

৯১। আকাশসমূহ ফাটিয়া যাইবার ও পৃথিবী বিদীর্ণ হইবার এবং পর্বতমালা খণ্ডবিখণ্ড হইয়া পড়িয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে।[১৮০২]

أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدًا ﴿٩١﴾

৯২। কারণ তাহারা রহমান আল্লাহ্‌র প্রতি পুত্র আরোপ করিয়াছে।

وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَٰنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا ﴿٩٢﴾

৯৩। অথচ ইহা রহমান আল্লাহ্‌র পক্ষে সমীচীন নহে যে তিনি কোন পুত্র গ্রহণ করেন।[১৮০৩]

১৮০০। এই আয়াতের মর্মঃ (ক) আমরা তাহাদের অসৎকর্মগুলির পূর্ণ খতিয়ান রাখিতেছি; এবং (খ) আমরা হিসাব রাখিতেছি কখন তাহাদের শাস্তির সময় আসিবে।

১৮০১। 'আল্ বিরদ'-এর অর্থঃ(ক) পানির নিকট আসা বা পৌঁছা; (খ) পানি যাহার নিকট পান করার জন্য কেহ আসে; (গ) পানির নিকট আসার পালা বা পানির দিকে আসার মোড়; (ঘ) উটের সংখ্যা বা পিপাসার্ত উটের দল (আকরাব)। আরও দেখুন ১১:৯৯।

১৮০২। 'ঈসা (আঃ) খোদার পুত্র'—এই ধর্মমত এরূপ ভয়ঙ্কর যে, আকাশ, পৃথিবী ও পর্বতসমূহ এই ভয়ংকর কথার জন্য ধ্বসিয়া পড়িতে চায়। এই বিশ্বাস ঐশী সত্তাসমূহের বিরোধী বা প্রতিকূল, কারণ ইহা ঐশী গুণাবলীর এবং ঐগুলি দ্বারা যাহা কিছুই বুঝায় উহাদের পরিপন্থী। (আল্ আরয) পৃথিবীতে বসবাসকারী মানবের জন্য এই বিশ্বাস নিদারুণ ঘৃণা বা বিরক্তিপূর্ণ, কারণ ইহা মানব-বুদ্ধি বা মানব-প্রকৃতির নিয়মের বিরুদ্ধে ক্রোধ উৎপাদন করে এবং বিচার-বুদ্ধি ইহা হইতে নিদারুণ বিরক্তিতে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে। উচ্চ ও মহৎ আদর্শবান ব্যক্তিগণ, যেমন নবীগণ এবং আল্লাহ্‌তা'লার মনোনীত মহাপুরুষগণও (আল জিবাল) এই মত অস্বীকার এবং প্রত্যাখ্যান করেন, কারণ কোন ব্যক্তির উচ্চ মর্যাদা এবং নাজাত প্রাপ্তির জন্য অপর ব্যক্তি বদলীস্বরূপ ত্যাগ স্বীকার করার ধারণা তাহাদের নিজ আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার বিরোধী।

১৮০৩। এই সূরা খৃষ্টান ধর্মমতের, বিশেষভাবে 'ঈসা (আঃ) খোদার পুত্র' এই মূল মতবাদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত জোরের সঙ্গে স্পষ্ট ঘোষণা

إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ إِلَّآ آتِي الرَّحْمٰنِ عَبْدًا ﴿٩٣﴾

৯৪ । আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে এমন কেহ নাই যে রহমান আল্লাহ্‌র সম্মুখে (তাঁহার) বান্দারূপে হাযির হইবে না ।[১৮০৪]

لَقَدْ أَحْصٰهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا ﴿٩٤﴾

৯৫ । নিশ্চয় তিনি তাহাদিগকে ঘিরিয়া রাখিয়াছেন এবং তাহাদিগকে যথার্থভাবে গণিয়া রাখিয়াছেন ।

وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَرْدًا ﴿٩٥﴾

৯৬ । এবং তাহারা প্রত্যেকে কেয়ামতের দিন একাকী তাঁহার সমীপে হাযির হইবে ।

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمٰنُ وُدًّا ﴿٩٦﴾

৯৭ । নিশ্চয় যাহারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে রহমান আল্লাহ্ অচিরেই তাহাদের জন্য গভীর ভালবাসা সৃষ্টি করিয়া দিবেন ।[১৮০৫]

দিয়াছে, যাহা হইতে অন্যান্য ধর্মমত উদ্ভূত । বর্তমান এবং পূর্ববর্তী চার আয়াত উক্ত মতের নিন্দা ও খণ্ডন করার উপর বিশেষভাবে জোর দিয়াছে। ইহা বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় যে, আল্লাহ্‌তা'লার সিফ্‌ত 'আর্ রাহ্‌মান' (অর্থঃ অযাচিত-অসীম দাতা) এই সূরাতে ১৬ বার উল্লেখিত হইয়াছে । ঈসা (আঃ)-এর খোদার পুত্রত্ব এবং ইহার অনুসিদ্ধান্ত ধর্মমতের মূল ভিত্তিরূপে প্রায়শ্চিত্তের মতবাদ ঐশী গুণ 'আর রাহ্‌মান' (অযাচিত-অসীম দাতা)-এর প্রতি অস্বীকৃতির জট পাকাইয়া ফেলে এবং যেহেতু অত্র সূরার মূল বিষয়বস্তু হইল উক্ত ধর্মমতের খণ্ডন সেই জন্য এই সিফ্‌ত বা গুণ অপরিহার্যভাবে বারংবার উল্লেখিত হইয়াছে । প্রায়শ্চিত্তবাদের মধ্যে রহিয়াছে যে, খোদা ক্ষমা করিতে পারেন না,অথচ 'আর্ রাহ্‌মান' গুণের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে যে, তিনি ক্ষমা করিতে পারেন এবং প্রকৃতপক্ষে কার্যক্ষেত্রে প্রায়শঃ মানুষকে ক্ষমা করিয়া থাকেন, এই কারণেই এই সূরাতে বার বার 'আর রহমান'-এর পুনরাবৃত্তি হইয়াছে ।

১৮০৪ । আল্লাহ্ অযাচিত-অসীম দাতা, তাঁহার সাহায্যকারী বা উত্তরাধিকারী পুত্রের প্রয়োজন নাই। তিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবীর প্রতিপালক এবং তাঁহার সর্বাধিপত্য সমগ্র বিশ্বময় বিস্তৃত এবং সকল মানব তাঁহার দাস এবং ঈসা (আঃ) তাহাদেরই একজন ।

১৮০৫ । এই আয়াতের অর্থ নিম্নলিখিত যে কোনটা হইতে পারেঃ(ক) মো'মেন ব্যক্তির অন্তরে আল্লাহ্‌তা'লা তাঁহার ভালবাসা কীলকের ন্যায় প্রোথিত করিয়া দিবেন; (খ) মো'মেনের জন্য তাঁহার অন্তরে প্রগাঢ় ভালাবাসা কীলকের ন্যায় গাড়িয়া দিবেন;(গ) আল্লাহ্‌তা'লা মো'মেন লোকের অন্তরে মানবজাতির জন্য গভীর ভালবাসা কীলকের ন্যায় গাড়িয়া দিবেন; এবং (ঘ) তিনি মানুষের হৃদয়ে মো'মেন লোকদিগের জন্য গভীর ভালবাসা কীলকের ন্যায় সৃষ্টি করিবেন । প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, মুসলমানগণ যখন রোম সাম্রাজ্যের দুর্গের পর দুর্গ এবং শহরের পর শহর জয় করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছিল তখন এক পর্যায়ে রণকৌশলের পরিপ্রেক্ষিতে মুসলমানদিগকে তথাকার কোন এক শহর হইতে পিছনে সরিতে হইল । তাহারা সেই শহরের অধিবাসীগণের নিকট হইতে তাহাদের শহর ও জান-মালের হেফাযতের উদ্দেশ্যে কিছু ট্যাক্স আদায় করিয়াছিল । তাহারা শহর ত্যাগ করিবার পূর্বে সেই ট্যাক্স শহরবাসীদের নিকট ফেরত দিয়াছিল এই বলিয়া যে, আমরা তোমাদের নিকট হইতে তোমাদের অঞ্চল ও জান-মালের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ট্যাক্স আদায় করিয়াছিলাম কিন্তু এখন যেহেতু আমরা কারণ বশতঃ শহর ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছি, এই জন্য তোমাদের ট্যাক্স তোমাদিগকে ফেরৎ দেওয়া হইল । মুসলমানদের বিশ্বস্ততার এই আচরণ তথাকার খৃষ্টান ও ইহুদীদের উপর এত প্রভাব বিস্তার করিল যে, তাহারা কাঁদিতে কাঁদিতে এবং এই দোয়া করিতে করিতে মুসলমানদিগকে বিদায় দিল যে, আল্লাহ্‌তা'লা তোমাদিগকে আবার ফিরাইয়া আনুন । ইহুদীগণ বলিতে লাগিল, আল্লাহ্‌র কসম ! আমরা জীবন দিয়া দিব । কিন্তু খৃষ্টান সৈন্যদলকে শহরে প্রবেশ করিতে দিব না (ফতূহুল বুলদান বিলাবরী ১৪৩ পৃঃ)। ভালবাসার এই বাস্তব আদর্শ ঈসা (আঃ)-এর ভালবাসার শিক্ষা হইতে কত উত্তম । ঈসা (আঃ) তো শুধু বলিয়াছিলেন যে, আল্লাহ্ অর্থই ভালবাসা, কিন্তু মুসলমানগণ কার্যতঃ দেখাইয়া দিলেন যে, আল্লাহ্ অর্থই ভালবাসা । ঈসা (আঃ) ভালবাসা শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু কুরআনে 'ওদ্‌দুন' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে যাহা 'ভালবাসা' হইতে অধিক গভীর এবং সহস্র গুণে তাৎপর্যপূর্ণ । আরবী 'মহব্বত' শব্দের অর্থ অন্তরে দাগ কাটিল, কিন্তু ওদ্‌দুন শব্দের অর্থ হইল ভালবাসা এত গভীর হইল যে কীলকের ন্যায় প্রোথিত হইয়া গেল । অতএব কুরআনের শিক্ষা এবং ইঞ্জিলের শিক্ষার মধ্যে আসমান ও যমীনের ব্যবধান রহিয়াছে ।

فَإِنَّمَا يَسَّرْنَٰهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُّدًّا ﴿٩٨﴾

৯৮। সুতরাং ইহাকে (কুরআনকে) তোমার ভাষায় আমরা সহজবোধ্য করিয়াছি যেন তুমি ইহার দ্বারা মুত্তাকীগণকে সুসংবাদ দাও এবং ইহার দ্বারা কলহপরায়ণ জাতিকে সতর্ক কর।

وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ ۖ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُم مِّنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا ﴿٩٩﴾ ع ١٦ ٦ [١٦] ٩

৯৯। এবং আমরা তাহাদের পূর্বে কতই না মানব গোষ্ঠীকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছি ! তুমি কি তাহাদের মধ্য হইতে কাহাকেও কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করিতেছ অথবা তাহাদের মৃদু শব্দও শুনিতে পাইতেছ ১৮০৬

১৮০৬। অত্র আয়াত পাশ্চাত্যের খৃষ্টান জাতিগুলির জন্য এক ভয়াবহ দুর্ভাগ্যের কঠোর হুঁশিয়ারী সম্বলিত—যদি তাহারা পাপের পথ পরিহার করিয়া সত্য গ্রহণ না করে। তাহাদের পার্থিব শক্তি ও সম্পদের জন্য এবং তাহাদের জাগতিক উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য তাহারা গর্বিত, কিন্তু ভ্রান্ত-বিশ্বাস এবং পাপাচারী জীবন যে ধ্বংসের পথে পরিচালিত করে এই প্রকাশ্য সত্যকে তাহারা উপেক্ষা করিয়াছে।

২০-সূরা তাহা

(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণ হওয়ার তারিখ ও প্রসংগ

এই সূরাটি নবুওয়াতের খুবই গোড়ার দিকে মক্কাতে নাযেল হইয়াছিল। হযরত আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রাঃ), যিনি হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রথম দিককার সাহাবাদের অন্যতম, তিনি এই অভিমত ব্যক্ত করেন । পূর্ববর্তী সূরার বিষয়বস্তুতে খৃষ্টান ধর্ম সংক্রান্ত যেসব মতবাদ লইয়া আলোচনা করা হইয়াছে, উহার ধারাবাহিকতা আলোচ্য সূরাতেও বর্তমান । খৃষ্টীয় মতবাদের একটি মৌলিক বিশ্বাস হইতেছে এই যে, ধর্মীয় বিধান বা শরীয়াত একটি অভিশাপ। খৃষ্টানদের এই ভ্রান্ত বিশ্বাসকে প্রত্যাখ্যানসূচক এক জোরালো বক্তব্য দ্বারা বর্তমান সূরাটি শুরু হইয়াছে । ইহাতে বলা হইয়াছে যে, শরীয়াত অভিশাপ তো নয়ই, বরং ইহা হইতেছে এক অপার ঐশী অনুগ্রহ ও কল্যাণ । ইহা মানুষের উপরে কোন বোঝা বা কষ্টদায়ক কিছু নহে ; বরং ইহার উদ্দেশ্য হইতেছে মানুষের দুঃখ প্রশমিত করা ও তাহাকে আধ্যাত্মিক প্রশান্তি প্রদান করা । বস্তুতঃ পবিত্র কুরআনের ইহা একটি প্রধান উদ্দেশ্যও বটে যাহা যথার্থভাবে ইহার মাধ্যমে পূর্ণতা লাভ করিয়াছে । ইসলামের নবীকে তাই এই সুসংবাদ দ্বারা সান্ত্বনা দেওয়া হইয়াছে যে, আল্লাহ্তা'লা মানুষের বোঝা লাঘব করার জন্যই পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছেন, তাহার অসুবিধা বাড়ানোর জন্য নহে । ইহা মানুষের সকল বড় বড় প্রয়োজন মিটাইতে সক্ষম ।

বিষয়বস্তু

সূরাটিতে খৃষ্টানদের উদ্দেশ্যে আরো বলা হইয়াছে যে, পবিত্র কুরআনে অন্তর্ভুক্ত সত্যকে সঠিকভাবে অনুধাবন করার জন্য তাহাদের উচিত সেই অবস্থা ও ঘটনার প্রতি মনোনিবেশ করা— যে অবস্থার মধ্য দিয়া হযরত মূসা (আঃ) অতিক্রম করিয়াছিলেন । বস্তুতঃ আধ্যাত্মিকতার দিক হইতে যখন হযরত মূসা (আঃ)-এর শিক্ষা ও অন্যান্য গুণাবলী পরিপূর্ণতা লাভ করিল এবং একজন নবীর মহান দায়িত্বাবলী সম্পন্ন করিবার যোগ্যতার মাপকাঠিতে তিনি যখন উপযুক্ত বিবেচিত হইলেন তখনই হযরত মূসা (আঃ)-কে ফেরাউনের নিকট যাওয়ার ও ঐশী-বাণী প্রচারের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল । অবশ্য ফেরাউন আল্লাহ্র বাণীকে গ্রহণ করিতে রাজি হইল না, বরঞ্চ হযরত মূসা (আঃ)-এর প্রতি সে খুবই উদ্ধত ব্যবহার করিল এবং তাঁহাকে হত্যা করিবার প্রচেষ্টা চালাইল । উহার ফলে আল্লাহ্তা'লা মূসা (আঃ)-কে নির্দেশ দিলেন যেন তিনি বনী ইস্রাঈলকে লইয়া মিশর হইতে কেনানের পথে বাহির হইয়া পড়েন । ফেরাউন ইহা জানিতে পারিয়া তাহার শক্তিশালী সৈন্যবাহিনীসহ হযরত মূসা (সাঃ)-এর পশ্চাদ্ধাবন করিল, কিন্তু ঐশী আযাবের শিকার হইয়া সে বনী ইস্রাঈলের চোখের সামনেই সাগরে নিমজ্জিত হইল । অতঃপর, মূসা (আঃ) তূর পর্বতে আরোহণ করিলেন যেখানে তাঁহার নিকট বিধান নাযেল হইল । সূরাটিতে ইহার পর একটি সূক্ষ্ম বিষয়ের অবতারণা করিয়া খৃষ্টানদিগকে তিরস্কার করা হইয়াছে । তাহাদেরকে বলা হইয়াছে যে, হযরত ঈসা (সাঃ)-এর পূর্বে বনী ইসরাঈলীরা তাহাদের বিধান মতে আল্লাহ্র অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিল এবং তৎপরবর্তী শরীয়াত অর্থাৎ কুরআনের শিক্ষাতেও আল্লাহ্র একত্ব এবং বিধান বা শরীয়াতের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে ঘোষণা রহিয়াছে । তথাপি ইহা কি করিয়া সম্ভব যে, অত্যন্ত দৃঢ় ও স্পষ্টভাবে ঘোষিত এই দুইটি একত্ববাদী বিশ্বাসের মধ্যবর্তী স্থানে খৃষ্টানদের তথাকথিত ত্রিত্ববাদ ও 'বিধান মাত্রই অভিশাপ' জাতীয় বিপরীতমুখী ধারণার প্রবর্তন হইতে পারে ? অতঃপর, খৃষ্টানজাতির উদ্দেশ্যে পুনরায় বলা হইয়াছে যে, তাহাদের পাপ ও অন্যায় আচরণের প্রতিফল হিসাবে তাহারা এক ঐশী-শাস্তির সম্মুখীন হইবে, যাহা তাহাদের জাগতিক উন্নতি উপভোগের এক হাজার বৎসর পরে সংঘটিত হইবে । ইহার মধ্যে শেষের তিন শতাব্দী হইবে তাহাদের উন্নতি ও উৎকর্ষতা লাভের ক্ষেত্রে সব চাইতে অধিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ । এই অব্যাহত উন্নতির ফলে তাহারা ঐশী-শাস্তি সম্পর্কিত সাবধান-বাণীকে অবজ্ঞাভরে প্রত্যাখ্যান করিবে । অথচ ইহা ঐশী ওয়াদা যাহা অবশ্যই সংঘটিত হইবে এবং প্রতীচ্যের খৃষ্টীয় জাতিসমূহ এই ভয়াবহ আযাবের শিকার হইবে । যেমন বলা হইয়াছে, "উহারা তোমাকে পর্বতসমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে । বল আমার প্রতিপালক উহাদিগকে সমূলে উৎপাটন করিয়া বিক্ষিপ্ত করিয়া দিবেন—(আয়াত ১০৬ ও ১০৭)।" এস্থলে পর্বতসসূহ দ্বারা পর্বতের মত সুউচ্চ ও ক্ষমতাধর পশ্চিমের খৃষ্টান জাতিসমূহকে বুঝানো হইয়াছে । অতঃপর, যে বিষয়বস্তু লইয়া সূরাটি শুরু হইয়াছিল সেই প্রসঙ্গের পুনরাবৃত্তি করা হইয়াছে । যেমন, পবিত্র কুরআন যেহেতু আরবদের জাতীয় ভাষা অর্থাৎ আরবীতে অবতীর্ণ হইয়াছে, তাই ইহার বাণী ও তাৎপর্যকে সহজে উপলব্ধি করা তাহাদের পক্ষে সম্ভব হইয়াছিল । তদুপরি খৃষ্টীয় ধর্মগ্রন্থের মত ইহাতে রূপক ও উপমার আড়ালে আসল বিষয়বস্তুকে প্রচ্ছন্ন করিয়া পেশ করা হয় নাই । পক্ষান্তরে বিষয়বস্তুর অস্পষ্টতার পবিবর্তে ইহার শিক্ষা সহজ ও বোধগম্য ভাষায় পরিবেশিত হইয়াছে । অতঃপর, বিধান বা শরীয়াতের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে পুনরায় অত্যন্ত শক্তিশালী ও জোরালো যুক্তির অবতারণা করিয়া দেখানো হইয়াছে যে, বিধান কোন অভিশাপ নয়, বরং ইহা একটি মহান ঐশী অনুগ্রহ । অতঃপর, 'জান্নাত' হইতে আদমের (আঃ) নির্বাসিত হওয়ার ঘটনা উল্লেখ করা হইয়াছে । বস্তুতঃ, এই ঘটনার কাঠামোকে কেন্দ্র করিয়াই খৃষ্টীয় প্রায়শ্চিত্তবাদকে দাঁড় করানো হইয়াছে; অথচ, আসল বিষয় বুঝিতে হয় খৃষ্টানরা ভুল

করিয়াছে, নতুবা উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে তাহারা ইহার ভুল ব্যাখ্যা করিয়াছে এবং ভূল বর্ণনা দিয়াছে । আসল কথা হইতেছে, এক নির্দিষ্ট ঐশী পরিকল্পনা অনুযায়ী হযরত আদম (আঃ)-এর জন্ম সংঘটিত হইয়াছিল এবং ঐশী পরিকল্পনার লক্ষ্য কখনো ব্যর্থ হয় না । বাইবেলের বর্ণনানুযায়ী দেখা যায় যে, "ঈশ্বর আপনার প্রতিমূর্তিতে মানুষকে (অর্থাৎ আদমকে) সৃষ্টি করিলেন" (আদিপুস্তক-১ঃ২৭)। এবং পরবর্তীতে এই আদমই বিবি হওয়া কর্তৃক প্রতারিত হইয়া পাপ কাজ করিয়া ফেলিলেন । পবিত্র কুরআন এই প্রসঙ্গে বর্ণনায় যথার্থ প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়াছে । বলা হইয়াছে যে, স্বয়ং আল্লাহ্তা'লার গুণাবলী ও প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট আদম (আঃ)-এর পক্ষে এই ধরণের পঙ্কিলতায় নিপতিত হওয়া বে-মানান । বরং ইহা ছিল হযরত আদমের (আঃ) একটি অনিচ্ছাকৃত ভুল । যেমন বলা হইয়াছে— আমি তো ইতিপূর্বে আদমের প্রতি নির্দেশ দান করিয়াছিলাম, কিন্তু সে ভুলিয়া গিয়াছিল এবং এই ব্যাপারে তাহার মধ্যে কোন অবাধ্যতার সংকল্প ছিল না (আয়াত ১১৬)। পরিশেষে অবিশ্বাসীদের উদ্দেশ্যে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ পূর্বক সূরাটিতে বলা হইয়াছে যে, তাহাদের নিজস্ব কল্পনা বা অভিসন্ধি মোতাবেক কখনই কোন নিদর্শন বা মোজেযা তাদেরকে দেখানো হইবে না । তবে, অনেক সুস্পষ্ট ঐশী নিদর্শনাদি যাহার বর্ণনা পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহে বিদ্যমান রহিয়াছে— তাহা অবশ্যই তাহাদেরকে দেখানো হইবে । এইসব সুস্পষ্ট প্রমাণাদির পরেও যদি তাহারা ঐশী বাণীকে অস্বীকার করিতে থাকে, তাহা হইলে সত্য-প্রত্যাখ্যানজনিত কারণে পূর্ববর্তী রসূলদের অস্বীকারকারীদের মত তাহাদেরকেও ঐশী শাস্তি ভোগ করিতে হইবে ।

سُوْرَةُ طٰهٰ مَكِّيَّةٌ (٢٠) آياتها ١٣ ركوعاتها ٨

২০-সূরা তাহা

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ১৩৬ আয়াত এবং ৮ রুকূ আছে ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

طٰهٰ ۚ ②

২। তাহা। [১৮০৭]

مَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لِتَشْقٰٓى ۙ ③

৩। আমরা তোমার উপর কুরআন এই জন্য নাযেল করি নাই যেন তুমি কষ্টে পড়; [১৮০৮]

اِلَّا تَذْكِرَةً لِّمَنْ يَّخْشٰى ۙ ④

৪। বরঞ্চ উপদেশস্বরূপ, ঐ ব্যক্তির জন্য যে (আল্লাহ্‌কে) ভয় করে;

تَنْزِيْلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْاَرْضَ وَالسَّمٰوٰتِ الْعُلٰى ؕ ⑤

৫। তাঁহার নিকট হইতে নাযেল করা হইয়াছে, যিনি পৃথিবী এবং সুউচ্চ আকাশমণ্ডলকে সৃষ্টি করিয়াছেন ।

اَلرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى ⑥

৬। তিনি অযাচিত-অসীম দাতা, যিনি আরশের উপর সুদৃঢ়ভাবে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। [১৮০৯]

لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرٰى ⑦

৭। আকাশসমূহে যাহা কিছু আছে এবং পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে এবং এতদুভয়ের মধ্যে যাহা কিছু আছে এবং ভূগর্ভস্থ ভিজা মাটির নীচে যাহা কিছু আছে সকলই তাঁহার ।

১৮০৭। 'তা' এবং 'হা' এই দুইয়ের সংযোজন 'তাহা'। ইহা আরবের 'আক্ক্' গোত্রের আঞ্চলিক বচন, ইহার অর্থ 'হে আমার প্রিয়' অথবা 'হে কামেল বা পূর্ণ মানব।' কাশ্‌শাফ প্রণেতা ইহার অর্থ করিয়াছেন, 'হে তুমি।' অন্য কাহারো কাহারো মতে ইহার অর্থ, 'তুমি শান্তি-প্রাপ্ত হও' (বায়ান এবং লিসান)। উক্ত বচন এই বাস্তব বিষয়ের প্রতি অঙ্গুলী নির্দেশ করে যে, পবিত্র নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) পরিপূর্ণরূপে সকল মৌলিক, মানসিক শক্তি, বৈশিষ্ট্য ও চরিত্রগত সহজাত গুণাবলী দ্বারা ভূষিত ছিলেন, যাহা একজন মানুষের পরিপূর্ণ নৈতিক গুণের উচ্চ অবয়ব গঠনে অবদান রাখে। আঁ-হযরত (সাঃ) নিঃসন্দেহে, একজন পূর্ণ বা কামেল মানব ছিলেন, প্রকৃত অর্থে আদর্শ মানুষের এক পূর্ণ নমুনা ছিলেন। টিকা ২৩৪৩ ও ৩০৯১ তে বিস্তারিত দেখুন ।

১৮০৮। আয়াতটি নবী করীম (সাঃ)-এর জন্য এবং মুসলমানদিগের জন্য সান্ত্বনা ও আশার বাণী বহন করে। পবিত্র গ্রন্থ কুরআনের নির্ভুল এবং পূর্ণাঙ্গ শিক্ষার সহিত ইহা বেমানান যে, ইহার প্রবর্তক তাঁহার প্রেরণের উদ্দেশ্যে ব্যর্থ হইতে পারেন। অর্থাৎ নবী করীম (সাঃ)-এর প্রচার-কার্য অবশ্যই বিজয় লাভ করিবে। এই আয়াত ক্রুশীয় এই মতবাদেরও খণ্ডন করিয়াছে যে, বিধান বা শরীয়াত এক অভিশাপ। কুরআনে এমন কিছুই নাই যাহা মানব-প্রকৃতির প্রতিকূল এবং যাহার অনুশীলন মানুষকে দুঃখ-দুর্দশায় পতিত করে ।

১৮০৯। সংক্ষেপে 'আল আরশ' দ্বারা আল্লাহ্‌তা'লার অলৌকিক গুণকে বুঝায়, অর্থাৎ এই সকল গুণাবলী যাহা পরিভাষাগত ভাবে 'সিফাতে তান্‌যিহীয়াহ্' নামে পরিচিত। এইগুলি চিরস্থায়ী, অতুলনীয় এবং আল্লাহ্‌তা'লার অনন্য গুণ, যাহা তাঁহার ঐসকল গুণাবলীর মাধ্যমে প্রদর্শিত হইয়া থাকে যেগুলি 'সিফতে তাশবিহীয়্যাহ্' নামে অভিহিত, অর্থাৎ এই সব গুণাবলী মানুষের মধ্যেও কম বেশী পরিদৃষ্ট হয়। প্রথমোক্ত সিফ্‌ত অর্থাৎ আল্লাহ্‌তা'লার অবশ্য অলৌকিক গুণসমূহ 'আল্ আরশ' বা খোদার আসন রূপে অভিহিত এবং শেষোক্ত গুণাবলী হইল তাঁহার আরশ বহণকারী। টীকা ৯৮৬ ও ১২৩৩ দ্রষ্টব্য ।

وَاِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَاِنَّهٗ يَعْلَمُ السِّرَّ وَاَخْفَى ⑧

৮। এবং যদি তুমি উচ্চঃস্বরে কথা বল (অথবা নিম্ন স্বরে কথা বল, সবই তিনি শুনেন), কারণ তিনি গুপ্ত এবং সর্বাধিক লুক্কায়িত বস্তুও জানেন। ১৮১০

اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى ⑨

৯। আল্লাহ্ তিনি, যিনি ব্যতীত আর কোন মা'বূদ নাই, সকল সুন্দর নাম তাঁহারই। ১৮১১

وَهَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ مُوْسٰى ⑩

১০। এবং তোমার নিকট কি মূসার বৃত্তান্ত পৌঁছিয়াছে ? ১৮১২

১৮১০। 'সির্‌রুন্' (গোপন চিন্তা) দ্বারা মানুষের মনে লুক্কায়িত গোপন চিন্তা বুঝায় যাহা কেবলমাত্র সে একাই জানে এবং 'আখফা' (অধিকতর লুক্কায়িত বা গোপন) শব্দ মানুষের সকল আদর্শ চিন্তা এবং উচ্চাকাঙ্খা বুঝায় যাহা ভবিষ্যতের গর্ভে লুক্কায়িত থাকে এবং কখনও তাহার মনে উদয় হয় নাই।

১৮১১। তফসীরাধীন আয়াত উপরোক্ত তিন আয়াতে উল্লেখিত কুরআনের বিস্ময়কর ঐশী-বাণীর কেন্দ্রীভূত বিশুদ্ধ সারাংশ বহন করে। ইহা সেই খোদার অস্তিত্ব। তিনি এক এবং অদ্বিতীয়। তিনি সকল পূর্ণাঙ্গ গুণের অধিকারী এবং কল্পনাসাধ্য সর্বপ্রকার ত্রুটি ও অপূর্ণতা হইতে মুক্ত। সেই জন্যই একমাত্র তিনিই আমাদের ভক্তি-শ্রদ্ধা ও ইবাদতের অধিকারী বা উহা কেবল তাঁহারই প্রাপ্য।

১৮১২। ইতিহাসের সর্বপ্রকার স্বীকৃত নিয়ম-নীতির বিপরীতে ফ্রয়েড (Freud) তাহার 'মূসা এবং একেশ্বরবাদ' (Moses and Monotheism) গ্রন্থে এক সম্পূর্ণ অভিনব মতের অস্পষ্ট আভাষ দিয়াছেন যে,হযরত মূসা (আঃ) ইসরাঈলী ছিলেন না, তিনি ইহুদী বংশীয় ছিলেন না এবং ইসরাঈলীগণ কখনও মিশরে বসবাস করে নাই। ফ্রয়েড তাহার এই অদ্ভুত দাবীর সমর্থনে নিম্ন বর্ণিত যুক্তির অবতারণা করিয়াছেনঃ (১) 'মূসা' এক মিশরীয় নাম; (২) আল্লাহ্‌তা'লার তৌহীদ [একত্ববাদ]-এর ধারণা মূলতঃ মিশর দেশীয়, প্রাচীন মিশরীয় রাজা ইখনাতেন (বা আখেনাতেন) কর্তৃক প্রথমে ইহা কল্পিত এবং গৃহীত হইয়াছিল; (৩) মূসা নিজে মিশরীয় ছিলেন বিধায় তিনি উহা মিশরবাসীদিগের নিকট হইতে অনুকরণ করিয়াছিলেন এবং ইসরাঈলীগণের মধ্যে প্রচার করিয়াছিলেন। যেহেতু মূসা মিশরীয় ছিলেন, সেই জন্য তিনি হিব্রু ভাষায় নিজেকে স্পষ্টরূপে প্রকাশ করিতে পারিতেন না।

এই সকল যুক্তি বাস্তব ঘটনা-ভিত্তিক নহে। 'মূসা' নিশ্চিতরূপে একটি হিব্রু শব্দ, ইহা আরবী এবং হীব্রু উভয় ভাষা হইতে নির্গত। কিন্তু আদৌ যদি মূসা নামটি মিশরীয় হইয়া থাকে তথাপি ইহা প্রতিপন্ন হয় না যে, মূসা মানুষটিও মিশরীয় ছিলেন। যেহেতু ইসরাঈলীগণ মিশরে ফেরাউনের শাসনাধীন জাতি ছিল সেই কারণে মিশরীয় নাম অবলম্বন করা তাহাদের পক্ষে আপাতদৃষ্টিতে স্বাভাবিক ও ন্যায়-সঙ্গত ছিল। অধীনস্থ জাতির লোকেরা তাহাদের শাসকগণের নাম এবং তাহাদের পোশাক-পরিচ্ছদ, চাল-চলন এবং প্রথা ইত্যাদি অনুকরণ করিয়া গৌরব অনুভব করিয়া থাকে। একেশ্বরবাদ ধারণার আদি উৎস মিশর, প্রাচীন মিশরীয় রাজা আখেনাতেন কর্তৃক উহা প্রথম কল্পিত ও গৃহীত এবং তাহার দ্বারা ইসরাঈলীগণের মধ্যে প্রচারিত হইয়াছিল, এই যুক্তিও সমভাবে ভ্রান্ত। কোন বিশেষ কল্পিত বিষয়বস্তু কোন জাতির একচেটিয়া বলিয়া মনে করা অযৌক্তিক। বিচ্ছিন্ন লোক বা জনগোষ্ঠী একে অন্যের নিকট হইতে গ্রহণ না করিয়া স্বাধীনভাবে অভিন্ন ধারণা বা কল্পনা করিতে পারে। কিন্তু এমনকি যদি ধরিয়া নেওয়া হয় যে, আল্লাহ্‌তা'লার তৌহীদের মতবাদ মূলতঃ মিশরীয় তাহা হইলেও মূসা (আঃ) মিশরের অধিবাসী ছিলেন,এই অনুমান সঠিক প্রমাণিত হয় না। একজন আমেরিকান বা এক জার্মান যদি কোন ধারণা বা বিশ্বাস একজন ইংরেজ হইতে নিতে পারে,তাহা হইলে একজন ইহুদী কেন একজন মিশরবাসীর নিকট হইতে কোন ধ্যান-ধারণা গ্রহণ করিতে পারিবে না ? সত্য কথা এই যে, আল্লাহ্‌তা'লার একত্ববাদের ধারণা মিশর বা সিরিয়াবাসীদের দ্বারা কল্পিত নহে, না অন্য কোন জাতির লোকেরা কল্পনা করিয়াছিল। ইহার উৎস আল্লাহ্‌তা'লার বাণী বা ওহী-ইলহাম। হযরত মূসা (আঃ) মিশর দেশীয় ছিলেন, ফ্রয়েডের এই দাবীর অতিরিক্ত ভিত্তি যাত্রা পুস্তক ৪ঃ১০ এর উপর, যাহাতে বলা হইয়াছে যে, তিনি (মূসা) কথা বলায় মন্থর ছিলেন এবং নিজেকে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করিতে পারিতেন না; এবং ফ্রয়েড সাহেব খামখেয়ালীভাবে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছেন যে, মূসা (আঃ) হিব্রুভাষায় আস্তে আস্তে কথা বলিতেন। পক্ষান্তরে কুরআন এবং বাইবেল দ্বারা সমর্থিত সম্পূর্ণ ঘটনা এই যে,ফেরাউনের নিকট যাইয়া তাঁহার মিশন প্রচারের জন্য যখন আল্লাহ্‌তা'লা কর্তৃক আদিষ্ট হইয়াছিলেন, তখন মূসা (আঃ) আল্লাহ্‌তা'লার নিকট কাতর নিবেদন করিয়াছিলেন এই কারণে যে, জিহ্বার জড়তা হেতু তিনি নিজেকে পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ করিতে অক্ষম ছিলেন। তর্কের খাতিরে ইহাই যদি যুক্তি হয় যে, মূসা (আঃ) ফেরাউনের ভাষায় অর্থাৎ মিশর দেশের ভাষায় স্বাধীনভাবে নিজেকে প্রকাশ করিতে পারিতেন না, তাহা হইলে ইহাতে সুস্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, হযরত মূসা (আঃ) মিশরীয় ছিলেন না। প্রকৃত পক্ষে, আরবী এবং হীব্রু ভাষাবিদ্যার দলীল-প্রমাণের সহিত ইহুদীজাতির ঐতিহাসিক এবং বংশানুক্রমিক ঐতিহ্যের দলীল-প্রমাণ মিলিতভাবে কুরআন এবং

১১। যখন সে একটি আগুন দেখিল, তখন সে তাহার পরিজনকে বলিল, তোমরা এখানে অপেক্ষা কর, আমি এক আগুন দেখিয়াছি, সম্ভবতঃ আমি উহার মধ্য হইতে তোমাদের জন্য কিছু অঙ্গার আনিতে পারিব, অথবা আগুনে আমি হেদায়াত পাইব।[১৮১৩]

إِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى ﴿١١﴾

১২। যখন সে উহার নিকট আসিল, তখন তাহাকে এই বলিয়া সম্বোধন করা হইল, 'হে মূসা !—

فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَىٰ ﴿١٢﴾

১৩। নিশ্চয় আমি তোমার প্রভু, সুতরাং তুমি তোমার জুতা দুইটি খুলিয়া রাখ,[১৮১৪] কারণ তুমি তুওয়া নামক পবিত্র উপত্যকায় আছ।

إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ ۖ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ﴿١٣﴾

১৪। এবং আমি তোমাকে মনোনীত করিয়াছি, অতএব যাহা তোমার প্রতি ওহী করা হইতেছে তাহা শুন;

وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ ﴿١٤﴾

১৫। নিশ্চয় আমি আল্লাহ্, আমি ব্যতীত কোন উপাস্য নাই, সুতরাং তুমি আমারই ইবাদত কর এবং আমারই স্মরণার্থে নামায কায়েম কর;

إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ﴿١٥﴾

১৬। নিশ্চয় কিয়ামত অবশ্যম্ভাবী আমি শীঘ্রই উহা প্রকাশ করিব[১৮১৫] যেন প্রত্যেক ব্যক্তিকেই তাহার চেষ্টানুযায়ী কর্মের ফল দেওয়া যাইতে পারে;

إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ ﴿١٦﴾

বাইবেলে বর্ণিত হযরত মূসা (আঃ)-এর সম্পর্কে ঘটনাবলীর সঙ্গে যুক্ত হইয়া সব কিছু এই যুক্তিকে সত্য বলিয়া সমর্থন করে ও প্রমাণ করে যে, হযরত মূসা (আঃ) মিশর দেশীয় ছিলেন না এবং তাঁহার নাম মূলতঃ মিশরীয় ছিল না।(দি লারজার এডিশন অব দি কমেন্টারী ১৬২৯-১৬২৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

১৮১৩। এই আয়াত হযরত মূসা (আঃ)-এর কাশ্ফ বা দিব্য-দৃষ্টির প্রতি ইশারা করিতেছে। কাশ্ফ দুই প্রকার হইয়া থাকেঃ (ক) এক প্রকার কেবল নবী সম্পর্কীত কাশ্ফ যাহা সেই নবী দেখিয়া থাকেন। এইরূপ দিব্য-দৃষ্টিতে ঐশী নিদর্শন প্রদর্শন সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নবীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে; (খ) দ্বিতীয় প্রকার কাশ্ফ যাহার মধ্যে ঐশী নিদর্শনের প্রকাশ নবীর জাতির লোকদিগের নিকটও সম্প্রসারিত হইয়া থাকে। মূসা (আঃ) বলিতে চাহিয়াছিলেন যে, তাঁহার দৃষ্ট বিষয় যদি দ্বিতীয় প্রকারের হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাঁহার জাতির জন্য নতুন শরীয়াত তাঁহাকে দেওয়া হইবে, কিন্তু উহা প্রথমোক্ত শ্রেণীর হইলে শুধু তাঁহার নিজস্ব আধ্যাত্মিক অগ্রগতির জন্য কিছু নির্দেশ পাইবেন।

১৮১৪। উপরে যেমন বর্ণিত হইয়াছে—হযরত মূসা (আঃ) যাহা দেখিয়াছিলেন উহা এক কাশ্ফ ছিল এবং কাশ্ফ বা স্বপ্নের ভাষায় 'জুতা' পার্থিব সম্বন্ধ যথা স্ত্রী, সন্তান, বন্ধু-বান্ধব ইত্যাদি বুঝায়। 'তোমার জুতা জোড়া'—এর মর্ম বুঝায়—তোমার পরিবারের সঙ্গে এবং তোমার সম্প্রদায়ের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক। এইরূপে আল্লাহ্তা'লার সহিত নিবিড় মিলনের সময় মূসা (আঃ) তাঁহার মন হইতে স্ত্রী, সন্তান এবং অন্যান্য পার্থিব চিন্তা-ভাবনা দূরে রাখিবার জন্য আদিষ্ট হইয়াছিলেন। আক্ষরিকভাবে আয়াতের অর্থ হইবে, যেহেতু হযরত মূসা (আঃ) এক পবিত্র স্থানে ছিলেন, সেই কারণে তাঁহার জুতা জোড়া খুলিয়া ফেলার আদেশ দেওয়া হইয়াছিল।

১৮১৫। 'আখ্ফাশশাইয়্যা' অর্থ সে জিনিষটি গোপন করিয়াছিল; সে আবরণ উন্মোচন করিয়াছিল বা সে ইহা প্রদর্শন করিয়াছিল (লেইন)।

فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوٰىهُ فَتَرْدٰى ﴿١٧﴾

১৭ । সুতরাং যে ব্যক্তি ইহার উপর ঈমান রাখে না এবং সে তাহার হীন প্রবৃত্তির অনুসরণ করে সে যেন তোমাকে উহা (কিয়ামতের বিশ্বাস) হইতে প্রতিরোধ করিতে না পারে, পাছে তুমি ধ্বংস হইয়া যাও;

وَمَا تِلْكَ بِيَمِيْنِكَ يٰمُوْسٰى ﴿١٨﴾

১৮ । 'এবং হে মূসা ! তোমার ডান হাতে উহা কি ?'

قَالَ هِيَ عَصَايَ ۚ أَتَوَكَّؤُا عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلٰى غَنَمِيْ وَلِيَ فِيْهَا مَاٰرِبُ أُخْرٰى ﴿١٩﴾

১৯ । সে বলিল, 'ইহা আমার লাঠি, আমি ইহার উপর ভর দিই এবং ইহার দ্বারা আমার মেষপালের জন্য (গাছের) পাতা পাড়িয়া থাকি, ইহা ছাড়া ইহার মধ্যে আমার জন্য আরও অনেক প্রয়োজনীয় উপকার রহিয়াছে ।'[১৮১৬]

قَالَ أَلْقِهَا يٰمُوْسٰى ﴿٢٠﴾

২০ । তিনি বলিলেন, 'হে মূসা ! তুমি ইহা ফেলিয়া দাও ।'

فَأَلْقٰهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعٰى ﴿٢١﴾

২১ । সুতরাং সে উহা ফেলিয়া দিল, তখন দেখ ! সহসা উহা এক সাপ হইয়া দৌড়িতে লাগিল ।[১৮১৬-ক]

قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ ۖ سَنُعِيْدُهَا سِيْرَتَهَا الْأُوْلٰى ﴿٢٢﴾

২২ । তিনি বলিলেন, 'তুমি ইহাকে ধর এবং ভয় করিও না, আমরা ইহাকে পূর্বাবস্থায় ফিরাইয়া দিব;

وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلٰى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوْءٍ ءَايَةً أُخْرٰى ﴿٢٣﴾

২৩ । এবং তুমি তোমার হাত[১৮১৭] নিজ বগলে চাপিয়া ধর[১৮১৮] ইহা কোন দোষ ছাড়াই ধপ্‌ধপে শুভ্র হইয়া বাহির হইবে, ইহা আর একটি নিদর্শন;

لِنُرِيَكَ مِنْ ءَايٰتِنَا الْكُبْرَى ﴿٢٣﴾

২৪ । যেন আমরা তোমাকে আমাদের কতকগুলি বড় নিদর্শন দেখাই;[১৮১৯]

১৮১৬ । 'আরিবা' হইতে মা'আরিবা (একবচন), বহুবচনে মা'আরিব (অর্থ ব্যবহার)। আরবরা বলে, 'আরিবা ইলায়হে' অর্থাৎ 'সে ইহা চাহিয়াছিল এবং পাইতে ইচ্ছা করিয়াছিল;' মা'রিব, অর্থ চাহিদা, ব্যবহার, প্রয়োজন, দরকার, উদ্দেশ্য (লেইন)।

১৮১৬-ক । লাঠিটি সর্পে পরিণত হয় নাই,কিন্তু সর্পের মত দেখাইতেছিল । সুতরাং ইহা প্রাকৃতিক নিয়মের বিপরীত ছিল না । হযরত মূসা (আঃ)-এর সমর্থনে এক শক্তিশালী প্রমাণ প্রদর্শন ছাড়াও এই অলৌকিক নিদর্শনের উদ্দেশ্য ছিল মূসা (আঃ)-কে আশ্বস্ত করা ও সান্ত্বনা দেওয়া যে, তাঁহার জাতি প্রতিমা উপাসনায় এবং অন্যান্য অসৎ অভ্যাসের মধ্যে চিরকালের জন্য আবদ্ধ হইয়া থাকিবে না। কিন্তু যখন তাহারা তাঁহার নিয়ন্ত্রণাধীনে চলিয়া আসিবে, যখন তাহারা তাঁহার সাধু ও খোদা-ভীরু সঙ্গীরূপে পরিণত হইবে। 'আসা' সম্প্রদায় বা জাতি অর্থে ব্যবহৃত হয় (লেইন)। ১০২৩ টীকাও দ্রষ্টব্য ।

১৮১৭ । 'ইয়াদ' অর্থ হাত বা বাহু । 'ইয়াদ'-এর আলংকারিক অর্থ অনুগ্রহ, বদান্যতা, ক্ষমতা, কর্তৃত্ব, সাহায্য, আশ্রয়; গোত্র, সম্প্রদায়, দল (আকরাব)।

১৮১৮ । 'ইয়াদ'-এর এক অর্থ দল বা জাতি গ্রহণ করিলে আয়াতের উক্তি মূসা (আঃ)-এর জন্য আদেশ বহন করে যে, তাঁহার জাতির লোকদিগকে লালন-পালনকারীর মত তাঁহার নিয়ন্ত্রণে রাখা উচিৎ।এরূপ করিলে তাহারা অত্যন্ত ধার্মিক লোক হইবে, আধ্যাত্মিক আলো বিকিরণ করিবে এবং সকল নৈতিক খারাবী হইতে মুক্ত হইবে । 'ইয়াদ বায়্যা' এর অর্থ স্পষ্ট এবং অকাট্য দলীল-প্রমাণও হইতে পারে । হযরত মূসা (আঃ) তাঁহার স্বপক্ষে প্রমাণ ও শক্তিশালী যুক্তির দলীল দ্বারা ভূষিত হইয়াছিলেন । আরও দেখুন ৭ঃ১০৯ এবং ২৬ঃ৩৪ ।

১৮১৯ । হযরত মূসা (আঃ)-কে প্রদত্ত গুরুত্বপূর্ণ ঐশী নিশানসমূহের মধ্যে যষ্টির নিদর্শন অন্যতম । নবুওয়াতের দায়িত্বভার প্রাপ্তির সাথে মূসা (আঃ)-এর যষ্টির নিদর্শন প্রকাশিত হইয়াছিল (২০ঃ১৯)। তিনি যখন ফেরাউনের নিকট তাঁহার মিশন প্রচার করিতে গিয়াছিলেন তখন ইহা যষ্টির

ع ١٤ اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰى ﴿٢٤﴾

২৫। 'তুমি ফেরাউনের নিকট যাও, সে নিশ্চয় সীমালঙ্ঘন করিয়াছে।' [২৪] ১০

قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِىْ صَدْرِىْ ﴿٢٥﴾

২৬। সে বলিল, 'হে আমার প্রভু! আমার জন্য আমার বক্ষঃকে প্রশস্ত করিয়া দাও;

وَيَسِّرْ لِىْٓ اَمْرِىْ ﴿٢٦﴾

২৭। এবং আমার বিষয়কে আমার জন্য সহজ করিয়া দাও;

وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِىْ ﴿٢٧﴾

২৮। এবং আমার জিহ্বার জড়তাকে দূর করিয়া দাও,

يَفْقَهُوْا قَوْلِىْ ﴿٢٨﴾

২৯। যেন তাহারা আমার কথা সহজে বুঝিতে পারে;

وَاجْعَلْ لِّىْ وَزِيْرًا مِّنْ اَهْلِىْ ﴿٢٩﴾

৩০। এবং আমার পরিবারবর্গ হইতে আমার জন্য একজন সহযোগী[১৮২০] নিযুক্ত কর—

هٰرُوْنَ اَخِى ﴿٣٠﴾

৩১। আমার ভ্রাতা হারূনকে;

اشْدُدْ بِهٖٓ اَزْرِىْ ﴿٣١﴾

৩২। তাহার দ্বারা আমার শক্তি সুদৃঢ় কর;

وَاَشْرِكْهُ فِىْٓ اَمْرِىْ ﴿٣٢﴾

৩৩। এবং তাহাকে আমার কাজে শরীক কর;

كَىْ نُسَبِّحَكَ كَثِيْرًا ﴿٣٣﴾

৩৪। যেন আমরা তোমার অধিক পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করি;

وَّنَذْكُرَكَ كَثِيْرًا ﴿٣٤﴾

৩৫। এবং তোমাকে আমরা অধিক স্মরণ করি;

اِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيْرًا ﴿٣٥﴾

৩৬। নিশ্চয় তুমি আমাদিগকে ভালরূপে দেখিতেছ।'

قَالَ قَدْ اُوْتِيْتَ سُؤْلَكَ يٰمُوْسٰى ﴿٣٦﴾

৩৭। তিনি বলিলেন, 'হে মূসা! তুমি যাহা চাহিয়াছ তাহা তোমাকে দেওয়া হইল,

وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً اُخْرٰٓى ﴿٣٧﴾

৩৮। এবং নিশ্চয় আমরা (ইতিপূর্বে) তোমার উপর আরও একবার অনুগ্রহ করিয়াছিলাম;

অলৌকিক ঘটনাই ছিল যাহা ফেরাউন এবং যাদুকরদিগকে দেখান হইয়াছিল (২০ঃ৭০-৭৪)। ইহুদীরা যখন পানি চাহিয়াছিল তখন মূসা (আঃ) তাঁহার যষ্টি দ্বারা পাথরে আঘাত করিতে আদিষ্ট হইয়াছিলেন(২ঃ৬১)এবং তাঁহাকে যখন সাগর অতিক্রম করিতে হইয়াছিল. তখন আল্লাহ্তা'লা তাঁহাকে যষ্টি দ্বারা উহাতে আঘাত করিবার জন্য আদেশ করিয়াছিলেন(২৬ঃ৬৪)।

১৮২০। হযরত মূসা (আঃ)-এর উপর যে দায়িত্ব অর্পণ করা হইয়াছিল, তিনি নিজেকে উহার যথাযোগ্য মনে করিতেছিলেন না। তিনি একজন সাহায্যকারীর জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর উপর অসাধারণ এবং অধিকতর কষ্টসাধ্য দায়িত্বভার অর্পণ করা হইয়াছিল, কিন্তু কোন সাহায্যকারী পাওয়ার আবেদন তিনি কখনও করেন নাই। তিনি একা, কোন সহায়তাকারীর সাহায্য ছাড়াই চরম নৈতিক অধঃপতনে নিমজ্জিত একটি জাতিকে আধ্যাত্মিকতার গৌরবময় সর্বোচ্চ শিখরে উন্নীত করার গুরু দায়িত্ব সুচারুরূপে এবং পূর্ণ সফলতার সহিত পালন করিয়াছিলেন।

৩৯। যখন আমরা তোমার মাতার প্রতি ওহী করিয়াছিলাম যাহা[১৮২১](ঐ সময়) ওহী করা জরুরী ছিল;

إِذْ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰٓ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰٓ ﴿٣٨﴾

৪০। (উহা এই) যে তুমি তাহাকে সিন্দুকে রাখিয়া দাও এবং উহাকে নদীতে ফেলিয়া দাও, উহার পর (এইরূপ হইবে যে) নদী উহাকে তীরে নিক্ষেপ করিবে, তখন তাহাকে উঠাইয়া লইবে সেই ব্যক্তি যে আমার এবং তাহারও শত্রু।' এবং আমি তোমার জন্য আমার তরফ হইতে (তাহাদের অন্তরে) ভালবাসার উদ্রেক করিলাম; এবং (এইরূপ এই জন্য করিলাম) যেন তুমি আমার চোখের সম্মুখে প্রতিপালিত হও;[১৮২২]

أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ ۖ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي ﴿٣٩﴾

৪১। যখন তোমার ভগ্নী চলিতেছিল এবং বলিতেছিল, 'আমি কি তোমাদিগকে এমন একজনের সন্ধান দিব যে তাহার (প্রতিপালনের) ভার গ্রহণ করিবে ?' এবং এইভাবে আমরা তোমাকে তোমার মাতার নিকট ফিরাইয়া আনিয়াছিলাম যেন তাহার নয়ন সুশীতল হয় এবং সে শোকাকুল না হয়। এবং তুমি এক ব্যক্তিকে হত্যা করিয়াছিলে,কিন্তু আমরা তোমাকে সেই দুশ্চিন্তা হইতে উদ্ধার করিয়াছিলাম। এবং আমরা তোমাকে আরও অনেক পরীক্ষায় ফেলিয়া ভালভাবে পরীক্ষা করিয়াছিলাম, যাহার পর তুমি মিদিয়ানবাসীদের মধ্যে অনেক বৎসর বসবাস করিয়াছিলে। এইরূপে, হে মূসা ! তুমি পরিণত অবস্থায় উপনীত হইয়াছিলে;[১৮২৩]

إِذْ تَمْشِيٓ أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ ۖ فَرَجَعْنَٰكَ إِلَىٰٓ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ ۚ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَٰكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّٰكَ فُتُونًا ۚ فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِيٓ أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَٰمُوسَىٰ ﴿٤٠﴾

৪২। এবং আমি তোমাকে আমার নিজের জন্য মনোনীত করিলাম;

وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي ﴿٤١﴾

৪৩। তুমি এবং তোমার ভাই আমার নিদর্শনাবলীসহ যাও, এবং আমাকে স্মরণ করার ব্যাপারে শৈথিল্য করিও না;

اذْهَبْ أَنتَ وَأَخُوكَ بِآيَٰتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي ﴿٤٢﴾

১৮২১। 'মা' মাস্‌দারিয়াহ্ হওয়াতে ইহার অনুগামী ক্রিয়াপদ, ইহা প্রয়োগে অর্থে গভীরতা প্রদান করে। সুতরাং 'মা ইউহা'-এর অর্থ, একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ ওহী; অথবা সেই সময়ের জন্য ওহী করা অতীব জরুরী ছিল।

১৮২২। 'আইনুন' অর্থ ঃ চক্ষু; বাড়ীর বাসিন্দা; আশ্রয় বা নিরাপত্তা; দৃষ্টি; স্বর্ণ; সূর্য; ঝর্ণা (মুফরাদাত, লেইন)। যেহেতু হযরত মূসা (আঃ)-এর উপর এক শক্তিশালী নিষ্ঠুর রাজার অধীনে দীর্ঘকালের দাসত্ব বন্ধন হইতে এক জাতিকে উদ্ধার করার জন্য এক মহান এবং কঠিন দায়িত্ব অর্পণের উদ্দেশ্য ছিল, সেই জন্য ইহা খুবই প্রয়োজন ছিল যে, তিনি (মূসা) এই গুরুত্বপূর্ণ মিশনের উদ্দেশ্যে রাজকীয় শিক্ষকের অধীনে লালিত ও আবশ্যকীয় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হউন। অতএব এই ঐশী পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হইয়াছিল ফেরাউনের রাজ প্রাসাদে শিশু মূসা (আঃ)-এর প্রবেশ লাভের মাধ্যমে।

১৮২৩। মিদিয়ানের অধিবাসীদের মধ্যে মূসা (আঃ)-এর সাময়িক আবাস ছিল আল্লাহ্‌তা'লার আরও একটি ঐশী পরিকল্পনার বাস্তবায়ন। সিনাই উপত্যকার ভূমিতে এবং বনে-জংগলে ইসরাঈলীদের সঙ্গে জীবনযাপন করা যেহেতু তাঁহার জন্য আবশ্যক ছিল, সেই জন্য মিদিয়ানে কয়েকটি বৎসর কষ্টকর জীবন ধারণে অভ্যস্ত হওয়ার জন্য হযরত মূসা (আঃ)-কে বাধ্য করা হইয়াছিল।

اِذْهَبَآ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰى ﴿٤٣﴾

৪৪। তোমরা উভয়ে ফেরাউনের নিকট যাও, কারণ সে সীমালঙ্ঘন করিয়াছে;

فَقُوْلَا لَهٗ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهٗ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشٰى ﴿٤٤﴾

৪৫। এবং তোমরা উভয়ে তাহার সহিত নম্রভাবে কথা বলিও,[১৮২৪] হয় তো সে উপদেশ গ্রহণ করিবে অথবা (আমাকে) ভয় করিবে।'

قَالَا رَبَّنَآ اِنَّنَا نَخَافُ اَنْ يَّفْرُطَ عَلَيْنَآ اَوْ اَنْ يَّطْغٰى ﴿٤٥﴾

৪৬। তাহারা উভয়ে বলিল, 'হে আমাদের প্রভু! আমরা আশংকা করি যে, সে আমাদের উপর যুলুম করিবে অথবা সীমাতীত কঠোরতা করিবে।'

قَالَ لَا تَخَافَآ اِنَّنِيْ مَعَكُمَآ اَسْمَعُ وَاَرٰى ﴿٤٦﴾

৪৭। তিনি বলিলেন, 'তোমরা ভয় করিও না, নিশ্চয় আমি তোমাদের সঙ্গে আছি। আমি শুনি এবং দেখি।'

فَاْتِيٰهُ فَقُوْلَآ اِنَّا رَسُوْلَا رَبِّكَ فَاَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ۬ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ ؕ قَدْ جِئْنٰكَ بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّكَ ؕ وَالسَّلٰمُ عَلٰى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰى ﴿٤٧﴾

৪৮। "সুতরাং তোমরা উভয়ে তাহার নিকট যাও এবং বল, 'নিশ্চয় আমরা উভয়ে তোমার প্রভুর রসূল, সুতরাং তুমি বনী ইসরাঈলকে আমাদের সহিত পাঠাইয়া দাও, এবং তাহাদিগকে মোটেই কষ্ট দিও না। নিশ্চয় আমরা তোমার নিকট তোমার প্রভুর এক বড় নিদর্শন লইয়া আসিয়াছি, এবং যে ব্যক্তি হেদায়াতের অনুসরণ করিবে তাহার উপর শান্তি বর্ষিত হইবে;

اِنَّا قَدْ اُوْحِيَ اِلَيْنَآ اَنَّ الْعَذَابَ عَلٰى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى ﴿٤٨﴾

৪৯। নিশ্চয় আমাদের প্রতি এই ওহী নাযেল করা হইয়াছে যে, যে ব্যক্তি (আল্লাহ্‌র পয়গামকে) মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিবে এবং মুখ ফিরাইবে তাহার উপর আযাব আসিবে।"

قَالَ فَمَنْ رَّبُّكُمَا يٰمُوْسٰى ﴿٤٩﴾

৫০। সে বলিল, 'হে মূসা! তোমাদের প্রতিপালক কে?'

قَالَ رَبُّنَا الَّذِيْٓ اَعْطٰى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهٗ ثُمَّ هَدٰى ﴿٥٠﴾

৫১। সে বলিল, 'তিনিই আমাদের প্রতিপালক যিনি প্রত্যেক বস্তুকে উহার যথাযথ আকৃতি দিয়াছেন, অতঃপর পথ প্রদর্শন করিয়াছেন।'[১৮২৫]

قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُوْنِ الْاُوْلٰى ﴿٥١﴾

৫২। সে বলিল, 'তাহা হইলে পূর্ববর্তী মানবজাতিসমূহের অবস্থা কি হইয়াছে?'[১৮২৬]

১৮২৪। তফসীরাধীন আয়াত একজন ধর্মের শিক্ষক বা প্রচারককে দুই প্রকার অনুশীলনের শিক্ষা প্রদান করিয়াছে। প্রচার করিবার সময় তাহাকে ভদ্র ভাষা ব্যবহার করা আবশ্যক। দ্বিতীয়তঃ সেই সকল লোকদিগের প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা উচিত যাহাদিগকে আল্লাহ্‌তা'লা পার্থিব সম্মানে ভূষিত করিয়াছেন অথবা কর্তৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত করিয়াছেন।

১৮২৫। আয়াতের মর্ম হইতেছে যে, জগতে সর্বত্র শৃংখলা বিরাজমান এবং আল্লাহ্‌তা'লা প্রত্যেক বস্তুকে বিশেষ বৈশিষ্ট্য দ্বারা বিভূষিত করিয়াছেন, যাহা উহার বিশেষ চাহিদা ও প্রয়োজন মোতাবেক যথোপযুক্ত এবং যাহার সঠিক ব্যবহারে উহা স্বীয় পূর্ণতা লাভ করিতে পারে।

১৮২৬। পূর্ববর্তী আয়াতে উল্লেখিত ফেরাউনের প্রশ্নে হযরত মূসা (আঃ)-এর জওয়াব তাহাকে সম্পূর্ণ হতবাক করিয়া দিয়াছিল, কাজেই

قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّيْ فِيْ كِتٰبٍ ۚ لَا يَضِلُّ رَبِّيْ وَلَا يَنْسَى ﴿٥٢﴾

৫৩। সে বলিল, 'তাহাদের সম্বন্ধে জ্ঞান আমার প্রভুর নিকট কিতাবে সুরক্ষিত আছে। আমার প্রভু বিভ্রান্তও হন না এবং বিস্মৃতও হন না—[১৮২৭]

الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ مَهْدًا وَّسَلَكَ لَكُمْ فِيْهَا سُبُلًا وَّاَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً ۭ فَاَخْرَجْنَا بِهٖٓ اَزْوَاجًا مِّنْ نَّبَاتٍ شَتّٰى ﴿٥٣﴾

৫৪। যিনি এই পৃথিবীকে তোমাদের জন্য শয্যারূপে বানাইয়াছেন এবং উহার মধ্যে তোমাদের জন্য পথসমূহ সুগম করিয়াছেন এবং আকাশ হইতে পানি বর্ষণ করিয়াছেন এবং উহা দ্বারা আমরা বিভিন্ন প্রকারের তরুলতা জোড়া জোড়া করিয়া উৎপন্ন করিয়াছি;

كُلُوْا وَارْعَوْا اَنْعَامَكُمْ ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِي النُّهٰى ﴿٥٤﴾ ع ۲ [৩০] ১১

৫৫। তোমরাও খাও এবং তোমাদের গবাদিপশুকেও চরাও। নিশ্চয় ইহার মধ্যে বুদ্ধিমান লোকদের জন্য বহু নিদর্শন রহিয়াছে।'

مِنْهَا خَلَقْنٰكُمْ وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرٰى ﴿٥٥﴾

৫৬। ইহা (এই পৃথিবী) হইতে আমরা তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি এবং ইহার মধ্যেই তোমাদিগকে ফিরাইয়া লইয়া যাইব এবং ইহার মধ্য হইতেই আমরা তোমাদিগকে দ্বিতীয়বার বাহির করিব।

وَلَقَدْ اَرَيْنٰهُ اٰيٰتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَاَبٰى ﴿٥٦﴾

৫৭। এবং আমরা তাহাকে আমাদের সকল নিদর্শন দেখাইয়াছিলাম; কিন্তু সে (ঐগুলিকে) মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিল এবং (মানিতে) অস্বীকার করিল।

قَالَ اَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ اَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يٰمُوْسٰى ﴿٥٧﴾

৫৮। সে বলিল, 'হে মূসা! তুমি কি আমাদের নিকট এই জন্য আসিয়াছ যেন তুমি তোমার যাদু-মন্ত্র দ্বারা আমাদিগকে আমাদের দেশ হইতে তাড়াইয়া দাও? [১৮২৮]

ফেরাউন স্বীয় প্রশ্নের বিষয়বস্তু ছাড়িয়া দিয়া মূসা (আঃ)-এর প্রতি এক নূতন প্রশ্নের অবতারণা করিল। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তাঁহার আল্লাহ্ অতীতের মৃত পূর্ব পুরুষদিগের সম্বন্ধে কিছু জানেন কিনা, অর্থাৎ তাহাদের কি অবস্থা যাহারা মূসা (আঃ)-এর উপদেশাবলী হইতে উপকৃত হওয়ার সুযোগ পায় নাই। এইরূপে মূসা (আঃ)-এর বিরুদ্ধে পরোক্ষ ইঙ্গিত দ্বারা ফেরাউন আকস্মিকভাবে তাহার জাতির লোকদিগকে এই মর্মে উত্তেজিত করিতে চাহিয়াছিল যে, তিনি (মূসা) কটাক্ষ করিয়াছিলেন যে, তাহাদের পূর্ব পুরুষগণ ঐশী পথ-নির্দেশকবিহীন ছিল, সুতরাং তাহারা ঐশী শাস্তির যোগ্য ছিল।

১৮২৭। হযরত মূসা (আঃ) ফেরাউনের কৌশলে এড়াইয়া যাওয়ার চালাকির দাঁত ভাঙ্গা জবাব দিয়াছেন। তিনি ফেরাউনকে বলিয়াছিলেন যে, পূর্ব পুরুষদিগের ব্যাপারে তাহার মাথা ঘামান উচিৎ নয়। আল্লাহ্তা'লা তাহাদের সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞাত আছেন এবং তাহাদের সম্পর্কে প্রত্যেক খুঁটিনাটি তাঁহার জ্ঞানে সুরক্ষিত এবং বিচার দিবসে তাহাদের অবস্থা ও পরিস্থিতি ভেদে কর্মানুযায়ী সকলকে প্রতিদান ও প্রতিফল দান করিবেন।

১৮২৮। এই আয়াতে ফেরাউনের সূক্ষ্ম প্রতারণাপূর্ণ পরিকল্পনার প্রতি ইঙ্গিত প্রতিভাত হইয়াছে। সে তাহার জাতিকে বলিয়াছিল যে, এক বিদেশী (মূসা-আঃ) মিশরে প্রবাসী হইয়া তাঁহার ধূর্ত কৌশল পূর্ণ পরিচালনা দ্বারা শাসক রাজ-বংশকে মিশর হইতে বিতাড়িত করিবার প্রচেষ্টায় লিপ্ত।

فَلَنَاْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِّثْلِهٖ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَّا نُخْلِفُهٗ نَحْنُ وَلَآ اَنْتَ مَكَانًا سُوًى ﴿٥٩﴾

৫৯। তাহা হইলে নিশ্চয় আমরাও তোমার মোকাবেলায় ইহার অনুরূপ যাদু আনিব; সুতরাং তুমি আমাদের মধ্যে এবং তোমার মধ্যে (সময় ও) স্থান নির্ধারিত কর যাহাকে আমরাও লঙ্ঘন করিব না এবং তুমিও (লঙ্ঘন করিবে) না এমন এক স্থান যাহা (আমাদের উভয়ের জন্য) সমান (উপযোগী) হইবে।'

قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّيْنَةِ وَاَنْ يُّحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى ﴿٦٠﴾

৬০। সে বলিল, 'তোমাদের একত্রিত হইবার সময় হইল ঈদ-উৎসবের দিন এবং এই কথাও রহিল যে, লোকদিগকে পূর্বাহ্নে সমবেত করিতে হইবে।' [১৮২৯]

فَتَوَلّٰى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهٗ ثُمَّ اَتٰى ﴿٦١﴾

৬১। অতঃপর ফেরাউন চলিয়া গেল এবং সে তাহার (সম্ভাব্য) সকল তদবীর সন্নিবিষ্ট করিল,[১৮৩০] এবং (মূসার মোকাবেলায়) আসিল।

قَالَ لَهُمْ مُّوْسٰى وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوْا عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ ۚ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرٰى ﴿٦٢﴾

৬২। মূসা তাহাদিগকে বলিল, 'সর্বনাশ তোমাদের, তোমরা আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা আরোপ করিও না, অন্যথায় তিনি তোমাদিগকে আযাবের দ্বারা নিষ্পেষিত করিবেন এবং যে ব্যক্তি (আল্লাহ্‌র প্রতি) মিথ্যা আরোপ করিয়াছে সে সর্বদা বিফলই হইয়াছে।'[১৮৩১]

فَتَنَازَعُوْٓا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَ اَسَرُّوا النَّجْوٰى ﴿٦٣﴾

৬৩। তখন তাহারা নিজেদের বিষয়ে পরস্পর বিতর্ক করিল এবং সংগোপনে পরামর্শ করিল।

قَالُوْٓا اِنْ هٰذٰنِ لَسٰحِرٰنِ يُرِيْدٰنِ اَنْ يُّخْرِجٰكُمْ مِّنْ اَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيْقَتِكُمُ الْمُثْلٰى ﴿٦٤﴾

৬৪। তাহারা বলিল, 'এই দুইজন অবশ্যই বড় যাদুকর, যাহারা নিজেদের যাদু ক্রিয়া দ্বারা তোমাদিগকে তোমাদের দেশ হইতে বিতাড়িত করিতে চাহিতেছে এবং তোমাদের উৎকৃষ্ট জীবন-পদ্ধতিকে বিনাশ করিতে চাহিতেছে;[১৮৩১-ক]

فَاَجْمِعُوْا كَيْدَكُمْ ثُمَّ ائْتُوْا صَفًّا ۚ وَقَدْ اَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلٰى ﴿٦٥﴾

৬৫। সুতরাং তোমরা তোমাদের তদবীরে ঐক্যবদ্ধ হও, অতঃপর সারিবদ্ধ হইয়া (মোকাবেলার জন্য) আস। এবং যে আজ প্রাধান্য লাভ করিবে সে নিশ্চয় সফলকাম হইবে।'

১৮২৯। এখানে হযরত মূসা (আঃ) এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর মধ্যে এক কৌতূহলোদ্দীপক সাদৃশ্য দেখা যায়। হযরত মূসা (আঃ) এবং যাদুকরদিগের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা (যাহাতে তাহাদিগকে সম্পূর্ণ এবং চূড়ান্ত পরাজয় বহন করিতে হইয়াছিল) সংঘটিত হইয়াছিল পূর্বাহ্ন বেলায় অর্থাৎ যোহরের সময়ে। নবী করীম (সাঃ) বিজয়ীবেশে মক্কায় প্রবেশ করিয়াছিলেন অনুরূপ যোহরের সময় যখন আরবে কুফরী ও প্রতিমা পূজার শেষ ও চূড়ান্ত পরাজয় চিহ্নিত হইয়াছিল।

১৮৩০। 'জামাআ কায়্‌দাহূ' এই উক্তির অর্থ আয়াতের মধ্যে নিহিত অর্থ ছাড়াও এইরূপও বুঝায়ঃ সে তাহার সমস্ত পরিকল্পনা একত্র করিল, সে সর্বপ্রকার ফন্দি আঁটিল ও সে তাহার ক্ষমতা অনুযায়ী সব কিছু করিল।

১৮৩১। এই আয়াত ওহী-ইলহাম প্রাপ্তির দাবীকারকের সত্যতা নিরূপণ করিবার জন্য এক অভ্রান্ত নীতি স্থাপন করিয়াছে। আল্লাহ্‌তা'লার বিরুদ্ধে মিথ্যা আরোপকারীকে আপাতদৃষ্টিতে সাময়িক উন্নতি ও অগ্রগতি করিতে দেখা গেলেও পরিণামে বিনষ্ট হয় এবং দুঃখজনক ও অসম্মানজনক সমাপ্তি ঘটে। এই সত্য সকল ধর্মের ইতিহাসের পৃষ্ঠায় বহুল পরিমাণে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে।

১৮৩১-ক। 'তরীকাহ' অর্থ জীবনযাপনের পদ্ধতি; আদর্শ; প্রতিষ্ঠান ও ঐতিহ্য (লেইন)।

قَالُوْا يٰمُوْسٰٓى اِمَّآ اَنْ تُلْقِىَ وَ اِمَّآ اَنْ نَّكُوْنَ اَوَّلَ مَنْ اَلْقٰى ﴿٦٥﴾

৬৬। তাহারা বলিল, 'হে মূসা! হয় তুমি (বাজি) নিক্ষেপ কর, আর না হয় আমরাই প্রথমে নিক্ষেপ করি।'

قَالَ بَلْ اَلْقُوْا ۚ فَاِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ اِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ اَنَّهَا تَسْعٰى ﴿٦٦﴾

৬৭। সে বলিল, 'বরং তোমরাই (প্রথমে) নিক্ষেপ কর;[১৮৩২] অতঃপর তাহাদের যাদু ক্রিয়ার ফলে সহসা তাহাদের দড়ি ও লাঠিগুলি মূসার নিকট এইরূপ মনে হইতে লাগিল[১৮৩৩] যেন ঐগুলি দৌড়াদৌড়ি করিতেছে।

فَاَوْجَسَ فِىْ نَفْسِهٖ خِيْفَةً مُّوْسٰى ﴿٦٧﴾

৬৮। এবং মূসা নিজ অন্তরে ভয় অনুভব করিল।[১৮৩৪]

قُلْنَا لَا تَخَفْ اِنَّكَ اَنْتَ الْاَعْلٰى ﴿٦٨﴾

৬৯। তখন আমরা বলিয়াছিলাম, 'ভয় করিও না, কারণ তুমিই প্রাধান্য লাভ করিবে;

وَاَلْقِ مَا فِىْ يَمِيْنِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوْا ؕ اِنَّمَا صَنَعُوْا كَيْدُ سٰحِرٍ ؕ وَلَا يُفْلِحُ السّٰحِرُ حَيْثُ اَتٰى ﴿٦٩﴾

৭০। এবং যাহা কিছু তোমার ডান হাতে আছে উহা নিক্ষেপ কর ফলে তাহারা যে কলাকৌশল করিয়াছে সব কিছুকেই উহা গ্রাস করিয়া ফেলিবে,[১৮৩৫] কারণ তাহারা যে কলাকৌশল করিয়াছে উহা কেবল যাদুকরের ধোকাবাজি। এবং যাদুকর যেখান থেকেই আসুক[১৮৩৫-ক] না কেন সফলতা লাভ করিতে পারিবে না।

فَاُلْقِىَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِرَبِّ هٰرُوْنَ وَمُوْسٰى ﴿٧٠﴾

৭১। তখন যাদুকরগণ (প্রকৃত বিষয় উপলব্ধি করায়) সেজদায় পড়িতে বাধ্য হইল। তাহারা বলিল 'আমরা হারূন ও মূসার প্রভুর উপর ঈমান আনিলাম।'

১৮৩২। আল্লাহ্‌তা'লার নবীগণ কখনও প্রথম আক্রমণ করেন না। আক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত তাঁহারা অপেক্ষা করিয়া থাকেন এবং তৎপর তাঁহারা আত্মরক্ষামূলক ভূমিকা গ্রহণ করিয়া থাকেন।

১৮৩৩। যাদুকরদের দড়ি এবং যষ্টিগুলি যেন দৌড়াদৌড়ি করিতেছিল বলিয়া মূসা (আঃ)-এর নিকট দৃষ্ট হইয়াছিল। বাস্তবে সেইগুলি এইরূপ কিছুই করিতেছিল না। অসৎ শক্তিসমূহ ক্ষণিকের জন্য প্রথমে মনে হয় জিতিয়া গেল; কিন্তু শীঘ্রই তাহারা দুর্দশায় পতিত হয়।

১৮৩৪। যাদুকরদিগের দড়ি এবং যষ্টিগুলিতে মূসা (আঃ) ভীত ছিলেন না। আল্লাহ্‌র নবীগণ পর্বত প্রমাণ নিশ্চয়তার উপর দণ্ডায়মান থাকেন এবং কোন কিছুতেই ভীত হন না। হযরত মূসা (আঃ) কেবল ভয় করিতেছিলেন, পাছে লোকেরা যাদুকরদের কিম্ভূত-কিমাকার ভেল্কিবাজী দর্শনে বিভ্রান্ত না হইয়া পড়ে।

১৮৩৫। এই আয়াত ইহা স্পষ্ট করিয়াছে যে, মূসা (আঃ)-এর যষ্টি যাদুকরদিগের অভিষ্ট সাধনের প্রচেষ্টাকে "গিলিয়া" এবং তাহাদের যাদু ব্যর্থ করিয়া দিয়াছিল, অন্য কিছু নহে। হযরত মূসা (আঃ)-এর যষ্টিখানা এক মহান নবীর আধ্যাত্মিক শক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র হুকুমে পরিচালিত হইয়া যাদুকরদিগের সমস্ত ভেল্কির প্রতারণা ফাঁস করিয়া দিল, যাহা তাহারা দর্শকদিগের উপর কৌশলে প্রয়োগ করিয়াছিল। কুরআনের অপর এক স্থানে যাদুকরের দড়ি ও যষ্টিগুলি তাহাদের মিথ্যা কলাকৌশলরূপে আখ্যায়িত হইয়াছে (৭:১১৮)।

১৮৩৫-ক। 'আতা-আশ্-শাইয়্যা' অর্থ সে ইহা করিয়াছিল (লেইন)।

قَالَ اٰمَنْتُمْ لَهٗ قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ لَكُمْ ۚ اِنَّهٗ لَكَبِيْرُكُمُ الَّذِيْ عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ ۚ فَلَاُقَطِّعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ وَّلَاُوصَلِّبَنَّكُمْ فِيْ جُذُوْعِ النَّخْلِ ۫ وَلَتَعْلَمُنَّ اَيُّنَاۤ اَشَدُّ عَذَابًا وَّاَبْقٰى ﴿٧١﴾

৭২। সে (ফেরাউন) বলিল, 'আমি তোমাদিগকে হুকুম দেওয়ার পূর্বেই কি তোমরা তাহার উপর ঈমান আনিয়াছ ? সে নিশ্চয় তোমাদের প্রধান, যে তোমাদিগকে যাদু বিদ্যা শিখাইয়াছে। অতএব, আমি নিশ্চয় তোমাদের হাত ও পা (অবাধ্যতার জন্য) বিপরীত দিক হইতে[১৮৩৫-খ] কাটিয়া ফেলিব, এবং তোমাদিগকে নিশ্চয় খেজুর বৃক্ষের কাণ্ডে শূলবিদ্ধ করিব, এবং(তখন)তোমরা নিশ্চয় জানিতে পারিবে যে, আমাদের মধ্যে কে কঠোরতর এবং অধিক স্থায়ী শাস্তিদানকারী।'

قَالُوْا لَنْ نُّؤْثِرَكَ عَلٰى مَا جَآءَنَا مِنَ الْبَيِّنٰتِ وَالَّذِيْ فَطَرَنَا فَاقْضِ مَاۤ اَنْتَ قَاضٍ ۭ اِنَّمَا تَقْضِيْ هٰذِهِ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ﴿٧٢﴾

৭৩। তাহারা বলিল, 'আমরা কখনও তোমাকে ঐসকল সুস্পষ্ট নিদর্শনের উপর প্রাধান্য দিতে পারি না যাহা আমাদের নিকট আসিয়াছে, এবং তাঁহার উপরও (তোমাকে প্রাধান্য দিতে পারি না) যিনি আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন। সুতরাং তোমার ক্ষমতায় যাহা কুলায় তাহাই তুমি কর, তুমি তো কেবল এই পার্থিব জীবন সম্বন্ধেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পার।[১৮৩৬]

اِنَّاۤ اٰمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطٰيٰنَا وَمَاۤ اَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ ۭ وَاللّٰهُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى ﴿٧٣﴾

৭৪। আমরা নিশ্চয় আমাদের প্রভুর উপর ঈমান আনিয়াছি যেন তিনি আমাদিগকে আমাদের পাপসমূহ এবং যাদুমন্ত্রের যে কাজ করিতে তুমি আমাদিগকে বাধ্য করিয়াছ উহা ক্ষমা করেন। বস্তুতঃ আল্লাহ্ সর্বোত্তম এবং চিরস্থায়ী।'

اِنَّهٗ مَنْ يَّاْتِ رَبَّهٗ مُجْرِمًا فَاِنَّ لَهٗ جَهَنَّمَ ۭ لَا يَمُوْتُ فِيْهَا وَلَا يَحْيٰى ﴿٧٤﴾

৭৫। প্রকৃত বিষয় ইহাই, যে ব্যক্তি তাহার প্রভুর নিকট অপরাধী হিসাবে উপস্থিত হইবে তাহার জন্য নিশ্চয় জাহান্নাম অবধারিত, উহাতে সে মরিবেও না এবং বাঁচিবেও না।[১৮৩৭]

وَمَنْ يَّاْتِهٖ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصّٰلِحٰتِ فَاُولٰۗىِٕكَ لَهُمُ الدَّرَجٰتُ الْعُلٰى ﴿٧٥﴾

৭৬। এবং যে ব্যক্তি সৎকর্ম করিয়া তাঁহার নিকট ঈমানদার অবস্থায় উপস্থিত হইবে, এইরূপ লোকদের জন্য হইবে উচ্চ মর্যাদাসমূহ—

১৮৩৫-খ। 'মিন' অব্যয়ের অর্থ এইরূপও হয়ঃ এই কারণে, এই উদ্দেশ্য। 'খেলাফ' শব্দের অর্থ বিরোধ, প্রতিবাদ বা প্রতিপক্ষ (লেইন)।

১৮৩৬। আশ্চর্যজনক পরিবর্তন লক্ষ্য করুন, কিভাবে মানুষের মধ্যে ঈমান ক্রিয়াশীল হইয়া উঠে। কিছুক্ষণ পূর্বেই পার্থিব লোভে যে সব যাদুকরেরা ফেরাউনের নিকট অর্থ, সম্মান বা মর্যাদার পুরস্কার প্রার্থনা করিয়াছিল (৭ঃ১১৪), তাহারাই এখন ফেরাউন কর্তৃক প্রদর্শিত হুমকি এবং ভয়ানক মৃত্যুর প্রতিও ভ্রুক্ষেপ করিল না, যখন তাহারা সত্য বুঝিতে পারিল এবং সত্য গ্রহণ করিল।

১৮৩৭। মৃত্যু মানুষকে যন্ত্রণা হইতে রক্ষা করে। অতএব পাপীরা নরকে মরিবে না এবং উহার যন্ত্রণা ভোগ করিতে থাকিবে। না তাহারা উহাতে মরিবে না বাঁচিবে। কারণ প্রকৃত জীবনের আনন্দ আল্লাহ্‌র সঙ্গে ভালবাসার মধ্যে নিহিত এবং পাপীগণ উহা হইতে বঞ্চিত। অথবা আয়াতের মর্ম ইহাও হইতে পারে যে, পাপীগণ সকল প্রকার আরাম ও আনন্দ হইতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হইবে এবং এরূপ অবস্থাকেই এখানে মৃত্যু হইতে নিকৃষ্ট বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

جَنّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِیْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ
خٰلِدِیْنَ فِیْهَا ؕ وَذٰلِكَ جَزٰٓؤُا مَنْ تَزَكّٰى ﴿۷۶﴾

৭৭। চিরস্থায়ী বাগানসমূহ, যাহার তলদেশ দিয়া নহরসমূহ প্রবাহিত হইবে, উহাতে তাহারা সদা বাস করিবে। বস্তুতঃ যাহারা পবিত্রতা অবলম্বন করে, তাহাদের উপযুক্ত পুরস্কার ইহাই।'

وَلَقَدْ اَوْحَیْنَاۤ اِلٰى مُوْسٰۤى ۙ اَنْ اَسْرِ
بِعِبَادِیْ فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِیْقًا فِی الْبَحْرِ
یَبَسًا ۙ لَّا تَخٰفُ دَرَكًا وَّلَا تَخْشٰى ﴿۷۷﴾

৭৮। এবং আমরা মূসার প্রতি ওহী করিয়াছিলাম যে ঃ 'তুমি আমার বান্দাগণকে লইয়া রাত্রিযোগে সফর কর এবং সমুদ্রে তাহাদের জন্য শুষ্ক রাস্তার নির্দেশ দাও; তুমি পশ্চাৎ হইতে ধরা পড়ারও ভয় করিবে না এবং সম্মুখস্থ বিপদেরও আশংকা করিবে না।[১৮৩৮]

১৮৩৮। ইসরাঈল জাতি সম্পর্কে অভিযোগের সমস্ত ঐতিহাসিক সূত্রের বিরুদ্ধে সর্বাপেক্ষা অসাধারণ তত্ত্বসমূহ উপস্থাপিত হইয়াছেঃ (ক) তাহারা কখনই মিশরে বসবাস করে নাই; কারণ পুরাতন মিশরীয় ইতিহাসের দলীলে তাহাদের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না; (খ) ফেরাউন মেরেনেপ্তাহ (Merenptah)-এর রাজত্বের পঞ্চম বর্ষে, যখন হযরত মূসা (আঃ) ইসরাঈলীদিগকে মিশর রাজ্য হইতে বাহির করিয়া আনিয়াছিলেন বলিয়া বলা হয়, সেই সময় কোন কোন ইহুদী উপজাতি বাস্তবেই কেনানে বাস করিত। অতএব এই মত যে, মূসা (আঃ) কেনানে তাঁহার রাজত্বকালে ইসরাঈলীদিগকে মিশর হইতে বাহির করিয়া সেখানে নিয়া গিয়াছিলেন এবং তাহারা পঞ্চাশ বৎসর পরে কেনানে আবাস স্থাপন করিয়াছিল—এইসব সম্পূর্ণ ভুল।

এই অদ্ভুত তত্ত্বের উপস্থাপকগণ মনে হয় ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে, ইসরাঈলীরা মিশর দেশে বিদেশী ছিল এবং এক পরাধীন জাতিরূপে তাহারা নির্দয় শাসকের অধীনে কৃতদাসবৎ দায়বদ্ধ কৃষকের ও দাসত্বের দুর্দশাগ্রস্থ জীবনযাপন করিত। এইরূপ এক সম্প্রদায় কিভাবে ঐতিহাসিকগণের দৃষ্টি আকর্ষণের যোগ্য বিবেচিত হইতে পারে ? এমনকি এই বিংশ শতাব্দীতেও যখন ইতিহাস রচনাকারীগণ ধ্বংসপ্রাপ্ত সভ্যতার ভগ্নাবশেষ হইতে কোন এক জাতি সম্পর্কে সামঞ্জস্যপূর্ণ বর্ণনা লিপিবদ্ধ করা সহজসাধ্য মনে করেন না, তখন বহুদূরবর্তী অতীতের ইতিহাসবিদগণের জন্য আরও অধিক কষ্টসাধ্য ব্যাপার ছিল যে, টুকরা টুকরা অসম্পূর্ণ বর্ণনা হইতে এমন এক জাতি সম্পর্কে সামঞ্জস্যপূর্ণ দলীল রচনা করা, যাহারা অতি প্রাচীনকালে বাস করিত এবং যাহারা তাহাদের শাসক কর্তৃক ভারবাহী পশুর ন্যায় ব্যবহৃত হইত। কোন কোন ইহুদী গোত্রকে ফেরাউন মেরেনেপ্তাহর রাজত্বকালের পঞ্চম বৎসরে কেনানে বাস করিতে দেখা গিয়াছিল,এই সন্দেহপূর্ণ সূত্র সম্বন্ধে উল্লেখ করিতে গেলে বলিতে হয় যে,অন্যান্য ইসরাঈলী গোত্রগুলি মিশরে বাস করিতেছিল—এই বাস্তব ঘটনাকে ইহা মিথ্যা প্রমাণিত করিতে পারে না। ইহা কি সম্ভব নহে যে, মূসা (আঃ) কর্তৃক উহাদের সকলকে উদ্ধার করার প্রাক্কালে কোন কোন গোত্র কেনানের পথে মিশর ত্যাগ করিয়াছিল ? ইহা আশ্চর্যের কথা যে, এই সকল লোক একদিকে বলে যে, মূসা মিশরীয় নাম এবং কোন ইহুদীর নামও মিশরীয় নাম ছিল; অপরদিকে বলে যে, তাহারা কখনও মিশরে গমন করে নাই। উপরন্তু ইসরাঈলীগণ মিশরে বাস করিত বলিয়া বাইবেল বিশদ ও সঙ্গত বর্ণনা করিয়াছে। বাইবেল রচয়িতাগণের জন্য এইরূপ করার কোন বাধ্যকর কারণ ছিল না, বিশেষতঃ যখন ইহুদীরা সেখানে কৃতদাস ও ভারবাহী পশুর অপেক্ষা নিকৃষ্ট জীবনযাপন করিত। কোন জাতিই নিজেদের অপমান ও দুঃখের বেদনাদায়ক মিথ্যা এবং বানোয়াট দলীল আবিষ্কার করিবার গরজ বা গর্ববোধ করিবে না। সেই সময়ের ফেরাউনদের রীতি-নীতি, সংস্কৃতি ও জীবনযাপনের পদ্ধতি সম্বন্ধে বাইবেলের খুঁটিনাটি বর্ণনা আরও একটি বাস্তব প্রমাণ যে,ইহুদী জাতি মিশরে বাস করিত। মিশরীয় ফেরাউন রাজ-বংশে বাইবেলের কোন স্বার্থ ছিল না—এই প্রকৃত বাস্তব ঘটনা ব্যতীত যে, তাহারা ইহুদীদিগের শাসক ছিল। এতদ্ব্যতীত প্রাচীন গ্রীক ঐতিহাসিকগণের বর্ণনানুযায়ী, মিশরীয়গণ নিজেরাই স্বীকারোক্তি করিয়াছিল যে, ইসরাঈলী জাতি দীর্ঘদিন মিশরে বসবাস করিয়াছিল এবং পরবর্তী কালে সেখান হইতে হিজরত করিয়াছিল। যাহা হউক পুরাকালে পরিচিত মিশর রাজ্য, যাহা উত্তর আরব নিয়া গঠিত ছিল, উহার সহিত বর্তমানকালের মিশর নিয়া তাল-গোল পাকানো সমীচীন নহে।

মিশরত্যাগী ইসরাঈলীদিগের দলবদ্ধভাবে প্রস্থানের তারিখটিও বহু বিতর্কীত বিষয় এবং কেবলমাত্র বাইবেল হইতে উহার সঠিক তারিখ নির্ধারণ করা খুবই কষ্টসাধ্য বলিয়া মনে হয়। ঐতিহাসিক সূত্র,প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা এবং ইহুদী জাতির ঐতিহ্য দ্বারা সমর্থনপুষ্ট এই ধারণা ব্যাপকভাবে বিদ্যমান যে, উক্ত দলবদ্ধভাবে প্রস্থানের ঘটনা (যাত্রা পুস্তক) পুরুষানুক্রমিক উনিবিংশতম রাজ পুরুষ (১৩২৮-১২০২ খৃঃ পূর্ব) বা মেরেনেপ্তাহ্ ২য় (Merenptah II) (১২৩৪-১২১৪ খৃঃ পূর্ব)-এর শাসনামলে সংঘটিত হইয়াছিল এবং এখনও ইহা সর্বাধিক সম্ভাব্য বলিয়া প্রতিপন্ন। এই যাত্রা ১২৩০ খৃঃ পূর্বাব্দে হইয়াছিল বলিয়া প্রতীয়মান হয়। অত্যাচারী ফেরাউন ছিল রামেসেস ২য় এবং তাহার উত্তরসূরী মেনেরেপতাহ্ ২য় ছিল মূসা (আঃ)-এর যাত্রাকালের ফেরাউন। (পীকস্ কমেন্টারী অব দি বাইবেল পৃঃ ১১৯, ৯৫৫, ৯৫৬, আরও দেখুন'দি লারজার এডিশন অব দি কমেন্টারী'পৃঃ-১৬৪৬-১৬৪৭)

فَاَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُوْدِهٖ فَغَشِيَهُمْ مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ ﴿٧٨﴾

৭৯। অতপর, ফেরাউন তাহার সৈন্যদলসহ তাহাদের পশ্চাদানুসরণ করিল, পরিণামে সমুদ্রের জলরাশি তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে ঢাকিয়া ফেলিল।

وَاَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهٗ وَمَا هَدٰى ﴿٧٩﴾

৮০। এবং ফেরাউন তাহার কওমকে বিপথগামী করিল এবং হেদায়াতের পথে পরিচালিত করিল না।

يٰبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ قَدْ اَنْجَيْنٰكُمْ مِّنْ عَدُوِّكُمْ وَوٰعَدْنٰكُمْ جَانِبَ الطُّوْرِ الْاَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوٰى ﴿٨٠﴾

৮১। হে বনী ইসরাঈল! আমরা তোমাদিগকে তোমাদের শত্রু হইতে রক্ষা করিয়াছিলাম, এবং তূর পর্বতের দক্ষিণ পার্শ্বে আমরা তোমাদিগকে প্রতিশ্রুতি দান করিয়াছিলাম এবং তোমাদের উপর মান্না ও সালওয়া নাযেল করিয়াছিলাম।[১৮৩৯]

كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيْهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِيْ ۚ وَمَنْ يَّحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِيْ فَقَدْ هَوٰى ﴿٨١﴾

৮২। (এবং বলিয়াছিলাম যে,) 'আমরা তোমাদিগকে যাহা দিয়াছি, উহা হইতে তোমরা পবিত্র জিনিষ খাও এবং সীমা লঙ্ঘন করিও না, নচেৎ তোমাদের উপর আমার ক্রোধ বর্ষিত হইবে, এবং যাহার উপর আমার ক্রোধ বর্ষিত হয়, সে নিশ্চয় ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়;[১৮৪০]

وَاِنِّيْ لَغَفَّارٌ لِّمَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدٰى ﴿٨٢﴾

৮৩। এবং যে ব্যক্তি তওবা করে এবং ঈমান আনে ও সৎকার্য করে এবং হেদায়াত প্রাপ্ত হয়, আমি নিশ্চয় তাহার জন্য পরম ক্ষমাশীল।'

وَمَآ اَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يٰمُوْسٰى ﴿٨٣﴾

৮৪। এবং (আমরা বলিলাম) 'হে মূসা! তোমাকে কিসে তোমার জাতি হইতে চলিয়া আসার জন্য তাড়াহুড়া করিতে বাধ্য করিয়াছে?'

১৮৩৯। ইসরাঈলীগণ অতি দীর্ঘকাল যাবৎ ফেরাউনদের অত্যাচারে শৃংখলাবদ্ধ থাকার পরিণতিতে তাহারা পুরুষোচিত ঐ সকল গুণাবলী হারাইয়া বসিয়াছিল যাহা একটি জাতিকে পরিশ্রমী, নির্ভিক এবং শৌর্যপূর্ণ করিয়া তোলে। ঐশী পরিকল্পনানুযায়ী তাহাদের জন্য কেনান জয় করিয়া রাজত্ব করা নির্ধারিত ছিল। অতএব হযরত মূসা (আঃ) তাহাদিগকে মিশরের বাহিরে লইয়া আসার পর তাহাদিগকে সিনাই অঞ্চলের রৌদ্র-দগ্ধ অনুর্বর অঞ্চলে বাস করিতে হইয়াছিল যাহাতে তাহারা উন্মুক্ত ও কষ্ট-সাধ্য জীবন যাপনে অভ্যস্ত হইয়া উঠে এবং এইরূপে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য অত্যাবশ্যক গুণাবলী ও যোগ্যতা অর্জন করিয়া তাহারা উন্নতি করিতে পারে। কিন্তু সুদীর্ঘ কালের দাসত্ব বন্ধনে থাকিয়া তাহারা সর্বপ্রকার উদ্যম হারাইয়া ফেলিয়াছিল এবং অস্বাভাবিক অনুদ্দীপক এবং নিস্তেজ জীবনে অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। এমতাবস্থায় তাহারা যখন দেখিল যে, মরুভূমি ও নির্জন প্রান্তরে তাহাদিগকে বাস করিতে হইবে, যেখানে জীবনের কোন সুখ-সুবিধা পাওয়ার কোন অবস্থা ছিল না, এমনকি খাদ্যেরও অভাব ছিল, তখন তাহারা আতঙ্কিত ও অস্থির হইয়া উত্তেজিত হইল। তাহারা মূসা (আঃ)-এর সঙ্গে এই বলিয়া কলহে লিপ্ত হইয়াছিল, "হায় হায়! আমরা মিশর দেশে সদাপ্রভুর হস্তে কেন মরি নাই? তখন মাংসের হাঁড়ীর কাছে বসিতাম, তৃপ্তি পর্যন্ত রুটি ভোজন করিতাম; তোমরা তো এই সমস্ত সমাজকে ক্ষুধায় মারিয়া ফেলিতে আমাদিগকে বাহির করিয়া এই প্রান্তরে আনিয়াছ (যাত্রা -১৬ঃ৩)।" আল্লাহ্তা'লা তাহাদের বিড়বিড়ানি শুনিলেন এবং এই অকৃতজ্ঞ লোকদিগকে বলিবার জন্য, মূসা (আঃ)-কে আদেশ করিলেনঃ 'আমি ইসরাঈল সন্তানদের বচসা শুনিয়াছি; তুমি তাহাদিগকে বল, সায়ং কালে তোমরা মাংস ভোজন করিবে ও প্রাতঃকালে অন্নে তৃপ্ত হইবে, তখন জানিতে পারিবে যে, আমি সদাপ্রভু, তোমাদের ঈশ্বর।" ঐশী প্রতিশ্রুতি কিভাবে পূর্ণ হইয়াছিল উহা বাইবেলে বিস্তারিত বর্ণিত হইয়াছে (যাত্রা পুস্তক-১৬ঃ১২-১৫ আরো দেখুন টীকা ৯৮ এবং ৯৯।

১৮৪০। ১৮৩৯ টীকা দ্রষ্টব্য।

قَالَ هُمْ أُولَآءِ عَلَىٰٓ أَثَرِى وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ ﴿٨٤﴾

৮৫। সে বলিল, 'তাহারা আমার পদাঙ্ক অনুসরণ করিতেছে এবং হে আমার প্রভু ! আমি এই জন্য তোমার নিকট তাড়াতাড়ি আসিয়াছি যেন তুমি সন্তুষ্ট হও।'

قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنۢ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ ٱلسَّامِرِىُّ ﴿٨٥﴾

৮৬। তিনি বলিলেন, 'আমরা নিশ্চয় তোমার কওমকে তোমার (আসার) পর এক পরীক্ষায় ফেলিয়াছি এবং সামেরী[১৮৪১] তাহাদিগকে পথভ্রষ্ট করিয়াছে।'

فَرَجَعَ مُوسَىٰٓ إِلَىٰ قَوْمِهِۦ غَضْبَٰنَ أَسِفًا ۚ قَالَ يَٰقَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا ۚ أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ ٱلْعَهْدُ أَمْ أَرَدتُّمْ أَن يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُم مَّوْعِدِى ﴿٨٦﴾

৮৭। ইহাতে মূসা তাহার কওমের নিকট ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ অবস্থায় ফিরিয়া গেল, এবং বলিল, 'হে আমার কওম ! তোমাদের প্রতিপালক কি তোমাদের সহিত এক উত্তম ওয়াদা করেন নাই ? সেই অঙ্গীকার (পূর্ণ হইবার সময়) কি তোমাদের জন্য অতি দীর্ঘ হইয়াছিল ? অথবা তোমরা কি ইচ্ছা করিয়াছ যে তোমাদের প্রতিপালকের ক্রোধ তোমাদের উপর বর্ষিত হউক ? যাহার কারণে তোমরা আমার (সহিত কৃত) ওয়াদা ভঙ্গ করিয়াছ ?'

قَالُوا۟ مَآ أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَٰكِنَّا حُمِّلْنَآ أَوْزَارًا مِّن زِينَةِ ٱلْقَوْمِ فَقَذَفْنَٰهَا فَكَذَٰلِكَ أَلْقَى ٱلسَّامِرِىُّ ﴿٨٧﴾

৮৮। তাহারা বলিল, 'আমরা তোমার (সহিত কৃত) ওয়াদা স্বেচ্ছায় ভঙ্গ করি নাই, বরং আমাদের উপর সেই (ফেরাউনের) কওমের অলংকারাদির[১৮৪২] যে বোঝা চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছিল আমরা উহা ফেলিয়া দিয়াছি এবং তদনুরূপ সামেরীও (উহা) ফেলিয়া দিয়াছে—'

فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهُۥ خُوَارٌ فَقَالُوا۟ هَٰذَآ إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ فَنَسِىَ ﴿٨٨﴾

৮৯। তৎপর সে তাহাদের জন্য একটি গোবৎস প্রস্তুত করিল, যাহা কেবল একটি দেহ ছিল, যাহার মধ্য হইতে এক নিরর্থক হাম্বা রব বাহির হইত। ইহার পর তাহারা (সামেরী এবং তাহার সাথীগণ) বলিল, 'ইহা তোমাদেরও মা'বূদ এবং মূসারও মা'বূদ,[১৮৪৩] কিন্তু সে (মূসা) ইহা ভুলিয়া (পিছনে ফেলিয়া) গিয়াছে।'

১৮৪১। 'সামিরাহ্' (সামারিটান) হইতে 'সামিরী' বিশেষাপদ হইতে পারে। 'সামিরাহ্' ইসরাঈল বংশীয় একটি গোত্র বলিয়া কথিত অথবা ইহুদীদের একটি সম্প্রদায়, খুব সম্ভব তাহারা 'সামারিয়াহ্র' অধিবাসী ছিল। সামিরী নামটি এখন নাবলুসে বসবাকারী ছোট একটি উপজাতির মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং তাহারা নিজদিগকে 'বেনি ঈজরাইয়েল' (Benyisrael) বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে। স্পষ্ট স্বতন্ত্র গোষ্ঠী বা দল হিসাবে তাহাদের ইতিহাসের সূচনা হয় ৭২২ খৃঃ পূর্বাব্দে আসিরিয়ান কর্তৃক সামারিয়াহ্ দখল করিয়া লওয়ার সময় হইতে (লেইন এবং যিউ এনসাইকো)।

১৮৪২। এই আয়াতে করীমের মধ্যে কুরআন শরীফ বলে যে, মিশরীয়গণ স্বেচ্ছায় মনি-মুক্তা-খচিত স্বর্ণ-রৌপ্য ইসরাঈলীদিগকে প্রদান করিয়াছিল, অথচ বাইবেল বলে যে, তাহারা মিশরবাসীদিগের গহণা-পত্র সম্পূর্ণ লুণ্ঠন করিয়াছিল (যাত্রা পুস্তক-১২ঃ৩৬)। কিন্তু সাধারণতঃ অন্যান্য ঘটনার মত এই বিষয়েও বাইবেল স্ববিরোধিতা করিয়াছে। অন্য এক স্থানে (যাত্রা পুস্তক-১২ঃ৩৩) ইহা বলা হইয়াছে যে, মিশরবাসীরা নিজেরাই ইসরাঈলীদিগকে গহণাপত্র দিয়া নাছোড় বান্দার মত অনুরোধ করিয়াছিল যে, অনতিবিলম্বে তাহাদিগের মিশর ত্যাগ করা উচিৎ। যুক্তি এবং সাধারণ জ্ঞান কুরআনের বর্ণনাকেই সমর্থন করে।

১৮৪৩। ইসরাঈলীগণ এক দীর্ঘ সময় দাসত্ববন্ধনে মিশরে অতিবাহিত করিয়াছিল, ফলে তাহারা নিজেদের জীবনের চাল-চলনে এবং ধর্মীয়

اَفَلَا يَرَوْنَ اَلَّا يَرْجِعُ اِلَيْهِمْ قَوْلًا ۙ وَّلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا ﴿٨٩﴾

৯০ । তবে কি তাহারা ভাবিয়া দেখে নাই যে, উহা তাহাদের কথার কোন উত্তর দেয় না[১৮৪৪] এবং তাহাদের কোন অপকারও করিতে পারে না এবং কোন উপকারও করিতে পারে না ?

৪ [১৩] ১৩

وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هٰرُوْنُ مِنْ قَبْلُ يٰقَوْمِ اِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهٖ ۚ وَاِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمٰنُ فَاتَّبِعُوْنِيْ وَاَطِيْعُوْٓا اَمْرِيْ ﴿٩٠﴾

৯১ । অথচ হারূন (মূসার প্রত্যাবর্তনের) পূর্বে তাহাদিগকে বলিয়াছিল, 'হে আমার কওম ! ইহার (এই গোবৎসের) দ্বারা নিশ্চয় তোমাদিগকে পরীক্ষায় ফেলা হইয়াছে । এবং নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালক অযাচিত-অসীম দাতা, সুতরাং তোমরা আমার অনুসরণ কর এবং আমার আদেশ পালন কর ।'[১৮৪৫]

قَالُوْا لَنْ نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عٰكِفِيْنَ حَتّٰى يَرْجِعَ اِلَيْنَا مُوْسٰى ﴿٩١﴾

৯২ । তাহারা বলিল, 'যতক্ষণ পর্যন্ত না মূসা আমাদের নিকট ফিরিয়া আসিবে আমরা ইহার ইবাদতে মশগুল থাকিতে আদৌ নিরত্ত হইব না ।'

قَالَ يٰهٰرُوْنُ مَا مَنَعَكَ اِذْ رَاَيْتَهُمْ ضَلُّوْٓا ﴿٩٢﴾

৯৩ । সে (মূসা) বলিল, 'হে হারূন ! যখন তুমি তাহাদিকে বিপথগামী হইতে দেখিয়াছিলে তখন কিসে তোমাকে নিষেধ করিয়াছিল,

اَلَّا تَتَّبِعَنِ ۭ اَفَعَصَيْتَ اَمْرِيْ ﴿٩٣﴾

৯৪ । যে তুমি আমার অনুসরণ না কর ? তুমি কি আমার আদেশ অমান্য করিলে ?'

قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَاْخُذْ بِلِحْيَتِيْ وَلَا بِرَاْسِيْ ۚ اِنِّيْ خَشِيْتُ اَنْ تَقُوْلَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِيْٓ اِسْرَاۗءِيْلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِيْ ﴿٩٤﴾

৯৫ । সে (হারূন) বলিল, 'হে আমার মায়ের পুত্র ! তুমি আমার দাড়ি ও আমার মাথা (চুল) ধরিও না । আমি এই আশংকা করিয়াছিলাম যে, তুমি বলিবে, 'বনী ইসরাঈলের মধ্যে তুমি বিভেদ সৃষ্টি করিয়াছ এবং তুমি আমার কথার অপেক্ষা কর নাই ।'

আচার-আচরণে তাহাদের গরু-পূজারী মিশরীয় শাসকগণের অনেক রীতি-নীতি গ্রহণ করিয়াছিল (এনসাইক, রিল, এন্ড এথিক্স, ১ম খন্ড, ৫০৭ পৃষ্ঠা)। এই কারণে গরুর প্রতি তাহাদের বিশেষ আসক্তি জন্মিয়াছিল এবং হযরত মূসা (আঃ)-এর অনুপস্থিতির সুযোগে সামিরী তাহাদিগকে গরুর উপাসনা করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল ।

১৮৪৪ । গোবৎসরূপে প্রতিমা নিরর্থক ও অলীক হওয়ার প্রমাণ বর্ণিত হইয়াছে। কারণ উহা তাহার সেবা-দাসগণের সহিত কথা বলিতে পারে না । উপাসনাকারীর প্রার্থনার উত্তর দেয় না যে, এমন খোদায় (দেবমূর্তীর) লাভ কি (২১ঃ৬৬-৬৭) ? সে তো একটি গাছের গুঁড়ির মতই অসাড় । জীবনবিহীন মা'বূদ এবং জীবন্ত মা'বূদের মধ্যে প্রভেদ এই যে, জীবন্ত মা'বূদ তাঁহার দাসদের সহিত কথা বলেন ও তাহাদের কাতর প্রার্থনা শোনেন, পক্ষান্তরে অপরটি এরূপ কিছুই করিতে পারে না । ইসলাম ধর্মের আল্লাহ্ তাঁহার ইবাদতকারীগণের সঙ্গে বাক্যালাপ বন্ধ করেন নাই । তিনি এখনও তাঁহার সাধক ও ভক্তদের সহিত কথা বলিয়া থাকেন, যেরূপ হযরত আদম, ইব্রাহীম, মূসা, ঈসা (আঃ) এবং নবী করীম মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সহিত বলিতেন । আল্লাহ্তা'লার সঙ্গে বাক্যালাপের এই জ্বলন্ত নিদর্শনের যেইরূপে পূর্বে প্রয়োজন ছিল সেইরূপে এখনও আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকিবে। অতএব তাঁহার বান্দাদের সহিত অনন্তকাল পর্যন্ত তিনি বাক্যালাপ করিতে থাকিবেন ।

১৮৪৫ । কুরআন এখানে বাইবেলকে অস্বীকার করিয়াছে এবং ইসরাঈলীদিগের উপাসনার জন্য ধাতু-গলিত গো-বৎস তৈয়ার করিয়া দেওয়ার অভিযোগ হইতে হযরত হারূন (আঃ)-কে নির্দোষ প্রতিপন্ন করিয়াছে (যাত্রাপুস্তক-৩২ঃ৪)। ইহাতে বলা হইয়াছে যে, হযরত হারূন (আঃ)

قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يٰسَامِرِيُّ ﴿٩٦﴾

৯৬। সে (মূসা) বলিল, 'হে সামেরী ! তোমার ব্যাপার কি ?'[১৮৪৬]

قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوْا بِهٖ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ اَثَرِ الرَّسُوْلِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذٰلِكَ سَوَّلَتْ لِيْ نَفْسِيْ ﴿٩٧﴾

৯৭। সে বলিল, 'আমি যাহা কিছু অবলোকন করিয়াছিলাম তাহা তাহারা অবলোকন করে নাই[১৮৪৭]। অতএব আমি এই রসূলের (মূসার) শিক্ষার কতকাংশ গ্রহণ করিয়াছিলাম, অতঃপর আমি ইহাও (সুযোগমত) ফেলিমা দিয়াছিলাম। এবং এইভাবে আমার অন্তর আমাকে (ইহা) সুশোভিত করিয়া দেখাইয়াছিল।'

قَالَ فَاذْهَبْ فَاِنَّ لَكَ فِي الْحَيٰوةِ اَنْ تَقُوْلَ لَا مِسَاسَ ۖ وَاِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّنْ تُخْلَفَهٗ ۚ وَانْظُرْ اِلٰٓى اِلٰهِكَ الَّذِيْ ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا ۭ لَنُحَرِّقَنَّهٗ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهٗ فِي الْيَمِّ نَسْفًا ﴿٩٨﴾

৯৮। সে বলিল, 'দূর হও ! এখন তোমার জন্য ইহাই অবধারিত করা হইল যে, তুমি আজীবন (প্রত্যেককে) এই কথা বলিতে থাক, '(আমাকে) স্পর্শ করিও না'[১৮৪৮] এবং তোমার জন্য (শাস্তির) এক সময় নির্ধারিত আছে যাহা তুমি কখনও টলাইতে পারিবে না। এখন তুমি তোমার মা'বূদের দিকে লক্ষ্য কর, যাহার সম্মুখে বসিয়া তুমি উহার ইবাদতে মশগুল থাকিতে। আমরা নিশ্চয় উহাকে পোড়াইব, অতঃপর উহা (ছাই) সমুদ্রে যথেচ্ছাভাবে ছড়াইয়া দিব;

اِنَّمَآ اِلٰهُكُمُ اللّٰهُ الَّذِيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۭ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴿٩٨﴾

৯৯। তোমাদের মা'বূদতো কেবল আল্লাহ্, যিনি ব্যতীত আর কোন মা'বূদ নাই। যিনি সকল বস্তুকে জ্ঞান দ্বারা পরিবেষ্টিত করিয়া রাখিয়াছেন।'

كَذٰلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ مَا قَدْ سَبَقَ ۚ وَقَدْ اٰتَيْنٰكَ مِنْ لَّدُنَّا ذِكْرًا ﴿٩٩﴾

১০০। এইভাবে আমরা তোমার সম্মুখে পূর্ববর্তী লোকদের বৃত্তান্ত বর্ণনা করিতেছি। এবং আমরা তোমাকে আমাদের নিকট হইতে স্মারক বাণী (কুরআন) প্রদান করিয়াছি।

তাহাদের জন্য গো-বৎস তৈয়ার করান নাই।কেবল তাহাই নহে,উপরন্তু তিনি তাহাদিগকে উহার উপাসনা করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন যাহা সামিরী তাহাদের জন্য প্রস্তুত করাইয়াছিল। এই অভিযোগ খৃষ্টান লেখকগণ নিজেরাই ভিত্তিহীন বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছে (এনসাইক ব্রিট, 'দি গোল্ডেন কাফ' অধ্যায়)।

১৮৪৬। 'খাতবুন' অর্থ, উদ্দেশ্য; মতলব; ঘটনা বা অজুহাত বা ওজর; বিষয়; ব্যাপার ইত্যাদি (লেইন)। সম্পূর্ণ আয়াতের অর্থ 'তোমার ব্যাপার কি ?'

১৮৪৭। এই উক্তির অর্থ এইরূপও হইতে পারে, 'আমার মানসিক চেতনা ইসরাঈলীদিগের হইতে স্পষ্টতর ছিল।' সামিরী বলিতে চাহিয়াছে যে, সে হযরত মূসা (আঃ)-কে অনুসরণ করিয়াছিল এবং তাঁহার শিক্ষা বুদ্ধিমত্তার সহিত গ্রহণ করিয়াছিল এবং তাহাদের মত অন্ধভাবে গ্রহণ করে নাই। কিন্তু মূসা (আঃ) যখন সিনাই পর্বতে গিয়াছিলেন, তখন সে উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে কৌশলের খোলসটি পরিত্যাগ করিয়াছিল এবং তাঁহার শিক্ষার সামান্যতম যাহা গ্রহণ করিয়াছিল তাহাও পরিহার করিয়াছিল ('আসার' শব্দের মর্ম,পূর্বপুরুষ হইতে চলিয়া আসা বা পাওয়া জ্ঞানের অবশিষ্ট অর্থাৎ পূর্ব-বংশীয় শিক্ষা) এবং উহাতেই তাহার মন সায় দিয়াছিল।

১৮৪৮। '(আমাকে) স্পর্শ করিও না' এই উক্তির মর্ম হইতে পারেঃ (ক) ইসরাঈলীদিগকে গো-বৎসের উপাসনা করিতে বিভ্রান্ত করিবার জন্য সামিরীয়কে সক্রিয়ভাবে সামাজিক বয়কট বা একঘরে করার কঠোর শাস্তি দেওয়া হইয়াছিল; (খ) ছোঁয়াচে চর্মরোগে আক্রান্ত হইয়া নিদারুন দুর্দশাগ্রস্ত হইয়াছিল, যে কারণে লোকেরা তাহার সংস্পর্শ এড়াইয়া চলিত; (গ) সে অমূলক আতঙ্কগ্রস্ত স্নায়বিক রোগ বিশেষে ভুগিয়াছিল, ইহার ফলে সে মানুষের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়াছিল।

مَنْ اَعْرَضَ عَنْهُ فَاِنَّهٗ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وِزْرًا ﴿١٠١﴾

১০১। যে কেহ ইহা হইতে মুখ ফিরাইবে সে নিশ্চয় কিয়ামত দিবসে এক মস্ত বড় বোঝা বহন করিবে,

خٰلِدِيْنَ فِيْهِ ؕ وَ سَآءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ حِمْلًا ﴿١٠٢﴾

১০২। ইহারা এই অবস্থায় দীর্ঘকাল থাকিবে এবং কিয়ামত দিবসে তাহাদের জন্য ইহা অতীব মন্দ বোঝা হইবে;

يَّوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّوْرِ وَ نَحْشُرُ الْمُجْرِمِيْنَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا ﴿١٠٣﴾

১০৩। যেদিন শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হইবে। এবং যেদিন আমরা অপরাধীগণকে নীল চক্ষু বিশিষ্ট অবস্থায় উঠাইব।[১৮৪৯]

يَّتَخَافَتُوْنَ بَيْنَهُمْ اِنْ لَّبِثْتُمْ اِلَّا عَشْرًا ﴿١٠٤﴾

১০৪। তাহারা পরস্পর চুপি চুপি বলাবলি করিবে যে, 'তোমরা কেবল দশ (দিন) অবস্থান করিয়াছ।'[১৮৫০]

نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَقُوْلُوْنَ اِذْ يَقُوْلُ اَمْثَلُهُمْ طَرِيْقَةً اِنْ لَّبِثْتُمْ اِلَّا يَوْمًا ﴿١٠٥﴾ ع ৫ [১৫] ১৪

১০৫। আমরা উহা বিশদরূপে জানি যাহা তাহারা ঐ সময় বলিবে— যখন তাহাদের মধ্য হইতে সৎপথ হিসাবে সর্বোত্তম ব্যক্তি বলিবে যে,[১৮৫০-ক] 'তোমরা কেবল এক দিন অবস্থান করিয়াছ।'

وَ يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّيْ نَسْفًا ﴿١٠٦﴾

১০৬। এবং তাহারা তোমাকে পর্বতসমূহ সম্পর্কে[১৮৫১] জিজ্ঞাসা করিতেছে। অতএব তুমি বল, 'আমার প্রতিপালক সেগুলিকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া বিক্ষিপ্ত করিয়া দিবেন;

فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ﴿١٠٧﴾

১০৭। এবং তিনি সেগুলিকে মসৃণ সমতল ময়দানে পরিণত করিয়া ছাড়িবেন;

لَّا تَرٰى فِيْهَا عِوَجًا وَّ لَاۤ اَمْتًا ﴿١٠٨﴾

১০৮। উহার মধ্যে তুমি না কোন বক্রতা দেখিবে এবং না কোন উচ্চতা।'[১৮৫২]

১৮৪৯। এই আয়াতে পরোক্ষভাবে উল্লেখিত প্রতিভাত বিষয় হইতেছেঃ পাশ্চাত্যের খৃষ্টান জাতিসমূহ যাহারা নীল চক্ষু বিশিষ্ট তাহাদের আধ্যাত্মিক চক্ষু অন্ধ এবং তাহারা ইসলাম ধর্মের প্রতি অশেষ ঘৃণা পোষণ করিয়া থাকে।

১৮৫০। 'দশদিন' বলিতে এখানে দশ শতাব্দী বুঝায়। উল্লেখিত দশ শতাব্দী হিজরতের পরের দশ শতবর্ষের প্রতি ইঙ্গিত করিতেছে, যে সময় ইউরোপের জাতিগুলি প্রায় সম্পূর্ণ সুপ্তাবস্থায় ছিল। প্রায় ৭ম শতাব্দীর গোড়ার দিকে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁহার মিশন প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।উহার প্রায় এক হাজার বৎসর পরে অর্থাৎ সপ্তাদশ শতাব্দীর শুরুতে ইউরোপের জাতিসমূহ জড়তা কাটাইয়া বাহির হইয়া আসে এবং পৃথিবীময় ছড়াইয়া পড়িতে আরম্ভ করে এবং ইহা জয় করিয়া লয়।

১৮৫০-ক। 'তারীকাতুল কাওম' অর্থাৎ জাতির উত্তম এবং ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিবর্গ (আকরাব)। 'ইয়াওম'-এর তাৎপর্য এখানে এক হাজার বৎসর, যেমন ২২ঃ৪৮ আয়াতে উল্লেখিত এবং পূর্ববর্তী আয়াতের দশ দিনের বরাবর, অর্থাৎ দশ শতাব্দী বা এক হাজার বৎসর। 'ইয়াওম' দ্বারা ক্ষেত্র বিশেষে যামানা এবং সময়ও বুঝায়। সেক্ষেত্রে 'ইয়াওম' শব্দ দ্বারা এই অর্থ বুঝাইবে যে,কাফেরগণ যখন ঐশী আযাবে নিপতিত হইবে, তখন বলিবে যে, তাহাদের উন্নতি এবং অগ্রগতির সময় মাত্র একদিন ছিল অর্থাৎ স্বল্পকাল স্থায়ী ছিল।

১৮৫১। 'আল্ জিবাল' (অর্থ-পর্বতগুলি) শব্দ দ্বারা এখানে পাশ্চাত্যের শক্তিধর খৃষ্টান জাতিগুলিকে ইশারা করিতেছে। এই আয়াতের ভবিষ্যদ্বাণী তাহাদের সম্পূর্ণ ধ্বংস সম্পর্কে প্রযোজ্য। পাশ্চাত্যের পতন পূর্বাহ্নেই আরম্ভ হইয়াছে। বিগত দুই বিশ্বযুদ্ধ ইহাকে ভীষণভাবে দুর্বল করিয়া ফেলিয়াছে (স্পেংলার-এর "দি ডিক্লাইন অব দি ওয়েষ্ট" এবং টয়েনবির "এ ষ্টাডি অব হিষ্টরী")। আরও দ্রষ্টব্য ১৬৬৬ টীকা।

১৮৫২। পরোক্ষভাবে উল্লেখিত বিষয়টি মনে হয় সমাজতন্ত্র এবং গণতন্ত্রের উত্থান, সম্পর্কিত যখন বিশাল এবং ক্ষমতাশালী সাম্রাজ্যগুলি উহার স্রোতের মুখে ভাসিয়া যাইবে তখন মানব সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর অর্থ নৈতিক ও সামাজিক অবস্থা একাকার হইয়া যাইবে।

يَوْمَئِذٍ يَّتَّبِعُوْنَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهٗ ۚ وَخَشَعَتِ الْاَصْوَاتُ لِلرَّحْمٰنِ فَلَا تَسْمَعُ اِلَّا هَمْسًا ﴿١٠٨﴾

১০৯। সেদিন লোকসকল একজন আহ্বানকারীর[১৮৫৩] অনুসরণ করিবে যাহার (শিক্ষার) মধ্যে কোনরূপ বক্রতা থাকিবে না এবং 'রহমান' আল্লাহ্‌র সম্মুখে (সকল) আওয়াজ নিস্তব্ধ হইয়া যাইবে, তখন তুমি চাপা গুঞ্জন ব্যতীত কিছুই শুনিতে পাইবে না।

يَوْمَئِذٍ لَّا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَرَضِيَ لَهٗ قَوْلًا ﴿١٠٩﴾

১১০। সেদিন কাহারও জন্য সুপারিশ কোন উপকারে আসিবে না কেবল সেই ব্যক্তি ব্যতীত, যাহার পক্ষে 'রহমান' আল্লাহ্ (সুপারিশ করিবার) অনুমতি দিবেন এবং যাহার জন্য কথা বলা তিনি পসন্দ করিবেন।

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِهٖ عِلْمًا ﴿١١٠﴾

১১১। যাহা কিছু তাহাদের সম্মুখে এবং যাহা কিছু তাহাদের পশ্চাতে আছে (সকলই) তিনি জানেন;[১৮৫৪] তাহারা (তাহাদের) জ্ঞান দ্বারা তাঁহাকে আয়ত্ত করিতে পারিবে না।

وَعَنَتِ الْوُجُوْهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّوْمِ ؕ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ﴿١١١﴾

১১২। এবং (সেদিন) 'চির-জীবন্ত ও সকলের জীবন দাতা' (হায়্যান) এবং 'চিরস্থায়ী ও সকলের স্থিতি-দাতা'র (কাইয়্যাম) সম্মুখে নেতৃবৃন্দ[১৮৫৪-ক] বিনয়ের সহিত নতশির হইবে। এবং যে যুলুমের বোঝা বহন করিবে সে বিফল হইবে।

وَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخٰفُ ظُلْمًا وَّلَا هَضْمًا ﴿١١٢﴾

১১৩। এবং যে মো'মেন অবস্থায় সৎকর্ম করে সে কোন প্রকার যুলুমেরও ভয় করিবে না এবং ক্ষতিরও আশংকা করিবে না।

وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنٰهُ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا وَّصَرَّفْنَا فِيْهِ مِنَ الْوَعِيْدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ اَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا ﴿١١٣﴾

১১৪। এবং এইরূপে আমরা ইহাকে— আরবী ভাষায় কুরআনের আকারে নাযেল করিয়াছি এবং আমরা ইহাতে সকল প্রকার সতর্ক বাণী বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছি যেন তাহারা তাক্‌ওয়া অবলম্বন করে অথবা ইহা (কুরআন) তাহাদের জন্য (আল্লাহ্‌কে) স্মরণ করার লক্ষ্যে কোন নূতন উপাদান সৃষ্টি করে।

فَتَعٰلَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ۚ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْاٰنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُّقْضٰۤى اِلَيْكَ وَحْيُهٗ ۫ وَقُلْ رَّبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا ﴿١١٤﴾

১১৫। অতএব আল্লাহ্‌ই সর্বোচ্চ, তিনি প্রকৃত সর্বাধিপতি। এবং তুমি কুরআন পাঠে ত্বরা করিও না তোমার প্রতি ইহার ওহী পূর্ণভাবে নাযেল হওয়ার পূর্বে, এবং তুমি বলিতে থাক, 'হে আমার প্রভু! আমার জ্ঞান বৃদ্ধি কর।'[১৮৫৫]

১৮৫৩। ইসলামের মহানবী (সাঃ)-কে বুঝাইতেছে।

১৮৫৪। 'যাহা কিছু তাহাদের পশ্চাতে আছে' শব্দসমূহ দ্বারা তাহাদের অতীতে সম্পাদিত উত্তম কার্যাবলী বুঝায়, এবং 'যাহা তাহাদের সম্মুখে আছে' শব্দগুলি দ্বারা ভবিষ্যতে গুরুত্বপূর্ণ কৃতকার্যতা অর্জন করিবার প্রবল আকাঙ্খা বুঝায়।

১৮৫৪-ক। 'উজুহ' অর্থ নেতৃবৃন্দ (আকরাব)।

১৮৫৫। হযরত নবী করীম (সাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে 'জ্ঞান অন্বেষণ কর যদি সুদূর চীন দেশেও যাইতে হয়' (সগীর; ১ম খণ্ড)। কুরআন মজীদের অন্যত্র বলা হইয়াছে যে, জ্ঞান আল্লাহতা'লার মহান অনুগ্রহ (২ঃ২৭০ এবং ৪ঃ১১৪)। জ্ঞান দুই প্রকার ঃ (ক) যে জ্ঞান ওহী-ইলহাম দ্বারা

وَلَقَدْ عَهِدْنَآ اِلٰٓى اٰدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِىَ وَلَمْ نَجِدْ لَهٗ عَزْمًا ﴿١١٥﴾

১১৬। এবং ইতিপূর্বে নিশ্চয় আমরা আদমকে (এক বিষয়ের) তাকিদ করিয়াছিলাম, কিন্তু সে ভুলিয়া গিয়াছিল এবং আমরা[১৮৫৬] তাহার মধ্যে (আদেশ লঙ্ঘনের) কোন সংকল্প পাই নাই।

৬ [১১] ১৫

وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ؕ اَبٰى ﴿١١٦﴾

১১৭। এবং (স্মরণ কর) যখন আমরা ফিরিশ্‌তাগণকে বলিয়াছিলাম, 'তোমরা আদমের জন্য সেজদা (আনুগত্য) কর।' তখন ইবলীস ব্যতীত তাহারা সকলেই সেজদা করিল। সে অস্বীকার করিল।

فَقُلْنَا يٰٓاٰدَمُ اِنَّ هٰذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقٰى ﴿١١٧﴾

১১৮। তখন আমরা বলিলাম, 'হে আদম! নিশ্চয় এই হইল তোমার ও তোমার সঙ্গিনীর শত্রু, সুতরাং সে যেন তোমাদেরকে এই বাগান[১৮৫৭] হইতে বাহির করিয়া না দেয়, পাছে না তুমি দুঃখে নিপতিত হও;

اِنَّ لَكَ اَلَّا تَجُوْعَ فِيْهَا وَلَا تَعْرٰى ﴿١١٨﴾

১১৯। নিশ্চয় ইহাতে তোমার জন্য (বিধি ব্যবস্থা) রহিয়াছে যে, তুমি ইহাতে ক্ষুধার্ত থাকিবে না এবং উলঙ্গও থাকিবে না;

وَاَنَّكَ لَا تَظْمَؤُا فِيْهَا وَلَا تَضْحٰى ﴿١١٩﴾

১২০। এবং তুমি ইহাতে তৃষ্ণার্ত থাকিবে না এবং রৌদ্রেও পুড়িবে না।'[১৮৫৮]

অনুগ্রহ করিয়া মানবকে প্রদান করা হইয়াছে; (খ) যে জ্ঞান মানুষ নিজ প্রচেষ্টা এবং পরিশ্রমের দ্বারা অর্জন করে।

১৮৫৬। আয়াতটি প্রতিপন্ন করে যে, হযরত আদম (আঃ)-এর ভুল কেবল মূল্যায়ন বা বিচারের ত্রুটি ছিল। ইহা অনিচ্ছাকৃত ছিল এবং আদৌ স্বেচ্ছাকৃত ছিল না। ভুল করা মানুষের স্বভাব।

১৮৫৭। হযরত আদমকে সতর্ক করা হইয়াছে যে, ইবলিসের চাটুবাক্যে যদি তুমি লোভের বশবর্তী হও এবং তাহার কথা গ্রহণ কর তাহা হইলে তুমি জান্নাত হইতে বঞ্চিত হইবে। 'আল্ জান্নাত' অর্থ পরম সুখ এবং আধ্যাত্মিক প্রশান্তির জীবন যাহা তিনি ইতিপূর্বে ভোগ করিতেছিলেন।

১৮৫৮। তফসীরাধীন এবং পূর্ববর্তী আয়াতের ইঙ্গিত বোধ হয় সভ্য জীবনের সুযোগ-সুবিধা ও আরাম-উপভোগের আনুসঙ্গিক উপকরণসমূহের প্রতি করা হইয়াছে। উক্ত দুই আয়াত এই বাস্তব সত্যের প্রতি ইঙ্গিত করিতেছে যে, মানুষের জীবনের প্রাথমিক প্রয়োজন খাদ্য, পানীয়বস্তু, বস্ত্র এবং আশ্রয় বা বাসস্থানের ব্যবস্থা করা যে কোন সভ্য সরকারের প্রথম কর্তব্য এবং কোন সমাজকে কেবল তখনই সভ্য সমাজ বলা যায় যখন উহার অধীনে সকল লোক এই চাহিদাগুলি পর্যাপ্তরূপে প্রাপ্ত হয়। মানবজাতি ততক্ষণ পর্যন্ত সামাজিক আন্দোলনে অশান্তিতে ভুগিতে থাকিবে এবং মানব সমাজে নৈতিক ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অকৃত্রিম উন্নতি হইবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না এরূপ গুরুতর অর্থনৈতিক অসমতা, যেমন সমাজের এক শ্রেণীর লোক সম্পদে গড়াগড়ি করে এবং অন্যরা অনাহারে মৃত্যুবরণ করে, এই অবস্থার অবসান করা হয়। এখানে হযরত আদম (আঃ)-কে বলা হইয়াছে যে, তিনি এমন একস্থানে বসবাস করিবেন যেখানে জীবনের সকল প্রয়োজন এবং সকল সুখ-সুবিধা ইহার বাসিন্দাগণের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকিবে। এই অবস্থা কুরআন করীমের অন্যত্র এইভাবে বর্ণিত হইয়াছে, 'এবং উহা হইতে যেখানে তোমাদের ইচ্ছা তৃপ্তিসহকারে আহার কর' (২ঃ৩৬)। তফসীরাধীন আয়াতেও প্রতীয়মান হয় যে, হযরত আদম (আঃ)-এর সময় হইতে এক নূতন সমাজ ব্যবস্থা আরম্ভ হইয়াছিল এবং তিনি এক রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন, যাহা মানবজাতির সামাজিক অগ্রগতির পথ দেখাইয়াছিল।

فَوَسْوَسَ اِلَيْهِ الشَّيْطٰنُ قَالَ يٰٓاٰدَمُ هَلْ اَدُلُّكَ عَلٰى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلٰى ﴿١٢٠﴾

১২১। কিন্তু শয়তান তাহার মনে কুমন্ত্রণা দিল, সে বলিল, 'হে আদম! আমি কি তোমাকে এক চিরন্তন বৃক্ষের[১৮৫৯] এবং অক্ষয় রাজ্যের সন্ধান দিব?'

فَاَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْاٰتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفٰنِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ ۚ وَعَصٰٓى اٰدَمُ رَبَّهٗ فَغَوٰى ﴿١٢١﴾

১২২। অতঃপর তাহারা উভয়ে উহা হইতে খাইল, ফলে তাহাদের নগ্নতা তাহাদের নিকট প্রকাশ হইয়া গেল[১৮৬০] এবং তাহারা উভয়ে বাগানের বৃক্ষ-পত্র দ্বারা নিজদিগকে আবৃত করিতে লাগিল।[১৮৬১] এবং আদম তাহার প্রভুর হুকুম পালন করিল না, যাহার ফলে সে বিপথে চলিয়া গেল।

ثُمَّ اجْتَبٰهُ رَبُّهٗ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدٰى ﴿١٢٢﴾

১২৩। অতঃপর তাহার প্রভু তাহাকে মনোনীত করিলেন[১৮৬২] এবং তাহার প্রতি সদয় দৃষ্টিপাত করিলেন ও (তাহাকে) হেদায়াত দান করিলেন।

قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيْعًا ۚ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۚ فَاِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ مِّنِّيْ هُدًى ۙ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقٰى ﴿١٢٣﴾

১২৪। তিনি বলিলেন, 'তোমরা উভয়[১৮৬৩] (দলই) এখান হইতে অন্যত্র চলিয়া যাও, তোমরা একে অপরের শত্রু হইবে। অতঃপর যদি আমার পক্ষ হইতে তোমাদের নিকট হেদায়াত আসে তখন যে আমার হেদায়াতের অনুসরণ করিবে, সে কখনও পথভ্রষ্ট হইবে না এবং কখনও ধ্বংসে পতিত হইবে না;

১৮৫৯। 'অমরত্ব লাভ করার বৃক্ষ' নামে কোন বৃক্ষের অস্তিত্ব পৃথিবীতে নাই। কুরআন করীমের বর্তমান আয়াতে এবং ইহার অন্যত্র উল্লেখিত 'এই বৃক্ষ' ছিল বিশেষ একটি পরিবার বা গোত্র যাহা হইতে হযরত আদম (আঃ)-কে পৃথকভাবে দূরে থাকিতে ঐশী নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল, কারণ উহার লোকেরা তাঁহার শত্রু ছিল।

১৮৬০। হযরত আদম (আঃ) কর্তৃক শয়তানের প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পরিণতিস্বরূপ তাঁহার অনুসারীগণের মধ্যে ধর্মগত মতভেদ বা দলাদলি আরম্ভ হইয়াছিল যাহা তাঁহার জন্য নিদারুণ যন্ত্রণা এবং মর্মপীড়ার কারণ হইয়াছিল। হযরত আদম (আঃ) এবং হাওয়া পরে বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, শয়তানের কুমন্ত্রণায় পড়িয়া তাঁহারা শোচনীয় ভুল করিয়াছিলেন এবং নিজদিগকে অত্যন্ত দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থায় জড়াইয়া ফেলিয়াছিলেন। এই আয়াতের অর্থ ইহা নহে যে, তাহাদের দুর্বলতা লোকের নিকট প্রকাশিত হইয়াছিল, বরং আদম (আঃ) এবং হাওয়া কেবল নিজেরাই এই বিষয়ে সচেতন হইয়াছিলেন।

১৮৬১। 'ওয়ারাক' শব্দের অর্থ সম্প্রদায়ের তরুণ বা কিশোরবৃন্দ (লেইন)। এই অর্থে আয়াতের অন্তর্নিহিত অর্থ ইহাই মনে হয় যে, আদম (আঃ)-এর গোত্রের লোকদিগের মধ্যে বিভেদ বা পার্থক্য সৃষ্টি করিতে শয়তান কৃতকার্য হইয়াছিল এবং কতক দুর্বল চরিত্রের সদস্য আওতার বাহিরে চলিয়া গিয়াছিল এবং হযরত আদম (আঃ) তরুণদিগকে একত্রিত করিয়াছিলেন এবং সম্প্রদায়ের সাধু ও সৎলোকদের ঐক্যবদ্ধ সহায়তায় তাঁহার গোত্রের লোকজনকে সংঘবদ্ধ করিয়াছিলেন। বাইবেলের মতে হযরত আদম (আঃ) ডুমুর পাতা ব্যবহার করিয়াছিলেন (আদি পুস্তক -৩ঃ৬-৭), কাশ্‌ফের ভাষায় যাহার অর্থ সৎলোক এবং ধার্মিক তরুণ।

১৮৬২। এই আয়াত প্রতিপন্ন করে যে, আদম (আঃ)-কর্তৃক হুকুম পালন না করা অনিচ্ছাকৃত এবং আকস্মিক ছিল, কারণ কোন ইচ্ছাকৃত অবাধ্যতাপূর্ণ কর্ম আল্লাহ্‌তা'লার বিশেষ পুরস্কারে ভূষিত ও সম্মানিত মানুষের দ্বারা কখনও সম্পাদিত হইতে পারে না।

১৮৬৩। 'তোমরা উভয়ই', শব্দের অর্থ দুইটি দলকে বুঝায়, অর্থাৎ হযরত আদম (আঃ)-এর অনুসারীগণ এবং শয়তানের অনুসারী লোকেরা। 'কুমা' (তোমরা—দুইয়ের অধিক) এবং 'জামিয়ান' (তোমরা সকলে) এই শব্দদ্বয়ও প্রতিপন্ন করে যে, তফসীরাধীন আয়াত দুইজন লোককে বুঝায় না বরং লোকদের দুই শ্রেণী বা দুই দলকে বুঝায়। ৭ঃ২৫ আয়াত ইহা স্পষ্ট করিয়াছে, সেখানে 'ইহবেতা' অর্থ 'তোমরা উভয়ে বাহির হইয়া যাও' এর পরিবর্তে 'ইহবেতু' বহু বচন ব্যবহৃত হইয়াছে যাহার অর্থ 'তোমরা সকলে বাহির হইয়া যাও'। খুব সম্ভব হযরত আদম (আঃ) তাঁহার জন্মভূমি ইরাক হইতে প্রতিবেশী কোন দেশে হিজরত করিয়াছিলেন। এই হিজরত সম্ভবতঃ স্বল্পস্থায়ী ছিল এবং নাতিদীর্ঘকাল পরে তিনি মাতৃভূমিতে অবশ্যই প্রত্যাবর্তন করিয়া থাকিবেন। 'মাতাউন ইলা হীন' (৭ঃ২৫), অর্থ-'এক নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত জীবিকা নির্বাহের উপকরণ' এই উক্তির মধ্যেই অস্থায়ী হিজরতের প্রতি ইংগিত রহিয়াছে।

وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِىْ فَاِنَّ لَهٗ مَعِيْشَةً ضَنْكًا وَّ نَحْشُرُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَعْمٰى ﴿١٢٥﴾

১২৫। এবং যে কেহ আমার স্মরণ হইতে বিমুখ হইবে, নিশ্চয় তাহার জীবন যাপন অতি কষ্টের হইবে এবং কেয়ামত দিবসে আমরা তাহাকে অন্ধরূপে উঠাইব।'[১৮৬৪]

قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِىْٓ اَعْمٰى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيْرًا ﴿١٢٦﴾

১২৬। তখন সে বলিবে, 'হে আমার প্রভু! তুমি আমাকে কেন অন্ধরূপে উঠাইলে? অথচ আমি চক্ষুষ্মান ছিলাম।'

قَالَ كَذٰلِكَ اَتَتْكَ اٰيٰتُنَا فَنَسِيْتَهَا ۚ وَكَذٰلِكَ الْيَوْمَ تُنْسٰى ﴿١٢٧﴾

১২৭। তিনি বলিবেন, 'তোমার নিকট আমাদের আয়াতসমূহ আসিয়াছিল, কিন্তু তুমি উহা উপেক্ষা করিয়াছিলে,[১৮৬৫] সুতরাং অদ্য তুমিও অনুরূপ উপেক্ষিত হইবে।'

وَكَذٰلِكَ نَجْزِىْ مَنْ اَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِاٰيٰتِ رَبِّهٖ ؕ وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَشَدُّ وَاَبْقٰى ﴿١٢٨﴾

১২৮। এবং যে ব্যক্তি সীমা লঙ্ঘন করে এবং তাহার প্রভুর আয়াতসমূহে ঈমান আনে না, আমরা তাহার সহিত এইরূপই ব্যবহার করিয়া থাকি (ইহা কেবল ইহকালের জীবনের ব্যবহার) এবং পরকালের আযাব ইহা অপেক্ষা কঠোরতর ও দীর্ঘস্থায়ী হইবে।

اَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنَ الْقُرُوْنِ يَمْشُوْنَ فِىْ مَسٰكِنِهِمْ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِى النُّهٰى ﴿١٢٩﴾ ع ١٢

১২৯। ইহা কি তাহাদের জন্য হেদায়াতের কারণ হয় নাই যে তাহাদের পূর্বে বহু মানবগোষ্ঠীকে আমরা ধ্বংস করিয়া দিয়াছি, যাহাদের বাসস্থানের মধ্য দিয়া তাহারা (এখন) চলা ফেরা করিতেছে? নিশ্চয় ইহার মধ্যে বুদ্ধিমান লোকদের জন্য অনেক নিদর্শন আছে। ৭ [১৩] ১৬

وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَّاَجَلٌ مُّسَمًّى ﴿١٣٠﴾

১৩০। এবং তোমার প্রভুর নিকট হইতে যদি একটি বাক্য পূর্ব[১৮৬৬] হইতে জারি না হইয়া থাকিত এবং এক মেয়াদও নির্ধারিত না হইত, তাহা হইলে আযাব (ঐ মানবগোষ্ঠীগুলির জন্য) চিরস্থায়ী হইয়া যাইত।

১৮৬৪। যে ব্যক্তি ইহজীবনে আল্লাহ্‌কে বিস্মৃতির অতলে ছাড়িয়া দেয় এবং আধ্যাত্মিক উন্নতি ব্যাহতকারী জীবনযাপন করিতে থাকে এবং এইভাবে নিজেকে ঐশী আলো হইতে বঞ্চিত রাখে, সে ব্যক্তি পরকালের জীবনে অন্ধ হইয়া জন্মগ্রহণ করিবে। ইহা এই কারণে হইবে যে, তাহার ইহজীবনের আত্মা অন্ধ হইয়া গিয়াছিল যাহা পারলৌকিক জীবনে আধ্যাত্মিকভাবে উন্নততর আত্মার জন্য দেহের কাজ করিবে, কারণ সে ইহজগতে পাপাচারীর জীবনযাপন করিয়াছিল।

১৮৬৫। কেন তাহাকে অন্ধরূপে উত্থিত করা হইল, অথচ সে পূর্ব-জীবনে দৃষ্টি-সম্পন্ন ছিল—অবিশ্বাসীর এই আপত্তির উত্তরে আল্লাহ্ বলিবেন যে, পার্থিব জীবনে পাপের জীবনযাপন করিবার ফলে আধ্যাত্মিকভাবে সে অন্ধ হইয়া গিয়াছিল এবং যেহেতু পরজীবনে অন্য একটি সূক্ষ্মতর আধ্যাত্মিক আত্মার দেহরূপে তাহার পার্থিব-আত্মা নির্ধারিত, অতএব সে পরকালে অন্যরূপে জন্মগ্রহণ করিবে। এই আয়াতের মর্ম এইরূপও হইতে পারে যে, অস্বীকারকারী হওয়ার কারণে অবিশ্বাসীর মধ্যে ঐশী গুণাবলী বিকশিত হয় না এবং এই সবের সঙ্গে সে অপরিচিত থাকিয়া যায়। সুতরাং কেয়ামতের দিনে যখন সেই সকল ঐশী গুণাবলী জাঁকজমক ও গৌরবের সঙ্গে প্রকাশিত হইবে, তখন সে অজ্ঞতাহেতু এই সকল মহিমা চিনিতে পারিবে না। এহেন অবস্থায় সে অন্ধের মত দাঁড়াইয়া থাকিবে।

১৮৬৬। এই প্রসঙ্গ ৭:১৫৭ আয়াতে 'আমার রহমত প্রত্যেক বস্তুকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে' ঐশী ঘোষণার প্রতি নির্দেশ করিতেছে। আল্লাহ্‌তা'লা তাঁহার নির্ভুল এবং ত্রুটিমুক্ত জ্ঞানবলে বিধান জারি করিয়াছেন যে, তাঁহার অনুকম্পা বা ক্ষমাশীলতার গুণ তাঁহার অন্যান্য সকল গুণাবলীকে অতিক্রম করিয়া যাইতে থাকিবে।

فَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا ۚ وَمِنْ اٰنَآئِ الَّيْلِ فَسَبِّحْ وَاَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضٰى ﴿١٣٠﴾

১৩১। সুতরাং তাহারা যাহা বলে তাহাতে তুমি ধৈর্য ধারণ কর এবং সূর্য উদয়ের পূর্বে এবং ইহার অস্তমিত হইবার পূর্বে তোমার প্রভুর প্রশংসাসহ তসবীহ কর, এবং রাত্রির বিভিন্ন সময়ে এবং দিনের সকল অংশে[১৮৬৭] তসবীহ কর, যেন তুমি (তাঁহার অনুগ্রহ লাভ করিয়া) পরিতুষ্ট হও।

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلٰى مَا مَتَّعْنَا بِهٖۤ اَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۙ لِنَفْتِنَهُمْ فِيْهِ ؕ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى ﴿١٣١﴾

১৩২। এবং আমরা তাহাদের মধ্য হইতে কতক লোককে পার্থিব জীবনের সৌন্দর্যের যাহা কিছু উপকরণ উপভোগ করিতে দিয়াছি উহার প্রতি তুমি তোমার চক্ষুদ্বয় কখনও বিস্ফারিত করিয়া দেখিও না,[১৮৬৮] (কারণ এই সব উপকরণ তাহাদিগকে এই জন্য দেওয়া হইয়াছে) যেন আমরা তদ্বারা তাহাদিগকে পরীক্ষা করি। এবং তোমার প্রতিপালকের দেওয়া রিয্ক সর্বোত্তম এবং অধিকতর স্থায়ী।

وَاْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ؕ لَا نَسْـَٔلُكَ رِزْقًا ؕ نَحْنُ نَرْزُقُكَ ؕ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوٰى ﴿١٣٢﴾

১৩৩। এবং তুমি তোমার পরিবারবর্গকে নামাযের তাগিদ করিতে থাক, এবং তুমি নিজেও উহাতে ধৈর্য সহকারে কায়েম থাক। আমরা তোমার নিকট কোন রিয্ক চাহি না, বরং আমরাই তোমাকে রিয্ক দিতেছি। বস্তুতঃ তাক্ওয়া অবলম্বনকারীদের জন্য উত্তম পরিণাম।

وَقَالُوْا لَوْلَا يَاْتِيْنَا بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّهٖ ؕ اَوَلَمْ تَاْتِهِمْ بَيِّنَةُ مَا فِى الصُّحُفِ الْاُوْلٰى ﴿١٣٣﴾

১৩৪। এবং তাহারা বলে, 'কেন সে তাহার প্রভুর তরফ হইতে আমাদের নিকট কোন নিদর্শন আনে না ?' তাহাদের নিকট কি ঐরূপ নিদর্শন আসে নাই যেরূপ পূর্ববর্তী কিতাব সমূহে বর্ণিত হইয়াছে ?

وَلَوْ اَنَّاۤ اَهْلَكْنٰهُمْ بِعَذَابٍ مِّنْ قَبْلِهٖ لَقَالُوْا رَبَّنَا لَوْلَاۤ اَرْسَلْتَ اِلَيْنَا رَسُوْلًا فَنَتَّبِعَ اٰيٰتِكَ مِنْ قَبْلِ اَنْ نَّذِلَّ وَنَخْزٰى ﴿١٣٤﴾

১৩৫। এবং যদি আমরা তাহার (এই রসূলের আগমনের) পূর্বেই তাহাদিগকে আযাব দিয়া ধ্বংস করিয়া দিতাম, তাহা হইলে নিশ্চয় তাহারা বলিত, 'হে আমাদের প্রভু ! তুমি আমাদের নিকট রসূল কেন পাঠাও নাই যাহাতে আমরা অপদস্থ ও অবমানিত হইবার পূর্বেই তোমার নিদর্শনাবলীর অনুসরণ করিতাম ?'

১৮৬৭। আয়াতে উল্লেখিত আল্লাহ্তা'লার প্রশংসা কীর্তনের সময় দ্বারা দৈনিক পাঁচবার নামাযের সময়কে বুঝাইতে পারে। 'সূর্যোদয়ের পূর্বে' শব্দগুলি ফজরের নামায বুঝায়; 'সূর্যাস্তের পূর্বে' কথাটি অপরাহ্নের শেষাংশ অর্থাৎ আসর নামায বুঝায়। এই উক্তি যে, 'এবং রাত্রির বিভিন্ন সময় তসবীহ কর' মাগরেব এবং এশার নামাযের প্রতি ইশারা এবং 'দিনের অংশসমূহে' শব্দসমূহ অপরাহ্ন অর্থাৎ দ্বিপ্রহরের পর যোহর নামাযের সময় নির্দেশ করে।

১৮৬৮। সকল আন্তর্জাতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং প্রতিহিংসাপরায়ণতা যাহার পরিণতিতে যুদ্ধ এবং মানবিক দুর্দশা ও রক্তক্ষয় সংঘটিত হয়—সবই পার্থিব সম্পদের এই দৈহিক ভোগ-বিলাসের জন্য উন্মত্ত বাসনার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ফলাফল। মুসলমানগণকে অন্যের সম্পদের প্রতি অর্থলোলুপ দৃষ্টি প্রসারিত না করিবার জন্য সতর্ক করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

قُلْ كُلٌّ مُّتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوْا ۚ
فَسَتَعْلَمُوْنَ مَنْ اَصْحٰبُ الصِّرَاطِ
السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدٰى ﴿١٣٥﴾ ع ٨ ٧ ١٧

১৩৬। তুমি বল, 'প্রত্যেক ব্যক্তি (তাহার নিজের পরিণামের) অপেক্ষা করিতেছে, অতএব তোমরাও (নিজেদের পরিণামের) অপেক্ষা করিতে থাক, এবং অচিরেই তোমরা জানিতে পারিবে যে, কাহারা সরল-সুদৃঢ় পথের অনুসরণকারী এবং কাহারা হেদায়াতপ্রাপ্ত (এবং কাহারা নহে)।

২১-সূরা আল্ আম্বিয়া
(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণ হওয়ার তারিখ ও প্রসংগ

এই সূরাটি, পূববর্তী তিনটি সূরার মতই, নবুওয়াতের খুব গোড়ার দিকে মক্কাতে নাযেল হইয়াছিল । ইব্নে মাসউদের (রাঃ) বর্ণনা মতে নবুওয়াতের ৫ম বৎসরের পূর্বে সূরা তাহা,আল্ কাহ্ফ এবং মারইয়াম অবতীর্ণ হওয়ার সময় বর্তমান সূরাটিও অবতীর্ণ হয়। সূরা মারইয়ামের প্রথম দিককার আয়াতসমূহ আবিসিনিয়ার বাদশাহ্ নাজ্জাশীর দরবারে হযরত জাফর (রাঃ) পাঠ করিয়া শুনাইয়াছিলেন, যখন তাঁহারা ঐ বৎসর হিজরত করিয়া সেখানে পৌঁছান । সূরা 'তাহা'র সহিত আলোচ্য সূরাটির যে নিকট সম্পর্ক রহিয়াছে তাহা হইল এই যে,সূরা 'তাহা'র শেষ দিকে বলা হইয়াছিল যে, নির্দিষ্ট সময়ে সত্য প্রত্যাখ্যানকারীগণ অবশ্যই ঐশী আযাব কর্তৃক ধৃত হইবে, তাই নবী করীম (সাঃ)-কে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল যে, তিনি যেন ধৈর্য ও দৃঢ়তার সহিত বিরুদ্ধবাদীদের অত্যাচার ও নির্যাতনের মোকাবিলা করেন । উক্ত বক্তব্যের সূত্র ধরিয়া আলোচ্য সূরাটিতে কাফেরদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী উচ্চারণ পূর্বক বলা হইয়াছে যে,তাহাদের শাস্তির সময় সমাসন্ন,এই সময়ে যদিও তাহাদের কাজের হিসাব-নিকাশ দিতে হইবে, কিন্তু উদাসীনতা ও অবিশ্বাসে এখনো তাহারা মুখ ফিরাইয়া রহিয়াছে । এই সতর্কবাণীর মাধ্যমেই পূর্ববর্তী সূরার সহিত আলোচ্য সূরাটির ধারাবাহিক সংযোগ রক্ষা করা হইয়াছে । কিন্তু সার্বিকভাবে বিষয়বস্তুর দিক হইতে বর্তমান সূরাটির সহিত ইহার পূর্ববর্তী কয়েকটি সূরার সত্যিকারের সম্পর্ক বিদ্যমান। সূরা মারইয়ামে খৃষ্টানদের কয়েকটি ভ্রান্ত ধর্মীয় আকিদা যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা খণ্ডন করা হইয়াছিল।দৃষ্টান্তস্বরূপ, হযরত ঈসা (আঃ)-এর ঐশী গুণাবলী, ঈসা (আঃ) কর্তৃক বিধানকে রহিত করা এবং শরীয়ত মাত্রই অভিশাপ এই ঘোষণা দেওয়া,মানুষের মুক্তি সৎ কাজের দরুন হইবে না বরং প্রায়শ্চিত্তবাদ মানিবার মাধ্যমে হইবে—এই জাতীয় ভুল বিশ্বাসগুলি উহাতে আলোচনা হইয়াছিল ।'সূরা তাহা'তেও এই জাতীয় ভ্রান্ত-আকিদা খণ্ডনের লক্ষ্যে হযরত মূসা (আঃ)-এর জীবনের বিভিন্ন ঘটনার উল্লেখ করা হইয়াছিল । বস্তুতঃ খৃষ্টান ধর্ম মূসায়ী বিধানেরই একটি অংশবিশেষ।তাই খৃষ্টানদের উদ্দেশ্যে বলা হইয়াছিল যে, স্বয়ং মূসা (আঃ) তাঁহার শিক্ষার মাধ্যমে আল্লাহ্র একত্ববাদ, বিধানের প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি বিষয়গুলি প্রতিপালন করিয়া ভ্রান্ত খৃষ্টীয় মতবাদ প্রত্যাখ্যানের ভিত্তি রচনা করিয়া গিয়াছেন । হযরত মূসা (আঃ)-এর গৌরবের বিষয়তো এই যে, তিনি একজন বিধান বা শরীয়াত-দাতা নবী । যদি বিধান মাত্রই অভিশাপ হয়, তাহা হইলে খৃষ্টানদের বিশ্বাস মতে হযরত মূসা (আঃ)-কে শ্রদ্ধা ও গৌরবের পরিবর্তে নিন্দা ও ভর্ৎসনা করা উচিত । অতঃপর, সূরা'তাহা'তে আদম (আঃ) কর্তৃক অনিচ্ছাকৃত ভুলের প্রসঙ্গ আলোচনা সাপেক্ষে খৃষ্টানদের আদি-পাপজনিত তত্ত্বের মূলকেও খণ্ডন করা হইয়াছিল । উক্ত সূরাতে অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে বলা হইয়াছিল যে, উত্তরাধিকার সূত্রে কেহই পাপ অর্জন করে না, বরঞ্চ মানুষ তাহার নিজস্ব অন্যায় ও অবৈধ কাজের জন্য শাস্তি প্রাপ্ত হয় । অতঃপর, বলা হইয়াছে যে, কোন মানুষের পক্ষেই যদি পাপ-বর্জন করা সম্ভবপর না হয়, তাহা হইলে ঐশী শাস্তি প্রদানের বিষয়টিই বিফল হইয়া পড়ে । তখন আল্লাহ্র প্রেরিত নবী-রসূলগণকে পাপীদিগকে সতর্ক করিবার পরিবর্তে বরং এই কথা বলিতে হইবে যে, মানুষ তো অবস্থার শিকার মাত্র,তাহাদের না আছে কোন ইচ্ছা-শক্তি,না আছে ভাল-মন্দ যাচাই করার কোন বিচক্ষণতা, তাই তাহাদের কাজের জন্য তাহারা দায়ী নহে । বর্তমান সূরাতে এই বিষয়টিই ব্যাপক পরিসরে আলোচিত হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে যে, কোন বিশেষ নবী বা রসূলের শত্রুপক্ষই শুধু নয়, বরং হযরত আদম (আঃ) হইতে শুরু করিয়া হযরত ঈসা (আঃ), এমনকি তৎপরবর্তী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) পর্যন্ত, সার্বিকভাবে সকল নবী-রসূলের বিরুদ্ধপক্ষকেই বিনা ব্যতিক্রমে তাহাদের অন্যায় কাজের জন্য শাস্তি দেওয়া হইয়াছে এবং নবী-রসূলের সাহায্যকারী দলকে তাহাদের ভাল কাজের জন্য পুরস্কৃত করা হইয়াছে । মানুষ যদি উত্তারাধিকার সূত্রেই পাপী হইয়া জন্মগ্রহণ করে এবং কোনভাবেই এই পাপ হইতে মুক্তি না পায়, তাহা হইলে তো পাপীদের শাস্তি বা পুণ্যবানদের পুরস্কার— কোন কিছুই অর্থবহ হয় না । কাজেই আদিপাপ-জনিত খৃষ্টানদের এই আকিদা একটি ভিত্তিহীন উদ্ভাবনা বা অলীক বিশ্বাস ছাড়া আর কিছু নহে ।

বিষয়বস্তু

অবিশ্বাসীদের প্রতি এক সতর্কবাণী উচ্চারণ পূর্বক সূরাটিতে বলা হইয়াছে যে, ঐশী শাস্তি দ্রুত তাহাদের নিকটবর্তী হইতেছে, অথচ তাহারা এক মিথ্যা নিরাপত্তার খেয়ালে নিজদিগকে এখনো উদাসীন রাখিতেছে । অতঃপর বলা হইয়াছে যে, যখনই পৃথিবীতে কোন ঐশী-বাণী বাহকের আবির্ভাব হইয়াছে, তখনই সমসাময়িক লোক তাহাদিগকে নিয়া হাসি-ঠাট্টা ও উপহাস করিয়াছে । কিন্তু নিজ সমাজ ও সম্প্রদায়ের লোকদের আধ্যাত্মিক মঙ্গল ও সহানুভূতির তাগিদে আল্লাহ্র রসূলগণ সর্বদাই তাহাদিগকে সত্য গ্রহণের আহবান জানাইয়াছেন, যেন তাহারা সত্য গ্রহণ পূর্বক ধ্বংস হইতে রক্ষা প্রাপ্ত হয় । যদি মানুষ উত্তরাধিকার সূত্রে পাপী হইত, তাহা হইলে এই ধরণের আহ্বানের কোন যৌক্তিকতা থাকিত না । অতঃপর, সূরাটিতে অবিশ্বাসীদের আরোপিত কতকগুলি আপত্তির উল্লেখ করিয়া উহাদের যথাযথ উত্তর প্রদান করা হইয়াছে । অতঃপর,

সত্য প্রত্যাখ্যানকারীগণকে ভাবিয়া দেখিতে বলা হইয়াছে যে, পবিত্র কুরআন এমন কি নূতন বোঝা তাহাদের উপর অর্পণ করিতেছে যাহার ফলে তাহারা ইহার বাণীকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ । কুরআনের শিক্ষার আসল উদ্দেশ্যই হইতেছে তাহাদিগকে নৈতিকতার উচ্চতর স্তরে উন্নীত করা । আর যেহেতু পবিত্র কুরআন আল্লাহ্র নিজস্ব বাণী, কাজেই ইহার অস্বীকারকারীরা তাঁহার শাস্তি হইতে নিজদিগকে রক্ষা করিতে পারিবে না । অবিশ্বাসীদের উদ্দেশ্যে অতঃপর সূরাটিতে বলা হইয়াছে যে, তাহারা কি ভাবিয়া দেখে না যে, সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্ কোন্ মহান উদ্দেশ্যে এই বিশ্বের বস্তুরাজি সৃষ্টি করিয়াছেন ! কাজেই যাহারা আল্লাহ্র এই মহান লক্ষ্য অর্জনের পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করিবে, তাহারা অবশ্যই ব্যর্থকাম হইবে । অতঃপর সূরাটি আল্লাহ্তা'লার তওহীদ বা একত্ব, যাহা সমস্ত ধর্ম-বিশ্বাসের বুনিয়াদী ভিত্তি, সেই বিষয়ের আলোচনা করিয়াছে । বলা হইয়াছে যে, সমস্ত বিশ্ব-চরাচর যখন একই নিয়মের নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হইতেছে তখন বহু-ঈশ্বরবাদীরা কি করিয়া একই আল্লাহ্র সাথে অন্য উপাস্যের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে ? আল্লাহ্ যদি একাধিক হইত তাহা হইলে এই বিশ্ব-চরাচরের পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে তাহাদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিত । অথচ ইহা সুস্পষ্ট যে, বিশ্ব-পরিচালনার নীতি ও নিয়ম একই শৃঙ্খলে আবদ্ধ, তাই বিশ্ব-জগতের একই স্রষ্টা ও একই পরিচালক রহিয়াছে এবং এমন অদ্বিতীয় যে সত্তা, তাঁহার তো কোন পুত্রের দরকার নাই । কেননা, পুত্র তখনই প্রয়োজন হয়, যখন পিতার ক্ষয় বা মৃত্যুর সম্ভাবনা থাকে এবং যখন পিতা এককভাবে অন্যের সাহায্য ব্যতিরেকে তদীয় কর্ম সম্পাদনে অপারগ। কাজেই আল্লাহ্র অংশীদার সম্পর্কিত সমস্ত ধারণাই অপবিত্র ও ভিত্তিহীন । অতঃপর, সূরাটিতে অন্য একটি ঐশী নিয়মের অবতারণা করা হইয়াছে । বলা হইয়াছে যে, পৃথিবী যখন আধ্যাত্মিক অন্ধকারে নিমজ্জিত হইয়া যায়,তখন ইহার বুকে সত্যিকার পুণ্যাত্মা লোকের বড়ই অভাব দেখা দেয় । এমতাবস্থার আল্লাহ্ দয়াপরবশ হইয়া পুনরায় তাঁহার কৃপা ও আশিসের বারি বর্ষণ করেন, যাহা ওহী-ইল্হামের আকারে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয় এবং পাপ-পঙ্কিলতায় নিমজ্জিত পৃথিবীকে আরেকবার নূতন জীবন দান করে । এইভাবে আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রেও আলো এবং অন্ধকারের পরিবর্তন হয় যেইরূপ পৃথিবীতেও দিন এবং রাত্রির পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে । অতঃপর সূরাটিতে এই যুক্তির অবতারণা করা হইয়াছে যে; হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) একজন সাধারণ মানুষ মাত্র,এই ওজর পেশ করিয়া অবিশ্বাসীরা তাঁহাকে অস্বীকার করিতে পারে না । ইহা তাহাদের জন্য বোকামী ছাড়া অন্য কিছু নয়, কেননা ঐশী-বাণীর বাহক হিসাবে তাঁহার মান, মর্যাদা বা প্রতিপত্তিই বড় কথা নয় । আসল কথা হইতেছে কে তাঁহাকে প্রেরণ করিয়াছেন— সেই দিকে লক্ষ্য রাখা । পরিণামে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর কার্যক্রমই যে সফল হইবে এই সত্য অনুধাবনের জন্য অতঃপর সূরাটিতে পূর্ববর্তী সময়ের একাধিক নবী-রসূলের জীবনের দৃষ্টান্ত পেশ করা হইয়াছে । তাঁহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছেন হযরত নূহ (আঃ), ইব্রাহীম (আঃ), সুলায়মান (আঃ) ইদ্রীস (আঃ) এবং আরো কতিপয় নবী-রসূল যাঁহারা সমসাময়িক কালের তীব্র বিরোধিতা, অত্যাচার, উৎপীড়ন সত্ত্বেও পরিণামে সফলকাম হইয়াছিলেন । এই সকল নবী-রসূল হযরত ঈসা (আঃ)-এর মত স্ব স্ব যুগে ন্যায় ও পুণ্য কর্মের আদর্শ-দৃষ্টান্ত ছিলেন এবং ঈসা (আঃ)-এর মত তাঁহারাও আল্লাহ্র পথে বড়ই বাধা-বিপত্তি ও ক্লেশ ভোগ করিয়াছিলেন । তাহা হইলে তাঁহাদের সকলের মধ্যে একমাত্র হযরত ঈসা (আঃ) কেই কেন ঈশ্বর-পুত্র হিসাবে বিবেচনা করা হইবে,ঈশ্বর-পুত্র হিসাবে তাঁহারা সকলেই কেন গণ্য হইবেন না? এই সমস্ত নবী-রসূলদের ঘটনা উল্লেখের পর সূরাটিতে বিশেষভাবে হযরত ঈসা (আঃ) ও তাঁহার মাতার প্রসঙ্গও বর্ণনা করা হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে যে, তাঁহাদের সঙ্গেও পূর্ববর্তীদের মতই ব্যবহার করা হইয়াছিল । এমনকি হযরত ঈসা (আঃ)-এর অস্বাভাবিক জন্মের দিক বিবেচনা করিয়াও তাঁহাকে বিশেষ কোন আধ্যাত্মিক মর্যাদা বা সত্তার অধিকারী বলিয়া অভিহিত করা যায় না । কেননা, হযরত ইয়াহ্ইয়া (আঃ)-এর জন্মও অত্যন্ত ব্যতিক্রমী অবস্থার মধ্যে সম্পন্ন হইয়াছিল । ঈসা (আঃ) জন্মগ্রহণ করিয়া ছিলেন কোন পিতার মাধ্যম ব্যতিরেকে । ইহা যেমন সত্য, তেমনি ইহাও নিশ্চিতভাবে যে, ইয়াহ্ইয়ার (আঃ) জন্ম হইয়াছিল যখন তাঁহার পিতা অত্যন্ত বার্ধক্যে উপনীত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার মাতা ছিলেন বন্ধ্যা ও সন্তান উৎপাদনে সম্পূর্ণ অযোগ্য । তদ্রূপ, সত্যের খাতিরে হযরত ঈসা (আঃ)-এর কষ্ট করাও অভিনব কোন বিষয় নহে । যদিও তাঁহাকে ক্রুশে লটকানো হইয়াছিল, তথাপি পরে জীবিতাবস্থায় তাঁহাকে ক্রুশ হইতে নামানো হইয়াছিল । কিন্তু, আল্লাহ্র রাস্তায় হযরত ইয়াহ্ইয়া (আঃ)-কে জীবনদান করিতে হইয়াছিল। তাহা হইলে শুধু ঈসা (আঃ)-এর রক্তই কেন মানুষের পাপের জন্য একমাত্র প্রায়শ্চিত্তের কারণ হইবে, ইয়াহ্ইয়া (আঃ)-এর রক্তও কেন পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবে না ? সূরাটির শেষাংশে পাশ্চাত্যের খৃষ্টান শক্তি তথা ইয়া'জুজ-মা'জুজের অসাধারণ উন্নতি, জাগতিক প্রাচুর্য ও প্রতিপত্তির কথা বলা হইয়াছে । প্রসঙ্গতঃ ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে যে, এই জাতিগুলি যখন সারা পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়িবে এবং ক্ষমতা ও খ্যাতির উচ্চ পদসমূহে আরোহণ করিবে এবং অন্যান্য জাতিসমূহ তাহাদের নিকট বশ্যতা ও আনুগত্য স্বীকার করিবে, তখনই তাহাদের ধ্বংসের সেই প্রতিশ্রুতি পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইবে । তাহাদের উপর এমন হঠাৎ করিয়া ও ত্বরিৎ গতিতে ঐশী শাস্তি নামিয়া আসিবে যে, তাহারা সকলেই হতবুদ্ধি হইয়া পড়িবে । তাহাদের বিভিন্ন শিল্প-কারখানা জাগতিক প্রাচুর্যের বিভিন্ন উপকরণ, আড়ম্বর ও জাঁকজমকের বিভিন্ন উৎস-উপকরণ সবই এই বিপর্যয়ের ফলে ভস্মীভূত ও ধূলিসাত হইয়া যাইবে ।

سُوْرَةُ الْاَنْبِيَآءِ مَكِّيَّةٌ (٢١) آياتها ١١٣ ركوعاتها

২১-সূরা আল্ আম্বিয়া

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ইহাতে ১১৩ আয়াত এবং ৭ রুকূ আছে ।

১৭শ পারা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১ । আল্লাহ্র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِيْ غَفْلَةٍ مُّعْرِضُوْنَ ②

২ । মানুষের জন্য তাহাদের হিসাব-নিকাশের সময় ঘনাইয়া আসিয়াছে, তথাপি তাহারা অবহেলার সহিত মুখ ফিরাইয়া লইতেছে ।

مَا يَاْتِيْهِمْ مِّنْ ذِكْرٍ مِّنْ رَّبِّهِمْ مُّحْدَثٍ اِلَّا اسْتَمَعُوْهُ وَهُمْ يَلْعَبُوْنَ ③

৩ । তাহাদের নিকট তাহাদের প্রতিপালকের পক্ষ হইতে যে কোন নূতন স্মারক-বাণীই[১৮৬৯] আসে, তাহারা একদিকে উহা শুনে, অপরদিকে উহার সহিত ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে ।

لَاهِيَةً قُلُوْبُهُمْ ؕ وَاَسَرُّوا النَّجْوَى ۖ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ۖ هَلْ هٰذَآ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ۚ اَفَتَاْتُوْنَ السِّحْرَ وَاَنْتُمْ تُبْصِرُوْنَ ④

৪ । তাহাদের অন্তর আমোদ-প্রমোদে বিভোর । এবং যাহারা যুলুম করিয়াছে, তাহারা গোপনে পরামর্শ করিয়া বেড়ায় (এবং বলে) 'এ যে তোমাদেরই মত একজন মানুষ ব্যতীত কিছু নহে, তবুও কি তোমরা দেখিয়া শুনিয়া তাহার যাদুমন্ত্রের কবলে পড়িবে ?'[১৮৭০]

قٰلَ رَبِّيْ يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ ۫ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ⑤

৫ । সে (রসূল) বলিল, 'আমার প্রভু সকল কথাই জানেন উহা আকাশে (বলা) হউক বা পৃথিবীতে (বলা) হউক । এবং তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী ।'[১৮৭১]

بَلْ قَالُوْٓا اَضْغَاثُ اَحْلَامٍۭ بَلِ افْتَرٰىهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ ۚ فَلْيَاْتِنَا بِاٰيَةٍ كَمَآ

৬ । (তাহাই নহে) বরং তাহারা বলিয়াছে, 'ইহা (কুরআন) কেবল এলোমেলো স্বপ্ন, বরং সে নিজে এই সব কথা রচনা করিয়া লইয়াছে, বরং সে একজন কবি ।[১৮৭২] অতএব সে যেন

১৮৬৯ । প্রকৃতিগতভাবে প্রত্যেক নবীর বার্তাই এক নূতন বাণী, কিন্তু বিষয়বস্তুর মর্ম এক ও অভিন্ন। কুরআন শরীফে নবী করীম (সাঃ)-কে এইভাবে তুলিয়া ধরা হইয়াছে যে, তিনি নিজের সম্বন্ধে বলিয়াছেন, 'আমি কোন অভিনব রসূল নহি' (৪৬ঃ১০)।

১৮৭০ । প্রত্যেক নবীর বিরুদ্ধে কাফেরদের প্রধান আপত্তি একই রকম যে, তিনি তাহাদেরই মত মরনশীল এক সাধারণ মানুষ (১৪ঃ১১; ২৩ঃ২৫,৩৪; ২৬ঃ১৫৫; ৩৬ঃ১৬ এবং ৬৪ঃ৭)। এই আপত্তির উত্তর ১২ঃ১১০; ১৪ঃ১২; ১৬ঃ৪৪-৪৫ এবং ১৭ঃ৯৬ আয়াতসমূহে দেওয়া হইয়াছে । এই সূরার ৮ আয়াতে ইহার উত্তর দেওয়া হইয়াছে যে, অবিশ্বাসীরা বলে যে, রসূল (সাঃ)-এর মধ্যে সাধারণ মানুষ হইতে ভিন্ন কিছুই নাই, অপর দিকে তাহারা বলে যে, তিনি একজন যাদুকর, অর্থাৎ তিনি একজন শ্রেষ্ঠতর বুদ্ধিমত্তার অধিকারী। আল্লাহ্র প্রত্যাদিষ্ট নবীগণকে যাদুকর আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে, কারণ তাহাদের বাণী শ্রবণকারীদিগের উপর ম্যাজিক বা মন্ত্রবৎ প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে । এই আয়াতের মধ্যে অবিশ্বাসীদিগের এই স্বীকারোক্তি অন্তর্নিহিত রহিয়াছে যে, কুরআনের আকর্ষণকারী শক্তি রহিয়াছে এবং ইহার শিক্ষা প্রত্যাখ্যান করা একজন নিরপেক্ষ ও ন্যায়-বিচারপরায়ণ মানুষের জন্য সত্যিই কষ্টসাধ্য ব্যাপার ।

১৮৭১ । ইসলামের বিরুদ্ধে কাফেরদের সকল গোপন এবং প্রকাশ্য চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র আল্লাহ্তা'লা জানেন এবং তিনি আঁ-হযরত (সাঃ) এবং তাঁহার অনুগৃহীত বান্দাগণের দোয়া শোনেন এবং তিনি অবিশ্বাসীদিগের সমস্ত কুপরিকল্পনা ব্যর্থ করিয়া দেন ।

১৮৭২ । তফসীরাধীন আয়াতে কুরআন সম্পর্কে কাফেরদের তিনটি ভিন্ন ভিন্ন আপত্তির উল্লেখ রহিয়াছে । প্রথমটি হইল কুরআন

أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ ۝٥

আমাদের নিকট কোন নিদর্শন লইয়া আসে যেরূপে পূর্ববর্তী-দিগকে (রসূলগণকে) নিদর্শন সহ পাঠানো হইয়াছিল ।'

مَآ اٰمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَا ۚ اَفَهُمْ يُؤْمِنُوْنَ ۝٦

৭ । তাহাদের পূর্বে কোন জনপদ—যেগুলিকে আমরা ধ্বংস করিয়াছি—ঈমান আনে নাই, অতএব ইহারা কি কখনও ঈমান আনিবে ?

وَمَآ اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوْحِيْٓ اِلَيْهِمْ فَسْئَلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ۝٧

৮ । এবং আমরা তোমার পূর্বেও কেবল পুরুষগণকেই (রসূলরূপে) পাঠাইয়াছি, যাহাদের প্রতি আমরা ওহী করিতাম । সুতরাং যদি তোমরা না জানিয়া থাক তাহা হইলে আহ্‌লে কিতাবগণকে (পূর্ববর্তী ঐশী-কিতাবের অনুগামী) জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ।

وَمَا جَعَلْنٰهُمْ جَسَدًا لَّا يَاْكُلُوْنَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوْا خٰلِدِيْنَ ۝٨

৯ । এবং আমরা সেই সব রসূল কে না এমন দেহ দিয়াছিলাম যে তাহারা আহার করিত না এবং না তাহারা চিরকাল বাঁচিয়া থাকিবার অধিকারী ছিল ।[১৮৭৩]

ثُمَّ صَدَقْنٰهُمُ الْوَعْدَ فَاَنْجَيْنٰهُمْ وَمَنْ نَّشَآءُ وَاَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِيْنَ ۝٩

১০ । অতঃপর আমরা তাহাদের সহিত যে ওয়াদা করিয়াছিলাম উহা আমরা পূর্ণ করিয়া দেখাইয়াছিলাম; এবং আমরা তাহাদিগকে এবং যাহাদিগকে আমরা চাহিয়াছিলাম তাহাদিগকে উদ্ধার করিয়াছিলাম এবং সীমালঙ্ঘনকারীগণকে ধ্বংস করিয়াছিলাম ।

لَقَدْ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكُمْ كِتٰبًا فِيْهِ ذِكْرُكُمْ ۭ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۝١٠ ع ١ [١١] ١

১১ । আমরা তোমাদের নিকট এমন এক কিতাব নাযেল করিয়াছি যাহাতে তোমাদের জন্য উচ্চ মর্যাদার উপকরণ আছে; অতএব তোমরা কি বিবেক-বুদ্ধি খাটাইবে না ?[১৮৭৪]

তালগোল-পাকানো স্বপ্ন বা অলীক কল্পনার সংমিশ্রণ। কিন্তু, যেহেতু ইহাতে সুন্দর এবং সুবিন্যস্ত বিন্যাস প্রণালী বিদ্যমান রহিয়াছে এবং যেহেতু ইহা সংশ্লিষ্ট বিষয় সামগ্রীকভাবে উপস্থাপন করে এবং অতুলনীয় শিক্ষা বহন করে, সেহেতু ইহার বিরুদ্ধে অবিশ্বাসীদিগের যুক্তি টিকাইয়া রাখিতে তাহাদের নিষ্ফল অবস্থা গভীরভাবে অনুভব করিতে পারিয়া তাহারা পূর্ব-যুক্তি পরিত্যাগ করিয়া নূতন যুক্তির অবতারণা করিয়া বলে যে, তিনি (নবী করীম-সাঃ) নিজে ইহা মিথ্যা রচনা করিয়াছেন। কিন্তু পুনরায় তাহারা উপলব্ধি করে যে,জীবনব্যাপী আঁ-হযরত (সাঃ) সার্বজনীনভাবে 'বিশ্বস্ত' এবং 'সত্যবাদী' বলিয়া সুখ্যাত ও বিবেচিত ছিলেন, তাই তাহারা এই আপত্তিও পরিত্যাগ করে এবং তাঁহাকে কবি এবং যাদুকর আখ্যায়িত করিতে থাকে । এই সকল অভিযোগ ও আপত্তি ক্রমানুয়ে উল্লেখিত হইয়াছে এবং কাফেরদিগের একটানা পূর্ব-যুক্তি পরিত্যাগ করিয়া নূতন যুক্তির অবতারণার মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে তাহাদের এই স্বীকারোক্তি যে, আপত্তিগুলি নির্বোধ, স্ববিরোধী এবং বিচারের ধোপে টিকে না । কাজেই কুরআন করীম এইগুলিকে এখানে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে ।

১৮৭৩ । যদিও অবিশ্বাসীগণ আল্লাহ্‌তা'লার প্রেরিত সকল নবীকেই সাধারণ মরণশীল মানুষ মনে করিত তথাপি তাঁহাদের প্রত্যেকের জন্য একই আপত্তি অপরিবর্তনীয়ভাবে বারংবার উত্থাপিত হইয়াছিল যে, সাধারণ মরণশীল মানুষের মতই তিনি পানাহার করেন এবং রাস্তায় চলাচল করেন এবং সকল মানবীয় দৈহিক চাহিদা ও প্রয়োজনের অধীন তিনি (২৫ঃ৮)। আত্মপক্ষ সমর্থনে এই মাপকাঠির উপর ভিত্তি করিয়াই উহারা তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল । এখানে কাফেরদিগের এই স্ববিরোধী মনোভাবের প্রতি পরোক্ষ ইংগিত করা হইয়াছে । তাহারা এই সরল সহজ বাস্তবকে বুঝিতে চাহে না । আয়াতটির মর্ম এই যে, নবীগণ আবির্ভূত হইয়া থাকেন মানবের জন্য নমুনা স্বরূপ এবং কিরূপে তাঁহারা আদর্শ হিসাবে কাজ করিতেন যদি তাঁহারা তাহাদের মত মানুষ না হইতেন এবং যদি তাহাদের মত বস্তু-জগতের দৈহিক প্রয়োজনের অধীন না হইতেন ? মানব-সত্তা হইয়া রক্ত-মাংসের চাহিদা, ক্ষয় বা মৃত্যু হইতে তাঁহারা মুক্ত ছিলেন না ।

১৮৭৪ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَّاَنْشَاْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا اٰخَرِيْنَ ⑪

১২। এমন কত জনপদই না ছিল যাহারা যুলুম করিয়া আসিতেছিল, আমরা তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করিয়াছি, এবং তাহাদের পরে অপরাপর কওমকে উত্থিত করিয়াছি।

فَلَمَّآ اَحَسُّوْا بَاْسَنَآ اِذَا هُمْ مِّنْهَا يَرْكُضُوْنَ ⑫

১৩। অতঃপর যখন তাহারা আমাদের আযাব অনুভব করিল, তখন দেখ! সহসা তাহারা উহা হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য দৌড়িতে লাগিল।

لَا تَرْكُضُوْا وَارْجِعُوْٓا اِلٰى مَآ اُتْرِفْتُمْ فِيْهِ وَمَسٰكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْـَٔلُوْنَ ⑬

১৪। (আমরা বলিলাম) 'তোমরা দৌড়িও না, বরং তোমরা যে সুখ-সম্ভোগে মত্ত ছিলে উহার দিকে এবং তোমাদের আবাসগৃহের দিকে ফিরিয়া যাও, যেন তোমাদিগকে (তোমাদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে) জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে।'

قَالُوْا يٰوَيْلَنَآ اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ⑭

১৫। তাহারা বলিল, 'হায় আমাদের জন্য পরিতাপ! বস্তুতঃ আমরাই যালেম ছিলাম।'

فَمَا زَالَتْ تِّلْكَ دَعْوٰىهُمْ حَتّٰى جَعَلْنٰهُمْ حَصِيْدًا خٰمِدِيْنَ ⑮

১৬। এইভাবে তাহাদের এই চিৎকার ততক্ষণ পর্যন্ত চলিতে থাকিল যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা তাহাদিগকে এক কর্তিত শস্য ক্ষেত্র ও নির্বাপিত অগ্নি-সদৃশ করিয়া দিলাম।[১৮৭৫]

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَآءَ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لٰعِبِيْنَ ⑯

১৭। এবং আমরা আকাশকে এবং পৃথিবীকে এবং এতদুভয়ের মধ্যে যাহা কিছু আছে ঐ সকলকে ক্রীড়াচ্ছলে সৃষ্টি করি নাই।[১৮৭৫-ক]

لَوْ اَرَدْنَآ اَنْ نَّتَّخِذَ لَهْوًا لَّاتَّخَذْنٰهُ مِنْ لَّدُنَّآ ۖ اِنْ كُنَّا فٰعِلِيْنَ ⑰

১৮। যদি আমাদের আমোদ-প্রমোদ করার ইচ্ছা থাকিত তাহা হইলে নিশ্চয় আমরা আমাদের নিকট হইতেই উহার ব্যবস্থা করিয়া লইতাম, যদি একান্তই আমরা এইরূপ করিতে প্রয়াসী হইতাম।[১৮৭৬]

১৮৭৪। এই আয়াতের মর্ম কেবল ইহাই নহে যে, কুরআনের অস্বীকারকারীরা দুর্দশায় পড়িবে এবং ইহার অনুসারীগণ অগ্রগতি ও উন্নতি লাভ করিবে এবং আধ্যাত্মিক ও পার্থিব গৌরবের নিম্নতম ধাপ হইতে সর্বোচ্চ শিখরে উন্নীত হইবে। পক্ষান্তরে এই বাস্তব ঘটনা এক নির্ভুল প্রমাণ ও প্রতিষ্ঠিত করিবে যে, কুরআন বানোয়াট নহে, কবিতার ছন্দ কিম্বা অলীক স্বপ্নের কাহিনী নহে, পরন্তু আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌তা'লার সত্য কালাম।

১৮৭৫। যে সব জাতির উপরে ঐশী-আযাব নামিয়া আসে তাহাদের এক স্পষ্ট চিত্র এই আয়াতে বর্ণনা করা হইয়াছে। তাহারা সম্পূর্ণ ধ্বংসপ্রাপ্ত এবং তাহাদের সকল উচ্চাকাঙ্খা এবং ব্যাকুল বাসনা নির্বাপিত হয়। বাঁচিবার ইচ্ছা শক্তি পর্যন্ত তাহাদের মধ্যে বিনাশ হইয়া যায়। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাহারা হতাশাগ্রস্ত হয় এবং তাহাদের সকল উদাম হারাইয়া বসে। এইরূপে সেই জাতি মৃত ও বিলুপ্ত হইয়া যায়।

১৮৭৫-ক। এই বিশ্ব-জগৎ আমোদ-প্রমোদ এবং ক্রীড়াচ্ছলে সৃজিত হয় নাই। ইহার সৃজন সম্পর্কে সামান্যতম চিন্তা-ভাবনা ও বিচার-বিবেচনা ইহার সৃষ্টির অন্তরালে মহাজ্ঞানের রহস্য উদঘাটন করে। সৃষ্টির কেন্দ্র-বিন্দু এই মানবকেও অবশ্যই এক মহান ও পরম উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য সুপরিকল্পিত ভাবে সৃষ্টি করা হইয়াছে। এই আয়াতের অন্তর্নিহিত মর্ম এই যে, পৃথিবীতে মানুষ আল্লাহ্‌তা'লার প্রতিনিধিত্বকারী। তাহাকে সৃষ্টি করা হইয়াছে দর্পণ-স্বরূপ, স্রষ্টার সুন্দর প্রতিচ্ছায়া মানবের নিজ সত্তায় প্রতিফলিত ও প্রতিবিম্বিত করিবার উদ্দেশ্যে (২ঃ৩১)।

১৮৭৬। ইহা আল্লাহ্-রাব্বুল-আলামীনের মহত্ব, মর্যাদা ও বিচক্ষণতার পরিপন্থী যে, তিনি এক মহৎ অভীষ্ট লক্ষ্য ছাড়া এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন, অনর্থক এবং উদ্দেশ্যহীনভাবে কিছু করিয়াছেন।

بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهٗ فَاِذَا هُوَ زَاهِقٌ ؕ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُوْنَ ﴿١٩﴾

১৯। বরং আমরা সত্যকে বাতিলের উপর ছুঁড়িয়া মারি, ফলে ইহা উহার মাথা ভাঙ্গিয়া ফেলে,[১৮৭৬-ক] এবং দেখ! সহসা উহা বিলীন হইয়া যায়। এবং তোমরা (আল্লাহ্ সম্বন্ধে) যাহা কিছু বর্ণনা কর উহার কারণে পরিতাপ তোমাদের জন্য!

وَلَهٗ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَمَنْ عِنْدَهٗ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِهٖ وَلَا يَسْتَحْسِرُوْنَ ﴿٢٠﴾

২০। এবং যাহারা আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে আছে তাহারা সকলই তাঁহার। এবং যাহারা তাঁহার সন্নিধানে আছে তাহারা তাঁহার ইবাদত করিতে অহংকার বশতঃ বিরত হয় না এবং কোন প্রকার ক্লান্তিও বোধ করে না।

يُسَبِّحُوْنَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُوْنَ ﴿٢١﴾

২১। তাহারা দিবারাত্রি (তাঁহারই) তসবীহ্ করে এবং তাহারা কখনও অবসন্ন হয় না।[১৮৭৭]

اَمِ اتَّخَذُوْٓا اٰلِهَةً مِّنَ الْاَرْضِ هُمْ يُنْشِرُوْنَ ﴿٢٢﴾

২২। তাহারা কি পৃথিবীর মধ্য হইতে এমন উপাস্য গ্রহণ করিয়াছে যাহারা (মৃতকে) পুনরুত্থিত করে?[১৮৭৮]

لَوْ كَانَ فِيْهِمَآ اٰلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا ۚ فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ﴿٢٣﴾

২৩। যদি (আকাশ ও পৃথিবী) এতদুভয়ের মধ্যে আল্লাহ্ ছাড়া আরও মা'বূদ থাকিত তাহা হইলে নিশ্চয় উভয়েই বিনষ্ট হইয়া যাইত।[১৮৭৯] সুতরাং আল্লাহ্, যিনি আরশের অধিপতি, উহা হইতে পবিত্র যাহা তাহারা বর্ণনা করে।

لَا يُسْـَٔلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْـَٔلُوْنَ ﴿٢٤﴾

২৪। তিনি যাহা করেন সেই সম্বন্ধে তিনি জিজ্ঞাসিত হন না, কিন্তু তাহারা জিজ্ঞাসিত হইবে।[১৮৮০]

১৮৭৬-ক। 'দামাগাহ' অর্থ সে তাহার মাথা ভাঙ্গিয়া দিল যাহাতে জখম তাহার মস্তিকে পৌঁছাইল; সে তাহাকে বশ করিল (লেইন)।

১৮৭৭। আল্লাহ্‌র প্রকৃত দাসগণের কতিপয় চিহ্ন এই আয়াতে বর্ণিত হইয়াছে। তাহারা আল্লাহ্‌র ইবাদতে এবং মানবের সেবায় ক্লান্ত হয় না। তাহারা ক্ষণস্থায়ী আকস্মিক ভাবাবেগে প্রেরিত নবীকে গ্রহণ করে না এবং তৎপর কষ্ট ও বঞ্চনার চাপের মুখে নিরুৎসাহিত হয় না। একবার সত্য গ্রহণ করিলে তাহারা সকল বাধা-বিপত্তির মুখেও ঈমানে অটল থাকে। তাহাদের উৎসাহ ও উদ্যম সত্যের খেদমতে কখনও নিস্তেজ হয় না। আল্লাহ্‌র ইবাদত তাহাদের নিকট স্ফূর্তির উৎস এবং দুঃশ্চিন্তা ও উদ্বেগ মুক্তির উপায় (১৩ঃ২৯)। হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) বলিয়াছেন, 'নামাযের মধ্যে আমার চক্ষুর স্নিগ্ধতা নিহিত' (নেসাঈ)।

১৮৭৮। সৃষ্টি করা অথবা মৃতকে জীবন দান করা কেবল মাত্র আল্লাহ্‌তা'লার অনন্য গুণ এবং বিশেষ অধিকার। ঈসা (আঃ) বা অন্য কোন ব্যক্তি-সত্তা আল্লাহ্‌র এই গুণের অংশীদার হইতে পারে না। এই গুণের প্রতি ইংগিত করার উদ্দেশ্য হইতেছে বিশেষভাবে যীশুর খোদায়ী-ঈশ্বরত্বকে চুরমার করিয়া দেওয়া। এই আয়াতসমূহের বিষয়-বস্তু ইহাই।

১৮৭৯। বর্তমান আয়াত একাধিক খোদা বা বহু-ঈশ্বরবাদের বিরুদ্ধে একটি কার্যকরী ও চূড়ান্ত দলীল উপস্থাপন করিয়াছে। একজন কট্টর নাস্তিক ইহা অস্বীকার করিতে পারে না যে, এক ত্রুটি-হীন শৃংখলাপূর্ণ নিয়ম সারা বিশ্বকে পরিব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছে। উক্ত বিন্যাস এই বাস্তব ঘটনার প্রতিই নির্দেশ করে যে, এক অবিচল নিয়ম ইহাকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং প্রাকৃতিক নিয়মের এই সঙ্গতি নিখিল সৃষ্টির সৃজন-কর্তা এবং নিয়ন্ত্রণকারী এক ও অভিন্ন হওয়া প্রমাণ করে। যদি অধিক খোদা থাকিত তাহা হইলে একাধিক বিধান ও নিয়ম পৃথিবী নিয়ন্ত্রণ করিত—কারণ একেক জন খোদার জন্য নিজস্ব বিশেষ আইনের অধীন জগৎ সৃষ্টি করা হইতে এবং এইরূপ অবস্থায় বিভ্রান্তি ও বিশৃংখলা অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিত, ফলে এই বিশ্ব খণ্ড-বিখণ্ড হইয়া যাইত। অতএব এই কথা বলা যে, তিন খোদা সর্ববিষয়ে সমভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ হইয়া একত্রে এই বিশ্বের স্রষ্টা এবং পরিচালক, তাহা স্পষ্টতঃই অসম্ভব।

১৮৮০। এই আয়াত বিশ্ব-প্রকৃতির মধ্যে শৃংখলাপূর্ণ নিয়মের নিখুঁত এবং পূর্ণাঙ্গরূপের প্রতি ইঙ্গিত করে এবং সেজন্যই ইহার স্রষ্টা এবং পরিচালকেরও পূর্ণাঙ্গরূপ প্রকাশ করে এবং তাঁহার এক-অদ্বিতীয় হওয়ার প্রতিও ইশারা করে। আয়াতের মর্ম ইহাও যে, আল্লাহ্‌তা'লার কর্তৃত্ব

اَمِ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖۤ اٰلِهَةً ؕ قُلْ هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ ۚ هٰذَا ذِكْرُ مَنْ مَّعِيَ وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِيْ ؕ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ۙ الْحَقَّ فَهُمْ مُّعْرِضُوْنَ ﴿۲۵﴾

২৫। তাহারা কি তাঁহাকে ছাড়িয়া অন্য মা'বূদ গ্রহণ করিয়াছে ? তুমি বল, 'তোমরা নিজেদের প্রমাণ উপস্থিত কর; ইহা (এই কুরআন) তাহাদের জন্যও মর্যাদার কারণ যাহারা আমার সঙ্গে আছে এবং তাহাদের জন্যও মর্যাদার কারণ যাহারা আমার পূর্বে অতীত হইয়াছে।'[১৮৮০-ক] কিন্তু তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই সত্যকে চিনে না, ফলে তাহারা মুখ ফিরাইয়া লয় ?

وَمَاۤ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا نُوْحِيْۤ اِلَيْهِ اَنَّهٗ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّاۤ اَنَا فَاعْبُدُوْنِ ﴿۲۶﴾

২৬। এবং আমরা তোমার পূর্বে যত রসূল পাঠাইয়াছি, আমরা তাহাদের প্রত্যেকের প্রতিই এই ওহী করিয়াছি, 'আমি ব্যতীত কোন মা'বূদ নাই; অতএব তোমরা একমাত্র আমারই ইবাদত কর।'

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا سُبْحٰنَهٗ ؕ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُوْنَ ﴿۲۶﴾

২৭। এবং তাহারা বলে, 'রহমান আল্লাহ্ নিজের জন্য এক পুত্র গ্রহণ করিয়াছেন।' তিনি পবিত্র,বরং তাহারা (যাহাদিগকে তাহারা পুত্র বলিতেছে) তাঁহার সম্মানিত বান্দা;

لَا يَسْبِقُوْنَهٗ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِاَمْرِهٖ يَعْمَلُوْنَ ﴿۲۷﴾

২৮। তাহারা[১৮৮১] তাঁহার কথা বলার পূর্বে কোন কথা বলে না; তাহারা (কেবল) তাঁহারই হুকুম অনুযায়ী কাজ করে।

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُوْنَ ۙ اِلَّا لِمَنِ ارْتَضٰى وَهُمْ مِّنْ خَشْيَتِهٖ مُشْفِقُوْنَ ﴿۲۸﴾

২৯। তিনি জানেন উহাও যাহা তাহাদের সম্মুখে আছে এবং উহাও যাহা তাহাদের পশ্চাতে আছে[১৮৮২] এবং তাহারা ঐ ব্যক্তি ব্যতীত, যাহার প্রতি তিনি সন্তুষ্ট, অন্য কাহারও জন্য সুপারিশ করে না; এবং তাহারা তাঁহার ভয়ে কম্পমান।

وَمَنْ يَّقُلْ مِنْهُمْ اِنِّيْۤ اِلٰهٌ مِّنْ دُوْنِهٖ فَذٰلِكَ نَجْزِيْهِ جَهَنَّمَ ؕ كَذٰلِكَ نَجْزِي الظّٰلِمِيْنَ ﴿۲۹﴾ ع ۲

৩০। এবং তাহাদের মধ্য হইতে যে কেহ ইহা বলিবে,নিশ্চয় 'তিনি ব্যতীত আমি মা'বূদ,' তাহা হইলে আমরা এইরূপ ব্যক্তিকে প্রতিফলে জাহান্নাম দান করিব। বস্তুতঃ যালেমদিগকে আমরা এইরূপ প্রতিফলই দিয়া থাকি।[১৮৮৩] [১৯] ২ ২

সর্বোচ্চ এবং অন্যান্য সকল সত্তা ও বস্তু তাঁহার মহান আধিপত্যের অধীন। ইহা বহু-ঈশ্বরত্বের বিরুদ্ধে আরও একটি দলীল উপস্থাপন করে।

১৮৮০-ক। এই মহান কুরআন পূর্ববর্তী নবীগণের জন্যও সম্মান এবং মর্যাদার দলীল, কারণ ইহা তাহাদের বিরুদ্ধে ঐ সকল আপত্তি ও অপবাদসমূহ খণ্ডন করিয়া তাঁহাদিগকে নির্দোষ প্রমাণ করে, যাহা তাঁহাদের সমকালীন জাতিগুলি মিথ্যারূপে উত্থাপন করিয়াছিল।

১৮৮১। আয়াতে 'তাহারা' সর্বনাম দ্বারা নবীগণকে বুঝায়। আল্লাহ্‌তা'লার প্রেরিত পয়গম্বরগণ অবাধ্যতা, নৈতিক অপরাধ এবং পাপ করিতে পারেন না। এই আয়াত নবীগণের নিষ্পাপ হওয়ার দলীল।

১৮৮২। 'উহাও যাহা তাহাদের সম্মুখে আছে এবং উহাও যাহা তাহাদের পশ্চাতে আছে' এই উক্তির অর্থ এইরূপ হইতে পারেঃ তাহারা যাহা করিয়াছিল এবং যাহা করে নাই বা যাহা করিতে পারে নাই। অথবা এমনও বুঝাইতে পারেঃ যে প্রভাবের অধীনে তাহারা ছিল বা যে সকল পরিবর্তন তাহারা সাধন করিয়াছিল।

১৮৮৩। ইহা বড় তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় যে, যে ক্ষেত্রে খোদায়ী দাবীকারকের মিথ্যা দাবীর অপরাধে কেবল পরলোকে শাস্তি প্রাপ্ত হইবে, সে ক্ষেত্রে ভণ্ড নবুওয়াতের মিথ্যা দাবীদার ইহলোকেই শাস্তি পাইয়া থাকে। তাহারা অকাল মৃত্যুবরণ করে এবং ধ্বংস প্রাপ্ত হয় এবং তাহাদের সমস্ত

اَوَلَمْ يَرَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنٰهُمَا ؕ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ؕ اَفَلَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٣١﴾

৩১। যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহারা কি ইহা দেখে নাই যে, আকাশসমূহ ও পৃথিবী উভয়েই সংবদ্ধ (পিণ্ডাকারে) ছিল;[১৮৮৪] অতঃপর আমরা উভয়কে চিরিয়া ফাড়িয়া পৃথক করিয়া দিলাম ? এবং পানি হইতে আমরা প্রত্যেক জীবিত বস্তুর উদ্ভব করিলাম। তুবও কি তাহারা ঈমান আনিবে না ?

وَجَعَلْنَا فِى الْاَرْضِ رَوَاسِىَ اَنْ تَمِيْدَ بِهِمْ ۖ وَجَعَلْنَا فِيْهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُوْنَ ﴿٣٢﴾

৩২। এবং আমরা পৃথিবীতে দৃঢ় পর্বতমালা সৃষ্টি করিয়াছি যাহাতে ইহা তাহাদিগকে লইয়া কম্পমান না হয়,[১৮৮৫] এবং আমরা ইহাতে প্রশস্ত রাস্তাসমূহ বানাইয়াছি, যাহাতে তাহারা সঠিক পথে পরিচালিত হইতে পারে।

وَجَعَلْنَا السَّمَآءَ سَقْفًا مَّحْفُوْظًا ۚ وَّهُمْ عَنْ اٰيٰتِهَا مُعْرِضُوْنَ ﴿٣٣﴾

৩৩। এবং আমরা আকাশকে সুরক্ষিত ছাদস্বরূপ করিয়াছি,[১৮৮৬] তথাপি তাহারা উহার নিদর্শনসমূহ হইতে মুখ ফিরাইয়া লয়।

সংগঠন নিজেদের জীবনেই নিশ্চিহ্ন হইয়া থাকে (৬৯ঃ৪৫-৪৮)। এই দুই শ্রেণীর ভণ্ড দাবীকারকের সঙ্গে ব্যবহারের মধ্যে পার্থক্যের কারণ এই যে, খোদায়ী দাবীর অসম্ভাব্যতা স্বপ্রমাণিত, সুতরাং এইরূপ দাবীকারকের শাস্তি ইহজগতে হওয়া অনাবশ্যক। কিন্তু নবুওয়াতের এক জন মিথ্যাদাবীদার সরলমনা মানুষকে প্রতারণা করিয়া তাহার মিথ্যা দাবী গ্রহণ করাইতে সফলকাম হইতে পারে যদি তাহাকে শাস্তি-মুক্ত থাকার জন্য আশ্রয় দেওয়া হয়। অতএব তাহাকে পরাজয়, বিহ্বলতা এবং ধ্বংসের পরিণাম ইহজীবনেই ভোগ করিতে হয় এবং দীর্ঘকাল তাহাকে বাঁচিতে দেওয়া হয় না এবং তাহার প্রচারের অগ্রগতিকে রুখিয়া দেওয়া হয়।

১৮৮৪। এই আয়াত এক গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক সত্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মনে হয় ইহাতে বিশ্বের ভৌতপূর্ব অবস্থার প্রতি ইংগিত করতঃ বলা হইয়াছে যে, সমগ্র বিশ্ব, বিশেষতঃ সৌর জগৎ এক অসংবদ্ধ অবয়বহীন অবস্থা অথবা নীহারিকাবৎ পদার্থ-পিণ্ড হইতে বিবর্তন লাভ করিয়াছে। আল্লাহ্‌তা'লা তাঁহার প্রাকৃতিক নিয়মের মধ্যে যে গতি সঞ্চার করিয়াছিলেন সেই অনুযায়ী বস্তুপিণ্ডকে বিযুক্ত করিয়া দিলেন এবং ইহার বিচ্ছিন্ন টুকরাগুলি সৌর জগতের অংশ হিসাবে রূপ নিল (The Universe Surveyed by Harold Richar & The Nature of the Universe by Fred Hoyle)। অতঃপর আল্লাহ্‌তা'লা পানি হইতে সকল জীবনের সৃষ্টি করিলেন। তফসীরাধীন আয়াতের এই পরোক্ষ অর্থ হয় যে, বস্তু-জগতের মত এক আধ্যাত্মিক জগৎও বিশৃংখল ধারণা এবং হাস্যকর বিশ্বাসের অবয়বহীন অবস্থা হইতে উদ্ভূত হয়। আল্লাহ্‌তা'লা যেমন তাঁহার ত্রুটিমুক্ত জ্ঞানের ভিত্তিতে এবং অভিষ্টা লক্ষ্যের পরিকল্পনা অনুযায়ী বস্তুপিণ্ডকে বিভক্ত করিয়াছেন এবং ইহার বিযুক্ত টুকরাগুলি সৌর জগতের অংশে পরিণত করিয়াছেন, ঠিক সেইরূপেই তিনি নৈতিক অধঃগতির মধ্যে গড়াগড়ি খাওয়া বিভ্রান্তিকর ধারণার জগতে এক নূতন আধ্যাত্মিক সুশৃংখল অবস্থা ঘটাইয়া থাকেন। যখন মানবজাতি নৈতিক পতনের সূচী-ভেদ্য অন্ধকারে ডুবিয়া যায় এবং আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডল গভীরভাবে কলুষিত হইয়া উঠে, যখন আল্লাহ্‌তা'লা তাঁহার প্রেরিত পবিত্র মহাপুরুষের সত্তায় নূর(জ্যোতিঃ)আবির্ভূত করেন,যিনি মনকে নৈতিক অসচ্চরিত্রতা ও আত্মিক অধঃপতনের অসার অবস্থা হইতে মুক্ত করিয়া সক্রিয় করিয়া তোলেন। ফলে এক আধ্যাত্মিক জগতের জন্ম হয় যাহা ইহার কেন্দ্র হইতে সম্প্রসারিত হইতে আরম্ভ করে এবং অন্তরালবর্তী প্রেরণার তাগিদে প্রাণবন্ত জীবনের পথ-নির্দেশ লাভ করে এবং পরিণামে সমগ্র পৃথিবীকে পরিবেষ্টিত করে।

১৮৮৫। 'আন তামিদা বিহিম' উক্তির অর্থ পাছে ইহা উহাদিগকে লইয়া দুলিয়া না উঠে; উহাদিগকে সহ কম্পমান না হইয়া পড়ে; উহাদিগের উপকারে আসে। মাদা-এর অর্থ ইহাও হয় যে, সে ফায়দা ও মঙ্গল দান করিয়াছিল (আকরাব)। আয়াত আরো এক বৈজ্ঞানিক সত্যের উপর আলোকপাত করে। ভূবিদ্যা বাস্তবে প্রমাণ করিয়াছে যে, পর্বতগুলি বহুল পরিমাণে পৃথিবীকে ভূমিকম্প হইতে নিরাপদ করিয়াছে। শুরুতে ভূগর্ভ বা পৃথিবীর অভ্যন্তর অতীব গরম ছিল। প্রচণ্ড উত্তাপের ফলে যখন পৃথিবীর অভ্যন্তরে গ্যাসের সৃষ্টি হইল, তখন উহা নির্গমনের জন্য চাপ সৃষ্টি করিল এবং এইরূপে প্রচণ্ড আলোড়নে আগ্নেয়গিরির আকার ধারণ করিল ('মার্ভেলস এণ্ড হিস্টরী অব সায়েন্স' বাই আলিসন হক্স এবং এনসাইক ব্রিট,'জিয়োলজী' অধ্যায়)। আয়াতের মর্ম ইহাও হইতে পারে যে, পৃথিবীর আপন কক্ষের উপর অটলভাবে আবর্তন করিবার জন্য পর্বতশ্রেণী গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক হয়। পৃথিবী স্থির নিশ্চল নহে বরং সূর্যের চতুর্দিকে আপন কক্ষ পথে প্রদক্ষিণ করে। এই তত্ত্ব আবিষ্কারের বহু পূর্বেই কুরআন করীম প্রকাশ করিয়াছিল যে,'পৃথিবী ঘূর্ণায়মান' (২৭ঃ৮৯ এবং ৩৬ঃ৩৯-৪১)।

১৮৮৬। সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ-উপগ্রহ ও নক্ষত্রপুঞ্জসহ এই সৌর-জগৎ এমন এক সুশৃংখল এবং সুদৃঢ় নিয়মের অধীনে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত, যাহা

وَهُوَ الَّذِیْ خَلَقَ الَّیْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ؕ كُلٌّ فِیْ فَلَكٍ یَّسْبَحُوْنَ ﴿۳۴﴾

৩৪। এবং তিনিই রাত্রি ও দিন এবং সূর্য ও চন্দ্র সৃষ্টি করিয়াছেন,[১৮৮৬-ক] প্রত্যেকেই আকাশে (নিজ নিজ) কক্ষপথে সন্তরণ করিতেছে।

وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ ؕ اَفَاْىِٕنْ مِّتَّ فَهُمُ الْخٰلِدُوْنَ ﴿۳۵﴾

৩৫। এবং আমরা তোমার পূর্বে কোন মানুষকে চিরস্থায়ী জীবন দিই নাই। অতঃপর যদি তুমি মরিয়া যাও তাহা হইলে তাহারা কি চিরকাল (এখানে) জীবিত থাকিবে?[১৮৮৭]

كُلُّ نَفْسٍ ذَآىِٕقَةُ الْمَوْتِ ؕ وَنَبْلُوْكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَیْرِ فِتْنَةً ؕ وَاِلَیْنَا تُرْجَعُوْنَ ﴿۳۶﴾

৩৬। প্রত্যেক জীব মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করিবে এবং আমরা তোমাদিগকে মন্দ ও ভাল অবস্থা দ্বারা বিশেষভাবে পরীক্ষা করিব। এবং পরিশেষে আমাদের দিকেই তোমাদিগকে ফিরাইয়া আনা হইবে।

وَاِذَا رَاٰكَ الَّذِیْنَ كَفَرُوْۤا اِنْ یَّتَّخِذُوْنَكَ اِلَّا هُزُوًا ؕ اَهٰذَا الَّذِیْ یَذْكُرُ اٰلِهَتَكُمْ ۚ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمٰنِ هُمْ كٰفِرُوْنَ ﴿۳۷﴾

৩৭। এবং যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহারা যখন তোমাকে দেখে, তখন তাহারা তোমাকে কেবল হাসি-বিদ্রূপের পাত্ররূপে বানাইয়া লয় (এবং বলে) 'এই কি সেই ব্যক্তি যে তোমাদের মা'বূদদিগের (মন্দ বলিয়া) উল্লেখ করে'?[১৮৮৭-ক] অথচ তাহারাই রহমান আল্লাহ্‌কে স্মরণ করিতে অস্বীকার করে।

خُلِقَ الْاِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ ؕ سَاُوْرِیْكُمْ اٰیٰتِیْ فَلَا تَسْتَعْجِلُوْنِ ﴿۳۸﴾

৩৮। মানুষকে ত্বরাপরায়ণ করিয়া সৃষ্টি করা হইয়াছে।[১৮৮৮] আমি নিশ্চয় তোমাদিগকে আমার নিদর্শনাবলী দেখাইব, অতএব তোমরা আমার নিকট তাড়াহুড়া করিও না।

লক্ষ লক্ষ বৎসরব্যাপী বিদ্যমান রহিয়াছে, কখনও পলকের জন্যও এই সমস্ত গ্রহ, নক্ষত্র প্রভৃতির গতিতে সামান্যতম বিচ্যুতি ঘটে নাই। এই সকল জ্যোতিষ্কমণ্ডলী ভূমণ্ডলের উপর এবং ইহাতে বিচরণকারী বাসিন্দাগণের দেহ, রুচি, নৈতিক-চরিত্র ও অবস্থার উপর অত্যন্ত সুপ্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। ঘরের ছাদ যেমন গৃহাভ্যন্তরে বসবাসকারীর জন্য রৌদ্র, বৃষ্টি ও শীত হইতে বাঁচার উপকরণ, ঠিক তেমনভাবেই নভোমণ্ডল নিম্নের পৃথিবীর জন্য আশ্রয়ের কাজ করিয়া থাকে এবং জ্যোতিষ্কমণ্ডলী মানবজাতির উপরে উহাদের হিতকর প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে।

১৮৮৬-ক। রাত্র এবং দিন, সূর্য এবং চন্দ্র সকলকেই আল্লাহ্‌তা'লা সৃষ্টি করিয়াছেন এবং ইহাদের সকলকেই মানবের প্রয়োজনে ও সেবায় নিয়োজিত করিয়াছেন। বস্তুতঃ পৃথিবীতে মানুষের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য ইহারা অপরিহার্য।

১৮৮৭। ইসলামের মহানবী (সাঃ)-এর পূর্বের ধর্মীয় পদ্ধতি এবং বিধানসমূহের আধ্যাত্মিক পতন এবং বিলুপ্তি নির্ধারিত ছিল। নবী করীম (সাঃ) প্রদত্ত ইসলামের একমাত্র বিধান যাহা যিন্দা থাকা এবং শেষ সময় পর্যন্ত চলিতে থাকা অবধারিত ছিল। আয়াতের অন্তর্নিহিত মর্ম ইহাও হইতে পারে যে, কোন মানুষই লয় বা মৃত্যু হইতে মুক্ত নহে, এমন কি নবী করীম (সাঃ)ও নহেন। চিরস্থায়ী এবং চিরঞ্জীব হওয়া একমাত্র আল্লাহ্‌তা'লার একান্ত নিজস্ব গুণ।

১৮৮৭-ক। আরবদের প্রচলিত প্রবাদ ঃ 'লাইন যাকারতানী লাতানদামান্না' অর্থাৎ তুমি যদি আমার কুৎসা গাও, তবে তোমাকে অবশ্যই অনুতাপ করিতে হইবে (লেইন)।

১৮৮৮। 'খুলিকাল্ ইনসানু মিন আজাল' অর্থ, মানুষকে তাড়াহুড়ার স্বভাব দিয়া সৃষ্টি করা হইয়াছে' উক্তির মর্ম এই যে, চঞ্চলতা মানব-সত্তার এক অংশ এবং ইহা তাহার চরিত্রের এত লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য যে, বলা যায়, তাহাকে ঠিক যেন অস্থিরতা হইতেই পয়দা করা হইয়াছে। অর্থাৎ সে প্রকৃতিগতভাবেই তাড়াহুড়া প্রিয়। কাহারো চরিত্রের স্বাভাবিক অবস্থা প্রকাশার্থে আরববাসীরা বলিয়া থাকে 'খুলিকা মিনহু' অর্থাৎ সে ব্যক্তিকে উহা (সেই প্রকৃতির) দ্বারা সৃষ্টি করা হইয়াছে। একইরূপ প্রকাশ ভঙ্গি কুরআন শরীফের অন্যত্র ব্যবহার হইয়াছে (৭ঃ১৩,৩০ঃ৫৫)।

وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٣٨﴾

৩৯। এবং তাহারা বলে, 'যদি তোমরা (হে মুসলমানগণ!) সত্যবাদী হইয়া থাক, তাহা হইলে এই ওয়াদা কখন পূর্ণ হইবে ?'

لَوْ يَعْلَمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا حِيْنَ لَا يَكُفُّوْنَ عَنْ وُّجُوْهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُوْرِهِمْ وَلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ﴿٣٩﴾

৪০। যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহারা যদি সেই সময়কে জানিত যখন তাহারা আগুনকে[১৮৮৯] না তাহাদের মুখমণ্ডল হইতে সরাইতে পারিবে এবং না তাহাদের পৃষ্ঠদেশ হইতে; এবং না তাহাদিগকে কোন প্রকার সাহায্য করা হইবে।

بَلْ تَاْتِيْهِمْ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ ﴿٤٠﴾

৪১। বরং উহা তাহাদের নিকট হঠাৎ আসিয়া পড়িবে এবং তাহাদিগকে হতভম্ব করিয়া দিবে[১৮৯০] তখন তাহারা উহাকে প্রতিরোধ করিতে পারিবে না এবং তাহাদিগকে কোন অবকাশও দেওয়া হইবে না।

وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِيْنَ سَخِرُوْا مِنْهُمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿٤١﴾ ع ٣ ٣ [١٢] ٣

৪২। এবং তোমার পূর্বে যে সকল রসূল অতীত হইয়াছে তাহাদের সহিতও হাসি-বিদ্রূপ করা হইয়াছে,কিন্তু পরিণাম ইহাই হইয়াছিল যে, তাহাদের মধ্য হইতে যাহারা হাসি-বিদ্রূপ করিয়াছিল তাহাদিগকে সেই বিষয়ই আসিয়া ঘিরিয়া ফেলিল যাহা লইয়া তাহারা হাসি-বিদ্রূপ করিত।

قُلْ مَنْ يَّكْلَؤُكُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمٰنِ ؕ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُّعْرِضُوْنَ ﴿٤٢﴾

৪৩। তুমি বল, 'রাত্রি ও দিবসে রহমান আল্লাহ্‌র (শাস্তি) হইতে[১৮৯১] কে তোমাদিগকে রক্ষা করিতে পারে ?' বরং তাহারা তাহাদের প্রতিপালকের স্মরণ হইতে মুখ ফিরাইয়া লয়।

اَمْ لَهُمْ اٰلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِّنْ دُوْنِنَا ؕ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ نَصْرَ اَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِّنَّا يُصْحَبُوْنَ ﴿٤٣﴾

৪৪। তাহাদের কি এমন মা'বূদ আছে যাহারা তাহাদিগকে আমাদের মোকাবেলায় রক্ষা করিতে পারে ? তাহারা নিজেদেরই কোন সাহায্য করিতে পারে না, এবং আমাদের মোকাবেলায় তাহাদিগকে কোন সঙ্গ-সাহচর্যও প্রদান করা হইবে না।

بَلْ مَتَّعْنَا هٰٓؤُلَآءِ وَاٰبَآءَهُمْ حَتّٰى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ ؕ اَفَلَا يَرَوْنَ اَنَّا نَاْتِي الْاَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ اَطْرَافِهَا ؕ اَفَهُمُ

৪৫। বস্তুতঃ আমরা তাহাদিগকে এবং তাহাদের পিতৃপুরুষদিগকে বহু (পার্থিব) ভোগ-সম্ভার দিয়াছিলাম,এমন কি তাহাদের আয়ুষ্কাল দীর্ঘ হইয়া গেল। সুতরাং তাহারা কি দেখে

১৮৮৯। এখানে অগ্নি অর্থ যুদ্ধের অগ্নি যাহা কাফেরেরা নিজেরাই প্রজ্জ্বলিত করিয়াছিল এবং উহাতে তাহারাই ধ্বংস হইয়াছিল। তাহারাই ইসলামের বিরুদ্ধে তরবারি উঠাইয়াছিল এবং তরবারি দ্বারাই তাহারা বিনষ্ট হইয়াছিল। 'তাহাদের মুখমণ্ডল হইতে' শব্দগুলির মর্ম এই যে, শাস্তি তাহাদের সম্মুখে দেখিবে অর্থাৎ উহার নিদর্শনসমূহ প্রকাশিত এবং দৃষ্টি গোচর হইবে।'এবং না তাহাদের পৃষ্ঠদেশ হইতে' উক্তির মর্ম এই যে, শাস্তি আসিয়া তাহাদিগকে অতর্কিতে ধৃত করিবে। অধিকন্তু শাস্তি তাহাদের সকলকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিবে— তাহাদের নেতাগণকে এবং সাধারণ জনগণকে (উজুহ শব্দের অন্য অর্থ সর্দারগণ-লেইন)।

১৮৯০। আয়াতের ইশারা মক্কা নগরের পতনের প্রতিও হইতে পারে, যখন কোরায়শগণ অতর্কিত আক্রমণে সম্পূর্ণভাবে পরাভূত হইয়াছিল।

১৮৯১। 'মিন' শব্দের অর্থ বিরুদ্ধে; হইতে; পরিবর্তে (আকরাব)।

الْغٰلِبُوْنَ ﴿٤٤﴾

না যে, আমরা দুনিয়াকে উহার চতুর্দিক হইতে সংকীর্ণ করিয়া অগ্রসর হইতেছি?[১৮৯২] তবুও কি তাহারা বিজয়ী হইবে ?

قُلْ اِنَّمَآ اُنْذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ ۚ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَآءَ اِذَا مَا يُنْذَرُوْنَ ﴿٤٥﴾

৪৬। তুমি বল, 'আমি কেবল ওহী দ্বারা তোমাদিগকে সতর্ক করিতেছি।' কিন্তু বধিরগণ শুনিতে পারে না যখন তাহাদিগকে সতর্ক করা হয়।

وَلَئِنْ مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُوْلُنَّ يٰوَيْلَنَآ اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ﴿٤٦﴾

৪৭। এবং যদি তোমার প্রতিপালকের আযাবের কোন ঝাপ্‌টা তাহাদিগকে স্পর্শ করে তাহা হইলে নিশ্চয় তাহারা বলিবে, 'হায়! আমাদের দুর্ভাগ্য, আমরা নিশ্চয় যালেম ছিলাম।'

وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا ۭ وَاِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ اَتَيْنَا بِهَا ۭ وَكَفٰى بِنَا حٰسِبِيْنَ ﴿٤٧﴾

৪৮। এবং কেয়ামতের দিন আমরা ন্যায়-বিচারের মান-দণ্ড সংস্থাপন করিব, ফলে কাহারও প্রতি কোন যুলুম করা হইবে না।[১৮৯৩] এবং যদি এক সরিষা-বীজ পরিমাণও কোন কিছু (কর্ম) থাকে আমরা উহা উপস্থিত করিয়া দিব। বস্তুতঃ হিসাব গ্রহণে আমরাই যথেষ্ট।

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاۗءً وَّذِكْرًا لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿٤٨﴾

৪৯। এবং মূসা ও হারূনকে আমরা ফুরকান (সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্যকারী নিদর্শন) এবং আলো এবং উপদেশবাণী দিয়াছিলাম—মুত্তাকীগণের জন্য,

الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُوْنَ ﴿٤٩﴾

৫০। যাহারা তাহাদের প্রতিপালককে অদৃশ্যেও ভয় করে এবং (হিসাব নিকাশের) নির্ধারিত সময় সম্বন্ধেও ভীত থাকে।

وَهٰذَا ذِكْرٌ مُّبٰرَكٌ اَنْزَلْنٰهُ ۭ اَفَاَنْتُمْ لَهٗ مُنْكِرُوْنَ ﴿٥٠﴾ ع

৫১। এবং ইহা (কুরআন) এক পরম বরকতপূর্ণ[১৮৯৪] উপদেশবাণী, যাহাকে আমরা নাযেল করিয়াছি। অতএব তোমরা কি ইহার অস্বীকারকারী হইবে ?

৪ [৯] ৪

১৮৯২। কোন জাতির উন্নতির কাল যখন দীর্ঘ হয়, তখন তাহারা এই ভুল ধারণার কারণে কষ্টে পতিত হয় যে, তাহাদের উন্নতি ও অগ্রগতি কখনও অধঃগতির মুখ দেখিবে না। ইহার ফলশ্রুতিতে তাহারা উদ্ধত হয় এবং তাহাদের অন্তর কঠিন হইয়া পড়ে। এইভাবে তাহাদের উন্নতির সুদীর্ঘ সময় তাহাদের পতনের কারণ হয়। এই আয়াত অবিশ্বাসীদিগকে কল্পিত বিষয় ও মিথ্যা আত্মপ্রসাদের বিরুদ্ধে সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়া বলিয়াছে যে, তাহাদের উন্নতি ও সাফল্য অনির্দিষ্টভাবে চলিবে না এবং সেই সঙ্গে তাহাদিগকে এই প্রকৃত ঘটনার প্রতি চক্ষু বন্ধ না করিয়া চলিতে নির্দেশ দিয়াছে যে, আল্লাহ্‌তা'লা ধীরে ধীরে কিন্তু নিশ্চিতরূপে,দুনিয়াকে চতুর্দিক হইতে সংকুচিত ও ছোট করিয়া আনিতেছেন, অর্থাৎ ইসলাম ধর্ম সমাজের প্রতি গৃহে, সকল অংশে এবং স্তরে স্তরে প্রবেশ লাভ করিয়া চলিয়াছে।

১৮৯৩। এই আয়াত ইহা স্পষ্ট করিয়া দিয়াছে যে, জাহান্নাম চিরস্থায়ী নহে, সামান্যতম সৎকর্মও যদি কোন মানুষ করে সে উহার পুরস্কার পাইবে, তৎপর এমন এক সময় অবশ্যই আসিবে যখন আযাব শেষ হইয়া যাইবে এবং সৎকাজের সুফল ও পুরস্কার আরম্ভ হইবে। অন্যান্য ধর্মের শিক্ষার বিপরীতে কুরআনের শিক্ষা এই যে,জান্নাতই চিরস্থায়ী, জাহান্নাম নহে। আরও ১৩৫১ টীকা দেখুন।

১৮৯৪। 'মুবারাকুন' (অর্থ—মঙ্গল, ভাল) শব্দ এইসকল ভাব প্রকাশ করে যেমনঃ স্থিরতা; দৃঢ়তা; মঙ্গল; প্রাচুর্য; উন্নয়ন এবং সংগ্রহ ইত্যাদি (লেইন)। ইহা শুধু কুরআনের জন্যই সংরক্ষিত এক বিশেষ বিশেষণ বা গুণাবাচক উক্তি (৬ঃ৯৩) এবং এই নামের মধ্যে ইহার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ স্বাতন্ত্র অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। 'মুবারাকুন' অর্থ মঙ্গলপূর্ণ হওয়ায় কুরআন করীম সকল সদ্‌গুণাবলী নিজের মধ্যে একত্রিভূত করিয়াছে, যাহার অধিকারী হওয়াই এক ঐশী-গ্রন্থের পক্ষে সমীচীন। এমন কোন মঙ্গল নাই যাহা প্রচুর পরিমাণে ইহা ধারণ করে না এবং যাহা তুলনায় অন্যান্য গ্রন্থ হইতে শ্রেষ্ঠতর নহে।

وَلَقَدْ اٰتَيْنَآ اِبْرٰهِيْمَ رُشْدَهٗ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهٖ عٰلِمِيْنَ ﴿٥١﴾

৫২। এবং নিশ্চয় আমরা ইতিপূর্বে ইব্‌রাহীমকে তাহার সঠিক পথ নির্ণয়ের যোগ্যতা প্রদান করিয়াছিলাম এবং আমরা তাহার সম্বন্ধে সম্যক পরিজ্ঞাত ছিলাম।

اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ وَقَوْمِهٖ مَا هٰذِهِ التَّمَاثِيْلُ الَّتِيْٓ اَنْتُمْ لَهَا عٰكِفُوْنَ ﴿٥٢﴾

৫৩। যখন সে তাহার পিতা ও তাহার কওমকে বলিয়াছিল, 'এইসব প্রতিমা কি[১৮৯৫] যাহাদের সম্মুখে তোমরা ধ্যান-মগ্ন হইয়া বসিয়া থাক ?'

قَالُوْا وَجَدْنَآ اٰبَآءَنَا لَهَا عٰبِدِيْنَ ﴿٥٣﴾

৫৪। তাহারা বলিল, 'আমরা আমাদের পিতৃপুরুষগণকে এইভাবে ইহাদের ইবাদত করিতে দেখিয়া আসিতেছি।'

قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ اَنْتُمْ وَاٰبَآؤُكُمْ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٥٤﴾

৫৫। সে বলিল, 'তাহা হইলে তোমরা এবং তোমাদের পিতৃপুরুষগণও প্রকাশ্য ভ্রান্তির মধ্যে নিপতিত।'

قَالُوْٓا اَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ اَمْ اَنْتَ مِنَ اللّٰعِبِيْنَ ﴿٥٥﴾

৫৬। তাহারা বলিল, 'তুমি কি আমাদের নিকট (প্রকৃতই) সত্য লইয়া আসিয়াছ অথবা তুমি আমাদের সহিত হাসি-ঠাট্টা করিতেছ ?'

قَالَ بَلْ رَّبُّكُمْ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الَّذِيْ فَطَرَهُنَّ ۫ وَاَنَا عَلٰى ذٰلِكُمْ مِّنَ الشّٰهِدِيْنَ ﴿٥٦﴾

৫৭। সে বলিল, 'বরং আকাশসমূহের এবং পৃথিবীর প্রতিপালকই তোমাদের প্রতিপালক যিনি এইগুলিকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং আমি এই বিষয়ে তোমাদের সম্মুখে অপরাপর সাক্ষীদের[১৮৯৬] মধ্যে অন্যতম;

وَتَاللّٰهِ لَاَكِيْدَنَّ اَصْنَامَكُمْ بَعْدَ اَنْ تُوَلُّوْا مُدْبِرِيْنَ ﴿٥٧﴾

৫৮। এবং আল্লাহ্‌র কসম, তোমাদের পিঠ ফিরাইয়া চলিয়া যাওয়ার পর আমি নিশ্চয় তোমাদের প্রতিমাগুলির বিরুদ্ধে অবশ্যই পরিকল্পনা গ্রহণ করিব।'

فَجَعَلَهُمْ جُذٰذًا اِلَّا كَبِيْرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ اِلَيْهِ يَرْجِعُوْنَ ﴿٥٨﴾

৫৯। অতঃপর সে ঐগুলিকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া ফেলিল, একমাত্র উহাদের প্রধানটি ব্যতীত, যেন তাহারা উহার নিকট পুনরায় ফিরিয়া আসে।[১৮৯৭]

قَالُوْا مَنْ فَعَلَ هٰذَا بِاٰلِهَتِنَآ اِنَّهٗ لَمِنَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٥٩﴾

৬০। তাহারা বলিল, 'আমাদের মা'বূদদের সহিত এইরূপ কে করিল ? সে নিশ্চয় যালেমদের অন্তর্ভুক্ত।'

১৮৯৫। 'মা' উক্তি এখানে ঘৃণা-সূচক এবং প্রশ্ন-সূচক নহে। প্রতিমা উপাসকদিগের সঙ্গে কথা বলার সময় হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ) সাধারণভাবে বিদ্রূপের ব্যবহার করিয়াছিলেন (দেখুন ৬ঃ৭৭, ৭৮, ৭৯)। মনে হয় তিনি তাঁহার জাতিকে বলিয়াছিলেন, 'কিরূপ নিষ্ফল এবং তুচ্ছ এই মূর্তিগুলি যে সবের তোমরা উপাসনা কর।' হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ) যেখানে শ্লেষপূর্ণভাব ব্যবহার করিয়াছিলেন, সেখানে হযরত ঈসা (আঃ) রূপকে কথা বলিয়াছিলেন।

১৮৯৬। আয়াত এই পরম সত্যের দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করিতেছে যে, নবীগণ যখন আল্লাহ্‌র সম্বন্ধে কথা বলেন তখন ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলোকে বলেন, তাঁহারা মানুষকে আল্লাহ্‌র দিকে আহ্‌বান শুধু এই কারণে করেন না যে, আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের চাহিদা মানবের স্বভাবেই নিহিত রহিয়াছে, বরং তাঁহারা পূর্ণ আস্থা এবং অবিচল প্রত্যয়ের সঙ্গেই এরূপ করিয়া থাকেন (১২ঃ১০৯)।

১৮৯৭। 'ইলাইহে' উক্তিতে 'হে' সর্বনাম আল্লাহ্‌তা'লাকে বা প্রধান প্রতিমাকে অথবা স্বয়ং ইব্‌রাহীম (আঃ)-কেও বুঝাইতে পারে।

قَالُوْا سَمِعْنَا فَتًى يَّذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهٗٓ اِبْرٰهِيْمُ ﴿٦١﴾

৬১। তাহারা (অন্য লোকেরা) বলিল 'আমরা এক যুবককে ইহাদের (সম্বন্ধে মন্দ) উল্লেখ[১৮৯৮] করিতে শুনিয়াছি যে ইব্‌রাহীম বলিয়া অভিহিত।'

قَالُوْا فَاْتُوْا بِهٖ عَلٰٓى اَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُوْنَ ﴿٦٢﴾

৬২। তাহারা বলিল, 'তাহা হইলে তাহাকে সব লোকের চোখের সামনে আন যেন তাহারা (তাহার বিরুদ্ধে) সাক্ষ্য দিতে পারে।'[১৮৯৯]

قَالُوْٓا ءَاَنْتَ فَعَلْتَ هٰذَا بِاٰلِهَتِنَا يٰٓاِبْرٰهِيْمُ ﴿٦٣﴾

৬৩। তাহারা বলিল, 'হে ইব্‌রাহীম! তুমিই কি আমাদের মা'বূদগণের সহিত এইরূপ করিয়াছ?'

قَالَ بَلْ فَعَلَهٗ ۖ كَبِيْرُهُمْ هٰذَا فَسْـَٔلُوْهُمْ اِنْ كَانُوْا يَنْطِقُوْنَ ﴿٦٤﴾

৬৪। সে বলিল, 'অবশ্যই কেহ ইহা করিয়াছে। তাহাদের সর্বাপেক্ষা বড় প্রতিমা এই তো। অতএব যদি তাহারা কথা বলিতে পারে তাহা হইলে তোমরা তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর।'[১৯০০]

فَرَجَعُوْٓا اِلٰٓى اَنْفُسِهِمْ فَقَالُوْٓا اِنَّكُمْ اَنْتُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿٦٥﴾

৬৫। অতঃপর তাহারা পরস্পর পরস্পরের দিকে তাকাইল এবং বলিল, 'আসলে যালেম তো তোমরাই।'

ثُمَّ نُكِسُوْا عَلٰى رُءُوْسِهِمْ ۚ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هٰٓؤُلَآءِ يَنْطِقُوْنَ ﴿٦٦﴾

৬৬। তখন তাহাদের মস্তক লজ্জায় অবনত হইয়া পড়িল[১৯০১] (এবং ইব্‌রাহীমকে বলিল,) 'তুমি তো জানই যে ইহারা কথা বলে না।'

قَالَ اَفَتَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْـًٔا وَّلَا يَضُرُّكُمْ ﴿٦٧﴾

৬৭। সে বলিল, 'তবুও কি তোমরা আল্লাহ্‌কে ছাড়িয়া এমন বস্তুর ইবাদত কর, যাহা তোমাদের না কোন কল্যাণ করিতে পারে এবং না কোন অকল্যাণ করিতে পারে?

১৮৯৮। 'যাকারাহু'-এর অর্থ সে তাহার সম্বন্ধে প্রশংসা করিয়াছিল বা মন্দ বলিয়াছিল; তাহার দোষ উল্লেখ করিয়াছিল (লেইন)।

১৮৯৯। জনসমক্ষে হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ)-কে হাজির করা হইয়াছিল। ইহার দুইটি কারণ হইতে পারে যে, যাহারা তাঁহাকে প্রতিমা সম্বন্ধে কুৎসা করিতে শুনিয়াছিল, তাহাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা অথবা তাঁহার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য গ্রহণ করার পর তাহাকে কি শাস্তি দেওয়া উচিৎ সেই বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা এবং সেই শাস্তির দৃশ্য অবলোকন করা যাহা হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ)-কে প্রদান করার উদ্দেশ্য ছিল।

১৯০০। আয়াতে উল্লেখিত অর্থ ছাড়াও আরবী ভাষায় প্রকাশিত উক্তি হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ) কর্তৃক প্রতিমা উপাসকদিগের সহিত সচরাচর কথা বলার অভ্যাসগত শ্লেষাত্মক ভঙ্গি হইতে পারে। এই ক্ষেত্রে শব্দগুলির অর্থ এরূপ কিছু হইবেঃ আমি কেন ইহা করিব? তাহাদের বড়টি করিলে করিতে পারে। অর্থাৎ ঘটনার সত্যতা কোন প্রশ্নের বা আমার কৈফিয়তের প্রয়োজনের অপেক্ষা রাখে না যে, আমিই এই কাজ করিয়াছি। যদি আমি ইহা না করিয়া থাকি, তাহা হইলে এই প্রাণহীন অচেতন প্রস্তর খণ্ডগুলি কি এই কাজটি করিতে পারে? হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ) মনে হয় তাঁহার জাতির লোকদিগকে তিরস্কার করিয়াছিলেন এবং তাহাদের প্রতিমা-উপাসনা-ভিত্তিক এই ধর্মের অসারতা তাহাদিগকে অবহিত করিয়াছিলেন—প্রথমে মূর্তিগুলিকে ভাঙ্গিয়া দিয়া এবং তারপর প্রতিমাগুলিকে জিজ্ঞাসা করিবার জন্য ভক্তদিগকে এই মর্মে চ্যালেঞ্জ করিয়া যে, উহারা যদি কথা বলার শক্তি রাখে, তবে তাহাদিগকে বলিয়া দিতে বল যে কে উহাদিগকে ভাঙ্গিয়াছে।

১৯০১। এই আরবী প্রকাশ ভঙ্গীর অর্থঃ (ক) তাহারা পূর্বের কুফরীর অবস্থায় ফিরিয়া গেল, অথবা তাহাদের পূর্বেকার অসদাচরণে ফিরিয়া গেল; (খ) সঠিক পথ গ্রহণ করার পর পুনরায় তাহারা বাদানুবাদে প্রত্যাবর্তন করিল; (গ) তাহারা লজ্জায় মস্তক অবনত করিল এবং সম্পূর্ণ হতবাক হইয়া গেল (লেইন এবং মায়ানী)।

أُفٍّ لَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ۖ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٦٨﴾

৬৮। ধিক, তোমাদের জন্য এবং তাহাদের জন্যও যাহাদের তোমরা ইবাদত কর আল্লাহ্‌কে ছাড়িয়া। তবুও কি তোমরা বিবেক-বুদ্ধি খাটাইবে না ?'

قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ ﴿٦٩﴾

৬৯। তাহারা বলিল, 'তোমরা তাহাকে আগুনে পোড়াইয়া ফেল এবং নিজেদের মা'বূদদের সাহায্য কর যদি তোমরা অবশ্যই কিছু করিতে চাহ।'

قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ﴿٧٠﴾

৭০। আমরা বলিলাম, 'হে আগুন ! ইব্‌রাহীমের জন্য শীতল হও এবং নিরাপত্তার[১৯০২] কারণ হও।'

وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ ﴿٧١﴾

৭১। এবং তাহারা তাহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়াছিল, কিন্তু আমরা তাহাদিগকেই ক্ষতিগ্রস্ত করিলাম।

وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ ﴿٧٢﴾

৭২। এবং আমরা তাহাকে এবং লূতকে উদ্ধার করিয়াছিলাম সেই দেশে যেখানে আমরা বিশ্ববাসীর জন্য বরকত রাখিয়াছিলাম।[১৯০৩]

وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ ۖ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً ۖ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ ﴿٧٣﴾

৭৩। এবং আমরা তাহাকে দান করিয়াছিলাম ইসহাককে এবং পৌত্ররূপে ইয়া'কুবকে এবং আমরা তাহাদের সকলকেই সৎকর্মশীল করিয়াছিলাম।

وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ ۖ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ ﴿٧٤﴾

৭৪। এবং আমরা তাহাদিগকে ইমাম মনোনীত করিয়াছিলাম, তাহারা আমাদের আদেশানুযায়ী (লোকদিগকে) হেদায়াত দিত; এবং আমরা তাহাদের প্রতি নেক কাজ করিতে এবং নামায কায়েম করিতে এবং যাকাত দিতে ওহী করিয়াছিলাম। বস্তুতঃ তাহারা সকলেই আমাদের ইবাদতকারী বান্দা ছিল।

১৯০২। আগুন কিভাবে শান্ত হইয়াছিল বলা হয় নাই। সময় মত বৃষ্টি অথবা প্রবল ঝঞ্ঝা হয়ত উহাকে নিভাইয়া দিয়াছিল। যেভাবেই হউক আল্লাহ্‌তা'লা এমন অবস্থা সৃষ্টি করিয়াছিলেন যাহা ইব্‌রাহীম (আঃ)-কে রক্ষা করিয়াছিল। অলৌকিক বিষয় সর্বদাই রহস্যাবৃত হয় এবং হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ)-এর আগুন হইতে বাঁচিয়া যাওয়া নিঃসন্দেহে এক অত্যাশ্চর্য অলৌকিক রহস্য। হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ)-কে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হইয়াছিল। ইহা কেবল ইহুদীগণ কর্তৃকই স্বীকৃত নহে, প্রাচ্যের খৃষ্টানগণও ইহাতে স্বীকৃতি দেয়— উক্ত ঘটনার স্মৃতি উৎসব উদ্‌যাপনের জন্য সিরীয় পঞ্জীতে দ্বিতীয় কেনুন বা জানুয়ারী মাসের ২৫ তারিখের দিনটি পৃথকভাবে চিহ্নিত করা আছে (Hyde, De Rel. vet Pers, P. 73);See also Mdr. Rabbah on Gen. par 17; Schalacheleth Hakabala, 2; Maimon de Idol. Ch 1; and Jad Hachazakah vet, 6).

১৯০৩। হযরত ইব্‌রাহীম 'উর' (মেসোপটেমিয়া) হইতে 'হারান' পর্যন্ত ভ্রমণ করিয়াছিলেন এবং আল্লাহ্‌তা'লা কর্তৃক নির্দেশিত হইয়া তিনি সে স্থান হইতে কেনান গিয়াছিলেন, সে দেশ তাঁহার পরবর্তী বংশধরগণকে দেওয়ার জন্য আল্লাহ্ নির্ধারিত রাখিয়াছিলেন। এই ভ্রমণের এক নির্দিষ্ট লক্ষ্য এবং বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। ঐশী-পরিকল্পনা এবং কর্মসূচী অনুসরণে পবিত্র নবীগণ অথবা তাহাদের অনুসারীগণকে কোন না কোন সময়ে নিজেদের মাতৃভূমি হইতে হিজরত করিতে হইয়াছে।

وَلُوْطًا اٰتَيْنٰهُ حُكْمًا وَّ عِلْمًا وَّ نَجَّيْنٰهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِيْ كَانَتْ تَّعْمَلُ الْخَبٰٓئِثَ ؕ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمَ سَوْءٍ فٰسِقِيْنَ ۙ﴿۷۵﴾

৭৫। এবং লূতকে আমরা হিকমত ও জ্ঞান দান করিয়াছিলাম। এবং তাহাকে সেই জনপদ হইতে উদ্ধার করিয়াছিলাম যাহারা জঘন্য কাজ করিত। নিশ্চয় তাহারা অতিশয় মন্দ এবং দুষ্কৃতকারী ছিল।

وَاَدْخَلْنٰهُ فِيْ رَحْمَتِنَا ؕ اِنَّهٗ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿۷۶﴾ ع

৭৬। এবং আমরা তাহাকে আমাদের রহমতের মধ্যে দাখিল করিলাম; নিশ্চয় সে সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

وَنُوْحًا اِذْ نَادٰى مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ فَنَجَّيْنٰهُ وَ اَهْلَهٗ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيْمِ ۚ﴿۷۷﴾

৭৭। এবং (স্মরণ কর) নূহকে, যখন সে ইতিপূর্বে (আমাদিগকে) ডাকিয়াছিল এবং আমরা তাহার দোয়া শুনিয়াছিলাম এবং তাহাকে ও তাহার পরিজনকে এক পরম উৎকণ্ঠা হইতে উদ্ধার করিয়াছিলাম,[১৯০৪]

وَنَصَرْنٰهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ؕ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمَ سَوْءٍ فَاَغْرَقْنٰهُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿۷۸﴾

৭৮। এবং আমরা তাহাকে সেই কওমের বিরুদ্ধে সাহায্য করিয়াছিলাম যাহারা আমাদের নির্দশনসমূহকে মিথ্যা বলিয়া অস্বীকার করিয়াছিল, নিশ্চয় তাহারা নিকৃষ্ট কওম ছিল; ফলে আমরা তাহাদের সকলকেই নিমজ্জিত করিয়াছিলাম।

وَدَاوٗدَ وَسُلَيْمٰنَ اِذْ يَحْكُمٰنِ فِي الْحَرْثِ اِذْ نَفَشَتْ فِيْهِ غَنَمُ الْقَوْمِ ۚ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شٰهِدِيْنَ ۙ﴿۷۹﴾

৭৯। এবং দাউদকেও এবং সুলায়মানকেও (স্মরণ কর) যখন তাহারা উভয়ে এক শষ্যক্ষেত্রের ঝগড়া সম্বন্ধে ফয়সালা করিতেছিল[১৯০৫] সেই সময় যখন এক কওমের ছাগ-পাল রাত্রিকালে উহা খাইয়া ফেলিয়াছিল এবং আমরা তাহাদের ফয়সালার সাক্ষী ছিলাম।

فَفَهَّمْنٰهَا سُلَيْمٰنَ ۚ وَكُلًّا اٰتَيْنَا حُكْمًا وَّ عِلْمًا ۫ وَّ سَخَّرْنَا مَعَ دَاوٗدَ الْجِبَالَ

৮০। আমরা সুলায়মানকে বিষয়টি বুঝাইয়া দিয়াছিলাম[১৯০৬] এবং আমরা তাহাদের প্রত্যেককে শাসন-ক্ষমতা ও জ্ঞান দান

১৯০৪। ইহা উল্লেখযোগ্য যে, এই সূরা পরীক্ষা এবং কঠোর দুঃখ-দুর্দশার কথা বিশেষভাবে বর্ণনা করিয়াছে যাহার মধ্য দিয়া অধিকাংশ নবীগণকে তাহাদের নিজ নিজ যুগে অতিক্রম করিতে হইয়াছিল এবং সেই পথেও চলিতে হইয়াছিল যেজন্য আল্লাহ্‌তা'লা তাহাদিগকে সাহায্য করিয়াছিলেন এবং উৎপীড়ন হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। এইগুলির পরিপ্রেক্ষিতে ইহাই বুঝায় যে, সংশ্লিষ্ট নবীগণের মত ইসলাম ধর্মের পবিত্র নবী করীম (সাঃ)-কেও দুঃখ-কষ্ট সহ্য করিতে হইবে এবং তিনিও এই কঠোর পরীক্ষা হইতে কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হইবেন।

১৯০৫। বাচনভঙ্গির সৌন্দর্য সাধনকল্পে বর্তমান এবং পরবর্তী কিছু আয়াতে আলংকারিক ভাষার ব্যবহার হইয়াছে। আল্ হারস (অর্থ ফসল, শস্য) শব্দ সোলায়মান (আঃ)-এর দেশ হইতে পারে এবং 'ঘানামুল কাওম' (অর্থ ঃ লোকদিগের ভেড়ার পাল) শব্দসমূহের দ্বারা প্রতিবেশী লুণ্ঠনজীবী বন্য উপজাতিকে বুঝাইতে পারে, যাহারা সোলায়মান (আঃ)-এর দেশ আক্রমণ করিয়াছিল। এই সূত্র সেই কর্মপন্থা সম্পর্কিত;যাহা হযরত দাউদ এবং সোলায়মান (আঃ) সেই সকল হিংস্র উপজাতিগুলির লুণ্ঠন প্রতিহত এবং তাহাদিগকে পরাজিত করিবার জন্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। হযরত দাউদ (আঃ) খুব বড় যোদ্ধা ছিলেন,কাজেই তিনি কঠোর শাসন-প্রণালীর পক্ষপাতি ছিলেন। হযরত সোলায়মান (আঃ) কোমল পন্থা অনুসরণ করিতে চাহিতেন এবং উপজাতিগুলির প্রতি বন্ধুত্বের হাত বাড়াইয়া চুক্তিবদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে জয় করিতে চাহিয়াছিলেন।

১৯০৬। এই উক্তির মর্ম এই যে, সোলায়মান (আঃ)-এর মধ্যপন্থী এবং আপোষ মনোভাবের কর্মপন্থা সেই সময়ে বিদ্যমান পরিস্থিতিতে সঠিক এবং উপযুক্ত ছিল। কতক ইহুদী লেখকেরা তাঁহার বিরুদ্ধে এই দোষারোপ করিয়াছিল যে, দুর্বল-পন্থা অনুসরণ করায় তাঁহার রাজ বংশের পতন ঘটিয়াছিল—ইহা ভিত্তিহীন। কিন্তু সোলায়মান (আঃ)-এর পক্ষ সমর্থন এই অর্থে লওয়া সঙ্গত হইবে না যে, দাউদ (আঃ)-এর অনুসৃত সমকালীন কঠোর পন্থা ভ্রান্ত ছিল। এইরূপ ধারণা-জনিত যে কোন ভুল ধারণার অপনোদন করা হইয়াছে—'এবং তাহাদের প্রত্যেককে শাসন-ক্ষমতা

يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ ۚ وَكُنَّا فٰعِلِيْنَ ﴿٨٠﴾

করিয়াছিলাম। এবং আমরা পর্বতমালা এবং পক্ষীকুলকেও দাউদের সঙ্গে সেবায় নিয়োজিত করিয়াছিলাম, তাহারা সকলেই (আল্লাহ্‌র) তসবীহ্ করিত।[১৯০৭] আমরা সব কিছু করিতে ক্ষমতাবান।

وَعَلَّمْنٰهُ صَنْعَةَ لَبُوْسٍ لَّكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِّنْۢ بَاْسِكُمْ ۚ فَهَلْ اَنْتُمْ شٰكِرُوْنَ ﴿٨١﴾

৮১। এবং আমরা তাহাকে তোমাদের জন্য বিশেষ একপ্রকার পোশাক[১৯০৮] (বর্ম) প্রস্তুত করার শিল্প-কলা শিক্ষা দিয়াছিলাম যেন উহা তোমাদিগকে তোমাদের পরস্পরের যুদ্ধের আঘাত হইতে রক্ষা করে। অতএব তোমরা কি কৃতজ্ঞ হইবে ?

وَلِسُلَيْمٰنَ الرِّيْحَ عَاصِفَةً تَجْرِيْ بِاَمْرِهٖۤ اِلَى الْاَرْضِ الَّتِيْ بٰرَكْنَا فِيْهَا ۭ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عٰلِمِيْنَ ﴿٨٢﴾

৮২। এবং আমরা প্রচণ্ড বায়ুকেও সুলায়মানের নিয়ন্ত্রণাধীন করিয়াছিলাম যাহা তাহার আদেশে সেই দেশের দিকে প্রবাহিত হইত যাহাতে আমরা বরকত রাখিয়াছিলাম।[১৯০৯] এবং আমরা প্রত্যেক বিষয়ে সম্যক পরিজ্ঞাত।

ও জ্ঞান দান করিয়াছিলাম' এই বাক্যাংশ দ্বারা ইহা সুস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে যে, দাউদ এবং সোলায়মান (আঃ) উভয়ের কর্মপন্থাই স্থান, কাল ও অবস্থানুযায়ী সঠিক ও উত্তম ছিল।

১৯০৭। 'এবং আমরা পর্বতমালা এবং পক্ষীকুলকে দাউদের সঙ্গে সেবায় নিয়োজিত করিয়াছিলাম,তাহারা সকলেই আল্লাহ্‌র তসবীহ্ করিত' এই শব্দগুলির আক্ষরিকভাবে কেহ কেহ এই অর্থ করেন যে, পর্বত ও পক্ষীকুল দাউদ (আঃ)-এর নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল এবং যখন তিনি আল্লাহ্‌র তসবীহ্ করিতেন তখন উহারা তাঁহার সঙ্গে সেই সৎকর্মে যোগদান করিতেন। উক্ত শব্দসমূহের কেবল এই অর্থ হয় যে, ধনীলোকেরা (পর্বতমালা) এবং উচ্চমার্গের রূহানী লোকগণ (পক্ষীকুল) দাউদ (আঃ)-এর সঙ্গে আল্লাহ্‌র মহিমা ঘোষণা এবং প্রশংসা-গীত গাহিত। কুরআন করীমের বহু স্থানে কেবল পর্বতমালা ও পক্ষীকুল নহে, বরং আকাশ এবং যমীনের অন্যান্য সবকিছু—সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্রসমূহ, দিন এবং রাত্রি, পশু, পাখি, নদী, সমুদ্র, বাতাস মেঘমালা ইত্যাদি সকলকেই মানুষের অধীন করা হইয়াছে বলিয়া বর্ণিত আছে (২ঃ১৬৫; ৭ঃ৫৫; ২২ঃ৩৮ এবং ৪৫ঃ১৩-১৪)। 'জিবাল' শব্দের অর্থ ইহাও হইতে পারে যে, পাহাড়ের অধিবাসীগণ, যেমন কখনও বাসস্থানের নামানুযায়ী জাতির নামও হইয়া থাকে (১২ঃ৮৩)। এইরূপে পর্বতশ্রেণী হযরত দাউদ (আঃ)-এর অধিনস্থ হওয়ার অর্থ ইহাও হইতে পারে যে, তিনি পর্বতে বসবাসীকারী জংলী ও হিংস্র উপজাতিদিগকে জয় করিয়া নিজ শাসনাধীনে আনিয়াছিলেন। তিনি পাহাড়ী বন্য উপজাতিগুলিকে পরাস্তকারী এবং দমনকারী ছিলেন। পার্বত্য জাতিগুলিকে দাউদ (আঃ) কর্তৃক বশে আনার কথা বাইবেলেও উল্লেখ রহিয়াছে (২ শমুয়েল-৫)। অনুরূপভাবে পক্ষীকুল কর্তৃক আল্লাহ্‌তা'লার মহিমা কীর্তন উদযাপিত হওয়া বিসময়ের ব্যাপার হওয়া উচিৎ নহে। কুরআনের অন্যত্র আমরা পাঠ করিয়া থাকি যে, সমস্ত জিনিস সজীব অথবা নির্জ্জীব, ফিরিশ্‌তা, পশু, পাখি, আসমান এবং যমীন এমনকি প্রকৃতির শক্তি-নিচয়, আল্লাহ্‌তা'লার প্রশংসা গাহিয়া থাকে, কিন্তু মানুষ উহাদের মহিমা বুঝিতে পারে না (১৩ঃ১৪; ১৭ঃ৪৫; ২১ঃ২০-২১; ২৪ঃ৪২; ৬৯ঃ২; ৬১ঃ২, ৬৪ঃ২)। বস্তুতঃ উহারা আল্লাহ্‌তা'লার দ্বারা অর্পিত আপন আপন দায়িত্ব পালন করিয়া চলিয়াছে এবং এইভাবে উহারা প্রমাণ করিতেছে যে, আল্লাহ্‌তা'লা পূর্ণাঙ্গ এবং সম্পূর্ণভাবে ত্রুটি, ক্ষয় এবং অক্ষমতা হইতে মুক্ত। 'পক্ষীকুল' শব্দ প্রকৃত পাখীকেও বুঝাইতে পারে। এই অর্থে ইহার মর্ম হইবে যে, হযরত দাউদ (আঃ) পাখীদিগকে বিশেষ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যুদ্ধের সময় সংবাদ বহনের কাজে লাগাইতেন। ইহার মর্ম এইরূপও হইতে পারে যে, পাখীর ঝাঁক হযরত দাউদ (আঃ)-এর বিজয়ী সৈন্য বাহিনীর পশ্চাতে আসিত এবং তাঁহার পরাজিত শত্রুর সৈন্যের মৃত লাশগুলির উপর ভোজ উৎসব করিত।

১৯০৮। হযরত দাউদ (আঃ)-এর সমর শক্তি সম্বন্ধে আবারও এই আয়াতে উল্লেখ হইয়াছে এবং সমরাস্ত্র এবং বর্ম নির্মাণ কাজে তাঁহার কৌশলপূর্ণ দক্ষতার প্রতিও এই আয়াতে বর্ণিত হইয়াছে। দাউদ (আঃ) বিভিন্ন প্রকারের সমরাস্ত্র আবিষ্কার করিয়াছিলেন যদ্দারা তিনি বহু গুরুত্বপূর্ণ বিজয় লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার শাসনামলে ইসরাঈলী রাজত্ব ক্ষমতার সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছিয়াছিল। ইসরাঈলী ইতিহাসে ইহা ছিল সুবর্ণ যুগ।

১৯০৯। ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, সোলায়মান (আঃ)-এর সওদাগরী জাহাজ বা বড় নৌকাগুলি পারস্য উপসাগর, লোহিত সাগর এবং ভূমধ্যসাগরে সচরাচর চলাচল করিত এবং পারস্য উপসাগর ও উক্ত দুই সাগরের চারিদিকে অবস্থিত দেশসমূহ এবং প্যালেষ্টাইনের মধ্যে নিয়মিত ব্যবসা-বাণিজ্য চালাইত (১ রাজাবলী- ১০ঃ২৭-২৯)।তিনি তাইর (Tyre)-এর রাজা হিরাম (Hiram)-এর সাথে যৌথ মালিকানায় সমুদ্রগামী

وَمِنَ الشَّيٰطِيْنِ مَنْ يَّغُوْصُوْنَ لَهٗ وَيَعْمَلُوْنَ عَمَلًا دُوْنَ ذٰلِكَ ۚ وَكُنَّا لَهُمْ حٰفِظِيْنَ ﴿٨٣﴾

৮৩। এবং কতক বিদ্রোহপরায়ণ লোক এমন ছিল যাহারা তাহার জন্য ডুবুরীর কাজ করিত [১৯১০] এবং ইহা ছাড়া তাহারা অন্যান্য কাজও করিত এবং আমরাই তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণকারী ছিলাম।

وَاَيُّوْبَ اِذْ نَادٰى رَبَّهٗٓ اَنِّيْ مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ﴿٨٤﴾

৮৪। এবং আইউবকেও [১৯১১] (স্মরণ কর), যখন সে তাহার প্রভুকে ডাকিয়া বলিল, 'অবশ্যই দুঃখ-ক্লেশ আমাকে স্পর্শ করিয়াছে, তুমি রহমকারীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ রহমকারী।'

فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ فَكَشَفْنَا مَا بِهٖ مِنْ ضُرٍّ ۖ وَاٰتَيْنٰهُ اَهْلَهٗ وَمِثْلَهُمْ مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرٰى لِلْعٰبِدِيْنَ ﴿٨٥﴾

৮৫। সুতরাং আমরা তাহার দোয়া শুনিলাম এবং তাহার যে দুঃখ-ক্লেশ ছিল, উহা আমরা দূরীভূত করিয়া দিলাম এবং আমরা তাহাকে তাহার পরিবার-পরিজন প্রদান করিলাম এবং আমাদের তরফ হইতে রহমতস্বরূপ তাহাদের সঙ্গে তাহাদের অনুরূপ আরও প্রদান করিলাম; এবং এই ঘটনাকে (আমরা) ইবাদতকারীদের জন্য নসিহতের কারণ করিলাম।

জাহাজের এক বহর চালাইতেন। এই জাহাজগুলি ভূমধ্যসাগরের বন্দরসমূহে নিয়মিতভাবে বাণিজ্য করিত এবং স্বর্ণ, রৌপ্য, হাতির দাঁত, বানর এবং ময়ূর নিয়া আসিত (১ রাজাবলী- ১০ঃ২২; ১০ঃ২৭-২৯; ২ রাজাবলী-৮ঃ১৮, এনসাইক, ব্রিট'সলোমন'অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। এখানে বাতাসের জন্য ব্যবহৃত বিশেষণ আসিফাহ্ (প্রচন্ড বায়ু), এবং ৩৮ঃ৩৭ আয়াতে ব্যবহৃত হইয়াছে রুখাআ (মৃদু বায়ু)—যাহাতে প্রতীয়মান হয়, যে, যদিও বাতাস প্রচন্ডবেগে বহিয়া ছিল তথাপি উহা মৃদু ছিল এবং সুলায়মান (আঃ)-এর জাহাজগুলির কোন ক্ষতি সাধন করে নাই।

১৯১০। 'শাইতান' অর্থ অবাধ্য বা বিদ্রোহ-পরায়ণ লোক এবং কোন বিষয়ে দক্ষ ব্যক্তিকেও বুঝায় (২ঃ১৫)। এইরূপ উক্তির অভিপ্রায় এই যে, হযরত সুলায়মান (আঃ)-এর আদেশে সেই সকল বশীভূত অইসরাঈলী লোকদিগকে বিভিন্ন কষ্ট-সাধ্য কাজে লাগান হইয়াছিল। তাহারা সুতার, কামার,ডুবুরী ইত্যাদির কাজ করিত (১-রাজাবলী-৯ঃ২১-২২)। 'যাহারা তাঁহার জন্য ডুবুরির কাজ করিত' শব্দগুলি বাহরাইন ও মস্কটের ডুবুরীদিগের প্রতি ইশারা করে, যাহারা পারস্য উপসাগরের মনি-মুক্তা আহরণ করিত। হযরত সুলায়মানের সময়ে অনুরূপ কাজের জন্য তাহাদিগকে নিযুক্ত করা হইত।

১৯১১। বাইবেলে উল্লেখ রহিয়াছে যে, সিরিয়া এবং আকাবা উপসাগরের মধ্যবর্তী আরবের উত্তরে অবিস্থত 'উয' নামক অঞ্চলে হযরত আইউব (আঃ) বাস করিতেন। সেখানে ইহা বর্ণিত হইয়াছে যে, ইসরাঈলীগণ মিশর ত্যাগ করিবার পূর্বে হযরত আইউব (আঃ) উক্ত স্থানে বাস করিতেন। কোন কোন ইহুদী লেখকের মতে হযরত মূসা (আঃ)-এর প্রায় দুইশত বৎসর পূর্বে আইউব (আঃ) বাস করিতেন। অন্যান্য লেখকের মতে আইউব (আঃ) ছিলেন মূসা (আঃ)-এর স্বদেশবাসী,কিন্তু তিনি ইসরাঈল বংশীয় নবী ছিলেন না। তিনি হযরত ইসরাঈল (আঃ)-এর বড় ভাই ইসাও-এর বংশধর ছিলেন। পুরাতন নিয়মের গ্রন্থাবলীর মধ্যে আইউব (আঃ)-এর গ্রন্থটিই এই ব্যাপারে একমাত্র কিতাব যাহার মধ্যে 'যেহোবা' (ইহুদী কর্তৃক খোদার নাম রূপে ব্যবহৃত) শব্দটি বাদ দিয়া মূসায়ী শরীয়তের এবং ইহুদী ধর্মের সমস্ত ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। হযরত আইউব (আঃ) (Job) সম্পর্কে কয়েকটি সংশ্লিষ্ট ঘটনা উল্লেখের মধ্যেই কুরআন করীম বর্তমান ও পরবর্তী আয়াতে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখিয়াছে। বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি আল্লাহ্‌র পবিত্র বান্দা ছিলেন এবং তাঁহাকে অনেক দুঃখ-কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছে, যাহার ফলে তিনি তাঁহার পরিবার এবং অনুসারীগণ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিলেন, যাহারা পরবর্তী সময়ে বহুগুণে বৃদ্ধি পাইয়া তাঁহার সহিত যোগ দিতে বাধ্য হইয়াছিল। হযরত আইউব (আঃ)-এর কথা ৪ঃ১৬৪; ৬ঃ৮৫ এবং ৩৮ঃ৪২ আয়াতসমূহের মধ্যে হযরত দাউদ এবং সুলায়মান (আঃ)-এর সাথে বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, এই দুই জন গৌরবপূর্ণ নবীর মত, তিনিও একজন প্রভাবশালী ও সমৃদ্ধিশালী মহান ব্যক্তি ছিলেন এবং তাঁহাদের মতই বহু পরীক্ষা এবং কঠোর দুঃখ-দুর্দশার মধ্য দিয়া তাঁহাকেও অতিক্রম করিতে হইয়াছিল, যাহা তিনি অনুকরণীয়ভাবে ধৈর্য ও দৃঢ়তার সঙ্গে সহ্য করিয়াছিলেন। ভয়ানক অত্যাচার ও দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থার মধ্যেও হযরত আইউব (আঃ)কর্তৃক প্রদর্শিত সাহস ও বীরত্বপূর্ণ সহিষ্ণুতা কিংবদন্তীর প্রবাদ বাক্য হইয়া রহিয়াছে। ('যব' অধ্যায়ের অধীন যিউ এনসাইক এবং 'আইউব' অধ্যায়ের অধীন এনসাইক অব ইসলাম দ্রষ্টব্য)

وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِدْرِيْسَ وَذَا الْكِفْلِ ؕ كُلٌّ مِّنَ الصّٰبِرِيْنَ ﴿۸۶﴾

৮৬। এবং ইসমাঈল, ইদরীস ও যুল-কিফলকেও[১৯১২] (স্মরণ কর)। তাহারা সকলেই ধৈর্যশীল ছিল।

وَاَدْخَلْنٰهُمْ فِىْ رَحْمَتِنَا ؕ اِنَّهُمْ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿۸۷﴾

৮৭। এবং আমরা তাহাদের সকলকে আমাদের রহমতে প্রবিষ্ট করিয়াছিলাম, নিশ্চয় তাহারা সকলেই সৎকর্মশীল ছিল।

وَذَا النُّوْنِ اِذْ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ اَنْ لَّنْ نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادٰى فِى الظُّلُمٰتِ

৮৮। এবং (স্মরণ কর) যূন্-নূনকেও, যখন সে রাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিল এবং ধারণা করিয়াছিল যে, আমরা তাহাকে

১৯১২। যুল-কিফলের পরিচয় অনিশ্চয়তার তিমিরে আচ্ছাদিত। কুরআনের মুসলমান ব্যাখ্যাকারীগণ পৃথক পৃথক একাধিক ব্যক্তির সঙ্গে তাঁহার পরিচিতি সম্পৃক্ত করিয়াছেন, প্রধানতঃ বাইবেলে উল্লেখিত কয়েকজন নবীর সঙ্গে। কিন্তু এই নামে পরিচিত নবী মনে হয় যিহিষ্কেল (Ezekiel) যাহাকে আরবরা যুল-কিফ্‌ল নামে অভিহিত করিয়া থাকে। যুল-কিফ্‌ল (Hizqel) এবং যিহিষ্কেল (Ezekiel) এই দুই শব্দের মধ্যে উভয়ের আকার এবং অর্থে অতি নিকট সাদৃশ্য বিদ্যমান। প্রথমোক্ত শব্দের অর্থ, প্রচুর অংশের অধিকারী এবং শেষোক্ত শব্দের অর্থ আল্লাহ্ শক্তি দান করেন। রডওয়েল বলিতেন যে, আরবরা যিহিষ্কেলকে যুল-কিফ্‌ল বলিয়া থাকে। কার্‌ষ্টেন নিইবুহর (Karsten Niebuhr)-এর মতে, নাযাফ এবং হিল্লা (বেবিলন)-এর মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত কিফ্‌ল নামে পরিচিত ছোট শহরে যিহিষ্কেলের সমাধি রহিয়াছে, যাহা আজও ইহুদী তীর্থযাত্রীগণের দর্শনীয় স্থান। তিনি ইহাও মনে করেন যে, যিহিষ্কেলের আরবী শব্দরূপ যুল্-কিফ্‌ল। ইহুদীগণও যিহিষ্কেলকে যুল-কিফ্‌ল বলিয়াই বিশ্বাস করিয়া থাকে (যুল-কিফ্‌ল অধ্যায়—এনসাইক অব ইসলাম এবং নিসবৃহারর্ক ট্রাভেল, ২য় খণ্ড ২৬৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। সম্ভবতঃ খৃষ্টপূর্ব প্রায় ৬২২ অব্দে যাজক পরিবারে তাঁহার জন্ম। যুল-কিফ্‌ল তাঁহার জীবনের প্রথম ২৫ বৎসর অতিবাহিত করিয়াছিলেন যোধায়। ৫৯২ খৃঃ পূর্বাব্দে ত্রিশ বৎসর বয়সে আল্লাহ্ কর্তৃক আদিষ্ট হন এবং তাঁহার জাতির মূর্তিপূজা, অবিচার এবং অসচ্চরিত্রতার বিরুদ্ধে প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। ইতিমধ্যে পশ্চিম এশিয়ায় অ্যাসিরিয়ার স্থলে ব্যাবিলন ক্ষমতাশালী শক্তিরূপে পরিগণিত হয় এবং যোধা উহার ঊর্ধ্বতম কর্তৃত্বকে স্বীকার করিয়া নেয়। কিন্তু যোধার রাজা যেহোইয়াকিম (Jehoiakim), তাহার অসৎ পরিষদবর্গের পরামর্শের প্রভাবাধীনে ব্যাবিলনের কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। এইভাবে নিজের উপরে নেবুখদ-নিৎসরের প্রতিহিংসা ডাকিয়া আনে। সে ৫৯৭ খৃষ্ট পূর্বাব্দে সফলতার সঙ্গে যেরুজালেম অবরোধ করে এবং উহার অনেক নেতৃস্থানীয় নাগরিকদিগকে বন্দী করিয়া নিয়া যায়, সেই সঙ্গে যিহিষ্কেল এবং যেহোইয়াকিমের পুত্র, মাত্র ৩ মাসের অন্তবর্তী কালে রাজা যেহোইয়াচিম (Jehoiachim)-কেও বন্দী করিয়া নিয়া যায়। যেহোইয়াচিমের চাচা সিদিকিয়া (zedekieah) তাহার স্থলাভিষিক্ত রাজা হন। কিছুকালের জন্য সে ব্যাবিলনের প্রতি অনুগত ছিল, কিন্তু মিশরের সাহায্যের উপর নির্ভর করিয়া সে ব্যাবিলনের প্রতি আনুগত্য প্রত্যাহার করে। এই কাজে যিহিষ্কেল অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হইয়া উঠেন এবং ইহাকে ইয়াহ্‌ওয়েহ (Yahweh)-এর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা বলিয়া প্রকাশ্যে অভিযোগ করেন। ফলশ্রুতিতে নেবুখদনিৎসর কর্তৃক যেরুজালেম অধিকৃত হয় এবং আঠার মাস অবরোধের পর ইহাকে অবর্ণনীয় আতঙ্কগ্রস্ত অবস্থার মধ্যে ধ্বংস করিয়া দেয়। যে উপাসনালয়ের উপরে শ্রদ্ধা-ভক্তির গভীর আবেগ অর্পিত ছিল উহাকে ভস্মস্তূপে পরিণত করা হয় এবং উহার লোকদিগকে ব্যাবিলনে নির্বাসিত করা হয় (৫৮৬ খৃঃ পূঃ অব্দ)। এই ছিল অবস্থা যাহা যিহিষ্কেলকে সংগ্রামের মুখোমুখি করিয়াছিল। পতনের পাঁচ বৎসর পূর্বে ৫৯২ খৃঃ পূঃ সনে তিনি দিব্য-জ্ঞানে কিছু জানিতে পারিয়া ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন এবং ইহুদী জাতিকে আসন্ন বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন। ৫৯৭ খৃঃ ব্যাবিলন কর্তৃক প্রথম প্রচণ্ড আঘাতেই রাজনৈতিকভাবে ইহুদী জাতির আসন্ন অবলুপ্তির সম্ভাবনা সম্বন্ধে প্রত্যয়পূর্ণ বোধোদয় ঘটে নাই— যে সম্ভাবনা যিহিষ্কেলের নিকট ছিল দ্বিপ্রহরের মতই দেদীপ্যমান। কিন্তু যেমন তিনি ইহুদী জাতির ধ্বংসের ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন, তেমনি তাহাদের পুনঃস্থাপনের আগাম সংবাদও দিয়াছিলেন; তাহার জাতির অধঃপতনের ভবিষ্যদ্বাণী যেমন কঠোর ছিল, তেমনই তাহাদের ভাগ্যে মুক্তির এক মহান এবং উজ্জ্বল চিত্রও আঁকিয়াছিলেন। তাহাদের উদ্ধার এবং যেরুজালেমে প্রত্যাবর্তন সম্বন্ধে তাঁহার এই ভবিষ্যদ্বাণী কাশ্‌ফ-ভিত্তিক ছিল, যাহা তিনি দেখিয়াছিলেন (যিহিষ্কেল-৩৭) এবং এই সম্বন্ধে কুরআনেও ২ঃ২৬০ আয়াতে উল্লেখ রহিয়াছে। কিন্তু তাঁহার এই ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা স্বচক্ষে দেখিয়া যাইতে তিনি দীর্ঘ দিন বাঁচিয়া ছিলেন না, কারণ বন্দী অবস্থায় খৃঃ পূঃ ৫৭০ সনে ৫২ বৎসর বয়সে তিনি পরলোক গমন করিয়াছিলেন। যিহিষ্কেল এবং দানিয়েলকে নির্বাসিত নবী বলা হইয়া থাকে (The Holy Bible, edited by Rev. Sc.1. Cofield & Peaks 'Commetary of the Bible')।

اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ ۖ اِنِّیْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِیْنَ ﴿۸۷﴾

কখনও পাকড়াও করিব না,[১৯১৩] অতঃপর সে (বিপদাবলীর) অন্ধকাররাশির মধ্য হইতে (আমাদিগকে) ডাক দিল, 'তুমি ব্যতীত কোন মা'বূদ নাই, তুমি পবিত্র, নিশ্চয় আমি যালেমদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম ।'

فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ ۙ وَنَجَّیْنٰهُ مِنَ الْغَمِّ ؕ وَكَذٰلِكَ نُنْجِی الْمُؤْمِنِیْنَ ﴿۸۸﴾

৮৯ । সুতরাং আমরা তাহার দোয়া শুনিলাম এবং তাহাকে দুঃখ-কষ্ট হইতে নাজাত দিলাম, এবং এইভাবে আমরা মো'মেনগণকে উদ্ধার করিয়া থাকি ।

وَزَكَرِیَّآ اِذْ نَادٰی رَبَّهٗ رَبِّ لَا تَذَرْنِیْ فَرْدًا وَّاَنْتَ خَیْرُ الْوٰرِثِیْنَ ﴿۸۹﴾

৯০ । এবং যাকারিয়্যাকেও (স্মরণ কর), যখন সে তাহার প্রভুকে ডাকিয়াছিল (এবং বলিয়াছিল), 'হে আমার প্রভু ! তুমি আমাকে একা ছাড়িয়া দিও না এবং তুমিই উত্তরাধিকারীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ।'

فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ ۖ وَوَهَبْنَا لَهٗ یَحْیٰی وَاَصْلَحْنَا لَهٗ زَوْجَهٗ ؕ اِنَّهُمْ كَانُوْا یُسٰرِعُوْنَ فِی الْخَیْرٰتِ وَیَدْعُوْنَنَا رَغَبًا وَّرَهَبًا ؕ وَكَانُوْا لَنَا خٰشِعِیْنَ ﴿۹۰﴾

৯১ । তখন আমরা তাহার দোয়া শুনিলাম, এবং আমরা তাহাকে ইয়াহ্‌ইয়া দান করিলাম এবং তাহার জন্য তাহার স্ত্রীকে সুস্থ করিয়া দিলাম । নিশ্চয় তাহারা সৎকর্মে পরস্পর তৎপরতা অবলম্বন করিত এবং তাহারা আমাদিগকে আশা ও ভয়ের সহিত ডাকিত এবং আমাদের সান্নিধ্যে বিনয়ী ছিল ।

وَالَّتِیْۤ اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِیْهَا مِنْ رُّوْحِنَا وَجَعَلْنٰهَا وَابْنَهَاۤ اٰیَةً لِّلْعٰلَمِیْنَ ﴿۹۱﴾

৯২ । এবং সেই মহিলাকেও (স্মরণ কর), যে তাহার সতীত্বের হিফাযত করিয়াছিল, সুতরাং আমরা তাহার মধ্যে আমাদের রূহ (আদেশ) হইতে কিছু ফুৎকার করিলাম,[১৯১৪] এবং আমরা তাহাকে ও তাহার পুত্রকে বিশ্ববাসীর জন্য এক নিদর্শন করিলাম ।

اِنَّ هٰذِهٖۤ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً ۖ وَّاَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْنِ ﴿۹۲﴾

৯৩ । নিশ্চয় তোমাদের এই উম্মত এক-ই উম্মত এবং আমিই তোমাদের প্রতিপালক,[১৯১৫] সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদত কর ।

১৯১৩ । আয়াতে ইউনুস (আঃ)-এর ক্রোধের কথা নির্দিষ্ট করিয়া বলা হয় নাই । বাহ্যতঃ আল্লাহ্‌তা'লার সঙ্গে তিনি রাগান্বিত হন নাই এবং রাগ করিতেও পারেন না । অবশ্যই তাঁহার জাতি তাঁহার আহ্‌বানে সাড়া না দেওয়াতে তাঁহার জাতির একগুঁয়েমী তাঁহাকে ক্রোধান্বিত করিয়াছিল । কারণ আল্লাহ্‌র সঙ্গে এক জন নবীর ক্রোধান্বিত হওয়া কল্পনাও করা যায় না। আল্লাহ্‌তা'লার নির্বাচিত নবী-রসূলগণ আল্লাহ্‌র নির্দেশ ছাড়া কোন কাজ করেন না, এমনকি কোন কথাও বলেন না (২১ঃ২৮)। 'লান্‌নাক্‌দিরা আলাইহে' শব্দগুলির অর্থ 'আমরা তাঁহাকে কখনও পাকড়াও করিব না' 'তাহার জন্য আমরা কোন দুঃখ-কষ্ট বা বিপদ নির্ধারিত করিব না ।' (লিসান, আকরাব)।

১৯১৪ । এই আয়াত মিথ্যা অপবাদমূলক অভিযোগ খণ্ডন করিয়াছে যাহা ইহুদীরা মরিয়মের বিরুদ্ধে আরোপ করিয়াছিল, ইহা যে কোন সৎ ও ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির জন্যও প্রযোজ্য । ৬৬ঃ১৩ আয়াতে এক বিশেষ শ্রেণীর নিরপেক্ষ বিশ্বাসীকে মরিয়মের অনুরূপ বলিয়া তুলনা করা হইয়াছে । এইরূপ সাধু বিশ্বাসীগণের প্রত্যেককেই 'মরিয়ম' বলা যায় এবং আল্লাহ্‌তা'লা যখন এহেন লোকদের অন্তরে রূহ বা আদেশ (১৭ঃ৮৬) ফুঁকিয়া দেন তখন সে 'মরিয়ম-পুত্র' হয়, অর্থাৎ সে ঈসা (আঃ)-এর মত পবিত্র গুণাবলীর অধিকারী হইয়া যায় ।

১৯১৫ । পূর্ববর্তী কিছু আয়াতে আল্লাহ্‌র কোন কোন নবী এবং কোন কোন সৎ ব্যক্তির উল্লেখ একত্রে করা হইয়াছে । ইহা কোন

وَتَقَطَّعُوْٓا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ ؕ كُلٌّ اِلَيْنَا رٰجِعُوْنَ ﴿٩٣﴾

৯৪। এবং তাহারা তাহাদের মধ্যে নিজেদের (দীনের) বিষয়কে টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিল,[১৯১৬] তাহাদের প্রত্যেককেই আমাদের দিকে ফিরাইয়া আনা হইবে।

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهٖ ۚ وَاِنَّا لَهٗ كٰتِبُوْنَ ﴿٩٤﴾

৯৫। অতএব যে ব্যক্তি মো'মেন হওয়া অবস্থায় সৎকর্ম করিবে তাহার কর্ম-প্রচেষ্টা রদ করা হইবে না এবং নিশ্চয় আমরা উহা লিখিয়া রাখি।

وَحَرٰمٌ عَلٰى قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَآ اَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُوْنَ ﴿٩٥﴾

৯৬। এবং প্রত্যেক জনপদের জন্য, যাহাকে আমরা ধ্বংস করিয়া দিয়াছি, ইহা অলংঘনীয় বিধান করা হইয়াছে যে, উহার অধিবাসীগণ পুনরায় কখনও ফিরিয়া আসিবে না।[১৯১৭]

حَتّٰٓى اِذَا فُتِحَتْ يَاْجُوْجُ وَمَاْجُوْجُ وَهُمْ مِّنْ كُلِّ حَدَبٍ يَّنْسِلُوْنَ ﴿٩٦﴾

৯৭। এমন কি যখন ইয়া'জুজ ও মা'জুজকে[১৯১৮] ছাড়িয়া দেওয়া হইবে এবং তাহারা প্রত্যেক উচ্চভূমি (ও সামুদ্রিক তরঙ্গমালার উপর) হইতে ছুটিয়া আসিবে।[১৯১৯]

وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَاِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ اَبْصَارُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ؕ يٰوَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِيْ غَفْلَةٍ مِّنْ هٰذَا بَلْ كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ﴿٩٧﴾

৯৮। এবং যখন (আল্লাহ্‌র) সত্য ওয়াদা (পূর্ণ হওয়ার সময়) সন্নিকট হইবে,[১৯২০] তখন দেখ! সহসা কাফেরদের চক্ষু ভয়ে বিস্ফারিত হইয়া যাইবে,[১৯২০-ক] (এবং তাহারা বলিবে) 'আমাদের জন্য পরিতাপ! নিশ্চয় আমরা এই (দিন) সম্বন্ধে গাফেল ছিলাম বরং আমরা যালেম ছিলাম।'

কাকতালীয় ব্যাপার নহে। এই সকল নবীগণের একই স্থানে যুগপৎ উল্লেখ বিশেষ উদ্দেশ্য সম্বলিত। তাহাদের সকলের মধ্যেই একটি মিল আছে। তাহারা সকলেই কোন না কোন ভাবে দুঃখ-কষ্ট ও চরম দুর্দশা ভোগ করিয়াছিলেন এবং কঠোরতর পরীক্ষার মধ্যেও উচ্চতম ও মহোত্তম ধৈর্য এবং সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহারা সকল ধর্মের একই মূলনীতি— আল্লাহ্‌র তৌহীদের (একত্ববাদ)— শিক্ষা দিয়াছিলেন।

১৯১৬। পূর্ববর্তী কয়েকটি আয়াতে আল্লাহ্‌র এক শ্রেণীর ন্যায়পরায়ণ বান্দার উল্লেখ করা হইয়াছে। বর্তমান আয়াতে অন্য এক প্রকার লোকের কথা বলা হইয়াছে যে, যাহারা আল্লাহ্‌র প্রেরিত নবীদিগকে প্রত্যাখান করে যাহার ফলে তাহারা নিজেদের মধ্যে মতভেদ ও মতবিরোধের শিকারে পরিণত হয় এবং পরস্পরবিরোধী বিশ্বাস এবং মতবাদ আঁকড়াইয়া ধরে।

১৯১৭। ইহা এক অলংঘনীয় ঐশী-বিধান যে, মৃতদিগকে কখনও এই পৃথিবীতে ফেরত পাঠানো হয় না, ইহলোক হইতে যাহারা চলিয়া যায় তাহারা চিরকালের জন্যই চলিয়া যায় (২৩ঃ১০০, ১০১)।

১৯১৮। ১৭২৮ টীকা দ্রষ্টব্য।

১৯১৯। পূর্ববর্তী আয়াতের সঙ্গে সংযুক্ত করিয়া পড়িলে বর্তমান আয়াতের অভিপ্রায় ইহাই মনে হয় যে, প্রকৃতির নিয়ম এমনভাবে কাজ করে যে, কোন জাতির গৌরবময় জাঁকজমকের তুঙ্গ অবস্থার পরে একবার যখন উহা মৃত এবং ধ্বংসের শিকারে পরিণত হয় তখন উহা লুপ্ত-গৌরব কখনো পুনরুদ্ধার করিতে পারে না। এমনকি ইয়া'জুজ-মা'জুজ তাহাদের পার্থিব গৌরব ও মর্যাদা সত্ত্বেও একই নিয়মের শিকার হইবে। তাহাদের পতন হইবে এবং কখনও তাহারা সেই মোকাম-মর্যাদা পুনরায় অর্জন করিতে পারিবে না। ইয়া'জুজ ও মা'জুজ অর্থাৎ পশ্চিমা খৃষ্টান জাতিগুলি ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ইতিপূর্বেই রাজনৈতিক শক্তির সর্বোচ্চে উঠিয়াছে এবং সমগ্র পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। কুরআনের উক্তির মর্ম— তাহারা প্রত্যেক অনুকূল অবস্থানসমূহ দখল করিবে এবং সমগ্র জগতের উপর কর্তৃত্ব করিবে।

১৯২০। ইয়া'জুজ ও মা'জুজের স্বৈর শাসনের ফলে পৃথিবীতে সর্বনাশা ঘটনাসমূহের উদ্ভব হইবে এবং পরিণামে ইসলামের বিজয় হইবে (৬১ঃ১০)। ইয়া'জুজ ও মা'জুজের প্রদর্শিত মিথ্যা এবং জড়বাদের শক্তি পরাভূত হইবে।

১৯২০-ক। ইয়া'জুজ ও মা'জুজের সম্পূর্ণ ধ্বংসের পর ইসলাম ধর্ম যখন ইহার পূর্ব মর্যাদা ও গৌরব পুনরাধিকার করিবে, তখন যাহারা

إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ ۖ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ ﴿٩٨﴾

৯৯ । (তখন বলা হইবে) 'নিশ্চয় তোমরা এবং আল্লাহ্ ব্যতীত তোমরা যাহার ইবাদত করিতে তাহারা সকলেই জাহান্নামের ইন্ধন হইবে, তোমরা সকলেই উহাতে প্রবেশ করিবে ।'

لَوْ كَانَ هَٰؤُلَاءِ آلِهَةً مَا وَرَدُوهَا ۖ وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٩٩﴾

১০০ । যদি এইগুলি মা'বূদ হইত, তাহা হইলে তাহারা উহাতে প্রবেশ করিত না; এবং তাহারা সকলেই উহাতে দীর্ঘকাল পড়িয়া থাকিবে ।

لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ ﴿١٠٠﴾

১০১ । তথায় তাহারা দীর্ঘশ্বাস ফেলিতে থাকিবে এবং উহাতে (সান্ত্বনার) কোন কথা তাহারা শুনিতে পাইবে না ।[১৯২১]

إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴿١٠١﴾

১০২ । নিশ্চয় যাহাদের সম্বন্ধে পূর্ব হইতে আমাদের পক্ষ হইতে কল্যাণ অবধারিত করা হইয়াছে তাহাদিগকে উহা হইতে দূরে রাখা হইবে ।

لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ ﴿١٠٢﴾

১০৩ । তাহারা উহার সামান্যতম[১৯২২] শব্দও শুনিবে না, এবং তাহারা সেই অবস্থায় চিরকাল থাকিবে যাহা তাহাদের অন্তর কামনা করিবে ।

لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَٰذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴿١٠٣﴾

১০৪ । মহা আতঙ্কও তাহাদিগকে চিন্তিত করিবে না এবং ফিরিশ্‌তাগণ তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিবে এই বলিয়া 'ইহাই তোমাদের সেই দিন যাহার ওয়াদা তোমাদের সঙ্গে করা হইত ;

يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ ۚ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ ۚ وَعْدًا عَلَيْنَا ۚ إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ ﴿١٠٤﴾

১০৫ । যেদিন আমরা আকাশকে[১৯২৩] গুটাইয়া লইব বই-খাতাদির লিখিত বস্তুকে গুটাইয়া লওয়ার ন্যায় ।' যেরূপে আমরা প্রথমবার সৃষ্টি আরম্ভ করিয়াছিলাম তদ্রূপই আমরা উহা পুনরায় করিব[১৯২৪];ইহা এমন এক ওয়াদা যাহা পূর্ণ করার দায়িত্ব আমাদের উপর ন্যস্ত রহিয়াছে, আমরা ইহা অবশ্যই করিব ।

ইসলামের পুনরুদ্ধারের সকল আশা হারাইয়া বসিয়াছিল তাহারা নিজেদের চক্ষুকে বিশ্বাসই করিতে পারিবে না ।

১৯২১ । তাহাদিগকে সান্ত্বনা ও প্রবোধ দেওয়ার মত কিছুই শুনিবে না, অথবা জাহান্নামের এত বেশী ক্রন্দনরোল ও তীব্র চিৎকার ও বিলাপ উঠিবে যে, উহার বাসিন্দারা পরস্পরের আওয়াজ শুনিতে পাইবে না ।

১৯২২ । ইহা এবং পরবর্তী আয়াত ইহাই প্রতিপন্ন করে যে, আল্লাহ্‌র সৎ ও ন্যায়পরায়ণ বান্দাগণকে জাহান্নাম হইতে অনেক দূরে রাখা হইবে, এমনকি উহার ক্ষীণতম আওয়াজও তাহাদের কানে যাইবে না,উহাতে প্রেবেশ করা তো দূরের কথা (যাহা ১৯ঃ৭২ আয়াত হইতে সাধারণতঃভুল বুঝা হইয়া থাকে)।

১৯২৩ । 'আমরা আকাশকে গুটাইয়া লইব' উক্তির মর্ম ইহাও হইতে পারে যে, বিশাল সাম্রাজ্যসমূহকে ঝাঁটাইয়া দূর করা হইবে, শক্তিশালী জাতিগুলি ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে এবং তাহাদের স্থলে অন্যান্য জাতি ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিবে । অথবা এইরূপ অর্থও হইতে পারে যে, বিশ্ব-নবী আঁ-হযরত (সাঃ)-এর মাধ্যমে এক মহান রূপান্তর ঘটিবে এবং পুরাতন আকাশ গুটান হইবে । পুরাতন নিয়ম লোপ পাইবে এবং তৎ পরিবর্তে শ্রেষ্ঠতর এক নতুন নিয়ম জন্ম লাভ করিবে । পৃথিবী কোন জাতির জীবনে এরূপ পরিবর্তন কখনো দেখে নাই যেমনটি দেখিয়াছিল নবী করীম (সাঃ)-এর যুগে।

১৯২৪ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُوْرِ مِنْۢ بَعْدِ الذِّكْرِ اَنَّ الْاَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصّٰلِحُوْنَ ﴿١٠٥﴾

১০৬। এবং (ইতিপূর্বে) আমরা যাবূরে উপদেশবাণীর পর ইহা লিখিয়া দিয়াছি যে, আমার নেক বান্দাগণ এই (পবিত্র) ভূমির উত্তরাধিকারী হইবে।[১৯২৫]

اِنَّ فِيْ هٰذَا لَبَلٰغًا لِّقَوْمٍ عٰبِدِيْنَ ﴿١٠٦﴾

১০৭। নিশ্চয় ইহার মধ্যে ইবাদতকারী কওমের জন্য এক পয়গাম রহিয়াছে।

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿١٠٧﴾

১০৮। এবং আমরা তোমাকে বিশ্ববাসীর জন্য কেবল রহমত স্বরূপই প্রেরণ করিয়াছি।[১৯২৬]

قُلْ اِنَّمَا يُوْحٰٓى اِلَيَّ اَنَّمَآ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ﴿١٠٨﴾

১০৯। তুমি বল, 'আমার প্রতি কেবল ইহাই ওহী করা হয় যে, তোমাদের মা'বূদ এক-ই মা'বূদ। অতএব তোমরা কি আত্মসমর্পণকারী হইবে ?'

فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ اٰذَنْتُكُمْ عَلٰى سَوَآءٍ ۭ وَاِنْ اَدْرِيْٓ اَقَرِيْبٌ اَمْ بَعِيْدٌ مَّا تُوْعَدُوْنَ ﴿١٠٩﴾

১১০। অতএব যদি তাহারা পিঠ ফিরাইয়া লয়, তাহা হইলে তুমি বল, 'আমি তোমাদিগকে সকল দিক দিয়া সতর্ক করিয়া দিয়াছি, এবং আমি জানি না যে বিষয়ে তোমাদিগকে ওয়াদা দেওয়া হইয়াছে উহা নিকটে না দূরে;[১৯২৭]

اِنَّهٗ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُوْنَ ﴿١١٠﴾

১১১। নিশ্চয় তিনি প্রত্যেক প্রকাশ্য কথাও জানেন এবং তাহাও জানেন যাহা তোমরা গোপন কর;

১৯২৪। 'আমরা উহা পুনরায় করিব' বাক্যাংশের মর্ম এই যে, হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত নিয়ম-শৃংখলার মধ্যে পাশ্চাত্যের অধার্মিক যান্ত্রিক সভ্যতার সৃষ্ট পার্থিব দৃষ্টিভঙ্গী মুসলমানগণের জীবনে বিপত্তি ডাকিয়া আনিবে; কিন্তু এই অবনতি ক্ষণস্থায়ী হইবে এবং ইসলাম এক নবজাগরণের অভিজ্ঞতা লাভ করিবে এবং পুনর্বার বিজয়ীরূপে উত্থিত হইবে।

১৯২৫। 'পবিত্র ভূমি' শব্দ দ্বারা প্যালেষ্টাইন বুঝায়। খৃষ্টান লেখকরাও প্রার্থনা-সঙ্গীতে এই শব্দের ব্যাখ্যা করিয়াছে এই দেশের অধিকারী অর্থে 'আল্লাহ্‌র অঙ্গীকার চিহ্ন' কেনানের উত্তরাধিকারী হওয়া। 'দাউদের কিতাব' শব্দের সূত্র বাইবেলের অন্তর্গত 'গীত সংহিতা' ৩৭ঃ৯,১১, ২২ এবং ২৯ শ্লোক বা প্রার্থনা সঙ্গীতের প্রতি নির্দেশ করে। দ্বিতীয় বিবরণ-২৮ঃ১১ এবং ৩৪ঃ৪ তেও এক ভবিষ্যদ্বাণী রহিয়াছে যে, প্যালেষ্টাইন ইসরাঈলীদিগকে দেওয়া হইবে। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর (রাঃ)-এর সময়ে মুসলমানগণের বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত প্যালেষ্টাইন খৃষ্টানদিগের অধিকারে ছিল। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তফসীরাধীন আয়াতে মুসলিম সৈন্য বাহিনীর এই প্যালেষ্টাইন বিজয়ের প্রতিও ইশারা রহিয়াছে বলা যাইতে পারে। ৯২ বৎসরের সংক্ষিপ্ত অবসর বাদে প্যালেষ্টাইন প্রায় ১৩৫০ বৎসর মুসলিম অধিকারে ছিল। তারপর ক্রুসেডের যুদ্ধের সময় ইহা হাত বদল হইয়াছিল, আমাদের বর্তমান সময় পর্যন্ত তথাকথিত গণতান্ত্রিক খৃষ্টান-শক্তিগুলির অসাধু পরিকল্পনার মাধ্যমে প্যালেষ্টাইন নামীয় দেশটির অস্তিত্ব প্রায় বিলুপ্ত এবং ইহার ধ্বংসাবশেষের উপরে গঠিত হইয়াছে ইসরাঈল রাষ্ট্র। বিচ্ছিন্ন ইহুদী জাতি ২০০০ (দুই হাজার বৎসর) লক্ষ্যহীনভাবে বনে জংঙ্গলে ঘুরিয়া আবার তাহাদের স্বস্থানে ফিরিয়া আসিয়াছে। কিন্তু এই জলন্ত ঐতিহাসিক ঘটনাটিও ঘটিয়াছে কুরআনের ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা পূর্ণ করিতে (১৭ঃ১০৫)। যাহা হউক ইহাও এক স্বল্পস্থায়ী অধ্যায়। ইহার পূর্ণ বিজয় মুসলিম জাতির জন্য নির্ধারিত আছে। একদিন না একদিন—— বিলম্বে নহে বরং শীঘ্রই——প্যালেষ্টাইন মুসলমানদিগের পুনর্দখলে আসিবে। ইহা ঐশী ভবিষ্যদ্বাণী, এই ঐশী ভবিষ্যদ্বাণীকে কেহ পরিবর্তন করিতে পারে না।

১৯২৬। হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) সমগ্র বিশ্বের মানবজাতির জন্য আশীর্বাদ ও রহমত স্বরূপ, যেহেতু তাঁহার বাণী বিশেষ জাতি বা দেশের জন্য সীমাবদ্ধ নয়। তাঁহার মাধ্যমে বিশ্বের জাতিসমূহ আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়াছে। কারণ পূর্বে কখনও তাহাদের উপর আল্লাহ্‌তা'লার রহমত এরূপ ব্যাপক আকারে বর্ষিত হয় নাই।

১৯২৭। আল্লাহ্‌তা'লা তাঁহার প্রতিশ্রুতি পূরণে দিনে-ক্ষণে সীমাবদ্ধ বা বাধ্য নহেম। তিনিই ভাল জানেন কখন কোন্ ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইবে।

وَاِنْ اَدْرِىْ لَعَلَّهٗ فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَتَاعٌ اِلٰى حِيْنٍ ﴿١١٢﴾

১১২। এবং আমি জানি না, উহা হয়তো তোমাদের জন্য এক পরীক্ষা এবং কিছুকাল পর্যন্ত সুখ—ভোগের কারণ হইতে পারে।'

قٰلَ رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ ؕ وَرَبُّنَا الرَّحْمٰنُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰى مَا تَصِفُوْنَ ﴿١١٣﴾ ع ٧ ١٩ ٧

النصف

১১৩। সে (এই রসূল) বলিল, 'হে আমার প্রভু! তুমি সঠিকভাবে মীমাংসা কর।[১৯২৮] বস্তুতঃ আমাদের প্রতিপালক রহমান আল্লাহ্‌, যাঁহার নিকট সাহায্য চাওয়া হয় উহার বিরুদ্ধে যাহা তোমরা বর্ণনা কর।'

৭ [১৯] ৭

১৯২৮। আখেরী যামানায় পৃথিবীতে ইয়া'জুজ ও মা'জুজের আকারে যে শয়তানী শক্তিগুলি অবাধে ছাড়িয়া দেওয়া অবধারিত ছিল উহার বিরুদ্ধে আশ্রয় চাহিয়া দোয়া করিবার জন্য আঁ-হযরত (সাঃ)-কে ঐ আয়াতে আদেশ দেওয়া হইয়াছে। বাইবেল হইতে ইহা স্পষ্ট যে ইয়া'জুজ ও মা'জুজের সময়ে কেবলমাত্র জাগতিক ও বাহ্যিক শক্তিই ইসলামের বিপদের কারণ হইবে না, বরং অন্যান্য অনেক বিষয়ের উদ্ভব হইবে যাহা ইহার জন্য অধিকতর বিপদের উপকরণ সৃষ্টির কারণ হইবে। আয়াতের দ্বারা নবী করীম (সাঃ)-কে দোয়া করার জন্য আদেশ দেওয়ার অর্থ ইহাও হইতে পারে যে, ইহুদীগণ কর্তৃক প্যালেষ্টাইন দখলের স্থিতিকাল যাহাতে স্বল্পতম হয় এবং যাহাতে ইহার উপযুক্ত উত্তরাধিকারী অর্থাৎ মুসলমানগণ ইহা ফিরিয়া পায়।

২২· সূরা আল্ হাজ্জ্ব

(আংশিক হিজরতের পূর্বে ও আংশিক হিজরতের পরে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণ হওয়ার তারিখ ও প্রসংগ

পণ্ডিতদের মতে এই সূরাটির কিছু অংশ হিজরতের পূর্বে এবং কিছু অংশ হিজরতের পরে নাযেল হইয়াছিল । 'জাহাক' অবশ্য এই অভিমত পোষণ করেন যে, সূরাটির সম্পূর্ণ অংশই হিজরতের পরে অবতীর্ণ হইয়াছিল । পূববর্তী সূরা আল্ আম্বিয়াতে বলা হইয়াছিল যে, অবিশ্বাসীদের সত্য প্রত্যাখ্যানজনিত কারণে তাহাদের উপর ক্রমাগত ঐশী শাস্তি নিপতিত হইবে । এমনকি উক্ত সূরার শেষ আয়াতে রসূলে পাক (সাঃ)-কে বিরুদ্ধবাদীদের অপরিবর্তিত শত্রুতার কারণে তাহাদের বিরুদ্ধে ঐশী শাস্তি প্রেরণের প্রার্থনা করিতেও বলা হইয়াছিল । আলোচ্য সূরার শুরুতেই সেই প্রার্থনার জবাব প্রদান করা হইয়াছে । সূরা আল্ আম্বিয়ার সাথে বর্তমান সূরাটির ইহাই প্রত্যক্ষ সংযোগ। কিন্তু ইহার পূর্ববর্তী কতিপয় সূরার সহিত বর্তমান সূরাটির বিষয়বস্তুগত আরো গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান। যেই বিষয়কে কেন্দ্র করিয়া সূরা মারইয়াম শুরু হইয়াছিল এবং যাহা পরবর্তীতে সূরা তাহা এবং সূরা আম্বিয়াতে আরো বিস্তৃত পরিসরে আলোচিত হইয়াছিল, তাহা বর্তমান সূরাটিতে অনেকটা পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। সূরা মারইয়ামে খৃষ্টধর্মের মৌলিক নীতিসমূহ ব্যাখ্যা করতঃ উহার ভ্রান্ত আকীদাসমূহকে খণ্ডন করা হইয়াছিল।কেননা এইসব ভ্রান্ত আকিদা খণ্ডন করা না হইলে অন্য একটি নূতন ঐশী-বাণীর প্রয়োজনীয়তাকে প্রতিষ্ঠা করা যায় না । ইসলামের মহান নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সমগ্র মানব জাতির জন্য এক নূতন ঐশী-বাণী ও ব্যবস্থাসহ অবতীর্ণ হওয়ার দাবী করিয়াছেন । এমতাবস্থায় যদি খৃষ্টধর্মের শিক্ষা এখনও অভ্রান্ত, পবিত্র ও গ্রহণযোগ্য বলিয়া বর্তমান থাকে, তাহা হইলে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর আনীত নূতন শিক্ষার প্রয়োজন কি ? তাই, খৃষ্টধর্মের মূল আকীদাই যে ভ্রান্ত ও বাতিলযোগ্য তাহাই প্রথমে প্রমাণ করিয়া দেখানো দরকার। সূরা মারইয়ামে এই বিষয়টি নিয়াই আলোকপাত করা হইয়াছে এবং হযরত ঈসা (আঃ)-এর জন্মের ঘটনাকে বর্ণনা করিয়া দেখানো হইয়াছে যে, উহা আল্লাহ্তা'লার অন্যান্য নবী-রসূলদের জীবনের ঘটনা হইতে পৃথক বা শ্রেষ্ঠত্ব আরোপিত হওয়ার মত কোন ঘটনা নয় । সূরা 'তাহা'তে 'বিধান মাত্রই অভিশাপ' এই জাতীয় খৃষ্টীয় মতবাদের ভ্রান্তি অত্যন্ত সার্থকভাবে অপনোদন করা হইয়াছে । অতঃপর, সূরা আম্বিয়াতে উক্ত বিষয়টিই একটি ভিন্ন আঙ্গিকে পেশ করিয়া দেখানো হইয়াছে যে,আদি-পাপ জনিত খৃষ্টীয় বিশ্বাস কোন দিক হইতেই সমর্থন যোগ্য নয়। কেননা, আদি-পাপের বিষয়টিই যদি সত্য হয়, তাহা হইলে নবী-রসূল প্রেরণের মাধ্যমে মানুষকে পাপ-মুক্ত করার ঐশী পরিকল্পনার কোন অর্থই থাকে না । কারণ, উত্তারাধিকার সূত্রে যে পাপ মানুষের ঘাড়ে বর্তাইয়াছে, তাহা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবার তাহার কোন উপায় নাই এবং এইভাবে মানুষের নিজ ভাল-মন্দ যাচাই করিবার ইচ্ছাশক্তি রহিত হইয়া পড়ে এবং তাহার কৃত ভাল-মন্দ কাজের জন্য তাহাকে কিছুতেই দায়ী করা যায় না । অতঃপর, বর্তমান সূরাটিতে বলা হইয়াছে যে, যদি হযরত ঈসা (আঃ) প্রকৃতই আধ্যাত্মিক পবিত্রতার উচ্চতম সোপানে অধিষ্ঠিত হইতেন, তাহা হইলে নূতন করিয়া কোন বিধান বা রসূল প্রেরণের প্রয়োজন পড়িত না । কিন্তু প্রকৃত সত্য হইল এই যে, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) একটি নূতন বিধানসহ সারা বিশ্ববাসীর জন্য আল্লাহ্র রসূল হওয়ার ঘোষণা করিয়াছেন । ইহাতেই প্রমাণিত হয় যে, খৃষ্টানদের দাবীর মোকাবিলায় তাঁহার এই ঘোষণাটি একটি বিরাট চ্যালেঞ্জ ।

বিষয়বস্তু

সূরাটির বিষয়বস্তু পাঁচটি প্রধান অংশে বিভক্ত। (১) যেহেতু অবিশ্বাসীরা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর দাবী বর্জন করিয়া চলিতেছে, তাই তাহাদিগকে ঐশী শাস্তির ভয় দেখানো হইয়াছে । হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর শিক্ষার বৈশিষ্ট্য বর্ণনায় সূরাটিতে একাধিক যুক্তির অবতারণা করা হইয়াছে । যেমন, (ক) তাঁহার শিক্ষা সমগ্র মানবজাতির জন্য অপরিহার্য, ইহা সত্য এবং প্রজ্ঞাভিত্তিক, ইহার উপযোগিতা প্রমাণার্থে ইহাতে দৃঢ় প্রমাণ ও যুক্তির সমাবেশ বিদ্যমান এবং বিরুদ্ধবাদীদের দাবীর অসারতা প্রদর্শনেও ইহা সম্পূর্ণরূপে সামর্থ্যের অধিকারী; (খ) ঐশী নিদর্শনও হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর দাবীর অনুকূলে প্রদর্শিত হইতেছে— কেননা, তাঁহার অনুসারীরা জাগতিক ও আধ্যাত্মিক উভয় দিক হইতেই উন্নতি লাভ করিতেছে এবং বিরুদ্ধবাদীরা পূর্ববর্তী নবীদের বিরুদ্ধবাদীদের মতই তাঁহার নিকট পরাভূত হইতেছে; (গ) ঐশী পুরস্কার বা আশিসধারা এক অস্বাভাবিক পরিমাণে হযরত রসূলে করীম (সাঃ)-কে প্রদান করা হইবে; (ঘ) তাঁহার আনীত শিক্ষা অচিরেই সারা পৃথিবীতে শান্তি, শৃংখলা ও শুভেচ্ছার ভিত্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হইবে; এবং (ঙ) খৃষ্টান ধর্মসহ যাবতীয় ভ্রান্ত ধর্মমত ও বিশ্বাস ইসলামের এই অপরাজেয় অগ্রগতির মোকাবিলায় পশ্চাদপসরণ করিবে এবং পরিণামে পুরাপুরি বিপর্যস্ত হইয়া যাইবে । (২) আল্লাহ্র প্রেরিত নবী-রসূলগণ সকল যুগেই দুষ্ট প্রকৃতির মানুষ কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছেন এবং এই সকল লোক তাহাদের পথে সর্বদাই বিভিন্ন অসুবিধা ও প্রতিকূলতার সৃষ্টি করিয়াছে । কিন্তু আল্লাহ্ স্বীয় অনুগ্রহে ঐসকল বাধা-বিপত্তি দূর করিয়া পরিণামে সত্যকেই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন । (৩) হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর আবির্ভাব সেই ঐশী উদ্দেশ্যকে পূর্ণতা দান করিয়াছে যাহার জন্য হযরত ইবরাহীম (আঃ) আল্লাহ্র নিকট সকাতরে প্রার্থনা করিয়াছিলেন,যখন তিনি মক্কার নির্জন ও

তরুলতা-হীন প্রান্তরে তাঁহার পুত্র ইসমাঈল (আঃ) ও স্ত্রী হযরত হাজেরাকে রাখিয়া আসেন । (৪) হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) বিরুদ্ধবাদী কর্তৃক দীর্ঘ ও দুর্বিসহ শত্রুতাকে গভীর দৃঢ়তা ও অসাধারণ কষ্টসহিষ্ণুতা দ্বারা মোকাবিলা করিয়াছেন এবং এখন সময় আসিয়াছে যখন উহাদের সহিত আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ করিবার জন্য তাঁহাকে অনুমতি দেওয়া হইতেছে । এই ধরণের আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধের শুধু অনুমতিই যে দেওয়া হইল তাহাই নয়, বরং সত্য যখন সংকটাপন্ন হইয়া পড়ে, তখন এই ধরণের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা একটি প্রশংসনীয় কাজ । আল্লাহ্‌র সাহায্য তাহাদের উপর বর্ষিত হয় যাহারা এই ধরণের আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ করে । যদি সত্যের খাতিরে এই ধরণের আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধের অনুমতি না দেওয়া হইত, তাহা হইলে মানুষ বিবেকের স্বাধীনতা, যাহা তাহার একটি অত্যন্ত মূল্যবান ঐতিহ্য, তাহা হইতে বঞ্চিত হইয়া পড়িত । শুধু তাহাই নহে, আল্লাহ্‌র ইবাদতও প্রকারান্তরে বন্ধ হইয়া যাইত এবং পাপ ও অনাচার সারা পৃথিবীতে বিস্তৃত হইয়া পড়িত । (৫) ঐশী শিক্ষার দৃষ্টান্ত হইতেছে, বৃষ্টিপাতের ন্যায়, যাহা আধ্যাত্মিকভাবে মৃত পৃথিবীতে পুনরায় সজীবতা ও ঔজ্জ্বল্য প্রদান করে এবং ইহা অবধারিতভাবে সফল হয় । পুরাতন ঐশী-বাণীর স্থলে নূতন ঐশী-বাণী প্রেরিত হয় এবং এইভাবেই ইহার নির্ধারিত মেয়াদ ও উদ্দেশ্য পূর্ণ করে, তখন অন্য ঐশী শিক্ষা ইহার স্থলাভিষিক্ত হয় এবং ইহার মাধ্যমে পুনরায় ঐশী পরিকল্পনা ও ইচ্ছা বাস্তবায়িত হইতে থাকে । ঐশী প্রতিশ্রুতির এই ধারাবাহিকতা ধরিয়াই হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর আবির্ভাব হইয়াছে । পরিশেষে সূরাটিতে এই আশ্বাস বাণী শুনানো হইয়াছে যে, যেহেতু হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সেই প্রতিশ্রুত শিক্ষক, তাই তিনি সর্বদাই ঐশী সাহায্যে সমৃদ্ধ হইতে থাকিবেন । সেই জন্য তাঁহার অনুসারীদের উচিত, তাঁহাকে সর্বতোভাবে নিঃশর্ত আনুগত্য প্রদান করা, কেননা সাফল্য ও বিজয়ের ইহাই সর্বোত্তম উপায় ।

২২- সূরা আল্ হাজ্জ

ইহা মাদানী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ইহাতে ৭৯ আয়াত এবং ১০ রুকূ আছে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। আল্লাহ্র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময়।

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ ۚ اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيْمٌ ②

২। হে মানবমণ্ডলী! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের 'তাক্ওয়া' অবলম্বন কর; নিশ্চয় নির্ধারিত সময়ের ভূমিকম্প[১৯২৯] অতীব গুরুতর বিষয়—

يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّاۤ اَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكٰرٰى وَمَا هُمْ بِسُكٰرٰى وَلٰكِنَّ عَذَابَ اللّٰهِ شَدِيْدٌ ③

৩। যেদিন তোমরা উহা দেখিবে সে দিন প্রত্যেক স্তন্যদাত্রী তাহার দুগ্ধ-পোষ্যকে ভুলিয়া যাইবে এবং প্রত্যেক গর্ভবতী তাহার গর্ভপাত করিবে এবং তুমি লোকদিগকে মাতাল অবস্থায় দেখিবে, অথচ তাহারা মাতাল হইবে না,[১৯৩০] বস্তুতঃ আল্লাহ্র আযাব হইবে অতীব কঠোর।

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّجَادِلُ فِي اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطٰنٍ مَّرِيْدٍ ۙ④

৪। এবং লোকদের মধ্যে কতক এমনও আছে যাহারা আল্লাহ্র সম্বন্ধে অজ্ঞানতাবশতঃ বিতর্ক করে এবং তাহারা প্রত্যেক বিদ্রোহী শয়তানের অনুসরণ করে—

كُتِبَ عَلَيْهِ اَنَّهٗ مَنْ تَوَلَّاهُ فَاَنَّهٗ يُضِلُّهٗ وَيَهْدِيْهِ اِلٰى عَذَابِ السَّعِيْرِ ⑤

৫। যাহার সম্বন্ধে এই চিরাচরিত ফয়সালা করিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, যে ব্যক্তিই তাহার[১৯৩১] সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিবে, সে তাহাকে অবশ্যই বিপথগামী করিবে এবং প্রজ্জ্বলিত দোযখের আযাবের দিকে লইয়া যাইবে।

১৯২৯। 'আস্ সা'আহ্' (সময়-ক্ষণ) বা 'আল্ কিয়ামাহ্' তিন প্রকার অর্থে ব্যবহৃত হয়ঃ (ক) গুরুত্বপূর্ণ এবং খ্যাতনামা ব্যক্তির মৃত্যু, (আস্ সা'আতুস্ সুগরা—ছোট কিয়ামত); (খ) জাতীয় বিপর্যয় (আস্ সা'আতুল ওস্তা— মধ্যম কিয়ামত); (গ) বিচার দিবস (আস্ সা'আতুল কুবরা— সর্ববৃহৎ কিয়ামত)। কুরআন শরীফে এই শব্দের ব্যবহার শেষ দুই অর্থে হইয়াছে। প্রাসঙ্গিক বর্ণনা প্রতীয়মান করে যে, এখানে এই শব্দের ব্যবহার জাতির আসল ভিত্তি টলাইয়া দেয়। আরবজাতির আসন্ন সর্বনাশের প্রতিও ইহার বিশেষ ইশারা হইতে পারে, যখন তাহাদের রাজনৈতিক শক্তির নিরাপদ দূর্গ মক্কা নগরের পতন নির্ধারিত ছিল এবং তাহাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা ও সামাজিক রীতি-নীতি ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া যাওয়া নির্ধারিত ছিল। ইহার দ্বারা সেই মুহূর্তও বুঝাইতে পারে যখন শোচনীয় দুঃখ-দুর্দশা মানব জাতিকে বিশ্ব-যুদ্ধের আকারে অতর্কিতে পাকড়াও করিবে এবং উহার পিছনে চরম-দুর্দশাপূর্ণ পরিবর্তন আনয়ন করিবে। তফসীরাধীন আয়াত ২ঃ২১৩ আয়াতের সহিত মিলাইয়া পড়িলে এই ধারণার প্রতি সমর্থন পাওয়া যায় যে, 'আস্ সা'আহ্' বা 'আল্ কিয়ামাহ্' কুরআনে ব্যবহৃত শব্দদ্বয় সাধারণতঃ চরম জাতীয় বিপর্যয় বা দুর্দশা বুঝায়, যাহা সমগ্র জাতিকে অতর্কিতে পাকড়াও করার ভাব প্রকাশ করে।

১৯৩০। পূর্ববর্তী আয়াতে উল্লিখিত ভূমিকম্পের 'দিবস' বা 'সময়'-এর সীমাহীন ভয়ানক দুঃসহ দুঃখ-দুর্দশা প্রকাশার্থে তিন প্রকার উপমা বা অলংকার এই আয়াতে ব্যবহার করা হইয়াছে ঃ (এক) মায়ের নিকট তাহার স্তন্যপায়ী সন্তান অপেক্ষা অধিকতর প্রিয় আর কিছুই হইতে পারে না, (দুই) অধিকতর আতংক ইহা হইতে আর হইতে পারে না যাহার ভয়াবহতার ফলে নারীর গর্ভপাত হইয়া যায় এবং (তিন) যাহার আতংক মানুষকে মাতালপ্রায় করিয়া ফেলে। এই আয়াত বর্ণনা করে যে, আতংকের ভয়াবহ ঘটনাসমূহের আকস্মিকতা ও তীব্রতা এমন হইবে যে, মা স্তন্যপায়ী বুকের শিশুকে ত্যাগ করিবে এবং গর্ভবতী নারীরা গর্ভপাত করিয়া দিবে এবং লোকেরা আকস্মিক ভয়ে উন্মাদ হইয়া যাইবে এবং মদোন্মত্ত লোকের মত তাহাদের নিজের কর্মের উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ হারাইয়া ফেলিবে।

১৯৩১ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنْ كُنْتُمْ فِيْ رَيْبٍ مِّنَ
الْبَعْثِ فَاِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ
مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُّضْغَةٍ
مُّخَلَّقَةٍ وَّ غَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ ؕ
وَنُقِرُّ فِي الْاَرْحَامِ مَا نَشَآءُ اِلٰٓى اَجَلٍ
مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ
لِتَبْلُغُوْٓا اَشُدَّكُمْ ۚ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّتَوَفّٰى
وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرَدُّ اِلٰٓى اَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا
يَعْلَمَ مِنْۢ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْـًٔا ؕ وَتَرَى الْاَرْضَ
هَامِدَةً فَاِذَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَآءَ اهْتَزَّتْ
وَرَبَتْ وَاَنْۢبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍۭ بَهِيْجٍ ۝

৬। হে মানবমণ্ডলী ! যদি তোমরা পুনরুত্থান সম্বন্ধে সন্দেহের মধ্যে থাক তাহা হইলে (চিন্তা কর) আমরা তোমাদিগকে মাটি হইতে সৃষ্টি করিয়াছি, অতঃপর শুক্রবীর্য হইতে, অতঃপর আঠালো জমাট রক্তপিণ্ড হইতে, অতঃপর পূর্ণাকৃতি বিশিষ্ট মাংসপিণ্ড বা অপূর্ণাকৃতি বিশিষ্ট মাংসপিণ্ড হইতে, যেন আমরা তোমাদের নিকট (আমাদের ক্ষমতার বিষয়) সবিস্তারে বর্ণনা করিয়া দিই । এবং যাহাকে আমরা চাহি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত জরায়ুতে রাখি; অতঃপর আমরা তোমাদিগকে শিশুর আকারে বাহির করি এবং (ক্রমান্বয়ে পরিবর্ধিত করিতে থাকি) যেন তোমরা তোমাদের বলিষ্ঠ বয়সে উপনীত হইতে পার । এবং তোমাদের মধ্য হইতে কোন কোন ব্যক্তিকে (স্বাভাবিক বয়সে) মৃত্যু দান করা হয়; এবং তোমাদের কোন কোন ব্যক্তিকে জরাজীর্ণ বার্ধক্যে উপনীত করা হয়, ফলে সে জ্ঞানার্জনের পর সম্পূর্ণ জ্ঞান-হারা হইয়া পড়ে । এবং তুমি ভূমিকে নিষ্প্রাণ দেখিতে পাও, অতঃপর যখন আমরা উহার উপর পানি বর্ষণ করি তখন উহা সতেজ হইয়া উঠে এবং বর্ধিত হইতে থাকে এবং সর্বপ্রকার সুশোভিত উদ্ভিদ উৎপন্ন করিতে আরম্ভ করে ।[১৯৩২]

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَاَنَّهٗ يُحْيِ الْمَوْتٰى
وَاَنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝

৭। ইহা এই জন্য যে, নিশ্চয় আল্লাহ্‌ই প্রকৃত সত্য সত্তা, এবং তিনিই মৃতকে জীবিত করেন এবং তিনিই সকল বিষয়ের উপর সর্বশক্তিমান ;

১৯৩১। কেবলমাত্র তাহারাই শয়তান কর্তৃক বিপথে পরিচালিত হইয়া থাকে যাহারা শয়তানকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে ও উহাকে অনুসরণ করে । কুরআন করীম বর্ণনা করে যে, আল্লাহ্‌তা'লার ন্যায়পরায়ণ বান্দাদের উপর শয়তানের কোন কর্তৃত্ব নাই । কেবল সেই সকল লোকেরাই বিপথগামী হয়, যাহারা তাহার কুপরামর্শ গ্রহণ করে (১৬ঃ১০০-১০১; ১৭ঃ৬৬)।

১৯৩২। মানবের সৃজন এবং দেহের পরিবর্ধন 'মৃত্যুর পরে জীবন' এর সমর্থনে এক জোরদার যুক্তি প্রতিষ্ঠিত করে । এই সৃষ্টি ক্রমবিকাশের এক ধারাবাহিক প্রক্রিয়া, এক ক্রম-বিবর্ধন, এক স্তর হইতে অন্য স্তরে উন্নতি, অচেতন পদার্থ হইতে এক বীজে রূপান্তর, তৎপর উহা এক ডিম্বকোষে এক ভ্রূণের আকারে বৃদ্ধি লাভ করিতে থাকে, অতঃপর ইহা এক পরিপূর্ণ মানবাকৃতির জন্মের ভিতর দিয়া সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছে । এই ক্রমবিকাশের প্রক্রিয়া, যাহাই হউক না কেন মানুষের জন্মের সাথেই বন্ধ বা শেষ হইয়া যায় না । ইহা চলিতে থাকে । এক অচেতন পদার্থ হইতে পরিপূর্ণরূপে বৃদ্ধি প্রাপ্ত এক মানব-সত্তার এই বিসময়কর দৈহিক ক্রমোন্নতি এক অকাট্য দলীল যে, মানবের স্রষ্টা এবং তাহার ক্রমবর্ধনের এই সকল স্তর বিন্যাসের নির্মাতা মানুষের মরিয়া যাওয়ার পরেও নূতন জীবন দান করিবার ক্ষমতা রাখেন । ইহাতে আরও প্রতিভাত হয় যে, মানুষের সৃষ্টি এবং দৈহিক পরিবর্ধন যেমন তাহার ক্রমোন্নতি ও ক্রম-বিকাশের এক ধারাবাহিক প্রক্রিয়া, মানবের আধ্যাত্মিক ক্রমোন্নতির প্রক্রিয়াও ঠিক সেই রূপেই কাজ করিয়া থাকে । আরও একটি যুক্তি বিশ্ব-প্রকৃতি হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে, যথা- বন্ধ্যা বা নিষ্ফলা, নীরস বা বিরান ভূপৃষ্ঠে তখন নূতন জীবনের স্পন্দন জাগে, যখন ইহার উপর বৃষ্টি বর্ষিত হয় । এই ইন্দ্রিয়গোচর ব্যাপারও একই অভিন্ন সিদ্ধান্তে পৌঁছায় যে, যে খোদা মৃত এবং বন্ধ্যা ভূমিতে নূতন জীবনের সঞ্চার করার শক্তি রাখেন, মানুষকে মৃত্যুর পর জীবিত করার শক্তিও তাঁহার নিশ্চয়ই আছে ।

وَّاَنَّ السَّاعَةَ اٰتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيْهَا ۙ وَاَنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُوْرِ ۝٧

৮। এবং নির্ধারিত সময় অবশ্যই আসিবে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই, এবং আল্লাহ্ নিশ্চয় তাহাদিগকে পুনরুত্থিত করিবেন যাহারা কবরে আছে।

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّجَادِلُ فِي اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّلَا هُدًى وَّلَا كِتٰبٍ مُّنِيْرٍ ۝٨

৯। এবং লোকদের মধ্যে কেহ কেহ আল্লাহ্ সম্বন্ধে জ্ঞান ছাড়া, হেদায়াত ছাড়া এবং কোনও সমুজ্জ্বল কিতাব ছাড়া[১৯৩৩] এমন অবস্থায় বিতর্ক করে যে,

ثَانِيَ عِطْفِهٖ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۭ لَهٗ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَّنُذِيْقُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عَذَابَ الْحَرِيْقِ ۝٩

১০। সে অহংকারভরে নিজ পার্শ্ব ফিরাইয়া রাখে যেন সে আল্লাহ্‌র পথ হইতে (লোকদিগকে) বিপথগামী করিতে পারে। তাহার জন্য দুনিয়াতেও লাঞ্ছনা নির্ধারিত আছে এবং কিয়ামত দিবসেও আমরা তাহাকে আগুনের আযাবের স্বাদ গ্রহণ করাইব।[১৯৩৪]

ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدٰكَ وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ ۝١٠

১১। (এবং বলিব) ইহা উহার কারণে যাহা তোমাদের হস্ত আগে প্রেরণ করিয়াছে; বস্তুতঃ আল্লাহ্ তাঁহার বান্দাগণের উপর আদৌ যুলুম করেন না।

১ [১১] ৮

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّعْبُدُ اللّٰهَ عَلٰى حَرْفٍ ۚ فَاِنْ اَصَابَهٗ خَيْرُ ۨ اطْمَاَنَّ بِهٖ ۚ وَاِنْ اَصَابَتْهُ فِتْنَةُ ۨ انْقَلَبَ عَلٰى وَجْهِهٖ ۚ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةَ ۭ ذٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِيْنُ ۝١١

১২। এবং লোকদের মধ্যে কেহ কেহ আল্লাহ্‌র ইবাদত করে কিনারায় দাঁড়াইয়া।[১৯৩৫] অতএব, যদি তাহার কোন কল্যাণ সাধন হয় তাহা হইলে সে সন্তুষ্ট হইয়া যায়, কিন্তু যদি সে কোন পরীক্ষার সম্মুখীন হয় তাহা হইলে সে মুখ ঘুরাইয়া ফিরিয়া যায়। তাহারা ইহজগতেও ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে এবং পরজগতেও। বস্তুতঃ ইহাই প্রকাশ্য ক্ষতি।

يَدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَضُرُّهٗ وَمَا لَا يَنْفَعُهٗ ۭ ذٰلِكَ هُوَ الضَّلٰلُ الْبَعِيْدُ ۝١٢

১৩। সে আল্লাহ্‌কে ছাড়িয়া এমন বস্তুকে ডাকে যে তাহার কোন অপকারও করিতে পারে না এবং কোন উপকারও করিতে পারে না। ইহাই চরম পর্যায়ের বিপথগামিতা।

১৯৩৩। 'ইল্‌ম' (জ্ঞান) অর্থ বুদ্ধিগত প্রমাণ এবং যুক্তির দলীল। 'হুদান' ঐশী পথ-নির্দেশ এবং 'কিতাবুম্ মুনীর' অর্থ শাস্ত্রীয় প্রমাণ বা সমুজ্জ্বল কিতাব।

১৯৩৪। সত্যের অস্বীকারকারীদিগের অদৃষ্টে দুই প্রকার শাস্তি নির্ধারিত রহিয়াছে, যথাঃ ইহজীবনের পরাজয় ও ছত্রভঙ্গ অবস্থা এবং পারলৌকিক কলঙ্ক। ইহজীবনের শাস্তি পরজীবনের প্রমাণ বহন করে।

১৯৩৫। আরববাসীরা বলিয়া থাকে, 'ফুলানুন আ'লা হারফিন মিন আস্‌রিহী' অর্থাৎ এরূপ দ্বিধাগ্রস্থ ব্যক্তি যে কোন বিষয়ের ফলাফলের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া যদি দেখে লাভজনক তবে উহার প্রতি মনোযোগী হয়, আর যদি দেখে উহা তাহার পসন্দ নয় তাহা হইলে সে উহা হইতে মুখ ফিরাইয়া লয়, (লেইন)। কুরআনের 'আ'লা হারফিন' উক্তির মর্ম, যে ব্যক্তি ধর্মের ব্যাপারে কিনারায় দাঁড়াইয়া দ্বিধাগ্রস্ত মনে আল্লাহ্‌র ইবাদত করে সে সৈন্য-বাহিনীর পশ্চাদভাগের সেই সৈন্যের মত যে বিজয় ও লুণ্ঠনের নিশ্চয়তা দেখিলে অটলভাবে দাঁড়াইয়া থাকে, অন্যথায় পিছন হইতে পালাইয়া যায়। ('আ'লা হারফিন'(কিনারায়) উক্তির ব্যাখ্যা করা হইয়াছে পরবর্তী বাক্যে, যথাঃ যদি তাহার কোন কল্যাণ সাধন হয় তাহা হইলে সে সন্তুষ্ট হইয়া যায়, কিন্তু যদি কোন পরীক্ষার সম্মুখীন হয় তাহা হইলে সে 'মুখ- সোজা প্রত্যাবর্তন করে'। অথবা, উক্তির মর্ম এইরূপও হইতে পারে যে, দুর্বল ঈমানের লোকেরা সর্বদাই সংশয় ও অনিশ্চয়তার মধ্যে দুলিতে থাকে। সত্য গ্রহণ করার পর যদি তাহারা পার্থিব কিছু উপকার লাভের আশা করে, তাহা হইলে তাহারা অবিশ্বাসীগণের মতই ব্যবহার করিয়া চলিতে থাকে, কিন্তু বিশ্বাস করার ফলশ্রুতি যদি পরীক্ষা ও দুঃখ-কষ্ট বহন করিয়া আনে তাহা হইলে তাহারা পলায়ন করে।

يَدْعُوْا لَمَنْ ضَرُّهٗۤ اَقْرَبُ مِنْ نَّفْعِهٖ ؕ لَبِئْسَ الْمَوْلٰى وَلَبِئْسَ الْعَشِيْرُ ﴿١٣﴾

১৪ । সে তাহাকে ডাকে যাহার অনিষ্ট তাহার উপকার অপেক্ষা অধিকতর সন্নিকট ।[১৯৩৬] এইরূপ মনিবও কত মন্দ এবং এইরূপ সহচরও কত মন্দ !

اِنَّ اللّٰهَ يُدْخِلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ ﴿١٤﴾

১৫ । নিশ্চয় আল্লাহ্ তাহাদিগকে, যাহারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে, এমন বাগানসমূহে প্রবিষ্ট করিবেন যাহাদের তলদেশ দিয়া নহরসমূহ প্রবাহিত থাকিবে; নিশ্চয় আল্লাহ্ যাহা চাহেন তাহাই করেন ।

مَنْ كَانَ يَظُنُّ اَنْ لَّنْ يَّنْصُرَهُ اللّٰهُ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ اِلَى السَّمَآءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهٗ مَا يَغِيْظُ ﴿١٥﴾

১৬ । যে ব্যক্তি এইরূপ ধারণা করে যে, আল্লাহ্ তাহাকে ইহকালে ও পরকালে কখনও সাহায্য করিবেন না, তাহার কর্তব্য সে যেন একটি রজ্জু লম্বা করিয়া আকাশ পর্যন্ত লইয়া যায় (অর্থাৎ উহা দিয়া আরোহণ করে), অত:পর উহা কাটিয়া ফেলে এবং দেখে যে তাহার কৌশল সেই বিষয়কে অপসারিত করে কিনা যাহা তাহাকে রাগান্বিত করে ।[১৯৩৭]

وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنٰهُ اٰيٰتٍۢ بَيِّنٰتٍ ۙ وَّاَنَّ اللّٰهَ يَهْدِيْ مَنْ يُّرِيْدُ ﴿١٦﴾

১৭ । এবং আমরা এইভাবে এই কুরআনকে সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলীরূপে নাযেল করিয়াছি, এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ যাহাকে চাহেন হেদায়াত দেন ।

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا وَالصّٰبِـُٔوْنَ وَالنَّصٰرٰى وَالْمَجُوْسَ وَالَّذِيْنَ اَشْرَكُوْۤا ۖ اِنَّ اللّٰهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ ﴿١٧﴾

১৮ । নিশ্চয় যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং যাহারা ইহুদী হইয়াছে এবং যাহারা সাবী[১৯৩৮] এবং খৃষ্টান এবং মজুসী এবং যাহারা আল্লাহ্‌র সঙ্গে শরীক করিয়াছে, আল্লাহ্ নিশ্চয় কিয়ামত দিবসে[১৯৩৯] তাহাদের মধ্যে ফয়সালা করিবেন । নিশ্চয় আল্লাহ্ প্রত্যেক বিষয়ের উপর উত্তম পর্যবেক্ষক ।

১৯৩৬ । মিথ্যা খোদার উপাসনা ভক্তবৃন্দের যে নৈতিক ক্ষতি সাধন করে উহা প্রত্যক্ষ এবং স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হয়,যেহেতু তাহারা অচেতন বস্তুর সামনে নিজেকে হেয় প্রতিপন্ন করে । এইরূপে তাহারা নিজের মর্যাদা ও আত্মসম্মানে বিরাট আঘাত হানে । অথচ যেকোন উপকার তাহারা উহা হইতে আশা করে উহা শুধু অলীক এবং মিথ্যা কষ্ট-কল্পিত ও অস্বাভাবিক ।

১৯৩৭ । এই আয়াত অবিশ্বাসীদিগের প্রতি এক চ্যালেঞ্জ উপস্থাপন করিয়াছে যে, তাহারা নবী করীম (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে যতদূর পারে তাহাদের চরম শত্রুতা করিয়া দেখুক, তাহারা তাঁহার প্রতি ঐশী সাহায্য বন্ধ করিতে পারে কিনা, যাহা তিনি আল্লাহ্‌র নিকট হইতে অবিরাম পাইয়া আসিতেছেন এবং পাইতে থাকিবেন । আকাশে ইহা নির্ধারিত রহিয়াছে যে, ইসলাম ধর্ম নিয়মিত এবং অব্যাহত গতিতে উন্নতি করিতে থাকিবে এবং কেহ এই ঐশী-নিয়মের পরিবর্তন করিতে পারিবে না; এবং ইসলামের দ্রুত অগ্রগতি দেখিয়া কাফেরকুলের দৃষ্টিতে এই কষ্টদায়ক ও অপমানজনক দৃশ্য হইতে একমাত্র মৃত্যুই উহাদিগকে রক্ষা করিবে । 'সামাউন' শব্দের ব্যাখ্যা ঘরের সিলিং বা ছাদ করা হইলে (লেইন), আয়াতের অর্থ হইবে, 'রসূল করীম (সাঃ)-এর বিরুদ্ধবাদীরা তাঁহার মিশনের সফলতার কারণে যদি ক্রুদ্ধ হইয়া পড়ে তাহা হইলে তাহারা ছাদের সঙ্গে দড়ি দিয়া নিজদিগকে ঝুলাইয়া দেউক এবং উহা কাটিয়া দেউক, ইহা সত্ত্বেও ঐশী সাহায্য আসা বন্ধ হইবে না ।' এই অর্থ ৩ঃ১২০ আয়াত দ্বারা সমর্থিত, যাহার মধ্যে অবিশ্বাসীরা নিন্দিত এবং কঠোরভাবে তিরস্কৃত হইয়াছে ।যেমন তোমরা তোমাদের আক্রোশে মরিয়া যাও, নিশ্চয় তোমাদের বক্ষঃদেশে যাহা কিছু নিহিত আছে উহা সম্বন্ধে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত ।

১৯৩৮ । পরবর্তীতে রচিত আরবী সাহিত্যেও শব্দটি উত্তর ইউরোপের লোকদিগকে বুঝাইবার জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে (এনসাইক অব ইসলাম)।

১৯৩৯ । ২ঃ৬৩; ৫ঃ৭০ আয়াতসমূহে ও তফসীরাধীন এই আয়াতে এই অর্থ বুঝায় না যে, খৃষ্টান, ইহুদী ও সাবীগণ বিশ্বাসীদিগের সহিত

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يَسْجُدُ لَهٗ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُوْمُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَآبُّ وَكَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ ؕ وَكَثِيْرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ ؕ وَمَنْ يُّهِنِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ مُّكْرِمٍ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ﴿۱۹﴾ ۩

১৯। তুমি কি লক্ষ্য কর নাই যে, আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে সেজদা করিতেছে তাহারাও যাহারা আকাশসমূহে আছে এবং তাহারাও যাহারা পৃথিবীতে আছে এবং সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্ররাজি, পর্বতমালা, বৃক্ষপুঞ্জ, জীবজন্তু এবং মানবকুল হইতে অনেকে ?[১৯৪০] কিন্তু লোকদের মধ্যে এমন এক বিরাট দলও আছে যাহাদের সম্বন্ধে আযাবের ফয়সালা হইয়া গিয়াছে। এবং আল্লাহ্ যাহাকে অপমানিত করেন তাহার সম্মানদাতা কেহই নাই। নিশ্চয় আল্লাহ্ যাহা চাহেন তাহাই করেন।

সেজদা-৬

هٰذٰنِ خَصْمٰنِ اخْتَصَمُوْا فِيْ رَبِّهِمْ ۫ فَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّنْ نَّارٍ ؕ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوْسِهِمُ الْحَمِيْمُ ﴿۲۰﴾

২০। এই দুই পরস্পর বিবদমান[১৯৪১] দল এইরূপ যাহারা নিজেদের প্রভুর সম্বন্ধে বিবাদ করিতেছে। অতএব যাহারা অবিশ্বাস করিয়াছে তাহাদের জন্য আগুনের পোশাক প্রস্তুত করা হইবে এবং তাহাদের মাথার উপর ফুটন্ত পানি ঢালিয়া দেওয়া হইবে,

يُصْهَرُ بِهٖ مَا فِيْ بُطُوْنِهِمْ وَالْجُلُوْدُ ﴿۲۱﴾

২১। উহা দ্বারা তাহাদের উদরে যাহা কিছু আছে তাহা এবং তাহাদের চামড়াও গলাইয়া দেওয়া হইবে;

وَلَهُمْ مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيْدٍ ﴿۲۲﴾

২২। এবং তাহাদের (আরও শাস্তির) জন্য থাকিবে লোহার হাতুড়িসমূহ।

كُلَّمَآ اَرَادُوْٓا اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ اُعِيْدُوْا فِيْهَا ۠ وَذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ ﴿۲۳﴾ ع ۲ ۹ [১২]

২৩। যখনই তাহারা দুঃখ ও কষ্টের দরুন উহা হইতে বাহির হইতে চাহিবে তখনই তাহাদিগকে তথায় ফিরাইয়া দেওয়া হইবে এবং বলা হইবে, 'তোমরা আগুনের আযাবের স্বাদ গ্রহণ কর !'

সমভাবে মুক্তি পাওয়ার উপযুক্ত। কুরআন শরীফ এইরূপ কোন বিশ্বাস সমর্থন করে না। ইহার মতে আল্লাহ্‌তা'লার সমীপে গ্রহণযোগ্য ধর্ম একমাত্র ইসলাম (৩ঃ২০,৮৬)। বর্তমান আয়াত বিভিন্ন ধর্মের সত্যতা নিরূপণের জন্য এক মান ও নীতি নির্ধারণ করিয়াছে মাত্র—এমন নহে যে, ইহা সকল ধর্মকেই উহাদের বর্তমান অবস্থায় সত্য বলিয়া বিবেচনা করে। প্রকৃত মাপকাঠি হইল যে, 'মীমাংসার দিন' সত্য ধর্ম অন্যান্য সকল ধর্মের উপরে প্রবল হইবে। অথবা আয়াতের মর্ম ইহাও হইতে পারে যে, ব্যক্তির ভ্রান্ত বিশ্বাস প্রমাণ করে না যে, ইহজীবনেই তাহার শাস্তি পাওয়া উচিত। বিষয়টি বিচার দিবসে মীমাংসা করা হইবে।

১৯৪০। আল্লাহ্‌তা'লা প্রকৃতির অটল নিয়ম নির্ধারণ করিয়া দিয়াছেন, যাহা চেতন এবং অচেতন সকল বস্তুই মানিয়া চলিতে বাধ্য। এই বিধানের বাহিরে আর কোন পথ খোলা নাই। তদ্‌সত্ত্বেও নিশ্চিত আর এক কানুন বা বিধান— শরীয়াতের বিধান রহিয়াছে, যাহা আল্লাহ্‌তা'লা মানবের পথ-প্রদর্শনের জন্য ওহী দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন। শরীয়াতের এই কানুন মানার বা না মানার স্বাধীনতা মানুষের রহিয়াছে এবং এই অস্বীকৃতির ফলাফল সে ভোগ করিবে। আল্লাহ্‌তা'লাকে ছাড়িয়া প্রাকৃতিক বস্তুকে ইবাদতের জন্য গ্রহণ করার মত মূর্খতাকে তফসীরাধীন আয়াত প্রতিমা উপাসকদিগের নিকট আরও সন্দেহাতীতরূপে উপস্থাপন করে। ইহাতে বলা হইয়াছে যে, এই সকল বস্তুর আপন অস্তিত্বও আল্লাহ্‌রই উপর নির্ভরশীল। উহারা তাঁহার দ্বারা নির্ধারিত নিয়মের অনুগত এবং এক মুহূর্তের জন্যও আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়া স্বাধীনভাবে বাঁচিতে পারে না। অতএব যে সকল বস্তু ও সত্তা নিজেরাই আল্লাহ্‌তা'লার সৃষ্ট কানুনের অধীন তাহাদিগকে ভক্তি এবং পূজা করা চরম মূর্খতা বৈ আর কিছুই নহে।

১৯৪১। 'হাযানে' শব্দ দুই শ্রেণীর লোককেই বুঝায়— মো'মেন এবং কাফের।

إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا ۖ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴿٢٣﴾

২৪ । যাহারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে, নিশ্চয় আল্লাহ্ তাহাদিগকে এমন বাগানসমূহে প্রবিষ্ট করিবেন যাহাদের তলদেশ দিয়া নহরসমূহ প্রবাহিত থাকিবে । তথায় তাহাদিগকে অলংকৃত করা হইবে স্বর্ণের কঙ্কণ দ্বারা এবং মনি-মুক্তা দ্বারা; এবং উহাতে তাহাদের পোশাক-পরিচ্ছদ হইবে রেশমের । [১৯৪২]

وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ ۚ وَهُدُوا إِلَىٰ صِرَاطِ الْحَمِيدِ ﴿٢٤﴾

২৫ । এবং তাহাদিগকে পবিত্র বাণীর দিকে পথ প্রদর্শন করা হইবে এবং তাহাদিগকে প্রশংসাময় (আল্লাহ্‌র) পথের দিকে পরিচালিত করা হইবে ।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ ۚ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٢٥﴾

২৬ । নিশ্চয় যাহারা অবিশ্বাস করে এবং (লোকদিগকে) আল্লাহ্‌র পথ হইতে এবং 'মসজিদুল হারাম' (সম্মানিত মসজিদ) হইতে নিবৃত্ত রাখে যাহাকে আমরা সমগ্র মানব জাতির জন্য সমভাবে কল্যাণের কারণ করিয়াছি—তাহারা উহাতে অবস্থানকারী হউক অথবা মরুবাসী হউক এবং যাহারা যুলুম করিয়া উহাতে বক্রতা সৃষ্টি করিতে চাহে, তাহাদিগকে আমরা যন্ত্রণাদায়ক আযাবের স্বাদ গ্রহণ করাইব ।

৩ [৩] ১০ ع

وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَن لَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ

২৭ । এবং (স্মরণ কর) যখন আমরা ইব্‌রাহীমের বসবাসের জন্য নির্ধারণ[১৯৪৩] করিয়াছিলাম এই গৃহের স্থানকে[১৯৪৩-ক] (এবং

১৯৪২ । বর্ণিত আছে যে, নবী করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, জান্নাতের দুইটি স্রোতস্বিনী হইল নীল (Nile) এবং ফোরাত (Euphrates) নদী (মুসলিম, বাবুল জান্নাত) । আঁ-হযরত (সাঃ) এবং তাঁহার সাহাবা কেরাম (রাঃ) জানিতেন যে, শুধু পারলৌকিক জীবনেই তাহাদিগকে 'জান্নাত' (বাগান)-এর প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল এমন নহে, বরং ইহজীবনেও দেওয়া হইয়াছিল। তাহারা ইহাও জানিতেন যে, ইহজগতে জান্নাতের অর্থ সমৃদ্ধ এবং উর্বর ভূমি বা দেশকে বুঝায় যাহা এক সময় পারস্য এবং রোম সম্রাটগণের শাসনাধীনে ছিল । হযরত ওমর (রাঃ)-এর খেলাফত কালে মুসলিম সৈন্য বাহিনী দুই সীমান্তে যুদ্ধ করিয়াছিল, —মেসোপটেমিয়া এবং সিরীয়া সীমান্তে এবং যখন কয়েকজন আরব সর্দার তাঁহার (হযরত উমর) নিকট নিজদিগকে খেদমতের জন্য পেশ করিয়াছিল, তখন তিনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, 'দুইটি প্রতিশ্রুত দেশ' (মেসোপটেমিয়া অথবা সিরিয়া)-এর কোনটিতে যাওয়া তাহারা পসন্দ করে । ভবিষ্যদ্বাণীটি আক্ষরিকভাবে পূর্ণ হইয়াছিল তখন, যখন হযরত ওমর (রাঃ) সুরাকাহ্-বিন-মালিককে স্বর্ণ বলয় পরিধান করিতে আদেশ দান করিয়াছিলেন, যাহা ইরানের বাদশাহ্‌গণ বিশেষ রাষ্ট্রীয় উৎসবাদিতে পরিধান করিতেন ।

১৯৪৩ । এই আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ)-এর সময়ের বহু পূর্ব হইতেই কা'বা ঘরের অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল । প্রকৃত ঘটনা হইতেছে যে, কা'বা ঘর হযরত আদম (আঃ) কর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল ইহাই প্রথম উপাসনালয় যাহা এই পৃথিবীর বুকে নির্মিত হইয়াছিল (৩ঃ৯৭)। হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ)-এর যুগ পর্যন্ত কালের আবর্তনে ইহা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল । আল্লাহ্ ওহীর দ্বারা তাঁহার নিকট ইহার স্থান প্রকাশ করিলে তিনি এবং তাঁহার পুত্র ইসমাঈল (আঃ); যিনি আঁ-হযরত (সাঃ)-এর পূর্ব-পুরুষ, এই ঘর পুনর্নির্মাণ করিয়াছিলেন । আরও দেখুন টীকা ১৪৬ ।

১৯৪৩-ক । কুরআন শরীফে বিভিন্নভাবে কা'বার উল্লেখ রহিয়াছে যেমন 'আমার গৃহ' (২ঃ১২৬ এবং ২২ঃ২৭), 'পবিত্র গৃহ' (১৪ঃ৩৮), 'পবিত্র মসজিদ' (২ঃ১৫১) 'এই গৃহ' (২ঃ১২৮; ১৫৯; ৩ঃ৯৮; ৮ঃ৩৬; ২২ঃ২৭), 'প্রাচীন গৃহ' (২২ঃ৩০, ৩৪), এবং (কসম) সদা আবাদ গৃহের (৫২ঃ৫)। এই সমস্ত পৃথক পৃথক আখ্যা কা'বার বৈশিষ্ট্যের প্রতি অঙ্গুলী নির্দেশ করে যে, ইহা মানবজাতির জন্য উপাসনার শ্রেষ্ঠতম কেন্দ্র ।

وَالْقَآئِمِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ ﴿٢٧﴾

বলিয়াছিলাম), যে, 'তুমি কোন বস্তুকে আমার সহিত শরীক করিও না এবং আমার গৃহকে পবিত্র রাখ,[১৯৪৪] তওয়াফ কারীদের (প্রদক্ষিণকারীদের),[১৯৪৫] দণ্ডায়মানকারীদের, রুকূ-কারীদের, এবং সেজদাকারীদের জন্য;

وَاَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَاْتُوْكَ رِجَالًا وَّعَلٰى كُلِّ ضَامِرٍ يَّاْتِيْنَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيْقٍ ﴿٢٨﴾

২৮ । এবং তুমি সকল মানুষের মধ্যে হজ্জের ঘোষণা কর,[১৯৪৬] যেন তাহারা (হজ্জের উদ্দেশ্যে) তোমার নিকট আগমন করে, পদব্রজেও এবং এমন সব বাহনের উপর আরোহণ করিয়াও, যেগুলি দীর্ঘপথ চলার দরুন শীর্ণকায় হইয়া গিয়াছে, ইহারা দূর-দূরান্ত হইতে গভীর পথ অতিক্রম করিয়া আগমন করিবে,

لِّيَشْهَدُوْا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ فِيْٓ اَيَّامٍ مَّعْلُوْمٰتٍ عَلٰى مَا رَزَقَهُمْ مِّنْۢ بَهِيْمَةِ الْاَنْعَامِ ۚ فَكُلُوْا مِنْهَا وَاَطْعِمُوا الْبَآئِسَ الْفَقِيْرَ ﴿٢٩﴾

২৯ । যেন তাহারা তাহাদের জন্য নির্ধারিত উপকারসমূহ[১৯৪৭] প্রত্যক্ষ করে, এবং যেন তাহারা নির্দিষ্ট দিনগুলিতে উহার উপর আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করে যাহা তিনি তাহাদিগকে গৃহ-পালিত চতুষ্পদ জন্তু হইতে দান করিয়াছেন । সুতরাং তোমরা নিজেরাও উহা হইতে আহার কর এবং দুর্গত ও অভাবগ্রস্ত লোকদিগকেও আহার করাও ।

ثُمَّ لْيَقْضُوْا تَفَثَهُمْ وَلْيُوْفُوْا نُذُوْرَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوْا بِالْبَيْتِ الْعَتِيْقِ ﴿٣٠﴾

৩০ । 'অতঃপর তাহারা যেন নিজেদের অপরিচ্ছন্নতা দূর করে এবং নিজেদের মানতসমূহ পূর্ণ করে এবং প্রাচীন গৃহের তওয়াফ (প্রদক্ষিণ) করে ।'[১৯৪৮]

১৯৪৪ । 'আমার গৃহকে পবিত্র রাখ' উক্তি আদেশ এবং ভবিষ্যদ্বাণী উভয়ই প্রকাশ করে । আদেশটি হইল যে, কা'বা ঘর মূর্তিপূজার মাধ্যমে কলুষিত না করা, কেননা ইহা নির্মিত হইয়াছিল এক-অদ্বিতীয় সত্য খোদার উপাসনার জন্য । ভবিষ্যদ্বাণীটি ছিল এই বাস্তব ঘটনার মধ্যে যে, উক্ত আদেশ অমান্য করা হইবে এবং আল্লাহ্‌র ঘর মূর্তির ঘরে পরিণত হইবে, কিন্তু পরিণামে পুনরায় সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ও পবিত্র করা হইবে ।

১৯৪৫ । এই সূরার মূল বিষয়বস্তু হইল 'হজ্জ' এবং তফসীরাধীন আয়াত হজ্জের ব্যাপারে ভূমিকার কাজ করিয়াছে । হজ্জের এক গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান কা'বাগৃহ বা বায়তুল্লাহ্‌র তাওয়াফ করা । অতএব কা'বার পবিত্রতা এবং গুরুত্বের সংক্ষিপ্ত উল্লেখ হজ্জের বিষয়ে এক যথার্থ ভূমিকা ।

১৯৪৬ । হজ্জ যাত্রার প্রবর্তন 'আবুল আম্বিয়া' হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ)-এর সময়ে শুরু হইয়াছিল । ইহা প্রতীয়মান হয় এই কথা দ্বারাঃ 'তুমি সকল লোকের মধ্যে হজ্জের ঘোষণা কর ।' কোন কোন খৃষ্টান লেখকের ধারণা যে, হজ্জ হইতেছে নবী করীম (সাঃ) কর্তৃক আরবদের প্রতিমা উপাসকদিগকে বশীভূত করিবার জন্য ইসলামের মধ্যে প্রতিমা পূজা-ভিত্তিক এক অনুষ্ঠানের প্রবর্তন করা; কিন্তু এই ধারণা ভুল। আসলে হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ)-এর সময় হইতে আরম্ভ করিয়া হজ্জ-ব্রত অব্যাহত ভাবে চলিয়া আসিতেছে, দূর-দূরান্তের দেশ হইতে লক্ষ লক্ষ মুসলমানের মক্কাতে এই সমাবেশ উক্ত ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণতার অখণ্ডনীয় সত্যতা বহন করে ।

১৯৪৭ । একজন মুসলমানের আধ্যাত্মিক মঙ্গল ছাড়াও হজ্জ-ব্রত সামাজিক ও রাজনৈতিক গুরুত্ব বহন করে । ইহা বিভিন্ন জাতির মুসলমানদিগকে এক শক্তিশালী আন্তর্জাতিক ইসলামের বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ করে । পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের মুসলমানরা বৎসরে একবার মক্কায় একত্রিত হইয়া আন্তর্জাতিক গুরুত্ববহ বিষয়াদির উপর মত বিনিময় করিতে পারে । পুরাতনকে নবায়ন এবং নূতন সম্পর্ক স্থাপন করিতে পারে । তাহারা অন্যান্য দেশের মুসলিম ভাইগণের সম্মুখে আপন আপন সমস্যাবলী সম্বন্ধে অবহিত হওয়া বা করার সুযোগ লাভ করে, একে অন্যের অভিজ্ঞতা হইতে উপকৃত হইতে পারে এবং বিভিন্নভাবে পরস্পরের সাহায্য-সহযোগিতা করিবার উপায় উদ্ভাবন করিতে পারে । আল্লাহ্‌তা'লা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ইসলামের কেন্দ্র মক্কার হজ্জ মুসলিম-বিশ্বের জন্য জাতিসংঘ সংস্থারূপে কাজ করিতে পারে ।

১৯৪৮ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

ذٰلِكَ ۚ وَمَنْ يُّعَظِّمْ حُرُمٰتِ اللّٰهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ ؕ وَاُحِلَّتْ لَكُمُ الْاَنْعَامُ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوْا قَوْلَ الزُّوْرِ ۙ﴿۳۱﴾

৩১। এইরূপ (আল্লাহ্‌র আদেশ)। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র (নির্দেশিত) পবিত্র জিনিষসমূহের সম্মান করিবে ইহা তাহার প্রভুর দৃষ্টিতে তাহার জন্য কল্যাণকর হইবে। (হে মো'মেনগণ) তোমাদের জন্য, সকল চতুষ্পদ জন্তুই হালাল করা হইয়াছে কেবল উহা ছাড়া যাহা (কুরআনে) তোমাদের জন্য (হারাম বলিয়া) বর্ণিত হইয়াছে। অতএব তোমরা প্রতিমাসমূহের অপবিত্রতা হইতে দূরে থাক এবং মিথ্যা কথা বলা হইতেও দূরে থাক —

حُنَفَآءَ لِلّٰهِ غَيْرَ مُشْرِكِيْنَ بِهٖ ؕ وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَكَاَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ اَوْ تَهْوِيْ بِهِ الرِّيْحُ فِيْ مَكَانٍ سَحِيْقٍ ﴿۳۲﴾

৩২। আল্লাহ্‌র (ইবাদতের) জন্য একনিষ্ঠ অবস্থায়, কাহাকেও তাঁহার সঙ্গে শরীক না করিয়া। এবং যে কেহ আল্লাহ্‌র সঙ্গে কাহাকেও শরীক করে সে যেন আকাশ হইতে পড়িয়া গেল, অনন্তর পাখী তাহাকে ছোঁ মারিয়া লইয়া গেল অথবা বাতাস তাহাকে উড়াইয়া দূরবর্তী স্থানে নিক্ষেপ করিল।[১৯৪৯]

ذٰلِكَ ۚ وَمَنْ يُّعَظِّمْ شَعَآئِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوْبِ ﴿۳۳﴾

৩৩। (প্রকৃত কথা) ইহাই, বস্তুতঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নির্ধারিত নিদর্শনসমূহকে সম্মান ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিবে, নিশ্চয় তাহার এই কাজকে আন্তরিক তাক্‌ওয়া বলিয়া গণ্য করা হইবে।[১৯৫০]

১৯৪৮। 'আল্ বায়তুল আতীক'-এর অর্থ, উন্মুক্ত, পরমোৎকৃষ্ট এবং অতি প্রাচীন গৃহ (নেইন)। 'উন্মুক্ত' বিশেষণের মধ্যে এই ভবিষ্যদ্বাণী নিহিত রহিয়াছে যে, কোন বিরোধী শক্তিই ইহা জয় করিতে সক্ষম হইবে-না। সর্বদাই এই গৃহ মুক্ত থাকিবে। গুণবাচক উক্তি 'পরমোৎকৃষ্ট'-এর মর্ম এই যে, পৃথিবীতে কা'বা শরীফ সর্বকালেই এক সম্মানজনক স্থান দখল করিয়া থাকিবে। পৃথিবীতে প্রাচীনতম ইবাদত গৃহ এই 'কা'বা', ইহার সত্যতার দৃঢ় সমর্থন পাওয়া যায় কুরআনের অন্য এক আয়াতে (৩:৯৭)। ইহার অস্তিত্ব বহু পূর্ব হইতেই বিদ্যমান ছিল যখন হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ) তাঁহার স্ত্রী হাজেরা ও পুত্র ইসমাঈলকে মক্কার রৌদ্র-দগ্ধ, ধূসর ও অনুর্বর উপত্যকায় বসবাস করিতে আনিয়াছিলেন (১৪ঃ৩৮)। কাহারো বিশ্বাসমতে হযরত নূহ (আঃ) কা'বা গৃহের তাওয়াফ করিয়াছিলেন (তাবারী — এনসাইক অব ইসলামে উদ্ধৃত)। প্রতিষ্ঠিত ও প্রখ্যাত ইতিহাসবিদরাও কেহ কেহ স্বীকার করিয়াছেন যে, স্মরণাতীত কাল হইতে কা'বা পবিত্র বলিয়া স্বীকৃত হইয়া আসিতেছিল। বর্তমানে হিজায নামে খ্যাত এই অঞ্চল সম্বন্ধে লিখিতে গিয়া ডিওডরাস সিকুলাস (Deodorus Siculus) বলিয়াছেনঃ এই দেশের এই স্থানে সমগ্র আরববাসী কর্তৃক অতীব পবিত্র বিবেচিত এক উপাসনালয় আছে, যাহার প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থে চতুর্দিকের প্রতিবেশী রাষ্ট্রের লোকেরা দলে দলে ভীড় জমায়। স্যার উইলিয়াম মুইর বলেন, এই কথাগুলি নিশ্চয় মক্কার পবিত্র গৃহটির প্রতি অঙ্গুলী নির্দেশ করে, কেননা আরবের সার্বজনীন সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি দাবী করে এমন অন্য কোন কিছু আছে বলিয়া আমরা জানিতে পারি না।..... আরব জাতির ঐতিহ্য আরবের সকল অঞ্চল হইতে হজ্জ যাত্রীর দৃশ্যে স্মরণাতীত কাল হইতে কা'বার চিত্রই মূর্ত হইয়া উঠে .....এত বেশী ব্যাপক একটি সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি অবশ্যই এক অতি প্রাচীন যুগে শুরু হইয়া চলিয়া আসিয়াছে (Muir, P.C iii) ইহাতে প্রতিপন্ন হয় যে, কা'বা সর্বপ্রথম হযরত আদম (আঃ) কৃর্তক নির্মিত হইয়াছিল, পরবর্তীকালে হযরত নূহ (আঃ)-এর যুগে সর্বনাশা প্লাবনে ইহা বিনষ্ট হইয়া গিয়াছিল এবং পরে হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ) তাঁহার পুত্র ইসমাঈলের সহায়তায় ইহা পুনর্নির্মাণ করেন।

১৯৪৯। আল্লাহ্‌তা'লার সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ ও সেরা হইতেছে মানুষ। সমগ্র বিশ্ব— সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্ররাজি, পৃথিবী, মহাসাগর, পর্বতশ্রেণী ইত্যাদি সবই মানবের খেদমতের জন্য সৃজন করা হইয়াছে। মানুষ আধ্যাত্মিক ও নৈতিক গুণের এত উচ্চ মার্গে উঠিতে পারে যে, তাহার ব্যক্তি-সত্তায় ঐশী গুণাবলী প্রতিবিম্বিত হইতে পারে। অতএব যদি অচেতন বস্তুর উপাসনা করার মত অমর্যাদাকর অবস্থায় সে নিজেকে নামাইয়া ফেলে, তাহা হইলে সে আধ্যাত্মিক মহত্বের উচ্চ মার্গ হইতে নৈতিক ও বুদ্ধিগত অসম্মানের অতল তলে পতিত হয়।

১৯৫০। ইসলামের সকল আদেশ ও অধ্যাদেশের মৌলিক উদ্দেশ্য বারংবার আবৃত্তির মাধ্যমে অন্তরে ন্যায়পরায়ণতা ও পবিত্রতার ধারণা জন্মাইয়া দেওয়া, ইহাই তফসীরাধীন আয়াতের অন্তর্নিহিত মর্ম। ইসলামী ইবাদতের সকল নিয়ম-প্রণালী হইল মাত্র উপকরণ স্বরূপ, যেগুলি উক্ত চরম লক্ষ্যে পরিচালিত করে।

لَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَآ اِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيْقِ ﴿٣٣﴾

৩৪। এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তোমাদের জন্য এইগুলির (কুরবানীর পশু) মধ্যে উপকার[১৯৫১] আছে, অতঃপর প্রাচীন গৃহের নিকট উহাদের কুরবানীর স্থান হইবে।

৪ [৮] ১১

وَلِكُلِّ اُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلٰى مَا رَزَقَهُمْ مِّنْۢ بَهِيْمَةِ الْاَنْعَامِ ؕ فَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ فَلَهٗٓ اَسْلِمُوْا ؕ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِيْنَ ﴿٣٤﴾

৩৫। এবং আমরা প্রত্যেক কওমের জন্য কুরবানীর নিয়ম[১৯৫২] নির্ধারিত করিয়া দিয়াছি যেন তাহারা আল্লাহ্‌র নাম উহার উপর উচ্চারণ করে যাহা গৃহপালিত চতুষ্পদ জন্তু হইতে তিনি তাহাদিগকে দান করিয়াছেন। স্মরণ রাখিও, তোমাদের মা'বূদ এক-ই মা'বূদ[১৯৫৩] সুতরাং তোমরা কেবল তাঁহারই জন্য আত্মসমর্পণ কর এবং বিনয়ী লোকদিগকে সুসংবাদ দাও—

الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَالصّٰبِرِيْنَ عَلٰى مَآ اَصَابَهُمْ وَالْمُقِيْمِى الصَّلٰوةِ ۙ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ﴿٣٥﴾

৩৬। তাহারা এমন লোক যে, যখন তাহাদের নিকট আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করা হয় তখন তাহাদের হৃদয় ভয়ে কাঁপিয়া উঠে, এবং (ঐ সকল লোককেও সুসংবাদ দাও) যাহারা তাহাদের উপর আগত বিপদাবলীতে ধৈর্য ধারণ করে এবং তাহারা নামায কায়েম করে এবং তাহাদিগকে আমরা যাহা কিছু রিয্‌ক দান করিয়াছি উহা হইতে তাহারা খরচ করে।

وَالْبُدْنَ جَعَلْنٰهَا لَكُمْ مِّنْ شَعَآئِرِ اللّٰهِ لَكُمْ فِيْهَا خَيْرٌ ۖ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا صَوَآفَّ ۚ فَاِذَا وَجَبَتْ جُنُوْبُهَا

৩৭। আর যে কুরবানীর উষ্ট্রগুলি, আমরা ঐগুলিকে তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীর অন্তর্গত করিয়াছি। উহাদের মধ্যে তোমাদের জন্য অনেক মঙ্গল নিহিত আছে; অতএব, উহাদিগকে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করাইয়া উহাদের উপর আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ কর। এবং যখন উহারা নিজেদের পার্শ্বে

১৯৫১। কুরবানীর উদ্দেশ্যে যে সকল পশু মক্কাতে আমদানী করা হয় সেইগুলিকে আরোহণের জন্য বাহনরূপে ব্যাবহার করা যাইতে পারে এবং ভার বহনের কাজে অথবা কুরবানী করার পূর্বে উহাদের দুধ ব্যবহৃত হইতে পারে। অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজেও উহারা লাগিতে পারে।

১৯৫২। 'নাসাকা লিল্লাহে' অর্থ সে আল্লাহ্‌তা'লার নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে কুরবানী করিয়াছিল এবং স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া অবিরাম সৎকর্ম করিয়াছিল। 'মানসাকা' শব্দের অর্থ ত্যাগের নিয়ম-প্রণালী; যে স্থানে এইরূপ অনুষ্ঠানাদি পালন করা হয় (আকরাব)। এই আয়াত দ্বারা কুরবানীর বিষয়-বস্তু সূচীত হইয়াছে (তিনটি মূল বিষয়-বস্তুর একটি যাহার সম্বন্ধে এই সূরা আলোচনা করিয়াছে) অপর দুইটি হইল হজ্জ এবং জিহাদ। আয়াতটি আরও প্রতিপন্ন করে যে, কুরবানী সম্বন্ধে আদেশ কেবল ইসলামের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে। ইহা সকল ধর্মেই সার্বজনীন,কারণ ইহা এক অভিন্ন ঐশী সূত্র হইতে উদ্ভূত। আয়াতে আরও প্রমাণিত হয় যে, ইহা পশুরই কুরবানী ছিল যাহা আদিকাল হইতেই সকল ধর্মের অনুসারীদিগের উপর নির্দেশ করা হইয়াছিল এবং মানুষ বলির নিষ্ঠুর প্রথা পরবর্তী কালের প্রবর্তন। এতদৃষ্টে মূল শব্দ 'নাসাকা' বিভিন্ন অর্থে (লেইন), প্রকৃত ও অকৃত্রিম কুরবানী তিন প্রকার অত্যাবশ্যক বৈশিষ্ট্যের অধিকারীঃ (ক) ইহা স্বেচ্ছাকৃত এবং স্বতঃস্ফূর্ত হওয়া উচিত; (খ) এই কুরবানী পবিত্রতম উদ্দেশ্যে হইতে হইবে; (গ) ইহা পার্থিব বিবেচনা প্রসূত কুরবানী হইলে চলিবে না।

১৯৫৩। আয়াতটি দুই প্রকার অর্থ বহন করে। (১) কুরবানীর নিয়ম-প্রণালী সর্ব ধর্মে সার্বজনীন, যদিও উহারা একে অপর হইতে আপন আপন উৎপত্তির স্থান ও কালের দিক হইতে বহুদূর ব্যবধানে পৃথক পৃথক।এই বাস্তব ঘটনা ইহাই প্রমাণ করে যে, আদিতে তাহারা সকলেই একই সর্বোচ্চ উৎস হইতে উদ্ভূত এবং সকল জাতির খোদাই এক ও অভিন্ন খোদা।(২) কুরবানীর অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য হইতেছে আমাদের উচ্চাকাংখা ও উচ্চাভিলাস, আমাদের সর্বপ্রকার ধারণা, কল্পিত আদর্শ এমনকি প্রাণ ও সম্মান আল্লাহ্‌তা'লার জন্য ত্যাগ করতঃ তাঁহার তৌহীদ অর্থাৎ একত্ব উপলব্ধি করা এবং ঘোষণা করা। ইসলাম ধর্মে কুরবানীর ধারণা, ক্রুদ্ধ দেব-দেবীকে সন্তুষ্ট করা নহে, অথবা কাহারও পাপের প্রায়শ্চিত্ত করাও নহে; বরং আল্লাহ্‌র জন্য এবং আল্লাহ্‌র পথে ব্যক্তির সমস্ত কিছুর কুরবানী করা।

ঢলিয়া পড়ে, তখন তোমরা উহা হইতে নিজেরাও আহার কর এবং আহার করাও অল্পেতুষ্ট-ধৈর্যশীল অভাবীদিগকে এবং দারিদ্রে কাতর ব্যক্তিদিগকেও।[১৯৫৪] এইভাবে আমরা উহাদিগকে তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করিয়া দিয়াছি যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর ।

فَكُلُوا مِنْهَا وَاَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ؕ كَذٰلِكَ سَخَّرْنٰهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿٣٦﴾

৩৮ । উহাদের মাংস ও উহাদের রক্ত কখনও আল্লাহ্‌র নিকট পৌঁছে না, বরং তাঁহার নিকট তোমাদের তরফ হইতে তাক্‌ওয়া পৌঁছে ।[১৯৫৫] এইভাবে তিনি উহাদিগকে তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করিয়া দিয়াছেন যেন তোমরা আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর, যেহেতু তিনি তোমাদিগকে হেদায়াত দান করিয়াছেন । এবং তুমি সৎকর্মশীলদিগকে সুসংবাদ দাও ।

لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ ؕ كَذٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ ؕ وَ بَشِّرِ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٣٧﴾

৩৯ । যাহারা ঈমান আনিয়াছে, নিশ্চয় আল্লাহ্ তাহাদের পক্ষ হইতে (শত্রুকে) প্রতিহত করেন ।[১৯৫৬] নিশ্চয় আল্লাহ্ ভালবাসেন না বিশ্বাসঘাতক, অকৃতজ্ঞকে।

৫ [৫] ১২

اِنَّ اللّٰهَ يُدٰفِعُ عَنِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُوْرٍ ﴿٣٨﴾ ع ১২

১৯৫৪ । কুরবানীর জন্য মক্কায় উটগুলিকে যবহ্ করা এরূপ এক প্রতীক স্বরূপ যে, মানুষ তাহার স্রষ্টা এবং প্রভুর পথে জীবন দিতে প্রস্তুত, যেমন করিয়া উষ্ট্রগুলি উহাদের নিজ মালিকের জন্য প্রাণ দেয় । ইহাই হইল কুরবানীর চরম উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য । আয়াতে উল্লেখিত অপর উদ্দেশ্যসমূহ দ্বিতীয় পর্যায়ভুক্ত। যখন সে একটি পশুকে কুরবানী করে, তখন হজ্জযাত্রীকে স্মরণ করাইয়া দেয় যে, ইহা আল্লাহ্‌র এক নিদর্শন স্বরূপ। এই আয়াত আরও প্রমাণ করে যে, কুরবানীকৃত পশুর গোশ্‌ত সঠিকভাবে বন্টন করা উচিৎ যেন অপচয় না হয় ।

১৯৫৫ । তফসীরাধীন আয়াত কুরবানীর প্রকৃত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং উহার সারাংশ ও অভ্যন্তরীণ অবস্থার উপর সমুজ্জ্বলভাবে আলোকপাত করিয়াছে । ইহা এই সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রদান করে যে, কুরবানীর বাহ্যিক ক্রিয়া আল্লাহ্‌তা'লাকে সন্তুষ্ট করে না বরং এই অনুষ্ঠানের পশ্চাতে তাক্‌ওয়া, প্রেরণা ও অন্তর্নিহিত শক্তিই তাঁহাকে খুশী করে । কুরবানীকৃত পশুর গোশ্‌ত এবং রক্ত আল্লাহ্‌র নিকট পৌঁছে না, অন্তরের তাক্‌ওয়াই কেবল তাঁহার নিকট গ্রহণযোগ্য । তাহাদের নিকট আপন ও প্রিয় যাহা কিছু আছে আল্লাহ্‌তা'লা উহার সর্বপ্রকারের কুরবানী তলব করেন এবং গ্রহণ করিয়া থাকেন— আমাদের পার্থিব সহায় সম্পদ, প্রিয় ভাবাদর্শ, আমাদের সম্মান, এমনকি নিজ জীবন পর্যন্ত । বাস্তবিক পক্ষে আল্লাহ্‌তা'লা পশুর রক্ত এবং গোশ্‌ত আমাদের নিকট হইতে চাহেন না এবং আশা করেন না, কিন্তু তিনি আমাদের আত্মোৎসর্গ চাহেন । তবে, ইহা মনে করা ভুল হইবে যে, যেহেতু বাহ্যিক ক্রিয়ানুষ্ঠানের আড়ালে সক্রিয় মনের ভাবই গুরত্বপূর্ণ, সেই জন্য বাহ্যিক কর্মানুষ্ঠানের কোন মূল্য নাই । ইহা সত্য যে, কুরবানীর বাহ্যিক ক্রিয়া খোসা স্বরূপ এবং উহার অভ্যন্তরীণ প্রেরণা উহার শাঁস, তদনুরূপভাবে কোন বস্তুর দেহাবরণ উহার শাঁস বা সারাংশের মতই অতি জরুরী, কারণ কোন আত্মা দেহ ছাড়া থাকে না এবং কোন শাঁস খোসা ব্যতীত থাকিতে পারে না ।

১৯৫৬ । এই আয়াত দ্বারা জিহাদ সম্পর্কিত বিষয়াদির উপস্থাপনা আরম্ভ হইয়াছে । কুরবানীর বিষয়বস্তু জিহাদের সহিত অতি গুরত্বপূর্ণ বিষয়ে ভূমিকা স্বরূপ উপযুক্ত অংশ গঠন করিয়াছে। মুসলমানদিগকে আত্ম-রক্ষার্থে যুদ্ধের অনুমতি দেওয়ার পূর্বাহ্নে কুরবানীর গুরুত্ব সম্বন্ধে অবহিত করা হইয়াছিল । এই আয়াত ইসলাম ধর্মে জেহাদের ধারণাকে সুস্পষ্টরূপে আলোকিত করিয়াছে । আয়াত প্রতিপন্ন করে যে, জিহাদ হইতেছে সত্যের জন্য যুদ্ধ করা। কিন্তু কার্যতঃ ইসলাম ধর্ম আক্রমণাত্মক যুদ্ধের অনুমতি দেয় না, পক্ষান্তরে কাহারো সম্মান, দেশ বা বিশ্বাস রক্ষার্থে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়াকে ইসলাম সর্বোচ্চ নৈতিক কর্তব্য বলিয়া বিবেচনা করে। মানুষ আল্লাহ্‌তা'লার মহোত্তম সৃষ্টি। সে আল্লাহ্‌র সৃষ্টির মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট, সৃষ্টির উদ্দেশ্য এবং শেষ পরিণতি । মর্তলোকে মানুষ আল্লাহ্‌তা'লার খলীফা বা প্রতিনিধি এবং তাঁহার সমগ্র সৃষ্টির সেরা (২ঃ৩১)। ইহাই হইতেছে ইসলাম ধর্মে বিশ্বমানবের উচ্চ মর্যাদাপূর্ণ স্থান । অতএব ইহা খুবই স্বাভাবিক, যে ধর্ম মানুষকে এইরূপে উচ্চ মর্যাদার আসনে উন্নীত করিয়াছে, উহা সঙ্গতরূপেই মানব জীবনের প্রতি মহান গুরুত্ব এবং পবিত্রতা সংযুক্ত করিয়াছে । কুরআন করীমের মতে, সমস্ত কিছুর মধ্যে মানবের জীবন সর্বাপেক্ষা পবিত্র এবং অলংঘনীয়। কুরআন করীমে নির্দিষ্টভাবে বর্ণিত পরিস্থিতির অধীন ব্যতীত ইহা (জীবন) হরণ করা বা পবিত্রকে অপবিত্র করা নিষিদ্ধ (৫ঃ৩৩; ১৭ঃ৩৪)। ইহা মানুষের অমূল্য সম্পদ— সম্ভবতঃ ইহা স্বয়ং জীবন হইতেও অধিকতর মূল্যবান।

أُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقٰتَلُوْنَ بِاَنَّهُمْ ظُلِمُوْا ؕ وَاِنَّ اللّٰهَ عَلٰى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرُ ۙ﴿۳۹﴾

৪০। যাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হইতেছে তাহাদিগকে (আত্মরক্ষার্থে যুদ্ধ করার) অনুমতি দেওয়া হইল, কারণ তাহাদের উপর যুলুম করা হইতেছে,[১৯৫৭] এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ তাহাদিগকে সাহায্য করিতে পূর্ণ ক্ষমতাবান—

الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ اِلَّاۤ اَنْ يَّقُوْلُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ؕ وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَّصَلَوٰتٌ وَّمَسٰجِدُ يُذْكَرُ فِيْهَا اسْمُ اللّٰهِ كَثِيْرًا ؕ وَلَيَنْصُرَنَّ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِيٌّ عَزِيْزٌ ۙ﴿۴۰﴾

৪১। যাহাদিগকে তাহাদের ঘরবাড়ী হইতে অন্যায়ভাবে শুধু এই কারণে বাহিষ্কার করা হইয়াছে যে তাহারা বলে, 'আল্লাহ্ আমাদের প্রতিপালক।'[১৯৫৮] আল্লাহ্ যদি এই সকল মানুষের একদলকে অন্য দল দ্বারা প্রতিহত না করিতেন, তাহা হইলে সাধু-সন্ন্যাসীগণের মঠ, গির্জা, ইহুদীদের উপাসনালয় এবং মসজিদসমূহ যাহাতে আল্লাহ্‌র নাম অধিক স্মরণ করা হয়,[১৯৫৯] অবশ্যই ধ্বংস করিয়া দেওয়া হইত। এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ তাহাদিগকে সাহায্য করিবেন যাহারা তাঁহার (ধর্মের পথে) সাহায্য করে; নিশ্চয় আল্লাহ্ অতিশয় শক্তিমান, মহা পরাক্রমশালী।

মানব জীবনের সঙ্গে, কুরআন যে সর্বোচ্চ পবিত্রতা সংযোজন করিয়াছে, তাহা মানুষের অমূল্য অধিকার, নৈতিক-চেতনা বা নীতিবোধের স্বীকৃতি প্রদানে এবং ইহার পবিত্রতা এবং অলংঘনীয়তা ঘোষণা করিতে ব্যর্থ হইতে পারে না। এই অমূল্য অধিকার সংরক্ষণ করিবার জন্যই মুসলমানদিগকে অস্ত্রধারণের অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল।

১৯৫৭। বিজ্ঞ ব্যক্তিরা এ ব্যাপারে একমত যে, ইহাই প্রথম আয়াত যাহা মুসলমানদিগকে আত্ম-রক্ষার্থে অস্ত্র হাতে তুলিয়া লওয়ার অনুমতি দিয়াছিল। ইহা নীতি নির্ধারণ করিয়া দিয়াছে যে, অবস্থা বিশেষে মুসলমানগণ আত্ম-রক্ষামূলক যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে পারে এবং পরবর্তী আয়াতসমূহের পাশাপাশি ইহা ঘোষণা করিয়াছে, কি কারণে অস্ত্রহীন ও জাগতিক উপায়-উপকরণবিহীন অল্প সংখ্যক মুসলমান আত্ম-রক্ষার্থে যুদ্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। তাহারা মক্কার জীবনে অনেক বৎসর অবিরাম কঠোর নির্যাতন ভোগ করিবার পর মদীনায় হিজরত করিলে, সেখানেও শত্রু তীব্র ঘৃণায় তাহাদের পিছনে ধাওয়া করিয়া তাহাদিগকে হয়রানি ও ব্যতিব্যস্ত করিয়াছিল। এই আয়াতে প্রথম কারণ স্বরূপ বলা হইয়াছে যে, তাহারা নির্যাতিত হইয়াছিল।

১৯৫৮। এই আয়াত দ্বিতীয় কারণ উত্থাপন করিয়াছে। উহা এই যে, মুসলমানগণ কোন ন্যায়সম্মত ও বৈধ কারণ ছাড়াই তাহাদের বাড়ী-ঘর হইতে বিতাড়িত হইয়াছিল। তাহাদের একমাত্র অপরাধ ছিল যে, তাহারা এক আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিল। বৎসরের পর বৎসর মক্কায় মুসলমানগণ নির্যাতিত হইয়াছিল, তৎপর তাহারা সেস্থান হইতে বিতাড়িত হইয়াছিল এবং মদীনায় হিজরতের পরে সেখানেও শান্তিতে থাকিতে পারিল না। মদীনায় চারিদিকের আরব উপজাতিগুলির সমন্বিত আক্রমণ দ্বারা ইসলামকে সম্পূর্ণ নির্মূল করিয়া দেওয়ার অবস্থা সৃষ্টি করা হইল। কোরায়শগণ কা'বা ঘরের তত্ত্বাবধায়ক হওয়ায় তাহাদের প্রভাবই ছিল সর্বাপেক্ষা অধিক। স্বয়ং মদীনাও তখন ছিল বিদ্রোহ এবং বিশ্বাসঘাতকতা দ্বারা পরিপূর্ণ। নবী করীম (সাঃ)-এর দেশত্যাগের ফলে ঐক্যবদ্ধ ইহুদীগণের বিরোধিতা হ্রাস হওয়ার পরিবর্তে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এইরূপে ভয়ানক প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে মুসলমানগণ নিজেদের জীবন, ঈমান এবং রসূল (সাঃ)-কে ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য অস্ত্র ধারণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। কোন মানুষের যদি কখনো যুদ্ধ করিবার যথার্থতা ও ন্যায়সম্মত কোন কারণ থাকিয়া থাকে, তাহা সর্বাংশে ছিল হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এবং তাঁহার সাহাবা কেরামের (রাঃ)। তথাপি ইসলামের একেবারে অযৌক্তিক সমালোচনাকারীগণ আক্রমণাত্মক যুদ্ধ দ্বারা জবরদস্তিপূর্বক অনিচ্ছুক মানুষের উপর তাঁহার ধর্মের বিশ্বাস চাপাইয়া দেওয়ার মিথ্যা অভিযোগ আনিয়াছে।

১৯৫৯। মুসলমানগণ কেন যুদ্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছিল—এই যুক্তি প্রদর্শন করিবার পর তফসীরাধীন আয়াত ইসলাম ধর্মে যুদ্ধের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করিয়াছে। উদ্দেশ্য কখনো এইরূপ ছিল না যে, অপর জনগোষ্ঠীকে তাহাদের বাড়ী-ঘর, বিষয়-সম্পত্তির অধিকার হইতে বঞ্চিত করা বা তাহাদের জাতীয় স্বাধীনতা হরণ করিয়া বিদেশী শক্তির গোলামী করিতে বাধ্য করা। ইহা না ছিল বাজার আবিষ্কার করা, না নূতন উপনিবেশ স্থাপন করা, যেরূপ পশ্চিমা শক্তিগুলি করিয়া থাকে। ইহা ছিল আত্মরক্ষার জন্য এবং ইসলাম ধর্মকে নির্মূল করার হাত হইতে রক্ষার জন্য যুদ্ধ করা এবং বিবেকের স্বাধীনতা, চিন্তা ও বুদ্ধির মুক্তি প্রতিষ্ঠা করার যুদ্ধ। ইহার আরও উদ্দেশ্য ছিল অন্যান্য ধর্মের উপাসনালয়ের

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِي الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ؕ وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ ﴿٤١﴾

৪২। ইহারা এমন লোক যে, যদি আমরা তাহাদিগকে পৃথিবীতে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করি, তাহা হইলে তাহারা নামায কায়েম করিবে, যাকাত দিবে এবং সৎকর্মের আদেশ করিবে এবং মন্দ কর্ম হইতে নিষেধ করিবে।[১৯৬০] বস্তুতঃ সকল কর্মের পরিণাম আল্লাহ্‌র ইখতিয়ারে।

وَاِنْ يُّكَذِّبُوْكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ وَّعَادٌ وَّثَمُوْدُ ﴿٤٢﴾

৪৩। এবং যদি তাহারা তোমাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া অস্বীকার করে, তাহা হইলে (ইহা নূতন কথা নহে) তাহাদের পূর্বেও (নবীদিগকে) মিথ্যাবাদী বলিয়া অস্বীকার করিয়াছিল নূহের জাতি এবং আদ এবং সামূদ —

وَقَوْمُ اِبْرٰهِيْمَ وَقَوْمُ لُوْطٍ ﴿٤٣﴾

৪৪। এবং ইব্‌রাহীমের জাতি এবং লূতের জাতি;

وَّاَصْحٰبُ مَدْيَنَ ۚ وَكُذِّبَ مُوْسٰى فَاَمْلَيْتُ لِلْكٰفِرِيْنَ ثُمَّ اَخَذْتُهُمْ ۚ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ ﴿٤٤﴾

৪৫। এবং মিদিয়ানবাসীগণ। এবং মূসাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া অস্বীকার করা হইয়াছিল। তখন আমি অস্বীকারকারীগণকে কিছু অবকাশ দিয়াছিলাম, অতঃপর আমি তাহাদিগকে পাকড়াও করিয়াছিলাম; অতএব (চিন্তা করিয়া দেখ) আমাকে অস্বীকার করা (পরিণামে) কত ভয়াবহ ছিল !

فَكَاَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلٰى عُرُوْشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَّقَصْرٍ مَّشِيْدٍ ﴿٤٥﴾

৪৬। এবং কত জনপদ ছিল যেগুলিকে আমরা এমতাবস্থায় ধ্বংস করিয়া দিয়াছি যখন তাহারা যুলুমে লিপ্ত ছিল, ফলে ঐগুলি স্বীয় ছাদের উপরে পড়িয়া রহিয়াছে, এবং কত পরিত্যক্ত কূপ এবং সুউচ্চ ও সুদৃঢ় কিল্লা (যেগুলিকে আমরা ধ্বংস করিয়াছি) !

اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَتَكُوْنَ لَهُمْ قُلُوْبٌ يَّعْقِلُوْنَ بِهَآ اَوْ اٰذَانٌ يَّسْمَعُوْنَ بِهَا ۚ فَاِنَّهَا لَا تَعْمَى الْاَبْصَارُ وَلٰكِنْ تَعْمَى الْقُلُوْبُ الَّتِيْ فِي الصُّدُوْرِ ﴿٤٦﴾

৪৭। তাহারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করিয়া দেখে নাই যাহাতে তাহারা এমন হৃদয় লাভ করে যেগুলি দ্বারা তাহারা (এইসব কথা) উপলব্ধি করিতে পারে অথবা এমন কান লাভ করে, যেগুলি দ্বারা তাহারা (এই সব কথা) শুনিতে পারে ? আসল কথা এই যে, বাহ্যিক চক্ষু অন্ধ হয় না, পরন্তু অন্ধ হয় হৃদয় যাহা বক্ষেঃ আছে।[১৯৬১]

স্থানগুলিকে রক্ষা করা যথা, গীর্জা, ইহুদীদের উপাসনার স্থান, মন্দির, মঠ-বা আশ্রম ইত্যাদি (২ঃ১৯৪; ২ঃ২৫৭; ৮ঃ৪০ এবং ৮ঃ৭৩)। এতদনুসারে ইসলামে যুদ্ধের প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য ছিল এবং সর্বদাই ভবিষ্যতেও থাকিবে— ধর্মীয় বিশ্বাস এবং ইবাদতের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করা এবং বিনা কারণে অন্যায় আক্রমণের বিরুদ্ধে দেশ, সম্মান এবং স্বাধীনতা রক্ষাকল্পে যুদ্ধ করা। যুদ্ধ করিবার জন্য উহা অপেক্ষা অধিকতর সঙ্গত উদ্দেশ্য অন্য কিছু হইতে পারে কি ?

১৯৬০। এই আয়াতে মুসলমানদিগকে এই আদেশ দেওয়া হইয়াছে যে, তাহাদের হাতে যখন ক্ষমতা আসিবে, তখন ইহা তাহাদের নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা সমীচীন হইবে না, বরং দরিদ্র ও অবহেলিত লোকদিগের ভাগ্যের উন্নতি বিধানের জন্য এবং তাহাদের কর্তৃত্বাধীন রাজ্যগুলিতে শান্তি-নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য উক্ত ক্ষমতা নিয়োজিত করিতে হইবে এবং ইবাদত বা উপাসনার স্থানসমূহকে রক্ষা করা ও সম্মান করা তাহাদের কর্তব্য হইবে।

১৯৬১। এই আয়াত ইহা সুস্পষ্ট করিয়া দিয়াছে যে, এই আয়াতে এবং কুরআনের অন্যান্য স্থানে বর্ণিত এই প্রকারে মৃত, অন্ধ এবং বধির বলিতে ঐ সকল লোকদিগকে বুঝাইতেছে যাহারা আধ্যাত্মিক ভাবে মৃত, অন্ধ এবং বধির।

وَيَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُّخْلِفَ اللّٰهُ وَعْدَهٗ ؕ وَاِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَاَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّوْنَ ﴿۴۸﴾

৪৮। এবং তাহারা তোমার নিকট শীঘ্র আযাব কামনা করিতেছে, অথচ আল্লাহ্ কখনও তাঁহার ওয়াদা ভংগ করেন না। এবং নিশ্চয় কোন কোন দিন তোমার প্রতিপালকের নিকট এক হাজার বৎসরের সমান যাহা তোমরা গণনা কর।[১৯৬১-ক]

وَكَاَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ اَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ اَخَذْتُهَا ۚ وَاِلَيَّ الْمَصِيْرُ ﴿۴۹﴾ ع

৪৯। এবং এমন কত জনপদ ছিল যাহাদিগকে আমি (প্রথমে) অবকাশ দিয়াছিলাম, অথচ তাহারা যুলুমে ব্যাপৃত ছিল। অতঃপর আমি তাহাদিগকে পাকড়াও করিয়াছি, এবং আমারই নিকট প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে। ৬ [১০] ১৩

قُلْ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّمَاۤ اَنَا لَكُمْ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿۵۰﴾ ع

৫০। তুমি বল, 'হে মানবমণ্ডলী! আমি তোমাদের জন্য কেবল একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী;

فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ ﴿۵۱﴾

৫১। সুতরাং যাহারা ঈমান আনে এবং পুণ্যকর্ম করে, তাহাদের জন্য ক্ষমা এবং সম্মানজনক রিযক্ (অবধারিত) আছে;

وَالَّذِيْنَ سَعَوْ فِيْۤ اٰيٰتِنَا مُعٰجِزِيْنَ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ﴿۵۲﴾

৫২। কিন্তু যাহারা আমাদিগকে আমাদের নিদর্শনসমূহের ব্যাপারে পরাভূত করিতে চেষ্টা করে — তাহারা জাহান্নামের অধিবাসী।'

وَمَاۤ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ وَّلَا نَبِيٍّ اِلَّاۤ اِذَا تَمَنّٰۤى اَلْقَى الشَّيْطٰنُ فِيْۤ اُمْنِيَّتِهٖ ۚ فَيَنْسَخُ اللّٰهُ مَا يُلْقِى الشَّيْطٰنُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللّٰهُ اٰيٰتِهٖ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿۵۳﴾ ۙ

৫৩। এবং আমরা তোমার পূর্বে না কোন রসূল এবং না কোন নবী পাঠাইয়াছি কিন্তু যখনই সে কোন ইচ্ছা করিয়াছে তখনই শয়তান তাহার ইচ্ছার পথে বিঘ্ন দাঁড় করাইয়াছে। কিন্তু আল্লাহ্ উহা দূরীভূত করিয়া দেন যাহা শয়তান দাঁড় করায়।[১৯৬২] অতঃপর তিনি নিজ নিদর্শনসমূহকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। বস্তুতঃ আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী, পরম প্রজ্ঞাময়।

১৯৬১-ক। বর্ণিত আছে যে, হযরত রসূল করীম (সাঃ) ফরমাইয়াছেন যে, ইসলামের প্রথম তিন শতাব্দী ইহার সর্বোত্তম সময়, তৎপর মিথ্যার প্রাদুর্ভাব হইবে এবং এক অন্ধকার যুগের বাতাস বহিতে আরম্ভ করিবে যাহা এক হাজার বৎসরাধিক কাল ব্যাপিয়া চলিতে থাকিবে (তিরমিযী)। উক্ত এক সহস্র বৎসর সময় একদিনের অনুরূপ বলা হইয়াছে (৩২ঃ৬)। এই সময়ের মধ্যে নীল চক্ষুবিশিষ্ট এক জাতির উত্থান হইবে এবং তাহারা সমগ্র পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়িবে (২০ঃ১০৩-১০৪)। উহারাই নীল চক্ষুবিশিষ্ট লোকরূপে চিত্রায়িত হইয়াছে যাহারা জাগতিক গৌরব ও রাজনৈতিক ক্ষমতার ফলে অতিশয় আত্মম্ভরিতা ও ঔদ্ধত্য সহকারে নবী করীম (সাঃ)-কে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন করিয়াছে। তাঁহার ঘোষণাকৃত শাস্তি ত্বরান্বিত করিবার জন্য তাহারা শীঘ্র কামনা করিতেছে যাহা তাহাদিগকে নির্ধারিত এবং প্রতিশ্রুত সময়ে পাকড়াও করিবে বলিয়া তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন।

১৯৬২। পক্ষপাতদুষ্ট খৃষ্টান লেখকগণ এই আয়াতের স্বেচ্ছাকৃত ভুল ব্যাখ্যা এবং উদ্দেশ্য প্রনোদিত বিকৃত অর্থ করিয়াছে। তাহারা বলে যে, মক্কায় একদিন নবী করীম (সাঃ) সূরা আন্ নজমের ২০ এবং ২১ আয়াত তেলাওয়াত করিতেছিলেন, "এখন তোমরা আমাকে 'লাত' এবং 'উয্যা'র অবস্থা শুনাও, এবং আরও একটি তৃতীয় 'মানাতের' অবস্থাও শুনাও" তখন শয়তান তাঁহার জিহ্বাতে— তিল্‌কাল্ গারানীক্বুল উলা, ওয়া ইন্না শাফা'য়াতাহুন্না লাতুর তাজা' (ইহারা গৌরবময় দেবী এবং উহাদের শাফায়াত বা সুপারিশ আশা করা যায়) শব্দগুলি ঢালিয়া দিয়াছিল। তাহারা ইহাকে হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর বিচ্যুতি বা 'প্রতিমা পূজার ব্যাপারে আপোষ' বলিয়া অভিহিত করিয়াছে। হযরত নবী করীম (সাঃ)

لِّيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطٰنُ فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ وَّالْقَاسِيَةِ قُلُوْبُهُمْ ؕ وَاِنَّ الظّٰلِمِيْنَ لَفِيْ شِقَاقٍۭ بَعِيْدٍ ﴿۵۴﴾

৫৪ । যেন তিনি উহাকে, যাহা শয়তান দাঁড় করায়, ঐ সকল লোকের জন্য পরীক্ষার কারণ করেন, যাহাদের অন্তরে ব্যাধি[১৯৬৩] আছে এবং যাহাদের হৃদয় শক্ত পাষাণ, বস্তুতঃ যালেমগণ কঠোর বিরুদ্ধাচরণে লিপ্ত রহিয়াছে ।

وَّلِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُوْا بِهٖ فَتُخْبِتَ لَهٗ قُلُوْبُهُمْ ؕ وَاِنَّ اللّٰهَ لَهَادِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿۵۵﴾

৫৫ । এবং যাহাদিগকে জ্ঞান দান করা হইয়াছে তাহারা যেন জানিতে পারে যে, নিশ্চয় ইহা তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে সর্বাঙ্গীন সত্য; ফলে তাহারা যেন ঈমান আনে এবং তাঁহার প্রতি তাহাদের হৃদয় বিনয়াবনত হয় । এবং আল্লাহ্ মো'মেনগণকে সরল-সুদৃঢ় পথের দিকে নিশ্চয় হেদায়াত দিয়া থাকেন;

وَلَا يَزَالُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِيْ مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتّٰى تَاْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً اَوْ يَاْتِيَهُمْ

৫৬ । এবং কাফেরগণ ইহার সম্বন্ধে সেই সময় পর্যন্ত সন্দেহে পড়িয়া থাকিবে যতক্ষণ পর্যন্ত না (ধ্বংসের) নির্ধারিত মুহূর্ত[১৯৬৪]

কখনো প্রতিমা পূজার ব্যাপারে আপোষ করেন নাই, কখনই কোন বিচ্যুতি তাঁহার পক্ষে ঘটে নাই । এই অভিযোগ স্রেফ কল্পিত । এই সমালোচকগণ সর্বদা নবী করীম (সাঃ)-এর দোষ-ত্রুটি আবিষ্কার করার জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকে এবং যখন কিছু পাওয়া যায় না, তখন তাহারা একটা কিছু মিথ্যা উদ্ভাবন করিয়া তাঁহার প্রতি আরোপ করে । ইহার বিস্তারিত বর্ণনা আমরা সংশ্লিষ্ট আয়াত (৫৩ঃ২০, ২১)-এর ব্যাখ্যায় করিব।এখানে শুধু ইহাই বলা যথেষ্ট হইবে যে,সমস্ত কাহিনীটি মিথ্যা প্রমাণিত হয়—এই ঘটনা দ্বারা যে,বিজ্ঞ ব্যক্তিগণের সর্বসম্মত মতে, সূরা নজম আঁ-হুযূর (সাঃ)-এর প্রতি নবুওয়াতের পঞ্চম বৎসরে নাযেল হইয়াছিল, পক্ষান্তরে বর্তমান সূরা মদীনায় নবুওয়াতের ত্রয়োদশ বৎসরে অথবা হিজরতের পূর্ব মুহূর্তে নাযেল হইয়াছিল । ইহা কল্পনাতীত ব্যাপার যে, আল্লাহ্তা'লাকে বর্তমান সূরার মধ্যে উক্ত ঘটনা সম্বন্ধে উল্লেখ করিবার জন্য আট বৎসর অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল।অধিকন্তু কুরআনের সকল বিজ্ঞ তফসীরকারকগণ কর্তৃক এই কাহিনী সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলিয়া প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে । ইহা ছাড়া আয়াতের কোন শব্দে এইরূপ কিছুই নাই যাহার কারণে একটা ডাহা মিথ্যার আবশ্যক হইতে পারে । আয়াতের অর্থ একেবারে সুস্পষ্ট।এই আয়াতের অভিপ্রায় হইতেছে যে,যখন আল্লাহ্তা'লার নবী-রসূল তাঁহার লক্ষ্যে পৌছার প্রচেষ্টা চালাইয়া থাকেন অর্থাৎ যখনই তিনি সত্যের বাণী প্রচার করেন এবং আকাংখা করেন যে, পৃথিবীতে আল্লাহ্র তৌহীদ যেন প্রতিষ্ঠিত হয়, তখনই শয়তানী শক্তিতে পরিচালিত লোকেরা তাঁহার পথে সকল প্রকার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিয়া সত্যের অগ্রগতিকে রুদ্ধ করিতে চেষ্টা করে । উহারা তাঁহার মিশন বা প্রচার কার্যকে ব্যর্থরূপে দেখিতে চায় । কিন্তু তাহারা কখনও ঐশী-পরিকল্পনাকে ব্যাহত করিতে পারে না । আল্লাহ্তা'লা সর্বপ্রকার বাধা দূর করিয়া দেন এবং সত্যকে প্রাধান্য দিয়া বিজয়ী করেন । এতদ্ব্যতীত শয়তানের পক্ষে ইহা কিছুতেই সম্ভব নহে যে, সে কুরআনের পবিত্র ওহীতে দখল দিতে পারে । আল্লাহ্তা'লা স্বয়ং ইহাকে সকল প্রকার হস্তক্ষেপ ও প্রক্ষেপ হইতে হেফাযত ও সরক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন (১৫ঃ১০; ৭২ঃ২৭-২৯)। এমনকি খৃষ্টান পণ্ডিতগণও কুরআনের এই দাবীর সত্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন ।

১৯৬৩ । আমরা পূর্ববর্তী আয়াতের যে ব্যাখ্যা করিয়াছি তাহা এই আয়াতও সমর্থন করে । ভিত্তিহীন কল্প-কাহিনী যাহা কতিপয় নাদান ও ব্যাখ্যাকারী উক্ত আয়াত সম্পর্কে জালিয়াতি করিবার দায়িত্ব নিজেদের স্কন্ধে তুলিয়া লইয়াছিল, তাহা ন্যায়নিষ্ঠার সম্পূর্ণ পরিপন্থী । এই আয়াতের অভিপ্রায় হইতেছে যে, শয়তানী চরিত্রের লোকেরা আল্লাহ্র প্রেরিতগণের মিশন প্রচারে সর্বপ্রকার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির মাধ্যমে ইহার অগ্রগতি রোধ করিবার জন্য প্রচেষ্টা চালায়।এবং উহারা এরূপ লোক যাহাদের অন্তরে ব্যাধি রহিয়াছে, তাহারাই পথভ্রষ্ট । কিন্তু আল্লাহ্তা'লা এই রূপ সকল প্রতিবন্ধকতা দূর কারয়াদেন এবং প্রাথমিক ও স্বল্প স্থায়ী বাধা-বিপত্তির পরে সত্য নিয়মিত গতিতে উন্নতি ও অগ্রগতির পথে অগ্রসর হইতে থাকে ।

১৯৬৪ । 'ধ্বংসের নির্ধারিত মুহূর্তে' শব্দ দ্বারা ইসলামের শেষ বিজয়কে বুঝায় । ইহার অর্থ মক্কা বিজয়ও হইতে পরে, যে সময়ে অবিশ্বাসী কোরায়শদিগের শক্তিকে চূড়ান্ত ভাবে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল । এই পতন অকসমাৎ ঘটিয়াছিল । মুসলমান সৈন্য-বাহিনীর মক্কা শহরের দ্বার দেশে আসিয়া পৌছার পূর্ব মুহূর্তেও কোরায়শরা তাহাদের আগমন সম্বন্ধে কোন ধারণাই করিতে পারে নাই ।

عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيْمٍ ﴿٥٦﴾

তাহাদের উপর অকস্মাৎ আসিয়া পড়িবে, অথবা তাহাদের নিকট এক ধ্বংসাত্মক দিবসের আযাব আসিয়া পড়িবে।[১৯৬৫]

اَلْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِّلّٰهِ ؕ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ؕ فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فِيْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ﴿٥٧﴾

৫৭। সেদিন সমস্ত আধিপত্য একমাত্র আল্লাহ্‌র হইবে।[১৯৬৬] তিনি তাহাদের মধ্যে ফয়সালা করিবেন। সুতরাং যাহারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে তাহারা নেয়ামতপূর্ণ বাগানসমূহে থাকিবে।

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا فَاُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ﴿٥٨﴾ ع ١٤

৫৮। এবং যাহারা অস্বীকার করিয়াছে এবং আমাদের আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, তাহারাই ঐ সকল লোক যাহাদের জন্য লাঞ্ছনাজনক আযাব (নির্ধারিত) আছে।

৭ [৯] ১৪

وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ قُتِلُوْٓا اَوْ مَاتُوْا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللّٰهُ رِزْقًا حَسَنًا ؕ وَاِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ ﴿٥٩﴾

৫৯। এবং যাহারা আল্লাহ্‌র পথে হিজরত করে, অতঃপর নিহত হয় অথবা স্বাভাবিক ভাবে মারা যায়[১৯৬৭] নিশ্চয় আল্লাহ্ তাহাদিগকে উত্তম রিয্‌ক দান করিবেন। বস্তুতঃ আল্লাহ্ রিয্‌ক দাতাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উত্তম।

لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُّدْخَلًا يَّرْضَوْنَهٗ ؕ وَاِنَّ اللّٰهَ لَعَلِيْمٌ حَلِيْمٌ ﴿٦٠﴾

৬০। তিনি নিশ্চয় তাহাদিগকে এমন স্থানে প্রবেশ করাইবেন যাহাকে তাহারা পসন্দ করিবে। এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী, পরম সহিষ্ণু।

ذٰلِكَ ۚ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوْقِبَ بِهٖ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللّٰهُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُوْرٌ ﴿٦١﴾

৬১। ইহা এইরূপেই। এবং যে ব্যক্তি সেই পরিমাণ প্রতিশোধ গ্রহণ করে যে পরিমাণ তাহাকে কষ্ট দেওয়া হইয়াছে, এতদসত্ত্বেও সে (বিপক্ষ দ্বারা) নির্যাতিত হইলে, নিশ্চয় আল্লাহ তাহাকে সাহায্য করিবেন।[১৯৬৮] নিশ্চয় আল্লাহ্ পরম মার্জনাকারী, অতীব ক্ষমাশীল।

১৯৬৫। 'ইমরাআতুন আক্বীমুন' বন্ধ্যা স্ত্রীলোক। 'ইয়াওমিন আক্বীমিন' অর্থ বিষাদপূর্ণ দিবস, এক ধ্বংসাত্মক দিবস, কঠিন যুদ্ধের দিবস। এইরূপ বলা হইয়া থাকে যে, বহু নারী এই যুদ্ধে তাহাদের পুত্রদিগকে হারাইয়া 'আক্বীম' (বন্ধ্যা) হইয়া গিয়াছিল (মুফরাদাত, লেইন)।

১৯৬৬। সাধারণভাবে প্রয়োগ ছাড়াও এই আয়াত বিশেষভাবে মক্কার পতন সম্পর্কে প্রযোজ্য। সেদিন আরবে আল্লাহ্‌তা'লার আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং প্রতিমা-উপাসনা উহাদের শক্তির কেন্দ্র হইতে চিরতরে বিদায় নিয়াছিল এবং আল্লাহ্‌র পবিত্র সিদ্ধান্ত এই শব্দগুলিতে উচ্চারিত হইয়াছিল 'সত্য আসিয়াছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হইয়াছে। নিশ্চয় মিথ্যা বিলীন হওয়ারই'(১৭ঃ৮২)।

১৯৬৭। যাহারা আল্লাহ্‌তা'লার জন্য নিজেদের ঘরবাড়ী এবং সমস্ত প্রিয় বিষয়াদি ত্যাগ করিয়া তাঁহারই পথে জীবন অতিবাহিত করে এবং তাঁহারই জন্য নিত্য দিন কার্যে ব্যাপৃত অবস্থায় মৃত্যু বরণ করে, তাহারা ঐ সকল লোকের শ্রেণীভুক্ত হওয়ার যোগ্য যাহারা প্রকৃতই আল্লাহ্‌র রাস্তায় যুদ্ধ করিয়া শহীদ হয়, একমাত্র আল্লাহ্‌তা'লার অভ্রান্ত জ্ঞানই তাহাদের জীবনকে অব্যাহত রাখে। ইহাই হইল 'অথবা স্বাভাবিকভাবে মারা যাওয়ার' মর্মার্থ।

১৯৬৮। এই আয়াত দ্বৈত অর্থবোধক। ইহাতে মুসলমানদিগের জন্য সাহায্যের প্রতিশ্রুতিও নিহিত রহিয়াছে। প্রথমোক্ত অর্থের অভিপ্রায় এই যে, মুসলমানগণ অত্যাচারিত হইয়াছে এবং তাহাদের বিরুদ্ধে সীমালংঘন করা হইয়াছে। মুসলমানরা প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে পারে, কিন্তু

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ يُوْلِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ وَاَنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌۢ بَصِيْرٌ ﴿٦١﴾

৬২। এইরূপ (প্রতিফল দানের নিয়ম) এইজন্য যে, নিশ্চয় আল্লাহ্‌ই রাত্রিকে দিবসে প্রবিষ্ট করেন এবং দিবসকে রাত্রিতে প্রবিষ্ট করেন,[১৯৬৯] এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা,

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَاَنَّ مَا يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ هُوَ الْبَاطِلُ وَاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ ﴿٦٢﴾

৬৩। ইহা এই জন্য যে, আল্লাহ্‌ই সত্য এবং আল্লাহ্ ব্যতীত তাহারা যাহাকে ডাকে উহা আসলে মিথ্যা এবং নিশ্চয় আল্লাহ্‌ই সর্বোচ্চ, অতীব মহান।

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَتُصْبِحُ الْاَرْضُ مُخْضَرَّةً ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ ﴿٦٣﴾

৬৪। তুমি কি দেখ নাই যে, নিশ্চয় আল্লাহ্ আকাশ হইতে পানি বর্ষণ করেন যাহার ফলে যমীন সবুজ শ্যামল হইয়া উঠে ?[১৯৭০] নিশ্চয় আল্লাহ্ পরম সূক্ষ্মদর্শী, সর্বজ্ঞাত।

لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ وَاِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ ﴿٦٤﴾ ع ١٥

৬৫। যাহা কিছু আকাশসমূহে আছে এবং যাহা কিছু পৃথিবীতে আছে সবই তাঁহার এবং নিশ্চয় আল্লাহ্‌ই প্রাচুর্যশালী, অতীব প্রশংসনীয়।

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي الْاَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِيْ فِي الْبَحْرِ بِاَمْرِهٖ ؕ وَيُمْسِكُ السَّمَآءَ اَنْ تَقَعَ عَلَى الْاَرْضِ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ﴿٦٥﴾

৬৬। তুমি কি দেখ নাই যে, যাহা কিছু পৃথিবীতে আছে আল্লাহ্ উহাদিগকে তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করিয়াছেন এবং জাহাজসমূহকেও, যেগুলি তাঁহারই আদেশে সমুদ্রে চলিতেছে ? এবং তিনি আকাশকে রুখিয়া রাখিয়াছেন যেন উহা তাঁহার আদেশ ছাড়া পৃথিবীতে পড়িয়া না যায়। নিশ্চয় আল্লাহ্ বান্দাদের প্রতি অতীব মমতাশীল, পরম দয়াময়।

وَهُوَ الَّذِيْٓ اَحْيَاكُمْ ۫ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ؕ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَكَفُوْرٌ ﴿٦٦﴾

৬৭। এবং তিনিই তোমাদিগকে জীবন দান করিয়াছেন, অতঃপর তোমাদিগকে মৃত্যু দিবেন, আবার তিনি তোমাদিগকে জীবন দান করিবেন।[১৯৭১] নিশ্চয় মানুষ বড়ই অকৃতজ্ঞ।

এই প্রতিশোধ গ্রহণে ন্যায়ের সীমাতিক্রম করা উচিৎ হইবে না। শত্রুর ক্ষতিসাধন এতটুকু করিতে পারিবে যতটুকু ক্ষতি তাহাদের করা হইয়াছে। দ্বিতীয় অর্থমতে, মুসলমান দিগকে বলা হইয়াছে যে, তাহারা শত্রুদিগকে নিজ শক্তির অধীনে পাইবে,কিন্তু যতটুকু আঘাত তাহারা প্রাপ্ত হইয়াছিল ততটুকু আঘাত করা সম্পূর্ণ ন্যায়-সঙ্গত হইবে, তবে উত্তম হইবে যদি তাহারা তাহাদের সফলতা ও বিজয়ের মুহূর্তে আল্লাহ্‌তা'লার পবিত্র করুণা ও ক্ষমাশীলতার গুণের অনুকরণে পরাজিত শত্রুদিগকে ক্ষমা করিয়া দেয়।

১৯৬৯। 'নাহারুন' (দিবস) শব্দ এই আয়াতের মধ্যে ক্ষমতা ও উন্নতি বুঝায় এবং 'লায়ল' (রাত্রি) শব্দ অধোগতি ও অধঃপতনের মধ্যে জাতির শক্তিহীনতার অর্থ প্রকাশক। আয়াতের এই আলংকারিক ব্যবহার দ্বারা পূর্ববর্তী আয়াতে উল্লিখিত ঘটনা প্রবাহের প্রতি নির্দেশ করিতেছে যে, দীর্ঘ দুঃখের রজনী ও নির্যাতন যাহার মধ্য দিয়া মুসলমানগণ এক সুদীর্ঘকাল অতিবাহিত করিতে বাধ্য হইয়াছিল, উহার যবনিকাপাত হইতে চলিয়াছে এবং তাহাদের গৌরবময় ক্ষমতার দিনগুলির প্রভাত আসন্ন প্রায়।

১৯৭০। এই আয়াত প্রকৃতির বিসময়কর নিয়মের প্রতি কাফেরদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে যাহা তাহাদের চক্ষুর সম্মুখে উন্মীলিত রহিয়াছে। ইহা বলার অভিপ্রায় এই যে, তাহারা কি দেখিতে পায় না যে, আরবের বন্ধ্যা ও উষর মরুভূমি এবং আধ্যাত্মিকভাবে মৃত ভূমির উপর ঐশী রহমতের বৃষ্টি বর্ষিত হইয়াছে এবং ইহাতে নব-জীবনের স্পন্দন শুরু হইয়াছে এবং সর্বত্র তাজা ও সবুজ গাছপালা বিরাজ করিতেছে ? অর্থাৎ দেশের সর্বত্র আধ্যাত্মিক জাগরণ পরিলক্ষিত হইয়াছে এবং ইসলাম গভীরভাবে আপন শিকড় গাড়িয়াছে।

১৯৭১। জীবন এবং মৃত্যুর বিসময়কর ব্যাপার যুগপৎভাবে সক্রিয় রহিয়াছে। প্রত্যেক মৃত্যুকে এক নূতন জীবন অনুসরণ করে এবং প্রত্যেক

لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ ۖ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ ﴿٦٨﴾

৬৮। আমরা প্রত্যেক উম্মতের জন্য ইবাদতের নিয়ম-পদ্ধতি নির্ধারিত করিয়াছি[১৯৭২] তদনুসারে তাহারা ইবাদত পালন করে, সুতরাং তাহারা যেন তোমার সঙ্গে এই বিষয় সম্বন্ধে কোন বিবাদ না করে, তুমি তাহাদিগকে তোমার প্রতিপালকের দিকে আহ্বান কর, নিশ্চয় তুমি সঠিক হেদায়াতের উপর আছ।

وَإِنْ جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٦٩﴾

৬৯। এবং যদি তাহারা তোমার সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক করে, তাহা হইলে তুমি বল, 'নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের কর্ম সম্বন্ধে সম্যক অবহিত;

اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٧٠﴾

৭০। আল্লাহ্ কিয়ামত দিবসে তোমাদের (এবং আমার) মধ্যে সেই বিষয়ের ফয়সালা করিবেন যে সম্বন্ধে তোমরা মতভেদ করিতেছ।'

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۗ إِنَّ ذَٰلِكَ فِي كِتَابٍ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٧١﴾

৭১। তুমি কি জান না যে, যাহা কিছু আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে আছে আল্লাহ্ সবই জানেন? নিশ্চয় ইহা এক কিতাবে (সংরক্ষিত) আছে; নিশ্চয় ইহা আল্লাহ্‌র জন্য সহজসাধ্য।

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ ۗ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ ﴿٧٢﴾

৭২। এবং তাহারা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে এমন কিছুর ইবাদত করে যাহার জন্য তিনি কোন দলীল-প্রমাণ নাযেল করেন নাই, এবং যাহার সম্বন্ধে তাহাদের কোন প্রকার জ্ঞান নাই,[১৯৭৩] এবং যালেমগণের জন্য কেহ সাহায্যকারী নাই।

وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ ۖ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا ۗ قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَٰلِكُمُ ۗ النَّارُ ۗ

৭৩। এবং যখন তাহাদের সম্মুখে আমাদের সুস্পষ্ট আয়াত-সমূহ আবৃত্তি করা হয় তখন যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তুমি তাহাদের মুখমণ্ডলে পরিষ্কার অসন্তোষের লক্ষণ দেখিয়া থাক। তাহারা তাহাদের উপর আক্রমণ করিতে উদ্যত হয়, যাহারা তাহাদের নিকট আমাদের আয়াতসমূহ আবৃত্তি করে। তুমি বল, 'আমি কি তোমাদিগকে ইহা অপেক্ষা মন্দ অবস্থার সংবাদ

মৃত্যু নিয়া আসে এক নবজীবনের আশা। বদর এবং উহুদ ইত্যাদি যুদ্ধক্ষেত্রে কিছু সংখ্যক মুসলমানের মৃত্যু আরবের সর্বত্র আধ্যাত্মিক পুনর্জীবনের সঞ্চার করিয়াছিল।

১৯৭২। সকল জাতি এবং গোষ্ঠীর মধ্যেই কোন ঐহিক প্রার্থনা বা ইবাদত পরিদৃষ্ট হয়। উক্ত বাস্তব ঘটনা এই সত্যের দিকেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে যে, সকল ধর্মমতের মধ্যে, ইসলাম ধর্মই সর্বপ্রথম এই সত্য প্রকাশ ও ঘোষণা করিয়াছে যে, সমগ্র মানবজাতির মধ্যেই আল্লাহ্‌তা'লার উপাসনা শিক্ষা দেওয়ার জন্য তাঁহার নিকট হইতে নবী-রসূল আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

১৯৭৩। এই আয়াতে প্রতিমা-পূজার বিরুদ্ধে যুক্তি উপস্থাপন করা হইয়াছেঃ(ক) মূর্তিপূজার অনুকূলে কোন ঐশী গ্রন্থেই কোন প্রকার প্রমাণ পাওয়া যায় না; (খ) মানবীয় যুক্তি এবং বিবেক ইহার প্রতিকূল এবং প্রতিমা উপাসকেরা ইহার সমর্থনে তাহাদের ব্যক্তিগত ও পর্যবেক্ষণ-ভিত্তিক সুপ্রতিষ্ঠিত যুক্তি দিতে পারে না; এবং (গ) যুগযুগ ব্যাপিয়া মূর্তি-পূজারী এবং বিশ্বাসীগণের এই দ্বন্দ্বে মো'মেনগণই নিশ্চিতরূপে বিজয়ী হইয়াছে। অতএব ওহী-ইলহাম, মানবীয় যুক্তি এবং ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত সমস্তই প্রতিমা উপাসনার বিপক্ষে।

وَعَدَهَا اللّٰهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ؕ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ﴿٧٣﴾

দিব ? (শুন ! উহা) আগুন ! আল্লাহ্ ইহার ওয়াদা তাহাদের সঙ্গে করিয়াছেন যাহারা অস্বীকার করিয়াছে । এবং ইহা কতই না মন্দ পরিণাম স্থান !'

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَنْ يَّخْلُقُوْا ذُبَابًا وَّلَوِ اجْتَمَعُوْا لَهٗ ؕ وَاِنْ يَّسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْـًٔا لَّا يَسْتَنْقِذُوْهُ مِنْهُ ؕ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوْبُ ﴿٧٤﴾

৭৪ । হে মানবমণ্ডলী ! একটি উপমা বর্ণনা করা হইতেছে, তোমরা উহা মনোযোগ সহকারে শুন । নিশ্চয় তোমরা আল্লাহ্‌কে ছাড়িয়া যাহাদিগকে ডাকিতেছে, তাহারা আদৌ একটি মাছিও সৃষ্টি করিতে পারিবে না, যদিও তাহারা সকলেই ইহার জন্য একত্রির হইয়া যায় । এমন কি মাছি তাহাদের নিকট হইতে কোন বস্তু ছিনাইয়া লইয়া গেলে তাহারা উহাও তাহার নিকট হইতে ছাড়াইয়া আনিতে পারে না । নিঃসন্দেহে প্রার্থী এবং প্রার্থিত (যাহার নিকট প্রার্থনা করা হয়) উভয়ই দুর্বল ।[১৯৭৪]

مَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِيٌّ عَزِيْزٌ ﴿٧٥﴾

৭৫ । তাহারা আল্লাহ্‌র মর্যাদা (গুণাবলী) যথোচিত উপলব্ধি করে নাই ।[১৯৭৫] নিশ্চয় আল্লাহ্ পরম ক্ষমতাবান, মহা পরক্রমশালী ।

اَللّٰهُ يَصْطَفِيْ مِنَ الْمَلٰٓئِكَةِ رُسُلًا وَّمِنَ النَّاسِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌۢ بَصِيْرٌ ﴿٧٦﴾

৭৬ । আল্লাহ্ মনোনীত করিয়া থাকেন রসূলগণকে ফিরিশ্‌তাগণের মধ্যে হইতে এবং মানুষের মধ্য হইতেও । নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা ।

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ؕ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ﴿٧٧﴾

৭৭ । যাহা কিছু তাহাদের সম্মুখে আছে এবং যাহা কিছু তাহাদের পশ্চাতে আছে, সবই তিনি জানেন এবং সকল বিষয় আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তিত হয় ।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ارْكَعُوْا وَاسْجُدُوْا وَاعْبُدُوْا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٧٨﴾ ع

৭৮ । হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ ! তোমরা রুকূ কর এবং সেজদা কর এবং তোমাদের প্রতিপালকের ইবাদত কর এবং পুণ্য কর্ম কর যেন তোমরা সফলকাম হইতে পার ।

সেজদা — শাফেঈ মাযহাব মতে ।

১৯৭৪ । তফসীরাধীন আয়াত অবিশ্বাসীদিগের নিকট তাহাদের উপাস্যগুলির শক্তিহীনতা ও অসহায়তা এবং ইহাদের উপাসনা করার মূর্খতাপূর্ণ ব্যাপারকে বিশদভাবে ব্যক্ত করিয়াছে ।

১৯৭৫ । কাঠের এবং পাথরের নির্মিত প্রতিমাগুলির উপাসনা করিয়া মোশরেকগণ নিজদিগকে এত নীচু স্তরে নামাইয়া দিয়াছে যে,এই ঘটনাই প্রমাণ করে যে, মহান সৃষ্টিকর্তা, সর্ব শক্তিমান আল্লাহ্‌র শক্তি ও গুণাবলী সম্বন্ধে তাহাদের ধারণা অত্যন্ত অস্পষ্ট ও দুর্বল । প্রকৃতপক্ষে বহু-ঈশ্বরবাদের বিশ্বাস এবং প্রতিমা উপাসনার ভাব জন্ম নেয় এই ধারণা হইতে যে, আল্লাহ্‌তা'লার শক্তি এবং গুণাবলী মানুষের মত সীমিত ও ত্রুটিপূর্ণ ।

وَجَاهِدُوْا فِى اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهٖ ؕ هُوَ
اجْتَبٰىكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ
مِنْ حَرَجٍ ؕ مِلَّةَ اَبِيْكُمْ اِبْرٰهِيْمَ ؕ هُوَ
سَمّٰىكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ ۙ مِنْ قَبْلُ وَفِىْ هٰذَا
لِيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ شَهِيْدًا عَلَيْكُمْ
وَتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ ۚ فَاَقِيْمُوا
الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاعْتَصِمُوْا
بِاللّٰهِ ؕ هُوَ مَوْلٰىكُمْ ۚ فَنِعْمَ الْمَوْلٰى
وَنِعْمَ النَّصِيْرُ ﴿۷۹﴾

৭৯। এবং তোমরা আল্লাহ্‌র পথে যথোচিতভাবে জিহাদ কর,[১৯৭৬] তিনিই তোমাদিগকে মনোনীত করিয়াছেন এবং তিনি তোমাদের উপর ধর্ম সম্পর্কে কোন কঠোরতা চাপাইয়া দেন নাই; সুতরাং তোমরা তোমাদের পিতা ইব্‌রাহীমের ধর্মাদর্শ অবলম্বন কর, তিনি তোমাদের নাম মুসলমান রাখিয়াছেন,[১৯৭৭] পূর্বেও এবং এই কিতাবেও[১৯৭৭-ক] যেন এই রসূল তোমাদের উপর সাক্ষী হয়, এবং তোমরা সমগ্র মানবমণ্ডলীর উপর সাক্ষী হও। সুতরাং তোমরা নামায কায়েম কর এবং যাকাত দাও এবং আল্লাহ্‌কে সুদৃঢ়ভাবে আঁকড়াইয়া ধর। তিনিই তোমাদের অভিভাবক। তিনি কতই না উত্তম অভিভাবক এবং কতই না উত্তম সাহায্যকারী !

১০ [৬] ১৭

১৯৭৬। জিহাদ দুই প্রকারঃ (ক) জিহাদ অর্থাৎ আপন কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা এবং (খ) সত্যের বিরোধী শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা যাহার মধ্যে আত্মরক্ষার জন্য যুদ্ধ করাও অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। প্রথম শ্রেণীর জিহাদকে 'আল্ জিহাদ ফিল্লাহ্' আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভের জন্য জিহাদ; এবং শেষোক্ত শ্রেণীর জিহাদকে 'আল্ জিহাদ ফি সাবীলিল্লাহ্' আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ বলা যাইতে পারে। নবী করীম (সাঃ) প্রথমোক্ত জিহাদকে সর্বাধিক বড় জিহাদ এবং শেষোক্ত জিহাদকে সর্বাধিক ছোট জিহাদ বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন।

১৯৭৭। 'তিনি তোমাদের নাম মুসলমান রাখিয়াছেন পূর্বেও এবং এই কিতাবেও' এই উক্তি 'যিশাইয়তে' উল্লেখিত ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতি নির্দেশ করিতেছেঃ 'এবং এক নূতন নামে আখ্যায়িত হইবে, যাহা সদা প্রভুর মুখ নির্ণয় করিবে .....(যিশাইয়-৬২ঃ২ এবং ৬৫ঃ১৫)।

১৯৭৭-ক। 'এবং এই কিতাবেও' এই পরোক্ষ উল্লেখ, কুরআন করীমে উদ্ধৃত হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ)-এর সেই দোয়ার প্রতি ইশারা যে দোয়া হইতেছে 'হে আমাদের প্রভু তুমি আমাদের উভয়কে তোমার জন্য আত্মসমর্পণকারী কর এবং আমাদের বংশধরগণের মধ্যে হইতেও তোমার এক আত্মসমর্পণকারী উম্মত সৃষ্টি কর' (২ঃ১২৯)।

২৩-সূরা আল্ মো'মেনূন
(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণ হওয়ার সময় ও প্রসঙ্গ

বহু অভ্যন্তরীণ সাক্ষী-প্রমাণ পেশ পূর্বক দেখানো হয় যে, বর্তমান সূরাটি রসূলে করীম (সাঃ)-এর মক্কী-জীবনের শেষের দিকে অবতীর্ণ হইয়াছিল । ইমাম সুয়ূতীর মতে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর নিকট মদীনায় হিজরতের পূর্বে মক্কায় অবতীর্ণ সূরাসমূহের মধ্যে ইহাই সর্বশেষ সূরা । তবে, মক্কায় অবতীর্ণ সর্বশেষ সূরা না হইলেও ইহা যে শেষ মক্কী সূরাগুলোর অন্যতম— ইহাতে কোন সন্দেহ নাই । পূর্ববর্তী সূরার শেষাংশে মো'মেনদেরকে আল্লাহ্‌র দিকে প্রণত হইয়া তাঁহার নির্দেশাবলী মানিয়া চলার আহ্বান জানানো হইয়াছিল।কেননা. ইহাতেই তাহাদের ভবিষ্যত উন্নতি ও প্রগতির গূঢ় তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে । তাহাদেরকে উহাদের বিরুদ্ধে তলোয়ারের জেহাদ করিতেও অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল যাহারা তাহাদের বিরুদ্ধে তলোয়ার ধরিয়াছিল, যাহাতে যাহারা অস্ত্র ধারণ করিয়া ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করিতে আসিয়াছিল, তাহাদেরকে তলোয়ার দ্বারাই প্রতিরোধ করা যায় । তাহাদেরকে আরো নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল, যেন তাহারা কুরআনের আলোকে তাহাদের সংগ্রাম চালাইয়া যায় এবং এই প্রতিশ্রুতিও তাহাদেরকে দেওয়া হইয়াছিল যে, যদি তাহারা তাহাদের সেই কর্তব্য সঠিকভাবে সম্পাদন করে, তাহা হইলে তাহারা আল্লাহ্‌র সাহায্য প্রাপ্ত হইবে এবং আল্লাহ্ তাহাদিগকে সাফল্য ও বিজয় প্রদান করিবেন । এই প্রতিশ্রুতি ছিল শর্তসাপেক্ষ । তবে আলোচ্য সূরাতে পূর্ব প্রসঙ্গের জের টানিয়া একটি নিশ্চয়তা এইভাবে দেওয়া হইয়াছে যে, বিশ্বাসীদের একটি সম্প্রদায় অবশ্যই জন্মলাভ করিবে, যাহারা পূর্ব-বর্ণিত অবস্থা পুরাপুরি মানিয়া চলার ফলশ্রুতিতে অবশ্যই সফলকাম হইবে । কাজেই এই বিষয়টি (বিশ্বাসীদের সফলতা) যাহা পূর্ববর্তী সূরাতে একটি অনুমানের আকারে পেশ করা হইয়াছিল, তাহা বর্তমান সূরাতে একটি বাস্তব-ভিত্তিক সত্য হিসাবে সাব্যস্ত করা হইয়াছে ।

বিষয়বস্তু

মো'মেনদের বিজয় ও সফলতার সময় উপস্থিত হইয়াছে— এই শুভ সংবাদ দিয়া বর্তমান সূরাটির শুরু। অতঃপর, কতিপয় বৈশিষ্ট্য ও বিশেষ পরিচয়- চিহ্নের বর্ণনা তুলিয়া ধরা হইয়াছে যাহা বস্তুতঃ তাহাদের আধ্যাত্মিক উন্নতি ও উৎকর্ষতার পরিচায়ক । এই বর্ণনার পরপরই অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত অথচ সুন্দরভাবে মানুষের সৃষ্টি-পর্যায়ের কথা বলা হইয়াছে, যেখানে এক বিন্দু শুক্র হইতে বিভিন্ন বিবর্তনের পর পরিপূর্ণ অবয়বের মানব শিশু জন্ম লাভ করে। অতঃপর, বলা হইয়াছে যে, বাহ্যিকভাবে প্রত্যেক মানব জন্মের শেষে যেমন মৃত্যু ও পুনরুত্থান ঘটিবে, তেমনি জাতি বা সম্প্রদায়সমূহের মধ্যেও উত্থান-পতনের ঘটনা একটি স্বাভাবিক বিষয় । কাজেই একটি জাতির মধ্যে এক সময় যদিও আধ্যাত্মিক নবজাগরণ ঘটে, পরবর্তীতে সেই জাতির মধ্যেই পুনরায় আত্মিক অবক্ষয় দেখা দেয় এবং যথাসময়ে অন্য একটি জাতি তাহাদের স্থলাভিষিক্ত হয় । বস্তুতঃ, শারীরিক ও আধ্যাত্মিক বিষয়ের উৎকর্ষতা একে অপরের সাথে গভীর সাদৃশ্য রাখে। উভয় ক্ষেত্রেই উহারা সাতটি পর্যায় অতিক্রম করিয়া পরিপূর্ণতায় ধাপে ধাপে উন্নীত হয়। অতঃপর সূরাটিতে এই প্রসংগের অবতারণা করা হইয়াছে যে, পৃথিবীতে সব কিছুই একটি নির্ধারিত পরিমাণ অনুযায়ী প্রেরিত হইয়া থাকে এবং একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত তাহাদেরকে সংরক্ষণ করা হয় । অতঃপর, উহাদের প্রয়োজন শেষ হইয়া যায় এবং সেইগুলি লয়প্রাপ্ত হয় । একইভাবে পবিত্র কুরআনের পূর্ববর্তী ধর্ম-বিধানগুলি তাহাদের নিজ নিজ সময়ের প্রয়োজন মিটাইয়াছিল এবং কুরআন নাযেল হওয়ার পর এখন সেগুলি অপ্রচলিত হইয়া গিয়াছে । কাজেই শুধু মাত্র ঐশী হওয়ার কারণেই যে কোন ধর্ম চিরকাল অবিকৃত থাকিয়া যাইবে এমন কোন গ্যারান্টি নাই । শুধু মাত্র পবিত্র কুরআনের ক্ষেত্রেই এই নিশ্চয়তা দেওয়া হইয়াছে যে, উহার শিক্ষা শাশ্বত ও চিরন্তন এবং কেয়ামত কাল পর্যন্ত ইহা সমগ্র মানবজাতিকে আধ্যাত্মিক প্রয়োজন মিটাইতে থাকিবে । অতঃপর, সূরাটিতে মানবকে প্রদত্ত আল্লাহ্‌তা'লার একাধিক নেয়ামতের কথা বিশেষভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে যাহা তাহার পার্থিব জীবন ধারণের জন্য অপরিহার্য । এই বিষয়টিকে সামনে রাখিয়া অতঃপর একটি গুরুত্বপূর্ণ নৈতিক শিক্ষার দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে।আর তাহা হইল, মানুষের বাহ্যিক প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য যেখানে আল্লাহ্‌তা'লা এতকিছুর আয়োজন করিয়াছেন, সেক্ষেত্রে তাহার আধ্যাত্মিক চাহিদা মিটাইবার জন্য নিশ্চয় তিনি উহার সমান বা ততোধিক কার্যকরী ব্যবস্থা রাখিয়াছেন । অতঃপর, বলা হইয়াছে যে, আধ্যাত্মিক উৎকর্ষতার জন্য এক অপরিহার্য পূর্ব শর্ত হইতেছে আল্লাহ্‌র তওহীদের প্রতি বিশ্বাস এবং এই তওহীদ প্রতিষ্ঠার জন্যই পৃথিবীর আদি হইতে বিভিন্ন নবী-রসূলের আবির্ভাব ঘটিয়াছে । হযরত নূহ (আঃ)ও এই তওহীদের বিষয়ই শিক্ষা দিয়াছেন ও ইহার প্রচার করিয়াছেন । তাঁহার পরে বহু নবী-রসূলের আগমন হইয়াছে । তাঁহারা প্রত্যেকেই প্রচার করিয়াছেন যে, আল্লাহ্ এক, তাঁহার কোন শরীক নাই । অতঃপর, তাঁহাদের পরে আগত বহু ঐশী শিক্ষকও একই বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন । কিন্তু যাহারা অন্ধকারের অনুসারী, তাহারা সব সময়ই এই সব নবী-রসূলের বিরোধিতা করিয়াছে এবং তাঁহাদেরকে নানাভাবে কষ্ট

প্রদান করিয়াছে। সত্য এবং মিথ্যার এই মোকাবিলায় পরিণামে মো'মেনরাই সফলকাম হইয়াছে এবং যাহারা নবী-রসূলদের অস্বীকারকারী ছিল তাহারা পরাজিত ও হতাশ হইয়াছে । আল্লাহ্‌তা'লার নেককার বান্দারা তাঁহাদের প্রভুকে ভয় করে, তাঁহার নিদর্শনাবলীতে ঈমান আনে, আল্লাহ্‌র তওহীদের ব্যাপারে তাঁহারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসী, তাঁহাদের সাধ্যমত তাঁহারা সৎ কাজ করে এবং এতদ্‌সত্ত্বেও তাঁহারা ভীত থাকে যে, সম্ভবতঃ তাঁহারা তাঁহাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সঠিকভাবে পালন করে নাই । সৎ কাজ সম্পাদনে তাঁহারা একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতা করে । অতঃপর, কাফেরদেরকে সতর্ক করিয়া বলা হইয়াছে যে, যদি তাহারা ঐশী-বাণীকে ক্রমাগত অস্বীকার করিতে থাকে তবে পরিণামে তাহারা ঐশী শাস্তিতে নিপতিত হইবে । কিন্তু এই সতর্কতা সত্ত্বেও অবিশ্বাসীরা তাহাদের মন্দ কাজ হইতে বিরত হয় না, বরং পাপাচারে তাহারা আরো বেশী লিপ্ত হইয়া পড়ে । এমন অবস্থায় সত্য সত্যই একদিন ঐশী আযাবের সময় আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন তাহারা মিনতি করিতে থাকে যে, অন্ততঃ তাহাদের সংশোধনের জন্য একবার হইলেও তাহাদিগকে শেষ সুযোগ দেওয়া হউক। কিন্তু তখন বিলম্ব হইয়া যায়,তাহাদের কৃত-কর্মের শেষ সীমায় তাহারা উপনীত হয়, তাই সেই আযাব তাহাদের ভোগ না করিয়া আর উপায় থাকে না । সেই অবস্থায় তাহারা উপলব্ধি করে যে, সারা জীবন ভোগ-বিলাস সত্ত্বেও অল্প সময়ের ঐশী আযাব কতই না কষ্টকর ! পরিশেষে, একটি গুরুত্বপূর্ণ আধ্যাত্মিক বিষয়ের অবতারণা করিয়া সূরাটি শেষ হইয়াছে। উহাতে বলা হইয়াছে যে, মানুষকে উদ্দেশ্যবিহীনভাবে সৃষ্টি করা হয় নাই । মানব জীবনের একটি মহৎ উদ্দেশ্য রহিয়াছে । তাই ঐশী অনুশাসন, নবী-রসূলের মিশন, ইত্যাদি বিষয়ের সত্যতা সম্পর্কে মানুষের সন্দেহ পোষণ করা উচিত নয় । কেননা, একদিন তাহার প্রভুর সমীপে তাহাকে তাহার কৃত কর্মের জবাবদিহি করিতে হইবে ।

২৩- সূরা আল্ মো'মেনূন

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ইহাতে ১১৯ আয়াত এবং ৬ রুকূ আছে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। আল্লাহ্র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময়।

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ ②

২। মো'মেনগণ নিশ্চয় সফলকাম হইয়াছে;[১৯৭৮]

الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ ③

৩। যাহারা নিজেদের নামাযে বিনয় অবলম্বন করে;[১৯৭৯]

وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ ④

৪। এবং যাহারা সকল বৃথা কার্যকলাপ হইতে মুখ ফিরাইয়া লয়;[১৯৮০]

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فٰعِلُوْنَ ⑤

৫। এবং যাহারা যাকাত[১৯৮১] প্রদানে তৎপর;

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ ⑥

৬। এবং যাহারা নিজেদের লজ্জাস্থানের হেফাযত করে—

اِلَّا عَلٰٓى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ ⑦

৭। কেবল নিজেদের স্ত্রীগণ অথবা তাহাদের দক্ষিণ হস্তের অধিকারভুক্তগণ[১৯৮১-ক] ব্যতীত; এই কারণে তাহারা আদৌ তিরস্কৃত হইবে না;

فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ ⑧

৮। কিন্তু ইহা ব্যতীত যাহারা অন্য কিছুর কামনা করিবে তাহারা সীমালঙ্ঘনকারী হইবে—

১৯৭৮। এই আয়াত অতি উচ্চ মার্গের মো'মেনদের প্রতি ইশারা করিতেছে, যাহাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য পরবর্তী আয়াতগুলিতে উল্লেখ করা হইয়াছে। এই সকল বিশ্বাসী কেবল নাজাতই (মুক্তি) লাভ করিবে না, উপরন্তু সফলতাও অর্জন করিবে। কারণ নাজাত-প্রাপ্তি অপেক্ষা 'ফালাহ্' (সফলতা) অর্জন অধিকতর আধ্যাত্মিক উচ্চ স্তর বা মর্যাদা বিশেষ।

১৯৭৯। এই আয়াত হইতে সেই অভিপ্রেত অবস্থা বা পূর্ব শর্তের বর্ণনা শুরু হইয়াছে যাহা একজন মো'মেনকে জীবনের অভিষ্ট পরম কৃতকার্যতা লাভ করার জন্য আকাংখা করার পূর্বেই উক্ত অবস্থার মধ্য দিয়া অতিক্রম করিতে হয়, যেজন্য আল্লাহ্ তাহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। এই সমস্ত অবস্থা মানবের আধ্যাত্মিক উন্নতির বহু সোপান বা স্তররূপে বিবেচিত হইতে পারে। মানবাত্মার এই সফরে প্রথম স্তর বা ধাপ এই যে, একজন বিশ্বাসী সম্পূর্ণ বিনয়াবনত অবস্থায় ঐশী মহত্ত্ব ও মহিমার ভয়ে ভীত হয় এবং তাহার কৃত পাপের জন্য সে অনুতপ্ত হৃদয়ে তাহার অবনমিত ও নিরহংকার আত্মাকে আল্লাহ্তা'লার প্রতি রুজু ও প্রত্যাবর্তন করে।

১৯৮০। দ্বিতীয় স্তর গঠিত হয় অসার দম্ভ ও চিন্তা এবং বৃথা ও মূল্যহীন কর্মকাণ্ড ত্যাগের মাধ্যমে। জীবন এক কঠোর বাস্তব এবং একজন বিশ্বাসীর অবশ্যই জীবনকে এই রূপেই নেওয়া উচিৎ। তাহার জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত কার্যকরভাবে নিয়োজিত করা আবশ্যক এবং সকল অসার ও অপ্রয়োজনীয় বস্তুর অনুসরণ বর্জন করা উচিৎ।

১৯৮১। চরম দুর্দশাগ্রস্ত লোকদিগকে সাহায্য প্রদান করা, অথবা অর্থনৈতিকভাবে জাতির অনগ্রসর ভাগ্য-বিড়ম্বিত জনগোষ্ঠীর মঙ্গলার্থে সাহায্য করাই কেবল যাকাতের উদ্দেশ্য নহে, অধিকন্তু অর্থ এবং সামগ্রী মওজুদ বা জমা করাকে নিরুৎসাহিত করাও যাকাতের মহৎ উদ্দেশ্য। এইরূপে উভয়ের দ্রুত সরবরাহ নিশ্চিত করাও যাকাতের উদ্দেশ্য যাহার ফলে সুষ্ঠু ও সঠিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালু থাকে।

১৯৮১-ক। ৫৬১ টীকা দ্রষ্টব্য।

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِاَمٰنٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رٰعُوْنَ ۝٨

৯। এবং যাহারা নিজেদের আমানতসমূহের এবং অঙ্গীকার সমূহের প্রতি যত্নবান,

وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَوٰتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ ۝٩

১০। এবং যাহারা সতত তাহাদের নামাযের হেফাযত করে;[১৯৮২]

اُولٰٓئِكَ هُمُ الْوٰرِثُوْنَ ۝١٠

১১। তাহারাই উত্তরাধিকারী—

الَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ الْفِرْدَوْسَ ؕ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝١١

১২। তাহারা উত্তরাধিকারী হইবে ফিরদৌসের,[১৯৮৩] তথায় তাহারা চিরকাল বাস করিবে।

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ طِيْنٍ ۝١٢

১৩। এবং আমরা মানুষকে কাদামাটির নির্যাস হইতে সৃষ্টি করিয়াছি;[১৯৮৪]

ثُمَّ جَعَلْنٰهُ نُطْفَةً فِيْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ ۝١٣

১৪। অতঃপর আমরা উহাকে সংস্থাপন করি শুক্রবিন্দুরূপে এক নিরাপদ অবস্থানস্থলে ;

ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظٰمًا فَكَسَوْنَا الْعِظٰمَ لَحْمًا ۗ ثُمَّ اَنْشَاْنٰهُ خَلْقًا اٰخَرَ ؕ فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنَ ۝١٤

১৫। অতঃপর আমরা সেই শুক্রবিন্দুকে এক আঁঠালো জমাট রক্তপিণ্ডে পরিণত করিলাম, তৎপর সেই আঁঠালো জমাট রক্ত-পিণ্ডকে (আকৃতিবিহীন) মাংসপিণ্ডে পরিণত করিলাম, অতঃপর সেই মাংসপিণ্ডকে অস্থিপুঞ্জে পরিণত করিলাম, ইহার পর সেই অস্থিপুঞ্জকে আমরা মাংস দ্বারা আবৃত করিলাম, তারপর উহাকে অপর এক সৃষ্টিতে পরিণত করিলাম।[১৯৮৫] সুতরাং অতিশয় বরকতময় সেই আল্লাহ্ যিনি সৃষ্টিকারীদের মধ্যে সর্বোত্তম।

১৯৮২। এই আয়াত আধ্যাত্মিক উন্নতির উচ্চতম এবং শেষ স্তর চিহ্নিত করিয়াছে, যে স্তরে আল্লাহ্‌র স্মরণ মানুষের দ্বিতীয় স্বভাবে বা অভ্যাসে পরিণত হয়, যাহা তাহার সত্তার এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হইয়া যায় ও তাহার আত্মা প্রশান্তি লাভ করে। এই স্তরে মো'মেন সমন্বিত ইবাদতের প্রতি বিশেষভাবে যত্নবান হয়, যাহার অন্তর্নিহিত অর্থ এই যে, জাতীয় হিতাকাংখা তাহার মধ্যে অত্যন্ত শক্তিশালী হইয়া উঠে এবং সে ব্যক্তিগত স্বার্থ অপেক্ষা দলীয় এবং জাতীয় স্বার্থকে উর্ধ্বে স্থান দেয়।

১৯৮৩। পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে যেমন উল্লিখিত হইয়াছে যে, যেহেতু মো'মেনগণ সর্বপ্রকার গুণাবলী নিজেদের মধ্যে বিকশিত করেন, সেইজন্য তাহাদিগকে ফিরদৌস নামক জান্নাতে বাস করিতে দেওয়া হইবে, যে কোন বাগানের সর্বপ্রকার সুখ-সুবিধা যেখানে বিদ্যমান (লেইন)। যেহেতু তাহারা তাহাদের জীবনের বাসনা-কামনার মৃত্যু ঘটাইয়াছিল, সেই কারণে বিনিময়স্বরূপ আল্লাহ্‌তা'লা তাহাদিগকে অমর বা চিরস্থায়ী জীবন দান করিবেন এবং তাহারা তাহাদের সমস্ত কিছুই লাভ করিবেন (৫০ঃ৩৬)।

১৯৮৪। তফসীরাধীন সূরার প্রথম দশ আয়াতে মানবের আধ্যাত্মিক বিবর্তন বা ক্রমবিকাশের উল্লেখ করিবার পর কুরআন করীম বর্তমান ও পরবর্তী কতিপয় আয়াতে তাহার দৈহিক উন্নতির বিভিন্ন পর্যায় সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছে এবং এইভাবে মানুষের দৈহিক এবং আধ্যাত্মিক জন্ম ও ক্রমবর্ধনের মধ্যে এক অসাধারণ সাদৃশ্য স্থাপন করিয়াছে। জীব-বিজ্ঞান সংক্রান্ত প্রযুক্তি ছাড়াও এই সূরা স্পষ্ট এবং সহজে বোধগম্য ভাষায় এই বর্ণনা দিয়াছে। জীব-বিজ্ঞান এমন কিছু আবিষ্কার করে নাই যাহা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনভাবে কুরআন মজীদের বিবৃতির বিরুদ্ধে যায়। 'আমরা মানুষকে কাদা মাটির নির্যাস হইতে সৃষ্টি করিয়াছি' এই বাক্য দ্বারা প্রাথমিক স্তর হইতে মানব সৃষ্টির প্রণালী বা প্রক্রিয়াসমূহের উল্লেখ করা হইয়াছে, যখন মানুষ মৃত্তিকাকারে সুপ্ত থাকে এবং পৃথিবীর অজৈব বা অসংগঠিত মৌলিক অংশ পর্যায়ক্রমে, অতীব সূক্ষ্ম প্রক্রিয়ায় পরিবর্তনের মাধ্যমে মানুষের খাদ্যের ভিতর দিয়া জৈব প্রাণ-শক্তিতে পরিবর্তিত হয়। এই স্তরে 'ইহার পর সেই অস্থিপুঞ্জকে আমরা মাংস দ্বারা আবৃত করিলাম,' (২৩ঃ১৫) অর্থাৎ ভ্রূণাবস্থা হইতে ক্রম-বিবর্তনের মাধ্যমে ইহা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়।

১৯৮৫ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ لَمَيِّتُونَ ﴿١٦﴾

১৬। ইহার পর তোমরা অবশ্যই মৃত্যু বরণ করিবে।[১৯৮৬]

ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ تُبْعَثُونَ ﴿١٧﴾

১৭। অতঃপর অবশ্যই তোমাদিগকে কিয়ামতের দিনে উত্থিত করা হইবে।[১৯৮৭]

وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَآئِقَ ۖ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غٰفِلِينَ ﴿١٨﴾

১৮। এবং আমরা তোমাদের উপর সাতটি পথ সৃষ্টি করিয়াছি;[১৯৮৮] এবং আমরা আমাদের সৃষ্টি সম্বন্ধে অমনোযোগী নহি।

وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنّٰهُ فِي الْأَرْضِ ۖ وَإِنَّا عَلٰى ذَهَابٍ بِهِ لَقٰدِرُونَ ﴿١٩﴾

১৯। এবং আমরা আকাশ হইতে পরিমিতভাবে[১৯৮৯] পানি বর্ষণ করি, অতঃপর আমরা উহাকে জমিতে সংরক্ষিত করি; এবং নিশ্চয় আমরা উহাকে উঠাইয়া লইতেও সক্ষম।

فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنّٰتٍ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَّكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٢٠﴾

২০। অতঃপর আমরা উহা দ্বারা তোমাদের জন্য উদ্‌গত করিয়াছি খেজুর ও আঙ্গুরের বাগান, উহাতে তোমাদের জন্য প্রচুর ফল আছে এবং উহা হইতে তোমরা আহার করিয়া থাক;

১৯৮৫। 'অতঃপর উহাকে আমরা অপর এক সৃষ্টিতে পরিণত করিলাম' এই উক্তি হইতে সুস্পষ্ট যে, মানব-দেহে আত্মা বাহির হইতে আসে না, বরঞ্চ মাতৃগর্ভে ক্রমবিবর্ধনের প্রক্রিয়ায় দেহের অভ্যন্তরেই আত্মা জন্ম লাভ করে। প্রথমে দেহ হইতে আত্মার কোন পৃথক অস্তিত্ব থাকে না, কিন্তু মাতৃগর্ভে দেহ ক্রমবর্ধন ও পরিবর্ধন ও পরিবর্তনের প্রক্রিয়াসমূহের মধ্য দিয়া অতিক্রম করার সময় দেহ হইতে যে সূক্ষ্ম উপাদান নির্যাসিত করে, উহাকেই আত্মা বলে। যখনই আত্মা এবং দেহের মধ্যে সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে সুসমন্বিত হইয়া যায়, তখন হৃৎপিণ্ড কাজ করিতে আরম্ভ করে। অতঃপর আত্মা আপন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব লাভ করে এবং তখন হইতে আত্মার আবরণ রূপে দেহ কাজ করিতে থাকে।
(বিস্তারিত দ্রষ্টব্য "দি লারজার এডিশন অব দি কমেন্টারী", ১৭৮৭-১৭৯০ পৃষ্ঠা)।

১৯৮৬। মানব ক্রমবর্ধনের পূর্ণ পর্যায়ে পৌঁছিয়া গেলে, ক্রমান্বয়ে ক্ষয়-প্রাপ্তির প্রক্রিয়া শুরু হইয়া যায়, যাহার সমাপ্তি ঘটে তাহার মৃত্যুতে। ইহা প্রকৃতির এক অমোঘ নিয়ম যে, সকল জীবনের অবসান হইবে ক্ষয়, বিচ্ছেদ এবং মৃত্যুতে। একমাত্র আল্লাহ্‌তা'লা চিরঞ্জীব, অমর।

১৯৮৭। মৃত্যুর পরে মানুষকে পুনরায় জীবিত করা হইবে এই উদ্দেশ্যে যেন সে সীমাহীন পারলৌকিক জীবনে আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন করিতে পারে। ইহজীবনে মানুষ যে অগ্রগতি সাধন করিয়া থাকে উহা কেবল প্রস্তুতিমূলক অবস্থা। এখানে সে মাতৃগর্ভের শিশু সদৃশ। মৃত্যুর পর মানুষ এক নূতন এবং পূর্ণতর জীবনে জন্ম লাভ করে, যাহা সীমাহীন ক্রমোন্নতির সূচনা।

১৯৮৮। এই সূরার প্রথম দশ আয়াতে বর্ণিত আধ্যাত্মিক উন্নতির ছয়টি স্তর সাতটিতে পরিণত হয়, যদি "ফিরদৌস" (আয়াত-১২) অর্থাৎ জান্নাতকে আধ্যাত্মিক উন্নতির শেষ স্তর রূপে গণনা করা হয়। অনুরূপভাবে শুক্রাণু (আয়াত-১৩) স্থাপনের পূর্ববর্তী প্রারম্ভিক স্তরকে ভ্রূণ সংক্রান্ত ক্রম-বিবর্তনের ছয়টি স্তরের সহিত যদি যোগ করা হয়, এই সংখ্যাও সাতটি হয়। আয়াতের মধ্যে এইরূপে 'সাতটি পথ'-এর উল্লেখ ১৩-১৫ আয়াতে বর্ণিত মানবের দৈহিক ক্রমোন্নতির সাতটি স্তরের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

১৯৮৯। কিরূপে আল্লাহ্‌তা'লা মানবের দৈহিক এবং আধ্যাত্মিক প্রয়োজন মিটাইয়া থাকেন, ইহার এক দৃষ্টান্ত তফসীরাধীন আয়াতে দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে বলা হইয়াছে যে, সকল জীবন পানির উপর নির্ভরশীল, যাহা বৃষ্টিরূপে এবং তুষার বা শিলারূপে আকাশ হইতে বর্ষিত হয়। একইভাবে আকাশ হইতে ওহী-ইলহামরূপে আধ্যাত্মিক বারি বর্ষিত হয় যাহা ব্যতিরেকে আধ্যাত্মিক জীবন বাঁচিতে পারে না।

وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُوْرِ سَيْنَآءَ تَنْۢبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِّلْاٰكِلِيْنَ ﴿٢١﴾

২১। এবং সেই বৃক্ষও যাহা সিনাই[১৯৯০] পর্বতে জন্মায়, যাহা তেল উৎপন্ন করে, আর উৎপন্ন করে আহারকারীদের জন্য তরকারী।

وَاِنَّ لَكُمْ فِى الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً ؕ نُسْقِيْكُمْ مِّمَّا فِىْ بُطُوْنِهَا وَلَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ كَثِيْرَةٌ وَّمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ ﴿٢٢﴾

২২। এবং নিশ্চয় তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তুগুলিতেও শিক্ষণীয় বিষয় আছে, উহাদের উদরে যাহা আছে উহা হইতে আমরা তোমাদিগকে পান করাই, এবং ঐগুলির মধ্যে তোমাদের জন্য আরও অনেক[১৯৯১] ফায়দা আছে এবং উহাদের মধ্য হইতে কতক (পশুর মাংস) তোমরা ভক্ষণ কর;

وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُوْنَ ﴿٢٣﴾ ع

[২৩] ১

২৩। এবং উহাদের উপর এবং নৌকাসমূহের উপর তোমাদিগকে আরোহণ করানো হয়।

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖ فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿٢٤﴾

২৪। এবং আমরা নিশ্চয় নূহকে তাহার জাতির নিকট পাঠাইয়াছিলাম, অনন্তর সে বলিয়াছিল, 'হে আমার জাতি! তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন মা'বূদ নাই। তোমরা কি তাক্‌ওয়া অবলম্বন করিবে না?'

فَقَالَ الْمَلَؤُا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ مَا هٰذَآ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ۙ يُرِيْدُ اَنْ يَّتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ ؕ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَاَنْزَلَ مَلٰٓئِكَةً ۚ مَّا سَمِعْنَا بِهٰذَا فِىْٓ اٰبَآئِنَا الْاَوَّلِيْنَ ﴿٢٥﴾ ع

২৫। ইহাতে তাহার জাতির সরদারগণ যাহারা অবিশ্বাস করিয়াছিল, বলিল, 'এই ব্যক্তি তো তোমাদেরই মত একজন মানুষ;[১৯৯২] সে তোমাদের উপর প্রাধান্য লাভ করিতে চাহে এবং যদি আল্লাহ্ (রসূল পাঠাইতে) চাহিতেন তাহা হইলে নিশ্চয় তিনি ফিরিশ্‌তাগণকে নাযেল করিতেন। আমাদের পূর্ব-পুরুষদের মধ্যে এই প্রকার ঘটনা ঘটিয়াছে বলিয়া আমরা শুনি নাই;

১৯৯০। 'সিনাই পর্বত' শব্দদ্বয় আমাদিগকে বাইবেলের মহান ভবিষ্যদ্বাণীটি স্মরণ করাইয়া দেয়:'সদা প্রভু সিনাই হইতে আসিলেন, সেয়ীর হইতে তাহাদের প্রতি উদিত হইলেন; পারাণ পর্বত হইতে আপন তেজ প্রকাশ করিলেন, এবং তিনি দশ হাজার পবিত্র সঙ্গীসহ আসিলেন; তাহাদের জন্য তাঁহার দক্ষিণ হস্তে অগ্নিময় ব্যবস্থা ছিল' (দ্বিতীয় বিবরণ-৩৩ঃ২; এইচ এফ প্রেস কোট প্রণীত'ওয়ানস্ টু সিনাই'ও দ্রষ্টব্য)।

১৯৯১। 'ইবরাহ্' (শিক্ষণীয় বিষয়) অর্থ যখন কেহ অজ্ঞতা হইতে জ্ঞানে পৌঁছে (লেইন)। শব্দটি ইন্দ্রিয়ের অগোচরে ঘটিত প্রক্রিয়ার প্রতি পরোক্ষ ভাবে অর্থবহ এবং এস্থলে গৃহপালিত পশুর পেটের মধ্যে সংঘটিত প্রক্রিয়ার প্রতি ইঙ্গিত করে। উহাদের ভক্ষিত ঘাস-পাতাকে সুস্বাদু দুগ্ধে পরিণত করার প্রক্রিয়ার ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করিয়া একজন মানুষ আল্লাহ্‌তা'লার মহান শক্তি সম্পর্কে এবং ঐশী নিয়মের ক্রিয়াশীলতার সূক্ষ্ম তত্ত্ব সম্পর্কে উপলব্ধি করার অন্তর্দৃষ্টি লাভ করে।

১৯৯২। অবিশ্বাসীরা নিজ শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার প্রবণতায় ভুগিয়া থাকে, ফলে তাহারা আল্লাহ্‌র প্রত্যাদিষ্ট নবীগণকে এই বলিয়া প্রত্যাখান করে যে, 'এই ব্যক্তিতো তোমাদেরই মত একজন মানুষ,' কাফেরগণ এক ব্যক্তির নেতৃত্ব মানিয়া নিতে পারে না। প্রসঙ্গক্রমে এই আয়াতের অন্তর্নিহিত অর্থ ইহা প্রকাশ করে যে, স্মরণাতীত কাল হইতে ফিরিশ্‌তার অস্তিত্বে বিশ্বাস পোষণ করা হইত। হযরত নূহ (আঃ)-এর যুগেও বিরুদ্ধবাদীরা তাহাদের উপর ফিরিশ্‌তা নাযেল করিয়া দেখাইবার জন্য নূহ (আঃ)-কে আহ্বান জানাইয়াছিল।

إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتّٰى حِينٍ ﴿٢٦﴾

২৬। সে এমন এক মানুষ বৈ কিছু নহে যাহাকে উন্মত্ততা পাইয়া বসিয়াছে; সুতরাং তাহার পরিণামের জন্য তোমরা কিছুকাল অপেক্ষা কর।'

قَالَ رَبِّ انْصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ ﴿٢٧﴾

২৭। ইহাতে নূহ বলিল,'হে আমার প্রভু! তুমি আমাকে সাহায্য কর, কারণ তাহারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া অস্বীকার করিয়াছে।'

فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ ۖ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا ۚ إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ ﴿٢٨﴾

২৮। অতএব, আমরা তাহার নিকট ওহী করিলাম, 'আমাদের চোখের সামনে এবং আমাদের ওহী অনুযায়ী নৌকা নির্মাণ কর। অতঃপর, যখন আমাদের হুকুম আসিবে এবং (ভূপৃষ্ঠে) প্রস্রবণসমূহ উচ্ছসিত হইবে, তখন তুমি উহাতে (প্রয়োজনীয়) প্রত্যেক প্রাণীর (নর-মাদা) দুইটি করিয়া এক এক জোড়া এবং তোমার আত্মীয়স্বজনকে, একমাত্র তাহারা ছাড়া যাহাদের বিরুদ্ধে পূর্ব হইতে আমাদের হুকুম জারি হইয়া রহিয়াছে, আরোহণ করিয়া লও। এবং যাহারা যুলুম করিয়াছে তাহাদের সম্বন্ধে আমাকে কোন কথা বলিও না, কারণ তাহারা নিশ্চয় নিমজ্জিত হইবে;[১৯৯৩]

فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٢٩﴾

২৯। অতঃপর যখন তুমি ও তোমার সংগীগণ নৌকাতে সুস্থিরভাবে উপবিষ্ট হইবে তখন বলিবে, সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি আমাদিগকে যালেম কওম হইতে উদ্ধার করিয়াছেন।

وَقُلْ رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ ﴿٣٠﴾

৩০। এবং বলিবে, হে আমার প্রভু! তুমি আমাকে (এই নৌকা হইতে) এমন অবস্থায় অবতরণ করাও যে, আমার উপর প্রচুর কল্যাণ বর্ষিত হইতে থাকে; বস্তুতঃ তুমিই হইতেছ অবতারণকারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম।'

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ وَإِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ﴿٣١﴾

৩১। নিশ্চয় ইহার মধ্যে বহু নিদর্শন আছে এবং আমরা নিশ্চয় (বান্দাগণের) পরীক্ষা লইয়া থাকি।

ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ ﴿٣٢﴾

৩২। অতঃপর, আমরা তাহাদের পরে অন্য এক গোষ্ঠির উদ্ভব করিয়াছি।[১৯৯৪]

১৯৯৩। ১৩১৫ ও ১৩১৬ টীকা দ্রষ্টব্য।

১৯৯৪। অন্য এক গোষ্ঠী দ্বারা হযরত হূদ (আঃ)-এর জাতি 'আদ'কে বুঝানো হইয়াছে। কেননা তফসীরাধীন আয়াতে এবং পরবর্তী কতক আয়াতে অন্য এক গোষ্ঠী সম্পর্কে বর্ণিত অবস্থাসমূহ ৭ঃ৬৬-৭০ আয়াতগুলিতে বিবৃত 'আদ'জাতির অবস্থার সাদৃশ্যপূর্ণ।

فَاَرْسَلْنَا فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ۝٣٣ ع

৩৩। এবং আমরা তাহাদের মধ্য হইতে তাহাদের নিকট এই (পয়গাম সহ) রসূল পাঠাইয়াছিলাম যে, 'তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের জন্য অন্য কোন মা'বূদ নাই, তথাপি কি তোমরা তাক্‌ওয়া অবলম্বন করিবে না ?

[১০] ৮

وَقَالَ الْمَلَاُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِلِقَآءِ الْاٰخِرَةِ وَاَتْرَفْنٰهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۙ مَا هٰذَآ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ۙ يَاْكُلُ مِمَّا تَاْكُلُوْنَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُوْنَ ۝٣٤

৩৪। এবং তাহার কওমের মধ্য হইতে প্রধানগণ, যাহারা অস্বীকার করিয়াছিল এবং মৃত্যুর পর আল্লাহ্‌র সঙ্গে সাক্ষাৎকে মিথ্যা বলিয়া অস্বীকার করিয়াছিল এবং যাহাদিগকে আমরা এই দুনিয়ার জীবনে সচ্ছল করিয়াছিলাম, বলিয়াছিল, 'এই ব্যক্তি তোমাদেরই মত একজন মানুষ। সে উহা হইতে আহার করে যাহা হইতে তোমরা আহার কর এবং সে উহা হইতে পান করে যাহা হইতে তোমরা পান কর;

وَلَئِنْ اَطَعْتُمْ بَشَرًا مِّثْلَكُمْ اِنَّكُمْ اِذًا لَّخٰسِرُوْنَ ۝٣٥

৩৫। যদি তোমরা তোমাদেরই মত একজন মানুষের আনুগত্য কর, তাহা হইলে তোমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে;

اَيَعِدُكُمْ اَنَّكُمْ اِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَّعِظَامًا اَنَّكُمْ مُّخْرَجُوْنَ ۝٣٦

৩৬। সে কি তোমাদিগকে এই প্রতিশ্রুতি দেয় যে, যখন তোমরা মরিয়া যাইবে এবং মাটি ও অস্থিতে পরিণত হইয়া যাইবে, তখন তোমাদিগকে পুনরায় (জীবিত করিয়া) বাহির করা হইবে ?

هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوْعَدُوْنَ ۝٣٧

৩৭। তোমাদিগকে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইতেছে উহা (সত্য হইতে) দূরে, বহু দূরে;[১৯৯৫]

اِنْ هِىَ اِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوْتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوْثِيْنَ ۝٣٨

৩৮। আমাদের পার্থিব জীবন ব্যতীত কোন জীবন নাই, আমরা মৃত্যু বরণ করি এবং জীবিত থাকি; বস্তুতঃ আমরা মৃত্যুর পর পুনরুত্থিত হইব না;

اِنْ هُوَ اِلَّا رَجُلٌ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا وَّمَا نَحْنُ لَهٗ بِمُؤْمِنِيْنَ ۝٣٩

৩৯। সে এমন ব্যক্তি বই আর কিছু নহে যে আল্লাহ্‌র নামে মিথ্যা রচনা করিয়া বলিতেছে, এবং আমরা কখনও তাহার উপর ঈমান আনিব না।'

قَالَ رَبِّ انْصُرْنِىْ بِمَا كَذَّبُوْنِ ۝٤٠

৪০। সে বলিল, 'হে আমার প্রভু ! তাহারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া অস্বীকার করিয়াছে, অতএব তুমি আমাকে সাহায্য কর।'

১৯৯৫। 'হায়হাতা' অর্থ কোন বিষয়কে দূরে বহু দূরে বা অস্বাভাবিক এবং হতাশাব্যঞ্জক মনে করা বুঝায়। 'বা'উদা জিদ্দান' (ইহা বা সে বহু দূরে সরিয়া গেল), অথবা 'মা আব্'আদাহু' (ইহা কত দূরে), বহু বহু দূরবর্তী হওয়ার অবস্থা প্রকাশ করে (লেইন)।

قَالَ عَمَّا قَلِيْلٍ لَّيُصْبِحُنَّ نٰدِمِيْنَ ﴿٤١﴾

৪১। তিনি বলিলেন, 'অচিরে তাহারা অবশ্যই অনুতপ্ত হইবে।'

فَاَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنٰهُمْ غُثَآءً ۚ فَبُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٤٢﴾

৪২। অতঃপর, সত্য সত্যই এক আর্তনাদপূর্ণ আযাব তাহাদিগকে পাকড়াও করিল, এবং আমরা তাহাদিগকে চূর্ণ-বিচূর্ণ খড়কুটায়[১৯৯৬] পরিণত করিয়াছিলাম; সুতরাং যালেম জাতির জন্য অভিসম্পাত![১৯৯৭]

ثُمَّ اَنْشَاْنَا مِنْۢ بَعْدِهِمْ قُرُوْنًا اٰخَرِيْنَ ﴿٤٣﴾

৪৩। অতঃপর, আমরা তাহাদের পরে আরও বহু জাতির উদ্ভব করিলাম।

مَا تَسْبِقُ مِنْ اُمَّةٍ اَجَلَهَا وَمَا يَسْتَاْخِرُوْنَ ﴿٤٤﴾

৪৪। কোন জাতিই তাহাদের নির্দিষ্ট মিয়াদকাল অতিক্রম করিতে পারে না এবং উহার পশ্চাতেও থাকিয়া যাইতে পারে না।[১৯৯৮]

ثُمَّ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَا ؕ كُلَّمَا جَآءَ اُمَّةً رَّسُوْلُهَا كَذَّبُوْهُ فَاَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَّجَعَلْنٰهُمْ اَحَادِيْثَ ۚ فَبُعْدًا لِّقَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٤٥﴾

৪৫। অতঃপর আমরা একের পর এক রসূল পাঠাইয়াছিলাম। যখনই কোন জাতির নিকট তাহাদের রসূল আগমন করিত, তাহারা তাহাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া অস্বীকার করিত। অতএব আমরা (ধ্বংসের পথে) তাহাদের পরস্পরকে পরস্পরের পিছনে অনুসরণ করাইলাম; এবং আমরা তাহাদের সকলকে (অতীতের) উপকথায়[১৯৯৯] পরিণত করিলাম। সুতরাং সেই জাতির জন্য অভিসম্পাত, যাহারা ঈমান আনে না!

ثُمَّ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى وَاَخَاهُ هٰرُوْنَ ۙ بِاٰيٰتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ﴿٤٦﴾

৪৬। অতঃপর আমরা মূসা ও তাহার ভাই হারূনকে আমাদের নিদর্শনাবলী এবং সুস্পষ্ট প্রমাণসহ পাঠাইলাম—

اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَا۟ئِهٖ فَاسْتَكْبَرُوْا وَكَانُوْا قَوْمًا عَالِيْنَ ﴿٤٧﴾

৪৭। ফেরাউন ও তাহার পরিষদবর্গের নিকট, কিন্তু তাহারা অহংকার করিল, বস্তুতঃ তাহারা ছিল বড় উদ্ধত জাতি।

فَقَالُوْٓا اَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عٰبِدُوْنَ ﴿٤٨﴾

৪৮। তখন তাহারা বলিল, 'আমরা কি আমাদেরই মত দুইজন মানুষের উপর ঈমান আনিব? অথচ তাহাদের জাতি আমাদের দাস?'

১৯৯৬। 'গুসাআন' শব্দের অর্থ প্রবল খরস্রোতের উপরিভাগে ফেনাইয়া উঠা বহনকৃত পচা বৃক্ষ-পত্রাদি এবং পরিত্যক্ত ময়লা ও আবর্জনা। 'গুসাআন্-নাস' এর অর্থ, মানুষের মধ্যে হীন, অপবিত্র ও ঘৃণ্য এবং পরিত্যক্তদেরকে বুঝায় (লেইন)।

১৯৯৭। 'বোদ' শব্দের অর্থ অভিসম্পাত, সর্বনাশ বা মৃত্যু, ধ্বংসকর অভিশাপ ইত্যাদি (লেইন)।

১৯৯৮। কোন জাতি বা মানব-গোষ্ঠী তাহাদের জন্য নির্ধারিত নিয়মকে ব্যর্থ করিতে পারে না এবং প্রেরিত নবীগণকে প্রত্যাখান করিলে কখনও শাস্তি হইতে রেহাই পায় না। তবে অবিশ্বাসীদিগের উপর শাস্তি প্রয়োগের সময় ও প্রকৃতি আল্লাহ্‌তা'লাই নির্ধারণ করিয়া থাকেন।

১৯৯৯। তাহারা এমন মারাত্মকভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল যে, তাহাদের পরবর্তী মানব-গোষ্ঠী তাহাদের সম্বন্ধে বলাবলি করিত যে, অমুক জাতি একদা এই পৃথিবীতে বাস করিত, এখন তাহাদের অস্তিত্বের কোন চিহ্ন পর্যন্ত বাকী নাই।

فَكَذَّبُوْهُمَا فَكَانُوْا مِنَ الْمُهْلَكِيْنَ ﴿٤٩﴾

৪৯। অতএব তাহারা তাহাদের উভয়কে মিথ্যাবাদী বলিয়া অস্বীকার করিল; ফলে তাহারাও ধ্বংসপ্রাপ্ত লোকদের অন্তর্গত হইয়া গেল।

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُوْنَ ﴿٥٠﴾

৫০। এবং আমরা মূসাকে কিতাব দিয়াছিলাম যেন তাহারা হেদায়াত পায়।

وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَاُمَّهٗٓ اٰيَةً وَّاٰوَيْنٰهُمَآ اِلٰى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَّمَعِيْنٍ ﴿٥١﴾ ع

৫১। এবং মরিয়মের পুত্রকে ও তাহার মাকে আমরা এক নিদর্শন করিয়াছিলাম এবং আমরা তাহাদের উভয়কে (শ্যামল) উপত্যকার এক উচ্চ ভূমিতে আশ্রয় দিয়াছিলাম যাহা বসবাসের যোগ্য এবং ঝরণাবিশিষ্ট ছিল।[২০০০]

[১৮]

২০০০। যেহেতু ঈসা (আঃ)-এর মৃত্যু তাঁহার জন্মের মতই বিতর্কিত বিষয় হইয়া রহিয়াছে এবং কোথায় এবং কিভাবে তাঁহার জীবনের শেষ দিনগুলি তিনি অতিবাহিত করিয়াছিলেন, সে সম্পর্কে কিছু বিভ্রান্তি এবং সন্দেহ বিদ্যমান। যেহেতু তাঁহার মৃত্যুর বিষয়টি খৃষ্টান ধর্মের বিশ্বাস সম্পর্কে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের সৃষ্টি করিয়াছে, সেই জন্য গুরুত্বপূর্ণ অথচ বিভ্রান্তিকর এই ধর্মীয় প্রশ্নটি সামগ্রিকভাবে কিছু ব্যাখ্যার দাবী রাখে। ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর প্রমাণিত সত্যতার নূতন সংযোজনসহ কুরআন মজীদ এবং বাইবেল এই মতের প্রতি অত্যন্ত জোরালো সমর্থন দান করে যে, ঈসা (আঃ) ক্রুশে মৃত্যুবরণ করেন নাই। এই যুক্তি নিম্নবর্ণিত বিশ্লেষণে সমর্থিত এবং সাব্যস্ত ঃ

(১) রুশ পর্যটক নিকোলাস নটোভিচ যিনি ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে দূরপ্রাচ্য পরিভ্রমণে আসিয়াছিলেন, তাঁহার রচিত "ঈসার অজানা জীবন" (দি আননোন লাইফ অব জিসাস) গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, ঈসা (আঃ) কাশ্মীরে এবং আফগানিস্থানে আসিয়াছিলেন। নিকোলাস নটোভিচ যখন কাশ্মীর পরিভ্রমণে আসেন সেই সময়ে কাশ্মীরের মহারাজার কোর্টে কার্যরত বৃটিশ নাগরিক স্যার ফ্রানসিস ইয়ং হাসব্যাণ্ড (Sir Francis younghusband) -এর সঙ্গে যজিলা গিরিপথের নিকট তাহার সাক্ষাৎ হয়। ঈসা (আঃ)-এর প্রাচ্য ভ্রমণ সম্পর্কে আধুনিক গবেষণা নটোভিচ-প্রণীত পুস্তকের জোরালো সমর্থন দান করে। অধ্যাপক নিকোলাস রোয়েরিক স্বরচিত "হার্ট অব এশিয়া" (Heart of Asia) পুস্তকে লিখিয়াছেন,"খৃষ্টের সেইস্থানে আগমনের কৌতূহলপূর্ণ লোক কাহিনীর সম্মুখীন হইলাম আমরা সর্বপ্রথম 'শ্রীনগরে' আসিয়া। অতঃপর আমরা দেখিতে পাইলাম কিরূপে ব্যাপকভাবে ভারতের লাদ্দাখ এবং মধ্য-এশিয়ার অঞ্চলগুলিতে ঈসা (আঃ)-এর আগমনের গল্প-কাহিনী ছড়াইয়া রহিয়াছে ..... মধ্য-এশিয়ার সর্বত্র, কাশ্মীর, লাদ্দাখ, তিব্বত এবং আরও উত্তরাঞ্চলে এই দৃঢ়বিশ্বাস বিদ্যমান যে, ঈসা (আঃ) এই সকল অঞ্চলে আগমন করিয়াছিলেন" (গ্লিম্পস অব ওয়ার্লড হিষ্টরী, বাই পণ্ডিত জওহারলাল নেহেরু)।

কোন কোন পণ্ডিত ব্যক্তি নটোভিচের গ্রন্থের কিছু কিছু অস্পষ্ট ঘটনাবলীর আশ্রয় নিয়াছিলেন এই বলিয়া যে, ঈসা (আঃ) প্রাচ্যে আগমন করিয়াছিলেন নবুওয়াতের দাবীর পূর্বে, পরে নহে। কিন্তু যেমন বলা হইয়াছে ঈসা (আঃ) যখন মাত্র ১৩/১৪ বৎসর বয়সের বালক ছিলেন তখন তিনি হিন্দুস্থানে আসিয়াছিলেন। সেই বয়সে তিনি এত দূরদেশে কষ্টকর ও দীর্ঘ যাত্রার কথা কল্পনাও করিতে পারিতেন না এবং দুর্গম পথে-প্রান্তরে তিনি নিজেকে প্রাণঘাতী বিপদের সম্মুখে ঠেলিয়া দিতে পারিতেন না। মোটকথা, ঈসা (আঃ)-এর এরূপ অল্প বয়সে হিন্দুস্থানে আসার কি এমন আকর্ষণ বা উদ্দেশ্য ছিল ? সেই সময় তিনি যদি আদৌ ভারতবর্ষে আসিয়া থাকেন তাহা হইলে সেক্ষেত্রে ভারত ও কাশ্মীরের অধিবাসীগণের এমন কি স্বার্থ ছিল যে কারণে ১৩/১৪ বৎসর বয়সের এক বালকের কর্মকাণ্ড, ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইবার কাহিনী প্রচার ও লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল ? ঐতিহাসিক তথ্যভিত্তিক প্রকৃত ঘটনা এই যে, ইহুদীরা তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিবার পর এবং প্যালেষ্টাইনে তাঁহার জীবন বিপজ্জনক হইয়া উঠিবার পর ঈসা (আঃ) সেই দেশ ত্যাগ করিয়াছিলেন এবং প্রাচীন বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণীর "হারাইয়া যাওয়া ইসরাঈল গোত্রকে" খুঁজিয়া বাহির করিবার উদ্দেশ্যে ঈসা (আঃ) ভারত ও কাশ্মীরে এই দীর্ঘ ও বিপদ-সংকুল সফর করিয়াছিলেন এবং এক শত কুড়ি বৎসর বয়স পর্যন্ত ঘটনাবহুল জীবন-যাপন করিয়াছিলেন (কঞ্জুল উম্মাল, ৬ষ্ঠ খণ্ড)। এইভাবে সেই সময়ে তাঁহার কর্মজীবনের ঘটনাসমূহের বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। আসিরিয়ান ও ব্যাবিলনবাসী ইহুদীদিগকে সর্বদিকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দিলে এই সকল ইসরাঈলী হারান গোত্রগুলি ইরাক এবং ইরানে বসতি স্থাপন করিয়াছিল এবং পরবর্তীকালে দরিউস্ এবং সাইরাসের রাজত্বকালে ইরানীরা যখন তাহাদের রাজ্য আরও পূর্বদিকে আফগানিস্তান ও ভারতবর্ষ পর্যন্ত বিস্তার করিয়াছিল তখন এই গোত্রগুলি স্বদেশ ত্যাগ করিয়া তাহাদের সঙ্গে ঐ সকল দেশে আসিয়াছিল।

(২) কাশ্মীরের অধিবাসীরা এবং আফগানরা 'হারান ইসরাঈলীগণের' বংশধর। এই দুইটি জাতির ঐতিহ্য, ইতিহাস এবং লিখিত দলীল-প্রমাণ ইহার বাস্তব সাক্ষী। তাহাদের শহর এবং উপজাতিগুলির নাম, তাহাদের চালচলন, জীবন যাপনের রীতি-নীতি, আকৃতি-প্রকৃতি এবং

يَٰٓأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُوا۟ مِنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَٱعْمَلُوا۟ صَٰلِحًا ۖ إِنِّى بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٥١﴾

৫২। হে রসূলগণ! তোমরা পবিত্র বস্তুসমূহ[২০০১] হইতে আহার কর এবং সৎকর্ম কর। তোমরা যাহা করিতেছ তৎসম্বন্ধে আমি পূর্ণরূপে অবহিত।

আচার-আচরণ, তাহাদের পোষাক-পরিচ্ছদ এবং দৈহিক গঠন ইত্যাদি সমস্তই ইহুদীদিগের সাদৃশ্য বহন করে। তাহাদের পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শনাবলী এবং প্রাচীন শিলালিপি, মুদ্রালিপি, তাম্রলিপি প্রভৃতিও এই ধারণার সমর্থন করে। তাহাদের লোক-কাহিনী ইহুদী ঐতিহ্যপূর্ণ। কাশ্মীর নামটিও প্রকৃতপক্ষে 'কাশির' যাহার অর্থ 'সিরীয়ার মত' (অথবা মনে হয় নূহ (আঃ)-এর পৌত্র 'কাশ' বা 'কুশ' এর নামে ইহার নামকরণ করা হইয়াছে)। এই সমস্ত বাস্তব ঘটনাবলী এই মতেরই নিশ্চিত সমর্থন প্রদান করে যে, কাশ্মীর ও আফগানিস্তানের অধিবাসীগণ অধিকাংশই 'ইসরাঈলী দশটি হারান গোত্র' এর বংশধর।

(৩) এই সমস্ত প্রামাণিক তথ্যের সুস্পষ্ট সাক্ষ্য এই বাস্তব সত্যই প্রতিষ্ঠিত করে যে, ঈসা (আঃ) নিশ্চয়ই কাশ্মীরে আগমন করিয়াছিলেন এবং কাশ্মীরের অধিবাসীরা 'ইসরাঈলী হারান দশটি গোত্রের' বংশধর। কিন্তু তাঁহার কাশ্মীরে আগমন, তথায় বসবাস এবং সেখানেই পরলোকগমন করার প্রধান ও অকাট্য প্রমাণ হইল, কাশ্মীরের শ্রীনগর শহরের খানইয়ার স্ট্রীটে তাঁহার সমাধি-সৌধ, যাহা আজও বিশ্বের বড় বড় পর্যটক, গবেষক, পণ্ডিত এবং খৃষ্টান, মুসলমান ও হিন্দু নির্বিশেষে সকলের দৃষ্টিতেই তীর্থস্থান এবং দর্শন-কেন্দ্ররূপে পরিগণিত। রওযাবল নামে খ্যাত এই স্মৃতি সৌধ 'ইউস-আসফ' এর কবর, নবী সাহেবের কবর, সাহেবযাদা নবীর কবর এবং এমনকি ঈসা সাহেবের কবর, এইরূপ বিভিন্ন নামে পরিচিত। সুপ্রতিষ্ঠিত ঐতিহাসিক তথ্যও প্রমাণানুযায়ী ১৯০০ বৎসরের অধিকপূর্বে এই 'ইউস-আসফ' কাশ্মীরে আগমন করিয়াছিলেন এবং উপদেশমূলক গল্প বা রূপকের ভাষায় প্রচার করিয়াছিলেন এবং এইরূপ বহু রূপকের উল্লেখ ইঞ্জিলের অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। ইতিহাসের কোন কোন গ্রন্থে তিনি নবী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। অধিকন্তু 'ইউস-আসফ' বাইবেলে উল্লেখিত একটি নাম যাহার মর্ম 'ইয়াসু', অর্থ যে খুঁজিয়া একত্রিত করে। ইহা হযরত ঈসা (আঃ)-এর বর্ণনামূলক নাম; কেননা ইসরাঈলের হারান গোত্রগুলিকে খুঁজিয়া প্রভুর আনুগত্যে একত্রিত করাই ঈসা (আঃ)-এর মিশনের উদ্দেশ্য ছিল, যেমন তিনি বলিয়াছেন, "আমার আরও মেষ আছে সে সকল এ খোঁয়াড়ের নয়; তাহাদিগকেও আমার আনিতে হইবে, এবং তাহারা আমার রব শুনিবে, তাহাতে এক পাল ও এক পালক হইবে।" (যোহন-১০ঃ১৬)

নিম্নলিখিত ঐতিহাসিক উদ্ধৃতিসমূহ এই বিষয়ের উপর আলোকপাত করে ঃ

"এই সমাধি কোন নবীর বলিয়া পরিচিত। তিনি একজন রাজকুমার ছিলেন যিনি অন্য কোন দেশ হইতে আসিয়াছিলেন এবং কাশ্মীরের অধিবাসীদিগের নিকট প্রচার করিতেন। তাঁহার নাম ছিল 'ইউস আসফ' (Yuz Asaf) (তারিখে আজামী পৃষ্ঠা ৮২-৮৫)। 'ইউস আসফ' বিভিন্ন ভূখণ্ডে ঘুরিয়া ফিরিয়া কাশ্মীর বলিয়া কথিত দেশটিতে পৌছিয়াছিলেন। তিনি এস্থানের সর্বত্র ভ্রমণ করিয়াছিলেন এবং সেখানেই বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন এবং মৃত্যু পর্যন্ত সেই দেশেই বাস করিয়াছিলেন (ইকমালুদ্দীন, পৃষ্ঠা ৩৫৮-৩৫৯)..... আমি শুনিয়াছি যে, কাশ্মীরের লোক-কাহিনীতে এক নবীর উল্লেখ রহিয়াছে যিনি সেখানে বাস করিতেন এবং ছোট ছোট কাহিনীর দ্বারা রূপকের ভাষায় শিক্ষা দিতেন, ঈসা (আঃ) যেরূপ করিতেন। সেইগুলি এখনও কাশ্মীরে পুনরাবৃত্ত হইয়া থাকে (John Noel's article in Asia oct. 1930)..... অতএব ঈসা (আঃ)-এর ভারতবর্ষে পালাইয়া আসা এবং শ্রীনগরে পরলোক গমন করা বিচার-বুদ্ধিপূর্ণ যুক্তিতে এবং ঐতিহাসিক মতে সত্যের বিরুদ্ধে যায় না (তফসীর আল্ মানার, ৬ষ্ঠ খণ্ড)।

যাহা হউক এই বিষয়ে ভালভাবে আলোচনা করার জন্য প্রতিশ্রুত মসীহ্ হযরত আহমদ কর্তৃক রচিত গ্রন্থ 'মসীহ্ হিন্দুস্তান মেঁ' পাঠ করুন। সুপ্রসিদ্ধ 'Nazarene Gospel Restored' গ্রন্থখানাও দেখুন, যাহার প্রণেতা লিখিয়াছেন যে, 'যদিও সরকারীভাবে ৩০ খৃষ্টাব্দে হযরত ঈসা (আঃ)-কে ক্রুশবিদ্ধ করা হইয়াছিল, তথাপি তাঁহাকে কবর হইতে পুনর্বার উঠাইবার ২০ বৎসর পরেও তিনি জীবিত ছিলেন।'

ক্রুশে অভিশপ্ত মৃত্যু হইতে উদ্ধার পাওয়ার পর হযরত ঈসা (আঃ) এবং তাঁহার মাতা যেস্থানে শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করিয়াছিলেন এবং চিরস্থায়ী বিশ্রাম গ্রহণ করিয়াছিলেন সেই স্থান সম্বন্ধে কুরআনের ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে যে, 'এক উচ্চ স্থানে আশ্রয় দিয়াছিলাম যাহা বসবাসের যোগ্য এবং ঝর্ণা-বিশিষ্ট ছিল।' ইহা প্রাকৃতিক শোভাময় কাশ্মীর উপত্যকার এক যথাযথ বর্ণনা। নিকোলাস নটোভিচও কাশ্মীরকে 'চিরস্থায়ী স্বর্গসুখে'র উপত্যকারূপে আখ্যায়িত করিয়াছেন।

২০০১। একজন মানুষ যে খাদ্য গ্রহণ করিয়া থাকে এবং তাহার যে ভাল-মন্দ কর্ম-এই দুইয়ের মধ্যে যে এক গভীর ও সূক্ষ্ম সম্পর্ক বিদ্যমান—এই বাস্তব সত্য চিকিৎসাবিজ্ঞান ক্রমশঃ স্বীকার করিতে আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু ইসলাম ১৪০০ বৎসর পূর্বেই খাদ্য সম্পর্কিত নির্দেশাবলী প্রদান করিয়াছিল যাহা ব্যাপক নৈতিক গুরুত্ব বহন করে। এই বিষয়ে উপস্থাপিত ইসলামের মৌল-নীতি এই যে, মানুষকে যেহেতু তাহার সকল প্রাকৃতিক সহজাত প্রবৃত্তি ও অন্তর্নিহিত কর্মশক্তি অবশ্যই বিকশিত করিতে হইবে, তাহার দৈহিক, নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক বিষয়ে অনিষ্টকর ছাড়া সকল প্রকার খাদ্য হইতেই অংশ গ্রহণ করার প্রয়োজন রহিয়াছে। বিশুদ্ধ ও ভাল খাদ্যের ব্যবহারে সুস্থ মানসিক অবস্থার জন্ম হয়, যাহা সৎ এবং সুকর্মের প্রেরণা সৃষ্টি করে।

وَاِنَّ هٰذِهٖۤ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّاَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُوْنِ ﴿٥٢﴾

৫৩। এবং তোমাদের এই জমাআত বস্তুতঃ একই জমাআত,[২০০২] এবং আমি তোমাদের প্রভু। অতএব তোমরা আমার তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর।

فَتَقَطَّعُوْۤا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا ؕ كُلُّ حِزْبٍۭ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُوْنَ ﴿٥٣﴾

৫৪। কিন্তু লোকেরা তাহাদের (ধর্মীয়) বিষয়কে নিজেদের মধ্যে খণ্ড-বিখণ্ড করিয়া ফেলিয়াছে (অর্থাৎ তাহারা দলে দলে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে); যাহা তাহাদের নিকট আছে উহা লইয়া প্রত্যেক দল গর্ব করিতেছে।[২০০৩]

فَذَرْهُمْ فِىْ غَمْرَتِهِمْ حَتّٰى حِيْنٍ ﴿٥٤﴾

৫৫। অতএব তুমি এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তাহাদিগকে তাহাদের বিভ্রান্তির মধ্যে পড়িয়া থাকিতে দাও।

اَيَحْسَبُوْنَ اَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهٖ مِنْ مَّالٍ وَّبَنِيْنَ ﴿٥٥﴾ۙ

৫৬। তাহারা কি ধারণা করে যে, আমরা যে ধন-সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততি দ্বারা তাহাদিগকে সাহায্য করিতেছি,

نُسَارِعُ لَهُمْ فِى الْخَيْرٰتِ ؕ بَلْ لَّا يَشْعُرُوْنَ ﴿٥٦﴾

৫৭। (এতদ্বারা কি) আমরা তাহাদের জন্য কল্যাণ সাধনে ত্বরা করিতেছি? (এইরূপ নহে) বরং তাহারা বুঝিতে পারিতেছে না।[২০০৪]

اِنَّ الَّذِيْنَ هُمْ مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُّشْفِقُوْنَ ﴿٥٧﴾ۙ

৫৮। নিশ্চয় যাহারা নিজেদের প্রভুর ভয়ে কম্পমান,

وَالَّذِيْنَ هُمْ بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُوْنَ ﴿٥٨﴾ۙ

৫৯। এবং যাহারা তাহাদের প্রভুর আয়াতসমূহের উপর ঈমান আনে,

وَالَّذِيْنَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُوْنَ ﴿٥٩﴾ۙ

৬০। এবং যাহারা তাহাদের প্রভুর সহিত শরীক করে না,

وَالَّذِيْنَ يُؤْتُوْنَ مَاۤ اٰتَوْا وَّقُلُوْبُهُمْ وَجِلَةٌ اَنَّهُمْ اِلٰى رَبِّهِمْ رٰجِعُوْنَ ﴿٦٠﴾ۙ

৬১। এবং যাহারা (হকদারকে) যাহা কিছু দান করে তাহা এমন অবস্থায় দান করে যে, তাহাদের অন্তর ভীত-সন্ত্রস্ত থাকে এই বলিয়া যে, এক দিন তাহারা তাহাদের প্রভুর নিকট ফিরিয়া যাইবে—

اُولٰٓئِكَ يُسٰرِعُوْنَ فِى الْخَيْرٰتِ وَهُمْ لَهَا سٰبِقُوْنَ ﴿٦١﴾

৬২। এই সকল লোকই পুণ্য কর্মে তৎপরতা অবলম্বন করে এবং তাহারা পুণ্য কর্মে একে অপরের আগে যাইবার প্রতিযোগিতা করে।

২০০২। আল্লাহ্‌তা'লার সকল নবী-রসূল এক ভ্রাতৃত্ব গঠন করিয়াছিলেন। কারণ তাঁহারা একই ঐশী উৎস হইতে আসিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের শিক্ষাসমূহ কমবেশী একরূপ ছিল। তাহাদের আবির্ভাবের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যও ছিল এক ও অভিন্ন— পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র তৌহীদ এবং মানবের একতা প্রতিষ্ঠিত করা।

২০০৩। নবীর মৃত্যুর পরে তাঁহার অনুসারীগণ সাধারণতঃ নিজেদের মধ্যে মতভেদ আরম্ভ করে এবং দলে উপদলে বিভক্ত হইয়া পড়ে।প্রত্যেক দলই মনে করে তাহারাই নবীর সত্য অনুসারী এবং অন্যান্যরা ভ্রান্ত।

২০০৪। মানব-প্রকৃতি এমনভাবে গঠিত যে, সে স্বগোত্রের ক্ষমতা, মর্যাদা এবং সম্পদের প্রাচুর্যকে কৃতকার্যতার মাপকাঠি বলিয়া গণ্য করিয়া থাকে এবং এইগুলিকে আল্লাহ্‌তা'লার সাহায্য সহায়তা পাওয়ারও মানদণ্ডরূপে মনে করে। এই সাধারণ ভ্রান্তি তফসীরাধীন এবং পূর্ববর্তী

وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتٰبٌ يَّنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿٦٣﴾

৬৩। এবং আমরা কোন ব্যক্তির উপর তাহার সাধ্যাতীত কোন কর্মভার ন্যস্ত করি না ;[২০০৫] এবং আমাদের নিকট এক কিতাব আছে যাহা সত্য কথা বলে;[২০০৬] এবং তাহাদের উপর কোন যুলুম করা হইবে না।

بَلْ قُلُوْبُهُمْ فِيْ غَمْرَةٍ مِّنْ هٰذَا وَلَهُمْ اَعْمَالٌ مِّنْ دُوْنِ ذٰلِكَ هُمْ لَهَا عٰمِلُوْنَ ﴿٦٤﴾

৬৪। কিন্তু তাহাদের অন্তরসমূহ ইহার সম্বন্ধে ঔদাসীন্যে পড়িয়া আছে, ইহা ব্যতীত তাহাদের আরও অনেক (মন্দ) কর্ম আছে যাহা তাহারা করিতেছে।

حَتّٰٓى اِذَآ اَخَذْنَا مُتْرَفِيْهِمْ بِالْعَذَابِ اِذَا هُمْ يَجْـَٔرُوْنَ ﴿٦٥﴾

৬৫। এমনকি যখন আমরা তাহাদের মধ্য হইতে অবস্থাশালী লোকদিগকে আযাব দ্বারা ধৃত করি, তখন দেখ! অকস্মাৎ তাহারা ফরিয়াদ করতঃ চিৎকার করিতে থাকে;

لَا تَجْـَٔرُوا الْيَوْمَ ۖ اِنَّكُمْ مِّنَّا لَا تُنْصَرُوْنَ ﴿٦٦﴾

৬৬। (ইহাতে আমরা বলি) 'আজ তোমরা ফরিয়াদ করতঃ চিৎকার করিও না; আমাদের তরফ হইতে তোমাদিগকে কোন সাহায্য করা হইবে না;

قَدْ كَانَتْ اٰيٰتِيْ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلٰٓى اَعْقَابِكُمْ تَنْكِصُوْنَ ﴿٦٧﴾

৬৭। নিশ্চয় আমার আয়াতসমূহ তোমাদের নিকট পাঠ করিয়া শুনানো হইত, কিন্তু তোমরা তোমাদের গোড়ালির উপর (তৎক্ষণাৎ পশ্চাতে) ফিরিয়া যাইতে,

مُسْتَكْبِرِيْنَ ۚ بِهٖ سٰمِرًا تَهْجُرُوْنَ ﴿٦٨﴾

৬৮। অহংকার করিয়া,[২০০৭] উহার সম্বন্ধে রাত্রিকালে বৃথা বাজে কথা বলিয়া তোমরা পশ্চাতে সরিয়া পড়িতে।'

اَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ اَمْ جَآءَهُمْ مَّا لَمْ يَاْتِ اٰبَآءَهُمُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿٦٩﴾

৬৯। তাহারা কি এই (ঐশী) বাণীর প্রতি মনোনিবেশ করে নাই অথবা তাহাদের নিকট কি এমন কিছু আসিয়াছে যাহা তাহাদের পূর্ববর্তী পিতৃপুরুষদের নিকট আসে নাই ?

اَمْ لَمْ يَعْرِفُوْا رَسُوْلَهُمْ فَهُمْ لَهٗ مُنْكِرُوْنَ ﴿٧٠﴾

৭০। অথবা তাহারা কি তাহাদের রসূলকে[২০০৮] চিনে নাই যেজন্য তাহারা তাহাকে অস্বীকার করিতেছে ?

আয়াতে দূরীভূত করা হইয়াছে।

২০০৫। মানবের নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য আল্লাহ্তা'লা কুরআন মজীদে এইরূপ বিধিনিয়ম স্থাপন করিয়াছেন যাহা তাহার দক্ষতা ও কর্মশক্তির অন্তর্ভুক্ত। সকল অবস্থা, পরিস্থিতি, মেযাজ ও প্রকৃতির জন্য এইগুলি সামঞ্জস্যপূর্ণ।

২০০৬। এই আয়াতগুলির মর্ম এইরূপও হইতে পারে যে, কুরআনের শিক্ষা জ্ঞান-ভিত্তিক এবং সর্বপ্রকার অবস্থা ও পরিস্থিতিতে যথার্থ এবং বিভিন্ন স্বভাব ও প্রকৃতির লোকের জন্য যথা যোগ্য। তদুপরি জ্ঞান, নিরপেক্ষতা ও ন্যায়বিচারের সহিত সংগতি-পূর্ণ। ইহাই 'ইয়ানতিকু বিল হাক্' অর্থাৎ'যাহা সত্য কথা বলে'উক্তির মর্মার্থ।

২০০৭। 'মুস্তাকবিরীন' শব্দ দ্বারা এইরূপও বুঝায় যে, কুরআনের মত বিশাল গুরুত্বপূর্ণ ওহী দুর্বল মানুষের উপর অর্পণ করার মত নহে বলিয়া অবিশ্বাসীরা মনে করে। অথবা এরূপ বুঝায় যে, কাফেরগণ যখন কুরআন তেলাওয়াত শ্রবণ করে তখন তাহারা অহংকার করিয়া অবাধ্য হইয়া ফিরিয়া যায়।

২০০৮। এই আয়াতে হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর বিরুদ্ধবাদীগণের বিবেকের নিকট এক মর্মস্পর্শী আবেদন রাখা হইয়াছে। তাহাদিগকে বলা হইয়াছে যে, আঁ-হযরত (সাঃ)-এর জীবন তাহাদের সম্মুখে এক খোলা-গ্রন্থের মত বিরাজ করিতেছে। তাহারা উহার সকল স্তরের সহিত

اَمْ يَقُوْلُوْنَ بِهٖ جِنَّةٌ ؕ بَلْ جَآءَهُمْ بِالْحَقِّ وَاَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كٰرِهُوْنَ ﴿٧١﴾

৭১। অথবা তাহারা কি বলিতেছে যে, সে উন্মাদগ্রস্ত? না, বরং সে তাহাদের নিকট সত্য লইয়া আসিয়াছে ; বস্তুতঃ তাহাদের অধিকাংশ লোক সত্যের প্রতি বীতশ্রদ্ধ ।

وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ اَهْوَآءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَّ ؕ بَلْ اَتَيْنٰهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُّعْرِضُوْنَ ﴿٧٢﴾

৭২। এবং সত্য যদি তাহাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করিত তাহা হইলে আকাশ-মণ্ডল ও পৃথিবী এবং উহাদের মধ্যে যাহারা বাস করে সবকিছু বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িত; বস্তুতঃ আমরা তাহাদের নিকট তাহাদের উপদেশ লইয়া আসিয়াছি কিন্তু তাহারা তাহাদের উপদেশকে উপেক্ষা করিতেছে ।

اَمْ تَسْـَٔلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ ۚ وَّهُوَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ ﴿٧٣﴾

৭৩। অথবা তুমি কি তাহাদের নিকট কোন কর চাহিতেছ [২০০৯] ? কিন্তু তোমার প্রভুর প্রদত্ত প্রতিদান অতি উত্তম, এবং তিনি সর্বোত্তম রিয্কদাতা ।

وَاِنَّكَ لَتَدْعُوْهُمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٧٤﴾

৭৪। এবং নিশ্চয় তুমি তাহাদিগকে সরল-সুদৃঢ় পথের দিকে আহ্বান করিতেছ ।

وَاِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنٰكِبُوْنَ ﴿٧٥﴾

৭৫। এবং নিশ্চয় যাহারা পরকালের উপর ঈমান আনে না তাহারাই সরল-সুদৃঢ় পথ হইতে বিচ্যুত ।

وَلَوْ رَحِمْنٰهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِّنْ ضُرٍّ لَّلَجُّوْا فِىْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ﴿٧٦﴾

৭৬। এবং যদি আমরা তাহাদের উপর দয়া করি এবং যে অনিষ্ট তাহাদের সঙ্গে লাগিয়া আছে উহা দূর করি, তথাপি তাহারা নিজেদের বিদ্রোহিতায় অন্ধ হইয়া অনড় থাকিবে ।

وَلَقَدْ اَخَذْنٰهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوْا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُوْنَ ﴿٧٧﴾

৭৭। এবং আমরা তাহাদিগকে কঠোর শাস্তিতে ধৃত করিয়াছি, তবুও তাহারা তাহাদের প্রভুর সমীপে বিনয়ের সহিত ঝুঁকে নাই এবং তাহারা কান্নাকাটিও করে নাই ।

حَتّٰٓى اِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيْدٍ اِذَا هُمْ فِيْهِ مُبْلِسُوْنَ ﴿٧٨﴾ ع ٤ [٢٧] ٤

৭৮। এমন কি যখন আমরা তাহাদের উপর কঠিন শাস্তির দ্বার খুলিয়া দিই তখন দেখ! সহসা তাহারা হতাশ হইয়া যায় ।[২০১০]

সুপরিচিত । ইহা নিষ্কলঙ্ক । বহু বৎসর পর্যন্ত তাহারা তাঁহাকে আল্ আমীন ও সাধু সজ্জন বলিয়া জানে, ন্যায়পরায়ণতা ও সদ্গুণাবলীর এক আদর্শ নমুনাস্বরূপ দেখিয়াছে এবং এতদ্সত্ত্বেও তাহারা তাঁহার (আঁ-হযরত সাঃ) প্রতি মিথ্যা অপবাদ দেওয়ার দুঃসাহস করে । ১২৪৫ টীকা দ্রষ্টব্য ।

২০০৯ । আঁ-হযরত (সাঃ)-এর স্নেহশীল চাচা আবু তালেব প্রতিমা উপাসকদিগের সঙ্গে আপোষ করিয়া মূর্তি পূজার বিরুদ্ধে প্রচার না করার জন্য নবী করীম (সাঃ)-এর নিকট প্রস্তাব দিয়াছিলেন । উত্তরে আঁ-হযরত (সাঃ) যাহা বলিয়াছিলেন তাহাই তাঁহার নিঃস্বার্থ সেবার প্রতিদান গ্রহণের প্রতি পূর্ণ অবজ্ঞার এবং তাঁহার উদ্দেশ্যের সততার উত্তম সাক্ষ্য । সেই অবিস্মরণীয় জবাবটি ছিলঃ 'যদি তাহারা আমার ডান হাতে সূর্য এবং বাম হাতে চন্দ্র আনিয়াও দেয় এবং প্রতিমা উপাসনার বিরুদ্ধে প্রচার বন্ধ করিতে বলে তাহা হইলেও আমার মিশন পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত অথবা এই প্রচেষ্টায় আমি বিলীন না হওয়া পর্যন্ত ক্ষান্ত হইব না' (তাবারী, ৩য় খণ্ড)।

২০১০ । মানব প্রকৃতি এরূপে গঠিত যে, যখন আরামে ও সহজ অবস্থায় থাকে তখন সে সকল সতর্কতা পরিস্থিতির অনুকূলে ছাড়িয়া দেয়

وَهُوَ الَّذِيْٓ اَنْشَاَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْـِٕدَةَ ؕ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ ﴿٧٩﴾

৭৯। এবং তিনিই তো তোমাদের জন্য কর্ণ, চক্ষু এবং হৃদয় সৃষ্টি করিয়াছেন, কিন্তু তোমরা খুব কমই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর।[২০১১]

وَهُوَ الَّذِيْ ذَرَاَكُمْ فِي الْاَرْضِ وَاِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ﴿٨٠﴾

৮০। এবং তিনিই তোমাদিগকে ভূ-পৃষ্ঠে বিস্তৃত করিয়াছেন, এবং তাঁহারই নিকট তোমাদিগকে একত্রিত করা হইবে।

وَهُوَ الَّذِيْ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿٨١﴾

৮১। এবং তিনিই তোমাদিগকে জীবিত করেন এবং মৃত্যু দেন এবং রাত্রি ও দিনের আবর্তন তাঁহারই আয়ত্তাধীন। তবুও কি তোমরা উপলব্ধি করিবে না ?[২০১২]

بَلْ قَالُوْا مِثْلَ مَا قَالَ الْاَوَّلُوْنَ ﴿٨٢﴾

৮২। বরং তাহারা সেই কথাই বলে, যাহা (তাহাদের) পূর্ববর্তীগণ বলিয়াছিল।

قَالُوْٓا ءَاِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظَامًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ ﴿٨٣﴾

৮৩। তাহারা বলিয়াছিল, 'কী ! যখন আমরা মরিয়া যাইব এবং মাটি হইয়া যাইব এবং অস্থিতে পরিণত হইয়া যাইব তখনও কি আমরা বাস্তবিকই পুনরুত্থিত হইব ?'

لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَاٰبَآؤُنَا هٰذَا مِنْ قَبْلُ اِنْ هٰذَآ اِلَّآ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿٨٤﴾

৮৪। ইতিপূর্বেও আমাদিগকে এবং আমাদের পিতৃপুরুষগণকে এই বিষয়ের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল, (কিন্তু এইরূপ কিছুই হয় নাই) আসলে ইহা পূর্ববর্তীগণের কিচ্ছা-কাহিনী ব্যতীত কিছুই নহে।'

قُلْ لِّمَنِ الْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهَآ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٨٥﴾

৮৫। তুমি বল, 'যদি তোমরা জান তাহা হইলে (বল) এই পৃথিবী এবং ইহার মধ্যে যাহা কিছু আছে উহা কাহার ?'

سَيَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ ؕ قُلْ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ﴿٨٦﴾

৮৬। তাহারা অবশ্যই বলিবে, 'আল্লাহ্‌র।' তুমি বল, 'তাহা হইলে তোমরা কি উপদেশ গ্রহণ করিবে না ?'

قُلْ مَنْ رَّبُّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ﴿٨٧﴾

৮৭। তুমি (আবার) বল,'সাত আকাশের প্রতিপালক এবং মহান আরশের অধিপতি কে ?'

এবং অবাঞ্ছিত আচার-আচরণকে প্রশ্রয় দেয়। কিন্তু যখন তাহার পাপকর্মসমূহ এবং দুষ্ট-বৃত্তিগুলি কুফল প্রকাশ করে, তখন সে হতাশাগ্রস্ত হইয়া পড়ে।

২০১১। কৃতজ্ঞতার এক অর্থ দান বা প্রদত্ত বস্তুর সদ্ব্যবহার (১৪ঃ৮)। এই আয়াতের মর্ম এই যে, আল্লাহ্‌তা'লা আমাদিগকে চক্ষু, কর্ণ এবং অন্তঃকরণ দান করিয়াছেন যাহাতে এইগুলির উপযুক্ত ব্যবহার করিয়া আমরা পার্থিব এবং আধ্যাত্মিক উপকার সাধন করি, তাহার নিদর্শনাবলী পর্যবেক্ষণ করি, ঐশী-বাণীসমূহ শ্রবণ করি এবং সঠিক চিন্তা-ভাবনা করি।

২০১২। তফসীরাধীন আয়াত জাতির উত্থান-পতনের ব্যাপারটি পরোক্ষভাবে উল্লেখ করিয়াছে। এক সময় কোন জাতি ক্ষমতা অর্জন করে এবং অগ্রগতি ও উন্নতির সূর্য তাহাদের উপরে দীপ্তিমান বলিয়া প্রতিভাত হয়।আবার অন্য এক সময়ে তাহাদের দুষ্কর্মের ফলে অধঃপতন ও ধ্বংস তাহাদিগকে অতর্কিতে পাকড়াও করে।

سَيَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ ؕ قُلْ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿۸۷﴾

৮৮। তাহারা অবশ্যই বলিবে, 'আল্লাহ্‌র'। তুমি বল, 'তাহা হইলে কেন তোমরা তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর না ?'

قُلْ مَنْۢ بِيَدِهٖ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَيْءٍ وَّهُوَ يُجِيْرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿۸۸﴾

৮৯। তুমি (আরও) বল, 'প্রত্যেক বস্তুর সর্বাধিপত্য কাহার হাতে আছে এবং যিনি সকলকে আশ্রয় দেন কিন্তু তাঁহার (শাস্তির) মোকাবেলায় অন্য কেহ আশ্রয় দিতে পারে না, যদি তোমরা জান ?'

سَيَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ ؕ قُلْ فَاَنّٰى تُسْحَرُوْنَ ﴿۸۹﴾

৯০। তাহারা অবশ্যই বলিবে,'আল্লাহ্‌র'। তুমি বল, 'তাহা হইলে তোমাদিগকে ধোকা দিয়া কোন্ দিকে লইয়া যাওয়া হইতেছে ?'

بَلْ اَتَيْنٰهُمْ بِالْحَقِّ وَاِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ﴿۹۰﴾

৯১। বরং আমরা তাহাদের নিকট সত্য আনিয়াছি, বস্তুতঃ তাহারা সম্পূর্ণ মিথ্যাবাদী।

مَا اتَّخَذَ اللّٰهُ مِنْ وَّلَدٍ وَّمَا كَانَ مَعَهٗ مِنْ اِلٰهٍ ۚ اِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ اِلٰهٍۢ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ ؕ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ﴿۹۱﴾

৯২। আল্লাহ্ কোন পুত্র গ্রহণ করেন নাই এবং তাঁহার সহিত অন্য কোন মা'বূদ নাই, এইরূপ হইলে প্রত্যেক মা'বূদ নিজ নিজ সৃষ্ট-বস্তুকে লইয়া পৃথক হইয়া যাইত এবং তাহাদের কতক কতকের উপর অবশ্যই চড়াও করিয়া বসিত। তাহারা যাহা বর্ণনা করে, উহা হইতে আল্লাহ্ পবিত্র।[২০১৩]

عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿۹۲﴾ ع ۵ [১৫] ۵

৯৩। তিনি অদৃশ্য এবং দৃশ্যের জ্ঞান রাখেন। সুতরাং তাহারা যাহা শরীক করে, তিনি উহা হইতে বহু উর্ধ্বে।

قُلْ رَّبِّ اِمَّا تُرِيَنِّيْ مَا يُوْعَدُوْنَ ﴿۹۳﴾

৯৪। তুমি বল, 'হে আমার প্রভু ! যদি তুমি আমাকে উহা দেখাইয়া দাও যাহার প্রতিশ্রুতি তাহাদিগকে দেওয়া হইতেছে;

رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِيْ فِى الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿۹۴﴾

৯৫। হে আমার প্রভু ! তখন তুমি আমাকে যালেম জাতির অন্তর্ভুক্ত করিও না।'[২০১৪]

وَاِنَّا عَلٰٓى اَنْ نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقٰدِرُوْنَ ﴿۹۵﴾

৯৬। এবং আমরা তাহাদের সহিত যে ওয়াদা করিতেছি উহা তোমাকে দেখাইতে অবশ্যই আমরা সক্ষম।

২০১৩। 'ঈসা (আঃ) খোদার পুত্র'এই মতবাদ যে অসার এবং ভ্রান্ত তাহা এই আয়াত অত্যন্ত কার্যকরভাবে স্পষ্ট করিয়া দিয়াছে। ইহার অন্তর্নিহিত অর্থ এই যে, কাজকর্মে সাহায্য-সহায়তা করার জন্য মানুষ পুত্রের প্রয়োজন বোধ করে;কিন্তু যেহেতু আল্লাহ্‌তা'লা আকাশ ও পৃথিবীর সৃজনকারী এবং সমগ্র বিশ্বের প্রভু ও নিয়ন্ত্রণকারী সেই কারণে কোন সাহায্যকারী বা পুত্রের প্রয়োজন তাঁহার নাই। তদুপরি সমগ্র বিশ্ব এক অবিচল নিয়মের অধীন এবং এই পরিকল্পনার একত্ব ইহার উদ্দেশ্য এবং উহার পরিকল্পনাকারী ও নিয়ন্ত্রণকারীর একত্বকেই নির্দেশ করে। পরিচালনা ও কর্তৃত্বের ব্যাপারে দ্বৈত্ব ক্ষমতা বিভ্রান্তি এবং বিশৃংখলার ইংগিত বহন করে।

২০১৪। আঁ-হযরত (সাঃ)-এর মক্কা-জীবনের শেষের দিকে এই সূরা নাযেল হইয়াছিল। নবী করীম (সাঃ)-এর মক্কা ত্যাগ ঘনাইয়া আসিয়াছিল। তাঁহার হিজরত করার মধ্যে এই সংকেত বহন করে যে, তাঁহাকে অস্বীকার, নির্যাতন এবং মক্কা হইতে বহিষ্কার করার দরুন কোরায়শদিগের উপর ঐশী আযাব অত্যাসন্ন হইয়াছিল। তাঁহাকে এই শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল যে, সেই ভীতি-প্রদ আযাব যখন তাহাদিগকে (কোরায়শদিগকে) পাকড়াও করিবে তখন তিনি যেন তাহাদের মধ্যে মক্কায় উপস্থিত না থাকেন।

اِدْفَعْ بِالَّتِیْ هِیَ اَحْسَنُ السَّیِّئَةَ ؕ نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا یَصِفُوْنَ ﴿۹۷﴾

৯৭ । তুমি মন্দকে উহা দ্বারা প্রতিহত কর যাহা সর্বোত্তম,[২০১৫] তাহারা যাহা বর্ণনা করে, আমরা উহা ভালভাবেই জানি ।

وَقُلْ رَّبِّ اَعُوْذُبِكَ مِنْ هَمَزٰتِ الشَّیٰطِیْنِ ﴿۹۸﴾

৯৮ । এবং তুমি বল,'হে আমার প্রভু! আমি শয়তানদের সকল কুপ্ররোচনা হইতে তোমারই আশ্রয় চাহিতেছি;[২০১৬]

وَاَعُوْذُبِكَ رَبِّ اَنْ یَّحْضُرُوْنِ ﴿۹۹﴾

৯৯ । এবং হে আমার প্রভু! আমি তোমার নিকট ইহা হইতেও আশ্রয় চাহিতেছি যে, তাহারা আমার নিকটে উপস্থিত হউক ।'

حَتّٰۤی اِذَا جَآءَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُوْنِ ﴿۱۰۰﴾

১০০ । এমন কি যখন তাহাদের কাহারও মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন সে বলে, 'হে আমার প্রভু ! তুমি আমাকে ফেরৎ পাঠাও,

لَعَلِّیْۤ اَعْمَلُ صَالِحًا فِیْمَا تَرَكْتُ كَلَّا ؕ اِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَآئِلُهَا ؕ وَمِنْ وَّرَآئِهِمْ بَرْزَخٌ اِلٰی یَوْمِ یُبْعَثُوْنَ ﴿۱۰۰﴾

১০১ । যেন আমি সেই সব পুণ্য কর্ম করিতে পারি যাহা আমি (পার্থিব জীবনে) ছাড়িয়া আসিয়াছি ।' কখনও নহে ! ইহা কেবল মুখের কথা যাহা সে বলিতেছে, এবং তাহাদের পিছনে সেই দিন পর্যন্ত এক পর্দা[২০১৭] রহিয়াছে যখন তাহারা পুনরুত্থিত হইবে ।

فَاِذَا نُفِخَ فِی الصُّوْرِ فَلَاۤ اَنْسَابَ بَیْنَهُمْ یَوْمَئِذٍ وَّلَا یَتَسَآءَلُوْنَ ﴿۱۰۰﴾

১০২ । এবং যখন শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হইবে সেইদিন তাহাদের মধ্যে কোন আত্মীয়তা[২০১৮] থাকিবে না এবং তাহারা একে অন্যের অবস্থা জিজ্ঞাসাও করিবে না ।

فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِیْنُهٗ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿۱۰۰﴾

১০৩ । অতএব যাহাদের পাল্লা ভারী হইবে— তাহারাই সফলকাম হইবে;

وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِیْنُهٗ فَاُولٰٓئِكَ الَّذِیْنَ خَسِرُوْۤا اَنْفُسَهُمْ فِیْ جَهَنَّمَ خٰلِدُوْنَ ﴿۱۰۰﴾

১০৪ । এবং যাহাদের পাল্লা হালকা হইবে— তাহারাই নিজদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত করিবে; তাহারা দীর্ঘকাল জাহান্নামে থাকিবে।

২০১৫ । এখানে নবী করীম (সাঃ)-কে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে, যতদিন তিনি মক্কায় অবিশ্বাসীদিগের মধ্যে থাকিবেন ততদিন তিনি যেন সমস্ত গালি ও নির্যাতন ধৈর্যসহকারে বরদাশত করেন এবং মন্দের বিনিময়ে কল্যাণ করেন ।

২০১৬ । 'শয়তানদের' শব্দ নবী করীম (সাঃ)-এর শত্রুদিগের সর্দারগণকে বুঝায় এবং 'কুপ্ররোচনা' দ্বারা মিথ্যা রটনা ও মানহানি এবং জঘন্য কারসাজি ও প্রচার কার্য বুঝায়, যদ্দারা তাহারা আঁ-হযরত (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে জনগণকে উত্তেজিত করিতে চেষ্টা করিত ।

২০১৭ । বরযখ অর্থ পর্দা, প্রতিবন্ধক, অথবা এমন জিনিস যাহা যে কোন দুইটি বস্তুর মধ্যবর্তী বাধা ; মৃত্যুর দিন হইতে বিচার দিন পর্যন্ত সময় বা অবস্থা বুঝাইতে এই শব্দের প্রয়োগ (লেইন)। ইহা বেহেশ্‌ত এবং দোযখের পুরস্কার ও শাস্তির অস্পষ্ট উপলব্ধির মধ্যবর্তী অবস্থা । কুরআন মজীদ ইহাকে প্রাথমিক বা অবিকশিত অবস্থার সহিত তুলনা করিয়াছে এবং বিচারদিবসকে পূর্ণ বিকশিত আত্মার জন্মের সঙ্গে তুলনা করিয়াছে ।

২০১৮ । কোন মানব গোষ্ঠীর উপর যখন আযাব পতিত হয় তখন বংশ পরিচয় এবং বন্ধুত্ব কোন উপকারে আসে না । শেষ বিচার দিনে কেবল মাত্র সৎকর্মই মানুষের কাজে আসিবে এবং তাহার জাতি-গোষ্ঠী অন্য কাহারও আনুকূল্য তাহার কোন উপকারে আসিবে না ।

تَلْفَحُ وُجُوْهَهُمُ النَّارُ وَ هُمْ فِيْهَا كٰلِحُوْنَ ﴿١٠٥﴾

১০৫ । অগ্নি তাহাদের মুখমণ্ডলকে ঝলসাইয়া দিবে এবং তথায় তাহারা (ভয়ে) বিভৎস হইয়া যাইবে ।

اَلَمْ تَكُنْ اٰيٰتِيْ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُوْنَ ﴿١٠٦﴾

১০৬ । (তাহাদিগকে বলা হইবে) 'তোমাদের নিকট কি আমার আয়াতসমূহ আবৃত্তি করা হইত না এবং তোমরা কি এইগুলিকে মিথ্যা বলিয়া অস্বীকার করিতে না ?'

قَالُوْا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَآلِّيْنَ ﴿١٠٧﴾

১০৭ । তাহারা বলিবে,'হে আমাদের প্রভু ! আমাদের দুর্ভাগ্য আমাদের উপর প্রবল হইয়া গিয়াছিল এবং আমরা এক বিপদগামী জাতি ছিলাম ।'

رَبَّنَآ اَخْرِجْنَا مِنْهَا فَاِنْ عُدْنَا فَاِنَّا ظٰلِمُوْنَ ﴿١٠٨﴾

১০৮ । 'হে আমাদের প্রভু ! আমাদিগকে ইহা হইতে বাহির কর, অতঃপর যদি আমরা পুনরায় এইরূপ করি, তাহা হইলে নিশ্চয় আমরা যালেম হইব ।'

قَالَ اخْسَـُٔوْا فِيْهَا وَلَا تُكَلِّمُوْنِ ﴿١٠٩﴾

১০৯ । তিনি বলিবেন, 'তোমরা দূরে সর, ঘৃণ্য অবস্থায় থাক[২০১৯] উহাতেই এবং আমার সহিত তোমরা কথা বলিও না ।'

اِنَّهٗ كَانَ فَرِيْقٌ مِّنْ عِبَادِيْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اٰمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰحِمِيْنَ ﴿١١٠﴾

১১০ । নিশ্চয় আমার বান্দাগণের মধ্য হইতে এমন একদল ছিল যাহারা বলিত, 'হে আমাদের প্রভু ! আমরা ঈমান আনিয়াছি, অতএব তুমি আমাদিগকে ক্ষমা কর এবং আমাদের উপর দয়া কর, বস্তুতঃ দয়াকারীদের মধ্যে তুমিই সর্বোত্তম ।'

فَاتَّخَذْتُمُوْهُمْ سِخْرِيًّا حَتّٰٓى اَنْسَوْكُمْ ذِكْرِيْ وَكُنْتُمْ مِّنْهُمْ تَضْحَكُوْنَ ﴿١١١﴾

১১১ । কিন্তু তোমরা তাহাদিগকে ঠাট্টা-বিদ্রূপের পাত্র[২০২০] বানাইয়া লইয়াছিলে, এমন কি তাহারা (ঠাট্টা-বিদ্রূপের পাত্র হইয়া) তোমাদিগকে আমার স্মরণ ভুলাইয়া দিয়াছিল, এবং তোমরা সদা তাহাদের সঙ্গে হাসি-ঠাট্টা করিতে ;

اِنِّيْ جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوْٓا اَنَّهُمْ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ ﴿١١٢﴾

১১২ । যেহেতু তাহারা **ধৈর্য ধারণ** করিয়াছিল এইজন্য আজ আমি তাহাদিগকে পুরস্কার দান করিয়াছি; নিশ্চয় তাহারাই সফলকাম হইয়াছে ।'

২০১৯ । বিচার দিবসে আল্লাহ্র প্রেরিতগণের অস্বীকারকারী ও অবজ্ঞাকারীদিগকে ঘৃণা এবং লাঞ্ছিতভাবে দোযখে টানিয়া নেওয়া হইবে । ইহজীবনে তাহাদের অপকর্মের কোন কৈফিয়ত দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হইবে না, কেননা আল্লাহ্তা'লাই তাহাদের কর্মকাণ্ডের সম্যক খবরাখবর রাখেন ।

২০২০ । আরবী 'সাখ্খারাহু' শব্দের অর্থ সে অনিচ্ছাকৃতভাবে অথবা বিনিময় ছাড়াই কিছু করিতে বাধ্য হইয়াছিল (লেইন)। অতএব তফসীরাধীন আয়াতের এই অর্থও হয় যে, মো'মেনগণ দরিদ্র এবং দুর্বল হওয়ার কারণে কাফেরগণ তাহাদিগকে তাহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধ কাজে লাগাইত, তাহাদিগকে শোষণ করিত এবং তাহাদের কৃত-কর্মের জন্য কোন পারিশ্রমিক বা ক্ষতি পূরণ না দিয়া বাধ্যতামূলকভাবে তাহাদের নিকট হইতে জোরপূর্বক কাজ আদায় করিত ।

قٰلَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْاَرْضِ عَدَدَ سِنِيْنَ ﴿١١٣﴾

১১৩। তিনি বলিবেন, 'তোমরা পৃথিবীতে কত বৎসর অবস্থান করিয়াছিলে ?'

قَالُوْا لَبِثْنَا يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَسْـَٔلِ الْعَآدِّيْنَ ﴿١١٤﴾

১১৪। তাহারা বলিবে,'আমরা একদিন অথবা দিনের কিয়দংশ[২০২১] অবস্থান করিয়াছিলাম, সুতরাং তুমি গণনাকারীদিগকে জিজ্ঞাসা কর।'

قٰلَ اِنْ لَّبِثْتُمْ اِلَّا قَلِيْلًا لَّوْ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿١١٥﴾

১১৫। তিনি বলিবেন,'যদি তোমাদের জ্ঞান থাকিয়া থাকে তাহা হইলে তোমরা বুঝিতে পারিবে যে, তোমরা অতি অল্প সময়ই অবস্থান করিয়াছিলে।'

اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنٰكُمْ عَبَثًا وَّاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُوْنَ ﴿١١٦﴾

১১৬। 'তোমরা কি মনে করিয়াছিলে যে, আমরা তোমাদিগকে অযথা সৃষ্টি করিয়াছি এবং তোমরা আমাদের দিকে ফিরিয়া আসিবে না'?[২০২২]

فَتَعٰلَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ۚ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ ﴿١١٧﴾

১১৭। অতএব, আল্লাহ্ মহিমান্বিত প্রকৃত সর্বাধিপতি। তিনি ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদ নাই, তিনি সম্মানিত আরশের অধিপতি।

وَمَنْ يَّدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ ۙ لَا بُرْهَانَ لَهٗ بِهٖ ۙ فَاِنَّمَا حِسَابُهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ ؕ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْكٰفِرُوْنَ ﴿١١٨﴾

১১৮। এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সহিত অন্য মা'বূদকে ডাকে, যাহার জন্য তাহার নিকট কোন প্রমাণ নাই, তাহা হইলে তাহার হিসাব তাহার প্রভুর নিকট আছে; বস্তুতঃ কাফেররা কখনও সফলকাম হয় না।

وَقُلْ رَّبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰحِمِيْنَ ﴿١١٩﴾ ع ৬ [২৬] ৬

১১৯। এবং তুমি বল, 'হে আমার প্রভু ! ক্ষমা কর এবং দয়া কর, বস্তুতঃ দয়াকারীদের মধ্যে তুমিই সর্বোত্তম।'

২০২১। আরাম-আয়াসে অতিবাহিত জীবনের ফল স্বরূপ যন্ত্রণা এবং শাস্তির কারণে সমস্ত জীবনটা অতি স্বল্পস্থায়ী মনে হয়, এমন কি মনস্তাপ ও অনুশোচনার উপকরণে পরিণত হয়। আয়াতে অবিশ্বাসীদিগের উত্তর ইহাই প্রতিপন্ন করে যে, ইহজীবনের আরাম-আয়েস কিরূপ বৃথা এবং ক্ষণস্থায়ী।

২০২২। এক মহান উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মানবকে সৃষ্টি করা হইয়াছে— তাহার সত্তায় আল্লাহ্‌তা'লার গুণাবলী বিকশিত এবং প্রতিফলিত করিবার জন্য। মানবের ব্যক্তি-সত্তাকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করা হইয়াছে এবং সন্দেহাতীতভাবে সমগ্র সৃষ্টির কেন্দ্র-বিন্দু বা মধ্য-মনিরূপে গণ্য করা হইয়াছে, অন্ততঃ সৃষ্টির সেই অংশের জন্য যাহা আমাদের এই বিশ্ব-চরাচরের সঙ্গে সম্পৃক্ত। যেহেতু এক মহান উদ্দেশ্য পূর্ণ করিতে হইবে সেই জন্য ইহজগৎ হইতে এবং জড় আবাস হইতে চলিয়া গেলেও মানুষের জীবনের অবসান হইবে না। তাহার আত্মা নূতন আকৃতিতে এবং নূতন দেহে এক নূতন জগতে অন্তহীনভাবে চলিতে থাকিবে। 'দেহ হইতে আত্মার বিচ্ছেদই মানবাত্মার মৃত্যু'এই ধারণা আল্লাহ্‌তা'লার জ্ঞানের বিরোধী, তাঁহার নিখিল-বিশ্ব সৃষ্টির সমস্ত পরিকল্পনা ও লক্ষ্যের বিরোধী।

২৪-সূরা আন্ নূর
(হিজরতের পরে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণ হওয়ার তারিখ ও প্রসংগ

বিভিন্ন পণ্ডিতদের ঐকামত এই যে, বর্তমান সূরাটি হযরত রসূলে করীম (সাঃ)-এর মাদানী জীবনে নাযেল হইয়াছিল । নবী করীম (সাঃ)-এর পবিত্র সহধর্মিণী উম্মুল মো'মেনীন হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে অপবাদজনিত দুঃখজনক ঘটনা, যাহা এই সূরাতে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা হিজরী ৫ম বৎসরে সংঘটিত হইয়াছিল । হিজরী ৫ম বৎসরে যখন হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) বনী মুস্তালিক গোত্রের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করিয়া ফিরিয়া আসেন উহার পরে সেই বৎসরের রমযান মাসে উক্ত ঘটনা ঘটে।পূর্ববর্তী সূরা আল্ মো'মেনূনের সাথে বর্তমান সূরাটির এই দিক দিয়া সম্পর্ক রহিয়াছে যে,পূর্বের সূরাতে বলা হইয়াছিল যে,ইসলাম ধর্মে মো'মেনদের মধ্যে এমন কিছু লোক সর্বদাই থাকিবে যাঁহারা তাঁহাদের তাক্ওয়া ও পূণ্য কর্মের বদৌলতে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও সহায়তা লাভ করিবেন । কি প্রকারে বা পদ্ধতিতে আল্লাহ্র সেই সন্তুষ্টি অর্জন করা যায় তাহা বর্তমান সূরাতে আলোচিত হইয়াছে, এবং একটি নির্ধারিত নীতি হিসাবে সাব্যস্ত হইয়াছে যে, ন্যায় ও পূণ্য কর্মাদি সম্পাদন, জাতীয় পর্যায়ে উন্নত নৈতিকতা অর্জন ও সংরক্ষণ, পারিবারিক ও সম্প্রদায়গত ভাবে কঠোর শৃংখলা পালন ইত্যাদি এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য অপরিহার্য। ইহার জন্য বর্তমান সূরাটির শুরুতেই কিভাবে জাতীয় পর্যায়ে উন্নতি ও নৈতিকতা সংরক্ষণ করা যায় উহার প্রতি গভীর গুরুত্ব আরোপ সহ নর-নারীর সম্পর্কের ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ ও সংস্কার-মূলক কি বিধি ব্যবস্থা মানিয়া চলিতে হইবে উহার প্রতি জোর দেওয়া হইয়াছে । পূর্ববর্তী সূরাতে মো'মেনদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনায় বলা হইয়াছিল যে,এই সব বিশ্বাসী যাহাদিগকে আল্লাহ্র সহায়তার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে তাহাদের একটি গুণ হইতেছে এই যে, তাহারা তাহাদের কাম-পবিত্রতা রক্ষায় যত্নবান । বর্তমান সূরার বিষয়বস্তুতে পূর্ববর্তী প্রসংগের সম্প্রসারণ করা হইয়াছে । ইহাতে বলা হইয়াছে যে, জাতীয় উন্নতি ও সফলতা লাভ করিতে হইলে এবং উহা বজায় রাখিবার জন্য একটি জাতির প্রজ্ঞা, নীতি ও আদর্শ পবিত্র হওয়া জরুরী, সম্প্রদায়ের বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে পারস্পরিক সমঝোতা ও প্রশংসনীয় সুসম্পর্ক থাকা প্রয়োজন এবং সর্বোপরি জাতীয় পর্যায়ে কঠোর শৃংখলা ও ব্যবস্থাপনার প্রতি গভীর গুরুত্ব প্রদান করা একান্তভাবে দরকার । তদুপরি, প্রয়োজনে ব্যক্তি-স্বার্থ অপেক্ষা জাতীয়-স্বার্থের প্রতি শ্রেষ্ঠত্ব ও জাতীয় প্রয়োজনকে ব্যক্তিগত প্রয়োজন অপেক্ষা অগ্রাধিকার দান করা বাঞ্ছনীয় ।

বিষয়বস্তু

আলোচ্য সূরাতে কয়েকটি বিশেষ বিষয়ের প্রতি আলোকপাত করিয়া বিশেষতঃ যে সমস্যা একটি সমাজের সামাজিক ও নৈতিক কাঠামোর ভিত্তি, এবং একটি জাতির নৈতিক অগ্রগতিকে অগ্রাহ্য করা ছাড়া যাহার প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করা যায় না, সেই আদর্শ ও পবিত্রতার প্রতি সবিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হইয়াছে । যেহেতু নারী পুরুষের অবৈধ যৌন-সম্পর্ক একটি সমাজের শৃংখলা ও প্রতিষ্ঠানিক কর্মকাণ্ডকে বিপর্যয়ের মুখে ঠেলিয়া দেয় এবং ইহার সহিত জড়িত মন্দ প্রভাব যেহেতু সমাজের নৈতিকতাকে গভীর ভাবে প্রভাবান্বিত করে সেহেতু নারী-পুরুষের যৌন সম্পর্কিত বিষয়ে অকারণে সন্দেহ পরিহার করার জন্য এই সূরাটিতে জোরালো নির্দেশ প্রদান করা হইয়াছে, এবং তাগিদ দেওয়া হইয়াছে যে, একটি সমাজে কতিপয় লোকের যৌন-নীতি-বহির্ভূত বিপথগামিতায় যেন গোটা সমাজ আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া না পড়ে । কেননা, এই ধরণের কতিপয় অন্যায় কাজের দরুন হয়ত সমাজের অন্যান্য সবাই সচেতন ও সাবধান হইবে এবং পরিণামে ইহা সমাজের জন্য মঙ্গল বলিয়াই বিবেচিত হইবে । এই প্রসংগকে আরো বিস্তৃতি প্রদান পূর্বক অতঃপর মিথ্যা অপবাদ রটানোকে গভীর নিন্দনীয় কাজ হিসাবে তিরস্কার করা হইয়াছে । কেননা, যদি মিথ্যা সন্দেহ, অথবা এমন ব্যক্তির সাক্ষ্য যাহার সততা সম্পর্কে আপত্তির কারণ বিদ্যমান, উহার উপর ভিত্তি করিয়া একে অপরের নীতিহীনতা সম্পর্কে অপবাদ ছড়ানো হয়, তাহা হইলে যৌন-কেলেংকারী সমাজে বরং অধিকতর বিস্তৃত হইয়া পড়িবে এবং বিশেষ করিয়া সমাজের অল্পবয়স্ক নারী-পুরুষ এই ধারণার বশবর্তী হইয়া পড়িবে যে, অবাধ মেলা-মেশাতে কোন অপরাধ নাই । অতঃপর, বিশ্বাসীদেরকে কঠোরভাবে জাতীয় নৈতিকতা রক্ষা ও এই ব্যাপারে চূড়ান্ত সতর্কতা অবলম্বনের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে এবং মুসলমানরা যেন এই নৈতিকতা রক্ষা ও হেফাযতের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে তৎপর থাকে । এই বিষয়ে সতর্কতার অভাব হইলে জাতীয় পর্যায়ে নৈতিক অবক্ষয় অবশ্যম্ভাবী । তবে একটি বিষয় খেয়াল রাখিতে হইবে যে, যদিও যৌন-বিষয়ক নীতিহীনতা অনিয়ন্ত্রিত ভাবে সমাজে প্রসার লাভ করিলে সার্বিক ভাবে পুরো সমাজের অধঃপতন ঘটে এবং সমাজে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়, তবুও এই বিপথগামিতার জন্য দায়ী বলিয়া সন্দেহভাজন ব্যক্তিদেরকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া কঠোরভাবে শাস্তি দেওয়া ঠিক নয় । বস্তুতঃ সকল সমাজেই শিথিল চরিত্রের কিছু লোক বিদ্যমান থাকে যাহাদেরকে সাময়িকভাবে, কিছুটা উপেক্ষা করা যাইতে পারে । কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সতর্কবাণীও উচ্চারিত হইয়াছে যে, যাহারা ক্রমাগত তাহাদের পাপাচার ও অনিষ্টকারী কাজের মাধ্যমে মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিবে এবং অশ্লীল কথাবার্তা ও মিথ্যা অপবাদ ছড়ানোর ব্যাপারে নিজেদেরকে জড়িত রাখিবে, তাহারা ইহকাল ও পরকাল উভয় জগতেই শাস্তিপ্রাপ্ত হইবে । আল্লাহ্তা'লা তাহাদের অনাচার ও

পাপকার্যকে প্রকাশ করিয়া দিবেন যাহার ফলে তাহারা লজ্জিত ও অপমানিত হইবে । অতঃপর, সূরাটিতে বলা হইয়াছে যে, মানুষ স্বীয় অসতর্ক কাজ-কর্মের ফলেই এই ধরণের সন্দেহজনক ও কলংকজনক পরিস্থিতির সম্মুখীন হয় এবং এই ধরণের অসতর্ক কাজ-কর্মের জ্বলন্ত উদাহরণ হইতেছে নারী-পুরুষের অবাধ মেলা-মেশা । কাজেই এই ধরণের পরিস্থিতি যাহার ফলে মিথ্যা সন্দেহ ও অপবাদ সৃষ্টির আশংকা রহিয়াছে উহাকে প্রতিহত করার লক্ষ্যে আলোচ্য সূরাটিতে মুসলমানদেরকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে যেন তাহারা পূর্ব-অনুমতি ব্যতিরেকে কাহারো গৃহে প্রবেশ না করে । মুসলমান নর-নারীকে উদ্দেশ্য করিয়া সূরাটিতে আরো বলা হইয়াছে যে, যখন তাহারা একে অপরের সম্মুখীন হইবে তখন তাহাদের দৃষ্টিকে আনত করিবে এবং এমন সব পথ পরিহার করিবে যাহা পাপ এবং পদস্খলনের কারণ হইতে পারে । অতিরিক্ত রক্ষা-কবচ হিসাবে মুসলমান স্ত্রীলোকদিগকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে, তাহারা যেন তাহাদের সৌন্দর্য,স্বাভাবিক ও কৃত্রিম যাহাই হউক না কেন, ঐসব পুরুষদের প্রদর্শন না করে যাহারা 'গয়ের-মোহ্রাম' অর্থাৎ, যাহারা তাহাদের সহিত বিবাহের জন্য নিষিদ্ধ সীমার বাহিরের লোক (আয়াত ৩২)। অবশ্য তাহাদের শরীরের এমন কিছু বাহ্যিক বৈশিষ্টা যাহা স্বাভাবিক ভাবেই প্রকাশিত হইয়া পড়িতে পারে যেমন তাহাদের গঠন, উচ্চতা ইত্যাদি ইহার আওতাভুক্ত নয়, এই উদ্দেশ্যে তাহারা মাথায় আবরণী বা ওড়না-চাদর এমনভাবে পরিধান করিবে যাহাতে বক্ষঃ পর্যন্ত ঢাকা থাকে (পর্দা সংক্রান্ত ব্যাপারে বিশদ অবগতির জন্য ৩২ আয়াতের টীকা দ্রষ্টব্য)। জাতীয় পর্যায়ে নৈতিকতা রক্ষার আরেকটি রক্ষা-কবচ হইতেছে বিধবা-বিবাহ । তাই লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, বিধবারা যেন অবিবাহিতা না থাকে । অতঃপর বলা হইয়াছে যে, যুদ্ধ-বন্দী বা বন্দিনীদের মুক্তি প্রদানের ব্যাপারে যথাশীঘ্র সম্ভব প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে এবং তাৎক্ষণিক ভাবে যদি কোন যুদ্ধ-বন্দী বা বন্দিনী তাহার মুক্তির শর্তাবলী পূর্ণ করিতে অপারগ হয়,তাহা হইলে সহজ কিস্তিতে সে যেন তাহার মুক্তি-পণ প্রদান করিতে পারে উহার সুযোগ সৃষ্টি করিতে হইবে ।

সূরাটির শেষাংশে মুসলমানদেরকে জোর তাগিদ দেওয়া হইয়াছে যাহাতে তাহারা তাহাদের পরিবার পরিজনকে সঠিক পথে পরিচালিত করে, জাতিগতভাবে নৈতিকতার উপর গুরুত্ব দেয় এবং এই উদ্দেশ্যে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করে। এই ব্যাপারে একটি বিশেষ নির্দেশ যাহা গুরুত্ব সহকারে প্রতিপালন করিতে হইবে তাহা হইতেছে এই যে, যে সব যুদ্ধ-বন্দী যাহারা গৃহভৃত্য হিসাবে কাজ করে তাহারা(এমনকি ঐসব নাবালক ছেলেমেয়েরাও) তাহাদের গৃহের মালিক অথবা তাহাদের পিতামাতার শয়ন কক্ষে সকাল হওয়ার পূর্বে, দুপুরে এবং রাত্রিকালে প্রবেশ করিবে না । অন্য সময় অবশ্য বাড়ীর সকল সদস্যই গৃহাভ্যন্তরে মুক্তভাবে চলাফেরা করিতে পারিবে । আর ছেলেমেয়েরা যখন তাহাদের বালেগ অবস্থায় উপনীত হইবে তখন তাহাদেরও পর্দার বিধান মানিয়া চলিতে হইবে । যাহারা বৃদ্ধা মহিলা এবং বিবাহের কামনা এবং প্রয়োজন যাহাদের নাই,ইচ্ছা করিলে তাহারা পর্দার বিধান শিথিল করিতে পারে, কিন্তু অপরিচিতদের নিকট তাহারাও নিজ নিজ সৌন্দর্য বা ভূষণ প্রদর্শন করিতে পারিবেন না । পারিবারিক ব্যবস্থাপনার এই নির্দেশাবলীর পর সূরাটিতে সামগ্রিক ভাবে সমাজের সংশোধন যাহা পরিবারিক ক্ষেত্র হইতে আরো অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উহার প্রতিও নির্দেশ প্রদান করিয়াছে এবং জাতীয় কর্মকান্ডের বিভিন্ন ব্যাপার যাহাতে সুষ্ঠু ও সাফল্যজনকভাবে সম্পাদিত হইতে পারে তাহার জন্য প্রয়োজনীয় নিয়ম ও নীতিমালা পেশ করিয়াছে।অতঃপর,মুসলমানদের উদ্দেশ্যে খেলাফতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে । তাহারা যদি ঐশী নির্দেশিত নীতিমালা অনুযায়ী তাহাদের জীবন অতিবাহিত করে তাহা হইলে তাহারা জাগতিক ও আধ্যাত্মিক উভয় দিক হইতেই এই পৃথিবীর নেতা বলিয়া পরিগণিত হইবে এবং তাহাদের ধর্মও এই পৃথিবীতে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইবে।কিন্তু যখন তাহাদের শাসন আল্লাহ্র পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং অন্যের উপরে তাহাদের ধর্ম বিজয়ী হইবে তখন তাহারা যেন সঠিক ভাবে আল্লাহ্র ইবাদত করে, গরীব এবং অভাবগ্রস্তকে সাহায্য করে এবং তাহাদের রসূলের (সাঃ) আদেশ-নির্দেশ মানিয়া চলে ।

سُوْرَةُ النُّوْرِ مَدَنِيَّةٌ

آيَاتُهَا ٦٥ (٢٤) رُكُوْعَاتُهَا ٩

২৪- সূরা আন্ নূর

ইহা মাদানী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ইহাতে ৬৫ আয়াত এবং ৯ রুকূ আছে ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। আল্লাহ্র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

سُوْرَةٌ اَنْزَلْنٰهَا وَفَرَضْنٰهَا وَاَنْزَلْنَا فِيْهَآ اٰيٰتٍۭ بَيِّنٰتٍ لَّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ②

২। ইহা সেই সূরা,[২০২৩] যাহা আমরা নাযেল করিয়াছি এবং যাহাকে আমরা ফরয[২০২৪] করিয়াছি এবং ইহাতে আমরা সমুজ্জ্বল নিদর্শনাবলী নাযেল করিয়াছি যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর ।[২০২৫]

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِيْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَّلَا تَاْخُذْكُمْ بِهِمَا رَاْفَةٌ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۚ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ③

৩। ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী[২০২৫-ক]—ইহাদের প্রত্যেককে তোমরা একশত বেত্রাঘাত[২০২৬] করিবে; এবং যদি তোমরা আল্লাহ্ ও পরকালের উপর ঈমান রাখ তাহা হইলে আল্লাহ্র বিধান পালনে যেন ঐ দুই অপরাধীর সম্বন্ধে তোমাদের অন্তরে মায়া-মমতার উদ্রেক না হয়, এবং যেন মো'মেনদের এক জমায়াত তাহাদের উভয়ের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে ।

২০২৩। কুরআনের সকল সূরার মধ্যে এই সূরাটিকে বিশেষভাবে 'সূরাতুন' অর্থাৎ একটি 'সূরা' বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে এই মর্মে যে, 'সূরা' শব্দের অর্থ যেহেতু পদ বা মর্যাদা এই জন্য মুসলমানগণ এই সূরার অন্তর্ভুক্ত বিধান ও অধ্যাদেশ পালন করিয়া উচ্চ মর্যাদা এবং মহত্বে উন্নীত হইতে পারে ।

২০২৪। 'যাহা আমরা নাযেল করিয়াছি এবং যাহাকে আমরা ফরয করিয়াছি' এই উক্তির অন্তর্নিহিত ভাব এই সূরাতে সন্নিবিষ্ট আদেশগুলির বিশেষ গুরুত্বের প্রতি নির্দেশ করে, যদিও কুরআনের অন্যান্য সূরাও আল্লাহ্তা'লাই অবতীর্ণ করিয়াছেন এবং ঐগুলির মধ্যকার আদেশসমূহও ফরয বা অবশ্য পালনীয় ।

২০২৫। ইহা দুঃখজনক যে, অন্য জাতির আচার-আচরণ ও রীতি-নীতির দাস-সুলভ অনুকরণের ফলে মুসলমানেরা কুরআন করীমের অন্যান্য সূরাতে বর্ণিত অধ্যাদেশ অপেক্ষা তফসীরাধীন সূরার অধ্যাদেশ ও নিষেধগুলি অধিকতর লংঘন ও অমান্য করিয়াছে ।

২০২৫-ক। 'আয্যানীয়াতু' এবং 'আয্যানী' অর্থে যথাক্রমে বিবাহিত এবং অবিবাহিত উভয় অবস্থায় ব্যভিচারিণী এবং ব্যভিচারী বুঝায় ।

২০২৬। ইসলামী শরীয়াতে নারী-পুরুষের সম্পর্ক নির্ণয়কারী নিয়মাবলীর মধ্যে নৈতিক গুণরূপে সতীত্ব ও সাধুতা অতি উচ্চ মার্গের গুণ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে । ইহাকে রক্ষা করার ব্যাপক আদেশ-নিষেধ এই সূরাতে প্রবর্তিত হইয়াছে । এই নিয়মের সামান্যতম লংঘন ইসলামের দৃষ্টিতে চরমভাবে অননুমোদিত। সতীত্ব সম্বন্ধে ইসলামের অতি সূক্ষ্ম উপলব্ধির বিষয় এই স্থলে ব্যক্ত হইয়াছে যাহা উভয় অবস্থায় ব্যভিচারের জন্য নির্ধারিত শাস্তির মধ্যে প্রতিফলিত হইয়াছে। শাস্তি একশত বেত্রাঘাত—অপরাধী বিবাহিত হউক অথবা অবিবাহিত, একজন বিবাহিত এবং অপরজন অবিবাহিত হউক ইহাতে কোন পার্থক্য নাই । এই আয়াত মতে ব্যভিচারের শাস্তি হইতেছে নির্ধারিত বেত্রাঘাত,প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা নহে । কুরআনে কোথাও ব্যভিচারের জন্য প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ডের উল্লেখ নাই । এমন কি ব্যভিচার অপেক্ষা অধিকতর জঘন্য অপরাধ যাহা—পরিকল্পিত হত্যা, ডাকাতি, রাষ্ট্রদ্রোহিতা এবং দেশের শান্তি বিঘ্নিত করার জন্যও ইসলাম ধর্ম অপরিহার্যভাবে বা শর্তহীনভাবে হত্যার শাস্তি নির্ধারণ করে নাই । যদিও এই সমস্ত অপরাধের চরম শাস্তি মৃত্যুদণ্ড, তথাপি হত্যার রক্ত-পণ বা খেসারত আদায় (২ঃ১৭৯) এবং অন্যান্য অপরাধগুলির জন্য কারাবাস অথবা নির্বাসন (৫ঃ৩৩-৩৪) বিকল্প শাস্তিরূপে নির্ণিত হইয়াছে । কুরআন করীমের অন্যত্র বিবাহিতা কৃতদাসীর ব্যভিচারের জন্য শাস্তি প্রসঙ্গে বর্ণিত হইয়াছে যে, সে বিবাহিতা স্বাধীন ব্যভিচারিণী নারীর জন্য নির্ধারিত শাস্তির অর্ধেক ভোগ করিবে (৪ঃ২৬); এবং স্পষ্টতঃই প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ডকে অর্ধেক করা যায় না ।

اَلزَّانِىْ لَا يَنْكِحُ اِلَّا زَانِيَةً اَوْ مُشْرِكَةً ۖ وَّ الزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَآ اِلَّا زَانٍ اَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ ۝

৪। ব্যভিচারী কেবল ব্যভিচারিণী অথবা মোশরেক নারী ব্যতীত কাহারও সহিত যৌন সম্পর্ক স্থাপন করে না এবং ব্যভিচারিণী— ব্যভিচারী অথবা মোশরেক ব্যতীত কেহ তাহার সহিত যৌন সম্পর্ক স্থাপন[২০২৬-ক] করে না, এবং মো'মেনদের জন্য ইহা[২০২৭] হারাম করা হইয়াছে।

কুরআন করীম অত্যন্ত স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীনভাবে ব্যভিচারের শাস্তিরূপে বেত্রাঘাতকে বিধিবদ্ধ করিয়াছে এবং বিবাহিত বা অবিবাহিত অপরাধীর মধ্যে দণ্ডাজ্ঞার বিষয়ে কোন প্রকারে বৈষম্য করে নাই (কারণ আরবী 'যানী' অর্থ বিবাহিত এবং অবিবাহিত উভয় অবস্থায় যৌন-অপরাধী)। ইহা খুবই কৌতূহলোদ্দীপক যে, কোন ন্যায্যতা বা ভাষাবিদ্যাগত ধর্মীয় চিন্তাভাবনা ছাড়াই কোন কোন মুসলিম মহলে এই ভুল ধারণা চালাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে, তফ্সীরাধীন আয়াতটি এই ব্যাপারে কেবল অবিবাহিতের শাস্তি সম্পর্কে ব্যবহৃত এবং বিবাহিত ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীর শাস্তি প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ড। মনে হয় হাদীসে লিপিবদ্ধ কয়েকটি ঘটনা হইতে এই ভ্রান্ত ধারণার উদ্ভব হইয়াছিল যখন হযরত রসূল করীম (সাঃ)-এর নির্দেশে বিবাহিত ব্যক্তিরা যৌন অপরাধে প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল। এই কয়েকটি ঘটনার একটি ছিল এক ইহুদী পুরুষ এবং এক ইহুদী নারী যাহারা মূসায়ী শরীয়াত অনুযায়ী প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল (বুখারী)। তাঁহার নিকট নূতন ঐশী নির্দেশ অবতীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত কোন মামলার সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপারে তওরাতের বিধান মানিয়া চলা মহানবী (সাঃ)-এর নিয়ম ছিল। অপর দুই-একটি বর্ণিত ঘটনায় প্রস্তরাঘাতে দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করা হইয়াছিল, তবে ইহা প্রমাণিত নহে যে, তফসীরাধীন আয়াত নাযেল হওয়ার পূর্বে অথবা পরে অপরাধ সংঘটিত হইয়াছিল। এইরূপ অবস্থায় প্রতিভাত হয় যে, অপরাধ সম্পাদিত হইয়াছিল আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে, কিন্তু বর্ণনাকারীর কিছু ভুল হিসাবের দরুন ধারণা করা হইয়াছিল যে, এই আয়াত নাযেলের পরবর্তীতে ইহা ঘটিয়াছিল। হাদীস-গ্রন্থে ঐতিহাসিক কাল-নির্দেশে ভুল পাওয়া যায় অথবা ব্যভিচার ছাড়া এমন কিছু উত্যক্ত পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়া থাকিতে পারে, যে জন্য আঁ-হযরত (সাঃ) দোষী ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণকে মৃত্যুদণ্ডের মত চরম শাস্তি দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, যাহা ঘটনা বর্ণনাকারী ধর্তব্যের মধ্যে আনিতে ব্যর্থ হইয়াছিলেন। নচেৎ ইহা অভাবনীয় যে, পবিত্র নবী করীম (সাঃ) এই বিষয়ে সুস্পষ্ট এবং দ্ব্যর্থহীন ঐশী নির্দেশ লংঘন করিয়া থাকিতে পারেন।

ব্যভিচারের দণ্ড সম্বন্ধে ভুল বুঝার আরও একটি সম্ভাব্য কারণ হইতে পারে খলীফা হযরত ওমর এবং আলী (রাঃ)-এর আরোপিত কিছু বর্ণনা। হযরত ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন, "আল্লাহ্‌র কিতাবে 'রজম' (পাথর মারা) সম্বন্ধে একটি আয়াত ছিল। নবী করীম (সাঃ) ব্যভিচারীদিগকে পাথর মারিয়া হত্যা করিয়াছিলেন এবং আমরাও তাঁহার পরে পাথর মারিয়াছিলাম। আমি লিখিয়া রাখিতে পারিতাম, কিন্তু লোকেরা তখন কি বলিত যে, ওমর আল্লাহ্‌র গ্রন্থে যাহা ছিল না তাহা সংযোজন করিয়াছিল" (কাশফুল ঘোম্‌মাহ্, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১১১)। সম্পূর্ণ হাদীসটি নির্জলা মিথ্যা উদ্ভাবন বলিয়া প্রতিভাত হয়, অথবা বড় জোর হযরত ওমর (রাঃ)-এর প্রকৃত বর্ণনা ভুল বুঝার ফলশ্রুতি। যাহা কুরআনের অংশ ছিল উহা কুরআনে লিপিবদ্ধ করিলে কেমন করিয়া উহা সংযোজন বলা যাইতে পারিত এবং হযরত ওমর (রাঃ)-এর মত ব্যক্তিত্ব সঠিক কর্ম করিতে কাহার ভয়ে ভীত হইতে পারিতেন। বর্ণিত আছে যে, হযরত আলী (রাঃ) এক ব্যভিচারিণীকে বেত্রাঘাত করার পর প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ড দিয়া বলিয়াছিলেন, 'আমি তাহাকে বেত্রাঘাত করিয়াছি ঐশী কিতাবের হুকুম মানিতে এবং পাথর মারিয়া মৃত্যুদণ্ড দিয়াছি পবিত্র রসূল (সাঃ)-এর প্রথানুযায়ী' (বুখারী)। এই বর্ণনাগুলি হইতে দুইটি বিষয় স্পষ্টতঃ উদ্ভূত হয়ঃ (১) ব্যভিচারের শাস্তির বিষয়ে রসূল করীম (সাঃ)-এর রীতি কুরআন মজীদে বর্ণিত আল্লাহ্‌র নির্দেশের বিরোধী, কিন্তু তাহা অসম্ভব; (২) কার্যতঃ যখন হযরত ওমর (রাঃ)-এর প্রতি আরোপিত বর্ণনানুযায়ী ঐশী গ্রন্থে ব্যভিচারীকে প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার আদেশ ছিল, পক্ষান্তরে হযরত আলী (রাঃ)-এর কথিত মতে এইরূপ কোন হুকুম ছিল না, কিন্তু ইহা কেবল নবী করীম (সাঃ)-এর প্রথা ছিল যেমতে তিনি (আলী-রাঃ) ব্যভিচারের জন্য অপরাধী লোকদিগকে পাথর মারিয়া মৃত্যুদণ্ড দিয়াছিলেন। এই সমস্ত বিবৃতি কেবল পরস্পর বিরোধীই নহে। বরং এইগুলি প্রকাশ্য ঐশী বিধানের সহিত প্রবল সংঘর্ষের সৃষ্টি করে। অতএব এগুলি নির্জলা মিথ্যা উদ্ভাবন এবং অবশ্যই বাতিল (আরো দেখুন 'দি লারজার এডিশন অব দি কমেন্টারী' ১৮৩৬-১৮৩৮ পৃষ্ঠা)।

২০২৬-ক। 'নিকাহ' শব্দের আভিধানিক অর্থ বিবাহের মাধ্যমে অথবা বিবাহ ছাড়া যৌন-সংসর্গ এবং যৌন সহবাসহীন বিবাহ (লেইন)। এই অর্থে আয়াতের উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট অর্থাৎ যখন এক পুরুষ কোন স্ত্রী লোকের সঙ্গে রতি ক্রিয়া করে যে তাহার বৈধ বা বিবাহিতা স্ত্রী নহে, তখন সে যেমন ব্যভিচারী বলিয়া গণ্য হয়, তেমনি ঐ স্ত্রীলোকটিও ব্যভিচারিণী বলিয়া গণ্য হয়। এখানে নিকাহ্ শব্দ উক্ত আভিধানিক অর্থে যৌন-সহবাস বুঝায় এবং বিবাহ বুঝায় না। কিন্তু এই স্থানে নিকাহ্ শব্দের মর্ম যদি বিবাহ ধরিয়া নেওয়া হয়, যেমন কেহ কেহ এরূপ বলিয়াছেন, তাহা

২০২৭ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَاْتُوْا بِاَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمٰنِيْنَ جَلْدَةً وَّلَا تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا ۚ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ۙ﴿۴﴾

৫। এবং যাহারা সতী রমণীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে, অতঃপর তাহারা চারিজন সাক্ষী উপস্থিত করে না, তাহা হইলে তাহাদিগকে তোমরা আশীটি বেত্রাঘাত কর এবং তাহাদের সাক্ষ্য কখনও গ্রহণ করিও না; বস্তুতঃ ইহারাই দুষ্কৃতকারী।[২০২৮]

اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ وَاَصْلَحُوْا ۚ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۵﴾

৬। কেবল তাহারা ব্যতীত, যাহারা ইহার পর তওবা করে এবং নিজেদের সংশোধন করে; কারণ নিশ্চয় আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল,[২০২৯] পরম দয়াময়।

হইলে ইহার অর্থ হইবে, একজন'যানী'অর্থাৎ এরূপ অসৎ লোক যে স্বাধীনভাবে নির্লজ্জ ব্যভিচারে প্রবৃত্ত, সে একজন বিশ্বাসী সতী নারীকে তাহার সহিত বিবাহে কখনও সম্মত করাইতে পারিবে না। একমাত্র তাহারই মত দুষ্ট ও নীচমানের নৈতিক চরিত্রের অধিকারিণী এক নারীই তাহাকে বিবাহ করিতে রাজি হইতে পারে।

২০২৭। সর্বনাম 'উহা' শব্দটি ব্যভিচার করার প্রতি ইংগিত করিতেছে। ইসলাম ধর্ম সকল সামাজিক হীন পাপকর্মের অন্যতম পাপ ব্যভিচারকে নিকৃষ্টতম হিসাবে গণ্য করে এবং সমাজ জীবনে মানুষের মধ্যে এই ব্যাধি বিস্তারের সমস্ত প্রধান পথসমূহ রুদ্ধ করিতে চাহে এবং ইহাকে কঠোর শাস্তি প্রদান করে এবং দোষীপক্ষগুলিকে সমাজে পতিত-অস্পৃশ্য বলিয়া নিন্দা করে। পূর্ববর্তী আয়াতে ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণী উভয়ের জন্য শাস্তির অংশ ভাগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে, এবং বর্তমান আয়াত তাহাদিগকে সামাজিক কুষ্ঠরোগীরূপে চিহ্নিত করিয়াছে, যাহাদের সহিত সকল সামাজিক সম্পর্ক পরিহার করা উচিৎ।

২০২৮। ব্যভিচারের পরেই অপর জঘন্য সামাজিক ব্যাধি যাহা মানব সমাজের জীবনীশক্তি ক্ষয় করিয়া ফেলে, উহা হইতেছে নির্দোষ ব্যক্তির সম্বন্ধে অপবাদ দেওয়া। ইসলাম এই সামাজিক ব্যাধিকে চরম অপসন্দনীয় গণ্য করে (যাহা তথা-কথিত আধুনিক সভ্য সমাজে প্রায় সার্বজনীন হইয়া গিয়াছে)এবং নির্দোষ ব্যক্তিদের সম্পর্কে অভিযোগকারীর কঠোর শাস্তি বিধান করে। আয়াতটি অপবাদ রটনাকারীর জন্য পর্যায়ক্রমে তিন প্রকার শাস্তির বিধান দিয়াছেঃ(ক) দৈহিক বেত্র-দণ্ড, (খ) মিথ্যা বর্ণনাকারী ও মিথ্যা হলফকারীরূপে অপমানিত করা, যাহা তাহাদের সাক্ষ্য দানকে বাতিল করিয়া দেয় এবং (গ) ঐশী বিধান লংঘনকারীরূপে বিচারপূর্বক আধ্যাত্মিক কলংক চিহ্ন স্থির করা। লক্ষ্যণীয় যে, অভিযোগ সত্য বা মিথ্যা ইহার কোন উল্লেখ এখানে করা হয় নাই। সুতরাং যে পর্যন্ত না অভিযোগকারী তাহার অভিযোগের সমর্থনে প্রয়োজনীয় সাক্ষ্য পেশ করিতে পারে, সে পর্যন্ত সেই নালিশ মিথ্যা সাব্যস্ত হইবে এবং প্রতিফলে অভিযোগ উত্থাপনকারী নিজেই নিজেকে নির্ধারিত শাস্তি-যোগ্য বলিয়া দায়ী করিবে। প্রকৃত ঘটনা যাহাই হউক না কেন, অভিযোগে বর্ণিত অভিযুক্ত স্ত্রীলোক নিরপরাধী বলিয়া সাব্যস্ত হইবে যে পর্যন্ত না শরীয়াত অনুযায়ী গ্রহণযোগ্য সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থিত করা হয়। প্রকৃতপক্ষে অপবাদ ও কুৎসা রটনার অপরাধ শক্ত হাতে দমন করা শরীয়াতের লক্ষ্য। এই আয়াতে অন্তর্ভুক্ত হুকুম পুরুষ এবং নারী উভয়ের জন্য প্রযোজ্য, যদিও ব্যবহৃত শব্দ 'মুহ্সেনাত' যাহার অর্থ 'সতী নারী'। আরবী ভাষায় যখন পুরুষ এবং স্ত্রী উভয় সম্বন্ধে কিছু বলা হয় তখন পুংলিঙ্গের ব্যবহার হয়। কিন্তু যখন কোন বস্তুর সম্পর্কে কিছু বলা হয় যাহা পুরুষ অপেক্ষা নারীর সঙ্গে অধিকতর সংশ্লিষ্ট, সেখানে স্ত্রীলিঙ্গের ব্যবহার করা হয়। এই খানে অপবাদ রটনার শাস্তির সহিত সম্বন্ধযুক্ত এই নির্দেশ, এই মিথ্যা কলংকের শিকার পুরুষ বা নারী যেই হউক না কেন, কিন্তু যেহেতু স্ত্রীলোকই সাধারণতঃ এই জাতীয় অপবাদের শিকারে পরিণত হইয়া থাকে সেই কারণে আয়াতটিতে 'সতী নারী' বলা হইয়াছে। এইরূপে 'আল্লাযীনা' (তাহারা) শব্দ যদিও পুংলিঙ্গ, তবু পুরুষ এবং নারী উভয় অপবাদকারীকে বুঝায়।

২০২৯। অপবাদ রটনাকারী অনুতাপ করিলে এবং নিজের সংশোধন করার পরে মিথ্যা কলংক রটনার জন্য নির্ধারিত শাস্তির মধ্যে কোন্‌টা লাঘব করা যাইবে এ বিষয়ে মতভেদ রহিয়াছে। প্রথম শাস্তি সম্বন্ধে প্রশ্নই উঠে না,কারণ দোষী ব্যক্তির অপরাধ প্রমাণিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দৈহিক-দণ্ড কার্যকর করা হয়। শেষের দুইটি শাস্তি হ্রাস করা যাইতে পারে—কেবল মাত্র প্রকৃত অনুশোচনা প্রমাণিত হওয়ার পরেই।

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ اَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ شُهَدَآءُ اِلَّآ اَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ اَحَدِهِمْ اَرْبَعُ شَهٰدٰتٍۭ بِاللّٰهِ ۙ اِنَّهٗ لَمِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۝٧

৭। এবং যাহারা নিজেদের স্ত্রীর প্রতি অপবাদ আরোপ[২০৩০] করে এবং তাহারা নিজেরা ছাড়া তাহাদের নিকট অন্য কোন সাক্ষী থাকে না, তাহা হইলে তাহাদের প্রত্যেকের এইরূপ সাক্ষ্য হওয়া উচিত যে, সে আল্লাহ্‌র নামে চারিবার কসম খাইয়া সাক্ষ্য দিবে যে, সে সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত;

وَالْخَامِسَةُ اَنَّ لَعْنَتَ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ كَانَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ۝٨

৮। এবং পঞ্চমবার সাক্ষ্য দিবে যে, সে মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হইলে, তাহার উপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত বর্ষিত হইবে।

وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذَابَ اَنْ تَشْهَدَ اَرْبَعَ شَهٰدٰتٍۭ بِاللّٰهِ ۙ اِنَّهٗ لَمِنَ الْكٰذِبِيْنَ ۝٩

৯। কিন্তু সেই মহিলা হইতে ইহা শাস্তিকে দূর করিবে যে, সে চারিবার আল্লাহ্‌র কসম খাইয়া সাক্ষ্য দিবে, সেই পুরুষটিই মিথ্যাবাদী;

وَالْخَامِسَةَ اَنَّ غَضَبَ اللّٰهِ عَلَيْهَآ اِنْ كَانَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۝١٠

১০। এবং পঞ্চমবার সাক্ষ্য দিবে যে, যদি পুরুষটি সত্যবাদী হয়, তাহা হইলে স্ত্রীর উপর আল্লাহ্‌র ক্রোধ বর্ষিত হইবে।[২০৩১]

وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ وَاَنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ حَكِيْمٌ ۝١١ ع ١

১১। এবং যদি তোমাদের উপর আল্লাহ্‌র ফযল এবং রহমত না হইত (তাহা হইলে তোমরা কষ্টে পড়িতে), বস্তুতঃ আল্লাহ্ বারবার তওবা গ্রহণকারী ও পরম প্রজ্ঞাময়। [১১ ৭]

اِنَّ الَّذِيْنَ جَآءُوْ بِالْاِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ ۭ لَا تَحْسَبُوْهُ شَرًّا لَّكُمْ ۭ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۭ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَّا اكْتَسَبَ

১২। নিশ্চয় যাহারা এক জঘন্য অপবাদ রটনা করিয়াছিল তাহারা তোমাদেরই মধ্য হইতে এক দল[২০৩২] ছিল; তোমরা ইহাকে নিজেদের জন্য অনিষ্টকর মনে করিও না, বরং ইহা তোমাদের জন্য কল্যাণকর; তাহাদের মধ্য হইতে প্রত্যেকের জন্য

২০৩০। স্বামী এবং স্ত্রীর মধ্যে সন্দেহ পোষণ যেহেতু পরিবারের সার্বিক সম্পর্কের উপর পরস্পর অবিশ্বাসপূর্ণ যন্ত্রণার সৃষ্টি করিতে পারে, সেইজন্য তফসীরাধীন আয়াতে এক বিশেষ ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে যদ্দারা এইরূপ অশুভ অবস্থার উদ্ভব হইলে মোকাবিলা করা যায়।

২০৩১। অভিযুক্তা স্ত্রী তাহার স্বামীর মিথ্যা অভিযোগে চারবার শপথের মাধ্যমে নিজের পাপ-শূন্যতা প্রতিপাদন করিলে এবং যদি স্বামীর অভিযোগ সত্য হইয়া থাকে, তাহা হইলে পঞ্চম শপথ তাহার নিজের উপর আল্লাহ্‌তা'লার অভিশাপের কসম উচ্চারণ করিলে কোন শাস্তি স্ত্রীর উপর বর্তাইবে না এবং স্বামীও স্ত্রীকে অভিযুক্ত করার দায়ে শাস্তি-যোগ্য থাকিবে না। কিন্তু এহেন গুরুতর ফাটল ধরার পর এই দম্পতি স্বামী-স্ত্রীরূপে বাস্ করিতে বিরত থাকিবে, কারণ এমতাবস্থায় তাহাদের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক পূর্বাবস্থায় ফিরাইয়া আনার জন্য কোন সম্ভাবনা বাকী থাকিবে না।

২০৩২। এই আয়াতে অত্যন্ত বেদনাদায়ক ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে, যাহা পঞ্চম হিজরী সনে ঘটিয়াছিল। রসূল করীম (সাঃ)-এর বনী মুস্তালিকের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান হইতে প্রত্যাবর্তনের সময় মদীনার অনতিদূরে কোন এক স্থানে মুসলমান সৈন্য বাহিনীকে রাত্রি যাপন করিতে হইয়াছিল। এই অভিযানে আঁ-হযরত (সাঃ)-এর সঙ্গিণী ছিলেন মহান, পবিত্র চরিত্রের অধিকারিণী এবং বিশেষ কর্মক্ষমতা-সম্পন্ন তাঁহার স্ত্রী আয়েশা (রাঃ)। হযরত আয়েশা (রাঃ) প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে তাবু হইতে কিছু দূরে গিয়াছিলেন। ফিরিয়া আসার পর তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার গলার হার খানা কোথাও পড়িয়া গিয়াছে। গলার হার এমন কোন বিশেষ প্রয়োজনীয় বস্তু ছিল না, কিন্তু যেহেতু উহা এক বান্ধবীর নিকট হইতে ধার করা ছিল, সেই কারণে আয়েশা (রাঃ) উহা খোঁজ করিতে আবার বাহিরে গিয়াছিলেন। প্রত্যাবর্তন করিয়া অত্যন্ত দুঃখ

مِنَ الْاِثْمِ ۚ وَالَّذِیْ تَوَلّٰی كِبْرَهٗ مِنْهُمْ لَهٗ عَذَابٌ عَظِیْمٌ ⑪

সেই পরিমাণ শাস্তি হইবে যে পরিমাণ সে পাপ করিয়াছে; এবং তাহাদের মধ্য হইতে যে ব্যক্তি উহার (পাপের) প্রধান অংশের[২০৩৩] জন্য দায়ী, তাহার জন্য গুরুতর শাস্তি নির্ধারিত আছে ।

لَوْلَاۤ اِذْ سَمِعْتُمُوْهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بِاَنْفُسِهِمْ خَیْرًا ۙ وَّقَالُوْا هٰذَاۤ اِفْكٌ مُّبِیْنٌ ⑫

১৩ । যখন তোমরা এই কথা শুনিয়াছিলে তখন মো'মেন পুরুষগণ এবং মো'মেন নারীগণ কেন নিজেদের সম্বন্ধে ভাল ধারণা করে নাই এবং বলে নাই, ইহা ডাহা অপবাদ ?

لَوْلَا جَآءُوْ عَلَیْهِ بِاَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ ۚ فَاِذْ لَمْ یَاْتُوْا بِالشُّهَدَآءِ فَاُولٰٓئِكَ عِنْدَ اللّٰهِ هُمُ الْكٰذِبُوْنَ ⑬

১৪ । তাহারা (যাহারা এই অপবাদ ছড়াইয়াছিল) কেন এই বিষয়ে চারিজন সাক্ষী উপস্থিত করে নাই ? সুতরাং যেহেতু তাহারা সাক্ষী উপস্থিত করে নাই, এইজন্য তাহারা আল্লাহ্র দৃষ্টিতে নিশ্চয় মিথ্যাবাদী ।[২০৩৪]

وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَیْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ فِی الدُّنْیَا وَالْاٰخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِیْ مَاۤ اَفَضْتُمْ فِیْهِ عَذَابٌ عَظِیْمٌ ⑭

১৫ । এবং যদি তোমাদের উপর আল্লাহ্র ফযল এবং তাঁহার রহমত ইহকালে ও পরকালে না হইত, তাহা হইলে সেই কাজের জন্য যাহাতে তোমরা লিপ্ত হইয়াছিলে, তোমদিগকে অবশ্যই এক গুরুতর শাস্তি স্পর্শ করিত ।

اِذْ تَلَقَّوْنَهٗ بِاَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُوْلُوْنَ بِاَفْوَاهِكُمْ مَّا لَیْسَ لَكُمْ بِهٖ عِلْمٌ وَّتَحْسَبُوْنَهٗ هَیِّنًا ۖ وَّهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِیْمٌ ⑮

১৬ । (এইজন্য যে) যখন তোমরা নিজেদের রসনাসমূহ দ্বারা ইহা (অপবাদ) শিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলে এবং তোমরা নিজেদের মুখে এমন কথা বলিতেছিলে, যাহার সম্বন্ধে তোমাদের কোন জ্ঞান ছিল না, তোমরা এই কথাকে সাধারণ মনে করিয়াছিলে, অথচ ইহা আল্লাহ্র দৃষ্টিতে অতি গুরুতর ছিল ।

ও বিবশ মনে দেখিলেন যে, সৈন্য বাহিনী তাঁহার বাহনের উষ্ট্রীসহ অনেক দূরে অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। পরিচর্যারত তাঁহার সঙ্গীরা ভাবিয়াছিল যে, হালকা-পাতলা ওজনের অল্প বয়স্কা আয়েশা (রাঃ) শয্যা-উপাদানের গদীর মধ্যেই আছেন । তিনি অসহায় অবস্থায় বসিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে এক সময় ঘুমাইয়া পড়িলেন । সাফওয়ান নামক মোহাজের যিনি পশ্চাৎভাগে আসিতেছিলেন, তাঁহাকে দেখিয়া চিনিতে পারিয়াছিলেন। কেননা পর্দা সম্বন্ধে আয়াত নাযেল হওয়ার পূর্বে তিনি আয়েশাকে দেখিয়াছিলেন। তিনি তাঁহাকে নিজের উষ্ট্রে চড়াইয়া নিজে উষ্ট্রের পিছনে পিছনে পায়ে হাটিয়া মদীনায় নিয়া আসিলেন (বুখারী, কিতাবুন্ নিকাহ)। এই ঘটনাকে সম্বল করিয়া আবদুল্লা বিন উবাই বিন সলূলের প্ররোচনায় মদীনার মোনাফেকরা হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে হিংসাত্মক অপবাদ রটনা করিয়াছিল এবং দুর্ভাগ্যবশতঃ মুসলমানগণের মধ্যেও কয়েকজন ইহাতে জড়িত ছিল । হযরত আয়েশা (রাঃ) নিষ্পাপ হওয়ার প্রমাণ আল্লাহ্তা'লার ওহীর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । যাহারা এই মিথ্যা অভিযোগ উদ্ভাবনে ও রটনায় অংশ গ্রহণ করিয়াছিল তাহাদিগকে শাস্তি প্রদান করা হইয়াছিল এবং কুৎসারটনাকারী ও তাহাদের ষড়যন্ত্রমূলক কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ঐশী নির্দেশ নাযেল হইয়াছিল ।

২০৩৩ । "যে ব্যক্তি উহার (পাপের) গুরুতর অংশের জন্য দায়ী" শব্দগুলি মদীনার মোনাফেকদিগের সর্দার আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাইর প্রতি ইশারা বুঝায়, যে এই মিথ্যার উদ্ভাবন করিয়াছিল এবং ব্যাপকভাবে প্রচার করিয়াছিল । মদীনার বাদশাহ্ হওয়ার উচ্চাভিলাষ ও ব্যাকুল বাসনায় ইসলামের বিরুদ্ধে তাহার সমস্ত ষড়যন্ত্রে ব্যর্থ হইয়াছিল এবং সে এক কলংকময় মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল ।

২০৩৪ । যে ব্যক্তি কোন মুসলমান পুরুষ বা মুসলমান নারীকে ব্যভিচারের জন্য অভিযুক্ত করে এবং তাহার সেই অভিযোগ প্রমাণে চার জন সাক্ষী উপস্থিত করে না, সে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হইবে এবং সেই কারণে ইসলামী বিধানের অধীনে তাহার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে, যদিও সে একজন, দুইজন এমনকি তিনজনও প্রত্যক্ষ সাক্ষী হাজির করুক না কেন । এই অসৎ কর্ম করিতে দেখার বাস্তব ঘটনা জনসাধারণ্যে প্রচার

وَلَوْلَآ اِذْ سَمِعْتُمُوْهُ قُلْتُمْ مَّا يَكُوْنُ لَنَآ اَنْ نَّتَكَلَّمَ بِهٰذَا ۖ سُبْحٰنَكَ هٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيْمٌ ﴿١٧﴾

১৭। এবং কেন এইরূপ হইল না যে, যখন তোমরা ইহা শুনিয়াছিলে তখন তোমরা বলিলে না যে, 'এই বিষয়ে আমাদের পরস্পরের মধ্যে চর্চা করার কোন অধিকার নাই। (হে আল্লাহ্ !) তুমি পবিত্র, ইহা একটি গুরুতর অপবাদ।'

يَعِظُكُمُ اللّٰهُ اَنْ تَعُوْدُوْا لِمِثْلِهٖٓ اَبَدًا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١٨﴾ ع

১৮। আল্লাহ্ তোমাদিগকে এইরূপ কাজ পুনরায় করিতে চিরতরে বারণ করিতেছেন, যদি তোমরা মো'মেন হও।

وَيُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ ۭ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿١٩﴾

১৯। এবং আল্লাহ্ তোমাদের জন্য (নিজ) আদেশাবলী বর্ণনা করিতেছেন; বস্তুতঃ আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।

اِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ اَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۙ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۭ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٠﴾

২০। যাহারা এই কামনা করে যে, মো'মেনদের মধ্যে অশ্লীলতা বিস্তার লাভ করুক, তাহাদের জন্য নিশ্চয় ইহকালে ও পরকালে[২০৩৫] যন্ত্রণাদায়ক আযাব আছে। বস্তুতঃ আল্লাহ্ জানেন এবং তোমরা জান না।

وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ وَاَنَّ اللّٰهَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ﴿٢١﴾ ع ١٠

২১। এবং যদি তোমাদের উপর আল্লাহ্‌র ফযল ও তাঁহার রহমত না হইত (তাহা হইলে তোমরা কষ্টে পতিত হইতে) বস্তুতঃ আল্লাহ্ অতীব স্নেহশীল, পরম দয়াময়।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ۭ وَمَنْ يَّتَّبِعْ خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ فَاِنَّهٗ يَاْمُرُ بِالْفَحْشَاۗءِ وَالْمُنْكَرِ ۭ وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ مَا زَكٰى مِنْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ اَبَدًا ۙ وَّلٰكِنَّ اللّٰهَ يُزَكِّيْ مَنْ يَّشَاۗءُ ۭ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿٢١﴾

২২। হে মো'মেনগণ! তোমরা শয়তানের[২০৩৬] পদাংক অনুসরণ করিও না এবং যে ব্যক্তি শয়তানের পদাংক অনুসরণ করে, তাহার জানা উচিত যে, নিশ্চয় সে অশ্লীল ও ঘৃণ্য কাজের আদেশ দেয়, এবং যদি তোমাদের উপর আল্লাহ্‌র ফযল ও তাঁহার রহমত না হইত, তাহা হইলে তোমাদের কেহই পবিত্র হইতে পারিত না, কিন্তু আল্লাহ্ যাহাকে চাহেন পবিত্র করেন; এবং আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।

করার অধিকার ইসলাম কাহাকেও প্রদান করে না।

২০৩৫। ইসলামের দৃষ্টিতে মিথ্যা অভিযোগের রটনা এবং অপপ্রচার সতীত্বের বিরুদ্ধে অসৎ কর্মের সমতুল্য জঘন্য অপরাধ। ইসলাম উভয় অপরাধের জন্য নিন্দা করিয়াছে এবং শাস্তির ব্যবস্থা দিয়াছে। কুৎসা রটনার জন্য কঠোরতর দণ্ডবিধান রহিয়াছে। কারণ ইহা আকস্মিক যৌন-ব্যভিচার অপেক্ষা যৌন-অসততার ব্যাপকতা ছড়ায় এবং সংশ্লিষ্ট সমাজে অধিকতর শোচনীয় পরিণতি সৃষ্টির কারণ হইয়া থাকে। কুৎসা রটনা যদি কোন সমাজে অবাধে প্রশ্রয় লাভ করে তাহা হইলে আতংক ও ঘৃণা সহকারে ইহা পরিহার করার সকল অনুভূতি লোপ পাইবে, ফলে সমাজে নৈতিক অবক্ষয় লাগামহীন হইয়া যাইবে এবং সেই জাতিতে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে হতাশা বিরাজ করিবে, এই কারণে সমস্ত ভিত্তি নড়বড়ে হইয়া পড়িবে।

২০৩৬। যেহেতু মানব প্রকৃতির মধ্যে স্পষ্ট ও প্রকাশ্য অসৎ কর্ম করিতে দ্বিধা এবং আতংকানুভূতি জন্মগতভাবে রোপিত, সেহেতু প্রাথমিক অবস্থায় শয়তান তাহার প্রতারণার শিকারকে প্রকাশ্যে অসৎ কর্ম করিতে প্রলুব্ধ করা এড়াইয়া চলে। সে তাহাকে ধাপে ধাপে ক্রমশঃ নৈতিক ধ্বংসের দিকে পরিচালিত করে। অন্যায়ভাবে অপরাধের নামে কৌশলে বা গোপনে অপবাদ দেওয়া আরম্ভ করিয়া অবশেষে ব্যক্তিটি নিজেই সেই অপরাধটি করিয়া বসে।

وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ
أَنْ يُّؤْتُوْٓا أُولِي الْقُرْبٰى وَالْمَسٰكِيْنَ
وَالْمُهٰجِرِيْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۖ وَلْيَعْفُوْا
وَلْيَصْفَحُوْا ؕ أَلَا تُحِبُّوْنَ أَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ
لَكُمْ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٢٣﴾

২৩। এবং তোমাদের মধ্যে যাহারা ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যের অধিকারী, তাহারা যেন কসম না খায় যে, তাহারা তাহাদের আত্মীয়স্বজনকে এবং মিসকীনগণকে[২০৩৭] এবং আল্লাহ্‌র পথে হিজরতকারীদিগকে সাহায্য দান করিবে না। তাহারা যেন মার্জনা করে এবং ক্ষমা করে। তোমরা কি চাহনা যে, আল্লাহ্ তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করুন; বস্তুতঃ আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

إِنَّ الَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ الْغٰفِلٰتِ
الْمُؤْمِنٰتِ لُعِنُوْا فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۖ
وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿٢٤﴾

২৪। নিশ্চয় ঐ সকল লোক যাহারা সতী, অসতর্ক[২০৩৮] মো'মেন মহিলাদের বিরুদ্ধে অপবাদ রটায় তাহারা ইহকালে ও পরকালে অভিশপ্ত হইবে এবং তাহাদের জন্য মহা আযাব অবধারিত।

يَّوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيْهِمْ
وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٢٥﴾

২৫। যেদিন তাহাদের জিহ্বা, তাহাদের হস্ত এবং তাহাদের পদসমূহ তাহাদের কৃত-কর্ম সম্বন্ধে তাহাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে;[২০৩৯]

يَوْمَئِذٍ يُّوَفِّيْهِمُ اللّٰهُ دِيْنَهُمُ الْحَقَّ
وَيَعْلَمُوْنَ أَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِيْنُ ﴿٢٦﴾

২৬। সেদিন আল্লাহ্ তাহাদিগকে তাহাদের সঠিক ও পূর্ণ প্রতিফল পুরাপুরি দিবেন এবং তাহারা জানিবে যে, আল্লাহ্ই সুস্পষ্ট সত্য।[২০৪০]

اَلْخَبِيْثٰتُ لِلْخَبِيْثِيْنَ وَالْخَبِيْثُوْنَ
لِلْخَبِيْثٰتِ ۚ وَالطَّيِّبٰتُ لِلطَّيِّبِيْنَ
وَالطَّيِّبُوْنَ لِلطَّيِّبٰتِ ۚ أُولٰٓئِكَ
مُبَرَّءُوْنَ مِمَّا يَقُوْلُوْنَ ؕ لَهُمْ
مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ ﴿٢٧﴾ ع ٣ ٦ ٩

২৭। অপবিত্র বিষয়সমূহ অপবিত্র লোকগণের জন্য এবং অপবিত্র লোকগণ অপবিত্র বিষয়সমূহের জন্য এবং পবিত্র বিষয়সমূহ পবিত্র লোকগণের জন্য এবং পবিত্র লোকগণ পবিত্র বিষয়সমূহের জন্য,[২০৪১] এই সকল লোক ঐ সব বিষয়ে নির্দোষ যাহা তাহারা বলে। তাহাদের জন্য ক্ষমা এবং সম্মান-জনক রিয্ক (নির্ধারিত) আছে।

৩ [৬] ৯

২০৩৭। হইতে পারে যে,এই ইশারা হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর প্রতি করা হইয়াছে। তিনি মিস্তাহ্ নামীয় তাহার এক দরিদ্র আত্মীয়কে বরাদ্দকৃত ভাতা বন্ধ করিয়াছিলেন, যে দুর্ভাগ্যবশতঃ হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে কুৎসা রটনায় জড়িত ছিল।

২০৩৮। হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর বিষয় 'গাফেলাৎ' (অসতর্ক) শব্দ তাঁহার সম্পূর্ণ নির্দোষিতা সাব্যস্ত করিয়া ইহাই বুঝাইতেছে যে, সেই সততা এবং পরমোৎকর্ষের আদর্শ স্থানীয়ার কোন অন্যায় করার চেতনাই ছিল না।

২০৩৯। অতি আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণা এই আয়াতের সত্যতা প্রতিপন্ন করিয়াছে। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার এমন যন্ত্রের উদ্ভাবন করিয়াছে যাহার ব্যবহার কোন ব্যক্তির কথাকে সুরক্ষিত করিতে পারে, এমনকি তাহার হাত,পা অথবা তাহার দেহের অন্যান্য অঙ্গ সঞ্চালনের শব্দ পর্যন্ত ধরিয়া রাখিতে পারে। এই সকল যন্ত্রপাতি চোর এবং অন্যান্য অপরাধী হইতে সচেতন হইতে এবং কৈফিয়ৎ লইতে পুলিশকে অনেক সাহায্য করিতেছে। এইসকল যন্ত্রের সহায়তায় একজন দোষী ব্যক্তির জিহ্বা, হাত ও পা কেমন অবস্থায় ছিল উহাকে সাক্ষ্যরূপে উহার বিরুদ্ধে উপস্থাপন করিতে পারে। বিজ্ঞান এই বাস্তব অবস্থাও প্রতিপাদন করিয়াছে যে, বায়ুমণ্ডলে প্রতিটি ব্যক্ত কথা, অবস্থা বা ক্রিয়া ইহার ছাপ রাখিয়া যায়। পবিত্র কুরআন অনুযায়ী এই ছাপসমূহ পরজীবনে বাস্তবে মূর্ত করা হইবে এবং এইরূপে ভাল বা মন্দ কর্মের কর্তার অঙ্গ-প্রতঙ্গ তাহার বিরুদ্ধে অথবা পক্ষে সাক্ষ্য দান করিবে।

২০৪০। সকল সত্যই আপেক্ষিক। একটি বিষয় এক প্রকার দৃষ্টিভঙ্গিতে সঠিক হইতে পারে, কিন্তু অপর দৃষ্টিকোণ হইতে সঠিক নাও হইতে

২০৪১ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَاْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلٰٓى اَهْلِهَا ۭ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ۝٢٧

২৮ । হে মো'মেনগণ ! তোমরা নিজেদের গৃহ ব্যতিরেকে অন্য গৃহে প্রবেশ করিও না যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা অনুমতি গ্রহণ কর এবং গৃহবাসীগণকে সালাম কর ।[২০৪২] ইহা তোমাদের জন্য উত্তম হইবে যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর ।

فَاِنْ لَّمْ تَجِدُوْا فِيْهَآ اَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوْهَا حَتّٰى يُؤْذَنَ لَكُمْ ۚ وَاِنْ قِيْلَ لَكُمُ ارْجِعُوْا فَارْجِعُوْا هُوَ اَزْكٰى لَكُمْ ۭ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ ۝٢٨

২৯ । এবং যদি তোমরা ঐসকল গৃহে কাহাকেও না পাও, তাহা হইলে তোমরা উহাতে প্রবেশ করিও না যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমাদিগকে অনুমতি দেওয়া হয় । এবং যদি তোমাদিগকে বলা হয়, 'ফিরিয়া যাও' তাহা হইলে তোমরা ফিরিয়া আসিও, ইহা তোমাদের জন্য অধিকতর পবিত্রতার কারণ হইবে । এবং তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ উহা ভালভাবে জানেন ।

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ مَسْكُوْنَةٍ فِيْهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ ۭ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا تَكْتُمُوْنَ ۝٢٩

৩০ । তোমাদের উপর কোন পাপ বর্তাইবে না যদি তোমরা এমন অনাবাদ গৃহসমূহে প্রবেশ কর যাহাতে তোমাদের দ্রব্য-সম্ভার রহিয়াছে, এবং আল্লাহ্ জানেন উহাও যাহা তোমরা প্রকাশ কর এবং উহাও যাহা তোমরা গোপন কর ।

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ۭ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ ۭ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ ۝٣٠

৩১ । তুমি মো'মেনদিগকে বল, তাহারা যেন নিজেদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে[২০৪৩] এবং তাহাদের লজ্জাস্থানসমূহের[২০৪৩-ক] হিফাযত করে । ইহা তাহাদের জন্য অত্যন্ত পবিত্রতার কারণ হইবে । নিশ্চয় তাহারা যাহা করে সেই সম্বন্ধে আল্লাহ্ ভালভাবে অবগত আছেন ।

পারে, একমাত্র আল্লাহ্‌ই সম্পূর্ণ ও নিশ্চিত সত্য এবং সকল বিষয়ের সঠিক অবস্থা সম্বন্ধে জ্ঞাত । অতএব তিনিই একমাত্র সঠিক এবং পূর্ণ প্রতিদান ও প্রতিফল দেওয়ার অধিকারী ।

২০৪১ । 'আল্-খাবিসাতু' শব্দের এক অর্থ অসৎ কর্ম বা অশ্লীল কথা।এই অর্থে আয়াতের মর্ম দাঁড়ায় এই যে, দুষ্ট লোকেরা অসৎ কর্ম রটনার প্রশ্রয় নিয়া থাকে, অথচ সাধু এবং ধার্মিক ব্যক্তিগণ হইতে সৎকর্ম এবং পবিত্র ও মহৎ কথা ছাড়া অন্য কিছু পাওয়া যায় না ।

২০৪২ । কোন ব্যক্তির বাড়ীতে বা অফিসে তাহার সাক্ষাৎপ্রার্থী হইলে নিজের পরিচয়-পত্র পাঠাইবার রীতি একটি সঠিক পন্থা, যদ্বারা জানা যায় যে, সেই ব্যক্তি উক্ত সাক্ষাৎপ্রার্থীকে সাক্ষাৎ দানে রাজি আছে কিনা । ইহা কুরআনের উপযুক্ত নির্দেশ মোতাবেক বটে, কিন্তু কুরআন তৎসঙ্গে সালাম জানাইবারও আদেশ দান করিয়াছে যাহা পারস্পরিক প্রীতি, শুভেচ্ছা ও দোয়ার মনোরম প্রতীক স্বরূপ।

২০৪৩ । উপরে বর্ণিত হইয়াছে যে, কুরআন করীম কোন বিষয়ে ভাসা ভাসা দেখিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই বরং উহার মূল উৎসে পৌছে । কুরআন অনুযায়ী প্রত্যেক ভাল বা মন্দ নিশ্চিত এক মূল উৎস হইতে উৎসারিত হয় । সদ্‌গুণের ব্যাপারে উহাকে নিয়ন্ত্রণ করা এবং সম্পূর্ণ আয়ত্তে রাখা সমীচীন বলিয়া কুরআন নির্দেশ প্রদান করে এবং মন্দ বিষয়ে কুরআনের লক্ষ্য হইল ইহাকে সমূলে উৎপাটন করা ও সম্পূর্ণ ধ্বংস করা এবং এইভাবে ইহার সকল প্রবেশ পথ বন্ধ করিয়া দেওয়া । যেহেতু চক্ষুর মাধ্যমে সর্বাধিক মাত্রায় কুচিন্তা মনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া থাকে সেইজন্য তফ্‌সীরাধীন আয়াতে মো'মেন পুরুষ এবং মো'মেন নারীকে নিজেদের দৃষ্টিকে সংযত রাখিতে আদেশ করা হইয়াছে যখন তাহাদের পরস্পরের সাক্ষাৎ ঘটে ।

২০৪৩-ক । 'ফুরূজ' অর্থ জ্ঞানেন্দ্রিয়ও হইতে পারে ।

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ
وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ
زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ
بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِيْنَ
زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اٰبَآئِهِنَّ
اَوْ اٰبَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَآئِهِنَّ اَوْ اَبْنَآءِ
بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ اِخْوَانِهِنَّ
اَوْ بَنِيْٓ اَخَوٰتِهِنَّ اَوْ نِسَآئِهِنَّ اَوْ مَا مَلَكَتْ
اَيْمَانُهُنَّ اَوِ التّٰبِعِيْنَ غَيْرِ اُولِي الْاِرْبَةِ
مِنَ الرِّجَالِ اَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ
يَظْهَرُوْا عَلٰى عَوْرٰتِ النِّسَآءِ ۖ وَلَا
يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ
مِنْ زِيْنَتِهِنَّ ۭ وَتُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا
اَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۝

৩২। এবং তুমি মো'মেন নারীদিগকে বল, তাহারাও যেন নিজেদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং নিজেদের লজ্জাস্থানসমূহের হিফাযত করে এবং নিজেদের সৌন্দর্যকে প্রকাশ না করে, কেবল উহা ব্যতিরেকে যাহা স্বতঃই প্রকাশ পায়; এবং তাহারা উড়নাগুলিকে নিজেদের বক্ষঃদেশের উপর টানিয়া লয়, এবং তাহারা যেন তাহাদের স্বামীগণ অথবা তাহাদের পিতাগণ অথবা তাহাদের স্বামীর পিতাগণ অথবা তাহাদের পুত্রগণ অথবা তাহাদের স্বামীর পুত্রগণ অথবা তাহাদের ভ্রাতাগণ অথবা তাহাদের ভ্রাতুষ্পুত্রগণ অথবা নিজেদের ভগ্নী-পুত্রগণ অথবা তাহাদের সমশ্রেণীর নারীগণ[২০৪৩-খ] অথবা তাহারা যাহাদের মালিক হইয়াছে তাহাদের ডান হাত অথবা পুরুষদের মধ্য হইতে যৌন-কামনাবিহীন অধীনস্থ ব্যক্তিগণ অথবা নারীদের গোপন বিষয়সমূহ সম্বন্ধে অজ্ঞ বালকগণ ব্যতীত অপর কাহারও নিকট নিজেদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। এবং তাহাদের গোপন সৌন্দর্য প্রকাশের উদ্দেশ্যে যেন তাহারা সজোরে পা দিয়া আঘাত না করে। এবং হে মো'মেনগণ! তোমরা সকলে আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তন কর যেন তোমরা সফলকাম হইতে পার।[২০৪৪]

২০৪৩-খ। সম্ভ্রম শীল ও ভদ্র স্ত্রীলোক।

২০৪৪। যেহেতু ইসলামী পর্দা সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞানের অভাব এবং অতি মাত্রায় ভুল বোঝাবুঝি (এমনকি মুসলমানগণের মধ্যেও) বিরাজ করে, সেই কারণে বহু বিতর্কিত এই বিষয়টির উপর এস্থলে কিছু বিস্তারিত ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে। নিম্নে উল্লেখিত আয়াতগুলিতে পর্দা সম্পর্কিত বিষয়ে আলোচিত হইয়াছেঃ-

(১) "এবং তুমি মো'মেন নারীদিগকে বল তাহারাও যেন নিজেদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং নিজেদের লজ্জাস্থানসমূহকে হিফাযত করে.....আয়াত শেষ পর্যন্ত (২৪ঃ৩২ অর্থাৎ তফসীরাধীন আয়াত)।

(২) "হে নবী! তুমি তোমার পত্নীগণকে, তোমার কন্যাগণকে এবং মো'মেনগণের পত্নীগণকে বল, যেন তাহারা তাহাদের চাদরকে নিজেদের উপর (মাথা হইতে টানিয়া বক্ষঃদেশ) পর্যন্ত ঝুলাইয়া লয়, এতদ্বারা তাহাদের পরিচয় অত্যন্ত সহজ হইবে এবং তাহাদিগকে কষ্ট দেওয়া হইবে না" (৩৩ঃ৬০)।

এই আয়াতে (৩৩ঃ৬০) আরবী শব্দ 'জালাবীব্' এক বচনে 'জিলবাব' যাহার অর্থ বহিরাবরণ বা চাদর (লেইন)।

(৩) "হে নবী(সাঃ)-এর পত্নীগণ! তোমরা কোন সাধারণ নারীগণের মত নহ যদি তোমরা তাক্ওয়া অবলম্বন করিয়া চল; অতএব তোমরা চাপা মিহিসুরে কথা বলিও না, নতুবা যাহার অন্তরে ব্যাধি আছে সে প্রলুব্ধ হইতে পারে এবং সদা ন্যায়-সঙ্গত কথা বলিও। এবং তোমরা নিজ নিজ গৃহে অবস্থান করিও এবং পূর্বতন অজ্ঞযুগের পদ্ধতিতে নিজেদের সৌন্দর্য প্রকাশ করিও না,..... (৩৩ঃ৩৩-৩৪)।

(৪) "হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমাদের ডান হাত যাহাদের অধিকারী হইয়াছে তাহারা এবং তোমাদের মধ্য হইতে যাহারা এখনও প্রাপ্ত বয়সে পৌঁছায় নাই তাহারা যেন তিন সময়ে তোমাদের নিকট হইতে অনুমতি গ্রহণ করে (এবং তোমাদের শয়ন কক্ষে প্রবেশ করে), ফজরের নামাযের পূর্বে এবং দ্বিপ্রহরের সময় যখন তোমরা তোমাদের পোশাক খোল এবং ইশার নামাযের পর;.....(২৪ঃ৫৯)।

উপরোক্ত চারটি আয়াত হইতে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তসমূহ উদ্ভূত হয়ঃ

(ক) মুসলমান নারী যখন বাহিরে যায় তাহাদিগের 'জিলবাব' অর্থাৎ বহিরাবরণ পরিধান করা আবশ্যক, যদ্দারা মাথা হইতে বক্ষঃদেশ পর্যন্ত সমস্ত দেহ ঢাকিয়া যায়। ইহাই কুরআন মজীদে বর্ণিত 'ইউদ্নীনা আলায়হিন্না মিন জালাবীবিহিন্না' (৩৩ঃ৬০)। বাহ্যিক দেহাবরণ ব্যবহার করার উদ্দেশ্য হইতেছে একজন মুসলমান স্ত্রীলোককে সন্দেহজনক চরিত্রের লোকের জলন্ত দৃষ্টি বা উত্ত্যক্ত করা অথবা অন্য কোন ঝামেলাপূর্ণ

মানসিক যন্ত্রণার হাত হইতে রক্ষা করা ।

(খ) মুসলমান পুরুষ এবং নারী পরস্পরের সহিত সাক্ষাতে তাহাদের দৃষ্টি সংযত রাখিবে ।

(গ) তৃতীয় আদেশটি, আপাতঃ দৃষ্টিতে যদিও নবী করীম (সাঃ)-এর প্রতি প্রযোজ্য তবু ইহা কুরআন মজীদের রীতি অনুযায়ী অন্যান্য মুসলমান স্ত্রীলোকদিগকেও অন্তর্ভুক্ত করে । 'এবং তোমরা নিজ গৃহে অবস্থান করিও' (৩৩ঃ৩৪) কথাগুলির পরোক্ষ প্রকাশ এই যে, প্রয়োজনে স্ত্রীলোকেরা ঘরের বাহিরে যাইতে পারে, কিন্তু পক্ষান্তরে তাহাদের প্রধান ও মুখ্য কর্মক্ষেত্র হইল গৃহাভ্যন্তর ।

(ঘ) উল্লেখিত তিনটি সময়ে, এমনকি শিশুদেরও তাহাদের পিতামাতার একান্ত কক্ষে প্রবেশ নিষিদ্ধ, পারিবারিক ভৃত্য বা কৃতদাসীরও মালিকের শয়ন কক্ষে উল্লেখিত নির্দিষ্ট সময়ে প্রবেশের অনুমতি নাই ।

প্রথম আদেশ স্ত্রীলোকদের বাহিরে যাওয়ার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত । বাড়ীর বাহিরে যাওয়ার সময় তাহারা দেহের বহিরাবরণ (বোরকা বা চাদর ইত্যাদি) পরিধান করিবে যাহাতে সমস্ত শরীর ঢাকিয়া যায় । দ্বিতীয় আদেশ 'পর্দা' সম্পর্কে বুনিয়াদিভাবে ঘরের চারি দেওয়ালের মধ্যে যখন নিকট পুরুষ আত্মীয়গণ বার বার আসা যাওয়া করে । সেই ক্ষেত্রে পুরুষ এবং নারীকে তাহাদের দৃষ্টি সংযত রাখা আবশ্যক এবং নারীর জন্য অতিরিক্ত সতর্কতা প্রয়োজন যাহাতে তাহাদের 'যিনাত' অর্থাৎ দেহের পোশাকের ও অলংকারের সৌন্দর্য প্রকাশ করা না হয় । সেই সময় তাহাদিগকে 'জিল্‌বাব' (বোরকা ইত্যাদি) পরিধান করা আবশ্যকীয় নহে। কারণ খুবই নিকট স্বগোত্রীর লোকজনের অবাধ এবং সচরাচর গমনাগমনের মধ্যে এইরূপ করা বিরক্তিকর এবং অসম্ভবও । বর্ণনার প্রসঙ্গে ইহাই মনে হয় যে, এই হুকুম বাসগৃহের অভ্যন্তরের 'পর্দা' সম্পর্কিত, কারণ তফসীরাধীন আয়াতে উল্লেখিত ব্যক্তিগণ নিকটতম আত্মীয়, যাহারা তাহাদের জ্ঞাতি লোকদের বাড়ীতে সাধারণতঃ যাওয়া আসা করে । নিকট আত্মীয় ছাড়া ইহাতে চার প্রকার লোকের কথা বলা হইয়াছে, যথা শালীন মহিলা, বৃদ্ধ চাকর, কৃতদাসী এবং অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক । তাহাদের বিশেষ উল্লেখ এই অনুমানের উপরেই অতিরিক্ত জোর দেয় যে, আয়াতের নির্দেশ বাড়ীর চার দেয়ালের ভিতরের পর্দা সম্পর্কযুক্ত । প্রথমোক্ত আদেশ বাড়ীর বাহিরের 'পর্দা' বুঝায় এবং দ্বিতীয় আদেশ মূলতঃ অভ্যন্তরের 'পর্দা' বুঝায় । ইহা সংশ্লিষ্ট আয়াত অর্থাৎ ৩৩ঃ৬০ এবং তফ্‌সীরাধীন আয়াতসমূহে দুই প্রকার 'পর্দার' জন্য ভিন্ন ভিন্ন শব্দ ব্যবহারের দ্বারা সুস্পষ্ট করিয়া দিয়াছে । কার্যতঃ ৩৩ঃ৬০ আয়াত অনুযায়ী স্ত্রীলোক বাড়ীর বাহির গেলে তাহাকে জিলবাব্ (বহিরাবরণ) পরিধান করিতে হয়, কিন্তু পক্ষান্তরে গৃহাভ্যন্তরে যখন নিকটাত্মীয়রা আসা-যাওয়া করে তখন তাহাকে 'খিমার' (মাথার ঘোমটা) ব্যবহার করিতে হয় । তদুপরি ৩৩:৬০ আয়াতে যেখানে ব্যবহৃত শব্দসমূহ হইতেছে 'ইউদ্‌নীনা আলায়হিন্না মিন যালাবিবিহিন্না' অর্থাৎ তাহাদের বহিরাবরণ আলম্বিত করিতে বলা হইয়াছে (জিলবাব্ এবং ইউদ্‌নীনান সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন ৩৩:৬০); এখানে তফসীরাধীন আয়াতে বলা হইয়াছে 'ইয়াযরিব্‌না বিখুমু রিহিন্না আলা 'জুইয়ূবিহিন্না', অর্থাৎ তাহাদের উড়নাগুলিকে বক্ষঃদেশের উপর দিয়া প্রলম্বিত করিতে হইবে। ইহা স্পষ্ট যে, প্রথমোক্ত ব্যাপারে যখন পোশাক, মাথা, মুখমণ্ডল ও বক্ষঃদেশ ঢাকিয়া দিবে, তখন দ্বিতীয়টিতে কেবল মাথা ও বক্ষঃদেশ ঢাকা পড়িবে এবং মুখমণ্ডল উন্মুক্ত রাখিতে পারিবে ।

আলোচনা প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখ্য যে, যেমন উপরে বর্ণিত হইয়াছে যে, বাহিরে যাওয়ার সময় একজন মহিলাকে যে ধরণের লম্বা ও ঢিলা পোশাক পরিধান করা আবশ্যক যাহা তাহার সমস্ত শরীর ঢাকিয়া রাখিবে, উহার গঠন এবং আকার-আকৃতি মুসলমান সমাজের রীতি, অভ্যাস, সামাজিক মর্যাদা, পারিবারিক ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতি অনুযায়ী ভিন্ন রূপ হইবে । গৃহাভ্যন্তরে 'পর্দা' সম্পর্কিত নির্দেশ দোকান-পাট, মাঠ-ঘাট ইত্যাদির বেলায়ও প্রযোজ্য হইবে। যেখানে মুসলিম সমাজের কোন শ্রেণীর নারীদেরকে নিজেদের জীবিকা অর্জনের কাজ করিতে হয়, সেই ক্ষেত্রে একজন স্ত্রীলোককে মুখ ঢাকিবার প্রয়োজন হইবে না । সে কেবল নিজের দৃষ্টি সংযত রাখিবে এবং তাহার যীনত' অর্থাৎ দেহের গহনাদি ও অন্যান্য সৌন্দর্য ঢাকিয়া রাখিবে, যেমন ঘরের ভিতরে নিকট পুরুষ আত্মীয়-স্বজনের সাক্ষাতে করিতে হয় ।

তৃতীয় নির্দেশ মতে অপরিচিত পুরুষের সহিত কথা বলার সময় নারীর পক্ষে গাম্ভীর্যপূর্ণ আচরণ প্রদর্শন করা আবশ্যক এবং তাহাদের জন্য ইহাই আবশ্যক যে, তাহারা নিজ জাতির হিত সাধনে এবং গৃহস্থালী বিষয়ের ব্যবস্থাপনায় এবং সন্তান পালন এবং তদ্‌সম্বন্ধযুক্ত বিষয়াদির উপর নজর রাখার সঙ্গে সম্পৃক্ত গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় কর্তব্যের প্রতি পূর্ণ মনযোগ দিবে । চতুর্থ হুকুম স্বামী এবং স্ত্রীকে নির্দেশ দান করে যে, তাহাদের শয়নকক্ষ, যতদূর সম্ভব, পরিবারের অন্যান্য সদস্যদিগের নিকট হইতে পৃথক রাখা, যেখানে ৫৯ আয়াতে বর্ণিত সময়ে, এমনকি নাবালেগ ছেলেদেরও প্রবেশের অনুমতি নাই ।

তফসীরাধীন আয়াতে ব্যবহৃত 'যীনাত' শব্দ স্বাভাবিক এবং কৃত্রিম উভয় সৌন্দর্যকে অন্তর্ভুক্ত করে— দৈহিক সৌন্দর্য, পোশাক ও অলংকারের সৌন্দর্য । 'উহা ব্যতিরেকে যাহা স্বতঃই প্রকাশ পায়' উক্তিটি ঐ সমস্ত বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করে যাহা একজন মহিলার পক্ষে ঢাকিয়া রাখা সম্ভব নহে, যেমন তাহার কণ্ঠস্বর, তাহার চলনভঙ্গি অথবা তাহার দৈহিক উচ্চতা এবং তাহার শরীরের অংশ বিশেষও, যাহা তাহার সামাজিক পদমর্যাদা, পারিবারিক ঐতিহ্য, তাহার পেশা ও সমাজের রীতি-নীতি অনুযায়ী তাহাকে খোলা রাখিতে হয়। দেহের কোন কোন অংশ উন্মুক্ত রাখার যে অনুমতি তাহা বিশেষ অবস্থা সাপেক্ষ । অতএব 'তাহারা যেন নিজেদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে' কথাগুলি সমাজের বিভিন্ন স্তরের এবং বিভিন্ন অংশের স্ত্রীলোকগণের জন্য ভিন্ন ভিন্ন গুরুত্ব প্রকাশক এবং জাতির প্রথা ও জীবন-যাত্রার প্রণালী এবং পেশার পরিবর্তনের সঙ্গে ইহার

وَاَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَآئِكُمْ ؕ اِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ؕ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿٣٢﴾

৩৩। এবং তোমাদের মধ্যে বিধবা[২০৪৫] এবং তোমাদের দাস এবং দাসীগণের মধ্যে যাহারা সৎ, তোমরা তাহাদের বিবাহ করাও। যদি তাহারা অভাবগ্রস্ত হয়, তাহা হইলে আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহ দ্বারা তাহাদিগকে সচ্ছল করিবেন। বস্তুতঃ আল্লাহ্ প্রাচুর্যের অধিকারী, সর্বজ্ঞানী।

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ نِكَاحًا حَتّٰى يُغْنِيَهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ؕ وَالَّذِيْنَ يَبْتَغُوْنَ الْكِتٰبَ مِمَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوْهُمْ اِنْ عَلِمْتُمْ فِيْهِمْ خَيْرًا ۖ وَّاٰتُوْهُمْ مِّنْ مَّالِ اللّٰهِ الَّذِيْٓ اٰتٰىكُمْ ؕ وَلَا تُكْرِهُوْا فَتَيٰتِكُمْ عَلَى الْبِغَآءِ اِنْ اَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوْا عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ؕ وَمَنْ يُّكْرِهْهُّنَّ فَاِنَّ اللّٰهَ مِنْۢ بَعْدِ اِكْرَاهِهِنَّ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٣٣﴾

৩৪। এবং যাহাদের বিবাহ করিবার সামর্থ্য নাই, তাহারা যেন পবিত্রতা রক্ষা করিয়া চলে যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহ্ তাহাদিগকে নিজ অনুগ্রহ দ্বারা সামর্থ্যবান করিয়া দেন। এবং তোমাদের ডান হাত যাহাদের মালিক হইয়াছে তাহাদের মধ্য হইতে যাহারা 'মুকাতেবত[২০৪৬] (মুক্তি-পণ ধার্য) করিতে চাহে, তোমরা তাহাদের মধ্যে কোন কল্যাণ দেখিলে তাহাদের সহিত মুকাতেবত কর, এবং আল্লাহ্‌র সেই ধন-সম্পদ হইতে যাহা তিনি তোমাদিকে দান করিয়াছেন, তোমরা তাহাদিগকে দান কর। এবং তোমরা যাহাতে পার্থিব ধন-সম্পদ লাভ করিতে পার তজ্জন্য তোমাদের দাসীগণকে (বিবাহ না করাইয়া দেওয়ার দরুণ) ব্যভিচারী জীবন যাপনে বাধ্য করিও না যখন তাহারা সতীত্ব রক্ষা করিয়া চলিতে চাহে। এবং যে কেহ তাহাদিগকে বাধ্য করিবে সেক্ষেত্রে তাহারা বাধ্য হওয়ার পর আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

وَلَقَدْ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكُمْ اٰيٰتٍ مُّبَيِّنٰتٍ وَّمَثَلًا مِّنَ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿٣٤﴾

৩৫। এবং আমরা তোমাদের প্রতি সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী নাযেল করিয়াছি এবং তোমাদের পূর্বে যাহারা গত হইয়াছে তাহাদের দৃষ্টান্ত (বর্ণনা করিয়াছি) এবং মুত্তাকীগণের জন্য উপদেশও (বর্ণনা করিয়াছি)। ৪ [৮] ১০

অর্থেও পরিবর্তন ঘটিবে। 'এবং তাহাদের গোপন সৌন্দর্য প্রকাশের উদ্দেশ্য যে, তাহারা পা দিয়া আঘাত না করে' (২৪ঃ৩২) উক্তিটি প্রতিপন্ন করে যে, জনসাধারণ্যে প্রকাশ্য নাচ, যাহা কোন কোন দেশে অত্যধিক প্রচলিত, তাহার অনুমতি ইসলাম কোন মতেই দেয় না।

ইহা হইল 'পর্দা' সম্বন্ধে ইসলামী ধারণা। এই ধারণা মতে মুসলমান নারী তাহার যুক্তি-সম্মত প্রয়োজনে বাহিরে যাইতে পারে, কিন্তু তাহাদের প্রাথমিক ও প্রধান কর্তব্য তাহাদের বাড়ীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা যাহা বাহিরে পুরুষের কাজের ন্যায় প্রয়োজনীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ। নারী যদি পুরুষের পেশা গ্রহণ করে তাহা হইলে তাহারা প্রকৃতিকে অস্বীকার করে এবং প্রকৃতি কোন প্রকারেই ইহার বিধান লংঘন করিতে দেয় না।

২০৪৫। 'আইয়ামা' বহুবচন, একবচনে 'আঈম' অর্থঃ সে কুমারীই হউক বা না হউক, বা সে পূর্বে বিবাহিতা হইয়া থাকুক বা অবিবাহিতা; স্বাধীনা স্ত্রীলোক (লেইন); এমন পুরুষ যাহার কোন স্ত্রী নাই (মুফরাদাত)। বিধবা ও কুমারীগণের বিবাহের উপর শক্তভাবে জোর দেওয়া হয়। প্রকৃতপক্ষে ইসলাম অবিবাহিত অবস্থাকে খুব বেশী অপসন্দ করে এবং বিবাহিত অবস্থাকে স্বাভাবিক ও প্রকৃতি-সম্মত বলিয়া বিবেচনা করে। হযরত নবী করীম (সাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, "বিবাহ আমার সুন্নত এবং যে কেহ আমার সুন্নতের খেলাফ করে এবং অমান্য করে সে আমা হইতে নহে" (মুসলিম, কিতাবুন্ নিকাহ্)।

২০৪৬। 'মুকাতাবা' (কৃতদাসত্ব মোচন) একটি লিখিত চুক্তি-নামা যদ্দারা একজন কৃতদাস বা দাসী তাহার দাসত্বের বন্ধন হইতে স্বাধীনভাবে মালিকের পসন্দ বা অপসন্দকে গ্রহণ না করিয়া মুক্তি লাভ করিতে পারে। এই চুক্তি অনুযায়ী একটি কৃতদাসের মুক্তির বিনিময়ে এক নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা বা শ্রম ধার্য করা হয়।

اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ مَثَلُ
نُوْرِهٖ كَمِشْكٰوةٍ فِيْهَا مِصْبَاحٌ ؕ اَلْمِصْبَاحُ
فِيْ زُجَاجَةٍ ؕ اَلزُّجَاجَةُ كَاَنَّهَا كَوْكَبٌ
دُرِّيٌّ يُّوْقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّبٰرَكَةٍ زَيْتُوْنَةٍ
لَّا شَرْقِيَّةٍ وَّلَا غَرْبِيَّةٍ ۙ يَّكَادُ زَيْتُهَا
يُضِيْٓءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ ؕ نُوْرٌ عَلٰى
نُوْرٍ ؕ يَهْدِى اللّٰهُ لِنُوْرِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ؕ
وَيَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ ؕ وَاللّٰهُ
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿٣٦﴾

৩৬। আল্লাহ্ আকাশসমূহের এবং পৃথিবীর নূর ;[২০৪৬-ক] তাহার নূরের উপমা হইল একটি[২০৪৬-খ] তাক সদৃশ, যাহার মধ্যে একটি প্রদীপ আছে,[২০৪৬-গ] সেই প্রদীপটি একটি গোলাকার কাঁচের চিমনির মধ্যে আছে, সেই কাঁচের চিমনিটি এমনই দীপ্তিমান, যেন উহা একটি উজ্জ্বল তারকা। উহা (প্রদীপটি) এক এমন বরকতপূর্ণ যায়তূন বৃক্ষের (তৈল) দ্বারা প্রজ্বলিত হয়, যাহা পূর্বেরও নহে পশ্চিমেরও নহে (বরং উহা সারা বিশ্বের জন্য), উহার তৈল এমন যেন এক্ষণই উহা (স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে) জ্বলিয়া উঠিবে যদিও অগ্নি উহাকে স্পর্শ না করে। নূরের উপর নূর ! আল্লাহ্ যাহাকে চাহেন নিজের নূরের দিকে পরিচালিত করেন। এবং আল্লাহ্ মানব-মণ্ডলীর জন্য উপমাসমূহ বর্ণনা করেন ; বস্তুতঃ আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞানী।[২০৪৭]

২০৪৬-ক। 'নূর' অর্থ আলো, অন্ধকারের বিপরীত। ইহার মর্ম 'যিয়া' অপেক্ষা বেশী ব্যাপক, অধিক গভীর এবং স্থায়ী (লেইন)।

২০৪৬-খ। 'মিশকাত' অর্থ দেওয়াল-গাত্রের কোটর, অর্থাৎ দেওয়ালের গায়ের গর্ত যাহাতে প্রদীপ রাখিলে অন্য স্থানে রাখা অপেক্ষা অধিক আলো দান করে; বাতি রাখার থাম বা স্তম্ভ (লেইন)।

২০৪৬-গ। 'যুজাজাহ্' অর্থ কাঁচ, কাঁচের চিমনি বা গোলক (লেইন)।

২০৪৭। আয়াতটি একটি চমৎকার রূপক। ইহা তিনটি বিষয়ের প্রকাশক— প্রদীপ, কাঁচের চিমনি এবং দেওয়াল গাত্রস্থ কোটর বা তাক। ঐশী পবিত্র আলো এই তিনটি জিনিসের মধ্যে সীমাবদ্ধ, যাহা রূপকে বর্ণিত হইয়াছে, সেগুলি একত্রিত হইলে ইহার ঔজ্জ্বল্য এবং দীপ্তি পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। 'প্রদীপ' হইল আলোর যথার্থ উৎস, কাঁচের চিমনি যাহা প্রদীপের ঢাকনা স্বরূপ দমকা বাতাসের ঝাপ্‌টায় নিভিয়া যাওয়া হইতে ইহার আলোককে রক্ষা করে এবং ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি করে এবং দেওয়াল-গাত্রের ফোঁকর আলোককে সুরক্ষিত করে। এই উপমা বৈদ্যুতিক টর্চের সঙ্গে যথাযথভাবে তুলনীয়, যাহার অপরিহার্য অংশগুলি হইতেছে বৈদ্যুতিক তার যাহা আলো প্রজ্বলিত করে, বাল্ ইহাকে সুরক্ষিত করে এবং প্রতিফলক আলোককে বিস্তৃত ও বিকীর্ণ করে এবং পরিচালন করে আধ্যাত্মিক পরিভাষায় তিনটি বস্তু—'প্রদীপ','কাঁচের চিমনি'এবং'দেওয়াল গাত্রস্থ কোটর'— যথাক্রমে প্রদীপ অর্থাৎ ঐশী নূর বা আলো,আল্লাহ্‌তা'লার প্রেরিত-নবী রসূলগণ হইতেছেন কাঁচের চিমনি স্বরূপ যাহারা সেই নূরকে বিলুপ্তি হইতে সুরক্ষিত করেন এবং আলোর বিস্তার ও ঔজ্জ্বল্যকে বৃদ্ধি করেন এবং মিশকাত অর্থাৎ দেওয়াল-কোটর হইতেছে নবীদের খলীফা বা প্রতিনিধিগণ, যাহারা এই ঐশী আলো বিকীর্ণ করেন ও প্রচার করেন এবং জগদ্বাসীকে পথ-প্রদর্শনের জন্য এবং আলোকিত করার লক্ষ্যে পরিচালনা করেন। এই আয়াত আরো ঘোষণা করে যে, প্রদীপ জ্বলিতে ব্যবহৃত তৈল (যয়তুন) এরূপ নির্ভেজাল ও সহজ দাহ্য যে, না জ্বলিলেও ইহাতে (তৈল) অকস্মাৎ শিখা বিস্ফোরিত হয়। এই তৈল এক প্রকার বৃক্ষের নির্যাস হইতে প্রস্তুত—সেই বৃক্ষ যাহা না প্রাচ্যের না পাশ্চাত্যের, ইহা কোন বিশেষ গোষ্ঠী বা জাতির পক্ষে বা বিপক্ষে বৈষম্যমূলক আচরণ করে না।

এই আয়াতের অন্য এক ব্যাখ্যাও হইতে পারে। আয়াতে বর্ণিত নূর বা আলো পবিত্র নবী করীম (সাঃ)- এর জন্য ব্যবহৃত বলিয়া ধরিয়া নেওয়া যাইতে পারে, কারণ কুরআনে তাঁহাকে নূর হিসাবে অভিহিত করা হইয়াছে (৫ঃ১৬)।এই অর্থে দেওয়াল গাত্রস্থ কোটরীর মর্ম হইবে নবী করীম (সাঃ)- এর হৃদয় এবং প্রদীপ তাঁহার সর্বাধিক বিশুদ্ধ ও নিষ্কলংক স্বভাব যাহা সর্বোৎকৃষ্ট ও মহোত্তম সদ্‌গুণাবলীর দ্বারা সমৃদ্ধ এবং কাঁচের মর্মার্থ এই যে, পবিত্র আলো যদ্দারা তাঁহার চরিত্র বিভূষিত করা হইয়াছে তাহা স্ফটিকের ন্যায় স্পষ্ট এবং উজ্জ্বল। যখন আল্লাহ্‌তা'লার ওহীর নূর নবী করীম (সাঃ)-এর স্বভাবের আলোর উপর নামিয়া আসিত, তখন উহা দ্বিগুণ তুল্য আলোর বন্যা হইয়া উদ্ভাসিত হইত, যাহাকে কুরআনের ভাষায়'নূরুন আলা নূর'অর্থাৎ আলোর উপরে আলোতুল্য বর্ণিত হইয়াছে। আঁ- হযরত (সাঃ)-এর এই নূর পরিপুষ্ট হইত এক প্রকার তৈল দ্বারা যাহা পবিত্র বলিয়া ঘোষিত এক প্রকার বৃক্ষ হইতে উদ্ভূত হইয়াছিল অর্থাৎ রসূল করীম (সাঃ)-এর নূর কেবল উজ্জ্বল ও দীপ্তমানই ছিল না,অধিকন্তু প্রচুর ও দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত এবং অনন্ত ছিল (যেমন 'মুবারাকা' শব্দে বুঝায়) এবং লক্ষ্য ছিল প্রাচ্য এবং প্রাশ্চাত্য উভয়কে আলোকিত করা। তদুপরি, মহানবী (সাঃ)-এর হৃদয় এতই পবিত্র ছিল এবং তাঁহার প্রকৃতি এরূপ সহজাত মহৎ গুণসম্পন্ন ছিল যে, পবিত্র ওহীর নূর তাঁহার উপর অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বেই মহৎ প্রচার কার্যের দায়িত্ব পালনে তিনি প্রায় উপযুক্ত ছিলেন। ইহাই হইতেছে 'উহার তৈল এমন যেন এক্ষণই উহা স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে জ্বলিয়া উঠিবে যদিও অগ্নি উহাকে স্পর্শ না করে' উক্তিটির অন্তর্নিহিত মর্ম। এই রূপকের আরো একটি ব্যাখ্যা থাকিতে পারে। আয়াতের 'দেওয়াল কোটর' মানুষের শরীরকে বলা যায়। মানবদেহ আপন অভ্যন্তরে সাহস বা কর্মশক্তি ধারণা করে

فِيْ بُيُوْتٍ اَذِنَ اللّٰهُ اَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهٗ ۙ يُسَبِّحُ لَهٗ فِيْهَا بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ ﴿٣٧﴾

৩৭ । (এই নূর)এমন গৃহসমূহে আছে যাহাদিগকে উন্নীত করার এবং উহাদের মধ্যে তাহার নাম উচ্চারিত করার জন্য আল্লাহ্ আদেশ দিয়াছেন । প্রভাতে ও সন্ধ্যায় ঐগুলির মধ্যে তাঁহার পবিত্রতা ঘোষণা করে—[২০৪৭-ক]

رِجَالٌ ۙ لَّا تُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ وَّلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَاِقَامِ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَآءِ الزَّكٰوةِ ۙ يَخَافُوْنَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيْهِ الْقُلُوْبُ وَالْاَبْصَارُ ﴿٣٨﴾

৩৮ । এমন লোক, যাহাদিগকে ব্যবসা বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহ্র স্মরণ হইতে এবং নামায কায়েম ও যাকাত প্রদান[২০৪৮] হইতে অমনোযোগী করিতে পারে না । তাহারা সেই দিনকে ভয় করে যেদিন অন্তরসমূহকে এবং দৃষ্টিসমূহকে উল্টা পাল্টা করিয়া দেওয়া হইবে;

لِيَجْزِيَهُمُ اللّٰهُ اَحْسَنَ مَا عَمِلُوْا وَيَزِيْدَهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ۗ وَاللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٣٩﴾

৩৯ । যেন আল্লাহ্ তাহাদিগকে তাহাদের কৃত-কর্মের সর্বোত্তম প্রতিদান দেন এবং নিজ অনুগ্রহ দ্বারা তাহাদিগকে আরও বাড়াইয়া দেন । এবং আল্লাহ্ যাহাকে চাহেন বেহিসাব রিয্ক দান করেন ।

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍۢ بِقِيْعَةٍ يَّحْسَبُهُ الظَّمْاٰنُ مَآءً ۗ حَتّٰٓى اِذَا جَآءَهٗ لَمْ يَجِدْهُ شَيْـًٔا وَّوَجَدَ اللّٰهَ عِنْدَهٗ فَوَفّٰىهُ حِسَابَهٗ ۗ وَاللّٰهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿٤٠﴾

৪০ । এবং যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহাদের কৃত-কর্মসমূহ বিশাল মরুভূমিতে অবস্থিত মরীচিকার ন্যায়, যাহাকে তৃষ্ণার্ত ব্যক্তি পানি মনে করে । এমন কি সে যখন উহার নিকট পৌঁছে তখন সে উহাকে দেখে যে উহা কিছুই নহে । এবং আল্লাহ্কে নিজের নিকটে দেখিতে পায়, তখন আল্লাহ্ তাহাকে তাহার হিসাব পূর্ণ মাত্রায় চুকাইয়া দেন;বস্তুতঃ আল্লাহ্ হিসাব গ্রহণে অতি তৎপর ।

যাহা দেহের ইন্দ্রিয়াদির মাধ্যমে নিজকে সৃষ্টি করিয়া প্রকাশ করে । দেওয়াল-কোটরীর মতই মানুষের দেহ আলোরূপ শক্তিকে সংরক্ষিত করে এবং ইহার অভিব্যক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করে । অর্থাৎ মানবদেহ 'মিসবাহ' বা আত্মার প্রদীপটি ধারণ করে যাহা মানবের অন্তরকে আলোকিত করে এবং ইহাকে আল্লাহ্তা'লার সংস্পর্শে আনয়ন করে । এই প্রদীপটি একটি 'যুজাজাতে' (কাঁচের গ্লোব বা চিমনিতে) রক্ষিত, যাহা ইহাকে ক্ষতি এবং অমঙ্গল হইতে রক্ষা করে এবং ইহার উজ্জ্বল আলো প্রতিফলিত করে । এই 'যুজাজাহ্' বা কাঁচরূপী মানবমস্তিষ্কের গঠন প্রণালী এতই নিঁখুত যে, কোন কোন দার্শনিক এইরূপ চিন্তা করিয়াছেন যে, ইহাই ঐশী আলোর চরম উৎস । 'এক পবিত্র যায়তুন বৃক্ষ হইতে উদ্ভূত তৈল দ্বারা' অর্থাৎ ঐ সমস্ত মৌলিক এবং পরম সত্য দ্বারা এই আলো বাঁচিয়া থাকে, যেগুলি প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য জাতিগুলির কাহারও একচেটিয়া নহে । এই চিরসত্যগুলি কাহারও একচেটিয়া নহে । এই চিরসত্যগুলি মানবের প্রকৃতির মধ্যেই রোপিত রহিয়াছে এবং এমন কি আল্লাহ্তা'লার ওহী-ইলহামের সাহায্য ব্যতিরেকেও ঐগুলি প্রায় প্রকাশমান হইয়া থাকে ।

২০৪৭-ক । এই আয়াতটি প্রমাণ এবং ভবিষ্যদ্বাণী দুইই বহন করে । ইহার ভবিষ্যদ্বাণী হইল যে, কুরআনের আলোতে আলোকিত ঘরগুলিকে মহিমান্বিত করা হইবে এবং উহার বাসিন্দাগণ সদা আল্লাহ্তা'লার প্রসংশা গাহিবে । ইহাই প্রমাণ স্বরূপ হইবে যে, তাহারা আল্লাহ্র নূরে আলোকিত ।

২০৪৮ । এই আয়াত হযরত রসূল করীম (সাঃ)-এর সাহাবীগণের সাধুতা,ধর্মপরায়ণতা এবং তাহাদের ঐশী-প্রেমের এক প্রামাণ্য দলীল । আয়াত বর্ণনা করে যে, তাহারা হাড়-মাংসে গড়া মানুষ । তাহাদের পার্থিব আকাংখা, বাসনা, পেশা ও বৃত্তি আছে । তাহারা সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী এবং বৈরাগী নহে । এতদ্সত্বেও পার্থিব সকল অভীষ্ট এবং আকর্ষণের মধ্যে থাকিয়াও তাহারা আল্লাহ্তা'লা এবং মানবের প্রতি কর্তব্য পালনে কোন প্রকার অবহেলা করে না ।

أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُّجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ ﴿٤٠﴾

৪১। অথবা (তাহাদের কৃত-কর্মের অবস্থা) গভীর সমুদ্রে বিরাজমান এমন অন্ধকাররাশির ন্যায় যাহাকে তরঙ্গের উপর তরঙ্গ আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে যাহার উপর মেঘমালা রহিয়াছে, এই অন্ধকাররাশি এমন যাহা স্তরে স্তরে পুঞ্জীভূত। যখন কেহ তাহার হাত বাহির করে তখন সে উহা আদৌ দেখিতে পায় না; আল্লাহ্ যাহার জন্য নূর নির্ধারিত করেন নাই তাহার জন্য কোনই নূর নাই।[২০৪৯]

ع ৫ [৬] ১১

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ ۖ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿٤١﴾

৪২। তুমি কি দেখিতেছে না যে তাহারা আল্লাহ্‌রই পবিত্রতা ঘোষণা করিতেছে যাহারা আকাশসমূহে[২০৫০] এবং পৃথিবীতে[২০৫০-ক] আছে এবং পক্ষীকুলও (উহাদের) ডানা বিস্তৃত অবস্থায়?[২০৫০-খ] তাহাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ নামায ও নিজ নিজ তসবীহ জানে।[২০৫১] এবং তাহারা যাহা কিছু করিতেছে আল্লাহ্ উহা খুব ভালভাবে অবগত আছেন।

وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴿٤٢﴾

৪৩। এবং আকাশসমূহের ও পৃথিবীর আধিপত্য একমাত্র আল্লাহ্‌রই, এবং আল্লাহ্‌রই দিকে সকলকে ফিরিয়া যাইতে হইবে।

২০৪৯। পূর্ববর্তী ৩৭-৩৯ আয়াতসমূহে এক শ্রেণীর লোকের সপ্রশংস উল্লেখ রহিয়াছে। তাহারা ঐশী আলোর প্রেমিক এবং আল্লাহ্‌র ধর্মপরায়ণ বান্দা। বর্তমান এবং ঠিক ইহার পূর্ববর্তী আয়াত অন্য এক শ্রেণীর লোকের কথা বলে যাহারা অন্ধকারের অধিবাসী। এক শ্রেণীর মানুষ পবিত্র আলো আলিঙ্গন করে, উহাতে বিচরণ করে এবং ঈর্ষা জাগায়— এরূপ তাহাদের অবস্থা যাহা 'আলোর উপরে আলো' উপমার মধ্যে বর্ণিত হইয়াছে। অপর শ্রেণীটি ঐশী আলো প্রত্যাখ্যান করে,সন্দেহের অন্ধকারে পথ হাতড়াইতেই পসন্দ করে। তাহাদের সকল কর্মকাণ্ড মরীচিকার মত প্রতারণাপূর্ণ এবং অকার্যকর বলিয়া প্রমাণ করে। তাহারা অন্ধকার ভালবাসে,অন্ধকারের পিছনে চলে এবং অন্ধকারেই বাস করে। কাজেই তাহাদের অবস্থা অতি সঙ্গতভাবে এবং স্পষ্টরূপে বর্ণিত হইয়াছে এই কথাগুলিতে—'তাহাদের (কৃত-কর্মের অবস্থা) গভীর সমুদ্রে বিরাজমান এমন অন্ধকাররাশির ন্যায় যাহাকে তরঙ্গের পর তরঙ্গ আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে যাহার উপর মেঘমালা রহিয়াছে, এই অন্ধকাররাশি এমন যাহা স্তরে স্তরে পুঞ্জীভূত'।

২০৫০। আকাশের ফিরিশ্‌তাগণ।

২০৫০-ক। পৃথিবীতে যে সব সজীব এবং নিষ্প্রাণ বস্তু রহিয়াছে যথাঃ মানুষ, পশু, শাক-সব্‌জি এবং খনিজ পদার্থ।

২০৫০-খ। পাখীরা যাহারা বাতাসে উড়ে। আধ্যাত্মিকভাবে প্রকাশ ভঙ্গী তিনটির মর্মঃ (ক) অতি উচ্চ মার্গের আধ্যাত্মিক মর্যাদার লোকজন; (খ) পার্থিব মনের লোকেরা যাহাদের সমস্ত মনোযোগ ও প্রচেষ্টা জাগতিক অভিষ্টলাভে সীমাবদ্ধ এবং যাহাদের আধ্যাত্মিক বিষয়ের জন্য কোন চিন্তা বা সময় নাই; এবং (গ) ঐসকল লোক যাহাদের আত্মিক অবস্থা উপরোল্লিখিত দুই প্রকার অবস্থার মধ্যবর্তী।

২০৫১। 'যাহারা আকাশসমূহে আছে এবং যাহারা পৃথিবীতে আছে তাহারা সকলেই আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ঘোষণা করিতেছে' বাক্যাংশটি যেমন সমগ্র বিশ্বে আল্লাহ্‌তা'লার তৌহীদ এবং পবিত্রতার একক পরিচয় বহন করে,সেইরূপ'তাহাদের প্রত্যেকেই জানে নিজ নিজ নামায ও নিজ নিজ তসবিহ' শব্দগুলি এই সাক্ষ্য বহন করে যে, প্রত্যেক বস্তু এককভাবে এবং পৃথকভাবে আল্লাহ্ কর্তৃক অর্পিত নিজ কর্তব্য বিশ্বস্ততার সঙ্গে পালন করিয়া তাঁহার একত্ব, পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করিয়া চলিয়াছে। 'সালাত' এর অর্থ কর্ম অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে। খোদাতা'লার সম্বন্ধে ব্যবহার হইলে ইহার অর্থ ঐশী করুণা, ফিরিশ্‌তাগণের সম্পর্কে ব্যবহার হইলে মানুষের জন্য খোদার নিকট ক্ষমা-প্রার্থনা এবং মানুষের উদ্দেশ্যে'সালাত' শব্দ ব্যবহৃত হইলে নির্ধারিত রকমের ইবাদত বুঝায় (লেইন)।

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُزْجِيْ سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهٗ ثُمَّ يَجْعَلُهٗ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلٰلِهٖ ۚ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ جِبَالٍ فِيْهَا مِنْۢ بَرَدٍ فَيُصِيْبُ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ وَيَصْرِفُهٗ عَنْ مَّنْ يَّشَآءُ ؕ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهٖ يَذْهَبُ بِالْاَبْصَارِ ﴿۴۳﴾

৪৪। তুমি কি দেখ নাই যে, আল্লাহ্ মেঘমালাকে ধীরে ধীরে পরিচালিত করেন, অতঃপর, উহাদিগকে একত্রে বিন্যস্ত করেন এবং স্তরে স্তরে পুঞ্জীভূত করেন, অতঃপর তুমি উহার মধ্য হইতে বৃষ্টি ধারা ঝরিতে দেখিতে পাও ? এবং এই বৃষ্টি ধারা তিনি আকাশ হইতে—পাহাড় (সদৃশ মেঘমালা) হইতে বর্ষণ করেন যাহার মধ্যে এক প্রকার শিলা থাকে, অতঃপর তিনি যাহাকে চাহেন উহা দ্বারা আঘাত করেন এবং যাহার উপর হইতে চাহেন তিনি উহা সরাইয়া দেন। উহার বিদ্যুৎ-ঝলক যেন দৃষ্টিসমূহকে অপসারণ করিবার উপক্রম করে।[২০৫২]

يُقَلِّبُ اللّٰهُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّاُولِي الْاَبْصَارِ ﴿۴۴﴾

৪৫। আল্লাহ্ রাত্রি ও দিবসের আবর্তন ঘটান।[২০৫৩] নিশ্চয় ইহার মধ্যে **চক্ষুষ্মান** ব্যক্তিগণের জন্য সবিশেষ শিক্ষণীয় বিষয় আছে।

وَاللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ دَآبَّةٍ مِّنْ مَّآءٍ ۚ فَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِيْ عَلٰى بَطْنِهٖ ۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِيْ عَلٰى رِجْلَيْنِ ۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِيْ عَلٰۤى اَرْبَعٍ ؕ يَخْلُقُ اللّٰهُ مَا يَشَآءُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿۴۵﴾

৪৬। আল্লাহ্ সকল প্রাণীকে পানি হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন। উহাদের মধ্যে কতক এমন আছে যাহারা পেটের উপর ভর দিয়া চলে এবং তাহাদের কতক এমন আছে যাহারা দুই পায়ের উপর ভর দিয়া চলে এবং তাহাদের কতক এমনও আছে যাহারা চারি পায়ের উপর ভর দিয়া চলে।[২০৫৪] আল্লাহ্ যাহা চাহেন সৃষ্টি করেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ প্রত্যেক বিষয়ের উপর সর্বশক্তিমান।

لَقَدْ اَنْزَلْنَاۤ اٰيٰتٍ مُّبَيِّنٰتٍ ؕ وَاللّٰهُ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿۴۶﴾

৪৭। নিশ্চয় আমরা সমুজ্জ্বল নিদর্শনসমূহ অবতীর্ণ করিয়াছি। এবং আল্লাহ্ যাহাকে চাহেন সরল-সুদৃঢ় পথে পরিচালিত করেন।

وَيَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالرَّسُوْلِ وَاَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلّٰى فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ ؕ وَمَاۤ اُولٰٓئِكَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۴۷﴾

৪৮। এবং তাহারা বলে, 'আমরা আল্লাহ্ ও এই রসূলের উপর ঈমান আনিয়াছি এবং আনুগত্য করিয়াছি।' কিন্তু ইহার পর তাহাদের মধ্য হইতে এক দল মুখ ফিরাইয়া লয়। বস্তুতঃ ইহারা (কখনও) মো'মেন নহে।

২০৫২। তফসীরাধীন আয়াতের অর্থ এই যে, নাযেলকৃত বিধান কাহারো কাহারো জন্য সময়োপযোগী বৃষ্টির কাজ করে যাহা অত্যন্ত হিতকর, এবং অপর লোকের জন্য শিলা-বৃষ্টি ও ঝড়ের আকারে সমূলে ধ্বংস বহিয়া আনে।

২০৫৩। এই আয়াতের তাৎপর্য এই যে, পূর্ববর্তী আয়াতে বর্ণিত আধ্যাত্মিক উন্নতি সার্বক্ষণিকভাবে এক অবস্থায় থাকে না। কখনো ইহা খুবই দ্রুত, কখনো মন্থর, আবার কখনো বা একেবারে স্তব্ধ হইয়া যায়। মানবের আধ্যাত্মিক অগ্রগতিকে, এই জোয়ার ভাঁটাকে 'কাব্য' (সংকোচন) এবং 'বাস্ত' (সম্প্রসারণ) অথবা আধ্যাত্মিক পরিভাষায় যেমন দিন এবং রাত্রির পর্যায়ক্রম বলা হয়। জগতের প্রত্যেক বস্তু উত্থান এবং পতনের নিয়মাধীন এবং এইরূপেই মানুষের আধ্যাত্মিক ক্রমবিকাশ বা বিবর্ধন হইয়া থাকে।

২০৫৪। এই আয়াত আধ্যাত্মিক ময়দান অতিক্রমকারীর অবধারিত লক্ষ্যে অগ্রগতির প্রকার-প্রকৃতি বর্ণনা করিয়াছে। তাহাদের মধ্যে কাহারো প্রগতি খুবই মন্থর—তাহারা তাহাদের গন্তব্য স্থলের দিকে খোঁড়াইয়া বা হামাগুড়ি দিয়া চলে। অন্যেরা দুই পায়ের উপর ভর দিয়া চলার জন্তুর ন্যায় অপেক্ষাকৃত দ্রুত চলে, আবার তাহাদের অনেকেই চতুষ্পদ প্রাণীর ন্যায় দ্রুত গতিতে ধাবিত হয়। এখানে যাহা আভাস দেওয়া হইতেছে তাহা হইতেছে চলার গতি, পদ্ধতি নহে। চতুষ্পদ জন্তু সচরাচর দ্বিপদ প্রাণী অপেক্ষা গতিতে দ্রুততর। আধ্যাত্মিক সফরকারীগণের

وَاِذَا دُعُوْٓا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اِذَا فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ مُّعْرِضُوْنَ ﴿٤٩﴾

৪৯। এবং যখন তাহাদিগকে আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলের দিকে এই জন্য আহ্বান করা হয় যেন সে তাহাদের মধ্যে মীমাংসা করে, তখন দেখ! সহসা তাহাদের মধ্য হইতে একদল মুখ ফিরাইয়া লয়।

وَاِنْ يَّكُنْ لَّهُمُ الْحَقُّ يَاْتُوْٓا اِلَيْهِ مُذْعِنِيْنَ ﴿٥٠﴾

৫০। এবং যদি এই হক্ (ফয়সালা) তাহাদের পক্ষে যায়, তাহা হইলে তাহারা বিনত হইয়া তাহার নিকট ছুটিয়া আসে।

اَفِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ اَمِ ارْتَابُوْٓا اَمْ يَخَافُوْنَ اَنْ يَّحِيْفَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُوْلُهٗ ؕ بَلْ اُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿٥١﴾ ع ۱۲

৫১। তাহাদের অন্তরে কি কোন ব্যাধি আছে ? অথবা তাহারা সন্দেহ পোষণ করিতেছে ? অথবা তাহারা ভয়[২০৫৫] করিতেছে যে, আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূল তাহাদের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্ব করিয়া অবিচার করিবেন ? নহে, বরং তাহারাই যালেম।

৬ [১০] ১২

اِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذَا دُعُوْٓا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اَنْ يَّقُوْلُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا ؕ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿٥٢﴾

৫২। নিশ্চয় মো'মেনদের উক্তি ইহাই যে, যখন তাহাদের মধ্যে মীমাংসা করিয়া দেওয়ার জন্য তাহাদিগকে আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলের দিকে আহ্বান করা হয়, তখন তাহারা বলে, 'আমরা শুনিলাম এবং আনুগত্য করিলাম।'[২০৫৬] বস্তুতঃ ইহারাই হইবে সফলকাম।

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَخْشَ اللّٰهَ وَيَتَّقْهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ ﴿٥٣﴾

৫৩। এবং যাহারা আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলের আনুগত্য করে এবং আল্লাহ্‌কে ভয় করে এবং তাঁহার তাক্‌ওয়া অবলম্বন করে, তাহারাই কৃতকার্য হয়।

وَاَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ لَئِنْ اَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ ؕ قُلْ لَّا تُقْسِمُوْا ۚ طَاعَةٌ مَّعْرُوْفَةٌ ؕ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٥٤﴾

৫৪। এবং তাহারা দৃঢ়ভাবে আল্লাহ্‌র কসম খায় যে, যদি তুমি তাহাদিগকে আদেশ কর তাহা হইলে তাহারা অবশ্যই বাহির হইবে। তুমি বল, 'তোমরা কসম খাইও না;(তোমাদের নিকট হইতে কেবল) যথোচিত আনুগত্যই হওয়া চাই। তোমরা যাহা কিছু কর সেই সম্বন্ধে নিশ্চয় আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত।'

قُلْ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ ۚ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَّا

৫৫। তুমি বল, 'তোমরা আল্লাহ্‌র আনুগত্য কর এবং এই রসূলের আনুগত্য কর। অতঃপর যদি তোমরা মুখ ফিরাইয়া লও তাহা হইলে এই রসূলের উপর কেবল উহারই দায়িত্ব যাহা

অবস্থাও একই রূপ হইয়া থাকে।

২০৫৫। এই আয়াত ইহাই বুঝায় যে, অবিশ্বাসীগণ আধ্যাত্মিক তিনটি ব্যাধির মধ্যে একটিতে বা সব কয়টিতে ভোগে, অথবা কেহ কেহ একটি রোগে ভোগে এবং অন্যেরা অন্য ব্যাধিগুলিতে পীড়িত হইয়া থাকে। বাস্তব ঘটনা এই যে, মানবের আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে যে তিনটি প্রধান বিষয় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, বিলম্বিত করে এবং প্রতিহত করে ঐগুলি হইতেছে সন্দেহ, ভয় এবং হিংসা।

২০৫৬। তফসীরাধীন এবং সন্নিহিত আয়াতসমূহ ইসলামের মূল সত্য এবং অপরিহার্য নীতির প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিতেছে। অর্থাৎ ইসলাম শরীয়াতের পরিপূর্ণ নিয়মাবলী এবং ইহার আদেশ-নিষেধ মানবজীবনের বিভিন্ন দিকগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে এবং হযরত নবী করীম (সাঃ) মুসলমানদিগের জাতীয় জীবনে সর্ব বিষয়ে চূড়ান্ত কর্তৃত্বের অধিকারী।

حُمِّلْتُمْ ۖ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا ۚ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿٥٥﴾

তাহাকে অর্পণ করা হইয়াছে এবং তোমাদের উপরে কেবল উহারই দায়িত্ব যাহা তোমাদিগকে অর্পণ করা হইয়াছে। যদি তোমরা তাহার আনুগত্য কর তাহা হইলে তোমরা হেদায়াত পাইবে। এবং এই রসূলের দায়িত্ব কেবল সুস্পষ্টভাবে (পয়গাম) পৌঁছাইয়া দেওয়া।

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۖ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ۚ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٥٦﴾

৫৬। তোমাদের মধ্য হইতে যাহারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে, আল্লাহ্ তাহাদের সঙ্গে ওয়াদা করিয়াছেন যে, তিনি অবশ্যই তাহাদিগকে পৃথিবীতে খলীফা নিযুক্ত করিবেন যেভাবে তিনি তাহাদের পূর্ববর্তীগণকে খলীফা নিযুক্ত করিয়াছিলেন; এবং অবশ্যই তিনি তাহাদের জন্য তাহাদের দীনকে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিবেন যাহাকে তিনি তাহাদের জন্য মনোনীত করিয়াছেন, এবং তাহাদের ভয়-ভীতির অবস্থার পর উহাকে তিনি তাহাদের জন্য নিরাপত্তায় পরিবর্তন করিয়া দিবেন; তাহারা আমার ইবাদত করিবে, আমার সঙ্গে কোন কিছুকেই শরীক করিবে না। এবং ইহার পর যাহারা অস্বীকার করিবে, তাহারাই হইবে দুষ্কৃতকারী।[২০৫৭]

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٥٧﴾

৫৭। এবং তোমরা নামায কায়েম কর এবং যাকাত দাও এবং এই রসূলের আনুগত্য কর যেন তোমাদের উপর রহমত বর্ষণ করা যায়।

لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ ۚ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ ۖ وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿٥٨﴾ ع ٧ [٧] ١٣

৫৮। তুমি কখনও ধারণা করিও না যে, যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহারা পৃথিবীতে আমাদিগকে (আমাদের পরিকল্পনায়) ব্যর্থ করিতে পারিবে, তাহাদের আশ্রয়স্থল জাহান্নাম এবং উহা অতিশয় মন্দ পরিণামস্থল।

২০৫৭। যেহেতু খেলাফত সম্বন্ধে বিষয়বস্তুর ভূমিকাস্বরূপ এই আয়াত প্রস্তাবনা স্বরূপ, সেহেতু পূর্ববর্তী ৫২-৫৫ আয়াতগুলিতে আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসূলের আনুগত্যের উপর বার বার জোর দেওয়া হইয়াছে। এই বৈশিষ্ট্য ইসলামে খলীফার অবস্থান এবং মর্যাদার প্রতি ইঙ্গিত বহন করে। আয়াতটিতে এই প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হইয়াছে যে, মুসলমানদিগকে আধ্যাত্মিক এবং পার্থিব নেতৃত্বে অনুগৃহীত করা হইবে। এই প্রতিশ্রুতি সমগ্র মুসলিম জাতিকে দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু খেলাফতের ভিত্তি বা প্রতিষ্ঠান কোন বিশেষ এক স্বতন্ত্র ব্যক্তির মধ্যে স্পষ্টতঃ প্রতীয়মানরূপে স্থাপিত হইবে, যিনি হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর উত্তরাধিকারী হইবেন এবং সমগ্র জাতির প্রতিনিধিত্বকারী হইবেন। খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ওয়াদা স্পষ্ট এবং সন্দেহাতীত। যেহেতু হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এখন মানব জাতির সর্বকালের জন্য একমাত্র পথনির্দেশক, সে কারণেই তাঁহার খেলাফত যে কোন আকারে পৃথিবীতে কেয়ামত পর্যন্ত বিদ্যমান থাকিবে এবং অন্যান্য সকল খেলাফত অচল হইয়া যাইবে। অপরাপর সকল নবীর উপর আঁ-হযরত (সাঃ)-এর অনুপম বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্বসমূহের মধ্যে খেলাফতই হইতেছে সর্বোচ্চ বৈশিষ্ট্য এবং শ্রেষ্ঠত্ব। আমাদের বর্তমান যামানায় আঁ-হযরত (সাঃ)-এর এই সর্বোচ্চ বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্বের প্রতীক 'খেলাফত' পরিলক্ষিত হইতেছে কেবল আহ্‌মদীয়া জামাআতের মধ্যে যাহা আঁ-হযরত (সাঃ)-এর শ্রেষ্ঠতম আধ্যাত্মিক খলীফার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। (দেখুন 'দি লারজার এডিশন অব দি কমেন্টারী' পৃষ্ঠা-১৮৬৯-১৮৭০)।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِيَسْتَاْذِنْكُمُ الَّذِيْنَ مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ وَالَّذِيْنَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلٰثَ مَرّٰتٍ ؕ مِنْ قَبْلِ صَلٰوةِ الْفَجْرِ وَحِيْنَ تَضَعُوْنَ ثِيَابَكُمْ مِّنَ الظَّهِيْرَةِ وَمِنْۢ بَعْدِ صَلٰوةِ الْعِشَآءِ ؕ ثَلٰثُ عَوْرٰتٍ لَّكُمْ ؕ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌۢ بَعْدَهُنَّ ؕ طَوّٰفُوْنَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلٰى بَعْضٍ ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿٥٩﴾

৫৯। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমাদের ডান হাত যাহাদের অধিকারী হইয়াছে তাহারা এবং তোমাদের মধ্যে যাহারা এখনও প্রাপ্ত বয়সে পৌঁছে নাই তাহারা যেন তিন সময় তোমাদের অনুমতি গ্রহণ করে (তোমাদের শয়নকক্ষে প্রবেশ করিবার জন্য) —— ফজরের নামাযের পূর্বে এবং দ্বিপ্রহরের সময় যখন তোমরা তোমাদের পোশাক খুলিয়া রাখ এবং ইশার নামাযের পর;[২০৫৮] এই তিন সময় তোমাদের পর্দার সময়, এই তিন সময় বাদে (ভিতরে যাতায়াতে) তোমাদের জন্য কোন পাপ হইবে না এবং তাহাদের জন্যও কোন পাপ হইবে না, (কারণ) তোমরা পরস্পর একে অপরের নিকট প্রায়ই যাতায়াত করিয়া থাক; এইভাবে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য বিধানসমূহ সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করিয়া থাকেন; বস্তুতঃ আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী, **পরম প্রজ্ঞাময়**।

وَاِذَا بَلَغَ الْاَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَاْذِنُوْا كَمَا اسْتَاْذَنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿٦٠﴾

৬০। এবং যখন তোমাদের ছেলে-মেয়েরা সাবালক হয় তখন তাহারা যেন সেইভাবে অনুমতি লয় যেভাবে তাহাদের পূর্ববর্তী (বয়ঃপ্রাপ্ত) লোকেরা অনুমতি লইত; এইভাবে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য স্বীয় বিধানসমূহ বর্ণনা করেন, এবং আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী, পরম প্রজ্ঞাময়।

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَآءِ الّٰتِيْ لَا يَرْجُوْنَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ اَنْ يَّضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجٰتٍۭ بِزِيْنَةٍ ؕ وَاَنْ يَّسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ ؕ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿٦١﴾

৬১। এবং মহিলাদের মধ্যে যে সকল বৃদ্ধা, যাহারা বিবাহের বাসনা রাখে না,[২০৫৮-ক] তাহাদের উপর কোন পাপ বর্তাইবে না যদি তাহারা সৌন্দর্য প্রদর্শন না করিয়া নিজেদের (উড়নার) কাপড় খুলিয়া রাখে, এবং সংযত থাকাই তাহাদের জন্য উত্তম; বস্তুতঃ আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।

২০৫৮। পূর্ববর্তী ৩২ আয়াতে বর্ণিত 'পর্দা' সম্বন্ধে কুরআন মজীদের চারি জায়গায় পৃথক পৃথকভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। কার্যতঃ ২৪ঃ৩২ আয়াত যখন প্রাথমিক পর্যায়ে গৃহাভ্যন্তরে 'পর্দার' কথা বলে, তখন ৩৩ঃ৬০ আয়াত বাড়ীর বাহিরে এবং জনসাধারণের যাতায়াতের পথে 'পর্দা' সম্পর্কে আলোচনা করে। একইভাবে ৩৩ঃ৩৩-৩৪ আয়াতগুলি সীমাবদ্ধ 'পর্দার' কথা প্রকাশ করে, বিশেষভাবে আঁ-হযরত (সাঃ)-এর পবিত্র স্ত্রীগণের ক্ষেত্রে নির্দেশিত এবং সে কারণেই সকল মুসলমান নারীগণের ক্ষেত্রেও এই বাস্তব অবস্থার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে যে, একজন স্ত্রীলোকের ক্রিয়া-কর্মের প্রধান কেন্দ্র হইল তাহার বাস-গৃহ। যাহা হউক তফসীরাধীন আয়াত আরেক প্রকার 'পর্দা'ও পেশ করে, অর্থাৎ পারিবারিক কর্মচারী বা চাকর এবং নাবালক শিশুদের পক্ষেও তাহাদের মালিক এবং পিতা-মাতার একান্ত কক্ষে আয়াতে উল্লেখিত বিশেষ তিনটি সময়ে বিনানুমতিতে প্রবেশ করা উচিৎ নহে। 'যাহীরা' অর্থ, গ্রীষ্মকালে দ্বিপ্রহরের দাবদাহ; গ্রীষ্মের দুপুর সময়ের কিছু পূর্বে ও কিছু পরে (লেইন)।

২০৫৮-ক। 'কাওয়াইদ' এর বহুবচন 'কাইদ' অর্থ, সন্তান-ধারণ ক্ষমতা যাহার শেষ হইয়া গিয়াছে এবং রজঃস্রাব বন্ধ হইয়া গিয়াছে বা যাহার কোন স্বামী নাই, অথবা বয়সে অতি প্রবীণ এমন বৃদ্ধা স্ত্রীলোককে বুঝায় (লেইন)।

لَيْسَ عَلَى الْاَعْمٰى حَرَجٌ وَّلَا عَلَى
الْاَعْرَجِ حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْمَرِيْضِ
حَرَجٌ وَّلَا عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ اَنْ تَاْكُلُوْا مِنْۢ
بُيُوْتِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اٰبَآئِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ
اُمَّهٰتِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اِخْوَانِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ
اَخَوٰتِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اَعْمَامِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ
عَمّٰتِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اَخْوَالِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ
خٰلٰتِكُمْ اَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَّفَاتِحَهٗٓ اَوْ
صَدِيْقِكُمْ ؕ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ
تَاْكُلُوْا جَمِيْعًا اَوْ اَشْتَاتًا ؕ فَاِذَا دَخَلْتُمْ
بُيُوْتًا فَسَلِّمُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ
عِنْدِ اللّٰهِ مُبٰرَكَةً طَيِّبَةً ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ
اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿٦٢﴾ ع ٨ ٤ ١٤

৬২। অন্ধের উপরও কোন দোষ নাই এবং খঞ্জের উপরও কোন দোষ নাই এবং রুগ্নের উপরও কোন দোষ নাই এবং তোমাদের নিজেদের উপরও (কোন দোষ) নাই যে, তোমরা আহার কর তোমাদের নিজেদের গৃহসমূহ অথবা তোমাদের পিতার গৃহ অথবা তোমাদের মাতার গৃহ অথবা তোমাদের ভ্রাতার গৃহ অথবা তোমাদের ভগ্নীর গৃহ অথবা তোমাদের চাচার গৃহ অথবা তোমাদের ফুফুর গৃহ অথবা তোমাদের মামার গৃহ অথবা তোমাদের খালার গৃহ অথবা সেই সব গৃহ হইতে যাহার চাবিসমূহের তোমরা মালিক হইয়াছ অথবা তোমাদের বন্ধুগণের (গৃহসমূহ) হইতে। এইরূপে তোমাদের উপর কোন দোষ বর্তাইবে না যদি তোমরা আহার কর সকলে একত্রে অথবা পৃথক পৃথকভাবে ;[২০৫৯] অতএব যখন তোমরা গৃহে প্রবেশ কর তখন তোমরা নিজেদের লোকদিগকে সালাম বল, আল্লাহ্‌র তরফ হইতে অতি বরকতপূর্ণ ও পবিত্র দোয়া স্বরূপ; এইরূপে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য সুস্পষ্টভাবে নিজ বিধানসমূহ বর্ণনা করেন যেন তোমরা বুদ্ধির সহিত কাজ কর।

৮ [৪] ১৫

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ
وَرَسُوْلِهٖ وَاِذَا كَانُوْا مَعَهٗ عَلٰٓى اَمْرٍ
جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوْا حَتّٰى يَسْتَاْذِنُوْهُ ؕ
اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَاْذِنُوْنَكَ اُولٰٓئِكَ
الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ۚ

৬৩। অবশ্য মো'মেন কেবল তাহারাই যাহারা আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসূলের উপর ঈমান আনে এবং যখন তাহারা এই রসূলের সঙ্গে কোন গুরুতর (জাতীয়)[২০৫৯-ক] কাজের জন্য মিলিত হয় তখন তাহারা তাহার অনুমতি না লওয়া পর্যন্ত কোথাও সরিয়া পড়ে না।[২০৬০] নিশ্চয় যাহারা তোমার নিকট অনুমতি প্রার্থনা করে তাহারাই বস্তুতঃ আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলের

২০৫৯। এই আয়াত সামাজিক আচার-আচরণের কিছু রীতি-নীতি পর্যালোচনা করিয়াছে যাহার প্রাদুর্ভাব মানব সমাজের বিশেষ শ্রেণীর মধ্যে ঘটে এবং যাহা ধনী ও দরিদ্রদের মধ্যে স্বাধীনভাবে সামাজিক মেলামেশাতে বাধা সৃষ্টি করে। সেই সকল অন্ধ কুসংস্কারকে নাকচ করিয়া দিয়া ইসলাম পূর্ণ সামাজিক সমতার নির্দেশ দান করে এবং মানুষে মানুষে পরস্পর সংযোগবিহীন শ্রেণী-বিভক্তির বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিরেধিতা ঘোষণা করে। এখানে সমাজের সকল স্তরের লোকের মুক্ত মেলামেশা ও আদান-প্রদান এবং সমবেতভাবে খাওয়ার প্রয়োজনীয়তার উপর ইসলাম গুরুত্ব আরোপ করিয়াছে। সমাজের বিভিন্ন স্তরের লোকের মধ্যে অন্তরঙ্গতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্য ও মানুষে মানুষে ব্যবধান সৃষ্টির বাধাসমূহ দূরীকরণার্থে যৌথভাবে আহার করা ইসলাম পসন্দ করে এবং উৎসাহ যোগায়, যদিও পৃথক ভাবে খাওয়া-দাওয়া করা ইসলাম নিষেধ করে না। ভারতের হিন্দুরা যেমন ইদানিংকালেও অস্পৃশ্য লোকদিগের সংঙ্গে বসে না বা খায় না, সেইরূপ আরববাসী ও ইহুদীগণেরও অন্ধ অথবা সামাজিকভাবে কিছু অক্ষম লোকদিগের সহিত আহার করিতে দ্বিধা ও সন্দেহ ছিল। এইরূপ প্রথাকে ইসলাম সন্দিগ্ধদৃষ্টিতে দেখে এবং সকল স্তরের সকল শ্রেণীর লোকের সমবেত হইয়া একত্রে আহার গ্রহণ করা এবং নিঃসংকোচে মেলামেশা করাকে উৎসাহ প্রদান করে। 'হারাজ' অর্থ পাপ, আপত্তি, দোষ অথবা অনুরোধ।

২০৫৯-ক। 'আম্‌রেন জামে'য়েন' এর অর্থ, গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার যে কারণে জনগণ একত্রে মিলিত হয়, যেন ব্যাপারটি নিজেই তাহাদিগকে একত্রিত করে (লেইন)।

২০৬০। পূর্ববর্তী কতকগুলি আয়াতে মুসলমানদের জন্য নির্দেশাবলী অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে যে, সামাজিক অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে তাহাদিগকে কিরূপ আচরণ করিতে হইবে। তফসীরাধীন আয়াত অতি জরুরী জাতীয় বিষয়ে কিভাবে আচরণ করিতে হইবে সেই ব্যাপারে আলোকপাত করিয়াছে। মুসলমানদিগকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে, যখন তাহারা জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে রসূল করীম (সাঃ)-এর সঙ্গে কার্য সম্পাদনে রত

فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَنْ لِّمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٦٢﴾

প্রতি ঈমান রাখে, অতএব যখন তাহারা তাহাদের কোন বিশেষ কাজের জন্য তোমার নিকট অনুমতি প্রার্থনা করে তখন তুমি তাহাদের মধ্য হইতে যাহাকে চাহ অনুমতি দাও এবং তাহাদের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُم بَعْضًا ۚ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذًا ۚ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٦٣﴾

৬৪। তোমরা রসূলের আহ্বানকে তোমাদের মধ্যে তোমাদের একে অপরকে আহ্বান করার ন্যায় মনে করিও না।[২০৬১] নিশ্চয় আল্লাহ্ ঐ সকল লোককে জানেন যাহারা তোমাদের মধ্য হইতে পাশ কাটাইয়া (পরামর্শ সভা হইতে) সরিয়া পড়ে। সুতরাং যাহারা তাহার হুকুমের বিরোধিতা করে তাহারা যেন সাবধান হয় পাছে আল্লাহ্‌র তরফ হইতে কোন বিপদ তাহাদিগকে স্পর্শ করে অথবা কোন যন্ত্রণাদায়ক আযাব তাহাদিগকে স্পর্শ করে।

أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ ۖ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٦٤﴾ ع ١٥

৬৫। শুন! যাহা কিছু আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে আছে সকলই আল্লাহ্‌র। যাহার (যে অবস্থার) উপর তোমরা আছ উহাকেও আল্লাহ্ জানেন। এবং যেদিন তাহাদিগকে তাঁহার দিকে ফিরাইয়া লইয়া যাওয়া হইবে, সেদিন তিনি তাহাদিগকে উহার সম্বন্ধে পূর্ণরূপে অবহিত করিবেন যাহা তাহারা করিত। বস্তুতঃ আল্লাহ্ সকল বিষয়ে সর্বজ্ঞানী।

হন, তখন তাঁহার অনুমতি ছাড়া সভা ত্যাগ করা সমীচীন নহে। এই আয়াত হইতে ইহাও ধরিয়া নেওয়া যাইতে পারে যে, জাতি বা সম্প্রদায় সম্পর্কিত বিষয়ে ব্যক্তি তাহার কর্ম-স্বাধীনতা হারায়। নবী করীম (সাঃ), তাঁহার উত্তরাধিকারী অথবা তাঁহাদের স্বীকৃত এবং নির্বাচিত প্রতিনিধির নেতৃত্বে মুসলমানদের সম্মিলিত সভার সিদ্ধান্তকে প্রতিটি ব্যক্তি অবশ্যই মানিয়া চলিতে বাধ্য থাকিবে।

২০৬১। আল্লাহ্‌র নবীর (সাঃ) বা ইমামের আহ্বানকে হালকাভাবে গণ্য করা চলিবে না। ইহাকে অবশ্যই যোগ্য মর্যাদা প্রদান করিতে হইবে, কারণ ইহা সর্বদা অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট। আয়াতের অর্থ ইহাও হইতে পারে যে, নবী করীম (সাঃ)-এর অথবা খলীফার গোপনীয়তার ক্ষেত্রে অনধিকার প্রবেশ উচিৎ নহে, তাঁহার অমূল্য সময়ের উপরে অপ্রয়োজনীয় দাবীও উচিৎ নহে এবং সম্বোধন করার সময় তাঁহার মহান মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা কর্তব্য।

২৫-সূরা আল্ ফুর্কান
(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণ হওয়ার তারিখ ও প্রসংগ

অধিকসংখ্যক পণ্ডিতের মতানুসারে এই সূরাটি মক্কী সূরা এবং রসূল পাক (সাঃ)-এর মক্কী জীবনের শেষের দিকে এই সূরাটি অবতীর্ণ হইয়াছিল । পাশ্চাত্যের কোন কোন লেখক অবশ্য এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে, রসূল করীম (সাঃ)-এর নবুওয়াতের প্রথম দিকেই এই সূরাটি নাযেল হইয়াছিল । যেহেতু সূরাটিতে কুরায়শ কর্তৃক মুসলমানদিগকে অত্যাচার করার কোন ঘটনার উল্লেখ নাই, যাহা তাহাদের মতে মক্কী জীবনের কিছুকাল পরে শুরু হইয়াছিল, তাই, তাহারা উক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন । কিন্তু বস্তুনিষ্ঠ পর্যালোচনায় তাহাদের এই অভিমত খুবই দুর্বল ও গুরুত্বহীন বলিয়া প্রতীয়মান হয় । ইহা অনেকটা ঐ ধরণের কোন কথার মত মূল্যহীন উক্তি যে, যেহেতু কোন কোন মদনী সূরাতে কাফেরদের কোন কথা বা প্রসংগের উল্লেখ নাই, তাই, ধরিয়া নেওয়া চলে যে, মদনী জীবনে মুসলমান এবং কাফেরদের মধ্যে কোন যুদ্ধ-বিগ্রহই সংঘটিত হয় নাই ।

পূর্ববর্তী সূরা আন্ নূরের শেষাংশে ইসলামী সংগঠন ও সমাজ ব্যবস্থার সার্বিক প্রয়োজন ও গুরুত্বের উপরে বক্তব্য পেশ করা হইয়াছিল । উহাতে এই কথাও বলা হইয়াছিল যে, কোন কোন মুসলমান নিজেরাই তাহাদের মহান সম্ভাবনা সম্পর্কে অবহিত নয়, অন্যদিকে তাহাদের কেহ কেহ কাফেরদের সাংগঠনিক তৎপরতা সম্পর্কে ভীত, যদিও উহা অভ্যন্তরীণ দিক হইতে নিতান্তই অসার । বর্তমান সূরাটিতে এই সব দুর্বল-চিত্ত লোকের উদ্বিগ্নতা ও ভয় যে একান্তই ভিত্তিহীন ও অলীক এবং বাস্তবে ঐসবের যে কোনই অস্তিত্ব নাই, সে বিষয়ে যুক্তি ও কারণ প্রদর্শন করা হইয়াছে ।

বিষয়বস্তু

সুনিশ্চিতভাবে কুরআনের বাণী সমগ্র বিশ্ব-মানবের জন্য প্রেরিত— এই ঘোষণা সহ সূরাটি শুরু হইয়াছে । ইহাতে আরো বলা হইয়াছে যে, সেই সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ যিনি এই কুরআন নাযেল করিয়াছেন তিনি সন্দেহাতীতভাবে এক-অদ্বিতীয়, তিনিই আকাশসমূহ ও পৃথিবীর অধিপতি এবং এই বিশ্বের প্রতিটি অণু-পরমাণুর তিনিই স্রষ্টা । তাঁহার বাণী, তাই নিশ্চিতভাবেই প্রকৃতির আইন-কানুনের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ । সুতরাং, ইহাকে মানা বা না মানা শুধুমাত্র একটি ঐশী বিধানকে গ্রহণ করা বা অস্বীকার করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং প্রকৃতির অন্তর্নিহিত সূত্রাবলীকে গ্রহণ বা বর্জন করারই শামিল । অতঃপর, বলা হইয়াছে যে, যেহেতু অবিশ্বাসীরা পবিত্র কুরআনের চরম উৎকর্ষতা ও ইহার শিক্ষার উৎকৃষ্ট দিকগুলি অস্বীকার করিতে অসুবিধার সম্মুখীন হয়, তাই তাহারা এই অপকৌশলের আশ্রয় নিয়া বলিয়া বেড়ায় যে, কুরআন কোন একক ব্যক্তির সৃষ্টি নয়, বরং বহু লোক একত্র হইয়া ইহা রচনা করিয়াছে । তাহারা কুরআনের ব্যাপারে এই দোষারোপও করে যে, কুরআন তো আসলে পূর্বের ধর্ম-গ্রন্থসমূহের শিক্ষা চুরি করিয়া তৈরী হইয়াছে ।

কিন্তু তাহাদের এইসব অপপ্রচার প্রকৃত প্রস্তাবে অসার বাক্য ব্যয় ছাড়া আর কিছুই নয় । কেননা, কুরআন যদি মানুষের রচিত হইত তাহা হইলে ইহাতে এমন শিক্ষার সন্নিবেশ কিছুতেই থাকিতে পারিত না যাহা কোন মানুষের পক্ষেই রচনা করা সম্ভব নয় । আর যদি ইহা পূর্ববর্তী ধর্ম-গ্রন্থের কথা হইতে নকল করিয়া তৈরী করা হইত, তাহা হইলে ইহাতে যে শিক্ষা ও উৎকর্ষতা বিদ্যমান, তাহা ঐ গ্রন্থেও বিদ্যমান থাকা জরুরী ছিল । কিন্তু আসলে বিষয়টি মোটেই সেইরূপ নয় । অতঃপর, সূরাটিতে অবিশ্বাসীদের তরফ হইতে পেশ-কৃত কতিপয় খেলো ও গুরুত্বহীন বিষয়ের জবাব দেওয়া হইয়াছে যাহা আপত্তি হিসাবে তাহারা উপস্থাপন করিয়াছে । ইহাদের মধ্যে একটি হইল এই যে, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তো একজন মানুষ মাত্র এবং একজন সাধারণ মানুষের মতই তাঁহাকে খাদ্য-দ্রব্য গ্রহণ করিতে হয় এবং অন্যান্য প্রয়োজন মিটাইতে হয়, এমতাবস্থায় তিনি কিভাবে আল্লাহ্র রসূল হইতে পারেন ? ইহার পর সূরাটিতে জাতিসমূহের উত্থান ও পতন সংক্রান্ত নীতিমালা সংক্ষিপ্তভাবে পেশ করা হইয়াছে এবং কাফেরদেরকে সতর্ক করিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে যে, তাহাদের অধঃপতন ও পরাজয় এবং মুসলমানদের উন্নতি, প্রগতি ও বিজয়ের সময় এখন সমুপস্থিত । প্রসঙ্গতঃ অবিশ্বাসীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া আরো বলা হইয়াছে যে, আল্লাহ্তা'লা দুইটি পানির ধারা সৃষ্টি করিয়াছেন উহাদের একটি তিক্ত ও অন্যটি মিষ্ট; উভয়েই পাশাপাশি বহিয়া চলিয়াছে । তাহাদের চলার পথে তাহারা নিজস্ব সমান্তরাল গতিপথের পরিবর্তন ঘটায় না এবং একে অপরের সাথে মিশিয়া যায় না । ঠিক একইভাবে পবিত্র কুরআন ও অন্যান্য ধর্ম-গ্রন্থের শিক্ষাও পাশাপাশি বিদ্যমান থাকিবে, যাহাতে মানুষ ইহাদের মধ্যে তুলনা করিয়া কোন্‌টি সত্য, কোন্‌টি মিথ্যা, অথবা কোন্‌টি তিক্ত এবং কোন্‌টি মিষ্ট, তাহা নিজেরাই যাচাই করিতে পারে । সূরাটির শেষের দিকে আল্লাহ্তা'লার ঐসব নেক বান্দাদের কতিপয় বৈশিষ্ট্য ও বিশেষ গুণাবলীর উল্লেখ করা হইয়াছে যাহারা পবিত্র কুরআনের শিক্ষার উপর আমল করিয়া আধ্যাত্মিকতার উচ্চতম সোপানে আরোহণ করিবে । অতঃপর, বিশেষভাবে এই কথার উল্লেখ

করিয়া সূরাটির সমাপ্তি টানা হইয়াছে যে, আল্লাহ্তা'লা মানুষকে একটি মহান উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিয়াছেন । সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মানুষের উচিত সব সময় আল্লাহ্কে ডাকা ও তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করা । যাহারা এই উদ্দেশ্য সাধনে ব্যর্থ হইবে, তাহারা আল্লাহ্র সাহায্য ও আশিস লাভ হইতে বঞ্চিত থাকিয়া যাইবে ।

سُوْرَةُ الْفُرْقَانِ مَكِّيَّةٌ (٢٥) آياتها ٦ ركوعاتها

২৫-সূরা আল্ ফুর্কান

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ইহাতে ৭৮ আয়াত এবং ৬ রুকূ আছে ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। আল্লাহ্র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

تَبٰرَكَ الَّذِىْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰى عَبْدِهٖ لِيَكُوْنَ لِلْعٰلَمِيْنَ نَذِيْرَا ۙ ②

২। সেই সত্তা পরম বরকতের অধিকারী[২০৬২] যিনি নিজ বান্দার উপর ফুরকান[২০৬৩] নাযেল করিয়াছেন যেন সে সমগ্র জগতের জন্য সতর্ককারী হয়—

الَّذِىْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَّهٗ شَرِيْكٌ فِى الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَىْءٍ فَقَدَّرَهٗ تَقْدِيْرًا ③

৩। তিনিই সেই সত্তা যাহার জন্য আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সর্বাধিপত্য এবং যিনি কোন সন্তান গ্রহণ করেন নাই, এবং যাহার সর্বাধিপত্যের মধ্যে কোন শরীক নাই এবং যিনি প্রত্যেক বস্তুকে সৃষ্টি করিয়াছেন, অনন্তর উহার সঠিক পরিমাপ নির্ধারিত করিয়াছেন ।[২০৬৪]

وَاتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اٰلِهَةً لَّا يَخْلُقُوْنَ شَيْئًا وَّهُمْ يُخْلَقُوْنَ وَلَا يَمْلِكُوْنَ لِاَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا وَّلَا يَمْلِكُوْنَ مَوْتًا وَّلَا حَيٰوةً وَّلَا نُشُوْرًا ④

৪। এবং তাহারা তাঁহার পরিবর্তে এমন মা'বূদ গ্রহণ করিয়াছে যাহারা কোন কিছুই সৃষ্টি করে না বরং নিজেরাই সৃষ্ট; বস্তুতঃ উহারা নিজেদের জন্যও তো না কোন উপকার এবং না কোন অপকার করার ক্ষমতা রাখে এবং না জীবন এবং না মরণ এবং না পুনরুত্থানেরই উহারা কোন ক্ষমতা রাখে।[২০৬৫]

২০৬২। 'তাবারাকা' অর্থ অতি উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন; প্রত্যেক ত্রুটি, অপবিত্রতা, অপূর্ণতা এবং সকল ক্ষতির জিনিস হইতে মুক্ত; সকল মঙ্গলের অধিকারী (৬ঃ১৫৬ ও ২১ঃ৫১)। কুরআন মজীদের গুণাবলী ও সৌন্দর্য এই শব্দের মধ্যে নিহিত । ইহা কেবল সর্বপ্রকার ত্রুটি এবং অভাব হইতে মুক্তই নহে, পরন্তু বিশ্বাস করা যায় এমন সকল সৌন্দর্যমণ্ডিত গুণাবলী যাহা মানবজাতির জন্য শেষ ঐশী জীবন-বিধানে (শরীয়াতে) থাকা উচিৎ তাহা সমস্তই কুরআনে অন্তর্ভুক্ত আছে এবং পূর্ণ পরিমাণেই রহিয়াছে ।

২০৬৩। 'ফুরকান' অর্থ, এমন কিছু যাহা সত্য এবং মিথ্যাকে পৃথক করে, যুক্তি, দলীল অথবা প্রমাণ। কারণ, যুক্তি ও প্রমাণ,সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করিয়া দেখায়। ইহা প্রভাত কালকেও বুঝায়। কারণ উষাকাল রাত্র হইতে দিনকে পৃথক করে। কুরআন মহত্ব পার্থক্যকারী । বহু সংখ্যক সৌন্দর্য ও মহত্ব যেগুলি কুরআনকে অন্যান্য ঐশী-কিতাব হইতে আলাদা করিয়া দেখায় এবং যাহা ঐ সমস্ত কিতাবের উপরে ইহার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করে, তন্মধ্যে দুইটি অত্যন্ত লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্যঃ (১) কুরআন এমন কিছু বলে না, বা দাবী করে না যাহার সমর্থনে ইহা যুক্তিপূর্ণ এবং নির্ভরযোগ্য দলীল প্রমাণ উপস্থিত করে না, এবং (২) কুরআন সত্যকে মিথ্যা হইতে এরূপ স্পষ্ট করিয়া দেখায় যেমন আলো দিন হইতে রাত্রের পার্থক্য সৃষ্টি করিয়া দেখায় ।

২০৬৪। 'অনন্তর উহার সঠিক পরিমাপ নির্ধারিত করিয়াছেন' বাক্যাংশটির মর্ম এই যে, প্রত্যেক বস্তুরই সীমারেখা, শক্তি এবং স্বাভাবিক ক্রিয়া বা বিকাশের সর্বশেষ পর্যায় আছে যাহাকে ইহা অতিক্রম করিতে পারে না । এই সমস্ত সীমারেখা এই অভিন্ন নিয়মের প্রতি অঙ্গুলী নির্দেশ করে যাহা বিশ্ব-জগতে সক্রিয় রহিয়াছে এবং এই নিমিত্ত একই পরিকল্পনাকারী, সৃজনকারী এবং একই নিয়ন্ত্রণকারীর প্রতি অর্থাৎ এইরূপ সৃষ্টিকর্তার প্রতি নির্দেশ করে যাহার ক্ষমতা সীমাহীন এবং যিনি সকল বস্তুকে আপন গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন ।

২০৬৫। প্রত্যেক বস্তুকেই বিকশিত হওয়ার জন্য তিনটি স্তর অতিক্রম করিতে হয়ঃ (ক) অচেতন অবস্থা; (খ) সুপ্ত জীবনাবস্থা, যখন কোন বস্তুকে ক্রমোন্নতির উপাদান ও শক্তি দ্বারা সমৃদ্ধ করা হয়; এবং (গ) প্রকৃত জীবনের স্তর । সকল জীবনের সৃজনকারী আল্লাহ্তা'লা এই সকল স্তর বা অবস্থার পূর্ণ এবং প্রকৃত নিয়ন্ত্রণকারী ।

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ هٰذَآ اِلَّآ اِفْكُ ۨ
افْتَرٰىهُ وَاَعَانَهٗ عَلَيْهِ قَوْمٌ اٰخَرُوْنَ ۚ
فَقَدْ جَآءُوْ ظُلْمًا وَّزُوْرًا ۚ ۝٥

৫। এবং যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহারা বলে, 'ইহা এক অলীক কথা ছাড়া কিছুই নহে যাহা সে নিজে মিথ্যা রচনা করিয়া লইয়াছে এবং এই ব্যাপারে অন্য এক জাতি তাহাকে সাহায্য করিয়াছে।' বস্তুতঃ[২০৬৬] তাহারা গুরতর যুলুম করিয়াছে এবং জঘন্য মিথ্যা বলিয়াছে।

وَقَالُوْٓا اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ اكْتَتَبَهَا
فَهِيَ تُمْلٰى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا ۝٦

৬। এবং তাহারা বলে, 'এই সব পূর্ববর্তীদের উপকথা, যাহা সে লিখাইয়া লইয়াছে এবং ইহা তাহার নিকট সকাল ও সন্ধ্যায় পড়িয়া শুনানো হইতেছে।'

قُلْ اَنْزَلَهُ الَّذِيْ يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ ؕ اِنَّهٗ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝٧

৭। তুমি বল, 'ইহাকে তিনি অবতীর্ণ করিয়াছেন যিনি আকাশ-মণ্ডল ও পৃথিবীর প্রত্যেক রহস্য সম্বন্ধে অবগত আছেন। নিশ্চয় তিনি অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।'

وَقَالُوْا مَالِ هٰذَا الرَّسُوْلِ يَاْكُلُ الطَّعَامَ
وَيَمْشِيْ فِي الْاَسْوَاقِ ؕ لَوْلَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ
مَلَكٌ فَيَكُوْنَ مَعَهٗ نَذِيْرًا ۙ ۝٨

৮। এবং তাহারা বলে, 'এই আবার কেমন রসূল[২০৬৬-ক] যে আহারও করে এবং বাজারেও চলাফেরা করে? তাহার উপর কেন কোন ফিরিশ্তা নাযেল করা হয় নাই যাহাতে সে তাহার সঙ্গে থাকিয়া সতর্ককারী হইতে পারিত?

اَوْ يُلْقٰٓى اِلَيْهِ كَنْزٌ اَوْ تَكُوْنُ لَهٗ جَنَّةٌ
يَّاْكُلُ مِنْهَا ؕ وَقَالَ الظّٰلِمُوْنَ اِنْ تَتَّبِعُوْنَ
اِلَّا رَجُلًا مَّسْحُوْرًا ۝٩

৯। অথবা তাহার নিকট কোন ধন-ভাণ্ডার অবতীর্ণ করা হইত অথবা তাহার কোন বাগান থাকিত যাহা হইতে সে (ফল-ফলাদি) খাইত!' এবং যালেমগণ বলে, 'তোমরা কেবল এক যাদুগ্রস্ত ব্যক্তির পিছনে চলিতেছ।'

اُنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوْا لَكَ الْاَمْثَالَ
فَضَلُّوْا فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ سَبِيْلًا ۝١٠ ع ١ ١٠ ١٦

১০। দেখ! তাহারা তোমার সম্বন্ধে কেমন উপমাসমূহ বর্ণনা করিতেছে।[২০৬৭] ফলে তাহারা বিপথগামী হইয়াছে, অতএব তাহারা কোন সঠিক পথ খুঁজিয়া পাইবে না।

১ [১০] ১৬

২০৬৬। তফসীরাধীন এবং পরবর্তী আয়াত হযরত রসূল (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে কাফেরদিগের দুইটি অভিযোগের উল্লেখ করিয়া সেগুলির উত্তর প্রদান করিয়াছে। প্রথম অভিযোগ হইতেছে, হযরত নবী করীম (সাঃ) একটি মিথ্যা রচনা করিয়াছেন। ইহার জবাব এই যে, তাহাদের পক্ষে এইরূপ অভিযোগ উত্থাপন করা ছিল অন্যায়। মহানবী (সাঃ) পূর্বে এক দীর্ঘ আয়ুষ্কাল তাহাদের মধ্যে বাস করিয়াছিলেন এবং তাহারা নিজেরাই তাঁহার ন্যায়পরায়ণতা ও সত্যনিষ্ঠার সর্ব-সম্মত প্রামাণিক সাক্ষ্য বহন করিত। এখন তাহারা কিরূপে মিথ্যা রচনায় তাঁহাকে অভিযুক্ত করিতে পারে? দ্বিতীয় অভিযোগের উত্তর এই যে, রসূল করীম (সাঃ)-এর তথাকথিত সাহায্যকারী কেহ থাকিলে তাহারা প্রত্যেকেই কোন না কোন মতবাদে বিশ্বাস পোষণ করিত। কিন্তু কুরআন সকল ভ্রান্ত-বিশ্বাস খণ্ডন করিয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া ফেলে এবং সেগুলি বাতিল করিয়া দেয়। ইহা কিরূপে ধারণা করা সম্ভব যে, সেই সকল নির্দিষ্ট ব্যক্তিবর্গ আঁ-হযরত (সাঃ)-কে এমন এক গ্রন্থ প্রকাশ করিতে সাহায্য করিয়াছিল যাহা তাহাদের অতি প্রিয় ধর্ম-বিশ্বাস ও মতবাদের মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছিল?

২০৬৬-ক। এই কেমন রসূল যিনি সাধারণ মানুষের মতই চাল-চলন এবং আচার-আচরণ করিয়া থাকেন?

২০৬৭। জীবনের প্রকৃত মূল্য সম্পর্কে অবিশ্বাসীদের ধারণা অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ হইয়া থাকে। আল্লাহ্‌র প্রেরিত নবীগণের সত্যতা নিরূপণে তাহারা স্বকল্পিত মানদণ্ড নির্ণয় করিয়া লয়। ইহার ফলে সত্য পথের সন্ধান লাভের পরিবর্তে তাহারা অন্ধের ন্যায় অবিশ্বাসের অন্ধকারে পথ হাতড়াইতে থাকে।

تَبٰرَكَ الَّذِيْٓ اِنْ شَآءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّنْ ذٰلِكَ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۙ وَيَجْعَلْ لَّكَ قُصُوْرًا ﴿١٠﴾

১১। পরম কল্যাণের অধিকারী তিনি, যিনি চাহিলে তোমার জন্য উহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর জিনিষ সৃষ্টি করিতে পারেন— এমন বাগানসমূহ যাহার তলদেশ দিয়া নহরসমূহ প্রবাহিত হইতে থাকিবে— এবং তোমার জন্য বড় বড় প্রাসাদ তৈয়ার করিয়া দিতে পারেন।[২০৬৮]

بَلْ كَذَّبُوْا بِالسَّاعَةِ ۫ وَاَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيْرًا ﴿١١﴾

১২। বরং তাহারা কিয়ামতকে অস্বীকার করিতেছে; এবং যে ব্যক্তি কিয়ামতকে অস্বীকার করিবে তাহার জন্য আমরা প্রজ্জ্বলিত অগ্নি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি।[২০৬৯]

اِذَا رَاَتْهُمْ مِّنْ مَّكَانٍۭ بَعِيْدٍ سَمِعُوْا لَهَا تَغَيُّظًا وَّزَفِيْرًا ﴿١٢﴾

১৩। যখন উহা তাহাদিগকে দূর হইতে দেখিবে তখন তাহারা উহার তীব্র রোষ ও গর্জন শুনিতে পাইবে।[২০৭০]

وَاِذَآ اُلْقُوْا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُّقَرَّنِيْنَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُوْرًا ﴿١٣﴾

১৪। এবং যখন তাহাদিগকে উহার একটি সংকীর্ণ স্থানে শিকলাবদ্ধ অবস্থায় নিক্ষেপ করা হইবে তখন তাহারা তথায় মৃত্যু কামনা করিবে।

لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُوْرًا وَّاحِدًا وَّادْعُوْا ثُبُوْرًا كَثِيْرًا ﴿١٤﴾

১৫। (তাহাদিগকে বলা হইবে,) 'আজ তোমরা এক মৃত্যু কামনা করিও না, বরং বহু মৃত্যু কামনা কর।'

قُلْ اَذٰلِكَ خَيْرٌ اَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِيْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ ۭ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاۗءً وَّمَصِيْرًا ﴿١٥﴾

১৬। তুমি বল, 'ইহা উত্তম, না চিরস্থায়ী জান্নাত, যাহার ওয়াদা মুত্তাকীদের সঙ্গে করা হইয়াছে ? ইহা তাহাদের প্রতিদান এবং শেষ প্রত্যাবর্তনস্থল হইবে।'

২০৬৮। আয়াতটির মর্ম ইহাই যে, একজন পবিত্র নবী কিরূপ হওয়া উচিৎ এই বিষয়ে কাফেরকুলের ধারণা বাস্তবতা হইতে অনেক দূরে এবং নবীগণের (আঃ) আবির্ভূত হওয়ার মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্বন্ধে তাহারা অজ্ঞ। অন্ধকারাচ্ছন্ন মানুষকে অস্বীকার এবং সন্দেহ হইতে নিশ্চিত আলো এবং আধ্যাত্মিক শান্তির দিকে পরিচালিত করার জন্য নবী-রসূলগণ প্রত্যাদিষ্ট হইয়া থাকেন—পার্থিব ধন-সম্পদ জমা করা এবং উহাতে গড়াগড়ি করিয়া আনন্দোৎসব করিবার পথ-প্রদর্শনের জন্য নহে। যদিও অবিশ্বাসীদিগের স্বকল্পিত মানদণ্ড— যেমন নবী করীম (সাঃ)-কে ধন-সম্পদ, পদমর্যাদা, উদ্যানরাজি এবং অট্টালিকাসমূহের অধিকারী অবশ্যই হইতে হইবে—উহার কোন মূল্য বা সারবত্তা নাই, তথাপি তাহাদের মিথ্যা প্রতিষ্ঠা তাহাদেরকে উপলব্ধি করাইবার জন্য এই আয়াতে প্রতিশ্রুতি দান করা হইয়াছে যে, আল্লাহ্তা'লা তাঁহাকে এবং তাঁহার অনুসারীদিগকে কাফেরদের দাবী অপেক্ষাও অধিকতর ধন-সম্পদ, বৃহত্তর এবং উৎকৃষ্টতর বাগান এবং অট্টালিকাসমূহ দান করিবেন। বস্তুতঃ রসূল (সাঃ)-এর অনুসারীদিগকে আল্লাহ্তা'লা ইরান এবং বাইজেনটাইন সম্রাটদের প্রাসাদ ও উদ্যানসমূহ দিয়াছিলেন।

২০৬৯। মো'মেনদিগের পরিণাম যেমন মহত্ব এবং গৌরব অর্জন করা, তেমনি অবিশ্বাসীদিগের ভাগ্যে রহিয়াছে এক যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি (আস্ সা'আত)। তাহাদের শাস্তি আসন্ন। বস্তুতঃ ইহা তাহাদের একেবারে দ্বার দেশে উপস্থিত। কিন্তু তাহারা ইহা দেখিতে পায় না, কাজেই ঈমান আনিতে অস্বীকার করে।

২০৭০। এই আয়াত এবং পরবর্তী আয়াতের অর্থ এই যে, নির্ধারিত শাস্তি সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিবে। অবিশ্বাসীদিগের এই অবমানের যন্ত্রণা ও অনুভূতির তীব্রতা বৃদ্ধি করার জন্য, পূর্ণ এবং ব্যাপক করার জন্য সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলিকে— দৃষ্টিশক্তি এবং শ্রবণেন্দ্রিয়কে অনুভব করিতে বাধ্য করা হইবে। অসহ্য যন্ত্রণায় তাহারা এইরূপ ইচ্ছা করিবে যেন মৃত্যু দ্রুত আসিয়া তাহাদের এই কষ্টের সমাপ্তি ঘটাইয়া দেয়।

لَهُمْ فِيْهَا مَا يَشَآءُوْنَ خٰلِدِيْنَ ؕ كَانَ عَلٰى رَبِّكَ وَعْدًا مَّسْـُٔوْلًا ﴿١٧﴾

১৭। তথায় তাহারা যাহা চাহিবে[২০৭১] উহাই পাইবে, তাহারা উহাতে সদা বসবাস করিবে। ইহা এমন ওয়াদা যাহা পূর্ণ করা তোমার প্রভুর দায়িত্ব।

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَيَقُوْلُ ءَاَنْتُمْ اَضْلَلْتُمْ عِبَادِيْ هٰٓؤُلَآءِ اَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيْلَ ﴿١٨﴾

১৮। এবং যেদিন তিনি তাহাদিগকে এবং উহাদিগকে, যাহাদের তাহারা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে ইবাদত করিত, সমবেত করিবেন; অতঃপর তাহাদিগকে বলিবেন, 'তোমরা কি আমার এই বান্দাদিগকে পথভ্রষ্ট করিয়াছিলে, না তাহারা নিজেরাই পথভ্রষ্ট হইয়াছিল ?'

قَالُوْا سُبْحٰنَكَ مَا كَانَ يَنْۢبَغِيْ لَنَآ اَنْ نَّتَّخِذَ مِنْ دُوْنِكَ مِنْ اَوْلِيَآءَ وَلٰكِنْ مَّتَّعْتَهُمْ وَاٰبَآءَهُمْ حَتّٰى نَسُوا الذِّكْرَ ۚ وَكَانُوْا قَوْمًۢا بُوْرًا ﴿١٩﴾

১৯। তখন তাহারা বলিবে, 'তুমি পবিত্র, আমাদের কোন অধিকার ছিল না যে আমরা তোমার পরিবর্তে অন্যদিগকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করি, কিন্তু তুমি তাহাদিগকে এবং তাহাদের পিতৃপুরুষদিগকে পার্থিব সম্পদ দান করিয়াছিলে, পারিণামে তাহারা (তোমার) স্মরণকে ভুলিয়া গিয়াছিল এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিতে পরিণত হইয়াছিল।'

فَقَدْ كَذَّبُوْكُمْ بِمَا تَقُوْلُوْنَ ۙ فَمَا تَسْتَطِيْعُوْنَ صَرْفًا وَّلَا نَصْرًا ۚ وَمَنْ يَّظْلِمْ مِّنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيْرًا ﴿٢٠﴾

২০। কিন্তু (মোশরেকগণকে বলা হইবে, দেখ!) যাহা কিছু তোমরা বলিতেছ ইহাকে তাহারা মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছে; সুতরাং (আজ) তোমরা এই শাস্তিকে অপরসারিত করিতে পারিবে না এবং কোন প্রকার সাহায্যও লাভ করিতে পারিবে না। তোমাদের মধ্য হইতে যাহারা যালেম তাহাদিগকে আমরা মহা শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করাইব।

وَمَآ اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ اِلَّآ اِنَّهُمْ لَيَاْكُلُوْنَ الطَّعَامَ وَيَمْشُوْنَ فِي الْاَسْوَاقِ ؕ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً ؕ اَتَصْبِرُوْنَ ۚ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيْرًا ﴿٢١﴾ ع ٢ ١٧ ١٧

২১। এবং আমরা তোমার পূর্বে যত রসূল প্রেরণ করিয়াছি তাহারা সকলেই তো আহার করিত এবং হাটে-বাজারে চলাফেরা করিত। এবং আমরা তোমাদের মধ্য হইতে কতককে কতকের জন্য পরীক্ষা স্বরূপ করিয়াছি (ইহা দেখিবার জন্য যে) তোমরা সবুর কর কিনা। বস্তুতঃ তোমার প্রভু সর্বদ্রষ্টা।

২ [১১] ১৭

وَقَالَ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَآءَنَا لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلٰٓئِكَةُ اَوْ نَرٰى رَبَّنَا ؕ لَقَدِ اسْتَكْبَرُوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُوًّا كَبِيْرًا ﴿٢٢﴾

الجزء ١٩

২২। এবং যাহারা আমাদের সাক্ষাতের আশা রাখে না তাহারা বলে, 'আমাদের উপর ফিরিশ্‌তা নাযেল করা হয় না কেন ?[২০৭১-ক] অথবা আমরা আমাদের প্রতিপালককে প্রত্যক্ষ করি না কেন ?' তাহারা নিজেদের মনে অহংকার পোষণ করিয়াছে এবং বিদ্রোহিতায় সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছে।

১৯তম পারা

২০৭১। পরকালে মো'মেনের আকাংখা আল্লাহ্‌তা'লার ইচ্ছার সঙ্গে একীভূত হইয়া যাইবে। অতএব স্বভাবতঃই তাহাদের বাসনা পূর্ণ হইবে।

২০৭১-ক। ২৫২ টীকা দ্রষ্টব্য।

يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلٰٓئِكَةَ لَا بُشْرٰى يَوْمَئِذٍ لِّلْمُجْرِمِيْنَ وَ يَقُوْلُوْنَ حِجْرًا مَّحْجُوْرًا ﴿٢٢﴾

২৩। যেদিন তাহারা ফিরিশ্‌তাদিগকে প্রত্যক্ষ করিবে সেদিন অপরাধীদের জন্য কোন শুভ সংবাদ থাকিবে না; এবং তাহারা (বিচলিত হইয়া) বলিবে, '(আমাদের ও তাহাদের মধ্যে) শক্ত আড়াল চাই!'[২০৭২]

وَقَدِمْنَآ اِلٰى مَا عَمِلُوْا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنٰهُ هَبَآءً مَّنْثُوْرًا ﴿٢٣﴾

২৪। এবং আমরা তাহাদের সর্ব প্রকার কৃত-কর্মের প্রতি মনোযোগ দিব যাহা তাহারা করিত, অতঃপর উহাদিগকে আমরা বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করিব।[২০৭৩]

اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَّاَحْسَنُ مَقِيْلًا ﴿٢٤﴾

২৫। সেদিন জান্নাতবাসীগণ (তাহাদের) ঠিকানার দিক দিয়াও উৎকৃষ্ট হইবে এবং বিশ্রামাগারের দিক দিয়াও সর্বাধিক সুন্দর-মনোরম হইবে।

وَ يَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَآءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلٰٓئِكَةُ تَنْزِيْلًا ﴿٢٥﴾

২৬। এবং যেদিন মেঘমালাসহ আকাশ বিদীর্ণ হইবে; এবং বহুল সংখ্যায় ফিরিশ্‌তা নাযেল করা হইবে--

اَلْمُلْكُ يَوْمَئِذِ الْحَقُّ لِلرَّحْمٰنِ ؕ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكٰفِرِيْنَ عَسِيْرًا ﴿٢٦﴾

২৭। সেই দিন সর্বাধিপত্য সত্য সত্যই রহমান আল্লাহ্‌র হইবে।[২০৭৪] এবং কাফেরদের জন্য সেই দিনটি হইবে অতি কঠোর।

وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلٰى يَدَيْهِ يَقُوْلُ يٰلَيْتَنِى اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُوْلِ سَبِيْلًا ﴿٢٧﴾

২৮। সেদিন যালেম নিজ হস্তদ্বয় দংশন করিয়া বলিবে, 'হায়, যদি আমি রসূলের সঙ্গে পথ অবলম্বন করিতাম!

يٰوَيْلَتٰى لَيْتَنِىْ لَمْ اَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيْلًا ﴿٢٨﴾

২৯। হায়, আমার দুর্ভাগ্য! যদি আমি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করিতাম!

لَقَدْ اَضَلَّنِىْ عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ اِذْ جَآءَنِىْ ؕ وَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِلْاِنْسَانِ خَذُوْلًا ﴿٢٩﴾

৩০। নিশ্চয় সে আমাকে উপদেশ হইতে বিভ্রান্ত করিয়াছে, উহা আমার নিকট আসিবার পর।' নিশ্চয় শয়তান প্রয়োজনের সময় মানুষকে একা ছাড়িয়া চলিয়া যায়।

২০৭২। একজন আরববাসী যখন তাহার অপসন্দ বিষয়ের সম্মুখীন হয় তখন বলিয়া থাকে 'হিজরান মাহ্‌জূরান' অর্থাৎ ইহা আমা হইতে দূরে থাকা ভাল যেন আমাকে এজন্য কষ্ট না পাইতে হয় (লেইন এবং মুফরাদাত)। পূর্ববর্তী আয়াতে বর্ণিত অবিশ্বাসীদিগের প্রথম উদ্ধৃত উত্তরে তাহাদিগকে বলা হইয়াছে যে, ফিরিশ্‌তাগণ নিশ্চিতই অবতীর্ণ হইবেন, কিন্তু তাহারা হইবেন শাস্তির ফিরিশ্‌তা এবং তাঁহারা যখন আসিবেন তখন তাহাদেরকে দেখা মাত্রই কাফেরকুল এই দৃশ্যকে ঘৃণা করিবে এবং ফিরিশ্‌তা ও তাহাদের মধ্যে এক শক্তিশালী প্রতিবন্ধক সৃষ্টির আকাংখা করিবে।

২০৭৩। এবং অবিশ্বাসীদের কর্মকাণ্ড সম্পূর্ণ বাতিল করিয়া এবং তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া বাতাসে ধূলিকণার মত ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিয়া তাহাদের দ্বিতীয় দাবীর মোকাবিলা করা হইবে।

২০৭৪। বদরের যুদ্ধের দিন কাফেরদিগের জন্য সত্যই এক চরম দুর্দশার দিন ছিল। ইহাই ছিল সেই দিন যখন ইসলামের ভিত্তি সুদৃঢ়ভাবে স্থাপিত হইয়াছিল এবং কুরায়শরা তাহাদের বেদনাদায়ক মনস্তাপ এবং পরাজয়ের মধ্য দিয়া বুঝিতে পারিয়াছিল যে, ইসলাম ধর্ম টিকিয়া থাকার জন্য আসিয়াছে।

وَقَالَ الرَّسُوْلُ يٰرَبِّ اِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوْا هٰذَا الْقُرْاٰنَ مَهْجُوْرًا ﴿٣٠﴾

৩০। এবং এই রসূল বলিবে, 'হে আমার প্রভু! নিশ্চয় আমার জাতি এই কুরআনকে পরিত্যক্ত বস্তু বানাইয়া লইয়াছে।'[২০৭৫]

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِيْنَ ؕ وَكَفٰى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَّنَصِيْرًا ﴿٣١﴾

৩১। এইরূপে আমরা সকল নবীর জন্য অপরাধীগণের মধ্য হইতে দুশমন নিয়োজিত করিয়াছি; বস্তুতঃ তোমার প্রভু হেদায়াত দানকারী ও সাহায্য দানকারী হিসাবে যথেষ্ট।

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْاٰنُ جُمْلَةً وَّاحِدَةً ۚ كَذٰلِكَ ۚ لِنُثَبِّتَ بِهٖ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنٰهُ تَرْتِيْلًا ﴿٣٢﴾

৩২। এবং কাফেরগণ বলিল, 'কুরআনকে তাহার উপর কেন একত্রে নাযেল করা হইল না?' এইভাবে (বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন সুরায়) এইজন্য (নাযেল করিয়াছি) যেন আমরা এতদ্বারা তোমার হৃদয়কে সুদৃঢ় করি। এবং আমরা ইহাকে উত্তম আকারে সুবিন্যস্ত করিয়াছি।[২০৭৬]

وَلَا يَاْتُوْنَكَ بِمَثَلٍ اِلَّا جِئْنٰكَ بِالْحَقِّ وَاَحْسَنَ تَفْسِيْرًا ﴿٣٣﴾

৩৩। এবং তোমার নিকট তাহারা যত আপত্তি উত্থাপন করে অবশ্যই আমরা তোমার নিকট (উহার) সত্য সঠিক উত্তর এবং সর্বাধিক সুন্দর ব্যাখ্যা পেশ করিয়া দিই।[২০৭৭]

২০৭৫। এই আয়াত যথোপযুক্তভাবে তথাকথিত মুসলমানদের প্রতি আরোপিত হইতে পারে, যাহারা কুরআনকে অপ্রয়োজনীয় মনে করিয়াছে এবং ইহাকে পিঠের পিছনে ফেলিয়া রাখিয়াছে। বিগত চৌদ্দশত বৎসরে কুরআন কখনো এত বেশী উপেক্ষিত ও অবহেলিত হয় নাই যেমন হইয়াছে এই যুগের মুসলমান কর্তৃক। নবী করীম (সাঃ) হইতে এই সম্পর্কে এক হাদীস বর্ণিত আছেঃ 'আমার উম্মতের উপর এমন এক সময় আসিবে যখন নাম ছাড়া ইসলামের আর কিছুই থাকিবে না এবং কুরআনের অক্ষর ছাড়া আর কিছুই বাকী থাকিবে না' (বায়হাকী, 'শাবুল ঈমান' অধ্যায়)। বর্তমান যুগই হইতেছে সেই যুগ।

২০৭৬। কুরআন খণ্ড খণ্ডভাবে ক্রমে ক্রমে নাযেল হইয়াছিল। অত্যন্ত প্রয়োজনীয় উদ্দেশ্য মিটাইবার জন্যই এইরূপ করা হইয়াছিল, যেমনঃ (১) কুরআনের বিভিন্ন অংশ কিছু দিন অন্তর অন্তর নাযেল হইয়া উহাদের মধ্যে নিহিত কোন ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা প্রত্যক্ষ করার জন্য মো'মেনদিগকে সুযোগ করিয়া দিয়াছিল, ফলে তাহাদের ঈমান শক্তিশালী ও দৃঢ় হইয়াছিল। অধিকন্তু এই বিরামকালে অবিশ্বাসীদের উত্থাপিত অভিযোগের জবাব দানের জন্য ইহা অভিপ্রেত ছিল। (২) যখন মুসলমানগণের বিশেষ অবস্থায় কোন বিশেষ প্রয়োজনে পথনির্দেশের আবশ্যক হইত তখনই প্রয়োজনীয় এবং সংশ্লিষ্ট আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হইত। ২৩ বৎসর কাল ব্যাপিয়া কুরআন অবতীর্ণ হইয়াছিল। উদ্দেশ্য ছিল রসূল করীম (সাঃ)-এর সঙ্গীগণ ইহাকে স্মরণ রাখিতে, শিক্ষা করিতে এবং আয়ত্ব করিতে যেন সক্ষম হইতে পারে। যদি ইহা সম্পূর্ণ একটি গ্রন্থাকারে একই সঙ্গে নাযেল করা হইত তাহা হইলে অবিশ্বাসীরা বলিতে পারিত যে, নবী করীম (সাঃ) কোন লোক দ্বারা ইহা প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। অতঃপর এহেন সম্ভাব্য আপত্তির উত্তর নিহিত ছিল ইহার বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন উপলক্ষ্যে এবং বহু রকম অবস্থা ও পরিস্থিতির মধ্যে নাযেল হওয়ার মধ্যে। কুরআন খণ্ডে খণ্ডে নাযেল হইয়াছিল যাহাতে ইহা মুখস্থ করিয়া রাখা যায়। টুকরা টুকরাভাবে কুরআন নাযেল হইয়া বাইবেলের নিম্নলিখিত ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করিয়াছিল ঃ "সে কাহাকে জ্ঞান শিক্ষা দিবে? কাহাকে বার্তা বুঝাইয়া দিবে? কি তাহাদিগকে, যাহারা দুধ ছাড়িয়াছে ও স্তন্য পানে নিবৃত্ত হইয়াছে? কেননা বিধির উপরে বিধি, বিধির উপরে বিধি, পাঁতির উপরে পাঁতি, পাঁতির উপরে পাঁতি; এখানে একটুকু সেখানে একটুকু। শোন! তিনি অস্পষ্টবাক্ ওষ্ঠ ও পর-ভাষা দ্বারা এই লোকদের সহিত কথাবার্তা কহিবেন" (যিশাইয়-২৮ঃ৯-১২)।

২০৭৭। ইহা কুরআনের এক স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্য যে, যেখানে ইহা সকল ঐশী গ্রন্থসমূহের মধ্যে অদ্বিতীয়, যখনই কুরআন আল্লাহ্তা'লার অস্তিত্ব, ইসলামের সত্যতা, বা ইহার নিজ ঐশী ভিত্তি, অথবা ধর্মীয় অন্য কোন সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্বন্ধে কোন দাবী উত্থাপন করে, তখনই অন্য কোন প্রতিনিধিত্বের সাহায্য সহায়তার উপর নির্ভর করে না।

اَلَّذِيْنَ يُحْشَرُوْنَ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ اِلٰى جَهَنَّمَ ۙ اُولٰٓئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَّاَضَلُّ سَبِيْلًا ﴿٣٥﴾

৩৫। তাহাদিগকে তাহাদের মুখের উপরে[২০৭৭-ক] দোযখের দিকে একত্রিত করা হইবে— তাহারা হইবে মোকাম-মর্যাদায় অতি নিকৃষ্ট এবং সঠিক পথ হইতে হইবে সর্বাধিক ভ্রান্ত।

৩ [১৪] ১

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَجَعَلْنَا مَعَهٗٓ اَخَاهُ هٰرُوْنَ وَزِيْرًا ﴿٣٦﴾

৩৬। এবং মূসাকে আমরা কিতাব দিয়াছিলাম এবং তাহার সহিত তাহার ভাই হারূনকে সহকারী নিযুক্ত করিয়াছিলাম।

فَقُلْنَا اذْهَبَآ اِلَى الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ۭ فَدَمَّرْنٰهُمْ تَدْمِيْرًا ﴿٣٧﴾

৩৭। এবং আমরা বলিয়াছিলাম, 'তোমরা উভয়ে সেই জাতির নিকট যাও যাহারা আমাদের আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছে।' অতঃপর আমরা তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করিয়া দিলাম।

وَقَوْمَ نُوْحٍ لَّمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ اَغْرَقْنٰهُمْ وَجَعَلْنٰهُمْ لِلنَّاسِ اٰيَةً ۭ وَاَعْتَدْنَا لِلظّٰلِمِيْنَ عَذَابًا اَلِيْمًا ﴿٣٨﴾

৩৮। এবং নূহের জাতিকেও, যখন তাহারা রসূলগণকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিল তখন আমরা তাহাদিগকে নিমজ্জিত করিলাম এবং মানবজাতির জন্য তাহাদিগকে আমরা এক নিদর্শন করিলাম। এবং আমরা যালেমদের জন্য এক যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি।

وَّعَادًا وَّثَمُوْدَا وَاَصْحٰبَ الرَّسِّ وَقُرُوْنًۢا بَيْنَ ذٰلِكَ كَثِيْرًا ﴿٣٩﴾

৩৯। এবং আমরা ধ্বংস করিয়া দিয়াছি আদ ও সামূদকে এবং কূপের অধিবাসীগণকে[২০৭৮] এবং তাহাদের মধ্যবর্তী আরও বহু জাতিকে,

وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْاَمْثَالَ ۡ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيْرًا ﴿٤٠﴾

৪০। এবং তাহাদের মধ্য হইতে প্রত্যেকের জন্য আমরা দৃষ্টান্ত সমূহ বর্ণনা করিয়া দিয়াছি, কিন্তু (যখন তাহারা শুনিল না তখন) আমরা সকলকেই সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করিয়া দিয়াছি।

وَلَقَدْ اَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِيْٓ اُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ ۭ اَفَلَمْ يَكُوْنُوْا يَرَوْنَهَا ۚ بَلْ كَانُوْا لَا يَرْجُوْنَ نُشُوْرًا ﴿٤١﴾

৪১। এবং তাহারা (মক্কাবাসীগণ) সেই জনপদের নিকট দিয়া নিশ্চয় যাতায়াত করিয়াছে,[২০৭৯] যাহার উপর কষ্টদায়ক নিকৃষ্ট বৃষ্টি বর্ষণ করা হইয়াছিল। তবু কি তাহারা ইহা দেখে না? বস্তুতঃ তাহারা পুনরুত্থানের আশাই রাখে না।

২০৭৭-ক। তাহাদের সর্দারগণের সঙ্গে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হইবে; উযুহ শব্দের অর্থ, নেতা বা সর্দারও হয়।

২০৭৮। তফসীরকারকগণের কাহারও কাহারও মতে 'ইয়ামামাহ্'র অন্তর্গত একটি শহরের নাম 'রাস' যেখানে সামূদ জাতির এক গোত্র বসবাস করিত। অন্যান্যদের মতে তাহাদিগকে এরূপ বলা হইত, কারণ তাহারা তাহাদের নবীকে কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছিল। তাহারা সামূদ জাতির অবশিষ্টাংশও ছিল।

২০৭৯। হযরত লূত (আঃ)-এর শহর সদোম, যাহা আরব হইতে সিরিয়া যাওয়ার পথে অবস্থিত ছিল।

وَ اِذَا رَاَوْكَ اِنْ يَّتَّخِذُوْنَكَ اِلَّا هُزُوًا ؕ اَهٰذَا الَّذِىْ بَعَثَ اللّٰهُ رَسُوْلًا ﴿٤١﴾

৪২। এবং তাহারা যখন তোমাকে দেখে তখন তাহারা তোমাকে কেবল ঠাট্টা-বিদ্রূপের পাত্র বলিয়া গণ্য করে (এবং বলে)ঃ 'এই কি সেই ব্যক্তি ! যাহাকে আল্লাহ্ রসূলরূপে আবির্ভূত করিয়াছেন ?

اِنْ كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ اٰلِهَتِنَا لَوْلَاۤ اَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا ؕ وَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ حِيْنَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ اَضَلُّ سَبِيْلًا ﴿٤٢﴾

৪৩। সে তো আমাদিগকে আমাদের মা'বূদ হইতে বিপথ-গামী করিয়া দেওয়ার উপক্রম করিয়াছিল যদি না আমরা ইহাদের উপর সুদৃঢ়ভাবে কায়েম থাকিতাম।' এবং যখন তাহারা শাস্তিকে প্রত্যক্ষ করিবে তখন তাহারা নিশ্চয় জানিতে পারিবে যে (সঠিক) পথের দিক দিয়া সর্বাধিক বিভ্রান্ত কাহারা।

اَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهٗ هَوٰىهُ ؕ اَفَاَنْتَ تَكُوْنُ عَلَيْهِ وَكِيْلًا ﴿٤٣﴾

৪৪। তুমি কি সেই ব্যক্তির প্রতি লক্ষ্য করিয়াছ যে নিজের প্রবৃত্তিসমূহকে নিজের মা'বূদরূপে গ্রহণ করে ? তুমি কি তাহার উপর অভিভাবক নিযুক্ত হইয়াছ ?

اَمْ تَحْسَبُ اَنَّ اَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُوْنَ اَوْ يَعْقِلُوْنَ ؕ اِنْ هُمْ اِلَّا كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ سَبِيْلًا ﴿٤٤﴾ ع ৪ [১০] ২

৪৫। তুমি কি মনে কর যে, তাহাদের অধিকাংশ লোক শ্রবণ করে এবং অনুধাবন করে ? তাহারা একেবারে চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায়—[২০৮০] বরং (সঠিক) পথের দিক দিয়া তাহারা সর্বাধিক বিভ্রান্ত।

اَلَمْ تَرَ اِلٰى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ ۚ وَلَوْ شَآءَ لَجَعَلَهٗ سَاكِنًا ۚ ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيْلًا ﴿٤٥﴾

৪৬। তুমি কি তোমার প্রভুর প্রতি লক্ষ্য কর নাই যে, কিভাবে তিনি ছায়াকে লম্বা করিয়া[২০৮১] দেন ? তিনি ইচ্ছা করিলে উহাকে একই স্থানে স্থির করিয়া দিতেন। অতঃপর আমরা সূর্যকে ইহার উপর একটি নির্দেশক করিয়াছি।[২০৮২]

২০৮০। মানুষ সর্বাপেক্ষা অধিক পসন্দ করে তাহার কামনা, পূর্ব ধারণা ও অসার কল্পনাকে এবং ইহাই তাহার সত্য গ্রহণে প্রধান বাধা। মেধাগতভাবে মানবের হয়ত অনেক অগ্রগতি হইয়াছে—— সেজন্য সে পাথর এবং নক্ষত্রের সামনে মাথা নত করে না, কিন্তু তাহার মিথ্যা আদর্শ, কুসংস্কার এবং পূর্ব ধারণার পূজা হইতে সে মুক্ত হইতে পারে নাই। ইহাই হইল সেই প্রতিমাগুলি, যাহা মানুষের হৃদয়ে আসন গাড়িয়া বসিয়াছে,যাহাদিগকে ভক্তি করা এখানে নিন্দিত হইয়াছে। খোদা-প্রদত্ত শ্রবণ-শক্তি এবং বুদ্ধি-রত্তিগুলি (যাহা মানুষকে সত্য উপলব্ধি করিতে ও জানিতে সাহায্য করিতে পারে) ব্যবহার করার পরিবর্তে সে অন্ধকারে হাতড়াইতে পসন্দ করে এবং গরু-ভেড়ার স্তরে নামিয়া আসে—— এমন কি উহা হইতেও নিম্নতর পর্যায়ে নামিয়া যায়। কেননা গবাদি-পশুকে বিচার-বুদ্ধি এবং পার্থক্য করার সহজাত গুণাবলী দান করা হয় নাই যদ্দারা মানবকে ভূষিত করা হইয়াছে।

২০৮১। এই আয়াত ইসলাম ধর্মের উত্থান, অগ্রগতি এবং মর্যাদা আলংকারিক ভাষায় উল্লেখ করিয়াছে। প্রকৃতির ইন্দ্রিয় গোচর বিষয়াদির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া এই বাস্তব ঘোষণা বর্ণিত হইয়াছে। সূর্য কোন বস্তুর আড়ালে যতই হেলিতে থাকে ইহার ছায়া ততই প্রলম্বিত হইতে থাকে। সেইরূপে আল্লাহ্ যতক্ষণ পর্যন্ত কোন জাতির পৃষ্ঠপোষকতায় থাকেন ততক্ষণ পর্যন্ত তাহাদের প্রভাব এবং ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। আয়াতের অন্তর্নিহিত মর্ম এই যে, যেহেতু আল্লাহ্তা'লা ইসলামের পৃষ্ঠপোষক, সেহেতু ইহার ছায়া পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে না পৌছা পর্যন্ত ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করিতে থাকিবে এবং বিশ্বের জাতিসমূহ ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় লাভ করিয়া দুর্দশামুক্ত এবং শান্তিপ্রাপ্ত হইবে। আয়াতের মধ্যে উল্লেখিত সূর্য হইতেছে ইসলাম অথবা মহানবী (সাঃ)-এর প্রতীক স্বরূপ।

২০৮২। সূর্যের অবস্থান ছায়ার আয়তন নির্ধারণ করে।

ثُمَّ قَبَضْنٰهُ اِلَيْنَا قَبْضًا يَّسِيْرًا ﴿٤٦﴾

৪৭। অতঃপর উহাকে আমরা আমাদের দিকে ক্রমানুয়ে গুটাইয়া আনি।[২০৮২-ক]

وَهُوَ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِبَاسًا وَّالنَّوْمَ سُبَاتًا وَّجَعَلَ النَّهَارَ نُشُوْرًا ﴿٤٧﴾

৪৮। এবং তিনিই সেই সত্তা যিনি তোমাদের জন্য রাত্রিকে আবরণস্বরূপ[২০৮৩] এবং নিদ্রাকে আরামস্বরূপ করিয়াছেন এবং দিবসকে উত্থান ও উন্নতির উপায়স্বরূপ করিয়াছেন।

وَهُوَ الَّذِيْٓ اَرْسَلَ الرِّيٰحَ بُشْرًۢا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهٖ ۚ وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً طَهُوْرًا ﴿٤٨﴾

৪৯। এবং তিনিই সেই সত্তা যিনি বায়ুকে নিজ রহমত বর্ষণের পূর্বে সুসংবাদ দেওয়ার জন্য প্রেরণ করেন এবং আমরা মেঘ হইতে বিশুদ্ধ ও পরিষ্কার পানি বর্ষণ করি,

لِّنُحْيِيَ بِهٖ بَلْدَةً مَّيْتًا وَّنُسْقِيَهٗ مِمَّا خَلَقْنَآ اَنْعَامًا وَّاَنَاسِيَّ كَثِيْرًا ﴿٤٩﴾

৫০। যেন আমরা উহার দ্বারা মৃত ভূমিকে সঞ্জীবিত করি এবং আমাদের সৃষ্ট বহু সংখ্যক জীবজন্তু ও মানুষকে পানি পান করাই।

وَلَقَدْ صَرَّفْنٰهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوْا ۖ فَاَبٰٓى اَكْثَرُ النَّاسِ اِلَّا كُفُوْرًا ﴿٥٠﴾

৫১। এবং আমরা ইহাকে (কুরআনকে) তাহাদের মধ্যে সবিস্তারে বর্ণনা করিয়া দিয়াছি যেন তাহারা উপদেশ গ্রহণ করে; কিন্তু অধিকাংশ লোকই সব কিছু প্রত্যাখ্যান করিল কেবল অস্বীকার ছাড়া।

وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِيْ كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيْرًا ﴿٥١﴾

৫২। এবং যদি আমরা ইচ্ছা করিতাম তাহা হইলে প্রত্যেক জনপদে সতর্ককারী প্রেরণ করিতাম;

فَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَجَاهِدْهُمْ بِهٖ جِهَادًا كَبِيْرًا ﴿٥٢﴾

৫৩। অতএব তুমি কাফেরদের আনুগত্য করিও না, এবং তুমি ইহার (কুরআনের) সাহায্যে তাহাদের সহিত বৃহত্তর জিহাদ কর।[২০৮৪]

২০৮২-ক। সর্বোচ্চ স্থানে পৌঁছার পর মুসলমানদের পড়ন্ত অবস্থার প্রতিও আয়াতটি নির্দেশ করে। পূর্ববর্তী আয়াতের ছায়া যখন প্রভাব ও মর্যাদার প্রতীক, তখন বর্তমান আয়াতে 'সংকুচিত করিয়া' কথাটি ইসলামের অবক্ষয় এবং পতনের অবস্থা বুঝায়।

২০৮৩। আয়াতের মধ্যে 'রাত্র' আল্লাহ্‌তা'লার প্রেরিত সংস্কারকের আবির্ভূত হওয়ার পূর্বের আধ্যাত্মিক অন্ধকার যুগ বুঝায় এবং 'দিন' ঐশী সংস্কারকের আবির্ভাবের পরবর্তী আধ্যাত্মিক প্রভাতের প্রতীক স্বরূপ।

২০৮৪। এই আয়াত অনুযায়ী প্রকৃত গুরুত্বপূর্ণ জিহাদ হইতেছে কুরআনের বাণী প্রচার করা। অতএব ইসলাম ধর্মের বিস্তার লাভের জন্য সংগ্রাম করা এবং ইহার শিক্ষা প্রচার ও প্রসারের জন্য প্রচেষ্টার নামই জেহাদ, যাহা সর্বদা উৎসাহ-উদ্দীপনার সহিত অব্যাহত রাখার নির্দেশ মুসলমানগণকে দেওয়া হইয়াছে। এই জিহাদের কথাই রসূল করীম (সাঃ) এক যুদ্ধের অভিযান হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া বলিয়াছিলেন, যেমন হাদীসে বর্ণিত আছেঃ "আমরা ক্ষুদ্রতর জিহাদ হইতে বৃহত্তর জিহাদের দিকে ফিরিয়া আসিয়াছি" (রাদ্দুল-মুহ্‌তার)। ১৯৫৭ এবং ১৯৫৮ টীকাদ্বয়ও দ্রষ্টব্য।

وَهُوَ الَّذِيْ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَّهٰذَا مِلْحٌ اُجَاجٌ ۚ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَّحِجْرًا مَّحْجُوْرًا ﴿٥٣﴾

৫৪ । তিনিই সেই সত্তা যিনি দুই সমুদ্রকে প্রবাহিত করিয়াছেন যাহাদের মধ্য হইতে একটি মিষ্ট, সুপেয় এবং অপরটি লবণাক্ত, তিক্ত এবং তিনি উভয়ের মধ্যে এক আড়াল এবং শক্ত প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিয়াছেন ।[২০৮৫]

وَهُوَ الَّذِيْ خَلَقَ مِنَ الْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهٗ نَسَبًا وَّصِهْرًا ؕ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيْرًا ﴿٥٤﴾

৫৫ । এবং তিনিই সেই সত্তা যিনি মানুষকে পানি হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন; অতঃপর তিনি তাহার জন্য বংশগত (পৌত্রিক) সম্বন্ধ এবং বৈবাহিক (মাতৃক) সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছেন; এবং তোমার প্রভু প্রত্যেক বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান ।

وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ ؕ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلٰى رَبِّهٖ ظَهِيْرًا ﴿٥٥﴾

৫৬ । এবং তাহারা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে উহার ইবাদত করে যাহা তাহাদের কোন উপকারও করিতে পারে না এবং কোন অপকারও করিতে পারে না । বস্তুতঃ কাফের সদা তাহার প্রভুর (পরিকল্পনা সমূহের) বিরুদ্ধাচারীই হইয়া থাকে ।

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا مُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا ﴿٥٦﴾

৫৭ । এবং আমরা তোমাকে শুধু শুভসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপেই প্রেরণ করিয়াছি ।

قُلْ مَآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِلَّا مَنْ شَآءَ اَنْ يَّتَّخِذَ اِلٰى رَبِّهٖ سَبِيْلًا ﴿٥٧﴾

৫৮ । তুমি বল, 'আমি তোমাদের নিকট ইহার জন্য কোন প্রতিদান চাহি না কেবল ইহা ছাড়া যে, যদি কোন ব্যক্তি ইচ্ছা করে তাহা হইলে সে নিজের প্রভুর (নিকট যাওয়ার) পথ অবলম্বন করুক ।'[২০৮৬]

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِيْ لَا يَمُوْتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهٖ ؕ وَكَفٰى بِهٖ بِذُنُوْبِ عِبَادِهٖ خَبِيْرَا ﴿٥٨﴾

৫৯ । এবং তুমি সেই চিরঞ্জীবের উপর ভরসা কর যিনি কখনও মরেন না, এবং তাঁহার প্রশংসার সহিত তসবীহ্ পাঠ কর । বস্তুতঃ তিনি নিজ বান্দাগণের পাপসমূহ সম্বন্ধে অবহিত হওয়ার ব্যাপারে যথেষ্ট ;

২০৮৫ । আয়াতের মধ্যে দুই সমুদ্রকে সত্য এবং মিথ্যা ধর্মের প্রতীকরূপে ধরিয়া নিলে, এই আয়াতের মর্মার্থ হয় যে, সত্য ধর্ম ইসলাম এবং বিকৃত মতামত উভয়ে পাশাপাশি চলমান থাকিবে, প্রথমটি সুমিষ্ট ফল প্রদান করিবে এবং আধ্যাত্মিক পথচারীদিগের তৃষ্ণা নিবারণ করিবে এবং শেষোক্তটি নিস্ফল ও বিস্বাদ হইবে, কোনরূপ ভাল ফল দিতে অসমর্থ হইবে । "দুইটি জল স্রোতের" অর্থ সাগর-সলিল এবং নদীর জলরাশিও হইতে পারে । প্রথমোক্ত পানি লবণাক্ত ও বিস্বাদ, কিন্তু শেষোক্ত পানি সুপেয় ও সুস্বাদু। নদীর সুস্বাদু পানি যখন সাগরে প্রবাহিত হইয়া ইহার লবণাক্ত পানির সহিত মিশিয়া যায়, তখন নদীর সুপেয় পানিও বিস্বাদ হইয়া যায় । যতক্ষণ পর্যন্ত এই দুই পানি পৃথক থাকে, ততক্ষণ উহাদের স্বাদ ভিন্ন ভিন্ন হয় । একইভাবে সত্য ধর্মের শিক্ষার সহিত যখন মিথ্যা ধর্মের শিক্ষা জড়াইয়া পড়ে তখন উহা আপন সৌন্দর্য ও কার্যকারিতা হারাইয়া ফেলে । কিন্তু আল্লাহ্‌তা'লা এমনইভাবে বিন্যস্ত করিয়াছেন যে, মিথ্যা ধর্মগুলির কাছা কাছি হইয়া যাওয়া সত্ত্বেও ইসলাম ধর্ম কখনও ইহার তৃপ্তিদায়ক সৌন্দর্য হারাইবে না, কারণ আল্লাহ্‌তা'লা ইহাকে রক্ষা করা এবং অক্ষুন্ন রাখার দায়িত্ব নিজের উপরে রাখিয়াছেন (১৫ঃ১০)। দুইটির মধ্যে এক অলংঘনীয় বাধা রহিয়াছে, যাহা উহাদিগকে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে ।

২০৮৬ । এই আয়াত অনুযায়ী ইসলাম ধর্ম ইহার সম্প্রসারণে শক্তি প্রয়োগ স্পষ্টভাবে নিষেধ করে ।

الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَیْنَهُمَا فِیْ سِتَّةِ اَیَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰی عَلَی الْعَرْشِ ۛ اَلرَّحْمٰنُ فَسْـَٔلْ بِهٖ خَبِیْرًا ﴿٦٠﴾

৬০। যিনি আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যে যাহা কিছু আছে সেই সব ছয় দিনে সৃষ্টি করিয়াছেন, অতঃপর তিনি সুদৃঢ়রূপে আরশের উপর অধিষ্ঠিত হইয়াছেন; ইনি অযাচিত-অসীম দাতা। অতএব তুমি তাঁহার সম্বন্ধে তাহাকে জিজ্ঞাসা কর যে অধিক অবহিত।[২০৮৭]

وَاِذَا قِیْلَ لَهُمُ اسْجُدُوْا لِلرَّحْمٰنِ قَالُوْا وَمَا الرَّحْمٰنُ اَنَسْجُدُ لِمَا تَاْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُوْرًا ﴿٦١﴾ ع

৬১। এবং যখন তাহাদিগকে বলা হয় যে, তোমরা রহমান (আল্লাহ্)-কে সেজদা কর; তখন তাহারা বলে, 'রহমান' আবার কে ? আমরা কি তাহাকে সেজদা করিব যাহার সম্বন্ধে তুমি আমাদিগকে হুকুম দিতেছ ?' বস্তুতঃ এইকথা তাহাদের ঘৃণাকে আরও বাড়াইয়া দেয়।

সেজদা-৭ ৫ [১৬] ৩

تَبٰرَكَ الَّذِیْ جَعَلَ فِی السَّمَآءِ بُرُوْجًا وَّجَعَلَ فِیْهَا سِرٰجًا وَّقَمَرًا مُّنِیْرًا ﴿٦٢﴾

৬২। তিনি পরম কল্যাণের অধিকারী সত্তা যিনি আকাশে (তারকারাজির জন্য) কক্ষসমূহ সৃষ্টি করিয়াছেন এবং উহাতে প্রদীপ্ত সূর্য এবং উজ্জ্বল চন্দ্র সৃষ্টি করিয়াছেন।[২০৮৭-ক]

وَهُوَ الَّذِیْ جَعَلَ الَّیْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ اَرَادَ اَنْ یَّذَّكَّرَ اَوْ اَرَادَ شُكُوْرًا ﴿٦٣﴾

৬৩। এবং তিনিই সেই সত্তা যিনি রজনী ও দিবাকে[২০৮৮] একে অপরের পশ্চাদ্ধাবনকারী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন সেই ব্যক্তির উপকারের জন্য যে উপদেশ গ্রহণ করিতে চাহে অথবা সকৃতজ্ঞ বান্দা হইতে চাহে।

وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِیْنَ یَمْشُوْنَ عَلَی الْاَرْضِ هَوْنًا وَّاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجٰهِلُوْنَ قَالُوْا سَلٰمًا ﴿٦٤﴾

৬৪। এবং রহমানের প্রকৃত বান্দা তাহারা, যাহারা ভূ-পৃষ্ঠের উপর নম্র হইয়া চলে, এবং যখন অজ্ঞরা তাহাদিগকে সম্বোধন করে তখন তাহারা (কোন বিবাদ না করিয়া) বলে, 'সালাম' ![২০৮৯]

২০৮৭। (১) আল্লাহ্তা'লা; (২) হযরত নবী করীম (সাঃ)।

২০৮৭-ক। আকাশমণ্ডলের সৃষ্টি এবং সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্ররাজি যাহারা উহাদিগকে অলংকৃত ও সৌন্দর্যমণ্ডিত করে তাহাদের সৃষ্টির প্রতি পরোক্ষ উল্লেখ দ্বারা এই আয়াত আধ্যাত্মিক আকাশের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করে যাহার নিজস্ব সূর্য,চন্দ্র এবং নক্ষত্ররাজি আছে— হযরত নবী করীম (সাঃ), প্রতিশ্রুত মসীহ্ এবং রসূল করীম (সাঃ)-এর সাহাবাগণ যাহাদের সম্বন্ধে তাঁহার হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে;'আমার সাহাবাগণ নক্ষত্রের মত, তাহাদের যে কেহকে তোমরা অনুসরণ করিবে তোমরা সত্য পথ-নির্দেশ পাইবে'(রাযীন)।

২০৮৮। জড়জগতে রাত্রকে যেমন দিন অনুসরণ করে, ঠিক একই রূপে আধ্যাত্মিক জগতেও যখন অন্ধকার পৃথিবীকে ছাইয়া ফেলে, আল্লাহ্তা'লা তখন ইহাকে জ্যোতির্ময় করার জন্য সংস্কারক আবির্ভূত করেন।

২০৮৯। এই আয়াত দ্বারা সেই গৌরবোজ্জ্বল নৈতিক বিপ্লবের সংক্ষিপ্ত বিবরণ আরম্ভ হইয়াছে, যাহা আধ্যাত্মিক মহাকাশের সেই সূর্য তথা মহানবী মুহাম্মাদ (সাঃ) তাঁহার জাতির মধ্যে সংঘটিত করিয়াছিলেন। অন্ধকারাচ্ছন্ন অবস্থা হইতে তাহারা দয়াময় খোদাতা'লার দাসে পরিণত হইয়াছিল। তফসীরাধীন এবং পরবর্তী আয়াতসমূহে উল্লেখিত দয়াময় আল্লাহ্তা'লার ন্যায়পরায়ণ দাসগণের বিভিন্ন গুণাবলী, নবী করীম (সাঃ)-এর জাতির লোকেরা পূর্বে যে সকল দোষে ভুগিতেছিল, সেই সমস্ত নীতি বিগর্হিত অভ্যাসগুলির সম্পূর্ণ বিপরীত।

وَالَّذِيْنَ يَبِيْتُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَّ قِيَامًا ﴿٦٥﴾

৬৫। এবং যাহারা রাত্রি অতিবাহিত করে তাহাদের প্রভুর সমীপে সেজদাবনত ও দণ্ডায়মান অবস্থায়;

وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ ۖ اِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ﴿٦٦﴾

৬৬। এবং যাহারা বলে,'হে আমাদের প্রভু ! তুমি আমাদের উপর হইতে দোযখের আযাবকে অপসারিত কর, নিশ্চয় উহার আযাব সর্বনাশা;

اِنَّهَا سَآءَتْ مُسْتَقَرًّا وَّ مُقَامًا ﴿٦٧﴾

৬৭। নিশ্চয় উহা অতি মন্দ—— অস্থায়ী ঠিকানা হিসাবেও এবং দীর্ঘস্থায়ী আবাসস্থল হিসাবেও ।'

وَالَّذِيْنَ اِذَآ اَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَلَمْ يَقْتُرُوْا وَكَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوَامًا ﴿٦٨﴾

৬৮। এবং যাহারা, যখন খরচ করে তখন অপব্যয় করে না এবং কার্পণ্যও করে না বরং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী পথ অবলম্বন করে;

وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَلَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُوْنَ ۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ اَثَامًا ﴿٦٩﴾

৬৯। এবং যাহারা, আল্লাহ্‌র সঙ্গে অন্য কোন মা'বূদকে ডাকে না এবং ন্যায়-সংগত কারণ ব্যতীত এমন কোন প্রাণকে হত্যা করে না যাহাকে আল্লাহ্ (হত্যা করা) হারাম করিয়াছেন এবং তাহারা ব্যভিচার করে না;[২০৯০] বস্তুতঃ যে কেহ এইরূপ কাজ করিবে সে (তাহার) পাপের শাস্তির সম্মুখীন হইবে;

يُّضٰعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَ يَخْلُدْ فِيْهٖ مُهَانًا ﴿٧٠﴾

৭০। কিয়ামতের দিন তাহার জন্য আযাবকে দ্বিগুণ করা হইবে এবং তথায় সে লাঞ্ছিত অবস্থায় বাস করিতে থাকিবে—

اِلَّا مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَاُولٰٓئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِهِمْ حَسَنٰتٍ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿٧١﴾

৭১। সেই ব্যক্তি ব্যতীত যে তওবা করে[২০৯১] এবং ঈমান আনে এবং পুণ্য কর্ম করে; ইহারা এমন লোক যে, আল্লাহ্ তাহাদের মন্দ কর্মগুলিকে সুন্দর কর্মে বদলাইয়া দিবেন; বস্তুতঃ আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময় ।

وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَاِنَّهٗ يَتُوْبُ اِلَى اللّٰهِ مَتَابًا ﴿٧٢﴾

৭২। যে ব্যক্তি তওবা করে এবং সৎকর্ম করে বস্তুতঃ সে পূর্ণরূপে আল্লাহ্‌র দিকে ঝুঁকে;

২০৯০। পৌত্তলিকতা, খুন ও ব্যভিচার এই তিনটি মূল পাপাচার ব্যক্তির নৈতিক বিচ্যুতি, সামাজিক এবং যৌন অসচ্চরিত্রতার আদি উৎস। কুরআন মজীদ বার বার এই সমস্ত পাপাচারের বিরুদ্ধে কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করিয়া আসিতেছে ।

২০৯১। 'তাওবা' (অনুশোচনা) অর্থ— অতীতের সমস্ত নৈতিক ভ্রষ্টতার জন্য আন্তরিকভাবে সকল মন্দ সম্পূর্ণ পরিহার করিয়া চলার স্থির সংকল্পের সহিত অনুতাপ করা এবং সৎকর্ম করা এবং মানুষের প্রতি কৃত সর্বপ্রকার অন্যায়ের সংশোধন করা । ব্যক্তির জীবনে ইহা অতীতের প্রতি সম্পূর্ণভাবে পিঠ ফিরাইয়া পূর্ণ পরিবর্তন সাধনে সক্ষম ।

وَالَّذِيْنَ لَا يَشْهَدُوْنَ الزُّوْرَ ۙ وَ اِذَا مَرُّوْا بِاللَّغْوِ مَرُّوْا كِرَامًا ﴿٧٣﴾

৭৩। এবং যাহারা, মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না[২০৯২] এবং যখন তাহারা বৃথা বিষয়ের নিকট দিয়া অতিক্রম করে তখন সসম্মানে অতিক্রম করে;

وَالَّذِيْنَ اِذَا ذُكِّرُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوْا عَلَيْهَا صُمًّا وَّ عُمْيَانًا ﴿٧٤﴾

৭৪। এবং যাহারা, তাহাদের প্রভুর আয়াতসমূহ তাহাদিগকে যখন স্মরণ করাইয়া দেওয়া হয় তখন উহার প্রতি বধির ও অন্ধের ন্যায় আচরণ করে না।[২০৯২-ক]

وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّ اجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا ﴿٧٥﴾

৭৫। এবং যাহারা বলে, 'হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদিগকে আমাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির মাধ্যমে চক্ষুর স্নিগ্ধতা দান কর এবং আমাদিগকে মুত্তাকীগণের ইমাম বানাও।'

اُولٰٓئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوْا وَيُلَقَّوْنَ فِيْهَا تَحِيَّةً وَّ سَلٰمًا ﴿٧٦﴾

৭৬। ইহারাই এমন লোক, যাহাদিগকে তাহাদের সৎকর্মের উপর ধৈর্যসহকারে কায়েম থাকার কারণে প্রতিদানস্বরূপ (সুরম্য) বালাখানা দেওয়া হইবে এবং তথায় তাহাদিগকে শুভাশীষ এবং শান্তির বাণী দ্বারা সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হইবে,

خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَّ مُقَامًا ﴿٧٧﴾

৭৭। তথায় তাহারা চিরকাল বাস করিবে। উহা অতি উত্তম হইবে—অস্থায়ী বিশ্রামাগার হিসাবে এবং স্থায়ী বাসস্থান হিসাবেও।

قُلْ مَا يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّيْ لَوْلَا دُعَآؤُكُمْ ۚ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُوْنُ لِزَامًا ﴿٧٨﴾ ع ۩

৭৮। তুমি (অবিশ্বাসীদিগকে) বল, 'আমার প্রভু তোমাদের কোন পরওয়া[২০৯৩] করেন না যদি তোমাদের দোয়া না থাকে। যেহেতু তোমরা (আল্লাহ্‌র বাণীকে) মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছ, অতএব উহার শাস্তি অচিরেই তোমাদের সহিত সংযুক্ত হইবে।'

৬ [১৭] ৪

২০৯২। 'যূর' অর্থ একটি মিথ্যা; মিথ্যা সাক্ষ্য; আল্লাহ্‌র সহিত শির্ক ও এরূপস্থান যেখানে মিথ্যা বলা হয় এবং লোকেরা বৃথা বা অসার চিত্তবিনোদন উপভোগ করে; বহু-ঈশ্বরবাদীদের সমাবেশ, ইত্যাদি (লেইন)।

২০৯২-ক। তাহারা উন্মিলিত চক্ষে আল্লাহ্‌তা'লার নিদর্শনাবলী সযত্নে মানিয়া চলে। তাহাদের বিশ্বাস সন্দেহাতীত ভিত্তির উপর স্থাপিত, জনশ্রুতির উপর নহে।

২০৯৩। 'মা আ'বাউবিহী' অর্থ আমি (তাহাকে) পরওয়া করি না, কিছুই মনে করি না, গ্রাহ্য করি না বা তাহাকে কিছুই জ্ঞান করি না অথবা আমি তাহাকে কোন মূল্যই দেই না বা তাহার কোন গুরুত্ব আছে বলিয়া আমি মনে করি না; অথবা আমি তাহাকে কোনরূপ সম্মান করি না (লেইন এবং মুফরাদাত)।

২৬-সূরা আশ শো'আরা

(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণ হওয়ার তারিখ, শিরোনাম এবং প্রসংগ

অধিকাংশ মুসলিম পণ্ডিতের অভিমত অনুযায়ী আলোচ্য সূরাটি একটি মক্কী সূরা। ইহার শিরোনাম হইতেছে আশ্ শো'আরা বা কবিবৃন্দ, এই নামকরণের মাধ্যমে আল্লাহ্তা'লা মুসলমানদেরকে একটি উত্তম দৃষ্টান্ত প্রদান করিতেছেন। আর উক্ত দৃষ্টান্ত হইতেছে এই যে, কোন জাতি তখনই সাফল্য লাভ করে যখন উহাদের কথা ও কাজের সমন্বয় থাকে এবং কবিদের মত শুধু মাত্র বাক্সর্বস্ব হওয়াতে এই লক্ষ্য অর্জন সম্ভবপর নয়। এই সূরার বিষয়বস্তু উপস্থাপনার ধারা পূর্ববর্তী ষোলটি সূরা হইতে ব্যতিক্রম-ধর্মী। কেননা সূরা ইউনুস হইতে লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, মুখ্যতঃ ইহুদী ও খৃষ্টানদের উদ্দেশ্যেই উল্লেখিত সূরাগুলির বক্তব্য কেন্দ্রীভূত ছিল। কিন্তু আলোচ্য সূরা হইতে মো'মেনদের উদ্দেশ্যেই বেশীর ভাগ প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে, ফলে সম্ভাষণের স্বরূপ, রীতি ও কার্যক্ষেত্র পাল্টাইয়া গিয়াছে, এমনকি, সূরাটির শুরুতে উপস্থাপিত "হুরূফে মুকাত্তায়াতের" ব্যাপারেও পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। পূর্ববর্তী সূরাতে এই প্রসঙ্গ তুলিয়া সমাপ্তি টানা হইয়াছিল যে, এমন ধারণা করা নিতান্তই বোকামী যে, প্রাচীন কাল হইতে চিরাচরিত ঐশী নিয়ম যেভাবে নবী-রসূলের মাধ্যমে কার্যকরী ছিল, তাহা আল্লাহ্তা'লা ধ্বংস করিয়া দিবেন। পরন্তু আল্লাহতা'লা মানুষকে এই উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করিয়াছেন যাহাতে সে আল্লাহ্তা'লার মহান সিফতসমূহ দ্বারা নিজেকে ভূষিত করে এবং ঐশী আহবানে সাড়া দেয়। মানুষ যদি তাহার সৃষ্টির উদ্দেশ্য না বুঝে এবং উহা পূর্ণ না করে, তাহা হইলে তাহার জীবনের অস্তিত্বের কোনই প্রয়োজন নাই এবং তাহাকে ধ্বংস করিবার জন্য আল্লাহ্র দ্বিধা করিবারও কোন কারণ নাই। সূরাটিতে আরো বলা হইয়াছে যে, মানবতার প্রতি অকৃত্রিম মমতা ও উদ্বেগের কারণে হযরত মুহাম্মদ(সাঃ) ব্যথিত চিত্তে সর্বদা এই আশংকা করিতেন যে, মানুষ যেন তাহার কৃত-কর্মের জন্য ধ্বংসের কারণ হইয়া না পড়ে। তিনি ব্যাকুলভাবে কামনা করিতেন যাহাতে মানুষ সম্ভাব্য ধ্বংস হইতে রক্ষা প্রাপ্ত হয়। আর মানুষের ধ্বংস সাধন তো আল্লাহ্তা'লার অভিপ্রেত পরিকল্পনার পরিপন্থী। কেননা, আল্লাহ্ তো চাহেন যে, মানুষকে যে জ্ঞান ও প্রজ্ঞা প্রদান করা হইয়াছে, উহার সুষ্ঠু প্রয়োগ ও চেষ্টা-প্রচেষ্টার মাধ্যমে সে আল্লাহ্র নৈকট্য প্রাপ্তির পথের সন্ধান করুক, অতঃপর সে তাহার নৈকট্য অর্জন করুক। কিন্তু সে যদি ইহা করিতে অস্বীকার করে, তাহা হইলে অস্বীকার-জনিত পরিণাম তাহাকে ভোগ করিতে হইবে। অতঃপর, সূরাটিতে বলা হইয়াছে যে, মানুষকে যদি স্বাধীন ইচ্ছা ও পসন্দের ক্ষমতা না দেওয়া হইত, তাহা হইলে সে শুধু মাত্র একটি যন্ত্র বা যন্ত্রমানবে পরিণত হইত এবং সেই অবস্থায় সে তাহার স্রষ্টার প্রতিচ্ছবি হিসাবে যে মর্যাদায় ভূষিত, তাহা হইতে বঞ্চিত হইত। সুতরাং মানুষের উচিত ঐশী পরিকল্পনার আলোকে তাহার জীবনকে পরিচালিত করা। ইহা না করিলে মানুষ কিছুতেই সত্যিকার মুক্তি বা পরিত্রাণ লাভ করিতে পারিবে না।

বিষয়বস্তু

সূরাটির শুরুতেই এই দাবী করা হইয়াছে যে, কুরআন স্বয়ং ইহার সত্যতার প্রমাণ ও যুক্তি হিসাবে যথেষ্ট এবং ইহার সমর্থনে বাহিরের কোন সাহায্য ও সমর্থনের প্রয়োজন নাই। অতঃপর বলা হইয়াছে যে, পার্থিব জগতে মানুষের প্রয়োজন ও অভাব মিটাইবার জন্য আল্লাহ্তা'লা যেভাবে প্রত্যেক বস্তুর জোড়া সৃষ্টি করিয়াছেন, সেইজন্য ইহাই যুক্তি-সঙ্গত যে, আধ্যাত্মিক জগতেও আল্লাহ্তা'লা প্রত্যেক বস্তুর জোড়া করিবেন। অতঃপর, অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত উপায়ে সূরাটিতে কয়েকজন নবী-রসূলের জীবনের কিছু বিবরণী দেওয়া হইয়াছে। প্রথমেই হযরত মূসা (আঃ)-এর কাহিনী বর্ণনা পূর্বক দেখানো হইয়াছে যে, কিভাবে ঐশী আদেশের অনুসরণে মূসা (আঃ) বনী ইসরাঈলকে মিশর হইতে বাহির করিয়া নিতে সক্ষম হন। সত্যই পরিণামে বিজয়ী হয় এবং মিথ্যা পরাভূত হয়— এই শাশ্বত বিষয়টিকে আরো ব্যাখ্যার লক্ষ্যে সূরাটিতে অতঃপর সংক্ষিপ্তভাবে হযরত ইব্রাহীম, নূহ, হূদ, সালেহ, লূত এবং শুয়াইব (আঃ)-এর ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে। হযরত ইবরাহীম (আঃ) তাঁহার জাতির কাছে প্রতিমা পূজার আযৌক্তিকতা ও অসারতা প্রমাণিত করেন। অতঃপর, হযরত নূহ (আঃ)-এর ঘটনায় দেখা যায় যে, কিভাবে তাঁহার কওম তাঁহাকে এই ধারণার বশবর্তী হইয়া অস্বীকার করিয়াছিল যে, তিনি সমাজের সকল উচ্চ ও নীচুর ব্যবধান বিলোপ করিতে চাহিয়াছিলেন। ইহার পর হযরত হূদ এবং সালেহ (আঃ)-এর ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে। ঐশী-বাণী বাহক এই উভয় নবীই তাঁহাদের স্বজাতিকে এই বিষয়টি অনুধাবনের জন্য কঠোর পরিশ্রম করিয়াছিলেন যে, সত্যিকার সফলতা জাগতিক উপকরণ ও ক্ষমতার উপর নির্ভর করে না, বরং উহা নির্মল নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিক শক্তির উপর নির্ভরশীল। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে তাঁহাদের জাতি এই শিক্ষা এবং সতর্কবাণীকে নিতান্ত অবহেলাভরে বর্জন করিয়াছিল। হযরত লূত এবং শুয়াইব (আঃ)-এর স্বজাতিও তাঁহাদের সাথে কোন ভাল ব্যবহার করে নাই। হযরত লূত (আঃ)-এর সম্প্রদায় এক অস্বাভাবিক পাপকার্যে নিজেদেরকে জড়িত রাখে, আর শুয়াইব (আঃ)-এর কওম বাণিজ্যিক লেন-দেনে বড়ই অসাধুতার পরিচয় দেয়। যেই বিষয় লইয়া সূরাটির শুরু হইয়াছিল, উহাই শেষাংশে পুনরায় আলোচিত হইয়াছে, অর্থাৎ পবিত্র কুরআন আল্লাহ্র অবতীর্ণ বাণী, ইহার সত্যতা ও দাবীর

প্রমাণ স্বরূপ ইহা নিজেই যুক্তিপূর্ণ নিদর্শন পেশ করে। শুধু তাহাই নহে, অতীতের নবী-রসূলরাও ইহার সত্যতা সম্পর্কে সাক্ষ্য দান করিয়া গিয়াছেন। এমনকি শিক্ষিত বনী ইসরাঈলীদের অনেকেই তাহাদের হৃদয়ের অন্তঃস্থলে এই কথার স্বীকৃতি প্রদান করে যে, কুরআন স্বয়ং আল্লাহ্‌র বাণী, কেননা তাহাদের ধর্মগ্রন্থের অনেক ভবিষ্যদ্বাণী ইহার মাধ্যমে পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছে। অতঃপর, সূরাটিতে অবিশ্বাসীদেরকে কুরআনের শিক্ষার উপর গভীরভাবে চিন্তা করার আহবান জানাইয়া বলা হইয়াছে যে, তাহারা কি অনুধাবন করিয়া দেখে না যে, কুরআনের মত এমন অনুপম শিক্ষা কি কোন শয়তানের কাজ হইতে পারে? কিংবা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর মত একজন মানুষ কর্তৃক রচিত হইতে পারে? ইহাতে আরো বলা হইয়াছে যে, কুরআনের অনেক বিষয় বা শিক্ষাই পূর্ববর্তী ধর্মগ্রন্থের প্রকৃত শিক্ষার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ, কাজেই শয়তান প্রকৃতির মানুষের এই সব ধর্মগ্রন্থের ঐশী উৎসের মধ্যে তো হস্তক্ষেপ করিবার ব্যাপারে কোন সুযোগ ছিল না। শয়তান তো কেবল উহাদের উপরই অবতীর্ণ হয় যাহারা পাপী, মিথ্যাবাদী, এবং তাহাদের কাজই হইতেছে অসত্যের সমর্থন করা এবং নির্জলা মিথ্যার উদ্ভাবন করা। যাহারা কবি, তাহারা এই ধরণের মিথ্যার সমর্থন ও ভক্তবৃন্দের অনুপ্রেরণা লাভ করিয়া থাকে। তদুপরি তাহাদের অনুসারীরা সাধারণভাবে দুর্বল নৈতিকতার অধিকারী হয় এবং কোন নীতি-নৈতিকতা মানিয়া চলে না। ইহা ছাড়া কবি এবং তাহাদের অনুসারীরা অর্থহীন বাগাড়ম্বর-প্রিয় হয়। আসলে তাহারা যাহা বলে তাহা কখনো কার্যে পরিণত করিয়া দেখায় না। অতঃপর, সূরাটিতে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রতি কতিপয় নির্দেশ প্রদান পূর্বক বলা হইয়াছে যে, তিনি যেন তাঁহার লোকদের নিকট আল্লাহ্‌র তওহীদ ও একত্বের বিষয় প্রচার করিতে থাকেন এবং ইসলামের উন্নতিকে ত্বরান্বিত করার জন্য তাহাদেরকে প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। তাহাকে আরো নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে, তিনি যেন আল্লাহ্‌র প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস ও আস্থা পোষণ করেন। কেননা, তাঁহারই নিরাপত্তা ও সাহায্যের আশ্রয়ে তাঁহার জীবন অতিবাহিত হইতেছে। পরিশেষে এই আশ্বাস-বাণীসহ সূরাটির সমাপ্তি টানা হইয়াছে যে, শীঘ্রই আল্লাহ্‌তা'লা মুসলমানদের বিক্ষিপ্ত অবস্থার নিরসন ঘটাইবেন এবং এমন এক স্থানে তাহাদেরকে একত্রিত করিবেন যেথায় তাহারা সুখে-শান্তিতে অবস্থান করিবে এবং পরিপূর্ণ নিরাপত্তার সহিত এক আল্লাহ্‌র ইবাদত করিবে।

২৬-সূরা আশ্ শো'আরা

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ইহাতে ২২৮ আয়াত এবং ১১ রুকূ আছে ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১ । আল্লাহ্র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময়

طٰسٓمٓ ②

২ । তা সীন মীম্ ।[২০৯৪]

تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ③

৩ । এইগুলি সুস্পষ্ট (বর্ণনাকারী) কিতাবের আয়াত ।[২০৯৪-ক]

لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ اَلَّا يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ ④

৪ । সম্ভবতঃ তুমি নিজের প্রাণকে বিনাশ করিয়া ফেলিবে[২০৯৪-খ] এই জন্য যে, তাহারা মো'মেন হইতেছে না ।

اِنْ نَّشَاْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَآءِ اٰيَةً فَظَلَّتْ اَعْنَاقُهُمْ لَهَا خٰضِعِيْنَ ⑤

৫ । আমরা চাহিলে তাহাদের উপর আকাশ হইতে এমন এক নিদর্শন নাযেল করিয়া দিব যাহার সম্মুখে তাহাদের ঘাড়সমূহ[২০৯৫] নত হইয়া যাইবে ।

وَمَا يَاْتِيْهِمْ مِّنْ ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمٰنِ مُحْدَثٍ اِلَّا كَانُوْا عَنْهُ مُعْرِضِيْنَ ⑥

৬ । এবং রহমানের পক্ষ হইতে তাহাদের নিকট কখনও কোন নূতন[২০৯৬] উপদেশ-বাণী আসে না যাহা হইতে তাহারা মুখ ফিরাইয়া না লয় ।

فَقَدْ كَذَّبُوْا فَسَيَاْتِيْهِمْ اَنْۢبٰٓؤُا مَا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ⑦

৭ । সুতরাং যেহেতু তাহারা (আল্লাহ্র উপদেশ-বাণীকে) মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছে এইজন্য তাহাদের নিকট অচিরেই উহার সংবাদ আসিয়া পৌঁছিবে যাহা লইয়া তাহারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিত ।

২০৯৪ । তা সীন্ মীম্, এইগুলি 'হরূফে মুকাত্তাআত' (সাংকেতিক বা সংক্ষিপ্ত বর্ণমালা)। এখানে প্রতীকরূপে 'তাহের' (পবিত্র)-এর তা, 'সামী' (সর্বশ্রোতা)-এর সীন্ এবং 'মজীদ' (মর্যাদাবান)-এর মীম, ইঙ্গিত করে যে, সূরাটি এই উপায়ে হৃদয়ের পবিত্রতা অর্জন, দোয়ার কবূলিয়ত এবং মর্যাদা লাভের শিক্ষা দেয় । তফ্সীরাধীন এবং পরবর্তী তা সীন মীম্ মুকাত্তা'আত-বিশিষ্ট দুইটি সূরা একই বিশেষ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত এবং এইগুলির প্রত্যেকটি বিষয়-বস্তুতে পরস্পরের খুবই ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য বহন করে । এইগুলি প্রায় একই সময়ে মক্কায় অবতীর্ণ হইয়াছিল । যেহেতু এই সূরাগুলি বিশেষভাবে হযরত মূসা (আঃ)-এর ঘটনাসমূহ কিছুটা বিস্তারিত বর্ণনা করে, সেইহেতু কোন কোন তফসীরকারক এই সংক্ষিপ্ত বর্ণমালাসমূহকে সীনাই পর্বত এবং মূসা (আঃ)-এর স্থানে গ্রহণ করিয়াছেন —— তা সীনকে তূরে সীনীন (সীনাই পর্বত) এবং মীম্কে মূসা (আঃ)-এর প্রতীক রূপে নিয়াছেন ।

২০৯৪-ক । দেখুন টীকা ১৩৫৬ ।

২০৯৪-খ। দেখুন টীকা ১৬৬৪।

২০৯৫ । হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর মর্মবেদনা বৃথা যাইবে না । যদি তাঁহার জাতির লোকেরা তাঁহার বিরোধিতায় ক্ষান্ত না হয়, তাহা হইলে শাস্তির নিদর্শন তাহারা প্রত্যক্ষ করিবে, যাহা তাহাদের প্রধানদিগকে অবমানিত এবং পর্যুদস্ত করিবে । আ'নাক অর্থ প্রধানগণ (লেইন)।

২০৯৬ । 'নূতন' শব্দটি দ্বারা 'এক নূতন আকারে' অথবা 'নূতন বিবরণ সহকারে' অর্থ প্রকাশ করা হইয়াছে । প্রকৃত ঘটনা এই যে, সকল ধর্মের মৌলিক বিষয় এবং বুনিয়াদী শিক্ষাসমূহ পরস্পর সদৃশ এবং অভিন্ন, কেবল ব্যাখ্যা ক্ষেত্রে ঐগুলি বিসদৃশ। অথবা নূতন বিধান

اَوَلَمْ يَرَوْا اِلَى الْاَرْضِ كَمْ اَنْۢبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيْمٍ ۝٨

৮। তাহারা কি পৃথিবীর প্রতি লক্ষ্য করিয়া দেখে নাই যে, আমরা উহাতে কত রকমের উৎকৃষ্ট জোড়া উৎপন্ন করিয়াছি ?

اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ؕ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝٩

৯। নিশ্চয় ইহাতে বড় নিদর্শন আছে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই ঈমান আনে না।

وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ۝١٠ ع ١ ١٠ ٥

১০। এবং নিশ্চয় তোমার প্রভুই মহা পরাক্রমশালী, পরম দয়াময়।[২০৯৭]

وَاِذْ نَادٰى رَبُّكَ مُوْسٰٓى اَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ۝١١

১১। এবং (স্মরণ কর) যখন তোমার প্রভু মূসাকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন, 'তুমি যালেম জাতির নিকট যাও —

قَوْمَ فِرْعَوْنَ ؕ اَلَا يَتَّقُوْنَ ۝١٢

১২। ফেরাউনের জাতির নিকট। তাহারা কি তাক্ওয়া অবলম্বন করিবে না ?'

قَالَ رَبِّ اِنِّيْٓ اَخَافُ اَنْ يُّكَذِّبُوْنِ ۝١٣ ۫

১৩। সে বলিল, 'হে আমার প্রভু ! আমি ভয় করিতেছি যে, তাহারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিবে;

وَيَضِيْقُ صَدْرِيْ وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِيْ فَاَرْسِلْ اِلٰى هٰرُوْنَ ۝١٤

১৪। এবং আমার বক্ষঃ সংকুচিত হইতেছে,[২০৯৮] তাছাড়া আমার জিহ্বায় (জড়তা থাকার কারণে) কথা পরিস্ফুট হয় না, অতএব হারূনের প্রতিও প্রত্যাদেশ প্রেরণ কর;

وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْۢبٌ فَاَخَافُ اَنْ يَّقْتُلُوْنِ ۝١٥ ۚ

১৫। ইহা ছাড়া আমার বিরুদ্ধে তাহাদের এক অভিযোগও আছে,[২০৯৯] অতএব আমার ভয় হয় যে, তাহারা আমাকে হত্যা করিবে।'

রূপান্তরিত এবং উন্নত আকারে অবতীর্ণ হয় যাহাতে ইহা নাযেল হওয়ার সময় জাতির অবস্থা, ধ্যান-ধারণা, প্রয়োজনীয়তা ও অভাব মিটানোর দিক দিয়া বিশেষ সময়োপযোগী হইতে পারে। কোন কোন নবী শরীয়াত নিয়া আসেন, যদিও অপর কতক তাহাদের পূর্ববর্তী শরীয়াতের অনুসরণে কাজ করিয়া থাকেন মাত্র।

২০৯৭। 'নিশ্চয় তোমার প্রভুই মহা পরাক্রমশালী, পরম দয়াময়' বাক্যের অন্তর্নিহিত মর্ম এই যে, এই সূরাতে বর্ণিত অন্যান্য নবীগণের অবস্থার সঙ্গে আঁ-হযরত (সাঃ)-এর অবস্থা সদৃশ হইবে, কিন্তু যেখানে এই সকল নবীগণের বিরুদ্ধবাদীগণকে আল্লাহ্তা'লা পাকড়াও করিয়াছিলেন ও ধ্বংস করিয়াছিলেন, সেখানে নবী করীম (সাঃ)-এর ক্ষেত্রে পরাক্রমশালী খোদা রসূল (সাঃ)-কে বিজয় ও উন্নতি প্রদান করিয়া এবং তাঁহার জয়ের আনন্দ সৃষ্টি করিয়া কেবল তাঁহার শক্তি এবং ক্ষমতার নিদর্শনই প্রকাশ করিবেন না, অধিকন্তু তাঁহার জাতির প্রতি করুণা প্রদর্শন করিবেন, যেজন্য তাহাদের এক ক্ষুদ্র অংশ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে বটে, কিন্তু এক বিরাট সংখ্যা গরিষ্ঠ দল আল্লাহ্তা'লার ক্ষমা এবং করুণা লাভ করিবে এবং অবশেষে তাহারা ঈমান আনিবে।

২০৯৮। হযরত মূসা (আঃ) বোধ হয় মনে করিয়াছিলেন যে বিরাট গুরুদায়িত্ব তাঁহার উপর অর্পিত হইয়াছিল, তিনি উহা বহন করিবার জন্য সম্পূর্ণ সক্ষম নহেন। নবুওয়াতের দায়িত্ব নিঃসন্দেহে অত্যন্ত কঠোর গুরুভার। প্রথম ওহী নাযেল হওয়ার মুহূর্তে মহান নবী করীম (সাঃ)-ও আতংকগ্রস্ত হইয়াছিলেন।

২০৯৯। এই শব্দ প্রতীয়মান করে যে, ফেরাউনের লোকেরা একজন মিশরীয়কে হত্যার অভিযোগে হযরত মূসা (আঃ)-কে অভিযুক্ত করিয়াছিল। এই ঘটনা যাত্রা-পুস্তকের ২ঃ১১-১৫ এর মধ্যে বর্ণিত আছে এবং কুরআনেও ২৮ঃ১৬-২১ আয়াতে উল্লেখিত হইয়াছে, যেখানে বর্ণিত আছে যে, ইহা পরিকল্পিত বা স্বেচ্ছাকৃত হত্যা ছিল না। মূসা (আঃ) একজন ইসরাঈলীকে রক্ষা করিতেছিলেন এবং এই এলোপাতাড়ি হাতাহাতির মধ্যে শেষোক্ত ব্যক্তি ঘটনাক্রমে নিহত হইয়াছিল।

قَالَ كَلَّا ۚ فَاذْهَبَا بِاٰيٰتِنَآ اِنَّا مَعَكُمْ مُّسْتَمِعُوْنَ ﴿١٦﴾

১৬। তিনি বলিলেন, 'কখনও না; অতএব তোমরা উভয় আমাদের আয়াতসমূহ লইয়া চলিয়া যাও, নিশ্চয় আমরা তোমাদের সঙ্গে আছি,আমরা (তোমাদের দোয়া) শুনিব।'

فَاْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُوْلَآ اِنَّا رَسُوْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٧﴾

১৭। 'অতএব তোমরা উভয়ে ফেরাউনের নিকট যাও এবং তাহাকে বল, 'নিশ্চয় আমরা সমগ্র জগতের প্রতিপালক কর্তৃক প্রেরিত রসূল; [২১০০]

اَنْ اَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ﴿١٨﴾

১৮। (তোমাকে এই কথা বলার জন্য) যে, তুমি বনী ইসরাঈলকে আমাদের সহিত পাঠাইয়া দাও।'

قَالَ اَلَمْ نُرَبِّكَ فِيْنَا وَلِيْدًا وَّلَبِثْتَ فِيْنَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِيْنَ ﴿١٩﴾

১৯। সে বলিল, 'আমরা কি তোমাকে শৈশবকালে আমাদের মধ্যে লালনপালন করি নাই ? এবং অবশ্য তুমি তোমার জীবনের বহু বৎসর আমাদের মধ্যে অবস্থান করিয়াছ;

وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِيْ فَعَلْتَ وَاَنْتَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٢٠﴾

২০। এবং তুমি এক কার্য করিয়াছ, এমন এক কার্য করিয়াছ যাহা নিঃসন্দেহে তুমিই করিয়াছ তথাপি তুমি অকৃতজ্ঞদের অন্তর্গত হইতেছ।' [২১০১]

قَالَ فَعَلْتُهَآ اِذًا وَّاَنَا مِنَ الضَّآلِّيْنَ ﴿٢١﴾

২১। সে বলিল, 'আমি ইহা তখন করিয়াছিলাম যখন আমি অজ্ঞদের অন্তর্গত ছিলাম; [২১০২]

فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِيْ رَبِّيْ حُكْمًا وَّجَعَلَنِيْ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٢٢﴾

২২। অতএব যখন আমি তোমাদের পক্ষ হইতে ভয় অনুভব করিলাম তখন আমি তোমাদের নিকট হইতে পলাইয়া গেলাম; অতঃপর আমার প্রভু আমাকে সঠিক বিচার-বুদ্ধি দান করিলেন এবং আমাকে রসূলগণের অন্তর্ভুক্ত করিলেন। [২১০৩]

২১০০। অত্র আয়াতের 'রসূল' শব্দ এক বচন, অথচ কর্তা 'ইন্না' এবং ক্রিয়া দ্বিবচনে রহিয়াছে। আরবী ভাষায় কখনও কখনও দ্বিবচনে অথবা বহু বচনে কর্তার জন্য এক বচন ব্যবহার সিদ্ধ (বায়ান)। আরো দেখুন ২৬ঃ৭৮।

২১০১। মনে হয় হযরত মূসা (আঃ) কর্তৃক একজন মিশরীয় নিহত হওয়ার ঘটনার প্রতি এই আয়াত ইশারা করিতেছে। ফেরাউন নিজেকে ও তাহার জাতি মিশরীয়দিগকে ইসরাঈলীগণের 'মোহসেন'এবং মহা উপকারী বলিয়া মনে করিত এবং একজন মিশরীয়কে হত্যার দরুণ হযরত মূসা (আঃ)-কে অকৃতজ্ঞরূপে অভিযুক্ত করিয়াছিল।

২১০২। 'যাল্লুন' হইতে 'যাল্লা' গঠিত, যাহার অর্থ সে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইল, সে হতবুদ্ধি হইল, সে ভালবাসায় ডুবিয়া গেল (লেইন)। যখন ইসরাঈলী ব্যক্তিটি হযরত মূসা (আঃ)-কে তাহার সাহায্যার্থে আহ্বান করিয়াছিল, তখন তিনি বুঝিতে পরিতেছিলেন না কি করিতে হইবে এবং অস্থির হইয়া বেচারা অসহায় ইসরাঈলী ব্যক্তিকে সাহায্য করার জন্য (২৮ঃ১৬-২১) মূসা (আঃ) মিশরীয়কে এক মুষ্ঠাঘাত করিলেন যাহা তাহার মৃত্যু ঘটাইয়াছিল। এই মৃত্যু একটি আকস্মিক ঘটনা ছিল, কারণ এক মুষ্ঠির আঘাত কোন লোকের মৃত্যু ঘটাইতে পারে না। অথবা এই আয়াতের মর্ম এইরূপও হইতে পারে যে, তাঁহার জাতির লোকের প্রতি গভীর ভালবাসার কারণে মূসা (আঃ) ইসরাঈলী লোকটির সাহায্যার্থে অগ্রসর হইয়াছিলেন এবং মিশরীয় লোকটিকে ঘুষি মারিয়াছিলেন যাহার ফলে লোকটি মারা গিয়াছিল, যাহা ইচ্ছাকৃত ছিল না। এই অর্থ হইতে পারে যে, ব্যাপারটি যে এত দূর গড়াইবে তাহা তিনি জানিতেন না।

২১০৩। মিশরীয় ব্যক্তি নিহত হওয়ার পর হযরত মূসা (আঃ)-এর পলায়নের পরবর্তী সময়ে তাঁহার নবুওয়াত প্রাপ্তির ঐশী অনুগ্রহের ঘটনাই সন্দেহাতীত রূপে প্রমাণ করে যে, হযরত মূসা (আঃ) যাহা করিয়াছিলেন তাহা অনিচ্ছাকৃত এবং ক্ষণিকের উত্তেজনার মুহূর্তে ঘটিয়াছিল।

وَ تِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ اَنْ عَبَّدْتَّ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ﴿٢٢﴾

২৩। এবং (বাল্যকালে আমাকে লালন-পালন করার) এই অনুগ্রহ, যাহার উল্লেখ তুমি আমার নিকট করিতেছ এমন নাকি যে, (ইহার বিনিময়ে) তুমি সারা বনী ইসরাঈল জাতিকে দাস বানাইয়া রাখ?' [২১০৪]

قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٢٣﴾

২৪। ফেরাউন বলিল, 'সমগ্র জগতের প্রতিপালক আবার কে?' [২১০৫]

قَالَ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۭ اِنْ كُنْتُمْ مُّوْقِنِيْنَ ﴿٢٤﴾

২৫। সে বলিল, 'তিনি আকাশমণ্ডল ও এই পৃথিবীর [২১০৬] এবং এতদুভয়ের মধ্যে যাহা কিছু আছে সকলের প্রভু, যদি তোমরা দৃঢ় বিশ্বাসী হও।'

قَالَ لِمَنْ حَوْلَهٗٓ اَلَا تَسْتَمِعُوْنَ ﴿٢٥﴾

২৬। সে তাহার আশ-পাশের লোকদিগকে বলিল,'তোমরা কি শুনিতেছ না?' [২১০৭]

قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ اٰبَآئِكُمُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿٢٦﴾

২৭। সে বলিল, 'তিনি তোমাদের প্রভু এবং তোমাদের পূর্ব পুরুষদেরও প্রভু।' [২১০৮]

قَالَ اِنَّ رَسُوْلَكُمُ الَّذِيْٓ اُرْسِلَ اِلَيْكُمْ لَمَجْنُوْنٌ ﴿٢٧﴾

২৮। সে বলিল, 'নিশ্চয় তোমাদের রসূল, যাহাকে তোমাদের প্রতি প্রেরণ করা হইয়াছে, সে অবশ্যই পাগল।' [২১০৯]

قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۭ اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿٢٨﴾

২৯। সে বলিল, 'তিনিই পূর্ব ও পশ্চিমের [২১১০] এবং এতদুভয়ের মধ্যে যাহা আছে সব কিছুর প্রভু, যদি তোমরা বুদ্ধিমান হও।'

২১০৪। ফেরাউনের উদ্ধৃত মন্তব্যের প্রতিবাদে হযরত মূসা (আঃ) বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার দলের লোকদিগের কোন মঙ্গল করিয়াছিল এরূপ ভাবিয়া সেই উপকার সাধনের প্রতি ইঙ্গিত করিতে যাওয়াতে তাহার (ফেরাউন) নিজেরই লজ্জিত হওয়া উচিৎ ছিল। কারণ সে (ফেরাউন) বংশ পরম্পরাগতভাবে তাহাদিগকে হীন দাসত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, যাহার ফলশ্রুতিতে ইসরাঈলীগণের চারিত্রিক উৎকর্ষ সাধনের মাধ্যমে উন্নতি লাভের জন্য প্রয়োজনীয় কর্মোদ্দম, উচ্চাকাংখা এবং সর্ব প্রকার মর্যাদার অনুভূতি মরিয়া গিয়াছিল।

২১০৫। মনে হয় পূর্ববর্তী আয়াতে উল্লেখিত, হযরত মূসা (আঃ)-এর এই প্রতি-উত্তরে ফেরাউন শোচনীয়ভাবে হতভম্ব হইয়া তৎক্ষণাৎ কথার মোড় বদলাইয়াছিল এবং সে আল্লাহ্তা'লার সিফ্ত, পবিত্র সত্তা ও তাঁহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে দর্শন-শাস্ত্রীয় আলোচনায় হযরত মূসা (আঃ)-এর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিতে চেষ্টা করিতেছিল।

২১০৬। 'আকাশ মণ্ডল ও এই পৃথিবীর প্রভু' এই শব্দগুলি আল্লাহ্তা'লার রাজ্যের অসীম পরিব্যাপ্তী বুঝায়।

২১০৭। হযরত মূসা (আঃ)-এর বিরুদ্ধে ফেরাউন তাহার লোকদিগকে এই বলিয়া উত্তেজিত করার চেষ্টা করিতেছিল যে, তিনি আকাশ ও পৃথিবীর আধিপত্য আল্লাহ্র প্রতি আরোপ করিয়া তাহাদের উপাস্য গুলিকে অপমান করিতেছিলেন। কেননা তাহাদের বিশ্বাস ছিল যে, তাহাদের খোদাগুলিই সমগ্র বিশ্বের নিয়ন্ত্রণ রক্ষা করিতেছে।

২১০৮। ২৫ আয়াতে বর্ণিত উক্তিতে মূসা (আঃ) আল্লাহ্তা'লার নিয়ন্ত্রিত রাজ্যের আয়তনের অসীম ব্যাপ্তী বুঝাইয়াছিলেন, বর্তমান আয়াতের মধ্যে তিনি আল্লাহ্র আধিপত্যে সময়ের অসীম ব্যাপ্তী বুঝাইয়াছেন।

২১০৯। ফেরাউন ভাবিয়াছিল যে, মূসা (আঃ) কাহারও কথা শুনিবেন না, বরঞ্চ পাগলের মত নিজের কথা বলিতেই থাকিবেন এবং সে এই ভাবেই এতগুলি কথা বলিয়াছিল।

২১১০। এই আয়াত আল্লাহ্তা'লার সাম্রাজ্যের অসীমতা, উহার গতিপথ এবং বিভিন্ন দিক সংক্রান্ত অবস্থা বুঝায়।

قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ اِلٰهًا غَيْرِيْ لَاَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُوْنِيْنَ ﴿٣٠﴾

৩০। সে বলিল, 'যদি তুমি আমার পরিবর্তে অন্য কাহাকেও মা'বূদরূপে গ্রহণ কর তাহা হইলে নিশ্চয় আমি তোমাকে কারাগারে আবদ্ধ করিব।'

قَالَ اَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِيْنٍ ﴿٣١﴾

৩১। সে বলিল, 'যদি আমি তোমার নিকট কোন সুস্পষ্ট নিদর্শন উপস্থাপন করি, তবুও কি!'

قَالَ فَاْتِ بِهٖٓ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿٣٢﴾

৩২। সে বলিল, 'যদি তুমি সত্যবাদী হও তাহা হইলে উহা উপস্থাপন কর।'

فَاَلْقٰى عَصَاهُ فَاِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِيْنٌ ﴿٣٣﴾

৩৩। তখন সে তাহার লাঠি নিক্ষেপ করিল, তখন দেখ! সহসা উহা এক সুস্পষ্ট অজগর হইয়া গেল।

وَّنَزَعَ يَدَهٗ فَاِذَا هِيَ بَيْضَآءُ لِلنّٰظِرِيْنَ ﴿٣٤﴾ ع ٤

৩৪। এইরূপে সে তাহার হাত (স্বীয় বগল হইতে) টান দিয়া বাহির করিল, তখন দেখ! সহসা উহা দর্শকগণের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণরূপে শুভ্র পরিদৃষ্ট হইল।[২১১১] [২৪] ৬ ৭

قَالَ لِلْمَلَاِ حَوْلَهٗٓ اِنَّ هٰذَا لَسٰحِرٌ عَلِيْمٌ ﴿٣٥﴾

৩৫। সে তাহার আশ-পাশের পরিষদবর্গকে বলিল, 'নিশ্চয় এই ব্যক্তি একজন সুদক্ষ যাদুকর;

يُّرِيْدُ اَنْ يُّخْرِجَكُمْ مِّنْ اَرْضِكُمْ بِسِحْرِهٖ ۖ فَمَاذَا تَاْمُرُوْنَ ﴿٣٦﴾

৩৬। সে তাহার যাদুবলে তোমাদিগকে তোমাদের দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিতে চাহে। এখন তোমরা পরামর্শ দাও, কি করিতে হইবে?'

قَالُوْٓا اَرْجِهْ وَاَخَاهُ وَابْعَثْ فِي الْمَدَآئِنِ حٰشِرِيْنَ ﴿٣٧﴾

৩৭। তাহারা বলিল, 'তাহাকে ও তাহার ভাইকে কিছু কালের জন্য অবকাশ দাও এবং শহরে শহরে সমবেতকারীগণকে পাঠাও,

يَاْتُوْكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيْمٍ ﴿٣٨﴾

৩৮। যেন তাহারা তোমার নিকট প্রত্যেক সুদক্ষ যাদুকরকে উপস্থিত করে।'

فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيْقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ ﴿٣٩﴾

৩৯। অতঃপর এক নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট সময়ে যাদুকরদিগকে একত্রিত করা হইল,

وَّقِيْلَ لِلنَّاسِ هَلْ اَنْتُمْ مُّجْتَمِعُوْنَ ﴿٤٠﴾

৪০। এবং লোকদিগকে বলা হইল, 'তোমরাও কি সমবেত হইবে,

لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ اِنْ كَانُوْا هُمُ الْغٰلِبِيْنَ ﴿٤١﴾

৪১। যেন যাদুকরেরা বিজয়ী হইলে আমরা তাহাদের অনুসরণ করিতে পারি?'

২১১১। ১০২৪ টীকা দ্রষ্টব্য

فَلَمَّا جَآءَ السَّحَرَةُ قَالُوْا لِفِرْعَوْنَ اَئِنَّ لَنَا لَاَجْرًا اِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغٰلِبِيْنَ ﴿٤١﴾

৪২ । অতঃপর যখন যাদুকরগণ উপস্থিত হইল তখন তাহারা ফেরাউনকে বলিল, 'যদি আমরা বিজয়ী হই তাহা হইলে আমাদের জন্য কি কোন বিশেষ পুরস্কার থাকিবে ?'[২১১২]

قَالَ نَعَمْ وَ اِنَّكُمْ اِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ ﴿٤٢﴾

৪৩ । সে বলিল, 'হাঁ, তদুপরি তখন তোমরা নিশ্চয় আমার দরবারে নৈকট্যপ্রাপ্তদের অন্তর্গত হইবে ।'

قَالَ لَهُمْ مُّوْسٰٓى اَلْقُوْا مَآ اَنْتُمْ مُّلْقُوْنَ ﴿٤٣﴾

৪৪ । মূসা তাহাদিগকে বলিল, 'তোমাদের যাহা কিছু নিক্ষেপ করার আছে তাহা নিক্ষেপ কর ।'

فَاَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوْا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ اِنَّا لَنَحْنُ الْغٰلِبُوْنَ ﴿٤٤﴾

৪৫ । তখন তাহারা তাহাদের রজ্জুসমূহ এবং লাঠিগুলিকে নিক্ষেপ করিল এবং বলিল, ফেরাউনের সম্মানের শপথ! অবশ্যই আমরা বিজয়ী হইব ।'

فَاَلْقٰى مُوْسٰى عَصَاهُ فَاِذَا هِىَ تَلْقَفُ مَا يَاْفِكُوْنَ ﴿٤٥﴾

৪৬ । তখন মূসা তাহার লাঠি নিক্ষেপ করিল, তখন দেখ! সহসা উহা তাহাদের বানানো সকল ভেল্কীবাজীকে গ্রাস করিতে লাগিল ।[২১১৩]

فَاُلْقِىَ السَّحَرَةُ سٰجِدِيْنَ ﴿٤٦﴾

৪৭ । তখন যাদুকরগণকে সেজদায় প্রণত করা হইল;

قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٤٧﴾

৪৮ । তাহারা বলিল, 'আমরা সমগ্র জগতের প্রতিপালকের উপর ঈমান আনিলাম,

رَبِّ مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ ﴿٤٨﴾

৪৯ । মূসা এবং হারূনের প্রতিপালকের উপর ।'

قَالَ اٰمَنْتُمْ لَهٗ قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ لَكُمْ ۚ اِنَّهٗ لَكَبِيْرُكُمُ الَّذِىْ عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ ۚ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۙ لَاُقَطِّعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ وَّ لَاُوصَلِّبَنَّكُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿٤٩﴾

৫০ । সে (ফেরাউন ক্রুদ্ধস্বরে) বলিল, 'আমি তোমাদিগকে অনুমতি দেওয়ার পূর্বেই তোমরা তাহার উপর ঈমান আনিলে ? নিশ্চয় এই ব্যক্তি তোমাদের গুরু যে তোমাদিগকে এই যাদুবিদ্যা শিক্ষা দিয়াছে । সুতরাং তোমরা অচিরেই (ইহার পরিণাম) জানিতে পারিবে । নিশ্চয় আমি তোমাদের হস্ত ও পদগুলি (অবাধ্যতার জন্য)[২১১৩-ক] উল্টা দিক হইতে কর্তন করিব এবং তোমাদের সকলকে শূলে বিদ্ধ করিব ।'

২১১২ । এই যাদুকরেরা যাদুবিদ্যার পেশাদার ব্যবসায়ী ছিল বলিয়া অনুমিত হয়, যাহাদের নৈতিকতা অত্যন্ত নিম্নস্তরের ছিল ।

২১১৩ । আয়াত এই বিষয়টিকে সুস্পষ্ট করিয়া দিয়াছে যে, হযরত মূসা (আঃ)-এর লাঠি যাদুকরদিগের লাঠি ও দড়িগুলিকে গিলিয়া ফেলে নাই, বরং তাহাদের সমস্ত মিথ্যা ভেলকিবাজীকে গিলিয়া ছিল। অর্থাৎ মূসা (আঃ)-এর যষ্টি তাহাদের সকল ভণ্ডামী ও প্রতারণা একেবারে নস্যাৎ করিয়া দিয়াছিল । অধিকন্তু ইহা মাত্র একটা লাঠি ছিল এবং কোন 'আজদাহা' বা সর্প ছিল না। ইহা যাদুকরদিগের ধোকাবাজীর মুখোস খুলিয়া দিয়াছিল, যাহা দর্শকগণকে প্রতারিত করিয়াছিল। যাদুবিদ্যার প্রভাবে দর্শকগণ যে ভুয়া বস্তুগুলিকে প্রকৃত সর্প মনে করিয়াছিল সেইগুলি ভাঙ্গিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দিয়াছিল ।

২১১৩-ক । 'মিন' অর্থ কারণও হয় (লেইন)।

قَالُوْا لَا ضَيْرَ ۖ اِنَّآ اِلٰى رَبِّنَا مُنْقَلِبُوْنَ ﴿٥١﴾

৫১ । তাহারা বলিল, 'ইহাতে কোন ক্ষতি নাই, নিশ্চয় আমরা আমাদের প্রভুর নিকট ফিরিয়া যাইব; [২১১৪]

اِنَّا نَطْمَعُ اَنْ يَّغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطٰيٰنَآ اَنْ كُنَّآ اَوَّلَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٥٢﴾ ع ٧

৫২ । নিশ্চয় আমরা আশা রাখি যে, আমাদের প্রভু আমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করিয়া দিবেন, যেহেতু আমরা হইলাম ঈমান আনয়নকারীদের মধ্যে সর্বপ্রথম ।' ৩ [১৮] ৭

وَاَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰٓى اَنْ اَسْرِ بِعِبَادِيْٓ اِنَّكُمْ مُّتَّبَعُوْنَ ﴿٥٣﴾

৫৩ । এবং আমরা মূসার প্রতি ওহী করিলাম, 'তুমি আমার বান্দাগণকে লইয়া রাত্রিযোগে সফর কর, নিশ্চয় তোমাদের পশ্চাদ্ধাবন করা হইবে ।'

فَاَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِى الْمَدَآئِنِ حٰشِرِيْنَ ﴿٥٤﴾

৫৪ । ইহাতে ফেরাউন শহরে শহরে সমবেতকারীগণকে পাঠাইল;

اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيْلُوْنَ ﴿٥٥﴾

৫৫ । (এই বলিয়া যে) 'নিশ্চয় ইহারা একটি ক্ষুদ্র দল,

وَاِنَّهُمْ لَنَا لَغَآئِظُوْنَ ﴿٥٦﴾

৫৬ । তথাপি ইহারা আমাদিগকে উত্তেজিত ও ক্রোধান্বিত করিয়া তুলিয়াছে; [২১১৫]

وَاِنَّا لَجَمِيْعٌ حٰذِرُوْنَ ﴿٥٧﴾

৫৭ । অথচ আমরা এক সতর্ক ও হুশিয়ার জনগোষ্ঠি ।'

فَاَخْرَجْنٰهُمْ مِّنْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ﴿٥٨﴾

৫৮ । ফলে আমরা তাহাদিগকে বাহির করিয়া দিলাম উদ্যানরাজি ও ঝরণাসমূহ হইতে,

وَّكُنُوْزٍ وَّمَقَامٍ كَرِيْمٍ ﴿٥٩﴾

৫৯ । এবং ধনভাণ্ডার এবং সম্মানজনক আবাসস্থল হইতে ।

كَذٰلِكَ ۖ وَاَوْرَثْنٰهَا بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ ﴿٦٠﴾

৬০ । এইরূপই ঘটিয়াছিল; এবং আমরা বনী ঈসরাঈলকে ঐ সকল বস্তুর উত্তরাধিকারী করিয়াছিলাম । [২১১৬]

فَاَتْبَعُوْهُمْ مُّشْرِقِيْنَ ﴿٦١﴾

৬১ । অতএব তাহারা সূর্যোদয়কালে তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিল ।

২১১৪ । পূর্বের পেশাজীবী যাদুকররা,কয়েক মিনিট আগেই যাহারা ধন-দৌলত লাভের জন্য যে কোন নোংরা কৌশল অবলম্বনে প্রস্তুত ছিল, তাহারাই এখন মৃত্যুকে উপেক্ষা করিয়া ঈমান আনিতে আগাইয়া আসিল ।

২১১৫ । কোন এক জাতির মধ্যে আল্লাহ্র প্রেরিত নবীর আবির্ভাব সেই জাতির গৌরবময় উজ্জ্বল ভবিষ্যতের নিশ্চিত জামিন, যদি তাহারা কেবল তাঁহার উপর বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাঁহাকে অনুসরণ করিয়া চলে । নবী তাহাদের মধ্যে এক নূতন জীবন সঞ্চার করেন, যাহা তাহাদের জীবনের সকল দৃষ্টি-ভঙ্গী বদলাইয়া দেয় । হযরত মূসা (আঃ)-এর আবির্ভাবের পর ফেরাউন ইসরাঈল জাতির লোকের মধ্যে এক বিরাট পরিবর্তন লক্ষ্য করিয়াছিল এবং ইহা তাহাকে অত্যন্ত মর্মপীড়া দিয়াছিল ।

২১১৬ । তফসীরাধীন আয়াতের এই অর্থ নহে যে, মিশরীয় জাতির এবং ফেরাউনের পানির ফোয়ারাসমূহ, উদ্যানরাশি এবং ধনভাণ্ডারগুলি ইসরাঈলীদিগকে অর্পণ করা হইয়াছিল । ইসরাঈল জাতি মিশর ত্যাগ করিয়াছিল,প্রতিশ্রুত ভূখণ্ড কেনানের উদ্দেশ্যে, 'যেখানে দুধ এবং মধু প্রবহমান' ছিল। সেখানেই তাহাদিগকে সেই সমস্ত বস্তুগুলি প্রদান করা হইয়াছিল । বস্তুতঃপক্ষে প্যালেস্টাইন উদ্যান ও ঝর্ণাসমূহের প্রাচুর্যে মিশরের সদৃশ।

فَلَمَّا تَرَاۤءَ الْجَمْعٰنِ قَالَ اَصْحٰبُ مُوْسٰۤى اِنَّا لَمُدْرَكُوْنَ ﴿٦٢﴾

৬২ । অতঃপর যখন দুইদল পরস্পরকে দেখিল, তখন মূসার সংগীগণ বলিল, 'আমরা নিশ্চয় ধরা পড়িয়া গিয়াছি ।'[২১১৭]

قَالَ كَلَّا ۚ اِنَّ مَعِىَ رَبِّىْ سَيَهْدِيْنِ ﴿٦٣﴾

৬৩ । সে বলিল, 'কখনও নহে, নিশ্চয় আমার প্রভু আমার সঙ্গে আছেন; তিনি অবশ্যই আমাকে নিরাপদ পথ দেখাইবেন ।'

فَاَوْحَيْنَاۤ اِلٰى مُوْسٰۤى اَنِ اضْرِبْ بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ ؕ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيْمِ ﴿٦٤﴾

৬৪ । তখন আমরা মূসার প্রতি ওহী করিলামঃ 'তুমি তোমার লাঠি দ্বারা সমুদ্রে আঘাত কর ।' ফলে উহা বিভক্ত হইয়া গেল, এবং প্রত্যেকটি খণ্ড বড় বড় ঢিপির ন্যায় দেখাইতে লাগিল ।[২১১৭-ক]

وَاَزْلَفْنَا ثَمَّ الْاٰخَرِيْنَ ﴿٦٥﴾

৬৫ । এবং আমরা অপর দলকে নিকটে আনিলাম ।

وَاَنْجَيْنَا مُوْسٰى وَمَنْ مَّعَهٗۤ اَجْمَعِيْنَ ﴿٦٦﴾

৬৬ । এবং আমরা মূসা ও তাহার সংগীগণকে উদ্ধার করিলাম ।

ثُمَّ اَغْرَقْنَا الْاٰخَرِيْنَ ﴿٦٧﴾

৬৭ । অতঃপর অপর দলটিকে আমরা নিমজ্জিত করিলাম ।

اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ؕ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٦٨﴾

৬৮ । নিশ্চয় ইহার মধ্যে বড় নিদর্শন আছে, কিন্তু তাহাদের অধিকাংশ লোকই ঈমান আনে না ।

وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿٦٩﴾ ع ৪ [১৭] ৮

৬৯ । বস্তুতঃ তোমার প্রভু নিশ্চয়ই মহা পরাক্রমশালী, পরম দয়াময় ।[২১১৮]

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ اِبْرٰهِيْمَ ﴿٧٠﴾

৭০ । এবং তুমি তাহাদের নিকট ইব্রাহীমের বৃত্তান্ত আবৃত্তি করিয়া শুনাও ।

اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ وَقَوْمِهٖ مَا تَعْبُدُوْنَ ﴿٧١﴾

৭১ । যখন সে তাহার পিতা ও তাহার জাতিকে বলিয়াছিল, 'তোমরা কিসের ইবাদত কর ?'

قَالُوْا نَعْبُدُ اَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عٰكِفِيْنَ ﴿٧٢﴾

৭২ । তাহারা বলিল, 'আমরা প্রতিমাসমূহের ইবাদত করি, এবং আমরা সদা নিষ্ঠার সাথে উহাদের উপাসনায় মশগুল থাকি ।'

قَالَ هَلْ يَسْمَعُوْنَكُمْ اِذْ تَدْعُوْنَ ﴿٧٣﴾

৭৩ । সে বলিল, 'যখন তোমরা (তাহাদিগকে) ডাক তখন তাহারা কি তোমাদের ডাক শুনে ?

২১১৭ । হযরত মূসা (আঃ)-এর সঙ্গীগণ দুর্বল ঈমানের অধিকারী ছিলেন বলিয়া প্রতিভাত হয় । ইহা অন্যান্য আয়াতসমূহ হইতেও স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়ঃ-৫ঃ২২-২৩; ৭ঃ১৪৯; ২০ঃ৮৭-৯২ ।

২১১৭-ক । এই শব্দগুলির মর্ম 'তোমার জাতিকে সাগরে লইয়া চল' এরূপও হয়।'আসা' অর্থ গোত্র বা সম্প্রদায় (লেইন)।

২১১৮ । কুরআনের সর্বাংশে প্রতিমা-পূজার বিরুদ্ধে তেজস্বী প্রচারাভিযানের সহিত হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে সম্পৃক্ত করা হইয়াছে । তিনিই প্রথম পূজা-বিরোধী আপোষহীন ব্যক্তি যাহার কার্য-কলাপ ইতিহাস সংরক্ষিত করিয়াছে ।

اَوْ يَنْفَعُوْنَكُمْ اَوْ يَضُرُّوْنَ ﴿٧٤﴾

৭৪ । অথবা তাহারা কি তোমাদের কোন উপকার বা অপকার করিতে পারে ?'

قَالُوْا بَلْ وَجَدْنَآ اٰبَآءَنَا كَذٰلِكَ يَفْعَلُوْنَ ﴿٧٥﴾

৭৫ । তাহারা বলিল, 'এমন তো নহে,বরং আমরা আমাদের পিতৃপুরুষগণকে এইরূপই করিতে দেখিয়াছি ।'

قَالَ اَفَرَءَيْتُمْ مَّا كُنْتُمْ تَعْبُدُوْنَ ﴿٧٦﴾

৭৬ । সে বলিল, 'তোমরা কি উহাদের প্রতি লক্ষ্য করিয়াছ যাহাদের তোমরা উপাসনা করিয়া আসিতেছ—

اَنْتُمْ وَاٰبَآؤُكُمُ الْاَقْدَمُوْنَ ﴿٧٧﴾

৭৭ । তোমরা এবং তোমাদের পূর্ববর্তী পিতৃপুরুষগণ,

فَاِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّيْٓ اِلَّا رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٧٨﴾

৭৮ । বস্তুতঃ সমগ্র জগতের প্রতিপালক ব্যতীত তাহারা সকলেই আমার শত্রু,

الَّذِيْ خَلَقَنِيْ فَهُوَ يَهْدِيْنِ ﴿٧٩﴾

৭৯ । যিনি আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তিনিই আমাকে পথ প্রদর্শন করেন;

وَالَّذِيْ هُوَ يُطْعِمُنِيْ وَيَسْقِيْنِ ﴿٨٠﴾

৮০ । এবং তিনিই আমাকে খাবার খাওয়ান এবং আমাকে পানীয় পান করান;

وَاِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِ ﴿٨١﴾

৮১ । এবং যখন আমি পীড়িত হই তখন তিনিই আমাকে আরোগ্য দান করেন;[২১১৯]

وَالَّذِيْ يُمِيْتُنِيْ ثُمَّ يُحْيِيْنِ ﴿٨٢﴾

৮২ । এবং তিনিই আমাকে মৃত্যু দান করিবেন,[২১২০] অতঃপর তিনিই আমাকে পুনর্জীবিত করিবেন;

وَالَّذِيْٓ اَطْمَعُ اَنْ يَّغْفِرَ لِيْ خَطِيْٓـَٔتِيْ يَوْمَ الدِّيْنِ ﴿٨٣﴾

৮৩ । এবং তিনিই এমন মহান সত্তা যে, আমি আশা করি, তিনি আমার অপরাধসমূহ বিচার দিবসে ক্ষমা করিবেন;

رَبِّ هَبْ لِيْ حُكْمًا وَّاَلْحِقْنِيْ بِالصّٰلِحِيْنَ ﴿٨٤﴾

৮৪ । হে আমার প্রভু ! তুমি আমাকে হিকমত দান কর এবং সৎ লোকদের অন্তর্ভুক্ত কর;

وَاجْعَلْ لِّيْ لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْاٰخِرِيْنَ ﴿٨٥﴾

৮৫ । এবং পরবর্তীদের মধ্যে আমার জন্য প্রকৃত (স্থায়ী) যশ দান কর,[২১২১]

২১১৯ । এই আয়াতে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) সকল পীড়া ও ব্যাধি নিজের প্রতি আরোপিত করেন এবং সকল প্রতিকার এবং রোগমুক্তি আল্লাহ্তা'লার প্রতি আরোপ করেন । প্রকৃত পক্ষে সর্ব প্রকার দুর্ভাগ্য যাহা মানুষের উপর আপতিত হয়, তাহা তাহারই দ্বারা প্রকৃতির বিশেষ নিয়মাদি লংঘনের প্রতিফল, অতএব সে নিজেই ইহার জন্য দায়ী । আরো ৪ঃ৮০ আয়াত দেখুন ।

২১২০ । এ স্থলে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) রোগ-ব্যাধিকে নিজের প্রতি আরোপ করিতেছেন এবং মৃত্যুকে আল্লাহ্তা'লার প্রতি আরোপ করিতেছেন; ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে, তাঁহার মতে মৃত্যু কোন আতংকের বিষয় বা এড়াইয়া চলার বিষয় নহে এবং বাস্তবিকই তাহা এরূপ নহে। প্রকৃতপক্ষে মৃত্যু সকল জীবনেরই স্বাভাবিক এবং অপরিহার্য পরিণতি এবং জীবনের মতই মৃত্যুও আল্লাহ্তা'লার এক মহান অনুগ্রহ ।

২১২১ । হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তাঁহার পশ্চাতে এমনই সুনাম রাখিয়া গিয়াছেন যে, পৃথিবীর প্রধান তিনটি ধর্মের অনুসারীগণ— ইহুদী ধর্ম, খৃষ্টান ধর্ম এবং ইসলাম তাঁহাকে তাহাদের বংশের আদিপুরুষ এবং আধ্যাত্মিক পুরুষরূপে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে ।

وَاجْعَلْنِيْ مِنْ وَّرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيْمِ ﴿٨٦﴾

৮৬। এবং তুমি আমাকে নেয়ামতপূর্ণ জান্নাতের উত্তরাধিকারীগণের অন্তর্ভুক্ত কর;

وَاغْفِرْ لِاَبِيْٓ اِنَّهٗ كَانَ مِنَ الضَّآلِّيْنَ ﴿٨٧﴾

৮৭। এবং আমার পিতাকে ক্ষমা কর, কারণ সে বিপথগামীদের অন্তর্ভুক্ত;

وَلَا تُخْزِنِيْ يَوْمَ يُبْعَثُوْنَ ﴿٨٨﴾

৮৮। এবং যেদিন তাহাদিগকে পুনরুত্থিত করা হইবে সেদিন তুমি আমাকে অপমানিত করিও না;[২১২২]

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَّلَا بَنُوْنَ ﴿٨٩﴾

৮৯। যেদিন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোন কাজে আসিবে না—

اِلَّا مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ ﴿٩٠﴾

৯০। কেবল সেই ব্যক্তি ব্যতিরেকে যে বিশুদ্ধ ও প্রশান্ত অন্তর লইয়া আল্লাহ্‌র সমীপে উপস্থিত হইবে।'

وَاُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿٩١﴾

৯১। এবং মুত্তাকীগণের জন্য জান্নাতকে নিকটবর্তী[২১২৩] করা হইবে।

وَبُرِّزَتِ الْجَحِيْمُ لِلْغٰوِيْنَ ﴿٩٢﴾

৯২। এবং বিপথগামীদের জন্য দোযখকে সম্মুখে প্রকাশ করিয়া দেওয়া হইবে।

وَقِيْلَ لَهُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُوْنَ ﴿٩٣﴾

৯৩। এবং তাহাদিগকে বলা হইবে,'কোথায় তাহারা যাহাদের তোমরা উপাসনা করিতে—

مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۭ هَلْ يَنْصُرُوْنَكُمْ اَوْ يَنْتَصِرُوْنَ ﴿٩٤﴾

৯৪। আল্লাহ্‌র পরিবর্তে ? তাহারা কি তোমাদের কোন সাহায্য করিতে পারে, অথবা তোমাদের জন্য কোন প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে পারে ?'

فَكُبْكِبُوْا فِيْهَا هُمْ وَالْغَاوٗنَ ﴿٩٥﴾

৯৫। তখন তাহাদিগকে এবং পথভ্রষ্টদিগকে উহাতে অধোমুখে নিক্ষেপ করা হইবে,

وَجُنُوْدُ اِبْلِيْسَ اَجْمَعُوْنَ ﴿٩٦﴾

৯৬। এবং ইবলীসের সকল দলবলকেও।

قَالُوْا وَهُمْ فِيْهَا يَخْتَصِمُوْنَ ﴿٩٧﴾

৯৭। তাহারা উহাতে পরস্পর ঝগড়া করিতে করিতে বলিবে,

تَاللّٰهِ اِنْ كُنَّا لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٩٨﴾

৯৮। 'আল্লাহ্‌র শপথ! আমরা নিশ্চয় স্পষ্ট ভ্রষ্টতায় পড়িয়াছিলাম,

اِذْ نُسَوِّيْكُمْ بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٩٩﴾

৯৯। যখন আমরা তোমাদিগকে সমগ্র জগতের প্রতিপালকের সমকক্ষ স্থির করিয়াছিলাম,

---

২১২২। শেষ বিচার দিবসে পুনরুত্থানকে বা'স বলা হয়।কারণ মৃত্যুর পরে মানুষকে নূতন এবং উন্নত মৌলিক মানসিক শক্তি দ্বারা সমৃদ্ধ করা হইবে এবং তাহার আধ্যাত্মিক অগ্রগতির জন্য নূতন পথ খুলিয়া দেওয়া হইবে।

২১২৩। এই উক্তির মর্ম হইতেছে যে, ধার্মিক লোককে পরম স্বর্গ-সুখ উপভোগের জন্য নূতন ও উৎকৃষ্টতর মানসিক শক্তি প্রদান করা হইবে।

وَمَآ اَضَلَّنَآ اِلَّا الْمُجْرِمُوْنَ ﴿١٠٠﴾

১০০। বস্তুতঃ অপরাধীগণই আমাদিগকে পথভ্রষ্ট করিয়াছিল,

فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِيْنَ ﴿١٠١﴾

১০১। এই জন্য (আজ) আমাদের কোন সুপারিশকারী নাই,

وَلَا صَدِيْقٍ حَمِيْمٍ ﴿١٠٢﴾

১০২। এবং আমাদের কোন অন্তরঙ্গ বন্ধুও নাই;

فَلَوْ اَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٠٣﴾

১০৩। অতএব যদি আমাদের (দুনিয়ায়) ফিরিয়া যাইবার ক্ষমতা থাকিত তাহা হইলে আমরা নিশ্চয় মো'মেনগণের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যাইতাম !'

اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ؕ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١٠٤﴾

১০৪। নিশ্চয় ইহার মধ্যে বড় নিদর্শন আছে, কিন্তু তাহাদের অধিকাংশ লোকই ঈমান আনিতেছে না।

وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿١٠٥﴾ ع ৫ [৩৬] ৯

১০৫। এবং তোমার প্রভু নিশ্চয়ই মহা পরাক্রমশালী, পরম দয়াময়।

كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوْحِ ِۨالْمُرْسَلِيْنَ ﴿١٠٦﴾

১০৬। নূহের জাতি রসূলগণকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল;

اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ نُوْحٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿١٠٧﴾

১০৭। যখন তাহাদের ভাই নূহ তাহাদিগকে বলিয়াছিল, 'তোমরা কি তাক্ওয়া অবলম্বন করিবে না ?

اِنِّيْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ ﴿١٠٨﴾

১০৮। নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য একজন বিশ্বস্ত রসূল,

فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ﴿١٠٩﴾

১০৯। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্র তাক্ওয়া অবলম্বন কর এবং আমার আনুগত্য কর; [২১২৪]

وَمَآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ۚ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١١٠﴾

১১০। এবং আমি তোমাদের নিকট ইহার কোন প্রতিদান চাহি না। আমার প্রতিদান তো একমাত্র সমগ্র জগতের প্রতিপালকের নিকটে আছে;

فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ﴿١١١﴾

১১১। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্র তাক্ওয়া অবলম্বন কর এবং আমার আনুগত্য কর।'

قَالُوْٓا اَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْاَرْذَلُوْنَ ﴿١١٢﴾

১১২। তাহারা বলিল, 'আমরা কি তোমার উপর ঈমান আনিব, অথচ অতি নিকৃষ্ট শ্রেণীর লোকেরাই তোমার অনুসরণ করিতেছে ?'

২১২৪। এই সূরার মধ্যে সমসাময়িক জাতির লোকদিগের উদ্দেশ্যে প্রত্যেক নবীর মুখ হইতে উচ্চারিত 'সুতরাং তোমরা আল্লাহ্র তাক্ওয়া অবলম্বন কর এবং আমার আনুগত্য কর' এই বাণী প্রমাণ করে যে, পবিত্র ঐশী-বাণীর অন্তর্ভুক্ত সার্বজনীন আদেশাবলী ছাড়াও মো'মেনদেরকে তাহাদের নিজ নিজ নবীর আদেশ ও নির্দেশ মানিয়া চলার জন্য হুকুম করা হইয়াছে।

قَالَ وَمَا عِلْمِيْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١١٢﴾

১১৩। সে বলিল, 'তাহারা কি করিত সেই সম্বন্ধে আমি কিরূপে জানিব ?

اِنْ حِسَابُهُمْ اِلَّا عَلٰى رَبِّيْ لَوْ تَشْعُرُوْنَ ﴿١١٣﴾

১১৪। তাহাদের হিসাব-নিকাশ করার দায়িত্ব আমার প্রভুর উপর ন্যস্ত আছে, যদি তোমরা বুঝিতে;[২১২৫]

وَمَآ اَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١١٤﴾

১১৫। এবং আমি মো'মেনদিগকে তাড়াইয়া দিতে পারি না,[২১২৫-ক]

اِنْ اَنَا اِلَّا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿١١٥﴾

১১৬। আমি তো কেবল একজন স্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র।'

قَالُوْا لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهِ يٰنُوْحُ لَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْمَرْجُوْمِيْنَ ﴿١١٦﴾

১১৭। তাহারা বলিল,'হে নূহ ! যদি তুমি নিবৃত্ত না হও তাহা হইলে নিশ্চয় তুমি প্রস্তরাঘাতে নিহত ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত হইবে।'

قَالَ رَبِّ اِنَّ قَوْمِيْ كَذَّبُوْنِ ﴿١١٧﴾

১১৮। সে বলিল, 'হে আমার প্রভু ! নিশ্চয় আমার জাতি আমাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছে,

فَافْتَحْ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَّنَجِّنِيْ وَمَنْ مَّعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١١٨﴾

১১৯। সুতরাং তুমি আমার ও তাহাদের মধ্যে প্রকাশ্য মীমাংসা কর এবং আমাকে ও আমার সঙ্গী মো'মেনগণকে রক্ষা কর।'

فَاَنْجَيْنٰهُ وَمَنْ مَّعَهٗ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ ﴿١١٩﴾

১২০। অতএব আমরা তাহাকে ও তাহার সঙ্গীদিগকে এক বোঝাই-করা নৌকায় রক্ষা করিয়াছিলাম।

ثُمَّ اَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبٰقِيْنَ ﴿١٢٠﴾

১২১। তৎপর আমরা পশ্চাতে অবশিষ্টদিগকে নিমজ্জিত করিলাম।

اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ؕ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١٢١﴾

১২২। নিশ্চয় ইহাতে বড় নিদর্শন আছে, কিন্তু তাহাদের অধিকাংশ লোক ঈমান আনে না।

وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿١٢٢﴾ ع ৬ [১৮] ১০

১২৩। বস্তুতঃ তোমার প্রভু নিশ্চয়ই মহা পরাক্রমশালী, পরম দয়াময়।

২১২৫। কুরআন করীম ইহার বিভিন্ন স্থানে বিশেষ অবস্থায় উপযোগী অর্থ প্রকাশ করিবার জন্য ক্ষেত্র বিশেষে পাঁচটি ভিন্ন ভিন্ন শব্দ ব্যবহার করিয়াছে। সাধারণভাবে ইহারা সবই একরূপ, কিন্তু সূক্ষ্ম অর্থের দিক দিয়া ইহারা ভিন্ন ভিন্ন। শব্দগুলি হইতেছে 'শুউর' অর্থ কোন বস্তুর বিশেষ ক্ষুদ্রতম অংশ জানার জন্য যে কোন ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে উপলব্ধি করা (২ঃ১৫৫); 'আক্‌ল' অর্থ যে কোন ব্যক্তিকে অসৎ পথ অবলম্বনে বিরত রাখা (১২ঃ৩); 'ফিক্‌র' অর্থ কোন বিষয়ে অনুধাবন করা এবং গভীর ভাবে বিবেচনা করা (৬ঃ৫১); 'তাফাক্কুহ্' অর্থ জ্ঞান অর্জনে একনিষ্ঠভাবে পরিশ্রম করা এবং ইহাতে বিশারদ হওয়া (৯ঃ১২২); এবং 'তাদাব্বুর' অর্থ কোন কিছুতে জ্ঞান বা দক্ষতা অর্জন করার জন্য বিবেচনা করা, বিচার-বিশ্লেষণ বা অধ্যায়ন করা (৪ঃ৮৩)।

২১২৫-ক। জীবনের মূল্যায়ন করার ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র নবী-রসূলগণের এবং দুনিয়াদার লোকদিগের বিচারের মানদণ্ড ভিন্ন ভিন্ন। প্রথমোক্ত ব্যক্তি একজন মানুষের মূল্য এবং যোগ্যতা বিচার করে তাহার ক্রিয়া ও কর্ম দ্বারা, শেষোক্ত বিবেচনা করে তাহার পার্থিব সম্পদ এবং তাহার সামাজিক মর্যাদা দ্বারা।

كَذَّبَتْ عَادُ ۨ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿١٢٣﴾

১২৪ । আদ (জাতিও) রসূলগণকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল,

اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ هُوْدٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿١٢٥﴾

১২৫ । যখন তাহাদের ভাই হূদ তাহাদিগকে বলিল, 'তোমরা কি তাক্ওয়া অবলম্বন করিবে না ?

اِنِّيْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ ﴿١٢٦﴾

১২৬ । নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য একজন বিশ্বস্ত রসূল;

فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ﴿١٢٧﴾

১২৭ । সুতরাং তোমরা আল্লাহ্র তাক্ওয়া অবলম্বন কর এবং আমার আনুগত্য কর,

وَمَآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ۚ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٢٨﴾

১২৮ । এবং আমি তোমাদের নিকট ইহার কোন প্রতিদান চাহি না । আমার প্রতিদান একমাত্র সমগ্র জগতের প্রতিপালকের নিকটে আছে;

اَتَبْنُوْنَ بِكُلِّ رِيْعٍ اٰيَةً تَعْبَثُوْنَ ﴿١٢٩﴾

১২৯ । তোমরা কি প্রত্যেক উচ্চ স্থানে স্মৃতিচিহ্ন নির্মাণ করিতেছ ? ইহা বৃথা (কাজ) করিতেছ,

وَتَتَّخِذُوْنَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُوْنَ ﴿١٣٠﴾

১৩০ । এবং তোমরা কারুকার্য খচিত বড় বড় প্রাসাদ নির্মাণ করিতেছে যেন তোমরা চিরকাল অবস্থান করিতে পার ? [২১২৬]

وَاِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِيْنَ ﴿١٣١﴾

১৩১ । এবং যখন তোমরা কাহাকেও ধৃত কর তখন নিষ্ঠুরদের ন্যায় ধৃত কর ।

فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ﴿١٣٢﴾

১৩২ । অতএব, তোমরা আল্লাহ্র তাক্ওয়া অবলম্বন কর এবং আমার আনুগত্য কর;

وَاتَّقُوا الَّذِيْٓ اَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُوْنَ ﴿١٣٣﴾

১৩৩ । পুনরায় বলা হইতেছে, তোমরা সেই আল্লাহ্র তাক্ওয়া অবলম্বন কর, যিনি তোমাদিগকে এমন সব বস্তু দ্বারা সাহায্য করিয়াছেন যাহার সম্বন্ধে তোমরা অবগত আছ;

২১২৬ । এই আয়াত এবং ইহার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী আয়াত প্রমাণ করে যে, আদ জাতির লোকেরা এক শক্তিশালী এবং সভ্য জনগোষ্ঠী ছিল । সেই যুগে তাহারা জ্ঞান-বিজ্ঞানে প্রভূত অগ্রগতি সাধন করিয়াছিল । তাহারা দুর্গ ও প্রাসাদতুল্য অট্টালিকা এবং বিরাট জলাধার নির্মাণ করিত । তাহাদের গ্রীষ্ম ও শীতকালীন পৃথক পৃথক বাস ভবন ছিল, কারখানা ছিল এবং যান্ত্রিক পারদর্শিতাপূর্ণ কর্মকান্ড ছিল । তাহারা বিশেষভাবে স্থাপত্যে উন্নত ও সুদক্ষ ছিল । তাহারা নূতন সমরাস্ত্র ও যুদ্ধের সামগ্রী উদ্ভাবন করিয়াছিল এবং বিরাট সৌধসমূহ নির্মাণ করিত । সংক্ষেপে তাহারা বর্তমানের পশ্চিমা জাতিসমূহের মত এক অতি উন্নতমানের সভ্যতার জন্য প্রয়োজনীয় জটিল যন্ত্রপাতির অধিকারী ছিল । জ্ঞানে তাহারা দ্রুত উন্নতি লাভ করিয়াছিল, কিন্তু ইতিহাসের চরম শিক্ষা ভুলিয়া বিস্মৃতির কোলে সমর্পিত হইয়াছিল ।কেননা জাতিসমূহ তাহাদের প্রকৃত শক্তি, পার্থিব বিষয়-বস্তু হইতে আহরণ করিতে পারে না, বরং উচ্চ আদর্শ এবং সৎ নৈতিকতা হইতে আহরণ করিয়া থাকে । যেহেতু তাহারা নৈতিকভাবে দুশ্চরিত্র এবং আধ্যাত্মিকভাবে কলুষিত হইয়া পড়িয়াছিল এবং নিজদিগকে সংশোধন করণার্থে যুগ-নবীর সতর্ক বাণীর প্রতি কর্ণপাত না করায় তাহারা সেই ভয়াবহ নিয়তির শিকারে পরিণত হইয়াছিল, যাহা ঐশী সতর্কবাণী উপেক্ষাকারীর অনিবার্য পরিণতি হইয়া থাকে । আরো দেখুন ১৩২৩ টীকা ।

اَمَدَّكُمْ بِاَنْعَامٍ وَّ بَنِيْنَ ﴿١٣٤﴾

১৩৪। তিনি তোমাদিগকে সাহায্য করিয়াছেন গবাদি পশু সমূহ ও সন্তান-সন্ততি দ্বারা,

وَجَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ﴿١٣٥﴾

১৩৫। এবং বাগান ও ঝরণাসমূহের দ্বারা;

اِنِّيْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ﴿١٣٦﴾

১৩৬। নিশ্চয় আমি তোমাদের উপর এক মহা দিবসের আযাবের ভয় করিতেছি।'

قَالُوْا سَوَآءٌ عَلَيْنَآ اَوَعَظْتَ اَمْ لَمْ تَكُنْ مِّنَ الْوٰعِظِيْنَ ﴿١٣٧﴾

১৩৭। তাহারা বলিল,'তুমি আমাদিগকে উপদেশ দাও বা না দাও,উভয়ই আমাদের জন্য সমান;

اِنْ هٰذَآ اِلَّا خُلُقُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿١٣٨﴾

১৩৮। ইহা পূর্ববর্তীগণের আচরণ[২১২৭] বৈ কিছু নহে;

وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِيْنَ ﴿١٣٩﴾

১৩৯। আসলে আমাদিগকে কোন শাস্তি দেওয়া হইবে না।'

فَكَذَّبُوْهُ فَاَهْلَكْنٰهُمْ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ؕ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١٤٠﴾

১৪০। অতঃপর তাহারা তাহাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিল, ফলে আমরা তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া দিলাম। নিশ্চয় ইহাতে বড় নিদর্শন আছে; কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই ঈমান আনে না।

وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿١٤١﴾ ع ৭ [১৮] ১১

১৪১। বস্তুতঃ তোমার প্রভু নিশ্চয়ই মহা পরাক্রমশালী, পরম দয়াময়।

كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿١٤٢﴾

১৪২। এইভাবে সামূদও[২১২৮] রসূলগণকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল;

اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ صٰلِحٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿١٤٣﴾

১৪৩। যখন তাহাদের ভাই সালেহ্ তাহাদিগকে বলিয়াছিল, 'তোমরা কি তাক্ওয়া অবলম্বন করিবে না ?

২১২৭। 'খুলুক' অর্থ অভ্যাস বা স্বভাব; প্রথা বা আচার-আচরণ; ধর্ম, মিথ্যা (লেইন)।

২১২৮। বর্তমান এবং পরবর্তী কয়েকটি আয়াত সামূদ জাতির প্রসঙ্গ বর্ণনা করিয়াছে। 'ফুতুহাশ্-শাম্'-এর বর্ণনানুযায়ী তাহারা খুবই শক্তিশালী জাতি ছিল। তাহাদের শাসন এবং রাজ্য সিরিয়ার বস্রা শহর হইতে এডেন পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কৃষি এবং স্থাপত্য-শিল্পে তাহারা অত্যন্ত উন্নতি সাধন করিয়াছিল এবং তাহারা খুবই উচ্চ স্তরের সুসভ্য জাতি ছিল। গ্রীক ঐতিহাসিকগণ এই উপজাতির সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়াছে। খৃষ্টীয় শতাব্দীর কিছু পূর্বে তাহারা তাহাদের সময় গণনা করে। তাহাদের বাসস্থানের নাম তাহারা হিজরা বা আগ্রা বলে। আল্ হিজর, যাহা 'মাদায়েনে সালেহ্' (সালেহ্র শহরগুলি) নামে পরিচিত ছিল এবং সম্ভবতঃ এই সকল জনগোষ্ঠীর রাজধানী মদীনা ও তাবুকের মধ্যে অবস্থিত ছিল এবং যে উপত্যকার মধ্যে ইহা অবস্থিত ছিল উহাকে 'ওয়াদী কোরা' বলা হয়। কুরআন করীম ঐ সকল উপজাতিসমূহকে আদ জাতির অব্যবহিত উত্তর-পুরুষরূপে উল্লেখ করিয়াছে (৭ঃ৭৫)। ইহা উল্লেখযোগ্য যে, হযরত নূহ, হযরত হূদ এবং হযরত সালেহ (আঃ)-এর বিবরণ কুরআনের কতিপয় স্থানে দেওয়া হইয়াছে এবং প্রত্যেক স্থানেই একই বর্ণনাক্রম রক্ষিত হইয়াছে, অর্থাৎ হযরত নূহ (আঃ)-এর বিবরণ হযরত সালেহ্ (আঃ)-এর বিবরণের পূর্বে আসিয়াছে এবং ইহাই সঠিক কালক্রম-ভিত্তিক বিন্যাস। ইহাতেই প্রতিপন্ন হয় যে, ইতিহাসের ঘটনাবলী যাহা অতীতে বিস্মৃতির কোলে বিলীন এবং অস্পষ্টতায় নিমজ্জিত উহাকে কুরআন করীম নির্ভুলভাবে ঐতিহাসিক ক্রমপর্যায়ে প্রকাশ করিয়াছে। আরো টীকা ১৩২৬ দেখুন।

إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٤٣﴾

১৪৪ । নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য একজন বিশ্বস্ত রসূল;

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿١٤٤﴾

১৪৫ । সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর এবং আমার আনুগত্য কর;

وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٤٥﴾

১৪৬ । এবং আমি তোমাদের নিকট ইহার কোন প্রতিদান চাহি না । আমার প্রতিদান একমাত্র সমগ্র জগতের প্রতিপালকের নিকট আছে;

أَتُتْرَكُونَ فِي مَا هَاهُنَا آمِنِينَ ﴿١٤٦﴾

১৪৭ । এখানে যাহা কিছু (সুখ-সম্ভার) আছে,তোমাদিগকে কি উহাতে নিরাপদ অবস্থায় ছাড়িয়া দেওয়া হইবে—

فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿١٤٧﴾

১৪৮ । বাগানসমূহ ও ঝরণাসমূহের মধ্যে;

وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٌ ﴿١٤٨﴾

১৪৯ । এবং শস্যক্ষেতসমূহ এবং এমন খর্জুর বৃক্ষসমূহের মধ্যে যাহার গুচ্ছগুলি (ফলভারে) ভাঙ্গিয়া পড়ার উপক্রম হইয়াছে ?

وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ ﴿١٤٩﴾

১৫০ । এবং তোমরা পরম নিপুণতার সহিত পাহাড়ে পাহাড়ে পাথর কাটিয়া সগর্বে গৃহ নির্মাণ করিতেছ ;[২১২৮-ক]

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿١٥٠﴾

১৫১ । অতএব তোমরা আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর এবং আমার আনুগত্য কর;

وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٥١﴾

১৫২ । এবং তোমরা সীমালংঘনকারীগণের আদেশ মানিও না,

الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿١٥٢﴾

১৫৩ । যাহারা পৃথিবীতে বিশৃংখলা করিয়া বেড়ায় এবং সংশোধন করে না ।'

قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ ﴿١٥٣﴾

১৫৪ । তাহারা বলিল, 'তুমি অবশ্যই যাদুগ্রস্ত লোকদের অন্তর্গত;[২১২৯]

مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا فَأْتِ بِآيَةٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿١٥٤﴾

১৫৫ । তুমি তো আমাদেরই মত একজন মানুষ । অতএব যদি তুমি সত্যবাদী হইয়া থাক তাহা হইলে কোন নির্দশন উপস্থিত কর ।'

২১২৮-ক । 'ফারেহীন'-এর অর্থ অতীব দক্ষতার সঙ্গেও হয় (লেইন)।

২১২৯ । যেখানে হযরত নূহ এবং হযরত হূদ (আঃ)-এর জাতি তাহাদের নবীর বিরুদ্ধে মিথ্যা ও জালিয়াতের অভিযোগ আনিয়াছিল সেখানে হযরত সালেহ্ (আঃ)-এর সততা ও নিখুঁত চরিত্রের প্রামাণিক সাক্ষ্য তাঁহার জাতির লোকেরা নিজেরাই বহন করিয়াছিল (১১ঃ৬৩)। এইজন্য তাহাকে এখানে ঘোষণা করা হইয়াছে 'মুসাহ্‌হার' রূপে, অর্থাৎ যে ব্যক্তি প্রবঞ্চিত, ভ্রান্তপথে পরিচালিত, যাদুগ্রস্ত, কৌশলে পরাভূত বা পরিবেষ্টিত (লেইন)। কারণ হযরত সালেহ (আঃ)-এর সরলতা, সততা, নিষ্ঠা এবং ন্যায়পরায়ণতার প্রতি স্বীকৃতির সহিত তাঁহার গোত্রের লোকেরা তাঁহার

قَالَ هٰذِهٖ نَاقَةٌ لَّهَا شِرْبٌ وَّلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ ﴿١٥٥﴾

১৫৬ । সে বলিল,'এই যে উষ্ট্রীটি, ইহারও পানি পানের জন্য পালা আছে এবং পানি পানের তোমাদেরও পালা আছে নির্দিষ্ট দিনে;

وَلَا تَمَسُّوْهَا بِسُوْٓءٍ فَيَاْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ﴿١٥٦﴾

১৫৭ । সুতরাং তোমরা ইহাকে কোন কষ্ট দিও না, নচেৎ এক ভয়াবহ দিনের শাস্তি আসিয়া তোমাদিগকে ধৃত করিবে ।'

فَعَقَرُوْهَا فَاَصْبَحُوْا نٰدِمِيْنَ ﴿١٥٧﴾

১৫৮ । কিন্তু তাহারা উহার হাঁটুর রগ কাটিয়া ফেলিল, ফলে তাহারা অনুতপ্ত হইল ।

فَاَخَذَهُمُ الْعَذَابُ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ؕ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١٥٨﴾

১৫৯ । তখন আযাব আসিয়া তাহাদিগকে ধৃত করিল । নিশ্চয় ইহাতে বড় নিদর্শন আছে, কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই ঈমান আনে না ।

وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿١٥٩﴾ ع ৮ [১৯] ১২

১৬০ । বস্তুতঃ তোমার প্রভু নিশ্চয়ই মহা পরাক্রমশালী, পরম দয়াময় ।

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوْطِ ِۨالْمُرْسَلِيْنَ ﴿١٦٠﴾

১৬১ । লূতের জাতি রসূলগণকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল;

اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ لُوْطٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿١٦١﴾

১৬২ । যখন তাহাদের ভাই লূত তাহাদিগকে বলিয়াছিল, 'তোমরা কি তাক্ওয়া অবলম্বন করিবে না ?

اِنِّيْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ ﴿١٦٢﴾

১৬৩ । নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য একজন বিশ্বস্ত রসূল;

فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ﴿١٦٣﴾

১৬৪ । সুতরাং তোমরা আল্লাহ্র তাক্ওয়া অবলম্বন কর এবং আমার আনুগত্য কর;

وَمَآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ۚ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٦٤﴾

১৬৫ । আমি তোমাদের নিকট ইহার কোন প্রতিদান চাহি না । আমার প্রতিদান একমাত্র সমগ্র জগতের প্রতিপালকের নিকটে আছে;

اَتَاْتُوْنَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٦٥﴾

১৬৬ । তোমরা কি সৃষ্টির মধ্যে পুরুষদের নিকট আগমন কর ?

وَتَذَرُوْنَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ ؕ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ عٰدُوْنَ ﴿١٦٦﴾

১৬৭ । এবং তোমরা তাহাদিগকে ছাড়িয়া দাও যাহাদিগকে তোমাদের প্রভু তোমাদের জন্য স্ত্রীরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন, বরং তোমরা সীমালঙ্ঘনকারী জাতি ।'

قَالُوْا لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهِ يٰلُوْطُ لَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِيْنَ ﴿١٦٧﴾

১৬৮ । তাহারা বলিল, 'হে লূত ! যদি তুমি নিবৃত্ত না হও, তাহা হইলে নিশ্চয় তুমি নির্বাসিতগণের অন্তর্ভুক্ত হইবে ।'

বিরুদ্ধে জালিয়াতির মিথ্যা অভিযোগ আনিতে পারিত না । 'মুসাহ্হার' এবং 'মাসহূর' শব্দদ্বয় দ্বারা এমন ব্যক্তিও বুঝায় যে অন্য লোকের খাদ্য দ্বারা লালিত পালিত ।

قَالَ اِنِّیْ لِعَمَلِكُمْ مِّنَ الْقَالِیْنَ ﴿۱۶۸﴾

১৬৯। সে বলিল, 'নিশ্চয় আমি তোমাদের কার্যকলাপকে ঘৃণা করি।'

رَبِّ نَجِّنِیْ وَاَهْلِیْ مِمَّا یَعْمَلُوْنَ ﴿۱۶۹﴾

১৭০। 'হে আমার প্রভু! তুমি আমাকে এবং আমার পরিজনকে সেই সকল কার্যকলাপ হইতে রক্ষা কর যাহা তাহারা করিতেছে।'

فَنَجَّیْنٰهُ وَاَهْلَهٗۤ اَجْمَعِیْنَ ﴿۱۷۰﴾

১৭১। সুতরাং আমরা তাহাকে এবং তাহার পরিজন সকলকে রক্ষা করিলাম;

اِلَّا عَجُوْزًا فِی الْغٰبِرِیْنَ ﴿۱۷۱﴾

১৭২। কেবল এক বৃদ্ধা ব্যতীত, যে পশ্চাতে অবস্থান কারিণীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

ثُمَّ دَمَّرْنَا الْاٰخَرِیْنَ ﴿۱۷۲﴾

১৭৩। অতঃপর, আমরা অপরাপর সকলকে ধ্বংস করিয়া দিলাম।

وَاَمْطَرْنَا عَلَیْهِمْ مَّطَرًا ۚ فَسَآءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِیْنَ ﴿۱۷۳﴾

১৭৪। এবং আমরা তাহাদের উপর প্রবল (শিলা) বৃষ্টি বর্ষণ করিয়াছিলাম; সুতরাং যাহাদিগকে সতর্ক করা হইয়াছিল তাহাদের উপর অতি নিকৃষ্ট বৃষ্টি হইয়াছিল।

اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَاٰیَةً ؕ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِیْنَ ﴿۱۷۴﴾

১৭৫। নিশ্চয় ইহাতে বড় নিদর্শন আছে, কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই ঈমান আনে না।

وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِیْزُ الرَّحِیْمُ ﴿۱۷۵﴾ ع ۹ [১৬] ১৩

১৭৬। এবং নিশ্চয়ই তোমার প্রভু মহা পরাক্রমশালী, পরম দয়াময়।

كَذَّبَ اَصْحٰبُ لْـَٔیْكَةِ الْمُرْسَلِیْنَ ﴿۱۷۶﴾

১৭৭। অরণ্যের অধিবাসীগণও রসূলগণকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল;

اِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَیْبٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿۱۷۷﴾

১৭৮। যখন শো'আয়ব তাহাদিগকে বলিয়াছিল, 'তোমরা কি তাক্ওয়া অবলম্বন করিবে না?

اِنِّیْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِیْنٌ ﴿۱۷۸﴾

১৭৯। নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য একজন বিশ্বস্ত রসূল,

فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِیْعُوْنِ ﴿۱۷۹﴾

১৮০। অতএব তোমরা আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর, এবং আমার আনুগত্য কর।

وَمَاۤ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَیْهِ مِنْ اَجْرٍ ۚ اِنْ اَجْرِیَ اِلَّا عَلٰی رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ﴿۱۸۰﴾

১৮১। এবং আমি তোমাদের নিকট ইহার কোন প্রতিদান চাহি না। আমার প্রতিদান একমাত্র সমগ্র জগতের প্রতিপালকের নিকটে আছে;

اَوْفُوا الْكَیْلَ وَلَا تَكُوْنُوْا مِنَ الْمُخْسِرِیْنَ ﴿۱۸۱﴾

১৮২। (হে লোক সকল!) তোমরা মাপ পূর্ণ মাত্রায় দিও, এবং ক্ষতিকারীদের অন্তর্ভুক্ত হইও না;[২১৩০]

২১৩০ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

وَزِنُوْا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ ﴿١٨٣﴾

১৮৩ । এবং সঠিক দাঁড়ি-পাল্লায় ওজন করিও,

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ﴿١٨٤﴾

১৮৪ । লোকদিগকে তাহাদের প্রাপ্য দ্রব্যাদি কম দিও না, এবং পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা করিয়া বেড়াইও না,

وَاتَّقُوا الَّذِيْ خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْاَوَّلِيْنَ ﴿١٨٥﴾

১৮৫ । যিনি তোমাদিগকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তী সৃষ্টিকে সৃজন করিয়াছেন, তোমরা তাঁহার তাক্ওয়া অবলম্বন কর ।'

قَالُوْٓا اِنَّمَآ اَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِيْنَ ﴿١٨٦﴾

১৮৬ । তাহারা বলিল, 'নিশ্চয় তুমি যাদুগ্রস্তদের অন্তর্গত;

وَمَآ اَنْتَ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَ اِنْ نَّظُنُّكَ لَمِنَ الْكٰذِبِيْنَ ﴿١٨٧﴾

১৮৭ । তুমি আমাদেরই মত একজন মানুষ বৈ কিছু নহ, এবং আমরা তোমাকে অবশ্যই মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মনে করি,

فَاَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَآءِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿١٨٨﴾

১৮৮ । অতএব, তুমি যদি সত্যবাদী হইয়া থাক তাহা হইলে আকাশের একটি খণ্ড আমাদের উপর ফেলিয়া দাও ।'

قَالَ رَبِّيْٓ اَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿١٨٩﴾

১৮৯ । সে বলিল, 'আমার প্রভু তোমাদের কার্যকলাপ ভালভাবে জানেন ।'[২১৩১]

فَكَذَّبُوْهُ فَاَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ ۭ اِنَّهٗ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ﴿١٩٠﴾

১৯০ । কিন্তু তাহারা তাহাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিল । ফলে এক মেঘাচ্ছন্ন দিবসের শাস্তি তাহাদিগকে ধৃত করিল । নিশ্চয় উহা এক গুরুতর দিবসের শাস্তি ছিল ।

اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ۭ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١٩١﴾

১৯১ । নিশ্চয় ইহাতে বড় নিদর্শন আছে; কিন্তু তাহাদের অধিকাংশ লোকই ঈমান আনে না ।

২১৩০ । কুরআনের একাধিক স্থানে (৭ম এবং ১১দশ সূরা) এবং বর্তমান সূরাতেও পাঁচ নবীর— হযরত নূহ, হযরত হূদ, হযরত সালেহ্ হযরত লূত এবং হযরত শো'আয়ব (আলায়হেমুস্সালাম)-এর নাম এক সঙ্গে উল্লেখ করা হইয়াছে এবং একই ক্রমপর্যায়ে উল্লেখিত হইয়াছে এবং অভিন্ন বাণী তাহাদের মুখে উচ্চারিত হইয়াছে । সকল ধর্মের দুইটি মৌলিক শিক্ষা — আল্লাহ্র তৌহীদ এবং যুগ-নবীর আনুগত্য; তদতিরিক্ত প্রত্যেক নবীর ক্ষেত্রে তাঁহার লোকেরা যে ধরণের রোগ-ব্যাধি এবং অনৈতিকতায় বিশেষভাবে ভুগিতেছিল তাহার উপরে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে । হযরত নূহ (আঃ)-এর জাতির লোকেরা সংযোগবিহীন স্বতন্ত্র গোত্রে বিভক্ত হইয়া গিয়াছিল এবং তাহাদের মধ্যে সামাজিকভাবে সঙ্গতিসম্পন্ন ও সচ্ছল লোকেরা মিথ্যা মর্যাদার অহমিকায় ভুগিতেছিল । তাহাদের ধনী ব্যক্তিরা সমাজের দরিদ্র শ্রেণীর সঙ্গে মিলিত না । হযরত হূদ (আঃ)-এর গোত্র সামরিক দক্ষতা ও স্থাপত্যের কীর্তির জন্য অহংকার করিত এবং তাহাদের কল-কারখানার জন্য গর্ব বোধ করিত । হযরত সালেহ্ (আঃ)-এর গোত্রের লোকজন তাহাদের শক্তি, সম্মান এবং ধন-সম্পদের বড়াই করিত । হযরত লূত (আঃ)-এর গোত্রের লোকেরা এক অতি অস্বাভাবিক, নীতি-বিগর্হিত এবং কলংকময় যৌন কদাচারকে নির্লজ্জভাবে প্রশ্রয় দিয়াছিল । শো'আয়ব'(আঃ)-এর জাতি ব্যবসায় লেন-দেনে অসাধু ছিল । এই দোষগুলির প্রত্যেকটির পৃথকভাবে সেই যুগ-নবীর ক্ষেত্রে উল্লেখ করা হইয়াছে যাহার গোত্রের লোকেরা যে দুশ্চরিত্রতার শিকারে পরিণত হইয়াছিল । আল্লাহ্তা'লার নবীগণের ইহাই পন্থা যে, ধর্মের মূলনীতিসমূহের উপর জোর দেওয়া ছাড়াও যে সকল কলুষতায় তাহাদের জাতির জনগোষ্ঠি লিপ্ত হয় সেই সমস্ত বিশেষ বিষয়ের উপর বিশেষভাবে জোর দিয়া থাকেন ।

২১৩১ । হযরত শো'আয়ব (আঃ) তাঁহার জাতির লোকদিগের উপর ঐশী শাস্তি ('কিসাফান' অর্থ ঐশী আযাব) অবতরণের উদ্ধত আহ্বানের জবাবে বলিয়াছিলেন যে, মানুষ অসম্পূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী বলিয়া ইহা জানা তাঁহার কাজ নহে যে, কখন কিরূপে শাস্তি অবতীর্ণ হইবে । কেবল তাহাদের স্রষ্টা ও প্রভু আল্লাহ্ যিনি তাহাদের সকল কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে সর্বজ্ঞাত তিনিই জানেন যে, তাহাদের দাবী অনুযায়ী প্রাপ্য শাস্তির উপযোগী দুষ্কর্ম তাহারা করিয়াছিল কিনা ।

১০ [১৬] ১৪ ع

১৯২ । এবং নিশ্চয়ই তোমার প্রভু মহা পরাক্রমশালী ও পরম দয়াময় ।

وَاِنَّهٗ لَتَنْزِيْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٩٣﴾

১৯৩ । এবং নিশ্চয় ইহা (এই কুরআন) সকল জগতের প্রতিপালকের তরফ হইতে নাযেল করা হইয়াছে ।[২১৩২]

نَزَلَ بِهِ الرُّوْحُ الْاَمِيْنُ ﴿١٩٤﴾

১৯৪ । বিশ্বস্ত 'রূহুল আমীন'[২১৩৩] (জিবরাঈল) ইহাকে লইয়া নাযেল হইয়াছে,——

عَلٰى قَلْبِكَ لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ ﴿١٩٥﴾

১৯৫ । তোমার হৃদয়ের উপর,[২১৩৪] যেন তুমি সতর্ককারী হইতে পার,

بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِيْنٍ ﴿١٩٦﴾

১৯৬ । সুস্পষ্ট প্রাঞ্জল আরবী ভাষায় ।

وَاِنَّهٗ لَفِيْ زُبُرِ الْاَوَّلِيْنَ ﴿١٩٧﴾

১৯৭ । এবং নিশ্চয় ইহার উল্লেখ পূর্ববর্তীদের[২১৩৫] কিতাবসমূহেও ছিল ।

اَوَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ اٰيَةً اَنْ يَّعْلَمَهٗ عُلَمٰٓؤُا بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ﴿١٩٨﴾

১৯৮ । তাহাদের জন্য কি ইহা নিদর্শন নহে যে, বনী ইসরাঈলের আলেমগণও ইহা জানে ?

وَلَوْ نَزَّلْنٰهُ عَلٰى بَعْضِ الْاَعْجَمِيْنَ ﴿١٩٩﴾

১৯৯ । যদি আমরা ইহা কোন অনারবের উপর অবতীর্ণ করিতাম,

২১৩২ । এই আয়াতের অভিপ্রায় এইরূপ যে, কুরআনের নুযুল (অবতীর্ণ হওয়া) নূতন কোন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ব্যাপার নহে । উপরে বর্ণিত নবীগণের নিকট প্রেরিত ঐশী-বাণীর মত কুরআনের বাণীসমূহও আল্লাহ্তা'লারই প্রত্যাদেশ। কিন্তু পার্থক্য কেবল এই যে, পূর্ববর্তী নবীগণ স্ব স্ব জাতির জন্য প্রত্যাদিষ্ট হইয়াছিলেন, কিন্তু কুরআন করীম পৃথিবীর সমগ্র জাতির জন্য নাযেল হইয়াছে ; কারণ ইহা'সমগ্র বিশ্বের প্রতিপালকের পক্ষ হইতে নাযেল হইয়াছে'বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে ।

২১৩৩ । কুরআন মজীদের আয়াতসমূহ যে ফিরিশ্তা বহন করিয়াছিলেন তাঁহাকে এই আয়াতে 'রূহুল আমীন' অর্থ পরম বিশ্বস্ত আত্মারূপে আখ্যায়িত করা হইয়াছে । অন্যত্র তাঁহাকে 'রূহুল কুদুস' অর্থ পবিত্র আত্মা বলা হইয়াছে (১৬ঃ১০৩)। পরবর্তী বিশেষণ বা গুণবাচক উক্তির দ্বারা কুরআন প্রত্যেক ভুল-ত্রুটি হইতে পূর্ণভাবে মুক্ত বলিয়া ব্যক্ত হইয়াছে । পূর্ববর্তী বিশেষণ 'রূহুল আমীন'-এর ব্যবহার করিয়া ইহাই ইঙ্গিত করে যে, ইহার পাঠ্য-সূচী ও মযমূন সর্বপ্রকার অবৈধ হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে ঐশী আশ্রয়ে অবিকৃতভাবে সংরক্ষিত থাকিবে । এই গুণবাচক উক্তি একমাত্র কুরআনের বাণী সম্বন্ধেই ব্যবহৃত হইয়াছে, কেননা অন্যান্য ঐশী গ্রন্থ সম্পর্কে চিরস্থায়ী ঐশী সংরক্ষণের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় নাই এবং সময়ের ব্যবধানে উহাদের পাঠ্যাংশ মানুষের অবৈধ হস্তক্ষেপে কলুষিত । অতীব আশ্চর্যের বিষয় এই যে, হযরত নবী করীম (সাঃ) নিজেই মক্কায় 'আল্-আমীন' অর্থাৎ বিশ্বস্তরূপে পরিচিত ছিলেন। ইহা কুরআনের নির্ভরযোগ্যতা সম্বন্ধে কী মহান এবং সপ্রশংস সমর্থনসূচক ঐশী উপহারবাণী ! কী পবিত্র ঐশী সাক্ষ্য যে, কুরআনের ওহী এক 'আমীন' কর্তৃক আর এক 'আমীন'-এর নিকট আনা হইয়াছিল !

২১৩৪ । 'আলা ক্বালবেকা' অর্থ তোমার হৃদয়ের উপর, শব্দগুলি যোগ হইয়া ইহাই স্পষ্ট করিয়াছে যে, কুরআনের ওহী হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর মনের অনুপ্রাণিত এবং নিজস্ব শব্দে প্রকাশিত ধারণা নহে ; বরং আল্লাহ্তা'লার স্ব-উচ্চারিত শব্দ যাহা জিব্রাঈল ফিরিশ্তার মাধ্যমে আঁ-হযরত (সাঃ)-এর হৃদয়ের উপর নাযেল হইয়াছিল ।

২১৩৫ । পূর্ববর্তী ঐশী কিতাবসমূহের মধ্যে ইসলামের পবিত্র নবী (সাঃ)-এর আবির্ভাব এবং কুরআনের ওহী সম্পর্কে পূর্বাভাস রহিয়াছে। এই বিষয়ে প্রায় প্রত্যেক ধর্মের কিতাবগুলিতে কিছু ভবিষ্যদ্বাণী পাওয়া যায়, কিন্তু কুরআনের পূর্বে ঐশী কিতাবের মধ্যে সর্বাধিক পরিচিত ও সর্বাপেক্ষা বেশী পঠিত কুরআনের অগ্রদূতরূপে বাইবেল ইহার মৌলিক অনাবিলতার সহিত ঐশী বিধানের সম্পূরক অংশরূপে এই সকল ভবিষ্যদ্বাণীর সর্বাধিক সংখ্যা বহন করে । দেখুন বাইবেলের পুরাতন নিয়মের দ্বিতীয় বিবরণ ১৮ঃ১৮ এবং ৩৩ঃ২, যিশাইয় ২১ঃ১৩-১৭; সোলায়মান (আঃ)-এর গীত সংহিতা-১ঃ৫-৬, হবক্কুক ৩ঃ৩-৫, মথি ২১ঃ৪২-৪৫ এবং যোহন-১৬ঃ১২-১৪ ।

فَقَرَاَهٗ عَلَيۡهِمۡ مَّا كَانُوۡا بِهٖ مُؤۡمِنِيۡنَ ﴿۲۰۰﴾

২০০ । এবং সে ইহা তাহাদের নিকট পাঠ করিয়া শুনাইত; তাহা হইলে তাহারা কখনও ইহার উপর ঈমান আনিত না ।

كَذٰلِكَ سَلَكۡنٰهُ فِىۡ قُلُوۡبِ الۡمُجۡرِمِيۡنَ ﴿۲۰۱﴾

২০১ । এইভাবেই আমরা অপরাধীগণের অন্তরসমূহে[২১৩৬] ইহার (প্রতি অস্বীকার) সঞ্চারিত করিয়াছি ।

لَا يُؤۡمِنُوۡنَ بِهٖ حَتّٰى يَرَوُا الۡعَذَابَ الۡاَلِيۡمَ ﴿۲۰۲﴾

২০২ । তাহারা ইহার উপর ঈমান আনিবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহারা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রত্যক্ষ করিবে,

فَيَاۡتِيَهُمۡ بَغۡتَةً وَّهُمۡ لَا يَشۡعُرُوۡنَ ﴿۲۰۳﴾

২০৩ । সুতরাং ইহা তাহাদের উপর এমন আকস্মিক ভাবে আসিবে যে তাহারা টেরও পাইবে না ।

فَيَقُوۡلُوۡا هَلۡ نَحۡنُ مُنۡظَرُوۡنَ ﴿۲۰۴﴾

২০৪ । তখন তাহারা বলিবে, 'আমাদিগকে কি কিছু অবকাশ দেওয়া হইবে ?'

اَفَبِعَذَابِنَا يَسۡتَعۡجِلُوۡنَ ﴿۲۰۵﴾

২০৫ । তবুও কি তাহারা আমাদের শাস্তি সম্বন্ধে তাড়াহুড়া করিতেছে ?

اَفَرَءَيۡتَ اِنۡ مَّتَّعۡنٰهُمۡ سِنِيۡنَ ﴿۲۰۶﴾

২০৬ । তুমি কি চিন্তা করিয়া দেখ নাই যে, যদি আমরা তাহাদিগকে বহু বৎসর যাবৎ সুখ-শান্তি উপভোগ করাইতাম,

ثُمَّ جَآءَهُمۡ مَّا كَانُوۡا يُوۡعَدُوۡنَ ﴿۲۰۷﴾

২০৭ । অতঃপর তাহাদের উপর ইহা আসিয়া পড়িত যাহার ওয়াদা তাহাদের সঙ্গে করা হইতেছে,

مَاۤ اَغۡنٰى عَنۡهُمۡ مَّا كَانُوۡا يُمَتَّعُوۡنَ ﴿۲۰۸﴾

২০৮ । তখন যাহা কিছু তাহাদিগকে উপভোগ করানো হইতেছিল উহা তাহাদের কোন উপকারে আসিত না ?

وَمَاۤ اَهۡلَكۡنَا مِنۡ قَرۡيَةٍ اِلَّا لَهَا مُنۡذِرُوۡنَ ﴿۲۰۹﴾

২০৯ । বস্তুতঃ আমরা কখনও এমন কোন জনপদকে ধ্বংস করি নাই যাহার জন্য (পূর্বে) সতর্ককারী (পাঠানো) হয় নাই,[২১৩৭]

ذِكۡرٰى ۛ وَمَا كُنَّا ظٰلِمِيۡنَ ﴿۲۱۰﴾

২১০ । নসীহত করার জন্য; বস্তুতঃ আমরা যালেম নহি ।

وَمَا تَنَزَّلَتۡ بِهِ الشَّيٰطِيۡنُ ﴿۲۱۱﴾

২১১ । এবং শয়তানগণ ইহাকে লইয়া নাযেল হয় নাই;

২১৩৬ । অবিশ্বাসীদিগের এই বদভ্যাস (অস্বীকার) বহিরাগত নহে, বরং ইহার শিকড় তাহাদের নিজ অন্তরের মধ্যেই প্রোথিত, অসচ্চরিত্রতা ও পাপের প্রশ্রয় হইতে ইহার জন্ম। প্রকৃত পক্ষে এই আয়াত এক সাধারণ সত্য বর্ণনা করিয়াছে যে, যখন কোন মানুষ পাপকে প্রশ্রয় দেয়, তখন ইহার সম্বন্ধে তাহার সচেতনতা ভোঁতা হইয়া যায় এবং কালক্রমে সে এই পাপের প্রতি আকৃষ্ট হইতে থাকে । এইরূপেই পাপ 'পাপীর হৃদয়কে' ক্রমশঃ ক্ষয় করে এবং অপবিত্র করে ।

২১৩৭ । এই আয়াত আল্লাহ্তা'লার পবিত্র নিয়মের প্রতি ইশারা করিয়াছে যে, নবী আসিয়া সতর্ক না করা পর্যন্ত কোন জাতিকে শাস্তি পাকড়াও করে না । প্রথমে নবী প্রেরিত হন এবং তাঁহার বিরোধিতা করিয়া ও তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া যখন তাহারা নিজদিগকে শাস্তির যোগ্য করিয়া তোলে তখন তাহাদের উপর আযাব নিপতিত হয় (আরো দেখুন ১৭ঃ১৬; ২৮ঃ৬০; ৩৫ঃ৩৮)।

وَمَا يَنْۢبَغِيْ لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ﴿٢١٢﴾

২১২। এবং ইহা তাহাদের অবস্থাসম্মতও ছিল না, এবং তাহাদের (ইহার) কোন ক্ষমতাও ছিল না।[২১৩৮]

اِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُوْلُوْنَ ﴿٢١٣﴾

২১৩। নিশ্চয় তাহাদিগকে ইহা শ্রবণ করা হইতে অপসৃত করা হইয়াছে।

فَلَا تَدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَتَكُوْنَ مِنَ الْمُعَذَّبِيْنَ ﴿٢١٤﴾

২১৪। অতএব তুমি আল্লাহ্‌র সহিত[২১৩৯] অন্য কোন মা'বূদকে ডাকিও না, নতুবা তুমি শাস্তিপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যাইবে,

وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ ﴿٢١٥﴾

২১৫। এবং তুমি (সর্বপ্রথম) নিজের নিকটতম আত্মীয়স্বজনদিগকে সতর্ক কর,[২১৪০]

وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٢١٦﴾

২১৬। এবং মো'মেনদের মধ্য হইতে যাহারা তোমার অনুসরণ করে তুমি তাহাদের প্রতি মমতার বাহু প্রসারিত রাখ।

فَاِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ اِنِّيْ بَرِيْٓءٌ مِّمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿٢١٧﴾

২১৭। অতঃপর যদি তাহারা তোমার অবাধ্যতা করে তাহা হইলে তুমি বল, 'তোমরা যে সকল কার্যকলাপ করিতেছ উহা হইতে আমি দায়িত্বমুক্ত।'[২১৪০-ক]

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ ﴿٢١٨﴾

২১৮। এবং তুমি মহা পরাক্রমশালী, পরম দয়াময়ের উপর নির্ভর কর,

الَّذِيْ يَرٰىكَ حِيْنَ تَقُوْمُ ﴿٢١٩﴾

২১৯। যিনি তোমাকে তখনও দেখেন যখন তুমি (একা নামাযে) দণ্ডায়মান হও,

وَتَقَلُّبَكَ فِي السّٰجِدِيْنَ ﴿٢٢٠﴾

২২০। এবং তখনও দেখেন যখন তুমি সেজদাকারীদের মধ্যে ঘোরাফেরা কর।[২১৪১]

২১৩৮। কুরআন মজীদে শয়তানের কোন হস্তক্ষেপ থাকিতে পারে না, এই দাবীর সমর্থনে তফসীরাধীন আয়াত তিনটি যুক্তি স্থাপন করিয়াছেঃ (ক) কুরআনের শিক্ষা সর্বাংশে কার্যকর এবং সমস্ত শয়তানী কার্য-কলাপের প্রতি আপোষহীন নিন্দা জ্ঞাপন করে, (খ) ইহা এমনই উচ্চ গৌরবোজ্জ্বল বৈশিষ্ট্যময় এবং মহিমান্বিত সত্য বহনকারী যে, অনুরূপ কিছু সৃষ্টি করা শয়তানের সকল ক্ষমতার ঊর্ধ্বে (১৭ঃ৮৯); (গ) কুরআন করীম ইসলামের চূড়ান্ত বিজয় সম্বন্ধে মহা গৌরবময় ভবিষ্যদ্বাণী উচ্চারণ করে। শয়তানেরা এইরূপে করিতে পারে না, কেননা ভবিষ্যত সম্বন্ধে তাহারা জ্ঞাত নহে।

২১৩৯। কুরআন শয়তানের কর্ম হইতে পারে না। আল্লাহ্‌তা'লার একত্বের উপর কুরআন মজীদ এত বেশী জোর দিয়াছে যে, শয়তানের তৈরী কোন কিছু কখনো এইরূপ করিতে পারে না।

২১৪০। বর্ণিত আছে যে, এই আয়াত যখন নাযেল হইয়াছিল তখন নবী (সাঃ) 'সাফা' পর্বতে গিয়া দাঁড়াইলেন এবং কোরায়শদিগের প্রত্যেক দলকে এবং গোত্রের লোকদিগকে ডাকিলেন এবং ঐশী শাস্তি সম্বন্ধে হুশিয়ার করিয়া বলিলেন যে, যদি তাহারা অসৎ পথ ত্যাগ করিয়া তাঁহার শিক্ষাকে গ্রহণ না করে তাহা হইলে আল্লাহ্‌তা'লার শাস্তি তাহাদিগকে পাকড়াও করিবে।

২১৪০-ক। আমি তোমাদিগ হইতে মুক্ত; তোমরা যাহা কর আমি সেই সব হইতে পৃথক, তোমাদের কৃত-কর্মের সমস্ত দায়িত্ব আমি অস্বীকার করি।

২১৪১। তফসীরাধীন আয়াত আঁ-হযরত (সাঃ)-এর সাহাবাগণের মহত্ব এবং ধর্ম ও ন্যায়পরায়ণতার প্রতি উজ্জ্বল সপ্রশংস সমর্থন জ্ঞাপন

২২১। নিশ্চয় তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।

اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿٢٢١﴾

২২২। আমি কি তোমাদিগকে অবহিত করিব যে, কাহার উপর শয়তানরা নাযেল হয় ?

هَلْ اُنَبِّئُكُمْ عَلٰى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيٰطِيْنُ ﴿٢٢٢﴾

২২৩। তাহারা প্রত্যেক মিথ্যাবাদী, পাপাচারীর উপর নাযেল হয়।

تَنَزَّلُ عَلٰى كُلِّ اَفَّاكٍ اَثِيْمٍ ﴿٢٢٣﴾

২২৪। তাহারা কান পাতিয়া থাকে, তাহাদের অধিকাংশই মিথ্যাবাদী।

يُّلْقُوْنَ السَّمْعَ وَاَكْثَرُهُمْ كٰذِبُوْنَ ﴿٢٢٤﴾

২২৫। আর যে আছে কবিগণ— বিপথগামীগণই তাহাদের অনুসরণ করে।

وَالشُّعَرَآءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوٗنَ ﴿٢٢٥﴾

২২৬। তুমি কি লক্ষ্য কর নাই যে, তাহারা উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে প্রত্যেক উপত্যকায় ঘুরিয়া বেড়ায়,

اَلَمْ تَرَ اَنَّهُمْ فِيْ كُلِّ وَادٍ يَّهِيْمُوْنَ ﴿٢٢٦﴾

২২৭। এবং তাহারা যাহা বলে তাহা পালন করে না ? [২১৪২]

وَاَنَّهُمْ يَقُوْلُوْنَ مَا لَا يَفْعَلُوْنَ ﴿٢٢٧﴾

২২৮। কেবল তাহারা ব্যতীত যাহারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে এবং অধিক পরিমাণে আল্লাহ্‌র যিক্‌র করে এবং মযলুম হইবার পর তাহারা প্রতিশোধ গ্রহণ করে। এবং যাহারা যুলুম করিয়াছে তাহারা অচিরেই জানিয়া লইবে যে, কোন্ প্রত্যাবর্তনের স্থানে তাহারা প্রত্যাবর্তন করিবে।

اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَذَكَرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّانْتَصَرُوْا مِنْۢ بَعْدِ مَا ظُلِمُوْا ؕ وَسَيَعْلَمُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْۤا اَيَّ مُنْقَلَبٍ يَّنْقَلِبُوْنَ ﴿٢٢٨﴾ ع ١١ [٣٦] ١٥

করে। 'সাজেদীন্' শব্দ তাঁহাদিগকেই (সাহাবা কেরাম) বুঝায়। এইরূপ আল্লাহ্‌ওয়ালা লোকগণের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া আল্লাহ্‌র রসূল (সাঃ) মহিমান্বিত ছিলেন। এইরূপ আর এক জন মহান নেতার উদাহরণ পেশ করিতে মানবেতিহাস ব্যর্থ হইয়াছে— এমন নেতা যাঁহার প্রেমিক অনুসারীগণ অনুরূপ আত্মোৎসর্গকারী এবং ন্যায়পরায়ণ ছিলেন।

২১৪২। আঁ-হযরত (সাঃ) একজন কবি ছিলেন (২১ঃ৬) —এই আরোপিত অভিযোগ খণ্ডন করা হইয়াছে এই আয়াতগুলিতে এবং এজন্য তিনটি যুক্তির অবতারণা করা হইয়াছে। (১) কবিগণের অনুগামী সঙ্গী-সাথীরা উচ্চ মার্গের নৈতিক চরিত্রের অধিকারী হয় না, কিন্তু নবী করীম (সাঃ)-এর অনুসারীগণ অত্যন্ত মহৎ আদর্শ এবং অত্যুচ্চ নৈতিক চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। (২) কবিগণের কোনরূপ স্থির আদর্শ থাকে না বা জীবনের কোন কর্মসূচী থাকে না। তাহারা ঠিক যেন প্রত্যেক উপত্যকায় উদ্দেশ্যহীন বিচরণকারী। কিন্তু মহানবী (সাঃ)-এর জীবনে আল্লাহ্‌তা'লার উদ্দেশ্যে এক অতি মর্যাদাপূর্ণ এবং মহোত্তম লক্ষ্য ছিল। (৩) কবিগণ যাহা প্রচার করেন তাহা নিজেরা বাস্তবে পালন করেন না, কিন্তু হযরত নবী করীম (সাঃ) কেবল শিক্ষা-গুরুই ছিলেন না, পক্ষান্তরে তিনি সর্বোৎকৃষ্ট কর্মী এবং আদর্শ নমুনা ছিলেন।

২৭-সূরা আন্ নাম্‌ল
(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণ হওয়ার তারিখ ও প্রসংগ

পূর্ববর্তী সূরার শেষের দিকে কাফেরদের পক্ষ হইতে উত্থাপিত কিছু অভিযোগের উল্লেখ পূর্বক বলা হইয়াছিল যে, তাহাদের মতে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) একজন কবি এবং তাঁহার উপর শয়তান অবতীর্ণ হইয়া থাকে । অতঃপর, অত্যন্ত জোরালো যুক্তি উপস্থাপন পূর্বক উক্ত অভিযোগ খন্ডন করিয়া বলা হইয়াছিল যে, শয়তান তো কেবল মিথ্যাবাদী, পাপী এবং প্রতারকদের উপরই অবতীর্ণ হয়, আর যাহারা সত্যের সাথে মিথ্যার মিশ্রণ ঘটায় তাহাদের উপরে । কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে অল্প কিছু সত্যের সাথে যখন প্রচুর মিথ্যার জগাখিচুড়ি ঘটে, তখন উহার পরিণাম কখনই ভাল হয় না । সূরাটিতে আরো বলা হইয়াছিল যে, কবিরা কোন নির্দিষ্ট অনুশাসন মানিয়া চলে না, তাহাদের জীবনে কোন মহৎ উদ্দেশ্যও থাকে না; তাহারা ভ্রান্ত-বুদ্ধির শিকার হইয়া একেকবার একেক ধরণের মত ও পথের অনুসারী হয় এবং তাহারা যাহা বলে তাহা কখনো করে না। উক্ত বিষয়বস্তুটি আরো বিস্তৃতি প্রদান ও উহার ধারাবাহিকতাকে বজায় রাখিয়া আলোচ্য সূরাটি এই দৃঢ় ঘোষণা সহকারে শুরু হইয়াছে যে, পবিত্র কুরআন স্বয়ং আল্লাহ্‌র অবতীর্ণ বাণী । মানুষের আধ্যাত্মিক জীবনের বিভিন্ন বিষয় ও প্রয়োজনকে ইহা বিশদ ও পরিপূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করে এবং অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা ইহার অন্তর্নিহিত নীতি ও আদর্শকে সাব্যস্ত করে । হযরত ইব্‌নে আব্বাস এবং ইব্‌নে যোবায়েরের (রাঃ) মতে এই সূরাটি মক্কায় নাযেল হইয়াছিল । অন্যান্য মুসলমান বিশেষজ্ঞরাও এই মতের সমর্থন করেন ।

বিষয়বস্তু

পূর্ববর্তী সূরাটি 'তা সীন মীম্' এই হরফে মুকাত্তায়াত সহকারে শুরু হইয়াছিল, কিন্তু বর্তমান সূরাটির শুরুতে রহিয়াছে শুধুমাত্র 'তা সীন, মীম্ হরফটি এখানে অন্তর্ভুক্ত হয় নাই । ইহা হইতে বুঝা যায় যে, বর্তমান সূরাটির বিষয়বস্তু পূর্ববর্তী সূরার বিষয়বস্তুর ধারাবাহিকতাকে বজায় রাখিয়াই অবতীর্ণ হইয়াছে, যদিও কিছুটা ভিন্ন ধরণের উপস্থাপনা ইহাতে বিদ্যমান । সূরাটির প্রথম দিকেই হযরত মূসা (আঃ)-এর একটি কাশ্‌ফের ঘটনার বর্ণনা রহিয়াছে, যাহার মাধ্যমে তিনি ঐশী জ্যোতির বিকাশ অবলোকন করেন । ইহার পর হযরত দাউদ (আঃ) ও হযরত সুলায়মান (আঃ)-এর শাসনকালীন কিছু ঘটনার উল্লেখও সূরাটিতে রহিয়াছে, যাঁহাদের রাজত্বকালে ইসরাঈলীদের বিজয়, ক্ষমতা ও জাগতিক যশ-সমৃদ্ধির উচ্চতম শিখরে উপনীত হইয়াছিল । ইহার পর সূরাটিতে ধর্মীয় বিশ্বাসের দুইটি বুনিয়াদী বিষয় (১) আল্লাহ্‌তা'লার অস্তিত্ব ও (২) মৃত্যুর পরবর্তী জীবন সম্পর্কে মোটামুটি বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে । প্রসঙ্গতঃ প্রথম বিষয়টির সমর্থনে সূরাটিতে প্রকৃতি, মানুষের অন্তর্নিহিত সত্তা ও মানুষের সম্মিলিত জীবনধারা হইতে যুক্তিপূর্ণ দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করা হইয়াছে । বস্তুতঃ আল্লাহ্‌তা'লার অপার ক্ষমা প্রকৃতির পরিচালন নীতির মাধ্যমেই প্রকাশিত হয়— এই সত্যকে উপস্থাপনা করার পর মানুষের ডাকে আল্লাহ্ যে জবাব দেন উহাকে আল্লাহ্‌তা'লার অস্তিত্বের এক জ্বলন্ত প্রমাণ হিসাবে পেশ করা হইয়াছে । এই প্রসংগে আরেকটি অকাট্য যুক্তি এইভাবে দেওয়া হইয়াছে যে, আল্লাহ্‌তা'লা তাঁহার প্রেরিত নবী-রসূল ও নেক বান্দাদের নিকট সর্বদাই নিজেকে প্রকাশ করেন এবং তাহাদেরকে গায়েবের সংবাদাদি প্রদান করেন । ইহার দৃষ্টান্ত সর্বকালেই পরিদৃষ্ট হইতে থাকিবে । অতঃপর, সূরাটিতে মৃত্যুর পরবর্তী জীবন সম্পর্কে আলোকপাত করা হইয়াছে । সংক্ষিপ্তভাবে প্রাসংগিক কতিপয় যুক্তির উল্লেখের পর পরকালের সমর্থনে সূরাটিতে অতঃপর একটি অখণ্ডনীয় দৃষ্টান্ত পেশ করা হইয়াছে— আর উহা হইল হযরত মুহম্মদ (সাঃ) কর্তৃক প্রচারিত শিক্ষার ফলে তাঁহার স্বজাতির মধ্যে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে যে বিরাট পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল, উহার বিস্তারিত বর্ণনা । এই অকাট্য যুক্তির অবতারণা ও বিস্তৃতি প্রসংগে যাহা বলা হইয়াছে তাহা হইল এই যে, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর আবির্ভাবকালীন সময়ে সমগ্র আরব জাতি তাহাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নিরাশ হইয়া পড়িয়াছিল । তাহারা চরমভাবে পাপ-পংকিলতায় নিজেদেরকে ডুবাইয়া দিয়াছিল, নবী করীম (সাঃ)-এর আহ্বানে তাহারা সাড়া তো দিলই না, বরং এই বিশ্বাস পোষণ করিতেও তাহারা অস্বীকার করিল যে, তাহাদের ইহজীবনের কৃত-কর্মের জন্য পরকালে জবাবদিহি করিতে হইবে। কাজেই নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অবস্থার বিবেচনায় তাহারা আসলেই ছিল একটি মৃত জাতি । কিন্তু পরবর্তীতে কুরআনের মাধ্যমে তাহারা এক নূতন জীবন লাভ করিল । ঐশী-বাণীর সুমিষ্ট ধারা আরবের তরুলতাহীন, নীরস ভূখণ্ডে যখন বর্ষিত হইল তখন আরবের সেই বিবর্ণ ভূমিই এক পুষ্পিত নূতন জীবন-স্রোতে স্পন্দিত হইয়া উঠিল । কুরআনের শিক্ষায় নিজেদেরকে শিক্ষিত করিয়া পূর্বেকার সেই আরব জাতি, যাহারা প্রকৃত প্রস্তাবেই ছিল মানবতার কলংক এবং তলানি স্বরূপ, তাহারাই আবার নিজেদেরকে মানবজাতির নেতা ও শিক্ষক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করিল । এই বিস্ময়কর পরিবর্তনের ঘটনাকে এই কথার অনুকূলে একটি জোরালো প্রমাণ হিসাবে পেশ করিয়া বলা হইয়াছে যে, সেই আল্লাহ, যিনি আধ্যাত্মিকভাবে মৃত একটি জাতিকে নূতন জীবন দান করিতে পারেন, তিনি অবশ্যই শারীরিকভাবে মৃতদেরকেও পুনর্জীবন প্রদানে সক্ষম । অতঃপর, এই প্রসংগের অবতারণা পূর্বক সূরাটির সমাপ্তি টানা হইয়াছে যে, আল্লাহ্‌তা'লা তাঁহার বাণীর সর্বশেষ প্রকাশস্থলের কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে মক্কা নগরীকে বাছিয়া লইয়াছেন এবং এই নগরী হইতে এমন এক ঐশী আলো নির্গত হইবে যাহা অচিরেই সারা পৃথিবীকে আলোকিত করিয়া ফেলিবে ।

২৭-সূরা আন্ নাম্‌ল

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৯৪ আয়াত এবং ৭ রুকূ আছে ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

طٰسٓ ۚ تِلْكَ اٰيٰتُ الْقُرْاٰنِ وَكِتَابٍ مُّبِيْنٍ ۙ ②

২। তা সীন ।[২১৪৩] এইগুলি হইতেছে কুরআন এবং সুস্পষ্ট (বর্ণনাকারী) কিতাবের আয়াত,[২১৪৪]

هُدًى وَّبُشْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ ۙ ③

৩। যাহা মো'মেনদের জন্য পূর্ণ হেদায়াত এবং শুভসংবাদ,

الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ④

৪। যাহারা নামায কায়েম করে এবং যাকাত দেয় এবং তাহারা পরকালের উপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখে।

اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ اَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُوْنَ ؕ ⑤

৫। নিশ্চয় যাহারা পরকালের উপর ঈমান আনে না, আমরা তাহাদের কার্যকলাপকে তাহাদের জন্য সুন্দর করিয়া দেখাই,[২১৪৫] সুতরাং তাহারা অন্ধভাবে ঘুরিয়া বেড়ায় ।

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَهُمْ سُوْٓءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ هُمُ الْاَخْسَرُوْنَ ⑥

৬। এই সকল লোকের জন্য নিকৃষ্ট শাস্তি আছে এবং তাহারাই পরকালে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইবে ।

২১৪৩। সংক্ষিপ্ত বর্ণমালার (হুরূফে মুকাত্তায়াত) সাধারণ অলোচনার জন্য দেখুন টীকা ১৬ এবং ১৭৩৮ এবং 'তা সীন' সম্বন্ধে ২০৯৪ টীকা দ্রষ্টব্য। ইহা অর্থবহ যে, ২৬ ও ২৮ সূরার প্রারম্ভে যেখানে তা সীন মীম্ সংক্ষিপ্ত বর্ণমালা 'এইগুলি হইতেছে সুস্পষ্ট বর্ণনাকারী কিতাবের আয়াত' দ্বারা শুরু হইয়াছে, সেখানে বর্তমান সূরার শুরুতে তা সীন যুক্ত হইয়া 'এইগুলি হইতেছে কুরআন এবং সুস্পষ্ট বর্ণনাকারী কিতাবের আয়াত' দ্বারা আরম্ভ হইয়াছে । ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে, প্রথমোক্ত দুইটি সূরাতে হযরত মূসা (আঃ)-এর কিতাবের মধ্যে কুরআন সম্পর্কে পরোক্ষ উল্লেখ করা হইয়াছে, কিন্তু বর্তমান সূরাতে সেই কিতাবের (কুরআন) নামও উল্লেখ করা হইয়াছে (যেমন উল্লেখ করা হইয়াছে তফসীরাধীন আয়াতে এবং এই সূরারই ৭ ও ৯৩ আয়াতদ্বয়ে)।

২১৪৪। 'আল্ কুরআন' এবং 'এই কিতাব' গুণবাচক রূপে ব্যবহারের মধ্যে এক বিস্ময়কর ভবিষ্যদ্বাণী নিহিত রহিয়াছে যে, ইসলামের এই পবিত্র কিতাব সর্বকালের জন্য গ্রন্থাকারে সংরক্ষিত হইতে থাকিবে এবং ব্যাপকভাবে ইহা অধ্যয়ন করা হইবে ।'কুরআন'শব্দের অর্থ একটি পুস্তক বা গ্রন্থ যাহা বেশী বেশী পাঠ করা হয় । 'যেহেতু জনসাধারণের ইবাদত, বিদ্যালয় এবং অন্যান্য অনুষ্ঠানাদিতে কুরআনের ব্যবহার ও পাঠ অধিকাংশ খৃষ্টানদেশে বাইবেল পাঠ অপেক্ষা অধিকতর ব্যাপক, সেই জন্য এই মন্তব্য খুবই সঠিক যে, গ্রন্থাবলীর মধ্যে কুরআন সর্বাপেক্ষা ব্যাপকভাবে পঠিত হয় ।' (এনসাইক ব্রিট, ৯ম সংস্করণ, ১৬শ খণ্ড, ৫৯৭ পৃষ্ঠা)।

২১৪৫। ৬ঃ৪৪ এবং ৮ঃ৪৯ আয়াতদ্বয় হইতে ইহা সুস্পষ্ট যে, অসৎলোকের মন্দ এবং অকল্যাণকর কর্মগুলিকে শয়তান তাহাদের চোখে সুন্দর করিয়া দেখায় । কিন্তু তফসীরাধীন আয়াতে বলা হইয়াছে যে, আল্লাহ্‌তা'লা অবিশ্বাসীদিগের কুকর্মগুলিকে তাহাদের দৃষ্টিতে সুন্দর করিয়া দেখান । ইহা প্রাকৃতিক নিয়ম যে, কোন ব্যক্তি যখন মন্দ কাজে অবাধ চলিতে থাকে, যেন তাহাকে এই কুকর্মে জবাবদিহি করিতে হইবে না, তখন সে তাহার এই আচরণকে ভাল এবং সঠিক সাব্যস্ত করিতে চেষ্টা করিতে থাকে এবং ইহা তাহার নজরে তদ্রূপই মনে হয় । প্রকৃত পক্ষে ইহা তাহার আপন কর্মেরই ফল, কিন্তু যেহেতু ইহা ঐশী-নিয়মের অধীনেই সংঘটিত হয় সেহেতু ইহা আল্লাহ্‌র প্রতিই আরোপিত হইয়াছে ।

وَ اِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْاٰنَ مِنْ لَّدُنْ حَكِيْمٍ عَلِيْمٍ ۝٦

৭ । এবং নিশ্চয় তোমাকে কুরআন প্রদান করা হইতেছে পরম প্রজ্ঞাময় সর্বজ্ঞানীর নিকট হইতে ।[২১৪৬]

اِذْ قَالَ مُوْسٰى لِاَهْلِهٖۤ اِنِّيْۤ اٰنَسْتُ نَارًا ؕ سَاٰتِيْكُمْ مِّنْهَا بِخَبَرٍ اَوْ اٰتِيْكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُوْنَ ۝٨

৮ । (স্মরণ কর) যখন মূসা নিজ পরিবারবর্গকে বলিল,'নিশ্চয় আমি এক আগুন দেখিয়াছি ।[২১৪৭] আমি উহা হইতে তোমাদের নিকট শীঘ্রই কোন গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ আনিব, অথবা তোমাদের জন্য জ্বলন্ত অংগার আনিব যেন তোমরা আগুন পোহাইতে পার ।'

فَلَمَّا جَآءَهَا نُوْدِيَ اَنْۢ بُوْرِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا ؕ وَ سُبْحٰنَ اللّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝٩

৯ । অতঃপর যখন সে সেই আগুনের নিকট আসিল, তখন তাহাকে ডাকিয়া বলা হইল, 'বরকতমণ্ডিত করা হইয়াছে তাহাকে যে আগুনের মধ্যে আছে এবং তাহাদিগকেও যাহারা উহার চতুষ্পার্শ্বে আছে,[২১৪৮] এবং সমগ্র জগতের প্রতিপালক আল্লাহ্ অতি পবিত্র;

يٰمُوْسٰۤى اِنَّهٗۤ اَنَا اللّٰهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝١٠

১০ । হে মূসা ! প্রকৃত কথা এই যে,নিশ্চয় আমি আল্লাহ্, মহা পরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়;

وَ اَلْقِ عَصَاكَ ؕ فَلَمَّا رَاٰهَا تَهْتَزُّ كَاَنَّهَا جَآنٌّ وَّلّٰى مُدْبِرًا وَّ لَمْ يُعَقِّبْ ؕ يٰمُوْسٰى لَا تَخَفْ ۫ اِنِّيْ لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُوْنَ ۝١١

১১ । এবং তুমি তোমার লাঠি নিক্ষেপ কর ।' অতঃপর যখন সে উহাকে নড়িতে দেখিল যেন উহা একটি ছোট সাপ,[২১৪৮-ক] তখন সে পিছনের দিকে ছুটিল এবং ফিরিয়াও তাকাইল না; (তখন আমরা বলিলাম) 'হে মূসা ! ভয় করিও না; নিশ্চয় আমি এমন সত্তা যে, আমার দরবারে রসূলগণ ভয় করে না;

২১৪৬ । আঁ-হযরত (সাঃ)-এর নিজস্ব ধ্যান-ধারণাসমূহ লিপিবদ্ধ করিয়া গ্রন্থাকারে সংকলিত পুস্তকের নাম দেওয়া হইয়াছে 'কুরআন'–এই অভিযোগ খণ্ডনের অকাট্য দলীল উপস্থাপন করা হইয়াছে এই আয়াতে এবং দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, এই কুরআন তাঁহার উপর সরাসরি নাযেল করা হইয়াছে সর্বজ্ঞানী আল্লাহ্‌তা'লার নিকট হইতে ।

২১৪৭ । হযরত মূসা (আঃ) যাহা দেখিয়াছিলেন, বাস্তবে উহা অগ্নি ছিল না । যদি তাহাই হইত, তাহা হইলে তিনি 'নিশ্চয় আমি এক আগুন দেখিয়াছি' এর পরিবর্তে বলিতেন,'আমি এই আগুন দেখিয়াছি ।' প্রকৃত পক্ষে কাশ্‌ফে বা দিব্য-দৃষ্টিতে মূসা (আঃ) 'আগুন' দেখিয়াছিলেন, যাহা আল্লাহ্‌তা'লার ভালবাসার প্রতীক । ইহা লক্ষ্যণীয় যে, হযরত মূসা (আঃ) সম্পর্কিত অধিকাংশ ঘটনাবলী, যেগুলি কুরআন করীমে বর্ণিত হইয়াছে, এই জড়জগতে বাস্তবে সংঘটিত হয় নাই, পরন্ত সেইগুলি আধ্যাত্মিক ক্রমোন্নতির এবং নবুওয়াতের মিশনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলীর কাশ্‌ফ বা দিব্য-দৃষ্টি ছিল । লাঠি সম্বন্ধে কাশ্‌ফ ছাড়াও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কাশ্‌ফের কথাও কুরআন মজীদে উল্লেখ রহিয়াছে (৭ঃ১৪৪), তফসীরাধীন আয়াতে এইরূপ একটি উদাহরণই পেশ করা হইয়াছে ।

২১৪৮ । এই উক্তির অর্থ হইতে পারেঃ (ক) যে ব্যক্তি আগুনের অনুসন্ধানে আছে এবং যে ইহার নিকটে আছে; (খ) যে প্রকৃত আগুনের মধ্যে আছে এবং যে ইহাতে প্রবিষ্ট হইতে উদ্যত । আগুন আল্লাহ্-প্রেমের প্রতীক অথবা কষ্টের পরীক্ষা বা মানসিক যন্ত্রণার প্রতীক । আগুন আল্লাহ্ ছিল না, আল্লাহ্‌ও আগুনের মধ্যে ছিলেন না , উহা কেবল ঐশী নিদর্শন ছিল, যাহার ঔজ্জ্বল্য নিকটবর্তী সকল বস্তুর উপরে পতিত হইয়াছিল ।

২১৪৮-ক । টীকা ১০২৩ দেখুন ।

১২ । কেবল সে ব্যতিরেকে যে যুলুম করিয়া বসে, অতঃপর মন্দকর্মের পরিবর্তে সৎকর্ম করে (তাহার প্রতি) আমি অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময় ;

إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوْٓءٍ فَإِنِّيْ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٢﴾

১৩ । এবং তুমি স্বীয় হস্তকে নিজ বগলে প্রবিষ্ট কর, উহা শুভ্র হইয়া নির্দোষরূপে বাহির হইবে, ইহা ফেরাউন ও তাহার জাতির জন্য নয়টি নিদর্শনের অন্তর্গত;[২১৪৯] নিশ্চয় তাহারা এক সীমালংঘনকারী জাতি ।

وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِيْ جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوْٓءٍ ۖ فِيْ تِسْعِ اٰيٰتٍ إِلٰى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهٖ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فٰسِقِيْنَ ﴿١٣﴾

১৪ । অতঃপর যখন তাহাদের নিকট আমাদের দৃষ্টি উন্মোচনকারী নিদর্শন আসিল[২১৫০] তখন তাহারা বলিল, 'ইহা সুস্পষ্ট যাদু।'

فَلَمَّا جَآءَتْهُمْ اٰيٰتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوْا هٰذَا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿١٤﴾

১৫ । এবং তাহারা যুলুম ও অহংকারপূর্বক ঐগুলিকে প্রত্যাখ্যান করিল, অথচ তাহাদের হৃদয় উহাদের (সত্যতার) উপর দৃঢ় বিশ্বাস আনিয়াছিল; অতএব দেখ, বিশৃংখলা সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কি হইয়াছিল !

وَجَحَدُوْا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَآ أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَّعُلُوًّا ۚ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿١٥﴾ ع ١ [١٥] ١٦

১৬ । এবং নিশ্চয় আমরা দাউদ ও সোলায়মানকে[২১৫১] জ্ঞান দান করিয়াছিলাম; এবং তাহারা উভয়েই বলিল, 'সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য, যিনি আমাদিগকে তাঁহার বহু মো'মেন বান্দা হইতে অধিক মর্যাদা দিয়াছেন ।'

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا دَاوٗدَ وَسُلَيْمٰنَ عِلْمًا ۚ وَقَالَا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ فَضَّلَنَا عَلٰى كَثِيْرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٦﴾

১৭ । এবং সোলায়মান দাউদের উত্তরাধিকারী হইল । এবং সে বলিল, 'হে লোকসকল ! আমাদিগকে পক্ষীকুলের ভাষা শিক্ষা[২১৫২] দেওয়া হইয়াছে এবং আমাদিগকে প্রত্যেক প্রকারের (আবশ্যকীয়) বস্তু দেওয়া হইয়াছে । নিশ্চয় ইহা তাঁহার প্রকাশ্য অনুগ্রহ ।'

وَوَرِثَ سُلَيْمٰنُ دَاوٗدَ وَقَالَ يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوْتِيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ۖ إِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِيْنُ ﴿١٧﴾

২১৪৯ । 'নয়টি নিদর্শন'-এর জন্য দেখুন ১৭ঃ১০২ । সংক্ষেপে এই নিদর্শনগুলি ছিলঃ (১) লাঠির; (২) শ্বেত হস্তের ৭ঃ১০৮-১০৯; (৩) উকুনের; (৪) ব্যাঙের (যাহাতে অস্বাভাবিক মুষল ধারে বৃষ্টির ইংগিত নিহিত ছিল) (৫) পঙ্গ পালের; (৬) রক্তের অর্থাৎ এক প্রকার প্লেগ রোগ যাহার আক্রমণে নাসিকা হইতে রক্তক্ষরণ হইত; (৭) তুফানের (যাহা ইসরাঈলীগণ নিরাপদে সমুদ্র পার হওয়ার পর পশ্চাদ্ধাবনকারী ফেরাউন ও তাহার সৈন্যদলকে পার হওয়ার সময়ে সমুদ্রের জলরাশি দ্বারা ডুবাইয়া মারিয়াছিল) (৭ঃ১৩৪); (৮) খরার এবং (৯) ফল-ফলাদি ধ্বংসের নিদর্শন (৭ঃ১৩১)।

২১৫০ । 'মোবসেরা' অর্থ স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান, দ্যুতিমান; ইন্দ্রিয় গোচরীভূত, মানসিকভাবে প্রত্যক্ষকরণ বা জ্ঞানার্জন (লেইন)।

২১৫১ । হযরত দাউদ (আঃ) একজন বড় যোদ্ধা ছিলেন এবং শক্তিশালী ও দক্ষ রাষ্ট্রনায়ক ছিলেন । তিনি যুডিয়ান (ইহুদী) রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন এবং ইহুদী (হিব্রু) রাজ্যের প্রকৃত স্থপতি ছিলেন । তাঁহারই মাধ্যমে 'ড্যান' হইতে 'বীরসেবা' পর্যন্ত সকল ইসরাঈল গোত্রগুলি একত্রিত এবং সংগঠিত হইয়া এক শক্তিশালী জাতিতে পরিণত হইয়াছিল, তাহাদের রাজ্য ইউফ্রেটিস (ফোরাত) হইতে নীলনদ পর্যন্ত বিস্তার লাভ করিয়াছিল । হযরত সোলায়মান (আঃ) পিতার নিকট হইতে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত রাজ্য পুনঃবিন্যাস্ত করিয়া সুদৃঢ় করিয়াছিলেন । তিনিও একজন মহান রাষ্ট্রনায়ক এবং উত্তম নৃপতি ছিলেন । স্বদেশের ব্যবসা-বাণিজ্য তিনি ব্যাপক ভাবে বিস্তৃত এবং উন্নীত করিয়াছিলেন । ইসরাঈল রাজাগণের মধ্যে তিনিই ছিলেন প্রধান নির্মাতা এবং যেরুযালেমের বিখ্যাত উপাসনালয় নির্মাণের জন্য বিখ্যাত । এই উপাসনালয়ই

২১৫২ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।

وَحُشِرَ لِسُلَيْمٰنَ جُنُوْدُهٗ مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوْزَعُوْنَ ﴿١٧﴾

১৮। এবং (একদা) সোলায়মানের সম্মুখে জিন্ন[২১৫৩] ও ইন্‌সান এবং পক্ষীকুল[২১৫৪] হইতে তাহার সেনাদল একত্রিত করা হইল, অতঃপর তাহাদিগকে বিভিন্ন দলে বিন্যস্ত করা হইল,[২১৫৫]

ইসরাঈলীদিগের 'কিবলায়' (উপাসনার কেন্দ্র স্থল) পরিণত হইয়াছিল।

২১৫২। 'মানতিক্' (ভাষা) ইহার উৎপত্তি নাতাকা হইতে, যাহার অর্থ, সে শব্দ এবং বর্ণমালা দ্বারা কথা বলিল যাহা তাহার উদ্দেশ্য সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করিল। অতএব 'নুতক্' বোধগম্য এবং অসংলগ্ন বা অস্পষ্ট উভয় প্রকারের কথা প্রকাশের জন্য প্রযোজ্য হয় এবং বিষয়ের এমন অবস্থার প্রতিও ইহা প্রযোজ্য হয় যাহা স্পষ্ট উক্তি সূচক। ইহা বাহ্যিক অর্থাৎ উচ্চারিত কথা এবং অভ্যন্তরীণ অর্থাৎ উপলব্ধি উভয় ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। পশু-পাখী সম্পর্কেও কথা বা উক্তির অর্থে ব্যবহার হয় যখন এই প্রয়োগ রূপকে হয় (মুফরাদাত)। কীট-পতঙ্গের মনোভাব ব্যক্ত করার জন্য তাহাদের নিজস্ব উপায় রহিয়াছে। ভ্রমণশীলপাখীরা মৌসুম পরিবর্তনের সঙ্গে এক অঞ্চল হইতে অন্য অঞ্চলে চলিয়া যায়। উহারা ঝাঁক বাঁধিয়া উড়ে এবং সুশৃংখল ভাবে উড়ে। পিপীলিকা দল বাঁধিয়া বাস করে এবং মৌমাছিদের খুব সুনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা ও নিয়ম রহিয়াছে। তাহাদের মধ্যে যোগাযোগের উপায় উপকরণ ছাড়া এইরূপ কিছুতেই সম্ভব হইত না। যোগাযোগের এই উপায়কে তাহাদের ভাষা বলা যাইতে পারে। হযরত দাউদ এবং সোলায়মান (আঃ)-কে পাখীর ভাষা শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল বলিয়া এখানে বর্ণিত হইয়াছে। ইহার অর্থ হইতে পারে যে, তিনি পক্ষীকুলকে তাঁহার কাজে ব্যবহার করার জ্ঞান অর্জন করিয়াছিলেন। এক স্থান হইতে অন্যস্থানে সংবাদ-বাহকের কাজে পাখীকে ব্যবহার করার কৌশল হযরত সোলায়মান (আঃ) কর্তৃক প্রভূত উন্নতি লাভ করিয়াছিল এবং তাঁহার শাসনাধীন বিশাল সাম্রাজ্যের ব্যবস্থাপনায় ইহার ঘন ঘন ব্যবহার করা হইতে।

২১৫৩। এখানে 'জিন্ন'-এর মর্ম পর্বতশ্রেণী অথবা বন্য জাতি বুঝাইতে পারে। তফসীরাধীন আয়াত ২১ঃ৮৩; ৩৪ঃ১৩ এবং ৩৮ঃ৩৮ আয়াতগুলির সহিত মিলাইয়া পড়া উচিৎ। ইহা হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর সামরিক বাহিনীর কর্মকর্তাদিগের প্রতি ইশারা বলিয়া মনে হয়। 'জিন্ন' (বন্য জাতি), 'ইন্‌স' (মানুষ) ও 'তায়ের' (পাখী) তিনটি শব্দ তাঁহার সামরিক বাহিনীর তিন শাখার প্রতিকী নাম হইতে পারে। বর্তমান আয়াতে এবং ৩৪ঃ১৩ আয়াতে জিন্ন শব্দ সেনাবাহিনীর বিশেষ শাখাকে বুঝাইবার জন্য ব্যবহার করা হইয়াছে, আবার ২১ঃ৮৩ এবং ৩৮ঃ৩৮ আয়াতদ্বয়ে 'শায়াতীন' শব্দ একই শ্রেণীকে বুঝাইবার জন্য ব্যবহার করা হইয়াছে। ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে, সোলায়মান (আঃ) কোন কোন বন্য জাতিকে দমন করিয়া বশে আনিয়াছিলেন। উভয় শব্দের এই আনুমানিক অর্থে 'জিন্ন' এবং 'শায়াতীন' তাঁহার সেনাবহিনীর অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল এবং তাঁহার জন্য অন্যান্য কতিপয় কঠিন কার্য সম্পাদন করিত। 'তায়ের' শব্দের অপর অর্থ দ্রুতগামী অশ্ব। সেই অর্থে 'তায়ের' সোলায়মান (আঃ)-এর অশ্বারোহী সৈন্যবাহিনীকে বুঝাইতে পারে। শব্দের এই অর্থের পক্ষে দৃঢ় সমর্থন পাওয়া যায় ৩৮ঃ৩২-৩৪ আয়াতসমূহে যাহাতে অশ্বের প্রতি হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর গভীর ভালবাসার কথা বর্ণিত হইয়াছে। অতএব যেখানে 'জিন্ন' এবং 'ইন্‌স' সোলায়মান (আঃ)-এর পদাতিক বাহিনীর দুই শাখাকে বুঝায়, সেখানে 'তায়ের' শব্দের অর্থ প্রকৃতই পাখী লওয়া হইলে এই শব্দ দ্বারা হযরত সোলায়মান (আঃ) যে সকল পাখীকে সংবাদ বহনের কাজে নিয়োজিত করিয়াছিলেন উহাদিগকে বুঝাইবে। অতএব উহারাও তাঁহার সেনাবাহিনীর প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসাবে পরিগণিত ছিল। কিন্তু এই তিনটি শব্দ রূপকে ব্যবহৃত হইলে এগুলির অর্থ হইতে পারে যথাক্রমে 'বড়লোক', 'সাধারণ মানুষ' এবং 'অতি উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন আধ্যাত্মিক মানুষ।'

২১৫৪। 'তায়ের' শব্দটি পাখী ছাড়াও দ্রুতগামী পশু যেমন অশ্ব ইত্যাদির জন্যও প্রয়োগ হইতে পারে। 'তায়্যার' শব্দটি 'তায়ের' শব্দের গাম্ভীর্যপূর্ণ রূপ, যাহার মর্মার্থ হইতেছে, খুব তেজস্বী এবং দ্রুত গতিসম্পন্ন অশ্ব, যাহা এত দ্রুত দৌড়ায় যে মনে হয় যেন উড়িয়া চলিয়াছে (লেইন ও লিসান)।

২১৫৫। 'ওযাআ' অর্থ সে সৈন্যদলের অগ্রভাগকে থামাইয়া দিয়াছিল, যাহাতে তাহাদের শেষ অংশ আসিয়া তাহাদের সংগে মিলিত হইতে পারে। হয়া ইয়া যাউল জায়শা—অর্থ সে সৈন্যদিগকে সঠিক ভাবে বিন্যস্ত করিল এবং শ্রেণীবদ্ধ করিল (আকরাব)। কুরআন করীমের ভাষ্যের অর্থ হইতেছেঃ (১) তাহারা পৃথকভাবে দলবদ্ধ হইল, (২) তাহারা সুদক্ষ ও সুশৃংখল বাহিনীর মত দুর্বার অগ্রযাত্রা করিল, (৩) তাহাদের অগ্রভাগকে রুখিয়া দেওয়া হইল যাহাতে তাহাদের পশ্চাদভাগ আসিয়া তাহাদের সঙ্গে যোগ দিতে পারে। এই শব্দগুলি হইতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর এক সুশিক্ষিত এবং সুশৃংখল সৈন্যবাহিনী ছিল, যাহার কতিপয় পৃথক এবং নির্দিষ্ট শাখা ছিল।

حَتّٰٓى اِذَآ اَتَوْا عَلٰى وَادِ النَّمْلِ ۙ قَالَتْ نَمْلَةٌ يّٰٓاَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوْا مَسٰكِنَكُمْ ۚ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمٰنُ وَجُنُوْدُهٗ ۙ وَهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿١٩﴾

১৯। এমন কি যখন তাহারা নাম্‌লের উপত্যকায়[২১৫৬] পৌঁছিল তখন এক নামলীয় বলিল, 'হে নামলীয়রা ! তোমরা তোমাদের গৃহে প্রবেশ কর, যেন সোলায়মান ও তাহার সেনাদল তাহাদের অজ্ঞাতসারে তোমাদিগকে পদতলে পিষিয়া না ফেলে ।'[২১৫৭]

فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِيْٓ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيْٓ اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلٰى وَالِدَيَّ وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰىهُ وَاَدْخِلْنِيْ بِرَحْمَتِكَ فِيْ عِبَادِكَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٢٠﴾

২০। তখন সোলায়মান তাহার কথায় মৃদু হাস্য করিল[২১৫৮] এবং বলিল, 'হে আমার প্রভু ! তুমি আমাকে সামর্থ্য দাও যেন আমি তোমার নেয়ামতসমূহের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতে পারি, যাহা তুমি আমাকে ও আমার পিতামাতাকে দিয়াছ এবং যেন এমন সৎকর্ম করিতে পারি যাহা তুমি পসন্দ কর এবং তুমি নিজ রহমত দ্বারা আমাকে তোমারই নেক বান্দাগণের অন্তর্ভুক্ত কর ।'

وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَآ اَرَى الْهُدْهُدَ ۖ اَمْ كَانَ مِنَ الْغَآئِبِيْنَ ﴿٢١﴾

২১। এবং সে পক্ষীকুলের পরিদর্শন করিল[২১৫৯] এবং বলিল, 'ব্যাপার কি, আমি যে হুদ্‌হুদ্‌কে দেখিতেছি না, সে কি (জানিয়া বুঝিয়া) অনুপস্থিত আছে ?

২১৫৬। 'নমল' শব্দ যেহেতু নামবাচক বিশেষ্য সেহেতু 'আন্ নামল'এর উপত্যকা অর্থ পিপীলিকার দেশ বুঝায় না, যেমনটি সাধারণভাবে ভ্রান্ত ধারণা করা হইয়া থাকে, বরং সেই উপত্যকায় 'নমল' নামীয় এক উপজাতি বাস করিত। 'কামূস'এর মধ্যে আমরা দেখিতে পাই, 'আল আব্‌রিক্বাতু মিন্ মীইয়াহিল নামলাতি,' অর্থাৎ 'আবরিকা' নাম্‌লাদের এক বংশধর। সুতরাং 'নমল' একটি গোত্রের নাম, ঠিক যেমন এক আরববাসীর নাম ছিল 'মাযিন' (হামাসাহ্) যাহার অর্থ পিপীলিকার ডিম। আরব দেশে সাধারণভাবে জীব-জন্তুর নামে উপজাতি বা গোত্রের নাম রাখা হইত যথা- বনু আসাদ, বনু কালব, বনু নমল ইত্যাদি। এতদ্ব্যতীত আয়াতে 'উদ্‌খুলু' (প্রবেশ কর), এবং 'মাসাকিনাকুম' (তোমাদের গৃহে) শব্দ দ্বয়ের ব্যবহার এই মতের জোর সমর্থন করে যে, নমল একটি গোত্র ছিল। কেননা পূর্ববর্তী ক্রিয়াপদ (কেবলমাত্র) সচেতন সত্তার জন্য ব্যবহৃত হয় এবং পরবর্তী উক্তিও (তোমাদের বাসগৃহে) কুরআনে ব্যবহৃত হইয়াছে একমাত্র মানুষের বাসস্থানের জন্য (২৯ঃ৩৯ ও ৩২ঃ২৭)। অতএব নামলাহ্ অর্থ আন্ নামল উপজাতির এক ব্যক্তি অর্থাৎ এক নমলবাসী। উল্লিখিত এই নম্‌লবাসী সম্ভবতঃ তাহাদের নেতা ছিল। যে সোলায়মান (আঃ)-এর সৈন্যবাহিনীর গতিপথ হইতে সরিয়া যাইবার জন্য এবং তাহাদের গৃহে প্রবেশ করিবার জন্য লোকদিগকে নির্দেশ দিয়াছিল। কোন কোন নির্ভরযোগ্য পণ্ডিতের মতে এই উপত্যকা সীনাই-এর নিকটবর্তী গাজার বার মাইল উত্তরে সমুদ্র উপকূলবর্তী শহর আস্‌কালান এবং জিবরীন-এর মধ্যবর্তী স্থলে অবস্থিত (তাকভীমুল বুলদান)। জিবরীন শহর দামেশ্‌কের ত্রিলাইয়াহ্ হইতে উত্তর দিকে অবস্থিত। ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে, নম্‌ল উপত্যকা সমুদ্র উপকূলের নিকটবর্তী জেরুযালেমের অদূরে অথবা বিপরীতে দামেশক্ হইতে হেজাযের পথে একশত মাইল দূরে অবস্থিত ছিল। হযরত সেলায়মান (আঃ)-এর সময় পর্যন্ত দেশের এই অংশে আরব এবং মিদীয়ানীরা বাস করিত (দেখুন, সিরিয়া ও প্যালেষ্টাইনের প্রাচীন এবং আধুনিক মানচিত্র)। অন্যান্য বিশেষজ্ঞের মতে ইহা (নম্‌ল) ইয়েমেনে অবস্থিত। শেষের অভিমতটি অধিকতর বাস্তব-সম্মত। এই ঐতিহাসিক ঘটনা হইতে বুঝা যায় যে, এই উপত্যকাকে কেন্দ্র করিয়া রচিত কাহিনীসমূহ অনুমান ছাড়া আর কিছুই নয়। আসল কথা হইতেছে, সাবার বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযানের সময় হযরত সোলায়মান (আঃ) যখন এই উপত্যকার মধ্য দিয়া অতিক্রম করিয়াছিলেন তখন সেখানে নমল উপজাতির লোকেরা বসবাস করিত।

২১৫৭। ইহা সুস্পষ্ট যে, হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর সৈন্যরা তাহাদের ধার্মিকতা ও সততার জন্য চতুর্দিকে বিখ্যাত ছিল। তাহারা জ্ঞাতসারে কোন লোকের ক্ষতি বা অপকার করিত না। মনে হয় 'হুম্ লা ইয়াশউরূন (অর্থ, তাহারা জ্ঞাত নহে) এই উক্তির অন্তর্নিহিত মর্ম ইহাই। পরবর্তী আয়াত হইতেও স্পষ্ট বুঝা যায় যে, সোলায়মান (আঃ) এই কারণে খুব খুশী হইয়াছিলেন।

২১৫৮। 'যাহিকা' অর্থ সে অবাক হইল অথবা সে খুশী হইল (লেইন)। এই অর্থে আয়াতের মর্ম এই যে, হযরত সোলায়মান (আঃ) বিস্মিত হইলেন এবং তাঁহার নিজের সম্বন্ধে ও তাঁহার সেনাবাহিনীর ক্ষমতা ও সাধুতা সম্বন্ধে নম্‌লবাসী লোকটির সুধারণা প্রকাশে খুশী হইলেন।

২১৫৯। 'তাফাক্বাদা' (সে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিল) শব্দের উৎপত্তি 'ফাক্বাদা' হইতে, অর্থাৎ সে ইহা হারাইল, সে তাহার নিকট উপস্থিত হইল

لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَاْذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿٢١﴾

২২। নিশ্চয় আমি তাহাকে কঠোর শাস্তি[২১৬০] দিব অথবা যবহ্ করিব, আর না হয় সে আমাকে (অনুপস্থিতির) উপযুক্ত কারণ দর্শাইবে।'

فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ ﴿٢٢﴾

২৩। অতঃপর সে স্বল্পক্ষণই অবস্থান করিল, (ইতিমধ্যে হুদ্-হুদ্ উপস্থিত হইল) এবং সে বলিল, 'আমি এমন এক বিষয় অবগত হইয়াছি যাহা আপনি অবগত হন নাই এবং সে বলিল, 'আমি আপনার নিকট সাবা হইতে এক নিশ্চিত সংবাদ আনিয়াছি,[২১৬১]

إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ ﴿٢٣﴾

২৪। আমি এক রমণীকে তাহাদের উপর রাজত্ব করিতে দেখিয়াছি, এবং তাহাকে সব কিছুই দেওয়া হইয়াছে[২১৬২] এবং তাহার একটি বিরাট সিংহাসন আছে;

وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ

২৫। আমি তাহাকে ও তাহার জাতিকে আল্লাহ্‌র পরিবর্তে সূর্যকে সেজদা করিতে দেখিয়াছি[২১৬৩] এবং শয়তান তাহাদের

না। 'তাফাক্কাদাতহু' অর্থ সে মনোযোগ সহকারে অথবা পুনঃ পুনঃ ইহা চাহিয়াছিল, কেননা ইহা তাহার কাছে অনুপস্থিত ছিল, (মুফরাদাত)। সোলায়মান (আঃ) তাঁহার সৈন্যবাহিনীকে এবং হুদ্‌হুদ্‌কে নিরীক্ষন করিল। রাজকীয় গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তা, সম্ভবতঃ প্রধান সেনাপতি হুদ্‌হুদ্, গুরুত্বপূর্ণ সময়ে অনুপস্থিত ছিল, এই জন্য তিনি তাহার সম্বন্ধে পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসাবাদ করিলেন।

২১৬০। হুদ্‌হুদ্ সম্বন্ধে জনসাধারণে ভিত্তিহীন উপকথা এবং অলীক কাহিনী প্রচলিত আছে যাহা যুক্তি-প্রমাণ এবং বিবেক-বুদ্ধি কোন দিক দিয়াই গ্রহণযোগ্য নহে। হুদ্‌হুদ্ হযরত সোলায়মান (আঃ) কর্তৃক নিয়োজিত কোন সংবাদ বাহক পাখী ছিল না। কেননাঃ (ক) একজন ক্ষমতাশালী বাদশাহ এবং আল্লাহ্‌র নবী সোলায়মান (আঃ)-এর একটি তুচ্ছ পাখীর প্রতি এত ক্রুদ্ধ হইয়া উহাকে কঠোর শাস্তি প্রদান করার জন্য এমনকি উহাকে হত্যা করার জন্য প্রস্তুত হইয়া যাওয়াটা তাঁহার উচ্চ মর্যাদার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নহে, (খ) মনে হয় হুদ্ হুদ্ রাষ্ট্রীয় কানুন সম্বন্ধে সুপরিচিত ছিল এবং আল্লাহ্‌তা'লার একত্বের সম্বন্ধে জ্ঞান বিশারদ ছিল (পরবর্তী আয়াত ২৫-২৬) যাহা কোন পাখীর পক্ষে সম্ভব হইতে পারে না; (গ) হুদ্‌হুদ্ পাখী অধিক উড্ডয়নশীল ও যাযাবর পাখীসমূহের অর্ন্তগত নহে,এইজন্য ইহা সুদীর্ঘ দূরত্বে উড়িতে পারে না।অতএব 'সাবা দেশ' পর্যন্ত যাতয়াতের জন্য উহাকে নিয়োজিত করা যাইতে পারিত না (আয়াত-২৩)। এই সমস্ত কারণ হইতে প্রতিভাত হয় যে, হুদ্‌হুদ্ আসলে পাখী ছিল না, বরং মানুষ ছিল। সে অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তা অথবা সেনাপতি ছিল, যাহার উপর হযরত সোলায়মান (আঃ) সাবা দেশের রাণীর নিকট গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছিলেন। মনে হয় সোলায়মান (আঃ)-এর সময়ে দূত বিনিময় বেশ প্রচলিত ছিল। অধিকন্তু ইহাও প্রমাণিত যে, পাখী পশুর নামানুকরণে মানুষের নাম রাখা হইত। হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর জনগণের মধ্যে হুদ্‌হুদ্ একটি খুবই প্রচলিত জনপ্রিয় নাম ছিল। মনে হয় বাইবেলে উল্লিখিত 'হদদ' নামের আরবীয় অনুকরণ এই হুদ্‌হুদ্ শব্দ। অনেক ইডোমাইট রাজার নাম এইরূপ ছিল। ইসমাঈল (আঃ)-এর এক পুত্রেরও এই নাম ছিল। অনুরূপভাবে এক ইডোমাইট রাজপুত্র, যে ইয়াকুব (আঃ)-এর নির্বিচার হত্যার ভয়ে মিশরে পালাইয়া গিয়াছিল, সেও এই নামে পরিচিতি ছিল (১-রাজবলী-১১ঃ১৪)। হুদ্‌হুদ্ নামটি এতই জনপ্রিয় ছিল এবং বাইবেলের পুরাতন নিয়মে এত বেশী ব্যবহৃত হইয়াছে যে, কোন বিশেষণ ব্যতীত ব্যবহারে ইহার অর্থ হয় 'ইদোমিত পরিবারের এক ব্যক্তি' (যিউ এন সাইক)। সাবার রানী বিলকিসের পিতার নামও হুদ্‌হুদ্ বলিয়া কথিত আছে (মুনতাহালইরাব)।

২১৬১। এই আয়াত হইতে প্রতীয়মান হয় যে, রাষ্ট্রীয় কোন গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যে হুদ্‌হুদ্‌কে প্রেরণ করা হইয়াছিল এবং সে হযরত সোলায়মানের জন্য অতি প্রয়োজনীয় এক সংবাদ বহন করিয়া আনিয়াছিল। 'সাবা'কে বাইবেলে উল্লিখিত 'শিবা' রূপে চিহ্নিত করা যাইতে পারে (১-রাজবলী-১০)। সানা শহর হইতে তিন দিনের পথের দূরত্বে ইহা ইয়েমেনের অন্তর্গত একটি শহর ছিল এবং এখানে সাবার রানীর রাষ্ট্রীয় সদর দপ্তর ছিল। অধিকন্তু, কাহ্‌তানি উপজাতির এক বিখ্যাত গোত্রের নামও সাবা।

২১৬২। এই আয়াত প্রমাণ করে যে, সাবার রাণী এক অতি উন্নত জাতিকে শাসন করিতেন, যাহারা সভ্যতার এক উচ্চশিখরে পৌছিয়াছিল এবং ইহাও প্রমাণ করে যে, তাঁহার আয়ত্তে ঐ সমস্ত উপকরণ ছিল যাহা তাহাকে এক শক্তিশালী রাণীরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল।

২১৬৩। সাবার অধিবাসীরা সূর্য এবং নক্ষত্রের পূজা করিত, যাহা ইরাক হইতে ইয়েমেনে আমদানীকৃত ধর্মবিশ্বাসের অনুরূপ ছিল, কারণ

فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُوْنَ ﴿٢٥﴾

কার্যাবলীকে তাহাদের নিকট সুন্দর করিয়া দেখাইয়াছে এবং তাহাদিগকে সত্য পথ হইতে নিবৃত্ত রাখিয়াছে, ফলে তাহারা হেদায়াত পাইতেছে না—

اَلَّا يَسْجُدُوْا لِلّٰهِ الَّذِيْ يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُوْنَ وَمَا تُعْلِنُوْنَ ﴿٢٦﴾

২৬। (এবং তাহারা বদ্ধ পরিকর) যে, তাহারা আল্লাহ্‌কে সেজদা করিবে না, যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবীর মধ্যে প্রত্যেক গুপ্ত বস্তুকে প্রকাশ করেন; বস্তুতঃ তোমরা যাহা কিছু গোপন কর এবং যাহা কিছু প্রকাশ কর সব কিছুই তিনি জানেন;

সেজদা-৮

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ﴿٢٧﴾

২৭। আল্লাহ্ তিনি, যিনি ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদ নাই, তিনি মহা আরশের অধিপতি।'

قَالَ سَنَنْظُرُ اَصَدَقْتَ اَمْ كُنْتَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ﴿٢٨﴾

২৮। সে বলিল, 'আমরা অবশ্যই দেখিব, তুমি সত্য বলিতেছ অথবা তুমি মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত;[২১৬৪]

اِذْهَبْ بِّكِتٰبِيْ هٰذَا فَاَلْقِهْ اِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُوْنَ ﴿٢٩﴾

২৯। তুমি আমার এই পত্রটি লইয়া যাও এবং ইহা তাহাদের সম্মুখে পেশ কর, অতঃপর তাহাদের নিকট হইতে সরিয়া পড় এবং দেখ তাহারা কি উত্তর দেয়।'[২১৬৫]

قَالَتْ يٰٓاَيُّهَا الْمَلَؤُا اِنِّيْٓ اُلْقِيَ اِلَيَّ كِتٰبٌ كَرِيْمٌ ﴿٣٠﴾

৩০। সে (রাণী) বলিল, 'হে প্রধানগণ! আমার সম্মুখে একটি সম্মানিত পত্র পেশ করা হইয়াছে;

اِنَّهٗ مِنْ سُلَيْمٰنَ وَاِنَّهٗ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿٣١﴾

৩১। ইহা সোলায়মানের নিকট হইতে, এবং ইহা আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময়,[২১৬৬]

ইয়েমেনবাসীরা, পারশ্য উপসাগর ও সমুদ্র পথে ইরাকবাসীদের নিকটতর সংসর্গে ছিল। ২ঃ৬৩; ৫ঃ৭০ এবং ২২ঃ১৮ আয়াতসমূহে উল্লেখিত সাবীয়ানদিগের সহিত সাবাবাসীদিগকে এক মনে করিয়া বিভ্রান্ত হওয়া উচিৎ নহে। সাবীয়ানরা বিভিন্নভাবে বিবৃত হইয়াছে, যেমন (১) ইরাকে বসবাসকারী নক্ষত্র-পূজারী এক জনগোষ্ঠী; (২) যরাথুস্ট্রীয়, খৃষ্টীয় এবং ইহুদী ধর্ম-মতের মিশ্রণে সৃষ্ট গোঁজামিল দেওয়া মতবাদে বিশ্বাসী এক সম্প্রদায়; (৩) ইরাকের অন্তর্গত মোসুলের অধিবাসী, যাহারা একেশ্বরবাদী ছিল, কিন্তু তাহাদের শরীয়াত বা কোন ধর্মীয় বিধান ছিল না, (৪) অন্য একজাতি যাহারা ইরাকের কাছাকাছি বসবাস করিত এবং নবীগণের উপর ঈমান রাখিত বলিয়া প্রকাশ্যে ঘোষণা করিত।

২১৬৪। পাখীরা কখনও সত্য বা মিথ্যা বলে বলিয়া কাহারো জানা নাই। এই আয়াত আরও একটি প্রমাণ দেয় যে, হুদ্ হুদ্ পাখী ছিল না বরং হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর সরকারের একজন গুরুত্বপূর্ণ উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ছিল।

২১৬৫। যদি ইহা স্বীকার করিয়া লওয়া হয় যে, হযরত দাউদ (আঃ) এবং হযরত সোলায়মান (আঃ) পাখীদিগের ভাষা বুঝিতে পারিতেন, তাহা হইলেও কুরআনে এমন প্রমাণ নাই যে, সাবার রাণীও তাহাদের ভাষা বুঝিতে পারিত। অথচ তাঁহার নিকট হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর পত্র বহন করিয়া নেওয়ার জন্য এবং প্রতিনিধিরূপে বাক্যালাপ করিবার জন্য হুদ্‌হুদ্‌কেই দায়িত্ব অর্পণ করা হইয়াছিল।

২১৬৬। প্রাচ্য-ভাষাবিদ কোন কোন খৃষ্টান পণ্ডিত তাহাদের চিরাচরিত অভ্যাস অনুযায়ী কুরআনে 'বিসমিল্লাহ্' বাক্য পূর্ববর্তী ধর্মগ্রন্থ হইতে ধার করা হইয়াছে বলিয়া প্রতিপন্ন করার প্রচেষ্টায় কুরআন করীমের ঐশী ভিত্তির সত্যতা অস্বীকার করার ব্যর্থ প্রয়াস পাইয়াছেন। হোয়েরি তাহার 'কমেন্টারী' পুস্তকে লিখিয়াছেন যে, ইহা যেন্দা-আভেস্তা কেতাব হইতে ধার করা হইয়াছে। সেল সাহেব অনুরূপ মত ব্যক্ত করিয়াছেন, যদিও রডওয়েলের মতে ইসলাম-পূর্ব আরবরা ইহুদীগণের নিকট হইতে ইহা অনুকরণ করিয়াছিল এবং পরবর্তীকালে ইহা আঁ-হযরত (সাঃ) কর্তৃক কুরআনে সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল। যদি ধরিয়াও লওয়া হয় যে, পূর্ববর্তী ধর্মগ্রন্থসমূহে যেহেতু এইরূপ অভিব্যক্তি দৃষ্টিগোচর হয়, এই জন্য উহাদের মধ্য হইতে কোন একটির কুরআন অনুকরণ করিয়াছে (অথচ এই ধারণা সম্পূর্ণ যুক্তিহীন), তথাপি ইহা কোন আপত্তির কারণ হইতে

ع ١٧ اَلَّا تَعْلُوْا عَلَيَّ وَاْتُوْنِيْ مُسْلِمِيْنَ ﴿٣١﴾

৩২। (ইহাতে বলা হইয়াছে) যে, তোমরা আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিও না, এবং বশ্যতা স্বীকার করিয়া আমার নিকট আস।'[২১৬৭]

২ [১৭] ১৭

قَالَتْ يٰٓاَيُّهَا الْمَلَؤُا اَفْتُوْنِيْ فِيْٓ اَمْرِيْ ۚ مَا كُنْتُ قَاطِعَةً اَمْرًا حَتّٰى تَشْهَدُوْنِ ﴿٣٢﴾

৩৩। সে বলিল, 'হে প্রধানগণ! তোমরা আমার বিষয়ে আমাকে পরামর্শ দাও। কারণ যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা আমার সম্মুখে (পরামর্শ দেওয়ার জন্য) হাযির হও, আমি কখনও কোন চূড়ান্ত ফয়সালা করি না।'

قَالُوْا نَحْنُ اُولُوْا قُوَّةٍ وَّاُولُوْا بَاْسٍ شَدِيْدٍ ۙ وَّالْاَمْرُ اِلَيْكِ فَانْظُرِيْ مَاذَا تَاْمُرِيْنَ ﴿٣٣﴾

৩৪। তাহারা বলিল, 'আমরা অতি শক্তিশালী এবং কঠোর যোদ্ধা, কিন্তু আদেশ দান করা আপনার কাজ; সুতরাং চিন্তা করিয়া দেখুন, আপনি কি আদেশ দিবেন।'[২১৬৮]

قَالَتْ اِنَّ الْمُلُوْكَ اِذَا دَخَلُوْا قَرْيَةً اَفْسَدُوْهَا وَجَعَلُوْٓا اَعِزَّةَ اَهْلِهَآ اَذِلَّةً ۚ وَكَذٰلِكَ يَفْعَلُوْنَ ﴿٣٤﴾

৩৫। সে বলিল,'বাদশাহগণ যখন কোন জনপদে প্রবেশ করে তখন তাহারা উহাকে ধ্বংস করিয়া দেয় এবং উহার অধিবাসীদের মধ্যে সম্মানিত ব্যাক্তিদিগকে লাঞ্ছিত করে। এবং তাহারা এইরূপই করিয়া থাকে;

وَاِنِّيْ مُرْسِلَةٌ اِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنٰظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُوْنَ ﴿٣٥﴾

৩৬। এবং নিশ্চয় আমি তাহাদের নিকট উপঢৌকন পাঠাইব, অতঃপর দেখিব যে আমার দূতগণ কি (উত্তর) লইয়া আসে।'

فَلَمَّا جَآءَ سُلَيْمٰنَ قَالَ اَتُمِدُّوْنَنِ بِمَالٍ فَمَآ اٰتٰنِيَ اللّٰهُ خَيْرٌ مِّمَّآ اٰتٰىكُمْ ۚ بَلْ اَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُوْنَ ﴿٣٦﴾

৩৭। অতঃপর, যখন দূতগণ সোলায়মানের নিকট উপস্থিত হইল তখন সে বলিল, 'তোমরা কি আমাকে ধন-সম্পদ দ্বারা সাহায্য করিতে চাহ ? তাহা হইলে (স্মরণ রাখ যে) আল্লাহ্ আমাকে যাহা দিয়াছেন উহা তোমাদিগকে তিনি যাহা দিয়াছেন তাহা অপেক্ষা অধিকতর উত্তম। তথাপি মনে হয় যে তোমরা তোমাদের উপঢৌকনে গর্বিত;[২১৬৯]

পারে না, বরং এতদ্বারা ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, কুরআন সেই উৎস হইতেই উৎসারিত হইয়াছে যে উৎস হইতে অপরাপর সকল ধর্মীয় গ্রন্থ উৎসারিত হইয়াছে। অধিকন্তু কোন ধর্ম-গ্রন্থই ইহাকে এমন গুণাবলী ও পদ্ধতিতে ব্যবহার করে নাই যেমন করিয়া কুরআন করিয়াছে। পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে প্রাক-ইসলাম যুগের আরবরা ইহা কখনও ব্যবহার করে নাই। বরং আল্লাহ্‌তা'লার সীফত 'আর্ রহমান' (২৫ঃ৬১) যাহা বিসমিল্লাহ্‌র অবিচ্ছেদ্য অংশ উহার ব্যবহারে তাহারা বিশেষ বিরোধী ছিল। আরও দেখুন ১ঃ১ আয়াত।

২১৬৭। সোলায়মান (আঃ)-এর পত্রখানা এইরূপ এক চমৎকার নমুনা যে এক গুরুত্বপূর্ণ এবং ব্যাপক উদ্দেশ্যকে অপ্রয়োজনীয় শব্দাড়ম্বরপূর্ণ ভাষা-বর্জিত ও বাগাড়ম্বড়হীন অল্প কয়টি কথার মধ্যে কিরূপে সংক্ষিপ্ত করা যাইতে পারে। সেই সময়ে রাজ্যের কোন কোন অঞ্চলে মাথা উঁচু করিয়া সম্ভাব্য বিদ্রোহ করার বিরুদ্ধে তৎক্ষণাৎ এই পত্র সরাসরি এক হুঁশিয়ারী ছিল এবং অযথা রক্তক্ষয় এড়াইতে হযরত (সোলায়মান-আঃ)-এর নিকট আত্মসমর্পণ করিবার জন্যও ছিল এই পত্রে আমন্ত্রণ।

২১৬৮। এই আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, সাবার রাণী অত্যন্ত শক্তিশালী রাষ্ট্র-শাসনকর্ত্রী ছিলেন এবং প্রভূত পার্থিব সম্ভাবনার অধিকারী ছিলেন, তাহার প্রজাগণের ভালবাসা, সহযোগিতা ও স্বতঃস্ফূর্ত আনুগত্যের উপর কর্তৃত্ব রাখিতেন এবং তাহাদের ভাগ্য-নিয়ন্তা ছিলেন। খৃষ্টপূর্ব ১১০০ অব্দ নাগাদ সাবার ক্ষমতা এবং গৌরব শীর্ষে ছিল। রাণীর শাসনকাল খৃষ্টপূর্ব ৯৫০ সাল পর্যন্ত চলিয়াছিল। সেই সময়কে হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর নিকট তাহার বশ্যতা স্বীকার-কাল বলা হয়। তাহার এই আত্মসমর্পণের মধ্যেই বাইবেলের এই ভবিষ্যদ্বাণীটি পূর্ণ

২১৬৯ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

اِرْجِعْ اِلَيْهِمْ فَلَنَاْتِيَنَّهُمْ بِجُنُوْدٍ لَّا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِّنْهَآ اَذِلَّةً وَّهُمْ صٰغِرُوْنَ ﴿٣٧﴾

৩৮। তাহাদের নিকট ফিরিয়া যাও (এবং বল) যে, নিশ্চয় আমরা তাহাদের নিকট এমন এক বড় সৈন্য বাহিনী লইয়া আসিব যে তাহারা উহার মোকাবিলা করিতে সমর্থ হইবে না[২১৭০] এবং আমরা অবশ্যই তাহাদিগকে তথা হইতে অপদস্থ করিয়া বাহির করিয়া দিব এবং তাহাদিগকে হেয় হইতে হইবে।'

قَالَ يٰٓاَيُّهَا الْمَلَؤُا اَيُّكُمْ يَاْتِيْنِيْ بِعَرْشِهَا قَبْلَ اَنْ يَّاْتُوْنِيْ مُسْلِمِيْنَ ﴿٣٨﴾

৩৯। সে বলিল, 'হে প্রধানগণ! তোমাদের মধ্য হইতে কে আছে যে তাহারা অনুগত হইয়া আমার নিকট হাযির হওয়ার পূর্বে তাহার সিংহাসন[২১৭১] আমার নিকট লইয়া আসিবে?

قَالَ عِفْرِيْتٌ مِّنَ الْجِنِّ اَنَا اٰتِيْكَ بِهٖ قَبْلَ اَنْ تَقُوْمَ مِنْ مَّقَامِكَ ۚ وَاِنِّيْ عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ اَمِيْنٌ ﴿٣٩﴾

৪০। জিন্নদের মধ্য হইতে এক শক্তিশালী সরদার বলিল,[২১৭২] 'আপনি আপনার স্থান হইতে উঠিবার পূর্বেই আমি উহা আপনার নিকট লইয়া আসিব এবং নিশ্চয় আমি এই কাজ করিতে ক্ষমতাবান, বিশ্বস্ত।'[২১৭৩]

হইয়াছিলঃ 'শিবা ও সাবার রাজাগণ উপহার দিবেন' (গীত সংহিতা-৭২ঃ১০)।

২১৬৯। ইহা স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হয় যে, রাণীর উপহার পাঠাইবার ব্যবহারে হযরত সোলায়মান (আঃ) খুবই অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন এবং তিনি ইহাতে অপমান বোধ করিয়াছিলেন। তিনি রাণীকে আত্মসমর্পণ করার জন্য চিঠি লিখিয়াছিলেন, আর জওয়াবে তুচ্ছ উপহার প্রদান করা হইয়াছিল। সাবার অধিবাসীরা প্রথমে হয়ত হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর রাজ্য আক্রমণ করিতে চাহিয়াছিল অথবা উহার মধ্যে অশান্তি সৃষ্টি করিতে চাহিয়াছিল। কিন্তু রাণী তাহাদিগকে পরামর্শ দিল যে, প্রথমে আক্রমণ করিয়া যুদ্ধ সূচনা করা উচিৎ নহে। তোমরা অপেক্ষা কর, আমি কিছু উপঢৌকন পাঠাইয়া তাহার মুখবন্ধ করিয়া দিব; সেই কারণে রাণী কর্তৃক উপহার প্রেরণ তাঁহাকে ক্ষুন্ন ও বিরক্ত করিয়াছিল। সাধারণ অবস্থায় উপঢৌকন পাঠাইলে হয় তো তিনি খুশী হইতেন; কিন্তু এই উপঢৌকন হইতে তো হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর প্রতি লোভ-লালসার দোষারোপ করার গন্ধ আসিতেছিল।

২১৭০। 'কিবাল' অর্থ ক্ষমতা; শক্তি, কর্তৃত্ব। বলা হইয়া থাকে 'মালী বিহী কিবালুন', অর্থাৎ তাহার মোকাবিলা করার কোন ক্ষমতা আমার নাই (আকরাব)।

২১৭১। 'বি-আরশেহা' উক্তির মর্ম মনে হয় সিংহাসন, যাহা সাবার রাণীর জন্য হযরত সোলায়মান (আঃ) নির্মাণ করিতে আদেশ দিয়াছিলেন। মনে হয় সেই যুগে প্রচলিত প্রথা ছিল, যখন এক রাষ্ট্রের শাসন-কর্তা আর এক রাষ্ট্রের শাসকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন তখন রাজকীয় অতিথির অভ্যর্থনার জন্য একটি পৃথক সিংহাসন নির্মাণ করা হইত। হযরত সোলায়মান (আঃ)ও রাণীর অভ্যর্থনার জন্য এক সিংহাসন নির্মাণের জন্য হুকুম দিয়াছিলেন। ইহাকে তাহার (স্ত্রীলিঙ্গে) 'সিংহাসন' বলা হইয়াছে, কারণ ইহা বিশেষভাবে রাণীর ব্যবহারের জন্যই নির্মিত হইয়াছিল। এই প্রকাশ ভঙ্গির অর্থ এইরূপও হইতে পারে,'তাহার (স্ত্রীলিঙ্গে) সিংহাসনের মত' এবং 'ইয়া'তীনি'অর্থ, 'আমার জন্য প্রস্তুত করিবে' এইরূপও বুঝাইতে পারে।

২১৭২। 'ইফরীত'-এর উৎপত্তি 'আফারা' হইতে, যাহার অর্থ সে তাহাকে ভূমিসাৎ করিয়াছিল বা অবনমিত করিয়াছিল। ইহা মানুষ এবং জিন্ন উভয়ের জন্য ব্যবহার হয় এবং ইহার মর্মঃ (১) শক্ত ও ক্ষমতাশালী এক ব্যক্তি; (২) কোন বিষয়ে বুদ্ধিমত্তা এবং তীক্ষ্ণ বিচারশক্তি দ্বারা সাধারণ সীমা ছাড়াইয়া কঠোর সবল এবং সক্ষম হওয়া; (৩) প্রধান ব্যক্তি, ইত্যাদি (লেইন)।

২১৭৩। এই সমস্ত শব্দগুলি ইঙ্গিত দেয় যে, উক্ত 'ইফরীত' এক অত্যন্ত উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা ছিল, যে অতি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করিত এবং সেই কারণে সে পূর্ণ আস্থাবান ছিল যে, সে সন্তোষজনক ভাবে মালিকের হুকুম নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পালন করিতে পারিবে। সাবার যাত্রাপথে হযরত সোলায়মান (আঃ) যেখানে শিবির স্থাপন করিয়াছিলেন সেই স্থানকে 'মাকামিকা' বলা হইয়াছে এবং সেখানেই তিনি সাবার রাণীকে প্রেরিত তাঁহার পত্রের উত্তর নিয়া দূতের প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষায় ছিলেন।

قَالَ الَّذِیْ عِنْدَهٗ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتٰبِ اَنَا اٰتِیْكَ بِهٖ قَبْلَ اَنْ یَّرْتَدَّ اِلَیْكَ طَرْفُكَ ؕ فَلَمَّا رَاٰهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهٗ قَالَ هٰذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّیْ ۫ لِیَبْلُوَنِیْۤ ءَاَشْكُرُ اَمْ اَكْفُرُ ؕ وَمَنْ شَكَرَ فَاِنَّمَا یَشْكُرُ لِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ رَبِّیْ غَنِیٌّ كَرِیْمٌ ﴿۴۱﴾

৪১। (ইহাতে) সেই ব্যক্তি যাহার নিকট কিতাবের জ্ঞান ছিল বলিল, 'আমি আপনার নিকট ইহা আপনার চক্ষুর পলক ফেলিবার[২১৭৪] পূর্বেই লইয়া আসিব।' অতঃপর যখন সে (সোলায়মান) উহাকে নিজের সম্মুখে সংস্থাপিত দেখিল, তখন সে বলিল 'ইহা আমার প্রভুর এক অনুগ্রহ যেন তিনি আমাকে পরীক্ষা করেন যে, আমি তাঁহার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি, না অকৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি; এবং যে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে সে নিজের কল্যাণের জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে এবং যে অকৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে, সে জানিয়া রাখুক যে, আমার প্রতিপালক অসীম সম্পদশালী; পরম দাতা।'

قَالَ نَكِّرُوْا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرْ اَتَهْتَدِیْۤ اَمْ تَكُوْنُ مِنَ الَّذِیْنَ لَا یَهْتَدُوْنَ ﴿۴۲﴾

৪২। সে বলিল, 'তোমরা (এই সিংহাসনকে অধিক সুন্দর কর এবং) তাহার (রাণীর) সিংহাসনকে তাহার জন্য সাধারণ—[২১৭৫] তুচ্ছ করিয়া দেখাও, আমরা দেখিব যে, সে হেদায়াত পায় অথবা ঐসকল লোকের অন্তর্গত হয় যাহারা হেদায়াত পায় না।'

২১৭৪। 'তারফু' অর্থ এক নজর; সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি; সরকারী রাজস্ব, ইয়েমেনের সংবাদবাহক (লেইন)। এই অর্থে উক্তির মর্মঃ (১) আপনার দূত ইয়েমেন হইতে আপনার নিকট প্রত্যাবর্তনের পূর্বেই; (২) চক্ষের পলকে; (৩) খাজাঞ্চিখানায় সরকারী রাজস্ব জমা হওয়ার পূর্বে। শেষোক্ত অর্থে এই উক্তির মর্মার্থে, আমার অধিকতর অর্থের প্রয়োজন হইবে না, সরকারী রাজস্বে জমাকৃত টাকা রাণীর সিংহাসন তৈয়ার করিবার খরচের জন্য যথেষ্ট হইবে। 'যাহার নিকট কিতাবের জ্ঞান ছিল', উক্তিটি মনে হয় এমন ব্যক্তিকে ইঙ্গিত করিতেছে যিনি অর্থনৈতিক জটিলতা সম্বন্ধে জ্ঞাত ছিলেন। সম্ভবতঃ তিনি সোলায়মান (আঃ)-এর রাজস্ব মন্ত্রী ছিলেন।

বর্তমান এবং পূর্ববর্তী আয়াতে হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর নির্দেশে সিংহাসন তৈয়ার করার দুইটি প্রস্তাবের উল্লেখ রহিয়াছে।(এক) 'ইফরীত' কর্তৃক যিনি সোলায়মান (আঃ)-এর তাবুগুটাইয়া প্রত্যাবর্তনের পূর্বেই সিংহাসন খানা প্রস্তুত করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। অপর প্রস্তাবটি সেই ব্যক্তি দ্বারা প্রদত্ত হইয়াছিল 'যিনি জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন'। শেষোক্ত ব্যক্তির প্রস্তাব অর্থাৎ সোলায়মান (আঃ)-এর দূত সাবার রাণীর নিকট হইতে তাঁহার পত্রের জওয়াব লইয়া প্রত্যাবর্তনের পূর্বেই সিংহাসনটি প্রস্তুত করার প্রস্তাব উৎকৃষ্টতর ছিল। বর্ণনা-প্রসঙ্গ হইতে বুঝা যায় যে, হযরত সোলায়মান (আঃ) দ্বিতীয় প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছিলেন, কেননা সাবার রাণী তাঁহার সম্মানে সাক্ষাৎ প্রার্থনার জন্য আসিবার পূর্বেই সিংহাসনটির নির্মাণ শেষ করিতে চাহিয়াছিলেন।কারণ সাবার রাণী সেস্থানে আসিয়া সমারোহ-পর্যবেক্ষণ না হওয়া পর্যন্ত হযরত সোলায়মান (আঃ) সেই শিবিরেই অবস্থান করা স্থির করিয়াছিলেন। আয়াতের অন্তর্নিহিত মর্ম ইহাও বুঝায় যে, সোলায়মান (আঃ) সর্বপ্রকার লোক-নিয়োগ করিয়াছিলেন— বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ লোক, দক্ষ এবং অদক্ষ শ্রমিক, কারিগর এবং প্রকৌশলী।

২১৭৫। 'নাক্কারাহু' অর্থ সে ইহাকে এমনভাবে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করিয়াছিল যে, ইহা দেখিয়া চিনিতে পারা যায় না; সে ইহাকে দেখিতে অতি সাধারণ করিয়াছিল (লেইন)। অতএব এই উক্তির অর্থ এইরূপ হইতে পারে, 'এই সিংহাসনটিকে তাহার (রাণীর) সিংহাসনটির তুলনায় অতি সাধারণ বলিয়া মনে হয়।' তফসীরাধীন আয়াত ইহা বুঝাইতে চাহিয়াছে যে, হযরত সোলায়মান (আঃ) রাণীর জন্য সিংহাসন নির্মাণের দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তাকে সিংহাসনটিকে এমন সৌন্দর্যমণ্ডিত করিয়া প্রস্তুত করিবার জন্য নির্দেশ দিয়াছিলেন যাহাতে রাণী দেখিয়া ইহার কারিগরী দক্ষতার শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করিয়া নিজের সিংহাসনকে অসুন্দর করেন এবং তৎদৃষ্টে রাণী বুঝিতে পারেন যে, হযরত সোলায়মান (আঃ) রাণী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও অধিক ক্ষমতা এবং সমৃদ্ধির অধিকারী। 'সে হেদায়াত পায় না', বাক্যের মর্মার্থ মনে হয় ইহাই। হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর বিরোধিতা বা প্রতিবন্ধকতায় রাণীর ব্যর্থতার কথা তাহাকে তিনি বুঝাইয়া দিতে চাহিয়াছিলেন। রাণী এবং তাঁহার মন্ত্রীপরিষদ তাহাদের শক্তি-সামর্থ্য সম্বন্ধে গর্ব বোধ করিত বলিয়া ধারণা হয় (২৭:৩৪) এবং হযরত সোলায়মান (আঃ) তাহাদের এই ভ্রান্ত ধারণা ভাঙ্গিয়া দিতে চাহিয়াছিলেন (২৭:৩৭)। 'তাহার (রাণীর) সিংহাসনকে' শব্দদ্বয় যদি হযরত সোলায়মান (আঃ)-কে উপহার স্বরূপ রাণীর প্রেরিত সিংহাসন অর্থে নেওয়া হয় তাহা হইলে 'নাক্কিরু' শব্দের অর্থ হইবে এই যে, সিংহাসনটি এমন সুন্দর ও সৌষ্ঠবপূর্ণ হওয়া উচিৎ এবং উহার উপর খচিত কোন প্রতিমা যদি থাকে, তাহা সম্পূর্ণরূপে এমনভাবে মুছিয়া ফেলা উচিৎ যাহাতে তিনি (রাণী) ইহাকে সনাক্ত করিতে ব্যর্থ হন।

فَلَمَّا جَآءَتْ قِيْلَ اَهٰكَذَا عَرْشُكِ ؕ قَالَتْ كَاَنَّهٗ هُوَ ۚ وَاُوْتِيْنَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِيْنَ ﴿۴۲﴾

৪৩। অতঃপর যখন সে আসিল তখন বলা হইল, 'তোমার সিংহাসন কি এইরূপই ?' সে বলিল, 'মনে হয় ইহা যেন উহাই। আসলে আমাদিগকে ইহার পূর্বেই জ্ঞান দান করা হইয়াছিল এবং আমরা (পূর্বেই) আত্মসমর্পিত হইয়া গিয়াছিলাম।'[২১৭৬]

وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَّعْبُدُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ اِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كٰفِرِيْنَ ﴿۴۳﴾

৪৪। এবং আল্লাহ্‌র পরিবর্তে সে যাহার ইবাদত করিত উহা হইতে সে তাহাকে বিরত রাখিল, নিশ্চয় সে কাফের জাতির অন্তর্গত ছিল।

قِيْلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ ۚ فَلَمَّا رَاَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَّكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا ؕ قَالَ اِنَّهٗ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِّنْ قَوَارِيْرَ ؕ قَالَتْ رَبِّ اِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ وَاَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمٰنَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿۴۴﴾ ع ۳ ۱۸

৪৫। তাহাকে বলা হইল, 'তুমি এই মহলে প্রবেশ কর।' যখন সে উহা দেখিল তখন উহাকে সে এক ঢেউ-খেলানো গভীর জলাশয় মনে করিল এবং সে নিজের পায়ের নলাদ্বয় হইতে কাপড় উঠাইয়া লইল।[২১৭৭] সে (সোলায়মান) বলিল, 'ইহা একটি স্বচ্ছ কাঁচ-খচিত মহল।' তখন সে বলিল, 'হে আমার প্রভু ! নিশ্চয় আমি আমার নিজের প্রাণের প্রতি যুলুম করিয়াছি, আমি সোলায়মানের সহিত সমগ্র জগতের প্রতিপালক আল্লাহ্‌র নিকট আত্মসমর্পণ করিলাম।'

৩ [১৩] ১৮

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَاۤ اِلٰى ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ صٰلِحًا اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ فَاِذَا هُمْ فَرِيْقٰنِ يَخْتَصِمُوْنَ ﴿۴۵﴾

৪৬। এবং নিশ্চয় আমরা সামূদ জাতির নিকট তাহাদের ভাই সালেহ্‌কে পাঠাইয়াছিলাম (এই বাণীসহ) যে, 'তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর।' তখন দেখ! সহসা তাহারা দুই দলে বিভক্ত হইয়া পরস্পর বিবাদ আরম্ভ করিয়া দিল।

২১৭৬। 'আসলে আমাদিগকে ইহার পূর্বেই জ্ঞান দান করা হইয়াছিল' কথাগুলির মর্মার্থ এই যে, রাণী পূর্বাহ্নেই হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর বিশাল শক্তি ও সামর্থ্য সম্বন্ধে অবগত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করার জন্য মন স্থির করিয়াছিলেন।

২১৭৭। বিখ্যাত আরবী বাগ্‌ধারা 'কাশাফা আন সাক্কেহী'-এর অর্থ সংকটের মোকাবেলা করার জন্য প্রস্তুত হওয়া অথবা বিব্রত বা কিংকর্তব্য বিমূঢ় হওয়া। 'কাশাফাত আন সাক্বায়হা' অর্থঃ (১) সে (রাণী) পায়ের নলাদ্বয় উন্মুক্ত করিয়াছিল; (২) সে অবস্থা মোকাবেলা করার জন্য প্রস্তুতি নিয়াছিল; (৩) সে উদ্বিগ্ন বা কিংকর্তব্যবিমূঢ় বা হতচকিত হইয়া গিয়াছিল (লেইন এবং লিসান)। হযরত সোলায়মান (আঃ) চাহিয়াছিলেন যে, রাণী প্রতিমা-পূজা পরিত্যাগ করুক এবং সত্যের প্রতি ঈমান আনয়ন করুক। এই উদ্দেশ্যে তিনি বিজ্ঞতার সহিত এমন উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন যাহাতে অভিজাত এবং বিচক্ষণ এই রাণী আপন পথ-ভ্রান্তি বুঝিতে পারেন। এই দৃষ্টিকোণ হইতে হযরত সোলায়ান (আঃ) রাণীর জন্য সিংহাসনটি নির্মাণ করাইয়াছিলেন। তাহার নিজ সিংহাসন যাহার জন্য রাণী গর্ববোধ করিতেন, উহা হইতেও ইহাকে সর্বতোভাবে অধিক সৌন্দর্যমণ্ডিত এবং উৎকৃষ্টতর করা হইয়াছিল। হযরত সোলায়ান (আঃ) সেইজন্য এইরূপ করিয়াছিলেন যাহাতে রাণী উপলব্ধি করিতে পারেন যে, তিনি (আঃ) আল্লাহ্‌র প্রেরিত ছিলেন এবং তাঁহাকে রাণী অপেক্ষা জাগতিক এবং আধ্যাত্মিক সহজাত গুণাবলীর অধিকতর প্রাচুর্যে ভূষিত করা হইয়াছিল। আয়াতে বর্ণিত রাজ প্রাসাদও একই দৃষ্টিভঙ্গি এবং উদ্দেশ্যে নির্মাণ করা হইয়াছিল। আয়াতে প্রতিপন্ন হয় যে, প্রাসাদের প্রবেশপথ কাঁচের আস্তরণ দ্বারা আবৃত করা হইয়াছিল যাহার তলদেশ দিয়া স্ফটিকতুল্য স্বচ্ছ স্রোতস্বিনী প্রবাহিত ছিল। যখন রাণী প্রাসাদে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন যখন স্বচ্ছ কাঁচকে পানি ভ্রমে পায়ের নলাদ্বয় উন্মোচিত করিয়াছিলেন এবং পানির এই দৃশ্য তাঁহাকে হতবুদ্ধি এবং কিংকর্তব্যবিমূঢ় করিয়া দিয়াছিল। এই পরিকল্পিত কৌশল দ্বারা হযরত সোলায়মান (আঃ) রাণীর মনযোগ এই বাস্তব ঘটনার প্রতি পরিচালিত করিয়াছিলেন যে, কাঁচের আস্তরণকে তিনি যেমন পানি বলিয়া ভুল করিয়াছিলেন, ঠিক সেইরূপ সূর্য এবং অন্যান্য আসমানী অস্তিত্বসমূহ যেগুলিকে তিনি পূজা করিতেন সেগুলি আলোর প্রকৃত উৎস নহে। উহারা কেবল আলো বিকীরণ করে, কিন্তু ঐগুলি নিজীব পদার্থ সর্বশক্তিমান খোদাতা'লা উহাদিগকে আলো দ্বারা বিভূষিত করিয়াছেন যাহা তাহারা বিকীর্ণ করে। এইভাবে হযরত সোলামান (আঃ) তাঁহার

قَالَ يٰقَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُوْنَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ ۚ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُوْنَ اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ﴿٤٧﴾

৪৭। সে বলিল, 'হে আমার জাতি ! কেন তোমরা কল্যাণের পূর্বে অকল্যাণের জন্য তাড়াতাড়ি করিতেছ ? কেন তোমরা আল্লাহ্‌র নিকট নিজেদের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছ না যেন তোমাদের উপর দয়া করা হয় ?'

قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَّعَكَ ۭ قَالَ طٰۗىِٕرُكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُوْنَ ﴿٤٨﴾

৪৮। তাহারা বলিল, 'আমরা তোমার এবং তোমার সঙ্গীদের দরুন কুলক্ষণ প্রত্যক্ষ করিতেছি।'[২১৭৭-ক] সে বলিল, 'তোমাদের কুলক্ষণের কারণ আল্লাহ্‌র নিকট আছে, বস্তুতঃ তোমরা এমন এক জাতি যাহাদিগকে পরীক্ষায় ফেলা হইয়াছে।'

وَكَانَ فِي الْمَدِيْنَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُّفْسِدُوْنَ فِي الْاَرْضِ وَلَا يُصْلِحُوْنَ ﴿٤٩﴾

৪৯। আর সেই শহরে এমন নয়জন লোক ছিল যাহারা[২১৭৮] দেশে ফাসাদ করিয়া বেড়াইত এবং সংশোধন-মূলক কাজ করিত না।

قَالُوْا تَقَاسَمُوْا بِاللّٰهِ لَنُبَيِّتَنَّهٗ وَاَهْلَهٗ ثُمَّ لَنَقُوْلَنَّ لِوَلِيِّهٖ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ اَهْلِهٖ وَاِنَّا لَصٰدِقُوْنَ ﴿٥٠﴾

৫০। তাহারা বলিল, 'তোমরা সকলে পরস্পর আল্লাহ্‌র কসম খাও যে, নিশ্চয় আমরা তাহার উপর এবং তাহার পরিজনের উপর রাত্রিকালে আক্রমণ করিব, অতঃপর আমরা তাহার অভিভাবককে বলিব যে,[২১৭৮-ক] আমরা তাহার পরিজনের ধ্বংসের ঘটনা প্রত্যক্ষ করি নাই এবং নিশ্চয় আমরা সত্যবাদী।'

وَمَكَرُوْا مَكْرًا وَّمَكَرْنَا مَكْرًا وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿٥١﴾

৫১। এবং তাহারা এক বিরাট চক্রান্ত করিল এবং আমরাও এক বিরাট পরিকল্পনা গ্রহণ করিলাম, কিন্তু তাহারা ইহা উপলব্ধি[২১৭৯] করিতে পারে নাই।

পরিকল্পিত লক্ষ্যে কৃতকার্য হইয়াছিলেন। সাবার রাণী তাঁহার ভ্রম স্বীকার করিয়াছিলেন এবং কাষ্ঠ ও প্রস্তর নির্মিত প্রতিমার উপাসনা ছাড়িয়া এক আল্লাহ্‌র তৌহীদে তথা তাঁহার একত্বে ঈমান আনিয়াছিলেন।

২১৭৭-ক। 'তাত্বাইয়ারবিহী' অর্থ সে ইহার বা তাহার অশুভ পূর্বাভাষ সূচনা করিয়াছিল; সে তাহাকে বা ইহাকে অশুভ পূর্বলক্ষণ মনে করিয়াছিল (লেইন)।

২১৭৮। হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর নয়জন ঘোরতর শত্রুর প্রসঙ্গ উল্লিখিত হইয়াছে এই আয়াতে। তাহাদের আটজন বদরের যুদ্ধে নিহত হইয়াছিল এবং নবম জন কুখ্যাত আবু লাহাব বদরেরর যুদ্ধে পরাজয়ের খবর শুনিয়া মক্কাতে মারা গিয়াছিল। উক্ত আট ব্যক্তি ছিলঃ আবু জাহ্‌ল, মুত'ইম বিন্ 'আদী, শাইবাহ বিন রাবীয়াহ্, 'উত্‌বা বিন রাবীয়াহ্, ওলীদ বিন উতবাহ্, উমাইয়া বিন খাল্‌ফ, নাযর বিন হারেস এবং 'আক্‌বাহ্ বিন আবী মুয়াইত। তাঁহারা হযরত নবী আকরাম (সাঃ)-কে হত্যার ষড়যন্ত্র করিয়াছিল। পরিকল্পনা ছিল কোরায়শদিগের প্রত্যেক গোত্র হইতে একজন করিয়া লোক বাছাই করিয়া তাহাদের পরস্পরের সহযোগিতায় ঐক্যবদ্ধভাবে খুনের আক্রমণ রচনা করা, যাহাতে কোন বিশেষ গোত্র তাঁহার হত্যার জন্য একক ভাবে দায়ী না হয়। এই কুচক্রিদলের সর্দার আবু জাহ্‌ল ছিল এই ষড়যন্ত্রের নেতা।

২১৭৮-ক। 'ওয়ালী' অর্থ উত্তরাধিকারী; এমন ব্যক্তি যে হত্যার শাস্তিমূলক প্রতিশোধ দাবী করে, রক্তের প্রতিশোধ গ্রহণকারী (লেইন)।

২১৭৯। হযরত নবী করীম (সাঃ) মক্কা হইতে হিজরত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার মক্কা ত্যাগের ফলে কোরায়শদিগের শক্তি ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহারা উপলব্ধি করিতে পারে নাই যে, আঁ-হযরত (সাঃ)-কে মক্কা ত্যাগে বাধ্য করিয়া নিজেরাই ধ্বংসের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিল।

فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ ۙ اَنَّا دَمَّرْنٰهُمْ وَقَوْمَهُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿٥٢﴾

৫২ । অতএব তুমি চিন্তা করিয়া দেখ যে, তাহাদের চক্রান্তের পরিণাম কি হইয়াছিল ! নিশ্চয় আমরা তাহাদিগকে এবং তাহাদের গোটা জাতিকেই ধ্বংস করিয়াছিলাম ।

فَتِلْكَ بُيُوْتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوْا ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ﴿٥٣﴾

৫৩ । সুতরাং (দেখ !) এই তো হইল তাহাদের গৃহসমূহ, বিরান অবস্থায় পড়িয়া আছে, এই জন্য যে তাহারা যুলুম করিয়াছিল । নিশ্চয় ইহাতে জ্ঞানী জাতির জন্য নিদর্শন রহিয়াছে ।

وَاَنْجَيْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ ﴿٥٤﴾

৫৪ । এবং আমরা তাহাদিগকে রক্ষা করিয়াছিলাম যাহারা ঈমান আনিয়াছিল এবং তাক্‌ওয়া অবলম্বন করিয়া চলিত ।

وَلُوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖٓ اَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ وَاَنْتُمْ تُبْصِرُوْنَ ﴿٥٥﴾

৫৫ । এবং লূতকেও (আমরা পাঠাইয়াছিলাম), যখন সে তাহার জাতিকে বলিয়াছিল, 'তোমরা কেন অশ্লীল কাজ করিতেছ, অথচ তোমরা অবলোকন করিতেছ ?[২১৭৯-ক]

اَئِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُوْنِ النِّسَآءِ ۗ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُوْنَ ﴿٥٦﴾

৫৬ । কী ! তোমরাই এমন যে, নারীদিগকে ছাড়িয়া কামচরিতার্থে তোমরা পুরুষদের নিকট উপগত হইতেছ ? প্রকৃতপক্ষে তোমরা এমন এক জাতি যে, মূর্খের কাজ করিতেছ ।'

فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖٓ اِلَّآ اَنْ قَالُوْٓا اَخْرِجُوْٓا اٰلَ لُوْطٍ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ ۚ اِنَّهُمْ اُنَاسٌ يَّتَطَهَّرُوْنَ ﴿٥٧﴾

৫৭ । তখন তাহার জাতির ইহা বলা ব্যতিরেকে আর কোন উত্তর ছিল না যে, 'তোমরা লূতের পরিবারকে তোমাদের শহর হইতে বাহির করিয়া দাও । নিশ্চয় তাহারা এমন লোক, যাহারা পবিত্রতার বড়াই করে ।'[২১৮০]

فَاَنْجَيْنٰهُ وَاَهْلَهٗٓ اِلَّا امْرَاَتَهٗ ۖ قَدَّرْنٰهَا مِنَ الْغٰبِرِيْنَ ﴿٥٨﴾

৫৮ । অবশেষে আমরা তাহাকে এবং তাহার স্ত্রী ব্যতীত তাহার পরিবারের সকলকে রক্ষা করিলাম, এবং তাহাকে (লূতের স্ত্রীকে) পশ্চাতে অবস্থানকারীদের মধ্যে অবধারিত করিয়া দিলাম ।

وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَّطَرًا ۚ فَسَآءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِيْنَ ﴿٥٩﴾ ع ৫ [১৪] ১৯

৫৯ । এবং আমরা তাহাদের উপর প্রবল (শিলা) বৃষ্টি বর্ষণ করিলাম; বস্তুতঃ যাহাদিগকে সতর্ক করা হয়, তাহাদের উপর অতি মন্দ বৃষ্টিপাতই হইয়া থাকে ।

قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلٰمٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى ۗ آٰللّٰهُ خَيْرٌ اَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿٦٠﴾

৬০ । তুমি বল, 'সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য, এবং সদা শান্তি বর্ষিত হয় তাঁহার ঐ সকল বান্দার উপর যাহাদিগকে তিনি মনোনীত করেন । শ্রেষ্ঠ কি আল্লাহ্ না উহারা,যাহাদিগকে তাহারা তাঁহার সহিত শরীক করে ?[২১৮১]

২১৭৯-ক । এই শব্দসমূহের অর্থ 'তোমাদের চক্ষু খোলা রাখিয়া'ও হইতে পারে ।

২১৮০ । 'ইয়াতাত্বাহ্‌হারূন' অর্থ, তাহারা অতিরিক্ত সৎ বা সাধুরূপে নিজদিগকে জাহির করিয়া বেড়ায়; তাহারা সততা ও ন্যায়পরায়ণতার

اَمَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَاَنْزَلَ لَكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ مَآءً ۚ فَاَنْۢبَتْنَا بِهٖ حَدَآئِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ ۚ مَا كَانَ لَكُمْ اَنْ تُنْۢبِتُوْا شَجَرَهَا ؕ ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ؕ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَّعْدِلُوْنَ ۝٦١

৬১। অথবা কে আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং কে তোমাদের জন্য মেঘমালা হইতে বারি বর্ষণ করেন ? অতঃপর আমরাই উহার দ্বারা সুদৃশ্য বাগানসমূহ উদগত করি;[২১৮২] তোমাদের পক্ষে সম্ভবপর নহে যে, তোমরাই ঐ সকল বাগানের বৃক্ষসমূহ উদগত কর। আল্লাহ্‌র সহিত কি অন্য কোন মা'বূদও আছে ? কিন্তু তাহারা এমন এক জাতি যাহারা (আল্লাহ্‌র সহিত) সমকক্ষ শরীক স্থির করিতেছে।

اَمَّنْ جَعَلَ الْاَرْضَ قَرَارًا وَّجَعَلَ خِلٰلَهَآ اَنْهٰرًا وَّجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ؕ ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ؕ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝٦٢

৬২। অথবা কে পৃথিবীকে অবস্থান স্থলরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং উহার মধ্য দিয়া নদ-নদীসমূহ প্রবাহিত করিয়াছেন এবং উহার উপর সুদৃঢ় পর্বতমালা স্থাপন করিয়াছেন এবং দুই সমুদ্রের মধ্যে অন্তরায় সৃষ্টি করিয়াছেন?[২১৮৩] আল্লাহ্‌র সহিত কি অন্য কোন মা'বূদ আছে? প্রকৃত কথা এই যে,তাহাদের অধিকাংশই জানে না।

اَمَّنْ يُّجِيْبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوْٓءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَآءَ الْاَرْضِ ؕ ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ؕ قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ ۝٦٣

৬৩। অথবা কে উদ্বিগ্নচিত্ত ব্যক্তির দোয়া শুনেন যখন সে তাঁহার নিকট দোয়া করে[২১৮৪] এবং(তাহার)কষ্ট দূর করিয়া দেন এবং তোমাদিগকে পৃথিবীর উত্তরাধিকারী করিয়া দেন ? আল্লাহ্‌র সহিত কি অন্য কোন মা'বূদ আছে ? তোমরা খুব কমই উপদেশ গ্রহণ কর।

اَمَّنْ يَّهْدِيْكُمْ فِيْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُّرْسِلُ الرِّيٰحَ بُشْرًا ۢ بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهٖ ؕ ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ؕ تَعٰلَى اللّٰهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۝٦٤

৬৪। অথবা কে তোমাদিগকে স্থলের ও জলের অন্ধকার রাশির মধ্যে উদ্ধারের পথ দেখান ? এবং কে স্বীয় রহমত বর্ষণের পূর্বে শুভ সংবাদস্বরূপ বায়ু প্রেরণ করেন ?[২১৮৫] আল্লাহ্‌র সহিত কি অন্য কোন মা'বূদ আছে ? তাহারা যাহাকে শরীক করে আল্লাহ্ উহা হইতে বহু ঊর্ধ্বে।

অহংকার করে (লেইন)।

২১৮১। এই আয়াত দ্বারা হযরত মূসা, দাউদ, সোলায়মান, সালেহ্ এবং লূত (আঃ)-এর প্রসঙ্গে আল্লাহ্‌তা'লার প্রেরিত নবী-রসূলগণের উপর ঐশী শান্তি এবং আশীর্বাদ কামনা করিয়া আলোচনা সমাপ্ত করা হইয়াছে, যাহাদের প্রতি মানব প্রকৃতি পৃথিবীর সর্বপ্রকার মঙ্গল এবং নৈতিক উৎকর্ষের জন্য ঋণী; অতঃপর এই সূরা আল্লাহ্‌তা'লার অস্তিত্ব এবং তাঁহার মহান ক্ষমতা এবং একত্বের সমর্থনে যুক্তি পেশ করিয়াছে।

২১৮২। পূর্ববর্তী আয়াতে উপস্থাপিত বিষয় বস্তুর পক্ষে প্রথম যুক্তি গ্রহণ করা হইয়াছে প্রকৃতি হইতে, আকাশ এবং পৃথিবীর সৃষ্টি হইতে, বৃষ্টি বর্ষণ হইতে যাহা নির্জীব পৃথিবীকে সজীব করে এবং পর্বত শ্রেণী ও নদীসমূহ হইতে।

২১৮৩। পূর্বগামী আয়াতে সূচিত যুক্তি-প্রমাণ আরো সম্প্রসারিত ও বিশদতর হইয়াছে।

২১৮৪। প্রকৃতির নিয়মের বিসময়কর ক্রিয়াকলাপে যেমন আল্লাহ্‌তা'লার মহান শক্তিসমূহের প্রকাশ (পূর্ববর্তী আয়াত) সেইরূপে উহারা মানুষের অন্তরাত্মার বিবেকে প্রকাশিত হইয়া থাকে যখন সে তাহার আত্মার নিদারুণ যন্ত্রণায় আল্লাহ্‌তা'লার নিকট ক্রন্দন করে এবং আল্লাহ্ তাহার এই কান্না শ্রবণ করিয়া থাকেন।

২১৮৫। 'রীহ্' (বাতাস) যখন একবচনে ব্যবহৃত হয়, তখন ইহার অর্থ সাধারণভাবে ঐশী শাস্তি বুঝায় (১৭ঃ৭০; ৫৪ঃ২০, ৬৯ঃ৭ ইত্যাদি), কিন্তু যখন ইহা বহু বচনে ব্যবহৃত হয় তখন সাধারণতঃ ইহার অর্থ ঐশী দান বা আশীর্বাদ বুঝায়।

اَمَّنْ يَّبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ وَمَنْ يَّرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ ؕ ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ؕ قُلْ هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٦٥﴾

৬৫। অথবা কে প্রথম সৃষ্টির উদ্ভব করেন, অতঃপর উহার পুনরাবৃত্তি করেন ?[২১৮৬] এবং কে তোমাদিগকে আকাশ ও পৃথিবী হইতে রিয্ক দেন ? আল্লাহ্‌র সহিত কি অন্য কোন মা'বূদ আছে ? তুমি বল, 'যদি তোমরা সত্যবাদী হও তাহা হইলে তোমরা তোমাদের প্রমাণ পেশ কর।'

قُلْ لَّا يَعْلَمُ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهُ ؕ وَمَا يَشْعُرُوْنَ اَيَّانَ يُبْعَثُوْنَ ﴿٦٦﴾

৬৬। তুমি বল, 'আকাশসমূহ ও পৃথিবীর মধ্যে আল্লাহ্ ব্যতিরেকে কেহই অদৃশ্য বিষয় অবগত নহে; এবং তাহারা জানে না যে কখন তাহাদিগকে পুনরুত্থিত করা হইবে।'

بَلِ ادّٰرَكَ عِلْمُهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ ۖ بَلْ هُمْ فِىْ شَكٍّ مِّنْهَا ۖ بَلْ هُمْ مِّنْهَا عَمُوْنَ ﴿٦٧﴾ ع ৫ [৮] ১

৬৭। বরং প্রকৃত বিষয় এই যে, পরকাল সম্বন্ধে তাহাদের জ্ঞান শেষ পর্যায়ে পৌঁছিয়া গিয়াছে; বরং তাহারা পরকাল সম্বন্ধে সন্দেহে পড়িয়া আছে, বরং তাহারা ইহার সম্বন্ধে অন্ধ।[২১৮৭]

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا ءَاِذَا كُنَّا تُرٰبًا وَّاٰبَآؤُنَآ اَئِنَّا لَمُخْرَجُوْنَ ﴿٦٨﴾

৬৮। এবং যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহারা বলে, 'যখন আমরা এবং আমাদের পিতৃপুরুষগণ মাটি হইয়া যাইব তখন কি (পুনরায়) আমাদিগকে (জীবিত করিয়া ভূমি হইতে) অবশ্যই বাহির করিয়া আনা হইবে ?

لَقَدْ وُعِدْنَا هٰذَا نَحْنُ وَاٰبَآؤُنَا مِنْ قَبْلُ ۙ اِنْ هٰذَآ اِلَّآ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿٦٩﴾

৬৯। নিশ্চয় আমাদিগকে এবং আমাদের পিতৃপুরুষদিগকে ইতিপূর্বে এই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু ইহা শুধু পূর্ববর্তীদের কেচ্ছা-কাহিনী ব্যতীত আর কিছুই নহে।'

قُلْ سِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِيْنَ ﴿٧٠﴾

৭০। তুমি বল, 'তোমরা ভূপৃষ্ঠে ভ্রমণ কর এবং দেখ যে, অপরাধীগণের পরিণাম কিরূপ (মন্দ) হইয়াছিল ?'

وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِىْ ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُوْنَ ﴿٧١﴾

৭১। এবং তুমি তাহাদের জন্য দুঃখিত হইও না এবং তাহারা যে ষড়যন্ত্র করিতেছে তুমি উহার জন্য কুণ্ঠিত হইও না।

وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٧٢﴾

৭২। এবং তাহারা বলে, 'যদি তোমরা সত্যবাদী হও তাহা হইলে (আযাবের) এই প্রতিশ্রুতি কখন পূর্ণ হইবে ?'

২১৮৬। **'কে প্রথম সৃষ্টির উদ্ভব করেন, অতঃপর উহার পুনরাবৃত্তি করেন'** কথাগুলির মর্মার্থ, আদি সৃষ্টি এবং বারবার পর্যায়ক্রমে সৃষ্টির ক্রমবিকাশ হইতে থাকা।

২১৮৭। মানুষের জ্ঞান এবং বুদ্ধি যে পরিমাণই হউক না কেন, ইহা এক মানবাত্মার আকুল কামনাকে না সন্তুষ্টি, না স্বস্তি দান করিতে পারে, না সে পারে ধর্মীয় দুইটি মৌলিক বিষয়—আল্লাহ্‌তা'লার অস্তিত্ব এবং পরকাল সম্বন্ধে নানা সংশয় হইতে মুক্তি দান করিতে। কারণ, ইহাদের পূর্ণ উপলব্ধি মানুষের জ্ঞান-সীমার বাহিরে। কেবলমাত্র আল্লাহ্‌তা'লার ওহীর মাধ্যমে অর্জিত পবিত্র ঐশী জ্ঞানই ইহাদের সম্বন্ধে মানব-মনে নিশ্চয়তা সৃষ্টি করিতে পারে এবং প্রকৃতপক্ষে করিয়াও থাকে। মানুষের জ্ঞান বড় জোর, এই সিদ্ধান্তে পরিচালিত করিতে পারে যে, একটি ঐশ্বরিক সত্তা এবং পরকাল 'বিদ্যমান থাকা উচিৎ'। কিন্তু একমাত্র আল্লাহ্‌তা'লার ওহী-ইলহামই এই 'থাকা উচিত' ধারণাকে 'নিশ্চিতই আছে' এই বিশ্বাসে পরিবর্তন করিতে পারে।

قُلْ عَسٰٓى اَنْ يَّكُوْنَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِىْ تَسْتَعْجِلُوْنَ ﴿٧٣﴾

৭৩। তুমি বল, 'তোমরা যে (শাস্তি) সম্বন্ধে তাড়াহুড়া করিতেছ, সম্ভবতঃ উহার কতকাংশ তোমাদের পিছনে পিছনে চলিয়া আসিতেছে।'

وَاِنَّ رَبَّكَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُوْنَ ﴿٧٤﴾

৭৪। এবং নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক মানুষের প্রতি অতীব অনুগ্রহশীল, কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।

وَاِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُوْرُهُمْ وَمَا يُعْلِنُوْنَ ﴿٧٥﴾

৭৫। এবং নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক ঐ সব বিষয়ও জানেন যাহা তাহাদের বক্ষঃস্থল গোপন করিতেছে এবং উহাও যাহা তাহারা প্রকাশ করিতেছে।

وَمَا مِنْ غَآئِبَةٍ فِى السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ اِلَّا فِىْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ﴿٧٦﴾

৭৬। এবং আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে যাহা কিছু গোপন বস্তু আছে সবই সুস্পষ্ট কিতাবে (সংরক্ষিত) আছে।

اِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ يَقُصُّ عَلٰى بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ اَكْثَرَ الَّذِىْ هُمْ فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ﴿٧٧﴾

৭৭। নিশ্চয় এই কুরআন বনী ইসরাঈলের সম্মুখে অধিকাংশ এমন বিষয় বর্ণনা করে যাহাতে তাহারা মতভেদ করিতেছে।[২১৮৮]

وَاِنَّهٗ لَهُدًى وَّ رَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٧٨﴾

৭৮। এবং নিশ্চয়ই ইহা মো'মেনদের জন্য হেদায়াত ও রহমত।

اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِىْ بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهٖ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْعَلِيْمُ ﴿٧٩﴾

৭৯। নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক নিজ হুকুম দ্বারা তাহাদের মধ্যে ফয়সালা করিবেন; বস্তুতঃ তিনিই মহা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞানী।

فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ۭ اِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِيْنِ ﴿٨٠﴾

৮০। সুতরাং তুমি আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর কর, নিশ্চয় তুমি সুস্পষ্ট সত্যের উপর কায়েম আছ।

اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتٰى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَآءَ اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِيْنَ ﴿٨١﴾

৮১। নিশ্চয় তুমি এই আহ্বান মৃতগণকেও শুনাইতে পারিবে না এবং বধিরগণকেও শুনাইতে পারিবে না, (বিশেষ করিয়া) যখন তাহারা পিঠ ফিরাইয়া চলিয়া যায়।[২১৮৯]

وَمَآ اَنْتَ بِهٰدِ الْعُمْىِ عَنْ ضَلٰلَتِهِمْ ۭ اِنْ تُسْمِعُ اِلَّا مَنْ يُّؤْمِنُ بِاٰيٰتِنَا

৮২। এবং তুমি অন্ধদিগকেও তাহাদের পথভ্রষ্টতা হইতে বাহির করিয়া হেদায়াত দিতে পারিবে না। তুমি কেবল সেই সকল লোককে শুনাইতে পারিবে যাহারা আমাদের

২১৮৮। এই আয়াতের অন্তর্নিহিত ইশারা হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর প্রতি হইতে পারে, যাহাকে ইহুদীগণ সাবার রাণীর অনুভূতিকে প্রভাবিত করিবার লক্ষ্যে 'শিরকের' (প্রতিমা পূজার) আশ্রয় লইয়াছিলেন বলিয়া দোষারোপ করিয়াছিল। যেহেতু ইহুদীদিগের মধ্যে সাবার রাণীর প্রতি হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর আচরণ সম্বন্ধে মতভেদ বিদ্যমান ছিল, সেইজন্য কুরআন মজীদ এই প্রচ্ছন্ন ঘটনার পর্দা উন্মোচিত করিয়াছে।

২১৮৯। 'যখন তাহারা পিঠ ফিরাইয়া চলিয়া যায়' এই শব্দগুলি ইহা স্পষ্ট করিয়া দিয়াছে যে, এখানে উল্লেখিত 'মৃতরা' হইতেছে আধ্যাত্মিক ভাবে মৃত ব্যক্তিগণ। অনুরূপভাবে পরবর্তী আয়াতে ঠিক যেমন 'অন্ধগণ' হইতেছে আধ্যাত্মিকভাবে অন্ধ লোকেরা।

فَهُمْ مُّسْلِمُوْنَ ﴿٨١﴾

আয়াতসমূহের উপর ঈমান আনে; বস্তুতঃ তাহারাই আত্মসমর্পণকারী ।

وَاِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ اَخْرَجْنَا لَهُمْ دَآبَّةً مِّنَ الْاَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ ۙ اَنَّ النَّاسَ كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا لَا يُوْقِنُوْنَ ﴿٨٢﴾ ع ٦ [١٦] ٢

৮৩ । এবং যখন তাহাদের বিরুদ্ধে (পূর্ববর্ণিত) কথা পূর্ণ হইয়া যাইবে,[২১৯০] তখন আমরা তাহাদের জন্য ভূমি হইতে এক প্রকার কীট[২১৯১] বাহির করিব, যাহা তাহাদিগকে জখম করিবে এই কারণে যে, মানুষ আমাদের নিদর্শনসমূহের উপর বিশ্বাস করিত না ।

وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ يُّكَذِّبُ بِاٰيٰتِنَا فَهُمْ يُوْزَعُوْنَ ﴿٨٣﴾

৮৪ । এবং (স্মরণ কর) সেই দিনকে, যখন আমরা এমন প্রত্যেক জাতি হইতে, যাহারা আমাদের নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিত, এক একটি দল সমবেত করিব, এবং তাহাদিগকে (জওয়াবদিহির জন্য) বিভিন্ন শ্রেণীতে বিন্যস্ত করা হইবে ।

حَتّٰٓى اِذَا جَآءُوْ قَالَ اَكَذَّبْتُمْ بِاٰيٰتِىْ وَلَمْ تُحِيْطُوْا بِهَا عِلْمًا اَمَّاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٨٤﴾

৮৫ । এমন কি যখন তাহারা তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইবে, তখন তিনি বলিবেন, 'তোমরা কি আমার নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিতে অথচ তোমরা উহাকে পূর্ণভাবে জ্ঞানায়ত্ত করিতে পার নাই ? অথবা তোমরা কি কি কার্যকলাপ করিতে ?'

وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوْا فَهُمْ لَا يَنْطِقُوْنَ ﴿٨٥﴾

৮৬ । এবং তাহাদের যুলুমের জন্য তাহাদের বিরুদ্ধে বর্ণিত সেই কথা পূর্ণ হইবে; ফলে তাহারা কথাই বলিতে পারিবে না ।[২১৯২]

اَلَمْ يَرَوْا اَنَّا جَعَلْنَا الَّيْلَ لِيَسْكُنُوْا فِيْهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿٨٦﴾

৮৭ । তাহারা কি চিন্তা করিয়া দেখে না যে, আমরা রাত্রিকে সৃষ্টি করিয়াছি যেন উহার মধ্যে তাহারা বিশ্রাম করে এবং দিবসকে করিয়াছি জ্যোতির্ময় করিয়া ? নিশ্চয় ইহাতে মো'মেন জাতির জন্য নিদর্শন আছে ।

২১৯০ । 'ওয়া ক্বা'আল্-ক্বাওলু আলায়হিম্' অর্থ, দণ্ডাদেশ বা রায় তাহাদের প্রাপ্য হইল অথবা বিরুদ্ধে জারি হইল, তাহারা নিজদিগকে ঐশী শাস্তিযোগ্য বা ঐশী দণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্তির যোগ্য করিল (আকরাব)।

২১৯১ । ইহা শেষ যমানায় প্লেগ রোগের প্রাদুর্ভাব হওয়ার একটি ভবিষ্যদ্বাণী । আয়াতের এইরূপ ব্যাখ্যা নবী করীম (সাঃ) নিজেই করিয়াছিলেন । কিন্তু যদি 'দাব্বাহ্' শব্দ 'স্থূলভাবে জড়বাদী' লোক অর্থে গ্রহণ করা হয়, যাহাদের সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা পার্থিব ধন-সম্পদ এবং আরাম-আয়েশের জন্যই সম্পূর্ণভাবে পরিচালিত ও সীমাবদ্ধ (৩৪ঃ১৫), তাহা হইলে জড়বাদী পাশ্চাত্যের জাতিসমূহের প্রতি আয়াতটি নির্দেশ করে বলিয়া ধারণা করা যায়। তাহাদের সকল পরিশ্রম ইহ জীবনের সমস্ত পার্থিব বিষয়ের সন্ধানে অপব্যয়িত (১৮ঃ১০৫) এবং তাহারা সকল বস্তুতান্ত্রিক শক্তিসহ পৃথিবীতে অভিযান শুরু করিয়াছে ।

২১৯২ । তাহাদের দুষ্কর্মগুলির মধ্যবর্তী প্রতিরক্ষা স্থাপন করিতে তাহারা সক্ষম হইবে না । তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ সম্পূর্ণ সত্য এবং প্রকাশ্য হওয়ার কারণে পক্ষ সমর্থন করিয়া তাহারা জবাব দানের অযোগ্য হইবে এবং তখন তাহাদের বিরুদ্ধে শাস্তির আদেশ জারি হইবে ।

وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّوْرِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ اِلَّا مَنْ شَآءَ اللّٰهُ ؕ وَكُلٌّ اَتَوْهُ دٰخِرِيْنَ ﴿٨٨﴾

৮৮। এবং সেই দিনকেও (স্মরণ কর), যখন শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হইবে[২১৯৩] তখন আল্লাহ্ যাহাদিগকে ইচ্ছা করিবেন তাহারা ব্যতিরেকে আকাশসমূহ এবং পৃথিবীতে অবস্থানরত সকলেই ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিবে এবং প্রত্যেকেই তাঁহার সম্মুখে অনুগত হইয়া উপস্থিত হইবে।

وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَّهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ ؕ صُنْعَ اللّٰهِ الَّذِيْٓ اَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ ؕ اِنَّهٗ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَفْعَلُوْنَ ﴿٨٩﴾

৮৯। এবং তুমি পর্বতমালাকে দেখিতেছ, যেগুলিকে তুমি অচল মনে করিতেছ অথচ উহারা মেঘমালার গতিতে অতিক্রম করিতেছে;[২১৯৪] ইহা সেই আল্লাহ্‌র শিল্পনৈপুণ্য, যিনি প্রত্যেক বস্তুকে পরম নৈপুণ্যের সহিত মযবূত করিয়াছেন। নিশ্চয় তিনি তোমাদের কার্য সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত আছেন।

مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ خَيْرٌ مِّنْهَا ۚ وَهُمْ مِّنْ فَزَعٍ يَّوْمَئِذٍ اٰمِنُوْنَ ﴿٩٠﴾

৯০। যে ব্যক্তি সৎকর্ম লইয়া উপস্থিত হইবে তাহার প্রতিদান উহা অপেক্ষা উত্তম হইবে, এবং তাহারা সেইদিন সকল সন্ত্রাস হইতে নিরাপদে থাকিবে।

وَمَنْ جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوْهُهُمْ فِي النَّارِ ؕ هَلْ تُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٩١﴾

৯১। এবং যাহারা মন্দ কর্ম লইয়া উপস্থিত হইবে তাহাদিগকে অধোমুখী করিয়া আগুনে নিক্ষেপ করা হইবে, (এবং তাহাদিগকে বলা হইবে) 'তোমাদিগকে কি তোমাদেরই কর্ম অনুযায়ী প্রতিফল দেওয়া হয় নাই ?'

اِنَّمَآ اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ رَبَّ هٰذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِيْ حَرَّمَهَا وَلَهٗ كُلُّ شَيْءٍ ۫ وَّاُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ﴿٩٢﴾

৯২। আমাকে কেবল এই আদেশ দেওয়া হইয়াছে যেন আমি এই[২১৯৫] শহরের (মক্কার) প্রভুর ইবাদত করি, যিনি ইহাকে সম্মানিত করিয়াছেন, এবং প্রত্যেক বস্তু তাঁহারই জন্য; এবং আমাকে আদেশ দেওয়া হইয়াছে যেন আমি আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হই।

وَاَنْ اَتْلُوَا الْقُرْاٰنَ ۚ فَمَنِ اهْتَدٰى فَاِنَّمَا يَهْتَدِيْ لِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ اِنَّمَآ اَنَا مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ ﴿٩٣﴾

৯৩। এবং ইহাও যে, আমি যেন কুরআন পাঠ করিয়া শুনাই। অনন্তর যে হেদায়াত পাইবে, সে তাহার নিজের প্রাণের কল্যাণের জন্যই হেদায়াত পাইবে, এবং যে পথভ্রষ্ট হইবে, তুমি (তাহাকে) বল, 'আমি তো কেবল সতর্ককারীদের মধ্যে একজন।'

২১৯৩। 'যখন শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হইবে' শব্দগুলি শেষ বিচার-দিবসকে বুঝান ছাড়াও নবযুগের প্রতি ইঙ্গিত করে যাহার আগমন-বার্তা রসূল করীম (সাঃ) যেন ঢাক বাজাইয়া লইয়া আসিয়াছিলেন।

২১৯৪। পুরাতন প্রথা ও বিধানসমূহ যাহা পাহাড়ের মত শক্তভাবে শিকড় গাড়িয়া বসিয়াছিল বলিয়া মনে হইত, নবী করীম (সাঃ)-এর আবির্ভাবে সেই সমস্ত নিয়ম মেঘমালার মত গলিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। এখানে পর্বতশ্রেণী দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত ও শক্তিশালী রোম এবং পারশ্য সাম্রাজ্যকেও বুঝাইতে পারে, যেগুলি দুর্নিবার বিজয়ী মুসলিম সেনাবাহিনীর সম্মুখে খড়কুটার মত উড়িয়া গিয়াছিল।

২১৯৫। মক্কাবাসীরা ভয় করিয়াছিল যে, আরবদেশ হইতে যদি প্রতিমা-পূজা অদৃশ্য হইয়া যায় তাহা হইলে তাহাদের প্রখ্যাত মূর্তিগুলির আধার

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ سَيُرِيْكُمْ اٰيٰتِهٖ فَتَعْرِفُوْنَهَا ؕ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿٩٤﴾

৯৪। এবং ইহাও বল, 'সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র, তিনি অচিরেই তোমাদিগকে স্বীয় নিদর্শনসমূহ দেখাইবেন, তখন তোমরা ইহা চিনিতে ও বুঝিতে পারিবে।' এবং তোমার প্রভু তোমাদের কর্ম সম্বন্ধে অমনোযোগী নহেন।

৭ [১১] ৩

কা'বা ইহার গুরুত্ব হারাইবে এবং এতদ্‌সঙ্গে কা'বার জিম্মাদাররূপে তাহারা নিজেদের মর্যাদা এবং প্রতিপত্তিও হারাইয়া ফেলিবে। এই আয়াত তাহাদের মনকে এই ভ্রান্ত ধারণা হইতে মুক্ত করে এবং বলার অভিপ্রায় ব্যক্ত করে যে, বিশ্বমানবের জন্য বার্তার এবং বিশ্ব-আন্দোলনের কেন্দ্ররূপে মক্কা ইহার গুরুত্ব হারান দূরে থাকুক, বরং তদ্বিপরীতে ইহার মর্যাদা বৃদ্ধি পাইবে এবং চিরকাল সম্মান এবং শ্রদ্ধা বাড়িয়াই চলিবে।

২৮-সূরা আল্ কাসাস্
(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণ হওয়ার তারিখ ও প্রসঙ্গ

সাধারণভাবে সকলের সম্মিলিত অভিমত এই যে, বর্তমান সূরাটি মক্কায় নাযেল হইয়াছিল । হযরত ওমর ইব্নে মুহাম্মদ এর মতে নবী করীম (সাঃ) হিজরতের সময় যখন মদীনার পথে ছিলেন, তখন ইহাঅবতীর্ণ হয় । সূরাটির এই আয়াত, "নিশ্চয় যিনি তোমার উপর কুরআনকে ফরয করিয়াছেন, তিনিই তোমাকে প্রত্যাবর্তনস্থলে পুনরায় ফিরাইয়া আনিবেন" (আয়াত ৮৬)— হইতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, নবী করীম (সাঃ) তখনো মক্কাতেই অবস্থান করিতেছিলেন যখন তাঁহাকে বলা হইয়াছিল যে, প্রথমে বিজিতের মত তাঁহাকে মক্কা ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হইবে, কিন্তু অবশেষে বিজয়ীর বেশে তিনি আবার এইখানে প্রত্যাবর্তন করিবেন । পূববর্তী সূরার শেষাংশে বলা হইয়াছিল যে, 'অনন্তর যে হেদায়াত পাইবে, সে তাহার নিজের প্রাণের কল্যাণের জন্যাই হেদায়াত পাইবে এবং যে পথভ্রষ্ট হইবে, তুমি (তাহাকে) বল, 'আমি তো কেবল সতর্ককারীদের মধ্যে একজন' (নামলঃ ৯৩ আয়াত)। উক্ত আয়াত হইতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, কুরআনের শিক্ষা প্রচার করিবার জন্য কোন বল-প্রয়োগ করা বৈধ নয় । কুরআনের এই দাবীর সত্যতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই বর্তমান সূরাটি অবতীর্ণ হইয়াছে ।

বিষয়বস্তু

তা সীন মীম্—দ্বারা যে সব সূরা শুরু হইয়াছে, সেগুলির মধ্যে বর্তমান সূরাটি তৃতীয় এবং সর্বশেষ । যেহেতু এই তিনটি সূরা একই ধরণের "হুরূফে মুকাত্তায়াত" দ্বারা শুরু হইয়াছে, তাই, ইহাদের বিষয়বস্তুর মধ্যে ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য বিদ্যমান । ইহাদের প্রত্যেকটির শুরুতে এবং সমাপ্তিতে কুরআনের ঐশী অবতরণ এবং ইহার অনন্য শিক্ষার প্রসংগ আলোচিত হইয়াছে । ২৬ সূরায় হযরত মূসা (আঃ) কর্তৃক ফেরাউনের নিকট ঐশী-বাণী প্রচারের বিষয়ে বেশ কিছু আলোচনা রহিয়াছে । ২৭ সূরায় হযরত মূসা (আঃ) কাশ্ফের মাধ্যমে আল্লাহ্তা'লার মহান শান ও গৌরবের যে জ্যোতির্বিকাশ অবলোকন করিয়াছিলেন এবং আশিসমন্ডিত 'তূয়া' উপত্যকায় তাঁহার যে আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা অর্জিত হইয়াছিল উহার বর্ণনা রহিয়াছে । বর্তমান সূরায় হযরত মূসা (আঃ)-এর জীবনের বিভিন্ন ঘটনা, যেমন, আলৌকিকভাবে, তাঁহাকে সাগর-বক্ষ হইতে উদ্ধার, তাঁহার শৈশব, যৌবন, হিজরত এবং নবুওয়াত প্রাপ্তি ইত্যাদি যেরূপ বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে, বস্তুতঃ এককভাবে অন্য কোন সূরায় তেমনটি নাই । ইহার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ইহাই যে, হযরত মহাম্মদ (সাঃ) যিনি হযরত মূসা (আঃ) সদৃশ একজন নবী, তাঁহার জীবনেও হযরত মূসা (আঃ)-এর অনুরূপ অনেক ঘটনা সংঘটিত হইবে, যদিও সেই সব ঘটনা ভিন্ন অবস্থা ও সময়ের ব্যাপার ।

ফেরাউনের রাজত্বে বনী ইসরাঈলের কি করুণ অবস্থা হইয়াছিল উহার বর্ণনা সহ বর্তমান সূরাটি শুরু হইয়াছে । বস্তুতঃ ফেরাউন তাহার নিষ্ঠুর শোষণ এবং দমন-নীতির মাধ্যমে বনী ইসরাঈলদের পুরুষোচিত সমস্ত গুণাবলী ধ্বংস করিতে চাহিয়াছিল ; এইভাবে ফেরাউন কর্তৃক বনী ইসরাঈলীদের অবমাননা নিম্নতম পর্যায়ে পৌঁছায়। তখন তাহাদের মুক্তির জন্য আল্লাহ্তা'লা হযরত মূসা(আঃ)-কে প্রেরণ করেন এবং তাহাদের চোখের সামনে ফেরাউন এবং তাহার শক্তিশালী সৈন্যদলকে সাগরে ডুবাইয়া মারেন । হযরত মূসা (আঃ)-এর জীবনের এই ঘটনা বর্ণনার পর সূরাটিতে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর আবির্ভাব সংক্রান্ত যে সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণী বাইবেলে দেখিতে পাওয়া যায় উহার উল্লেখ করা হইয়াছে এবং কোরায়শদের উদ্দেশ্যে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-কে মানিয়া নিবার আহ্বান জানানো হইয়াছে। প্রসঙ্গতঃ বলা হইয়াছে যে, যদি তাহারা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-কে স্বীকার করিয়া নেয়, তাহা হইলে তাহারা পূর্ব-নির্ধারিত সকল ঐশী অনুগ্রহ ও জাগতিক কল্যাণের অধিকারী হইবে এবং অচিরেই মক্কা নগরী এক নূতন আন্দোলনের কেন্দ্রস্থল হিসাবে গড়িয়া উঠিবে । কিন্তু তাহারা যদি হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-কে অস্বীকার করে, তাহা হইলে ইহার পরিণতিতে তাহারা আল্লাহ্তা'লার অসন্তুষ্টি অর্জন করিবে । অতঃপর, সূরাটিতে বলা হইয়াছে যে, অবিশ্বাসীরা সত্যের ক্রমাগত অস্বীকৃতির ফলে যখন ঐশী আযাবে নিপতিত হয়, তখন তাহারা তাহাদের নেতাদেরকে দোষারোপ করিতে থাকে এবং বলে যে, তাহাদেরকে ভুল পথে পরিচালিত করা এবং তাহাদের সর্বনাশের জন্য ঐসব নেতারাই দায়ী । অন্যদিকে নেতারা তাহাদের দায়-দায়িত্ব অস্বীকার করে, এমনকি অন্ধভাবে তাহাদেরকে অনুসরণ করার জন্য এই সব লোকদের প্রতি অভিসম্পাত বর্ষণ করে। তবে ঐশী-বাণীকে অস্বীকার করার পিছনে প্রকৃত যে কারণ তাহা হইল এই যে, সম্পদ ও প্রভাবের অধিকারী লোকজন জাগতিক ঐশ্বর্য ও উপকরণে গর্বিত থাকে এবং এই জড় সম্পদকে তাহাদের নিরাপত্তার এক নিশ্চিত অবলম্বন হিসাবে বিবেচনা করে। এই মিথ্যা ধারণার বশবর্তী হইয়া তাহারা আল্লাহর নবী-রসূলদেরকে অত্যন্ত অবজ্ঞার চোখে দেখে, তাহাদের সহিত হাসি-ঠাট্টা করে এবং তাহাদেরকে নানা প্রকার উৎপীড়ন করে । অথচ, ইতিহাসের এই মহান শিক্ষাকে

তাহারা ভুলিয়া যায় যে, সত্যের বিরুদ্ধাচারণকারীরা সর্বদাই ঐশী আযাবে নিপতিত হইয়াছে এবং সত্যের অস্বীকার করার ব্যাপারে যাহারা কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করিয়াছে পরিণামে তাহারা সকলেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে । সূরাটির শেষাংশে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছে । বলা হইয়াছে যে, হযরত মূসা (আঃ) যেইভাবে মিশর হইতে হিজরত করিয়া মিদিয়ান গমন করিয়াছিলেন, সেইখানে দশ বৎসর অবস্থান করিয়াছিলেন এবং পুনরায় মিদিয়ান হইতে মিশর গিয়া ফেরাউনের কবল হইতে বনী ইসরাঈলীদের উদ্ধার করিয়াছিলেন,অনুরূপ ঘটনা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর জীবনেও অনুষ্ঠিত হইবে । হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কেও তাঁহার মাতৃভূমি হইতে হিজরত করিয়া এক নূতন জায়গায় (মদীনা) দশ বৎসর অবস্থান করিতে হইবে । অতঃপর, সেইখান হইতে তিনি তাঁহার জন্মভূমিতে (মক্কা) ফিরিয়া আসিবেন এবং মক্কা বিজয় করিয়া ইসলামকে দৃঢ়-ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিবেন। সূরাটির শেষ কয়টি আয়াতে ইহার বিষয়-বস্তুকে সংক্ষিপ্তভাবে উপস্থাপন করিয়া বলা হইয়াছে যে, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর এই বিষয়ে সামান্য ধারণাও ছিল না যে, তাহাকে ঐশী-বাণী প্রচারের দায়িত্ব দেওয়া হইবে, কিন্তু এখন যেহেতু এই মহান দায়িত্ব তাঁহার উপর ন্যস্ত করা হইয়াছে, তাই তাঁহার উচিত সমগ্র মানবজাতিকে আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বান করা । পরিশেষে আল্লাহ্‌র উপর সম্পূর্ণ ভরসা রাখিয়া, নিরুৎসাহিত না হইয়া, নির্ভীক ও একাগ্রতার সাথে তিনি যেন এই দায়িত্ব পালন করিয়া যান— সেই নির্দেশ সহকারে সূরাটি শেষ হইয়াছে ।

২৮-সূরা আল্ কাসাস্

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ইহাতে ৮৯ আয়াত এবং ৯ রুকূ আছে ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। আল্লাহ্র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

طٰسٓمّٓ ②

২। তা সীন মীম্ ।[২১৯৫-ক]

تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ③

৩। এইগুলি সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত ।

نَتْلُوْا عَلَيْكَ مِنْ نَّبَاِ مُوْسٰى وَ فِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ④

৪। মো'মেন জাতির উপকারার্থে আমরা তোমার নিকট মূসা এবং ফেরাউনের বৃত্তান্ত বর্ণনা করিতেছি ।

اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْاَرْضِ وَ جَعَلَ اَهْلَهَا شِيَعًا يَّسْتَضْعِفُ طَآئِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ اَبْنَآءَهُمْ وَ يَسْتَحْيٖ نِسَآءَهُمْ ؕ اِنَّهٗ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ ⑤

৫। নিশ্চয় ফেরাউন দেশে বড়ই উদ্ধত হইয়া উঠিয়াছিল এবং উহার অধিবাসীগণকে দলে দলে বিভক্ত করিয়াছিল,[২১৯৬] তাহাদের মধ্য হইতে একদলকে সে দুর্বল করিতে চাহিয়াছিল (এইরূপে) যে, তাহাদের পুত্রগণকে নৃশংসভাবে হত্যা করিত এবং তাহাদের নারীগণকে জীবিত রাখিত । নিশ্চয় সে ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের অন্তগর্ত ছিল ।

وَ نُرِيْدُ اَنْ نَّمُنَّ عَلَى الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا فِي الْاَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ اَئِمَّةً وَّ نَجْعَلَهُمُ الْوٰرِثِيْنَ ۙ⑥

৬। এবং আমরা সংকল্প করিয়াছিলাম যে, যাহাদিগকে দেশে দুর্বল মনে করা হইয়াছিল তাহাদের উপর আমরা অনুগ্রহ করিব এবং তাহাদিগকে (জাতির) নেতা মনোনীত করিব এবং তাহাদিগকে (আমাদের নেয়ামতসমূহের) উত্তরাধিকারী করিব,

---

২১৯৫-ক । টীকা ২১৪৩ দ্রষ্টব্য ।

২১৯৬ । এই বিংশ শতাব্দীতে পশ্চিমা ঔপনিবেশিক শক্তিগুলি কর্তৃক 'ডিভাইড এণ্ড রুল' (বিভাজন এবং শাসন কর) নীতি যেরূপ মারাত্মক পরিণতির সঙ্গে অনুসৃত হইয়াছে সেরূপ ফেরাউনও অনুরূপ নীতি সফলতার সঙ্গে অনুসরণ করিয়াছিল বলিয়া প্রতিপন্ন হয় । ফেরাউন মিশরবাসীদিগকে দলে-উপদলে বিভক্ত করিয়াছিল এবং পরস্পরের মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদ সৃষ্টি করিয়া দিয়াছিল । তাহাদের কাহাকেও সে সুবিধা দিত এবং অন্যান্যকে শোষণ করিত এবং দাবাইয়া রাখিত । হযরত মূসা (আঃ)-এর জাতি ছিল শেষোক্ত দুর্ভাগা শ্রেণীর । 'তাহাদের পুত্র সন্তানগুলিকে নৃশংসভাবে হত্যা করিত এবং তাহাদের নারীদিগকে জীবিত রাখিত' উক্তি হইতে বুঝা যায় যে, ফেরাউন বাহ্যিকভাবে ইসরাঈলীদিগকে স্থায়ীভাবে বশে রাখার উদ্দেশ্যে তাহাদের পুত্র সন্তান ও পুরুষদিগকে নৃশংস ভাবে হত্যা করিত এবং নারীদিগকে জীবিত রাখিত । এই অর্থ বহন করা ছাড়াও, ইহার মর্মার্থ এইরূপও হইতে পারে যে, তাহার এই শোষণ এবং নিষ্ঠুর দমন নীতি দ্বারা ফেরাউন তাহাদের পুরুষোচিত গুণাবলী ধ্বংস করিয়া দিতে চাহিয়াছিল এবং তাহাদিগকে নারী জাতির মত দুর্বল করিয়া দিতে চাহিয়াছিল ।

وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ ۝٦

৭। এবং তাহাদিগকে দেশে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করিব[২১৯৭] এবং ফেরাউন ও হামান[২১৯৮] এবং উভয়ের সৈন্য বাহিনীকে উহা দেখাইব যাহার সম্বন্ধে তাহারা তাহাদের নিকট হইতে আশঙ্কা করিতেছিল।[২১৯৯]

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ ۖ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي ۖ إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ۝٧

৮। এবং আমরা মূসার মাতার প্রতি ওহী করিয়াছিলাম যে, 'তুমি তাহাকে দুধ পান করাইতে থাক এবং যখন তাহার সম্বন্ধে তোমার আশঙ্কা হইবে তখন তুমি তাহাকে নদীতে ফেলিয়া দিও এবং তুমি ভয় করিও না এবং চিন্তিত ও দুঃখিত হইও না; নিশ্চয় আমরা তাহাকে তোমার নিকট ফিরাইয়া আনিব এবং তাহাকে রসূলগণের অন্তর্ভুক্ত করিব।'

فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا ۗ إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ ۝٨

৯। অতঃপর ফেরাউনের লোক তাহাকে কুড়াইয়া লইল, পরিণামে[২২০০] সে যেন তাহাদের জন্য একদিন শত্রু সাব্যস্ত হয় এবং দুঃখের কারণ হয়। নিশ্চয় ফেরাউন এবং হামান এবং উভয়ের সৈন্যদল অন্যায়কারী ছিল।

وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ ۖ لَا تَقْتُلُوهُ ۖ عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۝٩

১০। এবং ফেরাউনের স্ত্রী বলিল, 'এ তো আমার ও তোমার জন্য নয়ন-তৃপ্তিদায়ক! ইহাকে হত্যা করিও না। হয়তো সে একদিন আমাদের উপকারে আসিতে পারে, অথবা আমরা তাহাকে পুত্ররূপে গ্রহণ করিতে পারি।' আসলে (আমাদের উদ্দেশ্য) তাহারা উপলব্ধি করিতে পারে নাই।[২২০১]

২১৯৭। মিশরে ইসরাঈলীদিগের চরিত্র হনন যখন নিম্নতর বিন্দুতে পৌঁছিয়াছিল এবং ফেরাউন ও তাহার লোকদিগের অবিচারের পেয়ালা যখন কানায় কানায় ভরিয়া গিয়াছিল তখন আল্লাহ্তা'লা তাঁহার অব্যর্থ সুবিজ্ঞ প্রথায় এই আদেশ জারি করিলেন যে, অত্যাচারীগণের শাস্তি হওয়া উচিৎ এবং যাহারা দাসত্ব বন্ধনে আবদ্ধ ছিল তাহাদিগকে মুক্ত করিবার জন্য তিনি হযরত মূসা (আঃ)-কে আবির্ভূত করিলেন। এই অবস্থা,যাহা প্রত্যেক প্রেরিত নবী-রসূলের যুগেই ঘটিয়াছিল, তাহা সর্বাপেক্ষা পূর্ণভাবে এবং লক্ষ্যণীয়ভাবে সংঘটিত হইয়াছিল ইসলাম ধর্মের নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর কার্যকালে।

২১৯৮। 'আমন'দেবতার প্রধান পুরোহিতের উপাধি ছিল 'হামান'; মিশরীয় ভাষাতে 'হাম' এর অর্থ উচ্চ মর্যাদার পুরোহিত। মিশরীয়দের বিশ্বাসমতে অ্যামন দেবতা অপর সমস্ত মিশরীয় দেব-দেবীকে নিয়ন্ত্রণ করিত। হামান রাজকোষ এবং শস্যভান্ডার উভয়ের পরিচালক ছিল এবং সৈন্যদলের খাঁবসবাসী সকল কারীগরদিগেরও পরিচালক ছিল। তাহার নাম ছিল নেবুনেফ এবং সে রাজা দ্বিতীয় রামেসিস এবং তাহার পুত্র মেরেনেপ্তার অধীনে প্রধান পুরোহিত ছিল। দেশের সমস্ত যাজকবর্গের সর্বাপেক্ষা সম্পদশালী যাজকীয় প্রতিষ্ঠানের প্রধান হওয়ার কারণে তাহার ক্ষমতা ও সম্মান অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছিল। সে অত্যন্ত প্রভাবশালী রাজনৈতিক বিরোধী দল নিয়ন্ত্রণ করিত, এমন কি তাহার নিজস্ব ব্যক্তিগত সৈন্যবাহিনীও ছিল(এ ষ্টোরী অব ইজিপ্ট বাই জেমস্ হেনরী ব্রিষ্টেড, পি, এইচ, ডি)। পারস্য সম্রাট আহাস্যুরাস, যিনি হযরত মূসা (আঃ)-এর অনেক যুগ পরে বাস করিতেন, তাহারও এক মন্ত্রীর নাম'হামান'ছিল বলিয়া কথিত আছে। একই নামের দুই ব্যক্তি ভিন্ন দুই সময়ে থাকা কোন আশ্চর্য বা আপত্তিকর কিছু নহে।

২১৯৯। শোষণ এবং নির্যাতন তাহার সত্ত্বার মধ্যে প্রতিশোধের বীজ জন্ম দেয় এবং শোষণকারীরা ও অত্যাচারীরা কখনও নিজেদেরকে সেই সমস্ত লোকের বিদ্রোহ হইতে নিরাপদ মনে করে না, যাহাদিগকে তাহারা শোষণ করে, দাবাইয়া রাখে এবং নির্যাতন করে। অত্যাচারীর অত্যাচার যত অধিক, তত অধিক তাহার ভয় থাকে অত্যাচারীতদের পক্ষ হইতে বিদ্রোহের। ফেরাউনকেও এই ভয় পাইয়া বসিয়াছিল।

২২০০ ও ২২০১ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

وَاَصْبَحَ فُؤَادُ اُمِّ مُوْسٰى فٰرِغًا ؕ اِنْ كَادَتْ لَتُبْدِىْ بِهٖ لَوْلَاۤ اَنْ رَّبَطْنَا عَلٰى قَلْبِهَا لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ⑪

১১। এবং মূসার মাতার হৃদয় (দুশ্চিন্তা) মুক্ত হইয়া গেল। যদি আমরা তাহার অন্তরকে সুদৃঢ় না করিয়া দিতাম যাহাতে সে মো'মেনদের অন্তর্গত হইতে পারে, তাহা হইলে সে বিষয়টিকে প্রকাশ করিবার উপক্রম করিয়াছিল।[২২০২]

وَقَالَتْ لِاُخْتِهٖ قُصِّيْهِ ۚ فَبَصُرَتْ بِهٖ عَنْ جُنُبٍ وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ⑫

১২। সে (মূসার মাতা) তাহার (মূসার) ভগ্নীকে বলিয়াছিল, 'তুমি তাহার পিছনে পিছনে যাও।' সে দূর হইতে আড়চোখে তাহাকে লক্ষ্য করিতেছিল; কিন্তু তাহারা ইহা বুঝিতে পারে নাই।

وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰۤى اَهْلِ بَيْتٍ يَّكْفُلُوْنَهٗ لَكُمْ وَهُمْ لَهٗ نٰصِحُوْنَ ⑬

১৩। এবং আমরা ইতিপূর্বে সকল স্তনদাত্রীকে তাহার জন্য নিষিদ্ধ করিয়া রাখিলাম; অতঃপর মূসার ভগ্নী বলিল, 'আমি কি তোমাদিগকে এমন এক পরিবারের সংবাদ দিব, যাহারা ইহাকে তোমাদের জন্য লালন-পালন করিবে এবং তাহারা তাহার জন্য সত্যিকার হিতাকাঙ্খী হইবে?'

فَرَدَدْنٰهُ اِلٰۤى اُمِّهٖ كَىْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ اَنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ⑬ ع ১ [১৪] ৪

১৪। এইভাবে আমরা তাহাকে তাহার মাতার নিকট ফিরাইয়া দিলাম যেন তাহার নয়ন তৃপ্তি লাভ করে এবং সে দুঃখ না করে এবং যেন সে জানিতে পারে যে, আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য। কিন্তু অধিকাংশ লোকই ইহা জানে না।

وَلَمَّا بَلَغَ اَشُدَّهٗ وَاسْتَوٰۤى اٰتَيْنٰهُ حُكْمًا وَّعِلْمًا ؕ وَكَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ⑭

১৫। এবং যখন সে পূর্ণ যৌবনে পৌঁছিল এবং (উত্তম চারিত্রিক গুণাবলীর উপর) দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইল, তখন আমরা তাহাকে হিকমত ও জ্ঞান দান করিলাম; এবং এইরূপেই আমরা সৎকর্মপরায়ণদিগকে প্রতিদান দিয়া থাকি।[২২০৩]

২২০০। 'লিইয়াকুনা' (যাহার পরিণাম হইল) শব্দে 'লাম' কে বলা হয় 'লামে আকেবা' যার অর্থ ফলশ্রুতি এবং পরিণতি।

২২০১। আল্লাহ্‌তা'লার নিয়ম-কানুন বাস্তবিকই দুর্জ্ঞেয় ও আশ্চর্যজনক। ফেরাউন কি জানিত যে, যাহার উপর সে আদর-যত্নের প্রাচুর্য ঢালিয়া দিতেছে, সেই শিশুই একদিন তাহার জন্য নিয়তির পাতায় শাস্তির উপকরণ বলিয়া প্রমাণিত হইবে। কারণ ফেরাউন ঐশী আদেশের অবজ্ঞাপূর্ণ বিরোধিতা ও বিদ্রূপাত্মক ব্যবহার করিয়াছিল। ইসরাঈল জাতিকে এক সুদীর্ঘকালের জন্য দাসত্ব বন্ধনে আবদ্ধ রাখিয়াছিল এবং তাহাদের উপর নির্যাতন চালাইয়াছিল।

২২০২। হযরত মূসা (আঃ)-এর মাতা তাহার নিকট মূসাকে ফিরাইয়া দেওয়াতে এতোবেশী খুশী হইয়াছিলেন যে, আনন্দাতিশয্যে তিনি ঘোষণা করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন যে, তিনিই ঐ সন্তানের অধিকারী। যদি আল্লাহ্‌তা'লা তাঁহাকে পূর্বাহ্নে সংযত না করিতেন তাহা হইলে তিনি লোকদিগকে সম্পূর্ণ ঘটনা বলিয়াই দিতেন যে, কিরূপে তিনি ঐশী-বাণী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং তদনুসারে কিরূপে শিশুকে নদীতে ভাসাইয়া দিয়াছিলেন, ইত্যাদি।

২২০৩। হযরত মূসা (আঃ) পার্থিব এবং ঐশী জ্ঞানে পূর্ণ পরিপক্ক ছিলেন। সেই যুগে এক ক্ষমতাশালী বাদশাহের গৃহ-শিক্ষকের নিকট তৎকালীন বিজ্ঞান শিক্ষার সুযোগ পাইয়াছিলেন, তাঁহার দৈহিক বিকাশও পূর্নাংগ ছিল, যাহা পরবর্তী আয়াত হইতে প্রতীয়মান হয় এবং তিনি সৎ আদর্শদ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। যেহেতু আল্লাহ্‌তা'লা এক মহান ভবিষ্যতের জন্য তাঁহাকে পূর্বাহ্নেই মনোনীত করিয়াছিলেন, সেহেতু তিনি তাঁহাকে গভীর বিচক্ষণতায় এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞানে ভূষিত করিয়াছিলেন। ইতিমধ্যে হযরত মূসা (আঃ) পরিণত অবস্থায় পৌঁছিয়াছিলেন। তিনি পরোপকারী ছিলেন এবং সর্বদা সৎকর্মশীল ছিলেন।

وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَٰذَا مِن شِيعَتِهِ وَهَٰذَا مِنْ عَدُوِّهِ ۖ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِن شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ ۙ فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ ۖ قَالَ هَٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ ۖ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦﴾

১৬ । এবং (একদিন) সে নগরীতে এমন সময়ে প্রবেশ করিল, যখন উহার অধিবাসীগণ অসতর্ক ছিল, তখন তথায় সে দুই ব্যক্তিকে পরস্পর লড়াই করিতে দেখিতে পাইল, এক ব্যক্তি তাহার নিজ সম্প্রদায়ের এবং অপর ব্যক্তি তাহার শত্রুপক্ষের । সতুরাং তাহার সম্প্রদায়ের যে লোকটি ছিল সে তাহার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিল[২২০৪] ঐ ব্যক্তির বিরুদ্ধে যে তাহার শত্রুপক্ষের ছিল । তখন মূসা তাহাকে ঘুষি মারিল এবং সেই ঘুষিতেই তাহার মৃত্যু ঘটিয়া গেল । সে (মূসা) বলিল, 'ইহা একটি শয়তানী কাজ ;[২২০৫] নিশ্চয় সে মো'মোনের শত্রু এবং স্পষ্ট বিভ্রান্তকারী ।'

قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿١٧﴾

১৭ । সে বলিল, 'হে আমার প্রভু ! আমি নিশ্চয় নিজের প্রাণের প্রতি যুলুম করিয়াছি;[২২০৬] তুমি আমাকে ক্ষমা কর ।' সুতরাং তিনি তাহাকে ক্ষমা করিলেন; নিশ্চয় তিনি অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময় ।

قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِّلْمُجْرِمِينَ ﴿١٨﴾

১৮ । সে বলিল, 'হে আমার প্রভু ! যেহেতু তুমি আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছ, অতএব আমি ভবিষ্যতে কখনও অন্যায়কারীগণের সাহায্য করিব না ।'[২২০৭]

২২০৪ । অত্যন্ত সাধু প্রকৃতি বশতঃ এবং অতি উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত হওয়ায় হযরত মূসা (আঃ) সর্বদা দুর্বল এবং অত্যাচারিতদের সাহায্যে প্রস্তুত থাকিতেন। এমতাবস্থায় একজন তাঁহার সাহায্য কামনা করিলে মূসা (আঃ) তাহাকে রক্ষা করিতে তৎক্ষণাৎ অগ্রসর হইয়াছিলেন ।

২২০৫ । আরবী ভাষার বাগ্‌ধারা অনুযায়ী 'ইহা শয়তানের ক্রিয়া' উক্তির অর্থ এই যে, এক মন্দ ব্যাপার ঘটিয়াছে। হযরত মূসা বলিতেছেন যে, শয়তান এক মিশরবাসী এবং একজন ইহুদীর মধ্যে সংঘর্ষ বাধাইয়াছিল এবং আমি অত্যাচারিত ইহুদীর সাহায্যার্থে আসিয়াছিলাম, যাহার ফলে একটি অনুচিত ঘটনা ঘটিয়া গেল অর্থাৎ এক ব্যক্তির মৃত্যু ঘটিল । অথবা হইতে পারে এই উক্তি মিশরবাসীকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছিল এই অর্থে যে, 'ইহা তোমার শয়তানী কর্মের ফল' অর্থাৎ 'তোমার মৃত্যু তোমার আপন দুষ্কর্ম ও পাপের পরিণাম ।' ঘটনাটি এই ছিল যে, হযরত মূসা (আঃ) কোন মারাত্মক অস্ত্র ব্যবহার করেন নাই এবং মিশরীয়কে শুধু প্রতিহত করিয়াছিলেন বা তাহাকে মুষ্ঠাঘাত করিয়াছিলেন । ইহাই প্রমাণ করে যে, শেষোক্ত ব্যক্তির মৃত্যু এক অপ্রত্যাশিত দুর্ঘটনা ছিল । স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হয় যে, তাহাকে হত্যা করার কোন উদ্দেশ্য হযরত মূসা (আঃ)-এর ছিল না । পবিত্র কুরআন মিশরীয় লোকটির দুষ্কর্মের উল্লেখ করে নাই তবে এই আয়াতে মূসা (আঃ)-এর কথার মধ্যে উহার ইঙ্গিত রহিয়াছে । এক ইসরাঈলী স্ত্রীলোককে মিশরীয় লোকটি জবরদস্তি তাহার সঙ্গে ব্যভিচারে বাধ্য করার কথা বর্ণিত আছে । বাহ্যতঃ ইহাই আয়াতে উল্লেখিত কলহের সূত্রপাত এবং পরিশেষে হযরত মূসা (আঃ)-এর হস্তক্ষেপ এবং মিশরবাসী ব্যক্তিটির মৃত্যু ঘটে (যিউ এনসাইক, 'মোজেস' অধ্যায়)।

২২০৬ । 'যালামাহু' অর্থ সে তাহার উপর গুরু ভার চাপাইয়াছিল যাহা বহনে সে অক্ষম ছিল, সে নিজেকে বিপদের সম্মুখীন করিয়াছিল (লেইন এবং মুফরাদাত)। হযরত মূসা (আঃ) উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, বেচারা ইহুদীকে সাহায্য করিতে চেষ্টা করিয়া মিশরীয় লোকটিকে মারিয়া ফেলিয়াছিলেন এবং ইহার ফলে নিজেকে কঠিন বিপদের সম্মুখীন করিয়াছিলেন এবং নিজের উপরে এমন বোঝা চাপাইয়া দিয়াছিলেন যাহা বহন করিতে তিনি বাহ্যতঃ অক্ষম ছিলেন । অতএব হযরত মূসা (আঃ) আল্লাহ্‌তা'লার নিকট মন্দ পরিণতি হইতে (যাহা শাসক জাতির এক ব্যক্তিকে অনিচ্ছাকৃত হত্যার কারণে উদ্ভবের আশংকা ছিল) রক্ষা পাওয়ার জন্য দোয়া করিয়াছিলেন ।

২২০৭ । তফসীরাধীন আয়াতে হযরত মূসা (আঃ)-কে বলিতে দেখা যায়, 'হে আমার প্রভু ! তুমি আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছ, অতএব আমি সর্বদা অত্যাচারিতের সাহায্য করিব এবং আমি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে শপথ করি যে, কখনও যালেমদের পক্ষ সমর্থন করিব না । অথবা এরূপ বুঝাইতে পারে, 'হে আমার প্রভু ! যেহেতু সর্বদা তুমি আমার প্রতি দয়াশীল ও ক্ষমাশীল, আমি কিরূপে অত্যাচারীর সাহায্যকারী ও সমর্থনকারী

فَاَصْبَحَ فِي الْمَدِيْنَةِ خَآئِفًا يَّتَرَقَّبُ فَاِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهٗ بِالْاَمْسِ يَسْتَصْرِخُهٗ ؕ قَالَ لَهٗ مُوْسٰٓى اِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُّبِيْنٌ ﴿١٩﴾

১৯। অতঃপর সে ভীত অবস্থায় এদিক ওদিক তাকাইতে তাকাইতে প্রভাত বেলায় নগরীতে বাহির হইল, তখন সে দেখে যে, যেব্যক্তি গতকল্য তাহার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিল সে পুনরায় তাহাকে সাহায্যের জন্য চিৎকার করিয়া ডাকিতেছে। মূসা তাহাকে বলিল, 'নিশ্চয় তুমি একজন স্পষ্ট বিপথগামী ব্যক্তি।'[২২০৮]

فَلَمَّآ اَنْ اَرَادَ اَنْ يَّبْطِشَ بِالَّذِيْ هُوَ عَدُوٌّ لَّهُمَا ۙ قَالَ يٰمُوْسٰٓى اَتُرِيْدُ اَنْ تَقْتُلَنِيْ كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًۢا بِالْاَمْسِ ۚ اِنْ تُرِيْدُ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ جَبَّارًا فِي الْاَرْضِ وَمَا تُرِيْدُ اَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْمُصْلِحِيْنَ ﴿٢٠﴾

২০। অতঃপর যখন মূসা মনস্থ করিল যে, সে ঐ ব্যক্তিকে ধরিবে যে তাহাদের উভয়ের শত্রু;[২২০৯] তখন সে বলিল, 'হে মূসা! তুমি গতকল্য যেভাবে এক ব্যক্তিকে হত্যা করিয়াছ সেইভাবে কি আমাকেও হত্যা করিতে চাহিতেছ? তুমি তো দেশে কেবল অত্যাচারী হইতে চাহিতেছ, এবং মোটেই শান্তি স্থাপনকারীদের অন্তর্গত হইতে চাহ না।'

وَجَآءَ رَجُلٌ مِّنْ اَقْصَا الْمَدِيْنَةِ يَسْعٰى ۖ قَالَ يٰمُوْسٰٓى اِنَّ الْمَلَاَ يَاْتَمِرُوْنَ بِكَ لِيَقْتُلُوْكَ فَاخْرُجْ اِنِّيْ لَكَ مِنَ النّٰصِحِيْنَ ﴿٢١﴾

২১। এমন সময় নগরীর দূর প্রান্ত হইতে এক ব্যক্তি ছুটিয়া আসিল এবং বলিল, 'হে মূসা! (রাজ্যের) নেতৃবৃন্দ তোমাকে হত্যা করিবার জন্য পরামর্শ করিতেছে। সুতরাং তুমি বাহিরে চলিয়া যাও, বিশ্বাস করিও, আমি তোমার হিতাকাঙ্খীদের অন্তর্গত।'

فَخَرَجَ مِنْهَا خَآئِفًا يَّتَرَقَّبُ ۚ قَالَ رَبِّ نَجِّنِيْ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٢٢﴾ ع ٢ [٨] ٩

২২। তখন সে ভীত অবস্থায় সতর্কতা অবলম্বনপূর্বক সেখান হইতে বাহির হইয়া গেল, এবং বলিল, 'হে আমার প্রভু! তুমি আমাকে অত্যাচারী জাতি হইতে রক্ষা কর।'

وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَآءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسٰى رَبِّيْٓ اَنْ يَّهْدِيَنِيْ سَوَآءَ السَّبِيْلِ ﴿٢٣﴾

২৩। এবং যখন সে মিদিয়ান অভিমুখে রওয়ানা হইল, 'তখন বলিল, আমি আশা করি, আমার প্রভু আমাকে সঠিক পথ দেখাইবেন।'

وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ اُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُوْنَ ۖ وَوَجَدَ مِنْ دُوْنِهِمُ امْرَاَتَيْنِ تَذُوْدٰنِ ۚ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا ؕ

২৪। এবং যখন সে মিদিয়ান শহরের পানির (কূপের) নিকট আসিল তখন একদল লোককে সেখানে দেখিতে পাইল যে, তাহারা (তাহাদের পশুপালকে) পানি পান করাইতেছে। এবং তাহাদের নিকট কিছু দূরে দুইজন রমণীকে দেখিতে পাইল, যাহারা তাহাদের পশু-পালকে (ভীড় হইতে) সরাইতে ছিল। সে

হইতে পারি?'

২২০৮। মনে হয় হযরত মূসা (আঃ)-কে যে ইহুদী লোকটি সাহায্যের জন্য আহ্বান করিয়াছিল তাহাকে তিনি তিরস্কার করিয়াছিলেন এই বলিয়া, 'তুমি এক নির্বোধ লোক এবং তোমার কাজের পরিণতি উপলব্ধি করিতে না পারিয়া তুমি সরাসরি ঝঞ্ঝাটে জড়াও।' কথাগুলি দ্বারা এই অর্থ বুঝায় না যে, হযরত মূসা (আঃ) লোকটিকে দোষী ভাবিয়াছিলেন, যে ভুল ধারণাটি সাধারণতঃ করা হইয়া থাকে।

২২০৯। 'উভয়ের শত্রু' কথাগুলিতে প্রতিফলিত হয় যে, উল্লিখিত লোকটি মিশরবাসী ছিল। কিন্তু যদি সে একজন ইহুদী হইত, যেমনটি বাইবেল বলে, তাহা হইলে মিশরীয় লোকটির সহিত নিশ্চয়ই তাহার যোগ-সাজস ছিল এবং কর্তৃপক্ষের নিকট পূর্বদিনের ঘটনাটি নিশ্চয়ই বলিয়া দিয়াছিল এবং এইরূপে সেই সাহায্যপ্রার্থী মূসা (আঃ) এবং ঈসরাঈল জাতি উভয়ের শত্রু হইয়াছিল।

قَالَتَا لَا نَسْقِيْ حَتّٰى يُصْدِرَ الرِّعَآءُ ۖ وَاَبُوْنَا شَيْخٌ كَبِيْرٌ ﴿٢٤﴾

বলিল, 'তোমাদের কি ব্যাপার ?'[২২০৯-ক] তাহারা বলিল, 'রাখালগণ যতক্ষণ পর্যন্ত চলিয়া না যায় ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা পানি পান করাইতে পারি না; এবং আমাদের পিতা অতি বৃদ্ধ ।'

فَسَقٰى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلّٰٓى اِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ اِنِّيْ لِمَآ اَنْزَلْتَ اِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيْرٌ ﴿٢٥﴾

২৫। অনন্তর সে তাহাদের সাহায্যার্থে (তাহাদের পশুগুলিকে) পানি পান করাইল । অতঃপর এক ছায়ার নীচে চলিয়া গেল এবং বলিল, 'হে আমার প্রভু ! তুমি যে কোন কল্যাণ আমার প্রতি নাযেল কর আমি অবশ্যই উহার ভিখারী ।'

فَجَآءَتْهُ اِحْدٰىهُمَا تَمْشِيْ عَلَى اسْتِحْيَآءٍ ۖ قَالَتْ اِنَّ اَبِيْ يَدْعُوْكَ لِيَجْزِيَكَ اَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا ۭ فَلَمَّا جَآءَهٗ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ ۙ قَالَ لَا تَخَفْ ۡ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٢٥﴾

২৬। তখন রমণীদ্বয়ের একজন লজ্জাজড়িত পদক্ষেপে তাহার নিকট আসিল । সে বলিল, 'আমার পিতা তোমাকে ডাকিতেছেন, তুমি যে আমাদের জন্য (পশুপালকে) পানি পান করাইয়াছ তিনি যেন তোমাকে উহার বিনিময় দান করেন ।' অতঃপর যখন সে তাহার নিকট পৌঁছিল এবং সমস্ত বৃত্তান্ত তাহার সম্মুখে বর্ণনা করিল, তখন সে বলিল, 'তুমি কোন ভয় করিও না, যালেম জাতির কবল হইতে তুমি রক্ষা পাইয়াছ ।'[২২১০]

قَالَتْ اِحْدٰىهُمَا يٰٓاَبَتِ اسْتَاْجِرْهُ ۡ اِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَاْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْاَمِيْنُ ﴿٢٦﴾

২৭। রমণীদ্বয়ের একজন বলিল, 'হে আমার পিতা ! তুমি তাহাকে কাজের জন্য রাখিয়া লও, কারণ তুমি যাহাকে কাজের জন্য রাখিবে সে-ই উত্তম হইবে যে শক্তিশালী , বিশ্বস্ত।'

قَالَ اِنِّيْٓ اُرِيْدُ اَنْ اُنْكِحَكَ اِحْدَى ابْنَتَيَّ هٰتَيْنِ عَلٰٓى اَنْ تَاْجُرَنِيْ ثَمٰنِيَ حِجَجٍ ۚ فَاِنْ اَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ۚ وَمَآ اُرِيْدُ اَنْ اَشُقَّ عَلَيْكَ ۭ سَتَجِدُنِيْٓ اِنْ شَاۗءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٢٧﴾

২৮। তখন সে বলিল, 'আমি আমার এই কণ্যাদ্বয়ের একজনকে তোমার সহিত এই শর্তে বিবাহ দিতে চাই যে, তুমি আট বৎসর যাবৎ আমার কাজ করিবে । আর যদি তুমি দশ বৎসর পূর্ণ কর, তাহা হইলে উহা তোমার তরফ হইতে (অনুগ্রহ) হইবে ।[২২১১] তবে আমি তোমাকে কোন কষ্ট দিতে চাই না; আল্লাহ্ চাহিলে তুমি আমাকে সদাচারীদের মধ্যে পাইবে ।'

২২০৯-ক । তোমাদের কি অসুবিধা; অথবা তোমাদের কি হইয়াছে ?

২২১০ । 'যালেম জাতির কবল হইতে তুমি রক্ষা পাইয়াছ' এই উক্তি প্রমাণ করে যে, মূসা (আঃ)-এর বক্তব্য শুনিয়া ন্যায়পরায়ণ বৃদ্ধ লোকটির দৃঢ় প্রত্যয় জন্মিয়াছিল যে, হযরত মূসা (আঃ) হত্যাকারী ছিলেন না এবং মিশরবাসী লোকটির মৃত্যু এক আকস্মিক ঘটনা মাত্র । বরং সেই বৃদ্ধ মিশরবাসী লোকদিগকে এক অসৎ জাতিরূপে আখ্যায়িত করিয়াছিলেন এবং প্রকাশ্যে দোষারোপ করিয়াছিলেন ।

২২১১ । এই আয়াত হইতে উদ্ভূত সিদ্ধান্ত সাধারণতঃ যাহা বিবেচিত হওয়া উচিৎ ইহার গঠন প্রণালী উহা সমর্থন করে না অর্থাৎ শো'আয়ব বা জেথ্রো তাঁহার কন্যাদের মধ্য হইতে একজনকে হযরত মূসা (আঃ)-এর সঙ্গে আট বা দশ বৎসরের কাজের বিনিময়ে বিবাহ দিতে রাজি হইয়াছিলেন । আসল ব্যাপারটি অবস্থাদৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, শো'আয়ব অধিক বৃদ্ধ হইয়া যাওয়ায় তাঁহার পশুপাল রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একজন সৎলোকের প্রয়োজন ছিল এবং হযরত মূসা (আঃ)-এর মধ্যে প্রয়োজনীয় গুণাবলী থাকায় তাঁহাকে তিনি (শো'আয়ব) তাঁহার কন্যার পরামর্শমতে কাজে নিয়োজিত করিয়াছিলেন । চাকুরীর মেয়াদ আট অথবা দশ বৎসর মানিয়া লওয়া হইয়াছিল । শো'আয়ব

قَالَ ذٰلِكَ بَيْنِيْ وَبَيْنَكَ ؕ اَيَّمَا الْاَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى مَا نَقُوْلُ وَكِيْلٌ ﴿٢٩﴾

২৯। সে বলিল, 'আপনার ও আমার মধ্যে এই (চুক্তি) হইল। এই দুই মিয়াদের মধ্যে যে কোনটি আমি পূর্ণ করি তাহাতে আমার প্রতি অন্যায় হইবে না; আমরা যাহা কিছু বলিতেছি আল্লাহ্ উহার উপর সাক্ষী।'

৩ [৭] ৬

فَلَمَّا قَضٰى مُوْسَى الْاَجَلَ وَسَارَ بِاَهْلِهٖۤ اٰنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّوْرِ نَارًا ۚ قَالَ لِاَهْلِهِ امْكُثُوْۤا اِنِّيْۤ اٰنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّيْۤ اٰتِيْكُمْ مِّنْهَا بِخَبَرٍ اَوْ جَذْوَةٍ مِّنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُوْنَ ﴿٣٠﴾

৩০। অতঃপর যখন মূসা নির্দিষ্ট মিয়াদ পূর্ণ করিল এবং স্বীয় পরিবারবর্গকে লইয়া যাত্রা করিল, তখন সে তূর পর্বতের দিকে এক আগুন দেখিল। সে তাহার পরিবারকে বলিল, 'তোমরা এখানে অবস্থান কর,[২২১২] আমি এক আগুন দেখিয়াছি; হয়তো আমি সেখান হইতে তোমাদের জন্য কোন জরুরী সংবাদ আনিব অথবা আগুনের জ্বলন্ত অঙ্গার আনিব যেন তোমরা আগুন পোহাইতে পার।'

فَلَمَّاۤ اَتٰىهَا نُوْدِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْاَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبٰرَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ اَنْ يّٰمُوْسٰۤى اِنِّيْۤ اَنَا اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٣١﴾

৩১। অতঃপর যখন সে উহার নিকট পৌঁছিল, তখন বরকতপূর্ণ ভূখণ্ডে অবস্থিত ডানদিকের (বরকতপূর্ণ) উপত্যকার[২২১৩] প্রান্ত দেশ হইতে, এক বৃক্ষের নিকট হইতে তাহাকে ডাকিয়া বলা হইলঃ 'হে মূসা! নিশ্চয় আমি আল্লাহ্ সমগ্র জগতের প্রতিপালক;

وَاَنْ اَلْقِ عَصَاكَ ؕ فَلَمَّا رَاٰهَا تَهْتَزُّ كَاَنَّهَا جَآنٌّ وَّلّٰى مُدْبِرًا وَّلَمْ يُعَقِّبْ ؕ يٰمُوْسٰۤى اَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ ۫ اِنَّكَ مِنَ الْاٰمِنِيْنَ ﴿٣٢﴾

৩২। এবং (আরও বলা হইল) যে, তুমি তোমার লাঠি নিক্ষেপ কর।' অতঃপর যখন সে উহাকে একটি সাপের ন্যায় নড়াচড়া করিতে দেখিল, তখন সে পিঠ ফিরাইয়া পশ্চাদগমন করিল এবং ফিরিয়া তাকাইল না। (তাহাকে বলা হইল) 'হে মূসা! তুমি সম্মুখে অগ্রসর হও, ভয় করিও না, তুমি নিশ্চয় নিরাপদ লোকদের অন্তর্গত,

---

আল্লাহ্ওয়ালা (ধার্মিক) লোক ছিলেন, হয়তঃ তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন অথবা ইলহাম দ্বারা আল্লাহ্তা'লা তাঁহাকে জ্ঞাত করিয়াছিলেন যে, হযরত মূসা (আঃ)-এর জন্য এক বিরাট ভবিষ্যৎ রহিয়াছে। অতএব তিনি তাঁহার কন্যাদের মধ্যে একজনকে হযরত মূসা (আঃ)-এর সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাব দিয়াছিলেন এবং ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, তাঁহার জামাতা কিছুকাল তাঁহার সঙ্গে বাস করিবে এবং সৎসংসর্গে উপকৃত হইবে। এই উদ্দেশ্যে বিবাহের একটি শর্ত এইরূপ আরোপ করিয়াছিলেন যে, মূসা (আঃ)-কে তাঁহার (শো'আয়াব) সঙ্গে আট অথবা দশ বৎসর বসবাস করিতে হইবে। সুতরাং ইহা সঠিক নহে যে, শো'আয়ব তাঁহার কন্যাকে আট অথবা দশ বৎসরের কাজের বিনিময়ে হযরত মূসা (আঃ)-এর সঙ্গে বিবাহ দিতে চাহিয়াছিলেন। শো'আয়বের নিকট হইতে হযরত মূসা (আঃ) কাজের পারিশ্রমিক যাহাই পাইয়া থাকুন না কেন উহার সহিত বিবাহ প্রস্তাবের কোনই সম্পর্ক ছিল না।

২২১২। গভীর ধ্যান এবং আল্লাহ্তা'লার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করার জন্য নিঃসঙ্গতা ও নির্জনতা অত্যাবশ্যক। হযরত মূসা (আঃ) তাঁহার পরিবার হইতে,প্রকৃতপক্ষে সকল পার্থিব সংযোগ হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিতে চাহিয়াছিলেন, এই প্রত্যাশায় যে, তিনি ঐশী সম্ভাষণে অনুগৃহীত হইতে পারেন।

২২১৩। কার্যতঃ যখন হযরত মূসা (আঃ)'আশীর্বাদপূর্ণ আধ্যাত্মিক উপত্যকার'কিনারায় ছিলেন, তদ্দিপরীতে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) উহাতে প্রবেশ করিয়াছিলেন (৫৩ঃ১৪, ১৫)। হযরত মূসা (আঃ) আল্লাহ্তা'লার নৈকট্য লাভে সেই উচ্চ মার্গে পৌঁছিতে পারেন নাই, যাহা হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর জন্য সংরক্ষিত ছিল।

اُسْلُكْ يَدَكَ فِيْ جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوْٓءٍ ۖ وَّاضْمُمْ اِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذٰنِكَ بُرْهَانٰنِ مِنْ رَّبِّكَ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَا۟ئِهٖ ۭ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فٰسِقِيْنَ ۝٣٢

৩৩। এবং তুমি তোমার হাত নিজ বগলে প্রবেশ করাও উহা শুভ্র, নির্দোষ হইয়া বাহির হইবে এবং ভয় উপশম করার জন্য স্বীয় বাহুকে নিজের দিকে (টানিয়া) মিলাও। এই দুইটি দলীল তোমার প্রভুর নিকট হইতে ফেরাউন ও তাহার সভাসদগণের প্রতি প্রেরিত হইল, নিশ্চয় তাহারা এক দুষ্কৃতকারী অবাধ্য জাতি।'

قَالَ رَبِّ اِنِّىْ قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَاَخَافُ اَنْ يَّقْتُلُوْنِ ۝٣٣

৩৪। সে বলিল,'হে আমার প্রভু! নিশ্চয় আমি তাহাদের এক ব্যক্তিকে হত্যা করিয়াছিলাম;[২২১৪] অতএব আমার আশংকা হয় যে, তাহারা আমাকে হত্যা করিবে;

وَاَخِىْ هٰرُوْنُ هُوَ اَفْصَحُ مِنِّىْ لِسَانًا فَاَرْسِلْهُ مَعِىَ رِدْاً يُّصَدِّقُنِىْٓ ۖ اِنِّىْٓ اَخَافُ اَنْ يُّكَذِّبُوْنِ ۝٣٤

৩৫। এবং আমার ভাই হারূন আমা অপেক্ষা অধিক বাকপটু; অতএব তাহাকে আমার সাহায্যকারীরূপে[২২১৫] আমার সহিত পাঠাও যেন সে আমার সত্যতার সাক্ষ্য দেয়। আমি অবশ্যই ভয় করিতেছি যে, তাহারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিবে।'

قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِاَخِيْكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطٰنًا فَلَا يَصِلُوْنَ اِلَيْكُمَا ۚ بِاٰيٰتِنَآ ۚ اَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغٰلِبُوْنَ ۝٣٥

৩৬। তিনি বলিলেন, 'নিশ্চয় আমরা তোমার ভাইয়ের দ্বারা তোমার বাহুকে[২২১৬] শক্তিশালী করিব এবং তোমাদের উভয়ের জন্য বিজয়ের উপকরণ সৃষ্টি করিব; ফলে তাহারা তোমাদের নিকট পৌঁছিতে পারিবে না। তোমরা উভয়ে এবং যাহারা তোমাদের অনুসরণ করিবে তাহারা আমাদের নিদর্শনসমূহ দ্বারা অবশ্যই বিজয়ী হইবে।'

فَلَمَّا جَآءَهُمْ مُّوْسٰى بِاٰيٰتِنَا بَيِّنٰتٍ قَالُوْا مَا هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ مُّفْتَرًى ۖ وَّمَا سَمِعْنَا بِهٰذَا فِىْٓ اٰبَآئِنَا الْاَوَّلِيْنَ ۝٣٦

৩৭। অতএব, যখন মূসা আমাদের সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ তাহাদের নিকট আগমন করিল, তখন তাহারা বলিল, 'ইহা পরিষ্কার যাদু ব্যতীত আর কিছুই নহে যাহা মিথ্যারূপে বানানো হইয়াছে; এবং আমরা আমাদের পিতৃপুরুষগণের নিকট এই সব কথা কখনও শুনি নাই।'

২২১৪। হযরত মূসা (আঃ) তাঁহার দ্বারা আকস্মিকভাবে একটি লোকের নিহত হওয়ার প্রকৃত ঘটনা পরোক্ষভাবে উল্লেখ করিয়াছেন, এমন নহে যে, তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে তাহাকে হত্যা করার অভিযোগে নিজেকে দোষী সাব্যস্ত করিয়াছিলেন।

২২১৫। 'রিদ' অর্থ আলম্ব বা এমন অবলম্বন যদ্দারা দেওয়াল শক্তিশালী করা হয়;এমন কিছু যদ্দারা কেহ সাহায্য বা সহযোগিতা প্রাপ্ত হয়; সাহায্যকারী বা সহযোগিতাকারী ব্যক্তি। আরবগণ বলে, 'ফুলানুন রিদ্উ ফুলানিন,' অর্থাৎ অমুক ব্যক্তি অমুকের সাহায্যকারী (লেইন)।

২২১৬। 'আযুদা' অর্থ বাহুর উপরিভাগ বা বাহুর উপরের অর্ধাংশ; সাহায্যকারী বা সহযোগিতাকারী ব্যক্তি (লেইন)।

وَقَالَ مُوْسٰى رَبِّيْٓ اَعْلَمُ بِمَنْ جَآءَ بِالْهُدٰى مِنْ عِنْدِهٖ وَمَنْ تَكُوْنُ لَهٗ عَاقِبَةُ الدَّارِ ؕ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿۳۷﴾

৩৮। তখন মূসা বলিল, 'আমার প্রভু তাহাকে সর্বাধিক উত্তম জানেন যে তাঁহার নিকট হইতে হেদায়াত লইয়া আসিয়াছে এবং তাহাকেও (জানেন) যাহার শেষ গৃহের পরিণাম সুন্দর ও শুভ হইবে। মোট কথা, যালেমগণ কখনও সফলকাম হইবে না।'

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يٰٓاَيُّهَا الْمَلَاُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرِيْ ۚ فَاَوْقِدْ لِيْ يٰهَامٰنُ عَلَى الطِّيْنِ فَاجْعَلْ لِّيْ صَرْحًا لَّعَلِّيْٓ اَطَّلِعُ اِلٰٓى اِلٰهِ مُوْسٰى ۙ وَاِنِّيْ لَاَظُنُّهٗ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ﴿۳۸﴾

৩৯। ফেরাউন বলিল, 'হে প্রধানগণ! আমি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন মা'বূদ আছে বলিয়া আমি জানি না, অতএব হে হামান! তুমি আমার জন্য কাদামাটির উপর আগুন জ্বালাও (ইট প্রস্তুতকর) এবং আমার জন্য একটি সুউচ্চ অট্টালিকা নির্মাণ কর, যেন আমি উহাতে (চড়িয়া) মূসার মা'বূদকে[২২১৭] উঁকি মারিয়া দেখিতে পারি; কারণ আমি মনে করি যে, সে মিথ্যাবাদীদের অন্তর্গত।'

وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُوْدُهٗ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ اِلَيْنَا لَا يُرْجَعُوْنَ ﴿۳۹﴾

৪০। বস্তুতঃ সে এবং তাহার সেনাদল দেশে অন্যায়ভাবে অহংকার করিল এবং ধারণা করিল যে, তাহাদিগকে আমাদের নিকট ফিরাইয়া আনা হইবে না।

فَاَخَذْنٰهُ وَجُنُوْدَهٗ فَنَبَذْنٰهُمْ فِي الْيَمِّ ۚ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظّٰلِمِيْنَ ﴿۴۰﴾

৪১। অতএব আমরা তাহাকে ও তাহার সেনাদলকে ধৃত করিলাম এবং তাহাদিগকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করিলাম; অতএব দেখ, যালেমদের পরিণাম কিরূপ হইয়াছিল!

وَجَعَلْنٰهُمْ اَئِمَّةً يَّدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ ۚ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ لَا يُنْصَرُوْنَ ﴿۴۱﴾

৪২। এবং আমরা তাহাদিগকে অগ্রনায়ক করিয়াছিলাম যাহারা (লোকদিগকে) আগুনের দিকে আহ্বান করিত; কিয়ামতের দিন তাহাদের কোন সাহায্য করা হইবে না।

وَاَتْبَعْنٰهُمْ فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً ۚ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ هُمْ مِّنَ الْمَقْبُوْحِيْنَ ﴿۴۲﴾ ع ۸ [১৪] ৭

৪৩। এবং এই দুনিয়াতেও আমরা তাহাদের পশ্চাতে অভিসম্পাত লাগাইয়া দিয়াছি এবং কিয়ামতের দিনেও তাহারা দুর্দশাগ্রস্ত লোকদের অন্তর্ভুক্ত হইবে।[২২১৭-ক]

২২১৭। আয়াতটির দুইটি ব্যাখ্যা হয়ঃ (১) ইসরাঈলীগণ ইহার আগেই মৃৎপাত্র, চুনাপাথর, ইট প্রভৃতির ভাঁটিতে দিনমজুরের কাজ করিতেছিল। তাহাদের এই অসম্মানজনক অবস্থার প্রতি পরোক্ষ উল্লেখপূর্বক ফেরাউন বোধ হয় উপহাস করিয়া হামানকে বলিয়াছিল, 'এই লোকগুলির হাতে মনে হয় করার মত যথেষ্ট কাজ নাই। পর্যাপ্ত অবসর পাওয়ার কারণে তাহারা নবুওয়াতের স্বপ্ন দেখিতে শুরু করিয়াছে। তাহাদিগকে অবশ্যই কঠোর পরিশ্রমের কাজে লাগাইতে হইবে, তখন তাহাদের হুঁশ হইবে এবং খোদা ও নবুওয়াত সম্বন্ধে অলীক মোহ পরিত্যাগ করিবে'; (২) মিশরবাসীরা জ্যোতির্বিদ্যায় খুবই সুপণ্ডিত ছিল। তাহারা নক্ষত্রসমূহের গতিবিধি লক্ষ্য করিবার জন্য উঁচু মানমন্দির নির্মাণ করিয়াছিল। সেই কারণে ফেরাউন বিদ্রূপাত্মক ভাবে হামানকে তাহার জন্য এক অত্যুচ্চ মানমন্দির নির্মাণ করিতে বলিয়াছিল, যেখান হইতে সে মূসা (আঃ)-এর খোদাকে এক নজর দেখিতে পারিবে।

২২১৭-ক। 'মাক্বূহ্' অর্থ শুভ বা ভাল হইতে বঞ্চিত বা বিতাড়িত; ভাল কিছু হইতে কুকুরের মত বিতাড়িত হওয়া; জঘন্যরূপে অংকিত (লেইন)।

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ مِنْۢ بَعْدِ مَآ اَهْلَكْنَا الْقُرُوْنَ الْاُوْلٰى بَصَآئِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَّرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ﴿٤٤﴾

৪৪। এবং আমরা পূর্ববর্তী জাতিগণকে ধ্বংস করার পর মূসাকে কিতাব দিয়াছিলাম যাহা লোকদের জন্য অন্তর্দৃষ্টি, হেদায়াত এবং রহমতের কারণ ছিল যেন তাহারা উপদেশ গ্রহণ করে।

وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ اِذْ قَضَيْنَآ اِلٰى مُوْسَى الْاَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشّٰهِدِيْنَ ﴿٤٥﴾

৪৫। এবং তুমি (তূর পর্বতের) পশ্চিম পার্শ্বে উপস্থিত ছিলে না, যখন আমরা মূসাকে (নবুওয়াতের) দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছিলাম এবং তুমি তখন সাক্ষীদের অন্তর্ভুক্তও ছিলে না।[২২১৮]

وَلٰكِنَّآ اَنْشَاْنَا قُرُوْنًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ ۚ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِيْٓ اَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِنَا ۙ وَلٰكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِيْنَ ﴿٤٦﴾

৪৬। কিন্তু আমরা বহু জাতিকে সৃষ্টি করিয়াছিলাম, অতঃপর তাহাদের উপর (তাহাদের) জীবন দীর্ঘ হইয়া গেল।[২২১৯] এবং তুমি মিদিয়ানবাসীদের মধ্যেও[২২১৯-ক] কোন কালে অবস্থানকারী ছিলে না যে, তুমি তাহাদের নিকট আমাদের নিদর্শনসমূহ পাঠ করিয়া শুনাইতে; কিন্তু আমরাই রসূল প্রেরণকারী।

وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّوْرِ اِذْ نَادَيْنَا وَلٰكِنْ رَّحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّآ اَتٰىهُمْ مِّنْ نَّذِيْرٍ مِّنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ﴿٤٧﴾

৪৭। এবং তুমি তখনও তূর পর্বতের পার্শ্বে উপস্থিত ছিলে না যখন আমরা (মূসাকে) ডাকিয়াছিলাম (এবং তাহার উপর তোমার আগমন সম্পর্কে ওহী[২২২০] অবতীর্ণ করিয়াছিলাম); বস্তুতঃ এই সব কিছু তোমার প্রভুর তরফ হইতে রহমতস্বরূপ, যেন তুমি সেই জাতিকে সতর্ক করিয়া দাও যাহাদের নিকট তোমার পূর্বে কোন সতর্ককারী আসে নাই, যেন তাহারা উপদেশ গ্রহণ করিতে পারে।

২২১৮। এই আয়াতের অভিপ্রায় এই যে, হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর আবির্ভাব সম্বন্ধে হযরত মূসা (আঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী (দ্বিতীয় বিবরণ-১৮ঃ১৮) এত বিস্তারিত এবং সুস্পষ্টভাবে পূর্ণ হইয়াছে যেন তিনি ব্যক্তিগতভাবে মূসা (আঃ)-এর সঙ্গে ভবিষ্যদ্বাণী করার সময় উপস্থিত ছিলেন।

২২১৯। শত শত বৎসর পার হইয়া গেল, হযরত মূসা (আঃ)-এর পরবর্তীকালে নবীগণের এক সুদীর্ঘ শ্রেণীর আবির্ভাব ঘটিল এবং তাঁহারা নিজ নিজ বাণী প্রচার করিয়া গেলেন, কিন্তু দ্বিতীয় বিবরণ ১৮ঃ১৮ শ্লোকে উল্লিখিত (যাঁহার সম্বন্ধে হযরত মূসা (আঃ) ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন) 'মূসার মত নবী' হওয়ার দাবী ঐ সকল নবীগণের মধ্যে কেহই করিলেন না। পবিত্র কুরআন নাযেল হইয়া দাবী উপস্থাপন করিল যে, হযরত মূসা (আঃ)-এর মহান ভবিষ্যদ্বাণীটি মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর মধ্যে পূর্ণ হইয়াছে (৭৩ঃ১৬)। সুতরাং ভবিষ্যদ্বাণীটি প্রামাণ্যরূপে ঐশী-ভিত্তিকই ছিল এবং উহা মূসা (আঃ)-এর বহু শতাব্দী পরে আবির্ভূত নবী করীম (সাঃ) কর্তৃক তাঁহার মুখে প্রক্ষিপ্ত হইতে পারে না। হযরত মূসা (আঃ)-এর জাতির লোকেরা কালের ব্যবধানে পবিত্র নবী করীম (সাঃ) সম্পর্কে অন্যান্য ভবিষ্যদ্বাণীসহ উক্ত ভবিষ্যদ্বাণীটিও প্রায় ভুলিয়া গিয়াছিল।

২২১৯-ক। এই কথাগুলি হযরত মূসা (আঃ)-এর সহিত হযরত রসূল করীম (সাঃ)-এর লক্ষ্যণীয় সাদৃশ্যের প্রতি নির্দেশ করে। হযরত মূসা (আঃ) যেমন মিদিয়ানে অপরিচিত লোকের মধ্যে দশ বৎসর বাস করিবার পর তাঁহার জাতির নির্যাতিত লোকদিগকে ফেরাউনের দাসত্ব বন্ধন হইতে মুক্ত করার জন্য দাবী উত্থাপন করিতে মিশরে ফিরিয়া গিয়াছিলেন, সেইরূপ আঁ-হযরত (সাঃ) মদীনায় দশ বছর বাস করিয়াছিলেন এবং তৎপর বিজয় অভিযানে মক্কায় প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন।

২২২০। এই আয়াতের অন্তর্নিহিত অর্থ এই যে, নবীকরীম (সাঃ)-এর পক্ষে ইহা সম্ভব ছিল না যে, প্রথমে তাঁহার সম্পর্কে মূসা (আঃ) কর্তৃক ভবিষ্যদ্বাণী করা (দ্বিতীয় বিবরণ-১৮ঃ১৮) এবং পরে এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করিতে তিনি আবির্ভূত হইয়াছেন বলিয়া দাবী করা।

وَلَوْلَآ اَنْ تُصِيْبَهُمْ مُّصِيْبَةٌۢ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ فَيَقُوْلُوْا رَبَّنَا لَوْلَآ اَرْسَلْتَ اِلَيْنَا رَسُوْلًا فَنَتَّبِعَ اٰيٰتِكَ وَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٤٧﴾

৪৮। এবং যদি এইরূপ না হইত যে, তাহাদের কৃত-কর্মের ফলে তাহাদের উপর কোন বিপদ আসিলে তাহারা বলিবে, 'হে আমাদের প্রভু ! কেন তুমি আমাদের নিকট কোন রসূল পাঠাও নাই, যাহাতে আমরা তোমার নিদর্শনসমূহের অনুসরণ করিতে পারিতাম এবং আমরা মো'মেনদের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারিতাম ?' (তাহা হইলে হয়তো আমরা তোমাকে রসূলরূপে কখনও পাঠাইতাম না)।

فَلَمَّا جَآءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوْا لَوْلَآ اُوْتِيَ مِثْلَ مَآ اُوْتِيَ مُوْسٰى ؕ اَوَلَمْ يَكْفُرُوْا بِمَآ اُوْتِيَ مُوْسٰى مِنْ قَبْلُ ۚ قَالُوْا سِحْرٰنِ تَظٰهَرَا ۫ وَقَالُوْٓا اِنَّا بِكُلٍّ كٰفِرُوْنَ ﴿٤٨﴾

৪৯। অতঃপর যখন তাহাদের নিকট আমাদের তরফ হইতে সত্য আসিল, তখন তাহারা বলিল, 'মূসাকে যেরূপ (শিক্ষা) দেওয়া হইয়াছিল সেরূপ (শিক্ষা) এই ব্যক্তি কে (মুহাম্মদ) কেন দেওয়া হইল না ?' ইতিপূর্বে কি তাহারা উহাকে অস্বীকার করে নাই যাহা মূসাকে প্রদান করা হইয়াছিল ? তাহারা বলিয়াছিল, 'এই দুইজন বড় যাদুকর, তাহারা একে অপরকে সাহায্য করে।' তাহারা আরও বলিয়াছিল, 'আমরা তাহাদের উভয়কে অস্বীকার করি।'

قُلْ فَاْتُوْا بِكِتٰبٍ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ هُوَ اَهْدٰى مِنْهُمَآ اَتَّبِعْهُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٤٩﴾

৫০। তুমি বল, 'যদি তোমরা সত্যবাদী হইয়া থাক, তাহা হইলে তোমরা আল্লাহ্‌র নিকট হইতে এমন এক কিতাব আন যাহা এতদুভয় (তাওরাত ও কুরআন) হইতে অধিকতর হেদায়াত সম্বলিত হইবে,[২২২১] যাহাতে আমি উহার অনুসরণ করিতে পারি।'

فَاِنْ لَّمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَكَ فَاعْلَمْ اَنَّمَا يَتَّبِعُوْنَ اَهْوَآءَهُمْ ؕ وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوٰىهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٥٠﴾ ع ٥ [٨] ٨

৫১। অতঃপর যদি তাহারা তোমাকে উত্তর না দেয়, তাহা হইলে জানিয়া রাখ, তাহারা কেবল নিজেদের বাসনার অনুসরণ করিতেছে। সেই ব্যক্তি অপেক্ষা অধিকতর বিপথগামী কে যে আল্লাহ্‌র হেদায়াতকে উপেক্ষা করিয়া নিজ বাসনার অনুসরণ করে ? বস্তুতঃ আল্লাহ্ যালেম জাতিকে কখনও হেদায়াত দেন না।

وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ﴿٥١﴾

৫২। এবং আমরা তাহাদের জন্য ক্রমাগত ওহী অবতীর্ণ করিয়াছি যেন তাহারা উপদেশ গ্রহণ করে।

اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِهٖ هُمْ بِهٖ يُؤْمِنُوْنَ ﴿٥٢﴾ ع

৫৩। যাহাদিগকে আমরা ইহার (কুরআনের) পূর্বে কিতাব[২২২২] দিয়াছিলাম তাহারা ইহার উপর ঈমান আনে।

২২২১। ঐশী কিতাবসমূহের মধ্যে কুরআন এবং তওরাতের উচ্চমার্গের পরোক্ষ উল্লেখ করিতেছে এই আয়াত। ঐশী গ্রন্থের মধ্যে কুরআন মজীদ পরোমৎকর্মতার মানে উৎকৃষ্টতম এবং তাওরাত কিতাব দ্বিতীয় স্থানে রহিয়াছে।

২২২২। 'আল্ কিতাব' বিশেষভাবে তওরাতের প্রতি অথবা প্রত্যেক ঐশী গ্রন্থের প্রতি নির্দেশ করতঃ এই আয়াত হয়ত এই অর্থ বুঝাইতে পারেঃ (১) যাহাদিগকে এই তওরাত কিতাবের সঠিক জ্ঞান দেওয়া হইয়াছে এবং যাহারা ইহার উপর চিন্তা ভাবনা করে, তাহারা নিশ্চয়ই

وَاِذَا يُتْلٰى عَلَيْهِمْ قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِهٖٓ اِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّنَآ اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهٖ مُسْلِمِيْنَ ۝٥٣

৫৪ । এবং যখন তাহাদের নিকট ইহা পাঠ করা হয় তখন তাহারা বলে, 'আমরা ইহার উপর ঈমান আনিলাম । ইহা আমাদের প্রভুর তরফ হইতে সুনিশ্চিত সত্য । আমরা ইহার পূর্বেই আত্মসমর্পণ করিয়াছিলাম ।'

اُولٰٓئِكَ يُؤْتَوْنَ اَجْرَهُمْ مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوْا وَيَدْرَءُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۝٥٤

৫৫ । এই সকল লোককে তাহাদের পুরস্কার দুই বার প্রদান করা হইবে—এই জন্য যে, তাহারা ধৈর্য ধারণ করে [২২২৩] এবং পুণ্যের দ্বারা পাপকে প্রতিহত করে এবং আমরা তাহাদিগকে যাহা কিছু রিয্ক দিয়াছি উহা হইতে তাহারা খরচ করে ।

وَاِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ اَعْرَضُوْا عَنْهُ وَقَالُوْا لَنَآ اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ ۖ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ ۖ لَا نَبْتَغِي الْجٰهِلِيْنَ ۝٥٥

৫৬ । এবং তাহারা যখন কোন বাজে কথা শুনে তখন তাহারা উহাকে উপেক্ষা করিয়া চলে এবং বলে, 'আমাদের কৃত-কর্ম আমাদের জন্য এবং তোমাদের কৃত-কর্ম তোমাদের জন্য; তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হউক । আমরা মূর্খদের সহিত সংস্রব রাখা পসন্দ করি না ।'

اِنَّكَ لَا تَهْدِيْ مَنْ اَحْبَبْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ ۝٥٦

৫৭ । তুমি যাহাকে ভালবাস তাহাকেই হেদায়াত দিতে পার না; কিন্তু আল্লাহ্ যাহাকে চাহেন তিনি তাহাকে হেদায়াত দেন এবং তিনি হেদায়াতপ্রাপ্ত ব্যক্তিদিগকে সর্বাধিক বেশী জানেন ।

وَقَالُوْٓا اِنْ نَّتَّبِعِ الْهُدٰى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ اَرْضِنَا ۭ اَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَّهُمْ حَرَمًا اٰمِنًا يُّجْبٰٓى اِلَيْهِ ثَمَرٰتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقًا مِّنْ لَّدُنَّا وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝٥٧

৫৮ । এবং তাহারা বলে, 'যদি আমরা তোমার সহিত এই হেদায়াতের অনুগমন করি তাহা হইলে আমাদিগকে আমাদের দেশ হইতে উচ্ছেদ [২২২৪] করিয়া দেওয়া হইবে।' (তাহাদিগকে বল) 'আমরা কি তাহাদিগকে পবিত্র নিরাপদ জায়গায় স্থান দিই নাই যেখানে আমাদের পক্ষ হইতে সর্বপ্রকার ফল-মূল রিয্কস্বরূপ আনয়ন করা হয় ? কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই জানে না ।

কুরআনের উপর ঈমান আনিতে বাধ্য, অথবা (২) প্রত্যেক ঐশী কিতাবের অনুসারীগণের মধ্যে এক বৃহৎ শ্রেণী যুগে যুগে কুরআনের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিবে এবং ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিবে ।

২২২৩ । তওরাতের উপর বিশ্বাসীদিগের মধ্যে ঐ সকল লোক যাহারা কুরআনের উপর ঈমান রাখে, তাহাদিগকে উভয় কিতাব অর্থাৎ তওরাত এবং কুরআনে বিশ্বাস স্থাপনের জন্য দ্বিগুণ পুরস্কার প্রদান করা হইবে এবং সত্যের খাতিরে ধৈর্যের সাথে যন্ত্রণা ভোগ করিবার প্রতিদানস্বরূপ তাহাদিগকে পুরস্কৃত করা হইবে ।

২২২৪ । আয়াতের মর্মার্থ এই যে, নতুন বাণী যদি গ্রহণ করা হয় তাহা হইলে লোকেরা মক্কার উপর আকস্মিক ছোঁ মারিয়া বসিবে এবং মক্কাবাসীগণকে তাহাদের অধিকার ও স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত করিবে—এই ভীতি অমূলক। আয়াতটির অভিপ্রায় এই যে, স্মরণাতীত কাল হইতে মক্কা (যাহা এখন নূতন ধর্মের কেন্দ্রে পরিণত হইতে চলিয়াছে) এক নিরাপদ পবিত্র স্থানরূপে বিদ্যমান রহিয়াছিল এবং যাহারা ইহার পবিত্র বৈশিষ্ট্যে যখনই হস্তক্ষেপ করার চেষ্টা করিয়াছিল তাহারা নিজেরাই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল ।

وَكَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍۭ بَطِرَتْ مَعِيْشَتَهَا ۚ فَتِلْكَ مَسٰكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِّنْۢ بَعْدِهِمْ اِلَّا قَلِيْلًا ۭ وَكُنَّا نَحْنُ الْوٰرِثِيْنَ ۝٥٨

৫৯ । এবং কত জনপদকেই না আমরা ধ্বংস করিয়া দিয়াছি, যাহারা নিজেদের ধন-সম্পদের (প্রাচুর্যের) জন্য অহংকার করিয়াছিল ! এইগুলি হইল তাহাদের বাসস্থান যেখানে তাহাদের পরে অতি অল্প ব্যতীত বসতি স্থাপন করা হয় নাই ।[২২২৫] এবং আমরাই তাহাদের উত্তরাধিকারী হইয়াছি ।

وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرٰى حَتّٰى يَبْعَثَ فِيْٓ اُمِّهَا رَسُوْلًا يَّتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِنَا ۚ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرٰٓى اِلَّا وَاَهْلُهَا ظٰلِمُوْنَ ۝٥٩

৬০ । এবং তোমার প্রভু জনপদসমূহকে কখনও ধ্বংস করেন না যতক্ষণ পর্যন্ত না তিনি ঐগুলির কেন্দ্রস্থলে এমন কোন রসূল প্রেরণ[২২২৬] করেন যে তাহাদের নিকট আমাদের আয়াতসমূহ পাঠ করিয়া শুনায়; এবং আমরা জনপদসমূহকে কখনও ধ্বংস করি না যতক্ষণ পর্যন্ত না উহার অধিবাসীগণ যালেম হইয়া যায় ।

وَمَآ اُوْتِيْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَزِيْنَتُهَا ۚ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى ۭ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۝٦٠ ع ٦ ٩ [١٠]

৬১ । এবং তোমাদিগকে যাহা কিছু দেওয়া হইয়াছে উহা কেবল পার্থিব জীবনের ভোগ-বিলাসের সামগ্রী এবং ইহার সৌন্দর্য; এবং আল্লাহ্‌র নিকট যাহা আছে উহা উত্তম এবং চিরস্থায়ী । তবুও কি তোমরা বুঝিবে না ?

اَفَمَنْ وَّعَدْنٰهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيْهِ كَمَنْ مَّتَّعْنٰهُ مَتَاعَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ مِنَ الْمُحْضَرِيْنَ ۝٦١

৬২ । তবে কি সেই ব্যক্তি যাহার সহিত আমরা অতি উত্তম (পুরস্কারের) অঙ্গীকার করিয়াছি এবং যাহা সে নিশ্চয় (পূর্ণ অবস্থায়) পাইবে ঐ ব্যক্তির ন্যায় হইতে পারে যাহাকে আমরা শুধু পার্থিব জীবনের সুন্দর সামগ্রী দিয়াছি, অতঃপর কিয়ামতের দিন সে তাহাদের অন্তর্ভুক্ত হইবে যাহাদিগকে (আল্লাহ্‌র সমীপে জবাবদিহির জন্য) উপস্থিত করা হইবে ?

وَيَوْمَ يُنَادِيْهِمْ فَيَقُوْلُ اَيْنَ شُرَكَاۗءِيَ الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ ۝٦٢

৬৩ । এবং (স্মরণ কর) যে দিন তিনি তাহাদিগকে আহ্বান করিবেন, অতঃপর জিজ্ঞাসা করিবেন, 'আমার শরীকগণ কোথায় যাহাদিগকে তোমরা (শরীক) মনে করিতে ?'

قَالَ الَّذِيْنَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هٰٓؤُلَاۗءِ الَّذِيْنَ اَغْوَيْنَا ۚ اَغْوَيْنٰهُمْ كَمَا غَوَيْنَا ۚ

৬৪ । তখন যাহাদের বিরুদ্ধে (শাস্তির) বাণী পূর্ণ হইবে তাহারা বলিবে, 'হে আমাদের প্রভু ! ইহারাই সেই সব লোক,

২২২৫ । মক্কাবাসীরা যাহাদের ভয়ে ভীত ছিল তাহাদের অপেক্ষা অতীত লোকদিগের মধ্যে এমন জাতি বাস করিত যাহারা অধিক শক্তিশালী ও সম্পদশালী ছিল এবং উন্নততর সভ্যতার অধিকারী ছিল। এতদসত্ত্বেও তাহারা যখন সত্যকে প্রত্যাখ্যান করিল এবং অহংকারপূর্ণ আচরণ করিল, তখন তাহারা পৃথিবীর বুক হইতে এমনভাবে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল যেন তাহারা কখনও এই দেশে বাস করে নাই এবং যাহাদিগকে দুর্বল মনে করা হইত তাহাদিগকে উহাদের স্থলাভিষিক্ত করা হইল ।

২২২৬ । বিগত পাঁচ-ছয় দশকে দুর্ভিক্ষ, যুদ্ধ, ভূমিকম্প ও মহামারীর আকারে বিশ্ব-ব্যাপী প্রাকৃতিক দুর্যোগের বারংবার সংঘটন বর্তমান যুগে এক ঐশী সংস্কারকের আবির্ভাবকেই প্রকাশিত করে ।

تَبَرَّاْنَآ اِلَيْكَ ۖ مَا كَانُوْٓا اِيَّانَا يَعْبُدُوْنَ ﴿٦٣﴾

যাহাদিগকে আমরা বিভ্রান্ত করিয়াছিলাম। আমরা তাহাদিগকে ঠিক সেইভাবে বিভ্রান্ত করিয়াছিলাম যেভাবে আমরা স্বয়ং বিভ্রান্ত হইয়াছিলাম। আজ আমরা তোমার সমক্ষে বিপথগামিতার প্রতি বিরাগ প্রকাশ করিতেছি। তাহারা আমাদের ইবাদত করিত না।'

وَقِيْلَ ادْعُوْا شُرَكَآءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَهُمْ وَرَاَوُا الْعَذَابَ ۚ لَوْ اَنَّهُمْ كَانُوْا يَهْتَدُوْنَ ﴿٦٤﴾

৬৫। এবং বলা হইবে, (এখন) 'তোমরা তোমাদের শরীক দিগকে আহ্বান কর।' তখন তাহারা উহাদিগকে আহ্বান করিবে, কিন্তু তাহারা তাহাদিগকে কোন উত্তর দিবে না। এবং তাহারা নির্ধারিত আযাব প্রত্যক্ষ করিবে। হায়! যদি তাহারা হেদায়াত পাইত।

وَيَوْمَ يُنَادِيْهِمْ فَيَقُوْلُ مَاذَآ اَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٦٥﴾

৬৬। এবং সেই দিন তিনি তাহাদিগকে আহ্বান করিবেন এবং বলিবেন, 'তোমরা রসূলগণকে কি উত্তর দিয়াছিলে?'

فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْاَنْۢبَآءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَآءَلُوْنَ ﴿٦٦﴾

৬৭। অতএব সেদিন সকল দলীল-প্রমাণ[২২২৭] তাহাদের উপর ঘোলাটে হইয়া যাইবে;[২২২৮] ফলে তাহারা একে অপরকে প্রশ্ন করিতে পারিবে না।

فَاَمَّا مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسٰٓى اَنْ يَّكُوْنَ مِنَ الْمُفْلِحِيْنَ ﴿٦٧﴾

৬৮। অনন্তর যে তওবা করিবে এবং ঈমান আনিবে এবং সৎ কর্ম করিবে, সে অবশ্যই সফলকাম ব্যক্তিগণের অন্তর্ভুক্ত হইবে।[২২২৯]

وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ وَيَخْتَارُ ۗ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ ۗ سُبْحٰنَ اللّٰهِ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿٦٨﴾

৬৯। তোমার প্রতিপালক যাহা চাহেন সৃষ্টি করেন এবং যাহাকে চাহেন মনোনীত করেন, এই ব্যাপারে তাহাদের কোন অধিকার নাই। আল্লাহ্ পবিত্র এবং যাহাকে তাহারা শরীক করে উহা হইতে তিনি ঊর্ধ্বে।

وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُوْرُهُمْ وَمَا يُعْلِنُوْنَ ﴿٦٩﴾

৭০। এবং তোমার প্রতিপালক তাহাও জানেন যাহা তাহাদের বক্ষঃস্থল গোপন করে এবং তাহাও যাহা তাহারা প্রকাশ করে।

২২২৭। 'আন্বা' (রেহাই পাওয়ার জন্য ওজর) বহুবচন, এক বচনে 'নাবা' যাহার অর্থ গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ; দলীল-প্রমাণ; বাণী; ওজর (লেইন এবং কুল্লিইয়াত)। শেষ-বিচারের দিন অবিশ্বাসীগণ কিংকর্তব্যবিমূঢ় ও হতাশ হইবে এবং আত্মপক্ষ সমর্থনে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইবে। সমস্ত ওজর-আপত্তির যুক্তিহীনতা স্পষ্ট প্রকাশের দরুন আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য তাহাদিগকে একে অন্যের সহিত পরামর্শ করিবার সুযোগ দেওয়া হইবে না।

২২২৮। 'আমেয়া আলায়হিল আমরু' অর্থাৎ বিষয়টি তাহার নিকট প্রচ্ছন্ন বা বিশৃংখল হইয়া গেল (লেইন)।

২২২৯। ইসলাম ধর্ম মতে অনুশোচনার দ্বার সর্বদা উন্মুক্ত রহিয়াছে। পাপী ব্যক্তি জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত তওবা ও অনুতাপ করিতে পারে। সে কখনও মুক্তির অতীত নহে, যদি না সেই ব্যক্তি বারবার সত্যের সহিত অস্বীকৃতির মাধ্যমে স্বেচ্ছাকৃতভাবে অনুশোচনার দ্বার নিজের উপর বন্ধ করিয়া দেয়।

وَهُوَ اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ لَهُ الْحَمْدُ فِى الْاُوْلٰى وَالْاٰخِرَةِ ۫ وَلَهُ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ۝٧٠

৭১। এবং তিনিই আল্লাহ্, তিনি ব্যতীত কোন মা'বূদ নাই। সকল প্রশংসা তাঁহারই, ইহকালেও এবং পরকালেও। এবং আধিপত্য তাঁহারই; এবং তাঁহারই দিকে তোমাদিগকে ফিরাইয়া লইয়া যাওয়া হইবে।

قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ الَّيْلَ سَرْمَدًا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِضِيَآءٍ ؕ اَفَلَا تَسْمَعُوْنَ ۝٧١

৭২। তুমি বল, 'তোমরা লক্ষ্য করিয়াছ কি—আল্লাহ্ যদি তোমাদের উপর রাত্রিকে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত অবিচল করিয়া দেন, তাহা হইলে আল্লাহ্ ব্যতীত আর কি কোন মা'বূদ আছে যে তোমাদের নিকট আলো আনিয়া দিবে ? তবুও কি তোমরা কর্ণপাত করিবে না ?'

قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُوْنَ فِيْهِ ؕ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ ۝٧٢

৭৩। তুমি বল, 'তোমরা লক্ষ্য করিয়াছ কি—আল্লাহ্ যদি তোমাদের উপর দিবসকে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত অবিচল করিয়া দেন তাহা হইলে আল্লাহ্ ব্যতীত আর কি কোন মা'বূদ আছে যে তোমাদের নিকট রাত্রি আনিয়া দিবে যাহাতে তোমরা স্বস্তি লাভ করিতে পার ?[২২৩০] তবুও কি তোমরা দেখিতেছ না ?'

وَمِنْ رَّحْمَتِهٖ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوْا فِيْهِ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝٧٣

৭৪। বস্তুতঃ ইহা তাঁহারই রহমত হইতে যে, তিনি তোমাদের জন্য রাত্র ও দিবস সৃষ্টি করিয়াছেন যেন তোমরা উহাতে বিশ্রাম করিতে পার এবং তাঁহার ফযলের অনুসন্ধান করিতে পার এবং যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে পার।

وَيَوْمَ يُنَادِيْهِمْ فَيَقُوْلُ اَيْنَ شُرَكَآءِىَ الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ ۝٧٤

৭৫। এবং যেদিন তিনি তাহাদিগকে আহ্বান করিবেন এবং জিজ্ঞাসা করিবেন,'আমার শরীকগণ কোথায়, যাহাদিগকে তোমরা (আমার সঙ্গে শরীক) মনে করিতে ?'

وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ شَهِيْدًا فَقُلْنَا هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوْٓا اَنَّ الْحَقَّ لِلّٰهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ۝٧٥ ع ٧ [১৫] ১০

৭৬। এবং আমরা প্রত্যেক উম্মত হইতে একজন করিয়া সাক্ষী বাহির করিয়া আনিব, অনন্তর বলিব, 'তোমাদের প্রমাণ উপস্থিত কর।' তখন তাহারা জানিতে পারিবে যে, সকল সত্য (কেবল) আল্লাহ্র জন্য এবং যাহা কিছু তাহারা রটনা করিত, উহা সমস্তই তাহাদের নিকট হইতে উধাও হইয়া যাইবে।

২২৩০। যেহেতু অবিরাম পরিশ্রম এবং অবিরাম বিশ্রাম মানবের দৈহিক স্বাস্থের জন্য ক্ষতিকর সেহেতু রাত্রের ঘুম এবং দিনের বেলায় কাজ আল্লাহ্তা'লার মহান অনুগ্রহ। পরিশ্রান্ত এবং অবসন্ন অঙ্গ-প্রতঙ্গ সমূহ রাত্রে বিশ্রাম পায় এবং আমরা নূতন উদ্যমে পরবর্তী দিনের কাজ করিতে সক্ষম হই এবং দিনের বেলায় পরিশ্রম করি এবং জীবিকা অর্জন করিয়া থাকি। অতএব দিন-রাত্রির পর্যায়ক্রম আল্লাহ্তা'লার এক অসীম করুণা।

إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ ۖ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ ۖ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ ﴿٧٦﴾

৭৭। নিশ্চয় কারূন[২২৩১] ছিল মূসার জাতির অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু সে তাহাদেরই উপর নির্যাতনমূলক আচরণ করিল। এবং আমরা তাহাকে এত ধন-সম্পদ দান করিয়াছিলাম যে,[২২৩২] উহার চাবিগুলি (বহন করিতে) এক শক্তিশালী লোকের দলকেও ক্লান্ত করিয়া দিত। (স্মরণ কর) যখন তাহার জাতি তাহাকে বলিয়াছিল, 'গর্বিত হইও না, নিশ্চয় আল্লাহ্ গর্বকারীদিগকে ভালবাসেন না;

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۖ وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

৭৮। এবং আল্লাহ্ তোমাকে যাহা কিছু দিয়াছেন তুমি উহার দ্বারা পরকালের বাসগৃহের অনুসন্ধান কর এবং তোমার পার্থিব জীবনের অংশকেও ভুলিও না এবং যেভাবে আল্লাহ্ তোমার প্রতি সদয় ব্যবহার করিয়াছেন তদ্রূপ তুমিও লোকদের প্রতি সদয় ব্যবহার কর, এবং দেশে ফাসাদ সৃষ্টি করার কোন কাজ করিও না। নিশ্চয় আল্লাহ্ ফাসাদ সৃষ্টিকারীদিগকে ভালবাসেন না।'

قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي ۚ أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا ۚ وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ ﴿٧٨﴾

৭৯। সে বলিল, 'এই সব (সম্পদ ও মর্যাদা) তো আমি এমন জ্ঞান-বলে পাইয়াছি যাহা শুধু আমার নিকটেই আছে।' সে কি ইহা জানিত না যে, আল্লাহ্ তাহার পূর্বে বহু জনগোষ্ঠীকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছেন যাহারা শক্তিতে তাহা অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী এবং ধন-সম্পদে অধিকতর প্রাচুর্যশালী ছিল? বস্তুতঃ অপরাধীগণকে (শাস্তির সময়) তাহাদের পাপ সম্বন্ধে কোন জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় না।[২২৩৩]

فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ ۖ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ ۙ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴿٧٩﴾

৮০। অতঃপর সে তাহার জাতির সম্মুখে নিজ সাজ-সজ্জা সহকারে বাহির হইল। ইহাতে যাহারা পার্থিব জীবনের সুখ-সম্পদ কামনা করিত তাহারা বলিল, 'হায় আফসোস, কারূনকে যাহা দান করা হইয়াছে তদ্রূপ যদি আমাদিগকেও দান করা হইত! সে নিশ্চয় পরম সৌভাগ্যশালী।'

২২৩১। কারূন (কোরা) অবিশ্বাস্য রকমের ধনী ছিল। সে ফেরাউনের অতি উচ্চ পর্যায়ের আশীর্বাদে পুষ্ট ছিল, খুব সম্ভবতঃ তাহার কোষাধ্যক্ষ ছিল। মনে হয় সে ফেরাউনের স্বর্ণ-খনির ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ছিল এবং খনি খুঁড়িয়া স্বর্ণ বাহির করার একজন বিশেষজ্ঞ ছিল। মিশরের দক্ষিণাঞ্চলে 'কারু' এলাকা স্বর্ণের খনির জন্য বিখ্যাত ছিল। সংযুক্ত 'আন' অথবা 'অন' (অর্থাৎ 'স্তম্ভ' অথবা 'কিরণ') মিলিত 'কুর-অন' শব্দের মর্মার্থ, 'কারূর থাম বা স্তম্ভ' এবং ইহা ফেরাউনের খনিজ-সম্পদ দপ্তরের মন্ত্রীর উপাধি ছিল। সে একজন ইসরাঈলী ছিল এবং হযরত মূসা (আঃ)-কে বিশ্বাস করিত বলিয়া বর্ণিত আছে। ফেরাউনের নিকট হইতে সুবিধা পাওয়ার জন্য কারূন স্ব-গোত্রীয় লোকদের উপর নির্যাতন করিত এবং তাহাদের প্রতি উদ্ধত আচরণ করিত। ইহার ফলে ঐশী আযাব তাহার উপর নিপতিত হইয়াছিল এবং সে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল।

২২৩২। 'মাফাতিহ্'—'মাফ্তা' এবং 'মফ্তা' উভয় শব্দের বহুবচন। প্রথমোক্ত শব্দের অর্থ গুপ্ত ভাণ্ডার; সঞ্চিত সম্পদ, এবং শেষোক্ত শব্দের অর্থ চাবি (লেইন)।

২২৩৩। কাফেরদিগের অপরাধ এতই স্পষ্ট হইবে যে, উহা প্রমাণ করিবার জন্য আর কোন অনুসন্ধান করার প্রয়োজন হইবে না। অথবা

وَ قَالَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللّٰهِ خَيْرٌ لِّمَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقّٰهَآ اِلَّا الصّٰبِرُوْنَ ﴿٨٠﴾

৮১। এবং যাহারা জ্ঞানী ছিল তাহারা বলিল 'তোমাদের সর্বনাশ! আল্লাহ্‌র পুরস্কার ঐ ব্যক্তির জন্য উত্তম যে ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে, এইরূপ পুরস্কার শুধু ধৈর্যশীল ব্যক্তিগণই পাইয়া থাকে।'

فَخَسَفْنَا بِهٖ وَبِدَارِهِ الْاَرْضَ ۫ فَمَا كَانَ لَهٗ مِنْ فِئَةٍ يَّنْصُرُوْنَهٗ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۚ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِيْنَ ﴿٨١﴾

৮২। অতঃপর আমরা তাহাকে ও তাহার বাস-গৃহকে ভূগর্ভে প্রোথিত করিয়া দিলাম; তখন তাহার এমন কোন দল ছিল না, যাহারা আল্লাহ্‌র মোকাবেলায় তাহার সাহায্য করিতে পারিত, এবং সে কোন ক্রমেই আত্মরক্ষাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারিল না।

وَاَصْبَحَ الَّذِيْنَ تَمَنَّوْا مَكَانَهٗ بِالْاَمْسِ يَقُوْلُوْنَ وَيْكَاَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَيَقْدِرُ ۚ لَوْلَآ اَنْ مَّنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا ؕ وَيْكَاَنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْكٰفِرُوْنَ ﴿٨٢﴾ ع ٨ [٩] ١١

৮৩। এবং যাহারা গতকাল পর্যন্ত তাহার স্থানে হওয়ার কামনা করিয়াছিল, তাহারা বলিতে লাগিল, 'সর্বনাশ! নিশ্চয় আল্লাহ্ নিজ বান্দাগণের মধ্যে যাহার জন্য চাহেন রিয্ক প্রসারিত করিয়া দেন এবং যাহার জন্য চাহেন সংকীর্ণ করিয়া দেন। আল্লাহ্ যদি আমাদের উপর অনুগ্রহ না করিতেন তাহা হইলে নিশ্চয় তিনি আমাদিগকেও ভূগর্ভে প্রোথিত করিয়া দিতেন, সর্বনাশ! নিশ্চয় কাফেরগণ কখনও সফলকাম হয় না।'

تِلْكَ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لَا يُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا فِي الْاَرْضِ وَلَا فَسَادًا ؕ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿٨٣﴾

৮৪। ইহা পরকালের বাসগৃহ, ইহা আমরা তাহাদের জন্যই অবধারিত করি যাহারা পৃথিবীতে ঔদ্ধত্য প্রকাশ এবং ফাসাদ সৃষ্টি করিতে চাহে না। এবং উত্তম পরিণাম মুত্তাকীগণের জন্যই।

مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ خَيْرٌ مِّنْهَا ۚ وَمَنْ جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِيْنَ عَمِلُوا السَّيِّاٰتِ اِلَّا مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٨٤﴾

৮৫। যে কেহ ভাল কাজ করিবে, তাহাকে উহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর প্রতিদান দেওয়া হইবে এবং যে মন্দ কাজ করিবে তাহাকে কেবল তাহার কৃত-কর্ম অনুযায়ীই প্রতিফল দেওয়া হইবে।[২২৩৪]

اِنَّ الَّذِيْ فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لَرَآدُّكَ اِلٰى مَعَادٍ ؕ قُلْ رَّبِّيْٓ اَعْلَمُ مَنْ جَآءَ بِالْهُدٰى وَمَنْ هُوَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٨٥﴾

৮৬। নিশ্চয় যিনি তোমার উপর কুরআনকে ফরয করিয়াছেন, তিনিই তোমাকে প্রত্যাবর্তনস্থলে পুনরায় ফিরাইয়া আনিবেন।[২২৩৫] তুমি বল, 'আমার প্রভু সেই ব্যক্তিকে খুব ভালভাবে জানেন যে হেদায়াতসহ আগমন করিয়াছে, এবং তাহাকেও, যে প্রকাশ্য ভ্রান্তিতে নিপতিত আছে।'

ইহার অর্থ এই যে, পাপিষ্ঠদিগের পাপসমূহ এবং দুষ্কৃতিসমূহ স্পষ্ট ও উন্মুক্ত বলিয়া তাহাদিগকে আত্মপক্ষ সমর্থন করিবার জন্য আর কোন সুযোগ দেওয়া হইবে না।

২২৩৪। ক্ষতিপূরণের ঐশী-বিধান এইরূপে কাজ করে যে, কার্যতঃ যখন সৎ কাজের পুরস্কার বহু গুণে বেশী হয়, তদ্বিপরীতে মন্দ কর্মের শাস্তি দোষী ব্যক্তির প্রাপ্ত শাস্তি অপেক্ষা কম হয় অথবা খুব বেশী হইলে ইহার সমপরিমাণ হয়।

২২৩৫। কোন কোন পণ্ডিত ব্যক্তির মতে এই আয়াত নাযেল হইয়াছিল যখন নবী করীম (সাঃ) মক্কা হইতে মদীনা যাওয়ার পথে ছিলেন।

وَمَا كُنْتَ تَرْجُوْٓا اَنْ يُّلْقٰٓى اِلَيْكَ الْكِتٰبُ اِلَّا رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُوْنَنَّ ظَهِيْرًا لِّلْكٰفِرِيْنَ ﴿٨٧﴾

৮৭। এবং তুমি কখনও আশা করিতে না যে, তোমার প্রতি এক পরিপূর্ণ কিতাব নাযেল করা হইবে, কিন্তু ইহা কেবল তোমার প্রভুর পক্ষ হইতে রহমত স্বরূপ, অতএব তুমি কখনও কাফেরদের সাহায্যকারী হইও না।

وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ بَعْدَ اِذْ اُنْزِلَتْ اِلَيْكَ وَادْعُ اِلٰى رَبِّكَ وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿٨٨﴾ ع

৮৮। এবং আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ তোমার উপর নাযেল হওয়ার পর উহা হইতে তাহারা যেন তোমাকে নিবৃত্ত করিতে না পারে, এবং তুমি তোমার প্রভুর দিকে (মানব জাতিকে) আহ্বান কর, এবং তুমি কখনও মোশরেকদের মধ্যে শামেল হইও না।

وَلَا تَدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ ۘ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۭ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهٗ ۭ لَهُ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿٨٨﴾ ع ۹ [৬] ১২

৮৯। এবং তুমি আল্লাহ্‌র সহিত অন্য কোন মা'বূদকে ডাকিও না। তিনি ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদ নাই। তাহার সত্তা ব্যতীত সব কিছু ধ্বংসশীল;[২২৩৬] সকল হুকুম (দেওয়ার অধিকার) তাঁহারই এবং তোমাদের সকলকে তাঁহারই দিকে ফিরাইয়া লইয়া যাওয়া হইবে।

ইহাতে এক মহান ভবিষ্যদ্বাণী নিহিত ছিল যে একদিন তাঁহাকে মক্কা ছাড়িয়া যাইতে হইবে এবং তৎপর পরিণামস্বরূপ তিনি বিজয়ীর বেশে ইহাতে প্রত্যাবর্তন করিবেন। আয়াতটি এই সূরার উপযুক্ত পরিশিষ্ট উপস্থাপন করিয়াছে। উক্ত সূরা আঁ-হযরত (সাঃ)-এর সদৃশ মূসা (আঃ)-এর জীবনেতিহাসের কিছুটা বৃত্তান্ত দিয়াছে। মূসা (আঃ) মিশর হইতে হিজরত করিয়াছিলেন এবং মিদিয়ানে দশ বৎসর বসবাস করিয়াছিলেন—ঐ বৎসরগুলি ছিল তাঁহার সম্মুখে অপেক্ষমান মহান কর্মের জন্য প্রস্তুতি পর্ব। তৎপর তিনি ঐশী-বাণী নিয়া মিশর ফিরিয়া গেলেন এবং ফেরাউনের দাসত্ব বন্ধন হইতে ইসরাঈলীদিগকে মুক্ত করিতে কৃতকার্য হইলেন। অনুরূপভাবে নবী করীম (সাঃ) মক্কা হইতে হিজরত করিয়াছিলেন এবং তাঁহার জীবনের অতি মূল্যবান দশটি বছর মদীনায় অতিবাহিত করিয়াছিলেন। সে সময়কাল ছিল, তাঁহার বিশ্বাসের কেন্দ্র এবং আশ্রয়স্থল মক্কার বিজয়ের মহান লক্ষ্যে প্রস্তুতির সময়। তিনি বিজয়ীর বেশে মক্কায় ফিরিয়া গেলেন এবং তাঁহার জীবনের ব্রত সম্পূর্ণভাবে সফল হইল।

২২৩৬। 'ওয়াজহুন্' অর্থ সত্তা স্বয়ং; চেহারা; দলনেতা; কোন উদ্দেশে কাহারও লাগিয়া থাকা; কাহারও কোন স্থানে যাওয়া বা তাহার মনোযোগ দেওয়া; খুশী; অনুগ্রহ; নিমিত্ত; ইত্যাদি (লেইন)।

২৯-সূরা আল্ আন্কাবূত

(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণ হওয়ার তারিখ ও প্রসংগ

অধিকাংশ মুসলমান পণ্ডিতের মতে এই সূরাটি নবী করীম (সাঃ)-এর মক্কী জীবনের মাঝামাঝি অথবা শেষ পর্যায়ের মধ্যমভাগে অবতীর্ণ হইয়াছিল। সূরাটির নামকরণ ইহার ৪২ আয়াতে বর্ণিত অংশ বিশেষ হইতে নেওয়া হইয়াছে, যেখানে বহু-ঈশ্বরবাদীদের মিথ্যা ধ্যান-ধারণাকে একটি সুন্দর উপমার মাধ্যমে পেশ করা হইয়াছে। উহাতে বলা হইয়াছে যে, বহু-ঈশ্বরবাদীদের মিথ্যা ধ্যান ধারণা মাকড়সার জালের মতই দুর্বল ও ভঙ্গুর এবং ঐ সব বিশ্বাস কোন যথার্থ সমালোচনার মোকাবিলা করিতেও অক্ষম। পূর্ববর্তী সূরা এই প্রসংগ উত্থাপন পূর্বক শেষ হইয়াছিল যে, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-কে যে মাতৃভূমি হইতে একদিন বন্ধুহীন ও অসহায় অবস্থায় বিতাড়ন করা হইয়াছিল এবং যাঁহাকে ধরিয়া দিতে পারিলে পুরস্কার দেওয়া হইবে বলিয়া ঘোষণা দেওয়া হইয়াছিল, তিনিই একদিন বিজয়ীর বেশে পুনরায় মক্কায় প্রত্যাবর্তন করিবেন। বর্তমান সূরাটি বিশ্বাসীদের প্রতি এই সতর্কবাণী উচ্চারণ পূর্বক শুরু হইয়াছে যে, শুধুমাত্র বিশ্বাস আনয়নই যথেষ্ট নয়, বরং দীর্ঘ ও কঠোর পরিশ্রম, কষ্ট-সহিষ্ণুতা ও ধৈর্যসহকারে প্রতিকূল অবস্থার মোকাবিলা করা জীবনে সফলতা লাভ করিবার জন্য একান্তভাবে অপরিহার্য।

বিষয়বস্তু

সূরাটি এই মূলভাবকে ভিত্তি করিয়া শুরু হইয়াছে যে, বিশ্বাসীদের জন্য প্রতিশ্রুত অনুগ্রহ ও সফলতা, যাহা ইহকাল ও পরকাল উভয় ক্ষেত্রেই তাহাদেরকে অর্পণ করার কথা, তাহা ততক্ষণ পর্যন্ত তাহারা লাভ করিবে না, যে পর্যন্ত তাহাদের বিশ্বাসের যথার্থতাকে কঠোরভাবে পরীক্ষা করা না হইবে। সেই সফলতা লাভ করিতে হইলে তাহাদেরকে এক অগ্নি ও রক্ত-সাগর পাড়ি দিতে হইবে। বস্তুতঃ, মানুষের জীবনের সার্থকতার জন্য তাহাকে নির্মল ও পবিত্র হৃদয়ে, গভীর অনুতাপের সহিত আল্লাহ্মুখী হইতে হইবে এবং তাহার জীবনে স্থায়ী ও যথার্থ পরিবর্তন সাধন করিতে হইবে। তাহা হইলেই প্রকৃত পক্ষে মানুষ আল্লাহ্র ক্ষমা, আশিস ও ঐশী পুরস্কার অর্জন করিতে সক্ষম হইবে। বিশ্বাসীদের উৎপীড়ন প্রসংগে ফিরিয়া গিয়া সূরাটিতে আবার বলা হইয়াছে যে, সত্যের খাতিরে তাহাদের দুঃখ-কষ্ট যত নিদারুন হউক না কেন উহা তাহাদেরকে সহ্য করিতে হইবে। আর আনুগত্যের ব্যাপারে অত্যন্ত দৃঢ়তার সহিত বলা হইয়াছে যে, সর্বাবস্থায় সকলের উপরে আল্লাহ্র প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করিতে হইবে। এমনকি কখনো যদি তুলনামূলকভাবে পিতামাতা ও আল্লাহ্র প্রতি আনুগত্যের ব্যাপারে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়, তাহা হইলে তখন পিতামাতার আনুগত্যের উপরে আল্লাহ্তা'লার প্রতি আনুগত্যকে অগ্রগণ্য করিতে হইবে। অতঃপর, সংক্ষিপ্তভাবে হযরত নূহ (আঃ), ইব্রাহীম (আঃ), লূত (আঃ) এবং আরো কয়েকজন আল্লাহ্-প্রেরিত পুরুষের জীবনের কিছু ঘটনা বর্ণনা করিয়া দেখানো হইয়াছে যে, অত্যাচার-উৎপীড়নে সত্য ধর্মের প্রসারকে কখনো বন্ধ করা যায় না, আর ধর্মের ব্যাপারে জোর-জবরদস্তি করিয়াও কোন শুভ ফল লাভ হয় না। তদুপরি, একটি জাতির উপর কোন ধারণা বা মতবাদকে তাহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে দীর্ঘ দিন ধরিয়া চাপাইয়া রাখা যায় না। অতঃপর, সূরাটিতে বলা হইয়াছে যে, বহু-ঈশ্বরবাদীদের বিশ্বাস মাকড়সার জালের মতই দুর্বল ও ক্ষণভঙ্গুর, এবং প্রজ্ঞাপূর্ণ ও অনুসন্ধিৎসু পর্যালোচনার মোকাবিলায় এই সব বিশ্বাস কখনো দাঁড়াইতে পারে না। অতএব, কুরআনের মত ঐশী গ্রন্থ মানুষের নৈতিক সকল প্রয়োজন মিটাইয়াছে এবং ইহা মানুষকে নৈতিকতার উচ্চতম সীমায় উন্নীত করিতে সম্পূর্ণ সক্ষম। উহার নাযেলের পর কাফেরদের আর পৌত্তলিক ধ্যান-ধারণাকে আঁকড়াইয়া থাকার কোন যুক্তি বা কারণ থাকিতে পারে না। সূরাটিতে অতঃপর কাফেরদের পক্ষ হইতে উত্থাপিত একটি আপত্তির জবাব দেওয়া হইয়াছে, যেই আপত্তিটি তাহারা প্রায়ই করিয়া থাকে। তাহাদের ধারণা মতে উক্ত আপত্তিটি হইতেছে এই যে, পবিত্র কুরআন স্বয়ং হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) রচনা করিয়াছেন। কুরআন সম্পর্কিত এই আপত্তির উত্তরে এবং অবিশ্বাসীগণ কর্তৃক নিদর্শন ও মোজেযা প্রদর্শনের দাবীর মোকাবিলায় পবিত্র কুরআনকেই এক সর্বোচ্চ ঐশী মোজেযা হিসাবে উপস্থাপন করা হইয়াছে। সূরাটির শেষের দিকে মো'মেনদিগকে এই আশ্বাস-বাণী শুনানো হইয়াছে যে, তাহারা যদি অবিশ্বাসীদের কঠোর নির্যাতনের মোকাবিলায় ধৈর্য ধারণ করে, তাহা হইলে তাহাদের সামনে রহিয়াছে এক মহান ও উজ্জ্বল ভবিষ্যত। অতঃপর, সূরাটি এই প্রসংগ আলোচনার মাধ্যমে শেষ হইয়াছে যে, কাফেরদের তলোয়ারের আক্রমণ প্রতিহত করিবার জন্য তলোয়ার হাতে লইতে হইবে এবং ইসলামকে রক্ষার জন্য অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে তাহাদেরকে কঠোর জেহাদ করিয়া যাইতে হইবে। কিন্তু প্রকৃত জেহাদ শুধু মাত্র অন্যকে হত্যা করা বা নিজে নিহত হওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য কঠিন সাধনা করা এবং কুরআনের বাণী প্রচার করাই হইতেছে সবচাইতে বড় জেহাদ।

২৯-সূরা আল্ আন্কাবূত

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ইহাতে ৭০ আয়াত এবং ৭ রুকূ আছে ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১ । আল্লাহ্র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

الٓمّٓ ②

২ । আলিফ লাম মীম্ ।[২২৩৬-ক]

اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْٓا اَنْ يَّقُوْلُوْٓا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ ③

৩ । লোকেরা কি ইহা মনে করিয়াছে যে, তাহাদিগকে কেবল এই কারণে অব্যাহতি দেওয়া হইবে যে তাহারা বলে, 'আমরা ঈমান আনিয়াছি' এবং তাহাদিগকে পরীক্ষা করা হইবে না ?

وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِيْنَ ④

৪ । এবং নিশ্চয় আমরা তাহাদের পূর্ববর্তীগণকে পরীক্ষা করিয়াছিলাম । সুতরাং আল্লাহ্ তাহাদিগকেও অবশ্যই স্বতন্ত্রভাবে প্রকাশ করিয়া দিবেন [২২৩৭] যাহারা সত্যবাদী এবং অবশ্যই তাহাদিগকেও প্রকাশ করিয়া দিবেন যাহারা মিথ্যাবাদী ।

اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ اَنْ يَّسْبِقُوْنَا ؕ سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ ⑤

৫ । যাহারা মন্দ কর্ম করে, তাহারা কি মনে করে যে, তাহারা আমাদের আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া যাইবে ? তাহারা যাহা ফয়সালা করে উহা কত মন্দ !

مَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَآءَ اللّٰهِ فَاِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ لَاٰتٍ ؕ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ⑥

৬ । আল্লাহ্র সহিত যে ব্যক্তি সাক্ষাতের আশা রাখে [২২৩৮](তাহার জানিয়া রাখা উচিত যে), আল্লাহ্র নির্ধারিত সময় নিশ্চয় আসিবে । এবং তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী ।

২২৩৬-ক । দেখুন টীকা ১৬ ।

২২৩৭ । ইল্ম (জ্ঞান) দুই প্রকার ঃ (ক) কোন কিছু অস্তিত্ববান হওয়ার পূর্বেই জানা । এই প্রকার জ্ঞান এই স্থানে ব্যক্ত হয় নাই, কেননা আল্লাহ্তা'লাই দৃশ্য এবং অদৃশ্য সম্বন্ধে অবগত (৫৯ঃ২৩) ; (খ) কোন কিছু সংঘটিত হইয়া যাওয়ার পর জানা । ইহা দ্বিতীয় প্রকার জ্ঞান । এইরূপ জ্ঞানই এস্থলে বুঝানো হইয়াছে । এই আয়াতের অর্থ হয় যে, আল্লাহ্তা'লার মৌলিক জ্ঞান বাস্তবে সংঘটিত জ্ঞানে রূপায়িত হইবে । অথবা ইহার অর্থ এই যে, আল্লাহ্তা'লা মিথ্যাবাদীকে সত্যবাদী হইতে স্বতন্ত্রভাবে চিহ্নিত করিবেন, যেভাবে 'ইলম' শব্দটি দুই বস্তুর মধ্যে পার্থক্য-করণের ধারণাও জ্ঞাপন করে, বিশেষতঃ যখন 'ইল্ম' শব্দের পরে 'মিন' (হইতে) যোগ হয় । দেখুন ২ঃ১৪৪ এবং ৩ঃ১৪১ ।
মো'মেনদিগকে অত্যন্ত দুঃখ-কষ্টের মধ্য দিয়া অতিক্রম করিতে হয় এবং তাহাদের ঈমান কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হয় । এহেন অবস্থার পরেই তাহারা অগ্নি-পরীক্ষা হইতে কৃতকার্যতার সহিত বাহির হইয়া আসে তখন ইহা নিশ্চিত প্রমাণিত হয় যে, তাহারা আল্লাহ্তা'লার নিষ্ঠাবান সত্য বান্দা । এভাবে মোনাফেক এবং ভ্রান্ত-বিশ্বাসের দাবীদার হইতে তাহাদিগকে স্বতন্ত্রভাবে প্রকাশ করা হয় ।

২২৩৮ । 'ইয়ারজূ' (আকাংখা) 'রাজা' হইতে উৎপত্তি, 'রাজা' অর্থাৎ সে ইহা পাওয়ার আশা করিল অথবা সে ইহাকে ভয় করিল । আশা অর্থে শব্দটি ঐ সকল অবস্থায় ব্যবহার হয় যখন আকাংখিত বস্তু সন্তুষ্টির কারণ হইতে পারে ।

وَمَنْ جَاهَدَ فَاِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ ۝٧

৭। এবং যে ব্যক্তি চেষ্টা-সাধনা করে[২২৩৯] বস্তুতঃ সে নিজেরই প্রাণের জন্য চেষ্টা-সাধনা করে; আল্লাহ্ জগতসমূহের আদৌ মুখাপেক্ষী নহেন।

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَحْسَنَ الَّذِيْ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝٨

৮। এবং যাহারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে, নিশ্চয় আমরা তাহাদের পাপসমূহকে তাহাদের নিকট হইতে দূর করিয়া দিব, এবং নিশ্চয় আমরা তাহাদিগকে তাহাদের কৃত-কর্মসমূহের সর্বোত্তম পুরস্কার দান করিব।

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا ؕ وَاِنْ جَاهَدٰكَ لِتُشْرِكَ بِيْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ؕ اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝٩

৯। এবং আমরা ইনসানকে তাহার পিতামাতার সহিত সদ্ব্যবহার করার তাগিদপূর্ণ আদেশ দিয়াছি, এবং (বলিয়াছি) যদি তাহারা তোমার সহিত কলহ করে যেন তুমি আমার সহিত এমন কিছু শরীক কর যাহার সম্বন্ধে তোমার কোন[২২৪০] জ্ঞান নাই তাহা হইলে তুমি তাহাদের আদেশ মান্য করিও না। তোমাদের সকলকে আমারই দিকে ফিরিয়া আসিতে হইবে; তখন আমি তোমাদিগকে তোমাদের কৃত-কর্মসমূহ সম্বন্ধে পূর্ণরূপে অবহিত করিব।

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصّٰلِحِيْنَ ۝١٠

১০। বস্তুতঃ যাহারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে, তাহাদিগকে অবশ্যই আমরা সৎকর্মশীলগণের মধ্যে প্রবিষ্ট করিব।

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ فَاِذَآ اُوْذِيَ فِي اللّٰهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللّٰهِ ؕ وَلَئِنْ جَآءَ نَصْرٌ مِّنْ رَّبِّكَ لَيَقُوْلُنَّ اِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ ؕ اَوَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَعْلَمَ بِمَا فِيْ صُدُوْرِ الْعٰلَمِيْنَ ۝١١

১১। এবং লোকদের মধ্যে কতক এমন আছে যাহারা বলে, 'আমরা আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনিয়াছি;' অতঃপর যখন তাহাদিগকে আল্লাহ্‌র পথে কষ্ট দেওয়া হয়, তখন তাহারা মানুষের শাস্তিকে আল্লাহ্‌র শাস্তির মত মনে করে। এবং যদি তোমার প্রভুর নিকট হইতে কোন সাহায্য আসে তখন তাহারা জোর দিয়া বলে, 'নিশ্চয় আমরাও তোমাদের সঙ্গে ছিলাম।'[২২৪১] বিশ্ববাসীর বক্ষঃস্থলে যাহা কিছু আছে, আল্লাহ্ কি উহা সমধিক অবগত নহেন ?

২২৩৯। আয়াতটি 'মুজাহিদ' অর্থাৎ আল্লাহ্‌র পথে কঠোরভাবে সংগ্রামকারীর সংক্ষিপ্ত কিন্তু খুবই সঙ্গত বর্ণনা দিয়াছে। দৃঢ় এবং অবিরাম প্রচেষ্টার মাধ্যমে উচ্চ ও মহান আদর্শের প্রকৃত অনুশীলন করার নামই ইসলামী পরিভাষায় 'জিহাদ' এবং যে ব্যক্তি এই সকল মহান আদর্শের অধিকারী এবং এইগুলি জীবনে পালন করিয়া চলে, সত্যিকার অর্থে তিনিই একজন 'মুজাহিদ'।

২২৪০। সকল ধর্মের শিক্ষার আদ্যন্ত আল্লাহ্‌তা'লার একত্ব। মানবের প্রথম এবং শেষ আনুগত্য তাঁহারই প্রতি। অন্যান্য সকল বিশ্বস্ততা ইহার ফল এবং ইহারই অধীন। এমন কি পিতা-মাতার প্রতি মানুষের আনুগত্যের ক্ষেত্রেও আল্লাহ্‌র প্রতি নিখুঁত আনুগত্যকে ক্ষুন্ন করার অনুমতি দেওয়া হয় না।

২২৪১। প্রাথমিক যুগের মুসলমানগণ ভয়ানক কঠিন পরীক্ষার মধ্যে অটল বিশ্বাস প্রদর্শন করিয়াছিলেন এবং প্রত্যেক যুগে প্রকৃত বিশ্বাসীগণ সত্য ঈমানের প্রমাণ দিয়াছেন। ইহার তুলনায় বৈসাদৃশ্যপূর্ণ দুর্বল ঈমানের লোকও পাওয়া যাইবে যাহারা সাধারণতঃ সুবিধা হইতে বঞ্চিত হইলেই ভয় পাইয়া পিছাইয়া যায় এবং ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া অপেক্ষা বরং ঈমানের দাবী পরিত্যাগ করিতেও প্রস্তুত হইয়া যায়। অপর পক্ষে তাহারা যখন দেখে যে, বিশ্বাসীদিগের জন্য ঐশী সাহায্য নামিয়া আসিতেছে এবং সত্যের ভিত্তি দৃঢ় হইতেছে, তখন মো'মেনদিগের সহিত অন্তরঙ্গতার দাবী করার জন্য সর্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখে।

وَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ ﴿١٢﴾

১২ । এবং অবশ্যই আল্লাহ্ তাহাদিগকেও স্বতন্ত্রভাবে প্রকাশ করিয়া দিবেন যাহারা মো'মেন এবং তাহাদিগকেও অবশ্যই স্বতন্ত্রভাবে প্রকাশ করিয়া দিবেন যাহারা মোনাফেক ।

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّبِعُوْا سَبِيْلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطٰيٰكُمْ ۖ وَمَا هُمْ بِحٰمِلِيْنَ مِنْ خَطٰيٰهُمْ مِّنْ شَيْءٍ ۭ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ﴿١٣﴾

১৩ । এবং কাফেরগণ মো'মেনগণকে বলে, 'তোমরা আমাদের পথের অনুসরণ কর, আমরা তোমাদের পাপের বোঝা বহন করিব ।' অথচ তাহারা তাহাদের পাপের বোঝা হইতে কিছুই বহন করিতে পারিবে না ।[২২৪২] তাহারা অবশ্যই মিথ্যাবাদী ।

وَلَيَحْمِلُنَّ اَثْقَالَهُمْ وَاَثْقَالًا مَّعَ اَثْقَالِهِمْ ۡ وَلَيُسْـَٔلُنَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عَمَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ﴿١٤﴾ ع ١٤

১৪ । বস্তুতঃ তাহারা নিজেদের বোঝাও বহন করিবে এবং তাহাদের বোঝার সহিত অন্য (লোকের) বোঝাও বহন করিবে । এবং তাহারা যাহা মিথ্যা রটনা করিত সেই সম্বন্ধে কেয়ামতের দিন তাহাদিগকে অবশ্যই জিজ্ঞাসা করা হইবে ।

[১৪] ১৩

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖ فَلَبِثَ فِيْهِمْ اَلْفَ سَنَةٍ اِلَّا خَمْسِيْنَ عَامًا ۭ فَاَخَذَهُمُ الطُّوْفَانُ وَهُمْ ظٰلِمُوْنَ ﴿١٥﴾

১৫ । এবং আমরা নূহকে তাহার জাতির নিকট পাঠাইয়াছিলাম, অনন্তর সে তাহাদের মধ্যে পঞ্চাশ বৎসর[২২৪৩] কম এক হাজার বৎসর অবস্থান করিয়াছিল । অতঃপর প্লাবন তাহাদিগকে পাকড়াও করিল, কারণ তাহারা যালেম ছিল ।

فَاَنْجَيْنٰهُ وَاَصْحٰبَ السَّفِيْنَةِ وَجَعَلْنٰهَآ اٰيَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿١٦﴾

১৬ । সুতরাং আমরা তাহাকে এবং (তাহার) নৌকায় আরোহী সঙ্গীদিগকে উদ্ধার করিলাম এবং ইহাকে সকল বিশ্ববাসীর জন্য একটি নিদর্শন করিলাম ।

وَاِبْرٰهِيْمَ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاتَّقُوْهُ ۭ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿١٧﴾

১৭ । এবং আমরা ইব্রাহীমকেও (রসূল করিয়া পাঠাইয়াছিলাম) যখন সে তাহার জাতিকে বলিয়াছিল, 'তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর এবং তাঁহার তাক্ওয়া অবলম্বন কর । যদি তোমরা জ্ঞান রাখ তাহা হইলে ইহাই তোমাদের জন্য উত্তম;

২২৪২ । মোনাফেক ছাড়াও একপ্রকার লোক আছে যাহারা অবিশ্বাসী আগ্রাসনকারী সর্দার, তাহারা সমাজে উচ্চ মর্যাদার সুযোগ নিয়া অন্যান্য লোকগণকে (যাহারা জীবনে তত উচ্চে প্রতিষ্ঠিত নহে) এই বলিয়া বিভ্রান্ত করিতে প্রয়াস চালায় যে, এই সর্দারগণের নেতৃত্বে নূতন সত্য-ধর্ম প্রত্যাখ্যান করার জন্য তাহাদের সমস্ত ক্ষতিপূরণ তাহারা (সর্দারগণ) বহন করিবে ।

২২৪৩ । এখানে হযরত নূহ (আঃ)-এর বয়স বা জীবনকাল ৯৫০ বছর বলিয়া উল্লেখ রহিয়াছে । বাইবেলে ৯৫২ বছর বলা হইয়াছে । প্রাচীন কালের নবীগণ যথা-হযরত নূহ, হূদ, সালেহ এবং অপরাপর নবী (আলায়হিমুস্ সালাম) কখন ছিলেন এবং কতদিন বাঁচিয়াছিলেন এই সম্বন্ধে নিশ্চিত তারিখ নিরূপণ করা দুঃসাধ্য ব্যাপার । কুরআন (১৪ঃ১০) বলে 'আল্লাহ্ ব্যতীত তাহাদিগকে আর কেহ জানে না ।' নয়শত পঞ্চাশ বছর সময় হযরত নূহ(আঃ)-এর ব্যক্তিগত দৈহিক জীবনের পরমায়ু ছিল বলিয়া মনে হয় না, বোধহয় ইহা তাহার শরীয়াতের সময়-কাল । এমতে এই সময় প্রথমে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর কার্যকাল পর্যন্ত সম্প্রসারিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়, কারণ হযরত ইব্রাহীম (আঃ) নূহ (আঃ)-এরই সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন (৩৭ঃ৮৪) এবং তৎপর হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর কার্যকাল হইতে হযরত মূসা (আঃ)-এর সময় পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল । প্রকৃত পক্ষে এক জন নবীর বয়স দ্বারা তাঁহার দায়িত্বকাল ও তাঁহার শিক্ষাকালের সময়-সীমাও বুঝায় । হযরত নূহ (আঃ)-এর বয়সের সীমারেখার বর্ণনা করিতে 'সানাত' (বৎসর) এবং 'আমান' (সাল) শব্দ দুইটির ব্যবহার হইয়াছে । কার্যতঃ প্রথমোক্ত শব্দ যখন মূল অর্থে মন্দ ধারণা রাখে, তখন শেষোক্ত শব্দটি মৌলিক অর্থে সুধারণা প্রকাশ করে । ইহা দ্বারা প্রতিভাত হয় যে, হযরত নূহ (আঃ)-এর বিধান কালের প্রথম পঞ্চাশ বৎসর ছিল সর্বদিক হইতে আধ্যাত্মিক অগ্রগতি এবং পুনর্জাগরণের সময় এবং অধঃপতন আরম্ভ হওয়ার পর তাঁহার জাতি ক্রমানুয়ে নৈতিক অবক্ষয়ের মাধ্যমে নয়শত বছরে অধঃপতনের চরমে পৌঁছিয়াছিল ।

إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا ۚ إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ ۖ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿١٧﴾

১৮ । আল্লাহ্কে ছাড়িয়া তোমরা কেবল প্রতিমাসমূহের ইবাদত করিতেছ এবং মিথ্যা উদ্ভাবন করিতেছ । তোমরা আল্লাহ্কে ছাড়িয়া যাহাদের ইবাদত করিতেছ তাহারা তোমাদিগকে আদৌ রিয্ক দিতে পারে না; সুতরাং তোমরা আল্লাহ্র নিকট রিয্ক কামনা কর এবং তাঁহারই ইবাদত কর এবং তাঁহারই প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর । তোমাদিগকে তাঁহারই দিকে প্রত্যাবর্তিত করা হইবে ।'

وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ۖ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿١٨﴾

১৯ । এবং তোমরা যদি (সত্যকে) মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান কর তাহা হইলে (ইহা কোন নূতন কথা নহে) তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিগুলিও (তাহাদের রসূলগণকে) মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল । বস্তুতঃ (পয়গাম) সুস্পষ্ট ভাবে পৌছাইয়া দেওয়াই হইল রসূলের একমাত্র কর্তব্য ।

أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿١٩﴾

২০ । তাহারা কি চিন্তা করিয়া দেখে নাই যে, কিভাবে আল্লাহ্ সৃষ্টির প্রথমবার উদ্ভব করিয়া থাকেন, অতঃপর ইহার পুনরাবর্তন করেন ।[২২৪৪] নিশ্চয় ইহা আল্লাহ্র জন্য অতি সহজসাধ্য ।

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٠﴾

২১ । তুমি বল, 'তোমরা পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর,[২২৪৫] অতঃপর দেখ যে, কিভাবে আল্লাহ্ সৃষ্টির প্রথমবার উদ্ভব করিয়াছেন, অতঃপর আল্লাহ্ই তাহাদিগকে দ্বিতীয় উত্থানে উত্থিত করিবেন । নিশ্চয় আল্লাহ্ প্রত্যেক বিষয়ে সর্বশক্তিমান;

يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ ۖ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ ﴿٢١﴾

২২ । তিনি যাহাকে চাহেন আযাব দেন এবং যাহার উপর চাহেন দয়া করেন;[২২৪৫-ক] তাঁহারই দিকে তোমাদিগকে ফিরাইয়া আনা হইবে ।

وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿٢٢﴾ ع ২

২৩ । এবং তোমরা না পৃথিবীতে এবং না আকাশে (আল্লাহ্কে তাঁহার পরিকল্পনায়) ব্যর্থ[২২৪৬] করিতে পারিবে । বস্তুতঃ আল্লাহ্ ব্যতীত তোমাদের না কোন বন্ধু আছে এবং না কোন সাহায্যকারী ।'

[৯] ১৪

২২৪৪ । আয়াতটির মর্মার্থ এই যে, আল্লাহ্তা'লার সৃষ্টির এবং পুনঃসৃষ্টির নিয়ম এইরূপে কাজ করিবে যে, আল্লাহ্তা'লা আঁ-হযরত (সাঃ)-এর মাধ্যমে পুরাতনের ধ্বংসস্তূপের উপরে এক নূতন মানবজাতি এবং এক নূতন সভ্যতা সৃষ্টি করিবেন ।

২২৪৫ । 'তোমরা পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর' এই কথা কুরআনের বিভিন্ন স্থানে (৬ঃ১২; ১২ঃ১১০; ৩০ঃ১০; ৩৫ঃ৪৫; ৪০ঃ৮৩) উল্লিখিত হইয়াছে এবং প্রায় প্রত্যেক স্থানেই এই কথাটির পরে এমন একটি বাক্য ব্যবহৃত হইয়াছে যাহা এক মানব গোষ্ঠীর ধ্বংস এবং তাহাদের স্থলে অন্য এক মানব জাতি সৃষ্টির প্রতি অঙ্গুলী নির্দেশ করে । ইহা দ্বারা মৃত্যুর পরে শেষ বিচারের দিনে মৃত ব্যক্তিদের আত্মাসমূহের কবর হইতে পুনরুত্থান বুঝায় না, বরং ইহা দ্বারা কেবল মাত্র জাতিসমূহের উত্থান-পতনের ইন্দ্রিয়গোচর ব্যাপার বুঝায় ।

২২৪৫-ক । কুরআনের কয়েক স্থানে যেমন বর্ণিত হইয়াছে যে, আল্লাহ্তা'লা খামখেয়ালীভাবে শাস্তি প্রদান করেন না, অবশ্য অপরিহার্য শাস্তির যোগ্য হওয়ার পরেই কেবল শাস্তি দেন । আয়াতটি শুধু এই ব্যাপারেই জোর দিয়াছে ।

২২৪৬ । কাফেরদিগকে অত্যন্ত জোরের সহিত সতর্ক করা হইয়াছে যে, তাহারা আল্লাহ্তা'লার পরিকল্পনাকে ব্যর্থ করিতে পারিবে না । কেননা ঐশী হুকুম জারি হইয়া গিয়াছে যে, ইসলাম ধর্ম অগ্রগতি এবং বিজয় লাভ করিবেই ।

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَ لِقَآئِهٖۤ اُولٰٓئِكَ يَئِسُوْا مِنْ رَّحْمَتِيْ وَ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٢٣﴾

২৪। এবং যাহারা আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহকে এবং তাঁহার সাক্ষাৎকে অস্বীকার করে, তাহারাই আমার রহমত হইতে নিরাশ হইয়া গিয়াছে। এবং তাহাদের জন্যই যন্ত্রণাদায়ক আযাব হইবে।

فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖۤ اِلَّاۤ اَنْ قَالُوا اقْتُلُوْهُ اَوْ حَرِّقُوْهُ فَاَنْجٰىهُ اللّٰهُ مِنَ النَّارِ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿٢٤﴾

২৫। অতঃপর তাহার জাতির ইহা ছাড়া আর কোন উত্তর ছিল না যে তাহারা বলিল, 'তাহাকে হত্যা কর অথবা তাহাকে অগ্নিদগ্ধ কর।' কিন্তু আল্লাহ্ তাহাকে অগ্নি হইতে রক্ষা করিলেন। নিশ্চয় ইহাতে মো'মেন জাতির জন্য বহু নিদর্শন আছে।[২২৪৭]

وَقَالَ اِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْثَانًا ۙ مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَّيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ۫ وَّمَاْوٰىكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ﴿٢٥﴾

২৬। এবং সে বলিল, 'তোমরা কেবল পার্থিব জীবনে পারস্পরিক প্রেম-প্রীতি [২২৪৮] স্থাপন করিবার জন্য আল্লাহ্‌কে ছাড়িয়া প্রতিমাসমূহকে মা'বূদরূপে গ্রহণ করিয়াছ। অনন্তর কেয়ামতের দিন তোমরা একে অপরকে অস্বীকার করিবে এবং তোমরা একে অপরকে অভিসম্পাত করিবে। এবং তোমাদের আশ্রয়স্থল হইবে জাহান্নাম এবং কেহই তোমাদের সাহায্যকারী হইবে না।'

فَاٰمَنَ لَهٗ لُوْطٌ ۘ وَ قَالَ اِنِّيْ مُهَاجِرٌ اِلٰى رَبِّيْ ؕ اِنَّهٗ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٢٦﴾

২৭। অতএব লূত তাহার প্রতি ঈমান আনিল; এবং (ইব্‌রাহীম) বলিল,'আমি আমার প্রভুর দিকে হিজরত করিব; নিশ্চয় তিনি মহা পরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়।'

وَوَهَبْنَا لَهٗۤ اِسْحٰقَ وَ يَعْقُوْبَ وَجَعَلْنَا فِيْ ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتٰبَ وَاٰتَيْنٰهُ اَجْرَهٗ فِي الدُّنْيَا ۚ وَ اِنَّهٗ فِي الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٢٧﴾

২৮। এবং আমরা তাহাকে ইসহাক এবং ইয়াকুবকে দান করিলাম এবং তাহার বংশধরদের মধ্যে নবুওয়াত ও কিতাব প্রবর্তিত করিলাম এবং তাহাকে পৃথিবীতেও তাহার কর্মের বিনিময় দান করিলাম এবং পরকালেও নিশ্চয় সে সৎকর্মশীলগণের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

وَلُوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖۤ اِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ ۫ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٢٨﴾

২৯। এবং লূতকেও (আমরা রসূলরূপে পাঠাইয়াছিলাম), যখন সে তাহার জাতিকে বলিয়াছিল, নিশ্চয় তোমরা এমন এক অশ্লীল কাজ করিতেছ যাহা তোমাদের পূর্বে বিশ্ববাসীর মধ্যে অন্য কেহই করে নাই;

২২৪৭। হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ)-এর বর্ণনা ১৭ আয়াত হইতে আরম্ভ হইয়াছে এবং (১৮ আয়াতে) তিনি শির্‌কের (অংশীবাদিতার) বিরুদ্ধে শক্তিশালী যুক্তি রাখিয়াছেন। ১৯ হইতে ২৪ আয়াতসমূহ কুরআনের রচনা-শৈলী ও রীতির সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ সৌন্দর্য-বর্ধনকারী এক প্রসঙ্গান্তর যাহা নবী করীম (সাঃ) সম্পর্কিত এক মহান ধর্মীয় নীতির সংক্ষিপ্ত আলোচনা। আলোচিত নীতি হইল এই যে, ঐশী-বাণী প্রত্যাখ্যান করার ফলে যখন একজাতি নৈতিক অবক্ষয় ও অধঃপতনের শিকারে পরিণত হয়, তখন অপর এক জাতি উহার স্থলাভিষিক্ত হয়। হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ)-এর ঘটনার সূত্র এই হইতেই আরম্ভ হইয়াছে।

২২৪৮। 'মাওয়াদ্দাতা বায়নিকুম' উক্তির সম্ভাব্য অর্থঃ (১) সামাজিক আত্মীয়তা বা একে অন্যের ভালবাসা জয় করার আকাংখার ভিত্তি-স্বরূপ তোমাদের প্রতিমা-উপাসনার আদর্শ ও প্রথা, (২) প্রতিমা পূজার বিশ্বাস এবং রীতি-নীতিকে তোমরা একে অপরের প্রতি ভালবাসার ভিত্তি করিয়াছ,

اَئِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الرِّجَالَ وَ تَقْطَعُوْنَ
السَّبِيْلَ ۙ وَتَاْتُوْنَ فِيْ نَادِيْكُمُ الْمُنْكَرَ ؕ
فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖۤ اِلَّاۤ اَنْ قَالُوا ائْتِنَا
بِعَذَابِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۝٢٩

৩০। তোমরা কি (কাম চরিতার্থে) পুরুষদের নিকট উপগত হও এবং রাহাজানি করিয়া থাক[২২৪৯] এবং নিজেদের সভায় প্রকাশ্যভাবে ঘৃণ্য কাজ কর ?[২২৫০] তখন তাহার জাতির কেবল এই কথা বলা ছাড়া আর কোন উত্তর ছিল না যে, 'যদি তুমি সত্যবাদী হইয়া থাক তাহা হইলে আমাদের উপর আল্লাহ্‌র আযাব আনয়ন কর।'

قَالَ رَبِّ انْصُرْنِيْ عَلَى الْقَوْمِ
الْمُفْسِدِيْنَ ۝٣٠ ع ١٥

৩১। সে বলিল, 'হে আমার প্রভু ! তুমি আমাকে এই ফাসাদকারী জাতির বিরুদ্ধে সাহায্য কর।' ৩ [৮] ১৫

وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَاۤ اِبْرٰهِيْمَ بِالْبُشْرٰى ۙ
قَالُوْۤا اِنَّا مُهْلِكُوْۤا اَهْلِ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ ۚ
اِنَّ اَهْلَهَا كَانُوْا ظٰلِمِيْنَ ۝٣١

৩২। এবং যখন আমাদের দূতগণ ইব্‌রাহীমের নিকট সুসংবাদ আনিল, তখন তাহারা বলিল, 'আমরা এই জনপদের অধিবাসীদিগকে ধ্বংস করিয়া দিব, কারণ ইহার অধিবাসীগণ অবশ্যই যালেম।'

قَالَ اِنَّ فِيْهَا لُوْطًا ؕ قَالُوْا نَحْنُ اَعْلَمُ
بِمَنْ فِيْهَا ؕ لَنُنَجِّيَنَّهٗ وَاَهْلَهٗۤ اِلَّا امْرَاَتَهٗ ۖ
كَانَتْ مِنَ الْغٰبِرِيْنَ ۝٣٢

৩৩। সে বলিল,'এই জনপদে তো লূতও আছে।' তাহারা বলিল, 'উহাতে যাহারা আছে তাহাদিগকে আমরা ভালরূপে জানি, আমরা অবশ্যই তাহাকে এবং তাহার পরিজনবর্গকে উদ্ধার করিব, কেবল তাহার স্ত্রী ব্যতীত, কারণ সে পশ্চাতে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত।'

وَلَمَّاۤ اَنْ جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوْطًا
سِيْٓءَ بِهِمْ وَ ضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَّ قَالُوْا
لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ ۫ اِنَّا مُنَجُّوْكَ
وَاَهْلَكَ اِلَّا امْرَاَتَكَ كَانَتْ مِنَ
الْغٰبِرِيْنَ ۝٣٣

৩৪। এবং যখন আমাদের দূতগণ লূতের নিকট আসিল, তখন তাহাদের কারণে সে বিষন্ন হইয়া পড়িল, এবং তাহাদের (হিফাযতের) ব্যাপারে সে নিজেকে অক্ষম[২২৫১] অনুভব করিল। ইহাতে তাহারা বলিল,'তুমি ভয় করিও না এবং দুঃখও করিও না; নিশ্চয় আমরা তোমাকে এবং তোমার পরিজনবর্গকে উদ্ধার করিব,কেবল তোমার স্ত্রী ব্যতীত, সে পশ্চাতে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত,

---

অর্থাৎ তোমরা তোমাদের গোত্রীয় পরিচয়ের অভিন্নতা অক্ষুন্ন রাখিতে বাছিয়া নিয়াছ প্রতিমা-উপাসনার বিশ্বাসকে।

২২৪৯। 'ক্বাতা 'আত্ তরীক্বা' অর্থ সে পথচারীগণের চলার পথকে বিপজ্জনক করিল এবং ইহা ব্যবহার করিতে বারণ করিল। কুরআন করীমের উক্তির মর্মার্থঃ (ক) তোমরা রাজপথে মুসাফিরদিগকে লুণ্ঠন কর (হযরত লূত-আঃ-এর জাতির লোকেরা রাস্তাঘাটে লোক-সম্মুখে নির্লজ্জ কাজ করিত), (খ) তোমরা প্রকৃতি-গত যৌন নিয়ম লংঘন কর এবং প্রকৃতি-বিরুদ্ধ অপরাধ কর।

২২৫০। এই আয়াতে লূত (আঃ)-এর জাতির তিনটি কলংকের কথা বলা হইয়াছেঃ (১) অস্বাভাবিক দোষ; (২) রাজপথে ডাকাতি; (৩) খোলাখুলি এবং নির্লজ্জভাবে তাহাদের জন-সমাবেশে পাপ করা।

২২৫১। 'যাক্বাবিহী যার'আন' অর্থ সে ইহা করিতে অক্ষম হইল (লেইন)। আয়াতে বর্ণিত সংবাদবাহকগণ কাহারা ছিল এবং তাহাদের উদ্দেশ্য কি ছিল তাহা ১১ঃ৭০-৭১ এবং ১৫ঃ৬৮-৭২ আয়াতসমূহে বর্ণিত হইয়াছে। তাহাদের আগমন হযরত লূত (আঃ)-কে অসহায় এবং ব্যথিত করিয়াছিল, কারণ তাঁহার জাতির লোকেরা প্রকাশ্যে কুকর্ম করিতে অভ্যস্ত ছিল বলিয়া তাহারা তাহাদের শহরে অপরিচিত লোকের আগমন পসন্দ করিত না। সেই কারণে তাহারা হযরত লূত (আঃ)-কে বহিরাগত লোককে অভ্যর্থনা করিতে নিষেধ করিয়াছিল। তিনি ভয় পাইয়াছিলেন যে, তাঁহার লোকেরা তাঁহার অতিথিগণের সামনে তাঁহাকে অপমানিত করিতে পারে।

إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَىٰٓ أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَآءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿٣٥﴾

৩৫। নিশ্চয় আমরা এই জনপদবাসীদের উপর আকাশ হইতে আযাব অবতীর্ণ করিব, এই জন্য যে, তাহারা অবাধ্যতা করিয়া আসিতেছে।'

وَلَقَد تَّرَكْنَا مِنْهَآ ءَايَةًۢ بَيِّنَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٣٦﴾

৩৬। এবং নিশ্চয় আমরা ইহার দ্বারা বুদ্ধিমান লোকদের জন্য সুস্পষ্ট নিদর্শন পশ্চাতে ছাড়িয়াছি।

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٣٧﴾

৩৭। এবং আমরা মিদিয়ানবাসীদের নিকট তাহাদের ভাই শো'আয়বকেও (রসূল করিয়া পাঠাইয়াছিলাম), তখন সে তাহাদিগকে বলিল,'হে আমার জাতি! তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর, এবং পরকালের প্রতি মনোযোগী হও, এবং পৃথিবীতে ফাসাদ করিয়া বেড়াইও না।'

فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَٰثِمِينَ ﴿٣٨﴾

৩৮। ইহাতে তাহারা তাহাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া অস্বীকার করিল। ফলে এক ভয়াবহ ভূমিকম্প তাহাদিগকে ধৃত করিল তখন তাহারা তাহাদের গৃহে মুখ থুবড়াইয়া পড়িয়া রহিল।

وَعَادًا وَثَمُودَا۟ وَقَد تَّبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَٰكِنِهِمْ ۖ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَٰنُ أَعْمَٰلَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ ﴿٣٩﴾

৩৯। এইরূপে আদ ও সামূদকেও (আমাদের শাস্তি ধৃত করিয়াছিল) এবং তাহাদের বাসগৃহসমূহের অবস্থা তোমাদের নিকট সুস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। বস্তুতঃ শয়তান তাহাদের কার্যকলাপকে তাহাদের দৃষ্টিতে মনোরম করিয়া দেখাইয়াছিল এবং সে তাহাদিগকে আল্লাহ্র পথ হইতে নিবৃত্ত রাখিয়াছিল, অথচ তাহারা বিচক্ষণ লোক ছিল।[২২৫২]

وَقَٰرُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَٰمَٰنَ ۖ وَلَقَدْ جَآءَهُم مُّوسَىٰ بِالْبَيِّنَٰتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَٰبِقِينَ ﴿٤٠﴾

৪০। এবং কারূন ও ফেরাউন এবং হামানকেও (আমাদের শাস্তি ধৃত করিয়াছিল)। এবং মূসা তাহাদের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলীসহ আসিয়াছিল, তখন তাহারা দেশে অহংকার করিয়াছিল; কিন্তু তাহারা (আমাদের শাস্তিকে) অতিক্রম করিয়া বাঁচিতে পারে নাই।

فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنۢبِهِۦ ۖ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا ۚ وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ ۚ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ ۚ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا ۚ

৪১। সুতরাং আমরা তাহাদের প্রত্যেককেই তাহার পাপের কারণে ধৃত করিয়াছিলাম; অতএব তাহাদের মধ্যে কেহ এমন ছিল যাহার উপর আমরা মরু-ঝটিকা প্রেরণ করিয়াছিলাম, এবং তাহাদের মধ্যে কেহ এমন ছিল যাহাকে গর্জনকারী আযাব ধৃত করিয়াছিল, এইরূপে তাহাদের মধ্যে কেহ এমন ছিল যাহাকে আমরা ভূগর্ভে পুঁতিয়া দিয়াছিলাম, এবং কেহ এমন ছিল যাহাকে আমরা নিমজ্জিত করিয়াছিলাম।[২২৫৩] বস্তুতঃ আল্লাহ্

২২৫২। কুরআনের অভিব্যক্তির অর্থঃ (১) তাহারা স্পষ্ট বুঝিয়াছিল যে তাহারা যে পন্থা অবলম্বন করিয়াছিল উহা ভুল ছিল, (২) পরিণতি কি হইবে ইহা জানিয়া বুঝিয়া স্বেচ্ছায় তাহারা এক পথ বাছিয়া নিয়াছিল।

২২৫৩। কুরআন মজীদ বিভিন্ন যুগে নবীগণের সময়ামায়িক বিরুদ্ধবাদীদিগের উপর আপতিত শাস্তির জন্য পৃথক পৃথক শব্দ এবং বাচন ভঙ্গি

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ﴿٤٠﴾

তাহাদের উপর যুলুম করেন নাই, পরন্তু তাহারা নিজেরাই নিজেদের উপর যুলুম করিত ।

مَثَلُ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْلِيَآءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوْتِ ۚ اِتَّخَذَتْ بَيْتًا ۭ وَاِنَّ اَوْهَنَ الْبُيُوْتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوْتِ ۘ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ﴿٤١﴾

৪২ । যাহারা আল্লাহ্‌কে ছাড়িয়া অন্যকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিয়াছে তাহাদের উপমা মাকড়সার অনুরূপ যে নিজের জন্য একটি ঘর তৈয়ার করে বটে,কিন্তু সকল ঘরের মধ্যে মাকড়সার ঘরই সর্বাধিক দুর্বল;[২২৫৪] হায় ! যদি তাহারা ইহা জানিত ।

اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ مِنْ شَيْءٍ ۭ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٤٢﴾

৪৩ । আল্লাহ্ ভালভাবে জানেন এমন প্রত্যেক বস্তুকে; যাহাকে তাহারা আল্লাহ্ ব্যতিরেকে ডাকে; বস্তুতঃ তিনি মহা পরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময় ।

وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ ۚ وَمَا يَعْقِلُهَآ اِلَّا الْعٰلِمُوْنَ ﴿٤٣﴾

৪৪ । এইগুলি হইতেছে উপমা যাহা আমরা মানবজাতির জন্য বর্ণনা করিতেছি; কিন্তু জ্ঞানী লোক ছাড়া অন্য কেহ ইহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না ।

خَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٤٤﴾ ع ৪ [১৪] ১৬

৪৫ । আল্লাহ্ আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী যথাযথভাবে[২২৫৫] সৃষ্টি করিয়াছেন; নিশ্চয়ই ইহাতে মো'মেনদের জন্য নিদর্শন আছে ।

اُتْلُ مَآ اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتٰبِ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ ۭ اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاۗءِ وَالْمُنْكَرِ ۭ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ ۭ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُوْنَ ﴿٤٥﴾ ع ২১তম পারা

৪৬ । এই কিতাব হইতে যাহা তোমার প্রতি ওহী করা হয়, তাহা তুমি আবৃত্তি কর,[২২৫৬] এবং নামায কায়েম কর; নিশ্চয় নামায অশ্লীল ও মন্দকার্য হইতে বিরত রাখে; এবং নিশ্চয় আল্লাহ্‌র যিক্‌র (স্মরণ) হইতেছে সর্বশ্রেষ্ঠ (পুণ্য)। এবং তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ তাহা জানেন ।[২২৫৬-ক]

ব্যবহার করিয়াছে । 'আদ' জাতির উপর পতিত শাস্তি প্রচণ্ড বায়ু প্রবাহ রূপে বর্ণিত হইয়াছে (৪১ঃ১৭; ৫৪ঃ২০ এবং ৬৯ঃ৭); সামূদ জাতিকে যাহা অতর্কিতে ধৃত করিয়াছিল উহাকে ভূমিকম্প (৭ঃ৭৯), প্রবল ঝঞ্ঝা (১১ঃ৬৮; ৫৪ঃ৩২), বজ্রপাত (৪১ঃ১৮) এবং প্রচণ্ড বিস্ফোরণ (৬৯ঃ৬) বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে । যাহা হযরত লূত (আঃ)-এর জাতিকে ধ্বংস করিয়াছিল উহাকে বলা হইয়াছে মৃৎ-শিলা (১১ঃ৮৩; ১৫ঃ৭৫), শিলাবৃষ্টি (৫৪ঃ৩৫) এবং যে শাস্তি হযরত শোআয়ব (আঃ)-এর জাতি মিদিয়ানবাসীকে অতর্কিতে পাকড়াও করিয়াছিল উহাকে ভূমিকম্প নামে (৭ঃ৯২; ২৯ঃ৩৮), প্রবল বাত্যা (১১ঃ৯৫) এবং অন্ধকারাচ্ছান্ন দিবসের আযাব (২৬ঃ১৯০) রূপে অভিহিত করা হইয়াছে । অবশেষে যে ঐশী শাস্তি ফেরাউনকে এবং তাহার শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী ও অমাত্যবর্গ, হামান ও কারূনকে পাকড়াও করিয়াছিল এবং সমূলে ধ্বংস করিয়াছিল উহাকে এইভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে— "আমরা..... ফেরাউনের দলবলকে ডুবাইয়া মারিয়াছিলাম"(২ঃ৫১; ৭ঃ১৩৭ এবং ১৭ঃ১০৪) এবং"তাহাকে সম্পূর্ণ গ্রাস করিবার জন্য আমরা পৃথিবীকে প্রস্তুত করিয়াছিলাম"(২৮ঃ৮২)।

২২৫৪ । সূরাটি ইহার মুখ্য আলোচনায় আল্লাহ্‌তা'লার একত্বের বিষয়টিকে এই আয়াত দ্বারা অতি সুন্দর এক রূপকের মাধ্যমে সমাপ্তি টানিয়াছে যাহা বহু-ঈশ্বরবাদীদের প্রতিমা-উপাসনার বিশ্বাস ও প্রথার মূর্খতা, ব্যর্থতা এবং ভ্রান্তিকে উত্তমরূপে তুলিয়া ধরিয়াছে । এইগুলি মাকড়সার জালের মত নিতান্ত দুর্বল এবং বুদ্ধিমত্তাপূর্ণ সমালোচনার সামনে টিকিতে পারে না ।

২২৫৫ । 'বিলহাক্কে' শব্দের মর্মার্থ এই যে, ইহা স্বতঃই প্রমাণিত যে, আকাশসমূহ এবং পৃথিবী সৃষ্টির পিছনে এক সুবিন্যস্ত পরিকল্পনা ও উদ্দেশ্য রহিয়াছে এবং এক নিগূঢ় ও নিখুঁত পরিকল্পনা সমস্ত ঐশী ও পার্থিব জগতে কাজ করিতেছে ।

২২৫৬ । 'উতলু' অর্থ ঘোষণা কর; প্রচার কর; পড়; উচ্চকণ্ঠে পুনরাবৃত্তি কর; অনুসরণ কর (লেইন)।

২২৫৬-ক । এই আয়াতে তিনটি বিষয়ের উল্লেখ করা হইয়াছে, যথা প্রচার ও কুরআন পাঠ, নামায এবং যিক্‌রে ইলাহি । এই তিনের একই

وَلَا تُجَادِلُوْٓا اَهْلَ الْكِتٰبِ اِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ ۖ اِلَّا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ وَقُوْلُوْٓا اٰمَنَّا بِالَّذِيْٓ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَاُنْزِلَ اِلَيْكُمْ وَاِلٰهُنَا وَاِلٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَّنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ﴿٤٦﴾

৪৭। এবং তোমরা আহ্‌লে কিতাবের সঙ্গে শুধু উত্তম পন্থায়ই বিতর্ক করিবে, তাহাদের মধ্য হইতে ঐ সকল লোক ব্যতিরেকে যাহারা যুলুম করিয়াছে (তাহাদের সঙ্গে আদৌ বিতর্ক করিবে না)। এবং (তুমি (তাহাদিগকে) বল, 'আমরা ঈমান আনিয়াছি উহার উপর যাহা আমাদের প্রতি নাযেল করা হইয়াছে এবং তোমাদের প্রতিও নাযেল করা হইয়াছে বস্তুতঃ আমাদের মা'বূদ এবং তোমাদের মা'বূদ এক-ই[২২৫৭] এবং আমরা তাঁহারই প্রতি আত্মসমর্পণকারী।'

وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ ۭ فَالَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ ۚ وَمِنْ هٰٓؤُلَاۗءِ مَنْ يُّؤْمِنُ بِهٖ ۭ وَمَا يَجْحَدُ بِاٰيٰتِنَآ اِلَّا الْكٰفِرُوْنَ ﴿٤٧﴾

৪৮। এবং এইরূপে আমরা তোমার প্রতি এই কামেল (পূর্ণ) কিতাব নাযেল করিয়াছি, অতএব যাহাদিগকে আমরা কিতাব (তাওরাত ও উহার প্রকৃত জ্ঞান) দিয়াছিলাম, তাহারা ইহার (কুরআনের) উপর ঈমান আনে; এবং এই সকল লোকের (মক্কাবাসীদের) মধ্য হইতেও কতক ইহার উপর ঈমান আনে। বস্তুত: কেবল কাফেরগণই হঠকারিতার সহিত আমাদের নিদর্শনাবলী অস্বীকার করে।

وَمَا كُنْتَ تَتْلُوْا مِنْ قَبْلِهٖ مِنْ كِتٰبٍ وَّلَا تَخُطُّهٗ بِيَمِيْنِكَ اِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُوْنَ ﴿٤٨﴾

৪৯। এবং তুমি ইহার পূর্বে কোন কিতাব আবৃত্তি কর নাই, এবং তোমার ডান হাতে ইহা লিখও নাই, যদি এইরূপ হইত তাহা হইলে মিথ্যাবাদীগণ অবশ্যই সন্দেহ পোষণ করিত।[২২৫৮]

بَلْ هُوَ اٰيٰتٌۢ بَيِّنٰتٌ فِيْ صُدُوْرِ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ ۭ وَمَا يَجْحَدُ بِاٰيٰتِنَآ اِلَّا الظّٰلِمُوْنَ ﴿٤٩﴾

৫০। আসলে যাহাদিগকে জ্ঞান দান করা হইয়াছে[২২৫৯] তাহাদের বক্ষঃস্থলে এইগুলি সুস্পষ্ট নিদর্শন রহিয়াছে। বস্তুতঃ কেবল যালেমরাই আমাদের নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করে।

উদ্দেশ্য—— মানুষকে পাপ হইতে রক্ষা করা এবং তাহাকে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি করিতে সাহায্য করা। সকল ধর্মের মূলনীতি সর্বোচ্চ সত্তায় জীবন্ত-বিশ্বাস। কারণ ইহা এমন প্রত্যয় যাহা মানবের কুপ্রবৃত্তিগুলির উপর প্রবলভাবে এবং কার্যকরভাবে বাধা দান করে। এই কারণেই কুরআন করীম বারংবার আল্লাহ্‌তা'লার অস্তিত্বের বিষয়বস্তুতে প্রত্যাবর্তন করে এবং তাঁহার সর্বোচ্চ ক্ষমতা, মর্যাদা ও ভালবাসার কথা বলে এবং ইসলামী ইবাদতের আকারে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করার উপর সর্বাপেক্ষা জোর দেয়। ইসলামের এই ইবাদত যদি সকল প্রয়োজনীয় শর্তানুযায়ী পালন করা হয় তাহা হইলে অবশ্যম্ভাবীরূপে হৃদয়ের ও কর্মের পবিত্রতা অর্জিত হইবে।

২২৫৭। এই আয়াত অন্যান্যের নিকট আমাদের ধর্মমত প্রচার করার সময় আমাদের জন্য এক বিচক্ষণ নীতির পথ-নির্দেশ দান করিয়াছে। প্রচার করার শুরুতে সেই সকল ধর্মীয় রীতি-নীতি ও বিশ্বাসের উপর আমাদের জোর দেওয়া উচিত, যেগুলি বিরুদ্ধবাদীদের এবং আমাদের মধ্যে অভিন্ন। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমাদিগকে বলা হইয়াছে যে, 'কিতাবের অনুসারী' বা 'আহ্‌লে কিতাব' লোকদিগের সঙ্গে কথা বলার সময় ধর্মের দুইটি মৌলিক-নীতি—— আল্লাহ্‌তা'লার একত্ব (তৌহীদ) এবং ঐশী-বাণীর (ওহী-ইলহাম) মাধ্যমে আরম্ভ করা উচিত।

২২৫৮। যে ব্যক্তি পড়িতে ও লিখিতে জানিতেন না। যে ব্যক্তি এমন এক দেশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন যাহা সভ্য মানব জাতির সকল প্রকার সংযোগ হইতে বিচ্ছিন্ন ছিল। সেই জাতির মধ্যে বসবাস করায় অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের জ্ঞান থাকা যাহার পক্ষে কল্পনাতীত ব্যাপার ছিল সেই ব্যক্তি এমন এক গ্রন্থ দান করিলেন যাহা ঐসকল কিতাবের মধ্যস্থিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদিই কেবল ধারণ করে না, পরন্তু ইহা বিশ্বজনীন সর্বপ্রকার শিক্ষার সংক্ষিপ্তসার যাহা সকল যুগের মানবজাতির নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক প্রয়োজন মিটাইতে সক্ষম। তদুপরি ইহা এখন অতীত ও ভবিষ্যৎ তত্ত্বাবলীর বাহক যাহা পূর্ববর্তী কোন ঐশী কিতাবে বা ঐতিহাসিক পুস্তকে উল্লিখিত নহে। বস্তুতঃ এই সব বিষয় কুরআনের ঐশী-ধর্মগ্রন্থ এবং হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর ঐশী-শিক্ষাগুরু হওয়ার অভ্রান্ত প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত করে।

২২৫৯। পূর্ববর্তী আয়াত যখন কুরআন আল্লাহ্‌তা'লার বাণী হওয়ার সমর্থনে বাহ্যিক সাক্ষ্য-প্রমাণের প্রতি নির্দেশ করে, তখন তফসীরাধীন

وَقَالُوْا لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ اٰيٰتٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ؕ قُلْ اِنَّمَا الْاٰيٰتُ عِنْدَ اللّٰهِ ؕ وَاِنَّمَآ اَنَا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿٥١﴾

৫১। এবং তাহারা বলে, 'তাহার প্রতি তাহার প্রভুর নিকট হইতে কেন নিদর্শনসমূহ নাযেল করা হয় নাই ?' তুমি বল, 'নিদর্শনসমূহ আল্লাহ্‌র ইখতিয়ারে রহিয়াছে, আমি একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র।'

اَوَلَمْ يَكْفِهِمْ اَنَّآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ يُتْلٰى عَلَيْهِمْ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَرَحْمَةً وَّذِكْرٰى لِقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿٥٢﴾ ع ٥ [٧] ١

৫২। ইহা কি তাহাদের জন্য যথেষ্ট (নিদর্শন) নহে যে, আমরা তোমার উপর এক কামেল কিতাব নাযেল করিয়াছি যাহা তাহাদের নিকট আবৃত্তি করা হয়; নিশ্চয় ইহাতে মো'মেন জাতির জন্য বিশেষ রহমত ও উপদেশ রহিয়াছে।[২২৬০]

قُلْ كَفٰى بِاللّٰهِ بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ شَهِيْدًا ۚ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوْا بِاللّٰهِ ۙ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿٥٣﴾

৫৩। তুমি বল, 'আমার এবং তোমাদের মধ্যে সাক্ষীরূপে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট। আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তিনি সবই জানেন এবং যাহারা অসত্যের প্রতি ঈমান আনে এবং আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করে তাহারাই ক্ষতিগ্রস্ত।'

وَيَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالْعَذَابِ ؕ وَلَوْلَآ اَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَآءَهُمُ الْعَذَابُ ؕ وَلَيَاْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿٥٤﴾

৫৪। এবং তাহারা তোমার নিকট শীঘ্র আযাব কামনা করিতেছে; যদি একটি সময় নির্ধারিত না থাকিত তাহা হইলে নিশ্চয় তাহাদের নিকট আযাব আসিয়া পৌঁছিত। এবং নিশ্চয় তাহাদের উপর আযাব অকস্মাৎ আসিবে,[২২৬১] এমন অবস্থায় যে তাহারা টেরও পাইবে না।

يَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالْعَذَابِ ؕ وَاِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيْطَةٌ ۢ بِالْكٰفِرِيْنَ ﴿٥٥﴾

৫৫। তাহারা তোমার নিকট শীঘ্র আযাব কামনা করিতেছে,[২২৬১-ক] অথচ নিশ্চয় জাহান্নাম কাফেরদিগকে পরিবেষ্টন করিয়া আছে।

يَوْمَ يَغْشٰىهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ وَيَقُوْلُ ذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٥٦﴾

৫৬। যেদিন সেই আযাব তাহাদিগকে তাহাদের ঊর্ধ্বদেশ এবং তাহাদের পাদদেশ হইতে[২২৬২] আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিবে এবং তিনি বলিবেন, 'তোমরা যে কর্ম করিয়া আসিতেছিলে (এখন) উহার স্বাদ গ্রহণ কর।'

এই আয়াত নিজস্ব দলীল-প্রমাণ উপস্থাপন করে যে, যাহারা কুরআনের জ্ঞান দ্বারা সমৃদ্ধ হইয়াছে তাহাদের অন্তর হইতে পবিত্র আলোর ফোয়ারা উৎসারিত হয়।

২২৬০। আযাবের নিদর্শনের (পূর্ববর্তী আয়াত দ্রষ্টব্য) জন্য অবিশ্বাসীদিগের আহ্বানে বর্তমান আয়াত বড়ই করুণা উদ্রেককারী এক জবাব দান করিয়াছে। ইহা তাহাদিগকে প্রশ্ন করিয়াছে, কেন তাহারা শাস্তির নিদর্শন দাবী করে যখন আল্লাহ্‌তা'লা কুরআনের আকারে তাহাদিগকে এক রহমতের নিদর্শন দান করিয়াছেন, যাহার উপর অনুশীলন করিয়া তাহারা শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করিতে পারে এবং পৃথিবীতে সম্মান এবং মর্যাদাপূর্ণ জাতিরূপে পরিগণিত হইতে পারে।

২২৬১। এই আয়াত অবিশ্বাসীদিগের শাস্তির জন্য নিদর্শনের দাবীর সরাসরি উত্তর প্রদান করিয়াছে এবং ব্যক্ত করিয়াছে যে, কুরআনের আকারে অনুগ্রহের যে নিদর্শন তাহাদিগকে দেওয়া হইয়াছে, উহা দ্বারা উপকৃত হওয়ার পরিবর্তে এই সমস্ত হতভাগ্য লোকেরা তাহাদের আযাবের দাবীতে জিদ করিতেছে। অতএব তাহারা এই নিদর্শন দেখিতে পাইবে এবং তাহাদের উপর শাস্তি আসিবে সম্পূর্ণ আকস্মিক ভাবে এবং অপ্রত্যাশিতভাবে আসিবে। কিন্তু নির্ধারিত সময়ের জন্য তাহাদিগকে অপেক্ষা করিতে হইবে।

২২৬১-ক। পূর্ববর্তী আয়াতে যে শাস্তির কথা উল্লেখ করা হইয়াছে উহা দ্বারা ইহজগতে অবিশ্বাসীদিগের প্রতিশ্রুত শাস্তি বুঝায় এবং এই

২২৬২ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّ اَرْضِيْ وَاسِعَةٌ فَاِيَّايَ فَاعْبُدُوْنِ ﴿٥٧﴾

৫৭। হে আমার বান্দাগণ যাহারা ঈমান আনিয়াছ ! নিশ্চয় আমার পৃথিবী সুপ্রশস্ত;সুতরাং তোমরা একমাত্র আমারই ইবাদত কর।

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ ۫ ثُمَّ اِلَيْنَا تُرْجَعُوْنَ ﴿٥٨﴾

৫৮। প্রত্যেক জীবই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করিবে, অত:পর তোমাদিগকে আমাদের দিকে প্রত্যাবর্তিত করা হইবে।

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ نِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ ﴿٥٩﴾

৫৯। এবং যাহারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে অবশ্যই আমরা তাহাদিগকে জান্নাতে বালাখানায় বসবাসের জন্য স্থান দান করিব,[২২৬৬] যাহার তলদেশ দিয়া নহরসমূহ প্রবাহিত থাকিবে। তাহারা তথায় সর্বদা অবস্থান করিবে। সৎকর্মশীলদের পুরস্কার কতই না উত্তম !

الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ﴿٦٠﴾

৬০। যাহারা ধৈর্য ধারণ করে এবং নিজেদের প্রতিপালকের উপর নির্ভর করে।

وَكَاَيِّنْ مِّنْ دَآبَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ۖ اَللّٰهُ يَرْزُقُهَا وَاِيَّاكُمْ ۚ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿٦١﴾

৬১। এবং এমন কত জীবজন্তু আছে যাহারা নিজেদের রিযক বহন করিয়া বেড়ায় না ! আল্লাহ্‌ই তাহাদিগকে এবং তোমাদিগকে রিযক দেন।[২২৬৪] এবং তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।

وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ ۚ فَاَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ ﴿٦٢﴾

৬২। এবং যদি তুমি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, 'আকাশসমূহ ও পৃথিবীকে কে সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং সূর্য ও চন্দ্রকে (মানুষের) সেবায় কে নিয়োজিত করিয়াছেন ?[২২৬৫] তাহারা অবশ্যই বলিবে, 'আল্লাহ্।' তথাপি তাহাদিগকে (সত্য হইতে সরাইয়া) কোন দিকে বিভ্রান্ত করিয়া লইয়া যাওয়া হইতেছে ?

اَللّٰهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَيَقْدِرُ لَهٗ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿٦٣﴾

৬৩। আল্লাহ্‌ই নিজ বান্দাগণের মধ্য হইতে যাহার জন্য চাহেন রিযককে সম্প্রসারিত করিয়া দেন এবং যাহার জন্য চাহেন সংকুচিত করিয়া দেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ সকল বিষয়ে সর্বজ্ঞানী।

আয়াতে উল্লিখিত আযাব দ্বারা তাহাদের জন্য নির্ধারিত পরলোকের আযাব বুঝায়।

২২৬২। যখন ঐশী আযাব আসে তখন ইহা দ্রুত ও অকস্মাৎ আসে এবং উহা চক্ষুর ছানীর মত কাফেরদিগকে চতুর্দিক হইতে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে।

২২৬৩। এখানে মো'মেনদিগকে স্পষ্ট এবং দ্ব্যর্থহীন ভাষায় প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে যে, আল্লাহ্‌র পথে যাহারা হিজরত করে এবং ইহার পরেও তাহারা তাহাদের বিশ্বাসে অটল থাকে এবং সৎকর্ম করে ইহার জন্য তাহাদিগকে উহা অপেক্ষা অনেক বেশী পুরস্কার দেওয়া হয় যাহা তাহারা আল্লাহ্‌র পথে হারায়।

২২৬৪। যখন পশু-পাখীও অনাহারে থাকে না, তখন ইহা কিভাবে কল্পনা করা যায় যে, আল্লাহ্‌তা'লার সৃষ্টির শেরা মানুষ না খাইয়া থাকিবে ?

২২৬৫। আল্লাহ্‌তা'লা সৃজনকারী এবং সকল জীবনের উৎস এবং ইহার স্থায়িত্বের জন্য তিনি প্রকৃতির সমস্ত শক্তিকে মানুষের সেবায় নিয়োজিত করিয়াছেন।

وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ نَّزَّلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ مِنْۢ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ ؕ قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ ؕ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ ﴿٦٣﴾

৬৪। এবং যদি তুমি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, 'আকাশ হইতে কে বারি বর্ষণ করেন, অতঃপর উহা দ্বারা জমিকে উহার মৃত্যুর পর সঞ্জীবিত করেন ?' তাহারা অবশ্যই বলিবে, 'আল্লাহ্ ।' তুমি বল, 'সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য ।' কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই ইহা অনুধাবন করে না ।

৬ [১২] ২

وَمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَاۤ اِلَّا لَهْوٌ وَّلَعِبٌ ؕ وَ اِنَّ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ ۘ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ﴿٦٤﴾

৬৫। এই পার্থিব জীবন আমোদ-প্রমোদ ও ক্রীড়া-কৌতুক বৈ আর কিছুই নহে। আর যে পারলৌকিক আবাস উহাই হইতেছে প্রকৃত জীবন; হায় যদি তাহারা [২২৬৬] জানিত !

فَاِذَا رَكِبُوْا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۚ فَلَمَّا نَجّٰىهُمْ اِلَى الْبَرِّ اِذَا هُمْ يُشْرِكُوْنَ ﴿٦٥﴾

৬৬। এবং যখন তাহারা নৌকায় আরোহণ করে তখন তাহারা ধর্মকে একমাত্র তাঁহারই জন্য বিশুদ্ধ করিয়া একাগ্রচিত্তে আল্লাহ্‌কে ডাকিতে থাকে । কিন্তু যখন তিনি তাহাদিগকে উদ্ধার করিয়া স্থলের দিকে লইয়া আসেন তখন দেখ! সহসা তাহারা শরীক করিতে আরম্ভ করে,

لِيَكْفُرُوْا بِمَاۤ اٰتَيْنٰهُمْ ۙ وَ لِيَتَمَتَّعُوْا ۟ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ﴿٦٦﴾

৬৭। যেন তাহারা উহাকে অস্বীকার করে যাহা আমরা তাহাদিগকে দান করিয়াছি এবং যেন তাহারা পার্থিব ভোগ-বিলাস করিয়া লয় । কিন্তু অচিরেই তাহারা (ইহার প্রতিফল) জানিতে পারিবে ।

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا اٰمِنًا وَّيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ ؕ اَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُوْنَ وَبِنِعْمَةِ اللّٰهِ يَكْفُرُوْنَ ﴿٦٧﴾

৬৮। তাহারা কি চিন্তা করিয়া দেখে নাই যে, আমরা (মক্কার) পবিত্র গৃহকে নিরাপদ স্থান করিয়াছি, অথচ লোকদিগকে তাহাদের চতুষ্পার্শ্ব হইতে অতর্কিতে অপহরণ করিয়া লইয়া যাওয়া হয় ? [২২৬৭] তাহারা কি অসত্যের প্রতি ঈমান আনিতেছে এবং আল্লাহ্‌র নেয়ামতকে অস্বীকার করিতেছে ?

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَآءَهٗ ؕ اَلَيْسَ فِيْ جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكٰفِرِيْنَ ﴿٦٨﴾

৬৯। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সম্বন্ধে মিথ্যা রটনা করে, অথবা যখন সত্য তাহার নিকট আগমন করে তখন উহাকে মিথ্যা বলিয়া অস্বীকার করে, সে ব্যক্তি অপেক্ষা অধিকতর যালেম আর কে হইতে পারে ? এইরূপ কাফেরদের জন্য কি জাহান্নামে আবাসস্থল হওয়া উচিত নহে ?

২২৬৬। মহৎ উদ্দেশ্যের জন্য দুঃখ-কষ্ট ও আরামের উপকরণাদি হইতে বঞ্চিত অবস্থা বরণ করিয়া নেওয়া ছাড়া এবং আল্লাহ্‌র জন্য ত্যাগ স্বীকার করা ছাড়া যে জীবন তাহা 'কেবল আমোদ-প্রমোদ ও ক্রীড়া-কৌতুক'— তাহা এক তুচ্ছ এবং লক্ষ্যহীন অস্তিত্ব। অভীষ্ট সাধনে নিয়োজিত জীবন উহাই যাহা মহোত্তম উদ্দেশ্যে অতিবাহিত হয় এবং যাহাতে চিরস্থায়ী জীবনের প্রস্তুতি নেওয়া হয়, যেজন্য আল্লাহ্‌তা'লা মানবকে সৃষ্টি করিয়াছেন ।

২২৬৭। কা'বা আল্লাহ্‌তা'লার নিজ পবিত্র গৃহ হওয়া সম্বন্ধে এই আয়াত জ্বলন্ত ও স্থায়ী সাক্ষ্য দান করে । ইসলাম ধর্মের আবির্ভাব হইতে আরম্ভ করিয়া অদ্যাবধি যখন ইহাকে মানব জাতির চিরস্থায়ী 'ক্বিবলা' বলিয়া ঐশী ঘোষণা দেওয়া হইয়াছিল এবং এমনকি জাহেলিয়াতের যুগেও যখন আরবজাতির মধ্যে মানব জীবনের জন্য কোন শ্রদ্ধাবোধ ছিল না, তখনও কা'বার চতুষ্পার্শ্বস্থ স্থান 'হারাম (পবিত্র) রূপে অভিহিত

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۭ
وَاِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ ۝٦٩ ع

৭০ । এবং যাহারা আমাদের (সাক্ষাতের) উদ্দেশ্যে চেষ্টা-সাধনা করে,[২২৬৮] নিশ্চয় আমরা তাহাদিগকে আমাদের (নিকটে আসার) পথসমূহ প্রদর্শন করিব । এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ সৎকর্মশীল গণের সঙ্গে আছেন ।

৭ [৬] ৩

হইত এবং এই পবিত্র স্থানটি নিরাপত্তার স্বর্গ বলিয়া গণ্য হইত । বাহিরে যখন কোন নিরাপত্তা থাকিত না, ইহার ভিতরে তখন পূর্ণ নিরাপদ অবস্থা এবং শান্তি বিরাজ করিত ।

২২৬৮ । ইসলাম ধর্মে নির্ধারিত 'জিহাদ' এর মর্ম হত্যা করা এবং নিহত হওয়া বুঝায় না, বরং আল্লাহ্‌তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্য কঠোর চেষ্টা করা বুঝায় । 'ফীনা' শব্দের অর্থ আমাদের সহিত অর্থাৎ আল্লাহ্‌র সহিত মিলিত হওয়া ।

৩০-সূরা আর্ রূম

(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

নাযেল হওয়ার তারিখ ও প্রসংগ

এই সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ হইয়াছিল, যদিও ইহার নাযেল হওয়ার কোন সুনির্দিষ্ট তারিখ নির্ণয় করা কঠিন । নির্ভরযোগ্য অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ ইহাকে অবশ্য নবুওয়াতের ৬ষ্ঠ বা ৭ম বৎসরের দিকে অবতীর্ণ সূরা বলিয়া মনে করেন । কেননা, সেই সময়েই পারশিকদের বিজয় অভিযান, যাহার প্রতি এই সূরায় ইঙ্গিত রহিয়াছে, উহার উচ্চতম শিখরে উপনীত হইয়াছিল । পারশ্য সৈন্যরা তখন কনষ্টান্টিনোপলের দ্বার প্রান্তে আসিয়া আঘাত হানে এবং রোমকদের গ্লানি ও অপমান নিকৃষ্ট পর্যায়ে পৌছে । পূর্ববর্তী সূরার শেষের দিকে বলা হইয়াছিল যে, এই পৃথিবীর জীবন ক্রীড়া-কৌতুক করিতেই শেষ হইয়া যায়, তাই সত্যিকার ও মহৎ উদ্দেশ্যে যদি পার্থিব জীবন অতিবাহিত করা না যায়, তাহা হইলে মানুষ কখনো সেই অনন্ত জীবন, যে জীবনে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি বিরাজমান,সেই আধ্যাত্মিক জীবনের অধিকারী হইতে পারে না । আলোচ্য সূরাটি এই ভবিষ্যদ্বাণী দ্বারা শুরু হইয়াছে যে,বিশ্বাসীদেরকে এক কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইবে । তাহারা অবশ্য সাফল্যের সহিত এই নির্যাতন ও উৎপীড়নের কাল অতিক্রম করিবে এবং তাহাদের ত্যাগ ও কুরবানীর বিনিময়ে তাহাদের জন্য ঐশী অনুগ্রহ ও আশিসের দ্বার খুলিয়া দেওয়া হইবে ।

বিষয়বস্তু

সূরাটির মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হইতেছে, অসত্য ও অবিশ্বাসী শক্তির পরাজয় এবং ইসলামের উত্থান ও অগ্রগতির ঘোষণা । অত্যন্ত জোরালো ভাষায় ও সন্দেহাতীতরূপে সূরাটিতে বলা হইয়াছে যে, অতীতের সব ব্যবস্থা ও রীতি-নীতি ধ্বংস হইয়া যাইবে এবং উহার ধ্বংসাবশেষ হইতেই পুনরায় একটি নূতন ও উন্নততর ব্যবস্থা গড়িয়া উঠিবে । অতঃপর, রোমানরাই পারশিকদের উপর বিজয়ী হইবে— এই ভবিষ্যদ্বাণী সহকারে সূরাটি শুরু হইয়াছে । বস্তুতঃ এই ভবিষ্যদ্বাণীটি এমন এক সময়ে করা হইয়াছিল যখন পারস্য বাহিনী অপ্রতিরোধ্য গতিতে সম্মুখে ধাবমান এবং রোমকরা গ্লানি ও পরাজয়ের শেষ সীমায় উপনীত। তখন এই কথা চিন্তা করাও সাধারণ বুদ্ধি-বিবেচনা এমন কি কল্পনাতেও কঠিন ছিল যে, তিন হইতে নয় বছরের মধ্যেই অবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধিত হইবে— এবং যে পারশিকরা আজ বিজয়ী তাহারাই পরাস্ত হইবে । অথচ, অত্যন্ত অসাধারণ ও অভূতপূর্বভাবে এই ভবিষ্যদ্বাণীটি পূর্ণ হইয়াছিল । ভবিষ্যদ্বাণীটির পূর্ণতা আরো গভীর তাৎপর্যময় একটি বিষয়ের দিকে ইশারা করিয়াছে । তাহা হইল, বাহ্যিকভাবে দুর্বল ও অসহায় মুসলমানদের মোকাবিলায় কাফেরদের শক্তি ও সামর্থ্য যদিও অত্যন্ত প্রবল,তবুও তাহারাই একদিন মুসলমানদের নিকট পরাজিত হইবে এবং ইসলাম ক্রমাগত শক্তি সঞ্চয় করিয়া অগ্রগতির দিকে আগাইয়া যাইবে । অতঃপর, সূরাটিতে আল্লাহ্‌র অপার শক্তি ও ক্ষমতার ধারণা দিতে গিয়া আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সৃষ্টিতত্ব, দিন-রাত্রির পরিবর্তন, বিশ্বজগতের মধ্যে বিরাজিত ঐক্যসূত্র ও নির্ভুল পরিকল্পনার প্রকাশ এবং অত্যন্ত সামান্য অবস্থা হইতে মানুষ সৃষ্টির প্রসংগ বর্ণিত হইয়াছে । এই সমস্ত বিষয়গুলি এই কথা বুঝাইবার জন্যই এক অনিবার্য ও অপরিহার্য সিদ্ধান্ত হিসাবে উল্লেখিত হইয়াছে যে, সেই আল্লাহ্, যিনি এমন অপার ও অনন্ত ক্ষমতার অধিকারী, তিনি অবশ্যই ইসলামকে এক ক্ষুদ্রাতি-ক্ষুদ্র বীজ হইতে এক মহা মহীরূহে পরিণত করিতে সক্ষম, যাহার সুশীতল ছায়াতলে একদিন সমগ্র বিশ্ব-মানবতা আশ্রয় লাভ করিবে । বস্তুতঃ, ইসলাম অবশ্যই সফলকাম হইবে, কেননা ইহা হইতেছে'দীনে ফিতরাত'বা প্রকৃতি-সম্মত ধর্ম । ইসলাম মানুষের বিবেক, যুক্তি ও স্বাভাবিক বুদ্ধি-বিবেচনার প্রতি আহ্বান জানায় । এইভাবেই একদিন আরবের বুকে ইসলাম এক মহান ও আশ্চর্য বিপ্লব সাধন করিবে । একটি জাতি যাহারা নৈতিকতার বিচারে আজ মৃতবৎ অবস্থায় পড়িয়া আছে, তাহারাই একদিন দীর্ঘ যুগের গভীর নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইবে এবং হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর আধ্যাত্মিক প্রস্রবণের পানি পান করিয়া আধ্যাত্মিক জগতের মশালবাহী হইবে এবং পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে ইসলামের বাণীকে বহন করিয়া লইয়া যাইবে । সূরাটির শেষের দিকে এই মন্তব্য করা হইয়াছে যে, ইসলামের বিরুদ্ধে নির্যাতন ও অত্যাচার চালাইয়া ইহার অগ্রগতিকে রোধ করা সম্ভব নয় । পরিণামে সত্যই বিজয়ী হয় এবং মিথ্যা পরাভূত ও অপমানিত হয় । এই চিরন্তন রীতি সকল নবী-রসূলের যুগেই পরিলক্ষিত হইয়াছিল এবং হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সময়েও এই কথা বলা হইয়াছে যে, তিনি যেন ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার সহিত বিরুদ্ধবাদীদের অত্যাচার ও হাসি-ঠাট্টাকে সহ্য করিয়া যান।কেননা, তাঁহাকে অচিরেই আল্লাহ্‌তা'লার সাহায্য ও বিজয় দান করা হইবে ।

سُوْرَةُ الرُّوْمِ مَكِّيَّةٌ

৩০-সূরা আর্ রূম

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ইহাতে ৬১ আয়াত এবং ৬ রুকূ আছে ।

১। আল্লাহ্র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

২। আলিফ লাম মিম্ ।[২২৬৯]

الٓمّٓ ②

৩। রূমীগণ পরাজিত হইয়াছে—

غُلِبَتِ الرُّوْمُ ③

৪। নিকটবর্তী দেশে,[২২৬৯-ক] এবং তাহারা তাহাদের পরাজয়ের পর অচিরেই বিজয়ী হইবে,

فِيْٓ اَدْنَى الْاَرْضِ وَهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُوْنَ ④

৫। মাত্র কয়েক বৎসরের মধ্যে—[২২৭০] সর্বাধিপত্য পূর্বে ও পরে আল্লাহ্রই—এবং সেইদিন মো'মেনগণ অত্যন্ত আনন্দিত হইবে,[২২৭১]

فِيْ بِضْعِ سِنِيْنَ ۬ؕ لِلّٰهِ الْاَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْۢ بَعْدُ ؕ وَيَوْمَئِذٍ يَّفْرَحُ الْمُؤْمِنُوْنَ ⑤

২২৬৯। ১৬ টীকা দ্রষ্টব্য ।

২২৬৯-ক। প্যালেষ্টাইন ।

২২৭০। 'বিযউন' শব্দটি আরবী ভাষায় বেশ কয়েকটি সংখ্যাকে বুঝাইয়া থাকে, যেমন পাঁচ, সাত, দশ ইত্যাদি । তবে সাধারণতঃ, ইহা তিন হইতে নয় পর্যন্ত সংখ্যাগুলিকে বুঝায় ।

২২৭১। এই আয়াত ও পূর্ববর্তী দুইটি আয়াতের প্রকৃত মর্ম ও তাৎপর্য বুঝিতে হইলে, ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর আবির্ভাবের অব্যবহিত পূর্বে, আরবদেশ ও আশপাশের দুইটি বৃহৎ সাম্রাজের— তথা পারশ্য সাম্রাজ্য ও রোম-সাম্রাজ্যের— রাজনৈতিক অবস্থাবলীর দিকে সংক্ষিপ্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ প্রয়োজন । এই দুইটি বিশাল সাম্রাজ্য পরস্পর যুদ্ধরত ছিল । ৬০২ খৃষ্টাব্দে রোম সম্রাটের বন্ধু ও হিতৈষী মোরিস পারস্য-সম্রাট দ্বিতীয় খসরূ ফোকাসের হাতে মারা গেলে যুদ্ধের সূচনা হয় । সূচনা পর্বে, পারস্য- সম্রাটের জয় জয়কার শুরু হইয়া গেল । প্রায় বিশ বৎসর ধরিয়া পারস্য বাহিনী রোমান সাম্রাজ্যকে তছনছ করিতে লাগিল । এমনটি পূর্বে আর কখনও ঘটে নাই । পারস্য-সেনারা সিরিয়া ও এশিয়া মাইনর লুণ্ঠিত ও পদদলিত করিল এবং ৬০৮ খৃষ্টাব্দে চ্যালসেডন পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া গেল । ৬১৩ খৃষ্টাব্দে তাহারা দামেস্ক দখল করিয়া লইল । এমন কি দামেস্ক এলাকার আশে পাশের দেশগুলিতে ঐ সময় পর্যন্ত যে ভূমিতে পারস্য সন্তান কখনও পা রাখিতেও সাহস পায় নাই, সে সব রোমীয় দেশগুলিও পারসিকদের পদানত হইল । অতঃপর ৬১৪ খৃষ্টাব্দে জেরুযালেমও পারস্য-সম্রাটের করতলগত হইল।সমগ্র খৃষ্টান বিশ্ব ভীত-বিহ্বল ও হতভম্ব হইয়া খবর শুনিল যে,পারসিকেরা খৃষ্টের ক্রুশকাষ্ঠ সহ পেট্রিয়ার্ককে (সর্ব্বোচ্চ খৃষ্টান ধর্মযাজক)- ধরিয়া লইয়া গিয়াছে । খৃষ্টধর্ম অপমানিত ও ভুলুণ্ঠিত হইল । জেরূযালেম দখল করিয়াও পারস্য-বাহিনী থামিল না । তাহারা মিশর জয় করিল, এশিয়া মাইনর পুনর্বার লুণ্ঠন করিল এবং অতঃপর কন্‌ষ্টান্টিনোপলের সিংহদ্বারের কাছে আসিয়া হানা দিল । রোমীয়রা আত্ম-কলহে বিভক্ত থাকার ফলে শত্রুকে প্রতিহত করার উদ্যোগ নিতে সক্ষম ছিল না । সম্রাট হেরাক্লিয়াসের অসহায়তা ও অপমান এতই হীনতম পর্যায়ে গিয়া পৌঁছিল যে, 'সম্রাট' (খসরূ) তাহাকে তাহার সিংহাসনের পায়ের সহিত বাঁধা অবস্থায় উপস্থিত করার হুকুম দিলেন । এমন কি ক্রুশবিদ্ধ খোদার বিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া সূর্যের উপাসনা অবলম্বন না করা পর্যন্ত তাহাকে রেহাই দেওয়া হইবে না বলিয়া শাসাইয়া ছিলেন । (হিষ্টোরিয়ানস্ হিষ্ট্রি অব দি ওয়ার্লড্ ৭ম খণ্ড, পৃঃ ১৫৯ ; ৮ম খণ্ড, পৃঃ ৯৪-৯৫ এবং এনসাইক বৃট 'খসরূ' ২য় ও 'হেরাক্লিয়াস্' বিষয়ে)। তখনকার এই অস্থির অবস্থা মুসলমানদের মনকেও কষ্ট দিল । কেননা রোমীয়দের সাথে মুসলমানদের কতকটা ধর্মীয় মিল রহিয়াছে,যেহেতু তাহারা কিতাবধারী (আহলে কিতাব)। কিন্তু মক্কার কুরাইশগণ, যাহারা পারস্যবাসীরই মত মূর্তি-উপাসক ছিল, খৃষ্টান সেনাবাহিনীর পতনের মধ্যে আনন্দ লাভ করতঃ মনে মনে ভাবিতেছিল যে, উদীয়মান ইসলামও খৃষ্টানদের মতই অচিরে বিনষ্ট ও পদদলিত হইবে । রোমীয় বাহিনী এইভাবে পূর্ণরূপে পর্যুদস্ত হওয়ার পরে পরেই, হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর কাছে ৬১৬ খৃষ্টাব্দে একটি ঐশী-বাণী অবতীর্ণ হইল যাহা

بِنَصْرِ اللّٰهِ ؕ يَنْصُرُ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ۝٥

৬। আল্লাহ্‌র সাহায্যে তিনি যাহাকে চাহেন সাহায্য করেন; এবং তিনি মহা পরাক্রমশালী, পরম দয়াময়।

وَعْدَ اللّٰهِ ؕ لَا يُخْلِفُ اللّٰهُ وَعْدَهٗ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝٦

৭। ইহা আল্লাহ্‌র ওয়াদা।[২২৭২] আল্লাহ্ নিজের ওয়াদাকে ভঙ্গ করেন না; কিন্তু অধিকাংশ লোক বুঝে না।

يَعْلَمُوْنَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۖ وَهُمْ عَنِ الْاٰخِرَةِ هُمْ غٰفِلُوْنَ ۝٧

৮। তাহারা কেবল, পার্থিব জীবনের বাহ্যিক শান ও শওকতকে[২২৭৩] বুঝে; কিন্তু পারলৌকিক জীবন সম্বন্ধে তাহারা সম্পূর্ণ গাফেল।

আলোচ্য আয়াত ও তৎপূর্ববর্তী দুইটি আয়াতের বিষয়-বস্তু। এই আয়াতগুলির দ্বিমুখী তাৎপর্য রহিয়াছে। এই আয়াতগুলির মধ্যে সম্পূর্ণ অভাবনীয়, অচিন্তনীয় ও বিরূপ অবস্থার প্রেক্ষিতে ভবিষ্যদ্বাণী করা হইতেছে যে, আগামীতে মাত্র ৮/৯ বৎসরের মধ্যে (বিয্'উন অর্থ ৩ থেকে ৯ বৎসর) চলতি অবস্থা একেবারেই উল্টিয়া যাইবে। বিজয়ী পারস্য-বাহিনী এই পর্যুদস্ত, পরাজিত ও পদদলিত রোমীয়দের হাতে শোচনীয়ভাবে পরাজয় বরণ করিবে। ভবিষ্যদ্বাণীটির গভীরতর অপর তাৎপর্য হইল, এই অল্প সময়ের মধ্যেই ইসলামের চূড়ান্ত বিজয়ের ভিত্তিমূল রচিত হইয়া যাইবে এবং সংশয়, অন্ধকার ও অবিশ্বাসের শক্তিসমূহের পরাজয় ও বিনাশের করুণ বাঁশরী বাজিয়া উঠিবে। এই ভবিষ্যদ্বাণীটি মানুষের কল্পিত হিসাবের সম্পূর্ণ বিপরীতে মানব-বুদ্ধিকে হতচকিত করিয়া কল্পনাতীত অবস্থায় পরিপূর্ণ হইল। ঐতিহাসিক গীবন বলেন, "পারস্য বাহিনীর বিজয়ের মধ্যে তিনি (মুহাম্মদ-সাঃ) কী নির্দ্বিধায় ভবিষ্যদ্বাণী উচ্চারণ করিলেন যে, বেশী সংখ্যক বছর গত হইবে না, বিজয় রোমীয়দের পতাকায় প্রত্যাবর্তন করিবে। ..... যে সময়ে এই ভবিষ্যদ্বাণী উচ্চারিত হইয়াছিল, তখন ইহার পূর্ণ হওয়ার দূরতম অবস্থাও বিদ্যমান ছিল না। কেননা, বারোটি বৎসর যাবত হেরাক্লিয়াসের ক্রমাগত পরাজয় ও বিপর্যয় ইহা ঘোষণা করিয়া আসিতেছিল যে, তাহার সাম্রাজ্যের বিলুপ্তি অত্যাসন্ন।" (রাইজ, ডিক্লাইন এণ্ড ফল অব দি রোমান ইম্পায়ার— বাই গীবন, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৭৪)।

বহু বছরের পরাজয়ের গ্লানির পর ৬২২ খৃষ্টাব্দে হেরাক্লিয়াস পারস্য-বাহিনীর মোকাবিলায় নব-উদ্যোগে মাঠে নামিলেন। ইহা ছিল মহানবী (সাঃ)-এর মদীনায় হিজরতের বৎসর। ৬২৪ খৃষ্টাব্দে হেরাক্লিয়াস উত্তর মেডিয়ায় অগ্রসর হইলেন এবং সেখানকার 'গাওজাক' এর সুবৃহৎ অগ্নি উপাসনালয় ভূলুণ্ঠিত করিয়া জেরূযালেম ধ্বংসের প্রতিশোধ গ্রহণ করিলেন। আলোচ্য আয়াতে উল্লিখিত ঠিক ৯ম বৎসরেই এই ঘটনা সংঘটিত হইল। ভবিষ্যদ্বাণীটিকে অধিকতর শক্তিশালী ও তাৎপর্যমণ্ডিত করিয়া আরও আশ্চর্যজনক ব্যাপার ঘটিল যে, ঐ বৎসরই মক্কার গৌরবশালী কোরায়শগণের শৌর্যবীর্য অল্প সংখ্যক মুসলমানের হাতে বদরের যুদ্ধে চিরতরে ভূলুণ্ঠিত হইল। ইহাতে বাইবেলে বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণী— 'কেদারের শৌর্য ভূলুণ্ঠিত হইবে'— পূর্ণ হইল। (যিশাইয় - ২১ঃ১৬-১৭)। অতঃপর ৬২৭ খৃষ্টাব্দে হেরাক্লিয়াস নীনেভায় পারস্য-সৈন্যকে পরাভূত করিয়া সেসিফনের দিকে অগ্রসর হইল। খসরূ (পারস্য-সম্রাট) তাহার অতি প্রিয় প্রাসাদ 'দস্তগর্দ' (বাগদাদের কাছে) হইতে পলায়ন করিল। এই অবস্থায় অপমানজনক অজ্ঞাত জীবন অতিবাহিত করার পর ৬২৮ খৃষ্টাব্দের ১৯শে ফেব্রুয়ারী স্বীয় পুত্র সিরোসের হাতে নিহত হয়। এইভাবে যে পারস্য সাম্রাজ্য কয়েক বৎসর পূর্বেও দৃশ্যতঃ শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা ধারণ করিয়াছিল তাহা নৈরাশ্যজনক অরাজকতার শিকার হইয়া গেল। (এনসাই রটি)।

এই আলোচ্য আয়াতের ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা ও উজ্জ্বলতা এতই কল্পনাতীত যে, ঈর্ষাপরায়ণ খৃষ্টান লিখকগণ ইহার অপব্যাখ্যা করিতেও চেষ্টার কম করেন নাই। রডওয়েল বলেন যে, এই আয়াতের শব্দগুলিতে জের-জবর-পেশ কিছুই দেওয়া ছিল না। তাই শব্দগুলিকে যে কোন ভাবে উচ্চারণ করা যাইত।'সাইয়াগলেবুন পড়িলে অর্থ দাঁড়াইত 'তাহারা বিজয়ী হইবে', আর সাইউগলাবুন উচ্চারণ করিলে অর্থ দাঁড়াইত 'তাহারা পরাজিত হইবে'। তিনি আরো বলেন, এই দ্বার্থবোধকতা ইচ্ছাকৃত ছিল। এই পাদ্রী ভদ্রলোক জানিয়াও না জানার ভান করিয়াছেন। ইহাত জানা কথা যে,অবতীর্ণ হবার পরে এই আয়াতগুলি পাঁচবারের দৈনিক নামাযে শত শত বার পঠিত ও উচ্চারিত হইয়াছিল। তাই উচ্চারণ ও পঠন অনির্ধারিত থাকার প্রশ্নই উঠে না। মিঃ হুয়েরী আজব কথা শুনাইয়া নতুনভাবে গোপন ঈর্ষা প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি যুক্তি উত্থাপন করিয়া বলিয়াছেন, 'আমাদের দৈনিক পত্রিকাগুলিও তো প্রতিনিয়ত রাজনৈতিক ঘটনাবলীর পূর্বাভাষ দিয়া থাকে'। হুয়েরী সাহেবদের এইরূপ ব্যর্থ প্রয়াস দ্বারা এই ভবিষ্যদ্বাণীর অপব্যাখ্যা ও খর্বতা সাধন যে কোন মতেই সম্ভব নয়,গীবনের উপরোক্ত ঐতিহাসিক উক্তিসমূহই উহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

২২৭২। এই প্রতিশ্রুতি ৮ঃ৪৩ আয়াতে রহিয়াছে।

২২৭৩। অবিশ্বাসীদের জ্ঞান,ঘটনাগুলির বাহ্যিক ও জাগতিক কারণসমূহের মধ্যে সীমিত। কিন্তু পারস্যবাহিনীর পরাজয় এবং কুরায়শ বাহিনীর পরাজয় বাহ্যিক কারণের মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে। এই পরাজয়গুলির পিছনে নিগূঢ় ও গভীরতর কারণাদি রহিয়াছে, যাহা জাগতিক বা প্রাকৃতিক নহে বরং আধ্যাত্মিক।

اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ ؕ مَا خَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ اِلَّا بِالْحَقِّ وَاَجَلٍ مُّسَمًّى ؕ وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَآئِ رَبِّهِمْ لَكٰفِرُوْنَ ۝٨

৯। তাহারা কি নিজেদের অন্তরে কখনও চিন্তা করে নাই যে, আল্লাহ্ আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যে যাহা কিছু আছে সবই যথাযথভাবে[২২৭৪] এবং এক নির্দিষ্ট মিয়াদ ব্যতীত সৃষ্টি করেন নাই ? কিন্তু লোকদের মধ্যে অধিকাংশই নিজেদের প্রতিপালকের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অবিশ্বাসী।

اَوَلَمْ يَسِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ كَانُوْٓا اَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَّاَثَارُوا الْاَرْضَ وَعَمَرُوْهَآ اَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوْهَا وَجَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ ؕ فَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ۝٩

১০। তাহারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে নাই যেন তাহারা দেখিতে পারে যে, তাহাদের পূর্ববর্তী লোকদের পরিণাম কিরূপ (মন্দ) হইয়াছিল ? তাহারা শক্তিতে অধিকতর প্রবল ছিল, তাহারা অনেক ভূমি কর্ষণ করিয়াছিল এবং ইহারা ভূপৃষ্ঠে যে পরিমাণ বসতি স্থাপন করিয়াছে ইহা অপেক্ষা অধিক পরিমাণে তাহারা ইহাতে বসতি স্থাপন করিয়াছিল। এবং তাহাদের নিকট তাহাদের রসূলগণ উজ্জ্বল নিদর্শনাবলীসহ আসিয়াছিল। আল্লাহ্ তো এইরূপ নহেন যে, তিনি তাহাদের উপর কোন যুলুম করিয়াছিলেন, বরং তাহারা নিজেরাই নিজেদের উপর যুলুম করিত।

ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِيْنَ اَسَآءُوا السُّوْٓآٰى اَنْ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَكَانُوْا بِهَا يَسْتَهْزِءُوْنَ ۝١٠ ع ١ [١١] ٨

১১। অতঃপর যাহারা মন্দ কাজ করিয়াছিল তাহাদের পরিণাম অত্যন্ত মন্দ হইয়াছিল, কারণ তাহারা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিত এবং ঐগুলিকে লইয়া ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিত।

اَللّٰهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ۝١١

১২। আল্লাহ্‌ই সৃষ্টিকে প্রথম বার উদ্ভব করেন, অতঃপর ইহার পুনরাবৃত্তি করেন; অতঃপর তাহারই দিকে তোমাদিগকে প্রত্যাবর্তিত করা হইবে।

وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُوْنَ ۝١٢

১৩। এবং যেদিন নির্দিষ্ট সময় উপস্থিত হইবে, সেইদিন অপরাধীগণ নিরাশ হইয়া যাইবে।

وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ مِّنْ شُرَكَآئِهِمْ شُفَعٰٓؤُا وَكَانُوْا بِشُرَكَآئِهِمْ كٰفِرِيْنَ ۝١٣

১৪। এবং তাহাদের (উদ্ভাবিত) শরীকগণ হইতে কেহই তাহাদের জন্য সুপারিশকারী হইবে না এবং (তখন) তাহারা তাহাদের নিজেদের (তথাকথিত) শরীকগণকে অস্বীকার করিবে।

২২৭৪। অবিশ্বাসীরা যদি ভাবিয়া দেখিত যে, মানুষকে কত অফুরন্ত শক্তি, কত উদ্ভাবনী গুণাবলী ও কত মহিমায় ভূষিত ও মহিমান্বিত করা হইয়াছে এবং তৎসঙ্গে যদি ইহাও ভাবিয়া দেখিত যে, মানুষের এই পার্থিব জীবন কতই না ক্ষণস্থায়ী—তাহা হইলে তাহারা নিশ্চয়ই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইত যে, কেবলমাত্র ইহলৌকিক জীবনেই মানুষের সব কিছু নিঃশেষে পর্যবসিত হইবার নয়, বরং মরণের পরপারেও বিস্তৃততর, পূর্ণতর ও মহোত্তর জীবন রহিয়াছে, যেখানে আধ্যাত্মিক উন্নতির অগণিত স্তর মানুষকে অতিক্রম করিতে হইবে। চিন্তা-ভাবনা করিলে তাহারা ইহাও উপলব্ধি করিতে পারিত যে, ইহজীবন হইতেছে মৃত্যু-পরবর্তী সেই মহোত্তর জীবনেরই প্রস্তুতি ক্ষেত্র বিশেষ।

وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَّتَفَرَّقُوْنَ ﴿١٥﴾

১৫ । এবং যেদিন নির্ধারিত সময় উপস্থিত হইবে—সেই দিন তাহারা একে অপর হইতে পৃথক হইয়া যাইবে ।

فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَهُمْ فِيْ رَوْضَةٍ يُّحْبَرُوْنَ ﴿١٦﴾

১৬ । বাকি রহিল তাহাদের কথা যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং সৎকর্ম করিয়াছে, তাহাদিগকে মনোরম উদ্যানে সম্মান ও আনন্দ দান করা হইবে ।[২২৭৫]

وَاَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَلِقَآئِ الْاٰخِرَةِ فَاُولٰٓئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُوْنَ ﴿١٧﴾

১৭ । কিন্তু যাহারা অস্বীকার করিয়াছে এবং আমাদের আয়াতসমূহ ও পরকালের সাক্ষাৎকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছে তাহাদিগকে আযাবের সম্মুখে উপস্থিত করা হইবে ।

فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ ﴿١٨﴾

১৮ । সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌র তসবীহ্ (পবিত্রতা ও মহত্ত্বের প্রশংসা) কর তখনও যখন তোমরা সন্ধ্যাকালে প্রবেশ কর এবং তখনও যখন তোমরা প্রভাত কালে প্রবেশ কর—

وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَعَشِيًّا وَّحِيْنَ تُظْهِرُوْنَ ﴿١٩﴾

১৯ । বস্তুতঃ আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে[২২৭৬] সকল প্রশংসা তাঁহারই জন্য—(এইরূপে তাঁহার তসবীহ্ কর) অপরাহ্নে এবং যখন সূর্য ঢলিয়া পড়ার সময়ে প্রবেশ কর তখনও ।

يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۭ وَكَذٰلِكَ تُخْرَجُوْنَ ﴿٢٠﴾ ع ٢ [٩] ٥

২০ । তিনি জীবিতকে মৃত হইতে বাহির করেন এবং মৃতকে জীবিত হইতে বাহির করেন; এবং যমীনকে ইহার মৃত্যুর পর সঞ্জীবিত করেন । এবং এইভাবেই তোমাদিগকে বাহির করা হইবে ।

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ اِذَآ اَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُوْنَ ﴿٢١﴾

২১ । এবং তাঁহার নিদর্শনাবলীর মধ্যে ইহাও একটি (নিদর্শন) যে, তিনি তোমাদিগকে মাটি হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন, অতঃপর দেখ! তোমরা মানুষরূপে (সমস্ত পৃথিবীতে) ছড়াইয়া পড়িতেছ ।[২২৭৭]

২২৭৫ । ইতিহাসের পৃষ্ঠায় ইহা স্বর্ণাক্ষরে খচিত হইয়া রহিয়াছে যে, কেমন করিয়া একটি অধঃপতিত ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন নগণ্য জাতি অতি অল্প দিনের মধ্যে ইসলামের যাদুস্পর্শে জাগতিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির চরম শীর্ষে উঠিয়া গেল । চরম অধঃপতিত আরব জাতি উন্নীত হইল সুসভ্যদেরও সর্বোচ্চে।

২২৭৬ । মানব-জীবনের সুমহান উদ্দেশ্য সম্বন্ধে গভীরভাবে চিন্তা করিলে এবং সঙ্গে সঙ্গে এই বিষয়টির প্রতি নিবিষ্টচিত্তে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে লক্ষ্য করা যাইবে যে, নৈতিকতার পাতালে নিপতিত সকলের অবহেলার পাত্র ঐ আরবজাতি মহানবী (সাঃ)-এর অনুসরণের ফলে অল্পকালের ব্যবধানে আধ্যাত্মিক উন্নতির শীর্ষ মার্গে উপনীত হইল— এই দুইটি কথা যুগপৎ ভাবিলে মন বিসময়াভিভূত হইয়া উচ্চ নিনাদে বলিয়া উঠে, 'বস্তুত আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সকল প্রশংসা তাঁহারই জন্য ।'

২২৭৭ । এই আয়াতে বলা হইয়াছে যে, তিনি তোমাদিগকে ধূলি (তুরাব) হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন । অন্যত্র বলা হইয়াছে যে, মানুষকে 'ত্বীন' বা কাদামাটি হইতে সৃষ্টি করা হইয়াছে (৬ঃ৩, ১৭ঃ৬২, ২৩ঃ১৩, ৩২ঃ৮, ৩৭ঃ১২, ৩৮ঃ৭২)। ধূলা হইতে মানুষের সৃষ্টি বলিতে তাহার সৃষ্টির বিভিন্ন স্তর বা অবস্থার ঐ স্তরকে বুঝায় যখন সে কর্দ্দমাবস্থা প্রাপ্ত হয় নাই । ইহা কর্দ্দমাবস্থা প্রাপ্তির পূর্বস্তর । ইহা দ্বারা একথাও বুঝায় যে, মানুষ মাটি হইতে তাহার খাদ্য সংগ্রহ করিতে থাকে যাহা দ্বারা সে প্রথম হইতে শেষাবধি বাঁচিয়া থাকে । এই আয়াতে, আল্লাহ্‌তা'লা স্বীয় অস্তিত্বের তিনটি যুক্তি পেশ করিতেছেন। (ক) আল্লাহ্‌তা'লা মানুষকে ধূলি হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন অথচ এই ধূলির সাথে জীবনের বাহ্যতঃ কোনও সম্পর্ক

وَمِنْ اٰيٰتِهٖۤ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْۤا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّ رَحْمَةً ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ﴿۲۲﴾

২২। এবং তাঁহার নিদর্শনসমূহ হইতে ইহাও একটি (নিদর্শন) যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদেরই মধ্য হইতে স্ত্রীগণকে সৃষ্টি করিয়াছেন যেন তোমরা তাহাদের নিকট প্রশান্তি লাভ করিতে পার, এবং তিনি তোমাদের মধ্যে প্রেম-প্রীতি ও দয়া-মায়া[২২৭৮] সৃষ্টি করিয়াছেন। নিশ্চয় ইহার মধ্যে চিন্তাশীল জাতির জন্য অনেক নিদর্শন আছে।

وَمِنْ اٰيٰتِهٖ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافُ اَلْسِنَتِكُمْ وَ اَلْوَانِكُمْ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّلْعٰلِمِيْنَ ﴿۲۳﴾

২৩। এবং তাঁহার নিদর্শনাবলীর মধ্যে আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করা এবং তোমাদের ভাষায় ও বর্ণে প্রভেদ সৃষ্টি করাও অন্যতম নিদর্শন। নিশ্চয় ইহার মধ্যে জ্ঞানী লোকদের জন্য বহু নিদর্শন আছে।[২২৭৯]

وَمِنْ اٰيٰتِهٖ مَنَامُكُمْ بِالَّيْلِ وَ النَّهَارِ وَابْتِغَآؤُكُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّسْمَعُوْنَ ﴿۲۴﴾

২৪। এবং তাঁহার নিদর্শনাবলীর মধ্যে রাত্রিকালে ও দিবাভাগে তোমাদের নিদ্রা এবং তাঁহার অনুগ্রহ লাভের জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করাও অন্যতম নিদর্শন। নিশ্চয় ইহার মধ্যেও বহু নির্দশন আছে ঐ সকল লোকের জন্য যাহারা শ্রবণ করে।

وَمِنْ اٰيٰتِهٖ يُرِيْكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَّطَمَعًا وَّيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَيُحْيٖ بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ﴿۲۵﴾

২৫। এবং তাঁহার নিদর্শনসমূহ হইতে ইহাও যে, তিনি তোমাদিগকে তোমাদের মধ্যে ভয় ও আশা সঞ্চারের জন্য বিদ্যুৎ প্রদর্শন করেন,[২২৮০] এবং আকাশ হইতে পানি বর্ষণ করেন, অনন্তর ইহা দ্বারা যমীনকে ইহার মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেন। নিশ্চয় ইহার মধ্যে বুদ্ধিমান লোকদের জন্য বহু নিদর্শন আছে।

নাই, ইহাতে জীবন-সৃষ্টির কোন বাহ্যিক উপকরণও দৃষ্ট হয় না।(খ) তিনি মানুষকে সূক্ষ্ম অনুভূতিসমূহ দ্বারা ভূষিত করিয়াছেন এবং মানুষের প্রকৃতির মধ্যে উন্নতির ও প্রগতি সাধনের বিরাট বাসনা ও প্রেরণা প্রোথিত করিয়া দিয়াছেন। মানুষের মনস্কামনা সিদ্ধির জন্য যে সব শক্তি ও গুণাবলীর ব্যবহার প্রয়োজন হয় সেই সব শক্তি ও গুণাবলী তাহার মধ্যে মওজুদ রাখিয়াছেন।(গ) তিনি মানুষের মনের গহিনে বিস্তৃতি লাভ, খ্যাতি লাভ ও বিশ্বব্যাপী প্রভুত্ব লাভের পিপাসা রাখিয়া দিয়াছেন এবং এইসব লাভের উপযোগী প্রয়োজনীয় শক্তিসমূহও তাহাকে দান করিয়াছেন।

২২৭৮। স্ত্রীলোক ও পুরুষের মধ্যকার পারস্পরিক ভালবাসা প্রজননে সাহায্য করে ও পৃথিবীর বুকে মানবতার অস্তিত্বকে টিকাইয়া রাখে। ইহাতে বুঝা যায় যে, মানব সৃষ্টির পশ্চাতে কোন উদ্দেশ্য কাজ করিয়া যাইতেছে; একজন পরিকল্পনাবিদ ঐ উদ্দেশ্যকে আগাইয়া নিতেছেন। ইহাতে আরও উপলব্ধি করা যায় যে,উৎকৃষ্ট হইতে উৎকৃষ্টতর ও পূর্ণ হইতে পূর্ণতর জীবন লাভের জন্য মৃত্যুর পরেও জীবনের প্রবহমানতা থাকা প্রয়োজন।

২২৭৯। মানুষের ভাষা ও বর্ণের বিভিন্নতার সহিত তাহার উন্নতি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এই বিভিন্নতা সুপরিকল্পিত, যাহার পশ্চাতে পরিকল্পনাকারীর অস্তিত্ব বিদ্যমান। আকাশমালা ও বিশ্বজগত সেই পরিকল্পনাকারীর সৃষ্টি। বর্ণের ও ভাষার বিভিন্নতার ফলে বিভিন্ন সভ্যতা ও সংস্কৃতির আগমন-নির্গমন ঘটিয়া চলিয়াছে,কিন্তু তবুও এই বিভিন্নতার অন্তরালে স্থায়ীভাবে প্রবহমান রহিয়াছে একটি বিরাট একতা—মানবতার ঐক্য। আর মানবতার এই ঐক্য যুক্তি-গ্রাহ্যভাবে আমাদিগকে সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করে যে, সৃষ্টিকর্তাও একজনই।

২২৮০। আকাশে বিদ্যুৎ-চমকানোর মধ্যেও মঙ্গল রহিয়াছে। ইহা বৃষ্টির আগমন বার্তা ঘোষণা করে যাহা জমিতে উর্বরতা ও ফসল আনয়ন করতঃ মানুষকে সম্পদশালী করে। বিদুৎ-চমকানো দ্বারা বহু প্রকারের রোগ-জীবাণু মারা পড়ে এবং ফসল বিনাশকারী পোকামাকড় ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। তাই ভীতি-উৎপাদক হইলেও ইহা মানুষের বহু উপকারও সাধন করে। এইরূপে প্রকৃতির প্রতিটি বস্তু ঐশী পরিকল্পনা মোতাবেক ইহার স্বীয় কর্তব্য-কর্ম সম্পাদন করিয়া চলিয়াছে এবং সেই সূত্রে আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব, আল্লাহ্‌র প্রজ্ঞা ও সর্বশক্তিমানতা ঘোষণা

وَمِنْ اٰيٰتِهٖۤ اَنْ تَقُوْمَ السَّمَآءُ وَ الْاَرْضُ بِاَمْرِهٖ ؕ ثُمَّ اِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً ۖ مِّنَ الْاَرْضِ ۖ اِذَاۤ اَنْتُمْ تَخْرُجُوْنَ ﴿۲۵﴾

২৬। এবং তাঁহার নিদর্শনসমূহের অন্তর্গত ইহাও যে, তাঁহার আদেশে আকাশ ও পৃথিবী প্রতিষ্ঠিত আছে।[২২৮১] অতঃপর যখন তিনি তোমাদিগকে ভূপৃষ্ঠ হইতে বাহির হওয়ার জন্য আহ্বান করিবেন তখন দেখ! সহসা তোমরা যমীন হইতে বাহির হইয়া আসিবে।

وَلَهٗ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ كُلٌّ لَّهٗ قٰنِتُوْنَ ﴿۲۶﴾

২৭। এবং আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে যাহারা আছে তাহারা সকলেই তাঁহার। তাহারা সকলেই তাঁহার অনুগত।[২২৮২]

وَهُوَ الَّذِيْ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ وَهُوَ اَهْوَنُ عَلَيْهِ ؕ وَلَهُ الْمَثَلُ الْاَعْلٰى فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿۲۷﴾ ع

২৮। বস্তুতঃ তিনিই সৃষ্টিকে প্রথম বার উদ্ভব করেন, অতঃপর তিনিই ইহার পুনরাবর্তন করেন, এবং ইহা তাঁহার জন্য অতি সহজ বিষয় এবং আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে সর্বোচ্চ শান-মর্যাদা তাঁহারই, এবং তিনিই মহা পরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়। ৩ [৮] ৬

ضَرَبَ لَكُمْ مَّثَلًا مِّنْ اَنْفُسِكُمْ ؕ هَلْ لَّكُمْ مِّنْ مَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِّنْ شُرَكَآءَ فِيْ مَا رَزَقْنٰكُمْ فَاَنْتُمْ فِيْهِ سَوَآءٌ تَخَافُوْنَهُمْ كَخِيْفَتِكُمْ اَنْفُسَكُمْ ؕ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ﴿۲۸﴾

২৯। তিনি তোমাদের জন্য তোমাদেরই মধ্য হইতে এক উপমা বর্ণনা করিতেছেন। তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যাহাদের মালিক হইয়াছে তাহাদের মধ্য হইতে কেহ কি ঐ ধন-সম্পদে, যাহা আমরা তোমাদিগকে দিয়াছি, তোমাদের সমতুল্য শরীক হয়, এমনভাবে যে, তোমরা সকলেই (মালিক ও দাস) উহাতে সমান হইয়া যাও,[২২৮৩] এবং তোমরা তাহাদিগকে (দাসদিগকে) এমনভাবে ভয় কর যেভাবে তোমরা পরস্পরকে ভয় করিয়া থাক? এইরূপে আমরা বুদ্ধিমান জাতির জন্য নিদর্শনসমূহ সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করিয়া থাকি।

بَلِ اتَّبَعَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْۤا اَهْوَآءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۚ فَمَنْ يَّهْدِيْ مَنْ اَضَلَّ اللّٰهُ ؕ وَمَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ﴿۲۹﴾

৩০। বরং প্রকৃত কথা এই যে, যালেম লোকেরা অজ্ঞানতা বশতঃ নিজেদেরই প্রবৃত্তির অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে। এবং আল্লাহ্ যাহাকে বিপথগামী করেন, কে আছে যে তাহাকে হেদায়াত করিবে? বস্তুতঃ কেহই তাহাদের সাহায্যকারী হইবে না।

করিয়া যাইতেছে।

২২৮১। কোটি কোটি যুগ পূর্বে সৌরমণ্ডল অস্তিত্ব লাভ করিয়াছিল, কিন্তু আজও তাহা সামান্য বিকল হয় নাই। এইরূপই আল্লাহ্‌র সৃষ্টি কৌশল যে দৃশ্যতঃ কোনও কিছুর উপর ভর না দিয়াই শূন্য পথে আপনাপন কক্ষ পথে যাত্রারত রহিয়াছে অগণিত গ্রহ-তারা ও নক্ষত্ররাজি।

২২৮২। ইহা মানুষের ধারণারও বাহিরে যে, কোন সুদূর অতীতে এই জগতের সৃষ্টি হইয়াছিল। সেই অজানা-অজ্ঞেয় অতীত কাল হইতে এই সূর্য উহার গ্রহগুলিকে সাথে নিয়া নিজ গতি পথে একইভাবে অবিরাম চলিতেছে। কোথাও যতি নাই, নিয়ম ভঙ্গ নাই, ত্রুটি নাই, বিচ্যুতি নাই। কী অনুপম! এইরূপ লাখ লাখ সৌরজগত মহাশূন্যে ভাসিতেছে। কোথাও দ্বন্দ্ব নাই, সংঘর্ষ নাই। নিয়ম-শৃঙ্খলার কী অপূর্ব সমাবেশ! পরিপূর্ণতা ও সম্পূর্ণতার কি অচিন্তনীয় রূপায়ন! 'তাহারা সকলেই তাঁহার অনুগত' বাক্যটির অর্থ ইহাই।

২২৮৩। এই আয়াতে বলা হইয়াছে যে, একই মানব-গোষ্ঠির অন্তর্ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও, প্রভু এবং তাহার ভৃত্য যেমন সমান বা সম-অধিকারী হয়

فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا ؕ فِطْرَتَ
اللّٰهِ الَّتِىْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ؕ لَا تَبْدِيْلَ
لِخَلْقِ اللّٰهِ ؕ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ ۙ وَلٰكِنَّ
اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝٣٠

৩১। অতএব তুমি তোমার সমস্ত মনোযোগ একনিষ্ঠভাবে ধর্মের জন্য নিবদ্ধ কর। আল্লাহ্‌র (সৃষ্ট) প্রকৃতিকে[২২৮৪] (তুমি অনুসরণ কর) যাহার উপর তিনি মানবকে সৃষ্টি করিয়াছেন। আল্লাহ্‌র সৃষ্টির মধ্যে কোন পরিবর্তন নাই। ইহাই চিরস্থায়ী ধর্ম— কিন্তু অধিকাংশ লোকই ইহা অবগত নহে—

مُنِيْبِيْنَ اِلَيْهِ وَاتَّقُوْهُ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ
وَلَا تَكُوْنُوْا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۝٣١

৩২। সুতরাং তোমরা সকলে তাঁহার নিকট ঝুঁকিয়া অগ্রসর হও, এবং তাঁহার তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর এবং নামায কায়েম কর[২২৮৫] এবং মোশরেকগণের অন্তর্ভুক্ত হইও না—

مِنَ الَّذِيْنَ فَرَّقُوْا دِيْنَهُمْ وَكَانُوْا شِيَعًا ؕ
كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُوْنَ ۝٣٢

৩৩। ঐ সকল (মোশরেক) লোকের, যাহারা নিজেদের ধর্মকে খণ্ড বিখণ্ড করিয়াছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়াছে;[২২৮৬] প্রত্যেকটি দলই তাহাদের নিকট যাহা কিছু আছে উহা লইয়া আনন্দিত।

وَاِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ
مُّنِيْبِيْنَ اِلَيْهِ ثُمَّ اِذَآ اَذَاقَهُمْ مِّنْهُ رَحْمَةً
اِذَا فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُوْنَ ۝٣٣

৩৪। এবং মানুষকে যখন কোন ক্লেশ স্পর্শ করে তখন তাহারা তাহাদের প্রভুর প্রতি ঝুঁকিয়া তাঁহাকেই ডাকিতে থাকে; অতঃপর যখন তাহাদিগকে তিনি নিজ রহমতের স্বাদ গ্রহণ করান তখন দেখ! সহসা তাহাদের এক দল নিজেদের প্রভুর সঙ্গে শরীক করিতে আরম্ভ করে,

لِيَكْفُرُوْا بِمَآ اٰتَيْنٰهُمْ ؕ فَتَمَتَّعُوْا ۟
فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۝٣٤

৩৫। যেন তাহারা উহা অস্বীকার করে যাহা আমরা তাহাদিগকে দিয়াছি। সুতরাং তোমরা (কিছুক্ষণের জন্য) ভোগ-বিলাস করিয়া লও; তোমরা অচিরেই নিজেদের পরিণাম জানিতে পারিবে।

اَمْ اَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطٰنًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا
كَانُوْا بِهٖ يُشْرِكُوْنَ ۝٣٥

৩৬। আমরা কি তাহাদের জন্য কোন প্রমাণ[২২৮৭] নাযেল করিয়াছি যাহা উহার সমর্থনে কথা বলে যাহাকে তাহারা তাঁহার সঙ্গে শরীক করিতেছে?

না এবং প্রভু তাহার নিজের সম্পদ ভৃত্যের সাথে বন্টন করিয়া অংশীদারিত্ব বরণ করে না, তেমনি আল্লাহ্ যিনি সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা ও নিয়ন্তা, তিনি এই বিশ্বের নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা কাহারও সাথে ভাগাভাগি করেন না। তিনি অংশীদারিত্বের সম্পূর্ণ উর্ধ্বে।

২২৮৪। আল্লাহ্ যেমন এক, মানবজাতিও তেমনি এক। ইহারই নাম ফিৎরাতুল্লাহ্ বা প্রাকৃতিক ধর্ম। এই ধর্মই মানুষের প্রকৃতিতে রহিয়াছে। মানুষের মনের মনিকোঠায় ইহা সাড়া জাগায়। মন ইহাতে মন্ত্রমুগ্ধের মত সায় দেয়। মানব-শিশু এই ধর্ম-প্রকৃতি নিয়া জন্ম গ্রহণ করে। কিন্তু তাহার পারিপার্শ্বিকতা, তাহার পিতামাতার ধ্যান-ধারণা ও বিশ্বাস, তাহার পরবর্তী শিক্ষা-দীক্ষা তাহাকে ইহুদী, ম্যাজিয়ান অথবা খৃষ্টান বানায় (বুখারী)।

২২৮৫। আল্লাহ্‌র সর্বময় ক্ষমতা ও একত্বে বিশ্বাস স্থাপন যদিও ধর্মীয় মূল-নীতি তথাপি কেবল বিশ্বাসই যথেষ্ট নয়। সত্য ধর্ম মানেই ইহার কিছু আইন-কানূন ও বিধি-নিষেধ থাকিতে হইবে যাহার মধ্যে সর্বোচ্চে থাকিবে আল্লাহ্‌র ইবাদত।

২২৮৬। অতীতে দেখা গিয়াছে যে, সত্য ধর্ম হইতে বিচ্যুতি মানুষকে বিভক্ত করিয়া পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত করিয়াছে। ধর্ম নিয়া যুদ্ধ একটি জঘন্য তৎপরতা।

২২৮৭। পূর্বের কয়েকটি আয়াতে আল্লাহ্‌র একত্বের প্রতি জোর দেওয়ার পর, এই আয়াতসহ পরবর্তী তিনটি আয়াতে 'শিরক্' বা 'আল্লাহ্‌র

وَاِذَآ اَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوْا بِهَا ۚ وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ ۢ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ اِذَا هُمْ يَقْنَطُوْنَ ﴿٣٧﴾

৩৭। এবং যখন আমরা মানুষকে রহমতের স্বাদ গ্রহণ করাই তখন তাহারা উহাতে আনন্দিত হয় এবং যদি তাহাদের নিজেদের কৃত-কর্মের ফলে তাহাদের উপর কোন বিপদ আসে তখন দেখ! সহসা তাহারা নিরাশ হইয়া পড়ে।

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَقْدِرُ ۚ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿٣٨﴾

৩৮। তাহারা কি দেখে নাই যে, আল্লাহ্ যাহার জন্য চাহেন রিয্‌ককে সম্প্রসারিত করিয়া দেন এবং যাহার জন্য চাহেন সঙ্কুচিত করিয়া দেন? নিশ্চয় ইহাতে সেই জাতির জন্য বহু নিদর্শন আছে যাহারা ঈমান আনে।

فَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ ۚ ذٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ ۖ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿٣٩﴾

৩৯। অতএব তুমি আত্মীয়-স্বজনকে তাহার প্রাপ্য[২২৮৮] দাও এইরূপে মিসকীনদিগকে এবং পথিকদিগকেও। ইহা তাহাদের জন্য উত্তম যাহারা আল্লাহ্‌র সন্তোষ লাভের কামনা করে; বস্তুতঃ ইহারাই সফলকাম হইবে।

وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ رِّبًا لِّيَرْبُوَا۟ فِىْٓ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْا عِنْدَ اللّٰهِ ۚ وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ زَكٰوةٍ تُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ ﴿٤٠﴾

৪০। এবং তোমরা যাহা সূদের উপর দিয়া থাক যাহাতে উহা লোকের ধন-সম্পদের সহিত বৃদ্ধি পায়, বস্তুতঃ উহা আল্লাহ্‌র সমীপে বৃদ্ধি পায় না; এবং তোমরা আল্লাহ্‌র সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যে যে যাকাত দাও—জানিয়া রাখিও যে, এই সকল লোকই (নিজেদের ধন-সম্পদ) বহু গুণে বর্ধিত করিতেছে।[২২৮৯]

اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ۗ هَلْ مِنْ شُرَكَآئِكُمْ مَّنْ يَّفْعَلُ مِنْ ذٰلِكُمْ مِّنْ شَىْءٍ ۗ سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿٤١﴾ ع ٤ [١٣] ٧

৪১। তিনিই আল্লাহ্ যিনি তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন, অতঃপর রিয্‌ক দিয়াছেন, অতঃপর তিনি তোমাদিগকে মৃত্যু দিবেন, অতঃপর তিনি তোমাদিগকে জীবিত করিবেন।[২২৯০] তোমাদের (কল্পিত) শরীকগণের মধ্যে কি এমন কেহ আছে যে এই সকল কার্যের কিছু মাত্রও করিতে পারে? তিনি পবিত্র এবং তাহারা যাহাকে তাঁহার সহিত শরীক করিতেছে উহা হইতে তিনি বহু ঊর্ধ্বে।

অংশীবাদিতা' নিয়া আলোচনা করা হইয়াছে। আল্লাহ্‌র সমকক্ষ বা প্রতিপক্ষ খাড়া করার যৌক্তিকতা নাই; বহু-ঈশ্বরবাদের যুক্তিযুক্ত কোন ভিত্তিই নাই। এইরূপ বিশ্বাস সম্পূর্ণ অমূলক। তাই, মানব-প্রকৃতি, বুদ্ধি ও যুক্তি সবকিছুই পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে।

২২৮৮। 'তাহার প্রাপ্য' তাহাকে দাও। এই কথাটির মধ্যে একটি আদর্শ নীতি নিহিত রহিয়াছে। নীতিটা হইল ধনীরা সমাজের গরীব লোকদেরকে সদকা, যাকাত দান-খয়রাতরূপে যাহা দিয়া থাকেন, তাহা গরীবদের প্রাপ্য। এই প্রাপ্য দাবী স্বরূপ। কেননা গরীবেরা স্বীয় পরিশ্রম ও কাজকর্মের মাধ্যমে ধনবানদের ধন-সৃষ্টিতে সাহায্য করিয়া থাকে (৫০ঃ২০)। তাই দেখা যায় যে, কুরআন যেখানেই বিশ্বাসীগণের প্রতি দরিদ্র-অভাবীদিগকে দান করার নির্দেশ দিয়াছে, সেখানেই 'ইতে'(দান কর) শব্দটি ব্যবহার না করিয়া, 'আতে' (আদায় কর) শব্দটি ব্যবহার করা হইয়াছে। এইরূপ শব্দ ব্যবহারের লক্ষ্য ইহাই যে, দরিদ্র-অভাবী শ্রেণীর লোকের মনে 'দয়ার দান' গ্রহণজনিত কোন অপমান-বোধ বা হীনতা যেন না জাগে এবং তাহাদের মাথা নত না হয় (কাশ্‌শাফ)।

২২৮৯। এই আয়াতে যাকাত ও সূদের মধ্যে তুলনা করা হইয়াছে। ইসলামের যাকাত পদ্ধতির দান অভাবী-দরিদ্রগণের আত্ম-সম্মান ও মান-মর্যাদা ক্ষুণ্ণ না করিয়া তাহাদের অভাব-অনটন ও দারিদ্রা ক্লেশ মিটাইয়া থাকে। অপর পক্ষে সূদের লগ্নি গরীবের অভাব মোচন তো করেই না, বরং তাহার দারিদ্র্যকে বাড়াইয়া দেয়, একদিকে অভাবীর অভাব বাড়ায়, অন্যদিকে ধনীদের ধন বাড়ায়। মানুষের বিভিন্ন অংশের মধ্যে যে

২২৯০ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

৪২। মানুষের হস্তসমূহ যাহা অর্জন করিয়াছে উহার ফলে স্থলে ও জলে ফাসাদ ছাইয়া গিয়াছে;[২২৯১] পরিণামে আল্লাহ্ তাহাদিগকে, তাহারা যে কর্ম করিয়াছে উহার কতকাংশের শাস্তি, ভোগ করাইবেন যেন তাহারা (তাহাদের অবাধ্যতা হইতে) ফিরিয়া আসে।

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ ۚ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ ﴿٤٢﴾

৪৩। তুমি বল, 'তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং দেখ, পূর্ববর্তী লোকদের কি পরিণাম হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই মোশরেক ছিল।'

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ ﴿٤٣﴾

৪৪। অতএব তুমি তোমার মনোযোগ চিরস্থায়ী ধর্মের প্রতি নিবিষ্ট কর, আল্লাহ্‌র নিকট হইতে সেই দিন আগমনের পূর্বে যাহাকে রদ করা যাইবে না। যেদিন তাহারা (মো'মেন ও কাফেরগণ) একে অপর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবে।

বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠই দারিদ্রোর যূপকাষ্ঠে নিষ্পেষিত হইতেছে, আর একটা সংখ্যালঘিষ্ঠ গোষ্ঠি সম্পদের পাহাড় গড়িয়া উহার উপর গড়া-গড়ি যাইতেছে, তাহার মূলে রহিয়াছে 'সূদ'। সূদের কাঠামো আর সূদের প্রতিষ্ঠানই এই মহাবৈষম্যের জন্য সর্বাপেক্ষা বেশী দায়ী। এই আয়াতে ব্যাঙ্ক বা অন্যান্য সংস্থায় টাকা রাখিয়া সূদ-গ্রহণ নিষেধ করা হইয়াছে।

২২৯০। আল্লাহ্‌ই আমাদের সৃষ্টিকর্তা, রক্ষাকর্তা, রিযকদাতা ও পালনকর্তা; আমাদের জীবন-মৃত্যুর অধিকর্তাও তিনিই। এই অত্যাবশ্যকীয় গুণাবলী এককভাবে যাহার মধ্যে আছে, আমাদের উপাস্য একমাত্র তিনিই।

২২৯১। পূর্ববর্তী আয়াতগুলিতে যে মূল বক্তব্য রাখা হইয়াছে তাহা এই যে, আমরা যেন এই 'বিশ্বাসে' নিশ্চিতভাবে উপনীত হই যে, আল্লাহ্ মহাপ্রতাপশালী সর্বশক্তিমান, যিনি সব কিছুর সৃষ্টি ও জন্ম-মৃত্যু নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করিয়া থাকেন। এই আয়াতে বলা হইতেছে যে, যখন মানুষ বিভ্রান্তি ও কুসংস্কারের অন্ধকারে হাবুডুবু খাইতে থাকে এবং প্রকৃত আল্লাহ্‌কে ছাড়িয়া নিজের মনগড়া খোদার পূজায় গা ভাসাইয়া দেয় তখন আল্লাহ্ তাহাদের মধ্যে নবী প্রেরণ করিয়া বিভ্রান্ত ও হারানো মেষগুলিকে পথ দেখাইয়া পুনরায় নিজের খোঁয়াড়ে নিয়া আসেন। 'সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভটা ছিল জাতীয় ও সমাজ জীবনে এক মহা পচনের যুগ; নৈতিক জীবনে তখন ধর্মের প্রভাব একেবারে তিরোহিত হইয়া গিয়াছিল। ধর্ম কেবল অর্থহীন কতকগুলি আচার-অনুষ্ঠানে পর্যবসিত হইয়া গিয়াছিল। বিশ্বের বড় বড় ধর্মগুলি অনুসারীদের জীবনে সুস্থ প্রভাব ফেলিতে একেবারে অক্ষম হইয়া পড়িল। যরথুস্ত্র, মূসা ও ঈসার প্রজ্বলিত আলোকবর্তিকা মানুষের রক্তে নির্বাপিত হইয়া গেল .....পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে সভ্যজগত উশৃঙ্খলা-বিশৃঙ্খলার দ্বার-প্রান্তে উপনীত হইল। মনে হইল, চারি হাজার বৎসর পূর্ব হইতে তিলে তিলে গড়িয়া উঠা সভ্যতা এই বুঝি ভাঙ্গিয়া পড়িল।..... যে সভ্যতা মহাবৃক্ষের মত শাখা-প্রশাখা ও পল্লব-পুষ্পদ্বারা বিশ্বকে ছাইয়া ফেলিয়াছিল, যে সভ্যতার স্পর্শ কারু-কার্য, চারুকলা, বিজ্ঞান ও সাহিত্যকে সুবর্ণ ফলের মত সাজাইয়া তুলিয়াছিল তাহা এখন টলটলায়মান হইয়া গেল। সেই বৃক্ষের কাণ্ডগুলির ভক্তি-ভালবাসা ও শ্রদ্ধা-আকর্ষণী শক্তি একেবারে নিঃশেষ হইয়া গেল এবং দেখিতে দেখিতে পচিয়া গেল' (ইমোশন এ্যাজ দি বেসিস অব সিভিলাইজেশন এবং স্পিরিট অব ইসলাম)।

এই ছিল মানুষের অবস্থা যখন বিশ্ব-মানবতার পরম শিক্ষক মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) বিশ্বের ধর্ম-মঞ্চে আবির্ভূত হইলেন। তাঁহার কাছে পূর্ণতম ও সর্বশেষ ধর্মীয় বিধান কুরআন শরীফের আকারে অবতীর্ণ হইল। পূর্ণতম বিধান বা শরীয়াত তখনই নাযেল হওয়ার উপযুক্ত ও যুক্তিযুক্ত সময় ছিল যখন সর্বপ্রকার পাপরাশির অধিকাংশই কোন না কোনরূপে পৃথিবীর বুকে আত্ম প্রকাশ করিয়াছিল।

'স্থলে-জলে' শব্দদ্বয় দ্বারা যথাক্রমে বুঝাইতে পারে ঃ (ক) স্থল দ্বারা ঐ জাতিগুলি বুঝায় যাহারা কেবল যুক্তি ও অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করিয়া স্বীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি গড়িয়া তুলিয়াছিল এবং জল দ্বারা ঐ জাতিগুলি বুঝায় যাহারা ঐশী-বাণীর উপর ভিত্তি করিয়া স্বীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি গড়িয়াছিল; (খ) যাহারা মূল ভূখণ্ডগুলিতে বাস করে এবং যাহারা দ্বীপগুলিতে বাস করে।

মোট কথা 'জলে-স্থলে' বলিতে এই আয়াতে বিশ্বের সকল জাতিকেই বুঝাইয়াছে— তাহারা সকলেই রাজনৈতিকভাবে, সামাজিকভাবে এবং সর্বোপরি নৈতিকভাবে চরম অধঃপতনে নিপতিত হইয়াছিল।

مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهٗ ۚ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِاَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُوْنَ ﴿٤٤﴾

৪৫। যে ব্যক্তি অস্বীকার করিয়াছে তাহার অস্বীকারের কুফল তাহার উপরই আসিয়া বর্তিবে, এবং যাহারা সৎ কর্ম করিয়াছে তাহারা নিজেদেরই জন্য সুখ-শয্যা প্রস্তুত করিতেছে,

لِيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنْ فَضْلِهٖ ۭ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٤٥﴾

৪৬। যেন আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহ দ্বারা তাহাদিগকে পুরস্কার দান করেন যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং সৎ কর্ম করিয়াছে। তিনি কাফেরদিগকে আদৌ ভালবাসেন না।

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ يُّرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرٰتٍ وَّلِيُذِيْقَكُمْ مِّنْ رَّحْمَتِهٖ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِاَمْرِهٖ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿٤٦﴾

৪৭। এবং তাঁহার নিদর্শনসমূহের অন্তর্গত ইহাও যে, তিনি বায়ুরাশিকে শুভসংবাদবাহীরূপে প্রেরণ করেন,[২২৯২] এবং যেন তিনি তোমাদিগকে স্বীয় রহমত উপভোগ করান, এবং যেন নৌযানগুলি তাঁহারই আদেশে পরিচালিত হয় এবং যেন তোমরা তাঁহার অনুগ্রহ অন্বেষণ করিতে পার এবং (তাঁহার) কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে পার।

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا اِلٰى قَوْمِهِمْ فَجَاۗءُوْهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِيْنَ اَجْرَمُوْا ۭ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٤٧﴾

৪৮। এবং নিশ্চয় আমরা তোমার পূর্বে বহু রসূলকে তাহাদের জাতির নিকট পাঠাইয়াছিলাম এবং তাহারা তাহাদের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ আসিয়াছিল। অতঃপর যাহারা অপরাধ করিয়াছিল আমরা তাহাদের নিকট হইতে উপযুক্ত প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়াছিলাম। বস্তুতঃ মো'মেনগণকে সাহায্য করা আমাদের উপর ফরয।

اَللّٰهُ الَّذِيْ يُرْسِلُ الرِّيٰحَ فَتُثِيْرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهٗ فِي السَّمَاۗءِ كَيْفَ يَشَاۗءُ وَيَجْعَلُهٗ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلٰلِهٖ ۚ فَاِذَآ اَصَابَ بِهٖ مَنْ يَّشَاۗءُ مِنْ عِبَادِهٖٓ اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُوْنَ ﴿٤٨﴾

৪৯। তিনিই আল্লাহ্ যিনি বায়ুরাশিকে প্রেরণ করেন, অনন্তর উহা মেঘ বহন করে। অতঃপর তিনি যেরূপে চাহেন উহাকে আকাশে বিস্তৃত করেন এবং তিনি উহাকে খণ্ড বিখণ্ড করিয়া দেন এবং তুমি দেখিতে পাও যে উহার মধ্য হইতে বৃষ্টি নির্গত হইতেছে। অতঃপর যখন তিনি নিজ বান্দাদের মধ্য হইতে যাহাকে ইচ্ছা করেন উহা পৌছাইয়া দেন, তখন দেখ! তাহারা কেমন উৎফুল্ল হইতে থাকে;

وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلِ اَنْ يُّنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِّنْ قَبْلِهٖ لَمُبْلِسِيْنَ ﴿٤٩﴾

৫০। যদিও ইতিপূর্বে— তাহাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণের পূর্বে তাহারা সম্পূর্ণরূপে নিরাশ হইয়া গিয়াছিল।

২২৯২। এই আয়াতের শব্দগুলি ইহাই নির্দেশ করে যে, একই ঐশী-নীতি প্রাকৃতিক বিষয়াবলীতে যেভাবে কার্যকরী হয়, ঠিক তেমনিভাবে আধ্যাত্মিক বিষয়াবলীতেও একইভাবে কার্যকরী হইয়া থাকে।

উদাহরণ স্বরূপ, বৃষ্টি আসিবার পূর্বে মেঘের সৃষ্টি হয় ও বাতাস বহিয়া থাকে। তেমনি, ঐশী সংস্কারকগণের আগমনের পূর্বাভাষ স্বরূপ তাঁহার শিক্ষার প্রচারোপযোগী অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি আগেই হইয়া থাকে এবং নেক ও পবিত্র ধর্মপরায়ণ লোকেরা আসিয়া আগে ভাগেই তাঁহার ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া, তাহার পথ সুগম ও সহজ করিয়া যান।

৫১। অতএব তুমি আল্লাহ্‌র রহমতের নিদর্শনসমূহের প্রতি লক্ষ্য কর যে, কিরূপে তিনি যমীনকে ইহার মৃত্যুর পর সঞ্জীবিত করেন। নিশ্চয় তিনিই (আল্লাহ্) যিনি মৃতগণকে জীবিত করেন;[২২৯৩] এবং তিনি সকল বিষয়ের উপর সর্বশক্তিমান।

فَانْظُرْ اِلٰٓى اٰثٰرِ رَحْمَتِ اللّٰهِ كَيْفَ يُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ؕ اِنَّ ذٰلِكَ لَمُحْيِ الْمَوْتٰى ۚ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٥١﴾

৫২। এবং যদি আমরা বায়ু প্রবাহিত করি এবং তাহারা উহাকে (শস্যক্ষেত্রকে) হরিদ্বর্ণ দেখে তখন তাহারা উহার (দৃশ্য প্রত্যক্ষ করার) পর অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করে।

وَلَئِنْ اَرْسَلْنَا رِيْحًا فَرَاَوْهُ مُصْفَرًّا لَّظَلُّوْا مِنْۢ بَعْدِهٖ يَكْفُرُوْنَ ﴿٥٢﴾

৫৩। বস্তুতঃ তুমি (তোমার) এই আহ্বান মৃতদিগকেও শুনাইতে পারিবে না এবং বধিরদিগকেও শুনাইতে পারিবে না যখন তাহারা পিঠ দেখাইয়া ফিরিয়া যায়;

فَاِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتٰى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَآءَ اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِيْنَ ﴿٥٣﴾

৫৪। এবং তুমি অন্ধদিগকেও তাহাদের পথভ্রষ্টতা হইতে ফিরাইয়া সোজা পথে পরিচালিত করিতে পারিবে না। তুমি কেবল তাহাদিগকেই শুনাইতে পারিবে যাহারা আমাদের আয়াতসমূহের উপর ঈমান আনে, কারণ তাহারা আত্মসমর্পণকারী।[২২৯৪]

وَمَآ اَنْتَ بِهٰدِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلٰلَتِهِمْ ؕ اِنْ تُسْمِعُ اِلَّا مَنْ يُّؤْمِنُ بِاٰيٰتِنَا فَهُمْ مُّسْلِمُوْنَ ﴿٥٤﴾ ع ٥ ١٣ ٨

৫ [১৩] ৮

৫৫। তিনিই আল্লাহ্ যিনি তোমাদিগকে দুর্বল অবস্থায় সৃষ্টি[২২৯৫] করেন এবং দুর্বলতার পর তোমাদিগকে শক্তি দান করেন, এবং সেই শক্তির পর পুনরায় দুর্বলতা ও বার্ধক্য দেন, তিনি যাহা চাহেন সৃষ্টি করেন। এবং তিনিই সর্বজ্ঞানী, সর্বশক্তিমান।

اَللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ ضُعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْۢ بَعْدِ ضُعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْۢ بَعْدِ قُوَّةٍ ضُعْفًا وَّشَيْبَةً ؕ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۚ وَهُوَ الْعَلِيْمُ الْقَدِيْرُ ﴿٥٥﴾

৫৬। এবং যেদিন নির্দিষ্ট মুহূর্ত[২২৯৬] উপস্থিত হইবে, তখন অপরাধীরা কসম খাইবে যে, তাহারা অল্প কাল ব্যতীত অবস্থান করে নাই; এইভাবেই তাহাদিগকে (সত্য পথ হইতে) ফিরাইয়া দেওয়া হইত।

وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُوْنَ ۙ مَا لَبِثُوْا غَيْرَ سَاعَةٍ ؕ كَذٰلِكَ كَانُوْا يُؤْفَكُوْنَ ﴿٥٦﴾

২২৯৩। পূর্ববর্তী দুইটি আয়াতে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছিল যে, প্রাকৃতিক নিয়মেই অতিমাত্রার শুষ্কতার পরে, বৃষ্টির আগমন হয় এবং শুষ্ক ও তৃষ্ণার্ত পৃথিবী ইহার মাধ্যমে এক নবজীবন লাভ করে। এই আয়াতে বলা হইয়াছে যে, নৈতিকভাবে অধঃপতিত ও কলুষিত মানুষের পুনরুজ্জীবনের জন্য ঐ একই ঐশী নিয়ম কার্যকরী করা হইয়া থাকে। মৃতপ্রায় জাতিগুলি আল্লাহ্‌র নবীর আগমনে নব জীবন লাভ করিয়া থাকে।

২২৯৪। কোন নবী কিংবা কোন ঐশী-বাণীই মানুষকে আল্লাহ্‌র কাছে আনিতে পারে না, যদি না সে স্বেচ্ছায় সত্যের বাণী শুনিতে চায় ও সত্যের দিকে ধাবিত হয়। নিজে উদ্যোগ গ্রহণ করিলে তবেই আল্লাহ্‌র কাছ হইতে সুফল আসে এবং এইভাবেই মানুষ নিজের ভাগ্য নিজেই গড়ে বা ভাঙ্গে।

২২৯৫। 'যো'ফোন' শব্দটা এই আয়াতে তিনবার ব্যবহৃত হইয়াছে। 'যো'ফোন' অর্থ দুর্বলতা। ইহা মানব জীবনে অন্ততঃ তিনবার দেখা দেয়— ভ্রূণের অবস্থায়, শৈশবাবস্থায় এবং বৃদ্ধাবস্থায়।

২২৯৬। ইসলামের বিজয় মুহূর্ত।

وَقَالَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ وَالْاِيْمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِيْ كِتٰبِ اللّٰهِ اِلٰى يَوْمِ الْبَعْثِ ۚ فَهٰذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَ لٰكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ۝٥٦

৫৭। কিন্তু যাহাদিগকে জ্ঞান ও ঈমান দান করা হইয়াছে তাহারা বলিবে, 'নিশ্চয় তোমরা আল্লাহ্‌র কিতাব অনুযায়ী পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত অবস্থান করিয়াছ। (এখন শুন !) ইহাই সেই পুনরুত্থান দিবস; [২২৯৭] কিন্তু তোমরা জানিতে না'।

فَيَوْمَئِذٍ لَّا يَنْفَعُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُوْنَ ۝٥٧

৫৮। সুতরাং সেইদিন যালেমদের কোন ওজর-আপত্তি তাহাদের কোন উপকারে আসিবে না এবং তাহাদিগকে ক্ষমা প্রার্থনা করার সুযোগও দান করা হইবে না। [২২৯৮]

وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ؕ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِاٰيَةٍ لَّيَقُوْلَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا مُبْطِلُوْنَ ۝٥٨

৫৯। এবং আমরা মানুষের জন্য এই কুরআনে সর্বপ্রকার উপমা সবিস্তারে বর্ণনা করিয়াছি, [২২৯৯] এবং যদি তুমি তাহাদের নিকট কোন নিদর্শন উপস্থিত কর তাহা হইলে যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহারা নিশ্চয় বলিবে, 'তোমরা মিথ্যাবাদী বৈ কিছুই নহ।'

كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝٥٩

৬০। এইরূপে আল্লাহ্ তাহাদের অন্তরে মোহর মারিয়া দেন যাহারা জ্ঞান রাখে না। [২৩০০]

فَاصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِيْنَ لَا يُوْقِنُوْنَ ۝٦٠ ع

৬১। অতএব তুমি ধৈর্য ধারণ কর। নিশ্চয় আল্লাহ্‌র ওয়াদা সত্য; এবং যাহারা দৃঢ় বিশ্বাস করে না তাহারা যেন তোমাকে ধোকা দিয়া আদৌ স্থানচ্যুত না করে।

৬ [৭] ৯

২২৯৭। এখানে 'পুনরুত্থান' কথাটি দ্বারা মৃত্যু-পরবর্তী পুনরুত্থানকে বুঝায় নাই, বরং আধ্যাত্মিক সংস্কারকের আগমনে যে আধ্যাত্মিক নব-জীবনের সূচনা হয় উহাকে বুঝাইয়াছে।

২২৯৮। 'ইউসতা'তাবূন' অর্থঃ (ক) ঐশী দ্বারে অগ্রসর হইবার অনুমতি তাহারা পাইবে না; (খ) তাহারা যে সব পাপাচার করিয়াছে তাহা শুধরাইবার অনুমতি পাইবে না; (গ) তাহাদের সমর্থনমূলক কোন ওজর-আপত্তি গ্রহণ করা হইবে না; (ঘ) তাহারা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের গণ্ডীর ভিতরে গৃহীত হইবে না। এই সকল অর্থই মূল ধাতু 'আতাবা'র মধ্যে বিদ্যমান আছে।

২২৯৯। 'মাসাল' শব্দের অর্থ বর্ণনা; যুক্তি; আলোচনা; শিক্ষা; প্রবাদ; চিহ্ন; উপদেশপূর্ণ ছোট গল্প বা উপমা (লেইন)।

২৩০০। কেবল মাত্র তাহাদের হৃদয়েই সীলমোহর মারা হয় যাহারা ঐশী সংস্কারকগণের মাধ্যমে আগত ঐশী-জ্ঞানকে স্বেচ্ছায় প্রত্যাখ্যান করে। অবিশ্বাসীর হৃদয়ের দ্বার বন্ধকরণ ক্রিয়াটি আপনাপনি সংঘটিত হইয়া থাকে, যখন ঐশী-জ্ঞানকে তাহার সম্মুখে বার বার যুক্তি সহকারে তুলিয়া ধরা সত্ত্বেও সে তাহা অবহেলা করতঃ প্রত্যাখ্যান করিতে থাকে।

৩১-সূরা লুক্‌মান
(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণ হওয়ার তারিখ, শিরোনাম এবং প্রসংগ

সাধারণভাবে সকলের অভিমত এই যে, আলোচ্য সূরাটি নবী করীম (সাঃ)-এর মক্কী জীবনের মাঝামাঝি সময়ে, অথবা, যেমন কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, ৬ষ্ঠ কি ৭ম বৎসরের দিকে নাযেল হইয়াছিল । পূর্ববর্তী সূরা 'আর্ রূম' এই মন্তব্য সহ শেষ হইয়াছিল যে, পবিত্র কুরআন মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য প্রয়োজনীয় সকল শিক্ষাই বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছে । কিন্তু কাফেরদের সত্য দর্শন করার মত দৃষ্টিশক্তি নাই এবং তাহাদের হৃদয়ও মোহরাবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে । নিদর্শনের পর নিদর্শন দেখানো সত্বেও এইসব কাফেরগণ বারবার উল্লেখ করিয়া চলিয়াছে যে, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) একজন মিথ্যাবাদী ও প্রতারক ছাড়া অন্য কিছু নহে । বর্তমান সূরাটি পবিত্র ও দৃঢ় উক্তি সহকারে শুরু হইয়াছে যে, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কোন মিথ্যাবাদী বা প্রতারক নহেন এবং এই ঐশী কিতাব অর্থাৎ কুরআন মহাজ্ঞানী ও সর্বজ্ঞ আল্লাহ্‌র নিকট হইতে তাঁহার প্রতি অবতীর্ণ করা হইয়াছে । ইহা জ্ঞান ও প্রজ্ঞায় পরিপূর্ণ এবং ইহা সত্যান্বেষী যে কোন ব্যক্তিকেই সঠিক পথ প্রদর্শন করিয়া থাকে । পূর্ববর্তী সূরাতে ইহাও বলা হইয়াছিল যে, ইসলাম ক্রমাগত সাফল্য ও অগ্রগতির দিকে আগাইয়া যাইবে এবং কাফেররা পরাজয়, গ্লানি ও অপমানের সম্মুখীন হইবে । বর্তমান সূরাটিতে সেইসব বিষয়ে কিছুটা আলোকপাত করা হইয়াছে, যেসব নৈতিক আদর্শ ও লক্ষ্যকে সামনে রাখিয়া ও যেগুলির সত্যিকার বাস্তবায়নের মাধ্যমে ব্যক্তি ও জাতি স্ব-স্ব ক্ষেত্রে উন্নতি সাধন করিতে পারে এবং মহত্ব ও খ্যাতির অধিকারী হইতে পারে ।

বিষয়বস্তু

সূরাটির শুরুতেই সফলতা লাভ করিবার অপরিহার্য পূর্ব-শর্ত হিসাবে সত্যিকার বিশ্বাস ও সঠিক কর্মের কথা বলা হইয়াছে এবং হযরত লুকমান (আঃ)-এর মুখনিঃসৃত কিছু উক্তির মাধ্যমে কতিপয় বিশ্বজনীন নৈতিকতার মূল-তত্ব সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে । এইসব নৈতিক তত্বের মূল কথা হইতেছে, আল্লাহ্ এক এবং অন্যান্য নৈতিক আদর্শ এই মূল বিশ্বাস হইতেই উৎসারিত হইয়াছে । ঐশী একত্ববাদের পর দ্বিতীয় যে উল্লেখযোগ্য বিষয় তাহা হইতেছে, মানুষের প্রতি মানুষের কর্তব্যবোধ, যাহার মধ্যে সর্ব প্রথম অগ্রগণ্যতার দাবী রাখে পিতামাতার প্রতি সন্তানের কর্তব্য । এই দুইটি মৌলিক অনুশাসনের গুরুত্ব অনুধাবনের লক্ষ্যে একজন মুসলমানকে এই শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে যে, সে যেন সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌র প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে এবং কোন অবস্থাতেই যেন আল্লাহ্‌র আনুগত্যের মোকাবিলায় অন্য কাহারো প্রতি আনুগত্য না দেখায়, এমনকি, পিতামাতাও যদি আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাহারো প্রতি আনুগত্য করিতে বলেন, তাহা হইলেও উহার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় একমাত্র আল্লাহ্‌র প্রতিই আনুগত্য প্রদর্শন করিতে হইবে । তবে, এতদসত্বেও পিতামাতার প্রতি সহানুভূতিশীল, দয়ালু ও শ্রদ্ধাশীল থাকিতে হইবে । অতঃপর, বলা হইয়াছে যে, আল্লাহ্‌র প্রতি মানুষের আনুগত্যের বাস্তব রূপ নামায আদায়ের মাধ্যমে এবং মানুষের প্রতি তাহার দায়িত্ব ভাল কাজে অংশগ্রহণ ও খারাপ কাজ হইতে বিরত থাকার মাধ্যমে প্রতিপালিত হইয়া থাকে। অতঃপর, সূরাটিতে বলা হইয়াছে যে,যখন একজন মো'মেন সত্য প্রচারের কঠিন কাজে নিজেকে নিয়োজিত করে এবং মানুষকে সৎভাবে জীবন যাপন করার আহ্বান জানায়, তখন বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা ও বাধা-বিপত্তি তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায় এবং তাহাকে বিভিন্ন অত্যাচার, নিপীড়ন ও অপমান সহ্য করিতে হয় । কাজেই এইসব প্রতিকূলতায় ভীত না হইয়া মো'মেনদের উচিত ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার সহিত এই অবস্থার মোকাবিলা করা। বস্তুতঃএকজন বিশ্বাসী যখন তাহার উপর ন্যস্ত সত্য ও মহৎ কর্তব্য সম্পাদনে অসত্যের প্রবল বিরোধিতাকে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার সহিত মোকাবিলা করে, তখনই সাফল্য তাহার নিকট আসিয়া ধরা দেয় এবং দলে দলে লোক তাহার নিকট আনুগত্য প্রদর্শন করে। তবে একজন মো'মেনকে এই সময়ে খুব সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে এবং এই সময়ে তাহার সম্পর্কে যে উচ্চ প্রশংসা ও জয়ধ্বনি করা হইতে থাকে উহাতে প্রভাবান্বিত না হইয়া এবং অহমিকা ও আত্মশ্লাঘার শিকার না হইয়া তাহাকে মানসিক ভারসাম্য ও সাবধানতা সহকারে পরিস্থিতির মোকাবিলা করিতে হইবে । অতঃপর, সূরাটিতে প্রাকৃতিক নিয়ম-নীতির উল্লেখ পূর্বক বলা হইয়াছে যে, প্রাকৃতিক নিয়ম-কানুন ইসলামের অনুকূলেই কাজ করিতেছে । সূরাটি অবিশ্বাসীদের প্রতি এই সতর্কবাণী উচ্চারণ পূর্বক শেষ হইয়াছে যে, তাহাদের জন্য ফয়সালার দিন খুব দ্রুত আগাইয়া আসিতেছে, যখন তাহাদের মান-সম্মান, সম্পদ এবং প্রতিপত্তি কোনই কাজে আসিবে না । তখন তাহাদের সন্তান-সন্ততিরাও ইসলাম কবুল করিবে এবং ইহার উন্নতিকল্পে নিজ সম্পদরাজি ব্যয় করিবে ।

سُوْرَةُ لُقْمٰنَ مَكِّيَّةٌ (٣١) اٰيَاتُهَا رُكُوْعَاتُهَا

৩১-সূরা লুক্‌মান

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৩৫ আয়াত এবং ৪ রুকূ আছে ।

---

১ । আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময়

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

২ । আলিফ লাম মীম্ ।

الٓمّٓ ②

৩ । এইগুলি হিক্‌মতপূর্ণ কামিল কিতাবের আয়াত,[২৩০১]

تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْحَكِيْمِ ③

৪ । সৎকর্মশীলগণের জন্য হেদায়াত এবং রহমত স্বরূপ,

هُدًى وَّ رَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِيْنَ ④

৫ । যাহারা নামায কায়েম করে এবং যাকাত দেয় এবং পরকালের উপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখে।

الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَ يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ⑤

৬ । এই সকল লোকই তাহাদের প্রভুর তরফ হইতে আগত হেদায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত আছে এবং ইহারাই সফলকাম হইবে ।

اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ⑥

৭ । এবং লোকদের মধ্যে কতক এমন আছে যাহারা অজ্ঞতা বশতঃ (জনগণকে) আল্লাহ্‌র পথ হইতে বিভ্রান্ত করার জন্য (আল্লাহ্‌র কথার পরিবর্তে) ক্রীড়া-কৌতুকের কথাবার্তা ক্রয় করে,[২৩০২] এবং উহাকে ঠাট্টা-বিদ্রূপের বিষয় বানাইয়া লয় । এই সকল লোকের জন্য লাঞ্ছনাজনক শাস্তি (অবধারিত) আছে ।

وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِيْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۖ وَّ يَتَّخِذَهَا هُزُوًا ؕ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ⑦

৮ । এবং যখন তাহার (উল্লিখিত ব্যক্তির) সম্মুখে আমাদের আয়াতসমূহ আবৃত্তি করা হয় তখন সে অহংকার করিয়া মুখ ফিরাইয়া লয়, যেন সে উহা শুনিতেই পায় নাই, যেন তাহার কর্ণদ্বয়ে বধিরতা রহিয়াছে । অতএব তুমি তাহাকে এক যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সংবাদ শুনাইয়া দাও ।

وَ اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِ اٰيٰتُنَا وَلّٰى مُسْتَكْبِرًا كَاَنْ لَّمْ يَسْمَعْهَا كَاَنَّ فِيْٓ اُذُنَيْهِ وَقْرًا ۚ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ⑧

২৩০১ । কুরআন একটি অত্যাশ্চর্য গ্রন্থ । ইহাতে বর্ণিত এমন কোন তথ্য, নীতি-আদর্শ ও তত্ব নাই, যাহা পুরাতন জ্ঞান-বিজ্ঞান দ্বারা কিংবা আধুনিক বৈজ্ঞানিক উদঘাটন ও আবিষ্কারাদির দ্বারা ভুল ও অসত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে । শতাব্দীর পর শতাব্দী পার হইয়া সহস্রাধিক বৎসর অতিক্রান্ত হওয়া সত্বেও ইহাতে সামান্য ভুল-ভ্রান্তি বা ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয় নাই । এমনকি নব নব যুগের নব নব চাহিদার প্রেক্ষিতেও ইহাতে কোন অপূর্ণতা ধরা পড়ে নাই । ইহা চিরসত্যের পবিত্র গ্রন্থ ।

২৩০২ । মানব-জীবন খুবই অর্থপূর্ণ । বিরাট উদ্দেশ্য ও মহান লক্ষ্য পূরণের জন্য তাহাকে সৃষ্টি করা হইয়াছে । কিন্তু দুর্বল-চেতা হীনমনা ব্যক্তিগণ তাহাদের মহামূল্য সময়কে অপব্যয় করে এবং তাহাদের শক্তি-নিচয়কে হেলায় খেলায় ও অপকর্মে কাটাইয়া ফিরে (২৩ঃ১১৬)।

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ ۝٩

৯। নিশ্চয় যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং সৎকর্ম করিয়াছে তাহাদের জন্য আছে নেয়ামতপূর্ণ বাগানসমূহ,

خَالِدِينَ فِيهَا ۖ وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝١٠

১০। তথায় তাহারা চিরকাল বাস করিবে। আল্লাহ্‌র ওয়াদা সত্য; এবং তিনিই মহা পরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়।

خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ ۚ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ۝١١

১১। তিনি আকাশসমূহকে স্তম্ভ ব্যতিরেকে সৃষ্টি করিয়াছেন যেমন তোমরা প্রত্যক্ষ করিতেছ; এবং তিনি ভূপৃষ্ঠে পর্বতমালা সংস্থাপন করিয়াছেন[২৩০৩] যেন ইহা তোমাদিগকে লইয়া টলিয়া না পড়ে; এবং ইহাতে প্রত্যেক প্রকারের জীব-জন্তু বিস্তৃত করিয়াছেন। এবং আমরা মেঘ হইতে পানি বর্ষণ করি, এবং ইহাতে সকল প্রকারের উত্তম জোড়া সৃষ্টি করি।

هَٰذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ ۚ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ۝١٢

১২। ইহা আল্লাহ্‌র সৃষ্টি, অতএব এখন তোমরা আমাকে দেখাও তিনি ব্যতিরেকে অন্যেরা কি সৃষ্টি করিয়াছে। কিছুই নহে, বরং যালেমরা স্পষ্ট ভ্রান্তিতে আছে।

১ [১২] ১০

وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ ۚ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ۝١٣

১৩। এবং আমরা লুকমানকে হিক্‌মত দান করিয়াছিলাম (এবং বলিয়াছিলাম) যে, আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, বস্তুতঃ যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সে কেবল নিজের মঙ্গলের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং যে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, তাহা হইলে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, নিশ্চয় আল্লাহ্ স্বয়ংসম্পূর্ণ পরম প্রশংসিত।

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ ۖ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ۝١٤

১৪। এবং (স্মরণ কর) যখন লুকমান[২৩০৪] তাহার পুত্রকে বলিয়াছিল, 'হে আমার প্রিয় পুত্র! তুমি আল্লাহ্‌র সহিত কাহাকেও শরীক করিও না, নিশ্চয় শির্‌ক অতি ভয়ানক যুলুম।[২৩০৫]

২৩০৩। কুরআনের অন্যত্র (১৩:৪) 'আল্‌কা' (তিনি স্থাপন করিলেন) স্থলে 'জায়ালা' (তিনি তৈরী করিলেন) শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহাতে বুঝা যায় পর্বতমালা পৃথিবীরই অবিচ্ছেদ্য অংশ; বাহির হইতে আনিয়া পৃথিবীর বুকে স্থাপিত হয় নাই।

২৩০৪। হযরত লুকমান অনারব বলিয়া মনে হয়। খুব সম্ভবতঃ তিনি ইথিওপিয়ার (আবিসিনিয়া) লোক ছিলেন। তিনি মিশর বা নুবিয়ার অধিবাসী বলিয়া কথিত আছে। কেহ কেহ তাহাকে এবং গ্রীসের ঈশপকে একই ব্যক্তি বলিয়া মনে করেন। কুরআনের আলোচ্য আয়াতে ও পরবর্তী আয়াতসমূহে হযরত লুকমান তাঁহার পুত্রকে যে সব হিতোপদেশ দিয়াছেন, তাহা দৃষ্টে মনে হয়, হযরত লুকমান আল্লাহ্‌র একজন নবী ছিলেন।

২৩০৫। ধর্মের সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান মৌলিক শিক্ষা হইলঃ আল্লাহ্ এক। এই মূল মতবাদ হইতেই ধর্মের অন্যান্য ধর্মীয় আদর্শ ও নীতিমালা উৎসারিত হইয়াছে। আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাহাকে বা অন্য কিছুকে উপাসনা করিয়া মানুষ কেবল নিজেকেই হেয় প্রতিপন্ন করে; নিজের সত্তার বিকাশে ও সম্প্রসারণে নিজেই বাধা প্রদান করে।

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ ۚ حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ وَهْنًا عَلٰى وَهْنٍ وَّ فِصٰلُهٗ فِىْ عَامَيْنِ اَنِ اشْكُرْ لِىْ وَلِوَالِدَيْكَ ؕ اِلَىَّ الْمَصِيْرُ ﴿۱۵﴾

১৫। এবং আমরা মানুষকে তাহার পিতামাতার সহিত সদাচরণের তাগিদপূর্ণ নির্দেশ দিয়াছিলাম — [২৩০৬] তাহার জননী তাহাকে দুর্বল অবস্থার পর দুর্বল অবস্থায় বহন করে, এবং তাহার দুধ ছাড়ান হয় দুই বৎসরে — [২৩০৬-ক] সুতরাং আমার এবং তোমার পিতামাতার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর; আমারই দিকে (শেষ) প্রত্যাবর্তন;

وَاِنْ جَاهَدٰكَ عَلٰٓى اَنْ تُشْرِكَ بِىْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِى الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا ۖ وَّ اتَّبِعْ سَبِيْلَ مَنْ اَنَابَ اِلَىَّ ۚ ثُمَّ اِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ فَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿۱۶﴾

১৬। এবং যদি তাহারা উভয়ে তোমার সঙ্গে বির্তক করে যেন তুমি আমার সঙ্গে কাহাকেও শরীক কর যাহার সম্বন্ধে তোমার কোন জ্ঞান নাই, তাহা হইলে তুমি তাহাদের আনুগত্য করিও না; কিন্তু পার্থিব বিষয়ে তাহাদের উত্তম সঙ্গী হইও; [২৩০৭] এবং সেই ব্যক্তির পথের অনুসরণ করিও যে আমার দিকে ঝুঁকে। অতঃপর আমারই নিকট তোমাদের সকলকে ফিরিয়া আসিতে হইবে; তখন আমি তোমাদিগকে তোমাদের কৃত-কর্ম সম্বন্ধে অবহিত করিব;

يٰبُنَىَّ اِنَّهَآ اِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِىْ صَخْرَةٍ اَوْ فِى السَّمٰوٰتِ اَوْ فِى الْاَرْضِ يَاْتِ بِهَا اللّٰهُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ ﴿۱۷﴾

১৭। হে আমার প্রিয় পুত্র! স্মরণ রাখিও, যদি কোন কর্ম এক সরিষা দানা পরিমাণও হয় এবং ইহা কোন শক্ত প্রস্তরখণ্ডে অথবা আকাশমণ্ডলে অথবা ভূগর্ভে অবস্থান করে, তথাপি আল্লাহ্ উহাকে হাযির করিয়া দিবেন। [২৩০৮] নিশ্চয় আল্লাহ্ অতীব সূক্ষ্মদর্শী, সর্বজ্ঞাতা;

يٰبُنَىَّ اَقِمِ الصَّلٰوةَ وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلٰى مَآ اَصَابَكَ ؕ اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ ﴿۱۸﴾

১৮। হে আমার প্রিয় পুত্র! নামায কায়েম করিও, (লোকদিগকে) সৎকর্মের উপদেশ দিও এবং অসৎকর্ম হইতে বিরত রাখিও এবং তুমি কোন ক্লেশে পতিত হইলে উহাতে ধৈর্য ধারণ করিও। নিশ্চয় ইহা অতি দৃঢ় সংকল্পের কাজ;

২৩০৬। এই আয়াত ও পরবর্তী আয়াত একটি মধ্যবর্তী বাক্য মাত্র; ইহাতে আল্লাহ্‌র প্রতি মানুষের সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান কর্তব্যের পরে পরেই নির্ধারিত করা হইয়াছে তাহার দ্বিতীয় প্রধান কর্তব্য— মানুষের প্রতি মানুষের কর্তব্য— যাহারা সূচনা ঘটে পিতামাতার প্রতি সন্তানের কর্তব্যের মাধ্যমে।

২৩০৬-ক। এই আয়াত এবং ৪৬ সূরার ১৬ আয়াতের মধ্যে বাহ্যিক তফাৎ দেখা যায়। তবে সত্য ইহাই যে, অনেক সন্তান সময় পূর্ণ হইবার পূর্বেই মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়া যায়। তাহাদিগকে অধিক দিন মাতৃস্তন্য পান করাইতে হয়; দুর্বল শিশুদিগকে দীর্ঘতর সময় ধরিয়া মাতৃ-স্তন্য পান করাইতে হয়।

২৩০৭। আল্লাহ্‌র প্রতি মানুষের কর্তব্য ও পিতামাতার প্রতি কর্তব্য, এই দুই কর্তব্যের মধ্যে যদি কখনও দ্বন্দ্ব বাঁধে, তাহা হইলে ধর্মীয় ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র প্রতি কর্তব্যকে সে প্রাধান্য দিবে। কেননা এইক্ষেত্রে ইহাই হইবে তাহার প্রথম ও প্রধান কর্তব্য। কিন্তু আল্লাহ্‌র প্রতি এই কর্তব্য করিতে যাইয়া যদিও তাহাকে পিতামাতার অবাধ্য হইতে হয়, তথাপি এই অবাধ্যতার মধ্যেও সন্তানকে পিতামাতার প্রতি শ্রদ্ধা, শালীনতা ও নম্রতার ব্যবহারই করিতে হইবে। পার্থিব ও সাংসারিক বিষয়ে তাহাদের অবাধ্যতা বা অশালীন ঔদ্ধত্য নিষিদ্ধ। মতবিরোধ থাকা সত্ত্বেও পিতামাতার প্রতি সন্তানের নম্রতা, কোমলতা, দয়া-ভালবাসা ও শালীনতা বজায় রাখিতে হইবে।

২৩০৮। ভাল হউক, মন্দ হউক, যে কোন কাজই বিফলে যায় না। ইহা চিরস্থায়ী দাগ রাখিয়া যায়। এই সত্যের প্রতিই ৫০:১৯ আয়াত আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে।

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿١٨﴾

১৯। এবং তুমি লোকের সম্মুখে অবজ্ঞাভরে নিজের গাল ফুলাইও না,[২৩০৯] এবং ভূপৃষ্ঠে অহংকারের সহিত চলিও না; কোন দাম্ভিক, অহংকারীকে আল্লাহ্ আদৌ ভালবাসেন না;

وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ ۚ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ﴿١٩﴾ ع ٢

২০। এবং তুমি নিজ চাল-চলনে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করিও এবং নিজ কণ্ঠস্বরকে মৃদু রাখিও; নিশ্চয় সকল কণ্ঠস্বরের মধ্যে গর্দভের কণ্ঠস্বর হইল সর্বাধিক কর্কশ।'

[৮] ১১ ২

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً ۗ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ ﴿٢٠﴾

২১। তোমরা কি দেখ না যে যাহা কিছু আকাশসমূহে আছে এবং যাহা কিছু পৃথিবীতে আছে সকলকেই আল্লাহ্ তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করিয়াছেন এবং তিনি তাঁহার বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ নেয়ামতসমূহকে তোমাদের উপর সম্পূর্ণ করিয়াছেন ?[২৩১০] এবং লোকদের মধ্যে কতক এমন আছে যাহারা জ্ঞান, হেদায়াত এবং সমুজ্জ্বল কিতাব ব্যতিরেকে আল্লাহ্ সম্বন্ধে কলহ করিয়া থাকে।[২৩১১]

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ۗ أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ ﴿٢١﴾

২২। এবং যখন তাহাদিগকে বলা হয়, 'আল্লাহ্ যাহা কিছু নাযেল করিয়াছেন, তোমরা উহার অনুসরণ কর,' তখন তাহারা বলে, 'না,বরং আমরা সেই পথের অনুসরণ করিব যাহার উপর আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদিগকে পাইয়াছি।[২৩১২] কী ! শয়তান যদি তাহাদিগকে দোযখের আযাবের দিকে ডাকে তবুও ?

وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ ۗ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴿٢٢﴾

২৩। এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নিকট, আত্মসমর্পণ করে এবং তৎসঙ্গে সৎকর্মপরায়ণ হয় সে বস্তুতঃ এক সুদৃঢ় হাতলকে ধরে। এবং আল্লাহ্‌রই দিকে সমস্ত কাজের পরিণাম ফিরিয়া যায়।[২৩১৩]

২৩০৯। 'সা'আরা খাদ্দাহু' অর্থ সে ঘৃণা ও অহংকারে নিজের মুখ তাহাদের দিক হইতে ফিরাইয়া লইল, নিজ গাল ফুলাইল। (লেইন, মিফতাহ)।

২৩১০। বাক্যটির তাৎপর্য এই যে, মানুষের সকল প্রকারের প্রয়োজন— তাহা জাগতিক হউক আর আধ্যাত্মিক হউক, বৈষয়িক হউক আর মানসিক হউক, কিংবা জানা বা অজানা হউক,— সকল প্রকারের প্রয়োজন মিটাইবারই ব্যবস্থা আল্লাহ্‌তা'লা করিয়াছেন।

২৩১১। মানুষের সাধারণ বুদ্ধি, জ্ঞান ও যুক্তি, মানুষের অভিজ্ঞান ও অভিজ্ঞতা এবং সর্বোপরি আল্লাহ্‌র বাণী, সব কিছু একত্রিতভাবে ইহাই সাক্ষ্য দেয় যে, বহু-ঈশ্বরে বিশ্বাস একটি ভ্রান্ত ও নির্বোধ বিশ্বাস মাত্র। 'জ্ঞান; হেদায়াত এবং সমুজ্জ্বল কিতাব ব্যতিরেকে' কথাগুলি দ্বারা এই তাৎপর্য ও অর্থ প্রকাশ পায়।

২৩১২।` মানুষ এমনই ভাবে সৃষ্ট যে, সে তাহার পুরাতন ধ্যান-ধারণা ও বিশ্বাস কোন মতেই ছাড়িতে চায় না, তাহাকে যতই বুঝানো হউক না কেন। আল্লাহ্‌র নবীগণের সকলেই এইরূপ সুনির্দিষ্ট বাধার সম্মুখীন হইয়াছেন যে, অবিশ্বাসীরা তাহাদের পূর্বপুরুষের মত ও পথ, বিশ্বাস ও ধারণা পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত নহে। প্রচলিত ধ্যান-ধারণা, অবিশ্বাস ইত্যাদি সহজে মরে না।

২৩১৩। একমাত্র আল্লাহ্‌ই প্রত্যেক কর্মের প্রতিফল সৃষ্টি করেন।

وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهٗ ؕ اِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ﴿۲۴﴾

২৪। এবং যে ব্যক্তি অস্বীকার করে তাহার অস্বীকার যেন তোমাকে দুঃখিত না করে। আমাদের দিকেই তাহাদের প্রত্যাবর্তন, অতএব আমরা তাহাদিগকে তাহাদের কৃত-কর্ম সম্বন্ধে অবহিত করিব। নিশ্চয় বক্ষঃস্থলে নিহিত সব কিছু আল্লাহ্ জানেন।

نُمَتِّعُهُمْ قَلِيْلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ اِلٰى عَذَابٍ غَلِيْظٍ ﴿۲۵﴾

২৫। আমরা তাহাদিগকে ক্ষণিকের জন্য সুখ-সম্ভোগ করিতে দিব, অতঃপর আমরা তাহাদিগকে কঠিন শাস্তির দিকে তাড়াইয়া লইয়া যাইব।

وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ ؕ قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ ؕ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿۲۶﴾

২৬। এবং যদি তুমি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, 'আকাশ-মণ্ডল ও পৃথিবীকে কে সৃষ্টি করিয়াছেন ?' তাহা হইলে তাহারা অবশ্যই বলিবে, 'আল্লাহ্।' তুমি বল, 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য।'[২৩১৪] কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই ইহা জানে না।

لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَنِىُّ الْحَمِيْدُ ﴿۲۷﴾

২৭। আকাশমণ্ডলে ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সব আল্লাহ্‌রই জন্য। নিশ্চয় আল্লাহ্ সেই সত্তা, যিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং অতীব প্রশংসিত।

وَلَوْ اَنَّ مَا فِى الْاَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ اَقْلَامٌ وَّالْبَحْرُ يَمُدُّهٗ مِنْۢ بَعْدِهٖ سَبْعَةُ اَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمٰتُ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿۲۸﴾

২৮। এবং পৃথিবীতে যত বৃক্ষ আছে যদি সব কলম হয়, এবং এই যে সমুদ্র আছে, তৎসঙ্গে যদি আরও সাত[২৩১৫] সমুদ্র কালি হইয়া যুক্ত হয়, তথাপি আল্লাহ্‌র বাণীসমূহ শেষ হইবে না। নিশ্চয় আল্লাহ্ মহা পরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়।

مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ اِلَّا كَنَفْسٍ وَّاحِدَةٍ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌۢ بَصِيْرٌ ﴿۲۹﴾

২৯। তোমাদের সৃষ্টি এবং তোমাদের পুনরুত্থান একটি মাত্র প্রাণের (সৃষ্টি ও পুনরুত্থানের) ন্যায়।[২৩১৫-ক] নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

২৩১৪। বিশ্ব-জগতের সৃষ্টি-পরিকল্পনার মধ্যে যে পরিপূর্ণতা ও পরিপক্কতা দৃষ্ট হয় এবং ইহার রন্ধ্রে রন্ধ্রে, পরিচালনার যে অনবদ্য শৃঙ্খলা পরিলক্ষিত হয়, তাহা যদি বুদ্ধিমত্তা ও মননশীলতার সহিত অনুধাবন করা যায় তাহা হইলে যে কোন ব্যক্তি অবশ্যম্ভাবীরূপে এই অনিবার্য সিদ্ধান্তে উপনীত হইবে যে, এই বিশ্ব-জগতের নিশ্চয়ই একজন সৃষ্টি-কর্তা রহিয়াছেন। বাচন-ভঙ্গি 'লাইয়াকূলুন্না'র তাৎপর্য ইহাই যে, অবিশ্বাসীগণের একথা স্বীকার করা ছাড়া কোন গত্যান্তর নাই যে, আল্লাহ্‌তা'লাই এই বিশ্ব-জগতকে অস্তিত্ব দান করিয়াছেন।

২৩১৫। আরবী ভাষায় 'সাত' এবং 'সত্তর' বহু সংখ্যক অর্থে প্রায়শঃ ব্যবহৃত হইয়া থাকে; 'সাত' ও 'সত্তরের' সংখ্যাগত মান হিসাবে নয়।

২৩১৫-ক। এই আয়াতের তাৎপর্য হইল যে, সকল মানুষই এক প্রাকৃতিক নিয়মে বাঁধা। ইহা দ্বারা এই কথাও বুঝায় যে, ব্যক্তি বিশেষের উন্নতি-অবনতি যে প্রাকৃতিক নিয়মের অধীনে ঘটিয়া থাকে, জাতিসমূহের উত্থান-পতনও সেই প্রাকৃতিক নিয়মের অধীনেই ঘটিয়া থাকে।

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُوْلِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۙ كُلٌّ يَّجْرِيْٓ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى وَّاَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ۝٢٩

৩০। তুমি কি দেখ না যে, আল্লাহ্ রাত্রিকে দিবসে প্রবিষ্ট করেন এবং দিবসকে রাত্রিতে প্রবিষ্ট করেন,[২৩১৬] এবং সূর্য ও চন্দ্রকে সেবায় নিয়োজিত করিয়াছেন; ইহাদের প্রত্যেকেই এক নির্দিষ্ট মিয়াদের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে এবং তোমরা যাহা করিতেছ আল্লাহ্ সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবহিত ?

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَاَنَّ مَا يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ الْبَاطِلُ ۙ وَاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ ۝٣٠

৩১। ইহা এই জন্য যে, আল্লাহ্‌র সত্তাই সত্য এবং তাহারা তাঁহাকে ছাড়িয়া যাহাকে ডাকে তাহা নিশ্চয় মিথ্যা; বস্তুতঃ আল্লাহ্‌ই অতীব উচ্চ, অতীব মহান।

৩ [১১] ১২ ع ১২

اَلَمْ تَرَ اَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِيْ فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللّٰهِ لِيُرِيَكُمْ مِّنْ اٰيٰتِهٖ ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ ۝٣١

৩২। তুমি কি দেখ না যে, নৌযানগুলি আল্লাহ্‌র নেয়ামত বহন করিয়া সমুদ্রে চলাচল করিতেছে[২৩১৭] যেন তিনি তোমাদিগকে তাঁহার নিদর্শনসমূহ হইতে কিছু দেখান ? নিশ্চয় ইহাতে প্রত্যেক ধৈর্যশীল, কৃতজ্ঞ বান্দার জন্য বহু নিদর্শন আছে।

وَاِذَا غَشِيَهُمْ مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۚ فَلَمَّا نَجّٰىهُمْ اِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ ۭ وَمَا يَجْحَدُ بِاٰيٰتِنَآ اِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُوْرٍ ۝٣٢

৩৩। এবং যখন কোন তরঙ্গ তাহাদিগকে ছায়ার ন্যায় আবৃত করিয়া ফেলে তখন তাহারা (একাগ্রচিত্তে) আল্লাহ্‌কে ডাকিতে থাকে ধর্মকে তাঁহারই জন্য বিশুদ্ধ করিয়া; অতঃপর যখন তিনি তাহাদিগকে উদ্ধার করিয়া স্থলের দিকে লইয়া আসেন তখন তাহাদের কেহ কেহ মধ্যপথ অবলম্বনকারী হয়।[২৩১৮] এবং শুধু বিশ্বাসঘাতক, অকৃতজ্ঞ লোকই আমাদের নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করে।

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَّا يَجْزِيْ وَالِدٌ عَنْ وَّلَدِهٖ ۡ وَلَا مَوْلُوْدٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَّالِدِهٖ شَيْـــًٔا ۭ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا ۪ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ ۝٣٣

৩৪। হে লোক সকল ! তোমরা তোমাদের প্রভুর তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর এবং সেই দিনকে ভয় কর যেদিন কোন পিতা তাহার পুত্রের কোন উপকারে আসিবে না এবং পুত্রও তাহার পিতার কোন উপকারে আসিবে না। নিশ্চয় আল্লাহ্‌র ওয়াদা সত্য। সুতরাং পার্থিব জীবন যেন তোমাদিগকে কোন ক্রমেই প্রতারিত না করে এবং প্রতারক শয়তানও যেন তোমাদিগকে আল্লাহ্ সম্বন্ধে আদৌ প্রতারিত না করে।

২৩১৬। রাতের পর দিন আর দিনের পর রাত যে প্রাকৃতিক নিয়মের অধীনে আবর্তিত হয়, জাতি ও ব্যক্তিগণের ভাগ্যও সেইভাবেই একই প্রাকৃতিক নিয়মের অধীনে আবর্তিত হইয়া থাকে।

২৩১৭। বড় বড় জাহাজের সমুদ্র গমন আল্লাহ্‌রই আশীর্বাদ বিশেষ। মানবজাতির কল্যাণ ও উন্নতির ক্ষেত্রে ইহার অবদান অনেক বেশী। যে জাতির সমুদ্রগামী শক্তি যত বেশী, সে জাতিই বিশ্বের মাঝে তত বেশী ধনী ও তত বেশী শক্তিশালী।

২৩১৮। এই আয়াতে মোশরেকদের (বহু-ঈশ্বরবাদীদের) সাধারণ চারিত্রিক-বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হইয়াছে। তাহারা অতি ক্ষণ-ভঙ্গুর বিশ্বাসের অধিকারী হয় এবং কুসংস্কারের বশবর্তী থাকে। সামান্য ভাগ্য বিপর্যয়েই তাহারা ভীত ও মুহ্যমান হইয়া পড়ে। কেননা শোনা-কথা, মনগড়া-বিশ্বাস ও কুসংস্কার হইল তাহাদের বিশ্বাসের উপাদান।

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ۚ وَيُنَزِّلُ
الْغَيْثَ ۚ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ۖ
وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۖ
وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ۖ
إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٣٤﴾ ع ١٣

৩৫। কিয়ামতের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ্‌র নিকটই আছে। তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন, এবং জরায়ুতে যাহা কিছু আছে তাহা তিনিই জানেন। এবং কেহ জানে না যে আগামীকল্য সে কি উপার্জন করিবে, এবং কেহ জানে না যে কোন স্থানে সে মরিবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী, সর্বজ্ঞাতা।[২৩১৯]

৪ [৪] ১৩

২৩১৯। ইসলামের বিজয়ের মূল বিষয়টিতে ফিরিয়া, সূরাটি শেষ হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে এখানে কয়েকটি প্রয়োজনীয় কথার উল্লেখ করা হইয়াছে ঃ (১) ইসলামের বিজয় ও অবিশ্বাসের চূড়ান্ত পরাভব কখন হইবে, ইহার জ্ঞান কেবল আল্লাহ্‌র কাছেই রহিয়াছে।(২) মানুষের অবস্থাবলীর কোন্ পর্যায়ে বাণী প্রেরণ আবশ্যক তাহাও একমাত্র আল্লাহ্‌ই জানেন। সঠিক সময় বুঝিয়াই তিনি 'কুরআন' অবতীর্ণ করিয়াছেন। (৩)একমাত্র আল্লাহ্‌ই জানেন,অনাগত ভবিষ্যৎ বংশধরেরা ইসলাম গ্রহণ করিবে,না অবিশ্বাসের মধ্যেই পড়িয়া থাকিবে অর্থাৎ যেসব অবিশ্বাসী নেতারা এই মুহূর্তে ইসলামের বিরুদ্ধে প্রাণপণ সংগ্রাম চালাইতেছে, তাহাদের পুত্র-পৌত্ররা ইসলাম গ্রহণ পূর্বক ইহার সংরক্ষণ ও বর্ধনের জন্য স্বেচ্ছায় প্রাণ বিসর্জন দিবে কিনা, উহার জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ্‌র কাছেই রহিয়াছে।(৪) অবিশ্বাসীরা মোটেই অবগত নহে যে, ইসলামের বিরুদ্ধে তাহাদের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইবে; অবিশ্বাসীদের নেতৃবৃন্দ যাহারা মহানবী (সাঃ) ও তাঁহার সাথী মুসলমানদিগকে নিজ নিজ জন্মভূমি ও গৃহ হইতে বলপূর্বক তাড়াইয়া দিয়াছে তাহারা নিজেরাই দেশান্তরে মৃত্যু বরণ করিবে।

৩২-সূরা আস্ সাজ্‌দা

(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণ হওয়ার তারিখ ও প্রসংগ

এই সূরাটিও মক্কায় নাযেল হইয়াছিল । পূর্ববর্তী সূরা এই মন্তব্য সহ শেষ হইয়াছিল যে, একটি জাতির উত্থান ও পতন সম্পর্কিত সত্যিকার জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ্‌রই নিকট রহিয়াছে এবং একমাত্র আল্লাহ্‌ই মানুষের বাহ্যিক, নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক প্রয়োজনসমূহ মিটাইয়া থাকেন । বর্তমান সূরাটি এই ঘোষণা সহ শুরু হইয়াছে যে, আল্লাহ্ সমস্ত বিশ্ব-জগতের প্রতিপালক,তাঁহার হাতেই ব্যক্তি ও জাতিসমূহের উত্থান ও অগ্রগতির কারণসমূহ যেমন বিরাজমান, ঠিক তেমনি ব্যক্তি ও জাতিসমূহের ধ্বংস ও পরাজয়ের কারণসমূহ তিনিই নিয়ন্ত্রণ করেন ।

বিষয়বস্তু

সূরাটির বিষয়-বস্তু হইতেছে ইসলামের চূড়ান্ত বিজয়ের ঘোষণা । অত্যন্ত জোরালো ভাষায় অবিশ্বাসীদের আরোপকৃত একটি মিথ্যা অভিযোগ খণ্ডন পূর্বক সূরাটি শুরু হইয়াছে । আর সেই অভিযোগ হইতেছে, কুরআন একটি মিথ্যা রচনা এবং হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) একজন ভণ্ড । ইহার জবাবে বলা হইয়াছে যে, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) আদৌ ভণ্ড নহেন। কেননা, ভণ্ডরা কখনই তাহাদের অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে সাফল্য লাভ করিতে পারে না । কিন্তু, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অতি দ্রুত অগ্রগতির দিকে ধাবিত হইতেছে । অন্যদিকে পবিত্র কুরআনও কোন প্রতারণা নয় । কেননা, যথাসময়ে, সত্য এবং ন্যায়ের সমর্থনে এবং মানুষের দৈহিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক চাহিদা মিটাইবার জন্য কুরআন অবতীর্ণ হইয়াছে।শুধু তাহাই নয়, সমস্ত বিশ্ব-প্রকৃতিও কুরআনের বাণী প্রচারিত হওয়ার অনুকূলে কাজ করিয়া যাইতেছে। অতঃপর, মূল প্রসংগ হইতে কিছুটা সরিয়া গিয়া সূরাটিতে একটি ভবিষাদ্বাণী করা হইয়াছে, যাহার মাধ্যমে বলা হইয়াছে যে, ইসলামের প্রাথমিক অগ্রগতির পর প্রায় এক হাজার বছর ব্যাপী ইহার ঔজ্জ্বল্য অনেকটা হ্রাসপ্রাপ্ত হইবে এবং এই সাময়িক অন্ধকারের পর পুনরায় ইসলাম ইহার স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে প্রকাশিত হইবে । তখন ইসলাম ইহার মৌলিক মহিমা ও সৌন্দর্যসহ অবারিত উত্তরণের পথে আগাইয়া যাইবে । এই বিষয়টি বিশদভাবে বুঝাইবার জন্য এই সূরাটিতে একটি দৃষ্টান্ত পেশ করা হইয়াছে, যাহাতে বলা হইয়াছে, মানুষ যেইভাবে এক নিতান্ত অনুল্লেখযোগ্য বস্তু তথা কাদা হইতে পর্যায়ক্রমে সৃষ্টির এক পূর্ণতম পর্যায়ে পৌছিয়াছে, তেমনি ইসলামও নিতান্ত অসহায় অবস্থা হইতে ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয় করিবে, সম্প্রসারিত হইবে এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে এক বিরাট শক্তি হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিবে । শেষের দিকে সূরাটির মূল প্রতিপাদ্য বিষয় সম্পর্কে আলোকপাত করিয়া বলা হইয়াছে যে, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর আর্বিভাব কোন অভিনব বিষয় নহে । পার্থিব জগতে যেভাবে মাটি উত্তপ্ত ও বিশুষ্ক হইবার পর আল্লাহ্‌তা'লা মেঘ হইতে বারি বর্ষণ করেন এবং পৃথিবী নূতন জীবন সম্ভারে আন্দোলিত হইয়া উঠে, ঠিক তেমনি, আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রেও মানুষ যখন অন্ধকারে পথ-হারা হইয়া এদিক সেদিক ঘুরিয়া বেড়ায় তখন এক ঐশী-বাণী-বাহককে আল্লাহ্‌তা'লা (ঐশী বারিসহ) প্রেরণ করেন এবং তাঁহার মাধ্যমে আধ্যাত্মিকভাবে মৃত মানব-মণ্ডলী এক নব জীবনে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠে ।

سُوْرَةُ السَّجْدَةِ مَكِّيَّةٌ (٣٢) آياتها ٣١ ركوعاتها

৩২-সূরা আস্ সাজ্দা

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ইহাতে ৩১ আয়াত এবং ৩ রুকূ আছে ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। আল্লাহ্র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

الٓمّٓ ② ج

২। আলিফ লাম মীম্ ।

تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ لَا رَيْبَ فِيْهِ مِنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ③ ط

৩। সকল জগতের প্রতিপালকের নিকট হইতে এই কিতাব নাযেল হইয়াছে, যাহাতে কোন সন্দেহ নাই ।

اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ ۚ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّآ اَتٰىهُمْ مِّنْ نَّذِيْرٍ مِّنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُوْنَ ④

৪। তাহারা কি বলিতেছে যে, 'সে নিজেই ইহা রচনা করিয়া লইয়াছে ?' না, বরং ইহা অবশ্যই তোমার প্রভুর নিকট হইতে সমাগত সত্য, যেন তুমি ইহার দ্বারা ঐ জাতিকে সতর্ক করিতে পার যাহাদের নিকট তোমার পূর্বে কোন রসূল আসে নাই, যেন তাহারা হেদায়াত পায় ।[২৩২০]

اَللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ ط مَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا شَفِيْعٍ ط اَفَلَا تَتَذَكَّرُوْنَ ⑤

৫। আল্লাহ্ তিনি, যিনি আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যে যাহা কিছু আছে সবই ছয় দিনে[২৩২১] সৃষ্টি করিয়াছেন; অতঃপর তিনি আরশের[২৩২২] উপর অধিষ্ঠিত হইয়াছেন । তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন অভিভাবক নাই এবং কোন সুপারিশকারীও নাই । তথাপি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করিতেছ না ?

يُدَبِّرُ الْاَمْرَ مِنَ السَّمَآءِ اِلَى الْاَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ اِلَيْهِ فِيْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهٗٓ اَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّوْنَ ⑥

৬। তিনি আকাশ হইতে পৃথিবীর দিকে হুকুম প্রবর্তন করেন ; অতঃপর ইহা তাঁহার দিকে উঠিয়া যাইবে এক দিনে, যাহার পরিমাণ হইবে তোমাদের গণনানুসারে এক হাজার বৎসর ।[২৩২৩]

২৩২০। 'আলিফ লাম মীম' গ্রুপের চারিটি সূরার মধ্যে ইহাই শেষ সূরা । এই সূরা চারিটির মূল কেন্দ্রীয় বিষয় হইল এই যে, নৈতিক অধঃপতনের অতল গর্ভে নিপতিত একটি জাতির পুনর্জাগরণ এবং হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর মাধ্যমে এই জাতিটিকে আধ্যাত্মিক উন্নতির উচ্চতম শিখরে উঠাইয়া মহিমান্বিতকরণ। নৈতিক ও আধ্যাত্মিকভাবে মৃত একটি জাতির এই মহাজাগরণকে মৃত্যু পরবর্তী পুনরুত্থানের পক্ষে যুক্তিরূপে দেখানো হইয়াছে । এই চারিটি সূরাতেই বিশ্ব-সৃষ্টিকে উপলক্ষ্য করিয়া মূল বিষয়টির অবতারণা করা হইয়াছে ।

২৩২১। দেখুন ৮৯৪ টীকা ।

২৩২২। দেখুন ৫৪ টীকা ।

২৩২৩। এই আয়াতটি ইসলামের উত্থান-পতনের ইতিহাসের একটি মহা সংকটময় ক্রান্তি-লগ্নের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিতেছে । ইসলামের প্রথম তিনশত বৎসর নিরবচ্ছিন্ন উন্নতি ও প্রগতির মধ্যে অতিবাহিত হইয়াছিল । হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর একটি হাদীসে ইহা সুস্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে,"আমি যে শতাব্দীতে আছি তাহাই সর্বোত্তম শতাব্দী,তৎপর সন্নিহিত শতাব্দী,তৎপর তৎসন্নিহিত শতাব্দী" (তিরমিষী, বুখারী-কিতাবুশ্ শাহাদাত)। তিনশত বৎসরের অপ্রতিহত অগ্রগতি ও বিজয়ের পর ইসলাম অধোমুখী হইতে লাগিল । অতঃপর এক হাজার বৎসর ধরিয়া ইসলামের অধঃপতন ও অধোমুখিতা চলিতে লাগিল । এই অধঃপতনের হাজার বৎসরের কথাই আলোচ্য আয়াতটিতে এইভাবে বলা

ذٰلِكَ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ۝٧

৭। তিনিই অদৃশ্যের এবং দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, মহা পরাক্রমশালী, পরম দয়াময় —

الَّذِيْٓ اَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهٗ وَبَدَاَ خَلْقَ الْاِنْسَانِ مِنْ طِيْنٍ ۝٨

৮। যিনি প্রত্যেক বস্তুকে, যাহা তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, সুন্দর রূপ-গুণ দিয়াছেন। এবং তিনি কাদা হইতে মানুষের সৃষ্টির সূচনা করিয়াছেন।

ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهٗ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ مَّآءٍ مَّهِيْنٍ ۝٩

৯। অতঃপর তিনি তাহার বংশ সৃষ্টি করিয়াছেন তুচ্ছ পানির নির্যাস হইতে;

ثُمَّ سَوّٰىهُ وَنَفَخَ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِهٖ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْـِٕدَةَ ۭ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ ۝١٠

১০। অতঃপর তিনি তাহাকে পূর্ণ শক্তি দিয়া সুগঠিত করিলেন এবং উহাতে নিজের রূহ হইতে ফুৎকার করিলেন।[২৩২৪] এবং তিনি তোমাদিগকে কান, চোখ এবং হৃদয় দান করিলেন, কিন্তু তোমরা অল্পই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

وَقَالُوْٓا ءَاِذَا ضَلَلْنَا فِي الْاَرْضِ ءَاِنَّا لَفِيْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ ۭ بَلْ هُمْ بِلِقَاۗئِ رَبِّهِمْ كٰفِرُوْنَ ۝١١

১১। এবং তাহারা বলে, 'কী! যখন আমরা মাটিতে বিলীন হইয়া যাইব তখনও কি অবশ্যই আমরা এক নূতন সৃষ্টির আকারে (উত্থিত) হইব?' না, বরং তাহারা তাহাদের প্রভুর সাক্ষাৎকে অস্বীকার করিতেছে।

قُلْ يَتَوَفّٰىكُمْ مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِيْ وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ تُرْجَعُوْنَ ۝١٢ ع ١٢ ١٤

১২। তুমি বল, 'মৃত্যুর ফিরিশতা, যাহাকে তোমাদের উপর নিযুক্ত করা হইয়াছে, নিশ্চয় তোমাদের জান কবয করিবে; অতঃপর তোমাদিগকে তোমাদের প্রভুর নিকট প্রত্যাবর্তিত করা হইবে।

[১২] ১৪

وَلَوْ تَرٰٓى اِذِ الْمُجْرِمُوْنَ نَاكِسُوْا رُءُوْسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۭ رَبَّنَآ اَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا اِنَّا مُوْقِنُوْنَ ۝١٣

১৩। এবং যদি তুমি সেই অবস্থা লক্ষ্য করিতে পারিতে, যখন অপরাধীগণ তাহাদের প্রতিপালকের সম্মুখে স্ব স্ব মাথা অবনত করিবে (এবং বলিবে), 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা প্রত্যক্ষ করিলাম এবং শ্রবণ করিলাম; অতএব তুমি এখন আমাদিগকে ফেরৎ পাঠাও, আমরা সৎকর্ম করিব; নিশ্চয় আমরা (তোমার কথার উপর) দৃঢ় বিশ্বাস করিলাম।'

হইয়াছেঃ "অতঃপর ইহা (ইসলাম) তাঁহার দিকে উঠিয়া যাইবে একদিনে যাহার পরিমাণ তোমাদের গণনানুসারে এক হাজার বৎসর।" মহানবী (সাঃ) অন্য এক হাদীসে বলিয়াছেন, "ঈমান সপ্তর্ষিমণ্ডলে উঠিয়া যাইবে এবং পারস্য বংশীয় এক বা একাধিক ব্যক্তি ইহাকে সেখান হইতে পৃথিবীতে নামাইয়া আনিবেন" (বুখারী, কিতাবুত্ তফসীর)। হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভে, প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর আগমনে এই অধঃপতনের গতি রুদ্ধ হইয়াছে এবং ইসলামের নব জাগরণ পুনরায় আরম্ভ হইয়াছে।

২৩২৪। 'রূহ' শব্দের অর্থ 'মানবাত্মা' এবং 'ঐশী-বাণী' (লেইন)। অতএব এই আয়াতের দুইটি অর্থ হইতে পারেঃ (ক) মাতৃগর্ভে ভ্রূণের পরিপূর্ণ পরিপুষ্টি লাভের পর ইহাতে আত্মার উদ্ভব ঘটে; (খ) মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতি পরিপূর্ণতা লাভ করিলে তাঁহার ভাগ্যে আল্লাহ্‌র বাণী প্রাপ্তি ঘটে।

وَلَوْ شِئْنَا لَاٰتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدٰىهَا وَلٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّيْ لَاَمْلَـَٔنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ﴿١٣﴾

১৪। বস্তুতঃ যদি আমরা (বাধ্যতামূলকভাবে হেদায়াত দেওয়ার) ইচ্ছা করিতাম, তাহা হইলে নিশ্চয় আমরা প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার উপযোগী হেদায়াত দিতে পারিতাম; কিন্তু আমার এই বাক্য পূর্ণ হইয়াছে যে, 'নিশ্চয় আমি জিন্ ও ইনসান দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করিব।' [২৩২৫]

فَذُوْقُوْا بِمَا نَسِيْتُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا ۚ اِنَّا نَسِيْنٰكُمْ وَذُوْقُوْا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿١٤﴾

১৫। অতএব তোমরা যেহেতু তোমাদের আজিকার দিনের সাক্ষাৎকে বিস্মৃত হইয়াছিলে, এই জন্য (শাস্তির) স্বাদ ভোগ কর। আমরাও তোমাদিগকে বিস্মৃত হইলাম। অতএব (এখন) তোমরা তোমাদের কৃত-কর্মের জন্য দীর্ঘস্থায়ী শাস্তির স্বাদ ভোগ করিতে থাক।

اِنَّمَا يُؤْمِنُ بِاٰيٰتِنَا الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِّرُوْا بِهَا خَرُّوْا سُجَّدًا وَّسَبَّحُوْا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ ﴿١٥﴾ سجدة

১৬। আমাদের নিদর্শনসমূহের উপর কেবল তাহারাই ঈমান আনে, যাহাদিগকে ঐগুলি সম্বন্ধে যখনই স্মরণ করাইয়া দেওয়া হয়, তখনই তাহারা সেজদায় লুলুণ্ঠিত হইয়া পড়ে এবং তাহাদের প্রভুর প্রশংসাসহ তসবীহ্ করিতে থাকে, এবং তাহারা অহংকার করে না।

سجدة-১

تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَّطَمَعًا ۖ وَّمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ﴿١٦﴾

১৭। তাহাদের পার্শ্বদেশ শয্যা হইতে পৃথক হইয়া যায়, এবং তাহারা তাহাদের প্রভুকে ডাকে ভয়ে এবং আশায়, এবং আমরা তাহাদিগকে যাহা কিছু রিয্ক দিয়াছি উহা হইতে তাহারা খরচ করে।

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ اُخْفِيَ لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ ۚ جَزَآءً بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٧﴾

১৮। বস্তুতঃ কেহই জানে না যে, তাহাদের জন্য তাহাদের কৃত-কর্মের প্রতিদানস্বরূপ কি কি নয়ন-তৃপ্তিকর বস্তু গোপন করিয়া রাখা হইয়াছে। [২৩২৬]

২৩২৫। এই আয়াতটি পূর্বে অবতীর্ণ ১৫ঃ৪৩-৪৪ আয়াতের প্রতি ইঙ্গিত করিতেছে। সেখানে বলা হইয়াছে 'যাহারা পথভ্রষ্টদের মধ্য হইতে তোমার (শয়তানের) অনুসরণ করিবে, নিশ্চয় জাহান্নাম তাহাদের সকলের জন্য প্রতিশ্রুত স্থান।' ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, 'ভ্রান্ত পথ অবলম্বনকারীরাই দোযখে নিক্ষিপ্ত হইবে।'

২৩২৬। বেহেশ্‌তের আরাম-আয়েশ ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সম্বন্ধে বলিতে গিয়া রসূলে পাক (সাঃ) বলিয়াছেন, কোন চক্ষু তাহা (বেহেশ্‌তের আশীবাদসমূহ) দেখে নাই, কোন কর্ণ উহাদের সঠিক বর্ণনা শুনে নাই, এমনকি মানুষের মন ঐসব ঐশী আশিসাদির ধারণা পর্যন্ত করিতে পারে না (বুখারী, কিতাব বা'দাল খাল্‌ক)। এই হাদীস হইতে বুঝা যায় যে, পরকালীন জীবনের আশীর্বাদসমূহ পার্থিব বস্তুর মত কিছু নহে। ধর্মপরায়ণ ও বিশ্বাসী ব্যক্তিগণের ইহজীবনের প্রতিটি সৎ কাজ ও পুণ্য কর্ম বিভিন্ন ধরণ-ধারণের আধ্যাত্মিক তৃপ্তি-দায়ক আশীর্বাদরূপে তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত করা হইবে। কুরআনে ঐসব আশীর্বাদের যে বর্ণনামূলক বিবৃতি আছে তাহা উপমাস্বরূপ মাত্র। আলোচ্য আয়াতটির অর্থ ইহাও হইতে পারে যে, পরকালে ধার্মিক বিশ্বাসী ব্যক্তিগণের উপর যে সকল ঐশী অনুগ্রহ, দান, আশীর্বাদ ও পুরস্কারসমূহ বর্ষণ করা হইবে, সেগুলি গুণে, মানে ও পরিমাণে এতই উচ্চ পর্যায়ের হইবে যে, মানুষ ইহজীবনে ইহার কল্পনাও করিতে পারিবে না। ঐসব উচ্চাঙ্গীন ঐশী আশীর্বাদসমূহ হইবে মানুষের কল্পনাতীত।

اَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا ؕ لَا يَسْتَوٗنَ ﴿۱۹﴾

১৯। যে ব্যক্তি মো'মেন সে কি দুষ্কর্মকারীর সমতুল্য হইতে পারে ? তাহারা কখনও সমান হইতে পারে না।

اَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَلَهُمْ جَنّٰتُ الْمَاْوٰى ۙ نُزُلًا ۢ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿۲۰﴾

২০। যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং সৎকর্ম করিয়াছে তাহাদের জন্য হইবে চিরস্থায়ী আবাস গৃহের বাগানসমূহ, যাহা তাহাদের কৃত-কর্ম অনুযায়ী আপ্যায়নস্বরূপ হইবে।

وَاَمَّا الَّذِيْنَ فَسَقُوْا فَمَاْوٰىهُمُ النَّارُ ؕ كُلَّمَاۤ اَرَادُوْۤا اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَاۤ اُعِيْدُوْا فِيْهَا وَقِيْلَ لَهُمْ ذُوْقُوْا عَذَابَ النَّارِ الَّذِىْ كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ ﴿۲۱﴾

২১। কিন্তু যাহারা দুষ্কর্ম করিয়াছে তাহাদের জন্য বাসস্থল হইবে জাহান্নাম, যখনই তাহারা উহা হইতে বাহির হওয়ার ইচ্ছা করিবে তখনই তাহাদিগকে উহার মধ্যে ফিরাইয়া দেওয়া হইবে এবং তাহাদিগকে বলা হইবে, 'এখন তোমরা জাহান্নামের আযাবের স্বাদ গ্রহণ কর, যাহাকে তোমরা মিথ্যা বলিয়া অস্বীকার করিতে।'

وَلَنُذِيْقَنَّهُمْ مِّنَ الْعَذَابِ الْاَدْنٰى دُوْنَ الْعَذَابِ الْاَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ﴿۲۲﴾

২২। এবং আমরা অবশ্যই তাহাদিগকে সেই আসন্ন বড় আযাবের পূর্বে (পৃথিবীতে) ছোট আযাবের স্বাদ গ্রহণ করাইব যেন তাহারা (আমাদের দিকে) ফিরিয়া আসে।[২৩২৭]

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِاٰيٰتِ رَبِّهٖ ثُمَّ اَعْرَضَ عَنْهَا ؕ اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِيْنَ مُنْتَقِمُوْنَ ﴿۲۳﴾ ع ۲ [۱۱] ۱۵

২৩। এবং সেই ব্যক্তি অপেক্ষা অধিকতর যালেম আর কে হইতে পারে যাহাকে তাহার প্রভুর আয়াতসমূহ স্মরণ করাইয়া দেওয়া হয়, তথাপি সে উহা হইতে বিমুখ হইয়া যায় ? নিশ্চয় আমরা অপরাধীদের নিকট হইতে প্রতিশোধ গ্রহণ করিব।

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ فَلَا تَكُنْ فِىْ مِرْيَةٍ مِّنْ لِّقَآئِهٖ وَجَعَلْنٰهُ هُدًى لِّبَنِىْۤ اِسْرَآءِيْلَ ﴿۲۴﴾ ع

২৪। এবং নিশ্চয় আমরা মূসাকে কিতাব দিয়াছিলাম, অতএব তুমিও উহা (এক কামিল কিতাব) প্রাপ্তি সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করিও না এবং আমরা সেই কিতাবকে বনী ইসরাঈলের জন্য হেদায়াত স্বরূপ করিয়াছিলাম।

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اَئِمَّةً يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوْا ؕ وَكَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يُوْقِنُوْنَ ﴿۲۵﴾

২৫। এবং আমরা তাহাদের মধ্য হইতে এমন বহু ইমাম নিযুক্ত করিয়াছিলাম যাহারা আমাদের আদেশানুযায়ী (লোকদিগকে) হেদায়াত করিত, কেননা তাহারা ধৈর্য সহকারে কাজ করিত এবং আমাদের নিদর্শনসমূহের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস করিত।

২৩২৭। 'ছোট আযাব' ও 'বড় আযাব' বলিতে যথাক্রমে ঃ (১) ইহলৌকিক শাস্তি ও পারলৌকিক শাস্তি বুঝাইতে পারে; (২) বদরের যুদ্ধে কুরায়শদের পরাজয় ও মক্কার পতন বুঝাইতে পারে; (৩) অবিশ্বাসী জাতিসমূহকে দুঃখ-দারিদ্র্য ও দুর্ভোগ দ্বারা সর্তক করা হয়, কিন্তু তাহারা সর্তক না হইয়া দুষ্কৃতিতে লিপ্ত থাকিলে শেষাবধি তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া ফেলা হয়।

২৬। নিশ্চয় তিনিই তোমার প্রতিপালক যিনি কিয়ামতের দিনে তাহাদের মধ্যে সেই বিষয়ে ফয়সালা করিয়া দিবেন যে বিষয়ে তাহারা মতভেদ করিত।

اِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ﴿٢٦﴾

২৭। ইহা কি তাহাদিগকে হেদায়াত করে নাই যে, আমরা তাহাদের পূর্বে বহু জনগোষ্ঠীকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছি যাহাদের বাসগৃহসমূহে তাহারা (এখন) চলাফেরা করিতেছে? নিশ্চয় ইহাতে অনেক নিদর্শন আছে, তথাপি তাহারা কি শুনিতেছে না?

اَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنَ الْقُرُوْنِ يَمْشُوْنَ فِيْ مَسٰكِنِهِمْ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ ؕ اَفَلَا يَسْمَعُوْنَ ﴿٢٧﴾

২৮। তাহারা কি দেখে না যে, আমরা শুষ্ক ভূমির দিকে বারিধারাকে হাঁকাইয়া লইয়া যাই, অতঃপর উহা দ্বারা আমরা শস্য উৎপাদন করি যাহা হইতে (কিয়দংশ) তাহাদের পশুগুলি ভক্ষণ করে এবং (কিয়দংশ) তাহারা নিজেরা আহার করে? তথাপি তাহারা কি দেখিতেছে না?

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا نَسُوْقُ الْمَآءَ اِلَى الْاَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهٖ زَرْعًا تَاْكُلُ مِنْهُ اَنْعَامُهُمْ وَاَنْفُسُهُمْ ؕ اَفَلَا يُبْصِرُوْنَ ﴿٢٨﴾ ع

২৯। এবং তাহারা বলে, 'যদি তোমরা সত্যবাদী হও তাহা হইলে বল দেখি, সেই বিজয় কখন আসিবে?'

وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْفَتْحُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٢٩﴾

৩০। তুমি বল, 'যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহাদের ঈমান সেই বিজয়ের[২৩২৮] দিনে তাহাদের কোন উপকার করিবে না এবং তাহাদিগকে কোন অবকাশ দেওয়া হইবে না।'

قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِيْمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ ﴿٣٠﴾

৩১। অতএব তুমি তাহাদের নিকট হইতে মুখ ফিরাইয়া লও এবং অপেক্ষা কর; নিশ্চয় তাহাদিগকেও (কিছুকাল) অপেক্ষা করিতে হইবে।

৩ [৮] ১৬

فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ اِنَّهُمْ مُّنْتَظِرُوْنَ ﴿٣١﴾ ع

ع ৩ ৮ ১৬

২৩২৮। বদরের যুদ্ধ দিবস, যাহাকে 'ফুরকান দিবস' (ফয়সালার দিন) নামেও অভিহিত করা হইয়াছে (৮ঃ৪২)।

৩৩-সূরা আল্ আহ্যাব

(হিজরতের পরে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণ হওয়ার তারিখ ও প্রসংগ

এই সূরাটি মদীনায় নাযেল হইয়াছিল । হিজরতের ৫ম বৎসর হইতে শুরু করিয়া ৭ম বৎসর, এমনকি কাহারো অভিমত অনুযায়ী, হিজরী ৮ম ও নবম বৎসর পর্যন্ত এই সূরাটি অবতীর্ণ হয় । অবশ্য এই বিষয়ের সত্যতা প্রতিপন্ন করিবার মত যথেষ্ট অভ্যন্তরীণ প্রমাণাদিও বর্তমান রহিয়াছে । পূর্ববর্তী কয়েকটি সূরায় বারবার অত্যন্ত জোরালো ভাষায় এই ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছিল যে, ইসলাম ক্রমাগত উন্নতির দিকে ধাবিত হইবে এবং ইহার বর্তমান দুর্বলতা অতিক্রম করিয়া ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয় করিবে । আর এই অগ্রগতি ততক্ষণ পর্যন্ত চলিতে থাকিবে যতক্ষণ পর্যন্ত না সমস্ত আরবে ইসলামের বাণীকে গ্রহণ করা হইবে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না পৌত্তলিকতার বিলুপ্তি এমনভাবে ঘটিবে যে, উহা যেন আর কখনোই ফিরিয়া না আসিতে পারে । আলোচ্য সূরার অব্যবহিত আগের সূরা 'আস্ সেজ্দায়' বলা হইয়াছিল যে, অচিরেই মুসলমানদিগকে সর্বপ্রকার জাগতিক সম্পদ ও বস্তুগত উন্নতির উপকরণাদি দেওয়া হইবে । অতঃপর, উক্ত সূরার শেষের দিকে কাফেরদের বিদ্রূপাত্মক একটি প্রশ্নের উল্লেখ করা হইয়াছে, যেখানে তাহারা জানিতে চাহিয়াছিল যে, ইসলামের বিজয় ও অগ্রগতি সম্পর্কে যে ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছে, উহার পূর্ণতা কখন হইবে ? ইহার উত্তরে অত্যন্ত বলিষ্ঠ ভাষায় বর্তমান সূরাটিতে জানানো হইয়াছে যে, ইসলামের বিজয় ও সাফল্য সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী ইতিমধ্যেই পূর্ণতা লাভ করিয়াছে এবং ইসলাম একটি বিরাট শক্তি হিসাবেও ইতিমধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ।

বিষয়বস্তু

একটি রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা এবং একটি পূর্ণাঙ্গ রাষ্ট্র ব্যবস্থা হিসাবে ইসলামের উত্তরণের পর শরীয়াতের বিধি-বিধান বেশ দ্রুত হারে একটির পর একটি অবতীর্ণ হইতে থাকে, যাহাতে রাজনৈতিক ও সামাজিক বিভিন্ন বিষয়ে মুসলমানদেরকে নির্দেশ দেওয়া যায় । বর্তমান সূরাটিতে এই ধরণের একাধিক বিধি-বিধান অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে । শুরুতেই ইহা আরব সমাজে প্রচলিত দীর্ঘদিনের একটি কুপ্রথাকে রহিত করিয়াছে,আর এই বদ্ধমূল প্রথাটি হইতেছে, অন্যের পুত্রকে একেবারে নিজের পুত্র হিসাবেই গ্রহণ করা । অতঃপর, উল্লেখ করা হইয়াছে যে, মুসলমানদের সহিত হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর আধ্যাত্মিক সম্পর্কের স্বরূপ কি এবং বাস্তব ক্ষেত্রেই উহা কতটুকু গভীর ও যথার্থ ভাবে বিদ্যমান তাহা বুঝানো হইয়াছে । বস্তুতঃ,নবী হিসাবে তিনি তাঁহার উম্মতের নিকট আধ্যাত্মিক-পিতা সদৃশ এবং সেই দিক দিয়া তাহাদের নিজ সত্তা অপেক্ষাও নবী মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর সত্তা তাহাদের অধিকতর নিকটবর্তী এবং তাঁহার স্ত্রীগণ হইতেছে মো'মেনদের আধ্যাত্মিক মাতা স্বরূপ। সূরাটিতে অতঃপর খন্দক-যুদ্ধের কিছুটা বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে।এই যুদ্ধ ছিল সেই সময় পর্যন্ত অনুষ্ঠিত শত্রুর সহিত মুখোমুখি যুদ্ধের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ভয়াবহ । সমস্ত আরব যেন এক ব্যক্তির মত মুসলমানদের বিরুদ্ধে খাড়া হইয়া গিয়াছিল এবং তাহাদের ১০,০০০ হইতে ২০,০০০ এর মত এক সুসজ্জিত ও শক্তিশালী বাহিনী মদীনার উপকণ্ঠে গিয়া হাযির হইয়াছিল। মুসলমানদের সংখ্যা ছিল খুবই নগণ্য,(১২০০ এর মত), যদিও কোন কোন লেখকের বর্ণনানুযায়ী নারী-পুরুষ ও শিশু মিলাইয়া যাহারা পরিখা খননের কাজে অংশ গ্রহণ করিয়াছিল তাহাদের সম্মিলিত সংখ্যা ছিল ৩০০০ এর কাছাকাছি । কাজেই সৈন্য-সংখ্যার বিবেচনায় এই যুদ্ধ ছিল খুবই অসম প্রকৃতির । তদুপরি, মুসলমানরা ছিল নিদারুন দুঃখ-কষ্টের মধ্যে নিপতিত । কিন্তু আল্লাহ্ নিজ সৈন্যদল অর্থাৎ ফিরিশ্তাদিগকে প্রেরণ করিলেন এবং শত্রুপক্ষের শক্তিশালী বাহিনী ছত্রভঙ্গ ও পর্যুদস্ত হইয়া পলায়ন করিল । পরবর্তী কয়েকটি আয়াতে বলা হইয়াছে যে, একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে যেরূপ একনিষ্ঠ অনুসারীরও অভাব থাকে না, তেমনি কিছু কিছু দুর্বলচেতা বিশ্বাসী এবং মোনাফেক ধরণের লোকও পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।এইসব মোনাফেকরা বেশ জোর গলায় নিজেদেরকে খাঁটি অনুসারী বলিয়া ব্যক্ত করে, কিন্তু নবী করীম (সাঃ)-এর সময়ে যখন মদীনা শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হইল, তখন এই সব মোনাফেকরা অত্যন্ত বাজে ওজর দেখাইয়া মুসলমানদের পক্ষে যুদ্ধ করা হইতে বিরত থাকিল।তাহারা তাহাদের অঙ্গীকার ভঙ্গ করিল। ইহাদের মধ্যে বনু কোরায়যা গোত্রই ছিল প্রথম যাহারা তাহাদের চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করে এবং মুসলমানরা যখন চারিদিক দিয়া শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত এবং ইসলামের ভবিষ্যতও অনেকটা অনিশ্চিত, তখন তাহারা মুসলমানদের পক্ষ ত্যাগ করে । শত্রু সম্মিলিত বাহিনী ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়নের পর নবী করীম (সাঃ) এই গোত্রের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন এবং তাহাদের উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করেন ।

খন্দকের যুদ্ধ যখন শেষ হইল এবং বনু কোরায়যা গোত্রকে যখন নির্বাসন দেওয়া হইল,তখন মুসলমানদের হাতে প্রচুর পরিমাণে যুদ্ধ-লব্ধ সম্পদ আসিয়া জমা হইল । এক নিতান্ত অসহায় ও আর্থিকভাবে দরিদ্র অবস্থা হইতে মুসলমানরা হঠাৎ ধনী, শক্তিশালী ও এক উন্নতিশীল জাতিতে পরিণত হইল । বস্তুগত প্রাচুর্যের স্বাভাবিক পরিণতি এই যে, ইহার ফলে, মানুষ পার্থিব মনোভাব-সম্পন্ন হয় এবং আরাম-আয়েসের দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে এবং পূর্বে তাহার মধ্যে সেবা ও ত্যাগের যে প্রবণতা থাকে তাহাতে অনেকটা অনীহা দেখা দেয় । ইহা এমন ধরণের বিষয় যাহার মোকাবিলায় আল্লাহ্র তরফ হইতে প্রেরিত যে কোন সংস্কারককে বিশেষভাবে সতর্ক থাকিতে হয় । সাধারণতঃ এই ধরণের আরাম-প্রিয়তা

পারিবারিক পরিসরে প্রথম পরিলক্ষিত হইয়া থাকে । পরবর্তীতে নবী করীমের (সাঃ)-এর পরিবারের সদস্যগণকে যেহেতু সামাজিক আচরণের ক্ষেত্রে নমুনা বা আদর্শ স্থাপন করিতে হইবে, তাই, ইহা অত্যন্ত যুক্তি-সঙ্গত বিষয় যে, প্রথমেই জীবন যাপনের ব্যাপারে তাহাদের পক্ষে স্বার্থ ত্যাগের দৃষ্টান্ত স্থাপন করা প্রয়োজন । এই উদ্দেশ্যে হযরত রসূলে করীম (সাঃ)-এর পত্নীগণকে আহ্বান জানানো হইয়াছিল যে, একদিকে পার্থিব আরাম-আয়েস এবং অন্যদিকে নবী করীম (সাঃ)-এর সহজ, সাদামাটা এবং কষ্টকর জীবনের মধ্যে কোন্‌টিকে তাহারা বরণ করিয়া নিবে । অত্যন্ত তাৎক্ষণিকভাবেই নবী করীম(সাঃ)-এর পত্নীগণ এই ব্যাপারে তাহাদের মনোভাব ব্যক্ত করেন এবং নবীজী (সাঃ)-এর সাহচর্যকেই তাঁহারা পসন্দ করিয়া নেন । নবী করীম (সাঃ)-এর স্ত্রীগণকে তাই বিশেষভাবে নির্দেশ দেওয়া হয় যাহাতে দয়া ও ধার্মিকতার কাজে তাঁহারা এক অনুপম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন, যাহা আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠতম নবীর সহধর্মিণী হিসাবে তাঁহাদের জন্য যথাযোগ্য এবং তাঁহাদের সম্মান ও সুউচ্চ পদমর্যাদা রক্ষা এবং মুসলমানদের ধর্ম-সংক্রান্ত বিষয়াদি শিক্ষা দিবার জন্য একান্ত জরুরী । অতঃপর, সূরাটিতে হযরত যায়েদের (রাঃ) সাথে বিবি যয়নবের (রাঃ) বিবাহ সংক্রান্ত বিষয়টির উল্লেখ করা হইয়াছে । এই বিবাহের ব্যর্থতা ও পরবর্তী পর্যায়ে হযরত রসূলে করীম (সাঃ)-এর সাথে বিবি যয়নবের (রাঃ) বিবাহের মাধ্যমে দ্বিবিধ উদ্দেশ্য সাধিত হইয়াছে । বিবি যয়নব (রাঃ) ছিলেন হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর ফুফাত বোন এবং জন্মসূত্রে এক অতি সম্ভ্রান্ত আরব মহিলা । স্বাভাবিকভাবেই তাঁহার কৌলীন্য ও উচ্চ সামাজিক পদমর্যাদার ব্যাপারে বেশ গর্বিত থাকার কথা; আর অন্যদিকে যায়েদ (রাঃ) ছিলেন একজন মুক্তিপ্রাপ্ত ক্রীতদাস। এই বিবাহের মাধ্যমে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তৎকালীন আরব সমাজে প্রচলিত ঘৃণ্য সামাজিক বৈষম্য ও শ্রেণী-বিভেদ প্রথার মূলোৎপাটন করিতে চাহিয়াছিলেন। কেননা, ইসলামী মতে আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে সকল মানুষই স্বাধীন ও সমান । অতঃপর, সূরাটিতে একটি অমূলক আশংকার নিরসন করা হইয়াছে, যাহা দত্তক-পুত্র গ্রহণ প্রথা নিরসন করায় বিরুদ্ধবাদীদের মনে সংক্রামিত হইয়াছিল । উহা হইতেছে এই যে, নবী করীম (সাঃ)-এর কোন পুত্র সন্তান না থাকায় তিনি অপুত্রক হিসাবে মারা যাইবেন এবং তাঁহার কোন উত্তরসূরী না থাকাতে ইসলামও ধীরে ধীরে ম্লান হইয়া একদিন মৃত্যুবরণ করিবে । সূরাটিতে বলা হইয়াছে যে, আল্লাহ্‌তা'লার নিজস্ব পরিকল্পনা ইহাই ছিল যে, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর দৈহিক কোন পুত্র সন্তান থাকিবে না, কিন্তু ইহার অর্থ এই নয় যে, তিনি নিঃসন্তান থাকিবেন, কেননা বিশ্ব-নবী হিসাবে তিনি সকল মানব জাতির আধ্যাত্মিক পিতা । এই দাবীর বাস্তব প্রামণ হিসাবে সকল যুগেই তাঁহার (সাঃ) অনুগত এক অত্যন্ত বিশ্বস্ত ও আল্লাহ্-ভীরু সম্প্রদায় থাকিবে, যাহারা তাঁহার আধ্যাত্মিক সন্তান তূল্য হইবে । সূরাটিতে আরো বলা হইয়াছে যে, যেহেতু হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সকল বিশ্বাসীদের আধ্যাত্মিক পিতা, সেই হিসাবে তাঁহার স্ত্রীগণও তাহাদের আধ্যাত্মিক মাতা । সুতরাং, নবীজী (সাঃ)-এর মৃত্যুর পর তাঁহার স্ত্রীগণকে বিবাহ করা এক জঘন্য পাপের কাজ । অপর দিকে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-কে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে যাহাতে তিনি তাঁহার বর্তমান স্ত্রীগণের কাহাকেও তালাক না দেন এবং নূতন কোন স্ত্রীও গ্রহণ না করেন । নবী করীম (সাঃ)-এর পত্নীগণকেও নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে যাহাতে তাহারা 'বিশ্বাসীদের মাতা' (উম্মুল মো'মেনীন) হিসাবে নিজেদের মান সম্ভ্রম বজায় রাখার দিকে খেয়াল রাখেন এবং ঘরের বাহিরে যাইবার সময় তাহাদের বহিরাবরণ ও দেহের পরিধেয় পোষাকের ব্যাপারে কিছু নিয়ম-নীতি মানিয়া চলেন । এই বিষয়টিই হইতেছে নারীদের পর্দা সংক্রান্ত নির্দেশ এবং যদিও নবীজী (সাঃ)-এর পত্নীগণকে সম্বোধন করিয়া এই নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে, তথাপি সকল মুসলমান নারীদের জন্যও ইহা সমানভাবে প্রযোজ্য । সূরাটির শেষের দিকে মানুষের সৃষ্টির মহৎ উদ্দেশ্যকে স্মরণ করাইয়া দিয়া বলা হইয়াছে যে, আল্লাহ্‌তা'লার সকল সৃষ্টির মধ্য-মণি ও মুকুট হিসাবে মানুষের দায়িত্বও অত্যন্ত মহান । এইজন্য মানুষের প্রকৃতিতে এইরূপ সামর্থ্য দেওয়া হইয়াছে যাহা অন্য কোন প্রাণীকে দেওয়া হয় নাই । বস্তুতঃ সকল সৃষ্টির মধ্যে একমাত্র মানুষেরই এই ক্ষমতা রহিয়াছে যে, সে শরীয়তের বিধি-বিধান মানিয়া চলিতে পারে এবং একমাত্র মানুষই নিজ সত্তায় আল্লাহ্‌তা'লার গুণাবলীর প্রতিফলন ঘটাইয়া নিজেকে আল্লাহ্‌র গুণে গুণান্বিত করিতে পারে ।

سُوْرَةُ الْاَحْزَابِ مَدَنِيَّةٌ

(৩৩) آياتها ٧٣ ركوعاتها ٩

৩৩-সূরা আল্ আহ্যাব

ইহা মাদানী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ইহাতে ৭৪ আয়াত এবং ৯ রুকূ আছে ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। আল্লাহ্র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللّٰهَ وَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۙ②

২। হে নবী ![২৩২৯] তুমি আল্লাহ্র তাক্ওয়া অবলম্বন কর এবং কাফেরদের ও মোনাফেকদের আনুগত্য করিও না। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী, পরম প্রজ্ঞাময় ।

وَّاتَّبِعْ مَا يُوْحٰۤى اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ۙ③

৩। তোমার প্রতি তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে যে ওহী নাযেল করা হয়, তুমি (কেবল) উহার অনুসরণ কর। তোমরা যাহা কর উহা সম্বন্ধে নিশ্চয় আল্লাহ্ সম্যক অবহিত আছেন ।

وَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ④

৪। এবং তুমি আল্লাহ্র উপর নির্ভর কর; কার্য-সম্পাদনকারী হিসাবে বস্তুতঃ আল্লাহ্ই যথেষ্ট ।

مَا جَعَلَ اللّٰهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهٖ ۚ وَمَا جَعَلَ اَزْوَاجَكُمُ الّٰٓـِٔيْ تُظٰهِرُوْنَ مِنْهُنَّ اُمَّهٰتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ اَدْعِيَآءَكُمْ اَبْنَآءَكُمْ ؕ ذٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِاَفْوَاهِكُمْ ؕ وَاللّٰهُ يَقُوْلُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيْلَ ⑤

৫। আল্লাহ্ কোন পুরুষের বক্ষঃাভ্যন্তরে দুইটি হৃদয় সৃষ্টি করেন নাই এবং তিনি তোমাদের স্ত্রীগণকে, যাহাদিগকে তোমরা জননী বলিয়া ফেল, তোমাদের (গর্ভধারিণী) জননী [২৩৩০] বানান নাই এবং তিনি তোমাদের পোষ্য-পুত্রকে[২৩৩১] তোমাদের (ঔরসজাত) পুত্র বানান নাই। এই সব তোমাদের মুখের কথা মাত্র, এবং আল্লাহ্ সত্য বলেন এবং তিনিই সঠিক-পথ প্রদর্শন করেন ।

২৩২৯। রসুলে পাক (সাঃ)-কে আয়াতে 'আন্ নবী' বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে। কুরআনের অন্যান্য স্থানেও তাঁহাকে 'আন্ নবী' (সেই নির্দিষ্ট নবী) বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। অন্য কোন নবীকে কুরআনে কিংবা অবতীর্ণ অন্য কোন গ্রন্থে এরূপভাবে 'আন্ নবী' বলিয়া উল্লেখ করা হয় নাই। অন্যান্য নবীগণকে তাহাদের পিতৃদত্ত নামেই ডাকা হইয়াছে। এই সম্বোধন-বৈশিষ্ট্য ইহাই প্রমাণ করে যে, মহানবী (সাঃ) সত্যিই 'আন্ নবী' অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ নবী। 'আন্ নবী' বলার অন্য অর্থ ইহাও হইতে পারে যে, মহানবী (সাঃ)-ই 'সেই নবী' যাঁহার আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী বাইবেলে মওজুদ রহিয়াছে। (যোহন-১ঃ২৪,২৫)।

২৩৩০। 'যীহার' বা মুযাহারা' বলিতে স্ত্রীকে মৌখিকভাবে 'মা' বলিয়া পৃথক রাখা বুঝায়, (লেইন)।

২৩৩১। 'দাঈ', শব্দের বহুবচন 'আদইয়াউ',। 'দাঈ' অর্থ, পুত্ররূপে গৃহীত ব্যক্তি; পুত্র নয় অথচ পুত্ররূপে গৃহীত ব্যক্তি; যাহাকে স্বীয় পিতা নয় এমন ব্যক্তি পুত্ররূপে বরণ করিয়া লয়। পোষ্য-পুত্র; এমন ব্যক্তি যাহার পিতৃপরিচয় বা বংশ পরিচয় নাই। যে ব্যক্তি নিজের পিতাকে পিতারূপে পরিচয় না দিয়া অন্য পিতৃ পরিচয় গ্রহণ করে (লেইন)। মহানবী (সাঃ)-এর সময়ে আরবদেশে ব্যাপকভাবে প্রচলিত দুইটি বদ্ধমূল কুসংস্কারকে এই আয়াতের সাহায্যে নির্মূল করা হইয়াছে। এই দুইটির মধ্যে জঘন্যতর হইল 'যিহার'—স্বামী তাহার স্ত্রীকে রাগের মাথায় 'মা' ডাকিয়া ফেলিত। ফলে, স্ত্রী স্বামী-সঙ্গ হইতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হইয়া যাইত, স্ত্রীর দাবী খাটাইতে পারিত না অথচ স্বামীর বন্ধন হইতেও মুক্ত হইতে পারিত না। নারী-স্বাধীনতার পুরোধা এই ইসলাম, এইরূপ অসহনীয় একটি বর্বর রীতিকে মোটেই সহ্য করিতে পারিল না। অন্য রীতিটি হইল অন্যের পুত্রকে নিজের পুত্ররূপে গ্রহণ করা এবং ইহাকে কার্যতঃ সত্য সত্য রক্ত-সম্পর্ক গণ্য করা। এই রীতি একেতো মিথ্যার প্রশ্রয় দেয়,

اُدْعُوْهُمْ لِاٰبَآئِهِمْ هُوَ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ ۚ فَاِنْ لَّمْ تَعْلَمُوْٓا اٰبَآءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّيْنِ وَمَوَالِيْكُمْ ۭ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيْمَآ اَخْطَاْتُمْ بِهٖ ۙ وَلٰكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوْبُكُمْ ۭ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝

৬। তোমরা তাহাদিগকে তাহাদের পিতৃগণের (পুত্র) বলিয়া ডাকিও; ইহা আল্লাহ্‌র নিকট অধিকতর ন্যায়সঙ্গত কথা, কিন্তু যদি তোমরা তাহাদের পিতৃগণকে না জান, তাহা হইলে তাহারা তোমাদের ধর্মীয় ভাই এবং তোমাদের বন্ধু। এবং তোমরা (পূর্বে) যাহা ভুল করিয়াছ তাহার জন্য তোমাদের উপর কোন পাপ বর্তিবে না, কিন্তু যে কথার উপর তোমাদের অন্তর দৃঢ় সংকল্প করিয়াছে (উহা অবশ্য শাস্তির উপযুক্ত)। বস্তুতঃ আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

اَلنَّبِيُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَاَزْوَاجُهٗٓ اُمَّهٰتُهُمْ ۭ وَاُولُوا الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلٰى بِبَعْضٍ فِيْ كِتٰبِ اللّٰهِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُهٰجِرِيْنَ اِلَّآ اَنْ تَفْعَلُوْٓا اِلٰٓى اَوْلِيٰۗىِٕكُمْ مَّعْرُوْفًا ۭ كَانَ ذٰلِكَ فِي الْكِتٰبِ مَسْطُوْرًا ۝

৭। এই নবী মো'মেনগণের জন্য তাহাদের প্রাণাপেক্ষা নিকটতর এবং তাহার পত্নীগণ তাহাদের মাতা।[২৩৩২] এবং আল্লাহ্‌র কিতাব অনুসারে (অনাত্মীয়) মো'মেনগণ ও মুহাজেরগণ অপেক্ষা রক্ত-সম্পর্কীয় আত্মীয়গণ একে অপরের জন্য অধিকতর ঘনিষ্ঠ; কিন্তু তোমরা তোমাদের বন্ধুগণের[২৩৩৩] সহিত সদ্ব্যবহার করিবে। ইহা এই কিতাবে লিপিবদ্ধ করা হইল।

وَاِذْ اَخَذْنَا مِنَ النَّبِيّٖنَ مِيْثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُّوْحٍ وَّاِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ ۠ وَاَخَذْنَا مِنْهُمْ مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا ۝

৮। এবং (স্মরণ কর) যখন আমরা নবীদের নিকট হইতে তাহাদের অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়াছিলাম এবং তোমার নিকট হইতেও, এবং নূহ, ইব্‌রাহীম, মূসা এবং মরিয়মের পুত্র ঈসার নিকট হইতেও; বস্তুতঃ আমরা তাহাদের সকলের নিকট হইতেই এক দৃঢ় অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়াছিলাম;[২৩৩৪]

দ্বিতীয়তঃ রক্তের সম্পর্কের মধ্যে নানা প্রকার ফাটলের সৃষ্টি করতঃ সামাজিক জটিলতা বৃদ্ধি করে। এইরূপ করা নিরর্থক বোকামী ছিল। এই কুরীতিগুলি উঠাইয়া দেওয়ার কারণ স্বরূপ এই যুক্তি দেখানো হইয়াছে, 'আল্লাহ্ কোন পুরুষের বক্ষঃাভ্যন্তরে দুইটি হৃদয় সৃষ্টি করেন নাই।' মানুষের হৃদয়ই তাহার আবেগ ও অনুভূতির উৎসস্থল। একই সময়ে একই হৃদয় দুই ধরণের অনুভূতি ধারণ করিতে পারে না; বিপরীতমুখী ধ্যান-ধারণা ও ভাবাবেগ একই সঙ্গে সেখানে স্থান পায় না। তদুপরি, মানুষের বিভিন্ন সম্পর্ক বিভিন্ন ভাবাবেগ উদ্রেক করে। স্ত্রীকে মা ডাকিলেই কিংবা পর-পুত্রকে পুত্র ডাকিলেই, যথার্থ ভাবাবেগের উদ্রেক হইতে পারে না। স্ত্রী কখনও মাতা হইতে পারে না, অজানা-অচেনা ব্যক্তি কখনও পুত্র হইতে পারে না। কেবল মুখের বুলিতে মনের অবস্থা বদলাইতে পারে না, দৈহিক সম্পর্কের সত্যতাকেও পরিবর্তন করিতে পারে না।

২৩৩২। ৬ আয়াতের আদেশ সম্বন্ধে দ্ব্যর্থতা ও ভুল বুঝাবুঝির অবসান কল্পে আলোচ্য ৭ আয়াত কাজ করিতেছে। ৬ আয়াতে বলা হইয়াছিল, 'তোমরা তাহাদিগকে তাহাদের পিতৃগণের (পুত্র) বলিয়া ডাক', আর সপ্তম আয়াতে, প্রকারান্তরে নবী করীম (সাঃ)-কে মো'মেনগণের পিতা গণ্য করা হইয়াছে। অতএব নবী করীম (সাঃ) ও মো'মেনগণের মধ্যে আধ্যাত্মিক সম্পর্কের তত্ত্ব-কথা ব্যক্ত হইয়াছে।

২৩৩৩। মহানবী (সাঃ)-এর আধ্যাত্মিক-পিতৃত্বে যে ইসলামী ভ্রাতৃত্ব স্থাপিত হইল, ইহাতে কেহ কেহ এরূপ ভুল ধারণার বশবর্তী হইতে পারিত যে, মুসলমানগণ পরস্পরের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইবে। এই আয়াতে ঐ ভ্রান্ত ধারণার অপনোদন করা হইল এবং বলা হইল যে, কেবল রক্ত-সম্পর্কে সম্পর্কযুক্তরাই পরস্পরের সম্পদের উত্তরাধিকারী হইতে পারিবে। তবে কাফেরগণ মো'মেন আত্মীয়ের সম্পত্তির উত্তরাধিকার পাইবে না। এই আয়াত দ্বারা স্থাপিত উত্তরাধিকারের আইন, মক্কার মুহাজির ও মদীনার আনসারদের মধ্যে অস্থায়ীভাবে প্রবর্তিত উত্তরাধিকারমূলক ভ্রাতৃত্ববাদেরও অবসান ঘটাইল, যাহার আওতায় মক্কা হইতে আগত মুহাজিরগণ মদীনাবাসী আনসারবৃন্দের সাথে এমনি প্রগাঢ় ভ্রাতৃত্ব-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিলেন যে, মুহাজিরগণ স্বীয় আনসার ভাইদের সম্পত্তির উত্তরাধিকার পর্যন্ত লাভ করিয়াছিলেন। এখন স্থায়ী আইন দ্বারা ঐ অস্থায়ী ব্যবস্থারও অবসান হইল। কেবল মাত্র রক্ত-সম্পর্কেই উত্তরাধিকারের মূল-ভিত্তি গণ্য হইল। তাহা সত্ত্বেও, ইসলামের মহত্তর ও বৃহত্তর ভ্রাতৃত্বে কোন ভাঁটা পড়ে নাই। এক মুসলমান অপর মুসলমানকে ভাইয়ের মতই সমাদর করে।

২৩৩৪ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

لِّيَسْـَٔلَ الصّٰدِقِيْنَ عَنْ صِدْقِهِمْ ۚ وَاَعَدَّ لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا اَلِيْمًا ۝٨

৯। যেন তিনি সত্যবাদীগণকে তাহাদের সত্যতা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। পক্ষান্তরে কাফেরদের জন্য তিনি এক যন্ত্রণাদায়ক আযাব প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন।

ع ১ [৯] ১৭

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَآءَتْكُمْ جُنُوْدٌ فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا وَّجُنُوْدًا لَّمْ تَرَوْهَا ۭ وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرًا ۝٩

১০। হে মো'মেনগণ! তোমরা তোমাদের উপর আল্লাহ্‌র নেয়ামতকে স্মরণ কর, যখন তোমাদের উপর (শত্রুর) সৈন্য বাহিনী চড়াও করিয়া আসিয়াছিল,[২৩৩৫] তখন আমরা তাহাদের উপর ঝটিকা এবং এমন সৈন্যবাহিনী[২৩৩৬] পাঠাইয়াছিলাম যাহাদিগকে তোমরা দেখিতে পাও নাই; তোমরা যাহা কিছু কর, বস্তুতঃ আল্লাহ্ উহার সম্যক দ্রষ্টা।

اِذْ جَآءُوْكُمْ مِّنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ اَسْفَلَ مِنْكُمْ وَاِذْ زَاغَتِ الْاَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوْبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّوْنَ بِاللّٰهِ الظُّنُوْنَا ۝١٠

১১। যখন তাহারা তোমাদের ঊর্ধ্বদেশ হইতেও এবং তোমাদের নিম্নদেশ[২৩৩৭] হইতেও তোমাদের উপর চড়াও করিয়া আসিয়াছিল, এবং (তোমাদের) চক্ষুগুলি আতংকে বিস্ফারিত হইয়া গিয়াছিল এবং প্রাণসমূহ (ত্রাসে) কণ্ঠাগত হইয়া গিয়াছিল এবং আল্লাহ্ সম্বন্ধে তোমরা নানাবিধ ধারণা পোষণ করিতেছিলে,

---

২৩৩৪। এই আয়াতে হযরত নূহ, ইব্‌রাহীম, মূসা ও ঈসা (আঃ) —এই চারিজন বিশিষ্ট নবীর নাম এই জন্য উল্লেখ করা হইয়াছে যে, ইসলাম পূর্বযুগে তাঁহারা অতি উচ্চ পর্যায়ের আল্লাহ্‌র প্রেরিত নবীরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। নূহ (আঃ) প্রকৃত অর্থে প্রথম শরীয়াতদাতা নবী ছিলেন। হযরত ইবরাহীম (আঃ), মূসা (আঃ) ও হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর পূর্বপুরুষ হিসাবে মূসায়ী শরীয়াত ও ইসলামী শরীয়াতের মিলন ক্ষেত্ররূপে চিহ্নিত হন। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর মতই মূসা (আঃ) শরীয়াতবাহী-নবী ছিলেন। আর ঈসা (আঃ) ছিলেন বনি ইসরাঈলের শেষ নবী এবং হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর আগমনের অগ্রদূত ও বার্তা-বাহক। 'তাহাদের চুক্তি-নামা' বলিতে, ঐ নবীগণ কর্তৃক তাহাদের উচ্চ মর্যাদা অনুযায়ী দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের যে প্রতিশ্রুতি তাঁহারা আল্লাহ্‌র কাছে দিয়াছিলেন তাহা বুঝায়। ৪৩৩ টীকাও দেখুন।

২৩৩৫। এই আয়াত হইতে খন্দকের যুদ্ধের বর্ণনা শুরু হইল। হিজরী পঞ্চম বৎসরে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ইতিপূর্বে মুসলমানগণ কাফেরদের সাথে যত যুদ্ধ করিয়াছেন, সেইগুলি হইতে এই যুদ্ধ ছিল অতিশয় ভয়ানক, বিপজ্জনক ও হিংসাত্মক। যুদ্ধে আরবের সকলে একত্রিত হইয়া সম্মিলিতভাবে ইসলামের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাইল। মক্কার কুরায়শ ও তাহাদের মিত্রবর্গ, গাৎফান গোত্র, আশ্‌জাহ্ ও মুররাহ্ গোত্র, ফারারাহ্ ও সুলাইম গোত্র, বনু সাদ ও বনু আসাদ গোত্র এবং মধ্য-আরবের মরু-গোত্রসমূহ সকলে মহানবী (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে একত্রিত হইল। পাপিষ্ঠ ইহুদীরা এবং মদীনার মোনাফেকরাও তলে তলে ঐ সম্মিলিত শত্রুদের দলে যোগ দিল। এইভাবে দশ হাজার হইতে বিশ হাজার সুদক্ষ শত্রু সৈন্য মাত্র বার শত (কাহারও মতে স্ত্রীলোক ও শিশুসহ মোট ৩০০০ মাত্র মুসলমান খন্দক বা খাল কাটার কাজে নিয়োজিত হইয়াছিল) নাম-মাত্র অস্ত্রে সজ্জিত প্রস্তুতিহীন মুসলমানগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য দণ্ডায়মান হইল। তাহারা চতুর্দিক হইতে মদীনাকে ঘেরাও করিয়া ফেলিল। এই ঘেরাও অবস্থায় পনর দিন হইতে এক মাস থাকার পর মদীনা মুক্ত হইল। এই মহা পরীক্ষার মধ্য দিয়া ইসলাম আরও শক্তিশালী হইয়া উঠিল। অতঃপর অবিশ্বাসী কুরায়শগণ ইসলামী শক্তির বিরুদ্ধে আর কখনও পা বাড়াইতে সাহস পায় নাই।

২৩৩৬। প্রকৃতির শক্তিসমূহ যথা ঝড়, বৃষ্টি ও শৈত্য আসিয়া কাফেরদের উপর ঝাঁপ্‌টাইয়া পড়িল, তাহাদের উৎসাহ-উদ্দীপনা একেবারে নিভাইয়া দিল এবং তাহারা শ্রান্ত-ক্লান্ত হইয়া কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িল। 'জুনূদ' বলিতে এখানে ফিরিশ্‌তার দলকেও বুঝাইতে পারে, যাহারা কাফেরদের মনে ভীতি ও মো'মেনদের মনে সাহস যোগাইতেছিল। উইলিয়াম মুইর বলেন, "তাহাদের পশু-খাদ্য যোগান ভীষণ কষ্টসাধ্য হইয়া উঠিল। নিজেদের খাদ্যেরও ঘাটতি দেখা দিল। প্রতিদিন বহু উট ও ঘোড়া মরিতে লাগিল। তাহাদের শ্রান্ত-ক্লান্ত ও হতাশাগ্রস্ত অবস্থার মধ্যে রাত্রি আসিয়া উপস্থিত হইল। অরক্ষিত তাবুগুলির উপর শীত, তুফান ও বৃষ্টি নিষ্ঠুরভাবে আছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। ঘূর্ণিঝড় উত্থিত হইল। এমনকি তাহাদের আগুন নিভিয়া গেল। তাবুগুলি উড়িয়া গেল। বাসন-কোসন ও অন্যান্য সাজ-সরঞ্জাম একেবারে লণ্ডভণ্ড হইয়া গেল।" (লাইফ অব মোহাম্মদ)।

২৩৩৭। অবিশ্বাসীরা চতুর্দ্দিক হইতে মদীনার উচ্চভূমি হইতে এবং চারিদিকের সমভূমি হইতে, দলের পর দল, বাহিনীর পর বাহিনী

هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُوْنَ وَزُلْزِلُوْا زِلْزَالًا شَدِيْدًا ﴿١١﴾

১২। তখন মো'মেনগণকে এক ভয়ংকর পরীক্ষায় ফেলা হইয়াছিল এবং তাহারা ভীষণভাবে প্রকম্পিত হইয়াছিল।

وَاِذْ يَقُوْلُ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗۤ اِلَّا غُرُوْرًا ﴿١٢﴾

১৩। এবং (স্মরণকর) যখন মোনাফেকরা এবং যাহাদের অন্তরে ব্যাধি ছিল, তাহারা বলিতে লাগিল, 'আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূল আমাদের সঙ্গে প্রতারণা ব্যতীত কোন ওয়াদা করেন নাই;'

وَاِذْ قَالَتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْهُمْ يٰۤاَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوْا ۚ وَيَسْتَاْذِنُ فَرِيْقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُوْلُوْنَ اِنَّ بُيُوْتَنَا عَوْرَةٌ ۛؕ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ ۛ اِنْ يُّرِيْدُوْنَ اِلَّا فِرَارًا ﴿١٣﴾

১৪। এবং যখন তাহাদের মধ্যে এক দল ইহাও বলিতেছিল, 'হে ইয়াস্‌রিব্‌বাসীগণ![২৩৩৭-ক] তোমাদের জন্য এখন আর কোন ঠাঁই নাই, অতএব তোমরা (ইসলাম হইতে) ফিরিয়া যাও,[২৩৩৮] এবং তাহাদের মধ্যে একদল নবীর নিকট অব্যাহতির অনুমতি প্রার্থনা করিতেছিল এই বলিয়া যে, 'আমাদের ঘরগুলি অরক্ষিত;' অথচ তাহাদের ঘরগুলি অরক্ষিত ছিল না। তাহারা কেবল পলায়ন করিতে চাহিয়াছিল।

وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِّنْ اَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَاٰتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوْا بِهَاۤ اِلَّا يَسِيْرًا ﴿١٤﴾

১৫। এবং যদি ইহার (মদীনার) বিভিন্ন দিক হইতে তাহাদের উপর সৈন্যদলকে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হয় এবং তাহাদিগকে (মুসলমানদের বিরুদ্ধে) ফিৎনা করার জন্য বলা হয় তাহা হইলে অবশ্যই তাহারা উহাতে লিপ্ত হইবে; কিন্তু (ইহার পরে) অতি অল্প সময় ব্যতীত তাহারা তথায় কখনও অবস্থান করিতে পারিবে না।[২৩৩৯]

وَلَقَدْ كَانُوْا عَاهَدُوا اللّٰهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّوْنَ الْاَدْبَارَ ؕ وَكَانَ عَهْدُ اللّٰهِ مَسْئُوْلًا ﴿١٥﴾

১৬। অথচ ইহার পূর্বে তাহারা আল্লাহ্‌র সঙ্গে অংগীকার করিয়াছিল যে,[২৩৪০] তাহারা কখনও পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিবে না এবং আল্লাহ্‌র সঙ্গে কৃত অংগীকার সম্বন্ধে তাহারা নিশ্চয় জিজ্ঞাসিত হইবে।

রুদ্ররোষে মুসলমানদের উপর লাফাইয়া পড়িল। 'এবং আল্লাহ্ সম্বন্ধে তোমরা নানাবিধ ধারণা পোষণ করিতেছিলে'— এই কথাগুলি মোনাফেকদের সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, দৃঢ়চিত্ত মুসলমানদের সম্বন্ধে নহে (দেখুন পরবর্তী ১৩ আয়াত)।

২৩৩৭-ক। হিজরতের পূর্বে মদীনার নাম ছিল ইয়াস্‌রিব।

২৩৩৮। বাক্যটির অর্থঃ তোমরা পূর্ব-ধর্মে ফিরিয়া যাও অথবা তোমরা তোমাদের বাড়ীতে ফিরিয়া যাও।

২৩৩৯। এই আয়াত বলিয়া দিতেছে যে, শত্রুরা যদি কোনও দিক দিয়া ফাঁক পাইয়া মদীনায় প্রবেশ লাভ করিতে পারিত এবং মোনাফেকদিগকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে উস্কানী দিয়া তাহাদের (শত্রুদের) পক্ষে অস্ত্র ধারণের আহবান জানাইত, তাহা হইলে মদীনার ঐ মোনাফেকরা স্বেচ্ছায় তাহাই করিত।

২৩৪০। মদীনার ইহুদীরা রসূলে করীম (সাঃ)-এর সহিত চুক্তিবদ্ধ হইয়াছিল যে, কেহ মদীনাতে আসিয়া মুসলমানগণকে আক্রমণ করিলে, মদীনার ইহুদীরা তাঁহার (সাঃ) পক্ষে ও আক্রমণকারীর বিপক্ষে যুদ্ধ করিবে। আলোচ্য আয়াতে সেকথাই ব্যক্ত হইয়াছে।

قُلْ لَّنْ يَّنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ اِنْ فَرَرْتُمْ مِّنَ الْمَوْتِ اَوِ الْقَتْلِ وَ اِذًا لَّا تُمَتَّعُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿١٧﴾

১৭। তুমি বল, 'যদি তোমরা মৃত্যু অথবা হত্যা হইতে পলায়ন কর, তাহা হইলে (তোমাদের) পলায়ন তোমাদের কখনও কোন উপকারে আসিবে না, এবং সে অবস্থায় তোমাদিগকে সামান্য কিছু ব্যতিরেকে উপভোগ করিতে দেওয়া হইবে না।'

قُلْ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَعْصِمُكُمْ مِّنَ اللّٰهِ اِنْ اَرَادَ بِكُمْ سُوْٓءًا اَوْ اَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً ؕ وَلَا يَجِدُوْنَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ﴿١٨﴾

১৮। তুমি বল, 'এমন কে আছে যে তোমাদিগকে আল্লাহ্‌র হাত হইতে রক্ষা করিতে পারে যদি তিনি তোমাদের অমঙ্গল করিতে চাহেন, অথবা যদি তিনি তোমাদের উপর রহম করিতে চাহেন (তাহা হইলে কে আছে, যে তোমাদিগকে বঞ্চিত করিতে পারে)?' বস্তুতঃ তাহারা নিজেদের জন্য আল্লাহ্ ব্যতিরেকে অন্য কোন বন্ধু পাইবে না এবং কোন সাহায্যকারীও পাইবে না।

قَدْ يَعْلَمُ اللّٰهُ الْمُعَوِّقِيْنَ مِنْكُمْ وَالْقَآئِلِيْنَ لِاِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ اِلَيْنَا ۚ وَلَا يَاْتُوْنَ الْبَاْسَ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿١٩﴾

১৯। আল্লাহ্ নিশ্চয় তাহাদিগকে জানেন, যাহারা তোমাদের মধ্য হইতে (অন্যদিগকে জিহাদ হইতে) বাধা দেয় এবং নিজেদের ভাইদিগকে বলে, 'আইস আমাদের সঙ্গে;' অথচ তাহারা অল্প ব্যতীত নিজেরাও যুদ্ধ করিতে আসে না।

اَشِحَّةً عَلَيْكُمْ ۚ فَاِذَا جَآءَ الْخَوْفُ رَاَيْتَهُمْ يَنْظُرُوْنَ اِلَيْكَ تَدُوْرُ اَعْيُنُهُمْ كَالَّذِيْ يُغْشٰى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ۚ فَاِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوْكُمْ بِاَلْسِنَةٍ حِدَادٍ اَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ ؕ اُولٰٓئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوْا فَاَحْبَطَ اللّٰهُ اَعْمَالَهُمْ ؕ وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا ﴿٢٠﴾

২০। তোমাদের (মঙ্গলের) ব্যাপারে তাহারা ভীষণ কৃপণ। সুতরাং যখন কোন ভয়ের সময় উপস্থিত হয়, তখন তুমি তাহাদিগকে দেখিতে পাইবে, তাহারা তোমার দিকে এমনভাবে তাকাইতেছে, যেন তাহাদের চক্ষুগোলকগুলি ঠিক সেই ব্যক্তির ন্যায় ঘুরপাক খাইতেছে যে মৃত্যুর কবলে মূর্চ্ছাগত হয়। অতঃপর যখন ভয়ের সময় পার হইয়া যায়, অমনি তাহারা তোমাদিগকে তীক্ষ্ণ বাক্যবাণে জর্জরিত করে, প্রকৃতপক্ষে তাহারা (তোমাদের) কল্যাণের ব্যাপারে ভীষণ কৃপণ।[২৩৪১] এই সকল লোক ঈমানই আনে নাই, ফলে আল্লাহ্ তাহাদের সকল কর্ম নিষ্ফল করিয়া দিয়াছেন। এবং ইহা আল্লাহ্‌র পক্ষে অতি সহজ।

يَحْسَبُوْنَ الْاَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوْا ۚ وَاِنْ يَّاْتِ الْاَحْزَابُ يَوَدُّوْا لَوْ اَنَّهُمْ بَادُوْنَ فِي الْاَعْرَابِ يَسْاَلُوْنَ عَنْ اَنْۢبَآئِكُمْ ؕ

২১। তাহারা (এখনও) মনে করে যে, সৈন্যদলগুলি চলিয়া যায় নাই; এবং যদি সৈন্যদলগুলি পুনরায় ফিরিয়া আসে তাহা হইলে তাহারা আকাঙ্খা করিবে যে, যদি তাহারা মরুবাসীদের মধ্যে যাযাবর হইত, এবং তাহারা (দূরে থাকিয়া) তোমাদের সম্বন্ধে সংবাদ জিজ্ঞাসা করিত (যে তোমরা বাঁচিয়া আছ না কি)। এবং যদি তাহারা তোমাদের মধ্যে উপস্থিত থাকিত, তাহা

২৩৪১। 'শুহ্' অর্থ কৃপণতা ও লোভ। অতএব বাক্যটির অর্থ (ক) মোনাফেকরা মুসলমানকে সাহায্য করিতে কার্পণ্য করে, (খ) মোনাফেকরা বড় অর্থলোভী, তাহাদের ঐ লোভ না মিটিলে তাহারা মুসলমানদিগকে বিদ্রূপ করে।

হইলে তাহারা তোমাদের পক্ষ হইতে অল্পই যুদ্ধ করিত। ২৩৪২

وَلَوْ كَانُوْا فِيْكُمْ مَّا قٰتَلُوْٓا اِلَّا قَلِيْلًا ۝

২২। নিশ্চয় তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র রসূলের মধ্যে উৎকৃষ্টতম আদর্শ[২৩৪৩] রহিয়াছে, তাহার জন্য যে আল্লাহ্ এবং পরকালের আশা রাখে এবং আল্লাহ্‌কে অধিক পরিমাণে স্মরণ করে।

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيْرًا ۝

২৩৪২। ১৩ আয়াতে মোনাফেকদের মনের বিচিত্র অবস্থার বর্ণনা শুরু হইয়াছিল, বিশেষভাবে, বিপদগ্রস্ত অবস্থায় তাহাদের মানসিক পরিবর্তনের চিত্র তুলিয়া ধরা হইয়াছিল। আলোচ্য আয়াতে আসিয়া সেই বর্ণনা সম্পূর্ণ হইল। মোনাফেকরা ভীরু ও হীনমনা। তাহারা মিথ্যাবাদী এবং শপথ ও চুক্তি পালনে বিমুখ। তাহারা বিশ্বাস-ঘাতক, নিমকহারাম। তাহারা কৃপণ, হীনমনা ও লোভী। অল্প কথায়, তাহারা মো'মেনদের সম্পূর্ণ উল্টারূপ।

২৩৪৩। নবী করীম (সাঃ)-এর জীবনের অন্তহীন পরীক্ষার মধ্যে সর্বাপেক্ষা কঠিন ও কঠোর পরীক্ষা ছিল এই খন্দকের যুদ্ধ। এই কঠোরতম পরীক্ষা হইতে সফলতার সহিত উত্তীর্ণ হওয়ার ফলে, তাঁহার নৈতিক স্তর ও আধ্যাত্মিক মর্যাদা বহুগুণে বাড়িয়া গেল। মানুষের মনের প্রকৃত পরিচয়, তাহার মাহাত্ম্য বা নীচতা, তখনই সঠিকভাবে প্রকাশিত হয় যখন সে মহাবিপদে বা ঘোর অন্ধকারে নিপতিত হয় অথবা যখন সে নিজের শত্রুকে স্বীয় পদতলে ভূলুণ্ঠিত অবস্থায় দেখিয়া কৃতকার্যতা ও বিজয়ের গৌরব অর্জন করে। ইতিহাস এই কথার ভূরি-ভূরি সাক্ষ্য প্রমাণে ভরপুর যে, মহানবী (সাঃ) স্বীয় সংকট মুহূর্তে যেমনি মহান ও মহীয়ান ছিলেন, স্বীয় কৃতকার্যতা ও বিজয় মুহূর্তেও তেমনি মহান ও মহীয়ান ছিলেন। খন্দকের যুদ্ধ, উহুদের যুদ্ধ ও হুনায়নের যুদ্ধ তাঁহার সুমহান চরিত্রের এক বিশিষ্ট দিকে যেমন ব্যাপকভাবে আলোক সম্পাত করে, তেমনি মক্কা-বিজয় তাঁহার চরিত্রের অন্য বিশিষ্ট দিকের প্রতি ব্যাপকভাবে আলোক সম্পাত করে। সম্পদে-বিপদে, জয়-পরাজয়ে তিনি সমভাবে মহান ও মহীয়ান। সংকট ও বিপদ তাঁহাকে হতাশ বা মুহ্যমান করে নাই, আবার কৃতকার্যতা ও বিজয় তাঁহাকে গর্বিত করে নাই। হুনায়নের যুদ্ধের দিনে যখন তিনি প্রায় একাকী রণাঙ্গণে ছিলেন এবং ইসলামের অস্তিত্ব প্রায় মিটিয়া যাইবার মত হইল, তখনও তিনি নির্ভয়ে নির্দ্বিধায় শত্রুব্যূহে একা প্রবেশ করিলেন, আর তাঁহার পবিত্র মুখে বীরত্বভরে উচ্চারিত হইল—'আমি নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র নবী, আমি মিথ্যা বলিতেছি না। আমি আব্দুল মুত্তালিবের পুত্র।' আর যেদিন মক্কা-বিজয়ের সাথে, সারা আরব ভূমি তাঁহার পদতলে প্রণত হইল, তখন অবিসংবাদিত সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হইয়াও তিনি গর্বিত ও উদ্ধত হইলেন না। তিনি শত্রুর প্রতি ক্ষমা ও মাহাত্ম্য প্রদর্শন করিলেন।

মহানবী (সাঃ)-এর চরিত্র-মাহাত্ম্যের সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল সাক্ষ্য ইহাই যে, যাহারা তাঁহার নিত্য সাথী ছিলেন এবং তাঁহাকে সর্বাপেক্ষা বেশী ঘনিষ্ঠভাবে চিনিতেন, তাহারা প্রত্যেকেই বিনা বাক্য ব্যয়ে তাঁহার দাবীর সাথে সাথে তাঁহাকে সত্যনবী বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা হইলেন, মহানবী (সাঃ)-এর স্ত্রী হযরত খাদীজা(রাঃ), তাঁহার জীবনব্যাপী বন্ধু হযরত আবুবকর(রাঃ), তাঁহার চাচাত ভাই হযরত আলী(রাঃ) এবং তাঁহার মুক্তিপ্রাপ্ত কৃতদাস হযরত যায়েদ (রাঃ)। মহানবী (সাঃ) ছিলেন উচ্চতম মানবতার প্রতীক। তিনি (সাঃ) ছিলেন সুন্দরের, কল্যাণের ও পরহিতের মহোত্তম আদর্শ। তাঁহার বৈচিত্র্যময় জীবনের ও মহান চরিত্রের যে কোন দিকে তাকাইয়া দেখুন, তিনি অনুপম। তিনি মানবতার জন্য অতুলনীয় দৃষ্টান্ত ও আদর্শ। তিনিই সর্বাধিক অনুসরণযোগ্য। তাঁহার জীবন, প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত, উন্মুক্ত ইতিহাসের মত পাতায় পাতায় বর্ণিত। তিনি এক এতীম (পিতামাতাহীন) বালক হিসাবে জীবন আরম্ভ করেন এবং সমগ্র জাতির ভাগ্যনিয়ন্তা হিসাবে জীবন সমাপ্ত করেন। বালক বয়সে তিনি ছিলেন শান্ত, গম্ভীর ও মর্যাদাবান। যৌবনের প্রারম্ভে তিনি ছিলেন নীতিবান, চারিত্রিক গুণাবলীর প্রকৃষ্ট উদাহরণ, ন্যায় ও গাম্ভীর্যের মূর্ত প্রতীক। মধ্য বয়সে তিনি হইলেন তাহাদের সকলের কাছে 'আল্ আমীন' (বিশ্বস্ত ও সত্যবাদী)। ব্যবসায়ী হিসাবে তিনি ছিলেন বিবেক-বিবেচনা ও সততার শীর্ষে। তিনি অধিক বয়স্কা ও অল্প বয়স্কার পানিগ্রহণ করিলেন এবং তাঁহারা সকলেই শপথ-পূর্বক তাঁহার বিশ্বস্ততা, ভালবাসা, পবিত্রতা ও মহত্বের সাক্ষ্য দান করিলেন। পিতা হিসাবে তিনি ছিলেন অতিশয় স্নেহশীল, বন্ধু হিসাবে ছিলেন বিশ্বস্ত ও বিবেচনাশীল। একটি অধঃপতিত পাপাচারী সমাজের সংস্কারের কঠিন গুরুদায়িত্বের বোঝা যখন তাহার কাঁধে চাপিল এবং এই কারণে অত্যাচারিত ও নির্বাসিত হইলেন, তখন তিনি মোটেই দমিলেন না, বরং অত্যন্ত ধৈর্য, স্থৈর্য ও মর্যাদার সহিত তাহা বরণ করিয়া লইলেন। তিনি সাধারণ সৈন্যরূপে যুদ্ধ করিয়াছেন, আবার বড় বড় সেনা-বাহিনীকে পরিচালনাও করিয়াছেন। তিনি পরাজয় বরণ করিয়াছেন, বিজয়ীও হইয়াছেন। তিনি আইন-প্রণয়ন করিয়াছেন, আবার বিচারকের কাজও করিয়াছেন। তিনি ছিলেন একাধারে রাষ্ট্র-নীতিবিদ, শিক্ষাদাতা ও মানুষের নেতা। "রাষ্ট্রপতি ও ধর্মাধিপতিরূপে তিনি ছিলেন একাধারে সীজার ও পোপ। কিন্তু তিনি পোপ হওয়া সত্ত্বেও পোপের ভূষণ-ভড়ং

وَلَمَّا رَاَ الْمُؤْمِنُوْنَ الْاَحْزَابَ ۙ قَالُوْا هٰذَا مَا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَصَدَقَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ ۫ وَمَا زَادَهُمْ اِلَّاۤ اِيْمَانًا وَّتَسْلِيْمًا ﴿۲۲﴾

২৩। এবং যখন মো'মেনগণ সৈন্যদলগুলিকে দেখিতে পাইল তখন তাহারা বলিল, 'ইহা তো উহাই যাহার সম্বন্ধে আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূল আমাদের সঙ্গে ওয়াদা করিয়াছিলেন,[২৩৪৪] বস্তুতঃ আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূল সত্যই বলিয়াছিলেন।' এবং এই ঘটনা তাহাদিগকে কেবল ঈমানে ও আত্মসমর্পণে আরও বাড়াইয়া দিল।

مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ ۚ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضٰى نَحْبَهٗ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّنْتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوْا تَبْدِيْلًا ﴿۲۳﴾

২৪। অবশ্য মো'মেনগণের মধ্যে কতক পুরুষ এমন আছে যাহারা সেই অংগীকারকে পূর্ণ করিয়াছে যাহা তাহারা আল্লাহ্‌র সঙ্গে করিয়াছিল।[২৩৪৫] এবং তাহাদের মধ্যে কতক এমন আছে যাহারা (শাহাদত বরণ করিয়া) নিজেদের সংকল্প পূর্ণ করিয়াছে, এবং তাহাদের মধ্যে কতক এমনও আছে যাহারা অপেক্ষা করিতেছে এবং তাহারা নিজেদের সংকল্পে তিল পরিমাণও পরিবর্তন করে নাই,

لِّيَجْزِيَ اللّٰهُ الصّٰدِقِيْنَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنٰفِقِيْنَ اِنْ شَآءَ اَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿۲۴﴾

২৫। যেন আল্লাহ্ সত্যবাদীদিগকে তাহাদের সত্যতার প্রতিদান প্রদান করেন এবং তিনি চাহিলে মোনাফেকদিগকে আযাব দেন অথবা তাহাদের প্রতি সদয় দৃষ্টিপাত করেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

وَرَدَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوْا خَيْرًا ۚ وَكَفَى اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ الْقِتَالَ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ قَوِيًّا عَزِيْزًا ﴿۲۵﴾

২৬। এবং যাহারা অস্বীকার করিয়াছে, আল্লাহ্ তাহাদিগকে তাহাদের সকল ক্রোধসহ (মদীনা হইতে) ফিরাইয়া দিলেন,[২৩৪৬] তাহারা কোন প্রকার উপকার লাভ করিতে পারিল না। বস্তুতঃ যুদ্ধে মো'মেনদের জন্য আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট, এবং আল্লাহ্ অতীব ক্ষমতাবান, মহা পরাক্রমশালী।

কিছুই তাঁহার ছিল না। তিনি সীজার ছিলেন বটে, কিন্তু সীজারের রাজদণ্ড তাঁহার ছিল না। নিয়মিত সেনাবাহিনী ছাড়া, নিয়মিত দেহ-রক্ষী ছাড়া, নিয়মিত রাজস্ব ও রাজপ্রাসাদ ছাড়া যদি কোন মানুষের একথা বলিবার অধিকার থাকে যে, তিনি ঐশী অধিকার বলে শাসন করিয়াছেন, তবে সেই অধিকার একমাত্র মুহাম্মদ (সাঃ)-এরই রহিয়াছে। কেননা তিনি সর্বময় ক্ষমতার একচ্ছত্র অধিকারী ছিলেন, যদিও ক্ষমতা প্রয়োগের সকল যন্ত্র ও ব্যবস্থাপনা তাঁহার হাতে মোটেই ছিল না। তিনি নিজ হাতে গৃহকর্ম করিতেন, চামড়ার মাদুরে শয়ন করিতেন। দৈনিক কয়েকটি খেজুর কিংবা বার্লি-রুটি মাত্র পানিসহ খাইতেন। সারাদিনব্যাপী নানাবিধ কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনের পর, রাত্রির প্রহরগুলি তিনি দোয়া ও প্রার্থনায় কাটাইয়া দিতেন। এমন কি, দাঁড়াইয়া দীর্ঘ সময় ব্যাপী দোয়া করিতে করিতে তাঁহার পায়ের পাতা ফুলিয়া যাইত। বিশ্বে এমন কোন দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই যিনি এতসব পরিবর্তিত অবস্থা ও অবস্থানের ভিতর দিয়া জীবন কাটাইয়াছেন অথচ নিজে সামান্য পরিবর্তিত হন নাই।" (মুহাম্মদ এণ্ড মুহাম্মদানিজম ঃ বসওয়ার্থ স্মীথ)।

২৩৪৪। অবিশ্বাসীদের জোটবদ্ধ বাহিনীগুলির পরাজয় ও মুসলমানদের বিজয় সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতি এই আয়াত অঙ্গুলি নির্দেশ করিতেছে (৩৮ঃ১২ এবং ৫৪ঃ৪৬)।

২৩৪৫। এই আয়াতটি নবী করীম (সাঃ)-এর শিষ্যগণের স্থৈর্য, ধৈর্য, বিশ্বস্ততা ও একাগ্রতা এবং তাঁহাদের বিশ্বাসের দৃঢ়তা সম্বন্ধে এক স্মরণিকা বিশেষ। অন্য কোন নবীর অনুসারীরা বিশ্বস্ততা ও সৎকর্মশীলতার এত বড় প্রশংসাপত্র আল্লাহ্‌র কাছ হইতে পান নাই। প্রভু মুহাম্মদ (সাঃ) যেমন নবীগণের মধ্যে স্বীয় কর্তব্য পালনের দিক দিয়া অনন্য ও অদ্বিতীয়, তাঁহার সাহাবীগণও তেমনি নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের দিক দিয়া অতুলনীয়।

২৩৪৬ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

وَ اَنْزَلَ الَّذِيْنَ ظَاهَرُوْهُمْ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ مِنْ صَيَاصِيْهِمْ وَقَذَفَ فِيْ قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيْقًا تَقْتُلُوْنَ وَ تَاْسِرُوْنَ فَرِيْقًا ﴿٢٧﴾

২৭। এবং আহ্‌লে কিতাব হইতে যাহারা তাহাদের সাহায্য করিয়াছিল, তিনি তাহাদিগকে তাহাদের দুর্গসমূহ হইতে নামাইয়া দিয়াছিলেন এবং তাহাদের অন্তরে ত্রাসের সঞ্চার করিয়াছিলেন, (এমন কি) তাহাদের একদলকে তোমরা হত্যা করিয়াছিলে এবং অপর দলকে তোমরা বন্দী করিয়াছিলে।[২৩৪৭]

وَ اَوْرَثَكُمْ اَرْضَهُمْ وَ دِيَارَهُمْ وَ اَمْوَالَهُمْ وَ اَرْضًا لَّمْ تَطَـُٔوْهَا ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرًا ﴿٢٨﴾ ع ٣ [٧] ١٩

২৮। এবং তিনি তোমাদিগকে তাহাদের ভূসম্পত্তির, তাহাদের ঘর-বাড়ির এবং তাহাদের ধন-সম্পদের উত্তরাধিকারী করিয়াছিলেন এবং সেই ভূমিরও যাহার উপর তোমরা (এখনও) পদার্পণ কর নাই।[২৩৪৮] বস্তুতঃ আল্লাহ্ প্রত্যেক বিষয়ের উপর সর্বশক্তিমান।

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ اِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَ زِيْنَتَهَا فَتَعَالَيْنَ اُمَتِّعْكُنَّ وَ اُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا ﴿٢٩﴾

২৯। হে নবী! তুমি তোমার পত্নীদিগকে বল, 'যদি তোমরা পার্থিব জীবন ও উহার শোভা-সৌন্দর্য কামনা কর, তাহা হইলে আইস, আমি তোমাদিগকে সুখ-সম্ভোগের সামগ্রী দিব, এবং তোমাদিগকে অতি সুন্দরভাবে বিদায় করিব।[২৩৪৯]

وَ اِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ وَ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ فَاِنَّ اللّٰهَ اَعَدَّ لِلْمُحْسِنٰتِ مِنْكُنَّ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿٣٠﴾

৩০। কিন্তু যদি তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূল এবং পারলৌকিক গৃহ কামনা কর, তাহা হইলে নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের মধ্য হইতে সৎকর্মশীলগণের জন্য মহান পুরস্কার প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন।'

২৩৪৬। দুর্দ্ধর্ষ কাফেরদের সম্মিলিত আক্রমণ আল্লাহ্‌তা'লা ব্যর্থ করিয়াছিলেন। তাহারা অবরোধ তুলিতে বাধ্য হইল। তাহাদের এই অপবিত্র ও ঘৃণ্য উদ্দেশ্য সিদ্ধিতে ব্যর্থ হইয়া তাহারা রাগে, ক্ষোভে নিজেরা ভিতরে ভিতরে জ্বলিতে লাগিল। তাহারা এমনি শিক্ষালাভ করিল যে, আর কখনও মদীনা আক্রমণের চিন্তা তাহাদের মনে স্থান পায় নাই। এখন হইতে যুদ্ধ করা না করার এখ্‌তিয়ার মুসলমানদের হাতে চলিয়া আসিল। খন্দকের যুদ্ধ ইসলামের ইতিহাসের মোড় ঘুরাইয়া ছিল। দুর্বল, অত্যাচারিত ও নির্যাতিত সংখ্যালঘুর অবস্থান হইতে মুসলমানগণ আরবদেশের এক মহাশক্তিতে পরিগণিত হইল।

২৩৪৭। বিশ্বাসঘাতক বনু কুরায়যা গোত্র মহানবী (সাঃ)-এর সাথে শপথ করিয়া চুক্তিবদ্ধ হইয়াছিল যে, শত্রুরা মদীনায় মুসলমানগণকে আক্রমণ করিলে তাহারা মুসলমানদের সাথে থাকিবে ও সাহায্য করিবে। কিন্তু খন্দকের যুদ্ধের সময় দেখা গেল, বনু নাযীর গোত্রের নেতা হুয়াই-এর প্ররোচনায় বনু কুরায়যা গোত্র স্বীয় অঙ্গীকার ও চুক্তি ভঙ্গ করিয়া মুসলমানের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ অবিশ্বাসীদের সাথে যোগদান করিল। যখন এই সম্মিলিত আক্রমণ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইল, মহানবী (সাঃ) তখন বনু কুরায়যার বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন এবং তাহাদের ঘাঁটিতেই তাহাদিগকে অবরোধ করিলেন। এই অবরোধ ২৫ দিন স্থায়ী ছিল। অতঃপর, তাহারা অস্ত্র সংবরণ করিয়া মহানবী (সাঃ)-এর স্থলে আউস গোত্রের প্রধান সা'দ বিন মা'আযের 'মধ্যস্থতা' মানিয়া লইল। সা'দ মুসায়ী বিধান (দ্বিতীয় বিবরণ- ২০ঃ১০-১৫) অনুযায়ী বনু কুরায়যাকে শাস্তি প্রদান করিল।

২৩৪৮। এখানে খয়বারের ভূমির প্রতি ইঙ্গিত থাকিতে পারে অথবা ইঙ্গিত রহিয়াছে পারস্য ও রোমীয় সাম্রাজের প্রতি বা আরো দূরবর্তী কোন দেশের প্রতি যাহাতে মুসলমানগণ তখনও পদার্পণ করে নাই, কিন্তু যাহা অদূর ভবিষ্যতে মুসলমানদের অধিকারে আসিয়াছিল।

২৩৪৯। যেহেতু মহানবী (সাঃ)-এর বিবিগণ নৈতিক ও সামাজিক সদ্ব্যবহারের আদর্শ নমুনা ছিলেন, সেহেতু ইহাই তাঁহাদের পক্ষে শোভনীয় ছিল যে, তাঁহারা আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত স্থাপন করুন। এমন নহে যে, অর্থ বা জীবন-ভোগ তাহাদের জন্য একেবারে নিষিদ্ধ ছিল। তবু সংযম ও ত্যাগ-তিতিক্ষার উচ্চতম আদর্শ ও দৃষ্টান্ত স্থাপনই ছিল তাঁহাদের কাজ। পার্থিব জীবনের সুযোগ-সুবিধা ভোগ, সম্পদশালী সুখী জীবনের প্রত্যাশাকে বিসর্জন দিয়া, উচ্চতর নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবন-যাপনকে বাছিয়া নেওয়াতেই উচ্চ পর্যায়ের ত্যাগ প্রকাশ পায়। নবী-সঙ্গিনীদের

يٰنِسَآءَ النَّبِيِّ مَنْ يَّاْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُّضٰعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ ؕ وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا ﴿٣١﴾

৩১। হে নবীর পত্নীগণ! যদি তোমাদের মধ্য হইতে কেহ প্রকাশ্য অসদাচরণ করে,[২৩৪৯-ক] তাহা হইলে তাহাকে দ্বিগুণ শাস্তি দেওয়া হইবে।[২৩৫০] এবং আল্লাহ্‌র জন্য ইহা সহজ।

وَمَنْ يَّقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُّؤْتِهَآ اَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ ۙ وَاَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيْمًا ﴿٣٢﴾

৩২। এবং তোমাদের মধ্য হইতে যে কেহ [২৩৫১] আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলের আনুগত্য করিবে এবং সৎকর্ম করিবে তাহাকে আমরা পুরস্কার দিব দুইবার, এবং আমরা তাহার জন্য অতি সম্মানজনক রিয্‌ক প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি।

يٰنِسَآءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَآءِ اِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِيْ فِيْ قَلْبِهٖ مَرَضٌ وَّقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ﴿٣٣﴾

৩৩। হে নবীর পত্নীগণ! তোমরা কোন সাধারণ নারীগণের মত নহ, যদি তোমরা তাক্‌ওয়া অবলম্বন করিয়া চল; অতএব তোমরা নম্র মিহি সুরে কথা বলিও না,[২৩৫২] নতুবা যাহার অন্তরে ব্যাধি আছে সে প্রলুব্ধ হইতে পারে, এবং সদা ন্যায়-সংগত কথা বলিও।

وَقَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُوْلٰى وَاَقِمْنَ الصَّلٰوةَ وَاٰتِيْنَ الزَّكٰوةَ وَاَطِعْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ؕ اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا ﴿٣٤﴾

৩৪। এবং তোমরা নিজ নিজ গৃহে অবস্থান করিও[২৩৫৩] এবং পূর্বতন অজ্ঞযুগের পদ্ধতিতে নিজেদের সৌন্দর্য প্রকাশ করিও না, এবং নামায কায়েম করিও, যাকাত দিও এবং আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলের আনুগত্য করিয়া চলিও। হে আহ্‌লে বায়ত (নবী-পরিবার)! নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদিগ হইতে সর্বপ্রকার কলুষ দূরীভূত করিতে এবং তোমাদিগকে পূর্ণরূপে পবিত্র করিতে চাহেন।

২২তম পারা

এইরূপ ত্যাগের মহিমায় দীপ্ত হওয়া উচিত। এই আয়াতে ও পরবর্তী কয়েকটি আয়াতে নবী-সঙ্গিণীদের বলা হইয়াছে যে, তাহারা হয় নবী করীম (সাঃ)-এর চির-সঙ্গিণী থাকিয়া সংযম ও ত্যাগের পথ বরণ করুন, নতুবা (নবীকে ছাড়িয়া) ভোগ-বিলাসের জীবনকে বাছিয়া নিন।

২৩৪৯-ক। সেই ব্যবহারিক জীবন যাহা বিশ্বাসের দৃঢ়তার প্রকাশক নহে।

২৩৫০। এই আয়াতে ব্যবহৃত 'ফাহিশা' শব্দটির তাৎপর্য হইল পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ (লেইন)। নবী-পত্নীরা যদি পার্থিব-সম্ভোগে লালায়িত হন, তাহা হইলে, তাঁহারা অন্যান্য স্ত্রীলোকের জন্য অতি খারাপ দৃষ্টান্ত স্থাপন করিবেন। অন্যান্য স্ত্রীলোক নবী-পত্নীর আদর্শ অনুসরণ করিতে বাধ্য। অতএব নবী-পত্নীদের দায়িত্ব খুব বেশী। ঐ দায়িত্ব যথাযথ পালন না করিলে নবী-পত্নীরা দ্বিগুণ শাস্তি পাইবার যোগ্য। অপরদিকে যদি তাঁহারা আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূল (সাঃ)-এর ভক্ত থাকিয়া, আত্মত্যাগের মহতী দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন এবং তদ্বারা অন্যান্য স্ত্রীলোকের সংযত ও সুন্দর জীবন যাপনের প্রেরণাস্থল হইয়া যান, তাহা হইলে তাঁহারা দ্বিগুণ পুরস্কারের অধিকারী হইবেন।

২৩৫১। 'ইয়াক্‌নুৎ' ক্রিয়া পদটি পুংলিঙ্গে ব্যবহৃত হইয়াছে, কারণ 'মান' শব্দটি এই ক্রিয়ার কর্তা। 'মান্' (যেকেহ) শব্দটির সহিত সর্বদাই ক্রিয়াপদের পুংলিঙ্গ ব্যবহৃত হয়।

২৩৫২। যদিও রসূলে পাক (সাঃ)-এর স্ত্রীগণকে এখানে নির্দেশ দেওয়া হইতেছে যে; পুরুষদের সহিত কথা বলিবার সময় তাঁহারা যেন নিজেদের উচ্চ মর্যাদা ও সম্মানের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া অত্যন্ত ভদ্রতা, শালীনতা ও স্বকীয়তার পরিচয় দেন, বস্তুতঃ সকল মুসলমান স্ত্রীলোকই এই অধ্যাদেশের আওতায় আসেন।

২৩৫৩। এই কথাগুলি দ্বারা বুঝা যায় যে, স্ত্রীলোকের সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান কাজের গণ্ডী তাহার গৃহ। ইহার অর্থ এই নয় যে, সে চারি দেওয়ালের বাহির যাইতে পারিবে না। ন্যায্য কার্য সমাধার জন্য কিংবা ন্যায্য প্রয়োজন মিটাইবার জন্য সে যতবার চাহে বাহিরে যাইতে পারে। কিন্তু গৃহকর্ত্রীর দায়িত্ব-কর্তব্য অবহেলা করিয়া স্ত্রী-পুরুষের মিশ্রিত সমাজে মুক্তভাবে চলাফেরা করা কিংবা পুরুষের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া,

وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلٰى فِيْ بُيُوْتِكُنَّ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ
وَالْحِكْمَةِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ لَطِيْفًا خَبِيْرًا ﴿٣٥﴾ ع ٤ ٧ ١

৩৫। এবং আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ ও হিকমত[২৩৫৪] হইতে যাহা কিছু তোমাদের গৃহসমূহে আবৃত্তি করা হয় উহা তোমরা স্মরণ রাখিও। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ অত্যন্ত সূক্ষ্মদর্শী, সকল বিষয়ে অবহিত।

৪ [৭] ১

اِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمٰتِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ
وَالْمُؤْمِنٰتِ وَالْقٰنِتِيْنَ وَالْقٰنِتٰتِ
وَالصّٰدِقِيْنَ وَالصّٰدِقٰتِ وَالصّٰبِرِيْنَ
وَالصّٰبِرٰتِ وَالْخٰشِعِيْنَ وَالْخٰشِعٰتِ
وَالْمُتَصَدِّقِيْنَ وَالْمُتَصَدِّقٰتِ وَالصَّآئِمِيْنَ
وَالصّٰٓئِمٰتِ وَالْحٰفِظِيْنَ فُرُوْجَهُمْ
وَالْحٰفِظٰتِ وَالذّٰكِرِيْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا
وَّالذّٰكِرٰتِ ۙ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَّغْفِرَةً
وَّاَجْرًا عَظِيْمًا ﴿٣٦﴾

৩৬। নিশ্চয় (আল্লাহ্‌র সমীপে) মুসলমান পুরুষ ও মুসলমান নারী এবং মো'মেন পুরুষ ও মো'মেন নারী এবং অনুগত পুরুষ ও অনুগত নারী এবং সত্যাবাদী পুরুষ ও সত্যবাদী নারী এবং ধৈর্যশীল পুরুষ ও ধৈর্যশীল নারী এবং বিনয়ী পুরুষ ও বিনয়ী নারী এবং দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী এবং রোযাদার পুরুষ ও রোযাদার নারী এবং নিজেদের লজ্জাস্থানের হিফাযতকারী পুরুষ ও হিফাযতকারী নারী এবং আল্লাহ্‌কে অধিক পরিমাণে স্মরণকারী পুরুষ ও স্মরণকারী নারীগণ —আল্লাহ্‌ তাহাদের জন্য ক্ষমা ও মহা পুরস্কার প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন।[২৩৫৫]

যে কোন প্রকারের কাজকর্মে, পেশায় বা চাকুরী-বাকুরীতে, অবাধে পুরুষের সাথে নিজেকে নিয়োজিত করিতে ইসলাম বাধা দেয়। এইরূপ করা ইসলামে স্ত্রীলোকের মর্যাদার যে ধারণা আছে উহার বিপরীত। বিশেষ করিয়া মহানবী (সাঃ)-এর স্ত্রীগণ 'বিশ্বাসীদের মাতা' (উম্মুল মো'মেনীন) রূপে যে সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী ছিলেন তাহারই প্রেক্ষিতে তাহাদের স্বীয় গৃহে থাকা প্রয়োজন ছিল। কেননা মুসলমানগণ প্রায়শঃ তাঁহাদিগকে সালাম ও শ্রদ্ধাভক্তি জ্ঞাপন করিবার জন্য তাহাদের কাছে আসিতেন এবং সামাজিক ও ধর্মীয় বিষয়ে তাহাদের নিকট প্রয়োজনীয় উপদেশ ও পথ-নির্দেশ চাহিতেন। এই সব নির্দেশ সকল মুসলমান স্ত্রীলোকের উপর সমভাবে প্রযোজ্য। কুরআনের বাগ্‌ধারাই অনেকটা এইরূপ যে, যেখানে মহানবী (সাঃ)-কে আহ্বান করিয়া কোন কথা, উপদেশ বা নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে, সেখানে ঐ আহ্বান সমভাবে সকল মুসলমানের উপরই বর্তাইয়াছে। সেইরূপ, যে সব নির্দেশ নবী-পত্নীগণের উপরে প্রযোজ্য হইয়াছে, তাহা সমভাবে সকল মুসলমান স্ত্রীলোকের উপরও বর্তাইয়াছে।

'আহ্‌লুল বায়্‌ত' শব্দগুলি দ্বারা প্রধানতঃ ও প্রথমতঃ মহানবী (সাঃ)-এর পত্নীগণকে বুঝায়। প্রসঙ্গ হইতেও ইহাই বুঝায়। এছাড়া ১১ সূরার ৭৪ আয়াত এবং ২৮ সূরার ১৩ আয়াতেও এই কথাই বুঝায়। তবে ব্যাপক অর্থে, ইহা দ্বারা একটি পরিবারের পুত্র-কন্যা-নাতি-নাত্‌নীসহ বাড়ীর সকল সদস্যকেও বুঝাইয়া থাকে। মহানবী (সাঃ) স্বয়ং তাঁহার কয়েকজন বিশিষ্ট সাহাবীকে 'আহ্‌লে বায়্‌ত-এর অন্তর্গত বলিয়াছেন। মহানবীর প্রসিদ্ধ হাদীস আছে, "সালমান আমার (আহ্‌লে বায়্‌ত) পরিবারের সদস্য" (সগীর)।

২৩৫৪। মহানবী (সাঃ)-এর সঙ্গিণী হিসাবে তাঁহার মহিয়সী স্ত্রীগণের কর্তব্য ছিল যে, তাঁহারা বিশ্বাসীদের জন্য সদগুণ, পুণ্য, পবিত্রতা ও ধার্মিকতার প্রতীক ও দৃষ্টান্তস্থল হইবেন। তদুপরি, ইসলামের ধর্ম-বিশ্বাস ও নীতিমালা, যাহা তাঁহারা মহানবী (সাঃ)-এর সাহচর্যে থাকিয়া নিজেরা শিখিয়াছেন, তাহা বিশ্বাসীগণকেও শিখাইবেন।

২৩৫৫। ইসলামের শত্রুরা এই অপবাদ দেয় যে, ইসলামে নারীর মর্যাদা পুরুষের মর্যাদা হইতে কম। এই আয়াত এরূপ অপবাদকে কার্যকরীভাবে রদ করিতেছে। কুরআনের শিক্ষা অনুযায়ী নারীরা পুরুষের মতই সমমর্যাদাশীল। পুরুষেরা যে সব আধ্যাত্মিক মর্যাদা লাভ করিতে পারে, স্ত্রীলোকেরা সেই সকল মর্যাদায় উন্নীত হইতে পারে। পুরুষ মানুষ যে সকল সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করিতে পারে, স্ত্রীলোকেরাও সমভাবে সেই অধিকারসমূহ ভোগ করিতে পারে। তবে তাহাদের কর্মক্ষেত্রের ব্যাপারে ব্যবধান আছে বলিয়াই তাহাদের কর্তব্যেও বিভিন্নতা আছে। কর্তব্য, দায়িত্ব ও কর্মক্ষেত্রের বিভিন্নতার কারণে, ভুলক্রমে কিংবা ইচ্ছা করিয়াই, ইসলামের শত্রু ভাবাপন্ন সমালোচকরা মনে করেন ইসলাম স্ত্রীলোককে পুরুষের সমান মর্যাদা দেয় না। মনে রাখা উচিত, কার্যক্ষেত্র ও দায়িত্বাবলীর বিভিন্নতাকে মর্যাদার বিভিন্নতা মনে করা ঠিক নয়।

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗۤ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ ؕ وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا مُّبِيْنًا ۝٣٦

৩৭। যখন আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূল কোন বিষয়ে ফয়সালা করিয়া দেন তখন কোন মো'মেন পুরুষ ও মো'মেন নারীর পক্ষে তাহাদের নিজেদের বিষয়ে অধিকার খাটানো সমীচীন নহে।[২৩৫৬] এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলের অবাধ্যতা করে সে প্রকাশ্য বিভ্রান্তিতে পতিত হয়।

وَاِذْ تَقُوْلُ لِلَّذِيْۤ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاَنْعَمْتَ عَلَيْهِ اَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللّٰهَ وَتُخْفِيْ فِيْ نَفْسِكَ مَا اللّٰهُ مُبْدِيْهِ وَتَخْشَى النَّاسَ ۚ وَاللّٰهُ اَحَقُّ اَنْ تَخْشٰىهُ ؕ فَلَمَّا قَضٰى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنٰكَهَا لِكَيْ لَا يَكُوْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ حَرَجٌ فِيْۤ اَزْوَاجِ اَدْعِيَآئِهِمْ اِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا ؕ وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ مَفْعُوْلًا ۝٣٧

৩৮। এবং (স্মরণ কর) যখন তুমি সেই ব্যক্তিকে, যাহাকে আল্লাহ্ অনুগ্রহ করিয়াছিলেন এবং তুমিও অনুগ্রহ করিয়াছিলে,[২৩৫৭] বলিতেছিলেঃ 'তুমি তোমার স্ত্রীকে নিজের নিকট রাখ (তাহাকে তালাক দিও না) এবং আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর,' এবং তুমি নিজ অন্তরে যাহা গোপন করিতেছিলে আল্লাহ্ উহা প্রকাশ করিয়া দিতে চলিয়াছিলেন এবং তুমি মানুষকে ভয় করিতেছিলে। অথচ আল্লাহ্ অধিকতর হক্‌দার যে, তুমি তাঁহাকে ভয় কর। অতঃপর যখন যায়েদ তাহার (স্ত্রী) সম্বন্ধে (তালাক দেওয়ার) ইচ্ছা পূর্ণ করিল,[২৩৫৭-ক] তখন আমরা তোমার সঙ্গে তাহার বিবাহ করাইয়া দিলাম, যেন মো'মেনদের জন্য তাহাদের পোষ্যপুত্রগণের স্ত্রীগণের ব্যাপারে যখন তাহারা তাহাদের সম্বন্ধে (তালাক দেওয়ার) ইচ্ছা পূর্ণ করিয়া লয় তখন (তাহাদের সহিত বিবাহ করিতে) কোন সংকোচ না হয়, এবং আল্লাহ্‌র ফয়সালা পূর্ণ হওয়া অবধারিত ছিল।[২৩৫৭-খ]

২৩৫৬। মহানবী (সাঃ)-এর বহুদিনের পোষিত ইচ্ছা ইহাই ছিল যে, নিজের পুত্রবৎ পালিত মুক্ত-দাস হযরত যায়েদের সহিত ফুফাত বোন যয়নাবের বিবাহ দেন। কিন্তু যয়নাব ইহাতে ইতস্ততঃ করিতেছিলেন। এই আয়াতটি অবতীর্ণের কারণ ইহাই। তবে যয়নাবের প্রশংসা করিতে হয় যে, মহানবী (সাঃ)-এর ইচ্ছার কাছে নিজের ইচ্ছাকে বিসর্জন দিয়া নিজের ব্যক্তিগত পসন্দের বিরুদ্ধে তিনি যায়েদকে বিবাহ করিতে সম্মত হইলেন। অবশ্য নবী করীম (সাঃ) যয়নাবকে এ বিষয়ে মোটেই কোন পীড়াপীড়ি করেন নাই। নবী করীম (সাঃ)-এর প্রকাশিত ইচ্ছার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্যই যয়নাব এই বিবাহে নিজ হইতে সম্মত ছিলেন।

২৩৫৭। যায়েদ ইবনে হারিস ছিলেন রসুলে পাক (সাঃ)-এর কৃতদাস যাহাকে তিনি মুক্তি দিয়া পোষ্য-পুত্ররূপে লালন-পালন করিয়াছিলেন। ইসলামে পোষ্য-পুত্র গ্রহণ নিষিদ্ধ হইবার অনেক পূর্বে তিনি তাহাকে পুত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

২৩৫৭-ক। তাহাকে তালাক দিল; 'ওয়াতারা' অর্থ অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন, অভাব, অভাবের বস্তু (মুফরাদাত, লেইন)।

২৩৫৭-খ। নবী করীম (সাঃ)-এর ফুফুর কন্যা ছিলেন যয়নাব। এই হিসাবে তিনি ছিলেন পূর্ণরক্তের আরব মহিলা। তিনি ছিলেন গৌরবের অধিকারিণী, মর্যাদাশালিণী মহিলা। ইসলাম বিশ্বকে এমন একটা অভিনব সভ্যতা ও সংস্কৃতি দিতে আসিয়াছিল যেখানে শ্রেণীভেদ, বংশ মর্যাদা, চিরস্থায়ী স্বার্থ ইত্যাদির স্থান রহিল না। সকল মানুষই সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌র কাছে সমান। এই সুমহান ইসলামী আদর্শকে ভূপৃষ্ঠে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তিনি নিজের পরিবারেই তাহা প্রথমে বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিলেন। তিনি যয়নাবকে যায়েদের কাছে বিবাহ দিতে চাহিলেন। যায়েদ যদিও তখন মুক্ত মানুষ, তথাপি তাহার অতীতের কৃতদাসত্ব অনেকের মনে তখনও জাগরূক ছিল। কৃতদাসত্বের এই চিহ্ন তথা 'মুক্ত' ও 'কৃতদাস'-এর মধ্যকার অসঙ্গত এই ব্যবধান দূর করার জন্যই মহানবী (সাঃ) যয়নাবের সহিত যায়েদের বিবাহ দিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার ইচ্ছার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য যয়নাব এই প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন। নবী করীম (সাঃ)-এর উদ্দেশ্য পূরণ হইল। জাতিভেদ, বর্ণভেদ ও শ্রেণীভেদ উচ্ছেদ করা হইল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ এই বিবাহ স্থায়ী হইল না। তবে, এই বিবাহ স্থায়ী না হওয়াতে যায়েদ ও যয়নাবের মধ্যে সামাজিক মর্যাদার বৈষম্যকে মোটেই দায়ী করা যায় না। কারণ দুইজনের মধ্যে এইরূপ বৈষম্যের কথা কখনও উত্থিত হয় নাই। তবে, দুইজনের চাল-চলন ও মেযাজ-মর্জির মধ্যে মিল ছিল না এবং যায়েদ সর্বদাই নিজেকে হেয় মনে করিতেন যাহা যয়নাবের মনকে পীড়া দিত। এই বিবাহের অকৃতকার্যতায় নবী করীম (সাঃ)-এর মনে সাধারণভাবেই কষ্টের উদ্রেক হইল। কিন্তু ইহাতে আরেকটি উপকার সাধিত হইল।

مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ ۖ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ ۚ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا ﴿٣٨﴾

৩৯ । নবীর উপর সেই বিষয়ে কোন দোষারোপ হইতে পারে না যাহা আল্লাহ্ তাহার উপর ফরয করিয়াছেন ।[২৩৫৮] তিনি এই নিয়মসমূহ পূর্ববর্তীগণের মধ্যেও প্রবর্তিত করিয়াছিলেন —এবং আল্লাহ্‌র আদেশ এক সুনির্ধারিত বিষয়—

الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٣٩﴾

৪০ । যাহারা আল্লাহ্‌র পয়গামসমূহ (লোকদিগকে) পৌছাইয়া দিত এবং তাঁহাকে ভয় করিত, এবং আল্লাহ্ ব্যতীত তাহারা কাহাকেও ভয় করিত না । বস্তুতঃ হিসাব গ্রহণকারী হিসাবে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট ।

এই আয়াতেরই শেষাংশে বর্ণিত আল্লাহ্‌র এক আদেশে মহানবী (সাঃ) স্বয়ং যয়নাবকে বিবাহ করিয়া আরবদের বহু পুরাতন একটি কুসংস্কারের মূলোৎপাটন করিয়াছিলেন । কুসংস্কারটি ছিল— পোষ্যপুত্রের পরিত্যক্তা স্ত্রীকে নিজের স্ত্রীরূপে গ্রহণ করা মহা অন্যায় ও পাপ। ফলে, পোষ্যপুত্রকে নিজের ঔরসজাত পুত্রের অধিকার ও স্থান দিয়া লালন-পালন করার রীতি বাতিল হইয়া গেল এবং এইরূপ ধারণাও উঠিয়া গেল । এইরূপে যয়নাবের সহিত যায়েদের বিবাহ সম্পাদনের মাধ্যমে একটি মহৎ উদ্দেশ্য সাধিত হইল এবং এই বিবাহের অস্থায়ীত্ব আরেকটি মহৎ উদ্দেশ্য অর্জনের উপলক্ষ্যও হইল ।

'আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর' এই উপদেশ-বাক্যের তাৎপর্য ইহাই যে, যায়েদ যয়নাবকে তালাক দিতে চাহিতেছিলেন । যেহেতু ইসলামের শিক্ষানুযায়ী, 'তালাক দান' আল্লাহ্‌র কাছে একটি ঘৃণ্য কাজ, সেইজন্য মহানবী (সাঃ) যায়েদকে এই কাজ হইতে বিরত রাখিতে চাহিয়াছিলেন । 'তুমি আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর' বাক্যাংশটি যায়েদের প্রতিও আরোপিত হইতে পারে এবং নবী করীম (সাঃ)-এর প্রতিও আরোপিত হইতে পারে। যায়েদের প্রতি আরোপিত হইলে, ইহার অর্থ দাঁড়াইবে এইরূপ ঃ যয়নাবের সহিত তাহার বিবাহ-বিচ্ছেদের কথা ও কারণ যায়েদ লুকাইতে চাহিতেছিলেন। কারণ 'আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন' কথাটিতে বুঝা যায়, দোষ যয়নাবের চাইতে যায়েদেরই ছিল বেশী । বাক্যাংশটিকে মহানবী (সাঃ)-এর প্রতি আরোপ করিলে অর্থ দাঁড়াইবে এইরূপঃ যেহেতু যায়েদের সহিত যয়নাবের বিবাহ তাঁহার ইচ্ছা ও উদ্যোগে হইয়াছিল, সেজন্য তিনি এই বিবাহ-বিচ্ছেদ দ্বারা ইসলামী ভ্রাতৃত্ববোধের প্রথম পরীক্ষায় অকৃতকার্য সাব্যস্ত হওয়ায়, দুর্বল বিশ্বাসের লোকেরা বিব্রত ও মানসিক চাঞ্চল্য বোধ করিবে । 'তুমি মানুষকে ভয় করিতেছিলে' -বাক্যটিতে এই কথাই বলা হইয়াছে ।

মহানবী (সাঃ)-এর সাথে যয়নাবের বিবাহকে কেন্দ্র করিয়া, ইসলামের সমালোচক কোন কোন খৃষ্টান, মিথ্যা অপবাদ ও হীন আক্রমণ রচনা করিয়াছেন । তাহারা বলেন যে, মহানবী (সাঃ) ঘটনাচক্রে যয়নাবকে দেখিতে পাইয়া তাহার সৌন্দর্যে আত্মহারা ও বিমুগ্ধ হইয়া গেলেন । তিনি (সাঃ) যয়নাবকে বিবাহ করিতে চান একথা যায়েদ টের পাইয়া যয়নাবকে তালাক দিতে চাহিলেন । নবী করীম (সাঃ)-এর জীবনের চরম শত্রুগণ যাহাদের চোখের সামনে এই ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল, তাঁহারা পর্যন্ত তাঁহার (সাঃ) সম্বন্ধে এমন কুৎসিৎ ধারণা পোষণ ও প্রকাশ করিতে সাহস করে নাই, যাহা বহু শতাব্দী পরে এই খৃষ্টান সমালোচকগণ নিজ হইতে আরোপ করিলেন । সম-সাময়িক শত্রুরাও যখন তাঁহার প্রতি এরূপ অপবাদ আবিষ্কার করে নাই, তখন শত শত বৎসর পরে খৃষ্টান সমালোচকদের আরোপিত এই অপবাদ যে একেবারে ভিত্তিহীন ও স্বপরিকল্পিত, তাহা বলিবার অপেক্ষা রাখে না । যয়নাব ছিলেন মহানবী (সাঃ)-এর ফুফাত বোন এবং এই ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার কারণে তিনি তাহাকে পর্দা প্রথার নির্দেশপ্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত বহুবার দেখিয়াছিলেন । তাহা ছাড়া, মহানবী (সাঃ)-এর পুনঃ পুনঃ ব্যক্ত ইচ্ছার সম্মান রক্ষার্থে যয়নাব যায়েদকে বিবাহ করিতে সম্মত হইয়াছিলেন । একথাও প্রকাশিত সত্য যে, যায়েদের সহিত বিবাহের পূর্বে যয়নাব ও তাহার ভ্রাতা মহানবী (সাঃ)-এর সহিত যয়নাবের বিবাহের প্রস্তাব নিজেরাই দিয়াছিলেন । যখন যয়নাব অবিবাহিতা অবস্থায় নিজেই নবী করীম (সাঃ)-কে বিবাহ করার ইচ্ছা স্বীয় ভাইয়ের মাধ্যমে প্রকাশ করিয়াছিলেন, তখন এমন কি বাধা ছিল যে মুহাম্মদ (সাঃ) তাহা করিলেন না ? অতএব এই উদ্ভট কাহিনী যে মহানবী (সাঃ)-এর শত্রুপক্ষীয় সমালোচকদের উর্বর মস্তিষ্কের কল্পনাপ্রসূত তাহা দিবালোকের মত স্পষ্ট । এই কল্প-কাহিনী বিশ্বাস করা মানব-বুদ্ধির অবমাননার শামিল ।

২৩৫৮ । এই বাক্যটিতে নবী করীম (সাঃ)-এর সহিত যয়নাবের' বিবাহের কথা বলা হইয়াছে । এই আয়াত হইতে দেখা যায় যে, ঐশী-নির্দেশ অনুযায়ী এই বিবাহ সম্পাদিত হইয়াছিল ।

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا ۝٤٠

৪১ । মুহাম্মদ তোমাদের পুরুষদের মধ্যে কাহারও পিতা নহে, কিন্তু সে আল্লাহ্‌র রসূল এবং নবীগণের মোহর;[২৩৫৯] এবং আল্লাহ্ সকল বিষয়ে সর্বজ্ঞানী ।

[৬] ৫ ২

২৩৫৯ । 'খাতাম' শব্দটি 'খাতামা' হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । 'খাতামা' অর্থ হইলঃ সে মোহর মারিল, সে মোহরাঙ্কিত করিল, বস্তুটির ছবি বা ছাপ মারিল । এইগুলি হইল 'খাতামা' শব্দের প্রাথমিক অর্থ । ইহার গৌণ অর্থ হয়ঃ সে বিষয় বা বস্তুটির শেষ প্রান্তে পৌঁছিল, বস্তুটি ঢাকিয়া দিল, লিখিত বস্তুকে সংরক্ষণের জন্য লিখনের উপরে কাদা বা আঁঠা লেপিয়া দিল বা মোহর মারিয়া রাখিল । 'খাতাম' মানে মোহর মারার আংটি; মোহর; অফিসসীল বা ষ্ট্যাম্প; চিহ্ন দিবার যন্ত্র; শেষ প্রান্ত; কোন বস্তুর অন্তিম ফল । 'খাতাম' শব্দদ্বারা অলঙ্কার; সাজ-সজ্জা; সর্বতোভাবে পূর্ণ বুঝায় । খাতেম, খতম এবং খাতাম প্রায় সমার্থক (লেইন, মুফরাদাত, ফাতহ এবং যুরকানী)। অতএব 'খাতামান্ নাবীঈন'-এর অর্থ হইবেঃ নবীগণের মোহর, সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বতোভাবে পরিপূর্ণ নবী, নবীগণের সৌন্দর্য ও অলঙ্কার । গৌণ অর্থে নবীগণের শেষ অর্থাৎ নবুওয়াতের ও শরীয়াতের কামালিয়াত ও পূর্ণতার দিক দিয়া সর্বশেষ নবী । তবে আরবী ব্যাকরণে খাতাম শব্দটি যাহা 'ইসমে আলা'র (যন্ত্রবোধক বিশেষ্য) পদে ব্যবহৃত, যখন বহুবচনের দিকে 'মুযাআফ' হয়, তখন ইহা কেবল সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোত্তম অর্থেই ব্যবহৃত হয় । যেমন হযরত আলী (রাঃ)-কে নবী করীম (সাঃ) 'খাতামুল আওলিয়া' (তফসীর সাফী, আয়াত খাতামান্ নাবীঈন প্রসঙ্গে) এবং হযরত আব্বাস (রাঃ)-কে 'খাতামুল মুহাজেরীন' বলিয়াছেন (কান্‌যুল উম্মাল, ৬ পৃঃ)। মক্কায় থাকাবস্থায় যখন মহানবী (সাঃ)-এর সকল পুত্রই শৈশবে মারা গেলেন তখন শত্রুরা তাঁহাকে 'আবতার' (অপুত্রক বা আটকুড়া) বলিয়া বিদ্রূপ করিত এবং মনে করিত যে, তাঁহার উত্তরাধিকারীদের মধ্যে পুরুষ না থাকার কারণে তাঁহার প্রবর্তিত ধর্ম শীঘ্রই হউক আর দেরীতেই হউক, নিঃশেষ হইয়া যাইবে (মুহীত) । শত্রুদের এই বিদ্রূপের প্রত্যুত্তরে 'সূরা কাওসারে' অত্যন্ত জোরালো ভাষায় ঘোষণা করা হইল যে, নবী করীম (সাঃ) অপুত্রক নহেন বরং তাঁহার শত্রুরাই অপুত্রক হইয়া যাইবে । সূরা কাওসার অবতীর্ণ হইবার পর প্রাথমিক মুসলমানদের মনে ধারণা জন্মায় যে, মহানবী (সাঃ)-এর এমন পুত্র সন্তান জন্ম নিবে যাহারা দীর্ঘজীবী হইবে । আলোচ্য আয়াত এই ধারণাকে নাকচ করিয়া ঘোষণা করিল যে, মহানবী (সাঃ) কখনও যুবক-পুত্রের ('রিজাল' অর্থ পূর্ণ বয়স্ক পুরুষ) পিতা ছিলেন না এবং ভবিষ্যতেও হইবেন না। দেখিতে যদিও মনে হয় যে, এই আয়াত ও সূরা কাওসারের বক্তব্যের মধ্যে বিপরীত কথা রহিয়াছে, তথাপি এই আয়াতটি আসলে ঐ অনুমিত বৈপরীত্যের কারণে সৃষ্ট সংশয়কে দূরীভূত করিয়াছে । ইহাতে বলা হইয়াছে, মহা নবী মুহম্মদ (সাঃ) হইলেন 'রসূলুল্লাহ্' (আল্লাহ্‌র রসূল), যদ্দারা ইহাই বুঝায় যে, তিনি সারা উম্মতের আধ্যাত্মিক পিতা । শুধু তাহাই নহেন, তিনি খাতামুন্নাবীঈনও বটে অর্থাৎ তিনি সকল নবীগণেরও আধ্যাত্মিক পিতা । অতএব, তিনি যখন সকল মো'মেন ও সকল নবীর আধ্যাত্মিক পিতা, তখন তাঁহাকে কিভাবে 'আবতার' বলা যায় । 'খাতামুন্নাবীঈন' এর অর্থ যদি শেষ নবী করা হয়, যাহার পরে আর কখনও কোন নবী আসিবেন না, তাহা হইলে প্রসঙ্গের সহিত ইহার কোন সঙ্গতি থাকে না এবং খাপছাড়া হইয়া পড়ে । কেননা, অবিশ্বাসীদের বিদ্রূপাত্মক আক্রমণ ইহাই ছিল যে, মহানবী (সাঃ) একজন 'আবতার' বা অপুত্রক লোক । খাতামুন্নাবীঈনের অর্থ উপরোক্ত ভাবে করিলে, তাহা এই বিদ্রূপের খণ্ডন না হইয়া, বরং এই বিদ্রূপের শক্তিশালী স্বীকৃতি হইয়া দাঁড়ায় । সংক্ষেপে বলিতে গেলে, 'খাতামের' উপরোল্লিখিত অর্থগুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, 'খাতামান্নাবীঈন'-এর চারিটি সম্ভাব্য অর্থ এইরূপ দাঁড়ায় যথাঃ (১) হযরত নবী করীম (সাঃ) নবীগণের মোহর অর্থাৎ মহানবী (সাঃ)-এর সত্যায়নের মোহর ব্যতীত কোন নবীর সত্যতা সাব্যস্ত হইতে পারে না । প্রত্যেক অতীত নবীর নবুওয়াত মহানবী (সাঃ)-এর সত্যায়ন ও সাক্ষ্য দ্বারা সত্য সাব্যস্ত হয় এবং মহানবী (সাঃ)-এর পরে, তাঁহার সত্যিকার অনুসারী ছাড়া কেহ নবুওয়াত লাভ করিতে পারিবে না।(২) নবী করীম (সাঃ) ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বাপেক্ষা মহীয়ান ও পূর্ণতম নবী, যিনি সকল নবীর গৌরব, অলঙ্কার স্বরূপ ছিলেন (যুরকানী, শারাহ মাওয়াহিব আল্-লাদুন্নিয়া)। (৩) মহানবী (সাঃ) ছিলেন শরীয়াত-বাহী নবীগণের শেষ । এই অর্থ করিয়াছেন মুসলমান উম্মতের প্রখ্যাত বুযুর্গান, ওলামা এবং পণ্ডিতগণ , যথা ইবনে আরাবী, শাহ্ ওয়ালি উল্লাহ্, ইমাম আলী ক্বারী, মুজাদ্দিদ আলফে সানী এবং আরও অনেকে । এই ইসলাম-বিশারদ, মহাজ্ঞানী বুযুর্গানে দীন ও ওলী আল্লাহ্‌গণের মতে, নবী করীম (সাঃ)-এর পরে এমন কোন নবী আসিবেন না, যিনি তাঁহার মিল্লাত বা শরীয়াতকে উঠাইয়া দিবেন অথবা তাঁহার উম্মতের বাহির হইতে হইবেন (ফুতুহাত, তাফহিমাত, মকতুবাত এবং ইয়াকুত ওয়াল জাওয়াহির) । মহানবী (সাঃ)-এর প্রতিভাময়ী পত্নী হযরত আয়েশা (রাঃ) বলিয়াছেন, "তোমরা তাঁহাকে (সাঃ) 'খাতামান্ নাবীঈন' বল, কিন্তু এই কথা বলিও না যে, তাঁহার পরে কোন নবী নাই"(মনসুর)। (৪) মহানবী (সাঃ) এই অর্থেই শেষ নবী ছিলেন যে, নবুওয়াতের গুণাবলী ও সৌন্দর্য সার্বিকভাবে তাঁহার মধ্যে পূর্ণতা পাইয়াছিল এবং একমাত্র তাঁহারই মাধ্যমে পূর্ণতমভাবে প্রকাশ পাইয়াছিল । আরবীতে সাধারণ ব্যবহারেও, 'খাতাম' শব্দটি শ্রেষ্ঠত্বের শেষ সীমা বুঝায় । এতদ্ব্যতীত, কুরআন স্পষ্টভাবে বলিয়াছে, নবী করিম (সাঃ)-এর পরেও উম্মতি নবী আসিবেন (৪ঃ৭০; ৭ঃ৩৬)। মহানবী (সাঃ) নিজের মনেও পরবর্তী কালে উম্মতী নবীর আগমন হইবে বলিয়া স্পষ্ট ধারণা রাখিতেন । তিনি বলিয়াছিলেন, ইব্‌রাহীম (মহানবী সাঃ-এর পুত্র) যদি জীবিত থাকিত, তবে নিশ্চয়ই নবী হইত (মাজাহ্, কিতাবুল জানায়েয)। তিনি আরও বলিয়াছিলেন, এই উম্মতে আবুবকর সবার চাইতে শ্রেষ্ঠ মানুষ, যদি কোন নবী হন তিনি ব্যতিরেকে" (কানযুল উম্মাল)।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا ﴿٤٢﴾

৪২। হে মো'মেনগণ! তোমরা আল্লাহ্‌কে অধিক পরিমাণে স্মরণ কর।

وَّسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا ﴿٤٣﴾

৪৩। এবং সকালে ও সন্ধ্যায় তাঁহার তসবীহ্ (পবিত্রতা ঘোষণা) কর।

هُوَ الَّذِيْ يُصَلِّيْ عَلَيْكُمْ وَمَلٰٓئِكَتُهٗ لِيُخْرِجَكُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ؕ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَحِيْمًا ﴿٤٤﴾

৪৪। তিনিই তোমাদের উপর রহমত প্রেরণ করেন এবং তাঁহার ফিরিশ্‌তাগণও (তোমাদের জন্য রহমত কামনা করে,[২৩৫৯-ক]), যাহাতে তিনি তোমাদিগকে অন্ধকার রাশি হইতে বাহির করিয়া আলোর দিকে লইয়া আসেন। বস্তুতঃ তিনি মো'মেনদের উপর পরম দয়াময়।

تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهٗ سَلٰمٌ ۚ وَاَعَدَّ لَهُمْ اَجْرًا كَرِيْمًا ﴿٤٥﴾

৪৫। যেদিন তাহারা তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবে সেদিন তাহাদের সম্ভাষণ ও দোয়া হইবে 'সালাম'। এবং তিনি তাহাদের জন্য অতি সম্মানজনক প্রতিদানের আয়োজন করিয়া রাখিয়াছেন।

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّآ اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا ﴿٤٦﴾

৪৬। হে নবী! নিশ্চয় আমরা তোমাকে প্রেরণ করিয়াছি সাক্ষী এবং সুসংবাদদাতা এবং সতর্ককারীরূপে,

وَّدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا ﴿٤٧﴾

৪৭। এবং আল্লাহ্‌র আদেশানুযায়ী তাঁহার দিকে আহ্বানকারী এবং দীপ্তিমান প্রদীপরূপে।[২৩৬০]

وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ بِاَنَّ لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ فَضْلًا كَبِيْرًا ﴿٤٨﴾

৪৮। সুতরাং তুমি মো'মেনদিগকে সুসংবাদ দাও যে, তাহাদের জন্য আল্লাহ্‌র তরফ হইতে রহিয়াছে মহা অনুগ্রহ।

وَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ وَدَعْ اَذٰىهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ﴿٤٩﴾

৪৯। এবং তুমি কাফেরদের ও মোনাফেকদের কথা মানিও না এবং তাহাদের মর্মপীড়াদায়ক কথাকে উপেক্ষা কর এবং আল্লাহ্‌র উপর ভরসা কর! বস্তুতঃ কার্য নির্বাহকরূপে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট।

২৩৫৯-ক। 'ইউসাল্লি' মানে রহমত ও আশীবাদ বর্ষণ করা ও প্রার্থনা করা; উভয় অর্থই হয়।

২৩৬০। সৌরজগতের কেন্দ্রবিন্দু যেমন সূর্য, আধ্যাত্মিক জগতের সূর্য তেমনি মহানবী (সাঃ)। নবীগণ ও ঐশী-সংস্কারকগণের জন্য আকাশমণ্ডলের সূর্য তিনিই। নবী ও সংস্কারকগণ মহানবী (সাঃ)-কে ঘিরিয়া তাঁহারই চারিদিকে আবর্তিত হন এবং তাঁহারই কাছ হইতে আলো সংগ্রহ করিয়া থাকেন। মহানবী (সাঃ) বলিয়াছেন, আমার সাহাবীগণ প্রত্যেকেই এক একজন নক্ষত্র। তাহাদের যে কোন এক জনকে অনুসরণ করিবে তোমরা সঠিক পথ পাইবে (সগীর)।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنٰتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّوْنَهَا ۚ فَمَتِّعُوْهُنَّ وَسَرِّحُوْهُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا ۝

৫০। হে মো'মেনগণ! যখন তোমরা মো'মেন নারীগণকে বিবাহ কর, অতঃপর তাহাদিগকে স্পর্শ করার পূর্বে তালাক দাও তখন তাহাদের উপর তোমাদের জন্য কোন ইদ্দত নাই যাহা তোমরা গণনা কর। অতএব তোমরা তাহাদিগকে কিছু দ্রব্য-সামগ্রী দান কর এবং সুন্দরভাবে তাহাদিগকে বিদায় দাও।[২৩৬১]

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّآ اَحْلَلْنَا لَكَ اَزْوَاجَكَ الّٰتِيْٓ اٰتَيْتَ اُجُوْرَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِيْنُكَ مِمَّآ اَفَآءَ اللّٰهُ عَلَيْكَ وَبَنٰتِ عَمِّكَ وَبَنٰتِ عَمّٰتِكَ وَبَنٰتِ خَالِكَ وَبَنٰتِ خٰلٰتِكَ الّٰتِيْ هَاجَرْنَ مَعَكَ ۗ وَامْرَاَةً مُّؤْمِنَةً اِنْ وَّهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ اِنْ اَرَادَ النَّبِيُّ اَنْ يَّسْتَنْكِحَهَا ۗ خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۗ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِيْٓ اَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُوْنَ عَلَيْكَ حَرَجٌ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝

৫১। হে নবী! আমরা তোমার জন্য হালাল করিয়াছি তোমার সেই সকল পত্নীকে যাহাদিগকে তুমি তাহাদের 'দেন-মহর' পরিশোধ করিয়াছ এবং সেই সকল স্ত্রীলোককেও তোমার দক্ষিণ হস্ত যাহাদের মালিক হইয়াছে, তাহাদের মধ্য হইতে যাহাদিগকে আল্লাহ্ যুদ্ধের পরে তোমার অধিকারে আনিয়া দিয়াছেন, এবং তোমার চাচাদের কন্যাগণকে, তোমার ফুফুদের কন্যাগণকে, তোমার মামাদের কন্যাগণকে, তোমার খালাদের কন্যাগণকে যাহারা তোমার সঙ্গে হিজরত করিয়াছে এবং সেই মহিলাকেও যে নিজেকে পেশ করিয়াছে নবীর জন্য, যদি নবী তাহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করে, এই আদেশ কেবল তোমার জন্য, অপর মো'মেনদের জন্য নহে— তাহাদের উপর তাহাদের স্ত্রীগণ সম্বন্ধে এবং তাহাদের দক্ষিণ হস্ত যাহাদের মালিক হইয়াছে তাহাদের সম্বন্ধে আমরা যাহা ফরয করিয়াছি উহা আমরা জানি, যেন তোমার জন্য কোন অসুবিধা না হয়— বস্তুতঃ আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।[২৩৬২]

২৩৬১। "এবং সুন্দরভাবে তাহাদিগকে বিদায় দাও" বাক্যটির তাৎপর্য হইল-(১) তালাক প্রাপ্তির কারণে স্ত্রীলোকের কোন বদনাম কিংবা অপমান হইয়াছে বলিয়া যেন মনে করা না হয়; (২) তালাক-প্রাপ্তা স্ত্রী তাহার কাবীনের ন্যায্য পাওনা হইতে যেন বেশীই-প্রাপ্ত হয়, (৩) তালাকের পর স্ত্রীলোকটি যাহাতে নিজেকে স্বাধীনভাবে পরিচালিত করিতে পারে, তাহা নিশ্চিত করিতে হইবে। এই স্বাধীনতায় কোন ভাবে যেন হস্তক্ষেপ করা না হয়।

২৩৬২। এই আয়াতটি ২৯ ও ৩০ আয়াতের সহিত মিলাইয়া পাঠ করা উচিত। শেষোক্ত দুইটি আয়াতে নবী করীম (সাঃ)-এর মহিয়সী বিবিগণকে, তাঁহার সঙ্গিনী হিসাবে থাকিয়া কষ্ট-সাধ্য জীবন যাপন করা নতুবা তাহাকে ছাড়িয়া পার্থিব জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকে বরণ করা, এই দুইয়ের মধ্যে একটিকে বাছিয়া নিবার সুযোগ দেওয়া হইল এবং মহিয়সী বিবিগণ সকলেই নবী করীম (সাঃ)-এর চিরসঙ্গিনী হিসাবে থাকিয়া যাইবার পক্ষে নিজেদের মত ব্যক্ত করিলেন। এই আয়াতে পরোক্ষভাবে মহানবী (সাঃ)-এর স্ত্রীগণের মতামত ও সিদ্ধান্তের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিতেছে। তাহাদের প্রতিক্রিয়া ও উত্তর ইতিহাসের পাতায় লিখিত আছে, কিন্তু কুরআনের কোথায়ও প্রকাশ্যভাবে বর্ণিত হয় নাই। তাঁহাদের উত্তর না পাওয়া পর্যন্ত, মহানবী (সাঃ)-এর সহিত তাহাদের সম্পর্ক অনেকটা শূন্যে ঝুলিয়া থাকার মত ছিল। মহানবী (সাঃ)-এর বিবিগণ যেমন সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের চিন্তা ও বাসনাকে সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়া, তাহার চিরসঙ্গিনী হইয়া থাকিবার আগ্রহ প্রকাশ করিলেন, মহানবী (সাঃ)ও তেমনি (যাহাকে পসন্দ রাখিতে এবং যাহাকে অপসন্দ ছাড়িয়া দিতে পারেন (আয়াত-৫২), এই সুযোগ পাইয়াও), তাহাদের অনুভূতির প্রতি বিবেচনাশীল হইয়া মহানবী (সাঃ) সকলকেই স্ত্রীরূপে রাখিয়া দিলেন।

মহানবী (সাঃ)-এর বহু বিবাহ, বড়ই সুমহান ও সু-উচ্চ বিবেচনার ফল। এই ব্যাপারে মূর্খ ও হীনমনা সমালোচকগণ তাঁহার প্রতি যেসব নীচ উদ্দেশ্য আরোপ করে, তিনি ইহার বহু বহু উর্ধ্বে ছিলেন। একমাত্র হযরত আয়েশার সহিত বিবাহ ছাড়া, (পরবর্তী অবস্থাবলী এই বিবাহের ন্যায়সঙ্গতা প্রমাণ করিয়াছে), তাঁহার সকল বিবাহই বিধবা কিংবা তালাকপ্রাপ্তাদের সাথে হইয়াছিল। তিনি বিধবা হাফসাকে বিবাহ করিলেন, যাহার স্বামী বদরের যুদ্ধে শহীদ হইয়াছিলেন। তিনি যয়নাব বিনতে খোজাইমাহকে বিবাহ করিলেন, যাহার স্বামী উহুদের যুদ্ধে শহীদ

تُرْجِيْ مَنْ تَشَآءُ مِنْهُنَّ وَ تُـْٔوِيْۤ اِلَيْكَ
مَنْ تَشَآءُ ؕ وَ مَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ؕ ذٰلِكَ اَدْنٰۤى اَنْ تَقَرَّ
اَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَ يَرْضَيْنَ
بِمَاۤ اٰتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ ؕ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا
فِيْ قُلُوْبِكُمْ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَلِيْمًا ۝٥٢

৫২। তুমি তাহাদের মধ্য হইতে যাহাকে ইচ্ছা পৃথক করিয়া দাও এবং যাহাকে ইচ্ছা নিজের নিকট রাখ; এবং যাহাদিগকে তুমি (ইতিপূর্বে) পৃথক করিয়া দিয়াছ তাহাদের মধ্য হইতে কাহাকেও যদি তুমি আনিতে ইচ্ছা কর তাহা হইলে ইহাতে তোমার কোন দোষ হইবে না। ইহা হইল নিকটতম পন্থা যদ্দারা তাহাদের নয়নসমূহ সুশীতল হইবে এবং তাহারা দুঃখিত হইবে না, এবং তুমি তাহাদিগকে যাহা কিছু দিয়াছ তাহাতে তাহারা সকলেই সন্তুষ্ট হইবে।[২৩৬৩] এবং আল্লাহ্ তোমাদের অন্তরের সকল কথা জানেন; বস্তুতঃ আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী, পরম সহিষ্ণু।

হইয়াছিলেন এবং উম্মে সালমাহ যাহার স্বামী ৪র্থ হিজরীতে মারা গেলেন, আবু সুফিয়ানের কন্যা উম্মে হাবিবা, যাহার স্বামী ৫ম বা ৬ষ্ঠ হিজরীতে আবিসিনিয়াতে মারা গেলেন, বিধবা জুয়ায়রীয়্যা ও বিধবা সফিয়াকে যথাক্রমে ৬ষ্ঠ ও ৭ম হিজরীতে নিজেদের গোত্রের সহিত সম্পর্ক স্থাপন এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য মহানবী (সাঃ) তাহাদিগকে বিবাহ করিলেন। ইহা বড়ই প্রণিধানযোগ্য ব্যাপার যে, মহানবী (সাঃ) জুয়াইরীইয়াকে বিবাহ করার ফলে, মুসলমানগণ বনি মুস্তালিক গোত্রের একশত পরিবারকে বন্দী অবস্থা হইতে মুক্ত করিয়া দিলেন। মায়মুনাহ একজন সুশিক্ষিতা বিধবা ছিলেন। তিনি মহানবী (সাঃ)-এর পানিগ্রহণের আগ্রহ প্রকাশ করিলে, মুসলমান মহিলাগণের শিক্ষা-দীক্ষার খাতিরে, তিনি তাহাকে বিবাহ করিতে সম্মত হইলেন। পঞ্চম হিজরীতে তিনি যায়েদের তালাক-প্রাপ্তা স্ত্রীকে বিবাহ করিয়া আরব ভূমির একটি পুরাতন কুপ্রথার মূলোচ্ছেদ করেন। সাথে সাথে একজন সম্ভ্রান্ত বংশীয় মহিলার তালাক-প্রাপ্তি জনিত মানসিক যন্ত্রণার অবসান ঘটাইলেন। সপ্তম হিজরীতে কৃতদাসত্ব হইতে সদ্যমুক্ত মারিয়া কিবতিয়াকে বিবাহ করিয়া তাঁহাকে 'বিশ্বাসীগণের মাতার' (উম্মুল মো'মেনীনের) মর্যাদায় উন্নীত করিলেন এবং কৃত-দাস প্রথার মূলে কুঠারাঘাত হানিলেন। আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর বিধবা ও তালাকপ্রাপ্তাগণের সহিত বিবাহের পিছনে এইসব সৎ প্রবৃত্তি ও সমাজ হিতৈষণার মহান উদ্দেশ্যই কার্যকরী ছিল। নতুবা ঐ বয়সে গত-যৌবনা, অখ্যাত সুন্দরীদের বিবাহ করার কোন ব্যক্তিগত প্রয়োজনই তাঁহার ছিল না। তাঁহার সমালোচকেরা এই সমুজ্জ্বল সত্যের দিকে একবার তাকাইয়াও দেখেন না যে, এই মহামানব পঁচিশ বৎসর বয়ঃক্রম পর্যন্ত সম্পূর্ণ নিখুঁত চরিত্রের পবিত্র জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। চল্লিশ বৎসর বয়ঃক্রম পর্যন্ত পরিচিত সকলের কাছে তিনি নির্মল, নিষ্কলঙ্ক, আল্ আমীন। পঁচিশ বৎসর বয়সে তিনি চল্লিশ বৎসরের এক বিধবাকে বিবাহ করিয়া পঞ্চাশ বৎসর বয়স পর্যন্ত তাঁহার সহিত অতি সুখের দাম্পত্য জীবন কাটান। প্রথমা স্ত্রীর ৬৫ বৎসর বয়সে মৃত্যু হয়। অতঃপর, তিনি সাওদাকে বিবাহ করেন। স্ত্রী-সাওদাও ছিলেন বৃদ্ধা রমণী। মহানবী (সাঃ)-এর অন্য সব বিবাহ যাহা নিয়া ছিদ্রান্বেষীরা সমালোচনা করেন— দ্বিতীয় হিজরী সন হইতে ৭ম হিজরী সনের মধ্যে সম্পাদিত হইয়াছিল। এই কয়েকটি বৎসর মহানবী (সাঃ) সদা-সর্বদা যুদ্ধে ব্যস্ত ছিলেন; তাঁহার জীবন অনবরত সংকটের পর সংকটে আবর্তিত হইতেছিল; ইসলামের ভাগ্য তখন শূন্যে ঝুলিতেছিল। আর অনিশ্চয়তা ছিল তাঁহার নিত্য সাথী। এমতাবস্থায়, বিপদের পর বিপদ, আর অনিশ্চয়তার পর অনিশ্চয়তার মধ্যে, কোন সুস্থ-মস্তিষ্ক ব্যক্তি ভোগ-বিলাসের উদ্দেশ্য নিয়া বিবাহের পর বিবাহ করিতে থাকিবে, ইহা ভাবাই যায় না। একমাত্র মোহাচ্ছন্ন, ঈর্ষান্ধ ব্যক্তিরাই এইরূপ বিকৃত ধারণা পোষণ করিতে পারে। সপ্তম হিজরীর পরে মহানবী (সাঃ)-এর জীবনে স্বস্তি আসে। জীবনের শেষ তিনটি বৎসর তিনি সারা আরবের মুকুটহীন সম্রাট ছিলেন। আরবের ভাগ্যনিয়ন্তা রূপে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের উপর তাঁহার পূর্ণ কর্তৃত্ব ছিল। কিন্তু এই সুখ-শান্তির সময়ে তিনিতো একটি বিবাহও করেন নাই। ইহাতে কি প্রমাণিত হয় না যে, পূর্ববর্তী বিবাহগুলির পশ্চাতে সৎ, নিষ্ঠাবান ও মহৎ উদ্দেশ্যাবলী নিহিত ছিল ?

"যে নিজেকে পেশ করিয়াছে নবীর জন্য" বাক্যাংশটি মায়মুনার প্রতি প্রযোজ্য, কেননা মায়মুনাই মহানবী (সাঃ)-এর সহিত নিজের বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। "এই আদেশ কেবল তোমারই জন্য, অন্যান্য মো'মেনদের জন্য নহে" -বাক্যটি দ্বারা বুঝা যায়, এতগুলি বিবাহ এবং এক সাথে সব বিবিকে নিজের কাছে রাখা, মহানবী (সাঃ)-এর জন্য একটি একক সুবিধা ও ব্যতিক্রমধর্মী ব্যবস্থা, যাহা তাহার কর্মকাণ্ডের বহুমুখিতার জন্য তাঁহাকে দেওয়া হইয়াছিল। সূরা নিসার ৪ আয়াতে একজন মুসলমানের পক্ষে চারিজনের অতিরিক্ত স্ত্রী রাখা নিষিদ্ধ হইয়া যাওয়ার পরও মহানবী (সাঃ)-কে এই নিষেধের বাহিরে রাখা হয়। মহানবী (সাঃ)-এর নিজের এবং তাঁহার স্ত্রীগণের অত্যুচ্চ আধ্যাত্মিক মর্যাদা এবং অন্যান্য নৈতিক ও আধ্যাত্মিক কারণে, এই আয়াতের প্রথমেই মহানবী (সাঃ)-কে সাধারণ মুসলমান হইতে আলাদা ও ব্যতিক্রম হিসাবে ধরা হইয়াছে।

২৩৬৩ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَآءُ مِنْۢ بَعْدُ وَلَآ اَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ اَزْوَاجٍ وَّلَوْ اَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ اِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِيْنُكَ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ رَّقِيْبًا ۝

৫৩। ইহার পর আর কোন স্ত্রীলোক তোমার জন্য বৈধ হইবে না এবং ইহাও বৈধ হইবে না যে, তুমি বর্তমান স্ত্রীগণকে পরিবর্তন করিয়া অন্য স্ত্রীগণকে গ্রহণ কর,[২৩৬৪] তাহাদের রূপ ও গুণ তোমাকে যতই মুগ্ধ করুক না কেন, তবে, শুধু সেই সকল মহিলা ব্যতীত যাহাদের মালিক হইয়াছে তোমার দক্ষিণ হস্ত। বস্তুতঃ আল্লাহ্ প্রত্যেক বস্তুর উপর পর্যবেক্ষক।

৬ [১২] ৩

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتَ النَّبِىِّ اِلَّاۤ اَنْ يُّؤْذَنَ لَكُمْ اِلٰى طَعَامٍ غَيْرَ نٰظِرِيْنَ اِنٰىهُ وَلٰكِنْ اِذَا دُعِيْتُمْ فَادْخُلُوْا فَاِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوْا وَلَا مُسْتَاْنِسِيْنَ لِحَدِيْثٍ ؕ اِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِى النَّبِىَّ فَيَسْتَحْىٖ مِنْكُمْ ۖ وَاللّٰهُ لَا يَسْتَحْىٖ مِنَ الْحَقِّ ؕ وَاِذَا سَاَلْتُمُوْهُنَّ مَتَاعًا فَسْـَٔلُوْهُنَّ مِنْ وَّرَآءِ حِجَابٍ ؕ ذٰلِكُمْ اَطْهَرُ لِقُلُوْبِكُمْ وَقُلُوْبِهِنَّ ؕ وَمَا كَانَ لَكُمْ اَنْ تُؤْذُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَلَاۤ اَنْ تَنْكِحُوْۤا اَزْوَاجَهٗ مِنْۢ بَعْدِهٖۤ اَبَدًا ؕ اِنَّ

৫৪। হে মো'মেনগণ! তোমরা নবীর গৃহসমূহে প্রবেশ করিও না যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমাদিগকে ভোজনের জন্য অনুমতি দান করা হয়, তখনও তোমরা (সেখানে) আহার্য রান্না হওয়ার অপেক্ষায় বসিয়া থাকিও না,[২৩৬৪-ক] কিন্তু যখন তোমাদিগকে আমন্ত্রণ করা হয় তখন তোমরা প্রবেশ করিও, অতঃপর যখন তোমরা ভোজন শেষ কর তখন স্ব স্ব স্থানে চলিয়া যাইও এবং (সেখানে) তোমরা কথা-বার্তায় মশগুল হইও না;[২৩৬৫] কারণ তোমাদের এই আচরণ নবীকে কষ্ট দেয়, কিন্তু সে তোমাদিগকে (উঠিয়া যাওয়ার জন্য বলিতে) লজ্জা বোধ করে। কিন্তু আল্লাহ্ সত্য কথা বলিতে লজ্জাবোধ করেন না। এবং যখন তোমরা তাহাদের (নবীর পত্নীগণের) নিকট কোন জিনিষ চাহ,[২৩৬৬] তখন পর্দার অন্তরাল হইতে তাহাদের নিকট চাহিও। ইহা তোমাদের অন্তরের জন্য এবং তাহাদের অন্তরের জন্য পবিত্রতম নিয়ম। এবং তোমাদের জন্য আদৌ সমীচীন নহে যে, তোমরা আল্লাহ্‌র রসূলকে কষ্ট দাও এবং ইহাও তোমাদের জন্য আদৌ

২৩৬৩। একদিকে মহানবী (সাঃ)-এর বিবিগণকে তাঁহার সঙ্গে থাকার অথবা ধনদৌলত ও আরাম-আয়েসে থাকার— এই দুইয়ের মধ্যে একটিকে বাছিয়া নিবার সুযোগ দেওয়া হইল (৩৩ঃ২৯-৩০)। অপরদিকে মহানবী (সাঃ)-কেও তাঁহার ইচ্ছামত কোন বিবিকে রাখিবার আর কোন বিবিকে ছাড়িয়া দিবার সুযোগ দেওয়া হইল। কাল বিলম্ব না করিয়া সকল বিবিগণই স্ব-স্ব অভিমত ব্যক্ত করিলেন এবং বলিলেন যে, মহানবীর জীবনের সাথে তাহাদের জীবন চিরদিনের জন্য এক সাথে গ্রথিত হইয়া গিয়াছে। মহানবী (সাঃ) নিজের পক্ষ হইতে তাহাদের প্রতি অতিশয় সুবিবেচনা দেখাইলেন এবং জানাইলেন যে, তিনিও সকল স্ত্রীকে রাখার ইচ্ছাই পোষণ করেন। নবী করীম (সাঃ)-এর সিদ্ধান্ত তাহাদের সকলকেই সন্তুষ্ট করিল এবং তাহাদের হৃদয় নতুনভাবে জয় করিল। এই কথাই প্রকাশিত হইয়াছে আলোচ্য এই বাক্যে 'তুমি তাহাদিগকে যাহা কিছু দিয়াছে, তাহাতে তাহারা সকলেই সন্তুষ্ট হইবে।'

২৩৬৪। এই আয়াত নাযেল হইয়াছিল সপ্তম হিজরীতে। এরপর নবী করীম (সাঃ) আর কোন বিবাহ করেন নাই। কোন স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিবার অধিকারও তাঁহার রহিল না; স্ত্রী তালাক তাঁহার জন্য নিষিদ্ধ হইল। মো'মেনগণের মাতারূপে তাহাদের যে মর্যাদা সম্ভবতঃ সে জন্য এবং তাহারা মহানবী (সাঃ)-এর পারিবারিক অভাব-অনটন ও কৃচ্ছতাকে, নিজেদের আরাম-আয়েস ও স্বাচ্ছন্দ্যের ঊর্ধ্বে স্থান দিয়াছিলেন বলিয়াও, মহানবীর উপরে এই নিষেধ আরোপিত হইল। স্বামী-স্ত্রী উভয় পক্ষের ত্যাগকে আল্লাহ্‌তা'লা এইভাবে পুরস্কৃত করিলেন।

২৩৬৪-ক। খাদ্য প্রস্তুত হওয়া পর্যন্ত।

২৩৬৫। অনিমন্ত্রিতভাবে কাহারও পক্ষে অন্যের গৃহে প্রবেশ নিষেধ; নিমন্ত্রিত হইলে ঠিক নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হওয়া উচিত। নির্ধারিত সময়ের বেশী পূর্বে আসা যেমন অন্যায়, বেশী পরে আসাও তেমনি অন্যায়। নিমন্ত্রণ খাইবার পরে পরেই বিদায় নেওয়া উচিত। অলস-গল্পে নিজের ও অপরের সময় নষ্ট করা ঠিক নয়।

২৩৬৬। এই নির্দেশ দ্বারা, স্ত্রী-পুরুষের ঘনিষ্ঠ সংশ্রব ও মাখামাখি নিরুৎসাহিত করা হইয়াছে। সর্বনাম 'হুন্না' (তাহাদিগকে) বলিতে পরোক্ষভাবে সকল স্ত্রীলোককেই বুঝাইয়াছে।

ذٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمًا ﴿٥٤﴾

বৈধ নহে যে, তোমরা তাহার পরে তাহার পত্নীগণকে বিবাহ কর, নিশ্চয় আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে ইহা অতি গর্হিত কাজ ।[২৩৬৭]

اِنْ تُبْدُوْا شَيْـًٔا اَوْ تُخْفُوْهُ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا ﴿٥٥﴾

৫৫ । যদি তোমরা কোন বিষয়কে প্রকাশ কর অথবা উহাকে গোপন কর —— সকল অবস্থায় আল্লাহ্ প্রত্যেক বিষয় ভালভাবে জানেন ।

لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِيْۤ اٰبَآئِهِنَّ وَلَاۤ اَبْنَآئِهِنَّ وَلَاۤ اِخْوَانِهِنَّ وَلَاۤ اَبْنَآءِ اِخْوَانِهِنَّ وَلَاۤ اَبْنَآءِ اَخَوٰتِهِنَّ وَلَا نِسَآئِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ ۚ وَاتَّقِيْنَ اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدًا ﴿٥٦﴾

৫৬ । তাহাদের (নবীর পত্নীগণের) উপর তাহাদের পিতা, তাহাদের পুত্র, তাহাদের ভ্রাতা, তাহাদের ভ্রাতুষ্পুত্র, তাহাদের ভাগিনা, তাহাদের (স্বজাতি) মহিলা এবং তাহাদের দক্ষিণ হস্ত যাহাদের মালিক হইয়াছে তাহাদের ব্যাপারে (পূর্বোল্লিখিত পর্দা না করিলে) কোন পাপ হইবে না । (হে নবীর স্ত্রীগণ !) তোমরা আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর । নিশ্চয় আল্লাহ্ প্রত্যেক বিষয়ের উপর পর্যবেক্ষক ।

اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ ؕ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ﴿٥٧﴾

৫৭ । । নিশ্চয় আল্লাহ্ এই নবীর উপর রহমত নাযেল করিতেছেন এবং তাঁহার ফিরিশ্‌তাগণও (তাহার জন্য রহমত কামনা করিতেছে)। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ ! তোমরাও তাহার জন্য রহমত কামনা (দরূদ পাঠ) কর এবং পূর্ণ শান্তি কামনা কর ।

اِنَّ الَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَاَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِيْنًا ﴿٥٨﴾

৫৮ । নিশ্চয় যাহারা আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলকে কষ্ট দেয়—[২৩৬৮] আল্লাহ্ তাহাদিগকে অভিসম্পাত করেন ইহকালেও এবং পরকালেও; এবং তিনি তাহাদের জন্য লাঞ্ছনাজনক আযাব প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন ।

وَالَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوْا فَقَدِ احْتَمَلُوْا بُهْتَانًا وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا ﴿٥٩﴾ ع ৭ [৬] ৪

৫৯ । যাহারা মো'মেন পুরুষ ও মো'মেন নারীগণকে কোন দোষ না করিলেও কষ্ট দেয়, তাহারা অবশ্যই ভয়াবহ মিথ্যা অপবাদ ও প্রকাশ্য পাপের বোঝা নিজেদের উপর উঠাইয়া লইয়াছে ।

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَبَنٰتِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ ؕ ذٰلِكَ اَدْنٰۤى اَنْ يُّعْرَفْنَ فَلَا

৬০ । হে নবী ! তুমি তোমার পত্নী, তোমার কন্যা এবং মো'মেনগণের পত্নীগণকে বল, যেন তাহারা তাহাদের চাদর নিজেদের উপর (মাথা হইতে টানিয়া মুখমণ্ডল পর্যন্ত) ঝুলাইয়া লয়,[২৩৬৯] এতদ্বারা তাহাদের পরিচয় অত্যন্ত সহজ হইবে এবং

২৩৬৭ । মহানবী (সাঃ)-এর পরে তাঁহার বিধবা স্ত্রীদিগকে বিবাহ করা মহা পাপ বলিয়া এই আয়াতে বর্ণিত হইয়াছে ।'মো'মেনগণের মাতা' রূপে তাহাদের যে আধ্যাত্মিক মর্যাদা রহিয়াছে, 'আধ্যাত্মিক পুত্রগণের' সহিত বিবাহ হইলে সেই মর্যাদার অবমাননা হইতে বাধ্য ।

২৩৬৮ । 'আল্লাহকে কষ্ট দেওয়া' দ্বারা সত্যের অবমাননা ও সত্যকে বাধা দান করা বুঝায় । আর 'তাঁহার রসূলকে কষ্ট দেওয়া' দ্বারা মহা নবীর বিরুদ্ধে মিথ্যা কলঙ্ক লেপন বুঝাইয়াছে ।

২৩৬৯ । 'জিলবাব' (চাদর, ওভারকোট)-এর বহুবচন 'জালাবিব' । জিলবাব অর্থ (ক) মেয়েদের গাত্র ঢাকিবার বড় চাদর বা বোরকা জাতীয় কোট; (খ) সমস্ত গাত্র ঢাকার পোশাক; (গ) স্ত্রীলোকের এমন ধরণের বাহ্যাবরণ যাহা পরিধানে হাত পর্যন্ত আচ্ছাদিত থাকে (লেইন)। ইসলামী

তাহাদিগকে কষ্ট দেওয়া হইবে না। বস্তুতঃ আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿٦٠﴾

৬১। মোনাফেকগণ এবং যাহাদের অন্তরে ব্যাধি আছে, এবং যাহারা মদীনায় মিথ্যা গুজব ছড়াইয়া বেড়ায়, তাহারা যদি বিরত না হয় তাহা হইলে আমরা অবশ্যই তোমাকে তাহাদের বিরুদ্ধে খাড়া করিয়া দিব,[২৩৭০] উহার পর তাহারা এই শহরে তোমার সঙ্গে প্রতিবেশী হিসাবে অতি অল্পকালই থাকিবে——

لَئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ وَّالْمُرْجِفُوْنَ فِي الْمَدِيْنَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُوْنَكَ فِيْهَآ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿٦١﴾

৬২। অভিশপ্ত অবস্থায়। তাহাদিগকে যেখানে পাওয়া যাইবে সেখানেই ধরা হইবে এবং কঠোরভাবে হত্যা করা হইবে।[২৩৭১]

مَّلْعُوْنِيْنَ ۚ اَيْنَمَا ثُقِفُوْٓا اُخِذُوْا وَقُتِّلُوْا تَقْتِيْلًا ﴿٦٢﴾

৬৩। আল্লাহ্‌র এই বিধান (গ্রহণ কর), যাহা ঐ সকল লোকের মধ্যে প্রচলিত ছিল যাহারা পূর্বে অতীত হইয়াছে; এবং তুমি আল্লাহ্‌র বিধানে কখনও কোন পরিবর্তন পাইবে না।

سُنَّةَ اللّٰهِ فِي الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ ۚ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيْلًا ﴿٦٣﴾

৬৪। লোকেরা তোমাকে নির্ধারিত মুহূর্ত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে। তুমি বল, 'ইহার জ্ঞান কেবল আল্লাহ্‌র নিকট আছে।' এবং কিসে তোমাকে জানাইবে যে, সে মুহূর্ত অতি নিকটেই হইতে পারে?

يَسْـَٔلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ ۭ قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللّٰهِ ۭ وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُوْنُ قَرِيْبًا ﴿٦٤﴾

৬৫। নিশ্চয় আল্লাহ্ কাফেরদিগকে অভিশপ্ত করিয়াছেন এবং তিনি তাহাদের জন্য প্রজ্জ্বলিত আগুন প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন।

اِنَّ اللّٰهَ لَعَنَ الْكٰفِرِيْنَ وَاَعَدَّ لَهُمْ سَعِيْرًا ﴿٦٥﴾

৬৬। যেখানে তাহারা চিরকাল বাস করিবে, সেখানে তাহারা কোন বন্ধু এবং কোন সাহায্যকারী পাইবে না।

خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ۚ لَا يَجِدُوْنَ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ﴿٦٦﴾

পর্দার উদ্দেশ্য দ্বিবিধ। ইহা দ্বারা গোপনীয়তা রক্ষা পায় এবং শালীনতা ও মর্যাদাপূর্ণ আচরণের সুযোগ সৃষ্টি হয়। অবাধ মিলামিশা স্ত্রীলোকের জন্য নিষিদ্ধ। বাড়ীর বাহিরে যাইতে হইলে পোষাক-পরিচ্ছদের ব্যাপারে তাহাদিগকে কিছু নিয়ম-নীতি পালন করিতে হয়। বিষদ ব্যাখ্যা ২০৪৪ টীকায় দেখুন।

২৩৭০। মদীনার মোনাফেক ও ইহুদীরা ইসলামের উন্নতির পথে সকল ধরণের বাধা-বিঘ্ন সৃষ্টির চেষ্টা করিতেছিল। এ কাজে তাহাদের হাতে সর্বাপেক্ষা বড় অস্ত্র ছিল ইসলামের ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে মিথ্যা সংবাদ ও মিথ্যা কথা প্রচার করা। যখন কাফেরদের সম্মিলিত বাহিনী মুসলমানদের কাছে পরাজিত ও লাঞ্ছিত হইয়া পলায়ন করিল এবং মুসলমানদের রাজনৈতিক সম্মান ও শক্তি অসামান্যভাবে বৃদ্ধি পাইল, তখন তাহাদের এই মিথ্যাচারিতার কাজেও ভাঁটা পড়িয়া গেল। 'লানুগরিয়ান্নাকা বিহিম' এর অন্য অর্থ, আমরা তোমাকে তাহাদের বিরুদ্ধে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলিতাম অথবা তাহাদের উপরে তোমাকে ক্ষমতা দান করিতাম।

২৩৭১। যুগ যুগ ধরিয়া হতভাগা ইহুদীরা অপমান ও অসম্মানের মধ্যেই দিন কাটাইয়াছে। প্যালেষ্টাইনে তাহাদের আগমন এবং ইসরাঈল রাষ্ট্রের পত্তন একটা সাময়িক ব্যবস্থা মাত্র।

يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوْهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُوْلُوْنَ يٰلَيْتَنَآ اَطَعْنَا اللّٰهَ وَاَطَعْنَا الرَّسُوْلَا ﴿٦٦﴾

৬৭। সেদিন তাহাদের মুখমণ্ডলকে আগুনে উলটানো-পাল্টানো হইবে, তাহারা বলিবে, 'হায় দুঃখ আমাদের! যদি আমরা আল্লাহ্‌র আনুগত্য করিতাম এবং এই রসূলের আনুগত্য করিতাম।'

وَقَالُوْا رَبَّنَآ اِنَّآ اَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَآءَنَا فَاَضَلُّوْنَا السَّبِيْلَا ﴿٦٧﴾

৬৮। এবং তাহারা বলিবে,'হে আমাদের প্রভু! আমরা আমাদের নেতৃবৃন্দ ও প্রবীণদের অনুগত হইয়া চলিয়াছি, ফলে তাহারা আমাদিগকে পথভ্রষ্ট করিয়াছে,[২৩৭২]

رَبَّنَآ اٰتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيْرًا ﴿٦٨﴾ ع ৮ [১০] ৫

৬৯। হে আমাদের প্রভু! তুমি তাহাদিগকে দ্বিগুণ শাস্তি দাও এবং তাহাদিগকে মহা অভিশাপে অভিশপ্ত কর।'

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ اٰذَوْا مُوْسٰى فَبَرَّاَهُ اللّٰهُ مِمَّا قَالُوْا ؕ وَكَانَ عِنْدَ اللّٰهِ وَجِيْهًا ﴿٦٩﴾

৭০। হে মো'মেনগণ! তোমরা ঐ সকল লোকের মত হইও না যাহারা মূসাকে[২৩৭৩] কষ্ট দিয়াছিল;[২৩৭৩-ক] কিন্তু আল্লাহ্ তাহাকে উহা হইতে নির্দোষ প্রমাণিত করিলেন যাহা তাহারা রটনা করিয়াছিল। বস্তুতঃ সে আল্লাহ্‌র দরবারে বড়ই সম্মানিত ছিল।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا ﴿٧٠﴾

৭১। হে মো'মেনগণ! তোমরা আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর, এবং সরল-সুদৃঢ় কথা বল;

يُّصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ؕ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا ﴿٧١﴾

৭২। (ফলে) আল্লাহ্ তোমাদের কর্মসমূহকে সংশোধিত করিবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করিবেন, এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলের আনুগত্য করিয়া চলিবে সে নিশ্চয় মহা সাফল্য অর্জন করিবে।

اِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ فَاَبَيْنَ اَنْ يَّحْمِلْنَهَا وَاَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانُ ؕ اِنَّهٗ كَانَ ظَلُوْمًا جَهُوْلًا ﴿٧٢﴾

৭৩। নিশ্চয় আমরা (শরীয়াতের) আমানতকে আকাশসমূহ, পৃথিবী এবং পর্বতমালার সমক্ষে উপস্থাপন করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহারা উহা বহন করিতে অস্বীকার করিল এবং উহাতে ভয় পাইল, কিন্তু ইনসান উহা বহন করিল। নিশ্চয় সে (নিজের প্রতি) যুলুমকারী (এবং পরিণাম সম্বন্ধে) বেপরোয়া।[২৩৭৪]

২৩৭২। পূর্ববর্তী আয়াতে অবিশ্বাসীদের নেতাগণের কথা বলা হইয়াছে; 'উজূহ' শব্দের এক অর্থ নেতাগণ। এখানে বড়-ছোট, নেতা-অনুসারী সকলের কথা বলা হইয়াছে। মানুষের প্রবৃত্তি ইহাই যে, নিজের দুষ্কর্মের দোষ সে পরের ঘাড়ে চাপাইতে চায়।

২৩৭৩। হযরত মূসা (আঃ)-কে ভয়ানক মিথ্যা দুর্নামের শিকার বানানো হইয়াছিলঃ (১) কারূন একজন মেয়েলোককে এই মিথ্যা কথা বলার জন্য প্ররোচিত করিল যে, মূসা (আঃ) তাহার সহিত অবৈধ যৌন কাজে লিপ্ত ছিলেন; (২) হারূনের প্রভাব বৃদ্ধিতে ঈর্ষান্বিত হইয়া মূসা (আঃ) তাহাকে হত্যা করিতে চাহিয়াছিলেন; (৩) মূসা (আঃ) কুষ্ঠরোগ ও সিফিলিসে আক্রান্ত ছিলেন; (৪) সামিরী তাঁহাকে পৌত্তলিকতার অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়াছিল; (৫) তাঁহার ভগ্নীও তাঁহার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ আনিয়াছিল।

২৩৭৩-ক। 'আযাও' মানে সে তাহার প্রতি ঘৃণ্য কাজ করিল, বিরক্তিকর কিছু করিল, তাহাকে বিরক্ত করিল, দুঃখ দিল বা তাহার বদনাম করিল।

২৩৭৪। 'হামালাল আমানাতা' অর্থ আল্লাহ্‌র দেওয়া আইন-কানুন, যাহা মহামূল্য আধ্যাত্মিক সম্পদ, তাহা সংরক্ষণের ও সঠিকভাবে

لِّيُعَذِّبَ اللّٰهُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْمُنٰفِقٰتِ وَالْمُشْرِكِيْنَ وَالْمُشْرِكٰتِ وَيَتُوْبَ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿٧٤﴾ ع

৭৪। (এই ব্যবস্থা এই জন্য) যেন আল্লাহ্ মোনাফেক পুরুষদিগকে ও মোনাফেক নারীদিগকে এবং মোশরেক পুরুষদিগকে ও মোশরেক নারীদিগকে আযাব দেন এবং মো'মেন পুরুষগণের ও মো'মেন নারীগণের উপর সদয় দৃষ্টিপাত করেন; বস্তুতঃ আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়। [৫৭] ৬

বন্টনের দায়িত্ব সে (মানুষ) নিজের কাঁধে তুলিয়া লইল; সে গচ্ছিত বিশ্বাস ভঙ্গ করিল। 'যালেম'-এর মাত্রাধিক্য বুঝাইতে 'যালূম' শব্দ ব্যবহৃত যাহার অর্থ অতিমাত্রায় অত্যাচারকারী। 'যালামা'-এর (কর্তৃবাচ্য হইল যালেম) অর্থঃ সে জিনিষটি ভুল স্থানে রাখিয়াছিল। আর 'যালামাহু' অর্থ সে নিজের উপরে এমন বোঝা চাপাইল, যাহা বহন করিবার শক্তি তাহার নাই। 'জাহেল' শব্দ দ্বারা অবহেলাকারী, বোকা, উদাসীন বুঝায়। আর 'জাহূল' দ্বারা অতিশয় অবহেলাকারী, অতিরিক্ত মাত্রায় উদাসীন ও বদ্ধ বোকা বুঝায় (লেইন)।

মানুষকে প্রকৃতিগতভাবেই বিরাট মেধা ও মহা সামর্থ্য দেওয়া হইয়াছে যাহাতে সে ঐশী-গুণাবলী নিজের মধ্যে আহরণ করিয়া উহা বিকাশ ও প্রকাশ করিতে পারে এবং নিজেকে সৃষ্টিকর্তার প্রতিভূ বানাইতে পারে (২ঃ৩১)। ইহা এমনই এক মহান আমানত ও দায়িত্ব, যাহা বিশ্বচরাচরের মধ্যে একমাত্র মানুষ ছাড়া অন্য কেহই সম্পাদন করার যোগ্যতা রাখে না। অন্যান্য জীব বা বস্তু, ফিরিশ্‌তা, আকাশমালা, পৃথিবী এবং পর্বতমালা এই দায়িত্বের বোঝা বহনে সম্পূর্ণ অক্ষম। তাই ইহা বহন করিতে তাহারা যেন অস্বীকার করিল। তবে মানুষ ইহা বহন করিতে স্বীকৃত হইল। কেননা, ইহা বহনে কেবলমাত্র মানুষই সক্ষম। সে 'যালূম' (নিজের প্রতি অধিক অত্যাচারকারী) ও জাহূল (নিজের প্রতি অবহেলাকারী) হওয়ার যোগ্যতা রাখে। অর্থাৎ সে তাহার সৃষ্টিকর্তার খাতিরে যে কোনও ত্যাগ- তিতিক্ষা ও দুঃখ-কষ্ট বরণ করিতে পারে (যালূম) এবং সে নিজের প্রতি উদাসীন ও অবহেলাকারী (জাহূল) হইতে পারে এই অর্থে যে, দায়িত্ব ও আমানতের বোঝা বহন করিতে যাইয়া সে নিজের স্বার্থ, নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দিতে সক্ষম।

'আল্-আমান' বলিতে কুরআনী শরীয়াত ধরিয়া লইলে এবং 'আল্ ইনসান' বলিতে পূর্ণতম মানব মহানবী (সাঃ)-কে বুঝাইলে, এই আয়াতের অর্থ দাঁড়াইবেঃ আকাশমালা ও পৃথিবীর মাঝে প্রাণী-অপ্রাণী যাহা কিছু আছে, তাহাদের মধ্যে মহা নবী (সাঃ)-ই হইলেন একমাত্র যোগ্য ব্যক্তি যাঁহার উপর পূর্ণতম ও শেষ বিধান কুরআন অবতীর্ণ হইল। কারণ, অন্যান্য মানুষই বলুন বা অন্যান্য অস্তিত্বের কথাই বলুন, তাহাদের কাহারও এতবেশী মহৎ গুণাবলী ছিল না, যাহা এই মহান ও গুরুভার দায়িত্ব পালনের ও সংরক্ষণের জন্য অপরিহার্য ছিল।

'হামালা'র অর্থ বিশ্বাস ভঙ্গ ধরিলে এই আয়াতটির অর্থঃ ঐশী-বিধানের আমানত (বিশ্বাসপূর্ণ গচ্ছিত দায়িত্ব) মানুষের উপরে, পৃথিবীর প্রাণী অপ্রাণী সকলের উপরে এবং আকাশস্থিত সকলের উপরেই ন্যস্ত করা হইল। মানুষ ছাড়া সকলেই বিশ্বাস ভঙ্গ করিতে অস্বীকার করিল। কারণ তাহাদিগকে যে সব বিধানের অধীন করা হইল, তাহারা সেইগুলি বিশ্বস্ততার সহিত মানিয়া চলিল। সমগ্র প্রকৃতি প্রাকৃতিক বিধানের প্রতি বিশ্বস্ত রহিল, ফিরিশতারাও তাহাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য অবনত মস্তকে বিশ্বস্ততার সহিত সম্পাদন করিতে লাগিল (১৬ঃ৫০-৫১)। তবে মানুষই একমাত্র ব্যতিক্রম। তাহাকে ইচ্ছাশক্তি ও বিবেচনা-শক্তি দেওয়া হইয়াছে বলিয়া একমাত্র সে-ই ঐশী বিধানকে অমান্য করে; কেননা সে অন্যায়কারী এবং নিজের দায়িত্ব-কর্তব্যের প্রতি অবহেলাকারী ও উদাসীন। আয়াতটির এই অর্থ ৪১ঃ১২ দ্বারা সমর্থিত।

৩৪-সূরা সাবা
(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণ হওয়ার তারিখ, শিরোনাম এবং প্রসংগ

এই সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ হইয়াছিল । তবে ঠিক কোন সময়ে নাযেল হইয়াছিল, উহার সঠিক তারিখ নিরূপণ করা কঠিন । কোন কোন বিশেষজ্ঞের মতে ইহা মক্কী জীবনের মাঝামাঝি সময়কার সূরা, আবার রডওয়েল এবং নলডিকির মত কোন কোন পণ্ডিত ইহাকে আরো পরে অবতীর্ণ হইয়াছিল বলিয়া মনে করেন । পূর্ববর্তী কয়েকটি সূরার মধ্যেই অন্য ধর্মের উপরে ইসলাম ধর্মের চূড়ান্ত বিজয় সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণীর কথা অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছিল । তবে এই সূরার অব্যবহিত পূর্বের সূরা 'আল্ আহযাবে' এই বিষয়টি বিস্তৃত পরিসরে আলোচিত হইয়াছে, যে, কিভাবে অন্ধকারের সম্মিলিত শক্তি ইসলামকে ধ্বংস করার জঘন্য পরিকল্পনায় সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়, কিভাবে নিতান্ত অসহায় অবস্থার মধ্য দিয়া কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ইসলাম ইহার সম্মান ও প্রতিপত্তি অর্জন করে,এইসব কিছুই উহাতে বলা হইয়াছে । বর্তমান সূরাটিতে বিশেষভাবে মুসলমানদেরকে সতর্ক করা হইয়াছে যাহাতে তাহারা খারাপ আচার-আচরণ হইতে নিজদিগকে বাঁচাইয়া রাখে। কেননা, জাগতিক সম্পদে যখন কোন জাতি প্রাচুর্য অর্জন করে, তখন সাধারণভাবে তাহারা আয়েসী জীবনের দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে । যেহেতু কোন জাতির সহিতই সর্বকালের জন্য আল্লাহ্তা'লার কোন বিশেষ সম্পর্ক নাই, তাই মুসলমানরাও যদি তাহাদের জাগতিক উন্নতি ও প্রাচুর্যের সুষমার মধ্যে পাপ-পঙ্কিল জীবন যাপনে অভ্যস্ত হইয়া পড়ে, তাহা হইলে তাহাদের পূর্ববর্তী— সেবিয়ান বা সুলায়মান (আঃ)-এর পরবর্তী বনী ইসরাঈল জাতির যে অবস্থা হইয়াছিল, মুসলমানদেরকেও সেই একই দুর্ভোগ পোহাইতে হইবে ।

বিষয়বস্তু

সূরাটি প্রথমেই আল্লাহ্র গুণাবলী প্রকাশক বাণী দ্বারা শুরু হইয়াছে, যেমন, 'সকল প্রশংসা আল্লাহ্র, আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সবই তাঁহারই । ইহার তাৎপর্য ইহাই যে, যেহেতু আল্লাহ্তা'লা মহান ও সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী— তাই যাহারা তাঁহার এই আধিপত্যকে অস্বীকার করিবে তাহারা অবশ্যই ব্যর্থ ও নিরাশ হইয়া যাইবে । অতঃপর, বলা হইয়াছে যে, অস্বীকারকারীরা এই প্রতারণাপূর্ণ ধারণায় বিশ্বাসী যে, ইসলামের বাণীকে অস্বীকারজনিত কোন শাস্তিতেই তাহারা নিপতিত হইবে না। যেমন তাহারা বলিয়া থাকে 'আমরা কখনই কিয়ামতের সম্মুখীন হইব না' । তাহাদেরকে সতর্ক করিয়া বলা হইয়াছে যে, তাহাদের বর্তমান মান-সম্মান সব লুপ্ত হইবে এবং তাহাদের শক্তিও খর্ব হইবে, যাহা বাস্তব ক্ষেত্রে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সত্যতার প্রমাণ হিসাবে প্রতিভাত হইবে । অতঃপর সূরাটিতে হযরত দাউদ (আঃ) ও হযরত সুলায়মান (আঃ)- এর রাজত্বকালীন কিছু ঘটনার প্রতি বিস্তৃত আলোকপাত করা হইয়াছে । তাহারা উভয়েই নূতন রাজ্য জয় করিয়া তাহাদের রাজ্য-সীমাকে অনেক দূর পর্যন্ত বাড়াইয়াছিলেন এবং বিদ্রোহী অনেক গোত্রকে বশীভূত করিয়াছিলেন । বস্তুতঃ তাহাদের সময়েই বনী ইসরাঈলীরা তাহাদের শক্তি ও মর্যাদার সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত হইয়াছিল। কিন্তু তাহাদের শক্তি ও প্রতিপত্তির গর্বে তাহারা ক্রমে ক্রমে খারাপ আচার-আচারণের দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে এবং পাপ-পঙ্কিল জীবন যাপন করিতে থাকে। বনী ইসরাঈলের প্রসংগ উল্লেখের পর সূরাটিতে সেবিয়ান জাতির উল্লেখ করা হইয়াছে, যাহারা বনী ইসরাঈলীদের মতই কৃষ্টি ও সভ্যতায় যথেষ্ট অগ্রগতি সাধন করিয়াছিল। কিন্তু তাহারাও বনী ইসরাঈলীদের মত পাপাচারে লিপ্ত হইয়া পড়ে এবং আল্লাহ্র আদেশ-নির্দেশ অমান্য করে, ফলে ঐশী আযাবে নিপতিত হয় এবং প্রবল বন্যার পানিতে ভাসাইয়া তাহাদিগকে ধ্বংস করা হয় ।প্রথমতঃ হযরত দাউদ (আঃ) ও সুলায়মান (আঃ)-এর রাজত্বকালীন বনী ইসরাঈলীদের অগ্রগতি এবং তৎপরে সেবিয়ান জাতির জাগতিক উন্নতির প্রসংগ বর্ণনা এবং পরবর্তীতে উভয়ের ধ্বংস প্রাপ্ত হইবার ঘটনাকে পেশ করিয়া সূরাটিতে আসলে মুসলমানদেরকে একটি সতর্কবাণী শুনানো হইয়াছে । তাহা হইল এই যে, মুসলমানদেরকেও জাগতিক উন্নতির বিভিন্ন উপকরণ প্রদান করা হইবে, কিন্তু তাহাদের এই উন্নতির শিখরে পদার্পণ করিয়া তাহারা যদি বনী ইসরাঈল ও সেবিয়ান জাতির মত নিজেদেরকে আরাম-আয়েসের মধ্যে ডুবাইয়া দেয়, তাহা হইলে ঐ জাতিদ্বয়ের মত তাহাদেরকেও ঐশী আযাব ভোগ করিতে হইবে । অতঃপর, সূরাটিতে ইহার মূল বক্তব্য উপস্থাপিত হইয়াছে অর্থাৎ, কিভাবে ইসলামের বাণী দিন দিন প্রসার লাভ করিবে আর মূর্তি-উপাসকরা এবং তাহাদের মিথ্যা দেবতারা কিভাবে দুর্ভাগ্যজনক অবস্থার সম্মুখীন হইবে । অবিশ্বাসীদেরকে প্রতিদ্বন্দ্বিতার আহ্বান জানাইয়া বলা হইয়াছে যে,তাহারা যেন তাহাদের দেব-দেবীর সাহায্যে ইসলামের ক্রমোন্নতিশীল ধারাকে প্রতিহত করে এবং তাহাদের নিজস্ব মিথ্যা ধ্যান-ধারণার মধ্যে যে ক্রমাবনতি শুরু হইয়াছে উহাকে ঠেকাইয়া রাখে। অবশ্য তাহাদেরকে জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে, পৃথিবীতে এমন কোন শক্তি নাই যাহা এই চলমান অবস্থার উদ্দিষ্ট লক্ষ্যকে বাধা দিতে সক্ষম। তাহারা যেন বস্তু-নিষ্ঠ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে ঘটমান অবস্থার প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে অবহিত হয়, অর্থাৎ তাহাদের পরাজয় এবং ইসলামের বিজয় সম্পর্কে ধারণা লাভ করিতে পারে । তাহাদেরকে প্রকৃতির নিয়ম-কানুনের প্রতি অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করিতে বলা হইয়াছে, যাহার সবকিছুই ইসলামের অনুকূলে কাজ করিয়া

যাইতেছে । অবিশ্বাসীদের এই প্রশ্ন যে 'কখন ইসলামের বিজয় সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা সংঘটিত হইবে ?'- ইহার উত্তরে সূরাটিতে একটি সম্ভাব্য তারিখও নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে । নিদর্শন হিসাবে উক্ত তারিখ শুরু হইবে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর মদীনায় হিজরত করার এক বৎসর পরে, যখন মক্কার কোরায়শরা নবী করীম(সাঃ)-কে নিজ মাতৃভূমি হইতে বহিষ্কার করার শাস্তি হিসাবে এই ঐশী আযাবের সম্মুখীন হইবে । অতঃপর, সূরাটিতে বলা হইয়াছে যে, যখনই পৃথিবীতে কোন ঐশী সংস্কারকের আবির্ভাব হয়, তখন সমাজের সুবিধাবাদী শ্রেণী তাহাদের কায়েমী-স্বার্থ রক্ষার্থে ঐশী আন্দোলনের বিরোধিতা করিয়া থাকে । তাহারা এই ধারণার বশবর্তী হয় যে, নূতন আন্দোলনের ফলে সমাজের দুর্বল শ্রেণীর উপরে তাহাদের যে আধিপত্য রহিয়াছে উহার ভিত্তি দুর্বল হইয়া যাইবে, কেননা এই সব লোক ঐশী আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করিয়া তাহাদের দ্বারা শোষণ ও উৎপীড়নের শিকার হইতে মুক্ত হইয়া যাইবে । তখন আর কিছুতেই তাহাদের উপরে অত্যাচারের স্টীম রোলার চালানো যাইবে না । কাজেই ঐশী আন্দোলন যাহাতে অংকুরেই বিনষ্ট হইয়া যায়, সেইজন্য এইসব লোক চেষ্টার কোন ত্রুটি করে না, এবং যাহারা শোষিত ও নিপীড়িত শ্রেণী, তাহাদেরকে ভয়-ভীতি প্রদর্শন করিয়া তাহাদের দলে থাকিতে বাধ্য করে, যাহাতে তাহাদের সাথে থাকিয়া ঐশী সংস্কারকের বিরোধিতা করা যায় । সূরাটির শেষের দিকে একটি সাধারণ মানদণ্ড বা নির্ণায়ককে তুলিয়া ধরিয়া বলা হইয়াছে যে, ইহার সাহায্যেই ফায়সালা করা যায় যে, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কোন প্রতারক বা উন্মাদ ব্যক্তি নহেন, বরং তিনি আল্লাহ্‌র একজন সত্য নবী । কেননা, একজন প্রতারক কখনই তাহার ঈপ্সিত লক্ষ্য অর্জনে সাফল্য লাভ করে না, বরং পরিণামে তাহার আন্দোলন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। অথচ হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর ধর্মীয় আন্দোলন দিন দিনই সাফল্যের দিকে অগ্রসর হইতেছে । অন্যদিকে, একজন উন্মাদ লোকের পক্ষেও ইহা কখনো সম্ভবপর নহে যে, সে একটি জাতির সামগ্রিক জীবনে একটি বাঞ্ছিত পরিবর্তন সাধন করিবে, যেরূপ বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন নবী করীম (সাঃ) তাঁহার জাতির জীবনে সম্পন্ন করিয়াছেন ।

৩৪-সূরা সাবা

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৫৫ আয়াত এবং ৬ রুকূ আছে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময়।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَ لَهُ الْحَمْدُ فِى الْاٰخِرَةِ ؕ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ ②

২। সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র, আকাশসমূহে যাহা কিছু আছে এবং পৃথিবীতে[২৩৭৫] যাহা কিছু আছে সবই তাঁহার। এবং পরকালেও সকল প্রশংসা তাঁহারই,[২৩৭৬] এবং তিনি পরম সর্বজ্ঞাতা।

يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِى الْاَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيْهَا ؕ وَهُوَ الرَّحِيْمُ الْغَفُوْرُ ③

৩। যাহা কিছু যমীনে প্রবেশ করে এবং যাহা কিছু উহা হইতে নির্গত হয়, এবং যাহা কিছু আকাশ হইতে নাযেল হয় এবং যাহা কিছু উহাতে আরোহণ করে সবই তিনি জানেন;তিনি পরম দয়াময়, অতীব ক্ষমাশীল।

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا تَاْتِيْنَا السَّاعَةُ ؕ قُلْ بَلٰى وَ رَبِّىْ لَتَاْتِيَنَّكُمْ ۙ عٰلِمِ الْغَيْبِ ۚ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِى السَّمٰوٰتِ وَلَا فِى الْاَرْضِ وَلَاۤ اَصْغَرُ مِنْ ذٰلِكَ وَلَاۤ اَكْبَرُ اِلَّا فِىْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ۙ ④

৪। এবং যাহারা কুফরী করিয়াছে তাহারা বলে, 'আমাদের উপর (ধ্বংসের) নির্ধারিত মুহূর্ত আসিবে না।' তুমি বল, 'না, বরং আমার প্রতিপালকের কসম! যিনি সমস্ত অদৃশ্য বিষয় সম্যক জ্ঞাত, উহা তোমাদের উপর নিশ্চয় আসিবে। আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে অবস্থিত কোন পরমাণু পরিমাণ বস্তুও অথবা উহা হইতে ক্ষুদ্রতর অথবা উহা হইতে বৃহত্তর বস্তুও আল্লাহ্‌ হইতে গোপন নহে, বরং সব কিছুই সুস্পষ্ট কিতাবে লিখা আছে,[২৩৭৭]

২৩৭৫। কুরআনের পাঁচটি সূরা যথা ১ম, ৬ষ্ঠ, ১৮শ, ৩৫তম ও বর্তমান আলোচ্য সূরা,'সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র' বাক্য দ্বারা সূচিত হইয়াছে। এই সূরাগুলির প্রত্যেকটিই প্রত্যক্ষ ভাবে কিংবা আকার-ইঙ্গিতে, আল্লাহ্‌র প্রভুত্ব, সর্বশক্তিমানতা ও মাহাত্ম্য নিয়া আলোচনা করিয়াছে।

২৩৭৬। 'পরকালেও সকল প্রশংসা তাঁহারই' বাক্যটি দ্বারা ইসলামের সাময়িক পতনের পরে, ইহা পুনরায় যখন বিজয় মাল্যে ভূষিত হইবে, সেই সময়ের কথা এখানে বলা হইয়াছে। সূরা 'সাজদাহ্‌'র আয়াতের বিষয়-বস্তুর প্রতি এখানে ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে। ইহার তাৎপর্য এই যে, কোন নির্দিষ্ট যুগে কি ধরণের শিক্ষা প্রয়োজন, তাহা একমাত্র আল্লাহ্‌ই জ্ঞাত আছেন। তেমনিভাবে, তাঁহার প্রেরিত শিক্ষা মানুষের হাতে পড়িয়া গ্লানি-প্রাপ্ত ও বিকৃত হইয়া গেলে, তাহা কখন আকাশে উঠাইয়া নেওয়া প্রয়োজন তাহাও তিনি ভালভাবে জানেন। যেরূপভাবে পৃথিবীর দূষিত পানিকে বাষ্পের আকারে আকাশে উত্তোলন করিয়া পরিস্রুত করতঃ পুনরায় বৃষ্টির আকারে তিনি তাহা আবার পৃথিবীতে পাঠাইয়া দেন, শিক্ষার ব্যাপারেও তিনি তদ্রূপই করিয়া থাকেন। 'যাহা কিছু যমীনে প্রবেশ করে এবং যাহা কিছু উহা হইতে নির্গত হয়' এই বাক্যাংশের তাৎপর্য এইরূপও হইতে পারে— মানুষ যাহা বপন করে তাহাই ফসল হিসাবে কাটে। ভালকাজ ভাল ফলোৎপাদন করে,আর মন্দ কাজ মন্দ পরিণামের দিকে লইয়া যায়। এই আয়াতের আরও একটি তাৎপর্য হইতে পারে— আল্লাহ্‌ বিশেষ বিশেষ ও সাধারণ ঘটনাবলীর প্রত্যেকটি সম্বন্ধে জ্ঞাত— কোন্ জাতির কখন উত্থান হইবে আর কখন পতন ঘটিবে, এই সবকিছুই তাঁহার জানা আছে।

২৩৭৭। পূর্ববর্তী আয়াতের বিষয়টি এই আয়াতে আরও উন্নত ও বিস্তৃত আকারে ব্যক্ত করা হইয়াছে। বিষয়টি হইল,ভালই হউক আর মন্দই হউক, কোন কাজই ফলহীন হয় না। তাই, অবিশ্বাসীদিগকে সাবধান করা হইতেছে যে, ইসলামের প্রতি তাহাদের বিরোধিতা এবং মুসলমানদের প্রতি তাহাদের অত্যাচারের শাস্তি তাহাদিগকে ভুগিতেই হইবে।

لِيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ؕ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ ۝٥

৫। যেন তিনি তাহাদিগকে প্রতিদান দেন যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং সৎকর্ম করিয়াছে। ইহারাই ঐ সকল লোক যাহাদের জন্য ক্ষমা এবং সম্মানজনক রিয্‌ক নির্ধারিত আছে।'

وَالَّذِيْنَ سَعَوْ فِيْٓ اٰيٰتِنَا مُعٰجِزِيْنَ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّنْ رِّجْزٍ اَلِيْمٌ ۝٦

৬। কিন্তু যাহারা (আমাদিগকে) আমাদের নিদর্শনাবলীর ব্যাপারে ব্যর্থ করিবার চেষ্টা করে তাহারাই সেই সকল লোক যাহাদিগকে নিকৃষ্ট প্রকারের যন্ত্রণাদায়ক আযাব দেওয়া হইবে।

وَيَرَى الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ هُوَ الْحَقَّ ۙ وَيَهْدِيْٓ اِلٰى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ۝٧

৭। এবং যাহাদিগকে জ্ঞান দান করা হইয়াছে তাহারা প্রত্যক্ষ করিতেছে যে, তোমার প্রতিপালকের তরফ হইতে তোমার প্রতি যাহা নাযেল করা হইতেছে ইহা সত্য এবং ইহা মহা পরাক্রমশালী, অতীব প্রশংসাময় সত্তার পথের দিকে পরিচালিত করিতেছে।

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلٰى رَجُلٍ يُّنَبِّئُكُمْ اِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ ۙ اِنَّكُمْ لَفِيْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ ۝٨

৮। এবং যাহারা কুফরী করিয়াছে তাহারা বলে, (হে লোক সকল!) 'আমরা কি তোমাদিগকে এমন এক ব্যক্তির সন্ধান দিব যে তোমাদিগকে এই সংবাদ দিয়া বেড়ায় যে, যখন তোমাদিগকে সম্পূর্ণরূপে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দেওয়া হইবে, তখন নিশ্চয় তোমরা আবার নতুন সৃষ্টির আকারে উত্থিত হইবে?

اَفْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَمْ بِهٖ جِنَّةٌ ؕ بَلِ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلٰلِ الْبَعِيْدِ ۝٩

৯। সে কি আল্লাহ্‌র নামে মিথ্যা রটনা করিতেছে অথবা সে উন্মাদ? না, বরং যাহারা পরকালের উপর ঈমান আনে না তাহারা আযাব এবং ঘোর বিভ্রান্তির মধ্যে পড়িয়া আছে।

اَفَلَمْ يَرَوْا اِلٰى مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ ؕ اِنْ نَّشَاْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْاَرْضَ اَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِّنَ السَّمَآءِ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيْبٍ ۝١٠ ع ١٠ ٧

১০। তাহারা কি আকাশ ও পৃথিবীর সেই সকল জিনিষের প্রতি লক্ষ্য করিয়া দেখে নাই, যাহা তাহাদের সম্মুখে এবং তাহাদের পশ্চাতে (তাহাদিগকে পরিবেষ্টন করিয়া) আছে? আমরা ইচ্ছা করিলে তাহাদিগকে ভূগর্ভে পুঁতিয়া দিতে পারি অথবা আকাশের কিছু খণ্ড তাহাদের উপর ফেলিয়া দিতে[২৩৭৮] পারি। নিশ্চয় ইহাতে (আল্লাহ্‌র প্রতি) প্রত্যেক বিনয়ী বান্দার জন্য নিদর্শন আছে। [১০/৭]

২৩৭৮। "আমরা ইচ্ছা করিলে তাহাদিগকে ভূগর্ভে পুঁতিয়া দিতে পারি"— বাক্যটি পার্থিব-নিদর্শনের জন্য এবং "আমরা আকাশের কিছু খণ্ড তাহাদের উপর ফেলিয়া দিতে পারি" ঐশী নিদর্শনের জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে।

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا دَاوٗدَ مِنَّا فَضْلًا ؕ يٰجِبَالُ اَوِّبِيْ مَعَهٗ وَالطَّيْرَ ۚ وَاَلَنَّا لَهُ الْحَدِيْدَ ۙ﴿۱۱﴾

১১। এবং নিশ্চয় আমরা দাউদকে আমাদের তরফ হইতে বিশেষ অনুগ্রহ দান করিয়াছিলাম (এবং বলিয়াছিলাম) 'হে পর্বত সকল[২৩৭৮-ক]! তোমরা তাহার সঙ্গে[২৩৭৮-খ] (আল্লাহ্‌র) পুনঃপুনঃ গুণ কীর্তন কর, এবং হে পক্ষীকুল তোমরাও।' এবং আমরা তাহার জন্য লোহাকে নরম করিয়া দিয়াছিলাম।[২৩৭৯]

اَنِ اعْمَلْ سٰبِغٰتٍ وَّقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا ؕ اِنِّيْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿۱۲﴾

১২। (এবং বলিয়াছিলাম যে,) 'তুমি পূর্ণ লম্বাকৃতির বর্ম প্রস্তুত কর এবং (উহার) আংটা বুননে পরিমিত মাপ রাখ। এবং (হে দাউদের সঙ্গীগণ!) তোমরা সৎকর্ম কর; তোমরা যাহা কিছু করিতেছ তৎসম্বন্ধে নিশ্চয় আমি সম্যক দ্রষ্টা।'

وَلِسُلَيْمٰنَ الرِّيْحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَّرَوَاحُهَا شَهْرٌ ۚ وَاَسَلْنَا لَهٗ عَيْنَ الْقِطْرِ ؕ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَّعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِاِذْنِ رَبِّهٖ ؕ وَمَنْ يَّزِغْ مِنْهُمْ عَنْ اَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيْرِ ﴿۱۳﴾

১৩। এবং সুলায়মানের জন্য এমন বায়ু (প্রবাহিত করিয়াছিলাম) যাহার সকালের গতি এক মাসের (সফরের) সমান এবং সন্ধ্যার গতিও এক মাসের (সফরের) সমান হইত। এবং আমরা তাহার জন্য গলিত তামার ঝরণা প্রবাহিত করিয়াছিলাম। এবং একদল জিন্নকেও তাহার অধীন করিয়াছিলাম, যাহারা তাহার প্রতিপালকের আদেশে তাহার অনুগত হইয়া কাজ করিত।[২৩৮০] এবং (বলিয়াছিলাম যে,) তাহাদের মধ্য হইতে যে কেহ আমাদের আদেশ হইতে মুখ ফিরাইয়া লইবে, আমরা তাহাকে প্রজ্জ্বলিত আগুনের আযাব ভোগ করাইব।

يَعْمَلُوْنَ لَهٗ مَا يَشَآءُ مِنْ مَّحَارِيْبَ وَتَمَاثِيْلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُوْرٍ رّٰسِيٰتٍ ؕ اِعْمَلُوْٓا اٰلَ دَاوٗدَ شُكْرًا ؕ وَقَلِيْلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُوْرُ ﴿۱۴﴾

১৪। সে (সুলায়মান) যাহা চাহিত তাহারা তাহার জন্য উহাই নির্মাণ করিত যথা ঃ ইবাদতখানাসমূহ, ঢালাইকরা প্রতিমূর্তিসমূহ, পুকুর সদৃশ গামলাসমূহ[২৩৮১] এবং সর্বদা (চুল্লিতে) রাখা বড় বড় ডেগসমূহ। (আমরা বলিয়াছিলাম) হে দাউদের বংশধর! 'তোমরা শোকর গুযারীর সহিত কাজ করিয়া যাও;' কিন্তু আমার বান্দাগণের মধ্যে অল্প লোকই শোকরগুযার।

২৩৭৮-ক। এখানে 'পর্বতসমূহ' বলিতে পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসকারী গোত্রগুলিকে বুঝাইয়াছে। এইরূপ প্রকাশ-ভঙ্গীর জন্য ১২ঃ৮৩ দেখুন।

২৩৭৮-খ। ১৯০৭ টীকা দেখুন।

২৩৭৯। "এবং আমরা তাহার জন্য লোহাকে নরম করিয়াছিলাম"— বাক্যটি দ্বারা এই কথাই প্রকাশ করা হইয়াছে যে, লোহা গলাইয়া যুদ্ধাস্ত্র তৈরী করার শিল্প হযরত দাউদ (আঃ)-এর সময় যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছিল। বর্ম বানাইতে তিনি ইহা মুক্তভাবে ব্যবহার করিতেন, একথা পরবর্তী আয়াত হইতে বুঝা যায়।

২৩৮০। হযরত সুলায়মানের রাজ্য একদিকে উত্তরে সিরিয়া হইতে ভূমধ্যসাগরের পূর্ব-উপকূল বাহিয়া একেবারে লোহিত সাগর পর্যন্ত এবং অপরদিকে আরব সাগর হইতে পারস্য-উপসাগর পর্যন্ত এলাকা জুড়িয়া বিস্তৃত ছিল। বস্তুতঃ ইসরাঈলী সাম্রাজ্য হযরত সুলায়মানের সময়ে সম্পদে, শক্তিতে, ধনে-জনে ও মানে-মর্যাদায় চরম উন্নতি লাভ করিয়াছিল। এই আয়াতে ব্যবহৃত 'রীহ্' শব্দটির অর্থ হইল ক্ষমতা ও বিজয় (লেইন)। এই আয়াত দ্বারা ইহাও বুঝা যায় যে, হযরত সুলায়মানের বিরাট সমুদ্রগামী বাণিজ্য-বহর ছিল (১ রাজাবলি-৯ঃ ২৬-২৮ এবং যিউ এনসাই ১১শ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৩৭); শিল্প ও কারিগরি বিদ্যা তাঁহার আনুকূল্যে অনেক প্রসার লাভ করিয়াছিল। তিনি জংলী বিদ্রোহী পার্বত্য জাতিগুলিকে সম্পূর্ণ পরাভূত করিয়া, তাহাদিগকে রাজ্যের অনেক কাজ-কর্মে লাগাইয়াছিলেন (২ বংশাবলী-৪ঃ ১-২ এবং ২ঃ১৮)।

২৩৮১ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَىٰ مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتَهُ ۖ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ ﴿١٤﴾

১৫। অতঃপর যখন আমরা তাহার মৃত্যু ঘটাইলাম তখন তাহাদিগকে তাহার মৃত্যুর খবর দিল কেবল মাটির একটি পোকা,[২৩৮২] যাহা তাহার (রাজ-) দণ্ডটি খাইতেছিল। অতঃপর যখন উহা পড়িয়া গেল তখন জিন্নগণ স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারিল যে, তাহারা যদি অদৃশ্যের জ্ঞান রাখিত, তাহা হইলে তাহারা লাঞ্ছনাজনক আযাবে পড়িয়া থাকিত না।[২৩৮৩]

لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ ۖ جَنَّتَانِ عَن يَمِينٍ وَشِمَالٍ ۖ كُلُوا مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ ۚ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ ﴿١٥﴾

১৬। সাবার জন্য তাহাদের নিজ আবাস ভূমিতে এক নিদর্শন বিদ্যমান[২৩৮৩-ক] ছিল— (তাহাদের) দুইটি বাগান ছিল, একটি ছিল ডান দিকে, অপরটি ছিল বাম দিকে (আমরা বলিয়াছিলাম) 'তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের দেওয়া রিযক হইতে খাও এবং তাঁহার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। (তোমাদের শহর) একটি সুন্দর শহর এবং (তোমাদের) প্রতিপালক অতীব ক্ষমাশীল।'

فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُم بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ ﴿١٦﴾

১৭। কিন্তু তাহারা মুখ ফিরাইয়া লইল, তখন আমরা তাহাদের উপর এক প্রবল ধ্বংসকারী[২৩৮৪] প্লাবন পাঠাইলাম। এবং তাহাদিগকে তাহাদের সেই উত্তম দুইটি বাগানের পরিবর্তে বিস্বাদ ফল, ঝাউ এবং অল্প কিছু কুল বৃক্ষ বিশিষ্ট দুইটি বাগান দান করিলাম।

২৩৮১। একজন সম্পদশালী, শক্তিধর, সুসভ্য, রাজ্যাধিপতি হওয়া ছাড়াও, হযরত সুলায়মান ছিলেন ইসরাঈলী শাসকদের মধ্যে একজন অনুপম নির্মাণবিদ্। নির্মাণশাস্ত্রে তাঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতায় নির্মাণ-শিল্প খুব উন্নতি সাধন করিয়াছিল। জেরুযালেমের উপসনালয়টি স্থাপত্য-ক্ষেত্রে তাঁহার অত্যুচ্চ রুচি-বোধের পরিচয় বহন করে।

২৩৮২। হযরত সুলায়মানের পুত্র ও উত্তরাধিকারী রহবিয়াম, যাহার দুর্বল ও অযোগ্য শাসনের ফলে, হযরত সুলায়মানের এত বড় ও এত শক্তিশালী রাজ্য টুকরা টুকরা হইয়া গেল (১ রাজাবলী- ১২-১৪, এবং এনসাই, 'রহবিয়াম' বিষয়)।

২৩৮৩। হযরত সুলায়মানের রাজ্য রহবিয়ামের সময়ে ভাঙ্গিয়া টুকরা টুকরা হইয়া গেল।

২৩৮৩-ক। ২৭ঃ২৩ আয়াতে উল্লেখিত হইয়াছে যে, সানা হইতে প্রায় তিন দিনের পথ দূরে ইয়েমেনের একটি শহর ছিল সাবা। সানাকে মাআরিবও বলা হইত। পুরাতন বিধানে এবং গ্রীক, রোমান ও আরবী সাহিত্যে, বিশেষভাবে দক্ষিণ আরবের খোদিত লিপিগুলিতে এই শহরের নামটির উল্লেখ প্রায়শঃ দৃষ্ট হইয়াছে। সাবার অধিবাসীদিগকে আল্লাহ্‌তা'লা বহু বহু আশীর্বাদে ভূষিত করিয়াছিলেন। সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে তাহাদের জীবন পূর্ণ ছিল। তাহারা উন্নত ও সভ্য ছিল। সেচ ব্যবস্থা ও বাঁধ নির্মাণ দ্বারা নদ-নদীর সদ্ব্যবহার করিয়া সারা দেশকে তাহারা বাগানে পরিণত করিয়াছিল। কৃষি-কর্মে সুবিধার জন্য এই খাল ও বাঁধের মধ্যে 'মাআরিবের বাঁধ' অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ছিল (এনসাই অব ইসলাম, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১৬)। ফারওয়াহ বিন মালিকের বর্ণিত একটি হাদীসের উল্লেখ করিয়া তিরমিযী বলিয়াছেন যে, হযরত নবী করীম (সাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হইল, সাবা কোন দেশের বা কোন মেয়েলোকের নাম কিনা। মহানবী (সাঃ) বলিলেন- ইহা কোন দেশেরও নাম নয় বা কোন স্ত্রীলোকের নামও নয়। ইহা ইয়েমেনের একজন লোকের নাম যাহার দশজন পুত্র ছিল। ছয়জন পুত্র ইয়েমেনেই থাকিয়া গেল আর চারিজন সিরিয়াতে গিয়া সেখানেই স্থায়ীভাবে রহিয়া গেল (তাজ)।

২৩৮৪। 'আরিম' অর্থ উপত্যকায় স্রোতধারার উপর নির্মিত বাঁধ; একটি বহমান জলস্রোত যাহার গতি রোধ করা হয় না; ভয়াবহ প্লাবন সৃষ্টিকারী বৃষ্টি (লেইন)। প্রবল বন্যা আসিয়া মা'আরিবের বাঁধকে ভাসাইয়া নিল। বহুদূর ব্যাপিয়া চতুর্দিকের সবকিছু বন্যার তোড়ে ধ্বংস হইয়া গেল। অথচ সাবাবাসীদের উন্নতির মূলে ছিল এই বাঁধই। সুন্দর সুন্দর কুঞ্জবন, মনোরম বাগান, মনমাতানো স্রোতস্বিনী ও মহান শিল্প-কর্মগুলি পরিত্যক্ত আবর্জ্জনার স্তূপে পরিণত হইল। এই বাঁধটি ছিল দুই মাইল দীর্ঘ এবং এক শত বিশ ফুট উঁচু। প্রথম বা দ্বিতীয় খৃষ্টীয় শতাব্দীতে এই ধ্বংস লীলা সংঘটিত হইয়াছিল (পামার)।

ذٰلِكَ جَزَيْنٰهُمْ بِمَا كَفَرُوْا ۭ وَهَلْ نُجٰزِيْٓ اِلَّا الْكَفُوْرَ ۝١٧

১৮ । আমরা তাহাদিগকে তাহাদের অকৃজ্ঞতার দরুন এই প্রতিফল দিয়াছিলাম,এবং আমরা কেবল অকৃতজ্ঞ লোকদিগকেই এইরূপ প্রতিফল দিয়া থাকি ।

وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِيْ بٰرَكْنَا فِيْهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَّقَدَّرْنَا فِيْهَا السَّيْرَ ۭ سِيْرُوْا فِيْهَا لَيَالِيَ وَاَيَّامًا اٰمِنِيْنَ ۝١٨

১৯ । এবং আমরা তাহাদের মধ্যে এবং সেই সকল জনপদের মধ্যে যেগুলিতে আমরা বরকত নাযেল করিয়াছিলাম,অন্য বহু জনপদ আবাদ করিয়াছিলাম যেগুলি দৃশ্যমান (পরস্পর মুখোমুখী এবং সন্নিকটবর্তী) ছিল এবং আমরা ঐগুলির মধ্যে[২৩৮৫] সফরকে সংক্ষিপ্ত ও সহজ করিয়াছিলাম (এবং বলিয়াছিলাম যে,) 'তোমরা উহাতে দিবা-রাত্রি নিরাপদে সফর কর ।'

فَقَالُوْا رَبَّنَا بٰعِدْ بَيْنَ اَسْفَارِنَا وَظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ فَجَعَلْنٰهُمْ اَحَادِيْثَ وَمَزَّقْنٰهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ ۝١٩

২০ । কিন্তু তাহারা (আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞতা করার পরিবর্তে) বলিল, 'হে আমাদের প্রতিপালক ! তুমি আমাদের সফরগুলির মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি করিয়া দাও ।' এবং তাহারা নিজেদের প্রাণের উপর যুলুম করিল; সুতরাং আমরা তাহাদের নাম মুছিয়া দিয়া তাহাদিগকে অতীতের কাহিনীতে পরিণত করিয়া দিলাম এবং তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিলাম ।[২৩৮৬] নিশ্চয় ইহাতে প্রত্যেক ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞ বান্দার জন্য বহু নিদর্শন আছে ।

وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ اِبْلِيْسُ ظَنَّهٗ فَاتَّبَعُوْهُ اِلَّا فَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝٢٠

২১ । এবং ইবলীস তাহাদের সম্বন্ধে তাহার ধারণাকে সত্য প্রমাণিত করিল,[২৩৮৭] সুতরাং মো'মেনগণের এক দল ব্যতিরেকে তাহারা তাহার অনুসরণ করিল,

---

২৩৮৫ । 'যে (জনপদ)গুলিতে আমরা বরকত নাযেল করিয়াছিলাম' বলিতে জেরুযালেমের শহরগুলিকে বুঝাইয়াছে । হযরত সুলায়মানের শাসনকার্যের কেন্দ্রস্থল ছিল ঐ শহর-গুচ্ছ। এইগুলির সহিত সাবাবাসীদের অর্থনৈতিক লেন-দেন ও লাভজনক ব্যবসা-বাণিজ্য চলিত । 'যে (জনপদ) গুলি দৃশ্যমান (পরস্পর মুখোমুখী ও সন্নিকটবর্তী) ছিল' বলিতে বুঝ যায় যে, শহরগুলি এমন কাছাকাছি ছিল যে, একটি হইতে অপরটি দৃষ্টিগোচর হইত । এই বাক্যাংশের মর্মার্থ 'বড় বড়, সুপ্রসিদ্ধ শহরাদি'ও হইতে পারে, যেগুলি ইয়েমেন হইতে সিরিয়া ও জেরুযালেম পর্যন্ত বিস্তৃত সুদীর্ঘ পথের মধ্যে অবস্থিত ছিল । এই পথে যাতায়াত ও চলাফেরা ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ও নিরাপদ । মুইর-এর মতে ইয়েমেন হইতে সিরিয়া পর্যন্ত যাত্রাপথে, হাযারমাওত হইতে আইলা নামক স্থান পর্যন্ত, ৭০টি সুন্দর ও উপযুক্ত থামিবার স্থান ছিল । এই সুদীর্ঘ সড়ক পথটি ছিল দুই পার্শ্বে বৃক্ষ-রাজি দ্বারা সুশোভিত ও ছায়া ঘেরা নিরবচ্ছিন্ন চলার নিরাপদ রাস্তা।

২৩৮৬ । সাবাবাসীদের মুখের এই কথাগুলি ঐশী আদেশাবলীর প্রতি তাহাদের উদাসীনতা ও অবাধ্যতাকে চিত্রিত করিয়াছে । কৃতজ্ঞতাকে ছাড়িয়া কৃতঘ্নতার পথে অগ্রসর হওয়ার কারণে তাহাদের দুর্দিন ও দুর্দশা ঘনাইয়া আসিল । সম্পদ আহরণের ও অহোরাত্র চলার এই দীর্ঘ পথ পরিত্যক্ত ও জনহীন হইয়া গেল । 'আমাদের সফরগুলির মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি করিয়া দাও' এই বাক্যটির তাৎপর্য হইল পথি-পার্শ্বে বহু শহর-বন্দর ও মঞ্জিল ধ্বংস হইয়া যাওয়ার ফলে থামিবার এক মঞ্জিল হইতে অন্য মঞ্জিলের দূরত্ব অনেক বাড়িয়া গেল ও নিরাপত্তা কমিয়া গেল ।

২৩৮৭ । সাবার অধিবাসীরা নিজেদের কুকর্মের দ্বারা শয়তানের ধারণাকে সত্যায়িত করিল । শয়তান সাবার লোকদের সম্বন্ধে এই ধারণা পোষণ করিয়াছিল যে, সে তাহাদিগকে বিপথগামী করিতে পারিবে । দুষ্ট লোক ও তাহাদের দুষ্কর্মের সম্বন্ধে শয়তানের এই ধারণার কথা ১৭ঃ৬৩ আয়াতে উল্লেখ আছে । সেখানে শয়তানকে এই কথা বলিতে দেখা যায় যে, অল্প সংখ্যক ছাড়া, (আদমের) বংশধরকে সে ধ্বংস করিয়া ছাড়িবে ।

وَمَا كَانَ لَهٗ عَلَيْهِمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُّؤْمِنُ بِالْاٰخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِيْ شَكٍّ ؕ وَرَبُّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيْظٌ ﴿٢١﴾ ع ٢ ١٢ ٨

২২। অথচ তাহাদের উপর তাহার কোন আধিপত্য ও ক্ষমতা ছিল না;[২৩৮৮] কিন্তু ইহা এই জন্য যেন আমরা পরকালের উপর ঈমান আনয়নকারীদিগকে ঐ সকল লোক হইতে স্বতন্ত্ররূপে প্রকাশ করিয়া দিই যাহারা পরকাল সম্বন্ধে সন্দেহে পড়িয়া আছে। বস্তুতঃ তোমার প্রতিপালক প্রত্যেক বস্তুর উপর হিফাযতকারী।

[১২] ২ ৮

قُلِ ادْعُوا الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۚ لَا يَمْلِكُوْنَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمٰوٰتِ وَلَا فِي الْاَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيْهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَّمَا لَهٗ مِنْهُمْ مِّنْ ظَهِيْرٍ ﴿٢٢﴾

২৩। তুমি বল, 'তোমরা আল্লাহ্ ছাড়া যাহাদিগকে (মা'বূদ বলিয়া) মনে কর, তাহাদিগকে তোমরা (সাহায্যার্থে) আহ্বান কর। তাহারা আকাশসমূহে এবং পৃথিবীতে কোথায়ও অণু পরিমাণ বস্তুরও মালিক নহে, এবং এতদুভয়ের (সত্বাধিকারের) মধ্যে তাহাদের কোন অংশ নাই এবং তাহাদের মধ্য হইতে কেহ তাঁহার সাহায্যকারী নাই।'[২৩৮৯]

وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهٗۤ اِلَّا لِمَنْ اَذِنَ لَهٗ ؕ حَتّٰۤى اِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوْبِهِمْ قَالُوْا مَاذَا ۙ قَالَ رَبُّكُمْ ؕ قَالُوا الْحَقَّ ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ ﴿٢٣﴾

২৪। এবং তাঁহার দরবারে ঐ ব্যক্তির শাফায়াত (সুপারিশ) ব্যতীত, যাহাকে আল্লাহ্ (কাহারও জন্য শাফায়াত করার) অনুমতি দান করিবেন, কাহারও শাফায়াত ফলপ্রসূ হইবে না;[২৩৮৯-ক] এমন কি (যাহারা শাফায়াতের অনুমতি পাইবে) যখন তাহাদের অন্তর[২৩৯০] হইতে ভয় দূরীভূত হইবে, তখন অন্য লোক[২৩৯১] তাহাদিগকে বলিবে, 'তোমাদের প্রতিপালক এখন তোমাদিগকে কি বলিয়াছেন?' তাহারা[২৩৯২] বলিবে, 'তিনি সত্যই বলিয়াছেন,' বস্তুতঃ তিনি উচ্চ মর্যাদাশালী, অতি মহান।

قُلْ مَنْ يَّرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ قُلِ اللّٰهُ ۙ وَاِنَّاۤ اَوْ اِيَّاكُمْ لَعَلٰى هُدًى اَوْ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٢٤﴾

২৫। তুমি বল, 'আকাশসমূহ ও পৃথিবী হইতে কে তোমাদিগকে রিয্‌ক দেয়?' তুমি বল, 'আল্লাহ্।' এবং হয় আমরা অথবা তোমরা নিশ্চয় হেদায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত অথবা প্রকাশ্য বিভ্রান্তিতে নিপতিত।'[২৩৯৩]

২৩৮৮। মানুষের উপর শয়তানের কোন আধিপত্য নাই। মানুষ স্বীয় ভ্রান্ত-বিশ্বাস ও অসৎ কাজের দ্বারা নিজেই নিজের আধ্যাত্মিক ধ্বংস ডাকিয়া আনে।

২৩৮৯। অবিশ্বাসীদিগকে চ্যালেঞ্জ দেওয়া হইতেছে যে, তাহারা তাহাদের সকল দেব-দেবীকে ইসলামের বিরুদ্ধে আহ্বান করিয়াও ইসলামের উন্নতি ও প্রসার রোধ করিতে পারিবে না। ইসলামের অগ্রগতি ও বিস্তৃতির গতি রোধ করা তাহাদের সাধ্যাতীত। সত্য কথা এই যে, পৃথিবীতে এমন কোন শক্তি নাই, যাহা ইসলামের সম্প্রসারণ ঠেকাইতে পারে।

২৩৮৯-ক। হযরত নবী করীম (সাঃ)-ই একমাত্র ব্যক্তি যিনি 'শাফায়াতকারী'। বাক্যটির অর্থাৎ এইরূপ হইতে পারে—ঐ ব্যক্তি যাহার সম্বন্ধে শাফায়াত করার অনুমতি আল্লাহ্‌তা'লা দিয়াছেন।

২৩৯০। শাফায়াতকারীগণের হৃদয়।

২৩৯১। শাস্তিযোগ্য পাপীগণ।

২৩৯২। শাফায়াতকারীগণ অথবা নবীগণ।

২৩৯৩। আমরা (বিশ্বাসীগণ) যেমন সৎপথ প্রাপ্ত, তোমরা (হে অবিশ্বাসীগণ) তেমনি ভ্রান্তিতে নিপতিত।

قُلْ لَّا تُسْـَٔلُوْنَ عَمَّآ اَجْرَمْنَا وَلَا نُسْـَٔلُ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿٢٦﴾

২৬ । তুমি বল, 'আমরা যে অপরাধ করিয়াছি সেই সম্বন্ধে তোমরা জিজ্ঞাসিত হইবে না, এবং তোমরা যে কার্যকলাপ করিতেছ সেই সম্বন্ধে আমরাও জিজ্ঞাসিত হইব না ।'

قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ ؕ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيْمُ ﴿٢٧﴾

২৭ । তুমি বল, 'আমাদের প্রতিপালক আমাদিগের সকলকে একত্রিত করিবেন; অতঃপর তিনি সত্য ও ন্যায়ের সহিত আমাদের উভয়ের মধ্যে ফয়সালা করিবেন;[২৩৯৪] বস্তুতঃ তিনি সর্বাপেক্ষা উত্তম ফয়সালাকারী, সর্বজ্ঞানী ।'

قُلْ اَرُوْنِيَ الَّذِيْنَ اَلْحَقْتُمْ بِهٖ شُرَكَآءَ كَلَّا ؕ بَلْ هُوَ اللّٰهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٢٨﴾

২৮ । তুমি বল, 'তোমরা আমার সামনে তাহাদিগকে আন যাহাদিগকে শরীক করিয়া তোমরা তাঁহার সঙ্গে মিলাইতেছ;' ইহা কখনও হইতে পারে না, বরং আল্লাহ্‌ই মহা পরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময় ।

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٢٩﴾

২৯ । এবং আমরা তোমাকে বিনাব্যতিক্রমে সমগ্র মানব জাতির জন্য সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করিয়াছি;[২৩৯৫] কিন্তু অধিকাংশ লোক তাহা জানে না ।

وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٣٠﴾

৩০ । এবং তাহারা বলিতেছে যে, যদি তোমরা সত্যবাদী হও তাহা হইলে বল, 'এই প্রতিশ্রুতি কখন পূর্ণ হইবে ?'

قُلْ لَّكُمْ مِّيْعَادُ يَوْمٍ لَّا تَسْتَاْخِرُوْنَ عَنْهُ سَاعَةً وَّلَا تَسْتَقْدِمُوْنَ ﴿٣١﴾ ع

৩১ । তুমি বল, 'তোমাদের জন্য একদিনের মিয়াদ নির্ধারিত আছে,[২৩৯৬] যাহা হইতে তোমরা এক মুহূর্ত পশ্চাতেও থাকিতে পারিবে না এবং এক মুহূর্ত সম্মুখেও যাইতে পারিবে না ।'

[৩ ৭]

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ بِهٰذَا الْقُرْاٰنِ وَلَا بِالَّذِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ ؕ وَلَوْ تَرٰٓى اِذِ الظّٰلِمُوْنَ مَوْقُوْفُوْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضِ ِۨالْقَوْلَ ۚ يَقُوْلُ

৩২ । এবং যাহারা কুফরী করিয়াছে তাহারা বলে, 'আমরা এই কুরআনের উপর কখনও ঈমান আনিব না, এবং উহার উপরও (ঈমান আনিব) না যাহা ইহার সম্মুখে আছে ।' এবং তুমি যদি (সেই সময়কে) দেখিতে পাইতে যখন যালেমদিগকে তাহাদের প্রতিপালকের সম্মুখে দণ্ডায়মান করা হইবে, তখন তাহারা একে অপরের সহিত বিতর্ক করিবে; যাহাদিগকে দুর্বল

২৩৯৪ । এই আয়াতটিতে মক্কা-বিজয়ের ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত রহিয়াছে বলিয়া সাধারণতঃ মনে করা হয় । মক্কা-বিজয়ে ইহা সন্দেহাতীতরূপে প্রমাণিত হইয়া গিয়াছিল যে, মুসলমান ও অবিশ্বাসী দলের মধ্যে, কোন্ দল 'সত্য পথে পরিচালিত' আর কোন্ দল 'মিথ্যা পথাবলম্বী' । এই মহা বিজয়ের পরেই, মুসলমান ও প্রতিপক্ষ, এই উভয়দলের মধ্যে মনের মিলন সম্পন্ন হইয়াছিল ।

২৩৯৫ । কুরআনে একথা বার বার ঘোষণা করা হইয়াছে যে, মহানবী (সাঃ)-কে পৃথিবীর বিলুপ্তি সময় পর্যন্ত সর্বমানবের জন্য 'রসূল' (প্রেরিত পুরুষ) রূপে পাঠানো হইয়াছে । ২১ঃ১০৮, ২৫ঃ২ দেখুন । ইসলামের বাণীই শাশ্বত বাণী, যাহা সর্বমানবের জন্য আসিয়াছে এবং কুরআনই হইতেছে আল্লাহ্‌র বাণীসম্বলিত সর্বশেষ ধর্মগ্রন্থ যাহাতে সর্ব কালের সর্ব মানবের জন্য হেদায়াত রহিয়াছে ।

২৩৯৬ । ইহা বদরের যুদ্ধের দিনকে বুঝাইতে পারে । অথবা ৩২ঃ৬ আয়াতে বর্ণিত দিনকে বুঝাইতে পারে, যাহা এক হাজার বৎসরের সমান বলিয়া উল্লেখিত হইয়াছে। এই হাজার বৎসর অতিক্রমের পর, ইসলাম সত্য ও বিশ্ব-ধর্মরূপে পরিচিত ও গৃহীত হইতে থাকিবে এবং ধীরে ধীরে সারা পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়িবে ।

الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا لَوْلَآ اَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِيْنَ ﴿٣١﴾

মনে করা হইয়াছিল তাহারা অহংকারীদিগকে বলিবে, 'যদি তোমরা না থাকিতে তাহা হইলে আমরা অবশ্যই মো'মেন হইতাম ।[২৩৯৭]

قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا لِلَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْٓا اَنَحْنُ صَدَدْنٰكُمْ عَنِ الْهُدٰى بَعْدَ اِذْ جَآءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُّجْرِمِيْنَ ﴿٣٢﴾

৩৩ । (তখন) যাহারা অহংকার করিয়াছিল তাহারা তাহাদিগকে বলিবে যাহাদিগকে দুর্বল মনে করা হইত, 'আমরা কি তোমাদের নিকট হেদায়াত আসিবার পর তোমাদিগকে উহা হইতে বিরত রাখিয়াছিলাম ? না, বরং তোমরাই অপরাধী ছিলে ।'

وَقَالَ الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا بَلْ مَكْرُ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ اِذْ تَاْمُرُوْنَنَآ اَنْ نَّكْفُرَ بِاللّٰهِ وَنَجْعَلَ لَهٗٓ اَنْدَادًا ؕ وَاَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَاَوُا الْعَذَابَ ؕ وَجَعَلْنَا الْاَغْلٰلَ فِيْٓ اَعْنَاقِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ؕ هَلْ يُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٣٣﴾

৩৪ । এবং যাহাদিগকে দুর্বল মনে করা হইয়াছিল, তাহারা অহংকারীদিগকে বলিবে, 'না, বরং (তোমাদের) রাত-দিনের ষড়যন্ত্রই ছিল (যাহা আমাদিগকে বিভ্রান্ত করিয়াছিল), যখন তোমরা আমাদিগকে আদেশ দিতে যেন আমরা আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করি এবং তাঁহার সহিত অন্যকে সমমর্যদাসম্পন্ন শরীক স্থির করি ।' এবং যখন তাহারা আযাব দেখিবে তখন তাহারা নিজেদের অনুতাপ গোপন করিবে;[২৩৯৮] এবং যাহারা অস্বীকার করিয়া থাকিবে আমরা তাহাদের গলায় বেড়ী পরাইব,[২৩৯৮-ক] তাহারা যে কার্যকলাপ করিত উহা ছাড়া তাহাদিগকে অন্য কোন প্রতিফল দেওয়া হইবে না ।

وَمَآ اَرْسَلْنَا فِيْ قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيْرٍ اِلَّا قَالَ مُتْرَفُوْهَآ ۙ اِنَّا بِمَآ اُرْسِلْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ ﴿٣٤﴾

৩৫ । এবং আমরা এমন কোন জনপদে কোন রসূল পাঠাই নাই যাহার বিত্তশালী লোকেরা এই কথা বলে নাই যে, (হে রসূলগণ !) 'তোমাদিগকে যে পয়গাম দিয়া পাঠানো হইয়াছে, নিশ্চয় আমরা উহা অস্বীকার করিতেছি ।'[২৩৯৯]

وَقَالُوْا نَحْنُ اَكْثَرُ اَمْوَالًا وَّاَوْلَادًا ۙ وَّمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِيْنَ ﴿٣٥﴾

৩৬ । এবং তাহারা ইহাও বলিত যে, 'আমরা ধন-সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততিতে অধিক; এবং আমাদিগকে কখনও আযাব দেওয়া হইবে না ।'

২৩৯৭ । মানব-প্রবৃত্তি এমনই যে, যখন দোষী ব্যক্তি শাস্তির সম্মুখীন হয়, তখন সে নিজের দোষের ও কুকর্মের দায়িত্ব অন্যের উপর চাপাইয়া নিজেকে বাঁচাইতে চায় । এই আয়াত ও পরবর্তী আয়াত দুইটিতে মানুষের প্রবৃত্তির এই দিকটার উপর আলোকপাত করা হইয়াছে ।

২৩৯৮ । 'আসার্‌রূহু' মানে সে ইহা লুকাইয়াছিল, সে ইহা প্রকাশ করিয়াছিল (লেইন)।

২৩৯৮-ক । 'আনাক' এর অন্য অর্থ হইল দলনেতা অথবা ধনী লোক (লেইন)।

২৩৯৯ । আল্লাহ্‌র নবীগণ আসেন নির্যাতিত, নিপতিত, আশাহত মানবতাকে সমাজের সঠিক স্থানে উন্নীত করিয়া কায়েমী স্বার্থবাদীদের হাত হইতে তাহাদের ন্যায্য প্রাপ্য তাহাদের জন্য নিশ্চিত করিবার জন্য । আর এই কারণেই সকল যুগে ইহাই প্রত্যক্ষ করা গিয়াছে যে, নতুন ঐশী-বাণী আসার সাথে সাথে ধনী, সম্পদশালী, শক্তিধর ও প্রতিপত্তিশালীরা, তথা কায়েমী স্বার্থবাদী মহল নবীর বিরুদ্ধে লাগিয়া যায় ।

قُلْ اِنَّ رَبِّیْ یَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ یَّشَآءُ وَیَقْدِرُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا یَعْلَمُوْنَ ﴿۳۷﴾

৩৭। তুমি বল, 'নিশ্চয় আমার প্রতিপালক যাহার জন্য চাহেন রিয্‌ক (এর দ্বার) সম্প্রসারিত করিয়া দেন এবং যাহার জন্য চাহেন সংকীর্ণ করিয়া দেন ; কিন্তু অধিকাংশ লোকই তাহা জানে না।'

৪ [৬] ১০ ع

وَمَاۤ اَمْوَالُكُمْ وَلَاۤ اَوْلَادُكُمْ بِالَّتِیْ تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفٰۤى اِلَّا مَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ۪ فَاُولٰٓئِكَ لَهُمْ جَزَآءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوْا وَهُمْ فِی الْغُرُفٰتِ اٰمِنُوْنَ ﴿۳۸﴾

৩৮। এবং তোমাদের ধন-সম্পদ এবং তোমাদের সন্তান-সন্ততি এমন কোন বস্তু নহে যে, উহা তোমাদিগকে মর্যাদায় আমাদের নিকটবর্তী করিয়া দিবে, সেই ব্যক্তি ব্যতীত যে ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে,[২৪০০] এইরূপ লোকদিগকে তাহাদের কৃত-কর্মের জন্য দ্বিগুণ পুরস্কার দেওয়া হইবে এবং তাহারা বালাখানার মধ্যে শান্তির সহিত বসবাস করিবে।

وَالَّذِیْنَ یَسْعَوْنَ فِیْۤ اٰیٰتِنَا مُعٰجِزِیْنَ اُولٰٓئِكَ فِی الْعَذَابِ مُحْضَرُوْنَ ﴿۳۹﴾

৩৯। এবং যাহারা (আমাদিগকে) আমাদের নিদর্শনাবলী সম্বন্ধে ব্যর্থ করিবার উদ্দেশ্যে চেষ্টা করিবে তাহাদিগকে আযাবের সম্মুখে[২৪০১] হাযির করা হইবে।

قُلْ اِنَّ رَبِّیْ یَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ یَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَیَقْدِرُ لَهٗ ؕ وَمَاۤ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ شَیْءٍ فَهُوَ یُخْلِفُهٗ ۚ وَهُوَ خَیْرُ الرّٰزِقِیْنَ ﴿۴۰﴾

৪০। তুমি বল, 'নিশ্চয় আমার প্রতিপালক স্বীয় বান্দাদের মধ্য হইতে যাহার জন্য চাহেন রিয্‌ক (এর দ্বার) সম্প্রসারিত করিয়া দেন এবং যাহার জন্য চাহেন সংকীর্ণ করিয়া দেন। এবং তোমরা যাহা কিছু খরচ করিবে তিনি অবশ্যই উহার প্রতিদান দিবেন; বস্তুতঃ তিনি রিয্‌কদানকারীদের মধ্যে সর্বোত্তম।

وَیَوْمَ یَحْشُرُهُمْ جَمِیْعًا ثُمَّ یَقُوْلُ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اَهٰۤؤُلَآءِ اِیَّاكُمْ كَانُوْا یَعْبُدُوْنَ ﴿۴۱﴾

৪১। এবং যেদিন তিনি তাহাদের সকলকে একত্রিত করিবেন; অতঃপর তিনি ফিরিশ্‌তাদিগকে বলিবেন, 'ইহারা কি তোমাদের ইবাদত করিত ?'

قَالُوْا سُبْحٰنَكَ اَنْتَ وَلِیُّنَا مِنْ دُوْنِهِمْ ۚ بَلْ كَانُوْا یَعْبُدُوْنَ الْجِنَّ ۚ اَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُّؤْمِنُوْنَ ﴿۴۲﴾

৪২। তাহারা বলিবে, 'তুমি পবিত্র, তাহাদের মোকাবেলায় একমাত্র তুমিই আমাদের অভিভাবক। বরং তাহারা আসলে জিন্‌দের ইবাদত করিত; তাহাদের অধিকাংশই উহাদের উপর ঈমান রাখিত।'

فَالْیَوْمَ لَا یَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَّفْعًا وَّلَا ضَرًّا ؕ وَنَقُوْلُ لِلَّذِیْنَ ظَلَمُوْا ذُوْقُوْا عَذَابَ النَّارِ الَّتِیْ كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُوْنَ ﴿۴۳﴾

৪৩। (কাফেরদিগকে বলা হইবে) 'সুতরাং আজ তোমাদের কেহ একে অপরের না উপকার করিতে পারিবে এবং না অপকার।' এবং আমরা যালেমগণকে বলিবঃ 'তোমরা সেই আগুনের আযাব ভোগ কর, যাহাকে তোমরা মিথ্যা বলিয়া অস্বীকার করিতে।'

২৪০০। ধন-দৌলত, ক্ষমতা ও মর্যাদা ইত্যাদি দুনিয়ার সম্পদ আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের উপায় নহে। বরং এইগুলি মানুষকে আল্লাহ্‌র কাছ হইতে দূরে রাখিতে চায়। সঠিক বিশ্বাস এবং সৎকর্মই মানুষের প্রকৃত সম্পদ যাহা মানুষের জন্য পরিত্রাণ ও আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি বহন করিয়া আনে।

২৪০১। সত্য ও আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যকে ঠেকাইবার জন্য অবিশ্বাসীরা যত প্রচেষ্টা এবং যত ষড়যন্ত্রই করুক না কেন, তাহারা কখনই সফলতার মুখ দেখিবে না, বরং তাহাদের এই হীন দুষ্কৃতি তাহাদেরই মাথায় ভাঙ্গিয়া পড়িবে।

وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ قَالُوْا مَا هٰذَآ اِلَّا رَجُلٌ يُّرِيْدُ اَنْ يَّصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ اٰبَآؤُكُمْ ۚ وَقَالُوْا مَا هٰذَآ اِلَّآ اِفْكٌ مُّفْتَرًى ؕ وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ ۙ اِنْ هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿٤٣﴾

৪৪। এবং যখন আমাদের সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ তাহাদিগকে আবৃত্তি করিয়া শুনানো হয় তখন তাহারা বলে, এই ব্যক্তি একজন মানুষ বৈ কিছুই নহে,যে তোমাদিগকে ঐ সকল অস্তিত্ব হইতে প্রতিরোধ করিতে চাহে যাহাদের ইবাদত তোমাদের পিতৃপুরুষগণ করিত।' এবং তাহারা ইহাও বলে, 'ইহা (কুরআন) মনগড়া মিথ্যা রচনা ছাড়া কিছুই নহে।' এবং যাহারা কুফরী করিয়াছে তাহারা সত্য সম্বন্ধে, যখন উহা তাহাদের নিকট সমাগত হয়, বলে, 'ইহা সুস্পষ্ট যাদু ব্যতীত কিছুই নহে।'

وَمَآ اٰتَيْنٰهُمْ مِّنْ كُتُبٍ يَّدْرُسُوْنَهَا وَمَآ اَرْسَلْنَآ اِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَّذِيْرٍ ﴿٤٤﴾

৪৫। এবং আমরা তাহাদিগকে (পূর্বে) এমন কোন কিতাব দিই নাই যাহা তাহারা আবৃত্তি করিয়া আসিতেছে; এবং তোমার পূর্বে তাহাদের নিকট কোন সর্তককারীও পাঠাই নাই।

وَكَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۙ وَمَا بَلَغُوْا مِعْشَارَ مَآ اٰتَيْنٰهُمْ فَكَذَّبُوْا رُسُلِىْ ۫ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ ﴿٤٥﴾ ع ١١

৪৬। এবং তাহাদের পূর্বে যাহারা ছিল তাহারাও (রসূলদিগকে) মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল; অথচ আমরা তাহাদিগকে যাহা দিয়াছিলাম ইহারা তাহার এক দশমাংশেও[২৪০২] পৌঁছিতে পারে নাই, তথাপি ইহারা আমার প্রেরিত রসূলগণকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিল। সুতরাং (তাহারা এখন দেখিতে পাইবে যে) আমাকে কুফরী করার প্রতিফল কিরূপ হয়!

ع ٥ [٩] ١١

قُلْ اِنَّمَآ اَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ ۚ اَنْ تَقُوْمُوْا لِلّٰهِ مَثْنٰى وَفُرَادٰى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوْا ۛ مَا بِصَاحِبِكُمْ مِّنْ جِنَّةٍ ؕ اِنْ هُوَ اِلَّا نَذِيْرٌ لَّكُمْ بَيْنَ يَدَىْ عَذَابٍ شَدِيْدٍ ﴿٤٦﴾

৪৭। তুমি বল, 'আমি তোমাদিগকে শুধু একটি কথার উপদেশ দিতেছি যে, তোমরা দুই দুইজন করিয়া এবং এক একজন করিয়া আল্লাহ্‌র সম্মুখে দাঁড়াও,অতঃপর চিন্তা কর (তখন নিশ্চয় তোমরা বুঝিতে পারিবে) যে, তোমাদের এই সঙ্গীর[২৪০৩] মধ্যে কোন উন্মত্ততা নাই,সে তোমাদের জন্য আসন্ন কঠোর আযাব সম্বন্ধে একজন সতর্ককারী মাত্র।'

قُلْ مَا سَاَلْتُكُمْ مِّنْ اَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ ؕ اِنْ اَجْرِىَ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ ۚ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ شَهِيْدٌ ﴿٤٧﴾

৪৮। তুমি বল, 'আমি তোমাদের নিকট (সত্য প্রচারের বিনিময়ে) যাহা কিছু পারিশ্রমিক চাহিয়া থাকি উহা তোমাদেরই জন্য। আমার পারিশ্রমিক একমাত্র আল্লাহ্‌র নিকট আছে; বস্তুতঃ তিনিই প্রত্যেক বিষয়ে পর্যবেক্ষক।'

২৪০২। মি'শার অর্থ এক দশমাংশ, শততম অংশ; অনেকের মতে হাজার ভাগের এক ভাগ (লেইন)।

২৪০৩। এই আয়াত মহানবী (সাঃ)-এর দাবীকে বাস্তবতার নিরিখে, নিরপেক্ষভাবে, ভাবাবেগ মুক্ত হইয়া, পরীক্ষা বা যাচাই করার আহ্বান জানাইয়াছে। বলা হইয়াছে যে, অবিশ্বাসীগণ যদি, বিদ্বেষ ও কুসংস্কার-মুক্ত মনে, সংখ্যা-গরিষ্ঠ জনতার প্রভাব-মুক্ত হইয়া, নবী করীম (সাঃ) সম্বন্ধে চিন্তা করে, তাহা হইলে তাহারা দেখিতে পাইবে যে, তিনি (সাঃ) পাগল কিংবা মানসিক ব্যাধি-গ্রস্ত নহেন।

৪৯। তুমি বল,'আমার প্রতিপালক অবশ্যই সত্যকে (মিথ্যার উপর) নিক্ষেপ করেন (মিথ্যাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করার জন্য)। তিনি অদৃশ্য বিষয়ে মহাজ্ঞানী।'

قُلْ اِنَّ رَبِّيْ يَقْذِفُ بِالْحَقِّ ۚ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ ﴿٤٩﴾

৫০। তুমি বল, 'পূর্ণ সত্য আসিয়াছে; বস্তুতঃ মিথ্যা (কোন কিছু) উদ্ভাবনও করিতে পারে না এবং পুনরাবৃত্তিও করিতে পারে না।[২৪০৪]

قُلْ جَآءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيْدُ ﴿٥٠﴾

৫১। তুমি বল, 'যদি আমি বিভ্রান্ত হইয়া থাকি তাহা হইলে আমার বিভ্রান্তির পরিণাম আমারই উপর বর্তিবে; এবং যদি আমি হেদায়াতের উপর থাকি তাহা হইলে ইহা শুধু সেই ওহীর কারণে যাহা আমার প্রতিপালক আমার প্রতি করিতেছেন। নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, সন্নিকটবর্তী।

قُلْ اِنْ ضَلَلْتُ فَاِنَّمَآ اَضِلُّ عَلٰى نَفْسِيْ ۚ وَاِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوْحِيْٓ اِلَيَّ رَبِّيْ ؕ اِنَّهٗ سَمِيْعٌ قَرِيْبٌ ﴿٥١﴾

৫২। এবং যদি তুমি দেখিতে পাইতে যখন তাহারা ভয়ে বিহ্বল হইয়া পড়িবে এবং তাহাদের পলায়নের কোন পথ থাকিবে না এবং তাহারা এক নিকটবর্তী স্থান হইতে ধৃত হইবে।

وَلَوْ تَرٰٓى اِذْ فَزِعُوْا فَلَا فَوْتَ وَاُخِذُوْا مِنْ مَّكَانٍ قَرِيْبٍ ۙ﴿٥٢﴾

৫৩। এবং তাহারা বলিবে, 'আমরা ইহার উপর ঈমান আনিলাম।' কিন্তু এত দূরবর্তী স্থান হইতে ইহাকে হাসিল করা তাহাদের পক্ষে কিরূপে সম্ভব হইবে?[২৪০৫]

وَّقَالُوْٓا اٰمَنَّا بِهٖ ۚ وَاَنّٰى لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِنْ مَّكَانٍۭ بَعِيْدٍ ﴿٥٣﴾ ۚ

৫৪। অথচ তাহারা ইহাকে ইতিপূর্বে অস্বীকার করিয়াছিল এবং দূরবর্তী স্থান হইতে অদৃশ্য বিষয় সম্বন্ধে আনুমানিক আপত্তি করিত।

وَّقَدْ كَفَرُوْا بِهٖ مِنْ قَبْلُ ۚ وَيَقْذِفُوْنَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَّكَانٍۭ بَعِيْدٍ ﴿٥٤﴾

৫৫। এবং তাহাদের মধ্যে এবং তাহারা যাহার কামনা করিত উহার মধ্যে সেইভাবে বাধা সৃষ্টি করা হইবে যেভাবে ইতিপূর্বে তাহাদের সমতুল্য দলগুলির জন্য করা হইয়াছিল;[২৪০৬] নিশ্চয় তাহারা এক উৎকণ্ঠাজনক সন্দেহে নিপতিত ছিল।

وَحِيْلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُوْنَ كَمَا فُعِلَ بِاَشْيَاعِهِمْ مِّنْ قَبْلُ ؕ اِنَّهُمْ كَانُوْا فِيْ شَكٍّ مُّرِيْبٍ ﴿٥٥﴾ ع

৬ [৯] ১২

২৪০৪। 'পুনরাবৃত্তিও করিতে পারে না' বাক্যাংশটির অর্থ এই যে, আরবদেশে পৌত্তলিকতার পুনরাবৃত্তি কখনও ঘটিবে না। ইহা একটি ভবিষ্যদ্বাণী। আরব দেশ হইতে পৌত্তলিকতার চির অবসান ঘটিয়া কুরআনের এই ভবিষ্যদ্বাণী মহাগৌরবে পূর্ণ হইয়াছে।

২৪০৫। 'মিম্ মাকানিম বায়ীদ' (এত দূরবর্তী স্থান হইতে) শব্দগুলি দ্বারা 'মৃত্যুর পরে' বুঝাইতে পারে। ইহাতে আয়াতটির অর্থ দাঁড়াইবে, অবিশ্বাসীগণ মৃত্যুর পরে নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিবে যে, তাহারাই ভ্রান্ত ছিল। তাহারা নবী করীম (সাঃ)-এর এই উদ্দেশ্যের ব্যর্থতার কথা নিজ নিজ মনে পোষণ করে ও ধারণা করিয়া লয় যে, তিনি (সাঃ) (তাহাদের শক্তির মোকাবিলায়) ব্যর্থ হইবেন। তাহাদের এই ধারণা, সত্যের উৎস হইতে, বাস্তবতা হইতে, যুক্তি ও সত্য হইতে, বহু বহু দূরের বস্তু। তাহারা বোকা ও ভিত্তিহীন ধারণার বশবর্তী।

২৪০৬। ইসলামের শত্রুদিগকে এখানে স্পষ্ট ভাষায় বলিয়া দেওয়া হইতেছে যে, পূর্ববর্তী নবীদের শত্রুরা তাঁহাদের ব্যর্থতা দেখিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা এবং ষড়যন্ত্র করিয়াও কুত্রাপি সফল হয় নাই। সেইরূপে মহানবী (সাঃ)-এর ব্যর্থতা দেখার আশা নিয়া যে সকল শত্রু দিনাতিপাত করিতেছে, তাহারাও নিজেদের ব্যর্থতাকেই চরমাকারে দেখিতে পাইবে।

৩৫-সূরা আল্ ফাতের
(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

নাযেল হওয়ার তারিখ ও প্রসংগ

এই সূরাটি মক্কায় নাযেল হইয়াছিল এবং সম্ভবতঃ ইহা পূর্ববর্তী সূরাটির সমসাময়িক । পূর্বের সূরাতে মুসলমানদেরকে বলা হইয়াছিল যে, বনী ইসরাঈলীদের মত তাহাদেরকেও জাগতিক সম্পদ,সম্মান ও প্রতিপত্তির অধিকারী করা হইবে, কিন্তু যদি তাহাদের প্রাচুর্যের ও খ্যাতির সোনালী দিনগুলিতে তাহারা আল্লাহ্‌কে বিসমৃত হয় এবং সব কিছু ভুলিয়া ভোগ-বিলাসের জীবনে নিজেদেরকে কার্যতঃ জড়িত রাখে, তাহা হইলে বনী ইসরাঈলীদের মত তাহারাও ঐশী গযব ডাকিয়া আনিবে। বর্তমান সূরাতে পুনরায় তাহাদেরকে সম্মান ও খ্যাতির প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে, যদি তাহারা কুরআনের অনুশাসনকে যথাযথভাবে মানিয়া চলে এবং ইহার নির্দেশাবলী পালনে কখনো নেতিবাচক মনোভাব প্রদর্শন না করে ।

বিষয়বস্তু

সূরাটি এই ঘোষণাসহ শুরু হইয়াছে যে, "সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌রই যিনি আকাশসমূহের ও পৃথিবীর আদি স্রষ্টা।" এই ঘোষণার মাধ্যমে জানানো হইয়াছে যে, বিশ্ব জগতের সৃষ্টিকর্তা হিসাবে আল্লাহ্ শুধু মানুষের বাহ্যিক প্রয়োজনই পূরণ করেন নাই,বরঞ্চ তিনি মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক চাহিদা মিটাইবার দিকেও যথাযথ খেয়াল রাখিয়াছেন।এই উদ্দেশ্যে তিনি ফিরিশ্‌তাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন, যাহাদের মাধ্যমে তিনি বিশ্ব-জগতের বিভিন্ন বিষয় নিয়ন্ত্রণ করেন এবং মানুষের নিকট তাঁহার ইচ্ছার প্রকাশ ঘটান । ইহাতে আরো বলা হইয়াছে যে, মানুষ সৃষ্টির প্রথমাবস্থা হইতেই তিনি যুগে যুগে নবী-রসূলগণের মাধ্যমে মানুষের নিকট তাঁহার অভিপ্রায় জানাইয়া আসিতেছেন এবং এখন চূড়ান্তভাবে মানুষের নিকট তাঁহার নেয়ামত প্রদানের লক্ষ্যে তিনি পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছেন । অতঃপর, মানুষ যেন এই মহান নেয়ামতকে অস্বীকার না করে, তাহা হইলে ইহার অনিবার্য ফল স্বরূপ তাহাদিগকে দুঃখজনক পরিণাম ভোগ করিতে হইবে, এই কথা জানাইয়া আল্লাহ্‌তা'লা মানুষকে সতর্ক করিয়াছেন । অতঃপর, সূরাটিতে মানুষের অনুল্লেখযোগ্য জন্ম গ্রহণের প্রসংগ টানিয়া একটি নৈতিক শিক্ষার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে যে, ইসলামও অনুরূপভাবে একটি সামান্য অবস্থা হইতে একদিন এক শক্তিশালী আন্দোলনে পর্যবসিত হইবে । ইসলামকে একটি সুমিষ্ট পানির সাগরের সাথে তুলনা করিয়া বলা হইয়াছে যে, আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে তৃষাতুর পথিকের তৃষ্ণা মিটাইবার জন্যই ইহার আবির্ভাব । অতঃপর, জানানো হইয়াছে যে, ইসলামের আবির্ভাব কোন অভিনব ঘটনা নয় । পৃথিবীর বুকে যেমন দিনের পর রাত্রি আসে, তেমনি আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রেও অন্ধকারের পর আলোর আবির্ভাব হয়;দীর্ঘ দিনের আধ্যাত্মিক অন্ধকার যুগে যখন আল্লাহ্‌র ওহী-ইলহাম প্রেরণ বন্ধ ছিল, সেই সময় অতিক্রান্ত হইবার পর এখন পুনরায় ইসলামের সূর্য উদিত হইয়াছে, যাহার ফলে অন্ধকার পৃথিবী আলোকিত হইবে এবং আল্লাহ্‌র অভিপ্রায় ইহাই যে, ইসলামের মাধ্যমে তিনি এখন এক নূতন সৃষ্টি ও এক নূতন ব্যবস্থা কায়েম করিবেন । বস্তুতঃ কুরআনের শিক্ষার মাধ্যমে আল্লাহ্‌তা'লা অন্ধকে চক্ষু, বধিরকে কর্ণ এবং মৃতকে নূতন জীবন দান করিবেন।কিন্তু যাহারা উদ্দেশ্যমূলকভাবে তাহাদের হৃদয়ের অর্গল বন্ধ রাখিবে এবং ঐশী ডাকে সাড়া দিবে না, তাহারা আধ্যাত্মিকভাবে মৃত বলিয়া পরিগণিত হইবে । অতঃপর, সূরাটিতে পার্থিব জগতের বিভিন্ন অবস্থার প্রতি গভীর অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করিবার আহ্বান জানাইয়া বলা হইয়াছে যে, এইসব অবস্থার সহিত আধ্যাত্মিক জগতের বিভিন্ন ঘটনাবলীর গভীর সাদৃশ্য রহিয়াছে । পৃথিবীর শুষ্ক ও শক্ত মাটিতে যখন বারি বর্ষণ হয়, তখন ইহা এক নূতন জীবন-সম্ভারে স্পন্দিত হইয়া উঠে এবং বিভিন্ন প্রকারের ফসল, ফুল ও ফলের উদ্ভব হয় যাহাদের রং, স্বাদ ও আকৃতি কতই না বৈচিত্র্যপূর্ণ ! বৃষ্টির আকারে যে পানি বর্ষিত হয় তাহাতো একই থাকে, কিন্তু উহার ফলশ্রুতিতে ফসল ও ফলের সমাহারে থাকে বিভিন্নতা । একইভাবে আধ্যাত্মিক বারি যদিও একই থাকে, কিন্তু মানুষের প্রকৃতিগত পার্থক্য ও স্বাভাবিক যোগ্যতার হের-ফের হেতু ঐশী-বারি অর্থাৎ ওহী-ইলহাম প্রেরণের ফলও বিভিন্ন হইয়া থাকে । একদিকে তাই তখন যেমন অত্যন্ত সত্যনিষ্ঠ ও আল্লাহ্‌ভীরু মানুষের উদ্ভব হয়, অন্যদিকে ভীষণ দুষ্ট প্রকৃতির মানুষও জন্মলাভ করে যাহারা সত্যের বিরুদ্ধে নিরলস সংগ্রাম চালাইতে থাকে । তবে, সত্যের অনুসারী ও অন্ধকারের শক্তির মধ্যে এই যে দ্বন্দ্ব উহার একটি পরিসমাপ্তি আছে, আর তাহা হইতেছে, মিথ্যার উপরে সত্যের বিজয় । সূরাটির শেষের দিকে পৌত্তলিকদের অযৌক্তিক বিশ্বাস ও তজ্জনিত তাহাদের পরিণামের প্রতি সতর্ক করিয়া বলা হইয়াছে যে, তাহাদের বিশ্বাস মিথ্যা এবং আচার-আরাধনা ভ্রান্ত হওয়া সত্বেও যদি তাহারা উহাতেই প্রতিষ্ঠিত থাকার জিদ বজায় রাখে, তাহা হইলে তাহাদের উপর ঐশী শাস্তি অবতীর্ণ হইবে । অবশ্য ইহা ঠিক যে, খোদা শাস্তি প্রদানে ধীর এবং তিনি পাপীদেরকে অবকাশ দেন যাহাতে তাহারা নিজেদের সংশোধন করে, কিন্তু তাহাদের বিপথগামিতায় তাহারা যখন আরো ব্যাপকতার সঙ্গে নিজেদেরকে জড়িত করে, তখন তাহাদের নিজেদের অপকর্মের ফলেই ঐশী অনুকম্পার দরজা বন্ধ হইয়া যায় ।

৩৫-সূরা আল্ ফাতের

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ইহাতে ৪৬ আয়াত এবং ৫ রুকূ আছে ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। আল্লাহ্র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ جَاعِلِ الْمَلٰٓئِكَةِ رُسُلًا اُولِيْٓ اَجْنِحَةٍ مَّثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ؕ يَزِيْدُ فِى الْخَلْقِ مَا يَشَآءُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ②

২। সকল প্রশংসা আল্লাহ্রই যিনি আকাশসমূহের ও পৃথিবীর আদি-স্রষ্টা এবং ফিরিশ্তাগণকে বার্তাবহরূপে নিযুক্তকারী, যাহারা দুই দুই, তিন তিন এবং চার চার ডানা বিশিষ্ট । সৃজনে তিনি যত চাহেন বৃদ্ধি করেন;[২৪০৭] নিশ্চয় আল্লাহ্ প্রত্যেক বস্তুর উপর সর্বশক্তিমান ।

مَا يَفْتَحِ اللّٰهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ۚ وَمَا يُمْسِكْ ۙ فَلَا مُرْسِلَ لَهٗ مِنْۢ بَعْدِهٖ ؕ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ③

৩। আল্লাহ্ মানুষের জন্য যে কোন রহমতের দ্বার উন্মুক্ত করিলে[২৪০৮] উহার প্রতিরোধকারী কেহ নাই; এবং তিনি (উহাকে) প্রতিরোধ করিলে তাঁহার পরে উহার উন্মুক্তকারী কেহ নাই; বস্তুতঃ তিনি মহা পরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময় ।

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ ؕ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللّٰهِ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ ؕ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ ④

৪। হে মানব মণ্ডলী ! তোমাদের উপর আল্লাহ্র যে নেয়ামত নাযেল হইয়াছে উহাকে তোমরা স্মরণ কর । আল্লাহ্ ব্যতিরেকে কি অন্য কোন সৃষ্টিকর্তা আছে যে তোমাদিগকে আকাশ ও যমীন হইতে রিয্ক দেয় ? তিনি ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদ নাই । তথাপি তোমাদিগকে কোথায় বিভ্রান্ত করিয়া লইয়া যাওয়া হইতেছে ?

২৪০৭ । প্রকৃতির সব কিছুর নিয়ন্ত্রণ, ব্যবস্থাপনা ও তদারকির ভার ফিরিশ্তাগণের উপর ন্যস্ত করা হইয়াছে (৭৯:৬)। ফিরিশতাগণের কর্তব্যের মধ্যে ইহাও একটি । তাহাদের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কাজের মধ্যে রহিয়াছে নবীগণের কাছে আল্লাহ্র বাণী ও ইচ্ছা বহন করিয়া আনিয়া সঠিকভাবে পৌছাইয়া দেওয়া । বাণী-বাহী ফিরিশ্তাগণ একই সঙ্গে দুই, তিন বা চারিটি গুণ প্রকাশ করিয়া থাকেন । অন্যান্য ফিরিশ্তাগণের আরও বেশী বেশী সংখ্যক গুণাবলী রহিয়াছে । 'আজ্নেহা' অর্থ শক্তি ও সামর্থ্যের প্রতীক (লেইন)।

অতএব আয়াতটির অর্থ দাঁড়ায়,ফিরিশ্তাগণ বিভিন্ন ধরণের ও বিভিন্ন পরিমাণের শক্তি ও গুণ রাখেন । যে কার্য তাহাদিগকে করিতে দেওয়া হয়, সেই কার্যোপযোগী শক্তি ও গুণ, সঠিক পরিমাণে তাহারা ব্যবহার করিয়া থাকেন । কোন কোন ফিরিশ্তাকে অন্যান্য ফিরিশ্তা হইতে অধিকতর শক্তি-সামর্থ্য ও গুণাবলীর দ্বারা ভূষিত করা হইয়াছে । ফিরিশতাগণের মধ্যে সকলের প্রধান হইলেন হযরত জিব্রাঈল । তাই সর্বোচ্চ ও সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কাজ, আল্লাহ্র বাণী নবীগণের কাছে পৌছাইয়া দেওয়ার দায়িত্ব তাঁহাকেই অর্পণ করা হইয়াছে । এই গুরু-দায়িত্ব তাঁহারই তদারকি ও তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হইয়া থাকে ।

২৪০৮ । পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হইয়াছে যে, আল্লাহ্ আকাশমালা ও বিশ্ব সৃষ্টি করার পর, মানুষের জাগতিক ও আধ্যাত্মিক প্রয়োজনাদি মিটাইবার সর্বাত্মক ব্যবস্থা করিয়াছেন । এই আয়াতে বলা হইয়াছে যে, আল্লাহ্তা'লা সিদ্ধান্ত করিয়া লইয়াছেন যে, তিনি মানুষের উপর অপার করুণা বর্ষণ করিবেন; কুরআনের মত মহা-আশীর্বাদ-পুষ্ট গ্রন্থ দ্বারা মানব জাতিকে সুপথে পরিচালিত করিবেন ।

وَاِنْ يُّكَذِّبُوْكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ ؕ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ۝٥

৫। এবং যদি তাহারা তোমাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করে তাহা হইলে তোমার পূর্ববর্তী রসূলগণকেও মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করা হইয়াছিল; বস্তুতঃ সকল বিষয় (ফয়সালার জন্য) আল্লাহ্‌র দরবারে প্রত্যাবর্তিত হইবে।

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا ۪ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ ۝٦

৬। হে মানব মণ্ডলী ! নিশ্চয় আল্লাহ্‌র ওয়াদা সত্য, অতএব পার্থিব জীবন যেন তোমাদিগকে ধোকা না দেয় এবং কোন প্রতারক যেন তোমাদিগকে আল্লাহ্ সম্বন্ধে প্রতারণা না করে।

اِنَّ الشَّيْطٰنَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوْهُ عَدُوًّا ؕ اِنَّمَا يَدْعُوْا حِزْبَهٗ لِيَكُوْنُوْا مِنْ اَصْحٰبِ السَّعِيْرِ ؕ ۝٧

৭। নিশ্চয় শয়তান তোমাদের শত্রু, সুতরাং তোমরা তাহাকে শত্রু বলিয়াই জানিও। সে নিজের দল-বলকে শুধু এই জন্যই ডাকে যেন তাহারা দোযখবাসী হয়।

اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ؕ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ كَبِيْرٌ ۝٨ ع ١٨ ١٧

৮। যাহারা কুফরী করিয়াছে তাহাদের জন্য কঠোর আযাব নির্ধারিত আছে। এবং যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং সৎকর্ম করিয়াছে তাহাদের জন্য ক্ষমা এবং মহা পুরস্কার অবধারিত আছে।

اَفَمَنْ زُيِّنَ لَهٗ سُوْٓءُ عَمَلِهٖ فَرَاٰهُ حَسَنًا ؕ فَاِنَّ اللّٰهَ يُضِلُّ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ ۪ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرٰتٍ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ ۝٩

৯। অতএব যে ব্যক্তির জন্য তাহার কুকর্মকে সুন্দর করিয়া দেখানো হইয়াছে এবং সে উহাকে উত্তম বলিয়া মনে করিয়াছে সে কি (কখনও হেদায়াত পাইতে পারে)? নিশ্চয় আল্লাহ্ যাহাকে চাহেন বিভ্রান্ত হইতে দেন, এবং যাহাকে চাহেন হেদায়াত দেন; সুতরাং তাহাদের জন্য আক্ষেপ করিয়া তোমার প্রাণ যেন বিনষ্ট হইয়া না যায়।[২৪০৯] নিশ্চয় আল্লাহ্ উহা সম্যক জানেন যাহা তাহারা করিতেছে।

وَاللّٰهُ الَّذِيْٓ اَرْسَلَ الرِّيٰحَ فَتُثِيْرُ سَحَابًا فَسُقْنٰهُ اِلٰى بَلَدٍ مَّيِّتٍ فَاَحْيَيْنَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ؕ كَذٰلِكَ النُّشُوْرُ ۝١٠

১০। এবং আল্লাহ্ তিনি, যিনি বায়ুরাশিকে প্রেরণ করেন, যাহা মেঘমালাকে বহন করে; অতঃপর আমরা উহাকে কোন মৃতদেশের দিকে হাঁকাইয়া লইয়া যাই, অতঃপর আমরা উহার দ্বারা যমীনকে উহার মৃত্যুর পর সঞ্জীবিত করিয়া তুলি। অনুরূপভাবেই পুনরুত্থান ঘটিবে।[২৪১০]

২৪০৯। নিজের জাতির লোকজনের প্রতি নবী করীম (সাঃ)-এর ভালবাসা, হিতৈষণা ও শুভেচ্ছার এক জীবন্ত ও জ্বলন্ত প্রমাণ এই আয়াতটি বহন করিতেছে। তাহাদের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক মঙ্গল তাঁহার (সাঃ) মনের মনিকোঠায় জ্বল্ জ্বল্ করিতেছিল। তাই তাঁহার আনীত সত্যের প্রতি তাহাদের বিরোধিতা তাঁহার মনকে একেবারে মুষড়াইয়া দিয়াছিল। (১৮ঃ৭ দ্রষ্টব্য)

২৪১০। 'নুশূর' (পুনরুত্থান) বলিতে এখানে নৈতিক ও আধ্যাত্মিকভাবে অধঃপতিত, মৃতবৎ একটি জাতির আধ্যাত্মিক পুনরুত্থানকে বুঝাইয়াছে। আয়াতটির তাৎপর্য হইল, বৃষ্টির পানি পাওয়ার সাথে সাথে যেমন শুষ্ক-মৃত পৃথিবী ফুলে-ফলে সুশোভিত হইয়া উঠে, তেমনি **ঐশী-বাণী-রূপ জীবন-প্রদায়ী** পানি পাইয়া নৈতিক ও আধ্যাত্মিকভাবে শুষ্ক ও মৃতবৎ মানব জাতি, নূতন জীবনের স্পন্দন লাভ করিয়া জাগিয়া উঠিবে।

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعِزَّةَ فَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ جَمِيْعًا ؕ
اِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ
الصَّالِحُ يَرْفَعُهٗ ؕ وَالَّذِيْنَ يَمْكُرُوْنَ
السَّيِّاٰتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ؕ وَمَكْرُ
اُولٰٓئِكَ هُوَ يَبُوْرُ ⑩

১১। যে কেহ সম্মান চাহে সে যেন স্মরণ রাখে যে, সব সম্মান আল্লাহ্‌র জন্য। পবিত্র বাক্যসমূহ তাঁহারই দিকে আরোহণ করে এবং সৎকর্ম উহাকে উন্নীত ও সম্মানিত করে; এবং যাহারা কুকর্মসমূহের জন্য ষড়যন্ত্র করিতেছে— তাহাদের জন্য কঠোর শাস্তি নির্ধারিত আছে, এবং তাহাদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হইবেই।

وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ
جَعَلَكُمْ اَزْوَاجًا ؕ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ اُنْثٰى
وَلَا تَضَعُ اِلَّا بِعِلْمِهٖ ؕ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ
مُّعَمَّرٍ وَّلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهٖٓ اِلَّا
فِيْ كِتٰبٍ ؕ اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ⑪

১২। এবং আল্লাহ্ তোমাদিগকে মাটি হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন, অতঃপর শুক্র-বীর্য হইতে, অতঃপর তিনি তোমাদিগকে জোড়া জোড়া করিয়াছেন। এবং তাঁহার জ্ঞান ব্যতিরেকে কোন নারী গর্ভধারণ করে না এবং সন্তান প্রসবও করে না। এইরূপে কোন দীর্ঘায়ু ব্যক্তির আয়ু দীর্ঘও করা হয় না এবং তাহার আয়ু কমও করা হয় না কিন্তু সবই এক কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে।[২৪১১] নিশ্চয় ইহা আল্লাহ্‌র জন্য অত্যন্ত সহজ।

وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرٰنِ ۖ هٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ
سَآئِغٌ شَرَابُهٗ وَهٰذَا مِلْحٌ اُجَاجٌ ؕ وَمِنْ
كُلٍّ تَاْكُلُوْنَ لَحْمًا طَرِيًّا وَّتَسْتَخْرِجُوْنَ
حِلْيَةً تَلْبَسُوْنَهَا ۚ وَتَرَى الْفُلْكَ فِيْهِ
مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُوْنَ ⑫

১৩। এবং এমন দুই সমুদ্র[২৪১২] কখনও সমান হইতে পারে না, একটির পানি সুমিষ্ট-সুস্বাদু এবং সুপেয় এবং অপরটির পানি লবণাক্ত এবং ঝাঁঝাল। এবং (ইহা সত্ত্বেও) তোমরা প্রত্যেক সমুদ্র হইতে তাজা মাংস আহার কর এবং অলংকার বাহির কর যাহা তোমরা পরিধান কর। তুমি উহাতে তরঙ্গসমূহ বিদীর্ণ করিয়া নৌযানগুলিকে যাইতে দেখ, যেন তোমরা তাঁহার অনুগ্রহ অনুসন্ধান কর এবং যেন (তোমরা তাঁহার প্রতি) কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর।

يُوْلِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ ۙ
وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۙ كُلٌّ يَّجْرِيْ
لِاَجَلٍ مُّسَمًّى ؕ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَهُ

১৪। তিনি রাত্রিকে দিবসে প্রবিষ্ট করান এবং দিবসকে রাত্রিতে প্রবিষ্ট করান।[২৪১৩] এবং তিনিই সূর্য ও চন্দ্রকে (সব সৃষ্টির) সেবায় নিয়োজিত করিয়াছেন; (উহাদের মধ্যে) প্রত্যেকেই নির্দিষ্ট মিয়াদ অনুযায়ী ধাবমান আছে। এই আল্লাহ্‌ই তোমাদের

২৪১১। এই আয়াতে একটি ভবিষ্যদ্বাণী রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়। অতি সামান্য এক শুক্র-কীট হইতে যেমন সুসমন্বিত, সুগঠিত, পূর্ণাবয়ব মানুষ গড়িয়া উঠে, তেমনি দরিদ্র ও নগণ্য মুসলমানগণ একদিন এক বিরাট জাতিতে পরিণত হইবে। 'কোন নারী কখনও গর্ভধারণ করে না এবং সন্তান প্রসবও করে না; এইরূপে কোন দীর্ঘায়ু ব্যক্তির আয়ু দীর্ঘও করা হয় না এবং তাহার আয়ু কম করাও হয় না' এই বাক্যাংশগুলির মধ্যে আরো একটি ভবিষ্যদ্বাণী লুক্কায়িত আছে। ইহাতে বলা হইয়াছে যে, মহানবী (সাঃ)-এর বিরুদ্ধবাদী শত্রুগণের বংশ লোপ পাইবে আর মুসলমানের সংখ্যা ক্রমেই বাড়িয়া চলিবে।

২৪১২। সত্য-ধর্ম ও মিথ্যা-ধর্ম, এই দুইটিকে রূপকভাবে দুইটি সমুদ্র বলা হইয়াছে। ২০৮৫ টীকা দেখুন। রূপক বর্ণনা অব্যাহত রাখিয়া বলা হইতেছে যে, যদিও লোনা পানি পানের ও সেচ কাজের অযোগ্য, তথাপি ইহার অন্যান্য ব্যবহার রহিয়াছে। ইহার মধ্য হইতে মাছ ও অলঙ্কার আসে। তেমনিভাবে ইসলামের বর্তমান শত্রুগণ লোনা পানির মত ঝাঁঝাল ও অপেয় হওয়া সত্ত্বেও ইহাদের ঔরসে এমন বংশাবলীর জন্ম নিবে যাহারা ইসলামের বাণীর প্রতি অনুগত ও অতি উৎসাহী বাহক হইবে।

২৪১৩। পূর্ববর্তী আয়াতে উপমার ভাষা এই আয়াতেও স্থান পাইয়াছে। 'আন্ নাহার' (দিবাকাল) দ্বারা শক্তি, উন্নতি ও প্রগতিকে বুঝাইয়াছে এবং 'আল্ লায়ল' (রাত্রিকালে) দ্বারা জাতীয় দীনতা, হীনতা ও অধঃপতনকে বুঝাইয়াছে।

الْمُلْكُ ؕ وَالَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ مَا يَمْلِكُوْنَ مِنْ قِطْمِيْرٍ ﴿١٣﴾

প্রতিপালক, তাঁহারই জন্য আধিপত্য; এবং তোমরা তাঁহাকে ছাড়িয়া যাহাদিগকে ডাক তাহারা খর্জুর আঁটির মধ্যকার ঝিল্লিরও মালিক নহে ।[২৪১৩-ক]

اِنْ تَدْعُوْهُمْ لَا يَسْمَعُوْا دُعَآءَكُمْ ۚ وَلَوْ سَمِعُوْا مَا اسْتَجَابُوْا لَكُمْ ؕ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكْفُرُوْنَ بِشِرْكِكُمْ ؕ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيْرٍ ﴿١٤﴾ ع ١٤

১৫ । যদি তোমরা তাহাদিগকে ডাক তাহা হইলে তাহারা কখনও তোমাদের ডাক শুনিবে না, আর শুনিলেও তাহারা তোমাদের উপকারের জন্য উহা কবুল করিতে পারিবে না । এবং কিয়ামতের দিন তাহারা তোমাদের (তাহাদিগকে আল্লাহ্‌র সঙ্গে) শরীক করাকে অস্বীকার করিবে । বস্তুতঃ তোমাকে সর্বজ্ঞাতা সত্তার ন্যায় সঠিক সংবাদ কেহ দিতে পারিবে না ।

ع ٢ [٧] ١٨

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اَنْتُمُ الْفُقَرَآءُ اِلَى اللّٰهِ ۚ وَاللّٰهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ ﴿١٥﴾

১৬ । হে মানব মণ্ডলী ! তোমরাই আল্লাহ্‌র মুখাপেক্ষী; বস্তুতঃ আল্লাহ্ তিনি, যিনি প্রভূত সম্পদশালী, পরম প্রশংসিত ।

اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ وَيَاْتِ بِخَلْقٍ جَدِيْدٍ ﴿١٦﴾

১৭ । তিনি চাহিলে তোমাদের সকলকে ধ্বংস করিয়া দিতে পারেন এবং (তোমাদের স্থলে) নতুন সৃষ্টি আনয়ন করিতে পারেন ।

وَمَا ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَزِيْزٍ ﴿١٧﴾

১৮ । এবং ইহা আল্লাহ্‌র পক্ষে মোটেই কঠিন নহে ।[২৪১৪]

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى ؕ وَاِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ اِلٰى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَّلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى ؕ اِنَّمَا تُنْذِرُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ ؕ وَمَنْ تَزَكّٰى فَاِنَّمَا يَتَزَكّٰى لِنَفْسِهٖ ؕ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ ﴿١٨﴾

১৯ । এবং কোন ভার বহনকারী অন্য কাহারও ভার বহন করিতে পারিবে না এবং কোন ভারাক্রান্ত তাহার ভার বহনের জন্য অন্য কাহাকেও ডাকিলে তাহার ভার হইতে সামান্য পরিমাণ ভারও বহন করা হইবে না, যত ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ই হউক না কেন । তুমি কেবল ঐ সকল লোককেই সতর্ক করিতে পার যাহারা অদৃশ্যেও নিজেদের প্রতিপালককে ভয় করে এবং নামায কায়েম করে । এবং যে ব্যক্তি পবিত্র হয় সে নিজেরই আত্মার কল্যাণের জন্য পবিত্র হয়, এবং আল্লাহ্‌রই নিকট সকলের প্রত্যাবর্তন হইবে ।

وَمَا يَسْتَوِي الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ ﴿١٩﴾

২০ । বস্তুতঃ সমান হইতে পারে না অন্ধ এবং চক্ষুষ্মান,

২৪১৩-ক । 'কিৎমীর' অর্থ খেজুর-বীজের পশ্চাৎভাগের দৃষ্ট ছোট শ্বেতবিন্দু; অতি তুচ্ছ, হেয়, মূল্যহীন, অবজ্ঞার বস্তু (লেইন)।

২৪১৪ । আল্লাহ্‌তা'লা সংকল্প গ্রহণ করিয়াছেন যে, তিনি নবী করীম (সাঃ)-এর মাধ্যমে এক নব-সৃষ্টির পত্তন করিবেন, নূতন নিয়ম চালু করিবেন । আর এইরূপ করা তাঁহার পক্ষে মোটেই কঠিন নহে ।

وَلَا الظُّلُمٰتُ وَلَا النُّوْرُ ﴿٢١﴾

২১। এবং না অন্ধকার ও না আলো

وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُوْرُ ﴿٢٢﴾

২২। এবং না ছায়া এবং না রৌদ্র

وَمَا يَسْتَوِي الْاَحْيَآءُ وَلَا الْاَمْوَاتُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُسْمِعُ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَمَآ اَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّنْ فِي الْقُبُوْرِ ﴿٢٣﴾

২৩। এবং সমান হইতে পারে না জীবিত ও মৃত।[২৪১৫] নিশ্চয় আল্লাহ্ যাহাকে চাহেন শ্রবণ করান; কিন্তু যাহারা কবরে আছে তুমি তাহাদিগকে শুনাইতে পারিবে না।[২৪১৬]

اِنْ اَنْتَ اِلَّا نَذِيْرٌ ﴿٢٤﴾

২৪। তুমি কেবল একজন সতর্ককারী।

اِنَّآ اَرْسَلْنٰكَ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا ؕ وَاِنْ مِّنْ اُمَّةٍ اِلَّا خَلَا فِيْهَا نَذِيْرٌ ﴿٢٥﴾

২৫। নিশ্চয় আমরা তোমাকে সত্যসহকারে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করিয়াছি; এবং এমন কোন জাতি নাই যাহার নিকট সতর্ককারী আগমন করে নাই।[২৪১৭]

وَاِنْ يُّكَذِّبُوْكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتٰبِ الْمُنِيْرِ ﴿٢٦﴾

২৬। এবং যদি তাহারা তোমাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করে, তাহা হইলে (স্মরণ রাখিও) নিশ্চয় তাহাদের পূর্ববর্তীরাও (রসূলগণকে) মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল। তাহাদের নিকট তাহাদের রসূলগণ সুস্পষ্ট প্রমাণসমূহ এবং ঐশী গ্রন্থসমূহ এবং জ্যোতির্ময় কিতাবসহ আগমন করিয়াছিল।

ثُمَّ اَخَذْتُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ ﴿٢٧﴾ ع ١٥

২৭। অতঃপর আমি তাহাদিগকে পাকড়াও করিয়াছিলাম যাহারা অস্বীকার করিয়াছিল; অতএব (এখন তাহারা দেখিয়া লউক) আমাকে অস্বীকার করার ফল কিরূপ হইয়া থাকে!

৩ [১২] ১৫

২৪১৫। বিশ্বাসীদিগকে এখানে 'জীবিত' এবং অবিশ্বাসীগণকে 'মৃত' বলা হইয়াছে। কেননা সত্য গ্রহণ করার ফলে বিশ্বাসীগণের মধ্যে নবজীবনের স্পন্দন দেখা দিয়াছে। আর চিরস্থায়ী জীবনের স্পর্শমনি সত্যকে প্রত্যাখ্যান করিয়া, অবিশ্বাসীরা আধ্যাত্মিক মৃত্যুকে তাহাদের নিজ হাতে বরণ করিয়া লইয়াছে।

২৪১৬। যাহারা ইচ্ছা করিয়াই নিজেদের হৃদয় এবং কর্ণকে ঐশী-বাণী শ্রবণ ও গ্রহণে বন্ধ করিয়া রাখে, মহানবী (সাঃ)-এর সাধ্য নাই যে তিনি তাহাদের হৃদয় ও কর্ণ সত্য গ্রহণের পক্ষে খুলিয়া দেন। এই শ্রেণীর লোকেরা কবরে প্রোথিতদেরই মত মৃত ও অপাংক্তেয়।

২৪১৭। এই আয়াত এমন একটা মহান সত্যকে জগতের সামনে তুলিয়া ধরিয়াছে, যাহা কুরআন অবতীর্ণ হইবার পূর্ব পর্যন্ত মানব জাতির কাছে অজ্ঞাত ছিল। সেই সত্যটি হইলঃ অতীত জাতিগুলির প্রত্যেকের মধ্যেই আল্লাহ্‌র প্রেরিত-পুরুষগণের আগমন হইয়াছে, যাহারা নিজ নিজ জাতির মধ্যে নিজ নিজ যুগে একই আল্লাহ্‌র বাণী, একই সত্য ও ধর্মপরায়ণতার কথা প্রচার করিয়াছিলেন। এই মহান সত্য ও বিরাট তথ্য অন্যান্য ধর্মের ঐশী উৎপত্তিকে সাব্যস্ত করে এবং ধর্মগুলির প্রবর্তকগণকে আল্লাহ্‌র প্রেরিত পুরুষরূপে প্রমাণ করে। ইহা মুসলমানদের ধর্মের অংগ বিশেষ যে, তাহারা অন্যান্য ধর্মের সংস্থাপককে সমভাবে বিশ্বাস ও ভক্তি করে। বিশ্বমানবের কাছে এই মহাসত্যকে উপস্থাপন করিয়া, ইসলাম বিভিন্ন বিশ্বাস-অবলম্বী জাতির মধ্যে শুভেচ্ছা ও সমঝোতার ভিত্তি রচনা করিয়াছে। বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী ও বিভিন্ন বিশ্বাসধারী জাতি ও জনগোষ্ঠির মধ্যে যে পারস্পরিক হিংসা ও রেষারেষি বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহা দূরীকরণের জন্য এই পবিত্র সত্য অতি সুমহান অবদান রাখিতে পারে।

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً ۚ فَاَخْرَجْنَا بِهٖ ثَمَرٰتٍ مُّخْتَلِفًا اَلْوَانُهَا ؕ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌۢ بِيْضٌ وَّحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهَا وَغَرَابِيْبُ سُوْدٌ ﴿۲۸﴾

২৮। তুমি কি দেখ নাই যে, আল্লাহ্ মেঘমালা হইতে পানি বর্ষণ করেন, অতঃপর উহার দ্বারা আমরা বিচিত্র বর্ণের ফল উৎপাদন করি, এবং পর্বতসমূহের মধ্যে কতক পাহাড় আছে যাহাদের বর্ণ ভিন্ন ভিন্ন, কোনটি শুভ্র, কোনটি লোহিত, আবার কোনটি ঘোর কৃষ্ণবর্ণের।[২৪১৮]

وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَآبِّ وَالْاَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ كَذٰلِكَ ؕ اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ غَفُوْرٌ ﴿۲۹﴾

২৯। এবং অনুরূপভাবে মানুষ, জীবজন্তু এবং চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যেও এমন আছে যাহাদের বর্ণ ভিন্ন ভিন্ন। প্রকৃত পক্ষে আল্লাহ্‌কে তাঁহার বান্দাগণের মধ্যে কেবল জ্ঞানীগণই ভয় করে;[২৪১৯] নিশ্চয় আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী, অতীব ক্ষমাশীল।

اِنَّ الَّذِيْنَ يَتْلُوْنَ كِتٰبَ اللّٰهِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً يَّرْجُوْنَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُوْرَ ﴿۳۰﴾

৩০। নিশ্চয় যাহারা আল্লাহ্‌র কিতাব পাঠ করে এবং নামায কায়েম করে, এবং আমরা তাহাদিগকে যাহা দিয়াছি উহা হইতে গোপনে ও প্রকাশ্যে খরচ করে,[২৪২০] তাহারা এমন এক বাণিজ্যের আশা রাখে যাহা কখনও বিফল হইবে না,

لِيُوَفِّيَهُمْ اُجُوْرَهُمْ وَيَزِيْدَهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ؕ اِنَّهٗ غَفُوْرٌ شَكُوْرٌ ﴿۳۱﴾

৩১। যেন তিনি তাহাদিগকে তাহাদের (আমলের) পূর্ণ প্রতিদান দেন এবং তিনি নিজ অনুগ্রহ হইতে তাহাদিগকে আরও অধিক দান করেন। নিশ্চয় তিনি অতীব ক্ষমাশীল, পরম গুণগ্রাহী।

২৪১৮। এই আয়াতের বর্ণিত বিষয়-বস্তু হইলঃ যখন শুষ্ক চৌচির মাটির উপর বৃষ্টি পতিত হয়, তখন কত রং বেরংএর শস্য, ফুল, ফল এই মাটিতে জন্মিয়া থাকে। ভিন্ন ভিন্ন জাতের, ভিন্ন স্বাদের, ভিন্ন ভিন্ন আকৃতির হইয়া থাকে এই ফল-ফুলগুলি অথচ ইহারা সবই একই পানি দ্বারা সিঞ্চিত ও উৎপাদিত হইয়াছে। ফুল-ফলের মধ্যে এই যে বিভিন্নতা, বীজের ও মৃত্তিকা গুণের বিভিন্নতাই ইহার স্বাভাবিক কারণ। ঠিক তেমনিভাবে, যখন মানুষের উপর ঐশী-বাণী-রূপ পানি বর্ষিত হয়, তখন মানুষভেদে এই পানির ক্রিয়াও ভিন্ন ফল প্রকাশ করে। কেননা মানুষের হৃদয়-মৃত্তিকার প্রকৃতি বিভিন্ন ধরণের হওয়ায়, তাহারা একই ঐশী-বাণীকে ভিন্ন ভিন্ন রূপে গ্রহণ করিয়া থাকে।

২৪১৯। আয়না বা দূরবীণের মধ্যে দৃষ্ট বিভিন্ন ধরণের আকৃতি, রং ও বেরং-এর সমাহার, যাহা পূর্ববর্তী আয়াতে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা যে কেবল ফুলে, ফলে ও পর্বতশিলায় দৃষ্ট হয়, এমন নহে। বরং এই দৃশ্যাবলী মানুষ, জন্তু ও পালিত পশুর মাঝেও দেখা যায়। 'আন্ নাস' (মানুষ), 'আদ্ দাওয়াব' (জন্তু) এবং 'আল্ আন্'আম' (পালিত-পশু) শব্দগুলি দ্বারা বিভিন্ন শক্তির বিভিন্ন প্রকৃতির ও বিভিন্ন মেজাযের মানুষকেও বুঝাইতে পারে। 'প্রকৃত পক্ষে আল্লাহ্‌কে তাঁহার বান্দাগণের মধ্যে কেবল জ্ঞানীগণই ভয় করে' এই বাক্যটি দ্বারা বুঝা যায় যে, উপরোক্ত শব্দ তিনটি তিন শ্রেণীর মানুষের জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে যে শ্রেণী জ্ঞান-প্রাপ্ত সেই শ্রেণীর লোকই আল্লাহ্‌কে সঠিকভাবে ভয় করে। জ্ঞান বলিতে এখানে কেবল আধ্যাত্মিক জ্ঞান বুঝাইয়াছে এরূপ মনে করা ঠিক নয়। এখানে বরং প্রাকৃতিক-বিধানের জ্ঞানকেও বুঝাইয়াছে। প্রকৃতির বিধান ও নিয়মাবলীকে অনুধাবন সহকারে, ভক্তিমাখানো মনে পাঠ করিলে, অনিবার্যভাবে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, আল্লাহ্‌র শক্তি কতই না সীমাহীন! এই উপলব্ধি মানুষকে আল্লাহ্‌র ভক্তি-ভালবাসায় উদ্বুদ্ধ করিয়া তাঁহার সামনে মাথা ঝুঁকাইতে প্রবলভাবে আকৃষ্ট করে।

২৪২০। পূর্ববর্তী আয়াতে যে সব 'উলামা' (জ্ঞানীগণ)-এর উল্লেখ আছে, এই আয়াতে সেই সব উলামারও গুণাবলী বর্ণিত হইয়াছে।

وَالَّذِيْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتٰبِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِعِبَادِهٖ لَخَبِيْرٌۢ بَصِيْرٌ ﴿٣١﴾

৩২। এবং আমরা তোমার নিকট এই কিতাব হইতে যাহা ওহী করিয়াছি উহা নিশ্চিত সত্য এবং উহার পূর্বেকার কিতাবের সত্যায়নকারী। নিশ্চয় আল্লাহ্ নিজ বান্দাগণ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবহিত আছেন এবং তাহাদের অবস্থা দেখিতেছেন।

ثُمَّ اَوْرَثْنَا الْكِتٰبَ الَّذِيْنَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ۚ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهٖ ۚ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ ۚ وَمِنْهُمْ سَابِقٌۢ بِالْخَيْرٰتِ بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيْرُ ﴿٣٢﴾

৩৩। অতঃপর আমরা (সদা) ঐ সকল লোককে এই কিতাবের উত্তরাধিকারী করিয়াছি যাহাদিগকে আমরা আমাদের বান্দাগণের মধ্য হইতে মনোনীত করিয়াছি। অতএব তাহাদের মধ্য হইতে কেহ নিজ আত্মার প্রতি যুলুমকারী, এবং তাহাদের মধ্য হইতে কেহ মধ্যপন্থী এবং তাহাদের মধ্য হইতে কেহ আল্লাহ্‌র আদেশে পুণ্য কর্মে (অন্যদের মোকাবেলায়) অগ্রগামী।[২৪২১] ইহাই হইতেছে (আল্লাহ্‌র) মহা অনুগ্রহ।

جَنّٰتُ عَدْنٍ يَّدْخُلُوْنَهَا يُحَلَّوْنَ فِيْهَا مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَّلُؤْلُؤًا ۚ وَلِبَاسُهُمْ فِيْهَا حَرِيْرٌ ﴿٣٣﴾

৩৪। (তাহাদের বিনিময়) চিরস্থায়ী জান্নাতসমূহ হইবে, যাহার মধ্যে তাহারা প্রবেশ করিবে, তথায় তাহাদিগকে স্বর্ণ-নির্মিত কংকণ এবং মুক্তা দ্বারা অলংকৃত করা হইবে এবং সেখানে তাহাদের পোষাক হইবে রেশমের।

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْٓ اَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ ؕ اِنَّ رَبَّنَا لَغَفُوْرٌ شَكُوْرٌ ﴿٣٤﴾

৩৫। এবং তাহারা বলিবে, 'সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য, যিনি আমাদের সকল চিন্তা দূর করিয়া দিয়াছেন। নিশ্চয় আমাদের প্রতিপালক অতীব ক্ষমাশীল, পরম গুণগ্রাহী;

الَّذِيْٓ اَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهٖ ۚ لَا يَمَسُّنَا فِيْهَا نَصَبٌ وَّلَا يَمَسُّنَا فِيْهَا لُغُوْبٌ ﴿٣٥﴾

৩৬। যিনি স্বীয় অনুগ্রহে আমাদিগকে এমন স্থায়ী আবাসগৃহে স্থান দান করিয়াছেন যেখানে আমাদিগকে কোন দুঃখও স্পর্শ করে না এবং যেখানে কোন ক্লান্তিও আমাদিগকে স্পর্শ করে না।[২৪২২]

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ ۚ لَا يُقْضٰى عَلَيْهِمْ فَيَمُوْتُوْا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِّنْ عَذَابِهَا ؕ كَذٰلِكَ نَجْزِيْ كُلَّ كَفُوْرٍ ﴿٣٦﴾

৩৭। এবং যাহারা কুফরী করিয়াছে তাহাদের জন্য রহিয়াছে জাহান্নামের আগুন। তাহাদের জন্য মৃত্যুর ফয়সালা করা হইবে না যাহার ফলে তাহারা মরিয়া শেষ হইতে পারে, এবং তাহাদের জন্য উহার আযাবও লাঘব করা হইবে না। এইভাবেই আমরা প্রত্যেক অকৃতজ্ঞ ব্যক্তিকে শাস্তি দিয়া থাকি।

২৪২১। একজন বিশ্বাসীকে আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও শৃঙ্খলার বিভিন্ন কঠিন অবস্থার মধ্য দিয়া যাইতে হয়। প্রথম পর্যায়ে নিজের কুপ্রবৃত্তি ও ইন্দ্রিয় শক্তিকে পরাভূত করার জন্য ভীষণ যুদ্ধ করিতে হয় এবং সর্ব প্রকার স্বার্থ ত্যাগ করিতে হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে সে তাহার গন্তব্য পথের দিকে ধীরে ধীরে অগ্রগামী হইতে থাকে এবং গতি বৃদ্ধি করিতে থাকে। তৃতীয় পর্যায়ে, আত্মত্যাগ ও প্রবৃত্তি দমন তাহার স্বভাবের অঙ্গ হইয়া পড়ে এবং নৈতিক উন্নতির চরম স্তরে সে পৌছিয়া যায়। এখান হইতে জীবনের সর্বোচ্চ মার্গে উপনীত হইবার চেষ্টা ও গতি তীব্রতর ও বিরামহীন হইয়া থাকে।

২৪২২। আলোচ্য আয়াত ও পূর্ববর্তী আয়াত হইতে বুঝা যায় যে, মো'মেনগণের জন্য ইহকালে ও পরকালে যে সর্বোচ্চ বেহেশ্‌তের প্রতিশ্রুতি কুরআনে দেওয়া হইয়াছে তাহার স্বরূপ হইলঃ সকল প্রকারের ভীতি ও আশঙ্কা হইতে সম্পূর্ণ মুক্তিলাভ, মনের পূর্ণতম প্রশান্তি প্রাপ্তি, হৃদয়ে পরম সন্তোষ সৃষ্টি এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির ছায়ায় আশ্রয় লাভ।

وَهُمْ يَصْطَرِخُوْنَ فِيْهَا ۚ رَبَّنَآ اَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِىْ كُنَّا نَعْمَلُ ؕ اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَّا يَتَذَكَّرُ فِيْهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَآءَكُمُ النَّذِيْرُ ؕ فَذُوْقُوْا فَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ نَّصِيْرٍ ﴿٣٨﴾

৩৮। এবং তাহারা উহাতে চিৎকার করিবে এবং বলিবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক ! তুমি আমাদিগকে (এই জাহান্নাম হইতে) বাহির কর, আমরা সৎকর্ম করিব উহার পরিবর্তে যাহা আমরা প্রথম জীবনে করিতাম।' (আল্লাহ্ বলিবেন) 'আমরা কি তোমাদিগকে এমন আয়ু দিই নাই, যাহাতে উপদেশ গ্রহণে ইচ্ছুক ব্যক্তি উপদেশ গ্রহণ করিতে পারিত ? অথচ তোমাদের নিকট সতর্ককারীও আসিয়াছিল। অতএব (এখন) তোমরা ইহা ভোগ কর, কারণ যালেমদের জন্য কোন সাহায্যকারী হয় না।'

৪ [১১] ১৬

اِنَّ اللّٰهَ عٰلِمُ غَيْبِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ اِنَّهٗ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ﴿٣٩﴾

৩৯। নিশ্চয় আল্লাহ্ আকাশসমূহ ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয়ে অবগত আছেন; নিশ্চয় তিনি অন্তর্নিহিত কথা খুব ভালভাবে জানেন।

هُوَ الَّذِىْ جَعَلَكُمْ خَلٰٓئِفَ فِى الْاَرْضِ ؕ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهٗ ؕ وَلَا يَزِيْدُ الْكٰفِرِيْنَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ اِلَّا مَقْتًا ۚ وَلَا يَزِيْدُ الْكٰفِرِيْنَ كُفْرُهُمْ اِلَّا خَسَارًا ﴿٤٠﴾

৪০। তিনিই তোমাদিগকে পৃথিবীতে স্থলাভিষিক্ত করিয়াছেন, অতএব যে কুফরী করিবে তাহার কুফরীর শাস্তি তাহারই উপর বর্তিবে। বস্তুতঃ কাফেরদিগকে তাহাদের কুফরী তাহাদের প্রতিপালকের দৃষ্টিতে কেবল অসন্তোষেই বাড়াইতেছে, এবং কাফেরগণের কুফরী শুধু তাহাদের ক্ষতিকেই বৃদ্ধি করিতেছে।

قُلْ اَرَءَيْتُمْ شُرَكَآءَكُمُ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ اَرُوْنِىْ مَاذَا خَلَقُوْا مِنَ الْاَرْضِ اَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِى السَّمٰوٰتِ ۚ اَمْ اٰتَيْنٰهُمْ كِتٰبًا فَهُمْ عَلٰى بَيِّنَتٍ مِّنْهُ ۚ بَلْ اِنْ يَّعِدُ الظّٰلِمُوْنَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا اِلَّا غُرُوْرًا ﴿٤١﴾

৪১। তুমি বল, 'তোমরা কি তোমাদের (কল্পিত) শরীকগণকে দেখিয়াছ যাহাদিগকে তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত ডাক ? তোমরা আমাকে দেখাও যে, তাহারা ভূপৃষ্ঠের কোন অংশ সৃষ্টি করিয়াছে অথবা আকাশসমূহে তাহাদের কোন অংশ আছে ? অথবা আমরা কি তাহাদিগকে এমন কোন কিতাব দিয়াছি যে, তাহারা উহাতে বর্ণিত স্পষ্ট প্রমাণসমূহের উপর কায়েম আছে ?' বরং যালেমগণ একে অপরের সংগে শুধু প্রবঞ্চণামূলক প্রতিশ্রুতি দিয়া থাকে।

اِنَّ اللّٰهَ يُمْسِكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ اَنْ تَزُوْلَا ۚ وَلَئِنْ زَالَتَآ اِنْ اَمْسَكَهُمَا مِنْ اَحَدٍ مِّنْۢ بَعْدِهٖ ؕ اِنَّهٗ كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًا ﴿٤٢﴾

৪২। নিশ্চয় আল্লাহ্ আকাশসমূহ ও পৃথিবীকে রুখিয়া রাখিয়াছেন যেন উভয়ে স্থানচ্যুত না হইয়া পড়ে। এবং যদি উহারা স্থানচ্যুত হইয়া পড়ে তাহা হইলে তিনি ছাড়া কেহই উহাদিগকে রুখিয়া রাখিতে পারিবে না।[২৪২৩] নিশ্চয় তিনি পরম সহিষ্ণু, অতীব ক্ষমাশীল।

২৪২৩। ঐশী ও পার্থিব নিয়ম-পদ্ধতির সুসংবদ্ধ বিন্যাস অনবরত সক্রিয় অবস্থায় থাকিয়া, সুসমন্বিতভাবে কাজ করিয়া চলিয়াছে, নিজ নিজ গতিপথে স্ব স্ব গন্তব্যের দিকে অগ্রসর হইতেছে। ইহাতে বিরোধ বা ব্যতিক্রম নাই। এই সুদৃঢ় মধুর সমন্বয় ও ঐক্য, জোরালোভাবে প্রকাশ করে যে, ইহার পিছনে এক সর্বশক্তিময়, বিজ্ঞানী-সত্তা কার্যরত রহিয়াছেন; দৃশ্য-অদৃশ্য সব কিছুই যাঁহার নিয়ন্ত্রণে রহিয়াছে। সেই সর্বশক্তিমান সত্তাই হইলেন আল্লাহ্, যিনি আমাদের সকলেরই ভক্তি-ভালবাসা ও ইবাদতের একমাত্র যোগ্য দাবীদার।

وَاَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَآءَهُمْ نَذِيْرٌ لَّيَكُوْنُنَّ اَهْدٰى مِنْ اِحْدَى الْاُمَمِ ۚ فَلَمَّا جَآءَهُمْ نَذِيْرٌ مَّا زَادَهُمْ اِلَّا نُفُوْرًا ﴿٤٢﴾

৪৩। এবং তাহারা আল্লাহ্‌র নামে শক্ত কসম খাইয়া বলে যে, যদি তাহাদের নিকট কোন সতর্ককারী (নবী) আগমন করে তাহা হইলে তাহারা সকল জাতির মধ্যে প্রত্যেকটি অপেক্ষা অধিক হেদায়াত প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু যখন তাহাদের নিকট সতর্ককারী আগমন করিল, তখন তাহার আগমন কেবল তাহাদের ঘৃণাকেই বাড়াইয়া দিল,

اِسْتِكْبَارًا فِى الْاَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ ۭ وَلَا يَحِيْقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ اِلَّا بِاَهْلِهٖ ۭ فَهَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّا سُنَّتَ الْاَوَّلِيْنَ ۚ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّٰهِ تَبْدِيْلًا ۚ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّٰهِ تَحْوِيْلًا ﴿٤٣﴾

৪৪। কারণ তাহারা পৃথিবীতে অনেক বড় হইতে চাহিয়াছিল এবং হীন ষড়যন্ত্র করিতে চাহিয়াছিল বস্তুতঃ হীন ষড়যন্ত্র কেবল ষড়যন্ত্রকারীদিগকেই ধ্বংস করিয়া থাকে। অতএব তাহারা কি শুধু পূর্ববর্তীদের রীতির (অর্থাৎ আল্লাহ্‌র শাস্তির জন্য) অপেক্ষা করিতেছে না ? অতএব তুমি আল্লাহ্‌র নিয়মে আদৌ কোন পরিবর্তন পাইবে না; এবং আল্লাহ্‌র নিয়মকে কখনও টলিতে দেখিবে না।

اَوَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوْٓا اَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً ۭ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعْجِزَهٗ مِنْ شَيْءٍ فِى السَّمٰوٰتِ وَلَا فِى الْاَرْضِ ۭ اِنَّهٗ كَانَ عَلِيْمًا قَدِيْرًا ﴿٤٤﴾

৪৫। তাহারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে নাই (যদি করিত), তাহা হইলে তাহারা দেখিত যে, তাহাদের পূর্ববর্তীদের কি পরিণাম ঘটিয়াছিল ? অথচ তাহারা ইহাদের অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী ছিল। এবং আল্লাহ্ এমন নহেন যে, আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে কোন বস্তু তাহাকে বিফল করিতে পারে;[২৪২৪] নিশ্চয় তিনি সর্বজ্ঞানী, সর্বশক্তিমান।

وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوْا مَا تَرَكَ عَلٰي ظَهْرِهَا مِنْ دَاۗبَّةٍ وَّلٰكِنْ يُّؤَخِّرُهُمْ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ فَاِذَا جَاۗءَ اَجَلُهُمْ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِعِبَادِهٖ بَصِيْرًا ﴿٤٥﴾ ع ৫ [৮] ১৭

৪৬। এবং যদি আল্লাহ্ মানুষকে তাহাদের কৃত-কর্মের জন্য (তৎক্ষণাৎ) ধরিতেন তাহা হইলে তিনি ধরাপৃষ্ঠে কোন প্রাণীকে ছাড়িতেন না; কিন্তু তিনি তাহাদিগকে নির্দিষ্ট মিয়াদ পর্যন্ত অবকাশ দেন,[২৪২৫] অতএব যখন তাহাদের নির্দিষ্ট মিয়াদ ফুরাইয়া আসে, তখন সাব্যস্ত হইয়া যায় যে, নিশ্চয় আল্লাহ্ তাঁহার বান্দাগণকে ভালভাবে দেখিতেছিলেন।

২৪২৪। আল্লাহ্‌তা'লার অটল সিদ্ধান্ত ইহাই যে, অবিশ্বাসীরা হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করিবার জন্য যত চেষ্টা-তদ্বীর, যত ষড়যন্ত্রই করুক না কেন উহা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইবে এবং ইসলামই বিজয় লাভ করিবে।

২৪২৫। করুণাময় আল্লাহ্ শাস্তি প্রদানে ধীর। তিনি দুষ্ট, বিদ্রোহীকে সময় ও সুযোগ দান করেন যাহাতে তাহারা নিজদিগকে সংশোধন করিতে পারে। আল্লাহ্ যদি পাপীদিগকে সাথে সাথে ধরিয়া ফেলিতেন এবং তৎক্ষণাৎ উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করিতেন, তাহা হইলে তাহারা অতি অল্প সময়েই ধ্বংস হইয়া যাইত, বিশ্বের বিলুপ্তি ঘটিত এবং পৃথিবীর সকল **সৃষ্টজীবের** জীবনাবসান হইয়া যাইত। কেননা মানুষের ধ্বংসের পরে জীব-জন্তু, পশু-পাখী ইত্যাদির বাঁচিয়া থাকার মধ্যে সার্থকতা বলিয়া কিছুই থাকিত না। আয়াতটির অন্য অর্থ হইতে পারে, আল্লাহ্ পৃথিবীর এই হীনমন্য ও ঘৃণ্য পোকাগুলিকে তথা অবিশ্বাসীদিগকে ধ্বংস করিতে কোন ইতস্ততঃ করিবেন না।

৩৬-সূরা ইয়াসীন

(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণ হওয়ার স্থান ও প্রসঙ্গ

সকল বিশেষজ্ঞ আলেম একমত যে, এই সূরা মক্কায় নাযেল হইয়াছিল । এই সূরার ভাবগত ষ্টাইল, রচনা শৈলী এবং ইহার বিষয়াবলীও এই কথা সাব্যস্ত করে । এই সূরাতে বর্ণিত বিষয়াবলীর গুরুত্ব এতই অধিক যে, হযরত নবী করীম (সাঃ) ইহাকে কুরআনের হৃদয় বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন । পূর্ববর্তী সূরাতে বলা হইয়াছে যে, আল্লাহ্ পৃথিবী ও আকাশমালা সৃষ্টি করিয়া ও মানুষের দৈহিক প্রয়োজন মিটাইয়াই ক্ষান্ত হন নাই বরং তাহার নৈতিক ও আধ্যাত্মিক প্রয়োজনসমূহ মিটাইবারও সব ব্যবস্থা করিয়াছেন । শেষোক্ত প্রয়োজন মিটাইবার জন্য তিনি মানুষের মধ্যে বার বার নবী পাঠাইয়া, সেই নবীর মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করিয়াছেন । এই সূরাতে হযরত আকদাস মুহাম্মদ (সাঃ)-কে সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা বা সর্বোত্তম আদর্শবান নেতা নামে আখ্যায়িত করিয়া বলা হইতেছে যে, তাঁহার মাধ্যমে আল্লাহ্ নিজেকে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করিয়াছেন এবং এই পূর্ণতম এবং অভ্রান্ত গ্রন্থ 'কুরআন' তাঁহাকে দান করিয়াছেন ।

বিষয়-বস্তু

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-কে পূর্ণতম নেতা আখ্যা দিয়া এই সূরা আরম্ভ হইয়াছে । ইহার অর্থ এই যে, নবী প্রেরণের যে ধারা আল্লাহ্তা'লা আদম (আঃ) দ্বারা প্রবর্তন করিয়াছিলেন উহার সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত হইলেন মুহাম্মদ (সাঃ)। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর পথই এখন একমাত্র সত্য, সঠিক ও সরল পথ, যাহা মানুষকে আল্লাহ্র কাছে পৌছাইয়া দেয় । অন্যান্য পথ যাহা পূর্বে মানুষকে আল্লাহ্র কাছে পৌঁছাইয়া দিত সেগুলি এখন বন্ধ হইয়া গিয়াছে এবং কেয়ামত পর্যন্ত বন্ধই থাকিবে ।

আল্লাহ্ এখন কেবল মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর অনুসারীদের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করিবেন । আল্লাহ্ স্বীয় অভ্রান্ত প্রজ্ঞায়, বিশ্বমানবের কাজে সর্বশেষ ধর্মকে প্রচারের জন্য মহানবী (সাঃ)-কে আরবদের মধ্যে প্রেরণ করিলেন, যাহারা বহু শতাব্দী পর্যন্ত কোন নবী দেখে নাই । আরবের ভূমি নিরস ও শুষ্ক ছিল । ঐশী-বাণীর অমৃতধারা এই ভূমির উপর পতিত হইল এবং আধ্যাত্মিক জীবনের এক নূতন বেগবতী ফল্গুধারা ইহাকে প্রাণ-প্রাচুর্যে ভরিয়া তুলিল। অতঃপর, আল্লাহ্ রূপক ভাষায় বর্ণনা করিতেছেন যে, তিনি মানবজাতির কাছে কিভাবে নবীদের মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন । মূসা (আঃ)-এর কথা ঈসা (আঃ)-এর কথা এবং নবী করীম (সাঃ)-এর কথা উল্লেখ করিয়া বলিলেন যে, তিনিই তাঁহার দিকে মানুষকে আহ্বান করার জন্য যথা সময়ে এই নবীগণকে পাঠাইয়াছেন । আল্লাহ্ ইহার পরে একথাও বলিলেন যে, আখেরী যমানায় ধর্মের যখন অধঃপতন হইবে এবং ওহী-ইলহামের প্রতি মানুষের বিশ্বাস রহিত হইয়া যাইবে তখন মহানবী (সাঃ)-এর অনুসারীদের মধ্য হইতে এক ব্যক্তি ইসলামের কেন্দ্রস্থলের বহু দূরবর্তী এক স্থানে (৩৬ঃ২১) আবির্ভূত হইবেন । এই ধর্ম-সংস্কারক মানুষকে ইসলামের দিকে আহ্বান করিবেন । কিন্তু পূর্ববর্তী নবীগণের মতই, তাঁহার আহ্বানও অনেকটা অরণ্যে রোদনের মত হইবে । সারা পৃথিবী তখন অশুভ শক্তির কবলে থাকিবে । মানুষ মিথ্যা উপাস্যের পূজায় মগ্ন থাকিবে এবং পৃথিবী আল্লাহ্র শাস্তির মধ্যে নিপতিত হইবে । অতঃপর এই সূরাতে অতি সুপরিচিত এক প্রাকৃতিক বিধানের প্রতি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলা হইয়াছে যে, যখন সারাটা পৃথিবী শুষ্ক ও তৃষিত হইয়া পড়ে, তখন আল্লাহ্ বৃষ্টি বর্ষণ করেন; যার ফলে মৃত মৃত্তিকা পুনর্জীবিত হইয়া উঠে এবং নানা প্রকারের ও নানা বর্ণের লতা-পাতা, শাক-সব্জি ও ফল-ফুলে ভরিয়া যায় । তেমনিভাবে, মানুষের হৃদয়ে যখন মরিচা ধরে এবং উহা একেবারে কলুষিত হইয়া পড়ে, তখন ইহা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে আকাশ হইতে ঐশী-বাণীরূপে আধ্যাত্মিক পানি অবতীর্ণ হয় । এই বিষয়টি বুঝাইবার জন্য আরেকটি উপমা এই সূরাতে ব্যবহৃত হইয়াছে। দিনের পরে রাত্রি আবার রাত্রির পরে দিন আসা-যাওয়ার চিরন্তন প্রথাকে উপমাস্বরূপ উল্লেখ করা হইয়াছে । আরো ভালভাবে বুঝাইবার জন্য বলা হইয়াছে যে, আল্লাহ্ সত্য সত্যই সব বস্তুকে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করিয়াছেন; শাক-সব্জিতেও জোড়া জোড়া আছে, এমনকি অজৈব পদার্থের জোড়া বাঁধা আছে। এই উপমাতে বুঝানো হইয়াছে যে, সকল সত্যিকার জ্ঞানের মূলে রহিয়াছে একটি সমন্বয়— ঐশী-বাণীর সাথে মানব-যুক্তির সমন্বয় । সূরার শেষ দিকে ইসলামের মহান ও উজ্জ্বল ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে । বলা হইয়াছে যে, আরবজাতি বহু শতাব্দী ধরিয়া বিশ্ব-মানবের তুলনায় নিম্নস্তরে অবহেলিত অবস্থায় পতিত ছিল, আল্লাহ্র হুকুমে এখন সেই আরবেরা জাগতিক উন্নতি ও আধ্যাত্মিক মহিমার চূড়ান্ত উচ্চতায় আরোহণ করিবে । ইহাই আল্লাহ্র ইচ্ছা, ইহা অলস-স্বপ্ন বা কবি-কল্পনা নহে । কেননা, তাহাদের মধ্যে আল্লাহ্র রসূল আগমন করিয়াছেন; তিনি নিশ্চয়ই তাহাদিগকে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক মঙ্গল ও কল্যাণের উজ্জ্বলতম মহিমার চূড়ায় উপনীত করিবেন ।

৩৬-সূরা ইয়াসীন

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৮৪ আয়াত এবং ৫ রুকূ আছে ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১ । আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

يٰسٓ ②

২ । ইয়াসীন,[২৪২৬]

وَالْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِ ③

৩ । হিকমত পূর্ণ কুরআনের[২৪২৭] শপথ,

اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ④

৪ । নিশ্চয় তুমি রসূলগণের অন্তর্ভুক্ত,

عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ⑤

৫ । সরল-সুদৃঢ় পথে প্রতিষ্ঠিত ।[২৪২৭-ক]

تَنْزِيْلَ الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ ⑥

৬ । (এই কুরআন) মহা পরাক্রমশালী, পরম দয়াময়ের নিকট হইতে অবতারিত,

لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّآ اُنْذِرَ اٰبَآؤُهُمْ فَهُمْ غٰفِلُوْنَ ⑦

৭ । যেন তুমি সেই জাতিকে সতর্ক কর, যাহাদের পিতৃপুরুষগণকে সতর্ক করা হয় নাই যাহার ফলে তাহারা গাফেল ।

لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلٰٓى اَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ⑧

৮ । তাহাদের অধিকাংশের সম্বন্ধে (আমাদের) বাক্য অবশ্যই পূর্ণ হইয়া গিয়াছে, অতএব তাহারা ঈমান আনিতেছে না ।

২৪২৬ । 'ইয়াসীন' এই সংযুক্ত দুইটি অক্ষরের মধ্যে 'সীন' অক্ষরটি ইব্‌নে আব্বাসের মতে, 'আল্ ইনসান' (পূর্ণতম মানব) অর্থে অথবা সৈয়দ (পূর্ণতম নেতা) অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে ।

অতএব ইয়াসীন অর্থ দাঁড়ায়, হে পূর্ণতম মানব বা পূর্ণতম নেতা । জ্ঞানী-গুণীদের ঐক্য মত এই যে, এই গুণবাচক কথাটি পবিত্র রসূল মুহাম্মদ (সাঃ) সম্বন্ধে প্রয়োগ করা হইয়াছে । প্রকৃতপক্ষে তিনি পূর্ণতম মানব, কেননা মানবেতিহাসে একমাত্র তাঁহাকেই 'আদর্শ ও নমুনা' বলিয়া চিহ্নিত করা যায় । আর তিনিই পূর্ণতম নেতা; কেননা তাঁহার আগমনের পরে তাঁহারই নেতৃত্বকে অবলম্বন ও অনুসরণ করিয়া কেবল মাত্র তাঁহার উম্মতের মধ্য হইতেই ঐশী-বাণী প্রাপ্ত বড় বড় ধর্ম সংস্কারক ও ধর্ম শিক্ষকগণ আগমন করিতে থাকিবেন; পূর্বের অন্যান্য নবীগণের অনুসারীদের জন্য ঐশী-বাণী প্রাপ্তির দরজা একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে ।

২৪২৭ । মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর নবুওয়াতের সত্যতার সবচেয়ে যুক্তিগ্রাহ্য ও কার্যকরী দলীল হইল মহাগ্রন্থ কুরআন । তাঁহার সত্যতার এর চেয়ে বড় প্রমাণ আর কি হইতে পারে যে, নিজে নিরক্ষর হওয়া সত্বেও তিনি এমন একখানা ধর্ম-গ্রন্থ পৃথিবীকে উপহার দিলেন, যাহা গরিমা ও প্রজ্ঞায় পরিপূর্ণ, যাহা বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ গুণাবলী ও সৌন্দর্যরাশিতে পূর্ববর্তী ধর্মগ্রন্থগুলিকে সকল দিক দিয়া অতিক্রম করিয়া বহু দূর চলিয়া গিয়াছে। এই কুরআন পূর্ণতম বিধান যাহা পালনের মাধ্যমে আগামীতে সর্বকালের মানব-মণ্ডলী নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন করিতে পারিবে ।

২৪২৭-ক । এখন মহানবী (সাঃ)-এর পথই একমাত্র সত্য ও সরল-সুদৃঢ় পথ, যাহা মানুষকে আল্লাহ্‌র কাছে পৌঁছাইয়া দিতে পারে । এই আয়াত নবী এবং দার্শনিকের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম প্রভেদ রচনা করে । একজন দার্শনিককে সত্য লাভের জন্য দীর্ঘ সময় ব্যয় করিতে হয় এবং সে প্রায়ই সত্য অনুসন্ধানের মধ্যেই পথ হারাইয়া ফেলে, কিন্তু আল্লাহ্‌র একজন নবী খুব সংক্ষিপ্ত পথ ও স্বল্পতম সময়ের মধ্যে সত্যের উদ্‌ঘাটন করে । তিনি প্রত্যক্ষভাবে ঐশী-বাণীর দ্বারা পরিচালিত হন বলিয়া দার্শনিকের মত তাহাকে দুর্বোধ্য ও জটিল ধ্যান-ধারণার গোলক ধাঁধাঁয় আবর্তিত হইতে হয় না ।

إِنَّا جَعَلْنَا فِيٓ أَعْنَاقِهِمْ أَغْلٰلًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُم مُّقْمَحُونَ ۝٨

৯। নিশ্চয় আমরা তাহাদের গলায় বেড়ি[২৪২৮] পরাইয়া দিয়াছি যাহা তাহাদের চিবুক পর্যন্ত পৌঁছিয়া গিয়াছে, ফলে তাহারা (কষ্ট হইতে বাঁচিবার জন্য) মাথা উঁচু করিয়া আছে।[২৪২৮-ক]

وَجَعَلْنَا مِنۢ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنٰهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ۝٩

১০। এবং আমরা তাহাদের সম্মুখেও এক প্রতিবন্ধক এবং পশ্চাতেও এক প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করিয়া দিয়াছি এবং তাহাদিগকে ঢাকিয়া দিয়াছি; সুতরাং তাহারা দেখিতে পারে না।[২৪২৯]

وَسَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۝١٠

১১। এবং তুমি তাহাদিগকে সতর্ক কর বা না কর তাহাদের জন্য উভয় সমান, তাহারা ঈমান আনিবে না।[২৪৩০]

إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمٰنَ بِالْغَيْبِ ۖ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ ۝١١

১২। তুমি শুধু সেই ব্যক্তিকে সতর্ক করিতে পার যে উপদেশের অনুসরণ করে, এবং অদৃশ্যেও রহমান আল্লাহ্‌কে ভয় করিয়া চলে। অতএব তুমি তাহাকে ক্ষমা এবং সম্মানজনক পুরস্কারের শুভ সংবাদ দাও।

إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتٰى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَءَاثَارَهُمْ ۚ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنٰهُ فِيٓ إِمَامٍ مُّبِينٍ ۝١٢ ع ١٨

১৩। নিশ্চয় আমরাই মৃতকে জীবিত করি এবং তাহারা যাহা কিছু (ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য) অগ্রে প্রেরণ করে এবং যাহা কিছু পশ্চাতে ফেলিয়া যায় সকলই আমরা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখি, বস্তুতঃ প্রত্যেক বস্তুকেই আমরা সুস্পষ্ট কিতাবে[২৪৩১] গণনা করিয়া রাখিয়াছি। [১৩] ১৮

وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحٰبَ الْقَرْيَةِ ۘ إِذْ جَآءَهَا الْمُرْسَلُونَ ۝١٣

১৪। এবং তুমি তাহাদের নিকট এক জনপদের[২৪৩২] অধিবাসীদের উপমা বর্ণনা কর, যখন তাহাদের নিকট রসূলগণ আসিয়াছিল।

২৪২৮। এস্থলে 'আগ্‌লাল' দ্বারা পূর্ব-পুরুষাগত চালচলন, রীতিনীতি, কুসংস্কার ইত্যাদির বেড়ী ও শৃঙ্খলকে বুঝায়, যাহা অবিশ্বাসীদিগকে দৃঢ়বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া রাখে ও মুক্তি দান করে না। ইহা সত্য গ্রহণের পথে এবং উন্নতির পথে বিরাট বাধা হইয়া থাকে।

২৪২৮-ক। যদিও কোন ব্যক্তি বুদ্ধি ও যুক্তির দ্বারা নিজেকে ভ্রান্তিপূর্ণ সংস্কারের বেড়াজাল হইতে মুক্ত করিতে চায়, তথাপি চতুর্দিক হইতে তাহার উপর এত চাপ আসে যে, সে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়ে।

২৪২৯। চিরাচরিত প্রথার প্রতি অতিরিক্ত অনুরক্তি, সঙ্কীর্ণ চিত্ততা ও আত্মম্ভরিতা, অবিশ্বাসীগণকে ভাবিয়া দেখার অবসর দেয় না যে, ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে তাহারা কত বিরাট উজ্জ্বল ভবিষ্যতের অধিকারী হইতে পারে এবং একথা ভাবিবারও তাহারা সময় পায় না যে, পূর্ববর্তী অবিশ্বাসীগণ সত্যের বিরোধিতার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে ইহলোকেই কত শাস্তি পাইয়াছে।

২৪৩০। টীকা ২৬ দ্রষ্টব্য।

২৪৩১। ইমাম অর্থ জনগণ বা সেনাদলের নেতা, আদর্শ বা উদাহরণ, কোন জাতির ধর্ম-গ্রন্থ, রাস্তা বা পথ ইত্যাদি (লেইন)।

২৪৩২। 'কারইয়াহ্' অর্থ শহর, স্থান বা জনপদ, রূপকভাবে ইহা দ্বারা সারা বিশ্বকেও বুঝাইতে পারে। অতএব 'আসহাবাল কারইয়াত' দ্বারা বিশ্ব-মানবকেও বুঝা যাইতে পারে। অথবা যদি একটি শহরবাসীর কথা বুঝাইয়া থাকে তাহা হইলে মক্কাবাসীদেরকে বুঝাইতে পারে, যাহা ইসলামের মূলকেন্দ্র। এই ক্ষেত্রে 'মুরসালূন' (রসূলগণ) বলিতে মহানবী (সাঃ)-কে বুঝাইবে, কেননা তিনি একাধারে সকল নবীর প্রতিনিধি বিশ্ব-নবী ছিলেন।

اِذْ اَرْسَلْنَآ اِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوْهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوْٓا اِنَّآ اِلَيْكُمْ مُّرْسَلُوْنَ ﴿١٥﴾

১৫। যখন আমরা তাহাদের নিকট (প্রথমে) দুইজন (রসূল কে)[২৪৩৩] পাঠাইয়াছিলাম তখন তাহারা উভয়কে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল, তখন আমরা তৃতীয়[২৪৩৪] একজন (রসূল) দ্বারা (তাহাদিগকে) শক্তিশালী করিলাম; এবং তাহারা বলিল, 'নিশ্চয় আমরা তোমাদের নিকট রসূলরূপে প্রেরিত হইয়াছি।'

قَالُوْا مَآ اَنْتُمْ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا ۙ وَمَآ اَنْزَلَ الرَّحْمٰنُ مِنْ شَيْءٍ ۙ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا تَكْذِبُوْنَ ﴿١٦﴾

১৬। তাহারা উত্তরে বলিল, 'তোমরা আমাদের মত মানুষ বই কিছুই নহ, এবং রহমান আল্লাহ্ কিছুই নাযেল করেন নাই, তোমরা শুধু শুধু মিথ্যা বলিতেছ।'

قَالُوْا رَبُّنَا يَعْلَمُ اِنَّآ اِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُوْنَ ﴿١٧﴾

১৭। তাহারা বলিল, 'আমাদের প্রতিপালক জানেন যে, আমরা নিশ্চয় তোমাদের নিকট রসূলরূপে প্রেরিত হইয়াছি;

وَمَا عَلَيْنَآ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ﴿١٨﴾

১৮। বস্তুতঃ আমাদের উপর দায়িত্ব কেবল স্পষ্টরূপে (পয়গাম) পৌছাইয়া দেওয়া।'

قَالُوْٓا اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ ۚ لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهُوْا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِّنَّا عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿١٩﴾

১৯। তাহারা বলিল, 'নিশ্চয় আমরা তোমাদেরকে (আগমন) অশুভ মনে করি, তোমরা যদি তোমাদের কার্যকলাপ হইতে বিরত না হও তাহা হইলে নিশ্চয় আমরা তোমাদিগকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করিব,[২৪৩৫] এবং নিশ্চয় আমাদের তরফ হইতে তোমাদিগকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি স্পর্শ করিবে।'

قَالُوْا طَآئِرُكُمْ مَّعَكُمْ ۭ اَئِنْ ذُكِّرْتُمْ ۭ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ ﴿٢٠﴾

২০। তাহারা বলিল, 'তোমাদের দুর্ভাগ্য তোমাদেরই সঙ্গে আছে। (তোমরা) কি ইহা এইজন্য (বলিতেছ) যে, তোমাদিগকে সৎ উপদেশ দেওয়া হইতেছে ? বরং (সত্য কথা এই যে) তোমরা সীমালংঘনকারী জাতি।'

২৪৩৩। এস্থলে দুইজন রসূল দ্বারা মূসা ও ঈসা (আঃ) অথবা ইব্‌রাহীম ও ইসমাঈল (আঃ)-কে বুঝাইতে পারে।

২৪৩৪। তৃতীয় রসূল দ্বারা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ), বুঝাইতে পারে যিনি মূসা ও ঈসা(আঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করিয়া এই দুই নবীর সত্যতাকে সাব্যস্ত ও শক্তিশালী করিয়াছেন। তাঁহাদের ভবিষ্যদ্বাণীতে মুহাম্মদ (সাঃ)-এর গুণবিশিষ্ট একজন নবীর আগমনের উল্লেখ ছিল এবং তিনি আসিয়াছেন। (দ্বিতীয় বিবরণ– ১৮ঃ১৮, মথি- ২১ঃ৩৩-৪৬)। অপরদিকে তিনি ইব্‌রাহীম ও ইসমাঈল (আঃ) এই দুই নবীর সত্যতাও জোরদার করিয়াছেন, কেননা হযরত ইব্‌রাহীম ও হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর দোয়ার পরিণাম ও ফলস্বরূপ হযরত নবী করীম (সাঃ) আসিয়াছেন। (২ঃ১২৯-১৩০)।

২৪৩৫। 'রাজামা-হু' অর্থ সে তাহাকে প্রস্তরাঘাত করিয়াছে। সে তাহাকে থাপড়াইয়া-কিলাইয়া মারিয়াছে; সে তাহাকে অভিশাপ দিয়াছে, সে তাহাকে সমাজচ্যুত করিয়াছে (লেইন)।

وَجَآءَ مِنْ اَقْصَا الْمَدِيْنَةِ رَجُلٌ يَّسْعٰى قَالَ يٰقَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٢١﴾

২১। এবং শহরের দূর প্রান্ত[২৪৩৬] হইতে এক ব্যক্তি[২৪৩৭] দৌড়িয়া[২৪৩৮] আসিল, সে বলিল, 'হে আমার জাতি ! তোমরা রসূলগণের অনুসরণ কর।

اتَّبِعُوْا مَنْ لَّا يَسْـَٔلُكُمْ اَجْرًا وَّ هُمْ مُّهْتَدُوْنَ ﴿٢٢﴾

২২। অনুসরণ কর তাহাদের, যাহারা তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান চাহে না এবং তাহারা হেদায়াত প্রাপ্ত;

وَمَا لِيَ لَآ اَعْبُدُ الَّذِيْ فَطَرَنِيْ وَ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿٢٣﴾

২৩। এবং আমার কি হইয়াছে যে আমি তাঁহার ইবাদত করিব না, যিনি আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন; এবং তাঁহারই দিকে তোমাদের সকলকে ফিরাইয়া লইয়া যাওয়া হইবে ?

ءَاَتَّخِذُ مِنْ دُوْنِهٖٓ اٰلِهَةً اِنْ يُّرِدْنِ الرَّحْمٰنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّيْ شَفَاعَتُهُمْ شَيْـًٔا وَّلَا يُنْقِذُوْنِ ﴿٢٤﴾

২৪। আমি কি তাঁহাকে ছাড়িয়া অন্য মা'বূদ গ্রহণ করিব ?[২৪৩৯] যদি রহমান আল্লাহ্ আমাকে কোন ক্ষতি পৌছাইতে চাহেন তাহা হইলে তাহাদের সুপারিশ আমার কোন উপকারে আসিবে না, এবং তাহারা আমাকে বাঁচাইতেও পারিবে না;

اِنِّيْٓ اِذًا لَّفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٢٥﴾

২৫। এইরূপ করিলে আমি অবশ্যই প্রকাশ্য ভ্রান্তিতে পড়িব,

اِنِّيْٓ اٰمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُوْنِ ﴿٢٦﴾

২৬। নিশ্চয় আমি তোমাদের প্রতিপালকের উপর ঈমান আনিয়াছি, অতএব তোমরা আমার কথা শুন।'

قِيْلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ ؕ قَالَ يٰلَيْتَ قَوْمِيْ يَعْلَمُوْنَ ﴿٢٧﴾

২৭। তাহাকে বলা হইল, 'তুমি জান্নাতে প্রবেশ কর।'[২৪৪০] সে বলিল, 'হায় ! আমার জাতি যদি (আমার পরিণাম) জানিতে পারিত—

২৪৩৬। মিন আক্সাল্ মাদীনাতে— "শহরের দূর প্রান্ত হইতে" কথা দ্বারা ইহাও বুঝায় যে, ইসলামের কেন্দ্রস্থল (মক্কা মুয়ায্যমা) হইতে বহু দূরবর্তী কোন স্থান হইতে।

২৪৩৭। "রাজুলুন" দ্বারা হয়ত 'প্রতিশ্রুত মসীহের' প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে, কেননা মহানবী (সাঃ)-এর প্রসিদ্ধ হাদীসে প্রতিশ্রুত মসীহ-মাহদীকে 'রাজুলুন' বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। (বুখারী কিতাবুত্ তফ্সীর)।

২৪৩৮। "ইয়াস্'আ" (দৌড়ানো) শব্দটি অর্থ এবং তাৎপর্য বহন করে কতিপয় হাদীসে মহানবী (সাঃ) প্রতিশ্রুত মসীহ্ সম্পর্কেও এই রকম শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, যাহা দ্বারা ইহাই বুঝায় যে, প্রতিশ্রুত মসীহ অবিশ্রান্ত পরিশ্রম, বাস্তুতা ও দ্রুততার সহিত ঝটিকা প্রবাহের মত ইসলামের খেদমতে আত্মনিয়োগ করিবেন।

২৪৩৯। "অন্য মা'বূদ গ্রহণ"— প্রতিশ্রুত মসীহ্-এর আগমনের সময় মানুষ বহুবিধ উপাস্যের আরাধনা করিবে অর্থাৎ তাহারা বস্তুতন্ত্র, মিথ্যা রাজনৈতিক দর্শন, অবাস্তব অর্থনৈতিক মতবাদ ইত্যাদির সাধনা করিবে।

২৪৪০। এই আয়াতে 'রাজুলুন ইয়াস্'আ' সম্বন্ধে বলা হইল, "তুমি জান্নাতে প্রবেশ কর"। ইহা বিশেষভাবে প্রণিধান যোগ্য। কুরআনে যখন সত্যিকার ঈমানদারগণের সকলের জন্যই জান্নাতের প্রতিশ্রুতি রহিয়াছে, তখন এ স্থলে 'রাজুলুন' এর ক্ষেত্রে জান্নাতে প্রবেশের বিশেষ উক্তিটি বাহ্য দৃষ্টিতে অত্যুক্তি বলিয়া মনে হয়। তবে, ইসলামের জন্য যাঁহারা জান, মাল, সময় এবং সম্মান সব কিছু উৎসর্গ করিয়াছেন সেই সকল পুণ্যাত্মাগণের জন্য আল্লাহ্র বিশেষ নির্দেশে প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আঃ) কর্তৃক কাদিয়ানে বিশেষ শর্তে, 'বেহেশ্তি মক্বেরা' নামে একটি বিশেষ কবরস্থান স্থাপন করার মাঝে, জান্নাতে প্রবেশ কর,' আদেশটি বাহ্যিকভাবে রূপায়িত হইয়াছে বলিয়া বলা যাইতে পারে। প্রতিশ্রুত মসীহের প্রতি একটি ইলহামে বলা হইয়াছে 'ইন্নি

২৮। যে কিরূপে আমার প্রতিপালক আমাকে ক্ষমা করিয়াছেন এবং আমাকে সম্মানিত লোকদের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন।'

بِمَا غَفَرَ لِيْ رَبِّيْ وَجَعَلَنِيْ مِنَ الْمُكْرَمِيْنَ ﴿٢٨﴾

২৯। এবং আমরা তাহার পর তাহার জাতির বিরুদ্ধে আকাশ হইতে কোন সৈন্যদল নাযেল করি নাই এবং না আমরা কখনও এইরূপ নাযেল করি।

وَمَآ اَنْزَلْنَا عَلٰى قَوْمِهٖ مِنْۢ بَعْدِهٖ مِنْ جُنْدٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِيْنَ ﴿٢٩﴾

৩০। উহা কেবল এক বিকট শব্দকারী আযাব ছিল, তখন দেখ! সহসা তোমাদের জীবন প্রদীপ নিভিয়া গেল।[২৪৪১]

اِنْ كَانَتْ اِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَاِذَا هُمْ خٰمِدُوْنَ ﴿٣٠﴾

৩১। পরিতাপ! বান্দাগণের জন্য, তাহাদের নিকট এমন কোন রসূল আসে নাই, যাহার প্রতি তাহারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে নাই।[২৪৪২]

يٰحَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ ۚ مَا يَاْتِيْهِمْ مِّنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿٣١﴾

৩২। তাহারা কি দেখে নাই তাহাদের পূর্বে আমরা কত জনগোষ্ঠিকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছি, তাহারা কখনও তাহাদের নিকট ফিরিয়া আসে না?[২৪৪৩]

اَلَمْ يَرَوْا كَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنَ الْقُرُوْنِ اَنَّهُمْ اِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُوْنَ ؕ ﴿٣٢﴾

৩৩। এবং তাহাদের সকলকেই একত্রিত করিয়া নিশ্চয় আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করা হইবে।

وَاِنْ كُلٌّ لَّمَّا جَمِيْعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُوْنَ ﴿٣٣﴾ ع ٢ ٢٠ ١

২ [১০] ১

৩৪। এবং মৃত যমীনও তাহাদের জন্য এক নিদর্শন, আমরা উহাকে সঞ্জীবিত করি এবং উহা হইতে শস্য উৎপন্ন করি, অতঃপর তাহারা উহা হইতে আহার করে।

وَاٰيَةٌ لَّهُمُ الْاَرْضُ الْمَيْتَةُ ۚ اَحْيَيْنٰهَا وَاَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَاْكُلُوْنَ ﴿٣٤﴾

৩৫। এবং আমরা উহাতে খর্জুর এবং আঙ্গুরের বাগানসমূহও উৎপাদন করিয়াছি এবং উহাদের মধ্যে আমরা ঝরণাসমূহ প্রবাহিত করিয়াছি,[২৪৪৪]

وَجَعَلْنَا فِيْهَا جَنّٰتٍ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّاَعْنَابٍ وَّفَجَّرْنَا فِيْهَا مِنَ الْعُيُوْنِ ۙ ﴿٣٥﴾

আন্‌যালতু মা'আকাল্ জান্নাতা' অর্থাৎ হে মসীহ্ তোমার সাথে আমি বেহেশ্‌ত অবতরণ করিয়াছি (তাযকিরাহ্)। এই ইলহামও উপরোক্ত ব্যাখ্যাটির সমর্থন করে (বিস্তারিত জানার জন্য প্রতিশ্রুত মসীহ প্রণীত 'আল্ ওসীয়্যত' পুস্তক দ্রষ্টব্য)।

২৪৪১। এই বর্ণনাটা গোলাবর্ষণ, বোমাবর্ষণ অগ্নি-বোমা ও আণবিক বোমা-বর্ষণ ইত্যাদির উপর প্রযোজ্য বলিয়া মনে হয়। ভয়ঙ্কর শব্দে ইহারা নিপতিত হয়। সাথে সাথে যে ভয়ানক অগ্নি নামিয়া আসে, তাহা পতনস্থান ও চারি পাশের সব কিছু জ্বালাইয়া পোড়াইয়া ছারখার করিয়া দেয়। মাইলের পর মাইল স্থান জুড়িয়া জীবনের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়া যায়। এইরূপ ভয়াবহ ধ্বংসলীলার প্রতিই সূরা কাহ্‌ফে ইঙ্গিত রহিয়াছে যে, যাহা কিছু উহার উপর আছে উহাকে আমরা নিশ্চয় বিরান ভূমিতে পরিণত করিব (১৮ঃ৯)।

২৪৪২। এই বাক্যের শব্দগুলি অত্যন্ত বেদনা ভারাক্রান্ত। মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ্ নিজেই যেন কষ্ট পাইয়া থাকেন যে, মানুষ তাঁহার প্রেরিত পুরুষগণকে হাসি-বিদ্রূপ ও মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করে। রসূলগণ কষ্ট বরণ করেন, এমনকি প্রাণপাত করেন। তথাপি অবুঝ জাতি তাহাদের এত আকুতি ও হিতৈষণাকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিয়া উড়াইয়া দেয়।

২৪৪৩। এই বাক্য দ্বারা মনে হয় উপরোক্ত ঐশী শাস্তি বিশ্বব্যাপী সংঘটিত হইবে।

২৪৪৪। পূর্ববর্তী আয়াতে যে উপমা ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা এই আয়াতেও চলিতেছে। বলা হইতেছে যে, আরবের শুষ্ক বালুকারাশি হইতে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের ঝর্ণা-ধারা প্রবাহিত হইবে এবং বিবিধ আধ্যাত্মিক ফলে-ফুলে সুশোভিত বৃক্ষরাজি সমগ্র পৃথিবীতে উৎপন্ন হইবে।

لِيَاْكُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖ ۙ وَمَا عَمِلَتْهُ اَيْدِيْهِمْ ؕ اَفَلَا يَشْكُرُوْنَ ﴿۳۶﴾

৩৬। যেন তাহারা উহার ফল আহার করে, অথচ তাহাদের হস্ত উহা উৎপাদন করে নাই, তবুও কি তাহারা শোকরগুযারী করিবে না ?

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْۢبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿۳۷﴾

৩৭। পবিত্র তিনি, যিনি সকল বস্তুকে, যাহা যমীন উৎপাদন করে এবং স্বয়ং তাহাদিগকে এবং উহাদিগকেও যাহা তাহারা জানে না; জোড়া জোড়া করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন।[২৪৪৫]

وَاٰيَةٌ لَّهُمُ الَّيْلُ ۚ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَاِذَا هُمْ مُّظْلِمُوْنَ ﴿۳۸﴾

৩৮। এবং রাত্রিও তাহাদের জন্য এক নিদর্শন, যাহার মধ্য হইতে আমরা দিনকে পৃথক করিয়া লই, ফলে তাহারা অকসমাৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া যায়।

وَالشَّمْسُ تَجْرِيْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ؕ ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ﴿۳۹﴾

৩৯। এবং সূর্য উহার গন্তব্য স্থানের দিকে দ্রুত বেগে ধাবমান রহিয়াছে, ইহা মহা পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহ্‌র নির্ধারিত নিয়ম।

وَالْقَمَرَ قَدَّرْنٰهُ مَنَازِلَ حَتّٰى عَادَ كَالْعُرْجُوْنِ الْقَدِيْمِ ﴿۴۰﴾

৪০। এবং চন্দ্রের জন্য আমরা বিভিন্ন মঞ্জিল নির্ধারিত করিয়াছি, এমন কি (মঞ্জিলগুলি অতিক্রম করিতে করিতে) উহা খর্জুর বৃক্ষের পুরাতন শুষ্ক শাখার ন্যায় প্রথম অবস্থায় ফিরিয়া আসে।

لَا الشَّمْسُ يَنْۢبَغِيْ لَهَآ اَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ؕ وَكُلٌّ فِيْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ ﴿۴۱﴾

৪১। সূর্যের ক্ষমতা নাই যে উহা চন্দ্রকে ধরে এবং রাত্রিরও ক্ষমতা নাই যে উহা দিবসকে অতিক্রম করে। এবং উহাদের প্রত্যেকেই আকাশে নিজ নিজ কক্ষপথে অবাধে সন্তরণ করিয়া চলিয়াছে।[২৪৪৬]

২৪৪৫। ইহা আজ এক অবিসংবাদিত বৈজ্ঞানিক সত্য যে, প্রত্যেক বস্তুতে জোড়া বা 'যুগল' রহিয়াছে, শাক সব্জির জগতে যেমন রহিয়াছে, তেমনি অজৈব পদার্থেও রহিয়াছে। এমন কি যেগুলিকে মৌলিক (অযুগ্ম) পদার্থ বলিয়া আমরা জানি ও মানি, ঐ একাকী পদার্থও আসলে একাকী অস্তিত্বশীল নয়, বরং উহার অস্তিত্ব রক্ষার জন্য সে অন্য অস্তিত্বের উপর নির্ভরশীল। এই বৈজ্ঞানিক তত্ত্বটি মানুষের বুদ্ধিমত্তার ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য। ঐশী আলোর প্রতিফলন ব্যতিরেকে, আমরা সত্যিকার জ্ঞান লাভ করিতে পারি না। মানুষের বুদ্ধির সাথে যখন ঐশী-বাণীর মিলন ঘটে, তখনই সত্যিকারের অভ্রান্ত জ্ঞানের অধিকারী হওয়া যায়।

২৪৪৬। মহাশূন্যে বিরাজমান গ্রহ-নক্ষত্র-তারকাপুঞ্জ ও অন্যান্য বিশালাকার জ্যোতিষ্কসমূহ সুশৃঙ্খল ভাবে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। কুরআন নাযেল হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মানুষ এই অভিমত পোষণ করিত যে, আকাশমালা ঘন দেহধারী জড় পিণ্ড বিশেষ। ইহা কুরআনের এক মহা বৈশিষ্ট্য যে, ইহা এমন এক সুন্দর ভাষা ও শব্দ ব্যবহার করে যাহা পূর্বেকার ভুল-ভ্রান্তিগুলিকে সাবলীলভাবে খণ্ডন করিয়া দেয় এবং সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞান ও দর্শনের রাজ্যে নূতন নূতন আবিষ্কারের পথ খুলিয়া দেয়। এই আয়াত বিশ্ব-জগতের সুশৃঙ্খল পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার প্রতি ইঙ্গিত করে। আকাশের তারকা-মণ্ডলীই বলুন আর পৃথিবীর উপগ্রহই বলুন সকলেই তাহাদের প্রতি আরোপিত কাজ নিয়মিতভাবে সুশৃঙ্খলার সহিত সময় মত ও অভ্রান্তভাবে একে অন্যের ব্যাঘাত না ঘটাইয়া সম্পাদন করিয়া যাইতেছে। এই সৌরমণ্ডল এমনিভাবে লাখ লাখ মণ্ডলের একটি মাত্র; এই লাখ লাখ মণ্ডলে এমন সব মণ্ডলও রহিয়াছে, যাহারা সৌরমণ্ডল হইতে লক্ষ লক্ষ গুণ বড়। এই লক্ষ লক্ষ সূর্য ও লক্ষ লক্ষ তারকা মহাশূন্যে এমনিভাবে পরস্পরের সঙ্গে নিরাপদ দূরত্ব রক্ষা করিয়া ভাসিয়া বেড়াইতেছে যে, ইহাদের সামঞ্জস্য ও সৌন্দর্য কখনও ব্যাহত হয় না। একে অপরের সঙ্গে উহারা ঐক্য-সূত্রে গাঁথা থাকিয়া নিজ নিজ কক্ষপথে নিজের গন্তব্যের দিকে চলে। কাঠামো ও গতিময়তায় তারা সব এক ও অভিন্ন, কী চমৎকার !

وَاٰيَةٌ لَّهُمْ اَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ ﴿٤١﴾

৪২। এবং তাহাদের জন্য ইহাও এক নিদর্শন যে, আমরা তাহাদের বংশধরগণকে বোঝাই করা নৌযানে বহন করিয়া থাকি।

وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِّنْ مِّثْلِهٖ مَا يَرْكَبُوْنَ ﴿٤٢﴾

৪৩। এবং আমরা নিশ্চয় উহার সদৃশ আরও (যানবাহন) সৃষ্টি করিব যাহাতে তাহারা আরোহণ করিবে।[২৪৪৭]

وَاِنْ نَّشَاْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيْخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُوْنَ ﴿٤٣﴾

৪৪। এবং যদি আমরা চাহি তাহা হইলে তাহাদিগকে নিমজ্জিত করিয়া দিতে পারি, তখন তাহাদের জন্য কেহ ফরিয়াদ শ্রবণকারী থাকিবে না এবং তাহাদিগকে উদ্ধারও করা হইবে না,

اِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَاعًا اِلٰى حِيْنٍ ﴿٤٤﴾

৪৫। কেবল আমাদের পক্ষ হইতে রহমত ব্যতীত, এবং উহা কেবল এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত পার্থিব সুখ-সম্ভোগস্বরূপ।

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّقُوْا مَا بَيْنَ اَيْدِيْكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ﴿٤٥﴾

৪৬। এবং যখন তাহাদিগকে বলা হয়, 'যাহা কিছু তোমাদের সম্মুখে[২৪৪৮] আছে উহা হইতে এবং যাহা কিছু তোমাদের পশ্চাতে[২৪৪৯] আছে উহা হইতে বাঁচিবার চেষ্টা কর যেন তোমাদের উপর রহম করা হয় (তখন তাহারা মুখ ফিরাইয়া লয়)।'

وَمَا تَاْتِيْهِمْ مِّنْ اٰيَةٍ مِّنْ اٰيٰتِ رَبِّهِمْ اِلَّا كَانُوْا عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ ﴿٤٦﴾

৪৭। এবং যখনই তাহাদের প্রতিপালকের নিদর্শনাবলী হইতে কোন নিদর্শন তাহাদের নিকট আসে তখনই তাহারা উহা হইতে মুখ ফিরাইয়া লয়।

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ اَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ ۙ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنُطْعِمُ مَنْ لَّوْ يَشَآءُ اللّٰهُ اَطْعَمَهٗٓ ۖ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٤٧﴾

৪৮। এবং যখন তাহাদিগকে বলা হয়, 'আল্লাহ্ তোমাদিগকে যাহা কিছু দিয়াছেন উহা হইতে খরচ কর,' তখন কাফেরগণ মো'মেনগণকে বলে, 'আমরা কি এমন ব্যক্তিকে খাওয়াইব যাহাকে আল্লাহ্ ইচ্ছা করিলে নিজে খাওয়াইতে পারেন ? তোমরা একেবারে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছ।'

وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٤٨﴾

৪৯। এবং তাহারা বলে, 'যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তাহা হইলে বল এই প্রতিশ্রুতি কখন পূর্ণ হইবে ?'

২৪৪৭। কুরআন কত আগেই বলিয়া রাখিয়াছে যে, মানুষের জন্য আল্লাহ্ অন্যান্য কত ধরণের যান-বাহন পৃথিবীর বুকে সৃষ্টি করিবেন। রেলগাড়ী, ষ্টীমার, সমুদ্রগামী জাহাজ, এরোপ্লেন, মহাশূন্য যান ইত্যাদি আমাদিগকে আল্লাহ্-প্রদত্ত ঐ ভবিষ্যদ্বাণীর পরিপূর্ণতার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। কুরআন আল্লাহ্র বাণী না হইলে ইহা এত সুদূর ভবিষ্যতের কথা বলিতে পারিত না।

২৪৪৮। ভবিষ্যতের সম্ভাব্য মন্দ কাজের কুফল।

২৪৪৯। অতীতে কৃত দুষ্কর্মের কুফল।

مَا يَنْظُرُوْنَ اِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً تَاْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُوْنَ ۝٤٩

৫০। তাহারা কেবল এক বিকট শব্দকারী আযাবের[২৪৫০] অপেক্ষা করিতেছে যাহা তাহাদিগকে আসিয়া ধরিবে এমন অবস্থায় যে তাহারা বিতর্কই করিতে থাকিবে।

فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ تَوْصِيَةً وَّلَا اِلٰٓى اَهْلِهِمْ يَرْجِعُوْنَ ۝٥٠

৫১। সেই সময় তাহারা একে অপরকে ওসীয়্যতও করিতে পারিবে না এবং নিজেদের পরিবারবর্গের নিকটও ফিরিয়া যাইতে পারিবে না।

৩ [১৮] ২

وَنُفِخَ فِى الصُّوْرِ فَاِذَا هُمْ مِّنَ الْاَجْدَاثِ اِلٰى رَبِّهِمْ يَنْسِلُوْنَ ۝٥١

৫২। এবং যখন শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হইবে,[২৪৫১] তখন অকস্মাৎ তাহারা কবর হইতে তাহাদের প্রতিপালকের দিকে ছুটিয়া আসিবে।

قَالُوْا يٰوَيْلَنَا مَنْۢ بَعَثَنَا مِنْ مَّرْقَدِنَا ۜ هٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُوْنَ ۝٥٢

৫৩। তাহারা (একে অপরকে) বলিবে, 'হায় আমাদের সর্বনাশ! কে আমাদিগকে আমাদের নিদ্রাস্থল হইতে উঠাইল?[২৪৫২] ইহা তো উহাই যাহার প্রতিশ্রুতি রহমান আল্লাহ্ দিয়াছিলেন এবং রসূলগণও সত্য বলিয়াছিলেন।'

اِنْ كَانَتْ اِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَاِذَا هُمْ جَمِيْعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُوْنَ ۝٥٣

৫৪। ইহা হইবে কেবল একটি প্রচণ্ড আর্তনাদ,[২৪৫৩] তখন সহসা তাহাদের সকলকে একত্রিত করিয়া আমাদের সম্মুখে হাযির করা হইবে।

فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْـًٔا وَّلَا تُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝٥٤

৫৫। এবং সেদিন কোন আত্মার প্রতি বিন্দুমাত্র যুলুম করা হইবে না, এবং তোমাদিগকে কেবল তোমাদের কর্মেরই প্রতিফল দেওয়া হইবে।

اِنَّ اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِىْ شُغُلٍ فٰكِهُوْنَ ۝٥٥

৫৬। সেদিন নিশ্চয় জান্নাতবাসীগণ (নিজেদের অবস্থা দেখিয়া) আনন্দে উৎফুল্ল হইবে;[২৪৫৪]

২৪৫০। এখানে আল্লাহ্র তরফ হইতে যে শাস্তি আসার উল্লেখ আছে, তাহা (বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মত) হঠাৎ উপস্থিত হইবে। ইহা এত দ্রুতবেগে ও এত অকস্মাৎ উপস্থিত হইবে যে, অবিশ্বাসী দুষ্ট ব্যক্তিরা 'ওসীয়্যাত বা 'উইল' করারও সময় পাইবে না। পরবর্তী আয়াতে তাহাই বলা হইয়াছে।

২৪৫১। "শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হইবে" দুই অর্থই হইতে পারে। কিয়ামতের দিন শিঙ্গা বাজিয়া উঠিবে, ইহাই প্রাথমিক অর্থ। রূপক বর্ণনা হিসাবে ইহার দ্বারা প্রতিশ্রুত ধর্ম-সংস্কারকের আগমনকেও বুঝায়, যাহার উদাত্ত আহ্বানে সাড়া দিয়া আধ্যাত্মিকভাবে মৃত ব্যক্তিরা যেন কবর হইতে পুনরুত্থিত হয় এবং ধর্মের ঐশী-বাণী শোনার জন্য ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠে।

২৪৫২। যখন হাশরের দিন মানুষকে উঠানো হইবে এবং অবিশ্বাসীরা তাহাদের কুকর্মগুলি দেখিতে পাইবে ও শাস্তির মুখামুখি হইবে, তখন তাহারা ভীতি ও নৈরাশ্যের আবেগে বলিয়া উঠিবে, "হায় হায়! কে আমাদের ঘুম ভাঙ্গাইল।" পূর্ববর্তী আয়াতের উপমার রেশ ধরিয়া বলা যায়, যে, যাহারা আল্লাহ্র প্রেরিত পুরুষের আগমন কালে, তাঁহার কথায় কর্ণপাত করে না বরং অবাধ্যতা করিয়া (আধ্যাত্মিক) মৃত অবস্থায় থাকাই শ্রেয়ঃ জ্ঞান করে, এই আয়াতটি তাহাদের উপরও প্রয়োজ্য। কেননা, ঐশী আহ্বান শুনিয়াও তাহারা উচ্চঃস্বরে বলিয়া উঠে " আমাদের বর্তমান মধুর অবস্থায় পরিবর্তন ও বিপ্লব ঘটাইয়া ঐ ব্যক্তি কেন আমাদিগকে তাঁহার পিছনে একত্রিত হইতে বিরক্তিকর ডাক দেয়?"

২৪৫৩। উপর্যুপরি কয়েকটি আয়াতে এই একটি প্রচণ্ড আর্তনাদ ও বিস্ফোরণ বারবার ব্যবহৃত হওয়াতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, এই 'সূরাটি' এমন একটি সময়ের উল্লেখ করিতেছে যখন আল্লাহ্র শাস্তি প্রচণ্ড আর্তনাদ ও বিস্ফোরণের আকারে নামিয়া আসিবে। ইহা সম্ভবতঃ ইঙ্গিত করিতেছে, আণবিক ও নিউট্রন বোমার বিস্ফোরণে শহর ও জনপদগুলি কয়েক মিনিটের মধ্যেই নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে।

২৪৫৪। পরজগতের জীবন স্থবির ও কর্মহীন বলিয়া মনে করা ঠিক নয়, বরং উহা হইবে আধ্যাত্মিক উন্নতির এক কর্মময় ও কর্মচঞ্চল জীবন।

هُمْ وَاَزْوَاجُهُمْ فِىْ ظِلٰلٍ عَلَى الْاَرَآئِكِ مُتَّكِـُٔوْنَ ﴿٥٦﴾

৫৭। তাহারাও এবং তাহাদের স্ত্রীগণও (রহমতের) ছায়াতলে পালংকের উপর হেলান দিয়া উপবিষ্ট থাকিবে।[২৪৫৫]

لَهُمْ فِيْهَا فَاكِهَةٌ وَّلَهُمْ مَّا يَدَّعُوْنَ ﴿٥٧﴾

৫৮। তথায় তাহাদের জন্য নানা ফল-মূল থাকিবে আর থাকিবে তাহাদের কাংখিত সকল বস্তু।

سَلٰمٌ ۚ قَوْلًا مِّنْ رَّبٍّ رَّحِيْمٍ ﴿٥٨﴾

৫৯। 'শান্তি'— ইহাই হইবে তাহাদের পরম দয়াময় প্রতিপালকের নিকট হইতে সাদর-সম্ভাষণ।

وَامْتَازُوا الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُوْنَ ﴿٥٩﴾

৬০। এবং (আল্লাহ্ ইহাও বলিবেন) 'হে অপরাধীগণ! আজ তোমরা (মো'মেনগণ হইতে) পৃথক হইয়া যাও।'

اَلَمْ اَعْهَدْ اِلَيْكُمْ يٰبَنِىْۤ اٰدَمَ اَنْ لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطٰنَ ۚ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿٦٠﴾

৬১। হে আদমের সন্তানগণ! 'আমি কি তোমাদিগকে এই তাগিদপূর্ণ নির্দেশ দিই নাই যে, তোমরা শয়তানের ইবাদত করিবে না, সে নিশ্চয় তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু—[২৪৫৬]

وَّاَنِ اعْبُدُوْنِىْ ۭ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ﴿٦١﴾

৬২। এবং তোমরা শুধু আমার ইবাদত করিবে, ইহাই হইল সরল-সুদৃঢ় পথ।

وَلَقَدْ اَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيْرًا ۭ اَفَلَمْ تَكُوْنُوْا تَعْقِلُوْنَ ﴿٦٢﴾

৬৩। এবং সে অবশ্যই তোমাদের মধ্য হইতে অনেক দলকে বিপথগামী করিয়াছে, তথাপি তোমরা কি বুঝিতে পার নাই?

هٰذِهٖ جَهَنَّمُ الَّتِىْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ ﴿٦٣﴾

৬৪। ইহাই সেই জাহান্নাম, যাহার ওয়াদা তোমাদের সঙ্গে করা হইয়াছিল।'

اِصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ﴿٦٤﴾

৬৫। আজ তোমরা ইহাতে প্রবেশ কর, যেহেতু তোমরা অস্বীকার করিতে।'

اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰٓى اَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَآ اَيْدِيْهِمْ وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿٦٥﴾

৬৬। সেদিন আমরা তাহাদের মুখের উপর মোহর মারিয়া দিব, এবং তাহাদের হাত আমাদের সঙ্গে কথা বলিবে, এবং তাহাদের পাগুলি তাহাদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিবে।[২৪৫৭]

২৪৫৫। সকল প্রকারের আনন্দ ও সুখই বেশী বেশী উপভোগ্য হয়, যখন প্রিয়জনকে সাথে নিয়া তাহা ভোগ করা হয়।

২৪৫৬। 'শান্তি' নামক একটি মাত্র শব্দেই বেহেশ্‌তের সকল নিয়ামত বিধৃত হইয়াছে। আল্লাহ্‌র সাথে শান্তি, নিজের সাথে শান্তি, মনের ও আত্মার পূর্ণ প্রশান্তি—ইহাই বেহেশ্‌তের চূড়ান্ত প্রাপ্তি।

২৪৫৭। অবিশ্বাসীগণের পাপ যখন নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হইয়া যাইবে, তখন তাহারা একেবারে নির্বাক হইয়া পড়িবে; মুখে কথা সরিবে না, যেন কেহ তাহাদের মুখ বন্ধ করিয়া দিয়াছে। তাহাদের আত্মরক্ষার জন্য কিছুই বলার থাকিবে না। তাহাদের হাত-পা তাহাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দান করিবে। ঐ হাত-পা গুলিই সাধারণতঃ মানুষের সৎকর্ম ও অসৎকর্ম সাধনের প্রধান হাতিয়ার। মানুষের কথাবার্তা ও চাল-চলন এবং কর্মতৎপরতা সব কিছুই অবিকলভাবে আজকাল টেপ্‌রেকর্ডার, ভিডিও রেকর্ডার কিংবা টেলিভিশনের পর্দায় পূর্ণভাবে ব্যক্ত করা যায়। হাজার হাজার মাইলের ব্যবধানও বাঁধ সাধে নাই। এইভাবে ইহজগতেই মানুষের জিহ্বা ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তাহাদের স্বপক্ষে বা বিপক্ষে সাক্ষ্য দেওয়া শুরু করিয়াছে।

وَلَوْ نَشَآءُ لَطَمَسْنَا عَلٰٓى اَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَاَنّٰى يُبْصِرُوْنَ ﴿٦٧﴾

৬৭। এবং আমরা চাহিলে তাহাদের চক্ষুগুলি বিলুপ্ত করিয়া দিতে পারি,[২৪৫৮] তখন তাহারা পথ অনুসন্ধানে দ্রুত বেগে দৌড়াইবে। কিন্তু এইরূপ অবস্থায় তাহারা কিভাবে দেখিতে পারিবে ?

وَلَوْ نَشَآءُ لَمَسَخْنٰهُمْ عَلٰى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوْا مُضِيًّا وَّلَا يَرْجِعُوْنَ ﴿٦٨﴾

৬৮। এবং আমরা চাহিলে তাহাদিগকে তাহাদের অবস্থান স্থলেই এমন নাজেহাল করিয়া দিতে পারি,[২৪৫৮-ক] যাহার ফলে তাহারা সম্মুখেও যাইতে পারিবে না এবং পশ্চাতেও ফিরিতে পারিবে না।

৪ [১৭] ৩

وَمَنْ نُّعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِى الْخَلْقِ ؕ اَفَلَا يَعْقِلُوْنَ ﴿٦٩﴾

৬৯। এবং আমরা যাহাকে দীর্ঘায়ু দান করি— তাহাকে শারীরিক গঠনে[২৪৫৯] ক্ষয়প্রাপ্ত ও দুর্বল করিতে থাকি। তবুও কি তাহারা বুঝে না ?

وَمَا عَلَّمْنٰهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْۢبَغِىْ لَهٗ ؕ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ وَّقُرْاٰنٌ مُّبِيْنٌ ﴿٧٠﴾

৭০। এবং আমরা তাহাকে না কোন কবিতা রচনা[২৪৬০] করার শিক্ষা দিয়াছি, না ইহা তাহার পক্ষে সংগত; ইহা তো কেবল এক উপদেশ-বাণী এবং সুস্পষ্ট বর্ণনাকারী কুরআন (পুনঃ পুনঃ পঠনীয় কিতাব),

لِّيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَّيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ﴿٧١﴾

৭১। যেন ইহা প্রত্যেক ব্যক্তিকে সতর্ক করিয়া দেয় যে জীবিত[২৪৬১] এবং যেন কাফেরদের সম্বন্ধে (আল্লাহ্‌র) ফয়সালা পূর্ণ হয়।

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِّمَّا عَمِلَتْ اَيْدِيْنَآ اَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مٰلِكُوْنَ ﴿٧٢﴾

৭২। তাহারা কি দেখে না যে, আমাদের হস্ত যাহা সৃষ্টি করিয়াছে উহাদের মধ্যে আমরা তাহাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টি করিয়াছি যাহার তাহারা এখন মালিক হইয়াছে ?[২৪৬২]

২৪৫৮। মানুষকে স্ব-ইচ্ছা ও স্ব স্ব বিবেক-বুদ্ধিমত কাজ করার স্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছে; অত এব তাহার কাজকর্মের দায়িত্ব তাহাকেই বহন করিতে হইবে। সত্যকে দেখাইয়া দিলেও অবিশ্বাসীগণ গায়ের জোরে তাহা অস্বীকার করিতে থাকে, ফল এই দাঁড়ায় যে, সেই সত্যকে দেখার ক্ষমতাই তাহারা হারাইয়া ফেলে। পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হইয়াছে "তাহাদের মুখের উপর মোহর করিয়া দিব" ইহার তাৎপর্যও প্রায় একই।

২৪৫৮-ক। হযরত ইবনে আব্বাসের মতে আমরা তাহাদিগকে তাহাদের গৃহে ধ্বংস করিয়া দিতাম। হযরত হাসানের মতে, ইহার তাৎপর্যঃ তাহাদের শারীরিক ও মানসিক শক্তিসমূহ অকর্মণ্য হইয়া যাইত (জরীর)। ইহার এই অর্থও হইতে পারে যে আমরা তাহাদিগকে নাযেহাল করিয়া ছাড়িতাম।

২৪৫৯। জীবনধারী সকলেই ক্ষয়, জরা ও বার্ধক্য প্রাপ্ত হয়। একথা ব্যক্তির ক্ষেত্রে যেমন প্রযোজ্য, তেমনি জাতিসমূহের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। ব্যক্তির মত জাতিও উন্নতি করিতে করিতে উন্নতির শিখরে উঠে। অতঃপর ক্রমাবনতি, জরা ও মৃত্যু প্রাপ্ত হয়।

২৪৬০। কবি হওয়া নবীর জন্য মর্যাদাকর নয়। বরং নবীর মর্যাদার সাথে কবির সঙ্গতি কম। কারণ কবিরা সাধারণতঃ অলস-স্বপ্ন ও কল্পনায় বিভোর থাকেন,আর আকাশে প্রাসাদ রচনা করেন। আল্লাহ্‌র নবীদের সামনে থাকে উচ্চ ও সুমহান আদর্শ এবং সেইগুলি বাস্তবায়নের বিরাট কর্মসূচী। তবে এই আয়াতটিতে এই কথা বলা হয় নাই যে, সব কবিতাই মন্দ অথবা সব কবিরাই বাস্তবতা বিবর্জিত স্বাপ্নিক। বরং এখানে এই কথাই বুঝানো হইয়াছে, নবীর পদমর্যাদা এত উচ্চ ও মাহাত্মাপূর্ণ যে, কবির মর্যাদা উহার ধারে কাছেও পৌঁছে না।

২৪৬১। "যে জীবিত" শব্দগুলির অর্থ হইল যে আধ্যাত্মিকভাবে মৃত নয় বা মরিয়া যায় নাই, যে ওহী-ইলহাম গ্রহণ করিবার যোগ্যতা রাখে এবং সত্যের আহ্বানে সাড়া দিবার চেতনা ও শক্তি রাখে।

২৪৬২। যে ক্ষেত্রে আল্লাহ্ মানুষের যাবতীয় দৈহিক অভাব ও প্রয়োজন মিটাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন, সে ক্ষেত্রে ইহা কল্পনা করা যুক্তি-যুক্ত হয় না

وَذَلَّلْنٰهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوْبُهُمْ وَمِنْهَا يَاْكُلُوْنَ ﴿٧٣﴾

৭৩। এবং আমরা চতুষ্পদ জন্তুগুলিকে তাহাদের অধীনস্থ করিয়া দিয়াছি, উহাদের মধ্যে কতকগুলি তাহাদের যানবাহনস্বরূপ এবং কতকগুলিকে তাহারা ভক্ষণ করে।

وَلَهُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ ؕ اَفَلَا يَشْكُرُوْنَ ﴿٧٤﴾

৭৪। এবং তাহাদের জন্য উহাতে নানাবিধ উপকার এবং পানীয় আছে। তবুও কি তাহারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবে না ?

وَاتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اٰلِهَةً لَّعَلَّهُمْ يُنْصَرُوْنَ ﴿٧٥﴾

৭৫। এবং তাহারা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য মা'বূদ গ্রহণ করিয়াছে এই বলিয়া যে, হয় তো কোন সময় (তাহাদের দ্বারা) তাহারা সাহায্য প্রাপ্ত হইবে।

لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ نَصْرَهُمْ ۙ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُّحْضَرُوْنَ ﴿٧٦﴾

৭৬। তাহারা তাহাদের কোন সাহায্য করিতে পারে না। পক্ষান্তরে তাহাদিগকে (তাহাদের প্রতিপালকের সম্মুখে) তাহাদের বিরুদ্ধে (সাক্ষ্য বহনকারী) সৈন্যদলরূপে হাযির করা হইবে।

فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ ۘ اِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ وَمَا يُعْلِنُوْنَ ﴿٧٧﴾

৭৭। অতএব তাহাদের কথাবার্তা যেন তোমাকে মনোকষ্ট না দেয়। নিশ্চয় আমরা জানি উহাও যাহা তাহারা গোপন করে এবং উহাও যাহা তাহারা প্রকাশ করে।

اَوَلَمْ يَرَ الْاِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنٰهُ مِنْ نُّطْفَةٍ فَاِذَا هُوَ خَصِيْمٌ مُّبِيْنٌ ﴿٧٨﴾

৭৮। মানুষ কি চিন্তা করিয়া দেখে না যে, নিশ্চয় আমরা তাহাকে (এক নগণ্য) শুক্র-বীর্য হইতে সৃষ্টি করিয়াছি ? অতঃপর সে অকস্মাৎ বিতণ্ডাকারী হইয়া দাঁড়ায়।

وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَّنَسِيَ خَلْقَهٗ ؕ قَالَ مَنْ يُّحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيْمٌ ﴿٧٩﴾

৭৯। এবং সে আমাদের সম্বন্ধে সাদৃশ্য বর্ণনা করে, অথচ সে নিজের জন্ম-বৃত্তান্ত ভুলিয়া যায়। এবং বলিতে থাকে, 'অস্থিপুঞ্জে কে জীবন সঞ্চার করিতে পারে যখন ঐগুলি পচিয়া গলিয়া যায় ?'

قُلْ يُحْيِيْهَا الَّذِيْٓ اَنْشَاَهَآ اَوَّلَ مَرَّةٍ ؕ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيْمٌ ﴿٨٠﴾

৮০। তুমি বল, 'ঐগুলিতে তিনি জীবন সঞ্চার করিবেন যিনি ঐগুলিকে প্রথমবার সৃষ্টি করিয়াছেন; বস্তুতঃ তিনি প্রত্যেক সৃষ্টি সম্বন্ধে সর্বজ্ঞানী;

اِلَّذِيْ جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الشَّجَرِ الْاَخْضَرِ نَارًا فَاِذَآ اَنْتُمْ مِّنْهُ تُوْقِدُوْنَ ﴿٨١﴾

৮১। যিনি তোমাদের জন্য সবুজ বৃক্ষ হইতে অগ্নি সৃষ্টি করিয়াছেন,[২৪৬৩] অতঃপর সহসা তোমরা উহা হইতে অগ্নি প্রজ্বলিত কর।

যে, তিনি মানুষের আধ্যাত্মিক প্রয়োজন ও অনটন মিটাইবার অনুরূপ ব্যবস্থা করেন নাই। বর্তমান ও পরবর্তী কয়েকটি আয়াতে এমন কতক বস্তুর উল্লেখ করা হইয়াছে যাহা সাধারণতঃ মানুষের জীবন-ক্ষেত্রে দৈনন্দিন ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

২৪৬৩। "সবুজ বৃক্ষ"— ইহা মনে হয় ঐ আঠাপূর্ণ বৃক্ষ যাহার শাখা-প্রশাখা অতি সহজদাহ্য, জোর বাতাসের ঘর্ষণেই উহাতে আগুন ধরিয়া যায়। তেমনিভাবে এই কথার তাৎপর্য এই যে, আধ্যাত্মিকভাবে দুর্বল লোকেরাও আল্লাহ্‌র নবীর সংস্পর্শে আসিয়া সফল আধ্যাত্মিক জীবন ও আধ্যাত্মিক আলো পাইয়া থাকেন।

أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ بِقٰدِرٍ عَلٰٓى أَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ ۚ بَلٰى ۚ وَهُوَ الْخَلّٰقُ الْعَلِيْمُ ﴿٨١﴾

৮২। যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন তিনি কি উহাদের অনুরূপ সৃষ্টি করিতে সক্ষম নহেন ?' হ্যাঁ, অবশ্যই তিনি মহা সৃষ্টিকর্তা, সর্বজ্ঞানী।

إِنَّمَآ أَمْرُهٗٓ إِذَآ أَرَادَ شَيْـًٔا أَنْ يَّقُوْلَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ﴿٨٢﴾

৮৩। তাঁহার কার্যধারা তো এইরূপ যে, যখন তিনি কোন কিছু সম্বন্ধে ইচ্ছা করেন তখন তিনি উহাকে শুধু বলেন, 'হও', তখন উহা হইয়া যায়।[২৪৬৪]

فَسُبْحٰنَ الَّذِي بِيَدِهٖ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَيْءٍ وَّإِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿٨٣﴾

ع ৫ [১৬] ৪

৮৪। অতএব পবিত্র তিনি, যাঁহার হাতে প্রত্যেক বিষয়ের আধিপত্য। এবং তাঁহারই দিকে তোমাদের সকলকে প্রত্যাবর্তিত করা হইবে।

২৪৬৪। "যখন তিনি কোন কিছু সম্বন্ধে ইচ্ছা করেন তখন তিনি উহাকে শুধু বলেন, 'হও' তখন উহা হইয়া যায়" এই বাক্যটি কুরআন শরীফে যেখানেই ব্যবহৃত হইয়াছে সেখানেই দেখা যায় মহা বৈপ্লবিক অবশ্য ঘটনীয় বিরাট ঘটনাবলী ঘটার প্রেক্ষিতকে সামনে রাখিয়া আল্লাহ্‌র এই বাক্যটি ব্যবহৃত হইয়াছে। আধ্যাত্মিক সংস্কারকের দ্বারা যে আধ্যাত্মিক, অত্যাবশ্যকীয় ও অসাধারণ পরিবর্তন আনীত হয়, যাহা অসম্ভবকে সম্ভব করিয়া তোলার মত দেখায়, সেইরূপ ক্ষেত্রেই এই বাক্যটি আল্লাহ্ ব্যবহার করিয়া থাকেন বলিয়া মনে হয়। এখানেও মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর দ্বারা আনীত বিশ্ব-বিপ্লব ও সুদূর প্রসারী মহা পরিবর্তনের সাথে এই বাক্যের সংযোগ রহিয়াছে।

৩৭-সূরা আস্ সাফ্ফাত

(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণ হওয়ার স্থান ও প্রসঙ্গ

বায়হকি ও ইব্নে মার্দাওয়াই হযরত ইবনে আব্বাসের বরাত দিয়া বলিয়াছেন যে, হযরত ইব্নে আব্বাস বলিয়াছেন, এই সূরা মক্কাতে অবতীর্ণ হইয়াছিল। কুরতুবীও বলেন, আলেমবৃন্দ সকলেই এ বিষয়ে একমত যে, সূরাটি হযরত রসূলে পাক (সাঃ)-এর নবুওয়াত প্রাপ্তির প্রথম দিকেই মক্কায় অবতীর্ণ হইয়াছিল। ভাষা ও বিষয়বস্তু এই অভিমতকে সমর্থন করে। পূর্ববর্তী সূরাতে মহানবী (সাঃ)-কে সর্বশ্রেষ্ঠ ও পূর্ণতম নেতা নামে অভিহিত করা হইয়াছে। সর্বকালের সর্বমানবের পরিপূর্ণ ও অভ্রান্ত সত্য-পথ প্রদর্শকরূপে এই পূর্ণতম নেতার কাছেই মহাগ্রন্থ কুরআন অবতীর্ণ হইয়াছে। এই সূরার প্রারম্ভেই বলা হইয়াছে, এই সর্বশ্রেষ্ঠ ও পূর্ণতম নেতা নিজের সুমহান দৃষ্টান্ত দ্বারা কুরআনের সাহায্যে সাধু ও ধর্মভীরু মানুষের একটি সম্প্রদায় সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইবেন।

বিষয়-বস্তু

একটি নিশ্চিত ঘোষণার মাধ্যমে সূরাটি আরম্ভ হইয়াছে। ঘোষণাটি এইঃ পূর্ণতম নেতা হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর সুযোগ্য নেতৃত্বে মহৎ ও ধার্মিক লোকের এমন একটি সুমহান সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটিবে যাহারা আরবের মরুপ্রান্তরের বালুরাশিকে গুঞ্জরিত করিয়া কেবল নিজেরাই আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও প্রশংসা-গীতি গাহিয়া আত্ম-তুষ্টি লাভ করিবে না, বরং স্বীয় আদর্শ ও সৎকর্মশীলতার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত দ্বারা অপর সবাইকে মূর্তিপূজা ও অন্যান্য কদাচার হইতে ফিরাইয়া আনিয়া সারা আরবে আল্লাহ্‌র একত্বকে (তওহীদকে) প্রতিষ্ঠিত করিবে এবং সেখান হইতে ইসলাম ও তওহীদের জ্যোতিকে পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত ছড়াইয়া দিবে। অতঃপর বলা হইয়াছে যে, যখনই পৃথিবীতে কোন প্রেরিত পুরুষ আগমন করেন, তখনই অন্ধকারের সন্তানেরা তাঁহাকে প্রতিহত ও ব্যর্থ করার প্রচেষ্টায় লাগিয়া যায়, তাঁহার উদ্দেশ্য ও বাণীকে বিকৃতাকারে প্রকাশ করে এবং ভুল অর্থ বুঝাইয়া মানুষকে তাঁহার কাছ হইতে ফিরাইয়া রাখিতে প্রাণপণ চেষ্টা করে। এই অসৎ লক্ষ্য অর্জনের জন্য তাহারা জানিয়া শুনিয়া, প্রেরিত পুরুষের বাক্যাবলীর ভুল উদ্ধৃতি দান করে। এমন কি রসূলের কাছে অবতীর্ণ বাণীসমূহকে খণ্ডাকারে, বিকৃত ও মিশ্রিত করিয়া, সত্য মিথ্যার সংমিশ্রণ ঘটাইয়া, মানুষের কাছে প্রকাশ ও প্রচার করে। কিন্তু তথাপি, তাহারা তাহাদের হীন উদ্দেশ্য সাধনে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয় এবং সত্য গৃহীত হইতে থাকে। সূরাতে এই কথাও ব্যক্ত হইয়াছে যে, যখন অবিশ্বাসীগণকে বলা হয়, কুরআনের শিক্ষা আরব দেশে এমন বিরাট ও তুলনাহীন পরিবর্তন করিবে যে, ইহাকে গ্রহণপূর্বক মৃতপ্রায় আরববাসীরা নব জীবনের স্বাদ নিজেরাতো লাভ করিবেই, এমনকি বিশ্বের অন্যান্য জাতিকেও ইহার স্বাদ গ্রহণ করাইবে। তখন অবিশ্বাসীরা হাসি-ঠাট্টা ও বিদ্রূপ করিয়া এই ধারণাকে উড়াইয়া দিয়া বলে যে, ইহা পাগলের প্রলাপ মাত্র। এইরূপ হওয়াতো তেমনিভাবে অসম্ভব যেমনভাবে কবরে প্রোথিত মৃত লোক জীবিত হইয়া উঠিয়া আসা অসম্ভব। অবিশ্বাসীদের এই বিদ্রূপাত্মক উক্তির জবাবে এই সূরা আরও দৃঢ়তার সহিত শপথ করিয়া বলিতেছে যে, নিশ্চয় নিশ্চয় এইরূপই ঘটিবে, আর তখন অবিশ্বাসীরা অপমানিত ও লজ্জিত হইবে।

অতঃপর সূরাটিতে ঐ সব ঐশী আশীর্ব্বাদ ও পুরস্কারসমূহের বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে, যাহা আল্লাহ্‌তা'লা তাঁহার মনোনীত ধর্মপরায়ণ বান্দাগণের উপর বর্ষণ করিবেন। বিশ্বাসীগণের উপর বর্ষণীয় আশীর্বাদ ও অনুগ্রহরাজির বর্ণনার পরে পরেই সত্য প্রত্যাখানকারী ও নবীগণের উপর অত্যাচারকারীদের শাস্তির ফিরিস্তি ও দেওয়া হইয়াছে। তদুপরি, এই সূরাতে নবীগণের জীবনী হইতে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়া দেখানো হইয়াছে যে, সত্য কখনও ব্যর্থ বা পরাভূত হয় না এবং সত্যকে প্রত্যাখান করিয়া কেহ কখনও ভাল ফল পায় না। এই সব দৃষ্টান্ত নূহ, ইব্রাহীম, মূসা, ইলিয়াস, ইউনুস ও লূত (আলাইহিমুস সালাম)-এর জীবনী হইতে দেওয়া হইয়াছে। অতঃপর এই সূরাতে প্রতিমা-পূজা, বিশেষ করিয়া ফিরিশ্‌তাগণের উপাসনাকে কঠোরভাবে নিন্দা করা হইয়াছে। পুতুল-পূজারীদিগকে এই বলিয়া ভর্ৎসনা করা হইয়াছে যে, তাহারা এতই বোকা যে দুর্বল মানুষের প্রতি, প্রকৃতির শক্তির প্রতি কিংবা ফিরিশ্‌তাগণের প্রতি, তথা আল্লাহ্‌র সৃষ্ট কোন কিছুর প্রতি তাহারা আল্লাহ্‌র অপরিসীম শক্তি ও অগণিত গুণাবলী আরোপ করিয়া থাকে। স্রষ্টা ও তাঁহার সৃষ্টিকে একই গুণাবলীদ্বারা ভূষিত করিয়া সমপর্যায়ের বলিয়া জ্ঞান করা, সাধারণ বুদ্ধি, সাধারণ বিবেক ও সাধারণ মানব-যুক্তির সম্পূর্ণ বিপরীত। অংশীবাদীদিগকে একথাও বলা হইয়াছে যে, ফিরিশ্‌তাগণ আল্লাহ্‌র সৃষ্ট জীব ব্যতীত অন্য কিছু নহে। তাহাদিগকে সুনির্দিষ্ট কর্তব্য সম্পাদনের জন্য সৃষ্টি করা হইয়াছে।

এই মন্তব্য প্রকাশের মাধ্যমে সূরাটি শেষ হইয়াছে, ইহা আল্লাহ্‌তা'লার একটি অমোঘ বিধান যে, আল্লাহ্‌র নবী এবং তাঁহার মনোনীত বান্দার বিরুদ্ধে যখন অন্ধকারের অশুভ চক্র জোট বাঁধিয়া শত্রুতায় লাগিয়া যায়, তখন আল্লাহ্‌র মনোনীতগণ ঐশী সাহায্য লাভ করেন এবং শয়তানের অনুসারীরা অপমান ও পরাজয় বরণ করে। নবীগণের জীবনের ঘটনাবলীর মধ্যে এই সত্য বারংবার প্রমাণিত হইয়াছে। ইহা দ্বারা একমাত্র এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হওয়া যায় যে, 'সকল প্রশংসাই আল্লাহ্‌তা'লার যিনি এই বিশ্ব-জগতের প্রতিপালক-প্রভু।'

৩৭-সূরা আস্ সাফ্‌ফাত

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ১৮৩ আয়াত এবং ৫ রুকূ আছে ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১ । আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

وَالصّٰٓفّٰتِ صَفًّا ②

২ । কসম[২৪৬৫] তাহাদের যাহারা (শত্রুর মুকাবেলায়) দৃঢ়ভাবে সারিবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান,[২৪৬৬]

فَالزّٰجِرٰتِ زَجْرًا ③

৩ । এবং যাহারা (দৃষ্কৃতকারীগণের) কঠোরভাবে তিরস্কারকারী,[২৪৬৭]

فَالتّٰلِيٰتِ ذِكْرًا ④

৪ । এবং যাহারা উপদেশ-বাণীর (কুরআনের) আবৃত্তিকারী,[২৪৬৮]

اِنَّ اِلٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ ⑤

৫ । নিশ্চয় তোমাদের মা'বূদ এক-ই,[২৪৬৯]

২৪৬৫ । 'ওয়া' অর্থঃ- ও, অতঃপর, যখন, একই সময়ে, সাথে, একত্রে, কিন্তু, অথচ । ইহা 'রুব্বা'র সমার্থবোধক যেমন প্রায়ই, সময় সময়, হয়ত অর্থেও ব্যবহৃত হয় । এই শব্দটি কসম বা শপথ গ্রহণার্থেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে । তখন অর্থ দাঁড়ায় — আমি অমুকের বা অমুক জিনিষের নাম লইয়া শপথ করিতেছি বা আমি শপথপূর্বক সাক্ষ্য দিতেছি বা সাক্ষীরূপে পেশ করিতেছি (আকরাব, লেইন)।কুরআনকরীমে আল্লাহ্ কোন জীবের নামে শপথ করিয়াছেন বা কোন জিনিষের নামে শপথ করিয়াছেন অর্থাৎ ঐ জীব বা ঐ জিনিষটাকে সাক্ষ্য স্বরূপ পেশ করিয়াছেন । সাধারণতঃ আল্লাহ্‌র নামে কোন ব্যক্তি যখন শপথ লইয়া কথা বলে, তখন তাহার উদ্দেশ্য থাকেঃ (১) প্রয়োজনীয় সাক্ষীর অভাব পূরণ করা, (২) তাহার কথার ওজন বৃদ্ধি করা, (৩) তাহার বক্তব্যের প্রতি দৃঢ় প্রত্যয় সৃষ্টি করা । অন্য কোন ব্যক্তির সাক্ষ্য না থাকায় এইভাবে আল্লাহ্‌কে সাক্ষ্য রূপে পেশ করিয়া সে বলিতে চায় যে, সে সত্য কথা বলিতেছে । কিন্তু কুরআনে ব্যবহৃত শপথের উদ্দেশ্য ইহা হয় না যে, ঐ শপথের জোরেই বক্তব্য বিষয়ের সত্যতা প্রতিপন্ন হইবে; বরং শপথের মাঝেই যুক্তিও লুক্কায়িত থাকে । কুরআনী শপথের মধ্যে প্রায়শঃ স্বতঃসিদ্ধ প্রাকৃতিক নিয়ম-নীতির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় এবং উহার মাধ্যমে মনে করাইয়া দেওয়া হয় যে, আধ্যাত্মিক নিয়ম-নীতিও অনুরূপ স্বতঃসিদ্ধ স্বাভাবিক ভাবেই কার্যে পরিণত হয় । কুরআনী শপথের উদ্দেশ্যটি হইল, ভবিষ্যদ্বাণী প্রকাশ করা, যাহার পরিপূর্ণতার মাধ্যমে 'সত্য' প্রতিষ্ঠিত ও সাব্যস্ত হইয়া যায় । শেষোক্ত উদ্দেশ্যটিই এই শপথের মধ্যে বিদ্যমান রহিয়াছে ।

২৪৬৬ । শত্রুর মোকাবিলার জন্য ব্যূহ রচনা করিয়া মুসলমানগণ শত্রুর সামনা সামনি দণ্ডায়মান অথবা পাঞ্জেগানা নামাযের জন্য তাহারা ইমামের পিছনে সারিবদ্ধ ভাবে দণ্ডায়মান বুঝায় ।

২৪৬৭ । ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে প্রাণ-পণ যুদ্ধে লিপ্ত হইয়া মুসলমানগণ তাহাদিগকে চরমভাবে হটাইয়া দিতেছে বা দিবে । 'যাজিরাত' অর্থে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারীগণকেও বুঝায় ।

২৪৬৮ । কুরআন আবৃত্তিকারীগণ।

২৪৬৯ । দুই হইতে পাঁচ আয়াতে যেমন ভবিষ্যদ্বাণী রহিয়াছে, তেমনি প্রকৃত ঘটনাবলীরও বর্ণনা রহিয়াছে। প্রকৃত ঘটনা বর্ণনার দিক দিয়া আয়াতগুলি বলিয়া দিতেছে যে, সর্বকালে সর্বমানবের মাঝেই এমন একদল খোদা-ভীরু ও ধর্মপরায়ণ লোক থাকেন, যাহারা কথায় ও কাজে, উপদেশদানে ও উপদেশ পালনে তৎপর থাকিয়া এই সত্যের সাক্ষ্য দেন যে, উপাস্য মাত্র একজনই । ভবিষ্যদ্বাণী হিসাবে এই আয়াতগুলি ব্যক্ত করিতেছে যে, যদিও এই মুহূর্তে (সূরা নাযেলের সময়) সমগ্র আরব জাতি মূর্তিপূজার অন্ধকারে আপাদমস্তক নিমগ্ন এবং নৈতিক অধঃপতনের চরম তলদেশে নিমজ্জিত, তথাপি তাহাদের মধ্য হইতে একটি বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইবে, যাহারা আল্লাহ্‌তা'লার মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়া ও প্রশংসাগীতি গাহিয়া গাহিয়া সারা দেশকে মুখরিত করিয়া তুলিবে । শুধু তাহাই নহে, সমস্ত আরবভূখণ্ডে তাহারা আল্লাহ্‌র একত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়া ছাড়িবে । এইভাবে এই শপথের মধ্যে মহানবী (সাঃ)-এর সাহাবীদের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ গুণাবলীর উল্লেখ করিয়া, এই সাহাবীগণকে তওহীদের সাক্ষীরূপে পেশ করা হইয়াছে । এই আয়াতগুলির আরেকটি ব্যাখ্যাও হইতে পারে, যথাঃ- যদি সকল ধর্মের প্রতিনিধিবৃন্দ একটি শান্তিপূর্ণ সম্মেলনে একত্রিত হইয়া নিরপেক্ষ ও নির্মোহ অবস্থায় ধর্মের মৌল নীতিগুলি আলোচনা-পর্যালোচনা করিয়া নিরপেক্ষ ও মুক্ত মনে সত্য যাচাই করিয়া দেখিতেন এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারীগণ শান্তি রক্ষার দায়িত্ব

رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ ۝٥

৬। তিনি আকাশসমূহের ও পৃথিবীর এবং এতদুভয়ের অন্তর্গত সব কিছুর প্রতিপালক এবং কিরণোদয়স্থলসমূহেরও প্রতিপালক।[২৪৭০]

اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِزِيْنَةِ الْكَوَاكِبِ ۝٦

৭। নিশ্চয় আমরা নিকটবর্তী আকাশকে গ্রহ-নক্ষত্র রাজির সাজ-সজ্জায় সুসজ্জিত করিয়াছি।[২৪৭১]

وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطٰنٍ مَّارِدٍ ۝٧

৮। এবং (আমরা) উহাকে প্রত্যেক বিদ্রোহী শয়তান হইতে সুরক্ষিত করিয়াছি।[২৪৭২]

لَا يَسَّمَّعُوْنَ اِلَى الْمَلَاِ الْاَعْلٰى وَيُقْذَفُوْنَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ۝٨

৯। তাহারা (ফিরিশ্‌তাগণের) ঊর্ধ্বোন্নত মজলিসের কথা শুনিতে পায় না, এবং তাহাদের প্রতি প্রত্যেক দিক হইতে (প্রস্তর) নিক্ষেপ করা হয়,

دُحُوْرًا وَّلَهُمْ عَذَابٌ وَّاصِبٌ ۝٩

১০। বিতাড়িত করার জন্য, এবং তাহাদের জন্য চিরস্থায়ী আযাব আছে—

اِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَاَتْبَعَهٗ شِهَابٌ ثَاقِبٌ ۝١٠

১১। কিন্তু (তাহাদের মধ্যে) যে কেহ গোপনে কিছু ছোঁ মারিয়া লইয়া যায়, তৎক্ষণাৎ তাহার পিছনে এক জ্বলন্ত উল্কা ধাবমান হয়।[২৪৭৩]

فَاسْتَفْتِهِمْ اَهُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمْ مَّنْ خَلَقْنَا ؕ اِنَّا خَلَقْنٰهُمْ مِّنْ طِيْنٍ لَّازِبٍ ۝١١

১২। অতএব তুমি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, তাহাদিগকে[২৪৭৪] সৃষ্টি করা বেশী কঠিন অথবা (তাহাদের ছাড়া বিশ্বচরাচরের সৃষ্টি) যাহা আমরা সৃষ্টি করিয়াছি, বেশী কঠিন? নিশ্চয় আমরা তাহাদিগকে আঁঠালো কর্দম হইতে সৃষ্টি করিয়াছি।

পালনের মাধ্যমে সকল প্রতিনিধির সমান সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করিতেন, তাহা হইলে ঐ সম্মেলনের অবিসংবাদিত ফলশ্রুতিও স্বীকৃতি ইহাই দাঁড়াইত যে, 'উপাস্য মাত্র একজনই।'

২৪৭০। এর অর্থ ইহা হইতে পারে যে, ইসলাম প্রথমে প্রাচ্যদেশগুলিতে বিস্তৃত হইবে এবং পরে সেখান হইতে অপরাপর অংশে ছড়াইয়া পড়িবে।

২৪৭১। এই আয়াতে প্রাকৃতিক জগৎ এবং আধ্যাত্মিক জগতের মাঝে যে সামঞ্জস্য বিরাজমান আছে, উহার প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে। নৈসর্গিক আকাশ যেমন গ্রহ-তারকার দ্বারা রক্ষাপ্রাপ্ত হয়, তেমনি আধ্যাত্মিক জগৎ আধ্যাত্মিক গ্রহ-তারকা অর্থাৎ নবী-রসূল ও ধর্ম সংস্কারগণ কর্তৃক রক্ষিত হইয়া থাকে। তাঁহাদের প্রত্যেকেই আধ্যাত্মিক জগতের অলংকার স্বরূপ উহার সৌন্দর্য ও শোভা বর্দ্ধন করেন, নৈসর্গিক আকাশে যেমন গ্রহ-তারকারাজি উদিত হইয়া ইহার শোভা-সৌন্দর্য বৃদ্ধি করিয়া থাকে।

২৪৭২। শয়তান দুই প্রকারেরঃ (ক) মুসলিম সমাজের অভ্যন্তরীণ শয়তান যেমন মোনাফেকগণ প্রভৃতি। তাহাদের বলা হয় অবাধ্য শয়তান যেমন এই আয়াতে বলা হইয়াছে। (খ) বহিঃ শত্রু বা অবিশ্বাসীগণ যাহাদিগকে বলা হয় বিতাড়িত শয়তান।

২৪৭৩। যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্‌র বাক্য আকাশে সংরক্ষিত থাকে, ততক্ষণ ইহা অপরের হস্তক্ষেপ হইতে সম্পূর্ণ নিরাপদ থাকে। কিন্তু নবীদের কাছে আল্লাহ্‌র এই সব বাণী অবতীর্ণ হইবার পরে, শয়তান অথবা নবীর শত্রুরা ইহার শব্দাবলী ও অর্থের পরিবর্তন ঘটাইয়া, নবীর প্রতি আরোপ করিয়া থাকে। অথবা তাহারা অবতীর্ণ কয়েকটি বাক্যের স্থানচ্যুত অবস্থান উদ্ধৃত করিয়া ইহাদের সাথে মিথ্যা মিশাইয়া পরিবেশন করে। এমনকি নবীর শিক্ষাকে তাহাদের নিজের শিক্ষা বলিয়া চালাইয়া দিতে চেষ্টা করে। কিন্তু তাহাদের এই সব মিথ্যা চালাকি ও চতুরতা তখনই ধরা পড়িয়া যায়, যখন ধর্ম সংস্কারকগণ আসিয়া অবতীর্ণ বাক্যাবলী ও উহার ব্যাখ্যার সঠিকতা নিজেরা ঐশী আলোকে যাচাই করিয়া দেখান।

২৪৭৪। এই 'মান্' শব্দটি দ্বারা মহানবী (সাঃ)-এর সাহাবীগণের কথা বুঝাইয়াছেন। ২ হইতে ৫ আয়াতেও সাহাবীগণকে বুঝাইয়াছে।

بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُوْنَ ﴿١٢﴾

১৩। বরং প্রকৃত কথা এই যে তুমি (তাহাদের কথায়) বিস্ময় বোধ করিতেছ[২৪৭৫] এবং তাহারা (তোমার কথায়) হাসি-বিদ্রূপ করিতেছে।

وَاِذَا ذُكِّرُوْا لَا يَذْكُرُوْنَ ﴿١٣﴾

১৪। এবং যখন তাহাদিগকে উপদেশ দান করা হয় তখন তাহারা উপদেশ গ্রহণ করে না।

وَاِذَا رَاَوْا اٰيَةً يَّسْتَسْخِرُوْنَ ﴿١٤﴾

১৫। এবং যখন তাহারা কোন নিদর্শন দেখে তখন তাহারা (উহা লইয়া) হাসি-বিদ্রূপ করে।

وَقَالُوْٓا اِنْ هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿١٥﴾

১৬। এবং তাহারা বলে, 'ইহা তো প্রকাশ্য যাদু বই কিছুই নহে,

ءَاِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظَامًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ ﴿١٦﴾

১৭। কী! যখন আমরা মরিয়া মাটি হইয়া যাইব এবং অস্থিপুঞ্জে পরিণত হইব, তখনও কি সত্যিই আমাদিগকে পুনরুত্থিত করা হইবে?

اَوَاٰبَآؤُنَا الْاَوَّلُوْنَ ﴿١٧﴾

১৮। এবং আমাদের পূর্ববর্তী পিতৃপুরুষগণকেও?'

قُلْ نَعَمْ وَاَنْتُمْ دَاخِرُوْنَ ﴿١٨﴾

১৯। তুমি বল, 'হাঁ, এবং তোমরা তখন লাঞ্ছিত হইবে।'

فَاِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَّاحِدَةٌ فَاِذَا هُمْ يَنْظُرُوْنَ ﴿١٩﴾

২০। উহা হইবে একটি বিকট গর্জন মাত্র, তখন অকস্মাৎ তাহারা (জীবিত হইয়া) দেখিতে থাকিবে।

وَقَالُوْا يٰوَيْلَنَا هٰذَا يَوْمُ الدِّيْنِ ﴿٢٠﴾

২১। এবং তাহারা বলিবে, 'হায়, আমাদের সর্বনাশ! ইহা তো সেই বিচার দিবস।'[২৪৭৬]

هٰذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِيْ كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ ﴿٢١﴾ ع ١ [٢٢] ٥

২২। (আল্লাহ্ বলিবেন) 'ইহাই সেই ফয়সালার দিন, যাহাকে তোমরা মিথ্যা বলিয়া অস্বীকার করিতে।'

اُحْشُرُوا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا وَاَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ ﴿٢٢﴾

২৩। (ফিরিশ্তাগণকে আদেশ করা হইবে) 'তোমরা তাহাদিগকে সমবেত কর যাহারা যুলুম করিয়াছে এবং তাহাদের সঙ্গীগণকে এবং তাহাদিগকেও যাহাদের তাহারা ইবাদত করিত——

مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَاهْدُوْهُمْ اِلٰى صِرَاطِ الْجَحِيْمِ ﴿٢٣﴾ ع ٢

২৪। আল্লাহ্কে ছাড়িয়া; সুতরাং তাহাদিগকে জাহান্নামের পথে লইয়া যাও;

অথবা এই বাক্যাংশটির দ্বারা এই "বিশ্ব চরাচরের অপরূপ সৃষ্টি ও বিধান" বুঝাইতে পারে।

২৪৭৫। মহানবী (সাঃ)-এর চেষ্টার ফলে যে একদল ধর্মপরায়ণ ও আল্লাহ্-ভীরু সৎকর্মশীল লোকের উদ্ভব হইল এবং ইসলাম সমগ্র আরবে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইল, ইহাতে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) স্বয়ং বিস্ময় বোধ করিলেন।

২৪৭৬। ইহা মক্কা পতনের দিনকে বুঝাইতে পারে।

وَقِفُوْهُمْ اِنَّهُمْ مَّسْـُٔوْلُوْنَ ﴿٢٤﴾

২৫। এবং (তথায়) তাহাদিগকে দাঁড় করাও, কেননা তাহারা জিজ্ঞাসিত হইবে।'

مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُوْنَ ﴿٢٥﴾

২৬। (তাহাদিগকে প্রশ্ন করা হইবে) 'তোমাদের কি হইয়াছে যে, (এখন) তোমরা একে অপরকে সাহায্য করিতেছ না ?'[২৪৭৭]

بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُوْنَ ﴿٢٦﴾

২৭। বরং তাহারা সেই দিন সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিবে।[২৪৭৮]

وَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ يَّتَسَآءَلُوْنَ ﴿٢٧﴾

২৮। এবং তাহারা একে অপরের সামনাসামনি হইয়া পরস্পর প্রশ্ন করিবে।

قَالُوْٓا اِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَاْتُوْنَنَا عَنِ الْيَمِيْنِ ﴿٢٨﴾

২৯। তাহারা বলিবে, 'নিশ্চয় তোমরা সর্বদা আমাদের নিকট ডান দিক হইতে আসিতে।'[২৪৭৮-ক]

قَالُوْا بَلْ لَّمْ تَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ ﴿٢٩﴾

৩০। তাহারা (অন্য দল) বলিবে, 'না, বরং তোমরা নিজেরাই মো'মেন ছিলে না।

وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ ۚ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طٰغِيْنَ ﴿٣٠﴾

৩১। এবং তোমাদের উপর আমাদের কোন কর্তৃত্ব ছিল না, বরং তোমরা এক সীমালংঘনকারী জাতি ছিলে;

فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا ۚ اِنَّا لَذَآئِقُوْنَ ﴿٣١﴾

৩২। অতএব (আজ) আমাদের সকলের বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিপালকের বাক্য পূর্ণ হইয়াছে; নিশ্চয় (এখন) আমাদিগকে (শাস্তির) স্বাদ গ্রহণ করিতে হইবে;

فَاَغْوَيْنٰكُمْ اِنَّا كُنَّا غٰوِيْنَ ﴿٣٢﴾

৩৩। অবশ্য আমরা তোমাদিগকে বিপথগামী করিয়াছিলাম, কেননা আমরা নিজেরাই বিপথগামী ছিলাম।'[২৪৭৯]

فَاِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِى الْعَذَابِ مُشْتَرِكُوْنَ ﴿٣٣﴾

৩৪। বস্তুতঃ সেই দিন তাহারা সকলেই শাস্তির মধ্যে অংশীদার হইবে।

২৪৭৭। কাফেরগণ পরস্পরকে সাহায্য করিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ,এই সত্য তখন তাহাদের নিকট সুস্পষ্ট হইয়া যাইবে।

২৪৭৮। অপরাধীগণ আত্মপক্ষ সমর্থনের কিছুই পাইবে না, বরং পরস্পরকে দোষারোপ করিবে, পরবর্তী আয়াতগুলিতে উহা বর্ণিত হইয়াছে।

২৪৭৮-ক। 'ডান দিক' বলিতে ধর্ম বুঝাইতে পারে। এইরূপ ক্ষেত্রে অর্থ দাঁড়াইবে 'তোমরা ধর্মের মিথ্যা দোহাই দিয়া আমাদিগকে ভুলাইয়াছিলে'। 'ডানদিক' বলিতে শক্তি এবং ক্ষমতাও বুঝাইতে পারে। এই ক্ষেত্রে অর্থ দাঁড়াইবে 'তোমরা মহা শক্তিশালী ও অপরাজেয় বলিয়া আমাদিগকে ভুলাইয়াছিলে'। ইহার অর্থ এইরূপও হইতে পারে-'তোমরা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত আছ বলিয়া শপথ করিয়া আমাদিগকে ভুলাইয়াছিলে।'

২৪৭৯। কাফেরদের নেতা বলিবে,-'তোমরা নিজেরাই আমাদের অনুগমন করিয়াছিলে,আমরা বিপদগামী ও ভ্রান্ত ছিলাম।অতএব আমাদের কাছ হইতে, ইহার চাইতে ভাল আর কীইবা আশা করিতে পার।' ইহা যেন এক অন্ধ আর অন্ধকে রাস্তা দেখাইয়াছে, সেই রকম।

إِنَّا كَذٰلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ ﴿٣٥﴾

৩৫। আমরা অপরাধীদের সঙ্গে এইরূপই ব্যবহার করিয়া থাকি।

إِنَّهُمْ كَانُوٓا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ ﴿٣٦﴾

৩৬। কারণ যখন তাহাদিগকে বলা হইত, 'আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদ নাই,' তখন তাহারা অহংকার করিত,

وَيَقُولُونَ أَئِنَّا لَتَارِكُوٓا ءَالِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَّجْنُونٍ ﴿٣٧﴾

৩৭। এবং তাহারা বলিত, 'আমরা কি একজন পাগল কবির জন্য আমাদের মা'বূদদিগকে পরিত্যাগ করিব ?'

بَلْ جَآءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٣٨﴾

৩৮। বরং সে সত্য লইয়া আসিয়াছে এবং পূর্ববর্তী সকল রসূলগণকে সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছে।

إِنَّكُمْ لَذَآئِقُوا الْعَذَابِ الْأَلِيمِ ﴿٣٩﴾

৩৯। (হে অস্বীকারকারীগণ!) নিশ্চয় তোমরা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করিবে;

وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٤٠﴾

৪০। এবং তোমরা যাহা কিছু করিতে তোমাদিগকে কেবল উহারই প্রতিফল দেওয়া হইবে—

إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿٤١﴾

৪১। শুধু আল্লাহ্র বিশেষ মনোনীত বান্দাগণ ছাড়া;

أُولٰٓئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ ﴿٤٢﴾

৪২। তাহাদের জন্য আছে নির্ধারিত রিয্ক—[২৪৮০]

فَوَاكِهُ وَهُم مُّكْرَمُونَ ﴿٤٣﴾

৪৩। ফল-ফলাদি;[২৪৮১] এবং তাহারা পরম সম্মানিত বলিয়া গণ্য হইবে,

فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴿٤٤﴾

৪৪। নেয়ামত পূর্ণ বাগানসমূহে,

عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ ﴿٤٥﴾

৪৫। তাহারা পালঙ্কে পরস্পর মুখামুখী হইয়া বসিবে,

يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ ﴿٤٦﴾

৪৬। ঝরণার পানি দ্বারা পরিপূর্ণ পান-পাত্র তাহাদের সম্মুখে পরিবেশিত হইবে,

بَيْضَآءَ لَذَّةٍ لِّلشَّٰرِبِينَ ﴿٤٧﴾

৪৭। যাহা স্বচ্ছ-শুভ্র হইবে; পানকারীদের জন্য সুস্বাদু হইবে;

لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ ﴿٤٨﴾

৪৮। উহাতে কোন মাদকতা থাকিবে না এবং উহার ব্যবহারে তাহারা মাতালও হইবে না।

২৪৮০। 'নির্ধারিত জীবনোপকরণ' দ্বারা এই বুঝাইতেছে যে, মুসলমানগণ পূর্ব হইতেই জানিতেন যে, তাহারা আল্লাহ্র অনুগ্রহরাজি প্রাপ্ত হইবেন। পরবর্তী আয়াতগুলিতে ঐ অনুগ্রহরাজির বর্ণনা রহিয়াছে।

২৪৮১। 'ফল-ফলাদি' দ্বারা ঐ সব অনুগ্রহরাজিকে বুঝাইতেছে, যাহা সত্য বিশ্বাসের ও সৎআমলের ফলস্বরূপ মো'মেনগণকে দেওয়া হইবে।

وَعِنْدَهُمْ قٰصِرٰتُ الطَّرْفِ عِيْنٌ ﴿٤٨﴾

৪৯। এবং তাহাদের নিকট সংযত দৃষ্টি-সম্পন্না আয়তলোচনা[২৪৮২] (সতী-সাধ্বী) মহিলাগণ থাকিবে,

كَاَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُوْنٌ ﴿٤٩﴾

৫০। যেন তাহারা আবৃত ডিম্ব।

فَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ يَّتَسَآءَلُوْنَ ﴿٥٠﴾

৫১। অতঃপর তাহারা একে অপরের সামনাসামনি হইয়া পরস্পর জিজ্ঞাসাবাদ করিবে।

قَالَ قَآئِلٌ مِّنْهُمْ اِنِّىْ كَانَ لِىْ قَرِيْنٌ ﴿٥١﴾

৫২। তাহাদের মধ্য হইতে কোন এক ব্যক্তি বলিবে, 'আমার একজন অন্তরঙ্গ সঙ্গী ছিল,

يَّقُوْلُ اَئِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِيْنَ ﴿٥٢﴾

৫৩। সে বলিত, 'তুমিও কি (পুনরুত্থান) বিশ্বাসকারীদের অন্তর্ভুক্ত ?

ءَاِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظَامًا ءَاِنَّا لَمَدِيْنُوْنَ ﴿٥٣﴾

৫৪। কী ! যখন আমরা মরিয়া যাইব এবং মৃত্তিকায় ও অস্থিপুঞ্জে পরিণত হইব, তখনও কি অবশ্যই আমাদিগকে (আমাদের আমলের) প্রতিফল দেওয়া হইবে ?'

قَالَ هَلْ اَنْتُمْ مُّطَّلِعُوْنَ ﴿٥٤﴾

৫৫। সে বলিবে, 'তোমরা কি উঁকি মারিয়া দেখিবে (যে সেই ব্যক্তি কি অবস্থায় আছে) ?'[২৪৮৩]

فَاطَّلَعَ فَرَاٰهُ فِىْ سَوَآءِ الْجَحِيْمِ ﴿٥٥﴾

৫৬। অতঃপর সে উঁকি মারিবে এবং সে তাহাকে জাহান্নামের মধ্যস্থলে দেখিতে পাইবে।

قَالَ تَاللّٰهِ اِنْ كِدْتَّ لَتُرْدِيْنِ ﴿٥٦﴾

৫৭। সে (তাহাকে) বলিবে, 'আল্লাহ্‌র কসম, তুমি আমার সর্বনাশ করার উপক্রম করিয়াছিলে,

وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّىْ لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِيْنَ ﴿٥٧﴾

৫৮। এবং যদি আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ না হইত তাহা হইলে নিশ্চয় আমিও (জাহান্নামের সম্মুখে) হাজিরকৃতগণের অন্তর্ভুক্ত হইতাম।

اَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِيْنَ ﴿٥٨﴾

৫৯। (হে জাহান্নামী ! বল) তবে কি ইহা ঠিক নহে যে, আমরা আর মৃত্যুমুখে পতিত হইব না ——

২৪৮২। 'ঈনুন' হইল 'আইনা'-এর বহুবচন (অর্থ হইল সুন্দর ও ডাগর চক্ষুবিশিষ্ট পবিত্র স্ত্রীলোকগণ)। সুন্দর ও ভাল শব্দ এবং বাক্যকে 'ঈনুন' বলা হয় : 'আরযুন আইনায়ু' অর্থ সবুজ বা কৃষ্ণমাটি (লেইন)। ইতিহাস সাক্ষ্য দিতেছে যে, উপরোক্ত আশীর্বাদসমূহ মুসলমানগণ লাভ করিয়াছিলেন। তাহারা উদ্যানসমূহ লাভ করিয়াছিলেন; সিংহাসনে বসিয়াছিলেন; শক্তি ও ক্ষমতা তাহাদের হাতে আসিয়াছিল; তাহারা হালাল আরাম-আয়েসের অধিকারী হইয়াছিলেন, তাহারা আয়ত-লোচনা অনিন্দ্য সুন্দরী রমণীগণকে স্ত্রীরূপে লাভ করিয়াছিলেন এবং সর্বোপরি তাহাদের প্রতি আল্লাহ্ সন্তুষ্ট এবং তাহারাও আল্লাহ্‌র প্রতি সন্তুষ্ট (৫৮:২৩)। ইহাই ছিল তাহাদের বিরাট সফলতা।

২৪৮৩। এখানে প্রশ্নকারী হইলেন ঐ ব্যক্তি, যিনি ৫২ আয়াতে বক্তারূপে বর্ণিত হইয়াছেন। তিনি বেহেশ্‌তের অন্যান্য সঙ্গীগণকে বলিতেছেন, আমার পুরাতন অবিশ্বাসী সঙ্গীটিকে তোমরা দেখিতে চাও কি ?

إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿٥٩﴾

৬০। কেবল আমাদের প্রথম মৃত্যু[২৪৮৪] ছাড়া, এবং আমাদিগকে আর কোন আযাব দেওয়া হইবে না ?

إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٦٠﴾

৬১। নিশ্চয় ইহা এক মহান সফলতা।[২৪৮৫]

لِمِثْلِ هَٰذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ ﴿٦١﴾

৬২। এইরূপ সফলতা অর্জনের জন্যই সাধনাকারীগণের সাধনা করা উচিত।

أَذَٰلِكَ خَيْرٌ نُّزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ ﴿٦٢﴾

৬৩। আপ্যায়ন হিসাবে কি ইহা উত্তম, না যাক্কুম (ফনীমনসা) বৃক্ষ ?[২৪৮৬]

إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِّلظَّالِمِينَ ﴿٦٣﴾

৬৪। নিশ্চয় আমরা ইহাকে যালেমদের জন্য এক পরীক্ষার কারণ করিয়াছি।[২৪৮৭]

إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ ﴿٦٤﴾

৬৫। নিশ্চয় ইহা এমন এক বৃক্ষ যাহা জাহান্নামের মূল দেশ হইতে উদ্‌গত হয়।[২৪৮৮]

طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ ﴿٦٥﴾

৬৬। উহার মুকুল যেন বহু ফনাধর সাপের মাথা।

فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ ﴿٦٦﴾

৬৭। সুতরাং তাহারা সেই বৃক্ষ হইতে আহার করিবে এবং উহা দ্বারা তাহারা নিজেদের উদর পূর্ণ করিবে।

ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ ﴿٦٧﴾

৬৮। অতঃপর নিশ্চয় তাহাদের জন্য উহার উপর ফুটন্ত পানির মিশ্রণ থাকিবে।

ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيمِ ﴿٦٨﴾

৬৯। অতঃপর নিশ্চয় তাহাদের প্রত্যাবর্তন ঘটিবে জাহান্নামের দিকে।

إِنَّهُمْ أَلْفَوْا آبَاءَهُمْ ضَالِّينَ ﴿٦٩﴾

৭০। তাহারা নিশ্চয় তাহাদের পিতৃপুরুষগণকে বিপথগামী পাইয়াছিল।

فَهُمْ عَلَىٰ آثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ ﴿٧٠﴾

৭১। তথাপি তাহারাও তাহাদের পদাংক অনুসরণে প্রধাবিত হইতেছে।[২৪৮৯]

২৪৮৪। বেহেশ্‌তের বিশ্বাসী অধিবাসী বলিতেছে যে, মানুষ কতবড় ভাগ্যবান যে, সে মৃত্যুর পর অমর জীবনের অধিকারী হয়। ইহজগত হইতে বিদায় নিবার পর সে আর মৃত্যু বরণ করে না। অমরত্বের পথে তার যাত্রার না আছে বিরতি, না আছে শেষ।

২৪৮৫। 'মহান সফলতা' অমর জীবনের সুখভোগ এবং আবহমান কাল ধরিয়া নিরবচ্ছিন্ন ধারায় তৃপ্তিলাভ ও আধ্যাত্মিক মনস্কামনা সিদ্ধির মাঝে মানুষ চরম সফলতা ও বিজয়কে উপভোগ করে।

২৪৮৬। 'যাক্কুম বৃক্ষ' অবিশ্বাসের বৃক্ষকে নির্দেশ করে। কুরআন সত্যিকার বিশ্বাসকে সেই পবিত্র বৃক্ষের সাথে তুলনা করিয়াছে, যে বৃক্ষ সবসময় সুমিষ্ট ফল দান করিয়া থাকে (১৪:২৫-২৬) এবং অবিশ্বাস বা কুফরীকে অপবিত্র বৃক্ষ বলিয়া অভিহিত করিয়াছে (১৪:২৭)। যাক্কুমকে বিষবৃক্ষ অর্থে গ্রহণ করিলে ইহাই বুঝায় যে, অবিশ্বাসের অভিশপ্ত বৃক্ষের ফল খাইলে মানুষের আধ্যাত্মিক জীবনের অপমৃত্যু বা অবসান ঘটিবে।

২৪৮৭। অবিশ্বাসের বিষবৃক্ষ সর্বদাই মানবের মারাত্মক দুঃখ-দুর্দশার কারণ বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।

২৪৮৮। অবিশ্বাসের বিষবৃক্ষের অভিশপ্ত ফল খাওয়ার অপরাধ মানুষকে দোযখের অতল গর্ভে নিক্ষেপ করে।

২৪৮৯। মানুষ সাধারণতঃ পুরাতন রীতি-নীতি, সংস্কার ও প্রচলনের দাস হইয়া থাকে। প্রচলিত প্রথা ও ধ্যান-ধারণার অবসান ঘটানো এক

وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ اَكْثَرُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿٧٢﴾

৭২। এবং ইহাদের পূর্বেও পূর্ববর্তীগণের অধিকাংশ বিপথগামী হইয়াছিল।

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا فِيْهِمْ مُّنْذِرِيْنَ ﴿٧٣﴾

৭৩। এবং অবশ্যই আমরা তাহাদের মধ্যে সতর্ককারী পাঠাইয়াছিলাম।

فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِيْنَ ﴿٧٤﴾

৭৪। অতএব দেখ, যাহাদিগকে সতর্ক করা হইয়াছিল তাহাদের পরিণাম কিরূপ (মন্দ) হইয়াছিল,

[৫৩] ২ ৬ إِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ ﴿٧٥﴾

৭৫। একমাত্র আল্লাহ্‌র শুদ্ধ-চিত্ত বান্দাগণ ব্যতীত।

وَلَقَدْ نَادٰىنَا نُوْحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيْبُوْنَ ﴿٧٦﴾

৭৬। এবং নূহও আমাদিগকে ডাকিয়াছিল, অতএব দেখ, আমরা কত উত্তম উত্তরদাতা!

وَنَجَّيْنٰهُ وَاَهْلَهٗ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيْمِ ﴿٧٧﴾

৭৭। এবং আমরা তাহাকে ও তাহার পরিবারবর্গকে মহা দুঃখ-দুর্দশা হইতে উদ্ধার করিয়াছিলাম।

وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهٗ هُمُ الْبٰقِيْنَ ﴿٧٨﴾

৭৮। এবং আমরা শুধু তাহার বংশধরগণকেই বাকি রাখিয়াছিলাম।[২৪৯০]

وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِى الْاٰخِرِيْنَ ﴿٧٩﴾

৭৯। এবং আমরা পরবর্তীগণের মধ্যে তাহাকে (সুখ্যাতিতে) প্রতিষ্ঠিত করিলাম।

سَلٰمٌ عَلٰى نُوْحٍ فِى الْعٰلَمِيْنَ ﴿٨٠﴾

৮০। সকল জগদ্বাসীর মধ্যে নূহের উপর শান্তি বর্ষিত হউক।

اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٨١﴾

৮১। এবং নিশ্চয় আমরা এইভাবেই সৎকর্মশীল লোকদিগকে প্রতিদান দিয়া থাকি!

اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٨٢﴾

৮২। নিশ্চয় সে আমাদের মো'মেন বান্দাগণের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

ثُمَّ اَغْرَقْنَا الْاٰخَرِيْنَ ﴿٨٣﴾

৮৩। এবং আমরা অন্য লোকদিগকে নিমজ্জিত করিয়াছিলাম।

وَاِنَّ مِنْ شِيْعَتِهٖ لَاِبْرٰهِيْمَ ﴿٨٤﴾ ع

৮৪। এবং নিশ্চয় তাহার সম্প্রদায়ের মধ্যে ইব্‌রাহীমও ছিল;

দুঃসাধ্য ব্যাপার। কুরআনে এই কথা বার বার বলা হইয়াছে যে, নূতন ধ্যান-ধারণার প্রতি অনীহাই মানুষের সত্য গ্রহণের পথে প্রধান অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়।

২৪৯০। নূহ (আঃ) মানব সভ্যতার ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। ইহা একটি ঐতিহাসিক সত্য যে, কোন জাতি যখন সভ্যতার দিকে অগ্রসর হইতে থাকে, তাহাদের সংখ্যাও সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং আশপাশের অনগ্রসর সম্প্রদায়গুলির লোকসংখ্যা আনুপাতিক ভাবে কমিতে থাকে। নূহ (আঃ)-এর বংশধরগণ অধিকতর সভ্য হওয়ার কারণে এবং জাগতিক সম্পদের দিক দিয়া তুলনামূলক ভাবে অধিক সম্পদশালী হওয়ার কারণে তাহারা অন্যান্য দেশেও ছড়াইয়া পড়ে এবং পার্শ্ববর্তী অনুন্নত জাতিগুলিকে নিজেদের করায়ত্ত করিয়া, নিজেদের মধ্যে আত্মস্থ করিয়া নেয়, ফলে তাহারা নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়।

إِذْ جَآءَ رَبَّهُۥ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴿٨٤﴾

৮৫। (স্মরণ কর) যখন সে তাহার প্রতিপালকের সমীপে বিশুদ্ধচিত্তে উপস্থিত হইয়াছিল;

إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِۦ مَاذَا تَعْبُدُونَ ﴿٨٥﴾

৮৬। যখন সে তাহার পিতাকে ও তাহার জাতিকে বলিয়াছিল, 'তোমরা কাহার ইবাদত কর ?'

أَئِفْكًا ءَالِهَةً دُونَ ٱللَّهِ تُرِيدُونَ ﴿٨٦﴾

৮৭। কি তোমরা আল্লাহ্‌কে ছাড়িয়া মিথ্যারূপে অন্য মা'বূদসমূহকে গ্রহন করিতে চাহিতেছ ?[২৪৯১]

فَمَا ظَنُّكُم بِرَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٨٧﴾

৮৮। যাহা হউক, সকল জগতের প্রতিপালক সম্বন্ধে তোমাদের কী ধারণা ?

فَنَظَرَ نَظْرَةً فِى ٱلنُّجُومِ ﴿٨٨﴾

৮৯। অতঃপর সে নক্ষত্রপুঞ্জের প্রতি গভীর দৃষ্টিতে দৃষ্টিপাত করিল,[২৪৯২]

فَقَالَ إِنِّى سَقِيمٌ ﴿٨٩﴾

৯০। এবং সে বলিল, 'আমি অসুস্থতা বোধ করিতেছি।'[২৪৯৩]

فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ ﴿٩٠﴾

৯১। তখন তাহারা তাহাকে ছাড়িয়া পিঠ ফিরাইয়া চলিয়া গেল।

فَرَاغَ إِلَىٰٓ ءَالِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴿٩١﴾

৯২। অনন্তর সে সংগোপনে তাহাদের মা'বূদগুলির দিকে অগ্রসর হইল এবং বলিল, 'তোমরা কিছু খাইতেছ না কেন ?

مَا لَكُمْ لَا تَنطِقُونَ ﴿٩٢﴾

৯৩। তোমাদের কী হইয়াছে, তোমরা যে কথাও বলিতেছ না ?'[২৪৯৪]

فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًۢا بِٱلْيَمِينِ ﴿٩٣﴾

৯৪। তখন সে (তাহাদের প্রতি) সংগোপনে অগ্রসর হইয়া ডান হাত দ্বারা তাহাদের উপর সজোরে আঘাত হানিল।[২৪৯৫]

২৪৯১। দেখা যায়, মানুষ অন্য একজন মানুষের উপরে ঐশী-গুণাবলী আরোপ করিয়া তাহার পূজায় লাগিয়া যায়, অথবা প্রাকৃতিক বস্তু-নিচয় যথা; চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, তারকা ইত্যাদির পূজায় আগ্রহী হইয়া উঠে। এমন কি প্রস্তর, মৃত্তিকা ও কাষ্ঠদ্বারা নিজ হাতে নির্মিত পুতুলেরও পূজা করে। তাছাড়া পিতৃপুরুষগত আচার-আচরণ, চাল-চলন কুসংস্কার এমন কি স্বকীয় বাসনা-কামনা ইত্যাদিরও পূজা করিয়া থাকে।

২৪৯২। মনে হয় ইব্‌রাহীম (আঃ) ও তাঁহার স্বজাতীয় লোকদের মধ্যে ঐশী-গুণাবলী সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা ও তর্কবিতর্ক গভীর রাত্রি পর্যন্ত চলিয়াছিল। আলোচনা ফলোদয় না হওয়ায়, ইব্‌রাহীম (আঃ) বিষয়টাকে সংক্ষিপ্ত করিতে চাহিলেন। তিনি আকাশে তারকার দিকে তাকাইয়া ইঙ্গিত দিলেন, কথাবার্তা বহু দীর্ঘায়িত হইয়াছে, রাত্রিও খুব গভীর হইয়াছে। অতএব, এখন বিতর্ক বন্ধ হওয়া উচিৎ।

২৪৯৩। কথাবার্তা যুক্তিহীন ও বিফল পথে অগ্রসর হওয়ার কারণে, ইব্‌রাহীম (আঃ) তাঁহার স্বজাতির লোকদিগকে বলিলেন, তিনি নিজেকে অসুস্থ বোধ করিতেছেন। অতএব এখন তাহাকে একা ছাড়িয়া, তাহাদের চলিয়া যাওয়াই ভাল। 'ইন্নি সাক্বীম' এর অর্থ ইহাও হইতে পারে, তোমাদের মিথ্যা খোদার উপাসনা দেখিতে দেখিতে আমি কাতর হইয়া পড়িয়াছি অথবা তোমাদের মিথ্যা মা'বূদকে খোদার মত উপাসনা করার কারণে, আমি মনে খুব ব্যথা পাইতেছি।

২৪৯৪। জীবন্ত আল্লাহ্‌র সবচাইতে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ চিহ্নই হইল এই যে, তিনি তাঁহার মনোনীত বান্দাগণের সাথে কথা বলেন, তাহাদের আবেদন শুনেন এবং তাহাদের প্রার্থনার জবাব দেন। সেই মা'বূদতো অকর্মণ্য ও মৃত, যে প্রার্থনার জবাব দেয় না।

২৪৯৫। ডান হাত সামর্থ্য ও শক্তির প্রতীক, এই আয়াতের দ্বারা ইহাই বুঝায় যে, ইব্‌রাহীম (আঃ) মূর্ত্তিগুলিকে খুব জোরে আঘাত করিলেন এবং

فَاَقْبَلُوْٓا اِلَيْهِ يَزِفُّوْنَ ﴿٩٤﴾

৯৫। ফলে তাহারা (লোকেরা) তাহার দিকে ছুটিয়া আসিল।

قَالَ اَتَعْبُدُوْنَ مَا تَنْحِتُوْنَ ﴿٩٥﴾

৯৬। সে বলিল, 'তোমরা কি উহার ইবাদত কর যাহা তোমরা নিজেদের হাতে খোদাই কর,

وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٩٦﴾

৯৭। অথচ আল্লাহ্ তোমাদিগকেও এবং তোমরা যাহা কিছু বানাইতেছ উহাকেও সৃষ্টি করিয়াছেন ?'[২৪৯৫-ক]

قَالُوا ابْنُوْا لَهٗ بُنْيَانًا فَاَلْقُوْهُ فِى الْجَحِيْمِ ﴿٩٧﴾

৯৮। তাহারা বলিল, 'তাহার জন্য তোমরা একটি ইমারত (অর্থাৎ অগ্নিকুণ্ড) নির্মাণ কর এবং তাহাকে সেই জ্বলন্ত অগ্নিতে নিক্ষেপ কর।'

فَاَرَادُوْا بِهٖ كَيْدًا فَجَعَلْنٰهُمُ الْاَسْفَلِيْنَ ﴿٩٨﴾

৯৯। অনন্তর তাহারা তাহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের সংকল্প করিল; কিন্তু আমরা তাহাদিগকে চরমভাবে অপদস্থ করিলাম।[২৪৯৬]

وَقَالَ اِنِّىْ ذَاهِبٌ اِلٰى رَبِّىْ سَيَهْدِيْنِ ﴿٩٩﴾

১০০। সে বলিল, 'নিশ্চয় আমি আমার প্রতিপালকের দিকে যাইব, তিনি নিশ্চয় আমাকে সৎপথ প্রদর্শন করিবেন।'

رَبِّ هَبْ لِىْ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿١٠٠﴾

১০১। (সে বলিল,) 'হে আমার প্রতিপালক ! তুমি আমাকে সৎ কর্মশীল পুত্র দাও।'

فَبَشَّرْنٰهُ بِغُلٰمٍ حَلِيْمٍ ﴿١٠١﴾

১০২। তখন আমরা তাহাকে এক ধৈর্যশীল, প্রতিভাবান পুত্রের সুসংবাদ দিলাম।

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْىَ قَالَ يٰبُنَىَّ اِنِّىْٓ اَرٰى فِى الْمَنَامِ اَنِّىْٓ اَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرٰى ؕ قَالَ يٰٓاَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ۫ سَتَجِدُنِىْٓ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰبِرِيْنَ ﴿١٠٢﴾

১০৩। অতঃপর যখন সেই পুত্র তাহার সহিত দৌড়াইবার বয়সে উপনীত হইল তখন সে বলিল, 'হে আমার প্রিয় পুত্র ! আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি যে, আমি যেন তোমাকে যবহ্ করিতেছি;[২৪৯৭] সুতরাং তুমি চিন্তা কর, তোমার কি অভিমত ?' সে বলিল, 'হে আমার পিতা ! তুমি যাহা আদিষ্ট হইয়াছ, তাহাই কর; ইনশাআল্লাহ্ তুমি আমাকে অবশ্যই ধৈর্যশীলগণের অন্তর্ভুক্ত পাইবে।'

টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিলেন। 'ইয়ামীন' শব্দ দ্বারা প্রতিজ্ঞাও বুঝায়; সে ক্ষেত্রে এই আয়াতের অর্থ হইবে, নিজের প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য ইব্রাহীম (আঃ) মূর্তিগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন।

২৪৯৫-ক। তোমাদের হাত-পা, যাহা দ্বারা তোমরা কাজ কর।

২৪৯৬। ইব্রাহীম (আঃ)-এর শত্রুরা তাঁহার বিরুদ্ধে ভীষণ ষড়যন্ত্র করিল। কিন্তু সেই ষড়যন্ত্র ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়াতে তাহারা ভীষণ অপমানবোধে জর্জরিত হইল।

২৪৯৭। আল্লাহ্তা'লার আদেশক্রমে ইব্রাহীম (আঃ) কাহাকে কুরবাণী রূপে পেশ করিয়াছিলেন— ইসমাঈলকে না ইস্হাককে— এই বিষয়ে কুরআন ও বাইবেলে ভিন্ন ভিন্ন মত পরিলক্ষিত হয়। বাইবেলের মতে কুরবানীর পাত্র ছিলেন ইস্হাক (আঃ) (আদি পুস্তক-২২ঃ২)। এই ব্যাপারে বাইবেলে পরস্পর বিরোধী কথা পাওয়া যায়। বাইবেল বলে 'আব্রাহামকে' আদেশ করা হইয়াছিল, তাঁহার একমাত্র সন্তানকে কুরবানী করিতে, কিন্তু ইস্হাক (আঃ) কোন কালেই তাঁহার একমাত্র সন্তান ছিলেন না। ইস্হাকের (আঃ) চাইতে ইসমাঈল (আঃ) ১৩ বৎসরের বড় এবং এই ১৩ বৎসর তিনি ইব্রাহীম (আঃ)-এর একমাত্র পুত্র ছিলেন। প্রথম পুত্র ও একমাত্র সন্তান হিসাবে তিনি পিতার কাছে অত্যধিক আদরের ছিলেন।

فَلَمَّآ اَسْلَمَا وَتَلَّهٗ لِلْجَبِيْنِ ﴿١٠٣﴾

১০৪। অতঃপর যখন তাহারা উভয়ই (আল্লাহ্‌র সমীপে) আত্মসমর্পণ করিল এবং সে তাহাকে যবহ্ করার জন্য কপালের উপর উপুড় করিয়া শোয়াইল ;

وَنَادَيْنٰهُ اَنْ يّٰٓاِبْرٰهِيْمُ ﴿١٠٤﴾

১০৫। তখন আমরা তাহাকে ডাক দিলাম যে, 'হে ইবব্‌রাহীম !

قَدْ صَدَّقْتَ الرُّءْيَا ۚ اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٠٥﴾

১০৬। তুমি তোমার স্বপ্নকে অবশ্যই পূর্ণ করিয়াছ।' নিশ্চয় আমরা এইরূপেই সৎকর্মশীলদিগকে পুরস্কার দিয়া থাকি।

اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْبَلٰٓؤُا الْمُبِيْنُ ﴿١٠٦﴾

১০৭। নিশ্চয় ইহা এক সুস্পষ্ট পরীক্ষা ছিল।

وَفَدَيْنٰهُ بِذِبْحٍ عَظِيْمٍ ﴿١٠٧﴾

১০৮। এবং আমরা এক মহা কুরবানীর দ্বারা তাহার ফিদ্‌য়া (মুক্তি-পণ) দিয়াছিলাম।[২৪৯৮]

অতএব, ইহাই যুক্তি যুক্ত যে, আল্লাহ্‌তা'লা ইব্‌রাহীম (আঃ)-কে তাঁহার সর্বাপেক্ষা প্রিয় পাত্র, একমাত্র পুত্র ইসমাঈলকেই (আঃ) কুরবানী করার আদেশ দিয়াছিলেন। খৃষ্টান পাদ্রীদের কেহ কেহ অনর্থক বলিয়া থাকেন যে, ইসমাঈল দাসীর পুত্র হওয়াতে তাঁহার মাঝে রক্ত-মাংসের (কামনা-বাসনার) আধিক্য ছিল এবং ইস্‌হাক স্বাধীনা রমনীর সন্তান হওয়াতে, তিনিই আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুত পবিত্র সন্তান (গালাতীয় ৪ঃ২২-২৩)। একথা মোটেই সত্য নয় যে, হযরত ইসমাঈলের মা হযরত হাজেরা দাসী ছিলেন। তাই বাইবেলে আমরা দেখিতে পাই যে, হযরত ইসমাঈলকে বারংবার ইব্‌রাহীমের (আঃ) পুত্র বলা হইয়াছে, যেইরূপ ইস্‌হাককে (আঃ) বলা হইয়াছে (আদি পুস্তক-১৬ঃ১৬; ১৭ঃ২৩, ২৫)। তাহা ছাড়া একই ধরণের 'বিরাট-ভবিষ্যতের' প্রতিশ্রুতি রহিয়াছে ইসমাঈল ও ইস্‌হাক উভয়ের জন্যই (আদি পুস্তক-১৬ঃ১০, ১১, ১৭ঃ২০)।

বাইবেলে 'মারওয়া' পাহাড়কে মোরিয়া বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে এবং ইসমাঈল নামের স্থলে ইস্‌হাক বসানো হইয়াছে। 'মারওয়া' মক্কার অদূরে একটি পাহাড়, যেখানে ইব্‌রাহীম (আঃ) তদীয় শিশু-পুত্র ইসমাঈলসহ হাজেরাকে আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় ছাড়িয়া গিয়াছিলেন। 'মারওয়া' স্থলে 'মোরিয়া' আর ইসমাঈলের স্থলে ইস্‌হাক এই দুই শব্দ বদল ব্যতীত বাইবেলে সমর্থনের নিমিত্ত আর কোন কিছু নাই, যাহা দ্বারা প্রমাণ করা যাইতে পারে যে, ইস্‌হাকই ছিলেন কুরবানীকৃত পুত্র, ইসমাঈল নহেন। প্রনিধানযোগ্য বিষয় হইল, ইস্‌হাককেই কুরবানী দেওয়া হইয়াছিল বলিয়া ইহুদী ও খৃষ্টানগণ মনে করিলেও তাহাদের কোন ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে এতবড় একটা ঘটনার কোন চিহ্নই পরিদৃষ্ট হয় না। তাহারা যাহা বলে তাহা যদি সত্যই হইত তাহা হইলে তাহারা এত মাহাত্ম্যপূর্ণ ঘটনাটা বিস্মৃত হইত না; কোন না কোন ভাবে তাহা ধর্মাচারে জাগরূক থাকিত। অপরদিকে, হযরত ইসমাঈলের আধ্যাত্মিক সন্তান মুসলমানেরা বহু উৎসাহ ও উদ্দীপনা সহকারে, ইসমাঈলের ঐ কুরবানীর কথা স্মরণ করে এবং নিজেরা পশু কুরবানী করিয়া জিলহজ্জ মাসের দশম দিনে সারা বিশ্বে তুমুল সাড়া জাগাইয়া তোলে। মুসলমান কর্তৃক দুম্বা, ছাগল ইত্যাদি কুরবানী করার এই সার্বজনীন ধর্মীয় আচার বিতর্কের ঊর্ধ্বে এবং প্রমাণ করে যে, হযরত ইব্‌রাহীম কুরবাণীর জন্য ইস্‌হাককে নয় বরং ইসমাঈলকেই পেশ করিয়াছিলেন। ইব্‌রাহীম (আঃ)-কে তাঁহার স্বপ্ন-দৃষ্ট কুরবানী একেবারে আক্ষরিকভাবে পালন করিতে হয় নাই, যদিও তিনি ও হযরত ইসমাঈল (আঃ) আক্ষরিকভাবে উহা পালন করিতেই প্রস্তুত ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে স্বপ্ন-দৃষ্ট কুরবানী তখনই এক হিসাবে পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল, যখন হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ) স্ত্রী হাজেরা ও শিশুপুত্র ইসমাঈলকে মক্কার ধূঁ ধূঁ উপত্যকায় আশ্রয়হীন অবস্থায় ছাড়িয়া গিয়াছিলেন।

এই যে বীরত্বের কার্য, ইহারই মাঝে হযরত ইসমাঈলের কুরবানীর চিহ্ন ও প্রতীক রহিয়াছে। প্রথমে ইব্‌রাহীমের (আঃ) প্রতি আল্লাহ্‌র এই নির্দেশ যে, নিজ পুত্রকে কুরবানী কর এবং কুরবানীর মুহূর্তকাল পূর্বে এই নির্দেশ যে, থাম ! হুকুম পালন করা হইয়া গিয়াছে —এই দুই নির্দেশের মধ্যে উদ্দেশ্য ইহাই ছিল যে, এখন হইতে মানুষ কুরবানী নিষিদ্ধ করা হইল। কেননা, এই অমানবিক নরহত্যা ধর্মের নামে বিশ্বের সকল জাতির মধ্যে তখন প্রচলিত ছিল।

২৪৯৮। ইসমাঈল (আঃ)-কে কুরবানী দেওয়ার ব্যাপারে ইব্‌রাহীম (আঃ)-এর অবিচল নিষ্ঠা ও পুত্র ইসমাঈলের অটল সংকল্প ও প্রস্তুতি, মানবেতিহাসে চিরস্মরণীয় করার জন্য, হজ্জব্রত পালনের অঙ্গ হিসাবে পশু কুরবানী করাকে একটি ইসলামী অনুষ্ঠানের রূপ দেওয়া হইয়াছে। আয়াতটিতে আরও বুঝা যায় যে, ইব্‌রাহীম (আঃ)-এর সময় নরবলী দেওয়ার যে প্রচলন ছিল, তাহা পশু কুরবানীতে বদলাইয়া দেওয়া হইল।

وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴿١٠٨﴾

১০৯। এবং আমরা পরবর্তীগণের মধ্যে তাহাকে (সুখ্যাতিতে) প্রতিষ্ঠিত করিলাম।[২৪৯৯]

سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ﴿١٠٩﴾

১১০। ইব্রাহীমের উপর শান্তি বর্ষিত হউক!

كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١١٠﴾

১১১। এইরূপেই আমরা সৎকর্মশীলদিগকে পুরস্কার দিয়া থাকি।

إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿١١١﴾

১১২। নিশ্চয় সে আমাদের মো'মেন বান্দাগণের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١١٢﴾

১১৩। এবং আমরা তাহাকে ইস্হাকের সুসংবাদ দিয়াছিলাম, যে একজন নবী ছিল এবং সৎকর্মশীলগণের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ ۚ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ ﴿١١٣﴾

১১৪। এবং আমরা তাহার[২৫০০] উপর এবং ইস্হাকের উপর বরকত নাযেল করিয়াছিলাম। এবং তাহাদের উভয়ের বংশধরগণ হইতে কতক লোক সৎকর্মশীল ছিল এবং কতক ছিল নিজেদের প্রাণের উপর স্পষ্ট যুলুমকারী।

৩ [৩৯] ৭

وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿١١٤﴾

১১৫। এবং নিশ্চয় আমরা মূসা ও হারূনের প্রতিও অনুগ্রহ করিয়াছিলাম।

وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ﴿١١٥﴾

১১৬। এবং আমরা তাহাদের উভয়কে এবং তাহাদের জাতিকে মহা দুঃখ-দুর্দশা হইতে উদ্ধার করিয়াছিলাম;

وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ ﴿١١٦﴾

১১৭। এবং আমরা তাহাদের সকলকে সাহায্য করিয়াছিলাম, ফলে তাহারা বিজয়ী হইয়াছিল।

وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ ﴿١١٧﴾

১১৮। এবং আমরা তাহাদিগকে (প্রত্যেক বিষয়) সুস্পষ্ট বর্ণনাকারী এক কিতাব দিয়াছিলাম।

وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿١١٨﴾

১১৯। এবং আমরা তাহাদের উভয়কে সরল-সুদৃঢ় পথে পরিচালিত করিয়াছিলাম।

وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ ﴿١١٩﴾

১২০। এবং আমরা পরবর্তীগণের মধ্যে তাহাদেরকে (সুখ্যাতিতে) প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলাম—

২৪৯৯। ইহার চেয়ে বড় সাক্ষ্য ইব্রাহীম (আঃ)-এর মাহাত্ম্যের জন্য আর কি হইতে পারে যে, তিন তিনটি বড় বড় ধর্মের অনুসারীরা তাঁহাকে আপন পিতৃপুরুষ মানিয়া গৌরব বোধ করে। এই তিনটি ধর্ম হইল ইসলাম, খৃষ্টান ও ইহুদী ধর্ম।

২৫০০। 'এবং আমরা তাহার উপর বরকত নাযেল করিয়াছিলাম' দ্বারা হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর বংশকে ইসলামের মাধ্যমে আশিসমণ্ডিত করার কথা বলা হইয়াছে। কেননা হযরত ইস্হাকের নাম ও তাঁহার আশিসপ্রাপ্তি পৃথকভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে।

سَلٰمٌ عَلٰى مُوْسٰى وَ هٰرُوْنَ ﴿١٢٠﴾

১২১। মূসা এবং হারূনের উপর শান্তি বর্ষিত হউক !

اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٢١﴾

১২২। নিশ্চয় আমরা এইভাবে সৎকর্মশীলগণকে পুরস্কার দিয়া থাকি।

اِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٢٢﴾

১২৩। নিশ্চয় তাহারা উভয়ে আমাদের মো'মেন বান্দাগণের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

وَ اِنَّ اِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿١٢٣﴾

১২৪। এবং নিশ্চয় ইলিয়াসও[২৫০১] আমাদের রসূলগণের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖۤ اَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿١٢٤﴾

১২৫। (স্মরণ কর) যখন সে তাহার জাতিকে বলিয়াছিল, 'তোমরা কি তাক্ওয়া অবলম্বন করিবে না ?

اَتَدْعُوْنَ بَعْلًا وَّ تَذَرُوْنَ اَحْسَنَ الْخَالِقِيْنَ ﴿١٢٥﴾

১২৬। তোমরা কি বা'ল মূর্তিকে[২৫০২] ডাকিতেছ এবং পরিহার করিতেছ সর্বোত্তম সৃষ্টিকর্তাকে—

اللّٰهَ رَبَّكُمْ وَ رَبَّ اٰبَآئِكُمُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿١٢٦﴾

১২৭। আল্লাহ্কে, যিনি তোমাদেরও প্রতিপালক এবং তোমাদের পূর্ববর্তী পিতৃপুরুষদেরও প্রতিপালক ?'

فَكَذَّبُوْهُ فَاِنَّهُمْ لَمُحْضَرُوْنَ ﴿١٢٧﴾

১২৮। অতঃপর তাহারা তাহাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিল; সুতরাং অবশ্যই তাহাদিগকে (আযাবের জন্য) হাযির করা হইবে ;

اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ ﴿١٢٨﴾

১২৯। কেবল আল্লাহ্র বিশুদ্ধ-চিত্ত বান্দাগণ ব্যতীত।

وَ تَرَكْنَا عَلَيْهِ فِى الْاٰخِرِيْنَ ﴿١٢٩﴾

১৩০। এবং আমরা পরবর্তীগণের মধ্যে তাহাদেরকে (সুখ্যাতিতে) প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলাম—

سَلٰمٌ عَلٰۤى اِلْ يَاسِيْنَ ﴿١٣٠﴾

১৩১। ইলিয়াস এবং তাহার লোকদের উপর শান্তি বর্ষিত হউক ![২৫০৩]

اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٣١﴾

১৩২। নিশ্চয় আমরা এইভাবে সৎকর্মশীলগণকে পুরস্কার দিয়া থাকি।

اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٣٢﴾

১৩৩। নিশ্চয় সে আমাদের মো'মেন বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

২৫০১। হযরত ইলিয়াস বা এলিজা খৃষ্টপূর্ব ৯০০ সালে জর্ডন নদীর পূর্ব তীরে গিলিয়াদ্ নামক স্থানের বাসিন্দা ছিলেন।

২৫০২। বা'ল একটি মূর্তির নাম, যাহাকে ইলিয়াস নবীর জাতি পূজা করিত। এই জাতি সূর্যের উপাসক ছিল। সিরিয়ায় বা'ল বাক্ক (লেইন) নামে একটি শহর আছে। এর অধিবাসীরা সূর্য দেবতাকে পূজা করিত। বা'ল ঐ সূর্য-দেবতার নামও হইতে পারে।

২৫০৩। 'ইলিয়াস' এরই অন্য রূপ 'ইল্ ইয়াসীন' হইতে পারে, যেমন সীনা (২৩ঃ২১) শব্দেরই অপর রূপ সিনীন (৯৫ঃ৩)। অথবা ইহা ইলিয়াস শব্দের বহুবচন হিসাবে ব্যবহৃত হইয়া ইলিয়াস ও তাঁহার জাতিকে বুঝাইতেছে।

وَاِنَّ لُوْطًا لَّمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿١٣٤﴾

১৩৪। এবং লূতও নিশ্চয় রসূলগণের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

اِذْ نَجَّيْنٰهُ وَاَهْلَهٗۤ اَجْمَعِيْنَ ﴿١٣٥﴾

১৩৫। (স্মরণকর) যখন আমরা তাহাকে এবং তাহার পরিজনবর্গের সকলকে উদ্ধার করিয়াছিলাম,

اِلَّا عَجُوْزًا فِى الْغٰبِرِيْنَ ﴿١٣٦﴾

১৩৬। কেবল এক বৃদ্ধা ব্যতীত, যে পশ্চাতে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

ثُمَّ دَمَّرْنَا الْاٰخَرِيْنَ ﴿١٣٧﴾

১৩৭। অতঃপর আমরা অন্যান্য সকলকে ধ্বংস করিয়াছিলাম।

وَاِنَّكُمْ لَتَمُرُّوْنَ عَلَيْهِمْ مُّصْبِحِيْنَ ﴿١٣٨﴾

১৩৮। এবং নিশ্চয় তোমরা প্রভাতেই তাহাদের (এলাকার) উপর দিয়া অতিক্রম করিয়া থাক;

وَبِالَّيْلِ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿١٣٩﴾ ع ৪ [২৫] ৮

১৩৯। এবং রাত্রি বেলায়ও;[২৫০৪] তথাপি তোমরা কি বুঝিবে না?

وَاِنَّ يُوْنُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿١٤٠﴾

১৪০। এবং নিশ্চয় ইউনুস[২৫০৫] রসূলগণের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

اِذْ اَبَقَ اِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ ﴿١٤١﴾

১৪১। (স্মরণ কর) যখন সে বোঝাই নৌকার দিকে পলায়ন করিয়াছিল;[২৫০৬]

فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِيْنَ ﴿١٤٢﴾ ع

১৪২। (যখন তুফানে নৌকা নিমজ্জিত হইবার আশঙ্কা দেখা দিল) তখন সে (অন্যান্য আরোহীগণের সঙ্গে) ভাগ্য-নির্দেশক তীর নিক্ষেপ করিল; ফলে সে (পরাজিত হইয়া সমুদ্রে) নিক্ষিপ্তগণের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গেল।

فَالْتَقَمَهُ الْحُوْتُ وَهُوَ مُلِيْمٌ ﴿١٤٣﴾

১৪৩। তখন এক বৃহৎ মৎস্য তাহাকে গিলিয়া ফেলিল, এবং সে (নিজেকেই) ভর্ৎসনা করিতে লাগিল।

২৫০৪। সদোম ও ঘমোরা যে দুই শহরে লূত (আঃ) আল্লাহ্‌র বাণী প্রচার করিতেন, আরবের বাণিজ্য বহরগুলি সিরিয়া যাইবার পথে দিনে ও রাত্রে সেই শহর দুইটি অতিক্রম করিত। শহর দুইটি ছিল সদর রাস্তার উপরে। কুরআনের অন্যত্র বলা হইয়াছে, শহরগুলি যে রাস্তার উপর অবস্থিত ছিল, সেই রাস্তাগুলি এখনো বিদ্যমান আছে (১৫ঃ৭৭)।

২৫০৫। ইউনুস নবী ছিলেন ইসমাঈল বংশীয় এবং প্রায় ৯০০ খৃষ্টপূর্বাব্দে দ্বিতীয় জেরোবোয়াম অথবা জেহোয়াহাযের রাজত্বকালে জীবিত ছিলেন। (দেখুন ৬ঃ৮৭,৮৮)।

২৫০৬। বাইবেলের বর্ণনানুযায়ী, ইউনুস (আঃ)-কে নিনেভাতে প্রচার করিবার জন্য আল্লাহ্ মনোনীত করিলেন। তিনি সেখানকার ধর্মহীনতার বিরুদ্ধে "উচ্চ আওয়াজ" তুলিতে আদিষ্ট হইলেন। কিন্তু তিনি তাহা না করিয়া "সদা প্রভুর সম্মুখ হইতে তর্শীশে পালাইয়া যাইবার নিমিত্তে উঠিলেন" (যোনা-১ঃ৩)। বাইবেলের এই বর্ণনাকে কুরআন অসত্য বিবেচনা করে, কেননা একজন আল্লাহ্‌র নবীর প্রতি এরূপ কথা আরোপ করা মিথ্যা অপবাদ ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রকৃত ঘটনা এই যে, তাঁহার জাতি আল্লাহ্‌র বাণীকে অগ্রাহ্য করার কারণে, তিনি উত্যক্ত ও বিরক্ত হইয়া তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান।

فَلَوْلَآ اَنَّهٗ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِيْنَ ﴿١٤٣﴾

১৪৪ । এবং সে যদি আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ঘোষণাকারীদের অন্তর্ভুক্ত না হইত,

لَلَبِثَ فِيْ بَطْنِهٖٓ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ ﴿١٤٤﴾

১৪৫ । তাহা হইলে সে অবশ্যই উহার উদরে সেই দিবস পর্যন্ত পড়িয়া থাকিত যখন তাহারা পুনরুত্থিত হইবে ।

فَنَبَذْنٰهُ بِالْعَرَآءِ وَهُوَ سَقِيْمٌ ﴿١٤٥﴾

১৪৬ । অতঃপর আমরা তাহাকে এক উন্মুক্ত ময়দানে নিক্ষিপ্ত করিলাম; এমতাবস্থায় যে সে তখন পীড়িত ছিল;

وَاَنْۢبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنْ يَّقْطِيْنٍ ﴿١٤٦﴾

১৪৭ । এবং আমরা তাহার নিকট একটি লাউ গাছ উৎপন্ন করিলাম ।

وَاَرْسَلْنٰهُ اِلٰى مِائَةِ اَلْفٍ اَوْ يَزِيْدُوْنَ ﴿١٤٧﴾

১৪৮ । এবং আমরা তাহাকে এক লক্ষ বা ততোধিক লোকের নিকট (রসূলরূপে) পাঠাইয়াছিলাম,

فَاٰمَنُوْا فَمَتَّعْنٰهُمْ اِلٰى حِيْنٍ ﴿١٤٨﴾

১৪৯ । সুতরাং তাহারা (সকলেই) ঈমান আনিল, এবং আমরা তাহাদিগকে দীর্ঘকাল পর্যন্ত পার্থিব সুখ-সম্পদ দান করিলাম ।

فَاسْتَفْتِهِمْ اَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُوْنَ ﴿١٤٩﴾

১৫০ । অতএব তুমি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর,[২৫০৬-ক] তোমার প্রতিপালকের জন্য কি কণ্যাগণ আর তাহাদের জন্য পুত্রগণ ?[২৫০৭]

اَمْ خَلَقْنَا الْمَلٰٓئِكَةَ اِنَاثًا وَّهُمْ شٰهِدُوْنَ ﴿١٥٠﴾

১৫১ । আমরা কি ফিরিশ্‌তাগণকে নারীরূপে সৃষ্টি করিয়াছি এবং তাহারা কি উহার সাক্ষী ছিল ?

اَلَآ اِنَّهُمْ مِّنْ اِفْكِهِمْ لَيَقُوْلُوْنَ ﴿١٥١﴾

১৫২ । শুন ! নিশ্চয় তাহারা তাহাদের মনগড়া মিথ্যার উপর ভিত্তি করিয়া বলিতেছে,

وَلَدَ اللّٰهُ ۙ وَاِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ﴿١٥٢﴾

১৫৩ । 'আল্লাহ্ সন্তান জন্ম দিয়াছেন,' বস্তুতঃ তাহারা চরম মিথ্যাবাদী ।

اَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِيْنَ ﴿١٥٣﴾

১৫৪ । তিনি কি পুত্রগণের পরিবর্তে কণ্যাগণকে বাছিয়া লইয়াছেন ?

مَا لَكُمْ ۖ كَيْفَ تَحْكُمُوْنَ ﴿١٥٤﴾

১৫৫ । তোমাদের কি হইয়াছে ? তোমরা কিরূপ বিচার কর ?

اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ﴿١٥٥﴾

১৫৬ । তোমরা কি উপদেশ গ্রহণ করিবে না ?

২৫০৬-ক । 'তাহাদিগকে' মানে মক্‌কার অবিশ্বাসীদিগকে ।

২৫০৭ । আরববাসীরা ফিরিশ্‌তাগণকে আল্লাহ্‌র শক্তির অধিকারী মনে করিত এবং তাহাদিগকে আল্লাহ্‌র কণ্যা গণ্য করিত । এস্থলে, এই ধরণের যে অংশীবাদিতা বা শিরক, উহারই নিন্দা করা হইয়াছে ।

اَمْ لَكُمْ سُلْطٰنٌ مُّبِيْنٌ ﴿١٥٧﴾

১৫৭। তোমাদের নিকট কি কোন সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণ আছে ?

فَاْتُوْا بِكِتٰبِكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿١٥٨﴾

১৫৮। সুতরাং তোমরা যদি সত্যবাদী হইয়া থাক, তাহা হইলে তোমরা তোমাদের কিতাব[২৫০৮] পেশ কর।

وَجَعَلُوْا بَيْنَهٗ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا ؕ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ اِنَّهُمْ لَمُحْضَرُوْنَ ﴿١٥٩﴾

১৫৯। এবং তাহারা তাঁহার এবং জিন্নদের মধ্যে আত্মীয়তা আরোপ করে; অথচ জিন্নগণ ভালরূপে জানে যে, নিশ্চয় তাহাদিগকেও (তাঁহার সম্মুখে বিচারের জন্য) হাযির করা হইবে।

سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ﴿١٦٠﴾

১৬০। তাহারা যাহা বর্ণনা করিতেছে আল্লাহ্ উহা হইতে পবিত্র !

اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ ﴿١٦١﴾

১৬১। কেবল আল্লাহ্র বিশুদ্ধ-চিত্ত বান্দাগণ ব্যতীত (তাহারা এইরূপ কথা বর্ণনা করে না)।

فَاِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ ﴿١٦٢﴾

১৬২। সুতরাং (জানিয়া রাখ যে) নিশ্চয় তোমরা এবং তোমাদের মা'বূদগণ—

مَاۤ اَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفٰتِنِيْنَ ﴿١٦٣﴾

১৬৩। তোমাদের কেহই তাঁহার বিরুদ্ধে (কাহাকেও[২৫০৯]) বিভ্রান্ত করিতে পারিবে না,

اِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيْمِ ﴿١٦٤﴾

১৬৪। কেবল সেই ব্যক্তি ব্যতীত যে জাহান্নামে দগ্ধ হইবে।

وَمَا مِنَّاۤ اِلَّا لَهٗ مَقَامٌ مَّعْلُوْمٌ ﴿١٦٥﴾

১৬৫। (তাহারা বলে) 'আমাদের মধ্যে কেহ নাই কিন্তু তাহার জন্য অবশ্যই এক নির্ধারিত স্থান আছে;[২৫১০]

وَّاِنَّا لَنَحْنُ الصَّآفُّوْنَ ﴿١٦٦﴾

১৬৬। এবং নিশ্চয় আমরা সকলেই (আল্লাহ্র সমীপে) সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াইয়া আছি।

وَاِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُوْنَ ﴿١٦٧﴾

১৬৭। এবং নিশ্চয় আমরা সকলেই তাঁহার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণাকারী।'

وَاِنْ كَانُوْا لَيَقُوْلُوْنَ ﴿١٦٨﴾

১৬৮। এবং নিশ্চয় তাহারা (মক্কাবাসীগণ ইতিপূর্বে) এইরূপ বলিয়া আসিতেছিল,

---

২৫০৮। কোন ঐশী কিতাবেই ঘুণাক্ষরেও এরূপ নির্বোধ ও জঘন্য মত পোষণ করা হয় নাই।

২৫০৯। তাহাদের মত একই ধ্যান-ধারণার অধিকারী লোকদিগকেই ভূত-প্রেতরা পথভ্রষ্ট করিতে পারে। কিন্তু তাহারা ধর্মপরায়ণ লোকদের উপর কর্তৃত্ব বা প্রভাব খাটাইতে পারে না।

২৫১০। কেহ কেহ মনে করেন, এখানে ফিরিশ্তার কথা বলা হইয়াছে। অন্যরা মনে করেন, এখানে বিশ্বাসীগণের কথা বলা হইয়াছে।

لَوْ اَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْاَوَّلِيْنَ ﴿١٦٩﴾

১৬৯। 'যদি আমাদের নিকটেও পূর্ববর্তীদের ন্যায় উপদেশপূর্ণ কোন কিতাব থাকিত,

لَكُنَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ ﴿١٧٠﴾

১৭০। তাহা হইলে আমরাও আল্লাহ্‌র বিশুদ্ধ-চিত্ত বান্দা হইয়া যাইতাম।'

فَكَفَرُوْا بِهٖ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ﴿١٧١﴾

১৭১। (এবং যখন ইহা তাহাদের নিকট আসিল) তখন তাহারা ইহাকে অস্বীকার করিল, সুতরাং তাহারা অচিরেই (নিজেদের পরিণাম) জানিতে পারিবে।

وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِيْنَ ﴿١٧٢﴾

১৭২। এবং নিশ্চয় আমাদের রসূলরূপে প্রেরিত বান্দাগণ সম্বন্ধে পূর্বেই আমাদের সিদ্ধান্ত হইয়া গিয়াছে——

اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُوْرُوْنَ ﴿١٧٣﴾

১৭৩। যে, নিশ্চয় তাহারা সাহায্য প্রাপ্ত হইবে;

وَاِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغٰلِبُوْنَ ﴿١٧٤﴾

১৭৪। এবং আমাদের যে বাহিনী (মো'মেনদের দল), নিশ্চয় তাহারাই বিজয়ী হইবে।

فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتّٰى حِيْنٍ ﴿١٧٥﴾

১৭৫। অতএব তুমি কিছু কাল পর্যন্ত তাহাদের নিকট হইতে মুখ ফিরাইয়া লও।

وَّاَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُوْنَ ﴿١٧٦﴾

১৭৬। এবং তুমি তাহাদের প্রতি লক্ষ্য রাখ, অতঃপর তাহারাও শীঘ্রই (নিজেদের পরিণাম) দেখিতে পাইবে।

اَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُوْنَ ﴿١٧٧﴾

১৭৭। তাহারা কি আমাদের আযাবকে শীঘ্র কামনা করিতেছে ?

فَاِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَآءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِيْنَ ﴿١٧٨﴾

১৭৮। কিন্তু যখন উহা তাহাদের প্রাঙ্গণে[২৫১১] নাযেল হইবে, তখন যাহাদিগকে সতর্ক করা হইয়াছিল তাহাদের প্রভাত অতি মন্দ হইবে।

وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتّٰى حِيْنٍ ﴿١٧٩﴾

১৭৯। অতএব তুমি কিছু কাল পর্যন্ত তাহাদের নিকট হইতে মুখ ফিরাইয়া লও,

وَّاَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُوْنَ ﴿١٨٠﴾

১৮০। এবং তুমি (তাহাদের প্রতি) লক্ষ্য রাখ, অতঃপর তাহারাও শীঘ্রই (নিজেদের পরিণাম) দেখিতে পাইবে।

২৫১১। ইহা মক্কা-পতনের দিনকে নির্দেশ করিতেছে বলিয়া মনে হয়। মক্কার মোশরেকদের জন্য ঐ দিনটি একটি ভীষণ দুর্দিন ছিল। দশ সহস্রের মুসলমান বাহিনী বিজয়ীবেশে মক্কায় প্রবেশ করিয়াছিল। যেহেতু ইসলামের বিরুদ্ধে তাহাদের ষড়যন্ত্র সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইল এবং ইসলাম অবিশ্বাসীদের উপরে গৌরবময় সফলতা লাভ করিল, তাই তাহাদের মর্মবেদনা ও লাঞ্ছনার পাত্র পরিপূর্ণ হইল।

سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ﴿١٨٠﴾

১৮১। তোমার প্রতিপালক, যিনি সকল সম্মান ও শক্তির অধিকারী, উহা হইতে পবিত্র-মহান, যাহা তাহারা বর্ণনা করিতেছে।

وَسَلٰمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ﴿١٨١﴾

১৮২। এবং শান্তি রসূলগণের উপর!২৫১২

وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٨٢﴾ ع ৫ [88] ৯

১৮৩। বস্তুতঃ সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি সকল জগতের প্রতিপালক।

২৫১২। এখানে মহানবী (সাঃ)-এর কথাই বলা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়, কেননা তিনি তাঁহার ব্যক্তিত্বের মাধ্যমে সকল নবী-রসূলগণের প্রতিনিধিত্ব করেন।

৩৮- সূরা সাদ

(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতরণের সময় ও প্রসঙ্গ

নবুওয়াতী জীবনের প্রাথমিক বৎসরগুলির মধ্যেই মক্কায় এই সূরাটি অবতীর্ণ হইয়াছিল । বায়হাকী ও ইবনে মারদাওয়াই বলেন যে, ইব্নে আব্বাস এই মত পোষণ করিতেন এবং অন্যান্য উচ্চ শ্রেণীর আলেমগণ তাঁহার এই অভিমতের সহিত একমত ছিলেন । বিষয়-বস্তুর দিক হইতে সূরা সাফ্ফাতের সহিত এই সূরাটির মিল রহিয়াছে । সূরা সাফ্ফাতের শেষাংশে আল্লাহ্তা'লা অত্যন্ত জোরে শোরে ঘোষণা করেন ঃ আল্লাহ্র সৈনিকরাই বিজয়ী হইবে এবং যেদিন অবিশ্বাসীদের দোর গোড়ায় আল্লাহ্র শাস্তি অবতীর্ণ হইবে, সেদিনটি তাহাদের জন্য হইবে একটি কৃষ্ণ দিবস। এই সূরাটিও একই ধরণের শক্তিশালী ঘোষণার মাধ্যমে আরম্ভ হইয়াছে যে, সত্যময় আল্লাহ্র অমোঘ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, বিশ্বাসীগণ ধনে-জনে, মানে-সম্ভ্রমে ও শক্তি-সামর্থ্যে উন্নত হইয়া উঠিবে আর সাথে সাথে অবিশ্বাসীগণ অপমান, লাঞ্ছনা ও ধ্বংসের মধ্যে নিপতিত হইবে ।

বিষয়-বস্তু

প্রারম্ভেই আল্লাহ্তা'লা পাক কুরআনের কসম খাইয়া ঘোষণা করিতেছেন যে, কুরআনকে জীবনের সারথী বানাইয়া, ইহার শিক্ষা অনুযায়ী জীবন যাপন করিয়া, বিশ্বাসীগণ গৌরব ও সম্মানের উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত হইবে এবং বিশ্বের বড় বড় শক্তিশালী জাতিসমূহের মধ্যে নিজেদের জন্য সম্মানিত স্থান করিয়া নিবে । এই ঘোষণাতে আরও বলা হইয়াছে যে, মক্কার অবিশ্বাসীগণ তোতা পাখীর মত বার বার বলিতেছে যে, তাহাদেরই মত একজন মানুষের কথায় তাহারা নিজেদের দেব-দেবীর উপাসনা কখনও ছাড়িয়া দিতে পারে না । এই বোকামীপূর্ণ কথার প্রত্যুত্তরে বলা হইতেছে ঃ 'তাহারা আল্লাহর দয়া ও করুণার অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া যে দাবী করে, তাহা কখন হইতে শুরু হইয়াছে ? ইহা তো একমাত্র আল্লাহ্রই অধিকার যে, তাঁহার সৃষ্ট-জীবের কাছে তাঁহার ইচ্ছাকে বহন করিয়া পৌছাইয়া দিবার জন্য তিনি স্বয়ং যাহাকে যোগ্য মনে করেন, তাঁহাকেই মনোনয়ন দান করেন এবং এখন সে কাজের জন্য মহানবী মুহাম্মদ (সঃ)-কে মনোনয়ন দান করিয়াছেন ।' তওহীদবাদী বিশ্বাসীরা শক্তি, ধন ও সম্মানে ভূষিত হইবে এবং অবিশ্বাসী কুচক্রীরা পরাজয় ও অপমান বরণ করিবে, জোরালোভাবে এই ভবিষ্যদ্বাণী করার পর সূরার সূচনাতে হযরত দাউদ ও সোলায়মান নবীদ্বয়ের বাদশাহীর সময়ে ইসরাঈলী জাতি যে গৌরবময় উন্নতি সাধন করিয়াছিল, উহার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে।তৎপর উল্লেখ করা হইয়াছে যে, দাউদ নবীর গৌরবোজ্জ্বল রাজত্বকালে, তাঁহার শক্তি ও ক্ষমতাকে ক্ষুন্ন করার জন্য চক্রান্ত শুরু হইয়া গেল । অতঃপর হযরত সোলায়মান নবীর রাজত্বকালে যখন ইসরাঈলীগণ জাগতিক উন্নতির চরম সীমায় পৌছিয়া, সম্পদ-স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে গড়াগড়ি যাইতে লাগিল, তখনই অধঃপতন ও সংহতি-হরণের বীজ উপ্ত হইল । পরোক্ষভাবে মহানবী (সাঃ)-কে বলা হইল, তাঁহার ক্রমাগত শক্তি বৃদ্ধিতে শত্রুরা ঈর্ষায় অন্ধ হইয়া তাঁহার জীবন নাশের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইবে এবং ইসলামকে অঙ্কুরেই ধ্বংস করিবার প্রচেষ্টা চালাইবে; কিন্তু তাহাদের এই সব ষড়যন্ত্র ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইবে এবং ইসলাম উত্তরোত্তর উন্নতি ও শক্তি অর্জন করিতে থাকিবে । কিন্তু মুসলমানগণ যদি যথাযথ সতর্কতা অবলম্বন না করে তাহা হইলে তাহারা ক্ষতির মধ্যে পতিত হইবে এবং দেখিতে পাইবে যে, তাহাদের চরম উন্নতির সময়, অশুভ শক্তিসমূহ তাহাদের ঐক্য, সংহতি ও স্থায়িত্ব বিপন্ন করিয়া তুলিবে । অতঃপর আইউব (আঃ)-এর কথা উল্লেখ পূর্বক বলা হইল যে, তিনি কষ্টের মধ্যে পড়িয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার ঐ সাময়িক দুঃখ-কষ্ট স্বল্পকালের মধ্যেই তিরোহিত হইয়াছিল এবং তাঁহার ক্ষতিসমূহ দ্বিগুণভাবে পূরণ করা হইয়াছিল । আইউব (আঃ)-এর উল্লেখের পরে, সংক্ষিপ্তভাবে হযরত ইব্রাহীম, ইস্হাক, ইয়াকুব, ইসমাঈল, ইলইয়াস এবং যুল-কিফ্ল নবীদের নাম উল্লেখ করিয়া বলা হইল, যেসব সৎলোক তাহাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া জীবন-পথে অগ্রসর হইবে তাঁহারা আল্লাহ্র অশেষ ও অফুরন্ত অনুগ্রহরাজির অধিকারী হইবে । সূরার শেষাংশে এই উপদেশ দেওয়া হইয়াছে যে, যখনই মানুষ সত্য ভ্রষ্ট হয় এবং সততার পথ হইতে দূরে সরিয়া পড়ে এবং মিথ্যা উপাস্যের পূজায় লাগিয়া যায়, তখনই তাহাদিগকে এক আল্লাহ্র উপাসনার দিকে পুনরায় ফিরাইয়া আনার জন্য তাহাদের মধ্যে নবীর আবির্ভাব ঘটিয়া থাকে । তখন অন্ধকারের সন্তানেরা তাঁহার পথে বাধা-বিঘ্ন ও অন্তরায় সৃষ্টি করিয়া থাকে এবং মানুষকে প্রতারণার মাধ্যমে মুগ্ধ করিয়া সত্য খোদার পথ হইতে দূরে সরাইয়া রাখিতে আপ্রাণ চেষ্টা চালায় । কিন্তু সত্য এই সব বাধা-বিঘ্নকে ডিঙ্গাইয়া জয়ের পথে অগ্রসর হইতে থাকে এবং পরিশেষে বিজয়ী হয় ।

৩৮-সূরা সাদ

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৮৯ আয়াত এবং ৫ রুকূ আছে ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

صٓ وَالْقُرْاٰنِ ذِى الذِّكْرِ ②

২। সাদ[২৫১৩] নসীহতপূর্ণ [২৫১৪] কুরআনের শপথ (যে ইহা আমাদের তরফ হইতে নাযেলকৃত কালাম)।

بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِىْ عِزَّةٍ وَّ شِقَاقٍ ③

৩। কিন্তু যাহারা অস্বীকার করে তাহারা অহংকার এবং শত্রুতায় নিমগ্ন রহিয়াছে ।[২৫১৫]

كَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ قَرْنٍ فَنَادَوْا وَّلَاتَ حِيْنَ مَنَاصٍ ④

৪। কতই না জনগোষ্ঠীকে আমরা তাহাদের পূর্বে ধ্বংস করিয়াছি ! তখন তাহারা (সাহায্যের জন্য) আর্তনাদ করিয়াছিল, অথচ তখন বাঁচিবার সময় ছিল না ।[২৫১৬]

وَعَجِبُوْٓا اَنْ جَآءَهُمْ مُّنْذِرٌ مِّنْهُمْ ۖ وَقَالَ الْكٰفِرُوْنَ هٰذَا سٰحِرٌ كَذَّابٌ ۚ ⑤

৫। এবং তাহারা বিস্মিত হয় যে, তাহাদের নিকট তাহাদেরই মধ্য হইতে একজন সতর্ককারী আসিয়াছে, এবং কাফেরগণ বলে, 'এ তো একজন যাদুকর, বড়ই মিথ্যাবাদী ।'

اَجَعَلَ الْاٰلِهَةَ اِلٰهًا وَّاحِدًا ۚ اِنَّ هٰذَا لَشَىْءٌ عُجَابٌ ⑥

৬। কী ! সে বহু মা'বূদকে এক মা'বূদ বানাইয়া লইয়াছে ? নিশ্চয় ইহা এক তাজ্জবের ব্যাপার !

وَانْطَلَقَ الْمَلَاُ مِنْهُمْ اَنِ امْشُوْا وَاصْبِرُوْا عَلٰٓى اٰلِهَتِكُمْ ۚ اِنَّ هٰذَا لَشَىْءٌ يُّرَادُ ۚ ⑦

৭। এবং তাহাদের মধ্যে প্রধানগণ এই বলিয়া চলিয়া গেল যে, তোমরা এখান হইতে চলিয়া যাও, এবং তোমাদের মা'বূদগণের উপর তোমরা অবিচল থাক । নিশ্চয় ইহা এমন এক বিষয় যদ্দ্বারা কোন একটা মতলব আঁটা হইয়াছে;

২৫১৩। 'সাদ' 'সাদেক' এর সংক্ষিপ্ত অক্ষর । অক্ষরটির মর্ম হইতে পারে 'সত্যবাদী আল্লাহ্', 'আমি আল্লাহ্ সত্যবাদী' অথবা 'আল্লাহ্ সত্য বলিয়াছেন' ।

২৫১৪। সত্যবাদী আল্লাহ্ কুরআনের শপথ নিয়া বলিতেছেন যে, হযরত রসূলে পাক (সাঃ)-এর অনুসারীরা কুরআনের শিক্ষার উপর আমল করিয়া এবং কুরআনকে জীবন-দিশারী বানাইয়া জীবন পথে অগ্রসর হইলে, উন্নতির পর উন্নতি করিবে এবং বিশ্বের জাতিবর্গের মধ্যে এক সম্মানিত মর্যাদার আসন লাভ করিবে । 'যিক্‌র্' শব্দের এক অর্থ সম্মান ও মর্যাদা (লেইন)।

২৫১৫। পাপ ও অবিশ্বাসের মূল শিকড় হইল মিথ্যা অহংকার, আত্মম্ভরিতা ও ঔদ্ধত্য । শয়তানের প্রথম পাপকর্ম ইহাই ছিল যে, সে নিরর্থক আত্মগরিমায় নিমগ্ন হইয়া নিজেকে 'আদম' হইতে শ্রেষ্ঠতর মনে করিল এবং আদমের আনুগত্য স্বীকার করাকে অপমান মনে করিল । "আমি তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ" (৭:১৩) এই অহমিকা ও কু-ধারণাই অবিশ্বাসীদিগকে সমাগত নবীর সত্যতাকে স্বীকার করিতে বাধা দেয় ।

২৫১৬। কিছু সংখ্যক আলেম বলেন, "লাতা" আদতে "লাইসা" । অন্যেরা মনে করেন, স্ত্রীলিঙ্গে ব্যবহৃত 'তা' না-বোধক 'লা'-এর সহিত যোগ করা হইয়াছে এই জন্য যে, 'না' কথাটা যেন অধিক শক্তিশালী হয় । জ্ঞানীদের তৃতীয় দল মনে করেন, এই শব্দটি স্বয়ং সম্পূর্ণ স্বাধীন শব্দ; লাইসা বা 'লা' হইতে উদ্ভূত শব্দ নহে । এই ব্যাপারে চতুর্থ একটি মতও আছে । এই অভিমত অনুযায়ী, ইহা একটি স্বতন্ত্র শব্দ বটে, তবে একটি শব্দাংশও; যথা না-বোধক 'লা' এবং 'তা', 'হীনা' শব্দের পূর্বে যোজিত অবস্থা । এই 'লাতা' শব্দটি 'হীনা' শব্দের পূর্বে সহযোগী হিসাবে ব্যবহৃত হয় বা অন্য কোন সমার্থক শব্দের সহিত একযোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে ।

مَا سَمِعْنَا بِهٰذَا فِي الْمِلَّةِ الْاٰخِرَةِ ۚ اِنْ هٰذَآ اِلَّا اخْتِلَاقٌ ۝٧

৮। আমরা এরূপ কথা পূর্ববর্তী কোন ধর্মমতে[২৫১৭] কখনও শুনি নাই। ইহা মনগড়া মিথ্যা বই কিছুই নহে;

ءَاُنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا ۭ بَلْ هُمْ فِيْ شَكٍّ مِّنْ ذِكْرِيْ ۚ بَلْ لَّمَّا يَذُوْقُوْا عَذَابِ ۝٨

৯। আমাদের (সারা জাতির) মধ্য হইতে কি কেবল তাহারই উপর এই উপদেশ-বাণী নাযেল করা হইয়াছে ? না, বরং তাহারা আমার উপদেশ-বাণী সম্বন্ধে সন্দেহে পড়িয়া আছে। না, বরং তাহারা এখন পর্যন্ত আমার আযাবের স্বাদই গ্রহণ করে নাই।

اَمْ عِنْدَهُمْ خَزَاۗىِٕنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيْزِ الْوَهَّابِ ۝٩

১০। তোমার মহা পরাক্রমশালী ও পরম দানশীল প্রতিপালকের রহমতের ভাণ্ডারসমূহ কি তাহাদের নিকটে আছে ?

اَمْ لَهُمْ مُّلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۡ فَلْيَرْتَقُوْا فِي الْاَسْبَابِ ۝١٠

১১। অথবা আকাশসমূহ ও পৃথিবী এবং তদুভয়ের মধ্যে যাহা কিছু আছে সব কিছুর আধিপত্য কি তাহাদের কব্যায় আছে ? যদি তাহাই হয় তাহা হইলে তাহারা যেন তাহাদের রশিসমূহের সাহায্যে উপরে আরোহণ করে।[২৫১৮]

جُنْدٌ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُوْمٌ مِّنَ الْاَحْزَابِ ۝١١

১২। (তাহারা) বিভিন্ন দল সমন্বয়ে একটি সেনাবাহিনী, যাহারা সেখানে পরাভূত হইবে।[২৫১৯]

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ وَّ عَادٌ وَّفِرْعَوْنُ ذُو الْاَوْتَادِ ۝١٢

১৩। তাহাদের পূর্বেই নূহের জাতি এবং আদ এবং শূলসমূহের[২৫২০] অধিকারী ফেরআউনও (নবীগণকে) মিথ্যাবাদী বলিয়া অস্বীকার করিয়াছিল;

وَثَمُوْدُ وَقَوْمُ لُوْطٍ وَّ اَصْحٰبُ لْـَٔيْكَةِ ۭ اُولٰۗىِٕكَ الْاَحْزَابُ ۝١٣

১৪। (অনুরূপভাবে) সামূদ ও লূতের জাতি এবং জঙ্গলের অধিবাসীগণ— ইহারাও সংঘবদ্ধ দল ছিল।

২৫১৭। "পূর্ববর্তী ধর্মমত" বলিতে খৃষ্ট-ধর্ম অথবা মক্কার পৌত্তলিক-ধর্ম অথবা ইস্‌লাম-পূর্ব যে কোন ধর্মকেই বুঝাইতে পারে। কারণ প্রাক-ইসলামি কোন ধর্মেই তওহীদের বিশ্বাসের ক্ষেত্রে বিশুদ্ধতা ও পবিত্রতা রক্ষিত হয় নাই।

২৫১৮। অবিশ্বাসীগণ তাহাদের সর্বশক্তি মহানবী (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে নিয়োগ করিয়া দেখিতে পারে। এমনকি, তাহাদের শক্তি-সামর্থ্যকে যত দূর সম্ভব বৃদ্ধি করিয়াও তাহারা মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে নিয়োগ করিয়া দেখিতে পারে। এমনকি, তাহাদের শক্তি সামর্থ্যকে যতদূর সম্ভব বৃদ্ধি করিয়াও তাহারা মুহাম্মদ (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে আঁটিয়া উঠিতে পারিবে না।

২৫১৯। এই আয়াতটিতে যুগপৎ ভাবে চ্যালেঞ্জ ও একটি ভবিষ্যদ্বাণী আছে। চ্যালেঞ্জটি হইল এই—হে অবিশ্বাসীগণ ! তোমরা স্ব স্ব জাতির শক্তি ও সামর্থ্য সমূহ একত্রিত করিয়া সকলে মিলিয়া একযোগে মিত্রশক্তি গঠন করতঃ ইসলামের অগ্রযাত্রাকে প্রতিহত করিতে আগাইয়া আস। আর ভবিষ্যদ্বাণীটি হইলঃ তোমাদের এই সম্মিলিত শক্তি ইসলামের বিরুদ্ধে, যদি ব্যবহার করার দুঃসাহস দেখাও, তাহা হইলে তোমরা শোচনীয়ভাবে নির্মূল হইয়া যাইবে। জোরালো ভবিষ্যদ্বাণীটি অতি শান-শওকতের সহিত অক্ষরে অক্ষরে খন্দকের যুদ্ধের সময় পূর্ণ হইয়াছিল।

২৫২০। 'আওতাদুল আরয্ অর্থ পর্বতমালা; 'আওতাদুল বিলাদ' মানে শহরের প্রধান ব্যক্তিবর্গ; আর এখানে 'জুল আওতাদ' এর অর্থ দাঁড়াইবে 'শক্তিশালী বৃহৎ সেনাবাহিনীর শূল বা কীলকের অধিপতি' (আকরাব)।

إِنْ كُلٌّ إِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ ﴿١٥﴾

১৫ । (তাহাদের) প্রত্যেকেই রসূলগণকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল; পরিণামে আমার শাস্তি (তাহাদের বিরুদ্ধে) কার্যকরী হইল ।

১ [১৫] ১০

وَمَا يَنْظُرُ هَٰؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ ﴿١٦﴾

১৬ । এবং এই সকল লোক কেবল একটি বিকট শব্দকারী আযাবের অপেক্ষা করিতেছে, যাহাতে কোন বিলম্ব হইবে না ।[২৫২১]

وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ ﴿١٧﴾

১৭ । তাহারা বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক ! হিসাবের দিবসের পূর্বেই আমাদিগকে আমাদের (আযাবের) অংশ সত্বর দিয়া দাও ।'

اِصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ ۖ إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴿١٨﴾

১৮ । তাহারা যাহা কিছু বলে উহাতে তুমি ধৈর্য ধারণ কর এবং আমাদের বান্দা দাউদকে স্মরণ কর যে বড় শক্তির অধিকারী[২৫২২] ছিল, নিশ্চয় সে (আল্লাহ্‌র দিকে) বার বার ঝুঁকিত ।

إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ ﴿١٩﴾

১৯ । নিশ্চয় আমরা পাহাড়গুলিকে (তাহার) সেবায় নিয়োজিত করিয়াছিলাম— তাহারা সন্ধ্যায় এবং সকালে তাহার সহিত আমার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করিত ।

وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً ۖ كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ ﴿٢٠﴾

২০ । এবং (নিয়োজিত করিয়াছিলাম) পক্ষীকুলকেও একত্রিত করিয়া; যাহারা সকলেই তাহার পরম অনুগত হইয়া থাকিত ।

وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ ﴿٢١﴾

২১ । এবং আমরা তাহার রাজ্যকে সুদৃঢ় করিয়াছিলাম এবং তাহাকে হিকমত এবং অকাট্য বাগ্মিতা (ও বিচার-শক্তি) দান করিয়াছিলাম ।

وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ ۘ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ ﴿٢٢﴾

২২ । এবং তোমার নিকট কি কলহকারীদের খবর পৌঁছিয়াছে যখন তাহারা প্রাচীর ডিঙ্গাইয়া (তাহার) ব্যক্তিগত ইবাদত-খানায় ঢুকিয়া পড়িয়াছিল ?

২৫২১ । 'ফাওয়াক' ঐ সময়টুকুকে বুঝায়, যাহা দুটি দুগ্ধ-দোহনের মধ্যে অতিবাহিত হয়; বাচ্চাকে দুইবার দুগ্ধ খাওয়ানোর মধ্যবর্তী সময়কেও ফাওয়াক বলা হয়, দুধ দোহাইবার সময় বাঁট টানিয়া পুনরায় বাঁট ধরা অর্থাৎ দুইবার বাঁট-টানার মধ্যবর্তী সময়টুকু 'ফাওয়াক' (লেইন)।

২৫২২ । দাউদ, সোলায়মান এবং আইউব (আঃ) এই নবীত্রয় অত্যন্ত ক্ষমতাশালী ছিলেন । তাহাদের ধন ও প্রভাব ছিল । এই জন্যই হয়তো কুরআনে প্রায়শঃ তাহাদিগকে একত্রে উল্লেখ করা হইয়াছে (৪:১৬৪; ৬:৮৫ ; ২১:৮০-৮৪)।

إِذْ دَخَلُوا عَلَىٰ دَاوُۥدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ ۖ قَالُوا لَا تَخَفْ ۖ خَصْمَانِ بَغَىٰ بَعْضُنَا عَلَىٰ بَعْضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَآ إِلَىٰ سَوَآءِ الصِّرَاطِ ﴿٢٢﴾

২৩। যখন তাহারা দাউদের নিকট পৌঁছিল তখন সে তাহাদিগকে দেখিয়া ভীত হইয়া পড়িল। তাহারা বলিল, 'ভয় করিও না, আমরা দুই বিবদমান পক্ষ; আমাদের কেহ কেহ অপরের প্রতি বিদ্রোহাত্মক আচরণ করিতেছে; সুতরাং তুমি আমাদের মধ্যে ন্যায়-বিচার কর এবং অবিচার করিও না এবং তুমি আমাদিগকে সঠিক-সোজা পথে পরিচালিত কর।'[২৫২৩]

إِنَّ هَٰذَآ أَخِى لَهُۥ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِىَ نَعْجَةٌ وَٰحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِى فِى الْخِطَابِ ﴿٢٣﴾

২৪। "এই লোকটি আমার ভাই, তাহার নিকট নিরানব্বইটি দুম্বা আছে এবং আমার নিকট মাত্র একটি দুম্বা আছে। তথাপি সে বলে, 'ইহা আমাকে সঁপিয়া দাও', এবং কথা-বার্তায় সে আমাকে পরাভূত করে।"[২৫২৪]

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِۦ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَآءِ لَيَبْغِى بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحَٰتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُۥدُ أَنَّمَا فَتَنَّٰهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُۥ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾ سجدا

২৫। সে (দাউদ) বলিল, 'নিশ্চয় সে তোমার দুম্বা নিজ দুম্বাগুলির সহিত সংযোগ করিবার দাবী জানাইয়া তোমার প্রতি যুলুম করিয়াছে। এবং অধিকাংশ অংশীদার এইরূপই যে, তাহারা একে অন্যের উপর যুলুম করিয়া থাকে, কেবল ঐ সকল লোক ছাড়া যাহারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে, কিন্তু তাহাদের সংখ্যাও তো নগণ্য।' এবং দাউদ মনে করিল যে, আমরা তাহাকে পরীক্ষা করিয়াছি, সুতরাং সে তাহার প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিল এবং আনুগত্য প্রকাশ করিয়া ভূমিতে পড়িয়া গেল এবং (আল্লাহ্‌র দিকে) ঝুঁকিয়া পড়িল।[২৫২৫] সেজদা-১০

২৫২৩। দাউদ ও সোলায়মান (আঃ)-এর সময়ে ইসরাঈল জাতির প্রতাপ ও ক্ষমতা চূড়ান্ত সীমায় উন্নীত হইয়াছিল। ইতিহাস হইতে তাহাই মনে হয়। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও দুষ্কৃতকারীরা বিবাদ-বিসংবাদ সৃষ্টি করিতে, প্রজাবৃন্দের মধ্যে সম্রাটের বিরুদ্ধে অসন্তোষ ও বিদ্বেষ ছড়াইতে ত্রুটি করিত না। এমন কি কতিপয় দুষ্ট লোক দাউদ (আঃ)-কে হত্যা করারও চেষ্টা করিয়াছিল। এই আয়াতে এরূপ একটি হত্যা-প্রচেষ্টারই উল্লেখ করা হইয়াছে। তাঁহার দুইজন শত্রু অতর্কিতে হামলা করার উদ্দেশ্যে দেওয়াল টপ্‌কাইয়া তাঁহার খাস-কামরায় ঢুকিয়া পড়ে। কিন্তু তাঁহাকে সতর্ক অবস্থায় দেখিয়া এবং নিজেদের ফন্দী ফাঁস হইয়া যাইবে মনে করিয়া, তাহারা দাউদ (আঃ)-কে আশ্বস্ত করিবার মানসে, নিজেদেরকে বিচার-প্রার্থী বাদী-বিবাদী দুই ভাই বলিয়া মিথ্যা পরিচয় দেয় এবং বিচার প্রার্থনা করে। দাউদ (আঃ) তাহাদের অসদুদ্দেশ্য ঠিকই বুঝিলেন এবং কিছুটা ভীত-সন্ত্রস্ত হইলেন।

২৫২৪। এই আয়াতে উল্লিখিত মেকী দুই ভাইয়ের আকস্মিকভাবে বানানো গল্পটির উল্লেখ করা হইয়াছে। দাউদ (আঃ)-কে সম্পূর্ণ সচকিত পাইয়া, তাহারা মুহূর্তের মধ্যে গল্পটি সাজাইয়া বলিল, যাহাতে দাউদ (আঃ)-এর সংশয় ও ভীতি দূরীভূত হইয়া যায় এবং তিনি স্বস্তি লাভ করেন।

২৫২৫। এই দুই অনধিকার প্রবেশকারীর দ্বারা বাদী-বিবাদীর রূপ ধারণ যে একটা ফেরেববাজী মাত্র তাহা দাউদ (আঃ) বুঝিয়াছিলেন। তাহাদের ছলনার ভিতরে লুক্কায়িত গোপন উদ্দেশ্য তাঁহার কাছে স্পষ্টই ধরা পড়িয়াছিল। কিন্তু তিনিও তাঁহার উপস্থিত-বুদ্ধি ব্যবহার করিয়া বিজ্ঞ বিচারকের মতই রায় দিলেন। তবে, মনে মনে বুঝিতে পারিলেন যে, যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও, তাঁহার জাতির উপর তাঁহার আধিপত্য কিছুটা শিথিল হইয়াছে, তাঁহার শত্রুদের শত্রুতা ও ষড়যন্ত্র হইতে তিনি একেবারে মুক্ত নহেন। তাঁহার মানসিক অনুভূতি জাগিল যে, এই ঘটনা আল্লাহ্‌তা'লার প্রদত্ত সাবধান বাণী স্বরূপ। অতএব ধর্মপ্রাণ খোদা-ভীরুগণ এইরূপ ক্ষেত্রে যে ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া থাকেন, তিনিও তাহাই করিলেন। তিনি আল্লাহ্‌তা'লার কাছে প্রার্থনা করিলেন যে, শত্রুর নষ্টামী ও ষড়যন্ত্র হইতে যেন তাঁহাকে নিরাপদ রাখেন। মিথ্যা মোকদ্দমাবাজ এই বাদী-বিবাদীর বর্ণিত গল্পটির অন্তরালে একটি অপবাদ দেওয়ার প্রচেষ্টা আছে, তাহা এই যে, 'হে দাউদ! তুমি এক নিষ্ঠুর বাদশাহ্। তুমি ছোট ছোট জাতি ও উপজাতিগুলির উপরে নিজের আধিপত্য ক্রমাগতভাবে বাড়াইয়া চলিয়াছ। তুমি সাম্রাজ্যবাদী।'

فَغَفَرْنَا لَهٗ ذٰلِكَ ؕ وَاِنَّ لَهٗ عِنْدَنَا لَزُلْفٰى وَحُسْنَ مَاٰبٍ ﴿٢٦﴾

২৬। তখন আমরা তাহার এই সব ত্রুটি-বিচ্যুতিকে ক্ষমা করিলাম; নিশ্চয় তাহার জন্য আমাদের দরবারে নৈকট্য এবং উত্তম আশ্রয়স্থল নির্ধারিত আছে।[২৫২৬]

يٰدَاوٗدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ۢ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٢٧﴾ ع ١١ ١٢

২৭। (অতঃপর আমরা তাহাকে বলিলাম,) 'হে দাউদ! আমরা তোমাকে পৃথিবীতে খলীফা নিযুক্ত করিয়াছি; অতএব তুমি লোকদের মধ্যে ন্যায়-বিচার কর এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ করিও না, নতুবা ইহা তোমাকে আল্লাহ্‌র পথ হইতে ভ্রষ্ট করিয়া ফেলিবে। নিশ্চয় যাহারা আল্লাহ্‌র পথ হইতে ভ্রষ্ট হয় তাহাদের জন্য কঠোর আযাব আছে, কারণ তাহারা বিচার-দিবসকে ভুলিয়া বসিয়া আছে।

[১২ ১১]

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَآءَ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ؕ ذٰلِكَ ظَنُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۚ فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنَ النَّارِ ﴿٢٨﴾

২৮। এবং আমরা আকাশসমূহ ও পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যে যাহা কিছু আছে, বৃথা সৃষ্টি করি নাই। ইহা ঐ সকল লোকের ধারণা, যাহারা অস্বীকার করিয়াছে। সুতরাং যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহাদের জন্য আগুনের দুর্ভোগ অবধারিত আছে।

اَمْ نَجْعَلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ كَالْمُفْسِدِيْنَ فِى الْاَرْضِ ۗ اَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِيْنَ كَالْفُجَّارِ ﴿٢٩﴾

২৯। যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং সৎকর্ম করিয়াছে আমরা কি তাহাদিগকে পৃথিবীতে বিশৃংখলা সৃষ্টিকারীদের সমান গণ্য করিব? অথবা মুত্তাকীগণকে কি আমরা দুষ্কৃতকারীদের সমতুল্য করিব?

كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ مُبٰرَكٌ لِّيَدَّبَّرُوْٓا اٰيٰتِهٖ وَلِيَتَذَكَّرَ اُولُوا الْاَلْبَابِ ﴿٣٠﴾

৩০। ইহা (কুরআন) এমন এক কিতাব, যাহা আমরা তোমার প্রতি নাযেল করিয়াছি, যাহা অতীব[২৫২৭] কল্যাণময়, যেন তাহারা তাঁহার আয়াতসমূহকে অনুধাবন করে, এবং ধীসম্পন্ন ব্যক্তিগণ শিক্ষা লাভ করে।

وَوَهَبْنَا لِدَاوٗدَ سُلَيْمٰنَ ؕ نِعْمَ الْعَبْدُ ؕ اِنَّهٗٓ اَوَّابٌ ﴿٣١﴾

৩১। এবং আমরা দাউদকে দান করিয়াছিলাম সুলায়মান; সে (আমাদের) বড়ই চমৎকার বান্দা ছিল। নিশ্চয় সে (আমাদের দিকে) পুনঃপুনঃ ঝুঁকিত।

২৫২৬। 'গাফার্‌না লাহু' বাক্যটির অর্থ হইতে পারে 'আমরা তাহাকে নিরাপত্তা দিলাম' বা 'আমরা তাহার কার্য সিদ্ধ করিলাম' (লেইন)। পরের বাক্যটি 'নিশ্চয় তাহার জন্য আমাদের দরবারে নৈকট্য এবং উত্তম আশ্রয়স্থল নির্ধারিত আছে।'

আল্লাহ্‌তা'লার এই উক্তি হইতে ইহাই সাব্যস্ত হয় যে, দাউদ (আঃ)-এর কোন নৈতিক দোষ বা আধ্যাত্মিক দুর্বলতা ছিল না। বাইবেল (২ শমুয়েল-১১ঃ৪,৫) দাউদ (আঃ)-কে যৌন অপরাধী বলিয়া নিকৃষ্ট অভিযোগ করিয়াছে। কুরআনের উপরিল্লিখিত বাক্যটি অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে ও কার্যকরীভাবে উক্ত অভিযোগ খণ্ডন করিয়াছে।

২৫২৭। 'অতীব কল্যাণময় (কিতাব)' কুরআনে সকল ধর্মের মৌলিক ও বিশ্বজনীন চিরস্থায়ী, অমর শিক্ষাগুলিতো আছেই, পরন্তু বর্তমান ও ভবিষ্যতের প্রয়োজনীয় ও অত্যাবশ্যকীয় বিষয়াবলীও ইহাতে লিপিবদ্ধ আছে। মানুষের প্রয়োজনীয় ও অত্যাবশ্যকীয় বিষয়বলীও ইহাতে লিপিবদ্ধ আছে। মানুষের প্রয়োজনে আসিতে পারে এরূপ কোন বিষয়ই কুরআনে বাদ দেওয়া হয় নাই। 'মোবারক' শব্দের অর্থ ইহাই।

اِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصّٰفِنٰتُ الْجِيَادُ ﴿٣١﴾

৩২ । (স্মরণ কর) যখন সন্ধ্যাকালে তাহার সম্মুখে উৎকৃষ্টতম দ্রুতগামী[২৫২৮] অশ্বরাজিকে[২৫২৮-ক] উপস্থিত করা হইয়াছিল,

فَقَالَ اِنِّيْٓ اَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّيْ ۚ حَتّٰى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ ﴿٣٢﴾

৩৩ । তখন সে বলিয়াছিল, 'আমি (দুনিয়ার) উৎকৃষ্ট বস্তুর ভালবাসাকে এই কারণে পসন্দ করি[২৫২৯] যে ইহারা আমার প্রতিপালককে (আমায়) স্মরণ করাইয়া দেয় ।'[২৫৩০] এমন কি যখন উহারা পর্দার পিছনে গুপ্ত হইয়া গেল,

رُدُّوْهَا عَلَيَّ ۭ فَطَفِقَ مَسْحًۢا بِالسُّوْقِ وَالْاَعْنَاقِ ﴿٣٣﴾

৩৪ । (তখন সুলায়মান বলিল) 'উহাদিগকে আমার নিকট ফিরাইয়া আন ।' (যখন উহারা আসিল) তখন সে উহাদের পায়ের নলা ও ঘাড়ের উপর হাত বুলাইতে লাগিল ।[২৫৩১]

وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمٰنَ وَاَلْقَيْنَا عَلٰي كُرْسِيِّهٖ جَسَدًا ثُمَّ اَنَابَ ﴿٣٤﴾

৩৫ । এবং নিশ্চয় আমরা সুলায়মানকে পরীক্ষা করিয়াছিলাম এবং তাহার সিংহাসনে একটা (অপদার্থ) দেহকে[২৫৩২] স্থাপন করার ফয়সালা করিয়াছিলাম । অতঃপর (ইহা বুঝিতে পারিয়া) সে (তাহার প্রতিপালকের দরবারে) ঝুঁকিয়া পড়িল ।

قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَهَبْ لِيْ مُلْكًا لَّا يَنْۢبَغِيْ لِاَحَدٍ مِّنْۢ بَعْدِيْ ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ ﴿٣٥﴾

৩৬ । সে বলিল, 'হে আমার প্রতিপালক ! (আমার ত্রুটি) আমাকে ক্ষমা কর এবং আমাকে এমন রাজ্য দান কর যাহা আমার পরে অন্য কাহারও জন্য (উহার উত্তরাধিকারী হওয়া) সমীচীন না হয়,[২৫৩৩] নিশ্চয় তুমিই পরম দাতা ।'

২৫২৮ । 'জিয়াদ' শব্দটি, 'জাওয়াদ' এর বহুবচন, যাহার অর্থ হইল দ্রুতগামী অশ্ব। যেমন 'ফারাসুন জাওয়াদুন' মানে 'দ্রুত গতিশীল ঘোড়া' (লেইন)।

২৫২৮-ক । 'সাফেনাত' হইল 'সাফেনাহ্' শব্দের বহুবচন এবং এই 'সাফেনা' হইল 'সাফিল' শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ । সাফেন-এর অর্থ সর্বশ্রেষ্ঠ জাতের আরবী ঘোড়া, যাহারা তিনপায়ের উপর ভর করিয়া দাড়ায় এবং চতুর্থ পায়ের ক্ষুরের শেষাংশ মাত্র মাটিতে ছোঁয়াইয়া রাখে।

২৫২৯ । 'আন' বলিতে বুঝায় 'ক্ষণিক পরিবর্তন, ক্ষতিপূরণ (২:৪৯); শ্রেষ্ঠত্ব (৪৭:৩৯)। এই শব্দ 'কারণ' অর্থেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে, যেমন এখানে হইয়াছে । ইহা আরবী 'লি' শব্দের মত অর্থ প্রকাশ করে (৫৩:৪)।

২৫৩০ । আল্লাহ্তা'লা সোলায়মানকে (আঃ) বহু ধন-দৌলত ও শান-শওকত দান করিয়াছিলেন । এক বিরাট এলাকা ব্যাপী ছিল তাঁহার রাজত্ব । এই কারণে, বিরাট ও শক্তিশালী এক সেনবাহিনী ছিল তাঁহার । সাধারণতঃই উচ্চ বর্ণের ঘোড়ার প্রতি তাঁহার আকর্ষণ ছিল, কেননা তাঁহার সেনাবাহিনীতে অশ্বারোহী সেনারাও বড় অত্যাবশ্যকীয় ভূমিকা পালন করিত । ঘোড়ার প্রতি সোলায়মানের (আঃ) ভালবাসা এই জন্য ছিল না যে, তিনি ঘোড়-দৌড়ের বাজী খেলিতেন বা তামাসা দেখিতেন । তিনি ব্যবসা-ভিত্তিক ঘোড়া উৎপাদক ছিলেন না । ঘোড়ার প্রতি তাঁহার আকর্ষণ ও ভালবাসার আসল উৎস হইল তাঁহার আল্লাহ্-প্রেম, কেননা ঐ অশ্বগুলিকে আল্লাহ্র নামে জিহাদের কাজে তিনি ব্যবহার করিতেন ।

২৫৩১ । মনে হয় বাদশাহ্ সোলায়মান অশ্বরোহী সেনাদের কুচকাওয়াজ দেখিতেছিলেন । তিনি সেনাদের মনে উৎসাহ যোগাইবার জন্য তাহাদের ঘোড়াগুলিকে পায়ে ও কাঁধে হাত বুলাইয়া আদর করিলেন ।

২৫৩২ । ৩৪:১৫ আয়াতে বলা হইয়াছে "যমীনের কীট" । সোলায়মান (আঃ)-এর অযোগ্য পুত্র ও উত্তরাধিকারী রেহবোয়ামের প্রতি এই শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে নতুবা সোলায়মান (আঃ)-এর অপর পুত্র জেরোবোয়াম যে দাউদ-বংশের বিরুদ্ধে পতাকা উড্ডীন করিয়াছিল, তাহার প্রতিও প্রযোজ্য হইতে পারে (১ রাজাবলী-১২:২৮)। সোলায়মান (আঃ) বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, তাঁহার অযোগ্য উত্তরাধিকারী পুত্ররা তাঁহার রাজ্যের অখণ্ডতা রক্ষা করিতে পারিবে না । তাই তিনি আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করিলেন । পরবর্তী আয়াতে তাঁহার ঐ প্রার্থনাটি দেওয়া হইয়াছে ।

২৫৩৩ । পূর্ববর্তী আয়াত হইতে বুঝা যায়, সোলায়মান (আঃ) আগে হইতেই টের পাইয়াছিলেন যে তাঁহার পার্থিব রাজ্য, তাঁহার অপদার্থ পুত্র দ্বারা রক্ষা পাওয়া সম্ভব নয়, বরং এই রাজ্য খণ্ড-বিখণ্ড হইয়া যাইবে । অতএব তিনি আল্লাহ্তা'লার কাছে প্রার্থনা করিলেন যে, আল্লাহ্তা'লা যে আধ্যাত্মিক রাজত্ব তাহাকে দান করিয়াছেন, তাহা যেন চলিতে থাকে । সোলায়মানের দোয়া— 'আমাকে এমন রাজ্য দান কর যাহা আমার পরে, অন্য

فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ ﴿٣٧﴾

৩৭। সুতরাং আমরা বায়ুকে তাহার সেবায় নিয়োজিত করিয়াছিলাম, সে যেদিকে যাইতে চাহিত সেই দিকেই তাহার আদেশে বায়ু মৃদুভাবে চলিতে থাকিত,

وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ ﴿٣٨﴾

৩৮। এইরূপে (আমরা তাহার সেবায় নিয়োজিত করিয়াছিলাম) শয়তানদিগকে, সকল প্রকার স্থপতিগণকে এবং ডুবুরীগণকে,

وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ ﴿٣٩﴾

৩৯। এবং অন্য কতককেও যাহারা শৃঙ্খলাবদ্ধ থাকিত।[২৫৩৪]

هَٰذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٤٠﴾

৪০। এইগুলি আমাদের দান, সুতরাং তুমি (ইচ্ছা করিলে) বেহিসাব দান কর অথবা বিরত থাক।

وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ ﴿٤١﴾ ع ৩ [১৪] ১২

৪১। এবং নিশ্চয় তাহার জন্য আমাদের দরবারে নৈকট্য এবং উত্তম আশ্রয়স্থল নির্ধারিত আছে।

وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ ﴿٤٢﴾

৪২। এবং আমাদের বান্দা আইউবকে স্মরণ কর, যখন সে তাহার প্রতিপালককে এই বলিয়া ডাকিয়াছিলঃ 'নিশ্চয় শয়তান (এক কাফের শত্রু) আমাকে অত্যন্ত দুঃখ ও কষ্ট দিয়াছে।'[২৫৩৫]

ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هَٰذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ ﴿٤٣﴾

৪৩। (তখন আমরা তাহাকে নির্দেশ দিয়াছিলাম)ঃ 'তুমি তোমার (বাহনকে) পা দিয়া আঘাত কর (তাড়াতাড়ি হিজরত কর)। এই তো সামনে রহিয়াছে গোসলের সুশীতল পানি এবং পানীয়।[২৫৩৬]

কাহারও জন্য (উহার উত্তরাধিকারী হওয়া) সমীচীন না হয়' এর আক্ষরিক অর্থ গ্রহণ করিলে ইহাই প্রতিভাত হইবে যে, তাঁহার দোয়া কবুল হইয়াছিল।কেননা তাঁহার মৃত্যুর পরে এমন একজন রাজাও ইস্‌রাঈল বংশে জন্ম গ্রহণ করেন নাই, যাহাকে ক্ষমতা, প্রতাপ ও সম্মানের দিক দিয়া তাঁহার সহিত তুলনা করা যাইতে পারে।

২৫৩৪। ২১:৮৩ এবং ৩৪:১৩,১৪ আয়াতগুলিতে বর্ণিত হইয়াছে যে, সোলায়মান বাদশাহ্ অসভ্য ও দুর্ধর্ষ পার্বত্য জাতিগুলিকে পরাভূত করিয়া তাহাদিগকে সম্পূর্ণভাবে স্বীয় বশে আনিয়াছিলেন। নিজের অধিপত্যে আনিয়া, তাহাদিগকে তিনি বহুবিধ কাজে লাগাইয়াছিলেন। পূর্ববর্তী আয়াতের 'শায়াতিন' এবং ৩৪:১৩ আয়াতের 'জিন্ন' দ্বারা একই জাতিকে বুঝাইতেছে এবং তাহাদের দ্বারা যে কাজ নেওয়া হইয়াছে, সেই কাজও একই ধরণের (২ রাজাবলী ২:১,২)।

২৫৩৫। 'নুস্‌ব' অর্থ হয়রানি, কষ্টকর পরিশ্রম, যাতনা, রোগ, দুর্ভাগ্য (লেইন)। এই আয়াতে এবং পরবর্তী তিনটি আয়াতে ঐরূপ যথাযোগ্য, উপমাসূচক, আলঙ্কারিক ভাষাই ব্যবহৃত হইয়াছে যাহা পূর্ববর্তী আয়াতগুলিতে ব্যবহৃত হইয়া আসিয়াছে। প্রতীয়মান হয় যে, যে রাজ্যে আইউব(আঃ) বাস করিতেন, ইহার রাজা একজন নিষ্ঠুর, অত্যাচারী মূর্তি-পূজক ছিল। তাহাকে এই আয়াতে 'শয়তান' বলা হইয়াছে। আইউব(আঃ)-এর একত্ববাদিতার শিক্ষা তাহাকে ক্ষেপাইয়া তুলিয়াছিল। তাই সেই শয়তান-রাজা আইউব(আঃ) নবীকে যথেচ্ছা নির্যাতন ও অত্যাচার করিয়াছিল। আইউব(আঃ) মাতৃভূমি ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তিনি অন্য এক দেশে গিয়া আশ্রয় নিলেন, যার ফলে নিজ পরিবার-পরিজন ও অনুসারী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলেন। কেহ কেহ বলেন, এখানে 'শয়তান' শব্দের অর্থ 'শয়তানুল ফালাৎ' বা মরুভূমির শয়তান, যাহাকে বলে পিপাসা। এইভাবে বাক্যার্থ হইবে, মরু পথে দীর্ঘ ভ্রমণের ফলে আইউব(আঃ) অতিশয় ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত ও তৃষ্ণার্থ হইয়াছিলেন। আবার অন্য কয়েকজন তফসীরকারী বলিয়াছেন, 'শয়তান আমাকে পরিশ্রান্ত ও ওষ্ঠাগত প্রাণ করিয়া তুলিয়াছে' এই বাক্যের অর্থ এক প্রকার অতি কষ্টকর যন্ত্রণাদায়ক, চর্মরোগ বুঝাইয়াছে যাহা দ্বারা আইউব

২৫৩৬ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

وَوَهَبْنَا لَهٗۤ اَهْلَهٗ وَمِثْلَهُمْ مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرٰى لِاُولِى الْاَلْبَابِ ﴿۴۳﴾

৪৪। এবং আমরা তাহাকে তাহার পরিবার পরিজন দিয়াছিলাম এবং আমাদের নিকট হইতে রহমতস্বরূপ তাহাদের মত অন্য লোকও দিয়াছিলাম[২৫৩৭] এবং ধীসম্পন্ন লোকদের জন্য সমরণীয় সদুপদেশ দিয়াছিলাম।

وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِّهٖ وَلَا تَحْنَثْ ؕ اِنَّا وَجَدْنٰهُ صَابِرًا ؕ نِعْمَ الْعَبْدُ ؕ اِنَّهٗۤ اَوَّابٌ ﴿۴۴﴾

৪৫। এবং (তাহাকে আমরা নির্দেশ দিয়াছিলামঃ) 'তুমি বৃক্ষের এক মুষ্টি শুষ্ক শাখা নিজ হাতে ধর এবং উহা দ্বারা (তোমার বাহনকে) আঘাত কর এবং[২৫৩৮] মিথ্যার দিকে ঝুঁকিও না।[২৫৩৯] নিশ্চয় আমরা তাহাকে ধৈর্যশীল পাইয়াছিলাম। সে বড়ই চমৎকার বান্দা ছিল। নিশ্চয় সে সদা আল্লাহ্‌র প্রতি ঝুঁকিত।

وَاذْكُرْ عِبٰدَنَاۤ اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ اُولِى الْاَيْدِىْ وَالْاَبْصَارِ ﴿۴۵﴾

৪৬। এবং সমরণ কর আমাদের বান্দা ইব্‌রাহীম ও ইসহাক এবং ইয়াকূবের কথা, তাহারা শক্তিশালী[২৫৪০] এবং সূক্ষ্ম ও দূরদর্শী লোক ছিল।

(আঃ) সাময়িকভাবে আক্রান্ত হইয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে।

২৫৩৬। আইউব (আঃ)-কে বলা হইল, 'তুমি তোমার (বাহনকে) পা দিয়া আঘাত কর' (অর্থাৎ তাড়াতাড়ি হিজরত কর) যাহাতে তাড়াতাড়ি নিরাপদ স্থানে পৌছাইতে পার। যেহেতু যাত্রা-পথ অত্যন্ত কষ্টসাধ্য, দীর্ঘ ও প্রাণান্তকর ছিল, সেজন্য তাঁহাকে সান্ত্বনা বাক্য দ্বারা জানানো হইল যে, সম্মুখ পথে অদূরে সুমিষ্ট ঠান্ডা পানির ঝর্ণা রহিয়াছে, সেখানে পৌছিয়া তিনি তৃষ্ণা নিবারণ, গোসল করণ ও শ্রান্তি বিনোদন ইত্যাদি কাজ সম্পাদন করিতে পারিবেন। অথবা ইহাও হইতে পারে যে, যেহেতু আইউব (আঃ) এক প্রকারের চর্মরোগে আক্রান্ত ছিলেন, সেইহেতু আল্লাহ্‌তা'লা তাঁহাকে একটি নির্দিষ্ট ঝর্ণায় যাইয়া গোসল করিতে উপদেশ দিলেন, উহার পানির মধ্যে উক্ত রোগনাশক রাসায়নিক পদার্থ ছিল। দেশত্যাগের জন্য যে রাস্তা দিয়া আইউব (আঃ) অতিক্রম করিয়াছিলেন, সেই রাস্তার পার্শ্বে কতিপয় জলাশয় ও ঝর্ণাধারা ছিল বলিয়া মনে হয়।

২৫৩৭। আল্লাহ্‌র আদেশে আইউব (আঃ) সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া যখন বিদেশের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন, সেই ভ্রমণরত অবস্থায় আল্লাহ্ তাঁহাকে শুধু প্রয়োজনীয় খাদ্য-পানিই যোগান নাই বরং তাঁহার পরিবার ও আত্মীয় স্বজনকেও তাঁহার সাথে একত্রিত করিয়া ছিলেন, যাহাদের কাছ হইতে তিনি পৃথক হইয়া পড়িয়াছিলেন। ইহা সম্ভবপর যে, আউইব (আঃ)-এর চর্মরোগটিকে ছোঁয়াচে ও সংক্রামক মনে করিয়া তাঁহার স্বজনেরা তাঁহার সংসর্গ ত্যাগ করিয়াছিল।

২৫৩৮। ৪৩ আয়াতে, আইউব (আঃ)-কে আদেশ করা হইয়াছিল যে, তিনি যেন তাঁহার বাহনকে অতিদ্রুত চালাইবার জন্য পায়ের দ্বারা আঘাত করেন আর এই আয়াতে তাঁহাকে আদেশ করা হইতেছে তিনি যেন বাহন পশুটিকে খর্জুর পত্রের দ্বারা তাড়াতাড়ি চলিবার তাড়া দেন, যাহাতে তাড়াতাড়ি ঈপ্সিত নিরাপদ স্থানে পৌছাইতে পারেন।

২৫৩৯। 'লা তাহ্‌নাস্' অর্থ মিথ্যার দিকে ঝুঁকিও না, মানে 'মূর্তি-উপাসনা'বা 'বহু উপাস্যবাদের' সাথে আপোষ করিও না 'বরং আল্লাহ্‌তা'লার একত্বের প্রতি দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাক। 'লা তাহনাস'-প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিও না, এই অর্থ করিলে, সাকল্য বিষয়টা এই বুঝাইবে যে, যখন আইউব (আঃ)-কে ছাড়িয়া আপনজনেরা পৃথক হইয়া গিয়াছিল, তখন আইউব (আঃ) স্থির করিয়াছিলেন, যদি তাঁহারা আসিয়া তাহার সঙ্গে মিলিত হয়, তবে তিনি তাহাদের কঠোর শাস্তি দিবেন। কিন্তু যখন তাহারা আসিয়া তাঁহার সাথে মিলিত হইল, তখন তাঁহাকে বলা হইল, (আয়াতটিতে এই ইশারা পাওয়া যায়) তিনি যেন এই মিলনের আনন্দঘন মুহূর্তে তাহাদের সহিত কঠোর ব্যবহার না করেন। ইহা শোকর গুযারীর শুভ মুহূর্ত। অতএব, তিনি যদি কঠোরতা অবলম্বনের প্রতিজ্ঞাও করিয়া থাকেন, তথাপি তাহা এমনিভাবে পালন করিতে হইবে যেন নিম্নতম কষ্ট দানের মধ্য দিয়াই সেই প্রতিজ্ঞাটি পালিত হইয়া যায়।

২৫৪০। "ইয়াদ" শব্দের অর্থঃ (১) উপকার, (২) প্রভাব, (৩) প্রতাপ ও শক্তি, (৪) সেনাদল, (৫) ধন, (৬) প্রতিশ্রুতি, (৭) সমর্পণ (আকরাব)।

إِنَّآ أَخْلَصْنٰهُم بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ ﴿٤٦﴾

৪৭। আমরা তাহাদিগকে এক বিশেষ উদ্দেশ্যে মনোনীত করিয়াছিলাম— (লোকদিগকে) পারলৌকিক বাসস্থান সম্বন্ধে সমরণ করাইয়া দিতে।

وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ ﴿٤٧﴾

৪৮। এবং নিশ্চয় তাহারা আমাদের সন্নিধানে মনোনীত ও উত্তম বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

وَاذْكُرْ إِسْمٰعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ ۖ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ ﴿٤٨﴾

৪৯। এবং সমরণ কর, ইসমাঈল, ইয়াসা'আ[২৫৪১] এবং যুল-কিফলের[২৫৪২] বৃত্তান্ত, তাহারা সকলেই অতি উত্তম লোক ছিল।

هٰذَا ذِكْرٌ ۖ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ ﴿٤٩﴾

৫০। ইহা এক সমরণীয় বিবরণ। এবং নিশ্চয় মুত্তাকীগণের জন্য পরম উৎকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল নির্ধারিত আছে—

جَنّٰتِ عَدْنٍ مُّفَتَّحَةً لَّهُمُ الْأَبْوَابُ ﴿٥٠﴾

৫১। চিরস্থায়ী বাগানসমূহ, তাহাদের জন্য সকল দ্বার সতত উন্মুক্ত থাকিবে,

مُتَّكِـِٔينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ ﴿٥١﴾

৫২। তথায় তাহারা তাকিয়াতে হেলান দিয়া উপবিষ্ট থাকিবে, তথায় তাহারা প্রচুর পরিমাণে ফল-মূল এবং পানীয় বস্তুর জন্য ফরমায়েশ করিবে;

وَعِندَهُمْ قٰصِرٰتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ ﴿٥٢﴾

৫৩। এবং তাহাদের পার্শ্বে থাকিবে আনতনয়না সমবয়স্কা নারীগণ।

هٰذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ ﴿٥٣﴾

৫৪। এই হইল সেই সব জিনিষ যাহা তোমাদিগকে হিসাবের দিনে দান করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইতেছে।[২৫৪৩]

إِنَّ هٰذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِن نَّفَادٍ ﴿٥٤﴾

৫৫। নিশ্চয় ইহা আমাদের দেওয়া রিয্ক, যাহা কখনও নিঃশেষ হইবে না।

هٰذَا ۚ وَإِنَّ لِلطّٰغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ ﴿٥٥﴾

৫৬। এই তো হইল (মো'মেনদের জন্য পুরস্কার)। কিন্তু বিদ্রোহপোষণকারী উদ্ধত লোকদের জন্য নির্ধারিত আছে নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল—

جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا ۚ فَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿٥٦﴾

৫৭। জাহান্নাম, যাহাতে তাহারা জ্বলিবে। ইহা কতই না মন্দ বিশ্রামস্থল!

২৫৪১। 'ইয়াসাআ' ছিলেন এলিজার শিষ্য ও খলীফা। তিনি খৃঃপূঃ ৯৩৮ হইতে ৮২৮ খৃঃপূঃ পর্যন্ত ছিলেন (৮৭০ টীকা দেখুন)।

২৫৪২। যুল-কিফ্ল। হিযকিয়েল নবীকে আরবদেশে যুল-কিফ্ল বলিত বলিয়া মনে হয় (১৯১২ টীকা দ্রষ্টব্য)।

২৫৪৩। হিসাবের দিন। প্রত্যেক জাতির জন্যই জাতীয় হিসাবের দিন আসে, সে দিন সেই জাতি ইহার কাজকর্মের ফলশ্রুতি রূপে পুরস্কার বা শাস্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। প্রত্যেক ব্যক্তি, প্রত্যেক সম্প্রদায় এবং প্রত্যেক জাতির জন্য ইহলোকেই এইরূপ একটি হিসাবের দিন আসে। পরলোকে তো আছেই।

هٰذَا ۙ فَلْيَذُوْقُوْهُ حَمِيْمٌ وَّغَسَّاقٌ ۙ﴿٥٧﴾

৫৮। ইহা হইল (কাফেরদের জন্য প্রতিশ্রুত বস্তু), সুতরাং তাহাদিগকে উহার স্বাদ গ্রহণ করিতে হইবে— অত্যধিক গরম পানি এবং অত্যধিক দুর্গন্ধযুক্ত ঠাণ্ডা পানি দেওয়া হইবে।[২৫৪৪]

وَّاٰخَرُ مِنْ شَكْلِهٖۤ اَزْوَاجٌ ﴿٥٨﴾

৫৯। এবং তদনুরূপ আরও থাকিবে বিভিন্ন প্রকারের যন্ত্রণা।[২৫৪৫]

هٰذَا فَوْجٌ مُّقْتَحِمٌ مَّعَكُمْ ۚ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ ؕ اِنَّهُمْ صَالُوا النَّارِ ﴿٥٩﴾

৬০। (অবিশ্বাসীদের নেতাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইবেঃ) 'ইহারাও এক দল,[২৫৪৬] যাহারা তোমাদের সহিত জাহান্নামে দাখিল হইবে। তাহাদিগকে কেহ স্বাগত জানাইবে না। তাহারা অবশ্যই আগুনে জ্বলিবে।

قَالُوْا بَلْ اَنْتُمْ ۟ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ ؕ اَنْتُمْ قَدَّمْتُمُوْهُ لَنَا ۚ فَبِئْسَ الْقَرَارُ ﴿٦٠﴾

৬১। তাহারা (অনুসারীরা) বলিবে, 'বরং তোমরা এমন লোক, যাহাদিগকে কেহ স্বাগত জানাইবে না। তোমরাই তো (আমাদিগকে বিভ্রান্ত করিয়া) ইহাকে (জাহান্নামকে) আমাদের জন্য আগে পাঠাইয়াছ।[২৫৪৭] বস্তুতঃ ইহা অতি মন্দ অবস্থান স্থল।

قَالُوْا رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هٰذَا فَزِدْهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي النَّارِ ﴿٦١﴾

৬২। তাহারা যখন বলিবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! যে ব্যক্তি আমাদের জন্য এই অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে তুমি তাহাকে আগুনের মধ্যে দ্বিগুণ আযাব বর্ধিত করিয়া দাও।'[২৫৪৮]

وَقَالُوْا مَا لَنَا لَا نَرٰى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِّنَ الْاَشْرَارِ ﴿٦٢﴾

৬৩। এবং তাহারা (জাহান্নামীরা) বলিবে, 'আমাদের কি হইয়াছে যে আমরা ঐ সমস্ত লোকদিগকে দেখিতেছি না[২৫৪৯] যাহাদিগকে আমরা মন্দ বলিয়া গণ্য করিতাম?'

২৫৪৪। দোযখের অধিবাসীগণকে ফুটন্ত গরম পানি অথবা দুর্গন্ধ শীতল পানি পান করিতে বাধ্য করা হইবে। যেহেতু তাহারা আল্লাহ্‌র দেওয়া গুণাবলী ও কর্মশক্তিকে সঠিকভাবে ব্যবহার করে নাই বরং এইগুলি ব্যবহার করিতে গিয়া, মধ্যপথ অবলম্বন না করিয়া, একেবারে সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছে, সেজন্য তাহাদিগকে সীমাহীন গরম বা সীমাহীন ঠাণ্ডা পানি পান করিতে হইবে। শব্দটির অন্যান্য অর্থঃ পুঁজ, জখম ধোয়া পানি (মুফরাদাত)।

২৫৪৫। অনুবাদে যে অর্থ দেওয়া হইয়াছে, তাহা ছাড়াও আরেকটি অর্থ এইরূপ হইতে পারে, যেমন "এবং তাহাদের মত একই ধরণের আমলের কৃত-কর্মের রেকর্ডধারী অন্যান্য দলও সেখানে থাকিবে।"

২৫৪৬। যখন অবিশ্বাসীদের নেতাগণ তাহাদের অনুসারীর একদলকে দোযখের দিকে আসিতে দেখিবে, তখন তাহাদিগকে বলা হইবে, তাহাদের অনুসারীদের বিরাট বাহিনী তাহাদের সাথে নরকাগ্নিতে প্রবেশ করিবে। যেহেতু অনুসারীরা অন্ধের মত যুক্তিহীনভাবে তাহাদের নেতাগণের পিছনে পিছনে ছুটিয়াছে এবং সত্যকে বুঝার জন্য একটু চিন্তা করারও প্রয়াস পায় নাই, সেইহেতু তাহারা এখন নরকাগ্নির দিকে দ্রুতবেগে প্রবেশ করিবে।

২৫৪৭। অনুসারীরা তাহাদের ভ্রান্ত নেতৃবর্গকে এই বলিয়া দোষারোপ করিবে ও অভিশাপ দিবে যে, তাহারাই তাহাদিগকে অসত্য ও ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করিয়াছে। ইহা মানুষের স্বাভাবিক প্রকৃতি যে, যখন সে নিজের মন্দ কাজের কুফলের সম্মুখীন হয়, তখন সে অপরের কাঁধে দোষ চাপাইবার চেষ্টা করে।

২৫৪৮। কাফের নেতৃবৃন্দের অনুসারীগণ তাহাদের পূর্বতন নেতাদের উপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত ও বহুগুণ অধিক শাস্তি কামনা করিবে।

২৫৪৯। 'আমরা ঐ সমস্ত লোকদিগকে দেখিতেছি না' এখানে লোকদিগকে বলিতে বিশ্বাসীগণকে বুঝাইতেছে।

اَتَّخَذْنٰهُمْ سِخْرِيًّا اَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ الْاَبْصَارُ ﴿٦٣﴾

৬৪। আমরা কি (অযথাই আমাদের খেয়াল অনুযায়ী) তাহাদিগকে উপহাসের পাত্র মনে করিতাম, অথবা তাহাদের সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টি বিভ্রম ঘটিয়াছে ?'[২৫৫০]

اِنَّ ذٰلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ اَهْلِ النَّارِ ﴿٦٤﴾ ع ١٣

৬৫। নিশ্চয় ইহা সত্য— জাহান্নামীদের এই তর্ক-বিতর্ক।

8 [২৪] ১৩

قُلْ اِنَّمَآ اَنَا مُنْذِرٌ ۖ وَّمَا مِنْ اِلٰهٍ اِلَّا اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿٦٥﴾

৬৬। তুমি বল, 'আমি মাত্র একজন সতর্ককারী, এবং আল্লাহ্ ব্যতীত কোন মা'বূদ নাই, তিনি এক-অদ্বিতীয় এবং মহা প্রতাপশালী;

رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيْزُ الْغَفَّارُ ﴿٦٦﴾

৬৭। তিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যে যাহা কিছু আছে সব কিছুর প্রতিপালক, যিনি মহা পরাক্রমশালী, অতীব ক্ষমাশীল।

قُلْ هُوَ نَبَؤٌا عَظِيْمٌ ﴿٦٧﴾

৬৮। তুমি বল, 'ইহা এক মহা সংবাদ[২৫৫১]

اَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُوْنَ ﴿٦٨﴾

৬৯। যাহা হইতে তোমরা বিমুখ হইতেছ;

مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَاِ الْاَعْلٰٓى اِذْ يَخْتَصِمُوْنَ ﴿٦٩﴾

৭০। ঊর্ধ্বোন্নত মজলিসের[২৫৫২] কোন ইল্ম-জ্ঞান আমার জানা ছিল না, যখন তাহারা (তাহাদের বিষয় লইয়া) পরস্পর তর্ক-বিতর্ক করিতেছিল,

اِنْ يُّوْحٰٓى اِلَيَّ اِلَّآ اَنَّمَآ اَنَا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿٧٠﴾

৭১। আমার প্রতি তো কেবল এই ওহী করা হয় যে, আমি শুধু একজন প্রকাশ্য সতর্ককারী।'

اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ خَالِقٌۢ بَشَرًا مِّنْ طِيْنٍ ﴿٧١﴾

৭২। (স্মরণকর) যখন তোমার প্রতিপালক ফিরিশ্তাগণকে বলিয়াছিলেন, 'আমি কাদা হইতে এক মানব সৃষ্টি করিতে চলিয়াছি;

২৫৫০। দোযখবাসীরা পরস্পর বলাবলি করিবে, 'আমাদের কি হইয়াছে যে, আমরা ঐ লোকদিগকে এখানে দেখিতে পাইতেছি না, যাহাদিগকে পৃথিবীতে থাকা কালে আমরা অবজ্ঞার চোখে দেখিতাম এবং বিদ্রূপ করিতাম—ঐ লোকেরা কি আসলে আমাদের বিদ্রূপের পাত্র ছিল না, বরং সত্যিকার খোদা-ভক্ত পুণ্যবান ভাল মানুষই ছিল ? তাহারা যদি দোযখেই থাকিত তাহা হইলে দেখিতে পাই না কেন ?'

২৫৫১। 'নাবা' অর্থ সংবাদ; একটি অত্যাবশ্যক ঘোষণা; বাণী; ভয়ঙ্কর খবর। 'নাবাউন আযীম' বিরাট সংবাদ বলিতে কুরআন অবতরণের বিরাট ঘটনাকে বুঝাইতেছে অথবা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর অভ্যুদয়কে বুঝাইতেছে।

২৫৫২। কুরআনের সূরা বাকারার ৩১ আয়াত হইতে বুঝা যায় এবং হাদীস হইতে সাব্যস্ত হয় যে, আল্লাহ্ তা'লা যখন পৃথিবীতে নবী পাঠাইতে চাহেন, তখনই তিনি তাঁহার নিকটবর্তী ফিরিশ্তাগণের কাছে, তাঁহার এই ইচ্ছাটি প্রকাশ করেন। তাহারা বিষয়টি অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ জানিয়া ও বুঝিয়া নিজেদের মধ্যে আলোচনা করেন। আলোচনারত ফিরিশ্তাদেরকেই 'মালায়ে আলা' বা উচ্চ পর্যায়ের মজলিস বলা হইয়াছে। মহানবী (সাঃ) এই কথা বলিয়াছেন বলিয়া জানা যায় যে, তাঁহার উপর যখন নবুওয়াতের ঐশী দায়িত্ব অর্পিত হইতেছিল, তখন ফিরিশ্তাদের মধ্যে এই ব্যাপারে কি কি বিষয় আলাপ-আলোচনা হইয়াছিল, তাহা তিনি জানিতে পারেন নাই।

فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ﴿٧٢﴾

৭৩ । অতএব যখন আমি তাহাকে পূর্ণাঙ্গ করিব এবং তাহার মধ্যে আমার রূহ হইতে ফুৎকার করিব তখন তোমরা আনুগত্য করিয়া তাহার সম্মুখে প্রণত হইও ।'[২৫৫৩]

فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴿٧٣﴾

৭৪ । তখন ফিরিশ্‌তাগণ[২৫৫৪] সকলেই তাহার আনুগত্য করিল,

إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿٧٤﴾

৭৫ । ইবলীস ব্যতীত । সে অহংকার করিল, এবং সে কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত ছিল ।

قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ الْعَالِينَ ﴿٧٥﴾

৭৬ । তিনি বলিলেন, 'হে ইবলীস ! আমি যাহাকে আমার দুই হস্ত[২৫৫৫] দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছি তাহার আনুগত্য স্বীকার করিতে তোমাকে কিসে বিরত রাখিয়াছে ? তুমি কি অহংকার করিয়াছ, না তুমি আমার আদেশ পালন হইতে নিজেকে বহু উর্ধ্বে মনে করিয়াছ ?'

قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ﴿٧٦﴾

৭৭ । সে বলিল, 'আমি তাহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ;[২৫৫৬] তুমি আমাকে আগুন হইতে সৃষ্টি করিয়াছ এবং তাহাকে কাদা হইতে সৃষ্টি করিয়াছ ।'

قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ﴿٧٧﴾

৭৮ । তিনি বলিলেন, 'তুমি এখান হইতে বাহির হইয়া[২৫৫৭] যাও, কারণ, নিশ্চয় তুমি বিতাড়িত;

وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ ﴿٧٨﴾

৭৯ । এবং নিশ্চয় বিচার দিবস পর্যন্ত তোমার উপর আমার অভিসম্পাত পড়িতে থাকিবে ।'

২৫৫৩ । 'তোমরা আনুগত্য করিয়া তাহার সম্মুখে প্রনত হইও'—— যখন পৃথিবীতে আল্লাহ্ নবী প্রেরণ করেন, তখন তিনি ফিরিশ্‌তাগণকে এই আদেশ দান করেন যে, তাঁহারা যেন নবীর আপন কর্তব্য সম্পাদনের স্বপক্ষে তাহার সাহায্য সহযোগিতায় লাগিয়া যায় এবং নবীর শত্রুগণের সর্বপ্রকার ষড়যন্ত্র ও কুপরিকল্পনাকে বানচাল করিয়া দেয় ।

২৫৫৪ । ফিরিশ্‌তাগণ কিংবা ফিরিশ্‌তার মত গুণসম্পন্ন মানুষ বুঝাইতেছে ।

২৫৫৫ । "আমার দুই হস্ত দ্বারা" বলিতে ইহাই বুঝায় যে, আমি তাহাকে আমার সমস্ত গুণাবলী প্রকাশ করার শক্তি দিয়া সৃষ্টি করিয়াছি ।

২৫৫৬ । নবীর শত্রুগণ নিজদিগকে ক্ষমতায়, সম্মানে ও মর্যাদায় নবী হইতে সর্বদাই শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া থাকে । অহঙ্কারের কারণে এবং সম্মান নষ্ট হইবার মিথ্যা ভয়ে তাহারা নবীর কাছে আত্মসমর্পণ করিতে পারে না। তাঁহাকে তাহারা সমমর্যাদার বা কম মর্যাদার মানুষ বলিয়া গণ্য করে ।

২৫৫৭ । এখানে 'মিনহার' 'হা' শব্দটি পরলোকের বেহেশ্‌তকে বুঝায় না । কেননা বেহেশ্‌ত এমনই এক স্থান যেখানে শয়তান কখনও প্রবেশ করিতে পারে নাই, পারে না ও পারিবে না । এবং একবার যাহাকে সেখানে প্রবেশাধিকার দেওয়া হয়, তাহাকে কখনও সেখান হইতে বাহির করা হয় না (১৫ঃ৪৯)। ইহা এই পৃথিবীতে থাকাকালীনই মানুষের মনের এরূপ এক বাহ্যিক আশীষপূর্ণ অবস্থার নাম, যাহা নবী আগমনের পূর্বাহ্নে মানুষ বাহ্যতঃ উপভোগ করিয়া থাকে ।

قَالَ رَبِّ فَاَنْظِرْنِيْٓ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ ﴿٨٠﴾

৮০। সে বলিল, 'হে আমার প্রতিপালক ! তাহা হইলে তুমি আমাকে সেইদিন পর্যন্ত অবকাশ দাও যখন তাহাদিগকে পুনরুত্থিত করা হইবে'।[২৫৫৮]

قَالَ فَاِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ ﴿٨١﴾

৮১। তিনি বলিলেন, 'নিশ্চয় তুমি অবকাশ-প্রাপ্তগণের অন্তর্ভুক্ত,

اِلٰى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُوْمِ ﴿٨٢﴾

৮২। সেই সুবিদিত সময়ের দিন পর্যন্ত ।'[২৫৫৯]

قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَاُغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿٨٣﴾

৮৩। সে বলিল, 'সুতরাং তোমার ইয্যতের কসম, নিশ্চয় আমি তাহাদের সকলকেই বিভ্রান্ত করিব,

اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِيْنَ ﴿٨٤﴾

৮৪। তাহাদের মধ্য হইতে কেবল তোমার মনোনীত বান্দাগণ ব্যতিরেকে ।'

قَالَ فَالْحَقُّ ۖ وَالْحَقَّ اَقُوْلُ ﴿٨٥﴾

৮৫। তিনি বলিলেন, 'অতএব সত্য ইহাই, এবং আমি সত্যই বলি—

لَاَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿٨٦﴾

৮৬। আমি নিশ্চয় তোমা দ্বারা এবং তাহাদের মধ্য হইতে যাহারা তোমার অনুসরণ করিবে তাহাদের সকলের দ্বারা জাহান্নামকে পূর্ণ করিব ।'[২৫৬০]

قُلْ مَآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ وَّمَآ اَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِيْنَ ﴿٨٧﴾

৮৭। তুমি বল, 'আমি ইহার জন্য তোমাদের নিকট হইতে কোন প্রতিদান চাহি না, এবং আমি ভানকারীদের অন্তর্ভুক্ত নহি,

اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿٨٨﴾

৮৮। ইহা (কুরআন) সকল জগদ্বাসীর জন্য সদুপদেশ ব্যতীত অন্য কিছু নহে ।

وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَاَهٗ بَعْدَ حِيْنٍ ﴿٨٩﴾ ع ٥ [٢٨] ١٤

৮৯। এবং তোমরা স্বল্পকাল পরে ইহার (সত্যতার) সংবাদ অবশ্যই জানিতে পারিবে ।'[২৫৬১]

২৫৫৮। মানুষের আধ্যাত্মিক নব জন্ম তখনই হয়, যখন সে 'এমন প্রশান্ত আত্মার' অধিকারী হয় যে, এরপর তাহার আর কখনও আধ্যাত্মিক পতন ঘটে না । দেখুন ১৪৯৮ টীকা ।

২৫৫৯। মিথ্যার উপরে সত্যের চূড়ান্ত বিজয়ের সময়, যখন মিথ্যার পূজারীরা সম্পূর্ণ নিষ্পেষিত হইয়া যায় ।

২৫৬০। আল্লাহ্‌র সাথে শয়তানের এই বাক্যালাপকে সত্য সত্য কথোপকথন মনে করা ঠিক হইবে না । ইহা এক রূপক ভাষা, যাহা দ্বারা নবী আগমনের সময় যে অবস্থা বিরাজ করে এবং যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, উহারই চিত্র তুলিয়া ধরা হইয়াছে । ৭২ আয়াতে 'মানুষ সৃষ্টির' যে উল্লেখ আছে, তাহা বিশেষভাবে 'নবীর অভ্যুদয়ের' ব্যাপারেই প্রযোজ্য । তেমনিভাবে 'ইবলীস' দ্বারা ঐসব দুরাচার ও দুষ্কৃতকারী লোকদিগকে বুঝাইয়াছে যাহারা সমাগত নবীর বিরোধিতায় মত্ত হয় এবং তাঁহার আগমনের উদ্দেশ্যকে বিফল করিতে আপ্রাণ চেষ্টা করে ।

২৫৬১। এখানে রসূলে মকবুল (সাঃ)-এর মুখ দিয়া আল্লাহ্‌তা'লা এই কথা কাফেরদিগকে বুঝাইয়া দিতেছেন যে, অবিশ্বাসীরা অচিরেই তাঁহার রেসালতের সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিবে ।

৩৯-সূরা আয্ যুমার

(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণ হওয়ার সময় এবং প্রসংগ

বিষয়বস্তু এবং ভাষাগত দিক দিয়া পূর্ববর্তী পাঁচটি সূরার সহিত এই সূরার মিল রহিয়াছে । হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর নবুওয়াতের প্রথম পর্যায়ে এই সূরা অবতীর্ণ হইয়াছিল । রড্ওয়েল ও মুইর প্রমুখ লেখকেরা ইহাকে মক্কী সূরা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন । অধিকাংশ জ্ঞানীদেরই এই অভিমত যে, মহানবী (সাঃ)-এর রেসালতের প্রাথমিক পর্যায়ে মক্কায় এই সূরা অবতীর্ণ হইয়াছিল । সূরা 'সাবা' হইতে এই সূরা পর্যন্ত যে ছয়টি সূরা আছে, তাহাতে ঐশী-বাণী, কুরআনের অবতরণ বিষয় এবং আল্লাহ্তা'লার একত্বই অধিক গুরুত্ব পাইয়াছে । বিজ্ঞান অতি স্পষ্টভাবে সাক্ষ্য দিতেছে যে, এই জগতে যে বিরাট সমন্বয়, শৃঙ্খলা, আনুপাতিকতা ও পারিপার্শ্বিকতার সাথে খাপ-খাওনোর নীতি সর্বদা পরিলক্ষিত হয়, তাহাতে স্পষ্টভাবে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, এই মহাবিশ্বের একজন পরিকল্পনাকারী, পরিচালনাকারী, নিয়ন্ত্রণকারী, সর্বময় সৃষ্টিকর্তা আছেন। আল্লাহ্র প্রেরিত পুরুষগণ সামান্য মাত্র ধন-জন নিয়া, বিরাট শক্তিশালী ও ধনেজনে বলীয়ান শত্রুদের বিরুদ্ধে যে বিজয় লাভ করেন, ইহাও আল্লাহ্তা'লার অস্তিত্ব ও একত্বকে সাব্যস্ত করে ।

বিষয়-বস্তু

সূরাটি আরম্ভ হইয়াছে কুরআন অবতীর্ণের বিষয় নিয়া । তারপর বলা হইয়াছে, বিভিন্ন ধর্ম-গ্রন্থ ও নবী-রসূলগণের আগমনের একটিই মাত্র উদ্দেশ্য; আর তাহা এই যে,পৃথিবীতে ধর্মরূপে 'আল্লাহ্র একত্বকে' প্রতিষ্ঠিত করা । এই মহতী উদ্দেশ্য অর্জনের পথে সর্বাপেক্ষা বড় বাধা এই যে, মানুষ তাহার আপন কল্পনা-সৃষ্ট মিথ্যা উপাস্যের আরাধনায় মগ্ন থাকে । মূর্তি-উপাসনার (পৌত্তলিকতার) সর্বাপেক্ষা হীনতম দৃষ্টান্ত যাহা সহজে ধরা পড়ে না অথচ সর্বাপেক্ষা বেশী প্রচলিত হইয়া মানুষের আধ্যাত্মিক বিকাশের পথে পর্বত প্রমাণ বাধা হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহা এই যে, মানুষ ঈসা (আঃ)-কে খোদার পুত্র বানাইয়া ইহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে । এই বিশ্বাস মানব-সম্প্রদায়ের আধ্যাত্মিক জীবনের সর্বাধিক ক্ষতি ঘটাইয়াছে । এই সূরা বিশ্ব-জগতের এই বিসময়কর পরিকল্পনা ও পূর্ণতম সুশৃঙ্খলাকে যুক্তি-স্বরূপ দাঁড় করাইয়া বলিতেছে যে, এত সব সৃষ্টির পিছনে যে 'একজন' মহা পরিকল্পনাবিদ রহিয়াছেন, তাহা বিশ্বাস করিতেই হইবে । অতিরিক্ত যুক্তি হিসাবে বলা হইয়াছে যে, মানুষের আকৃতি ধারণ করার পূর্বে মায়ের পেটেই সে তিনটি পরিবর্তিত অবস্থার ভিতর দিয়া গমন করে এবং অনেক আবর্তন-বিবর্তনের পর মানুষের আকৃতি প্রাপ্ত হয় । সংক্ষেপে ঐশী-বাণীর প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করার পর, সূরাটি এই ব্যাপারে দুইটি অকাট্য যুক্তি প্রদান করিয়াছে ঃ (১) আল্লাহ্ সম্বন্ধে যাহারা মিথ্যা ছড়ায় এবং সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে, তাহারা কখনও কৃতকার্য হইতে পারে না, অকৃতকার্যতা ও অপমানই তাহাদের অদৃষ্ট; (২) আল্লাহ্র নবীগণ ও তাঁহাদের অনুসারীরা সর্বদাই বিজয়ী হন এবং তাঁহাদের উদ্দেশ্য উত্তরোত্তর সফলতা লাভ করে । এই দুইটি চিহ্ন দ্বারা, ঐশী-বাণী প্রাপ্তির দাবীকারকের সত্যতা চূড়ান্তভাবে যাচাই করা যায় । এইভাবে যুক্তির মাপকাঠিতে যাচাই করিলে দেখা যাইবে, মহানবী (সাঃ)-এর নবুওয়াতের দাবী এবং কুরআন করীম আল্লাহ্র বাণী হওয়ার দাবী সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয় । অতঃপর এই সূরা পাপীদিগকে এক আশার বাণী শুনায় । তাহাদিগকে বলা হয় যে, আল্লাহ্তা'লা বড়ই করুণাময় এবং ক্ষমাকারী । তাঁহার দয়া ও করুণা সব কিছুকেই ঘিরিয়া রহিয়াছে । পাপীর মনের পরিবর্তন দ্বারা সে ক্ষমা লাভ করিতে পারে । মানুষের স্বীয় কর্ম দ্বারাই মানুষ পাপমুক্ত হয় । কাহারও ক্রুশে আত্মবলি দান অপরের পাপ মুক্তি ও পরিত্রাণ দান করিতে পারে না । কিন্তু পাপীকে অনেক সুযোগ দান করা হয় যাহাতে সে অনুশোচনা করিয়া নিজের মধ্যে পরিবর্তন সাধন করতঃ মুক্তির পথে অগ্রসর হয় । কিন্তু যে ব্যক্তি এই সুযোগ গ্রহণ না করিয়া, স্বেচ্ছায় কুপথে ও কুকর্মেই লিপ্ত থাকিয়া যায়, তাহাকে শাস্তি পাইতেই হইবে । সূরার শেষ দিকের কয়েকটি আয়াতে মানুষকে পুনরুত্থান-দিবসের কথা স্মরণ করানো হইয়াছে ।

৩৯-সূরা আয্ যুমার

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ইহাতে ৭৬ আয়াত এবং ৮ রুকূ আছে ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝١

১। আল্লাহ্র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ۝٢

২। মহা পরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্র নিকট হইতে এই কিতাব নাযেল হইয়াছে ।

اِنَّآ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّيْنَ ۝٣

৩। নিশ্চয় আমরা সত্যসহ এই কিতাব তোমার প্রতি নাযেল করিয়াছি, অতএব তুমি আল্লাহ্র ইবাদত কর—আনুগত্যকে তাঁহারই জন্য বিশুদ্ধ করিয়া ।

اَلَا لِلّٰهِ الدِّيْنُ الْخَالِصُ ؕ وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءَ ۘ مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُوْنَآ اِلَى اللّٰهِ زُلْفٰى ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيْ مَا هُمْ فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِيْ مَنْ هُوَ كٰذِبٌ كَفَّارٌ ۝٤

৪। শুন ! বিশুদ্ধ আনুগত্য কেবল আল্লাহ্রই জন্য । এবং যাহারা আল্লাহ্ ব্যতিরেকে অন্যকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, (এবং বলে যে) 'আমরা তাহাদের কেবল এই জন্য ইবাদত করি যেন তাহারা আমাদিগকে মর্যাদায় আল্লাহ্র নিকটবর্তী করিয়া দেয়' [২৫৬২] নিশ্চয় আল্লাহ্ তাহাদের মধ্যে সেই বিষয়ে মীমাংসা করিবেন যাহার সম্বন্ধে তাহারা মতভেদ করিতেছে । নিশ্চয় আল্লাহ্ মিথ্যাবাদী অকৃতজ্ঞকে সৎপথে পরিচালিত করেন না ।

لَوْ اَرَادَ اللّٰهُ اَنْ يَّتَّخِذَ وَلَدًا لَّاصْطَفٰى مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۙ سُبْحٰنَهٗ ؕ هُوَ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ۝٥

৫। যদি আল্লাহ্ সন্তান গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিতেন, তাহা হইলে তিনি স্বীয় সৃষ্টি হইতে যাহাকে ইচ্ছা মনোনীত করিয়া লইতেন । তিনি পবিত্র ও মহান ! তিনি আল্লাহ্ এক, প্রবল প্রতাপশালী ।

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ۚ يُكَوِّرُ الَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى الَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ؕ كُلٌّ يَّجْرِيْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى ؕ اَلَا هُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفَّارُ ۝٦

৬। তিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবীকে যথাযথভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন । তিনি দিবসকে রাত্রি দ্বারা আবৃত করেন এবং রাত্রিকে দিবস দ্বারা আবৃত করেন; তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে সেবায় নিয়োজিত করিয়াছেন, ইহাদের প্রত্যেকেই এক নির্ধারিত সময় পর্যন্ত (স্ব স্ব পথে) ধাবমান রহিয়াছে । শুন ! তিনি মহাপরাক্রমশালী, অতীব ক্ষমাশীল ।

২৫৬২। মানুষ মিথ্যা-পূজায় লিপ্ত হয়, কল্পিত মূর্তির উপাসনা করে, এমন কি পূতপুণ্য ওলীউল্লাহ্দের পূজাতেও লাগিয়া যায় । মানুষ ধনের পূজা করে, ক্ষমতার উপাসনা করে, কামনা-বাসনার সাধনা করে। মানুষ উত্তরাধিকার সূত্রে উপাস্যকে মানিয়া লয় ও নির্বিচারে উহাতে বিশ্বাস স্থাপন করে। পূর্বপুরুষগত রীতিনীতি ও চাল-চলনকে নির্ভুল ধর্ম-কর্ম বলিয়া মনে করে এবং এই সব করার মাধ্যমেই তাহারা ঈপ্সিত সৃষ্টিকর্তাকে পাইবে বলিয়া বিশ্বাস করিয়া লয় ।

خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا
زَوْجَهَا وَاَنْزَلَ لَكُمْ مِّنَ الْاَنْعَامِ ثَمٰنِيَةَ
اَزْوَاجٍ ؕ يَخْلُقُكُمْ فِيْ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ
خَلْقًا مِّنْۢ بَعْدِ خَلْقٍ فِيْ ظُلُمٰتٍ ثَلٰثٍ ؕ
ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ؕ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا
هُوَ ۚ فَاَنّٰى تُصْرَفُوْنَ ۝٦

৭। তিনি তোমাদিগকে একই আত্মা হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন, অতঃপর উহা হইতে উহার জোড়া সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং তিনি তোমাদের জন্য গৃহপালিত চতুষ্পদ জন্তুসমূহের মধ্য হইতে আট জোড়া[২৫৬৩] নাযেল করিয়াছেন।[২৫৬৪] তিনি তোমাদিগকে তোমাদের মাতৃগর্ভে এক সৃজনের পর অন্য সৃজনে (পরিবর্তন করিয়া) ত্রিবিধ অন্ধকারের[২৫৬৫] ভিতর দিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। এই তো আল্লাহ্, তোমাদের প্রতিপালক— আধিপত্য তাঁহারই। তিনি ব্যতীত কোন মা'বূদ নাই। অতএব তোমরা কোন দিকে প্রত্যাবর্তিত হইতেছ ?

اِنْ تَكْفُرُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ ۚ وَلَا
يَرْضٰى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ ۚ وَاِنْ تَشْكُرُوْا
يَرْضَهُ لَكُمْ ؕ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ
اُخْرٰى ؕ ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ مَّرْجِعُكُمْ
فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ؕ اِنَّهٗ عَلِيْمٌۢ
بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ۝٧

৮। যদি তোমরা অকৃতজ্ঞতা কর তাহা হইলে আল্লাহ্ তোমাদের আদৌ মুখাপেক্ষী নহেন। এবং তিনি তাঁহার বান্দাদের জন্য অকৃতজ্ঞতাকে[২৫৬৬] পসন্দ করেন না। যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা কর তাহা হইলে তিনি ইহা তোমাদের জন্য পসন্দ করেন। এবং কোন বোঝাবহনকারী অন্যের বোঝা বহন করিবে না। অতঃপর তোমাদের প্রতিপালকের দিকে তোমাদের প্রত্যাবর্তন ঘটিবে, তখন তিনি তোমাদিগকে তোমরা যাহা করিতে তৎসম্বন্ধে অবহিত করিবেন। নিশ্চয় তিনি তোমাদের বক্ষঃস্থলে নিহিত সব বিষয় সম্বন্ধে সম্যক অবগত।

وَاِذَا مَسَّ الْاِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهٗ مُنِيْبًا
اِلَيْهِ ثُمَّ اِذَا خَوَّلَهٗ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ
يَدْعُوْۤا اِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلّٰهِ اَنْدَادًا

৯। এবং যখনই মানুষকে কোন কষ্ট স্পর্শ করে তখন সে নিজ প্রতিপালককে তাঁহার প্রতি নিবিষ্টচিত্ত হইয়া ডাকিতে থাকে। এবং যখন তিনি নিজ সন্নিধান হইতে তাহাকে কোন নেয়ামত দান করেন তখন সে পূর্বে যাহার জন্য তাঁহাকে ডাকিতেছিল উহা ভুলিয়া যায়, এবং সে আল্লাহ্র সমকক্ষ স্থির

২৫৬৩। "আট জোড়া গৃহপালিত চতুষ্পদ জন্তু" বলিতে বিশেষভাবে বুঝাইতেছে ছাগলের জোড়া, মেষের জোড়া, উটের এবং ষাঁড়ের জোড়া। যাহা ৬ঃ১৪৪-১৪৬ আয়াতে উল্লেখিত হইয়াছে। সম্ভবতঃ ইহারা নিত্য ব্যবহৃত গৃহপালিত চতুষ্পদ জন্তু বলিয়াই, ইহাদের উল্লেখ করা হইয়াছে।

২৫৬৪। 'আল্লাহ্র কথা' উপলক্ষ্যে যখন 'আনযালা' শব্দটি ব্যবহৃত হয়, তখন ইহার অর্থ দাঁড়ায় 'আওহা' বা তিনি 'ওহী করিলেন'। কিন্তু যখন 'আনযালা' শব্দটি নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যটির সম্বন্ধে ব্যবহৃত হয় তখন ইহার অর্থ হয় 'আতা' তিনি দান করিলেন। এখানে এই 'আনযালা' শব্দটি শেষোক্ত অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। ৭ঃ২৭ এবং ৫৭ঃ২৬ আয়াতগুলিতে শেষোক্ত অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে।

২৫৬৫। গর্ভধারণের প্রথমাবস্থায় মানব-সন্তান যে তিনটি আকৃতি-পূর্ব অবস্থা প্রাপ্ত হয়, সেই তিনটি অবস্থা তমসাচ্ছন্ন অবস্থা বলিয়া এখানে উল্লেখিত হইয়াছে। অবস্থাগুলি ঃ (১) শুক্র-বীর্য, (২) জমাট রক্তাবস্থা, (৩) মাংস-পিণ্ড অবস্থা; অথবা ৮৬ঃ৭-৮, ৩২ঃ৭ এবং ১৬ঃ৭৯-তে বর্ণিত তিনটি আকৃতি; গর্ভকালীন তিনটি শঙ্কটময় অবস্থা যথা ঃ (১) দ্বিতীয় ও তৃতীয় মাসের মধ্যবর্তী সময়; (২) তৃতীয় হইতে পঞ্চম মাস পর্যন্ত সময়; (৩) অষ্টম মাস এই তিনটি পর্যায়েই গর্ভপাতের আশংকা বিদ্যমান থাকে।

২৫৬৬। 'শুক্র' শব্দের অর্থ হইল, 'আল্লাহ্র দেওয়া আশীষসমূহের (ধন, মান, অর্থ, বিদ্যা ও শারীরিক-মানসিক গুণাবলী ইত্যাদি সবকিছু আল্লাহ্র দান ও আশীষের) সঠিক ব্যবহার, যেভাবে ব্যবহার করিতে আল্লাহ্ ইচ্ছা করিয়াছেন (১৪ঃ৮)। 'কুফরী' মানে আল্লাহ্র উপরোক্ত দানসমূহের অপপ্রয়োগ, অপব্যবহার, অকৃতজ্ঞতা ও অস্বীকার।

لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ ؕ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيْلًا ۖ اِنَّكَ مِنْ اَصْحٰبِ النَّارِ ۝٨

করে যেন সে (লোকদিগকে) তাঁহার পথ হইতে বিভ্রান্ত করিতে পারে। তুমি বল, '(হে মানব !) তুমি তোমার অস্বীকৃতি দ্বারা কিছু কাল ফায়দা ভোগ করিয়া লও, নিশ্চয় তুমি অগ্নিবাসীদের অন্তর্ভুক্ত হইবে।'

اَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ اٰنَآءَ الَّيْلِ سَاجِدًا وَّقَآئِمًا يَّحْذَرُ الْاٰخِرَةَ وَ يَرْجُوْا رَحْمَةَ رَبِّهٖ ؕ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ؕ اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُولُوا الْاَلْبَابِ ۝٩ ع ١

১০। তবে যে ব্যক্তি রাত্রির বিভিন্ন প্রহরে সেজদা করিয়া এবং দণ্ডায়মান হইয়া পরম আনুগত্য প্রকাশ করে, এবং পরকালকে ভয় করে এবং নিজ প্রতিপালকের রহমতের আশা রাখে, সে কি (তাহার ন্যায় হইতে পারে যে অবাধ্যতা করে)? তুমি বল, 'যাহারা জানে এবং যাহারা জানে না তাহারা কি সমান হইতে পারে ?' বস্তুতঃ ধীসম্পন্ন লোকগণই কেবল শিক্ষা লাভ করে।

[১০] ১৫

قُلْ يٰعِبَادِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوْا رَبَّكُمْ ؕ لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا فِىْ هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ؕ وَاَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةٌ ؕ اِنَّمَا يُوَفَّى الصّٰبِرُوْنَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝١٠

১১। তুমি বল, 'হে আমার বান্দাগণ যাহারা ঈমান আনিয়াছ ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের তাক্ওয়া অবলম্বন কর। যাহারা এই দুনিয়াতে কল্যাণ সাধন করে তাহাদের জন্য কল্যাণই অবধারিত আছে। এবং আল্লাহ্‌র পৃথিবী সুপ্রশস্ত। ধৈর্যশীলগণকে অবশ্যই বেহিসাব প্রতিদান দেওয়া হইবে।[২৫৬৭]

قُلْ اِنِّىْٓ اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّيْنَ ۝١١

১২। তুমি বল, নিশ্চয় আমি আদিষ্ট হইয়াছি যেন আমি আল্লাহ্‌র ইবাদত করি—তাঁহারই জন্য আনুগত্যকে বিশুদ্ধ করিয়া;

وَ اُمِرْتُ لِاَنْ اَكُوْنَ اَوَّلَ الْمُسْلِمِيْنَ ۝١٢

১৩। এবং আমি আদিষ্ট হইয়াছি যেন আমি আত্ম সমর্পণকারীগণের মধ্যে প্রথম হই।'

قُلْ اِنِّىْٓ اَخَافُ اِنْ عَصَيْتُ رَبِّىْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ۝١٣

১৪। তুমি বল, 'যদি আমি আমার প্রতিপালকের অবাধ্যতা করি, তাহা হইলে নিশ্চয় আমি এক মহা দিবসের আযাবকে ভয় করি।'

قُلِ اللّٰهَ اَعْبُدُ مُخْلِصًا لَّهٗ دِيْنِىْ ۝١٤

১৫। তুমি বল, 'আমি আল্লাহ্‌র ইবাদত করি — তাঁহারই জন্য আমার আনুগত্যকে বিশুদ্ধ করিয়া।[২৫৬৮]

২৫৬৭। এই আয়াতে মো'মেনগণকে বলা হইতেছে যে, তাহাদিগকে পরীক্ষা ও ত্যাগ-তিতিক্ষার ভিতর দিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। এমনকি আল্লাহ্‌র খাতিরে তাহাদিগকে নিজেদের বাড়ী-ঘরও ছাড়িতে হইবে। যখন তাহারা এই সব পরীক্ষা ও দুঃখ-যাতনা ধৈর্য সহকারে অতিক্রম করিবে, তখন তাহারা দেখিতে পাইবে, আল্লাহ্‌র দুনিয়া তাহাদের জন্য সুপ্রশস্ত। আল্লাহ্‌র কাছ হইতে তখন তাহারা অগণিত ও অপরিমেয় পুরস্কার প্রাপ্ত হইবে।

২৫৬৮। চারটি আয়াতে ঘন ঘন রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে অকপট ও বিশুদ্ধচিত্তে বিশ্বাস পোষণ করার ও ভক্তি সহকারে আল্লাহ্‌তা'লার ইবাদত করার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। উদ্দেশ্য মনে হয় ইহাই যে, মদীনায় যাইয়া মুসলমানেরা অচিরেই যে ভীষণ পরীক্ষা ও সমস্যাবলীর সম্মুখীন হইবে, উহার মোকাবিলা করার জন্য তাহাদিগকে পূর্বেই প্রস্তুত করিয়া তোলা। মক্কায় থাকা কালের শেষ পর্যায়ে যখন মুসলমানেরা ক্ষুদ্র দলে কিংবা একাকী মদীনায় যাইতেছিলেন সেই সময়ে এই সূরা অবতীর্ণ হইয়াছিল।

فَاعْبُدُوْا مَا شِئْتُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ ؕ قُلْ اِنَّ الْخٰسِرِيْنَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ وَاَهْلِيْهِمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ اَلَا ذٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِيْنُ ⑮

১৬। 'তোমরা তাঁহাকে ছাড়া যাহার ইচ্ছা ইবাদত কর।' তুমি বল, 'প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত তাহারা, যাহারা কিয়ামত দিবসে নিজদিগকেও এবং নিজেদের পরিজনবর্গকেও ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছে।' শুন! ইহাই হইতেছে সুস্পষ্ট ক্ষতি।

لَهُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ؕ ذٰلِكَ يُخَوِّفُ اللّٰهُ بِهٖ عِبَادَهٗ ؕ يٰعِبَادِ فَاتَّقُوْنِ ⑯

১৭। তাহাদের উর্ধ্বে অগ্নির আবরণসমূহ থাকিবে এবং তাহাদের নিম্নেও (তদনুরূপ) আবরণসমূহ থাকিবে। ইহাই সেই বিষয়, যাহার সম্বন্ধে আল্লাহ্ নিজ বান্দাগণকে সতর্ক করিতেছেন, 'হে আমার বান্দাগণ! আমার তাক্ওয়া অবলম্বন কর।'

وَالَّذِيْنَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوْتَ اَنْ يَّعْبُدُوْهَا وَاَنَابُوْٓا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرٰى ۚ فَبَشِّرْ عِبَادِ ⑰

১৮। এবং যাহারা পুণ্যের পথে বাধা-সৃষ্টিকারী বিদ্রোহীদের ইবাদত হইতে আত্মরক্ষা করে এবং আল্লাহ্র দিকে ঝুঁকিয়া থাকে— তাহাদের জন্য মহা সুসংবাদ। সুতরাং তুমি আমার বান্দাগণকে সুসংবাদ দাও,

الَّذِيْنَ يَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُوْنَ اَحْسَنَهٗ ؕ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ هَدٰىهُمُ اللّٰهُ وَاُولٰٓئِكَ هُمْ اُولُوا الْاَلْبَابِ ⑱

১৯। যাহারা মনোযোগসহকারে কথা শুনে এবং উহার উত্তম অংশের অনুসরণ করে[২৫৬৯] তাহারাই ঐ সকল লোক, যাহাদিগকে আল্লাহ্ হেদায়াত দান করিয়াছেন এবং তাহারাই প্রকৃত বুদ্ধিমান।

اَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ ؕ اَفَاَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِى النَّارِ ⑲

২০। তবে যাহার উপর আযাবের আদেশ জারী হইয়া গিয়াছে সে কি (রক্ষা পাইতে পারে)? তুমি কি সেই ব্যক্তিকে রক্ষা করিতে পার যে আগুনে আছে?

لٰكِنِ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِّنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ ۙ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ؕ وَعْدَ اللّٰهِ ؕ لَا يُخْلِفُ اللّٰهُ الْمِيْعَادَ ⑳

২১। কিন্তু যাহারা নিজেদের প্রতিপালকের তাক্ওয়া অবলম্বন করে তাহাদের জন্য অবধারিত আছে বহু তল বিশিষ্ট বালাখানা, যাহার উপর আরও বালাখানা নির্মিত থাকিবে,[২৫৭০] যাহাদের তলদেশ দিয়া নহরসমূহ প্রবাহিত থাকিবে। ইহা আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি, আল্লাহ্ প্রতিশ্রুতি ভংগ করেন না।

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَسَلَكَهٗ يَنَابِيْعَ فِى الْاَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهٖ زَرْعًا مُّخْتَلِفًا اَلْوَانُهٗ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرٰىهُ

২২। তুমি কি দেখ নাই যে, আল্লাহ্ আকাশ হইতে বারি বর্ষণ করেন, ফলে উহাকে ভূপৃষ্ঠে প্রস্রবণের আকারে প্রবাহিত করেন; অতঃপর তিনি তদ্বারা ফসল উৎপন্ন করেন যাহার বর্ণ ভিন্ন ভিন্ন? অতঃপর উহা যখন পাকিয়া শুকাইয়া যায় তখন তুমি

২৫৬৯। মো'মেনগণের কাছে যদি দুইটি অনুমোদিত পথ খোলা থাকে, তখন তাহারা দুইটির মধ্যে ঐ পথই অবলম্বন করে, যেটি সর্বোত্তম ফল দান করিবে।

২৫৭০। বেহেশ্তে মো'মেনগণের মধ্যে মর্যাদার তারতম্য হইবে। ইহাতে বুঝা যায়,সেখানে তাহাদের কাজ-কর্ম ও প্রচেষ্টার মাঝেও তারতম্য হইবে। অতএব পরজগৎ অলস ও কর্মহীন হইবে না,বরং বিরামহীন কর্ম ও ক্রমোন্নতির ক্ষেত্র হইবে।

مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهٗ حُطَامًا ؕ اِنَّ فِيْ
ذٰلِكَ لَذِكْرٰى لِاُولِي الْاَلْبَابِ ﴿٢٢﴾ ع ٢ ١٢ ١٦

উহাকে হলুদবর্ণ দেখিতে পাও, যাহার পর তিনি উহাকে চূর্ণ বিচূর্ণ খড়কুটায় পরিণত করেন। নিশ্চয় ইহাতে বুদ্ধিমান লোকদের জন্য স্মরণীয় উপদেশ রহিয়াছে।

২ [১২] ১৬

اَفَمَنْ شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ فَهُوَ
عَلٰى نُوْرٍ مِّنْ رَّبِّهٖ ؕ فَوَيْلٌ لِّلْقٰسِيَةِ
قُلُوْبُهُمْ مِّنْ ذِكْرِ اللّٰهِ ؕ اُولٰٓئِكَ فِيْ
ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٢٣﴾

২৩। তবে যাহার বক্ষঃকে আল্লাহ্ ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করিয়াছেন এবং যে তাহার প্রতিপালকের নিকট হইতে (সমাগত) জ্যোতির[২৫৭১] উপর প্রতিষ্ঠিত আছে সে কি (ঐ ব্যক্তির সমান হইতে পারে যে এইরূপ নহে)? সুতরাং তাহাদের জন্য দুর্ভোগ যাহাদের হৃদয় আল্লাহ্‌র স্মরণে কঠোর! উহারাই প্রকাশ্য ভ্রান্তির মধ্যে আছে।

اَللّٰهُ نَزَّلَ اَحْسَنَ الْحَدِيْثِ كِتٰبًا مُّتَشَابِهًا
مَّثَانِيَ ۖ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُوْدُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ
رَبَّهُمْ ۚ ثُمَّ تَلِيْنُ جُلُوْدُهُمْ وَقُلُوْبُهُمْ
اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ ؕ ذٰلِكَ هُدَى اللّٰهِ يَهْدِيْ
بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ
مِنْ هَادٍ ﴿٢٤﴾

২৪। আল্লাহ্ কিতাবরূপে সর্বোত্তম বাণী নাযেল করিয়াছেন, যাহা পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ, পুনঃ পুনঃ পঠনীয়।[২৫৭২] ইহার (পাঠের) কারণে তাহাদের গাত্র রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে যাহারা তাহাদের প্রতিপালককে ভয় করে, তৎপর তাহাদের দেহ ও তাহাদের মন আল্লাহ্‌র স্মরণে নরম হইয়া পড়ে। ইহা আল্লাহ্‌র হেদায়াত, ইহার দ্বারা তিনি যাহাকে চাহেন হেদায়াত দেন। এবং যাহাকে আল্লাহ্ বিভ্রান্ত সাব্যস্ত করেন তাহার জন্য কেহই হেদায়াতদাতা নাই।

اَفَمَنْ يَّتَّقِيْ بِوَجْهِهٖ سُوْٓءَ الْعَذَابِ يَوْمَ
الْقِيٰمَةِ ؕ وَقِيْلَ لِلظّٰلِمِيْنَ ذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ
تَكْسِبُوْنَ ﴿٢٥﴾

২৫। তবে যে ব্যক্তি কিয়ামত দিবসে নিকৃষ্ট আযাব হইতে বাঁচিবার জন্য নিজ মুখমণ্ডলকে[২৫৭৩] ঢাল বানাইবে সে কি (জান্নাতবাসীর সমান হইতে পারিবে)? এবং যালেমদিগকে বলা হইবে, 'তোমরা যাহা কিছু অর্জন করিতে উহার স্বাদ গ্রহণ কর।'

২৫৭১। ইসালামের শিক্ষা এত সুগভীর ও বিস্তৃত যে, ইহা মানুষের হৃদয়কে বিশাল-বিস্তৃত করিয়া জ্ঞান ও প্রজ্ঞার আলোকে ভরপুর করিয়া দেয়। তখন আলোর ঝর্ণাধারা মানুষের মন হইতে উপ্‌চাইয়া পড়ে।

২৫৭২। জ্ঞান ও প্রকাশের দিক হইতে দেখিলে, আল্লাহ্‌র বাণী সর্বাপেক্ষা পূর্ণতা লাভ করিয়াছে কুরআনে। এই আয়াতে কুরআনকে 'কিতাবাম্ মুতাশাবিহান' বলা হইয়াছে। ইহার অর্থ এই যে, এই গ্রন্থের বাণীগুলিকে পরস্পর সামঞ্জস্যশীল ও পরস্পর নির্ভরশীল বহু অর্থে গ্রহণ করা যায়। কুরআনের কোথায়ও স্ব-বিরোধ নাই, বৈপরিত্য নাই। ইহা কুরআনের অনন্য শ্রেষ্ঠত্ব। কুরআনের শ্রেষ্ঠত্ব হইল এই যে, আলঙ্কারিক রূপকভাষা, হিতোপদেশপূর্ণ ঘটনাবলী ও ছোট ছোট কাহিনী ইত্যাদি অত্যন্ত উপযুক্ত স্থলে ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহাতে ভাষার সৌন্দর্য, বর্ণনার মাধুর্য বর্দ্ধিত হওয়ার সাথে সাথে, অল্প কথায় বহু ব্যাপক অর্থ প্রকাশ করিয়াছে। এখানে 'কুরআন'কে আবার 'মাসানী' বলা হইয়াছে। অর্থাৎ মৌলিক বিশ্বাসসমূহ ও অতি প্রয়োজনীয় আকিদাগুলিকে কুরআন বিভিন্নভাবে, বিভিন্ন পন্থায় ও বিভিন্ন রূপ দিয়া বার বার বর্ণনা করিয়াছে, যাহাতে এইগুলির অপরিহার্যতা, প্রয়োজনীয়তা ও উদ্দেশ্য মানুষের মনে দৃঢ়ভাবে প্রোথিত করিয়া দেওয়া যায়। এই 'মাসানী' শব্দ দ্বারা ইহাও ব্যক্ত করা হইয়াছে যে, কুরআনের কতকগুলি শিক্ষা অন্যান্য ঐশী কিতাবের শিক্ষার মতই। তবে, কুরআনে অনেক নতুন শিক্ষামালা আছে যাহা অতীত কিতাবে নাই। শেষোক্ত শিক্ষাগুলি সৌন্দর্যে ও শ্রেষ্ঠত্বে এতই বৈশিষ্ট্য-মণ্ডিত যে, অন্যান্য কিতাবের শিক্ষা এইগুলির ধারে কাছেও যাইতে পারে না, তুলনায় আসা তো দূরের কথা।

২৫৭৩। কিয়ামতের দিন অবিশ্বাসীগণ যে ভয়াবহ শাস্তি পাইবে, এই শব্দগুলি সেই ভয়াবহতাই তুলিয়া ধরিয়াছে। ঐ ভীষণ শাস্তিতে তাহারা কাণ্ডজ্ঞানহীন ও দিশাহারা হইয়া পড়িবে। এমনি দিশাহারা হইবে যে, মুখমণ্ডল সর্বাপেক্ষা স্পর্শকাতর ও অনুভূতিশীল হওয়া সত্ত্বেও, এই মুখমণ্ডলকে বাঁচাইবার চেষ্টা না করিয়া তাহারা ইহাকে অগ্নির দিকে আগাইয়া দিবে।

كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَاَتٰهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿٢٥﴾

২৬। তাহাদের পূর্ববর্তীগণও (নবীগণকে) মিথ্যাবাদী বলিয়া অস্বীকার করিয়াছিল যাহার ফলে তাহাদের উপর এমন দিক হইতে আযাব আসিয়াছিল যাহা তাহারা অনুমানও করিতে পারে নাই।

فَاَذَاقَهُمُ اللّٰهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَكْبَرُ ۘ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ﴿٢٦﴾

২৭। সুতরাং আল্লাহ্ তাহাদিগকে ইহজীবনেও লাঞ্ছনা ভোগ করাইয়াছেন, এবং পরকালের আযাব হইবে গুরুতর, হায়! যদি তাহারা বুঝিত।

وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ﴿٢٧﴾

২৮। এবং নিশ্চয় আমরা এই কুরআনে মানবমণ্ডলীর জন্য সর্বপ্রকার দৃষ্টান্ত বর্ণনা করিয়াছি যেন তাহারা উপদেশ গ্রহণ করে।[২৫৭৪]

قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِيْ عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ﴿٢٨﴾

২৯। কুরআনকে আরবী ভাষায় বক্রতামুক্ত করিয়া (আমরা নাযেল করিয়াছি), যেন তাহারা তাক্ওয়া অবলম্বন করিতে পারে।

ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيْهِ شُرَكَآءُ مُتَشٰكِسُوْنَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِّرَجُلٍ ۭ هَلْ يَسْتَوِيٰنِ مَثَلًا ۭ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ۚ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٢٩﴾

৩০। আল্লাহ্ দৃষ্টান্ত বর্ণনা করিতেছেনঃ এক ব্যক্তির যাহার কয়েকজন এমন মালিক রহিয়াছে যাহারা পরস্পর মত বিরোধ রাখে এবং অপর এক ব্যক্তির যাহার মালিক পুরাপুরি এক-জনই। এই দুই জনের অবস্থা কি সমান হইতে পারে?[২৫৭৫] সকল প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য। কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই ইহা জানে না।

اِنَّكَ مَيِّتٌ وَّاِنَّهُمْ مَّيِّتُوْنَ ﴿٣٠﴾

৩১। নিশ্চয় তুমিও মরণশীল এবং তাহারাও নিশ্চয় মরণশীল।

ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُوْنَ ﴿٣١﴾ ع ٢ ١٧

৩২। অতঃপর নিশ্চয় কিয়ামত দিবসে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের সম্মুখে পরস্পর কলহ-বিবাদ করিবে।

৩ [১০] ১৭

২৫৭৪। চব্বিশ আয়াতে 'কুরআনের' যথার্থতা সম্বন্ধে যে যুক্তি দেওয়া হইয়াছে, এখানে সেই যুক্তিকে জোরদার করা হইয়াছে, এই বলিয়া যে, কুরআন মানুষের জন্য সর্বোত্তম বার্তা বহন করিয়া আনিয়াছে। মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সাধনের জন্য যে নীতিমালা ও যে শিক্ষাসমূহ প্রয়োজন, তাহা বিস্তারিতভাবে ও পূর্ণতমরূপে কুরআনে সবিশেষ বর্ণিত হইয়াছে। মানুষের জীবনকে সুন্দর, সাবলীল ও সুমহান করিবার সকল বিষয়াদি ও সকল সামগ্রী কুরআনের পাতায় বিশ্লেষিত হইয়াছে এবং বিশ্বাস ও কর্মক্ষেত্রে ইহা সকলের জন্য পথ-প্রদর্শক।

২৫৭৫। যাহারা বহু ঈশ্বরে বিশ্বাস করে, তাহারা ঐ ব্যক্তির ন্যায় যাহার অনেক প্রভু রহিয়াছে। এই প্রভুরা পরস্পর বিরোধী, ঝগড়াটে ও বদ মেযাজী। এক প্রভু বলে ডানে যাও, তো অপর প্রভু বলে বামে যাও। এমতাবস্থায়, ঐ ব্যক্তির অবস্থা যেমন অতীব শোচনীয় হয়, বহু দেব-দেবীর উপাসকদের অবস্থাও তেমনি শোচনীয় হয়। তাহারা কখন ঐ একেশ্বরবাদীর মত হইতে পারে না যে মাত্র একজনের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সেই একজনেরই সেবা করে।

فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللّٰهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ اِذْ جَآءَهٗ ؕ اَلَيْسَ فِىْ جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكٰفِرِيْنَ ﴿٣٢﴾

৩৩। অতএব ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা বড় যালেম কে যে আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে মিথ্যা বলে এবং সত্যকে,যখন উহা তাহার নিকট আসে, মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করে ? জাহান্নামে কি কাফেরদের জন্য আবাসস্থল নাই ?

وَالَّذِىْ جَآءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهٖٓ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ ﴿٣٣﴾

৩৪। এবং যে ব্যক্তি (আল্লাহ্‌র নিকট হইতে) সত্য আনে এবং যে ব্যক্তি উহার তস্‌দীক (সত্যায়ন) করে— তাহারাই মুত্তাকী।

لَهُمْ مَّا يَشَآءُوْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ؕ ذٰلِكَ جَزٰٓؤُا الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٣٤﴾

৩৫। তাহারা যাহা কিছু কামনা করিবে সব কিছু তাহাদের জন্য তাহাদের প্রতিপালকের সন্নিধানে মওজুদ থাকিবে; ইহাই সৎকর্মশীলগণের পুরস্কার,

لِيُكَفِّرَ اللّٰهُ عَنْهُمْ اَسْوَاَ الَّذِىْ عَمِلُوْا وَيَجْزِيَهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ الَّذِىْ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٣٥﴾

৩৬। যেন আল্লাহ্ তাহাদের কৃত-কর্মের অনিষ্টকে তাহাদের নিকট হইতে দূরীভূত করিয়া দেন এবং তাহাদের কৃত-কর্মের মধ্যে সর্বোত্তম কর্ম অনুযায়ী তাহাদিগকে তাহাদের পুরস্কার দান করেন।[২৫৭৬]

اَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدَهٗ ؕ وَيُخَوِّفُوْنَكَ بِالَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهٖ ؕ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ هَادٍ ﴿٣٦﴾

৩৭। আল্লাহ্ কি তাঁহার বান্দার জন্য যথেষ্ট নহেন ? তথাপি তাহারা তোমাকে তাঁহার পরিবর্তে লোকদের ভয় দেখায়। এবং যাহাকে আল্লাহ্ বিপথগামী সাব্যস্ত করেন— তাহার জন্য অন্য কেহ পথ-প্রদর্শক নাই।

وَمَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ مُّضِلٍّ ؕ اَلَيْسَ اللّٰهُ بِعَزِيْزٍ ذِى انْتِقَامٍ ﴿٣٧﴾

৩৮। এবং আল্লাহ্ যাহাকে পথপ্রদর্শন করেন— তাহার জন্য কেহই পথভ্রষ্টকারী হইতে পারে না। আল্লাহ্ কি মহা পরাক্রমশালী, প্রতিশোধ গ্রহণকারী নহেন ?

وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ ؕ قُلْ اَفَرَءَيْتُمْ مَّا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ اَرَادَنِىَ اللّٰهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كٰشِفٰتُ ضُرِّهٖٓ اَوْ اَرَادَنِىْ بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكٰتُ رَحْمَتِهٖ ؕ قُلْ

৩৯। এবং যদি তুমি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, 'কে আকাশসমূহ ও পৃথিবীকে সৃষ্টি করিয়াছেন ?' তাহারা নিশ্চয় বলিবে, 'আল্লাহ।'[২৫৭৭] তুমি বল, 'তোমরা কি ভাবিয়া দেখিয়াছ, আল্লাহ্‌র পরিবর্তে তোমরা যাহাদিগকে ডাক, আল্লাহ্ আমার অনিষ্ট করিতে চাহিলে, তাহারা কি তাঁহার অনিষ্টকে দূর করিতে পারিবে ? অথবা আল্লাহ্ আমাকে রহমত দান করিতে চাহিলে, তাহারা কি তাঁহার রহমতকে রোধ করিতে পারিবে ?'

২৫৭৬। বিশ্বাসীর প্রত্যেকটি ছোট-বড় সৎকর্মের জন্য পুরস্কার দেওয়া হইবে; সর্বোত্তম কাজগুলির জন্য সর্বোত্তম পুরস্কার তো আছেই। (আল্লাহ্‌তা'লার বদান্যতা অসীম)।

২৫৭৭। যদিও পৌত্তলিকগণ চিরাচরিত কুসংস্কারের প্রভাবে মিথ্যা দেব-দেবীর পূজা করে, তথাপি যখন যুক্তি দ্বারা তাহাদিগকে উত্তমরূপে বুঝাইয়া দেওয়া হয়, তখন তাহারাও স্বীকার করে এবং স্বীকার করিতে বাধ্য হয় যে, এই আকাশমালা ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা একজনই এবং সর্বপ্রকারের কর্তৃত্বও তাঁহারই।

তুমি বল, 'আল্লাহ্ আমার জন্য যথেষ্ট। তাঁহারই উপর নির্ভরশীলগণ নির্ভর করিয়া থাকে।'

حَسْبِيَ اللّٰهُ ؕ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُوْنَ ﴿٣٨﴾

৪০। তুমি বল, 'হে আমার জাতি! তোমরা নিজ নিজ সাধ্য অনুযায়ী কাজ করিতে থাক, আমিও (আমার সাধ্য অনুযায়ী কাজ) করিব, অতঃপর তোমরা শীঘ্রই জানিতে পারিবে,[২৫৭৮]

قُلْ يٰقَوْمِ اعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ اِنِّيْ عَامِلٌ ۚ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ﴿٣٩﴾

৪১। কাহার উপর সেই আযাব আসে, যাহা তাহাকে লাঞ্ছিত করে এবং কাহার উপর স্থায়ী আযাব আপতিত হয়?

مَنْ يَّاْتِيْهِ عَذَابٌ يُّخْزِيْهِ وَ يَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ ﴿٤٠﴾

৪২। নিশ্চয় আমরা মানবমণ্ডলীর কল্যাণের জন্য তোমার নিকট এই কিতাব সত্যসহ নাযেল করিয়াছি। অতএব যে ব্যক্তি সৎপথ অবলম্বন করে, বস্তুতঃ সে নিজেরই কল্যাণ সাধনে এইরূপ করে, এবং যে ব্যক্তি পথভ্রষ্ট হয়, বস্তুতঃ সে নিজেরই আত্মার ক্ষতি সাধনের জন্য পথভ্রষ্ট হয়।[২৫৭৯] এবং তুমি তাহাদের উপর অভিভাবক নহ।

اِنَّاۤ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ ۚ فَمَنِ اهْتَدٰى فَلِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَمَاۤ اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلٍ ﴿٤١﴾ ع ৪ [১০] ১

৪৩। আল্লাহ্ মানুষের রূহকে তাহাদের মৃত্যুর সময় কবয করিয়া থাকেন, এবং যাহাদের (এখনও) মৃত্যু হয় নাই (তাহাদের রূহকেও) তাহাদের নিদ্রাকালে (কবয করিয়া থাকেন)। অতঃপর যাহাদের জন্য মৃত্যুর ফয়সালা করেন তাহাদের রূহকে ধরিয়া রাখেন, এবং অন্যগুলিকে এক নির্দিষ্ট কালের জন্য ফিরাইয়া দেন।[২৫৮০] নিশ্চয় ইহাতে চিন্তাশীল জাতির জন্য অনেক নিদর্শন আছে।

اَللّٰهُ يَتَوَفَّى الْاَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَالَّتِيْ لَمْ تَمُتْ فِيْ مَنَامِهَا ۚ فَيُمْسِكُ الَّتِيْ قَضٰى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْاُخْرٰۤى اِلٰۤى اَجَلٍ مُّسَمًّى ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ﴿٤٢﴾

৪৪। তাহারা কি আল্লাহ্কে ছাড়িয়া শাফায়াতকারী দিগকে (সুপারিশকারী) ধরিয়াছে? তুমি বল, 'যদি তাহাদের কোন ক্ষমতা না থাকে, এবং তাহাদের কোন বুদ্ধিও না থাকে, তবুও কি (তাহারা এইরূপ করিবে)?[২৫৮১]

اَمِ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ شُفَعَآءَ ؕ قُلْ اَوَلَوْ كَانُوْا لَا يَمْلِكُوْنَ شَيْـًٔا وَّلَا يَعْقِلُوْنَ ﴿٤٣﴾

২৫৭৮। এই আয়াতে অবিশ্বাসীগণকে চ্যালেঞ্জ করিয়া বলা হইতেছে যে, তাহাদের সমস্ত ক্ষমতা, ধন-সম্পদ ও প্রভাব-প্রতিপত্তি খাটাইয়াও যদি তাহারা ইসলামকে ধ্বংস করার জন্য আগাইয়া আসে, তথাপি তাহারা কৃতকার্য হইতে পারিবে না। ইসলাম মানবতার শেষ আশা এবং চরম ভরসা স্থল। অতএব ইসলামের বিজয় অপ্রতিরোধ্য ও অবশ্যম্ভাবী।

২৫৭৯। মানুষ নিজেই তাহার ভাল-মন্দ ভাগ্য গড়িয়া তোলে, তাহা সৌভাগ্যই হউক বা দুর্ভাগ্যই হউক।

২৫৮০। মানুষের মৃত্যুর সাথে, তাহার আত্মা মরে না বা পচে না। আত্মাকে তাহার নশ্বর আবাস (মরণশীল-দেহ) হইতে পৃথক করিয়া অন্যত্র লইয়া যাওয়া হয় এবং সেখানে রক্ষিত অবস্থায় থাকে যাহাতে নির্দ্ধারিত সময় আসিলে সেই সংশ্লিষ্ট মানুষের কাজ-কর্মের হিসাব দান করিতে পারে।

২৫৮১। মানুষকে সাবধান করা হইতেছে যে, সে যেন এমন কোন কাজ না করে, যাহা তাহার অমর আত্মাকে কলুষিত করিতে পারে। সকল দুষ্কর্মের চরম দুষ্কর্ম হইল আল্লাহ্তা'লার সহিত কাহাকেও শরীক জ্ঞান করা।

قُلْ لِّلّٰهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيْعًا ؕ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿٤٤﴾

৪৫। তুমি বল, 'সকল প্রকার শাফায়াত (সুপারিশ) আল্লাহ্‌র ইখতিয়ারে রহিয়াছে;[২৫৮২] আকাশসমূহের ও পৃথিবীর আধিপত্য তাঁহারই। অতঃপর তাঁহারই দিকে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হইবে।'

وَاِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَحْدَهُ اشْمَاَزَّتْ قُلُوْبُ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ ۚ وَاِذَا ذُكِرَ الَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهٖۤ اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُوْنَ ﴿٤٥﴾

৪৬। এবং যখন আল্লাহকে স্মরণ করা হয় তাঁহাকে একক বলিয়া, তখন যাহারা পরকালের উপর ঈমান রাখে না তাহাদের অন্তরসমূহ ঘৃণায় সংকুচিত হয়, এবং যখন তিনি ছাড়া অন্যদের কথা উল্লেখ করা হয় অমনি তাহারা হর্ষোৎফুল্ল হয়।

قُلِ اللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ عٰلِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ اَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيْ مَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ﴿٤٦﴾

৪৭। তুমি বল, 'হে আল্লাহ্! আকাশসমূহ ও পৃথিবীর আদি স্রষ্টা, অদৃশ্য ও দৃশ্য সকল বিষয়ের পরিজ্ঞাতা; তুমিই তোমার বান্দাদের মধ্যে সেই সব বিষয়ের ফয়সালা করিবে যে সম্বন্ধে তাহারা মতভেদ করিতেছে।'

وَلَوْ اَنَّ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا وَّمِثْلَهٗ مَعَهٗ لَافْتَدَوْا بِهٖ مِنْ سُوْٓءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ وَبَدَا لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مَا لَمْ يَكُوْنُوْا يَحْتَسِبُوْنَ ﴿٤٧﴾

৪৮। এবং যাহা কিছু পৃথিবীতে আছে যদি যালেমগণ উহার সব কিছুর মালিক হইত, বরং উহার সঙ্গে তদনুরূপ আরও থাকিত, তাহা হইলে তাহারা নিশ্চয় উহা কিয়ামত দিবসে কঠোর আযাব হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য মুক্তি-পণস্বরূপ পেশ করিত; এবং আল্লাহ্‌র তরফ হইতে তাহাদের উপর এমন সবকিছু প্রকাশিত হইবে যাহা তাহারা কল্পনাও করে নাই।

وَبَدَا لَهُمْ سَيِّاٰتُ مَا كَسَبُوْا وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿٤٨﴾

৪৯। এবং তাহাদের অপকর্মের মন্দ ফল তাহাদের নিকট প্রকাশিত হইবে, এবং যে বিষয়ে তাহারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিত উহা তাহাদিগকে পরিবেষ্টন করিবে।

فَاِذَا مَسَّ الْاِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ۫ ثُمَّ اِذَا خَوَّلْنٰهُ نِعْمَةً مِّنَّا ۙ قَالَ اِنَّمَاۤ اُوْتِيْتُهٗ عَلٰى عِلْمٍ ؕ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٤٩﴾

৫০। এবং যখন মানুষকে কোন অনিষ্ট স্পর্শ করে তখন সে আমাদিগকে ডাকে। কিন্তু যখন আমরা তাহাকে আমাদের নিকট হইতে কোন নেয়ামত দিই, তখন সে বলে, 'ইহা তো আমাকে আমার জ্ঞানের কারণে দেওয়া হইয়াছে।'[২৫৮৩] না, বরং ইহা এক পরীক্ষা; কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই ইহা জানে না।

قَدْ قَالَهَا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَاۤ اَغْنٰى عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿٥٠﴾

৫১। তাহাদের পূর্ববর্তীগণও এইরূপ বলিত; কিন্তু তাহাদের অর্জিত সম্পদ তাহাদের কোন উপকারে আসে নাই।

২৫৮২। ৮৫ টীকা দেখুন।

২৫৮৩। মানুষের প্রকৃতি ইহাই যে, সে যখন বিপদগ্রস্ত হয় এবং কষ্টে পড়ে, তখন সে আল্লাহ্‌কে ডাকে ও তাঁহার কাছে প্রার্থনা করে। কিন্তু যখন সে প্রাচুর্যের মাঝে বাস করে, তখন সে আল্লাহ্‌তা'লাকে ভুলিয়া যায়। সে তখন মনে করিতে থাকে যে, তাহার জীবনের এই কৃতকার্যতা সে নিজের জ্ঞান, বুদ্ধিমত্তা ও কর্মশক্তি দ্বারা নিজেই অর্জন করিয়াছে। গম্ভীর ও বিশ্বস্ত ব্যক্তি আদৌ এরূপ করিতে পারে না।

فَاَصَابَهُمْ سَيِّاٰتُ مَا كَسَبُوْا ؕ وَالَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْ هٰٓؤُلَآءِ سَيُصِيْبُهُمْ سَيِّاٰتُ مَا كَسَبُوْا ۙ وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ﴿٥٢﴾

৫২। সুতরাং তাহাদের অপকর্মের মন্দ ফল তাহাদের উপর আপতিত হইল; এই সকল লোকের মধ্য হইতেও যাহারা যুলুম করিয়াছে তাহাদের উপর তাহাদের অপকর্মের মন্দ ফল অবশ্যই আপতিত হইবে; এবং তাহারা (আল্লাহ্‌কে) অক্ষম করিতে পারিবে না।

اَوَلَمْ يَعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَقْدِرُ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿٥٣﴾ ع ٥ [١١] ٢

৫৩। তাহারা কি জানে না যে, আল্লাহ্ যাহার জন্য চাহেন রিয্‌ককে প্রশস্ত করিয়া দেন এবং যাহার জন্য চাহেন সংকীর্ণ করিয়া দেন ? নিশ্চয় ইহার মধ্যে মো'মেন জাতির জন্য অনেক নিদর্শন আছে।

قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا ؕ اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ﴿٥٤﴾

৫৪। তুমি বল, 'হে আমার বান্দাগণ! যাহারা নিজেদের প্রাণের উপর অবিচার করিয়াছ, তোমরা আল্লাহ্‌র রহমত হইতে নিরাশ হইও না,[২৫৮৪] নিশ্চয় আল্লাহ্ সকল পাপ ক্ষমা করেন। নিশ্চয় তিনি অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়;

وَاَنِيْبُوْٓا اِلٰى رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُوْا لَهٗ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُوْنَ ﴿٥٥﴾

৫৫। এবং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের প্রতি ঝোঁক এবং তাহার নিকট আত্মসমর্পণ কর[২৫৮৫] তোমাদের উপর সেই আযাব আসিবার পূর্বে যাহা আসিবার পর তোমাদের কোন সাহায্য করা হইবে না;

وَاتَّبِعُوْٓا اَحْسَنَ مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَّاَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ ﴿٥٦﴾

৫৬। এবং তোমরা সর্বোত্তম শিক্ষার অনুসরণ কর যাহা তোমাদের প্রতি তোমাদের প্রতিপালকের তরফ হইতে নাযেল করা হইয়াছে, তোমাদের উপর অকস্মাৎ আযাব আসিবার পূর্বেই এমতাবস্থায় যে তোমরা বুঝিতে পারিবে না,'

اَنْ تَقُوْلَ نَفْسٌ يّٰحَسْرَتٰى عَلٰى مَا فَرَّطْتُّ فِيْ جَنْۢبِ اللّٰهِ وَاِنْ كُنْتُ لَمِنَ السّٰخِرِيْنَ ﴿٥٧﴾

৫৭। পাছে যেন কোন ব্যক্তি এইরূপ না বলে যে, 'আল্লাহ্ সম্বন্ধে আমি যে অবহেলা করিয়াছি উহার জন্য পরিতাপ! বস্তুতঃ আমি উপহাসকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম,'

اَوْ تَقُوْلَ لَوْ اَنَّ اللّٰهَ هَدٰىنِيْ لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ ﴿٥٨﴾

৫৮। অথবা পাছে কোন ব্যক্তি যেন না বলে যে, 'যদি আল্লাহ্ আমাকে হেদায়াত দিতেন তাহা হইলে নিশ্চয় আমি মুত্তাকীগণের অন্তর্ভুক্ত হইতাম;

২৫৮৪। এই আয়াতে পাপীদের জন্য আশা ও আনন্দের বাণী রহিয়াছে। হতাশা ও নৈরাশ্যবাদকে দূরে সরাইয়া, আশার বাণী শুনানো হইয়াছে। এই আয়াতে অশুভ চিন্তা, দুঃখবাদ ও মন্দবাদকে নিন্দনীয় ঘোষণা করা হইয়াছে, কেননা এইগুলি পাপকে লালন করে ও অকৃতকার্যতার জন্ম দেয়। কুরআনে বারংবার ঐশী করুণা ও ক্ষমার আশ্বাস দেওয়া হইয়াছে (৬ঃ৫৫, ৭ঃ১৫৭, ১২ঃ৮৮, ১৫ঃ৫৭, ১৮ঃ৫৯)। দুঃখিত ও ভারাক্রান্তদের জন্য ইহা অপেক্ষা বড় শান্তি ও সান্ত্বনার বাণী আর কি হইতে পারে!

২৫৮৫। পূর্ববর্তী আয়াতে পাপীগণকে আশা ও আনন্দের বাণী শুনানো হইয়াছে বটে, কিন্তু এই আয়াতে তাহাদিগকে সতর্ক করিয়া লক্ষ্য অর্জনের পথ ও পদ্ধতি বলিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, সেই আশ্বাস-বাণীর সুফল লাভ করিতে হইলে তাহাদিগকে ঐশী আইন (শরীয়াত) অনুসরণ করিয়া নিজেদের সৌভাগ্য নিজেদেরকেই রচনা করিতে হইবে।

اَوْ تَقُوْلَ حِيْنَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ اَنَّ لِيْ كَرَّةً فَاَكُوْنَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٥٩﴾

৫৯। অথবা যখন আযাবকে দেখিবে তখন যেন সে এইরূপ না বলে যে, 'যদি আমার জন্য (দুনিয়াতে) ফিরিয়া যাওয়া সম্ভব হইত, তাহা হইলে আমি সৎকর্মশীলগণের অন্তর্ভুক্ত হইতাম।'

بَلٰى قَدْ جَآءَتْكَ اٰيٰتِيْ فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٦٠﴾

৬০। (তখন তাহাকে বলা হইবে) 'নহে, বরং তোমার নিকট আমার নিদর্শনসমূহ আসিয়াছিল—তখন তুমি ঐগুলিকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলে এবং অহংকার করিয়াছিলে এবং কাফেরদের মধ্যে শামিল হইয়াছিলে।'[২৫৮৬]

وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ تَرَى الَّذِيْنَ كَذَبُوْا عَلَى اللّٰهِ وُجُوْهُهُمْ مُّسْوَدَّةٌ ؕ اَلَيْسَ فِيْ جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِيْنَ ﴿٦١﴾

৬১। এবং যাহারা আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে মিথ্যা বলিয়াছে, কিয়ামত দিবসে তুমি তাহাদিগকে দেখিতে পাইবে যে, তাহাদের মুখমণ্ডল কৃষ্ণবর্ণ। অহংকারীদের জন্য কি জাহান্নামে আবাসস্থল নাই?

وَيُنَجِّي اللّٰهُ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ ۫ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوْٓءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿٦٢﴾

৬২। এবং আল্লাহ্ মুত্তাকীগণকে তাহাদের সফলতাসহ উদ্ধার করিবেন, কোন অমঙ্গল তাহাদিগকে স্পর্শ করিবে না, এবং তাহারা দুঃখিতও হইবে না।

اَللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ۫ وَّهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ وَّكِيْلٌ ﴿٦٣﴾

৬৩। আল্লাহ্ সকল বস্তুর স্রষ্টা এবং তিনি সকল বিষয়ের উপর অভিভাবক।

لَهٗ مَقَالِيْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿٦٤﴾ ع ৬ [১১] ৩

৬৪। আকাশসমূহ ও পৃথিবীর চাবিসমূহ তাঁহারই হাতে আছে, এবং যাহারা আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করে তাহারাই ক্ষতিগ্রস্ত।

قُلْ اَفَغَيْرَ اللّٰهِ تَاْمُرُوْٓنِّيْٓ اَعْبُدُ اَيُّهَا الْجٰهِلُوْنَ ﴿٦٥﴾

৬৫। তুমি বল, হে জাহিলগণ! তোমরা কি আমাকে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাহারও ইবাদত করিতে আদেশ দিতেছ?

وَلَقَدْ اُوْحِيَ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ لَئِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿٦٦﴾

৬৬। অথচ আল্লাহ্‌র তরফ হইতে তোমার নিকট এবং তোমার পূর্ববর্তীদের নিকট ওহী করা হইয়াছিল যে, যদি তুমি শির্ক কর তাহা হইলে তোমার কর্ম বৃথা যাইবে এবং তুমি ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের অন্তর্ভুক্ত হইবে।'

بَلِ اللّٰهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِّنَ الشّٰكِرِيْنَ ﴿٦٧﴾

৬৭। বরং আল্লাহ্‌র ইবাদত কর এবং কৃতজ্ঞ বান্দাগণের মধ্যে শামিল হও।

২৫৮৬। পাপাসক্ত লোককে অনুতাপ করিবার ও আত্মসংশোধনের অনেক সুযোগ দেওয়া হইয়া থাকে। কিন্তু যখন সে ইচ্ছা পূর্বক বারংবার সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে, যখন তাহার পাপ-কর্ম ও অমিতাচার সকল সীমা ছাড়াইয়া যায় এবং তাহার হিসাব দিবার দিন সমুপস্থিত হইয়া পড়ে, তখন তাহার অনুতাপ ও আক্ষেপ আর কোন কাজে আসে না।

وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ ۖ وَالْاَرْضُ جَمِيْعًا قَبْضَتُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَالسَّمٰوٰتُ مَطْوِيّٰتٌۢ بِيَمِيْنِهٖ ؕ سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿٦٨﴾

৬৮। এবং তাহারা আল্লাহ্‌র (গুণাবলীর) যথাযথ মূল্যায়ন করিতে পারে নাই। এবং কিয়ামতের দিন সমগ্র পৃথিবী তাঁহার করায়ত্ত হইবে এবং আকাশসমূহ তাঁহার দক্ষিণ হস্তে গুটানো থাকিবে।[২৫৮৭] তিনি পবিত্র ও মহান, বস্তুতঃ তাহারা তাঁহার সহিত যাহাকে শরীক করে, উহা হইতে তিনি বহু উর্ধ্বে।

وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ اِلَّا مَنْ شَآءَ اللّٰهُ ؕ ثُمَّ نُفِخَ فِيْهِ اُخْرٰى فَاِذَا هُمْ قِيَامٌ يَّنْظُرُوْنَ ﴿٦٩﴾

৬৯। এবং যখন শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হইবে, তখন আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে যাহারা আছে তাহারা মূর্ছিত হইয়া পড়িবে, কেবল তাহারা ব্যতীত যাহাদিগকে আল্লাহ্ (বাদ রাখিতে) চাহিবেন। অতঃপর ইহাতে দ্বিতীয় বার ফুৎকার দেওয়া হইবে, তখন দেখ! সহসা তাহারা দণ্ডায়মান হইয়া (নিজেদের বিচারের জন্য) অপেক্ষমান হইবে।[২৫৮৮]

وَاَشْرَقَتِ الْاَرْضُ بِنُوْرِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتٰبُ وَجِايْٓءَ بِالنَّبِيّٖنَ وَالشُّهَدَآءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿٧٠﴾

৭০। এবং পৃথিবী তাহার প্রতিপালকের জ্যোতিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে এবং কিতাব সম্মুখে রাখিয়া দেওয়া হইবে এবং নবীগণকে এবং সাক্ষীগণকে উপস্থিত করা হইবে[২৫৮৯] এবং তাহাদের সকলের মধ্যে ন্যায়-সংগতভাবে সুবিচার করা হইবে এবং তাহাদের উপর অবিচার করা হইবে না।

وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ اَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُوْنَ ﴿٧١﴾ ع ٧ [٧] ٨

৭১। এবং প্রত্যেক ব্যক্তিকে যাহা সে করিয়াছে উহার পূর্ণ পরিমাণে প্রতিদান দেওয়া হইবে। এবং তাহারা যাহা কিছু করে তিনি উহা সর্বাধিক জানেন।

২৫৮৭। 'ইয়ামীন' ক্ষমতা ও শক্তির প্রতীক। এই বাক্যটি আল্লাহ্‌তা'লার অসীম শক্তি ও সর্বময় ক্ষমতার প্রতি ইঙ্গিত করিয়া বলিতেছে, আল্লাহ্‌র এই সব মহান গুণাবলীর প্রতি ইহা অপেক্ষা বড় অবমাননা আর কি হইতে পারে যে, মানুষ কাঠের মূর্তি, প্রস্তর ও অপর মানুষকে পূজা করে।

২৫৮৮। এই আয়াতটি পরজগতে পুনরুত্থান সম্বন্ধে বিবৃত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু যখন কোন ধর্ম-সংস্কারক (নবী-রসূল) আগমন করেন, তাঁহার অব্যবহিত পূর্বক্ষণে মানুষের আধ্যাত্মিক শোচনীয় ও হীনাবস্থার প্রতিও এই আয়াত আরোপিত হইতে পারে। সেই অর্থে, নবীর বা সংস্কারকের আবির্ভাবকে শিঙ্গা বাজানোর সাথে উপমা দেওয়া হইয়াছে। এই উপমার প্রেক্ষিতে 'মূর্ছিত হইয়া পড়িবে' কথার অর্থ এই দাঁড়াইবে যে, ধর্ম-সংস্কারকের আবির্ভাবের প্রাক্কালে মানুষের আধ্যাত্মিক অবস্থায় নিদ্রা, স্থবিরতা ও বন্ধ্যাত্ব বিরাজমান থাকে এবং 'দেখ! সহসা তাহারা দণ্ডায়মান হইয়া অপেক্ষমান হইবে' কথাগুলির অর্থ এই হইবে যে, সংস্কারকের আগমনের পর মানুষ জাগিয়া উঠিবে এবং সংস্কারকের প্রদর্শিত পথ সঠিক বলিয়া মানিবে ও অনুসরণ করিবে।

২৫৮৯। 'পৃথিবী উহার প্রতিপালকের জ্যোতিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে' এই বাক্যটি পরকালের উপর আরোপ করিলে, ইহার এই অর্থ হইবে যে, মানব-জীবনের রহস্যাবলী যাহা ইহ-জগতে আবৃত আছে, উহাদের আবরণ মুক্ত হইবে এবং মানুষের ভাল-মন্দ কাজের ফলাফল যাহা পৃথিবীতে গুপ্ত, অপ্রকাশিত ও দুর্বোধ্য ছিল, তাহা প্রকাশ্যভাবে দৃশ্যমান হইবে। আবার এই বাক্যটি যদি ধর্ম-সংস্কারক বিশেষতঃ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর উপর আরোপ করা হয়, তাহা হইলে ইহার মর্ম এই দাঁড়াইবে যে, হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর আগমনে সারা বিশ্ব ঐশী আলোকে উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে এবং যে আধ্যাত্মিক অন্ধকার তাঁহার আগমনের প্রাক্কালে জল-স্থলকে ছাইয়া ফেলিয়াছিল তাহা দূরীভূত হইয়া যাইবে। এই আয়াতের বাক্য 'নবীগণকে এবং অপরাপর সাক্ষীগণকে উপস্থিত করা হইবে' বলিতে মহানবী (সাঃ) ও তাঁহার অনুসারীগণকে বুঝাইতেছে, কেননা মহানবী (সাঃ)-এর ব্যক্তিত্বে একাধারে সকল নবীর প্রকাশ ঘটিয়াছে। তিনি সকল নবীর প্রতীক ও প্রতিনিধি। তাঁহার সত্যিকার অনুসারীরা সাক্ষীর মর্যাদায় ভূষিত। কেননা তাহাদিগকে মানবমণ্ডলীর উপর সাক্ষ্যদানের মর্যাদা দেওয়া হইয়াছে (২ঃ১৪৪)।

وَسِيْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِلٰى جَهَنَّمَ زُمَرًا ؕ حَتّٰٓى اِذَا جَآءُوْهَا فُتِحَتْ اَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَآ اَلَمْ يَاْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَتْلُوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُوْنَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا ؕ قَالُوْا بَلٰى وَلٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ﴿٧٢﴾

৭২। এবং কাফেরদিগকে দলে দলে জাহান্নামের দিকে হাঁকাইয়া লইয়া যাওয়া হইবে, এমন কি যখন তাহারা ইহার নিকট উপস্থিত হইবে তখন ইহার দ্বারগুলি খুলিয়া দেওয়া হইবে এবং ইহার প্রহরীগণ তাহাদিগকে বলিবে, 'তোমাদের নিকট কি তোমাদের মধ্য হইতে রসূলগণ আসেন নাই যাঁহারা তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের আয়াতসমূহ পাঠ করিয়া শুনাইতেন এবং তোমাদিগকে তোমাদের এই দিনের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সতর্ক করিতেন ?' তাহারা বলিবে, 'হ্যাঁ অবশ্যই; কিন্তু কাফেরদের উপর আযাবের বাক্য (যাহা পূর্ণ হওয়া অবধারিত ছিল) পূর্ণ হইল ।'

قِيْلَ ادْخُلُوْٓا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ ﴿٧٣﴾

৭৩। তাহাদিগকে বলা হইবে, 'তোমরা জাহান্নামের দ্বারসমূহে প্রবেশ কর, তথায় তোমরা দীর্ঘকাল অবস্থান করিবে । অতএব অহংকারীদের আবাসস্থল অতীব মন্দ ।'

وَسِيْقَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ اِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا ؕ حَتّٰٓى اِذَا جَآءُوْهَا وَفُتِحَتْ اَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوْهَا خٰلِدِيْنَ ﴿٧٤﴾

৭৪। এবং যাহারা তাহাদের প্রতিপালকের তাক্ওয়া অবলম্বন করিত তাহাদিগকে দলে দলে জান্নাতের দিকে হাঁকাইয়া লইয়া যাওয়া হইবে, এমনকি যখন তাহারা উহার নিকট উপস্থিত হইবে, এবং উহার দ্বারগুলি খুলিয়া দেওয়া হইবে এবং উহার প্রহরীগণ তাহাদিগকে বলিবে, 'তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হউক, তোমরা সুখী হও,[২৫৯০] অতএব তোমরা ইহাতে চিরকাল অবস্থান করিবার জন্য প্রবেশ কর ।'

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ صَدَقَنَا وَعْدَهٗ وَاَوْرَثَنَا الْاَرْضَ نَتَبَوَّاُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَآءُ ۚ فَنِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ ﴿٧٥﴾

৭৫। এবং তাহারা বলিবে, 'সকল প্রসংশা আল্লাহ্‌র জন্য, যিনি আমাদের সহিত কৃত তাঁহার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করিয়াছেন এবং যিনি আমাদিগকে এই জগতের উত্তরাধিকারী করিয়াছেন, আমরা জান্নাতের যেখানে ইচ্ছা অবস্থান করিব ।' বস্তুতঃ সৎকর্মশীলগণের প্রতিদান কতই না উত্তম !

وَتَرَى الْمَلٰٓئِكَةَ حَآفِّيْنَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ ۚ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيْلَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٧٦﴾ ع ٨ ٥

৭৬। এবং তুমি ফিরিশ্তাগণকে আরশের চতুর্দিকে সারিবদ্ধ অবস্থায় দেখিবে, যাহারা তাহাদের প্রতিপালকের প্রশংসাসহ পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করিতেছে[২৫৯১] এবং তাহাদের সকলের মধ্যে ন্যায়-সঙ্গতভাবে সুবিচার করা হইবে এবং বলা হইবে যে, 'সকল প্রসংশা আল্লাহ্‌র জন্য যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক ।'

৮ [৫] ৫

২৫৯০। 'তিব্তুম' অর্থ "যেহেতু তোমরা ভাল কাজ করিয়া পবিত্র জীবন যাপন করিয়াছিলে" হইতে পারে ।

২৫৯১। বিচারের দিন আল্লাহ্তা'লার গুণাবলী পূর্ণতমভাবে সকলের কাছে উদ্ভাসিত ও প্রকাশিত হইবে । ফিরিশ্তারা কর্তব্যরত অবস্থায় আল্লাহ্তা'লার প্রশংসা-গীতি গাহিতে থাকিবে । ইহার অন্য অর্থ এই হইতে পারে (রূপক হিসাবে) যে, আল্লাহ্তা'লার একত্ব (তওহীদ) সারা আরবদেশে প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং তাঁহার সত্যিকার ধার্মিক বান্দাগণ ও আকাশের ফিরিশ্তাগণ তাঁহার প্রশংসা-গাঁথায় আকাশ ও পৃথিবী মুখরিত করিয়া তুলিবে ।

৪০-সূরা আল্ মো'মেন
(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণ হওয়ার সময় ও প্রসংগ

এই সূরা এবং পরবর্তী কয়েকটি সূরা এমনইভাবে এক পর্যায়ভুক্ত যে, এই সূরাগুলি, সংকেতাক্ষর 'হা মীম্' দ্বারা আরম্ভ হইয়াছে । এই সূরাগুলি পরস্পরের কাছাকাছি সময়ে অবতীর্ণ হইয়াছে এবং কুরআনের অবতরণ বিষয় নিয়া সূরাগুলি শুরু করা হইয়াছে । হযরত ইব্নে আব্বাস ও ইকরিমার মতে সূরাগুলি মক্কাতে ঐ সময়ে অবতীর্ণ হইয়াছিল যখন ইসলামের বিরোধিতা তীব্র সঙ্গবদ্ধ ও ভীষণ রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল (আয়াত-৫৬,৭৮) এবং হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর শত্রুরা তাঁহার প্রাণ নাশের চেষ্টায় রত ছিল (আয়াত-২৯)। এই গ্রুপের শেষ সূরার সমাপ্তির দিকে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে সান্ত্বনা ও প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে যে, শীঘ্রই তাঁহার এবং শত্রুগণের মধ্যে, আল্লাহ্তা'লা উপযুক্ত বিচার ও ঐশী মীমাংসা সম্পাদন করিবেন । অন্ধকারাচ্ছন্ন, কুচক্রী শত্রু-শক্তি ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া যাইবে । দেব-দেবীর উপাসনা সারা আরবদেশ হইতে নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে এবং সমগ্র দেশ অতি শীঘ্রই একমাত্র আল্লাহ্র উপাসনা ও প্রশংসায় মুখরিত হইয়া উঠিবে । আলোচ্য সূরাটি এই শুভ কথা বলিয়া আরম্ভ হইয়াছে যে, সর্বশক্তিমান ও সুমহান আল্লাহ্ এই উদ্দেশ্যে কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছেন যাহাতে তাঁহার মহিমা ও পবিত্রতা পৃথিবী ব্যাপী প্রতিষ্ঠিত হয় এবং অবিশ্বাস তিরোহিত হইয়া যায় ।

বিষয়-বস্তু

উপরে বলা হইয়াছে যে, এই সূরা একটি সুদৃঢ় ঘোষণার মাধ্যমে আরম্ভ হইয়াছে। ঘোষণাটি এই যে, সময় সমুপস্থিত হইয়াছে যখন মিথ্যার উপর সত্য জয় লাভ করিবে, অধর্মের উপর ধর্ম বিজয়ী হইবে এবং প্রচলিত মূর্তিপূজার স্থলে এক আল্লাহ্র উপাসনা ও প্রশংসা-গীতি প্রতিষ্ঠিত হইবে । এই পূর্ণতম পরিবর্তন 'কুরআনের' দ্বারা সুসম্পন্ন হইবে । সত্যের শত্রুরা প্রাণপণ চেষ্টা করিবে, এমনকি তাহাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করিবে যাহাতে অঙ্কুরেই ইসলামকে নির্মূল করিয়া দিতে পারে । কিন্তু তাহাদের এই অভিসন্ধি ও প্রচেষ্টা কোন কাজে আসিবে না । নবী করীম (সাঃ)-কে আশ্বাস দেওয়া হইল, তিনি যেন কাফেরদের বাহ্যিক ধন-বল, জন-বল ও শক্তির আড়ম্বর দেখিয়া প্রতারিত বা বিভ্রান্ত না হন, কেননা এত কিছু থাকা সত্ত্বেও তাহারা নিশ্চিতভাবে পরাজিত হইবে । নবী করীম (সাঃ)-কে আরো বলা হইল যে, তাঁহার প্রতিপক্ষ কাফেরগণই প্রথম ও একমাত্র সত্য-বিরোধী জাতি নয় । তাহাদের পূর্বে আরও বহু জাতি গত হইয়াছে যাহারা তাহাদের কাছে আগত নবীগণকে হত্যা করার চেষ্টা করিয়াছিল এবং এইভাবে ঐ নবীগণের উদ্দেশ্যকে বানচাল করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাইয়াছিল । কিন্তু আল্লাহ্তা'লার শাস্তি আসিয়া তাহাদিগকেই ধ্বংস করিয়া দিল । তেমনিভাবে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর শত্রুগণকেও আল্লাহ্তা'লার শাস্তি আসিয়া ঘিরিয়া ফেলিবে । অতঃপর মূসা (আঃ)-এর শত্রুদের পরিণতির উদাহরণ দিয়া বলা হইয়াছে যে, নবী করীম (সাঃ)-এর শত্রুদেরও একইরূপ দুঃখজনক পরিণতি ঘটিবে । মূসা (আঃ) ফেরাউনকে যখন সত্য গ্রহণের আহ্বান জানাইলেন, ফেরাউন তাহা প্রত্যাখ্যান করিল । তখন ফেরাউনের গৃহের একজন 'বিশ্বাসী' ব্যক্তি অত্যন্ত জোরালো ও যুক্তি-পূর্ণ বক্তৃতা দিয়া ফেরাউনের জাতিকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন যে, মূসার মত লোককে হত্যা করার চেষ্টা করা ঠিক হইবে না, কেননা ইহা কোন দোষের ব্যাপার বা অপরাধ নয় যে, তিনি একমাত্র আল্লাহ্কেই তাঁহার প্রভু মনে করেন । বরং মূসা (আঃ)-এর এই বিশ্বাসের পিছনে অকাট্য যুক্তি ও শক্তিশালী প্রমাণ রহিয়াছে । সেই ব্যক্তি তাহাদিগকে সাবধান করিয়া বলিলেন যে, তাহারা যেন তাহাদের ধন, ক্ষমতা ও জাগতিক সম্পদের উপর নির্ভর করিয়া, ভুল পথে পা না বাড়ায়, কেননা এইগুলি অতি-অস্থায়ী বস্তু । দুঃখের বিষয়, ঐ ব্যক্তির সৎ ও সরল উপদেশ দ্বারা উপকৃত হওয়া দূরে থাকুক, ফেরাউন বরং ঐ ব্যক্তির কথাকে হাসি-বিদ্রূপ করিয়া উড়াইয়া দিল । অতঃপর এই সূরা একটি অমোঘ ঐশী আইনের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ পূর্বক বলিতেছে যে, আল্লাহ্তা'লার সাহায্য ও সহায়তা সর্বকালেই তাঁহার প্রেরিত পুরুষগণের সাথে ও তাঁহাদের অনুসারীদের সাথে রহিয়াছে ও থাকিবে এবং অবিশ্বাসীগণ চিরদিন ব্যর্থতার যে গ্লানি বহন করিয়া আসিয়াছে, দুনিয়ার শেষ দিন পর্যন্ত সেই ব্যর্থতাই তাহাদের ভাগ্যে জুটিতে থাকিবে । ঐশী নিয়ম প্রত্যেক নবীর সময়েই কার্যকর হইয়াছে এবং মহানবী (সাঃ)-এর ক্ষেত্রে এই নিয়ম সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বলরূপে কার্যকর হইবে । অতঃপর অবিশ্বাসীদিগকে বলা হইয়াছে যে, মহানবী (সাঃ)-এর দাবীকে প্রত্যাখ্যান করার কোন কারণই তাহাদের হাতে নাই । তাঁহার আগমন এমন অভিনব কিছু নহে; প্রাকৃতিক মর্ত্যলোকে যেমন রাত্রির পরে দিন আসে, তেমনি আধ্যাত্মিক জগতেও নৈতিক অধঃপতনের পরে পরেই আধ্যাত্মিক পুনর্জাগরণের সূচনা হইয়া থাকে । ইহাই প্রাকৃতিক বিধি ও আল্লাহ্তা'লার সাধারণ নিয়ম । যেহেতু এই বিশ্ব আধ্যাত্মিকভাবে মৃতপ্রায় হইয়া গিয়াছিল, সেইহেতু আল্লাহ্তা'লা ইহাতে নতুন জীবন সঞ্চার করিবার জন্য মহানবী (সাঃ)-কে যথা সময়ে পাঠাইয়াছেন । এরপর সূরাটি এইকথা বলিয়া সমাপ্তি টানিতেছে যে, আল্লাহ্তা'লা মানুষের শারীরিক প্রয়োজনাদি মিটাইবার জন্য কত বড় রকমের ব্যবস্থাদি করিয়াছেন । অতএব তিনি তাহাদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক প্রয়োজন মিটাইবার ব্যবস্থা করিবেন না, তাহা চিন্তা করা যায় না । তিনি স্মরণাতীত কাল হইতে মানুষের আধ্যাত্মিক প্রয়োজনসমূহ মিটাইয়া আসিয়াছেন । তিনি তাঁহার রসূল ও নবীগণকে পৃথিবীতে পাঠাইয়া আসিতেছেন, যাহারা মানুষকে আল্লাহ্র দিকে আহ্বান করিয়া থাকেন এবং আল্লাহ্র সাথে মানুষের সম্পর্ক

স্থাপন করেন । মানুষ তাহার প্রকৃত প্রভু ও প্রকৃত স্রষ্টাকে তাঁহাদের মাধ্যমেই চিনিতে পারে । কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, অন্ধকারের সন্তানেরা নিজেদের নির্বুদ্ধিতা ও অকৃতজ্ঞতার কারণে ঐসব প্রেরিত মহাপুরুষকে যুগে যুগে অস্বীকার করিয়া আসিয়াছে এবং আল্লাহ্তা'লার অসন্তুষ্টি অর্জন করিয়াছে ।

سُوْرَةُ الْمُؤْمِنِ مَكِّيَّةٌ

৪০-সূরা আল্ মো'মেন

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ইহাতে ৮৬ আয়াত এবং ৯ রুকূ আছে ।

১। আল্লাহ্র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝١

২। হা মীম্ ।[২৫৯২]

حٰمٓ ۝٢

৩। এই কামিল কিতাব নাযেল হইয়াছে মহা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞানী আল্লাহ্র তরফ হইতে,

تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ۝٣

৪। যিনি পাপ ক্ষমাকারী, তওবা গ্রহণকারী, কঠোর শাস্তিদাতা, পরম দানশীল ।[২৫৯৩] তিনি ব্যতীত কোন মা'বূদ নাই । তাঁহারই নিকট প্রত্যাবর্তন ঘটিবে ।

غَافِرِ الذَّنْۢبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيْدِ الْعِقَابِ ۙ ذِى الطَّوْلِ ؕ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ اِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ۝٤

৫। যাহারা অস্বীকার করিয়াছে, তাহারা ব্যতীত আর কেহই আল্লাহ্র আয়াতসমূহ সম্বন্ধে বিতর্ক করে না । সুতরাং (স্বাধীনভাবে) নগরে নগরে তাহাদের পরিভ্রমণ যেন[২৫৯৪] তোমাকে প্রতারিত না করে ।

مَا يُجَادِلُ فِيْٓ اٰيٰتِ اللّٰهِ اِلَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَلَا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِى الْبِلَادِ ۝٥

৬। তাহাদের পূর্বে নূহের জাতি এবং তাহাদের পরে অনেক অনেক দল (আমাদের নিদর্শনাবলীকে) মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল এবং প্রত্যেক জাতিই তাহাদের রসূলগণকে গ্রেপ্তার করিবার সংকল্প করিয়াছিল এবং মিথ্যা দলীল-প্রমাণ দ্বারা বাক-বিতণ্ডা করিয়াছিল যেন তাহারা উহার দ্বারা সত্যকে স্থানচ্যুত করিয়া নিষ্ফল করিতে পারে । ফলে আমরা তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিলাম, সুতরাং (দেখ) আমার শাস্তি কেমন (ভয়াবহ) হইয়াছিল !

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ وَّالْاَحْزَابُ مِنْۢ بَعْدِهِمْ ۖ وَهَمَّتْ كُلُّ اُمَّةٍۭ بِرَسُوْلِهِمْ لِيَاْخُذُوْهُ وَجٰدَلُوْا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوْا بِهِ الْحَقَّ فَاَخَذْتُهُمْ ۖ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ۝٦

২৫৯২। 'হা মীম্' অক্ষর দুইটি দ্বারা আল্লাহ্তা'লার দুইটি গুণ হামীদ, মজীদ, (প্রশংসা ও সম্মানের অধিকারী) বুঝাইয়া থাকিবে অথবা 'হাইয়্যুন, কাইয়্যুমুন' (চিরঞ্জীব-চিরস্থায়ী) বুঝাইয়া থাকিবে । এই উভয় প্রকারের গুণাবলীর সহিত এই সূরায় বর্ণিত বিষয়াবলীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে । ইহাতে আল্লাহ্তা'লার সম্মান, মহিমা, দীপ্তি, সর্বময় ক্ষমতাগুণের উল্লেখ বারংবার করা হইয়াছে এবং প্রথম কয়েকটি আয়াতের মধ্যেই উপরোক্ত গুণাবলী প্রকাশক 'আরশ' শব্দটি দুইবার ব্যবহার করা হইয়াছে । দ্বিতীয় বিষয়টি হইল, একটি আধ্যাত্মিকতা-বিহীন মৃত জাতির আধ্যাত্মিক পুনর্জাগরণ ও নব-জীবন লাভ । হাইয়্যু ও 'কাইয়্যুম' শব্দ দুইটির সম্পর্ক এই বিষয়টির সহিত জড়িত । এজন্যই সংক্ষিপ্তাকারের 'হা মীম্' এই সূরার প্রারম্ভে ব্যবহৃত হইয়াছে । ইহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, এই সূরা ও পরবর্তী ছয়টি সূরা মিলিয়া একটি বিশেষ গ্রুপ গঠন করিয়াছে । এই গ্রুপের প্রত্যেকটি সূরা 'হা মীম্' সংকেত দ্বারা শুরু হইয়াছে । ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, সূরাগুলির বিষয়-বস্তুর মধ্যে একটা প্রগাঢ় সম্পর্কে রহিয়াছে ।

২৫৯৩। তাউল অর্থ দয়া-দাক্ষিণ্য, বদান্যতা, শ্রেষ্ঠত্ব, সীমাহীন প্রাচুর্য, ক্ষমতা, ধন-সম্পদ, উন্নতি (লেইন) ।

২৫৯৪। বিশ্বাসীদিগকে বলা হইতেছে যে, অবিশ্বাসীদের জাঁকজমক ও জাগতিক ক্ষমতার চাকচিক্য যেন তাহাদিগকে বিভ্রান্ত না করে, এইসব বস্তুগত চাকচিক্য বেশী দিন থাকিবে না ।

وَكَذٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنَّهُمْ اَصْحٰبُ النَّارِ ۝٧

৭। এবং এইভাবে তোমার প্রতিপালকের বাক্য কাফেরদের সম্বন্ধে পূর্ণ হইয়াছে যে, তাহারা আগুনের অধিবাসী।

اَلَّذِيْنَ يَحْمِلُوْنَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهٗ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُوْنَ بِهٖ وَيَسْتَغْفِرُوْنَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۚ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَّعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِيْنَ تَابُوْا وَاتَّبَعُوْا سَبِيْلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ ۝٨

৮। যাহারা 'আরশকে' বহন করে [২৫৯৫] এবং যাহারা উহার চতুষ্পার্শ্বে আছে, তাহারা তাহাদের প্রতিপালকের প্রশংসাসহ পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং তাঁহার উপর ঈমান রাখে এবং যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে (এই বলিয়া যে,) 'হে আমাদের প্রতিপালক ! তুমি প্রত্যেক বস্তুকে নিজ করুণা ও জ্ঞান দ্বারা পরিবেষ্টন করিয়া রাখিয়াছ। সুতরাং যাহারা তওবা করে এবং তোমার পথ অনুসরণ করে, তুমি তাহাদিগকে ক্ষমা কর, এবং দোযখের আযাব হইতে রক্ষা কর;

رَبَّنَا وَاَدْخِلْهُمْ جَنّٰتِ عَدْنِ ِالَّتِيْ وَعَدْتَّهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَآئِهِمْ وَاَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ ۭ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝٩

৯। হে আমাদের প্রতিপালক ! তুমি তাহাদিগকে চিরস্থায়ী জান্নাতে দাখিল কর, যাহার প্রতিশ্রুতি তুমি তাহাদিগকে দান করিয়াছ, এবং তাহাদের পিতৃপুরুষগণ, তাহাদের সহধর্মিণীগণ [২৫৯৬] এবং তাহাদের সন্তান-সন্ততিগণের মধ্যে যাহারা সৎকর্ম করিয়াছে তাহাদিগকেও (জান্নাতে দাখিল কর)। নিশ্চয় তুমিই মহা পরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়;

وَقِهِمُ السَّيِّاٰتِ ۭ وَمَنْ تَقِ السَّيِّاٰتِ يَوْمَىِٕذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهٗ ۭ وَذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝١٠ ع ١٠ ٦

১০। এবং তুমি তাহাদিগকে সকল অনিষ্ট হইতে রক্ষা কর, বস্তুতঃ তুমি যাহাকে সেই দিন অনিষ্টসমূহ হইতে রক্ষা করিবে তাহার প্রতি তুমি নিশ্চয় দয়া করিবে; এবং ইহাই প্রকৃত পক্ষে মহা সফলতা।'

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ اللّٰهِ اَكْبَرُ مِنْ مَّقْتِكُمْ اَنْفُسَكُمْ اِذْ تُدْعَوْنَ اِلَى الْاِيْمَانِ فَتَكْفُرُوْنَ ۝١١

১১। যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহাদিগকে (সেদিন) ডাকিয়া বলা হইবেঃ 'তোমাদের আত্মার প্রতি তোমাদের ঘৃণা অপেক্ষা (তোমাদের প্রতি) আল্লাহ্‌র ঘৃণা বৃহত্তর; (স্মরণ কর) যখন তোমাদিগকে ঈমানের দিকে আহ্বান করা হইত তখন তোমরা অস্বীকার করিতে।' [২৫৯৭]

২৫৯৫। 'আরশ' শব্দ দ্বারা আল্লাহ্‌তা'লার ঐসব গুণাবলীকে বুঝায়, যাহা একান্তভাবেই তাঁহার, যাহা অন্য কোন প্রাণী বা মানুষের মাঝে সামান্য পরিমাণে পাওয়া যাইবে না (৯৮৬,১২৩৩ টীকাদ্বয় দ্রষ্টব্য)। 'যাহারা আরশকে বহন করে' এই কথাগুলির অর্থ দাঁড়াইতেছে ঃ ঐ সকল সত্তা বা ব্যক্তিবর্গ যাঁহাদের মাধ্যমে ঐ সকল গুণাবলী প্রকাশিত হয়। যেহেতু প্রাকৃতিক নিয়ম-কানুন ফিরিশ্‌তাদের দ্বারা পরিচালিত হয় এবং যেহেতু নবীগণের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র বাণী মানুষের কাছে পৌঁছাইয়া থাকে, অতএব আল্লাহ্‌তা'লার "আরশ-বহনকারী" বলিতে ফিরিশ্‌তা এবং নবীগণকে বুঝাইতে পারে এবং 'যাহারা ইহার (আরশের) চতুষ্পার্শ্বে আছে" বলিতে ঐসব অধীনস্থ ফিরিশ্‌তা যাহারা বড় বড় ফিরিশ্‌তাগণের কাজে সাহায্য করেন, তাহাদিগকে বুঝাইতে পারে অথবা নবীগণের সত্যিকারের অনুসারীগণ, যাহারা আল্লাহ্‌র বাণী ও নবীগণের শিক্ষাকে সর্বসাধারণের মাঝে প্রচার করিয়া থাকেন, তাহাদিগকে বুঝাইতে পারে। (দেখুন টীকা ৯৮৬)।

২৫৯৬। এই আয়াতটিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি বিবৃত হইয়াছে। এই পৃথিবীতে একাকী কোন কাজ সম্পাদন বা কোন কৃতকার্যতা অর্জন সম্ভব নহে। এতে জানা-অজানা আরও অনেকের অবদান থাকে, প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে। কৃতকার্যতা অর্জনে বা কর্ম সম্পাদনে প্রাথমিক

২৫৯৭ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

قَالُوْا رَبَّنَآ اَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَاَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوْبِنَا فَهَلْ اِلٰى خُرُوْجٍ مِّنْ سَبِيْلٍ ﴿١١﴾

১২। তাহারা বলিবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক ! তুমি আমাদিগকে দুইবার মৃত্যু দিয়াছ,[২৫৯৮] দুইবার আমাদিগকে জীবিত করিয়াছ; অতএব আমরা আমাদের অপরাধ স্বীকার করিতেছি। সুতরাং নিষ্কৃতি লাভের কি কোন পথ আছে ?'

ذٰلِكُمْ بِاَنَّهٗٓ اِذَا دُعِىَ اللّٰهُ وَحْدَهٗ كَفَرْتُمْ ۚ وَاِنْ يُّشْرَكْ بِهٖ تُؤْمِنُوْا ۭ فَالْحُكْمُ لِلّٰهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيْرِ ﴿١٢﴾

১৩। (তাহাদিগকে বলা হইবে) 'তোমাদের এইরূপ অবস্থা এই কারণে যে, যখন আল্লাহ্‌কে ডাকা হইত, তাঁহাকে একক বলিয়া তখন তোমরা অস্বীকার করিতে, কিন্তু যখন তাঁহার সহিত কোন শরীক স্থির করা হইত তখন তোমরা ঈমান আনিতে। অতএব (এখন প্রকাশ হইয়া গেল যে) সকল আদেশ একমাত্র আল্লাহ্‌র ইখতিয়ারে, যিনি অতি উচ্চ এবং অতি মহান।

هُوَ الَّذِىْ يُرِيْكُمْ اٰيٰتِهٖ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ رِزْقًا ۭ وَمَا يَتَذَكَّرُ اِلَّا مَنْ يُّنِيْبُ ﴿١٣﴾

১৪। তিনিই তোমাদিগকে নিজ নিদর্শনাবলী দেখান এবং তোমাদের জন্য আকাশ হইতে রিয্‌ক[২৫৯৯] নাযেল করেন; কিন্তু উপদেশ কেবল ঐ ব্যক্তিই গ্রহণ করে যে (আল্লাহ্‌র দিকে) ঝুঁকে।

فَادْعُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ ﴿١٤﴾

১৫। অতএব তোমরা আল্লাহ্‌কে ডাক—আনুগত্যকে একমাত্র তাঁহারই জন্য বিশুদ্ধ করিয়া, যদিও কাফেররা ইহাকে অপসন্দ করুক না কেন।

رَفِيْعُ الدَّرَجٰتِ ذُو الْعَرْشِ ۚ يُلْقِى الرُّوْحَ مِنْ اَمْرِهٖ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ ﴿١٥﴾

১৬। তিনি মর্যাদায় অতি উচ্চ, আরশের অধিপতি।[২৬০০] তিনি তাঁহার বান্দাগণের মধ্য হইতে যাহার উপর চাহেন নিজ আদেশে-বাণী অবতীর্ণ করেন যেন সে (লোকদিগকে) পরস্পর সাক্ষাতের দিন সম্পর্কে সতর্ক করে।

ভাবে যাহাদের সাহায্য বিজড়িত থাকে, তাহারা হইল পিতা-মাতা ও স্ত্রী-পুত্রগণ। সেইজন্য, এই নিকটতম আত্মীয়রাও সৎকর্মশীল বিশ্বাসী ব্যক্তিগণের উপর বর্ষিত নেয়ামতসমূহ উপভোগে অংশীদার হইবে।

২৫৯৭। ইহা মানুষের স্বাভাবিক প্রকৃতি যে, যখন সে তাহার অপকর্মের জন্য সাজা প্রাপ্তির সম্মুখীন হয়, তখন সে নিজেকে ধিক্কার দিতে থাকে। অবিশ্বাসীগণকে বলা হইতেছে যে, তাহারা যখন শাস্তির মুখামুখী হইবে তখন তাহারাও নিজেদের প্রতি বিরক্ত হইবে। কিন্তু কৃপাময়, দয়াশীল আল্লাহ্‌তা'লা ইহার চাইতেও বেশী বিরক্ত হইয়াছিলেন যখন তাহারা আল্লাহ্‌র প্রেরিত বাণীকে অবজ্ঞা প্রদর্শন করতঃ অস্বীকার করিয়াছিল এবং তাঁহার প্রেরিত পুরুষকে বিরোধিতা বশতঃ অত্যাচার করিয়াছিল।

২৫৯৮। জন্মের পূর্বাবস্থার অনস্তিত্ব এক প্রকারের মৃত্যু এবং এই জীবনের অবসান মানুষের দ্বিতীয় মৃত্যু। জন্ম ও পুনরুত্থান দুইটি জীবন বিশেষ।

২৫৯৯। দৈহিক ও আধ্যাত্মিক এই উভয় প্রকারের খাদ্যই আকাশ হইতে আসে। পানি, যাহার উপর সর্ব প্রকারের জীব ও জীবন নির্ভরশীল, তাহাও আকাশ হইতেই আসে। তেমনিভাবে ঐশী-বাণী, যাহার উপর আধ্যাত্মিক জীবন নির্ভরশীল, তাহাও আকাশ হইতেই আসিয়া থাকে।

২৬০০। "যুল্‌আরশ" (আরশের অধিপতি), "যুর্ রহমত" (করুণার অধিপতি)-এর মতই একটি বচন। সাধারণ মানুষের ভুল ধারণা রহিয়াছে যে, "আরশ্" একটি জড় বস্তু। এই বচন দ্বারা ঐ ভুল ধারণা নাকচ হইয়া যায়।

১৭। সেদিন তাহারা বাহির হইয়া পড়িবে, তখন আল্লাহ্‌র নিকট তাহাদের কোন কিছু গোপন থাকিবে না। আজ সর্বাধিপত্য কাহার জন্য? এক, প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ্‌র জন্য।

يَوْمَ هُمْ بٰرِزُوْنَ ۚ لَا يَخْفٰى عَلَى اللّٰهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ ؕ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ؕ لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴿١٧﴾

১৮। আজ প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার কৃত-কর্মের প্রতিফল দেওয়া হইবে। আজ (কাহারও উপর) কোন অবিচার করা হইবে না; নিশ্চয় আল্লাহ্ হিসাব গ্রহণে অত্যন্ত তৎপর।

اَلْيَوْمَ تُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍۭ بِمَا كَسَبَتْ ؕ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿١٨﴾

১৯। এবং তুমি তাহাদিগকে সেই আসন্ন (কিয়ামত) দিন সম্বন্ধে সতর্ক কর, যখন হৃদয়গুলি অন্তর্নিহিত দুঃখে ভারাক্রান্ত অবস্থায় কণ্ঠাগত হইবে। তখন যালেমদের জন্য কোন অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং কোন শাফায়াতকারী (সুপারিশকারী) হইবে না যাহার শাফায়াত গ্রহণ করা যাইতে পারে।

وَاَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْاٰزِفَةِ اِذِ الْقُلُوْبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كٰظِمِيْنَ ۬ؕ مَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ حَمِيْمٍ وَّلَا شَفِيْعٍ يُّطَاعُ ؕ ﴿١٩﴾

২০। চক্ষুর বিশ্বাসঘাতকতা [২৬০০-ক] এবং বক্ষঃস্থল যাহা গোপন করিয়া রাখে তাহা তিনি জানেন।

يَعْلَمُ خَآئِنَةَ الْاَعْيُنِ وَمَا تُخْفِى الصُّدُوْرُ ﴿٢٠﴾

২১। এবং আল্লাহ্‌ই ন্যায়-সঙ্গতভাবে বিচার করেন এবং যাহাদিগকে তাহারা আল্লাহ্ ব্যতীত ডাকে, তাহারা কোন বিষয়েই বিচার করিতে পারে না। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

২ [১১] ৭

وَاللّٰهُ يَقْضِىْ بِالْحَقِّ ؕ وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ لَا يَقْضُوْنَ بِشَيْءٍ ؕ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ﴿٢١﴾ ع ٢ ١١ ٧

২২। তাহারা কি ভূপৃষ্ঠে ভ্রমণ করে না যেন তাহারা দেখিতে পারে যে, তাহাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কিরূপ হইয়াছিল? তাহারা শক্তি এবং পৃথিবীতে স্মৃতিসৌধ স্থাপনের দিক দিয়া ইহাদের চাইতে অধিকতর প্রবল ছিল। কিন্তু আল্লাহ্ তাহাদের পাপের জন্য তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়াছিলেন, এবং আল্লাহ্ (প্রদত্ত শাস্তি) হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিবার মত কেহই ছিল না।

اَوَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ كَانُوْا مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ كَانُوْا هُمْ اَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَّاٰثَارًا فِى الْاَرْضِ فَاَخَذَهُمُ اللّٰهُ بِذُنُوْبِهِمْ ؕ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ وَّاقٍ ﴿٢٢﴾

২৩। ইহা এই কারণে হইয়াছিল যে, তাহাদের রসূলগণ সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলীসহ তাহাদের নিকট আসিত, কিন্তু তাহারা অস্বীকার করিত। সুতরাং আল্লাহ্‌ও তাহাদিগকে পাকড়াও করিতেন। নিশ্চয় তিনি পরম শক্তিশালী, শাস্তি দানে কঠোর।

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانَتْ تَّاْتِيْهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَكَفَرُوْا فَاَخَذَهُمُ اللّٰهُ ؕ اِنَّهٗ قَوِىٌّ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿٢٣﴾

২৬০০-ক। বিরাগের দৃষ্টি, রাগের রক্ত-চক্ষু, অবহেলার দৃষ্টি অথবা কামনা-বাসনার দৃষ্টি।

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى بِاٰيٰتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ﴿٢٤﴾

২৪ । এবং নিশ্চয় আমরা মূসাকেও আমাদের নিদর্শনাবলী এবং সুস্পষ্ট প্রমাণসহ পাঠাইয়াছিলাম,

اِلٰى فِرْعَوْنَ وَهَامٰنَ وَقَارُوْنَ فَقَالُوْا سٰحِرٌ كَذَّابٌ ﴿٢٥﴾

২৫ । ফেরাউন, হামান ও কারূনের নিকট;[২৬০১] কিন্তু তাহারা বলিয়াছিল,'(এই ব্যক্তি) যাদুকর, বড় মিথ্যাবাদী ।'

فَلَمَّا جَآءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوْٓا اَبْنَآءَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ وَاسْتَحْيُوْا نِسَآءَهُمْ ؕ وَمَا كَيْدُ الْكٰفِرِيْنَ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ ﴿٢٦﴾

২৬ । এবং যখন সে আমাদের নিকট হইতে সত্যসহ তাহাদের নিকট আগমন করিল তখন তাহারা বলিল, 'যাহারা তাহার সহিত ঈমান আনিয়াছে তাহাদের পুত্র সন্তানদিগকে হত্যা কর এবং তাহাদের নারীদিগকে জীবিত রাখ।' কিন্তু কাফেরদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থই হইয়া থাকে ।

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُوْنِيْٓ اَقْتُلْ مُوْسٰى وَلْيَدْعُ رَبَّهٗ ۚ اِنِّيْٓ اَخَافُ اَنْ يُّبَدِّلَ دِيْنَكُمْ اَوْ اَنْ يُّظْهِرَ فِى الْاَرْضِ الْفَسَادَ ﴿٢٧﴾

২৭ । এবং ফেরাউন বলিল, 'তোমরা আমাকে ছাড়িয়া দাও, যেন আমি মূসাকে হত্যা করি, এবং সে তাহার প্রতিপালককে (সাহায্যার্থে) ডাকুক, নিশ্চয় আমি আশংকা করি যে, সে তোমাদের ধর্মকে পরিবর্তন করিয়া দিবে অথবা দেশে বিশৃঙ্খলা ঘটাইবে ।'

وَقَالَ مُوْسٰٓى اِنِّيْ عُذْتُ بِرَبِّيْ وَرَبِّكُمْ مِّنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ ﴿٢٨﴾ ع ৩ [৭] ৮

২৮ । এবং মূসা বলিল, 'নিশ্চয় আমি আমার প্রতিপালক ও তোমাদের প্রতিপালকের নিকট এমন প্রত্যেক অহংকারী ব্যক্তি হইতে আশ্রয় চাহিতেছি[২৬০২] যে হিসাবের দিনের উপর ঈমান রাখে না ।'

وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ اِيْمَانَهٗٓ اَتَقْتُلُوْنَ رَجُلًا اَنْ يَّقُوْلَ رَبِّيَ اللّٰهُ وَقَدْ جَآءَكُمْ بِالْبَيِّنٰتِ مِنْ رَّبِّكُمْ ؕ وَاِنْ يَّكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ

২৯ । এবং ফেরাউনের বংশ হইতে এক ঈমানদার ব্যক্তি, যে নিজ ঈমানকে গোপন করিতেছিল,[২৬০৩] বলিল, 'তোমরা কি এক ব্যক্তিকে এইজন্য হত্যা করিবে যে বলে, 'আমার প্রতিপালক আল্লাহ্' অথচ সে তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে স্পষ্ট নিদর্শনাবলী আনিয়াছে ? এবং যদি সে মিথ্যাবাদী হয় তাহা হইলে তাহার মিথ্যার প্রতিফল তাহারই

২৬০১ । 'কারূন' ও 'হামান' নামগুলির জন্য ২১৯৮ ও ২২৩১ টীকাদ্বয় দেখুন । প্রত্যেক নবীকেই ফেরাউন, হামান ও কারূনের মোকাবিলা করিতে হইয়াছে । এই নামগুলি যথাক্রমে ক্ষমতা, পৌরহিত্য ও ধনবলকে বুঝাইতে পারে । ফেরাউন ক্ষমতা-দম্ভের প্রতীক, হামান ধর্মশীল পুরোহিতবাদের প্রতীক এবং কারূন ধন-সঞ্চয়বাদের প্রতীক । অপ্রতিহত রাজনৈতিক ক্ষমতা, দাসত্বমুখী পুরোহিতবাদ, এবং অবাধ ধনবাদ যুগে যুগে মানুষের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সাধনের পথে বড় বাধা হইয়া আসিয়াছে । আর সেই জন্যই, ঐশী সংস্কারকগণ প্রতি যুগেই এই বিরূপ ও বিরোধী শক্তিগুলির বিরুদ্ধে আজীবন অবিশ্রান্ত সংগ্রাম করিয়াছেন ।

২৬০২ । আল্লাহ্‌তা'লাই তাঁহার মনোনীতগণের ও নবীগণের পরম আশ্রয়স্থল । যখন তাঁহারা চুতর্দিকে কেবল অন্ধকার ও নৈরাশ্যই দেখিতে পান এবং কুচক্রী শক্তিগুলি যখন তাঁহাদের প্রচারিত সত্যকে মুছিয়া ফেলিবার সংকল্পে অটল পর্বতের মত একত্রে খাড়া হয়, তখন তাঁহারা তাঁহাদের প্রভুর দুয়ারেই ধর্ণা দিয়া থাকেন ।

২৬০৩ । এই বিশ্বাস আনয়নকারী লোকটি তাহার বিশ্বাস আনয়নের কথা এইজন্যই গোপন রাখিয়াছিল, যাহাতে কোন উপযুক্ত সময়ে তাহা প্রকাশ করিতে পারে । যেরূপ সাহসিকতার সহিত তিনি ফেরাউনের লোকজনের সামনে তাহার বিশ্বাস প্রকাশ করিলেন এবং যুক্তি-তর্কের অবতারণা করিলেন তাহাতে এই কথা স্পষ্টই বুঝা যায় যে, এতদিন তিনি যে নিজের বিশ্বাসকে প্রকাশ করেন নাই উহার কারণ ভয়-ভীতি ছিল না বরং অন্য কিছু ছিল ।

كَذِبُهٗ ۚ وَاِنْ يَّكُ صَادِقًا يُّصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِيْ يَعِدُكُمْ ۭ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِيْ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ ﴿٢٨﴾

উপর বর্তিবে; আর যদি সে সত্যবাদী হয় তাহা হইলে সে তোমাদিগকে যে (সমস্ত আযাব সম্বন্ধে) ভয় প্রদর্শন করিতেছে, উহার কিয়দংশ অবশ্যই তোমাদের উপর বর্তিবে। নিশ্চয় সীমালঙ্ঘনকারী, ঘোর মিথ্যাবাদীকে আল্লাহ্ কখনও সৎপথে পরিচালিত করেন না।'

يٰقَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظٰهِرِيْنَ فِي الْاَرْضِ ۡ فَمَنْ يَّنْصُرُنَا مِنْۢ بَاْسِ اللّٰهِ اِنْ جَاۗءَنَا ۭ قَالَ فِرْعَوْنُ مَآ اُرِيْكُمْ اِلَّا مَآ اَرٰى وَمَآ اَهْدِيْكُمْ اِلَّا سَبِيْلَ الرَّشَادِ ﴿٢٩﴾

৩০। 'হে আমার জাতি ! আজ আধিপত্য তোমাদের (দখলে আছে), ফলে দেশে তোমরা প্রভাবশালী। কিন্তু আল্লাহ্র আযাবের মোকাবেলায়, যখন উহা আমাদের উপর আসিয়া পড়িবে, তখন আমাদিগকে কে সাহায্য করিবে ?' ফেরাউন বলিল, 'আমি তোমাদিগকে সেই পথই দেখাইতেছি যাহা আমি স্বয়ং ভাল বলিয়া প্রত্যক্ষ করিতেছি, বস্তুতঃ আমি তোমাদিগকে সঠিক-সৎপথেই পরিচালিত করিতেছি।'

وَقَالَ الَّذِيْٓ اٰمَنَ يٰقَوْمِ اِنِّىْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ مِّثْلَ يَوْمِ الْاَحْزَابِ ﴿٣٠﴾ۙ

৩১। এবং যে ব্যক্তি ঈমান আনিয়াছিল সে বলিল, 'হে আমার জাতি ! নিশ্চয় আমি তোমাদের সম্বন্ধে (পূর্ববর্তী) বড় বড় সম্প্রদায়ের (ধ্বংসের) দিনের ন্যায় (তোমাদের ধ্বংসের) আশংকা করিতেছি ——

مِثْلَ دَاْبِ قَوْمِ نُوْحٍ وَّ عَادٍ وَّ ثَمُوْدَ وَالَّذِيْنَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ ۭ وَمَا اللّٰهُ يُرِيْدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ ﴿٣١﴾

৩২। নূহ, আদ ও সামূদের জাতির এবং তাহাদের পরবর্তীদের অবস্থার অনুরূপ। বস্তুতঃ আল্লাহ্ তাঁহার বান্দাদের উপর অবিচার করিতে চাহেন না;

وَيٰقَوْمِ اِنِّىْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ ﴿٣٢﴾ۙ

৩৩। এবং হে আমার জাতি ! নিশ্চয় আমি তোমাদের সম্বন্ধে সেই দিনের ভয় করিতেছি যখন লোক একে অপরকে (সাহায্যার্থে) ডাকাডাকি করিবে,[২৬০৪]

يَوْمَ تُوَلُّوْنَ مُدْبِرِيْنَ ۚ مَا لَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ عَاصِمٍ ۚ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ هَادٍ ﴿٣٣﴾

৩৪। সেদিন তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া পলায়ন করিবে, এবং কেহই আল্লাহ্র মোকাবেলায় তোমাদের রক্ষাকারী হইবে না, এবং আল্লাহ্ যাহাকে পথভ্রষ্ট সাব্যস্ত করেন তাহার জন্য কেহই হেদায়াতদাতা হইতে পারে না।'

وَلَقَدْ جَاۗءَكُمْ يُوْسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنٰتِ فَمَا زِلْتُمْ فِيْ شَكٍّ مِّمَّا جَاۗءَكُمْ بِهٖ ۭ حَتّٰٓى اِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَّبْعَثَ اللّٰهُ مِنْۢ بَعْدِهٖ

৩৫। এবং ইতিপূর্বে ইউসুফ স্পষ্ট প্রমাণাদিসহ তোমাদের নিকট আসিয়াছিল, কিন্তু যাহা কিছু লইয়া সে তোমাদের নিকট আসিয়াছিল তৎসম্বন্ধে তোমরা সন্দেহেই পড়িয়া রহিলে, এমন কি যখন তাহার মৃত্যু হইল, তখন তোমরা (নিরাশ হইয়া) বলিতে

২৬০৪। যেদিন মানুষ ভীত-বিহ্বল হইয়া দিক্ বিদিক ছুটাছুটি করিতে থাকিবে বা যেদিন তাহারা পরস্পরের বিরোধিতা ও ঘৃণা-বিদ্বেষ বশতঃ পৃথক হইয়া যাইবে বা যেদিন তাহারা পরস্পর পরস্পরকে সাহায্যের জন্য আহ্বান জানাইবে। (আকরাব)

رَسُوْلًا ؕ كَذٰلِكَ يُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُّرْتَابُ ۝٣٤

লাগিলে, 'আল্লাহ্ তাহার পরে আর কোন রসূল আবির্ভূত করিবেন না;'[২৬০৫] এইভাবেই আল্লাহ্ প্রত্যেক সীমালংঘনকারী এবং সন্দেহ পোষণকারীকে পথভ্রষ্ট হইতে দেন——

اَلَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِيْۤ اٰيٰتِ اللّٰهِ بِغَيْرِ سُلْطٰنٍ اَتٰىهُمْ ؕ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ وَعِنْدَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ؕ كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ ۝٣٥

৩৬। যাহারা আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলী সম্বন্ধে (তাঁহার তরফ হইতে) তাহাদের নিকট সমাগত কোন প্রমাণ ছাড়া বিতর্ক করে। ইহা আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে অত্যন্ত ঘৃণিত বিষয় এবং তাহাদের দৃষ্টিতেও যাহারা ঈমান আনিয়াছে। এইরূপে আল্লাহ্ সকল অহংকারী স্বৈরাচারীর হৃদয়ে মোহর মারিয়া দেন।

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يٰهَامٰنُ ابْنِ لِيْ صَرْحًا لَّعَلِّيْۤ اَبْلُغُ الْاَسْبَابَ ۝٣٦

৩৭। এবং ফেরাউন বলিল,'হে হামান! আমার জন্য একটি উচ্চ মহল তৈরী কর যেন আমি ঐসকল প্রবেশ পথে গিয়া পৌঁছি —

اَسْبَابَ السَّمٰوٰتِ فَاَطَّلِعَ اِلٰۤى اِلٰهِ مُوْسٰى وَاِنِّيْ لَاَظُنُّهٗ كَاذِبًا ؕ وَكَذٰلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوْٓءُ عَمَلِهٖ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيْلِ ؕ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ اِلَّا فِيْ تَبَابٍ ۝٣٧

৩৮। আকাশসমূহের প্রবেশ পথে, যেন আমি মূসার মা'বূদকে[২৬০৬] দেখিতে পাই; বস্তুতঃ আমি তাহাকে মিথ্যাবাদী বলিয়াই জানি।' এবং এইরূপে ফেরাউনের দৃষ্টিতে তাহার নিকৃষ্ট কর্মকে মনোহর করিয়া দেখানো হইয়াছিল এবং তাহাকে সত্য পথ হইতে নিবৃত্ত রাখা হইয়াছিল; এবং ফেরাউনের তদবীর ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়াই অবধারিত ছিল।

৪ [১০] ৯

وَقَالَ الَّذِيْۤ اٰمَنَ يٰقَوْمِ اتَّبِعُوْنِ اَهْدِكُمْ سَبِيْلَ الرَّشَادِ ۝٣٨

৩৯। এবং যে ব্যক্তি ঈমান আনিয়াছিল সে বলিল, 'হে আমার জাতি! তোমরা আমার অনুসরণ কর, আমি তোমাদিগকে হেদায়াতের পথ দেখাইব;

يٰقَوْمِ اِنَّمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ ۫ وَّاِنَّ الْاٰخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ ۝٣٩

৪০। হে আমার জাতি! এই পার্থিব জীবন (ক্ষণস্থায়ী) ভোগবিলাসের সম্ভার মাত্র, এবং পরলোকই প্রকৃত পক্ষে চিরস্থায়ী আবাস;[২৬০৭]

২৬০৫। স্মরণাতীত কাল হইতে নবীগণ আসিতেছেন। কিন্তু মানুষের চিন্তার বিকার এতই প্রবল যে, যখনই কোন নূতন নবীর আগমন হয়, তখনই মানুষ তাঁহাকে অগ্রাহ্য করতঃ তাঁহার বিরোধিতায় লাগিয়া যায়। আর যখন সেই নবী মৃত্যুবরণ করেন তখন তাঁহার অনুসারীরা বলিতে আরম্ভ করিয়া দেয় যে, অতঃপর আর কোন নবী আসিবেন না ওহী বা ঐশী-বাণীর দুয়ার চিরতরে বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

২৬০৬। ফেরাউন ঠাট্টা করিয়া বলিল যে, সে উচ্চ স্তম্ভ বাহিয়া আকাশে উঠিবে এবং মূসা (আঃ)-এর আল্লাহ্‌কে স্বচক্ষে দর্শন করিবে। এইরূপ দম্ভপূর্ণ বিদ্রূপের উত্তর আল্লাহ্ এইভাবেই দিলেন যে, আল্লাহ্‌তা'লা তাঁহার শক্তির একঝলক দেখাইতেই ফেরাউন সাগরের অতল তলে ডুবিয়া গেল।

২৬০৭। 'বিশ্বাসী' মানুষটির দৃঢ় বক্তব্য ইহাই প্রমাণ করে যে, সত্যিকার বিশ্বাস আনয়নকারীরা নিজেদের প্রত্যয়ে এত দৃঢ়তা রাখেন যে, কোন কিছুই তাহাদিগকে ঐ বিশ্বাস হইতে অপসারিত করিতে পারে না। ঐ পর্বত-সদৃশ অটল বিশ্বাসের কারণেই তাহারা সানন্দে দুঃখ-কষ্ট ও নির্যাতন সহ্য করার শক্তি-সামর্থ্য পাইয়া থাকেন।

مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزٰٓى اِلَّا مِثْلَهَا ۚ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُوْنَ فِيْهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٤٠﴾

৪১। যে ব্যক্তি মন্দ কর্ম করিবে তাহাকে কেবল তদনুরূপ প্রতিফল দেওয়া হইবে এবং যে ব্যক্তি মো'মেন হওয়া অবস্থায় সৎকর্ম করিবে, সে পুরুষ হউক বা নারী, সুতরাং এই সকল লোক জান্নাতে প্রবেশ করিবে, সেখানে তাহাদিগকে বেহিসাব রিয্ক দেওয়া হইবে;[২৬০৮]

وَيٰقَوْمِ مَا لِيْٓ اَدْعُوْكُمْ اِلَى النَّجٰوةِ وَتَدْعُوْنَنِيْٓ اِلَى النَّارِ ﴿٤١﴾

৪২। এবং হে আমার জাতি। কেমন আশ্চর্য কথা! আমি তো তোমাদিগকে মুক্তির দিকে আহ্বান করিতেছি, আর তোমরা আমাকে আগুনের দিকে ডাকিতেছ;

تَدْعُوْنَنِيْ لِاَكْفُرَ بِاللّٰهِ وَاُشْرِكَ بِهٖ مَا لَيْسَ لِيْ بِهٖ عِلْمٌ ۡ وَّاَنَا اَدْعُوْكُمْ اِلَى الْعَزِيْزِ الْغَفَّارِ ﴿٤٢﴾

৪৩। তোমরা আমাকে এই জন্য ডাকিতেছ যেন আমি আল্লাহ্কে অস্বীকার করি এবং উহাকে তাঁহার শরীক করি যাহার সম্পর্কে আমার কোন জ্ঞান নাই; এবং আমি তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছি মহা পরাক্রমশালী, অতীব ক্ষমাশীল (আল্লাহ্র) দিকে।

لَا جَرَمَ اَنَّمَا تَدْعُوْنَنِيْٓ اِلَيْهِ لَيْسَ لَهٗ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْاٰخِرَةِ وَاَنَّ مَرَدَّنَآ اِلَى اللّٰهِ وَاَنَّ الْمُسْرِفِيْنَ هُمْ اَصْحٰبُ النَّارِ ﴿٤٣﴾

৪৪। ইহাতে অবশ্যই কোন সন্দেহ নাই যে, যাহার দিকে তোমরা আমাকে আহ্বান করিতেছ সে ইহজগতেও কোন আহ্বানের অধিকারী নহে[২৬০৮-ক] এবং পরজগতেও নহে, এবং আমাদের সকলকে আল্লাহ্র দিকে ফিরিয়া যাইতে হইবে, এবং সীমালংঘনকারীরাই আগুনের অধিবাসী হইবে;

فَسَتَذْكُرُوْنَ مَآ اَقُوْلُ لَكُمْ ۭ وَاُفَوِّضُ اَمْرِيْٓ اِلَى اللّٰهِ ۭ اِنَّ اللّٰهَ بَصِيْرٌۢ بِالْعِبَادِ ﴿٤٤﴾

৪৫। সুতরাং আমি তোমাদিগকে যাহা কিছু বলিতেছি তাহা তোমরা শীঘ্রই স্মরণ করিবে। এবং আমি আমার ব্যাপার আল্লাহ্র নিকট সোপর্দ করিতেছি। নিশ্চয় আল্লাহ্ তাঁহার বান্দাগণকে উত্তমভাবে দেখিতেছেন।

فَوَقٰىهُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِ مَا مَكَرُوْا وَحَاقَ بِاٰلِ فِرْعَوْنَ سُوْٓءُ الْعَذَابِ ﴿٤٥﴾

৪৬। ইহাতে আল্লাহ্ সেই (মো'মেন) ব্যক্তিকে তাহারা যে ষড়যন্ত্র করিয়াছিল উহার অনিষ্ট হইতে রক্ষা করিলেন; এবং ফেরাউনের সম্প্রদায়কে নিকৃষ্ট আযাব পরিবেষ্টন করিয়া লইল—

اَلنَّارُ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَّعَشِيًّا ۚ وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ ۫ اَدْخِلُوْٓا اٰلَ فِرْعَوْنَ اَشَدَّ الْعَذَابِ ﴿٤٦﴾

৪৭। সেই আগুন, যাহার সম্মুখে তাহাদিগকে সকাল ও সন্ধ্যায় উপস্থিত করা হয়।[২৬০৯] এবং যখন নির্ধারিত মুহূর্ত উপস্থিত হইবে, তখন (ফিরিশ্তাদিগকে বলা হইবে যে,) 'ফেরাউনের সম্প্রদায়কে কঠোর আযাবে দাখিল কর।'

২৬০৮। অবিশ্বাসীদের মন্দ কর্মের প্রতিফল ও শাস্তি ঐ মন্দকর্মের সমানুপাতে হইবে বটে, কিন্তু বিশ্বাসীদের সৎকর্মের পুরস্কার হইবে অসীম ও অফুরন্ত। ইসলাম ধর্মে বেহেশ্ত ও দোযখের ধারণা ইহাই।

২৬০৮-ক। তাহাকে ডাকা উচিত নহে; তাহাকে উপাস্য মান্য করা অনুচিত, সে উপাস্য হওয়ার দাবীর অধিকারী নয়।

২৬০৯। 'সেই আগুন, যাহার সম্মুখে তাহাদিগকে সকাল ও সন্ধ্যায় উপস্থিত করা হয়' এই বাক্যটি দ্বারা অবিশ্বাসীগণের ঐ সব শাস্তির কথা

وَإِذْ يَتَحَآجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَٰٓؤُا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوٓا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنتُم مُّغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ ﴿٤٨﴾

৪৮। এবং যখন তাহারা আগুনের মধ্যে বাদানুবাদ করিতে থাকিবে, তখন দুর্বলেরা তাহাদিগকে বলিবে, যাহারা অহংকার করিত, 'আমরা তো তোমাদেরই অনুসরণ করিতাম, অতএব এখন কি তোমরা আমাদের নিকট হইতে এই অগ্নি-যন্ত্রণার কিয়দংশ অপসারিত করিতে পার ?'

قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوٓا إِنَّا كُلٌّ فِيهَآ إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ ﴿٤٩﴾

৪৯। যাহারা অহংকার করিয়াছিল তাহারা বলিবে, 'আমরা সকলেই তো ইহার মধ্যে আছি। নিশ্চয় আল্লাহ্ (তাঁহার) বান্দাগণের মধ্যে যথাযথ বিচার করিয়াছেন।'

وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ ﴿٥٠﴾

৫০। এবং যাহারা আগুনের মধ্যে থাকিবে তাহারা জাহান্নামের প্রহরীগণকে বলিবে, 'তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ডাক যেন তিনি আযাবের দিনকে আমাদের জন্য লাঘব করিয়া দেন।'

قَالُوٓا أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُم بِالْبَيِّنَٰتِ ۖ قَالُوا بَلَىٰ ۖ قَالُوا فَادْعُوا ۗ وَمَا دُعَٰٓؤُا الْكَٰفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَٰلٍ ﴿٥١﴾ ع ৫ [১৩] ১০

৫১। তাহারা বলিবে,'তোমাদের রসূলগণ কি সুস্পষ্ট প্রমাণ সমূহসহ তোমাদের নিকট আসে নাই ?' তাহারা বলিবে, 'হ্যাঁ।' তাহারা (প্রহরীগণ) বলিবে, 'তোমরা (যত চাহ) ডাকিতে থাক।' বস্তুতঃ কাফেরদের ডাক বৃথাই যায়।[২৬৯০]

إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَوٰةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَٰدُ ﴿٥٢﴾

৫২। নিশ্চয়ই আমরা আমাদের রসূলগণকে এবং যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহাদিগকে অবশ্যই সাহায্য করিব,[২৬৯১] পার্থিব জীবনেও এবং ঐ দিবসেও যখন সাক্ষীগণ দাঁড়াইবে,

يَوْمَ لَا يَنفَعُ الظَّٰلِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوٓءُ الدَّارِ ﴿٥٣﴾

৫৩। যেদিন যালেমদিগকে তাহাদের ওযর-আপত্তি কোন উপকার করিবে না এবং তাহাদের জন্য অভিসম্পাত এবং তাহাদের জন্য নিকৃষ্ট আবাসস্থল অবধারিত।

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَٰٓءِيلَ الْكِتَٰبَ ﴿٥٤﴾

৫৪। এবং নিশ্চয় আমরা মূসাকে হেদায়াত দান করিয়াছিলাম এবং বনী ইসরাঈলকে আমরা (তওরাত) কিতাবের উত্তরাধিকারী করিয়াছিলাম—

বুঝাইতেছে যাহা তাহারা 'বরযখে' থাকা অবস্থায় ভোগ করিবে। মৃত্যু ও পুনরুত্থানের মধ্যবর্তী সাময়িক অবস্থাকে 'বরযখ' বলা হইয়া থাকে, যেখানে শাস্তির কষ্ট বা পুরস্কারের আনন্দ অপরিপূর্ণ থাকে। বেহেশ্‌ত ও দোযখের পরিপূর্ণ প্রকাশ ঘটিবে কিয়ামতের দিন, যেদিন মানুষের শেষ বিচার হইবে।

২৬৯০। অবিশ্বাসীর চেষ্টা-তদ্‌বীর ও দোয়া, যাহা আল্লাহ্‌র নবীগণের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়, তাহা কখনও ফলপ্রদ হয় না। অবিশ্বাসীদের চেষ্টা ও প্রার্থনা শুধু ব্যর্থ হয় না,বরং নবীগণের বিরুদ্ধে যাহা করা হয়, তাহাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। অন্যথায় আল্লাহ্‌তা'লা দুঃখী ও ব্যথিত মানুষের আকুল আহ্বানে সাড়া দিয়া থাকেন, সেই ব্যথিত মানুষ বিশ্বাসীই হউক বা অবিশ্বাসীই হউক (২৭ঃ৬৩)।

২৬৯১। এই আয়াতে আল্লাহ্‌তা'লা প্রতিশ্রুতি দিতেছেন যে, তিনি তাঁহার প্রেরিত পুরুষ ও অনুসারীদিগকে নিশ্চয়ই সাহায্য-সহায়তা করিবেন এবং তাহাদের বিরুদ্ধে অবিশ্বাসীদের প্রচেষ্টা ও ষড়যন্ত্র যতই প্রবল হউক না কেন, তাহা অবশ্যই ব্যর্থতায় পর্যবসিত করিবেন।

هُدًى وَّ ذِكْرٰى لِاُولِى الْاَلْبَابِ ﴿٥٥﴾

৫৫। যাহা বুদ্ধিমান লোকদের জন্য হেদায়াত এবং উপদেশ স্বরূপ ছিল।

فَاصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّ اسْتَغْفِرْ لِذَنْۢبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْاِبْكَارِ ﴿٥٦﴾

৫৬। সুতরাং তুমি ধৈর্য ধারণ কর। নিশ্চয় আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য। এবং তুমি ক্ষমা প্রার্থনা[২৬১২] কর —— তোমার (প্রতি যাহারা) ত্রুটি-বিচ্যুতির (অপবাদ দিয়াছে তাহাদের) জন্য;[২৬১২-ক] এবং সকাল ও সন্ধ্যায় তুমি তোমার প্রতিপালকের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।

اِنَّ الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِيْۤ اٰيٰتِ اللّٰهِ بِغَيْرِ سُلْطٰنٍ اَتٰىهُمْ ۙ اِنْ فِيْ صُدُوْرِهِمْ اِلَّا كِبْرٌ مَّا هُمْ بِبَالِغِيْهِ ۚ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ ؕ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ﴿٥٧﴾

৫৭। নিশ্চয় যাহারা আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলী সম্বন্ধে (তাঁহার তরফ হইতে) তাহাদের নিকট সমাগত কোন প্রমাণ ছাড়া বিতর্ক করে, তাহাদের বক্ষঃস্থলে উচ্চাকাঙ্খা[২৬১৩] ব্যতীত আর কিছুই নাই যাহা তাহারা কখনও লাভ করিতে পারিবে না। সুতরাং আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা কর; নিশ্চয় তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

لَخَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَ لٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٥٨﴾

৫৮। নিশ্চয় আকাশসমূহ এবং পৃথিবীর সৃজন কার্য মানুষের সৃজন কার্য হইতে বৃহত্তর,[২৬১৪] কিন্তু অধিকাংশ লোক (তাহা) অবগত নহে।

২৬১২। 'গাফারাল মাতাআ' অর্থ সে মালামালগুলি থলিতে রাখিল, ঢাকিল ও রক্ষা করিল। গুফ্‌রান ও মাগফিরাত দুইটি শব্দই ক্রিয়া-বিশেষ্য, 'গাফারা' হইতে উৎপন্ন। দুইটি শব্দ দ্বারাই "নিরাপত্তাদান ও সংরক্ষণ" বুঝায়। মিগ্‌ফার অর্থ 'হেলমেট' যাহা মস্তককে রক্ষা করে। 'যাম্ব' অর্থ মানুষের স্বাভাবিক দুর্বলতা বা সাধারণ দোষ যাহা মানুষের প্রকৃতির সাথে জড়িত বা ছোটখাট ক্ষতিকর ভুল-ভ্রান্তি। 'যানাবাছ' অর্থ সে স্বীয় পদ চিহ্ন অনুসরণ করিয়া পথ চলিল (লেইন ও মুফরাদাত)। 'ইস্‌তেগ্‌ফার' কেবল সাধারণ বিশ্বাসীদের জন্যই প্রয়োজনীয় নহে বরং আল্লাহ্‌র পবিত্র ওলীগণের জন্যও প্রয়োজনীয়। এমন কি নবীগণের জন্যও ইস্‌তেগফারের প্রয়োজন আছে। প্রথমোক্তগণ 'ইস্‌তেগফার' করেন ভবিষ্যতের সম্ভাব্য পাপ হইতে বাঁচিবার জন্য এবং পূর্ব-কৃত পাপসমূহের কুফল ও শাস্তি হইতে বাঁচিবার জন্য। আর শেষোক্তগণ ইস্‌তেগ্‌ফার করেন, তাহাদের উদ্দেশ্য সাধনের পথে যে সকল মানব-সুলভ দুর্বলতা অন্তরায় রূপে দাঁড়াইতে পারে, সেইগুলি হইতে বাঁচিবার জন্য। নবী-রসূলগণও মানুষ, নিষ্পাপ হওয়া সত্ত্বেও তাঁহাদের মানব-সুলভ স্বাভাবিক দুর্বলতা ও ছোটখাট অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি-বিচ্যুতি কখনও কখনও ঘটিতে পারে। সেই কারণে, খোদার সাহায্যে ঐগুলি হইতে রক্ষা পাইবার জন্য তাহাদের ইস্‌তেগফার করার প্রয়োজন হয়। (২৭৬৫ টীকাও দেখুন)।

২৬১২-ক। "যাম্‌বাকা" অর্থ তোমার বিরুদ্ধে অনুষ্ঠিত পাপ; যে পাপ শত্রুরা অনর্থক তোমার প্রতি আরোপ করে; তোমার মানব-সুলভ দুর্বলতা। (২৭৬৫ টীকাও দেখুন)।

২৬১৩। কিব্‌র মানে অহঙ্কার, উচ্চাকাঙ্খা, বড় ষড়যন্ত্র (লেইন)।

২৬১৪। বাগভী, ইবনে হাজ্‌র ও অন্যান্য বিজ্ঞ পণ্ডিত ও তফসীরকারকগণের মতে 'আন্নাস' শব্দটি এখানে 'দজ্জালকে' বুঝাইতেছে। হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর একটি প্রসিদ্ধ হাদীস হইতেও ইহার সমর্থন পাওয়া যায়, যথা "আদম (আঃ)-এর সৃষ্টি হইতে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত দজ্জাল অপেক্ষা বড় (ভয়াবহ) কিছু সৃষ্টি করা হয় নাই (বুখারী)।" এই হাদীসে দজ্জালের অসামান্য চাতুর্য ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী ক্ষমতার কথা প্রকাশ পায়। যেহেতু দজ্জালের অসামান্য প্রতারণা-শক্তি ও মোহিনী-ক্ষমতা থাকিবে, সেই জন্য বিশ্বাসীগণকে পূর্ব হইতেই সতর্ক করিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, তাহারা যেন দজ্জালের প্রতারণা ও মোহিনী শক্তিতে মুগ্ধ হইয়া না পড়ে এবং দজ্জালের ধন-সম্পদ, বাহ্যিক ক্ষমতা ও অনন্য সাধারণ চাকচিক্যে যেন ভীতিগ্রস্ত না হয়। এই হাদীসের আলোকে প্রতীয়মান হয় যে, চূড়ান্ত অন্ধকারের সেই অশুভ শক্তিসমূহ যেগুলিকে সম্মিলিতভাবে 'দজ্জাল' নামে অভিহিত করা হইয়াছে, যতই চক্রান্ত-পূর্ণ, ক্ষমতাধর ও ভয়ঙ্কর হউক না কেন, ইসলামের উন্নতিকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারিবে না বরং পরিণামে ইসলামের কাছে হার মানিতে বাধ্য হইবে। অত্র আয়াতটির অর্থ ইহাও হইতে পারে যে, মহাবিশ্ব সৃষ্টির তুলনায় আল্লাহ্‌তা'লার কাছে মানব-সৃষ্টি এক অকিঞ্চিৎকর ব্যাপার। অথচ মানুষ এত নগণ্য সৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও নিজের অহমিকা ও ঔদ্ধত্যের কারণে সে আল্লাহ্‌তা'লার আহ্বানে সাড়া দিতে অস্বীকার করিয়া বসে।

وَمَا يَسْتَوِي الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ ۙ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَلَا الْمُسِيْٓءُ ۭ قَلِيْلًا مَّا تَتَذَكَّرُوْنَ ۝۵۸

৫৯। এবং অন্ধ এবং চক্ষুষ্মান সমান নহে, এবং যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং সৎকর্ম করিয়াছে তাহারা এবং দুষ্কৃতকারীরা সমান নহে। তোমরা খুব অল্পই উপদেশ গ্রহণ করিয়া থাক।

اِنَّ السَّاعَةَ لَاٰتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيْهَا وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝۵۹

৬০। (শাস্তির) নির্ধারিত মুহূর্ত নিশ্চয় আসিবে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু অধিকাংশ লোক ঈমান আনে না।

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِيْٓ اَسْتَجِبْ لَكُمْ ۭ اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِيْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دٰخِرِيْنَ ۝۶۰ ع

৬১। এবং তোমাদের প্রতিপালক বলিতেছেন,'তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব। কিন্তু যাহারা আমার ইবাদত সম্বন্ধে অহংকার করে, তাহারা নিশ্চয় লাঞ্ছিত হইয়া জাহান্নামে প্রবেশ করিবে।'

৬ [১০] ১১

اَللّٰهُ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِتَسْكُنُوْا فِيْهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ۭ اِنَّ اللّٰهَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُوْنَ ۝۶۱

৬২। তিনিই আল্লাহ্ যিনি তোমাদের জন্য রাত্রি সৃষ্টি করিয়াছেন, যেন তোমরা উহাতে বিশ্রাম লাভ করিতে পার। এবং দিবসকে দেখার জন্য (আলোকোজ্জ্বল করিয়াছেন)। নিশ্চয় আল্লাহ্ মানুষের প্রতি পরম অনুগ্রহশীল; কিন্তু অধিকাংশ লোক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।

ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ۡ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ ۝۶۲ ع

৬৩। এই তো আল্লাহ্, যিনি তোমাদের প্রতিপালক, তিনি সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা। তিনি ব্যতীত কোন মা'বূদ নাই। সুতরাং তোমাদিগকে কি করিয়া বিপথে ফিরাইয়া লইয়া যাওয়া হইতেছে ?

كَذٰلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِيْنَ كَانُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ يَجْحَدُوْنَ ۝۶۳

৬৪। যাহারা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহকে হঠকারিতা করিয়া অস্বীকার করে, তাহাদিগকে এইরূপে বিপথে ফিরাইয়া লইয়া যাওয়া হয়।

اَللّٰهُ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ قَرَارًا وَّالسَّمَاۗءَ بِنَاۗءً وَّصَوَّرَكُمْ فَاَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ ۭ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ ۚ فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ۝۶۴

৬৫। তিনিই আল্লাহ্, যিনি পৃথিবীকে করিয়াছেন তোমাদের জন্য অবস্থানস্থলস্বরূপ এবং আকাশকে (সংরক্ষণার্থে) ছাদ স্বরূপ; এবং তিনি তোমাদিগকে আকৃতি দান করিয়াছেন এবং তোমাদের আকৃতিকে করিয়াছেন সর্বোৎকৃষ্ট এবং তিনি তোমাদিগকে পবিত্র রিয্‌ক দান করিয়াছেন। এই তো আল্লাহ্, তোমাদের প্রতিপালক; অতএব পরম বরকতের অধিকারী আল্লাহ্, যিনি সকল জগতের প্রতিপালক।

هُوَ الْحَيُّ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَادْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۭ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝۶۵

৬৬। তিনি চিরঞ্জীব এবং জীবন-দাতা। তিনি ব্যতীত কোন মা'বূদ নাই। সুতরাং তোমরা আনুগত্যকে তাঁহারই জন্য বিশুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে ডাক। সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য যিনি সকল জগতের প্রতিপালক।

قُلْ اِنِّیْ نُهِیْتُ اَنْ اَعْبُدَ الَّذِیْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَمَّا جَآءَنِیَ الْبَیِّنٰتُ مِنْ رَّبِّیْ ۫ وَاُمِرْتُ اَنْ اُسْلِمَ لِرَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ﴿۶۷﴾

৬৭। তুমি বল, 'তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত যাহাদিগকে ডাক, তাহাদের ইবাদত করিতে আমাকে নিষেধ করা হইয়াছে, যেহেতু আমার নিকট আমার প্রতিপালকের পক্ষ হইতে সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী আসিয়াছে এবং আমি সকল জগতের প্রতিপালকের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে আদিষ্ট হইয়াছি।'

هُوَ الَّذِیْ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ یُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوْۤا اَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُوْنُوْا شُیُوْخًا ۚ وَمِنْكُمْ مَّنْ یُّتَوَفّٰی مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوْۤا اَجَلًا مُّسَمًّی وَّ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿۶۸﴾

৬৮। তিনিই তোমাদিগকে মাটি[২৬১৫] হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন; অতঃপর বীর্য হইতে, অতঃপর আঁঠালো জমাট রক্তপিণ্ড হইতে, অতঃপর তিনি তোমাদিগকে শিশুরূপে বহির্গত করেন, অতঃপর (তিনি বিভিন্ন অবস্থার ভিতর দিয়া তোমাদিগকে লইয়া যান) যেন তোমরা যৌবনে পৌঁছ, অতঃপর যেন তোমরা বার্ধক্যে উপনীত হও; এবং তোমাদের মধ্য হইতে কাহারও রূহ্ ইহার (বার্ধক্যে উপনীত হওয়ার) পূর্বেই কবয করিয়া লওয়া হয়, এবং (তিনি এইজন্য এইরূপ করেন) যেন তোমরা (তোমাদের জন্য) নির্ধারিত সময়ে পৌঁছ এবং যেন তোমরা বুদ্ধি-বিবেচনা করিয়া কাজ করিতে পার।

هُوَ الَّذِیْ یُحْیٖ وَیُمِیْتُ ۚ فَاِذَا قَضٰۤی اَمْرًا فَاِنَّمَا یَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَیَكُوْنُ ﴿۶۹﴾ ع ۱۳

৬৯। তিনিই (আল্লাহ্) যিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্যু দেন। এবং যখন তিনি কোন বিষয়ের ফয়সালা গ্রহণ করেন, তখন তিনি উহার সম্পর্কে বলেন 'হও!' তখন উহা হইয়া যায়।[২৬১৬]

৭ [৮] ১২

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِیْنَ یُجَادِلُوْنَ فِیْۤ اٰیٰتِ اللّٰهِ ؕ اَنّٰی یُصْرَفُوْنَ ﴿۷۰﴾ ع ১৩

৭০। তুমি কি ঐ সকল লোককে দেখ নাই যাহারা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ সম্বন্ধে হঠকারিতা করিয়া বিতর্ক করে, কিভাবে তাহাদিগকে (সৎপথ হইতে) ফিরাইয়া দেওয়া হইতেছে!

الَّذِیْنَ كَذَّبُوْا بِالْكِتٰبِ وَبِمَاۤ اَرْسَلْنَا بِهٖ رُسُلَنَا ۫ فَسَوْفَ یَعْلَمُوْنَ ﴿۷۱﴾

৭১। যাহারা এই কিতাবকে এবং উহাকে (পয়গামকে) যাহা দিয়া আমরা আমাদের রসূলগণকে পাঠাইয়াছিলাম, মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করে। সুতরাং ইহারা শীঘ্রই (নিজেদের পরিণাম) জানিতে পারিবে,

اِذِ الْاَغْلٰلُ فِیْۤ اَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلٰسِلُ ؕ یُسْحَبُوْنَ ﴿۷۲﴾

৭২। যখন তাহাদের গ্রীবাদেশে বেড়ী থাকিবে এবং শৃংখল সমূহও; (এই অবস্থায়) তাহাদিগকে হেঁচড়াইয়া লইয়া যাওয়া হইবে—

فِی الْحَمِیْمِ ۙ ثُمَّ فِی النَّارِ یُسْجَرُوْنَ ﴿۷۳﴾ ع

৭৩। ফুটন্ত পানিতে, অতঃপর তাহাদিগকে আগুনে জ্বালানো হইবে।

২৬১৫। ১৯৩২ টীকা দেখুন।

২৬১৬। ইহাই জীবন ও মৃত্যুদানকারী আল্লাহ্‌তা'লার ইচ্ছা ও আদেশ যে, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ভাবে মৃত-বৎ আরবগণ মহানবী (সাঃ)-এর মাধ্যমে এখন নব-জীবনের দীক্ষায় জাগিয়া উঠিবে এবং আল্লাহ্‌র এই আদেশকে কেহই টলাইতে পারিবে না।

ثُمَّ قِيْلَ لَهُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُوْنَ ﴿٧٤﴾

৭৪। অতঃপর তাহাদিগকে বলা হইবে,'উহারা কোথায় যাহাদিগকে তোমরা শরীক করিতে,

مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ قَالُوْا ضَلُّوْا عَنَّا بَلْ لَّمْ نَكُنْ نَّدْعُوْا مِنْ قَبْلُ شَيْـًٔا ؕ كَذٰلِكَ يُضِلُّ اللّٰهُ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٧٥﴾

৭৫। আল্লাহ্ ব্যতীত ?' তাহারা বলিবে,'উহারা আমাদের নিকট হইতে উধাও হইয়া গিয়াছে; না, বরং আমরা ইতিপূর্বে কোন বস্তুকেই (আল্লাহ্‌র সহিত শরীক বলিয়া) ডাকিতাম না; এইভাবে আল্লাহ্ কাফেরদিগকে বিভ্রান্ত হইতে দেন।

ذٰلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُوْنَ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُوْنَ ﴿٧٦﴾ ع

৭৬। ইহা এইজন্য যে, তোমরা ভূপৃষ্ঠে অন্যায়ভাবে উল্লাস করিতে এবং এইজন্য যে তোমরা বড়াই করিতে।

اُدْخُلُوْٓا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ ﴿٧٧﴾

৭৭। তোমরা জাহান্নামের দরজাসমূহে প্রবেশ কর উহাতে বসবাস করিবার জন্য। দেখ, অহংকারীদের আবাসস্থল কত নিকৃষ্ট !

فَاصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ ۚ فَاِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِىْ نَعِدُهُمْ اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَاِلَيْنَا يُرْجَعُوْنَ ﴿٧٨﴾

৭৮। অতএব তুমি ধৈর্য ধারণ কর। নিশ্চয় আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য। সুতরাং আমরা তাহাদিগকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছি, যদি উহার কতকাংশ আমরা তোমাকে (তোমার জীবদ্দশায় পূর্ণ করিয়া) দেখাই, অথবা (ইহার পূর্বেই) তোমাকে মৃত্যু দিই, বস্তুতঃ তাহাদিগকে আমাদের নিকটই ফিরাইয়া আনা হইবে। [২৬১৭]

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَّنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَّنْ لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ ؕ وَمَا كَانَ لِرَسُوْلٍ اَنْ يَّاْتِىَ بِاٰيَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ۚ فَاِذَا جَآءَ اَمْرُ اللّٰهِ قُضِىَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُوْنَ ﴿٧٩﴾ ع ٨ [١٠] ١٣

৭৯। এবং আমরা তোমার পূর্বেও অনেক রসূল পাঠাইয়াছিলাম, যাহাদের মধ্য হইতে কাহারও কাহারও বিষয় তোমার নিকট আমরা বর্ণনা করিয়াছি, এবং তাহাদের মধ্য হইতে কতকের উল্লেখ আমরা তোমার নিকট করি নাই; এবং কোন রসূলের পক্ষে সম্ভব নহে যে সে আল্লাহ্‌র আদেশ ব্যতীত কোন নিদর্শন আনে। [২৬১৮] কিন্তু যখন আল্লাহ্‌র আদেশ আসে তখন ন্যায্যভাবে মীমাংসা করা হয় এবং মিথ্যাবাদীগণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

২৬১৭। এই আয়াতে দুইটি ধর্মীয় নীতি বর্ণিত হইয়াছে ঃ (১) সত্য পরিণামে নিশ্চয়ই জয় লাভ করে, তবে বিজয় আসিবার পূর্বে আল্লাহ্‌র বিশ্বাসী বান্দাগণকে বহুবিধ ত্যাগ-তিতিক্ষার মাধ্যমে নিজেদের বিশ্বাসের অবিচলতার প্রমাণ ও সাক্ষ্য বহন করিতে হয়; (২) অবিশ্বাসীদের শাস্তি সম্বন্ধীয় সতর্ককারী ভবিষ্যদ্বাণীগুলি শর্ত-সাপেক্ষ হইয়া থাকে। শর্ত মোতাবেক শাস্তি সম্বন্ধীয় ভবিষ্যদ্বাণী স্থগিত করা হয়, এমন কি বাতিলও করা হয়। 'বায়' শব্দটি ইহাই প্রতিপন্ন করে যে, সকল সতর্কবাণী বিশিষ্ট ভবিষ্যদ্বাণীগুলি অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হয় না। অবিশ্বাসীদের মানসিক পরিবর্তনের সাথে ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতারও পরিবর্তন হয়।

২৬১৮। ভয়-প্রদর্শন ও সতর্কীকরণ জনিত ঐশী ভবিষ্যদ্বাণীগুলি যদিও মুলতবী বা কোন কোনটি বাতিল করা হইয়া থাকে, তথাপি যদি অপরাধী অবিশ্বাসীগণ সীমা ছাড়াইয়া যায় এবং নিজেদের উপর তওবার দরজা বন্ধ করিয়া দেয়, তাহা হইলে তাহাদের জন্য শাস্তি অনিবার্য হইয়া যায় এবং তাহারা শাস্তিতে নিপতিত হয়।

اَللّٰهُ الَّذِیْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَنْعَامَ لِتَرْكَبُوْا مِنْهَا وَمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ ﴿٨٠﴾

৮০। তিনিই আল্লাহ্, যিনি তোমাদের জন্য গবাদি পশু সৃষ্টি করিয়াছেন যেন তোমরা ইহাদের কতকের উপর আরোহণ কর এবং ইহাদের কতককে আহার কর—

وَلَكُمْ فِیْهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوْا عَلَیْهَا حَاجَةً فِیْ صُدُوْرِكُمْ وَعَلَیْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُوْنَ ﴿٨١﴾

৮১। এবং ইহাদের মধ্যে তোমাদের জন্য আরো অনেক উপকার আছে, এবং এইজন্যও যেন তোমরা ইহাদের উপর আরোহণ করিয়া তোমাদের বক্ষঃস্থলে নিহিত [২৬৯৯] প্রয়োজন পূর্ণ করিতে পার। এবং উহাদের উপর এবং নৌকাসমূহের উপর তোমাদিগকে আরোহণ করানো হয়,

وَیُرِیْكُمْ اٰیٰتِهٖ ۫ فَاَیَّ اٰیٰتِ اللّٰهِ تُنْكِرُوْنَ ﴿٨٢﴾

৮২। এবং তিনি তোমাদিগকে তাঁহার নিদর্শনসমূহ দেখান; অতএব তোমরা আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহের মধ্যে কোন্‌টিকে অস্বীকার করিবে ?

اَفَلَمْ یَسِیْرُوْا فِی الْاَرْضِ فَیَنْظُرُوْا كَیْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ كَانُوْۤا اَكْثَرَ مِنْهُمْ وَاَشَدَّ قُوَّةً وَّاٰثَارًا فِی الْاَرْضِ فَمَاۤ اَغْنٰى عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا یَكْسِبُوْنَ ﴿٨٣﴾

৮৩। তাহারা কি, পৃথিবীতে ভ্রমণ করে নাই যাহাতে তাহারা দেখিতে পারিত যে, তাহাদের পূর্ববর্তীদের কি পরিণাম হইয়াছিল ? তাহারা সংখ্যায় ইহাদের অপেক্ষা অধিকতর ছিল, এবং শক্তিতে এবং পৃথিবীতে সমৃতিসৌধ নির্মাণেও অধিকতর প্রবল ছিল। কিন্তু তাহারা যাহা কিছু অর্জন করিত উহা তাহাদের কোন কাজে আসিল না।

فَلَمَّا جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَیِّنٰتِ فَرِحُوْا بِمَا عِنْدَهُمْ مِّنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ یَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿٨٤﴾

৮৪। এবং যখনই তাহাদের রসূলগণ সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলীসহ তাহাদের নিকট আগমন করিয়াছে তখনই তাহারা তাহাদের নিকট যে যৎসামান্য জ্ঞান ছিল উহার গর্বে উল্লসিত হইয়াছে এবং তাহারা যাহার (আযাবের) প্রতি উপহাস করিয়াছে তাহাই তাহাদিগকে পরিবেষ্টন করিয়াছে।

فَلَمَّا رَاَوْا بَاْسَنَا قَالُوْۤا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَحْدَهٗ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهٖ مُشْرِكِیْنَ ﴿٨٥﴾

৮৫। এবং যখন তাহারা আমাদের আযাবকে প্রত্যক্ষ করিয়াছে তখনই তাহারা বলিয়াছে,'আমরা এক আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনিলাম এবং আমরা যাহাদিগকে তাঁহার সহিত শরীক করিতেছিলাম, তাহাদিগকে অস্বীকার করিলাম।'

২৬৯৯। 'হাজাত' অর্থ অভাব; প্রয়োজন; বাসনা, বাসনার বস্তু, প্রয়োজনীয় বস্তু।

فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ اِيْمَانُهُمْ لَمَّا رَاَوْا
بَاْسَنَا ؕ سُنَّتَ اللّٰهِ الَّتِيْ قَدْ خَلَتْ فِيْ
عِبَادِهٖ ۚ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكٰفِرُوْنَ ﴿۸۵﴾ ع ۱۷ ۱۴

৮৬। কিন্তু যখন তাহারা আমাদের আযাবকে প্রত্যক্ষ করিল, তখন তাহাদের ঈমান তাহাদের কোন উপকারে আসিল না।[২৬২০] ইহাই আল্লাহ্‌র বিধান যাহা তাঁহার বান্দাগণের মধ্যে প্রবর্তিত হইয়া আসিতেছে। এবং এইভাবে কাফেররা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

[৭] ১৪

২৬২০। অবিশ্বাসীদের পাপ ও অপরাধের পেয়ালা যখন পুরাপুরি ভরিয়া যায় এবং আল্লাহ্‌তা'লার শাস্তির হুকুম তাহাদের বিরুদ্ধে জারি হইয়া যায়, তখন যদি তাহারা বিশ্বাস আনয়ন করেও, তবুও তাহারা শাস্তি হইতে রেহাই পাইবে না। কেননা, তখন তওবা বা অনুতাপ করার সময় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে।

৪১-হা মীম্ আস্ সাজ্‌দা

(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণ হওয়ার সময় ও প্রসঙ্গ

এই সূরার নাম হা মীম্ আস্ সাজ্‌দা । ইহা 'ফুস্সিয়াত' নামেও অভিহিত । ইহা হা মীম্ গ্রুপের দ্বিতীয় সূরা । তাই, পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সূরাদ্বয়ের সাথে ভাষাগত ও বিষয়গত দিক দিয়া ইহার যথেষ্ট মিল রহিয়াছে । ঐ দুই সূরার মত এই সূরাটিও মক্কায় এমন এক সময়ে অবতীর্ণ হইয়াছিল যখন ইসলাম-বিরোধী শক্তিগুলি প্রবল ও কৃতসঙ্কল্প হইয়া বিরামহীনভাবে শত্রুতায় লিপ্ত হইয়াছিল । পূর্ববর্তী সূরার শেষ দিকে অবিশ্বাসীদিগকে বলা হইয়াছিল যে, যখন ঐশী শাস্তি উপস্থিত হইয়া যায়, তখন অনুশোচনা ও বিশ্বাস আনয়ন করিয়াও অব্যাহতি পাওয়া যায় না । এই সূরার প্রারম্ভে বলা হইয়াছে যে, ঐ সকল লোকেরাই নিজেদেরকে শাস্তির যোগ্য করিয়া ফেলে, যাহারা তাহাদের হৃদয়ের দ্বারগুলিকে একেবারে এমনভাবে বন্ধ করিয়া দেয় যে, হাজার চেষ্টা করিয়াও তাহাদিগকে কুরআনের কথাগুলি শুনানো যায় না । এই সূরা ইহাও বলিতেছে যে, মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সাধনের জন্য যাহা কিছু দরকার উহার সব কিছুই কুরআনে মওজুদ রহিয়াছে । কুরআন ধর্মের প্রয়োজনীয় বিশ্বাস এবং নীতিগুলিকে সরল, বোধগম্য ভাষায় বিস্তারিতভাবে ও পরিপূর্ণরূপে বর্ণনা করিয়াছে । যুক্তি দেখানো হইয়াছে যে, ছয়টি সময়-পর্যায়ে, ছয়টি অবস্থা-বিবর্তনের মধ্য দিয়া যে বিশ্ব-জগতের সৃষ্টি হইয়াছে, ইহা সৃষ্টিকর্তার একত্বকেই প্রমাণ করে । যত নবী পৃথিবীতে আসিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই এই একই বাণী বহন করিয়া আনিয়াছেন যে, সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ একজনই। এমনকি পুরানো দিনের নবী হযরত হুদ ও সালেহ্ (আঃ)ও এই কথাই প্রচার করিয়াছিলেন ।

অতঃপর বলা হইয়াছে যে, যখনই পৃথিবীতে কোন নতুন নবীর আগমন হয়, তখনই অবিশ্বাসের ধারক নেতৃবৃন্দ তাঁহার আনীত সত্যের বিরুদ্ধে আদা জল খাইয়া লাগিয়া যায়, ইহার বিরুদ্ধে উচ্চৈঃস্বরে আওয়াজ তোলে । তাহারা নানা কথা বলিয়া, নানা প্রকারের ছল-চাতুরী ও মিথ্যা-বানাওট কাহিনী সৃষ্টি করিয়া, সত্যের আহ্বানকে দাবাইয়া দিতে চায় । কিন্তু মিথ্যা দ্বারা সত্যের বাণীকে কখনও প্রতিরোধ করা সম্ভব হয় না । এই একই নিয়ম হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রয়োজ্য । অতএব হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে শত্রুরা যত প্রকারের ছল, বল ও কলা-কৌশল ব্যবহার করিবে, সবই বিফল হইবে । বরং যাহারা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর উপর বিশ্বাস আনয়ন করিবে ও বিপদাপদ উপেক্ষা করিয়া তাঁহার পাশে দাঁড়াইবে, তাহাদিগকে নিশ্চয়তা দেওয়া হইতেছে যে, তাহাদের কাছে ফিরিশ্‌তারা অবতীর্ণ হইবেন; ফিরিশ্‌তারা তাহাদিগকে আল্লাহ্‌র দেওয়া আশ্বাস ও সান্ত্বনার বাণী শুনাইবেন এবং জানাইবেন যে, তাহাদের সকল শুভ-প্রচেষ্টাকে ইহলোকেই কৃতকার্যতায় ভূষিত করা হইবে । ঐশী আশীর্বাদের ধারা ইহলোকেই তাহাদের উপর বর্ষিত হইবে এবং পরলোকে তাহারা আল্লাহ্‌র মেহ্‌মান হইবেন ।

অতঃপর এই সূরাতে বলা হইয়াছে, পাপাচার ও দুষ্কৃতির মেঘ কাটিয়া যাইবে এবং আল্লাহ্‌র তওহীদের সূর্য ও ইসলামের জ্যোতির্মালা আরবভূমিকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিবে । যে জাতি শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল, সেই জাতি ইসলামের স্পর্শে আসিয়া এক নবজীবন লাভ করিবে। কেবল আরব ভূমিকে আলোকিত করিয়াই ইসলাম ক্ষান্ত হইবে না, বরং সেখানে মজবুতভাবে শিকড় স্থাপনের পর ইহা পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়া মানব হৃদয়ে ছড়াইয়া পড়িবে। এই আশ্চর্যজনক পরিবর্তনের মূলে থাকিবে এই অত্যাশ্চর্য কিতাবের শিক্ষা যাহার নাম কুরআন । একমাত্র আল্লাহ্‌তালাই জানেন, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর রোপিত সত্যের চারাগাছটি কখন কিভাবে বিরাট মহীরূহে পরিণত হইয়া বিশ্বের সকল বড় বড় জাতিকে ইহার শান্ত সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় দান করিবে । তবে এই কথা ধ্রুব সত্য যে, বিশ্বের সকল জাতি একদিন ইসলামের ছায়াতলে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিবেই ।

৪১-সূরা হা মীম্ আস্ সাজ্‌দা

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৫৫ আয়াত এবং ৬ রুকূ আছে ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময়

حٰمٓ ② ج

২। হা মীম্ ।[২৬২০-ক]

تَنْزِيْلٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ③ ج

৩। অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময়ের নিকট হইতে (এই কুরআন) নাযেল হইয়াছে—

كِتٰبٌ فُصِّلَتْ اٰيٰتُهٗ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ④ لا

৪। এমন কিতাব, যাহার আয়াতসমূহ বিস্তারিত ব্যাখ্যাসহ বর্ণিত হইয়াছে, যাহা পুনঃ পুনঃ পাঠ করা হইবে, যাহা আরবী (প্রাঞ্জল) ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে, ঐ সকল লোকের জন্য যাহারা জ্ঞানের অধিকারী,

بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا ج فَاَعْرَضَ اَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُوْنَ ⑤

৫। সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে। তথাপি তাহাদের অধিকাংশই বিমুখ হইয়া গিয়াছে এবং তাহারা শ্রবণ করে না ।

وَقَالُوْا قُلُوْبُنَا فِيْٓ اَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُوْنَآ اِلَيْهِ وَفِيْٓ اٰذَانِنَا وَقْرٌ وَّمِنْۢ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ اِنَّنَا عٰمِلُوْنَ ⑥ الشكر

৬। এবং তাহারা বলে, 'তোমরা যে বিষয়ের প্রতি আমাদিগকে আহ্বান করিতেছ উহা সম্বন্ধে আমাদের অন্তর পর্দায় (ঢাকা) আছে এবং আমাদের কর্ণে বধিরতা আছে,[২৬২১] এবং আমাদের ও তোমার মধ্যে এক অন্তরাল আছে । সুতরাং তুমি তোমার কাজ কর এবং আমরাও আমাদের কাজ করি ।'

قُلْ اِنَّمَآ اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحٰٓى اِلَيَّ اَنَّمَآ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ فَاسْتَقِيْمُوْٓا اِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوْهُ ط وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِيْنَ ⑦ لا

৭। তুমি বল, 'আমি তোমাদেরই মত একজন মানুষ, আমার প্রতি ওহী করা হয় যে, তোমাদের মা'বূদ এক-ই মা'বূদ; সুতরাং তোমরা তাঁহার দিকে যাওয়ার পথে ধৈর্যের সহিত অবিচল থাক, এবং তাঁহারই নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর ।' এবং মোশরেকদের জন্য দুর্ভোগ—

২৬২০-ক । ২৫৯২ টীকা দেখুন ।

২৬২১ । এই আয়াতে বলা হইতেছে যে, কাফেরগণ হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-কে ঠাট্টা ও বিদ্রূপ করিয়া বলে, 'তোমার শিক্ষা ও উপদেশমালা এতই ভাল যে, আমাদের মত পাপীগণের পক্ষে তাহা গ্রহণ করা কঠিন । তোমার ধ্যান-ধারণা এতই পবিত্র যে, এইগুলি আমাদের বুদ্ধি ও কর্মক্ষমতার বাহিরে । আর যদি এই কথাগুলিকে বিদ্রূপ বা ঠাট্টা মনে করা না হয়, তাহা হইলে অর্থ দাঁড়াইবে এইরূপ- 'আমরা পূরাপূরি কৃতসংকল্প যে, তোমার শিক্ষা আমরা গ্রহণ করিব না । আমরা আমাদের হৃদয়, চক্ষু ও কর্ণকে তোমার শিক্ষার বিরুদ্ধে বন্ধ করিয়া দিয়াছি ।'

الَّذِيْنَ لَا يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ كٰفِرُوْنَ ۝٨

৮। যাহারা যাকাত দেয় না, বস্তুতঃ তাহারাই পরকাল সম্বন্ধে অবিশ্বাসী।

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ ۝٩

১ [৯] ১৫

৯। যাহারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে তাহাদের জন্য নিশ্চয় অফুরন্ত প্রতিদান (অবধারিত) আছে।

ع ১০

قُلْ اَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُوْنَ بِالَّذِيْ خَلَقَ الْاَرْضَ فِيْ يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُوْنَ لَهٗۤ اَنْدَادًا ؕ ذٰلِكَ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ۝٩

১০। তুমি বল, 'তোমরা কি বাস্তবিক তাঁহাকে অস্বীকার করিতেছ, যিনি পৃথিবীকে দুই দিনে সৃষ্টি করিয়াছেন[২৬২২] এবং তাঁহার সমকক্ষ স্থির করিতেছ ? ইনিই তো সকল জগতের প্রতিপালক।

وَجَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبٰرَكَ فِيْهَا وَقَدَّرَ فِيْهَاۤ اَقْوَاتَهَا فِيْۤ اَرْبَعَةِ اَيَّامٍ ؕ سَوَآءً لِّلسَّآئِلِيْنَ ۝١١

১১। এবং তিনি পৃথিবীতে উহার উপরিভাগে পর্বতশ্রেণী সংস্থাপন করিয়াছেন এবং উহাতে বহু বরকত রাখিয়াছেন এবং উহাতে চারদিনে[২৬২৩] পরিমিত পরিমাণে উহার খাদ্য সামগ্রীর আয়োজন করিয়াছেন— যাহা সকল অন্বেষণকারীদের জন্য সমান।[২৬২৪]

ثُمَّ اسْتَوٰۤى اِلَى السَّمَآءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْاَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا ؕ قَالَتَاۤ اَتَيْنَا طَآئِعِيْنَ ۝١٢

১২। অতঃপর তিনি আকাশের দিকে মনোনিবেশ করিলেন, তখন উহা ছিল (এক প্রকার) ধূম্র, অনন্তর তিনি উহাকে এবং পৃথিবীকে বলিলেন, 'তোমরা স্বেচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় (আনুগত্যের জন্য)[২৬২৫] আইস।' তাহারা উভয়ে বলিল, 'আমরা স্বেচ্ছায় আসিয়াছি।'[২৬২৬]

২৬২২। এখানে যে 'দুই দিনের' উল্লেখ আছে উহার দৈর্ঘ নিরূপণ করার ক্ষমতা কাহারো নাই। এর পরিমাপ হাজার হাজার বৎসর হইতে পারে। কুরআন শরীফেই 'একদিন'কে এক হাজার বৎসরের সমান বলা হইয়াছে (২২ঃ৪৮), এমনকি 'একদিন'কে পঞ্চাশ হাজার বৎসরের সমানও বলা হইয়াছে (৭০ঃ৫)। 'দুই দিনে' পৃথিবী সৃষ্টি করার অর্থ পৃথিবীর প্রাথমিক দুইটি অবস্থাকেও বুঝাইতে পারে; যেমন প্রথমাবস্থায় ইহা উত্তপ্ত, আকৃতিহীন বায়বীয় (গ্যাস) অবস্থায় ছিল এবং ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা হইতে হইতে ক্রমশঃ ঘনীভূত হইয়া দ্বিতীয়াবস্থায় আকৃতি ধারণ করে।

২৬২৩। উপরের আয়াতে যে দুইটি দিন বা দুইটি অবস্থার কথা বলা হইয়াছে, যাহার মধ্য দিয়া পৃথিবী একটি ঘনীভূত আকৃতি ধারণ করিল, সেই দুইটি দিন এই আয়াতে উল্লেখকৃত 'চারদিনের' অন্তর্গত দুই দিনে পৃথিবী আকৃতি ধারণের পর, অতিরিক্ত "দুই দিনে" আরো দুইটি বিবর্তনকে বুঝাইতেছে, যথা পৃথিবীর বুকে পাহাড়-পর্বত নদী-নালা স্থাপন এবং শাক্-শব্‌জি, গাছ-পালা ও জীবজন্তু সৃষ্টি। আয়াত ১৩ দেখুন।

'উহাতে চারদিনে পরিমিত পরিমাণে উহার খাদ্য সামগ্রীর আয়োজন করিয়াছেন' কথাটি দ্বারা ইহাই বুঝাইতেছে যে, পৃথিবী, ইহাতে বসবাস-কারী সকলের জন্য খাদ্য উৎপাদন করিতে সকল সময়েই সক্ষম হইবে।

২৬২৪। 'সকলের জন্য সমভাবে' কথাটি দ্বারা এই বুঝায় যে, আল্লাহ্‌তা'লা পৃথিবীতে সকল জীবের জন্যই খাদ্যের ব্যবস্থা রাখিয়াছেন; যাহারা প্রকৃতির বিধানের সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে খাদ্যান্বেষণ করিবে, তাহারা অভুক্ত থাকিবে না। মানুষের ক্ষুধা ও অন্যান্য শারীরিক প্রয়োজনাদি মিটাইবার সকল উপাদানই পৃথিবীতে উৎপাদিত দ্রব্যাদির মধ্যে রহিয়াছে। অতএব এই কথা বলা কখনও ঠিক হইবে না যে, পৃথিবী ক্রমবর্দ্ধমান জন-সংখ্যার মুখে আহার যোগাইতে সক্ষম হইবে না। 'পৃথিবী ২৮০০ কোটি মানুষের খাদ্য, বস্ত্র ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় কৃষি-পণ্য উৎপাদন করার ক্ষমতা রাখে। ইহা বর্তমান বিশ্বের মানব সংখ্যার দশগুণ '(বর্তমানে প্রায় সাতগুণ)' (প্রফেসর কোলিন ক্লার্ক, পরিচালক, এগ্রিকালচারাল ইকনমিকস্ রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউট, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি)। অতি সম্প্রতি, জাতিপুঞ্জ খাদ্য ও কৃষি সংস্থা ইহার প্রতিবেদনে বলিয়াছে, "পৃথিবীর খাদ্য উৎপাদনের বৃদ্ধি জন-সংখ্যা বৃদ্ধির দ্বিগুণ হইয়া থাকে।" (দেখুন খাদ্য ও কৃষির অবস্থা, ১৯৫৯)।

২৬২৫ ও ২৬২৬ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

فَقَضٰىهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ فِيْ يَوْمَيْنِ وَاَوْحٰى فِيْ كُلِّ سَمَآءٍ اَمْرَهَا ؕ وَزَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ ۖ وَحِفْظًا ؕ ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ﴿۱۲﴾

১৩। অতঃপর তিনি উহাদিগকে সাত আকাশে সম্পূর্ণ করিলেন দুই দিনে;[২৬২৭] এবং প্রত্যেক আকাশকে উহার কার্য সম্বন্ধে ওহী করিলেন। এবং আমরা নিম্নতম আকাশকে প্রদীপপুঞ্জ দ্বারা সুশোভিত করিলাম, এবং হিফাযতের কারণ করিলাম। ইহা হইল পরম পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞানী আল্লাহ্‌র নির্ধারিত বিধান।

فَاِنْ اَعْرَضُوْا فَقُلْ اَنْذَرْتُكُمْ صٰعِقَةً مِّثْلَ صٰعِقَةِ عَادٍ وَّثَمُوْدَ ﴿۱۳﴾

১৪। অতঃপর যদি তাহারা বিমুখ হইয়া যায়, তাহা হইলে তুমি বল, 'আমি তোমাদিগকে আদ এবং সামূদ জাতির ধ্বংসাত্মক আযাবের মত ধ্বংসাত্মক আযাব সম্বন্ধে সতর্ক করিয়া দিতেছি।'

اِذْ جَآءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْۢ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّا اللّٰهَ ؕ قَالُوْا لَوْ شَآءَ رَبُّنَا لَاَنْزَلَ مَلٰٓئِكَةً فَاِنَّا بِمَآ اُرْسِلْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ ﴿۱۴﴾

১৫। যখন তাহাদের নিকট রসূলগণ তাহাদের সম্মুখেও এবং তাহাদের পশ্চাতেও [২৬২৭-ক] আগমন করিয়াছিল এই বলিয়া যে, তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাহারও ইবাদত করিও না—তখন তাহারা বলিয়াছিল, 'যদি আমাদের প্রতিপালক ইচ্ছা করিতেন তাহা হইলে নিশ্চয় তিনি (আমাদের উপর) ফিরিশ্‌তাগণকে নাযেল করিতেন। সুতরাং তোমরা যে শিক্ষাসহ প্রেরিত হইয়াছ তাহা আমরা অবশ্যই অস্বীকার করিতেছি।'

فَاَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوْا فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوْا مَنْ اَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً ؕ اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذِيْ خَلَقَهُمْ هُوَ اَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً ؕ وَكَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يَجْحَدُوْنَ ﴿۱۵﴾

১৬। এবং আদ জাতির বিবরণ এই যে, তাহারা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে অহংকার করিত এবং বলিত, 'শক্তিতে আমাদের অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী কে ?' তাহারা কি চিন্তা করিয়া দেখে নাই যে, নিশ্চয় সেই আল্লাহ্, যিনি তাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন, শক্তিতে তাহাদের অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী ? এবং তাহারা হঠকারিতা করিয়া আমাদের নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করিত।

২৬২৫। 'কুরহান' বা 'কারহান' উভয়ই কারিহা ধাতু হইতে উৎপন্ন। কারিহা অর্থ সে অপসন্দ করিয়াছিল। 'কুরহান' বলিতে বুঝায়, তুমি যাহা পসন্দ কর না, আর কারহান বলিতে বুঝায় অন্যের দ্বারা বাধ্য হইয়া তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তুমি যাহা কর। 'ফা'আল্লাহু কারহান্' অর্থ সে অনিচ্ছা সত্ত্বেও ইহা করিল (লেইন)।

২৬২৬। এই আয়াত হইতে বুঝা যায় যে, এই বিশ্ব-জগতে যাহা কিছু আছে তাহা একটা নিয়মের নিয়ন্ত্রণে আছে এবং সেই নিয়ম অনুযায়ী কাজ কর্ম করে; নিজের ইচ্ছায় কিছু করার মত শক্তি উহাদের নাই। মানুষই একমাত্র জীব, যাহার ইচ্ছা-শক্তির স্বাধীনতা রহিয়াছে এবং ইচ্ছা করিলে প্রকৃতির নিয়মাবলীকে এক সীমা পর্যন্ত সে অমানাও করিতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে সে তাহার এই ইচ্ছা-অনিচ্ছার স্বাধীনতাকে নিজের ক্ষতিসাধনেই ব্যবহার করিয়া থাকে। ৩৩ঃ৭৩ আয়াতের অর্থ ও তাৎপর্যও ইহাই।

২৬২৭। ১০ ও ১১ আয়াতে বলা হইয়াছে যে, দুই দিনে পৃথিবী সৃষ্ট হইয়াছে এবং ইহার উপরে পর্বত, নদী প্রভৃতি এবং শস্যাদিসহ প্রাণী জগৎ স্থাপিত হইয়াছে আরো দুই দিনে। এই আয়াতে বলা হইতেছে যে, পৃথিবী সৃষ্টিতে যেমন দুই দিন লাগিয়াছে, সৌরজগতও ইহার গ্রহ-উপগ্রহসহ দুই দিনে সৃষ্টি করা হইয়াছে। এইরূপে এই বিশ্ব-জগৎ ছয় দিনে সৃষ্টি করা হইয়াছে। এই হিসাবটা ৭ঃ৫৫ এবং ৫০ঃ৩৯ আয়াতগুলির সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ। "ইয়াউম" শব্দটিকে "পর্যায়" অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে মনে করিলে ১০, ১১ ও ১৩ আয়াত তিনটি দ্বারা ইহাই বুঝায় যে, এই বিশ্ব-জগৎ ছয়টি পর্যায়ে সৃষ্টি করা হইয়াছে। বিশ্ব-জগৎ সৃষ্টি সম্পন্ন হইবার পর, পৃথিবীতে মানুষের সৃষ্টি হয় এবং এই মানবসৃষ্টিও ছয়টি পর্যায়ে সম্পন্ন হয়। (২৩ঃ১৩-১৫)।

২৬২৭-ক। তাহাদের জাতীয় জীবনের স্থিতিকালের প্রারম্ভ হইতে শেষ পর্যন্ত তাহাদের মধ্যে নবীর আগমন অব্যাহত ছিল।

فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا صَرْصَرًا فِيْٓ اَيَّامٍ نَّحِسَاتٍ لِّنُذِيْقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَخْزٰى وَهُمْ لَا يُنْصَرُوْنَ ﴿١٧﴾

১৭। ফলে আমরা তাহাদের উপর অশুভ দিনসমূহে প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবায়ু পাঠাইয়াছিলাম যাহাতে আমরা তাহাদিগকে পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনাজনক আযাব ভোগ করাই। এবং পরকালের আযাব অবশ্যই ইহা অপেক্ষা অধিকতর লাঞ্ছনাজনক হইবে এবং তাহাদিগকে কোন প্রকার সাহায্য করা হইবে না।

وَاَمَّا ثَمُوْدُ فَهَدَيْنٰهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمٰى عَلَى الْهُدٰى فَاَخَذَتْهُمْ صٰعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُوْنِ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿١٨﴾

১৮। আর সামূদ জাতির বিবরণ এই যে, আমরা তাহাদিগকে হেদায়াতের পথে পরিচালিত করিয়াছিলাম। কিন্তু তাহারা হেদায়াতের পরিবর্তে অন্ধত্বকে পসন্দ করিয়াছিল; তখন তাহাদের কৃত-কর্মের ফলে এক লাঞ্ছনাজনক আযাবের প্রকট বজ্রধ্বনি আসিয়া তাহাদিগকে ধৃত করিল।

وَنَجَّيْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ ﴿١٩﴾ ع ١٦

১৯। আর যাহারা ঈমান আনিয়াছিল এবং তাক্‌ওয়া অবলম্বন করিয়া চলিত, আমরা তাহাদিগকে উদ্ধার করিয়াছিলাম। ২ [১০] ১৬

وَيَوْمَ يُحْشَرُ اَعْدَآءُ اللّٰهِ اِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوْزَعُوْنَ ﴿٢٠﴾

২০। এবং যেদিন আল্লাহ্‌র শত্রুদিগকে আগুনের অভিমুখে সবেত করা হইবে, অতঃপর তাহাদিগকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিন্যস্ত করা হইবে;

حَتّٰٓى اِذَا مَا جَآءُوْهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَاَبْصَارُهُمْ وَجُلُوْدُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٢١﴾

২১। এমন কি যখন তাহারা উহার নিকটে পৌঁছিবে, তখন তাহারা যে সকল কার্যকলাপ করিত উহার জন্য তাহাদের কর্ণ, তাহাদের চক্ষু এবং তাহাদের চর্ম তাহাদেরই বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে।[২৬২৮]

وَقَالُوْا لِجُلُوْدِهِمْ لِمَ شَهِدْتُّمْ عَلَيْنَا ۭ قَالُوْٓا اَنْطَقَنَا اللّٰهُ الَّذِيْٓ اَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَّهُوَ خَلَقَكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿٢٢﴾

২২। এবং তাহারা নিজেদের চর্মকে[২৬২৯] বলিবে, 'তোমরা কেন আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলে?' উহারা বলিবে, 'সেই আল্লাহ্ আমাদিগকে বাক্‌শক্তি দিয়াছেন যিনি প্রত্যেক বস্তুকে বাক্‌শক্তি দিয়াছেন। এবং তিনিই তোমাদিগকে প্রথমবার সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং তাঁহারই দিকে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হইবে।

২৬২৮। অপরাধীদের চক্ষু ও কর্ণ তিনভাবে তাহাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দান করিবেঃ (১) তাহাদের কুকর্মের ফলাফল দৈহিক অবয়বের রূপ নিবে; (২) তাহাদের দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহ অসৎকর্মের ফলে পঙ্গুত্ব লাভ করিবে, এ পঙ্গুত্বই তাহাদের অপরাধের সাক্ষ্য বহন করিবে; (৩) তাহাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের চলাফেরা ও কার্যাবলী রেকর্ড হিসাবে সংরক্ষিত থাকিবে এবং কিয়ামতের দিন প্রদর্শিত হইবে।

২৬২৯। চামড়া মানুষের কর্মক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা বড় ভূমিকা পালন করিয়া থাকে। কেবল স্পর্শানুভূতিই নয়, অন্যান্য অনুভূতিও ইহার অন্তর্গত। চক্ষু ও কর্ণের পাপ দর্শন ও শ্রবণের মধ্যে সীমাবদ্ধ, কিন্তু চামড়ার পাপ শরীরের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে বেষ্টন করে, কেননা দেহের বাহ্যিক অঙ্গগুলির সবই চর্ম দ্বারা আবৃত।

وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُوْنَ اَنْ يَّشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَآ اَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُوْدُكُمْ وَلٰكِنْ ظَنَنْتُمْ اَنَّ اللّٰهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيْرًا مِّمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿٢٢﴾

২৩। এবং তোমরা (তোমাদের পাপসমূহকে) এই কারণে গোপন করিতে না যে, (পরকালে) তোমাদের কর্ণ, তোমাদের চক্ষু এবং তোমাদের চর্ম তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে, বরং তোমরা ধারণা করিতে যে, আল্লাহ্ তোমাদের অনেক কার্যকলাপ সম্বন্ধে অবগত নহেন যাহা তোমরা করিতেছ।

وَذٰلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِيْ ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ اَرْدٰىكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ مِّنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿٢٣﴾

২৪। এবং তোমাদের এই কুধারণাই, যাহা তোমরা তোমাদের প্রতিপালক সম্বন্ধে পোষণ করিয়া আসিয়াছ,[২৬৩০] তোমাদিগকে ধ্বংস করিয়াছে, ফলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের অন্তর্গত হইয়া গিয়াছ।'

فَاِنْ يَّصْبِرُوْا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ ۚ وَاِنْ يَّسْتَعْتِبُوْا فَمَا هُمْ مِّنَ الْمُعْتَبِيْنَ ﴿٢٤﴾

২৫। এখন তাহারা ধৈর্য ধারণ করিলেও আগুনই হইবে তাহাদের আবাসস্থল, এবং তাহারা (আল্লাহ্র সমীপে) নৈকট্য কামনা করিলেও তাহারা নৈকট্য-প্রাপ্তদিগের অন্তর্ভুক্ত হইবে না।[২৬৩১]

وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَآءَ فَزَيَّنُوْا لَهُمْ مَّا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِيْٓ اُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ ۚ اِنَّهُمْ كَانُوْا خٰسِرِيْنَ ﴿٢٥﴾ ع ١٧

২৬। এবং আমরা তাহাদের জন্য এমন সহচরবৃন্দ নিয়োজিত করিয়া দিয়াছি, যাহারা তাহাদের সম্মুখবর্তী এবং তাহাদের পশ্চাদ্বর্তী সকল কার্যকলাপকে তাহাদের দৃষ্টিতে মনোহর করিয়া দেখাইয়াছে,[২৬৩২] ফলে তাহাদের উপরও সেই প্রত্যাদেশ জারী হইয়া গেল যাহা জিন্ এবং ইনসানের অপরাপর জাতিসমূহের উপর জারী হইয়াছিল, যাহারা ইহাদের পূর্বে গত হইয়া গিয়াছে। নিশ্চয় তাহারা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল।

৩ [৭] ১৭

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا تَسْمَعُوْا لِهٰذَا الْقُرْاٰنِ وَالْغَوْا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُوْنَ ﴿٢٦﴾

২৭। এবং যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহারা বলে, 'তোমরা এই কুরআন শুনিও না, এবং ইহার মধ্যে (পাঠ কালে) শোর গোল সৃষ্টি কর,[২৬৩৩] যাহাতে তোমরা জয় লাভ করিতে পার।'

২৬৩০। প্রকৃত পক্ষে, আল্লাহ্তা'লার প্রতি জীবন্ত বিশ্বাসের অভাবই সকল পাপ কার্যের মূল কারণ।

২৬৩১। অবিশ্বাসীদের অপরাধসমূহ এতই বীভৎস ও জঘন্য যে, তাহারা ক্ষমার অযোগ্য। তাই তাহারা আল্লাহ্তা'লার অনুগ্রহ লাভ করিতে পারিবে না। এমনকি ক্ষমা ও করুণা ভিক্ষা করিবার জন্য আল্লাহ্র দরবারে উপস্থিত হওয়া তো দূরের কথা, তাহারা আল্লাহ্র 'আরশের' আশেপাশেও আসিতে পারিবে না।

২৬৩২। অবিশ্বাসীদের দুষ্ট বন্ধুরা তাহাদের দুষ্কর্মের প্রশংসা করিত, যাহাতে ঐ দুষ্কর্মগুলি অবিশ্বাসীদের কাছে সুন্দর ও প্রশংসনীয় বলিয়া মনে হয়। এই সঙ্গী-সাথী বন্ধুগণকেও ঐ শাস্তির অংশীদার করা হইবে যাহা প্রশংসা-প্রতারিত অবিশ্বাসীদের উপর আপতিত হইবে। 'তাহাদের সম্মুখবর্তী এবং তাহাদের পশ্চাদ্বর্তী সকল কার্যকলাপ' কথাগুলি দ্বারা ইহা বুঝাইতে পারে যে, যে কুকর্মগুলি তাহারা তাহাদের দুষ্ট সাথীদের সঙ্গ-দোষে করিয়াছিল এবং যে কর্মগুলি তাহারা স্বীয় পূর্ব পুরুষদের অন্ধ অনুকরণে করিয়াছিল।

২৬৩৩। অন্ধকারের উপাসকেরা সর্বদাই সত্যের বাণীকে গলা টিপিয়া মারিতে চায়। এই উদ্দেশ্যে তাহারা হৈ চৈ ও গণ্ডগোল বাধাইয়া দেয় এবং সর্বপ্রকারের মিথ্যা, প্রবঞ্চনা ও ধাপ্পাবাজী দ্বারা মানুষের মনকে বিভ্রান্ত করিতে অপচেষ্টা চালাইয়া থাকে।

فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا ۙ وَّلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٨﴾

২৮। সুতরাং যাহারা অস্বীকার করিয়াছে আমরা ইহার জন্য তাহাদিগকে অবশ্যই কঠোর আযাবের স্বাদ গ্রহণ করাইব এবং তাহাদিগকে তাহাদের জঘন্যতম কার্যকলাপের প্রতিফল দিব।

ذَٰلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارُ ۚ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ ۖ جَزَاءً بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ﴿٢٩﴾

২৯। আল্লাহ্‌র শত্রুদের প্রতিফল ইহাই— আগুন। তথায় তাহাদের জন্য দীর্ঘকাল বসবাসের আবাস (অবধারিত) রহিয়াছে, ইহা হইবে প্রতিফল স্বরূপ, কারণ তাহারা আমাদের নিদর্শনাবলীকে হঠকারিতার সহিত অস্বীকার করিত,

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ ﴿٣٠﴾

৩০। এবং যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহারা বলিবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! জিন্ ও ইনসান[২৬৩৪] হইতে আমাদিগকে ঐ সকল লোক দেখাইয়া দাও যাহারা আমাদিগকে পথভ্রষ্ট করিয়াছে, যাহাতে আমরা তাহাদের উভয়কে আমাদের পদতলে মর্দন করি, যাহাতে তাহারা নিকৃষ্টতম লোকদের অন্তর্গত হইয়া যায়।'

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴿٣١﴾

৩১। নিশ্চয় যাহারা বলে, 'আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্,' অতঃপর তাহারা দৃঢ়তার সহিত অবিচল থাকে, তাহাদের উপর ফিরিশ্‌তাগণ নাযেল হয় (এই বলিয়া), 'তোমরা ভয় করিও না, এবং দুঃখিত হইও না এবং সেই জান্নাতের জন্য তোমরা আনন্দিত হও যাহার প্রতিশ্রুতি তোমাদিগকে দেওয়া হইতেছে;[২৬৩৫]

نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ۖ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ﴿٣٢﴾

৩২। আমরা তোমাদের বন্ধু— ইহজীবনেও এবং পরজীবনেও। তথায় তোমাদের মন যাহা কিছু কামনা করিবে তাহা তোমাদিগকে দেওয়া হইবে এবং যাহা কিছু তোমরা ফরমায়েশ করিবে তাহাও তোমাদিগকে দেওয়া হইবে—

نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ ﴿٣٣﴾ ع ৪ [৭] ১৮

৩৩। অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়ের পক্ষ হইতে ইহা আপ্যায়ন স্বরূপ হইবে।'

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٣٤﴾

৩৪। এবং ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা কথায় কে অধিক উত্তম যে লোকদিগকে আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বান করে এবং সৎকর্ম করে, এবং বলে, 'নিশ্চয় আমি আত্মসমর্পণকারীগণের অন্তর্গত?'

২৬৩৪। দুই শ্রেণীভুক্ত মানুষ; এক শ্রেণী হইল জিন্ এবং অপর শ্রেণী হইল সাধারণ মানুষ।

২৬৩৫। বিশ্বাসীগণ যখন অসীম ধৈর্য ও ত্যাগ-তিতিক্ষার মাধ্যমে অবিচল বিশ্বাসের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় পাশ করিয়া যায়, তখন তাহাদিগকে আশ্বাস ও সান্ত্বনা দিবার জন্য, ইহলোকেই তাহাদের কাছে ফিরিশ্‌তারা অবতীর্ণ হন।

وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۚ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ﴿٣٤﴾

৩৫। বস্তুতঃ ভাল এবং মন্দ সমান নহে; অতএব তুমি উহা দ্বারা (মন্দকে) প্রতিহত কর যাহা সর্বোত্তম, [২৬৩৬] ফলে সহসা ঐ ব্যক্তি, যাহার মধ্যে এবং তোমার মধ্যে শত্রুতা রহিয়াছে, তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধুর ন্যায় হইয়া যাইবে।

وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا ۚ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴿٣٥﴾

৩৬। কিন্তু ইহার অধিকারী করা হয় কেবল তাহাদিগকে যাহারা ধৈর্য ধারণ করে, এবং ইহার অধিকারী করা হয় কেবল তাহাদিগকে যাহারা মহা সৌভাগ্যশালী।

وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ۖ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٣٦﴾

৩৭। এবং যদি শয়তানের পক্ষ হইতে কোন প্ররোচনা তোমাকে প্ররোচিত করে তাহা হইলে তুমি আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর। নিশ্চয় তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।

وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ۚ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿٣٧﴾

৩৮। এবং রাত্রি ও দিবস এবং সূর্য ও চন্দ্র তাঁহার নিদর্শন সমূহের অন্তর্গত। তোমরা সূর্যকে সেজদা করিও না, এবং চন্দ্রকেও না, বরং তোমরা কেবল সেই আল্লাহ্‌কে সেজদা কর, যিনি উহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন, যদি তোমরা তাঁহারই ইবাদত কর।

فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ ﴿٣٨﴾ سجدة

৩৯। যদি তাহারা অহংকার করে, তাহা হইলে জানিয়া রাখ যে, যাহারা তোমার প্রতিপালকের সন্নিধানে আছে, তাহারা রাত্রিতে ও দিবসে তাঁহারই পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করিতেছে এবং তাহারা ক্লান্ত ও শ্রান্ত হয় না।

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ ۚ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَىٰ ۚ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٣٩﴾

৪০। এবং ইহাও তাঁহার নিদর্শনসমূহের অন্তর্গত যে, তুমি পৃথিবীকে শুষ্ক-তৃণহীন দেখিতে পাও, অতঃপর যখন আমরা উহাতে বারি বর্ষণ করি তখন উহা সতেজ ও স্ফীত হইয়া উঠে; নিশ্চয় যিনি উহাকে (যমীনকে) সঞ্জীবিত করেন, তিনি অবশ্যই মৃতদের জীবনদাতা; তিনি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا ۗ أَفَمَن يُلْقَىٰ فِي النَّارِ خَيْرٌ أَم مَّن يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ ۖ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٤٠﴾

৪১। যাহারা আমাদের নিদর্শনাবলীর মধ্যে বক্রতা দেখাইবার জন্য উহাদিগকে বিকৃত করে তাহারা কখনও আমাদের দৃষ্টি হইতে গোপন নহে যে ব্যক্তি আগুনে নিক্ষিপ্ত হইবে, সেই ব্যক্তি কি উত্তম অথবা যে ব্যক্তি কিয়ামতের দিনে শান্তির সহিত (আমাদের নিকটে) আসিবে, সে উত্তম ? তোমরা যাহা চাহ কর; যাহা কিছু তোমরা করিতেছ, নিশ্চয় তিনি উহার দ্রষ্টা।

২৬৩৬। ধর্ম প্রচার এমনি এক কাজ যে, ইহাতে অনিবার্যভাবেই প্রচারকের উপর অত্যাচার ও কঠোরতা নামিয়া আসে। এই জন্য আয়াতটিতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে যে, প্রচারক যেন অত্যন্ত ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার সহিত এইগুলি সহ্য করেন—এমনকি অত্যাচারীর অত্যাচার ও অনিষ্টের বদলে, প্রচারক যেন অত্যাচারীর মঙ্গল সাধন করেন।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ ۚ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ ﴿٤١﴾

৪২ । নিশ্চয় যাহারা এই যিক্‌রকে[২৬৩৭] (কুরআনকে) অস্বীকার করিয়াছে যখন ইহা তাহাদের নিকট আসিল (তাহারা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে)। অথচ ইহা নিশ্চয়ই এক মহা সম্মানিত কিতাব,

لَّا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ۖ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴿٤٢﴾

৪৩ । কোন প্রকার মিথ্যা ইহার নিকট ইহার সম্মুখ হইতেও আসিতে পারে না এবং ইহার পশ্চাৎ[২৬৩৮] হইতেও না । পরম প্রজ্ঞাময়, মহা-প্রশংসনীয় আল্লাহ্‌র নিকট হইতে ইহা নাযেল হইয়াছে ।

مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ ﴿٤٣﴾

৪৪ । তোমাকে (শত্রুপক্ষ হইতে) কেবল উহাই বলা হইতেছে যাহা তোমার পূর্ববর্তী রসূলগণকে বলা হইয়াছিল । নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক ক্ষমার অধিকারী এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির মালিক ।

وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ ۖ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ ۗ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ ۖ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى ۚ أُولَٰئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ ﴿٤٤﴾ ع ১২ ১৯

৪৫ । এবং আমরা যদি ইহাকে অনারবী ভাষায় (নাযেল) করিতাম তাহা হইলে নিশ্চয় তাহারা (মক্কাবাসীরা) বলিত, 'কেন ইহার আয়াতসমূহ সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয় নাই ? কি ! ভাষা অনারবী এবং (নবী) আরবীয় ?' তুমি বল, 'ইহা একটি হেদায়াত এবং আরোগ্য তাহাদের জন্য যাহারা ঈমান আনিয়াছে ।' এবং যাহারা ঈমান আনে নাই তাহাদের কর্ণে বধিরতা আছে, এবং ইহা তাহাদের নিকট অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া আছে ।[২৬৩৮-ক] তাহারাই এমন লোক (যেন) তাহাদিগকে অনেক দূরবর্তী স্থান হইতে আহ্বান করা হইতেছে ।[২৬৩৯] ৫ [১২] ১৯

২৬৩৭ । **কুরআনকে** 'যিকর' বলা হইয়াছে। কারণঃ (ক) ইহাতে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিধিবিধান ও সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি বিভিন্নভাবে, বিভিন্ন আকারে বার বার উপস্থাপন করা হইয়াছে, যাহাতে মানুষ সহজে স্মরণ রাখিতে পারে; (খ) ইহা মানুষকে ঐ সকল মহতী শিক্ষাগুলি স্মরণ করাইয়া দেয়, যেগুলি পূর্বেকার ধর্মগ্রন্থগুলিতে অবতীর্ণ **হইয়াছিল;** (গ) ইহার শিক্ষাগুলিকে বাস্তব জীবনে অবলম্বন ও অনুসরণ করিয়া মানুষ আধ্যাত্মিক মর্যাদার উচ্চতম পর্যায়ে পৌঁছিতে সক্ষম হয় (যিক্‌র শব্দের অন্য অর্থ সম্মান, মর্যাদা)।

২৬৩৮ । কুরআন এমনই একটি আশ্চর্যগ্রন্থ যে, ইহার প্রচারিত মহান সত্যসমূহ, নীতিমালা ও আদর্শসমূহের একটিকেও পুরাতন জ্ঞান বা আধুনিক বিজ্ঞানের দ্বারা ভুল প্রমাণ করা আজ **পর্যন্ত** সম্ভব হয় নাই ।

২৬৩৮-ক। কুরআনের অর্থ ও মর্ম তাহাদের কাছে অস্পষ্ট এবং ইহার সৌন্দর্য ও উপকারিতা তাহাদের চক্ষু হইতে লুক্কায়িত ।

২৬৩৯ । এই উক্তি 'তাহাদিগকে অনেক স্থান হইতে **আহ্বান** করা হইতেছে'এর অর্থ—কিয়ামত দিবসে অবিশ্বাসীগণকে **আল্লাহ্‌তা'লার** বিচারাসনের কাছেও ঘেঁষিতে দেওয়া হইবে না, বরং বহু **দূরবর্তী** স্থান হইতে তাহাদের অপকর্মের হিসাব দিতে তাহাদিগকে **আহ্বান** করা হইবে । এই বাক্যাংশটির অর্থ ইহাও হইতে পারে যে, যেহেতু অবিশ্বাসীগণ কুরআনের বাণীর প্রতি কর্ণপাত করে নাই এবং ইহার বিষয়বস্তুর উপরে চিন্তা-ভাবনা করিতেও অস্বীকার করে, অতএব ইহা তাহাদের নিকট দুর্বোধ্য, অস্পষ্ট ও এলোমেলো মনে হইতেছে, যেমন দূর হইতে আওয়াজ আসিলে শব্দ বা বাক্যগুলি স্পষ্ট ও অর্থবোধক হয় না ।

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ فَاخْتُلِفَ فِيْهِ ؕ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ؕ وَاِنَّهُمْ لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيْبٍ ﴿٤٦﴾

৪৬। এবং আমরা মূসাকেও এক কিতাব দিয়াছিলাম, কিন্তু উহার মধ্যেও মতভেদ করা হইয়াছিল; বস্তুতঃ যদি তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে এক বাক্য পূর্ব হইতে বলা না থাকিত[২৬৩৯-ক] তাহা হইলে অবশ্যই তাহাদের মধ্যে (অনেক পূর্বেই) ফয়সালা করিয়া দেওয়া হইত; এবং নিশ্চয় তাহারা ইহার সম্বন্ধে এক অস্বস্তিকর সন্দেহে নিপতিত রহিয়াছে।

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ اَسَآءَ فَعَلَيْهَا ؕ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ ﴿٤٧﴾

৪৭। যে ব্যক্তি সৎকর্ম করে, বস্তুতঃ উহা তাহারই নিজের কল্যাণের জন্য হইবে; এবং যে ব্যক্তি মন্দকর্ম করে, উহার শাস্তি তাহারই উপর বর্তিবে। এবং তোমার প্রতিপালক বান্দাগণের প্রতি আদৌ যুলুমকারী নহেন।

২৫তম পারা

اِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ ؕ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرٰتٍ مِّنْ اَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ اُنْثٰى وَلَا تَضَعُ اِلَّا بِعِلْمِهٖ ؕ وَيَوْمَ يُنَادِيْهِمْ اَيْنَ شُرَكَآءِيْ ؕ قَالُوْٓا اٰذَنّٰكَ ۙ مَا مِنَّا مِنْ شَهِيْدٍ ﴿٤٨﴾

৪৮। কেবল তাঁহারই প্রতি কিয়ামতের জ্ঞান সমর্পিত হয়। তাঁহার অজ্ঞাতসারে[২৬৪০] কোন ফল উহার কলির আবরণ হইতে বাহির হয় না এবং কোন নারী গর্ভধারণ করে না এবং সন্তান প্রসবও করে না। এবং যেদিন তিনি তাহাদিগকে আহ্বান করিবেন, এই বলিয়া যে, 'কোথায় আমার শরীকেরা ?' তাহারা বলিবে, 'আমরা তোমাকে স্পষ্টভাবে নিবেদন করিয়াছি যে, আমাদের মধ্যে কেহই (এই কথার) সাক্ষী নাই'।

وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَدْعُوْنَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُّوْا مَا لَهُمْ مِّنْ مَّحِيْصٍ ﴿٤٩﴾

৪৯। তাহারা পূর্বে যাহাদিগকে আহ্বান করিত তাহারা তাহাদের নিকট হইতে উধাও হইয়া যাইবে এবং তাহারা বিশ্বাস করিবে যে, এখন তাহাদের জন্য পলায়নের কোন স্থান নাই।

لَا يَسْـَٔمُ الْاِنْسَانُ مِنْ دُعَآءِ الْخَيْرِ ۫ وَاِنْ مَّسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوْسٌ قَنُوْطٌ ﴿٥٠﴾

৫০। মানুষ নিজ কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করিতে কখনও ক্লান্ত হয় না, কিন্তু যদি কোন অকল্যাণ তাহাকে স্পর্শ করে তখনই সে নিরাশ হইয়া পড়ে।

২৬৩৯-ক। ইহা আল্লাহ্‌তা'লার এই কথাগুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে, 'আমার রহমত প্রত্যেক বস্তুকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে (৭:১৫৭)।

২৬৪০। একমাত্র আল্লাহ্‌তালাই জানেন, আরবের ভূমিতে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) যে বীজ বপন করিয়াছেন, তাহা কিরূপে কত বড় হইবে এবং কি ধরণের ফল দান করিবে। ফলগুলি পচা হইলে তো ঐগুলিকে ধ্বংসই করা হইবে কিন্তু ঐ ফল যদি সুস্বাদু ও পুষ্টিকর হয় তাহা হইলে সেগুলি নিশ্চয়ই সযত্নে সুরক্ষিত হইবে।

وَلَئِنْ اَذَقْنٰهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِنْۢ بَعْدِ ضَرَّآءَ مَسَّتْهُ لَيَقُوْلَنَّ هٰذَا لِيْ ۙ وَمَآ اَظُنُّ السَّاعَةَ قَآئِمَةً ۙ وَّلَئِنْ رُّجِعْتُ اِلٰى رَبِّيْٓ اِنَّ لِيْ عِنْدَهٗ لَلْحُسْنٰى ۚ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِمَا عَمِلُوْا وَلَنُذِيْقَنَّهُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيْظٍ ﴿٥١﴾

৫১। এবং তাহাকে কোন দুঃখ-যাতনা স্পর্শ করার পর যদি আমরা আমাদের সন্নিধান হইতে তাহাকে রহমতের স্বাদ গ্রহণ করাই, তখন অবশ্যই সে বলিতে থাকে, 'ইহা তো আমারই প্রাপ্য[২৬৪১] এবং আমি বিশ্বাস করি না যে, কিয়ামত সংঘটিত হইবে। আর যদি আমাকে আমার প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তিত করা হয় তাহা হইলে নিশ্চয় আমার জন্য তাঁহার নিকট উত্তম নেয়ামতসমূহ প্রস্তুত থাকিবে।' সুতরাং আমরা অবশ্যই কাফেরদিগকে তাহাদের কৃত-কর্ম সম্বন্ধে অবহিত করিব এবং অবশ্যই আমরা তাহাদিগকে কঠোর আযাবের স্বাদ গ্রহণ করাইব।

وَاِذَآ اَنْعَمْنَا عَلَى الْاِنْسَانِ اَعْرَضَ وَنَاٰ بِجَانِبِهٖ ۚ وَاِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُوْ دُعَآءٍ عَرِيْضٍ ﴿٥٢﴾

৫২। এবং যখন আমরা মানুষকে কোন নেয়ামত দান করি, তখন সে মুখ ফিরাইয়া লয় এবং নিজ পার্শ্ব পরিবর্তন করিয়া ফেলে, এবং যখন কষ্ট তাহাকে স্পর্শে করে তখন সে লম্বা-চওড়া দোয়া করিতে থাকে।

قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهٖ مَنْ اَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِيْ شِقَاقٍۭ بَعِيْدٍ ﴿٥٣﴾

৫৩। তুমি বল, 'তোমরা চিন্তা করিয়া আমাকে বল, যদি ইহা আল্লাহ্‌র সন্নিধান হইতে সমাগত হইয়া থাকে এবং তোমরা ইহাকে অস্বীকার কর, তাহা হইলে যে ব্যক্তি ঘোর বিরুদ্ধাচরণে লিপ্ত আছে তাহার অপেক্ষা অধিক বিভ্রান্ত আর কে হইতে পারে?'

سَنُرِيْهِمْ اٰيٰتِنَا فِي الْاٰفَاقِ وَفِيْٓ اَنْفُسِهِمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُ الْحَقُّ ۗ اَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ اَنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ ﴿٥٤﴾

৫৪। নিশ্চয় আমরা তাহাদিগকে বিশ্বের প্রান্তে প্রান্তে এবং তাহাদের নিজেদের মধ্যেও আমাদের নিদর্শনাবলী দেখাইব[২৬৪২] এমন কি তাহাদের জন্য সুস্পষ্ট হইয়া যাইবে যে, ইহা সুনিশ্চিত সত্য। ইহা কি তোমার প্রতিপালক সম্পর্কে যথেষ্ট নহে যে, তিনি প্রত্যেক বিষয়ের উপর সম্যক পর্যবেক্ষক?

اَلَآ اِنَّهُمْ فِيْ مِرْيَةٍ مِّنْ لِّقَآءِ رَبِّهِمْ ۗ اَلَآ اِنَّهٗ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيْطٌ ﴿٥٥﴾ ع ৬ [১০] ১

৫৫। শুন! তাহারা নিজেদের প্রতিপালকের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সন্দেহে নিপতিত; আবার শুন! তিনি প্রত্যেক বস্তুকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন।

২৬৪১। মানুষের স্বভাব ইহাই যে, যখন সে কষ্টে পতিত হয়, তখন সে হা-হুতাশ করিতে থাকে। কিন্তু যখন সে সম্পদশালী হয় তখন সে উদ্ধত ও বেপরওয়া বনিয়া যায় এবং এমনভাবে ব্যবহার করে, যেন কোন দিনই সে অভাবগ্রস্ত ছিল না। তাহার অহমিকা তখন এতদূর গড়াইয়া যায় যে, সে তাহার কৃত-কার্যতাকে সম্পূর্ণভাবে তাহার প্রচেষ্টা ও সামর্থ্যের ফল বলিয়া মনে করে।

২৬৪২। এই আয়াতে সুস্পষ্ট ও জোরালো ভবিষ্যদ্বাণী রহিয়াছে যে, ইসলাম কেবল আরবদেশের নিকটবর্তী পাশাপাশি দেশগুলিতে বিস্তৃত হইয়াই থামিয়া যাইবে না, বরং ইহা বিশ্বের দূরতম প্রান্তেও ছড়াইয়া পড়িবে। "আফাক" অর্থ দূরদূরান্তরের অঞ্চলসমূহ (লেইন)।

৪২-সূরা আশ্ শূরা
(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণ হওয়ার সময় ও প্রসংঙ্গ

এই সূরাটিও মক্কায় পূর্ববর্তী সূরার প্রায় কাছাকাছি সময়ে অবতীর্ণ হইয়াছিল । তবে নলডিকি বলিয়াছেন, এই সূরা পূর্ববর্তী সূরার কিছুকাল পরে অবতীর্ণ হইয়াছিল । মারদাওয়াই এবং ইব্নে যুবাইর বলিয়াছেন, ইব্নে আব্বাস-এর মতে এই সূরা মক্কায় এমনি সময়ে নাযেল হইয়াছিল যখন ইসলামের বিরোধিতা চরমে পৌছিয়াছিল এবং মুসলমানগণ একেবারে কোনঠাসা হইয়া পড়িয়াছিলেন । পূর্ববর্তী সূরার শেষাংশে বলা হইয়াছিল, যে ব্যক্তি ঐশী শিক্ষাকে প্রত্যাখ্যান করে, সে নিজের আত্মারই ক্ষতি সাধন করে এবং নিজেই এই প্রত্যাখ্যানের কুফল ভোগ করিয়া থাকে । বর্তমান সূরাটি এই ঘোষণার সহিত আরম্ভ হইয়াছে যে, কুরআন মহাপরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়, উচ্চ মর্যাদাশালী এবং অতীব মহান আল্লাহ্র তরফ হইতে নাযেল হইয়াছে। অতএব যদি মুহাম্মদ (সাঃ)-এর জাতি ইহাকে প্রত্যাখ্যান করে তাহা হইলে তাহারা ব্যক্তিগত ও জাতিগত শক্তি-সামর্থ্য, জয়-গৌরব, প্রজ্ঞা ও জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং মর্যাদা ও মাহাত্ম্য অর্জন হইতে বঞ্চিত হইয়া নিজেদেরই পরম ক্ষতি সাধন করিবে ।

বিষয়-বস্তু

কুরআন নাযেলের বিষয় অবলম্বনে সূরাটি আরম্ভ হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে যে, মানুষের পাপাচারের সংখ্যা বহু এবং পাপগুলিও গুরুতর । তবে, আল্লাহ্তা'লার ক্ষমাশীলতার পরিধি এসবের চাইতে অনেক বেশী বরং সীমাহীন। তাঁহার করুণার চাহিদা মোতাবেক, মানব-মণ্ডলীকে পাপ হইতে পরিত্রাণের জন্য, তিনি কুরআন অবতীর্ণ করিলেন, কিন্তু মানুষের প্রকৃতি এমনি বিচিত্র যে, সে আল্লাহ্তা'লার এই রহমত হইতে উপকার লাভ না করিয়া নিজের ধ্যান-ধারণার সৃষ্ট প্রতিমার পূজা করিতে লাগিয়া যায় । আল্লাহ্তা'লা তাঁহার রসূল (সাঃ)-কে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, 'হে মুহাম্মদ (সাঃ) তোমার ইহাতে দুঃখিত হইবার কিছু নাই , অবিশ্বাসীদের কুকর্মের জন্য তাহাদিগকেই দায়ী করা হইবে । কেননা তুমি তাহাদের উপর নিযুক্ত অবিভাবক নও তোমার কর্তব্য মানুষের কাছে শুধু ঐশী বার্তা পৌছাইয়া দেওয়া । বাকীটা আল্লাহ্তা'লার কাজ ।' অতঃপর সূরাতে বলা হইয়াছে যে, যখনই ধর্মের মৌলিক নীতিমালা নিয়া বিভিন্ন ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে প্রবল মতানৈক্য দেখা দেয়, তখন আল্লাহ্তা'লা এই সব মতানৈক্য দূরীভূত করিয়া মানুষকে সঠিক-সত্য পথে আনিবার জন্য তাঁহার প্রেরিত পুরুষের অভ্যুদয় ঘটাইয়া থাকেন । সকল ধর্মের মৌলিক নীতিমালা এক হওয়ার কারণে, প্রেরিত পুরুষগণ একই ধর্ম অনুসরণ করিয়াছেন । এই মৌলিক নীতিটি হইলঃ একমাত্র সৃষ্টিকর্ত আল্লাহ্র কাছে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ। এই 'ধর্মেরই' পরিপূর্ণ বিকাশ ও পূর্ণতম প্রকাশ ঘটিয়াছে কুরআনের অবতীর্ণ ঐশী-বাণীর মধ্যে। আর এই জন্য এই পরিপূর্ণতাপ্রাপ্ত ইলাহী ধর্মের অনুসরণকে বিশ্বের সর্বমানবের কাছে পৌছাইয়া দিবার জন্য মহানবী (সাঃ)-এর প্রতি আল্লাহ্তা'লার নির্দেশ আসিল । তাঁহাকে বলা হইল, অত্যাচার-অনাচার, বাধা-বিঘ্ন এবং বিরূপ প্রতিক্রিয়া কোন কিছুকেই যেন তাঁহার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনের পথে তিনি অন্তরায় মনে না করেন । সূরাতে বলা হইয়াছে যে, কুরআনে অবতীর্ণ আদেশ ও নিষেধাজ্ঞা পালনের নামই সৎকর্ম এবং এইগুলির প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনের নাম হইল অসৎকর্ম । জাতি এবং ব্যক্তির ভাগ্য নির্ণীত হয় তাহাদের সৎ-অসৎ কর্ম দ্বারা । এই কর্মের সৎ-অসৎ গুণাগুণই ভবিষ্যতের সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য গঠন করিয়া থাকে । মানুষের জীবনে এমন একদিন আসে, যখন তাহার কার্যাবলীকে নিক্তি দ্বারা ওজন করা হয় । যদি তাহাদের ভাল কার্যাবলীর ওজন মন্দ কার্যাবলীর ওজন হইতে বেশী হয় তাহা হইলে এক আশীষপূর্ণ সুখী জীবন তাহাদের ভাগ্যে জুটিয়া যায় । অপরপক্ষে যাহাদের মন্দ কার্যাবলীর ওজন তাহাদের সৎকর্মের ওজনকে ডিঙ্গাইয়া যায়, তাহা হইলে তাহাদের জীবনে নামিয়া আসে অনুতাপ, দুর্ভোগ ও দীর্ঘশ্বাস। অতঃপর এই সূরাতে বলা হইয়াছে যে, নবী করীম (সাঃ) কঠোর সাধনা ও পরিশ্রম করিয়াছেন এবং অসহনীয় যাতনাও ভোগ করিয়াছেন—— নিজের জন্য নয় বরং মানবের মঙ্গলের জন্য । দয়া-মায়া, প্রেম-প্রীতি, ভালবাসা ও হিতৈষণা দ্বারা তাঁহার কোমল হৃদয় ভরপুর ছিল । তাঁহার একনিষ্ঠ চিন্তা ও ধ্যান ইহাই ছিল যে, মানুষ আল্লাহ্তা'লার সহিত সত্যিকার প্রেমময় সম্পর্ক স্থাপন করুক । এমন অকপট, সাধু-মানব হিতৈষী কি কখনও আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা বলিতে পারেন ? তথাপি তাঁহার জাতি তাঁহাকে মহাপাপে পাপী বলিতে দ্বিধা বোধ করে না । এই সাধারণ কথাটা তাহারা কেন বুঝিতে পারে না যে, আল্লাহ্ সম্বন্ধে কিছু মিথ্যা-বানাওট কথা বলা বা আরোপ করা এমনই মারাত্মক বিষ যাহা ঐ মিথ্যা আরোপকারীকে সমূলে ধ্বংস করিয়া ফেলে । অথচ, ধ্বংস হওয়াতো দূরের কথা, মহানবী (সাঃ)-এর মহতী প্রচেষ্টা সুফল দান করিতেছে এবং তাঁহার উদ্দেশ্য ক্রমাগতভাবে দ্রুতবেগে উন্নতি সাধন করিতেছে । তারপর উপমা স্বরূপ বলা হইতেছে, প্রাকৃতিক জগতে আমরা দেখিতে পাই যে, তৃষ্ণার্ত পৃথিবী যখন পানির প্রয়োজন বোধ করে, তখন আল্লাহতা'লা মেঘমালা হইতে বৃষ্টি প্রেরণ করেন । ঠিক অনুরূপভাবে, আধ্যাত্মিক জগত যখন শুষ্ক হইয়া গেল, তখন আল্লাহ্তা'লা কুরআনের আকারে বারিধারা বর্ষণ করিলেন । অতঃপর, ইসলামী রাষ্ট্র-পরিচালনা ও অন্যান্য রাষ্ট্রীয় কাজ-কর্ম ইত্যাদি পরামর্শ সভার মাধ্যমে সম্পাদন করার নীতি অবলম্বনের উপদেশ দিয়া, এই সূরাতেই অপরাধ ও দণ্ড-বিধির ভিত্তি ও রূপরেখা কিরূপ হইবে তাহা বলা হইয়াছে । এই রূপরেখা অনুসারে, শাস্তি প্রদানের আসল উদ্দেশ্য হইল অপরাধী ব্যক্তির নৈতিক সংশোধন সাধন । "একগালে চড় দিলে, অন্য গালও পাতিয়া

দাও" খৃষ্টানদের এইরূপ ঢালাও শিক্ষা কিংবা "চক্ষুর বদলে চক্ষু, আর দাঁতের বদলে দাঁত" ইহুদীদের এই মতবাদ—— এর কোনটিরই ইসলামে স্থান নাই। ইসলামের দৃষ্টিতে অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে যাহাতে সংশোধন সাধন হয়। সূরার শেষ পর্যায়ে বলা হইয়াছে, মহানবী (সাঃ) তাঁহার যাবতীয় কর্তব্য সম্পাদন করিয়াছেন। তিনি একজন সতর্ককারী হিসাবে সতর্ককরণের দায়িত্ব পূর্ণভাবে পালন করিয়াছেন। তিনি তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণকারী নহেন। তিনিই জীবন এবং তিনিই আলো। তাঁহার পথই একমাত্র পথ যাহা মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধনের দিকে মানুষকে পরিচালিত করে। সর্বশেষে, আল্লাহ্র অবতীর্ণ বাণীর তিনটি প্রকার-পদ্ধতি উল্লেখ করিয়া সূরাটি সমাপ্ত হইয়াছে।

سُوْرَةُ الشُّوْرٰى مَكِّيَّةٌ (٤٢) آياتها ركوعاتها

৪২-সূরা আশ্ শূরা

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ইহাতে ৫৪ আয়াত এবং ৫ রুকূ আছে ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। আল্লাহ্র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

حٰمٓ ② ج

২। হা মীম্ ।[২৬৪৩]

عٓسٓقٓ ③

৩। আইন সীন কাফ ।[২৬৪৩-ক]

كَذٰلِكَ يُوْحِيْٓ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ ۙ اللّٰهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ④

৪। মহাপরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্ এইভাবে তোমার প্রতি ওহী নাযেল করিতেছেন যেভাবে তিনি তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি (ওহী নাযেল) করিয়াছিলেন ।

لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ⑤

৫। যাহা কিছু আকাশসমূহে আছে এবং যাহা কিছু পৃথিবীতে আছে, সব কিছু তাঁহারই; এবং তিনি অতীব উচ্চ-মর্যাদাশালী, অতীব মহান ।

تَكَادُ السَّمٰوٰتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَالْمَلٰٓئِكَةُ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُوْنَ لِمَنْ فِي الْاَرْضِ ؕ اَلَآ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ⑥

৬। আকাশসমূহ উহাদের উপর হইতে বিদীর্ণ হইয়া পড়ার উপক্রম হইয়াছে, এমতাবস্থায় যে ফিরিশ্তাগণ তাহাদের প্রতিপালকের প্রশংসাসহ তাঁহার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করিতেছে । এবং পৃথিবীতে যাহারা আছে তাহাদের[২৬৪৩-খ] জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছে । শুন ! নিশ্চয় আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময় ।

وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءَ اللّٰهُ حَفِيْظٌ عَلَيْهِمْ ۖ وَمَآ اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلٍ ⑦

৭। এবং যাহারা তাঁহাকে ব্যতিরেকে অন্যদেরকে অভিভাবক রূপে গ্রহণ করিয়াছে; আল্লাহ্ তাহাদের উপর (তাহাদের কার্যকলাপের) সংরক্ষণকারী,[২৬৪৪] এবং তুমি তাহাদের উপর অভিভাবক নহ ।

২৬৪৩। 'হা মীম্' হাফিযুল কিতাব (গ্রন্থের রক্ষক) এবং মুনায্যিলুল কিতাব (গ্রন্থ নাযেলকারী) অর্থ বুঝাইতে পারে । কারণ এই দুইটি সংক্ষিপ্ত অক্ষর হা মীম্ দ্বারা যে সূরাগুলি আরম্ভ হইয়াছে, সেই সূরাগুলি বিশেষভাবে কুরআন নাযেল হওয়ার ও ইহার সঠিক সংরক্ষণ বিষয়কে প্রাধান্য দিয়াছে ।

২৬৪৩-ক। 'আইন' দ্বারা আল্ আলিইয়্যু (উচ্চতম), আল্ আলীমু (সর্বজ্ঞানী), আল্ আযীমু (সুমহান), আল আযীযু (মহাপরাক্রমশালী) বুঝায় 'সীন' দ্বারা আস্ সামী' (সর্বশ্রোতা) এবং 'কাফ' দ্বারা আল্ কাদীর (সর্বশক্তিমান), আল্ কাহ্হার (চরম শাস্তিদাতা) বুঝায় ।

২৬৪৩-খ। মানুষের পাপ ব্যাপক, কিন্তু আল্লাহ্তা'লার রহমত এত ব্যাপক যে, এই রহমত তাঁহার অন্যান্য গুণাবলীকে বেষ্টন করিয়া রাখে। মানুষের জন্য ফিরিশ্তাগণের দোয়ার সহিত আল্লাহ্তা'লার কৃপা সম্পৃক্ত হইয়া মানুষকে ঐশী শাস্তির কবল হইতে রক্ষা করে । তাহাকে সময় দেওয়া হয় যাহাতে সে নিজেকে সংশোধন করিবার সুযোগ পায় ।

২৬৪৪। আল্লাহ্তা'লার একত্বের প্রতি অবমাননাকর বিশ্বাসসমূহকে তিনি লক্ষ্য করেন এবং ইহার হিসাবও রাখেন । কিন্তু এইসব ভ্রান্ত বিশ্বাসকে যাহারা কোন মতেই পরিত্যাগ না করে বা অনুতপ্ত না হয়, সেই ক্ষেত্রেই আল্লাহ্তা'লা তাহাদিগকে শাস্তি দিবেন ।

وَكَذٰلِكَ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لِّتُنْذِرَ اُمَّ الْقُرٰى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيْهِ ؕ فَرِيْقٌ فِى الْجَنَّةِ وَفَرِيْقٌ فِى السَّعِيْرِ ۝٧

৮। এবং এইভাবে আমরা তোমার প্রতি আরবী ভাষায় কুরআন ওহী করিয়াছি যেন তুমি জনপদ-জননী [২৬৪৫](মক্কা) এবং ইহার চতুর্দিকের লোকদিগকে সতর্ক কর এবং সমবেত হওয়ার সেই দিন সম্বন্ধেও সতর্ক করিয়া দাও, যাহার (আগমন) সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই; সেদিন এক দল (যাইবে) জান্নাতে এবং একদল জাহান্নামে।

وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَجَعَلَهُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلٰكِنْ يُّدْخِلُ مَنْ يَّشَآءُ فِىْ رَحْمَتِهٖ ؕ وَالظّٰلِمُوْنَ مَا لَهُمْ مِّنْ وَّلِىٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ۝٨

৯। এবং যদি আল্লাহ্ চাহিতেন তাহা হইলে তিনি অবশ্যই তাহাদের সকলকে এক উম্মতভুক্ত করিয়া দিতেন, কিন্তু তিনি যাহাকে চাহেন তাহাকে নিজ রহমতে প্রবিষ্ট করেন। বস্তুতঃ যালেমরা এমন যে তাহাদের কোন অভিভাবকও নাই এবং কোন সাহায্যকারীও নাই।

اَمِ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءَ ۚ فَاللّٰهُ هُوَ الْوَلِىُّ وَهُوَ يُحْىِ الْمَوْتٰى ۫ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ۝٩ ع

১০। তাহারা কি তাঁহাকে ছাড়িয়া অন্যদেরকে অভিভাবক রূপে গ্রহণ করিয়াছে ? অতএব (জানিয়া রাখ) আল্লাহ্ তিনিই প্রকৃত অভিভাবক। তিনিই মৃতকে জীবিত করেন, এবং তিনিই সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

[১০] ১১ ১২

وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيْهِ مِنْ شَىْءٍ فَحُكْمُهٗٓ اِلَى اللّٰهِ ؕ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبِّىْ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ۚ وَاِلَيْهِ اُنِيْبُ ۝١٠

১১। এবং তোমরা যে কোন বিষয়েই মতভেদ কর, উহার শেষ ফয়সালা আল্লাহ্র নিকট। (তুমি বল) 'এই হইতেছেন আল্লাহ্ আমার প্রতিপালক, তাঁহারই উপর আমি নির্ভর করি এবং তাঁহারই দিকে আমি পুনঃপুনঃ প্রত্যাবর্তন করি।'

فَاطِرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَّمِنَ الْاَنْعَامِ اَزْوَاجًا ۚ يَذْرَؤُكُمْ فِيْهِ ؕ لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَىْءٌ ۚ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ۝١١

১২। তিনিই আকাশসমূহের ও পৃথিবীর আদি স্রষ্টা। তিনি তোমাদেরই মধ্য হইতে তোমাদের জন্য জোড়া সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং চতুষ্পদ জন্তুর মধ্য হইতে (তাহাদের জন্য) জোড়া সৃষ্টি করিয়াছেন। এবং তিনি ইহার মধ্যে তোমাদিগকে বিস্তৃত করিয়াছেন।[২৬৪৬] কোন কিছুই তাঁহার সদৃশ নহে;[২৬৪৭] তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

২৬৪৫। উম্মুল কুরা (জনপদ-জননী) মক্কাকে বুঝাইয়া থাকিবে। কারণ, যে সময় কুরআন নাযেল হইতেছিল, তখন মক্কা সারা আরবের ব্যবসা-বাণিজ্য ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রীয় নগরীরূপে পরিগণিত ছিল। শুধু তাহাই নহে, সারা বিশ্বের জন্য চিরতরে এই নগরী আধ্যাত্মিক জীবনের কেন্দ্রীয় লীলা-ভূমি হইতে চলিয়াছে; বিশ্বমানবকে এই মাতৃনগরী মক্কা আপনার আধ্যাত্মিক স্তন্য পান করাইতে চলিয়াছে। ভৌগলিকভাবেও বিশ্ব-জগতের কেন্দ্রভূমিতে মক্কা অবস্থিত। কুরআনকেও উম্মুল কিতাব (গ্রন্থ-জননী) বলা হইয়াছে। যে আরবী ভাষায় কুরআন অবতীর্ণ হইয়াছে সেই আরবী ভাষাকেও "উম্মুল আল্ সিনাহ" (ভাষাসমূহের জননী) বলা হইয়াছে।

২৬৪৬। স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে যে জোড়া-সম্পর্ক থাকে উহারই মাধ্যমে মানব-সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

২৬৪৭। পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হইয়াছে, 'তিনি তোমাদেরই মধ্য হইতে তোমার জন্য জোড়া সৃষ্টি করিয়াছেন, চতুষ্পদ জন্তুর মধ্য হইতে জোড়া সৃষ্টি করিয়াছেন'। অন্যত্র এই ইরশাদ হইয়াছে, 'এবং আমরা প্রত্যেক বস্তুকে জোড়া জোড়া সৃষ্টি করিয়াছি' (৫১ঃ৫০)। ইহা দ্বারা মানুষ ভুলবশতঃ মনে করিতে পারে যে, আল্লাহ্তা'লারও জোড়া আছে। এই সম্ভাব্য ভ্রান্তি অপনোদনের জন্য এখানে বলিয়া দেওয়া হইল, 'কোন কিছুই তাঁহার মত নহে'। এই বাক্যটি পরিষ্কারভাবে বলিতেছে, আল্লাহ্ এমনই এক-অদ্বিতীয় ও অতুলনীয় যে, তাঁহার মত কোন কিছু কল্পনায়ও আসে না। মানুষের

لَهٗ مَقَالِيْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَقْدِرُ ۭ اِنَّهٗ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ⑫

১৩। আকাশসমূহ ও পৃথিবীর চাবীসমূহ তাঁহারই নিকট। তিনি যাহার জন্য চাহেন রিয্ক সম্প্রসারিত করেন এবং যাহার জন্য চাহেন সংকীর্ণ করেন। নিশ্চয়ই তিনি সকল বিষয়ে সর্বজ্ঞানী।

شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا وَصّٰى بِهٖ نُوْحًا وَّالَّذِيْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهٖٓ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسٰٓى اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ ۭ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ مَا تَدْعُوْهُمْ اِلَيْهِ ۭ اَللّٰهُ يَجْتَبِيْٓ اِلَيْهِ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِيْٓ اِلَيْهِ مَنْ يُّنِيْبُ ⑬

১৪। তিনি তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করিয়াছেন সেই দীন যাহার তাগিদপূর্ণ আদেশ দিয়াছিলেন তিনি নূহকে, এবং যাহা আমরা (এখন) তোমার প্রতি ওহী করিলাম, এবং আমরা ইব্রাহীম এবং মূসা এবং ঈসাকে ইহার তাগিদপূর্ণ আদেশ দিয়াছিলাম যে, 'তোমরা এই দীনকে (পৃথিবীতে) সুপ্রতিষ্ঠিত কর এবং ইহাতে কখনও মতভেদ করিয়া বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইও না। মোশরেকদের উপর উহা অনেক কঠিন, যাহার প্রতি তুমি তাহাদিগকে আহ্বান করিতেছ। আল্লাহ্ যাহাকে চাহেন নিজের জন্য মনোনীত করেন, এবং যে তাঁহার দিকে পুনঃ পুনঃ প্রত্যাবর্তন করে তিনি তাহাকে নিজের দিকে হেদায়াত দেন।'

وَمَا تَفَرَّقُوْٓا اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَاۗءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًۢا بَيْنَهُمْ ۭ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى لَّقُضِيَ بَيْنَهُمْ ۭ وَاِنَّ الَّذِيْنَ اُوْرِثُوا الْكِتٰبَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيْبٍ ⑭

১৫। এবং তাহাদের নিকট পূর্ণ জ্ঞান সমাগত হওয়ার পরেই তাহারা পারস্পরিক বিদ্বেষবশতঃ নিজেদের মধ্যে মতভেদ করিল। এবং যদি তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হইতে নির্দিষ্ট মিয়াদ পর্যন্ত (অবকাশ দানের) এক বাক্য পূর্ব হইতে ঘোষিত না থাকিত, তাহা হইলে (বহু পূর্বেই) তাহাদের মধ্যে চূড়ান্ত ফয়সালা করিয়া দেওয়া হইত। এবং তাহাদের পরে যাহাদিগকে কিতাবের উত্তরাধিকারী করা হইয়াছিল তাহারা নিশ্চয় ইহার সম্বন্ধে এক অস্বস্তিকর সন্দেহে নিপতিত আছে।

فَلِذٰلِكَ فَادْعُ ۚ وَاسْتَقِمْ كَمَآ اُمِرْتَ ۚ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاۗءَهُمْ ۚ وَقُلْ اٰمَنْتُ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنْ كِتٰبٍ ۚ وَاُمِرْتُ لِاَعْدِلَ بَيْنَكُمْ ۭ اَللّٰهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ۭ لَنَآ اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ ۭ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا

১৬। অতএব তুমি (এই দীনের প্রতি লোকদিগকে) আহ্বান কর। এবং যেভাবে তোমাকে আদেশ দেওয়া হইয়াছে সেইভাবে তুমি (এই দীনের উপর) দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাক; এবং তুমি তাহাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করিও না; এবং বল 'আল্লাহ্ কিতাব হইতে যাহা কিছু নাযেল করিয়াছেন উহার উপর আমি ঈমান আনিয়াছি, এবং তোমাদের মধ্যে সুবিচার করার জন্য আমি আদিষ্ট হইয়াছি; আল্লাহ্ আমাদেরও প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রতিপালক। আমাদের জন্য আমাদের কর্ম এবং তোমাদের জন্য তোমাদের কর্ম। আমাদের মধ্যে এবং

বুদ্ধি ও ধ্যান-ধারণার বহু ঊর্ধ্বে তিনি। যদিও মানুষ ও আল্লাহ্র গুণাবলীর মধ্যে একটা দূরতম, অপরিপক্ক ও অপূর্ণ সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হইতে পারে, তথাপি এই দুইয়ের মধ্যে সাদৃশ্য বা সমতার চিন্তা করা একেবারে বাতুলতা মাত্র।

وَبَيْنَكُمْ ؕ اَللّٰهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا ۚ وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ۝١٥

তোমাদের মধ্যে কোন বিবাদ-বিসম্বাদ নাই।[২৬৪৮] আল্লাহ্ই আমাদের সকলকে একত্রিত করিবেন, এবং তাঁহারই নিকট (আমাদের) প্রত্যাবর্তন।'

وَالَّذِيْنَ يُحَآجُّوْنَ فِى اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ مَا اسْتُجِيْبَ لَهٗ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَّلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ۝١٦

১৭। এবং যাহারা আল্লাহ্ সম্বন্ধে তাঁহার আহ্বান গৃহীত হওয়ার পর হঠকারিতা করিয়া তর্ক-বিতর্ক করে তাহাদের যুক্তি-তর্ক তাহাদের প্রতিপালকের সমীপে পণ্ড হইয়া যাইবে।[২৬৪৯] এবং তাহাদের উপর (তাঁহার) ক্রোধ (বর্ষিত হইবে) এবং তাহাদের জন্য রহিয়াছে কঠোর আযাব।

اَللّٰهُ الَّذِىْٓ اَنْزَلَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ وَالْمِيْزَانَ ؕ وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيْبٌ ۝١٧

১৮। আল্লাহ্ তিনি, যিনি সত্য সহকারে কামিল কিতাব এবং তুলাদণ্ড[২৬৫০] নাযেল করিয়াছেন; এবং কিসে তোমাকে অবগত করিবে যে, নির্ধারিত সময় (কিয়ামত) সম্ভবতঃ সন্নিকটবর্তী।

يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِهَا ۚ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مُشْفِقُوْنَ مِنْهَا ۙ وَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهَا الْحَقُّ ؕ اَلَآ اِنَّ الَّذِيْنَ يُمَارُوْنَ فِى السَّاعَةِ لَفِىْ ضَلٰلٍۢ بَعِيْدٍ ۝١٨

১৯। যাহারা সেই নির্ধারিত সময়ের প্রতি ঈমান আনে না, তাহারাই উহাকে সত্বর কামনা করে, এবং যাহারা ঈমান আনিয়াছে, তাহারা উহার জন্য ভীত-সন্ত্রস্ত,[২৬৫১] এবং তাহারা জানে যে, উহা অবশ্য সত্য। শুন ! যাহারা নির্ধারিত সময় (কিয়ামত) সম্বন্ধে বাক-বিতণ্ডা করে, তাহারা ঘোর ভ্রান্তিতে নিপতিত।

اَللّٰهُ لَطِيْفٌۢ بِعِبَادِهٖ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَهُوَ الْقَوِىُّ الْعَزِيْزُ ۝١٩

২০। আল্লাহ্ তাঁহার বান্দাগণের প্রতি পরম সদয়, তিনি যাহাকে চাহেন (প্রচুর) রিয্ক দেন। এবং তিনি পরম শক্তিশালী, মহা পরাক্রমশালী।

ع ২ [১০] ৩

২৬৪৮। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) নির্দেশ প্রাপ্ত হইলেন, তিনি যেন পূর্ববর্তী নবীগণের অনুসারীদিগকে বলেন যে, তিনি (সাঃ) তাঁহার পূর্বে অবতীর্ণ সকল গ্রন্থেই বিশ্বাস রাখেন। অতএব তাঁহার সহিত তাহাদের ঝগড়া-বিবাদ করিবার কোনই হেতু নাই।

২৬৪৯। ইসলামের সত্যতা প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে, দলে দলে মানুষ ইহাতে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। অতএব, অবিশ্বাসীগণের মনে ইসলামের ঐশী ধর্ম হওয়া সম্বন্ধে কোন সংশয় বা আপত্তি থাকা একেবারে অবান্তর ও অযৌক্তিক।

২৬৫০। মানুষের পথ প্রদর্শন ও মঙ্গলের জন্য আল্লাহ্তা'লা দুইটি জিনিষ পাঠাইয়াছেনঃ (১) ধর্মগ্রন্থ অর্থাৎ শরীয়াতের আইন-কানুন, (২) ওজনের পাল্লা যাহা দ্বারা মানুষের সৎ-অসৎ কার্যাবলীর সঠিক মূল্যায়ন, বিচার-বিশ্লেষণ, পরিমাপ ও ওজন করা হয়। **"মীযান"**(ওজনের পাল্লা) বলিতে মানুষের বিচার-ক্ষমতা ও বিবেক-বুদ্ধিকেও বুঝাইতে পারে যাহা দ্বারা সত্য-মিথ্যা ও ন্যায়-অন্যায়কে মানুষ চিনিতে পারে। বাস্তবিক পক্ষে, ইহ জগতেই (পরকালে তো নিশ্চয়ই) মানুষের সকল কার্যাবলীকে ঐশী তুলা-দণ্ডে মাপা হয়। "মীযান" দ্বারা কুরআনকেও বুঝাইতে পারে, কেননা ভাল ও মন্দকে বিচার করিবার সূক্ষ্ম মাপকাঠি কুরআনে রহিয়াছে। অন্যত্র (৫৭ঃ২৬) যেখানে 'তিনি নাযেল করিয়াছেন' শব্দগুলি মীযানের জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে সেখানে এই শব্দগুলি লৌহের জন্যও ব্যবহৃত হইয়াছে যাহা 'শক্তির প্রতীক' ইহা ঐশী ও মানবীয় নিয়মের নির্দেশ করিতেছে।

২৬৫১। যে অবিশ্বাসীরা 'শেষ বিচারের দিন' আছে বলিয়া বিশ্বাস করে না; সেজন্য ঐ দিনের ভয়ে তাহারা ভীত হয় না, তাহারা ঐ দিনটির আগমনকে ত্বরান্বিত করিতে দুঃসাহস দেখায়। কিন্তু বিশ্বাসীদের কথা স্বতন্ত্র। যেহেতু তাহারা ঐ ভয়ঙ্কর দিনে তাহাদের ইহলৌকিক জীবনের কাজকর্মের হিসাব দিতে হইবে বলিয়া বিশ্বাস রাখে, সেইহেতু তাহারা ইহার সম্মুখীন হইবার ভয়ে ভীত থাকিয়া ইহার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে।

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الْاٰخِرَةِ نَزِدْ لَهٗ فِيْ حَرْثِهٖ ۚ وَمَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهٖ مِنْهَا وَمَا لَهٗ فِي الْاٰخِرَةِ مِنْ نَّصِيْبٍ ﴿٢٠﴾

২১। যে ব্যক্তি পরকালের ফসল কামনা করে, আমরা তাহার জন্য তাহার ফসল বর্ধিত করিয়া দিই, এবং যে ব্যক্তি ইহকালের ফসল কামনা করে, আমরা তাহাকে ইহা হইতে কিছু (অংশ) দিয়া দিই, কিন্তু পরকালে তাহার জন্য কোন অংশ থাকিবে না।[২৬৫২]

اَمْ لَهُمْ شُرَكٰٓؤُا شَرَعُوْا لَهُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا لَمْ يَاْذَنْۢ بِهِ اللّٰهُ ۭ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ۭ وَاِنَّ الظّٰلِمِيْنَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٢١﴾

২২। তাহাদের জন্য কি এরূপ কিছু শরীক আছে যাহারা তাহাদের জন্য এমন ধর্মীয় বিধান নির্ণয় করিয়াছে যাহার কোন আদেশ আল্লাহ্ দেন নাই ? বস্তুতঃ আল্লাহ্র পক্ষ হইতে যদি চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের বাক্য নির্ধারিত হইয়া না থাকিত, তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে নিশ্চয় ফয়সালা করিয়া দেওয়া হইত। এবং যালেমদের জন্য নিশ্চয় যন্ত্রণাদায়ক আযাব আছে।

تَرَى الظّٰلِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِمَّا كَسَبُوْا وَهُوَ وَاقِعٌۢ بِهِمْ ۭ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فِيْ رَوْضٰتِ الْجَنّٰتِ ۚ لَهُمْ مَّا يَشَاۗءُوْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۭ ذٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيْرُ ﴿٢٢﴾

২৩। তাহারা যাহা কিছু অর্জন করিয়াছে উহার জন্য তুমি যালেমদিগকে ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় দেখিবে অথচ উহা তাহাদের উপর অবশ্যই আপতিত হইবে। এবং যাহারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে তাহারা জান্নাতসমূহের সবুজ তৃণবহুল স্থানে[২৬৫৩] থাকিবে। তাহারা যাহা কিছু চাহিবে তাহাদের প্রতিপালকের সন্নিধানে তাহাদের জন্য উহা মওজুদ থাকিবে। ইহা হইবে (তাঁহার) মহা অনুগ্রহ।

ذٰلِكَ الَّذِيْ يُبَشِّرُ اللّٰهُ عِبَادَهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ۭ قُلْ لَّآ اَسْـَٔـلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبٰى ۭ وَمَنْ يَّقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهٗ فِيْهَا حُسْنًا ۭ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ شَكُوْرٌ ﴿٢٣﴾

২৪। ইহাই সেই বিষয় যাহার সুসংবাদ আল্লাহ্ নিজের বান্দাগণকে দিতেছেন, যাহারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে। তুমি বল, 'আমি তোমাদের নিকট হইতে ইহার (খিদমতের) বিনিময়ে কোন প্রতিদান চাহি না, একমাত্র সৌহার্দ ও প্রেম-প্রীতি ছাড়া যাহা নিকট আত্মীয়-স্বজনদের[২৬৫৪] মধ্যে বিদ্যমান। এবং যে উৎকৃষ্ট ও সুন্দর কার্য করে আমরা তাহার জন্য সেই কার্যে সৌন্দর্যকে আরও বৃদ্ধি করিয়া দিই। নিশ্চয় আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, অতীব গুণগ্রাহী।

২৬৫২। যাহারা ইহজীবনের তুচ্ছ ও সামান্য বস্তু অর্জনের জন্য তাহাদের সকল প্রচেষ্টাকে নিয়োজিত রাখে, তাহারা পরকালের অমর জীবনের মঙ্গল ও আশীষসমূহ হইতে বঞ্চিত হইবে। কিন্তু যাহারা পরকালের জীবনের জন্য ইহলোকেই প্রস্তুতি নেয়, তাহারা সীমাহীন বেহেশ্তি সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের অধিকারী হইবে, যাহা কখনও ক্ষয়প্রাপ্ত হইবে না।

২৬৫৩। ১৯ আয়াতে বলা হইয়াছে যে, অবিশ্বাসীরা পুনরুত্থান দিবসের কথা বিদ্রূপাত্মকভাবে উড়াইয়া দিয়া উপহাস করিয়া বলে যে, ঐ দিনটা তাড়াতাড়ি আসিয়া গেলেই তো ভাল হয়। কিন্তু বিশ্বাসীরা নিজেদের গুরুদায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়া, ঐ দিনের সামনা সামনি হইতে ভয় পায়। এই ২৩ আয়াতে বলা হইয়াছে যে, পুনরুত্থান-দিবসে এই চিন্তাধারা একেবারে উল্টিয়া যাইবে। অবিশ্বাসীরাই ঐদিন তাহাদের অপকর্মের অশুভ ফলাফলের চিন্তায় একেবারে অস্থির হইয়া পড়িবে। আর সেই সময়ে বিশ্বাসীরা আল্লাহ্তা'লার ভালবাসার ছায়াতলে আশ্রয় লাভ করিয়া আশীর্বাদের বাগানে খুশী মনে ইচ্ছামত চলাফেরা করিবে।

২৬৫৪। এই শব্দগুলির বিভিন্ন অর্থ হইতে পারে ঃ (১) তোমাদিগকে আল্লাহ্র পথে আনিবার জন্য আমার এই যে দুর্নিবার প্রচেষ্টা ও পরিশ্রম, ইহার বিনিময়ে আমি তোমাদের নিকট হইতে কোনই উপকার বা পারিশ্রমিক চাই না, শুধু আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ থাকার কারণে তোমাদের আত্মিক মঙ্গল ও হিতৈষণাই আমাকে এই প্রচার-পরিশ্রম করিতে বাধ্য করে; (২) তোমাদের আধ্যাত্মিক উপকার সাধনের উদ্দেশ্যে আমি যে মহাব্রত অবলম্বন করিয়াছি ইহার জন্য আমি তোমাদের কাছ হইতে কোন বিনিময় বা পুরস্কার চাই না। তবে আমি ইহাকেই পুরস্কার মনে

اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا ۚ فَاِنْ يَّشَاِ اللّٰهُ يَخْتِمْ عَلٰى قَلْبِكَ ؕ وَيَمْحُ اللّٰهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهٖ ؕ اِنَّهٗ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ﴿٢٥﴾

২৫। তাহারা কি বলে যে, 'সে আল্লাহ্‌র উপর মিথ্যা রচনা করিয়াছে ?' আল্লাহ্ ইচ্ছা করিলে তোমার অন্তরের উপর মোহর মারিয়া দিতে পারেন।[২৬৫৫] আল্লাহ্ মিথ্যাকে মুছিয়া দেন এবং সত্যকে নিজ বাণী দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। নিশ্চয় তিনি বক্ষঃস্থলে নিহিত কথা সম্যক পরিজ্ঞাত আছেন।

وَهُوَ الَّذِىْ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٖ وَيَعْفُوْا عَنِ السَّيِّاٰتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُوْنَ ﴿٢٦﴾

২৬। এবং তিনিই তো নিজ বান্দাগণের তওবা কবুল করেন এবং পাপসমূহ ক্ষমা করেন। এবং তোমরা যাহা কিছু কর, তাহা তিনি অবগত আছেন।

وَيَسْتَجِيْبُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَيَزِيْدُهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ؕ وَالْكٰفِرُوْنَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ﴿٢٧﴾

২৭। এবং নিশ্চয় তিনি তাহাদের দোয়া কবুল করেন যাহারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে; এবং তিনি নিজ অনুগ্রহ দ্বারা (তাহাদের প্রাপ্য পুরস্কার অপেক্ষা) তাহাদিগকে অধিক দিয়া থাকেন; এবং কাফেরদের জন্য কঠোর আযাব নির্ধারিত আছে।

وَلَوْ بَسَطَ اللّٰهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهٖ لَبَغَوْا فِى الْاَرْضِ وَلٰكِنْ يُّنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَآءُ ؕ اِنَّهٗ بِعِبَادِهٖ خَبِيْرٌۢ بَصِيْرٌ ﴿٢٨﴾

২৮। এবং যদি আল্লাহ্ নিজ বান্দাগণের জন্য রিয্‌ককে অধিক পরিমাণে সম্প্রসারিত করিয়া দিতেন, তাহা হইলে তাহারা পৃথিবীতে অবশ্যই বিদ্রোহ করিত, কিন্তু তিনি যাহা কিছু চাহেন পরিমাণ অনুযায়ী নাযেল করেন। নিশ্চয় তিনি নিজ বান্দাগণ সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত পর্যবেক্ষক।

وَهُوَ الَّذِىْ يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْۢ بَعْدِ مَا قَنَطُوْا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهٗ ؕ وَهُوَ الْوَلِىُّ الْحَمِيْدُ ﴿٢٩﴾

২৯। এবং তিনিই তো তাহাদের নিরাশ হইয়া যাওয়ার পর বারি বর্ষণ করেন এবং নিজ রহমতকে বিস্তৃত করিয়া দেন। বস্তুতঃ তিনিই প্রকৃত অভিভাবক, সকল প্রশংসার অধিকারী।

করিব যদি তোমরা রক্তের আত্মীয়ের মত মিলিয়া মিশিয়া বাস কর এবং আত্মীয়দের মধ্যে পরস্পর স্নেহ, ভালবাসা ও সহানুভূতিকে লালন কর; (৩) তোমাদের প্রতি আমার যে শুভেচ্ছা ও ভালবাসা রহিয়াছে, উহার জন্য তোমাদের কাছ হইতে আমি কোন বিনিময় চাহি না। আমি মাত্র এতটুকুই চাই যে, তোমরা আমার বিরোধিতা করিতে গিয়া আত্মীয়তার রক্ত-বন্ধনটাকে একেবারে অবহেলা করিও না; (৪) আমি তোমাদের কাছ হইতে কোন পুরস্কার চাই না বরং আমি ইহাই চাই যে, তোমরা আল্লাহ্‌তা'লার নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যকে পসন্দ কর ও গুরুত্ব দাও। (কুরবা বা কুরবৎ অর্থ নৈকট্য)। এই শেষোক্ত অর্থটি ২৫:৫৮-এর সহিত মিলে যেখানে মহানবী (সাঃ)-এর উল্লেখ করিয়া আল্লাহ্‌তা'লা বলিয়াছেন, "আমি তোমাদের নিকট ইহার জন্য কোন প্রতিদান চাহি না কেবল ইহা ছাড়া যে, যদি কোন ব্যক্তি ইচ্ছা করে তাহা হইলে সে নিজের প্রভুর (নিকট যাওয়ার) পথ অবলম্বন করুক।"

২৬৫৫। এই শব্দগুলিতে বুঝাইতে পারে— যদি আল্লাহ্‌তা'লা মনে করিতেন যে, তোমাকে মিথ্যাবাদী, জালিয়াত ও প্রবঞ্চক বলিয়া গালি দেওয়ার জন্য তাহাদিগকে শাস্তি দান করাই উচিত ছিল, তাহা হইলে তিনি তোমার হৃদয়ের উপর মোহর মারিয়া দিতেন অর্থাৎ তোমার মনে তাহাদের জন্য কোন দয়া-মায়া ও উদ্বেগ থাকিত না যাহাতে আধ্যাত্মিক মঙ্গলাকাংখার পরিবর্তে তুমি তাহাদের উপর অভিশাপ কামনা করিতে। কিন্তু তুমি তাহা করো না, যেহেতু আল্লাহ্‌তা'লা অন্যরূপে চাহিয়াছেন। ইহার অন্য অর্থও হইতে পারে, যথাঃ মহানবী (সাঃ) যদি আল্লাহ্‌তা'লার ব্যাপারে কোনও মিথ্যা কথা বানাইয়া থাকিতেন, তাহা হইলে তাঁহার ব্যবহার ও চালচলন ঐ লোকের মত হইত, যে আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধাচরণ ও বিদ্রোহ করে। কিন্তু তিনি দিন দিন উত্তম হইতে উত্তম ও উচ্চ হইতে উচ্চতর স্তরের গুণাবলী ও ধার্মিকতা অর্জন করিয়া চলিয়াছেন। ইহাতে বুঝা যায়, তিনি আল্লাহ্‌র প্রযত্ন ও হেফাযতের মধ্যে রহিয়াছেন, যাহার কারণে তিনি ভুল-ভ্রান্তি হইতে মুক্ত থাকিতে পারিয়াছেন।

وَمِنْ اٰيٰتِهٖ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيْهِمَا مِنْ دَآبَّةٍ ؕ وَهُوَ عَلٰى جَمْعِهِمْ اِذَا يَشَآءُ قَدِيْرٌ ۝٢٩ ع

২৯ । এবং আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং এতদুভয়ের মধ্যে তিনি যে সমস্ত জীবজন্তু ছড়াইয়া দিয়াছেন উহা তাঁহার নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত । এবং তিনি যখন চাহিবেন তাহাদের সকলকে একত্রিত করিতে সক্ষম ।[২৬৫৬]

৩ [১০] ৪

وَمَآ اَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيْكُمْ وَيَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ ۝٣٠

৩০ । এবং তোমাদের উপর যেসব বিপদ-আপদ নিপতিত হয় উহা তোমাদের কৃত-কর্মেরই কারণে। এবং তোমাদের বহু অপরাধ তিনি ক্ষমা করেন ।

وَمَآ اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ فِى الْاَرْضِ ۚ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِىٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ۝٣١

৩১ । এবং তোমরা পৃথিবীতে (আল্লাহ্‌কে তাঁহার উদ্দেশ্য সাধনে) কখনও ব্যর্থ করিতে পারিবে না;[২৬৫৭] এবং আল্লাহ্ ব্যতীত তোমাদের কোন অভিভাবক নাই এবং কোন সাহায্যকারীও নাই ।

وَمِنْ اٰيٰتِهِ الْجَوَارِ فِى الْبَحْرِ كَالْاَعْلَامِ ۝٣٢

৩২ । এবং সমুদ্রে পর্বতসদৃশ দ্রুতগামী জাহাজগুলিও তাঁহার নিদর্শনসমূহের অন্তর্গত ।[২৬৫৮]

اِنْ يَّشَاْ يُسْكِنِ الرِّيْحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلٰى ظَهْرِهٖ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ ۝٣٣

৩৪ । তিনি ইচ্ছা করিলে বায়ুর চলাচলকে স্তব্ধ করিয়া দিতে পারেন, ফলে সেইগুলি সমুদ্রের পৃষ্ঠদেশে নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিবে; নিশ্চয় ইহার মধ্যে প্রত্যেক ধৈর্যশীল কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য বহু নিদর্শন আছে,

اَوْ يُوْبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوْا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيْرٍ ۝٣٤

৩৫ । অথবা সেইগুলিকে (আরোহীসহ) তাহাদের কৃত-কর্মের কারণে বিধ্বস্ত করিয়া দিতে পারেন; কিন্তু তিনি বহু অপরাধ ক্ষমা করিয়াছেন ।

২৬৫৬ । এই আয়াতটি আল্লাহ্‌র বাণীর একটি অত্যুজ্জ্বল ও অত্যাশ্চর্য সাক্ষ্য । ইহা সাক্ষ্য দিতেছে যে, কুরআন আল্লাহ্‌তা'লার তরফ হইতে অবতীর্ণ হইয়াছে। আজ হইতে ১৪ শত বৎসর পূর্বে যখন জ্ঞান-বিজ্ঞান ও জ্যোতির্বিদ্যা মাত্র আতুর ঘরে ছিল, তখন আরব মরুর এক নিরক্ষর দুলালের পক্ষে এই অত্যাশ্চর্য মহাপাণ্ডিত্যপূর্ণ বৈজ্ঞানিক তথ্য পরিবেশন করা কী করিয়া সম্ভব হইল যে, পৃথিবী ছাড়াও মহাশূন্যের অন্যান্য গ্রহে কোন না কোন আকৃতিতে জীবনের অস্তিত্ব রহিয়াছে ! 'আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং এতদুভয়ের মধ্যে তিনি যে সমস্ত জীব-জন্তু ছড়াইয়া দিয়াছেন' এই বাক্যাংশটি, এক আশ্চর্যজনক বৈজ্ঞানিক তথ্যকে সেই সুদূর অতীতে প্রকাশ করিয়াছে, কারণ কুরআন সর্বজ্ঞানী আল্লাহ্‌র বাণী, ইহা মুহাম্মদ (সাঃ) কিংবা অন্য কোন মানবের বাণী নহে । 'তিনি যখন চাহিবেন সকলকে একত্রিত করিতে সক্ষম' এই বাক্যাংশটি একটি ভবিষ্যদ্বাণীও হইতে পারে যে, এমন এক সময় আসিবে (সম্ভবতঃ) যখন পৃথিবীতে বসবাসকারী ও অন্যান্য গ্রহ-গ্রহান্তরের বসবাসকারীদের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপিত হইবে এবং তাহারা একত্রিত হইবার সুযোগ পাইবে । প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানে সম্প্রতি জানা গিয়াছে যে ১২,০০০ বৎসর পূর্বে আকাশ হইতে অতিথিরা ('দ্রোপাস') পৃথিবীতে আসিয়াছিল (দি পাকিস্তান টাইমস, ১৩-৮-৬৭)।

২৬৫৭ । অবিশ্বাসীদিগকে বলা হইতেছে যে, আল্লাহ্‌তা'লা ইহাই নির্ধারিত করিয়াছেন যে, ইসলাম বিজয় লাভ করিবে । আল্লাহ্‌তা'লার এই হুকুমকে কেহই বানচাল করিতে পারিবে না । অবিশ্বাসীরা যত বাধা-বিঘ্নই সৃষ্টি করুক না কেন, তাহারা ইসলামের জয়যাত্রা ও অগ্রগতিকে কোন মতেই ঠেকাইয়া রাখিতে পারিবে না ।

২৬৫৮ । এই আয়াত এবং অন্যান্য বহু আয়াতে, কুরআন আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সমুদ্রগামী পাহাড়-সদৃশ জাহাজের ভূমিকার উল্লেখ করিয়াছে । অথচ ঐ সুদূর অতীতে বর্তমান কালের লক্ষ লক্ষটনবাহী জাহাজের কথা মানুষের পক্ষে চিন্তা করা প্রায় অসম্ভব ছিল । আরবের এক মরু-পুত্রের কাছে ১৪শত বৎসর পূর্বে এই সত্য কুরআনের মাধ্যমে প্রকাশিত হওয়ায় কুরআন যে ঐশী-বাণী, তাহা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় ।

وَّيَعْلَمَ الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِيْٓ اٰيٰتِنَا ؕ مَا لَهُمْ مِّنْ مَّحِيْصٍ ﴿٣٦﴾

৩৬। এবং যাহারা আমাদের নিদর্শনসমূহ সম্বন্ধে তর্ক-বিতর্ক করে তিনি তাহাদিগকে জানেন, তাহাদের জন্য পলায়নের কোন স্থান নাই।

فَمَآ اُوْتِيْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ﴿٣٧﴾ ۚ

৩৭। এবং তোমাদিগকে যাহা কিছু দান করা হইয়াছে উহা পার্থিব জীবনের ভোগ-সামগ্রী মাত্র, এবং আল্লাহ্‌র নিকট যাহা কিছু আছে উহা উৎকৃষ্ট ও সর্বাধিক স্থায়ী—— তাহাদের জন্য যাহারা ঈমান আনে এবং নিজেদের প্রতিপালকের উপর নির্ভর করে,

وَالَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبٰٓئِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَاِذَا مَا غَضِبُوْا هُمْ يَغْفِرُوْنَ ﴿٣٨﴾ ۚ

৩৮। এবং যাহারা বড় বড় পাপ এবং অশ্লীল কার্যকে বর্জন করে এবং যখন রাগান্বিত[২৬৫৯] হয় তখন ক্ষমা করিয়া দেয়,

وَالَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ ۪ وَاَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ ۪ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ﴿٣٩﴾ ۚ

৩৯। এবং যাহারা নিজেদের প্রতিপালকের ডাকে সাড়া দেয় এবং নামায কায়েম করে, এবং তাহাদের কাজ তাহাদের পরস্পরের পরামর্শের[২৬৬০] মাধ্যমে সুসম্পন্ন হয়, এবং আমরা তাহাদিগকে যাহা রিয্‌ক দান করিয়াছি উহা হইতে খরচ করে।

وَالَّذِيْنَ اِذَآ اَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُوْنَ ﴿٤٠﴾

৪০। এবং তাহাদের উপর যখন কোন যুলুম হয় তখন তাহারা অবশ্যই প্রতিশোধ গ্রহণ করে।

وَجَزٰٓؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۚ فَمَنْ عَفَا وَاَصْلَحَ فَاَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ ؕ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٤١﴾

৪১। এবং (স্মরণ রাখিও যে) মন্দের প্রতিফল উহার অনুরূপ মন্দ, এবং যে ব্যক্তি ক্ষমা করে এবং সংশোধন করে তাহার পুরস্কার আল্লাহ্‌র জিম্মায়।[২৬৬১] আল্লাহ্ যালেমদিগকে আদৌ ভালবাসেন না।

২৬৫৯। এই আয়াতের শব্দগুলি সকল প্রকার পাপ ও নৈতিক অবক্ষয়ের জন্যই ব্যবহৃত হইয়াছে। তথাপি 'ক্রোধ'কে একটু আলাদাভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে, এইজন্য যে, সীমা অতিক্রম করিলে এই ক্রোধ হইতে বড় বড় পাপ পর্যন্ত ঘটিতে পারে।

২৬৬০। মুসলমানের জাতীয় জীবনের সকল কাজ-কর্ম পরস্পর পরামর্শ দ্বারা সম্পন্ন করার মৌলিক নীতিটি এই আয়াতে বর্ণিত হইয়াছে। এই একটি মাত্র সরল শব্দ 'শূরা' হইল প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার গঠনের মূল ভিত্তি, যাহাকে নিয়া আজ পশ্চিমা দেশগুলি এত গৌরব বোধ করে। ইসলামী খলীফা বা রাষ্ট্র-প্রধানকে জনপ্রতিনিধিদের পরামর্শ নিতে হয়। যখন কোন জাতীয় পর্যায়ের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার প্রয়োজন হয়, তখনই পরামর্শ-সভার মাধ্যমে তাহা গ্রহণ করা কর্তব্য বলিয়া এই আয়াতে উল্লেখ করা হইয়াছে। (টীকা ৬২১, ৬২২ দেখুন)।

২৬৬১। এই আয়াতে ইসলামের দণ্ড-বিধির ভিত্তি রহিয়াছে। ইসলামের অনুশাসন এই যে, একজন অপরাধীকে শাস্তি-প্রদানের আসল ও অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য হইল—ঐ অপরাধীর নৈতিক সংশোধন। যদি ক্ষমা দ্বারা তাহার নৈতিক পরিবর্তন আনয়ন সহজ মনে হয়, তবে তাহাকে ক্ষমা করা উচিত। আর যদি শাস্তি দানের মাধ্যমে তাহার সংশোধন হওয়ার অধিকতর সম্ভাবনা দেখা যায়, তাহা হইলে তাহাকে শাস্তি দেওয়াই কর্তব্য। তবে, শাস্তি কোন মতেই অপরাধের গুরুত্ব ও পরিমাণকে যেন ছাড়াইয়া না যায়। ইসলাম অন্যান্য ধর্মের ন্যায় সর্বাবস্থায় এইরূপ উপদেশ দেয় না যে "এক গালে চড় দিলে, অপর গাল পাতিয়া দাও" কিংবা "চোখের বদলে চোখ তুলিয়া ফেল"। বরং ইসলাম বুদ্ধি-বিবেচনা খাটাইয়া, মধ্য পথ অবলম্বন করিবার জন্য পরামর্শ দেয়।

وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهٖ فَاُولٰٓئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِّنْ سَبِيْلٍ ﴿٤١﴾

৪২ । এবং অবশ্য যাহারা, তাহাদের উপর যুলুম হওয়ার পর, প্রতিশোধ গ্রহণ করে তাহাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নাই ।[২৬৬২]

اِنَّمَا السَّبِيْلُ عَلَى الَّذِيْنَ يَظْلِمُوْنَ النَّاسَ وَيَبْغُوْنَ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ؕ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٤٢﴾

৪৩ । অভিযোগ তো কেবল তাহাদের বিরুদ্ধে যাহারা মানুষের উপর যুলুম করে এবং পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে বিদ্রোহাচরণ করিয়া বেড়ায় । এই সকল লোকের জন্য যন্ত্রণাদায়ক আযাব (অবধারিত) আছে ।

وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ اِنَّ ذٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ ﴿٤٣﴾ ع ৪ [১৪] ৫

৪৪ । এবং অবশ্য যে ধৈর্য ধারণ করে এবং ক্ষমা করে—নিশ্চয় এই আচরণ দৃঢ় সংকল্পের অন্তর্গত ।

وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ وَّلِىٍّ مِّنْۢ بَعْدِهٖ ؕ وَتَرَى الظّٰلِمِيْنَ لَمَّا رَاَوُا الْعَذَابَ يَقُوْلُوْنَ هَلْ اِلٰى مَرَدٍّ مِّنْ سَبِيْلٍ ﴿٤٤﴾

৪৫ । এবং আল্লাহ্ যাহাকে পথভ্রষ্ট সাব্যস্ত করেন তাহার জন্য ইহার পর আদৌ কোন রক্ষাকারী অভিভাবক হইতে পারে না । এবং তুমি যালেমদিগকে, যখন তাহারা আযাব প্রত্যক্ষ করিবে, বলিতে শুনিবে, 'প্রত্যাবর্তনের কোন উপায় আছে কি ?'

وَتَرٰىهُمْ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا خٰشِعِيْنَ مِنَ الذُّلِّ يَنْظُرُوْنَ مِنْ طَرْفٍ خَفِىٍّ ؕ وَقَالَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّ الْخٰسِرِيْنَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ وَاَهْلِيْهِمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ اَلَآ اِنَّ الظّٰلِمِيْنَ فِىْ عَذَابٍ مُّقِيْمٍ ﴿٤٥﴾

৪৬ । এবং তুমি তাহাদিগকে অপমানের দরুন অবনত অবস্থায় আযাবের সম্মুখে আনিতে দেখিবে, এবং দেখিবে যে, তাহারা আড় চোখে তাকাইতেছে ।[২৬৬৩] এবং যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহারা বলিবে, 'প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত তাহারাই যাহারা নিজদিগকে এবং নিজেদের পরিবারবর্গকে কিয়ামতের দিনে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছে ।' তোমরা মনযোগ দিয়া শোন ? যালেমগণ নিশ্চয় এক চিরস্থায়ী আযাবের মধ্যে অবস্থান করিবে ।

وَمَا كَانَ لَهُمْ مِّنْ اَوْلِيَآءَ يَنْصُرُوْنَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ سَبِيْلٍ ﴿٤٦﴾

৪৭ । তাহাদের এমন কোন বন্ধু থাকিবে না যে আল্লাহ্র মোকাবেলায় তাহাদিগকে সাহায্য করিবে । এবং আল্লাহ্ যাহাকে পথভ্রষ্ট সাব্যস্ত করেন তাহার জন্য (হেদায়াত পাওয়ার) কোন পথ থাকে না ।

২৬৬২ । ইসলামের শান্তি প্রদান-নীতি স্বপ্ন-বিলাসী আদর্শবাদীদের কাছে ভাল নাও লাগিতে পারে । কিন্তু একটি বাস্তববাদী ধর্ম হিসাবে ইসলাম নৈতিক, আর্থিক ও সামাজিক সমস্যাবলীর সর্বাপেক্ষা উত্তম ও বাস্তবতামুখী সমাধান প্রদান করিয়াছে । আত্মরক্ষাকে একজন মুসলমানের নৈতিক দায়িত্ব বলিয়া বিবেচনা করা হইয়াছে । মহানবী (সাঃ) বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি নিজের সম্পত্তি ও সম্মান রক্ষার জন্য নিহত হয় সে 'শহীদ' হয়" (বুখারী, কিতাব ফিলমাযালেম ওয়াল গাসাব)।

২৬৬৩ । 'আড়চোখে তাকাইতেছে' দ্বারা সেই দোষী ব্যক্তির বিহ্বল চাহনিকে বুঝায়, যাহাকে অপরাধের জন্য পাকড়াও করা হইয়াছে এবং যে উৎকণ্ঠার সহিত নিজের বিরুদ্ধে বিচারের অত্যাসন্ন হুকুম শুনিবার অপেক্ষায় আছে ।

৪৮। তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ডাকে সাড়া দাও সেই দিন আসিবার পূর্বে যাহাকে আল্লাহ্‌র মোকাবেলায় প্রতিহত করা যাইবে না। সেই দিন তোমাদের কোন আশ্রয়স্থলও থাকিবে না এবং তোমাদের অস্বীকার করারও কোন উপায় থাকিবে না।

اِسْتَجِيْبُوْا لِرَبِّكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ يَوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَهٗ مِنَ اللّٰهِ ؕ مَا لَكُمْ مِّنْ مَّلْجَاٍ يَّوْمَئِذٍ وَّمَا لَكُمْ مِّنْ نَّكِيْرٍ ﴿۴۸﴾

৪৯। কিন্তু যদি তাহারা বিমুখ হইয়া যায়, তাহা হইলে আমরা তোমাকে তাহাদের উপর হিফাযতকারী করিয়া পাঠাই নাই। কেবল (সংবাদ) পৌছাইয়া দেওয়াই তোমার কর্তব্য এবং প্রকৃত বিষয় এই যে, আমরা যখন মানুষকে নিজ সন্নিধান হইতে কোন রহমতের স্বাদ গ্রহণ করাই, তখন সে আনন্দিত হয়। কিন্তু যদি তাহাদের কৃত-কর্মের কারণে, তাহাদের উপর কোন বিপদ আসে, তখন দেখ! মানুষ বড়ই অকৃতজ্ঞ হইয়া পড়ে।

فَاِنْ اَعْرَضُوْا فَمَاۤ اَرْسَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا ؕ اِنْ عَلَيْكَ اِلَّا الْبَلٰغُ ؕ وَاِنَّاۤ اِذَاۤ اَذَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا ۚ وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ ۢ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ فَاِنَّ الْاِنْسَانَ كَفُوْرٌ ﴿۴۸﴾

৫০। আকাশসমূহের ও পৃথিবীর আধিপত্য আল্লাহ্‌র জন্য। তিনি যাহা চাহেন সৃষ্টি করেন। তিনি যাহাকে চাহেন কন্যা দান করেন, এবং যাহাকে চাহেন পুত্র দান করেন;

لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ؕ يَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ اِنَاثًا وَّيَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ الذُّكُوْرَ ﴿۴۹﴾

৫১। অথবা তিনি তাহাদিগকে পুত্র ও কন্যা মিলাইয়া দান করেন, এবং যাহাকে চাহেন বন্ধ্যা করিয়া দেন।[২৬৬৪] নিশ্চয় তিনি সর্বজ্ঞানী, সর্বশক্তিমান।

اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَّاِنَاثًا ۚ وَيَجْعَلُ مَنْ يَّشَآءُ عَقِيْمًا ؕ اِنَّهٗ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ ﴿۵۰﴾

৫২। এবং কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নহে যে, আল্লাহ্ তাঁহার সঙ্গে বাক্যালাপ করিবেন—— কিন্তু কেবল ওহীযোগে অথবা পর্দার অন্তরাল হইতে অথবা এমন দূত প্রেরণ করিয়া যে তাঁহার আদেশানুযায়ী উহা ওহী করে যাহা তিনি চাহেন।[২৬৬৫] নিশ্চয় তিনি অতীব উচ্চ মর্যাদাবান, পরম প্রজ্ঞাময়।

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّكَلِّمَهُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْ مِنْ وَّرَآئِ حِجَابٍ اَوْ يُرْسِلَ رَسُوْلًا فَيُوْحِيَ بِاِذْنِهٖ مَا يَشَآءُ ؕ اِنَّهٗ عَلِيٌّ حَكِيْمٌ ﴿۵۱﴾

২৬৬৪। এই আয়াতে এবং ইহার পূর্ববর্তী আয়াতে, আল্লাহ্‌তা'লা অবিশ্বাসীগণকে এই বলিয়া শাসাইয়া দিতেছেন যে, মুসলমানের সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে, অপরপক্ষে অবিশ্বাসীদের সংখ্যা কমিতে থাকিবে। এমনকি অবিশ্বাসীরা সন্তানহীন হইয়া পড়িবে, কেননা তাহাদের সন্তানেরা সকলেই ইসলাম গ্রহণ করিয়া ফেলিবে।

২৬৬৫। আল্লাহ্‌তা'লা তাঁহার বান্দার কাছে তিনটি উপায়ে কথা বলেন এবং আত্মপ্রকাশ করেন ঃ (ক) তিনি কাহারও মধ্যবর্তিতা ছাড়াই সরাসরি বান্দার সহিত বাক্যালাপ করেন; (খ) তিনি তাহাদিগকে এমন দৃশ্য দেখান যাহা বাখ্যা ছাড়াই দর্শক স্বয়ং বুঝিয়া লইতে পারেন অথবা ব্যাখ্যার মাধ্যমে তাহা বুঝিয়া লন অথবা বান্দার জাগ্রত অবস্থায়, তিনি তাহাকে স্পষ্ট শব্দাবলী শ্রবণ করান। কিন্তু বান্দা দেখিতে পায় না, কে কথা বলিতেছে—"পর্দার অন্তরাল হইতে" শব্দগুলি দ্বারা এই অর্থই বুঝাইতেছে; (৩) আল্লাহ্ একজন বাণী-বাহক ফিরিশ্‌তাকে পাঠাইয়া দেন, যিনি উদ্দিষ্ট বান্দার কাছে সেই বাণী পৌছাইয়া দেন।

وَكَذٰلِكَ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ رُوْحًا مِّنْ اَمْرِنَا ؕ مَا كُنْتَ تَدْرِىْ مَا الْكِتٰبُ وَلَا الْاِيْمَانُ وَلٰكِنْ جَعَلْنٰهُ نُوْرًا نَّهْدِىْ بِهٖ مَنْ نَّشَآءُ مِنْ عِبَادِنَا ؕ وَاِنَّكَ لَتَهْدِىْٓ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٥٢﴾

৫৩। এবং এইরূপে আমরা তোমার প্রতি নিজ আদেশ-বাণী ওহী করিয়াছি।[২৬৬৬] তুমি জানিতে না যে, কিতাব কি এবং ঈমান কি। কিন্তু আমরা ইহাকে (বাণীকে) আলোকস্বরূপ করিয়াছি, যদ্দারা আমরা আমাদের বান্দাদের মধ্য হইতে যাহাকে চাহি হেদায়াত দিই। এবং নিশ্চয় তুমি (লোকদিগকে) সরল-সুদৃঢ় পথে পরিচালিত করিতেছ,

صِرَاطِ اللّٰهِ الَّذِىْ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ؕ اَلَآ اِلَى اللّٰهِ تَصِيْرُ الْاُمُوْرُ ﴿٥٣﴾ ع

৫৪। সেই আল্লাহ্‌র পথে[২৬৬৭] যিনি আকাশসমূহে যাহা কিছু আছে ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সব কিছুর মালিক। মনে রাখিও, সকল বিষয় আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তন করে।[২৬৬৮] ৫ [১০] ৬

২৬৬৬। কুরআনকে এখানে 'রূহ্' (জীবনের শ্বাস-প্রশ্বাসঃ লেইন) বলা হইয়াছে। কারণ একটি মৃতজাতি ইহারই মাধ্যমে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক নবজন্ম লাভ করিল।

২৬৬৭। ইসলাম হইতেছে মূর্তিমান জীবন, জ্যোতি এবং সুপথ যাহা আল্লাহ্‌র কাছে মানুষকে পৌঁছাইয়া দেয়। মানুষের সৃষ্টির গূঢ় উদ্দেশ্য কি, তাহা ইসলামই মানুষকে অনুধাবন করায়।

২৬৬৮। সবকিছুর প্রারম্ভ হইয়াছে আল্লাহ্‌র হাতে এবং সবকিছুর শেষও হইবে আল্লাহ্‌তা'লারই হাতে।

৪৩-সূরা আয্ যুখরুফ
(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতরণের সময় ও প্রসঙ্গ

কুরতুবীর মতে কুরআনের বিশেষজ্ঞদের মধ্যে সম্পূর্ণ ঐকমত্য রহিয়াছে যে, এই সূরা মক্কায় অবতীর্ণ হইয়াছিল। হযরত ইবনে আব্বাসও এই মতের পূর্ণ পোষকতা করেন। তবে, সঠিক তারিখাদি নির্ধারণ করিয়া বলা কঠিন। আলেমদের বেশীর ভাগই ইহাকে নবুওয়াতের চতুর্থ বৎসরের শেষ দিকে অথবা পঞ্চম বৎসরের প্রথম দিকে অবতীর্ণ বলিয়া মনে করেন। পূর্ববর্তী সূরাতে শেষ দিকে এই কথা বলা হইয়াছিল যে, আল্লাহ্র প্রেরিত নবী-রসূলগণের উপর যেসব ঐশী-বাণী অবতীর্ণ হয় উহার মাঝে এক ধরণের রহস্য ও প্রচ্ছন্নতা থাকে। এই কথাও বলা হইয়াছিল যে, মহানবী (সাঃ)-এর উপর যখন ঐশী-বাণী অবতীর্ণ হইল, তখন তিনি ইহার প্রকৃতি ও তাৎপর্য সম্বন্ধে ওয়াকেফহাল ছিলেন না। এই সূরাতে বলা হইতেছে যে, কুরআন নিশ্চয়ই উচ্চাঙ্গের, পরিষ্কার ও সাবলীল ভাষায় অবতীর্ণ হইয়াছে। ইহাতে সত্যের সব কিছুই বিদ্যমান আছে এবং ইহার শিক্ষামালা অতি সহজবোধ্য। এমতাবস্থায়, ইহাতে প্রচ্ছন্নতার ভাব কিছুটা থাকিলেও, ইহাকে অগ্রাহ্য করার কোন যুক্তি-সঙ্গত হেতু থাকিতে পারে না। এই সূরা ইহাও বলিয়া দিতেছে যে, যখনই উপযুক্ত ও যথার্থ কারণসমূহ উপস্থিত হইবে, তখন মহানবী (সাঃ)-এর আনুগত্যের ফলশ্রুতিতে ওহী-ইলহাম অবতরণ করিতে আল্লাহ্তা'লা কার্পণ্য করিবেন না। নবীগণকে মানুষ সব যুগেই হাসি-বিদ্রূপ করিয়াছে, পাগল বলিয়া ঠাট্টা করিয়াছে। তাই বলিয়া আল্লাহ্ নবী প্রেরণ বন্ধ করিয়া দেন নাই। অবিশ্বাসীগণ যাহাই বলুক, আর যেরূপ ব্যবহারই করুক না কেন, ধর্ম-সংস্কারকগণের আগমনের ধারা প্রয়োজনবোধে চলিতেই থাকিবে।

বিষয়-বস্তু

পূর্ববর্তী তিনটি সূরার মত এই সূরাটিও এই কথা বলিয়া আরম্ভ হইয়াছে যে, সর্বসম্মানের ও সর্ব প্রশংসার মালিক আল্লাহই কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছেন এবং সাথে সাথে কুরআনের মর্মবাণী 'তওহীদ'কে এক নতুন আঙ্গিকে ও নতুন ভঙ্গিতে উপস্থাপন করিয়াছেন, যাহা 'হা মীম' গ্রুপের অন্যান্য সূরাগুলির বাচনভঙ্গি হইতে একটু ভিন্নতর। বলা হইয়াছে যে, আল্লাহ্তা'লা স্বীয় 'তওহীদ'কে ধরা-পৃষ্ঠে প্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্দেশ্যে স্মরণাতীত কাল হইতেই নবীর পর নবী প্রেরণ করিয়া আসিতেছেন। তাঁহারা সকলেই আসিয়া মানুষের কাছে একই কথা শিক্ষা দিয়াছেন এবং প্রচার করিয়াছেন যে, আল্লাহ্ একজনই। এই শিক্ষা প্রচারের জন্য তাঁহাদের বিরোধিতা হইয়াছে, তাহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করা হইয়াছে এবং তাহাদিগকে অত্যাচার করা হইয়াছে। কিন্তু এইসব অত্যাচার-অনাচার আল্লাহ্তা'লার নবী প্রেরণকে বা বাণী অবতরণকে ঠেকাইতে পারে নাই। সময়ের প্রয়োজনে, নবীর পর নবী আসিতেই থাকেন। এমনি ধারায় নবীকুল শিরোমনি হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ)ও আগমন করিলেন। এই যুক্তিকে আরও জোরদার করিয়া বলা হইল, মানুষের সেবার জন্য আল্লাহ্তা'লা পৃথিবী ও আকাশমালা সৃষ্টি করিয়াছেন এবং পার্থিব প্রয়োজন মিটাইবার জন্য ইহাতে সবকিছুরই ব্যবস্থা করিয়াছেন। যখন তাহার জাগতিক প্রয়োজন ও সুখ-সুবিধার জন্য আল্লাহ্ এত যত্ন নিয়াছেন, তখন এই কথা কি করিয়া চিন্তা করা সম্ভব যে, আল্লাহ্ মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক প্রয়োজন মিটাইবার কোন ব্যবস্থা করেন নাই বা করিতে অবহেলা করিয়াছেন ? মানুষের নৈতিক প্রয়োজন পূরণের জন্যই আল্লাহ্ নতুন রূপে ঐশী-বাণী প্রেরণ করেন। কিন্তু, অবিশ্বাসীরা স্বীয় অজ্ঞানতা ও বোকামীর কারণে, বিভিন্ন আকার ও আকৃতি দিয়া আল্লাহ্তা'লার সমকক্ষ সৃষ্টি করিয়া লয় এবং এই ভ্রমাত্মক পৌত্তলিক কার্যকলাপের দায়িত্ব আল্লাহ্তা'লার উপর চাপাইয়া দিতেও দ্বিধা বোধ করে না। কেননা, তাহারা বলে যে, যদি আল্লাহ্তা'লা ইচ্ছা করিতেন, তাহা হইলে তিনি নিজেই তাহাদিগকে মূর্তি-পূজা হইতে নিবৃত্ত করিতেন। এই অজুহাত ও যুক্তি মানুষের সাধারণ জ্ঞান ও বুদ্ধির বিপরীত এবং কোন ধর্মগ্রন্থও ইহাতে সায় দেয় না। অবিশ্বাসীদের অবিশ্বাসের মূলে রহিয়াছে তাহাদের অহমিকা ও আত্মম্ভরিতা। তাহারা বলে, কুরআন তো এমন কোন 'বড় লোকের' কাছে অবতীর্ণ হয় নাই। এই ঔদ্ধত্যপূর্ণ আত্মম্ভরিতার জন্য অবিশ্বাসীগণকে তিরস্কার করিয়া বলা হইয়াছে যে, তাহারা যে বস্তুকে বা যে ব্যক্তিকে মহামহিম মনে করে, আল্লাহ্তা'লার কাছে তাহাদের কানাকড়ি মূল্যও নাই। ধন, সম্মান ও মর্যাদার তারতম্য উঠাইয়া দিলে যদি সমাজের মধ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা না দিত এবং সামাজিক শৃঙ্খলা বিঘ্নিত না হইত, তাহা হইলে অবিশ্বাসীগণকে আল্লাহ্তা'লা রাশি রাশি সোনারূপা দিতেন এমনকি তাহাদের গৃহের সিঁড়িগুলি পর্যন্ত সোনা দিয়া গড়াইয়া দিতেন। কেননা আল্লাহ্তা'লার কাছে এইসব জিনিষের কোনই মূল্য ও মর্যাদা নাই। আগেই বলা হইয়াছে যে, এই সূরার মূল বক্তব্য হইল, পৌত্তলিকতার হীনমন্যতার প্রতি বিরূপ মনোভাব ও প্রবল ঘৃণা-প্রকাশ। পুতুল-পূজাকে পরমভাবে নিন্দা ও ঘৃণা করা সত্ত্বেও, কুরআন ঈসা (আঃ)-এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে। কেননা, তিনি আল্লাহ্তা'লার তওহীদ প্রতিষ্ঠাকারী নবীগণের একজন ছিলেন। কিন্তু খৃষ্টানগণ ভ্রমবশতঃ তাঁহাকে পূজা করে, তাঁহার প্রদত্ত তওহীদের শিক্ষাকে অবহেলা বশতঃ ভুলিয়া গিয়া খৃষ্টেরই উপাসনায় তাহারা নিমগ্ন হইয়াছে। অতএব দোষ তো খৃষ্টানদের, খৃষ্টের নহে। অতঃপর আল্লাহ্তা'লার অস্তিত্ব ও একত্বের উপর নাতি-দীর্ঘ আলোচনার মাধ্যমে সূরাটি সমাপ্ত হইয়াছে।

৪৩-সূরা আয্ যুখ্রুফ

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ইহাতে ৯০ আয়াত এবং ৭ রুকূ আছে ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। আল্লাহ্র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

حٰمٓ ۚ ②

২। হা মীম্ ।[২৬৬৮-ক]

وَالْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ۙ ③

৩। এই সুস্পষ্ট বর্ণনাকারী কিতাবের শপথ,

اِنَّا جَعَلْنٰهُ قُرْءٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ۚ ④

৪। নিশ্চয় আমরা ইহাকে কুরআনরূপে (পুনঃ পুনঃ পঠনীয় কিতাবরূপে) প্রাঞ্জল আরবী ভাষায় নাযেল করিয়াছি, যেন তোমরা বুঝিতে পার ।

وَاِنَّهٗ فِيْٓ اُمِّ الْكِتٰبِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيْمٌ ؕ ⑤

৫। এবং নিশ্চয় ইহা আমাদের নিকট উম্মুল কিতাবে[২৬৬৯] (মূল-গ্রন্থে) আছে, যাহা অতীব মহিমান্বিত, পরম হিকমতপূর্ণ ।

اَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا اَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُّسْرِفِيْنَ ⑥

৬। আমরা কি (তোমাদিগকে হেদায়াত হইতে বঞ্চিত রাখিয়া) উপেক্ষাপূর্বক তোমাদের নিকট হইতে এই যিক্র বর্ণনা[২৬৭০] করা প্রত্যাহার করিয়া লইব, এই জন্য যে তোমরা এক সীমালঙ্ঘনকারী জাতি ?[২৬৭১]

وَكَمْ اَرْسَلْنَا مِنْ نَّبِيٍّ فِي الْاَوَّلِيْنَ ⑦

৭। এবং আমরা পূর্ববর্তীদের মধ্যে কত নবী পাঠাইয়াছিলাম !

وَمَا يَاْتِيْهِمْ مِّنْ نَّبِيٍّ اِلَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ⑧

৮। কিন্তু তাহাদের নিকট এমন কোন নবী আসে নাই, যাহার সহিত তাহারা হাসি-বিদ্রূপ করে নাই ।

২৬৬৮-ক । ২৫৯২ ও ২৬৪৩ টীকা দ্রষ্টব্য ।

২৬৬৯ । 'উম্মুল কিতাব' অর্থ আদেশ-নিষেধের উৎসস্থল (লেইন); ইহা দ্বারা বুঝায় যে, আল্লাহ্র কাছে কুরআনের অস্তিত্ব প্রথম হইতেই ছিল । ইহাই যে সকল শরীয়াতের আসল ভিত্তি, তাহা সর্বজ্ঞানী আল্লাহ্ প্রথম হইতেই নির্ধারিত করিয়াছিলেন; অথবা শেষ শরীয়াতের ভিত্তি হিসাবে কুরআনকে প্রথম হইতেই নির্ধারিত করিয়া রাখা হইয়াছিল ।

২৬৭০ । 'যারাবা আন্হু' মানে সে তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া দূরে সরিয়া পড়িল । 'সাফাহা আন্হু' অর্থও তাহাই । কুরআনের বাগ্ধারা মতে ইহার অর্থ এই — আমরা কি এই যিক্র তোমাদের কাছ হইতে সরাইয়া নিজেও সরিয়া পড়িব, আর তোমাদিগকে হেদায়াত-শূন্য অবস্থায় রাখিয়া দিব ? (লেইন)।

২৬৭১ । ঐশী 'যিকর' আল্লাহ্তা'লার নিদর্শনরূপে আসিতেই থাকে, কখনও থামে না । আল্লাহ্তা'লার নিদর্শনাবলীকে মানুষ সাধারণতঃ এই অজুহাতে প্রত্যাখ্যান করে, যদি নিদর্শনের আগমন বন্ধ করা হইত, তাহা হইলে প্রথম নবীর আগমনের পর আর কেহই আসিত না বা আর কাহাকেও পাঠানো হইত না । কিন্তু নবীগণ পর পর ক্রমাগতই আসিয়াছেন ।

فَاَهْلَكْنَاۤ اَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَّمَضٰى مَثَلُ الْاَوَّلِيْنَ ۝٨

৯। এবং শৌর্যে-বীর্যে ইহাদের অপেক্ষা শক্তিশালী জাতিকে আমরা ধ্বংস করিয়া দিয়াছি, এবং (এইভাবে) পূর্ববর্তীদের দৃষ্টান্ত অতীত হইয়াছে।

وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيْزُ الْعَلِيْمُ ۝٩

১০। এবং তুমি যদি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর যে, আকাশ-সমূহ ও পৃথিবীকে কে সৃষ্টি করিয়াছেন ? তখন তাহারা অবশ্যই বলিবে, 'এইগুলিকে মহা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞানী আল্লাহ্ সৃষ্টি করিয়াছেন,

الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ مَهْدًا وَّجَعَلَ لَكُمْ فِيْهَا سُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ۝١٠

১১। যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে শয্যাস্বরূপ সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং ইহাতে বহু পথ সৃষ্টি করিয়াছেন যেন তোমরা সঠিক পথে চলিতে পার;

وَالَّذِىْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءًۢ بِقَدَرٍ ۚ فَاَنْشَرْنَا بِهٖ بَلْدَةً مَّيْتًا ۚ كَذٰلِكَ تُخْرَجُوْنَ ۝١١

১২। এবং যিনি মেঘ হইতে পরিমাণমত বারি বর্ষণ করেন, অতঃপর উহার দ্বারা আমরা মৃত যমীনকে জীবিত করিয়া তুলি—এইরূপে তোমাদিগকে বহির্গত করা হইবে,[২৬৭২]

وَالَّذِىْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الْفُلْكِ وَالْاَنْعَامِ مَا تَرْكَبُوْنَ ۝١٢

১৩। এবং যিনি সর্বপ্রকার জোড়া সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং তোমাদের জন্য যিনি নৌকাসমূহ এবং চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টি করিয়াছেন যাহাদের উপর তোমরা আরোহণ করিয়া থাক,

لِتَسْتَوٗا عَلٰى ظُهُوْرِهٖ ثُمَّ تَذْكُرُوْا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ اِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُوْلُوْا سُبْحٰنَ الَّذِىْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ ۝١٣

১৪। যেন তোমরা উহাদের পৃষ্ঠদেশে স্থিরভাবে উপবেশন করিতে পার, অতঃপর তোমরা যখন উহাদের উপর স্থিরভাবে উপবেশন কর, তখন যেন তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নেয়ামতকে স্মরণ কর এবং বল, 'তিনি পবিত্র, যিনি ইহাদিগকে আমাদের সেবায় নিয়োজিত করিয়াছেন, অথচ আমরা ইহাদিগকে আয়ত্তাধীন করিতে সক্ষম ছিলাম না,

وَاِنَّاۤ اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ ۝١٤

১৫। এবং নিশ্চয়ই আমরাও আমাদের প্রতিপালকের দিকে ফিরিয়া যাইব।'

وَجَعَلُوْا لَهٗ مِنْ عِبَادِهٖ جُزْءًا ؕ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَكَفُوْرٌ مُّبِيْنٌ ۝١٥

১৬। কিন্তু তাহারা আল্লাহ্র জন্য তাঁহারই বান্দাদের মধ্য হইতে একাংশকে (শরীকরূপে) নির্ধারিত করিয়াছে।[২৬৭২-ক] নিশ্চয় মানুষ স্পষ্টই অকৃতজ্ঞ।

[১৬ ১ ৭]

اَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنٰتٍ وَّاَصْفٰىكُمْ بِالْبَنِيْنَ ۝١٦

১৭। তিনি কি তাঁহার সৃষ্টি হইতে নিজের জন্য কন্যা গ্রহণ করিয়াছেন এবং তোমাদিগকে বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছেন পুত্র দ্বারা ?

২৬৭২। বৃষ্টির আগমনে শুষ্ক ও শক্ত জমি যেমন শাক-শব্জি ও ফলে-ফুলে সুশোভিত হইয়া উঠে, তেমনিভাবে ঐশী-বাণীর আগমনে, নৈতিক ও আধ্যাত্মিকভাবে মৃত জাতির মধ্যেও নতুন জীবনের নব চেতনার সঞ্চার হইয়া থাকে।

২৬৭২-ক। এখানে খৃষ্টান মতবাদ—"যীশু খোদার জাত-পুত্র"—এর প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

وَ اِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمٰنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهٗ مُسْوَدًّا وَّ هُوَ كَظِيْمٌ ﴿۱۸﴾

১৮। অথচ যখন তাহাদের কাহাকেও উহার সুসংবাদ দেওয়া হয় যাহাকে সে রহমান আল্লাহ্‌র জন্য উপমা বর্ণনা করিয়া থাকে, তখন তাহার মুখমণ্ডল কৃষ্ণবর্ণ হইয়া যায়, এবং চাপা ক্রোধে সে ক্ষুব্ধ হইয়া পড়ে।

اَ وَ مَنْ يُّنَشَّؤُا فِي الْحِلْيَةِ وَ هُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِيْنٍ ﴿۱۹﴾

১৯। তবে কি (তাহারা আল্লাহ্‌র জন্য নারীর দৃষ্টান্ত বর্ণনা করে) যে অলংকারে[২৬৭৩] লালিত-পালিত হয় এবং বাক-বিতণ্ডার মধ্যে স্পষ্টভাবে (নিজের) মনোভাবও প্রকাশ করিতে পারে না ?

وَ جَعَلُوا الْمَلٰٓئِكَةَ الَّذِيْنَ هُمْ عِبٰدُ الرَّحْمٰنِ اِنَاثًا ؕ اَشَهِدُوْا خَلْقَهُمْ ؕ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَ يُسْـَٔلُوْنَ ﴿۲۰﴾

২০। এবং তাহারা ফিরিশ্‌তাগণকে, যাহারা রহমান আল্লাহ্‌র বান্দা, নারীরূপে অভিহিত করিয়াছে। তাহারা কি উহাদের সৃষ্টির সময়ে উপস্থিত ছিল ? তাহা হইলে তাহাদের সাক্ষ্য নিশ্চয় লিপিবদ্ধ করা হইবে এবং (কিয়ামতের দিন) তাহাদিগকে এই সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করা হইবে।

وَ قَالُوْا لَوْ شَآءَ الرَّحْمٰنُ مَا عَبَدْنٰهُمْ ؕ مَا لَهُمْ بِذٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ ۚ اِنْ هُمْ اِلَّا يَخْرُصُوْنَ ﴿۲۱﴾

২১। এবং তাহারা বলে, 'যদি রহমান আল্লাহ্ ইচ্ছা করিতেন, তাহা হইলে আমরা উহাদের ইবাদত করিতাম না।' এই সম্বন্ধে তাহাদের কোন জ্ঞান নাই। তাহারা কেবল অনুমান করিয়া অবান্তর কথা বলিতেছে।

اَمْ اٰتَيْنٰهُمْ كِتٰبًا مِّنْ قَبْلِهٖ فَهُمْ بِهٖ مُسْتَمْسِكُوْنَ ﴿۲۲﴾

২২। আমরা কি ইহার পূর্বে তাহাদিগকে এরূপ কোন কিতাব দিয়াছিলাম, যাহাকে তাহারা দৃঢ়রূপে ধরিয়া[২৬৭৪] রাখিয়াছে ?

بَلْ قَالُوْٓا اِنَّا وَجَدْنَآ اٰبَآءَنَا عَلٰٓى اُمَّةٍ وَّ اِنَّا عَلٰٓى اٰثٰرِهِمْ مُّهْتَدُوْنَ ﴿۲۳﴾

২৩। না, বরং তাহারা বলিতেছে, 'আমরা আমাদের পিতৃপুরুষগণকে এই ধর্ম-পদ্ধতির উপরেই বদ্ধপরিকর পাইয়াছি এবং আমরা তাহাদেরই পদাংক অনুসরণে পরিচালিত আছি।'

وَ كَذٰلِكَ مَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِيْ قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيْرٍ اِلَّا قَالَ مُتْرَفُوْهَآ ۙ اِنَّا وَجَدْنَآ اٰبَآءَنَا عَلٰٓى اُمَّةٍ وَّ اِنَّا عَلٰٓى اٰثٰرِهِمْ مُّقْتَدُوْنَ ﴿۲۴﴾

২৪। এবং এইভাবে (হে নবী !) আমরা তোমার পূর্বে এমন কোন জনপদে কোন সতর্ককারী পাঠাই নাই যাহার বিত্তশালী লোকগণ এই কথা বলে নাই যে, 'নিশ্চয় আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদিগকে এক ধর্ম-পদ্ধতির উপর বদ্ধপরিকর পাইয়াছি এবং আমরা তাহাদেরই পদাংক অনুসরণ করিয়া যাইতেছি।'

২৬৭৩। এই আয়াতে প্রতিমার উপাসকদিগকে বলা হইয়াছে যে, তাহারা এই পুতুলগুলিকে মনি-মুক্তা ও অলঙ্কারাদি দ্বারা সুসজ্জিত করে। অথচ এই প্রতিমাগুলি না পারে কথা বলিতে, না পারে পূজারীর প্রার্থনার উত্তর দিতে। এমনকি এইগুলিকে ভাঙ্গিয়া ফেলিলেও ইহারা আত্মরক্ষা পর্যন্ত করিতে পারে না।

২৬৭৪। পৌত্তলিকগণ তাহাদের প্রতিমা-পূজার স্বপক্ষে কোন যুক্তি-প্রমাণ দিতে তো পারেই না, এমনকি ধর্মপুস্তকাদি হইতেও এই পুতুল-পূজার কোন দলীলাদি দিতে পারে না।

قُلْ اَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِاَهْدٰى مِمَّا وَجَدْتُّمْ عَلَيْهِ اٰبَآءَكُمْ ؕ قَالُوْٓا اِنَّا بِمَآ اُرْسِلْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ ﴿٢٥﴾

২৫। সে (তাহাদের রসূল) বলিল, 'যে ধর্ম-পদ্ধতির উপর তোমরা তোমাদের পিতৃপুরুষদিগকে পাইয়াছ, যদি আমি উহার চাইতেও উৎকৃষ্টতর শিক্ষা তোমাদের জন্য লইয়া আসি তবুও কি (তোমরা তাহাদের পদাংক অনুসরণ করিবে)?' তাহারা বলিল, 'যে শিক্ষাসহ তোমরা প্রেরিত হইয়াছ, আমরা অবশ্যই উহাকে অস্বীকার করিতেছি।'

فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ ﴿٢٦﴾ ع

২৬। অতএব আমরা তাহাদের নিকট হইতে প্রতিশোধ গ্রহণ করিলাম। সুতরাং দেখ (নবীর প্রতি) মিথ্যাআরোপকারীদের পরিণাম কিরূপ হইয়াছিল!

২ [১০] ৮

وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ لِاَبِيْهِ وَقَوْمِهٖٓ اِنَّنِيْ بَرَآءٌ مِّمَّا تَعْبُدُوْنَ ﴿٢٧﴾ ۙ

২৭। এবং (স্মরণ কর) যখন ইব্‌রাহীম তাহার পিতা এবং তাহার জাতিকে বলিয়াছিল, 'নিশ্চয় আমি উহা হইতে মুক্ত যাহার ইবাদত করিতেছ তোমরা,

اِلَّا الَّذِيْ فَطَرَنِيْ فَاِنَّهٗ سَيَهْدِيْنِ ﴿٢٨﴾

২৮। কেবল তিনি ব্যতিরেকে যিনি আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, অতএব তিনিই আমাকে পথ প্রদর্শন করিবেন।'

وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِيْ عَقِبِهٖ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ﴿٢٩﴾

২৯। এবং তিনি তাহার বংশের[২৬৭৫] মধ্যে এই শিক্ষাকে এক স্থায়ী বিধানরূপে প্রবর্তিত করিলেন যেন তাহারা (আল্লাহ্‌র দিকে) প্রত্যাবর্তন করে।

بَلْ مَتَّعْتُ هٰٓؤُلَآءِ وَاٰبَآءَهُمْ حَتّٰى جَآءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُوْلٌ مُّبِيْنٌ ﴿٣٠﴾

৩০। না, বরং আমি ইহাদিগকে এবং ইহাদের পিতৃপুরুষ দিগকে ক্রমাগত পার্থিব ধন-সম্ভার দান করিয়া আসিয়াছি, যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহাদের নিকট সত্য (কুরআন) এবং সুস্পষ্ট বর্ণনাকারী রসূল আগমন করিল।

وَلَمَّا جَآءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوْا هٰذَا سِحْرٌ وَّاِنَّا بِهٖ كٰفِرُوْنَ ﴿٣١﴾

৩১। এবং যখন তাহাদের নিকট সত্য সমাগত হইল, তখন তাহারা বলিল, 'ইহা তো যাদু, এবং আমরা ইহা অস্বীকার করিতেছি।'

وَقَالُوْا لَوْلَا نُزِّلَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ عَلٰى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيْمٍ ﴿٣٢﴾

৩২। এবং তাহারা ইহাও বলিল যে, 'এই কুরআন দুইটি নগরীর[২৬৭৬] মধ্য হইতে কোন মহান ব্যক্তির উপর নাযেল করা হইল না কেন?'

২৬৭৫। আল্লাহ্‌তা'লার তওহীদে ইব্‌রাহীম (আঃ) এত দৃঢ়-বিশ্বাসী ছিলেন এবং এই বিশ্বাস আপন পুত্র-পৌত্রাদির মধ্যে এমন শক্তভাবে প্রোথিত করিয়াছিলেন যে, এই বিশ্বাস বংশ পরাম্পরায় দীর্ঘকাল তাহাদের মধ্যে স্থায়ী হইয়াছিল।

২৬৭৬। "দুইটি শহর" বলিতে এস্থলে মক্কা ও তায়েফ শহরদ্বয়কে বুঝাইয়াছে। কারণ মহানবী (সাঃ)-এর সময়ে এই দুইটি শহরই ছিল আরবদেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের লীলাভূমি।

اَهُمْ يَقْسِمُوْنَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ؕ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيْشَتَهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ؕ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ ﴿٣٢﴾

৩৩। তাহারা কি তোমার প্রতিপালকের রহমতকে বন্টন[২৬৭৭] করিতেছে ? আমরাই তাহাদের মধ্যে এই পার্থিব জীবনে তাহাদের জীবিকা বন্টন করি; এবং তাহাদের কতককে কতকের উপর পদ-মর্যাদায় উন্নীত ও সম্মানিত করি যাহাতে তাহাদের মধ্য হইতে কতক তাহাদের কতককে অধীনস্থ করিতে পারে। এবং তাহারা যে সম্পদ জমা করে উহা অপেক্ষা তোমার প্রতিপালকের রহমত উত্তম।

وَلَوْلَآ اَنْ يَّكُوْنَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَنْ يَّكْفُرُ بِالرَّحْمٰنِ لِبُيُوْتِهِمْ سُقُفًا مِّنْ فِضَّةٍ وَّ مَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُوْنَ ﴿٣٣﴾

৩৪। এবং যদি এইরূপ না হইত যে, সমগ্র মানবমণ্ডলী একই সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়া পড়িবে, তাহা হইলে আমরা রহমান আল্লাহ্‌র অস্বীকারকারীগণের জন্য তাহাদের গৃহগুলির ছাদসমূহ এবং সিঁড়িসমূহ, যাহার উপর দিয়া তাহারা আরোহণ করে, রৌপ্যনির্মিত করিয়া দিতাম;

وَلِبُيُوْتِهِمْ اَبْوَابًا وَّ سُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِـُٔوْنَ ﴿٣٤﴾

৩৫। এবং তাহাদের গৃহগুলির দ্বারসমূহ এবং পালঙ্ক সমূহকেও, যাহার উপর তাহারা হেলান দিয়া উপবেশন করে (রৌপ্য নির্মিত করিয়া দিতাম),

وَزُخْرُفًا ؕ وَاِنْ كُلُّ ذٰلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ؕ وَالْاٰخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿٣٥﴾ ع

৩৬। পরন্তু স্বর্ণনির্মিত করিয়া দিতাম। কিন্তু এই সব কেবল পার্থিব জীবনের সম্পদ।[২৬৭৮] বস্তুতঃ তোমার প্রতিপালকের নিকট মুত্তাকীগণের জন্য রহিয়াছে পরজগৎ (এর সুখ-শান্তি)। [৩ ১০ ৯]

وَمَنْ يَّعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ نُقَيِّضْ لَهٗ شَيْطٰنًا فَهُوَ لَهٗ قَرِيْنٌ ﴿٣٦﴾

৩৭। এবং যে ব্যক্তি রহমান আল্লাহ্‌র স্মরণ হইতে বিমুখ হইয়া যায়, আমরা শয়তানকে তাহার উপর নিযুক্ত করিয়া দিই, অতঃপর সে তাহার অবিচ্ছেদ্য সঙ্গী হইয়া যায়।

وَاِنَّهُمْ لَيَصُدُّوْنَهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ وَيَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ ﴿٣٧﴾

৩৮। এবং নিশ্চয় তাহারা (শয়তানরা) তাহাদিগকে সৎপথ হইতে নিবৃত্ত রাখে, তথাপি তাহারা মনে করে যে, তাহারা সৎপথে চলিতেছে;

২৬৭৭। এই আয়াতের মধ্যে অবিশ্বাসীগণকে ভর্ৎসনা করিয়া বলা হইতেছে, 'তাহারা কি তোমার প্রতিপালকের রহমতকে বন্টন করিতেছে ?' কে এই কৃপা-করুণা পাইবার যোগ্য আর কে যোগ্য নয় ইহা নির্ধারণ করিবার সুযোগই বা তাহারা কখন হইতে প্রাপ্ত হইল ?

২৬৭৮। উপায়-উপকরণ, সুযোগ-সুবিধা, ধন-দৌলত ও পদ-মর্যাদা ইত্যাদির তারতম্য সম্পূর্ণ উঠাইয়া মানব-মণ্ডলীকে সম্পূর্ণ একাকার করিয়া দিলেও সমাজ-ব্যবস্থা যদি একেবারে অচল হইয়া না পড়িত, তাহা হইলে আল্লাহ্‌তা'লা অবিশ্বাসীগণকে রৌপ্যের গৃহ ও সিঁড়ি-দরজা বানাইবার সুযোগ করিয়া দিতেন, পরন্তু স্বর্ণ নির্মিত করিয়া দিতেন— কেননা আল্লাহ্‌তা'লার দৃষ্টিতে এইগুলির কোনই মূল্য ও মর্যাদা নাই।

حَتّٰٓى اِذَا جَآءَنَا قَالَ يٰلَيْتَ بَيْنِىْ وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِيْنُ ﴿٣٩﴾

৩৯। এমন কি, যখন সে আমাদের নিকট উপস্থিত হয় তখন সে বলে, 'হায় ! (হে শয়তান !) আমার মধ্যে এবং তোমার মধ্যে যদি পূর্ব ও পশ্চিমের দূরত্ব থাকিত ![২৬৭৯] সে কত মন্দ সঙ্গী !

وَلَنْ يَّنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ اِذْ ظَّلَمْتُمْ اَنَّكُمْ فِى الْعَذَابِ مُشْتَرِكُوْنَ ﴿٤٠﴾

৪০। এবং (তাহাদিগকে বলা হইবে যে,) 'আযাবে তোমাদের সকলের শরীক হওয়া আজ তোমাদের আদৌ উপকার করিবে না, যেহেতু তোমরা যুলুম করিয়াছ।'

اَفَاَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ اَوْ تَهْدِى الْعُمْىَ وَمَنْ كَانَ فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٤١﴾

৪১। এমতাবস্থায় তুমি কি বধিরগণকে শুনাইতে পারিবে, অথবা অন্ধগণকে পথ প্রদর্শন করিতে পারিবে, এবং তাহাকেও (পথ প্রদর্শন করিতে পারিবে) যে প্রকাশ্য ভ্রান্তিতে নিপতিত আছে ?[২৬৮০]

فَاِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَاِنَّا مِنْهُمْ مُّنْتَقِمُوْنَ ﴿٤٢﴾

৪২। অনন্তর যদি আমরা তোমাকে (দুনিয়া হইতে) উঠাইয়া লই তবুও আমরা তাহাদের নিকট হইতে নিশ্চয় প্রতিশোধ গ্রহণ করিব;

اَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِىْ وَعَدْنٰهُمْ فَاِنَّا عَلَيْهِمْ مُّقْتَدِرُوْنَ ﴿٤٣﴾

৪৩। অথবা আমরা তোমাকে সেই বিষয় অবশ্যই দেখাইয়া দিব যাহার প্রতিশ্রুতি আমরা তাহাদিগকে দিয়াছি, এবং নিশ্চয় আমরা তাহাদের উপর ক্ষমতাবান।

فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِىْٓ اُوْحِىَ اِلَيْكَ ۚ اِنَّكَ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٤٤﴾

৪৪। সুতরাং যাহা তোমার প্রতি ওহী করা হইয়াছে তুমি উহা সুদৃঢ়ভাবে ধারণ কর, নিশ্চয় তুমি সরল-সুদৃঢ় পথে আছ।

وَاِنَّهٗ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ ۚ وَسَوْفَ تُسْـَٔلُوْنَ ﴿٤٥﴾

৪৫। এবং নিশ্চয় ইহা (এই কুরআন) তোমার জন্য এবং তোমার জাতির জন্য সম্মান ও গৌরবের বিষয়;[২৬৮১] এবং নিশ্চয় তোমরা (তোমাদের আমল সম্বন্ধে) জিজ্ঞাসিত হইবে।

وَسْـَٔلْ مَنْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُّسُلِنَآ اَجَعَلْنَا مِنْ دُوْنِ الرَّحْمٰنِ اٰلِهَةً يُّعْبَدُوْنَ ﴿٤٦﴾ ع

৪৬। এবং তোমার পূর্বে আমরা আমাদের যে সব রসূল পাঠাইয়াছি, তুমি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, আমরা কি রহমান আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যান্য এমন মা'বূদ স্থির করিয়াছিলাম, যাহাদের ইবাদত করা হইত ?'

৪ [১০] ১০

২৬৭৯। মানুষ যখন নিজের দুষ্কর্মের কুফল ভোগ করিতে থাকে, তখন সে তাহার পূর্বেকার কর্ম-সঙ্গীদের সংসর্গ পরিত্যাগ করিতে চায় এবং এমনভাবে পরিত্যাগ করিতে চায় যে সে যেন তাহাদিগকে চিনেই না।

২৬৮০। যখন অবিশ্বাসীরা সুচিন্তিতভাবে ও সজ্ঞানে সত্যের প্রতি তাহাদের চক্ষু ও কর্ণকে বন্ধ করিয়া রাখে, তখন তাহারা পাপের পঙ্কিলতায় গভীর হইতে গভীরে ডুবিতে থাকে এবং পরিশেষে একেবারে তলাইয়া যায়।

২৬৮১। 'যিকর' শব্দের অর্থ উচ্চ মর্যাদা (লেইন)। এখানে বলা হইয়াছে যে, কুরআনের বদৌলতে হযরত মহানবী (সাঃ) এবং তাঁহার অনুসারীগণ উচ্চ সম্মান ও মর্যাদা লাভ করিবেন।

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى بِاٰيٰتِنَآ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَا۟ئِهٖ فَقَالَ اِنِّىْ رَسُوْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٤٧﴾

৪৭। এবং আমরা মূসাকে আমাদের নিদর্শনসহ ফেরাউন ও তাহার প্রধানগণের নিকট পাঠাইয়াছিলাম; অতএব সে বলিল, 'নিশ্চয় আমি সকল জগতের প্রতিপালকের প্রেরিত একজন রসূল।'

فَلَمَّا جَآءَهُمْ بِاٰيٰتِنَآ اِذَا هُمْ مِّنْهَا يَضْحَكُوْنَ ﴿٤٨﴾

৪৮। অতঃপর যখন সে আমাদের নিদর্শনসহ তাহাদের নিকট আসিল, তো দেখ! তখন তাহারা এইগুলির প্রতি হাসি-বিদ্রূপ করিতে লাগিল।

وَمَا نُرِيْهِمْ مِّنْ اٰيَةٍ اِلَّا هِىَ اَكْبَرُ مِنْ اُخْتِهَا ۖ وَاَخَذْنٰهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ﴿٤٩﴾

৪৯। এবং আমরা তাহাদিগকে এমন কোন নিদর্শন দেখাই নাই যাহা উহার পূর্ববর্তী নিদর্শন হইতে বড় ছিল না, এবং আমরা তাহাদিগকে আযাবে ধৃত করিয়াছিলাম যেন তাহারা (আমাদের দিকে) প্রত্যাবর্তন করে।

وَقَالُوْا يٰٓاَيُّهَ السّٰحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ ۚ اِنَّنَا لَمُهْتَدُوْنَ ﴿٥٠﴾

৫০। এতদ্সত্ত্বেও তাহারা (প্রত্যেক বারই) বলিল, 'হে যাদুকর! তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট আমাদের জন্য সেই সকল বিষয় সম্বন্ধে প্রার্থনা কর, যাহার অঙ্গীকার তিনি তোমার সঙ্গে করিয়াছেন (যদি আযাব টলিয়া যায় তাহা হইলে), নিশ্চয়ই আমরা হেদায়াত গ্রহণ করিব।

فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ اِذَا هُمْ يَنْكُثُوْنَ ﴿٥١﴾

৫১। অতঃপর যখনই আমরা তাহাদের উপর হইত আযাবকে অপসারিত করিতাম, তো দেখ! তখনই তাহারা অঙ্গীকার ভংগ করিত।

وَنَادٰى فِرْعَوْنُ فِىْ قَوْمِهٖ قَالَ يٰقَوْمِ اَلَيْسَ لِىْ مُلْكُ مِصْرَ وَهٰذِهِ الْاَنْهٰرُ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِىْ ۚ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ ﴿٥٢﴾

৫২। এবং ফেরাউন তাহার জাতির মধ্যে ঘোষণা করিল; 'হে আমার জাতি! মিশর দেশ কি আমার অধিকারভুক্ত নহে এবং এই সব নহর কি আমার অধীনে প্রবাহিত হইতেছে না? তথাপি তোমরা কি দেখিতেছ না?

اَمْ اَنَا خَيْرٌ مِّنْ هٰذَا الَّذِىْ هُوَ مَهِيْنٌ ۙ وَّلَا يَكَادُ يُبِيْنُ ﴿٥٣﴾

৫৩। না, বরঞ্চ আমি এই ব্যক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যে অতি হীন, এবং স্পষ্টভাবে কথাও বলিতে পারে না।

فَلَوْلَآ اُلْقِىَ عَلَيْهِ اَسْوِرَةٌ مِّنْ ذَهَبٍ اَوْ جَآءَ مَعَهُ الْمَلٰٓئِكَةُ مُقْتَرِنِيْنَ ﴿٥٤﴾

৫৪। অতএব কেন তাহার উপর স্বর্ণের কঙ্কণ নাযেল করা হয় নাই, অথবা কেন তাহার সহিত ফিরিশ্তাগণ সারিবদ্ধ হইয়া আসে নাই?'

فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهٗ فَاَطَاعُوْهُ ۚ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فٰسِقِيْنَ ﴿٥٥﴾

৫৫। এইভাবে সে তাহার জাতিকে হালকা (বুদ্ধিহারা) করিয়া ফেলিল; ফলে তাহারা তাহার আনুগত্য স্বীকার করিয়া লইল। নিশ্চয় তাহারা দুষ্কার্যকারী জাতি ছিল।

فَلَمَّآ اٰسَفُوْنَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَاَغْرَقْنٰهُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿٥٦﴾

৫৬। সুতরাং যখন তাহারা আমাদিগকে রাগান্বিত করিল, তখন আমরা তাহাদের নিকট হইতে প্রতিশোধ গ্রহণ করিলাম, এবং তাহাদের সকলকে জলমগ্ন করিলাম।

فَجَعَلْنٰهُمْ سَلَفًا وَّمَثَلًا لِّلْاٰخِرِيْنَ ﴿٥٧﴾ ع ١١

৫৭। এবং আমরা তাহাদিগকে অতীতের কাহিনীতে পরিণত করিলাম এবং পরবর্তীদের জন্য একটি শিক্ষামূলক দৃষ্টান্ত করিয়া দিলাম। ৫ [১১] ১১

وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا اِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّوْنَ ﴿٥٨﴾

৫৮। এবং যখনই দৃষ্টান্ত স্বরূপ মরিয়মের পুত্রের উল্লেখ করা হয়, তো দেখ! তখনই তোমার জাতি ইহাতে হৈ চৈ[২৬৮২] আরম্ভ করে।

وَقَالُوْٓا ءَاٰلِهَتُنَا خَيْرٌ اَمْ هُوَ ۭ مَا ضَرَبُوْهُ لَكَ اِلَّا جَدَلًا ۭ بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُوْنَ ﴿٥٩﴾

৫৯। এবং তাহারা বলে, 'আমাদের মা'বূদ শ্রেষ্ঠ, না সে?' এবং তাহারা কেবল বাক-বিতণ্ডা স্বরূপই তোমাকে এই কথা বলে। বরং তাহারা বড়ই ঝগড়াটে জাতি।[২৬৮৩]

اِنْ هُوَ اِلَّا عَبْدٌ اَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنٰهُ مَثَلًا لِّبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ﴿٦٠﴾

৬০। সে (আমাদের) কেবল এক বান্দা ছিল, যাহাকে আমরা পুরস্কার দান করিয়াছিলাম এবং তাহাকে বনী ইস্রাঈলের জন্য দৃষ্টান্ত করিয়াছিলাম।

وَلَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَّلٰٓئِكَةً فِي الْاَرْضِ يَخْلُفُوْنَ ﴿٦١﴾

৬১। এবং আমরা চাহিলে অবশ্যই তোমাদের মধ্য হইতে কতককে ফিরিশ্তা করিয়া দিতাম, যাহারা পৃথিবীতে (তোমাদের) স্থলাভিষিক্ত হইত।[২৬৮৪]

وَاِنَّهٗ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُوْنِ ۭ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ﴿٦٢﴾

৬২। এবং সে নিশ্চয় নির্ধারিত সময়ের[২৬৮৫] জন্য একটি নিদর্শন; সুতরাং উহার সম্বন্ধে তোমরা সন্দেহ করিও না, এবং আমার অনুসরণ কর। ইহাই সরল-সুদৃঢ় পথ।

২৬৮২। সাদ্দা (ইয়াসদ্দু) মানে 'সে বাধা দিল' এবং সাদ্দা (ইয়াসিদ্দু) মানে 'সে চীৎকার করিয়া গোলমাল বাধাইল'।

২৬৮৩। ঈসা-মসীহ্ (আঃ)-এর আগমন এই বিষয়ের ইঙ্গিতবাহী ছিল যে, ইহুদীদের পতনের দিন ঘনাইয়া আসিয়াছে, তাহারা অসম্মান ও অপমানের অবস্থায় পতিত হইবে এবং নবুওয়াতের যে 'নেয়ামত' দীর্ঘকাল যাবৎ তাহাদের মধ্যে বিরাজিত ছিল, সেই নেয়ামত হইতে তাহারা চিরদিনের জন্য বঞ্চিত হইবে। 'মাসাল' শব্দটির অর্থ হইল, 'অনুরূপ' বস্তু বা ব্যক্তি, তুলনায় সর্বতোভাবে মিলিয়া যায় এরূপ বস্তু বা ব্যক্তি (৬ঃ৩৯)। এই হিসাবে, অত্র আয়াতের যে অর্থ মূল অনুবাদে দেওয়া হইয়াছে, সেই অর্থ ছাড়াও এই আয়াতের আরো একটি অর্থ রহিয়াছে। ইহা এই যে, যখন মহানবী (সাঃ)-এর উম্মতকে বলা হইবে যে, ঈসা (আঃ)-এর সহিত সর্বতোভাবে সামঞ্জস্য রাখিয়া অনুরূপ এক মহামানব মুহাম্মদী উম্মতে আগমন করিবেন এবং ইসলামের পুনর্জাগরণ দ্বারা ইহার হৃত গৌরব পুনরুদ্ধার করিবেন, তখন এই শুভ-বার্তা শুনিয়া তাহারা আনন্দিত হওয়ার পরিবর্তে কূট-তর্ক সৃষ্টি করিবে এবং অনর্থক উচ্চবাচ্য করিতে থাকিবে। এই দিক দিয়া দেখিলে, এই আয়াতে ঈসা (আঃ)-এর দ্বিতীয় আগমনের কথা বলা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

২৬৮৪। ফিরিশ্তারা মানুষের জন্য আদর্শ বা উদাহরণ হইতে পারেন না, এই জন্য আল্লহ্তা'লা মানুষকেই মানুষের আদর্শ ও পথ-প্রদর্শক রূপে নির্বাচন করিয়া পাঠাইয়াছেন এবং সেই নির্বাচিত আদর্শ মানুষের মাধ্যমে আল্লাহ্ জাল্লা-শানুহু মানুষের কাছে তাঁহার ইচ্ছা ব্যক্ত করিয়া আসিতেছেন।

২৬৮৫। 'সায়াত' বলিতে এস্থলে সেই সময়কেই বুঝাইয়া থাকিতে পারে, যখন মূসায়ী শরীয়তের মেয়াদ শেষ হইয়া গিয়াছে এবং 'ইন্নাহু' শব্দে 'হু' দ্বারা ঈসা (আঃ) অথবা কুরআনকে বুঝাইয়াছে। এমতাবস্থায়, আয়াতটিতে বলা হইয়াছে, ঈসা (আঃ)-এর পরে বনী ইসরাঈলী জাতির মধ্যে আর 'নবীর' আগমন হইবে না বরং অন্য শরীয়ত- অর্থাৎ কুরআনী বিবি-বিধান আসিয়া মূসায়ী শরীয়তকে রহিত করিয়া দিবে।

وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطٰنُ ۚ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿٦٢﴾

৬৩। এবং শয়তান যেন তোমাদিগকে (সঠিক পথ হইতে) নিবৃত্ত করিয়া না রাখে। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

وَلَمَّا جَآءَ عِيْسٰى بِالْبَيِّنٰتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِاُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِىْ تَخْتَلِفُوْنَ فِيْهِ ۚ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ﴿٦٣﴾

৬৪। এবং ঈসা যখন উজ্জ্বল নিদর্শনসমূহসহ আগমন করিল, তখন সে বলিল, 'আমি তোমাদের নিকট হিকমতের বিষয় লইয়া আসিয়াছি, এবং (এই জন্য আসিয়াছি) যেন আমি তোমাদিগকে এমন কতক বিষয় খুলিয়া খুলিয়া বর্ণনা করি যাহার সম্বন্ধে তোমরা মতভেদ করিতেছ। অতএব তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর।

اِنَّ اللّٰهَ هُوَ رَبِّىْ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ ؕ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ﴿٦٤﴾

৬৫। নিশ্চয় আল্লাহ্ আমারও প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রতিপালক; সুতরাং তোমরা তাঁহারই ইবাদত কর। ইহাই সরল-সুদৃঢ় পথ।'

فَاخْتَلَفَ الْاَحْزَابُ مِنْۢ بَيْنِهِمْ ۚ فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ اَلِيْمٍ ﴿٦٥﴾

৬৬। কিন্তু বিভিন্ন দল তাহাদের পরস্পরের মধ্যে মতভেদ করিতে লাগিল; সুতরাং যাহারা যুলুম করিয়াছে তাহাদের জন্য রহিয়াছে এক কষ্টদায়ক দিনের আযাবের দুর্ভোগ!

هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّا السَّاعَةَ اَنْ تَاْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿٦٦﴾

৬৭। তাহারা কেবল নির্ধারিত সময়ের অপেক্ষা করিতেছে যেন উহা অকস্মাৎ তাহাদের উপর আপতিত হয়, যখন তাহারা ইহা অনুভবও করিতে না পারে।

اَلْاَخِلَّآءُ يَوْمَئِذٍۢ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ اِلَّا الْمُتَّقِيْنَ ﴿٦٧﴾ ع ৭ ১২

৬৮। সেদিন একমাত্র মুত্তাকীগণ ব্যতীত অন্য বন্ধুরা একে অপরের শত্রু হইবে;[২৬৮৬] ৬ [১১] ১২

يٰعِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَآ اَنْتُمْ تَحْزَنُوْنَ ﴿٦٨﴾

৬৯। (আল্লাহ্ তাহাদিগকে বলিবেন) 'হে আমার বান্দাগণ! আজ তোমাদের কোন ভয় নাই এবং তোমরা দুঃখিতও হইবে না;

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاٰيٰتِنَا وَكَانُوْا مُسْلِمِيْنَ ﴿٦٩﴾

৭০। (তোমরা এমন) যাহারা আমাদের নিদর্শনসমূহের প্রতি ঈমান আনিয়াছে, এবং আত্মসমর্পণ করিয়াছে,

اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ اَنْتُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُوْنَ ﴿٧٠﴾

৭১। (তাহাদিগকে বলা হইবে) তোমরা এবং তোমাদের সহধর্মিণীগণ সম্মানিত ও আনন্দিত হইয়া জান্নাতে প্রবেশ কর।'

২৬৮৬। মহা সংঙ্কটের সময় মানুষ বন্ধুত্বকেও ভুলিয়া যায়; বন্ধুরা পরস্পরকে ছাড়িয়া যায়; এমনকি পরস্পরে শত্রুরূপে দণ্ডায়মান হওয়াও বিচিত্র নয়। কুরআনের অন্যত্র পাপীদের বিপদগ্রস্ত অবস্থার বিচিত্র ও ভয়াবহ বর্ণনা দান করা হইয়াছে, যখন সেই পাপীগণ তাহাদের কুকর্মের ভয়াবহ ফলাফলের সম্মুখীন হয় (৭০ঃ ১১-১৫; ৮০ঃ৩৫-৩৮)।

يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِّنْ ذَهَبٍ وَّاَكْوَابٍ ۚ وَفِيْهَا مَا تَشْتَهِيْهِ الْاَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْاَعْيُنُ ۚ وَاَنْتُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٧١﴾

৭২। তাহাদের সমক্ষে স্বর্ণ নির্মিত রেকাবীসমূহ ও পানপাত্র সমূহ বারবার পরিবেশিত হইবে এবং তথায় তাহাদের মন যাহা চাহিবে এবং যাহাতে নয়নসমূহ তৃপ্তি লাভ করিবে তাহাই তাহাদের জন্য মওজুদ থাকিবে। এবং (বলা হইবে) তোমরা ইহার মধ্যে চিরকাল থাকিবে।

وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِيْٓ اُوْرِثْتُمُوْهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٧٢﴾

৭৩। 'এবং ইহাই সেই জান্নাত, তোমাদিগকে যাহার উত্তরাধিকারী করা হইয়াছে—— সেই কর্মের বিনিময়ে যাহা তোমরা করিতে।

لَكُمْ فِيْهَا فَاكِهَةٌ كَثِيْرَةٌ مِّنْهَا تَاْكُلُوْنَ ﴿٧٣﴾

৭৪। তোমাদের জন্য ইহার মধ্যে প্রচুর ফল-মূল রহিয়াছে যাহা হইতে তোমরা আহার করিবে।'

اِنَّ الْمُجْرِمِيْنَ فِيْ عَذَابِ جَهَنَّمَ خٰلِدُوْنَ ﴿٧٤﴾

৭৫। নিশ্চয় অপরাধীগণ দোযখের আযাবে দীর্ঘকাল ধরিয়া পড়িয়া থাকিবে।

لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيْهِ مُبْلِسُوْنَ ﴿٧٥﴾

৭৬। তাহাদের উপর হইতে আযাব লাঘব করা হইবে না, এবং উহার মধ্যে তাহারা নিরাশ হইয়া যাইবে।

وَمَا ظَلَمْنٰهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْا هُمُ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٧٦﴾

৭৭। বস্তুতঃ আমরা তাহাদের প্রতি কোন যুলুম করি নাই, বরং তাহারা নিজেরাই যালেম ছিল।

وَنَادَوْا يٰمٰلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ ۭ قَالَ اِنَّكُمْ مّٰكِثُوْنَ ﴿٧٧﴾

৭৮। এবং তাহারা চিৎকার করিয়া ডাকিবে, 'হে মালিক![২৬৮৭] তোমার প্রতিপালক যেন আমাদিগকে শেষ করিয়া দেন।' সে বলিবে, 'তোমরা দীর্ঘকাল (এখানেই) অবস্থান করিবে।'

لَقَدْ جِئْنٰكُمْ بِالْحَقِّ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كٰرِهُوْنَ ﴿٧٨﴾

৭৯। (আল্লাহ্ বলিবেন)'আমরা নিশ্চয় তোমাদের নিকট সত্য লইয়া আসিয়াছিলাম কিন্তু তোমাদের অধিকাংশই সত্যকে ঘৃণা করিত।'

اَمْ اَبْرَمُوْٓا اَمْرًا فَاِنَّا مُبْرِمُوْنَ ﴿٧٩﴾

৮০। তাহারা কি (তোমার বিরুদ্ধে) কোন বিষয়ে দৃঢ়সংকল্প করিয়া লইয়াছে ? তাহা হইলে আমরাও (তাহাদিগকে ধ্বংস করার) দৃঢ় সংকল্প করিয়া লইয়াছি।

اَمْ يَحْسَبُوْنَ اَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوٰىهُمْ ۭ بَلٰى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُوْنَ ﴿٨٠﴾

৮১। তাহারা কি মনে করে যে, আমরা তাহাদের গুপ্ত বিষয়াবলী এবং তাহাদের গুপ্ত পরামর্শগুলি শুনিতে পাই না ? এইরূপ নহে, বরং আমাদের প্রেরিতগণ (ফিরিশ্তাগণ) তাহাদের পার্শ্বে বসিয়া লিখিতেছে।

২৬৮৭। 'মালিক' অর্থ কর্তা বা অধিপতি। এখানে দোযখের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে বুঝাইতেছে।

قُلْ اِنْ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ وَلَدٌ ۖ فَاَنَا اَوَّلُ الْعٰبِدِيْنَ ﴿٨١﴾

৮২। তুমি বল, 'যদি রহমান আল্লাহ্‌র কোন পুত্র থাকিত তাহা হইলে নিশ্চয় ইবাদতকারীদের মধ্যে আমি সর্বপ্রথম হইতাম।'[২৬৮৮]

سُبْحٰنَ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ﴿٨٢﴾

৮৩। আল্লাহ্ আকাশসমূহ ও পৃথিবীর অধিপতি, আরশের অধিপতি, ঐসব বিষয় হইতে পবিত্র ও মহান, যাহা তাহারা (তাঁহার প্রতি) আরোপ করিতেছে।

فَذَرْهُمْ يَخُوْضُوْا وَيَلْعَبُوْا حَتّٰى يُلٰقُوْا يَوْمَهُمُ الَّذِيْ يُوْعَدُوْنَ ﴿٨٣﴾

৮৪। অতএব তুমি তাহাদিগকে বৃথা বাক-বিতণ্ডা এবং ক্রীড়া-কৌতুক করিতে ছাড়িয়া দাও যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহারা তাহাদের সেই দিনকে প্রত্যক্ষ করে যাহার প্রতিশ্রুতি তাহাদিগকে দেওয়া হইয়াছে।

وَهُوَ الَّذِيْ فِي السَّمَآءِ اِلٰهٌ وَّفِي الْاَرْضِ اِلٰهٌ ۭ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْعَلِيْمُ ﴿٨٤﴾

৮৫। এবং তিনিই আকাশেও মা'বূদ এবং পৃথিবীতেও মাবূ'দ, বস্তুতঃ তিনি পরম প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞানী।

وَتَبٰرَكَ الَّذِيْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۚ وَعِنْدَهٗ عِلْمُ السَّاعَةِ ۚ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿٨٥﴾

৮৬। এবং তিনি পরম বরকতের অধিকারী যাঁহার জন্য আকাশসমূহ ও পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যে যাহা কিছু আছে সবকিছুর আধিপত্য; এবং নির্দিষ্ট সময়ের জ্ঞান একমাত্র তাঁহারই নিকট; এবং তাঁহারই দিকে তোমাদিগকে প্রত্যাবর্তিত করা হইবে।

وَلَا يَمْلِكُ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ الشَّفَاعَةَ اِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ﴿٨٦﴾

৮৭। এবং তাহারা আল্লাহ্ ব্যতীত যাহাদিগকে ডাকিয়া থাকে, তাহারা শাফায়াত (সুপারিশ) করিবার কোন ক্ষমতা রাখে না; কেবল সেই ব্যক্তি ব্যতিরেকে যে সত্য সম্বন্ধে সাক্ষ্য দান করে,[২৬৮৯] এবং তাহারা ইহা ভালরূপে জানে।

وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ فَاَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ ﴿٨٧﴾

৮৮। এবং যদি তুমি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর 'কে তাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন?' তাহারা নিশ্চয়ই বলিবে, 'আল্লাহ'। তাহা হইলে তাহারা কোন দিকে প্রত্যাবর্তিত হইতেছে?

২৬৮৮। আবিদ, আবাদা ক্রিয়ার কর্তারূপ; 'আবাদা' অর্থ সে উপাসনা করিল। 'আবিদা' ক্রিয়ার কর্তারূপ ও 'আবিদ'; আবিদা অর্থ সে রাগ করিল, সে অস্বীকার করিল, সে স্বীয় অবহেলার জন্য দুঃখ প্রকাশ করিল, সে তুচ্ছ জ্ঞান করিল (লেইন)। অতএব আয়াতটির অর্থ দাঁড়াইতেছে ঃ (ক) যদি আমার সদাশয় প্রভুর সত্যই কোন পুত্র থাকিত, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই সেই প্রভু-পুত্রকে উপাসনা করিবার জন্য সকলের আগে প্রথম দণ্ডায়মান হইতাম; কেননা আল্লাহ্‌তা'লার একান্ত অনুগত ও বিশ্বস্ত বান্দা হিসাবে আমি তাঁহার পুত্রের প্রতি কখনও অবহেলা প্রদর্শন করিতে পারিতাম না, (খ) আল্লাহ্‌তা'লার পুত্র গ্রহণ যদি সম্ভব হইত, তাহা হইলে এ মর্যাদা প্রাপ্তির অধিকার আমারই সর্বাপেক্ষা অধিক। কেননা, আমি আল্লাহ্‌তা'লার সর্বাপেক্ষা বেশী উপাসনা ও সর্বাপেক্ষা বেশী খেদমত করিয়াছি; (গ) সদাশয় প্রভুর নিশ্চয়ই কোন পুত্র নাই (ইন অর্থ নয়) এবং আমি এই সত্যের প্রথম সাক্ষ্যদানকারী (আবেদীন মানে 'শাহেদীন' বা সাক্ষ্যদাতা); (ঘ) সদাশয় প্রভুর কোন পুত্র নাই। তাঁহার পুত্র আছে এরূপ কথার সর্বাপেক্ষা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যানকারী প্রথম ব্যক্তি আমি।

২৬৮৯। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)

وَقِيْلِهٖ يٰرَبِّ اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٨٩﴾

৮৯। তাহার (এই রসুলের) এই উক্তির কসম, যখন সে বলিয়াছিল, 'হে আমার প্রতিপালক ! ইহারা এমন এক জাতি, যাহারা ঈমান আনিতেছে না।'[২৬৯০]

فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلٰمٌ ؕ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ﴿٩٠﴾ ع

৯০। (আমরা উত্তরে বলিলাম) সুতরাং তুমি তাহাদিগকে উপেক্ষা কর এবং বল, 'সালাম'; অতএব অচিরেই তাহারা জানিতে পারিবে।[২৬৯১]

৭ [২২] ১৩

২৬৯০। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁহার জাতির সার্বিক মঙ্গল ও আধ্যাত্মিক কল্যাণের জন্য এত উদগ্রীব ও ব্যাকুল ছিলেন যে, স্বয়ং আল্লাহ্‌তা'লা তাঁহার এই শুভাকাঙ্খার সাক্ষ্য দান করিতেছেন। তাঁহার জাতির দ্বারা সত্যের ক্রমাগত অস্বীকার ও বিরোধিতা তাঁহার মর্মযাতনাকে এতই গভীর ও প্রবল করিয়া তুলিয়াছিল যে, তাহাকে প্রায় মৃত্যুর দ্বারে পৌছাইয়া দিয়াছিল (১৮ঃ৭)। আল্লাহ্ স্বয়ং সান্ত্বনা না দিলে তিনি হয়ত এই মহাকষ্ট-ক্লেশ সহ্য করিতে পারিতেন না।

২৬৯১। আল্লাহ্‌তা'লা নবী করীম (সাঃ)-কে সান্ত্বনা দিতেছেন যে, যদিও শত্রুগণ তাঁহাকে এখন অত্যাচার ও বিরুদ্ধাচরণ দ্বারা জর্জরিত করিতেছে, তথাপি সময় অতি দ্রুত ঘনাইয়া আসিতেছে যে, শত্রুরা তাঁহার পদানত হইয়া পড়িবে। তখন, ইসলাম সারা আরবভূমিতে ছড়াইয়া পড়িবে এবং তথায় শান্তি কায়েম হইয়া যাইবে। যখন ঐ সময় আসিয়া যাইবে, তখন তিনি যেন শত্রুগণকে ক্ষমা করিয়া দেন।

৪৪-সূরা আদ্ দুখান
(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণ হওয়ার সময় ও প্রসঙ্গ

হযরত ইবনে আব্বাস ও ইবনে যুবাইরসহ সকল কর্তৃপক্ষ মহলই এই কথার উপর একমত যে, এই সূরা মক্কী যুগের মধ্যভাগে অবতীর্ণ হইয়াছিল। নলডিকি এহ সূরাকে নবুওয়াতের ষষ্ঠ বা সপ্তম বর্ষে স্থান দিয়াছেন। পূর্ববর্তী সূরার শেষ দিকে, এই কথাটির **সকরুণ** উল্লেখ ছিল যে, প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও মহানবী (সাঃ) তাঁহার জাতির মনে সত্যের প্রতি অনুরাগ জাগাইতে না পারায়, তিনি একেবারে মুহ্যমান হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার এই মর্মযাতনার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, আল্লাহ্তা'লার তরফ হইতে তাঁহাকে বলা হইল যে, তিনি যেন তাহাদের দোষ-ত্রুটি না ধরেন; বরং তাহাদের জন্য আল্লাহ্র অনুগ্রহ যাচ্ঞা করেন। তাঁহার প্রার্থনার ফলে তাঁহার জাতির উপর আল্লাহ্র অনুগ্রহ নামিয়া আসিবে এবং পরিণামে তাহারা শত্রুতা ছাড়িয়া তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিবে।

এই সূরার প্রারম্ভে ঘোষণা করা হইতেছে যে, এই কুরআন জীবনের নিগূঢ় তত্ত্ব, তথ্য ও সত্যকে **সাবলীলভাবে** মানুষের কাছে তুলিয়া ধরে, এবং ইহা আধ্যাত্মিক অমানিশার অন্ধকার হইতে মানুষকে পুণ্যের আলোকের দিকে ফিরাইয়া আনার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছে। 'হা মীম' গোষ্ঠিভুক্ত সূরাগুলির মধ্যে ইহা হইল পঞ্চম সূরা। পূর্ব সূরার মতই এই সূরা কুরআনের অবতরণ বিষয় নিয়া আরম্ভ হইয়াছে, তবে একটু ভিন্ন আঙ্গিকে ও ভিন্ন প্রসঙ্গে। এই কথা বলিয়া ইহা আরম্ভ হইয়াছে যে, পৃথিবী যখন অন্ধকারে একেবারে নিমজ্জিত হইয়া যায় এবং মানুষ নৈতিক অধঃপতনের অতল গহ্বরে পতিত হয়, তখন সৃষ্টিকর্তা একজন প্রেরিত পুরুষের অভ্যুদয় ঘটান এবং তাঁহাকে এমন এক নব-সঞ্জীবনী বাণী প্রদান করেন যাহার সাহায্যে মানব জাতিকে পুনরুদ্ধার ও পুনরুজ্জীবিত করা হইয়া থাকে। এইরূপ অধঃপতনের যুগে আল্লাহ্র নবীরা ধারাবাহিকভাবে আসিয়াছেন। কিন্তু যেহেতু বর্তমান যুগের নৈতিক অধঃপতন চূড়ান্তরূপ পরিগ্রহ করিয়াছে এবং আধ্যাত্মিক অন্ধকার পূর্বেকার সকল সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছে, সেইহেতু আল্লাহ্তা'লা এই যুগে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নবীকে সর্বোত্তম ও সর্বশেষ গ্রন্থ কুরআনসহ পাঠাইয়াছেন। মহানবী (সাঃ)-এর আগমন এমন কোন নতুন ঘটনা নহে। অতীতেও যুগে যুগে প্রয়োজন মত নবী আসিয়াছেন; তাহাদের মধ্যে হযরত মূসা (আঃ) প্রধান ছিলেন। অতঃপর মূসা (আঃ)-এর মোকাবেলায় ফেরাউন ও তাহার জাতির শোচনীয় ধ্বংসের ঘটনা অতি করুণ ভাষায় এই সূরাতে বর্ণিত হইয়াছে। কি অপমান ও অসম্মানের সহিত তাহারা ধ্বংস প্রাপ্ত হইল! অপর পক্ষে, আল্লাহ্তা'লা বনী ইসরাঈল জাতির উপর আপন অনুগ্রহ ও আশীর্বাদ বর্ষণ করিলেন। এইভাবেই আল্লাহ্তা'লা জাতির জীবনে পরিবর্তন আনয়ন করিয়া থাকেন। এই সূরাতে অতঃপর বলা হইয়াছে যে, মানব-জীবনের জন্য এক মহান লক্ষ্য নির্ধারিত করা আছে। মানুষ যাহাতে সেই লক্ষ্য অর্জন করিতে পারে, সেইজন্যই তাহাদের মধ্যে নবী প্রেরণ করা হইয়া থাকে। সমাপ্তি পর্বে এই সূরাতে বলা হইয়াছে যে, ইসলামের নীতি ও আদর্শ অত্যন্ত পরিষ্কার যুক্তি-পূর্ণ এবং হৃদয়গ্রাহী ভাষায় বর্ণনা করা হইয়াছে।

৪৪-সূরা আদ্ দুখান

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ইহাতে ৬০ আয়াত এবং ৩ রুকূ আছে ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১ । আল্লাহ্র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

حٰمٓ ②

২ । হা মীম্ ।[২৬৯১-ক]

وَالْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ③ معانقة عند المقدمين

৩ । সুস্পষ্ট বর্ণনাকারী কিতাবের শপথ।

اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ فِيْ لَيْلَةٍ مُّبٰرَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنْذِرِيْنَ ④

৪ । নিশ্চয় আমরা ইহাকে এক বরকতপূর্ণ রাত্রিতে নাযেল[২৬৯২] করিয়াছি । নিশ্চয় আমরা (সদা) সতর্ক করিয়া আসিতেছি ।

فِيْهَا يُفْرَقُ كُلُّ اَمْرٍ حَكِيْمٍ ⑤

৫ । এই রাত্রিতে প্রত্যেক হিকমতপূর্ণ বিষয়ের ফয়সালা করা হয়,[২৬৯৩]

اَمْرًا مِّنْ عِنْدِنَا ؕ اِنَّا كُنَّا مُرْسِلِيْنَ ⑥

৬ । আমাদেরই আদেশক্রমে । নিশ্চয় আমরা সদা রসূল পাঠাইয়া থাকি,

رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ ؕ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ⑦

৭ । তোমার প্রতিপালকের সন্নিধান হইতে রহমতস্বরূপ। নিশ্চয় তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী,

رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۘ اِنْ كُنْتُمْ مُّوْقِنِيْنَ ⑧

৮ । যিনি আকাশসমূহ এবং পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যে যাহা কিছু আছে সব কিছুর প্রতিপালক; যদি তোমরা দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া থাক ।

২৬৯১-ক । ২৫৯২ ও ২৬৪৩ টীকাদ্বয় দ্রষ্টব্য ।

২৬৯২ । 'বরকতপূর্ণ রাত্রিতে'— কুরআনের অন্যত্র ঐ রাত্রিকে 'উৎকৃষ্ট রজনী' বলা হইয়াছে (৯৭ঃ২-৪)। সহীহ্ হাদীস অনুযায়ী এই সৌভাগ্য ও উৎকৃষ্ট রজনী রমযান মাসের শেষ দশ রাত্রির কোন একটি বেজোড় রাত্রি, যে রমযান মাসে কুরআনের অবতরণ শুরু হইয়াছিল (২ঃ১৮৬)। সঠিক রাত্রি রমযানের ২৪ তম রাত্রি (মসনদ ও জরীর)। 'বরকত পূর্ণ রাত্রি' বা 'সৌভাগ্য রজনী' কুরআনের একটি রূপক বৈশিষ্ট্য, যাহা দ্বারা একটি অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগকে বুঝাইয়া থাকে যাহা পৃথিবীকে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অধঃপতনের অতল তলে ডুবাইয়া ফেলে এবং পরিশেষে সংস্কারক মহাপুরুষের অভ্যুদয়ের মাধ্যমে পাপী-তাপী মানব পুনরুদ্ধার ও পুনর্জীবন লাভ করে । যে রাত্রি বিশ্ব-মানবকে ইহার সর্বোত্তম শিক্ষক, সর্বশেষ শিক্ষা ও পূর্ণতম প্রশী বিধান উপহার দিল, উহাকে বরকতপূর্ণ ও সৌভাগ্য-রাত্রি ছাড়া আর কি বলা যাইতে পারে ? কুরআনের উদ্বোধনী-অবতরণ হইতে সমাপ্তি-অবতরণ পর্যন্ত সমস্ত সময়টাকে এই রাত্রি বেষ্টন করিয়া আছে, সমস্ত সময়টিকেই সৌভাগ্য-রজনী বলা যাইতে পারে ।

২৬৯৩ । এই বরকতপূর্ণ সৌভাগ্য-রজনী, যাহা মহা সংস্কারকের আগমন কালকে বুঝাইয়া থাকে, এক নতুন যুগের সূচনা করে । নতুন ব্যবস্থাপনা ও নতুন শৃঙ্খলা আরোপের মাধ্যমে মানুষের ভবিষ্যৎকে নিশ্চিত ও নির্ধারিত করে । যে যুগে কুরআন অবতীর্ণ হইল, তাহাতো মানবজাতির জন্য নিশ্চয়ই মহা সৌভাগ্য-রজনী, কেননা ইহার মাধ্যমে ভবিষ্যতের, চিরকালের মানবের জন্য সৌভাগ্য সূচিত ও নির্ধারিত হইয়া গেল ।

لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ ؕ رَبُّكُمْ وَرَبُّ اٰبَآئِكُمُ الْاَوَّلِيْنَ ۝٨

৯। তিনি ব্যতীত কোন মা'বূদ নাই। তিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্যু দেন; তিনি তোমাদের প্রতিপালক এবং তোমাদের পূর্বপুরুষদেরও প্রতিপালক।

بَلْ هُمْ فِيْ شَكٍّ يَّلْعَبُوْنَ ۝٩

১০। তথাপি তাহারা সন্দেহে নিপতিত হইয়া ক্রীড়া-কৌতুক করিতেছে।

فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَاْتِي السَّمَآءُ بِدُخَانٍ مُّبِيْنٍ ۝١٠ ۙ

১১। অতএব তুমি সেই দিনের অপেক্ষা কর যেদিন আকাশ স্পষ্ট ধূম্র লইয়া আসিবে,[২৬৯৪]

يَّغْشَى النَّاسَ ؕ هٰذَا عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝١١

১২। উহা মানব মণ্ডলীকে আবৃত করিয়া ফেলিবে। ইহা এক মহা যন্ত্রণাদায়ক আযাব হইবে।

رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ اِنَّا مُؤْمِنُوْنَ ۝١٢

১৩। (তাহারা চিৎকার করিয়া বলিবে) 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের উপর হইতে এই আযাবকে দূর কর; নিশ্চয় আমরা ঈমান আনিতেছি।'

اَنّٰى لَهُمُ الذِّكْرٰى وَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُوْلٌ مُّبِيْنٌ ۝١٣ ۙ

১৪। তখন উপদেশ গ্রহণ তাহাদের কি উপকার করিবে? অথচ (পূর্বে) তাহাদের নিকট একজন সুস্পষ্ট বর্ণনাকারী রসূল আগমন করিয়াছে,

ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوْا مُعَلَّمٌ مَّجْنُوْنٌ ۝١٤ ۘ

১৫। তখন তাহারা তাহার নিকট হইতে বিমুখ হইয়া চলিয়া গেল এবং বলিতে লাগিল, 'এই ব্যক্তি কাহারও দ্বারা শিক্ষা প্রদত্ত একজন উন্মাদ!'

اِنَّا كَاشِفُوا الْعَذَابِ قَلِيْلًا اِنَّكُمْ عَآئِدُوْنَ ۝١٥ ۘ

১৬। আমরা অবশ্যই অল্প কালের জন্য আযাবকে অপসারিত করিয়া দিব, (কিন্তু) তোমরা যে পুনরায় (সেই অপকর্মেই) ফিরিয়া যাইবে।[২৬৯৫]

২৬৯৪। হযরত মহানবী (সাঃ)-এর সময়ে মক্কায় একবার ভয়াবহ, দীর্ঘস্থায়ী দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল। তখন মক্কার অবিশ্বাসীদের সর্বোচ্চ নেতা আবূ সুফিয়ান নবী করীম (সাঃ)-এর কাছে সবিনয়ে অনুরোধ করিয়াছিলেন যে, তিনি যেন এই মহাবিপদ হইতে মক্কাবাসীদের উদ্ধারের জন্য দোয়া করেন। এখানে সেই ঘোর দুর্ভিক্ষের ঘটনার প্রতিই হয়ত ইঙ্গিত করা হইয়াছে। এই দুর্ভিক্ষ এতই ভয়ঙ্কর ছিল যে, মক্কাবাসীরা চামড়া, হাড্ডি, এমন কি মৃতদেহ ভক্ষণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল (বুখারী, কিতাবুল ইসতিসকা)। এই দুর্ভিক্ষকে দুখান (ধূম্র) শব্দ দ্বারা এই কারণে বিবৃত করা হইয়াছে যে, কথিত ইতিহাস অনুযায়ী, দুর্ভিক্ষে প্রপীড়িত দিশাহারা মানুষ ক্ষুধার তাড়নায় চোখের সম্মুখে কেবল ভাসমান ধূম্রই দেখিত। অথবা 'দুখান' শব্দটি এখানে ব্যবহৃত হওয়ার এই যুক্তিও থাকিতে পারে যে, দীর্ঘকাল অনাবৃষ্টির ফলেও মক্কার সারাটা আবহাওয়াই ধূলাবালুময় হইয়া পড়িয়াছিল। দুখান শব্দের এক অর্থ ধূলা (লেইন)। এ আয়াতটি গত দুইটি মহাযুদ্ধের প্রতিও আরোপিত হইতে পারে। ঐ দুই বিশ্বযুদ্ধে শহর-উপশহরগুলি প্রজ্বলিত হইয়া ভস্মে পরিণত হইয়াছিল এবং ধ্বংসলীলা হইতে ধূম্রকুণ্ডলী উঠিয়া আবহাওয়াকে ধূঁয়া ও বালু দ্বারা আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল।

২৬৯৫। বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য হাদীস অনুযায়ী মহানবী (সাঃ)-এর প্রার্থনার ফলে ঐ দুর্ভিক্ষ দূরীভূত হইয়াছিল। কিন্তু এতদ্দর্শনেও মক্কার কুরায়শগণ সত্যের প্রতি আকৃষ্ট হইল না এবং মহানবী (সাঃ)-এর বিরোধিতা অব্যাহত রাখিল।

يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرٰى ۚ اِنَّا مُنْتَقِمُوْنَ ﴿١٧﴾

১৭। যেদিন আমরা (তোমাদিগকে) কঠিনভাবে ধৃত [২৬৯৬] করিব সেদিন নিশ্চয় আমরা প্রতিশোধ গ্রহণকারী।

وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَآءَهُمْ رَسُوْلٌ كَرِيْمٌ ﴿١٨﴾

১৮। এবং আমরা তাহাদের পূর্বে ফেরাউনের জাতিকে পরীক্ষা করিয়াছিলাম, এবং তাহাদের নিকট একজন সম্মানিত রসূল আগমন করিয়াছিল,

اَنْ اَدُّوْٓا اِلَيَّ عِبَادَ اللّٰهِ ۗ اِنِّيْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ ﴿١٩﴾

১৯। (সে তাহাদিগকে বলিয়াছিল) যে, 'তোমরা আল্লাহ্‌র বান্দাগণকে আমার নিকট সোপর্দ কর। নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য একজন বিশ্বস্ত রসূল,

وَّاَنْ لَّا تَعْلُوْا عَلَى اللّٰهِ ۚ اِنِّيْٓ اٰتِيْكُمْ بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ﴿٢٠﴾

২০। এবং যেন তোমরা আল্লাহ্‌র সম্বন্ধে অহংকার না কর। নিশ্চয় আমি তোমাদের নিকট সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণ লইয়া আসিয়াছি,

وَاِنِّيْ عُذْتُ بِرَبِّيْ وَرَبِّكُمْ اَنْ تَرْجُمُوْنِ ﴿٢١﴾

২১। এবং নিশ্চয় আমার ও তোমাদের প্রতিপালকের আশ্রয় প্রার্থনা করি যেন তোমরা আমাকে প্রস্তরাঘাতে নিহত না কর,

وَاِنْ لَّمْ تُؤْمِنُوْا لِيْ فَاعْتَزِلُوْنِ ﴿٢٢﴾

২২। যদি তোমরা আমার উপর ঈমান না আন তাহা হইলে তোমরা আমাকে একাকী ছাড়িয়া দাও।'

فَدَعَا رَبَّهٗٓ اَنَّ هٰٓؤُلَآءِ قَوْمٌ مُّجْرِمُوْنَ ﴿٢٣﴾

২৩। অতঃপর সে তাহার প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা করিল (এবং বলিল) যে,'নিশ্চয় ইহারা এক অপরাধী জাতি।'

فَاَسْرِ بِعِبَادِيْ لَيْلًا اِنَّكُمْ مُّتَّبَعُوْنَ ﴿٢٤﴾

২৪। অতএব (আল্লাহ্ বলিলেন) 'তুমি আমার বান্দাগণকে লইয়া রাত্রিযোগে চলিয়া যাও, নিশ্চয় তোমরা পশ্চাদ্ধাবিত হইবে।

وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا ۗ اِنَّهُمْ جُنْدٌ مُّغْرَقُوْنَ ﴿٢٥﴾

২৫। এবং তুমি (বালিয়াড়ির উপর দিয়া) সমুদ্রকে শান্ত [২৬৯৭] অবস্থায় পিছনে ছাড়িয়া যাও। তাহারা এমন এক সৈন্যদল, যাহাদিগকে নিশ্চয় নিমজ্জিত করা হইবে।'

كَمْ تَرَكُوْا مِنْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ﴿٢٦﴾

২৬। তাহারা কত বাগান ও ঝরণা ছাড়িয়া গেল,

২৬৯৬। "আমরা কঠিনভাবে ধৃত করিব" এই বাক্যটি বদরের যুদ্ধে কুরায়শদের শোচনীয় পরাজয় অথবা মক্কা-পতনের ঘটনার প্রতি নির্দেশিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

২৬৯৭। 'রাহওয়ুন' শব্দ রাহা হইতে উৎপন্ন। 'রাহা বায়না রিজলাইহে' অর্থ সে তাহার পদ-যুগল ফাঁক করিয়া, দুই পায়ের মধ্য দিয়া পথ করিয়া দিল।'রাহাল বাহরু' অর্থ সমুদ্র শান্ত ও স্থির হইল।'রাহওয়া' অর্থ নীচু জায়গা যেখানে পানি জমে;উচ্চ সমভূমি; নিম্নভূমি, গতিহীন অবস্থা, (লেইন)। মূসা (আঃ) যখন বনী ইসরাইল জাতিকে সঙ্গে নিয়া লোহিত সাগরের উত্তর প্রান্তে পৌছিলেন, তখন সমুদ্রের 'ভাটা' আরম্ভ হইয়াছিল। ভাটার' টানে পানি দ্রুত সরিতেছিল এবং বালুকা স্তূপের উপরিভাগ ভাসিয়া উঠিতে ছিল। ঠিক এইরূপ সময়ে বনী ইসরাঈল জাতি সমুদ্র পার হইয়া গেল। দেখুন ২০ঃ৭৮।

وَّزُرُوْعٍ وَّمَقَامٍ كَرِيْمٍ ۙ﴿٢٧﴾

২৭ । এবং শস্যক্ষেত ও সুন্দর-মনোরম আবাসস্থল,

وَّنَعْمَةٍ كَانُوْا فِيْهَا فٰكِهِيْنَ ۙ﴿٢٨﴾

২৮ । এবং নেয়ামত, যাহাতে তাহারা পরম সুখ ও আনন্দে ছিল !

كَذٰلِكَ ۖ وَاَوْرَثْنٰهَا قَوْمًا اٰخَرِيْنَ ﴿٢٩﴾

২৯ । এইভাবেই (হইয়াছিল) এবং আমরা অন্য এক জাতিকে ঐ সকলের উত্তরাধিকারী করিয়া দিলাম ।

فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَآءُ وَالْاَرْضُ وَمَا كَانُوْا مُنْظَرِيْنَ ﴿٣٠﴾ ع ١٤

৩০ । তখন তাহাদের জন্য আকাশ ও পৃথিবী ক্রন্দন করে নাই, এবং তাহাদিগকে কোন অবকাশও দেওয়া হয় নাই ।[২৬৯৮]

[৩০] ১ ১৪

وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِيْنِ ۙ﴿٣١﴾

৩১ । এবং নিশ্চয় আমরা বনী ইসরাঈলকে এক লাঞ্ছনাজনক আযাব হইতে উদ্ধার করিয়াছিলাম,

مِنْ فِرْعَوْنَ ۭ اِنَّهٗ كَانَ عَالِيًا مِّنَ الْمُسْرِفِيْنَ ﴿٣٢﴾

৩২ । ফেরাউন (-এর কবল) হইতে । নিশ্চয় সে সীমালংঘন কারীদের মধ্যে অত্যধিক উদ্ধত ব্যক্তি ছিল ।

وَلَقَدِ اخْتَرْنٰهُمْ عَلٰى عِلْمٍ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ۚ﴿٣٣﴾

৩৩ । এবং নিশ্চয় আমরা তাহাদিগকে জ্ঞানের[২৬৯৯] ভিত্তিতে (তৎকালীন) বিশ্ববাসীর উপর মনোনীত করিয়াছিলাম,

وَاٰتَيْنٰهُمْ مِّنَ الْاٰيٰتِ مَا فِيْهِ بَلٰٓؤٌا مُّبِيْنٌ ﴿٣٤﴾

৩৪ । এবং আমরা তাহাদিগকে কতিপয় নিদর্শন প্রদান করিয়াছিলাম যাহাতে সুস্পষ্ট পরীক্ষা ছিল ।

اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ لَيَقُوْلُوْنَ ۙ﴿٣٥﴾

৩৫ । নিশ্চয়ই ইহারা বলে,

اِنْ هِيَ اِلَّا مَوْتَتُنَا الْاُوْلٰى وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِيْنَ ﴿٣٦﴾

৩৬ । 'আমাদের জন্য কেবল প্রথম মৃত্যুই রহিয়াছে, এবং আমরা পুনরুত্থিত হইব না,

فَاْتُوْا بِاٰبَآئِنَآ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٣٧﴾

৩৭ । অতএব তোমরা আমাদের পিতৃপুরুষদিগকে আনয়ন কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হইয়া থাক ।'

২৬৯৮ । তাহারা (ফেরাউনের দল) কী ভয়ানক অপমান ও অসম্মানের বোঝা মাথায় নিয়া ধ্বংস প্রাপ্ত হইল ! তাহাদের জন্য না কেহ কাঁদিল, না কেহ একটু সম্মান দেখাইল, না কেহ একটি শোক-গাঁথা গাহিল । হতভাগা বাদশাহ যে নিজেকে ঔদ্ধত্ত ও দম্ভভরে ও সগর্বে খোদা বলিয়া অভিহিত করিত, সে সমুদ্রের গভীর জলে তলাইয়া গেল (১০ঃ৯১)। ধ্বংসের প্রাক্কালে এই অবিসম্মরণীয় কথাগুলি তাহার মুখ হইতে নিঃসৃত হইয়াছিল— বনী ইসরাঈল জাতি যে আল্লাহ্‌র উপর বিশ্বাস রাখে, আমিও সেই আল্লাহ্‌র উপরই বিশ্বাস স্থাপন করিলাম । তিনি ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নাই ।

২৬৯৯ । আল্লাহ্‌তা'লা তাঁহার অনুগ্রহরাজি বনী ইসরাঈল জাতির উপর বর্ষণ করার জন্য সিদ্ধান্ত নিলেন, কেননা ঐশী পরিকল্পনা মতে, ঐ সময়ে আসমানী বিধান পরিচালনা ও কার্যকরী করার জন্য তাহারাই সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত ও শ্রেষ্ঠ গণ্য হইল । 'আলা ইলমিন' এর অর্থ হইতে পারে — বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ।

৩৮ । তাহারা কি অধিকতর উত্তম, না তুব্বা[২৭০০] জাতি এবং যাহারা তাহাদের পূর্বে ছিল ? আমরা তাহাদের সকলকে ধ্বংস করিয়াছিলাম কেননা তাহারা অপরাধ-পরায়ণ ছিল ।

اَهُمْ خَيْرٌ اَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ ۙ وَّالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ اَهْلَكْنٰهُمْ ۖ اِنَّهُمْ كَانُوْا مُجْرِمِيْنَ ﴿۳۷﴾

৩৯ । এবং আমরা আকাশসমূহ ও পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যে কোন বস্তুই ক্রীড়া-কৌতুক স্বরূপ সৃষ্টি করি নাই ।[২৭০১]

وَمَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لٰعِبِيْنَ ﴿۳۸﴾

৪০ । আমরা উভয়কে যথাযথ উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে সৃষ্টি করি নাই, কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই ইহা জানে না ।

مَا خَلَقْنٰهُمَاۤ اِلَّا بِالْحَقِّ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿۳۹﴾

৪১ । নিশ্চয় ফয়সালার দিনটি[২৭০২] হইতেছে তাহাদের সকলের (বিচারের) জন্য নির্ধারিত সময় ।

اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيْقَاتُهُمْ اَجْمَعِيْنَ ۙ﴿۴۰﴾

৪২ । সেইদিন কোন বন্ধু অপর বন্ধুর কোন উপকারে আসিবে না এবং তাহাদের কোন প্রকার সাহায্যও করা হইবে না,

يَوْمَ لَا يُغْنِىْ مَوْلًى عَنْ مَّوْلًى شَيْـًٔا وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ۙ﴿۴۱﴾

৪৩ । কেবল তাহারা ব্যতিরেকে যাহাদের প্রতি আল্লাহ্ দয়া করিবেন; নিশ্চয় তিনি মহা পরাক্রমশালী, পরম দয়াময় ।

اِلَّا مَنْ رَّحِمَ اللّٰهُ ؕ اِنَّهٗ هُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿۴۲﴾ ع ۲ ১৫

৪৪ । নিশ্চয় যাক্কুম (ফণীমনসা জাতীয়) বৃক্ষ—

اِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّوْمِ ۙ﴿۴۳﴾

৪৫ । পাপীদের খাদ্য হইবে,

طَعَامُ الْاَثِيْمِ ﴿۴۴﴾

৪৬ । বিগলিত তাম্রের ন্যায়; ইহা (তাহাদের) উদরে ফুটিতে থাকিবে,

كَالْمُهْلِ ۚ يَغْلِىْ فِى الْبُطُوْنِ ۙ﴿۴۵﴾

৪৭ । উত্তপ্ত পানি যেমন ফুটিতে থাকে ।

كَغَلْىِ الْحَمِيْمِ ﴿۴۶﴾

৪৮ । (আমরা ফিরিশ্‌তাদিগকে বলিব) 'তাহাকে ধর এবং জাহান্নামের মধ্যস্থল পর্যন্ত তাহাকে হেঁচড়াইয়া লইয়া যাও,

خُذُوْهُ فَاعْتِلُوْهُ اِلٰى سَوَآءِ الْجَحِيْمِ ﴿۴۷﴾

২৭০০ । ইয়ামেনস্থ হিমইয়ারের বাদশাহের উপাধি তুব্বা ছিল বলিয়া কথিত হয় । ইয়ামেনের বাদশাহগণ যখন হিমইয়ার, হাযারামাউত এবং সাবাতে তাহাদের আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন, তখন তাহাদিগকে 'তুব্বা' উপাধিতে অভিহিত করা হইত । পুরাতন লিখিত ফলক হইতে দেখা যায় যে, তুব্বাগণ এই ভূখণ্ডগুলিতে ২৭০ খৃঃ হইতে ৫২৫ খৃঃ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন । ইতিহাসেও তাহাদের একনায়কত্বের গুণ-গাঁথা ও কাহিনী বর্ণিত আছে । অনুমিত হয় যে, তাহারা সমস্ত আরব ভূখণ্ডেই তাহাদের শাসন চালাইতেন, এমনকি পূর্ব আফ্রিকা পর্যন্তও (এনসাইক্লোপিডিয়া অব ইসলাম)। এখানে যে নির্দিষ্ট তুব্বার কথা বলা হইয়াছে, কয়েকটি হাদীসে তাঁহাকে একজন নবীও বলা হইয়াছে । কুরআনও, মনে হয়, এই হাদীসের সমর্থন করে (৫০:১৫)।

২৭০১ । মানব-জীবন অতীব অর্থপূর্ণ, গুরুত্বময় ও দায়িত্ব-ভারাক্রান্ত।ইহার বিরাট উদ্দেশ্য ও নিগূঢ় লক্ষ্য রহিয়াছে । মানুষের চেতনা-চৈতন্য, মননশীলতা ও চিন্তা-শক্তি ইত্যাদি যে সকল সহজাত গুণাবলী তাহাকে একান্তভাবে দেওয়া হইয়াছে, তাহা এই কথার স্পষ্ট সাক্ষ্য বহন করে যে, মানব-জীবন নিশ্চয়ই অর্থময় ও উদ্দেশ্যপূর্ণ । আকাশমালা ও পৃথিবীর সৃষ্টি এই মহান সত্যের প্রতি প্রবলভাবে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে ।

২৭০২ । শেষ বিচারের দিনে মানুষের গুপ্ত-লুপ্ত সকল কথা ও সকল কাজ সকলের সম্মুখে উন্মুক্তভাবে খুলিয়া দেওয়া হইবে এবং এইগুলিকে তুলাদণ্ডে মাপিয়া বিচার করা হইবে । এইরূপ একটি বিচার-দিবস প্রত্যেক নবীর সময়ে ইহকালেই ঘটিয়া থাকে যখন সত্য বিজয়ী ও সমুন্নত হয় এবং মিথ্যা পরাভূত ও দূরীভূত হয় ।

ثُمَّ صُبُّوْا فَوْقَ رَاْسِهٖ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيْمِ ﴿٤٩﴾

৪৯। অতঃপর তাহার মস্তকের উপর উত্তপ্ত পানি ঢালিয়া শাস্তি দাও।'

ذُقْ ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْكَرِيْمُ ﴿٥٠﴾

৫০। (আমরা তাহাকে বলিব) 'স্বাদ গ্রহণ কর। তুমি (নিজেকে ভাবিয়াছিলে) একজন মহা শক্তিশালী, সম্মানিত মানুষ,[২৭০৩]

اِنَّ هٰذَا مَا كُنْتُمْ بِهٖ تَمْتَرُوْنَ ﴿٥١﴾

৫১। নিশ্চয় ইহা সেই বিষয়, যাহার সম্বন্ধে তোমরা সন্দেহ পোষণ করিতে।'

اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ مَقَامٍ اَمِيْنٍ ﴿٥٢﴾

৫২। নিশ্চয় মুত্তাকীগণ থাকিবে এক শান্তিপূর্ণস্থানে,

فِيْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ﴿٥٣﴾

৫৩। বাগানসমূহ ও ঝরণাসমূহের মাঝে,

يَّلْبَسُوْنَ مِنْ سُنْدُسٍ وَّ اِسْتَبْرَقٍ مُّتَقٰبِلِيْنَ ﴿٥٤﴾

৫৪। তাহারা পরিধান করিবে চিক্কণ ও মোটা রেশমী বস্ত্র, তাহারা পরস্পর সম্মুখীন হইয়া থাকিবে;

كَذٰلِكَ ۗ وَزَوَّجْنٰهُمْ بِحُوْرٍ عِيْنٍ ﴿٥٥﴾

৫৫। এইরূপই হইবে। এবং আয়তলোচনা পরমাসুন্দরী মহিলাগণকে আমরা তাহাদের সঙ্গিণী করিয়া দিব।

يَدْعُوْنَ فِيْهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ اٰمِنِيْنَ ﴿٥٦﴾

৫৬। নিরাপদ অবস্থায় তাহারা সেখানে প্রত্যেক প্রকারের ফল-মূলের ফরমায়েশ দিবে।

لَا يَذُوْقُوْنَ فِيْهَا الْمَوْتَ اِلَّا الْمَوْتَةَ الْاُوْلٰى ۚ وَوَقٰهُمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ ﴿٥٧﴾

৫৭। তথায় তাহারা কেবল প্রথম মৃত্যু ব্যতীত আর কোন মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করিবে না;[২৭০৪] এবং তিনি তাহাদিগকে জাহান্নামের আযাব হইতে রক্ষা করিবেন,

فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكَ ۭ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿٥٨﴾

৫৮। (এই সব) তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হইতে অনুগ্রহ স্বরূপ[২৭০৫] হইবে। এবং ইহাই হইবে পরম সফলতা।

فَاِنَّمَا يَسَّرْنٰهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ﴿٥٩﴾

৫৯। অবশ্যই আমরা ইহাকে (কুরআনকে) তোমার ভাষায় সহজ করিয়া দিয়াছি যেন তাহারা উপদেশ গ্রহণ করিতে পারে।

৩ [১৭] ১৬ فَارْتَقِبْ اِنَّهُمْ مُّرْتَقِبُوْنَ ﴿٦٠﴾ ع ১২

৬০। সুতরাং তুমি প্রতীক্ষা কর, নিশ্চয় তাহারাও অপেক্ষমান রহিয়াছে।

২৭০৩। এই শব্দগুলি উপহাসস্থলে ব্যবহৃত হইয়াছে।

২৭০৪। এই আয়াতটি স্পষ্ট ও নিঃসন্দিগ্ধভাবে বলিয়া দিতেছে যে, পরকালের জীবন চিরস্থায়ী ও অবিনশ্বর হইবে; কর্মবিহীন হইবে না বরং ক্রমোন্নতিশীল হইবে।

২৭০৫। মুক্তি ও বেহেশ্‌ত-লাভ মূলতঃ আল্লহ্‌তা'লার কৃপা ও করুণার উপর নির্ভরশীল।

৪৫-সূরা জাসিয়া
(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণ হওয়ার সময় ও প্রসঙ্গ

'হা মীম্' গ্রুপের অন্যান্য সূরার মত এই সূরাটিও মক্কায় অবতীর্ণ হইয়াছিল । কিন্তু ইহার নাযেলের সঠিক সময় (তারিখ বা বৎসর) নির্ধারণ করা খুবই কঠিন । অবশ্য নলডিকি এই সূরা ৪১তম সূরার পরে পরেই অবতীর্ণ হইয়াছে বলিয়া মনে করেন । সূরাটি এই কথা বলিয়া আরম্ভ হইয়াছে যে, পৃথিবী মৃতবৎ শুষ্ক হইয়া গেলে যেমন বৃষ্টি আসিয়া ইহাতে জীবন সঞ্চার করে, তেমনি মানুষ যখন নৈতিক অধঃপতনের কারণে সৃজনশীলতার গুণাবলী হারাইয়া ফেলে, তখন তাহাদের মধ্যে আল্লাহ্‌র তরফ হইতে নবীর আবির্ভাব হয় । মানুষ যেহেতু পাপের অন্ধকারে নিমজ্জিত হইয়া পড়িয়াছে, অতএব আল্লাহ্‌তা'লা তাহাদের উদ্ধারের জন্য মহানবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ)-কে পাঠাইয়াছেন ।

বিষয়াবলী

পূর্ববর্তী পাঁচটি সূরার মতই এই সূরাটিও কুরআনের অবতরণের এবং আল্লাহ্‌তা'লার একত্বের মৌল বিষয় নিয়া আরম্ভ হইয়াছে । যুক্তিস্বরূপ বলা হইয়াছে যে, মানুষের সৃষ্টি, উদ্ভিদ ও প্রাণী জগতের সৃষ্টি, মৃত পৃথিবীতে প্রাণ-সঞ্চারণের জন্য মেঘমালা হইতে বৃষ্টিপাত, বিশ্ব-জগতের বিসময়কর সৃজন-শৈলী এবং পরিপূর্ণতম পরিকল্পনা ও শৃঙ্খলা এবং এই সব কিছুর পরিচালন ও নিয়ন্ত্রণ, একজন নির্ভুল, সর্বময় ক্ষমতাধিকারীর অস্তিত্বের সাক্ষ্য প্রদান করে। এই যুক্তি প্রদানের সাথে সাথে, অবিশ্বাসীগণকে এই কথাটি বিবেচনা করিবার জন্য বলা হইয়াছে যে, সেই সর্বজ্ঞানী সত্তা যিনি ক্ষণস্থায়ী মানব-জীবনের জন্য এত সুযোগ সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি কি তাহার অবিনশ্বর পারলৌকিক (আধ্যাত্মিক) জীবনের জন্য তদনুরূপ সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করেন নাই ? নিশ্চয়ই তিনি মানুষের আধ্যাত্মিক জীবন-লাভের জন্যও সকল উপায়-উপকরণের ব্যবস্থা করিয়াছেন। তিনি তাঁহার প্রেরিত-পুরুষগণের কাছে অবতীর্ণ ঐশী-বাণী দ্বারা মানবজাতিকে জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জনের পথে পরিচালিত করিয়া থাকেন । অতঃপর এই কথা বলা হইয়াছে যে, মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক পুনরুজ্জীবনের জন্য আল্লাহ্‌তা'লা যে ঐশী-ব্যবস্থা কায়েম করিয়াছেন, তাহাতে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি তিনি সহ্য করেন না । তাই, যাহারা নিজের বাণীকে ঐশী-বাণী বলিয়া দাবী করিয়া বসে, এইরূপ মিথ্যা দাবীকারকদিগকে তিনি ধ্বংস করিয়া দেন । দুই দিন আগেই হউক আর দুই দিন পরেই হউক, সত্য ধর্ম ক্রমাগত উন্নতির দিকেই যাইতেছে । ইহাই তাঁহার সত্যতার উজ্জ্বল প্রমাণ। অতঃপর, নবী করীম (সাঃ)-এর দাবীর স্বপক্ষে আরও একটি যুক্তি দেওয়া হইয়াছে যে, প্রকৃতির শক্তিনিচয়, তাঁহার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জনের পথে কাজ করিয়া যাইতেছে । অতএব ইসলাম বিজয়ী হইবেই । অতঃপর মূসা (আঃ)-এর শরীয়াত সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখিয়া বলা হইয়াছে, মূসায়ী শরীয়াত মানব-জাতিকে আধ্যাত্মিক জীবন-পথে পরিচালিত করিতে আর সক্ষম নহে বলিয়াই কুরআনের বিধান অবতীর্ণ হইয়াছে । তওরাতে ভবিষ্যদ্বাণী রহিয়াছে যে, বনী ইসরাঈলের ভ্রাতৃজাতি হইতে একজন নবীর উদ্ভব হইবে (দ্বিতীয় বিবরণ-১৮ঃ১৮)। মহানবী (সাঃ)-এর আগমনে এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইল । অবিশ্বাসীগণকে বুঝাইবার উদ্দেশ্যে এই সূরাতে আবার বলা হইয়াছে,মানুষের বিরাট ও মহান গন্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়াই তাহাকে সৃষ্টি করা হইয়াছে । অতএব পরকালে এক পূর্ণতর ও সুন্দরতর অনন্ত জীবন তাহার জন্য অপেক্ষায় রহিয়াছে । এখানেই মানব সৃষ্টির সার্থকতা । অতঃপর কিয়ামত দিবসের একটি সংক্ষিপ্ত গুরুত্ববহ বিবরণ দিয়া সূরাটি সমাপ্ত হইয়াছে । কিন্তু ঐ দিবস আসার পূর্বে ইহকালেই অবিশ্বাসীগণকে এই কথার জওয়াবদিহি করিতে হইবে, কেন তাহারা আল্লাহ্‌তা'লার নবীগণকে অমান্য ও অগ্রাহ্য করিয়াছিল । তাহাদিগকে সাবধান ও সতর্ক করিয়া দেওয়া হইল যে, যদি তাহারা অনুতাপ না করে এবং নিজদিগকে সংশোধিত না করে তাহা হইলে ব্যর্থতা ও নৈরাশ্য তাহাদের জীবনকে একেবারে ঘিরিয়া ফেলিবে ।

৪৫-সূরা আল্ জাসিয়া

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ইহাতে ৩৮ আয়াত এবং ৪ রুকূ আছে ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১ । আল্লাহ্র নামে, যিনি, অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

حٰمٓ ②

২ । হা মীম্ ।[২৭০৫-ক]

تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ③

৩ । মহাপরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্র পক্ষ হইতে এই কিতাব অবতীর্ণ ।

اِنَّ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ④

৪ । নিশ্চয় আকাশসমূহে এবং পৃথিবীতে মো'মেনগণের জন্য অবশ্যই বহু নিদর্শন আছে ।

وَفِيْ خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِنْ دَآبَّةٍ اٰيٰتٌ لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ ⑤

৫ । এইরূপে স্বয়ং তোমাদের সৃষ্টির মধ্যে এবং পৃথিবীতে তিনি যে সকল জীব-জন্তু বিস্তার করেন উহাদের মধ্যেও ঐ জাতির জন্য নিদর্শনাবলী রহিয়াছে, যাহারা দৃঢ়-বিশ্বাস করে ।

وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ رِّزْقٍ فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيْفِ الرِّيٰحِ اٰيٰتٌ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ⑥

৬ । এবং রাত্রি ও দিবসের পরিবর্তনের মধ্যে এবং আকাশ হইতে আল্লাহ্ যে রিয্ক নাযেল করেন যদ্দারা তিনি যমীনকে উহার মৃত্যুর পর জীবিত করেন, ইহার মধ্যে এবং বায়ুমণ্ডলের প্রবাহে[২৭০৬] বুদ্ধিসম্পন্ন জাতির জন্য বহু নিদর্শন আছে ।

تِلْكَ اٰيٰتُ اللّٰهِ نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ۚ فَبِاَيِّ حَدِيْثٍ بَعْدَ اللّٰهِ وَاٰيٰتِهٖ يُؤْمِنُوْنَ ⑦

৭ । এইগুলি আল্লাহ্র নিদর্শন, যাহা আমরা যথার্থভাবে তোমার নিকট বর্ণনা করিতেছি । অতএব তাহারা আল্লাহ্র ও তাঁহার নিদর্শনাবলীর (অস্বীকার করার) পরে[২৭০৭] কোন্ কথার উপর ঈমান আনিবে ?

وَيْلٌ لِّكُلِّ اَفَّاكٍ اَثِيْمٍ ⑧

৮ । প্রত্যেক ঘোর মিথ্যাবাদী পাপীর জন্য দুর্ভোগ —

২৭০৫-ক । ২৫৯২ টীকা দেখুন ।

২৭০৬ । অন্ধকারের পরে যেমন আলোর উদয় হয়, ঠিক তেমনিভাবে যখন পৃথিবীর সর্বত্র আধ্যাত্মিক অন্ধকার বিস্তৃত হইয়া পড়ে তখন আল্লাহ্তা'লা নবী বা সংস্কারক পাঠাইয়া তাঁহার মাধ্যমে নবারুণের উদয় ঘটাইয়া থাকেন । নবী বা সংস্কারকের মাধ্যমে আল্লাহ্র জ্যোতিঃ পৃথিবীতে প্রকাশ পাইয়া থাকে । বাতাসের সাহায্যে পুষ্পস্থিত পুংকেশরের পুরুষ-রেণু যেমন গর্ভকেশরের গর্ভ-রেণুর সাথে মিলিত হইয়া ফলোৎপাদন ঘটাইয়া থাকে, তেমনিভাবে নবী বা সংস্কারকের উচ্চ আধ্যাত্মিক ধ্যান-ধারণাগুলি বিশ্বাসীদের মন-মানসিকতাকে উচ্চ পর্যায়ে উপনীত করে, যাহার ফলে পৃথিবীতে আধ্যাত্মিক বিপ্লব ও নৈতিক পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে ।

২৭০৭ । 'বাদ' শব্দের অর্থ পরে; তাহা সত্ত্বেও; বিপরীতে; উল্টাদিকে; তদতিরিক্ত (লেইন)।

يَّسْمَعُ اٰيٰتِ اللّٰهِ تُتْلٰى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَاَنْ لَّمْ يَسْمَعْهَا ۚ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ۝٩

৯। যে আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ, যাহা তাহার সম্মুখে আবৃত্তি করা হয়, শ্রবণ করে, অতঃপর সে অহংকার ভরে হঠকারিতা করে যেন সে উহা শ্রবণই করে নাই। সুতরাং তাহাকে যন্ত্রণাদায়ক আযাবের সুসংবাদ দাও।

وَاِذَا عَلِمَ مِنْ اٰيٰتِنَا شَيْـًٔا اتَّخَذَهَا هُزُوًا ؕ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ۝١٠

১০। এবং যখন সে আমাদের আয়াতসমূহের মধ্য হইতে কিছু জানিতে পায় তখন সে উহাকে হাসি-বিদ্রূপের বস্তু বানাইয়া লয়। এই প্রকারের লোকদের জন্য লাঞ্ছনাজনক আযাব নির্ধারিত আছে।

مِنْ وَّرَآئِهِمْ جَهَنَّمُ ۚ وَلَا يُغْنِىْ عَنْهُمْ مَّا كَسَبُوْا شَيْـًٔا وَّلَا مَا اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْلِيَآءَ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۝١١

১১। তাহাদের সম্মুখে রহিয়াছে জাহান্নাম; এবং তাহারা যাহা কিছু অর্জন করিয়াছে উহা তাহাদের কোন উপকারে আসিবে না, এবং আল্লাহ্ ব্যতিরেকে যাহাদিগকে তাহারা বন্ধুরূপে গ্রহণ করিয়াছে তাহারাও (কোন উপকারে আসিবে না)। এবং তাহাদের জন্য মহা আযাব (নির্ধারিত) আছে।

هٰذَا هُدًى ۚ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّنْ رِّجْزٍ اَلِيْمٌ ۝١٢ ع ١٢ ١٧

১২। ইহা হইতেছে (সত্যিকার) হেদায়াত। এবং যাহারা নিজেদের প্রতিপালকের নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করিয়াছে তাহাদের জন্য রহিয়াছে জঘন্যতম আযাবের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

[১২] ১৭

اَللّٰهُ الَّذِىْ سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِىَ الْفُلْكُ فِيْهِ بِاَمْرِهٖ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝١٣

১৩। আল্লাহ্ তিনি,যিনি সমুদ্রকে তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করিয়াছেন যেন তাহার আদেশে উহাতে নৌযানগুলি চলাচল করিতে পারে এবং যেন (উহার দ্বারা) তোমরা তাঁহার অনুগ্রহ অন্বেষণ করিতে পার এবং যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে পার।

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا مِّنْهُ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ۝١٤

১৪। এবং যাহা কিছু আকাশসমূহে আছে এবং যাহা কিছু পৃথিবীতে আছে সব কিছুই তিনি তাঁহার পক্ষ হইতে তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করিয়াছেন। নিশ্চয়ই ইহাতে চিন্তাশীল লোকদের জন্য বহু নিদর্শন আছে।[২৭০৮]

قُلْ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يَغْفِرُوْا لِلَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ اَيَّامَ اللّٰهِ لِيَجْزِىَ قَوْمًا بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ۝١٥

১৫। তুমি তাহাদিগকে বল, যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহারা যেন সেই সকল লোককে ক্ষমা করে যাহারা (তাহাদিগকে কষ্ট দেয় এবং) আল্লাহ্‌র দিনগুলির কোন তোয়াক্কা করে না[২৭০৯] যেন তিনি এই জাতিকে উহার প্রতিফল দান করেন যাহা তাহারা অর্জন করিয়া আসিতেছে।

২৭০৮। এই বিশ্ব-জগতের সব কিছুই সৃষ্টি করা হইয়াছে মানবের সেবার জন্য। ইহা হইতেই বুঝা যায় যে, কত বড় ও সুমহান উদ্দেশ্য পূরণের জন্য মানুষের সৃষ্টি হইয়াছে।

২৭০৯। দেখুন ১৪৫৪ টীকা।

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ اَسَآءَ فَعَلَيْهَا ۚ ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ تُرْجَعُوْنَ ﴿١٦﴾

১৬। যে ব্যক্তি সৎকর্ম করে, উহার কল্যাণ তাহারই নিজের জন্য হইবে এবং যে ব্যক্তি মন্দ কর্ম করে উহার ক্ষতি তাহারই নিজের উপর বর্তিবে। অতঃপর তোমাদিগকে তোমাদের প্রতিপালকের দিকে প্রত্যাবর্তিত করা হইবে।

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ الْكِتٰبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ وَفَضَّلْنٰهُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٧﴾

১৭। এবং নিশ্চয় আমরা বনী ইসরাঈলকে কিতাব, কর্তৃত্ব এবং নবুওয়াত[২৭১০] দান করিয়াছিলাম এবং তাহাদিগকে পবিত্র বস্তু হইতে উপজীবিকা দান করিয়াছিলাম এবং তাহাদিগকে (সমসাময়িক) বিশ্ববাসীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছিলাম।

وَاٰتَيْنٰهُمْ بَيِّنٰتٍ مِّنَ الْاَمْرِ ۚ فَمَا اخْتَلَفُوْٓا اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ ۙ بَغْيًۢا بَيْنَهُمْ ۭ اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِىْ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ﴿١٨﴾

১৮। এবং আমরা তাহাদিগকে উক্ত বিষয় সম্বন্ধে সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী দান করিয়াছিলাম,[২৭১১] কিন্তু তাহাদের নিকট (প্রকৃত) জ্ঞান (কুরআন) আসিবার পরই তাহারা পরস্পরের মধ্যে বিদ্রোহবশতঃ মতভেদ করিল। তাহারা যে বিষয়ে মতভেদ করিয়া আসিতেছিল নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক উহার সম্বন্ধে কিয়ামত দিবসে তাহাদের মধ্যে ফয়সালা করিবেন।

ثُمَّ جَعَلْنٰكَ عَلٰى شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْاَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿١٩﴾

১৯। অতঃপর আমরা তোমাকে উক্ত বিষয় সম্বন্ধে এক মহান শরীয়াতের (বিধানের) উপর অধিষ্ঠিত করিয়াছি; সুতরাং তুমি ইহার অনুসরণ কর এবং ঐ সকল লোকের কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করিও না, যাহাদের কোন জ্ঞান নাই।[২৭১২]

اِنَّهُمْ لَنْ يُّغْنُوْا عَنْكَ مِنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا ۭ وَاِنَّ الظّٰلِمِيْنَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ وَاللّٰهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِيْنَ ﴿٢٠﴾

২০। নিশ্চয় তাহারা আল্লাহ্‌র মোকাবেলায় তোমার কোন উপকারে আসিবে না। এবং নিশ্চয় যালেমগণ একে অপরের বন্ধু, কিন্তু আল্লাহ্ মুত্তাকীগণের বন্ধু।

هٰذَا بَصَآئِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ ﴿٢١﴾

২১। ইহা (কুরআন) মানবজাতির জন্য জ্যোতির্ময় দলীল-প্রমাণ এবং দৃঢ়-বিশ্বাস স্থাপনকারী জাতির জন্য হেদায়াত এবং রহমত।

২৭১০। 'নবুওয়াত' ও 'কিতাবকে' পৃথক পৃথক ভাবে উল্লেখ করার মাঝে এই সত্যটি নিহিত আছে যে, মূসা (আঃ)-এর নবুওয়াতের সহচর রূপে শরীয়াতওয়ালা কিতাব রহিয়াছে। এই শরীয়াতবাহী কিতাব সম্মানজনকভাবে উল্লেখযোগ্য। কেননা মূসা (আঃ)-এর পরে যাহারা ইসরাঈল জাতির নবী হইয়া আসিয়াছিলেন, তাহারা কেহই নূতন কোন শরীয়াত নিয়া আসেন নাই, বরং ধর্মীয় বিধি-বিধান ও আইন-কানুন বলিতে তাহারা তওরাতকেই অনুসরণ করিতেন, যাহা মূসা (আঃ)-এর কিতাব ছিল(৫ঃ৪৫)।

২৭১১। 'বিষয়' বলিতে 'মহানবী (সাঃ)-এর আগমনের বিষয়' বুঝাইতেছে। এই আয়াতে এই কথাই বলা হইতেছে যে, তাঁহার (সাঃ) আগমনী বার্তার বহু পরিষ্কার ভবিষ্যদ্বাণী মূসা (আঃ)-এর কিতাবে রহিয়াছে। যুক্তি, ঐশী চিহ্নাবলী ও কিতাবের ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ নবী করীম (সাঃ)-এর সত্যতাকে সুস্পষ্ট করিয়া দেওয়া সত্বেও ইসরাঈল জাতি তাঁহাকে (সাঃ) প্রত্যাখ্যান করিল। ইহার মূল কারণ হইল তাহাদের ঈর্ষা ও হিংসার মনোভাব। কেননা, ইসরাঈল জাতি ব্যতীত অন্য কোন জাতিতে নবীর আগমন হউক এরূপ কথা ভাবিতেও তাহাদের মনোবেদনা উপস্থিত হয়।

২৭১২। এই আয়াতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, 'বিষয়' বলিতে মহানবী (সাঃ)-এর আগমন ও কুরআনের শরীয়ত-প্রতিষ্ঠার বিষয়ের কথাই পূর্বের আয়াতে বলা হইয়াছে।

اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ اجْتَرَحُوا السَّيِّاٰتِ اَنْ نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ۙ سَوَآءً مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ ؕ سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ ﴿٢٢﴾

২২ । যাহারা মন্দ কর্ম করে তাহারা কি মনে করে যে, আমরা তাহাদিগকে উহাদের সমতুল্য করিয়া দিব যাহারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে যাহার ফলে তাহাদের জীবন এবং তাহাদের মরণ সমান হইয়া যাইবে ? তাহারা কত মন্দ বিচার করিতেছে !

২ [১০] ১৮

وَخَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿٢٣﴾

২৩ । এবং আল্লাহ্ আকাশসমূহ ও পৃথিবীকে সনাতন নিয়মানুযায়ী সৃষ্টি করিয়াছেন যেন প্রত্যেক ব্যক্তিকে সেই অনুযায়ী প্রতিফল দেওয়া হয় যাহা সে অর্জন করে, বস্তুতঃ তাহাদের উপর কোন অবিচার করা হইবে না ।

اَفَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهٗ هَوٰىهُ وَاَضَلَّهُ اللّٰهُ عَلٰى عِلْمٍ وَّخَتَمَ عَلٰى سَمْعِهٖ وَقَلْبِهٖ وَجَعَلَ عَلٰى بَصَرِهٖ غِشٰوَةً ؕ فَمَنْ يَّهْدِيْهِ مِنْۢ بَعْدِ اللّٰهِ ؕ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ﴿٢٤﴾

২৪ । তুমি কি সেই ব্যক্তির (অবস্থার) প্রতি লক্ষ্য করিয়াছ যে নিজের হীন প্রবৃত্তিকে মা'বূদ বানাইয়া লইয়াছে, অথচ আল্লাহ্ তাহাকে (তাঁহার) জ্ঞানানুযায়ী পথভ্রষ্ট সাব্যস্ত করিয়াছেন এবং তাহার কর্ণের ও হৃদয়ের উপর মোহরাংকিত করিয়া দিয়াছেন এবং তাহার চক্ষুর উপর পর্দা ফেলিয়া দিয়াছেন । সুতরাং আল্লাহ্র (এইরূপ ফয়সালার) পর কে তাহাকে হেদায়াত দিবে ? তোমরা কি তথাপি উপদেশ গ্রহণ করিবে না ?

وَقَالُوْا مَا هِىَ اِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوْتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَآ اِلَّا الدَّهْرُ ۚ وَمَا لَهُمْ بِذٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ ۚ اِنْ هُمْ اِلَّا يَظُنُّوْنَ ﴿٢٥﴾

২৫ । এবং তাহারা বলে,'আমাদের এই পার্থিব জীবন ব্যতিরেকে আর কিছুই নাই, (এমনইভাবে) আমরা মরি এবং বাঁচি, এবং একমাত্র কালই (এর প্রভাবই)[২৭১৩] আমাদিগকে ধ্বংস করে ।' বস্তুতঃ এ বিষয়ে তাহাদের কোন জ্ঞান নাই, তাহারা কেবল আনুমানিক কথা বলিতেছে ।

وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ مَّا كَانَ حُجَّتَهُمْ اِلَّآ اَنْ قَالُوا ائْتُوْا بِاٰبَآئِنَآ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٢٦﴾

২৬ । এবং যখন তাহাদের সম্মুখে আমাদের সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ আবৃত্তি করা হয়, তখন তাহাদের শুধু এই কথা ছাড়া আর কোন যুক্তি প্রমাণ[২৭১৪] থাকে না যে, 'যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তাহা হইলে আমাদের পিতৃপুরুষদিগকেও উপস্থিত কর ।'

২৭১৩ । 'দহ্র' অর্থঃ (ক) বিশ্ব-জগতের প্রারম্ভ হইতে ধ্বংস প্রাপ্ত হওয়া পর্যন্ত সময় বা এই সময়ের অংশ বিশেষ; (খ) অদৃষ্ট; (গ) যুগ; (ঘ) দুর্যোগপূর্ণ সময়, মহাবিপদ কাল; (ঙ) রীতি-নীতি ইত্যাদি (লেইন)। এই আয়াত বলিতেছে, অবিশ্বাসীদিগকে যখন বলা হয় যে, মৃত্যুর পরের জীবনে তাহাদিগকে সৃষ্টি-কর্তার কাছে তাহাদের ইহলৌকিক কার্যকলাপের জন্য জবাবদিহি করিতে হইবে, তখন তাহারা বিশ্বাসই করিতে চায় না যে 'পরকাল' বলিয়া একটা কিছু আছে । এর বিপরীতে তাহারা মনে করে যে, যাহারা মরে, অন্যেরা আসিয়া তাহাদের স্থান পূরণ করে এবং এই ধারা চলিতে চলিতে এমন এক সময় আসিবে যখন সকল প্রকারের বস্তুই গলিয়া বিনষ্ট ও নিঃশেষ হইয়া যাইবে । তাহাদের মতে ইহাই জীবনের সারকথা, ইহ-জগতই সব কিছু, ইহার পরে আর কোন জীবন নাই ।

২৭১৪ । 'হুজ্জত' মানে যুক্তি; ওজর; আপত্তি (লেইন)

قُلِ اللّٰهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾

২৭। তুমি বল, 'আল্লাহ্ই তোমাদিগকে জীবন দান করেন, অতঃপর তোমাদের মৃত্যু ঘটান, অতঃপর তিনি কিয়ামতের দিন পর্যন্ত তোমাদিগকে সমবেত করিতে থাকিবেন, যাহার মধ্যে কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু অধিকাংশ লোক ইহা জানে না।'

وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ ﴿٢٨﴾

২৮। এবং আকাশসমূহ ও পৃথিবীর আধিপত্য আল্লাহ্র জন্য, এবং যেদিন সেই কিয়ামত সংঘটিত হইবে সেদিন মিথ্যাবাদীগণ অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।

وَتَرٰى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً ۖ كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتٰبِهَا ۚ اَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٢٩﴾

২৯। এবং তুমি প্রত্যেকটি জাতিকে নতজানু অবস্থায় দেখিতে পাইবে। প্রত্যেকটি জাতিকে তাহার নিজ নিজ কিতাবের[২৭১৪-ক] দিকে আহ্বান করা হইবে (এবং বলা হইবে) 'আজ তোমাদিগকে উহার প্রতিফল দেওয়া হইবে যাহা তোমরা করিতে।

هٰذَا كِتٰبُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ ۚ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٣٠﴾

৩০। এই আমাদের কিতাব,[২৭১৫] ইহা তোমাদের বিরুদ্ধে সত্য সত্য কথা বলিতেছে, তোমরা যাহা কিছু করিতে আমরা নিশ্চয় উহা লিপিবদ্ধ করিয়া লইতাম।'

فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ۚ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ ﴿٣١﴾

৩১। সুতরাং যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং সৎকর্ম করিয়াছে, তাহাদিগকে তাহাদের প্রতিপালক তাঁহার রহমতের ছায়াতলে প্রবিষ্ট করিবেন। ইহাই সুস্পষ্ট সফলতা।

وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا ۖ أَفَلَمْ تَكُنْ آيٰتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ ﴿٣٢﴾

৩২। কিন্তু যাহারা অস্বীকার করিয়াছে (তাহাদিগকে বলা হইবে) 'তবে কি তোমাদের সম্মুখে আমার আয়াতসমূহ আবৃত্তি করা হইত না? কিন্তু তোমরা অহংকার করিতে; বস্তুতঃ তোমরা অপরাধী জাতি ছিলে।'

وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ ﴿٣٣﴾

৩৩। এবং যখন বলা হইত, 'নিশ্চয় আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি সত্য এবং কিয়ামতও (সত্য), ইহাতে কোন সন্দেহ নাই', তখন তোমরা বলিতে,'আমরা জানি না কিয়ামত কি, আমরা মনে করি ইহা একটি ধারণা ব্যতীত কিছুই নহে, আমরা ইহাতে বিশ্বাস করি না।'

৩ [৫] ১৯ ৪ ১৯

২৭১৪-ক। 'প্রত্যেকটি জাতিকে তাহার নিজ নিজ কিতাবের দিকে আহ্বান করা হইবে' এই বাক্য দ্বারা পূর্ববর্তী আয়াতে বর্ণিত 'সময়' দ্বারা জাতির ইহকালের ভাগ্য নির্দ্ধারণের সময়কে বুঝাইতেছে বলিয়া মনে হয়। কেননা, প্রত্যেক জাতিকে তাহাদের ইহকালের কাজের জন্য ইহকালেও বিচার করা হয় এবং পুরস্কৃত বা তিরস্কৃত করা হয়।

২৭১৫। পূর্ববর্তী আয়াতে যেখানে বলা হইয়াছে 'তাহাদের কিতাব' সেখানে, এই আয়াতে আসিয়া উহাকে 'আমাদের কিতাব" বলা হইয়াছে। জাতিসমূহ বা ব্যক্তির কার্যাবলীর রেকর্ড আল্লাহ্তা'লাই সংরক্ষণ করেন এবং সেই অনুযায়ী তাহাদিগকে বিচার করেন এবং প্রতিদান বা প্রতিফল দান করেন।

وَبَدَا لَهُمْ سَيِّاٰتُ مَا عَمِلُوْا وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿٣٤﴾

৩৪। এবং তাহারা যাহা কিছু করিয়াছে উহার অনিষ্টতা তাহাদের উপর প্রকাশ হইয়া পড়িবে, এবং যাহা লইয়া তাহারা হাসি-বিদ্রূপ করিত উহা তাহাদিগকে পরিবেষ্টন করিয়া লইবে।

وَقِيْلَ الْيَوْمَ نَنْسٰكُمْ كَمَا نَسِيْتُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا وَمَاْوٰىكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ﴿٣٥﴾

৩৫। এবং (তাহাদিগকে) বলা হইবে, 'আজ আমরা তোমাদিগকে এইরূপেই ভুলিয়া যাইব যেরূপে তোমরা তোমাদের এই দিনের সাক্ষাৎকে[২৭১৬] ভুলিয়া গিয়াছিলে এবং আগুন তোমাদের আশ্রয়স্থল হইবে এবং কেহ তোমাদের সাহায্যকারী হইবে না;

ذٰلِكُمْ بِاَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ اٰيٰتِ اللّٰهِ هُزُوًا وَّ غَرَّتْكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا ۚ فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُوْنَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُوْنَ ﴿٣٦﴾

৩৬। ইহা এইজন্য হইবে যে, তোমরা আল্লাহ্‌র নিদর্শন-সমূহকে ঠাট্টা-বিদ্রূপের বস্তু বানাইয়া লইয়াছিলে এবং পার্থিব জীবন তোমাদিগকে প্রতারিত করিয়াছিল।' সুতরাং আজ তাহাদিগকে আযাব হইতে বাহির করা হইবে না এবং (আল্লাহ্‌র) নৈকট্য লাভ করিবার জন্য তাহাদের চেষ্টা ও ওজর কবুল করা হইবে না।

فَلِلّٰهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَ رَبِّ الْاَرْضِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٣٧﴾

৩৭। অতএব সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ্‌রই, যিনি আকাশসমূহের প্রতিপালক এবং পৃথিবীর প্রতিপালক, এবং সমগ্র বিশ্বের প্রতিপালক।

وَلَهُ الْكِبْرِيَآءُ فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٣٨﴾ ع

৩৮। এবং আকাশসমূহে এবং পৃথিবীতে সকল মহিমা একমাত্র তাঁহারই এবং তিনিই মহা পরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়।

৪ [১১] ২০

২৭১৬। তোমাদের শাস্তির জন্য নির্দ্ধারিত ও প্রতিশ্রুত এই দিনটি।

৪৬-সূরা আল্ আহ্কাফ
(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণ হওয়ার কাল ও প্রসঙ্গ

ইহা 'হা মীম' গ্রুপের শেষ সূরা । এই গ্রুপের অন্যান্য সূরার মত ইহাও হিজরতের পূর্বে মহানবী (সাঃ)-এর নবুওয়াতের মক্কী সময়ের মধ্যবর্তী কালে অবতীর্ণ হইয়াছিল । নলডিকি এই সূরাকে অবতরণের দিক দিয়া সপ্তম সূরার অব্যবহিত পরেই স্থান দেন । এই সূরার ভাষার বিশিষ্ট রূপ, সুর-ব্যাঞ্জনা ও চিন্তাধারা, 'হা মীম' গ্রুপের অন্যান্য সূরার ভাষার সহিত বেশ সামঞ্জস্য পূর্ণ । পূর্ববর্তী সূরা এই শপথ-বাক্য উচ্চরণ করিয়া শেষ হইয়াছিল যে, 'আল্লাহ্তা'লাই মহা পরাক্রমশালী ও পরম প্রজ্ঞাময়' । এই বাক্যটি যে সম্পূর্ণ সঠিক ও সত্য, এই সূরাতে তাহাই যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করা হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে যে, কুরআন, সর্বজ্ঞানী ও সর্ব-নিয়ন্তার অবতীর্ণ গ্রন্থ । এই জন্যই কুরআনের শিক্ষামালা দৃঢ় ও সুপ্রতিষ্ঠিত ভিত্তির উপর স্থাপিত । আল্লাহ্তা'লা জ্ঞানী । তাই দেখি কুরআনের কথাগুলি যুক্তিগ্রাহ্য, সাধারণ বুদ্ধির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের দ্বারা সঠিক বলিয়া প্রমাণিত । আল্লাহ্তা'লা মহাপরাক্রমশালী এই হিসাবে যে, কুরআনের আদর্শ ও নীতিমালা অনুযায়ী জীবন যাপন করিয়া মুসলমান জাতি উন্নতি লাভ করিতে থাকিবে এবং শত্রুদের উপর বিজয়ী হইবে ।

বিষয়াবলী

পূর্ববর্তী ছয়টি সূরার মত এই সূরাতেও প্রথমে কুরআনের অবতরণের ও আল্লাহ্তা'লার একত্বের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে । পৌত্তলিকতার অসারতা সম্বন্ধে অকাট্য যুক্তি দেওয়া হইয়াছেঃ (ক) ঐ একক সত্তাই আমাদের উপাস্য ও আরাধ্য হইবার দাবী করিতে পারেন এবং আমাদিগকে এ বিষয়ে বাধ্য করিতে পারেন, যিনি আমাদের সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা হওয়া ছাড়াও, মহাপরাক্রমশালী-সর্বশক্তিমানও বটেন । নিজের আইন-কানুন, নীতি-দর্শন ও আদেশ-নির্দেশ কার্যকরীভাবে পালন করাইবার যিনি ক্ষমতা রাখেন না, তিনি উপাস্যও হইতে পারেন না; (খ) পৌত্তলিকতা কোন ঐশী গ্রন্থের সহযোগিতা পায় না; (গ) মানুষের বিবেক-বুদ্ধি এবং অভিজ্ঞতা পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, সায় দেওয়াতো দূরের কথা; (ঘ) যে উপাস্য আমাদের প্রার্থনার কোন জবাব দেয় না বা দিতে পারে না, সে আমাদের কি কাজে আসিবে ? পুতুল-পূজারীদের তথাকথিত উপাস্যেরা কোন দিনও তাহাদের প্রার্থনার উত্তর দিতে পারে না । অতঃপর সূরাতে বলা হইয়াছে যে, নবী করীম (সাঃ)-এর আর্বিভাব কোন নূতন ও আশ্চর্যজনক ব্যাপার নহে । সকল জাতির মধ্যেই এবং সকল যুগেই আল্লাহ্র প্রেরিত পুরুষগণ আসিয়া দুনিয়াতে আল্লাহ্তা'লার একত্ব এবং মানুষের সাথে মানুষের ভ্রাতৃত্ব বন্ধন প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন । অতঃপর বলা হইয়াছে যে, অবিশ্বাসীগণ যে সব আপত্তি উত্থাপন করিয়া ঐশী-বাণীর অবতরণের দ্বার রুদ্ধ করিতে চায়, সেগুলি ভিত্তিহীন । তাহারা আপত্তি করিয়া বলে, আমাদের যে সব ঐশী-বাণী শ্রবণ করানো হইল, সেইগুলির মধ্যে উত্তম কিছু থাকিলে, আমরাই ইহা সর্ব প্রথম গ্রহণ করিতাম । কেননা আমরাই অধিকতর জ্ঞানী এবং আমরাই সমাজের উচ্চস্তরে অধিষ্ঠিত । অতঃপর এই সূরাতে বলা হইয়াছে যে, অবিশ্বাসীগণ তাহাদের ধন-দৌলত ও সামাজিক প্রতিপত্তির গর্বে স্ফীত হইয়া ঐশী-বাণীকে অগ্রাহ্য করে বটে, কিন্তু অন্তর্বিশ্বাসে বলীয়ান ও আত্মিক-সম্পদে ভরপুর লোকেরা তাহা গ্রহণ করে; শুধু তাহাই নহে, শত বিপদাপদ, ত্যাগ-তিতিক্ষা ও দুঃখ-কষ্টের মাঝে নিপাতিত হওয়া সত্ত্বেও, তাহারা ইহাকেই সম্বল স্বরূপ আঁকড়াইয়া ধরিয়া রাখে। অতঃপর মক্কার অদূরে অতীতে বসবাসকারী সম্পদশালী 'আদ' জাতির উল্লেখ পূর্বক বলা হইয়াছে যে, 'অস্বীকারই' অধঃপতন ঘটায় । 'আদ' জাতিকে এমনভাবে ধ্বংস করা হইয়াছে যে তাহাদের গৌরবময় সভ্যতার চিহ্ন পর্যন্ত আজ মুছিয়া গিয়াছে । সূরার শেষ দিকে, মহানবী (সাঃ)-এর দেশবাসী লোকদিগকে সতর্ক করিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, তাহারা যেন নিজদের সম্পদ ও ঐশ্বর্য দেখিয়া ও মুসলমানদের বর্তমান দারিদ্র্য ও অসহায় অবস্থা দেখিয়া ভ্রান্তিতে নিপতিত না হয় । কেননা, ঐশী শিক্ষার কাছে মাথা নত না করিয়া তাহারা যদি ঔদ্ধত্যই অবলম্বন করিতে থাকে, তাহা হইলে তাহাদের এই সম্পদই তাহাদের বিনাশের কারণ হইবে । সূরাটি সমাপ্তিতে মহানবী (সাঃ) ও তাঁহার অনুসারীদিগকে উৎসাহ দান পূর্বক বলিতেছে যে, সত্যের প্রকৃত ও অকৃত্রিম ভক্তবৃন্দ যেন সকল অত্যাচার, অনাচার ও দুঃখ-কষ্ট অকাতরে, ধৈর্যের সহিত বরণ করিয়া নেয় । কেননা, সময় নিকটবর্তী হইয়া আসিতেছে, যখন তাহাদের বিজয় হইবে এবং অত্যাচারীগণ অত্যন্ত অপমানিত ও অপদস্থ অবস্থায় ক্ষমা ও করুণা ভিক্ষা চাহিয়া তাহাদের সম্মুখে কর-জোড়ে দণ্ডায়মান হইবে ।

৪৬-সূরা আল্ আহ্কাফ

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ইহাতে ৩৬ আয়াত এবং ৪ রুকূ আছে ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। আল্লাহ্র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

حٰمٓ ② ج

২। হা মীম্ ।

تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ③

৩। মহাপরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্র নিকট হইতে এই কিতাব অবতীর্ণ ।

مَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ اِلَّا بِالْحَقِّ وَاَجَلٍ مُّسَمًّى ؕ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَمَّآ اُنْذِرُوْا مُعْرِضُوْنَ ④

৪। আমরা আকাশসমূহ ও পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যে যাহা কিছু আছে সবই যথাযথ উদ্দেশ্য এবং নির্দিষ্ট মিয়াদ ব্যতিরেকে সৃষ্টি করি নাই;[২৭১৭] এবং যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহারাই উহা হইতে বিমুখ হয় যাহার সম্বন্ধে তাহাদিগকে সতর্ক করা হইয়াছে ।

قُلْ اَرَءَيْتُمْ مَّا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَرُوْنِيْ مَاذَا خَلَقُوْا مِنَ الْاَرْضِ اَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمٰوٰتِ ؕ اِيْتُوْنِيْ بِكِتٰبٍ مِّنْ قَبْلِ هٰذَآ اَوْ اَثٰرَةٍ مِّنْ عِلْمٍ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ⑤

৫। তুমি বল, 'তোমরা তাহাদের সম্বন্ধে কি কিছু জান যাহাদিগকে তোমরা আল্লাহ্র পরিবর্তে ডাক ? আমাকে দেখাও তাহারা পৃথিবীতে কি সৃষ্টি করিয়াছে, অথবা আকাশসমূহের (সৃষ্টির) মধ্যে তাহাদের কোন অংশ আছে কি ?[২৭১৮] যদি তোমরা সত্যবাদী হইয়া থাক তাহা হইলে ইহার পূর্ববর্তী কোন কিতাব আমার সম্মুখে পেশ কর অথবা জ্ঞানগর্ভ পরম্পরাগত কোন নিদর্শন পেশ কর ।[২৭১৯]

وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنْ يَّدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَنْ لَّا يَسْتَجِيْبُ لَهٗٓ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَآئِهِمْ غٰفِلُوْنَ ⑥

৬। এবং ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা অধিকতর পথভ্রষ্ট আর কে হইতে পারে যে আল্লাহ্র পরিবর্তে এমন অস্তিত্বকে ডাকে যাহা কিয়ামতের দিন পর্যন্ত তাহার ডাকে সাড়া দিতে পারিবে না,[২৭২০] এবং তাহারা তাহাদের দোয়া সম্পর্কে সম্পূর্ণ গাফেল ?

২৭১৭। এই বিশ্ব-জগতের একটা শুরু ছিল, একটা শেষও আছে । 'উহার (পৃথিবীর) উপর যাহা কিছু আছে সবই নশ্বর; এবং অবিনশ্বর হইয়া থাকিবে কেবল মাত্র তোমার প্রতিপালকের সত্তা— প্রতাপ এবং সম্মানের অধিপতি' (৫৫ঃ২৭-২৮)।

২৭১৮। একমাত্র ঐ মহিমান্বিত সত্তাই উপাসনা লাভের দাবী করিতে পারেন এবং উপাস্য হইবার যোগ্য বিবেচিত হইতে পারেন, যিনি স্বীয় পরিকল্পনা মোতাবেক সৃষ্টি করতঃ সেই সৃষ্টির তত্ত্বাবধান ও রক্ষণাবেক্ষণসহ সার্বিকভাবে ইহার ভাগ্যও নিয়ন্ত্রণ করেন । কিন্তু পৌত্তলিকদের মিথ্যা দেবতারা না কিছু সৃষ্টি করিয়াছে, না কিছু রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছে । বরং তাহারা নিজেরাই অপরের সৃষ্ট (২৫ঃ৪)।

২৭১৯। প্রকৃত পক্ষে, অবতীর্ণ ধর্ম-গ্রন্থের অনুমোদন ছাড়া, কেবল মানুষের বিজ্ঞান ও যুক্তি কোন ধর্মের বা ধর্ম-বিশ্বাসের সত্য মিথ্যা যাচাইয়ের ভিত্তি হইতে পারে না ।

২৭২০। ইসলাম এমন এক চিরন্তন ও জীবন্ত আল্লাহ্কে উপস্থাপন করে, যিনি নিজের মো'মেন ও ভক্ত বান্দাগণের প্রার্থনা গ্রহণ করিয়া থাকেন, দুঃখের দিনে তাহাদিগকে মধুর ভাষায় সান্ত্বনা দান করেন এবং এমনিভাবে তাহাদের কাছে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকেন (২ঃ১৮৭)।

وَاِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوْا لَهُمْ اَعْدَآءً وَّكَانُوْا بِعِبَادَتِهِمْ كٰفِرِيْنَ ۝٦

৭। এবং যখন মানব জাতিকে (তাহাদের মৃত্যুর পর) পুনরুত্থিত করিয়া একত্রিত করা হইবে তখন তাহারা (অলীক মা'বূদরা) তাহাদের (অলীক মা'বূদের ইবাদতকারীদের) শত্রু হইয়া দাঁড়াইবে এবং তাহাদের ইবাদতকে অস্বীকার করিবে।

وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ ۙ هٰذَا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ۝٧

৮। এবং যখন তাহাদের নিকট আমাদের সমুজ্জ্বল আয়াতসমূহ আবৃত্তি করা হয়, তখন যাহারা অস্বীকার করিয়াছে, তাহারা সত্যকে, যখন উহা তাহাদের নিকট সমাগত হয়, বলে, 'ইহা সুস্পষ্ট যাদু।'

اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ ؕ قُلْ اِنِ افْتَرَيْتُهٗ فَلَا تَمْلِكُوْنَ لِيْ مِنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا ؕ هُوَ اَعْلَمُ بِمَا تُفِيْضُوْنَ فِيْهِ ؕ كَفٰى بِهٖ شَهِيْدًا بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ ؕ وَهُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ۝٨

৯। তাহারা কি এইরূপ বলে যে, 'সে নিজেই ইহা মিথ্যা রচনা করিয়া লইয়াছে ?' তুমি বল, 'যদি আমি ইহা স্বয়ং মিথ্যা রচনা করিয়া থাকি, তাহা হইলে আল্লাহ্‌র মোকাবেলায়[২৭২১] আমাকে রক্ষা করার জন্য তোমাদের ক্ষমতা হইবে না। ইহার সম্বন্ধে যাহা কিছু তোমরা বর্ণনা করিয়া বেড়াইতেছ উহা তিনি সর্বাধিক জানেন। তিনি আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসাবে যথেষ্ট। বস্তুতঃ তিনি অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।'

قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَآ اَدْرِيْ مَا يُفْعَلُ بِيْ وَلَا بِكُمْ ؕ اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا يُوْحٰۤى اِلَيَّ وَمَآ اَنَا اِلَّا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ۝٩

১০। তুমি বল, 'আমি কোন অভিনব রসূল নহি, আমি জানি না আমার সংগে কি ব্যবহার করা হইবে এবং তোমাদের সংগেই বা কি ব্যবহার করা হইবে। আমি কেবল উহারই অনুসরণ করিয়া চলি যাহা আমার প্রতি ওহী করা হয়; এবং আমি একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র।'

قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَكَفَرْتُمْ بِهٖ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْۢ بَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ عَلٰى مِثْلِهٖ فَاٰمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ۝١٠ ع

১১। তুমি বল, 'তোমরা কি লক্ষ্য করিয়াছ, যদি ইহা আল্লাহ্‌র নিকট হইতে নাযেল হইয়া থাকে এবং তোমরা ইহাকে অস্বীকার কর অথচ বনী ইসরাঈল হইতে একজন সাক্ষী[২৭২২] তাহার নিজের অনুরূপ একজনের (আবির্ভাবের) সাক্ষ্য দান করিয়াছে এবং সে স্বয়ং ঈমান আনিয়াছে, কিন্তু তোমরা অহংকার কর (তাহা হইলে ইহার পরিণাম কিরূপ হইবে)?' আল্লাহ্ যালেম জাতিকে আদৌ হেদায়াত দেন না।

[১১] ১ ১

২৭২১। এখানে 'মিনাল্লাহ্' অর্থঃ (ক) আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে; (খ) আল্লাহ্‌র শাস্তি হইতে।

২৭২২। ইসরাঈল জাতির মধ্য হইতে মহানবী (সাঃ)-এর জন্য সাক্ষী রহিয়াছেন স্বয়ং মূসা (আঃ)। এই আয়াতে নবী করীম (সাঃ)-এর আগমন সম্বন্ধে মূসা (আঃ) যে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন, সেই ভবিষ্যদ্বাণীর কথাই বলা হইয়াছে। ভবিষ্যদ্বাণীটি হইলঃ 'আমি উঁহাদের জন্য উঁহাদের ভ্রাতৃগণের মধ্য হইতে তোমার সদৃশ একজন নবী আবির্ভূত করিব এবং তাহার মুখে আমার বাক্য দিব; আর আমি তাহাকে যাহা যাহা আজ্ঞা করিব তাহা সে উঁহাদিগকে বলিবে। আর আমার নামে সে আমার যে সকল বাক্য বলিবে, তাহাতে যে কেহ কর্ণপাত না করিবে তাহার কাছে আমি পরিশোধ লইব' (দ্বিতীয় বিবরণ-১৮ঃ১৮-১৯)।

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُوْنَآ اِلَيْهِ ؕ وَاِذْ لَمْ يَهْتَدُوْا بِهٖ فَسَيَقُوْلُوْنَ هٰذَآ اِفْكٌ قَدِيْمٌ ﴿١١﴾

১২। এবং যাহারা অস্বীকার করে তাহারা উহাদিগকে বলে যাহারা ঈমান আনে, 'যদি ইহা (কুরআন) কল্যাণময় হইত তাহা হইলে তাহারা আমাদের আগে ইহার উপর ঈমান আনিতে পারিত না।' অতএব যখন তাহারা ইহা দ্বারা হেদায়াত গ্রহণ করিল না, তখন নিশ্চয় তাহারা এই কথাই বলিবে, 'ইহা বহু পুরাতন মিথ্যা।'

وَمِنْ قَبْلِهٖ كِتٰبُ مُوْسٰٓى اِمَامًا وَّرَحْمَةً ؕ وَهٰذَا كِتٰبٌ مُّصَدِّقٌ لِّسَانًا عَرَبِيًّا لِّيُنْذِرَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ۖ وَبُشْرٰى لِلْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٢﴾

১৩। এবং ইহার পূর্বে মূসার কিতাব ছিল পথ-প্রদর্শক ও রহমত স্বরূপ; এবং এই কিতাব যাহা (পূর্বে বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণীর) সত্যায়নকারী,[২৭২৩] আরবী ভাষায় বর্ণিত, যেন ইহা যালেমদিগকে সতর্ক করে এবং সৎকর্মশীলগণকে সুসংবাদ দেয়।

اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿١٣﴾

১৪। নিশ্চয় যাহারা বলে, 'আল্লাহ্ আমাদের প্রতিপালক;' অতঃপর তাহারা ইহার উপর সুদৃঢ়ভাবে কায়েম থাকে, অবশ্য তাহাদের কোন ভয় নাই এবং তাহারা দুঃখিতও হইবে না।[২৭২৪]

اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٤﴾

১৫। ইহারাই জান্নাতের অধিবাসী, তাহারা উহাতে চিরকাল বাস করিবে— সেই কর্মের বিনিময় স্বরূপ যাহা তাহারা করিত।

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسٰنًا ؕ حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ كُرْهًا وَّوَضَعَتْهُ كُرْهًا ؕ وَحَمْلُهٗ وَفِصٰلُهٗ ثَلٰثُوْنَ شَهْرًا ؕ حَتّٰٓى اِذَا

১৬। এবং আমরা মানুষকে তাহার মাতাপিতার সহিত সদ্ব্যবহার করিবার তাকিদপূর্ণ আদেশ দিয়াছি, কারণ তাহার মাতা তাহাকে কষ্টের সহিত গর্ভে ধারণ করিয়াছে এবং কষ্টের সহিত প্রসব করিয়াছে, এবং তাহাকে গর্ভে ধারণ করিতে ও দুধ ছাড়াইতে ত্রিশ মাস[২৭২৫] লাগিয়াছে; অতঃপর সে যখন পূর্ণ যৌবনে[২৭২৬]

২৭২৩। এই সূরার ১১ আয়াতে, তাওরাতের ১৮ঃ১৮ আয়াতের বরাত দিয়া বলা হইয়াছে যে, বনী ইসমাঈলের মধ্যেও একজন নবীর আসার কথা আছে। এখানে এই ১৩ আয়াতে বলা হইতেছে যে, মূসা (আঃ)-এর অনুরূপ যেই নবীর ভবিষ্যতে আগমনের কথা ছিল, আরবদেশই সেই নবীর আগমন-স্থল এবং মূসার গ্রন্থে ভবিষ্যতে অবতরণকারী যে গ্রন্থের উল্লেখ আছে, সেই গ্রন্থ ইহাই অর্থাৎ কুরআন। এই গ্রন্থ পূর্বে অবতীর্ণ সকল ধর্ম গ্রন্থকে বাতিল করিয়া উহাদের স্থান দখল করিল যেভাবে ভবিষ্যদ্বাণীতে আছে। সংশ্লিষ্ট ভবিষ্যদ্বাণীটি হইলঃ "আরবের উপর দায়িত্ব ভার। হে দর্দানীয় পথিকদলসমূহ, তোমরা আরবের বনের মধ্যে রাত্রি যাপন করিবে। তোমরা তৃষিতের কাছে জল আন; টেমা-দেশ বাসীরা, তোমরা অন্ন লইয়া পলাতকদের সহিত সাক্ষাৎ কর। কেননা তাহারা খড়্গের সম্মুখ হইতে, নিষ্কোষিত খড়্গের, আকর্ষিত ধনুর ও ভারী যুদ্ধের সম্মুখ হইতে পলায়ন করিল' (যিশাইয়-২১ঃ১৩-১৫)।

২৭২৪। যে বিশ্বাসী ব্যক্তি দৃঢ় প্রত্যয় রাখে যে, বিশ্বের প্রভু ও স্রষ্টা মহান আল্লাহ্ তাহার সাহায্যার্থে সর্বদা প্রস্তুত আছেন, ঘোর দুর্দিন ও দুঃখ-কষ্টসমূহও তাহার মনের অনাবিল প্রশান্তি ও ভারসাম্য নষ্ট করিতে পারে না।

২৭২৫। ৩১ঃ১৫ তে বলা হইয়াছে যে, শিশুর স্তন্য পানকাল দুই বৎসর। এই আয়াতে গর্ভকাল এবং স্তন্যদানের সময় একত্রিত করিয়া বলা হইয়াছে, ত্রিশ মাস কাল। দেখা যায় ইহাতে গর্ভধারণ কাল ছয়মাস গণনা করা হইয়াছে। এই ছয়টি মাস প্রকৃত পক্ষে সেই সময়ের হিসাব যখন হইতে 'মা' গর্ভস্থ শিশুর বোঝা অনুভব করিতে শুরু করে। 'মা' চতুর্থ মাস হইতে আসন্নে গর্ভধারণের ভার অনুভব করিয়া থাকে।

২৭২৬। 'আশুদ্দা' শব্দটি আধ্যাত্মিক পূর্ণতা প্রাপ্তির অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়, ১২ঃ২৩ তেও এই একই শব্দ ব্যবহৃত

بَلَغَ اَشُدَّهٗ وَبَلَغَ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً ۙ قَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِيْٓ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيْٓ اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلٰى وَالِدَيَّ وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰىهُ وَاَصْلِحْ لِيْ فِيْ ذُرِّيَّتِيْ ۚ اِنِّيْ تُبْتُ اِلَيْكَ وَاِنِّيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ⑮

উপনীত হয় এবং চল্লিশ বৎসর বয়সে পদার্পণ করে, তখন সে বলে, 'হে আমার প্রতিপালক ! তুমি আমাকে তওফীক দান কর, যাহাতে আমি তোমার সেই নেয়ামতের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে পারি যাহা তুমি আমাকে ও আমার মাতা-পিতাকে দান করিয়াছ এবং (তওফীক দাও) যেন আমি এমন সৎকর্ম করিতে পারি যাহাতে তুমি সন্তুষ্ট হও; এবং আমার জন্য আমার বংশধরগণের মধ্যেও পুণ্য প্রতিষ্ঠিত কর । নিশ্চয় আমি তোমার সমীপে অবনত হইয়াছি এবং নিশ্চয় আমি আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত ।'

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ اَحْسَنَ مَا عَمِلُوْا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّاٰتِهِمْ فِيْٓ اَصْحٰبِ الْجَنَّةِ ۭ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِيْ كَانُوْا يُوْعَدُوْنَ ⑯

১৭ । ইহারাই এমন লোক যাহাদের উৎকৃষ্ট কর্মসমূহকে আমরা গ্রহণ করিব এবং তাহাদের মন্দ কর্মসমূহকে উপেক্ষা করিব, তাহারা জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত হইবে; ইহা এক সত্য প্রতিশ্রুতি, যাহা তাহাদের সহিত করা হইতেছে ।

وَالَّذِيْ قَالَ لِوَالِدَيْهِ اُفٍّ لَّكُمَآ اَتَعِدٰنِنِيْٓ اَنْ اُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُوْنُ مِنْ قَبْلِيْ ۚ وَهُمَا يَسْتَغِيْثٰنِ اللّٰهَ وَيْلَكَ اٰمِنْ ۡ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ ۚ فَيَقُوْلُ مَا هٰذَآ اِلَّآ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ⑰

১৮ । এবং ঐ ব্যক্তি কেমন (হতভাগা), যে তাহার মাতা-পিতাকে বলে, 'আফসোস তোমাদের প্রতি ! তোমরা কি এই বলিয়া আমাকে ভয় প্রদর্শন করিতেছ যে আমাকে (কবর হইতে পুনঃ) বহির্গত করা হইবে অথচ আমার পূর্বে বংশের পর বংশ অতীত হইয়া গিয়াছে ?' এবং তাহারা উভয়ে আল্লাহ্র সমীপে ফরিয়াদ করে, (এবং বলে হে বৎস !) 'ধিক তোমাকে ! তুমি ঈমান আন,' নিশ্চয় আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি সত্য ।' তখন সে বলে, 'ইহা পূর্ববর্তীগণের উপকথা ব্যতীত কিছুই নহে ।'

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِيْٓ اُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ ۭ اِنَّهُمْ كَانُوْا خٰسِرِيْنَ ⑱

১৯ । ইহারাই এমন লোক, যাহাদের উপর (শাস্তির) বাণী পূর্ণ হইয়া গিয়াছে, ইহারা জিন্ ও ইনসানের সেই সকল জাতির অন্তর্গত, যাহারা ইহাদের পূর্বে গত হইয়া গিয়াছে; নিশ্চয় তাহারা ক্ষতিগ্রস্ত ।

وَلِكُلٍّ دَرَجٰتٌ مِّمَّا عَمِلُوْا ۚ وَلِيُوَفِّيَهُمْ اَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ⑲

২০ । এবং তাহারা যে কাজ করিয়াছে তদনুযায়ী প্রত্যেকের জন্য পদমর্যাদা আছে, ইহা এই জন্য যেন তিনি তাহাদিগকে তাহাদের কর্মের[২৭২৭] পূর্ণ প্রতিফল দেন, এবং তাহাদের উপর কোন যুলুম করা হইবে না ।

হইয়াছে । অপর পক্ষে, ৬ঃ১৫৩ ও ১৮ঃ৮৩ আয়াতগুলিতে শারীরিক ও মানসিক পূর্ণত্ব প্রাপ্তি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় ।

২৭২৭ । বিচারের ফলাফল প্রকাশের পূর্বে প্রতিটি মানুষের ভাল-মন্দ প্রতিটি কাজকে সূক্ষ্ম তুলাদণ্ডে ওজন করা হইবে এবং ক্ষুদ্র ও বড় সকল কাজের সংশ্লিষ্ট আনুসঙ্গিক অবস্থাবলীরও পূর্ণ মূল্যায়ন করা হইবে, যাহাতে বিচার সূক্ষ্ম ও সঠিক হয় । শ্রেণী ক্ষতিপূরণ আইন এমনিভাবে কাজ করিয়া থাকে যে, প্রতিটি নেক কাজের জন্য প্রাপ্য পুরস্কারের অন্ততঃ দশগুণ পুরস্কার দেওয়া হইয়া থাকে । অপর পক্ষে, প্রতিটি মন্দ কাজের জন্য প্রাপ্য শাস্তি, মন্দকাজের সমানুপাতিক হইয়া থাকে; একটুও কম-বেশী করা হয় না ।

وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَلَى النَّارِ ؕ اَذْهَبْتُمْ طَيِّبٰتِكُمْ فِيْ حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا ۚ فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُوْنِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُوْنَ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُوْنَ ﴿٢٠﴾

২১। এবং যেদিন তাহাদিগকে, যাহারা অস্বীকার করিয়াছে আগুনের সম্মুখে পেশ করা হইবে (এবং বলা হইবে) 'তোমরা তোমাদের পার্থিব-জীবনে নিজেদের সমস্ত উত্তম বস্তু খরচ করিয়া নিঃশেষ করিয়াছ এবং তদ্বারা পূর্ণরূপে সুখ ভোগ করিয়াছ; সুতরাং আজ তোমাদিগকে প্রতিফল দেওয়া হইবে লাঞ্ছনাজনক আযাব; এই কারণে যে, তোমরা পৃথিবীতে[২৭২৮] অন্যায়ভাবে অহংকার করিতে এবং এই কারণে যে, তোমরা দুষ্কর্ম করিতে।

[১০] ২ ২

وَاذْكُرْ اَخَا عَادٍ ؕ اِذْ اَنْذَرَ قَوْمَهٗ بِالْاَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖۤ اَلَّا تَعْبُدُوْۤا اِلَّا اللّٰهَ ؕ اِنِّيْۤ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ﴿٢١﴾

২২। এবং 'আদ' জাতির ভাইকে (হুদকে) স্মরণ কর, যখন সে তাহার জাতিকে আহ্কাফে (বালির টিলাসমূহে) সতর্ক করিয়াছিল এবং তাহার পূর্বেও এবং তাহার পরেও অনেক সতর্ককারী গত হইয়া গিয়াছে, তাহাদের প্রত্যেকেই এই শিক্ষা দিয়াছিল যে, তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত কাহারও ইবাদত করিও না। নিশ্চয় আমি তোমাদের উপর এক মহা দিনের আযাবের আশংকা করিতেছি।

قَالُوْۤا اَجِئْتَنَا لِتَاْفِكَنَا عَنْ اٰلِهَتِنَا ۚ فَاْتِنَا بِمَا تَعِدُنَاۤ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿٢٢﴾

২৩। তাহারা বলিল, 'তুমি কি আমাদের নিকট এইজন্য আসিয়াছ যেন তুমি আমাদিগকে আমাদের মা'বূদসমূহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিতে পার ? অতএব যদি তুমি সত্যবাদী হইয়া থাক তাহা হইলে আমাদের নিকট সেই সব বিষয় লইয়া আস যাহার ভয় তুমি আমাদিগকে দেখাইতেছ।'

قَالَ اِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰهِ ۖ وَاُبَلِّغُكُمْ مَّاۤ اُرْسِلْتُ بِهٖ وَلٰكِنِّيْۤ اَرٰىكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُوْنَ ﴿٢٣﴾

২৪। সে বলিল, 'প্রকৃত জ্ঞান[২৭২৯] শুধু আল্লাহ্র নিকট আছে এবং আমি তোমাদের নিকট কেবল সেই শিক্ষাই পৌছাইয়া দিতেছি যাহা লইয়া আমি প্রেরিত হইয়াছি, কিন্তু আমি যে তোমাদিগকে এক অজ্ঞ জাতিরূপে দেখিতেছি।'

فَلَمَّا رَاَوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ اَوْدِيَتِهِمْ ۙ قَالُوْا هٰذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا ؕ بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهٖ ؕ رِيْحٌ فِيْهَا عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٢٤﴾

২৫। অতঃপর যখন তাহারা উহাকে (আযাবকে) এক মেঘের আকারে তাহাদের উপত্যকাসমূহের দিকে অগ্রসর হইতে দেখিল, তখন তাহারা বলিল, 'ইহা এক মেঘ, যাহা আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করিবে (আমরা বলিলাম) 'না, বরং ইহা সেই আযাব যাহা তোমরা তাড়াতাড়ি চাহিয়াছ— এক বায়ু, যাহার মধ্যে যন্ত্রণাদায়ক আযাব নিহিত আছে;

২৭২৮। অবিশ্বাসীগণ বিচার দিনে যখন তাহাদের দুষ্কৃতির ফলাফলের মুখামুখী হইবে, তখন তাহাদিগকে বলা হইবে, 'তোমাদিগকে আল্লাহ্তা'লা যত ভাল ভাল বস্তু দুনিয়াতে দান করিয়াছিলেন, তোমরা সেগুলিকে নিজেদের হীনস্বার্থে চূড়ান্তভাবে নিঃশেষে ব্যবহার করিয়াছিলে; ভালকাজে বা পরোপকারের উদ্দেশ্যে সেইগুলিকে মোটেই ব্যবহার কর নাই। অতএব তোমাদের ঐ অপকর্মের জন্য এখন অপমান ও লাঞ্ছনাময় প্রতিফল তোমাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে। ইহাই তোমাদের উপযুক্ত পাওনা।'

২৭২৯। মানুষ কোন্ কোন্ অবস্থার মধ্যে, কি কি ছোট-বড়-ভাল-মন্দ কাজ করিল, তাহা একমাত্র আল্লাহ্তা'লাই জানেন। অতএব একমাত্র

تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍۭ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَىٰٓ إِلَّا مَسَٰكِنُهُمْ ۚ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ﴿٢٥﴾

২৬। যাহা ইহার প্রতিপালকের আদেশক্রমে প্রত্যেক বস্তুকে ধ্বংস করিয়া যাইতে থাকিবে।' ফলে তাহাদের প্রভাত হইল এমন অবস্থায় যে, তাহাদের গৃহগুলি ছাড়া আর কিছু দৃষ্টিগোচর হইল না। এইরূপেই আমরা অপরাধী জাতিকে প্রতিফল দিয়া থাকি।

وَلَقَدْ مَكَّنَّٰهُمْ فِيمَآ إِن مَّكَّنَّٰكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَٰرًا وَأَفْـِٔدَةً فَمَآ أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَآ أَبْصَٰرُهُمْ وَلَآ أَفْـِٔدَتُهُم مِّن شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِـَٔايَٰتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِۦ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٢٦﴾

৩ [৬] ৩

২৭। এবং আমরা তাহাদিগকে এমন শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলাম যেভাবে (হে মক্কাবাসীগণ!) তোমাদিগকে উহাতে প্রতিষ্ঠিত করি নাই; এবং আমরা তাহাদিগকে কর্ণ, চক্ষু এবং হৃদয়[২৭৩০] দান করিয়াছিলাম। কিন্তু তাহাদের কর্ণ, চক্ষু এবং হৃদয় কোন কিছুই তাহাদের উপকারে আসিল না; কারণ তাহারা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহকে হঠকারিতা করিয়া অস্বীকার করিত; এবং যে আযাব লইয়া তাহারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিত উহাই তাহাদিগকে পরিবেষ্টন করিয়া ফেলিল।

وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا الْآيَٰتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٢٧﴾

২৮। এবং অবশ্যই আমরা তোমাদের চতুষ্পার্শ্ববর্তী[২৭৩১] জনপদসমূহকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছি, অথচ আমরা নিদর্শনসমূহকে পুনঃ পুনঃ বিশদভাবে[২৭৩২] বর্ণনা করিয়া দিয়াছিলাম, যাহাতে তাহারা (হঠকারিতা হইতে) ফিরিয়া আসে।

আল্লাহ্‌তা'লাই জ্ঞাত, সে ব্যক্তি কতটা শাস্তিযোগ্য এবং কতটা শাস্তিযোগ্য নয়। একথাটাও আল্লাহ্‌তা'লার উপরই নির্ভর করে, তিনি কখন, কোথায়, কিভাবে ও কোন্ ধরণের শাস্তি প্রদান করিবেন।

২৭৩০। "আফ্‌ইদাহ" (হৃদয়সমূহ) 'ফুয়াদ' শব্দের বহুবচন। ফুয়াদ ও কল্‌ব সমার্থক ও উভয় শব্দের দ্বারাই হৃদয়, মন ও বুদ্ধি (মস্তিক) বুঝাইয়া থাকে। কুরআন শরীফেও শব্দ দুইটি সমার্থবোধক রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। ২৮:৯১ এ উভয় শব্দকে একত্রে ব্যবহার করা হইয়াছে এবং অর্থ দাঁড়াইয়াছে 'হৃদয়'। ইহাদের কোন্ শব্দটি কোথায় হৃদয় বা কোথায় মন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা নির্ধারণ করিতে হইবে প্রসঙ্গ অনুসারে। কোন কোন লেখক 'ফুয়াদ' ও কল্‌ব শব্দদ্বয়ের মধ্যে অর্থের তারতম্য করিয়া থাকেন। কল্‌ব শব্দের অর্থের মধ্যে কিছু বিশেষ ব্যাপকতা আছে যাহা 'ফুয়াদ' শব্দে নাই। 'ফুয়াদ' শব্দটি 'কল্‌বের' (গিশা বা ভিআ) মধ্যস্থল বা ভিতরের দিকটা বুঝায়। 'তারা ফুয়াদুহু' মানে তাহার মন, বুদ্ধি, সাহস পলায়ন করিল (লেইন)।

২৭৩১। আদ ও তুব্বা জাতি দক্ষিণ-আরব অঞ্চলগুলিতে বিরাট এলাকার উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। সামূদ জাতি আরবদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে, আর মৃত সাগরের (ডেড্ সী) তীরে ছিল সদোম ও ঘমোরার শহর। এই ঐতিহাসিক পুরাতন প্রসিদ্ধ স্থানগুলির ধ্বংসপ্রাপ্তি অবশ্যই মক্কাবাসীর চক্ষু উন্মীলন করার বিষয় ছিল। 'তোমাদের চতুষ্পার্শ্ববর্তী' শব্দগুলি দ্বারা সারা বিশ্বকেও বুঝাইতে পারে।

২৭৩২। কুরআন বার বার ঘুরিয়া ফিরিয়া বিশ্বাসের মৌলিক সমস্যাবলীর আলোচনায় ফিরিয়া আসে এবং নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ধরণের বিষয়াদির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বিভিন্নভাবে, বিভিন্ন আঙ্গিকে, বিভিন্ন দিক হইতে বিষয়টি এই জন্য উত্থাপন করা হয়, যাহাতে বিভিন্ন ধরণের রুচি, মন-মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন লোক সন্দেহ ও সংশয় মুক্ত হইতে পারে। ভাসা-ভাসা চিন্তাসম্পন্ন লোক ও সংস্কারাচ্ছন্ন মন ইহাকে পুনরুক্তির পর্যায়ে ফেলিলেও, প্রকৃত পক্ষে, মানুষের শত-সহস্র সমস্যার দিকে লক্ষ্য করিলে, বারংবার উপস্থাপনের প্রয়োজনীয়তাকে কেহই অস্বীকার করিতে পারিবে না। বরং ঐটাই একমাত্র সঠিক পন্থা।

فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ قُرْبَانًا اٰلِهَةً ؕ بَلْ ضَلُّوْا عَنْهُمْ ۚ وَذٰلِكَ اِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ﴿٢٨﴾

২৯। অতএব তাহারা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে (তাঁহার) নৈকট্যলাভের জন্য যাহাদিগকে মা'বূদরূপে গ্রহণ করিয়াছিল উহারা কেন তাহাদের সাহায্য করিল না ? বরং তাহারা তাহাদের নিকট হইতে অন্তর্হিত হইয়া গেল। ইহা ছিল তাহাদের মিথ্যা এবং যাহা তাহারা মিথ্যা রচনা করিত (উহার পরিণতি)।

وَاِذْ صَرَفْنَآ اِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُوْنَ الْقُرْاٰنَ ۚ فَلَمَّا حَضَرُوْهُ قَالُوْٓا اَنْصِتُوْا ۚ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا اِلٰى قَوْمِهِمْ مُّنْذِرِيْنَ ﴿٢٩﴾

৩০। এবং (স্মরণ কর) যখন আমরা তোমার নিকট জিন্নদের[২৭৩৩] এক দলকে ফিরাইয়া আনিয়াছিলাম, যাহারা কুরআন শুনিতে চাহিয়াছিল; অতঃপর যখন তাহারা ইহার (কুরআন আবৃত্তির মজলিসের) সমক্ষে উপস্থিত হইল তখন তাহারা একে অপরকে বলিল, 'চুপ কর;' অতঃপর যখন ইহা (কুরআন আবৃত্তি) শেষ হইল তখন তাহারা নিজেদের জাতির নিকট (তাহাদের জন্য) সতর্ককারী হইয়া ফিরিয়া গেল।

قَالُوْا يٰقَوْمَنَآ اِنَّا سَمِعْنَا كِتٰبًا اُنْزِلَ مِنْۢ بَعْدِ مُوْسٰى مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِيْٓ اِلَى الْحَقِّ وَاِلٰى طَرِيْقٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٣٠﴾

৩১। তাহারা বলিল, 'হে আমাদের জাতি ! আমরা এমন এক কিতাব শুনিয়াছি যাহা মূসার[২৭৩৪] পরে নাযেল করা হইয়াছে, যাহা ইহার সম্মুখস্থ কিতাবের সত্যায়ন করিতেছে, (মানুষকে) সত্য এবং সরল-সুদৃঢ় পথের দিকে পরিচালিত করিতেছে;

يٰقَوْمَنَآ اَجِيْبُوْا دَاعِيَ اللّٰهِ وَاٰمِنُوْا بِهٖ يَغْفِرْ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿٣١﴾

৩২। হে আমাদের জাতি ! তোমরা আল্লাহ্‌র আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দাও এবং তাহার প্রতি ঈমান আন, ফলে তিনি (আল্লাহ্) তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করিবেন এবং তোমাদিগকে যন্ত্রণাদায়ক আযাব হইতে রক্ষা করিবেন।

وَمَنْ لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللّٰهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْاَرْضِ وَلَيْسَ لَهٗ مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءُ ؕ اُولٰٓئِكَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٣٢﴾

৩৩। এবং যে আল্লাহ্‌র আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দেয় না সে পৃথিবীতে (তাঁহাকে) আদৌ পরাভূত করিতে পারিবে না, এবং তিনি ব্যতীত তাহার জন্য কোন অভিভাবক হইবে না। ইহারাই স্পষ্ট পথভ্রষ্টতার মধ্যে নিপতিত আছে।'

২৭৩৩। যে জিন্নদের দলের কথা এখানে বলা হইয়াছে, তাহারা ছিলেন নাসীবীনের ইহুদীদের একটি দল। কেহ বলেন তাহারা আসিয়াছিলেন ইরাকের মওসাল বা নাইনেভা হইতে। মক্কাবাসীদের বিরোধিতার কথা চিন্তা করিয়া তাহারা মহানবী (সাঃ)-এর সাথে রাত্রিতে সাক্ষাৎ করিলেন; তাহারা গাম্ভীর্যের সহিত কুরআন শ্রবণ করিলেন এবং মহানবী (সাঃ)-এর সহিত অনেক কথা-বার্তা বলিলেন। তাহারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়া, ইহার নব-বাণীকে নিজেদের লোকের কাছে পৌঁছাইয়াছিলেন। তাহারাও ইসলামের এই নূতন বাণী শ্রবণ করিয়া তাহা গ্রহণ করিলেন (বায়ান, ৮ খণ্ড; আরো দেখুন ৭২ঃ২)।

২৭৩৪। আগের আয়াতে যে জিন্নদের দলের উল্লেখ আছে, তাহারা যে ইহুদী ছিলেন, তাহা এই আয়াত হইতে পরিষ্কার বুঝা যায়। কারণ কুরআন সম্বন্ধে তাহারা এই কথাই বলিলেন যে "মূসা (আঃ)-এর পরে, এই কিতাবই নাযেল হইয়াছে"।

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَلَمْ يَعْىَ بِخَلْقِهِنَّ بِقٰدِرٍ عَلٰٓى اَنْ يُّحْۦِۦَ الْمَوْتٰى ؕ بَلٰٓى اِنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٣٤﴾

৩৪ । তাহারা কি অনুধাবন করে নাই যে, নিশ্চয় সেই আল্লাহ্ যিনি আকাশসমূহ এবং পৃথিবীকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং উহাদের সৃজনে তিনি ক্লান্ত হন নাই,[২৭৩৫] তিনি মৃতকে জীবিত করিতেও সক্ষম ? নিশ্চয় তিনি প্রত্যেক বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান ।

وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَلَى النَّارِ ؕ اَلَيْسَ هٰذَا بِالْحَقِّ ؕ قَالُوْا بَلٰى وَرَبِّنَا ؕ قَالَ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ﴿٣٥﴾

৩৫ । এবং যেদিন কাফেরদেরকে আগুনের সম্মুখে উপস্থিত করা হইবে (এবং বলা হবে) 'ইহা কি সত্য নহে ?' তাহারা বলিবে, 'হাঁ ! আমাদের প্রতিপালকের কসম (ইহা সত্য)।' তখন তিনি বলিবেন, 'তোমরা যেহেতু অস্বীকার করিতে এই জন্য আযাবের স্বাদ গ্রহণ কর ।'

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ اُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَّهُمْ ؕ كَاَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوْعَدُوْنَ ۙ لَمْ يَلْبَثُوْٓا اِلَّا سَاعَةً مِّنْ نَّهَارٍ ؕ بَلٰغٌ ۚ فَهَلْ يُهْلَكُ اِلَّا الْقَوْمُ الْفٰسِقُوْنَ ﴿٣٥﴾ ع ۩

৩৬ । সুতরাং তুমিও ধৈর্যধারণ কর যেভাবে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ রসূলগণ ধৈর্য ধারণ করিয়াছে এবং তুমি তাহাদের জন্য শীঘ্র (আযাব কামনা) করিও না । যেদিন তাহারা উহা প্রত্যক্ষ করিবে যাহার প্রতিশ্রুতি তাহাদিগকে দেওয়া হইয়াছে, তাহাদের অবস্থা এমন হইবে যেন তাহারা এই পৃথিবীতে দিবসের এক মুহূর্ত[২৭৩৬] ব্যতিরেকে অবস্থান করে নাই । (এই সতর্কবাণী) পৌছানো হইল, অতএব দুষ্কৃতিপরায়ণ জাতি ব্যতিরেকে কাহাকেও ধ্বংস করা হয় না ।

৪ [৯] ৪

২৭৩৫ । নূতন পৃথিবীর ও নূতন আকাশ সৃষ্টির ধারা এখনও অব্যাহত আছে । এই দাবী অমূলক ও অর্থহীন নহে । আল্লাহ্তা'লার পক্ষ হইতে যখন মহা সংস্কার সাধনকারীগণ আগমন করেন, তখন পুরাতন সামাজিক ও ধর্মীয় ব্যবস্থা পরিবর্তিত হইয়া যায় এবং মানুষ নব ব্যবস্থায় প্রতিষ্ঠিত হয় । ইহাকেও নূতন আকাশ ও নূতন পৃথিবীর সৃষ্টি বলা হইয়া থাকে ।

২৭৩৬ । অবিশ্বাসীদের প্রতি আল্লাহ্তা'লার শাস্তি এত ভীষণ, দ্রুত ও সর্বগ্রাসী হইবে যে, একটি সুখময়, শান্তিময়, দীর্ঘ জীবন, ইহার তুলনায় মাত্র মুহূর্তকাল বলিয়া মনে হইবে ।

৪৭-সূরা মুহাম্মদ
(হিজরতের পরে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণ হওয়ার সময় ও প্রসঙ্গ

এই সূরাটি 'কিতাল' (যুদ্ধ) নামেও পরিচিত । কারণ, এই সূরার একটি বড় অংশ যুদ্ধ সম্বন্ধে নিবেদিত হইয়াছে এবং যুদ্ধের কারণ, যুদ্ধে অবশ্য পালনীয় নিয়ম-নীতি এবং যুদ্ধের পরিণতি ইত্যাদি বিষয়ে আলোকপাত করা হইয়াছে । বায়যাভী, যামাখ্শরী, সায়ূতী এবং অন্যান্যরা ব্যক্ত করিয়াছেন যে, এই সূরা হিজরতের পরে নাযেল হইয়াছে । এর অধিকাংশই হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর মদীনা-জীবনের প্রারম্ভকালে সম্ভবতঃ বদর যুদ্ধের পূর্বে অবতীর্ণ হইয়াছিল । পূর্ববর্তী সূরার শেষাংশে অত্যন্ত দ্বিধাহীনভাবে ও জলদ্গম্ভীর ভাষায় বলা হইয়াছে যে, ঐশী-বাণীর বিরোধিতা যত শক্তিশালী, সুসংগঠিত ও অবিশ্রান্তই হউক না কেন, কখনও সফল হইবে না । সত্যই পরিণামে বিজয়ী হইবে । এই সূরা এই কথাটা আরো স্পষ্টাকারে সুনির্দিষ্টভাবে বলিতেছে যে, শত বাধা-বিঘ্ন ও প্রতিকূল অবস্থাকে ডিঙ্গাইয়া ইসলাম বিজয়ী হইবেই ।

বিষয় বস্তু

সূরার প্রারম্ভেই চ্যালেঞ্জের সুরে বলা হইয়াছে যে, ইসলামের উন্নতিকে ঠেকাইবার জন্য যত রকমের চেষ্টাই অবিশ্বাসীগণ করুক না কেন, তাহারা নিশ্চয়ই ব্যর্থ হইবে । অপরদিকে, মহানবী (সাঃ)-এর অনুসারীদের অবস্থা দিন দিন উন্নত হইতে থাকিবে । এর পর বলা হইয়াছে যে, অবিশ্বাসীরা যখন মহানবী (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে তরবারী ধারণ করিয়াছে, অতএব তাহারা তরবারী দ্বারাই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে । মুসলমানদিগকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইতেছে যে, তাহারা শত্রুদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হইবেই; তবে যুদ্ধের প্রয়োজনীয় কতকগুলি নিয়ম-কানুন তাহাদিগকে অবশ্যই পালন করিতে হইবে। যেমন, নিয়মিত ও ঘোষিত যুদ্ধের বেলায়ই কেবল যুদ্ধ-বন্দী লওয়া যাইতে পারে,তাহাও শত্রু সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হইবার পরে (৫ আয়াত)। অতঃপর যুদ্ধ শেষ হইয়া গেলে, যুদ্ধ-বন্দীকে দয়া প্রদর্শন পূর্বক মুক্ত করিয়া দিতে হইবে নতুবা মুক্তি-পণ আদায় করিয়া বন্দীকে ছাড়িয়া দিতে হইবে । এইভাবে , এই সূরার একটি সংক্ষিপ্ত আয়াত অত্যন্ত কার্যকরভাবে কৃতদাস প্রথার মূলে কুঠারাঘাত করিল । অতঃপর বলা হইল, শত্রুদের ভ্রান্ত-বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত অপসৃত হইবেই । ইতিহাসের পাতায় এই সত্যই বড়-অক্ষরে লিখিত পাওয়া যায় । আদ, সামূদ, মিদিয়ান ও লূতের জাতিগণের শোচনীয় ধ্বংস তো মক্কাবাসীর অজানা থাকার কথা নয় । কেননা, এই সব প্রসিদ্ধ জাতি উচ্চাঙ্গের কৃষ্টি, সভ্যতা ও সম্পদের অধিকারী ছিল এবং মক্কার অদূরবর্তী অঞ্চলগুলিতেই বসবাস করিত । ইহাদের বিলুপ্তির ইতিহাস ও দৃষ্টান্ত হইতে মক্কাবাসীদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত । প্রসঙ্গতঃ মহানবী (সাঃ)-কে সান্ত্বনা ও সুসংবাদ দেওয়া হইতেছে যে, যদিও তিনি সহায়-সম্বলহীন ও বন্ধু-বান্ধব-শূন্য অবস্থায় মাতৃভূমি ত্যাগ করিয়া ভিন্ন স্থানের অপরিচিত লোকদের মধ্যে অসহায়ের মত আশ্রয় নিতেছেন, তথাপি তিনি ও তাঁহার ধর্মই প্রাবল্য লাভ করিবে । অতঃপর ইসলামের আলোকে যুদ্ধের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলী বিশ্লেষণ করার পর, মুসলমানদের প্রতি জীবন; ধন-দৌলত ইত্যাদি সর্বস্বই ধর্মের নামে ব্যয় করিতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে এবং সর্বশেষে বলা হইয়াছে যে, সত্য ও সঠিক উদ্দেশ্যের প্রয়োজনে যখন সবকিছুই দুই হাতে ব্যয় করা দরকার,তখন তাহা না করাটাই হইবে সাধারণ লক্ষ্যের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর,আর ব্যক্তির জন্য আত্ম-হননের শামিল ।

৪৭- সূরা মুহাম্মাদ

ইহা মাদানী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৩৯ আয়াত এবং ৪ রুকূ আছে ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَضَلَّ اَعْمَالَهُمْ ②

২। যাহারা অস্বীকার করে এবং লোকদিগকে আল্লাহ্‌র পথ হইতে নিবৃত্ত রাখে— তিনি তাহাদের সকল কর্ম ব্যর্থ করিয়া দেন ।[২৭৩৭]

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَاٰمَنُوْا بِمَا نُزِّلَ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ ۙ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَاَصْلَحَ بَالَهُمْ ③

৩। এবং যাহারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে এবং যাহা মুহাম্মাদের উপর নাযেল করা হইয়াছে উহার উপরও ঈমান আনে— বস্তুতঃ ইহা তাহাদের প্রতিপালকের তরফ হইতে পূর্ণ-সত্য— তিনি তাহাদের অনিষ্টতা সমূহকে দূরীভূত করিয়া দিবেন এবং তাহাদের অবস্থার সংশোধন করিয়া দিবেন ।

ذٰلِكَ بِاَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَاَنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَّبِّهِمْ ؕ كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ اَمْثَالَهُمْ ④

৪। ইহা এই জন্য যে, যাহারা অস্বীকার করে তাহারা মিথ্যার অনুসরণ করে এবং যাহারা ঈমান আনে তাহারা নিশ্চয় তাহাদের প্রতিপালকের তরফ হইতে সমাগত পূর্ণ সত্যের অনুসরণ করে। এইভাবেই আল্লাহ্ মানব জাতির জন্য তাহাদের উপমাসমূহের (মাধ্যমে শিক্ষণীয় বিষয়) বর্ণনা করিয়া থাকেন ।

فَاِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَضَرْبَ الرِّقَابِ ؕ حَتّٰٓى اِذَآ اَثْخَنْتُمُوْهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ ۙ فَاِمَّا مَنًّۢا بَعْدُ وَاِمَّا فِدَآءً حَتّٰى تَضَعَ الْحَرْبُ اَوْزَارَهَا ۛ ۚ ذٰلِكَ ؕ وَلَوْ يَشَآءُ اللّٰهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ

৫। অতএব যখন তোমরা কাফেরদের সংগে যুদ্ধে লিপ্ত হও তখন (তাহাদের) গ্রীবাদেশে সজোরে আঘাত কর যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা ব্যাপকভাবে তাহাদের রক্ত প্রবাহিত করিয়া (তাহাদিগকে পরাভূত করিয়া) লও,[২৭৩৮] তখন বন্ধনকে শক্ত কর; অতঃপর (তাহাদিগকে মুক্ত কর) অনুগ্রহ করিয়া অথবা মুক্তি-পণ লইয়া, (যুদ্ধ করিয়া যাও) যতক্ষণ পর্যন্ত না যুদ্ধ উহার অস্ত্র রাখিয়া দেয় । ইহাই হইল (প্রত্যাদেশ)।[২৭৩৯] এবং আল্লাহ্

২৭৩৭। অবিশ্বাসীদের কার্যাবলীকে নিষ্ফল করিয়া দেওয়া হয় এবং ইসলামের উন্নতি ব্যাহত করার জন্য তাহারা যত কিছুই করুক না কেন, তাহাতে কোনই ফলোদয় হয় না ।

২৭৩৮। 'আস্‌খানা ফিল আরযে' অর্থ সে দুনিয়াতে বহু হত্যা-কাণ্ড ঘটাইল ।

২৭৩৯। এই একটি ক্ষুদ্র আয়াত যুদ্ধ সংক্রান্ত নীতি ও নিয়মাবলী এবং ইহার পরিচালনার প্রয়োজনীয় নির্দেশাবলী অতি সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়াছে এবং প্রসঙ্গতঃ কৃতদাস-প্রথাকে চিরতরে উচ্ছেদের পথ-নির্দ্দেশও দিয়াছে। নির্দেশাবলী হইলঃ (ক) মুসলমানগণ যখন আত্মরক্ষা, ধর্মরক্ষা, সম্মানরক্ষা বা সম্পদ রক্ষা ইত্যাদির জন্য নিয়মিত কোন যুদ্ধে আহূত হইবে, তখন তাহারা সাহসিকতার সহিত প্রাণপণে যুদ্ধ করিবে (৮ঃ১৩-১৭), (খ) একবার যুদ্ধ আরম্ভ হইলে, শান্তি ও বিবেকের স্বাধীনতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত তাহা বিরামহীনভাবে চালাইয়া যাইতে

وَلٰكِنْ لِّيَبْلُوَا بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ ؕ وَالَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَلَنْ يُّضِلَّ اَعْمَالَهُمْ ۝٤

ইচ্ছা করিলে নিজেই তাহাদের নিকট হইতে প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি তোমাদের কতককে কতকের দ্বারা পরীক্ষা[২৭৪০] করিতে চাহেন। এবং যাহারা আল্লাহ্‌র পথে নিহত হইয়াছে— তাহাদের কৃত-কর্ম তিনি কখনও বিনষ্ট করিবেন না।[২৭৪১]

سَيَهْدِيْهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ ۝٥

৬। তিনি অবশ্যই তাহাদিগকে হেদায়াতের (সফলতার) পথে লইয়া যাইবেন,[২৭৪২] এবং তাহাদের অবস্থার সংশোধন করিয়া দিবেন।

وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ ۝٦

৭। এবং তাহাদিগকে সেই জান্নাতে দাখিল করিবেন যাহার পরিচয়[২৭৪৩] তিনি পূর্বেই তাহাদিগকে দিয়াছেন।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ تَنْصُرُوا اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ ۝٧

৮। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে সাহায্য কর তাহা হইলে তিনিও তোমাদিগকে সাহায্য করিবেন এবং তোমাদের পাগুলিকে সুদৃঢ় করিয়া দিবেন।

হইবে (৮ঃ৪০); (গ) নিয়মিত ও বিঘোষিত যুদ্ধে শত্রুরা যখন সুনিশ্চিতভাবে পরাজয় বরণ করে,কেবল তখনই শত্রু-সৈন্যকে যুদ্ধ-বন্দীরূপে আটকানো যাইতে পারে। বিঘোষিত যুদ্ধই একমাত্র ক্ষেত্র, যেখান হইতে বন্দী গ্রহণ করা যাইতে পারে; অন্য কোন কারণেই মানুষকে তাহার জন্মগত ব্যক্তি-স্বাধীনতার অধিকার হইতে বঞ্চিত করা যায় না; (ঘ) যুদ্ধ শেষ হইয়া গেলে, যুদ্ধ-বন্দীদের মুক্তির ব্যবস্থা করিতে হইবে। অনুগ্রহ প্রদর্শন পূর্বক বন্দীকে মুক্তি দান, কিংবা ক্ষতিপূরণ লইয়া মুক্তি দান কিংবা পারস্পরিক-আলোচনা ও বন্দী-বিনিময়ের মাধ্যমে বন্দী-মুক্তি দান— মুক্তিই লক্ষ্য হওয়া উচিত। যুদ্ধ-বন্দীকে চির বন্দীত্বে বা কৃতদাসত্বে রাখা কখনও উচিত নহে। হযরত নবী করীম (সাঃ) বনী মুস্তালিক গোত্রের প্রায় একশত পরিবারকে এবং হাওয়াজিন গোত্রের কয়েক হাজার লোককে সম্পূর্ণ পরাজিত অবস্থায় বন্দী হওয়া সত্ত্বেও বিনা শর্তে মুক্ত করিয়া দিলেন। বদরের যুদ্ধের পরে কিছু সংখ্যক বন্দীর কাছ হইতে মুক্তি-পণ লইয়া তাহাদিগকে মুক্তি দেওয়া হইল এবং যেসব বন্দীর মুক্তি-পণ দিবার সামর্থ্য ছিল না অথচ লিখিতে-পড়িতে জানিত, তাহাদিগকে নিরক্ষর মুসলমানদের পড়া-লিখার জন্য শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া মুক্তির পথ করিয়া দেওয়া হইল। আয়াতটি কৃতদাসত্বের মূলোৎপাটনের এমন কার্যকরী ব্যবস্থার উল্লেখ করিয়াছে যে, কৃতদাসত্ব চিরকালের জন্য বিলুপ্ত হইয়া গেল।

২৭৪০। আল্লাহ্‌তা'লা কাফেরদের সহিত মো'মেনদের যুদ্ধ ঘটাইয়া, মো'মেনদের চারিত্রিক উৎকর্ষ ও গুণাবলীর বিকাশ ও প্রকাশ ঘটাইলেন এবং কাফেরদের হীনমন্যতা ও দুষ্কৃতিপরায়ণতাকে জন-সমক্ষে নগ্নভাবে তুলিয়া ধরিলেন। নবী করীম (সাঃ)-এর সাহাবীগণের উচ্চতম নৈতিকতা ও মহানুভবতাপূর্ণ মন-মানসিকতা পরাভূত শত্রুর প্রতি তাহাদের ব্যবহারের মধ্যে যতটা প্রকাশিত ও প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহার কোন তুলনা নাই।

২৭৪১। মুসলমানগণ যুদ্ধ-ক্ষেত্রে শাহাদৎ বরণ করিয়া কুরবানীর যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছেন, তাহা কখনও বৃথা যাইবে না। প্রকৃত পক্ষে তাহাদের ঐ মহান আত্মোৎসর্গই আরবভূমে ইসলামকে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল।

২৭৪২। যেহেতু হেদায়াত শব্দের অর্থ হইল, 'গন্তব্যস্থলে না পৌছা পর্যন্ত এবং উদ্দেশ্য হাসিল না করা পর্যন্ত সঠিক পথ অনুসরণ করিয়া চলা', সেইহেতু এই আয়াতটির অর্থ ইহাই দাঁড়াইতেছে যে, শাহাদাত বরণকারী মুসলমানেরা যে উদ্দেশ্যে তাহাদের জীবন দান করিয়াছেন তাহাদের সেই মহান উদ্দেশ্যকে তথা ইসলামের বিজয়কে তাহারা প্রতিষ্ঠিত সত্যে পরিণত করিয়া গন্তব্য স্থানে পৌছিয়াছেন।

২৭৪৩। বেহেশ্‌তের আশীর্ব্বাদের পূর্ব-স্বাদ মো'মেনগণ ইহলোকেই পাইয়াছিলেন, এই অর্থে যে, কুরআনে পরকালের যে সকল আধ্যাত্মিক আশীর্বাদ ও অনুগ্রহসমূহের উল্লেখ করা হইয়াছে, ঐ সব কিছুই বস্তুর আকারে মো'মেনগণ ইহকালে ভোগ করিয়া গিয়াছেন। এই আয়াতের অন্য অর্থ ইহাও হইতে পারে যে, মো'মেনগণ "ঐ বাগানের" আধ্যাত্মিক পূর্ব-স্বাদ আগেই পাইয়াছিল, কেননা কুরআনে তাহাদের জন্য বেহেশ্‌তের যে প্রতিশ্রুতি রহিয়াছে, সেই প্রতিশ্রুতি তাহাদের চোখের সম্মুখে তাহারা ইহলোকেই পূর্ণ হইতে দেখিয়াছেন।

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَتَعْسًا لَّهُمْ وَاَضَلَّ اَعْمَالَهُمْ ۝٩

৯। এবং যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহাদের ভাগ্যে ধ্বংস অবধারিত এবং তিনি তাহাদের কৃত-কর্মকে বিনষ্ট করিয়া দিবেন।[২৭৪৪]

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَرِهُوْا مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاَحْبَطَ اَعْمَالَهُمْ ۝١٠

১০। ইহা এইজন্য যে, তাহারা উহা ঘৃণা করিয়াছে যাহা আল্লাহ্ নাযেল করিয়াছেন; ফলে তিনিও তাহাদের কৃত-কর্মকে বিনষ্ট করিয়া দিয়াছেন।

اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ دَمَّرَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ ۫ وَلِلْكٰفِرِيْنَ اَمْثَالُهَا ۝١١

১১। অতএব তাহারা কি পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করে নাই এবং তাহারা দেখে নাই যে, তাহাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কিরূপ হইয়াছিল?[২৭৪৫] আল্লাহ্ তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিয়াছেন (এবং বর্তমান সময়ের) কাফেরদের অবস্থাও তদনুরূপ হইবে।

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ مَوْلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاَنَّ الْكٰفِرِيْنَ لَا مَوْلٰى لَهُمْ ۝١٢ ع ١٢

১২। ইহা এইজন্য হইবে যে, আল্লাহ্ তাহাদের অভিভাবক যাহারা ঈমান আনিয়াছে, পক্ষান্তরে কাফেরদের কোন অভিভাবক নাই।

১ [১২] ৫

اِنَّ اللّٰهَ يُدْخِلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ؕ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَتَمَتَّعُوْنَ وَيَاْكُلُوْنَ كَمَا تَاْكُلُ الْاَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ ۝١٣

১৩। যাহারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে, নিশ্চয় আল্লাহ্ তাহাদিগকে জান্নাতসমূহে প্রবিষ্ট করিবেন যাহাদের তলদেশ দিয়া নহরসমূহ প্রবাহিত থাকিবে; এবং যাহারা অস্বীকার করে, এবং তাহারা (পার্থিব) সুখ ভোগ করে এবং এইরূপেই আহার করিয়া বেড়ায় যেরূপে চতুষ্পদ জন্তু[২৭৪৬] আহার করিয়া বেড়ায়, এবং (পরিশেষে) আগুন হইবে তাহাদের আবাসস্থল।

وَكَاَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ هِىَ اَشَدُّ قُوَّةً مِّنْ قَرْيَتِكَ الَّتِىْٓ اَخْرَجَتْكَ ۚ اَهْلَكْنٰهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ ۝١٤

১৪। এবং এমন কত জনপদ ছিল, যাহারা তোমার সেই জনপদ অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী ছিল, যাহা তোমাকে বহিষ্কার[২৭৪৭] করিয়া দিয়াছে, আমরা তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছি, তখন কেহই তাহাদের সাহায্যকারী ছিল না।

২৭৪৪। পূর্ববর্তী কয়েকটি আয়াতের মধ্যে, তিন তিন বার বলা হইয়া গেল, "আল্লাহ্তা'লা কাফেরদের কার্যাবলীকে নিষ্ফল ও ব্যর্থ করিয়া দিয়াছেন।" ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, কাফেরদের দল তাহাদের দেহ-মনের সকল শক্তি এই একটি মাত্র কার্যসাধনে একনিষ্ঠভাবে নিয়োজিত করিয়াছিল। আর সেই কার্যটি ছিল ইসলামের মূলোচ্ছেদ। কিন্তু তাহারা ব্যর্থ হইল, ইসলামই বিজয়ী হইল এবং শনৈঃ শনৈঃ উন্নতি, অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি লাভ করিতে লাগিল।

২৭৪৫। কুরআনে, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর অস্বীকারকারী অবিশ্বাসীগণকে সম্বোধন করিয়া পুনর্বার এই কথা বলা হইয়াছে যে, তোমরা পৃথিবী ভ্রমণ করিয়া দেখ এবং জানিয়া লও যে, পূর্ববর্তী নবীগণের অস্বীকারকারীদের কী শোচনীয় পরিণতি ঘটিয়াছিল! অতএব এই আয়াত তাহাদিগকে সাবধান করিয়া দিতেছে যে, তাহাদেরও ঐ একই পরিণতি ঘটিবে। ঐশী শাস্তি নানাভাবে, নানা আকারে তাহাদের উপর আপতিত হইবে।

২৭৪৬। মো'মেনগণ আল্লাহ্ ও মানুষের সেবার জন্য বাঁচিতে চায় এবং বাঁচার প্রয়োজনে খায়, কিন্তু কাফেরগণ কেবল খাবার জন্যই বাঁচিয়া থাকে, অন্য কোন উচ্চ উদ্দেশ্যে নহে। তাহারা পশুর স্তর হইতে ঊর্ধ্বে উঠিতে পারে না, কেননা তাহাদের সকল চিন্তাভাবনা বস্তুবাদিতাকে ঘিরিয়া আবর্তিত হইতে থাকে।

২৭৪৭ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

اَفَمَنْ كَانَ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّهٖ كَمَنْ زُيِّنَ لَهٗ سُوْٓءُ عَمَلِهٖ وَاتَّبَعُوْٓا اَهْوَآءَهُمْ ﴿١٥﴾

১৫। যে ব্যক্তি স্বীয় প্রতিপালকের নিকট হইতে সমাগত এক সুস্পষ্ট প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত, সে কি ঐ ব্যক্তির অনুরূপ হইতে পারে, যাহাকে তাহার কার্যের অনিষ্টতাকে সুন্দর করিয়া দেখানো হইয়াছে এবং তাহারা নিজেদের হীন প্রবৃত্তির অনুসরণ করিয়াছে ?

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِيْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ ؕ فِيْهَآ اَنْهٰرٌ مِّنْ مَّآءٍ غَيْرِ اٰسِنٍ ۚ وَاَنْهٰرٌ مِّنْ لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهٗ ۚ وَاَنْهٰرٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشّٰرِبِيْنَ ۚ وَاَنْهٰرٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى ؕ وَلَهُمْ فِيْهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ ؕ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوْا مَآءً حَمِيْمًا فَقَطَّعَ اَمْعَآءَهُمْ ﴿١٦﴾

১৬। মুত্তাকীগণকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে উহার বিবরণঃ উহাতে নির্মল-বিশুদ্ধ পানির নহরসমূহ থাকিবে; এবং দুধের নহরসমূহ থাকিবে যাহার স্বাদ কখনও বিকৃত হইবে না; এবং পানকারীদের জন্য সুস্বাদু সুরার নহরসমূহ থাকিবে; এবং পরিষ্কার স্বচ্ছ মধুর[২৭৪৮] নহরসমূহ থাকিবে। এবং তথায় তাহাদের জন্য থাকিবে প্রত্যেক প্রকারের ফল-ফলাদি এবং তাহাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে ক্ষমা। (এইরূপ জান্নাতবাসীগণ কি) তাহাদের ন্যায় হইতে পারে যাহারা দীর্ঘকাল আগুনে বাস করিবে এবং যাহাদিগকে এমন ফুটন্ত পানি পান করানো হইবে যাহা তাহাদের নাড়ী-ভুড়ি ছিঁড়িয়া ফেলিবে ?

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّسْتَمِعُ اِلَيْكَ ۚ حَتّٰٓى اِذَا خَرَجُوْا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوْا لِلَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ اٰنِفًا ؕ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ طَبَعَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَاتَّبَعُوْٓا اَهْوَآءَهُمْ ﴿١٧﴾

১৭। এবং তাহাদের মধ্যে কতক এমন আছে যাহারা তোমার কথা কান পাতিয়া শুনিতে থাকে, অতঃপর যখন তাহারা তোমার নিকট হইতে চলিয়া যায়, তখন যাহাদিগকে জ্ঞান দেওয়া হইয়াছে তাহাদিগকে তাহারা বলে, 'এক্ষণি সে এই সব কি বলিল ?'[২৭৪৯] ইহারা এমন লোক, যাহাদের হৃদয়ের উপর আল্লাহ্ মোহরাংকিত করিয়া দিয়াছেন, এবং তাহারা নিজেদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে।

২৭৪৭। হযরত রসূল পাক (সাঃ) যখন তাঁহার মাতৃভূমি মক্কা হইতে বিতাড়িত হইয়া মদীনার পথে অগ্রসর হইতেছিলেন, তাঁহার শিরোচ্ছেদের উপর যখন শত্রুর পুরস্কারের ঘোষণা আকাশে-বাতাসে নিনাদিত, তখন এই আয়াতটি অবতীর্ণ হইয়াছিল। প্রতিটি মুহূর্তে ধরা পড়ার আশংকা ছিল কেননা শত্রুরা তাঁহাকে জীবিত বা মৃত ধরিয়া আনিয়া বিরাট পুরস্কার লাভের আশায় চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। তাহা ছাড়া, মদীনাও বহু দীর্ঘ দূরের পথ। অবশ্য পূর্বেই আল্লাহ্তা'লা তাঁহাকে নিরাপদ ভ্রমণের প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন।

২৭৪৮। মো'মেনগণকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইতেছে যে, তাহারা, ইহকালে ও পরকালে, পবিত্র পানির নদী, অপরিবর্তনশীল চির-সুস্বাদু দুধের স্রোতস্বিনী, আনন্দ-মদিরার মন্দাকিনী এবং পরিশুদ্ধ মধুর প্রবাহধারা প্রাপ্ত হইবে। "আনহার" শব্দটি এই আয়াতে চারিবার ব্যবহৃত হইয়াছে। অন্যান্য অর্থ ছাড়াও, 'আনহার' শব্দটির মধ্যে 'আলো ও প্রাচুর্য' অর্থটিও বিদ্যমান আছে। এবং "আসাল" শব্দটির অন্যান্য অর্থ ছাড়াও, ইহা ঐ সকল মানবীয় সৎকার্যাবলীকে বুঝায় যাহা মানুষকে অপর সকল মানুষের কাছে ভালবাসা ও ভক্তির পাত্রে পরিণত করে। এই শব্দদ্বয়ের উল্লিখিত বিশেষ অর্থগুলির প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলে, এই আয়াতের অর্থ ইহাই দাঁড়ায় যে, বিশ্বাসী-ধর্মপরায়ণ ব্যক্তিকে চারিটি জিনিষ প্রচুর পরিমাণে দেওয়া হইবে। পানি, যাহা জীবনের উৎস (২১ঃ৩১); দুধ, যাহা শরীরকে সুস্থ ও সুঠাম রাখে, মদিরা, যাহা মনে আনন্দ সঞ্চার করে ও দুশ্চিন্তাকে দমন করে এবং মধু, যাহা বহু প্রকার রোগ-বালাই হইতে মানুষকে মুক্ত রাখে। জাগতিক অর্থে, এই আয়াতের মমার্থ হইবে— মো'মেনগণ ঐ সকল জিনিষ পৃথিবীতে এত প্রচুর পরিমাণে পাইবে, যাহা জীবনকে সার্থক, সুন্দর, আনন্দময় ও মূল্যবান করিয়া তুলিবে; রূপক ও আধ্যাত্মিক তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিবে, আল্লাহ্র ভালবাসার সুরা এত বেশী বেশী পান করিবে এবং এত মহৎ কার্যাবলী সম্পাদন করিবে যে, তাহারা মানুষের শ্রদ্ধা ও ভালবাসার পাত্রে পরিণত হইবে।

২৭৪৯। মোনাফেকের দুই মুখ, তাহারা দ্বিমুখী-নীতি পালন করে এবং দ্ব্যর্থবোধক ভাষায় কথা বলে। অসুবিধাজনক অবস্থা হইতে উদ্ধার

وَالَّذِيْنَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَّاٰتٰىهُمْ تَقْوٰىهُمْ ﴿١٨﴾

১৮। এবং যাহারা হেদায়াত পায় তিনি তাহাদিগকে হেদায়াতের মধ্যে আরও বর্ধিত করিয়া দেন, এবং তাহাদিগকে তাহাদের (অবস্থা অনুপাতে) তাক্ওয়া দান করেন।[২৭৫০]

فَهَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّا السَّاعَةَ اَنْ تَاْتِيَهُمْ بَغْتَةً ۚ فَقَدْ جَآءَ اَشْرَاطُهَا ۚ فَاَنّٰى لَهُمْ اِذَا جَآءَتْهُمْ ذِكْرٰىهُمْ ﴿١٩﴾

১৯। অতএব তাহারা শুধু নির্দিষ্ট সময়ের অপেক্ষা করিতেছে যেন উহা তাহাদের নিকট অকস্মাৎ আসিয়া পড়ে। বস্তুতঃ উহার লক্ষণসমূহ[২৭৫১] আসিয়াই পড়িয়াছে। কিন্তু যখন উহা কার্যতঃ তাহাদের নিকট আসিয়া পড়িবে তখন তাহাদের উপদেশ গ্রহণ করা তাহাদের কি উপকার করিবে ?

فَاعْلَمْ اَنَّهٗ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْۢبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ ؕ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوٰىكُمْ ﴿٢٠﴾ ع ٢

২০। অতএব তুমি জানিয়া রাখ যে, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদ নাই; এবং তুমি তোমার (মানবীয়) ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য ক্ষমা ও হেফাযত প্রার্থনা কর,[২৭৫২] এইরূপে মো'মেন পুরুষ ও মো'মেন নারীদের জন্যও। এবং আল্লাহ্ তোমাদের এদিক ওদিক গমনাগমনস্থল ও অবস্থানস্থলকে ভালভাবে জানেন।[২৭৫৩]

[৮] ৬

وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُوْرَةٌ ۚ فَاِذَاۤ اُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ مُّحْكَمَةٌ وَّذُكِرَ فِيْهَا الْقِتَالُ ۙ رَاَيْتَ الَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ يَّنْظُرُوْنَ اِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِىِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ؕ فَاَوْلٰى لَهُمْ ﴿٢١﴾

২১। এবং যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহারা বলে, 'কোন সূরা কেন নাযেল করা হইল না ?' অতঃপর যখন এমন দ্ব্যর্থহীন-সুদৃঢ় সূরা নাযেল করা হয় যাহার মধ্যে যুদ্ধের উল্লেখ থাকে, তখন যাহাদের অন্তরে ব্যাধি আছে তুমি তাহাদিগকে দেখিতে পাইবে যে, তাহারা তোমার দিকে এমনভাবে তাকায় যেমন ভাবে মৃত্যুর ঘোরে অচৈতন্য ব্যক্তি তাকায়। সুতরাং তাহাদের জন্য ধ্বংস!

পাওয়ার জন্যই সে এরূপ করিয়া থাকে। শব্দ বা বাক্যের এরূপ গঠন যদি তাহাকে বেকায়দায় ফেলে, তখন সে শব্দের অন্য অর্থ বা বাক্যের অন্যরূপ গঠন দেখাইয়া ঐ অবস্থা হইতে বাঁচিতে চায়। উল্লেখিত বাগ্‌ধারা দ্ব্যর্থ-বোধক ভাষার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। মদীনার মোনাফেকেরা এইরূপ ভাষা ব্যবহার করিত। মহানবী (সাঃ)-এর সাথে এই মোনাফেকদের একজন সাক্ষাতের পরে পরেই যদি কোন মুসলমানের সহিত দেখা করিত, তখন সে বলিয়া উঠিত, 'এখনই মহানবীর মুখে কী কথা শুনিলাম—অর্থাৎ মহানবী কত মূল্যবান ও উপকারী কথাই না বলিয়াছেন।' কিন্তু অনুরূপ অবস্থায় সে যদি তাহারই মত একজন মোনাফেকের সহিত মিলিত হইত তখন সে উপরোক্ত বাক্যটিই ব্যবহার করিত, তবে অন্য অর্থে যেমন, এই মাত্র এই নবী কি আজে-বাজে কথা বকিতেছিল।

২৭৫০। কুরআনী প্রকাশভঙ্গি অনুযায়ী এই আয়াতের অর্থ হইবেঃ (ক) আল্লাহ্ তাহাদিগকে ধর্মপরায়ণ বানাইয়া থাকেন; (খ) আল্লাহ্‌তা'লা তাহাদের কাছে ঐসব উপায়-উপকরণসমূহ প্রকাশ করেন যাহার সাহায্যে তাহারা ধার্মিকতা অর্জন করেন; (গ) ধর্মপরায়ণতার ফলশ্রুতিতে উৎপন্ন হয় এইরূপ আশীর্বাদ ও অনুগ্রহরাজি আল্লাহ্ তাহাদিগকে দান করেন।

২৭৫১। 'আশরাত' (চিহ্নাবলী) শব্দের মধ্যে মহানবী (সাঃ)-এর মক্কা হইতে হিজরতের ঘটনার বিষয়টি সম্বন্ধে সঙ্কেত রহিয়াছে। হিজরতের ঘটনার পরে পরেই বহু ঐশী নিদর্শন ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইতে লাগিল।

২৭৫২। দেখুন ২৬১২ এবং ২৭৬৫ টীকা।

২৭৫৩। 'মুতাকাল্লাবাকুম' ও 'মাসওয়াকুম' শব্দ দুইটির অর্থ যথাক্রমে, 'যখন তুমি তোমার কাজকর্মের খাতিরে ঘুরাফেরা কর এবং যখন বিশ্রাম লও; অথবা প্রথম শব্দটি দুনিয়ার জন্য এবং দ্বিতীয় শব্দটি পরকালের জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকিবে।

২২। (তাহাদের আচরণ হওয়া উচিত ছিল) আনুগত্য করা এবং সংগত কথা বলা। অতঃপর যখন (যুদ্ধের) বিষয় চূড়ান্ত হয় তখন যদি তাহারা আল্লাহ্‌র সঙ্গে সত্যপরায়ণতা দেখাইত তাহা হইলে ইহা তাহাদের জন্য অতি উত্তম হইত।

طَاعَةٌ وَّ قَوْلٌ مَّعْرُوْفٌ ۫ فَاِذَا عَزَمَ الْاَمْرُ ۫ فَلَوْ صَدَقُوا اللّٰهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ۚ ﴿٢٢﴾

২৩। অতএব, যদি তোমরা শাসন-ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হও তাহা হইলে সম্ভবতঃ তোমরা কি পৃথিবীতে ফাসাদ করিয়া এবং নিজেদের আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করিয়া বেড়াইবে না? [২৭৫৪]

فَهَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ تُفْسِدُوْا فِي الْاَرْضِ وَتُقَطِّعُوْٓا اَرْحَامَكُمْ ﴿٢٣﴾

২৪। ইহারাই সেই সব লোক, যাহাদিগকে আল্লাহ্ অভিসম্পাত করিয়াছেন এবং তাহাদিগকে বধির এবং তাহাদের চক্ষুগুলিকে অন্ধ করিয়া দিয়াছেন।

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فَاَصَمَّهُمْ وَاَعْمٰٓى اَبْصَارَهُمْ ﴿٢٤﴾

২৫। তবে কি তাহারা কুরআনের উপর মনোনিবেশ করে না, অথবা তাহাদের অন্তরগুলির উপর তালা লাগানো আছে?

اَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ اَمْ عَلٰى قُلُوْبٍ اَقْفَالُهَا ﴿٢٥﴾

২৬। যাহারা নিজেদের পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া ফিরিয়া যায়, তাহাদের উপর হেদায়াত সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হওয়ার পর, নিশ্চয় শয়তান তাহাদিগকে বিপথে প্রলুব্ধ করে এবং তাহাদিগকে মিথ্যা আশ্বাস দেয়।

اِنَّ الَّذِيْنَ ارْتَدُّوْا عَلٰٓى اَدْبَارِهِمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى ۙ الشَّيْطٰنُ سَوَّلَ لَهُمْ ؕ وَاَمْلٰى لَهُمْ ﴿٢٦﴾

২৭। ইহা এইজন্য যে, আল্লাহ্ যাহা নাযেল করিয়াছেন উহাকে যাহারা ঘৃণা করে তাহাদিগকে ইহারা বলে, 'আমরা কোন কোন বিষয়ে অবশ্যই তোমাদের আনুগত্য করিব;[২৭৫৫] এবং আল্লাহ্ তাহাদের সকল গোপন রহস্য জানেন।'

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا لِلَّذِيْنَ كَرِهُوْا مَا نَزَّلَ اللّٰهُ سَنُطِيْعُكُمْ فِيْ بَعْضِ الْاَمْرِ ۚۖ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اِسْرَارَهُمْ ﴿٢٧﴾

২৮। সুতরাং যখন ফিরিশ্‌তাগণ তাহাদের মুখমণ্ডলে ও তাহাদের পৃষ্ঠদেশে আঘাত করিতে করিতে তাহাদের প্রাণ বাহির করিয়া লইবে তখন তাহাদের কেমন শোচনীয় অবস্থা হইবে!

فَكَيْفَ اِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ يَضْرِبُوْنَ وُجُوْهَهُمْ وَاَدْبَارَهُمْ ﴿٢٨﴾

২৯। ইহা এইজন্য হইবে যে, যাহা আল্লাহ্‌কে অসন্তুষ্ট করে তাহারা উহার অনুসরণ করে এবং তাঁহার সন্তুষ্টিকে (সন্তুষ্টি লাভের চেষ্টা-সাধনাকে) তাহারা ঘৃণা করে। সুতরাং তিনিও তাহাদের কৃত-কর্মসমূহকে বিনষ্ট করিয়া দিয়াছেন।

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمُ اتَّبَعُوْا مَآ اَسْخَطَ اللّٰهَ وَكَرِهُوْا رِضْوَانَهٗ فَاَحْبَطَ اَعْمَالَهُمْ ﴿٢٩﴾ ع ٣ ٩ ٧

৩ [৯] ৭

২৭৫৪। মুসলমানদিগকে যুদ্ধ করিতে অনুমতি দেওয়া হইয়াছে এই কারণে যে, কাফেরগণের ক্ষমতাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ না করিলে, তাহারা সকল স্থলেই অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিয়া জনজীবনকে অতীষ্ট করিয়া তুলিত। তাহারা আত্মীয়তার বন্ধনকে কর্তন করিত এবং মানবাধিকার ও ন্যায্য দাবী-দাওয়াকে পদদলিত করিত।

২৭৫৫। মদীনার মোনাফেকরা কাফেরদের খোলা খুলি ও নিঃশর্তভাবে পক্ষাবলম্বন করিত না। যে কোন মোনাফেক এতই ধুরন্ধর যে, তাহার নিজের নৌকা কখনও আগুনে পোড়াইতে চায় না। কারণ সে দ্বিমুখী নীতি অবলম্বন করে।

৩০ । যাহাদের অন্তরে ব্যাধি আছে, তাহারা কি মনে করে যে, আল্লাহ্ তাহাদের (অন্তর্নিহিত) হিংসা-বিদ্বেষকে কখনও প্রকাশ করিবেন না ?

اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ اَنْ لَّنْ يُّخْرِجَ اللّٰهُ اَضْغَانَهُمْ ﴿٣٠﴾

৩১ । এবং আমরা ইচ্ছা করিলে অবশ্যই তোমার দৃষ্টিতে তাহাদিগকে চিহ্নিত করিয়া দিতাম, তখন তুমি তাহাদিগকে তাহাদের চেহারার লক্ষণগুলির দ্বারা নিশ্চয় চিনিয়া লইতে । এবং তুমি (এখনও) নিশ্চয় তাহাদিগকে তাহাদের কথার স্বর ভংগীর দ্বারা চিনিতে পারিবে।[২৭৫৬] এবং আল্লাহ্ তোমাদের কৃত-কর্মকে জানেন ।

وَلَوْ نَشَآءُ لَاَرَيْنٰكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيْمٰهُمْ ؕ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِىْ لَحْنِ الْقَوْلِ ؕ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اَعْمَالَكُمْ ﴿٣١﴾

৩২ । এবং নিশ্চয় আমরা তোমাদের পরীক্ষা করিতে থাকিব যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা তোমাদের মধ্য হইতে জিহাদকারীগণ ও ধৈর্যশীলগণকে স্বতন্ত্রভাবে প্রকাশ করিয়া দিব,। এবং তোমাদের (সঠিক) অবস্থা অবহিত করিয়া দিব [২৭৫৭]

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتّٰى نَعْلَمَ الْمُجٰهِدِيْنَ مِنْكُمْ وَالصّٰبِرِيْنَ ۙ وَنَبْلُوَاَخْبَارَكُمْ ﴿٣٢﴾

৩৩ । নিশ্চয় যাহারা অস্বীকার করিয়াছে এবং (লোকদিগকে) আল্লাহ্র পথ হইতে প্রতিরোধ করিয়াছে, এবং তাহাদের নিকট হেদায়াত প্রকাশ হইবার পরও তাহারা রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছে তাহারা আল্লাহ্র আদৌ কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না; পরন্তু তিনি তাহাদের কৃত-কর্মসমূহকে বিনষ্ট করিয়া দিবেন ।

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَشَآقُّوا الرَّسُوْلَ مِنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدٰى ۙ لَنْ يَّضُرُّوا اللّٰهَ شَيْـًٔا ؕ وَسَيُحْبِطُ اَعْمَالَهُمْ ﴿٣٣﴾

৩৪ । হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ ! তোমরা আল্লাহ্র আনুগত্য কর এবং এই রসূলের আনুগত্য কর এবং তোমরা নিজেদের কৃত-কর্মসমূহকে নষ্ট করিও না ।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَلَا تُبْطِلُوْۤا اَعْمَالَكُمْ ﴿٣٤﴾

৩৫ । নিশ্চয় যাহারা অস্বীকার করিয়াছে এবং (লোকদিগকে) আল্লাহ্র পথ হইতে প্রতিরোধ করিয়াছে, তৎপর কাফের হওয়া অবস্থায় মৃত্যু বরণ করিয়াছে, তাহাদিগকে আল্লাহ্ কখনও ক্ষমা করিবেন না ।

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ مَاتُوْا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ ﴿٣٥﴾

২৭৫৬ । মোনাফেক সোজা-সরল কথা কখনও বলে না । সে সব সময়ই দ্ব্যর্থবোধক ভাষায় কথা বলে । তাহার কথা একজনে বুঝে এক অর্থে, অন্যজনে বুঝে অন্য অর্থে । মোনাফেকদের ব্যবহৃত ভাষার এই বক্রতা ও মারপ্যাঁচের প্রতি ২:১০৫ আয়াতেও ইঙ্গিত করা হইয়াছে ।

২৭৫৭ । "আরাফা" ও "আলেমা" দুইটি শব্দের একই অর্থ । কিন্তু 'ইল্ম' শব্দটি "মারেফত" শব্দ হইতে অর্থের দিক দিয়া অধিকতর ব্যাপক 'ইল্ম্' এর ধাতুগত অর্থ সেই চিহ্ন বা মার্কা যাহা দ্বারা এক জিনিষকে অন্য জিনিষ হইতে স্পষ্টতঃ পৃথক দেখা যায় (লেইন)। ইল্ম বা জ্ঞান দুই প্রকারেরঃ (ক) একটা ঘটনা ঘটিবার পূর্বেই সেই ঘটনার পূর্ব-জ্ঞান,(খ) কোন ঘটনা ঘটিয়া যাইবার পরে ইহা সম্বন্ধে জ্ঞান । আলোচ্য আয়াতে যে জ্ঞানের প্রতি সঙ্কেত করা হইয়াছে, তাহা শেষোক্ত পর্যায়ের জ্ঞান ।

فَلَا تَهِنُوْا وَتَدْعُوْٓا اِلَى السَّلْمِ ۖ وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ ۚ وَاللّٰهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَّتِرَكُمْ اَعْمَالَكُمْ ﴿٣٥﴾

৩৬। সুতরাং (হে মো'মেনগণ!) তোমরা অলস হইও না এবং সন্ধির জন্য আহ্বান করিও না;[২৭৫৮] অবশেষে তোমরাই বিজয়ী হইবে। এবং আল্লাহ্ তোমাদের সঙ্গে আছেন এবং তিনি তোমাদের কৃত-কর্মসমূহকে (ফলদানে) কখনও কম করিবেন না।

اِنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ ۭ وَاِنْ تُؤْمِنُوْا وَتَتَّقُوْا يُؤْتِكُمْ اُجُوْرَكُمْ وَلَا يَسْـَٔلْكُمْ اَمْوَالَكُمْ ﴿٣٦﴾

৩৭। এই পার্থিব জীবন ক্রীড়া-কৌতুক এবং আমোদ-প্রমোদ ব্যতীত আর কিছুই নহে; এবং তোমরা যদি ঈমান আন এবং তাক্ওয়া অবলম্বন কর, তাহা হইলে তিনি তোমাদিগকে তোমাদের পুরস্কার দান করিবেন এবং তিনি তোমাদের নিকট তোমাদের ধন-সম্পদ চাহিবেন না।[২৭৫৯]

اِنْ يَّسْـَٔلْكُمُوْهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوْا وَيُخْرِجْ اَضْغَانَكُمْ ﴿٣٧﴾

৩৮। যদি তিনি তোমাদের নিকট সম্পদ চাহেন এবং তোমাদের উপর চাপ সৃষ্টি করেন, তাহা হইলে তোমরা কার্পণ্য করিতে পার, এবং তিনি তোমাদের ঈর্ষা-বিদ্বেষকে তোমাদের অন্তর হইতে বাহির করিয়া দিবেন।[২৭৬০]

هٰٓاَنْتُمْ هٰٓؤُلَاۗءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ فَمِنْكُمْ مَّنْ يَّبْخَلُ ۚ وَمَنْ يَّبْخَلْ فَاِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَّفْسِهٖ ۭ وَاللّٰهُ الْغَنِيُّ وَاَنْتُمُ الْفُقَرَاۗءُ ۚ وَاِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ۙ ثُمَّ لَا يَكُوْنُوْٓا اَمْثَالَكُمْ ﴿٣٨﴾

৩৯। শুন! তোমরাই হইতেছ সেই লোক, যাহাদিগকে আল্লাহ্র পথে খরচ করিবার জন্য আহ্বান করা হইতেছে; তবে তোমাদের মধ্যে এমনও আছে যে কার্পণ্য করে। কিন্তু যে কার্পণ্য করে, সে প্রকৃত পক্ষে নিজের প্রাণের বিরুদ্ধেই কার্পণ্য করে।[২৭৬১] বস্তুতঃ আল্লাহ্ অসীম সম্পদশালী, এবং তোমরাই অভাবগ্রস্ত। এবং যদি তোমরা বিমুখ হইয়া যাও, তাহা হইলে তিনি তোমাদের স্থলে অন্য এক জাতিকে লইয়া আসিবেন, তখন তাহারা তোমাদের ন্যায় (গাফেল) হইবে না।[২৭৬২]

৪ [১০] ৮ ع

২৭৫৮। এখানে মুসলমানদিগকে নির্দেশ দেওয়া হইতেছে যে, একবার যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া গেলে, যুদ্ধের গতি যেভাবেই মোড় নিক না কেন এবং ফলাফল যাহাই হউক না কেন, তাহারা যেন কখনও সন্ধির প্রস্তাব না দেয়। তাহারা হয় বিজয়ী, না হয় শাহাদত লাভ করিবে। এই দুইটি ছাড়া অন্য কিছু ইঙ্গিত নাই।

২৭৫৯। এই আয়াতের বক্তব্য অনেকটা ইহাই যে, যেহেতু মুসলমানগণ আল্লাহ্র পথে জেহাদ করিতে নির্দেশপ্রাপ্ত হইয়াছে, সেইহেতু যুদ্ধের খরচপত্রও তাহাদিগকেই বহন করিতে হইবে। আর এই উদ্দেশ্যে তাহাদিগকে ধন-সম্পদও ব্যয় করিতে হইবে। তবে, আল্লাহ্ নিজের জন্য তাহাদের কাছে ধন চান না। তাহাদের নিজেদের মঙ্গলের জন্যই তাহাদিগকে জান-মাল কুরবানী করার কথা বলা হইতেছে। কেননা এইরূপ কুরবানী ছাড়া বড় ধরণের সাফল্য কখনও সম্ভব নয়। সত্যিকার মো'মেনগণকে এই চির সত্যটি অনুধাবন করিতে হইবে।

২৭৬০। এই আয়াতটি বিশেষভাবে মোনাফেকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

২৭৬১। কৃপণতা একটি মারাত্মক নৈতিক রোগ। ইহা মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মঙ্গলের অবসান ঘটাইয়া থাকে। কুরআনের অন্যত্র, কৃপণ-স্বভাব লোকদের প্রতি অতি কঠোর ভাষা ব্যবহার করা হইয়াছে (৯ঃ৩৫)।

২৭৬২। "তিনি তোমাদের স্থলে অন্য এক জাতিকে লইয়া আসিবেন', এই কুরআনী বাক্যটির ব্যাখ্যা চাহিয়া রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে একবার জিজ্ঞাসা করা হইল, "এই অন্য জাতি কে" ? রেওয়ায়াত আছে যে, তিনি উত্তরে বলিয়াছিলেন, "ঈমান যদি সপ্তর্ষিমণ্ডলে উঠিয়া যায়, তাহা হইলেও পারস্য বংশীয় এক ব্যক্তি তাহা পুনরায় ধরার বুকে ফিরাইয়া আনিবেন" (বুখারী, রূহুল মা'আনি)

৪৮-সূরা আল্ ফাতহ্
(হিজরতের পরে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণ বা নাযেল হওয়ার সময় ও প্রসঙ্গ

প্রখ্যাত আলেমগণের সকলেরই এই অভিমত যে, হুদায়বিয়ার সন্ধি স্বাক্ষরের পরে, ষষ্ঠ হিজরীর জিলকদ মাসে, মহানবী (সাঃ) যখন মদীনায় ফিরিতেছিলেন, তখন এই সূরা অবতীর্ণ হইয়াছিল । এই সন্ধিটি ইসলামের ইতিহাসের একটি যুগান্তকারী ঘটনা । আর সেজন্যই ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট সকল ছোটখাট বিষয়াদির বিবরণও ইসলামের ইতিহাসে সযত্নে সংরক্ষিত রহিয়াছে । তাই এই সূরা নাযেল হওয়ার স্থান ও সময় সম্বন্ধে পূর্ণ মতৈক্য রহিয়াছে । এই সূরার নাম আল্ ফাতহ্ (বিজয়)। এই নামকরণ খুবই সার্থক ও যুক্তি-যুক্ত হইয়াছে । আপাতদৃষ্টিতে এই সন্ধি একটি রাজনৈতিক পরাজয় মনে হইলেও পরিশেষে হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর জন্য ইহা অনন্য সাধারণ প্রজ্ঞা,বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতার পরিচায়ক বলিয়া প্রমাণিত হইল । কেননা ইহার ফলে মক্কা-বিজয় সহজে সংঘটিত হইল এবং তারই ফলে সারা আরব দেশে অভাবিতভাবে ইসলামের বিজয়-ঝাণ্ডা উড্ডীন হইল । পূর্ববর্তী সূরায় শেষের দিকে বিশ্বাসীগণকে অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে সুনিশ্চিত বিজয়ের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল । এই সূরা অতি পরিষ্কার ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করিতেছে যে, প্রতিশ্রুত বিজয়ের দিন এখন আর অনিশ্চিত দূরের বস্তু নহে, বরং সেই দিন অতি সন্নিকটে । বিজয় এতই সন্নিকটে যে, ইহা আসিয়া গিয়াছে বলিলেও চলে । এই বিজয় এতই পূর্ণ ও প্রভাব-বিস্তারী হইবে যে, সংশয়বাদী ব্যক্তিও ইহাকে অস্বীকার করিতে পারিবে না ।

বিষয়-বস্তু

সূরাটি এই কথা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করিয়া আরম্ভ হইয়াছে যে, প্রতিশ্রুত বিজয় দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া গিয়াছে । এই বিজয় হইবে পরিষ্কার, চূড়ান্ত ও সুদূর-প্রসারী । মহানবী (সাঃ)-কে আরো জানানো হইল যে, এই বিজয়ের ফলে এত বিপুল সংখ্যক লোক ইসলাম গ্রহণ করিবে যে, নবদীক্ষিতগণকে ইসলামের ধর্ম-বিশ্বাস, নিয়ম-নীতি ও আচার-আচরণ প্রভৃতি ব্যাপারে শিক্ষিত ও অভ্যস্ত করিয়া তোলা এক বিরাট ও দুঃসাধ্য কাজ হইয়া দাঁড়াইবে । অতএব, এই সুমহান কার্য সঠিকভাবে সম্পাদনের জন্য মহানবীর উচিত আল্লাহ্‌র সাহায্য প্রার্থনা করা। তাহাছাড়া আল্লাহ্‌তা'লার কাছে করুণা ও ক্ষমা ভিক্ষা করাও উচিত যাহাতে মানবীয় সীমাবদ্ধতা ও মানব-সুলভ দুর্বলতার কারণে, এই কর্ম-সম্পাদনে কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকিয়া না যায় । অতঃপর বলা হইয়াছে যে, হুদায়বিয়ার সন্ধির পূর্ণ তাৎপর্য সঠিক মূল্যায়নের অভাবে, মো'মেনগণ কতকটা আশাহত হইলেও আল্লাহ্‌তা'লা শীঘ্রই তাহাদের মনে শান্তি ও স্বস্তি প্রদান করিবেন এবং যে আনন্দ এখন অবিশ্বাসীরা উপভোগ করিতেছে, তাহা অতি ক্ষণস্থায়ী বলিয়া প্রমাণিত হইবে । মো'মেনগণকে উপদেশ দেওয়া হইতেছে যে, সন্ধি-পত্রে দস্তখত করিয়া মহানবী (সাঃ) তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় দেন নাই, এরূপ মনে করা কোন মো'মেনরই উচিত নয় । কেননা তিনি (সাঃ) হইলেন আল্লাহ্‌তা'লার প্রেরিত মহাপুরুষ এবং তাঁহার সকল কার্যাবলীই আল্লাহ্‌তা'লার তত্ত্বাবধানে ও পরিচালনায় বা হেদায়াতে হইয়া থাকে । মো'মেনদের উচিত, তাহাকে বিশ্বাস করা, সাহায্য করা ও শ্রদ্ধা করা । সূরাতে এই কথাও বলা হইয়াছে যে, মো'মেনগণ ঐ সময়েই আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন করিয়াছিল যখন তাহারা 'বৃক্ষের নীচে' বসিয়া রসূলে পাক (সাঃ)-এর আনুগত্য করার এরূপ শপথ নিয়াছিল যে, তাঁহারা মহাবিপদের মুখেও তাঁহার পাশে দাঁড়াইবে, এমন কি প্রাণ বিসর্জন দিবে তথাপি তাহাকে বিসর্জন দিবে না । ইহা আল্লাহ্‌তা'লারই এক পরিকল্পনা ছিল যে, ঐ সময়ে যুদ্ধ সংঘটিত হইবে না । মক্কায় সেই সময়ে বেশ কয়েকজন নিবেদিত-প্রাণ, সত্য-সরল মুসলমান বাস করিতেন, যাহাদিগকে মদীনার মো'মেনগণ জানিতেন না । ঐ সময় যুদ্ধ হইলে ঐ মুসলমানরা অজান্তেই মারা পড়িতেন । অতঃপর মোনাফেক ও পশ্চাদপসরণকারীর দলকে ভর্ৎসনা করা হইয়াছে এবং তাহাদের দ্বৈত-নীতিকে উলঙ্গভাবে প্রকাশ করা হইয়াছে । যখনই তাহাদিগকে আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করার আহ্বান জানানো হয়, তাহারা নতুন নতুন বাহানা আবিষ্কার করিয়া পিছনে থাকিয়া যাইতে চায় । কিন্তু তাহাদের এই মিথ্যা বাহানা ও নির্বোধ ওজর-আপত্তি আত্ম-প্রবঞ্চনা ছাড়া আর কিছুই নয় । সূরাটি শেষ দিকে পুনরায় এই বিষয়ের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে যে, হুদায়বিয়ার সন্ধি এক বিরাট বিজয় বলিয়া প্রমাণিত হইবে এবং এই বিজয়ের পিছনে আরো অনেক বিজয় ছুটিয়া আসিবে, এমন কি আশেপাশের দেশগুলি মুসলমানদের হস্তগত হইয়া যাইবে ।

سُوْرَةُ الْفَتْحِ مَدَنِيَّةٌ

৪৮-সূরা আল্ ফাত্হ

ইহা মাদানী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ইহাতে ৩০ আয়াত এবং ৪ রুকূ আছে ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। আল্লাহ্র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا ۙ②

২। নিশ্চয় আমরা তোমাকে এক সুস্পষ্ট বিজয় দান করিয়াছি,[২৭৬৩]

২৭৬৩। "এক সুস্পষ্ট বিজয়" কথাগুলি মনে হয় 'হুদায়বিয়ার সন্ধি'কে বুঝাইতেছে । এখানে একটি বিষয় বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, মদনী জীবনের প্রথম ছয় বছরে, যদিও মহানবী (সাঃ) তাঁহার শত্রুদের বিরুদ্ধে এত বড় বড় বিজয় অর্জন করিয়াছিলেন যে তাহাদের যুদ্ধ করার ক্ষমতা একেবারে পঙ্গু ও চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছিল, তথাপি কুরআনে ঐসব বিজয়ের একটিকেও প্রকাশ্য বিজয় বলিয়া অভিহিত করা হয় নাই । এই মহাসম্মান একমাত্র হুদায়বিয়ার সন্ধির জন্য সংরক্ষিত ছিল । অথচ এই সন্ধির শর্তগুলি বাহ্যতঃ মুসলমানদের জন্য অপমানজনক ছিল এবং ইসলামের সম্মানের প্রতি এক অসহনীয় আঘাত ছিল । এতই অসহনীয় ছিল যে, হযরত উমর (রাঃ)-এর মত দৃঢ়চেতা ব্যক্তিও দুঃখে ও লজ্জায় উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিয়াছিলেন, এই শর্তাবলী যদি মহানবী (সাঃ) ছাড়া অন্য কোনও ব্যক্তি দ্বারা সম্পাদিত হইত, তাহা হইলে তিনি এইগুলিকে ঠাট্টা করিয়া উড়াইয়া দিতেন (হিশাম)। প্রকৃতপক্ষে, নিশ্চিতভাবেই এই সন্ধি একটি মহাবিজয় ছিল; এই কারণে যে, ইহা ইসলামের বিস্তৃতি, প্রচার ও প্রসারের পথ অবারিতভাবে খুলিয়া দিল, যাহার ফলে মক্কার পতন ও সারা আরবের বিজয়ের চাবি মুসলমানের হাতে আসিয়া গেল । মহানবী (সাঃ)-এর জন্য এই সন্ধিটি ছিল মহাকুশলীর বিজয়-চাল, যাহার ফলে তাঁহার 'রাজনৈতিক মর্যাদা, কুরায়শদের স্বাধীন ও সার্বভৌম মর্যাদার সমানই স্বাধীন ও সার্বভৌম বলিয়া স্বীকৃত হইয়া গেল ।' (মোহাম্মদ এ্যাট মেডিনা' বাই মন্ট্গোমারী ওয়াট)।

মহানবী (সাঃ) স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহার একদল সঙ্গী লইয়া কাবা গৃহের তাওয়াফ করিতেছেন । এই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিবার জন্য তিনি ১,৫০০ জন সাথী লইয়া 'উমরা' (৬২৮ইং) সম্পাদনের উদ্দেশ্যে সেই পবিত্র মাসগুলির মধ্যে রওয়ানা হইলেন, যে মাসগুলিতে ইসলামের পূর্ব হইতেই আরবদেশের প্রচলন ও রীতি অনুযায়ী যুদ্ধ-বিগ্রহ একেবারেই নিষিদ্ধ ছিল । তিনি যখন মক্কার কয়েক মাইল দূরে অবস্থিত 'উস্ফান' নামক স্থানে পৌঁছিলেন, যখন তিনি তাঁহার পূর্বে-পাঠানো দূতের মারফত অবহিত হইলেন যে, কুরায়শগণ কোন অবস্থাতেই মহানবীকে মক্কায় প্রবেশ করিতে দিবে না । এই অগ্রদূত দলের নেতা ছিলেন আব্বাদ বিন বিশর । যুদ্ধ পরিহার করার মানসে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) রাস্তা পরিবর্তন পূর্বক, বহু দুর্গম ও কষ্টকর প্রস্তরময়, পেঁচালো দীর্ঘপথ ঘুরিয়া হুদায়বিয়াতে পৌঁছিলেন এবং তাবু ফেলিলেন । মহানবী (সাঃ) ঘোষণা করিলেন যে, পবিত্র মক্কার সম্মানের খাতিরে তিনি কুরায়শদের সকল শর্ত মানিতে প্রস্তুত আছেন (হিশাম)। কুরায়শগণ দৃঢ় সঙ্কল্প ছিল যে, মহানবী (সাঃ) যাহা কিছুই বলুন না কেন, তাহারা কোন ক্রমেই তাঁহাকে মক্কায় প্রবেশ করিতে দিবে না । উভয় পক্ষে বহু বাণী আদান-প্রদান করা হইল, যাহাতে সমস্যার একটা শান্তিপূর্ণ সমাধান হইয়া যায় ।

বহু তর্ক-বির্তক ও সুদীর্ঘ সংলাপ সত্বেও ফলপ্রসূ কিছুই ঘটিল না । মহানবী (সাঃ) নিজের ব্যক্তিগত মর্যাদা ও মান-সম্মানকে উপেক্ষা করিয়াও কুরায়শদের সহিত একটা ন্যায়-সঙ্গত আপোষে উপনীত হইবার জন্য শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অসীম ধৈর্যের সাথে প্রচেষ্টা চালাইয়া গেলেন । শেষ পর্যন্ত একটা আপোষ-মীমাংসা হইল বটে, কিন্তু চুক্তির শর্তগুলি মুসলমানদের জন্য তত সুবিধাজনক বোধ হইতেছিল না । শর্তগুলি এইরূপ ঃ "দশ বৎসরের জন্য দুই পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ স্থগিত করা হইল । যাহারা মহানবী (সাঃ)-এর পক্ষাবলম্বন করিতে চায় কিংবা তাঁহার সহিত সন্ধি স্থাপন করিতে চায়, তাহাদিগকে অবাধে তাহা করিতে দেওয়া হইবে । অনুরূপভাবে,যাহারা কুরায়শদের পক্ষাবলম্বন করিতে চাহিবে কিংবা তাহাদের সাথে সন্ধি স্থাপন করিতে চাহিবে, তাহারাও তাহা অবাধে করিতে পারিবে । মৈত্রী-জোট গঠনে কোন প্রকার বাধা দেওয়া যাইবে না । যদি কোন মো'মেন ব্যক্তি অভিভাবকের বিনা অনুমতিতে মক্কা ছাড়িয়া মহানবী (সাঃ)-এর কাছে গমন করে, তাহা হইলে ঐ মুসলিম ব্যক্তিকে মক্কায় তাহার অভিভাবকের কাছে ফেরৎ পাঠাইতে হইবে । কিন্তু মহানবী (সাঃ)-এর কোন অনুসারী যদি তাঁহাকে ছাড়িয়া কুরায়শদের কাছে চলিয়া আসে তাহা হইলে তাহাকে ফেরৎ চাওয়া যাইবে না বা ফেরৎ দেওয়া হইবে না । এই বৎসর মক্কানগরীতে প্রবেশ না করিয়াই মহানবী (সাঃ)-কে মদীনায় ফিরিয়া যাইতে হইবে । অবশ্য পরবর্তী বৎসরে তিনি তাঁহার সাথীগণকে সঙ্গে নিয়া ওমরাহ পালনের জন্য মক্কায় তিনদিন ধরিয়া

لِّيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْۢبِكَ وَمَا تَاَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا ۙ﴿۳﴾

৩। যেন আল্লাহ্ তোমাকে ক্ষমা করেন[২৭৬৪] তোমার ত্রুটি-বিচ্যুতি[২৭৬৫] যাহা পূর্বে (তোমার প্রতি আরোপিত) হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে[২৭৬৬] হইতে পারে, এবং তোমার উপর নিজ নেয়ামতকে পূর্ণ করেন এবং তোমাকে সরল-সুদৃঢ় পথে পরিচালিত করেন;

অবস্থান করিতে পারিবেন, তবে তাহারা কোষাবদ্ধ তরবারী ব্যতীত অন্য কোন প্রকারের অস্ত্র সঙ্গে আনিতে পারিবেন না।" শর্তগুলির দিকে তাকাইলেই মনে হয় যে, এইগুলি অপমানজনক। মুসলমানরা খুবই মনক্ষুণ্ণ হইলেন। তাহাদের মনের গভীর দুঃখানুভূতি ও অপমানবোধ ভাষায় প্রকাশ করা সুকঠিন। তৃতীয় শর্তটি একেবারে অসহনীয় ও যন্ত্রণাদায়ক। কিন্তু মহানবী (সাঃ) শান্ত ও সমাহিত। কেননা, ইসলামের নৈতিক শক্তির উপর তাহার এত গভীর আস্থা ছিল যে, তিনি নিশ্চিত প্রত্যয় রাখিতেন, যে ব্যক্তি একবার ঈমানের স্বাদ লাভ করিয়াছে, সে ঐ ঈমানের খাতিরে আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়া পসন্দ করিবে, তথাপি কুফরীর মধ্যে প্রত্যাবর্তন করিবে না (বুখারী)। তাহা ছাড়াও, সে যেখানেই থাকুক না কেন ইসলামের জন্য এক শক্তির উৎসরূপেই থাকিবে। পরবর্তীকালে এই সন্ধিই একটি 'প্রকাশ্য বিজয়' বলিয়া প্রমাণিত হইল। মহানবী (সাঃ)-এর যে সকল সাহাবী এই সন্ধি স্থাপনের কালে হুদায়বিয়ায় উপস্থিত ছিলেন, তাহারা অত্যন্ত গৌরব বোধ করিতেন এবং যথেষ্ট ন্যায়-সঙ্গতভাবেই বলিতেন যে, এই আয়াতের "সুস্পষ্ট বিজয়" বলিতে মক্কা-বিজয়কে নয়, বরং হুদায়বিয়ার সন্ধিকেই বুঝাইতেছে (বুখারী) তাঁহাদের মতে অন্য কোন বিজয়ই পরিণামের দিক দিয়া এই সন্ধির চাইতে বড় ও ফলপ্রসূ সাব্যস্ত হয় নাই (হিশাম)। আর, নবী করীম (সাঃ) স্বয়ং ইহাকে মহাবিজয় বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন (বায়হাকী)। কুরআন ইহাকে বলিয়াছে, এক সুস্পষ্ট বিজয় (আয়াত-২), মহাসফলতা (আয়াত-৬); মহাপুরস্কার (আয়াত-১১), নবী করীম (সাঃ)-এর প্রতি আল্লাহ্তা'লার পূর্ণতম অনুগ্রহ (আয়াত-৩)। কারণ, এই সন্ধিই ইসলামের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের ও বিজয়সমূহের সদর দরজা খুলিয়া দিয়াছিল।

২৭৬৪। এই আয়াতের অর্থ করিতে গিয়া অনেকেই জানিয়া শুনিয়া কদর্থ করিয়াছেন। আরবী বাগ্ধারা ও ব্যবহার রীতি সম্বন্ধে জ্ঞান না থাকায় খৃষ্টান লেখকেরা ভুলবশতঃ এই অর্থ করিয়াছেন যে, মহানবী (সাঃ)ও হয় তো কখনও নৈতিক ভ্রান্তিতে পতিত হইয়াছিলেন। মুসলমানদের কাছে ইহা বিশ্বাসের অঙ্গ যে, আল্লাহ্র নবীগণ নিষ্পাপ জন্মগ্রহণ করেন এবং আজীবন নিষ্পাপ থাকেন। ইহাই কুরআনের শিক্ষা। তাঁহারা আল্লাহ্র নির্দেশের বিপরীতে কিছু বলেন না এবং কিছু করেনও না (২১ঃ২৮)। যেহেতু, তাহাদিগকে মানুষের পাপ-মুক্তির জন্য প্রেরণ করা হইয়া থাকে, সেই হেতু ইহা স্বাভাবিক যে, তাঁহারা স্বয়ং পাপ করিতে পারেন না। তদুপরি, মহানবী (সাঃ) হইলেন সকল নবীর উচ্চে শীর্ষস্থানীয়; পবিত্র নবীদের মধ্যে পবিত্রতম। কুরআনে বহু আয়াত রহিয়াছে যাহা অত্যন্ত উজ্জ্বল ও জোরালো ভাষায় নবী করীম (সাঃ)-এর নিষ্পাপ-নিষ্কলঙ্ক, পূত-পবিত্র জীবনের সাক্ষ্য প্রদানকারী (যেমন-২ঃ১৩০; ৩ঃ৩২; ৩ঃ১৬৫; ৬ঃ১৬৩; ৭ঃ১৫৮; ৮ঃ২৫, ৩৩ঃ২২, ৪৮ঃ১১; ৫৩ঃ৩-৪, ৬৮ঃ৫ এবং ৮১ঃ২০-২২)। লি-ইয়াগফিরার অর্থ ২৬১২ টীকায় দেখুন।

২৭৬৫। নবী করীম (সাঃ)-এর মত এত উচ্চমার্গের কোন মানুষ, যিনি নৈতিক অধঃপতনের গর্ভে নিমজ্জিত একটি জাতিকে আধ্যাত্মিক উন্নতির চরম শিখরে লইয়া গেলেন, তিনি কখনও বিন্দু মাত্র নৈতিক দোষে দোষী হইতে পারেন না। তবুও তাঁহার বিরুদ্ধাচারীরা অনর্থক দোষারোপ করিয়া তাঁহাকে দোষী সাব্যস্ত করিতে নিষ্ফল চেষ্টা করে। এই আয়াতের একটি সোজা-সরল, শব্দ হইল 'যান্বুন'। এই 'যানবুন' শব্দটির আশ্রয় নিয়া চরিত্র হননের অপচেষ্টা করা হইয়াছে। আসলে এই শব্দটির অর্থ হইল মানুষের স্বভাব-সুলভ দুর্বলতা ও ভ্রান্তি যাহা অনিষ্টকর ফলোদয় ঘটায়। পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হইয়াছে, প্রতিশ্রুত বিজয় আসার সাথে সাথে এত অগণিত লোক ইসলামে প্রবেশ করিবে যে, তাহাদিগকে ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করা এবং তাহাদের চারিত্রিক পরিবর্তন ও উৎকর্ষ সাধন এক দুঃসাধ্য কাজ হইয়া দাঁড়াইবে। সেই কাজে অনেক স্বাভাবিক ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকিয়া যাইবে। এই আয়াতে ইহাই বুঝানো হইতেছে যে, আল্লাহ্তা'লা রসূলে করীম (সাঃ)-কে ঐসব ত্রুটি-বিচ্যুতির অশুভ ফলাফল হইতে রক্ষা করিবেন। এই জন্যই কুরআনের যেসব স্থানে মহানবী (সাঃ)-কে বিজয়ের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে, সেই সব স্থানেই তাহাকে নিজের 'যানব' (স্বভাব-সুলভ দুর্বলতা) হইতে আল্লাহ্র কাছে সাহায্য প্রার্থনা করিতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, যাহাতে তাঁহার মানব-সুলভ অসামর্থ্য ও সীমাবদ্ধতা তাঁহার সুমহান উদ্দেশ্য সম্পাদনের পথে বাধা হইয়া না দাঁড়ায়। প্রণিধানযোগ্য বিষয়টি এই যে, 'জুনাই' 'জুরম', 'ইসম' এবং 'যন্ব' এই চারিটি শব্দ কাছাকাছি ধরণের অর্থ প্রকাশ করে। কিন্তু প্রথমোক্ত তিনটি শব্দ আল্লাহ্তা'লার নবীগণের সম্বন্ধে কুরআনে একটি স্থানেও ব্যবহৃত হয় নাই। ইহা দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, ঐ তিনটি শব্দের যে মন্দ তাৎপর্য রহিয়াছে, 'যান্ব' শব্দটির মধ্যে তাহা নাই। ইহা ছাড়াও, যদি একান্তই 'যান্ব' শব্দটি পাপ বা অপরাধ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াও থাকে, তাহা হইলেও কুরআনে ব্যবহৃত বাগ্ধারা অনুযায়ী যান্বাকা অর্থ দাঁড়াইবে, 'তুমি যেসব অপরাধ করিয়াছ বলিয়া তাহারা অপবাদ দেয়,' অথবা 'তোমার বিরুদ্ধে তাহারা যেসব অপরাধ করিয়াছে'। 'যান্ব' শব্দটির শেষোক্ত অর্থটি নিলে, এই আয়াতের 'লাকা' শব্দটির অর্থ দাড়াইবে 'তোমার খাতিরে'। কুরআনের অন্যত্র (৫ঃ৩০), ঠিক এই ধরণের একটি দৃষ্টান্ত হইলঃ 'ইসমী' (আমার পাপ), যাহার সঠিক তাৎপর্য হইল, "আমার বিরুদ্ধে যে সকল পাপকার্য সংঘটিত হইয়াছে।" এইভাবে আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ ইহাই দাঁড়াইতেছে যে, হুদায়বিয়ার সন্ধি যাহা মহানবী (সাঃ)-এর জন্য মহাবিজয়ের সূচনা

২৭৬৬ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

وَّيَنْصُرَكَ اللّٰهُ نَصْرًا عَزِيْزًا ۝٤

৪। এবং আল্লাহ্ তোমাকে অতি শক্তিশালী সাহায্য দান করেন।[২৭৬৭]

هُوَ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ فِيْ قُلُوْبِ الْمُؤْمِنِيْنَ لِيَزْدَادُوْٓا اِيْمَانًا مَّعَ اِيْمَانِهِمْ ؕ وَلِلّٰهِ جُنُوْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۝٥

৫। তিনিই তো মো'মেনদের অন্তরে প্রশান্তি[২৭৬৮] নাযেল করিয়াছেন, যেন তাহারা তাহাদের পূর্বেকার ঈমানের সহিত আরও ঈমানে বৃদ্ধি লাভ করে, বস্তুতঃ আকাশসমূহের ও পৃথিবীর সকল সৈন্যদল আল্লাহ্রই; এবং আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী, পরম প্রজ্ঞাময়—

لِّيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ ؕ وَكَانَ ذٰلِكَ عِنْدَ اللّٰهِ فَوْزًا عَظِيْمًا ۝٦

৬। যেন তিনি মো'মেন পুরুষদিগকে এবং মো'মেন নারীদিগকে এমন জান্নাতসমূহে প্রবিষ্ট করেন যাহার তলদেশ দিয়া নহরসমূহ প্রবাহিত থাকিবে, তাহারা উহাতে সর্বদা বসবাস করিতে থাকিবে, এবং যেন তিনি তাহাদের সকল অনিষ্টতা দূরীভূত করিয়া দেন; এবং আল্লাহ্র নিকট ইহা হইবে মহা সফলতা।

وَّيُعَذِّبَ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْمُنٰفِقٰتِ وَالْمُشْرِكِيْنَ وَالْمُشْرِكٰتِ الظَّآنِّيْنَ بِاللّٰهِ ظَنَّ السَّوْءِ ؕ عَلَيْهِمْ دَآئِرَةُ السَّوْءِ ۚ

৭। এবং যেন তিনি মোনাফেক পুরুষদিগকে ও মোনাফেক নারীদিগকে এবং মোশরেক পুরুষদিগকে ও মোশরেক নারীদিগকে, যাহারা আল্লাহ্ সম্বন্ধে অনেক মন্দ ধারণা পোষণ করে, আযাব দেন। তাহাদের উপরই অমঙ্গল-চক্র আসিবে;

করিল, উহার ফলে নবী করীম (সাঃ)-এর প্রতি যেসব পাপ, অপরাধ, দোষ ইত্যাদি শত্রুরা এতদিন আরোপ করিয়া আসিয়াছিল যথা,— তিনি প্রবঞ্চক, জুয়াচোর, আল্লাহ্ ও মানবের বিরুদ্ধে মিথ্যারোপকারী ইত্যাদি— এই সব কিছুই মিথ্যা প্রতিপন্ন হইবে। কেননা, সকল প্রকারের শত্রু-মিত্র এখন মহানবী (সাঃ)-এর অনুসারীগণের সহিত অবাধে মিলা-মিশা ও আলাপ-আলোচনার সুযোগে তাঁহার সম্বন্ধে প্রকৃত তত্ত্ব, তথ্য ও সত্য অবগত হইতে পারিবে। এই অর্থও হইতে আপত্তি নাই যে, তোমার শত্রুরা তোমার বিরুদ্ধে যে সব পাপকার্য ও অপরাধ করিয়াছে, কেবল তোমারই খাতিরে, তাহাদের সেই সব পাপ ও অপরাধ ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইবে। প্রকৃত পক্ষে, বাস্তবে তাহাই ঘটিয়াছিল। যখন মক্কার পতন ঘটিল এবং আরব জাতি ইসলাম গ্রহণ করিল, তখন তাহাদের পূর্বকৃত পাপ ও অপরাধসমূহ ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইল। প্রসঙ্গও এই অর্থই সমর্থন করে। অন্যথায় 'যান্ব' শব্দের অর্থ 'পাপ' ধরিয়া লইয়া, এখানে পাপ-মোচনের কথা বলা হইয়াছে মনে করিলে, রসূলে করীম (সাঃ)-এর সুস্পষ্ট বিজয় লাভ ও তাঁহার প্রতি আল্লাহ্তা'লার পরিপূর্ণ অনুগ্রহ বর্ষণ কথাগুলির সাথে পাপ-মোচনের কথা মোটেই খাপ-খায় না। অতএব এই অর্থ এখানে অচল, উপরে বর্ণিত অর্থ ও ব্যাখ্যাই সঠিক।

২৭৬৬। "অতীত ও ভবিষ্যতে পাপ" কথাগুলি দ্বারা রসূলে পাক (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে শত্রুদের দ্বারা অতীতে আরোপিত এবং ভবিষ্যতে আরোপিতব্য পাপের অভিযোগগুলি বুঝায়। এই অভিযোগসমূহ সম্পূর্ণভাবে মিথ্যা প্রমাণিত ও অপসারিত হইবে এবং রসূলে পাক (সাঃ) সম্পূর্ণ নিষ্পাপ-নিষ্কলঙ্ক সাব্যস্ত হইবেন।

২৭৬৭। হুদায়বিয়ার সন্ধির পরে পরেই, আল্লাহ্র বিরাট সাহায্য নামিয়া আসে এবং আরব ভূমিতে এমন বিদ্যুৎবেগে ইসলামের প্রচার ও প্রসার ঘটিতে থাকে যে, দেখিতে দেখিতে মহানবী (সাঃ) একজন স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রপতিরূপে স্বীকৃতি লাভ করেন।

২৭৬৮। এই বক্তব্য হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, হুদায়বিয়ার সন্ধির শর্তগুলি দ্বারা যদিও মুসলমানেরা সাময়িকভাবে মন ক্ষুন্ন হইয়াছিলেন, তথাপি আল্লাহ্র পথে কুরবানীর ময়দানে ও জিহাদের ক্ষেত্রে তাহাদের মনের প্রশান্তি সামান্যতম ব্যাহত হয় নাই। তাঁহারা দৃঢ় প্রত্যয়ী ছিলেন যে, ঐশী সেনাদল তাহাদের সাথে আছেন। এই কারণেই আমরা দেখিতে পাই যে, হুদায়বিয়াতে যখন একটি গুজব ছড়াইয়া পড়িল যে, মক্কাবাসীদের কাছে প্রেরিত মহানবী (সাঃ)-এর দূত হযরত উসমান (রাঃ)-কে হত্যা করা হইয়াছে তখন মহানবী (সাঃ) মুসলমানদিগকে তাঁহার কাছে অঙ্গীকার করিতে আহ্বান জানাইলেন যে, হযরত উসমানের হত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্য তাহারা তাঁহার পতাকাতলে সমবেতভাবে প্রাণপণ যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত আছে কিনা। তখন প্রত্যেকটি মুসলমান বিনা ব্যতিক্রমে, নির্দ্বিধায় এই প্রতিজ্ঞা নিজ নিজ মুখে উচ্চারণ করিয়াছিল যে, তাহারা প্রস্তুত।

وَ غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَ لَعَنَهُمْ وَ اَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ ؕ وَ سَآءَتْ مَصِيْرًا ۝٦

এবং আল্লাহ্ তাহাদের উপর ক্রোধ বর্ষণ করিয়াছেন, এবং তাহাদিগকে অভিসম্পাত করিয়াছেন, এবং তাহাদের জন্য জাহান্নাম প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন। এবং প্রত্যাবর্তনস্থল হিসাবে উহা অতীব নিকৃষ্ট।

وَ لِلّٰهِ جُنُوْدُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ۝٧

৮। এবং আকাশসমূহের ও পৃথিবীর সৈন্যদলসমূহ আল্লাহ্রই, এবং আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়।

اِنَّاۤ اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّ مُبَشِّرًا وَّ نَذِيْرًا ۝٨

৯। নিশ্চয় আমরা তোমাকে সাক্ষীরূপে, সুসংবাদদাতারূপে এবং সতর্ককারীরূপে পাঠাইয়াছি,

لِّتُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ وَ تُعَزِّرُوْهُ وَ تُوَقِّرُوْهُ ؕ وَ تُسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّ اَصِيْلًا ۝٩

১০। যেন তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলের উপর ঈমান আন এবং তাহাকে সাহায্য কর এবং তাহাকে সম্মান কর; এবং প্রভাতে ও সন্ধ্যায় তাঁহার মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা কর।

اِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللّٰهَ ؕ يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ ۚ فَمَنْ نَّكَثَ فَاِنَّمَا يَنْكُثُ عَلٰى نَفْسِهٖ ۚ وَ مَنْ اَوْفٰى بِمَا عٰهَدَ عَلَيْهُ اللّٰهَ فَسَيُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا ۝١٠

১১। নিশ্চয় যাহারা তোমার বয়'আত করে[২৭৬৯] বস্তুতঃ পক্ষে তাহারা আল্লাহ্র বয়'আত করে। আল্লাহ্র হাত তাহাদের হাতের উপর আছে। অতএব যে ব্যক্তি (বয়'আতের) অঙ্গীকারকে ভঙ্গ করে সে নিজেরই বিরুদ্ধে অঙ্গীকার ভঙ্গ করে; এবং যে ব্যক্তি ঐ অঙ্গীকারকে পূর্ণ করে যাহা সে আল্লাহ্র সঙ্গে করিয়াছে তাহাকে অচিরেই তিনি মহাপুরস্কার দান করিবেন।

ع ১ [১১] ৯

سَيَقُوْلُ لَكَ الْمُخَلَّفُوْنَ مِنَ الْاَعْرَابِ شَغَلَتْنَاۤ اَمْوَالُنَا وَ اَهْلُوْنَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا ۚ يَقُوْلُوْنَ بِاَلْسِنَتِهِمْ مَّا لَيْسَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ ؕ قُلْ فَمَنْ يَّمْلِكُ لَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا اِنْ اَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا اَوْ اَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا ؕ بَلْ كَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ۝١١

১২। মরুবাসীদের মধ্য হইতে যাহাদিগকে পশ্চাতে পরিত্যাগ করা হইয়াছিল,[২৭৭০] তাহারা নিশ্চয় তোমাকে বলিবে, 'আমাদিগকে আমাদের ধন-সম্পদ ও পরিজনবর্গ মশগুল রাখিয়াছিল, সুতরাং আপনি আমাদের জন্য (আল্লাহ্র নিকট) ক্ষমা প্রার্থনা করুন।' তাহারা নিজেদের জিহ্বায় যাহা বলে তাহা তাহাদের অন্তরে নাই। তুমি বল, 'যদি আল্লাহ্ তোমাদের ক্ষতি করিতে চাহেন অথবা তোমাদের কল্যাণ সাধন করিতে চাহেন তাহা হইলে কে আছে যে আল্লাহ্র বিরুদ্ধে তোমাদের জন্য কিছু করিবার ক্ষমতা রাখে? না, বরং তোমরা যাহা কিছু করিতেছ সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ সম্যক অবহিত।'

২৭৬৯। এখানে ঐ আনুগত্যের শপথ ও প্রতিজ্ঞার প্রতি মনোযোগ আকৃষ্ট করা হইয়াছে, যে প্রতিজ্ঞা মো'মেনগণ মহানবী (সাঃ)-এর কাছে হুদায়বিয়ার বৃক্ষতলে শপথসহ উচ্চারণ করিয়াছিলেন (বুখারী)।

২৭৭০। মদীনার পাশাপাশি বেদুঈন গোত্রগুলিকে আমন্ত্রণ জানানো হইয়াছিল, তাহারাও যেন মক্কায় 'উমরাহ' পালনের জন্য ১৫০০ মুসলমানের দলের সহিত শামিল হয়। কেননা এই প্রতিবেশী গোত্রগুলির সহিত মুসলমানের সম্পর্ক ভাল ছিল। যদিও মহানবী (সাঃ) নিছক শান্তিময় উদ্দেশ্য নিয়া রওয়ানা হইলেন, তথাপি মরু-গোত্রের লোকেরা ভাবিল যে, কুরায়শরা কখনও মুসলমানদিগকে মক্কায় প্রবেশ করিতে দিবে না। এই কারণে যুদ্ধ বাধিয়া যাওয়াও বিচিত্র নয়। মুসলমানরা যুদ্ধাস্ত্র বড় একটা সাথে নিতেছে না; যুদ্ধ বাধিয়া গেলে অস্ত্রহীন মুসলমানের পরাজয়

بَلْ ظَنَنْتُمْ اَنْ لَّنْ يَّنْقَلِبَ الرَّسُوْلُ وَالْمُؤْمِنُوْنَ اِلٰٓى اَهْلِيْهِمْ اَبَدًا وَّزُيِّنَ ذٰلِكَ فِىْ قُلُوْبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ ۚ وَكُنْتُمْ قَوْمًۢا بُوْرًا ⑫

১৩ । 'না, বরং তোমারা এই ধারণা করিয়াছিলে যে, এই রসূল এবং মো'মেনগণ নিজেদের পরিবার-পরিজনের নিকট আর কখনও ফিরিয়া আসিবে না;[২৭৭১] এবং এই ধারণাকে তোমাদের অন্তরে অতি মনোরম করিয়া দেখানো হইয়াছিল, এবং তোমরা অতি মন্দ ধারণা করিয়াছিলে; বস্তুতঃ তোমরা ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতি ছিলে ।'

وَمَنْ لَّمْ يُؤْمِنْۢ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ فَاِنَّآ اَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ سَعِيْرًا ⑬

১৪ । এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলের উপর ঈমান আনে না— অবশ্যই আমরা এইরূপ কাফেরদের জন্য জ্বলন্ত আগুন প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি ।

وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۭ يَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَاۗءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاۗءُ ۭ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ⑭

১৫ । বস্তুতঃ আকাশসমূহের এবং পৃথিবীর আধিপত্য আল্লাহ্রই । তিনি যাহাকে চাহেন ক্ষমা করেন এবং যাহাকে চাহেন শাস্তি দেন । এবং আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময় ।

سَيَقُوْلُ الْمُخَلَّفُوْنَ اِذَا انْطَلَقْتُمْ اِلٰى مَغَانِمَ لِتَاْخُذُوْهَا ذَرُوْنَا نَتَّبِعْكُمْ ۚ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّبَدِّلُوْا كَلٰمَ اللّٰهِ ۭ قُلْ لَّنْ تَتَّبِعُوْنَا كَذٰلِكُمْ قَالَ اللّٰهُ مِنْ قَبْلُ ۚ فَسَيَقُوْلُوْنَ بَلْ تَحْسُدُوْنَنَا ۭ بَلْ كَانُوْا لَا يَفْقَهُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا ⑮

১৬ । যখন তোমরা যুদ্ধলব্ধ মালের দিকে অগ্রসর হইবে, উহা নেওয়ার জন্য, তখন যাহাদিগকে পশ্চাতে পরিত্যাগ করা হইয়াছিল তাহারা অবশ্যই বলিবে, 'আমাদিগকেও তোমাদের অনুসরণ করিতে দাও ।' তাহারা আল্লাহ্র ফয়সালাকে পরিবর্তন করিতে চাহিবে । তুমি বল, 'তোমরা কখনও আমাদের পিছনে আসিতে পারিবে না ।[২৭৭২] তোমাদের সম্বন্ধে এইরূপই আল্লাহ্ ইতিপূর্বে বলিয়াছেন ।' তখন তাহারা নিশ্চয় বলিবে, 'না, বরং তোমরা আমাদের সহিত হিংসা করিতেছ ।' বস্তুতঃ তাহারা খুব সামান্য ব্যতীত কিছুই বুঝে না ।

অবশ্যম্ভাবী । এমতাবস্থায়, তাহারা ভাবিল, মহানবী (সাঃ)-এর সাথে গোত্রগুলির সঙ্গ দান তাহাদের নিজেদেরকে মৃত্যুর মুখে ঠেলিয়া দেওয়ার শামিল হইবে (মুইর ও কাসীর)। এই আয়াতটি, তাবুকের যুদ্ধের সময়ে যে গোত্রগুলি মুসলমানের সহিত যোগদানের পরিবর্তে পিছনে থাকিয়া গিয়াছিল, তাহাদের সম্বন্ধেও হইতে পারে । কেননা, সূরা 'তাওবাতে' তাহাদের সম্বন্ধে একই ধরণের শব্দাবলীই ব্যবহৃত হইয়াছে ।

২৭৭১ । ইচ্ছাই চিন্তার জন্মদাতা; অশুভ ইচ্ছা অশুভ চিন্তার জন্ম দেয় । তাই যখনই নবী করীম (সাঃ) কোন অভিযানে যোগদানের জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানাইতেন, তখন মোনাফেকগণ মনে মনে এই আশাই পোষণ করিত যে, এই দুর্বল ও অল্প সংখ্যক মুসলমান এই অভিযান হইতে তাহাদের পরিবারের কাছে কখনও ফিরিয়া আসিবে না । অতএব, কোন না কোন অজুহাত দেখাইয়া তাহারা মুসলমানের অভিযানগুলি হইতে বিরত থাকিত । কিন্তু তাহাদের হীন বাসনা কখনও চরিতার্থ হইত না । তাহারা ব্যর্থতা ও নৈরাশ্য বরণ করিত । কেননা, প্রত্যেকটি অভিযান হইতেই মুসলমানেরা বিজয়ীর বেশে ঘরে ফিরিত ।

২৭৭২ । খয়বরের যুদ্ধে মুসলমানদের হাতে যে বিস্তর গণিমতের মাল (পরাজিত শত্রুর পরিত্যক্ত মাল) আসিয়াছিল, এই আয়াতে উহার কথাই বলা হইয়াছে । হুদায়বিয়া হইতে ফিরিবার পথে এই সূরাটি নাযেল হইয়াছিল । ২০ আয়াতে মুসলমানদিগকে বিরাট গণিমতের মাল প্রাপ্তির প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল । হুদায়বিয়া হইতে ফিরিবার অল্পদিনের মধ্যেই মহানবী (সাঃ)-কে খয়বরের ইহুদীদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাইতে হইল, কেননা তাহারা বারবার বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া ইসলামের ক্ষতি সাধনে মগ্ন ছিল । বেদুঈন গোত্রেরা, যাহারা ছোট হজ্জের জন্য যাত্রাকালে নবী করীম (সাঃ)-এর সাথে মক্কা-গমনে পরাঙ্মুখ ছিল, এখন মুসলমানদের ক্রমোন্নতি দেখিয়া ভাবিল, খয়বরের এই অভিযানে যোগ দিলে গণিমতের মালের একটা ভাল অংশ পাওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে । তখন তাহারা মুসলমান বীর-সৈনিকদের সাথে অভিযানে যোগদানের জন্য মহানবী (সাঃ)-এর কাছে অনুরোধ জানাইল । তিনি (সাঃ) তাহাদিগকে জানাইয়া দিলেন যে, যেহেতু গণিমতের মাল প্রাপ্তির প্রতিশ্রুতি কেবল ঐ সকল মুসলমানদের সহিত সম্পর্কিত যাহারা হুদায়বিয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সঙ্গে ছিলেন, সেই জন্য তাহারা ঐ অভিযানে শরীক হইতে পারে না ।

قُلْ لِّلْمُخَلَّفِيْنَ مِنَ الْاَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ
اِلٰى قَوْمٍ اُولِيْ بَاْسٍ شَدِيْدٍ تُقَاتِلُوْنَهُمْ
اَوْ يُسْلِمُوْنَ ۚ فَاِنْ تُطِيْعُوْا يُؤْتِكُمُ اللّٰهُ
اَجْرًا حَسَنًا ۚ وَاِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ
مِّنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ⑰

১৭। মরুবাসীদের মধ্যে যাহাদিগকে পশ্চাতে পরিত্যাগ করা হইয়াছিল, তুমি তাহাদিগকে বল, 'অচিরেই তোমাদিগকে এক দুর্দান্ত যোদ্ধা জাতির সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য আহ্বান করা হইবে,[২৭৭৩] তোমরা তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিয়া যাইবে যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহারা আত্মসমর্পণ করে। সুতরাং যদি তোমরা তখন আনুগত্য কর, তাহা হইলে আল্লাহ্ তোমাদিগকে উত্তম পুরস্কার দিবেন; কিন্তু যদি তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন কর যেরূপে পূর্বে তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়াছিলে, তাহা হইলে তিনি তোমাদিগকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দিবেন।'

لَيْسَ عَلَى الْاَعْمٰى حَرَجٌ وَّلَا عَلَى
الْاَعْرَجِ حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْمَرِيْضِ
حَرَجٌ ۗ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ يُدْخِلْهُ
جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۚ وَمَنْ
يَّتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا اَلِيْمًا ⑰ ع

১৮। অন্ধের উপর কোন দোষ নাই, খঞ্জের উপর কোন দোষ নাই, পীড়িতের উপর কোন দোষ নাই (যদি তাহারা জিহাদে যোগদান না করিতে পারে) এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলের আনুগত্য করিবে, তিনি তাহাকে এমন জান্নাতে প্রবিষ্ট করিবেন যাহার তলদেশ দিয়া নহরসমূহ প্রবাহিত থাকিবে; কিন্তু যে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিবে তাহাকে তিনি যন্ত্রণাদায়ক আযাব দিবেন।

[৭] ১০

لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ
يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِيْ
قُلُوْبِهِمْ فَاَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ عَلَيْهِمْ

১৯। নিশ্চয় আল্লাহ্ মো'মেনগণের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছেন যখন তাহারা একটি বৃক্ষতলে তোমার বয়'আত করিতেছিল,[২৭৭৪] এবং তিনি তাহাদের অন্তরে যাহা ছিল তাহা অবগত ছিলেন,[২৭৭৫]

২৭৭৩। এখানে "পরাক্রমশালী জাতি" বলিতে রোম সাম্রাজ্য বা পারস্য সাম্রাজ্যকে বুঝাইয়া থাকিবে। কারণ মুসলমানেরা এই পর্যন্ত যতগুলি শত্রু-শক্তির সহিত মোকাবেলা করিয়াছেন, তাহাদের সকলের চাইতেই এই দুইটি শক্তি ধন-জন ও শৌর্য-বীর্যের দিক দিয়া বহুগুণে শ্রেষ্ঠতর ছিল। এখানে ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছে যে, মুসলমানগণকে এই পরাক্রমশালী দুর্ধর্ষ শত্রু-শক্তির সহিতও অচিরেই দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ করিতে হইবে এবং তাহাদিগকে সম্পূর্ণভাবে পরাভূত ও পদানত করিয়া ছাড়িতে হইবে। পশ্চাতে পরিত্যক্ত দলকে বলা হইতেছে যে, যদিও ইহুদীদের বিরুদ্ধে খয়বরের যুদ্ধে গমন ও গণিমতের মালে অংশ গ্রহণে তাহাদিগকে অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে না, তথাপি তাহাদিগকে নিকট ভবিষ্যতেই ইহার চাইতে অধিকতর ক্ষমতাশালী শক্তির সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য আহ্বান জানানো হইবে। সেই আহ্বানে সাড়া দিয়া যদি তাহারা তখন যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়, তাহা হইলে তাহারা ভালভাবে পুরস্কৃত হইবে। এই আয়াতে ইহাও আঁচ করা যায় যে, রোমীয় সাম্রাজ্যের ও ইরান সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যে বিরাট যুদ্ধ হইতে যাইতেছে, সেই যুদ্ধগুলি অত্যন্ত রক্তক্ষয়ী ও দীর্ঘস্থায়ী হইবে।

২৭৭৪। গুজব ছড়াইয়া পড়িয়াছিল যে, নবী করীম (সাঃ) হুদায়বিয়া হইতে মক্কার কুরায়শদের সহিত আলোচনার জন্য দূতরূপে যে উসমান (রাঃ)-কে তাহাদের নিকট পাঠাইয়া ছিলেন, কূটনৈতিক রীতি-নীতি ও শ্রদ্ধাবোধকে জলাঞ্জলি দিয়া, তাহারা সেই দূত উসমান (রাঃ)-কে হত্যা করিয়া ফেলিয়াছে। এই মিথ্যা সংবাদে মহানবী (সাঃ) মুসলমানগণকে বলিলেন যে, চিরকালের সম্মানজনক ও প্রচলিত রীতিকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখাইয়া যদি তাহারা এমন গর্হিত কার্য করিয়া থাকে, তাহা হইলে যুদ্ধই হইবে এর সমুচিত জওয়াব। তোমরা অস্ত্রহীন, তোমরা কি এই সুমহান সার্বজনীন 'দৌত্যনীতি' লঙ্ঘনের প্রতিবাদে যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত আছ? তখন সমবেত মুসলমানেরা প্রত্যেকে হুদায়বিয়ার একটি বাবলা গাছের নীচে হুযুর আকরাম (সাঃ)-এর হাতে হাত রাখিয়া জীবন-পণ যুদ্ধের এক অনন্য সাধারণ শপথ গ্রহণ করিয়াছিলেন। হযরত উসমান (রাঃ)-এর তথাকথিত মৃত্যুর জন্য যতটা নয়, বরং একটা সুমহান ঐতিহ্যবাহী পবিত্র প্রথার মৃত্যুর জন্য তদপেক্ষা বেশী উৎকণ্ঠায় পড়িয়াছিলেন মহানবী (সাঃ)। এই শপথকে "বায়াতুর রিযওয়ান" বলা হইয়া থাকে। "বায়াতুর রিযওয়ান" দ্বারা ইহাই বুঝায় যে, ঐ সৌভাগ্যশালী ব্যক্তিগণ যাহারা শপথ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভ করিয়াছিলেন।

২৭৭৫। মুসলমানদের মনের উপর আল্লাহ্তা'লাই দৃঢ় প্রশান্তি ঢালিয়া দিয়াছিলেন। ইহার সর্বাপেক্ষা বড় প্রমাণ এই যে, মাত্র ১৫০০ মুসলমান নিজ বাসভূমি হইতে বহু দূরে, বন্ধু-বান্ধবহীন, শত্রু-পরিবেষ্টিত অবস্থায়, এমন এক শক্তিশালী সেনাবাহিনীর সহিত তাহাদের স্বীয় কেন্দ্রস্থলে অপমানজনক শর্তে সন্ধির পরিবর্তে, মরণ-পণ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল।

وَاَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيْبًا ﴿١٨﴾

সুতরাং তিনি তাহাদের অন্তরে প্রশান্তি নাযেল করিলেন এবং তাহাদিগকে নিকটবর্তী বিজয় দান করিলেন—[২৭৭৬]

وَّمَغَانِمَ كَثِيْرَةً يَّاْخُذُوْنَهَا ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ﴿١٩﴾

২০। এবং বহু পরিমাণ যুদ্ধ-লব্ধ সম্পদ[২৭৭৭] (দান করিলেন) যাহা তাহারা সংগ্রহ করিতেছিল। বস্তুতঃ আল্লাহ্ মহা পরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়।

وَعَدَكُمُ اللّٰهُ مَغَانِمَ كَثِيْرَةً تَاْخُذُوْنَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هٰذِهٖ وَكَفَّ اَيْدِىَ النَّاسِ عَنْكُمْ ۚ وَلِتَكُوْنَ اٰيَةً لِّلْمُؤْمِنِيْنَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا ﴿٢٠﴾

২১। আল্লাহ্ তোমাদিগকে বহু যুদ্ধ-লব্ধ সম্পদের প্রতিশ্রুতি দান করিয়াছেন[২৭৭৮] যাহা তোমরা হস্তগত করিবে; এবং ইহা তিনি তোমাদিগকে ত্বরিত দান করিয়াছেন, এবং লোকদের হাতকে তোমাদের উপর হইতে প্রতিহত করিয়াছিলেন, যেন ইহা মো'মেনদের জন্য নিদর্শন হয়, এবং যেন তিনি তোমাদিগকে এতদ্বারা সরল-সুদৃঢ় পথে পরিচালিত করেন;

وَّاُخْرٰى لَمْ تَقْدِرُوْا عَلَيْهَا قَدْ اَحَاطَ اللّٰهُ بِهَا ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرًا ﴿٢١﴾

২২। এবং আরও একটি (বিজয়)[২৭৭৯] আছে, যাহা তোমরা এখনও করায়ত্ত করিতে পার নাই; আল্লাহ্ উহাকে পরিবেষ্টন করিয়া রাখিয়াছেন; নিশ্চয় আল্লাহ্ প্রত্যেক বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

وَلَوْ قٰتَلَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوَلَّوُا الْاَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُوْنَ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ﴿٢٢﴾

২৩। এবং যাহারা অস্বীকার করিয়াছে যদি তাহারা তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিত তাহা হইলে নিশ্চয় তাহারা পিঠ ফিরাইয়া লইত, তখন তাহারা না পাইত কোন অভিভাবক এবং না কোন সাহায্যকারী।

سُنَّةَ اللّٰهِ الَّتِىْ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ ۚ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيْلًا ﴿٢٣﴾

২৪। (সমরণকর) আল্লাহ্র চিরাচরিত বিধানকে যাহা ইতিপূর্বে অতীত হইয়াছে; এবং তুমি আল্লাহ্র চিরাচরিত বিধানের মধ্যে আদৌ কোন পরিবর্তন দেখিতে পাইবে না।

২৭৭৬। "নিকবর্তী বিজয়" অর্থাৎ যে বিজয় নাগালের ভিতরে আসিয়া গিয়াছে। এই শব্দগুলি দ্বারা খয়বরের বিজয়কে বুঝাইয়াছে। ইহুদীদের ইসলাম-বিরোধী কার্যকলাপ ও ষড়যন্ত্র চরমে উঠিয়াছিল বরং খয়বর ছিল এই ষড়যন্ত্রাদির আড্ডাখানা ও কেন্দ্রভূমি। তাই হুদায়বিয়া হইতে ফিরিয়াই মহানবী (সাঃ) খয়বরের ইহুদীদের বিরুদ্ধে এক অভিযান পরিচালনা করেন। এই অভিযানে কেবল ঐসব সাহাবীই শরীক ছিলেন, যাহারা তাঁহার সাথে হুদায়বিয়াতেও ছিলেন।

২৭৭৭। 'মাগানিমা কাসীরা' অর্থ যুদ্ধ ক্ষেত্রে পরাজিত শত্রুর পরিত্যক্ত মালামাল। 'নিকটবর্তী" যে বিজয়ের প্রতিশ্রুতি পূর্ববর্তী আয়াতে দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে পরাজিত শত্রুর কাছ হইতে বহু মালামাল লাভেরও ভবিষ্যদ্বাণী রহিয়াছে। এই ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী, 'খয়বরের যুদ্ধে' মুসলমানেরা বহু 'মালে গনিমত' পাইয়াছিলেন।

২৭৭৮। এই আয়াতে উল্লেখকৃত গনিমতের মাল (যুদ্ধক্ষেত্রে পরিত্যক্ত শত্রু-সম্পত্তি) বলিতে খয়বরের যুদ্ধের পরবর্তী পর্যায়ে আরব দেশে ও পার্শ্ববর্তী দেশগুলিতে ইসলামী-বিজয়ের যে অব্যাহত ধারা বহিয়া গেল, তাহাতে যে সব শত্রু-পরিত্যক্ত মালামাল মুসলমানদের হস্তগত হইয়াছিল, সেই মালামালকেই বুঝাইয়াছে। কিন্তু 'তিনি তোমাদিগকে ত্বরিত দান করিয়াছেন' বাক্যটি খয়বরের যুদ্ধে প্রাপ্ত মালে-গনিমতকে বুঝাইয়াছে। 'এবং তিনি লোকদের হাতকে তোমাদের উপর হইতে প্রতিরোধ করিয়াছিলেন' বাক্যটি দ্বারা হুদায়বিয়ার সন্ধিকে বুঝাইতেছে, যাহার মাধ্যমে মুসলমানের জন্য এক শান্তির যুগের সূচনা হইয়াছিল।

২৭৭৯। 'আরও একটি (বিজয়)' দ্বারা, খয়বরের বিজয়ের পর মুসলমানদের জন্য আরো বিজয় নির্ধারিত আছে বলিয়া আল্লাহ্তা'লা এই আয়াতে প্রতিশ্রুতি দিতেছেন।

وَهُوَ الَّذِىْ كَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْۢ بَعْدِ اَنْ اَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرًا ﴿٢٥﴾

২৫। এবং তিনিই তো মক্কার উপত্যকায় তোমাদিগকে তাহাদের উপর বিজয়ী করার পর তাহাদের হাতকে তোমাদের উপর হইতে এবং তোমাদের হাতকে তাহাদের উপর হইতে প্রতিরোধ করিয়াছিলেন।[২৭৮০] এবং আল্লাহ্ তোমাদের কৃত-কর্মসমূহকে প্রত্যক্ষ করিতেছিলেন।

هُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْىَ مَعْكُوْفًا اَنْ يَّبْلُغَ مَحِلَّهٗ ؕ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُوْنَ وَنِسَآءٌ مُّؤْمِنٰتٌ لَّمْ تَعْلَمُوْهُمْ اَنْ تَطَـُٔوْهُمْ فَتُصِيْبَكُمْ مِّنْهُمْ مَّعَرَّةٌۢ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۚ لِيُدْخِلَ اللّٰهُ فِىْ رَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ۚ لَوْ تَزَيَّلُوْا لَعَذَّبْنَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ﴿٢٦﴾

২৬। তাহারাই তো ছিল যাহারা অস্বীকার করিয়াছিল এবং তোমাদিগকে **মসজিদুল হারাম হইতে** বাধা দিয়াছিল; এবং কুরবানীর পশুগুলিকেও, যেগুলি (কুরবানীর উদ্দেশ্যে) অবরুদ্ধ অবস্থায় ছিল, কুরবানীস্থলে পৌঁছিতে বাধা দিয়াছিল। এবং যদি কতিপয় এমন মো'মেন পুরুষ এবং মো'মেন নারী (মক্কায়) না থাকিত, যাহাদিগকে তোমরা জানিতে না (এবং এই আশংকা না হইত) যে তোমরা তাহাদিগকে পদদলিত করিবে, ফলে তোমাদের উপর তাহাদের পক্ষ হইতে অজ্ঞাতসারে একটা দোষ বর্তিয়া যাইবে[২৭৮১] (তাহা হইলে তিনি তোমাদিগকে যুদ্ধ করার অনুমতি দিতেন, কিন্তু তিনি তোমাদিগকে নিবৃত্ত রাখিলেন); ইহা এই জন্য যেন আল্লাহ্ যাহাকে চাহেন নিজ রহমতে প্রবিষ্ট করেন। যদি তাহারা (মো'মেনগণ) এদিক ওদিক সরিয়া যাইত, তাহা হইলে আমরা অবশ্যই তাহাদের মধ্য হইতে যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহাদিগকে যন্ত্রণাদায়ক আযাব দিতাম।

اِذْ جَعَلَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِىْ قُلُوْبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهٗ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَاَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوٰى وَكَانُوْٓا اَحَقَّ بِهَا وَاَهْلَهَا ؕ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمًا ﴿٢٧﴾ ع ٣ ٩ ١١

২৭। (স্মরণ কর সেই সময়কে) যখন তাহারা, যাহারা অস্বীকার করিয়াছিল, নিজেদের অন্তরে জাহিলিয়্যাতের যুগের আত্মশ্লাঘার ন্যায় আত্মশ্লাঘা পোষণ করিয়াছিল, তখন আল্লাহ্ তাঁহার রসূলের উপর এবং মো'মেনগণের উপর স্বীয় প্রশান্তি নাযেল করিলেন এবং তিনি তাহাদিগকে তাক্ওয়ার নীতির উপর সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিলেন, বস্তুতঃ তাহারাই ইহার অধিকতর অধিকারী ও উপযুক্ত ছিল[২৭৮২] এবং আল্লাহ্ সকল বিষয়ে সর্বজ্ঞানী।

৩ [৯] ১১

২৭৮০। মুসলমানের ঐ সময়কার সার্বিক অবস্থার প্রেক্ষিত বিবেচনায় এবং পরবর্তিতে ইহা হইতে দীর্ঘস্থায়ী সুফল লাভের প্রেক্ষিতে, এই কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, হুদায়বিয়ার সন্ধি এক বিরাট বিজয় ছিল। এই আয়াতে বিজয়ের কথাগুলির আরও একটি অর্থ হইতে পারে। তাহা এই যে, হুদায়বিয়ার আগমনের পূর্বেও আল্লাহ্তা'লা নবী করীম (সাঃ)-কে বদরের যুদ্ধে বিজয় দিয়াছিলেন, উহুদের যুদ্ধের মহা সংকটময় অবস্থার পরেও ইসলামী উম্মা সহ মহানবী (সাঃ)-কে নিরাপদে মদীনায় ফিরাইয়া আনিয়াছিলেন, খন্দকের যুদ্ধে ইসলামকে সমূলে ধ্বংস করার জন্য মক্কাবাসীদের সম্মিলিত আক্রমণকে প্রতিহত ও ব্যর্থ করিয়া শত্রুর বিরাট ক্ষতি-সাধন করিয়াছিলেন। এইসব ঘটনাকেই এক অর্থে অবিশ্বাসীদের উপর বিশ্বাসীদের বিজয়-লাভ বলিয়া আখ্যায়িত করা যায়।

২৭৮১। মক্কায় তখন কিছু সংখ্যক মুসলমানও বাস করিতেছিলেন। হুদায়বিয়াতে সন্ধি না হইয়া যদি মুসলমান বাহিনী ও মক্কাবাসীদের মধ্যে যুদ্ধ বাধিয়া যাইত, তাহা হইলে মুসলমান বাহিনী অজান্তে মক্কাবাসী মুসলমানগণকে হত্যা করিতে পারিত এবং এরূপ ঘটিলে তাহাদের

২৭৮২ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُوْلَهُ الرُّءْيَا بِالْحَقِّ ۚ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ اٰمِنِيْنَ ۙ مُحَلِّقِيْنَ رُءُوْسَكُمْ وَمُقَصِّرِيْنَ ۙ لَا تَخَافُوْنَ ؕ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوْا فَجَعَلَ مِنْ دُوْنِ ذٰلِكَ فَتْحًا قَرِيْبًا ﴿۲۷﴾

২৮। নিশ্চয় আল্লাহ্ তাঁহার রসূলের জন্য স্বপ্নটি বাস্তবে সত্য করিয়া দেখাইলেন :[২৭৮৩] যদি আল্লাহ্ চাহেন, তোমরা অবশ্যই নিরাপদে 'আল্ মসজিদুলহারামে' প্রবেশ করিবে; তোমাদের কেহ কেহ মাথা মুড়ানো অবস্থায় এবং কেহ কেহ কেশ ছাঁটানো অবস্থায় হইবে, তোমরা কোন ভয় করিবে না। সুতরাং আল্লাহ্ উহা জানিতেন যাহা তোমরা জানিতে না এবং ইহা ছাড়া তিনি আরও একটি আসন্ন বিজয় নির্ধারিত করিয়াছেন।

هُوَ الَّذِيْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا ﴿۲۸﴾

২৯। তিনিই তো তাঁহার রসূলকে হেদায়াত ও সত্য-ধর্ম সহ প্রেরণ করিয়াছেন যেন তিনি ইহাকে সকল ধর্মের উপর জয়যুক্ত করেন।[২৭৮৪] এবং সাক্ষী হিসাবে আল্লাহ্ই যথেষ্ট।

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ؕ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗٓ اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ تَرٰىهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَّبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا ۫ سِيْمَاهُمْ فِيْ وُجُوْهِهِمْ مِّنْ اَثَرِ السُّجُوْدِ ؕ ذٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرٰىةِ ۚ وَمَثَلُهُمْ فِي الْاِنْجِيْلِ ۚۛ

৩০। মুহাম্মদ আল্লাহ্র রসূল, এবং যাহারা তাহার সঙ্গে আছে, তাহারা কাফেরদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত কঠোর কিন্তু পরস্পরের প্রতি দয়ার্দ্রচিত্ত।[২৭৮৫] তুমি তাহাদিগকে রুকূ ও সেজদারত দেখিতে পাইবে, তাহারা সর্বদা আল্লাহ্র ফযল ও সন্তুষ্টি লাভের জন্য যত্নবান থাকে। সেজদার চিহ্নের দরুন তাহাদের চেহারায় তাহাদের (পরিচয়ের) লক্ষণাবলী রহিয়াছে। তাহাদের এই বিবরণ তওরাতে[২৭৮৬] আছে, এবং ইঞ্জীলেও আছে তাহাদের

নিজেদেরই অপূরণীয় ক্ষতি হইত। তদুপরি ইহা হইত একটি ঘৃণ্য, নিন্দনীয় ও অপমানজনক কাজ, যাহা শত্রুদের অপপ্রচারের হাতিয়ার বনিতে পারিত।

২৭৮২। মক্কাবাসীদের চিরাচরিত ঐতিহ্য ও নিয়ম ইহাই ছিল যে, চারিটি পবিত্র মাসে 'কাবার যেয়ারত ও তাওয়াফ' অবাধ ও নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত ছিল। তাহা সত্ত্বেও মুসলমানদের মক্কা-প্রবেশ ও উমরাহ্ পালনের ক্ষেত্রে মক্কার পৌত্তলিকেরা মিথ্যা-গৌরব ও জাতীয় অহঙ্কারের দোহাই দিয়া তাহাদিগকে বাধা দিল। তখন আল্লাহ্ তাঁহার রসূলের উপর এবং মো'মেনগণের উপর স্বীয় শান্তি ও স্বস্তি নাযেল করিলেন, যদিও তাহারা সন্ধির অবমাননাকর শর্তাবলীর কারণে অত্যন্ত বিচলিত ও মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া পড়িয়াছিলেন, তথাপি তাহারা তাহাদের প্রিয়তম নেতার ইচ্ছা ও নির্দেশে, এত উচ্চমার্গের সংযম ও ধৈর্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন যে, কাফেরদের এই অন্যায়ের মুখেও তাহারা আনুগত্য ও ধর্মপরায়ণতার পথকে বিসর্জন দেন নাই। এরূপ বিরল ও মহতী দৃষ্টান্ত কেবল মহানবী (সাঃ)-এর সাহাবীদের দ্বারাই স্থাপন করা সম্ভব ছিল।

২৭৮৩। এইখানে নবী করীম (সাঃ)-এর সেই স্বপ্নের কথা বলা হইয়াছে, যাহাতে তিনি দেখিয়াছিলেন যে, তিনি কাবা-গৃহ প্রদক্ষিণ করিতেছেন (বুখারী)। তদনুযায়ী তিনি ১,৫০০ সাহাবীকে সঙ্গে নিয়া 'উমরাহ্' পালনের উদ্দেশ্যে মক্কার দিকে রওয়ানা হইলেন। যদিও এই সূরাতে পরিষ্কারভাবে, দৃঢ়তার সাথে বলা হইয়াছে যে, মহানবীর স্বপ্ন নিশ্চয় সফল হইবে এবং মুসলমানেরা নিশ্চয়ই 'উমরাহ্' পালনের জন্য কাবায় উপস্থিত হইবে, তথাপি কুরায়শদের বাধা দানের ফলে তাহা বাস্তবায়িত হইল না। মহানবী (সাঃ)-এর এই মক্কা-গমনের অনেক সূফলাদির কথা পূর্ববর্তী আয়াতগুলিতে বর্ণিত হইয়াছে। তবে, এই ঘটনা একটি প্রয়োজনীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছে যে, আল্লাহ্র নবীরা পর্যন্ত স্বপ্নের সঠিক ব্যাখ্যা করিতে কখনও কখনও সম্ভবতঃ আপাতদৃষ্টিতে ভুল করিতে পারেন। হুদায়বিয়ার সন্ধির শর্ত অনযায়ী নবী করীম (সাঃ) পরবর্তী বৎসরে সাহাবীদিগকে লইয়া হজ্জ পালন করেন এবং স্বপ্নটি অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হয়।

২৭৮৪। এই আয়াত অতি সুস্পষ্টভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করিতেছে যে, ইসলাম নিশ্চয়ই পরিণামে সকল ধর্মের উপর বিজয়ী হইবে।

২৭৮৫। এই দুইটি প্রয়োজনীয় গুণই উন্নতিশীল সুযোগ্য জাতির বৈশিষ্ট্য, যাহারা ধরা-পৃষ্ঠে যুগ-যুগান্তের ঘটনা-প্রবাহে নিজেদের চিরস্থায়ী চিহ্ন রাখিয়া যায়। কুরআনের অন্যত্র (৫ঃ৫৫) বলা হইয়াছে যে, সত্যিকার সৎ মুসলমান তাহারাই, যাহারা নিজেদের মধ্যে দয়ালু ও বিনয়ী, কিন্তু অবিশ্বাসীদের শত্রুতার মোকাবিলায় শক্ত ও দৃঢ়।

২৭৮৬। 'তাহাদের এই বিবরণ তওরাতে আছে' বাক্য দ্বারা বাইবেলের এই বর্ণনাকে বুঝাইয়াছে— 'তিনি কহিলেন, সদাপ্রভু সীনয় হইতে

كَزَرْعٍ اَخْرَجَ شَطْـَٔهٗ فَاٰزَرَهٗ
فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوٰى عَلٰى سُوْقِهٖ يُعْجِبُ
الزُّرَّاعَ لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ؕ وَعَدَ اللّٰهُ
الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنْهُمْ
مَّغْفِرَةً وَّ اَجْرًا عَظِيْمًا ۝

বিবরণ, এক শস্য ক্ষেত্রের ন্যায়, যাহা নিজ অঙ্কুর নির্গত করে, অতঃপর উহাকে সুদৃঢ় করে ফলে উহা আরও পুষ্ট হয়, অতঃপর উহা স্বীয় কাণ্ডের উপর প্রতিষ্ঠিত হয় যাহা কৃষককে আনন্দিত করে, যেন তিনি তাহাদের (মো'মেনদের উন্নতি) দ্বারা কাফেরদিগকে ক্রোধান্বিত করেন। তাহাদের মধ্য হইতে যাহারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে আল্লাহ্ তাহাদের সংগে ক্ষমা এবং মহা প্রতিদানের অংগীকার করিয়াছেন।

৪ [৩] ১২ ৩০

আসিলেন..... ফারান পর্বত হইতে আপন তেজ প্রকাশ করিলেন এবং দশ সহস্র পবিত্র আত্মাসহ আগমন করিলেন (দ্বিতীয় বিবরণ ৩৩ঃ২)। "ইঞ্জীলে তাহাদের বর্ণনা শস্য বীজ সদৃশ্য" বলিতে বাইবেলের এই নীতি-গল্পকে বুঝাইয়াছে— "দেখ, একজন বীজবপক বীজ বপন করিতে গেল। বপনের সময় কতক বীজ পথের পার্শ্বে পড়িল, তাহাতে পক্ষীরা আসিয়া তাহা খাইয়া ফেলিল। আর কতক বীজ পাষাণময় ভূমিতে পড়িল, যেখানে অধিক মৃত্তিকা ছিল না, তাহাতে অধিক মৃত্তিকা না পাওয়াতে তাহা শীঘ্র অঙ্কুরিত হইয়া উঠিল, কিন্তু সূর্য উঠিলে পর পুড়িয়া গেল, এবং তাহার মূল না থাকাতে শুকাইয়া গেল। আর কতক বীজ কাঁটাবনে পড়িল তাহাতে কাঁটা গাছ বাড়িয়া তাহা চাপিয়া রাখিল, আর কতক বীজ ভূমিতে পড়িল ও ফল দিতে লাগিল, কতক শত গুণ, কতক ষাট গুণ ও কতক ত্রিশ গুণ" (মথি ১৩ঃ ৩-৮)। প্রথম বিবরণটি নবী করীম (সাঃ)-এর সাহাবীগণের উপর প্রযোজ্য হয়। ইঞ্জীলের নীতিবাহী বর্ণনাটি ঈসা (আঃ)-এর সদৃশ প্রতিশ্রুত মুহাম্মদী মসীহের অনুসারীদের উপর প্রযোজ্য বলিয়া মনে হইতেছে। তাহারা অতি নগণ্য প্রারম্ভিক অবস্থা হইতে ধীরে ধীরে বিরাট বিশ্ব-প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইবে। তাহারা ক্রমাগত প্রচেষ্টার মাধ্যমে ইসলামের বাণী ও বার্তাকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌছাইতে থাকিবে, যে পর্যন্ত ইসলাম অন্যান্য সকল ধর্মের উপরে বিজয় লাভ না করে। বিরুদ্ধবাদীরা এবং প্রতিপক্ষ ধর্মগুলি তখন ঈর্ষাপরায়ণতার সহিত এই ইসলামী নব অভ্যুত্থানের শক্তি-সামর্থ্য ও মর্যাদার দিকে বিসময়াভিভূত ভাবে তাকাইতে থাকিবে।

৪৯-সূরা আল্ হুজুরাত
(হিজরতের পরে অবতীর্ণ)

নাযেল হওয়ার সময় ও প্রসঙ্গ

এই সূরাটি হিজরী নবম বৎসরে মক্কা বিজয়ের পরে অবতীর্ণ হইয়াছিল । মক্কা বিজয়ের পরে পরেই দলে দলে লোক ইসলামে প্রবেশ করিল এবং ইসলাম একটি বিরাট রাজনৈতিক শক্তি রূপেও আত্মপ্রকাশ করিল । তাই, সময়ের প্রয়োজন ইহাই ছিল যে, নব-দীক্ষিত মুসলমানদিগকে ইসলামের নীতি-মালা, আচার-আচরণ ও কৃষ্টি-সভ্যতায় শিক্ষিত করিয়া তোলা । এই সূরাতে এইগুলিই শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে । সেই সঙ্গে, সামাজিক অনাচার, যাহা ধনী ও সম্পদশালী সমাজে অজান্তে নিজের স্থান করিয়া লয়, সেইগুলি সম্বন্ধে সূরাটিতে আলোচনা করা হইয়াছে । কেননা, সারা আরব দেশ ইসলামের করতলগত হইয়া গেলে, ইসলামী সমাজ রাজনৈতিকভাবেও একটি শক্তিশালী ও সম্পদশালী সমাজে পরিণত হইয়াছিল । অতএব, অতি স্বাভাবিক কারণেই এবং যুক্তি-যুক্তভাবেই জাতীয় আইন-কানুন, আন্তর্জাতিক বিবাদ-বিসংবাদ মীমাংসার বিধি-বিধান প্রভৃতির প্রয়োজনও আসন্ন হইয়া উঠিল । তাই এই সূরাতে ঐ বিষয়গুলির রূপরেখাও দেওয়া হইয়াছে । হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর অত্যুচ্চ আধ্যাত্মিক মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া মুসলমানগণ যেন তাঁহাকে পরম শ্রদ্ধা, ভক্তি, ভালবাসা ও আনুগত্য প্রদর্শন করে, এই সূরার শুরুতেই সেই উপদেশ দেওয়া হইয়াছে । তাহাদিগকে জোরালো নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে, মহানবী (সাঃ) কোন্ বিষয়ে কি সিদ্ধান্ত দিবেন তাহারা যেন পূর্বাহ্নেই আঁচ করিয়া না লয় বরং সব সময় নির্দ্বিধায় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার হুকুম পালনে রত থাকে । মহানবী (সাঃ)-এর স্বর হইতে তাহাদের স্বর যেন কখনও উচ্চ না হয়; এমনটা শুধু বেয়াদবীই নয়, ইহাতে অশ্রদ্ধা ও ঔদ্ধত্য প্রকাশ পায় এবং ইসলামী সমাজের শৃঙ্খলা ভঙ্গের কারণ হইয়া যায় । অতঃপর মুসলমানকে সাবধান করা হইয়াছে তাহারা যেন গুজবে কর্ণপাত না করে, কেননা মিথ্যা গুজবে অনেক অনর্থেরও সৃষ্টি করে ও কদর্য অবস্থায় নিপতিত করে । কয়েকটি চুম্বক কথার মাধ্যমে এই সূরাতে জাতি-সংঘ বা জাতিপুঞ্জের নীতি-মালা রচনার মূল-ভিত্তিও দেওয়া হইয়াছে । অতঃপর, কতগুলি সামাজিক কদাচারের উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে যে, এইগুলিকে সময়মত কার্যকরভাবে নির্মূল করা না হইলে, জাতির জীবনী-শক্তি নষ্ট হইয়া যায় এবং সমগ্র সমাজ ধ্বংস হইয়া যায় । এই কদাচারের কয়েকটি হইল সন্দেহ, মিথ্যা অপবাদ ও অভিযোগ, ছিদ্রান্বেষণ, গুপ্তচরবৃত্তি ও পরনিন্দা। সর্বোপরি, যে দোষ মানুষের জন্য অবধারিত দীর্ঘস্থায়ী অকল্যাণ বহিয়া আনে, তাহা হইল জাতিগত ও বংশগত শ্রেষ্ঠত্বের গর্ব ও আত্মম্ভরিতা । ইসলাম পুণ্যকর্ম ও ধর্মপরায়ণতা ভিত্তিক শ্রেষ্ঠত্ব ছাড়া অন্য কোন কিছুকেই শ্রেষ্ঠত্বের ভিত্তি বলিয়া স্বীকার করে না ।

৪৯-সূরা আল্ হুজুরাত

ইহা মাদানী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ইহাতে ১৯ আয়াত এবং ২ রুকূ আছে ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। আল্লাহ্র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ②

২। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ ! তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলের সম্মুখে অগ্রবর্তী হইও না,[২৭৮৭] এবং আল্লাহ্র তাক্ওয়া অবলম্বন কর । নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী ।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَرْفَعُوْۤا اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوْا لَهٗ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ اَنْ تَحْبَطَ اَعْمَالُكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ ③

৩। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ ! তোমরা নিজেদের কণ্ঠস্বরকে নবীর কণ্ঠস্বরের উপর উঁচু করিও না,[২৭৮৮] এবং তোমরা তোমাদের পরস্পরের মধ্যে উচ্চঃস্বরে কথা বলার ন্যায় তাহার সম্মুখে উচ্চঃস্বরে কথা বলিও না, কারণ ইহাতে তোমাদের কৃত-কর্মসমূহ বিনষ্ট হইয়া যাইবে এবং তোমরা অনুভবও করিতে পারিবে না ।

اِنَّ الَّذِيْنَ يَغُضُّوْنَ اَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ امْتَحَنَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ لِلتَّقْوٰى ؕ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ عَظِيْمٌ ④

৪। নিশ্চয় যাহারা নিজেদের কণ্ঠস্বরকে আল্লাহ্র রসূলের সম্মুখে চাপা দিয়া রাখে— তাহারাই এমন লোক যাহাদের অন্তরকে আল্লাহ্ তাক্ওয়ার জন্য বিশুদ্ধ করিয়া লইয়াছেন।[২৭৮৯] তাহাদের জন্য ক্ষমা ও মহাপুরস্কার অবধারিত রহিয়াছে ।

اِنَّ الَّذِيْنَ يُنَادُوْنَكَ مِنْ وَّرَآءِ الْحُجُرٰتِ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ ⑤

৫। যাহারা কামরাসমূহের পিছন হইতে তোমাকে উচ্চৈঃস্বরে ডাকাডাকি করে— তাহাদের অধিকাংশই বুদ্ধি খাটায় না ।[২৭৯০]

২৭৮৭। বিশ্বাসীগণকে মহানবী (সাঃ)-এর প্রতি যথাযোগ্য শ্রদ্ধা, ভক্তি ও সম্ভ্রম প্রদর্শন করার জন্য উপদেশ দেওয়া হইতেছে । তাহারা যেন তাঁহার (সাঃ) প্রতি দ্বিধাহীন আনুগত্য দেখায় এবং বিভিন্ন বিষয়াদিতে তাঁহার সিদ্ধান্ত ও মীমাংসা কি হইবে তাহা পূর্ব হইতেই আঁচ করিয়া তদনুযায়ী কাজ না করে অথবা নিজেদের ইচ্ছাকে তাঁহার ইচ্ছার উপরে স্থান না দেয় ।

২৭৮৮। এই আয়াতে বিশেষ জোর দেওয়া হইয়াছে যে, মহানবী (সাঃ)-এর প্রতি সর্বোচ্চ সম্মান ও মর্যাদা প্রদর্শন যেন মুসলমানদের স্বাভাবিক নীতি ও রীতিতে পরিণত হইয়া যায় । এই বিষয় তাহাদের স্বভাব-সিদ্ধ হইয়া যাওয়া চাই যে, তাহারা মহানবী (সাঃ)-এর উপস্থিতিতে উঁচু গলায় কথা না বলে; তাঁহাকে যেন উচ্চঃস্বরে আহ্বান না করে । কেননা, এইরূপ কাজ করা শুধু বেয়াদবীই হইবে না,বরং মহান নেতার প্রতি যথাযোগ্য মর্যাদা প্রদর্শনের অভাব-জনিত কারণে দোষী ব্যক্তির নৈতিক ক্ষতি হইতে পারে ।

২৭৮৯। মহানবী (সাঃ)-এর উপস্থিতিতে নীচুস্বরে কথা বলা দ্বারা তাঁহার প্রতি যথাযোগ্য মর্যাদা প্রদর্শিত হয় এবং আলাপকারীর হৃদয়ের নম্রতা প্রকাশ পায় । অপরপক্ষে অনর্থক স্বর উচ্চ করিয়া কথা বলার মধ্যে প্রকাশ পায় অহঙ্কার ও ঔদ্ধত্য ।

২৭৯০। মহানবী (সাঃ)-এর গৃহের বাহির হইতে তাঁহাকে উচ্চৈঃস্বরে ডাকা যেমনি অশোভনীয় তেমনি ইহা ব্যক্তিগত নির্জ্জনতার উপরে অনধিকার প্রবেশ স্বরূপ। ইহাতে তাঁহার ব্যক্তি-সত্তার প্রতি শ্রদ্ধার অভাব প্রকাশ পায় এবং তাঁহার মহামূল্য সময়ের অপচয় ঘটে । কেবলমাত্র অভদ্র ব্যক্তিই এইরূপ বোকামীপূর্ণ আচরণ করিতে পারে ।

وَلَوْ اَنَّهُمْ صَبَرُوْا حَتّٰى تَخْرُجَ اِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝٦

৬। এবং তুমি বাহির হইয়া তাহাদের নিকট আসা পর্যন্ত যদি তাহারা ধৈর্য ধারণ করিত তাহা হইলে ইহা তাহাদের জন্য খুব উত্তম হইত এবং আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنْ جَآءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوْۤا اَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوْا عَلٰى مَا فَعَلْتُمْ نٰدِمِيْنَ ۝٧

৭। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! যদি কোন দুষ্কৃতকারী তোমাদের নিকট কোন গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ লইয়া আসে তাহা হইলে তোমরা ভালরূপে তদন্ত কর,[২৭৯১] যেন এইরূপ না হয় যে, অজ্ঞাতসারে তোমরা কোন জাতিকে কষ্ট দাও এবং পরে তোমরা যে (ভুল) কাজ কর উহার জন্য অনুতপ্ত হও।

وَاعْلَمُوْۤا اَنَّ فِيْكُمْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ؕ لَوْ يُطِيْعُكُمْ فِيْ كَثِيْرٍ مِّنَ الْاَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ حَبَّبَ اِلَيْكُمُ الْاِيْمَانَ وَزَيَّنَهٗ فِيْ قُلُوْبِكُمْ وَكَرَّهَ اِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوْقَ وَالْعِصْيَانَ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الرّٰشِدُوْنَ ۝٨

৮। এবং তোমরা জানিয়া রাখ যে, তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্র রসূল রহিয়াছে; যদি অনেক বিষয়ে সে তোমাদের কথা মানিয়া চলে, তাহা হইলে অবশ্যই তোমরা কষ্টে পড়িবে,[২৭৯২] কিন্তু আল্লাহ্ তোমাদের দৃষ্টিতে ঈমানকে প্রিয় করিয়া দিয়াছেন, এবং তোমাদের অন্তরে ইহাকে মনোরম করিয়া দিয়াছেন; এবং কুফরী, দুষ্কৃতি এবং অবাধ্যতাকে তিনি তোমাদের দৃষ্টিতে ঘৃণ্য করিয়া দেখাইয়াছেন। ইহারাই সৎ পথে কায়েম আছে।

فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَنِعْمَةً ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۝٩

৯। ইহা আল্লাহ্র পক্ষ হইতে অনুগ্রহ ও নেয়ামত স্বরূপ। এবং আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী, পরম প্রজ্ঞাময়।

وَاِنْ طَآئِفَتٰنِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا ۚ فَاِنْۢ بَغَتْ اِحْدٰىهُمَا عَلَى الْاُخْرٰى فَقَاتِلُوا الَّتِيْ تَبْغِيْ حَتّٰى

১০। এবং যদি মো'মেনদের দুইদল পরস্পর লড়াইয়ে লিপ্ত হয়, তাহা হইলে তাহাদের উভয়ের মধ্যে তোমরা মীমাংসা করাইবে;[২৭৯৩] যদি (মীমাংসার পরে) তাহাদের উভয়ের মধ্য হইতে একদল অপর দলের উপর বিদ্রোহ করিয়া আক্রমণ করে

২৭৯১। মক্কা-বিজয়ের পরে প্রায় সারাটা আরব দেশই 'ইসলাম' গ্রহণ করিল। কিন্তু তবুও কয়েকটি বিশেষ গোত্র নতুন ধর্ম গ্রহণ করিতে শুধু অস্বীকারই করিল না, বরং মুসলমানের বিরুদ্ধে মরণ-কামড়ের জন্য সংকল্পবদ্ধ হইল। তদুপরি, রোমান-সাম্রাজ্য এবং পারস্য-সাম্রাজ্যও নিজ নিজ সাম্রাজ্যের সীমান্তবর্তী আরব এলাকায় ইসলামের অভ্যুদয় দেখিয়া এই নব-শক্তি সম্বন্ধে সজাগ ও সচেতন হইয়া উঠিল। তাহাদের একচ্ছত্র শক্তি ও মর্যাদার প্রতি ইসলাম হুমকি হইয়া উঠিতেছে ভাবিয়া মুসলমানের সহিত মোকাবেলা ও যুদ্ধ করা অনিবার্য হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া তাহারা মনে ধারণা পোষণ করিতে লাগিল। এমতাবস্থায়, 'ভালরূপে তদন্ত কর' এই প্রত্যাদেশটি খুবই সময়োপযোগী ও দরকারী উপদেশ। মুসলমানগণকে বলা হইতেছে যে, যদিও যুদ্ধের জরুরী পরিস্থিতিতে শত্রুকে রুখিবার জন্য তাৎক্ষণিক কর্ম তৎপরতা অতীব প্রয়োজনীয়, তথাপি সাবধানতা ও সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত যেন অনুসন্ধান ব্যতিরেকেই গুজবকে সত্য সংবাদ মনে করিয়া কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা না হয়। কেননা, স্বভাবতঃই যুদ্ধাবস্থায় নানারূপ মিথ্যা কল্প-কাহিনী ছড়াইয়া পড়ে। অতএব, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও সত্য যাচাইয়ের পরই এইগুলির ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত।

২৭৯২। এখানে মুসলমানদিগকে উপদেশ দেওয়া হইতেছে যে, নবী করীম (সাঃ) কার্য সম্পাদনের জন্য তাহাদের পরামর্শ চাহিতে পারেন। তবে, এই কথা মনে করা কখনও ঠিক হইবে না যে, তাহাদের দেওয়া উপদেশ ও পরামর্শগুলি গ্রহণ করা ও কার্যে রূপায়িত করা তাঁহার জন্য বাধ্যতামূলক। তিনি তো আল্লাহ্তা'লার দ্বারা পরিচালিত দিব্য-দৃষ্টির অধিকারী এবং কর্তব্য সম্পাদনের দায়িত্বও তাঁহারই। তাঁহার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত ও প্রশ্নাতীত।

২৭৯৩। ইসলামী রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও সংহতির প্রতি বড় হুমকি হইল আত্ম-কলহ, যাহা কখনও কখনও দুই দলের মধ্যে কিংবা দুইটি দ্বিমতপোষণকারী গ্রুপের মধ্যে বাধিয়া যায়। এই আয়াতে এইরূপ মত-বিরোধ ও বিবাদ-বিসংবাদ কার্যকরীভাবে মিটাইবার পন্থা বর্ণিত হইয়াছে। যদিও প্রাথমিকভাবে, মুখ্যতঃ মুসলমানের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব-কলহের অবসান কল্পে ন্যায়-ভিত্তিক, চমৎকার ও কার্যকরী

تَفِيْٓءَ اِلٰٓى اَمْرِ اللّٰهِ ۚ فَاِنْ فَآءَتْ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَاَقْسِطُوْا ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ۝٩

তাহা হইলে তোমরা সকলে মিলিয়া যে বিদ্রোহ করিয়াছে তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া যাইবে যতক্ষণ পর্যন্ত না সে আল্লাহ্‌র নির্দেশের দিকে ফিরিয়া আসে। যদি সে ফিরিয়া আসে, তাহা হইলে তোমরা তাহাদের উভয়ের মধ্যে ন্যায়পরায়ণতার সহিত মীমাংসা করাইয়া দিবে এবং সুবিচার করিবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ সুবিচারকারীদেরকে ভালবাসেন।

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ۝١٠ ع

১১। নিশ্চয় মো'মেনগণ পরস্পর ভাই ভাই, অতএব তোমরা তোমাদের ভ্রাতৃগণের মধ্যে সংশোধনপূর্বক শান্তি স্থাপন কর,[২৭৯৪] এবং আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর, যাহাতে তোমাদের উপর রহম করা হয়।

১ [১১] ১৩

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰٓى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَآءٌ مِّنْ نِّسَآءٍ عَسٰٓى اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۚ وَلَا تَلْمِزُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ ؕ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمَانِ ۚ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ۝١١

১২। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! কোন জাতি যেন অন্য জাতিকে হাসি-বিদ্রূপ না করে, তাহারা উহাদের অপেক্ষা উত্তম হইতে পারে; এবং নারীগণও যেন অন্য নারীগণকে হাসি-বিদ্রূপ না করে, তাহারা উহাদের অপেক্ষা উত্তম হইতে পারে। এবং তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করিও না; এবং একে অপরকে অবজ্ঞাসূচক উপাধি দিয়া ডাকিও না। ঈমান আনার পর দূষণীয় নাম (দিয়া ডাকা) বড়ই মন্দ কথা; এবং যাহারা ইহার পর তওবা করিবে না তাহারাই যালেম।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ ۫ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَّلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا ؕ اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ ۝١٢

১৩। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা অতিরিক্ত সন্দেহকে[২৭৯৫] পরিহার কর, কারণ কতক (ক্ষেত্রে) সন্দেহ পাপ বিশেষ। এবং তোমরা ছিদ্রান্বেষণ করিও না, এবং একে অপরের পিছনে গীবত (কুৎসা) করিয়া বেড়াইও না। তোমাদের মধ্যে কেহ কি তাহার মৃত ভাইয়ের গোশ্‌ত খাইতে চাহিবে? অবশ্যই তোমরা ইহাকে ঘৃণা করিবে; এবং আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন করিও, নিশ্চয় আল্লাহ্ পুনঃ পুনঃ সদয় দৃষ্টিপাতকারী, পরম দয়াময়।

মীমাংসা-নীতি এই আয়াতে ব্যক্ত করা হইয়াছে, তথাপি কার্যকরী জাতি-সংঘ ও জাতি-পুঞ্জের স্থাপনকল্পে ও ইহার স্থায়িত্ব রক্ষাকল্পে উক্ত নীতিকে ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করা বিশেষ প্রয়োজন। আন্তর্জাতিক শান্তি বজায় রাখার ব্যাপারে এই নীতি-মালা এক বিরাট রক্ষা-কবচ।

২৭৯৪। এই আয়াতে ইসলামী ভ্রাতৃত্বের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। যদি ঘটনাচক্রে দুইজন মুসলমানের মধ্যে বা মুসলমান দুইটি দলের মধ্যে ঝগড়া বাধিয়া যায়, তবে অন্যান্য মুসলমানের প্রতি এখানে নির্দেশ প্রদত্ত হইল যে, তাহারা যেন কাল-বিলম্ব না করিয়া তাহাদের মধ্যে আপোষ-মিমাংসা করিয়া দেয়। ইসলামের আসল শক্তি এই ভ্রাতৃত্বের অনাবিল আদর্শের মধ্যেই নিহিত। এই ভ্রাতৃত্বের মহাআদর্শ স্থান-কাল-পাত্র কিংবা জাতি-বর্ণ কিংবা দেশ-দেশান্তরের ভৌগলিক সীমারেখা মানে না, ইহা বিশ্বজনীন ইসলামী ভ্রাতৃত্ব।

২৭৯৫। এই সূরার প্রধান বিষয়বস্তু হইল একতা, বন্ধুত্ব, মৈত্রী ও ভালবাসাকে ব্যক্তি-মুসলমানের মাঝে বা দলগত-মুসলমানদের দলগুলির মাঝে সুপ্রতিষ্ঠিত করা। তাই এই আয়াতে এবং পূর্ববর্তী আয়াতে এমন কয়েকটি সামাজিক কদাচারের উল্লেখ করা হইয়াছে, যাহা অমিল, বিরোধ, মতানৈক্য ও ঝগড়ার সূত্রপাত ঘটায়। এইগুলি মনে কালিমা সৃষ্টি করে ও মরিচা ধরাইয়া সমাজকে কলুষিত ও পাপাঙ্কিত করিয়া তোলে। ফলে সমাজের জীবনী-শক্তি বিনষ্ট হয়। অতএব, এই সব কদাচারের বিরুদ্ধে হুশিয়ার থাকিতে বলা হইয়াছে। এই কদাচারের মধ্যে

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّ اُنْثٰى وَ جَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّ قَبَآىِٕلَ لِتَعَارَفُوْا ؕ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ﴿۱۴﴾

১৪। হে মানবমণ্ডলী ! নিশ্চয় আমরা তোমাদিগকে পুরুষ ও নারী হইতে সৃষ্টি করিয়াছি এবং তোমাদিগকে বিভিন্ন জাতি এবং বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত করিয়া দিয়াছি যেন তোমরা একে অপরকে চিনিতে পার;[২৭৯৬] নিশ্চয় আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানিত[২৭৯৭] ঐ ব্যক্তি যে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক মুত্তাকী; নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী, সর্ববিদিত।

قَالَتِ الْاَعْرَابُ اٰمَنَّا ؕ قُلْ لَّمْ تُؤْمِنُوْا وَلٰكِنْ قُوْلُوْٓا اَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْاِيْمَانُ فِيْ قُلُوْبِكُمْ ؕ وَاِنْ تُطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ لَا يَلِتْكُمْ مِّنْ اَعْمَالِكُمْ شَيْـًٔا ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۱۵﴾

১৫। মরুবাসীগণ বলে, 'আমরা ঈমান আনিয়াছি।' তুমি বল, 'তোমরা (এখনও প্রকৃত) ঈমান আন নাই, বরং তোমরা বল, 'আমরা ইসলাম গ্রহণ করিয়াছি, কারণ এখনও ঈমান তোমাদের অন্তরে প্রবেশ করে নাই;'[২৭৯৮] কিন্তু যদি তোমরা আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসূলের আনুগত্য কর, তাহা হইলে তিনি তোমাদের কৃত-কর্মসমূহ হইতে কিছুই কম করিবেন না। নিশ্চয় আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

রহিয়াছে অন্যের প্রতি হাসি-ঠাট্টা ও বিদ্রূপ, ছিদ্রান্বেষণ,বিকৃত নামে ডাকা,সন্দেহ-প্রবণতা, পরনিন্দা ও পরচর্চায় রত হওয়া প্রভৃতি। এই বিষয়ে. স্ত্রীলোকদিগকে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে, কেননা তাহারাই স্বভাবগতভাবে ঐ পথে আগে পা বাড়ায়। এই কুকর্মের অন্তরালে যে মূল কারণ কাজ করিয়া থাকে, তাহা হইল আত্মম্ভরিতা ও আত্মশ্লাঘা, যাহা পরবর্তী আয়াতে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। অনৈক্য ও মতভেদের এই মূল কারণগুলি দূরীভূত করিয়া এই সূরা ইসলামী ভ্রাতৃত্বকে সুস্থ ও দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত করিয়াছে।

২৭৯৬। 'শুয়ূব' হইল 'শায়াব' এর বহু বচন। 'শায়াব' এর অর্থ হইল একটি বড় উপজাতি।উপজাতির উদ্ভব-স্থল বা পিতৃপুরুষকে বলা হয় 'কবিলা', যাহাতে উপজাতিটিও অন্তর্ভুক্ত। 'শুয়ূব' একটি জাতিকেও বুঝায় (লেইন)।

২৭৯৭। পূর্ববর্তী দুইটি আয়াতে ইসলামী ভ্রাতৃত্বের বিষয় বর্ণনা করার পর, এই আয়াতে বিশ্বমানবের অবিচ্ছেদ্য ও সার্বিক ভ্রাতৃত্বের ভিত্তি স্থাপন করা হইয়াছে। বস্তুতঃ এই আয়াতটি বিশ্ব-মানবের ভ্রাতৃত্ব ও সাম্যের 'ম্যাগনা কার্টা' বা মহাসনদ। জাতীয় শ্রেষ্ঠত্ব অথবা বংশগত গৌরবের মিথ্যা ধারণা হইতে উদ্ভূত আভিজাত্যের প্রতি ইহা কুঠারঘাত করিয়াছে। এক জোড়া পুরুষ-মহিলা হইতে সৃষ্ট মানবমণ্ডলীর সদস্য হিসাবে সকলেই আল্লাহ্‌তা'লার সমক্ষে সম-মর্যাদার অধিকারী। চামড়ার রং, ধন-সম্পদের পরিমাণ, সামাজিক পদ, বংশ ইত্যাদির দ্বারা মানুষের মর্যাদার মূল্যায়ন হইতে পারে না। মর্যাদা ও সম্মানের সঠিক মাপ-কাঠি হইল, ব্যক্তির উচ্চমানের নৈতিক গুণাবলী এবং স্রষ্টা ও সৃষ্টির প্রতি তাহার কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনের আন্তরিকতা। বিশ্ব-মানব একটি পরিবার মাত্র। জাতি, উপজাতি, বর্ণ, বংশ ইত্যাদি বিভক্তি কেবল পরস্পরকে জানার জন্য, যাহাতে পরস্পরের চারিত্রিক ও মানসিক গুণাবলী দ্বারা একে অপরের উপকার সাধিত হইতে পারে। বিদায়-হজ্জের সময়, মহানবী (সাঃ)-এর মৃত্যুর অল্প দিন আগে,বিরাট ইসলামী সমাগমকে সম্বোধন করিয়া তিনি উদাত্ত কণ্ঠে বলিয়াছিলেন,'হে মানব মণ্ডলী, তোমাদের আল্লাহ্ এক ও অদ্বিতীয় এবং তোমাদের আদি পিতাও এক। একজন আরব একজন অনারব হইতে কোন মতেই শ্রেষ্ঠ নহে। তেমনি একজন আরবের উপরে একজন অনারবেরও কোন শ্রেষ্ঠত্ব নাই। একজন সাদা-চামড়ার মানুষ একজন কাল-চামড়ার মানুষের চাইতে শ্রেষ্ঠ নয়, কালও সাদার চাইতে শ্রেষ্ঠ নহে। শ্রেষ্ঠত্বের মূল্যায়ন করিতে বিচার্য বিষয় হইবে, কে আল্লাহ্ ও বান্দার হক্ কতদূর আদায় করিল। আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে তোমাদের মধ্যে সর্বোচ্চ সম্মানের অধিকারী সেই ব্যক্তিই, যিনি সর্বাপেক্ষা বেশী ধর্মপরায়ণ' (বায়হাকী)। এই মহান শব্দগুলি ইসলামের উচ্চতম আদর্শ ও শ্রেষ্ঠতম নীতি-মালার একটি দিক উজ্জ্বলভাবে চিত্রায়িত করিয়াছে। শতধা-বিভক্ত একটি সমাজকে, অত্যাধুনিক গণতন্ত্রের সমতা-ভিত্তিক সমাজে ঐক্যবদ্ধ করার কী আকুল আহ্বান !

২৭৯৮। ইসলামের সার্বজনীন ভ্রাতৃত্বে সকল মুসলমানই সমান অংশীদার, সকলেই ইহার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। নিরক্ষর ও সংস্কৃতিবর্জিত মরু-আরবকে ইসলাম সেই সকল অধিকারই দান করিয়াছে, যাহা সভ্য ও সংস্কৃতিমনা শহরবাসীকে দেওয়া হইয়াছে। নিরক্ষরদিগকে এই উপদেশ দেওয়া হইয়াছে যে, তাহারা যেন শিক্ষা-দীক্ষা লাভ করিয়া ইসলামের নীতি-মালা জ্ঞাত হয় এবং জীবনে তাহা বাস্তবায়ন করিয়া দেখায়।

১৬। বস্তুতঃ মো'মেন কেবল তাহারাই যাহারা আল্লাহ্ ও রসূলের উপর ঈমান আনে, অতঃপর তাহারা সন্দেহ পোষণ করে না এবং নিজেদের ধন-সম্পদ ও প্রাণ দিয়া আল্লাহ্র পথে জিহাদ করে, তাহারাই সত্যবাদী।

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوْا وَجٰهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ ﴿١٦﴾

১৭। তুমি বল, 'তোমরা কি আল্লাহ্কে তোমাদের ধর্ম সম্পর্কে অবহিত করিবে, অথচ আল্লাহ্ জানেন যাহা কিছু আকাশসমূহে আছে এবং যাহা কিছু পৃথিবীতে আছে; বস্তুতঃ আল্লাহ্ সকল বিষয়ে সর্বজ্ঞানী।'

قُلْ اَتُعَلِّمُوْنَ اللّٰهَ بِدِيْنِكُمْ ؕ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿١٧﴾

১৮। তাহারা ইসলাম গ্রহণ করিয়া তাহারা তোমার উপর অনুগ্রহ করিয়াছে বলিয়া মনে করে। তুমি বল, 'তোমরা তোমাদের ইসলাম গ্রহণ করাকে আমার উপর তোমাদের অনুগ্রহ বলিয়া মনে করিও না। বরং আল্লাহ্ তোমাদের উপর অনুগ্রহ করিয়াছেন যে, তিনি তোমাদিগকে ঈমানের দিকে পরিচালিত করিয়াছেন; যদি তোমরা সত্যবাদী হইয়া থাক।'

يَمُنُّوْنَ عَلَيْكَ اَنْ اَسْلَمُوْا ؕ قُلْ لَّا تَمُنُّوْا عَلَيَّ اِسْلَامَكُمْ ۚ بَلِ اللّٰهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ اَنْ هَدٰىكُمْ لِلْاِيْمَانِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿١٨﴾

১৯। নিশ্চয় আল্লাহ্ আকাশসমূহ ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয়াবলী জানেন; এবং তোমরা যে কর্ম কর তাহা আল্লাহ্ ভালভাবে দেখিতেছেন।

ع ২ [৮] ১৪ ১৪

اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿١٩﴾ ع

৫০-সূরা কাফ্

(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

নাযেল হওয়ার সময় ও প্রসঙ্গ

উচ্চপর্যায়ের আলেমবৃন্দ এই সূরার অবতরণকালকে মক্কী-জীবনের প্রারম্ভিক অবস্থায় নির্ধারণ করিয়াছেন । ইহার ধরণ-ধারণ ও বিষয়বস্তু এই অভিমতের পরিপোষক । পূর্ববর্তী দুইটি সূরাতে ইসলামের বিরাট ও সুমহান ভবিষ্যতের কথা আলোচিত হইয়াছে এবং সেই প্রসঙ্গে ইহাও বলা হইয়াছে যে, যখন কোন জাতি ধনবান ও ক্ষমতাশালী হইয়া উঠে, তখন সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যাবলীও সেই জাতির মধ্যে মাথা চাড়া দিয়া উঠে । 'কাফ্' অক্ষর (কাদের-কাউইম) দ্বারা আরব্ধ এই সূরা এই কথার দিকেই ইঙ্গিত বহন করে যে, মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্‌তা'লার এই শক্তি নিশ্চয়ই রহিয়াছে যে, তিনি দুর্বল ও বিশৃঙ্খল আরব জাতিকে একটি শক্তিশালী জাতিতে রূপান্তরিত করেন । এই রূপান্তরণের কাজ সম্পূর্ণভাবে সম্পন্ন করিতে 'কুরআন'কেই তিনি অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করিবেন ।

বিষয়-বস্তু

এই সূরা হইতে সূরা আল্ ওয়াকিআ পর্যন্ত সাতটি সূরা একটি বিশেষ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত । মক্কায় অবতীর্ণ অন্যান্য সকল সূরার মত, এই সূরাটিও ভবিষ্যদ্বাণীর ওজস্বী ভাষায় বিশেষভাবে জোর দিয়া বলিতেছে যে, কুরআন সুনিশ্চিতভাবে আল্লাহ্‌র বাণী, মৃত্যুর পর পুনরুত্থান এক অবশ্যম্ভাবী বাস্তবতা, আর ইসলামের বিজয় এক অবধারিত চরম সত্য । প্রকৃতির লীলা-খেলা এবং পুরানা দিনের নবী-রসূলের ইতিহাস আমাদিগকে এই অবিসংবাদিত সিদ্ধান্তে উপনীত করে । প্রথমেই এই সূরাটি পুনরুত্থানের অত্যাবশ্যকীয় বিষয়টি উত্থাপন করিয়া ইহার সত্যতার প্রাথমিক দলীলরূপে এই যুক্তি প্রদর্শন করিতেছে যে, এমন একটা জাতি যাহারা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও প্রভাব-প্রতিপত্তির দিক দিয়া একেবারে নিষ্ক্রিয় ও মৃতপ্রায় হইয়া পড়িয়াছিল, তাহারা শীঘ্রই কুরআনের প্রভাবে এক কর্মচঞ্চল ও প্রাণ-প্রাচুর্যময় জীবনের অধিকারী হইবে । সূরাটি এই কথাও জানাইয়া দিতেছে যে, অবিশ্বাসীদের এই জাতিটি এতই চেতনাহীন যে, তাহারা এই কথা কোন মতেই মানিতে পারিতেছে নাঃ তাহাদেরই মধ্য হইতে এমন একজন সতর্ককারীকে তাহাদের মৃতাবস্থা হইতে জাগাইবার জন্য কিভাবে অবির্ভূত করা হইতে পারে ? তাহারা তো মরিয়া মাটি হইয়া গিয়াছে, তাহাদের পক্ষে আবার জাগিয়া উঠা কি কখনও সম্ভব ? তাহাদিগকে বলা হইতেছে যে, তাহারা যেন সৃষ্টির বিসময়কর বিষয়ে ভালভাবে ভাবিয়া দেখে, মহাশূন্যের গ্রহ-তারকা-সজ্জিত আকাশমালা সৃষ্টির অত্যাশ্চর্যজনক কলা-কৌশলের কথা গভীরভাবে চিন্তা করে।তাহারা যেন লক্ষ্য করে যে, কত নিয়মনিষ্ঠা, দক্ষতা ও সময়ানুবর্তিতার সহিত ব্যতিক্রমহীন ও বিরামহীনভাবে এইগুলি আপন আপন নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন করিয়া চলিয়াছে।তাহারা যেন পৃথিবীর বিশালতা, ইহার প্রাণীকুল ও উদ্ভিদরাজির দিকে তাকাইয়া নিবিষ্ট চিত্তে ধ্যান করে এবং এইগুলির সৃষ্টি, খাদ্য-যোগানো ও ফল-ফলাদির উৎপাদন ইত্যাদির বিষয়ে আগ্রহ সহকারে বুদ্ধি খাটায় ও তলাইয়া দেখে। তাহা হইলেই তাহারা সম্যকভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে যে, এই জটিল বিশ্ব-জগতের যিনি কুশলী স্রষ্টা, তিনি নিশ্চয়ই সেই ক্ষমতা ও জ্ঞান রাখেন যে, মানুষের নশ্বর দেহ পচিয়া-গলিয়া, ধূলায় মিশিয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া গেলেও তিনি তাহাকে নবজীবন দান করিতে সম্পূর্ণ সক্ষম । অতঃপর, আল্লাহ্‌তা'লার সৃষ্টির সর্বোচ্চ মুকুট-মনি, যাহাকে মানব নামে আখ্যায়িত করা হইয়াছে তাহার জীবনের উদ্দেশ্য, কর্ম-স্বাধীনতা, দায়িত্ব ও কৃত-কর্মের হিসাব-নিকাষ প্রদান ইত্যাদি বিষয় এই সূরাতে আলোচিত হইয়াছে । শেষ দিকে এই কথার উপরই সর্ব শেষ জোর দেওয়া হইয়াছে যে, এই মহান বিশ্বের সৃষ্টি ও বিশ্বের মাঝে সকল সৃষ্টির সেরা যে মানব তাঁহার সৃষ্টি এই কথাই প্রমাণ করে যে, জটিলতা পূর্ণ মহাসৃষ্টির পিছনে মহাস্রষ্টার নিশ্চয়ই মহান উদ্দেশ্য রহিয়াছে । এই সব কিছুর সৃষ্টি করা স্রষ্টার কাছে অনর্থক ও উদ্দেশ্য বর্জিত হইতেই পারে না । অতএব এইসব ভাবনা আমাদিগকে এই সিদ্ধান্তে পৌছাইয়া দেয় যে, মৃত্যুর পরেও জীবন থাকা আবশ্যক এবং অবশ্যই মৃত্যুর পরেও জীবন আছে ।

৫০-সূরা কাফ্

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ইহাতে ৪৬ আয়াত এবং ৩ রুকূ আছে ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। আল্লাহ্র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

قٓ ۚ وَالْقُرْاٰنِ الْمَجِيْدِ ۚ ②

২। কাফ ।[২৭৯৯] এই পরম মর্যাদাশালী-মহান কুরআনের কসম[২৮০০](যাহা একটি বড় প্রমাণ স্বরূপ যে পুনরুত্থান অবশ্যই সংঘটিত হইবে)।

بَلْ عَجِبُوْٓا اَنْ جَآءَهُمْ مُّنْذِرٌ مِّنْهُمْ فَقَالَ الْكٰفِرُوْنَ هٰذَا شَيْءٌ عَجِيْبٌ ③

৩। কিন্তু তাহারা বিস্ময় প্রকাশ করিতেছে যে, তাহাদের নিকট তাহাদেরই মধ্য হইতে একজন সতর্ককারী আগমন করিয়াছে । অতএব কাফেররা বলিতেছে, 'ইহা এক তাজ্জবের ব্যাপার !

ءَاِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ۚ ذٰلِكَ رَجْعٌۢ بَعِيْدٌ ④

৪। কী আমরা যখন মরিয়া যাইব এবং মাটিতে পরিণত হইব (তখন আমরা পুনর্জীবিত হইব)? এইরূপ প্রত্যাবর্তন (সম্ভাবনা হইতে) অনেক দূরের বিষয় ।'

قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْاَرْضُ مِنْهُمْ ۚ وَعِنْدَنَا كِتٰبٌ حَفِيْظٌ ⑤

৫। আমরা নিশ্চয় জানি যাহা যমীন তাহাদের মধ্য হইতে হ্রাস করে (এবং উহাও যাহা তাহাদের মধ্যে বৃদ্ধি করে), এবং আমাদের নিকট এমন এক কিতাব আছে, যাহা (সবকিছু) সংরক্ষণ করিয়া যাইতেছে ।[২৮০১]

بَلْ كَذَّبُوْا بِالْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ فَهُمْ فِيْٓ اَمْرٍ مَّرِيْجٍ ⑥

৬। বরং যখন পূর্ণ-সত্য তাহাদের নিকট আসিল, তখন তাহারা ইহাকে মিথ্যা বলিয়া অস্বীকার করিল; এইজন্য তাহারা বিষম দ্বিধা-দ্বন্দ্বের অবস্থায় পড়িয়া আছে।

২৭৯৯। "কাফ্" অক্ষরটি আল্লাহ্তা'লার 'কাদীর' (সর্বময় ও সর্বশক্তিমান) হওয়ার গুণ প্রকাশক । ইহা "আল্ কিয়ামাতু হাক্কুন" (পুনরুত্থান অবশ্যই হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই) অর্থেও ব্যবহৃত হইয়া থাকিতে পারে ।

২৮০০। মহাপুনরুত্থান যে নিশ্চয়ই সংঘটিত হইবে, উহার সাক্ষ্যস্বরূপ 'কুরআন'কে পেশ করা হইয়াছে ।

২৮০১। পূর্ববর্তী আয়াতে অবিশ্বাসীদের এই আপত্তির উল্লেখ করা হইয়াছে যে, তাহারা যখন মরিয়া হাড়গোড়সহ ধূলিকণাতে পর্যবসিত হইয়া যাইবে, তখন তাহারা পুনরায় উত্থিত হইবে কিরূপে। এই প্রশ্নেরই উত্তর এই আয়াতে দেওয়া হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে যে, মানুষের শরীর তো চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া যায় ঠিকই,কিন্তু তাহার আত্মা কস্মিনকালেও বিনষ্ট হয় না । পরজগতে তাহার আত্মাকে এক নূতন দেহ প্রদান করা হইবে এবং ইহকালে সে ভাল-মন্দ যাহা কিছু করিয়াছে, নূতন দেহধারী আত্মাকে তাহার জন্য হিসাব দান ও জবাবদিহি করিতে হইবে; কেননা তাহার ইহলৌকিক কার্যাবলী পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে 'এক অবিনশ্বর হিসাব-খাতায় সংরক্ষিত রহিয়াছে'। ইহার অর্থ ইহাও হইতে পারে যে, বস্তু-জগতের সবকিছুই যখন অণু-পরমাণুতে পরিণত ও বিচ্ছিন্ন হইয়া নিশ্চিহ্ন হয়, তখন তাহাও ঐ সংরক্ষণ-খাতায় তথা আল্লাহ্তা'লার জ্ঞানে সংরক্ষিত থাকে । এই আয়াত দ্বারা এই কথাও বুঝাইতে পারে যে, কোন কিছু সৃষ্টি করিতে গেলে যেমন কি কি জিনিষ ও উপকরণ, কি কি পরিমাণে, কি কি অবস্থায়, কি কি ভাবে সংমিশ্রিত করিলে তবে সেই জিনিষ সৃষ্টি হয়, তাহা পূর্বাহ্নে জানা থাকিলে সেই জিনিষ বার বার বানানো যায়, ঠিক সেইরূপ আল্লাহ্তা'লা মানবদেহের প্রতিটি বিষয়ের (এনাটোমী) সম্পূর্ণ জ্ঞান রাখেন । ইহা কিভাবে গঠিত হয় আর কিভাবে লয় পায় উহার পুরাপুরি জ্ঞান আল্লাহ্তা'লার রহিয়াছে। অতএব, মানুষের সম্পূর্ণ বিলুপ্তির পরও তাহাকে তিনি আবার সৃষ্টি করিবেন।

اَفَلَمْ يَنْظُرُوْٓا اِلَى السَّمَآءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنٰهَا وَزَيَّنّٰهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوْجٍ ۝٦

৭। তাহারা কি নিজেদের উর্ধ্বস্থিত আকাশকে দেখে না যে, আমরা উহাকে কিরূপে সৃষ্টি করিয়াছি এবং উহাকে কিরূপে সৌন্দর্যমণ্ডিত করিয়াছি,এবং যাহার মধ্যে কোন ছিদ্র নাই?[২৮০২]

وَالْاَرْضَ مَدَدْنٰهَا وَاَلْقَيْنَا فِيْهَا رَوَاسِيَ وَاَنْۢبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍۢ بَهِيْجٍ ۝٧

৮। এবং (তাহারা কি দেখে না) পৃথিবীকে— আমরা ইহাকে সম্প্রসারিত করিয়াছি, এবং ইহাতে পর্বতমালা সংস্থাপিত করিয়াছি এবং উহার মধ্যে সর্ব প্রকারের সুন্দর সুন্দর জোড়া উৎপন্ন করিয়াছি,

تَبْصِرَةً وَّذِكْرٰى لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيْبٍ ۝٨

৯। ইহাতে (আল্লাহ্‌র সমীপে) অবনত প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য অন্তর্দৃষ্টি ও উপদেশ[২৮০৩] রহিয়াছে।

وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً مُّبٰرَكًا فَاَنْۢبَتْنَا بِهٖ جَنّٰتٍ وَّحَبَّ الْحَصِيْدِ ۝٩

১০। এবং আমরা মেঘ হইতে বরকত পূর্ণ বারি বর্ষণ করি, অতঃপর আমরা উহা দ্বারা বাগানসমূহ এবং কর্তনযোগ্য শস্য উৎপন্ন করি,

وَالنَّخْلَ بٰسِقٰتٍ لَّهَا طَلْعٌ نَّضِيْدٌ ۝١٠

১১। এবং উচ্চ খর্জুর বৃক্ষসমূহ, যাহাদের গুচ্ছসমূহ স্তরে স্তরে (সুসজ্জিত) রহিয়াছে—

رِّزْقًا لِّلْعِبَادِ ۙ وَاَحْيَيْنَا بِهٖ بَلْدَةً مَّيْتًا ۭ كَذٰلِكَ الْخُرُوْجُ ۝١١

১২। বান্দাদের জন্য রিযকস্বরূপ; এবং আমরা উহা দ্বারা মৃত ভূমিকে জীবিত করি। অনুরূপভাবেই পুনরুত্থান হইবে।[২৮০৪]

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ وَّاَصْحٰبُ الرَّسِّ وَثَمُوْدُ ۝١٢

১৩। (সত্যকে) মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিল— তাহাদের পূর্বে নূহের জাতি এবং কূপের অধিবাসীগণ এবং সামূদ জাতি,

وَعَادٌ وَّفِرْعَوْنُ وَاِخْوَانُ لُوْطٍ ۝١٣

১৪। এবং আদ (এর জাতি) এবং ফেরাউন এবং লূতের ভ্রাতৃবৃন্দ,

২৮০২। এই আয়াত ও পরবর্তী কয়েকটি আয়াতে সৃষ্টির বিসময়কর বিষয়গুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে। বিশ্ব-জগতের মাঝে রহিয়াছে একটি অত্যাশ্চর্য সুসামঞ্জস পরিকল্পনা। ইহাতে রহিয়াছে সংখ্যাতীত সুন্দর সুন্দর গ্রহ-তারকা; সুশোভিত আকাশমালা। ইহাতে রহিয়াছে জীব-জন্তু, গাছপালা পাহাড়-পর্বত ও নদ-নদী এবং মানব-জাতি-সম্বলিত এই বিরাট বিস্তীর্ণ পৃথিবী। অতঃপর এই আয়াতগুলি ইঙ্গিতে বুঝাইয়া দিতেছে যে, সৃজনের এই বিচিত্র ও অত্যাশ্চর্য-ভাণ্ডারসমূহ আমাদিগকে এই অনিবার্য সিদ্ধান্তে পৌঁছাইয়া দেয় যে, সেই মহামহিম পরম প্রজ্ঞাশীল কুশলী, সেই মহা পরিকল্পনাকারী নির্মাতা ও নিয়ন্ত্রক, যিনি এই বিসময়কর বিশ্ব-জগৎ সৃষ্টি করিয়া মানুষকে ইহার কেন্দ্রবিন্দুতে স্থাপন করিয়াছেন, তাঁহার নিশ্চয়ই এই ক্ষমতা রহিয়াছে যে, সব কিছু ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন-বিলুপ্ত হওয়ার পরও তিনি উহা পুনরায় সৃষ্টি করিতে পারেন এবং মানুষের মৃত্যুর পরেও তিনি তাহাকে নূতন জীবন দিতে পারেন।

২৮০৩। বস্তুজগত ও প্রকৃতির অন্তরালে উদ্দেশ্য নিহিত রহিয়াছে মনে করা যুক্তি-সঙ্গত। আল্লাহ্‌তা'লা সব কিছুর পরিকল্পনাকারী ও স্রষ্টা বলিয়া ধারণা করার মধ্য দিয়া সৃষ্টির আদি-কারণ, সৃষ্টির পরিকল্পনা ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে একটা স্বচ্ছ যোগসূত্রসম্পন্ন ও অবিচ্ছিন্ন চিত্র মানস-পটে ফুটিয়া উঠে যাহাতে কোন অসংলগ্নতা নাই। সৃষ্টির পিছনে উদ্দেশ্যের অস্তিত্বের স্বীকৃতি পরোক্ষভাবে ইহাই প্রমাণ করে যে, মৃত্যুর পরেও জীবন আছে। কারণ মানুষের শারীরিক অবসানের সাথে সাথে আত্মাও লয় প্রাপ্ত হইয়া যায়,এমন ধারণা আল্লাহ্‌তা'লার সৃষ্টি-পরিকল্পনা ও প্রজ্ঞাময়তার বিপরীত এবং বিশ্ব-সৃষ্টির উদ্দেশ্যেরও পরিপন্থী।

২৮০৪। যেমনিভাবে আল্লাহ্‌তা'লা আকাশ হইতে বৃষ্টি দান করিয়া শুষ্ক ও মৃত যমীনকে ফলে-ফুলে সুশোভিত করিয়া জীবনোদ্দীপ্ত করিয়া তোলেন, তেমনিভাবে তিনি মানুষের মৃত্যুর পরেও তাহাকে পুনর্জীবন দান করিবেন।

وَّاَصْحٰبُ الْاَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ ؕ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيْدِ ﴿١٥﴾

১৫। এবং অরণ্যের অধিবাসীগণ এবং তুব্বার জাতি। তাহারা প্রত্যেকেই রসূলগণকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল; পরিণামে আমার প্রতিশ্রুত আযাব পূর্ণ হইল।

اَفَعَيِيْنَا بِالْخَلْقِ الْاَوَّلِ ؕ بَلْ هُمْ فِيْ لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ ﴿١٦﴾

১৬। তবে কি আমরা প্রথমবার সৃষ্টি করিয়াই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি ?[২৮০৫] না, বরং নূতন সৃষ্টি সম্বন্ধে তাহারা সন্দেহে নিপতিত।

১ ১৬ ১৫

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهٖ نَفْسُهٗ ۚ وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ ﴿١٧﴾

১৭। এবং নিশ্চয় আমরা মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছি এবং তাহার আত্মা তাহাকে যাহা কিছু প্ররোচনা দেয় উহাও আমরা অবগত আছি, এবং আমরা (তাহার) জীবন-শিরা অপেক্ষাও তাহার অধিকতর নিকটে আছি।

اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيٰنِ عَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيْدٌ ﴿١٨﴾

১৮। যখন (তাহার) ডানদিকে এবং বামদিকে উপবিষ্ট দুইজন লিপিকার লিপিবদ্ধ করিয়া যাইতেছে;[২৮০৬]

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ ﴿١٩﴾

১৯। সে যে কথাই বলুক না কেন, তাহার নিকট অবশ্যই (সংরক্ষণের নিমিত্তে) একজন অতন্দ্র প্রহরী (ফিরিশ্‌তা নিয়োজিত) রহিয়াছে,

وَجَآءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ؕ ذٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيْدُ ﴿٢٠﴾

২০। এবং মৃত্যুর মূর্চ্ছা সত্য সত্যই আসিবে, 'ইহা সেই অবস্থা যাহা হইতে তুমি পাশ কাটাইয়া যাইতে।'

وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ ؕ ذٰلِكَ يَوْمُ الْوَعِيْدِ ﴿٢١﴾

২১। এবং শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হইবে। ইহাই সেই প্রতিশ্রুত দিবস।

وَجَآءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَآئِقٌ وَّشَهِيْدٌ ﴿٢٢﴾

২২। এবং প্রত্যেকটি আত্মা (এমন অবস্থায়) উপস্থিত হইবে যে, পিছন হইতে হাঁকিবার জন্য তাহার সঙ্গে একজন চালক (ফিরিশ্‌তা) এবং একজন সাক্ষী (ফিরিশ্‌তা) থাকিবে।[২৮০৭]

২৮০৫। এই সবগুলিতেই 'সৃষ্টি' বলিতে কেবল সাধারণ অর্থ 'অস্তিত্বে আনা'ই বুঝাইতেছে না। 'অস্তিত্ব দান' ছাড়াও আর একটি অর্থও বুঝাইতেছে। তাহা হইল, কোন জাতির মধ্যে নবী আগমনের ফলশ্রুতিতে সেই জাতির মধ্যে যে আধ্যাত্মিক নব-জাগরণ ও বিপ্লব সাধিত হয় তাহাও সৃষ্টিরই অপর রূপ।

২৮০৬। তফসীরকারকগণের কাহারও কাহারও অভিমতে মানুষের ডানদিকের ফিরিশ্‌তা তাহার সৎকার্যাবলী লিপিবদ্ধ করেন আর বাম দিকের ফিরিশ্‌তা তাহার দুষ্কর্মগুলি লিপিবদ্ধ করেন। 'ডানদিক' ভাল কাজের জন্য এবং 'বামদিক' মন্দ কাজের জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে। প্রত্যেকটি কথা ও কাজ বায়ুমণ্ডলে ও পারিপার্শ্বিকতায় প্রভাব ও দাগ রাখিয়া যায় যাহা সুরক্ষিত থাকে। কুরআনের অন্যত্র (২৪ঃ২৫, ৩৬ঃ৬৬) বলা হইয়াছে, মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, তাহার হাত-পা-জিহ্বা কিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করিবে। এই হিসাবে মানুষের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকেও রেকর্ডার বা সংরক্ষণকারী বলা যাইতে পারে। এই আয়াতের সংরক্ষণকারী ফিরিশ্‌তা বলিতে সাক্ষ্যদাতা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকেও বুঝাইতে পারে।

২৮০৭। 'সায়েক' ঐ ফিরিশ্‌তা 'যে মানুষের বাম দিকে বসিয়া তাহার কুকর্মগুলির হিসাব রাখে এবং শাস্তির জন্য তাহাকে দোযখের দিকে লইয়া যায়। আর 'শাহীদ' ঐ ফিরিশ্‌তা, যে মানুষের ডান দিকে বসিয়া তাহার সৎকর্মগুলির হিসাব রাখে এবং তাহার স্বপক্ষে ও অনুকূলে সাক্ষ্য দান করিবে। ইহাও হইতে পারে যে, এই দুইটি শব্দ 'সায়েক' ও 'শাহীদ' রূপক বর্ণনা হিসাবে যথাক্রমে মানুষের অপব্যবহৃত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও কর্মশক্তিকে এবং সঠিক ব্যবহৃত অঙ্গাদি ও কর্ম-শক্তিকে বুঝাইয়াছে।

لَقَدْ كُنْتَ فِيْ غَفْلَةٍ مِّنْ هٰذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَآءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيْدٌ ﴿٢٣﴾

২৩। (তখন আমরা বলিব) 'এই (দিন) সম্বন্ধে তুমি গাফেল ছিলে, সুতরাং (এখন) আমরা তোমার উপর হইতে তোমার পর্দা সরাইয়া দিলাম, ফলে আজ তোমার দৃষ্টি অতিশয় তীক্ষ্ণ হইয়াছে।'[২৮০৮]

وَقَالَ قَرِيْنُهٗ هٰذَا مَا لَدَيَّ عَتِيْدٌ ﴿٢٤﴾

২৪। এবং তাহার সঙ্গী বলিবে, 'যাহা কিছু আমার নিকট প্রস্তুত আছে তাহা এই।'

اَلْقِيَا فِيْ جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيْدٍ ﴿٢٥﴾

২৫। (অতঃপর আমরা তাহাদের উভয় চালক ও সাক্ষীকে বলিব) 'তোমরা জাহান্নামে নিক্ষেপ কর[২৮০৯] প্রত্যেক অস্বীকারকারীকে, সত্যের শত্রুকে,

مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُّرِيْبِ ﴿٢٦﴾

২৬। ভাল কাজের প্রতিরোধকারীকে, সীমাতিক্রমকারীকে, সন্দেহ পোষণকারীকে—

الَّذِيْ جَعَلَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَاَلْقِيٰهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيْدِ ﴿٢٧﴾

২৭। যে আল্লাহ্‌র সঙ্গে অন্যান্য মা'বূদ গ্রহণ করিয়াছিল, সুতরাং তোমরা তাহাকে অতি কঠোর আযাবে নিক্ষেপ কর।'

قَالَ قَرِيْنُهٗ رَبَّنَا مَآ اَطْغَيْتُهٗ وَلٰكِنْ كَانَ فِيْ ضَلٰلٍۭ بَعِيْدٍ ﴿٢٨﴾

২৮। তাহার সঙ্গী বলিবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমি তো তাহাকে অবাধ্য করি নাই, বরং সে (নিজেই) ঘোর পথভ্রষ্টতায় নিপতিত ছিল।'[২৮১০]

قَالَ لَا تَخْتَصِمُوْا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ اِلَيْكُمْ بِالْوَعِيْدِ ﴿٢٩﴾

২৯। তিনি বলিবেন, 'তোমরা আমার নিকট ঝগড়া করিবে না, আমি তোমাদিগকে পূর্বেই সতর্ক করিয়া দিয়াছিলাম,

مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَآ اَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ ﴿٣٠﴾ ع ٢ ١٤ ١٦

৩০। আমার দরবারে কোন কথা পরিবর্তন করা যায় না, এবং আমি বান্দাগণের প্রতি ন্যূনতম যুলুমও করিব না।' ২ [১৪] ১৬

২৮০৮। পরজগতে চক্ষু হইতে সকল পর্দা অপসারণ করা হইবে। তখন তাহার দৃষ্টি ও মানসিক সামর্থ্য স্পষ্ট ও ধারাল হইয়া যাইবে। সে তাহার কৃত-কর্মের ফলাফলকে দৃশ্যমান রূপে রূপায়িত দেখিতে পাইবে, যাহা ইহজগতে থাকাবস্থায় তাহার চক্ষুর অন্তরালে ছিল। তখন সে সুনিশ্চিতভাবে বুঝিতে পারিবে, যে ব্যাপারকে সে নিছক মায়া বলিয়া মনে করিত, তাহা কত সুনিশ্চিত ও নিদারুণ সত্য ছিল!

২৮০৯। দ্বি-বচন 'আল্‌কিয়া' এইজন্য ব্যবহৃত হইয়াছে যেহেতু দুইজন ফিরিশ্‌তা-'সায়েক' ও 'শাহীদকে' আদেশ দেওয়া হইয়াছে অথবা আদেশটিতে সবিশেষ জোর দিবার জন্য এই দ্বিবচন ব্যবহার করা হইয়াছে। এইরূপ প্রকাশভঙ্গী ২৩ঃ১০০ তে ব্যবহৃত হইয়াছে। সেখানে কর্তা একবচন হওয়া সত্ত্বেও বহুবচনের ক্রিয়া ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহা আরবী ভাষার ব্যাকরণ-সম্মত।

২৮১০। ইহা মানুষের এক স্বাভাবিক প্রবৃত্তি যে, যখন দুষ্কৃতকারী আপন কুকর্মের শাস্তিপ্রাপ্তির জন্য দণ্ডায়মান হয়, তখন সে দুষ্কর্মের সকল দায়িত্ব অন্যের উপর চাপাইবার প্রয়াস পায়। অবিশ্বাসীর এই মানসিকতার চিত্রই এই আয়াতটিতে বিধৃত হইয়াছে। তাহার নিজের অবাধ্যতা ও সীমালঙ্ঘনের পাপের জন্য সে শয়তানেক দায়ী করে।

يَوْمَ نَقُوْلُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَاْتِ وَ تَقُوْلُ هَلْ مِنْ مَّزِيْدٍ ﴿٣٠﴾

৩১। সেদিন আমরা জাহান্নামকে বলিব, 'তুমি কি পূর্ণ হইয়াছ ?' এবং সে উত্তরে বলিবে, [২৮১১] 'আরও কিছু আছে কি ?' [২৮১২]

وَ اُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِيْنَ غَيْرَ بَعِيْدٍ ﴿٣١﴾

৩২। এবং জান্নাতকে মুত্তাকীগণের জন্য এত নিকটবর্তী করিয়া দেওয়া হইবে [২৮১৩] যে, কোন দূরত্ব থাকিবে না।

هٰذَا مَا تُوْعَدُوْنَ لِكُلِّ اَوَّابٍ حَفِيْظٍ ﴿٣٢﴾

৩৩। (এবং বলা হইবে) 'ইহাই, যাহার প্রতিশ্রুতি তোমাদের মধ্যে (আল্লাহ্‌র দিকে) প্রত্যেক পুনঃ পুনঃ প্রত্যাবর্তনকারী এবং (ধর্ম-কর্মের) অধিক হিফাযতকারী ব্যক্তির সঙ্গে করা হইয়াছে,

مَنْ خَشِيَ الرَّحْمٰنَ بِالْغَيْبِ وَجَآءَ بِقَلْبٍ مُّنِيْبِ ﴿٣٣﴾

৩৪। যে রহমান আল্লাহ্‌কে সংগোপনেও ভয় করিয়া চলিয়াছে, এবং (আল্লাহ্‌র নিকট) বিনয়ের সহিত প্রত্যাবর্তনকারী অন্তর লইয়া উপস্থিত হইয়াছে।

ادْخُلُوْهَا بِسَلٰمٍ ذٰلِكَ يَوْمُ الْخُلُوْدِ ﴿٣٤﴾

৩৫। তোমরা শান্তির সহিত এই জান্নাতে প্রবেশ কর। ইহা সেই চিরস্থায়ী বসবাসের দিন।' [২৮১৪]

لَهُمْ مَّا يَشَآءُوْنَ فِيْهَا وَ لَدَيْنَا مَزِيْدٌ ﴿٣٥﴾

৩৬। সেখানে তাহারা যাহা কিছু চাহিবে তাহাই তাহারা পাইবে, ইহা ছাড়া আমাদের নিকট দেওয়ার আরও অনেক কিছু আছে। [২৮১৫]

২৮১১। এই আয়াতের কথোপকথন একটা রূপক বর্ণনা মাত্র; প্রকৃত কথোপকথন নহে, বরং একটা অবস্থার বিবরণ মাত্র। দোযখকে ব্যক্তি কল্পনা করা হইয়াছে এবং উহার অবস্থা বর্ণনার জন্য উহার মুখে ভাষা দেওয়া হইয়াছে। না দোযখের কথা বলার শক্তি আছে, না ইহা কথা বলিবে। এই ভাবে 'কালা' (সে বলিল) শব্দ, একই রূপক অর্থে ৪১ঃ১২ আয়াতে ব্যবহৃত হইয়াছে। সেখানে আকাশ ও পৃথিবী বলিতেছে, "আমরা স্বেচ্ছায়ই আসিয়াছি।" অর্থাৎ আকাশ ও পৃথিবী আল্লাহ্‌র আদেশ ও নিয়ম-কানুন স্বেচ্ছায় মানিয়া চলিবে বলিয়া সম্মতি জানাইল। এই সম্মতিজ্ঞাপন আকাশ ও পৃথিবীর অবস্থার বর্ণনা মাত্র, ইহাতে প্রকৃত কোন কথোপকথন নাই। আরবী ভাষার ইহা একটি বৈশিষ্ট্য ও সৌন্দর্য যে, ইহা প্রাণহীন-ভাষাহীন বস্তুর মুখেও ভাষা তুলিয়া দেয় এবং কথা বলায়। টীকা ৫৭ দেখুন এবং ১৮ঃ৭৮ দেখুন।

২৮১২। এই বাক্যটি এই দিকেই ইঙ্গিত করে যে, মানুষের পাপ করিবার প্রভূত ক্ষমতা আছে,আর তৎসঙ্গে রহিয়াছে দুনিয়াকে সম্ভোগ করিবার অদম্য বাসনা যাহা তাহাকে দোযখের দিকে টানিয়া নেয়।

২৮১৩। পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হইয়াছে যে, মানুষের পাপরাশি দূরীকরণের জন্য এবং আধ্যাত্মিকভাবে পূত-পবিত্র করার উদ্দেশ্যে, একের পর এক অসংখ্য লোককে দোযখে নিক্ষেপ করা হইবে। এই আয়াতে বলা হইতেছে, খোদাভীরু-ধর্মপরায়ণ লোকদের জন্য বেহেশ্‌তকে তাহাদের সন্নিকটে উপস্থিত করা হইবে।

২৮১৪। দোযখের শাস্তি যত ভয়ঙ্করই হউক না কেন, কুরআন অনুযায়ী, ইহা একটি অস্থায়ী প্রায়শ্চিত্ত-কারাগার। চিরস্থায়ী আবাস হইল বেহেশ্‌ত, যাহার আশীষসমূহ অসীম ও চিরন্তন (১১ঃ১০৯)।

২৮১৫। ধার্মিকেরা তাহাদের মনস্তুষ্টির জন্য বেহেশ্‌তে যাহাই চাইবে তাহাই পাইবে। শুধু তাহাই নহে, মানুষের ইচ্ছা যত বেশীই হউক না কেন, অনন্তের তুলনায় তাহা সীমাবদ্ধ। তাই, তাহাদের ইচ্ছা-সীমার বাহিরে যত নেয়ামত আছে, তাহাও তাহাদিগকে দেওয়া হইবে।

وَكَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ هُمْ اَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوْا فِى الْبِلَادِ ؕ هَلْ مِنْ مَّحِيْصٍ ﴿٣٦﴾

৩৭। এবং আমরা তাহাদের পূর্বে কত জাতিকে ধ্বংস করিয়াছি যাহারা পাকড়াও করার শক্তিতে ইহাদের অপেক্ষা অধিকতর প্রবল ছিল ! (যখন আযাব আসিল) তখন তাহারা (রক্ষা পাওয়ার জন্য) সারা দেশ চষিয়া বেড়াইল।[২৮১৫-ক] কিন্তু (তাহাদের জন্য) কোথাও কি বাঁচিবার স্থান ছিল ?

اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَذِكْرٰى لِمَنْ كَانَ لَهٗ قَلْبٌ اَوْ اَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيْدٌ ﴿٣٧﴾

৩৮। নিশ্চয় ইহাতে তাহার জন্য উপদেশ রহিয়াছে যাহার (বোধসম্পন্ন) অন্তর আছে[২৮১৬] অথবা যে কান পাতিয়া শ্রবণ করে এবং সে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে।

وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ۖ وَّمَا مَسَّنَا مِنْ لُّغُوْبٍ ﴿٣٨﴾

৩৯। নিশ্চয় আমরা আকাশসমূহ এবং পৃথিবীকে এবং এতদুভয়ের মধ্যে যাহা কিছু আছে উহাদিগকে ছয় দিনে[২৮১৭] সৃষ্টি করিয়াছি অথচ আমাদিগকে কোন ক্লান্তি স্পর্শ করে নাই।[২৮১৮]

فَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوْبِ ﴿٣٩﴾

৪০। অতএব তাহারা যাহা কিছু বলিতেছে উহাতে তুমি ধৈর্য ধারণ কর এবং সূর্যোদয়ের পূর্বে এবং সূর্যাস্তের পূর্বে তুমি তোমার প্রতিপালকের প্রশংসা সহকারে মহত্ব এবং পবিত্রতা ঘোষণা কর;

وَمِنَ الَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَاَدْبَارَ السُّجُوْدِ ﴿٤٠﴾

৪১। এবং রাত্রেও তাঁহার তসবীহ্ কর এবং সেজদাসমূহের শেষেও (এইরূপ করিয়া থাক)।

وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَّكَانٍ قَرِيْبٍ ﴿٤١﴾

৪২। শুন ! যেদিন একজন আহ্বানকারী[২৮১৯] নিকটবর্তী স্থান হইতে আহ্বান করিবে,[২৮২০]

২৮১৫-ক। ইহার আক্ষরিক অর্থ হইলঃ নিজদিগকে বাঁচাইবার জন্য মাটিতে খন্দক কাটিল। আজ বোমার আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য মাটির নীচে যে ট্রেন্স তৈরী করা হয়, আয়াতটিতে সেই কথাটির প্রতি ইঙ্গিত থাকিতে পারে।

২৮১৬। কাল্‌ব অর্থ হৃদয়, আত্মা, বিবেক; মন, কোন বস্তুর শ্রেষ্ঠাংশ। "মা লাহু কালবুন" অর্থ তাহার বিবেক-বুদ্ধি নাই (লেইন)।

২৮১৭। দেখুন ৯৮৪ টীকা ৪১ঃ১০-১৩ আয়াতসমূহ।

২৮১৮। কুরআন শরীফের ইহা একটি বৈশিষ্ট্য যে, বাইবেলে মহান নবীগণের উপর যত রকম পাপ ও চারিত্রিক কলঙ্ক আরোপ করা হইয়াছে, কুরআন তাহা অপনোদন করতঃ তাহাদিগকে পবিত্র ও মহাপুণ্যাত্মা সাব্যস্ত করিয়াছে। তাহা ছাড়া, আল্লাহ্‌তা'লার মাহাত্ম ও পবিত্রতার পরিপন্থী কোন কথা কুরআন বরদাশ্‌ত করে না। বাইবেলে, আল্লাহ্-জাল্লা-শানুহু সম্বন্ধে বলা হইয়াছে "সৃষ্টিকর্তা সৃষ্টির সমস্ত কাজকর্ম সম্পন্ন করিয়া সপ্তম দিনে সকল কাজ হইতে বিশ্রাম নিলেন" (আদিপুস্তক-২ঃ২), আর কুরআন বলে, "ক্লান্তি তাঁহাকে স্পর্শও করিতে পারে না"।

২৮১৯। 'আহ্বানকারী' বলিতে মহানবী (সাঃ)-কে বুঝাইতে পারে। পূর্বাপর বর্ণনার সাথে এই অর্থ খাপ খায়। কেননা, পরবর্তী কয়েকটি আয়াতে মহানবী (সাঃ)-এর আহ্বানে সাড়া দিয়া তাঁহার জাতি মৃত অবস্থা হইতে বিরাট আধ্যাত্মিক শক্তিরূপে জাগিয়া উঠিল, এই কথাগুলিই বলা হইয়াছে।

২৮২০। "নিকটবর্তী স্থান হইতে" শব্দগুলি দ্বারা ইহা বুঝাইতেছে যে, মহানবী (সাঃ)-এর আহ্বান অরণ্যে রোদনের মত নিষ্ফল পর্যবসিত হইবে না, বরং তাহা জাগরণকারী আহ্বানের মতই শ্রুত ও পালিত হইবে।

يَوْمَ يَسْمَعُوْنَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ؕ ذٰلِكَ يَوْمُ الْخُرُوْجِ ﴿٤٢﴾

৪৩ । যেদিন সকল লোক অবশ্যম্ভাবী আযাবের বিকট শব্দ[২৮২১] শুনিবে; ইহাই হইবে (কবরসমূহ হইতে) বাহির হইবার দিন ।

اِنَّا نَحْنُ نُحْيٖ وَنُمِيْتُ وَاِلَيْنَا الْمَصِيْرُ ﴿٤٣﴾ لا

৪৪ । নিশ্চয় আমরাই জীবন দান করি এবং আমরাই মৃত্যু দিই, এবং আমাদেরই দিকে সকলের (চূড়ান্ত) প্রত্যাবর্তন হইবে,

يَوْمَ تَشَقَّقُ الْاَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ؕ ذٰلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيْرٌ ﴿٤٤﴾

৪৫ । যেদিন পৃথিবী তাহাদের (দুষ্কার্যের) দরুন বিদীর্ণ হইবে এমতাবস্থায় যে, তাহারা (উহা হইতে বাহির হওয়ার জন্য) তাড়াতাড়ি করিবে; এইরূপে (মৃতদিগকে) সমবেত করা আমাদের জন্য সহজ ।

نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَقُوْلُوْنَ وَمَآ اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ ۫ فَذَكِّرْ بِالْقُرْاٰنِ مَنْ يَّخَافُ وَعِيْدِ ﴿٤٥﴾ ع ٣ [١٦] ١٧

৪৬ । তাহারা যাহা বলে আমরা উহা সবিশেষ অবগত আছি; তুমি তাহাদের উপর (কোন ক্রমেই) শক্তি প্রয়োগকারী নহ, অতএব তুমি কুরআন দ্বারা তাহাকে উপদেশ[২৮২২] দাও যে আমার সতর্ক বাণীকে ভয় করে ।

২৮২১ । 'অবশ্যাম্ভাবী আযাবের বিকট শব্দ' বলিতে মহানবী (সাঃ)এর ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত জাগরণী-আহ্বানকেও বুঝাইতে পারে ।

২৮২২ । এই সূরাতে যে পুনরুত্থানের কথা বলা হইয়াছে, কুরআনের মাধ্যমেই সেই মহা অভ্যুত্থান সাধিত হইয়া কুরআনের সত্যতার উজ্জ্বল সাক্ষ্য হইয়া রহিয়াছে ।

৫১. সূরা আয্ যারীয়াত
(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণ হওয়ার সময় এবং প্রসঙ্গ

পূর্ববর্তী সূরার মতই এই সূরাটিও নবুওয়াতের প্রথম দিকেই মক্কায় অবতীর্ণ হইয়াছিল । নলডিকি ইহার অবতরণের সময়কে নবুওয়াতের চতুর্থ বৎসরে নির্দ্ধারণ করিয়াছেন । পূর্ববর্তী সূরাতে দুইটি পুনরুত্থানের কথা বর্ণিত হইয়াছে । একটি হইল কুরআনের শিক্ষাসমূহের অনুসরণ দ্বারা আনীত আধ্যাত্মিক পুনর্জাগরণ এবং দ্বিতীয়টি হইল মৃত্যুর পরে জীবন লাভের মাধ্যমে শেষবারের মত পুনরুত্থান । প্রথম পুনর্জাগরণকে পরকালে পুনরুত্থানের স্বপক্ষে যুক্তি ও উদাহরণরূপে ব্যবহার করা হইয়াছে । সূরাটি একটি ভবিষ্যদ্বাণী দ্বারা আরম্ভ হইয়াছে । তাহা এই যে, কুরআনের পবিত্র শিক্ষাসমূহের প্রভাবে একদল মহা-ধার্মিক লোকের উদ্ভব হইবে । জল-ভারাক্রান্ত মেঘমালা যেমন শুষ্ক-পোড়া মাটির বিস্তীর্ণ এলাকাকে বৃষ্টিপাতের দ্বারা ফলে-পুষ্পে সুশোভিত করিয়া নূতন প্রাণের সঞ্চার করে, তেমনি এই পবিত্র ধার্মিকের দলও নিজেদেরকে আধ্যাত্মিক জীবনে পুরাপুরি অভিষিক্ত করিয়া কুরআনের মহাবাণীকে বিশ্বের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত পৌছাইয়া দিবে । বিরোধিতার ঝড়-ঝঞ্ঝা ও বাধা-বিপত্তির পাহাড়সমূহ অকুতোভয়ে ডিঙ্গাইয়া গিয়া তাহারা এই মহান কার্য সম্পাদন করিবে । এই ভবিষ্যদ্বাণী যাহা পূর্ণ হওয়া বাহ্যতঃ একেবারে অসম্ভব বলিয়া মনে হয়, তাহা যদি পূর্ণ হইয়া দৃশ্যমান বাস্তবতার রূপ লাভ করে, তাহা হইলে ইহা একটি অপরাজেয় যুক্তি হইয়া দাঁড়ায় যে, মৃত্যুর পরেও একটা পুনরুত্থান আছে । এই সূরাতে এই কথাও বলা হইয়াছে যে, যখনই কোন নবী আসিয়া মানুষকে বলেন যে, ইহজীবনের মৃত্যুর পর পরকালের জীবন রহিয়াছে যেখানে ইহকালীন জীবনের কার্যাবলীর হিসাব দিতে হইবে,তখনই লোকজন তাহাকে হাসি-ঠাট্টা ও বিদ্রূপ করিতে লাগিয়া যায়, তাঁহার বিরোধিতা করে এবং তাঁহাকে অত্যাচার করিতে লাগিয়া যায় । এইভাবে, তাহারা নিজেদের উপর ঐশী শাস্তি টানিয়া আনে । অতঃপর বলা হইয়াছে যে, লূত (আঃ)-এর জাতি তাহাদের অন্যায়-অবিচার ও অপ্রাকৃতিক নীতি-বিগর্হিত কার্যাবলীর জন্য শাস্তি ভোগ করিয়াছিল । ফেরাউনও শাস্তি পাইয়াছিল , আদ জাতি, সামূদ জাতি, নূহ (আঃ)-এর জাতিকেও শাস্তি দেওয়া হইয়াছিল । অবশেষে, সূরাটি মানব জীবনের মহান উদ্দেশ্য সম্পর্কে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলিতেছে যে, আল্লাহ্‌তা'লার গুণাবলীকে নিজের মধ্যে ধারণ করা এবং নিজের জীবনের মাধ্যমে খোদার গুণের প্রকাশ ঘটানোই হইল মানব জীবনের চরম উদ্দেশ্য । মানুষ যেন আল্লাহ্‌তা'লার প্রতি ও সকল মানবের প্রতি তাহার দায়িত্ব ও কর্তব্য সঠিকভাবে সম্পন্ন করে ।

سُوْرَةُ الذّٰرِيٰتِ مَكِّيَّةٌ (٥١)

৫১- সূরা আয্ যারিয়াত

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ইহাতে ৬১ আয়াত এবং ৩ রুকূ আছে ।

১। আল্লাহ্র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝١
২। কসম[২৮২৩] তাহাদের যাহারা অত্যধিক ছড়ায়,[২৮২৩-ক]	وَالذّٰرِيٰتِ ذَرْوًا ۝٢
৩। অতঃপর কসম বোঝা বহনকারীদের,	فَالْحٰمِلٰتِ وِقْرًا ۝٣
৪। অতঃপর কসম মৃদু গতিতে ধাবমানগণের,	فَالْجٰرِيٰتِ يُسْرًا ۝٤
৫। অতঃপর কসম (আমাদের) হুকুম (অনুযায়ী রহমত বারি) বন্টনকারীগণের,[২৮২৪]	فَالْمُقَسِّمٰتِ اَمْرًا ۝٥
৬। তোমাদিগকে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইতেছে উহা নিশ্চয় সত্য,	اِنَّمَا تُوْعَدُوْنَ لَصَادِقٌ ۝٦
৭। এবং বিচার (দিবস) অবশ্যই সংঘটিত হইবে ।	وَّاِنَّ الدِّيْنَ لَوَاقِعٌ ۝٧
৮। কসম বহু (কক্ষ) পথ-বিশিষ্ট[২৮২৫] আকাশের,	وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الْحُبُكِ ۝٨

২৮২৩। দেখুন টীকা ২৪৬৫ ।

২৮২৩-ক। ইহার ও পরবর্তী তিনটি আয়াতের ব্যাখ্যা একত্রিতভাবে ২৮২৪ টীকায় দেখুন ।

২৮২৪। প্রাকৃতিক জগতের ঘটমান আশ্চর্য দৃশ্যপট বর্ণনা করিয়া এই চারিটি আয়াত (২-৫) আমাদের দৃষ্টিকে অনুরূপ সমান্তরাল আধ্যাত্মিক দৃশ্যপটের দিকে আকর্ষণ করিতেছে । এই সাদৃশ্য খুবই চমৎকার ও হৃদয়গ্রাহী । 'আয্ যারিয়াত' (চতুর্দ্দিকে বিস্তারকারীগণ), 'আল্ হামিলাত' (বহনকারীগণ), 'আজ্ জারিয়াত' (হাল্কা অবস্থায় দ্রুতগতিতে ধাবমানগণ) ও আল্ মুকাস্সিমাত (বন্টনকারীগণ) এই চারিটি শব্দ যদি পার্থিব প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর প্রতি আরোপ করা হয়, তখন সবটা মিলিয়া অর্থ দাঁড়াইবে সমুদ্র হইতে জলীয় বাষ্পকে বায়ু দূরদূরান্তে ছড়াইয়া দেয় এবং জলবিন্দুপূর্ণ মেঘমালাকে বহন করিয়া একত্রে জমা করে, অতঃপর মৃদুমন্দ শান্তভাব ধারণ করিয়া বৃষ্টি-বর্ষণ করে, যাহার ফলে শুষ্ক, তৃষ্ণার্ত পোড়া যমীন ফুলে-ফলে শোভিত, শস্য-শ্যামল, হাস্য-ঝলমল বাগান-ভূমিতে পরিণত হয় । এই উপমার সহিত সমান্তরাল সামঞ্জস্য রাখিয়া আধ্যাত্মিকভাবে বিশ্লেষণ করিলে উপরোক্ত চারিটি শব্দের সামগ্রিক অর্থ দাঁড়ায়ঃ এই মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) দ্বারা জারীকৃত আধ্যাত্মিক প্রস্রবণের পানি আকণ্ঠ পান করিয়া যে মো'মেনগণ কুরআনের সুন্দর ও সঞ্জীবনী শিক্ষামালায় ভূষিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা আরব ভূখণ্ডের কোণায় কোণায় এবং পরবর্তীতে দূর-দূরান্তের দেশগুলিতে আল্লাহ্তা'লার অবতীর্ণ মহান আশীষবাণী বহন করিয়া ঐ সকল লোকদিগকে আলোকিত ও সঞ্জীবিত করিয়াছিলেন, যাহারা বহু-ঈশ্বরবাদ, নীতিহীনতা, কুসংস্কার ও চারিত্রিক হীনমন্যতার চরম অন্ধকারে আপাদমস্তক নিমজ্জিত ছিল । এই কাজে তাহারা তরবারী ব্যবহার করেন নাই বরং প্রেম-ভালবাসা ও সেবা-শান্তিকে ব্যবহার করিয়াছিলেন, যেমন বায়ু মেঘমালাকে দূরদূরান্তে বহন করিয়া তৃষিত শুষ্ক মাটিতে জলসিঞ্চন করিয়া শস্য-শ্যামল করে ।

২৮২৫। "পথ-বিশিষ্ট আকাশ" বলিতে গ্রহের, ধূমকেতুর ও তারকারাজির কক্ষপথগুলিকে বুঝাইয়াছে । মহাকাশের নীচে এই গ্রহ-তারকাগুলি তাহাদের নিজ নিজ কক্ষপথে ভাসমান থাকিয়া তাহাদের নির্দ্ধারিত কাজ নিয়মিত, সময়মত ও নির্ভুলভাবে সম্পন্ন করিয়া চলিয়াছে । পরস্পরের কাজের ক্ষেত্রে সহযোগিতা আছে বটে, কিন্তু একের কর্মক্ষেত্রে অপরে প্রবেশ করে না । সব কিছু মিলাইয়া গতি ও গঠন-কাঠামোর এক সামঞ্জস্যময় অপরূপ সমন্বয় ! মহাকাশের মধ্যে যে গ্রহ-তারকার এত সব নির্দ্ধারিত কক্ষপথ রহিয়াছে, তাহা কুরআনই প্রথম আবিষ্কার করিয়া পৃথিবীকে ঐ সময় জানাইয়াছিল যখন মানুষ মনে করিত যে, আকাশস্থ সব কিছুই ঘনত্বসম্পন্ন ধাতব-গঠন বিশেষ ।

إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ ۝٨

৯। নিশ্চয় তোমরা পরস্পর বিরোধী[২৮২৬] কথায় লিপ্ত।

يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ ۝٩

১০। (কেবল) সেই ব্যক্তিকে উহা (সত্য) হইতে ফিরানো হয়, যাহাকে (সিদ্ধান্ত অনুযায়ী)[২৮২৭] ফিরানো হইয়াছে।

قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ ۝١٠

১১। ধ্বংস হইল তাহারা যাহারা অধিক আনুমানিক কথা বলে,

الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ ۝١١

১২। যাহারা গভীর অজ্ঞতায় (সত্য সম্বন্ধে) উদাসীন হইয়া রহিয়াছে[২৮২৮]

يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ ۝١٢

১৩। তাহারা প্রশ্ন করে, 'বিচার দিবস কখন হইবে ?'

يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ ۝١٣

১৪। (তুমি বল,) 'ইহা সেই দিন হইবে যখন তাহাদিগকে আগুনের আযাবে নিপতিত করা হইবে।'

ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ ۖ هَٰذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ۝١٤

১৫। (এবং তাহাদিগকে বলা হইবে,) 'তোমরা তোমাদের অগ্নি-যন্ত্রণার স্বাদ গ্রহণ কর, ইহা সেই (অগ্নি-যন্ত্রণা) যাহার ত্বরিত আগমন তোমরা কামনা করিতে।'

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ۝١٥

১৬। নিশ্চয় মুত্তাকীগণ বাগান ও ঝরণাসমূহের মধ্যে থাকিবে,

آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَٰلِكَ مُحْسِنِينَ ۝١٦

১৭। তাহাদের প্রতিপালক তাহাদিগকে যাহা কিছু দান করিবেন তাহারা উহা গ্রহণ করিতে থাকিবে, কারণ তাহারা ইহার পূর্বে সৎকর্মশীল ছিল;[২৮২৯]

كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ۝١٧

১৮। তাহারা রাত্রে অল্পই ঘুমাইত;

وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ۝١٨

১৯। এবং তাহারা প্রভাতে ক্ষমা প্রার্থনা করিত;

২৮২৬। পূর্ববর্তী আয়াতটিতে জোতিঃশাস্ত্র বিষয়ক যে সত্য কুরআনের মাধ্যমে বিশ্বে সর্ব প্রথম প্রকাশ পাইল, তাহাতেই বুঝিতে পারা যায় যে, কুরআন আল্লাহ্‌তা'লার অবতীর্ণ বাণী। আরও বুঝিতে পারা যায় যে, আল্লাহ্‌তা'লার সৃষ্টি-কর্মের মধ্যে এক নিবিড় ঐক্য ও উদ্দেশ্য বিদ্যমান আছে। তথাপি বস্তুবাদী দার্শনিকেরা কষ্ট-কল্পিত মতবাদ সৃষ্টি করিয়া, নড়বড়ে ভিত্তির অনুমান ও সন্দেহময় সিদ্ধান্তের অন্ধকারে নাকানি-চুবানি খাইতে থাকে। তাহারা আল্লাহ্ ও তাঁহার পবিত্র রসূলের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে চায় না বলিয়াই এমনটা হয়।

২৮২৭। এই শব্দগুলির অর্থ ইহাও হইতে পারে-'যে নিজে নিজেই দূরে সরিয়া যায়।'

২৮২৮। 'গামারাহ' মানে গভীর অজ্ঞানতা, ভ্রান্তি, কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা, সর্বগ্রাসী উদাসীনতা, মন্দ বস্তু লাভের জন্য অদম্য অধ্যবসায় (লেইন)।

২৮২৯। যিনি আল্লাহ্‌র প্রতি ও মানুষের প্রতি কর্তব্যকে পূর্ণমাত্রায় পালন করেন তিনি 'মুত্তাকী', আর 'মুহ্‌সিন' হইলেন সেই ব্যক্তি যিনি পরোপকারে ব্যস্ত থাকেন। পরহিতৈষী অপরের কাছ হইতে যতটুকু উপকার পান ততটুকুর বেশী অপরকে দিয়া থাকেন, এমনিভাবে চলেন ও কাজ করেন যেন তিনি স্বচক্ষে আল্লাহ্‌কে দেখিতেছেন, অন্যথায় সর্বদা অন্ততঃ সচেতন থাকেন যে, আল্লাহ্‌তা'লা তাহাকে দেখিতেছেন। অতএব 'মুহ্‌সীন' আত্মিক মর্য্যাদার দিক দিয়া 'মুত্তাকী' হইতে উচ্চতর পর্যায়ের।

وَفِيْٓ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُوْمِ ﴿١٩﴾

২০। বস্তুত তাহাদের ধন-সম্পদের মধ্যে হক্ রহিয়াছে তাহাদের যাহারা সাহায্য প্রার্থনা করে এবং তাহাদেরও যাহারা সাহায্য প্রার্থনা করিতে পারে না।[২৮৩০]

وَفِي الْاَرْضِ اٰيٰتٌ لِّلْمُوْقِنِيْنَ ﴿٢٠﴾

২১। এবং দৃঢ়বিশ্বাসীদের জন্য পৃথিবীতে নিদর্শনাবলী আছে,

وَفِيْٓ اَنْفُسِكُمْ ۭ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ ﴿٢١﴾

২২। এবং তোমাদের নিজেদের মধ্যেও, তথাপি কি তোমরা দেখিতেছ না ?

وَفِي السَّمَاۗءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوْعَدُوْنَ ﴿٢٢﴾

২৩। এবং আকাশে তোমাদের রিয্ক আছে এবং উহাও আছে যাহার প্রতিশ্রুতি তোমাদিগকে দেওয়া হইয়াছে।[২৮৩১]

فَوَرَبِّ السَّمَاۗءِ وَالْاَرْضِ اِنَّهٗ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَآ اَنَّكُمْ تَنْطِقُوْنَ ﴿٢٣﴾ ع ١٨

২৪। এবং আকাশ ও পৃথিবীর প্রতিপালকের কসম, নিশ্চয় ইহা (কুরআন) সেইভাবেই সত্য যেভাবে তোমরা কথা বলিতেছ।[২৮৩২] ১ [২৪] ১৮

هَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ ضَيْفِ اِبْرٰهِيْمَ الْمُكْرَمِيْنَ ﴿٢٤﴾

২৫। তোমার নিকট কি ইব্রাহীমের সম্মানিত মেহমানগণের বৃত্তান্ত পৌঁছিয়াছে ?

اِذْ دَخَلُوْا عَلَيْهِ فَقَالُوْا سَلٰمًا ۭ قَالَ سَلٰمٌ ۚ قَوْمٌ مُّنْكَرُوْنَ ﴿٢٥﴾

২৬। যখন তাহারা তাহার নিকট উপস্থিত হইল তখন তাহারা বলিল, 'সালাম' (শান্তি বর্ষিত হউক)! সে বলিল, 'সালাম !' (ইব্রাহীম মনে মনে বলিল,) 'লোকগুলি অপরিচিত মনে হইতেছে।'[২৮৩৩]

فَرَاغَ اِلٰٓى اَهْلِهٖ فَجَاۗءَ بِعِجْلٍ سَمِيْنٍ ﴿٢٦﴾

২৭। এবং সে নিরবে নিজ পরিবারের নিকটে চলিয়া গেল এবং একটি মোটা ভাজা গো-বৎস লইয়া আসিল,

---

২৮৩০। ইসলামে স্বীকৃত অধিকার অনুযায়ী, ধনী মুসলমানের সম্পদে, ঐ সকল মুসলমানের প্রাপ্য অংশতো রহিয়াছেই যাহারা তাহাদের অভাব-অনটন প্রকাশ করিতে পারে, উপরন্তু তাহাদেরও প্রাপ্য অংশ রহিয়াছে যাহারা নিজেদের অভাব থাকা সত্বেও তাহা প্রকাশ করিতে পারে না। অতএব, একজন মুসলমানের ধন-সম্পদ ও সম্পত্তি একটি গচ্ছিত মাল যাহা হইতে গরীবেরা উপকার পাওয়ার অধিকারী। ফলতঃ কোন ধনী ব্যক্তি যদি কোন গরীব ভাইকে সাহায্য করে, তখন সে তাহার প্রতি দয়া-দাক্ষিণ্য করে না বরং কর্তব্য সম্পাদন করে মাত্র। কেননা, সে তাহাকে তাহার ন্যায্য প্রাপ্য দান করে। 'আল্ মাহরূম' শব্দটি একমাত্র ঐ সকল গরীবদেরকেই বুঝায় না যাহারা লজ্জা বা সম্মানের খাতিরে হাত পাতিতে পারে না (২ঃ২৭৪), বরং বৃহত্তর পরিসরে বাক্শক্তিহীন জীব-জন্তুকেও বুঝায়। 'মাহরূম' শব্দটা এখানে ঐরূপ ব্যক্তিকে বুঝাইতেছে, যে শারীরিক অসামর্থ্য বা অন্য কোন কারণ বশতঃ উপার্জ্জন করিতে অক্ষম হইয়া পড়িয়াছে।

২৮৩১। বিশ্বাসীদের বিজয় ও ধন-সম্পদ লাভের যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে তাহা এবং অবিশ্বাসীদের প্রতি যে সতর্কবাণী দেওয়া হইয়াছে তাহা উভয়ই এই প্রতিশ্রুতির অন্তর্গত।

২৮৩২। পূর্ববর্তী আয়াতে বিশ্বাসীদেরকে বিজয় ও ধন-সম্পদসহ রিয্ক দানের যে প্রতিশ্রুতির উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা মহানবী (সাঃ)-এর কল্পনা-বিলাসী একটি ইচ্ছাই কেবল নহে, বরং তাহা দৃঢ় সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত প্রতিশ্রুতি এবং এমনই সুস্পষ্ট সত্য, যেমন 'তোমরা কথা বলিতেছ' তাহা জাজ্জ্বল্যমান সত্য। ইহার আরেকটি অর্থও বুঝাইতে পারে তাহা এই যে 'কুরআন নিঃসন্দেহে খোদার এমনি মুখনিঃসৃত বাণী, যেমন 'তুমি কহিতেছ'।

২৮৩৩। ১১ঃ৭০-৭১ দেখুন।

فَقَرَّبَهٗۤ اِلَيۡهِمۡ قَالَ اَلَا تَاۡكُلُوۡنَ ﴿۲۸﴾

২৮। এবং উহা তাহাদের সম্মুখে রাখিল এবং বলিল, 'আপনারা কি খাইবেন না ?'

فَاَوۡجَسَ مِنۡهُمۡ خِيۡفَةً ؕ قَالُوۡا لَا تَخَفۡ ؕ وَبَشَّرُوۡهُ بِغُلٰمٍ عَلِيۡمٍ ﴿۲۹﴾

২৯। এবং সে তাহাদের নিকট হইতে ভীতি অনুভব করিল, তাহারা বলিল, 'ভীত হইও না;' এবং তাহারা তাহাকে এক জ্ঞানবান পুত্র-সন্তানের সুসংবাদ দিল।[২৮৩৪]

فَاَقۡبَلَتِ امۡرَاَتُهٗ فِىۡ صَرَّةٍ فَصَكَّتۡ وَجۡهَهَا وَقَالَتۡ عَجُوۡزٌ عَقِيۡمٌ ﴿۳۰﴾

৩০। তখন তাহার স্ত্রী অত্যন্ত লজ্জিত ও হতভম্ব[২৮৩৫] হইয়া সম্মুখে আসিল এবং সে নিজ মুখে করাঘাত করিয়া বলিল, 'আমি তো একজন বন্ধ্যা, বৃদ্ধা।'

قَالُوۡا كَذٰلِكِ ۙ قَالَ رَبُّكِ ؕ اِنَّهٗ هُوَ الۡحَكِيۡمُ الۡعَلِيۡمُ ﴿۳۱﴾

৩১। তাহারা বলিল, 'এইভাবেই, তোমার প্রতিপালক বলিয়াছেন, নিশ্চয় তিনি পরম প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞানী।'

قَالَ فَمَا خَطۡبُكُمۡ اَيُّهَا الۡمُرۡسَلُوۡنَ ﴿۳۲﴾ ع ۱۲

৩২। সে (ইবরাহীম) বলিল, 'হে দূতগণ! তোমাদের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কি ?'

قَالُوۡۤا اِنَّاۤ اُرۡسِلۡنَاۤ اِلٰى قَوۡمٍ مُّجۡرِمِيۡنَ ۙ﴿۳۳﴾

৩৩। তাহারা বলিল, 'আমরা এক অপরাধপরায়ণ জাতির নিকট প্রেরিত হইয়াছি,

لِنُرۡسِلَ عَلَيۡهِمۡ حِجَارَةً مِّنۡ طِيۡنٍ ۙ﴿۳۴﴾

৩৪। যেন আমরা তাহাদের উপর মৃত্তিকা-জাত প্রস্তররাশি বর্ষণ করি;

مُّسَوَّمَةً عِنۡدَ رَبِّكَ لِلۡمُسۡرِفِيۡنَ ﴿۳۵﴾

৩৫। যেগুলিকে তোমার প্রতিপালকের দরবারে সীমালংঘনকারীদের শাস্তির জন্য চিহ্নিত করা হইয়াছে।'

فَاَخۡرَجۡنَا مَنۡ كَانَ فِيۡهَا مِنَ الۡمُؤۡمِنِيۡنَ ﴿۳۶﴾ ع

৩৬। সুতরাং সেখানে যাহারা মো'মেন ছিল তাহাদিগকে বাহির করিয়া লইলাম।

فَمَا وَجَدۡنَا فِيۡهَا غَيۡرَ بَيۡتٍ مِّنَ الۡمُسۡلِمِيۡنَ ﴿۳۷﴾ ع

৩৭। এবং আমরা সেখানে (আমাদের প্রতি) আত্মসমর্পণকারীদের মাত্র একটি ঘরই পাইলাম।

وَتَرَكۡنَا فِيۡهَاۤ اٰيَةً لِّلَّذِيۡنَ يَخَافُوۡنَ الۡعَذَابَ الۡاَلِيۡمَ ﴿۳۸﴾

৩৮। এবং আমরা সেখানে সেই সকল লোকদের জন্য এমন একটি নিদর্শন রাখিয়া দিলাম, যাহারা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তিকে ভয় করিয়া চলে।

২৭তম পারা

২৮৩৪। এই আয়াতে এবং ১৫ঃ৫৪ আয়াতে 'প্রতিশ্রুত পুত্র'কে 'জ্ঞানী পুত্র' বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। অন্যদিকে ৩৭ঃ১০২ আয়াতের প্রতিশ্রুত পুত্রকে 'ধৈর্যশীল' পুত্র বলা হইয়াছে। প্রথমোক্ত জ্ঞানী পুত্র হইলেন হযরত ইস্‌হাক এবং শেষোক্ত ধৈর্যশীল পুত্র হইলেন হযরত ইসমাঈল।

২৮৩৫। 'সাররা' অর্থ উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার, শোকের আতিশয্য, দুশ্চিন্তার একশেষ, ঘৃণা-লজ্জা বা অপসন্দের কারণে মুখমণ্ডলের সঙ্কোচন, বিকৃতি বা পাণ্ডু-বর্ণ ধারণ, সংজ্ঞাহীন হওয়া।

وَفِيْ مُوْسٰٓى اِذْ اَرْسَلْنٰهُ اِلٰى فِرْعَوْنَ بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ﴿٣٩﴾

৩৯। এবং মূসার (বৃত্তান্তের) মধ্যেও (অনেক নিদর্শন রহিয়াছে) যখন আমরা তাহাকে ফেরাউনের নিকট সুস্পষ্ট প্রমাণ সহকারে প্রেরণ করিয়াছিলাম।

فَتَوَلّٰى بِرُكْنِهٖ وَقَالَ سٰحِرٌ اَوْ مَجْنُوْنٌ ﴿٤٠﴾

৪০। কিন্তু সে তাহার শক্তির[২৮৩৬] অহমিকায় মুখ ফিরাইয়া লইল এবং বলিল, 'সে তো একজন যাদুকর অথবা একজন উন্মাদ।'

فَاَخَذْنٰهُ وَجُنُوْدَهٗ فَنَبَذْنٰهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيْمٌ ؕ ﴿٤١﴾

৪১। সুতরাং আমরা তাহাকে এবং তাহার সৈন্যদলকে ধৃত করিলাম, অতঃপর তাহাদিগকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করিলাম; ফলে সে অদ্যাবধি তিরস্কৃত হইতেছে।

وَفِيْ عَادٍ اِذْ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيْحَ الْعَقِيْمَ ۚ ﴿٤٢﴾

৪২। এবং 'আদ' জাতির মধ্যেও (নিদর্শন রহিয়াছে) যখন আমরা তাহাদের উপর এক সর্বনাশা ঝঞ্ঝা বায়ু প্রেরণ করিয়াছিলাম;

مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ اَتَتْ عَلَيْهِ اِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيْمِ ؕ ﴿٤٣﴾

৪৩। উহা যাহার উপর দিয়া প্রবাহিত হইত উহাকে পচা-গলিত অস্থিপুঞ্জে পরিণত না করিয়া ছাড়িত না।

وَفِيْ ثَمُوْدَ اِذْ قِيْلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوْا حَتّٰى حِيْنٍ ﴿٤٤﴾

৪৪। এবং 'সামুদ' জাতির মধ্যেও (নিদর্শন রহিয়াছে) যখন তাহাদিগকে বলা হইয়াছিল, 'ভোগ করিয়া লও স্বল্পকাল।'

فَعَتَوْا عَنْ اَمْرِ رَبِّهِمْ فَاَخَذَتْهُمُ الصّٰعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُوْنَ ﴿٤٥﴾

৪৫। কিন্তু তাহারা তাহাদের প্রতিপালকের আদেশকে অমান্য করিল, তখন তাহাদিগকে বজ্রাঘাত ধৃত করিল এবং তাহারা প্রত্যক্ষ করিতেছিল;

فَمَا اسْتَطَاعُوْا مِنْ قِيَامٍ وَّمَا كَانُوْا مُنْتَصِرِيْنَ ۙ ﴿٤٦﴾

৪৬। এবং তাহারা না উঠিয়া দাঁড়াইতে পারিল এবং না কাহারও নিকট হইতে কোন সাহায্য লাভ করিতে পারিল।

وَقَوْمَ نُوْحٍ مِّنْ قَبْلُ ؕ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فٰسِقِيْنَ ﴿٤٧﴾ ع ٢ ٢٣ ١

২ [২৩] ১

৪৭। এবং পূর্বে নূহের জাতিকেও (আমরা ধ্বংস করিয়াছিলাম), নিশ্চয় তাহারা এক অবাধ্য জাতি ছিল।

وَالسَّمَآءَ بَنَيْنٰهَا بِاَيْىدٍ وَّاِنَّا لَمُوْسِعُوْنَ ﴿٤٨﴾

৪৮। এবং এই যে আকাশ— আমরা উহাকে আমাদের হস্ত দ্বারা[২৮৩৭] সৃষ্টি করিয়াছি, এবং নিশ্চয় আমরা মহা সম্প্রসারণকারী।[২৮৩৭-ক]

২৮৩৬। 'রুক্‌ন' অর্থ যাহার সাহায্যে দাঁড়ানো যায়, শক্তি; সামর্থ্য ও প্রতিরোধ; মানুষের আত্মীয়, স্বজন বা গোত্র; তাহার স্বদল; যে সব লোকের দ্বারা মানুষ সাহায্যপ্রাপ্ত হয়; সম্ভ্রান্ত বা উচ্চস্থানীয় লোক (লেইন)।

২৮৩৭। 'ইয়াদুন' মানেঃ (১) অনুগ্রহ, (২) ক্ষমতা, সম্মান, (৩) সংরক্ষণ, (৪) ধন, (৫) বাহু ইত্যাদি (আকরাব) অতএব আয়াতের বাক্যাংশটির অর্থ দাড়াইতেছে "আমরা নিজের শক্তি-সামর্থ্যের দ্বারা এই আকাশ-মালা সৃষ্টি করিয়াছি" বা "আমরা আকাশমালাকে আমাদের শক্তি-সামর্থ্যের প্রকাশকরূপে তৈরী করিয়াছি; অর্থাৎ আকাশমালা সৃষ্টির মাধ্যমে ঐশী গুণাবলীর (যথা আল্লাহ্‌র জ্যোতিঃ অসামান্য শক্তি-সামর্থ ও মহিমার) প্রমাণ পাওয়া যায়।

২৮৩৭-ক। 'মূসেউন' অর্থ "আমরা সম্প্রসারিত করিতে থাকিব" ও হইতে পারে।

وَالْاَرْضَ فَرَشْنٰهَا فَنِعْمَ الْمٰهِدُوْنَ ﴿٤٨﴾

৪৯। আর এই যে পৃথিবী —— আমরা ইহাকে বিছনারূপে বিস্তার করিয়াছি এবং আমরা কত উত্তম বিস্তারকারী !

وَمِنْ كُلِّ شَیْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَیْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ﴿٤٩﴾

৫০। এবং আমরা প্রত্যেক বস্তুকে জোড়া জোড়া[২৮৩৮] সৃষ্টি করিয়াছি যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।

فَفِرُّوْٓا اِلَى اللّٰهِ ؕ اِنِّیْ لَكُمْ مِّنْهُ نَذِیْرٌ مُّبِیْنٌ ۚ ﴿٥٠﴾

৫১। অতএব তোমরা আল্লাহ্‌র দিকে ধাবিত হও, নিশ্চয় আমি তাঁহার নিকট হইতে তোমাদের জন্য একজন প্রকাশ্য সতর্ককারী।

وَلَا تَجْعَلُوْا مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ ؕ اِنِّیْ لَكُمْ مِّنْهُ نَذِیْرٌ مُّبِیْنٌ ۚ ﴿٥١﴾

৫২। এবং তোমরা আল্লাহ্‌র সহিত অন্য কোন মা'বূদ স্থির করিও না, নিশ্চয় আমি তাঁহার নিকট হইতে তোমাদের জন্য একজন প্রকাশ্য সতর্ককারী।

كَذٰلِكَ مَآ اَتَى الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا قَالُوْا سَاحِرٌ اَوْ مَجْنُوْنٌ ۚ ﴿٥٢﴾

৫৩। এইভাবে তাহাদের পূর্ববর্তীদের নিকট এমন কোন রসূল আগমন করে নাই যাহাকে তাহারা একজন যাদুকর অথবা একজন উন্মাদ বলিয়া আখ্যায়িত করে নাই।

اَتَوَاصَوْا بِهٖ ۚ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُوْنَ ۚ ﴿٥٣﴾

৫৪। তাহারা কি একে অপরকে (এই আচরণের) ওসীয়্যত[২৮৩৯] করিয়া গিয়াছিল ? না, বরং তাহারা সকলে বিদ্রোহপরায়ণ জাতি।

فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَآ اَنْتَ بِمَلُوْمٍ ۘ ﴿٥٤﴾

৫৫। সুতরাং তুমি তাহাদের নিকট হইতে মুখ ফিরাইয়া লও; এবং তুমি (তাহাদের কার্যকলাপের জন্য) তিরস্কৃত হইবে না।

وَّذَكِّرْ فَاِنَّ الذِّكْرٰى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِیْنَ ﴿٥٥﴾

৫৬। এবং তুমি বারংবার উপদেশ দিতে থাক; কেননা নিশ্চয় উপদেশ মো'মেনদের উপকার সাধন করে।

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِیَعْبُدُوْنِ ﴿٥٦﴾

৫৭। এবং আমি জিন্‌ ও ইনসানকে শুধু এই জন্য সৃষ্টি করিয়াছি যেন তাহারা কেবল মাত্র আমারই ইবাদত[২৮৪০] করে।

২৮৩৮। আল্লাহ্‌ প্রত্যেক বস্তুরই জোড়া সৃষ্টি করিয়াছেন। কেবল জীব-জগতেই নয় বরং উদ্ভিদ-জগতেও। এমনকি বস্তু-জগতেও জোড়া রহিয়াছে। আধ্যাত্মিক বিষয়াদিতেও জোড়া আছে। এমনকি আকাশ-পৃথিবীও একটি জোড়া।

২৮৩৯। প্রত্যেক যুগের সংস্কারকগণের প্রতি বিরুদ্ধাচরণকারীরা এমন একই ধরণের অভিযোগ ও আপত্তি উত্থাপন করিয়াছে যে, আপত্তিগুলির অভিন্ন রূপ দেখিয়া মনে হয়, পূর্বের যুগের বিরুদ্ধাচারীরা যেন এইগুলি পরবর্তীযুগের বিরুদ্ধাচারীদের জন্য উত্তরাধিকার স্বরূপ রাখিয়া গিয়াছিল যাহাতে বার বার একই ধরণের আপত্তি ও অভিযোগ উত্থাপিত হইতে থাকে।

২৮৪০। 'ইবাদত' শব্দটি ব্যাপক অর্থ প্রকাশ করে। ইহার অর্থঃ আল্লাহ্‌তা'লার নির্দেশিত পথের পূর্ণ অনুসরণে বান্দার নিজের অন্তর্নিহিত শক্তি-সামর্থ্যকে পরিপূর্ণভাবে কাজে লাগাইয়া আধ্যাত্মিক নিয়ম-শৃঙ্খলার নিগড়ে নিজেকে এমনিভাবে আষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধিয়া রাখা যাহাতে আল্লাহ্‌তা'লার গুণাবলীর ছবি নিজের ভিতর মোহরাঙ্কিত হইয়া নিজের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। মানুষের জীবনের আসল ব্রত ও উদ্দেশ্য ইহাই এবং আল্লাহ্‌র ইবাদত বলিতেও সত্যিকার অর্থে ইহাই বুঝায়। মানব-প্রকৃতির মধ্যে বাহ্যিক বা অভ্যন্তরীণ যত গুণাবলী আমরা দেখিতে পাই, উহার মধ্যে সর্বাপেক্ষা উচ্চতম হইল ঐ গুণ যাহা আমাদিগকে আল্লাহ্‌তা'লার দিকে প্রধাবিত করে এবং তাঁহার ইচ্ছার প্রতি আমাদিগকে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণের প্রেরণা যোগায়।

مَآ اُرِيْدُ مِنْهُمْ مِّنْ رِّزْقٍ وَّ مَآ اُرِيْدُ اَنْ يُّطْعِمُوْنِ ﴿٥٨﴾

৫৮। এবং আমি তাহাদের নিকট কোন রিয্‌ক চাহি না এবং ইহাও চাহি না যে তাহারা আমাকে খাদ্য দান করুক।[২৮৪১]

اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِيْنُ ﴿٥٩﴾

৫৯। নিশ্চয় আল্লাহ্ তিনি, যিনি পরম রিয্‌কদাতা, শক্তির অধিকারী, সুদৃঢ়।

فَاِنَّ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ذَنُوْبًا مِّثْلَ ذَنُوْبِ اَصْحٰبِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُوْنِ ﴿٦٠﴾

৬০। অতএব যাহারা যুলুম করিয়াছে নিশ্চয় তাহাদের জন্য সেইরূপ ভাগ্য[২৮৪২] নির্ধারিত আছে যেইরূপ তাহাদের (সমমতাবলম্বী) সঙ্গীদের ভাগ্য নির্ধারিত ছিল; সুতরাং তাহারা যেন আমার নিকট (শাস্তি চাহিতে) ব্যস্ততা না দেখায়।

فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ يَّوْمِهِمُ الَّذِيْ يُوْعَدُوْنَ ﴿٦١﴾ ع ٣ ١٤ ٢

৬১। সুতরাং যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহাদের জন্য সেইদিন দুর্ভোগ হইবে, যাহার প্রতিশ্রুতি তাহাদিগকে দেওয়া হইয়াছে।

৩ [১৪] ২

২৮৪১। আধ্যাত্মিক পথের যাত্রী অতিশয় ধৈর্য সহকারে নিজের মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের দিকে একাগ্রচিত্তে অগ্রসর হইতে থাকে। ইহা দ্বারা আল্লাহ্‌তা'লার কোন উপকার হয় না, এমনকি অন্য কাহারও উপকার হয় না। পরন্তু তাহার নিজেরই ইহাতে লাভ হয়, কেননা এই পথেই তাহার জীবনের অভিষ্ট সিদ্ধ হইয়া থাকে।

২৮৪২। 'যানূব' অর্থঃ- ভাগ্য, অদৃষ্ট, অংশ, প্রতিফল, দীর্ঘ দুর্দিন (লেইন)।

৫২-সূরা আত্ তূর

(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

নাযেল হওয়ার সময় ও প্রসঙ্গ

নবুওয়াতের প্রথম দিকেই মক্কাতে এই সূরাটি নাযেল হইয়াছিল।নলডিকি এই সূরাকে সূরা 'যারীয়াতের পরে পরেই অবতীর্ণ বলিয়া মনে করেন । কিন্তু মূইর ইহার অবতরণকে আরো কিছু পরে বলিয়া সাব্যস্ত করেন । পূর্ববর্তী সূরাতে কুরআনের দ্বারা সৃষ্ট আধ্যাত্মিক মহাজাগরণের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছিল । সূরাটিতে বলা হইয়াছিল, যেহেতু মানুষ একেবারে কলুষিত হইয়া সৃষ্টিকর্তা প্রভুকে জীবন হইতে সম্পূর্ণরূপে মুছিয়া ফেলিয়াছিল, সেই কারণেই প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়ম অনুযায়ী এবং অনিবার্য প্রয়োজনের তাগিদে , নূতনভাবে আল্লাহ্‌র বাণী আসা অপরিহার্য হইয়া উঠিয়াছিল । সূরাটির শেষদিকে এই কথাও উচ্চারিত হইয়াছিল যে, পূর্ববর্তী সকল নবীদের মত, হযরত নবী করীম (সাঃ)ও প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হইবেন । কিন্তু শেষ পর্যন্ত মহানবী (সাঃ)-এর আনীত সত্যই বিজয়ী হইবে এবং অবিশ্বাসীরা শাস্তিতে নিপতিত হইবে । এখন এই সূরাতে মহানবী (সাঃ)-এর সম্পর্কে বাইবেলে যে ভবিষ্যদ্বাণী রহিয়াছে উহার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া অবিশ্বাসীগণকে সাবধান করা হইতেছে যে, তাহারা যদি বিরোধিতা ও অত্যাচার করা হইতে ক্ষান্ত না হয়, তাহা হইলে ঐশী শাস্তি আসিয়া তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া দিবে ।

বিষয়-বস্তু

সূরাটির প্রারম্ভেই বাইবেলে কুরআন ও নবী করীম (সাঃ) সম্বন্ধে যে সব ভবিষ্যদ্বাণী রহিয়াছে, উহার প্রতি সরাসরি আলোকপাত করিয়া বলা হইতেছে যে, বাইবেল, কুরআন এবং কা'বা, সবই ইসলাম ও মহানবী (সাঃ)-এর সত্যতার সাক্ষ্য বহন করে । অতএব, অবিশ্বাসীগণকে সাবধান করিয়া দেওয়া হইতেছে যে, সত্যের শত্রুতা করিয়া তাহারা কখনও সুফল লাভ করিতে পারিবে না । কিন্তু আল্লাহ্‌র ঐ সব ধার্মিক বান্দাগণ, যাহারা ঐশী শিক্ষামালাকে মনে-প্রাণে গ্রহণ পূর্বক তাহাদের জীবনকে সেই ছাঁচে ঢালিয়া সাজান, তাহারা নিশ্চয় আল্লাহ্-প্রদত্ত অনুগ্রহরাজির অধিকারী হইয়া থাকেন । অতঃপর, সূরাটি ঘোষণা করিতেছে যে, মহানবী (সাঃ) কোন ভবিষ্যদ্বক্তা, পাগল বা কবি নহেন । তাঁহার উপর নাযেলকৃত ঐশী কিতাব কুরআনও কোন মিথ্যা জালকারীর রচনা নহে । ইহা পৃথিবী ও আকাশমালা সৃষ্টিকারীর পবিত্র কালাম । মহানবী (সাঃ) কোন পুরস্কার-প্রার্থী নহেন । তিনি আল্লাহ্‌র দেওয়া কর্তব্য পালনে ব্রত আছেন । অতএব তাঁহার বিরুদ্ধে কোন ষড়যন্ত্রই কার্যকরী হইবে না । কেননা, তিনি আল্লাহ্‌তা'লার রক্ষণাবেক্ষণের মধ্যে সর্বদা বিচরণ করেন । বরং অবিশ্বাসীরা অতি শীঘ্রই ঐশী শাস্তির মধ্যে নিপতিত হইবে ।

৫২-সূরা আত্ তূর

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ইহাতে ৫০ আয়াত এবং ২ রুকূ আছে ।

১। আল্লাহ্র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝١
২। কসম[২৮৪৩] তূর পর্বতের;	وَالطُّوْرِ ۝٢
৩। এবং (কসম এই) লিখিত কিতাবের;[২৮৪৪]	وَكِتٰبٍ مَّسْطُوْرٍ ۝٣
৪। (যাহা) উন্মুক্ত চিক্কণ চামড়ায় (লিখিত আছে);	فِيْ رَقٍّ مَّنْشُوْرٍ ۝٤
৫। এবং (কসম) সদা আবাদ গৃহের;[২৮৪৫]	وَّالْبَيْتِ الْمَعْمُوْرِ ۝٥
৬। এবং (কসম) চির সমুন্নত ছাদের;[২৮৪৬]	وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوْعِ ۝٦

২৮৪৩। শপথ করার পিছনে যে দর্শন, প্রয়োজনীয়তা এবং তাৎপর্য রহিয়াছে, উহার জন্য ২৪৬৫ টীকা দেখুন ।

২৮৪৪। এস্থলে কিতাব দ্বারা কুরআন অথবা মূসা (আঃ)-এর কিতাবকে বুঝাইতেছ; খুব সম্ভব কুরআনকে বুঝাইতেছে ।

২৮৪৫। জেরুযালেমের উপাসনালয় বা যে কোন উপসনালয় । তবে খুব সম্ভব, কা'বার উপাসনালয়কেই এখানে বুঝাইতেছে । কেননা, কুরআন কা'বাকে 'পুনঃ পুনঃ গমনস্থল' বলিয়া অভিহিত করিয়াছে (২ঃ১২৬); ইহাকে 'পবিত্র গৃহ' (৫ঃ৩), 'পবিত্র মসজিদ' (১৭ঃ২), 'প্রাচীন গৃহ' (২২ঃ৩০), 'নিরাপত্তার শহর' (৯৫ঃ৪) প্রভৃতি নামেও অভিহিত করিয়াছে ।

২৮৪৬। চাঁদোয়া আকারে বানানো উপাসনালয় যাহা মূসা (আঃ) বনী ইসরাঈলের উপাসনার জন্য মরুপ্রান্তরে স্থাপন করিয়াছিলেন; কা'বা গৃহ, আকাশ। শেষোক্ত শব্দটিই এখানে সম্ভবতঃ অধিক প্রযোজ্য । কুরআনের ইহা একটি বৈশিষ্ট্য যে, যখন ইহা কোন সত্যকে দৃঢ়তার সাথে ঘোষণা করিতে চায়, তখন ইহা কোন জীব, বস্তু, প্রাকৃতিক নিয়ম বা দৃশ্যের কসম খায় অথবা ঐগুলিকে সাক্ষ্যরূপে পেশ করিয়া থাকে । এই সূরার প্রথম কয়েকটি আয়াতে মূসা (আঃ)-এর সাথে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ-যুক্ত কিছু বস্তুর শপথ আমরা দেখিতে পাই। এই মূসা (আঃ), মহানবী (সাঃ)-এর অনুরূপ পূর্বসূরী । 'তূর পর্বতে', মূসা (আঃ)-এর উপর আল্লাহ্র আইন-কানূন-সম্বলিত বাণী অবতীর্ণ হইয়াছিল এবং বনী ইসরাঈলের ভ্রাতৃ বংশীয়দের মধ্য হইতে এক মহান নবীর আগমনের ভবিষ্যদ্বাণীও ঐ তূর পর্বতেই মূসা (আঃ)-এর উপর অবতীর্ণ হইয়াছিল (দ্বিতীয় বিবরণ-১৮ঃ১৮; ৩৩ঃ২)। ভবিষ্যতে আগমনকারী যে মহাপুরুষের কথা উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বাণীতে উল্লেখিত হইয়াছে, তিনিই হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ), ইহা একেবারে স্বতঃসিদ্ধ কথা । তাঁহারই আগমনকে কুরআনে মূসা (আঃ)-এর আগমনের অনুরূপ বলা হইয়াছে (৭৩ঃ১৬)। অতঃপর মূলপাঠে উল্লিখিত 'কিতাবকে' (বাইবেল বা কুরআন, খুব সম্ভব কুরআন) সাক্ষ্য স্বরূপ পেশ করা হইয়াছে, যাহা মুহাম্মদ (সাঃ)-এর 'মহানবী' হওয়ার সত্যতাকে আজও সাক্ষ্যদান করিয়া উঁচু মাথায় স্থায়ীভাবে দাঁড়াইয়া আছে । এরপর সাক্ষ্য রাখা হইয়াছে, 'সদা-আবাদ গৃহকে' (মানে কা'বাগৃহকে)।এই সাক্ষ্য 'সদা-আবাদ' থাকার মধ্যে আমরা অন্যান্য কথা যাহাই পাই বা না পাই, এই সত্যটা স্পষ্টভাবেই পাইয়া থাকি যে, যে ধর্মের মূল ইবাদত খানা 'কাবা' কেন্দ্ররূপে চির-জাগরূক থাকিবে, সেই ধর্ম নিশ্চয়ই চিরস্থায়ী হইবার জন্য আল্লাহ্র তরফ হইতে আসিয়াছে । এইস্থানে এই কাবা ঘরের সংস্কার সাধনের জন্য বহু শতাব্দী পূর্বে আল্লাহ্র একজন পবিত্র বান্দা ইব্রাহীম (আঃ) তাঁহার পুত্র ইস্মাঈল (আঃ)-এর সাহায্য নিয়া যখন নির্মাণ কাজে রত ছিলেন, তখন তিনি আল্লাহ্তা'লার সমীপে দোয়া করিয়াছিলেন, 'হে আমার প্রভু ! তুমি এই স্থানটিকে শান্তি ও নিরাপত্তার কেন্দ্রে পরিণত কর, যাহাতে ইহাকে কেন্দ্র করিয়া তোমার একত্ব ও অদ্বীতিয়ত্ব চতুর্দ্দিকে ঘোষিত ও প্রচারিত হইতে থাকে'। 'সুউচ্চ ছাদ' বলিতে আকাশকে বুঝাইয়াছে । এই ৬ আয়াতে বলা হইয়াছে যে, মহানবী (সাঃ) ক্রমাগতভাবে ঐশী সাহায্য পাইতেছেন । অবিশ্বাসীরা এই সত্য স্বচক্ষে দেখিতে পাইতেছে যে, ইসলাম ক্রমে অগ্রসর হইতেছে ও উন্নতি করিতেছে এবং তাহাদের প্রতিটি শত্রুতাপূর্ণ পদক্ষেপ ও ষড়যন্ত্র ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইতেছে । তাহারা এতই বোকা যে, ঐশী সাহায্যের এই সরল-সোজা সত্যটাও তাহাদের বোধগম্য হয় না ।

وَالْبَحْرِ الْمَسْجُوْرِ ۙ﴿٧﴾

৭। এবং (কসম) উদ্বেলিত সমুদ্রের;[২৮৪৭]

اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ ۙ﴿٨﴾

৮। নিশ্চয় তোমার প্রতিপালকের আযাব অবশ্যই সংঘটিত হইবে।

مَّا لَهٗ مِنْ دَافِعٍ ۙ﴿٩﴾

৯। উহার প্রতিরোধকারী কেহই নাই।

يَّوْمَ تَمُوْرُ السَّمَآءُ مَوْرًا ۙ﴿١٠﴾

১০। যেদিন[২৮৪৮] আকাশ ভীষণ ভাবে তোলপাড় করিবে,

وَّتَسِيْرُ الْجِبَالُ سَيْرًا ؕ﴿١١﴾

১১। এবং পর্বতমালা দ্রুতগতিতে চলিতে থাকিবে,[২৮৪৯]

فَوَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ۙ﴿١٢﴾

১২। অতএব সেইদিন দুর্ভোগ—সত্যকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান-কারীদের জন্য,

الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ خَوْضٍ يَّلْعَبُوْنَ ۘ﴿١٣﴾

১৩। ক্রীড়াচ্ছলে যাহারা বৃথা কথা-বার্তায় লিপ্ত থাকে,

يَوْمَ يُدَعُّوْنَ اِلٰى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا ؕ﴿١٤﴾

১৪। সেদিন যখন তাহাদিগকে ধাক্কাইয়া ধাক্কাইয়া জাহান্নামের আগুনের[২৮৫০] দিকে লইয়া যাওয়া হইবে,

هٰذِهِ النَّارُ الَّتِيْ كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُوْنَ ۘ﴿١٥﴾

১৫। (এবং তাহাদিগকে বলা হইবে),'এই সেই আগুন যাহা তোমরা মিথ্যা বলিয়া অস্বীকার করিতে,

اَفَسِحْرٌ هٰذَآ اَمْ اَنْتُمْ لَا تُبْصِرُوْنَ ۚ﴿١٦﴾

১৬। ইহা কি তবে যাদু, অথবা তোমরা (এখনও) কি দেখিতেছ না ?

اِصْلَوْهَا فَاصْبِرُوْٓا اَوْ لَا تَصْبِرُوْا ۚ سَوَآءٌ عَلَيْكُمْ ؕ اِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿١٧﴾

১৭। তোমরা ইহাতে দগ্ধ হও; অতএব তোমরা সবুর কর বা সবুর না কর, তোমাদের জন্য উভয়ই সমান। তোমাদিগকে কেবল সেই কর্মেরই প্রতিফল দেওয়া হইতেছে যাহা তোমরা করিতে।'

২৮৪৭। 'উদ্বেলিত সমুদ্র' বলিতে লোহিত সাগরকে বুঝাইয়াছে, যেখানে ফেরাউন তাহার বাহিনীসহ বনী ইসরাঈলের পশ্চাদ্ধাবন কালে নিমজ্জিত হইয়াছিল অথবা ইহা বদরের যুদ্ধ ক্ষেত্রকেও বুঝাইতে পারে যেখানে কুরায়শদের বড় বড় নেতৃবৃন্দ নিহত হইয়াছিল, কেননা ইহাও 'আল বাহ্‌র' বা সমুদ্র নামে পরিচিত ছিল (নিহায়া)।

২৮৪৮। 'সেইদিন' বলিতে ঐশী সাহায্যের সুস্পষ্ট দিনটিকে নির্দেশ করিতেছে, যে দিন সকল আসমানী শক্তি নিয়ে মহানবী (সাঃ)-এর সাহায্যে নামিয়া আসিবে। বদরের যুদ্ধের দিনে এইরূপই ঘটিয়াছিল। এই ভবিষ্যদ্বাণী সেদিন কী মহাগৌরবের সহিতই না পূর্ণ হইয়াছিল !

২৮৪৯। মহা বিচারের দিনে অবিশ্বাসীরা ভয়ঙ্কর পরিণতির সম্মুখীন হইবে। ঝড়ের মুখে ভূষির মত তাহারাও উড়িয়া যাইবে। এই আয়াতের অন্য অর্থ হইতে পারে যে, অতি শীঘ্রই বড় বড় সাম্রাজ্যগুলি খণ্ড-বিখণ্ড ও চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইবে। এই আয়াত ও পূর্ববর্তী আয়াত মিলিতভাবে একটি বিষয়ের প্রতি ইশারা দান করে যে, পুরাতন, ঘুণেধরা, অচল সমাজ-ব্যবস্থার দ্রুত অবসান হইতে চলিয়াছে এবং সেইস্থলে একটি নূতন, কার্যকরী ও সচল সমাজব্যবস্থা প্রবর্তিত হইতে যাইতেছে। এই আয়াতগুলি অবশ্য কিয়ামতের দিনের বেলায়ও সমভাবে প্রযোজ্য।

২৮৫০। অবিশ্বাসীদের পাপ যেদিন সন্দেহাতীত ও চূড়ান্তভাবে সাব্যস্ত হইয়া যাইবে এবং অনুতাপের সময়ও অতীত হইয়া যাইবে, তখন তাহারা যে অবস্থায় নিপতিত হইবে,এই আয়াতে তাহাই বর্ণনা করা হইয়াছে।

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ ﴿١٧﴾

১৮। নিশ্চয় মুত্তাকীগণ জান্নাতসমূহে ও নিয়ামতসমূহের মধ্যে থাকিবে,

فَاكِهِينَ بِمَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ﴿١٨﴾

১৯। অতএব তাহাদিগকে তাহাদের প্রতিপালক যাহা কিছু দান করিবেন উহাতে তাহারা আনন্দিত হইবে; এবং তাহাদের প্রতিপালক তাহাদিগকে (জাহান্নামের) আগুনের আযাব হইতে রক্ষা করিবেন,

كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٩﴾

২০। (এবং আল্লাহ্‌ তাহাদিগকে বলিবেন), 'তোমরা তোমাদের কৃত-কর্মের বিনিময়ে সানন্দে রুচিসহকারে আহার কর এবং পান কর।'

مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ سُرُرٍ مَصْفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ ﴿٢٠﴾

২১। (সেইদিন) তাহারা সারি সারি সুসজ্জিত পালঙ্কের উপর হেলান দিয়া উপবিষ্ট থাকিবে। এবং আমরা তাহাদিগকে পরমাসুন্দরী আয়তলোচনা রমনীগণ জোড়ারূপে দান করিব।[২৮৫১]

২৮৫১। 'যাওয়াজা শাইয়ান বিশাইয়িন' অর্থ, সে একটি বস্তুর সহিত ঐ বস্তুটিরই জোড় তৈরী করিল, সে ইহাকে ইহারই সদৃশ বস্তুর সহিত একত্রিত করিল বা মিলাইল। 'হূর' শব্দটি, 'আহ্‌ওয়ার' (পুঃ) ও 'হাওরা' (স্ত্রী) উভয় শব্দেরই বহুবচন এবং এই শব্দটি দ্বারা এমন ব্যক্তিকে বুঝায় যাহার চক্ষুদ্বয়ের শ্বেতাংশ অত্যুজ্জ্বল সাদা ও কৃষ্ণাংশ অত্যুজ্জ্বল কালো এবং তৎসহ সারাটা শরীরও অত্যন্ত উজ্জ্বল, সুন্দর অঙ্গ সৌষ্ঠবে পরিপূর্ণ। 'আহ্‌ওয়ার' শব্দের দ্বারা, পরিষ্কার, তীক্ষ্ণ, পবিত্র, দীপ্ত-বুদ্ধিও বুঝাইয়া থাকে।

'ঈন' শব্দটি 'আইয়ান' ও 'আইনা' শব্দদ্বয়েরই বহুবচন; এই শব্দদ্বয় যথাক্রমে সুন্দর, বড় বড়, কৃষ্ণ-চক্ষু বিশিষ্ট পুরুষ বা স্ত্রীলোককে বুঝায়। অবশ্য 'আইনা' শব্দের দ্বারা একটি উত্তম সৌকর্যমণ্ডিত বাক্য বা শব্দকেও বুঝাইয়া থাকে (লেইন, মুফ্‌রাদাত এবং তাজ)। অতএব 'হূর' ও 'ঈন' শব্দদ্বয় মিলিয়া, দেহ ও মনের তথা ব্যক্তির ও চরিত্রের সৌন্দর্য ও পবিত্রতা প্রকাশ করে।

পরকালের জীবন ইহকালের জীবনেরই প্রতিফলন, প্রতিকৃতি ও প্রকাশ্য ছবি। পরজগতের পুরস্কার ও শাস্তি ইহজগতের কৃত-কর্মের প্রতিচ্ছবি ও মূর্ত-রূপায়ণ বিশেষ। বেহেশ্‌তে ও দোযখ কোন বস্তু-জগত নহে; তবে ইহা অবশ্যই সত্য যে, ইহা দৃশ্যমান ও ভোগযোগ্য হইবে। ইহাকে কেহ বস্তু-জগৎ বলিলেও বলিতে পারে, তবে আসলে তাহা ইহজগতের আধ্যাত্মিক অবস্থান ও কর্মকাণ্ডের দ্বারা রচিত ভুবন ব্যতীত অন্য কিছু নহে। ইহজগতের প্রতি ঐকান্তিক প্রেমাকর্ষণে মগ্ন থাকিয়া যাহারা দেহত্যাগ করে, তাহারা পরকালে নিজেদেরকে শৃঙ্খলাবদ্ধ দেখিতে পাইবে। ইহকালের অদম্য ভোগ-বিলাস ও লোভাতুর হা-হুতাশ পরকালে জ্বলন্ত অগ্নিশিখার রূপ পরিগ্রহ করিবে। তেমনি, সৃষ্টিকর্তা প্রভুর প্রতি প্রেম-প্রীতি ও ভক্তি-ভালবাসা পরকালে তৃপ্তিদায়ক উৎকৃষ্টতম শরবৎ রূপে প্রেমিকের কাছে উপস্থিত করা হইবে.....ইত্যাদি। এইরূপভাবে বেহেশ্‌তে উদ্যান, স্রোতস্বিনী, ঝর্ণা, দুগ্ধ, মধু, পাখীর মাংস, সরাব, ফল-ফলাদি, সিংহাসন, সুজন-সাথী ও অন্যান্য উপভোগ্য সামগ্রী থাকিবে—ঐগুলি এই জগতের বস্তু হইবে না; বরং এই জগতের জীবনের আধ্যাত্মিক বিষয়াবলী ও কর্মফলের দ্বারা রূপায়িত বস্তু-নিচয় হইবে। 'যাওয়াজনা', 'হূর' এবং 'ঈন' এই শব্দত্রয়ের ব্যাখ্যা উপরে যথাস্থানে দেওয়া হইয়াছে। তাহাতে দেখা যায় যে, আল্লাহ্‌তা'লার ধার্মিক বান্দাগণকে বেহেশ্‌তে উজ্জ্বল ও আধ্যাত্মিক জ্যোতির্ময় সৌন্দর্যে মণ্ডিত মুখমণ্ডলাধিকারী সঙ্গী-সাথীদের সাথে বাস করিতে দেওয়া হইবে; অথবা সুন্দরী, কুমারী নারীগণকে তাহাদের পবিত্র সাথী করা হইবে; অর্থাৎ তাহাদের আপন স্ত্রী করা হইবে।

পরকালের জীবন সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করিতে হইলে এবং মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের পুরস্কার ও শাস্তির তাৎপর্য বুঝিতে হইলে, এই কথাটি ভালভাবে মনে রাখিতে হইবে যে, পরজীবন ইহজীবনেরই ধারাবাহিক অবস্থা মাত্র। মানুষের আত্মা যখনই এই মাটির দেহ ত্যাগ করে, তখনই ঐ আত্মাকে একটা নূতন দেহ পরাইয়া দেওয়া হয়। কেননা, দেহ ব্যতীত আত্মা উন্নতি করিতে পারে না; আশীর্বাদও উপভোগ করিতে পারে না। শাস্তিও ভোগ করিতে পারে না। নূতন দেহটি অবশ্যই সেইরূপ সূক্ষ্ম অনুভূতি-সম্পন্ন হইবে ইহকালে আত্মা যতটুকু সূক্ষ্মানুভূতি সম্পন্ন ছিল। যেহেতু এই নূতন দেহটি, আমাদের ইহকালীন দেহ হইতে ভিন্নতর হইবে এবং যাহার প্রকৃতি ইহলোকে উপলব্ধিযোগ্য নহে, তেমনি পরকালের শাস্তি ও পুরস্কারসমূহের প্রকৃতি ও গুণাগুণ ইহকালে থাকা অবস্থায় অবোধগম্যই থাকিবে। এই জন্যই কুরআনে বলা হইয়াছে, 'বস্তুতঃ কেহই জানে না যে, তাহাদের জন্য তাহাদের কৃত-কর্মের প্রতিদান স্বরূপ কি কি নয়নতৃপ্তিকর বস্তু গোপন করিয়া রাখা হইয়াছে' (৩২ঃ১৮)। মহানবী (সাঃ) বলিয়াছেন, 'বেহেশ্‌তের আশীর্বাদ ও নেয়া'মতসমূহ, না কোন চক্ষু দেখিয়াছে, না কোন কর্ণ শুনিয়াছে, না

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِاِيْمَانٍ اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَآ اَلَتْنٰهُمْ مِّنْ عَمَلِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ ۭ كُلُّ امْرِئٍۢ بِمَا كَسَبَ رَهِيْنٌ ﴿٢١﴾

২২। এবং যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং তাহাদের সন্তান-সন্ততি ঈমানের ক্ষেত্রে তাহাদিগকে অনুসরণ করিয়াছে—আমরা তাহাদের সন্তান-সন্ততিকেও তাহাদের সহিত মিলিত করিব।[২৮৫২] এবং তাহাদের কৃত-কর্ম হইতে আমরা কিছু মাত্রও কম করিব না। প্রত্যেক ব্যক্তি উহার জন্য দায়ী[২৮৫৩] হইবে যাহা সে অর্জন করিয়াছে।

وَاَمْدَدْنٰهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَّلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُوْنَ ﴿٢٢﴾

২৩। এবং আমরা তাহাদিগকে নানাবিধ ফল ও মাংস প্রদান করিব যাহা তাহারা কামনা করিবে।

يَتَنَازَعُوْنَ فِيْهَا كَاْسًا لَّا لَغْوٌ فِيْهَا وَلَا تَاْثِيْمٌ ﴿٢٣﴾

২৪। তাহারা তথায় একে অপরের সঙ্গে পান-পাত্র আদান প্রদান করিবে[২৮৫৪] (ফলে) উহাতে (পানকারীর জন্য) বৃথা কথা বলারও কিছু থাকিবে না এবং পাপকর্ম করারও কিছু থাকিবে না।

وَيَطُوْفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَاَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُوْنٌ ﴿٢٤﴾

২৫। এবং তাহাদের কিশোরগণ[২৮৫৫] তাহাদের চতুষ্পার্শ্বে পরিক্রমণ করিবে, তাহারা সুরক্ষিত মুক্তার ন্যায় পরিদৃষ্ট হইবে।

وَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰي بَعْضٍ يَّتَسَاۗءَلُوْنَ ﴿٢٥﴾

২৬। এবং তাহারা প্রশ্ন করিতে করিতে পরস্পর মুখামুখি হইবে।

قَالُوْٓا اِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِيْٓ اَهْلِنَا مُشْفِقِيْنَ ﴿٢٦﴾

২৭। তাহারা বলিবে, 'ইতিপূর্বে নিশ্চয় আমরা আমাদের স্বজনদের মধ্যে (আল্লাহ্‌র ফয়সালা সম্বন্ধে) ভীত ছিলাম,[২৮৫৬]

কোন মন উপলব্ধি করিয়াছে" (বুখারী)। কুরআনে বেহেশ্‌তের একটি ছোট বর্ণনা হইল, 'বেহেশ্‌তে পাপ থাকিবে না, বৃথা বাক্যালাপ পর্যন্ত থাকিবে না" (৫৬ঃ২৬-২৭)। ইহা দ্বারাই ধার্মিকের জন্য প্রতিশ্রুত স্বর্গরাজ্যের একটি উজ্জ্বল চিত্র স্পষ্টভাবে ফুটিয়া উঠে। এই প্রসঙ্গে ২৩২৬ টীকাও দেখুন।

২৮৫২। পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হইয়াছে যে, ধর্মপরায়ণ পুণ্যাত্মাগণকে, তাহাদের পুণ্যবতী পবিত্রা স্ত্রীদের সাথে বেহেশ্‌তে রাখা হইবে। এই আয়াতে বলা হইয়াছে যে, তাহাদের সন্তানাদিগকেও তাহাদের সাথে একত্রিত করা হইবে, যাহাতে তাহাদের আনন্দ পূর্ণ হয়।

২৮৫৩। একজন পুণ্যাত্মার সাথে সম্পর্ক থাকাটাই (বেহেশ্‌তে যাওয়ার জন্য) যথেষ্ট নয়; কেননা ঈমান ও 'আমলের ক্ষেত্রে তাহাদের অনুসরণ শর্ত করা হইয়াছে। কোন ব্যক্তি নিজ ঈমান ও আমল অনুযায়ী বেহেশ্‌তে নিম্ন শ্রেণী পাওয়ার মত হইলে কেবল সেই ক্ষেত্রে ঊর্ধ্বতন শ্রেণীতে অবস্থানকারী পিতা-মাতার সম্মানার্থে তাহাকে উন্নতি দান পূর্বক তাহাদের সহিত মিলানো হইবে।

২৮৫৪। 'তানাজাউল কা'সা', মানে তাহারা একে-অপরের কাছে হইতে বাটি গ্রহণ করিল (আকরাব)।

২৮৫৫। 'গোলাম' (যুবক) শব্দের বহুবচন 'গিলমান' (যুবকগণ)। গোলাম অর্থ যুবক, চাকর, পুত্র ইত্যাদি (লেইন)। কুরআনেও 'গোলাম' শব্দটি 'ওয়ালাদ' (পুত্র) অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে (৩ঃ৪১; ১৫ঃ৫৪; ১৯ঃ৮; ৩৭ঃ১০২; ৫১ঃ২৯)। কুরআনের অন্যত্র (৭৬ঃ২০) 'গিলমান' শব্দের পরিবর্তে ভিল্‌দান (পুত্রগণ) শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, বেহেশ্‌তে যে সব যুবক পুণ্যাত্মাগণের খেদমতে নিয়োজিত হইবে তাহারা ঐ পুণ্যাত্মাগণেরই পুত্র। এই আয়াত দ্বারা আরেকটি অর্থও প্রকাশ পায়। আল্লাহ্‌তা'লা মুসলমানদিগকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে অদূর ভবিষ্যতে তাহাদের হাতে অপরিমেয় ধন ও শক্তি আসিবে এবং অগণিত দাস তাহাদের খেদমতের জন্য তাহারা লাভ করিবে। এই আয়াত সেই প্রতিশ্রুতির প্রতিও আরোপিত হইতে পারে।

২৮৫৬। মূল পাঠস্থলে যে অনুবাদ দেওয়া হইয়াছে, তাহা ছাড়াও অন্য একটি অর্থ এই হইতে পারে। তাহা এই—"চতুর্দিকে শত্রু-পরিবেষ্টিত থাকাবস্থায়, তাহাদের শক্তি-মত্তা ও ভীতি-প্রদর্শন আমাদিগকে সময়ে সময়ে ভীত ও সন্ত্রস্ত করিত বটে। কিন্তু এখন আমরা পূর্ণ নিরাপত্তা ও শান্তি উপভোগ করিতেছি।"

فَمَنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا وَوَقٰنَا عَذَابَ السَّمُوْمِ ﴿٢٨﴾

২৮ । কিন্তু আল্লাহ্ আমাদের উপর অনুগ্রহ করিয়াছেন এবং তিনি আমাদিগকে উষ্ণ বায়ুর আযাব হইতে রক্ষা করিয়াছেন;

اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوْهُ ؕ اِنَّهٗ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيْمُ ﴿٢٩﴾ ع ١٩ ٣

২৯ । নিশ্চয় আমরা ইতিপূর্বে তাঁহাকে ডাকিয়া আসিতেছিলাম, নিশ্চয় তিনি পরম কল্যাণকারী, পরম দয়াময় ।'

فَذَكِّرْ فَمَآ اَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَّلَا مَجْنُوْنٍ ﴿٣٠﴾

৩০ । অতএব তুমি উপদেশ দিতে থাক, কারণ তুমি তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহে গণকও নহ এবং উন্মাদও নহ ।

اَمْ يَقُوْلُوْنَ شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بِهٖ رَيْبَ الْمَنُوْنِ ﴿٣١﴾

৩১ । তাহারা কি বলিতেছে, '(সে) একজন কবি ? আমরা তাহার জন্য কালের বিপর্যয়ের[২৮৫৭] অপেক্ষা করিতেছি ।'

قُلْ تَرَبَّصُوْا فَاِنِّيْ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُتَرَبِّصِيْنَ ﴿٣٢﴾

৩২ । তুমি বল, 'তোমরা অপেক্ষা করিতে থাক;[২৮৫৮] আমিও তোমাদের সহিত অপেক্ষমানদের অন্তর্ভুক্ত থাকিলাম ।'

اَمْ تَاْمُرُهُمْ اَحْلَامُهُمْ بِهٰذَآ اَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُوْنَ ﴿٣٣﴾

৩৩ । তাহাদের বিচার-বুদ্ধি কি তাহাদিগকে ইহার আদেশ করিতেছে অথবা তাহারা কি এক বিদ্রোহপরায়ণ জাতি ?[২৮৫৯]

اَمْ يَقُوْلُوْنَ تَقَوَّلَهٗ ۚ بَلْ لَّا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٣٤﴾

৩৪ । অথবা তাহারা কি বলিতেছে, 'সে নিজে ইহা রচনা করিয়াছে ?'[২৮৬০] না, বরং তাহারা ঈমান রাখে না ।

فَلْيَاْتُوْا بِحَدِيْثٍ مِّثْلِهٖٓ اِنْ كَانُوْا صٰدِقِيْنَ ﴿٣٥﴾

৩৫ । অতএব যদি তাহারা সত্যবাদী হইয়া থাকে তাহা হইলে তাহারা ইহার অনুরূপ কোন বাণী[২৮৬১] পেশ করুক ।

২৮৫৭ । **'রায়ব'** শব্দের অর্থ মনের অস্থিরতা ও অশান্তি; কুমতলবাক্রান্ত সন্দেহ; মহাবিপদ (লেইন)। 'মানূন' অর্থ মৃত্যু, ভাগ্য, সময় (আকরাব)।

২৮৫৮ । এই আয়াত যাহা বলিতেছে তাহা **হইলঃ** কাফেরগণ মহানবী (সাঃ)-কে 'কবি' নামে আখ্যায়িত করিয়া বলে, কল্পনা-বিলাসী এই লোকটি শূন্যে গৃহ নির্মাণ করিয়া বিরাট ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখে। তাঁহাকে 'গণক' নামে বিদ্রূপ করিয়া বলে, সরলমনা মানুষের বিশ্বাস-প্রবণতার সুযোগ নিয়া সে তাহাদিগকে ঠকায়; সে একটা পাগল, কেবল বক্ বক্ করিয়া বেড়ায়। দুই দিন আগে হউক বা দুই দিন পরে হউক, স্বাভাবিকভাবেই তাহার দুঃখজনক পরিণাম ঘটিবে। কিন্তু তাহারা যদি কেয়ামতের দিন পর্যন্তও অপেক্ষা করে, তাহা হইলেও তাহারা দেখিতে পাইবে যে, তাহাদের ঐ ভ্রান্ত আশা অপূর্ণই রহিয়া গিয়াছে। সময়ই ফয়সালা করিয়া দিবে অবিশ্বাসীরা ভ্রান্ত; আর মহানবী (সাঃ) অভ্রান্ত সত্য।

২৮৫৯ । তাহাদের বিবেক ও যুক্তিই কি তাহাদিগকে ভ্রান্তিতে নিপতিত করিল ? অথবা তাহারা সর্বপ্রকার মধ্যপন্থা ও সংযমকে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া, ন্যায়নীতির সকল গণ্ডী যথেচ্ছা অতিক্রম করিয়া ঐশী-বাণীকে প্রত্যাখ্যান করার ব্রত গ্রহণ করিল ?

২৮৬০ । 'তাকাওয়ালা' অর্থ সে মিথ্যা কথা বলিয়াছিল; সে অমুক ব্যক্তির প্রতি এরূপ কথা আরোপ করিয়াছিল, যাহা সে বলে নাই (আকরাব)।

২৮৬১ । কাফেরগণ এইরূপ অভিযোগ করিয়া বেড়াইত যে, মহানবী (সাঃ) নিজেই 'কুরআন' রচনা করিয়া বেড়ান; ইহা আল্লাহ্‌তা'লার অবতীর্ণ বাণী নহে। এই আয়াত তাহাদের উক্ত অভিযোগকে যুক্তিদ্বারা খণ্ডন করিতেছে। ইহাতে চ্যালেঞ্জ প্রদান করা হইতেছে যে, মহানবী (সাঃ) যদি আল্লাহ্‌র বাণী-প্রাপ্ত না হন এবং তিনি নিজেই যদি এই বাণীর প্রণেতা হইয়া থাকেন, তাহা হইলে কুরআনের মত এত মধুর, প্রজ্জ্বল ভাষা ও এত অসম্ভব উচ্চমার্গের রচনা-শৈলী-সম্বলিত একটি পুস্তক তাহারা প্রণয়ন করিয়া দেখাইয়া দেউক, যাহা কুরআনের মতই মানুষের শত-সহস্র প্রকারের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া তাহার নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জটিল সমস্যাবলীর সমাধান দিতে পারে; যাহা কুরআনের মতই অনুসারীদের জীবনের উপরে আপন প্রভাব এমনভাবে বিস্তার করে যে, তাহারা পরিবর্তিত মানুষ হইয়া যায়; যাহাতে উহা

৩৬। তাহাদিগকে কি কোন কিছু ব্যতিরেকে সৃষ্টি করা হইয়াছে অথবা তাহারা নিজেরাই কি (নিজেদের) স্রষ্টা ?

اَمْ خُلِقُوْا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ اَمْ هُمُ الْخٰلِقُوْنَ ﴿٣٦﴾

৩৭। তাহারা কি আকাশসমূহ ও পৃথিবীকে সৃষ্টি করিয়াছে ? না, বরং তাহাদের (স্রষ্টাতে) দৃঢ় বিশ্বাস নাই।

اَمْ خَلَقُوا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ۚ بَلْ لَّا يُوْقِنُوْنَ ﴿٣٧﴾

৩৮। তাহাদের নিকটে কি তোমার প্রতিপালকের ভাণ্ডারসমূহ আছে অথবা তাহারা কি তত্ত্বাবধায়ক ?

اَمْ عِنْدَهُمْ خَزَآئِنُ رَبِّكَ اَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُوْنَ ﴿٣٨﴾

৩৯। তাহাদের নিকট কি কোন সিঁড়ি আছে যাহাতে আরোহণ করিয়া তাহারা (আল্লাহ্‌র কথা) শ্রবণ করিতেছে ?[২৮৬২] অতএব তাহাদের শ্রোতা কোন সুস্পষ্ট দলীল প্রমাণ পেশ করুক।

اَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَّسْتَمِعُوْنَ فِيْهِ ۚ فَلْيَاْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ﴿٣٩﴾

৪০। তাঁহার জন্য কি কন্যা সন্তানগণ[২৮৬৩] এবং তোমাদের জন্য পুত্র সন্তানগণ ?

اَمْ لَهُ الْبَنٰتُ وَلَكُمُ الْبَنُوْنَ ﴿٤٠﴾

৪১। তুমি কি তাহাদের নিকট কোন পারিশ্রমিক[২৮৬৪] চাহ যাহার ফলে তাহারা ঋণের বোঝায় ভারাক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে ?

اَمْ تَسْـَٔلُهُمْ اَجْرًا فَهُمْ مِّنْ مَّغْرَمٍ مُّثْقَلُوْنَ ﴿٤١﴾

৪২। তাহাদের নিকট কি অদৃশ্য বিষয় (সম্পর্কিত জ্ঞান) আছে যাহা তাহারা লিপিবদ্ধ করিতেছে ?

اَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُوْنَ ﴿٤٢﴾

৪৩। তাহারা কি (তোমার বিরুদ্ধে) কোন ষড়যন্ত্র করিতে মনস্থ করিতেছে ? তাহা হইলে যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহারাই (তাহাদের) ষড়যন্ত্রের শিকার হইবে।

اَمْ يُرِيْدُوْنَ كَيْدًا ۭ فَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا هُمُ الْمَكِيْدُوْنَ ﴿٤٣﴾

কুরআনের মতই চির-সত্যের ও অমর শিক্ষার ভাণ্ডার বলিয়া গণ্য হইতে পারে। কাফেরগণকে বার বার আহ্বান করা হইয়াছে যে, ব্যক্তিগতভাবে তো দূরের কথা, সমন্বিত ও সম্মিলিতভাবে, মানুষ ও জিন্‌ সকলের সাহায্য নিয়া একসাথে হইয়াও তাহারা কুরআনের মত গ্রন্থ রচনার চেষ্টা করিয়া দেখিতে পারে। কুরআন স্বয়ং বলিতেছে, তাহারা এমন গ্রন্থ কোন মতেই রচনা করিতে পারিবে না, কেননা ইহা মানব-রচিত গ্রন্থ নহে যে অন্য মানবও সেইরূপ রচনা করিতে পারিবে। ইহাতো মানবাতীত বাণী— স্বয়ং আল্লাহ্‌তা'লার মুখ-নিঃসৃত বাণী। দেখুন ২ঃ২৪, ১৪ঃ২৫; ১৭ঃ৮৯।

২৮৬২। ঐশী গোপনীয় তথ্যাবলী যদি কাফেরগণের জ্ঞাত হওয়ার সুযোগ থাকিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহারা তাহাদের এই অভিযোগ প্রমাণ করুক যে, মহানবী (সাঃ) আল্লাহ্‌তা'লার মনোনীত রসূল নহেন।

২৮৬৩। এই আয়াতে বলা হইতেছে, এই কথা আল্লাহ্‌তা'লার তওহীদের সম্পূর্ণ পরিপন্থী যে আল্লাহ্‌তা'লার সন্তান থাকা উচিত, তা পুত্র-সন্তানই হউক না কেন। তথাপি, কাফেরগণ এতই ধৃষ্টতা দেখায় যে, কন্যা-সন্তান তাহাদের নিজেদের কাছে অপমান ও অসম্মানের হেতু বিবেচিত হওয়া সত্ত্বেও, তাহারা আল্লাহ্‌তা'লার কন্যা আছে বলিয়া মিথ্যারোপ করে।

২৮৬৪। এই আয়াতটি কাফেরদিগকে তাহাদের বিবেচনা-শক্তির সদ্ব্যবহার করিবার আহ্বান জানাইয়া বলিতেছে যে, মহানবী (সাঃ) তো কেবল তাহাদেরই নৈতিক ও আত্মিক মঙ্গলের জন্য তাহাদিগকে ধর্ম ও ধার্মিকতার পথে বিনা পারিশ্রমিকে অক্লান্ত পরিশ্রম সহকারে আহ্বান জানাইতেছেন। এই আহ্বানকে সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ দেখিয়াও কি তাহারা ইহার সত্যতা বুঝে না ? আহা ! তাহারা এত নির্জলা সত্যকে কেন গ্রহণ করে না ?

اَمْ لَهُمْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ ؕ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿٤٣﴾

৪৪। আল্লাহ্ ব্যতীত কি তাহাদের কোন মা'বূদ আছে ? তাহারা যাহাকে শরীক করিতেছে আল্লাহ্ উহা হইতে পবিত্র।

وَاِنْ يَّرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَآءِ سَاقِطًا يَّقُوْلُوْا سَحَابٌ مَّرْكُوْمٌ ﴿٤٤﴾

৪৫। এবং যদি তাহারা আকাশের কোন একটা খণ্ডকে পড়িতে দেখে তখন তাহারা বলে, 'ইহা এক ঘন মেঘ।'[২৮৬৫]

فَذَرْهُمْ حَتّٰى يُلٰقُوْا يَوْمَهُمُ الَّذِىْ فِيْهِ يُصْعَقُوْنَ ﴿٤٥﴾

৪৬। সুতরাং তুমি তাহাদিগকে ছাড়িয়া দাও যতক্ষণপর্যন্ত না তাহারা তাহাদের সেই দিনকে প্রত্যক্ষ করে যখন তাহাদিগকে বজ্রাঘাতে সংজ্ঞাহীন করা হইবে;

يَوْمَ لَا يُغْنِىْ عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْـًٔا وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ﴿٤٦﴾

৪৭। যেদিন তাহাদের দুরভিসন্ধি তাহাদের কোন উপকারে আসিবে না এবং তাহাদিগকে কোন সাহায্যও করা হইবে না।

وَاِنَّ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا عَذَابًا دُوْنَ ذٰلِكَ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٤٧﴾

৪৮। এবং নিশ্চয় যাহারা যুলুম করিয়াছে তাহাদের জন্য ইহা ব্যতীত আরও আযাব আছে।[২৮৬৬] কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই জানে না।

وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَاِنَّكَ بِاَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِيْنَ تَقُوْمُ ﴿٤٨﴾

৪৯। এবং তুমি তোমার প্রতিপালকের হুকুমের জন্য ধৈর্য ধারণ কর, কারণ তুমি আমাদের দৃষ্টিতে আছ;[২৮৬৭] এবং যখন তুমি (ইবাদতের জন্য) দণ্ডায়মান হও, তোমার প্রতিপালকের প্রশংসাসহ পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর,

وَمِنَ الَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَاِدْبَارَ النُّجُوْمِ ﴿٤٩﴾

৫০। এবং রাত্রির বিভিন্ন অংশে এবং তারকারাজির অস্তগমনের সময়ও তুমি তাঁহার মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা কর।

ع ২ [২১] ৪

২৮৬৫। কাফেরদের মিথ্যা নিরাপত্তা বোধ ও একান্ত উদাসীনতা তাহাদের মনকে এমনিভাবে ছাইয়া ফেলিয়াছে যে, উপযুক্ত সময়ের ঐশী সাবধান বাণী দ্বারাও তাহারা উপকৃত হইতে চাহে না। এমন কি একখণ্ড আকাশও যদি সত্য সত্যই তাহাদের উপরে পতিত হইতেছে দেখে, তখনও তাহারা আত্মপ্রবঞ্চনা করিয়া, এই বলিয়া স্বস্তিলাভ করিতে চায় যে, ইহাতো মেঘ-পুঞ্জ রূপে আল্লাহ্‌র করুণা স্বরূপ তাহাদের উপরে নামিয়া আসিতেছে।

২৮৬৬। 'দূন' অর্থ সময়ের পূর্বে বা পরে, স্থানের পূর্বে বা পরে; নিকটবর্তী, অন্য, ব্যতীত (লেইন)।

২৮৬৭। আমাদের ছত্রচ্ছায়ায় (৫ঃ৬৮)।

৫৩-সূরা আন্ নাজ্‌ম

(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণ হওয়ার সময় ও প্রসঙ্গ

প্রায় সকল শীর্ষস্থানীয় আলেমের এই অভিমত যে, এই সূরাটি নবুওয়াতের পঞ্চম বৎসরে, মুসলমানদের আবিসিনিয়াতে গিয়া আশ্রয় গ্রহণের অল্পকাল পরে অবতীর্ণ হইয়াছিল । নবুওয়াতের পঞ্চম বৎসরের রজব মাসে মুসলমানেরা আবিসিনিয়াতে গিয়া প্রাণ বাঁচাইয়াছিল । পূর্ববর্তী সূরাতে বাইবেলে প্রদত্ত ভবিষ্যদ্বাণী ও প্রাকৃতিক ঘটনা পরম্পরার ভিত্তিতে কুরআনের ঐশী-বাণী হওয়ার সত্যতা এবং মহানবী (সাঃ)-এর প্রেরিতত্বের দাবীর সত্যতা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই সূরাটিতেও একই বিষয়-বস্তু অত্যন্ত সুন্দর ও সুদৃঢ়ভাবে বিবৃত হইয়াছে। মহানবী (সাঃ)-কে শ্রেষ্ঠতম রসূল বলিয়া বর্ণনা করতঃ ইহাও ব্যক্ত করা হইয়াছে যে, মানুষের জন্য শেষ ও সর্বোৎকৃষ্ট হেদায়াত ও শিক্ষা সহকারে এই মহানবী আল্লাহ্‌র তরফ হইতেই আসিয়াছেন ।

বিষয়বস্তু

সূরার প্রারম্ভে মহানবী (সাঃ)-এর নবুওয়াতের দাবীর সমর্থনে, 'আন্ নাজ্‌মের পতন'কে সাক্ষ্যরূপে উপস্থাপন করা হইয়াছে । ঐশী রহস্যাবলীতে অভিষিক্ত মহানবী (সাঃ), ঐশী অনুগ্রহরাজি ও জ্ঞান এবং ঐশী সত্তার নিগূঢ় পরিচিতির ভাণ্ডার হইতে আকণ্ঠ সুধা পান করিয়া আধ্যাত্মিক উন্নতির এমন কল্পনাতীত উচ্চতম চূড়ায় আরোহণ করিয়াছিলেন, যাহাতে উঠা অন্য মানবের জন্য সম্ভব নহে । তিনি মানবের জন্য প্রেম-প্রীতি-ভালবাসা ও সহানুভূতিতে মানসিক ও আধ্যাত্মিকভাবে পরিপূর্ণ হইয়া, এমন এক জগতের কাছে তাওহীদের বাণী প্রচারের কাজে নিয়োগ প্রাপ্ত হইলেন, যাহা হস্তনির্মিত কাঠের ও পাথরের পুতুলের পূজায় আপাদমস্তক নিমগ্ন ছিল । অতঃপর এই সূরা মানব জীবনের অকিঞ্চিৎকর প্রারম্ভকে দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ করিয়া মানবেতিহাস ও মানব-বিবেক হইতে, আল্লাহ্‌তা'লার একত্বের স্বপক্ষে ও পৌত্তলিকতার অসারতা প্রতিপাদনে অতি শক্তিশালী, অটল ও অলংঘ্য যুক্তিমালার অবতারণা করিয়াছে । এই নির্বোধ আচার-অনুষ্ঠান (প্রতিমা পূজা) ইত্যাদি প্রকৃত জ্ঞানের অভাব হইতে সৃষ্ট হইয়াছে এবং ইহার যৌক্তিকতা এমনি ধরণের ভিত্তিহীন অনুমানের উপর প্রতিষ্ঠিত যাহা সত্যের মোকাবিলায় কোনই মূল্য রাখে না । তারপর সূরাটিতে বলা হইয়াছে যে, পুতুল-পূজারীগণের উচিত ছিল, ইব্‌রাহীম (আঃ), মূসা (আঃ) এবং অন্যান্য নবীগণের জীবন-বৃত্তান্ত হইতে শিক্ষা গ্রহণ করা । তাহাদের সমসাময়িক ইতিহাস হইতে ইহাই প্রমাণিত হয়ে যে, পৌত্তলিকতার বিশ্বাস ও আচার-আচরণ পৌত্তলিকদিগকে সব সময়েই নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অধঃপতনের দিকে ঠেলিয়া দিয়াছে । অতঃপর ব্যক্তিগত দায়িত্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলা হইতেছে যে, প্রত্যেক ব্যক্তিকেই ব্যক্তিগতভাবে স্বীয় বোঝা বহিতে এবং নিজের কৃত-কর্মের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে জওয়াবদিহি করিতে হইবে; আর সকলেরই শেষ গন্তব্যস্থল ঐ একই আল্লাহ্ । সূরার শেষদিকে অবিশ্বাসীদের প্রতি সাবধান-বাণী উচ্চারণ করা হইয়াছে যে, ঐশী-বাণীকে যদি তাহারা ক্রমাগতভাবে প্রত্যাখ্যান করিয়াই চলিতে থাকে, তাহা হইলে তাহারাও নূহ (আঃ)-এর জাতির মত, আদ ও সামূদ জাতির মতই দুর্ভাগ্যের কবলে নিপতিত হইবে । কেননা ইহা একেবারে অবধারিত যে, মিথ্যা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে; ইহার ধ্বংস কেহই ঠেকাইতে পারিবে না ।

سُوْرَةُ النَّجْمِ مَكِّيَّةٌ (٥٣) آياتها ٦٣ ركوعاتها ٣

৫৩- সূরা আন্ নাজ্‌ম

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৬৩ আয়াত এবং ৩ রুকূ আছে ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

وَالنَّجْمِ اِذَا هَوٰى ۙ ②

২। কসম নক্ষত্রটির[২৮৬৮] যখন উহা নিপতিত হয়,

مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوٰى ۚ ③

৩। তোমাদের সাথী পথভ্রষ্টও হয় নাই এবং বিভ্রান্তও হয় নাই;[২৮৬৯]

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى ؕ ④

৪। এবং সে নিজ প্রবৃত্তির বশেও কথা বলে না ।

اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُّوْحٰى ۙ ⑤

৫। ইহা কেবল এমন ওহী যাহা (আল্লাহ্‌র সমীপ হইতে) ওহী করা হইতেছে ।[২৮৭০]

عَلَّمَهٗ شَدِيْدُ الْقُوٰى ۙ ⑥

৬। মহাশক্তিধর (আল্লাহ্) তাহাকে ইহা শিক্ষা দিয়াছেন;[২৮৭১]

২৮৬৮। 'আন্ নাজ্‌ম' অর্থ তারকা, কাণ্ডবিহীন গাছ । তবে, নামবাচক বিশেষ্যরূপে ব্যবহৃত হইলে, ইহার অর্থ হয় 'সপ্তর্ষিমণ্ডল' । অনেক তফসীরকারকের মতে কুরআনের খণ্ড খণ্ড অবতরণকে 'আন্ নাজ্‌ম' বলা হইয়াছে । আবার বহু জ্ঞানী আলেমের অভিমত, 'আন্ নাজ্‌ম' দ্বারা হযরত নবী করীম (সাঃ)-কেই বুঝাইয়াছে । এই শব্দের বহু বচন 'আন্ নুজুম' দ্বারা জন-নেতাগণকেও বুঝায়; ক্ষুদ্র রাজাকে বা ক্ষুদ্র স্বাধীন এলাকাকেও বুঝাইয়া থাকে (কাশ্‌শাফ, তাজ, গারায়েবুল কুরআন)। এই শব্দের বিভিন্ন অর্থকে নজরে রাখিয়া এই আয়াতের ব্যাখ্যা নিম্নরূপ হইতে পারে ঃ- (১) মহানবী (সাঃ)-এর একটি প্রসিদ্ধ হাদীসের মর্ম হইল, "যখন পৃথিবীর সর্বত্র আধ্যাত্মিক অন্ধকার ছড়াইয়া পড়িবে, ইসলামের একমাত্র নাম ছাড়া কিছুই বাকী থাকিবে না এবং অক্ষরগুলি ছাড়া কুরআনের কিছুই বাকী থাকিবে না, ঈমান আকাশে চলিয়া যাইবে, তখন পারস্য বংশীয় এক ব্যক্তি ইহাকে পৃথিবীতে পুনরায় নামাইয়া আনিবেন" (বুখারীঃ কিতাবুত্ তফসীর, সূরা আল্ জুমুআ); (২) কুরআনের ঐশী-বাণী হওয়ার সাক্ষ্য স্বয়ং কুরআনই বহন করিবে । (৩) ইসলামের এই সুকোমল চারাগাছটি প্রবল বিরোধিতার ঝড়-ঝঞ্ঝায় উড়াইয়া লইয়া যাইবে বলিয়া মনে হইলেও অতি সত্বর ইহা বিরাট মহীরূহে পরিণত হইবে, যাহার ছায়াতলে পৃথিবীর জাতিসমূহ আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিবে । (৪) আরব জাতি যেমন বিশাল মরুভূমিতে ভ্রমণকালে আকাশের তারকার সাহায্যে নিজেদের পথ ও দিক ঠিক রাখিয়া গন্তব্যস্থলের দিকে অগ্রসর হয় (১৬ঃ১৭) ঠিক তেমনিভাবে, এই উজ্জ্বল তারকার (মহানবী (সাঃ)-এর) সাহায্যে তাহারা এখন আধ্যাত্মিক গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতে থাকিবে । (৫) ইহাতে ভবিষ্যদ্বাণী করা হইতেছে যে, আরব দেশে বর্তমানে প্রচলিত যে জরাজীর্ণ শাসন-ব্যবস্থা রহিয়াছে তাহা অচিরেই ভাঙ্গিয়া পড়িবে (৫৪ঃ২)।

২৮৬৯। যে সকল আদর্শ ও নীতিমালা মহানবী (সাঃ) উপস্থাপন করিয়াছেন, সেগুলি মোটেই ভ্রান্তিপূর্ণ নহে, তিনি ভুল করেন নাই এবং ঐসব আদর্শ ও নীতিমালা হইতে তিনি সামান্যও বিচ্যুত হন নাই (তিনি পথ-ভ্রান্তও হন নাই)। অতএব আদর্শ ও নীতিমালার দিক হইতে কিংবা সেই আদর্শ ও নীতিমালাকে জীবনে প্রতিফলন ও বাস্তবায়নের উভয় দিক হইতেই তিনি নিশ্চিত ও নিরাপদ পথদ্রষ্টা। এই যুক্তিগুলিকে পরবর্তী আয়াতসমূহে আরো জোরালো করা হইয়াছে ।

২৮৭০। এই আয়াতে নবী করীম (সাঃ)-এর ওহী-ইলহামকে, আল্লাহ্‌তা'লার অবতীর্ণ বাণী বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে ।

২৮৭১। কুরআনের বাণী এতই শক্তিসম্পন্ন ও প্রভাবশালী যে, ইহার উপস্থিতিতে পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহের বাণীগুলি দীপ্তিহীন ও তাৎপর্যহীন হইয়া গিয়াছে ।

ذُوْ مِرَّةٍ ؕ فَاسْتَوٰى ۙ﴿٧﴾

৭। তিনি পুনঃ পুনঃ প্রকাশমান শক্তিসমূহের অধিকারী।[২৮৭২] অতঃপর তিনি নিজে (আরশের উপর) অধিষ্ঠিত হইলেন।[২৮৭৩]

وَهُوَ بِالْاُفُقِ الْاَعْلٰى ؕ﴿٨﴾

৮। এবং (তিনি বাণী প্রেরণ করিলেন তখন) যখন সে সর্ব্বোচ্চ দিগন্তের উপরে[২৮৭৪] ছিল।

ثُمَّ دَنَا فَتَدَلّٰى ۙ﴿٩﴾

৯। অতঃপর সে (আল্লাহ্‌র) নিকটবর্তী হইল; তখন তিনিও (মুহাম্মদের প্রতি) নীচে নামিলেন।[২৮৭৫]

فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى ۚ﴿١٠﴾

১০। অতঃপর সে দুই ধনুকের এক তন্ত্রী হইয়া গেল অথবা উহা হইতেও নিকটতর হইয়া গেল।[২৮৭৬]

২৮৭২। 'মির্‌রা' অর্থ শক্তি, বুদ্ধি-মত্তা, সূক্ষ্মতম বিচারক্ষমতা, দৃঢ়তা (আকরাব)। 'যু মির্‌রা' অর্থ যাহার প্রতাপ ও ক্ষমতা চিরকাল প্রকাশ পাইতে থাকে।

২৮৭৩। 'ইস্‌তাওয়া আলাশ্ শাইয়ে' মানে যে কোন বস্তুর উপরে পূর্ণ প্রভুত্ব লাভ করিল বা পুরাপুরি কর্তৃত্ব অর্জন করিল। বাক্যটি যদি মহানবী (সাঃ)-এর উপর আরোপিত হয়, তাহা হইলে ইহার অর্থ হইবে, মহানবী (সাঃ)-এর বল-বীর্য, বুদ্ধি-মত্তা ও মানসিক শক্তিনিচয় পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া উচ্চতম শিখরে পৌঁছিয়াছে।

২৮৭৪। আল্লাহ্‌তা'লা যখন স্বীয় সত্তা ও পূর্ণতম মহিমায় মহানবী (সাঃ)-এর কাছে আত্মপ্রকাশ করিলেন, তিনি (সাঃ) তখন আধ্যাত্মিক উন্নতির চরমতম ধাপে উন্নীত হইলেন। এই আয়াতের মধ্যে এই অর্থটি রহিয়াছে বলিয়া মনে হয় যে, ইসলামের জ্যোতির্ময় আলো এত উর্ধ্বে স্থাপন করা হইয়াছে যেখান হইতে ইহা সারা বিশ্বকে আলোকিত করিতে পারিবে। 'হুয়া' (তিনি) সর্বনামটি আল্লাহ্‌কেও বুঝাইতে পারে, মহানবী (সাঃ)-কেও বুঝাইতে পারে। ১০ আয়াত দেখুন।

২৮৭৫। 'দাল্লা দাল্‌ওয়া' অর্থ সে বালতিটি কূপের তলদেশে নামাইল, সে বালতিটি কূপের মধ্য হইতে উপরে উঠাইল। 'তাদাল্লা' অর্থ সে (বা ইহা) নীচে নামিল বা নামাইল; সে নিকটে আসিল বা অধিক নিকটবর্তী হইল (লেইন, লিসান)। আয়াতটির অর্থ দাঁড়াইতেছেঃ মহানবী (সাঃ) আল্লাহ্‌তা'লার নিকটবর্তী হইলেন এবং আল্লাহ্‌তা'লাও তাঁহার দিকে ঝুঁকিয়া নিকটবর্তী হইলেন। আয়াতটিতে এই অর্থও সন্নিবেশিত আছে যে, মহানবী (সাঃ) আল্লাহ্‌তা'লার চরম নৈকট্য লাভ করিয়া আধ্যাত্মিক জ্ঞানের ফল্গু-ধারায় আকণ্ঠ পান করিয়া, তাহা মানব জাতিকে বিলাইয়া দিবার জন্য ধরায় অবতীর্ণ হইলেন।

২৮৭৬। 'কাব' ধনুকের ঐ অংশটিকে বলা হয় যাহা হস্তে ধরিবার স্থান হইতে বাঁকানো প্রান্তের শেষ সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত, ধনুকের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত; পরিমাপ বা স্থান। আরবগণ বলেন, 'বাইনাহুমা কাবা কাওসাইনে' বা 'তাহাদের উভয়ের মধ্যে ধনুকের পরিমাপ রহিয়াছে' অর্থাৎ দুই জনের মধ্যে গভীর সম্পর্ক রহিয়াছে। আরবী ভাষায় প্রবাদ আছে 'রামাওনা আন্ কাউসিন, ওয়াহিদিন্', যাহার শাব্দিক অর্থ হইল 'তাহারা একই ধনুক হইতে আমাদের প্রতি তীর ছুঁড়িল' অর্থাৎ তাহারা আমাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ বা একমত হইল। এইরূপে শব্দটি 'ঐকমত্য'কে বুঝাইয়া থাকে (লেইন; লিসান, যমখশরী)। 'কাব' শব্দের তাৎপর্য যাহাই হউক না কেন, 'কাবা কাওসাইনে' দ্বারা দুই ব্যক্তির মধ্যে প্রগাঢ় ঐক্যের সম্পর্ককে বুঝাইয়া থাকে। এই আয়াতে ব্যক্ত করা হইয়াছে যে, মহানবী (সাঃ) তাঁহার আধ্যাত্মিক উচ্চতম গন্তব্যের দিকে, উর্ধ্বস্তর হইতে উর্ধ্বতর স্তর ক্রমাগত অতিক্রম করিতে করিতে আল্লাহ্‌তা'লার এতই নিকটে পৌঁছিয়া গেলেন যে, উভয়ের মধ্যে আর কোন দূরত্ব বাকী রহিল না; মহানবী (সাঃ) যেন দুইটি ধনুকের একই তন্ত্রী বা রজ্জুতে পরিণত হইলেন।' 'দুই ধনুকের একরশি'-একটি আরবী প্রবাদ, যাহা আরবদের পুরাতন রীতি হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। দুই ব্যক্তি যখন প্রগাঢ় বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হইবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইত, তখন পুরাতন আরব-রীতি অনুযায়ী, তাহাদের দুই জনের ধনুককে একত্রে এমনিভাবে বাঁধিত যে, দুইটি ধনুক মিলিয়া একটির মতই দেখা যাইত। অতঃপর এই সম্মিলিত ধনুক হইতে দুই জনে একটি মাত্র তীরকে সম্মিলিত হস্তে ছুঁড়িত। ইহা দ্বারা তাহারা বুঝাইত যে, ঐ মুহূর্ত হইতে তাহারা (যেন) একীভূত হইয়া গিয়াছে, তাহাদের একের উপর আক্রমণকে অন্যজনের উপরে আক্রমণ বলিয়া গণ্য হইবে। যদি 'তাদাল্লা' ক্রিয়া শব্দটি আল্লাহ্‌তা'লার দিকে আরোপ করা হয় তাহা হইলে, আয়াতের অর্থ হইবেঃ মহানবী (সাঃ) আল্লাহ্‌তা'লার দিকে উর্ধ্বে গেলেন এবং আল্লাহ্‌তা'লাও মহানবী (সাঃ)-এর দিকে নিম্নে অগ্রসর হইলেন; এইভাবে অগ্রসর হইয়া, তাহারা উভয়ে মিলিত হইয়া যেন এক হইয়া গেলেন। এতদ্ব্যতীত এই আয়াতটির মধ্যে অন্য একটি সুন্দর-সূক্ষ্ম কথাও রহিয়াছে। তাহা এই যে, মহানবী (সাঃ) আল্লাহ্‌তা'লার মধ্যে নিজেকে এমনভাবে বিলীন করিয়া দিয়াছিলেন যে, তিনি স্বয়ং যেন তাঁহারই প্রতিচ্ছবি হইয়া গিয়াছিলেন; অপরদিকে, তিনি মানবের কাছে প্রেম-পূর্ণ

فَاَوۡحٰۤى اِلٰى عَبۡدِهٖ مَاۤ اَوۡحٰى ۝١٠

১১ । অতঃপর তিনি নিজ বান্দার প্রতি উহাই ওহী করিলেন যাহা তিনি ওহী (করিবার সিদ্ধান্ত) করিয়াছিলেন ।[২৮৭৭]

مَا كَذَبَ الۡفُؤَادُ مَا رَاٰى ۝١١

১২ । (মুহাম্মাদের) অন্তঃকরণ মিথ্যা বলে নাই যাহা সে দেখিয়াছিল ।[২৮৭৮]

اَفَتُمٰرُوۡنَهٗ عَلٰى مَا يَرٰى ۝١٢

১৩ । তোমরা কি তাহার সহিত সেই সম্বন্ধে বিতর্ক করিতেছ যাহা সে দেখিয়াছে ?

وَلَقَدۡ رَاٰهُ نَزۡلَةً اُخۡرٰى ۝١٣

১৪ । এবং নিশ্চয় সে তাহাকে দ্বিতীয়বার দেখিয়াছে,[২৮৭৯]

عِنۡدَ سِدۡرَةِ الۡمُنۡتَهٰى ۝١٤

১৫ । সর্বশেষ প্রান্তবর্তী কুল বৃক্ষের নিকটে,[২৮৮০]

হৃদয়াবেগ ও সহানুভূতিপূর্ণ মঙ্গলাকাঙ্খায় কানায় কানায় পূর্ণ হইয়া মানবের কাছে এমনিভাবে অবতরণ করিলেন যে, সৃষ্টিকর্তা ও সৃষ্টির মধ্যে, 'স্রষ্টা' ও 'মানবতা', এই দুই ধনুকের মধ্যে একমাত্র সংযোগ-রশিতে পরিণত হইলেন । স্বর্গ ও মর্ত মহানবী (সাঃ)-এর মধ্যে একীভূত হইল । 'আও আদ্‌না'— 'আরও অধিক নিকটবর্তী' শব্দগুলি দ্বারা ইহাই বুঝায় যে, আল্লাহ্‌তা'লা ও মহানবী (সাঃ)-এর মধ্যেকার সম্পর্কের গভীরতা ও অন্তরঙ্গতা মানুষের চিন্তা ও কল্পনার অতীত ।

৮ হইতে ১৮ আয়াতের মধ্যে মহানবী (সাঃ)-এর আধ্যাত্মিক উর্ধ্ব-ভ্রমণ বা মে'রাজের বর্ণনা রহিয়াছে, যখন তিনি মহাকাশগুলিকে অতিক্রম করিয়া অতিন্দ্রিয়ভাবে আল্লাহ্‌তা'লার সমীপে নীত হইলেন এবং তাঁহার গুণাবলীর আধ্যাত্মিক জ্যোতির্বিকাশসমূহের দর্শন লাভ করিলেন । প্রকৃতপক্ষে, ইহা ছিল একটি দ্বিমুখী অভিজ্ঞতা । একদিকে মহানবী (সাঃ)-এর আল্লাহ্‌র দিকে আধ্যাত্মিক উর্ধ্ব-ভ্রমণ এবং অপরদিকে তাঁহার দিকে আল্লাহ্‌তা'লার জ্যোতির্মালার অবতরণ। 'মে'রাজ (আধ্যাত্মিক মহা উর্ধ্ব-ভ্রমণকে) সাধারণ মানুষের মনে, 'ইস্‌রা'র (মহানবী সাঃ-এর রাত্রিযোগে জেরুযালেমে আধ্যাত্মিক ভ্রমণ) সহিত একাকার করা হইয়াছে । এই দুইটি পৃথক পৃথক আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা । 'ইস্‌রা' ঘটিয়াছিল নবুওয়াতের একাদশতম বা দ্বাদশতম বৎসরে আর 'মে'রাজের ঘটনা ঘটিয়াছিল উহার ছয়-সাত বৎসর পূর্বে, মুসলমানদের আবিসিনীয়াতে প্রথম আশ্রয় গ্রহণের অল্পকাল মাত্র পরে । এই দুইটি ঘটনার যে সব বিশদ বর্ণনা হাদীসের গ্রন্থাবলীতে রহিয়াছে, সেইগুলিকে সতর্কতার সহিত পাঠ করিলে, এই অভিমত সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইবে । এই দুইটি ঘটনার স্বল্প-বিশদ আলোচনা ১৫৯০ টীকায় দেখিতে পারেন ।

২৮৭৭ । 'মা' কখনও কখনও সম্মান, আশ্চর্য কিংবা জোরালোভাবে প্রকাশ এই তিনটির কোন একটি প্রকাশার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে (আকরাব)। এইস্থানে আশ্চর্যবোধ অভিব্যক্ত হইয়াছে এইভাবে— আল্লাহ্ তাঁহার বান্দা মহানবী (সাঃ)-এর নিকট ওহী প্রকাশ করিলেন, আর সে এক চমৎকার মহিমামণ্ডিত ওহীর প্রকাশ !

২৮৭৮ । এই আয়াতের তাৎপর্য এই যে, মহানবী (সাঃ)-এর অন্তর যাহা দেখিয়াছে তাহাই তিনি সত্য সত্য ব্যক্ত করিয়াছেন; ইহাতে মিথ্যার কোন অবকাশ নাই । ইহা ছিল নিশ্চিত সত্য-দর্শন যাহাতে কল্পনার লেশমাত্রও মিশ্রিত ছিল না । এই আয়াতটিও স্পষ্ট নির্দেশ করিতেছে যে, মে'রাজ বস্তুতঃ একটি অতি পবিত্র রূহানী ও আধ্যাত্মিক ভ্রমণ ছিল, যাহাতে নবী করীম (সাঃ)-এর কল্পনাতীত উচ্চ মর্যাদার প্রতি ইঙ্গিত নিহিত রহিয়াছে ।

২৮৭৯ । মহানবী (সাঃ)-এর এই দিব্য-দর্শন দ্বিগুণিত যুগল আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা ছিল ।

২৮৮০ । মহানবী (সাঃ) মে'রাজের মাধ্যমে আল্লাহ্‌তা'লার এতই সান্নিধ্যে পৌঁছিয়াছিলেন যে, মানুষ তাহা কল্পনাও করিতে পারে না । এই আয়াতের ইহাও অর্থ হইতে পারে যে, সমুদ্র-প্রমাণ আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও তত্ত্ব-তথ্য এবং সত্যের এক অফুরন্ত ভাণ্ডার তাঁহার সম্মুখে তুলিয়া ধরা হইল, 'সাদির' শব্দটি, যাহার অর্থ সমুদ্র, একই মূল-ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, যে মূল-ধাতু হইতে 'সিদ্‌রাত' উৎপন্ন হইয়াছে (লেইন)। আয়াতটি এই কথাও রূপকাকারে বুঝাইতে পারে যে, কুলগাছের মত, মহানবী (সাঃ)-এর ঐশী লব্ধ জ্ঞান ও শিক্ষামালা আধ্যাত্মিক পথের যাত্রীদের শ্রান্ত-ক্লান্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে সবল-সুস্থ রাখিবে । কুলগাছের পাতা মৃতদেহকে যেমন পচন হইতে রক্ষা করে, তেমনি মহানবী (সাঃ)-এর পবিত্র ঐশী শিক্ষা শুধু আপন পবিত্রতাই রক্ষা করিবে না বরং বিশ্ব-মানবকেও পচন ও অপবিত্র হওয়া হইতে রক্ষা করিবে । এমনও হইতে পারে যে, হুদায়বিয়ার সন্ধির পূর্বে মহানবী (সাঃ)-এর হাতে হাত রাখিয়া সাহাবীগণ একটি বৃক্ষের ছায়াতলে তাঁহার প্রতি প্রাণান্ত আনুগত্যের অনন্য সাধারণ শপথ গ্রহণ করিয়াছিলেন । এই শপথের সাথে সাথে এই বৃক্ষও চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে এবং চিরস্মরণীয় থাকিবেও । এই আয়াতের বৃক্ষটি ভবিষ্যদ্বাণীর আকারে হুদায়বিয়ার ঐ বৃক্ষটিকেও নির্দেশ করিতে পারে ।

عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَاْوٰى ﴿١٥﴾

১৬। উহার নিকট চিরস্থায়ী আশ্রয়স্থলের জান্নাত রহিয়াছে।

اِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشٰى ﴿١٦﴾

১৭। (সে এই দৃশ্য তখন দেখিয়াছিল) যখন কুল বৃক্ষকে উহা (ঐশী-বিকাশ) আচ্ছাদন করিতেছিল যাহা (ঐসময়) আচ্ছাদন করিয়া থাকে।[২৮৮১]

مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغٰى ﴿١٧﴾

১৮। তাহার দৃষ্টি তখন বিভ্রান্তও হয় নাই এবং লক্ষ্য অতিক্রমও করে নাই।

لَقَدْ رَاٰى مِنْ اٰيٰتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰى ﴿١٨﴾

১৯। নিশ্চয় সে তাহার প্রতিপালকের নিদর্শনসমূহের মধ্যে সর্বাধিক মহান নিদর্শন দেখিয়াছিল।

اَفَرَءَيْتُمُ اللّٰتَ وَالْعُزّٰى ﴿١٩﴾

২০। এখন তোমরা আমাকে 'লাত' এবং 'উয্‌যার অবস্থা শুনাও;

وَمَنٰوةَ الثَّالِثَةَ الْاُخْرٰى ﴿٢٠﴾

২১। এবং আরও একটি তৃতীয় (প্রতিমা) 'মানাতের' অবস্থাও শুনাও।[২৮৮২]

২৮৮১। "যাহা ঢাকিয়া বা ছাইয়া ফেলে" শব্দগুলি দ্বারা আল্লাহ্‌তা'লার জ্যোতির্বিকাশকে বুঝাইতেছে।

২৮৮২। কিছু বিদ্বেষপরায়ণ সমালোচক উদ্ভট গল্প তৈরী করিয়াছে যে, মহানবী (সাঃ) অন্ততঃ একবার শয়তানের কবলে পড়িয়াছিলেন। তাহারা বলেন যে, মক্কাতে মহানবী (সাঃ) একদিন বিশ্বাসী-অবিশ্বাসীর একটি সম্মিলিত ক্ষুদ্র সমাবেশে এই সূরাটি পাঠ করিতেছিলেন। যখন তিনি এই আয়াতগুলিতে আসিলেন তখন শয়তান চালাকি করিয়া তাঁহার মুখ হইতে নিম্নলিখিত বাক্যটি পাঠ করাইয়া লইল- "তিল্‌কাল গারানিকাল উলা ওয়া ইন্না শাফায়াতাহুন্না লাতুরতাজা" অর্থাৎ এই দেবতাগুলি খুবই উচ্চস্তরের এবং ইহাদের শাফায়াত (মধ্যবর্তিতা) সকলেই আশা করে (যুরকানী)। এই বানানো গল্পটিই, তাহাদের কাছে 'মুহাম্মদের বিচ্যুতি বা পৌত্তলিকতার সহিত সন্ধি' বলিয়া খ্যাত। তাহারা এই ভিত্তিহীন গল্পটি পাইয়াছে ওয়াকিদী নামক একজন অতি-মিথ্যুক হাদীস তৈরীকারকের কাছ হইতে অথবা তাবারীর বর্ণনা হইতে, যিনি নির্বিচারে যাহা শুনিতেন তাহাই লিপিবদ্ধ করিতেন এবং বাছ-বিচার না করিয়া সকলের কথাই বিশ্বাস করিতেন। এই বিদ্বেষী সমালোচকেরা এমন এক মহামানবের উপর এই ঘৃণ্য বক্তব্য আরোপ করিতে ঔদ্ধত্য দেখাইল, যাঁহার সারাটা জীবনই পৌত্তলিকতার অসারতা-প্রমাণে ও ইহার নিন্দাবাদে অতিবাহিত হইয়াছিল, পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে প্রাণপণ সংগ্রামই ছিল তাঁহার ব্রত। এই পবিত্র ব্রত পালনে তিনি ভীতিহীন আনুগত্য, বিরতিহীন উদ্দীপনা, আপোষহীন মনোভঙ্গী ও অতুলনীয় সংকল্প দেখাইয়াছেন। শত তোষামোদ, শত লোভ-প্রদর্শন, বশীকরণের শত চেষ্টা, সর্বোপরি হত্যার ভীতি, এই সবকিছুই তিনি তাচ্ছিল্যভরে প্রত্যাখ্যান করেন। এমন কি, তাঁহার এই মহাব্রত হইতে তিনি এক ইঞ্চিও সরেন নাই। পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে তাঁহার দৃঢ়চিত্ততার সাক্ষ্য স্বয়ং আল্লাহ্‌তা'লাই দিয়াছেন (১৮ঃ৭, ৬৮ঃ১০)। পূর্বাপর সমগ্র প্রসঙ্গটি পর্যালোচনা করিলেও দেখা যাইবে যে, এই গল্পটি একেবারেই ভিত্তিহীন। কেবলমাত্র পরবর্তী কয়েকটি আয়াতই নহে, বরং সমগ্র সূরাটিই পৌত্তলিকতার নিন্দাবাদ এবং তওহীদ প্রতিষ্ঠার উপর জোর দিয়াছে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সূরাটির এত সুস্পষ্ট বক্তব্যও মহানবী (সাঃ)-এর ছিদ্রান্বেষী সমালোচকদের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে নাই! ইতিহাসের তত্ত্ব-তথ্যের একটি পাতাও মহানবী (সাঃ)-এর তথাকথিত বিচ্যুতির সমর্থন করে না। এই কল্পিত কাহিনীকে কুরআনের সকল তফসীরকারগণই 'মিথ্যা-গল্প' বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। এঁদের মধ্যে রহিয়াছেন ইব্‌নে কাসীর ও ইমাম রাযী। মুসলিম চিন্তাবিদগণের অন্যতম বিজ্ঞান-মনা হাদীস-বেত্তাগণ যথা 'আইনী', 'কাজী আইয়াদ' ও 'নওয়াবী'—সকলেই এই গল্পকে 'কল্পনার আবিষ্কার' বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন। ছয়টি প্রসিদ্ধ হাদীস সংকলনের (সিহাহ্‌ সেত্তাহ্‌র) কোথাও এই গল্পটির চিহ্ন পর্যন্ত নাই। সর্বাপেক্ষা বিশ্বস্ত হাদীস সংকলক ইমাম বুখারী (রঃ), যিনি এই গল্পের সৃষ্টিকারী ওয়াকিদির সমসাময়িক ছিলেন, তিনিও তাঁহার 'সহীহ্‌ বুখারীতে' এই গল্পের বা কাহিনীর উল্লেখ করেন নাই। সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ইব্‌নে ইস্‌হাক, যিনি তাঁহার ৪০ বৎসর পূর্বে জন্ম গ্রহণ করেন, তিনিও এই গল্পটির কোন উল্লেখ করেন নাই। কাস্তালানী এবং যুরকানী, অন্যান্য কয়েকজন সুযোগ্য আলেমের সহযোগে বর্ণনা করিয়াছেন যে, মহানবী (সাঃ) সম্মিলিত সভায় যখন এ সূরাটি তেলাওয়াতের সময়ে এই আয়াতগুলিতে পৌঁছিলেন, তখন দুষ্ট-বুদ্ধি প্রণোদিত কোন অবিশ্বাসী পৌত্তলিক উল্লিখিত শব্দগুলি উচ্চঃস্বরে প্রক্ষিপ্ত করিয়া দিয়াছিল। তখন, কুরআন তেলাওয়াতের সময় সংশয় সৃষ্টির জন্য এইভাবে বাধা প্রদান

اَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْاُنْثٰى ﴿٢٢﴾

২২ । কী ! তোমাদের জন্য পুত্র সন্তান এবং তাঁহার জন্য কন্যা সন্তান ?

تِلْكَ اِذًا قِسْمَةٌ ضِيْزٰى ﴿٢٣﴾

২৩ । তাহা হইলে ইহা অত্যন্ত অসংগত বন্টন ।

اِنْ هِيَ اِلَّآ اَسْمَآءٌ سَمَّيْتُمُوْهَآ اَنْتُمْ وَاٰبَآؤُكُمْ مَّآ اَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ ؕ اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْاَنْفُسُ ۚ وَلَقَدْ جَآءَهُمْ مِّنْ رَّبِّهِمُ الْهُدٰى ﴿٢٤﴾

২৪ । ইহা তো কতকগুলি নাম মাত্র, যাহা তোমরা এবং তোমাদের পিতৃপুরুষগণ রাখিয়াছে, উহাদের জন্য আল্লাহ্‌ কোন দলীল-প্রমাণ নাযেল করেন নাই । তাহারা শুধু অলীক **কল্পনার**[২৮৮৩] এবং উহার অনুসরণ করে যাহা তাহাদের প্রবৃত্তি কামনা করে, অথচ তাহাদের নিকট তাহাদের প্রতিপালকের **নিকট** হইতে হেদায়াত আসিয়াছে ।

اَمْ لِلْاِنْسَانِ مَا تَمَنّٰى ﴿٢٥﴾

২৫ । মানুষ যাহা কামনা করে তাহাই কি সে পায় ?

فَلِلّٰهِ الْاٰخِرَةُ وَالْاُوْلٰى ﴿٢٦﴾ ع ১ [২৬] ৫

২৬ । বস্তুতঃ পরকাল এবং ইহকাল আল্লাহ্‌রই জন্য ।

وَكَمْ مِّنْ مَّلَكٍ فِي السَّمٰوٰتِ لَا تُغْنِيْ شَفَاعَتُهُمْ شَيْـًٔا اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ اَنْ يَّاْذَنَ اللّٰهُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَرْضٰى ﴿٢٧﴾

২৭ । এবং আকাশসমূহে কত ফিরিশ্‌তা, যাহাদের **শাফা'য়াত** (সুপারিশ) কাহারও কোন উপকার আসে না, কেবল ইহা ছাড়া যে, (এইরূপ করার) অনুমতি দেন আল্লাহ্‌ ঐ ব্যক্তিকে যাহাকে তিনি চাহেন এবং যাহার উপর তিনি সন্তুষ্ট হন ।[২৮৮৪]

اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ لَيُسَمُّوْنَ الْمَلٰٓئِكَةَ تَسْمِيَةَ الْاُنْثٰى ﴿٢٨﴾

২৮ । নিশ্চয় যাহারা পরকালের প্রতি ঈমান রাখে না, তাহারাই বস্তুতঃ স্ত্রীলোকের নামানুসারে ফিরিশ্‌তাদের নামকরণ করিয়া থাকে ;

وَمَا لَهُمْ بِهٖ مِنْ عِلْمٍ ؕ اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ ۚ وَاِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِيْ مِنَ الْحَقِّ شَيْـًٔا ﴿٢٩﴾ ع

২৯ । অথচ এই বিষয়ে তাহাদের কোন জ্ঞান নাই । তাহারা শুধু ধারণার অনুসরণ করিতেছে; বস্তুতঃ ধারণা সত্যের মোকাবেলায় আদৌ কোন উপকারে আসে না ।

পূর্বক স্ববাক্য সংযোজন করা অবিশ্বাসীদের উপহাসের অঙ্গ বিশেষ ছিল । ইহা ছিল, বলিতে গেলে, তাহাদের মজ্জাগত অভ্যাস। ইতিহাস ঘাঁটিয়া প্রমাণ মিলিয়াছে যে, জাহেলিয়াতের যুগে কুরায়শগণ যখন কা'বার চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করিত, তখন তাহারা উপরোক্ত পৌত্তলিক শব্দগুলি উচ্চারণ করিত (মু'জামুল বুলদান, ৫ম খণ্ড 'উজ্জা' শীর্ষক অধ্যায়)। ইহাও বলা হইয়া থাকে যে, উপরোক্ত ঘটনার প্রেক্ষিতে, সূরা হজ্জের ৫৩ আয়াত নাযেল হইয়াছিল । একথার অসারতা এমনিতেই প্রতিষ্ঠিত হইয়া যায় যে, যখন আমরা দেখি যে, সূরা নাজম্‌ অবতীর্ণ হইয়াছিল নবুওয়াতের পঞ্চম বৎসরে, আর সূরা হজ্জ অবতীর্ণ হইয়াছিল নবুওয়াতের দ্বাদশ-ত্রয়োদশ বৎসরে । আরও দেখুন ১৯৬২ টীকা ।

২৮৮৩ । মো'মেন ব্যক্তি সুনিশ্চিত জ্ঞানের ভিত্তিতে প্রস্তরের মত দৃঢ়তা নিয়া আপন বিশ্বাসে দণ্ডায়মান থাকে (১২:১০৯) । কিন্তু কাফের পৌত্তলিকের বিশ্বাস ও নিয়মাচারের স্বপক্ষে না আছে কোন বিজ্ঞান-সম্মত যুক্তি, না আছে কোন ঐশী অনুমোদন। সে আপন খেয়াল ও অনুমানের দাস হইয়া পড়ে । কুসংস্কার ও বংশানুক্রমিকতাই তাহার বিশ্বাসের ভিত্তি । এই আয়াত এবং ২৯ আয়াত পৌত্তলিকদের ক্ষণভঙ্গুর অবস্থানের কথাই ব্যক্ত করিয়াছে । তাহারা প্রকৃতপক্ষে ডাঙ্গা ডালে দাঁড়াইয়া আছে ।

২৮৮৪ । মূল অনুবাদে যাহা লিখা হইয়াছে, তাহা ছাড়া এই অর্থও প্রযোজ্য— ঐ ব্যক্তি ব্যতীত যে আল্লাহ্‌র ইচ্ছার অনুসরণ করিয়া চলে এবং যাহার প্রতি আল্লাহ্‌ সন্তুষ্ট ।

فَاَعۡرِضۡ عَنۡ مَّنۡ تَوَلّٰى ۙ عَنۡ ذِكۡرِنَا وَلَمۡ يُرِدۡ اِلَّا الۡحَيٰوةَ الدُّنۡيَا ۝

৩০। সুতরাং তুমিও তাহাদের নিকট হইতে মুখ ফিরাইয়া লও, যাহারা আমাদের স্মরণ হইতে মুখ ফিরাইয়া লয় এবং পার্থিব জীবন ব্যতীত আর কিছুই কামনা করে না।

ذٰلِكَ مَبۡلَغُهُمۡ مِّنَ الۡعِلۡمِ ؕ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعۡلَمُ بِمَنۡ ضَلَّ عَنۡ سَبِيۡلِهٖ ۙ وَهُوَ اَعۡلَمُ بِمَنِ اهۡتَدٰى ۝

৩১। এই তো তাহাদের জ্ঞানের পরিধি। নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক সেই ব্যক্তিকে ভালরূপে জানেন যে তাঁহার পথ হইতে বিভ্রান্ত হইয়াছে এবং তিনি ঐ ব্যক্তিকেও ভালরূপে জানেন যে হেদায়াতের পথে চলিয়াছে।

وَلِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الۡاَرۡضِ ۙ لِيَجۡزِىَ الَّذِيۡنَ اَسَآءُوۡا بِمَا عَمِلُوۡا وَيَجۡزِىَ الَّذِيۡنَ اَحۡسَنُوۡا بِالۡحُسۡنٰى ۚ ۝

৩২। এবং আকাশসমূহে যাহা কিছু আছে এবং পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সবই আল্লাহ্‌র, যাহারা মন্দ কর্ম করে তাহাদিগকে যেন তিনি তাহাদের কৃত-কর্ম অনুযায়ী প্রতিফল দেন, এবং যাহারা উত্তম কর্ম করে তাহাদিগকে তিনি উত্তমভাবে পুরস্কার দান করেন;

اَلَّذِيۡنَ يَجۡتَنِبُوۡنَ كَبٰٓئِرَ الۡاِثۡمِ وَالۡفَوَاحِشَ اِلَّا اللَّمَمَ ؕ اِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الۡمَغۡفِرَةِ ؕ هُوَ اَعۡلَمُ بِكُمۡ اِذۡ اَنۡشَاَكُمۡ مِّنَ الۡاَرۡضِ وَاِذۡ اَنۡتُمۡ اَجِنَّةٌ فِىۡ بُطُوۡنِ اُمَّهٰتِكُمۡ ۚ فَلَا تُزَكُّوۡۤا اَنۡفُسَكُمۡ ؕ هُوَ اَعۡلَمُ بِمَنِ اتَّقٰى ۝

৩৩। যাহারা মহাপাপ ও অশ্লীলতাকে পরিহার করে কেবল ক্ষণিকের জন্য মনে উদ্ভাসিত মন্দ ধারণা[২৮৮৫] ছাড়া। নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক অতীব ক্ষমাশীল। তিনি তোমাদিগকে তখন হইতে ভালভাবে জানেন যখন তিনি তোমাদিগকে মৃত্তিকা হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং যখন তোমরা মাতৃগর্ভে ভ্রূণাকারে লুক্কায়িত ছিলে। অতএব তোমরা নিজদিগকে পবিত্র জ্ঞান করিও না। তিনি তাহাকে সর্বাধিক জানেন যে তাক্‌ওয়া অবলম্বন করে।

[৭] ৬

اَفَرَءَيۡتَ الَّذِىۡ تَوَلّٰى ۝

৩৪। তুমি কি ঐ ব্যক্তিকে দেখিয়াছ যে (হেদায়াত হইতে) মুখ ফিরাইয়া লয়,

وَاَعۡطٰى قَلِيۡلًا وَّاَكۡدٰى ۝

৩৫। এবং যে অল্প দান করে এবং কৃপণতা করে ?[২৮৮৬]

اَعِنۡدَهٗ عِلۡمُ الۡغَيۡبِ فَهُوَ يَرٰى ۝

৩৬। তাহার নিকট কি অদৃশ্যের কোন জ্ঞান আছে যাহার ফলে সে (নিজ পরিণামকে) প্রত্যক্ষ করিতেছে ?

২৮৮৫। 'লামাম' অর্থ ঘটনা চক্রে, হঠাৎ খারাপ কাজে অগ্রসর হওয়া, ক্ষণস্থায়ী ও ভ্রান্তি; একটি চলন্ত মন্দভাব যাহা মনের মধ্যে উদয় হয় কিন্তু কোন প্রভাব বিস্তারের পূর্বেই গত হইয়া যায়; স্ত্রীলোকের দিকে হঠাৎ ইচ্ছাহীন দৃষ্টিপাত; শব্দ-মূলটির মধ্যে ক্ষণস্থায়িত্ব, ত্বরিৎগতি, বহ-ব্যবধানে ঘটা ও অনিচ্ছায় ঘটা ইত্যাদি ভাব বিদ্যমান আছে (লেইন)।

২৮৮৬। 'আক্‌দা' যখন কোন ব্যক্তির ক্রিয়ারূপে ব্যবহৃত হয়, তখন এর অর্থ হয়ঃ সে কৃপণতার সহিত দান করিয়াছিল বা অনিচ্ছায় দান করিয়াছিল; সে যাহা চাহিয়াছিল তাহা পায় নাই। যখন এই শব্দটি খনি সম্বন্ধে ব্যবহৃত হয়, তখন 'খনিটি হীরক বা জহরত বাহির করিল না' অর্থে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু ইহা খননকারীর সম্বন্ধে যখন ব্যবহৃত হয় তখন এই কথা বুঝায় যে, খননকারী খনন করিতে করিতে শক্ত পাথরের নাগাল পাইল, অতঃপর আর খুঁড়িতে পারিল না (আকরাব)।

اَمْ لَمْ يُنَبَّاْ بِمَا فِيْ صُحُفِ مُوْسٰى ﴿٣٦﴾

৩৭। তাহাকে কি উহা সম্বন্ধে সংবাদ দেওয়া হয় নাই যাহা মূসার কিতাবসমূহে আছে,

وَاِبْرٰهِيْمَ الَّذِيْ وَفّٰٓى ﴿٣٧﴾

৩৮। এবং ইব্‌রাহীমেরও, যে বিশ্বস্ততা রক্ষা করিয়াছিল—

اَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى ﴿٣٨﴾

৩৯। এই যে, কোন ভারবাহী আত্মা অন্য কাহারও ভার বহন করিবে না।[২৮৮৭]

وَاَنْ لَّيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعٰى ﴿٣٩﴾

৪০। এবং এই যে, মানুষের জন্য কিছুই নাই কেবল উহা ব্যতীত যাহার জন্য সে চেষ্টা করে;[২৮৮৮]

وَاَنَّ سَعْيَهٗ سَوْفَ يُرٰى ﴿٤٠﴾

৪১। এবং এই যে, তাহার প্রচেষ্টাকে অচিরেই প্রত্যক্ষ করা হইবে,

ثُمَّ يُجْزٰىهُ الْجَزَآءَ الْاَوْفٰى ﴿٤١﴾

৪২। অতঃপর তাহাকে পূর্ণ মাত্রায় পুরস্কার প্রদান করা হইবে,

وَاَنَّ اِلٰى رَبِّكَ الْمُنْتَهٰى ﴿٤٢﴾

৪৩। এবং এই যে, নিশ্চয় (সকল বিষয়ের) পরিসমাপ্তি তোমার প্রতিপালকের[২৮৮৯] নিকট ঘটে;

وَاَنَّهٗ هُوَ اَضْحَكَ وَاَبْكٰى ﴿٤٣﴾

৪৪। এবং এই যে, তিনিই হাসান এবং কাঁদান;

وَاَنَّهٗ هُوَ اَمَاتَ وَاَحْيَا ﴿٤٤﴾

৪৫। এবং এই যে, তিনিই মৃত্যু ঘটান এবং জীবন দান করেন;

وَاَنَّهٗ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰى ﴿٤٥﴾

৪৬। এবং এই যে, তিনিই সৃষ্টি করেন জোড়া জোড়া— নর ও নারী,

مِنْ نُّطْفَةٍ اِذَا تُمْنٰى ﴿٤٦﴾

৪৭। শুক্র বিন্দু হইতে যখন ইহা (জরায়ুতে) নির্গত করা হয়;

وَاَنَّ عَلَيْهِ النَّشْاَةَ الْاُخْرٰى ﴿٤٧﴾

৪৮। এবং এই যে, পুনরুত্থানের দায়িত্ব তাঁহারই উপর;

২৮৮৭। নিজের পতাকা প্রত্যেককে নিজেই বহন করিতে হইবে; নিজের বোঝা অন্যে বহিবে না।

২৮৮৮। পূত-পবিত্র নীতিমালা ও পুণ্যময় আদর্শ সহকারে যাহারা অধ্যবসায়ের সহিত অক্লান্ত ও অবিরাম চেষ্টায় নিয়োজিত থাকে, কেবল তাহাদের অভীষ্টই সিদ্ধি লাভ করে। এই আয়াতের অপর অর্থ হইল, প্রত্যেকেরই আপন পরিশ্রমের উপার্জন দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করা উচিত।

২৮৮৯। **কার্য-কারণের** সম্পূর্ণ শৃঙ্খল আল্লাহ্‌তে যাইয়া সমাপ্ত হয়। তিনিই আদি কারণ। কর্ম ও ফল এবং কারণ ও **প্রতিফলের** ধারাবাহিকতা, একটি প্রাকৃতিক বিধান হিসাবে সারা বিশ্বজগতকে ছাইয়া রহিয়াছে। প্রত্যেকটি কারণ, যাহা প্রাথমিক নহে, তাহা অন্য কারণ হইতে উৎপন্ন এবং এই অন্য কারণটিও অপর আরেকটি কারণ হইতে উদ্ভূত। এইরূপভাবে, সীমাহীন কারণের এক অসীম শৃঙ্খলে সব কিছুই চলিতেছে।

وَاَنَّهٗ هُوَ اَغْنٰى وَاَقْنٰى ﴿٤٨﴾

৪৯। এবং এই যে, তিনিই ধনী করেন এবং পরিতৃপ্ত[২৮৮৯-ক] করেন;

وَاَنَّهٗ هُوَ رَبُّ الشِّعْرٰى ﴿٤٩﴾

৫০। এবং এই যে, তিনিই শি'রা (লুব্ধক) নক্ষত্রের মালিক;[২৮৯০]

وَاَنَّهٗۤ اَهْلَكَ عَادَا ۨ الْاُوْلٰى ﴿٥٠﴾

৫১। এবং এই যে, তিনিই প্রথম 'আদ' জাতিকে[২৮৯১] ধ্বংস করিয়াছিলেন,

وَثَمُوْدَا فَمَاۤ اَبْقٰى ﴿٥١﴾

৫২। এবং 'সামূদ' জাতিকেও, এবং তিনি তাহাদের কাহাকেও অবশিষ্ট রাখেন নাই;

وَقَوْمَ نُوْحٍ مِّنْ قَبْلُ ؕ اِنَّهُمْ كَانُوْا هُمْ اَظْلَمَ وَاَطْغٰى ﴿٥٢﴾

৫৩। এবং তাহাদের পূর্বে নূহের জাতিকেও— তাহারা অত্যন্ত যালেম এবং বিদ্রোহপরায়ণ জাতি ছিল—

وَالْمُؤْتَفِكَةَ اَهْوٰى ﴿٥٣﴾

৫৪। এবং (লূতের জাতির) উল্টানো জনপদসমূহকেও তিনিই ভূতলশায়ী করিয়াছিলেন,

فَغَشّٰىهَا مَا غَشّٰى ﴿٥٤﴾

৫৫। অতঃপর উহাদিগকে সেই জিনিষ আবৃত করিল যাহা এমতবস্থায় আবৃত করিয়া থাকে।[২৮৯২]

فَبِاَىِّ اٰلَآءِ رَبِّكَ تَتَمَارٰى ﴿٥٥﴾

৫৬। অতএব (হে মানুষ) তুমি তোমার প্রতিপালকের নিয়ামতসমূহের মধ্যে কোন্ কোন্‌টির প্রতি সন্দেহ পোষণ করিবে।[২৮৯৩]

هٰذَا نَذِيْرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْاُوْلٰى ﴿٥٦﴾

৫৭। পূর্ববর্তী সতর্ককারীদের ন্যায় (আমাদের) এই (নবীও) একজন সতর্ককারী।

২৮৮৯-ক। 'আকনাল্লাহ্ ফুলানান্' আল্লাহ্ অমুককে ধনী করিয়াছেন এবং এত বেশী দিয়াছেন যে সে পরিতৃপ্ত হইয়াছে (লেইন)।

২৮৯০। 'শে'রা (লুব্ধক) নক্ষত্রের মালিক'। পৌত্তলিক আরবগণ 'সিরিউস' ('লুব্ধক') নামক দেবতাকে ধন-দারিদ্র্য ও ভাগ্য-দুর্ভাগ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী জ্ঞানে পূজা করিত।

২৮৯১। তওহীদের স্বপক্ষে, বিবেকের যুক্তি ও মানুষের অকিঞ্চিৎকর জন্মলগ্নের বিষয়, অবতারণা করিয়া এখন সূরাটি এই আয়াত হইতে তওহীদের স্বপক্ষে ইতিহাসের ঘটনাবলীর অবতারণা করিতেছে।

২৮৯২। 'মা' উপপদটি সম্মানার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে; 'মা গাশ্‌শা' যাহা বা যিনি আচ্ছাদিত করেন। এখানে অর্থ হইতেছে, মহা শাস্তি তাহাদিগকে আচ্ছাদিত করিল।

২৮৯৩। মহানবী মুহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ)-এর দাবীর সত্যতার স্বপক্ষে এত অধিক সংখ্যক, সুস্পষ্ট ও অকাট্য যুক্তি ও নিদর্শনাবলী দেখার পরও অবিশ্বাসীরা সত্য গ্রহণে অগ্রসর হয় না। এই আয়াতে অত্যন্ত মর্মভেদী ভাষায়, কটাক্ষ করিয়া বলা হইতেছে যে, তাহারা আর কত কাল সত্যকে অগ্রাহ্য করিয়া অবিশ্বাসের ঘূর্ণাবর্তে আবর্তিত হইতে থাকিবে ?

اَزِفَتِ الْاٰزِفَةُ ﴿۵۸﴾

৫৮। এই (জাতির ফয়সালার) মুহূর্ত[২৮৯৪] ঘনাইয়া আসিয়াছে,

لَيْسَ لَهَا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ كَاشِفَةٌ ﴿۵۹﴾

৫৯। আল্লাহ্‌ ব্যতীত কেহই উহাকে টলাইতে পারে না।

اَفَمِنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ تَعْجَبُوْنَ ﴿۶۰﴾

৬০। তবে কি তোমরা এই কথায় বিস্মিত হইতেছ ?

وَتَضْحَكُوْنَ وَلَا تَبْكُوْنَ ﴿۶۱﴾

৬১। এবং তোমরা হাসিতেছ, এবং কাঁদিতেছ না——

وَاَنْتُمْ سٰمِدُوْنَ ﴿۶۲﴾

৬২। এবং তোমরা আমোদ-প্রমোদ করিতেছ ?

فَاسْجُدُوْا لِلّٰهِ وَاعْبُدُوْا ﴿۶۳﴾ ع

৬৩। অতএব (ওঠ ! এবং) আল্লাহ্‌র সমক্ষে সেজদা কর এবং তাহার ইবাদত কর।[২৮৯৫]

সেজদা-১২ ৩ [৩০] ৭

২৮৯৪। 'আজিফা অর্থ বিচার-দিবস, পুনরুত্থান, সন্নিহিত ঘটনা, মৃত্যু (লেইন)। নবুওয়াতের প্রথমদিকেই-পঞ্চম বৎসরে, এই সূরাটি অবতীর্ণ হইয়াছিল, যখন শত্রুর হাসি-ঠাট্টা, বিদ্রূপ, ভীতি-প্রদর্শন ও অমানুষিক অত্যাচারের কারণে, ইসলামের ভাগ্যাকাশ দুর্যোগের ঘনঘটায় পরিপূর্ণ ছিল। ঐ সময়ে, এই সূরাতে ভবিষ্যদ্বাণী করা হইতেছে যে, কুরায়শদের ক্ষমতা চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইবে এবং পরবর্তী সূরাটিতে এই ভবিষ্যদ্বাণীটি আরো অধিকতর জোরের সহিত ঘোষিত হইয়াছে (৫৪ঃ৪৬)।

২৮৯৫। মহানবী (সাঃ) যখন এই সূরাটি তেলাওয়াত করিয়া উপস্থিত বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী সকলকে শুনাইয়া শেষ করিলেন এবং অনুসারীবৃন্দসহ নিজে সেজদায় পড়িলেন, তখন অবিশ্বাসীরাও তেলাওয়াতের ভাব-গাম্ভীর্যে এবং আল্লাহ্‌তা'লার মহিমা-কীর্তনে অভিভূত হইয়া সেজদায় পড়িয়াছিল। এইরূপ করা তাহাদের পক্ষে একবারে অস্বাভাবিক ছিল না, কেননা তাহারাও আল্লাহ্‌তা'লাকে স্রষ্টা ও সর্বোচ্চ প্রভু বলিয়া মনে করিত এবং তাহাদের উপাস্য দেবতাগুলিকে সর্বোচ্চ প্রভুর সাথে সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে বা যোজক হিসাবে জ্ঞান করিত (১০ঃ১৯)। এই যুক্তি-সঙ্গত ঘটনাকে, ২০, ২১, ২২ আয়াতের সাথে জড়াইয়া কল্পনা-বিলাসীদের দ্বারা মিথ্যা কাহিনীর জাল বোনা হইয়াছে, উহার মধ্যে দুর্নাম রটনাকারীরা মহানবী (সাঃ)-এর 'বিচ্যুতির' সন্ধান পাইয়াছে বলিয়া মনে করিয়া থাকে। প্রকৃতপক্ষে এই সকল রটনাকারীরা যে বিভ্রান্ত তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

৫৪-সূরা আল্ কামার

(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণ হওয়ার সময় ও প্রসংগ ঃ

এই সূরাটি পূর্ববর্তী 'আন্ নাজ্‌মের' নাযেলের কাছাকাছি সময়ে নবুওয়াতের ৫ম বৎসরে নাযেল হইয়াছিল । সূরা আন্ নাজ্‌ম কাফেরদিগকে এই সাবধান-বাণী শুনাইয়া সমাপ্ত হইয়াছিল যে, তাহাদের দিন ফুরাইয়া আসিয়াছে । আর এই সূরা আরম্ভ হইয়াছে এইরূপই একটি সাবধান-বাণী দ্বারা যে, কাফেরদের ধ্বংসের নির্ধারিত সময় অতি সন্নিকটে বরং দ্বারদেশে উপস্থিত । সূরা 'কাফ' হইতে আরম্ভ করিয়া সূরা 'ওয়াকেআ' পর্যন্ত যে সাতটি সূরার মধ্যে নবুওয়াতের প্রাথমিক পর্যায়েই ইসলামের মৌলিক বিশ্বাসগুলি সন্নিবেশিত হইয়াছিল, এই সূরাটি সেই সাতটি সূরার পঞ্চম স্থানীয় । এই সূরাগুলিতে আল্লাহ্‌তা'লার অস্তিত্ব ও একত্ব, পুনরুত্থান, ওহী-ইলহাম ইত্যাদি মৌলিক বিষয়গুলিকে প্রকৃতির নিয়ম-কানুন, মানবের বিবেক-বুদ্ধি, সাধারণ কাণ্ড-জ্ঞান এবং পূর্ববর্তী নবীগণের ইতিহাসের ভিত্তিতে যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করা হইয়াছে। এই সূরাগুলির এক একটিতে এক এক ধরণের যুক্তি প্রাধান্য পাইয়াছে, অন্য যুক্তিগুলিকে কেবল স্পর্শ করিয়াছে মাত্র । আলোচ্য সূরাটিতে মহানবী (সাঃ)-এর দাবীর সত্যতা ও পুনরুত্থানের যথার্থতা, পূর্ববর্তী নবীগণের জাতিসমূহের ইতিহাসের প্রেক্ষিতে আলোচিত হইয়াছে এবং এই প্রসঙ্গে নূহ (আঃ)-এর জাতি, 'আদ', 'সামূদ' ও লূত (আঃ)-এর জাতির দৃষ্টান্ত দেখানো হইয়াছে । সূরার শেষদিকে বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে ঐ ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতার দিকে, যে ভবিষ্যদ্বাণী পৌত্তলিক আরবগণের ক্ষমতাচ্যুতি ও ধ্বংস সম্বন্ধে পূর্বেই সূরা 'নাজ্‌মের' ৫৮ আয়াতে সাবধান-বাণীরূপে উচ্চারিত হইয়াছিল ।

سُوْرَةُ الْقَمَرِ مَكِّيَّةٌ (٥٤) آياتها ٥ ركوعاتها

৫৪-সূরা আল্ কামার

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ইহাতে ৫৬ আয়াত এবং ৩ রুকূ আছে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। আল্লাহ্র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময়

اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ②

২। নির্দিষ্ট মুহূর্ত নিকটবর্তী হইল এবং চন্দ্র বিদীর্ণ হইল।[২৮৯৬]

২৮৯৬। খালি চোখে দেখা চন্দ্রের দ্বিখণ্ডিত হওয়ার ঘটনাটা প্রাকৃতিক নিয়মের প্রতিকূলে বা লংঘনে সম্পন্ন হইয়াছিল কিনা তাহা বলা মুস্কিল। কিন্তু অকাট্য ঐতিহাসিক সাক্ষ্য-প্রমাণে সন্দেহাতীতভাবে সত্য সাব্যস্ত ঘটনাকে অস্বীকার করা আরও বেশী মুস্কিল। ঐশী গুপ্ত-তত্ত্ব ও প্রকৃতির রহস্যাবলীর অবগুণ্ঠন সম্পূর্ণ উন্মোচিত হইয়াছে বা পূর্ণমাত্রায় বোধগম্য হইয়াছে কিংবা ইহাদের সকল কিছু উদ্ঘাটিত হইয়াছে, এইরূপ দাবী কেহই করিতে পারে না। সঙ্গে সঙ্গে এইরূপ কথাও কল্পনা করা যায় না যে, বিশ্বের এক বিরাট এলাকা জুড়িয়া এমন এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটিল, আর পৃথিবীর কোন মানমন্দিরে তাহা ধরা পড়িল না বা রেকর্ডভুক্ত হইল না কিংবা ইতিহাসের পাতায় তাহা লিপিবদ্ধ হইল না। কিন্তু দেখা যায় যে, বিশ্বস্ত হাদীসের গ্রন্থ 'বুখারী' ও 'মুসলিম' শরীফেও এই ঘটনার বর্ণনা রহিয়াছে। বিশিষ্ট ও নির্ভরযোগ্য হাদীস-বেত্তাগণ একের পর এক ক্রমাগতভাবে তাহা বর্ণনা করিয়াছেন। ইহাতে বুঝা যায় যে, এইরূপ অস্বাভাবিক ধরণের একটি প্রাকৃতিক দৃশ্য মহানবী (সাঃ)-এর জীবদ্দশায় নিশ্চয়ই দেখা গিয়াছিল। কুরআনের তফসীরকারকদের মধ্যে অনেকেই (যথাঃ ইমাম রাযী) এই ঘটনার জটিলতা দেখিয়া বলিয়াছেন যে, এই ঘটনাটি একটি চন্দ্র-গ্রহণ ছিল। ইমাম গায্যালী ও শাহ্ ওলীউল্লাহ্ এই মতের সমর্থনে বলেন যে, চন্দ্র আসলে দ্বিখণ্ডিত হয় নাই। তবে আল্লাহ্ এমনই কৌশল প্রয়োগ করিয়াছিলেন যে, মানুষের চোখে চন্দ্রটি দ্বিখণ্ডিত বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছিল। হযরত ইব্নে আব্বাস ও শাহ্ আব্দুল আযীযের মতেও ইহা এক বিশেষ ধরণের চন্দ্র-গ্রহণ ছিল। যাহা হউক, যে উদাত্ত ভাষায় এই ঘটনাটি কুরআনে উল্লেখ করা হইয়াছে তাহাতে বিন্দু-বিসর্গ সন্দেহ থাকে না যে, ব্যাপারটি চন্দ্র-গ্রহণের চাইতে অনেক বড় কিছু ছিল। অবিশ্বাসীরা মহানবী (সাঃ)-কে বারবার অলৌকিকত্ব প্রদর্শনের জন্য পীড়াপীড়ি করিতেছিল। তাই, মহানবী (সাঃ) মু'জেযা স্বরূপ আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের ইচ্ছায় এই ঘটনার অবতারণা করিয়াছিলেন (বুখারী ও মুসলিম)। মনে হয়, ইহা মহানবী (সাঃ)-এর একটি উচ্চ পর্যায়ের দিব্য-দর্শন বা কাশ্ফ ছিল, যাহাতে কয়েকজন 'সাহাবী' ও কয়েকজন কাফেরকে অংশ গ্রহণের সুযোগ দেওয়া হইয়াছিল; যেমনটা ঘটিয়াছিল মূসা (আঃ)-এর বেলায়, মূসা (আঃ)-এর লাঠি চলন্ত সাপের মত হইয়া যাওয়ার ব্যাপারটাও ছিল এক উচ্চাঙ্গের দিব্য-দর্শন, যাহাতে ফেরাউনের যাদুকরগণ অংশীদারিত্ব পাওয়ায় তাহারাও লাঠিকেই চলন্ত সর্পরূপে দেখিয়াছিল। নবীগণের আত্মিক প্রভাবেই এইরূপ অস্থায়ী অংশীদারিত্ব সৃষ্ট হয়। মূসা (আঃ) যখন নিজের লাঠি দ্বারা সমুদ্র-জলে আঘাত করিলেন তখন ছিল ঠিক ভাঁটার সময় এবং আল্লাহ্র ইচ্ছায় ব্যাপারটা একটা মু'জেযাতে পরিণত হইল। ঠিক এমনিভাবে হয় তো বা নবী করীম (সাঃ)-কে আল্লাহ্তা'লা এমনি একটি মুহূর্তে 'চন্দ্র-দ্বিখণ্ডিত' করিয়া দেখাইবার আদেশ দিলেন, যখন চন্দ্রের ব্যাসের উপর দূরবর্তী মহাকাশের কোন গ্রহ বা তারকার স্বল্পস্থায়ী ছায়া পড়ার সময় ছিল, যাহার কারণে চন্দ্র দ্বিধাবিভক্ত দেখাইয়াছিল। কিন্তু সর্বাপেক্ষা উত্তম ও আধ্যাত্মিক অর্থ পূর্ণ ব্যাখ্যা হইল এই যে, চন্দ্র ছিল আরবদের জাতীয় প্রতীক ও রাজনৈতিক ক্ষমতার নিদর্শন, যেমন সূর্য হইল পারস্য জাতি-সত্তার চিহ্ন। খয়বরের ইহুদী নেতা ইব্নে আখ্তারের কন্যা সফিয়া যখন তাহার পিতার কাছে আপন স্বপ্ন বর্ণনা করিতে যাইয়া বলিলেন যে, তিনি তাহার কোলে চন্দ্র পতিত হইতে দেখিয়াছেন, তখন পিতা কন্যাকে সজোরে চপেটাঘাতে করিয়া বলিল, "তুই সারা আরবের অধিপতিকে বিবাহ করিতে চাস?" খয়বর বিজয়ের পর মহানবী (সাঃ)-এর সাথে সফিয়ার বিবাহ হওয়ার মাধ্যমে এই স্বপ্ন বাস্তবায়িত হইয়াছিল (যুরকানী ও উস্দুল গাব্বা)। এইরূপ, হযরত আয়েশা (রাঃ) স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন যে, তাঁহার বাসগৃহে তিনটি চাঁদ পতিত হইয়াছে। মহানবী (সাঃ), হযরত আবুব্কর ও হযরত উমরের (রাঃ), এই বাসগৃহে একের পর এক, দাফনের মধ্যেমে এই স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হয় (মুয়াত্তা, কিতাবুল জানায়েয)। 'কমর' (চন্দ্র) শব্দের এই তাৎপর্য অনুযায়ী এই আয়াতটির অর্থ দাঁড়ায় ইহাই যে, পূর্ববর্তী সূরার ৫৮ আয়াতে অবিশ্বাসী আরব জাতির ধ্বংস প্রাপ্তির যে ভবিষ্যদ্বাণী উচ্চারিত হইয়াছে উহার সময় আসিয়া গিয়াছে। 'আস্ সায়াত' (নির্দিষ্ট মুহূর্ত) বলিতে এখানে সন্নিহিত সময়ে অনুষ্ঠিতব্য বদরের যুদ্ধের কথাই বলা হইয়াছে, যে যুদ্ধে কুরায়শদের প্রায় সকল নেতা ও প্রধানগণ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল এবং এইভাবে তাহাদের ক্ষমতা-বিলয়ের ভিত্তি রচিত হইয়াছিল। অতএব, এই আয়াতটি একটি মহা ভবিষ্যদ্বাণীর মর্যাদায় সমাসীন, যাহা ঘোষণার আট-নয় বৎসরের মধ্যেই সগৌরবে পূর্ণ হইয়াছিল। উপরন্তু, অনেক লেখকের মতে 'ইন্শাক্কাল কামারু' কথাটির অর্থ হয়, 'ব্যাপারটা স্পষ্ট হইয়া গিয়াছে'। শব্দটির এই অর্থ ধরিলে আয়াতটির অর্থ দাড়াঁইবে, কুরায়শদের ক্ষমতা-বিলুপ্তি ও ধ্বংসের ক্ষণ উপস্থিত হইয়া গিয়াছে এবং এখন ইহা স্পষ্ট হইয়া উঠিবে যে, নবী করীম (সাঃ) সত্য সত্যই আল্লাহ্র রসূল। ১০২৩ টীকাও দেখুন।

وَاِنْ يَّرَوْا اٰيَةً يُّعْرِضُوْا وَيَقُوْلُوْا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ ۝٢

৩। এবং তাহারা কোন নিদর্শন দেখিলে মুখ ফিরাইয়া লয় এবং বলে, 'ইহাতো চির প্রচলিত যাদু।'[২৮৯৭]

وَكَذَّبُوْا وَاتَّبَعُوْٓا اَهْوَآءَهُمْ ۭ وَكُلُّ اَمْرٍ مُّسْتَقِرٌّ ۝٣

৪। এবং তাহারা (সত্যকে) মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছে এবং নিজেদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করিয়াছে। কিন্তু প্রত্যেক বিষয়ের জন্য এক নির্ধারিত সময় আছে।[২৮৯৮]

وَلَقَدْ جَآءَهُمْ مِّنَ الْاَنْۢبَآءِ مَا فِيْهِ مُزْدَجَرٌ ۝٤

৫। এবং নিশ্চয় তাহাদের নিকট এমন গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ আসিয়াছে যাহার মধ্যে সতর্কবাণী আছে—

حِكْمَةٌۢ بَالِغَةٌ ۡ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ ۝٥

৬। হৃদয়স্পর্শী হিকমত। কিন্তু সাবধানবাণী তাহাদের কোন উপকারে আসিল না।

فَتَوَلَّ عَنْهُمْ ۘ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ اِلٰى شَيْءٍ نُّكُرٍ ۝٦

৭। সুতরাং তুমি তাহাদের নিকট হইতে মুখ ফিরাইয়া লও এবং (অপেক্ষা কর সেই দিন পর্যন্ত) যেদিন এক আহ্বানকারী তাহাদিগকে এক অবাঞ্ছিত বিষয়ের (আযাবের) প্রতি আহ্বান করিবে,

خُشَّعًا اَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُوْنَ مِنَ الْاَجْدَاثِ كَاَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنْتَشِرٌ ۝٧

৮। তখন তাহাদের চক্ষু অবনত থাকিবে, তাহারা (তাহাদের) কবরসমূহ[২৮৯৯] হইতে এমনভাবে বাহির হইবে যেন তাহারা বিক্ষিপ্ত পঙ্গপাল,

مُّهْطِعِيْنَ اِلَى الدَّاعِ ۭ يَقُوْلُ الْكٰفِرُوْنَ هٰذَا يَوْمٌ عَسِرٌ ۝٨

৯। তাহারা ঘোষণাকারীর[২৯০০] দিকে ধাবমান হইবে। কাফেরগণ বলিবে, 'ইহা বড়ই কঠিন দিন।'

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ فَكَذَّبُوْا عَبْدَنَا وَقَالُوْا مَجْنُوْنٌ وَّازْدُجِرَ ۝٩

১০। ইহাদের পূর্বে নূহের[২৯০১] জাতিও (সত্যকে) মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল; এবং তাহারা আমাদের বান্দাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল এবং বলিয়াছিল, 'সে তো একজন উন্মাদ এবং তাহাকে (আমাদের দেবতা কর্তৃক) অভিশপ্ত করা হইয়াছে।'

২৮৯৭। **মুস্তামির** অর্থ (১) চলমান, অস্থায়ী, ক্ষণস্থায়ী, (২) বহমান, অবিরাম, (৩) শক্তিমান, দৃঢ় (আকরাব)।

২৮৯৮। কুরায়শগণের ক্ষমতা-বিলুপ্তির সিদ্ধান্ত আল্লাহ্‌তা'লা গ্রহণ করিয়াছেন, আর আল্লাহ্‌র হুকুম বা সিদ্ধান্ত কখনও টলে না।

২৮৯৯। আজদাস' অর্থ কবর বলিতে এখানে কাফেরগণের গৃহকে বুঝাইয়াছে। কুরআনের অনেক স্থলে কাফেরগণকে মৃতের সহিত তুলনা করা হইয়াছে বা মৃত বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। কেননা তাহারা আত্মিক জীবন হইতে একেবারেই বঞ্চিত (২৭ঃ৮১ঃ ৩৫ঃ ২৩ঃ)।

২৯০০। এই আয়াত এবং পূর্ববর্তী দুইটি আয়াতে মক্কার কুরায়শদের ক্ষমতা-বিলুপ্তি ও চরম পতনের দিনের দৃশ্য কি চমৎকারভাবেই না বর্ণিত হইয়াছে। মাত্র কয়েক বৎসর পূর্ব যে মুহাম্মদ (সাঃ)-কে কুরায়শগণ মক্কা হইতে বিতাড়িত করিয়া তাঁহার শিরোচ্ছেদের জন্য পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছিল, আজ তাঁহাকে রাজধানী মক্কা নগরীর সিংহদ্বারে মহাবিজয়ীর মহিমায়, তাহাদের উপর আদেশ-প্রদানকারী ও সমনজারীকারী রূপে দেখিতে পাইয়া, কুরায়শগণ বিভ্রান্ত, ভীতি-বিহ্বল ও হতভম্ব হইয়া পড়িল।

২৯০১। নূহ (আঃ)-এর জাতি, 'আদ' ও 'সামূদ' জাতি এবং লূত (আঃ)-এর জাতির কাহিনী বার বার কুরআন শরীফে উল্লেখিত হইয়াছে। ইহার কারণ এই যে, এই জাতিগুলি হেজাযের নিকট-এলাকার সীমান্তের ওপারে বসবাস করিত, তাহাদের ইতিহাস আরবদের অনেকটা জানা

فَدَعَا رَبَّهٗۤ اَنِّیْ مَغْلُوْبٌ فَانْتَصِرْ ﴿۱۱﴾

১১। তখন সে তাহার প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিল, 'নিশ্চয় আমি পরাভূত, সুতরাং তুমি আমাকে সাহায্য কর।'

فَفَتَحْنَاۤ اَبْوَابَ السَّمَآءِ بِمَآءٍ مُّنْهَمِرٍ ﴿۱۲﴾

১২। তখন আমরা মূষলধারে বারি বর্ষণে আকাশের দ্বারসমূহ উন্মুক্ত করিয়া দিলাম;

وَّ فَجَّرْنَا الْاَرْضَ عُیُوْنًا فَالْتَقَی الْمَآءُ عَلٰۤی اَمْرٍ قَدْ قُدِرَ ﴿۱۳﴾

১৩। এবং ভূমিতেও আমরা ঝরণাসমূহ প্রবাহিত করিলাম, সুতরাং (দুই দিকের) পানি[২৯০২] সম্মিলিত হইয়া গেল এমন এক বিষয়ের জন্য যাহার সিদ্ধান্ত পূর্ব হইতে করা হইয়াছিল।

وَ حَمَلْنٰهُ عَلٰی ذَاتِ اَلْوَاحٍ وَّ دُسُرٍ ﴿۱۴﴾

১৪। এবং আমরা তাহাকে তক্তা ও পেরেক দ্বারা নির্মিত যানের উপর আরোহণ করাইয়াছিলাম।

تَجْرِیْ بِاَعْیُنِنَا ۚ جَزَآءً لِّمَنْ كَانَ كُفِرَ ﴿۱۵﴾

১৫। উহা আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে চলিতেছিল, ইহা সেই ব্যক্তির জন্য প্রতিদান স্বরূপ ছিল যাহাকে অস্বীকার করা হইয়াছিল।

وَ لَقَدْ تَّرَكْنٰهَاۤ اٰیَةً فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ﴿۱۶﴾

১৬। এবং আমরা উহাকে (পরবর্তীদের জন্য) এক নিদর্শন স্বরূপ রাখিয়াছিলাম। অতএব কোন উপদেশ গ্রহণকারী আছে কি ?

فَكَیْفَ كَانَ عَذَابِیْ وَ نُذُرِ ﴿۱۷﴾

১৭। অতএব (দেখ,) কেমন (কঠোর) ছিল আমার আযাব ও সতর্কবাণী !

وَ لَقَدْ یَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ﴿۱۸﴾

১৮। এবং নিশ্চয় আমরা কুরআনকে স্মরণ রাখার[২৯০৩] জন্য সহজ করিয়া দিয়াছি। অতএব কোন উপদেশ গ্রহণকারী আছে কি ?

ছিল এবং তাহাদের সাথে বাণিজ্যিক লেন-দেনও ছিল। নূহ (আঃ)-এর জাতির বসবাস ছিল আরবের উত্তর-পূর্ব দিকে ইরাকে। 'আদ' উপজাতি বাস করিত ইয়ামেন ও হাযারামাউত এলাকায় যাহা এখন আরবেরই দক্ষিণাংশ। 'সামূদ' উপজাতি ছিল উন্নত ও সমৃদ্ধ; তাহারা আরবের উত্তর-পশ্চিমে হেজায হইতে প্যালেষ্টাইন পর্যন্ত এলাকায় বিস্তৃত ছিল। আর লূত (আঃ)-এর হতভাগা জাতি বাস করিত সদোম, ঘমোরা ও প্যালেষ্টাইনে।

২৯০২। আকাশ হইতে মূষলধারে ক্রমাগত বৃষ্টিপাত হইতে লাগিল এবং ভূগর্ভ হইতেও স্রোতের মত পানি উঠিতে লাগিল। উভয় পানি মহাপ্লাবনের সৃষ্টি করিল এবং দেখিতে দেখিতে সমস্ত দেশ ডুবিয়া সমুদ্রের রূপ ধারণ করিল। আর এইভাবেই নূহ (আঃ)-এর অত্যাচারী-অবিশ্বাসী জাতি ডুবিয়া মরিল।

২৯০৩। কুরআন অন্য অর্থেও সহজ করা হইয়াছে, এইভাবে যে, পূর্ববর্তী ধর্ম-গ্রন্থাবলীর শাশ্বত ও চিরস্থায়ী শিক্ষামালা ইহাতে স্থান লাভ করিয়াছে। অবশ্য এই কথাও সত্য যে, অনেক নূতন যুগোপযোগী শিক্ষা যাহা সমসাময়িক ও ভবিষ্যৎ-মানবের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য অত্যাবশ্যকীয় ছিল অথচ পুরানো গ্রন্থাবলীতে ছিল না, সেগুলিও ইহাতে সংযোজিত হইয়াছে (৯৮ঃ ৪)। আল্লাহ্‌তা'লার সঠিক পরিচিতির মহামূল্য সম্পদ এবং সেই অজানার অন্তহীন নিগূঢ় রহস্যাবলী যাহা কুরআন করীমে লুক্কায়িত রহিয়াছে, সেইগুলির ভাণ্ডার ঐ সকল অল্প সংখ্যক সৌভাগ্যশীল ধার্মিক লোকদের অদৃষ্টেই জোটে, যাহারা নিজেদের বিশেষ অন্তর্দৃষ্টিকে সর্বক্ষণ অনন্তের সন্ধানে নিয়োজিত রাখেন এবং জটিল ঘূর্ণায়মান পথে স্বীয় যাত্রাকে অবিশ্রান্ত রাখিয়া,পর্বত-প্রমাণ উচ্চতায় ঐশী সান্নিধ্যে উপনীত হন ও আল্লাহ্‌তা'লা কর্তৃক পরিশুদ্ধ হন (৫৬ঃ৮০)।

كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِيْ وَنُذُرِ ﴿١٨﴾

১৯। 'আদ' জাতিও (সত্যকে) মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল। সুতরাং (দেখ) কেমন (কঠোর) ছিল আমার আযাব ও সতর্কবাণী!

إِنَّآ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِيْ يَوْمِ نَحْسٍ مُّسْتَمِرٍّ ﴿١٩﴾

২০। এবং আমরা তাহাদের উপর এক প্রচণ্ড ঝঞ্ঝা বায়ু পাঠাইয়াছিলাম এক দীর্ঘস্থায়ী অশুভ দিনে,[২৯০৪]

تَنْزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُّنْقَعِرٍ ﴿٢٠﴾

২১। উহা মানুষকে এইরূপে উৎপাটিত করিতেছিল যেন তাহারা মূলোৎপাটিত ফাঁপা খর্জুর-বৃক্ষের কাণ্ডসমূহ।

فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِيْ وَنُذُرِ ﴿٢١﴾

২২। অতএব (দেখ) কেমন (কঠোর) ছিল আমরা আযাব ও সতর্কবাণী।

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ﴿٢٢﴾ ع ١ ٨ [٢٣]

২৩। এবং নিশ্চয় আমরা কুরআনকে স্মরণ রাখার জন্য সহজ করিয়া দিয়াছি। অতএব কোন উপদেশ গ্রহণকারী আছে কি?

كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ بِالنُّذُرِ ﴿٢٣﴾

২৪। 'সামূদ' জাতি সতর্ককারীগণকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল।[২৯০৫]

فَقَالُوْٓا أَبَشَرًا مِّنَّا وَاحِدًا نَّتَّبِعُهٗٓ إِنَّآ إِذًا لَّفِيْ ضَلٰلٍ وَّسُعُرٍ ﴿٢٤﴾

২৫। এবং তাহারা বলিয়াছিল, 'কি আমরা আমাদেরই মধ্য হইতে একজন (মরণশীল) মানুষের অনুসরণ করিয়া চলিব? এইরূপ করিলে আমরা নিশ্চয় বিভ্রান্তি এবং উন্মাদনার মধ্যে নিপতিত হইব।[২৯০৬]

ءَأُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ ﴿٢٥﴾

২৬। আমাদের মধ্য হইতে শুধু এই ব্যক্তির উপরই কি উপদেশ-বাণী নাযেল করা হইয়াছে? না, বরং সে একজন চরম মিথ্যাবাদী, অত্যধিক দাম্ভিক ব্যক্তি।'

سَيَعْلَمُوْنَ غَدًا مَّنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ ﴿٢٦﴾

২৭। তাহারা আগামীকাল জানিবে, কে চরম মিথ্যাবাদী, অত্যধিক দাম্ভিক।

২৯০৪। এই আয়াতের অর্থ ইহা নয় যে, কোন একটি বিশিষ্ট সময় শুভ বা অশুভ, ভাগ্যসূচক বা দুর্ভাগ্যসূচক। অর্থ অতটুকুই যে, ঐ (শাস্তির) দিনটা 'আদ' জাতির জন্য বড়ই দুর্ভাগ্যজনক ছিল।

২৯০৫। যেহেতু, সকল নবীই আল্লাহ্‌তা'লা কর্তৃক নিয়োজিত হন এবং সকল নবীই তাহাদের ওহী-ইলহাম ও শিক্ষামালা একই ঐশী উৎস হইতে প্রাপ্ত হন এবং একই মৌলিক সত্য ও তত্ত্ব-তথ্য ঐ শিক্ষামালার অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকে, সেই হেতু একজন নবীকে অস্বীকার করিলে, ফলতঃ সকল নবীকেই অস্বীকার করা হইয়া যায়। সেই কারণেই 'আদ' ও 'সামূদ' জাতি, নূহ (আঃ) ও লূত (আঃ)-এর জাতিদ্বয় নিজ নিজ জাতির বিশিষ্ট নবীকে অস্বীকার করিলেও, এই আয়াতে তাহাদিগকে 'নবীগণের' অস্বীকারকারী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

২৯০৬। 'সুয়িরা' মানে সে অত্যুষ্ণ বায়ু দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছিল, সে পাগল হইয়া গিয়াছিল। 'সউর' অর্থ উন্মত্ততা বা পাগলাবস্থা, ভূতে পাওয়া অবস্থা, শাস্তি, চরম উত্তাপ, ক্ষুধা, বা তৃষ্ণা, রাগ, বেদনা (লেইন)।

إِنَّا مُرْسِلُوا النَّاقَةِ فِتْنَةً لَّهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ ﴿٢٧﴾

২৮। আমরা তাহাদের পরীক্ষার জন্য এক উষ্ট্রী প্রেরণ করিব। সুতরাং (হে সালেহ !) তুমি তাহাদের পরিণামের অপেক্ষা কর এবং ধৈর্য ধারণ কর।

وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ ۖ كُلُّ شِرْبٍ مُّحْتَضَرٌ ﴿٢٨﴾

২৯। এবং তাহাদিগকে জানাইয়া দাও যে, তাহাদের মধ্যে (এবং সেই উষ্ট্রীর মধ্যে) পানি বন্টন করিয়া দেওয়া হইয়াছে, (পালাক্রমে) প্রত্যেক বার পানি পান করার নির্ধারিত সময়ে[২৯০৭] উপস্থিত হইতে হইবে।'

فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَىٰ فَعَقَرَ ﴿٢٩﴾

৩০। অতঃপর তাহারা তাহাদের সঙ্গীকে ডাকিল, সুতরাং সে (উষ্ট্রীকে) বলপূর্বক ধরিল এবং (উহার) হাঁটুর পশ্চাদশিরা কাটিয়া দিল।

فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ﴿٣٠﴾

৩১। অতএব (দেখ) কেমন (কঠোর) ছিল আমার আযাব এবং সতর্কবাণী !

إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ ﴿٣١﴾

৩২। নিশ্চয় আমরা তাহাদের উপর একটি বিকট শব্দকারী আযাব পাঠাইলাম, ফলে তাহারা খোঁয়াড় নির্মাণকারীর (ছুরি দিয়া চাঁছা) শুক্‌না কাষ্ঠ-টুকরার ন্যায় হইয়া গেল।[২৯০৮]

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ﴿٣٢﴾

৩৩। এবং নিশ্চয় আমরা কুরআনকে স্মরণ রাখার জন্য সহজ করিয়া দিয়াছি। অতএব কোন উপদেশ গ্রহণকারী আছে কি ?

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ ﴿٣٣﴾

৩৪। লূতের জাতিও সতর্ককারীদিগকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল।

إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ ۖ نَجَّيْنَاهُم بِسَحَرٍ ﴿٣٤﴾

৩৫। নিশ্চয় আমরা তাহাদের উপর শিলা-বৃষ্টি প্রেরণ করিয়াছিলাম লূতের পরিবার ছাড়া, যাহাদিগকে আমরা প্রভাতে রক্ষা করিয়াছিলাম—

نِّعْمَةً مِّنْ عِندِنَا ۚ كَذَٰلِكَ نَجْزِي مَن شَكَرَ ﴿٣٥﴾

৩৬। আমাদের পক্ষ হইতে নেয়ামতস্বরূপ। এইভাবেই আমরা পুরস্কার দিয়া থাকি যাহারা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে।

২৯০৭। 'শির্‌ব' হইল 'শারিবা' হইতে উৎপন্ন ক্রিয়া-বিশেষ্য, 'শিরব' অর্থ পানীয় জল; এক চোক পানি, পানির যে অংশটুক একজনের ভাগে পড়ে, পশুর পানের জন্য কিংবা ক্ষেতে দিবার জন্য প্রয়োজনীয় পানি পাওয়ার অধিকার, যে স্থলে পানি দেওয়া হয়, পানির পালা; 'শুরব' অর্থ পানি পান করার কাজ (লেইন)।

২৯০৮। অবিশ্বাসীদেরকে একেবারে ধ্বংস করা হইল। অথবা আল্লাহ্‌র কাছে তাহাদের অবস্থা এতই তুচ্ছ হইয়া পড়িল, যেমন বেড়া বা খোঁয়াড় তৈরীকারী তৃণ-গুলমকে কর্তিত অবস্থায় একত্রে বাঁধে, কর্তন করিয়া বা চিরিয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ করে।

وَلَقَدْ اَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ ﴿٣٧﴾

৩৭। এবং সে তাহাদিগকে আমাদের গুরুতর ধৃতকরণ সম্বন্ধে সতর্ক করিয়াছিল, কিন্তু তাহারা সতর্কবাণী সম্বন্ধে তর্ক-বিতর্ক করিয়াছিল।

وَلَقَدْ رَاوَدُوْهُ عَنْ ضَيْفِهٖ فَطَمَسْنَآ اَعْيُنَهُمْ فَذُوْقُوْا عَذَابِىْ وَنُذُرِ ﴿٣٨﴾

৩৮। এবং তাহারা তাহাকে তাহার মেহমানের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করিতে চাহিয়াছিল; ফলে আমরা তাহাদের চক্ষুসমূহকে অন্ধ করিয়া দিয়াছিলাম[২৯০৯] এবং (বলিয়াছিলাম) 'আমার আযাব এবং সতর্কবাণীর স্বাদ গ্রহণ কর।'

وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُّسْتَقِرٌّ ﴿٣٩﴾

৩৯। এবং প্রাতঃকালেই এক বিরামহীন আযাব তাহাদের উপর আসিয়া পড়িল।

فَذُوْقُوْا عَذَابِىْ وَنُذُرِ ﴿٤٠﴾

৪০। 'অতএব তোমরা এখন আমার আযাব ও সতর্কবাণীর স্বাদ গ্রহণ কর।'

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ﴿٤١﴾ ع

৪১। এবং নিশ্চয় আমরা কুরআনকে স্মরণ রাখার জন্য সহজ করিয়া দিয়াছি। অতএব কোন উপদেশ গ্রহণকারী আছে কি?

[১৮] ২ ৯

وَلَقَدْ جَآءَ اٰلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ ﴿٤٢﴾ ع

৪২। এবং ফেরাউনের জাতির নিকটও সতর্ককারীগণ আসিয়াছিল।

كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا كُلِّهَا فَاَخَذْنٰهُمْ اَخْذَ عَزِيْزٍ مُّقْتَدِرٍ ﴿٤٣﴾

৪৩। তাহারা আমাদের সকল নিদর্শনকে মিথ্যা বলিয়া অস্বীকার করিয়াছিল। ফলে আমরা তাহাদিগকে এক মহা পরাক্রমশালী শক্তিধরের ধৃত করণের ন্যায় ধৃত করিয়াছিলাম।[২৯১০]

اَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ اُولٰٓئِكُمْ اَمْ لَكُمْ بَرَآءَةٌ فِى الزُّبُرِ ﴿٤٤﴾ ع

৪৪। (হে মক্কাবাসীগণ!) তোমাদের কাফেরগণ কি উহাদের অপেক্ষা অধিকতর উত্তম? অথবা পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে তোমাদের জন্য (আযাব হইতে) নিষ্কৃতি লিপিবদ্ধ আছে?[২৯১১]

২৯০৯। লূতের জাতি তাঁহার অতিথিগণকে ধরিয়া নিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু তাহারা লুকাইয়া রহিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। তাই তাহারা অতিথিদিগকে দেখিতে পাইল না।এইরূপ অর্থও হইতে পারে যে, আল্লাহ্‌তা'লা এমন ব্যবস্থাই করিলেন যে, লূতের জাতির মনোযোগ অন্যদিকে ফিরিয়া গেল।

২৯১০। ফেরাউন অতি প্রতাপান্বিত বাদশাহ্ ছিল। সে নিজেকে "বনী ইসরাঈলীদের অবিসম্বাদিত প্রভু" বলিয়া মনে করিত (৭৯ঃ২৫)। অতএব, মূসা ও হারূনের প্রভু, যিনি সত্যিকার সর্বশক্তিমান, তিনি সেই 'স্ব-ঘোষিত প্রভু' ফেরাউনের বিরুদ্ধে এমন শক্তি প্রয়োগ করিলেন যাহার ফলে সে একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল।

২৯১১। অবিশ্বাসী পৌত্তলিক কুরায়শগণকে অত্র আয়াতে নূতন ধরণের সাবধান-বাণী শোনান হইতেছে। তাহা এই যে, তোমরা ঐ সকল জাতি হইতে কোন্ অংশে উত্তম, যাহারা নূহ, হূদ, লূত, সালেহ্ বা মূসা (আলাইহিমুস সালাম)-কে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল? তোমরা কি ঐশী গ্রন্থাবলীতে নিজেদের সম্বন্ধে এমন কোন প্রতিশ্রুতি পাইয়াছ যে, মহানবী (সাঃ)-কে প্রত্যাখ্যান করিলেও তোমরা শাস্তি পাইবে না?

اَمْ يَقُوْلُوْنَ نَحْنُ جَمِيْعٌ مُّنْتَصِرٌ ﴿٤٥﴾

৪৫। তাহারা কি বলে, 'আমরা এক অপরাজেয় দল ?'

سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَ يُوَلُّوْنَ الدُّبُرَ ﴿٤٦﴾

৪৬। অচিরেই সেই দলকে পরাভূত করা হইবে[২৯১২] এবং তাহারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া পলায়ন করিবে।

بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ اَدْهٰى وَ اَمَرُّ ﴿٤٧﴾

৪৭। বরং (তাহাদের ধ্বংসের) সেই মুহূর্ত তাহাদের সঙ্গে কৃত প্রতিশ্রুত মুহূর্ত; বস্তুতঃ সেই মুহূর্ত অত্যন্ত ধ্বংসকারী এবং তিক্ত।

اِنَّ الْمُجْرِمِيْنَ فِيْ ضَلٰلٍ وَّسُعُرٍ ﴿٤٨﴾

৪৮। নিশ্চয় অপরাধীরা পথ-ভ্রষ্টতা এবং উন্মাদনায় আক্রান্ত।

يَوْمَ يُسْحَبُوْنَ فِي النَّارِ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ ؕ ذُوْقُوْا مَسَّ سَقَرَ ﴿٤٩﴾

৪৯। যেদিন তাহাদিগকে অধোমুখী করিয়া আগুনের মধ্যে হেঁচড়াইয়া লইয়া যাওয়া হইবে,[২৯১৩] (এবং বলা হইবে), 'তোমরা জাহান্নামের স্পর্শ-স্বাদ আস্বাদন কর।'

اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنٰهُ بِقَدَرٍ ﴿٥٠﴾

৫০। নিশ্চয় আমরা প্রত্যেক বস্তুকে পরিমাণ অনুযায়ী সৃষ্টি করিয়াছি।[২৯১৪]

وَمَآ اَمْرُنَآ اِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ ﴿٥١﴾

৫১। এবং আমাদের আদেশ একবারই মাত্র, যাহা চক্ষুর পলকের ন্যায়[২৯১৫] (বাস্তবায়িত হয়)।

وَلَقَدْ اَهْلَكْنَآ اَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ﴿٥٢﴾

৫২। এবং নিশ্চয় আমরা (পূর্বেও) তোমাদের মত বহু দলকে ধ্বংস করিয়াছি। অতএব কোন উপদেশ গ্রহণকারী আছে কি ?

২৯১২। মক্কার সেনাবাহিনী যে অতি শীঘ্রই মুসলমানদের হাতে চরম পরাজয় বরণ করিবে, উহার সুনির্দিষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ভবিষ্যদ্বাণী এই আয়াতে রহিয়াছে এবং অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যেই 'বদরের যুদ্ধে' এই ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতাও জগদ্বাসী দেখিতে পাইয়াছে। এই অসম যুদ্ধে, মুসলমানের অবস্থা সর্বতোভাবে এতই প্রতিকূল ছিল যে, তাহা বর্ণনা করা কঠিন। যখন যুদ্ধ আরম্ভ হইল, তখন মহানবী (সাঃ) তাঁহার প্রার্থনা-তাবুতে গিয়া, বিনীত-বিগলিত, হৃদয়-নিংড়ানো, মর্মস্পর্শী কণ্ঠে আল্লাহ্‌র কাছে চিরসমরণীয় ভাষায় দোয়া করিলেন, "হে আমার প্রভু ! আমি তোমার কাছে সকাতর প্রার্থনা জানাই, তুমি তোমার চুক্তি ও প্রতিশ্রুতি পালন কর। যদি এই ক্ষুদ্র মুসলিম দলটি ধ্বংস হইয়া যায়, তাহা হইলে তোমার উপাসনা আর কখনও পৃথিবীতে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইবে না' (বুখারী)। প্রার্থনা সমাপন করিয়া হযূর (সাঃ) তাঁবু হইতে বাহির হইয়া আসিলেন এবং যুদ্ধ-ময়দানের দিকে মুখ করিয়া এই আয়াতটি পাঠ করিলেন। যাহার অনুবাদ হইল— অচিরেই সেই দলকে পরাভূত করা হইবে এবং তাহারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া পলায়ন করিবে।

২৯১৩। বদরের পরাজয় কুরায়শদের জন্য সত্য সত্যই একটি ধ্বংসাত্মক মহা বিপর্যয় ছিল। তাহাদের প্রতাপ ও মর্যাদা চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেল। তাহাদের নেতৃবৃন্দের অধিকাংশই নিহত হইল এবং তাহাদের মৃতদেহগুলি টানিয়া-হ্যাঁচড়াইয়া গর্তে নিক্ষেপ করা হইল। মহানবী (সাঃ) ঐ গর্তের কিনারায় গেলেন এবং মৃত দেহগুলির প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "তোমরা কি তোমাদের প্রভুর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হইতে দেখিয়াছ ? আমি তো আমার প্রভুর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হইতে স্বচক্ষে দেখিলাম।" (বুখারী, কিতাবুল মাগাজী)। এইভাবেই, এই সুস্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণীটি শান-শওকতের সহিত পূর্ণ হইয়াছিল।

২৯১৪। প্রত্যেকটি বস্তুর জন্য একটি নির্দিষ্ট পরিমাপ আছে, নির্দ্ধারিত সময় ও নির্দ্ধারিত স্থান আছে।

২৯১৫। বদরের যুদ্ধক্ষেত্রে মক্কাবাসীদের পরাজয় বিনা মেঘে বজ্রাঘাত স্বরূপ। ইহা ঘটিয়া ছিল অতি দ্রুত, অকস্মাৎ। ইহা ছিল পূর্ণ ও সর্বব্যাপী। কেদারের (কুরায়শদের আদিপুরুষের) গৌরব-রবি চোখের পলকে সেদিন অস্তমিত হইল।

وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوْهُ فِي الزُّبُرِ ﴿٥٣﴾

৫৩। এবং প্রত্যেক কাজ যাহা তাহারা করিয়াছে কিতাবের মধ্যে (সংরক্ষিত) আছে।[২৯১৬]

وَكُلُّ صَغِيْرٍ وَّكَبِيْرٍ مُّسْتَطَرٌ ﴿٥٤﴾

৫৪। এবং প্রত্যেক ছোট এবং বড় (কাজ) লিপিবদ্ধ আছে।

اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ جَنّٰتٍ وَّنَهَرٍ ﴿٥٥﴾

৫৫। নিশ্চয় মুত্তকীগণ বাগানসমূহ এবং নহরসমূহের মধ্যে থাকিবে,[২৯১৭]

فِيْ مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيْكٍ مُّقْتَدِرٍ ﴿٥٦﴾ ع ৩ [১৫] ১০

৫৬। এক চিরস্থায়ী সম্মানজনক বাসস্থানে সর্বশক্তিমান মহা সম্রাটের সান্নিধ্যে।

২৯১৬। মানুষের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কর্ম, তাহা ভালই হউক আর মন্দই হউক, কার্য-কারণ পরাম্পরায়, অনিবার্য ফলোৎপাদন করিয়া থাকে এবং ইহার অমোচনীয় ছাপ সংরক্ষিত থাকিয়া যায়।

২৯১৭। 'নাহার' অর্থ স্রোতস্বিনী ছাড়াও ইহার অন্য অর্থ রহিয়াছে—যথা প্রাচুর্য, জ্যোতিঃ (আক্‌রাব)।

৫৫-সূরা আর্ রাহ্মান

(হিজরতে পূর্বে অবতীর্ণ)

নাযেল হওয়ার সময় ও প্রসঙ্গ

সূরা কাফ হইতে সূরা ওয়াকেআ পর্যন্ত যে সাতটি সূরার একটি গ্রুপ নবুওয়াতের পঞ্চম বৎসরে, প্রায় কাছাকাছি সময়ে, অবতীর্ণ হইয়াছিল এবং যেগুলিতে প্রায় একই ধরণের বিষয়-বস্তু স্থান পাইয়াছে, ইহা সেই সপ্ত-সূরার ষষ্ঠটি । ঐ সপ্তকের অন্যান্য ছয়টি সূরার মত, এই সূরাটিতেও ইসলামের মৌলিক নীতিগুলি যেমন, আল্লাহ্তা'লার গুণাবলী ও একত্ব, ওহী-ইলহাম এবং পুনরুত্থান ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হইয়াছে । পূর্ববর্তী সূরা আল্ কামারে আরব অধিবাসীদের কাছে পরিচিত জাতিগণের উদাহরণ দিয়া বলা হইয়াছিল যে, ঐ প্রাচীন জাতিগুলি তাহাদের নবীগণকে অস্বীকার করার ফলে এবং ঐশী-বাণীকে প্রত্যাখ্যান করার ফলে, ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল এবং সূরাটিতে এই কথাও বলা হইয়াছিল যে, কুরায়শগণ কি ঐ উদাহরণগুলি হইতে শিক্ষা গ্রহণ করিবে না এবং সহজ-বোধ্য ও সহজে অনুসরণীয় কুরআনের সরল ঐশী-বাণীকে গ্রহণ করিবে না ? কুরআন কি কারণে অবতীর্ণ হইয়াছে সূরাতে তাহাও বর্ণিত হইয়াছে ।

বিষয়-বস্তু

এই সূরা আরম্ভ হইয়াছে আল্লাহ্তা'লার গুনবাচক নাম 'আর্ রহ্মান' দ্বারা, যাহার তাৎপর্য এই যে, বিশ্ব-জগতের সবকিছু সৃষ্টি করার পর আল্লাহ্ তাঁহার সৃষ্টির মুকুট ও চূড়ামণিরূপে মানুষকে সৃষ্টি করিলেন । আর এই সব কিছুই করিলেন, স্বীয় সদাশয়তা, অযাচিত দানশীলতা ও মঙ্গলকামিতার কারণে (রহ্মানীয়াতের কারণে) । মানুষকে সৃষ্টি করার পর, আল্লাহ্তা'লা তাহাদের মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্যে, তাঁহার বাণী-বাহক নবীগণকে পাঠাইতে লাগিলেন । কারণ, মানুষ সৃষ্টির পিছনে যে বিরাট ও পবিত্র উদ্দেশ্য রহিয়াছে, তাহা জানিবার ও বুঝিবার জন্য এবং উহার অনুকূলে নির্ধারিত উচ্চমার্গস্থ গন্তব্যে পৌছার জন্য ঐশী-বাণী দ্বারা পথ-প্রাপ্তি ও পরিচালিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন । নবুওয়াত ও রেসালত মহানবী(সাঃ)-এর মাধ্যমে পূর্ণ মাত্রায় ও চরম-উৎকর্ষে প্রকাশ লাভ করিল । আল্লাহ্তা'লা তাঁহাকে কুরআনের মাধ্যমে সর্বকালের সর্বমানবের পথ-নির্দেশনার জন্য সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ ঐশী-বিধান প্রদান করিলেন । মানুষকে বহু গুণাবলী দিয়া সৃষ্টি করিয়াই, তাহার প্রতি আল্লাহ্র দান শেষ হইয়া যায় নাই । তিনি সারা বিশ্বকেই সেবায় নিয়োজিত করিয়াছেন, এই মহাকাশের গ্রহ-তারকারাজি আর পৃথিবীর অশেষ সম্পদ, গভীর সমুদ্ররাশি আর সুউচ্চ পর্বতমালা— এ সবই মানুষের জন্য তৈরী করা হইয়াছে । আর, এই সব কিছুরই উপরে, আল্লাহ্তা'লা মানুষকে যাহা দিয়াছেন তাহা হইল তাহার উচ্চমানের বুদ্ধি-বৃত্তি ও বিচার-শক্তি, যাহাতে সে ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, সুনীতি-কুনীতি যাচাই করিয়া ঐশী পথ অবলম্বন করতঃ স্বীয় জীবনোদ্দেশ্য চরিতার্থ করিতে পারে । কিন্তু মানুষ এমনি এক ধাতে গঠিত যে, দয়াময়, মঙ্গলকামী, পরমহিতৈষী আল্লাহ্তা'লা তাহার সম্মুখে আধ্যাত্মিক উন্নতি ও উন্নয়নের যে সীমাহীন সুযোগ খুলিয়া রাখিয়াছেন তাহা হইতে উপকার লাভের পরিবর্তে সে নিজের আত্মম্ভরিতা ও ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে এবং ঐশী বিধানের প্রতি হেলাভরে বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করতঃ নিজের উপর আল্লাহ্তা'লার অসন্তুষ্টির অভিশাপ নামাইয়া আনে । সূরাটিতে ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে যে, এমন এক যামানা আসিবে (মনে হয়, বর্তমান যামানার প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে) যখন আসমানী আইন-কানূনের প্রতি মানুষ অভক্তি ও বিরূপ মনোভাব প্রদর্শন করিবে এবং এই অশ্রদ্ধার ভাব ব্যাপক ও তীব্র আকার ধারণ করিবে এবং উহার ফলে এমন বিধ্বংসী ও প্রলয়ংকরী শাস্তি আল্লাহ্র তরফ হইতে নামিয়া আসিবে যে, মানবেতিহাসে ইহার দৃষ্টান্ত খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না । যদিও দোষী ও অন্যায়কারীগণের শাস্তি ভয়ঙ্কর ও প্রলয়ঙ্করী রূপ ধারণ করিবে, তথাপি ঐ লোভ-লালসা ও ভোগ-বিলাসপূর্ণ পার্থিব সুখ-সর্বস্ব যুগে ধার্মিক ও খোদাভীরুদের জন্য আল্লাহ্র অনুগ্রহরাজিও হইবে সীমাহীন । একদিকে ভয়ঙ্কর শাস্তি আর অপরদিকে ঐশী অনুগ্রহ ও আশীর্বাদ ইহাই প্রমাণ করিবে যে, আল্লাহ্ যেমনি হিসাব গ্রহণে দ্রুত, তেমনি মহিমা ও সম্মানের প্রভুও তিনিই । মনে হয়, এই সূরাতে সেই যুগের কথাই আলোচিত হইয়াছে, যে যুগে পশ্চিমা জাতিগুলির ক্ষমতা ও মর্যাদার দম্ভ সর্বোচ্চ শিখরে পৌছিবে ।

৫৫-সূরা আর্ রাহ্মান

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ইহাতে ৭৯ আয়াত এবং ৩ রুকূ আছে ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। আল্লাহ্র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

اَلرَّحْمٰنُ ۙ②

২। তিনি অযাচিত-অসীম দাতা (আল্লাহ্),

عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ ؕ③

৩। যিনি কুরআন শিক্ষা দিয়াছেন ।[২৯১৮]

خَلَقَ الْاِنْسَانَ ۙ④

৪। তিনি মানুষ সৃষ্টি করিয়াছেন,[২৯১৯]

عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ⑤

৫। (এবং) তাহাকে স্পষ্টভাবে কথা বলিতে শিক্ষা দিয়াছেন ।

اَلشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ۖ⑥

৬। সূর্য ও চন্দ্র হিসাব মোতাবেক (নিজ নিজ কক্ষপথে বিচরণশীল) রহিয়াছে ।

وَّالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدٰنِ ⑦

৭। এবং গুল্মলতা ও বৃক্ষরাজি (তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী) সেজদা করিতেছে ।[২৯২০]

وَالسَّمَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيْزَانَ ۙ⑧

৮। এবং এই যে আকাশ— তিনি ইহাকে সুউচ্চ করিয়াছেন এবং তুলাদণ্ড স্থাপন করিয়াছেন,[২৯২১]

২৯১৮। নবী-রসূলগণের মাধ্যমে আল্লাহ্তা'লা নিজেকে প্রকাশ করিয়া থাকেন এবং এই উদ্দেশ্যে আপন বাক্য দ্বারা নবীগণকে সম্মানিত করিয়া থাকেন । কুরআনে আল্লাহ্র বাণী চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছিয়াছে । নিজের বাক্যের মাধ্যমে আল্লাহ্তা'লার আত্মপ্রকাশ, প্রথম হইতেই মানুষের মধ্যে চলিয়া আসিয়াছে । তবে, ইহা মানুষের কোন পুণ্যকর্মের ফল রূপে নহে । বরং স্বীয় করুণা ও মঙ্গলকামিতার তাগিদে, তিনি মানুষকে দান স্বরূপ আপন বাক্য শুনাইয়াছেন । ঐশী-বাণী বা ওহী-ইলহামের অবতরণ মানবের উপর আল্লাহ্তা'লার শ্রেষ্ঠ দান ।

২৯১৯। 'মানুষ' শব্দটি ইহার সাধারণ অর্থ-ছাড়াও এখানে 'পূর্ণ মানব' অর্থাৎ মহানবী (সাঃ)-কেও বুঝাইতে পারে, কেননা তাঁহার মাধ্যমে আল্লাহ্তা'লার গুণাবলীর পূর্ণতম ও চরমতম প্রকাশ ঘটিয়াছিল । এই হিসেবে দেখিলে, আয়াতটির অর্থ দাঁড়াইবে আল্লাহ্তা'লার দয়া মানব-সৃষ্টির মূলে কাজ করিতেছে মানব-হিতৈষণার উদ্দেশ্যে যাহাতে মানুষ উন্নতি করিতে করিতে,আধ্যাত্মিক উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করিয়া, নিজের মধ্যেও স্রষ্টার গুণাবলীর প্রতিফলন ঘটাইতে পারে ।

২৯২০। পূর্ববর্তী আয়াতের সহিত এই আয়াতটি একত্রে মিলিয়া, ইহাই প্রকাশ করে যে, মহাকাশের সর্ববৃহৎ বস্তুই বল,আর কাণ্ড-বিহীন ছোট গুল্মই বল, সব কিছুই কতকগুলি বিধান অনুযায়ী চলে এবং তাহাদের জন্য নিদ্ধারিত কর্তব্য নিষ্ঠার সহিত, নির্ভুলভাবে, সময় মত সম্পন্ন করিয়া থাকে । এই যে বৃহৎ সৌর-জগৎ যাহার মত কোটি কোটি জগৎ রহিয়াছে ইহার প্রতিটি গ্রহ-উপগ্রহ আপন আপন কক্ষের উপর চলিয়া, আপন আপন গন্তব্যের দিকে নিরাপদে-নির্বিঘ্নে নির্দিষ্ট পথ অতিক্রম করে, কখনও কক্ষ-চ্যুত হয় না ।

২৯২১। এই বিশ্ব-জগত একটা অভিন্ন নিয়মের অধীন এবং ইহার বিভিন্ন অংশ একত্রে মিলিয়া গতি ও আকৃতির একটা মহিমান্বিত ঐক্য ও সমন্বয় তৈরী করিয়াছে । এই পারস্পরিক সমন্বয় ও ভারসাম্য যাহা বিভিন্ন বস্তুগুলিতে বিরাজমান রহিয়াছে, তাহাতে যদি সামান্য ব্যাঘাতও ঘটে, তাহা হইলে সমস্ত বিশ্ব-জগত ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া পড়িবে । কিন্তু যে সকল বিধান সমগ্র বিশ্ব-জগতকে পরিচালনা করে, উহার চাবি-কাঠি আল্লাহ্তা'লা নিজের আয়ত্বে, মানুষের নাগালের বাহিরে রাখিয়াছেন ।

اَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيْزَانِ ۝٨

৯। যেন তোমরা তুলাদণ্ডে সীমাতিক্রম না কর।[২৯২২]

وَاَقِيْمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيْزَانَ ۝٩

১০। সুতরাং তোমরা ন্যায়সঙ্গতভাবে ওজন প্রতিষ্ঠিত কর এবং মাপ কম করিও না।

وَالْاَرْضَ وَضَعَهَا لِلْاَنَامِ ۝١٠

১১। এবং এই যে পৃথিবী— তিনি ইহাকে (তাঁহার) সৃষ্টির জন্য সংস্থাপন করিয়াছেন,

فِيْهَا فَاكِهَةٌ ۙ وَّالنَّخْلُ ذَاتُ الْاَكْمَامِ ۝١١

১২। যাহাতে রহিয়াছে ফল-ফলাদি এবং আবরণ-বিশিষ্ট খর্জুর বৃক্ষ,

وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ ۝١٢

১৩। এবং খোসা বিশিষ্ট শস্য-দানা এবং সুগন্ধি ফুলগাছ।

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝١٣

১৪। অতএব (হে জিন্ ও ইনসান!) তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করিবে?[২৯২৩]

خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ ۝١٤

১৫। তিনি মানুষকে খন্ খনে পাত্রের ন্যায়[২৯২৪] শুষ্ক মৃত্তিকা হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন,

---

২৯২২। বিশ্ব-জগতের সবকিছুর মাঝে যেমন একটা সার্বিক ঐক্য ও সমন্বয় রহিয়াছে, তেমনি সৃষ্টির মুকুটমণি মানুষকেও আদেশ করা হইয়াছে তাহারা যেন ঐ একতা ও সমঝোতার ভারসাম্য রক্ষাকল্পে সকল মানবের প্রতি সমতা ও ন্যায়-নীতিপূর্ণ ব্যবহার করে; প্রত্যেককে তাহার প্রাপ্য প্রদান করে এবং স্রষ্টার প্রতি কর্তব্য সম্পাদন করিতে গিয়া কখনও যেন সীমা না ছাড়ায় বরং মধ্যপথ অবলম্বন করে।

২৯২৩। দ্বিবচন 'তুকাযযিবান' হয়ত এই কারণে ব্যবহৃত হইয়াছে যেহেতু জিন্ ও মানুষ এই দুই শ্রেণীকে এই ক্রিয়া পদের কর্তা গণ্য করা হইয়াছে যেরূপে ৩৪ আয়াতে উল্লেখ করা হইয়াছে। অথবা দুই শ্রেণীর মানুষকে বুঝাইয়া থাকিতে পারেঃ মো'মেন ও কাফের, নেতা ও অনুসারী, ধনী ও দরিদ্র, সাদা ও কালো মানুষ। অথবা বিভিন্ন আয়াতে যে সব আদেশ-উপদেশ রহিয়াছে সেগুলির প্রতি জোর দেওয়া ও সম্মান প্রদর্শনার্থেও সম্মান-সূচক দ্বিবচন ব্যবহৃত হইয়া থাকিতে পারে; কেননা এইরূপ ক্ষেত্রে, সম্মান-সূচক দ্বিবচন ব্যবহার আরবী ভাষায় প্রচলিত আছে। ৫০ঃ২৫ দেখুন। হযরত নবী করীম (সাঃ) এই কথা বলিয়াছেন বলিয়া জানা যায়, "যখন এই আয়াতটির শব্দগুলি পড়িতে শুনিবে, তখন তোমরা উত্তরে বলিবে, তোমার কোন অনুগ্রহই আমরা অস্বীকার করি না। সকল প্রশংসা তোমারই, হে আমাদের প্রভু" (কাসীর)।

২৯২৪। আকাশ-মণ্ডলের সৃষ্টিসহ উহাতে চন্দ্র-সূর্যের অবস্থান নির্ধারণ করতঃ পৃথিবীর পরিসর, বিস্তার এবং উহাতে শস্যাদি উৎপাদনের ব্যবস্থা-সম্পাদন ও তদনুরূপ অন্যান্য বিষয়ের উল্লেখ করিবার পর এই আয়াতে মানব-সৃষ্টির কথা বলা হইয়াছে। 'তিনি মানুষকে খন্ খনে পাত্রের ন্যায় শুষ্ক মৃত্তিকা হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন' বাক্যটির অর্থ এই হইতে পারে যে, মানুষকে এমন বস্তু-উপাদানের সমন্বয়ে সৃষ্টি করা হইয়াছে যাহার মধ্যে কথা বলার গুণ ও শক্তি নিহিত রহিয়াছে। 'সালসাল' তখনই শব্দ করে, যখন বাহিরের কোন বস্তু দ্বারা ইহাকে আঘাত করা হয়। মানুষের ক্ষেত্রে ইহার ব্যবহার, এই কথার ইঙ্গিত বহন করে যে, তাহার প্রতিধ্বনি বা প্রত্যুত্তর দানের ক্ষমতা, বাণী গ্রহণের সামর্থ্যের উপর নির্ভরশীল। মানুষের সৃষ্টি ও আধ্যাত্মিক উন্নতির তিনটি ভিন্ন ভিন্ন স্তর বুঝাইবার জন্য কুরআনে তিনটি শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। প্রথম স্তরটি বুঝাইতে বলা হইয়াছে, "আল্লাহ্‌তা'লা তাহাকে (মানুষকে) মাটি হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন" (৩ঃ৬০)। দ্বিতীয় ধাপটি বুঝাইতে বলা হইয়াছে "তিনিই তোমাদিগকে কাদা হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন" (৬ঃ৩); ইহা দ্বারা বুঝায় যে, ঐশী-বাণীরূপ পানির ছিটা পাইয়া মানুষ ভাল-মন্দ বিচার করিবার শক্তি অর্জন করে। মানুষের তৃতীয় স্তরকে বলা হইয়াছে "খন্ খনে পাত্রের ন্যায়', এই ধাপে মানুষকে দুঃখ-কষ্ট ইত্যাদির দ্বারা অগ্নি-পরীক্ষা করাইয়া নেওয়া হয়। যখন এই অগ্নি-পরীক্ষার সব বিষয়ে সে কৃতকার্যতার সহিত পাশ করে এবং আধ্যাত্মিক পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, তখন তাহার ভাগ্যে খোদা-মিলন ঘটে।

وَخَلَقَ الْجَآنَّ مِنْ مَّارِجٍ مِّنْ نَّارٍ ﴿١٥﴾

১৬। এবং জিন্‌কে সৃষ্টি করিয়াছেন আগুনের শিখা হইতে।[২৯২৫]

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿١٦﴾

১৭। অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করিবে ?

رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ ﴿١٧﴾

১৮। তিনি দুইটি পূর্বেরও প্রতিপালক এবং দুইটি পশ্চিমেরও প্রতিপালক।[২৯২৬]

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿١٨﴾

১৯। অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করিবে ?

مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيٰنِ ﴿١٩﴾

২০। তিনি দুই সমুদ্রকে এমনভাবে প্রবাহিত করিয়াছেন যে, (এক সময়ে) উভয়ে মিলিত হইবে।[২৯২৭]

بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيٰنِ ﴿٢٠﴾

২১। (বর্তমানে) উভয়ের মধ্যে এক প্রতিবন্ধক আছে (যাহার দরুন) উহারা একে অপরের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না।

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٢١﴾

২২। অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করিবে ?

يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ ﴿٢٢﴾

২৩। উভয় (সমুদ্র) হইতে মুক্তা এবং প্রবাল বহির্গত হয়।[২৯২৮]

২৯২৫। ১৫ঃ২৮ দেখুন

২৯২৬। পৃথিবীর প্রত্যেকটি স্থান অপর স্থানের পূর্ব বা পশ্চিমে হইবে, প্রত্যেক স্থান অপর স্থানগুলির তুলনায় পূর্ব ও পশ্চিম। এই ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয়টিকেই দুই পূর্ব ও দুই পশ্চিম বলা হইয়াছে। তদুপরি, পৃথিবীর আকৃতি গোল হওয়ায়, পূর্ব গোলার্ধের পূর্বদিক পশ্চিম গোলার্ধের পশ্চিম, এবং পশ্চিম গোলার্ধের পশ্চিম পূর্ব গোলার্ধের পূর্বদিক হইয়া যায়। এইভাবেও দুই পূর্ব ও দুই পশ্চিম আছে। আধুনিক কালের রাজনৈতিক ভাষাতেও দুই পূর্ব, দুই পশ্চিম সুবিদিত, যথা মধ্য প্রাচ্য ও দূরপ্রাচ্য এবং দুই পশ্চিম ইউরোপ ও আমেরিকা। এই আয়াতটি এই কথার প্রতি ইশারা করিতেছে যে, আল্লাহ্‌ই সমগ্র বিশ্বের অধিপতি, তাই কুরআনের আলো পূর্ব গোলার্ধেই সীমাবদ্ধ থাকিবে না, তাহা পশ্চিম গোলার্ধকেও আলোকিত করিবে। "পৃথিবী তাহার প্রতিপালকের জ্যোতিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে" (৩৯ঃ৭০)।

২৯২৭। 'দুই জলরাশি' মানে লোহিত সাগর ও ভূমধ্য সাগর অথবা প্রশান্ত মহাসাগর ও আটলান্টিক মহাসাগর হইতে পারে কিংবা উভয় জোড়াই বুঝাইতে পারে। এই আয়াতে এক বিরাট ভবিষ্যদ্বাণী রহিয়াছে, যাহা সুয়েজ খাল ও পানামা খাল খননের মাধ্যমে সুস্পষ্টভাবে বাস্তবায়িত হইয়াছে। সুয়েজ খাল ভূমধ্য সাগরকে লোহিত সাগরের সাথে সংযোগ করিয়াছে আর পানামা খাল সংযোগ করিয়াছে প্রশান্ত মহাসাগরকে আটলান্টিক মহাসাগরের সাথে। এই ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা দেখিতে বিশ্বের মানুষকে তেরশত বৎসর অপেক্ষা করিতে হইয়াছে। এই 'দুই জলরাশি দ্বারা' অন্য অর্থও বুঝাইতে পারে, যেমন প্রকৃতি-বিজ্ঞান ও আধ্যাত্ম-বিজ্ঞান, অথবা প্রাকৃতিক নিয়ম-কানূন ও ঐশী-বাণী। শেষোক্ত দুইটি ভাবধারাকে ভুলবশতঃ পরস্পর বিপরীত মুখী মনে করা হয়, যদিও আসলে এই দুইটি পরস্পরের সহায়ক ও সম্পূরক। প্রাকৃতিক নিয়ম হইল আল্লাহ্‌র কাজ এবং ঐশী-বাণী (ওহী-ইলহাম) হইল আল্লাহ্‌র কথা। তাঁহার কথা ও কাজে কোনরূপ গরমিল থাকিতে পারে না।

২৯২৮। আশ্চর্যের বিষয় মণি, মুক্তা ও প্রবাল উভয় বস্তুই সুয়েজ খাল ও পানামা খাল দ্বারা সংযুক্ত সমুদ্র হইতে পাওয়া যায়। এস্থলে মণি, মুক্তা ও প্রবালের উল্লেখ করিয়া সেই সব সমুদ্রকে চিহ্নিত করা হইয়াছে যেইগুলি ভবিষ্যতে সংযুক্ত হওয়ার কথা বলা হইয়াছে। প্রকাশ থাকে যে, সব সমুদ্রে মণি, মুক্তা ও প্রবাল উৎপন্ন হয় না।

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٢٤﴾

২৪। অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করিবে ?

وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَـَٔاتُ فِي الْبَحْرِ كَالْاَعْلَامِ ﴿٢٥﴾

২৫। এবং সমুদ্রবক্ষেঃ পর্বতের ন্যায় সুউচ্চ দ্রুতগামী জাহাজগুলি তাঁহারই।[২৯২৯]

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٢٦﴾

২৬। অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করিবে ?

[২৬] ১১

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ﴿٢٧﴾

২৭। উহার (ভূপৃষ্ঠের) উপর যাহা কিছু আছে সবই নশ্বর,[২৯৩০]

وَّيَبْقٰى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلٰلِ وَالْاِكْرَامِ ﴿٢٨﴾

২৮। এবং অবিনশ্বর হইয়া থাকিবে (কেবল) তোমার প্রতিপালকের সত্তা[২৯৩১] যিনি প্রতাপ এবং সম্মানের অধিপতি।

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٢٩﴾

২৯। অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করিবে ?

يَسْـَٔلُهٗ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِيْ شَاْنٍ ﴿٣٠﴾

৩০। আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে যাহারা আছে সকলেই তাঁহার নিকট যাচ্ঞা করে। প্রতিদিন তিনি নব নব মহিমায় প্রকাশিত হন।[২৯৩২]

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٣١﴾

৩১। অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করিবে ?

سَنَفْرُغُ لَكُمْ اَيُّهَ الثَّقَلٰنِ ﴿٣٢﴾

৩২। হে 'ইনসান ও জিন্ন'-এর দুই শক্তিশালী দল ! আমরা অচিরেই তোমাদের প্রতি মনোনিবেশ করিব,[২৯৩৩]

২৯২৯। আধুনিক কালের সুবৃহৎ সমুদ্রগামী লাখ টনের জাহাজ, যাহা সমুদ্রের বুকে পাহাড়ের মত দেখায়, উহার কথা এখানে বলা হইয়াছে। পাশ্চাত্যের জাতিগুলি বিশাল সমুদ্র পথের সদ্ব্যবহার করিয়া সওদাগরী বাণিজ্যের মাধ্যমে যে উন্নতি লাভ ও প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, এই সূরাতে উহারই চিত্র তুলিয়া ধরা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

২৯৩০। সারা বিশ্বই ক্ষয় ও ধ্বংসের অধীন এবং বিশ্ব-চরাচরের সবকিছুই একদিন বিলীন হইয়া যাইবে। কেবল মাত্র আল্লাহ্‌তা'লাই অনন্ত কাল থাকিবেন, কেননা একমাত্র তিনিই স্বয়ংসম্পূর্ণ ও সকলের ভরসা-স্থল।

২৯৩১। 'ওয়াজহ্' অর্থ যে বস্তু একজনের হেফাযতে থাকে বা যে বস্তুর প্রতি একজনের প্রখর দৃষ্টি থাকে (২৮ঃ৮৯), বস্তুটির মালিক স্বয়ং, অনুগ্রহ, মুখমণ্ডল (আকরাব)। যদিও পৃথিবী বিলীন হইয়া যাইবে, মহাকাশের বস্তুগুলি নিশ্চিহ্ন হইয়া পড়িবে এবং বিশ্ব-জগতের সকল বস্তুই অনস্তিত্বে মিশিয়া যাইবে, তথাপি মানুষের যুক্তি ইহাই দাবী করে যে, একটি এমন অস্তিত্ব থাকা উচিত,যে মরে না, পরিবর্তিত হয় না এবং ক্ষয়প্রাপ্তও হয় না। আর সেই অনাদি-অনন্ত অস্তিত্বই হইলেন আল্লাহ্ যিনি বিশ্ব- জগত সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তিনি সবকিছুর প্রথম ও শেষ কারণ। এই আয়াত ও পূর্ববর্তী আয়াতগুলি একত্রে দুইটি অপরিবর্তনীয় প্রাকৃতিক বিধানের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে, যাহা সর্বদা ক্রিয়াশীল রহিয়াছেঃ- (১) প্রতিটি বস্তুই ক্ষয়, অধঃপতন ও লয় প্রাপ্ত হয়, (২) ঐশী বিধি-বিধান পালনের দ্বারা জীবন-ধারা অব্যাহত থাকে।

২৯৩২। সকল প্রাণীই তাহাদের জীবন ধারণের জন্য আল্লাহ্‌র উপর নির্ভরশীল, তিনিই তাহাদের স্রষ্টা, পালন-কর্তা ও বর্ধন-কর্তা। তাঁহার গুণাবলী অনন্ত ও গণনাতীত।এই গুণাবলী অনবরত বিভিন্নভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়া চলিয়াছে।

২৯৩৩। 'আস্ সাকালান' মানে দুইটি ওজনদার ভারী বস্তু (লেইন)। পূর্বাপর প্রসঙ্গ অনুসারে, 'সাকালান' শব্দটি মানুষ ও জিন্নকে বুঝাইতে পারে, অথবা আরব ও অনারবকে বুঝাইতে পারে। তাছাড়া, আধুনিক রাজনৈতিক বাগ্‌ধারার দুইটি বিশিষ্ট পরাশক্তি, রাশিয়া ও উহার মিত্রশক্তিগুলি এবং যুক্তরাষ্ট্র ও উহার মিত্রশক্তিগুলি,এই দুই মহাশক্তিকে বুঝাইয়া থাকিতে পারে। এমনকি, ইহা একদিকে পুঁজিবাদী শক্তি ও

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٣٣﴾

৩৩। অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করিবে ?

يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ تَنْفُذُوْا مِنْ اَقْطَارِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ فَانْفُذُوْا ؕ لَا تَنْفُذُوْنَ اِلَّا بِسُلْطٰنٍ ﴿٣٤﴾

৩৪। হে জিন্ ও ইনসানের দল ! যদি তোমরা আকাশ এবং পৃথিবীর প্রান্তসমূহ ভেদ করিয়া যাইতে পার, তাহা হইলে ভেদ করিয়া যাও। তোমরা (সর্বাধিপতির) কর্তৃত্ব ব্যতিরেকে [২৯৩৪] আদৌ ভেদ করিয়া যাইতে পারিবে না।

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٣٥﴾

৩৫। অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করিবে ?

يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّنْ نَّارٍ ۙ وَّنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرٰنِ ﴿٣٦﴾

৩৬। তোমাদের উভয়ের উপর অগ্নি-শিখা এবং গলিত তাম্র [২৯৩৫] প্রেরণ করা হইবে, তখন তোমরা (উহা হইতে বাঁচার জন্য) একে অপরের সাহায্য করিতে পারিবে না।

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٣٧﴾

৩৭। অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করিবে ?

فَاِذَا انْشَقَّتِ السَّمَآءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ ﴿٣٨﴾

৩৮। এবং যখন আকাশ বিদীর্ণ হইবে এবং উহা রক্তবর্ণ চামড়ার ন্যায় লাল হইবে। [২৯৩৬]

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٣٩﴾

৩৯। অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করিবে ?

অপরদিকে সাম্যবাদী শক্তি, এতদুভয়ের মোকাবিলাকেও বুঝাইতে পারে। যেভাবে দুই পরাশক্তি নিজেদেরকে একে অপরের মোকাবিলায় পরিচালিত করিতেছে, তাহাতে মনে হয়, যে কোন দিন তাহারা পরস্পরের বিরুদ্ধে মরণ-যুদ্ধে ঝাঁপাইয়া পড়িতে পারে। আর ইহার সাথে সাথে, শত শত বৎসরের মানব-শ্রমে গড়িয়া উঠা সভ্যতা ও জ্ঞান-বিজ্ঞান ধূলিসাৎ হইয়া যাইবে এবং জীব-জগৎ প্রায় জীবন-শূন্য হইয়া পড়িবে। এই আয়াতে এই সাবধান-বাণী উচ্চারণ করা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

২৯৩৪। এই আয়াতটিকে নানাভাবে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। একটি ব্যাখ্যা এই যে, বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকগণ যাহারা বস্তু-বিজ্ঞানের উন্নতিতে চরমত্ব লাভ করিয়াছেন বলিয়া গর্ব বোধ করেন, তাহাদিগকে এই আয়াতে বলা হইতেছে যে, জ্ঞান-বিজ্ঞানে তাহারা যত উন্নতিই করুক না কেন, যেসব প্রাকৃতিক আইন-কানুন বিশ্ব-জগতের চালিকা শক্তিরূপে কাজ করিয়া বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণে রাখিয়াছে, সেই সব আইন-কানুন তাহারা কখনও সম্পূর্ণ মাত্রায় আয়ত্ত করিতে পারিবে না। যত চেষ্টাই তাহারা করুক না কেন সর্বাধিপতি আল্লাহ্‌র কর্তৃত্ব ব্যতিরেকে তাহারা সফলকাম হইবে না। ইহার অর্থ ইহাও হইতে পারে যে,'তোমরা আকাশ ভেদ করিয়া যেখানেই যাও না কেন তোমরা দেখিতে পাইবে যে, সেখানেও আল্লাহ্‌র বাদশাহাত বিরাজ করিতেছে'। অন্য একটি ব্যাখ্যা হইলঃ এই আয়াত পাপীদিগকে সাবধান করিয়া বলিতেছে যে, তোমরা দুঃসাহসিকতার সহিত পৃথিবী ও আকাশের সীমা ভেদ করিয়া যাইতে চাহ, কিন্তু ঐশী-বিধানকে অবজ্ঞাভরে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করিলে কখনও বিনা শাস্তিতে পরিত্রাণ পাইবে না। এই আয়াতে বর্তমান যামানার রকেট, স্পুটনিক ইত্যাদি মহাকাশ পাড়ি দিবার খেয়াযানগুলির প্রতিও ইঙ্গিত থাকিতে পারে, যাহা দ্বারা আমেরিকা ও রাশিয়া গ্রহ হইতে গ্রহান্তরে যাইবার চিন্তা-ভাবনা করিতেছে। তাহাদিগকে বলা হইতেছে যে, বড়জোর তাহারা কতকগুলি গ্রহ-উপগ্রহে যাইতে পারে, কিন্তু আল্লাহ্‌র বিশ্ব-মহাবিশ্ব তো অসীম ও ধারণাতীত।

২৯৩৫। এই আয়াতে বলা হইতেছে যে, পরস্পর শত্রুতায় লিপ্ত এই দুইটি শক্তিজোট মহাভীতিপূর্ণ প্রলয়ঙ্করী শাস্তিতে নিপতিত হইতে পারে। মনে হয় বিশ্ব এখন এক মহা অগ্নি-কুণ্ডের তীরে দাঁড়াইয়া ভাবিতেছে, কখন না জানি এর লেলিহান অগ্নিশিখায় সমগ্র বিশ্ব-সভ্যতা একেবারে জ্বলিয়া পুড়িয়া ভস্মীভূত হইয়া যায়।

২৯৩৬। যে শাস্তি সম্বন্ধে ভীতিপূর্ণ সতর্কবাণী উচ্চারিত হইয়াছে উহার বর্ণনা ও চিত্র কত ভয়ঙ্কর !

৪০। এবং সেদিন না মানুষ তাহার পাপ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইবে এবং না জিন্ন।[২৯৩৭]

فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُسْـَٔلُ عَنْ ذَنْۢبِهٖٓ اِنْسٌ وَّلَا جَآنٌّ ۚ﴿٣٩﴾

৪১। অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করিবে ?

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٤٠﴾

৪২। অপরাধীগণকে তাহাদের (চেহারার) লক্ষণাবলী দ্বারা চিনা যাইবে, এবং তাহাদিগকে তাহাদের মাথার ঝুঁটি এবং পা ধরিয়া গ্রেপ্তার করা হইবে।

يُعْرَفُ الْمُجْرِمُوْنَ بِسِيْمٰهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِيْ وَالْاَقْدَامِ ۚ﴿٤١﴾

৪৩। অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করিবে ?

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٤٢﴾

৪৪। (এবং তাহাদিগকে বলা হইবে) 'ইহাই সেই জাহান্নাম যাহা অপরাধীরা অস্বীকার করিত;

هٰذِهٖ جَهَنَّمُ الَّتِيْ يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُوْنَ ۚ﴿٤٣﴾

৪৫। তাহারা ইহার মধ্যে এবং ফুটন্ত গরম পানির[২৯৩৮] মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইবে।'

يَطُوْفُوْنَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيْمٍ اٰنٍ ۚ﴿٤٤﴾

৪৬। অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করিবে ?

ع ٢ ١٢ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٤٥﴾ [২০] ১২

৪৭। যে ব্যক্তি তাহার প্রতিপালকের সমীপে দণ্ডায়মান হইতে ভয় পায় তাহার জন্য দুইটি জান্নাত আছে—[২৯৩৯]

وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ جَنَّتٰنِ ۚ﴿٤٦﴾

২৯৩৭। দোষীগণের অপকর্ম্মের ছবি তাহাদের চোখে-মুখেই ফুটিয়া উঠিবে; তাহারা ঐ সব পাপকর্ম্ম করিয়াছে, কি করে নাই, এইরূপ প্রশ্নের কোনই প্রয়োজন হইবে না। কুরআনের অন্যত্র (৪১ঃ২১) বলা হইয়াছে, অবিশ্বাসীদের শারীরিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তাহাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দান করিবে।

২৯৩৮। পূর্ববর্তী কয়েকটি আয়াত আলোচ্য আয়াতের সহিত মিলিত হইয়া, ঐ সময়ে মানুষের অস্বস্তিকর অবস্থার চিত্র তুলিয়া ধরিয়াছে, যখন পূর্ব্বোল্লিখিত দুই পরা-শক্তি পরস্পরের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবে এবং আণবিক যুদ্ধ-ভীতি মানুষের মাথার উপরে শানিত তরবারির মত ঝুলিবে। বর্তমান কালের আন্তর্জাতিক জোট বাধার ও মানসিক দুশ্চিন্তার পরিণামে নজিরবিহীন এক মহাযুদ্ধ সংঘটিত হইবে যাহার ব্যাপক ধ্বংসলীলা হইতে কেহই রক্ষা পাইবে না। যুদ্ধতো কার্যতঃ দোযখ-তুল্য হইবে, কিন্তু ইহার জন্য যে প্রস্তুতি চলিতেছে, তাহাতেই মানব বিভিন্ন ধরণের স্থায়ী যন্ত্রণার মধ্যে বসবাস করিতেছে। এক ধরণের যন্ত্রণা দূরীভূত না হইতেই অন্যান্য ধরণের যন্ত্রণা আসিয়া উপস্থিত হইতেছে।

২৯৩৯। দুইটি বাগান (বেহেশ্‌ত্) বলিতে বুঝাইতে পারেঃ- (১) সৎভাবে জীবন যাপনের ফলে মনে যে অনাবিল শান্তি বিরাজ করে তাহা এবং দৈহিক ভোগ-বিলাসে মত্ত জীবনে যে জ্বালাময়ী ও যন্ত্রণার উদ্রেক হয়, তাহা হইতে মুক্তি। আল্লাহ্‌তা'লার খাতিরে ইহজগতের লোভ-লালসা ও অবৈধ কামনা-বাসনা হইতে দূরে থাকাই হইল একটি 'বাগান'। (২) অপর বাগানটি হইল পরজগতে আল্লাহ্‌তা'লার সন্তুষ্টির মধ্যে অবস্থান লাভ। একজন সত্যিকার বিশ্বাসী ইহাজগতেও আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের ছায়াতলে এমনি আশীষমণ্ডিত জীবন যাপন করে যে, কোন দুঃখ-কষ্টই তাহাকে বিচলিত করে না। ইহাই এই পৃথিবীতে বেহেশ্‌ত যাহা আল্লাহ্-ভীরু সজ্জনকে ইহলোকে প্রদান করা হইয়া থাকে, যাহার মধ্যে সে সদা-সর্বদা দিন কাটায়। পরলোকের প্রতিশ্রুত বেহেশ্‌ত, ইহকালের বেহেশ্‌তেরই প্রতিচ্ছবি। ইহলোকে ভোগ-করা আধ্যাত্মিক স্বাদ ও কল্যাণই পরলোকে অধিকতর স্পষ্টভাবে বাস্তবে রূপায়িত হইবে। সত্যিকার মো'মেন বান্দার এই বেহেশ্‌তী অবস্থাকে কুরআনের ১০ঃ৬৫ ও ৪১ঃ৩২ আয়তদ্বয়ে বর্ণনা করা হইয়াছে। তাহা ছাড়া, দুইটি বাগান বলিতে দুই জোড়া নদী-বিধৌত দুইটি উর্বর উপত্যকাকেও বুঝাইতে পারে, যাহার একটি হইতেছে সেই উপত্যকা যাহা জাইহান ও সাইহান নদীর মধ্যে অবস্থিত থাকিয়া উভয় নদী হইতে পানি-সিঞ্চন পায় এবং অপরটি হইতেছে ফুরাত ও নীল নদের মধ্যেবর্তী এলাকা যাহা এই নদীদ্বয় হইতে পানি লাভ করে। হাদীসে এই নদীগুলিকে জান্নাতের নদী বলা হইয়াছে (মুসলিম)। খলীফা

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٤٨﴾

৪৮। অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করিবে ?

ذَوَاتَآ اَفْنَانٍ ﴿٤٩﴾

৪৯। উভয়ই ঘন শাখা [২৯৪০] বিশিষ্ট (বৃক্ষরাজিপূর্ণ) হইবে।

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٥٠﴾

৫০। অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করিবে ?

فِيْهِمَا عَيْنٰنِ تَجْرِيٰنِ ﴿٥١﴾

৫১। উভয়ের মধ্যে দুইটি ঝরণা প্রবাহিত থাকিবে। [২৯৪১]

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٥٢﴾

৫২। অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করিবে।

فِيْهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجٰنِ ﴿٥٣﴾

৫৩। উভয়ের মধ্যে প্রত্যেক প্রকারের ফল জোড়া জোড়া থাকিবে। [২৯৪২]

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٥٤﴾

৫৪। অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করিবে ?

مُتَّكِـِٕيْنَ عَلٰى فُرُشٍۭ بَطَآئِنُهَا مِنْ اِسْتَبْرَقٍ ؕ وَجَنَا الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ ﴿٥٥﴾

৫৫। তাহারা এমন সজ্জাসমূহের উপর তাকিয়ায় হেলান দিয়া উপবিষ্ট থাকিবে যাহার আস্তর হইবে ঘন রেশমের এবং উভয় বাগানের [২৯৪৩] ফল (ভারে ঝুঁকিয়া) নিকটবর্তী হইবে।

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٥٦﴾

৫৬। অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করিবে ?

হযরত উমর (রাঃ)-এর আমলে এই দুইটি এলাকাই মুসলমানদের অধিকারে আসে।

২৯৪০। এই পৃথিবীর বুকে প্রকৃত মুসলমান আল্লাহ্‌র দিকে তাকাইয়া বিভিন্ন ধরণের কষ্ট সহ্য করিয়া, ধৈর্য ধারণপূর্বক সৎভাবে জীবন যাপন করেন এবং সুচারুরূপে ধর্ম-কর্ম সম্পাদন করেন। কাজেই, ইহকালীন ধৈর্য-ধারণ, কষ্ট-বরণ এবং সৎকর্মময় ধর্ম-পরায়ণতা পরকালে বিভিন্ন স্বাদের ফুল-ফল রূপে বিশ্বাসীগণকে প্রদান করা হইবে।

২৯৪১। 'মুক্ত প্রবহমান দুইটি স্রোতস্বিনী' অর্থে, 'হুকূকুল্লাহ্' (আল্লাহ্‌র প্রতি কর্তব্য) ও 'হুকূকুল ইবাদ' (মানবের প্রতি কর্তব্য) এই দুই কর্তব্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের আধ্যাত্মিক প্রতিচ্ছবিকে বুঝাইয়া থাকিবে। এই দুইটি শুভ কর্ম পরকালে দুইটি প্রবহমান ঝর্ণারূপে বিশ্বাসীদের আনন্দ বর্ধন করিবে। যেহেতু সত্যিকারের বিশ্বাসী ব্যক্তি এই দুইটি কর্তব্যকে সর্বদা অবিরাম সম্পাদন করিয়া যান, সেই হেতু, ঐ দুইটি ঝর্ণাকেও অবিরাম বহমান বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

২৯৪২। 'জোড়া-জোড়া ফল' আবার রূপক বর্ণার মাধ্যমে, মো'মেন ব্যক্তির দুইটি বিশেষ কর্তব্য সম্পাদনের পারলৌকিক প্রতিফলনকে বুঝানো হইয়াছে। সেই দুইটি কর্তব্যঃ- (১) ঐ সব কাজ যাহা তাঁহারা স্বীয় আধ্যাত্মিক উন্নতি-কল্পে করিয়া থাকেন এবং (২) ঐ সব কাজ যাহা তাহারা মানব-সেবার মহতী উদ্দেশ্যে করিয়া থাকেন।

২৯৪৩। "দুইটি জান্নাত"এর কথা তিনবার এই সূরাত উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহা এই জন্য করা হইয়াছে, যাহাতে বেহেশ্‌তের মহান নেয়ামতের বৈচিত্র্য ও অজস্র ধারা মানুষের মনে ভালভাবে অঙ্কিত হইয়া যায়। এই সব তো সদাচারী বিশ্বাসীরা পরলোকে পাইবেনই, ইহলোকেও ইহার নমুনাসমূহ প্রাপ্ত হইবেন।

فِيْهِنَّ قٰصِرٰتُ الطَّرْفِ ۙ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ
اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَآنٌّ ﴿٥٦﴾

৫৬। সেইগুলির মধ্যে থাকিবে আনত-নয়না নারীগণ[২৯৪৪] যাহাদিগকে তাহাদের (জান্নাতবাসীগণের) পূর্বে কোন মানুষও স্পর্শ করে নাই এবং কোন জিন্নও না—[২৯৪৫]

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٥٧﴾

৫৭। অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করিবে ?

كَاَنَّهُنَّ الْيَاقُوْتُ وَالْمَرْجَانُ ﴿٥٨﴾

৫৮। (দেখিতে) তাহারা যেন ইয়াকূত (লোহিত পদ্মরাগমণি) এবং প্রবাল;[২৯৪৬]

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٥٩﴾

৫৯। অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করিবে ?

هَلْ جَزَآءُ الْاِحْسَانِ اِلَّا الْاِحْسَانُ ﴿٦٠﴾

৬০। ইহ্‌সানের (সদাচরণের) বিনিময় ইহ্‌সান (সদাচরণ) ব্যতীত আর কি হইতে পারে ?[২৯৪৭]

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٦١﴾

৬১। অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করিবে ?

وَمِنْ دُوْنِهِمَا جَنَّتٰنِ ﴿٦٢﴾

৬২। এবং এই জান্নাতদ্বয় ব্যতীত আরও দুইটি জান্নাত আছে—[২৯৪৮]

২৯৪৪। 'আনতনয়না' কথাটি দ্বারা ইহাই বুঝায় যে, তাহাদের সার্বিক মনোযোগ আল্লাহ্‌র দিকে নিবদ্ধ থাকিবে এবং আল্লাহ্‌তা'লা ছাড়া অন্য কাহারও দিকে তাহারা তাকাইবে না।

২৯৪৫। মানুষের দ্বারা স্পৃষ্ট হওয়া তো দূরের কথা, তাহাদের হৃদয়ে কোন কুচিন্তাও প্রবেশাধিকার পায় নাই। জিন্ন শব্দের একটি অর্থ ইহাও হইতে পারে, ঐ সকল অদৃশ্যমান জিনিষ যাহা মনের কুপ্রবৃত্তিকে জাগাইয়া তোলে। এখানে আবার এই কথার পুনরাবৃত্তি করা প্রয়োজন যে, ইসলামের ধ্যাণ-ধারণা মতে বেহেশ্‌তের নেয়ামতসমূহ ইহলোকের বৈধ আনন্দসমূহের সহিত সাদৃশ্যপূর্ণ হইবে। বেহেশ্‌তেও প্রাসাদ, অট্টালিকা, বাগান, নদ-নদী, ঝর্ণা প্রবাহ, বৃক্ষরাজি, ফল-ফুল, স্ত্রী-পুত্র, বন্ধু-বান্ধব ইত্যাদি থাকিবে, তবে ইহজগতের বস্তু-নিচয় হইতে ঐগুলির প্রকৃতি হইবে ভিন্ন। বাস্তবিক পক্ষে, ঐগুলি হইবে ধার্মিকগণের ইহলোকে সম্পাদিত সৎকর্মসমূহের আধ্যাত্মিক প্রকাশ।

২৯৪৬। ৫৭ আয়াতে বেহেশ্‌তে বিশ্বাসী দম্পতির মন ও হৃদয়কে পবিত্র বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, এই আয়াতে আসিয়া তাহাদের ব্যক্তি-সৌন্দর্যের কথা বলা হইয়াছে।

২৯৪৭। 'ইহ্‌সান' শব্দের অর্থ 'আল্লাহ্‌র এমনভাবে ইবাদত করা যেন ইবাদতকারী তাঁহাকে স্বচক্ষে দেখিতেছে অথবা অন্ততঃ এতটুকু একাগ্রতা থাকা যে, আল্লাহ্‌ তাহাকে স্বয়ং দেখিতেছেন' (বুখারী)। ইহার অর্থ বা তাৎপর্য এই যে, সত্যিকার মো'মেন প্রতিটি কাজ-কর্ম ও পদক্ষেপ নিবার সময় আল্লাহ্‌তা'লাকে তাহার চোখের সামনে রাখে। আর ইহার ফল স্বরূপ সে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিরূপ পুরস্কারে ভূষিত হয়। আর এই আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিই সমুদয় বেহেশ্‌তী পুরস্কারের সামগ্রিক রূপ।

২৯৪৮। ৪৭ আয়াতে উল্লেখকৃত 'দুই বাগান' বেহেশ্‌তের, এবং এই আয়াতে উল্লেখকৃত 'দুই বাগান' ইহজগতের হইতে পারে। মুসলমানগণকে পরলোকের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল এবং ইহার বাস্তবতার প্রমাণ স্বরূপ এই জগতেও বাগান দানের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় এবং শেষোক্ত প্রতিশ্রুতি বাস্তবে পরিণত করিয়া দেখানোও হয় যখন মুসলমানরা মিশর ও ইরাকের উর্বর উপত্যকাগুলি জয় করিয়া নিজেদের দখলে আনে। কিন্তু ৪৭ আয়াতে বর্ণিত 'দুই বাগান' বর্ণনার দিক দিয়া এই আয়াতের 'দুই বাগানের' বর্ণনা হইতে ভিন্ন। ইহাতে বুঝা যায় যে, দুই ধরণের মো'মেনদের কথা বলা হইয়াছে। ৪৭ আয়াতে বর্ণিত বাগান যে ধরণের মো'মেনদিগকে দিবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে, তাহারা ঐ সকল মো'মেনদের চাইতে উচ্চতর মর্যাদা-বিশিষ্ট যাহাদিগকে আলোচ্য আয়াতে বাগান দানের কথা বলা হইয়াছে। ৪৭ ও ৬৩ আয়াত, এই দুইটি আয়াতকে যত্নসহকারে তুলনা করিয়া পাঠ করিলে, এই সত্যটি উপলব্ধি করা যাইবে। এই দুই শ্রেণীর মো'মেনগণের কথা পরবর্তী সূরায় ১১ আয়াত ও ২৮ আয়াতে যথাক্রমে উল্লেখ করা হইয়াছে।

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٦٤﴾

৬৪। অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করিবে ?

مُدْهَآمَّتٰنِ ﴿٦٥﴾

৬৫। উভয়ই ঘন সবুজ হইবে—[২৯৪৯]

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٦٦﴾

৬৬। অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করিবে ?

فِيْهِمَا عَيْنٰنِ نَضَّاخَتٰنِ ﴿٦٧﴾

৬৭। উভয়ের মধ্যে দুইটি স্ববেগে উচ্ছলিত প্রবহমান ঝরণা[২৯৫০] থাকিবে।

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٦٨﴾

৬৮। অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করিবে ?

فِيْهِمَا فَاكِهَةٌ وَّنَخْلٌ وَّرُمَّانٌ ﴿٦٩﴾

৬৯। উভয়ের মধ্যে থাকিবে (নানারকম) ফল-ফলাদি, এবং খর্জুর এবং ডালিম।

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٧٠﴾

৭০। অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করিবে ?

فِيْهِنَّ خَيْرٰتٌ حِسَانٌ ﴿٧١﴾

৭১। ঐগুলির মধ্যে থাকিবে পুণ্যবতী এবং সুন্দরী রমণীগণ—[২৯৫১]

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٧٢﴾

৭২। অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করিবে ?

২৯৪৯। ৪৯ আয়াতে বর্ণিত বাগানগুলি বিভিন্ন জাতের বৃক্ষমালার দ্বারা সজ্জিত বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহা দ্বারা এই কথাই বুঝায় যে, মো'মেনগণকে এই বাগানগুলি প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে, তাহাদের সৎকর্মগুলিও জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত ছিল, জীবনের সকল শাখা-প্রশাখায় তাহারা উত্তম কার্য সম্পাদন করিয়াছেন। আর এই আয়াতে (৬৫ আয়াতে) বাগানগুলিকে ঘন-সবুজ পল্লবগুচ্ছে সজ্জিত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, ইহাতে মো'মেনগণের উত্তম কার্যের ব্যাপকতা, গভীরতা ও বিরামহীনতার কথা প্রকাশ পাইতেছে।

২৯৫০। এই আয়াতে (৬৭ আয়াতে) এবং ৫১ আয়াতে, বিশ্বাসীগণকে দুই পৃথক ধরণের প্রস্রবণ দানের প্রতিশ্রুতি রহিয়াছে। ৫১ আয়াতে বর্ণিত প্রস্রবণকে মুক্ত চলমান প্রবাহ-ধারা বলা হইয়াছে (তাজ্‌রিয়ানে)। ইহাতে বুঝা যায়, যে সকল মো'মেনগণকে ৫১ আয়াতের প্রস্রবণ দেওয়া হইবে, তাহারা হইবেন অতি উচ্চ আধ্যাত্মিক মর্যাদার অধিকারী যাহারা কোন পুরস্কার-প্রাপ্তির বাসনা না রাখিয়াই নিঃস্বার্থভাবে পরোপকারের কাজে নিজের জীবনকে অনুক্ষণ ব্যাপৃত রাখেন। কিন্তু আলোচ্য আয়াতের প্রতিশ্রুত প্রস্রবণকে 'নায্‌যাখাতান' বা 'সবেগে উচ্ছলিত প্রবহমান ঝরণা' বলা হইয়াছে। ইহা ঐ সকল মো'মেনগণের জন্য প্রতিশ্রুত যাহারা সাধারণভাবে সৎকর্মে নিয়োজিত থাকেন, সচরাচর পরোপকারও করেন। তাহাদের সৎকর্মের পরিধি এত বিস্তৃত ও বিভিন্নমুখী নহে, যতটা পূর্বোল্লিখিত উচ্চতর আধ্যাত্মিক পর্যায়ের ধার্মিকগণের।

২৯৫১। এই আয়াতে বর্ণিত 'হূর' বা কুমারীকে 'উত্তম ও সুন্দরী' বলা হইয়াছে, আর ৫৯ আয়াতের কুমারীগণকে ইয়াকুত চুনি-পান্না ও মনি-মুক্তা এবং প্রবাল আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। অতএব ইহারাও উত্তম ও অত্যুৎকৃষ্ট, মূল্যবান ও মহামূল্যবান দুই শ্রেণীতে বিভক্ত, যেমনি মো'মেনগণও উত্তম ও অত্যুচ্চ আধ্যাত্মিক মর্যাদাসম্পন্ন এই দুই শ্রেণীভুক্ত।

حُوْرٌ مَّقْصُوْرٰتٌ فِي الْخِيَامِ ﴿٧٢﴾

৭৩ । তাহারা সতী কৃষ্ণনয়না রূপসী হইবে যাহারা তাবুর মধ্যে সুরক্ষিত[২৯৫২] থাকিবে—

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٧٣﴾

৭৪ । অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করিবে ?

لَمْ يَطْمِثْهُنَّ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَآنٌّ ﴿٧٤﴾

৭৫ । যাহাদিগকে তাহাদের পূর্বে কোন মানুষও স্পর্শ করে নাই এবং কোন জিন্নও না—

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٧٥﴾

৭৬ । অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করিবে ?

مُتَّكِـِٕيْنَ عَلٰى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَّعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ ﴿٧٦﴾

৭৭ । তাহারা হেলান দিয়া উপবিষ্ট থাকিবে— সবুজ তাকিয়া এবং অতিসুন্দর গালিচার উপর ।[২৯৫৩]

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٧٧﴾

৭৮ । অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করিবে ?[২৯৫৪]

تَبٰرَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلٰلِ وَالْاِكْرَامِ ﴿٧٨﴾ ع ৩ [৩৩] ১৩

৭৯ । তোমার প্রতিপালকের নাম অতীব বরকতপূর্ণ, যিনি মহাপ্রতাপ এবং সম্মানের অধিপতি ।

২৯৫২ । ৫৭ আয়াতের 'আনত-নয়না' শব্দগুলি অতি উচ্চ পর্যায়ের বিনয় ও সতীত্ব প্রকাশ করে; 'তাবুতে সুরক্ষিত' বলিয়া এই আয়াতে বর্ণিত হূরগণ সাধারণভাবে বিনয় ও সতীত্বের অধিকারী ।

২৯৫৩ । আবার, ৫৫ আয়াতের মো'মেনগণ সম্বন্ধে ব্যবহৃত শব্দগুলি তাহাদের যত উচ্চতর মর্যাদা, সম্মান ও প্রতিপত্তি প্রকাশ করে, এই আয়াতে (৭৭) বর্ণিত বিশ্বাসীগণ সম্বন্ধে এত উচ্চ গুণ প্রকাশক শব্দাবলী ব্যবহৃত হয় নাই । এই আয়াতে আসিয়া দুই শ্রেণীর মো'মেনের তুলনামূলক বর্ণনা সমাপ্ত হইয়াছে । পরবর্তী সূরাতে, একশ্রেণীকে বলা হইয়াছে 'অগ্রগামী' (৫৬ঃ১১) এবং অপর শ্রেণীকে বলা হইয়াছে 'ডান দিকের সহচরগণ' (৫৬ঃ২৮)।

২৯৫৪ । এই আয়াতটি এই সূরাতে ৩১ বার ব্যবহৃত হইয়াছে । আয়াতটির বার বার ব্যবহার অনর্থক বা তাৎপর্যহীন নহে । মানুষের প্রতি আল্লাহ্‌তা'লার সীমাহীন আশীর্বাদ ও অনুগ্রহরাজির কথা এই সূরাটিতে বর্ণিত হইয়াছে । এই বহুবিধ ও সহস্রধারার দানের প্রেক্ষিতে চিন্তা করিলে এই বাক্যটির বারংবার উচ্চারণ যথার্থ বিবেচিত হইবে। এতবার স্মরণ করাইয়া দিলেও, অকৃতজ্ঞ মানুষ আল্লাহ্‌র কথা ভুলিয়া যায়। তাই, আল্লাহ্‌তা'লা বজ্র-কঠোর ভাষায় মানুষকে হুশিয়ার করিয়া দিয়াছেন, তাহারা যদি আত্মসংশোধন না করে, তাহা হইলে সর্ব-বিধ্বংসী আণবিক যুদ্ধের আকারে এমন ভয়াবহ ঐশী শাস্তি নামিয়া আসিবে যে, উহার দৃষ্টান্ত পূর্বেকার ইতিহাসের পাতায় খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না । আসন্ন মহাবিপদের এই যে সাবধান-বাণী, ইহাও প্রকারান্তরে আল্লাহ্‌তা'লার একটি করুণা বিশেষ ।

৫৬-সূরা আল্ ওয়াকে'আ

(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

নাযেল হওয়ার সময় ও প্রসঙ্গ

সূরা কাফ হইতে আরম্ভ করিয়া কাছাকাছি সময়ে অবতীর্ণ সাতটি সূরা আছে, যেগুলিকে এক গ্রুপভুক্ত করা যায় । সূরা ওয়াকেআ এই গ্রুপের শেষ সূরা । এই সূরাগুলি নবুওয়াতের প্রাথমিক পর্যায়ে মক্কায় অবতীর্ণ হইয়াছিল । স্বাভাবিক ভাবেই ভাষা, ভাব ও বিষয়ের দিক দিয়া ইহাদের মাঝে মিল রহিয়াছে । তবে পূর্ববর্তী সূরা আর্ রহ্মান ও এই সূরার মধ্যে যতটা ঘনিষ্ঠতা আছে, অন্য সূরাগুলির মধ্যে সাধারণ মিল থাকিলেও ততটা ঘনিষ্ঠতা নাই । সূরা আর্ রহ্মানের বিষয়াবলী এই সূরাতে আসিয়া শেষ হইয়াছে । তাই এই সূরাটি যুক্তি-সঙ্গতভাবেই সূরা আর্ রহ্মানের অব্যবহিত পরে স্থান পাইয়াছে । সূরা আর্ রহ্মানে তিন প্রকারের লোকের কথা ইঙ্গিতে উল্লেখ করা হইয়াছে, যেমনঃ (১) সেই সব ভাগ্যবান ব্যক্তিবর্গ যাহাদিগকে আল্লাহ্তা'লার বিশেষ নৈকট্য মঞ্জুর করা হইয়াছে; (২) মো'মেনদের মধ্যে যাহারা সাধারণভাবে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করিয়াছেন; (৩) আল্লাহ্র প্রেরিত পুরুষগণকে প্রত্যাখ্যানকারীদের দল । এই সূরাতে, তাহাদের কথা ইঙ্গিতে নয় বরং প্রকাশ্যে উল্লেখ করা হইয়াছে । মৃত্যুর পর পুনরুত্থান, আল্লাহ্র কাছ হইতে ওহী-ইলহামের অবতরণ এবং পৌত্তলিকতার অসারতা ইত্যাদি প্রয়োজনীয় ও সময়োপযোগী বিষয়াদি-সম্বলিত এই সূরা নবুওয়াতের প্রথম দিকে মক্কাতে অবতীর্ণ হওয়া তাৎপর্যপূর্ণ ছিল । কেননা মক্কার কুরায়শগণ পৌত্তলিকতায় আপাদমস্তক এরূপ নিমগ্ন ছিল যে, পুনরুত্থান, ওহী-ইলহাম বা ঐশী-বাণীতে বিশ্বাস স্থাপন ইত্যাদির কথা তাহাদের চিন্তার বাহিরে ছিল । কুরায়শরাই ছিল কুরআনের বাণীর প্রথম সম্বোধিত জাতি । এই সপ্ত-সূরায় পুনরুত্থানের অনিবার্যতা সম্বন্ধে জোরালো উপস্থাপনের পাশা-পাশি, ইসলামের গৌরবময় ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছে, এই উদ্দেশ্যে যে, ইসলামের উন্নতির ভবিষ্যদ্বাণীগুলি যদি বাস্তব-সত্যে পরিণত হয়, তাহা হইলে, স্থিরনিশ্চিতভাবে ইহাও প্রমাণিত হইয়া যাইবে যে পুনরুত্থানের কথাও অপ্রতিরোধ্য সত্য ।

বিষয়-বস্তু

পূর্ববর্তী সূরাতে যে অনিবার্য মহাঘটনার অটল ভবিষ্যদ্বাণী অত্যন্ত দৃঢ়তার সহিত উদাত্ত ভাষায় ঘোষণা করা হইয়াছিল তাহা নিশ্চয়ই সংঘটিত হইবে, এই বক্তব্য দ্বারা এ সূরাটির শুরু হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে যে, যখন ঐ মহাবিধ্বংসী ঘটনাটি ঘটিয়া যাইবে তখন পৃথিবীর তলদেশ পর্যন্ত কাঁপিয়া উঠিবে, পাহাড়-পর্বত চূর্ণ-বিচূর্ণ হইবে এবং বিধ্বস্ত বিশ্বের ছাই-মাটি হইতে এক নূতন পৃথিবীর অভ্যুদয় ঘটিবে । এই ঘটনার ফলে মানুষকে তিনটি বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত করা হইবে ঃ (ক) ঐ সকল সৌভাগ্যসম্পন্ন মানুষ যাহারা আল্লাহ্তা'লার বিশেষ নৈকট্য উপভোগ করিবে; (খ) সত্যিকার ধর্মপরায়ণ মো'মেন যাহারা নিজেদের সৎকর্মের জন্য পর্যাপ্ত পুরস্কার লাভ করিবেন, (গ) দুর্ভাগা কাফেরগণ যাহারা নিজেদের দুষ্কর্মের জন্য শাস্তি প্রাপ্ত হইবে । এই সূরার মধ্যে প্রথম দুই দলের প্রাপ্য ঐশী পুরস্কারসমূহের সুন্দর চিত্র বর্ণনার মাধ্যমে তুলিয়া ধরা হইয়াছে এবং পরে পরেই ঐশী-বাণীকে প্রত্যাখ্যানকারীদের শাস্তির বিবরণও দেওয়া হইয়াছে । অতঃপর, সামান্য বীর্যের ফোটা হইতে মানুষের সৃষ্টি ও ক্রমোন্নতির ধারায় পূর্ণ মানবাকারে তাহার দৈহিক-মানসিক বিকাশের উল্লেখ পূর্বক যুক্তি প্রদর্শন করা হইয়াছে যে, মৃত্যুর পরে (আরো বিকাশ লাভের জন্য) তাহার পুনরুত্থান হইবে । সূরার শেষদিকে প্রারম্ভিক বক্তব্যের জের টানিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে যে, যে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের কথা সূরাটির উদ্বোধনী আয়াতগুলিতে উল্লেখিত হইয়াছে, তাহা পবিত্র কুরআনের মাধ্যমেই সাধিত হইবে, যে কুরআন সুনিশ্চিতভাবে আল্লাহ্তা'লার অবতীর্ণ বাণী, সুরক্ষিত ও সংরক্ষিত মহামূল্য ধন । একটি চমৎকার ধর্মোপদেশ দিয়া সূরাটি সমাপ্ত হইয়াছে । উপদেশটি হইলঃ মৃত্যুই যখন পার্থিব জীবনের অনিবার্য পরিণতি, তখন মানুষ এই কঠোর সত্যকে কী করিয়া ভুলিয়া এত সংসারাসক্ত হয় এবং আল্লাহ্কে স্মৃতি হইতে সরাইয়া রাখে ?

৫৬-সূরা আল্ ওয়াকে'আ

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ইহাতে ৯৭ আয়াত এবং ৩ রুকূ আছে ।

১। আল্লাহ্র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।[২৯৫৫]	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝١
২। যখন অবশ্যম্ভাবী ঘটনা সংঘটিত হইবে—[২৯৫৬]	اِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ۝٢ لا
৩। ইহার সংঘটনে মিথ্যার কোন অবকাশ নাই—	لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ ۝٣ ؕ وقف لازم
৪। ইহা (কতককে) অধঃপতিত করিবে এবং (কতককে) সমুন্নত করিবে ।[২৯৫৭]	خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ ۝٤ لا
৫। যখন পৃথিবীকে প্রচণ্ড কম্পনে প্রকম্পিত করা হইবে ।[২৯৫৮]	اِذَا رُجَّتِ الْاَرْضُ رَجًّا ۝٥ لا
৬। এবং পর্বতসমূহকে সম্পূর্ণরূপে চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হইবে ।	وَّبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا ۝٦ لا
৭। অনন্তর উহা বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত হইবে;	فَكَانَتْ هَبَآءً مُّنْۢبَثًّا ۝٧ لا
৮। এবং তোমরা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া যাইবে;	وَّكُنْتُمْ اَزْوَاجًا ثَلٰثَةً ۝٨ ط
৯। সুতরাং (এক শ্রেণী হইবে) ডান হাতের সহচরবৃন্দ—কেমন (সৌভাগ্যশালী) হইবে ডান হাতের সহচরবৃন্দ ?[২৯৫৯]	فَاَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ ۙ مَآ اَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ ۝٩ ط
১০। এবং (দ্বিতীয় শ্রেণী হইবে) বাম হাতের সহচরবৃন্দ—কেমন (হতভাগ্য) হইবে বাম হাতের সহচরবৃন্দ ।[২৯৬০]	وَاَصْحٰبُ الْمَشْئَمَةِ ۙ مَآ اَصْحٰبُ الْمَشْئَمَةِ ۝١٠ ط

২৯৫৫। টীকা ৪ দেখুন ।

২৯৫৬। (ক) কিয়ামতে কুব্রাতো সর্বশেষ কিয়ামত ও পুনরুত্থান;(খ) আরব ভূমি হইতে পৌত্তলিকতার সম্পূর্ণ অবসান এবং পৌত্তলিক কুরায়্শগণের চরম পরাজয়, (গ) বিরাট ধর্ম-সংস্কারক রসূলে পাক (সাঃ)-এর আবির্ভাব ।

২৯৫৭। সেই অবশ্যম্ভাবী ঘটনা মানুষের জীবনে বিরাট বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করিবে । ইহা নূতন জগতের অভ্যুদয় ঘটাইবে, উচ্চ ও শক্তিশালীকে নীচে নামানো হইবে,আর অত্যাচারিত নিপীড়িত ও শক্তিহীনকে সম্মানের আসনে সমাসীন করা হইবে ।

২৯৫৮। সারা আরবের ভিত্ প্রকম্পিত হইবে । পুরাতন বিশ্বাস, ধ্যান-ধারণা, মূল্যবোধ, রীতি-নীতি এবং জীবন-ধারা ইত্যাদি পুরাপুরি পরিবর্তিত হইয়া যাইবে । নূতন জীবন-পদ্ধতি প্রবর্তিত হইয়া পুরাতন সবকিছুই বদলাইয়া দিবে । পূর্ববর্তী আয়াত ও পরবর্তী কয়েকটি আয়াতসহ আলোচ্য আয়াতটি পরকালের পুনরুত্থান সম্বন্ধেও সমভাবে প্রযোজ্য ।

২৯৫৯। কুরআনের অন্যত্র (৭৫ঃ৩) এই পর্যায়ভুক্ত বিশ্বাসীগণকে'পুনঃ পুনঃ ভর্ৎসনাকারী আত্মা'বলা হইয়াছে ।

২৯৬০। মন্দ কাজে আদেশ প্রদানে তৎপর আত্মা (১২ঃ৫৪)।

وَالسّٰبِقُوْنَ السّٰبِقُوْنَ ﴿١١﴾

১১। এবং (তৃতীয় শ্রেণী হইবে) অগ্রগামী,[২৯৬১] তাহারা প্রকৃতই অগ্রগামী হইবে;

اُولٰٓئِكَ الْمُقَرَّبُوْنَ ﴿١٢﴾

১২। ইহারাই (আল্লাহ্‌র) নৈকট্যপ্রাপ্ত হইবে;

فِىْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ﴿١٣﴾

১৩। নিয়ামত পূর্ণ জান্নাতে—

ثُلَّةٌ مِّنَ الْاَوَّلِيْنَ ﴿١٤﴾

১৪। পূর্ববর্তীগণের (মো'মেনগণের) মধ্য হইতে হইবে এক বৃহৎ দল,

وَقَلِيْلٌ مِّنَ الْاٰخِرِيْنَ ﴿١٥﴾

১৫। এবং পরবর্তীদের মধ্য হইতে হইবে, এক ছোট দল,

عَلٰى سُرُرٍ مَّوْضُوْنَةٍ ﴿١٦﴾

১৬। স্বর্ণখচিত পালঙ্কসমূহের উপর[২৯৬২] (উপবিষ্ট থাকিবে),

مُّتَّكِـِٕيْنَ عَلَيْهَا مُتَقٰبِلِيْنَ ﴿١٧﴾

১৭। উহাদের উপরে হেলান দিয়া মুখোমুখি অবস্থায়।

يَطُوْفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُوْنَ ﴿١٨﴾

১৮। চিরকিশোরগণ তাহাদের মধ্যে ঘুরিয়া ফিরিয়া পরিবেশন করিতে থাকিবে,[২৯৬৩]

بِاَكْوَابٍ وَّاَبَارِيْقَ ۙ وَكَاْسٍ مِّنْ مَّعِيْنٍ ﴿١٩﴾

১৯। ঝরণার পানি দ্বারা পূর্ণ পান-পাত্র, সুরাহী এবং পেয়ালাসমূহ লইয়া।

لَّا يُصَدَّعُوْنَ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُوْنَ ﴿٢٠﴾

২০। উহার দরুন তাহাদের শিরঃপীড়াও হইবে না এবং তাহারা মাতালও হইবে না—

وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُوْنَ ﴿٢١﴾

২১। এবং (তাহারা ঘুরিবে) ফল-মূল লইয়া যাহা তাহারা পসন্দ করিবে,

وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُوْنَ ﴿٢٢﴾

২২। এবং পাখীর মাংস লইয়া যাহা তাহারা আকাংখা করিবে।

وَحُوْرٌ عِيْنٌ ﴿٢٣﴾

২৩। এবং (তথায় তাহাদের জন্য) আয়তলোচনা সুন্দরী রমনীগণ থাকিবে,

---

২৯৬১। শান্তিপ্রাপ্ত আত্মা (৮৯ঃ২৮)।

২৯৬২। সেই সব সৌভাগ্যশালী মো'মেন যাহারা আল্লাহ্‌তালার 'খাস' নৈকট্য লাভ করিবে এবং যাহাদের কথা এই সূরার ১১-২৭ আয়াতগুলিতে বর্ণিত হইয়াছে তাহারা হইলেন 'আস্ সাবিকূন' অগ্রগামী বা প্রথম শ্রেণীর মো'মেন। এই 'সাবিকূন'কে যে সকল মহামূল্য ঐশী দানে ভূষিত করা হইবে বলিয়া এই সূরার আলোচ্য আয়াতগুলিতে বর্ণিত হইয়াছে,সেগুলি সূরা 'আর্ রাহ্‌মানের' ৪৭-৬২ আয়াতে বর্ণিত ঐশী দানের অনুরূপ। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, সূরা 'আর্ রাহ্‌মানের' ৪৭-৬২ আয়াতে উল্লেখকৃত বিশ্বাসীগণ প্রথম শ্রেণীর বা 'আস্ সাবিকূন' সারিরই অন্তর্ভূক্ত।

২৯৬৩। বিশ্বাসীগণের সেবায় নিয়োজিত খোদ্দাম বা সেবকদল সাধু ও নিষ্ঠাবান হইবে এবং সতেজ ও সদা প্রস্তুত অবস্থায় থাকিবে। আয়াতটিতে তাহাই বুঝাইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

كَاَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُوْنِ ﴿٢٤﴾

২৪ । সযত্নে রক্ষিত মুক্তার ন্যায়,

جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٢٥﴾

২৫ । ইহা বিনিময় স্বরূপ হইবে সেইসব কর্মের যাহা তাহারা করিত ।

لَا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا وَّلَا تَاْثِيْمًا ﴿٢٦﴾

২৬ । তথায় তাহারা না কোন বৃথা কথা শুনিবে এবং না কোন পাপের কথা,

اِلَّا قِيْلًا سَلٰمًا سَلٰمًا ﴿٢٧﴾

২৭ । কেবল এই (অভিবাদন) বাণী ছাড়া—সালাম সালাম [২৯৬৪] (শান্তি বর্ষিত হউক, শান্তি বর্ষিত হউক)।

وَاَصْحٰبُ الْيَمِيْنِ ۙ مَآ اَصْحٰبُ الْيَمِيْنِ ﴿٢٨﴾

২৮ । আর যে ডান হাতের সহচরগণ— কতই না সৌভাগ্যশালী হইবে ডান হাতের সহচরগণ !—

فِيْ سِدْرٍ مَّخْضُوْدٍ ﴿٢٩﴾

২৯ । কন্টকবিহীন-ভারাবনত কুলবৃক্ষরাজির মধ্যে, [২৯৬৫]

وَّطَلْحٍ مَّنْضُوْدٍ ﴿٣٠﴾

৩০ । এবং স্তরে স্তরে সজ্জিত গুচ্ছবিশিষ্ট কদলী বৃক্ষসমূহের মধ্যে, [২৯৬৬]

وَّظِلٍّ مَّمْدُوْدٍ ﴿٣١﴾

৩১ । এবং সুবিস্তৃত ছায়াতে,

وَّمَآءٍ مَّسْكُوْبٍ ﴿٣٢﴾

৩২ । এবং প্রবহমান পানির মাঝে,

وَّفَاكِهَةٍ كَثِيْرَةٍ ﴿٣٣﴾

৩৩ । এবং প্রচুর ফল-মূলের মধ্যে,

২৯৬৪ । পূর্ববর্তী আয়াতসহ এই আয়াত এবং কুরআনের আরও বহু আয়াত, বেহেশ্‌তের নেয়ামতসমূহের প্রকৃতি, ধরণ-ধারণ, বাস্তবতা ও সারবত্তা সম্বন্ধে মানুষের অন্তর্দৃষ্টি খুলিয়া দেয় । কুপ্রবৃত্তি সম্পন্ন ছিদ্রান্বেষীরা এবং মূর্খ সমালোচকগণ কুরআনের বর্ণনা হইতে বেহেশ্‌তের মধ্যে যে ইন্দ্রিয়াসক্তির ধারণা আবিষ্কার করিয়া থাকেন, এইসব আয়াত অত্যন্ত জোরের সহিত তাহা নাকচ করিতেছে । মুসলমানের জন্য যে বেহেশ্‌তের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে, তাহার ধারণা দিতে গিয়া কুরআন বলিতেছে যে, ইহা হইবে নিরবচ্ছিন্ন আশীর্বাদের স্থান যেখানে পাপ, ব্যর্থতা, নিরর্থক ও অলস কথাবার্তা কিংবা অসত্য কিছুই থাকিবে না (৭৮ঃ৩৬)। ইহার সকল আশীর্বাদ ও কল্যাণরাশি মিলিয়া একীভূত হইয়া একটা নিরবচ্ছিন্ন শান্তিতে পর্যবসিত হইবে । মনের ও আত্মার তৃপ্তি ও শান্তি বেহেশ্‌তবাসীদের অনন্ত সাথী হইবে । সেজন্য মুসলমানের বেহেশ্‌তকে কুরআন "শান্তি-নিবাস" আখ্যা দিয়াছে (৬ঃ১২৮)। মো'মেনের আধ্যাত্মিক অগ্রগতির চরম গন্তব্যে রহিয়াছে "শান্তিপ্রাপ্ত আত্মা" (৮৯ঃ২৮); সবচাইতে বড় দান যাহা বেহেশ্‌তবাসীরা আল্লাহ্‌তা'লার কাছ হইতে প্রাপ্ত হইবে তাহা হইল "শান্তি" (৩৬ঃ৫৯), কেননা আল্লাহ্‌ স্বয়ং শান্তি সৃষ্টিকারী (৫৯ঃ২৪)। এতই মহান ও পবিত্র হইল কুরআনী বেহেশ্‌ত ।

২৯৬৫ । ঘন-পল্লবিত বদরিকা বৃক্ষের সুশীতল ছায়া বেশ মধুর; আরবের শুষ্ক ও উষ্ণ আবহাওয়ায় পথশ্রান্ত পথিকেরা ইহার ছায়াতলে আশ্রয় নিয়া ক্লান্তি দূর করিয়া থাকে । 'সিদর' (কুলবৃক্ষ)-এর সঙ্গে বিশেষণরূপে মাখযূদ (কন্টকবিহীন ভারাবনত) শব্দ ব্যবহৃত হইয়া ইহাই বুঝাইতেছে যে, বেহেশ্‌তের গাছগুলি কেবল কন্টকবিহীন সুশীতল ছায়াই প্রদান করিবে না, বরং ফলভারে অবনত থাকিয়া ফল সরবরাহ করিবে অর্থাৎ বেহেশ্‌তের কল্যাণসমূহ যেমনই আনন্দদায়ক হইবে তেমনি অফুরন্ত হইবে ।

২৯৬৬ । বদরিকা বৃক্ষ শুষ্ক আবহাওয়াতেও জন্মায়,কিন্তু ফলার জন্য প্রয়োজন প্রচুর পানির । এই দুটি ফলের পাশা-পাশি উল্লেখ এই কথার প্রতি ইঙ্গিত করে যে, বেহেশ্‌তের ফল যে কেবল মাত্র প্রচুর ও সুস্বাদুই হইবে তাহাই নহে, বরং তাহা সব সময়েই সব মওসুমেই পাওয়া যাইবে ।

لَا مَقْطُوْعَةٍ وَّلَا مَمْنُوْعَةٍ ﴿٣٣﴾

৩৪। যাহা শেষও হইবে না এবং নিষিদ্ধও হইবে না,[২৯৬৭]

وَّفُرُشٍ مَّرْفُوْعَةٍ ﴿٣٤﴾

৩৫। এবং সম্ভ্রান্ত রমণীগণের সংগে—[২৯৬৭-ক]

اِنَّآ اَنْشَاْنٰهُنَّ اِنْشَآءً ﴿٣٥﴾

৩৬। নিশ্চয় আমরা তাহাদিগকে উত্তম ভাবে সৃষ্টি করিয়াছি,

فَجَعَلْنٰهُنَّ اَبْكَارًا ﴿٣٦﴾

৩৭। এবং তাহাদিগকে কুমারী করিয়াছি,

عُرُبًا اَتْرَابًا ﴿٣٧﴾

৩৮। প্রেমময়ী সম-বয়স্কা করিয়া,[২৯৬৮]

لِّاَصْحٰبِ الْيَمِيْنِ ﴿٣٨﴾ ع ১ [৩৯] ১৪

৩৯। ডান হাতের সহচরগণের জন্য।

ثُلَّةٌ مِّنَ الْاَوَّلِيْنَ ﴿٣٩﴾

৪০। পূর্ববর্তী মো'মেনগণের মধ্য হইতে হইবে এক বৃহৎ দল।

وَثُلَّةٌ مِّنَ الْاٰخِرِيْنَ ﴿٤٠﴾

৪১। এবং পরবর্তীদের মধ্য হইতেও হইবে এক বৃহৎ দল।

وَاَصْحٰبُ الشِّمَالِ ۙ مَآ اَصْحٰبُ الشِّمَالِ ﴿٤١﴾

৪২। আর যে বাম হাতের সহচরগণ— কেমন (হতভাগ্য) হইবে বাম হাতের সহচরগণ!

فِيْ سَمُوْمٍ وَّحَمِيْمٍ ﴿٤٢﴾

৪৩। তাহারা থাকিবে উষ্ণ বায়ু এবং ফুটন্ত পানির মধ্যে,[২৯৬৯]

وَّظِلٍّ مِّنْ يَّحْمُوْمٍ ﴿٤٣﴾

৪৪। এবং ঘোর কৃষ্ণ ধোঁয়ার ছায়াতলে;

لَّا بَارِدٍ وَّلَا كَرِيْمٍ ﴿٤٤﴾

৪৫। উহা না ঠাণ্ডা হইবে, না আরামদায়ক।

اِنَّهُمْ كَانُوْا قَبْلَ ذٰلِكَ مُتْرَفِيْنَ ﴿٤٥﴾

৪৬। ইতিপূর্বে তাহারা আরাম ও প্রাচুর্যের অবস্থায় ছিল,

وَكَانُوْا يُصِرُّوْنَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيْمِ ﴿٤٦﴾ ع

৪৭। এবং তাহারা মহাপাপে গভীরভাবে নিমগ্ন থাকিত।

২৯৬৭। এই সূরাতে এবং অন্যান্য সূরাতে বেহেশ্‌তীগণকে যে সব নেয়ামত দানের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে, তাহাদের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে ঃ (ক) পরিমাণগতভাবে ইহারা অফুরন্ত হইবে; (খ) ইহারা বেহেশ্‌তবাসীদের নাগালের মধ্যে সদাপ্রাপ্য অবস্থায় রহিবে; (গ) ইহারা কমিবেও না এবং শেষও হইবে না; (ঘ) ইহাদের উপভোগ কোন রোগ-শোক বা অসুখ-অসুবিধা করিবে না।

২৯৬৭-ক। 'ফুরুশ' (স্বামী-স্ত্রী) শব্দটি 'ফিরাশ' শব্দের বহুবচন, যাহার অর্থ বিছানা, একজনের স্ত্রী বা স্বামী (লেইন)। মো'মেনগণের শান্তি ও আনন্দকে পূর্ণতা দানের জন্য তাহাদিগকে উচ্চমর্যাদার পবিত্র, সুন্দর ও মহৎ স্বামী বা স্ত্রী দেওয়া হইবে।

২৯৬৮। 'উরুব' শব্দটি 'অরুবের' বহুবচন, যাহার অর্থ এমন বাধ্য স্ত্রী যে স্বামীকে মনে প্রাণে ভালবাসে (লেইন)। 'আৎরাব' 'তিবর্‌' শব্দের বহুবচন যাহার অর্থ সমরয়স্ক ব্যক্তি, সাথী, একই অভ্যাস, ধ্যান-ধারণা, স্বাদ-বিস্বাদের অধিকারী ব্যক্তি (লেইন)। সতী-সাধ্বী, সুন্দরী, বিশ্বস্ত, সমচিন্তা ও ধ্যান-ধারণার অধিকারী স্ত্রীর মত অমূল্য সম্পদ আর নাই। কুরআন বলে, বেহেশ্‌তে সতী, ধর্মপরায়ণা, পুণ্যশীলা স্ত্রীলোক থাকিবে এবং সৎ ও পুণ্যবান পুরুষও থাকিবে। আসলে, সৎসঙ্গ মানুষকে পূর্ণতা ও সুখ দান করে।

২৯৬৯। কাফেরগণ তাহাদের ভাবাবেগ ও প্রবৃত্তির অগ্নি দ্বারা তাড়িত হইয়া, সর্বপ্রকারের কুকর্ম করিয়াছিল। ঐ কুপ্রবৃত্তির অগ্নিই ফুটন্ত পানি ও জ্বালাময়ী উত্তাপের রূপ ধারণ করিবে।

وَكَانُوْا يَقُوْلُوْنَ ۚ اَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظَامًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ ﴿٤٨﴾

৪৮। এবং তাহারা বলিত, 'কী ! যখন আমরা মরিয়া যাইব এবং মৃত্তিকা ও অস্থিপুঞ্জে পরিণত হইব তখনও কি আমরা সত্যিই পুনরুত্থিত হইব, [২৯৭০]

اَوَاٰبَآؤُنَا الْاَوَّلُوْنَ ﴿٤٩﴾

৪৯। এবং আমাদের পূর্ববর্তী পিতৃপুরুষগণও কি ?'

قُلْ اِنَّ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ ﴿٥٠﴾

৫০। তুমি বল, 'নিশ্চয়ই পূর্ববর্তীগণও এবং পরবর্তীগণও,

لَمَجْمُوْعُوْنَ ۙ اِلٰى مِيْقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ ﴿٥١﴾

৫১। অবশ্যই (সকলকে) একত্রিত করা হইবে এক নির্দিষ্ট দিনের নির্ধারিত সময়ে।'

ثُمَّ اِنَّكُمْ اَيُّهَا الضَّآلُّوْنَ الْمُكَذِّبُوْنَ ﴿٥٢﴾

৫২। 'অতঃপর তোমরা হে পথভ্রষ্ট, সত্যকে মিথ্যা বলিয়া মিথ্যারোপকারীরা !

لَاٰكِلُوْنَ مِنْ شَجَرٍ مِّنْ زَقُّوْمٍ ﴿٥٣﴾

৫৩। তোমরা নিশ্চয়ই যাক্কুম বৃক্ষ হইতে আহার করিবে,

فَمَالِـُٔوْنَ مِنْهَا الْبُطُوْنَ ﴿٥٤﴾

৫৪। এবং উহা দ্বারা উদর পূর্তি করিবে,

فَشٰرِبُوْنَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيْمِ ﴿٥٥﴾

৫৫। এবং উহার উপর গরম পানি পান করিবে,

فَشٰرِبُوْنَ شُرْبَ الْهِيْمِ ﴿٥٦﴾

৫৬। পিপাসিত উষ্ট্রের পান করার ন্যায় পান করিবে; [২৯৭১]

هٰذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّيْنِ ﴿٥٧﴾

৫৭। বিচারদিবসে ইহা হইবে তাহাদের আপ্যায়ন।

نَحْنُ خَلَقْنٰكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُوْنَ ﴿٥٨﴾

৫৮। তোমাদিগকে আমরাই সৃষ্টি করিয়াছি, অতএব তোমরা (ইহাকে) কেন সত্য বলিয়া স্বীকার কর না ?

اَفَرَءَيْتُمْ مَّا تُمْنُوْنَ ﴿٥٩﴾

৫৯। তোমরা (নারীগর্ভে) যে বীর্য পাত কর উহার বিষয়ে কি চিন্তা করিয়াছ ?

২৯৭০। পুনরুত্থান ও পারলৌকিক জীবনকে যাহারা কথায় বা কাজে অস্বীকার করে, তাহাদের দ্বারাই পৃথিবীতে দুষ্কৃতি, অপরাধ ও পাপকর্ম বিস্তার লাভ করে। পরলোকে ও পুনরুত্থানে অবিশ্বাসই সকল পাপের উৎস। মৃত্যুর পরপারেও জীবন রহিয়াছে— এই বিশ্বাস দৃঢ়মূল না হইলে, পাপকে কার্যকরভাবে প্রতিরোধ করা কিংবা সৎকর্মে গতি সঞ্চার করা সম্ভব নহে।

২৯৭১। এই আয়াতসহ পূর্ববর্তী আয়াতগুলিতে পরলোকে পাপীগণের শাস্তির বর্ণনা এমন জ্বালাময়ী ভাষায় দেওয়া হইয়াছে, যাহাতে তাহাদের ইহকালীন সীমাহীন পাপের গুরুত্বের সাথে পরকালীন শাস্তির সাংঘাতিক অবস্থাও সমভাবে প্রকাশ পায়। অন্যেরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া যাহা উপার্জন করিত তাহারা তাহাই ভক্ষণ করিয়া ফেলিত। তাহারা ন্যায়-অন্যায় সব পথই ধনোপার্জনের তাগিদে অবলম্বন করিত। যতই পাইত, ততই আরো অধিক চাহিত। তাহাদের ধন-লিপ্সা কখনও পরিতৃপ্ত হইত না। ঐশী-বাণীকে তাহারা তুচ্ছ জ্ঞান করিত। তাই তাহাদিগকে শাস্তি স্বরূপ 'যাক্কুম' (ফণীমনসা জাতীয় গাছ) খাইতে দেওয়া হইবে, যাহা তাহাদের ভিতরে জ্বালা সৃষ্টি করিবে। তাহাদিগকে ফুটন্ত পানি পান করিতে দেওয়া হইবে এবং রুগ্ন-তৃষ্ণার্ত উট যেরূপ নিজের তৃষ্ণা নিবারণে সমর্থ হয় না, তাহাদের অবস্থাও তদ্রূপই হইবে।

ءَاَنْتُمْ تَخْلُقُوْنَهٗٓ اَمْ نَحْنُ الْخٰلِقُوْنَ ﴿٥٩﴾

৬০। তোমরাই কি উহা সৃষ্টি কর, না আমরা (উহার) সৃষ্টিকর্তা ?

نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوْقِيْنَ ﴿٦٠﴾

৬১। আমরাই তোমাদের জন্য মৃত্যু নির্ধারিত করিয়াছি, এবং আমরা এমন নহি যে আমাদিগকে কেহ ডিঙ্গাইয়া আগে যাইতে পারিবে,

عَلٰٓى اَنْ نُّبَدِّلَ اَمْثَالَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فِيْ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٦١﴾

৬২। এই ব্যাপারে যে, আমরা তোমাদের অনুরূপ (অন্য জাতিকে) তোমাদের স্থলে লইয়া আসি, এবং আমরা তোমাদিগকে এমন আকারে সৃষ্টি করি যাহা তোমরা অবগত নহ। [২৯৭২]

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْاَةَ الْاُوْلٰى فَلَوْلَا تَذَكَّرُوْنَ ﴿٦٢﴾

৬৩। এবং নিশ্চয় তোমরা প্রথম সৃষ্টি সম্বন্ধে অবহিত আছ। তথাপি তোমরা কেন উপদেশ গ্রহণ কর না ?

اَفَرَءَيْتُمْ مَّا تَحْرُثُوْنَ ﴿٦٣﴾

৬৪। তোমরা কি চিন্তা করিয়াছ, যাহা তোমরা (ক্ষেতে) বপন কর ? [২৯৭৩]

ءَاَنْتُمْ تَزْرَعُوْنَهٗٓ اَمْ نَحْنُ الزّٰرِعُوْنَ ﴿٦٤﴾

৬৫। তোমরাই কি উহা উৎপন্ন কর, না আমরা (উহার) উৎপাদনকারী ?

لَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنٰهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُوْنَ ﴿٦٥﴾

৬৬। আমরা ইচ্ছা করিলে উহাকে শুকনা গুঁড়ায় পরিণত করিতে পারিতাম, তখন তোমরা কেবল কথা রচনা করিতে থাকিতে;

اِنَّا لَمُغْرَمُوْنَ ﴿٦٦﴾

৬৭। 'নিশ্চয় আমরা ঋণ-ভারাক্রান্ত !

بَلْ نَحْنُ مَحْرُوْمُوْنَ ﴿٦٧﴾

৬৮। বরং আমরা (সম্পূর্ণরূপে) বঞ্চিত ?'

اَفَرَءَيْتُمُ الْمَآءَ الَّذِيْ تَشْرَبُوْنَ ﴿٦٨﴾

৬৯। তোমরা কি সেই পানি সম্বন্ধে চিন্তা করিয়াছ যাহা তোমরা পান কর ?

ءَاَنْتُمْ اَنْزَلْتُمُوْهُ مِنَ الْمُزْنِ اَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُوْنَ ﴿٦٩﴾

৭০। তোমরাই কি উহাকে মেঘপুঞ্জ হইতে নাযেল কর, না আমরা (উহার) নাযেলকারী ?

لَوْ نَشَآءُ جَعَلْنٰهُ اُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُوْنَ ﴿٧٠﴾

৭১। আমরা ইচ্ছা করিলে উহাকে তিক্ত করিয়া দিতে পারিতাম, তথাপি তোমরা কেন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছ না ?

২৯৭২। এত সযত্নে লালিত মানুষের দেহ-মন্দির অবশ্য পচিয়া গলিয়া বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, তবে তাহাতেই জীবনের অবসান হইয়া যায় না। যাহাকে আমরা মৃত্যু বলি, তাহা জীবনের শুধু অবস্থা বা রূপ পরিবর্তনের অপর এক নাম। মানুষের আত্মা তাহার দেহ নামক বাসস্থান হইতে উড়িয়া গেলে, ইহাকে নূতন দেহ পরানো হয়, যাহা সর্বতোভাবে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং 'রূপও' ধারণ করে। তবে ঐ রূপের পরিচয় লাভ কিংবা ইহার সম্বন্ধে ধারণা করা মানুষের পক্ষে ইহকালীন জীবনে সম্ভব নহে।

২৯৭৩। ৬৪-৭২ আয়াতগুলিতে ঐ সকল জিনিষের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে যেগুলি না হইলে পৃথিবীতে মানুষ বাঁচিতেই পারে না,

أَفَرَءَيْتُمُ النَّارَ الَّتِى تُورُونَ ﴿٧١﴾

৭২। তোমরা কি সেই আগুন সম্বন্ধেও চিন্তা করিয়াছ যাহা তোমরা জ্বালাইয়া থাক ? [২৯৭৪]

ءَأَنتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ ﴿٧٢﴾

৭৩। তোমরাই কি উহার (জন্য) বৃক্ষকে উৎপন্ন কর, না আমরা (উহার) উৎপাদনকারী ?

نَحْنُ جَعَلْنَٰهَا تَذْكِرَةً وَمَتَٰعًا لِّلْمُقْوِينَ ﴿٧٣﴾

৭৪। আমরা ইহাকে অভাবী ও মুসাফেরদের জন্য উপদেশ এবং সুফলপ্রদ করিয়াছি।[২৯৭৫]

ع ٢ ١٥ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴿٧٤﴾

২ [৩৬] ১৫ ৭৫। অতএব তুমি তোমার মহান প্রতিপালকের নামের তসবীহ্ কর।

فَلَآ أُقْسِمُ بِمَوَٰقِعِ النُّجُومِ ﴿٧٥﴾

৭৬। অবশ্যই[২৯৭৬] আমি নক্ষত্ররাজির পতনের কসম খাইতেছি[২৯৭৭]

وَإِنَّهُۥ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ﴿٧٦﴾

৭৭। এবং নিশ্চয় ইহা মহান কসম, যদি তোমরা জানিতে—

إِنَّهُۥ لَقُرْءَانٌ كَرِيمٌ ﴿٧٧﴾

৭৮। নিশ্চয়ই ইহা মহা সম্মানিত কুরআন,

فِى كِتَٰبٍ مَّكْنُونٍ ﴿٧٨﴾

৭৯। যাহা এক গুপ্ত সুরক্ষিত কিতাবে আছে,[২৯৭৮]

যেমন খাদ্য, বাতাস, পানি ও অগ্নি।

২৯৭৪। মানুষের জীবনে আগুনের আবশ্যকতা খুব বেশী। তাহার আরাম-আয়েসও বহুলাংশেই আগুনের উপর নির্ভর করে। এই যান্ত্রিক যুগে অগ্নির ব্যবহার ছাড়া বসবাস করার চিন্তাও মনে আসে না। কেননা ইহা ব্যতীত শিল্প, বাণিজ্য, ভ্রমণ ও যোগাযোগ সবই বন্ধ হইয়া যাইবে। তবে উহার অপব্যবহার ধ্বংস ডাকিয়া আনে।

২৯৭৫। গরীব ও ক্ষুধার্ত লোকজন; মরুচারী পথিক, জন-মানবহীন স্থানে যাহারা আসিয়া থামে। এমন মুসাফির যাহার পাথেয় শেষ হইয়া গিয়াছে।

২৯৭৬। 'লা' উপসর্গটি সাধারণতঃ কসম বা শপথের উপর জোর দানের জন্য ব্যবহৃত হয় এই উদ্দেশ্য যে, পরবর্তী বিবৃতিটি এতই স্বতঃসিদ্ধ সত্য যে, ইহা প্রমাণের জন্য আর কোন সাক্ষীরই প্রয়োজন নাই। যখন কোন ধ্যান-ধারণাকে বাতিল করার উদ্দেশ্যে 'লা' উপসর্গ ব্যবহৃত হয়, তখন ইহাই বুঝায় যে পূর্ব-বর্ণিত ধারণা ঠিক নয় বরং যাহা এখন বলা হইবে তাহাই ঠিক।

২৯৭৭। এই আয়াতটি 'নুজুমের' (নুজুম অর্থ কুরআনের কিয়দংশ—লেইন) দোহাই দিয়া এবং নুজুমকে সাক্ষীরূপে পেশ করিয়া দাবী করিতেছে যে, একমাত্র কুরআনই মানব-সৃষ্টির উচ্চতম উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ করিতে পারে এবং ঐশী-উৎস হইতেই যে ইহার অবতরণ হইয়াছে তাহাও প্রমাণ করিতে পারে। 'মাওয়াকিই'র অর্থ যদি 'উল্কা-পাতের সময় ও স্থান' ধরা হয়, তাহা হইলে আয়াতটির অর্থ দাঁড়াইবে, আল্লাহ্‌তা'লার চিরাচরিত নিয়ম ইহাই যে, যখন কোন মহান সংস্কারক বা নবীর আগমনের সময় হয়, তখন অস্বাভাবিক পরিমাণে উল্কা-পাত ঘটিয়া থাকে এবং মহানবী (সাঃ)-এর সময়ও এইরূপই ঘটিয়াছিল।

২৯৭৮। কুরআন গত চৌদ্দশত বৎসর যাবৎ অবিকৃত, সংরক্ষিত ও অবিকল অবস্থায় প্রচলিত রহিয়াছে। কুরআনের অবিকৃতি, সংরক্ষণ ও অপরিবর্তনীয়তা সম্বন্ধে বিরাট চ্যালেঞ্জ কুরআনেই রহিয়াছে। কিন্তু চৌদ্দশত বৎসরে এ বিশ্বের সকল কুরআন-বিদ্বেষী মানুষ মিলিয়া এই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করিতে সক্ষম হয় নাই। শত্রুভাবাপন্ন সমালোচকেরা ছিদ্রান্বেষণ-প্রচেষ্টার ত্রুটি করে নাই। তাহাদের সকল প্রচেষ্টার একটি মাত্র অনিবার্য ফল—যাহা শত্রুদের কাছে তিক্তই লাগিয়াছে— এই হইয়াছে যে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) যে কিতাবখানা চৌদ্দশত বৎসর পূর্বে বিশ্ববাসীর কাছে দিয়া গিয়াছেন, তাহা জের-জবর ('আ'-কার-'ই'-কার) সহ অবিকল অবস্থায় আমাদের কাছে পৌঁছিয়াছে (মুইর)। কুরআন এই অর্থেও সম্পূর্ণ সুরক্ষিত রহিয়াছে যে, পবিত্র-চেতা বিশ্বাসীগণ এখনও ইহা হইতে আধ্যাত্মিক সম্পদ আহরণ করিয়া থাকেন। পরবর্তী আয়াতও এই তাৎপর্য বহন করে। এই আয়াতের অন্য অর্থ ইহাও হইতে পারে যে, যে সব আদর্শ ও নীতি কুরআনে ব্যক্ত করা হইয়াছে, তাহা

لَا يَمَسُّهٗۤ اِلَّا الْمُطَهَّرُوْنَ ﴿٨٠﴾

৮০। পবিত্র লোকগণ ব্যতীত কেহ ইহাকে স্পর্শ করিবে না।[২৯৭৯]

تَنْزِيْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٨١﴾

৮১। সর্বজগতের প্রতিপালকের নিকট হইতে ইহা নাযেল হইয়াছে।

اَفَبِهٰذَا الْحَدِيْثِ اَنْتُمْ مُّدْهِنُوْنَ ﴿٨٢﴾

৮২। তবুও কি তোমরা এই বাণীর প্রতি বীতশ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া অস্বীকার করিতেছ,

وَتَجْعَلُوْنَ رِزْقَكُمْ اَنَّكُمْ تُكَذِّبُوْنَ ﴿٨٣﴾

৮৩। এবং তোমরা কি ইহাকে নিজেদের জীবিকা স্বরূপ বানাইয়া লইয়াছ যে তোমরা ইহাকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান কর?[২৯৮০]

فَلَوْلَاۤ اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُوْمَ ﴿٨٤﴾

৮৪। যখন (মুমূর্ষু ব্যক্তির প্রাণ) কণ্ঠাগত হয় তখন কেন (উহাকে রোধ কর) না?

وَاَنْتُمْ حِيْنَئِذٍ تَنْظُرُوْنَ ﴿٨٥﴾

৮৫। এবং তোমরা সেই মুহূর্তে তাকাইতে থাক—

وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلٰكِنْ لَّا تُبْصِرُوْنَ ﴿٨٦﴾

৮৬। বস্তুতঃ আমরা তোমাদের অপেক্ষা তাহার অধিকতর নিকটবর্তী, কিন্তু তোমরা দেখিতে পাও না;

فَلَوْلَاۤ اِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِيْنِيْنَ ﴿٨٧﴾

৮৭। যদি তোমাদিগকে প্রতিফল না-ই দেওয়া হইত, তাহা হইলে কেনই বা না—

تَرْجِعُوْنَهَاۤ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٨٨﴾

৮৮। তোমরা উহাকে ফিরাইয়া আন, যদি তোমরা সত্যবাদী হইয়া থাক?

فَاَمَّاۤ اِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ ﴿٨٩﴾

৮৯। অতএব যদি সে (আল্লাহ্‌র) নৈকট্যপ্রাপ্তগণের অন্তর্ভুক্ত হয়—

প্রকৃতির মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে। অর্থাৎ কুরআনের নীতি-মালাগুলি প্রাকৃতিক নিয়ম-কানুনের সহিত পূর্ণমাত্রায় সামঞ্জস্যপূর্ণ। প্রাকৃতিক আইন-কানুনের মতই এইগুলিও অপরিবর্তনীয়। এইগুলিকে অবজ্ঞাভরে অমান্য করা যায় না। অথবা, আয়াতটির এই অর্থও করা যাইতে পারে— 'মানুষকে যে প্রকৃতি দিয়া আল্লাহ্‌তা'লা সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই প্রকৃতির মধ্যেই কুরআন রক্ষিত আছে' (৩০ঃ৩১)। মানুষের প্রকৃতি মৌলিক সত্যের ভিত্তির উপর স্থাপিত, তাহাকে সত্যে পৌছার শক্তিতে ভূষিত করা হইয়াছে। যে ব্যক্তি আন্তরিকতার সহিত মানব-প্রকৃতিকে কাজে লাগায়, সে সহজেই কুরআনের সত্যতাকে উপলব্ধি করিবে।

২৯৭৯। কেবলমাত্র ঐ সকল সৌভাগ্যবান ব্যক্তি যাহারা ধার্মিক জীবন-যাপনের মাধ্যমে হৃদয়ে পবিত্রতা ও স্বচ্ছলতা আনয়ন করিয়াছেন, তাহারাই কুরআনের সঠিক অর্থ উপলব্ধি করিবার সৌভাগ্য লাভ করেন এবং রহস্যাবৃত ঐশী জ্ঞান-ভাণ্ডারে প্রবেশ লাভ করেন। অপবিত্র হৃদয় সেখানে প্রবেশ করিতে পারে না। বলা প্রয়োজন, শরীর পাক-সাফ না হইলে, বাহ্যিকভাবেও কুরআন স্পর্শ করা বা পাঠ করা উচিত নহে।

২৯৮০। অবিশ্বাসীরা তাহাদের জীবিকার পথ হইতে বঞ্চিত হইবে, এই ভয়ে সত্য গ্রহণে বিরত থাকে। তাই ঐশী-বাণীকে অস্বীকার করতঃ ঘৃণ্য জীবিকাকে তাহারা অগ্রাধিকার দেয়। এইরূপ অর্থও করা যায়— সত্যকে অস্বীকার করার উপরই যেন অবিশ্বাসীদের জীবন-জীবিকা নির্ভর করে। তাহারা কোনক্রমেই ইহা (সত্য) গ্রহণ করিবে না।

فَرَوْحٌ وَّرَيْحَانٌ ۙ وَّجَنَّتُ نَعِيْمٍ ﴿٨٩﴾

৯০। তাহা হইলে তাহার জন্য অবধারিত আছে আরাম ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এবং নেয়ামতপূর্ণ জান্নাত;

وَاَمَّآ اِنْ كَانَ مِنْ اَصْحٰبِ الْيَمِيْنِ ﴿٩١﴾

৯১। এবং যদি সে ডান হাতের সহচরগণের অন্তর্ভুক্ত হয়,

فَسَلٰمٌ لَّكَ مِنْ اَصْحٰبِ الْيَمِيْنِ ﴿٩٢﴾

৯২। তাহা হইলে (তাহাকে বলা হইবে,) 'তোমার উপর 'সালাম', হে ডান হাতের সহচরগণের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তি !'

وَاَمَّآ اِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِيْنَ الضَّآلِّيْنَ ﴿٩٣﴾

৯৩। কিন্তু যদি সে মিথ্যারোপকারী বিপথগামীদের অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকে,

فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيْمٍ ﴿٩٤﴾

৯৪। তাহা হইলে তাহার আপ্যায়ন হইবে ফুটন্ত পানি দ্বারা,

وَّتَصْلِيَةُ جَحِيْمٍ ﴿٩٥﴾

৯৫। এবং জাহান্নামের দহন।

اِنَّ هٰذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِيْنِ ﴿٩٦﴾

৯৬। নিশ্চয় ইহাই বাস্তব-ভিত্তিক বিশ্বাস,

فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ ﴿٩٧﴾ ع ৩ [১২] ১৬

৯৭। অতএব তুমি তোমার মহান প্রতিপালকের নামের তসবীহ্ (পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা) কর।

৫৭-সূরা আল্ হাদীদ

(হিজরতের পরে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণ হওয়ার সময় ও প্রসঙ্গ

এই সূরা হইতে সূরা 'তাহ্‌রীম' পর্যন্ত দশটি সূরা, মদীনায় অবতীর্ণ সূরাগুলির শেষ দশ সূরা । ইহা হইল সেই শেষ দশের মধ্যে প্রথম । এই সূরা মক্কা-বিজয় কিংবা হুদায়বিয়ার সন্ধির পরে নাযেল হইয়াছিল । ১১ আয়াতে যে'আল্ ফাত্‌হ'বা বিজয়ের উল্লেখ রহিয়াছে,তাহা মক্কা-বিজয়কে, এবং কাহারও কাহারও মতে, হুদায়বিয়ার সন্ধিকে বুঝাইয়াছে । সূরা 'মুহাম্মাদ', সূরা 'ফাত্‌হ' এবং সূরা হুজুরাত— এই তিনটি মাদানী সূরা ছাড়া, সূরা 'সাবা' হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ববর্তী সূরা 'ওয়াকেআ' পর্যন্ত সবগুলিই মক্কী সূরা, যেগুলিতে মক্কা সম্বন্ধীয় বিষয়াদির আলোচনা সম্পূর্ণ করা হইয়াছে । এই সূরা হইতে পরবর্তী সূরা 'তাহ্‌রীম' পর্যন্ত দশটি মাদানী সূরার একটি নূতন সারি । পূববর্তী সূরাতে বলা হইয়াছে যে, কুরআনের শিক্ষাসমূহ প্রকৃতির নিয়ম-বিধির সহিত সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং মানুষের বিবেক, প্রকৃতি, যুক্তি ও সাধারণ বুদ্ধির সাথে পুরাপুরি খাপ খায় । আল্লাহ্‌র দুইটি বিশেষ গুণের উল্লেখ করিয়া এই সূরা আরম্ভ হইয়াছে। তিনি মহাপরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়। যিনি পরম প্রজ্ঞাময় ও মহাপরাক্রমশালী তিনি স্বভাবতঃই এমন কিতাব অবতীর্ণ করিবেন যাহার শিক্ষা ও উপদেশমালা প্রকৃতি-বিধানের সাথে এবং মানব-বিবেক ও মানব-যুক্তির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হইবে ।

বিষয়-বস্তু

পূর্ববর্তী সাতটি সূরাতে, বিশেষভাবে সূরা 'কমর', সূরা 'রাহ্‌মান' ও সূরা 'ওয়াকেআ'তে রূপকের ভাষায় অত্যন্ত জোরের সহিত বার বার ঘোষণা করা হইয়াছে যে, হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর মাধ্যমে শীঘ্রই তাঁহার জাতির মধ্যে মহাপরিবর্তন তথা একটা পুনরুত্থান সাধিত হইবে । যে জাতি শত শত বৎসর ধরিয়া নৈতিক আবর্জনার আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত ছিল, সভ্য সমাজের সাথে যে জাতির কোন সম্পর্কই ছিল না এবং যাহাদিগকে অপাংক্তেয় নীচ জাতি বলিয়া মনে করা হইত, সেই জাতিই মহানবী (সাঃ)-এর সংস্পর্শে আসিয়া ভবিষ্যত সভ্যতার ধ্বজাধারীতে পরিণত হইবে । এই সূরাতে বলা হইতেছে যে, সেই অবহেলিত আরব জাতির অস্বাভাবিক উন্নতি ও অপরিমেয় সামর্থ্য অর্জনের শুভদিন আরম্ভ হইয়া গিয়াছে, মিথ্যার উপর সত্যের বিজয়ের দিন সমাগত হইয়াছে । কিন্তু ঐ কাজ ত্বরান্বিত করিবার জন্য কতকগুলি অত্যাবশ্যকীয় পূর্ব-শর্ত পূরণ করা প্রয়োজন । ইসলামের আদর্শের প্রতি মুসলমানের মধ্যে অটল বিশ্বাস ও অবিচল আস্থা থাকিতে হইবে এবং ইসলামের খাতিরে ধন, মান ও প্রাণ উৎসর্গ করিতে দ্বিধাহীনভাবে প্রস্তুত থাকিতে হইবে । অতঃপর মো'মেনদিগকে বলা হইতেছে যে, তাহারা যখন শক্তি ও সম্পদের অধিকারী হইয়া যাইবে তখন যেন নৈতিক আদর্শগুলিকে অবহেলা করিয়া দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী সুখ-ভোগের প্রতি ঝুঁকিয়া না পড়ে । আরও বলা হইয়াছে যে, আদিকাল হইতেই আল্লাহ্‌র রসূলগণ ক্রমাগতভাবে পৃথিবীতে আসিতেছেন । তাঁহারা মানুষকে তাহার আসল গন্তব্যের দিকে অর্থাৎ আল্লাহ্‌র ভালবাসা অর্জনের দিকে পরিচালিত করিয়া আসিতেছেন । তবে, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি পাইতে হইলে, পার্থিবতা সম্পূর্ণ বর্জন করিতে হইবে । খৃষ্টানদের অভিমতকে খণ্ডন করিয়া বলা হইয়াছে যে, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্য সংসারত্যাগী হওয়ার প্রয়োজন নাই বরং আল্লাহ্ মানুষকে যে সব স্বাভাবিক শক্তি ও বৃত্তি দ্বারা ভূষিত করিয়াছেন এবং উহার ব্যবহারের জন্য যে সব জিনিষ সৃষ্টি করিয়াছেন, সেইগুলির ন্যায়ানুগ সদ্ব্যবহার দ্বারাই আল্লাহ্‌তা'লার সন্তুষ্টি অর্জন সম্ভব ।

سُوْرَةُ الْحَدِيْدِ مَدَنِيَّةٌ (٥٧) اٰيَاتُهَا ٣ رُكُوْعَاتُهَا

৫৭-সূরা আল্ হাদীদ

ইহা মাদানী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ইহাতে ৩০ আয়াত এবং ৪ রুকূ আছে ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। আল্লাহ্র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ②

২। আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সকলেই আল্লাহ্র তসবীহ্[২৯৮১](পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা) করিতেছে; তিনি মহাপরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময় ।

لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ يُحْىٖ وَيُمِيْتُ ۚ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ③

৩। আকাশসমূহ এবং পৃথিবীর স্বত্বাধিকার তাঁহারই; তিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্যু দেন[২৯৮২] এবং তিনি সকল বিষয়ের উপর সর্বশক্তিমান ।

هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ ④

৪। তিনিই আদি[২৯৮৩] ও অন্ত[২৯৮৪], এবং ব্যক্ত[২৯৮৫] ও গুপ্ত[২৯৮৬] এবং তিনিই সকল বিষয়ে সর্বজ্ঞানী ।

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ ؕ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِى الْاَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيْهَا ؕ وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ ؕ

৫। তিনিই আকাশসমূহ ও পৃথিবীকে ছয় দিনে সৃষ্টি করিয়াছেন,অতঃপর তিনি আরশের উপর অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। তিনি জানেন যাহা কিছু পৃথিবীতে প্রবেশ করে এবং যাহা কিছু উহা হইতে বহির্গত হয় এবং যাহা কিছু আকাশ হইতে নাযেল হয় এবং যাহা কিছু উহাতে **আরোহণ করে**[২৯৮৭] এবং তিনি

২৯৮১। 'সাবাহা ফি হাওয়া-ইজিহি' মানে, সে নিজের জীবিকা অর্জনে বা নিজের কাজে ব্যস্ত ছিল। 'সাব্হ' দ্বারা নিজের কাজ করা বুঝায় কিংবা ইহা শীঘ্র শীঘ্র সচেষ্টভাবে করা বুঝায়। 'সুব্হানাল্লাহ্' কথাটি দ্বারা 'তাড়াতাড়ি করিয়া আল্লাহ্র আশ্রয় নেওয়া ও তাঁহার আনুগত্য অবলম্বন করা' বুঝায়। এই শব্দটির মূল ধাতু দৃষ্টে ক্রিয়া বিশেষ্য তস্বীহ (সাবাহা হইতে উৎপন্ন) অর্থে 'আল্লাহ্কে অপূর্ণতা ও ত্রুটি হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত বলিয়া ঘোষণা করা' বুঝায় এবং সাথে সাথে 'সুব্হানাল্লাহ্' বলিয়া আল্লাহ্র খেদমতে হাজির হওয়া ও আনুগত্য স্বীকারও বুঝায় (লেইন)। অতএব এই আয়াতের তাৎপর্য হইল ঃ এই বিশ্ব-জগতের প্রত্যেকটি বস্তু ইহার নির্ধারিত কাজ নিয়মিতভাবে, সঠিক সময়ে করিয়া যাইতেছে। আল্লাহ্র দেওয়া শক্তি-সামর্থ্য ব্যবহার করিয়া নিজের সৃষ্টির উদ্দেশ্য এমনি সঠিক বিস্ময়করভাবে সম্পাদন করিতেছে যে, ইহা দেখিয়া স্বতঃই মনে হয় যে, এই মহাবিশ্বের পরিকল্পনাকারী ও নির্মাণকর্তা কত মহাশক্তিধর ও সর্বজ্ঞানী ! সমগ্র মহাবিশ্ব একীভূতরূপে এবং প্রত্যেক সৃষ্ট বস্তু নিজ নিজ কর্ম-বলয়ে এই অনস্বীকার্য সত্যেরই সাক্ষ্য বহন করে যে, আল্লাহ্তা'লার সৃষ্টিকর্ম কত কারুকার্যময়, সকল দিক দিয়া কত ত্রুটিমুক্ত ও তুলনাবিহীন। 'তস্বীহ্' এর অর্থ ও তাৎপর্য ইহাই।

২৯৮২। নির্মাণ ও ধ্বংসের প্রক্রিয়া একই সঙ্গে প্রতি মুহূর্তে, প্রতি বস্তুতে, সারা বিশ্ব জুড়িয়া চলিয়াছে।

২৯৮৩। সকল বস্তুর আদি কারণ তিনিই।

২৯৮৪। সর্বশেষ ও চূড়ান্ত কারণও তিনি।

২৯৮৫। তাঁহার কাজের মাঝেই তিনি সুপ্রকাশিত; তিনি সবকিছুর ঊর্ধ্বে দেদীপ্যমান।

২৯৮৬। আল্লাহ্র জ্ঞানের বহির্ভূত কিছুই নাই অথবা তিনি সবকিছুই দেখেন, বুঝেন, শুনেন ও জানেন, কিন্তু তাঁহাকে পূর্ণভাবে জানা সম্ভব নয়।

২৯৮৭। ইহার অর্থ এই যে, একমাত্র আল্লাহ্তা'লাই জানেন কোন্ বিশেষ জাতির জন্য কখন কি ধরণের ঐশী শিক্ষার প্রয়োজন এবং ইহা বিকৃত হইয়া গেলে বা ইহার প্রয়োজন ফুরাইয়া গেলে কখন ইহা বাতিল করা আবশ্যক। আর তিনিই জানেন কখন নূতন 'শিক্ষা' অবতীর্ণ করা দরকার।

وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۝٥

তোমাদের সঙ্গে আছেন যেখানেই তোমরা থাক না কেন । এবং তোমরা যাহা কিছুই কর আল্লাহ্ উহা প্রত্যক্ষ করেন ।

لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ۝٦

৬ । আকাশসমূহের ও পৃথিবীর স্বত্বাধিকার তাঁহারই, বস্তুতঃ আল্লাহ্‌রই দিকে সমস্ত বিষয় প্রত্যাবর্তিত হইবে ।

يُوْلِجُ الَّيْلَ فِى النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ فِى الَّيْلِ ؕ وَهُوَ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ۝٧

৭ । তিনি রাত্রিকে দিবসে প্রবিষ্ট করান এবং দিবসকে রাত্রিতে প্রবিষ্ট করান, এবং বক্ষেঃ নিহিত সমস্ত বিষয় তিনি সর্বতোভাবে পরিজ্ঞাত ।

اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِيْنَ فِيْهِ ؕ فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوْا لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ ۝٨

৮ । তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলের উপর ঈমান আন, এবং তিনি তোমাদিগকে যাহা কিছুর উত্তরাধিকারী করিয়াছেন উহা হইতে (আল্লাহ্‌র পথে) খরচ কর । অতএব তোমাদের মধ্য হইতে যাহারা ঈমান আনে এবং খরচ করে তাহাদের জন্য রহিয়াছে মহাপুরস্কার ।

وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ۚ وَالرَّسُوْلُ يَدْعُوْكُمْ لِتُؤْمِنُوْا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ اَخَذَ مِيْثَاقَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝٩

৯ । এবং তোমাদের কি হইয়াছে যে, তোমরা আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আন না, অথচ এই রসূল তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছে যেন তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের উপর ঈমান আন, এবং যদি তোমরা মো'মেন হও তাহা হইলে জানিয়া রাখ যে, তিনি তোমাদের নিকট হইতে এক দৃঢ় অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়াছেন ?[২৯৮৮]

هُوَ الَّذِىْ يُنَزِّلُ عَلٰى عَبْدِهٖۤ اٰيٰتٍۢ بَيِّنٰتٍ لِّيُخْرِجَكُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ؕ وَاِنَّ اللّٰهَ بِكُمْ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۝١٠

১০ । তিনিই তাহার বান্দার উপর সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ নাযেল করেন, যেন তিনি উহাদের দ্বারা তোমাদিগকে অন্ধকাররাশি হইতে আলোর দিকে লইয়া আসেন । এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি অতীব মমতাশীল এবং পরম দয়াময় ।

وَمَا لَكُمْ اَلَّا تُنْفِقُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلِلّٰهِ مِيْرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ لَا يَسْتَوِىْ مِنْكُمْ مَّنْ اَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقٰتَلَ ؕ اُولٰٓئِكَ اَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ

১১ । এবং তোমাদের কি হইয়াছে যে, তোমরা আল্লাহ্‌র পথে খরচ কর না, অথচ আকাশসমূহ এবং পৃথিবীর উত্তরাধিকার একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য ?[২৯৮৯] তোমাদের মধ্য হইতে কেহ তাহার সমান হইতে পারে না যে বিজয়ের পূর্বে[২৯৯০] খরচ করিয়াছে এবং যুদ্ধ করিয়াছে । ইহারা পদমর্যাদায় তাহাদের

২৯৮৮ । এই আয়াতে বর্ণিত 'অঙ্গীকার' বলিতে মানুষের প্রকৃতির মধ্যে সৃষ্টিকর্তার প্রতি যে স্বাভাবিক বিশ্বাস এবং তাঁহার নৈকট্যলাভের যে স্বাভাবিক আকুতি ও প্রেরণা আল্লাহ্‌তা'লা তাঁহার প্রকৃতিতে প্রোথিত করিয়া দিয়াছেন, তাহাই বুঝাইয়াছে (৭ঃ১৭৩ এবং ১০৭০ টীকা দ্রষ্টব্য)।

২৯৮৯ । মানুষের পার্থিব সম্পদ পৃথিবীতেই ছাড়িয়া যাইতে হইবে, বস্তুতঃ এইগুলির মালিক আল্লাহ্ ।

২৯৯০ । মক্কা-বিজয় অথবা হুদায়বিয়ার সন্ধি ।

الَّذِيْنَ اَنْفَقُوْا مِنْۢ بَعْدُ وَقٰتَلُوْا ؕ وَكُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ﴿١٠﴾ ع ١١ ١٧

অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর যাহারা বিজয়ের পরে খরচ করিয়াছে এবং যুদ্ধ করিয়াছে । এবং সকলের সহিত আল্লাহ্ কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দান করিয়াছেন । এবং আল্লাহ্ তোমাদের কর্ম সম্বন্ধে, যাহা তোমরা কর, সবিশেষ অবগত আছেন । ১ [১১] ১৭

مَنْ ذَا الَّذِيْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَهٗ لَهٗ وَلَهٗۤ اَجْرٌ كَرِيْمٌ ﴿١١﴾ ع

১২ । কে আছে যে আল্লাহ্‌কে অতি উত্তম ঋণ দিবে ? ফলে, তিনি উহাকে তাহার জন্য বাড়াইয়া দেন এবং তাহার জন্য এক সম্মানজনক পুরস্কার অবধারিত ।

يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ يَسْعٰى نُوْرُهُمْ بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَبِاَيْمَانِهِمْ بُشْرٰىكُمُ الْيَوْمَ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿١٢﴾ ع

১৩ । যেদিন তুমি মো'মেন পুরুষদিগকে এবং মো'মেন নারী দিগকে দেখিতে পাইবে যে, তাহাদের নূর তাহাদের সম্মুখে এবং তাহাদের ডাইনে ধাবমান আছে, (ফিরিশ্‌তাগণ তাহাদিগকে বলিবে) 'আজ তোমাদিগকে জান্নাতসমূহের সুসংবাদ দেওয়া হইতেছে যাহার তলদেশ দিয়া নহরসমূহ প্রবাহিত, তাহারা তথায় চিরকাল বাস করিবে । ইহাই মহান সফলতা ।'

يَوْمَ يَقُوْلُ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالْمُنٰفِقٰتُ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوا انْظُرُوْنَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُّوْرِكُمْ ۚ قِيْلَ ارْجِعُوْا وَرَآءَكُمْ فَالْتَمِسُوْا نُوْرًا ؕ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُوْرٍ لَّهٗ بَابٌ ؕ بَاطِنُهٗ فِيْهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهٗ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ ﴿١٣﴾

১৪ । যেদিন মোনাফেক পুরুষ এবং মোনাফেক নারীরা মো'মেনদিগকে বলিবে 'আমাদের জন্য অপেক্ষা কর যাহাতে আমরা তোমাদের নূর হইতে কিছু গ্রহণ করিতে পারি'[২৯৯১], তখন (তাহাদিগকে) বলা হইবে, 'তোমরা পশ্চাতে ফিরিয়া যাও[২৯৯২] এবং (তথায়) নূর অন্বেষণ কর ।' অতঃপর তাহাদের উভয়ের মধ্যে একটি প্রাচীর[২৯৯৩] তুলিয়া দেওয়া হইবে যাহাতে একটি দরজা থাকিবে ! উহার অভ্যন্তরে রহমত বিরাজ করিবে এবং উহার বাহিরে উহার সম্মুখভাগে আযাব থাকিবে ।

২৯৯১ । 'তোমাদের আলো' অর্থ তোমাদের বিশ্বাস ও ঈমান এবং সৎকর্মের আলো, অথবা তোমাদের আল্লাহ্ সম্পর্কীয় ইহকালীন উপলব্ধি ও আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভজনিত আলো ।

২৯৯২ । 'ওয়ারাকুম' ইহজগতকে বুঝাইতে পারে ।

২৯৯৩ । 'দেওয়াল' অর্থ ইসলামের বা কুরআনের দেওয়াল, যাহা মো'মেন ও কাফেরকে পৃথক করে । যেহেতু কাফেরগণ এই দেওয়ালের বাহিরে রহিয়াছে, সেই কারণে তাহাদের এই বাহিরে থাকার কাজটি পরকালে দেওয়ালের আকার ধারণ করিয়া, তাহাদিগকে বাহিরে যন্ত্রণাদায়ক স্থানে আটকাইয়া রাখিবে; তাহারা ভিতরে শান্তির স্থানে আসিতে পারিবে না ।

يُنَادُوْنَهُمْ اَلَمْ نَكُنْ مَّعَكُمْ ؕ قَالُوْا بَلٰى وَلٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ اَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْاَمَانِيُّ حَتّٰى جَآءَ اَمْرُ اللّٰهِ وَغَرَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ ﴿١٥﴾

১৫। তাহারা (মোনাফেকরা) উহাদিগকে (মো'মেনদিগকে) বলিবে, 'আমরা কি তোমাদের সঙ্গে ছিলাম না ?' তাহারা বলিবে, 'হাঁ, কিন্তু তোমরা নিজেরাই নিজদিগকে দুর্বিপাকে ফেলিয়াছ, এবং তোমরা (আমাদের ধ্বংসের) অপেক্ষা করিতে এবং নানা প্রকার সন্দেহ করিতে; প্রকৃতপক্ষে হীন-বাসনা সমূহ তোমাদিগকে প্রতারিত করিয়াছে — আল্লাহ্‌র আদেশ না আসা পর্যন্ত। [২৯৯৪] এবং আল্লাহ্ সম্পর্কে প্রবঞ্চক (শয়তান) তোমাদিগকে প্রবঞ্চিত করিল।

فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَّلَا مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ؕ مَاْوٰىكُمُ النَّارُ ؕ هِيَ مَوْلٰىكُمْ ؕ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ﴿١٦﴾

১৬। 'সুতরাং আজ (হে মোনাফেকরা) না তোমাদের নিকট হইতে, না যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহাদের নিকট হইতে কোন প্রকার মুক্তি-পণ গ্রহণ করা হইবে। তোমাদের আশ্রয়স্থল আগুন, উহাই তোমাদের সঙ্গী, [২৯৯৫] এবং উহা কতই না মন্দ বাসস্থল !'

اَلَمْ يَاْنِ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ ۙ وَلَا يَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْاَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوْبُهُمْ ؕ وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ ﴿١٧﴾

১৭। যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহাদের জন্য এখনও কি সেই সময় আসে নাই, যখন তাহাদের হৃদয়সমূহ আল্লাহ্‌র স্মরণের জন্য এবং যে সত্য নাযেল হইয়াছে উহার জন্য ভয়ে বিনীত হয় ? এবং (মো'মেনদের কর্তব্য) তাহারা যেন উহাদের মত না হয় যাহাদিগকে ইতিপূর্বে কিতাব দেওয়া হইয়াছিল কিন্তু তাহাদের উপর (আল্লাহ্‌র ফযল নাযেল হওয়ার) যমানা দীর্ঘ হওয়ার ফলে তাহাদের অন্তরসমূহ কঠিন হইয়া গিয়াছিল এবং তাহাদের অধিকাংশই দুষ্কৃতকারী ছিল।

اِعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ؕ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿١٨﴾

১৮। জানিয়া রাখ, আল্লাহ্ যমীনকে উহার মৃত্যুর পর জীবিত করেন, অবশ্যই আমরা তোমাদের জন্য নির্দেশাবলী সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করিয়াছি যেন তোমরা বুদ্ধি-বিবেক প্রয়োগ কর।

اِنَّ الْمُصَّدِّقِيْنَ وَالْمُصَّدِّقٰتِ وَاَقْرَضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضٰعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ اَجْرٌ كَرِيْمٌ ﴿١٩﴾

১৯। নিশ্চয় দানশীল পুরুষগণ এবং দানশীল রমণীগণ এবং যাহারা আল্লাহ্‌কে অতি উত্তম ঋণ দান করে—তাহাদিগকে বাড়াইয়া দেওয়া হইবে, তদুপরি তাহাদের জন্য রহিয়াছে অতি সম্মানজনক পুরস্কার—

২৯৯৪। "আমরুল্লাহ্" এখানে ঐশী শাস্তি বুঝায়।

২৯৯৫। "উহাই তোমাদের সঙ্গী" কথাটি বঙ্গোক্তি বলিয়া মনে হয়। অথবা ইহার অর্থ এই হইতে পারে ঃ দোযখের অগ্নি তোমাদের ইহলৌকিক পাপ-কর্মের কলঙ্ক-কালিমা হইতে তোমাদিগকে মুক্ত ও পবিত্র করিয়া তোমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির সহায়ক হইবে এবং এইরূপে দোযখের অগ্নি বন্ধুর কাজ করিবে।

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖٓ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصِّدِّيْقُوْنَ ۚ وَالشُّهَدَآءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ ؕ لَهُمْ اَجْرُهُمْ وَنُوْرُهُمْ ؕ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ۝١٩

২০। যাহারা আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসূলগণের উপর ঈমান আনিয়াছে, তাহারা তাহাদের প্রতিপালকের নিকট সিদ্দীক এবং শহীদগণের পর্যায়ভুক্ত। তাহাদের জন্য রহিয়াছে তাহাদের পুরস্কার এবং তাহাদের নূর। কিন্তু যাহারা অস্বীকার করিয়াছে এবং আমাদের আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছে তাহারা জাহান্নামের অধিবাসী।

[৯] ১৮

اِعْلَمُوْٓا اَنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ وَّزِيْنَةٌ وَّتَفَاخُرٌۢ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِى الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ ؕ كَمَثَلِ غَيْثٍ اَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهٗ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرٰىهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُوْنُ حُطَامًا ؕ وَفِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ۙ وَّمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانٌ ؕ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ ۝٢٠

২১। তোমরা জানিয়া রাখ, এই পার্থিব জীবন ক্রীড়া-কৌতুক, চাক-চিক্য, সৌন্দর্য, তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক আত্মশ্লাঘা, এবং ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি বৃদ্ধির প্রতিযোগিতা মাত্র। ইহার দৃষ্টান্ত বারিধারার ন্যায় যাহার (দ্বারা উৎপাদিত) শাক-সব্জি কৃষকদিগকে চমৎকৃত করে, অতঃপর উহা পরিপক্ক হয় এবং তুমি উহাকে হলুদবর্ণ দেখিতে পাও, যাহা অবশেষে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যায়। এবং পরকালে রহিয়াছে (দুনিয়াদার লোকদের জন্য) কঠিন আযাব এবং (সৎকর্মশীল লোকদের জন্য) আল্লাহ্‌র নিকট হইতে ক্ষমা এবং সন্তুষ্টি। এবং এই পার্থিব জীবন (সাময়িক) ছলনাময়ী ভোগ্যবস্তু ব্যতিরেকে কিছু নহে।

سَابِقُوْٓا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ ۙ اُعِدَّتْ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ ؕ ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ۝٢١

২২। (হে লোকসকল!) তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হইতে ক্ষমা এবং এমন জান্নাতের দিকে দ্রুত অগ্রসর হও, যাহার মূল্য আকাশ ও পৃথিবীর মূল্যের সমতুল্য;[২৯৯৬] ইহা ঐ সকল লোকদের জন্য প্রস্তুত করা হইয়াছে যাহারা আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসূলগণের উপর ঈমান আনে। ইহা আল্লাহ্‌র বিশেষ ফযল, তিনি যাহাকে চাহেন ইহা দান করেন এবং আল্লাহ্ মহা ফযলের অধিকারী।

مَآ اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِىْٓ اَنْفُسِكُمْ اِلَّا فِىْ كِتٰبٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ نَّبْرَاَهَا ؕ اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ۝٢٢

২৩। পৃথিবীতে এবং তোমাদের নিজেদের উপর এমন কোন মুসীবৎ আসে না যে আমরা উহা প্রকাশ করিবার পূর্বেই এক কিতাবে[২৯৯৬-ক] লিবিবদ্ধ না থাকে— নিশ্চয় ইহা আল্লাহ্‌র জন্য অতি সহজ—

২৯৯৬। **'আরয'** মানে মূল্য ও ব্যাপকতা। এই হিসাবে আয়াতটির তাৎপর্য হইলঃ (ক) পরলোকে ধর্মপরায়ণদের পুরস্কার অপরিসীম ও অগণিত। আকাশমালা, পৃথিবী এবং সমস্ত স্থান, শূন্য-মহাশূন্য জুড়িয়া বিস্তৃত রহিয়াছে বেহেশ্‌ত; এমনকি দোযখও ইহারই আওতাভুক্ত। ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, বেহেশ্‌ত ও দোযখ দুইটা পৃথক স্থান বিশেষ নয়, বরং মনের দুইটা পৃথক পৃথক অবস্থা। কুরআনের বর্ণিত বেহেশ্‌ত-দোযখের স্বরূপ সম্বন্ধে মহানবী (সাঃ)-এর একটি প্রসিদ্ধ হাদীস সঠিক ধারণা দেয়। একবার নবী করীম (সাঃ) সাহাবীগণ কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়াছিলেন, 'বেহেশত যদি ইহার স্বীয় ব্যাপকতার মধ্যে আকাশমালা ও পৃথিবীকে ছাইয়া ফেলে, তাহা হইলে দোযখের স্থান **কোথায় ?'** রসূলুল্লাহ (সাঃ) উত্তর দিয়াছিলেন, "রাত্রি কোথায় থাকে, যখন দিনের আগমন হয়" (কাসীর)।

২৯৯৬-ক। কিতাব দ্বারা **ঐশী বিধান** বা ঐশী জ্ঞানকে বুঝাইতে পারে। অতএব আয়াতটির তাৎপর্য হইল প্রত্যেক বস্তুই নিয়মের অধীন। কিতাব দ্বারা কুরআনকেও বুঝায়। অতএব এই আয়াতের অর্থ হইতে পারে, ব্যক্তি বা জাতির দুঃখ-দুর্দশার কারণ ও প্রতিকার কুরআনে রহিয়াছে।

لِّكَيْلَا تَاْسَوْا عَلٰى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوْا بِمَآ اٰتٰىكُمْ ؕ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرِ ۙ﴿٢٤﴾

২৪। যেন তোমরা তোমাদের **হারানো** বস্তুর জন্য দুঃখ না কর এবং যাহা তিনি তোমাদিগকে দেন উহাতে তোমরা আনন্দে স্ফীত না হও। এবং আল্লাহ্‌ কোন দাম্ভিক ও অহংকারীকে ভালবাসেন না—

الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ وَيَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ ؕ وَمَنْ يَّتَوَلَّ فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ ﴿٢٥﴾

২৫। যাহারা স্বয়ং কৃপণতা করে এবং লোকদিগকেও কৃপণতার আদেশ দেয়, এবং যাহারা মুখ ফিরাইয়া লয়, সেই ক্ষেত্রে নিশ্চয় আল্লাহ্‌ই প্রাচুর্যশীল এবং সকল প্রশংসার অধিকারী।

لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنٰتِ وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتٰبَ وَالْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۚ وَاَنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ فِيْهِ بَاْسٌ شَدِيْدٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ وَرُسُلَهٗ بِالْغَيْبِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ عَزِيْزٌ ﴿٢٦﴾ ع ٣ ٦ ١٩

২৬। নিশ্চয় আমরা আমাদের রসূলগণকে সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলীসহ পাঠাইয়াছি এবং তাহাদের সঙ্গে কিতাব এবং তুলাদণ্ড[২৯৯৭] নাযেল করিয়াছি যাহাতে লোক ন্যায়-বিচার কায়েম করিতে পারে, এবং আমরা লৌহ[২৯৯৮] নাযেল করিয়াছি, যাহাতে ভীষণ যুদ্ধের উপকরণ আছে এবং মানব জাতির জন্য বহুবিধ উপকার রহিয়াছে, এবং যেন আল্লাহ্‌ স্বতন্ত্ররূপে প্রকাশ করেন তাহাদিগকে যাহারা (তাঁহাকে) না দেখিয়াও তাঁহাকে এবং তাঁহার রসূলগণকে সাহায্য করে। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ মহাশক্তিধর, মহাপরাক্রমশালী।

৩ [৬] ১৯

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا وَّاِبْرٰهِيْمَ وَجَعَلْنَا فِيْ ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتٰبَ فَمِنْهُمْ مُّهْتَدٍ ۚ وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ ﴿٢٧﴾

২৭। এবং নিশ্চয় আমরা নূহ ও ইব্‌রাহীমকে প্রেরণ করিয়াছিলাম এবং উভয়ের বংশধরগণের মধ্যে নুবওয়াত এবং কিতাব মনোনীত করিয়াছিলাম। সুতরাং তাহাদের মধ্যে কতক হেদায়াতের অনুসরণ করিয়া ছিল এবং তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল দুষ্কৃতকারী।

২৯৯৭। 'মীযান' দ্বারা বুঝানো হইতেছে ঃ (ক) সমতা ও ন্যায়নীতি, যাহা মানুষের সকল পারস্পরিক কাজ-কর্মে পালন করা অবশ্য কর্তব্য (ফরয) বলিয়া নির্ধারিত হইয়াছে; (খ) সঠিক মাপকাঠি, যাহা দ্বারা মানুষের কর্মকাণ্ডকে পরিমাপ করা, ওজন করা, মূল্যায়ন করা ও বিচার করা হইয়া থাকে; (গ) ভারসাম্যের তুলাদণ্ড, যাহা সারা বিশ্ব-জগতে ক্রিয়াশীল থাকিয়া সকল বস্তুর মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় রাখিয়াছে; (ঘ) মহানবী (সাঃ)-এর কার্যধারা ও আল্লাহর কিতাব (কুরআন); (ঙ) মধ্যপথ অবলম্বন ও সীমাতিক্রম পরিত্যাগ; (চ) নিরীক্ষণ ও অভিজ্ঞতা-ভিত্তিক বিচার-বুদ্ধি ও যুক্তি।

২৯৯৮। 'আল্‌ হাদীদ' (লৌহ) এমনি একটা ধাতু যাহা মানুষের উন্নতি ও অগ্রগতির ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা অধিক অবদান রাখিয়াছে এবং মানব-সভ্যতার সর্বাধিক প্রসার ঘটাইয়াছে। এই শব্দটির অন্য তাৎপর্য হইল, মানব-সমাজের অস্তিত্ব রক্ষাকারী নিয়ম-নীতিকে মানিবার জন্য মানুষকে বাধ্য করার শক্তি। অতএব এই আয়াত বুঝাইতেছে যে, আল্লাহ্‌তা'লা তিনটি বস্তু পাঠাইয়াছেনঃ (ক) ঐশী আইন-কানুন, (খ) মানব সমাজের সুষম সম্পর্ক রক্ষার পদ্ধতি; (গ) রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা যাহা দ্বারা ঐশী আইন-কানুন মানিয়া চলিতে বাধ্য করা যায়।

ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلٰٓى اٰثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَاٰتَيْنٰهُ الْاِنْجِيْلَ ۙ وَجَعَلْنَا فِىْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ رَاْفَةً وَّرَحْمَةً ؕ وَرَهْبَانِيَّةَ ۨ ابْتَدَعُوْهَا مَا كَتَبْنٰهَا عَلَيْهِمْ اِلَّا ابْتِغَآءَ رِضْوَانِ اللّٰهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا ۚ فَاٰتَيْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْهُمْ اَجْرَهُمْ ۚ وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ ﴿٢٧﴾

২৮ । অতঃপর তাহাদের পদাঙ্ক অনুসরণে আমরা পর্যায়ক্রমে আমাদের রসূলগণকে পাঠাইয়াছিলাম, এবং আমরা (তাহাদের) পিছনে মরিয়মের পুত্র ঈসাকে পাঠাইয়াছিলাম এবং তাহাকে ইন্‌জীল প্রদান করিয়াছিলাম । এবং যাহারা তাহার অনুসরণ করিয়াছিল তাহাদের অন্তরে আমরা স্নেহ-মমতা ও দয়ার সৃষ্টি করিয়াছিলাম । আর যে আছে সন্যাসবাদ— ইহা তাহারা নিজেরাই প্রবর্তন করিয়াছিল— যাহার নির্দেশ আমরা তাহাদিগকে দেই নাই, তাহারা অবশ্য আল্লাহর সন্তোষ লাভের[২৯৯৯] জন্যই ইহা করিয়াছিল, কিন্তু তাহারা ইহার যথোচিত মর্যাদা রক্ষা করিতে পারে নাই । অতঃপর তাহাদের মধ্য হইতে যাহারা ঈমান আনিয়াছিল তাহাদিগকে আমরা তাহাদের পুরস্কার দিয়াছিলাম কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই ছিল দুষ্কৃতকারী ।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَاٰمِنُوْا بِرَسُوْلِهٖ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَّحْمَتِهٖ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ نُوْرًا تَمْشُوْنَ بِهٖ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٢٨﴾

২৯ । হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ ! তোমরা আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর এবং তাঁহার রসূলের উপর ঈমান আন । তিনি তোমাদিগকে নিজ রহমত হইতে দ্বিগুণ পুরস্কার প্রদান করিবেন এবং তোমাদের জন্য এমন নূর নির্ধারণ করিবেন যাহার সাহায্যে তোমরা (অন্ধকারে) চলিতে পার, এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করিবেন—বস্তুতঃ আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময় ।

২৯৯৯ । আয়াতটিতে বলা হইয়াছে যে, ঈসা (আঃ)-এর অনুসারী খৃষ্টানেরা আল্লাহ্‌তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের উপায় হিসাবে 'বৈরাগ্য' প্রথার আবিষ্কার করে; অথচ আল্লাহ্‌তা'লা এরূপ করার নির্দেশ দেন নাই । আয়াতটির অর্থ এইরূপও হইতে পারে ঃ খৃষ্টানগণ 'বৈরাগ্য' আবিষ্কার করে, আল্লাহ্ বৈরাগ্য অবলম্বনের কোন আদেশ দেন নাই— তিনি কেবল তাঁহার সন্তুষ্টি অর্জনেরই আদেশ দিয়াছিলেন । ২৬ আয়াতে আল্লাহ্‌তা'লা কর্তৃক 'আল্ মীযান' পাঠানোর কথা বলা হইয়াছে, যাহাতে মানুষ চরম ও হঠকারী পন্থা পরিত্যাগ পূর্বক সকল কর্মে ও সকল ব্যাপারেই সুখকর মধ্যপথ অবলম্বন করে । এই আয়াতে খৃষ্টান জাতির উদাহরণ দিয়া বুঝানো হইতেছে যে, যত সদুদ্দেশ্যই হউক না কেন, খৃষ্টানেরা এই চরম পন্থা অবলম্বনের দ্বারা তাহাদের আসল লক্ষ্য খোদার সন্তুষ্টি অর্জনে ব্যর্থ হইয়াছে । তাহারা এই ভুল-চিন্তা দ্বারা চালিত হইয়া সন্যাস-প্রথা আবিষ্কার করিয়াছিল যে, এই পথেই বুঝি তাহারা আল্লাহ্‌তা'লার নৈকট্য ও প্রসাদ লাভে সমর্থ হইবে; তাহারা আরো ভাবিয়াছিল, অবিবাহিত যীশুর শিক্ষা ও আচরণ বুঝি ইহাই । কিন্তু ইহা মস্তবড় সামাজিক অকল্যাণ ডাকিয়া আনিয়াছে । বহু অনর্থের মূলে রহিয়াছে খৃষ্টানদের এই ভ্রান্ত কুপ্রথা । "বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি" বলিয়া তাহারা আরম্ভ করিয়াছিল, আর সুখ-সম্ভোগ ও সম্পদ-উপসানার মধ্যে আত্মবিলীন হইয়া তাহারা সমাপ্তি ঘোষণা করিতেছে । ইসলাম এই সন্যাস প্রথাকে মোটেই গুরুত্ব দেয় নাই বরং নিন্দা করিয়া ইহাকে জীবন হইতে নির্বাসন দিয়াছে, কেননা ইহা মানব-প্রকৃতির সম্পূর্ণ বিপরীত ও পরিপন্থী । মহানবী (সাঃ) বলিয়াছেন, "ইসলামে বৈরাগ্য নাই" (আসীর)। ইসলাম সেই সব স্বপ্ন-দর্শীদের ধর্ম নহে যাহারা রূঢ় বাস্তব জগত হইতে নিজেদেরকে দূরে বহুদূরে সরাইয়া নিয়া, নিজ নিজ ধ্যান-ধারণার কল্পনা-জগতে আশ্রয় নেয়। ইসলামে এইরূপ অবাস্তব শিক্ষারও কোন মূল্য নাই যেমন, "কল্যাণের নিমিত্ত ভাবিত হইও না" (মথি ৬ঃ৩৪)। বরং ইসলাম অত্যন্ত জোরের সহিত প্রত্যেক মুসলিমকে তাকিদ দেয় যে,"সে যেন এ বিষয়ে যথেষ্ট মনোযোগ দেয় যে, আগামী কালের জন্য সে কি (আমল)পাঠাইতেছে।"প্রকৃত মুসলিম হইল সেই ব্যক্তি, যিনি সমভাবে ও সম্পূর্ণভাবে, আল্লাহ্‌র প্রতি ও মানুষের প্রতি তাহার দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করিয়া থাকেন ।

لِّئَلَّا يَعْلَمَ اَهْلُ الْكِتٰبِ اَلَّا يَقْدِرُوْنَ
عَلٰى شَىْءٍ مِّنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَ اَنَّ الْفَضْلَ
بِيَدِ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَ اللّٰهُ
ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ﴿۳۰﴾ ع

৩০। (আমরা ইহা এই জন্য বলিতেছি) যেন আহ্‌লে কিতাব ইহা মনে না করে যে, তাহারা (মুসলমানগণ) আল্লাহ্‌র ফযলের কোন কিছুর উপর ক্ষমতা রাখে না,[৩০০০] বস্তুতঃ ফযল আল্লাহ্‌র হাতে রহিয়াছে, তিনি যাহাকে চাহেন ইহা দান করেন এবং আল্লাহ্ মহা ফযলের অধিকারী।

৪ [৪] ২০

৩০০০। আহ্‌লে কিতাব (ইহুদী ও খৃষ্টানগণ) এই কথা তাহাদের মন হইতে সম্পূর্ণ মুছিয়া ফেলুক যে, একমাত্র তাহারাই আল্লাহ্‌তা'লার অনুগ্রহভাজন ও সন্তুষ্টি-পুষ্ট। তাহারা জানিয়া রাখুক যে, আল্লাহ্ তাঁহার অনুগ্রহকে ফিরাইয়া লইয়া এখন অন্য জাতিকে তথা মুসলিম উম্মতকে দান করিয়াছেন।

৫৮-সূরা আল্ মুজাদেলা

(হিজরতের পরে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণ হওয়ার সময় ও প্রসঙ্গ

কুরআনের মাদানী সূরার শেষ সপ্ত-সূরার মধ্যে ইহা দ্বিতীয় সূরা। ইহাতে 'যিহার'-প্রথার কিছুটা বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। নিজের স্ত্রীকে 'মা' ডাকিয়া বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটানোর প্রথাকে 'যিহার' বলে। সূরা আহ্যাবেও এই 'যিহার' সম্বন্ধে সামান্য আলোচনা আছে। ইহাতে বুঝা যায় যে, সূরা আহ্যাবের পূর্বে এই সূরা অবতীর্ণ হইয়াছিল। সূরা আহ্যাব নাযেল হইয়াছিল ৫ম ও ৭ম হিজরীর মধ্যবর্তী সময়ে। অতএব, এই সূরা উহার পূর্বেই অবতীর্ণ হইয়াছিল; খুব সম্ভবতঃ তৃতীয় ও চতুর্থ হিজরীর মধ্যবর্তী সময়ে। ইহার পূর্ববর্তী সূরা 'হাদীদে' আহ্লে কিতাবগণকে শক্তভাবে বলা হইয়াছিল যে, আল্লাহ্তা'লার অনুগ্রহ একমাত্র তাহাদেরই প্রাপ্য বলিয়া তাহারা যে ধারণা রাখে তাহা ঠিক নয়। বরং যেহেতু তাহারা বারবার আল্লাহ্ প্রেরিত পুরুষগণকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে এবং বিরোধিতাসহ অত্যাচার করিয়াছে, সেইহেতু আল্লাহ্তা'লার অনুগ্রহ এখন হইতে চিরদিনের জন্য 'বনী ইসমাঈল' বংশে চলিয়া যাইবে। বর্তমান সূরাতে মুসলিম উম্মতকে সাবধান করা হইতেছে যে, তাহাদের পার্থিব উন্নতি বহিঃশত্রু ও অভ্যন্তরীণ শত্রু উভয়ের চক্ষুশূল হইবে। অতএব, তাহারা যেন শত্রুদের অসদুদ্দেশ্য ও ষড়যন্ত্র হইতে আত্মরক্ষার জন্য সজাগ থাকে। কুরআনের একটি অপরিবর্তনীয় নীতি এই যে, যখনই শত্রুর ষড়যন্ত্রের বিষয় আলোচনায় আসে, তখনই কতকগুলি সামাজিক কদাচারের কথাও আলোচনায় আসিয়া যায়। এই পদ্ধতিটি সূরা নূর, সূরা আহ্যাব ও বর্তমান সূরাতে বিদ্যমান দেখা যায়।

বিষয়বস্তু

সূরাটি আরম্ভ হইয়াছে 'যিহার' প্রথার ঘৃণা প্রকাশ করিয়া। খাওলা নাম্নী এক মুসলিম মহিলার ঘটনা উল্লেখ পূর্বক একটি আইন জারী করা হইল যে, যদি কেহ নিজের স্ত্রীকে 'মা' বলিয়া সম্বোধন করে তাহা হইলে এই ঘৃণ্য নৈতিক অপরাধের অনুশোচনা স্বরূপ তাহাকে তাহার কৃতদাসদের মধ্য হইতে একজনকে মুক্তিদান করিতে হইবে, অথবা দুইমাস পর্যন্ত একাধারে রোযা রাখিতে হইবে, আর যদি তাহাও না পারে তাহা হইলে ষাট জন দরিদ্রকে খাওয়াইতে হইবে। অতঃপর সূরাতে ইসলামের ভিতরকার শত্রুদের নষ্টামী ও ষড়যন্ত্রের কথা উল্লেখ পূর্বক, গোপন-আড্ডা গঠন এবং গোপন সভা আহ্বান ইত্যাদি নাশকতামূলক কাজ-কর্মের নিন্দা করা হইয়াছে। অতঃপর যুক্তিসঙ্গতভাবেই সামাজিক মিলনের ও সভাসমিতির ব্যাপারে কতকগুলি নিয়ম-কানুন বাধিয়া দেওয়া হয়। শেষ দিকে এই সূরা ইসলামের শত্রুদের প্রতি শক্ত হুশিয়ারি উচ্চারণ করিয়া বলিতেছে যে, ইসলামের বিরোধিতা করিয়া তাহারা কেবল আল্লাহ্তা'লার ক্রোধ-ভাজনই হইবে, ইসলামের প্রগতি ও উন্নতিতে কোন বিঘ্ন সৃষ্টি করিতে পারিবে না। অবিশ্বাসীর প্রতি হুশিয়ারীর সাথে সাথে মো'মেনগণকেও সমভাবে সাবধান করা হইয়াছে যে, তাহারা যেন তাহাদের ধর্মের শত্রুদের সাথে কোন অবস্থাতেই বন্ধুত্ব না পাতায়। তাহাদের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকিলেও, ইসলামের বিরোধিতা ও শত্রুতা করিয়া তাহারা আল্লাহ্র সাথে সত্যি সত্যি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে। আল্লাহ্র সহিত যুদ্ধরত শত্রুর প্রতি বন্ধুত্ব সত্যিকার ঈমানের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ।

৫৮- সূরা আল্ মুজাদেলা

ইহা মাদানী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ইহাতে ২৩ আয়াত এবং ৩ রুকূ আছে ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। আল্লাহ্র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِيْ تُجَادِلُكَ فِيْ زَوْجِهَا وَتَشْتَكِيْٓ اِلَى اللّٰهِ ۖ وَاللّٰهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌۢ بَصِيْرٌ ②

২। আল্লাহ্ অবশ্য সেই মহিলার কথা শুনিয়াছেন, যে তাহার স্বামীর সম্বন্ধে তোমার সহিত বিতর্ক করিতেছিল এবং আল্লাহ্র নিকট অভিযোগ করিতেছিল । এবং আল্লাহ্ তোমাদের উভয়ের বাক্যালাপ শুনিতেছিলেন ।[৩০০১] নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা ।

اَلَّذِيْنَ يُظٰهِرُوْنَ مِنْكُمْ مِّنْ نِّسَآئِهِمْ مَّا هُنَّ اُمَّهٰتِهِمْ ؕ اِنْ اُمَّهٰتُهُمْ اِلَّا الّٰٓـِٔيْ وَلَدْنَهُمْ ؕ وَاِنَّهُمْ لَيَقُوْلُوْنَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُوْرًا ؕ وَاِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُوْرٌ ③

৩। তোমাদের মধ্যে যাহারা নিজেদের স্ত্রীগণের সহিত 'যিহার' করে (অর্থাৎ 'মা' বলিয়া ফেলে, তাহাদের এইরূপ বলাতে), তাহারা তাহাদের 'মা' হয় না; তাহাদের মা কেবল উহারা যাহারা তাহাদিগকে প্রসব করিয়াছে । এবং নিশ্চয় তাহারা নিন্দনীয় এবং মিথ্যা কথা বলে, এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মার্জনাকারী, ক্ষমাশীল ।

وَالَّذِيْنَ يُظٰهِرُوْنَ مِنْ نِّسَآئِهِمْ ثُمَّ يَعُوْدُوْنَ لِمَا قَالُوْا فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّتَمَآسَّا ؕ ذٰلِكُمْ تُوْعَظُوْنَ بِهٖ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ④

৪। এবং যাহারা নিজেদের স্ত্রীদের সহিত 'যিহার' করে অতঃপর তাহারা যাহা বলিয়াছে উহাতে ফিরিয়া আসে,[৩০০২] তাহা হইলে তাহারা পরস্পরকে স্পর্শ করিবার পূর্বে তাহাদিগকে অবশ্যই একটি গোলামকে আযাদ করিয়া দিতে হইবে । ইহাই সেই বিষয় যে সম্বন্ধে তোমাদিগকে উপদেশ দেওয়া যাইতেছে । এবং তোমরা যে কর্মই কর উহার সম্বন্ধে আল্লাহ্ সবিশেষ খবর রাখেন ।

৩০০১। সা'লাবার কন্যা এবং আউস বিন সামিতের স্ত্রী খাওলা স্বামী কর্তৃক বিচ্ছিন্নতার বিরহে পতিত হন । কেননা তাহার স্বামী তাহাকে 'মা' ডাকিয়া এই বিপদে ফেলে । 'তুমি আমার মায়ের পিঠ সদৃশ্য' এই কথা উচ্চারণ করিয়া স্বামী-স্ত্রীকে পুরাতন আরব প্রথা অনুসারে একটা ঝুলন্ত অবস্থায় নিপতিত করিতে পারিত । এই প্রথার নাম ছিল 'যিহার' । আউস এই প্রথার সুযোগ নিয়া খাওলাকে ঝুলন্ত রাখিল অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রী রূপে মিলামিশা হইতে বঞ্চিত রাখিয়া অনিশ্চয়তার মধ্যে ফেলিয়া দিল । হতভাগা স্ত্রী না বিবাহ-বিচ্ছেদের দাবী করিতে পারে, না দ্বিতীয় বিবাহ করিতে পারে, না বর্তমান স্বামীর উপর স্ত্রী-হিসাবে কোন দাবী খাটাইতে পারে । খাওলা অনিশ্চিত ঝুলন্ত অবস্থায় পতিত হইলেন । তিনি মহানবী (সাঃ)-এর কাছে আসিয়া তাহার দুর্দশার কাহিনী বর্ণনা করিলেন এবং তাঁহার পরামর্শ ও সাহায্য চাহিলেন । মহানবী (সাঃ) তাহার প্রতি সহানুভূতি দেখাইলেন বটে, কিন্তু তিনি এ ব্যাপারে কিছু করিতে অপারগতা প্রকাশ করিলেন। কেননা এই ধরণের বিষয়াদির ব্যাপারে, ওহী-ইলহামের মাধ্যমে অবগত না হইয়া তিনি সাধারণতঃ কোনও সিদ্ধান্ত দিতেন না । অবশ্য আল্লাহ্র তরফ হইতে ওহী আসিল এবং 'যিহার' প্রথা বেআইনী বলিয়া ঘোষিত হইল ।

৩০০২। "সুম্মা ইয়ায়ূদূনা লেমা কালূ" এই আরবী বাক্য দুই রকমের অর্থ বুঝাইতে পারে ঃ—
(ক) তাহারা যাহা বলিয়াছে উহা হইতে ফিরিয়া আসে অর্থাৎ তাহারা স্ত্রীকে 'মা' ডাকিয়া তাহাদের সহিত আবার সহবাস করিতে চাহে; (খ) তাহারা তাহাদের ঐ কথা নিষেধাজ্ঞা আসার পরও পুনর্বার বলে এই ঘৃণ্য কথা পুনরায় উচ্চারণ করাকে অপরাধ গণ্য করা হইবে এবং এই অপরাধের জন্য উচ্চারণকারীকে যে শাস্তি গ্রহণ করিতে হইবে, তাহাই এই আয়াতে ও পরবর্তী আয়াতে বর্ণিত হইয়াছে ।

فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّتَمَآسَّا ۚ فَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَاِطْعَامُ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا ۭ ذٰلِكَ لِتُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ۭ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ۭ وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝

৫। কিন্তু যে (গোলাম) না পায়, তাহা হইলে তাহারা পরস্পর স্পর্শ করিবার পূর্বে তাহাকে একাদিক্রমে দুই মাস রোযা রাখিতে হইবে। কিন্তু সে যদি ইহাতে অসমর্থ হয় তাহা হইলে তাহাকে ষাট জন মিসকীনকে [৩০০৩] আহার্য্য দিতে হইবে। ইহা এই জন্য যেন তোমরা আল্লাহ্‌র উপর এবং তাঁহার রসূলের উপর ঈমান আনিতে পার। এবং এইগুলি আল্লাহ্‌র (নির্ধারিত) সীমারেখা; এবং কাফেরদের জন্য রহিয়াছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব।

اِنَّ الَّذِيْنَ يُحَآدُّوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ كُبِتُوْا كَمَا كُبِتَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَقَدْ اَنْزَلْنَآ اٰيٰتٍۢ بَيِّنٰتٍ ۭ وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ۝

৬। নিশ্চয় যাহারা আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসূলের বিরোধিতা করে, [৩০০৪] তাহাদিগকে অপদস্থ করা হইবে যেভাবে তাহাদের পূর্ববর্তীদিগকে অপদস্থ করা হইয়াছিল, এবং আমরা অবশ্যই সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী নাযেল করিয়াছি। এবং কাফেরদের জন্য অপমানজনক শাস্তি অবধারিত আছে।

يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا ۭ اَحْصٰىهُ اللّٰهُ وَنَسُوْهُ ۭ وَاللّٰهُ عَلٰي كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ ۝

৭। যেদিন আল্লাহ্ তাহাদের সকলকে পুনরুত্থিত করিবেন এবং তিনি তাহাদের কৃত-কর্ম সম্বন্ধে অবহিত করিবেন। আল্লাহ্ ইহা হিসাব করিয়া রাখিয়াছেন কিন্তু তাহারা উহা ভুলিয়া গিয়াছে। বস্তুতঃ আল্লাহ্ সকল বিষয়ের উপর সাক্ষী।

[৭] ১ ১

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۭ مَا يَكُوْنُ مِنْ نَّجْوٰى ثَلٰثَةٍ اِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ اِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَآ اَدْنٰى مِنْ ذٰلِكَ وَلَآ اَكْثَرَ اِلَّا هُوَ مَعَهُمْ اَيْنَ مَا كَانُوْا ۚ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۭ اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۝

৮। তুমি কি চিন্তা করিয়া দেখ না যে, যাহা কিছু আকাশসমূহে আছে এবং যাহা কিছু পৃথিবীতে আছে আল্লাহ্ সব জানেন? তিন জনের এমন কোন গোপন পরামর্শ হয় না যাহাতে তিনি তাহাদের চতুর্থজন না হন; এবং না পাঁচ জনের হয় যাহাতে তিনি তাহাদের ষষ্ঠজন না হন, এবং (সংখ্যায়) ইহার অপেক্ষা অল্প হউক অথবা অধিক হউক তিনি আবশ্যই তাহাদের সঙ্গে থাকেন— তাহারা যেখানেই থাকুক না কোন। অতঃপর কিয়ামতের দিন তিনি তাহাদিগকে তাহাদের কৃত-কর্ম সম্বন্ধে অবহিত করিবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে সর্বজ্ঞানী।

৩০০৩। এই আয়াতগুলিতে শাস্তির কঠোরতা দেখিয়া বুঝিতে পারা যায় যে, স্ত্রীকে 'মা' ডাকিয়া ফেলা কত বড় গুরুতর অপরাধ। 'মা' এর সহিত সম্পর্ক এতই পবিত্র যে, ইহাকে ছোট করিয়া দেখার ন্যূনতম অবকাশ নাই।

৩০০৪। স্ত্রীকে 'মা' ডাকা, আর আল্লাহ্‌তা'লার বিরোধিতা করা, একই পর্যায়ের অপরাধ। যুক্তিসঙ্গতভাবেই আল্লাহ্‌র বিরোধিতাকারী ইহুদী ও মোনাফেকদের কথাও এই আয়াতে প্রসঙ্গতঃ আসিয়া গিয়াছে।

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ نُهُوْا عَنِ النَّجْوٰى ثُمَّ يَعُوْدُوْنَ لِمَا نُهُوْا عَنْهُ وَيَتَنٰجَوْنَ بِالْاِثْمِ وَ الْعُدْوَانِ وَ مَعْصِيَتِ الرَّسُوْلِ ۫ وَ اِذَا جَآءُوْكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللّٰهُ ۙ وَيَقُوْلُوْنَ فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللّٰهُ بِمَا نَقُوْلُ ؕ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ ۚ يَصْلَوْنَهَا ۚ فَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ۝٨

৯। তুমি কি তাহাদিগকে দেখ নাই যাহাদিগকে গোপন পরামর্শ করিতে নিষেধ করা হইয়াছে, অতঃপর তাহারা পুনরায় সেই কাজই করে যাহা হইতে তাহাদিগকে নিষেধ করা হইয়াছিল, এবং তাহারা পাপ কার্য, সীমালংঘন এবং রসূলের অবাধ্যতা করিবার [৩০০৫] জন্য গোপন পরামর্শ করে ? এবং যখন তাহারা তোমার নিকট আসে তখন তাহারা তোমাকে এমনভাবে অভিবাদন করে যেভাবে আল্লাহ্ও তোমাকে অভিবাদন করেন নাই, [৩০০৬] এবং তাহারা নিজেদের মধ্যে বলে, 'আমরা যাহা বলি তজ্জন্য আল্লাহ্ আমাদিগকে আযাব দেন না কেন ?' তাহাদের জন্য জাহান্নাম যথেষ্ট, উহাতে তাহারা প্রবেশ করিবে, এবং উহা কতই না মন্দ প্রত্যাবর্তনস্থল !

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُوْلِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْٓ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ۝٩

১০। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ ! যখন তোমরা পরস্পরের মধ্যে গোপন পরামর্শ কর, তখন পাপ কার্য, সীমালংঘন এবং রসূলের অবাধ্যতা সম্পর্কে গোপন পরামর্শ করিও না; বরং পুণ্য কাজ এবং তাক্ওয়া সম্বন্ধে পরামর্শ কর, [৩০০৭] এবং তাক্ওয়া অবলম্বন কর আল্লাহ্র যাহার নিকট তোমাদিগকে সমবেত করা হইবে।

اِنَّمَا النَّجْوٰى مِنَ الشَّيْطٰنِ لِيَحْزُنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَيْسَ بِضَآرِّهِمْ شَيْـًٔا اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ۝١٠

১১। নিশ্চয় (মন্দ বিষয়ে) গোপন পরামর্শ কেবল শয়তান হইতে, যেন সে ঐ সকল লোকদিগকে দুঃখ দেয় যাহারা ঈমান আনিয়াছে, অথচ আল্লাহ্র অনুমতি ব্যতিরেকে সে তাহাদের কোন অনিষ্ট সাধন করিতে পারিবে না। সুতরাং মো'মেনগণকে আল্লাহ্র উপরই নির্ভর করা উচিত।

৩০০৫। মদীনার ইহুদীরা এবং মোনাফেকরা ইসলামের বিরুদ্ধে যে সব গোপন শত্রুতা ও ষড়যন্ত্র করিত, এই আয়াতে সেইগুলির উল্লেখপূর্বক, এইরূপ কার্যকলাপকে ঘৃণা ও জঘন্য বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। বারংবার চুক্তিভঙ্গ, বিশ্বাসঘাতকতা ও গোপন ষড়যন্ত্র দ্বারা অনিষ্ট সাধনের ও মহানবী (সাঃ)-এর জীবন-নাশের অবিরাম প্রচেষ্টার অপরাধে, আত্মরক্ষার খাতিরে বাধ্য হইয়া তিনটি ইহুদী গোত্রকে মদীনা হইতে নির্বাসন দেওয়া হইয়াছিল।

৩০০৬। এই বাক্যটির তাৎপর্য এই যে, তাহারা তোমাকে তোমার উপস্থিতিতে সীমা ছাড়াইয়া, কপটভাবে প্রশংসা করে। অন্য অর্থ ইহাও হয় যে, তাহারা তোমাদের মৃত্যু ও ধ্বংসের জন্য বদ্দোয়া করে। বাক্যটি মদীনার কিছু সংখ্যক ইহুদীর দুষ্কর্মের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। তাহারা মহানবী (সাঃ)-এর সমীপে আসিয়া বিদ্রূপাত্মক সালাম দিত এবং 'আস্সালামু আলায়কা'না বলিয়া বরং জিহ্বা ঘুরাইয়া বলিত, 'আস্সামু আলায়কা' যাহার অর্থঃ (নাউযুবিল্লাহ) তোমার মৃত্যু হউক (বুখারী)।

৩০০৭। এই আয়াত এবং পূর্ববর্তী দুইটি আয়াতে গোপন সংস্থা ও গোপন বৈঠকের নিন্দা করা হইয়াছে, তবে এই নিন্দাবাদ শর্ত সাপেক্ষ। সৎ উদ্দেশ্য ও মঙ্গল বিস্তারের জন্য মুসলমানের গোপনে মিলনকে নিষেধ করা হয় নাই।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا قِيْلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوْا فِي الْمَجٰلِسِ فَافْسَحُوْا يَفْسَحِ اللّٰهُ لَكُمْ ۚ وَاِذَا قِيْلَ انْشُزُوْا فَانْشُزُوْا يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ ۙ وَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ ۭ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ⑫

১২ । হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ ! যখন তোমাদিগকে বলা হয়, 'তোমরা মজলিসে জায়গা খোলা রাখিয়া বস' তখন তোমরা জায়গা খোলা রাখিয়া বসিও, আল্লাহ্ তোমাদিগকে প্রশস্ততা দান করিবেন । এবং যখন বলা হয় 'তোমরা উঠ'[৩০০৮] তখন তোমরা উঠিয়া পড় ; তোমাদের মধ্যে যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং যাহাদিগকে জ্ঞান দান করা হইয়াছে তাহাদিগকে আল্লাহ্ মর্যাদাসমূহে সমুন্নত ও সম্মানিত করিবেন । এবং তোমরা যে কর্মই কর উহার সম্বন্ধে আল্লাহ্ সবিশেষ খবর রাখেন ।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُوْلَ فَقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوٰىكُمْ صَدَقَةً ۭ ذٰلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاَطْهَرُ ۭ فَاِنْ لَّمْ تَجِدُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ⑬

১৩ । হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ ! যখন তোমরা রসূলের সহিত পৃথকভাবে পরামর্শ করিতে চাহ, তোমরা তোমাদের পরামর্শের পূর্বে কিছু সদকা প্রদান করিও ।[৩০০৯] ইহাই তোমাদের জন্য মঙ্গলজনক এবং পবিত্রতার কারণ হইবে । কিন্তু যদি তোমরা কিছু দিতে না পার তাহা হইলে নিশ্চয় আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল এবং পরম দয়াময় ।

ءَاَشْفَقْتُمْ اَنْ تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوٰىكُمْ صَدَقٰتٍ ۭ فَاِذْ لَمْ تَفْعَلُوْا وَتَابَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ۭ وَاللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ⑭ ع

১৪ । তোমরা কি তোমাদের পরামর্শের পূর্বে সদকা দিতে ভয় কর ?[৩০১০] সুতরাং যখন তোমরা এরূপ কর নাই এবং আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি সদয় দৃষ্টিপাত করিলেন, তখন তোমরা নামায কায়েম কর এবং যাকাত দাও এবং আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসূলের আনুগত্য কর । এবং তোমরা যে কর্মই কর উহার সম্বন্ধে আল্লাহ্ সবিশেষ খবর রাখেন ।

[৭] ২৮

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ ۭ مَا هُمْ مِّنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ ۙ وَيَحْلِفُوْنَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ⑮

১৫ । তুমি কি তাহাদের দিকে লক্ষ্য কর নাই যাহারা এমন জাতির সহিত বন্ধুত্ব করিয়াছে যাহাদের উপর আল্লাহ্ ক্রোধ বর্ষণ করিয়াছেন, তাহারা তোমাদের মধ্য হইতেও নহে এবং তাহাদের মধ্য হইতেও নহে; এবং তাহারা জ্ঞাতসারে মিথ্যা বিষয়ের কসম খাইতেছে ।

৩০০৮ । পূর্ববর্তী আয়াতে সম্মেলনে মিলিত হইবার বিষয় আলোচিত হইয়াছে । তাই এই আয়াতে সঙ্গতভাবেই সম্মেলনের নিয়মনীতি ও আদব-কায়দা বর্ণনা করা হইয়াছে ।

৩০০৯ । বিশ্বাসীদের ইহা বুঝা দরকার যে, মহানবী (সাঃ)-এর প্রতিটি মুহূর্তই মহামূল্যবান । অতএব, তাঁহার কাছে পরামর্শের জন্য যাইবার পূর্বে প্রত্যেকেরই উচিত, তাঁহার সময়ের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ কিছু অর্থ দান-খয়রাত করা ।বাইবেলেও রসূলে পাক (সাঃ)-কে পরামর্শদাতা বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে (যিশাইয়-৯ঃ৬)।

৩০১০ । মহানবী (সাঃ)-এর কাছে পরামর্শ চাহিবার জন্য যাইবার পূর্বে দান-খয়রাত করার আদেশটি ফরয নয়,বরং ইচ্ছাধীন রাখা হইয়াছে । তবে আদেশটি পালনের মধ্যে অধিকতর মঙ্গল রহিয়াছে বলিয়া ইহা করা অধিকতর বাঞ্ছনীয় । সাহাবীগণের (রাঃ) মধ্যে সকলেই আদেশটি পালন করিতেন; তাঁহারা সামর্থ্যানুযায়ী যথেষ্ট দান করার পরেও আশঙ্কা করিতেন যে তাঁহারা আল্লাহ্র উপদেশমূলক এই আদেশটি পুরাপুরি পালন করিয়াছেন কিনা ।

اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا ؕ اِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٦﴾

১৬। আল্লাহ্ তাহাদের জন্য কঠোর আযাব প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন। নিশ্চয় তাহারা যে কর্ম করিতেছে তাহা অতি নিকৃষ্ট।

اِتَّخَذُوْٓا اَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ﴿١٧﴾

১৭। তাহারা তাহাদের কসমকে ঢাল বানাইয়া লইয়াছে [৩০৯১] এবং তাহারা ইহা দ্বারা (লোকদিগকে) আল্লাহ্র পথ হইতে নিবৃত্ত রাখিতেছে, সুতরাং তাহাদের জন্য লাঞ্ছনাজনক আযাব অবধারিত।

لَنْ تُغْنِىَ عَنْهُمْ اَمْوَالُهُمْ وَلَآ اَوْلَادُهُمْ مِّنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا ؕ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ؕ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿١٨﴾

১৮। না তাহাদের ধন-সম্পদ এবং না তাহাদের সন্তান-সন্ততি আল্লাহ্র মোকাবেলায় কোনও কাজে আসিবে। ইহারাই আগুনের অধিবাসী, তাহারা উহাতে বসবাস করিতে থাকিবে।

يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا فَيَحْلِفُوْنَ لَهٗ كَمَا يَحْلِفُوْنَ لَكُمْ وَيَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ عَلٰى شَىْءٍ ؕ اَلَآ اِنَّهُمْ هُمُ الْكٰذِبُوْنَ ﴿١٩﴾

১৯। যেদিন আল্লাহ্ তাহাদের সকলকে পুনরুত্থিত করিবেন, তখন তাহারা তাঁহার [৩০৯২] সম্মুখে এইভাবেই কসম খাইবে যেভাবে তাহারা তোমাদের সম্মুখে কসম খায়, এবং তাহারা মনে করে যে, তাহারা কোন বিষয়ের উপর (ভিত্তি করিয়া) আছে। সাবধান! নিশ্চয় তাহারাই মিথ্যাবাদী।

اِسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطٰنُ فَاَنْسٰهُمْ ذِكْرَ اللّٰهِ ؕ اُولٰٓئِكَ حِزْبُ الشَّيْطٰنِ ؕ اَلَآ اِنَّ حِزْبَ الشَّيْطٰنِ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿٢٠﴾

২০। শয়তান তাহাদিগকে পরাভূত করিয়া তাহাদের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে এবং সে তাহাদিগকে আল্লাহ্র যিকর (স্মরণ) ভুলাইয়া দিয়াছে। ইহারাই শয়তানের দল। সাবধান! নিশ্চয় শয়তানের দলই ক্ষতিগ্রস্ত।

اِنَّ الَّذِيْنَ يُحَآدُّوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗٓ اُولٰٓئِكَ فِى الْاَذَلِّيْنَ ﴿٢١﴾

২১। নিশ্চয় যাহারা আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে তাহারাই লাঞ্ছিতদের অন্তর্ভুক্ত।

كَتَبَ اللّٰهُ لَاَغْلِبَنَّ اَنَا وَرُسُلِىْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ قَوِىٌّ عَزِيْزٌ ﴿٢٢﴾

২২। আল্লাহ্ ফয়সলা করিয়া লইয়াছেন ঃ 'নিশ্চয় আমি এবং আমার রসূলগণই বিজয়ী হইব।' [৩০৯৩] নিশ্চয় আল্লাহ্ মহাশক্তিধর, মহাপরাক্রমশালী।

৩০৯১। মোনাফেকগণ শপথ উচ্চারণ করিয়া নিজেদের বিশ্বাসের অকৃত্রিমতা প্রকাশ করে এবং এই ব্যাপারে তাহারা মিথ্যা-শপথের আশ্রয় নিয়া থাকে।

৩০৯২। যখন কোন ব্যক্তি মিথ্যাবাদিতায় অভ্যস্ত ও পারদর্শী হইয়া যায়, তখন সে মিথ্যাকেই সত্য মনে করিতে থাকে। মোনাফেকরা বিচার-দিনেও আল্লাহ্র সম্মুখে তাহাদের বিশ্বস্ততা ও অপরাধহীনতার কথা ব্যক্ত করিবে।

৩০৯৩। ইতিহাসের বুকে ইহা অবিনশ্বর অক্ষরে মুদ্রিত রহিয়াছে যে, মিথ্যার মোকাবিলায় সত্য সর্বদাই বিজয়ী হইয়াছে।

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُّؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ
الْاٰخِرِ يُوَآدُّوْنَ مَنْ حَآدَّ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ
وَلَوْ كَانُوْٓا اٰبَآءَهُمْ اَوْ اَبْنَآءَهُمْ اَوْ
اِخْوَانَهُمْ اَوْ عَشِيْرَتَهُمْ ؕ اُولٰٓئِكَ كَتَبَ
فِيْ قُلُوْبِهِمُ الْاِيْمَانَ وَاَيَّدَهُمْ بِرُوْحٍ
مِّنْهُ ؕ وَيُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ
تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ رَضِيَ اللّٰهُ
عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ؕ اُولٰٓئِكَ حِزْبُ اللّٰهِ ؕ
اَلَآ اِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿٢٢﴾ ع

২৩। তুমি এমন কোন কওম পাইবে না যাহারা আল্লাহ্ ও পরকালের উপর ঈমান রাখে এবং (অপরদিকে) তাহারা তাহাদিগকেও ভালবাসে যাহারা আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছে,[৩০১৪] যদিও তাহারা তাহাদের পিতৃপুরুষ অথবা তাহাদের সন্তান-সন্ততি অথবা তাহাদের ভ্রাতৃবৃন্দ অথবা তাহাদের গোত্র-গোষ্ঠির অন্তর্ভুক্ত হউক না কেন। ঐ সকল লোকই এমন, যাহাদের হৃদয়ে আল্লাহ্ (প্রকৃত) ঈমান অঙ্কিত করেন এবং তিনি তাঁহার সন্নিধান হইতে বাণী দ্বারা তাহাদিগকে শক্তিশালী করেন, এবং তিনি তাহাদিগকে এমন জান্নাতসমূহে প্রবিষ্ট করিবেন যাহাদের তলদেশ দিয়া নহরসমূহ প্রবাহিত থাকিবে। তথায় তাহারা চিরকাল বসবাস করিবে; তাহাদের প্রতি আল্লাহ্ সন্তুষ্ট এবং তাহারাও আল্লাহ্র প্রতি সন্তুষ্ট। ইহারাই আল্লাহ্র দল, জানিয়া রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ্র দলই সফলকাম হইবে।

৩ [৯] ৩

৩০১৪। ইহা স্বতঃসিদ্ধ যে, মো'মেন ও কাফেরের মধ্যে সত্যিকার ভালবাসাপূর্ণ বন্ধুত্ব বা সম্পর্ক হইতে পারে না। উভয়েরই আদর্শ, নীতিমালা ধর্মবিশ্বাস প্রভৃতির ক্ষেত্রে পারস্পরিক বৈপরীত্য থাকায় এবং প্রকৃত অন্তরঙ্গ সম্পর্কের জন্য যে সব পারস্পরিক আকর্ষণের একত্র সমাবেশ অত্যাবশ্যক এতদুভয়ের ক্ষেত্রে সেগুলির অভাব থাকায়, মো'মেনগণকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে, তাহারা যেন কাফেরদের সহিত অন্তরঙ্গ ও প্রেমময় বন্ধুত্ব স্থাপন না করে। ঈমানের বাঁধন সকল বাঁধনের উর্ধ্বে, এমনকি রক্তের বাঁধনেরও উর্ধ্বে। আয়াতটি সাধারণভাবে প্রযোজ্য, কিন্তু ইহা বিশেষভাবে প্রযোজ্য ঐ সব কাফেরদের ক্ষেত্রে যাহারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত আছে।

৫৯- সূরা আল্ হাশ্‌র

(হিজরতের পরে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণ হওয়ার সময় ও প্রসঙ্গ

কুরআনের মাদানী সূরাগুলি শেষ সপ্ত-সূরার মধ্যে ইহা তৃতীয় সূরা । পূর্ববর্তী সূরায়, মদীনার ইহুদীদের ইসলাম-বিরোধী গোপন তৎপরতা ও ষড়যন্ত্রের কথা বর্ণিত হইয়াছে। এই সূরাতে, এই ঘৃণ্য কাজে লিপ্ত ইহুদীদের শাস্তির কথা, বিশেষ করিয়া তিনটি ইহুদী গোত্র– বনু নাযীর, বনু কাইনুকা ও বনু কুরাইযার মদীনা হইতে নির্বাসনের কথা বলা হইয়াছে । উহদের যুদ্ধের কয়েক মাস পূর্বে চতুর্থ হিজরী সালে এই শাস্তি প্রয়োগ করা হয় । এই নির্বাসন-কর্ম নবী করীম (সাঃ)-এর মহাপ্রজ্ঞা ও রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচায়ক । কারণ এই গোপন ষড়যন্ত্রকারী ইহুদী গোত্রগুলিকে মদীনায় থাকিতে দিলে, তাহারা ইসলামের জন্য এক সর্বকালীন বিপদ হইয়া দাঁড়াইত । তাহাদের অবস্থিতি ও ষড়যন্ত্র পূর্ব হইতেই মুসলমানদের জন্য এক নিরন্তর দুশ্চিন্তার রূপ নিয়াছিল । অতঃপর, এই সূরা মদীনার মোনাফেকদের কথা উল্লেখ পূর্বক বলিতেছে যে, তাহারা না মুসলমানদের বন্ধু, না ইহুদীদের । মোনাফেকরা সুবিধাবাদী এবং ভীরু। এইরূপ ভীতুরা কখনও কাহারও সাথে সাধুতা ও সরলতা রক্ষা করে না । মদীনার মোনফেকরা ইহুদীদের বিপদের সময়ে তাহাদের সাথেও বিশ্বাস ঘাতকতা করিয়াছিল । সূরাটি আরম্ভ হইয়াছিল আল্লাহ্‌তা'লার মহিমা-কীর্তনের মাধ্যমে এবং শেষ হইয়াছে মুসলিম জাতিকে আল্লাহ্‌তা'লার প্রশংসা-গীতি গাহিবার উপদেশ দিয়া । কেননা, তিনিই শত্রুদের অশুভ তৎপরতা ও বিনাশী পরিকল্পনাকে অঙ্কুরে ধ্বংস করিয়া মুসলমানদের জন্য প্রগতি ও উন্নতির অফুরন্ত সুযোগ সৃষ্টি করিয়া দিয়াছেন । সূরা 'আনফাল'-এর সহিত এই সূরার বিশেষ মিল রহিয়াছে ।

سُوْرَةُ الْحَشْرِ مَدَنِيَّةٌ (٥٩)

৫৯-সূরা আল্ হাশ্‌র

ইহা মাদানী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ২৫ আয়াত এবং ৩ রুকূ আছে ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ②

২। আকাশসমূহে যাহা কিছু আছে এবং পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে, সকলেই তাঁহার তসবীহ[৩০১৫] করিতেছে, এবং তিনি মহা পরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময় ।

هُوَ الَّذِىْٓ اَخْرَجَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِاَوَّلِ الْحَشْرِ ؕ مَا ظَنَنْتُمْ اَنْ يَّخْرُجُوْا وَظَنُّوْٓا

৩। তিনিই আহলে কিতাবদের মধ্য হইতে কাফেরদিগকে প্রথম নির্বাসনের সময় তাহাদের গৃহসমূহ হইতে বহিষ্কার করিয়াছিলেন ।[৩০১৬] তোমরা ধারণাও কর নাই যে, তাহারা বাহির হইবে এবং তাহারা ধারণা করিয়াছিল যে, তাহাদের দুর্গসমূহ আল্লাহ্‌র মোকাবেলায় তাহাদিগকে রক্ষা করিবে ।[৩০১৭]

৩০১৫। দেখুন টীকা ২৯৮১। আল্লাহ্‌তা'লার গুণাবলী উল্লেখ ও স্মরণ করাকে বলা হয় 'তস্‌বীহ্' এবং আল্লাহ্‌তা'লার কার্যাবলী উল্লেখ ও স্মরণ করাকে বলা হয় 'তক্‌দিস' ।

৩০১৬। মদীনাতে তিনটি ইহুদী গোত্র বাস করিত— বনু কাইনুকা, বনু নাযীর ও বনু কুরাইযা । এই আয়াত মদীনা হইতে 'বনু নাযীর' গোত্রের নির্বাসনের ঘটনার কথা বলিতেছে । ইহাদের পূর্ববর্তী 'বুন কাইনুকা' গোত্রের মত, ইহারাও বার বার মুসলমানদের সাথে বিশ্বাস-ঘাতকতা করিতেছিল । তাহারা ষড়যন্ত্র করিয়া শত্রুদের সাথে গোপনে হাত মিলাইয়া মুসলিম- বিরোধী মৈত্রী গড়িয়াছিল। তাহারা বার বার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতেছিল এবং মুহাম্মদ (সাঃ)-এর এবং তাঁহার শত্রুদের মধ্যে নিরপেক্ষ থাকার চুক্তিকে বার বার লঙ্ঘন করিতেছিল। এমনকি মহানবী (সাঃ)-এর জীবন নাশের ষড়যন্ত্র পর্যন্ত তাহারা করিয়াছিল । তাহাদের নেতা কাব বিন্ আশরাফ মুসলমানগণকে মদীনা হইতে বিতাড়িত করিবার জন্য মক্কায় যাইয়া কুরায়শ ও অন্যান্য পৌত্তলিক গোত্রগুলির সাহায্য চাহিয়াছিল । উহুদের যুদ্ধে মুসলমানদের সাময়িক পরাজয়ের পর, তাহাদের ষড়যন্ত্র ও মহানবী (সাঃ)-এর প্রতি অবজ্ঞা-প্রদর্শন বহুলাংশে বাড়িয়া গেল । যখন তাহাদের পাপের পাত্র কানায় কানায় ভরিয়া গেল এবং তাহাদের মদীনায় অবস্থান মুসলমানদের জীবনের প্রতি এবং মুসলিম রাষ্ট্রের প্রতি অবিরাম হুমকি হইয়া দাঁড়াইল তখন তাহাদের বিরুদ্ধে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে নবী করীম (সাঃ) বাধ্য হইলেন । তিনি তাহাদের দুর্গগুলি অবরোধ করিলেন । একুশ দিন ধরিয়া তাহারা দুর্গগুলিকে স্বীয় অধিকারে রাখিল । কিন্তু শেষ পর্যন্ত রক্ষা হইল না । তাহারা আত্মসমর্পণ করিল । তাহাদিগকে মদীনা ছাড়িয়া যাইতে বলা হইল এবং তাহারা সিরীয়ায় চলিয়া গেল । মাত্র দুইটি পরিবার খায়বরে রহিয়া গেল । মহানবী (সাঃ) তাহাদের প্রতি ব্যতিক্রম ধর্মী বিবেচনা ও অসামান্য দয়া প্রদর্শন করিলেন । তিনি তাহাগিকে তাহাদের সব মালামাল ও তৈজস-পত্র তাহাদের সাথে নিয়া যাইতে দিলেন । পূর্ণ নিরাপত্তার ভিতর দিয়া তাহারা মদীনা ত্যাগ করিল; কিন্তু তাহারা তখনও মক্কার মিত্রদের সাহায্যের আশা করিতেছিল এবং মদীনার মোনফেকদের দিকে তাকাইতেছিল । তাহাদের অজেয় দুর্গগুলি তাহাদিগেকে বাঁচাইতে পারিল না । তাহাদের অসৎ উদ্দেশ্য ও গোপন ষড়যন্ত্র, তাহাদের চালাকী ও চক্রান্ত, তাহাদের পৌনঃপুনিক বিশ্বাস-ঘাতকতা ও অবিশ্বস্ততা এবং বার বার প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গ ইত্যাদির তুলনায় তাহাদিগকে যে শাস্তি দেওয়া হইয়াছে তাহা খুবই লঘু ।

"প্রথম নির্বাসনের সময়" কথাগুলি দ্বারা বদরের যুদ্ধের পরে 'বনু কাইনুকা' গোত্রের মদীনা হইতে নির্বাসনকেও বুঝাইতে পারে অথবা নবী করীম (সাঃ) কর্তৃক মদীনা হইতে উপরোক্ত তিন গোত্রের বহিষ্কারকেও বুঝাইতে পারে । ইহা তিন গোত্রের ক্ষেত্রেই প্রথম বহিষ্কার ছিল । মহানবী (সাঃ)-এর দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর দ্বিতীয় ও শেষবারের মত আরব ভূখণ্ড হইতে সকল ইহুদীকেই বিতাড়ন করেন । এই দিক দিয়া বিচার করিলে এই কথাগুলির মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন ভবিষ্যদ্বাণী দৃষ্ট হয় । তাহা এই যে, মদীনার ইহুদী গোত্রগুলি প্রথমবার নবী করীম (সাঃ) কর্তৃক নির্বাসিত হইবার পর, আবার দ্বিতীয়বার তাহারা সারা আরব ভূমি হইতে নির্বাসিত হইবে ।

৩০১৭। ইহুদীদের ধন-সম্পদ, রাজনৈতিক জোট-বদ্ধতা এবং সংগঠনের দিকে তাকাইলে, কেহ কল্পনাও করিতে পারে না যে তাহারা এত সহজে রক্তপাত ও জীবনহানি ছাড়াই মদীনা হইতে নির্বাসিত হওয়ার বাস্তবতাকে মানিয়া নিবে । মুসলমানগণও তাহা ভাবে নাই ।

اَتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوْا ۗ وَقَذَفَ فِيْ قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُوْنَ بُيُوْتَهُمْ بِاَيْدِيْهِمْ وَاَيْدِى الْمُؤْمِنِيْنَ ۗ فَاعْتَبِرُوْا يٰٓاُولِى الْاَبْصَارِ ۝

কিন্তু তাহাদের নিকটে আল্লাহ্ এমন দিক হইতে আগমন করিলেন যেদিক সম্বন্ধে তাহারা কল্পনাও করে নাই এবং তিনি তাহদের অন্তরে ত্রাসের সৃষ্টি করিলেন, ফলে তাহারা তাহাদের গৃহসমূহ তাহাদের নিজ হাতে [৩০১৮] এবং মো'মেনগণের হাতে বিধ্বস্ত করিতেছিল । সুতরাং হে দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ ! শিক্ষা গ্রহণ কর ।

وَلَوْلَآ اَنْ كَتَبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَآءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا ۚ وَلَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ ۝

৪ । এবং আল্লাহ্ যদি তাহাদের উপর নির্বাসন অবধারিত করিয়া না দিতেন তথাপি তিনি এই পৃথিবীতেও তাহাদিগকে নিশ্চয় আযাব দিতেন । [৩০১৯] এবং পরকালে তো তাহাদের জন্য আগুনের আযাব নির্ধারিত আছেই ।

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ شَآقُّوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ۚ وَمَنْ يُّشَآقِّ اللّٰهَ فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۝

৫ । ইহা এই জন্য হইয়াছে যে, তাহারা আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছে; এবং যে আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে, তাহার জানিয়া রাখা উচিত যে, নিশ্চয় আল্লাহ্ কঠিন শাস্তিদাতা ।

مَا قَطَعْتُمْ مِّنْ لِّيْنَةٍ اَوْ تَرَكْتُمُوْهَا قَآئِمَةً عَلٰٓى اُصُوْلِهَا فَبِاِذْنِ اللّٰهِ وَلِيُخْزِيَ الْفٰسِقِيْنَ ۝

৬ । খেজুরের যে বৃক্ষই তোমরা কর্তন করিয়াছ [৩০২০] অথবা যেগুলিকে উহার কাণ্ডের উপর দণ্ডায়মান অবস্থায় ছাড়িয়া দিয়াছ, ইহা বস্তুতঃ আল্লাহ্‌র আদেশ অনুযায়ীই, এবং ইহা এইজন্য যেন তিনি দুষ্কৃতকারীদিগকে অপদস্থ করেন ।

وَمَآ اَفَآءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْهُمْ فَمَآ اَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَّلَا رِكَابٍ وَّلٰكِنَّ اللّٰهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهٗ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝

৭ । এবং যে ধন-সম্পদ (বিনাযুদ্ধে) আল্লাহ্ তাহাদের নিকট হইতে নিজ রসূলকে প্রদান করিয়াছেন (উহা আল্লাহ্‌র দান,) যাহার জন্য তোমরা ঘোড়া এবং উট দৌড়াও নাই, বরং আল্লাহ্ নিজ রসূলগণকে যাহার উপর তিনি চাহেন আধিপত্য দান করেন, এবং আল্লাহ্ সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান ।

৩০১৮ । মদীনা ত্যাগের পূর্ব মুহূর্তে, বনু নাযীর গোত্র নিজ হাতে তাহাদের বাড়ী-ঘর, আসবাব- পত্র ও অন্যান্য অস্থাবর সম্পত্তি মুসলমানদের চোখের সামনে ধ্বংস করিল । মহানবী (সাঃ) তাহাদিগকে নিজ ইচ্ছা মাফিক তাহাদের বিষয়-সম্পত্তির বিধি-ব্যবস্থা করিবার জন্য দশ দিনের সময় দিয়াছিলেন । কিন্তু তাহারা অন্য কিছু না করিয়া ধ্বংস করার নীতিই অবলম্বন করিল । এইরূপে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় রুশীয়দের 'পোড়া-নীতি' পন্থা অবলম্বনের বহু শতাব্দী পূর্বেই মদীনার ইহুদীরা এই নীতির গোড়াপত্তন করিয়াছিল ।

৩০১৯ । মদীনা হইতে বনু নাযীরের বহিষ্কার ছিল অপরাধের তুলনায় নগণ্য শাস্তি মাত্র। তাহারা গুরুতর শাস্তির যোগ্য ছিল। তাহারা নির্বাসিত না হইলে অন্যভাবে ভয়াবহ শাস্তিপ্রাপ্ত হইত ।

৩০২০ । এখানে বনু নাযীর গোত্রের কয়েকটি খেজুর গাছ কাটার কথা উল্লেখিত হইয়াছে । ৩ আয়াতে বলা হইয়াছে যে, নবী করীম (সাঃ) ইহুদী গোত্রকে বারবার আত্মসমর্পণের আহ্বান জানাইলেও তাহারা তাহা গ্রাহ্য না করিয়া নিজেদেরকে দুর্গের মধ্যে আবদ্ধ রাখিল । বেশ কয়েকদিন অবরোধ করিয়া রাখার পর তাহাদিগকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করার জন্য মহানবী (সাঃ) কয়েকটি নিম্ন মানের ফলদায়ী, 'লীনা' জাতীয় খেজুর গাছ কাটিয়া ফেলার নির্দেশ দেন (আর রাউযুল উনুফ)। ছয়টি গাছ কাটার পরই তাহারা আত্মসমর্পণ করে (যুরকানী)। মহানবী (সাঃ)-এর এই নির্দেশ ছিল অত্যন্ত লঘু ও অনুকম্পাপূর্ণ, যাহা বর্তমান সভ্যতার যুগে অনুষ্ঠিত যুদ্ধের নীতি ও আইনের সাথে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ ।

مَآ اَفَآءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى فَلِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۙ كَىْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةًۢ بَيْنَ الْاَغْنِيَآءِ مِنْكُمْ ؕ وَمَآ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ ۗ وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۘ ﴿۸﴾

৮। আল্লাহ্ তাঁহার রসূলকে জনপদসমূহের অধিবাসীগণ হইতে বিনাযুদ্ধে যে ধন-সম্পদ দান করিয়াছেন[৩০২১] উহা আল্লাহ্‌র জন্য, এবং রসূলের জন্য, আত্মীয়দের জন্য, এতীমদের জন্য, মিস্‌কীনদের জন্য এবং মুসাফেরদের জন্য, যেন ইহা তোমাদের মধ্য হইতে বিত্তশালীদের মধ্যে চক্রাকারে আবর্তিত না হয়। এবং রসূল তোমাদিগকে যাহা দান করে উহা গ্রহণ কর,[৩০২২] এবং যাহা হইতে তোমাদিগকে নিষেধ করে উহা হইতে তোমরা বিরত থাক। এবং আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর; নিশ্চয় আল্লাহ্ শাস্তি প্রদানে অতীব কঠোর।

لِلْفُقَرَآءِ الْمُهٰجِرِيْنَ الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا وَّيَنْصُرُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ ۚ ﴿۹﴾

৯। (এই ধন-সম্পদ উপরোক্ত লোক ব্যতীত) দরিদ্র মুহাজেরদের জন্য যাহাদিগকে তাহাদের গৃহসমূহ হইতে ও ধন-সম্পদ হইতে বিতাড়িত করা হইয়াছে, তাহারা আল্লাহ্‌র ফযল ও সন্তোষ কামনা করে এবং আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলের সাহায্য করে। ইহারাই সত্যবাদী।

وَالَّذِيْنَ تَبَوَّؤُ الدَّارَ وَالْاِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّوْنَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُوْنَ فِىْ صُدُوْرِهِمْ حَاجَةً مِّمَّآ اُوْتُوْا وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۚ وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۚ ﴿۱۰﴾

১০। এবং (এই মাল) তাহাদেরও জন্য যাহারা তাহাদের (হিজরতের) পূর্বে (মদীনায়) বাসগৃহে বসবাস করিতেছিল এবং ঈমান আনিয়াছিল; তাহারা তাহাদিগকে ভালবাসে যাহারা তাহাদের নিকট হিজরত করিয়া আসে, এবং তাহারা নিজেদের বক্ষঃস্থলে সেই সম্পদের জন্য কোন আকাঙ্ক্ষা বোধ করে না যাহা তাহাদিগকে (মুহাজেরীনকে) দেওয়া হয়, এবং নিজেদের দারিদ্র্য থাকা সত্ত্বেও তাহাদিগকে নিজেদের উপর অগ্রাধিকার দেয়।[৩০২৩] এবং যাহাকে তাহার আত্মার কৃপণতা হইতে রক্ষা করা হয়, তাহারাই বস্তুতঃপক্ষে সফলকাম।

৩০২১। 'ফাই' ঐ সকল দ্রব্যসামগ্রীকে বলা হইয়া থাকে যাহা বিনা পরিশ্রমে, বিনা যুদ্ধে ও বিনা কষ্টে মুসলমানদের হাতে আসে। সেজন্য, ইহাতে যোদ্ধাগণের কোন অংশ প্রাপ্য থাকে না বরং সবটাই সরকারী খাজাঞ্চী খানায় চলিয়া যায়। খায়বরের ইহুদীদের কাছ হইতে যে দ্রব্যসামগ্রী মুসলমানদের হস্তগত হইয়াছিল, এই আয়াতে উহার প্রতিই বিশেষ ইঙ্গিত রহিয়াছে। ইহা নীতি বাধিয়া দিয়াছে যে, ধন-দৌলত কেবল ধনী ও সম্পদশালীদের মাঝেই হাত-বদল হইবে না। ব্যক্তি বিশেষের স্বাস্থ্য সংরক্ষণের জন্য যেমন তাহার শারীরিক প্রয়োজন ও চাহিদাগুলি মিটানো দরকার, তেমনি সমাজের স্বাস্থ্যের জন্য, সম্পদের বন্টন এবং ধনের অবাধ ও সহজ সরবরাহ বা সার্কুলেশন অত্যাবশ্যক। ইহাই ইসলামী অর্থনীতির মূল-ভিত্তি। ইসলাম আসিয়া মানুষকে কায়েমী স্বার্থের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত পাইয়াছিল। তাই ইহা এমন সব ব্যবস্থা প্রবর্তন করিল যাহা অর্থসম্পদ-ভিত্তিক সামাজিক ব্যবধানকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিল এবং অন্যায়ভাবে সংরক্ষিত বিশেষ সুবিধা-ভোগকে প্রায় বিলুপ্ত করিয়া দিল। ইসলাম ন্যায্য মুনাফা-ভিত্তিক ব্যবসা কিংবা অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতার বিরোধিতা করে না। তবে, সম্পদ আহরণের প্রেরণা ও প্রতিযোগিতা, ন্যায় ও দয়া-মায়া দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতে হইবে। মুনাফার লোভ মানুষের আছেই, তবে প্রতিযোগিতামূলক অতি মুনাফা আর অতি লোভ সামাজিক আইন দ্বারা সংযত করা ছাড়া উপায় নাই। 'যাকাত' ইসলামের হাতে এমন একটি মৌলিক অস্ত্র যাহা অন্যের প্রয়োজন ও অভাবকে প্রতিষ্ঠানিক রূপ প্রদান করিয়াছে। সমাজের দারিদ্র বিতাড়নে যাকাত ছাড়াও অন্যান্য ব্যবস্থা ইসলামে রহিয়াছে।

৩০২২। "রসূল তোমাদিগকে যাহা দান করে উহা গ্রহণ কর" বাক্যটিতে প্রকাশ পায় যে, ইসলামী আইনের একটি অপরিহার্য অঙ্গ হইল রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সুন্নত।

৩০২৩। এই আয়াতের কথাগুলি, আনসারের (মদীনার সাহায্যকারী মুসলমান) আত্মত্যাগ, আতিথেয়তা ও শুভেচ্ছার বিরাট সাক্ষ্য ও প্রশংসা

وَالَّذِيْنَ جَآءُوْ مِنْۢ بَعْدِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِيْ قُلُوْبِنَا غِلًّا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَآ اِنَّكَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۝١٠ ع

১১ । এবং যাহারা তাহাদের পরে আসিল,[৩০২৪] তাহারা বলিল, 'হে আমাদের প্রতিপালক ! তুমি আমাদিগকে এবং আমাদের সেই সকল ভাইকে ক্ষমা কর যাহারা ঈমানে আমাদের উপর অগ্রগামীতা লাভ করিয়াছে, এবং আমাদের অন্তরে তাহাদের প্রতি কোন বিদ্বেষ সৃষ্টি করিও না যাহারা ঈমান আনিয়াছে । হে আমাদের প্রতিপালক ! নিশ্চয় তুমি অতীব স্নেহশীল, পরম দয়াময় ।'

১ [১১] ৪

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ نَافَقُوْا يَقُوْلُوْنَ لِاِخْوَانِهِمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَئِنْ اُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيْعُ فِيْكُمْ اَحَدًا اَبَدًا ۙ وَّاِنْ قُوْتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ ؕ وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ۝١١

১২ । তুমি কি সেই সকল মোনাফেককে দেখ নাই যাহারা নিজেদের ভাইদিগকে, যাহারা আহ্‌লে কিতাব হইতে অস্বীকার করিয়াছে, বলে, 'যদি তোমাদিগকে বাহির করিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে নিশ্চয় আমরাও তোমাদের সঙ্গে বাহির হইব, এবং তোমাদের বিরুদ্ধে কাহারও কথা মান্য করিব না; এবং যদি তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করা হয় তাহা হইলে আমরা নিশ্চয় তোমাদের সাহায্য করিব ?'[৩০২৫] কিন্তু আল্লাহ্ সাক্ষ্য দেন যে, তাহারা নিশ্চয় মিথ্যাবাদী ।

لَئِنْ اُخْرِجُوْا لَا يَخْرُجُوْنَ مَعَهُمْ ۚ وَلَئِنْ قُوْتِلُوْا لَا يَنْصُرُوْنَهُمْ ۚ وَلَئِنْ نَّصَرُوْهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْاَدْبَارَ ۫ ثُمَّ لَا يُنْصَرُوْنَ ۝١٢

১৩ । যদি তাহাদিগকে বাহির করিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে তাহারা তাহাদের সঙ্গে কখনও বাহির হইবে না এবং যদি তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করা হয় তাহা হইলে তাহারা কখনও তাহাদের সাহায্য করিবে না । এবং যদি তাহারা তাহাদিগকে সাহায্য করেও তাহা হইলে নিশ্চয় তাহারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিবে; অতঃপর তাহাদের কোন সাহায্য করা হইবে না ।

لَاَنْتُمْ اَشَدُّ رَهْبَةً فِيْ صُدُوْرِهِمْ مِّنَ اللّٰهِ ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ ۝١٣

১৪ । নিশ্চয় তাহাদের বক্ষঃস্থলে ভয়-ভীতিতে আল্লাহ্ অপেক্ষা তোমরা অধিকতর ভয়ংকর । ইহা এই জন্য যে, তাহারা এমন এক জাতি, যাহারা বুঝে না !

পত্র । মক্কার মোহাজেরগণ তাহাদের ধন-সম্পদ সব কিছু মক্কাতে ছাড়িয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, কেবলমাত্র প্রাণ নিয়া তাহারা নিরুপায়ের মত মদীনায় পৌঁছিলে, মদীনাবাসী মুসলমানেরা তাহাদিগকে প্রাণ খুলিয়া স্বাগত জানাইলেন এবং নিজেদের সবকিছুতেই তাহাদিগকে সম-অংশীদার বানাইলেন । যে প্রগাঢ় ভালবাসা ও ভ্রাতৃত্ব মহানবী (সাঃ) মক্কার আশ্রয়প্রার্থী ও মদীনার সাহায্যকারীগণের মধ্যে স্থাপন করিয়াছিলেন এবং এই আয়াতে যাহার সপ্রশংস উল্লেখ রহিয়াছে তাহা মানব-সম্পর্কের ইতিহাসে এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্বরূপ স্বর্ণাক্ষরে বিরাজ করিবে ।

৩০২৪ । এই কথাগুলি সম্ভবতঃ ঐ সকল মোহাজেরদের জন্য প্রযোজ্য যাহারা পরবর্তীকালে মক্কা হইতে মদীনায় আসিয়া আশ্রয় নিয়াছিলেন অথবা অনাগত ভবিষ্যতের মুসলমান মুহাজেরদের জন্যও উহা প্রযোজ্য হইতে পারে ।

৩০২৫ । মোনাফেকরা মদীনার ইহুদীগণকে এই বলিয়া নবী করীম (সাঃ)-এর অবাধ্যতা ও বিদ্রোহ করার উস্কানী দিতেছিল যে, তাহারা ইহুদীদের সাথে সর্বদা থাকিবে এবং সময়মত সাহায্য-সহায়তা করিবে–ইহাই তাহাদের প্রতিজ্ঞা। কিন্তু তাহাদের এই প্রতিশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া, যখন ইহুদীরা মহানবী (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহপূর্ণ অভিযান শুরু করিল, তখন মোনাফেকদের টিকিটাও দেখা গেল না ।

لَا يُقَاتِلُوْنَكُمْ جَمِيْعًا اِلَّا فِيْ قُرًى
مُّحَصَّنَةٍ اَوْ مِنْ وَّرَآءِ جُدُرٍ ؕ بَاْسُهُمْ
بَيْنَهُمْ شَدِيْدٌ ؕ تَحْسَبُهُمْ جَمِيْعًا وَّقُلُوْبُهُمْ
شَتّٰى ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُوْنَ ﴿١٥﴾

১৫। তাহারা দুর্গ দ্বারা সুরক্ষিত জনপদসমূহে অবস্থানপূর্বক অথবা প্রাচীরের পিছন হইতে যুদ্ধ ব্যতিরেকে তোমাদের সংগে কখনও সম্মিলিতভাবে যুদ্ধ করিবে না। তাহাদের নিজেদের মধ্যকার যুদ্ধ অতীব ভীষণ। তুমি তাহাদিগকে সংঘবদ্ধ মনে কর; অথচ তাহাদের হৃদয়সমূহ বিচ্ছিন্ন।[৩০২৬] ইহা এইজন্য যে, তাহারা এমন জাতি যাহারা বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগ করে না।

كَمَثَلِ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيْبًا ذَاقُوْا
وَبَالَ اَمْرِهِمْ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿١٦﴾

১৬। তাহাদের উপমা সেই সকল লোকের ন্যায় যাহারা তাহাদের পূর্বে নিকটবর্তীকালে অতীত হইয়াছে, তাহারা তাহাদের কৃত-কর্মের প্রতিফল আস্বাদন করিয়াছে।[৩০২৭] এবং তাহাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক আযাব রহিয়াছে।

كَمَثَلِ الشَّيْطٰنِ اِذْ قَالَ لِلْاِنْسَانِ اكْفُرْ ۚ
فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ اِنِّيْ بَرِيْٓءٌ مِّنْكَ اِنِّيْٓ
اَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٧﴾

১৭। অথবা তাহাদের উপমা সেই শয়তানের ন্যায় যে একসময়ে মানুষকে বলে, 'অস্বীকার কর;' অতঃপর যখন সে অস্বীকার করে, তখন সে বলে, 'আমি তোমা হইতে দায়-মুক্ত, নিশ্চয় আমি আল্লাহ্‌কে ভয় করি, যিনি সকল জগতের প্রতি পালক।'

فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَآ اَنَّهُمَا فِي النَّارِ
خَالِدَيْنِ فِيْهَا ؕ وَذٰلِكَ جَزٰٓؤُا الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٨﴾ ع ٢ [٧] ٥

১৮। ফলে উভয়ের পরিণাম এই দাঁড়ায় যে, তাহারা আগুনে নিপতিত হয়, তথায় তাহারা দীর্ঘকাল বাস করিবে। এবং ইহাই যালেমদের প্রতিফল।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ
نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ
اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿١٩﴾

১৯। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর এবং প্রত্যেককেই চিন্তা করিয়া দেখা উচিত যে, আগামীকল্যের জন্য সে অগ্রে কি প্রেরণ করিয়াছে। এবং তোমরা আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর, তোমরা যে কর্মই কর উহা সম্বন্ধে নিশ্চয় আল্লাহ্ সবিশেষ খবর রাখেন।

৩০২৬। এই আয়াতের তাৎপর্য হইলঃ ইসলামের বিরুদ্ধে অবিশ্বাসীদের, বিশেষ করিয়া ইহুদী ও মদীনার মোনাফেকদের মধ্যে, দৃশ্যতঃ একটা ঐক্য আছে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু মুসলমানদের সাথে ঐক্যবদ্ধভাবে যুদ্ধ করার জন্য তাহাদের মধ্যে যে সম-স্বার্থ জড়িত থাকা দরকার, তাহা এই ক্ষেত্রে অনুপস্থিত। তাহাদের পরস্পরের স্বার্থ ভিন্ন ভিন্ন, একমুখী নহে আরবে তখন তিনটি দল ছিল, যাহারা ইসলামী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে একতাবদ্ধ হইয়াছিল (১) ইহুদী, (২) মদীনার মোনাফেক-দল, (৩) মক্কার পৌত্তলিক কুরায়শগণ। ইসলামের ক্রমবর্ধমান শক্তি ও প্রতিপত্তির মধ্যে, মদীনা-অঞ্চলে কুরায়শ-প্রভাব অন্তর্মিত হইবার বিপদ ছিল। মোনাফেকের দল (আব্দুল্লা বিন উবাই এর নেতৃত্বাধীন) মদীনায় তাহাদের কর্তৃত্ব-হ্রাস স্বচক্ষে দেখিতেছিল। আর ইহুদীরা তাহাদের প্রতিপত্তি, আত্মগরিমা ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর প্রতি ইসলামী শিক্ষার সুদূর-প্রসারী প্রভাব লক্ষ্য করিতেছিল। অতএব, তাহাদের উদ্দেশ্যের মধ্যে সত্যিকার একতার কোন ভিত্তি ছিল না। কাজেই ঐ বাহ্যিক ঐক্য কখনও কাজে আসে নাই, এমনকি বিপদের সময়ও অকার্যকর ছিল।

৩০২৭। এই আয়াত সম্ভবতঃ মক্কার কুরায়শদের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিতেছে যাহারা কিছুদিন পূর্বে বদরের যুদ্ধে লাঞ্ছিতভাবে পরাজিত হইয়াছিল অথবা ইহা 'বনু কাইনুকা' গোত্রকে বুঝাইতে পারে, যাহারা বদরের যুদ্ধের মাসখানেক পরেই তাহাদের বিশ্বাস-ঘাতকতা, ষড়যন্ত্র ও চুক্তি-ভঙ্গের অপরাধে মদীনা হইতে নির্বাসিত হইয়াছিল। এই গোত্র সিরীয়াতে যাইয়া বসতি স্থাপন করে।

২০। তোমরা সেই সকল লোকের ন্যায় হইও না যাহারা আল্লাহ্‌কে ভুলিয়া গিয়াছে, ফলে তিনিও তাহাদিগকে আত্মবিসম্মৃত করিয়া দিয়াছেন। ইহারাই দুষ্কৃতকারী।

وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ نَسُوا اللّٰهَ فَاَنْسٰهُمْ اَنْفُسَهُمْ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ﴿٢٠﴾

২১। জাহান্নামবাসীগণ এবং জান্নাতবাসীগণ সমান নহে। জান্নাতবাসীগণই সফলকাম।

لَا يَسْتَوِيْٓ اَصْحٰبُ النَّارِ وَاَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ؕ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ ﴿٢١﴾

২২। যদি আমরা এই কুরআনকে কোন পর্বতের উপর নাযেল করিতাম তাহা হইলে তুমি নিশ্চয় উহাকে আল্লাহ্‌র ভয়ে বিনীত, বিদীর্ণ হইতে দেখিতে।[৩০২৭-ক] এবং এই সকল উপমা, যাহা আমরা মানব জাতির জন্য বর্ণনা করিতেছি যাহাতে তাহারা চিন্তা করে।

لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ لَّرَاَيْتَهٗ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ ؕ وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ﴿٢٢﴾

২৩। তিনিই আল্লাহ্ যিনি ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদ নাই, তিনি অদৃশ্য এবং দৃশ্য সকল বিষয়ে পরিজ্ঞাত। তিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময়।

هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۚ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ﴿٢٣﴾

২৪। তিনিই আল্লাহ্, যিনি ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদ নাই; যিনি সর্বাধিপতি, অতীব পবিত্র, পরম শান্তিময়, পূর্ণ নিরাপত্তা দাতা, সর্বোত্তম রক্ষাকর্তা, মহাপরাক্রমশালী, প্রবল-প্রতিবিধায়ক, অতীব গরীয়ান। তাহারা যাহাকে শরীক করে আল্লাহ্ উহা হইতে পবিত্র।

هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ؕ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿٢٤﴾

২৫। তিনি আল্লাহ্, একমাত্র সৃষ্টিকর্তা, আদি-সুনিপুণ স্রষ্টা, সর্বোত্তম আকৃতি দাতা; সুন্দরতম নামসমূহ তাঁহারই। আকাশসমূহ এবং পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সবই তাঁহার গুণ ও পবিত্রতা বর্ণনা করিতেছে, এবং তিনিই মহা পরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়।

هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى ؕ يُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٢٥﴾ ع

৩০২৭-ক। এই আয়াতের তাৎপর্য হইতে পারেঃ যে পাষাণ পৌত্তলিক আরবগণ ইসলামপূর্ব কোন ধর্মের দ্বারাই প্রভাবিত হইল না, বহু-ঈশ্বরে বিশ্বাসী, পৌত্তলিক পূজা-অর্চ্চনায় চির-অভ্যস্ত যে আরবগণ যাযাবর জীবন-পদ্ধতিতে পাহাড়ের মত অটল-অনড় থাকিল, প্রতিবেশী খৃষ্টান-সভ্যতার বিলাসবহুল চাক্‌চিক্যের ক্ষয়কারী প্রভাব যাহাদের জীবনকে স্পর্শ করিতে পারিল না, সেই পাষাণ-হৃদয় আরবগণও ইসলামের অতি মহান ও শক্তিশালী বাণীর সামনে নতি স্বীকার না করিয়া পারিবে না এবং তাহাদের প্রস্তর-হৃদয় হইতে জ্ঞান ও আলোকের প্রস্রবণ চতুর্দ্দিকে বিচ্ছুরিত হইতে থাকিবে।

৬০-সূরা আল্ মুম্তাহানা

(হিজরতে পরে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণ হওয়ার সময় ও প্রসঙ্গ

এই সূরার বিষয়বস্তু দৃষ্টে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, পূর্ববর্তী তিনটি সূরার মত ইহাও মদীনাতে ৭ম ও ৮ম হিজরীর মধ্যবর্তী সময়ে, হুদায়বিয়ার সন্ধির পরে ও মক্কা-বিজয়ের পূর্বে অবতীর্ণ হইয়াছিল । পূর্ববর্তী সূরাতে মোনাফেকদের ও মদীনার ইহুদীদের গোপন তৎপরতা ও ষড়যন্ত্রের কথা আলোচিত হইয়াছে এবং তাহাদের যথাযোগ্য শাস্তিরও উল্লেখ করা হইয়াছে । বর্ত্তমান সূরাতে সাধারণভাবে মো'মেনদের সহিত কাফেরদের সামাজিক সম্পর্কের ব্যাপারে, বিশেষ করিয়া ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্তদের ব্যাপারে আলোকপাত করা হইয়াছে । সূরার প্রারম্ভেই মুসলমানদের প্রতি নিষেধাজ্ঞা জারী করা হইয়াছে যে, ঐসব কাফের যাহারা ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধেরত আছে এবং ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করিতে চায়, তাহাদের সাথে আন্তরিক বন্ধুত্ব স্থাপন করিবে না । এই নির্দেশ এত কড়া ও এত ব্যাপক যে, ইহার আওতা হইতে রক্ত-সম্পর্কের নিকট-আত্মীয়রাও বাদ পড়ে নাই ।এই নিষেধাজ্ঞাপূর্ণ নির্দেশের পরে পরেই একটি পরোক্ষ ভবিষ্যদ্বাণী দেওয়া হইয়াছে যে, অতি শীঘ্রই ইসলামের এই অদম্য শত্রুরা ইসলামের ভক্ত অনুসারীতে পরিণত হইবে । এই নিষেধাজ্ঞার মধ্যে অবশ্য ব্যতিক্রম যে একেবারে নাই তাহা নহে, ব্যতিক্রম কেবল ঐ সকল কাফেরদের ক্ষেত্রে যাহারা মুসলমানদের সহিত ভাল প্রতিবেশী সুলভ সম্পর্ক রাখে। এইরূপ কাফেরগণের সহিত সদ্ব্যবহার ও সদয় আচরণের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে । অতঃপর এই সূরাতে মো'মেন মহিলাগণ যাহারা মক্কা ছাড়িয়া মদীনায় আসিয়া আশ্রয় নিলেন এবং ঐ সকল (মদীনাত্যাগী) মহিলা যাহারা মদীনা ত্যাগ করিয়া কাফেরদের কাছে চলিয়া গেল, তাহাদের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় নিষেধাজ্ঞা জারী করা হইয়াছে । আলোচ্য বিষয়টি যে কত গুরুত্বপূর্ণ তাহা মুসলমানকে বুঝাইবার জন্য সূরার শেষ দিকে পুনরায় বলা হইয়াছে যে, তাহারা যেন কোন ক্রমেই ঐ সকল কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন না করে যাহারা ইসলামের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য শত্রুতা দ্বারা নিজেদেরকে আল্লাহ্তা'লার কোপানলে নিক্ষেপ করিয়াছে ।

سُوْرَةُ الْمُمْتَحَنَةِ مَدَنِيَّةٌ (٦٠) اٰيَاتُهَا ١٤ رُكُوْعَاتُهَا

৬০-সূরা আল্ মুম্তাহানা

ইহা মাদানী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ইহাতে ১৪ আয়াত এবং ২ রুকূ আছে ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। আল্লাহ্র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا عَدُوِّيْ وَعَدُوَّكُمْ اَوْلِيَآءَ تُلْقُوْنَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوْا بِمَا جَآءَكُمْ مِّنَ الْحَقِّ ۚ يُخْرِجُوْنَ الرَّسُوْلَ وَاِيَّاكُمْ اَنْ تُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ رَبِّكُمْ ؕ اِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِيْ سَبِيْلِيْ وَابْتِغَآءَ مَرْضَاتِيْ ۖ تُسِرُّوْنَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ ۖ وَاَنَا اَعْلَمُ بِمَآ اَخْفَيْتُمْ وَمَآ اَعْلَنْتُمْ ؕ وَمَنْ يَّفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيْلِ ②

২। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা আমার শত্রুকে এবং তোমাদের শত্রুকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিও না। তোমরা তাহাদের নিকট প্রেমের বাণী পেশ করিতেছ,[৩০২৮] অথচ তোমাদের নিকট যে সত্য আসিয়াছে উহাকে তাহারা অস্বীকার করিয়াছে; তাহারা এই রসূলকে এবং তোমাদিগকে শুধু এই কারণে বহিষ্কৃত করিয়াছে যে, তোমরা আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনিয়াছ, যিনি তোমাদের প্রতিপালক; যখন তোমরা আমার পথে জিহাদ করার এবং আমার সন্তুষ্টি লাভ করার উদ্দেশ্যে বাহির হও, তখন তোমরা (কেহ কেহ) গোপনে তাহাদের নিকট প্রেমের বাণী দিয়া থাক, অথচ তোমরা যাহা গোপন কর এবং যাহা প্রকাশ কর সবই আমি ভালরূপে জানি। এবং তোমাদের মধ্যে যে কেহ ইহা করে বস্তুতঃ সে সঠিক পথ হইতে বিচ্যুত হইয়াছে।

اِنْ يَّثْقَفُوْكُمْ يَكُوْنُوْا لَكُمْ اَعْدَآءً وَّيَبْسُطُوْٓا اِلَيْكُمْ اَيْدِيَهُمْ وَاَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوْٓءِ وَوَدُّوْا لَوْ تَكْفُرُوْنَ ③

৩। যদি তাহারা তোমাদেরকে নিজেদের আয়ত্বে আনিতে পারে তাহা হইলে তাহারা তোমাদের (ঘোর) শত্রু হইবে এবং তাহারা তোমাদের অনিষ্ট সাধনে নিজেদের হস্ত এবং রসনাসমূহ তোমাদের দিকে প্রসারিত করিবে; বস্তুতঃ তাহারা কামনা করে যেন তোমরা কাফের হইয়া যাও।

৩০২৮। এই নিষেধাজ্ঞাটি অত্যন্ত কঠোর ধরণের। মুসলমানদের নিষেধ করা হইতেছে যে,ঐ সকল লোক যাহারা আল্লাহ্র প্রকাশ্য শত্রু, যাহারা নবী করীম (সাঃ) ও তাঁহার সাহাবীগণকে (রাঃ) তাঁহাদের বাড়ীঘর হইতে বহিষ্কার করিয়াছে এবং ইসলামকে ধ্বংস করিবার চেষ্টায় লিপ্ত রহিয়াছে, তাহাদের সাথে মুসলমানগণ যেন বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপন না করে। এই নিষেধাজ্ঞা এতই ব্যাপক-ভিত্তিক যে, রক্ত-সম্পর্কের বন্ধনও এই নিষেধাজ্ঞার আওতাকে ক্ষুণ্ণ করিতে পারিবে না। ইসলামের শত্রু আল্লাহ্র শত্রু, সে যে কেহই হউক না কেন।

এই আয়াত নাযেল হওয়ার সাথে একটি নিকট-ঘটনার সম্পর্ক আছে। কুরায়শগণ হুদায়বিয়ার সন্ধি ভঙ্গ করিলে, নবী করীম (সাঃ) তাহাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে মনস্থির করিলেন। তখন হাতিব বিন আবি বালতাহ্ নামক এক ব্যক্তি মক্কাবাসীদিগকে একটি পত্র লিখিয়া, মহানবী (সাঃ)-এর আসন্ন মক্কা-অভিযানের কথা জানাইয়া দিবার চেষ্টা করে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) ওহীর মাধ্যমে এই কথা জানিতে পারেন এবং হযরত আলী, যুবাইর ও মিকদাদকে ঐ পত্রবাহকের অনুসন্ধানে পাঠান। পত্রবাহক একজন স্ত্রীলোক ছিল, তাহারা তাহার নাগাল পাইলেন এবং পত্রখানি লইয়া মদীনায় ফিরিয়া আসিলেন। হাতিবের দোষ ছিল অতীব গুরুতর, রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের গোপন-তথ্য ফাঁস করার অপরাধ। তাহাকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়ার কথা। কিন্তু তাহাকে ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইল এই কারণে যে, ঐ ব্যক্তি তাহার এই ধরণের কাজের গুরুতর পরিণতি কি হইতে পারে তাহা না বুঝিয়াই অসাবধানভাবে কাজটা করিয়া ফেলিয়াছিল। এই কাজের পশ্চাতে কোন দুষ্ট-বুদ্ধি বা কু-উদ্দেশ্য ক্রিয়াশীল ছিল না। প্রসঙ্গতঃ এই সূরার অবতরণ ও উপরোক্ত ঘটনা সম-সাময়িক। অতএব, এই সূরার অবতরণের তারিখ নির্ণয়ে কোন অসুবিধা নাই।

لَنْ تَنْفَعَكُمْ اَرْحَامُكُمْ وَلَا اَوْلَادُكُمْ ۚ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۚ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ ۭ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۝

৪। কিয়ামত দিবসে না তোমাদের আত্মীয়-স্বজন এবং না তোমাদের সন্তান-সন্ততি তোমাদের কখনও উপকারে আসিবে। তিনি তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করিবেন। এবং তোমরা যে কর্মই কর আল্লাহ্ অবশ্যই উহা দেখিতেছেন।

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِيْٓ اِبْرٰهِيْمَ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ ۚ اِذْ قَالُوْا لِقَوْمِهِمْ اِنَّا بُرَءٰٓؤُا مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۡ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاۗءُ اَبَدًا حَتّٰى تُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَحْدَهٗٓ اِلَّا قَوْلَ اِبْرٰهِيْمَ لِاَبِيْهِ لَاَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَآ اَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ ۭ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَاِلَيْكَ اَنَبْنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ۝

৫। তোমাদের জন্য অবশ্য উত্তম আদর্শ রহিয়াছে ইব্রাহীম[৩০২৯] এবং ঐ সকল লোকের মধ্যে যাহারা তাহার সঙ্গে ছিল, যখন তাহারা তাহাদের জাতিকে বলিয়াছিল, 'নিশ্চয় আমরা তোমাদের হইতে এবং আল্লাহ্ ব্যতীত তোমরা যাহাদের উপাসনা কর তাহাদের হইতে সম্পর্কমুক্ত। আমরা তোমাদের কথা অস্বীকার করিতেছি। এবং আমাদের এবং তোমাদের মধ্যে চিরকালের জন্য শত্রুতা ও বিদ্বেষ প্রকাশ হইল যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা এক আল্লাহ্র উপর ঈমান আন, তবে তাহার পিতার প্রতি ইব্রাহীমের এই উক্তি ব্যতিরেকে যে আমি নিশ্চয় তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিব, কিন্তু আল্লাহ্র ইচ্ছার বিরুদ্ধে তোমার জন্য কোন কিছু করার ক্ষমতা আমার নাই। (তাহাদের প্রার্থনা এই ছিল) 'হে আমাদের প্রতিপালক ! তোমার উপর আমরা ভরসা করি এবং তোমারই প্রতি আমরা ঝুঁকি এবং তোমারই নিকট আমাদের শেষ প্রত্যাবর্তন;

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝

৬। হে আমাদের প্রতিপালক ! তুমি আমাদিগকে ঐ সকল লোকের জন্য পরীক্ষার কারণ করিও না যাহারা অস্বীকার করিয়াছে এবং তুমি আমাদিগকে ক্ষমা কর, হে আমাদের প্রতিপালক ! নিশ্চয় তুমি মহাপরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়।'

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْهِمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ ۭ وَمَنْ يَّتَوَلَّ فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ ۝

৭। নিশ্চয় তাহাদের মধ্যে তোমাদের জন্য এক উত্তম আদর্শ রহিয়াছে— তাহাদের জন্য যাহারা আল্লাহ্ এবং পরকালের (সাক্ষাতের) আশা পোষণ করে। এবং যে ব্যক্তি মুখ ফিরাইয়া লয়— সে জানিয়া রাখুক নিশ্চয় আল্লাহ্ই স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং প্রশংসাময়।

[১ ৭]

৩০২৯। এখানে ইব্রাহীম (আঃ)-এর দৃষ্টান্ত এইজন্য দেওয়া হইয়াছে, যাহাতে ক্ষেত্র বিশেষে সকল প্রকার বন্ধুত্ব ও ভালবাসার সম্পর্ককেও সত্য ও আল্লাহ্র খাতিরে পরিত্যাগ করার প্রয়োজনীয়তা মো'মেন উপলব্ধি করিতে পারে। যখন দেখা যায় যে, কোন ব্যক্তি বা দল সত্যের প্রতি শত্রুতা পোষণ করে এবং সত্যকে নিশ্চিহ্ন করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়, তখন তাহাদের সাথে মো'মেনের বন্ধুত্ব থাকিতে পারে না। 'কাফারনা বিকুম' বাক্যটির সাধারণতঃ অনুবাদ করা হয়— 'আমরা ঐ সব অস্বীকার করি যাহার উপর তোমরা বিশ্বাস কর'। বাক্যটির তাৎপর্য হইতে পারে যে, 'তোমাদের সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নাই, 'কাফারা বিকায়া' মানে "সে এই বস্তুর সহিত তাহার সম্পর্কহীনতা ব্যক্ত করিল"(লেইন)।

عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِيْنَ عَادَيْتُمْ مِّنْهُمْ مَّوَدَّةً ؕ وَاللّٰهُ قَدِيْرٌ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝٧

৮। উহাদের মধ্য হইতে যাহাদের সঙ্গে তোমাদের (আপাততঃ) শত্রুতা রহিয়াছে, তাহাদের ও তোমাদের মধ্যে অচিরেই আল্লাহ্ মহব্বত সৃষ্টি করিয়া দিবেন,[৩০৩০] বস্তুতঃ আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান এবং আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

لَا يَنْهٰكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْٓا اِلَيْهِمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ۝٨

৯। যাহারা (তোমাদের) ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের সহিত যুদ্ধ করে নাই এবং তোমাদিগকে তোমাদের ঘর-বাড়ী হইতে বিতাড়িত করে নাই তাহাদের সঙ্গে আল্লাহ্ তোমাদিগকে সদ্ব্যবহার এবং ন্যায়-বিচার করিতে নিষেধ করেন না, নিশ্চয় আল্লাহ্ ন্যায়- বিচারকগণকে ভালবাসেন।

اِنَّمَا يَنْهٰكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ قٰتَلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَاَخْرَجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ وَظٰهَرُوْا عَلٰٓى اِخْرَاجِكُمْ اَنْ تَوَلَّوْهُمْ ۚ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ۝٩

১০। আল্লাহ্ শুধু তাহাদের সংঙ্গে বন্ধুত্ব করিতে নিষেধ করেন, যাহারা (তোমাদের) ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছে আর তোমাদিগকে তোমাদের ঘর-বাড়ী হইতে বিতাড়িত করিয়াছে, এবং তোমাদিগকে বিতাড়িত করিতে অন্যদেরকে সাহায্য করিয়াছে; এবং যাহারা তাহাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করিবে—তাহারাই যালেম হইবে।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا جَآءَكُمُ الْمُؤْمِنٰتُ مُهٰجِرٰتٍ فَامْتَحِنُوْهُنَّ ؕ اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِاِيْمَانِهِنَّ ۚ فَاِنْ عَلِمْتُمُوْهُنَّ مُؤْمِنٰتٍ فَلَا تَرْجِعُوْهُنَّ اِلَى الْكُفَّارِ ؕ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّوْنَ لَهُنَّ ؕ وَاٰتُوْهُمْ مَّآ اَنْفَقُوْا ؕ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ اِذَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ ؕ

১১। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ ! যখন মো'মেন মহিলাগণ হিজরত করিয়া তোমাদের নিকট আগমন করে, তখন তোমরা তাহাদিগকে পরীক্ষা কর।[৩০৩১] আল্লাহ্ তাহাদের ঈমান সম্বন্ধে সবিশেষ অবগত। অতএব যদি তোমরা তাহাদিগকে মো'মেন মহিলা বলিয়া জ্ঞাত হও তাহা হইলে তোমরা তাহাদিগকে কাফেরদের নিকট ফিরাইয়া দিও না। কারণ তাহারা তাহাদের (কাফেরদের) জন্য বৈধ নহে, এবং তাহারা ইহাদের জন্য বৈধ নহে। তাহারা (এই মহিলাদের বিবাহে) যাহা খরচ করিয়াছে তোমরা তাহাদিগকে উহা দিয়া দাও। এবং যখন তোমরা উক্ত মহিলাগণকে (মুক্ত করার পর) তাহাদের প্রাপ্য দেন মহর আদায়

৩০৩০। এই আয়াতে একটি ভবিষ্যদ্বাণী নিহিত আছে। নবী করীম (সাঃ)-এর সাহাবীগণকে (রাঃ) বলা হইয়াছিল যে, সত্যের শত্রু হওয়ার কারণে তাহাদের রক্তের সম্পর্কযুক্ত নিকট আত্মীয়গণের সাথেও বন্ধুত্বের সম্পর্ক রাখা নিষিদ্ধ করা হইয়াছে বটে, তবে এই অবস্থা বেশী দিন থাকিবে না। তাহাদের আত্মীয়রা শীঘ্রই সত্যের দিকে আসিবে, এবং পূর্বের শত্রুতা ভুলিয়া গিয়া প্রেমময় বন্ধুতে পরিণত হইবে। পরবর্তী আয়াত হইতে বুঝা যায় যে, এই নিষেধাজ্ঞা কেবল ঐসকল অবিশ্বাসীদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য যাহারা মুসলমানদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত আছে। সাধারণ অমুসলমানদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখা বা স্থাপন করা নিষেধ নহে।

৩০৩১। মুসলমানগণ চরম অত্যাচারের মাঝে মক্কায় দিন কাটাইতেছিলেন। মুসলিম সম্প্রদায়ের সহিত মদীনায় যাইয়া মিলিত হওয়াও খুব বিপজ্জনক ছিল। তথাপি, মুসলমানগণ আত্মীয়-পরিজন ও সহায়-সম্বল সব কিছু ফেলিয়া, সকল বিপদাপদের ঝুঁকি মাথায় লইয়া স্রোতের মত দলে দলে মদীনায় আসিতে লাগিলেন। এই সব আশ্রয়-প্রার্থীদের মধ্যে স্ত্রীলোকের সংখ্যা একেবারে কম ছিল না। এই আয়াতটি সেই সব আশ্রয়-প্রার্থী স্ত্রীলোকদের সম্বন্ধে দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। মহানবী (সাঃ)-এর সতর্কতার এক উজ্জ্বল সাক্ষ্য এই যে, তিনি মক্কা হইতে আগত আশ্রয়

وَلَا تُمْسِكُوْا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَسْـَٔلُوْا مَآ اَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْـَٔلُوْا مَآ اَنْفَقُوْا ۭ ذٰلِكُمْ حُكْمُ اللّٰهِ ۭ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۭ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ⑪

কর তখন তাহাদিগকে বিবাহ করিলে তোমাদের কোন অপরাধ হইবে না। এবং কাফের মহিলাদের সহিত (তোমাদের) দাম্পত্য-বন্ধনকে তোমরা বজায় রাখিও না; এবং (যখন তাহারা কাফেরদের নিকট চলিয়া যায় তখন) তোমরা যাহা খরচ করিয়াছ উহা (কাফেরদের নিকট) দাবী কর, এবং (মুসলমান মহিলাগণ কাফেরদের নিকট হইতে চলিয়া আসিলে) তাহারা যাহা খরচ করিয়াছে উহা যেন তাহারা (তোমাদের নিকট) দাবী করে। ইহাই হইল আল্লাহ্‌র ফয়সালা। তিনি তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করেন। বস্তুতঃ আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী,পরম প্রজ্ঞাময়।

وَاِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ اِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَاٰتُوا الَّذِيْنَ ذَهَبَتْ اَزْوَاجُهُمْ مِّثْلَ مَآ اَنْفَقُوْا ۭ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْٓ اَنْتُمْ بِهٖ مُؤْمِنُوْنَ ⑫

১২। এবং যদি তোমাদের স্ত্রীগণের মধ্য হইতে কেহ তোমাদের হস্তচ্যুত হইয়া কাফেরদের নিকট চলিয়া যায়, (এবং তোমাদের ক্ষতি সাধিত হয়), অতঃপর (কোন কাফের মহিলা তোমাদের হাতে আসিলে) তোমরাও এইভাবে প্রতিশোধ লইতে পার যে, যাহাদের স্ত্রীগণ কাফেরদের নিকট চলিয়া গিয়াছে তাহাদিগকে সেই পরিমাণ (ক্ষতিপূরণ) দাও যাহা তাহারা খরচ করিয়াছে।[৩০৩২] এবং আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর যাহার উপর তোমরা ঈমান রাখ।

প্রার্থিনীদিগকে ভালভাবে পরীক্ষা না করিয়া এবং তাহাদের ইসলাম গ্রহণের আন্তরিকতা সঠিকভাবে যাচাই না করিয়া, তাহাদিগকে মুসলিম সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করিতেন না। তাহাদের ইসলাম গ্রহণের পিছনে দুনিয়ার কোন উদ্দেশ্য আছে কিনা তাহা অতি সতর্কতার সহিত পুংখানুপুংখরূপে যাচাই করার মাধ্যমে সুনিশ্চিত হওয়ার পরই কেবল তাহাদিগকে মুসলিম সমাজে গ্রহণ করিতেন। এই আয়াত আরও বলিতেছে যে, আশ্রিত মো'মেন মহিলার কাফের স্বামীর সহিত আপনা হইতেই বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটিয়া যায়। এমতাবস্থায় একজন মো'মেন ব্যক্তি দুইটি শর্তে তাহাকে বিবাহ করিতে পারেঃ(১) তাহার অবিশ্বাসী স্বামী তাহার উপর যাহা ব্যয় করিয়াছে, তাহা ঐ ব্যক্তিকে আগেই পরিশোধ করিতে হইবে; (২) রীতিমত মোহরানা ঠিক করিয়া স্ত্রীলোকটিকে দিতে হইবে। অনুরূপভাবে কোন মুসলমানের স্ত্রী যদি ইসলাম ত্যাগ করে তাহা হইলে তাহাদের বৈবাহিক সম্পর্ক নিজে নিজেই বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে। ইসলামত্যাগী স্ত্রী যদি কাফের ব্যক্তিকে বিবাহ করিতে চায়, তাহা হইলে উপরোক্ত পন্থাই অনুসরণ করিতে হইবে। এই পারস্পরিক ব্যবস্থা, যাহা এই আয়াতে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা ব্যক্তি-পর্যায়ে সম্পাদিত হইতে পারিবে না বরং রাষ্ট্র দ্বারা সম্পাদিত হইতে হইবে; যেরূপ যুদ্ধের সময় হইয়া থাকে। এই আয়াতটি যুদ্ধের সহিত সম্পর্কিত। যুদ্ধের সময় বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীর মধ্যে ব্যক্তি-পর্যায়ে সামাজিক সম্পর্ক অব্যাহত থাকিতে পারে না এবং থাকা উচিত নয়।

৩০৩২। যদি কোন মুসলমান ব্যক্তির স্ত্রী কাফেরদের কাছে চলিয়া যায় এবং এমন হয় যে কোন কাফের স্ত্রীলোক মুসলমানের কাছে যুদ্ধ-বন্দী হিসাবে আসে কিংবা স্বয়ং স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ পূর্বক অবিশ্বাসীদের কাছ হইতে চলিয়া আসে, তাহা হইলে মুসলমান ব্যক্তি স্ত্রীর প্রাপ্য টাকা, অবিশ্বাসী ব্যক্তির স্ত্রীর প্রাপ্য টাকা হইতে কর্তন করা যাইতে পারে, যদি উভয় দিকের মোহারানা সমান-সমান হয়। নতুবা, ঘাটতির ক্ষেত্রে যেটুকু ঘাটতি পড়ে তাহা সম্মিলিতভাবে মুসলমানরা পূরণ করিয়া দিবে কিংবা (কাহারো কাহারো মতে) গণিমতের মাল হইতে তাহা পূরণ করিয়া দিবে। এই ব্যবস্থার প্রয়োজন ছিল। কেননা, কাফেরগণ মো'মেন ব্যক্তির পলাতকা স্ত্রীকে বিবাহ করিলেও, তাহাকে (পূর্ব-স্বামীকে) ক্ষতিপূরণ দিতে অস্বীকার করিত।

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا جَآءَكَ الْمُؤْمِنٰتُ يُبَايِعْنَكَ عَلٰٓى اَنْ لَّا يُشْرِكْنَ بِاللّٰهِ شَيْـًٔا وَّلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِيْنَ وَلَا يَقْتُلْنَ اَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَاْتِيْنَ بِبُهْتَانٍ يَّفْتَرِيْنَهٗ بَيْنَ اَيْدِيْهِنَّ وَاَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيْنَكَ فِيْ مَعْرُوْفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٣﴾

১৩। হে নবী ! যখন মো'মেন মহিলাগণ তোমার নিকট বায়'আত করিবার জন্য আসে এই শর্তে যে, তাহারা আল্লাহ্‌র সহিত কোন কিছুকে শরীক করিবে না এবং চুরি করিবে না এবং ব্যভিচার করিবে না এবং নিজেদের সন্তানদিগকে হত্যা করিবে না, এবং কাহারও প্রতি অপবাদ আরোপ করিবে না যাহা তাহারা নিজেদের হস্তসমূহ এবং পদসমূহের মাধ্যমে মিথ্যারূপে রচনা করিয়া থাকে এবং কোন সংগত বিষয়ে তোমার অবাধ্যতা করিবে না, তাহা হইলে তুমি তাহাদের বায়'আত গ্রহণ করিও এবং তাহাদের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিও। নিশ্চয় আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوْا مِنَ الْاٰخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ اَصْحٰبِ الْقُبُوْرِ ﴿١٤﴾ ع ٢

১৪। হে যাহারা ইমান আনিয়াছ ! তোমরা এমন জাতির সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিও না যাহাদের প্রতি আল্লাহ্ ক্রোধ বর্ষণ করিয়াছেন; তাহারা পরকাল সম্বন্ধে এইরূপে নিরাশ হইয়াছে [৩০৩৩] যেরূপে কাফেররা কবরবাসীদের সম্বন্ধে নিরাশ হইয়াছে।

২ [৭] ৮

৩০৩৩। "তাহারা পরকাল সম্বন্ধে এইরূপে নিরাশ হইয়াছে" দ্বারা বুঝায় যে, তাহারা পরকালে তেমনিভাবেই বিশ্বাস রাখে না যেমন তাহারা বিশ্বাস রাখে না যে, মৃতেরা কখনও ফিরিয়া আসিতে পারে। 'তাহারা' শব্দটি দ্বারা বিশেষভাবে ইহুদীদিগকে বুঝাইয়া থাকিবে। কেননা "যাহাদের প্রতি আল্লাহ্ গযব নাযেল করিয়াছেন" কথাগুলি কুরআনে অনেক স্থানে ইহুদীদের সম্বন্ধে ব্যবহৃত হইয়াছে।

৬১-সূরা আস্ সাফ্ফ

(হিজরতের পরে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণ হওয়ার সময়

এই সূরা তৃতীয় বা চতুর্থ হিজরী সনে মদীনাতে অবতীর্ণ হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় । কেননা, ৫ম আয়াতে শৃঙ্খলার অভাব সম্বন্ধে এবং নবী করীম (সাঃ)-এর প্রতি পূর্ণ আনুগত্যের প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে আভাষ দেওয়া হইয়াছে । উহুদের যুদ্ধের সময়ে উদ্ভূত পরিস্থিতির ইঙ্গিতবহ এই আয়াত হইতে বুঝা যায়, এই সূরাটি উহুদের যুদ্ধের পরে নাযেল হইয়াছিল । ঐ যুদ্ধে কয়েক জন মুসলমান পূর্ণ আনুগত্য প্রদর্শনে ব্যর্থ হইয়াছিলেন, যাহার কারণে বিপর্যয় ঘটিয়াছিল । পূর্ববর্তী দুইটি সূরাতে অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ সম্পর্কে এবং যুদ্ধোদ্ভূত সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা হইয়াছে । এই সূরা সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছে ইমাম বা নেতার প্রতি পূর্ণ, অবিমিশ্র ও সার্বিক আনুগত্য প্রদর্শনের উপর এবং নেতার নেতৃত্বে পূর্ণ আস্থা রাখিয়া দৃঢ়তা ও একাত্মতার সহিত সমন্বিতভাবে শত্রুর মোকাবিলা করার উপর ।

বিষয়-বস্তু

আল্লাহ্‌র মাহাত্ম্য, বুদ্ধিমত্তা ও শক্তির মহিমা ঘোষণার মধ্য দিয়া সূরাটি আরম্ভ হইয়াছে এবং মো'মেনগণকে ভর্ৎসনার সুরে উপদেশ দিতেছে যে, তাহারা যখন তাহাদের মুখ দিয়া আল্লাহ্‌র পবিত্র গুণাবলীর প্রশংসা উচ্চারণ করে, তখন ইহাও অপরিহার্য কর্তব্য হইয়া দাঁড়ায় যে, তাহারা যেন নিজেদের কাজের মাধ্যমেও তাহাদের ঈমানকে প্রতিষ্ঠিত করে । আল্লাহ্‌র গুণাবলীকে কাজের মাধ্যমে বাস্তবায়িত করিয়া প্রতিফলিত করার মাঝেই রহিয়াছে ঈমানের সার্থকতা । মুখের ঈমান ও বাস্তব কার্যাবলীর মধ্যে একাত্মতা ও সামঞ্জস্য বিধানে ঈমান সার্থক হয় । অতএব, সত্যের পথে যখন তাহাদিগকে যুদ্ধের আহ্বান জানানো হয়, তখন তাহাদের উচিত ঐ আহ্বানে কায়মনোবাক্যে সাড়া দিয়া ঐক্যবদ্ধভাবে দৃঢ়তার সহিত কাফেরদের মোকাবিলা করা এবং নেতার প্রতি অবিচল আস্থা ও আনুগত্য অবলম্বন করা । অতঃপর, এই সূরাতে মূসা (আঃ)-এর অনুসারীদের অবাধ্যতার কথা উল্লেখ পূর্বক বলা হইয়াছে যে, তাহারা মূসা (আঃ)-এর বিরক্তি ও মর্মপীড়ার কারণ হইয়াছিল এবং প্রকারান্তরে মুসলমানগণকে সাবধান করিয়া দেওয়া হইল যে, তাহারা যেন কখনও ঐরূপ না করে । এই পরোক্ষ সাবধান-বাণী উচ্চারণের পরে, ঈসা (আঃ)-এর ঐ ভবিষ্যদ্বাণীর উল্লেখ করা হইয়াছে যাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন, আমার পরে 'আহ্‌মদ' নামক এক নবীর আগমন হইবে এবং সাথে এই কথাও ঘোষণা করা হইল যে, অন্ধকারের সন্তানগণ আল্লাহর আলোকে নিভাইয়া ফেলার প্রাণপণ চেষ্টা করিতে থাকিবে, কিন্তু তাহাদের সকল প্রচেষ্টাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইবে । ঐ আলো সকল উৎকর্ষতা ও উজ্জ্বলতা সহকারে ঝলমল করিতে থাকিবে, এমন কি ইসলাম সকল ধর্মের উপরে বিজয় লাভ করিবে । কিন্তু ঐ বিজয় সংঘটিত হইবার পূর্বে মুসলমানগণকে "আল্লাহ্‌র পথে বহু জান ও মাল কুরবানী করিয়া" প্রাণপণ প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখিতে হইবে । কেবল এইরূপ ঐকান্তিক প্রচেষ্টার দ্বারা তাহারা আল্লাহ্‌তা'লার সন্তুষ্টি অর্জন করিতে সমর্থ হইবে এবং এমন মহামর্যাদার স্থান তথা ('জান্নাত বা বাগান') লাভ করিবে যাহার ভিতর দিয়া স্রোতস্বিনী প্রবাহিত হইতে থাকে । মুসলমানগণকে এই উদাত্ত আহ্বান জানাইয়া সূরাটি শেষ হইয়াছে যে, তাহারা যেন আল্লাহ্‌র পথে সর্বপ্রকারের কষ্টবরণ করে ও আত্মাহুতি দেয়, যেমনটা হযরত ঈসা (আঃ)-এর সত্যিকার অনুসারীরা করিয়াছিলেন ।

سُوْرَةُ الصَّفِّ مَدَنِيَّةٌ (٦١) اٰيَاتُهَا رُكُوْعَاتُهَا

৬১- সূরা আস্ সাফ্ফ

ইহা মাদানী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ইহাতে ১৫ আয়াত এবং ২ রুকূ আছে ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১ । আল্লাহ্র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ②

২ । আকাশসমূহে যাহা কিছু আছে এবং পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সকলেই আল্লাহ্র তসবীহ (পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা) করে এবং তিনি মহাপরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময় ।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ③

৩ । হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ ! তোমরা কেন তাহা বল যাহা কর না ?[৩০৩৪]

كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ④

৪ । আল্লাহ্র দৃষ্টিতে ইহা অত্যন্ত ঘৃণিত যে, তোমরা তাহা বল যাহা কর না ।

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِهٖ صَفًّا كَاَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوْصٌ ⑤

৫ । নিশ্চয় আল্লাহ্ তাহাদিগকে ভালবাসেন যাহারা তাঁহার পথে সারিবদ্ধ হইয়া এমনভাবে যুদ্ধ করে[৩০৩৫] যেন তাহারা সীসা-গলিত প্রাচীর ।

وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ لِمَ تُؤْذُوْنَنِىْ وَقَدْ تَّعْلَمُوْنَ اَنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ ؕ فَلَمَّا زَاغُوْۤا اَزَاغَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ⑥

৬ । এবং (স্মরণ কর) যখন মূসা তাহার জাতিকে বলিয়াছিল, 'হে আমার জাতি ! তোমরা কেন আমাকে যাতনা দিতেছ[৩০৩৬] অথচ তোমরা জান যে, নিশ্চয় আমি তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র রসূল ?' অতঃপর যখন তাহারা বক্রতা অবলম্বন করিল তখন আল্লাহ্ও তাহাদের হৃদয়গুলিকে বক্র করিয়া দিলেন; বস্তুতঃ আল্লাহ্ দুষ্কৃতিপরায়ণ জাতিকে হেদায়াত দান করেন না ।

৩০৩৪ । মুসলমানগণ কথায় ও কাজে এক । একজন মুসলমান যাহা বলে, তাহাই সে করে । বড় বড় বুলি আর শূন্য-আস্ফালন কোনই কাজে আসে না । এরূপ ঈমান যাহা কার্যে রূপান্তরিত হয় না,আর এরূপ প্রতিজ্ঞা যাহা বাস্তবায়িত করা হয় না, তাহাতো মোনাফেকী বা ভণ্ডামী ছাড়া কিছুই নয় ।

৩০৩৫ । মুসলমান হইতে ইহাই আশা করা হয় যে, তাহারা শত্রুদের হীন-চক্রান্তের মোকাবিলায় তাহাদের নেতার নেতৃত্বের অধীনে পূর্ণ ঐক্য ও অটল আনুগত্য সহকারে অভিযান চালাইবে । যাহারা শক্তিশালী ও ঐক্যবদ্ধ সম্প্রদায়রূপে গড়িয়া উঠিতে চায়, তাহাদের একই জীবনাদর্শ, একই জীবন-পদ্ধতি, একই নীতিমালা, একই উদ্দেশ্য এবং একই লক্ষ্য সহ একটি একক কর্মসূচীর অনুসারী হইতে হইবে । তবেই তাহারা লক্ষ্যে পৌঁছাইতে সমর্থ হইবে ।

৩০৩৬ । মূসা (আঃ) নিজের অনুসারীদের তরফ হইতে যে মানসিক কষ্ট ও বিপত্তি সহ্য করিয়াছেন, কোন নবীকেই হয়তঃ এমনটা করিতে হয় নাই । তাঁহার অনুসারীগণ স্বচক্ষে ফেরাউনের সলিল-সমাধি দেখিল, আল্লাহ্র মহাশক্তি প্রত্যক্ষ করিল । অথচ নিরাপদে সাগর পাড়ি দিবার পরেই তাহারা আল্লাহ্র কুদরতকে ভুলিয়া গিয়া পৌত্তলিকতার দিকে আকৃষ্ট হইয়া গেল এবং অন্য এক জাতিকে মূর্তি-পূজা করিতে দেখিয়া মূসা (আঃ)-কে বলিল,"আমাদের জন্য এরূপ উপাস্য তৈরী করিয়া দাও যেরূপ উপাস্য তাহাদের আছে"(৭ঃ১৩৯)। যখন মূসা (আঃ) তাহাদিগকে আল্লাহ্র প্রতিশ্রুত-ভূমি কেনান এলাকায় অভিযান চালাইবার জন্য তাহাদিগকে নির্দেশ দিলেন, তখন তাহারা অবহেলা ও তাচ্ছিল্যের সুরে জবাব দিল, " তুমি ও তোমার প্রভু যাও এবং তোমরা দুইজনেই যুদ্ধ কর, নিশ্চয় আমরা এখানেই বসিয়া থাকিব' (৫ঃ২৫)। পৌত্তলিক

وَاِذْ قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ يٰبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرٰىةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُوْلٍ يَّاْتِيْ مِنْۢ بَعْدِي اسْمُهٗٓ اَحْمَدُ ؕ فَلَمَّا جَآءَهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ قَالُوْا هٰذَا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ۝٧

৭। এবং (স্মরণ কর) যখন মরিয়মের পুত্র ঈসা বলিয়াছিল, 'হে বনী ইসরাঈল ! নিশ্চয় আমি তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র রসূল, উহার (ভবিষ্যদ্বাণীর) সত্যায়নকারীরূপে যাহা তওরাত হইতে আমার সম্মুখে আছে, এবং এমন এক রসূলেরও সুসংবাদ দাতা রূপে যে আমার পরে আসিবে, যাহার নাম হইবে আহ্‌মদ।'[৩০৩৭] অতঃপর যখন সে তাহাদের নিকট সুস্পষ্ট প্রমাণাদিসহ আসিল, তাহারা বলিল, 'ইহাতো প্রকাশ্য যাদু।

মনোভাবাপন্ন স্বজাতিকে মূসা (আঃ) মূর্তি-পূজা হইতে পুনরুদ্ধারের জন্য অবিরত চেষ্টা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ফেরাউনের দাসত্ব হইতে উদ্ধারকৃত স্বজাতির নিকট হইতে কৃতজ্ঞতা-প্রাপ্তির চাইতে তিনি অবজ্ঞা,অবাধ্যতা ও ঔদ্ধত্য পাইয়াছেন বেশী। তাঁহার সৎ চেষ্টার প্রতি সহযোগিতা দানের পরিবর্তে তাঁহার অনুসারীরা বরং বাধা দান করিয়াছে বেশী। অথচ ফেরাউনের দাসত্ব হইতে মূসা (আঃ) তাহাদিকে মুক্ত না করিলে বনী ইসরাঈলী জাতির জাতি-সত্তাই লোপ পাইত। পৌত্তলিকতার অন্ধকার হইতে তওহীদের আলোর দিকে না আনিলে, সকল পারলৌকিক মঙ্গল হইতেও ঐ জাতি চিরবঞ্চিত থাকিত। এত বড় ইহলৌকিক ও পারলৌকিক মঙ্গলকারীর প্রতি অপমান, বিদ্বেষ, বদনাম ও কুখ্যাতি পর্যন্ত তাহারা ছড়াইয়াছে।

৩০৩৭। নবী করীম (সাঃ)-এর আগমন সম্বন্ধে হযরত ঈসা (আঃ) যে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন, তাহা বাইবেলের, যোহন ১২ঃ১৩, ১৪ঃ১৬-১৭, ১৫ঃ২৬ ও ১৬ঃ৭ লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। ভবিষ্যদ্বাণীতে মহানবী (সাঃ)-কে 'প্যারাক্লিত' বা 'কমফর্টার' বা 'স্পিরিট অব ট্রুথ' নামে অভিহিত দেখিতে পাওয়া যায়। এই নামটি ও আনুসাঙ্গিক বিষয়াদি বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করিলে ভবিষ্যদ্বাণীর মর্ম পরিষ্কার বুঝা যাইবে ঃ-

(ক) ভবিষ্যদ্বাণীতে আছে যে, ঈসা (আঃ)-এর ইহলীলা ত্যাগের পর শান্তিদাতা (প্যারাক্লির্ট বা কমফর্টার) বা সত্যের আত্মা (স্পিরিট অব ট্রুথ) আগমন করিবেন, (খ) তিনি (আগমনকারী) পৃথিবীর বুকে চিরস্থায়ী হইবেন। তিনি আসিয়া বহু বিষয়ে অনেক অনেক কথা বলিবেন, যাহা ঈসা (আঃ) স্বয়ং তখন বলিতে পারেন নাই, কেননা মানুষ ঐগুলির গুরুত্ব ও দায়িত্ব বহন করিবার উপযুক্ত শক্তি তখনও প্রাপ্ত হয় নাই; (গ) তিনি মানুষকে সাকল্য সত্যে পরিচালিত করিবেন; (ঘ) তিনি নিজ হইতে কিছুই বলিবেন না বরং যাহা যাহা তিনি শ্রবণ করিবেন, তাহা তাহাই তিনি বলিবেন; (ঙ) তিনি আসিয়া ঈসা (আঃ)-এর মর্যাদা উচ্চ করিবেন এবং তাঁহার সত্যতার সাক্ষ্য দিবেন। ('শান্তিদাতা' সত্যের আত্মা)-এর বর্ণনা, কুরআনে প্রদত্ত মহানবী (সাঃ)-এর গুণাবলী, মর্যাদা, আদর্শ ও লক্ষ্য সম্বন্ধীয় বর্ণনার সাথে হুবহু মিলিয়া যায়। ঈসা (আঃ)-এর ইহজগৎ ত্যাগের পরে মহানবী (সাঃ)-এর আবির্ভাব ঘটে; তিনি চিরস্থায়ী শরীয়াতসহ আগমন করেন; কুরআন বিশ্বমানবের জন্য সর্বশেষ ধর্মগ্রন্থ যাহা কেয়ামত পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে (৫ঃ৪)। তিনি নিজ হইতে কিছু বলেন নাই, বরং আল্লাহ্‌র কাছ হইতে যাহা শুনিয়াছেন, তাহাই তিনি বলিয়াছেন (৫৩ঃ৪)। তিনি ঈসা (আঃ)-এর গুণ-কীর্তন করিয়াছেন (২ঃ২৫৪; ৩ঃ৫৬)। যোহনের সুসমাচারে বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতিটি কথা, কুরআনের এই আয়াতে প্রদত্ত ঈসা (আঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী-যুক্ত কথাগুলির সাথে মিলিয়া যায়, কেবল প্যারাক্লিত নামটির স্থলে 'আহ্‌মদ' নাম ব্যবহৃত হইয়াছে।বাইবেলের ও কুরআনের বর্ণনার মধ্যে সামঞ্জস্য থাকা সত্বেও কেবল নামের বিভিন্নতার উপর ভিত্তি করিয়া,খৃষ্টান লেখকগণ কুরআনের বর্ণিত এই ভবিষ্যদ্বাণীকে, ঈসা(আঃ)-এর প্যারাক্লিত সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণী বলিয়া মানিয়া নিতে অস্বীকার করেন ও চ্যালেঞ্জ করেন। আসল কথা হইল, ঈসা (আঃ) 'আরামাইক' ও হিব্রু'-এই দুই ভাষায়ই কথা বলিতেন। আরামাইক ছিল তাঁহার মাতৃ-ভাষা আর হিব্রু ছিল তাঁহার ধর্মীয় ভাষা। বাইবেলের যে পঠন আমরা পাই, তাহা আরামাইক ও হিব্রু ভাষার বাইবেলের গ্রীক অনুবাদ। আরামাইক বা হিব্রু বাইবেলের অস্তিত্ব এখন নাই। তাই গ্রীক ভাষায় অনূদিত বাইবেল হইতে অন্যান্য ভাষায় বাইবেল অনূদিত হইয়া আসিয়াছে। স্বভাবতঃই অনুবাদ 'আসলের' পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করিতে পারে না, কেননা প্রত্যেক ভাষারই সীমাবদ্ধতা রহিয়াছে। তাহা ছাড়া, প্রত্যেক ভাষা-ভাষী জাতিরও প্রকাশের সীমাবদ্ধতা থাকে। তাহাদের সেই সীমাবদ্ধতা তাহাদের লিখার মধ্যেও প্রকাশ পায়। গ্রীক ভাষায় 'প্যারিক্লুটাস' একটি শব্দ রহিয়াছে, যাহার অর্থ আরবী ভাষার 'আহমদ' শব্দের অর্থের অনুরূপ। খৃষ্ট-ধর্ম বিশারদ জেক ফিনেগান তাহার "দি আরকিওলজী অব রিলিজিওন" পুস্তকে লিখিয়াছেন, "গ্রীকভাষায় 'প্যারাক্লিটাস' (শান্তি-দাতা) আর 'প্যারিক্লুটাস' একই ধরণের শব্দ; দ্বিতীয় শব্দটির অর্থ দাঁড়ায় 'আহ্‌মদ' এবং মুহাম্মদ"। প্রাচীন কায়রো শহরের এয়রা সিনাগগে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে "দামাস্কাস ডকুমেন্ট" নামের একটি ধর্ম পুস্তকের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় দেখা যায়, ঈসা (আঃ) ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন যে 'এমেদ' নামে একজন পবিত্র আত্মার আগমন হইবে ঃ "তিনি (সদাপ্রভু) তাঁহার মসীহের দ্বারা, তাহাদিগের কাছে তাঁহার (প্রেরিত) পবিত্র আত্মার পরিচয় ঘটাইলেন। কেননা তিনিই 'এমেদ' (অর্থ সত্যবাদী,আল্ আমীন)। এবং তাঁহার (সদাপ্রভুর)

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَ هُوَ يُدْعٰۤى اِلَى الْاِسْلَامِ ؕ وَ اللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ۝٨

৮। এবং ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা বড় যালিম কে, যে আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, অথচ তাহাকে ইসলামের দিকে আহ্বান করা হয়, [৩০৩৮] বস্তুতঃ আল্লাহ্ কখনও যালেম জাতিকে হেদায়াত দেন না।

يُرِيْدُوْنَ لِيُطْفِـُٔوْا نُوْرَ اللّٰهِ بِاَفْوَاهِهِمْ وَاللّٰهُ مُتِمُّ نُوْرِهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ ۝٩

৯। তাহারা চাহে যেন তাহারা নিজেদের মুখের ফুৎকার দ্বারা আল্লাহ্‌র নূরকে [৩০৩৯] নির্বাপিত করে, কিন্তু আল্লাহ্ তাঁহার নিজ নূরকে নিশ্চয় পূর্ণরূপে প্রকাশিত করিবেন, কাফেরগণ যত অসন্তুষ্টই হউক না কেন।

هُوَ الَّذِىْۤ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَ دِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ ۙ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ ۝٩ ع ١٠ ٩

১০। তিনিই তাঁহার রসূলকে হেদায়াত এবং সত্য ধর্ম সহকারে পাঠাইয়াছেন যেন তিনি ইহাকে সকল ধর্মের উপর জয়যুক্ত করিয়া দেন, [৩০৪০] মোশরেকগণ যত অসন্তুষ্টই হউক না কেন।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ۝١١

১১। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ ! আমি কি তোমাদিগকে এমন এক বাণিজ্যের [৩০৪১] সন্ধান দিব যাহা তোমাদিগকে যন্ত্রণাদায়ক আযাব হইতে রক্ষা করিবে ?

নামানুসারে..... 'এমেদ' হিব্রু শব্দ, যাহার অর্থ হইল 'সত্য' অথবা 'সত্যবাদী মহান ব্যক্তি যিনি নিরন্তর ভাল' (ষ্ট্র্যাচান্'স ফোর্থ গস্‌পেল, পৃঃ ১৪১)। ইহুদীরা এই শব্দটিকে ব্যাখ্যা করিয়াছে 'আল্লাহ্‌র মোহর' বলিয়া। যদিও ঈসা (আঃ) স্বয়ং 'আহ্‌মদ' শব্দটিই ব্যবহার করিয়াছিলেন তথাপি 'আহমদ' ও 'এমেদ' এই দুই শব্দের অর্থে ও উচ্চারণে সামঞ্জস্য থাকার কারণে পরবর্তী হিব্রু ভাষাভাষী লিখকগণ 'আহ্‌মদ' শব্দের স্থলে 'এমেদ' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। অতএব এই আয়াতের ভবিষ্যদ্বাণীতে ব্যবহৃত 'আহ্‌মদ' শব্দটি মহানবী (সাঃ)-এর উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হইয়াছে। এই যুক্তিধারার অনুসিদ্ধান্ত হিসাবে আহ্‌মদীয়া জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা প্রতিশ্রুত মসীহের উপরও এই ভবিষ্যদ্বাণী সমভাবে প্রযোজ্য। কেননা তাঁহাকেও আল্লাহ্‌তা'লা ওহীর মাধ্যমে 'আহ্‌মদ' নামে অভিহিত করিয়াছেন (বারাহীনে আহ্‌মদীয়া) এবং তাঁহার আগমনের মাধ্যমে মহানবী (সাঃ)-এর দ্বিতীয় প্রকাশ বা দ্বিতীয় আগমনের বাস্তবায়ন ঘটিয়াছে। মহানবী (সাঃ)-এর দ্বিতীয় প্রকাশ বা অভ্যুদয়ের কথা সূরা জুমু'আর তৃতীয় আয়াতে সূক্ষ্ম ও স্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, 'বার্নাবাসের সুসমাচারে' মহানবী (সাঃ)-এর আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে বর্ণিত হইয়াছে। খৃষ্টান গীর্জা সাধারণভাবে 'বার্নাবাসের সুসমাচারকে' সঠিক ও সন্দেহমুক্ত মনে করে না। তাহা সত্ত্বেও, এই 'সুসমাচার'টিও অন্য চারটি সুসমাচারের মতই সমপর্যায়ের গুরুত্ব রাখে।

৩০৩৮। এই আয়াতটি অবিশ্বাসীদের প্রতি আরোপ করা যায়। কারণ আহ্বানকারী যদি মহানবী (সাঃ) হন, তাহা হইলে অবিশ্বাসীরা হইবে আহূত ব্যক্তিগণ (২০ঃ১০৯ এবং ৩৬ঃ৪৭)। তাহা ছাড়া কুরআনে, অবিশ্বাসীগণকে, আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যারোপকারী বলিয়া আখ্যায়িত করা হইয়াছে (৬ঃ১৩৮,১৪১)। তবে, ভবিষ্যদ্বাণীটিকে যদি 'প্রতিশ্রুত মসীহের' প্রতি আরোপ করা হয়, সেক্ষেত্রে সাধারণ ও তথাকথিত ওলামাবৃন্দ প্রতিশ্রুত মসীহ্‌কে ইসলাম-বিচ্যুত ও ভ্রান্ত মনে করিয়া, তাঁহাকে ইসলামে ফিরিয়া আসার আহ্বান জানাইবে —তাহাদের মত মুসলমান হইয়া যাইবার জন্য। এই ক্ষেত্রে আহূত ব্যক্তি হইবেন 'প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহ্‌দী।

৩০৩৯। কুরআনে, নবী করীম (সাঃ)-কে বার বার 'আল্লাহ্‌র নূর বা জ্যোতি' বলা হইয়াছে (৪ঃ১৭৫; ৫ঃ১৭; ৬৪ঃ৯)।

৩০৪০। তফসীরকারকগণের প্রায় সকলেই এই ঐক্যমত পোষণ করেন যে, এই আয়াতটি 'প্রতিশ্রুত মসীহের' উপর প্রযোজ্য। কারণ তাঁহার সময়েই সকল ধর্ম নিজ নিজ প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তারের জন্য আন্দোলন শুরু করিবে, এবং প্রতিশ্রুত মসীহের যুক্তির বলে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব সারা বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত হইবে।

৩০৪১। এই আয়াতটিও 'মসীহে মাওউদ'-এর প্রতি আরোপিত বলিয়া মনে হয়। কেননা, তাঁহার সময়েই ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদির বিরাটভাবে প্রসার লাভ করার কথা এবং বিশ্বব্যাপী অর্থকরী কার্যকলাপ ও কর্মকান্ডের এক বৈপ্লবিক স্রোত প্রবাহিত হওয়ারও কথা।

تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ وَ تُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ ؕ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۙ﴿۱۲﴾

১২। (উহা এই যে) তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলের উপর ঈমান আন এবং নিজেদের ধন-সম্পদ এবং জীবন দ্বারা আল্লাহ্র পথে জিহাদ কর। ইহাই তোমাদের জন্য কল্যাণজনক যদি তোমরা জ্ঞান রাখ।

يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ وَمَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِيْ جَنّٰتِ عَدْنٍ ؕ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۙ﴿۱۳﴾

১৩। (ফলে) তিনি তোমাদিগকে তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করিয়া দিবেন এবং তোমাদিগকে প্রবিষ্ট করিবেন এমন জান্নাতসমূহে যাহার তলদেশ দিয়া নহরসমূহ প্রবাহিত থাকিবে এবং পবিত্র ও মনোরম আবাসসমূহে চিরস্থায়ী জান্নাতসমূহের মধ্যে; ইহাই পরম সফলতা।

وَاُخْرٰى تُحِبُّوْنَهَا ؕ نَصْرٌ مِّنَ اللّٰهِ وَفَتْحٌ قَرِيْبٌ ؕ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۱۴﴾

১৪। (ইহা ছাড়া) আরও কিছু রহিয়াছে যাহা তোমরা ভালবাস— উহা হইতেছে আল্লাহ্র সাহায্য এবং আসন্ন বিজয়; সুতরাং মো'মেনগণকে সুসংবাদ দাও।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْۤا اَنْصَارَ اللّٰهِ كَمَا قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيّٖنَ مَنْ اَنْصَارِيْۤ اِلَى اللّٰهِ ؕ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ نَحْنُ اَنْصَارُ اللّٰهِ فَاٰمَنَتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْۢ بَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ وَ كَفَرَتْ طَّآئِفَةٌ ۚ فَاَيَّدْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلٰى عَدُوِّهِمْ فَاَصْبَحُوْا ظٰهِرِيْنَ ﴿۱۵﴾ ع ۲

১৫। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা আল্লাহ্র সাহায্যকারী হও, যেরূপে মরিয়মের পুত্র ঈসা হাওয়ারীদিগকে বলিয়াছিল, 'আল্লাহ্র পথে কে আমার সাহায্যকারী?' হাওয়ারীগণ বলিল, 'আমরা আল্লাহ্র সাহায্যকারী।' সুতরাং বনী ইসরাঈলের মধ্য হইতে একদল ঈমান আনিল এবং একদল অস্বীকার করিল। অতঃপর যাহারা ঈমান আনিয়াছিল আমরা তাহাদিগকে তাহাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে শক্তি যোগাইলাম, ফলে তাহারা বিজয়ী হইল।[৩০৪২]

[৫] ১০

৩০৪২। ইহুদীদের যে তিনটি দলের মধ্যে ঈসা (আঃ) তাঁহার বাণী প্রচার করিয়াছিলেন, তাহারা ছিলেন ফারিসী, সাদ্দুসী ও এসিনী। ঈসা (আঃ) নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত শেষোক্ত এসেনী দলের সদস্যভুক্ত ছিলেন। এসিনীরা অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ ছিলেন। তাহারা সাংসারিকতার ঝামেলা হইতে মুক্ত থাকিয়া সহজ-সরল জীবন যাপন করিতেন; উপাসনা, প্রার্থনা ও ব্রত পালনে তাহারা অধিকতর মনোযোগী ছিলেন। মানব-সেবাকেও তাহারা ধর্মের অঙ্গ মনে করিতেন। ঈসা (আঃ)-এর প্রথম অনুসারীদের অধিকাংশই ছিলেন এই এসেনী সম্প্রদায়ের লোক (দি ডেড্সী কমিউনিটি প্রনেতা-কুর্ট শ্বার্ট; দি ক্রুসিফিকেশন বাই এন্ আই-উইটনেস)। ইউসেফাস এই অনুসারীগণকে "সাহায্যকারী" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এই সূরার সমাপ্তি শব্দগুলি ভবিষ্যদ্বাণীর মর্যাদা রাখে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ব্যাপিয়া, ঈসা (আঃ)-এর অনুসারীরা তাহাদের চিরশত্রু ইহুদীদের উপর প্রভাব-প্রতিপত্তি ও আধিপত্য খাটাইয়া চলিয়াছে। ঈসা (আঃ)-এর অনুগামীগণ রাষ্ট্র, এবং সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়া বড় বড় এলাকা জুড়িয়া শাসন-ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়াছে। আর অপরদিকে ইহুদীরা ছত্রভঙ্গ, বিচ্ছিন্ন গোষ্ঠি হিসাবে বিশ্বের বিভিন্ন এলাকায় এমনিভাবে ছড়াইয়া আছে যে,'যাযাবর ইহুদী' শব্দটি এখন প্রবাদে পরিণত হইয়াছে।

৬২-সূরা আল্ জুমু'আ

(হিজরতের পরে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণ হওয়ার সময় ও প্রসঙ্গ

হিজরতের বেশ কয়েক বৎসর পরে এই সূরা অবতীর্ণ হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় । পূর্ববর্তী সূরাতে, 'আহমদ' নামে একজন নবীর আগমন সম্বন্ধীয়, ঈসা (আঃ)-এর মুখ-নিসৃত এক ভবিষ্যদ্বাণীর উল্লেখ রহিয়াছে । এই সূরাতেও ঐ ভবিষ্যদ্বাণী সম্বন্ধে আরো কিছু বক্তব্য রহিয়াছে । পূর্ববর্তী সূরার মত এই সূরাটিও আল্লাহ্তা'লার অসীম শক্তি ও অপরিসীম প্রজ্ঞার মাহাত্ম্য ঘোষণার ভিতর দিয়া শুরু করা হইয়াছে । আর আল্লাহ্তা'লার এই দুইটি গুণের প্রকাশ ও বিকাশ-স্থল স্বরূপ হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর আগমনকে নির্দেশ ও প্রমাণ রূপে পেশ করিতেছে । তাঁহার আগমনের ফলশ্রুতিতে নিরক্ষর, বর্ব্বর, রুক্ষ আরব জাতি কুরআনের শিক্ষার আলোকে ও মহানবী (সাঃ)-এর দৃষ্টান্তে দীপ্ত ও অনুপ্রাণিত হইয়া অতি অল্পকালের মধ্যেই মানব-জাতির শিক্ষক ও নেতা হইয়া গেল । তাহারা আঁধারের বুকে আলো ছড়াইয়া দিলেন এবং যেখানেই গেলেন, জ্ঞান-বিজ্ঞান, সংস্কৃতি ও সভ্যতার নূতন জ্যোতিঃ ছড়াইয়া দিলেন । অতঃপর সূরাটি ইসলামের শেষ যুগে ঠিক অনুরূপ এক আধ্যাত্মিক পুনর্জাগরণের দৃশ্যের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে, যাহা মহানবী (সাঃ)-এর এক মহান প্রতিনিধি প্রতিশ্রুত মসীহ্-এর মাধ্যমে সংঘটিত হইবে । তৎপর সূরাটি মহানবী (সাঃ)-কে প্রত্যাখান করার জন্য ইহুদীদিগকে দোষী সাব্যস্ত করিয়াছে । কেননা, তাহাদের ধর্মগ্রন্থে নবী করীম (সাঃ)-এর আগমন সম্বন্ধীয় বহু ভবিষ্যদ্বাণী বিদ্যমান থাকা সত্বেও তাহারা তাঁহাকে গ্রহণ করিল না । এইভাবে, আকারে-ইঙ্গিতে মুসলমানদিগকেও সতর্ক করা হইল, তাঁহারা শেষ-যুগে মহানবী (সাঃ)-এর প্রতিনিধি প্রতিশ্রুত মসীহ (আঃ) তাহাদের মাঝে আগমন করিলে ইহুদীদের মত আচরণ দেখাইয়া তাঁহাকে যেন প্রত্যাখ্যান না করে । উপসংহারের দিকে জুমু'আর নামাযের গুরুত্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ পূর্বক প্রতিনিধির মাধ্যমে মহানবী (সাঃ)-এর দ্বিতীয় আগমনকে প্রকারান্তরে জুমু'আর নামাযের সহিত উপমা দেওয়া হইয়াছে এবং ঐ দ্বিতীয় আগমনের আনুষঙ্গিক চিহ্নাবলী বিবৃত করিতে যাইয়া বলা হইয়াছে যে, তখন মানুষ অর্থনৈতিক কার্যকলাপে পাগলের মত ব্যস্ত হইয়া পড়িবে, ব্যবসা-বাণিজ্য চতুর্দিকে সম্প্রসারিত হইয়া এতদূর ছড়াইয়া পড়িবে যে, সাংসারিক লাভালাভের জন্য মানুষ ত্রস্ত-ব্যস্ত জীবন-যাপন করিবে এবং আল্লাহ্র দিক হইতে মানুষের মনকে ফিরাইয়া রাখিবার জন্য বহু প্রকারের আনন্দ-সম্ভার ও চিত্ত-বিনোদক যন্ত্র ও দ্রব্য-সামগ্রি মওজুদ থাকিবে, যাহা মানুষকে মশ্গুল করিয়া রাখিবে । তাই, মুসলমানগণকে উপদেশ দেওয়া হইতেছে যে, তাহারা যেন ঐগুলিকে তাহাদের ধর্ম-কর্ম পালনের পথে অন্তরায় না বানায় । ঐগুলির মোকাবেলায় তাহারা যেন ধর্মীয় কার্যাবলী ও দায়িত্বাবলীকে অধিকতর গুরুত্ব দেয় ।

৬২-সূরা আল্ জুমু'আ

ইহা মাদানী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ইহাতে ১২ আয়াত এবং ২ রুকূ আছে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। আল্লাহ্র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময়।

يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ②

২। আকাশসমূহে যাহা কিছু আছে এবং পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সকলেই আল্লাহ্র তসবীহ্ (পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা) করিতেছে, যিনি সর্বাধিপতি, অতীব পবিত্র, মহাপরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়।[৩০৪৩]

هُوَ الَّذِيْ بَعَثَ فِي الْاُمِّيّٖنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ ۗ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۙ ③

৩। তিনিই উম্মীদের[৩০৪৪] মধ্যে তাহাদেরই মধ্য হইতে এক রসূল আবির্ভূত করিয়াছেন, যে তাহাদের নিকট তাঁহার আয়াতসমূহ আবৃত্তি করে, এবং তাহাদিগকে পরিশুদ্ধ করে, এবং তাহাদিগকে কিতাব ও হিকমত[৩০৪৫] শিক্ষা দেয়, যদিও পূর্বে তাহারা প্রকাশ্য ভ্রান্তির মধ্যে ছিল;

وَّاٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ ۭ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ④

৪। এবং (তিনি তাহাকে আবির্ভূত করিবেন) তাহাদের মধ্য হইতে অন্য লোকের মধ্যেও যাহারা এখন পর্যন্ত তাহাদের সঙ্গে মিলিত হয় নাই।[৩০৪৬] এবং তিনি মহাপ্রবাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়।

৩০৪৩। আল্লাহ্তা'লার চারিটি গুণের উল্লেখের সহিত পরবর্তী আয়াতে বর্ণিত মহানবী (সাঃ)-এর চারিটি কর্মের উল্লেখ গভীরভাবে সম্পর্কিত।

৩০৪৪। ৩ঃ৭৬ এবং ৭ঃ১৫৮ দেখুন।

৩০৪৫। মহানবী (সাঃ)-এর উপর আল্লাহ্ কর্তৃক অর্পিত ঐশী গুরু-দায়িত্বের মধ্যে এই আয়াতটিতে চারিটি পবিত্র কর্তব্যের উল্লেখ করা হইল। ইহাই সেই মহান দায়িত্ব ও সেই সুমহান কর্তব্য যাহা সম্পাদন করার জন্য হযরত ইব্রাহীম (আঃ) আল্লাহ্র কাছে কয়েক হাজার বৎসর পূর্বেই এক অসামান্য গুণসম্পন্ন মহানবীকে আরবদের মধ্যে প্রেরণের প্রার্থনা করিয়াছিলেন। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তাঁহার পুত্র ইসমাঈল (আঃ) সহযোগে সেই সুদূর অতীতে যখন কা'বা শরীফের ভিত্তি উঁচু করিয়া গড়িতেছিলেন, তখনই তিনি এই সুদূর-প্রসারী দোয়াও আল্লাহ্র সমীপে পেশ করিয়াছিলেন (২ঃ১৩০)। প্রকৃত কথা ইহাই যে, কোন সংস্কারকই নিজ দায়িত্ব সঠিকভাবে সম্পাদন করিতে পারেন না, যদি না তিনি স্বকীয় পূত-পুণ্য দৃষ্টান্ত ও পবিত্র উদাহরণ দ্বারা এমন এক সরল, ভক্ত ধার্মিক ও প্রাণোৎসর্গকারী সম্প্রদায় বা জামায়াত সৃষ্টি করিয়া লন, যাহারা তাঁহার আদর্শ ও নীতির ছাঁচে গড়িয়া উঠে এবং তাঁহার বাণীর মর্মকথা, দর্শন, তাৎপর্য, যুক্তি, গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তাকে পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিয়া সকলের কাছে তাহা প্রচার করার মত আগ্রহ, যোগ্যতা, ও নিষ্ঠা অর্জন করিয়া লয়। সংস্কারক তাঁহার অনুগামী সম্প্রদায়কে এমনিভাবে শিক্ষা দান করিয়া থাকেন যে, অনুসারীদের বুদ্ধি সুতীক্ষ্ণ ও পবিত্র হইয়া উঠে; তাহাদের ধর্ম-বিশ্বাস সঠিক, সুদৃঢ় ও সুনিশ্চিত হয়। তাঁহার পবিত্রতম দৃষ্টান্ত ভক্তদের হৃদয়ের সকল পঙ্কিলতাকে দূরীভূত করিয়া পবিত্রতাকে শতগুণে বৃদ্ধি করিয়া দেয়। ধর্মের এই মৌলিক উপাদানগুলির কথাই এই আয়াতটিতে বিবৃত হইয়াছে।

৩০৪৬। হযরত রসূলে পাক (সাঃ)-এর আনীত ধর্ম কেবল আরবদের জন্যই নহে বরং আরব-অনারব নির্বিশেষে বিশ্বের সকল মানবের জন্য ইহাই আল্লাহ্র একমাত্র মনোনীত ধর্ম। এই ধর্ম যে কেবল মহানবী (সাঃ)-এর সম-সাময়িক বিশ্ববাসীর জন্য তাহা নহে বরং সর্বকালের সর্বমানবের জন্য প্রলয়কাল পর্যন্ত ইহাই চূড়ান্ত ধর্ম হিসাবে বিরাজিত থাকিবে। অথবা, এই আয়াতটির তাৎপর্য ইহাও হইতে পারে যে, মহানবী (সাঃ) অন্য আর এক দল লোকের মধ্যে উত্থিত হইবেন, যাহারা তাঁহার সম-সাময়িক অনুসারীদের সাথে মিলিত হয় নাই। এই আয়াতে, শেষ

ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ۝٥

৫ । ইহা আল্লাহ্‌র ফযল, তিনি যাহাকে চাহেন ইহা দান করেন, এবং আল্লাহ্ পরম ফযলের অধিকারী ।

مَثَلُ الَّذِيْنَ حُمِّلُوا التَّوْرٰىةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوْهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ اَسْفَارًا ؕ بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ۝٦

৬ । যাহাদের উপর তওরাতের দায়িত্বভার ন্যস্ত করা হইয়াছিল কিন্তু তাহারা উহা বহন করে নাই, তাহাদের উপমা সেই গাধার উপমার ন্যায়, যে কিতাবের বোঝা বহন করিয়া চলে । সেই জাতির দৃষ্টান্ত অতি নিকৃষ্ট যাহারা আল্লাহ্‌র নিদর্শন সমূহকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করে । এবং আল্লাহ্ যালেম জাতিকে হেদায়াত দান করেন না ।

قُلْ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ هَادُوْٓا اِنْ زَعَمْتُمْ اَنَّكُمْ اَوْلِيَآءُ لِلّٰهِ مِنْ دُوْنِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝٧

৭ । তুমি বল, 'হে যাহারা ইহুদী হইয়াছ ! যদি তোমরা মনে কর যে, সকল মানুষকে বাদ দিয়া তোমরাই আল্লাহ্‌র বন্ধু, তাহা হইলে তোমরা মৃত্যু কামনা কর,[৩০৪৭] যদি তোমরা সত্যবাদী হও ।'

وَلَا يَتَمَنَّوْنَهٗٓ اَبَدًا ۢ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالظّٰلِمِيْنَ ۝٨

৮ । কিন্তু তাহারা কখনও ইহা কামনা করিবে না, উহার কারণে যাহা তাহাদের হস্ত সম্মুখে প্রেরণ করিয়াছে । এবং আল্লাহ্ যালেমদের সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত ।

قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِىْ تَفِرُّوْنَ مِنْهُ فَاِنَّهٗ مُلٰقِيْكُمْ ثُمَّ تُرَدُّوْنَ اِلٰى عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝٩ ع

৯ । তুমি বল, 'সেই মৃত্যু যাহা হইতে তোমরা পলায়ন করিতেছ, অবশ্যই উহা তোমাদের উপর আপতিত হইবে । অতঃপর তোমরা গোপন ও প্রকাশ্য সকল বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞাত আল্লাহ্‌র নিকট প্রত্যাবর্তিত হইবে, তখন তিনি তোমাদিগকে তোমাদের সেই কর্ম সম্বন্ধে অবহিত করিবেন যাহা তোমরা করিয়া আসিয়াছ ।'

১ [৯] ১১

যুগে প্রতিশ্রুত মসীহ্ রূপে মহানবী (সাঃ)-এর দ্বিতীয় আধ্যাত্মিক অভ্যুদয় ঘটিবে বলিয়া ভবিষ্যদ্বাণী রহিয়াছে । মহানবী (সাঃ) স্বয়ং এইরূপ ঘটার প্রতিশ্রুতি দিয়া গিয়াছেন । বিষয়টির উপর একটি প্রসিদ্ধ হাদীস রহিয়াছে । আবু হুরায়রাহ্ (রাঃ) বলেন, 'একদা যখন আমরা নবী করীম (সাঃ)-এর কাছে উপবিষ্ট ছিলাম, ঠিক সেই সময়ে সূরা জুমু'আ অবতীর্ণ হইল । আমি রসূলে আক্‌রাম (সাঃ)-এর কাছে জানিতে চাহিলাম যে, এই সূরাতে উল্লেখিত 'তাহাদের অন্য দল যাহারা এখনও আসিয়া তাহাদের সহিত মিলিত হয় নাই' সেই অন্য দল কাহারা ? সাল্‌মান ফারসীও আমাদের মধ্যে উপবিষ্ট ছিলেন । আমি বার বার এই একই প্রশ্ন উত্থাপন করায়, হযূর আকরাম (সাঃ) সালমান ফারসীর উপর হাত রাখিয়া বলিলেন, 'ঈমান যদি সপ্তর্ষি মণ্ডলেও উঠিয়া চলিয়া যায় তথাপি, ইহাদের (পারস্য বংশীয়দের) এক ব্যক্তি নিশ্চয়ই তাহা ফিরাইয়া আনিবে' (বুখারী ঃ কিতাবুত্ তফসীর)। মহানবীর এই বর্ণনা হইতে বুঝা যায়, আয়াতটিতে যে ব্যক্তির আগমনের কথা বলা হইয়াছে, তিনি পারস্য বংশীয় হইবেন । আহ্‌মদীয়া জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা প্রতিশ্রুত মসীহ্ পারস্য বংশীয় ছিলেন । হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর অন্যান্য হাদীস হইতে দেখা যায় যে, প্রতিশ্রুত মসীহ্ তখনই আগমন করিবেন যখন কুরআনের অক্ষর ব্যতীত কিছুই বাকী থাকিবে না এবং ইসলাম কেবল নামে মাত্র বাকী থাকিবে অর্থাৎ ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা ব্যবহারিক জীবন হইতে উঠিয়া যাইবে (বায়হাকী)। অতএব, দেখা যায় যে, কুরআন এবং হাদীস উভয়েই এই একই কথা ব্যক্ত করিতেছে যে, প্রতিশ্রুত মসীহের সত্তার মধ্যেই মহানবী (সাঃ)-এর দ্বিতীয় আগমন সম্পন্ন হইবে ।

৩০৪৭ । প্রতিশ্রুত মসীহ্ তাঁহার প্রত্যাখ্যানকারী তথাকথিত মুসলমান উলেমাকে 'মুবাহালা'য় অবতীর্ণ হওয়ার আহ্বান জানাইবেন । 'মুবাহালা' অর্থ প্রার্থনা-যুদ্ধ, যাহার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যারোপকারীগণের বিরুদ্ধে ঐশী অভিশাপ কামনা করা হয় এবং এই উপায়ে সত্যবাদী ও মিথ্যাবাদীর মধ্যে পার্থক্য নির্ণীত হইয়া যায় (৩ঃ৬২)।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ؕ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ⑩

১০। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! যখন তোমাদিগকে জুমু'আর দিনে [৩০৪৭-ক] নামাযের জন্য আহ্বান করা হয় তখন আল্লাহ্র স্মরণের জন্য দ্রুত আইস এবং ক্রয়-বিক্রয় পরিত্যাগ কর। ইহাই তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা জানিতে।

فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِي الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ⑪

১১। অতঃপর যখন নামায শেষ হইয়া যায় তখন তোমরা পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড় এবং আল্লাহ্র ফযল অন্বেষণ কর [৩০৪৮] এবং আল্লাহ্কে বেশী বেশী স্মরণ কর যেন তোমরা সফল কাম হও।

وَاِذَا رَاَوْا تِجَارَةً اَوْ لَهْوَا ِۨانْفَضُّوْٓا اِلَيْهَا وَتَرَكُوْكَ قَآئِمًا ؕ قُلْ مَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ ؕ وَاللّٰهُ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ ⑫ ع ۲ [৩] ১২

১২। এবং যখন তাহারা কোন ব্যবসা-বাণিজ্য অথবা আমোদ-প্রমোদ দেখিতে পায়, তখন তাহারা তোমাকে একাকী দণ্ডায়মান অবস্থায় ছাড়িয়া উহার দিকে দৌড়াইয়া যায়। তুমি বল, 'যাহা আল্লাহ্র নিকট আছে উহা আমোদ-প্রমোদ এবং ব্যবসা-বাণিজ্য হইতে উৎকৃষ্টতর, বস্তুতঃ আল্লাহ্ রিয্ক দাতাগণের মধ্যে সর্বোত্তম।'

৩০৪৭-ক। পূর্ববর্তী আয়াতগুলিতে ইহুদীদের কথা বলা হইয়াছে যাহারা নবী করীম (সাঃ)-এর বাণীকে অগ্রাহ্য করিয়াছে এবং নিজেদের 'সাবাত' দিবসকে (সাপ্তাহিক ধর্ম-কর্ম দিবস) অপবিত্র করিয়া আল্লাহ্তা'লার বিরাগভাজন হইয়াছে। আলোচ্য আয়াতে তাই মুসলমানগণকে বিশেষভাবে তাকিদ ও নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে, তাহারা যেন সাপ্তাহিক জুমু'আর নামায আদায় করিতে কখনও অবহেলা না করে। প্রত্যেক জাতিরই সাবাত (সাপ্তাহিক ধর্ম-দিবস) আছে। এই হিসাবে মুসলমানের জন্য 'সাবাত' হইল শুক্রবার। যেহেতু এই সূরাটি প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আঃ)-এর আগমন-কালের সহিত জড়িত বলিয়া মনে হয়, সেইহেতু এখানে জুমু'আর নামাযের আহ্বান বলিতে মুসলমানদের প্রতি প্রতিশ্রুত মসীহের উদাত্ত আহ্বানকেও বুঝাইতে পারে। কেননা প্রতিশ্রুত মসীহ্ তাঁহাকে গ্রহণ করার জন্য সর্বপ্রথম মুসলমানগণকেই প্রাণপণে আহ্বান করিবেন।

৩০৪৮। ইহুদী ও খৃষ্টানদের 'সাবাত' বলিতে একটা কর্ম-বিরতির সাপ্তাহিক দিন বুঝায়। কিন্তু মুসলমানের 'সাবাত' কর্ম-বিরতি বা বিশ্রাম-দিবস নহে। জুমু'আর নামাযের পূর্বে বা পরে নৈমিত্তিক ও স্বাভাবিক কাজ-কর্ম করিয়া যাইতে মুসলমানের জন্য কোনই প্রতিবন্ধকতা নাই। "আল্লাহ্র ফযল অন্বেষণ কর" বাক্য দ্বারা সাধারণতঃ কাজকর্ম করিয়া রুজি-রোজগার সংগ্রহ করা বুঝাইয়া থাকে।

৬৩-সূরা আল্ মোনাফেকূন

(হিজরতের পরে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণ হওয়ার কাল ও প্রসঙ্গ

ইহাও একটি মাদানী সূরা । বিষয়-বস্তুর দিক হইতে দেখিলে বুঝা যায় যে, উহুদ যুদ্ধের কিছুকাল পরে ইহা অবতীর্ণ হইয়াছিল । পূর্ববর্তী সূরাটি মদীনার ইহুদীদের সম্বন্ধে বিশেষভাবে বক্তব্য রাখিয়াছে । এই সূরাটি ইসলামের অপর শত্রু মোনাফেকদের কার্যকলাপ তুলিয়া ধরিয়াছে । মোনাফেকরা ষড়যন্ত্র পাকাইয়া, মিত্রতা ও একাত্মতার ছদ্মাবরণে নিজেদেরকে ঢাকিয়া রাখিয়া ইসলামের ধ্বংস সাধন করিতে চায় । তাহারা অসৎ, কপট ও অবিশ্বাস্য । তাহারা ইসলামের স্বপক্ষে বড় বড় বুলি আওড়ায়, বিশ্বাসী বলিয়া ভাওতাবাজি করে । কিন্তু আসলে তাহারা কপট ও বিশ্বাসঘাতক । সূরাটি বলিতেছে যে, তাহারাই ইসলামের প্রকৃত শত্রু । কারণ, তাহারা মোমে'নের মিথ্যা পরিচয় বহন করিয়া এবং কঠোর শপথ গ্রহণ করিয়া প্রকৃত মুসলমানগণকে প্রতারণা করে । দুষ্ট অভিসন্ধি চরিতার্থ করার জন্য তাহারা ছল-চাতুরীকে পর্দা হিসাবে ব্যবহার করে । ষড়যন্ত্র ও অপকর্মের আতিশয্যে তাহারা নিজেদেরকে হেয় ও ঘৃণ্য প্রতিপন্ন করিয়াছে এবং এই অবস্থা হইতে তাহারা পরিত্রাণ পাইবে না । ভুলক্রমে তাহারা নবী করীম (সাঃ)-এর সাহাবীগণকেও তাহাদের সম-পর্যায়েরই মনে করে এবং ভাবে সাহাবীরাও তাহাদেরই মত একদল স্বার্থ-সর্বস্ব লোক, যাহারা স্বার্থোদ্ধার করার পর প্রয়োজনবোধে রসূলে পাক (সাঃ)-কে পরিত্যাগ করিবে । সূরার শেষদিকে মুসলমানদিগকে সময়ের চাহিদা মোতাবেক আল্লাহ্‌র পথে ধন-দৌলত ও মালামাল খরচ করার জোরালো তাকিদ দেওয়া হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে যে, সেই সময় শীঘ্রই আগাইয়া আসিতেছে যখন ইসলাম আত্মরক্ষা কিংবা আত্ম-প্রতিষ্ঠার জন্য তাহাদের ধন-দৌলতের মোটেই মুখাপেক্ষী হইবে না ।

৬৩-সূরা আল্ মোনাফেকূন

ইহা মাদানী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ইহাতে ১২ আয়াত এবং ২ রুকূ আছে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। আল্লাহ্র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময়।

اِذَا جَآءَكَ الْمُنٰفِقُوْنَ قَالُوْا نَشْهَدُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُ اللّٰهِ ۘ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُهٗ ؕ وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَكٰذِبُوْنَ ۚ ②

২। যখন মোনাফেকগণ [৩০৪৯] তোমার নিকট আসে, তখন তাহারা বলে, ' আমরা সাক্ষ্য দিতেছি যে, নিশ্চয় তুমি আল্লাহ্র রসূল।' এবং আল্লাহ্ অবগত আছেন যে, অবশ্যই তুমি তাঁহার রসূল, কিন্তু আল্লাহ্ ইহাও সাক্ষ্য দিতেছেন যে, মোনাফেকগণ নিশ্চয় মিথ্যাবাদী।

اِتَّخَذُوْٓا اَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ اِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ③

৩। তাহারা তাহাদের কসমকে ঢালরূপে অবলম্বন করে এইভাবে তাহারা (লোকদিগকে) আল্লাহ্র পথ হইতে নিবৃত্ত করে। নিশ্চয় তাহারা যাহা করিতেছে উহা অতীব মন্দ।

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا فَطُبِعَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُوْنَ ④

৪। ইহা এইজন্য যে, তাহারা (প্রথমে) ঈমান আনিয়াছিল, অতঃপর তাহারা অস্বীকার করিল। ফলতঃ তাহাদের হৃদয়সমূহের উপর মোহর করিয়া দেওয়া হইল, অতএব তাহারা কিছুই বুঝিতেছে না। [৩০৫০]

وَاِذَا رَاَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ اَجْسَامُهُمْ ؕ وَاِنْ يَّقُوْلُوْا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ ؕ كَاَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ ؕ يَحْسَبُوْنَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ ؕ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ ؕ قٰتَلَهُمُ اللّٰهُ ۫ اَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ ⑤

৫। এবং যখন তুমি তাহাদিগকে দেখ, তাহাদের দেহাকৃতি তোমাকে মুগ্ধ করে, এবং যখন তাহারা কোন কথা বলে, তুমি তাহাদের করা শ্রবণ কর (আগ্রহভরে)। তাহারা যেন (দেওয়ালে) হেলান দেওয়া কাষ্ঠ খণ্ড। [৩০৫১] তাহারা মনে করে যেন প্রত্যেকটি বিকট শব্দকারী আযাব তাহাদের বিরুদ্ধে। তাহারাই শত্রু, সুতরাং তাহাদের সম্বন্ধে সতর্ক হও। আল্লাহ্ তাহাদিগকে ধ্বংস করুন, (সত্য পথ হইতে) তাহাদিগকে কোথায় ফিরাইয়া লইয়া যাওয়া হইতেছে!

৩০৪৯। মোনাফেকের বৈশিষ্ট্য ইহাই যে, সে উচ্চ গলায় 'ঈমান' আনার কথা প্রকাশ করে এবং তদ্বারা নিজেদের হৃদয়ের অবিশ্বাস ও অবিশ্বস্ততাকে ঢাকিয়া রাখিতে চায়।

৩০৫০। মোনাফেকরা নিজেদের বুদ্ধি-বিবেচনাকে খাইয়া ফেলিয়াছে। তাহারা ভুল ধারণার বশবর্তী হইয়া মনে করে, তাহাদের চালাকি ও চাল-বোল দ্বারা আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলকে ভুলাইয়া ফেলিবে।

৩০৫১। মোনাফেক আত্মপ্রত্যয়ী হইতে পারে না। সে সর্বদাই এমন একজনকে খুঁজিয়া বেড়ায় যাহার উপর সে হেলান দিয়া দাঁড়াইতে পারে। অথবা এই আয়াতের অর্থ ইহাও হইতে পারে ঃ মোনাফেকের ভিতর-বাহির এক হয় না। সে এমনভাবেই চলাফেরা করে যে, বাহ্যতঃ তাহাকে জ্ঞানী, সম্মানীত ও সৎ বলিয়া মনে হয়, কিন্তু তাহার অভ্যন্তর একেবারে পচা, গলিত ও অপবিত্র। সে তাহার বাক-পটুতা দ্বারা মানুষের মনোরঞ্জন করিতে চায়, কিন্তু ভীরুতার কারণে সে সব কিছুতেই সন্দিগ্ধ থাকে এবং যত্র তত্র বিপদের গন্ধ পাইতে থাকে।

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ لَوَّوْا رُءُوْسَهُمْ وَرَاَيْتَهُمْ يَصُدُّوْنَ وَهُمْ مُّسْتَكْبِرُوْنَ ۝٥

৬। এবং যখন তাহাদিগকে বলা হয়, 'তোমরা আইস, আল্লাহ্‌র রসূল তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিবেন, তখন তাহারা তাহাদের মাথা ঘুরাইয়া লয়, এবং তুমি তাহাদিগকে দেখিবে যে, তাহারা (ঘৃণা ভরে) পিছনে সরিয়া যাইতেছে এমতাবস্থায় যে, তাহারা অহংকারে স্ফীত।

سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ اَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ اَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ؕ لَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ۝٦

৭। তুমি তাহাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর বা তাহাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা না কর তাহাদের জন্য উভয়ই সমান; আল্লাহ্ তাহাদিগকে কখনও ক্ষমা করিবেন না। নিশ্চয় আল্লাহ্ দুষ্কৃতিপরায়ণ জাতিকে হেদায়াত দান করেন না।

هُمُ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ لَا تُنْفِقُوْا عَلٰى مَنْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ حَتّٰى يَنْفَضُّوْا ؕ وَلِلّٰهِ خَزَآئِنُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلٰكِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَا يَفْقَهُوْنَ ۝٧

৮। তাহারাই তো বলে, 'আল্লাহ্‌র রসূলের নিকট যাহারা আছে তোমরা তাহাদের জন্য খরচ করিও না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া যায়,[৩০৫২] অথচ আকাশসমূহ এবং পৃথিবীর সকল ধন-ভাণ্ডার আল্লাহ্‌র জন্য, কিন্তু মোনাফেকরা বোঝে না।'

يَقُوْلُوْنَ لَئِنْ رَّجَعْنَاۤ اِلَى الْمَدِيْنَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْاَعَزُّ مِنْهَا الْاَذَلَّ ؕ وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُوْلِهٖ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَلٰكِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝٨

৯। তাহারা বলে, 'যদি আমরা মদীনায় ফিরিয়া যাই তাহা হইলে, সর্বাপেক্ষা সম্মানিত ব্যক্তি অবশ্যই সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট ব্যক্তিকে সেখান হইতে বহিষ্কার করিয়া দিবে'[৩০৫৩] অথচ (প্রকৃত) সম্মান আল্লাহ্‌র জন্য এবং তাঁহার রসূল এবং মো'মেনগণের জন্য; কিন্তু মোনাফেকরা তাহা অবগত নহে।

ع ১ [৯] ১৩

৩০৫২। মোনাফেক নিজে কপট ও অসাধু হওয়ার কারণে অন্যানাদেরকেও ঠিক একই রকম মনে করে। মহানবী (সাঃ)-এর সাহাবীদের সম্বন্ধে মদীনার মোনাফেকগণ এই নির্বুদ্ধিতাপূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা করিয়া নিয়াছিল যে, তাহারাও নবী করীম (সাঃ)-এর চারিপার্শ্বে কোন পার্থিব স্বার্থের আকর্ষণেই একত্রিত হইয়াছে এবং যখনই তাহারা দেখিবে পার্থিব স্বার্থ উদ্ধারের সুযোগ নাই তখনই তাহারা তাঁহাকে (সাঃ) পরিত্যাগ করিবে। তাহাদের এই ধারণা ও আশা সম্পূর্ণ মিথ্যা প্রমাণিত হইয়াছিল। সময় প্রমাণ করিয়া দেখাইয়া দিয়াছিল যে, দুখঃ-যাতনা, অভাব-অনটন, বিপদ-আপদ, এমনকি মৃত্যুও তাহাদিগকে রসূলে পাক (সাঃ)-এর সান্নিধ্য হইতে তিল পরিমাণ নড়াইতে পারে নাই।

৩০৫৩। একবার এক অভিযানের সময়ে, (সম্ভবতঃ বনু মুস্‌তালিকদের বিরুদ্ধে), মদীনার মোনাফেকদের সর্দার আবদুল্লাহ্ বিন উবাই বলিল যে, মদীনায় ফিরিয়া যাইয়া (তাহার মতে) সে সর্বাপেক্ষা সম্মানিত মদীনাবাসী (অর্থাৎ সে নিজে) সর্বাপেক্ষা হীন অধিবাসীকে (অর্থাৎ মহানবী (সাঃ)-কে) মদীনা হইতে তাড়াইয়া দিবে। নবী করীম (সাঃ)-এর উপর আব্দুল্লাহ বিন উবাই বড়ই চটা ছিল। কারণ এই দুষ্ট ব্যক্তির উচ্চাভিলাষ ছিল যে, সে মদীনার প্রধানতম সর্দার হইবে। কিন্তু মহানবী (সাঃ)-এর মদীনায় হিজরতের কারণে, এই মহান ব্যক্তিত্বের (সাঃ) সামনে উচ্চাভিলাষ ভূলুণ্ঠিত হইয়া গেল। তাহার এই আশা-ভঙ্গের জন্য সে মনে মনে মহানবী (সাঃ)-কেই দায়ী মনে করিত। অপরদিকে আব্দুল্লাহ বিন উবাইর পুত্র ছিলেন আত্মনিবেদিত মুসলমান। তিনি তাঁহার পিতার এই বেয়াদবীপূর্ণ দম্ভোক্তি শুনিয়া এতই রুষ্ট হইলেন যে, তিনি খোলা তরবারী হাতে মদীনা-প্রবেশের পথ রুখিয়া দাঁড়াইলেন এবং পিতা যে পর্যন্ত একথা স্পষ্টভাবে স্বীকার না করিল যে, সে-ই স্বয়ং মদীনার সর্বাপেক্ষা ঘৃণিত ব্যক্তি এবং হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) মদীনার সর্বাপেক্ষা সম্মানিত ব্যক্তি সে পর্যন্ত তিনি পথ ছাড়িলেন না। এইভাবে, আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলুলের অহংকার ও আত্মম্ভরিতা তাহার মাথায় বজ্রের মত নিপতিত হইল।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَلَآ اَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ ۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ۝١٠

১০। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ ! তোমাদের ধন-সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদিগকে আল্লাহ্‌র স্মরণ হইতে উদাসীন না করে। এবং যাহারা এইরূপ করিবে— তাহারাই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।

وَاَنْفِقُوْا مِنْ مَّا رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُوْلَ رَبِّ لَوْلَآ اَخَّرْتَنِيْٓ اِلٰٓى اَجَلٍ قَرِيْبٍ ۙ فَاَصَّدَّقَ وَاَكُنْ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ۝١١

১১। এবং তোমাদের কাহারও উপর মৃত্যু আসার পূর্বে আমরা তোমাদিগকে যে রিয্‌ক দিয়াছি উহা হইতে তোমরা খরচ কর যেন তাহাকে পরে ইহা বলিতে না হয় যে, 'হে আমার প্রতিপালক ! তুমি কেন আমায় **কিছুকালের** অবকাশ দিলে না যাহাতে আমি কিছু দান-খয়রাত করিতাম এবং সৎকর্মশীলগণের অন্তর্ভুক্ত হইতাম।'

وَلَنْ يُّؤَخِّرَ اللّٰهُ نَفْسًا اِذَا جَآءَ اَجَلُهَا ۭ وَاللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۝١١ ع ١٤

২ [৩] ১৪ ১২। বস্তুত আল্লাহ্ কাহাকেও অবকাশ দেন না যখন তাহার নির্ধারিত সময় উপস্থিত [৩০৫৪] হয় এবং তোমরা যে কর্মই কর আল্লাহ্ উহা সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত আছেন।

৩০৫৪। সৎ কর্ম করার যে সুযোগ আল্লাহ্‌তা'লা দান করেন, তাহা সময় থাকিতে যে ব্যক্তি কাজে না লাগায়, তাহার সেই সময় ও সুযোগ আর ফিরিয়া আসে না।

৬৪- সূরা আত্ তাগাবুন

(হিজরতের পরে অবতীর্ণ)

ভূমিকা

এই সূরা মদীনায় নাযেল হইয়াছিল । পূর্ববর্তী সূরাটি মো'মেনগণকে এই উপদেশ ও নির্দেশ দিয়া উপসংহার টানিয়াছিল যে, তাহারা যেন আল্লাহ্‌র কাছে নিজ নিজ কাজের হিসাব দিবার দিন আসিবার পূর্বেই সত্যের প্রতিষ্ঠাকল্পে বদান্যতার সহিত অর্থ, বিত্ত, শক্তি-সামর্থ্য সব কিছু খরচ করে । এই সূরাতে সেই ভয়াবহ দিনের কিছু বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে, যে দিনটিকে "লাভ-লোকসানের দিন" বলিয়া অভিহিত করা হয় । মো'মেনদিগকে এই সূরাতেও পুনরায় বিশেষভাবে উৎসাহিত করা হইয়াছে যাহাতে তাহারা আল্লাহ্‌র পথে নিজেদের ধন-সম্পদ খরচ করার ব্যাপারে মুক্ত-হস্ত হয় এবং দৃঢ়-সংকল্প থাকে । পারিবার-পরিজন, স্ত্রী-পুত্র ও আত্মীয়-স্বজনের বন্ধন ইত্যাদি কিছুই যেন এই পথে অন্তরায় হইয়া না দাঁড়ায় । অতঃপর সূরাটিতে বলা হইয়াছে যে, সমগ্র মহাবিশ্বকে আল্লাহ্‌তা'লা মানুষের সেবায় নিয়োজিত থাকার জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন এবং মানুষকে এমন বিরাট প্রাকৃতিক শক্তিনিচয় দ্বারা ভূষিত করিয়াছেন যাহাতে সে নিজের জীবনের উদ্দেশ্যকে সঠিকভাবে পূর্ণ করিতে পারে । কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, অকৃতজ্ঞ মানব আল্লাহ্‌র নির্দেশকে অমান্য করে । তাই তাহাদিগকে সতর্ক করা হইয়াছে যে, তাহারা যেন ঐ দিনের জন্য প্রস্তুত থাকে, যেদিন তাহারা সঠিকভাবে বুঝিতে পারিবে যে, আল্লাহ্‌র প্রেরিত পুরুষগণের অবাধ্যতা করিয়া তাহারা কত বিরাট ক্ষতির মধ্যে নিপতিত হইয়াছে । সূরার শেষের দিকে বিশ্বাসীগণকে আশ্বাস দেওয়া হইয়াছে যে, তাহারা আল্লাহ্‌র প্রতি ও মানবের প্রতি নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে যদি ভুল-ভ্রান্তি ও অবহেলা করিয়া থাকে তাহা হইলে ঐ ত্রুটি-বিচ্যুতি ও অপরাধ হইতে মুক্তি পাওয়ার জন্য তাহারা যেন আল্লাহ্‌র আদেশ-নিষেধের প্রতি অভিনিবেশ সহকারে মনোযোগী হয় এবং সেগুলি পালন করে । সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ্‌র পথে ও সত্যের প্রতিষ্ঠায় তাহারা যেন মুক্ত হস্তে খরচ করে ।

سُوْرَةُ التَّغَابُنِ مَدَنِيَّةٌ (٦٤) آياتها ١٩ ركوعاتها ٢

৬৪- সূরা আত্ তাগাবুন

ইহা মাদানী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ইহাতে ১৯ আয়াত এবং ২ রুকূ আছে ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১ । আল্লাহ্র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ۫ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ②

২ । আকাশসমূহে যাহা কিছু আছে এবং পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে, সকলেই আল্লাহ্র তসবীহ্ (পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা) করিতেছে[৩০৫৫] তাঁহারই জন্য আধিপত্য এবং তাঁহারই জন্য সকল প্রশংসা এবং তিনিই সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান ।

هُوَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَّمِنْكُمْ مُّؤْمِنٌ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ③

৩ । তিনিই তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন, কিন্তু তোমাদের মধ্যে কেহ কাফের এবং তোমাদের মধ্যে কেহ মো'মেন ।[৩০৫৬] এবং তোমরা যে কর্মই কর আল্লাহ্ উহার সম্যক দ্রষ্টা ।

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَاَحْسَنَ صُوَرَكُمْ ۚ وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ④

৪ । তিনি আকাশসমূহ এবং পৃথিবীকে যথার্থরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং তিনি তোমাদিগকে আকৃতি দিয়াছেন, এবং তোমাদের আকৃতিকে পরম সুন্দর করিয়াছেন, এবং তাঁহারই দিকে তোমাদের প্রত্যাবর্তন ।[৩০৫৭]

يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّوْنَ وَمَا تُعْلِنُوْنَ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ⑤

৫ । আকাশসমূহে এবং পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তিনি সবই পরিজ্ঞাত আছেন এবং তোমরা যাহা কিছু গোপন কর এবং যাহা কিছু প্রকাশ কর[৩০৫৮] সবই তিনি জানেন এবং বক্ষেঃ যাহা কিছু নিহিত আছে উহাও তিনি সবিশেষ অবগত আছেন ।

৩০৫৫ । সৃষ্ট-জীব বা সৃষ্ট-বস্তু নিয়মিতভাবে ও সময়মত নিজ নিজ কাজ সম্পাদন করিয়া, নিজেদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূর্ণ করিতেছে এবং উহার মাধ্যমে ঘোষণা করিতেছে যে, সৃষ্টিকর্তা সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত। অপূর্ণতা ও অসম্পূর্ণতা কিংবা অপবিত্রতা তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না । তিনিই স্রষ্টা, প্রভু ও সর্ব নিয়ন্তা । প্রকৃতপক্ষে, 'তসবীহ্'র তাৎপর্য ইহাই ।

৩০৫৬ । আল্লাহ্তা'লা মানুষকে মহান স্বাভাবিক-শক্তিসমূহ দ্বারা ভূষিত করিয়াছেন । নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির সকল উপাদান ও সুযোগ-সুবিধা মানুষকে দিয়াছেন । কিন্তু মানুষের মাঝে একাংশ আছে, যাহারা ঐসব প্রদত্ত শক্তি, উপাদান ও সুযোগ-সুবিধার সদ্ব্যবহার না করিয়া, আল্লাহ্র অনুগ্রহরাজিকে প্রকারান্তরে অস্বীকার করে, অপরাংশ ঐগুলিকে নিজের ও অপরের উপকারের জন্য কাজে লাগায় এবং আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করে । 'কাফের ও 'মো'মেন' শব্দদ্বয়ের তাৎপর্য ইহাই ।

৩০৫৭ । এই বিশ্ব-জগত কতকগুলি নির্দ্ধারিত প্রাকৃতিক নিয়ম-কানূনের দ্বারা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত । মানুষ শুধু অদৃষ্টের বা দৈবের শিকার নহে । অপর পক্ষে, মানুষকে এমন শক্তিনিচয় ও গুণাবলী দ্বারা বিভূষিত করা হইয়াছে, যাহার সদ্ব্যবহার দ্বারা সে নিজেকে এই পৃথিবীতেই আল্লাহ্র প্রতিনিধির মহান মর্যাদায় অভিষিক্ত বলিয়া প্রমাণ করিতে পারে । কাজেই মানুষকে তাহার আপন আপন কাজ-কর্মের জন্য আল্লাহ্র কাছে হিসাব দিতে হইবে ।

৩০৫৮ । আল্লাহ্তা'লা বিশ্ব-জগতের সৃষ্টিকর্তা ও নিয়ন্ত্রক, তাঁহার কাছে কিছুই গুপ্ত-লুপ্ত থাকিতে পারে না অথবা কোন কিছুই তাঁহার দৃষ্টি বা জ্ঞানের বাইরে থাকিতে পারে না । অতএব মানুষের পক্ষে এইরূপ চিন্তা করা একান্তই অবান্তর যে, সে তাহার কৃত-কর্মের ফলাফল এড়াইয়া যাইতে পারিবে ।

اَلَمْ يَاْتِكُمْ نَبَؤُا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَبْلُ ۫ فَذَاقُوْا وَبَالَ اَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝٦

৬। যাহারা ইতিপূর্বে অস্বীকার করিয়াছিল তাহাদের খবর তোমাদের নিকট আসে নাই কি? তাহারা তাহাদের কর্মের প্রতিফল আস্বাদন করিয়াছে এবং তাহাদের জন্য (অবধারিত) আছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব।

ذٰلِكَ بِاَنَّهٗ كَانَتْ تَّاْتِيْهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَقَالُوْٓا اَبَشَرٌ يَّهْدُوْنَنَا ۫ فَكَفَرُوْا وَتَوَلَّوْا وَّاسْتَغْنَى اللّٰهُ ؕ وَاللّٰهُ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ ۝٧

৭। ইহা এই জন্য যে, তাহাদের নিকট তাহাদের রসূলগণ উজ্জ্বল প্রমাণাদিসহ আগমন করিত, কিন্তু তাহারা বলিত, '(মরণশীল) মানুষ কি আমাদিগকে হেদায়াত দিবে?' সুতরাং তাহারা অস্বীকার করিত এবং মুখ ফিরাইয়া লইত, ফলে আল্লাহ্ও (তাহাদিগকে) উপেক্ষা করিলেন; বস্তুতঃ আল্লাহ্ স্বয়ং সম্পূর্ণ, প্রশংসাভাজন।

زَعَمَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنْ لَّنْ يُّبْعَثُوْا ؕ قُلْ بَلٰى وَرَبِّيْ لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ ؕ وَذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ۝٨

৮। যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহারা ধারণা [৩০৫৯] করে যে, তাহারা কখনও পুনরুত্থিত হইবে না। [৩০৫৯-ক] তুমি বল, 'হাঁ আমার প্রতিপালকের কসম, নিশ্চয় তোমরা পুনরুত্থিত হইবে; অতঃপর নিশ্চয় তোমাদিগকে তোমাদের কৃত-কর্ম সম্বন্ধে অবহিত করা হইবে, এবং ইহা আল্লাহ্র পক্ষে অতি সহজ।'

فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَالنُّوْرِ الَّذِيْٓ اَنْزَلْنَا ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ۝٩

৯। সুতরাং তোমরা ঈমান আন আল্লাহ্র উপর এবং তাঁহার রসূলের উপর এবং সেই নূরের [৩০৬০] উপর যাহা আমরা নাযেল করিয়াছি এবং আল্লাহ্ তোমাদের কর্ম সম্বন্ধে, যাহা তোমরা কর, সবিশেষ অবগত আছেন।

৩০৫৯। 'যাআমা' অর্থ সে ভাবিল, সে দাবী করিল, বিশ্বাস করিল, দৃঢ়তার সহিত বলিল (লেইন)।

৩০৫৯-ক। মানুষ কি করিয়া ভাবে যে, তাহার কোন পরজীবন নাই। সে কি করিয়া মনে করে যে, তাহাকে অনর্থক এতগুলি স্বাভাবিক শক্তি, এতসব গুণাবলী ও মহান প্রবণতা দ্বারা বিভূষিত করা হইয়াছে? সে কেমন করিয়া কল্পনা করে যে, তাহার কার্যকলাপের দায়-দায়িত্ব বহন না করিয়াই সে রক্ষা পাইয়া যাইবে? এরূপ কল্পনা করিয়া থাকিলে, সে মহা ভ্রমে নিপতিত হইয়াছে। ইহকালের মৃত্যুর পরে নিশ্চয়ই জীবন রহিয়াছে, যেখানে 'নিশ্চয় তোমাদিগকে তোমাদের কৃত-কর্ম সম্বন্ধে অবহিত করা হইবে।'

৩০৬০। ঐশী-বাণীর আলো, প্রজ্ঞা ও বুদ্ধির দীপ্তি, আধ্যাত্মিক জ্যোতিঃ, অন্তর্দৃষ্টির তেজ, ঐশী-জ্ঞান-প্রদীপ এবং দূরদর্শিতা ও সূক্ষ্মদর্শিতার আলোক ইত্যাদি যে সকল বিশেষ গুণে নবী করীম (সাঃ) গুণান্বিত ছিলেন, উহাদের সমাবেশকে 'নূর' (আলো) বলা হইয়াছে।

يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذٰلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ ۗ وَمَنْ يُّؤْمِنْ بِاللّٰهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُّكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّاٰتِهٖ وَيُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ۗ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝٩

১০। যেদিন তিনি তোমাদিগকে সমাবেশ-দিবসের জন্য সমবেত করিবেন উহা হইবে লাভ-লোকসানের দিন।[৩০৬১] এবং যে আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে, তিনি তাহার সকল (কৃত-কর্মের) অনিষ্টকে তাহার নিকট হইতে দূরীভূত করিয়া দিবেন এবং তাহাকে এমন জান্নাতসমূহে প্রবিষ্ট করিবেন যাহাদের তলদেশ দিয়া নহরসমূহ প্রবাহিত থাকিবে, তাহারা তথায় সদা বসবাস করিবে। ইহাই হইবে পরম সফলতা।

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۗ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ۝١١ ع

১১। এবং যাহারা অস্বীকার করিয়াছে এবং আমাদের আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, তাহারাই আগুনের অধিবাসী, তাহারা তথায় সদা বসবাস করিবে এবং উহা কত মন্দ প্রত্যাবর্তনস্থল !

১ [১১] ১৫

مَآ اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ۗ وَمَنْ يُّؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْدِ قَلْبَهٗ ۗ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۝١٢

১২। আল্লাহ্‌র অনুমতি ব্যতিরেকে কোন বিপদ আপতিত হয় না[৩০৬২] এবং যে আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনে—তিনি তাহার হৃদয়কে সঠিক পথে পরিচালিত করেন। এবং আল্লাহ্ সকল বিষয়ে সর্বজ্ঞানী।

وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ ۚ فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاِنَّمَا عَلٰى رَسُوْلِنَا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ۝١٣

১৩। এবং তোমরা আল্লাহ্‌র আনুগত্য কর এবং এই রসূলের আনুগত্য কর। কিন্তু যদি তোমরা বিমুখ হও তাহা হইলে আমাদের রসূলের উপর দায়িত্ব শুধু সুস্পষ্টভাবে (বাণী) পৌছাইয়া দেওয়া।

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۗ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ۝١٤

১৪। আল্লাহ্, তিনি ব্যতীত কোন মা'বূদ নাই; সুতরাং মো'মেনগণের তাঁহারই উপর নির্ভর করা উচিত।

৩০৬১। 'ইয়াওমুত্তাগাবুন'-এর বিভিন্ন অর্থ করা হইয়াছে যেমন ঃ (১) লাভ-লোকসানের দিন, যেদিন মো'মেনগণ তাহাদের কি লাভ হইয়াছে তাহা ভালভাবে জানিতে পারিবে এবং কাফেরগণের কি ক্ষতি হইয়াছে তাহাও তাহারা জানিতে পারিবে; (২) ক্ষয়ক্ষতির প্রকাশ-দিবস, ঐ দিন অবিশ্বাসীরা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে যে, আল্লাহ্ ও মানবের প্রতি কর্তব্য পালনে তাহাদের কী পরিমাণ ত্রুটি রহিয়াছিল এবং ফলে তাহাদের যে ভীষণ ক্ষতি হইয়াছে, তাহাও তাহারা প্রকাশ্যে দেখিতে পাইবে; (৩) ঐদিন মো'মেনগণ কাফেরদের জ্ঞান-বুদ্ধির অভাব ও প্রজ্ঞাহীনতাকে তাহাদের অস্বীকারের কারণ মনে করিবে, যাহার দরুন তাহারা ঈমানের পরিবর্তে কুফরীকে ভালবাসিয়াছিল (মুফরাদাত)।

৩০৬২। আল্লাহ্‌তা'লার সৃষ্ট কতকগুলি আইন-কানুন অনুযায়ী তিনি বিশ্বজগত পরিচালনা করিতেছেন। যখনই মানুষ ঐসব আইন-কানুনের বরখেলাফ করে, তখনই সে নিজেকে বিপদে ফেলে। যেহেতু সকল প্রাকৃতিক আইন-কানুন আল্লাহ্‌তা'লারই সৃষ্ট এবং এইসব আইনের একটি বা অপরটির লঙ্ঘনই মানুষকে কষ্টে ফেলে, কিংবা আল্লাহ্‌তা'লার কোন বিশেষ অভিপ্রায়ে বা হুকুমে কষ্ট উপস্থিত হয়, সেই জন্য বলা হয় যে, এই কষ্ট আল্লাহ্‌র তরফ হইতে আসিয়াছে বা আল্লাহ্‌র হুকুমে আসিয়াছে।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ وَاَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوْهُمْ ۚ وَاِنْ تَعْفُوْا وَتَصْفَحُوْا وَتَغْفِرُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٥﴾

১৫ । হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ ! নিশ্চয় তোমাদের স্ত্রীগণের এবং তোমাদের সন্তান-সন্ততির মধ্যে কতক তোমাদের শত্রু, অতএব তোমরা তাহাদের সম্বন্ধে সতর্ক থাকিও । এবং যদি তোমরা মার্জনা কর এবং উপেক্ষা কর এবং ক্ষমা কর তাহা হইলে নিশ্চয় আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময় ।

اِنَّمَآ اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ۭ وَاللّٰهُ عِنْدَهٗٓ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ﴿١٦﴾

১৬ । তোমাদের ধন-সম্পদ এবং তোমাদের সন্তান-সন্ততি (তোমাদের জন্য) কেবল পরীক্ষার বিষয়,এবং আল্লাহ্—তাঁহারই নিকট রহিয়াছে মহা পুরস্কার ।

فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوْا وَاَطِيْعُوْا وَاَنْفِقُوْا خَيْرًا لِّاَنْفُسِكُمْ ۭ وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰۗىِٕكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿١٧﴾

১৭ । সুতরাং তোমাদের সাধ্যানুসারে আল্লাহ্র তাক্ওয়া অবলম্বন কর, এবং (তাঁহার কথা] শ্রবণ কর, এবং (তাঁহার) আনুগত্য কর, এবং (তাঁহার পথে) খরচ কর, ইহা তোমাদের নিজেদের জন্যই মঙ্গলজনক এবং যাহাদিগকে তাহাদের হৃদয়ের কার্পণ্য হইতে রক্ষা করা হয়, তাহারাই সফলকাম হইবে ।

اِنْ تُقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضٰعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۭ وَاللّٰهُ شَكُوْرٌ حَلِيْمٌ ۙ ﴿١٨﴾

১৮ । যদি তোমরা আল্লাহ্কে উত্তমভাবে ঋণ[৩০৬৬] দান কর, (তাহা হইলে) তিনি উহাকে তোমাদের জন্য বর্দ্ধিত করিয়া দিবেন এবং তোমাদিগকে ক্ষমা করিবেন; নিশ্চয় আল্লাহ্ অতিশয় গুণগ্রাহী, পরম সহিষ্ণু ।

عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿١٩﴾

১৯ । তিনি অদৃশ্য ও দৃশ্য [৩০৬৬-ক] সকল বিষয়ে সর্বজ্ঞ, মহা পরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময় ।

ع ২ ১২ [৮] ১৬

৩০৬৬ । 'সত্যের' প্রতিষ্ঠা ও প্রচারের জন্য খরচ করাকে, সর্বমঙ্গলময় স্বীকৃতিদানকারী আল্লাহ্কে 'কর্জ দান'বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে, যিনি বহুগুণ বেশী দিয়া ঋণ-পরিশোধ করিয়া থাকেন ।

৩০৬৬-ক । দৃষ্ট ও অ-দৃষ্ট ।

৬৫-সূরা আত্ তালাক

(হিজরতের পরে অবতীর্ণ)।

অবতীর্ণ হওয়ার সময় ও প্রসঙ্গ

এই সূরা পঞ্চম বা ষষ্ঠ হিজরী সালে মদীনায় অবতীর্ণ হইয়াছিল । আব্দুল্লাহ্ বিন উমর তাঁহার স্ত্রীকে ঋতুবতী অবস্থায় তালাক দেওয়াতে ইহাকে অবলম্বন করিয়া এই সূরা অবতীর্ণ হয় । তালাক দানের সঠিক রীতি-নীতি বিবৃত করিয়া, যদৃচ্ছা তালাক দান নিষিদ্ধ করাই এই সূরাটির উদ্দেশ্য । পূর্ববর্তী সূরাতে এক ধরণের স্ত্রী ও সন্তানাদি সম্বন্ধে মানুষকে সাবধানতা অবলম্বনের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, কেননা তাহারা আল্লাহ্র পথে ও সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য ধন-সম্পদ ও অর্থ-কড়ি ব্যয় করিতে উদ্যত মো'মেন স্বামী ও পিতাকে বাধা দান করিয়া থাকে । ইহাতে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মনোমালিন্যের সৃষ্টি হইয়া তালাকের পর্যায়ে পৌঁছিয়া যায় । একে অপরের মেযাজের তারতম্য ও ভারসাম্যহীনতা এবং অন্যান্য কারণেও অবশ্য 'তালাক' (স্ত্রী-বিচ্ছেদ) ঘটিয়া থাকে । অতএব 'তালাক' সম্বন্ধে কিছু ন্যায়-সঙ্গত বিধি ও নিয়মাবলী বর্ণনা করা প্রয়োজন ছিল । এই বিষয়টাই পূর্ববর্তী সূরার সহিত এই সূরার নিকট-সম্পর্কের কারণ। কিন্তু, সাকল্যভাবে, কুরআনের বিষয়-বস্তুসমূহের মধ্যে একটি গভীরতর সম্পর্কও পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে । কুরআনের ইহা একটি স্বকীয় বৈশিষ্ট্য যে, কুরআনের কোন সূরা যখন কোন নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর শুরুতেই বক্তব্য রাখে, তখন ঐ বিষয়টির উপর জোর দিবার জন্য সূরার শেষ দিকে, সংক্ষেপে অথচ সুতীক্ষ্ণভাবে সেই বিষয়টি পুনর্ব্যক্ত করে । একই নিয়মে, হিজরতের প্রথমদিকে মদীনায় অবতীর্ণ সূরাগুলিতে যে যে বিষয়াদি বিবৃত হইয়াছে, শেষদিকে অবতীর্ণ মাদানী সূরাগুলিতে সে সে বিষয়ে সংক্ষেপে পুনরায় আলোক-সম্পাত করা হইয়াছে । তাই দেখা যায় যে, মদীনায় প্রথম পর্যায়ে অবতীর্ণ সূরাগুলিতে, যথা সূরা বাকারা, সূরা আলে ইমরান ও সূরা নিসাতে যে সকল সামাজিক, রাজনৈতিক, আর্থিক ও রাষ্ট্রনৈতিক বিষয়াদি বিষদভাবে বর্ণিত হইয়াছে, সেই বিষয়গুলি শেষ দশটি মাদানী সূরাতেও অতি সংক্ষিপ্তভাবে পুনরায় স্থান পাইয়াছে । তালাকের বিষয়টি এই সূরায় অতি সংক্ষেপে স্থান পাইয়াছে, যেহেতু সূরা বাকারাতে পূর্বেই এই বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা সন্নিবেশিত হইয়াছে ।

বিষয়-বস্তু

কোন ব্যক্তি বিবাহ-বিচ্ছেদ করিতে ইচ্ছুক হইলে তাহাকে কি কি পদ্ধতি অবলম্বন করিতে হইবে এবং বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘোষণা করার পর হইতে স্ত্রীর ইদ্দৎ-কাল (অপেক্ষা-কাল) অতিক্রম না করা পর্যন্ত স্ত্রীর সহিত কিরূপ আচার-আচরণ করিবে— এই বিষয় আলোচনার মাধ্যমে সূরাটি আরম্ভ হইয়াছে । ইহা বাধ্যতামূলক করা হইয়াছে যে, স্ত্রীর ইদ্দৎ-কাল পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত, স্ত্রীর ভরণ-পোষণ যথারীতি স্বামীকে যোগাইতে হইবে । ইহা লক্ষ্যণীয়-ও তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার যে, সূরার তেরটি আয়াতের মধ্যে, পাঁচটি সংক্ষিপ্ত আয়াতে চারিবার ন্যায়-বিচার ও ন্যায়ানুগ ব্যবহারের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে । বিবাহ-বিচ্ছেদ কালে, স্বামীরা সাধারণতঃ পরিত্যক্তা স্ত্রীর প্রতি অন্যায় বা দুর্ব্যবহারের জন্য উদ্যত হইতে পারে । তাই বার বার আল্লাহ্তা'লাকে ভয় করার দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করা হইয়াছে ।

৬৫- সূরা আত্ তালাক্

ইহা মাদানী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ইহাতে ১৩ আয়াত এবং ২ রুকূ আছে ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। আল্লাহ্র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَاَحْصُوا الْعِدَّةَ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ رَبَّكُمْ ۚ لَا تُخْرِجُوْهُنَّ مِنْۢ بُيُوْتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ اِلَّاۤ اَنْ يَّاْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ؕ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ؕ وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهٗ ؕ لَا تَدْرِيْ لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ اَمْرًا ②

২। হে নবী ! যখন তোমরা স্ত্রীগণকে তালাক দাও,[৩০৬৪] তখন তাহাদিগকে তাহাদের নির্ধারিত ইদ্দত অনুযায়ী তালাক দাও এবং ইদ্দত কাল গণনা কর এবং তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্র তাক্ওয়া অবলম্বন কর । তাহাদিগকে তাহাদের গৃহ হইতে বাহির করিয়া দিও না [৩০৬৪-ক] এবং তাহারাও যেন বাহির হইয়া না যায়, যদি না তাহারা প্রকাশ্য কোন অশ্লীল কাজ করে । অতএব এইগুলি আল্লাহ্র নির্ধারিত সীমা, এবং যে আল্লাহ্র সীমাসমূহ লংঘন করে বস্তুতঃ সে নিজের উপরই যুলুম করে । তুমি জান না, হয় তো আল্লাহ্ ইহার পর নতুন অবস্থার সৃষ্টি করিয়া দিবেন ।[৩০৬৫]

فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَاَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ فَارِقُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ وَّاَشْهِدُوْا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَاَقِيْمُوا الشَّهَادَةَ لِلّٰهِ ؕ ذٰلِكُمْ يُوْعَظُ بِهٖ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۬ؕ وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا ۙ③

৩। অতঃপর যখন তাহারা তাহাদের নির্ধারিত ইদ্দতের শেষ সীমায় উপনীত হয় তখন তোমরা তাহাদিগকে হয় ন্যায়-সংগতভাবে রাখ অথবা তাহাদিগকে ন্যায়-সংগতভাবে বিদায় করিয়া দাও, এবং তোমাদের মধ্য হইতে দুইজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিকে সাক্ষী রাখ, এবং আল্লাহ্র জন্য সাক্ষ্য প্রতিষ্ঠা কর । সেই ব্যক্তিকে এই উপদেশ প্রদান করা হইতেছে যে আল্লাহ্র উপর এবং পরকালের উপর ঈমান রাখে। এবং যে আল্লাহ্র তাক্ওয়া অবলম্বন করে— তিনি তাহার জন্য কোন না কোন উদ্ধারের পথ করিয়া দিবেন ।[৩০৬৬]

৩০৬৪ । ইহা কুরআনের আয়াতসমূহের মধ্যে ঐগুলির একটি, যেগুলিতে বাহ্যতঃ নবী করীম (সাঃ)-কে আহ্বান করা হইলেও , সেই আহ্বান প্রকৃত পক্ষে তাঁহার অনুসারী মো'মেনদের উপরই বর্তায় । হযরত রসূলে পাক (সাঃ)-কে তো বিবি-তালাকের অধিকারই দেওয়া হয় নাই (৩৩ঃ৫৩)। অতএব এই আহ্বান ও আদেশ তাঁহার অনুসারীদের উদ্দেশ্যেই দেওয়া হইয়াছে ।

৩০৬৪-ক । স্ত্রী-বিচ্ছেদের (তালাকের) ঘোষণা, দুইটি মাসিক ঋতুস্রাবের মধ্যবর্তী সময়ে মুক্ত অবস্থায় উচ্চারণ করিতে হয় । ঐ মধ্যবর্তী সময়ের মাঝে যদি তাহারা পরস্পর যৌন-সম্পর্ক স্থাপন করিয়া না থাকে, তবেই তালাক-উচ্চারণ বৈধ হইবে । ইহাতে সুবিধা এই যে, স্ত্রী-পরিত্যাগের সিদ্ধান্ত আকস্মিকভাবে, রাগের মাথায়, কোন সাময়িক উত্তেজনার বশবর্তী অবস্থায় না হইয়া, যেন ধীর-স্থির অবস্থায়, ভাবনা-চিন্তার পর যথার্থ সিদ্ধান্তরূপে গৃহীত হয় । তদুপরি, বিচ্ছেদ-প্রাপ্তা স্ত্রী নিজ গৃহেই অবস্থান করিবে । এই ব্যবস্থা অবলম্বনের আবশ্যকতা ও উপকারিতা এই যে, অপেক্ষা বা ইদ্দৎ-কালে ইহা সম্ভব যে, উভয়ের মনোমালিন্যের তীব্রতা দূরীভূত হইয়া, পরস্পরের মধ্যে মিলনের মনোভাব সৃষ্টি হইতে পারে ।

৩০৬৫ । 'আম্র' শব্দের তাৎপর্য এখানে বিড়ম্বিত স্বামী-স্ত্রীর পুনর্মিলিত হওয়াকে বুঝাইয়াছে ।

৩০৬৬ । স্বামীর দারিদ্র্যের কারণে যদি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বনি-বনা না হয়, তাহা হইলে আল্লাহ্তা'লাই স্বয়ং তাহাদের রিযূকের ব্যবস্থা করিয়া

وَّيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ؕ وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بَالِغُ اَمْرِهٖ ؕ قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ۝

৪। এবং তিনি তাহাকে এমন দিক হইতে রিয্ক দিবেন যাহা সে কল্পনাও করিতে পারে না। এবং যে আল্লাহ্র উপর নির্ভর করে, তিনি তাহার জন্য যথেষ্ট। নিশ্চয় আল্লাহ্ নিজ উদ্দেশ্যকে পূর্ণ করিয়া থাকেন। আল্লাহ্ প্রত্যেক বিষয়ের পরিমাণ অবশ্যই নির্ধারিত করিয়া রাখিয়াছেন।

وَالّٰٓـِٔيْ يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ نِّسَآئِكُمْ اِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰثَةُ اَشْهُرٍ ۙ وَّالّٰٓـِٔيْ لَمْ يَحِضْنَ ؕ وَاُولَاتُ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ؕ وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ اَمْرِهٖ يُسْرًا ۝

৫। এবং তোমাদের স্ত্রীগণ হইতে যাহারা ঋতুস্রাব সম্বন্ধে নিরাশ হইয়া গিয়াছে, যদি (তাহাদের ইদ্দত সম্বন্ধে) তোমরা সন্দেহ কর,[৩০৬৭] তাহা হইলে তাহাদের ইদ্দত কাল হইল তিন মাস এবং যাহারা ঋতুবতী হয় নাই তাহাদের জন্যও (এই ইদ্দতই)। এবং গর্ভবতী স্ত্রীলোকের ইদ্দত কাল হইল সন্তান প্রসব হওয়া পর্যন্ত। এবং যে আল্লাহ্র তাক্ওয়া অবলম্বন করে, তিনি তাহার জন্য তাহার বিষয়কে সহজ সাধ্য করিয়া দেন।

ذٰلِكَ اَمْرُ اللّٰهِ اَنْزَلَهٗۤ اِلَيْكُمْ ؕ وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّاٰتِهٖ وَيُعْظِمْ لَهٗۤ اَجْرًا ۝

৬। ইহাই আল্লাহ্র আদেশ যাহা তিনি তোমাদের প্রতি নাযেল করিয়াছেন। এবং যে আল্লাহ্র তাক্ওয়া অবলম্বন করে[৩০৬৮] তিনি তাহার নিকট হইতে তাহার (কৃত-কর্মের) সকল অনিষ্টকে দূরীভূত করিয়া দেন এবং তাহার পুরস্কারকে বর্দ্ধিত করিয়া দেন।

দিবেন। তবে শর্ত এই যে, তাহারা আল্লাহ্তা'লাকে ভয় করিয়া চলিবে এবং ধৈর্য ধারণ করতঃ অভাব মোচনের জন্য সততার সহিত রুজি-রোজগারের চেষ্টা চালাইবে।

৩০৬৭। 'যদি তোমরা সন্দেহ কর' কথাগুলি এই জন্য বলা হইয়াছে যে, জরায়ুর গোলযোগের কারণেও মাসিক স্রাব বন্ধ হইতে পারে, অন্য কারণেও হইতে পারে।

৩০৬৮। পূর্ববর্তী পাঁচটি আয়াতে, মো'মেনগণকে বার বার খোদা-ভীতির নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে বুঝা যায়, বিবাহ-বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে, পুরুষেরা সাধারণতঃ তাহাদের পরিত্যক্তা স্ত্রীর প্রতি অন্যায় আচরণ করিতে প্রলুব্ধ হয় এবং তাহার ন্যায্য প্রাপ্য হইতে তাহাকে বঞ্চিত করার প্রয়াস পায়।

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُّجْدِكُمْ وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتّٰى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرٰى ۝٧

৭। তোমরা তাহাদিগকে (তালাক-প্রাপ্তা স্ত্রীদিগকে) সেইখানে বাস করিতে দিও যেখানে তোমরা নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী বসবাস করিয়া থাক[৩০৬৮-ক] এবং তোমরা তাহাদিগকে কষ্ট দিও না যাহাতে তোমরা তাহাদের জন্য সংকট সৃষ্টি কর (এবং ঘর ছাড়িতে বাধ্য কর)। এবং যদি তাহারা গর্ভবতী হয় তাহা হইলে তাহাদের জন্য খরচ বহন কর যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহারা তাহাদের সন্তান প্রসব করে। অতঃপর যদি তাহারা তোমাদের জন্য (শিশুগণকে) স্তন্য পান করায় তাহা হইলে তাহাদিগকে তাহাদের পারিশ্রমিক দাও, এবং পরস্পরের মধ্যে ন্যায়-সংগতভাবে পরামর্শ (করিয়া স্থির) কর; এবং যদি তোমরা পরস্পর অসুবিধার সম্মুখীন হও তাহা হইলে তাহাকে (শিশুকে পিতার পক্ষ হইতে) অন্য স্ত্রীলোক স্তন্য পান করাইবে।

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهٖ ۖ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهٗ فَلْيُنْفِقْ مِمَّآ اٰتٰىهُ اللّٰهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا إِلَّا مَآ اٰتٰىهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللّٰهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُّسْرًا ۝٨ ع ١٧

৮। স্বচ্ছল ব্যক্তি নিজ স্বচ্ছলতা অনুযায়ী (স্তন্য-দায়িণীকে) খরচ দিবে। এবং যাহার উপর তাহার রিয্ক সংকীর্ণ করা হইয়াছে সে উহা হইতে খরচ করিবে যাহা আল্লাহ্ তাহাকে দিয়াছেন। আল্লাহ্ কাহাকেও তাহার সেই সামর্থ্য ব্যতিরেকে বোঝা অর্পণ করেন না যাহা তিনি তাহাকে দান করিয়াছেন। অচিরেই আল্লাহ্ তাহাকে অস্বচ্ছলতার পর স্বচ্ছলতা দান করিবেন।

১ [৮] ১৭

وَكَأَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهٖ فَحَاسَبْنٰهَا حِسَابًا شَدِيدًا ۙ وَّعَذَّبْنٰهَا عَذَابًا نُّكْرًا ۝٩

৯। এবং কত জনপদই না তাহাদের প্রতিপালকের[৩০৬৯] এবং তাঁহার রসূলগণের আদেশ অমান্য করিয়াছিল, ফলে আমরা তাহাদের হিসাব গ্রহণ করিয়াছিলাম—কঠোর হিসাব এবং তাহাদিগকে আযাব দিয়াছিলাম—নিকৃষ্টতর আযাব।

فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا ۝١٠

১০। সুতরাং উহারা উহাদের কৃত-কর্মের সমুচিত[৩০৭০] শাস্তি ভোগ করিয়াছিল এবং উহাদের কর্মের পরিণাম ক্ষতিকরই হইয়াছিল।

৩০৬৮-ক। 'ইদ্দৎ-কালে' পরিত্যক্তা স্ত্রীকে ভরণ-পোষণ ও দেখা-শোনা করার ভার স্বামীর উপরই বর্তায়; তাহাকে সেইভাবেই দেখা শোনা করিতে হইবে, যেভাবে গৃহকর্ত্রী থাকাকালীন সময়ে তাহার দেখা-শোনা করা হইয়াছে। স্বামীর গৃহ ত্যাগ করিয়া নিজের নির্বাচিত মুক্ত জীবন-যাপনের পূর্ব পর্যন্ত, স্বামীকে তাহার পরিত্যক্তা স্ত্রীর সর্বপ্রকার দেখা-শোনার ভার বহন করিতে হইবে।

৩০৬৯। পূর্ববর্তী আয়াতগুলিতে বিবাহ-বিচ্ছেদের বিষয়ে আলোচনার পর, এই আয়াতে আসিয়া আল্লাহ্ নির্দেশ অমান্যকারীগণের কথা উত্থাপন করিয়াছেন। কেননা, যাহারা আল্লাহ্র নির্দেশ অমান্য করে, তাহারা আল্লাহ্র অনুগ্রহরাজির সাথে নিজেদের বিচ্ছেদ ঘটাইয়া থাকে।

৩০৭০। 'ওবাল' অর্থ ক্ষত, পাপ, পাপের শাস্তি। 'ওয়াবিল' অর্থ বিপজ্জনক, মারাত্মক, হিংস্র।

اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا ۟ فَاتَّقُوا اللّٰهَ يٰۤاُولِى الْاَلْبَابِ ۚ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۛ قَدْ اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكُمْ ذِكْرًا ۙ﴿۱۱﴾

১১। আল্লাহ্ তাহাদের জন্য কঠোর আযাব প্রস্তুত করিয়াছেন; সুতরাং তোমরা আল্লাহ্র তাক্ওয়া অবলম্বন কর, হে বুদ্ধিমানগণ, যাহারা ঈমান আনিয়াছ। আল্লাহ্ নিশ্চয় তোমাদের প্রতি নাযেল করিয়াছেন এক স্মারক—

رَّسُوْلًا يَّتْلُوْا عَلَيْكُمْ اٰيٰتِ اللّٰهِ مُبَيِّنٰتٍ لِّيُخْرِجَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ؕ وَمَنْ يُّؤْمِنْ بِاللّٰهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُّدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَاۤ اَبَدًا ؕ قَدْ اَحْسَنَ اللّٰهُ لَهٗ رِزْقًا ﴿۱۲﴾

১২। এক রসূল, যে তোমাদের নিকট আল্লাহ্র সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ আবৃত্তি করে, যেন সে —যাহারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে— তাহাদিগকে অন্ধকাররাশি হইতে বাহির করিয়া নূরের দিকে লইয়া আসে। এবং যে আল্লাহ্র উপর ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে— তিনি তাহাকে এমন জান্নাতসমূহে প্রবিষ্ট করিবেন যাহার তলদেশ দিয়া নহরসমূহ প্রবাহিত থাকিবে, তথায় তাহারা সদা বসবাস করিবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ তাহার জন্য উৎকৃষ্ট রিয্ক প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন।

اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ وَّمِنَ الْاَرْضِ مِثْلَهُنَّ ؕ يَتَنَزَّلُ الْاَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ۙ وَّاَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَىْءٍ عِلْمًا ﴿۱۳﴾ ع ۲ ۱۸

১৩। আল্লাহ্ই তো সপ্ত আকাশ সৃষ্টি করিয়াছেন এবং উহাদের অনুরূপ পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন।[৩০৭০-ক] ইহাদের মধ্যে তাঁহার আদেশ নাযেল হইতেছে যেন তোমরা জানিতে পার যে, নিশ্চয় আল্লাহ্ সকল বিষয়ের উপর সর্বশক্তিমান, এবং আল্লাহ্ জ্ঞান দ্বারা সকল বস্তুকে পরিবেষ্টন করিয়া আছেন।

২ [৫] ১৮

৩০৭০-ক। 'সাত পৃথিবী' দ্বারা সৌর মণ্ডলের সাতটি প্রধান গ্রহকে বুঝাইতে পারে। এবং 'সপ্ত-আকাশ' দ্বারা ঐ গ্রহ সাতটির কক্ষপথ বা ভ্রমণ-পথকে বুঝাইতে পারে। অথবা 'সপ্ত-আকাশ' দ্বারা মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতির সাতটি বিশেষ স্তরকে বুঝাইতে পারে এবং 'সাত পৃথিবী' দ্বারা মানুষের জাগতিক উন্নতির সাতটি বিশেষ স্তরকে বুঝাইতে পারে।

৬৬-সূরা আত্ তাহ্‌রীম

(হিজরতের পরে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণ হওয়ার কাল ও প্রসঙ্গ

সূরা 'হাদীদ' দ্বারা যে শ্রেণীভুক্ত মাদানী সূরাগুলি আরম্ভ হইয়াছিল, এই সূরা দ্বারা তাহা সম্পূর্ণ হইল । এই শ্রেণীর একাংশ ৭ম বা ৮ম হিজরীতে অবতীর্ণ হইয়াছিল এবং অপরাংশ পরবর্তীকালে অবতীর্ণ হইয়াছিল–বিষয় ও ঘটনার উল্লেখ দ্বারা ইহাই প্রতীয়মান হয়। পূর্ববর্তী সূরাতে স্থায়ী তালাকের কিছু কিছু বিষয় আলোচিত হইয়াছে । এই সূরাতে অস্থায়ী দাম্পত্য-বিচ্ছেদের ব্যাপার আলোচিত হইয়াছে, যে ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রীর মনোমালিন্যের কারণে অথবা পারিবারিক কলহের সূত্র ধরিয়া স্বামী স্ত্রীর সহিত সম্পর্ক ত্যাগের ঘোষণা প্রকাশ করে ও দাম্পত্য সম্পর্ক হইতে দূরে থাকার শপথ ও সংকল্প প্রকাশ করে । সূরাটি নবী করীম (সাঃ)-কে এই আহ্বান জানাইয়া আরম্ভ হইয়াছে যে, তিনি যেন আল্লাহ্ কর্তৃক বৈধ ঘোষিত বস্তুগুলিকে নিজের জন্য অবৈধ না করেন । সূরার প্রথম আয়াতটিতে যে নির্দিষ্ট ঘটনাটির প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে, তাহাতে বুঝা যায়, যে ভুল বুঝা-বুঝি বা অমিল পারিবারিক জীবনের শান্তি ও ঐক্যকে সাময়িকভাবে ব্যাহত করে, তাহা কখনও কখনও নবী-জীবনের শান্তিময় পুণ্য-গৃহেও প্রকাশ লাভ করে।এরূপ ক্ষেত্রে, মহানবী (সাঃ) ও তাঁহার অনুসারীদের প্রতি আল্লহ্‌তা'লার নির্দেশ ইহাই যে, সামাজিক মনোমালিন্যের কারণে, চূড়ান্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা সমীচীন নহে । উম্মুহাতুল মো'মেনীনকে (মহানবী (সাঃ)-এর স্ত্রীগণকে) এই ব্যাপারে সতর্ক থাকার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে যে, তাঁহারা যেন 'আল্লাহ্‌র রসূল (সাঃ)-এর' মর্যাদার প্রতি সর্বদা খেয়াল রাখেন এবং এমন কিছু তাঁহার কাছ হইতে প্রত্যাশা না করেন যাহা তাঁহার 'নবুওয়াতের' সর্বোচ্চ মোকাম ও মর্যাদার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ নহে । অতঃপর মো'মেনগণকে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে যে, তাহাদের পরিবারের সদস্যদের উপরে তাহারা যেন বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখে যাহাতে তাহাদের পরিবারস্থ কেহ সততা ও সাধুতার পথ হইতে সরিয়া না যায়। নতুবা, এর ফলশ্রুতিতে তাহারা দুঃখ-কষ্ট ও ঝামেলায় জড়াইয়া পড়িবে । সূরাটির আরম্ভ হইয়াছিল মহানবী (সাঃ) ও তাঁহার স্ত্রীগণের মধ্যকার সম্পর্ক-বিষয়ক একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া । আর চমৎকারভাবে শেষ হইতেছে, কাফেরগণকে নূহ (আঃ) ও লূত (আঃ)-এর স্ত্রীগণের সাথে রূপক তুলনার মাধ্যমে এবং মো'মেনগণকে ফেরাউনের স্ত্রী ও ঈসা (আঃ)-এর পবিত্র মাতা সতী-সাধ্বী, মহাধার্মিকা মরিয়মের সাথে তুলনার মাধ্যমে ।

৬৬-সূরা আত্ তাহ্‌রীম

ইহা মাদানী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ১৩ আয়াত এবং ২ রুকূ আছে ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১ । আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ اَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ ۚ تَبْتَغِيْ مَرْضَاتَ اَزْوَاجِكَ ۭ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ②

২ । হে নবী ! তুমি কেন উহা হারাম করিতেছ যাহা আল্লাহ্ তোমার জন্য হালাল করিয়াছেন, তুমি তোমার স্ত্রীগণের সন্তুষ্টি কামনা করিতেছ ?[৩০৭১] বস্তুতঃ আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময় ।

৩০৭১ । বর্ণিত আছে যে, একদিন নবী করীম (সাঃ)-এর একজন স্ত্রী তাঁহাকে মধুমিশ্রিত শরবত পান করিতে দিলেন এবং তিনি তাহা পসন্দও করিলেন বলিয়া মনে হইল । ইহাতে অন্য স্ত্রীদের কেহ কেহ ঈর্ষাবশতঃ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে বলিলেন, তাঁহার মুখ হইতে 'মাগাফীরে'র গন্ধ আসিতেছে । মাগাফীর এক প্রকারের গুলের রস যাহা রং ও স্বাদে মধুর মত, কিন্তু যাহা পান করিবার পরে মুখ হইতে দুর্গন্ধ বাহির হয় । মহানবী (সাঃ) অত্যন্ত অনুভূতিপ্রবণ লোক ছিলেন । তিনি বলিলেন, তিনি আর মধু পান করিবেন না (বুলদান)। এই ঘটনার সহিত আলোচ্য আয়াতের সম্পর্ক রহিয়াছে বলিয়া সাধারণভাবে মনে করা হইয়া থাকে । কিন্তু এরূপ কাজ মহানবী (সাঃ) দ্বারা অসম্ভব বলিয়া মনে হয় যে, এক বা একাধিক স্ত্রী কর্তৃক প্ররোচিত হইয়া একটি বৈধ বস্তুকে নিজের জন্য চিরতরে নিষিদ্ধ করার মত চরম পন্থা বাছিয়া লইবেন, বিশেষ করিয়া যে বস্তুকে কুরআনে মানুষের জন্য আরোগ্যকর বলা হইয়াছে (১৬ঃ৭০)। এই ঘটনার বর্ণনাকারী বা বর্ণনাকারীরা কিছু ভুল-বুঝাবুঝি বা বিভ্রান্তির শিকার হইয়াছে বলিয়া মনে হয় । কেননা, এক বর্ণনাতে দেখা যায় যে, তিনি উম্মুল মো'মেনীন যয়নবের গৃহে শরবত পান করিয়াছিলেন এবং উম্মুল মো'মেনীন আয়েশা ও হাফসা মহানবী (সাঃ) হইতে ভবিষ্যতে মধু না খাওয়ার প্রতিশ্রুতি আদায় করিয়াছিলেন । আবার অন্য বর্ণনাতে দেখা যায়, হাফ্‌সার গৃহে মধুর শরবত পান করিয়াছিলেন এবং আয়েশা, যয়নব ও সফিয়া মিলিয়া রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে বুঝাইয়াছিলেন যে, ইহা তো মধু নহে, অন্য কিছু । হাদীস হইতে দেখা যায় যে, দুই বা তিন স্ত্রী মাত্র ঘটনার সহিত জড়িত ছিলেন । কিন্তু এই সূরার ২ ও ৬ আয়াত হইতে দেখা যায় যে, সকল উম্মুল মো'মেনীনই এই ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ছিলেন । তবে দুই জন ইহাতে নেতৃত্ব দিয়াছিলেন (আয়াত ৫)। এই সকল তথ্য ইহাই প্রকাশ করে যে, মধুর শরবত পান-জনিত সামান্য ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া নহে,বরং তদপেক্ষা বহু বেশী গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যময় ঘটনাকে অবলম্বন করিয়া সূরাটি নাযেল হইয়াছে । এই সূরাটির ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া ইমাম বুখারী (কিতাবুল মাযালীম ওয়াল গাস্‌ব) হযরত ইব্‌নে আব্বাসকে উদ্ধৃত করিয়াছেন । হযরত ইব্‌নে আব্বাস বলিয়াছেন, 'তিনি হযরত উমর হইতে কথা জানিবার জন্য সর্বদা ঔৎসুক্য-সহকারে সুযোগের সন্ধানে ছিলেন যে, ঐ উম্মুল মো'মেনীন দুইজন কাহারা, যাহাদের সম্বন্ধে এই সূরাটির ৫ম আয়াতে বলা হইয়াছে— 'যদি তোমরা উভয়ে আল্লাহ্‌র নিকট তওবা কর তাহা হইলে ইহাই তোমাদের জন্য মঙ্গলজনক হইবে; তোমাদের হৃদয় অবশ্য পূর্ব হইতেই ইহার জন্য ঝুঁকিয়া আছে ।' একদিন হযরত ইবনে আব্বাস হযরত উমরকে একা পাইয়া জিজ্ঞাসা করিতে না করিতেই হযরত উমর বলিলেন, ঐ দুইজনের একজন আয়েশা ও অপর জন হাফ্‌সা । এই বলিয়াই তিনি ঘটনার ইতিবৃত্ত এইভাবে বর্ণনা করিলেন, "একদিন আমার স্ত্রী আমাকে পারিবারিক ব্যাপারে কিছু পরামর্শ দিতে চাহিলে আমি তাহাকে সংক্ষিপ্তভাবে উত্তর দিলাম যে, আমাকে পরামর্শ দিবার প্রয়োজন নাই । কেননা ঐ সময়ে স্ত্রীলোককে মোটেই পাত্তা দেওয়া হইত না । আমার স্ত্রীও দৃঢ়তার সহিত প্রত্যুত্তর দিলেন, 'তোমার মেয়ে হাফ্‌সা তো রসূলুল্লাহ্‌র (সাঃ) সহিত মুক্ত-মনে দাবী খাটাইয়া কথা বলে এবং রসূলুল্লাহ্‌র কোন কথা মনোমত না হইলে তৎক্ষণাৎ জবাব দেয়, অথচ তুমি আমাকে পারিবারিক ব্যাপারেও একটু বলার সুযোগ দাও না । এই কথা শুনিবা মাত্র আমি হাফ্‌সার কাছে গেলাম এবং তাহাকে বলিলাম,সে যেন আয়েশার (রাঃ) মত বাড়াবাড়ি না করে, কেননা আয়েশা মহানবী (সাঃ)-এর হৃদয়ের অধিক কাছে । অতঃপর আমি উম্মে সাল্‌মার কাছে এই বিষয়ে কিছু বলিতে চাহিলে তিনি শক্তভাবে আমাকে সতর্ক করিয়া দিলেন, আমি যেন রসূলে পাক (সাঃ) ও তাঁহার বিবিগণের মধ্যেকার ব্যাপারে আমার নাক না গলাই । এই ঘটনার অল্পকাল পরেই নবী করীম (সাঃ) নিজেকে স্ত্রীদের কাছ হইতে দূরে রাখিলেন এবং কিছুদিন তাহাদের গৃহে যাওয়া বন্ধ করিয়া দিলেন । জনরব উঠিল যে মহানবী (সাঃ) তাঁহার স্ত্রীগণকে তালাক দিয়াছেন । এই জনরব সত্য কি না তাহা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি (সাঃ) আমাকে না-বোধক উত্তর দান করিলেন ।"

এই ঘটনা বলিয়া দিতেছে যে, এই সূরার সংশ্লিষ্ট আয়াতগুলি মহানবী (সাঃ) কর্তৃক স্ত্রীগণ হইতে সাময়িকভাবে আলাদা থাকার সহিত জড়িত ।

قَدْ فَرَضَ اللّٰهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ اَيْمَانِكُمْ ۚ وَاللّٰهُ مَوْلٰىكُمْ ۚ وَهُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ۝

৩। আল্লাহ্ অবশ্যই তোমাদের জন্য তোমাদের (এমন) কসমসমূহকে ভাঙ্গিয়া ফেলা ফরয করিয়াছেন (যদ্দারা কষ্ট ও কলহ সৃষ্টি হয়),[৩০৭২] বস্তুতঃ আল্লাহ্ তোমাদের অভিভাবক এবং তিনি সর্বজ্ঞানী, পরম প্রজ্ঞাময়।

وَاِذْ اَسَرَّ النَّبِيُّ اِلٰى بَعْضِ اَزْوَاجِهٖ حَدِيْثًا ۚ فَلَمَّا نَبَّاَتْ بِهٖ وَاَظْهَرَهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهٗ وَاَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ ۚ فَلَمَّا نَبَّاَهَا بِهٖ قَالَتْ مَنْ اَنْۢبَاَكَ هٰذَا ۭ قَالَ نَبَّاَنِيَ الْعَلِيْمُ الْخَبِيْرُ ۝

৪। এবং যখন নবী তাহার স্ত্রীগণের মধ্যে কোন একজনের নিকট সংগোপনে একটি কথা বলিয়াছিল; অতঃপর সে যখন উহা অন্যকে বলিয়াছিল এবং আল্লাহ্ নবীর কাছে উহা প্রকাশ করিয়া দিলেন, তখন সে উহার কতকাংশ (স্ত্রীকে) জানাইয়া দিল এবং কতকাংশ এড়াইয়া গেল। অতঃপর যখন সে তাহাকে (স্ত্রীকে) উহার খবর দিল তখন সে (স্ত্রী) বলিল, 'আপনাকে কে এই সংবাদ দিয়াছে?'[৩০৭৩] সে বলিল, 'সর্বজ্ঞানী, সর্ববিদিত আল্লাহ্ আমাকে এই সংবাদ দিয়াছেন।'

পূর্ববর্তী সূরাতে স্থায়ী তালাকের বিষয়ে উল্লেখ থাকায়, ইহা খানিকটা সঙ্গত বলিয়া মনে হয় যে, এই সূরার আলোচ্য আয়াতগুলি মহানবী (সাঃ)-এর উপরোক্ত ঘটনার সহিত সম্পর্কিত। তাহা ছাড়া, আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, উপরোক্ত ঘটনা ঘটার পরে পরেই, সূরা আহযাবের ২৯ আয়াত নাযেল হইল এবং মহানবী (সাঃ) সঙ্গে সঙ্গে স্বীয় স্ত্রীগণকে এই-ব্যাপারে মুক্তভাবে নিজ নিজ মতামত ব্যক্ত করার পূর্ণ ক্ষমতা দিলেন যে, তাঁহারা মহানবী (সাঃ)-এর সঙ্গিণী থাকিয়া দরিদ্র, সরল ও কষ্টকর জীবন যাপন করিতে চান, নাকি তাঁহাকে (সাঃ) পরিত্যাগ পূর্বক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও আরাম-আয়েসের জীবন যাপন করিতে চান। এইভাবে স্বীয় অভিমত প্রকাশ করার অধিকার এক এক করিয়া সকল স্ত্রীকেই দেওয়া হইয়াছিল এবং আলোচ্য আয়াতেও 'সকল স্ত্রীর' কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। তেমনি ৪র্থ আয়াতেও, ব্যাপারটাতে সকল স্ত্রীকেই (রাঃ) জড়িত বলিয়া দেখা যায়। ইহাতে বুঝা যায় যে, এই আয়াত যে ঘটনার সহিত সংশ্লিষ্ট, তাহাতে সকল উম্মুহাতুল মো'মেনীনই (রাঃ) জড়িত ছিলেন, যাহাতে দুই জন স্ত্রী নেতৃত্ব দিয়াছিলেন। ঘটনাটা ঐতিহাসিকভাবে এই যে, আয়েশা (রাঃ) ও হাফ্‌সা (রাঃ)-র নেতৃত্বে মহানবী (সাঃ)-এর স্ত্রীগণ একজোট হইয়া তাঁহার কাছে দাবী জানাইলেন, যেহেতু মুসলমানগণের অবস্থার প্রভূত উন্নতি হইয়াছে, সেই হেতু উম্মুল মো'মেনীনগণকেও এখন হইতে একটু আরামের ও সাচ্ছন্দ্যের জীবন ভোগ করার সুযোগ দেওয়া উচিত। কেননা, অন্যান্য মুসলিম মহিলাগণ ইতিমধ্যে এই সব সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিতেছেন (ফাতহুল কাদীর)। এই প্রসঙ্গকে সামনে রাখিয়া, "তুমি তোমার স্ত্রীগণের সন্তুষ্টি কামনা করিতেছ" কথাগুলির অর্থ এইরূপ দাঁড়ায় 'যেহেতু তুমি সর্বদাই তোমার সুকোমল ব্যবহার দ্বারা স্ত্রীদিগকে সন্তুষ্ট রাখিতে সচেষ্ট থাক, সেই হেতু, তাহারা এতদূর সাহসী হইয়া গিয়াছে যে, তাঁহারা তোমার রেসালতের উচ্চতম মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়াই যাহা ইচ্ছা চাহিয়া বসে।'

মারিয়া কুবতিয়া সম্পর্কীত খৃষ্টানদের রচিত তথাকথিত ঘটনা এতই অবাস্তব কল্পনা-বিলাস যে, ইহা সম্পূর্ণভাবে বিবেচনার অযোগ্য। ইহার পিছনে কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই। মহানবী (সাঃ) কখনও কৃতদাসী রাখেন নাই। তবে মরিয়ম নাম্নী মহানবী (সাঃ)-এর একজন স্ত্রী ছিলেন, যিনি সম্মানীয়া উম্মুল মো'মেনীন ছিলেন।

৩০৭২। স্বীয় স্ত্রীগণের সাংসারিক সুখ-সাচ্ছন্দ্যের অভিলাষ ও দাবীর কথা মহানবী (সাঃ)-কে এতই মর্মপীড়া দিয়াছিল যে, তিনি নিজের অসন্তুষ্টি প্রকাশের জন্য প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, একমাসের জন্য তিনি তাহাদের কাছেও ঘেঁষিবেন না। আলোচ্য আয়াতে বলা হইয়াছে যে, কোন আইন-সঙ্গত হালাল বস্তু ব্যবহার না করার প্রতিজ্ঞার কারণে অবৈধ হইয়া যাইতে পারে না। এইরূপ অবস্থার উদ্ভব হইলে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের কাফ্‌ফারা দান করিয়া ব্যবহার্য বস্তু ব্যবহার করাই উচিত।

৩০৭৩। এই আয়াতটি কোন্ বিশেষ ঘটনার কথা বলিতেছে তাহা সঠিক নির্ণয় করা কঠিন। তবে বর্ণনার ধারাবাহিকতার দ্বারা বুঝা যায় যে, ইহা আয়েশা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত নিম্ন ঘটনাটির কথাই বলিতেছে। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ যখন ৩৩ঃ২৯ আয়াত অবতীর্ণ হইল, তখন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর স্ত্রীগণকে দুইটি পথের নির্বাচন করিবার অনুমতি দেওয়া হইল। একটি পথ হইল মহানবী (সাঃ)-এর সহিত দুঃখ-কষ্ট করিয়া চিরসঙ্গিনীরূপে থাকিয়া যাওয়া এবং অপরটি হইল তাঁহাকে ছাড়িয়া গিয়া সুখ-সম্ভোগ ও বিলাসিতার জীবন অতিবহিত করা। কেননা, তাঁহারা সকলে মিলিয়া মহানবী (সাঃ)-এর কাছে সুখ-সাচ্ছন্দ্যের জীবিকার দাবী করিয়াছিলেন। প্রত্যুত্তরে, মহানবী (সাঃ) উপরোক্ত দুইটি পথের একটি অবলম্বন করার জন্য স্ত্রীগণকে প্রস্তাব দিলেন। কিন্তু এই প্রস্তাবটি তিনি সর্ব প্রথম হযরত আয়েশা (রাঃ)-র কাছে গোপনে প্রকাশ করেন

إِنْ تَتُوبَآ إِلَى اللّٰهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا ۚ وَإِنْ تَظٰهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللّٰهَ هُوَ مَوْلٰهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ ۚ وَالْمَلٰٓئِكَةُ بَعْدَ ذٰلِكَ ظَهِيرٌ ۝٤

৫। যদি তোমরা উভয়ে [৩০৭৪]আল্লাহ্‌র নিকট তওবা কর— তোমাদের হৃদয় অবশ্য পূর্ব হইতে ইহার জন্য ঝুঁকিয়া আছে— (ইহা তোমাদের জন্য কল্যাণজনক হইবে), কিন্তু যদি তোমরা তাহার (রসূলের) বিরুদ্ধে একে অন্যের পৃষ্ঠপোষকতা কর, তাহা হইলে জানিয়া রাখ যে, আল্লাহ্‌ই তাহার অভিভাবক, এবং জিবরাঈল এবং সকল সৎকর্মপরায়ণ মো'মেনও এবং ইহা ছাড়া সকল ফিরিশ্‌তাও (তাহার) পৃষ্ঠপোষক।

عَسٰى رَبُّهٗٓ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهٗٓ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمٰتٍ مُؤْمِنٰتٍ قٰنِتٰتٍ تٰٓئِبٰتٍ عٰبِدٰتٍ سٰٓئِحٰتٍ ثَيِّبٰتٍ وَأَبْكَارًا ۝٥

৬। যদি সে তোমাদিগকে তালাক দেয়, তাহা হইলে অচিরেই তাহার প্রতিপালক তাহাকে তোমাদের পরিবর্তে তোমাদের চাইতে উৎকৃষ্টতর স্ত্রী দান করিবেন— আত্মসমর্পণকারিণী, মো'মেনা, অনুগতা, তওবাকারিণী, ইবাদতকারিণী, রোযা পালন কারিণী, বিধবা এবং কুমারী মহিলাগণ।

يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوٓا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللّٰهَ مَآ أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ۝٦

৭। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা নিজদিগকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনদিগকে আগুন হইতে রক্ষা কর, যাহার ইন্ধন হইবে মানুষ এবং পাথর, উহার উপর নির্মম ও কঠোর ফিরিশ্‌তাগণ নিয়োজিত থাকিবে, আল্লাহ্ তাহাদিগকে যে আদেশ দেন উহাতে তাহারা তাঁহার অমান্য করে না এবং তাহারা উহাই করে যাহা তাহাদিগকে আদেশ করা হয়।

(বুখারী কিতাবুল মাযালিম ওয়াল গাস্‌ব)। সর্বপ্রথমে হযরত আয়েশার কাছে কথাটি উত্থাপনের কারণ হইল, স্ত্রীগণের স্বাচ্ছন্দ্য জীবিকার দাবী উত্থাপনের বেলায় হযরত আয়েশা (রাঃ)-ই নেতৃত্ব দিয়াছিলেন। এই নেতৃত্বের দ্বিতীয় স্থানে ছিলেন হাফ্‌সা (রাঃ)। ইহা অসম্ভব নহে যে, হযরত আয়েশা রসূলে মকবুল (সাঃ)-এর কাছ হইতে প্রস্তাবটি পাইয়া, ইহা হযরত হাফ্‌সাকে জ্ঞাত করেন। এইভাবে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রস্তাবটি যাহা কেবল হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর কাছে ব্যক্ত হইয়াছিল এবং অন্য কোন স্ত্রীর কাছে তখনও উত্থাপিত হয় নাই, তাহা গোপনীয়তা ভেদ করিয়া প্রকাশিত হইয়া পড়িল। যাহা হউক, বাস্তবে কি ঘটিয়াছিল সম্পূর্ণ উদ্‌ঘাটন করা সম্ভব না হইলেও, আয়াতটি এই কথার উপরে সবিশেষ জোর দিতেছে যে, কোন ব্যক্তির কাছে কোন কথা বা বিষয়ের গোপনীয়তা রক্ষার ভার দিলে, সে যেন তাহা প্রকাশ না করে। বিশেষভাবে গোপন বিষয়টি যদি স্বামী-স্ত্রীর হয় কিংবা ব্যক্তিগত বা পারিবারিক ব্যাপার হয়, আর একই ধারায় ব্যাপারটা যদি আল্লাহ্‌র নবী ও তাঁহার কোন অনুসারীর মধ্যেকার বিষয় হইয়া থাকে তাহা হইলে ইহার গোপনীয়তা আমানত।

৩০৭৪। 'তোমরা দুইজন' বলিতে আয়েশা ও হাফ্‌সা (রাঃ)-কে বুঝাইয়া থাকিবে, কেননা এই দুইজনই মহানবী (সাঃ)-এর স্ত্রীগণের জন্য সুখ-সাচ্ছন্দ্যের, জীবন-জীবিকার দাবী উত্থাপনে নেতৃত্ব প্রদান করিয়াছিলেন। মহানবী (সাঃ)-এর অন্যান্য সকল স্ত্রীই এই দাবী উত্থাপনে একজোট ছিলেন। কিন্তু যেহেতু আয়েশা (রাঃ) ও হাফ্‌সা (রাঃ) যথাক্রমে মহাসম্মানিত সাহাবীদ্বয় হযরত আবুবকর ও হযরত উমরের (রাঃ) কন্যা ছিলেন, সেইজন্যই মনে হয় তাঁহারা এই বিষয়ে নেতৃত্ব দিয়াছিলেন। আয়াতটির ভাষার ধরণও কঠোর, ইহার গাম্ভীর্যপূর্ণ বাগ্‌ধারা হইতেই বুঝা যায় যে, বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এক জনের স্ত্রীর গৃহে মধুমিশ্রিত শরবত পান করার মাঝে এমন কি কঠোরতার ব্যাপার আসিয়া যাইতে পারে যে, মহানবী (সাঃ)-এর মত মহামহিম ব্যক্তিত্ব এক মাসের জন্য সকল স্ত্রী হইতে নিজেকে সম্পূর্ণ আলাদা রাখার মত কঠিন ব্রত অবলম্বনে প্রতিজ্ঞা করিলেন? আল্লাহ্‌র বাণীতে, মহানবী (সাঃ)-এর স্ত্রীগণকে কঠোর ভাষায় পরোক্ষভাবে শাসানো হইতেছে— 'আল্লাহ্‌ই তাহার অভিভাবক এবং জিব্‌রাঈল এবং সকল সৎকর্মপরায়ণ মো'মেনও এবং ইহা ছাড়া সকল ফিরিশ্‌তাও (তাহার) পৃষ্ঠপোষক।'

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ ۭ
اِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝

৮। হে যাহারা অস্বীকার করিয়াছ ! আজ তোমরা কোন ওজর-আপত্তি করিও না, তোমাদিগকে কেবল সেই কর্মেরই প্রতিফল দেওয়া হইতেছে যাহা তোমরা করিতে।

১ [৮] ১৯

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا تُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً
نَّصُوْحًا ۭ عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يُّكَفِّرَ عَنْكُمْ
سَيِّاٰتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ
تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۙ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللّٰهُ النَّبِيَّ
وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ ۚ نُوْرُهُمْ يَسْعٰى بَيْنَ
اَيْدِيْهِمْ وَبِاَيْمَانِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ
اَتْمِمْ لَنَا نُوْرَنَا وَاغْفِرْ لَنَا ۚ اِنَّكَ عَلٰي
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝

৯। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ ! তোমরা আল্লাহ্‌র সমীপে তওবা কর—খাঁটি তওবা। অচিরেই তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের কর্মের অনিষ্টসমূহ তোমাদিগ হইতে দূরীভূত করিয়া দিবেন, এবং তোমাদিগকে এমন জান্নাতসমূহে প্রবিষ্ট করিবেন যাহার তলদেশ দিয়া নহরসমূহ প্রবাহিত থাকিবে, সেইদিন আল্লাহ্ এই নবীকে এবং তাহাদিগকে যাহারা তাহার সঙ্গে ঈমান আনিয়াছে, অপমানিত করিবেন না। তাহাদের নূর তাহাদের সম্মুখে এবং তাহাদের ডান দিকে ছুটিতে থাকিবে; তাহারা বলিবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক ! আমাদের জন্য আমাদের নূরকে পূর্ণ কর,[৩০৭৫] এবং আমাদিগকে ক্ষমা কর,[৩০৭৬] নিশ্চয় তুমি সকল কিছুর উপর সর্বশক্তিমান।'

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ
وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ۭ وَمَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ۭ
وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ۝

১০। হে নবী ! তুমি কাফের এবং মোনাফেকদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর[৩০৭৭] এবং তাহাদের ব্যাপারে কঠোর হও; বস্তুতঃ তাহাদের বাসস্থান হইতেছে জাহান্নাম, এবং কতই না নিকৃষ্ট এই প্রত্যাবর্তন স্থল !

৩০৭৫। পরিপূর্ণতা লাভের অদম্য বাসনা বেহেশ্‌তেও মো'মেনগণের মনকে উদ্বেল করিয়া রাখিবে। "হে আমাদের প্রতিপালক আমাদের জন্য আমাদের নূরকে পূর্ণ কর"— বেহেশ্‌তে মো'মেনগণের এই প্রার্থনার মধ্যে এই তথ্যই প্রকাশ পায়। আরো প্রকাশ পায় যে, বেহেশ্‌তের জীবন কর্মহীন হইবে না, বরং বেহেশ্‌তী জীবন উদ্যম ও কর্মময় হইবে। কেননা, বেহেশ্‌তে আধ্যাত্মিক উন্নতির এক অন্তহীন পথ খুলিয়া যাইবে। অগ্রগতির ঊর্ধ্বতন এক স্তরে উপস্থিত হইয়া, তাহারা দেখিবে ইহাই শেষ স্তর নয়। ঊর্ধ্বে আরও স্তর রহিয়াছে, তখন তাহারা ঐ স্তরে পৌছাইবার জন্য আগে বাড়িবে। এমনি করিয়া উচ্চ হইতে উচ্চতর স্তর অতিক্রম করিতে করিতে মো'মেন অগ্রসরই হইতে থাকিবে—এই প্রক্রিয়া অনন্ত কাল ধরিয়া চলিতে থাকিবে, কখনও থামিবে না।

৩০৭৬। মো'মেনগণ বেহেশ্‌তে পৌছার পরে মাগফেরাত কামনা করিবে অর্থাৎ তাহাদের কমতি ও দোষ-ত্রুটি ঢাকিয়া রাখিবার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করিবে (মাগফেরাত মানে ঢাকিয়া রাখা—লেইন)। তাহারা অবিরত আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করিতে থাকিবে, অধিকতর পূর্ণতা ও ঐশী জ্যোতিঃ লাভের জন্য। তাহারা আধ্যাত্মিক উন্নতি ও অগ্রগতির উচ্চ হইতে উচ্চতর মোকাম পাড়ি দিতে থাকিবেন। প্রত্যেক উচ্চতার পর আরো উচ্চতা দৃষ্ট হইতে থাকিবে। পূর্বতন অতিক্রান্ত উচ্চতাকে পরবর্তী উচ্চতার তুলনায় ত্রুটিপূর্ণ মনে হইবে এবং ত্রুটিপূর্ণতাকে ঢাকিয়া ফেলার জন্য বেহেশ্‌তীগণ আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করিতে থাকিবেন। যাহাতে ত্রুটিহীন ঊর্ধ্বস্তর লাভ সম্ভব হয়। 'ইস্‌তেগফার' এর আসল তাৎপর্য ইহাই। অবশ্য ইহার শাব্দিক অর্থ "ত্রুটি-বিচ্যুতি ও পাপমুক্তির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা"।

৩০৭৭। কাফের ও মোনাফেকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও পূর্ণ প্রচেষ্টা না চালাইয়া অগ্রগতি সাধন করা সম্ভব নয়। ঘটনাক্রমে, এই আয়াতে, 'জিহাদ' শব্দের আসল অর্থ ও তাৎপর্য তথা 'চরম মাত্রার প্রচেষ্টা চালানো' প্রকাশ পাইয়াছে। কারণ মোনাফেকরা মুসলিম সমাজেরই একটি অংশ বিশেষ ছিল। তাহাদের বিরুদ্ধে কখনও তলোয়ারের যুদ্ধ করা হয় নাই।

ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوا امْرَاَتَ نُوْحٍ وَّامْرَاَتَ لُوْطٍ ؕ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتٰهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا وَّ قِيْلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدّٰخِلِيْنَ ⑩

১১। যাহারা অস্বীকার করিয়াছে, তাহাদের জন্য আল্লাহ্ নূহের স্ত্রী এবং লূতের স্ত্রীকে উপমা স্বরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তাহারা উভয়ে আমাদের বান্দাগণের মধ্য হইতে দুইজন নেক বান্দার সহিত বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ ছিল, কিন্তু উভয় স্ত্রী তাহাদের (স্বামীর) সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছিল।[৩০৭৮] ফলে তাহারা উভয়ে (স্বামীদ্বয়) আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে তাহাদের কোন উপকারেই আসিল না এবং বলা হইল, 'তোমরা উভয়ে আগুনে প্রবেশকারীদের সঙ্গে প্রবেশ কর।'

وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا امْرَاَتَ فِرْعَوْنَ ۘ اِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِيْ عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِيْ مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهٖ وَنَجِّنِيْ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ⑪

১২। এবং যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহাদের জন্য আল্লাহ্ ফেরাউনের স্ত্রীকে উপমা স্বরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, যখন সে বলিয়াছিল, 'হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমার জন্য তোমার সন্নিধানে জান্নাতের মধ্যে একটি ঘর নির্মাণ কর; এবং ফেরাউন এবং তাহার কার্যকলাপ হইতে আমাকে উদ্ধার কর এবং আমাকে এই যালেম জাতি হইতে উদ্ধার কর।'

وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرٰنَ الَّتِيْٓ اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيْهِ مِنْ رُّوْحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمٰتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهٖ وَكَانَتْ مِنَ الْقٰنِتِيْنَ ⑫ ع ٢

১৩। এবং ইমরানের কন্যা মরিয়মকে (উপমা স্বরূপ বর্ণনা করিয়াছেন), যে স্বীয় সতীত্বকে রক্ষা করিয়াছিল এবং আমরা তাহার মধ্যে আমাদের বাণী ফুৎকার করিলাম এবং সে সত্যায়ন করিয়াছিল তাহার প্রতিপালকের বাণীসমূহের এবং তাঁহার কিতাবসমূহের এবং সে অনুগতদের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

২ [৫] ২০

৩০৭৮। কাফেরদিগকে নূহ্ (আঃ)-এর স্ত্রী ও লূত (আঃ)-এর স্ত্রীর সহিত সম-পর্যায়ে ফেলিয়া তুলনা করা হইয়াছে এবং দেখানো হইয়াছে যে, দুষ্ট প্রকৃতির লোক, যাহারা সত্যকে অস্বীকার করিতে বদ্ধ পরিকর হয়, তাহারা উচ্চ পর্যায়ের ধার্মিক লোকদের সাহচর্য পাইয়াও এমনকি নবীর সাহচর্যে থাকিয়াও কোন ফায়দা হাসিল করিতে পারে না। ফেরআউনের স্ত্রী ঐ সকল মো'মেনের প্রতিনিধিত্বকারী প্রতীক স্বরূপ যাহারা পাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভের একান্ত বাসনা পোষণ করে ও আকুতি জানায়, এমনকি 'তিরস্কারকারী আত্মার' অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াও সময় সময় পদস্খলিত হইয়া পড়ে। ঈসা (আঃ)-এর মাতা আল্লাহ্‌তা'লার ঐ সকল পুণ্যাত্মা বান্দাগণের প্রতীক যাহারা নিজেদের উপরে পাপের সকল দরজা বন্ধ করিয়া আল্লাহ্‌র সহিত শান্তি-সন্ধি স্থাপন করে ও আল্লাহ্ হইতে ঐশী-প্রেরণা লাভ করে। এখানে 'ফিহি'র 'হি' বলিতে সৌভাগ্যশালী মো'মেনকে বুঝাইয়াছে। অথবা 'হি' শব্দটি 'ফার্জ' এর সর্বনামরূপে আসিয়াছে। 'ফার্জ' এর অর্থ হইল 'ফাটল, ফাঁক' যাহার মধ্য দিয়া পাপ প্রবেশ করিতে পারে।

৬৭-সূরা আল্ মূলক
(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণ হওয়ার সময় ও প্রসঙ্গ

এই সূরা হইতে কুরআনের শেষাবধি একশ্রেণীর সূরা আরম্ভ হইয়াছে যেগুলি হিজরতের পূর্বে মক্কায় অবতীর্ণ হইয়াছিল । একটি মাত্র সূরা 'সূরা নস্‌র' যাহা মহানবী (সাঃ)-এর মদীনা জীবনের শেষাংশে বিদায় হজ্জের সময়ে মক্কায় নাযেল হইয়াছিল, তাহাই এই শ্রেণীর মাঝে একমাত্র ব্যতিক্রম । কুরআনের সাকল্যটাই আল্লাহ্‌র বাণী, ইহা বিষয়-বস্তু চয়ন, প্রকাশ-ভঙ্গী, শব্দ চয়ন ও রচনা-শৈলীর দিক হইতে এমনি এক অনন্য গ্রন্থ যাহার অনুরূপ রচনা করা মানুষের সাধ্যের বাহিরে । হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর নবুওয়াত জীবনের প্রথম দিকে মক্কায় অবতীর্ণ সূরাগুলির মাহাত্ম্য-মহিমা, গৌরব-গরিমা ও উচ্চ মর্যাদা সূরাগুলিকে এতই বৈশিষ্টামন্ডিত করিয়াছে যে, উহার তুলনা হয় না । ছন্দের অপূর্ব সৌন্দর্য, সুরের অনিন্দ্য লহরী-মূর্চ্ছা মক্কী সূরাগুলিকে এতই আকর্ষণীয় করিয়া রাখিয়াছে যে, তাহা মানুষের পক্ষে বর্ণনা করা দুঃসাধ্য । এই সূরাগুলিতে সাধারণতঃ ধর্ম বিশ্বাস ও ধর্মোপদেশ, ইসলামের অপ্রতিরোধ্য উন্নতির ভবিষাদ্বাণী, আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব ও গুণাবলী, ওহী-ইলহাম, কেয়ামত, মৃত্যুর পরবর্তী জীবন ইত্যাদি অতি গুরু-গম্ভীর বিষয়াদির আলোচনা রহিয়াছে, এই কারণেই অবোধ্য রহস্যাবলী ও অজ্ঞাত আধ্যাত্মিক মার্গসমূহ বর্ণনা করিতে যাইয়া ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জানা-জগতের আশ্রয় নিতে হইয়াছে এবং উপমা ও অলংকারের ভাষা প্রয়োগ করিতে হইয়াছে । বর্তমান সূরাটি মক্কী জীবনের মধ্যবর্তী সময়ে— নবুওয়াতের ৮ম বৎসরে অবতীর্ণ হইয়াছিল বলিয়া বিদগ্ধ বিশেষজ্ঞবৃন্দ অভিমত ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন ।

বিষয়বস্তু

উপরে বলা হইয়াছে যে, মক্কী সূরাগুলি প্রধানতঃ বিশ্বাস-সংক্রান্ত বিষয়াদি বর্ণনা করিয়াছে । এই সূরাটি স্বভাবতঃই আল্লাহ্‌র সৃজন ও প্রতিপালন, কর্তৃত্ব-সার্বভৌমত্ব ও সর্বশক্তিমানতা বর্ণনা করিয়া আরম্ভ হইয়াছে।এইসব ঐশী গুণাবলীর প্রমাণ স্বরূপ,জীবন-মৃত্যু ও বিশ্বের ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্র অণু-পরমাণু ও বড় হইতে বড় গ্রহ-নক্ষত্রের সর্বাংশে যে আশ্চর্যজনক ও অভ্রান্ত পরিকল্পনা ও শৃংখলা বিরাজমান রহিয়াছে, উহাদের উল্লেখ করা হইয়াছে । এই বিশ্ব-জগতের সৃষ্টি ও মহাবিশ্বের সুশৃঙ্খল চলমানতা ইহাই প্রমাণ করে যে, আল্লাহ্ আছেন এবং তিনিই মানুষকে পবিত্র উদ্দেশ্যসহ সৃষ্টি করিয়াছেন যাহাতে সে স্বীয় গন্তব্যে ও লক্ষ্যে পৌঁছিতে পারে । কিন্তু মানুষ স্বীয় স্বেচ্ছাচারিতা ও অকৃতজ্ঞতার কারণে আল্লাহ্‌র বাণীকে বার বারই প্রত্যাখ্যান করিয়া স্রষ্টার কোপানলে পতিত হইয়াছে । সূরাটি আল্লাহ্‌তা'লার অগণিত আশীর্বাদ ও অনুগ্রহরাজির উল্লেখ করিয়া বলিতেছে যে, এই দানগুলি ব্যতীত মানুষ এক মুহূর্তও বাঁচিতে পারিত না এবং ইংগিতে ইহাও বুঝাইয়া দিতেছে যে, এই অযাচিত-অসীম দানগুলির সঠিক ব্যবহার দ্বারাই মানুষ স্বীয় মানব-জন্মকেও সফল করিতে পারে । সূরাটি এই উপদেশ দিয়া সমাপ্ত হইয়াছে যে, প্রাকৃতিক জীবন পানি ব্যতিরেকে যেমন বাঁচিতে পারে না, আধ্যাত্মিক জীবনও তেমনি ঐশী-বাণী (ওহী-ইলহাম)-রূপ পানি ব্যতিরেকে জীবন্ত থাকিতে পারে না ।

৬৭- সূরা আল্ মুল্ক

ইহা মক্কী সূরা, ইহাতে বিসমিল্লাহ্সহ ৩১ আয়াত এবং ২ রুকূ আছে ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১ । আল্লাহ্র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

تَبٰرَكَ الَّذِىْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ ۖ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرُ ۙ ②

২ । পরম বরকত ও কল্যাণময় তিনি, যাঁহার হাতে সকল আধিপত্য, এবং তিনিই সব কিছুর উপর সর্বশক্তিমান;

الَّذِىْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ۗ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفُوْرُ ۙ ③

৩ । যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন মৃত্যুকে [৩০৭৯] এবং জীবনকে যেন তিনি তোমাদিগকে পরীক্ষা করেন— তোমাদের মধ্যে কে কর্মে উত্তম; এবং তিনি মহাপরাক্রমশালী, অতীব ক্ষমাশীল;

الَّذِىْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا ۭ مَا تَرٰى فِىْ خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِنْ تَفٰوُتٍ ۭ فَارْجِعِ الْبَصَرَ ۙ هَلْ تَرٰى مِنْ فُطُوْرٍ ④

৪ । যিনি স্তরে স্তরে [৩০৭৯-ক] সৃষ্টি করিয়াছেন সাত আকাশ। তুমি রহমান আল্লাহ্র সৃষ্টির মধ্যে কোন অসামঞ্জস্য দেখিতে পাইবে না । অতঃপর তুমি পুনরায় দৃষ্টি নিবদ্ধ কর । তুমি কি কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখিতে পাও ?

ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ اِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَّهُوَ حَسِيْرٌ ⑤

৫ । অতঃপর তুমি পুনঃ পুনঃ দৃষ্টি নিবদ্ধ কর, (পরিশেষে তোমার) দৃষ্টি ব্যর্থ হইয়া তোমার নিকট ফিরিয়া আসিবে এমতাবস্থায় যে উহা অতি শ্রান্ত-ক্লান্ত হইবে [৩০৮০] (তবু কোন প্রকার অসামঞ্জস্য দেখিতে পাইবে না)।

৩০৭৯ । সারা প্রকৃতি ব্যাপিয়া জীবন ও মৃত্যুর নিয়ম ক্রিয়াশীল রহিয়াছে । প্রত্যেকটি প্রাণী জরা ও মৃত্যুর অধীন । এই আয়াতে এবং ২ঃ২৯ ও ৫৩ঃ৪৫ আয়াতদ্বয়ে 'মৃত্যুর' কথা 'জীবন' শব্দের পূর্বে ব্যবহৃত হইয়াছে । এর কারণ মনে হয় ইহাই যে, মৃতাবস্থা বা অনস্তিত্বই জীবনের পূর্বাবস্থা । আরেক কারণ ইহাও হইতে পারে যে, জীবন হইতে মৃত্যু অধিক গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ, কেননা মৃত্যু মানুষকে অনন্ত জীবনের পথে লইয়া যায় ও সীমাহীন আধ্যাত্মিক উন্নতির পথ সুগম করিয়া দেয় । আর এই পার্থিব জীবন পান্থশালায় সাময়িক বিশ্রামের মত । কবরের ওপারে যে অনন্ত চিরস্থায়ী জীবন সেই অনন্ত জীবনের জন্য এখানে, এই মর-জগতে, প্রস্তুতি নিতে হয় মাত্র ।

৩০৭৯-ক । 'তিবাক' ও 'তাবাক' এবং বহুবচন 'আৎবাক' সমার্থক । আরবীতে বলা হয় 'এই বস্তুটা ঐ বস্তুর তাবাক বা তিবাক' অর্থাৎ এই জিনিষটা ঐ জিনিষের সমান বা অনুরূপ পরিমাপে, আকারে ও গুণে। তিবাকের অন্য অর্থ হইল মঞ্চ বা তাক (লেইন)। কোন বস্তুর উপর অনুরূপ বস্তু রাখা (মুফরাদাত)।

৩০৮০ । আল্লাহ্র সৃষ্টি সত্যই বিস্ময়কর । এই যে সৌরমণ্ডল, যাহার এক কোণে আমাদের পৃথিবী পড়িয়া আছে, তাহা কতই না বিশাল, কতই না বৈচিত্র্যময় ও শৃঙ্খলাপূর্ণ । এইরূপ কোটি কোটি সৌরমণ্ডল মহাবিশ্বে ছড়াইয়া রহিয়াছে, যাহার এক একটি আমাদের সৌর-মণ্ডল হইতে বহুগুণ বড় । এইরূপ অগণিত সূর্য-গ্রহ-তারকা পরস্পরের সাথে সম্পর্কযুক্ত অবস্থায় এমন শ্রেণীবদ্ধ ও সুন্দরভাবে সাজানো হইয়াছে যে, এত মিল, ঐক্য ও সৌন্দর্যানুভূতি মানুষের মনকে একেবারে বিমোহিত করিয়া ফেলে । যে সারিবদ্ধতা ও শৃংখলা খালি চোখেই মানুষ দেখিতে পায়, বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত যন্ত্রপাতির সাহায্যে দেখিলে তাহা যখন শত শত গুণ বর্দ্ধিত আকারে দৃষ্টিগোচর হয় ও ধরা পড়ে, তখন অবাক বিস্ময়ে মানুষের মন অভিভূত হইয়া পড়ে ।

وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ وَجَعَلْنٰهَا رُجُوْمًا لِّلشَّيٰطِيْنِ وَاَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيْرِ ۝٦

৬। এবং নিশ্চয় আমরা নিকটতম আকাশকে প্রদীপমালা দ্বারা সুসজ্জিত করিয়াছি, এবং আমরা ঐগুলিকে সৃষ্টি করিয়াছি শয়তানকে প্রস্তারাঘাত করার জন্য; এবং আমরা তাহাদের জন্য প্রস্তুত করিয়াছি প্রজ্জ্বলিত আগুন।

وَلِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ ؕ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ۝٧

৭। এবং যাহারা তাহাদের প্রতিপালককে অস্বীকার করিয়াছে তাহাদের জন্য রহিয়াছে জাহান্নামের আযাব, এবং উহা অতি নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল।

اِذَآ اُلْقُوْا فِيْهَا سَمِعُوْا لَهَا شَهِيْقًا وَّهِيَ تَفُوْرُ ۝٨

৮। যখন তাহাদিগকে উহাতে নিক্ষেপ করা হইবে, তখন তাহারা উহার গর্জন শুনিবে, এবং উহা তখন উথলাইতে থাকিবে।

تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ ؕ كُلَّمَآ اُلْقِيَ فِيْهَا فَوْجٌ سَاَلَهُمْ خَزَنَتُهَآ اَلَمْ يَاْتِكُمْ نَذِيْرٌ ۝٩

৯। উহা ক্রোধে ফাটিয়া পড়িবার উপক্রম হইবে। যখনই কোন দল উহাতে নিক্ষিপ্ত হইবে, উহার প্রহরীগণ তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিবে, 'তোমাদের নিকট কি কোন সতর্ককারী আসে নাই ?'

قَالُوْا بَلٰى قَدْ جَآءَنَا نَذِيْرٌ ۙ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ ۚ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ كَبِيْرٍ ۝١٠

১০। তাহারা বলিবে, 'হাঁ, নিশ্চয় আমাদের নিকট সতর্ককারী আসিয়াছিল, কিন্তু আমরা (তাহাকে) মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলাম এবং আমরা বলিয়াছিলাম, 'আল্লাহ্ কোন কিছু নাযেল করেন নাই; তোমরা অবশ্যই এক স্পষ্ট ভ্রান্তিতে নিপতিত ব্যতীত নহ।'

وَقَالُوْا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِيْٓ اَصْحٰبِ السَّعِيْرِ ۝١١

১১। এবং তাহারা (আরও) বলিবে, 'যদি আমরা শুনিতাম এবং অনুধাবন করিতাম[৩০৮০-ক] তাহা হইলে আমরা প্রজ্জ্বলিত আগুনের অধিবাসীদের অন্তর্ভুক্ত হইতাম না।'

فَاعْتَرَفُوْا بِذَنْۢبِهِمْ ۚ فَسُحْقًا لِّاَصْحٰبِ السَّعِيْرِ ۝١٢

১২। এইভাবে তাহারা নিজেদের অপরাধসমূহ স্বীকার করিবে; কিন্তু (হে ফিরিশ্‌তাগণ!) প্রজ্জ্বলিত আগুনের অধিবাসীদের জন্য অভিশাপ অবধারিত কর!

اِنَّ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ كَبِيْرٌ ۝١٣

১৩। নিশ্চয় যাহারা অদৃশ্যে তাহাদের প্রতিপালককে ভয় করে— তাহাদের জন্য রহিয়াছে ক্ষমা এবং বৃহত্তর পুরস্কার।

وَاَسِرُّوْا قَوْلَكُمْ اَوِ اجْهَرُوْا بِهٖ ؕ اِنَّهٗ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ۝١٤

১৪। এবং তোমরা তোমাদের কথা গোপনে বল অথবা উহা প্রকাশ্যে বল, নিশ্চয় তিনি উহা সম্বন্ধে উত্তমরূপে অবহিত আছেন যাহা বক্ষঃস্থলে রহিয়াছে।

৩০৮০-ক। আহা! আমরা যদি শরীয়তের বা বিবেকের আহবানে সাড়া দিতাম!

اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ ؕ وَهُوَ اللَّطِيْفُ
الْخَبِيْرُ ﴿١٥﴾

১৫। তিনি কি জানেন না যিনি (বিশ্ব-জগতকে) সৃষ্টি করিয়াছেন ? বস্তুতঃ তিনিই সূক্ষ্মদর্শী, সর্বজ্ঞাতা।

هُوَ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ ذَلُوْلًا
فَامْشُوْا فِيْ مَنَاكِبِهَا وَكُلُوْا مِنْ رِّزْقِهٖ ؕ
وَ اِلَيْهِ النُّشُوْرُ ﴿١٦﴾

১৬। তিনিই তোমাদের জন্য পৃথিবীকে সুগম এবং বসবাসের উপযোগী করিয়াছেন, সুতরাং তোমরা উহার বিস্তীর্ণ পথসমূহে পরিভ্রমণ কর [৩০৮১] এবং তাঁহার রিয্ক হইতে আহার কর। এবং তাঁহার দিকেই হইবে পুনরুত্থান।

ءَاَمِنْتُمْ مَّنْ فِي السَّمَآءِ اَنْ يَّخْسِفَ بِكُمُ
الْاَرْضَ فَاِذَا هِيَ تَمُوْرُ ﴿١٧﴾

১৭। যিনি আকাশে রহিয়াছেন, তোমরা কি তাঁহার সম্বন্ধে নিরাপদ হইয়া গিয়াছ [৩০৮২] যে, তিনি তোমাদেরসহ ভূমিকে ধ্বসাইয়া দিতে পারেন ? তখন দেখ ! অকসমাৎ উহা কাঁপিতে থাকিবে !

اَمْ اَمِنْتُمْ مَّنْ فِي السَّمَآءِ اَنْ يُّرْسِلَ
عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ؕ فَسَتَعْلَمُوْنَ كَيْفَ
نَذِيْرِ ﴿١٨﴾

১৮। যিনি আকাশে রহিয়াছেন তোমরা কি তাঁহার সম্বন্ধে নিরাপদ হইয়া গিয়াছ যে, তিনি তোমাদের উপর প্রস্তরবর্ষী ঝঞ্ঝা প্রেরণ করিতে পারেন? তখন তোমরা জানিতে পারিবে কেমন (ভয়ঙ্কর) ছিল আমার সতর্কীকরণ!

وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ
كَانَ نَكِيْرِ ﴿١٩﴾

১৯। এবং নিশ্চয় যাহারা তাহাদের পূর্বে ছিল তাহারাও (আমাদের রসূলগণকে) মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল, তখন কিরূপ (ভয়ঙ্কর) ছিল আমার শাস্তি!

اَوَلَمْ يَرَوْا اِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صٰٓفّٰتٍ
وَّ يَقْبِضْنَ ۚ مَا يُمْسِكُهُنَّ اِلَّا
الرَّحْمٰنُ ؕ اِنَّهٗ بِكُلِّ شَيْءٍۭ بَصِيْرٌ ﴿٢٠﴾

وقف لازم وقف حسن

২০। তাহারা কি তাহাদের ঊর্ধ্বদেশে পাখীগুলিকে দেখে না যে, উহারা কিরূপে ডানাসমূহ বিস্তার করিয়া উড়িতেছে এবং (শিকারের উপর ছোবল মারিবার উদ্দেশ্যে) উহাদিগকে গুটাইয়া নিতেছে ? [৩০৮৩] রহমান আল্লাহ্ ব্যতিরেকে কেহ তাহাদিগকে ধরিয়া রাখিতেছে না। নিশ্চয় তিনি সকল বিষয়ে সর্বদ্রষ্টা।

اَمَّنْ هٰذَا الَّذِيْ هُوَ جُنْدٌ لَّكُمْ يَنْصُرُكُمْ
مِّنْ دُوْنِ الرَّحْمٰنِ ؕ اِنِ الْكٰفِرُوْنَ اِلَّا
فِيْ غُرُوْرٍ ﴿٢١﴾

২১। এমন লোক, যাহারা তোমাদের সৈন্য-বাহিনী (বলিয়া অভিহিত), রহমান আল্লাহ্র বিরুদ্ধে তোমাদিগকে কি সাহায্য করিতে পারিবে ? কাফেররা শুধু আত্মপ্রতারণায় পড়িয়া আছে।

৩০৮১। কুরআনের কয়েকটি স্থানেই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ করার জন্য উৎসাহিত করা হইয়াছে। কারণ নিজের আবাসভূমি ত্যাগ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভ্রমণ করিলে, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার পরিমাণ বহুলাংশে বাড়িয়া যায় এবং অনেক কিছু শিখা যায়।

৩০৮২। যেহেতু, কুরআনে শাস্তির আগমনকে 'আকাশ হইতে অবতরণ' বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, সেই কারণেই এই আয়াতে এবং পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ্কেও আকাশে অবস্থানকারীরূপে বর্ণিত হইয়াছে। অন্যথায়, আল্লাহ্তো এখানে, সেখানে, সবখানে ও সর্বত্র বিরাজিত।

৩০৮৩। অবিশ্বাসীরা যদি সত্যের বিরোধিতা করিতেই থাকে, তাহা হইলে দুর্ভিক্ষ ও ভূমিকম্পের দ্বারা তাহাদিগকে ধ্বংস করা হইবে, বিশেষ করিয়া যুদ্ধ দ্বারা। আর আকাশের পাখিগুলি তাহাদের মৃতদেহগুলি উৎসবমুখর হইয়া ভক্ষণ করিবে (১৬ঃ৮০)। (দি লারজার এডিশন অব দি কমেন্টারীর ১৮৮০ টীকা দ্রষ্টব্য)

اَمَّنْ هٰذَا الَّذِیْ یَرْزُقُكُمْ اِنْ اَمْسَكَ رِزْقَهٗ ؕ بَلْ لَّجُّوْا فِیْ عُتُوٍّ وَّ نُفُوْرٍ ﴿۲۱﴾

২২। অথবা সে এমন কে যে তোমাদিগকে রিয্ক দিবে যদি তিনি তাঁহার রিয্ক বন্ধ করিয়া দেন ? [৩০৮৪] প্রকৃতপক্ষে তাহারা অবাধ্যতা ও (সত্যের প্রতি) ঘৃণায় অবিচল রহিয়াছে।

اَفَمَنْ یَّمْشِیْ مُكِبًّا عَلٰی وَجْهِهٖۤ اَهْدٰۤی اَمَّنْ یَّمْشِیْ سَوِیًّا عَلٰی صِرَاطٍ مُّسْتَقِیْمٍ ﴿۲۲﴾

২৩। তবে কি যে ব্যক্তি নিজের মুখমণ্ডলের উপর উপুড় হইয়া চলে [৩০৮৫] সে অধিক হেদায়াত প্রাপ্ত, না ঐ ব্যক্তি যে সরল-সুদৃঢ় পথে সোজা হইয়া চলে ?

قُلْ هُوَ الَّذِیْۤ اَنْشَاَكُمْ وَ جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَ الْاَبْصَارَ وَ الْاَفْـِٕدَةَ ؕ قَلِیْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ ﴿۲۳﴾

২৪। তুমি বল, 'তিনিই তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তোমাদের জন্য কর্ণ, চক্ষু এবং হৃদয় তৈয়ার করিয়াছেন; (কিন্তু) তোমরা অল্পই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।'

قُلْ هُوَ الَّذِیْ ذَرَاَكُمْ فِی الْاَرْضِ وَ اِلَیْهِ تُحْشَرُوْنَ ﴿۲۴﴾

২৫। তুমি বল, 'তিনিই তোমাদিগকে পৃথিবীতে সম্প্রসারিত করিয়াছেন এবং তাঁহারই সমীপে তোমাদিগকে সমবেত করা হইবে।'

وَ یَقُوْلُوْنَ مَتٰی هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِیْنَ ﴿۲۵﴾

২৬। এবং তাহারা বলে, 'যদি তোমরা সত্যবাদী হও তাহা হইলে (বল) এই প্রতিশ্রুতি কখন পূর্ণ হইবে ?'

قُلْ اِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰهِ ۫ وَ اِنَّمَاۤ اَنَا نَذِیْرٌ مُّبِیْنٌ ﴿۲۶﴾

২৭। তুমি বল, ' ইহার জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ্‌র নিকট আছে; এবং আমি তো একজন প্রকাশ্য সতর্ককারী মাত্র।'

فَلَمَّا رَاَوْهُ زُلْفَةً سِیْٓـَٔتْ وُجُوْهُ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا وَ قِیْلَ هٰذَا الَّذِیْ كُنْتُمْ بِهٖ تَدَّعُوْنَ ﴿۲۷﴾

২৮। অতঃপর যখন তাহারা উহাকে নিকটে দেখিতে পাইবে, তখন যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহাদের মুখমণ্ডল মলিন হইবে, [৩০৮৬] এবং বলা হইবে, 'ইহা উহাই যাহার জন্য তোমরা বার বার দাবী জানাইতে।'

৩০৮৪। এই কথাটি মক্কার দুর্ভিক্ষের প্রতি ইঙ্গিত করিতে পারে। মক্কায় কয়েক বৎসর ধরিয়া এমন দুর্ভিক্ষ চলিয়াছিল যে, মক্কার লোকেরা মহানবী (সাঃ)-এর কাছে তাহাদের এই বিপদ মুক্তির জন্য প্রার্থনার আবেদন করিয়াছিল। ২৬৯৪ টীকা দেখুন।

৩০৮৫। কাফেরগণ অবনত মস্তকে ভ্রান্ত পথে বিচরণ করে, শির্ক, সংশয় ও অবিশ্বাসের অন্ধগলিতে পা বাড়ায়। আর মো'মেনগণ ঈমানের দৃঢ়তা বক্ষেঃ ধারণ করিয়া, মাথা উঁচু করিয়া, সোজা-সরল ও সত্য পথে দৃপ্ত পদক্ষেপে চলে। এই দুই দল কি সমান হইতে পারে ?

৩০৮৬। কাফেরগণের বৈশিষ্ট্য ইহাই যে, যতক্ষণ শাস্তি আসিয়া তাহাদিগকে ঘিরিয়া না ফেলে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাহারা অহঙ্কারে মত্ত থাকিয়া, মো'মেনগণের প্রতি বিদ্রূপ ও হাসি-ঠাট্টা করিতে থাকে। কিন্তু যখন তাহারা শাস্তির মুখা-মুখি হয়, তখন তাহারা হতাশাগ্রস্ত, কিংকর্তব্য বিমূঢ় ও ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া পড়ে। হা-হুতাশ ছাড়া তখন তাহাদের আর কিছুই থাকে না।

قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ اَهْلَكَنِىَ اللّٰهُ وَمَنْ مَّعِىَ اَوْ رَحِمَنَا ۙ فَمَنْ يُّجِيْرُ الْكٰفِرِيْنَ مِنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿٢٨﴾

২৯ । তুমি বল,'তোমরা কি চিন্তা করিয়া দেখিয়াছ, যদি আল্লাহ্ আমাকে এবং যাহারা আমার সহিত রহিয়াছে তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া দেন অথবা আমাদের উপর দয়া করেন, তখন কাফেরদিগকে যন্ত্রণাদায়ক আযাব হইতে কে রক্ষা করিবে ?'

قُلْ هُوَ الرَّحْمٰنُ اٰمَنَّا بِهٖ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا ۚ فَسَتَعْلَمُوْنَ مَنْ هُوَ فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٢٩﴾

৩০ । তুমি বল, 'তিনিই অযাচিত-অসীম দাতা,[৩০৮৭] তাঁহার উপর আমরা ঈমান আনিয়াছি এবং তাঁহার উপরই আমরা আস্থা স্থাপন করি । এবং অচিরেই তোমরা জানিতে পারিবে কে প্রকাশ্য ভ্রান্তিতে পড়িয়া আছে ।'

قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ اَصْبَحَ مَآؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَّاْتِيْكُمْ بِمَآءٍ مَّعِيْنٍ ﴿٣٠﴾ ع ١٦ ٢

৩১ । তুমি বল,'তোমরা কি চিন্তা করিয়া দেখিয়াছ যদি তোমাদের (সব) পানি ভূগর্ভে উধাও হইয়া যায়, তাহা হইলে কে আছে যে তোমাদের জন্য প্রবহমান পানি আনিয়া দিবে ।' [৩০৮৮]

[১৬] ২২

৩০৮৭ । আল্লাহ্র গুণবাচক নাম 'আর-রাহমান' (অযাচিত-অসীম দাতা) এই সূরাটিতে বার বার উল্লেখ করা হইয়াছে । কুরআনের অন্যান্য বহু স্থানে এই ঐশী নামটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে । ইহার কারণ এই যে, এই সূরাটিতে বর্ণিত সকল আশীর্বাদ ও অনুগ্রহরাজি, তাহা পার্থিবই হউক বা আধ্যাত্মিক উন্নতিই হউক, সরাসরি আল্লাহ্তা'লার রাহ্মানিয়াত বা অযাচিত-অসীম দয়ারই দান; মানুষের চেষ্টার্জিত নহে।

৩০৮৮ । জীবন, পার্থিব (দৈহিক) জীবনই হউক আর অপার্থিব (আধ্যাত্মিক) জীবনই হউক, পানির উপর নির্ভরশীল । দৈহিক জীবন বৃষ্টি বা ভূ-পৃষ্ঠের পানির উপর নির্ভর করিয়া বাঁচে, আর আধ্যাত্মিক জীবন বাঁচে ঐশী-বাণী-রূপ পানির উপরে ।

৬৮-সূরা আল্ কালাম

(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

সময়, প্রসঙ্গ ও বিষয়-বস্তু

নবুওয়াতের প্রথম পর্যায়ের দিকে যে চার-পাঁচটি সূরা নাযেল হইয়াছিল, ইহা উহাদেরই একটি । কোন কোন কুরআন-বিশারদের মতে এই সূরা 'আল্ আলাকের' পরে পরেই অবতীর্ণ হইয়াছিল । কিন্তু অন্যান্যরা এই সূরাকে, সূরা মুয্যাম্মেল ও সূরা মুদ্দাস্সের এর পরবর্তী সূরা (অর্থাৎ ৪র্থ অবতীর্ণ সূরা) বলিয়া মনে করেন । তবে, এই বিষয়ে মোটেই কোন সন্দেহ নাই যে, এই কয়েকটি সূরাই একের পর এক অবতীর্ণ হইয়াছিল এবং ইহাদের বিষয়-বস্তুর মধ্যেও মিল রহিয়াছে । সূরা 'কলম' প্রধানতঃ রসূলে আকরাম (সাঃ)-এর নবুওয়াতের দাবীকে জগৎ-সমক্ষে পেশ করিয়াছে । মক্কী সূরাগুলির সাধারণ একটি বৈশিষ্ট্য ইহাই যে, ঐগুলির মধ্যে ধর্মীয় বিশ্বাস ও আকায়েদ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে । এই সূরাতেও মহানবী (সাঃ)-এর দাবীর সত্যতাকে তুলিয়া ধরা হইয়াছে এবং এই দাবীর সত্যতার স্বপক্ষে নির্ভুল ও সুদৃঢ় যুক্তি প্রদান করা হইয়াছে । অবশ্য এই সূরার একটা বড় অংশ সত্যের বিরুদ্ধে কাফেরগণের যুদ্ধ-সংগ্রামের কথা আলোচিত হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে যে, পরিণামে কাফেরগণই ব্যর্থতা বরণ করিবে । তাহারা সত্যের বিরোধিতা করে ও ইহাকে নির্মূল করার প্রচেষ্টায় লাগিয়া যায় এবং যখন তাহাদের চেষ্টা ফলবতী হইতে চলিয়াছে বলিয়া মনে করে তখন তাহাদিগকে সম্পূর্ণ বিফলতার মুখ দেখিতে হয় । যে সত্য ডুবিয়া যাইতেছে বলিয়া মনে হইতেছিল তাহা উপরে আসিয়া যায়, উন্নতি করে,প্রভাবশালী হয় ও প্রাধান্য বিস্তার করিতে থাকে । সূরার শেষদিকে নবী করীম (সাঃ)-কে নির্দেশ দান করা হইতেছে যে, তিনি যেন অকাতরে, ধৈর্য সহকারে ও সহিষ্ণুতার সহিত বিরুদ্ধবাদী কাফেরদের অত্যাচার-অনাচার, ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও শত্রুতার আচরণকে সহ্য করিয়া নেন । কেননা, পরিণামে তাঁহার (সাঃ) উদ্দেশ্যই সফল ও কৃতকার্য হইবে ।

৬৮-সূরা আল্ কালাম

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ইহাতে ৫৩ আয়াত এবং ২ রুকূ আছে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। আল্লাহ্র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময়।

نٓ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُوْنَ ②

২। দোয়াত ও কলমের এবং উহার কসম যাহা তাহারা লিখে; ৩০৮৯

مَآ اَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُوْنٍ ③

৩। তুমি তোমার প্রতিপালকের নেয়ামতের দরুন উন্মাদ নহ। ৩০৮৯-ক

وَاِنَّ لَكَ لَاَجْرًا غَيْرَ مَمْنُوْنٍ ④

৪। এবং নিশ্চয় তোমার জন্য অশেষ পুরস্কার নির্ধারিত আছে। ৩০৯০

وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ ⑤

৫। এবং নিশ্চয় তুমি অতীব মহান চরিত্রের উপর অধিষ্ঠিত ৩০৯১

فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُوْنَ ⑥

৬। অতএব তুমি অচিরেই দেখিবে এবং তাহারাও দেখিবে,

৩০৮৯। পরবর্তী তিনটি আয়াতে যে সত্য কথাগুলি বলা হইয়াছে, সেগুলির সমর্থনে ও প্রমাণার্থে কলম ও দোয়াতকে এবং ইহাদের দ্বারা সকল লিখিত রচনাকে সাক্ষ্যরূপে পেশ করা হইয়াছে।

৩০৮৯-ক। এই আয়াত ইহাই বলিতে চায় যে, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষা-দীক্ষার যে কোন মানদণ্ড দ্বারা, রসূলে করীম (সাঃ)-এর নবুওয়াতের দাবীকে যে কোন ভাবে পরীক্ষা করা হউক না কেন, তাঁহাকে সর্বাপেক্ষা প্রজ্ঞাশীলই পাওয়া যাইবে। তাহা সত্বেও কাফেরগণ মহানবী (সাঃ)-কে পাগল বলে। পরবর্তী আয়াতে কাফেরদের এই অভিযোগ যে ভিত্তিহীন, যুক্তিহীন ও কাল্পনিক উহার প্রমাণ ও যুক্তি দেওয়া হইয়াছে।

৩০৯০। এই আয়াত ও পরবর্তী আয়াতে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রতি শত্রুদের আরোপিত 'পাগল' আখ্যার অসারতা অত্যন্ত দৃঢ়তার সহিত কার্যকরীভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। যুক্তি দেখানো হইয়াছে যে, পাগলের কাজ-কর্ম কখনও কোন স্থায়ী ও চিরকল্যাণকর ফলোদয় সৃষ্টি করিতে পারে না, অথচ মহানবী (সাঃ)-এর আগমনের ঐশী উদ্দেশ্য অত্যন্ত সুন্দরভাবে, যোগ্যতার সহিত তিনি সম্পাদন করিয়া চলিয়াছেন এবং অধঃপতিত জাতির মধ্যে নব-জাগরণের এক অনন্য সাধারণ বিপ্লব সৃষ্টি করিয়াছেন। আর এই বিপ্লব তাঁহার (সাঃ) মৃত্যুর পরে পরেই শেষ হইয়া যাইবে না। ভবিষ্যতেও আল্লাহ্ তাঁহার (সাঃ) অনুসারীদের মধ্য হইতে 'সংস্কারকের' উদ্ভব ঘটাইয়া তাহাদিগকে পুনরুজ্জীবিত করিবেন ও নবজীবন দান করিবেন। আর এই প্রক্রিয়া রোজ-কেয়ামত পর্যন্ত চলিতে থাকিবে।

৩০৯১। কাফের শত্রুগণের দ্বারা রসূলে করীম (সাঃ)-কে পাগল আখ্যায়িত করার বিরুদ্ধে এই আয়াত অত্যন্ত সোচ্চার কণ্ঠে ঘোষণা করিতেছে যে, তিনি পাগল তো নহেন, বরং তাঁহার মত উচ্চ গুণসম্পন্ন মহা পুণ্যবান চরিত্রের লোক পৃথিবীতে কদাচ জন্মায়। যে সকল পূত-পবিত্র ও নৈতিক গুণাবলীর উৎকৃষ্টতম প্রকাশ ও সমাবেশ একজন মহামানবকে আল্লাহ্র প্রতিচ্ছবিতে পরিণত করে, উহার সবটাই মহানবী (সাঃ)-এর মধ্যে সন্নিবিষ্ট ছিল। মানবের নৈতিক গুণাবলীর উচ্চতম স্তরে অধিষ্ঠিত হইয়া, তিনি সর্বপ্রকার সৎগুণাবলীর প্রতিভূ ও প্রতীকে পরিণত হইয়াছিলেন। একবার আয়েশা (রাঃ)-কে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর চরিত্র বর্ণনা করিতে অনুরোধ করা হইলে, সেই মহিয়সী মহিলা উত্তরে বলিয়াছিলেন, "উৎকৃষ্টতম নৈতিক গুণাবলী যেগুলি আল্লাহ্তা'লার সত্য বান্দার বিশেষ চিহ্ন বলিয়া কুরআনে বর্ণিত হইয়াছে, ইহাদের সবগুলিই মহানবী (সাঃ)-এর মধ্যে ছিল"(বুখারী)।

بِاَيِّيكُمُ الْمَفْتُوْنُ ۝٧

৭। তোমাদের মধ্যে কে যে বিকারগ্রস্ত।[৩০৯২]

اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ ۝٨

৮। নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক তাহাকেও সমধিক জানেন যে তাঁহার পথ হইতে বিচ্যুত হইয়া গিয়াছে,এবং তিনি হেদায়াত প্রাপ্তগণকেও সমধিক জানেন।

فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِيْنَ ۝٩

৯। অতএব তুমি মিথ্যা আরোপকারীদের আনুগত্য করিও না।

وَدُّوْا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُوْنَ ۝١٠

১০। বস্তুতঃ তাহারা চাহে,যদি তুমি নমনীয়[৩০৯৩] হও তাহা হইলে তাহারাও নমনীয় হইবে।

وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِيْنٍ ۝١١

১১। এবং তুমি আনুগত্য করিও না—পরম লাঞ্ছিত অধিক কসমকারীর,

هَمَّازٍ مَّشَّآءٍۭ بِنَمِيْمٍ ۝١٢

১২। পশ্চাতে পরম নিন্দকারীর, ভীষণ কুৎসা রটনাকারীর,[৩০৯৪]

مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ اَثِيْمٍ ۝١٣

১৩। নেক কাজে অধিক বাধাদানকারীর, সীমাতিক্রমকারীর, পাপাচারীর,

عُتُلٍّۭ بَعْدَ ذٰلِكَ زَنِيْمٍ ۝١٤

১৪। রূঢ় স্বভাব বিশিষ্ট, সেই সঙ্গে তাহার জন্ম বিষয় সন্দেহজনক,

اَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَّبَنِيْنَ ۝١٥

১৫। একমাত্র এইজন্য যে, সে ধন-সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততির অধিকারী,[৩০৯৫]

৩০৯২। এই আয়াত মহানবী (সাঃ)-এর দোষারোপ কারীদেরই উল্টা দোষারোপ করিয়া চ্যালেঞ্জের ভাষায় বলিতেছে যে, সময় প্রমাণ করিয়া দিবে, মহানবী (সাঃ) পাগল নহেন বরং তাহারাই পাগল। সময় ইহাও প্রমাণ করিবে যে, তাঁহার (সাঃ) রেসালতের দাবী কল্পনা-প্রসূত দাবী নহে এবং উত্তপ্ত মস্তিষ্কের প্রলাপও নহে,বরং যাহারা তাঁহাকে মন্দ বলে তাহারাই এমনভাবে চিত্তবিভ্রমে নিপতিত যে,তাহারা কালের নিদর্শনসমূহ পড়িতে পারিতেছে না। আর সেই কারণে তাঁহার (সাঃ) সত্যতা উপলব্ধি করিতে ব্যর্থ হইতেছে।

৩০৯৩। মহানবী (সাঃ)-কে তাঁহার অভীষ্ট লক্ষ্য হইতে লোভ দেখাইয়া দূরে সরাইবার জন্য কুরায়শগণ নানাভাবে চেষ্টা করিয়াছে ও বিভিন্ন প্রস্তাব দিয়াছে। এই আয়াত সেই লোভনীয় প্রস্তাবাবলীর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে বলিয়া মনে হয়। অথবা আয়াতটি সাধারণভাবেই প্রযোজ্য বলিয়া ঐসব প্রস্তাবের সঙ্গে সম্পর্কহীনও হইতে পারে। কারণ সত্য পর্বতের মত দৃঢ় ও অনড়।অপরদিকে 'মিথ্যাচারের' তো ভিত্তিই নাই যাহার উপর উহা দাঁড়াইতে পারে। কাজেই চাপ ও লোভের কাছে নতি স্বীকার করতঃ 'মিথ্যা' যে কোন প্রস্তাবের ভিত্তিতে আপোষ করিতে পারে।

৩০৯৪। এই আয়াত ও পূর্ববর্তী তিনটি আয়াত যে মিথ্যা রটনা ও বদনামকারীর দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে, সেই বিশেষ ব্যক্তি ওয়ালিদ বিন মুগীরা অথবা আবূ জাহ্ল হইতে পারে। এই আয়াত সাধারণভাবেও প্রত্যেক ব্যক্তি যে মিথ্যার নেতৃত্ব দেয় তাহার প্রতি প্রযোজ্য।

৩০৯৫। সকল প্রকারের পাপ জন্ম নেয় দুষ্কর্ম ও সত্যের-বিরোধিতা মিথ্যা-আত্মম্ভরিতা ও অহংকার হইতে।এইগুলি ঐ ব্যক্তির নৈতিক রোগ যে ব্যক্তি অন্যায় উপায়ে বহু ধন-দৌলত একত্র করিয়াছে, ক্ষমতাশালী ও প্রভাবশালী হইয়াছে। এই আয়াতের অপর অর্থ ইহা হইতে পারেঃ একজন লোক যদি ধনবান ও প্রভাবশালীও হয় তথাপি সে ভদ্র-নম্র না হইয়া যদি গর্বান্ধ,নীচ ও হীনমন্য হয়, তাহা হইলে সে কোনমতেই সম্মান ও শ্রদ্ধার যোগ্য হইতে পারে না।

إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿١٥﴾

১৬। যখন তাহার নিকট আমাদের আয়াতসমূহ আবৃত্তি করা হয়, তখন সে বলে, 'এইগুলি তো পূর্ববর্তীদের কিচ্ছা কাহিনী।'

سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ ﴿١٦﴾

১৭। অচিরেই আমরা তাহার দীর্ঘ নাসিকার [৩০৯৬] উপর দাগ দিব।

إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ ۚ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ ﴿١٧﴾

১৮। নিশ্চয় আমরা তাহাদিগকে পরীক্ষা করিব যেভাবে উদ্যানের অধিকারকারীদিগকে পরীক্ষা করিয়াছিলাম, যখন তাহারা কসম খাইয়াছিল যে, অবশ্যই তাহারা প্রত্যুষে উহার সব ফল পাড়িয়া আনিবে।[৩০৯৭]

وَلَا يَسْتَثْنُونَ ﴿١٨﴾

১৯। এমন কি তাহারা আল্লাহ্‌র নাম লয় নাই ('ইন্‌শাআল্লাহ্' —যদি আল্লাহ্ চাহেন বলে নাই)। [৩০৯৮]

فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ ﴿١٩﴾

২০। ফলে তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে এক ঘূর্ণি বায়ুর আযাব উহার উপর দিয়া বহিয়া গেল এমন অবস্থায় যখন তাহারা নিদ্রিত ছিল।

فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ ﴿٢٠﴾

২১। অতঃপর প্রভাতে উহা কর্তিত বাগানের ন্যায় হইয়া গেল।

فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ ﴿٢١﴾

২২। সুতরাং তাহারা একে অপরকে প্রভাতে ডাকিয়া বলিল—

أَنِ اغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ ﴿٢٢﴾

২৩। 'তোমরা প্রত্যুষে নিজেদের ক্ষেত্রে গমন কর যদি তোমাদের ফল পাড়ার ইচ্ছা থাকে।'

فَانطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ ﴿٢٣﴾

২৪। অতঃপর তাহারা চলিল এবং তাহারা চুপি চুপি কথা বলিতে লাগিল—

أَن لَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُم مِّسْكِينٌ ﴿٢٤﴾

২৫। 'আজ যেন তোমাদের নিকট ইহাতে কোন দরিদ্র আদৌ প্রবেশ না করিতে পারে।' [৩০৯৯]

৩০৯৬। 'নাকে মুখে দাগ দেওয়া' অর্থ একজনকে কলঙ্কিত ও অপমানিত করা।

৩০৯৭। এখানে হীনমন্য, লোভী ও আত্ম-সর্বস্ব অবিশ্বাসীগণকে ঐসব বাগানের মালিকের সহিত উপমা দেওয়া হইয়াছে, যাহারা বাগানের পরিচর্যাকারীদিগকে ফলের ন্যায্য অংশ হইতে বঞ্চিত করিয়া প্রবঞ্চকের মত সমস্ত ফল নিজেরাই খাইয়া ফেলে।

৩০৯৮। 'বাগানের' মালিকেরা অন্যের পরিশ্রমের ফল নিজেরাই খাইয়া মোটা-তাজা হইল; অন্যদের প্রাপ্য ন্যায্য অংশ তাহাদিগকে দিল না। তাহারা তাহাদের পরিশ্রমের ফল লাভের ব্যাপারে এবং বাগানের ফসল-প্রাপ্তির ব্যাপারে এতই নিশ্চিত ছিল যে, তাহারা কোন অঘটনের কথা চিন্তাও করিতে পারে নাই। এমনকি, আল্লাহ্‌কে পর্যন্ত একেবারে বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিল। 'আল্লাহ্ যদি চাহেন' এতটুকু বলিয়া আল্লাহ্‌র কাছ হইতে নিরাপত্তা যাচ্ঞা করার সৌভাগ্যও তাহাদের কপালে জুটিল না।

৩০৯৯। এই রূপক কাহিনীর বাগানের মালিকেরা ঐসব স্বার্থান্বেষী, নিষ্ঠুর লোভী ব্যক্তিগণের ন্যায়, যাহারা অন্যের পরিশ্রমের ফল নিজেরা

وَّغَدَوْا عَلٰى حَرْدٍ قٰدِرِيْنَ ﴿٢٦﴾

২৬। এইরূপে তাহারা প্রত্যুষে কৃপণতার সংকল্প করিয়া অগ্রসর হইল,[৩১০০]

فَلَمَّا رَاَوْهَا قَالُوْٓا اِنَّا لَضَآلُّوْنَ ﴿٢٧﴾

২৭। কিন্তু যখন তাহারা উহা দেখিল তখন তাহারা বলিল, 'আমরা নিশ্চয় পথ ভুলিয়া গিয়াছি !

بَلْ نَحْنُ مَحْرُوْمُوْنَ ﴿٢٨﴾

২৮। বরং প্রকৃত পক্ষে আমরা (আমাদের ফল হইতে) সম্পূর্ণ বঞ্চিত।'

قَالَ اَوْسَطُهُمْ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُوْنَ ﴿٢٩﴾

২৯। তাহাদের সর্বোত্তম লোকটি বলিল, 'আমি কি তোমাদিগকে বলি নাই, কেন তোমরা (আল্লাহ্‌র) তসবীহ্ (পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা) করিতেছ না ?'

قَالُوْا سُبْحٰنَ رَبِّنَآ اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ﴿٣٠﴾

৩০। তাহারা বলিল, 'আমাদের প্রতিপালক সকল প্রকার ত্রুটি হইতে পবিত্র ! নিশ্চয় আমরাই যালেম ছিলাম।'

فَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ يَّتَلَاوَمُوْنَ ﴿٣١﴾

৩১। অতঃপর তাহারা পরস্পরকে তিরস্কার করিয়া একে অপরের প্রতি মনোনিবেশ করিল।

قَالُوْا يٰوَيْلَنَآ اِنَّا كُنَّا طٰغِيْنَ ﴿٣٢﴾

৩২। তাহারা বলিল, 'পরিতাপ আমাদের জন্য ! নিশ্চয় আমরাই বিদ্রোহী ছিলাম,

عَسٰى رَبُّنَآ اَنْ يُّبْدِلَنَا خَيْرًا مِّنْهَآ اِنَّآ اِلٰى رَبِّنَا رٰغِبُوْنَ ﴿٣٣﴾

৩৩। (যদি আমরা তওবা করি তাহা হইলে) অচিরেই আমাদের প্রতিপালক আমাদিগকে ইহার পরিবর্তে ইহা হইতে উৎকৃষ্টতর দান করিবেন; নিশ্চয় আমরা আমাদের প্রতিপালকের সমীপে সবিনয়ে অবনত হইতেছি।'

كَذٰلِكَ الْعَذَابُ ۭ وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَكْبَرُ ۘ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ﴿٣٤﴾ ع

৩৪। এইভাবেই আযাব নাযেল হয়। এবং নিশ্চয় পরকালের আযাব গুরুতর।[৩১০১] হায় যদি তাহারা জানিত !

[৩৪] ১ ৩ وقف لازم

اِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ﴿٣٥﴾

৩৫। নিশ্চয় মুত্তাকীগণের জন্য তাহাদের প্রতিপালকের সন্নিধানে নেয়ামতে ভরপুর বাগানসমূহ রহিয়াছে।

একাকী ভোগ করে। তাহারা এতই কৃপণ যে, অন্যায়ভাবে অর্জিত তাহাদের ঋণের একাংশ দ্বারা তাহারা যে গরীব-দুঃখীর প্রয়োজন মিটাইবে, তাহাও তাহারা করে না।

৩১০০। অন্যের পরিশ্রমকে লুটিয়া যাহারা ধন উপার্জ্জন করে, তাহারা সকলে একই শোষক শ্রেণীর। তাহারা সর্বদা এই অন্বেষা ও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকে যে, শ্রমিকেরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া যাহা ন্যায্য ভাবে উপার্জ্জন করে, তাহা হইতে শ্রমিকদিগকে কি করিয়া বঞ্চিত করা যায়। তাহারা ধনের উপর ভাসিয়া বেড়ায়, আনন্দোৎসব করে। আর তাহাদের গরীব ভ্রাতারা জীর্ণ-মলিন, বিষণ্ণ-ভারাক্রান্ত জীবনটা নিয়া কোন রূপে মুখ থুবড়াইয়া পথ চলে। তাহারা ইহা দেখিয়াও দেখে না।

৩১০১। আগে হউক, পরে হউক, শোষকরা ধ্বংসে পতিত হয়। অন্যকে তাহাদের পরিশ্রমের ন্যায্য ফল-প্রাপ্তি হইতে বঞ্চিত রাখার সকল জারিজুরি ও মার-প্যাঁচ শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

اَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِيْنَ كَالْمُجْرِمِيْنَ ﴿٣٦﴾

৩৬। তবে কি আমরা আত্মসমর্পণকারীদিগকে অপরাধীদের ন্যায় করিয়া দিব ?

مَا لَكُمْ ۟ كَيْفَ تَحْكُمُوْنَ ﴿٣٧﴾

৩৭। তোমাদের কি হইয়াছে ? তোমরা কিভাবে বিচার করিতেছ ?

اَمْ لَكُمْ كِتٰبٌ فِيْهِ تَدْرُسُوْنَ ﴿٣٨﴾

৩৮। তোমাদের নিকট কি এমন কোন কিতাব আছে যাহাতে তোমরা এই কথা পাঠ করিতেছ

اِنَّ لَكُمْ فِيْهِ لَمَا تَخَيَّرُوْنَ ﴿٣٩﴾

৩৯। যে, তোমরা যাহা চাহিবে অবশ্যই তাহা তোমরা উহাতে পাইবে ?

اَمْ لَكُمْ اَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ۙ اِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُوْنَ ﴿٤٠﴾

৪০। অথবা তোমাদের জন্য কি আমাদের দায়িত্বে এমন কোন বাধ্যবাধকতামূলক চুক্তি আছে যাহা কিয়ামত পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে এবং তোমরা যাহা কিছু আদেশ করিবে তাহাই তোমরা পাইবে ? [৩১০২]

سَلْهُمْ اَيُّهُمْ بِذٰلِكَ زَعِيْمٌ ﴿٤١﴾

৪১। তুমি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর যে, তাহাদের মধ্যে কে এই কথার জন্য জিম্মাদার।

اَمْ لَهُمْ شُرَكَآءُ ۚ فَلْيَاْتُوْا بِشُرَكَآئِهِمْ اِنْ كَانُوْا صٰدِقِيْنَ ﴿٤٢﴾

৪২। অথবা তাহাদের জন্য কি শরীক (কল্পিত মা'বূদ) আছে ? তাহা হইলে তাহারা তাহাদের শরীকগুলিকে উপস্থিত করুক, যদি তাহারা সত্যবাদী হয়।

يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَّيُدْعَوْنَ اِلَى السُّجُوْدِ فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ﴿٤٣﴾

৪৩। সেদিন চরম সংকট ঘনাইয়া আসিবে,[৩১০৩] এবং তাহাদিগকে সেজদার জন্য আহ্বান করা হইবে, কিন্তু তাহারা (সেজদা করিতে) সমর্থ হইবে না;

خَاشِعَةً اَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ۭ وَقَدْ كَانُوْا يُدْعَوْنَ اِلَى السُّجُوْدِ وَهُمْ سٰلِمُوْنَ ﴿٤٤﴾

৪৪। তাহাদের চক্ষুগুলি (লজ্জায়) অবনত হইবে, এবং লাঞ্ছনা তাহাদিগকে আচ্ছন্ন করিবে, অথচ তাহাদিগকে (ইতিপূর্বে) সেজদার জন্য আহ্বান করা হইত যখন তাহারা নিরাপদ ও সুস্থ ছিল।

৩১০২। এই আয়াতে বিশ্বাসীগণকে প্রশ্ন করা হইতেছে, তোমরা কোন্ কিতাবের মধ্যে এই অধিকার পাইয়াছ যে, তোমরা তোমাদের ইচ্ছামত যাহা খুশী করিবে এবং তোমাদের অসৎ কর্মের কোন মন্দ ফল তোমাদিগকে ভোগ করিতে হইবে না ? অথবা তোমরা কি আল্লাহ্‌র কাছ হইতে এমন কোন স্থায়ী প্রতিশ্রুতি প্রাপ্ত হইয়াছ যাহা কিয়ামতের দিন পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে যে, তোমরা যাহা চাও তাহাই করিতে পার এবং যেপথ মর্জি অবলম্বন করিতে পার; আর সেজন্য তোমাদের দুষ্টামীর প্রতিফল তোমাদিগকে ভোগ করিতে হইবে না ?

৩১০৩। আয়াতটি কিয়ামতের দিনের কঠোর ভয়াবহতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। অথবা ঐদিন সকল রহস্যাবলীর উন্মোচন ও সকল গোপন তথ্যের প্রকাশ-প্রাপ্তির ঘটনার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। দেখুন ২১৭৭ টীকা।

فَذَرْنِيْ وَمَنْ يُّكَذِّبُ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ ؕ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٤٥﴾

৪৫। অতএব (উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার জন্য) তুমি আমাকে এবং তাহাদিগকে, যাহারা (আমার) এই বাণীকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করে, ছাড়িয়া দাও; আমরা অচিরেই তাহাদিগকে ধ্বংসের দিকে এমন স্থান হইতে ধাপে ধাপে[৩১০৪] টানিয়া আনিব যাহা তাহারা জানিতেও পারিবে না।

وَ اُمْلِيْ لَهُمْ ؕ اِنَّ كَيْدِيْ مَتِيْنٌ ﴿٤٦﴾

৪৬। এবং আমি তাহাদিগকে দীর্ঘ অবকাশ দিব; নিশ্চয় আমার কৌশল অত্যধিক দৃঢ়, নিশ্চিত।

اَمْ تَسْـَٔلُهُمْ اَجْرًا فَهُمْ مِّنْ مَّغْرَمٍ مُّثْقَلُوْنَ ﴿٤٧﴾

৪৭। তুমি কি তাহাদের নিকট কোন প্রতিদান চাহিতেছ যাহার ফলে তাহারা দণ্ড-ভারে ভারাক্রান্ত ?

اَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُوْنَ ﴿٤٨﴾

৪৮। অথবা তাহাদের নিকট অদৃশ্যের কোন জ্ঞান আছে কি যে তাহারা উহা লিখিতেছে ?

فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوْتِ ۘ اِذْ نَادٰى وَهُوَ مَكْظُوْمٌ ﴿٤٩﴾

৪৯। সুতরাং তুমি তোমার প্রতিপালকের আদেশের উপর ধৈর্য সহকারে প্রতিষ্ঠিত থাক এবং তুমি সেই **মৎস্য-সঙ্গীর (ইউনুসের)** মত হইও না যখন সে বিষন্ন চিত্তে (স্বীয় প্রতিপালককে) ডাকিয়াছিল।

لَوْلَاۤ اَنْ تَدٰرَكَهٗ نِعْمَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ لَنُبِذَ بِالْعَرَآءِ وَهُوَ مَذْمُوْمٌ ﴿٥٠﴾

৫০। যদি তাহার নিকট তাহার প্রতিপালকের নেয়ামত না পৌঁছিত তাহা হইলে নিশ্চয় সে এক নির্জন মরু-প্রান্তরে নিক্ষিপ্ত হইত[৩১০৫] এবং সে (লোকের দৃষ্টিতে) তিরস্কৃত হইত।

فَاجْتَبٰهُ رَبُّهٗ فَجَعَلَهٗ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٥١﴾

৫১। কিন্তু তাহার প্রতিপালক তাহাকে মনোনীত করিলেন এবং তাহাকে **সৎকর্মশীল** বান্দাগণের অন্তর্ভুক্ত করিলেন।

وَاِنْ يَّكَادُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَيُزْلِقُوْنَكَ بِاَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُوْلُوْنَ اِنَّهٗ لَمَجْنُوْنٌ ﴿٥٢﴾

৫২। এবং যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহারা যখন এই উপদেশ-বাণী শ্রবণ করে তখন নিশ্চয় তাহারা (রোষভরা) দৃষ্টি দ্বারা পারিলে তোমাকে স্থানচ্যুত করিয়া ফেলিত[৩১০৬] এবং তাহারা বলে, 'এই ব্যক্তি তো নিশ্চয়ই পাগল।'

وَمَا هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿٥٣﴾

৫৩। অথচ ইহা সকল বিশ্ববাসীর জন্য সম্মান-সূচক উপদেশ বাণী ব্যতিরেকে কিছু নহে।

২ [১৯] ৪

৩১০৪। কাফেরগণের উপর আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে শাস্তি ক্রমশঃ আসে, মাত্রায়-মাত্রায় আসে, সময়-সুযোগ দিয়া আসে যাহাতে তাহারা অনুতাপ করিবার যথেষ্ট সুযোগ পাইয়া, কুরআনের বাণীকে গ্রহণের উদ্যোগ নিতে পারে ও নিজেকে শুধরাইয়া লইতে পারে।

৩১০৫। এই আয়াতে নবী করীম (সাঃ)-এর মদীনায় হিজরতের একটি গোপন ইশারা বিদ্যমান আছে বলিয়া মনে হয়।

৩১০৬। কাফেরগণ এত কঠোর ও হিংস্রভাবে মহানবী (সাঃ)-এর দিকে তাকাইত এবং চোখ রাঙ্গাইত যে, সাধারণ সাহসের যে কোন লোক ভয়ের চোটে নিজের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছাড়িয়া পালাইত। কিন্তু মহানবী (সাঃ) তো ঐশী-বাণীর বর্ম্মে আবৃত। সে বাণী তাঁহাকে মানবের কাছে পৌঁছাইতেই হইবে। কাজেই ভীতি প্রদর্শন করিয়া, ফুস্‌লাইয়া, কিংবা ঘুষ দিয়া, এমনকি সকল প্রকারের চাপ সৃষ্টি করিয়াও হুযূর আকরাম (সাঃ)-কে লক্ষ্যচ্যুত করা সম্ভব নহে।

৬৯-সূরা আল্ হাক্কা
(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)।

সাধারণ মন্তব্য

বিষয়-বস্তু দৃষ্টে নিঃসন্দেহে বুঝা যায়, এই সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ প্রাথমিক সূরাগুলির একটি । 'মৃত্যুর পর মানুষের পুনরুত্থান অনিবার্য সত্য'— এই বিষয়টিই সূরার সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব পূর্ণ উপজীব্য। এই ধারণা ও ধর্মমতের সত্যতা প্রমাণের জন্য, মহা প্রতিকূল ও সম্বল-শক্তি-বিহীন অসম্ভব অবস্থার মধ্যেও নবী করীম (সাঃ)-এর নিশ্চিত বিজয়ের প্রতিশ্রুতির সফল বাস্তবায়নকে তুলিয়া ধরা হইয়াছে । চূড়ান্ত পর্যায়ে মহানবী (সাঃ)-এর 'বিজয়' ও 'মৃত্যুর পর পুনরুত্থান' এই দুইটিই কাফেরদের নিকট সমভাবে অসম্ভব ছিল । অতএব, ইহাদের একটি যদি সত্য সাব্যস্ত হইয়া যায় ও বাস্তবে পরিণত হয়, তাহা হইলে ইহা দ্বারাই অবিসম্বাদিতভাবে প্রমাণিত হইয়া যায় যে, অপরটিও সত্য ও বাস্তব । কাজেই সূরাটি একটি জোরালো ও দৃঢ় ঘোষণার মাধ্যমে আরম্ভ হইয়াছে যে, সত্যের শত্রুরা পরাভূত হইয়া যাইবে । অতঃপর 'ঐশী-বাণী' ও 'পরলোকে পুনরুত্থানের' সত্যতার বিরোধী কাফেরগণের ধ্বংসের উল্লেখ পূর্বক বলা হইয়াছে যে, কাফেরগণের জন্য শাস্তির "সময়টি" সর্বাপেক্ষা যন্ত্রণাময় ও বিষাদময় হইবে । আর মো'মেনগণের জন্য সেই সময়টি কতইনা আনন্দময় ও সুখকর হইবে ! সূরাটি শেষ পর্যায়ে বলিতেছে যে, চূড়ান্ত প্রতিকূল অবস্থা ও মহাশক্তিধরদের চরম মোকাবেলা সত্বেও, মহানবী (সাঃ)-এর বিজয় লাভ এবং পরকালের পুনরুত্থান— এই দুইটি বিষয় নিশ্চয়ই সংঘটিত হইবে।কেননা মহানবী (সাঃ) যাহা বলেন, তাহা আল্লাহ্তা'লার অবতীর্ণ বাণী । তাহা কবির কাব্য নহে, তাহা ভবিষ্যদ্বক্তার অনুমানও নহে । তাহা কোন বানাওটি কথাও নহে । কারণ, তিনি (সাঃ) যদি আল্লাহ্র নামে কোন বানাওটি কথা বলিতেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই নিহত হইতেন, কেননা যে ব্যক্তি ঐশী-বাণীবাহক না হইয়াও নিজের বাণীকেই আল্লাহ্র বাণী বলিয়া চালাইতে চায়, আল্লাহ্তা'লা তাহাকে অচিরেই ধ্বংস করিয়া দেন ।

৬৯-সূরা আল্ হাক্কা

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ইহাতে ৫৩ আয়াত এবং ২ রুকূ আছে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। আল্লাহ্র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময়।

اَلْحَآقَّةُ ②

২। এক অবশ্যম্ভাবী সত্য-সংবাদ।[৩১০৭]

مَا الْحَآقَّةُ ③

৩। সেই অবশ্যম্ভাবী সত্য-সংবাদ কি ?

وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا الْحَآقَّةُ ④

৪। এবং তোমাকে কিসে জানাইবে যে, সেই অবশ্যম্ভাবী সত্য-সংবাদ কি ?

كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ وَعَادٌۢ بِالْقَارِعَةِ ⑤

৫। 'সামূদ' এবং 'আদ' জাতি প্রচণ্ড আঘাতকারী সংবাদকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল।

فَاَمَّا ثَمُوْدُ فَاُهْلِكُوْا بِالطَّاغِيَةِ ⑥

৬। অতএব 'সামূদ' জাতির বৃত্তান্ত হইল এই যে, তাহাদিগকে এক প্রলয়ংকর আযাব দ্বারা ধ্বংস করা হইয়াছিল।

وَاَمَّا عَادٌ فَاُهْلِكُوْا بِرِيْحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ⑦

৭। এবং 'আদ' জাতির বৃত্তান্ত হইল এই যে, তাহাদিগকে এক ভয়াবহ হিম-ঝঞ্ঝা বায়ু দ্বারা ধ্বংস করা হইয়াছিল।

سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَّ ثَمٰنِيَةَ اَيَّامٍ ۙ حُسُوْمًا ۙ فَتَرَى الْقَوْمَ فِيْهَا صَرْعٰى ۙ كَاَنَّهُمْ اَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ ⑧

৮। তিনি তাহাদিগকে সমূলে উৎপাটিত করিবার উদ্দেশ্যে ঐ ঝঞ্ঝা-বায়ুকে তাহাদের উপর অবিরাম সাত রাত এবং আট দিনের জন্য নিয়োজিত করিয়াছিলেন, অতএব তুমি সেই জাতিকে তথায় ভূপতিত অবস্থায় দেখিতে পাইবে যেন তাহারা ভূলুণ্ঠিত খর্জ্জুর বৃক্ষের কাণ্ড।

فَهَلْ تَرٰى لَهُمْ مِّنْۢ بَاقِيَةٍ ⑨

৯। অতএব তুমি কি তাহাদের কোন ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাইতেছ ?

وَجَآءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهٗ وَالْمُؤْتَفِكٰتُ بِالْخَاطِئَةِ ⑩

১০। এবং ফেরাউন ও তাহার পূর্ববর্তীগণ এবং উৎপাটিত জনপদসমূহও মহা অপরাধ করিয়াছিল।

فَعَصَوْا رَسُوْلَ رَبِّهِمْ فَاَخَذَهُمْ اَخْذَةً رَّابِيَةً ⑪

১১। বস্তুতঃ তাহারা তাহাদের প্রতিপালকের রসূলকে অমান্য করিয়াছিল, ফলে তিনি তাহাদিগকে ধৃত করিলেন যাহা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাইতেছিল।

৩১০৭। একটি প্রতিষ্ঠিত, অপরিহার্য সুনিশ্চিত সত্য; সুনিশ্চিতভাবে ঘটনীয়, চরম ধ্বংসলীলা, অবিশ্বাসের চূড়ান্ত পতন।

إِنَّا لَمَّا طَغَا الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ ﴿١٢﴾

১২। এবং যখন (নূহের যুগে) পানি স্ফীত হইয়া উঠিয়াছিল,[৩১০৮] তখন নিশ্চয় আমরা তোমাদিগকে এক নৌকায় আরোহণ করাইয়াছিলাম,

لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ ﴿١٣﴾

১৩। যেন আমরা উহাকে তোমাদের জন্য এক শিক্ষামূলক নিদর্শন করিয়া দিই এবং যেন শ্রবণকারী কর্ণ উহাকে শ্রবণ করে।

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ ﴿١٤﴾

১৪। এবং যখন শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হইবে— কেবল একটি ফুৎকার।[৩১০৯]

وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً ﴿١٥﴾

১৫। এবং পৃথিবী ও পাহাড়সমূহকে উৎক্ষিপ্ত করা হইবে এবং উভয়কে একই ধাক্কায় চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হইবে।[৩১১০]

فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ﴿١٦﴾

১৬। অতএব সেদিন এই মহা ঘটনা সংঘটিত হইবে।

وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ ﴿١٧﴾

১৭। এবং আকাশ বিদীর্ণ হইয়া যাইবে এবং উহা সেদিন অকেজো হইয়া পড়িবে।

وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا ۚ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ ﴿١٨﴾

১৮। এবং ফিরিশ্‌তাগণ উহার প্রান্তদেশে অবস্থান করিবে এবং সেদিন আটজন (ফিরিশ্‌তা) নিজেদের উপর তোমার প্রতিপালকের আরশকে বহন করিবে।[৩১১১]

৩১০৮। নূহ(আঃ)-এর প্লাবনের প্রতি দৃষ্টি-আকর্ষণ।

৩১০৯। মহানবী (সাঃ)-এর মক্কা-অভিযান এতই দ্রুত ও আকস্মিক ছিল যে, মক্কাবাসীরা একেবারে বিস্মিত ও হতচকিত হইয়া গিয়াছিল। ইহা ছিল তাহাদের উপরে বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মত। আয়াতটি সমভাবে 'কিয়ামত-দিবসের' প্রতিও প্রযোজ্য, যেদিন শিংগা ফোঁকার সাথে সাথে ধার্মিক-অধার্মিক নির্বিশেষে, বিচারাসনের সামনে নিজ নিজ কাজের হিসাব দানের জন্য, সকলেই দণ্ডায়মান হইবে।

৩১১০। সারা আরবদেশ, এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত প্রকম্পিত হইয়াছিল; ইসলামের এই বিজয়ের ধাক্কা আরববাসী বড়-ছোট সকলকে সজোরে নাড়া দিয়াছিল। তাহাদের জীবন যাপন পদ্ধতিতে এত বিরাট ও বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করিয়াছিল যে, তাহা মানবেতিহাসে বিরল। এখানে 'আল্ জিবাল' বলিতে আরব নেতৃবৃন্দ এবং 'আল-আরয' বলিতে সাধারণ আরববাসীকে বুঝাইয়াছে।

৩১১১। 'আর্‌শ' (সিংহাসন) বলিতে ঐসব অনতিক্রমনীয়, জ্ঞানাতীত গুণাবলীকে বুঝায়, যাহা আল্লাহ্‌তা'লার একান্ত নিজস্ব। এইগুলির প্রকাশ পায় আল্লাহ্‌তা'লার অন্যান্য অনুরূপ গুণাবলীর মাধ্যমে। তাই, সদৃশ বা অনুরূপ গুণাবলীকে এই আয়াতে 'আরশ' বহনকারী বলা হইয়াছে। এই 'আরশ-বাহী' গুণগুলি হইল 'রাব্ব', রাহমান, রাহীম ও মালিক-ইয়াওমিদ্দীন। এই মৌলিক ঐশী গুণাবলীর উপরে ভর করিয়াই বিশ্ব টিকিয়া আছে, মানুষের জীবন-জীবিকা ও উন্নতি এবং পরিণতি এই ঐশী গুণাবলীর সাথে সম্পৃক্ত। এই চারিটি ঐশী গুণের মহামহিমতা, ভয়ঙ্করতা ও সর্বব্যাপিতা, কেয়ামত-দিবসে দ্বিগুণিত হইয়া প্রকাশ পাইবে। ইহার আরেক অর্থ এই হইতে পারে ঃ কেয়ামতের দিন, এই চারিটি সদৃশ গুণের সাথে সামঞ্জস্যশীল চারিটি ঐশী গুণ যাহা আল্লাহ্‌র একান্ত ও নিজস্ব এবং যাহার ক্রিয়াশীলতা পূর্বে কেহ দেখে নাই, সেইগুলিও ক্রিয়াশীল হইয়া দেখা দিবে। আর, যেহেতু ঐশী গুণাবলী ফিরিশ্‌তাগণের মাধ্যমে কার্যকরী করা হয়, সেই কারণেই, ঐ মহা-দিবসে আটজন ফিরিশতা আল্লাহ্‌তা'লার আরশ-বাহী হইবে বলিয়া এখানে বর্ণিত হইয়াছে।

ইহা একটি ভুল ধারণা যে, যেহেতু ফিরিশ্‌তাগণ আর্‌শ বহন করিবে বলিয়া এই আয়াতে বর্ণিত হইয়াছে, অতএব 'আর্‌শটি' কোন সশরীরী বস্তু হইবে। কিন্তু কুরআনে 'হামালা' শব্দটি কেবল সশরীরী কোন বস্তুকে বহন করা অর্থেই ব্যবহৃত হয় নাই, বরং রূপকার্থেও ব্যবহৃত হইয়াছে। যথা ৩৩ঃ৭৩ আয়াতে মানুষকে 'আইন বহনকারী' বা শরীয়তের বোঝা বহনকারী বলা হইয়াছে, অথচ শরীয়াত কোন সশরীরী বস্তু নহে। ঠিক সেই ভাবেই ফিরিশ্‌তা কর্তৃক আর্‌শ-বহন দ্বারা বুঝায়, যে, আল্লাহ্‌র গুণাবলীর বাস্তবতা ফিরিশ্‌তাদের মাধ্যমে কার্যকর ও প্রকাশিত হয়। আল্লাহ্‌র অনধিগম্য, একান্ত নিজস্ব গুণাবলী (আরশ-'সিফাতে তানজিহিয়াহ') কি তাহা আমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না— উহাদের

يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُوْنَ لَا تَخْفٰى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ ﴿١٨﴾

১৯ । সেদিন তোমাদিগকে (আল্লাহ্‌র সম্মুখে) পেশ করা হইবে এবং (কোন) গুপ্ত বিষয় তোমাদের নিকট গোপন থাকিবে না ।[৩১১২]

فَاَمَّا مَنْ اُوْتِىَ كِتٰبَهٗ بِيَمِيْنِهٖ ۙ فَيَقُوْلُ هَآؤُمُ اقْرَءُوْا كِتٰبِيَهْ ﴿١٩﴾

২০ । অতএব যাহাকে তাহার আমলনামা তাহার ডান হস্তে দেওয়া হইবে,[৩১১৩] সে (তাহার সংগীগণকে) ডাকিয়া বলিবে, 'আস, আমার আমলনামা পাঠ করিয়া দেখ।'

اِنِّىْ ظَنَنْتُ اَنِّىْ مُلٰقٍ حِسَابِيَهْ ﴿٢٠﴾

২১ । আমার বিশ্বাস ছিল যে, নিশ্চয় আমি আমার হিসাব প্রত্যক্ষ করিব ।

فَهُوَ فِىْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ ﴿٢١﴾

২২ । সুতরাং সে আনন্দময়, সন্তোষজনক জীবন যাপন করিবে ,

فِىْ جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ﴿٢٢﴾

২৩ । সুমহান ও সমুন্নত জান্নাতে ।

قُطُوْفُهَا دَانِيَةٌ ﴿٢٣﴾

২৪ । উহার ফলরাশি ঝুঁকিয়া নিকটবর্তী থাকিবে (অর্থাৎ তাহাদের জন্য সহজলভ্য হইবে)।

كُلُوْا وَاشْرَبُوْا هَنِيْٓـًٔا بِمَآ اَسْلَفْتُمْ فِى الْاَيَّامِ الْخَالِيَةِ ﴿٢٤﴾

২৫ । (তাহাদিগকে বলা হইবে)'অতীত দিনগুলিতে তোমরা যে সৎকর্ম করিয়াছ উহার বিনিময়ে তোমরা পরম তৃপ্তির সহিত ভোজন কর ও পান কর ।'

وَاَمَّا مَنْ اُوْتِىَ كِتٰبَهٗ بِشِمَالِهٖ ۙ فَيَقُوْلُ يٰلَيْتَنِىْ لَمْ اُوْتَ كِتٰبِيَهْ ﴿٢٥﴾

২৬ । কিন্তু যাহাকে তাহার আমলনামা বাম হস্তে দেওয়া হইবে[৩১১৪] সে বলিবে; 'হায় যদি আমাকে আমার আমলনামা না-ই দেওয়া হইত !

সাদৃশ্যমূলক গুণাবলী (সিফাতে তাশ্‌বিহিয়াহ) ব্যতিরেকে । কুরআনের ১১ঃ৮ আয়াতে 'আরশ' পানির উপর আছে বলিয়া বিবৃত হইয়াছে । ইহাতেও কেহ কেহ মনে করেন, যেহেতু পানি সৃষ্ট বস্তু, অতএব আরশও কোন সৃষ্ট বস্তুই হইবে । কিন্তু ইলহামী কিতাবের ভাষাতে 'পানি'র অর্থ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই 'আল্লাহ্‌র বাণী' বা ওহী-ইলহামকে বুঝাইয়া থাকে । এই অর্থে ১১ঃ৮ আয়াতের তাৎপর্য দাঁড়ায়ঃ আল্লাহ্‌র আরশ আল্লাহ্‌র বাণীর উপর আছে । অর্থাৎ আল্লাহ্‌র বাণীর সাহায্য ব্যতিরেকে আল্লাহ্‌তা'লার দুর্ভেদ্য, অনতিক্রম্য গুণাবলী এবং তাঁহার মাহাত্ম্য ও মহিমা সম্যকভাবে বুঝা সম্ভব নয় । 'আরশ' বলিতে যে আল্লাহ্‌তা'লার একান্ত, অনধিগম্য, নিজস্ব গুণাবলী বুঝায় তাহা ২৩ঃ১১৭ আয়াত হইতেও পরিষ্কার বুঝা যায় । ৯৮৬ টীকা দেখুন ।

৩১১২ । মূল পাঠে যে তরজমা দেওয়া হইয়াছে তাহা ছাড়াও আয়াতটির আরেকটি অর্থ আছেঃ মুসলমানদের হাতে পৌত্তলিক মক্কার যেদিন পতন ঘটিবে, সেদিন মক্কাবাসীদের মূর্তি পূজা ও পৌত্তলিক বিশ্বাসের এবং সংশ্লিষ্ট সকল আচার-পালনের অসারতা নগ্নভাবে প্রকাশিত হইয়া পড়িবে ।

৩১১৩ । একজনের কার্যাবলীর রেকর্ড (আমল-নামা) তাহার দক্ষিণ হস্তে দান করা বলিতে, কুরআনের আলঙ্কারিক ভাষায় ইহাই বুঝায় যে, সেই ব্যক্তি পরীক্ষায় কৃত-কর্মের ভিত্তিতে পূর্ণ সফলতার সহিত পাশ করিয়াছে ।

৩১১৪ । একজনের 'কার্যাবলীর রেকর্ড' (আমল-নামা) তাহার বাম হাতে দেওয়া, কুরআনের রূপক ও আলঙ্কারিক ভাষা বিশেষ, যাহার অর্থ হইল সে ব্যক্তি পরীক্ষায় কৃতকার্য হইতে পারে নাই ।

وَلَمْ اَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ ﴿٢٧﴾

২৭। এবং যদি আমি জানিতে না-ই পাইতাম যে, আমার হিসাব কি !

يٰلَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ ﴿٢٨﴾

২৮। হায়! যদি উহা (আমার মৃত্যু) আমাকে একেবারে শেষ করিয়া দিত।৩১১৫

مَآ اَغْنٰى عَنِّيْ مَالِيَهْ ﴿٢٩﴾

২৯। আমার ধন-সম্পদ (আজ) আমার কোন কাজে আসিল না,

هَلَكَ عَنِّيْ سُلْطٰنِيَهْ ﴿٣٠﴾

৩০। আমার আধিপত্য আমা হইতে নিঃশেষ হইয়া গেল।'

خُذُوْهُ فَغُلُّوْهُ ﴿٣١﴾

৩১। (তখন ফিরিশ্‌তাদিগকে বলা হইবেঃ) 'তোমরা তাহাকে ধৃত কর এবং তাহার গলায় বেড়ি পরাও।

ثُمَّ الْجَحِيْمَ صَلُّوْهُ ﴿٣٢﴾

৩২। অতঃপর তাহাকে জাহান্নামে প্রবিষ্ট কর,

ثُمَّ فِيْ سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُوْنَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوْهُ ﴿٣٣﴾

৩৩। অতঃপর তাহাকে শিকলে বাঁধিয়া ফেল যাহার দৈর্ঘ সত্তর হাত।' ৩১১৬

اِنَّهٗ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ ﴿٣٤﴾

৩৪। নিশ্চয় সে মহামহিম আল্লাহ্‌র উপর ঈমান রাখিত না,

وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ﴿٣٥﴾

৩৫। সে মিস্‌কীনগণকে খাবার খাওয়াইতে উৎসাহ দিত না।'

فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هٰهُنَا حَمِيْمٌ ﴿٣٦﴾

৩৬। সুতরাং আজ এখানে তাহার কোন বন্ধু নাই;

وَّلَا طَعَامٌ اِلَّا مِنْ غِسْلِيْنٍ ﴿٣٧﴾

৩৭। এবং যখম-ধোয়া পানি ব্যতীত তাহার আর কোন খাদ্য নাই,

[৩৮] ৩৮। এই খাদ্য কেবল অপরাধীরাই খাইবে।' ১ ৫

لَا يَاْكُلُهٗۤ اِلَّا الْخٰطِـُٔوْنَ ﴿٣٨﴾ ع ১৫

৩১১৫। অবিশ্বাসীরা তখন আফসোস্ করিয়া বলিবে, আহা! এই মৃত্যুটাই যদি সব কিছুর অবসান ঘটাইয়া দিত আর পরবর্তী অন্য জীবনে টানিয়া না আনিত এবং আল্লাহ্‌র কাছে গত জীবনের কাজকর্মের জন্য কোন হিসাব দানের ব্যবস্থা না থাকিত।

৩১১৬। কুরআনে ইহা বারংবার ব্যাখ্যা করা হইয়াছে যে মৃত্যুর পরবর্তী জীবন কোন নূতন জীবন নহে, বরং ইহজীবনের ঘটনাবলীর প্রতিনিধিত্বকারী প্রতিকৃতি মাত্র। এই আয়াতগুলিতে, ইহজগতের আধ্যাত্মিক অত্যাচারসমূহকে দৈহিক শাস্তিরূপে দেখানো হইয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, ঘাড়ের চতুর্দিকে দীর্ঘ শিকলের বন্ধন, ইহকালের অত্যধিক কামনা-বাসনা ও ভোগ-বিলাসের প্রতিচ্ছবি। এই কামনা-বাসনাই পরলোকে শিকলের বাঁধন সাজিবে। সেইরূপে, ইহলোকের বন্ধনসমূহ পরলোকে পায়ের শৃঙ্খল রূপে দেখা দিবে। ইহলোকের অন্তর্দাহ পরলোকে প্রজ্জলিত অগ্নিশিখার রূপ ধারণ করিবে। মানুষের আয়ু (শৈশব ও বার্ধক্যের অচলাবস্থা বাদ দিলে) গড়ে সত্তর বৎসর ধরা যাইতে পারে। দুষ্ট অবিশ্বাসী এই সত্তরটি বৎসর কেবল দুনিয়াদারীর মধ্যে থাকিয়া, কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার ভিতর দিয়া কাটাইয়া দেয়। সে নিজেকে ইন্দ্রিয়াসক্তির শিকল হইতে মুক্ত করিবার চেষ্টা করে না এবং এই কারণেই পরকালে সত্তর বৎসর ব্যাপী কামনা-বাসনার প্রতীক রূপে সত্তর হাত লম্বা শিকল তাহাকে শৃঙ্খলিত করিবে। এক এক হাত শিকল তাহার কামনা-বাসনা ও ইন্দ্রিয়াসক্তির জীবনের এক একটি বৎসর।

فَلَآ أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُوْنَ ﴿٣٩﴾

৩৯। আমি অবশ্যই উহার কসম খাইতেছি যাহা তোমরা দেখিতেছ ,

وَمَا لَا تُبْصِرُوْنَ ﴿٤٠﴾

৪০। এবং উহারও যাহা তোমরা দেখিতেছ না।[৩১১৭]

اِنَّهٗ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ ﴿٤١﴾

৪১। নিশ্চয় ইহা (কুরআন) এক সম্মানিত রসূলের (দ্বারা আনিত) কালাম ,

وَّ مَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ ؕ قَلِيْلًا مَّا تُؤْمِنُوْنَ ﴿٤٢﴾

৪২। এবং ইহা কোন কবির কাব্য নহে, কিন্তু (পরিতাপ যে) তোমরা অল্পই ঈমান আন !

وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ ؕ قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ ﴿٤٣﴾

৪৩। এবং ইহা কোন গণকেরও কথা নহে, কিন্ত তোমরা অল্পই উপদেশ গ্রহণ কর।

تَنْزِيْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٤٤﴾

৪৪। ইহা জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকট হইতে নাযেল করা হইয়াছে।

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَاوِيْلِ ﴿٤٥﴾

৪৫। এবং সে যদি কোন কথা মিথ্যা রচনা করিয়া আমাদের প্রতি আরোপ করিত,

لَاَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِيْنِ ﴿٤٦﴾

৪৬। তাহা হইলে নিশ্চয় আমরা তাহাকে ডান হাতে ধৃত করিতাম,

ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِيْنَ ﴿٤٧﴾

৪৭। অতঃপর আমরা তাহার জীবন-শিরা কাটিয়া দিতাম,

فَمَا مِنْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ عَنْهُ حٰجِزِيْنَ ﴿٤٨﴾

৪৮। তখন তোমাদের মধ্য হইতে কেহই তাঁহার (আযাব) হইতে তাহাকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারিত না।[৩১১৮]

৩১১৭। প্রাকৃতিক জগতে যে সব বস্তুনিচয়কে আমরা ক্রিয়াশীল অবস্থায় দেখিতে পাই (অর্থাৎ জীবনে যাহা কিছু আমরা চোখে দেখিতে পাই) এবং যাহা কিছু আমরা চোখে দেখিতে পাই না (অর্থাৎ মানবিক বুদ্ধি, যুক্তি, বিবেক ইত্যাদি), ৩৯-৪০ আয়াতে ঐগুলিকে প্রমাণ ও সাক্ষীরূপে পেশ করিয়া, কুরআন ঐশী উৎস হইতে অবতীর্ণ বলিয়া স্বীয় দাবী উত্থাপন করিয়াছে। আয়াতগুলির অন্য অর্থ ইহাও হইতে পারে যে, সকল বড় বড় ঐশী নিদর্শনাবলী মহানবী (সাঃ)-এর সময়কার কাফেরগণ তাহাদের স্বচক্ষে দেখিয়াছিল এবং ইসলামের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যে সকল সুস্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়ার অপেক্ষায় তাহাদের সমক্ষে উপস্থাপিত ছিল, সেগুলিই ছিল অপ্রতিরোধ্য যুক্তি যে কুরআন আল্লাহ্‌তা'লার স্বীয় বাক্য যাহা তিনি তাঁহার সুমহান নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর কাছে অবতীর্ণ করিয়াছেন। ইহা জীবনের কঠোর সত্যগুলিকে মানুষের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছে, ইহা কবির কল্পনা-বিলাস বা স্বাপ্নিকের স্বপ্ন নহে। ইহা ভবিষ্যদ্বক্তা গণকের অন্ধকারে হাতড়ানোও নহে।

৩১১৮। এই আয়াতে এবং পূর্ববর্তী তিনটি আয়াতে এই যুক্তিই পেশ করা হইয়াছে যে, মহানবী (সাঃ) যদি ওহী-ইলহাম প্রাপ্তির মিথ্যা দাবীদার হইতেন, তাহা হইলে স্বয়ং আল্লাহ্‌র কঠিন হস্ত তাঁহার গলা চাপিয়া (টিপিয়া) ধরিত এবং তিনি মুহূর্তেই নিশ্চিতভাবে ভয়াবহ মৃত্যুর কবলে পড়িতেন, এবং তাঁহার সকল চেষ্টা-প্রচেষ্টা, কাজ-কর্ম ও উদ্দেশ্যাবলী চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইত। মিথ্যা নবীদের অবস্থা তাহাই হয়। এই দাবী ও যুক্তিমালা বাইবেলের দ্বিতীয় বিবরণ ১৮ঃ২০ এ বর্ণিত কথাগুলির হুবহু পুনরাবৃত্তি বলিলেই চলে।

وَ اِنَّهٗ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿٤٨﴾

৪৯। এবং নিশ্চয় ইহা (কুরআন) মুত্তাকীগণের জন্য অবশ্যই সম্মানসূচক উপদেশ-বাণী,

وَ اِنَّا لَنَعْلَمُ اَنَّ مِنْكُمْ مُّكَذِّبِيْنَ ﴿٤٩﴾

৫০। আমরা অবশ্যই জানি যে, তোমাদের মধ্যে অনেক (আমাদের নিদর্শনাবলীকে) প্রত্যাখ্যানকারী আছে।

وَ اِنَّهٗ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ﴿٥٠﴾

৫১। এবং নিশ্চয় কাফেরদের জন্য ইহা আক্ষেপের কারণ।

وَ اِنَّهٗ لَحَقُّ الْيَقِيْنِ ﴿٥١﴾

৫২। এবং নিশ্চয় ইহা বাস্তব-ভিত্তিক বিশ্বাস।

فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ ﴿٥٢﴾ ع ২ [১৫] ৬

৫৩। সুতরাং তুমি তোমার মহামহিমান্বিত প্রতিপালকের নামের তসবীহ্ কর।

৭০-সূরা আল্ মা'আরেজ

(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

ভূমিকা

নবুওয়াতের পঞ্চম বৎসরের কাছাকাছি সময়ে, মক্কী জীবনের প্রথমার্ধের শেষদিকে, এই সূরাটি নাযেল হয় । নলডিকি মূইর এবং আরও কতিপয় বিশেষজ্ঞ এই সময়ই ইহার অবতরণ নির্ধারণ করিয়াছেন । পূর্ববর্তী সূরাতে কাফেরদিগকে সতর্ক করা হইয়াছিল যে শীঘ্র 'মহাবিপদ' তাহাদের উপর আপতিত হইবে, যদি তাহারা তাহাদের পাপ-কর্মাদির জন্য অনুতাপ-অনুশোচনা না করে এবং সমাগত ঐশী-বাণীকে গ্রহণ না করে । এই সূরাটি আরম্ভ হইয়াছে তাহাদের পাল্টা প্রত্যুত্তর বিবৃত করিয়া, "ঐ বিঘোষিত ভীতিপূর্ণ শাস্তি কখন আসিবে?" তাহাদিগকে বলা হইতেছে, ইহা শীঘ্রই তাহাদের উপর আপতিত হইবে, বরং ইহা তাহাদের দ্বারদেশে আসিয়া গিয়াছে । কিন্তু এই শাস্তি যখন তাহাদের উপর ভাঙ্গিয়া পড়িবে, তখন ইহা এতই ভয়ঙ্কর, ভয়াবহ ও বিধ্বংসী হইবে যে, পাহাড় ধুনা-তুলার মত উড়িয়া যাইবে । আর অবিশ্বাসীরা নিজেদের আত্মীয়-পরিজন, স্ত্রী-পুত্র ও ভ্রাতা-ভগ্নী ছাড়িয়া, কেবল স্বীয় প্রাণ রক্ষার চিন্তায় অস্থির হইয়া যাইবে । এমনকি ইহাদের বিনিময়েও নিজে প্রাণ-ভিক্ষা চাহিবে। কিন্তু, তখন বড়ই দেরী হইয়া গিয়াছে । সূরার শেষ দিকে অবিশ্বাসীগণকে সাবধান করা হইয়াছে যে, ইসলামের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ ও বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণীকে তাহারা কল্পনা-বিলাসীর স্বপ্ন বলিয়া উড়াইয়া দিতে চায় । কিন্তু তাহারা অতি শীঘ্রই লজ্জাবনত চক্ষে দেখিতে পাইবে, তাহারা মহানবী (সাঃ)-এর কাছে দৌড়াইয়া আসিয়া, মাথা নীচু করিয়া ইসলাম গ্রহণ করিতেছে । তখন তাহারা সুনিশ্চিতভাবে, দুঃখ ও লজ্জা ভারাক্রান্ত মনে, বুঝিতে পারিবে যে, মহানবী (সাঃ) তাহাদের পরাজয় সম্বন্ধে যে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন, তাহা কতই না সত্য ছিল !

سُوْرَةُ الْمَعَارِجِ مَكِّيَّةٌ

৭০- সূরা আল্ মা'আরেজ

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ইহাতে ৪৫ আয়াত এবং ২ রুকূ আছে ।

১। আল্লাহ্র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময়।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝١

২। একজন প্রশ্নকারী [৩১১৯] অবশ্যম্ভাবী আযাব সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াছে ।

سَاَلَ سَآئِلٌۢ بِعَذَابٍ وَّاقِعٍ ۙ۝٢

৩। কাফেরদের জন্য, কেহই ইহার প্রতিরোধকারী নাই ।

لِّلْكٰفِرِيْنَ لَيْسَ لَهٗ دَافِعٌ ۙ۝٣

৪। আল্লাহ্র নিকট হইতে, যিনি (উন্নতির) সোপানসমূহের অধিপতি । [৩১১৯-ক]

مِّنَ اللّٰهِ ذِى الْمَعَارِجِ ؕ۝٤

৫। ফিরিশ্তাগণ এবং রূহুল কুদুস (বাণীবহনকারী ফিরিশ্তা) তাঁহার দিকে আরোহণ করে একদিনে, যাহার পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার বৎসর । [৩১২০]

تَعْرُجُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوْحُ اِلَيْهِ فِىْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهٗ خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ ۚ۝٥

৬। সুতরাং তুমি ধৈর্য ধারণ কর— উত্তম ধৈর্য ।

فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيْلًا ۝٦

৭। নিশ্চয় তাহারা উহাকে অনেক দূরে দেখিতেছে ।

اِنَّهُمْ يَرَوْنَهٗ بَعِيْدًا ۙ۝٧

৮। কিন্তু আমরা দেখিতেছি উহাকে সন্নিকটে ।

وَّنَرٰىهُ قَرِيْبًا ؕ۝٨

৯। সেদিন আকাশ হইবে বিগলিত তাম্রের ন্যায়,

يَوْمَ تَكُوْنُ السَّمَآءُ كَالْمُهْلِ ۙ۝٩

১০। এবং পর্বতসমূহ হইবে ধূনিত পশমের ন্যায়, [৩১২১]

وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ ۙ۝١٠

৩১১৯। 'অনুসন্ধান কারী' বা 'প্রশ্নকারী' ব্যক্তি বলিতে ব্যাখ্যাকারকদের কেহ কেহ নাযর বিন আল্ হারেস বা আবু জাহ্লকে বুঝাইয়াছে বলিয়া মনে করেন । কিন্তু প্রশ্নকারী কোন বিশিষ্ট বা নির্দিষ্ট ব্যক্তি না হইলেও আসে-যায় না, কেননা সকল অবিশ্বাসীই প্রশ্নকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ ছিল । তাহারা বার বার মহানবী (সাঃ)-কে নানাভাবে চ্যালেঞ্জ করিয়াছে যে, তোমার বিঘোষিত ভয়ঙ্কর শাস্তি আমাদের উপর নামাইয়া আন (৮ঃ ৩৩ ; ২১ঃ ৩৯ ; ২৭ঃ ৭২, ৩২ঃ ২৯, ৩৪ঃ ৩০, ৩৬ঃ ৪৯, ৬৭ঃ ২৬)।

৩৩১৯-ক। আল্লাহ্তা'লা তাঁহার ভক্তগণকে বহু উচ্চ মর্যাদায় সমাসীন করেন ।

৩১২০। 'আর্ রূহ্' অর্থ মানবাত্মা । আয়াতটির তাৎপর্য হইল, আত্মার উন্নতি ও ঊর্ধ্ব গতির সীমা-পরিসীমা নাই । আয়াতটির অন্য অর্থ হইতে পারেঃ- ঐশী দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা ও কর্মসূচী হাজার বৎসরে বাস্তবায়িত হয় । আয়াতটি এই কথাও বুঝাইতে পারে যে, কোন বিশেষ ও বড় ধরণের পরিবর্তন সাধনের জন্য পঞ্চাশ হাজার বৎসরের নির্দিষ্ট মেয়াদের কাল-চক্রও অবধারিত থাকে । কারণ ঐশী ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়ার জন্য বিভিন্ন নির্দিষ্ট সময়, যুগ, যুগান্ত ও কাল-চক্রের প্রয়োজন হয় ।

৩১২১। এই আণবিক ও হাইড্রোজেন বোমার যুগে তুলা-ধূনার মত পাহাড়-পর্বতও ছিন্ন-ভিন্ন হওয়া বিচিত্র নয় । ইহার সম্ভাবনাও আছে ।

وَلَا يَسْـَٔلُ حَمِيْمٌ حَمِيْمًا ﴿١١﴾

১১। এবং কোন বন্ধু কোন বন্ধুর সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিবে না।

يُّبَصَّرُوْنَهُمْ ۭ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِيْ مِنْ عَذَابِ يَوْمِىِٕذٍۢ بِبَنِيْهِ ﴿١٢﴾

১২। (যদিও) তাহাদিগকে তাহাদের (বন্ধুদের) অবস্থা পরস্পরকে দেখানো হইবে। প্রত্যেক অপরাধী কামনা করিবে, হায়! সে যদি সেদিনের আযাব হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ফিদিয়া (বিনিময়) হিসাবে পেশ করিতে পারিত নিজ সন্তানদিগকে,

وَصَاحِبَتِهٖ وَاَخِيْهِ ﴿١٣﴾

১৩। এবং তাহার স্ত্রীকে এবং তাহার ভাইকে,

وَفَصِيْلَتِهِ الَّتِيْ تُـْٔوِيْهِ ﴿١٤﴾

১৪। এবং তাহার জ্ঞাতি-গোষ্ঠীকে যাহারা তাহাকে আশ্রয় দিত,

وَمَنْ فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا ۙ ثُمَّ يُنْجِيْهِ ﴿١٥﴾

১৫। এবং ভূপৃষ্ঠে যাহারা আছে তাহাদের সকলকে; অতঃপর সে উহা হইতে নিজেকে রক্ষা করিতে পারিত! [৩১২২]

كَلَّا ۭ اِنَّهَا لَظٰى ﴿١٦﴾

১৬। কিন্তু ইহা কখনও হইবে না, নিশ্চয় ইহা অগ্নি শিখা,

نَزَّاعَةً لِّلشَّوٰى ﴿١٧﴾

১৭। চামড়া পর্যন্ত তুলিয়া দেওয়ার আযাব।

تَدْعُوْا مَنْ اَدْبَرَ وَتَوَلّٰى ﴿١٨﴾

১৮। উহা তাহাকে ডাকিবে—যে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে এবং মুখ ফিরাইয়া লয়।

وَجَمَعَ فَاَوْعٰى ﴿١٩﴾

১৯। এবং সে ধন-সম্পদ জমা করে এবং উহাকে সংরক্ষণ করে।

اِنَّ الْاِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوْعًا ﴿٢٠﴾

২০। নিশ্চয় মানুষকে অধৈর্য-চঞ্চল করিয়া সৃষ্টি করা হইয়াছে। [৩১২৩]

اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوْعًا ﴿٢١﴾

২১। যখন তাহাকে কোন ক্লেশ স্পর্শ করে, তখন সে হা-হুতাশ করে।

وَّاِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوْعًا ﴿٢٢﴾

২২। এবং যখন তাহাকে কোন কল্যাণ স্পর্শ করে তখন সে কৃপণতা করে,

اِلَّا الْمُصَلِّيْنَ ﴿٢٣﴾

২৩। কেবল নামাযীগণ ব্যতিরেকে,

৩১২২। এই আয়াতগুলিতে বিচার-দিবসের কী ভয়ঙ্কর চিত্রই না তুলিয়া ধরা হইয়াছে! মহাসঙ্কটের মুখা-মুখী দাঁড়াইয়া মানুষ নিজেকে বাঁচাইবার জন্য সবকিছু ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইয়া যায়। এমন কি নিজের প্রিয়তম স্ত্রী-পুত্র ও সন্তান-সন্ততিকে উৎসর্গ করিতেও দ্বিধা বোধ করে না।

৩১২৩। প্রকৃতিগতভাবেই মানুষ অধৈর্যশীল ও কৃপণ। 'খুলিকা'র এই অর্থের স্বপক্ষে দেখুন ২১ঃ ৩৮; ৩০ঃ ৫৫।

الَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ دَآئِمُوْنَ ﴿٢٤﴾

২৪। যাহারা সতত তাহাদের নামাযে কায়েম থাকে;

وَالَّذِيْنَ فِيْٓ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُوْمٌ ﴿٢٥﴾

২৫। এবং তাহারা (ব্যতিরেকে), যাহাদের ধন-সম্পদে রহিয়াছে নির্দিষ্ট হক, [৩১২৪]

لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُوْمِ ﴿٢٦﴾

২৬। তাহাদের জন্যও যাহারা (সাহায্য) চাহিতে পারে, এবং তাহাদের জন্যও যাহারা চাহিতে পারে না। [৩১২৫]

وَالَّذِيْنَ يُصَدِّقُوْنَ بِيَوْمِ الدِّيْنِ ﴿٢٧﴾

২৭। এবং তাহারা (ব্যতিরেকে), যাহারা বিচার দিবসের [৩১২৫-ক] তস্‌দীক (সত্যায়ন) করে,

وَالَّذِيْنَ هُمْ مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُّشْفِقُوْنَ ﴿٢٨﴾

২৮। এবং তাহারা (ব্যতিরেকে), যাহারা নিজেদের প্রতিপালকের আযাব সম্বন্ধে ভীত এবং সন্ত্রস্ত থাকে—

اِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَاْمُوْنٍ ﴿٢٩﴾

২৯। প্রকৃতপক্ষে তাহাদের প্রতিপালকের আযাব (হইতে কেহই) নিরাপদ নহে—

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ ﴿٣٠﴾

৩০। এবং তাহারা (ব্যতিরেকে), যাহারা নিজেদের লজ্জাস্থান সমূহের হিফাযত করে—

اِلَّا عَلٰٓى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ ﴿٣١﴾

৩১। কেবল তাহাদের স্ত্রীগণ **অথবা** তাহাদের দক্ষিণ হস্তের অধিকারভুক্তগণ ব্যতিরেকে, বস্তুতঃ এইক্ষেত্রে তাহারা তিরস্কৃত হইবে না,

فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ ﴿٣٢﴾

৩২। কিন্তু যাহারা ইহার অতিরিক্ত চাহিবে, তাহারা অবশ্যই সীমালংঘনকারী—

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِاَمٰنٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رٰعُوْنَ ﴿٣٣﴾

৩৩। এবং তাহারা (ব্যতিরেকে), যাহারা তাহাদের (নিকট গচ্ছিত) আমানতসমূহ এবং তাহাদের অংগীকারসমূহ সম্বন্ধে যত্নবান থাকে,

وَالَّذِيْنَ هُمْ بِشَهٰدٰتِهِمْ قَآئِمُوْنَ ﴿٣٤﴾

৩৪। এবং তাহারা (ব্যতিরেকে), যাহারা নিজেদের সাক্ষ্য সমূহের উপর কায়েম থাকে,

وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ ﴿٣٥﴾

৩৫। এবং তাহারা (ব্যতিরেকে), যাহারা তাহাদের নামাযের হিফাযত করে,

---

৩১২৪। বিশ্বের সকল সম্পদ, বিশ্ব-মানবের সকলেরই সম্পদ। অতএব, কোন বস্তুর উপরেই কোন ব্যক্তি-বিশেষের একচেটিয়া মালিকানা বর্তাইতে পারে না। ধনীর সম্পদে গরীবের আইন-সঙ্গত অংশ রহিয়াছে।

৩১২৫। 'মাহরূম' শব্দটি ঐসব লোককে বুঝায়, যাহারা শারীরিক অসামর্থ্যের কারণে কিংবা সম্মান-হানির ভয়ে, অপরের কাছে সাহায্য চাহিতে পারে না। পশুরাও 'মাহরূমে'র অন্তর্গত।

৩১২৫-ক। পরকালের প্রতি সত্যিকার জীবন্ত ঈমান না থাকিলে, সত্যিকার দায়িত্ব-জ্ঞানও জন্মাইতে পারে না। আল্লাহ্‌তা'লার অস্তিত্বের প্রতি বিশ্বাসের পরে পরেই, ইসলামের দ্বিতীয় প্রধান বিশ্বাস হইল 'পরকালে বিশ্বাস'।

[৩৬] ৩৬ । ইহারাই জান্নাতসমূহে সম্মানের সহিত থাকিবে ।

أُولَٰئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُّكْرَمُونَ ﴿٣٥﴾

৩৭ । অতএব তাহাদের কি হইয়াছে যাহারা অস্বীকার করিয়াছে, যে তাহারা (ক্রোধভরে) মাথা উঁচু করিয়া তোমার দিকে দৌড়াইয়া আসিতেছে——

فَمَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ ﴿٣٦﴾

৩৮ । ডান দিক হইতে এবং বাম দিক হইতে দলবদ্ধভাবে ? ৩১২৬

عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ ﴿٣٧﴾

৩৯ । তাহাদের মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তিই কি এই কামনা করিতেছে যে, তাহাকে নেয়ামতপূর্ণ জান্নাতে প্রবিষ্ট করা হইবে;

أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ ﴿٣٨﴾

৪০ । কখনও নহে, নিশ্চয় আমরা তাহাদিগকে যদ্দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছি তাহা ৩১২৭ তাহারা জানে ।

كَلَّا ۖ إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّمَّا يَعْلَمُونَ ﴿٣٩﴾

৪১ । অতএব আমি অবশ্যই পূর্ব দিকসমূহের এবং পশ্চিম দিকসমূহের প্রতিপালকের কসম খাইতেছি যে, নিশ্চয় আমরা সর্বশক্তিমান—

فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ ﴿٤٠﴾

৪২ । ইহার উপর যে, তাহাদের স্থানে তাহাদের অপেক্ষা ৩১২৮ অধিকতর উত্তম (অন্য লোক) বদল করিয়া আনি এবং এই ব্যাপারে কেহই আমাদিগকে অক্ষম করিতে পারিবে না ।

عَلَىٰ أَن نُّبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴿٤١﴾

৪৩ । অতএব তুমি তাহাদিগকে ছাড়িয়া দাও, তাহারা তুচ্ছ গল্প-গুজবে এবং ক্রীড়া-কৌতুকে মত্ত থাকুক, এমনকি তাহারা তাহাদের সেই দিনকে প্রত্যক্ষ করুক যাহার প্রতিশ্রুতি তাহাদিগকে দেওয়া হইয়াছে,

فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ ﴿٤٢﴾

৩১২৬ । এই আয়াত ও পূর্ববর্তী আয়াত মিলিয়া, ইসলামের আসন্ন বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া বলিতেছে যে, আরব দেশের মূর্তি-উপাসক গোত্রগুলি, দেশের বিভিন্ন কোণ হইতে দলে দলে আসিয়া মহানবী (সাঃ)-এর নিকট পৌঁছিবে এবং ইসলামের দীক্ষা গ্রহণের আবেদন করিবে । আয়াত দুইটি, অন্য একটি ঘটনার দিকেও ইঙ্গিত করিতে পারে ঃ কুরায়শ দলপতিগণ মহানবী (সাঃ)-এর নিকট আসিয়া অতি লোভনীয় একটি প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিল যে, তিনি যদি কেবল তাহাদের মূর্তি ও মূর্তি-পূজার বিরুদ্ধে প্রচার ছাড়িয়া দেন তাহা হইলে তিনি ধন, মান, নারী এমনকি রাজ্য চাহিলেও তাহারা তাহাকে এইগুলি দিতে প্রস্তুত আছে । কেহ কেহ অন্য ঘটনার দিকেও আয়াতগুলিকে আরোপ করেন । তাহা হইলঃ কাফেরগণ বিভিন্ন দিক হইতে, বিভিন্নভাবে সাজ-সজ্জা করিয়া মহানবী (সাঃ)-এর উপর তীব্রভাবে সম্মিলিত এক আক্রমণ চালাইয়াছিল ।

৩১২৭ । এখানে 'মিম্মা' শব্দটি দ্বারা বুঝাইতেছে— মানুষের ঐ সকল প্রাকৃতিক শক্তি ও যোগ্যতাসমূহ যেগুলির দ্বারা আল্লাহ্ মানুষকে ভূষিত করিয়াছেন ।

৩১২৮ । নবী করীম (সাঃ)-এর শত্রুগণকে বলা হইতেছে যে, তাহাদের পুরাতন সমাজ ব্যবস্থা নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে, আর ঐগুলির ধ্বংস-স্তূপ হইতে এক নতুন, উন্নততর ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটিবে এবং তাহাদের স্থলে অন্য লোকেরা নেতৃত্বের স্থান দখল করিবে ।

يَوْمَ يَخْرُجُوْنَ مِنَ الْاَجْدَاثِ سِرَاعًا كَاَنَّهُمْ اِلٰى نُصُبٍ يُّوْفِضُوْنَ ﴿٤٤﴾

৪৪ । যেদিন তাহারা তাহাদের কবর হইতে এমন দ্রুত গতিতে বাহির হইয়া আসিবে যেন তাহারা লক্ষ্যস্থলের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে,

خَاشِعَةً اَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ؕ ذٰلِكَ الْيَوْمُ الَّذِىْ كَانُوْا يُوْعَدُوْنَ ﴿٤٥﴾ ع ٢ ٨ [٦]

৪৫ । তাহাদের চক্ষুগুলি অবনত থাকিবে, লাঞ্ছনা তাহাদিগকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিবে;[৩১২৯] ইহাই সেই দিন, যেদিনের প্রতিশ্রুতি তাহাদিগকে দেওয়া হইয়াছিল ।

৩১২৯ । পূর্ববর্তী আয়াত ও এই আয়াত মক্কা পতনের পরে কুরায়শ নেতৃবৃন্দের করুণতম অবস্থার জাজ্বল্যমান ছবি তুলিয়া ধরিয়াছে । বিজিত মক্কার বড় বড় নেতৃবৃন্দ যেদিন নবী করীম (সাঃ)-এর সম্মুখে উপস্থিত হইল, সেদিন মলিন, হতাশাগ্রস্ত ছিল তাহাদের মুখমণ্ডল। হতোদ্যম, ক্লান্ত-দুর্বল ছিল তাহাদের দেহ, ভীতিগ্রস্ত ও অবনত ছিল তাহাদের চোখ। অপরাধ-বোধ ও নৈরাশ্যে আচ্ছাদিত ছিল তাহাদের হৃদয়-মন ।

৭১-সূরা নূহ

(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণ হওয়ার সময়, প্রসঙ্গ ও বিষয়-বস্তু

সূরাটি আল্লাহ্‌র নবী নূহ (আঃ)-এর আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করিয়াছে বলিয়া যুক্তিযুক্তভাবেই ইহার নাম সূরা নূহ রাখা হইয়াছে। হোয়েরী বলেন, এই সূরা নবুওয়াতের ৭ম বৎসরে অবতীর্ণ হইয়াছিল, নলডিকি বলেন ৫ম বৎসরে। আর অন্যান্য তফসীরকারীরা বলেন, পূর্ববর্তী কয়েকটি সূরা যখন অবতীর্ণ হইয়াছিল, প্রায় সেই সময়েই এই সূরাটিও অবতীর্ণ হইয়াছিল। পূর্ববর্তী সূরাতে, শেষদিকে বলা হইয়াছিল যে, দৃষ্ট লোকেরা অনিবার্যভাবেই ঐশী-বাণীকে প্রত্যাখ্যান করে। তাহারা আল্লাহ্‌র প্রেরিত পুরুষকে অত্যাচার করে এবং তাহার বিরোধিতায় তাহারা ক্লান্ত হয় না, যে পর্যন্ত না আল্লাহ্‌র শাস্তি আসিয়া তাহাদিগকে গ্রেফতার করে। আলোচ্য সূরাতে পুরাকালের শ্রেষ্ঠ নবীদের মধ্যে একজন নবী নূহ (আঃ)-এর প্রচার কার্যাবলীর সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত দেওয়া হইয়াছে। তাঁহাকে এইভাবে চিত্রিত করা হইয়াছে যে, তিনি তাঁহার স্রষ্টা ও প্রভুর কাছে অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ভাষায় স্বীয় ব্যথা-বেদনা-ক্লিষ্ট হৃদয়ের আবেগ বর্ণনা করিতেছেন। তিনি দিবারাত্র তাহাদের মধ্যে প্রচার কার্য চালাইয়াছেন; জনসমক্ষে, সমবেত জনতার মাঝে এবং ব্যক্তিগতভাবে, প্রকাশ্যে ও নিভৃতে, তাহাদের কাছে কত রকমে ঐশী-বাণী পৌঁছাইয়াছেন! তাহাদের প্রতি আল্লাহ্‌তা'লার অশেষ কৃপা ও আশীর্বাদের কথা তাহাদিগকে কতভাবে বুঝাইয়াছেন। তাঁহার আনীত ঐশী-বাণীকে প্রত্যাখ্যান করার গুরুতর মন্দ পরিণতি সম্বন্ধে তাহাদিগকে নানাভাবে বারবার সতর্ক করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার সকল প্রচার কার্য, সকল হিতোপদেশ, সকল সতর্কবাণী, তাহাদের প্রতি তাঁহার আন্তরিক হিতৈষণা— এই সব কিছুর বদলে তিনি তাহাদের কাছ হইতে পাইলেন কেবল বিদ্রূপ, বিরোধিতা ও গালি-গালাজ। তাহাদের প্রতি তাঁহার অগাধ ভালবাসা থাকা সত্ত্বেও তাহারা তাঁহাকে অনুসরণ না করিয়া, তাহারা ঐসব ভণ্ড নেতাদেরই অনুসরণ করিল যাহারা তাহাদিগকে ধ্বংসের দিকে লইয়া যাইতেছিল। যখন নূহ (আঃ)-এর জীবনব্যাপী সকল প্রাণঢালা উপদেশ ও প্রচারকার্য চরমভাবে অবহেলিত হইল, তখন তিনি আল্লাহ্‌র কাছে সত্যের শত্রুদেরকে ধ্বংস করার আবেদন জানাইলেন। সূরাটি এই আবেদন দ্বারাই সমাপ্ত হইয়াছে।

৭১-সূরা নূহ

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ২৯ আয়াত এবং ২ রুকূ আছে ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১ । আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

اِنَّآ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖٓ اَنْ اَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ①

২ । নিশ্চয় আমরা নূহকে তাহার জাতির নিকট এই নির্দেশ দিয়া পাঠাইয়াছিলাম যে, 'তুমি তোমার জাতিকে তাহাদের উপর যন্ত্রণাদায়ক আযাব আসিবার পূর্বে সতর্ক কর।'

قَالَ يٰقَوْمِ اِنِّىْ لَكُمْ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ②

৩ । সে বলিল, 'হে আমার জাতি ! নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য একজন প্রকাশ্য সতর্ককারী,

اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاتَّقُوْهُ وَاَطِيْعُوْنِ ③

৪ । যেন তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর এবং তাঁহার তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর এবং আমার আনুগত্য কর,

يَغْفِرْ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى ؕ اِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ اِذَا جَآءَ لَا يُؤَخَّرُ ۘ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ④

৫ । তিনি তোমাদিগকে তোমাদের পাপসমূহ হইতে (যাহা তিনি চাহিবেন) ক্ষমা করিবেন এবং তোমাদিগকে নির্ধারিত সময় পর্যন্ত অবকাশ দিবেন । যদি তোমাদের জ্ঞান থাকে তাহা হইলে জানিয়া রাখ যে, যখন আল্লাহ্‌র নির্ধারিত [৩১৩০] সময় উপস্থিত হয় তখন উহা বিলম্বিত হয় না ।'

قَالَ رَبِّ اِنِّىْ دَعَوْتُ قَوْمِىْ لَيْلًا وَّنَهَارًا ⑤

৬ । সে বলিল, 'হে আমার প্রতিপালক ! আমি আমার জাতিকে দিবা-রাত্রি আহ্বান জানাইয়াছি,

فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَآءِىْٓ اِلَّا فِرَارًا ⑦

৭ । কিন্তু আমার আহ্বান তাহাদিগকে (আমার নিকট হইতে) কেবল পলায়নে আরও বাড়াইয়া দিয়াছে;

وَاِنِّىْ كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوْٓا اَصَابِعَهُمْ فِىْٓ اٰذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَاَصَرُّوْا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ⑧

৮ । এবং যখনই আমি তাহাদিগকে আহ্বান জানাইয়াছি যেন তুমি তাহাদিগকে ক্ষমা কর, তখনই তাহারা তাহাদের অঙ্গুলী তাহাদের কর্ণে রাখিয়া দিয়াছে, এবং তাহারা তাহাদের কাপড় টানিয়া নিজদিগকে আচ্ছাদিত করিয়া লইয়াছে [৩১৩১] এবং (অস্বীকারে) জিদ্ ধরিয়াছে এবং চরম অহংকার প্রদর্শন করিয়াছে;

৩১৩০ । যখন শাস্তির ঐশী হুকুম কার্যকরী করা শুরু হইয়া যায়, তখন অনুশোচনা করিলে লাভ হয় না ।

৩১৩১ । 'ইসতাগশাও সিয়াবাহুম' একটি রূপক বাক্য। এখানে অর্থ হইলঃ তাহারা ঐশী-বাণী শুনিতে চাহিল না,বরং ঐশী-বাণীর বিরুদ্ধে হৃদয়ের সকল দুয়ার বন্ধ করিয়া রাখিল (লেইন)।

ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ﴿٩﴾

৯। অতঃপর আমি তাহাদিগকে উচ্চৈঃস্বরে (বক্তৃতার মাধ্যমে) আহ্বান জানাইয়াছি,

ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا ﴿١٠﴾

১০। অতঃপর আমি তাহাদের নিকট প্রকাশ্যে ঘোষণা করিয়াছি এবং তাহাদিগকে গোপনে গোপনেও অনেক বুঝাইয়াছি।' [৩১৩২]

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ﴿١١﴾

১১। এবং আমি তাহাদিগকে বলিয়াছি, 'তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, নিশ্চয় তিনি অতীব ক্ষমাশীল;

يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا ﴿١٢﴾

১২। তিনি তোমাদের উপর মুষলধারে বর্ষণশীল মেঘ পাঠাইবেন,

وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا ﴿١٣﴾

১৩। এবং ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দ্বারা তোমাদিগকে সাহায্য করিবেন এবং তোমাদের জন্য বাগানসমূহ উৎপন্ন করিবেন এবং তোমাদের জন্য নহরসমূহ প্রবাহিত করিবেন।

مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ﴿١٤﴾

১৪। তোমাদের কি হইয়াছে যে, তোমরা আল্লাহ্‌র নিকট হইতে মহত্ব ও প্রজ্ঞার আশা রাখ না ?

وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا ﴿١٥﴾

১৫। অথচ তিনি তোমাদিগকে (ক্রমবিকাশের ধারায়) বিভিন্ন আকার এবং অবস্থার মধ্য দিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। [৩১৩৩]

أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا ﴿١٦﴾

১৬। তোমরা কি লক্ষ্য কর না, আল্লাহ্ কি ভাবে স্তরে স্তরে পরস্পর সামঞ্জস্যপূর্ণ সপ্ত আকাশ সৃষ্টি করিয়াছেন।

وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا ﴿١٧﴾

১৭। এবং উহাতে চন্দ্রকে জ্যোতির্ময় করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন এবং সূর্যকে প্রদীপাকারে সৃষ্টি করিয়াছেন ?

وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ﴿١٨﴾

১৮। এবং আল্লাহ্ তোমাদিগকে ভূমি হইতে উদ্‌গত করিয়াছেন উদ্ভিদের ন্যায়।

৩১৩২। নূহ (আঃ) তাহার জাতিকে ঐশী-বাণী শুনাইবার ও গ্রহণ করাইবার জন্য সাধ্যমত সকল উপায়-উপকরণ অবলম্বন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার জাতি ঐশী-বাণীর প্রতি কর্ণপাত না করিতে সমভাবে বদ্ধপরিকর ছিল।

৩১৩৩। আল্লাহ্‌তা'লা বিভিন্ন মানুষকে বিভিন্ন ধরণের প্রাকৃতিক গুণাবলী, যোগ্যতা ও সামর্থ্য দিয়া ভূষিত করিয়াছেন। শারীরিক ও মানসিক গুণাবলীর এই বিভিন্নতা এবং যোগ্যতা ও সামর্থ্যের বিভিন্নতা ও বৈচিত্রকে অবলম্বন করিয়াই মানুষ বাঁচিয়া আছে, উন্নতি করিতেছে এবং নব নব সভ্যতার পত্তন করিতেছে। 'আত্‌ওয়ার' শব্দটি 'তাওর'-এর বহুবচন। ইহার অর্থ—— সময়, অবস্থা গুণ, পন্থা, আকৃতি, চেহারা। আয়াতটির অর্থ হইল, আল্লাহ্‌তা'লা মানুষকে বিভিন্ন আকৃতি ও চেহারায় ভিন্ন-ভিন্ন অবস্থার মধ্যে সৃষ্টি করিয়াছেন, বিভিন্ন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও প্রবৃত্তি দিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। অথবা বিবর্তনের ধারায় বিভিন্ন পর্যায়ে মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছেন (লেইন)।

ثُمَّ يُعِيْدُكُمْ فِيْهَا وَيُخْرِجُكُمْ اِخْرَاجًا ﴿١٨﴾

১৯। অতঃপর তিনি তোমাদিগকে উহাতে ফিরাইয়া নিবেন এবং তিনি তোমাদিগকে সেখান হইতে উত্তমভাবে বাহির করিবেন।

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ بِسَاطًا ﴿١٩﴾

২০। এবং আল্লাহ্‌ই তোমাদের জন্য পৃথিবীকে বিস্তৃত করিয়াছেন,

لِّتَسْلُكُوْا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا ﴿٢٠﴾ ع [২১ ৯]

২১। যেন তোমরা উহার প্রশস্ত রাস্তাসমূহের উপর দিয়া বিচরণ করিতে পার।'

قَالَ نُوْحٌ رَّبِّ اِنَّهُمْ عَصَوْنِيْ وَاتَّبَعُوْا مَنْ لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهٗ وَوَلَدُهٗٓ اِلَّا خَسَارًا ﴿٢١﴾

২২। নূহ বলিয়াছিল, 'হে আমার প্রতিপালক! তাহারা আমার অবাধ্যতা করিয়াছে এবং এমন এক ব্যক্তির অনুসরণ করিতেছে যাহার ধন-সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততি তাহার ক্ষতি বৃদ্ধি ব্যতিরেকে আর কিছুই করে নাই,

وَمَكَرُوْا مَكْرًا كُبَّارًا ﴿٢٢﴾

২৩। এবং (আমার বিরুদ্ধে) তাহারা বিরাট ষড়যন্ত্র করিয়াছে।

وَقَالُوْا لَا تَذَرُنَّ اٰلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَّلَا سُوَاعًا ۙ وَّلَا يَغُوْثَ وَيَعُوْقَ وَنَسْرًا ﴿٢٣﴾

২৪। "এবং তাহারা (পরস্পরকে) বলিতেছে, তোমরা তোমাদের মা'বূদদিগকে কখনও পরিত্যাগ করিও না, এবং পরিত্যাগ করিও না ওয়াদ্দকে এবং না সুওয়া'আকে, এবং না ইয়াগুসকে ও ইয়া'উক্বকে এবং নাস্‌রকে।"[৩১৩৪]

وَقَدْ اَضَلُّوْا كَثِيْرًا ۚ وَلَا تَزِدِ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا ضَلٰلًا ﴿٢٤﴾

২৫। এবং তাহারা অনেক লোককে পথভ্রষ্ট করিয়াছে, সুতরাং তুমি যালেমদিগকে পথভ্রষ্টতা ব্যতিরেকে অন্য কিছুতে বৃদ্ধি করিও না।'

مِمَّا خَطِيْٓـٰٔتِهِمْ اُغْرِقُوْا فَاُدْخِلُوْا نَارًا ۙ فَلَمْ يَجِدُوْا لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَنْصَارًا ﴿٢٥﴾

২৬। তাহাদিগকে তাহাদের পাপাচারের কারণে নিমজ্জিত করা হইল, অতঃপর তাহাদিগকে দাখিল করা হইল আগুনে। তখন তাহারা নিজেদের জন্য আল্লাহ্‌ ব্যতিরেকে কাহাকেও সাহায্যকারী পাইল না।

৩১৩৪। 'ওয়াদ্দ' একটি প্রতিমার নাম, যাহাকে দাওমাতুল জন্দলের বানু কল্‌ব জাতি পূজা করিত। ইহা পুরুষ-শক্তির প্রতিভূ হিসাবে পুরুষাকৃতির মূর্তি ছিল। 'সুত্তয়া' বনূ হযায়ল গোত্রের প্রতিমা ছিল। ইহা স্ত্রী-সৌন্দর্যের প্রতিভূ হিসাবে ছিল স্ত্রী আকৃতির মূর্তি। মুরাদ গোত্রের উপাস্য মূর্তি ছিল ইয়াগূস। আর হামদান গোত্রের পূজা ছিল ঘোড়াকৃতির 'ইয়াউক'। যুল্‌কিলা উপজাতির উপাস্য দেবতা ছিল নসর— ইহার আকৃতি ছিল ঈগল পাখী বা শকুনের মত। ইহা ছিল দীর্ঘ জীবন বা অন্তর্দৃষ্টির প্রতীক। নূহ (আঃ)-এর জাতি ছিল সর্বাংশে মূর্তি পূজারী। তাহাদের বহু প্রতিমা ছিল। কিন্তু যে পাঁচটির নাম এই আয়াতে বর্ণিত হইয়াছে, এই কয়টাই ছিল সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ও জনপ্রিয়। কয়েক শতাব্দী পরে, আরবরাও ইরাক হইতে এইগুলিকে নিজের দেশে নিয়া আসে বলিয়া মনে হয়। আরবদের প্রধান প্রতিমাগুলি ছিল লাত, মানাত এবং উয্‌যা। তাহাদের সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ মূর্তি 'হুবল' কে আমীর বিন-লোহাই সিরীয়া হইতে আনিয়াছিল। ইহাও সম্ভব যে, আরবরা তাহাদের দেব-দেবীর নামকে নূহ (আঃ)-এর জাতির প্রতিমাগুলির নামে আখ্যায়িত করিয়াছিল। আরব জাতি ও নূহ (আঃ)-এর জাতি পরস্পরের দূর-বাসীন্দা ছিল না, বরং তাহাদের মধ্যে সাধারণ সংস্রব ও যোগাযোগ ছিল। অতএব, ইহা অসম্ভব বা অযৌক্তিক নহে যে, দুইটি প্রতিবেশী পৌত্তলিক জাতির প্রতিমাগুলির নাম একই ধরণের হইবে।

وَقَالَ نُوْحٌ رَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْاَرْضِ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ دَيَّارًا ﴿٢٧﴾

২৭। এবং নূহ বলিল, 'হে আমার প্রতিপালক ! তুমি ভূপৃষ্ঠে কাফেরদিগের মধ্য হইতে কোন গৃহবাসীকে ছাড়িও না ,

اِنَّكَ اِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوْا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوْٓا اِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ﴿٢٨﴾

২৮। কেননা, যদি তুমি তাহাদিগকে ছাড়িয়া দাও তাহা হইলে তাহারা তোমার বান্দাগণকেও পথভ্রষ্ট করিবে এবং তাহারা পাপাচারী এবং কাফের ব্যতিরেকে কাহাকেও জন্ম দিবে না,

رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَّلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ ۭ وَلَا تَزِدِ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا تَبَارًا ﴿٢٩﴾ ع ۲ [৮] ১০

২৯। হে আমার প্রতিপালক ! তুমি আমাকে, আমার পিতা মাতাকে এবং যে ব্যক্তি মো'মেন হইয়া আমার গৃহে দাখিল হয় তাহাকে এবং সকল মো'মেন পুরুষকে এবং সকল মো'মেন নারীকে ক্ষমা কর, এবং যালেমদিগকে ধ্বংস ব্যতিরেকে আর কিছুতে বৃদ্ধি করিও না ।' ৩১৩৫

৩১৩৫। আল্লাহ্‌র নবীগণ দয়া ও করুণায় ভরপুর হইয়া থাকেন । তাহারা করুণা-সিন্ধু । নূহ (আঃ)-এর এই প্রার্থনা হইতে বুঝা যায় যে, তাহার বিরোধিতা ও শত্রুতা দীর্ঘকাল ব্যাপী চলিয়াছিল । অবিরত-অবিশ্রান্তভাবে বহুদিন ধরিয়া তিনি অবহেলিত ও নির্যাতিত হইয়াছিলেন । তিনি তাহাদিগকে সঠিক পথে আনার জন্য যুগ-ব্যাপী অধ্যবসায় সহকারে চেষ্টা চালাইলেন । কিন্তু তাঁহার সকল চেষ্টাই অরণ্যে-রোদন হইল । তাঁহার অল্প সংখ্যক অনুসারীদের সাথে আর দু'একজনও যোগদানের সম্ভাবনা যখন থাকিল না । এবং ইহারাও যখন চরম মাত্রার অত্যাচার ও নির্যাতনের শিকারে পরিণত হইল, তদুপরি অবিশ্বাসীদের দুষ্কৃতির পরিধি যখন সকল সীমা ছাড়াইয়া গেল, তখন অবস্থা এতই ভয়াবহ রূপ ধারণ করিল যে, নূহ (আঃ)-এর মত দয়ার্দ্র-হৃদয় ব্যক্তিও তাহাদের জন্য বদ্-দোয়া করিতে বাধ্য হইলেন। অবশ্য, এইরূপ একই অবস্থায়, নবী করীম (সাঃ) তাহার শত্রুদের প্রতি যে অতুলনীয় মহানুভবতা ও অসামান্য ধৈর্য প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা জাগতিক জীবনে কল্পনাতীত । উহুদের যুদ্ধে, যখন তাহার দুইটি দাঁত ভাঙ্গিয়া গেল এবং জখমে-জখমে শরীর ভরিয়া গেল, আর সারা দেহ-রক্তে রঞ্জিত হইয়া গেল, তখন সেই চরম অবস্থায়ও তাহার মুখ হইতে যে কথাগুলি স্বতঃস্ফূর্তভাবে বাহির হইয়া আসিয়াছিল, তাহা ছিলঃ "যে জাতি তাহাদের প্রতি সমাগত নবীকে জখম করিয়াছে এবং তাঁহার মুখমণ্ডলকে রক্তাপ্লুত করিয়াছে শুধু এই কারণে যে, তিনি তাহাদিগকে আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বান করেণ, সেই জাতি কি করিয়া পরিত্রাণ লাভ করিবে ! হে আমার প্রভু আমার জাতিকে তুমি ক্ষমা কর; তাহারা কি করিতেছে, তাহা বুঝে না" (যুরকানী এবং হিশাম)।

৭২-সূরা আল্ জিন্ন্
(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণ হওয়ার প্রসঙ্গ ও বিষয়বস্তু

সাধারণভাবে মনে করা হইয়া থাকে যে, এই সূরাটি হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর তায়েফ হইতে প্রত্যাবর্তনের পরে পরেই অবতীর্ণ হইয়াছিল । সুদীর্ঘকাল মক্কায় প্রচার কার্য চালাইবার পরও যখন মক্কাবাসীদের তরফ হইতে হাসি-বিদ্রূপ, বিরোধিতা ও অত্যাচার ছাড়া আর কিছুই পাওয়া গেল না, তখন মক্কাবাসীদের ব্যাপারে কতকটা হতাশাগ্রস্ত হইয়া, নবী করীম (সাঃ) ঐশী-বাণী প্রচারের উদ্দেশ্যে তায়েফ গমন করেন । মহানবী (সাঃ)-এর তায়েফ গমন, হিজরতের মাত্র দুই বৎসর পূর্বে ঘটিয়াছিল । অনেকের মতে, এই সূরা যদি সূরা 'আহ্কাফে' (৪৬ঃ ৩০-৩৩) বর্ণিত ঘটনা হইতে পৃথক কোন ঘটনার সহিত সম্পৃক্ত হয়,তাহা হইলে ইহার অবতরণের সময় আরো পূর্বেই নির্ধারণ করিতে হইবে।সূরার প্রসঙ্গ ও বিষয়-বস্তু শেষোক্ত অভিমতের বেশ সহায়তা ও সমর্থন যোগায় । পূর্ববর্তী সূরাতে বর্ণিত হইয়াছে যে, নূহ (আঃ)-এর জীবন-ব্যাপী প্রচারের ফলে, তাঁহাকে কেবল মানুষের ঘৃণা ও বিদ্রূপই কুড়াইতে হইয়াছে । মাত্র গুটি কয়েক লোক, যাহারা তাঁহার আত্মীয়-স্বজন ছিল না, তাঁহাকে মানিয়াছিল । তাঁহার পুত্র ও স্ত্রী পর্যন্ত তাঁহার বিরোধিতাকারীদের অন্তর্গত ছিল । মহানবী (সাঃ) ও নূহ্ (আঃ)-এর অবস্থার সাদৃশ্য দেখাইতে যাইয়া বলা হইয়াছে যে, একদল জিন্ন— যাহাদিগকে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) পূর্বে মোটেই জানিতেন না— তাঁহার কাছে আসিল, কুরআন শুনিল এবং বিশ্বাস স্থাপন করিল । এই জিন্ন-লোকগুলির বিশ্বাস, ধর্মীয় মতবাদ, আচার-আচরণ এবং জীবন-নীতি সম্বন্ধে দীর্ঘ আলোচনা স্থান পাইয়াছে । সূরাটি অত্যন্ত জোরের সহিত ঘোষণা করিতেছে যে, আল্লাহ্তা'লার এই প্রেরিত বাণীকে (কুরআনকে) কোন প্রকার রদবদল বা পরিবর্তন করা কিংবা ইহাতে প্রক্ষেপ বা সংমিশ্রণ ঘটানো কাহারও পক্ষে কখনও সম্ভব হইবে না । কারণ ঐশী নিরাপত্তা বাহিনী কর্তৃক এই মহামূল্য সম্পদকে সর্বদা পাহারায় রাখা হইতেছে । শেষ পর্যায়ে বলা হইয়াছে, যখনই আল্লাহ্ কর্তৃক প্রেরিত শিক্ষক তথা নবী ও সংস্কারক আগমন করিয়া মানুষকে আল্লাহ্র পথে আসার আহ্বান জানান, অন্ধকারের শক্তিসমূহ তখনই তাঁহার টুঁটি চাপিয়া ধরিতে চায় । কুচক্রীগণের এই ষড়যন্ত্রের বেড়াজালকে ছিন্ন করিয়া, অসীম সাহস বুকে নিয়া আল্লাহ্র শিক্ষকগণ আপন কাজে অগ্রসর হইতে থাকেন । নবীর প্রচারিত বাণী যে আল্লাহ্র তরফ হইতেই প্রাপ্ত বাণী, ইহার অকাট্য প্রমাণ এই যে, ভবিষ্যতে ঘটিতব্য এমন বিরাট বিরাট বিশ্ব-ঘটনার কথা এই বাণীতে স্থান পায়, যাহা মানুষের জ্ঞানের পরিধিতে ধরা পড়ে না । এবং শেষ পর্যন্ত নবী তাঁহার বাণী পৌছানোর কাজে কৃতকার্য তো হনই, তাঁহার উদ্দেশ্যও পূর্ণ হয়—এই কথা বলিয়া সূরাটি সমাপ্ত হইয়াছে ।

৭২- সূরা আল্ জিন্

ইহা মক্কী সূরা, ইহাতে বিসমিল্লাহ্সহ ২৯ আয়াত ও ২ রুকূ আছে ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। আল্লাহ্র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

قُلْ اُوْحِيَ اِلَيَّ اَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوْٓا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْاٰنًا عَجَبًا ۙ②

২। তুমি বল, "আমার প্রতি ওহী করা হইয়াছে যে, জিন্নদের একটি দল [৩১৩৬] (এই কুরআন) শ্রবণ করিয়াছে এবং তাহারা বলিয়াছেঃ 'নিশ্চয় আমরা এক বিস্ময়কর কুরআন শ্রবণ করিয়াছি, [৩১৩৭]

يَّهْدِيْٓ اِلَى الرُّشْدِ فَاٰمَنَّا بِهٖ ؕ وَلَنْ نُّشْرِكَ بِرَبِّنَآ اَحَدًا ۙ③

৩। যাহা হেদায়াতের দিকে পরিচালিত করে, সুতরাং আমরা উহাতে ঈমান আনিয়াছি, এবং আমরা আমাদের প্রতিপালকের সহিত কাহাকেও শরীক করিব না ।' [৩১৩৮]

وَّاَنَّهٗ تَعٰلٰى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَّلَا وَلَدًا ۙ④

৪। 'প্রকৃত কথা এই যে, আমাদের প্রতিপালকের মর্যাদা অতীব মহান, তিনি কখনও নিজের জন্য কোন স্ত্রী এবং পুত্র গ্রহণ করেন নাই,

وَّاَنَّهٗ كَانَ يَقُوْلُ سَفِيْهُنَا عَلَى اللّٰهِ شَطَطًا ۙ⑤

৫। এবং আমাদের মধ্যে নির্বোধেরা আল্লাহ্ সম্পর্কে ডাহা মিথ্যা কথা বলিত,

وَّاَنَّا ظَنَنَّآ اَنْ لَّنْ تَقُوْلَ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا ۙ⑥

৬। এবং আমরা অবশ্যই এই ধারণা করিয়া আসিতেছিলাম যে, মানুষ এবং জিন্ন কখনও আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা কথা বলিতে পারে না ,

وَّاَنَّهٗ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْاِنْسِ يَعُوْذُوْنَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوْهُمْ رَهَقًا ۙ⑦

৭। এবং এই কথাও সত্য যে, মানুষের মধ্য হইতে কতক পুরুষ [৩১৩৯] জিন্নদের মধ্যে হইতে কতক পুরুষের শরণাপন্ন হয় এবং এইভাবে তাহারা তাহাদিগকে আত্মম্ভরিতায় বাড়াইয়া দিয়াছে ,

---

৩১৩৬। ২৭৩৩ টীকা দেখুন ।

৩১৩৭। এস্থলে নাসীবীনের ইহুদীদের একটি দলের কথা বলা হইয়াছে । তাহারা আরব জাতির লোক ছিল না । ভিন্দেশীয় হওয়ার কারণে তাহাদিগকে জিন্ন বলা হইয়াছে । কারণ 'জিন্ন' শব্দের এক অর্থ "অপরিচিত ব্যক্তি" (লেইন)। এই ঘটনাটি ৪৬ঃ ৩০-৩৩ এ বর্ণিত ঘটনা হইতে পৃথক বলিয়া মনে হয়, যদিও এই আয়াতের ঘটনাকে, অনেকেই ৪৬ঃ ৩০-৩৩ আয়াতের বর্ণিত ঘটনার বিবরণের সহিত বাহ্যিক মিল দেখিয়া, একই ঘটনা বলিয়া মনে করেন ।

৩১৩৮। এই আয়াত হইতে বুঝা যায়, 'জিন্ন-এর একটি দল' বলিতে 'একত্ব-বাদী খৃষ্টান'দের একটি পার্টি কিংবা তাহাদের সহিত সংশ্লিষ্ট ইহুদীর একটি দল বুঝাইতেছে যাহারা ঐ খৃষ্টানগণের বিশ্বাস সম্বন্ধে অবগত ছিল ও তাহাদের দ্বারা প্রভাবান্বিত ছিল ।

৩১৩৯। যেহেতু আরবীতে 'রিজাল' শব্দটি মানবজাতি ছাড়া অন্য কাহারও জন্য ব্যবহৃত হয় না, সেইহেতু এই সূরাতে ও সূরা 'আহ্কাফে'

وَّاَنَّهُمْ ظَنُّوْا كَمَا ظَنَنْتُمْ اَنْ لَّنْ يَّبْعَثَ اللّٰهُ اَحَدًا ۝٨

৮। এবং বস্তুতঃ তাহারা এইরূপ ধারণা করিয়াছিল যেভাবে তোমরা ধারণা কর যে, আল্লাহ্ কখনও কাহাকেও (নবী হিসাবে) আবির্ভূত করিবেন না, ৩১৪০

وَّاَنَّا لَمَسْنَا السَّمَآءَ فَوَجَدْنٰهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيْدًا وَّشُهُبًا ۝٩

৯। এবং আমরা আকাশকে স্পর্শ করিতে চেষ্টা করিলাম ৩১৪১ কিন্তু উহাকে অতি শক্ত প্রহরী এবং উল্কাসমূহ দ্বারা পরিপূর্ণ দেখিতে পাইলাম,

وَّاَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ ؕ فَمَنْ يَّسْتَمِعِ الْاٰنَ يَجِدْ لَهٗ شِهَابًا رَّصَدًا ۝١٠

১০। এবং আমরা শ্রবণের উদ্দেশ্যে উহার কতিপয় বসার স্থানে বসিতাম। কিন্তু এখন যে কেহ কিছু শুনিবার প্রচেষ্টা করিবে, সে নিজের জন্য এক উল্কাপিণ্ডকে ওঁৎ পাতিয়া বসিয়া থাকিতে দেখিতে পাইবে, ৩১৪২

وَّاَنَّا لَا نَدْرِيْٓ اَشَرٌّ اُرِيْدَ بِمَنْ فِي الْاَرْضِ اَمْ اَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ۝١١

১১। এবং আমরা জানি না যে, পৃথিবীর অধিবাসীদের জন্য কোন অমংগলের ইচ্ছা করা হইয়াছে, না তাহাদের প্রতিপালক তাহাদের জন্য হেদায়াতের ফয়সালা করিয়াছেন,

وَّاَنَّا مِنَّا الصّٰلِحُوْنَ وَمِنَّا دُوْنَ ذٰلِكَ ؕ كُنَّا طَرَآئِقَ قِدَدًا ۝١٢

১২। এবং আমাদের মধ্যে কতক নেক লোক আছে এবং কতক ইহার বিপরীত— আমরা বিভিন্ন মত ও পথে বিভক্ত।

وَّاَنَّا ظَنَنَّآ اَنْ لَّنْ نُّعْجِزَ اللّٰهَ فِي الْاَرْضِ وَلَنْ نُّعْجِزَهٗ هَرَبًا ۝١٣

১৩। এবং আমরা জানি যে, আমরা পৃথিবীতে আল্লাহ্‌কে (তাঁহার পরিকল্পনার ক্ষেত্রে) ব্যর্থ করিতে পারিব না এবং পলায়ন পূর্বকও তাঁহাকে ব্যর্থ করিতে পারিব না,

---

বর্ণিত 'জিন্নদের একটি দল' বলিতে মানুষেরই একটি দলকে বুঝাইয়াছে, মানব-বহির্ভূত কোন সৃষ্ট জীবকে বুঝায় নাই। আরবী 'জিন্ন' শব্দটি এখানে প্রভাবশালী বড়লোকদের জন্য এবং 'ইন্‌স' শব্দটি বিত্তহীন সাধারণ লোকদের জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে যাহারা প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী বড়লোকদের অনুসরণ করিয়া থাকে। শেষোক্ত শ্রেণীর লোকেরা (ইন্‌স), প্রথমোক্ত শ্রেণীর লোকদের আশ্রয় নেয় ও অনুগামী হয় বলিয়া, প্রথমোক্ত শ্রেণীর অহঙ্কার ও ঔদ্ধত্যকে বাড়াইয়া দেয়।

৩১৪০। ইউসুফ (আঃ)-এর আগমনের সময় হইতেই ইহুদীগণ এই ভ্রান্ত বিশ্বাসে নিপতিত ছিল যে, ইউসুফের (আঃ) পরে আর কোন নবী আসিবে না (৪০-৩৫)।

৩১৪১। 'আকাশকে স্পর্শ করিতে চেষ্টা করা' বাক্যাংশটির অর্থ হইল 'অজানার রহস্যকে উদ্‌ঘাটিত করার চেষ্টা করা'। যখন আল্লাহ্ কর্তৃক প্রেরিত সংস্কারক নবী-রসূলের আগমন-কাল উপস্থিত হয়, তখন অস্বাভাবিকভাবে তারকা-পতন ঘটিয়া থাকে। এই অস্বাভাবিক প্রাকৃতিক দৃশ্যের অবতারণার কথাই এখানে বলা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

৩১৪২। আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত সংস্কারকের আগমনের প্রাক্কালে, ভবিষ্যদ্বক্তা ও গণকেরা সন্দেহপূর্ণ গুপ্তজ্ঞান ব্যবহার করিবার এক ব্যবসা পাতিয়া বসে এবং সাধারণ মানুষকে এই বলিয়া প্রতারিত করে যে, তাহারা অজানার রহস্যকে ভেদ করিয়াছে। প্রতারণার কাজে বিশেষভাবে পারদর্শিতার কারণে, তাহারা সরল মানুষের বিশ্বাসভাজন হইতেও সমর্থ হয়। কিন্তু ইলাহী সংস্কারকের অভ্যুদয়ের সাথে সাথে তাহাদের প্রতারণা ও ভ্রান্ত জ্ঞানের স্বরূপ প্রকাশিত হইয়া পড়ে। তাহাদের গুপ্তজ্ঞানের ভাণ্ডারকে তখন ভাসা ভাসা জ্যোতির্বিদ্যার অংশ বলিয়া মনে হয়। 'এখন' (আল্‌আনা) শব্দটি এখানে বিশেষভাবে মহানবী (সাঃ)-এর সময়কে বুঝাইতেছে। তবে ইহা প্রত্যেক বড় নবীর সময়কেও বুঝাইতে পারে (৩৭ঃ ৭-১০ দেখুন)।

وَّاَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدٰٓى اٰمَنَّا بِهٖ ؕ فَمَنْ يُّؤْمِنْۢ بِرَبِّهٖ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَّلَا رَهَقًا ﴿١٤﴾

১৪। সুতরাং যখন আমরা হেদায়াতের বাণী শুনিলাম তখন ইহার উপর ঈমান আনিলাম। অতঃপর যে তাহার প্রতিপালকের উপর ঈমান আনে তাহার কোন ক্ষতি বা অবিচারের ভয় নাই।

وَّاَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُوْنَ وَمِنَّا الْقٰسِطُوْنَ ؕ فَمَنْ اَسْلَمَ فَاُولٰٓئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا ﴿١٥﴾

১৫। এবং আমাদের মধ্যে কতক আছে (আল্লাহ্‌র নিকট) আত্মসমর্পণকারী এবং কতক আছে অবাধ্য।' এবং যাহারা আত্মসমর্পণ করিয়াছে— ইহারাই হেদায়াতের অনুসন্ধান করে।

وَاَمَّا الْقٰسِطُوْنَ فَكَانُوْا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ﴿١٦﴾

১৬। এবং যাহারা অবাধ্য, বস্তুতঃ তাহারাই জাহান্নামের ইন্ধন।

وَّاَنْ لَّوِ اسْتَقَامُوْا عَلَى الطَّرِيْقَةِ لَاَسْقَيْنٰهُمْ مَّآءً غَدَقًا ﴿١٧﴾

১৭। এবং যদি ইহারা (মক্কাবাসীরা) নির্দেশিত সঠিক পথে কায়েম হইত তাহা হইলে আমরা অবশ্যই তাহাদিগকে প্রচুর পানি পান করাইতাম, [৩১৪৩]

لِّنَفْتِنَهُمْ فِيْهِ ؕ وَمَنْ يُّعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهٖ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا ﴿١٨﴾

১৮। যেন আমরা তাহাদিগকে উহা দ্বারা পরীক্ষা করি। এবং যে ব্যক্তি তাহার প্রতিপালকের স্মরণ হইতে বিমুখ হইয়া যাইবে—তাহাকে তিনি কঠিন আযাবের পথে পরিচালিত করিবেন।

وَّاَنَّ الْمَسٰجِدَ لِلّٰهِ فَلَا تَدْعُوْا مَعَ اللّٰهِ اَحَدًا ﴿١٩﴾

১৯। এবং নিশ্চয় সকল মসজিদ [৩১৪৪] আল্লাহ্‌র জন্য, সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌র সংঙ্গে অন্য কাহাকেও (মা'বূদরূপে) ডাকিও না।

وَّاَنَّهٗ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللّٰهِ يَدْعُوْهُ كَادُوْا يَكُوْنُوْنَ عَلَيْهِ لِبَدًا ﴿٢٠﴾ ع ١ [٢٠] ١١

২০। এবং যখন আল্লাহ্‌র বান্দা [৩১৪৫] তাঁহাকে ডাকিবার জন্য দণ্ডায়মান হয় তখন তাহারা তাহার নিকট ভিড় জমাইয়া শ্বাসরোধ করার উপক্রম করে।

قُلْ اِنَّمَآ اَدْعُوْا رَبِّيْ وَلَآ اُشْرِكُ بِهٖٓ اَحَدًا ﴿٢١﴾

২১। তুমি বল, 'আমি কেবল আমার প্রতিপালককে ডাকি, এবং তাঁহার সহিত কাহাকেও শরীক করি না।'

৩১৪৩। পানি জীবনের উৎস বিধায়, 'অনেক পানি' বলিতে ধন-সম্পদ ও অন্যান্য দুনিয়াবী স্বাচ্ছন্দ্যের প্রাচুর্যকে বুঝাইয়াছে।

৩১৪৪। পূর্ববর্তী আয়াতগুলিতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, রসূলে পাক (সাঃ)-এর আগমনে ইহা স্পষ্ট হইয়া গিয়াছে, আল্লাহ্‌র একত্বকে প্রতিষ্ঠা করাই আল্লাহ্‌তা'লার আসল পরিকল্পনা। আলোচ্য আয়াতে বলা হইয়াছে, এখন হইতে মসজিদগুলিই হইবে কেন্দ্র যেখান হইতে সত্যের আলোক-বর্তিকা নির্গত হইয়া সারা বিশ্বকে ছাইয়া ফেলিবে।

৩১৪৫। এখানে 'আল্লাহ্‌র বান্দা' বলিতে মহানবী (সাঃ)-কে বুঝাইয়াছে। কেননা তাঁহার তুল্য আল্লাহ্‌র বান্দা আর কেহই হইতে পারে না। তবে, আল্লাহর বান্দা উপাধিটি প্রত্যেক নবী ও ধর্ম-সংস্কারকের জন্যও প্রযোজ্য হইয়া থাকে।

قُلْ اِنِّیْ لَاۤ اَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَّ لَا رَشَدًا ﴿۲۲﴾

২২। তুমি বল, 'তোমাদের অনিষ্ট সাধন বা তোমাদিগকে হেদায়াত দানের কোন ক্ষমতা আমার নাই।'

قُلْ اِنِّیْ لَنْ یُّجِیْرَنِیْ مِنَ اللّٰهِ اَحَدٌ ۙ وَّ لَنْ اَجِدَ مِنْ دُوْنِهٖ مُلْتَحَدًا ﴿۲۳﴾ۙ

২৩। তুমি বল, 'আল্লাহ্ (অর্থাৎ তাঁহার আযাব) হইতে আমাকে আদৌ কেহই রক্ষা করিতে পারিবে না, এবং তিনি ব্যতীত আমি কখনও কোন আশ্রয়স্থল পাইব না।

اِلَّا بَلٰغًا مِّنَ اللّٰهِ وَ رِسٰلٰتِهٖ ؕ وَ مَنْ یَّعْصِ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ فَاِنَّ لَهٗ نَارَ جَهَنَّمَ خٰلِدِیْنَ فِیْهَاۤ اَبَدًا ﴿۲۴﴾ؕ

২৪। (আমার দায়িত্ব) শুধু আল্লাহ্র পক্ষ হইতে আগত বাণী এবং পয়গামসমূহ পৌঁছাইয়া দেওয়া।' এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলের অবাধ্যতা করে নিশ্চয় তাহার জন্য জাহান্নামের আগুন রহিয়াছে, তাহারা তথায় দীর্ঘকাল বসবাস করিবে।[৩১৪৬]

حَتّٰۤی اِذَا رَاَوْا مَا یُوْعَدُوْنَ فَسَیَعْلَمُوْنَ مَنْ اَضْعَفُ نَاصِرًا وَّ اَقَلُّ عَدَدًا ﴿۲۵﴾

২৫। (তাহারা অস্বীকার করিতে থাকিবে) যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহারা উহা প্রত্যক্ষ করিবে, যাহার প্রতিশ্রুতি তাহাদিগকে দেওয়া হইতেছে, তখন তাহারা অবশ্যই জানিবে যে, সাহায্যকারী হিসাবে অধিক দুর্বল কাহারা এবং সংখ্যার দিক দিয়া অধিক কম কাহারা।

قُلْ اِنْ اَدْرِیْۤ اَقَرِیْبٌ مَّا تُوْعَدُوْنَ اَمْ یَجْعَلُ لَهٗ رَبِّیْۤ اَمَدًا ﴿۲۶﴾

২৬। তুমি বল, 'আমি জানি না, তোমাদের প্রতিশ্রুত বিষয় সন্নিকট অথবা আমার প্রতিপালক উহার জন্য কোন দীর্ঘ মেয়াদ নির্ধারণ করিয়াছেন।'

عٰلِمُ الْغَیْبِ فَلَا یُظْهِرُ عَلٰی غَیْبِهٖۤ اَحَدًا ﴿۲۷﴾ۙ

২৭। তিনিই অদৃশ্য বিষয়ের পরিজ্ঞাতা, অতএব তিনি কাহারও উপর অদৃশ্য বিষয়সমূহ বহুল পরিমাণে প্রকাশ করেন না,[৩১৪৭]

اِلَّا مَنِ ارْتَضٰی مِنْ رَّسُوْلٍ فَاِنَّهٗ یَسْلُكُ مِنْۢ بَیْنِ یَدَیْهِ وَ مِنْ خَلْفِهٖ رَصَدًا ﴿۲۸﴾ۙ

২৮। কিন্তু এমন রসূল ছাড়া, যাহাকে তিনি মনোনীত করেন। অতঃপর নিশ্চয় তিনি তাহার সম্মুখে ও পশ্চাতে একদল প্রহরী (ফিরিশ্তা) পরিচালনা করেন,[৩১৪৮]

৩১৪৬। 'আমাদ'ও 'আবাদ, দুইটি শব্দের মধ্যে পার্থক্য এই যে, পূর্ববর্তী শব্দটি সীমিত সময়ের জন্য ব্যবহৃত হয় এবং পরবর্তী শব্দটি অসীম সময়কে বুঝায় (লেইন)।

৩১৪৭। 'ইয্হার আলাল গায়ব' দ্বারা প্রায়াশঃ ও বহুল পরিমাণে অজ্ঞাত-গোপনীয় বিষয়ের জ্ঞান লাভ করা বুঝায় এবং বড় বড় ঘটনীয় বিষয় এই জ্ঞানের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকে।

৩১৪৮। নবীদের নিকট যে সকল অজ্ঞাত বিষয়াবলীর জ্ঞান দেওয়া হয়, ঐগুলির প্রকৃতি ও গুরুত্ব এমনি অতুলনীয় যে, অন্যান্য বিশ্বাসী ধার্মিক সাধু-ব্যক্তিগণের নিকট প্রদত্ত গুপ্তজ্ঞান এইসবের কাছেও ঘেঁষিতে পারে না। এই আয়াতে এই কথাই বলা হইয়াছে। নবীগণের নিকট প্রকাশিত গুপ্তজ্ঞানের ব্যাপকতা, গভীরতা, স্পষ্টতা, নিত্য-নূতনতা, জনকল্যাণ-মুখিতা ও বিশ্বস্ততা ইত্যাদি গুণাবলী ধার্মিক বিশ্বাসী-সাধুগণের গুপ্তজ্ঞানের মধ্যে থাকে না। দুই শ্রেণীর মধ্যে ইহা একটা বিরাট পার্থক্য। তদুপরি, নবীগণের নিকট যে সকল ওহী-এলহাম অবতীর্ণ হয়, উহার সহিত আল্লাহতা'লার রক্ষা-কবচও সংযুক্ত থাকে যাহাতে শয়তান দ্বারা ইহা বিকৃত না হয় এবং সঠিকভাবে তাহা নবীর কাছে পৌঁছিয়া যায়। সাধু ব্যক্তিগণের নিকট প্রকটিত গুপ্তজ্ঞানের ব্যাপারে এই রক্ষা-কবচ না থাকায়, সব সময় ইহা নিশ্চিত ও নিরাপদ নহে।

لِّيَعْلَمَ اَنْ قَدْ اَبْلَغُوْا رِسٰلٰتِ رَبِّهِمْ وَاَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَاَحْصٰى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ﴿٢٩﴾ ع ١٢

২৯। যেন তিনি জানেন যে, তাহারা (রসূলগণ) তাহাদের প্রতিপালকের পয়গামসমূহ সঠিকভাবে পৌঁছাইয়া দিয়াছে।[৩১৪৯] বস্তুতঃ তিনি তাহাদের নিকট যাহা আছে সবকিছুকে পরিবেষ্টন করিয়া আছেন, এবং প্রত্যেক বস্তুর সংখ্যা গণনা করিয়া রাখিয়াছেন।

১২[৯]২

৩১৪৯। নবীগণের প্রাপ্ত ওহী-ইলহামকে প্রক্ষেপমুক্ত ও অবিকৃত অবস্থায় এই কারণে রক্ষা করা হয় যে এইগুলি দ্বারা বিরাট ঐশী উদ্দেশ্য সাধিত হয় এবং এই ঐশী-বাণী দ্বারাই মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধিত হয়।

৭৩-সূরা আল্ মুয্যাম্মেল
(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণ হওয়ার সময় ও প্রসঙ্গ

পন্ডিতগণের ঐক্যমত ইহাই যে, এই সূরা নবুওয়াত প্রাপ্তির পরে পরেই সন্নিহিত সময়ে অবতীর্ণ হইয়াছিল। কেহ কেহ বলেন, ইহা অবতারিত তৃতীয় সূরা। পূর্ববর্তী সূরাতে (জিন্) বলা হইয়াছিল যে, নবীগণের উপর ওহী বা ঐশী-বাণী অবতরণ কালে ফিরিশ্তাও নামিয়া আসেন যাহাতে ঐশী-বাণীগুলি সুরক্ষিত ও অবিকৃত অবস্থায় নবীদের কাছে অবিকল পৌঁছিয়া যায়। এই সূরাতে নবী করীম (সাঃ)-কে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে, তিনি যেন রাত্রির একাংশকে আল্লাহ্তা'লার স্মরণের জন্য নামাযের উদ্দেশ্যে বাছিয়া লন, যাহাতে তাঁহার প্রতি ফিরিশ্তা নামিয়া আসেন এবং শত্রুদের কুমৎলব ও ষড়যন্ত্র হইতে তাঁহাকে বাঁচাইয়া রাখেন। অন্যান্য মক্কী সূরাগুলির মত, মহানবী (সাঃ)-এর ঐশী দায়িত্ব, কর্তব্য ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এই সূরাটিও বক্তব্য রাখিয়াছে এবং কুরআন যে সত্য সত্যই আল্লাহ্রই বাণী তাহা ব্যক্ত করিয়াছে। ইহা সংক্ষেপে, অত্যন্ত জোরের সহিত ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া বলিতেছে যে, রসূলে পাক (সাঃ)-ই পরিণামে বিজয়ী হইবেন, আর এই ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতাই এই কথার প্রমাণ হইবে যে, মৃত্যুর পরে জীবন ও বিচার রহিয়াছে। নামায, দোয়া ও যিক্র- আয্কারের উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতঃ বলা হইয়াছে যে, ইহাই আল্লাহ্র সাহায্য লাভের সর্বাপেক্ষা কার্যকরী উপায় এবং ইহার সাহায্যেই মহানবী (সাঃ)-এর উপর ন্যস্ত বিরাট ও অসামান্য কার্যাবলী সম্পাদন করা সম্ভব হইবে, অন্য কোন উপায়ে নহে।

৭৩-সূরা আল্ মুয্যাম্মেল

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ইহাতে ২১ আয়াত এবং ২ রুকূ আছে ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। আল্লাহ্র নামে, তিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

يٰٓاَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ۙ②

২। হে বস্ত্রাবৃত ব্যক্তি ![৩১৫০]

قُمِ الَّيْلَ اِلَّا قَلِيْلًا ۙ③

৩। তুমি রাত্রে (ইবাদতের জন্য) দণ্ডায়মান হও, অল্প অংশ ব্যতীত,

نِّصْفَهٗٓ اَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيْلًا ۙ④

৪। ইহার অর্ধেক অংশ অথবা ইহা হইতে কিছু কম কর,

اَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا ؕ⑤

৫। অথবা ইহার উপর কিছু বাড়াও এবং তরতীব সহকারে সুললিত কণ্ঠে কুরআন আবৃত্তি কর ।

اِنَّا سَنُلْقِيْ عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيْلًا ⑥

৬। নিশ্চয় আমরা তোমার উপর গুরুভার কালাম ন্যস্ত করিতে চলিয়াছি ।[৩১৫১]

৩১৫০। 'যামালাহু' অর্থ সে তাহাকে পিঠের পিছনে বহন করিল । 'যাম্মালা'র অন্য অর্থ সে তাড়াতাড়ি দৌড়াইয়া চলিল । 'তাযাম্মালা' 'ইয্যাম্মালা', 'ইয্দামালা'-এই শব্দগুলির অর্থঃ সে নিজেকে চাদরে (কম্বলে) জড়াইল, সে বোঝা বহন করিয়া চলিল । মুয্যাম্মেল (বা মুতাযাম্মেল) অর্থ বস্ত্রাবৃত (কম্বল-জড়ানো) লোক যাহার উপর হাজারো দায়িত্বের বোঝা (আকরাব, কাদীর, মা'আনী)। হেরার পর্বত-গুহায় আল্লাহ্র ফিরিশ্তা তাঁহার কাছে 'বাণী' দিয়া আসিলে, মহানবী (সাঃ) এই নূতন আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতায় ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া তাড়াতাড়ি গৃহে ফিরিলেন । এই ভীতি-বিহ্বলতা খুবই স্বাভাবিক ছিল, কেননা অভিজ্ঞতাটা ছিল একেবারেই অভিনব ও অসাধারণ। গৃহে পৌছিয়াই তিনি তাঁহাকে বৃহৎ বস্ত্রে আচ্ছাদিত করিয়া দিতে অনুরোধ করিলেন । বস্ত্রাবৃত করণের মধ্যে যেহেতু জোড়া দেওয়া ও একত্রীকরণ অর্থ নিহিত আছে, অতত্রব এই আয়াতের অর্থ এইরূপও হইতে পারে, "ওহে ব্যক্তি, বিশ্বের সকল জাতিকে পরস্পর সংযুক্ত করিয়া এক পতাকার নীচে একত্রিত করিতে তুমি নিয়োগ-প্রাপ্ত হইয়াছে" । হাদীসের মধ্যেও মহানবী (সাঃ)-কে 'হাশের' বলা হইয়াছে, 'হাশের' অর্থ বিশ্ববাসীকে সংযোজনকারী ও একত্রীভূত কারী (বুখারী)। এই আয়াতের আরও তাৎপর্য আছেঃ- (১) মহানবী (সাঃ) এমনই এক ব্যক্তি যাহাকে মহান উদ্দেশ্য পূর্ণ করিবার জন্য মানব জাতিকে জাগাইয়া তুলিতে হইবে । আর ইহা এক সুদীর্ঘ পথ, যাহা অতিক্রম করিতে সুদীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন । অতত্রব তাহাকে দ্রুত পদে চলিতে হইবে— কঠোর পরিশ্রমের সহিত অবিশ্রান্তভাবে দ্রুতগতিতে কাজ করিয়া যাইতে হইবে; (২) তিনি এক অনন্য সাধারণ ব্যক্তি, যাঁহাকে অসামান্য বোঝা বহন করিতে হইবে— বিশ্ব-মানবের ঘরে ঘরে তাঁহাকে ঐশী-বাণীর গুরুভার বহনের বিরাট দায়িত্ব সম্পাদন করিতে হইবে । মহানবী (সাঃ)-কে স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইতেছে যে, তাঁহাকে আল্লাহ্-ভক্ত এক বিরাট সম্প্রদায় তৈরী করিতে হইবে যাহারা তাঁহারই মহান আদর্শ ও অবিচল প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হইয়া, ইসলামের বাণীকে মানবতার দ্বারে দ্বারে পৌছাইয়া দিতে তাঁহাকে (সাঃ) সাহায্য করিবে । এই কষ্টসাধ্য কর্তব্য ও গুরুদায়িত্বের প্রতিই এখানে ইঙ্গিত করা হইয়াছে, লম্বা ও মোটা কাপড়ে তাঁহার আচ্ছাদিত হওয়ার প্রতি নহে ।

৩১৫১। 'গুরু-ভার কালাম', দ্বারা কুরআনের মহান ও বৈপ্লবিক শিক্ষাকে বুঝাইয়াছে । কেননা, ইহা এতই ভারী ও গুরুত্ববহ যে, ইহার পরিবর্তন বা স্থানান্তর সম্ভব নহে । কুরআনের একটি শব্দ বা অক্ষর সংশোধিত বা পরিবর্তিত হইবার নহে । বিভিন্ন স্থলে বর্ণিত একটি হাদীসে আছে, যখনই মহানবী (সাঃ)-এর নিকট 'ওহী' আসিত, তখনই তিনি ভীষণ বিহ্বল অবস্থা প্রাপ্ত হইতেন, তিনি এমনই এক অস্বাভাবিক অনুভূতি-গ্রস্ত হইতেন যে, অতিরিক্ত শীতের দিনেও বড় বড় ঘর্ম বিন্দু তাঁহার কপাল বাহিয়া পড়িত এবং তিনি নিজের শরীরকে বোঝার মত অনুভব করিতেন (বুখারী)। কুরআনের ঐশী-বাণী 'গুরু-ভারাক্রান্ত' হওয়ার কারণেই,নবী করীম (সাঃ)-এর ইন্দ্রিয়সমূহে ইহার প্রকোপ ও প্রভাব এইভাবে দেখা দিত ।

إِنَّ نَاشِئَةَ الَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَّأَقْوَمُ قِيلًا ۝٦

৭। নিশ্চয় (ইবাদতের উদ্দেশ্যে) রাত্রিকালের উত্থান আত্মশুদ্ধির জন্য সর্বাধিক কঠিন পন্থা এবং বাক্যালাপে সর্বাধিক দৃঢ়তাদানকারী।[৩১৫২]

إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا ۝٧

৮। নিশ্চয় দিবসে তুমি দীর্ঘ কর্ম ব্যস্ততায় নিমগ্ন[৩১৫৩] থাক।

وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ۝٨

৯। সুতরাং তুমি তোমার প্রতিপালকের নাম স্মরণ কর এবং পার্থিব সম্পর্ক বর্জন করিয়া তাঁহারই প্রতি পূর্ণ অনুরক্তির সহিত অনুরক্ত হও।

رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا ۝٩

১০। তিনিই পূর্ব ও পশ্চিমের প্রতিপালক; তিনি ব্যতীত কোন মা'বূদ নাই, অতএব তুমি তাঁহাকে অভিভাবক হিসাবে গ্রহণ কর।

وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا ۝١٠

১১। এবং তাহারা যাহা কিছু বলে, তাহাতে তুমি ধৈর্য ধারণ কর, এবং তাহাদিগকে অতি সুন্দর ভাবে বর্জন কর।

وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا ۝١١

১২। এবং তুমি আমাকে এবং নেয়ামতের অধিকারী (সত্যের প্রতি) মিথ্যারোপকারীদিগকে ছাড়িয়া দাও এবং তাহাদিগকে কিছুকাল অবকাশ দাও।

إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَالًا وَجَحِيمًا ۝١٢

১৩। নিশ্চয় আমাদের নিকট রহিয়াছে ভারী বেড়ীসমূহ এবং জ্বলন্ত জাহান্নাম,

وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا ۝١٣

১৪। এবং কণ্ঠরোধকারী খাদ্য এবং যন্ত্রণাদায়ক আযাব—

৩১৫২। নিশীথ রাত্রে জাগিয়া নামায, দোয়া ইত্যাদি আত্মশুদ্ধির কাজ করিলে, রিপু ও কুপ্রবৃত্তিসমূহ দমন হয় এবং নিজের আত্মাকে নিয়ন্ত্রণে রাখিতে কার্যকরীভাবে সাহায্য করে। আল্লাহ্‌র পবিত্র বান্দাগণের সকলেরই এই একই অভিজ্ঞতা যে, আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য নিশীথের দোয়া ও নামাযের মত এত কার্যকরী পন্থা আর কোনটিই নহে। গভীর রাত্রের নীরব-নিভৃত কন্দরে এক অব্যক্ত প্রশান্তি বিরাজ করিতে থাকে। সেই নিস্তব্ধ-নিরবতায় মানুষ একাকী তাঁহার স্রষ্টার সঙ্গ লাভ করিবার মহা-সুযোগ প্রাপ্ত হয়। তাহার আত্মা ঐশী আলোকে আলোকিত ও **সমুজ্জ্বল** হইয়া উঠে এবং সেই আলো সে অপরের কাছে বিলাইবারও সুযোগ পায়। এই সময়টা ব্যক্তির চারিত্রিক শক্তি অর্জনের পক্ষে এবং নিজের কথাবার্তাকে যুক্তিপূর্ণ, সার্থক ও প্রভাব-বিস্তার করার পক্ষে বড়ই উপযোগী। সফল বাক্‌শক্তি ও অদম্য কর্মক্ষমতা এমনই দুইটি গুণ যাহা ধর্ম-সংস্কারকের জন্য অপরিহার্য। জাগরিত রাত্রির প্রার্থনা এই দুইটি শক্তিকে (গুণকে) জাগাইয়া তোলে। স্বীয় মনের উপর ও স্বীয় জিহ্বার উপর নিয়ন্ত্রণ লাভের মাধ্যমে, অপর সকলের উপর নিয়ন্ত্রণ লাভ ঘটে।

৩১৫৩। এই আয়াত নবী করীম (সাঃ)-এর শতমুখী কর্তব্যের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিতেছে, যাহা তিনি দ্রুততার সহিত, খুশী মনে সম্পাদন করিতেন। 'সাব্‌হান,' শব্দটির মধ্যেই এই অর্থ নিহিত আছে (লেইন)।

يَوْمَ تَرْجُفُ الْاَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيْبًا مَّهِيْلًا ﴿١٥﴾

১৫ । যেদিন পৃথিবী এবং পর্বতসমূহ কম্পিত হইতে থাকিবে এবং পর্বতগুলি ঝুরঝুরে বালুকা-স্তূপে পরিণত হইবে ।

اِنَّآ اَرْسَلْنَآ اِلَيْكُمْ رَسُوْلًا ۙ شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَآ اَرْسَلْنَآ اِلٰى فِرْعَوْنَ رَسُوْلًا ﴿١٦﴾

১৬ । নিশ্চয় আমরা তোমাদের নিকট প্রেরণ করিয়াছি এক রসূল তোমাদের উপর সাক্ষীস্বরূপ, যেরূপে ফেরআউনের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলাম একজন রসূল,[৩১৫৪]

فَعَصٰى فِرْعَوْنُ الرَّسُوْلَ فَاَخَذْنٰهُ اَخْذًا وَّبِيْلًا ﴿١٧﴾

১৭ । কিন্তু ফেরাউন সেই রসূলকে অমান্য করিল, ফলে আমরা তাহাকে অতি ভয়ংকর ভাবে ধৃত করিয়াছিলাম ।

فَكَيْفَ تَتَّقُوْنَ اِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَّجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيْبًا ﴿١٨﴾

১৮ । সুতরাং তোমরা যদি সেই দিনকে অস্বীকার কর, যাহা বালকদিগকে বৃদ্ধ করিয়া দিবে, তাহা হইলে তোমরা (আযাব হইতে) কিরূপে রক্ষা পাইবে ? [৩১৫৫]

السَّمَآءُ مُنْفَطِرٌ بِهٖ ؕ كَانَ وَعْدُهٗ مَفْعُوْلًا ﴿١٩﴾

১৯ । যেদিন আকাশ উহার দরুন বিদীর্ণ হইবে, তাঁহার প্রতিশ্রুতি [৩১৫৬] অবশ্যই পূর্ণ হইবে ।

اِنَّ هٰذِهٖ تَذْكِرَةٌ ۚ فَمَنْ شَآءَ اتَّخَذَ اِلٰى رَبِّهٖ سَبِيْلًا ﴿٢٠﴾ ع ١٣

২০ । নিশ্চয় ইহা উপদেশবাণী । অতএব যাহার ইচ্ছা সে নিজ প্রতিপালক অভিমুখী পথ অবলম্বন করুক ।

৩১৫৪ । এই আয়াতটি বাইবেলের একটি ভবিষ্যদ্বাণীর সহিত সম্পর্কিত। ভবিষ্যদ্বাণীটি হইলঃ 'আমি উহাদের জন্য উহাদের ভ্রাতৃগণের মধ্য হইতে তোমার সদৃশ এক ভাববাদী উৎপন্ন করিব ও তাঁহার মুখে আমার বাক্য দিব, আর আমি তাঁহাকে যাহা যাহা আজ্ঞা করিব, তাহা তিনি উহাদিগকে বলিবেন , আর আমার নামে তিনি আমার যে সকল বাক্য বলিবেন, তাহাতে যে কেহ কর্ণপাত না করিবে তাহার কাছে আমি পরিশোধ লইব'(দ্বিতীয় বিবরণ ১৮ঃ১৮-১৯)।

৩১৫৫ । 'যাহা বালকদিগকে বৃদ্ধ করিয়া দিবে' অত্র আয়াতের এই বাগধারাটি, পরবর্তী আয়াতের 'আকাশ বিদীর্ণ হইয়া যাইবে'-এর মতই রূপক ও আলঙ্কারিক ভাষা । ২১ঃ১০৫ আয়াতে আছে 'আমরা আকাশকে গুটাইয়া লইব' এবং এতদনুরূপ বাক্য বা বাক্যাংশগুলি যাহা কুরআনের ৮২ঃ২ এবং ৮৪ঃ২ এ রহিয়াছে, সবগুলিই রূপক ভাষা । ইহারা প্রায় সমার্থকভাবে একটি কথারই বহুবিধ প্রকাশ। ঐ একটি মোটা মুটি কথা হইল 'এমন মহা বিপদাবলী সংঘটিত হইবে, যাহা ধ্বংসাত্মক পরিবর্তন ও পরিণতি ডাকিয়া আনিবে ।'

৩১৫৬ । এই আয়াতে উল্লেখকৃত 'প্রতিশ্রুতি' বলিতে মক্কার পতনের সাথে সকল অশুভ চক্রের পতন ও ধ্বংসের ভবিষ্যদ্বাণীকে বুঝাইয়াছে ।

২১। নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক জানেন যে, তুমি দণ্ডায়মান হও রাত্রের দুই-তৃতীয়াংশের কিছু কম এবং কখনও অর্ধেকাংশ এবং কখনও বা এক-তৃতীয়াংশ, এবং (দণ্ডায়মান হয়) তাহাদের মধ্য হইতে একদলও যাহারা তোমার সঙ্গে রহিয়াছে।[৩১৫৭] বস্তুতঃ আল্লাহ্ রাত্রি ও দিবসের পরিমাণকে নির্ধারণ করেন।[৩১৫৮] তিনি জানেন যে, তোমরা কখনও (নামাযের) সময় গণনা করিতে পারিবে না, সুতরাং তিনি তোমাদের প্রতি সদয় দৃষ্টিপাত করিলেন। অতএব তোমরা কুরআন হইতে যতটুকু সহজসাধ্য হয় ততটুকু আবৃত্তি কর। তিনি ইহাও জানেন যে, তোমাদের মধ্যে কতক অসুস্থ হইবে এবং অন্য কতক আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ অন্বেষণ করিয়া ভূপৃষ্ঠে ভ্রমণ করিবে এবং অন্য কতক আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করিবে। সুতরাং উহা হইতে যতটুকু সহজসাধ্য হয় তোমরা ততটুকু আবৃত্তি কর; এবং তোমরা নামায কায়েম কর এবং যাকাত দাও এবং উত্তম ভাবে আল্লাহ্‌কে ঋণ দান কর। এবং তোমরা যে কোন সৎকর্ম নিজেদের কল্যাণের জন্য আগে পাঠাইবে, আল্লাহ্‌র নিকট তোমরা উহা পাইবে। উহা অতি উত্তম এবং পুরস্কার হিসাবে অতি মহৎ হইবে; এবং তোমরা আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, নিশ্চয় আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

২ [১] ১৪

اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ اَنَّكَ تَقُوْمُ اَدْنٰى مِنْ ثُلُثَيِ
الَّيْلِ وَنِصْفَهٗ وَثُلُثَهٗ وَطَآئِفَةٌ مِّنَ الَّذِيْنَ
مَعَكَ ؕ وَاللّٰهُ يُقَدِّرُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ؕ عَلِمَ اَنْ
لَّنْ تُحْصُوْهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوْا مَا
تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ ؕ عَلِمَ اَنْ سَيَكُوْنُ مِنْكُمْ
مَّرْضٰى ۙ وَاٰخَرُوْنَ يَضْرِبُوْنَ فِي الْاَرْضِ
يَبْتَغُوْنَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ ۙ وَاٰخَرُوْنَ
يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۖ فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ
مِنْهُ ۙ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ
وَاَقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا ؕ وَمَا تُقَدِّمُوْا
لِاَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِ هُوَ
خَيْرًا وَّاَعْظَمَ اَجْرًا ؕ وَاسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ ؕ
اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٢١﴾ ع ٢ ١٤

৩১৫৭। এই সুরার উদ্বোধনী আয়াতে নবী করীম (সাঃ)-কে তাগিদ করা হইয়াছে, তিনি যেন রাত্রিতে মনে প্রাণে দোয়াতে মশগুল থাকেন। ঐশী-বাণী প্রচারের যে গুরুতর ও গুরু-গম্ভীর দায়িত্ব শীঘ্রই তাঁহার স্কন্ধে বর্তাইবে, তাহা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার সামর্থ্য অর্জনের জন্য এই নিশীথ প্রার্থনা বিশেষভাবে কার্যকরী প্রতিপন্ন হইবে। এই আয়াতে, আল্লাহ্‌তা'লা তাঁহাকে স্বীয় সন্তুষ্টির নিশ্চয়তা দিতেছেন এবং তিনি যে নিশীথ-প্রার্থনার ব্যাপারে আল্লাহ্‌র নির্দেশকে পুরাপুরি বিশ্বস্ততার সহিত পালন করিয়াছেন— কেবল তিনিই নহেন বরং তাঁহার অনুগামী বিশ্বাসীরাও যে তাহা পালন করিয়াছেন— আল্লাহ্‌তা'লা সন্তুষ্টির সহিত তাহা উল্লেখ করিতেছেন। নিশীথ রাতের প্রার্থনার আদেশটি মহানবী (সাঃ)-এর অনুসারীদের উপর সুনির্দিষ্টভাবে প্রযোজ্য ছিল না, কিন্তু মহানবী (সাঃ)-কে পদে পদে অনুসরণ করার বাসনা সাহাবীদের মধ্যে এতই প্রবল ছিল যে, নিশীথ-প্রার্থনার ব্যাপারেও তাহারা মহানবী (সাঃ)-এর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়াছিলেন।

৩১৫৮। "আল্লাহ্ রাত্রি ও দিবসের পরিশ্রমকে নির্ধারণ করেন" বাক্যটির তাৎপর্য হইল কখনও দিন হইতে রাত্রি দীর্ঘ হয় এবং কখনও রাত্রি হইতে দিন দীর্ঘ হয়। আবার কখনও কখনও দিবা-রাত্রি সমান-সমান হইয়া থাকে। 'তোমরা কখনও সময় নির্ভুলরূপে গণনা করিতে পারিবে না'কথাটি সাধারণ মুসলমানদের জন্য প্রযোজ্য। তাহাদিগকে বলা হইতেছে যে, তাহারা সকলেই নিয়মিতভাবে ও সময়মত এই নিশীথ-প্রার্থনা আদায় করিবার সামর্থ্য রাখেন না।

৭৪-সূরা আল্ মুদ্দাস্‌সের

(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণ হওয়ার সময় ও প্রসঙ্গ

মক্কায় অবতীর্ণ সূরাগুলির প্রথম দুই-তিনটির মধ্যে যে ইহা একটি, এই ব্যাপারে সকলেই একমত । এই সূরা ও পূর্ববর্তী সূরা (সূরা মুয্‌যাম্মেল) 'জমষ' সূরা বলিয়া মনে হয় । এই দুইটি সূরা প্রায় একই সময়ে নাযেল হয় এবং বিষয় ও ভাষার দিক হইতেও ইহারা প্রায় ঐক্যবদ্ধ । বস্তুতঃ এই সূরাটি, বিষয়-বস্তুর দিক হইতে, পূর্ব সূরাটির সম্পূরক মাত্র । পূর্ব সূরার নিবেদিত চিত্তে প্রার্থনাকারী 'মুয্‌যাম্মেল' আধ্যাত্মিক পরিপূর্ণতার প্রস্তুতি সম্পন্ন করিয়া এখন এই সূরার 'মুদ্দাস্‌সেরের' ভূমিকায় অবতীর্ণ হইতেছেন, যিনি এই নামের গুণে পাপ-পঙ্কিলতা দূরীভূত করিবেন, সকল অশুভ পাশব শক্তিকে পরাভূত করিয়া মানবকে শৃঙ্খল-মুক্ত করিবেন, কুপথ-গামীর সতর্ককারী হইবেন, সুপথগামীর পথ-প্রদর্শক হইবেন এবং সত্যান্বেষীগণের নেতৃত্ব করিবেন । এই সময় হইতে মহানবী (সাঃ)-এর জীবন আর তাঁহার জীবন রহিল না । এই জীবন আল্লাহ্‌র কাছে উৎসর্গীকৃত, সমর্পিত জীবন হইয়া গেল । এখন হইতে অপমান, বিরোধিতা, শত্রুতা ও অত্যাচার সত্বেও তিনি ঐশী-বাণী প্রচারের উদ্দেশ্য পূরণের কাজে দৃঢ়ভাবে আত্ম-নিয়োগ করিলেন । সূরাটি নবী করীম (সাঃ)-এর উপর একটি দৃঢ় নির্দেশ দানের মাধ্যমে শুরু হইয়াছে, যাহার মর্ম হইলঃ দৃঢ়তার সহিত দাঁড়াও; যে সত্য তোমাকে প্রদত্ত হইয়াছে তাহা প্রচার কর ও প্রকাশ্যে ঘোষণা কর । যাহারা এই সত্যকে প্রত্যাখ্যান করিবে— ধন, মান, যশ ও শক্তি-সামর্থ্য যাহাদিগকে আধ্যাত্মিকভাবে অন্ধ-বধির করিয়া রাখিয়াছে, তাহাদিগকে সতর্ক করিয়া দাও যে, তাহারা এই কারণে শাস্তি পাইবে, কেননা তাহারা আল্লাহ্‌র ইবাদত করে নাই, অনাহারী দরিদ্রকে অন্ন দান করে নাই, বরং তদ্বিপরীত তাহারা রং-তামাশা, আমোদ-প্রমোদ ও বাজে কাজ করিয়া দিন কাটাইয়াছে । সূরাটির শেষ পর্যায়ে বলা হইয়াছে যে, কুরআন উপদেশমালায় পরিপূর্ণ একটি স্মারক-পুস্তক । ইহার কল্যাণ-বাণী যাহারা গ্রহণ করে, তাহারা নিজের আত্মার কল্যাণের জন্যই ইহা গ্রহণ করে এবং যে ইহাকে প্রত্যাখ্যান করে, সে নিজের অকল্যাণ ডাকিয়া আনে ।

৭৪- সূরা আল্ মুদ্দাস্‌সের

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৫৭ আয়াত এবং ২ রুকূ আছে ।

১। আল্লাহ্‌র নামে, তিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝١
২। হে পোষাকাবৃত্ত ব্যক্তি ।[৩১৫৯]	يٰٓاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ۝٢
৩। তুমি উঠ এবং সতর্ক কর,	قُمْ فَاَنْذِرْ ۝٣
৪। এবং তোমার প্রতিপালকের মহত্ব ঘোষণা কর,	وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ۝٤
৫। এবং তুমি তোমার পোষাক-পরিচ্ছদকে[৩১৬০] পবিত্র রাখ,	وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ۝٥
৬। এবং অপবিত্রতাকে বর্জন কর;[৩১৬১]	وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ۝٦
৭। এবং তুমি এইজন্য দান করিও না যাহাতে (বিনিময়ে) অধিক পাও,	وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ ۝٧
৮। এবং তুমি তোমার প্রতিপালকের (সন্তুষ্টি লাভের) জন্য ধৈর্য ধারণ কর ।	وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ۝٨
৯। এবং যখন শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হইবে,[৩১৬২]	فَاِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُوْرِ ۝٩

৩১৫৯। 'তাদাস্‌সারা' বা 'ইদ্দাস্‌সারা' অর্থ সে নিজেকে পোষাকে জড়াইল । 'দাস্‌সারাহু' অর্থ সে তাহাকে বা ইহাকে নিশ্চিহ্ন করিল, সে তাহাকে গরম পোষাকে জড়াইল । 'দাস্‌সারাত্তাইরো' অর্থ পাখীটা ইহার বাসাটি ঠিকঠাক করিল । 'তাদাস্‌সারাল ফারাসা' মানে সে লাফ দিয়া ঘোড়ার উপর উঠিল ও ছুটাইল । 'তাদাস্‌সারুল আদুওয়া' মানে সে শত্রুকে পরাভূত করিল (লেইন)। মূলশব্দ ও ধাতুর এইসব বিভিন্ন অর্থের প্রতি লক্ষ্য করিলে, মুদ্দাস্‌সের অর্থ দাঁড়ায়— নিশ্চিহ্নকারী, সংস্কারক ও শৃঙ্খলাস্থাপনকারী, পরাভূতকারী, লম্‌ফদিয়া ঘোড়ায় চড়িয়া যাত্রা শুরুকারী । নবীর গুরুদায়িত্ববহনকারী ব্যক্তিকে এই উপাধি দেওয়া যায় (কাসীর)। যিনি সকল প্রকারের শ্রেষ্ঠ প্রাকৃতিক শক্তি, মেধা ও গুণাবলীসহ নবুওয়াত-মহিমায় মহিমান্বিত তাঁহাকে 'মুদ্দাস্‌সের' বলা যায় (রুহুল মা'আনী)। এই সবগুলি গুণবাচক নামই মহানবী (সাঃ)-এর প্রতি যুক্তিযুক্তভাবে প্রয়োগ করা যায় ।

৩১৬০। 'সিয়াব' অর্থ পোষাক-পরিচ্ছদ, কোন ব্যক্তির পোষ্যগণ বা অনুসারীগণ, পরিধানকারী দেহ বা পরিধানকারী স্বয়ং (লেইন ও ষ্টীনগ্যাস)। মহানবী (সাঃ)-কে নির্দেশ দেওয়া হইতেছে, তাঁহার সুমহান গুরুত্বপূর্ণ কাজে অবতীর্ণ হইবার পূর্বে, একদল পূত-পবিত্র, পুণ্যচেতা অনুসারী তৈরী করা প্রয়োজন । আয়াতটির ইহাও অর্থ হইতে পারে যে, নবী করীম (সাঃ)-কে স্বয়ং পুণ্যের প্রতীক হইতে হইবে, ধর্মপরায়ণতা ও পবিত্র আচরণের উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত স্থাপন করিতে হইবে ।

৩১৬১। 'রুজ্‌য' অর্থ প্রতিমা-পূজাও হয় (লেইন)। অতএব আয়াতটির অর্থ ইহাও হইতে পারে যে, মহানবী (সাঃ)-কে পুতুল-পূজার অবসান ঘটাইতে পরিপূর্ণ চেষ্টা চালাইবার আহ্বান জানানো হইতেছে ।

৩১৬২। আয়াতটির অর্থ ঃ- যখন আল্লাহ্‌র প্রেরিত সংস্কারক তথা আল্লাহ্‌র শিঙ্গা, যাহা দ্বারা তিনি মানবকে নিজের দিকে আহ্বান করেন— আগমন করেন, অথবা মানবের প্রতি মহানবী (সাঃ)-এর উদাত্ত আহ্বানকেও এখানে শিঙ্গা বুঝাইতে পারে ।

فَذٰلِكَ يَوْمَئِذٍ يَّوْمٌ عَسِيْرٌ ۙ ١٠

১০ । তখন সেইদিন হইবে বড়ই কঠিন দিন,[৩১৬৩]

عَلَى الْكٰفِرِيْنَ غَيْرُ يَسِيْرٍ ١١

১১ । যাহা কাফেরদের জন্য আদৌ সহজ হইবে না ।

ذَرْنِيْ وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيْدًا ۙ ١٢

১২ । তুমি আমাকে এবং যাহাকে আমি সৃষ্টি করিয়াছি তাহাকে একাকী ছাড়িয়া দাও,[৩১৬৪]

وَّجَعَلْتُ لَهٗ مَالًا مَّمْدُوْدًا ۙ ١٣

১৩ । এবং আমি তাহাকে বিপুল সম্পদ দান করিয়াছি,

وَّبَنِيْنَ شُهُوْدًا ۙ ١٤

১৪ । এবং সন্তান-সন্ততি—(তাহার) সম্মুখে অবস্থানকারী রূপে,[৩১৬৫]

وَّمَهَّدْتُّ لَهٗ تَمْهِيْدًا ۙ ١٥

১৫ । এবং আমি তাহার জন্য প্রস্তুত করিয়াছি আরামদায়ক (জীবন-যাত্রার) যাবতীয় উপকরণ;

ثُمَّ يَطْمَعُ اَنْ اَزِيْدَ ۙ ١٦

১৬ । তথাপি সে লোভ করে যেন আমি (তাহাকে) আরও দিই,

كَلَّا ۭ اِنَّهٗ كَانَ لِاٰيٰتِنَا عَنِيْدًا ۙ ١٧

১৭ । কখনও নহে,[৩১৬৬] সে নিশ্চয় আমাদের নিদর্শনসমূহের পরম শত্রু ছিল ।

سَاُرْهِقُهٗ صَعُوْدًا ۭ ١٨

১৮ । অচিরেই আমি তাহাকে ক্রমবর্ধমান কঠোর আযাবে আক্রান্ত করিব ।

اِنَّهٗ فَكَّرَ وَقَدَّرَ ۙ ١٩

১৯ । নিশ্চয় সে চিন্তা করিল এবং আন্দাজ করিল,

৩১৬৩ । 'কঠিন দিবস' বলিতে, কিয়ামতের দিনকে বুঝাইতে পারে অথবা শির্‌ক বা অবিশ্বাসের চূড়ান্ত পরাজয় ও সত্যের পূর্ণ বিজয়কে বুঝাইতে পারে ।

৩১৬৪ । আয়াতটি এইভাবেও অনুবাদ করা যাইতে পারে ঃ আমি যাহাকে সৃষ্টি করিয়াছি তাহার সহিত ব্যবহার করা আমার উপর একান্তভাবে ছাড়িয়া দাও । অথবা এই তাৎপর্যও হইতে পারেঃ যে ব্যক্তি আমার প্রদত্ত ধন-সম্পদ, ক্ষমতা ও সম্মান লাভ করিয়া নিজেকে সকলের উপরে অদ্বিতীয় মনে করে, তাহার বিচার-ভার আমার উপর ছাড়িয়া দাও । ওয়াহিদ অর্থ 'অদ্বিতীয়', 'তুলনাহীন'ও হয় (লেইন)।

যদিও এই আয়াতটিসহ পরবর্তী কয়েকটি আয়াত প্রত্যেক উদ্ধত ও অহংকারী অবিশ্বাসীর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, তথাপি এই আয়াতগুলি বিশেষ ভাবে ওয়ালিদ-বিন-মুগীরার ক্ষেত্রে সর্বাধিক প্রযোজ্য । এই ব্যক্তি কুরায়শদের মধ্যে অনন্য ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিল । তাহার সাথীদের মধ্যে সে 'অনন্য' ও 'কুরায়শদের সৌরভ' নামে পরিচিত ছিল । সে ছিল অত্যন্ত সুন্দর; সুললিত কবিতা আবৃত্তি ও অন্যান্য কার্যাবলীর জন্য সে খ্যাত ছিল । তাহার দশ হইতে তেরটি পুত্র ও প্রচুর ধন-সম্পদ ছিল ।

৩১৬৫ । আয়াতটির অর্থ হইতে পারেঃ ওয়ালিদের ছেলেরা সমাজে সম্মানিত ছিল । ওয়ালিদ যে সব সম্মিলনীতে উপস্থিত থাকিত, সেখানে তাহার ছেলেদিগকেও বিশিষ্ট স্থান দেওয়া হইত । অথবা, ওয়ালিদ এতই ধনী ছিল যে, তাহার ছেলেরা সর্বদাই তাহাকে সঙ্গ দান করিত, কেননা তাহাদিগকে রুজি-রোজগারের জন্য কোথাও যাইতে হইত না ।

৩১৬৬ । 'কাল্লা' শব্দটি অনুরোধ-প্রত্যাখ্যান অর্থে এবং অন্যায় অনুরোধের জন্য ভর্ৎসনারূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে (মুফরাদাত্, লেইন)।

فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ﴿٢٠﴾

২০। অতএব ধ্বংস হউক সে! সে কিরূপ আন্দাজ করিল !

ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ﴿٢١﴾

২১। ধ্বংস হউক সে আবারও ![৩১৬৭] সে কিরূপ আন্দাজ করিল,

ثُمَّ نَظَرَ ﴿٢٢﴾

২২। সে পুনরায় তাকাইয়া দেখিল,

ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ﴿٢٣﴾

২৩। অতঃপর সে ভ্রুকুঞ্চিত করিল এবং মুখ বিকৃত[৩১৬৮] করিল,

ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ ﴿٢٤﴾

২৪। অতঃপর সে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিল এবং অহংকার করিল,

فَقَالَ إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ ﴿٢٥﴾

২৫। এবং সে বলিল, 'ইহা যাদু ব্যতীত কিছু নহে, যাহা নকল করা হইয়াছে;

إِنْ هَٰذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ ﴿٢٦﴾

২৬। ইহা মানুষের কথা ছাড়া কিছু নহে ।'

سَأُصْلِيهِ سَقَرَ ﴿٢٧﴾

২৭। অচিরেই আমি তাহাকে 'সাকারে' (জাহান্নামে) নিক্ষেপ করিব ।

وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ ﴿٢٨﴾

২৮। এবং তোমাকে কিসে অবহিত করিবে যে সেই 'সাকার' কি ?

لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ ﴿٢٩﴾

২৯। ইহা কিছুই বাকী রাখে না এবং ইহা কিছুই ছাড়ে না ।

لَوَّاحَةٌ لِّلْبَشَرِ ﴿٣٠﴾

৩০। ইহা মনুষ্য চামড়াকে ঝল্সাইয়া দেয় ।

عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ﴿٣١﴾

৩১। যাহার উপর উনিশ জন[৩১৬৯](প্রহরী) আছে ।

৩১৬৭। এই অভিশাপ-বাক্যটি বিশেষভাবে ওয়ালিদ-বিন-মুগীরার জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে । পদে পদে তাহার বিপদ ও ধ্বংস আসিতে লাগিল । তাহার তিন পুত্র ওয়ালিদ, খালিদ ও হিশাম ইসলাম গ্রহণ করিল এবং অন্যান্যরা তাহার চোখের সামনেই ধ্বংস হইয়া গেল । সে আর্থিক দিক দিয়া এতই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া চলিল যে শেষ পর্যন্ত দারিদ্রোর মধ্যে অপদস্থ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করিল ।

৩১৬৮। ওয়ালিদকে যখন কুরআন পাঠ করিয়া শোনানো হইল, তখন সে বিরক্ত হইয়া ভ্রুকুঞ্চিত করিল এবং ক্রোধ প্রকাশ করিয়া চলিয়া গেল ।

৩১৬৯। মানুষের নয়টি মুখ্য ইন্দ্রিয় রহিয়াছে । ইহাদের মধ্যে সাতটি বহিরেন্দ্রিয়, একটি মহাজাগতিক স্থানের (space) প্রেক্ষিতে আমাদের যথার্থ অবস্থান নির্ণয়কারী এবং অপরটি অভ্যন্তরীণ অন্তীয়-ইন্দ্রিয় যাহা ক্ষুধা-তৃষ্ণার অনুভূতি জাগায় । এই নয়টি ইন্দ্রিয়ের প্রতিপক্ষ রহিয়াছে নয়টি আধ্যাত্মিক ইন্দ্রিয় । আর ইহাদের সকলের উপরে রহিয়াছে একটি রক্ষণেন্দ্রিয় বা নিয়ন্ত্রণকারী ইন্দ্রিয় যাহাকে আমরা ইচ্ছাশক্তি নামে অভিহিত করিতে পারি । এই সবগুলিকে উনবিংশটি দোযখ-রক্ষী বলা হইয়াছে । নতুবা, এই উনবিংশ সংখ্যাটি এমন কোন মহান ঐশী গোপন রহস্য হইতে পারে যাহা 'কিতাবধারীদের' সম্বন্ধে ব্যবহৃত হইয়াছে এবং যাহার তাৎপর্য ও বাস্তবতা আল্লাহ্তা'লা সময়মত প্রকাশ করিবেন । তখন কিতাবধারীরা কুরআনের শিক্ষার সত্যতাকে স্বীকার করিয়া নিবে এবং বিশ্বাসীদের বিশ্বাসের দৃঢ়তাও শতগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে । এমন দুঃসাহস কাহার আছে, যে বলিতে পারে যে, ঐশী গোপন রসহ্যাবলীর সবটাই সে জানিয়া নিয়াছে ?

وَمَا جَعَلْنَآ اَصْحٰبَ النَّارِ اِلَّا مَلٰٓئِكَةً ۙ وَّمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ اِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۙ لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ وَيَزْدَادَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِيْمَانًا وَّلَا يَرْتَابَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ۙ وَلِيَقُوْلَ الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ وَّالْكٰفِرُوْنَ مَاذَآ اَرَادَ اللّٰهُ بِهٰذَا مَثَلًا ۭ كَذٰلِكَ يُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ يَّشَاۗءُ وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَاۗءُ ۭ وَمَا يَعْلَمُ جُنُوْدَ رَبِّكَ اِلَّا هُوَ ۭ وَمَا هِيَ اِلَّا ذِكْرٰى لِلْبَشَرِ ۝ ع

৩২। এবং ফিরিশ্‌তা ব্যতীত আমরা অন্য কাহাকেও (জাহান্নামের) আগুনের প্রহরী নিযুক্ত করি নাই। এবং আমরা তাহাদের সংখ্যা নির্ধারণ করি নাই কিন্তু কেবল ঐ সকল লোকের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ যাহারা অস্বীকার করিয়াছে যেন তাহারা বিশ্বাস আনয়ন করিতে পারে যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছে এবং যেন তাহারা ঈমানে বৃদ্ধি লাভ করে, যাহারা ঈমান আনিয়াছে; এবং যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছে তাহারা এবং মো'মেনগণ যেন সন্দেহ না করে; এবং ফলে যাহাদের অন্তরে ব্যাধি আছে তাহারা এবং অন্যান্য কাফেররা বলিতে পারে, 'এইরূপ উপমা দ্বারা আল্লাহ্ কি ইচ্ছা করিয়াছেন ?' এইরূপে আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা করেন পথভ্রষ্ট হইতে দেন এবং যাহাকে ইচ্ছা করেন পথ প্রদর্শন করেন। বস্তুতঃপক্ষে তোমার প্রতিপালকের সৈন্যদলকে তিনি ব্যতীত আর কেহই জানে না। এবং ইহা মানুষের জন্য উপদেশ-বাণী ব্যতীত কিছু নহে।

১ [৩২] ১৫

كَلَّا وَالْقَمَرِ ۝

৩৩। কখনও নহে, চন্দ্রের কসম,

وَالَّيْلِ اِذْ اَدْبَرَ ۝

৩৪। এবং রাত্রির কসম যখন ইহার অবসান ঘটে,

وَالصُّبْحِ اِذَآ اَسْفَرَ ۝

৩৫। এবং প্রভাতের[৩১৭০] কসম যখন উহা সমুজ্জ্বল হয়,

اِنَّهَا لَاِحْدَى الْكُبَرِ ۝

৩৬। নিশ্চয় ইহা মহা বিপদসমূহের অন্যতম,

نَذِيْرًا لِّلْبَشَرِ ۝

৩৭। মানুষের জন্য সতর্ককারী,

لِمَنْ شَاۗءَ مِنْكُمْ اَنْ يَّتَقَدَّمَ اَوْ يَتَاَخَّرَ ۝

৩৮। তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তির জন্য যে চাহে (সৎ কাজে) অগ্রসর হইতে অথবা পশ্চাদপসরণ করিতে,

كُلُّ نَفْسٍۢ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ ۝

৩৯। প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার কৃত-কর্মের জন্য দায়ী;[৩১৭১]

اِلَّآ اَصْحٰبَ الْيَمِيْنِ ۝

৪০। ডানপার্শ্ববর্তী লোকগণ ব্যতীত,

৩১৭০। 'প্রভাত' বলিতে নবী করীম (সাঃ)-এর 'প্রতিনিধি' প্রতিশ্রুত মসীহ্‌কে বুঝাইতে পারে এবং প্রস্থানকারী রাত্রি বলিতে অন্ধকারে অমানিশার যুগকে বুঝাইতে পারে, যাহা প্রতিশ্রুত মসীহের আগমনে বিদায় নিবে।

৩১৭১। প্রত্যেক আত্মা ইহার পাপের জন্য দায়বদ্ধ থাকিবে, যে পর্যন্ত কৃত পাপসমূহের জন্য সে দায়-শোধ করিয়া না ফেলিবে অর্থাৎ পাপের শাস্তি ভোগ করিয়া যে পর্যন্ত না তাহার পাপ ধৌত হইয়া যাইবে, সে পর্যন্ত সে শাস্তি ভোগ করিতেই থাকিবে।

فِيْ جَنّٰتٍ ۛ يَتَسَآءَلُوْنَ ۙ﴿٤١﴾

৪১। যাহারা জান্নাতে থাকিবে, তাহারা জিজ্ঞাসাবাদ করিবে—

عَنِ الْمُجْرِمِيْنَ ۙ﴿٤٢﴾

৪২। অপরাধীদের নিকট হইতে,

مَا سَلَكَكُمْ فِيْ سَقَرَ ﴿٤٣﴾

৪৩। 'তোমাদিগকে কিসে 'সাকারে' (জাহান্নামে) প্রবিষ্ট করিল ?'

قَالُوْا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ ۙ﴿٤٤﴾

৪৪। তাহারা বলিবে, 'আমরা নামাযীদের অন্তর্গত ছিলাম না,

وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِيْنَ ۙ﴿٤٥﴾

৪৫। এবং আমরা মিসকীনদিগকে আহার্য দান করিতাম না,

وَكُنَّا نَخُوْضُ مَعَ الْخَآئِضِيْنَ ۙ﴿٤٦﴾

৪৬। এবং বাজে-গল্পকারীদের সংগে মিলিয়া আমরা বাজে গল্প করিয়া বেড়াইতাম,

وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّيْنِ ۙ﴿٤٧﴾

৪৭। এবং বিচার দিবসকে আমরা মিথ্যা বলিয়া অস্বীকার করিতাম,

حَتّٰٓى اَتٰىنَا الْيَقِيْنُ ؕ﴿٤٨﴾

৪৮। এমন কি আমাদের উপর মৃত্যু [৩১৭২] আসিয়া উপস্থিত হইল।'

فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشّٰفِعِيْنَ ﴿٤٩﴾

৪৯। সুতরাং কোন শাফা'য়াতকারীর শাফা'য়াত তাহাদের কোন উপকারে আসিবে না।

فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِيْنَ ۙ﴿٥٠﴾

৫০। তাহাদের কি হইয়াছে যে, তাহারা উপদেশ হইতে এমনভাবে মুখ ফিরাইয়া লইতেছে,

كَاَنَّهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنْفِرَةٌ ۙ﴿٥١﴾

৫১। যেন তাহারা আতংকিত গর্দভ,

فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ ؕ﴿٥٢﴾

৫২। যাহারা সিংহ দেখিয়া পলায়ন করিতেছে ?

بَلْ يُرِيْدُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ اَنْ يُّؤْتٰى صُحُفًا مُّنَشَّرَةً ۙ﴿٥٣﴾

৫৩। বরং তাহাদের মধ্যে প্রত্যেকেই কামনা করে যেন তাহাকে উন্মুক্ত কিতাব [৩১৭৩] প্রদান করা হয়।

كَلَّا ؕ بَلْ لَّا يَخَافُوْنَ الْاٰخِرَةَ ؕ﴿٥٤﴾

৫৪। কখনও নহে, বস্তুতঃ তাহারা পরকালকেই ভয় করে না।

৩১৭২। 'ইয়াকীন' অর্থ, নিশ্চিত সত্য, নিরাপত্তা, মৃত্যু (আকরাব)।

৩১৭৩। কুরআনের অন্যত্র উল্লেখ রহিয়াছে যে, অবিশ্বাসীরা এই ঔদ্ধত্যপূর্ণ দাবী জানাইয়াছিল যে, যে পর্যন্ত না মহানবী (সাঃ) আকাশ হইতে তাহাদের পাঠের জন্য তাহাদের উপস্থিতিতে একটি পুস্তক নামাইয়া আনিবেন, সে পর্যন্ত তাহারা বিশ্বাস স্থাপন করিবে না। এই আয়াতটি তাহাদের ঐ দাবীর প্রতি ইঙ্গিত করিতেছে (১৭ঃ৯৪)।

كَلَّآ اِنَّهٗ تَذْكِرَةٌ ۚ﴿٥٥﴾

৫৫। কখনও নহে, নিশ্চয় ইহা (কুরআন) এক উপদেশ-বাণী।

فَمَنْ شَآءَ ذَكَرَهٗ ﴿٥٦﴾

৫৬। সুতরাং যাহার ইচ্ছা সে উহা হইতে উপদেশ গ্রহণ করুক।

وَمَا يَذْكُرُوْنَ اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ ۗ
هُوَ اَهْلُ التَّقْوٰى وَاَهْلُ الْمَغْفِرَةِ ﴿٥٧﴾ ع ١٦ ٢ [٢٥]

৫৭। এবং তাহারা কখনও উপদেশ গ্রহণ করিবে না, যদি না আল্লাহ্ চাহেন।[৩১৭৪] তিনিই একমাত্র ভয়ের যোগ্য এবং ক্ষমা দানের অধিকারী।

৩১৭৪। কাফেরগণ কুরআন দ্বারা কখনও উপকৃত হইবে না, যে পর্যন্ত না তাহারা নিজেদের ইচ্ছাকে আল্লাহ্র ইচ্ছার সহিত একিভূ করিয়া নিবে অর্থাৎ নিজেদের ইচ্ছার উপরে আল্লাহ্র ইচ্ছাকে বলবৎ করিবে (৭৬ঃ৩১)।

৭৫-সূরা আল্ কিয়ামা

(হিজরতে পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণ হওয়ার সময়, প্রসঙ্গ ও বিষয়-বস্তু

এই সূরাটির নামকরণ করা হইয়াছে কিয়ামা বা পুনরুত্থান, কেননা পুনরুত্থান সম্বন্ধীয় বিষয়াবলীই এই সূরাতে আলোচিত হইয়াছে। এই সূরাটি নিশ্চয়ই 'নবুওয়াতের' প্রারম্ভিক কালের একটি মক্কী সূরা, কেননা মক্কী সূরাগুলিই সুনির্দিষ্টভাবে আল্লাহ্‌র একত্ব, পুনরুত্থান ও ওহী-ইলহাম নিয়া আলোচনা করিয়াছে। পূর্ববর্তী সূরার শেষভাগে অত্যন্ত দৃঢ়তার সহিত ঘোষণা করা হইয়াছে যে, যাহারা কুরআনের বাণীকে গ্রহণ করিবে, তাহারা এতই উন্নতি করিবে যে, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ও শক্তিশালী জাতিসমূহের মধ্যে তাহারা সর্বোত্তম মর্যাদার স্থান লাভ করিবে। এই সূরাটি পুনরুত্থান-বিষয় আলোচনা দ্বারা শুরু হইয়াছে এবং স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করিতেছে যে, কুরআনের উচ্চাঙ্গীন শিক্ষা ও মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর পুণ্যময় সাহচর্য ও পবিত্রকারী আদর্শ নীতিবিচ্যুত ও অধঃপতিত আরব জাতিকে উচ্চ নীতিমালার উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহাদের নৈতিক উত্থান ঘটাইবে।

সূরার প্রথমে শপথপূর্বক বলা হইয়াছে যে, পুনরুত্থান নিশ্চয়ই সংঘটিত হইবে এবং এই শপথের স্বপক্ষে মানুষের আধ্যাত্মিক পুনর্জাগরণকে সাক্ষী স্বরূপ পেশ করা হইয়াছে। অতিরিক্ত প্রমাণরূপে 'নাফ্‌সে লাউওয়ামা'র শপথ নেওয়া হইয়াছে। 'নাফ্‌সে লাউয়ামা'র অর্থ ভর্ৎসনাকারী আত্মা, যাহার বদৌলতে মন্দ কাজের জন্য হৃদয়ে অনুতাপ জন্মে। অনুশোচনার ফলে মানুষের নৈতিক উন্নতির উন্মেষ ঘটে। নৈতিক উন্নতির ইহাই প্রথম স্তর। অতঃপর সূরাটি অবিশ্বাসীদের একটি পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উল্লেখ করিয়াছে। তাহাদের প্রশ্নটি হইল— মানুষ যখন মৃত্যুর পর একেবারে মাটিতে মিশিয়া মাটি হইয়া যাইবে, তখন তাহারা আবার জীবন লাভ করিবে কিরূপে? এই আপত্তির উত্তরে বলা হইয়াছে যে, মানুষ মনে-প্রাণে এই কথা জানে যে, পাপ ও অপকর্মের শাস্তি না হইয়া পারে না। অতএব প্রত্যেকের কাজের জবাবদিহির জন্য একটি দিন থাকিতে হইবে, যেদিন তাহাদিগকে নিজ নিজ কাজের হিসাব দিতে হইবে। এই প্রসঙ্গে, কুরআনের বাণীসমূহের (পুস্তকাকারে) সম্পূর্ণভাবে সংগৃহীত হওয়া ও ঐশীভাবে অবিকল অবস্থায় ইহার সংরক্ষণ-কর্মকেও যুক্তিরূপে পেশ করা হইয়াছে। যেহেতু, অন্যান্য সকল ধর্মগ্রন্থ অপেক্ষা কুরআনই পুনরুত্থানের নিশ্চয়তার উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছে, সেইহেতু কুরআনকে পূর্ণাকারে সংরক্ষণও করা হইয়াছে। তৎপর মানুষের মৃত্যুকালীন মনোকষ্টের একটি করুণ চিত্র তুলিয়া ধরিয়া, মৃত্যু হইতে বাঁচিবার অদম্য আকুতি চিত্রিত হইয়াছে। ইহাতে বুঝা যায়, মৃত্যুকালে মানুষের মনে এই ভয় প্রকট হইয়া উঠে যে, তাহাকে এখন কাজের হিসাব দিতে হইবে। সূরার শেষ দিকে অবিশ্বাসীদিগকে ভর্ৎসনার সুরে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে যে, মানুষকে উদ্দেশ্যহীনভাবে সৃষ্টি করা হয় নাই। তাহাকে দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের জন্য সৃষ্টি করা হইয়াছে। সেই উদ্দেশ্য ও দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতার জন্য তাহাকে নিশ্চয়ই জবাব দিতে হইবে। অবিশ্বাসীগণকে আরো স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে, মানুষের দৈহিক গঠন ও অবয়ব একটিমাত্র নগণ্য শুক্র-বিন্দু হইতে সম্পন্ন হইয়াছে। ইহাতেই সে পূর্ণাকৃতির মানুষ হইয়াছে, অসীম শক্তি ও ক্ষমতাসমূহে ভূষিত হইয়াছে এবং অগণিত গুণাবলী দ্বারা অলঙ্কৃত হইয়াছে। ইহা দ্বারা অবিসংবাদিতরূপে বুঝা যায়, মানব-জীবন এক মহান উদ্দেশ্য পূরণের জন্য অস্তিত্বে আসিয়াছে। অতএব, দেহরূপ তাঁবু হইতে আত্মার প্রস্থানের সাথে সাথেই ইহার যাত্রা শেষ হইতে পারে না।

৭৫-সূরা আল্ কিয়ামা

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ইহাতে ৪১ আয়াত এবং ২ রুকূ আছে ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১ । আল্লাহ্র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।[৩১৭৫]

لَآ اُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ ②

২ । না,[৩১৭৬] আমি কিয়ামত দিবসের কসম খাইতেছি ।

وَلَآ اُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ③

৩ । পুনরায় (বলিতেছি) না, আমি পুনঃপুনঃ ভর্ৎসনাকারী আত্মার[৩১৭৭] কসম খাইতেছি, (যে কিয়ামত দিবস অবশ্যম্ভাবী)।

اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَلَّنْ نَّجْمَعَ عِظَامَهٗ ④

৪ । মানুষ কি ধারণা করে যে, আমরা তাহার অস্থিসমূহকে কখনও একত্রিত করিব না ?

بَلٰى قٰدِرِيْنَ عَلٰٓى اَنْ نُّسَوِّيَ بَنَانَهٗ ⑤

৫ । না, বরং আমরা তাহার আঙ্গুলের অগ্রভাগগুলিকেও পুনর্বিন্যস্ত করিতে সক্ষম ।[৩১৭৮]

بَلْ يُرِيْدُ الْاِنْسَانُ لِيَفْجُرَ اَمَامَهٗ ⑥

৬ । তথাপি মানুষ অনবরত তাঁহার সম্মুখে পাপাচারে লিপ্ত থাকিতে চাহে ।

يَسْـَٔلُ اَيَّانَ يَوْمُ الْقِيٰمَةِ ⑦

৭ । সে জিজ্ঞাসা করে, 'কিয়ামতের দিন কখন হইবে ?'

৩১৭৫ । ১ঃ১ দেখুন

৩১৭৬ । এখানে এই 'লা' শব্দটির তাৎপর্য হইল, 'তাহারা যেরূপ মনে করে, বিষয়টা সেরূপ নহে ।' সময় সময় 'লা' শব্দটি আপত্তি খণ্ডনের জন্য ব্যবহৃত হয় অথবা পূর্বে যাহা হইয়াছে অথবা ভবিষ্যতে যাহা হইবে তাহা প্রত্যাখ্যান করার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয় (মুফরাদাত, লেইন)।

৩১৭৭ । মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতির তিনটি বড় বড় স্তর রহিয়াছে বলিয়া কুরআন উল্লেখ করিয়াছে । প্রথম স্তরটিকে বলা হইয়াছে 'নফ্সে আম্মারা' বা মন্দকাজের আদেশ প্রদানে তৎপর আত্মার স্তর । এই স্তরে মানুষের পাশবিক বা জৈবিক শক্তির প্রাধান্য থাকে । দ্বিতীয় স্তরটি হইল 'নফ্সে লাউওয়ামা'র স্তর বা ভর্ৎসনাকারী আত্মা'র স্তর । এই স্তরে মানুষের জাগ্রত বিবেক মন্দ কাজের জন্য তাহাকে ভর্ৎসনা করে এবং তাহার পাশবিক ইন্দ্রিয়-সমূহসহ মানসিক ক্ষুধাগুলিকে পরাভূত করে । ইহাই তাহার নৈতিক পুনরুত্থানের ধাপ। আর সেজন্যই এই পুনরুদ্ধার বা পুনরুত্থানকে কিয়ামত বা সর্বশেষ পুনরুত্থানের সাক্ষীরূপে এখানে পেশ করা হইয়াছে । যদি কোন দায়িত্বই না থাকে এবং পরবর্তী জীবনে যদি তাহার কার্যাবলীর হিসাব দিতে না হয়, তাহা হইলে মন্দ কাজ করিয়া সে বিবেকের তাড়না খায় কেন ? আধ্যাত্মিক তৃতীয় বা সর্বোচ্চ স্তর হইল 'নফ্সে মুৎমায়িন্নাহ্' (শান্তি-প্রাপ্ত আত্মা)। এই স্তরে পৌঁছিয়া আত্মা সম্পূর্ণ প্রশান্তি লাভ করে । ভুলভ্রান্তি ও পাপাসক্তি হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইয়া সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছার সহিত তাহার ইচ্ছা একাকার হইয়া যায় ।

৩১৭৮ । 'বানান' (আঙ্গুলের অগ্রভাগ) বলিতে, মানুষের দেহ, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও সকল প্রকার শক্তি-সামর্থ্যকেই বুঝাইয়াছে । কেননা, আঙ্গুলের সাহায্যে মানুষ প্রয়োজনীয় বস্তু ধরে এবং প্রয়োজনে আত্মরক্ষার কাজ করে । শব্দটি দ্বারা মানুষের সর্বাঙ্গকেও বুঝাইতে পারে, কারণ অনেক সময় বস্তুর অংশ দ্বারা সমস্ত বস্তুটাই বুঝায় (যেমন 'এবার মাথা-গণনা হইবে' বাক্যে মাথা অর্থ মানুষ)। আয়াতটির তাৎপর্য হইল ঃ আল্লাহ্ একটা মানুষের বা একটা জাতির মৃত্যু ও ধ্বংসের পরেও তাহাকে বা সেই জাতিকে সকল শক্তিনিচয়সহ পুনরুজ্জীবনের পূর্ণ সামর্থ্য রাখেন ।

فَاِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ ۝٨

৮। অতএব যখন চক্ষু ঝল্সাইয়া যাইবে,

وَخَسَفَ الْقَمَرُ ۝٩

৯। এবং চন্দ্রে গ্রহণ লাগিবে,

وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ۝١٠

১০। এবং সূর্য এবং চন্দ্র উভয়কে (গ্রহণে) একত্রিত করা হইবে,[৩১৭৯]

يَقُوْلُ الْاِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ اَيْنَ الْمَفَرُّ ۝١١

১১। সেদিন মানুষ বলিবে, 'পালাইবার স্থান কোথায় ?'

كَلَّا لَا وَزَرَ ۝١٢

১২। কখনও না, কোন আশ্রয়স্থল নাই !

اِلٰى رَبِّكَ يَوْمَئِذِ الْمُسْتَقَرُّ ۝١٣

১৩। সেদিন কেবল তোমার প্রতিপালকের নিকট আশ্রয়স্থল হইবে।

يُنَبَّؤُا الْاِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَاَخَّرَ ۝١٤

১৪। সেদিন ইনসানকে অবহিত করা হইবে যাহা সে অগ্রে প্রেরণ করিয়াছে এবং যাহা সে পশ্চাতে ফেলিয়া আসিয়াছে।[৩১৮০]

بَلِ الْاِنْسَانُ عَلٰى نَفْسِهٖ بَصِيْرَةٌ ۝١٥

১৫। প্রকৃতপক্ষে ইনসান তাহার নিজের সম্বন্ধে সম্যক অবহিত,

وَّلَوْ اَلْقٰى مَعَاذِيْرَهٗ ۝١٦

১৬। সে যতই ওজর-আপত্তি উপস্থাপন করুক না কেন।

لَا تُحَرِّكْ بِهٖ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهٖ ۝١٧

১৭। (হে নবী !) তুমি ইহার (কুরআনের) সম্বন্ধে (আয়ত্তে আনিবার জন্য) তোমার জিহ্বাকে দ্রুত সঞ্চালিত করিও না।

৩১৭৯। 'সূর্য ও চন্দ্রকে একত্রিত করা হইবে'— এই বাক্যটি দ্বারা 'সৌরজগতের মহা বিপর্যয় ঘটিবে' বুঝাইতে পারে। আয়াতটির অন্য অর্থ হইতে পারে এই ঃ আরব ও ইরান সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বিলুপ্ত হইবে; কারণ 'চন্দ্র' হইল আরব জাতির ক্ষমতার প্রতীক এবং 'সূর্য' ইরানের ক্ষমতার প্রতীক। ইহা ছাড়াও আয়াতটির অন্য অর্থ হইতে পারে। মহানবী (সাঃ)-এর একটি হাদীসে ভবিষাদ্বাণী রহিয়াছে যে, প্রতিশ্রুত ইমাম মাহদীর আগমনের সময় তাঁহার সত্যতার চিহ্নস্বরূপ একই রমযান মাসে চন্দ্র-গ্রহণ ও সূর্য-গ্রহণ হইবে। (বায়হাকী, দারকুৎনী) যদিও ইহা প্রাকৃতিক নিয়মেই ঘটিবে, তথাপি ইহাতে অস্বাভাবিকতাও পরিলক্ষিত হইবে। এই আয়াতটিতে উপরোক্ত হাদীসের ঘটনার প্রতিও ঈঙ্গিত থাকিতে পারে। আশ্চর্যের ব্যাপার, ১৮৯৪ খৃষ্টীয় সনের রমযান মাসে এই চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ সংঘটিত হয়।

৩১৮০। 'যাহা সে অগ্রে প্রেরণ করিয়াছে এবং যাহা সে পশ্চাতে ফেলিয়া আসিয়াছে' অর্থাঃ যেসব মন্দ পাপকর্ম সে করিয়াছিল অথচ করা উচিত ছিল না এবং যে সকল ভাল ও পুণ্যকর্ম তাহার করা উচিত ছিল অথচ তাহা করে নাই। মোটামুটি অর্থাঃ তাহার কৃত-পাপ ও কর্তব্য-বর্জনজনিত পাপ।

১৮ । নিশ্চয় ইহা সংকলন করিবার ও পাঠ করিয়া শুনাইবার দায়িত্ব আমাদের উপর ।[৩১৮১]

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ﴿١٧﴾

১৯ । অতএব যখন আমরা ইহা পাঠ করি তখন তুমিও ইহা পাঠের অনুসরণ করিও ।

فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ﴿١٨﴾

২০ । অতঃপর ইহাকে সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করার দায়িত্ব আমাদের উপর ।

ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ﴿١٩﴾

২১ । কখনও না, বরং তোমরা ত্বরিৎলভ্য (পার্থিব) নেয়ামতকে ভালবাস;

كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ ﴿٢٠﴾

২২ । এবং পরকালের জীবনকে তোমরা পরিহার কর ।

وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ ﴿٢١﴾

২৩ । সেদিন কতক মুখমণ্ডল উজ্জ্বল-উৎফুল্ল হইবে,

وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ ﴿٢٢﴾

২৪ । স্বীয় প্রতিপালকের প্রতি তাকাইয়া থাকিবে;[৩১৮২]

إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿٢٣﴾

২৫ । এবং কতক মুখমণ্ডল বিষন্ন হইবে,

وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ ﴿٢٤﴾

২৬ । তাহারা ধারণা করিবে যে, তাহাদিগকে মেরুদণ্ড ভঙ্গকারী শাস্তি[৩১৮৩] দেওয়া হইবে ।

تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ﴿٢٥﴾

২৭ । কখনও না, যখন প্রাণ-বায়ু কণ্ঠদেশ পর্যন্ত পৌঁছিয়া যাইবে,

كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ ﴿٢٦﴾

৩১৮১ । 'বুখারী শরীফ' হইতে জানা যায় যে, প্রথমদিকে কুরআনের কোন অংশ অবতীর্ণ হইলে, ভুলিয়া যাইবার আশংকায় নবী করীম (সাঃ) অতিশয় ত্রস্তব্যস্ত অবস্থায় তাহা কণ্ঠস্থ করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিতেন । পর্ববর্তী আয়াতে মহানবী (সাঃ)-কে নির্দেশ দেওয়া হইল, তিনি (সাঃ) যেন এই অভ্যাস পরিত্যাগ করেন এবং পরবর্তী তিনটি আয়াতে তাঁহাকে আশ্বাস দেওয়া হইল যে, আল্লাহ্তা'লা স্বয়ং কুরআনের অবতীর্ণ বাণীকে বিশুদ্ধাবস্থায় রক্ষা তো করিবেনই, তদুপরি এইগুলিকে সংগৃহীত করিয়া পবিত্র ও মনোরম গ্রন্থের আকৃতি দান করিবেন (ইন্ট্রোডাক্শন টু দি হোলি কুরআন দেখুন)। এবং তিনি ইহাও আশ্বাস দিলেন যে, ইহার (কুরআনের) বাণী বিশ্বময় প্রচার ও ব্যাখ্যা করার দায়িত্বও তাঁহারই (আল্লাহ্রই, ১৫ঃ১০)। এই আয়াতগুলির তাৎপর্য এইরূপও হইতে পারে ঃ যেহেতু পূর্ববর্তী আয়াতগুলিতে কাফেরদের হিসাব দানের ও শাস্তি-প্রাপ্তির দিনের কথা বলা হইয়াছে, মহানবী (সাঃ) ব্যগ্রতার সহিত ভাবিতেছিলেন যে তাহাদের ঐ শাস্তির দিন সম্পর্কিত ঐশী-বাণী যেন তাড়াতাড়ি অবতীর্ণ হয় ও পূর্ণ হয়, যাহাতে সত্য তাড়াতাড়ি প্রকাশিত হইয়া যায় । এই আয়াতগুলিতে মহানবী (সাঃ)-কে বলা হইল, তিনি (সাঃ) যেন এই ব্যাপারে ব্যগ্র বা উদ্বিগ্ন না হন । কেননা, কখন কিভাবে সংশ্লিষ্ট ঐশী-বাণী আসিবে এবং শাস্তির স্বরূপ কি হইবে, কুরআনের বাণীসমূহ কিরূপে সংগৃহীত হইয়া পরিপূর্ণ রূপ ধারণ করিবে, কি উপায়ে কুরআন বিশ্বময় পঠিত ও প্রচারিত হইবে, এইসবগুলি বিষয়ই আল্লাহ্র দায়িত্বে । মূল অনুবাদে দেওয়া অর্থ ছাড়াও আয়াতটির অনুবাদ এইরূপও হইতে পারে ঃ "তোমার মুখ দ্বারা কুরআনের বাণী ব্যাখ্যা করা (ছড়ানো) আমারই (আল্লাহ্রই) দায়িত্ব" (রুহুল মা'আনী)। এই বাক্যটি নবী করীম (সাঃ)-এর সুন্নতকে মানবের জন্য অপরিহার্য করিয়া দিয়াছে এবং কুরআনের পরেই, সুন্নতের উপর নির্ভরশীলতাকে নিশ্চিত ও নিরাপদ হেদায়াত বলিয়া গণ্য করিয়াছে ।

৩১৮২ । ধর্মপরায়ণ ও সৎকর্মশীল মো'মেনগণ তাহাদের সৎকর্মের পুরস্কার পাইবার আশায়, আল্লাহ্র দিকে তাকাইবে অথবা তাহাদিগকে বিশেষ আধ্যাত্মিক চক্ষু দেওয়া হইবে যদ্দারা তাহারা আল্লাহ্কে দেখিতে পাইবে । আল্লাহ্তা'লার দীদার (দর্শন লাভ) দুনিয়ার বেড়াজাল হইতে মুক্ত মানবাত্মার উপর এক বিশেষ ঐশী জ্যোতিঃ স্বরূপ বিকশিত হইবে ।

৩১৮৩ । আরবরা বলে, 'ফাকারাৎহুল দাহিইয়াতু' যাহার অর্থ, 'মহাবিপদ তাহার মেরুদণ্ডের অস্থি ভাঙ্গিয়া দিল' (লেইন)।

وَقِيْلَ مَنْ ۜ رَاقٍ ﴿٢٧﴾

২৮ । এবং বলা হইবে, '(তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য) কোন ঝাড়ফুঁক প্রদানকারী [৩১৮৪] আছে কি ?'

وَّظَنَّ اَنَّهُ الْفِرَاقُ ﴿٢٨﴾

২৯ । এবং প্রত্যেকে বিশ্বাস করিবে যে, নিশ্চয় বিদায়-মুহূর্ত উপস্থিত হইয়াছে,

وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ﴿٢٩﴾

৩০ । এবং যখন (মৃত্যু-যন্ত্রণায়) পায়ের এক নলি অপর নলির [৩১৮৫] সঙ্গে ঘর্ষণ করিবে ।

اِلٰى رَبِّكَ يَوْمَئِذِ ِۨالْمَسَاقُ ﴿٣٠﴾ ع ১ [৩১] ১৭

৩১ । সেই দিন তোমার প্রতিপালকের দিকে হাঁকাইয়া লইয়া যাওয়া হইবে ।

فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلّٰى ﴿٣١﴾

৩২ । কেননা সে (সত্যের) তসদীকও (সত্যায়নও) [৩১৮৬] করিল না এবং নামাযও পড়িল না;

وَلٰكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى ﴿٣٢﴾

৩৩ । বরং সে (সত্যকে) মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিল এবং মুখ ফিরাইয়া লইল;

ثُمَّ ذَهَبَ اِلٰٓى اَهْلِهٖ يَتَمَطّٰى ﴿٣٣﴾

৩৪ । অতঃপর সে নিজ পরিবার-পরিজনের নিকট গর্বভরে গমন করিল ।

اَوْلٰى لَكَ فَاَوْلٰى ﴿٣٤﴾

৩৫ । (হে মানুষ) দুর্ভোগ তোমার জন্য ! আবারও দুর্ভোগ !

ثُمَّ اَوْلٰى لَكَ فَاَوْلٰى ﴿٣٥﴾

৩৬ । পুনরায় (বলিতেছি) দুর্ভোগ তোমার জন্য ! আবারও দুর্ভোগ ! [৩১৮৭]

৩১৮৪ । এই আয়াতের দুইটি অর্থ হইতে পারে ঃ (১) মৃত্যুমুখী মানুষের আত্মার সাথে কে যাইবে— দয়ার ফিরিশ্‌তা যে তাহাকে বেহেশ্‌তে লইয়া যাইবে, অথবা শাস্তির ফিরিশতা যে তাহাকে দোযখে লইয়া যাইবে ? (২) এমন যাদুকর আছে কি, যে আসন্ন মৃত্যুকে ঝাড়ফুঁক প্রদানকারী টলাইয়া দিতে পারে কিংবা মৃত্যুপথযাত্রীর মৃত্যু-যন্ত্রণাকে প্রশমিত করিতে পারে ?

৩১৮৫ । 'সাক' শব্দটির অর্থ 'হাটু হইতে পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত দেহাংশ' । 'নিম্নস্থ পদযুগলের পারস্পরিক ঘর্ষণ' একটি আলঙ্কারিক বা রূপক ভাষা, যাহার অর্থ হইল মহাদুর্যোগ বা মহাকষ্ট । ২১৭৭ টীকা দেখুন । এই আয়াতটির মর্ম হইলঃ মৃত আত্মার উপর কষ্টের পর কষ্ট সংযোজিত হইবে— নিকটতম আত্মীয় ও প্রিয়জনকে চিরতরে পিছনে ছাড়িয়া যাওয়ার কষ্টের সহিত সংযুক্ত হয় মৃত্যু-যন্ত্রণা এবং উহার সহিত অবিশ্বাসীর ক্ষেত্রে সংযুক্ত হয় পরকালের অপেক্ষমান শাস্তির চিন্তা ।

৩১৮৬ । 'সাদ্দাকা' বিশ্বাসের স্থলবর্তী এবং 'সাল্লা' সৎকর্মের স্থলবর্তী, বিশ্বাস ও সৎকর্ম (ঈমান ও আমল)। এই দুইটি হইল ইসলামের মূল নীতি । নামায ইবাদতের সারবস্তু ; ইবাদত মানে নিজেকে প্রভুর কাছে সমর্পণ করিয়া দেওয়া এবং নিজের ইচ্ছাকে আল্লাহ্‌র বিধানের (শরীয়তের) সাথে একাকার করিয়া নেওয়া । এই হিসাবে, আয়াতটির অর্থ দাঁড়ায় 'কাফেরের দেহ ও মন উভয়ই আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছে ।'

৩১৮৭ । কাফের-অহঙ্কারী বিদ্রোহী ব্যক্তির প্রতি 'অভিসম্পাত' বার বার উচ্চারণ করার তাৎপর্য হইলঃ তাহার শারীরিক কষ্ট ও মানসিক যন্ত্রণার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা অথবা তাহার ইহলৌকিক শাস্তি ও পারলৌকিক শাস্তির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা । অথবা উক্ত যন্ত্রণা ও শাস্তির গভীরতা, ব্যাপ্তী ও আতিশয্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা ।

اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُّتْرَكَ سُدًى ﴿٣٦﴾

৩৭। ইনসান কি মনে করে যে, তাহাকে বল্গাহীনভাবে বৃথা ছাড়িয়া দেওয়া হইবে ?[৩১৮৮]

اَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّنْ مَّنِيٍّ يُّمْنٰى ﴿٣٧﴾

৩৮। সে কি (এক সময়ে) এমন শুক্র-বীর্যের বিন্দু ছিল না যাহা (মাতৃগর্ভে) নিক্ষিপ্ত হয় ?

ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوّٰى ﴿٣٨﴾

৩৯। অতঃপর উহা এক আঁঠাল জমাট রক্তপিণ্ডে পরিণত হয়, তৎপর (উহাকে) তিনি আকৃতি দান করেন, অতঃপর তিনি (উহাকে) পরিপূর্ণতা দান করেন।

فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰى ﴿٣٩﴾

৪০। অতঃপর তিনি উহা হইতে জোড়া জোড়া করিয়া সৃষ্টি করেন— নর ও নারী।

اَلَيْسَ ذٰلِكَ بِقٰدِرٍ عَلٰٓى اَنْ يُّحْيِۦَ الْمَوْتٰى ﴿٤٠﴾ ع ২ [১০] ১৮

৪১। তথাপি কি এইরূপ এক অস্তিত্ববান (আল্লাহ্) মৃতকে জীবিত করিতে সক্ষম নহেন ?[৩১৮৯]

৩১৮৮। আল্লাহ্তালা মানুষকে অতি নগণ্য এক ফোঁটা শুক্র হইতে সৃষ্টি করিয়া তাহাকে এতসব প্রাকৃতিক শক্তি ও গুণাবলী দ্বারা ভূষিত করিয়াছেন যে, সে সৃষ্টির কেন্দ্র বিন্দুতে পরিণত হইয়াছে, যাহাকে কেন্দ্র করিয়া অন্যান্য সকল প্রকারের সৃষ্টি আবর্তিত হয়। এমতাবস্থায় সৃষ্টিকর্তা মানুষকে খাওয়া-দাওয়া, পান-ভোজন ও ফূর্তি করিবার জন্য একেবারে মুক্ত ছাড়িয়া দিয়াছেন বলিয়া মনে করাটা ঐশী প্রজ্ঞার সহিত সম্পূর্ণরূপে সঙ্গতিহীন।

৩১৮৯। সেই প্রভু যিনি মানুষকে নগণ্য বস্তু হইতে এত বড় ক্ষমতাবান ও গুণসম্পন্ন করিয়াছেন, মৃত্যুর পরে যখন তাহার হাড়গোড় গুঁড়া গুঁড়া হইয়া মাটিতে মিশিয়া যায়, তখনও তিনি তাহাকে নব জীবন দানের ক্ষমতা রাখেন, যাহাতে সে সীমাহীন আধ্যাত্মিক উন্নতি করিতে পারে।

৭৬-সূরা আদ্ দাহ্র
(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণ হওয়ার সময়, প্রসঙ্গ ও বিষয়-বস্তু

এই সূরাটি পূর্ববর্তী সূরার মতই প্রথম দিকের মক্কী সূরা । এই সূরাকে 'আল্ ইনসান' নামেও অভিহিত করা হয় । পূর্ববর্তী সূরার শেষ দিকে বর্ণিত হইয়াছিল যে, সামান্য তরল শুক্র-বীর্য হইতে সৃষ্ট মানুষকে অশেষ শক্তি ও গুণাবলীসম্পন্ন করিয়া পূর্ণ মানবে পরিণত করার মধ্যে এই অবিসংবাদিত তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে যে, তাহার জীবন নিশ্চয়ই ঐশী উদ্দেশ্যে পরিপূর্ণ । তৎসঙ্গে, এই কথাও বলা হইয়াছিল যে, মহান আল্লাহ্ যিনি তাহাকে এক ফোঁটা শুক্র হইতে এত বড় করিয়াছেন, তিনি তাহাকে মৃত্যুর পরেও নতুন জীবন দানের শক্তি রাখেন । এই সূরাটি ঐ বিষয়েরই সম্প্রসারণ। অর্থাৎ মানুষকে অসাধারণ প্রকৃতিগত গুণাবলী দ্বারা এই জন্য বিভূষিত করা হইয়াছে যাহাতে সে আধ্যাত্মিক উন্নতির চরম সীমা পর্যন্ত উপনীত হইতে পারে । সূরাটির প্রারম্ভেই, মানুষের জীবনের সম্বলহীন, অসহায় সূচনার কথা তাহাকে স্মরণ করানো হইয়াছে । অতঃপর তাহার বিচার-বুদ্ধি ও বিবেচনা শক্তি উন্মেষের কথা তাহাকে স্মরণ করানো হইয়াছে যাহার সাহায্যে সে নবীগণের প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করিয়া অনন্ত কাল ধরিয়া আধ্যাত্মিক উন্নতি করিতে থাকে এবং এইভাবে তাহার সৃষ্টির মহান উদ্দেশ্য সাধনে সিদ্ধি লাভ করিতে সমর্থ হয় । কিন্তু যখনই ঐশী শিক্ষকগণ, মানুষকে পথ-প্রদর্শনের জন্য তাহাদের মধ্যে আগমন করেন, কতক লোক আল্লাহ্র বাণীকে ও বাণী-বাহককে প্রত্যাখ্যান করিয়া আল্লাহ্র বিরাগ-ভাজন হয় । আবার, কতক সৌভাগ্যবান লোকও এই ঐশী আহবানে সাড়া দিয়া আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করে । অতঃপর সূরাটি ধার্মিক ও সৎকর্মশীল মো'মেনগণের উপর ইহকালে ও পরকালে আল্লাহ্তালা যে কত রকমের অনুগ্রহরাজি বর্ষণ করিতে থাকেন উহার এক চমৎকার বর্ণনা দিয়াছে । প্রসঙ্গক্রমে, অবিশ্বাসীগণ, যাহারা ইচ্ছা করিয়া আল্লাহ্র সমাগত বাণীকে প্রত্যাখ্যান করে, তাহাদের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক শাস্তির কথাও সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত হইয়াছে । সূরাটি অত্যন্ত যুক্তিযুক্তভাবেই এই মন্তব্য করিয়া সমাপ্তি টানিয়াছে যে, আল্লাহ্তালা মানুষকে তাহার সৃষ্টিকর্তা ও প্রভুর কাছে পথ-দেখাইয়া লইয়া যাইবার জনাই কুরআন নাযেল করিয়াছেন । কিন্তু মানুষ যদি আল্লাহ্র এই ইচ্ছার সহিত নিজের ইচ্ছাকে না মিলায়, তাহা হইলে সে কুরআন হইতে কোন উপকার লাভ করিতে পারে না ।

৭৬-সূরা আদ্ দাহ্‌র

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৩২ আয়াত এবং ২ রুকূ আছে ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

هَلْ اَتٰى عَلَى الْاِنْسَانِ حِيْنٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْـًٔا مَّذْكُوْرًا ②

২। অবশ্যই ইনসানের উপর মহাকাল প্রবাহের মধ্য হইতে এমন বিশেষ এক সময় আসিয়াছিল যখন সে কোন উল্লেখযোগ্য বস্তুই ছিল না ।

اِنَّا خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ اَمْشَاجٍ ۖ نَّبْتَلِيْهِ فَجَعَلْنٰهُ سَمِيْعًۢا بَصِيْرًا ③

৩। নিশ্চয় আমরা ইনসানকে (বিভিন্ন শক্তি) মিশ্রিত শুক্র-বীর্য[৩১৯০] হইতে সৃষ্টি করিয়াছি যেন আমরা তাহাকে পরীক্ষা করিতে পারি; অতঃপর আমরা তাহাকে সম্যক শ্রবণকারী এবং দর্শনকারী করিয়াছি ।

اِنَّا هَدَيْنٰهُ السَّبِيْلَ اِمَّا شَاكِرًا وَّ اِمَّا كَفُوْرًا ④

৪। নিশ্চয় আমরা তাহাকে সঠিক পথ দেখাইয়াছি, হয় তো সে কৃতজ্ঞ হইবে, নয় তো সে অকৃতজ্ঞ হইবে ।

اِنَّآ اَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ سَلٰسِلَا۠ وَاَغْلٰلًا وَّسَعِيْرًا ⑤

৫। নিশ্চয় আমরা কাফেরদের জন্য শৃঙ্খল, গলার বেড়ী এবং প্রজ্জ্বলিত অগ্নি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি ।[৩১৯১]

اِنَّ الْاَبْرَارَ يَشْرَبُوْنَ مِنْ كَاْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُوْرًا ۚ ⑥

৬। নিশ্চয় নেক বান্দাগণ এমন পানপাত্র হইতে পান করিবে যাহার মধ্যে কর্পূরের[৩১৯২] সংমিশ্রণ থাকিবে—

عَيْنًا يَّشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللّٰهِ يُفَجِّرُوْنَهَا تَفْجِيْرًا ⑦

৭। এমন একটি ঝরণার[৩১৯২-ক] যাহা হইতে আল্লাহ্‌র বান্দাগণ পান করিবে, যাহাকে তাহারা প্রচেষ্টা দ্বারা উত্তম প্রবাহে প্রবাহিত করিবে ।

৩১৯০। মানুষকে সৃষ্টি করা হইয়াছে এক ফোঁটা শুক্র হইতে, যাহা নিজেই অনেক বস্তুর সংমিশ্রণ। ইহাতে এই ইঙ্গিত রহিয়াছে যে, মানুষও বহু গুণাবলী ও শক্তি-সামর্থ্যের সংমিশ্রণে গঠিত । আর এইসব গুণাবলী ও শক্তি-সামর্থ্যের সাহায্যেই মানুষ নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি করিতে পারে । এই পদ্ধতিই মানব-সৃষ্টির সাধারণ নিয়ম, কিন্তু ইহার ব্যতিক্রম কোন ক্ষেত্রেই হইবে না, এমন নহে ।

৩১৯১। মানুষের প্রত্যেকটি কাজই আল্লাহ্‌র একটি অনুরূপ কাজকে ডাকিয়া আনে । অবিশ্বাসীদের সংসারাসক্তি পরজগতে শিকলের রূপ ধারণ করিবে ; কেবল ইহলোকের চিন্তায় নিমগ্ন থাকিয়া জীবন কাটাইয়া দেওয়া পরলোকে লোহার গলা-বন্ধনীর রূপ নিবে এবং লোভ-লালসা এবং কামনা-বাসনা দোযখাগ্নির রূপ লাভ করিবে ইত্যাদি । ৩১১৬ টীকা দেখুন ।

৩১৯২। 'কাফূর' শব্দটি 'কাফারা' হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, যাহার অর্থ আবৃত করা বা দমাইয়া রাখা । তাৎপর্য ইহাই যে, কর্পূর-মিশ্রিত সরবত পান দ্বারা জৈবিক ইন্দ্রিয়াসক্তির উগ্রতা হ্রাস পাইবে । ধর্মপরায়ণ মো'মেনগণের হৃদয় পাপ-পঙ্কিল চিন্তা হইতে পবিত্র ও মুক্ত হইবে এবং গভীর ঐশী জ্ঞানের শীতলতা দ্বারা তাহারা প্রশান্তি লাভ করিবে ।

৩১৯২-ক। যে সকল প্রস্রবণ বিশ্বাসীগণ নিজের কঠোর পরিশ্রমের দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা হইতে তাহারা পেয়ালা ভরিয়া পান করিবেন । 'তফজীর' শব্দটি কঠোর পরিশ্রমের (সাধনা) প্রতি ইঙ্গিত করিতেছে । যেসব সৎকর্ম তাহারা ইহলোকে থাকা কালীন সময়ে সম্পাদন করিয়াছে, তাহা পরকালে গ্রস্রবণের মত প্রবাহিত হইয়া তাহাদের মনোরঞ্জন করিবে ও তৃষ্ণা মিটাইবে । ইহা আধ্যাত্মিক ক্রমোন্নতির প্রথম স্তর, যাহা অবিরাম, কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে মো'মেনগণ অর্জন করিয়া থাকেন । যতক্ষণ পর্যন্ত না মানুষ কঠোর প্রচেষ্টা ও সাধনার দ্বারা স্বীয়

يُوْفُوْنَ بِالنَّذْرِ وَ يَخَافُوْنَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهٗ مُسْتَطِيْرًا ۝٨

৮। তাহারা নিজেদের মানত [৩১৯৩] পূর্ণ করে এবং সেই দিনকে ভয় করে যাহার অকল্যাণ সর্বব্যাপী বিস্তৃত হইয়া পড়িবে।

وَ يُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ مِسْكِيْنًا وَّ يَتِيْمًا وَّ اَسِيْرًا ۝٩

৯। এবং তাহারা তাঁহারই প্রেমে [৩১৯৪] মিসকীন, এতীম এবং বন্দীকে আহার করায়;

اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّٰهِ لَا نُرِيْدُ مِنْكُمْ جَزَآءً وَّ لَا شُكُوْرًا ۝١٠

১০। (এবং তাহাদিগকে বলে) 'আমরা তোমাদিগকে কেবল আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আহার করাই, আমরা তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান চাহি না এবং কোন কৃতজ্ঞতাও না।

اِنَّا نَخَافُ مِنْ رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوْسًا قَمْطَرِيْرًا ۝١١

১১। নিশ্চয় আমরা আমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে (আসন্ন) ভ্রুকুঞ্চনকারী এবং মুখ বিকৃতকারী [৩১৯৫] দিনকে ভয় করি।'

فَوَقٰىهُمُ اللّٰهُ شَرَّ ذٰلِكَ الْيَوْمِ وَ لَقّٰىهُمْ نَضْرَةً وَّ سُرُوْرًا ۝١٢

১২। সুতরাং আল্লাহ্ তাহাদিগকে সেই দিনের অনিষ্ট হইতে রক্ষা করিবেন এবং তাহাদিগকে প্রফুল্লতা এবং আনন্দ দান করিবেন।

وَ جَزٰىهُمْ بِمَا صَبَرُوْا جَنَّةً وَّ حَرِيْرًا ۝١٣

১৩। এবং যেহেতু তাহারা ধৈর্য ধারণ করিয়াছে, তিনি তাহাদিগকে বিনিময়ে জান্নাত এবং রেশমী বস্ত্র দান করিবেন।

مُّتَّكِـِٕيْنَ فِيْهَا عَلَى الْاَرَآئِكِ ۚ لَا يَرَوْنَ فِيْهَا شَمْسًا وَّ لَا زَمْهَرِيْرًا ۝١٤

১৪। তাহারা তথায় পালংকের উপর হেলান দিয়া বসিবে, তথায় তাহারা না প্রখর রৌদ্র অনুভব করিবে এবং না প্রচণ্ড শীত।

وَ دَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلٰلُهَا وَ ذُلِّلَتْ قُطُوْفُهَا تَذْلِيْلًا ۝١٥

১৫। এবং তাহাদের উপর উহার ছায়াসমূহ নিকটে বিরাজমান থাকিবে, এবং উহার গুচ্ছবদ্ধ ফলরাজি তাহাদের নাগালের আওতায় আনিয়া দেওয়া হইবে।

রিপুসমূহকে বশীভূত করিতে পারিবে, ততক্ষণ তাহার পক্ষে কোন আধ্যাত্মিক স্তরে উন্নীত হওয়া সম্ভব নহে। এই আয়াতে বর্ণিত 'প্রস্রবণ' আর কিছুই নহে; ইহা আল্লাহ্তা'লার ভালবাসা ও ঐশী উপলব্ধির 'প্রস্রবণ'।

৩১৯৩। 'তাহারা নিজেদের মানত পূর্ণ করে' অর্থ তাহারা আল্লাহ্র প্রতি কর্তব্য পালন করে। মানুষের প্রতি মানুষের কর্তব্য পালনের কথা পরবর্তী আয়াতে বলা হইয়াছে।

৩১৯৪। আয়াতটির অর্থ হইতে পারেঃ (১) যেহেতু মো'মেনগণ আল্লাহ্কে ভালবাসে, সেইহেতু আল্লাহ্র ভালবাসা অর্জনের জন্য তাহারা দরিদ্রকে, এতীমকে এবং বন্দীদিগকে খাদ্য দান করিয়া থাকে ; (২) তাহারা সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে দরিদ্রকে খাদ্য সরবরাহ করে, প্রতিদানে কিছুই চায় না, এমন কি প্রশংসাও চায় না; (৩) তাহারা নিজেরা টাকা-কড়ি ভালবাসে, তৎসত্ত্বেও তাহারা গরীবের জন্য সেই টাকা-কড়ি খরচ করিতে কুণ্ঠিত হয় না ; (৪) তাহারা গরীবদিগকে পুষ্টিকর ও স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্য খাওয়ায়। 'তায়াম'-এর অর্থ সুস্বাদু সাস্থ্যসম্মত খাদ্য (লেইন)।

৩১৯৫। 'ইয়াওমুন আবূসুন' অর্থ অতি কষ্টকর, দুর্যোগময় দিন, যে দিন মানুষের জন্য ভীষণ কষ্ট নিয়া আসে। 'ইয়াওমুন কামতারীরুন' অর্থ কষ্টকর, দুর্যোগপূর্ণ দিন, যাহা চক্ষের ভ্রু পর্যন্ত সেলাই করিয়া ফেলে অর্থাৎ চক্ষুর চামড়াকে সঙ্কুচিত করিয়া ফেলে (লেইন)।

وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِاٰنِيَةٍ مِّنْ فِضَّةٍ وَّاَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيْرَا ۟

১৬। এবং তাহাদের মধ্যে রৌপ্য-নির্মিত ভোজন-পাত্র এবং পান-পাত্র পরিবেশন করা হইবে যাহা কাঁচের (মত স্বচ্ছ) হইবে।

قَوَارِيْرَا مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوْهَا تَقْدِيْرًا ۟

১৭। ঐগুলি কাঁচের (ন্যায় স্বচ্ছ) হইলেও (প্রকৃতপক্ষে ঐগুলি) রৌপ্য নির্মিত হইবে, তাহারা যথাযথ পরিমাণে ঐগুলি পরিমাপ করিবে।

وَيُسْقَوْنَ فِيْهَا كَاْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيْلًا ۟

১৮। এবং তথায় তাহাদিগকে পান-পাত্র পরিবেশন করা হইবে যাহাতে যানজাবীল (আদা) সংমিশ্রিত থাকিবে,[৩১৯৬]

عَيْنًا فِيْهَا تُسَمّٰى سَلْسَبِيْلًا ۟

১৯। উহার এক প্রস্রবণ থাকিবে যাহা 'সালসাবীল' নামে অভিহিত হইবে।[৩১৯৭]

وَيَطُوْفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُوْنَ ۚ اِذَا رَاَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنْثُوْرًا ۟

২০। এবং তাহাদের মধ্যে পরিবেশন করিবে চির-কিশোরগণ, যখন তুমি তাহাদিগকে দেখিবে তখন তুমি তাহাদিগকে মনে করিবে যেন তাহারা বিক্ষিপ্ত মুক্তারাজি।

وَاِذَا رَاَيْتَ ثَمَّ رَاَيْتَ نَعِيْمًا وَّمُلْكًا كَبِيْرًا ۟

২১। এবং যখন তুমি অবলোকন করিবে, সেখানে তুমি এক মহা নেয়ামত এবং বিশাল রাজ্য অবলোকন করিবে।[৩১৯৮]

عٰلِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَّاِسْتَبْرَقٌ ۖ وَّحُلُّوْٓا اَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ ۚ وَسَقٰىهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُوْرًا ۟

২২। তাহাদের উপর সবুজ বর্ণের চিকণ রেশমী এবং ঘন রেশমী পোষাক থাকিবে এবং তাহাদিগকে রৌপ্য নির্মিত কংকণ দ্বারা অলংকৃত করা হইবে, এবং তাহাদের প্রতিপালক তাহাদিগকে পবিত্র পানীয় পান করাইবেন।[৩১৯৯]

৩১৯৬। 'যান্‌জাবীল' একটি যুগ্ম শব্দ। 'যানা' (ঊর্ধ্বে উঠা) এবং 'জাবাল' (পাহাড়) মিলিয়া অর্থ দাঁড়ায়, 'সে পর্বতারোহণ করিল'। 'যান্‌জাবীল' (আদা) শরীরে স্বাভাবিক উত্তাপ বর্ধনে খুবই সাহায্য করে। ইহা দুর্বল শরীরে শক্তি যোগায় এবং তেজ সৃষ্টি করে, যার ফলে মানুষ সুউচ্চ পাহাড় পর্যন্ত ডিঙাইতে পারে। যে দুইটি আয়াতে 'কাফূর' (কর্পূর) ও 'যানজাবীলে'র (আদা) উল্লেখ রহিয়াছে, তাহাতে বুঝানো হইয়াছে যে, নীচস্তরের ইন্দ্রিয়াসক্তি হইতে মুক্ত হইয়া পুণ্য ও ধার্মিকতার উচ্চস্তরে উঠিতে হইলে, মানুষকে দুইটি স্তর অতিক্রম করিতে হয়। প্রথম স্তরে বিষাক্ত বস্তুগুলির বিনাশ সাধন ও রিপুসমূহের দমন করিতে হয়। ইহাকে বলা হইয়াছে 'কাফূর' স্তর বা কর্পূরাবস্থা। কেননা এই স্তরে বস্তু নিচয় ও প্রবৃত্তির দমন পর্যন্ত ঘটিয়া থাকে, যেমন কর্পূর রিপুসমূহের কুফল দমনে কার্যকরী ভূমিকা পালন করিয়া থাকে। কিন্তু যে আধ্যাত্মিক শক্তি সর্বপ্রকার বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করিবার সামর্থ্য যোগায় তাহা অর্জিত হয় দ্বিতীয় স্তরে, যাহাকে বলা হইয়াছে 'যানজাবীল' স্তর বা যানজাবিলী অবস্থা। আধ্যাত্মিক আদা আধ্যাত্মিক রীতি-নীতি ও বিষয়াবলীর উপরে টনিকের মত ক্রিয়া করে এবং ঐশী সৌন্দর্য ও মহিমা বিকাশে সাহায্য করিয়া আত্মাকে চাংগা করিয়া তোলে। ইহার ফলেও আধ্যাত্মিক পথের যাত্রী অনতিক্রম্য ভূমি অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়। পথে পথে যত উচ্চ পাহাড়-টিলা ইত্যাদি দেখা দেয়, শক্তি-প্রাপ্ত আত্মার বলে বলীয়ান হইয়া সে ঐগুলিও পার হইয়া যায়।

৩১৯৭। 'সালসাবীল'-এর আক্ষরিক অর্থ "রাস্তা সম্বন্ধে খোঁজ নেওয়া"। এই আয়াতের তাৎপর্য হইল, 'যানজাবীল' স্তরে, আধ্যাত্মিক যাত্রী আল্লাহ্‌র ভালবাসায় এমনই মগ্ন ও উত্তেজিত হয় যে, আল্লাহ্‌র সাথে যথাশীঘ্র মিলনের নেশায় সে যেখানে যাহাকে পায় তাহার কাছে খোঁজ করে— আল্লাহ্‌র কাছে পৌঁছিবার সোজা ও নিকটতম রাস্তা কোন্‌টি।

৩১৯৮। পরলোকে মো'মেনদের জন্য আধ্যাত্মিক রাজত্ব তো আছেই, তাহা ছাড়াও মহানবী (সঃ)-এর সাহাবীগণকে ইহজগতেই সম-সাময়িক বড় বড় সাম্রাজ্যের উপর আধিপত্য দেওয়া হইয়াছিল।

৩১৯৯। আল্লাহ্‌র প্রেমে বিভোর পথিক যখন 'কাফূর' অবস্থায় থাকিয়া আধ্যাত্মিক ভ্রমণে ব্যস্ত থাকে, সেই অবস্থায় বলা হইয়াছে, সে নিজেই

إِنَّ هٰذَا كَانَ لَكُمْ جَزَآءً وَّكَانَ سَعْيُكُمْ مَّشْكُوْرًا ﴿٢٢﴾

২৩। (তাহাদিগকে বলা হইবে) ইহাই হইল তোমাদের জন্য পুরস্কার, বস্তুতঃ তোমাদের চেষ্টা-প্রচেষ্টার কদর করা হইয়াছে।

ع ১ [২৩] ১৯

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ تَنْزِيْلًا ﴿٢٣﴾

২৪। নিশ্চয় আমরা তোমার প্রতি কুরআন ক্রমে ক্রমে নাযেল করিয়াছি।[৩২০০]

فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ اٰثِمًا اَوْ كَفُوْرًا ﴿٢٤﴾

২৫। সুতরাং তুমি তোমার প্রতিপালকের হুকুমের অপেক্ষায় ধৈর্য ধারণ কর এবং তাহাদের মধ্যে কোন পাপাচারী অথবা অস্বীকারকারীকে অনুসরণ করিও না,

وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا ﴿٢٥﴾

২৬। এবং প্রভাতে ও সন্ধ্যায় তুমি তোমার প্রতিপালকের নাম স্মরণ কর,

وَمِنَ الَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهٗ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيْلًا ﴿٢٦﴾

২৭। এবং রাত্রেও তাঁহার উদ্দেশ্যে সেজদা কর এবং দীর্ঘ রাত পর্যন্ত তাঁহার তসবীহ্ করিতে থাক।

اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ يُحِبُّوْنَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُوْنَ وَرَآءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيْلًا ﴿٢٧﴾

২৮। নিশ্চয় এই সকল লোক সত্বর-লভ্য পার্থিব জীবনকে ভালবাসে এবং তাহাদের পরবর্তী কঠিন দিনকে উপেক্ষা করে।

نَحْنُ خَلَقْنٰهُمْ وَشَدَدْنَآ اَسْرَهُمْ ۚ وَاِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَآ اَمْثَالَهُمْ تَبْدِيْلًا ﴿٢٨﴾

২৯। আমরাই তাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি এবং তাহাদের গঠনকে মযবুত করিয়াছি এবং যখন আমরা ইচ্ছা করিব তখন তাহাদের অনুরূপ জাতিকে তাহাদের স্থলে দাঁড় করাইব।[৩২০১]

আল্লাহ্র প্রেমের শরাব খুঁজিয়া বেড়ায় (আয়াত-৬) 'যানজাবীল' স্তরে অন্যেরা তাহাকে খেদমত করে ও জীবন-দায়িনী শরবত পান করায় (আয়াত ১৮)। শেষ স্তরে অর্থাৎ 'সালসাবীল' স্তরে, আল্লাহ্ স্বয়ং তাহাকে চিরস্থায়ী জীবনের অমোঘ সুরা পান করিতে দেন (আয়াত ১৯)। এই তিন প্রকারের শরবত একটার পর একটা, উন্নততর দেখা যায়। ইহা তাৎপর্যপূর্ণ। 'কর্পূর' শীতলকারী, 'আদা' উত্তাপ সৃষ্টিকারী এবং 'সালসাবীল' গন্তব্যের দিকে স্বাভাবিক গতি দানকারী। কর্পূর-মিশ্রিত শরবত উগ্র কামনা-বাসনাকে শীতল (দমন) করে, আদা-মিশিত শরবত ধর্মপরায়ণতাকে উত্তপ্ত করিয়া ইহাকে গতিময় করিয়া তোলে এবং সালসাবীলের পানি ধার্মিককে আধ্যাত্মিক গন্তব্যের দিকে স্বাভাবিক গতিতে চালাইয়া নেয়, পদস্খলিত হইতে দেয় না।

৩২০০। কুরআন ক্রমে ক্রমে এবং খণ্ড-খণ্ডভাবে অবতীর্ণ হইয়াছে। ইহা পূরাপূরি অবতীর্ণ হইতে ২৩ বৎসর সময় লাগিয়াছে। এই ক্রম-অবতরণ পদ্ধতির মধ্যে দুইটি উদ্দেশ্য রহিয়াছে ঃ (ক) ইহা মো'মেনগণকে সুযোগ দিয়াছে, যাহাতে তাহারা অবতীর্ণ অংশটুকু শিখিতে, মুখস্থ করিতে, সংগৃহীত করিতে এবং জীবনে প্রতিফলিত করিতে পারে এবং (২) পরিবর্তিত ও পরিবর্তনশীল সমাজ-বিবর্তনের ধারার বিভিন্ন প্রয়োজনকে মিটাইবার জন্য ও সময়ের চাহিদা পূরণের জন্য ক্রম-ধারায় অবতরণই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত ছিল। এই পদ্ধতি অবলম্বনের মধ্যে মো'মেনদের ঈমানবর্ধন, মুসলমানদের প্রত্যয়-বৃদ্ধি ইত্যাদিও অন্তর্ভুক্ত। কেননা, ফাঁকে ফাঁকে মধ্যবর্তী সময়ে, তাহারা কুরআনের মধ্যে বর্ণিত ও ঘোষিত ভবিষ্যদ্বাণীগুলি বাস্তবে পরিণত হওয়ার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখার মহা-সুযোগ লাভ করিয়া পরিতৃপ্ত হইতেন এবং দ্বিগুণ উৎসাহ লাভ করিতেন। কুরআনের খণ্ড-খণ্ডভাবে, ক্রমানুয়ে অবতরণ দ্বারা বাইবেলের এই ভবিষ্যদ্বাণীটি পূর্ণ হইয়াছে ঃ'বিধির উপরে বিধি, বিধির উপরে বিধি; পাঁতির উপরে পাঁতি, পাঁতির উপরে পাঁতি; এখানে একটুকু; সেখানে একটুকু।' শুন, তিনি অস্পষ্টবাক ওষ্ঠ ও পরভাষা দ্বারা এই লোকদের সহিত কথাবার্তা কহিবেন, যাহাদিগকে তিনি বলিলেন' (যিশাইয়- ২৮ঃ১০)।

৩২০১। আল্লাহ্ মানুষকে সর্বোত্তম করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন (৯৫ঃ৫) যাহাতে সে নিজের মধ্যে ঐশী গুণাবলীর বিকাশ ও প্রকাশ ঘটাইতে পারে। অতএব কাফের যদি কুরআনের শিক্ষা হইতে ফায়দা উঠাইতে অস্বীকার করে, তাহা হইলে আল্লাহ্ তাহাদের স্থলে অন্য জাতিকে নিয়া আসিবেন যাহারা ইহা হইতে ফায়দা উঠাইবে।

اِنَّ هٰذِهٖ تَذْكِرَةٌ ۚ فَمَنْ شَآءَ اتَّخَذَ اِلٰى رَبِّهٖ سَبِيْلًا ۝٢٩

৩০। নিশ্চয় ইহা এক উপদেশ-বাণী। অতএব যাহার ইচ্ছা নিজ প্রতিপালক অভিমুখী পথ অবলম্বন করুক।

وَمَا تَشَآءُوْنَ اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ ۭ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۝٣٠

৩১। বস্তুতঃ তোমরা কিছুই চাহিতে পার না কিন্তু কেবল উহাই যাহা আল্লাহ্ চাহিবেন [৩২০২]। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী, পরম প্রজ্ঞাময়।

يُّدْخِلُ مَنْ يَّشَآءُ فِيْ رَحْمَتِهٖ ۭ وَالظّٰلِمِيْنَ اَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ۝٣١ ع

৩২। তিনি নিজ রহমতে যাহাকে চাহেন [৩২০৩] প্রবিষ্ট করেন এবং যালেমদের বিষয়—তাহাদের জন্য তিনি প্রস্তুত করিয়াছেন যন্ত্রণাদায়ক আযাব।

[৯] ২০

৩২০২। মূল অনুবাদে প্রদত্ত অর্থ ছাড়াও এই আয়াতের অন্যান্য অর্থ হইতে পারে ঃ (১) ইহা আল্লাহ্রই ইচ্ছা যে, তুমি তোমার ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করিয়া আল্লাহ্র দিকে পথ ধর এবং সেই কারণে তাহার কৃপাভাজনও হও; (২) তুমি আল্লাহ্র দিকে চলিতে পার না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমার ইচ্ছাকে আল্লাহ্র ইচ্ছার অধীনস্থ কর।

৩২০৩। এই আয়াতের অর্থ এইরূপও হইতে পারেঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্র আদেশ-নিষেধ পালনের মাধ্যমে তাঁহার করুণা প্রাপ্ত হইতে চায়, আল্লাহ্ তাহাকে স্বীয় করুণার রাজ্যে প্রবেশাধিকার দিয়া থাকেন।

৭৭-সূরা আল্ মুরসালাত
(হিজরতে পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণ হওয়ার সময় ও প্রসঙ্গঃ

নলডিকি এবং মূইর এই সূরাকে নবুওয়াতের চতুর্থ বৎসরে অবতীর্ণ বলিয়া নির্ধারণ করিয়াছেন । ইহা সঠিক বলিয়া মনে হয় । অন্যান্য প্রাথমিক মক্কী সূরার মত, এই সূরাটিও পুনরুত্থানের বিষয় উত্থাপন করিয়া এবং ইহার স্বপক্ষে যুক্তি দেখাইয়াছে যে, নবীগণ বিভিন্ন যুগে আসিয়া নিজ নিজ জাতির মধ্যে বড় বড় আধ্যাত্মিক বিপ্লব সাধন করিয়া গিয়াছেন । বিশেষ করিয়া, নবী করীম (সাঃ) পতনোন্মুখ, পথ-ভ্রষ্ট, বিভ্রান্ত আরবজাতির মধ্যে যে অত্যাশ্চর্য নৈতিক পরিবর্তন আনয়ন করিয়াছেন, তাহাও পুনরুত্থানের পক্ষে সায় দেয় । আল্লাহ্‌র নবীদের শুভাগমনকে এই সূরাতে ফয়সলার দিন'বলিয়া তুলনা করা হইয়াছে।কেননা তাহাদের আগমনে, মন্দ লোক ভাল লোক হইতে পৃথক হইয়া যায়, যেমন শস্যের দানা হইতে ভূষি আলাদা হইয়া পড়ে । 'ফয়সালার দিনে' দোষীরা শাস্তি প্রাপ্ত হয় এবং ধার্মিকেরা তাহাদের সৎকর্মের পুরস্কার লাভ করে । ঐশী বিধানের অস্বীকারকারী ও অবজ্ঞাকারীগণকে, তাহাদের প্রত্যেকটি কুকর্মের জন্য আনুপাতিক হারে যে সকল শাস্তি দেওয়া হইবে, উহার বিস্তারিত ও যথাযথ বর্ণনা এই সূরাতে প্রাঞ্জল ভাষায় দেওয়া হইয়াছে । অপরদিকে, যাহারা ঐশী বিধান সমুন্নত রাখিয়া তদনুযায়ী নিজেদের কাজকর্ম ও জীবনকে পরিচালিত করে, বেহেশ্‌তে তাহারা কি কি ধরণের পুরস্কার ও আশীর্বাদ লাভ করিবে তাহাও সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে । 'পুনরুত্থান' মতবাদের সমর্থনে এই সূরা অত্যন্ত জোরের সহিত সৃষ্টির এই রহস্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে যে, একটি সামান্য শুক্রের ফোঁটা হইতে যদি সুশোভন, সুগঠিত পূর্ণ মানবীয় দেহ ও শত শত গুণাবলীসম্পন্ন মানবীয় শক্তি সৃষ্টি হইতে পারে, তবে পুনরুত্থান হইতে পারিবেনা কেন ? শেষের দিকে, সূরাটি কাফেরদের মনে এই কথা ঢুকাইবার জোর চেষ্টা করিয়াছে যে, কুরআনের অবতীর্ণ বাণীকে অগ্রাহ্য করার কোন যৌক্তিকতা অবিশ্বাসীদের নাই ।

সূরা আল্ মুর্সালাত ৭৭

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ইহাতে ৫১ আয়াত এবং ২ রুকূ আছে ।

১। আল্লাহ্র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝١
২। কমস কল্যাণ (সম্প্রসারণের) নিমিত্তে প্রেরিতগণের[৩২০৪]	وَالْمُرْسَلٰتِ عُرْفًا ۙ۝٢
৩। অতঃপর অতি দ্রুতগতিতে ধাবমানদের কসম,[৩২০৫]	فَالْعٰصِفٰتِ عَصْفًا ۙ۝٣
৪। এবং (সত্যকে) ব্যাপকভাবে বিস্তারকারীগণের (কসম),[৩২০৬]	وَّالنّٰشِرٰتِ نَشْرًا ۙ۝٤
৫। অতঃপর (ভাল ও মন্দের মধ্যে) পূর্ণরূপে পার্থক্যকারীদের (কসম) ;[৩২০৭]	فَالْفٰرِقٰتِ فَرْقًا ۙ۝٥
৬। এবং উপদেশ-বাণীকে (দেশে-দেশে) উপস্থাপনকারীগণের (কসম) ;	فَالْمُلْقِيٰتِ ذِكْرًا ۙ۝٦
৭। ওজর-আপত্তি খণ্ডনের জন্য অথবা সতর্কীকরণের জন্য,[৩২০৮]	عُذْرًا اَوْ نُذْرًا ۙ۝٧
৮। নিশ্চয় যাহার প্রতিশ্রুতি তোমাদিগকে দেওয়া হইয়াছে উহা পূর্ণ হইবেই ।	اِنَّمَا تُوْعَدُوْنَ لَوَاقِعٌ ؕ۝٨
৯। অতএব যখন নক্ষত্ররাজি জ্যোতিহীন হইয়া পড়িবে,[৩২০৯]	فَاِذَا النُّجُوْمُ طُمِسَتْ ۙ۝٩

৩২০৪। এই আয়াত ও পরবর্তী চারিটি আয়াতে 'প্রেরিতগণ' বলিতে বস্তু, প্রাণী, সহায়ক শক্তি, মাধ্যম ও প্রতিনিধি ইত্যাদি বুঝায় । বিভিন্ন সর্বমান্য ব্যাখ্যাকারীগণ বাতাস, ফিরিশ্তা, আল্লাহ্র নবীগণ ও তাঁহাদের অনুসারীগণকে, বিশেষ করিয়া মহানবী (সাঃ)-এর সঙ্গী-সাথী ও অনুসারীদিগকে এই 'মুরসালাতের' অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন । রসূলে পাক (সাঃ)-এর 'সাহাবীগণ' যখন এই 'মুরসালাত' এর আওতায় আসেন, তখন ইহার অর্থ দাঁড়ায়, সাহাবীগণ (রাঃ) প্রারম্ভিক দিকে শান্ত ও ধীরগতিতে ইসলামের বাণী প্রচার করিবেন ।

৩২০৫। ইসলামের বাণী প্রচারে প্রাথমিক বাধা-বিঘ্ন অতিক্রমের পর, সাহাবীগণ (রাঃ) প্রচারের গতি বৃদ্ধি করিবেন এবং জোরে-শোরে, উৎসাহের সহিত মানুষকে আল্লাহ্র দিকে আহ্বান করিবেন । অথবা, সাহাবীগণ কুরআনের শিক্ষার সাহায্যে কাফেরদের অশুভ শক্তি ও মিথ্যার বেসাতিকে এমনইভাবে লণ্ড-ভণ্ড করিয়া দিবেন, যেমন প্রবল বাতাসের সামনে খড়-কুটা লণ্ড-ভণ্ড হইয়া যায় ।

৩২০৬। তাহারা সত্যের বাণীকে দূর-দূরান্তে ঘোষণা ও প্রচার করিবে, অথবা সত্য ও সততার বীজ চতুর্দিকে ছড়াইয়া দিবে ।

৩২০৭। কুরআনের বাণী বিস্তৃতি লাভের পর সত্য মিথ্যা হইতে এবং সৎলোক মন্দলোক হইতে পৃথক হইয়া যাইবে ।

৩২০৮। আয়াতটির তাৎপর্য এই যে, সাহাবীগণ পূর্ণোদ্যমে প্রচার কার্য সম্পাদন করিয়া নিজেদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পূর্ণরূপে পালন করিয়াছেন— এই কথাটা প্রতিষ্ঠিত সত্যে পরিণত হইবে ।

৩২০৯। আয়াতটির তাৎপর্যঃ যখন জাতির উপর বিবিধ রকমের বিপৎপাত অত্যাসন্ন। তারকার অস্তগমন আসন্ন বিপদাবলীর চিহ্ন বলিয়া আরববাসীরা জ্ঞান করিত ।

وَاِذَا السَّمَآءُ فُرِجَتْ ﴿١٠﴾

১০। এবং যখন আকাশকে বিদীর্ণ করা হইবে,[৩২১০]

وَاِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ ﴿١١﴾

১১। এবং যখন পর্বতমালাকে (ধূলিকণার ন্যায়) উড়াইয়া দেওয়া হইবে,[৩২১১]

وَاِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ ﴿١٢﴾

১২। এবং যখন রসূলগণকে নির্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত করা হইবে—[৩২১২]

لِاَيِّ يَوْمٍ اُجِّلَتْ ﴿١٣﴾

১৩। এইগুলি কোন্ দিনের জন্য স্থগিত রাখা হইয়াছে ?

لِيَوْمِ الْفَصْلِ ﴿١٤﴾

১৪। এক ফয়সালার দিনের জন্য।

وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ ﴿١٥﴾

১৫। এবং কিসে তোমাকে ফয়সালার দিন সম্বন্ধে অবহিত করিবে—

وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿١٦﴾

১৬। এবং সেইদিন ধ্বংস (সত্যকে) মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য।

اَلَمْ نُهْلِكِ الْاَوَّلِيْنَ ﴿١٧﴾

১৭। আমরা কি পূর্ববর্তীগণকে ধ্বংস করি নাই ?

ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْاٰخِرِيْنَ ﴿١٨﴾

১৮। অতঃপর আমরা পরবর্তীগণকে অবশ্যই তাহাদের অনুগমন করাইব।

كَذٰلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِيْنَ ﴿١٩﴾

১৯। এইভাবেই আমরা অপরাধীদের সহিত ব্যবহার করিয়া থাকি।

وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿٢٠﴾

২০। সেইদিন ধ্বংস (সত্যকে) মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য।

اَلَمْ نَخْلُقْكُّمْ مِّنْ مَّآءٍ مَّهِيْنٍ ﴿٢١﴾

২১। আমরা কি তোমাদিগকে এক তুচ্ছ পানি হইতে সৃষ্টি করি নাই ?

فَجَعَلْنٰهُ فِيْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ ﴿٢٢﴾

২২। অতঃপর উহাকে আমরা এক সুরক্ষিত অবস্থান-স্থলে (মাতৃগর্ভে) রাখিলাম,

اِلٰى قَدَرٍ مَّعْلُوْمٍ ﴿٢٣﴾

২৩। এক পরিমিত মেয়াদ পর্যন্ত।

৩২১০। বিশ্বের উপরে যখন বড় বড় বিপদ-সম্পাৎ ও দুঃখ-যাতনা আপতিত হইবে।

৩২১১। যখন মহা পরিবর্তন সাধিত হয়, অথবা যখন পরাক্রমশালী ক্ষমতাবান লোককে সাধারণ নিম্ন স্তরে নামানো হয়, অথবা যখন পুরাতন ও সনাতন সংগঠন ও ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়। সংক্ষেপে, যখন নীতিহীন সবকিছু এবং দুর্নীতির সকল আখড়ার বিলোপ সাধন করা হয়।

৩২১২। যখন মহাপরিবর্তন সাধনকারী ঐশী সংস্কারকগণ নবীর প্রতিনিধিত্বকারীরূপে আগমন করেন।

فَقَدَرْنَا ۟ فَنِعْمَ الْقٰدِرُوْنَ ﴿٢٣﴾

২৪। এইরূপে আমরা এক পরিমাণ নিরূপণ করিলাম,[৩২১৩] এবং আমরা কিরূপ উত্তম পরিমাণ নিরূপণকারী !

وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿٢٤﴾

২৫। সেইদিন ধ্বংস (সত্যকে) মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য।

اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ كِفَاتًا ﴿٢٥﴾

২৬। আমরা কি পৃথিবীকে ধারণকারী করিয়া সৃষ্টি করি নাই—

اَحْيَآءً وَّاَمْوَاتًا ﴿٢٦﴾

২৭। জীবিতগণকে এবং মৃতগণকে ?[৩২১৪]

وَّجَعَلْنَا فِيْهَا رَوَاسِيَ شٰمِخٰتٍ وَّاَسْقَيْنٰكُمْ مَّآءً فُرَاتًا ﴿٢٧﴾

২৮। এবং আমরা উহাতে অত্যুচ্চ পর্বতমালা সংস্থাপন করিয়াছি এবং তোমাদিগকে সুমিষ্ট পানি পান করাইবার ব্যবস্থা করিয়াছি।[৩২১৫]

وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿٢٨﴾

২৯। সেইদিন ধ্বংস (সত্যকে) মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য !

اِنْطَلِقُوْٓا اِلٰى مَا كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ ﴿٢٩﴾

৩০। (তাহাদিগকে আদেশ করা হইবে ঃ) 'এখন তোমরা উহার দিকেই যাও যাহাকে তোমরা মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলে,

اِنْطَلِقُوْٓا اِلٰى ظِلٍّ ذِيْ ثَلٰثِ شُعَبٍ ﴿٣٠﴾

৩১। হাঁ, তোমরা সেই ছায়ার দিকেই যাও যাহা ত্রিশাখা বিশিষ্ট,[৩২১৬]

৩২১৩। এই আয়াত এবং পূর্ববর্তী তিনটি আয়াত বলিতেছে ঃ শুক্র ফোঁটা হইতে গর্ভ সঞ্চারের মাধ্যমে পূর্ণ মানবাকৃতি ও মানবসুলভ গুণাবলী লাভ এমনই অতি সূক্ষ্মব্যাপার যাহা মানুষকে আশ্চর্যান্বিত না করিয়া পারে না। এই সৃষ্টি পদ্ধতিকে 'পুনরুত্থানে'র যুক্তিও প্রমাণরূপে দাঁড় করানো হইয়াছে। কেননা মানুষের জন্ম ও পুনরুত্থানের পদ্ধতিদ্বয়ের মধ্যে একটা সাদৃশ্য রহিয়াছে। মাতৃগর্ভে অবস্থানের পর জন্ম এবং পৃথিবীর গর্ভে বসবাসের পর পুনরুত্থানের পদ্ধতিদ্বয়ের মধ্যে একটা সাদৃশ্য রহিয়াছে। মাতৃগর্ভে অবস্থানের জন্ম এবং পৃথিবীর গর্ভে বসবাসের পর পুনরুত্থান সমান্তরাল ব্যাপার।

৩২১৪। সকল মরণশীলেরা পৃথিবীর অধিবাসী। যখন তাহারা মরিয়া যায়, তাহাদের মৃতদেহের সর্বাংশই কোন না কোন অবস্থায় পৃথিবীতেই রহিয়া যায়। এখানে মাধ্যাকর্ষণ বিধি, বা পৃথিবীর স্বীয় অক্ষের উপর ঘূর্ণন (আহ্নিকগতি), বা সূর্যের চারিদিকে ঘূর্ণনের (বার্ষিক গতি) কথাও বলা হইয়া থাকিতে পারে। 'কিফাত' শব্দটি দ্বারা বুঝাইতেছে যে, মানুষের দৈহিক প্রয়োজন মিটাইবার সবকিছুই এই পৃথিবীতে রহিয়াছে।

৩২১৫। পর্বতমালাগুলি স্বাভাবিক বৃহৎ জলাধাররূপে কাজ করিয়া থাকে।

৩২১৬। ভ্রান্ত-বিশ্বাস, নির্বোধ আচার-আচরণ ও কাজকর্ম অবিশ্বাসীদের জন্য পরকালে ত্রিমুখী মূর্তি ধারণ করিবে। ইব্নে আব্বাস (রাঃ)-এর মতে এখানে খৃষ্টানদের ত্রিত্ববাদ বুঝাইয়াছে। আয়াতটির এরূপ অর্থও হইতে পারে ঃ কাফেরগণ ডান, বাম ও উপর— এই তিন দিক হইতেই শাস্তি পাইতে থাকিবে। তদুপরি, যাহারা নীতি-জ্ঞান শিক্ষা দেন, তাহারা বলেন, দায়িত্ববোধ জাগাইয়া তুলিতে যে তিনটি প্রতিবন্ধকতা রহিয়াছে তাহা হইল, অনুভূতিহীনতা, চিন্তা ও বিবেচনা শক্তির অভাব এবং বিচার-ক্ষমতার অভাব। সেইরূপে, নৈতিক প্রেরণার স্বাভাবিক গতিপথকে রুদ্ধ করে তিনটি বাধা, যথা ঃ ভয়, অহঙ্কার এবং ইন্দ্রিয়াসক্তি। মনোবিজ্ঞানের ভাষায় আমরা বলিতে পারি মানুষকে তিনটি কারণ দোযখে নিয়া যায়ঃ উপলব্ধি ও যুক্তির ভ্রান্তি, যৌন অনাচার এবং ইচ্ছাশক্তির দুর্বলতাসমূহ।

لَّا ظَلِيْلٍ وَّلَا يُغْنِيْ مِنَ اللَّهَبِ ﴿٣٢﴾

৩২। উহা ছায়াও দেয় না বা অগ্নিশিখার উত্তাপ হইতে রক্ষাও করে না,[৩২১৭]

اِنَّهَا تَرْمِيْ بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ ﴿٣٣﴾

৩৩। ইহা (প্রকাণ্ড) দুর্গের মত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নিক্ষেপ করে,[৩২১৮]

كَاَنَّهٗ جِمٰلَتٌ صُفْرٌ ﴿٣٤﴾

৩৪। যেন সেগুলি হরিদ্বর্ণের উষ্ট্রসমূহ।[৩২১৮-ক]

وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿٣٥﴾

৩৫। সেইদিন ধ্বংস (সত্যকে) মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য!

هٰذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُوْنَ ﴿٣٦﴾

৩৬। ইহাই সেইদিন যখন তাহারা কথা বলিতে পারিবে না,[৩২১৯]

وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُوْنَ ﴿٣٧﴾

৩৭। এবং তাহাদিগকে অনুমতি দেওয়া হইবে না, যাহাতে তাহারা ওজর-আপত্তি উপস্থাপন করিতে পারে।[৩২২০]

وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿٣٨﴾

৩৮। সেই দিন ধ্বংস (সত্যকে) মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য!

هٰذَا يَوْمُ الْفَصْلِ ۚ جَمَعْنٰكُمْ وَالْاَوَّلِيْنَ ﴿٣٩﴾

৩৯। 'ইহাই ফয়সালার দিন। আমরা তোমাদিগকে একত্রিত করিয়াছি এবং পূর্ববর্তীদিগকেও;

فَاِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيْدُوْنِ ﴿٤٠﴾

৪০। যদি তোমাদের নিকট কোন কৌশল থাকে তাহা হইলে আমার বিরুদ্ধে কৌশল কর।[৩২২১]

وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿٤١﴾ ع ١ ٢١

৪১। সেইদিন ধ্বংস (সত্যকে) মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য! [৪১]

اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ ظِلٰلٍ وَّعُيُوْنٍ ﴿٤٢﴾

৪২। নিশ্চয় মুত্তাকীগণ ছায়া ও ঝরণাসমূহের মধ্যে অবস্থান করিবে,

---

৩২১৭। ৫৬ঃ৪৩-৪৫ দেখুন।

৩২১৮। কাফেরগণ আরাম-আয়েশের জীবন কাটাইয়াছে এবং বড় বড় রাজকীয় প্রাসাদে গর্বের সহিত জীবন যাপন করিয়াছে। কাজেই তাহাদের পাপাচার ও স্বেচ্ছাচারিতা এমন অগ্নি-শিখার রূপ ধারণ করিবে যাহা ঐ সকল প্রাসাদের মত উঁচু হইয়া তাহাদিগকে গ্রাস করিবে।

৩২১৮ক। আরবগণ তাহাদের উটগুলি নিয়া খুব গর্ব করিত, যেহেতু উটই ছিল তাহাদের সম্পদের প্রধানতম উৎস।

৩২১৯। ২৪৫৭ টীকা দেখুন।

৩২২০। কাফেরদের অপরাধ পূর্ণভাবে প্রমাণিত ও প্রকাশিত হইয়া যাওয়ার পর, তাহারা ওজর-আপত্তি বা ব্যাখ্যা দানের সুযোগই পাইবে না।

৩২২১। নবী করীম (সাঃ)-এর শত্রুগণকে চ্যালেঞ্জ প্রদান করা হইয়াছে যে, তাঁহার (সাঃ) বিরুদ্ধে তাহারা যাহা ইচ্ছা করিতে পারে, কিন্তু পরিণামে তাহারাই অপদস্থ হইবে।

وَّفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُوْنَ ﴿٤٢﴾

৪৩। এবং ফলরাজির মধ্যে, যাহা তাহারা চাহিবে।

كُلُوْا وَاشْرَبُوْا هَنِيْٓـًٔا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٤٣﴾

৪৪। (তাহাদিগকে বলা হইবে) 'তোমরা যে কর্ম করিতে উহার বিনিময়ে তৃপ্তি সহকারে খাও এবং পান কর—

اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٤٤﴾

৪৫। নিশ্চয় সৎকর্মশীলগণকে এইভাবে আমরা প্রতিদান দিয়া থাকি।

وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿٤٥﴾

৪৬। সেইদিন ধ্বংস (সত্যকে) মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য!

كُلُوْا وَتَمَتَّعُوْا قَلِيْلًا اِنَّكُمْ مُّجْرِمُوْنَ ﴿٤٦﴾

৪৭। (হে সত্যকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যানকারীগণ!) 'তোমরা (এই পার্থিব জীবনে) আহার কর এবং কিছুক্ষণের জন্য সুখ-সম্ভোগ কর; নিশ্চয় তোমরা অপরাধী।'

وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿٤٧﴾

৪৮। সেইদিন ধ্বংস (সত্যকে) মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য!

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ ارْكَعُوْا لَا يَرْكَعُوْنَ ﴿٤٨﴾

৪৯। এবং যখন তাহাদিগকে বলা হয়, 'তোমরা (**আল্লাহ্‌র সম্মুখে**) বিনত হও।' তখন তাহারা বিনত হয় না।

وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿٤٩﴾

৫০। সেইদিন ধ্বংস (সত্যকে) মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য!

فَبِاَيِّ حَدِيْثٍ بَعْدَهٗ يُؤْمِنُوْنَ ﴿٥٠﴾ ع ২২

৫১। সুতরাং ইহার পরে তাহারা কোন কথার উপর ঈমান আনিবে?[৩২২২] [১০] ২২

৩২২২। যে সব দুর্ভাগা কাফের কুরআনের মত অভ্রান্ত ও পবিত্র গ্রন্থকে অস্বীকার করিতে পারে, তাহারা কখনও সত্য গ্রহণ ও সৎপথ অবলম্বন করিবে না।

৭৮-সূরা আন্ নাবা
(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণ হওয়ার সময় ও প্রসঙ্গ

এই সূরার নামকরণ করা হইয়াছে 'নাবা' (মহা-সংবাদ)। কারণ ইহাতে অসামান্য ও অসাধারণ এবং অত্যুচ্চ বিষয়াদি আলোচিত হইয়াছে, যথা, পুনরুত্থানের নিশ্চয়তা, সকল অবতীর্ণ গ্রন্থাদির উর্ধ্বে কুরআনের স্থান ও প্রাধান্য এবং সকল ধর্মের উপরে ইসলাম ধর্মের স্থান ও প্রাধান্য। 'ফয়সালার দিন' (অর্থাৎ সেই দিন, যেদিন কুরআনের এই শ্রেষ্ঠত্বের দাবী প্রতিষ্ঠিত সত্যে পরিণত হইবে) পূর্ববর্তী সূরাতে দুইবার উল্লিখিত হইয়াছে এবং এই সূরাতেও পুনরায় বলা হইয়াছে। মুসলমান তফসীরকারকগণের মতে এই সূরাটি আঁ-হযরত (সাঃ)-এর মক্কী জীবনের প্রথম দিকে অবতীর্ণ হইয়াছিল। নলডিকিও এই অভিমত সমর্থন করেন। মানুষকে প্রদত্ত ঐশী অনুগ্রহরাজি ও আল্লাহ্‌র মহান দানসমূহ বর্ণনা করিয়া সূরাটি আরম্ভ হইয়াছে এবং এই কথার প্রতি পরোক্ষ দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে যে, কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই এই পৃথিবীর বুকে সকলকে সৃষ্টি করা হইয়াছে। পৃথিবীতে তাহার অবস্থান বীজতলার মত চিরস্থায়ী জীবনের চারা রোপণ করার ক্ষেত্র বিশেষ। আর এই চারা-রোপণ ক্ষেত্রের হিসাব-নিকাশও তাহাকে দিতে হইবে। ঐ হিসাব-নিকাশ দিবসের সংক্ষিপ্ত অথচ অতি গুরু-গম্ভীর বর্ণনাও এই সূরাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহলোকে ও পরলোকে, ধার্মিকগণ যে সব ঐশী পুরস্কারে ভূষিত হইবেন এবং সত্যের প্রত্যাখ্যানকারীগণ যে সকল ভয়াবহ শাস্তির সম্মুখীন হইবে, উহার চিত্রও এই সূরার বর্ণনাতে বিধৃত হইয়াছে।

৭৮-সূরা আন্ নাবা

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ইহাতে ৪১ আয়াত এবং ২ রুকূ আছে ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। আল্লাহ্র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

عَمَّ يَتَسَآءَلُوْنَ ②

২। কোন্ বিষয়ে তাহারা একে অপরকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতেছে ?

عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيْمِ ③

৩। মহা সংবাদ সম্বন্ধে ।[৩২২৩]

الَّذِىْ هُمْ فِيْهِ مُخْتَلِفُوْنَ ④

৪। যে বিষয়ে তাহারা মতভেদ করে ।[৩২২৪]

كَلَّا سَيَعْلَمُوْنَ ⑤

৫। কখনও নহে, তাহারা অচিরেই জানিতে পারিবে ।

ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُوْنَ ⑥

৬। পুনরায় (বলিতেছি) কখনও নহে, তাহারা অচিরেই জানিতে পারিবে ।

اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ مِهٰدًا ⑦

৭। আমরা কি করি নাই পৃথিবীকে শয্যা স্বরূপ,

وَّالْجِبَالَ اَوْتَادًا ⑧

৮। এবং পর্বতগুলিকে কীলক স্বরূপ ?

وَّخَلَقْنٰكُمْ اَزْوَاجًا ⑨

৯। এবং আমরা তোমাদিগকে জোড়া জোড়া করিয়া সৃষ্টি করিয়াছি,

وَّجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ⑩

১০। এবং তোমাদের নিদ্রাকে আমরা আরামের কারণ করিয়াছি,

وَّجَعَلْنَا الَّيْلَ لِبَاسًا ⑪

১১। এবং রাত্রিকে করিয়াছি আবরণ স্বরূপ,

وَّجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ⑫

১২। এবং দিবসকে করিয়াছি জীবিকা আহরণের উপায় স্বরূপ,

وَّبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا ⑬

১৩। এবং আমরা তোমাদের ঊর্ধ্বদেশে সাতটি মযবুত (আকাশ) বানাইয়াছি,[৩২২৫]

৩২২৩। 'নাবা' শব্দের অর্থ মহা-সংবাদ । ইহার সহিত 'আল্ আযীম' (মহা) বিশেষণ সংযুক্ত হওয়ায়, ইহাই প্রকাশ পায় যে, মহা-সংবাদটি সর্বোচ্চ গুরুত্ব পাওয়ার দাবী রাখে।

৩২২৪। অবিশ্বাসীরা 'হিসাব-নিকাশের দিবস' সম্পর্কে মোটেই বিশ্বাস রাখে না। তাহারা মনে করে, এরূপ কোন দিবস কখনও আসিবে না—না ইহজগতে না পরকালে ।

৩২২৫। সাতটি বৃহদাকার গ্রহ, যাহারা সূর্যকে কেন্দ্র করিয়া ঘূর্ণায়মান রহিয়াছে অথবা মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতির সাতটি স্তর (সূরা মো'মেনূনে উল্লেখিত)।

وَّجَعَلْنَا سِرَاجًا وَّهَّاجًا ﴿١٣﴾

১৪। এবং আমরা সৃষ্টি করিয়াছি (সূর্যকে) এক সমুজ্জ্বল প্রদীপ স্বরূপ।

وَّاَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرٰتِ مَآءً ثَجَّاجًا ﴿١٤﴾

১৫। এবং আমরা নিংড়ানো ঘনীভূত মেঘমালা হইতে মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করিয়াছি,

لِّنُخْرِجَ بِهٖ حَبًّا وَّنَبَاتًا ﴿١٥﴾

১৬। যেন আমরা উৎপন্ন করি উহা দ্বারা শস্য দানা এবং শাক-সব্জি,

وَّجَنّٰتٍ اَلْفَافًا ﴿١٦﴾

১৭। এবং ঘনবিন্যস্ত বাগানসমূহ।[৩২২৬]

اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيْقَاتًا ﴿١٧﴾

১৮। নিশ্চয় ফয়সালার দিন নির্দিষ্ট আছে।

يَّوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّوْرِ فَتَاْتُوْنَ اَفْوَاجًا ﴿١٨﴾

১৯। সেদিন যখন শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হইবে, তখন তোমরা দলে দলে আসিবে।[৩২২৭]

وَّفُتِحَتِ السَّمَآءُ فَكَانَتْ اَبْوَابًا ﴿١٩﴾

২০। এবং আকাশকে উন্মুক্ত করা হইবে, ফলে উহা বহু দ্বারে বিভক্ত হইয়া পড়িবে।[৩২২৮]

وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ﴿٢٠﴾

২১। এবং পর্বতসমূহকে বিচলিত করা হইবে, ফলে ঐগুলি মরীচিকায় পরিণত হইবে।[৩২২৯]

اِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ﴿٢١﴾

২২। নিশ্চয় জাহান্নাম ওঁৎ পাতিয়া আছে,

لِّلطّٰغِيْنَ مَاٰبًا ﴿٢٢﴾

২৩। বিদ্রোহপরায়ণদের জন্য একটি প্রত্যাবর্তনস্থল।

لّٰبِثِيْنَ فِيْهَآ اَحْقَابًا ﴿٢٣﴾

২৪। উহারা সেথায় যুগ যুগ ধরিয়া অবস্থান করিবে।

لَا يَذُوْقُوْنَ فِيْهَا بَرْدًا وَّلَا شَرَابًا ﴿٢٤﴾

২৫। তথায় তাহারা না শীতলতা[৩২৩০] আস্বাদন করিবে এবং না পানীয়,

---

৩২২৬। ৭ হইতে ১৭ আয়াত পর্যন্ত মানুষের শারীরিক জীবন ধারণের সকল উপায়-উপকরণ যাহা আল্লাহ্তা'লা তাহাকে না চাহিতেই দান করিয়াছেন, উহার উল্লেখ রহিয়াছে। ইহা দ্বারা এই ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে, সেই সৃষ্টিকর্তা যিনি মানুষের দৈহিক প্রয়োজন মিটাইবার জন্য এত উপায়-উপকরণ সরবরাহ করিয়াছেন, তিনি কি করিয়া তাহার আধ্যাত্মিক প্রয়োজনসমূহ না মিটাইয়া থাকিতে পারেন।

৩২২৭। সেই সিদ্ধান্তের দিন— যেদিন মুসলমানদের হাতে মক্কার পতন ঘটিল— সেদিন শিঙ্গার ধ্বনিই যেন বাজিয়া উঠিল আর ইহাতে সাড়া দিয়া মক্কার কুরায়শগণ মহানবী (সাঃ)-এর নিকট ত্রস্তব্যস্ত হইয়া একত্রিত হইল এবং করজোড়ে এই মর্মে প্রার্থনা করিল যে, তাহাদের অত্যাচার, নিষ্ঠুরতা ও সর্বপ্রকার সীমা-লঙ্ঘনকে যেন ক্ষমা করিয়া দেওয়া হয়।

৩২২৮। ঐ সময়ে ধার্মিকগণের সমর্থনে বহু ঐশী নিদর্শন প্রদর্শন করা হইবে, যাহাতে অন্যায়কারীরা হতভম্ব হইয়া যাইবে।

৩২২৯। এই আয়াতের তাৎপর্য হইলঃ- (১) প্রতাপশালী ও উচ্চ-পদস্থ ব্যক্তিগণ তাহাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি ও কর্তৃত্ব হারাইয়া ফেলিবে, (২)ইসলামের জয়-যাত্রার সময়ে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ বড় বড় সাম্রাজ্যগুলি পর্যন্ত বালুর টিলার মত ধ্বসিয়া পড়িবে এবং এমনিভাবে নিশ্চিহ্ন হইবে যে, ইহাদের পূর্ববর্তী অস্তিত্ব যেন মরীচিকা মাত্র ছিল।

৩২৩০। 'বারদ' অর্থ শীতলতা, আরাম, সুখানুভূতি, নিদ্রা (লেইন)।

إِلَّا حَمِيمًا وَّغَسَّاقًا ﴿٢٥﴾

২৬। কেবল ফুটন্ত পানি এবং দুর্গন্ধময় তরল পদার্থ, অসহনীয় ঠাণ্ডা পানি ব্যতিরেকে—[৩২৩০-ক]

جَزَآءً وِّفَاقًا ﴿٢٦﴾

২৭। ইহা হইবে উপযুক্ত প্রতিদান,

إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ﴿٢٧﴾

২৮। নিশ্চয় তাহারা হিসাবকে ভয় করিত না,

وَّكَذَّبُوا بِاٰيٰتِنَا كِذَّابًا ﴿٢٨﴾

২৯। এবং আমাদের নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা বলিয়া সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করিত।

وَكُلَّ شَيْءٍ اَحْصَيْنٰهُ كِتٰبًا ﴿٢٩﴾

৩০। এবং আমরা সব কিছুই এক কিতাবে সংরক্ষণ করিয়া রাখিয়াছি।[৩২৩১]

فَذُوْقُوْا فَلَنْ نَّزِيْدَكُمْ اِلَّا عَذَابًا ﴿٣٠﴾ ع ১ [৩১] ১

৩১। অতএব তোমরা (আযাবের) স্বাদ গ্রহণ কর, আমরা তোমাদিগকে শাস্তি ব্যতিরেকে আদৌ কিছুতে বর্দ্ধিত করিব না।

اِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ مَفَازًا ﴿٣١﴾

৩২। নিশ্চয় মুত্তাকীগণের জন্য অবধারিত আছে সফলতা—

حَدَآئِقَ وَاَعْنَابًا ﴿٣٢﴾

৩৩। প্রাচীর-ঘেরা বাগানসমূহ এবং দ্রাক্ষাসমূহ,[৩২৩২]

وَّكَوَاعِبَ اَتْرَابًا ﴿٣٣﴾

৩৪। এবং সমবয়স্কা যুবতীগণ,[৩২৩৩]

وَّكَاْسًا دِهَاقًا ﴿٣٤﴾

৩৫। এবং কানায় কানায় পূর্ণ পান-পাত্রসমূহ।[৩২৩৪]

لَا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا وَّلَا كِذّٰبًا ﴿٣٥﴾

৩৬। সেখানে তাহারা না কোন বৃথা কথা শুনিবে এবং না কোন মিথ্যা কথা,

---

৩২৩০-ক। মন্দের প্রতি দুর্দমনীয় নেশা ও পাপের অনুসরণ এবং পুণ্যের ও সৎকর্মের প্রতি চরম অবজ্ঞা ফুটন্ত ও বরফ-শীতল দুর্গন্ধ পানীয়ের আকার ধারণ করিবে যাহা পাপাসক্তকে পান করিতে দেওয়া হইবে।

৩২৩১। টেলিভিশন, বেতার-যন্ত্র, টেপ-রেকর্ড, ভিডিও-রেকর্ড ইত্যাদি যন্ত্র এই সত্যকে আমাদের কাছে তুলিয়া ধরিয়াছে যে, কেবল মানুষের কার্যকলাপই নয় বরং তাহার কথা-বার্তাও সংরক্ষণ করিয়া রাখা যায় এবং হুবহু পুনরাবৃত্তি করা যায়। ২৪৫৬ টীকা দেখুন।

৩২৩২। বেহেশ্‌তের পুরস্কারগুলির মধ্যে আঙ্গুর-বাগানের উল্লেখ কুরআনে প্রায়শঃ পাওয়া যায়। ইহার কারণ এই যে, আঙ্গুর অতি সুস্বাদু ও অতি পুষ্টিকর খাদ্য। ইহা বহুদিন সংরক্ষণ করা যায় এবং উহাতে নেশা ধরে। 'তাক্‌ওয়ার' (ধর্ম-ভীরুতার) মধ্যেও এই তিনটি বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান আছে। কাজেই ধর্ম-ভীরুদের জন্য আঙ্গুর-বাগানই যথাযোগ্য পুরস্কার।

৩২৩৩। ধার্মিকগণ সঙ্গিনী বা স্ত্রী হিসাবে এবং ধার্মিকাগণ সাথী বা স্বামী হিসাবে যথাক্রমে সম্মানিত, সুন্দরী, উজ্জ্বল-যৌবনা যুবতী ও তদনুরূপ যুবককে লাভ করিবেন, যাহাদের লাবন্য বিলুপ্ত হইবে না। তাহারা সম্ভ্রান্ত বংশের হইবেন, উচ্চ ও মহৎ আকাঙ্খার অধিকারী হইবেন। 'কায়েব' (বহুবচনে 'কাওয়ায়েব') অর্থ সম্মান, সম্ভ্রম, মাহাত্ম্য, (লেইন)। কুরআনের অন্যত্র (৫৬ঃ৩৫) ধর্মপরায়ণ বিশ্বাসীগণের সাথীগণকে 'ফুরুশুন মারফুয়াতুন' বা সম্ভ্রান্ত রমণীগণ বলিয়া আখ্যায়িত করা হইয়াছে। বেহেশ্‌তের পুরস্কারসমূহের স্বরূপ ও তাৎপর্য সম্বন্ধে পূর্ণাঙ্গ আলোচনার জন্য দেখুন সূরা তূর,সূরা রাহ্‌মান এবং সূরা ওয়াকেআ।

৩২৩৪। আল্লাহ্‌র ভালবাসায় নিমগ্ন তীর্থযাত্রী, যাহাদের হৃদয় হইতে ভালবাসা উপ্‌চাইয়া পড়ে, তাহাদিগকে সুপেয় ও অত্যুত্তম পানীয় পান করিতে দেওয়া হইবে। ইহাতে আধ্যাত্মিক নেশার জোয়ার উপস্থিত হইবে, যাহা আর ভাঁটার মুখ দেখিবে না।

جَزَآءً مِّنْ رَّبِّكَ عَطَآءً حِسَابًا ﴿٣٦﴾

৩৭। প্রতিদান স্বরূপ, যথোপযুক্ত পুরস্কার তোমার প্রতিপালকের সন্নিধান হইতে—

رَّبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمٰنِ لَا يَمْلِكُوْنَ مِنْهُ خِطَابًا ﴿٣٧﴾

৩৮। যিনি আকাশসমূহ এবং পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যে যাহা কিছু আছে সকলের প্রতিপালক, অযাচিত-অসীম দাতা; তাঁহার উদ্দেশ্যে কিছু বলার ক্ষমতা তাহাদের থাকিবে না।

يَوْمَ يَقُوْمُ الرُّوْحُ وَالْمَلٰٓئِكَةُ صَفًّا ۙ لَّا يَتَكَلَّمُوْنَ اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴿٣٨﴾

৩৯। সেদিন যখন পূর্ণ আত্মা [৩২৩৪-ক] এবং সকল ফিরিশ্‌তা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াইবে, তাহারা কোন কথা বলিবে না, কেবল মাত্র সে ব্যতীত যাহাকে রহমান আল্লাহ্ অনুমতি দিবেন, এবং সে সঠিক কথাই বলিবে।

ذٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ ۚ فَمَنْ شَآءَ اتَّخَذَ اِلٰى رَبِّهٖ مَاٰبًا ﴿٣٩﴾

৪০। সেইদিনটি সুনিশ্চিত। সুতরাং যাহার ইচ্ছা সে তাহার প্রতিপালকের নিকট আশ্রয়স্থল গ্রহণ করুক।

اِنَّآ اَنْذَرْنٰكُمْ عَذَابًا قَرِيْبًا ۖ يَّوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدٰهُ وَيَقُوْلُ الْكٰفِرُ يٰلَيْتَنِىْ كُنْتُ تُرٰبًا ﴿٤٠﴾ ع ٢ [١٠] ٢

৪১। নিশ্চয় আমরা তোমাদিগকে অতি নিকটবর্তী আযাব সম্বন্ধে সতর্ক করিয়াছি— [৩২৩৫] যেদিন মানুষ উহা প্রত্যক্ষ করিবে যাহা তাহার হস্তদ্বয় অগ্রে প্রেরণ করিয়াছে এবং অস্বীকারকারী বলিবে, 'হায়! যদি আমি পূর্বেই মাটি হইতাম।

৩২৩৪-ক। 'রূহ্' (আত্মা) বলিতে এখানে পূর্ণ আত্মা মহানবী (সাঃ)-কে বুঝাইয়াছে, আর 'ঐ দিন' বলিতে কেয়ামতের দিনকে বুঝাইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

৩২৩৫। 'আযাবান কারীবান' বা নিকটবর্তী শাস্তি বলিতে, ইহজগতে অবিশ্বাসীদের প্রাপ্ত শাস্তির কথা বুঝাইতে পারে। কুরআনের অন্য স্থলে (৩২ঃ২২) এই শাস্তিকে নিকটবর্তী শাস্তি বলা হইয়াছে। পরকালের মহাশাস্তি এই শাস্তির তুলনায় পরে আসিবে এবং ভীষণতর আকারে আসিবে।

৭৯-সূরা আন্ নাযে'আত
(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

সাধারণ মন্তব্য ঃ

সকল সর্বমান্য পণ্ডিত একবাক্যে স্বীকার করেন যে, পূর্ববর্তী সূরাটির মত ইহাও প্রাথমিক সময়ের মক্কী সূরা । পূর্ববর্তী সূরাতে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল যে, মুসলমানেরা বিশ্বে ক্ষমতা, উন্নতি ও প্রাধান্য লাভ করিবে । কি কি উপায় অবলম্বনের মাধ্যমে তাহারা উন্নতি ও প্রাধান্য লাভ করিতে পারিবে, এই সূরাতে সেই সকল বিষয়ে আলোকপাত করা হইয়াছে । এই প্রতিশ্রুতি শীঘ্র পূর্ণ হওয়ার বিভিন্ন লক্ষণ ও চিহ্নাবলীর উপরও আলোকপাত করা হইয়াছে । সূরার প্রারম্ভে নবী করীম (সাঃ)-এর সাহাবীগণের এবং অপরাপর ধার্মিকমণ্ডলীর চারিত্রিক গুণাবলীর বিশেষ বিশেষ দিকগুলি তুলিয়া ধরা হইয়াছে যেগুলির সাহায্যে তাহারা সম্মান, ক্ষমতা ও বিজয় অর্জন করিয়াছিলেন । অতঃপর সূরাটি এই ইঙ্গিত দিতেছে যে, ঐ ক্ষমতা যুদ্ধের ফলে মুসলমানদের হস্তগত হইবে এবং ইসলামের শত্রুরা যুদ্ধে বার বারে পরাজিত হইয়া ক্ষমতাচ্যুত হইয়া পড়িবে । ফেরাউনের দৃষ্টান্ত উল্লেখ পূর্বক দেখানো হইয়াছে যে, সত্যের বিরোধিতার শাস্তি না হইয়া পারে না । অতঃপর বলা হইয়াছে, মুসলমানদের প্রাথমিককালে অতি দুর্বল অবস্থায়,ইসলামের গৌরবময় ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হওয়া অসম্ভব বলিয়া মনে হইলেও, আকাশ ও বিশ্বজগতের মহা পরাক্রমশালী সৃষ্টি-কর্তা, যিনি পৃথিবীকে পর্বত, নদী ও বিস্তীর্ণ রাস্তা দ্বারা সাজাইয়াছেন, তিনি অসম্ভবকেও সম্ভব করিতে পারেন । এমন কি, তিনি মৃতগণকে পরজগতে নতুন জীবন দান করিতেও সমর্থ । সূরাটির শেষ দিকে বলা হইয়াছে, যখন ঐ মহাঘটনা— ইসলামের নিরঙ্কুশ বিজয় কিংবা চূড়ান্ত পরকালীন পুনরুত্থান ঘটিবে, তখন অপরাধীগণ দোযখের আগুনে জ্বলিতে থাকিবে, আর ধর্মপরায়ণ সৎকর্মশীল লোকেরা বেহেশ্‌তের আশীর্বাদসমূহ অবাধে উপভোগ করিতে থাকিবে ।

৭৯- সূরা আন্ নাযে'আত

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ইহাতে ৪৭ আয়াত এবং ২ রুকূ আছে ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। আল্লাহ্র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

وَالنّٰزِعٰتِ غَرْقًا ②

২। কসম তাহাদের যাহারা (লোকদিগকে সত্যের দিকে) পূর্ণ মনযোগের [৩২৩৬] সহিত আকর্ষণ করে, [৩২৩৭]

وَّالنّٰشِطٰتِ نَشْطًا ③

৩। এবং (কসম) তাহাদের যাহারা (তাহাদের) গ্রন্থিসমূহকে দৃঢ়ভাবে বাঁধে, [৩২৩৮]

وَّالسّٰبِحٰتِ سَبْحًا ④

৪। এবং (কসম) তাহাদের যাহারা ত্বরিত গতিতে সন্তরণ করে, [৩২৩৯]

فَالسّٰبِقٰتِ سَبْقًا ⑤

৫। অতঃপর তাহারা প্রতিযোগতিায় দ্রুত বেগে অগ্রে চলিয়া যায়,

فَالْمُدَبِّرٰتِ اَمْرًا ⑥

৬। অতঃপর তাহারা (উত্তমরূপে) কার্যাবলী পরিচালনা করে; [৩২৪০]

৩২৩৬। 'নাযে'আত' শব্দটি 'নাযাত' ধাতু হইতে উৎপন্ন। ইহার অর্থ যাহারা বা যে দল কোন বস্তুকে টানিয়া নিজের দিকে আনে; বড় কর্মকর্তাকে পদচ্যুত করে; অন্যের মত হওয়া; জোরে-শোরে আকর্ষণ করে, অন্যকে সত্যের দিকে আকর্ষণ করে (আকরাব)। 'নাযা'আ' ধাতুর মধ্যে এই সব অর্থই নিহিত রহিয়াছে ।

৩২৩৭। 'গারক' এখানে 'ইগরাক' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে । ইহার তাৎপর্য হইল, তীরকে যথাসম্ভব দূরে নিক্ষেপ করা বা কোন লোককে আক্রমণ করিয়া পরাভূত করা অথবা শেষ সীমা পর্যন্ত প্রচেষ্টা চালানো (লেইন)।

৩২৩৮। 'নাশেতাত' অর্থ যাহারা বা যে দল স্বীয় কর্তব্য পালনে মনে প্রাণে চেষ্টিত থাকে (আকরাব)।

৩২৩৯। 'সাবেহাত' অর্থঃ (১) যে সব সত্তা বা দলবদ্ধ মানুষ তাহাদের কাজের অন্বেষণে দেশের প্রান্ত পর্যন্ত চলিয়া যায়, (২) যাহারা নিজেদের উদ্দিষ্ট পথে একে অন্যকে ছাড়াইয়া যাইবার আপ্রাণ চেষ্টা করে (লেইন)।

৩২৪০। 'মুদাব্বেরাত' অর্থ ঐ সকল সত্তা বা মানুষের দল যাহারা অতিশয় দক্ষতার সহিত তাহাদের উপর ন্যস্ত কর্তব্য সম্পাদনের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন করে এবং তাহা বাস্তবায়নের সর্বপ্রকার ব্যবস্থা করিয়া থাকে ।

২ হইতে ৬ পর্যন্ত আয়াতগুলিকে কিছু সংখ্যক জ্ঞানীগুণী তফসীরকারক ফিরিশ্তাদের প্রতি আরোপ করিয়াছেন এবং মনে করিয়াছেন, ৭-৮ আয়াতে যে মহাঘটনা ঘটিবার কথা রহিয়াছে, ফিরিশ্তাগণকে সেই ঘটনার সাক্ষীরূপে পেশ করা হইয়াছে। কিন্তু ফিরিশ্তাগণের সাক্ষ্য প্রদান মানুষের জ্ঞান বুদ্ধির আওতায় আসে না । অতএব, প্রসঙ্গ দৃষ্টে মনে হয়, এই আয়াতগুলি (২ হইতে ৬) নবী করীম (সাঃ)-এর সাহাবীগণের (রাঃ) দলকেই বুঝাইয়াছে, যাহারা অদূর ভবিষ্যতে আত্মোৎসর্গ ও আপ্রাণ প্রচেষ্টার মাধ্যমে ইসলামকে দূর-দূরান্ত পর্যন্ত ছড়াইয়া দিয়াছিলেন । এই আয়াতগুলিতে সাহাবীগণের অতুলনীয় কর্তব্য-নিষ্ঠার একটি চিত্র ভবিষ্যদ্বাণীরূপে চিত্রিত আছে । শুধু তাহাই নয়, এই কর্তব্য-নিষ্ঠার ফলে, তাহাদের উপর মানব-গোষ্ঠীর এক বিরাট অংশের প্রশাসনিক দায়িত্ব আসিয়া বর্তাইবে এবং সেই দায়িত্বও তাহারা অত্যন্ত দক্ষতা ও ন্যায়-পরায়ণতার সহিত সম্পাদন করিবেন— এই কথাও ভবিষ্যদ্বাণীর আকারে এই আয়াতগুলিতে ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে । সংক্ষেপে বলিতে গেলে, এই আয়াতগুলিতে, মহানবী (সাঃ)-এর সাহাবীগণের চারিত্রিক গুণাবলীর বৈশিষ্ট্যগুলি তুলিয়া ধরা হইয়াছে (দি লারজার এডিশন অব দি কমেন্টারী দেখুন)।

يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ۝٦

৭। যেদিন কম্পনশীল পৃথিবী কম্পমান হইবে,[৩২৪১]

تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ ۝٧

৮। (এবং) আর একটি পশ্চাদ্‌বর্তী (কম্পন)উহার অনুসরণ করিবে।[৩২৪২]

قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَّاجِفَةٌ ۝٨

৯। সেই দিন অন্তরসমূহ ভয়ে কম্পমান হইবে,

اَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ ۝٩

১০। (এবং) তাহাদের চক্ষুগুলি অবনত থাকিবে।[৩২৪৩]

يَقُوْلُوْنَ ءَاِنَّا لَمَرْدُوْدُوْنَ فِى الْحَافِرَةِ ۝١٠

১১। তাহারা বলে, 'আমাদিগকে কি পূর্বাবস্থায় ফিরাইয়া লইয়া যাওয়া হইবে ?

ءَاِذَا كُنَّا عِظَامًا نَّخِرَةً ۝١١

১২। কী ! যখন আমরা পচা-গলা অস্থিপুঞ্জ হইয়া যাইব তখনও ?'

قَالُوْا تِلْكَ اِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ ۝١٢

১৩। তাহারা বলে, 'তাহা হইলে ইহা অত্যন্ত ক্ষতিজনক প্রত্যাবর্তন হইবে।'

فَاِنَّمَا هِىَ زَجْرَةٌ وَّاحِدَةٌ ۝١٣

১৪। ইহাতো কেবল একটি ধমক মাত্র,

فَاِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ ۝١٤

১৫। তখন দেখ! অকস্মাৎ তাহারা এক প্রশস্ত ময়দানে উপনীত হইবে।

هَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ مُوْسٰى ۝١٥

১৬। তোমার নিকট কি মূসার বৃত্তান্ত পৌঁছিয়াছে ?

اِذْ نَادٰىهُ رَبُّهٗ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ۝١٦

১৭। যখন তাহার প্রতিপালক তাহাকে 'তুওয়া'র পবিত্র উপত্যকায় ডাকিয়াছিলেন,

اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰى ۝١٧

১৮। (এবং নির্দেশ দিয়াছিলেনঃ) 'তুমি ফেরাউনের নিকট যাও; কেননা সে বিদ্রোহ করিয়াছে,

فَقُلْ هَلْ لَّكَ اِلٰى اَنْ تَزَكّٰى ۝١٨

১৯। অতঃপর বল, তোমার কি ইচ্ছা আছে যে তুমি পবিত্র হও ?

৩২৪১। এই আয়াতের অর্থ ঃ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে যে ভবিষ্যদ্বাণী প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, তাহা সেই যুদ্ধের ফলে পূর্ণ হইবে, যাহা আল্লাহ্‌র ধার্মিক বান্দাগণ ও চক্রান্তকারী কাফেরদের মধ্যে সংঘটিত হইবে এবং তাহাতে অবিশ্বাসীরা চূরমার হইয়া যাইবে। 'রাজাফা' শব্দটির অর্থ হইল যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ (লেইন)।

৩২৪২। যখন একবার মো'মেন ও কাফেরদের মধ্যে যুদ্ধ বাঁধিয়া যাইবে, তখন তাহা আর থামিবে না, যে পর্যন্ত অশুভ পশু-শক্তি পরাজয়ের পর পরাজয় বরণ করিয়া চূরমার না হইবে।

৩২৪৩। অবিশ্বাসীরা যখন পরাজয়ের পর পরাজয় বরণ করিতে থাকিবে এবং ইসলামকে বিজয়ী ও প্রতিপত্তিশালী হইতে দেখিবে, তখন তাহাদের মনে চাঞ্চল্য দেখা দিবে এবং পুনরুত্থানের সম্ভাবনার চিন্তা তাহাদের মনকে আঘাত করিতে থাকিবে।

وَاَهْدِيَكَ اِلٰى رَبِّكَ فَتَخْشٰى ﴿٢٠﴾

২০। এবং আমি তোমাকে তোমার প্রতিপালকের দিকে পথ প্রদর্শন করি যাহাতে তুমি (তাঁহাকে) ভয় করিয়া চল ?

فَاَرٰىهُ الْاٰيَةَ الْكُبْرٰى ﴿٢١﴾

২১। সুতরাং সে তাহাকে এক বড় নির্দশন[৩২৪৪] দেখাইল।

فَكَذَّبَ وَعَصٰى ﴿٢٢﴾

২২। কিন্তু সে (তাহাকে) মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিল এবং অবাধ্যতা করিল ,

ثُمَّ اَدْبَرَ يَسْعٰى ﴿٢٣﴾

২৩। অতঃপর সে (কু-মতলব আঁটার) চেষ্টা করতঃ পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিল,

فَحَشَرَ فَنَادٰى ﴿٢٤﴾

২৪। এবং সে (লোকদিগকে) সমবেত করিল এবং ঘোষণা করিল,

فَقَالَ اَنَا رَبُّكُمُ الْاَعْلٰى ﴿٢٥﴾

২৫। অতঃপর সে বলিল,'আমি তোমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিপালক।'

فَاَخَذَهُ اللّٰهُ نَكَالَ الْاٰخِرَةِ وَالْاُوْلٰى ﴿٢٦﴾

২৬। সুতরাং আল্লাহ্ তাহাকে পরকাল এবং ইহকালের আযাবে ধৃত করিলেন।

اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَنْ يَّخْشٰى ﴿٢٧﴾ ع ١ [٢٧] ٣

২৭। নিশ্চয় যে (আল্লাহ্কে) ভয় করিয়া চলে তাহার জন্য এই ঘটনার মধ্যে শিক্ষণীয় বিষয় রহিয়াছে।

ءَاَنْتُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمِ السَّمَآءُ ۭ بَنٰىهَا ﴿٢٨﴾

২৮। সৃষ্টিতে কি তোমরা কঠিনতর,না আকাশ যাহাকে তিনি বানাইয়াছেন ? [৩২৪৫]

رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوّٰىهَا ﴿٢٩﴾

২৯। তিনিই উহার উচ্চতাকে সমুন্নত করিয়াছেন, [৩২৪৫-ক] এবং উহাকে পূর্ণতা দান করিয়াছেন।

وَاَغْطَشَ لَيْلَهَا وَاَخْرَجَ ضُحٰىهَا ﴿٣٠﴾

৩০। এবং উহার রাত্রকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করিয়াছেন এবং উহার প্রাতঃকালীন আলো প্রকাশ করিয়াছেন, [৩২৪৬]

৩২৪৪। 'মহা নিদর্শন' বলিতে মূসা (আঃ) কর্তৃক প্রদর্শিত 'লাঠির নিদর্শনকে' বুঝাইয়াছে, যাহা তাহার অন্যান্য নিদর্শন হইতে অগ্রগণ্য ছিল (২০ঃ২১)।

৩২৪৫। অকল্পনীয়ভাবে জটিল অথচ এত ত্রুটিহীনভাবে সৃষ্ট এই সৌরমণ্ডলই এক অকাট্য যুক্তি যাহা দ্বারা সহজেই প্রমাণ করা যায় যে, 'মৃত্যুর পরেও জীবন' আছে। কেননা, যে মহামহিমান্বিত আল্লাহ্ এই বিশ্ব-জগতকে অনস্তিত্ব হইতে অস্তিত্বে আনিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে সামান্য বিন্দুর মত ক্ষুদ্র একটা মানুষের মৃত্যুর পরে তাহাকে পুনরায় জীবিত করা অতি সহজ কাজ। ইহাই এই আয়াত ও পরবর্তী ছয়টি আয়াতের বক্তব্য।

৩২৪৫-ক। 'সাম্ক' অর্থ, ছাদ; ভিতরের ছাদ; উচ্চতা, গভীরতা ও ঘনত্ব সম্পন্ন পরিমাণ (লেইন)।

৩২৪৬। দিবা-রাত্রির আগমন-নির্গমন নৈসর্গিক হইলেও এই আয়াতে ইহাকে আকাশমালার সহিত সম্পর্কযুক্ত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। প্রকৃত তত্ত্ব ইহাই যে, সৌরমণ্ডলের কার্যক্রম দ্বারাই দিবা-রাত্র সৃষ্ট হইয়া থাকে।

وَالْاَرْضَ بَعْدَ ذٰلِكَ دَحٰىهَا ﴿٣١﴾

৩১। এবং ইহার পর পৃথিবীকে তিনি বিস্তৃত করিয়াছেন।[৩২৪৭]

اَخْرَجَ مِنْهَا مَآءَهَا وَمَرْعٰىهَا ﴿٣٢﴾

৩২। তিনিই উহা হইতে উহার পানি এবং গবাদিপশু চারণের তৃণ-লতা উদ্‌গত করিয়াছেন,

وَالْجِبَالَ اَرْسٰىهَا ﴿٣٣﴾

৩৩। এবং তিনিই উহাতে পর্বতগুলিকে সংস্থাপন করিয়াছেন।

مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِاَنْعَامِكُمْ ﴿٣٤﴾

৩৪। (এই সব কিছু) তোমাদের জন্য এবং তোমাদের চতুষ্পদ জন্তুদের জন্য সম্ভোগের সামগ্রী স্বরূপ।

فَاِذَا جَآءَتِ الطَّآمَّةُ الْكُبْرٰى ﴿٣٥﴾

৩৫। অতঃপর যখন মহা প্রলয় উপস্থিত হইবে,

يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ مَا سَعٰى ﴿٣٦﴾

৩৬। যেদিন মানুষ সব কিছু স্মরণ করিবে যাহা সে চেষ্টা করিয়াছে,

وَبُرِّزَتِ الْجَحِيْمُ لِمَنْ يَّرٰى ﴿٣٧﴾

৩৭। এবং জাহান্নামকে প্রকাশ করিয়া দেওয়া হইবে তাহার জন্য যে দেখে।

فَاَمَّا مَنْ طَغٰى ﴿٣٨﴾

৩৮। সুতরাং যে ব্যক্তি বিদ্রোহ করে,

وَاٰثَرَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ﴿٣٩﴾

৩৯। এবং এই দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দেয়,

فَاِنَّ الْجَحِيْمَ هِىَ الْمَاْوٰى ﴿٤٠﴾

৪০। পরিণামে নিশ্চয় জাহান্নামই হইবে (তাহার) আবাসস্থল।

وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى ﴿٤١﴾

৪১। কিন্তু যে ব্যক্তি তাহার প্রতিপালকের মকাম-মর্যাদাকে[৩২৪৮] ভয় করে এবং স্বীয় আত্মাকে নীচ কামনা-বাসনা হইতে নিবৃত্ত রাখে,

فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِىَ الْمَاْوٰى ﴿٤٢﴾

৪২। পরিণামে নিশ্চয় জান্নাতই হইবে (তাহার) আবাসস্থল,

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسٰىهَا ﴿٤٣﴾

৪৩। তাহারা তোমাকে কিয়ামত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে, 'কখন ইহা সংঘটিত হইবে ?'

৩২৪৭। মূল অনুবাদে যে অর্থ ব্যক্ত করা হইয়াছে, তাহা ছাড়াও আয়াতটির অর্থ হইতে পারে এইরূপঃ বৃহত্তর জড়পিণ্ড হইতে পৃথিবী ছিটকাইয়া পড়িয়াছে।

৩২৪৮। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সামনে দোষীরূপে দাঁড়াইতে পূর্বাহ্নেই ভয় করে বা আল্লাহ্‌র মহিমাময় মর্যাদার সামনে নিজের তুচ্ছাবস্থাকে স্মরণ করিয়া যে ভীতিগ্রস্ত থাকে।

فِيْمَ اَنْتَ مِنْ ذِكْرٰىهَا ﴿٤٤﴾

৪৪। উহার (আগমনের) আলোচনার সহিত তোমার কি সম্পর্ক?

اِلٰى رَبِّكَ مُنْتَهٰىهَا ﴿٤٥﴾

৪৫। তোমার প্রতিপালকের নিকটই উহার চূড়ান্ত (জ্ঞানের) সীমা।

اِنَّمَآ اَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَّخْشٰىهَا ﴿٤٦﴾

৪৬। তুমি কেবল সেই ব্যক্তির জন্য সতর্ককারী যে উহাকে ভয় করে।

كَاَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوْٓا اِلَّا عَشِيَّةً اَوْ ضُحٰىهَا ﴿٤٧﴾

ع ২ [২০] ৪

৪৭। যেদিন তাহারা উহা প্রত্যক্ষ করিবে, তাহাদের অবস্থা এমন হইবে যেন তাহারা কেবল এক সন্ধ্যা বা উহার এক প্রভাত (এই পৃথিবীতে) অবস্থান করিয়াছে। ৩২৪৯

৩২৪৯। শাস্তির সময়, স্থান, স্বরূপ ও প্রকৃতি ইত্যাদি তেমন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নহে। অবিশ্বাসীদের জন্য যাহা অধিক গুরুত্বপূর্ণ তাহা হইল এই যে, তাহারা যেন উপলব্ধি করে, ঐশী শাস্তি যখনই আসিবে তখনই অতি দ্রুতগতিতে, অকস্মাৎ ও ভীষণাকারে উপস্থিত হইবে; ইহার তুলনায় তাহাদের সারা জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও আমোদ-প্রমোদ মাত্র মুহূর্তকাল— এক সকাল বা এক সন্ধ্যা মাত্র— স্থায়ী ছিল বলিয়া প্রতীয়মান হইবে।

৮০-সূরা আবাসা

(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

প্রসঙ্গ ও বিষয়-বস্তু

পূর্ববর্তী দুইটি সূরার মত এই সূরাটিও নুবুওয়াতের প্রাথমিক পর্যায়ে অবতীর্ণ হইয়াছিল। নল্ডিকি ও মুইর এবং মুসলমান বিশেষজ্ঞগণ এই অভিমতই পোষণ করেন। পূর্ববর্তী সূরাতে শেষ দিকে বলা হইয়াছে যে, নবী করীম (সাঃ)-এর কর্তব্য জনগণের মধ্যে ঐশী-বাণী পৌঁছাইয়া দেওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। বর্তমান সূরাটি হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্নে উম্মে মাকতুমের একটি আকস্মিক ঘটনাকে অবলম্বন করিয়া এই নৈতিক শিক্ষাদান করিয়াছে যে, মানুষের ধন-দৌলত ও সামাজিক মর্যাদা তাহার প্রকৃত মূল্য ও যোগ্যতা নির্ধারণের মাপকাঠি হইতে পারে না, বরং তাহার হৃদয়ের সৎপ্রবৃত্তি, সত্যকে জানার আগ্রহ ও সত্যকে গ্রহণের মধ্যেই তাহার প্রকৃত মূল্য ও মর্যাদা নিহিত। দীন-দুঃখী, পতিত ও নিগৃহীত মানবের প্রতি মহানবী (সাঃ)-এর অপরিসীম বাগ্রতা ও মমত্ববোধ ইহাতে বিধৃত হইয়াছে। এই সূরা ইহাও বলিয়া দিতেছে যে, মানব জাতির জন্য কুরআন সর্বশেষ ধর্ম-বাণী হওয়ার কারণে, ইহা সারা বিশ্বে সম্মানের সহিত পঠিত হইবে এবং ইহাকে অবিকল অবস্থায় সংরক্ষণ করা হইবে। সূরাটির সমাপ্তি অংশে অবিশ্বাসীদিগকে সাবধান করা হইয়াছে, তাহারা যদি কুরআনের বাণীকে প্রত্যাখ্যান করিতে থাকে এবং মহানবী (সাঃ)-এর বিরোধিতা করিতেই থাকে, তাহা হইলে একদিন তাহাদিগকে ইহার মূল্য দিতে হইবে; সেদিন তাহাদের ভাগ্যে দুঃখ-কষ্ট, অবমাননা ও লাঞ্ছনা ছাড়া কিছুই জুটিবে না। অপরদিকে যাহারা বিশ্বাস আনয়নপূর্বক ধর্মপরায়ণ জীবন-যাপন করিবে, তাহারা বেহেশ্‌তের আনন্দোদ্যানে, ঐশীজ্যোতির্ময় হাসি মুখে পরম সুখ উপভোগ করিবে।

৮০. সূরা আবাসা

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৪২ আয়াত এবং ১ রুকূ আছে ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

عَبَسَ وَتَوَلّٰٓى ②

২। সে ভ্রূকুঞ্চিত করিল [৩২৫০] এবং মুখ ফিরাইয়া লইল,

اَنْ جَآءَهُ الْاَعْمٰى ③

৩। এই জন্য যে, অন্ধ লোকটি তাহার নিকট আসিল;

وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّهٗ يَزَّكّٰٓى ④

৪। এবং কিসে তোমাকে অবহিত করিবে যে, সে হয়তো পবিত্রতা অবলম্বন করিবে, [৩২৫১]

اَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرٰى ⑤

৫। অথবা সে উপদেশ গ্রহণ করিবে এবং এই উপদেশ তাহার উপকারে আসিবে ?

اَمَّا مَنِ اسْتَغْنٰى ⑥

৬। (ইহা কিরূপে হইতে পারে যে,) যে ব্যক্তি (সত্যকে) উপেক্ষা করে,

فَاَنْتَ لَهٗ تَصَدّٰى ⑦

৭। তুমি তাহার প্রতি অভিনিবিষ্ট হইবে— [৩২৫২]

৩২৫০। এই আয়াতটি একটি ঐতিহাসিক ঘটনার সহিত জড়িত । একদা যখন হযরত রসূলে আকরাম (সাঃ) মক্কার কুরায়শ প্রধানদের সাথে ঈমান সম্বন্ধীয় কিছু বিষয়াদি গুরুত্বের সহিত আলোচনায় রত ছিলেন, তখন আব্দুল্লাহ্ ইব্‌নে উম্মে মাকতুম সেখানে উপস্থিত হইলেন । কুরায়শ প্রধানগণের চিন্তাধারা ইব্‌নে উম্মে মাকতুমকে এই সিদ্ধান্তেই উপনীত করিয়াছিল যে, তাহারা কট্টর কাফেরদের নেতা । তিনি ভাবিলেন, মহানবী (সাঃ) তাঁহাদের উপর অনর্থক নিজের মূল্যবান সময় ব্যয় করিতেছেন । এই ভাবিয়া, নবী করীম (সাঃ)-এর সময়কে সঠিক কাজে লাগাইবার উদ্দেশ্যে, তাঁহার (সাঃ) মনোযোগ তিনি অন্য কয়েকটি ধর্মীয় বিষয়ের দিকে আকর্ষণ করিয়া প্রশ্ন উত্থাপন করিলেন এইভাবে অসময়োচিত প্রশ্ন উত্থাপনে অবশ্য মহানবী (সাঃ) বিরক্তি বোধ করিলেন এবং হযরত আব্দুল্লাহ্‌র প্রতি মনোযোগ দিলেন না (তাবারী এবং বয়ান)।কুরায়শ নেতৃবৃন্দের সহিত আলোচনা অব্যাহত রাখার দ্বারা তাহাদের আধ্যাত্মিক মঙ্গলের প্রতি মহানবী (সাঃ)-এর হৃদয়ের ব্যাকুলতা যেমন প্রকাশ পায়, তেমনি অন্ধ ব্যক্তি আব্দুল্লাহ্‌কে চলতি কথাবার্তার মধ্যে হঠাৎ অনাহূতভাবে যোগদানের জন্য ভর্ৎসনা না করিয়া তাহার দিক হইতে অদেখাভাবে (অন্ধ ব্যক্তি তো রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর মুখ ফেরানো দেখেই নাই) কেবলমাত্র মুখ ফেরানো দ্বারা গরীব অন্ধব্যক্তিটির অনুভূতির প্রতি তাঁহার অকৃত্রিম সম্মান বোধ প্রকাশ পায় । কেননা, অনাহূতভাবে এক কথার মাঝখানে অন্য কথা বলিয়া বাধা সৃষ্টির অপরাধ ও অসৌজন্যের জন্য মহানবী (সাঃ) একটি তিরস্কারের শব্দ বা একটি অসন্তুষ্টির কথাও হযরত আব্দুল্লাহ্‌কে বলিলেন না । তাহার আত্ম-সম্মান ও হৃদয়াবেগকে আহত করিতে পারে, এমন কিছুই তিনি করিলেন না । অতএব, এই আয়াতটি মহানবী (সাঃ)-এর অনতিক্রম্য ও অত্যুচ্চ নৈতিক অবস্থানের উপর আলোক সম্পাৎ করিয়াছে । কোন কোন তফসীরকারক ভুল বশতঃ মনে করিয়াছেন যে, এই আয়াতটি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রতি আল্লাহ্‌তা'লার ভর্ৎসনা স্বরূপ। কিন্তু ইহা আসলে ভর্ৎসনা তো নয়ই বরং প্রশংসা বিশেষ । আল্লাহ্‌'তালা এই আয়াত দ্বারা মহানবী (সাঃ)-এর এই দৃষ্টান্তের মাধ্যমে তাঁহার অনুসারীগণকে গরীব-দুঃখী ও সহায়-সম্বলহীন লোকদের কোমল অনুভূতিসমূহের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শনের শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন ।

৩২৫১। এই আয়াতে ব্যবহৃত 'তোমাকে' সর্বনামটি নবী করীম (সাঃ)-কে বুঝাইয়াছে, এবং 'সে' সর্বনামটি ব্যবহৃত হইয়াছে 'কুরায়শ দলপতি' সম্বন্ধে ।

৩২৫২। 'তাসাদ্দা লাহু' অর্থ তিনি নিজেকে বা নিজের মনোযোগকে বা নিজের মনকে তাহার প্রতি নিবদ্ধ করিলেন, তিনি তাহার প্রতি বা ইহার প্রতি আকৃষ্ট হইলেন (লেইন)।

وَمَا عَلَيْكَ اَلَّا يَزَّكّٰى ﴿٨﴾

৮। অথচ সে পবিত্রতা অবলম্বন না করিলে তোমার উপর কোন দোষ বর্তায় না— ৩২৫৩

وَاَمَّا مَنْ جَآءَكَ يَسْعٰى ﴿٩﴾

৯। কিন্তু যে ব্যক্তি তোমার নিকট দৌড়িয়া আসে,

وَهُوَ يَخْشٰى ﴿١٠﴾

১০। এবং সে (আল্লাহ্‌কে) ভয় করে,

فَاَنْتَ عَنْهُ تَلَهّٰى ﴿١١﴾

১১। কিন্তু তুমি তাহাকে অবহেলা কর,৩২৫৪

كَلَّاۤ اِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ﴿١٢﴾

১২। কখনই নহে, নিশ্চয় ইহা এক উপদেশবাণী—৩২৫৫

فَمَنْ شَآءَ ذَكَرَهٗ ﴿١٣﴾

১৩। অতএব যাহার ইচ্ছা ইহাকে স্মরণ করুক—

فِىْ صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ ﴿١٤﴾

১৪। ইহা সম্মানিত কিতাবসমূহের মধ্যে (উল্লিখিত) আছে;৩২৫৬

مَّرْفُوْعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ ﴿١٥﴾

১৫। যাহা উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন, অতি পবিত্র,

بِاَيْدِىْ سَفَرَةٍ ﴿١٦﴾

১৬। লেখকগণের হস্তে,

৩২৫৩। এই আয়াতটি হযরত আব্দুল্লাহ্-ইব্‌নে উম্মে মাকতুমের প্রতি নবী করীম (সাঃ)-এর দৃষ্টিভঙ্গি ও ব্যবহারকে অতিশয় যুক্তিযুক্ত সাব্যস্ত করিতেছে। আয়াতটি বলিতেছে যে, কুরায়শ নেতা যদি মহানবী (সাঃ)-এর সাথে কথোপকথনের দ্বারা উপকৃত নাও হয়, তাহাতে মহানবী (সাঃ)-এর কোন দায়িত্ব বা দোষ নাই। হযরত আব্দুল্লাহ্‌র প্রতি বাহ্যিক মনোযোগ না দেওয়া এবং কুরায়শ নেতার প্রতি মনোযোগ অব্যাহত রাখার মধ্যে মহানবী (সাঃ)-এর কোন ব্যক্তিগত স্বার্থ ছিল না। বরং এই ব্যাপারে শরীয়াতের হুকুমেরই তিনি তাবেদারী করিয়াছেন, কারণ ইসলামী শরীয়াত বলে যে স্বীয় অতিথি বা আগন্তুকের প্রতি শ্রদ্ধা ও বিনয় প্রদর্শন প্রত্যেকেরই কর্তব্য।

৩২৫৪। ৬ হইতে ১১ আয়াত নবী করীম (সাঃ)-এর প্রতি প্রযোজ্য। ৬ষ্ঠ আয়াতের 'আম্মা' শব্দটির অর্থ হইল ঃ 'ইহা কিরূপে সম্ভব যে' অর্থাৎ 'ইহা হইতেই পারে না যে'। অতএব সমুদয় আয়াতগুলির (৬-১১) তাৎপর্য দাঁড়ায়, 'ইহা কিরূপে সম্ভব যে, তুমি ঐ ব্যক্তির প্রতি এত মনযোগ দিবে যে ব্যক্তি ঘৃণা, অবহেলা ও উদাসীনতা দেখায় এবং যে আল্লাহ্‌কে ভয় করে এবং তোমার দিকে দৌড়াইয়া আসে তাহার প্রতি তুমি অবজ্ঞা দেখাবে ? তোমার পক্ষে তাহা কোনমতেই সম্ভব নয়। আবার এই আয়াতগুলি কুরায়শ দলপতির উপরও প্রযোজ্য হইতে পারে। কেননা সেই ব্যক্তি অন্ধ ব্যক্তির আগমনে অস্বস্তি-বোধ করিল এবং মুখ ফিরাইয়া লইল। কোন কোন তফসীরকারক এইরূপ অর্থই করিয়াছেন। এই অর্থ গ্রহণ করিলে, আয়াতগুলিকে ব্যাঙ্গোক্তি বলিয়া ধরিয়া নিতে হইবে যাহাতে নবী করীম (সাঃ)-এর সমালোচকগণের মনের চিত্রই ফুটিয়া উঠিয়াছে; নবী করীম (সাঃ)-এর কোন দুর্বলতার প্রতি এখানে ইঙ্গিত নাই।

৩২৫৫। এই আয়াতের অর্থ ইহাই যে, অবজ্ঞার অভিযোগ সঠিক নয়। অন্ধ ব্যক্তির প্রতি রসুলে পাক (সাঃ) কেনইবা বিরক্তি বা অবজ্ঞা প্রকাশ করিবেন যখন কুরআন ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকলের জন্যই অবতীর্ণ হইয়াছে ? এরূপ করা, মহানবী (সাঃ)-এর স্বীয় সমুন্নত নৈতিক গুণাবলীর পরিপন্থী তো বটেই, মানবিক যুক্তিও ইহাতে সায় দেয় না। মহানবী (সাঃ) যাহা করিয়াছেন, তাহা সেই নির্দিষ্ট অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সম্পূর্ণ সঠিক ছিল।

৩২৫৬। অবতীর্ণ ধর্মগ্রন্থসমূহের মধ্যে যত চিরস্থায়ী ও অপরিবর্তনীয় শিক্ষা রহিয়াছে, উহাদের সবগুলির সারাংশই পবিত্র কুরআনে সন্নিবেশিত হইয়া গিয়াছে। এই হিসাবে কুরআন যেন সকল ধর্মগ্রন্থের একত্রীভূত সংগ্রহ বিশেষ। 'যাহা সম্মানিত ও কিতাবসমূহের মধ্যে রহিয়াছে' বাক্যাংশের তাৎপর্য ইহাই। আয়াতটি ইহাও বলিয়া দিতেছে যে, কুরআন কিতাবের আকারে লিখিত রূপ ধারণ করিবে; ইহা সম্মান ও শ্রদ্ধার মর্যাদা লাভ করিবে; বিকৃতি ও হস্তক্ষেপ হইতে সুরক্ষিত ও সংরক্ষিত হইবে।

كِرَامٍ بَرَرَةٍ ﴿١٧﴾

১৭। যাহারা সম্ভ্রান্ত, পুণ্যবান। [৩২৫৭]

قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ ﴿١٨﴾

১৮। মানুষের জন্য পরিতাপ! সে কতই না অকৃতজ্ঞ! [৩২৫৮]

مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ﴿١٩﴾

১৯। (সে কি চিন্তা করে না) তিনি তাহাকে কোন্ বস্তু হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন?

مِن نُّطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ﴿٢٠﴾

২০। এক শুক্র-বিন্দু হইতে! তিনি তাহাকে সৃষ্টি করেন এবং পরিমিতভাবে সুগঠিত করেন;

ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ ﴿٢١﴾

২১। অতঃপর তিনি পথকে তাহার জন্য সহজ করেন,

ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ﴿٢٢﴾

২২। অতঃপর তিনি তাহাকে মৃত্যু দান করেন এবং তাহাকে কবর দেন; [৩২৫৯]

ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنشَرَهُ ﴿٢٣﴾

২৩। অতঃপর যখন তিনি চাহিবেন, তিনি তাহাকে পুনরুত্থিত করিবেন।

كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ ﴿٢٤﴾

২৪। কখনই নহে, তিনি তাহাকে যে আদেশ দান করিয়াছেন উহা সে এ যাবৎ সম্পন্ন করে নাই।

فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ ﴿٢٥﴾

২৫। অতএব মানুষকে তাহার নিজের খাদ্যের দিকে লক্ষ্য করা উচিত;

أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ﴿٢٦﴾

২৬। কিভাবে আমরা পানি বর্ষণ করি— প্রচুর বর্ষণে

ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا ﴿٢٧﴾

২৭। অতঃপর আমরা ভূমিকে বিদীর্ণ করি—যথাযথভাবে বিদীর্ণ,

فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا ﴿٢٨﴾

২৮। অতঃপর আমরা উৎপন্ন করি উহাতে শস্য দানা,

وَعِنَبًا وَقَضْبًا ﴿٢٩﴾

২৯। এবং আঙ্গুর এবং শাক-সব্জি,

৩২৫৭। পূর্ববর্তী দুইটি আয়াতে কুরআনের তিনটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ গুণের উল্লেখ করা হইয়াছে (আয়াত ১৪-১৫)। ঠিক তেমনিভাবে, ১৬-১৭ আয়াত দুইটিতে কুরআনের বাণী প্রচারকেরা কেবল যে ধার্মিক ও মহীয়ান তাহাই নহে, তাহারা ইহার বাণী প্রচার ও বিস্তারের জন্য দূর-দূরান্তরে ভ্রমণও করিয়া থাকেন।

৩২৫৮। কাফেরগণ এতই অকৃতজ্ঞ যে, কুরআনের মত এতবড় মহা উপকারী ও মহীয়ান একটি গ্রন্থ যাহা তাহাদিগকে নৈতিক অধঃপতনের অতল গহ্বর হইতে উদ্ধার করিয়া, আধ্যাত্মিক উন্নতির উচ্চশৃঙ্গে উঠাইবার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছে, উহাকেই তাহারা অগ্রাহ্য করিয়া বসে।

৩২৫৯। মানুষের আত্মা তাহার দেহ হইতে বিদায় নিবার পর, একটি নতুন দেহ ও নতুন আবাস বরণ করিয়া লয়। এই নব দেহ মানুষের ইহলৌকিক কার্যাবলীর গুণাগুণ ও প্রকৃতির অনুরূপ ও অনুযায়ী হইয়া থাকে। ইহাই তাহার প্রকৃত কবর। ইহা ঐ গর্ত নহে যাহাতে আত্মীয়-স্বজনরা তাহার মৃতদেহকে স্থাপন করিয়া ঢাকিয়া দেয়। বরং ইহা তাহার আধ্যাত্মিক অবস্থা অনুযায়ী সুখ বা দুখের আধার হইয়া থাকে।

৩০ । এবং যায়তূন (জলপাই) ও খর্জুর; وَّزَيْتُوْنًا وَّنَخْلًا ۙ﴿٣٠﴾

৩১ । এবং প্রাচীর ঘেরা ঘন বাগানসমূহ, وَّحَدَآئِقَ غُلْبًا ۙ﴿٣١﴾

৩২ । এবং ফল-ফলাদি ও তৃণ-লতা, وَّفَاكِهَةً وَّاَبًّا ۙ﴿٣٢﴾

৩৩ । (এইসব কিছু) তোমাদের জন্য এবং তোমাদের চতুষ্পদ জন্তুদের জন্য সম্ভোগের সামগ্রী স্বরূপ। مَّتَاعًا لَّكُمْ وَلِاَنْعَامِكُمْ ؕ﴿٣٣﴾

৩৪ । কিন্তু যখন কর্ণ বিদারী বিকট ধ্বনি আসিবে, فَاِذَا جَآءَتِ الصَّآخَّةُ ۫﴿٣٤﴾

৩৫ । সেদিন মানুষ পলায়ন করিবে তাহার ভ্রাতা হইতেও, يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيْهِ ۙ﴿٣٥﴾

৩৬ । এবং তাহার মাতা ও তাহার পিতা হইতেও; وَاُمِّهٖ وَاَبِيْهِ ۙ﴿٣٦﴾

৩৭ । এবং তাহার স্ত্রী ও তাহার পুত্রগণ হইতেও,[৩২৫৯-ক] وَصَاحِبَتِهٖ وَبَنِيْهِ ؕ﴿٣٧﴾

৩৮ । সেদিন তাহাদের প্রত্যেকের অবস্থা এমন হইবে যে, উহা তাহাকে অন্যদের সম্বন্ধে উদাসীন করিয়া তুলিবে ।[৩২৬০] لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَاْنٌ يُّغْنِيْهِ ؕ﴿٣٨﴾

৩৯ । সেদিন কতক মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হইবে, وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ ۙ﴿٣٩﴾

৪০ । হাস্যোজ্জ্বল, হর্ষোৎফুল্ল । ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ ۚ﴿٤٠﴾

৪১ । এবং সেদিন কতক মুখমণ্ডল হইবে ধূলি-ধূসরিত, وَوُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ۙ﴿٤١﴾

৪২ । উহাদিগকে কালিমা আচ্ছাদিত করিয়া লইবে । تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ ؕ﴿٤٢﴾

[৪৩] ৪৩ । ইহারাই হইবে কাফের, দুষ্কৃতিপরায়ণ। ع ١ ٥ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ ع﴿٤٣﴾

৩২৫৯-ক । আহা ! সেই হিসাব-নিকাশ দিবসের কী ভয়াবহ চিত্র !

৩২৬০ । নিজের ভীষণ দুঃখ-কষ্ট, জ্বালা-যন্ত্রণা ও অস্থিরতার সময় মানুষ নিকট আত্মীয়কে ভুলিয়া যায় । কেননা, তাহার নিজের বোঝাই এত ভারী হইয়া যায় যে, সে অপরের দিকে তাকাইবার অবকাশ পায় না ।

৮১ সূরা আত্ তাক্‌ভীর

(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতরণ কাল ও প্রসঙ্গ

সূরাটি নবুওয়াতের ৬ষ্ঠ বৎসরে কিংবা, সম্ভবতঃ উহারও কিছু পূর্বে অবতীর্ণ হইয়াছিল । পূর্ববর্তী সূরাগুলিতে 'পুনরুত্থানের' বিষয় এবং নবী করীম (সাঃ) কর্তৃক স্বীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে সম্পাদিত অত্যাশ্চর্য মহাবিপ্লবের বিষয় (ইহাকেও কুরআনের ভাষায় 'পুনরুত্থান' বলা হইয়াছে) বর্ণিত হইয়াছে । এই 'পুনরুত্থান' পৃথিবীতে দুইবার সংঘটিত হইবার কথা ছিল । প্রথমে মহানবী (সাঃ)-এর স্বয়ং আগমনের মাধ্যমে; অতঃপর দ্বিতীয়বার তাঁহার (সাঃ) প্রতিনিধি প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহদী (আঃ)-এর মাধ্যমে যাহার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রহিয়াছে কুরআনের ৬২ঃ৪ আয়াতে । ইসলামের দুর্দিনে প্রতিশ্রুত মসীহের হাতে ইসলামের পুনরুত্থানের ও পুনর্জাগরণের যে আশ্বাসবাণী রহিয়াছে এবং যে সকল বৈপ্লবিক বিবর্তন সেই সময়ে সংঘটিত হইবার কথা, এই সূরাতে উহারই একটা চিত্র তুলিয়া ধরা হইয়াছে । সূরাটি ভবিষ্যতে সংঘটিতব্য আবর্তন-বিবর্তনগুলির বর্ণনা দানের মাধ্যমে আরম্ভ হইয়াছে এবং ঐ সময়কার মুসলিম-বিশ্বের নৈতিক অধঃপতন ও উহার কারণসমূহের প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করিয়াছে । শেষ দিকে তাহাদিগকে আশা ও আনন্দের বাণী শুনাইয়া সূরাটি প্রতিশ্রুতি দান করিতেছে যে, অবশেষে মুসলমানের অধঃপতনের অমানিশার অবসান হইয়া যাইবে এবং তাহাদের কৃতকার্যতার উষালগ্ন পুনরায় উপস্থিত হইবে । কেননা, ইসলাম বিশ্বমানবের জন্য আল্লাহ্‌র শেষ ধর্ম হওয়ার কারণে সগৌরবে টিকিয়া থাকিতেই আসিয়াছে ।

৮১-সূরা আত্ তাকভীর

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ইহাতে ৩০ আয়াত এবং ১ রুকূ আছে ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। আল্লাহ্র নামে যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ①

২। যখন সূর্যকে আবৃত করা হইবে,[৩২৬১]

وَاِذَا النُّجُوْمُ انْكَدَرَتْ ②

৩। এবং যখন নক্ষত্ররাজি নিষ্প্রভ হইবে,[৩২৬২]

وَاِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ ③

৪। এবং যখন পর্বতসমূহকে চালিত করা হইবে,[৩২৬৩]

وَاِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ ④

৫। এবং যখন দশ মাসের গর্ভবতী উটনীগুলি বেকার পরিত্যক্ত হইবে,[৩২৬৪]

৩২৬১। সাধারণতঃ বিশ্বাস করা হয় যে, এই সূরাটি কেবলমাত্র মৃত্যু-পরবর্তী পুনরুত্থানের বিষয়টি আলোচনা করিয়াছে যখন চলমান প্রকৃতির নিয়ম-কানুন স্তব্ধ হইয়া নিষ্ক্রিয় হইয়া যাইবে! কিন্তু সূরাটির সম্পূর্ণ চিন্তাধারা ও সামগ্রিক মর্ম্মবাণী এতই পরিষ্কারভাবে ইহলোকের প্রাকৃতিক জগতের সুপরিচিত অবস্থাবলী সম্বন্ধে বর্ণনা দিতেছে যে, এই সূরাটিকে কেবলমাত্র পারলৌকিক চূড়ান্ত পুনরুত্থানের প্রতি আরোপ করিলে, কয়েকটি আয়াতের কোন অর্থই খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। প্রকৃতপক্ষে, বস্তু-জগতে ও মানবিক-জীবনে, মহানবী (সাঃ)-এর সময়ের পরে, বিশেষতঃ আমাদের সময়ে, যে সকল মহাবিবর্তন আগেই সংঘটিত হইয়া গিয়াছে, এই সূরাটিতে উহাই বর্ণিত হইয়াছে। আলোচ্য আয়াতটির অর্থঃ আধ্যাত্মিক অন্ধকার যখন বিশ্বকে গ্রাস করিয়া ফেলিবে, আধ্যাত্মিক সূর্য (মহানবী-সঃ)-এর আলো যখন নিষ্প্রভ হইয়া আসিবে অথবা প্রায় তিরোহিত হইয়া যাইবে। আয়াতটির অন্য একটি অর্থ এইরূপ হইতে পারেঃ নবী করীম (সাঃ)-এর একটি সুপ্রসিদ্ধ হাদীসে বর্ণিত আছে যে, ইমাম মাহদী (আঃ)-এর সময়ে একই রমযান মাসে সূর্য-গ্রহণ ও চন্দ্র-গ্রহণ ঘটিবে, যাহা পৃথিবী ও আকাশসমূহ সৃষ্টি অবধি আর কখনও পূর্বে ঘটে নাই (কুতনী, পৃঃ ১৮৮)। এই সূর্য-গ্রহণ ও চন্দ্র-গ্রহণ ১৮৯৪ সালের রমযান মাসে বর্ণিত তারিখ অনুযায়ী সংঘটিত হইয়া মহানবী (সাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণীকে অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ করিয়াছে।

৩২৬২। 'আন্ নাজমু' (তারকা) বলিতে হাক্কানী উলেমাকে বুঝাইয়াছে। এই অর্থ মহানবী (সাঃ)-এর প্রসিদ্ধ হাদীসের দ্বারা সমর্থিত। মহানবী (সাঃ) বলিয়াছেন, 'আমার সাহাবীগণ তারকা সদৃশ, তাহাদের যাহাকেই তোমরা অনুসরণ করিবে, সৎপথপ্রাপ্ত হইবে' (বায়হাকী)। অতএব, আয়াতটির এইরূপ অর্থ হইতে পারেঃ যখন ধর্মীয় নেতাগণের পদস্খলন ঘটিবে এবং তাহাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি একেবারে কমিয়া যাইবে। আয়াতটিতে, ধর্মীয় সংস্কারকের আগমন কালে অসাধারণ সংখ্যায় উল্কাপাতের ঘটনা ঘটিয়া থাকে— এই কথার প্রতিও ইঙ্গিত থাকিতে পারে।

৩২৬৩। যখন পাহাড়গুলিকে ডিনামাইট দ্বারা বিধ্বস্ত করিয়া উহার মধ্য দিয়া রাস্তা তৈরী করা হইবে। রূপকভাবে নিলে স্বার্থ দাঁড়াইবেঃ শাসকবর্গের কর্তৃত্ব খর্ব হইয়া যাইবে। 'জাবাল' শব্দের এক অর্থ জাতির প্রধান, বড় জামায়াত, (মুফরাদাত, মুনজেদ ও লেইন)।

৩২৬৪। 'উশারা' শব্দের বহুবচন 'ইশার'। 'উশারা' মানে দশ মাসের গর্ভবতী উষ্ট্রী। 'ইশার' বলিতে ঐ সকল উষ্ট্রীকে বুঝায় যাহারা এখনও বাচ্চা প্রসব করে নাই কিংবা যাহারা আসন্ন-প্রসবা (মুফরাদাত, লেইন)। আয়াতটির অর্থঃ যখন আরবের মত মরু দেশে পর্যন্ত উট্নীর কোন মূল্য বা প্রয়োজনীয়তা থাকিবে না। ইহা এই কথার প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছে যে, যান-বাহনরূপে উটের ব্যবহার উঠিয়া যাইবে এবং উন্নত ও দ্রুতগতি সম্পন্ন যান-বাহন,মোটর গাড়ী, রেলগাড়ী, জাহাজ, এরোপ্লেন ইত্যাদি ইহার স্থান দখল করিয়া লইবে। রসূল করীম (সাঃ)-এর একটি হাদীসে উটের যায়গায় অন্য যান-বাহন ব্যবহারের স্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী রহিয়াছেঃ 'উটেরা পরিত্যক্ত হইবে এবং একস্থান হইতে অন্যস্থানে যাইবার জন্য ব্যবহৃত হইবে না'(মুসলিম)।

وَاِذَا الْوُحُوْشُ حُشِرَتْ ۝٥

৬। এবং যখন বন্যজন্তুগুলিকে সমবেত করা হইবে,[৩২৬৫]

وَاِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ ۝٦

৭। এবং যখন নদীসমূহকে শুকাইয়া দেওয়া হইবে,[৩২৬৬]

وَاِذَا النُّفُوْسُ زُوِّجَتْ ۝٧

৮। এবং যখন (বিভিন্ন জাতির) লোকদিগকে একত্রিত করা হইবে,[৩২৬৭]

وَاِذَا الْمَوْءٗدَةُ سُئِلَتْ ۝٨

৯। এবং যখন জীবন্ত সমাধিস্থ বালিকা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হইবে—

بِاَيِّ ذَنْۢبٍ قُتِلَتْ ۝٩

১০। কি অপরাধে তাহাকে হত্যা করা হইয়াছে ?—[৩২৬৮]

وَاِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ ۝١٠

১১। এবং যখন পুস্তক-পুস্তিকা (ব্যাপকভাবে) বিস্তৃত করা হইবে,[৩২৬৯]

وَاِذَا السَّمَآءُ كُشِطَتْ ۝١١

১২। এবং যখন আকাশের আবরণ তুলিয়া ফেলা হইবে,[৩২৭০]

وَاِذَا الْجَحِيْمُ سُعِّرَتْ ۝١٢

১৩। এবং যখন জাহান্নামকে প্রজ্জ্বলিত করা হইবে,[৩২৭১]

৩২৬৫। 'হুশিরা' মূল শব্দের বিভিন্ন অর্থ রহিয়াছে (মুফরাদাত, মুনজেদ ও লেইন)। এই প্রেক্ষিতে, আয়াতটির অর্থ দাঁড়ায়ঃ যখন জন্তু-জানোয়ার ও পশুপাখীকে চিড়িয়াখানায় একত্রিত করা হইবে; অথবা যখন আদিবাসী লোকদিগকে ছত্রভঙ্গ বিচ্ছিন্ন অবস্থা হইতে আনিয়া নাগরিক সম্প্রদায়রূপে সংগঠিত করা হইবে, অথবা যখন তাহারা দলবদ্ধ হইয়া স্বীয় মাতৃভূমি ত্যাগ করিতে বাধ্য হইবে।

৩২৬৬। আয়াতের অর্থঃ যখন সেচ কার্য বা বিদ্যুৎ উৎপাদন ইত্যাদির জন্য নদী হইতে পানি অন্যদিকে প্রবাহিত করা হইবে; অথবা সমুদ্র-যুদ্ধে যখন বিরাট বিরাট জাহাজে আগুন লাগিয়া মনে হইবে সমুদ্রে আগুন লাগিয়া গিয়াছে; অথবা খাল কাটিয়া বিশাল সমুদ্রগুলিকে সংযুক্ত করা হইবে; অথবা গ্রাম-গ্রামান্তর হইতে মানুষ সরিয়া আসিয়া শহরগুলিকে অতিরিক্ত জন-সংখ্যার চাপে ভারাক্রান্ত করিয়া ফেলিবে। 'সুজ্জেরা' শব্দটির মধ্যে এই সব অর্থই রহিয়াছে (মুফরাদাত, মুনজেদ ও লেইন)।

৩২৬৭। যখন যোগাযোগ ও যাতায়াত ব্যবস্থা এতদূর উন্নত হইবে যে, অতিশয় দূরদূরান্তরের ভিন্ন ভিন্ন জাতির লোক পরস্পরের মধ্যে সহজে ও স্বল্প সময়ে যোগাযোগ ও আদান-প্রদানের সুযোগ লাভ করিবে এবং এই সুবাদে আন্তর্জাতিক সংস্থা স্থাপনের মাধ্যমে একই জাতির লোকের মত একত্রিত হইবে। এই আয়াতের অন্য তাৎপর্যঃ বিভিন্ন সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মতবাদের লোক সমমনাদের লইয়া দল সৃষ্টি করিবে।

৩২৬৮। কিশোরীদেরকে পোড়াইয়া মারা বা জীবন্ত অবস্থায় কবরে পুঁতিয়া রাখা ইত্যাদি অপরাধের জন্য মৃত্যুদণ্ড দানের আইন রচিত হইবে।

৩২৬৯। এই আয়াতে বিশ্বব্যাপী সংবাদপত্র, সাময়িকী ও পুস্তক-পুস্তিকার প্রকাশনা ও প্রচারের বিরাট আয়োজন, লাইব্রেরী-পাঠাগার প্রতিষ্ঠা এবং সর্বত্র জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিস্তার-সাধনের ব্যবস্থাপনা ইত্যাদির কথা বলা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। ইহা আখেরী যমানার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ চিত্র বিশেষ।

৩২৭০। এই আয়াতে মনে হয়, বলা হইয়াছে যে, আখেরী যুগে মহাকাশ বিজ্ঞান এমন অনেক অজানা তথ্যের সন্ধান মানবের কাছে উপস্থাপন করিবে, যাহাতে মানুষ হতচকিত হইবে। তাহা ছাড়া, রকেট ও মহাকাশ-যানসমূহ আকাশ বিদীর্ণ করিয়া গ্রহ-গ্রহান্তরে পৌঁছিবার চেষ্টা করিবে, যেন আকাশের আবরণ উন্মোচিত হইয়া পড়িয়াছে।

৩২৭১। মানুষের পাপাচার ও অন্যায় এত ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করিবে যে, আল্লাহ্‌র ক্রোধাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিবে, যাহার ফলে মহাবিধ্বংসী যুদ্ধসমূহ মানুষের উপর দোযখের আযাবের মত নামিয়া আসিবে।

وَاِذَا الْجَنَّةُ اُزْلِفَتْ ﴿١٤﴾

১৪। এবং যখন জান্নাতকে নিকটবর্তী করা হইবে,[৩২৭২]

عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّآ اَحْضَرَتْ ﴿١٥﴾

১৫। তখন প্রত্যেক আত্মা যাহা সে হাযির করিয়াছে উহা জানিতে পারিবে।[৩২৭৩]

فَلَآ اُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ ﴿١٦﴾

১৬। এইরূপ নহে (যেরূপ তোমরা ধারণা করিতেছ) আমি শপথ করিতেছি (চলিতে চলিতে) পশ্চাদপসরণকারীদের,

الْجَوَارِ الْكُنَّسِ ﴿١٧﴾

১৭। যাহারা দ্রুতগতিতে সম্মুখে চলে এবং লুকাইয়া পড়ে।[৩২৭৪]

وَالَّيْلِ اِذَا عَسْعَسَ ﴿١٨﴾

১৮। এবং রাত্রির শপথ যখন উহা শেষ প্রহরে পৌঁছে,

وَالصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسَ ﴿١٩﴾

১৯। এবং প্রভাতের শপথ যখন উহা নিঃশ্বাস ফেলিতে আরম্ভ করে,[৩২৭৫]

اِنَّهٗ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ ﴿٢٠﴾

২০। নিশ্চয় ইহা এক সম্মানিত রসূলের (উপর অবতারিত) বাণী[৩২৭৬]

ذِىْ قُوَّةٍ عِنْدَ ذِى الْعَرْشِ مَكِيْنٍ ﴿٢١﴾

২১। যে (রসূল) শক্তির অধিকারী এবং আরশের অধিপতির সন্নিধানে প্রতিষ্ঠিত,

مُّطَاعٍ ثَمَّ اَمِيْنٍ ﴿٢٢﴾

২২। অনুসরণ-যোগ্য, তদুপরি বিশ্বস্ত।[৩২৭৭]

وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُوْنٍ ﴿٢٣﴾

২৩। এবং তোমাদের সঙ্গী উন্মাদ নহে।

৩২৭২। যেহেতু শেষ যুগে, মানুষ সাধারণভাবে পাপের স্রোতে গা ভাসাইয়া দিবে এবং ধন-সম্পদ ও ভোগবিলাসিতায় মত্ত হইয়া যাইবে, তখন যে অল্প সংখ্যক লোক সৎপথে থাকিয়া, সরল প্রাণে ধর্ম-কর্ম করিতে থাকিবে তাহারা পুরস্কৃত হইবে এবং বেহেশ্‌ত লাভের যোগ্য বিবেচিত হইবে।

৩২৭৩। আল্লাহ্‌র বিশেষ আদেশ তখন কার্যকরী হইবে এবং মানুষের মন্দ কর্মসমূহের ফলে, সর্বত্র প্রাকৃতিক মহা বিপর্যয় ঘটিতে থাকিবে।

৩২৭৪। শেষ যুগে মুসলমানেরা তাহাদের উচ্চ মর্যাদা হইতে নিম্নে পতিত হইবে। তাহারা (আল্লাহ ও রসূল -সাঃ- প্রদত্ত পথ ও পন্থা ছাড়িয়া) স্বকীয় চিন্তা-প্রসূত ভ্রান্ত কর্মসূচী গ্রহণ করিয়া তাড়াহুড়া করিয়া তাহা বাস্তবায়নে লাগিয়া যাইবে; অথবা নৈরাশ্যের কারণে সৃজনশীল, গঠনমূলক প্রচেষ্টা হইতে বিরত থাকিবে।

৩২৭৫। শেষ যুগের প্রতিশ্রুত সংস্কারকের আগমনে, মুসলমানের নৈতিক অধঃপতনের অন্ধকার রাত্রি কাটিয়া গিয়া, ইসলামের গগনে উন্নতি ও অগ্রগতির এক নব উষার উন্মেষ ঘটিবে যাহা ভবিষ্যতে উজ্জ্বল সূর্যের ন্যায় সারা বিশ্বকে আলোকমালায় উদ্ভাসিত করিবে।

৩২৭৬। 'সম্মানিত রসূল' বলিতে এখানে রসূলে পাক (সাঃ)-কে বুঝাইয়াছে। ফিরিশ্‌তাগণের সর্দার জিবরাঈল (আঃ)-কে বুঝায় নাই, যেরূপ সাধারণভাবে মনে করা হইয়া থাকে।

৩২৭৭। ২০ হইতে ২২ পর্যন্ত আয়াতগুলিতে পাঁচটি গুণ, যথাঃ সম্মানিত রসূল, শক্তির অধিকারী, আরশের মালিকের কাছে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী, আনুগত্য পাওয়ার যোগ্য, আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে বিশ্বস্ত, এই পাঁচটি গুণবাচক নামই নবী করীম (সাঃ)-এর উপর যথাযথভাবে প্রযোজ্য।

وَلَقَدْ رَاٰهُ بِالْاُفُقِ الْمُبِيْنِ ﴿٢٤﴾

২৪। নিশ্চয় সে তাহাকে [৩২৭৮] স্পষ্ট দিগন্তে প্রত্যক্ষ করিয়াছে।

وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِيْنٍ ﴿٢٥﴾

২৫। সে অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে কৃপণ নহে। [৩২৭৯]

وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطٰنٍ رَّجِيْمٍ ﴿٢٦﴾

২৬। এবং ইহা বিতাড়িত শয়তানের কথা নহে।

فَاَيْنَ تَذْهَبُوْنَ ﴿٢٧﴾

২৭। তথাপি তোমরা কোথায় চলিয়াছ ?

اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿٢٨﴾

২৮। ইহা সকল জগতের জন্য এক উপদেশবাণী ব্যতীত কিছু নহে—

لِمَنْ شَآءَ مِنْكُمْ اَنْ يَّسْتَقِيْمَ ﴿٢٩﴾

২৯। তাহার জন্য, যে তোমাদের মধ্য হইতে সরল-সুদৃঢ় পথে চলিতে চাহে।

وَمَا تَشَآءُوْنَ اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٣٠﴾ ع ١ [٣٠] ٦

৩০। বস্তুতঃ তোমরা কিছুই চাহিতে পার না, যদি না সকল জগতের প্রতিপালক আল্লাহ্ (উহা) চাহেন। [৩২৮০]

৩২৭৮। 'হু' (তাহাকে) সর্বনামটি দ্বারা ইসলামের গৌরবময় ভবিষ্যৎকে অথবা মহানবী (সাঃ)-কে বুঝাইতে পারে। প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে এর তাৎপর্য হইবেঃ ইসলামের গৌরবময় ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যে ইঙ্গিত ১৯ আয়াতে প্রদত্ত হইয়াছে তিনি উহার পূর্ণতাকে দেখিলেন। শেষোক্ত ক্ষেত্রে ইহার তাৎপর্য হইবেঃ মহানবী (সাঃ) প্রাচ্য দিগন্তে প্রতিশ্রুত মসীহের ব্যক্তিত্বে নিজেকে প্রতিফলিত হইতে দেখিলেন।

৩২৭৯। আল্লাহ্‌তা'লা মহানবী (সাঃ)-এর মাধ্যমে বড় বড় গুপ্ত রহস্যের বহু তথ্যাবলী বিশ্বের কাছে প্রকাশ করিয়াছেন।

৩২৮০। যে সত্যকে পাইবার জন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকে এবং আল্লহ্‌র ইচ্ছার সাথে নিজের ইচ্ছাকে খাপ খাওয়াইয়া নেয়, সেই ব্যক্তিই কেবল সঠিক ধর্মপথের সন্ধান পায় এবং ইহাতে পরিচালিত হয়।

৮২-সূরা আল্ ইনফিতার
(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

ভূমিকা

বিষয়বস্তু ও প্রকাশ-ভঙ্গির দিক হইতে এই সূরাটির সাথে পূর্ববর্তী সূরাটির এতই সামঞ্জস্য রহিয়াছে যে, ইহাকে পূর্ববর্তী সূরার প্রতিরূপ বলা যাইতে পারে । কেবল নামেই ইহা ভিন্ন সূরা । কুরআনের একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, একটি সূরার কতিপয় অতি গুরুত্ব পূর্ণ অংশকে ইহা আলাদা করিয়া নেয় এবং এই অংশগুলির বিষয়-বস্তুর প্রতি বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করে, যাহাতে গুরুত্বপূর্ণ বাক্যগুলি কণ্ঠস্থ হইয়া হৃদয়ে গ্রথিত হইয়া যায় । এইরূপ ক্ষেত্রে ইহাকে ভিন্ন নামে স্বাতন্ত্র্য দেওয়া হইয়া থাকে । আখেরী যমানায় খৃষ্টানদের মতবাদ ও জীবন-যাপন পদ্ধতি, অ-খৃষ্টান বিশেষ করিয়া মুসলিম জাতিবর্গকে, মোহান্ধ করিয়া যে অবস্থাবলীর সৃষ্টি করিবে, এই সূরাতে তাহাই আলোচিত হইয়াছে । এই সূরাতে যতগুলি ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছে, সেগুলি অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হইয়াছে । নবুওয়াতের প্রথমদিকে পূর্ববর্তী সূরার সহিত সমসাময়িকভাবে ইহা মক্কায় অবতীর্ণ হইয়াছিল ।

৮২-সূরা আল্ ইন্‌ফিতার

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ২০ আয়াত এবং ১ রুকূ আছে ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

اِذَا السَّمَآءُ انْفَطَرَتْ ②

২। যখন আকাশ বিদীর্ণ হইবে,[৩২৮১]

وَاِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ ③

৩। যখন নক্ষত্ররাজি বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িবে,[৩২৮২]

وَاِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ ④

৪। এবং যখন সমুদ্রসমূহকে চিরিয়া প্রবাহিত করা হইবে[৩২৮৩] (এবং পরস্পরকে মিলাইয়া দেওয়া হইবে),

وَاِذَا الْقُبُوْرُ بُعْثِرَتْ ⑤

৫। এবং যখন কবরসমূহকে উৎপাটিত করা হইবে,[৩২৮৪]

عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَاَخَّرَتْ ⑥

৬। তখন প্রত্যেক আত্মা জানিতে পারিবে, সে অগ্রে কি পাঠাইয়াছে এবং পশ্চাতে কি ছাড়িয়া আসিয়াছে ।[৩২৮৫]

يٰٓاَيُّهَا الْاِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيْمِ ⑦

৭। হে ইনসান ! তোমাকে তোমার পরম দাতা প্রতিপালক সম্বন্ধে কিসে প্রতারিত করিয়াছে—

৩২৮১। ইতিপূর্বে সূরাটির ভূমিকাতে মন্তব্য করা হইয়াছে যে, এই সূরা বিশেষভাবে ঐ সময় সম্বন্ধে মানুষকে জ্ঞাত করিতে চায়, যখন খৃষ্টীয় মতবাদ, যথা ত্রিত্ববাদ,'প্রায়শ্চিত্তবাদ' ও 'আল্লাহ্‌র পুত্র স্বয়ং আল্লাহ্' প্রভৃতি ভ্রান্ত-বিশ্বাস পৃথিবীর সর্বত্র জয়ঢাক বাজাইতে থাকিবে এবং তাহা অপ্রতিরোধ্য বলিয়া মনে হইবে । খৃষ্টানদের এইসব মিথ্যা মতবাদের বিশ্বব্যাপী প্রাধান্য বিস্তারের যুগের প্রতি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ পূর্বক কুরআন কঠোর ভাষায় বলিয়াছেঃ আকাশসমূহ ফাটিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে; ও পৃথিবী বিদীর্ণ হইবার এবং পর্বতমালা খণ্ড-বিখণ্ড হইয়া পড়িয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে; কারণ তাহারা রহমান আল্লাহ্‌র পুত্র নির্ধারিত করিয়াছে (১৯ঃ৯১-৯২) আলোচ্য আয়াতটি এই দুইটি আয়াতের প্রতি ইঙ্গিত করিয়া বলিতেছে যে, যখন খৃষ্টানদের এই ভ্রান্ত-বিশ্বাসগুলি সারা বিশ্বকে ছাইয়া ফেলিবে তখন আল্লাহ্‌তা'লার ক্রোধাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিবে যাহার ফলে ঐশী শাস্তিসমূহ বিভিন্ন আকারে একের পর এক নামিয়া আসিবে ।

৩২৮২। উপমা ও আলঙ্কারিক ভাষায় ব্যক্ত এই কথাগুলির মর্মার্থ হইল, আখেরী যমানায় সত্যিকার আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও হেদায়াত সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়া যাইবে; নতুবা একেবারেই বিরল হইয়া পড়িবে ।

৩২৮৩। সেই যুগে, বিশাল সমুদ্রগুলি খাল দ্বারা সংযুক্ত হইয়া, একের পানি অপরের মধ্যে প্রবাহিত হইবে, অথবা সমুদ্রের মুখগুলি গভীরভাবে খনন করিয়া বড় বড় জাহাজগুলিকে বন্দরে ভিড়ানোর ব্যবস্থা করা হইবে । পানামা ও সুয়েজ খালগুলির প্রতি এই আয়াত দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে বলিয়া মনে হয় ।

৩২৮৪। শেষ যুগে, কবরসমূহ উৎপাটিত করা হইবে, যেমন করা হইয়াছে মিশরের অতীত বাদশাগণের কবরের ক্ষেত্রে । অথবা, আয়াতটির তাৎপর্য ইহাও হইতে পারে যে, শেষ যুগে বিলুপ্ত ও বিস্মৃত শহর এবং স্মৃতি-সৌধগুলি খনন করিয়া মাটির নীচ হইতে বাহির করা হইবে ।

৩২৮৫। এই আয়াতে এবং পরবর্তী কয়েকটি আয়াতে মিথ্যাভিত্তিক খৃষ্টান মতবাদসমূহের ধারক, বাহক ও প্রচারকগণকে আহ্বান করিয়া বলা হইয়াছে যে, তাহারা তাহাদের এইসব ভ্রান্ত মতবাদের ভয়াবহতা ও জঘন্যতা অবশেষে বুঝিতে পারিবে ।

الَّذِىْ خَلَقَكَ فَسَوّٰىكَ فَعَدَلَكَ ۝٨

৮। যিনি তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, অতঃপর তোমাকে পূর্ণাঙ্গ ও সুঠাম করিয়াছেন, তৎপর তোমাকে যথার্থরূপে সুসমঞ্জস করিয়াছেন ?[৩২৮৬]

فِىْٓ اَىِّ صُوْرَةٍ مَّا شَآءَ رَكَّبَكَ ۝٩

৯। যে আকৃতিতে তিনি চাহিয়াছেন, তোমাকে গঠন করিয়াছেন।

كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُوْنَ بِالدِّيْنِ ۝١٠

১০। কখনও নহে (যেরূপ তোমরা ধারণা করিতেছ), বরং তোমরা বিচারকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিতেছ।

وَاِنَّ عَلَيْكُمْ لَحٰفِظِيْنَ ۝١١

১১। এবং নিশ্চয় তোমাদের উপর সংরক্ষকগণ নিযুক্ত আছে,

كِرَامًا كَاتِبِيْنَ ۝١٢

১২। সম্মানিত লেখকগণ,[৩২৮৭]

يَعْلَمُوْنَ مَا تَفْعَلُوْنَ ۝١٣

১৩। তাহারা সবকিছু জানে যাহা তোমরা কর।

اِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِىْ نَعِيْمٍ ۝١٤

১৪। নিশ্চয় পুণ্যবানগণ নেয়ামতের মধ্যে থাকিবে।

وَاِنَّ الْفُجَّارَ لَفِىْ جَحِيْمٍ ۝١٥

১৫। এবং নিশ্চয় পাপাচারীরা জাহান্নামে থাকিবে;

يَّصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّيْنِ ۝١٦

১৬। তাহারা বিচার দিবসে উহাতে দগ্ধ হইবে;

وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَآئِبِيْنَ ۝١٧

১৭। তাহারা উহা হইতে পলায়ন করিতে পারিবে না।

وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا يَوْمُ الدِّيْنِ ۝١٨

১৮। এবং তোমাকে কিসে জানাইবে যে, সেই বিচার দিবস কি !

ثُمَّ مَآ اَدْرٰىكَ مَا يَوْمُ الدِّيْنِ ۝١٩

১৯। পুনরায় বলি, তোমাকে কিসে জানাইবে যে, সেই বিচার দিবস কি !

يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْـًٔا ۝٢٠ وَالْاَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِّلّٰهِ ۝٢٠

২০। যেদিন কোন ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির আদৌ উপকার করিবার ক্ষমতা রাখিবে না, এবং সেদিন সকল আদেশের [১ ২০ ৭] অধিকার একমাত্র আল্লাহ্‌রই হইবে।

৩২৮৬। আল্লাহ্‌তা'লা মানুষকে কত মহান প্রাকৃতিক গুণাবলী ও মানসিক শক্তিনিচয় দ্বারা ভূষিত করিয়াছেন, যাহাতে তাহারা আধ্যাত্মিক উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করিতে পারে। অথচ তাহারা সেই মহামহিম আল্লাহ্‌তা'লা সম্বন্ধেই মিথ্যা ধ্যান-ধারণা ও মতবাদ পোষণ করিয়া থাকে।

৩২৮৭। মানুষকে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি সহকারে সৃষ্টি করা হইয়াছে। তাই, তাহার স্বীয় মতামত ও কার্যাবলীর জন্য সে নিজেই দায়ী হইবে। আর তাহার মতামত ও কার্যাবলী 'সম্মানিত লেখকগণ' দ্বারা নির্ভুলভাবে সংরক্ষণ করা হইতেছে।

৮৩-সূরা আল্ মুতাফ্ফেফীন

(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণ হওয়ার সময় ও প্রসঙ্গ

মানুষকে ঠকাইবার উদ্দেশ্যে কম ওজনের পাথর বা বাটখারা ব্যবহার করা, কিংবা কম পরিমাণের মাপ-কাঠি ব্যবহার করাকে ভয়ঙ্কর ঘৃণ্য অপরাধ বলিয়া নিন্দা করার মাধ্যমে সূরাটি শুরু হইয়াছে। বিজ্ঞ তফসীরকারীগণের মতে, সূরাটি মক্কী-জীবনের প্রারম্ভিক দিকে অবতীর্ণ হইয়াছিল। নলডিকি ও মূইর ইহার অবতরণ-কাল নবুওয়াতের ৪র্থ বৎসরে নির্ধারিত করিয়াছেন। পূর্ববর্তী সূরাতে কাফেরগণকে সতর্ক করা হইয়াছিল যে, তাহাদের কার্যকলাপের জন্য তাহাদিগকে জবাবদিহি করিতে হইবে এবং তাহাদের আধ্যাত্মিক ক্ষতিসমূহ তাহাদিগকেই পূরণ করিতে হইবে। কেননা, বিচারের দিন অন্যের আত্ম-বলিদান কিংবা অন্যের সুপারিশ তাহাদের কাজে আসিবে না। পূর্ববর্তী সূরাতে সৃষ্টিকর্তার সহিত মানুষের সম্পর্ক সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছে। এই সূরাটিতে মানুষে-মানুষে সম্পর্কের বিষয়টিকে অধিক গুরুত্ব সহকারে আলোচনা করা হইয়াছে। ইহাতে উপস্থাপন করা হইয়াছে যে, শক্তিধর জাতিগুলি দুর্বল ও অনুন্নত জাতিগুলির স্বাধীনতাকে খর্ব করিয়া, স্বাধীনভাবে কাজ করিবার ক্ষমতাকে হরণ করিয়া, তাহাদিগকে নিষ্ঠুরভাবে শোষণ করে। এই সব অন্যায়কারী ও অসাধু জাতিগুলিকে সতর্ক করিয়া বলা হইয়াছে যে, তাহারা কখনও বিনা শাস্তিতে রেহাই পাইবে না। সর্বপ্রকার ভয়াবহতাসহ 'হিসাব-নিকাশের দিন' তাহাদের জন্য অপেক্ষমান রহিয়াছে।

৮৩- সূরা আল্ মুতাফ্ফেফীন

ইহা মক্কী সূরা, বিস্মিল্লাহ্সহ ইহাতে ৩৭ আয়াত এবং ১ রুকূ আছে ।

১ । আল্লাহ্র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ١
২ । দুর্ভোগ তাহাদের জন্য যাহারা মাপে কম দেয়;	وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ ٢
৩ । যাহারা লোকদের নিকট হইতে যখন মাপিয়া গ্রহণ করে তখন পূর্ণ মাত্রায় গ্রহণ করে;	الَّذِيْنَ اِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ ٣
৪ । কিন্তু যখন তাহারা অন্যকে মাপিয়া দেয় অথবা তাহাদিগকে ওজন করিয়া দেয় তখন কম করিয়া দেয় ।	وَ اِذَا كَالُوْهُمْ اَوْ وَّزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ ٤
৫ । এই সকল লোক কি বিশ্বাস করে না যে, তাহাদিগকে পুনরুত্থিত করা হইবে,	اَلَا يَظُنُّ اُولٰٓئِكَ اَنَّهُمْ مَّبْعُوْثُوْنَ ٥
৬ । এক মহা (বিচার) দিবসের জন্য ?[৩২৮৮]	لِيَوْمٍ عَظِيْمٍ ٦
৭ । যেদিন সকল মানুষ জগতসমূহের প্রতিপালকের সমীপে দণ্ডায়মান হইবে ।	يَّوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ٧
৮ । কখনও নহে, নিশ্চয় দুষ্কৃতিপরায়ণদের আমল-নামা 'সিজ্জীনে'[৩২৮৯] থাকিবে ।	كَلَّآ اِنَّ كِتٰبَ الْفُجَّارِ لَفِيْ سِجِّيْنٍ ٨
৯ । এবং তোমাকে কিসে অবহিত করিবে যে 'সিজ্জীন' কি ?	وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا سِجِّيْنٌ ٩
১০ । উহা (আদি হইতে) এক লিখিত কিতাব ।[৩২৯০]	كِتٰبٌ مَّرْقُوْمٌ ١٠

৩২৮৮ । ইহজীবনের পরে মানবের জন্য একটি 'হিসাব-দানের' দিন অবশ্যই রহিয়াছে । ঐদিন মানবকে তাহাদের মালিক ও প্রভুর কাছে ইহকালীন জীবনের কার্যাবলীর হিসাব দিতে হইবে । কিন্তু, ইহকালেও জাতি বিশেষের জন্য 'হিসাবের দিন' আসিয়া যায়, যখন তাহাদের কুকর্ম সকল সীমা লঙ্ঘন করিয়া ফেলে । তাহারা তখন ধ্বংসের কবলে নিপতিত হয় ।

৩২৮৯ । 'সিজ্জীন' শব্দটি অনেক তফসীরকারকের মতে অনারবী শব্দ । কিন্তু ফার্‌রা, যাজ্জাজ, আবু উবায়দা এবং মুবাররাদ প্রমুখ খ্যাতনামা পণ্ডিতেরা বলেন, ইহা একটি আরবী শব্দ যাহা 'সাজানা' হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । 'লিসান' এই শব্দটি 'সিজ্‌ন' (কারাগার)-এর সমার্থক মনে করেন । 'সিজ্জীন' একটি রেজিষ্টারী খাতা বা পুস্তক, যাহাতে পরকালের জন্য মন্দ লোকদের দুষ্কৃতির তালিকা সংরক্ষিত রাখা হয় । শব্দটির অন্যান্য অর্থ হইলঃ শক্ত বস্তু, কঠোর ও ভয়ঙ্কর, চলমান, স্থায়ী বা চিরস্থায়ী (লেইন)।

৩২৯০ । 'সিজ্জীন' শব্দটির তাৎপর্য হইল, দুষ্কৃতকারী অবিশ্বাসীরা ভয়ঙ্কর শাস্তি পাইবে, যাহা তাহারা সুদীর্ঘকাল ধরিয়া ভূগিতে থাকিবে । অথবা, আয়াতটি ইহাও বুঝাইতে পারেঃ দুষ্কৃতকারীগণকে অতিশয় অপমানজনক ঘৃণ্য স্থানে রাখা হইবে, যাহা দীর্ঘস্থায়ী হইবে । ইহাই তাহাদের ব্যাপারে অটল সিদ্ধান্ত । অথবা 'সিজ্জীন' ও 'ইল্লীয়ূন' দুইটি শব্দ দ্বারা কুরআনের দুইটি অংশকে বুঝাইতে পারে । 'সিজ্জীন' কুরআনের ঐ অংশের নাম, যাহা ঐশী-বাণীর অস্বীকারকারীদের কীর্তিকলাপ ও শাস্তিপূর্ণ পরিণতির বিষয়াদি বিবৃত করিয়াছে,আর 'ইল্লীয়্যূন' কুরআনের

وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿١١﴾

১১। সেদিন সত্যকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য দুর্ভোগ

الَّذِيْنَ يُكَذِّبُوْنَ بِيَوْمِ الدِّيْنِ ﴿١٢﴾

১২। যাহারা বিচার দিবসকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করে।

وَمَا يُكَذِّبُ بِهٖٓ اِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ اَثِيْمٍ ﴿١٣﴾

১৩। বস্তুতঃ কেবল সীমাতিক্রমকারী, চরম পাপিষ্ঠ ব্যতিরেকে কেহই ইহাকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিতে পারে না।

اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِ اٰيٰتُنَا قَالَ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿١٤﴾

১৪। যখন তাহার নিকট আমাদের আয়াতসমূহ আবৃত্তি করা হয় তখন সে বলে, 'প্রাচীন লোকদের কিস্‌সা কাহিনী।'

كَلَّا بَلْ ۜ رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿١٥﴾

১৫। কখনও নহে, বরং তাহারা যাহা কিছু অর্জন করিয়াছে উহা তাহাদের অন্তরে মরিচা ধরাইয়াছে।

كَلَّآ اِنَّهُمْ عَنْ رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوْبُوْنَ ﴿١٦﴾

১৬। কখনও নহে, বস্তুতঃ সেদিন তাহাদিগকে তাহাদের প্রতিপালকের দর্শন[৩২৯১] হইতে অবশ্যই আড়ালে রাখা হইবে।

ثُمَّ اِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيْمِ ﴿١٧﴾

১৭। অতঃপর তাহারা নিশ্চয় জাহান্নামে দগ্ধ হইবে,

ثُمَّ يُقَالُ هٰذَا الَّذِيْ كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ ﴿١٨﴾

১৮। অতঃপর তাহাদিগকে বলা হইবে, 'ইহা তাহাই যাহা তোমরা মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিতে।'

كَلَّآ اِنَّ كِتٰبَ الْاَبْرَارِ لَفِيْ عِلِّيِّيْنَ ﴿١٩﴾

১৯। কখনও নহে, নিশ্চয় পুণ্যবানগণের আমলনামা 'ইল্লীয়্যূনে আছে।[৩২৯২]

অপরাংশের নাম যাহা ধার্মিক বান্দাগণের সৎকার্যাদির বিবরণ ও তাহাদের জন্য নির্ধারিত পুরস্কারাদির বর্ণনা প্রদান করিয়াছে। এই হিসাবে এই আয়াতের অর্থ হইবে, যে সব সিদ্ধান্ত কুরআনের এই দুইটি অংশে বিবৃত হইয়াছে তাহা অটল ও অপরিবর্তনীয় থাকিবে।

৩২৯১। মো'মেনদের ভাগ্যে আল্লাহ্‌তা'লার দর্শন-লাভ দুই পর্যায়ে ঘটিয়া থাকে। আল্লাহ্‌তা'লার গুণাবলীর উপর তাহাদের আস্থা যখন পূর্ণ মাত্রায় ও দৃঢ়তার সহিত স্থাপিত হয়, সেই পর্যায়ে প্রথমবারের মত তাহারা আল্লাহ্‌কে দেখে। এই দর্শনের দ্বিতীয় স্তর তখন উপস্থিত হয়, যখন আল্লাহ্‌তা'লা স্বীয় অস্তিত্বের অভিজ্ঞান দ্বারা তাঁহার বান্দাকে নিশ্চিত করেন। পাপিষ্ঠরা তাহাদের পাপের কারণে, শেষ-বিচারের দিনেও আল্লাহ্‌তা'লার দর্শন লাভ হইতে বঞ্চিত থাকিবে; ইহকালে তো এই মহা সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত রহিলই।

৩২৯২। 'ইল্লীয়্যূন' শব্দটি অনেকের মতে 'আলা' হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। 'আলা' অর্থ 'ইহা উচ্চ ছিল' বা উচ্চ হইয়াছিল।' অতএব 'ইল্লীয়্যূন অর্থঃ অতি উচ্চ মর্যাদার স্থান যাহা ধার্মিক বিশ্বাসীরা উপভোগ করিবেন। 'মুফরাদাত' অনুযায়ী 'ইল্লীয়্যূন' অর্থ ঐ সকল বিশিষ্ট, নির্বাচিত, ধার্মিক বিশ্বাসী যাহারা আধ্যাত্মিকতার দিক হইতে অন্যান্য বিশ্বাসীগণ হইতে ঊর্ধ্বে এবং সেই কারণে অগ্রগণ্য। শব্দটি পবিত্র কুরআনের ঐ অংশকেও বুঝাইয়া থাকিতে পারে, যাহা বিশ্বাসীগণের জন্য অবধারিত উন্নতি ও অগ্রগতি সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণীগুলিকে ধারণ করে। হযরত ইব্‌নে আব্বাস বলেন, শব্দটির অর্থ বেহেশ্‌ত (কাসীর)। আর ইমাম রাগেব বলেন, ইহার অর্থ বেহেশ্‌তবাসীগণ।

وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا عِلِّيُّوْنَ ﴿٢٠﴾

২০। এবং তোমাকে কিসে অবহিত করিবে যে 'ইল্লীয়ূন' কি।[৩২৯৩]

كِتٰبٌ مَّرْقُوْمٌ ﴿٢١﴾

২১। উহা (আদি হইতে) এক লিখিত কিতাব।

يَّشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُوْنَ ﴿٢٢﴾

২২। নৈকট্য-প্রাপ্তগণ উহা প্রত্যক্ষ করিবে।

اِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِىْ نَعِيْمٍ ﴿٢٣﴾

২৩। নিশ্চয় পুণ্যবাণগণ নেয়ামতের মধ্যে অবস্থান করিবে,

عَلَى الْاَرَآئِكِ يَنْظُرُوْنَ ﴿٢٤﴾

২৪। সুসজ্জিত পালংকের উপর বসিয়া (চতুর্দিকে) অবলোকন করিবে।

تَعْرِفُ فِىْ وُجُوْهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيْمِ ﴿٢٥﴾

২৫। তুমি তাহাদের মুখমণ্ডলে নেয়ামতের সজীবতা লক্ষ্য করিবে।

يُسْقَوْنَ مِنْ رَّحِيْقٍ مَّخْتُوْمٍ ﴿٢٦﴾

২৬। তাহাদিগকে মোহরাঙ্কিত বিশুদ্ধ সূরা[৩২৯৪] হইতে পান করানো হইবে

خِتٰمُهٗ مِسْكٌ ؕ وَفِىْ ذٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُوْنَ ﴿٢٧﴾

২৭। উহার সীলমোহর হইবে কস্তুরীর— সুতরাং উচ্চাকাঙ্খীগণ এই বিষয়েই উচ্চাকাঙ্খা করুক—

وَمِزَاجُهٗ مِنْ تَسْنِيْمٍ ﴿٢٨﴾

২৮। এবং উহাতে 'তসনীমের' (পানি) সংমিশ্রণ থাকিবে,

عَيْنًا يَّشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُوْنَ ﴿٢٩﴾

২৯। এমন এক ঝরণার, যাহা হইতে নৈকট্য-প্রাপ্তগণ পান করিবে।

اِنَّ الَّذِيْنَ اَجْرَمُوْا كَانُوْا مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يَضْحَكُوْنَ ﴿٣٠﴾

৩০। নিশ্চয় যাহারা অপরাধ করিয়াছে, তাহারা তাহাদের সঙ্গে হাসি-বিদ্রূপ[৩২৯৫] করিত যাহারা ঈমান আনিয়াছে,

وَاِذَا مَرُّوْا بِهِمْ يَتَغَامَزُوْنَ ﴿٣١﴾

৩১। এবং যখন তাহারা তাহাদের নিকট দিয়া যাতায়াত করিত, তখন তাহারা পরস্পর চোখ টিপা-টিপি করিত,

وَاِذَا انْقَلَبُوْٓا اِلٰٓى اَهْلِهِمُ انْقَلَبُوْا فَكِهِيْنَ ﴿٣٢﴾

৩২। এবং যখন তাহারা তাহাদের পরিবারবর্গের নিকট প্রত্যাবর্তন করিত তখন উল্লাসের সঙ্গে প্রত্যাবর্তন করিত,

---

৩২৯৩। 'সিজ্জীন' শব্দটি একবচন এবং 'ইল্লীয়ূন' শব্দটি বহুবচন। ইহাতে মনে হয় দুষ্কৃতকারীগণের শাস্তি একই স্থানে, একই অবস্থায় চলিতে থাকিবে। অপরদিকে ধর্মপরায়ণ সৎকর্মশীলদের আধ্যাত্মিক উন্নতি অব্যাহত গতিতে চলিতে থাকিবে; একরূপ হইতে অন্যরূপে, এক মর্যাদা হইতে উচ্চতর মর্যাদায় তাহারা উন্নতিশীল থাকিবেন।

৩২৯৪। "বিশুদ্ধ পানীয়" যদি কুরআনকে বুঝাইয়া থাকে, তাহা হইলে 'তস্নীম' বলিতে মহানবী (সাঃ)-এর অনুসারীদের মধ্যে আল্লাহ্‌র নৈকট্য-প্রাপ্তগণের উপর অবতীর্ণ ঐশী-বাণীকে (ওহী-ইলহাম) বুঝাইতে পারে।

৩২৯৫। ইসলামের বিজয় ও বিস্তারের ভবিষ্যদ্বাণী শুনিয়া কাফেরগণ হাসি-ঠাট্টা করিত। কেননা এইসব ভবিষ্যদ্বাণী ঐ সময়ে করা হইতেছিল, যখন মুসলমান কোনরূপে নিজেদের অস্তিত্ব টিকাইয়া রাখিবার জন্য সংগ্রামে লিপ্ত ছিলেন।

وَاِذَا رَاَوْهُمْ قَالُوْٓا اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ لَضَآلُّوْنَ ﴿٣٢﴾

৩৩। এবং যখন তাহারা তাহাদিগকে দেখিত, তাহারা বলিত,'ইহারা নিশ্চয় বিপথগামী।'

وَمَآ اُرْسِلُوْا عَلَيْهِمْ حٰفِظِيْنَ ﴿٣٣﴾

৩৪। অথচ তাহাদিগকে তাহাদের উপর সংরক্ষকরূপে প্রেরণ করা হয় নাই।

فَالْيَوْمَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُوْنَ ﴿٣٤﴾

৩৫। সুতরাং যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহারা আজ কাফেদের সঙ্গে হাসি-ঠাট্টা করিবে,

عَلَى الْاَرَآئِكِ يَنْظُرُوْنَ ﴿٣٥﴾

৩৬। তাহারা সুসজ্জিত পালংকের উপর বসিয়া (চতুর্দিকে) অবলোকন করিবে।[৩২৯৬]

هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ﴿٣٦﴾ ع ١ ٨ [٣٧]

৩৭। (তাহারা একে অন্যকে বলিবে) কাফেররা যাহা কিছু করিত তাহারা কি উহার পূর্ণ প্রতিফল পায় নাই ?

৩২৯৬। শব্দগুলির অর্থ হইল ঃ (১) সম্মানের আসনে বসিয়া, মো'মেনগণ অহঙ্কারী কাফেরদের চরম দুর্দশা অবলোকন করিবেন, অথবা (২) কর্তৃত্বের আসনে উপবেশন করিয়া তাহারা মানুষের প্রতি ন্যায়-বিচার নিশ্চিত করিবেন, অথবা (৩) তাহারা অন্যান্য সকলের প্রয়োজনাদি মিটাইবার কাজে আত্ম-নিয়োগ করিবেন— 'নাযারা' শব্দের ইহাও একটি অর্থ (লেইন)।

৮৪-সূরা আল্ ইনশিকাক
(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতরণ-কাল ও প্রসঙ্গ

পূর্ববর্তী তিনটি সূরার মত ইহাও প্রাথমিক কালের মক্কী সূরা। এই চারিটি সূরাই বিষয়-বস্তু, বাক্য-বিন্যাস ও প্রকাশ-ভঙ্গির দিক হইতে পরস্পরের অনুরূপ। নলডিকি ও মূইর উভয়েই মুসলিম পণ্ডিতগণের সহিত একমত যে, সূরাটি নবুওয়াতের প্রাথমিক পর্যায়ের। বস্তুতঃ উল্লেখিত চারটি সূরা-সম্বলিত শৃঙ্খলের ইহাই শেষ কড়া। পূর্ববর্তী সূরাতে শেষ দিকে অবিশ্বাসীদিগকে দৃঢ়ভাবে সতর্ক করা হইয়াছিল যে, তাহাদের শক্তি ও ক্ষমতা চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইবে এবং তাহাদের সম্মান ও মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত হইবে। এই সূরাতে বলা হইতেছে, ঈমান কুফরীর স্থানকে দখল করিয়া লইবে এবং অতীতের অচল ও পলায়নপর বিশৃঙ্খল ও অব্যবস্থার ধ্বংস-স্তূপের মধ্য হইতে গড়িয়া উঠিবে একটি নতুন, জীবন-প্রবাহী, শক্তিশালী, গতিময় ঊর্ধ্বগামী জীবন-ব্যবস্থা। সূরা 'ইনফেতারের' বিষয়-বস্তু, মধ্যবর্তী সূরা 'মুতাফ্ফেফীনের' ভিতর দিয়া এই সূরাতে আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে। সূরা ইনফেতার আরম্ভ হইয়াছে, 'আকাশ-বিদারণ'-এর কথা দিয়া এবং এই সূরাটিও আরম্ভ হইয়াছে ঠিক তেমনি ধরণেরই কথা দ্বারা। প্রভেদ মাত্র এতটুকুই যে, প্রথমোক্ত সূরার, আকাশ-বিদীর্ণ এবং টুকরা টুকরা হওয়ার সাথে মিথ্যা খৃষ্টান মতবাদ সম্পর্কযুক্ত, আর এই সূরাতে আকাশ-বিদীর্ণ হওয়া বা ফাটিয়া যাওয়ার সাথে আল্লাহ্‌র বাণী অবতরণ ও আধ্যাত্মিক জ্ঞান-গরিমার নবদিগন্ত উন্মোচন ও প্রসারের সম্ভাবনাসমূহ সম্পর্কযুক্ত। এইরূপে, পূর্ববর্তী তিনটি সূরাসহ এই সূরাটি একটি মালায় গ্রথিত হইয়াছে, যাহা (শেষ যুগে) ইসলামের পুনরুত্থানের বিষয় ও তৎপূর্ববর্তী সময়ের পাপাচার ও অন্যায়ের বিষয়াদি মানব-সমক্ষে তুলিয়া ধরিয়াছে। এই সূরা বিশেষভাবে ইসলামের পুনর্জাগরণের কথা বলিতেছে এবং পূর্ববর্তী সূরাগুলি ভ্রান্ত খৃষ্টীয় মতবাদের অশ্লীলতা ও দুর্নীতিসমূহের কথা বলিয়াছে।

سُوْرَةُ الْاِنْشِقَاقِ مَكِّيَّةٌ (٨٤) آياتها ٢٦ ركوعها

৮৪-সূরা আল্ ইন্‌শিকাক

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ২৬ আয়াত এবং ১ রুকূ আছে ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

اِذَا السَّمَآءُ انْشَقَّتْ ۙ②

২। যখন আকাশ বিদীর্ণ হইবে,[৩২৯৭]

وَاَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ۙ③

৩। এবং উহা নিজ প্রতিপালকের প্রতি কান পাতিয়া শুনিবে—[৩২৯৮] বস্তুতঃ (ইহাই) উহার কর্তব্য নির্ধারণ করা হইয়াছে—

وَاِذَا الْاَرْضُ مُدَّتْ ۙ④

৪। এবং যখন পৃথিবীকে সম্প্রসারিত করা হইবে,[৩২৯৯]

وَاَلْقَتْ مَا فِيْهَا وَتَخَلَّتْ ۙ⑤

৫। এবং যাহা কিছু ইহার মধ্যে আছে ইহা তাহা বাহির করিয়া দিবে এবং ইহা শূন্য হইয়া যাইবে,[৩৩০০]

وَاَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ؕ⑥

৬। এবং ইহা স্বীয় প্রতিপালকের জন্য কান পাতিবে—বস্তুতঃ (ইহাই) উহার কর্তব্য নির্ধারণ করা হইয়াছে—

يٰۤاَيُّهَا الْاِنْسَانُ اِنَّكَ كَادِحٌ اِلٰى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلٰقِيْهِ ۚ⑦

৭। হে ইনসান ! নিশ্চয় তোমাকে তোমার প্রতিপালকের নিকট পৌঁছিতে কঠোর সাধনা করিতে হইবে, অতঃপর তুমি তাঁহার সাক্ষাৎ লাভ করিবে ।

فَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتٰبَهٗ بِيَمِيْنِهٖ ۙ⑧

৮। অতএব যাহাকে তাহার আমলনামা তাহার ডান হাতে দেওয়া হইবে,

فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَّسِيْرًا ۙ⑨

৯। তাহার নিকট হইতে নিশ্চয়ই হিসাব গ্রহণ করা হইবে—সহজ হিসাব,

৩২৯৭। আয়াতটি এমন একটি সময়ের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে যখন আকাশের দরজাগুলি খুলিয়া দেওয়া হইবে এবং ইসলাম-বিস্তারের লক্ষ্যে রাশি রাশি ঐশী নিদর্শন প্রদর্শিত হইবে । উচ্চ মর্যাদার লোকেরা তখন ঐশী হেদায়াতের প্রতি গভীর মনোযোগের সহিত নিজেদের চিন্তাকে নিবিষ্ট করিবে ।

৩২৯৮। এক নব আদমের জন্ম হইবে, ফিরিশ্‌তাগণ তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাঁহার আগমনের উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ করিতে তাঁহাকে সাহায্য করিবে (৬৯ঃ১৮)। কারণ ফিরিশ্‌তাদিগকে এই দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পাদন করার উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করা হইয়াছে ।

৩২৯৯। পৃথিবী এক নব-জীবন লাভ করিবে এবং মানুষের পাপের মাত্রাধিক্য হেতু বিশ্ব যেভাবে ধ্বংসের মুখোমুখী হইয়া গিয়াছিল, তাহা হইতে ইহা বাঁচিয়া যাইবে এবং বিশ্বের অধিবাসীদের আধ্যাত্মিক উন্নতির নবতর উপায়-উপকরণ সরবরাহ করা হইবে । আয়তটির অর্থ ইহাও হইতে পারে যে, কোন কোন গ্রহ-উপগ্রহ যেগুলিকে পৃথিবীর অংশ মনে না করিয়া কেবল আকাশস্থিত বলিয়া মনে করা হইতে, তাহা পৃথিবীরই অংশ বলিয়া পরিচিত হইবে এবং মানুষ রকেটের সাহায্যে উহাতে পৌঁছিবারও চেষ্টা চালাইবে । 'মুদ্দা' শব্দটিতে এই সব অর্থই নিহিত আছে (লেইন)।

৩৩০০। পৃথিবী ইহার গুপ্ত ধন-সম্পদ এত বিপুল পরিমাণে বাহির করিয়া উজাড় করিয়া দিবে যে, মনে হইবে, ইহা আপন উদর সম্পূর্ণ খালি করিয়া দিতেছে ।

وَّيَنْقَلِبُ اِلٰٓى اَهْلِهٖ مَسْرُوْرًا ۝٩

১০। এবং সে নিজ পরিবারের নিকট উৎফুল্ল চিত্তে প্রত্যাবর্তন করিবে।

وَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتٰبَهٗ وَرَآءَ ظَهْرِهٖ ۝١٠

১১। কিন্তু যাহাকে তাহার আমলনামা তাহার পশ্চাৎ দিকে দেওয়া হইবে,[৩৩০১]

فَسَوْفَ يَدْعُوْا ثُبُوْرًا ۝١١

১২। সে শীঘ্রই ধ্বংসকে ডাকিবে,[৩৩০২]

وَّيَصْلٰى سَعِيْرًا ۝١٢

১৩। এবং প্রজ্বলিত আগুনে দগ্ধ হইবে।

اِنَّهٗ كَانَ فِيْٓ اَهْلِهٖ مَسْرُوْرًا ۝١٣

১৪। নিশ্চয় (ইতিপূর্বে) সে নিজ পরিবারের নিকট উৎফুল্ল চিত্তে ছিল।

اِنَّهٗ ظَنَّ اَنْ لَّنْ يَّحُوْرَ ۝١٤

১৫। নিশ্চয় সে ভাবিয়াছিল যে, সে কখনও (আল্লাহ্‌র সমীপে) ফিরিয়া আসিবে না।

بَلٰٓى ۚ اِنَّ رَبَّهٗ كَانَ بِهٖ بَصِيْرًا ۝١٥

১৬। হাঁ, নিশ্চয় তাহার প্রতিপালক তাহার সম্বন্ধে সর্বদ্রষ্টা ছিলেন।

فَلَآ اُقْسِمُ بِالشَّفَقِ ۝١٦

১৭। কিন্তু নহে, আমি সন্ধ্যা-গগনের লোহিত আভার কসম খাইতেছি,

وَالَّيْلِ وَمَا وَسَقَ ۝١٧

১৮। এবং রাত্রির এবং উহার যাহাকে ইহা গুটাইয়া লয়,

وَالْقَمَرِ اِذَا اتَّسَقَ ۝١٨

১৯। এবং চন্দ্রের যখন ইহা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়,[৩৩০৩]

لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ ۝١٩

২০। নিশ্চয় তোমরা এক স্তর হইতে অন্য স্তরে আরোহণ করিয়া অগ্রসর হইবে।[৩৩০৪]

فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝٢٠

২১। সুতরাং তাহাদের কি হইয়াছে যে তাহারা ঈমান আনিতেছে না?[৩৩০৫]

৩৩০১। যাহারা কুরআনকে পরিত্যক্ত বস্তুর মত পৃষ্ঠদেশে ফেলিয়া রাখিয়াছিল [২৫ঃ৩১], তাহাদের আমলনামা তাহাদের পৃষ্ঠদেশে প্রদান করা হইবে।

৩৩০২। মানুষ যখন মহাযন্ত্রণায় পতিত হয়, তখন সে এইরূপ কামনাও করে যে, মৃত্যু আসিয়া তাহার সকল যন্ত্রণার অবসান ঘটাইয়া দিলেই ভাল হইত।

৩৩০৩। ১৭ হইতে ১৯ আয়াতে মুসলমানদের পতনের ও পুনর্জাগরণের ভবিষ্যদ্বাণী রহিয়াছে। তাহাদের পুনর্জাগরণ সংঘটিত হইবে মহানবী (সাঃ)-এর এক মহান প্রতিনিধির মাধ্যমে অর্থাৎ প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহদীর মাধ্যমে যিনি নিজে পূর্ণ-চন্দ্রের মতই, ভাস্বর সূর্যের (মহানবী-সাঃ-এর) উজ্জ্বল আলো ধারণ পূর্বক, তাহা সারা বিশ্বে প্রতিফলিত করিবেন।

৩৩০৪। পূর্ববর্তী আয়াতগুলিতে যে সকল অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে, মুসলমানদিগকে ঐ সকল অবস্থার মধ্য দিয়া অবশ্যই অতিক্রম করিতে হইবে।

৩৩০৫। কাফেরদের এত বুদ্ধি-বৈকল্য ঘটিল কী কারণে যে, তাহারা ভবিষ্যদ্বাণীর দুইটি অংশ পূর্ণ হইতে স্বচক্ষে দেখিয়াও, ভবিষ্যদ্বাণীটির তৃতীয় অংশের পূর্ণতা সম্বন্ধে অবিশ্বাস করে? তাহারা ইসলামের সূর্যাস্ত-কালীন লালাভ আলো দেখিল, তৎপর তাহারা আধ্যাত্মিক রাত্রির

সেজদা-১৩

২২। এবং যখন তাহাদের নিকট কুরআন পাঠ করা হয়, তখন তাহারা সেজদা করে না;

وَاِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْاٰنُ لَا يَسْجُدُوْنَ ۩ ﴿٢٢﴾

السجدة ١٣

২৩। পক্ষান্তরে কাফেররা (কুরআনকে) মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করে।

بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُكَذِّبُوْنَ ۖ ﴿٢٣﴾

২৪। এবং তাহারা (নিজেদের মনে) যাহা কিছু গোপন করিতেছে আল্লাহ্ উহা সর্বাধিক অবগত আছেন।[৩৩০৬]

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا يُوْعُوْنَ ۖ ﴿٢٤﴾

২৫। সুতরাং তাহাদিগকে যন্ত্রণাদায়ক আযাবের সংবাদ দাও——

فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ۙ ﴿٢٥﴾

২৬। কেবল তাহারা ব্যতিরেকে যাহারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে, তাহাদের জন্য অফুরন্ত প্রতিদান রহিয়াছে।

[২৬] ১ ৯

اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ ﴿٢٦﴾ ع ١ ٢٦ ٩

অন্ধকারও দেখিতে পাইল; তথাপি তাহারা ইহা বিশ্বাস করে না যে, চতুর্দশীর পূর্ণ চন্দ্র আসিয়া রাত্রির ঐ কালো অন্ধকারকে দূরীভূত করিয়া দিবে।

৩৩০৬। । কাফেরগণকে সতর্ক করিয়া দেওয়া হইতেছে যে, তাহারা আল্লাহ্‌র প্রেরিত পুরুষের প্রতি মনে মনে যে শত্রুতা ও ঈর্ষা পোষণ করে, তাহা আল্লাহ্ ভালরূপেই জানেন। আর তাহারা যে ঐ প্রেরিত পুরুষের সত্য-প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টাসমূহকে বানচাল করিয়া, তাঁহার উদ্দেশ্যকে নস্যাৎ করিবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রহিয়াছে, এই কথাও আল্লাহ্‌তা'লা সম্যক জ্ঞাত আছেন।

৮৫-সূরা আল্ বুরূজ

(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

নাযেল হওয়ার সময় ও প্রসঙ্গ

এই সূরা নবুওয়াতের প্রথম বৎসরের মধ্যেই মক্কায় অবতীর্ণ হইয়াছিল । পূর্ববর্তী সূরার সাথে এই সূরাটির সম্পর্ক ইহা হইতে বুঝা যায় যে, পূর্ববর্তী সূরাতে পূর্ণচন্দ্রকে সাক্ষী রাখা হইয়াছে, আর এই সূরাতে সাক্ষী রাখা হইয়াছে 'তারকা রাজি' ও 'প্রতিশ্রুত দিবসকে' । 'বুরূজ' বা 'তারকারাজি' বলিতে এখানে বার জন ধর্ম-সংস্কারককেও (মুজাদ্দেদ) বুঝাইয়া থাকিতে পারে, যাহাদের প্রত্যেকেই নবী করীম (সাঃ)-এর পরে প্রত্যেক হিজরী শতাব্দীর শিরোভাগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন এবং 'প্রতিশ্রুত দিবস' বলিতে চতুর্দ্দশ শতাব্দী হিজরীকে বুঝাইতে পারে । সূরাতে এই কথার প্রতি ইঙ্গিত রহিয়াছে বলিয়া মনে হয় যে, প্রতিশ্রুত মসীহের অনুসারীরা অমানুষিক নির্যাতনের শিকার হইবে । সূরাটির শেষ দিকে বলা হইয়াছে যে, ঐ সময়ে চতুর্দিক হইতে, বিশেষভাবে খৃষ্টান লেখকদের পক্ষ হইতে, 'কুরআনের' সত্যতার বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরণের বিষোদ্গারণ করা হইবে এবং 'কুরআন আল্লাহ্‌র বাণী নহে'-এই কথা প্রমাণের জন্য তাহারা আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালাইবে । অপরদিকে, প্রতিশ্রুত মসীহ্ তাঁহার সকল শক্তি ও আল্লাহ্-প্রদত্ত ক্ষমতাবলীর (জ্ঞান-বুদ্ধি, লেখনী-শক্তি, বাক্-শক্তি এবং নিদর্শন-প্রদর্শন) দ্বারা তাহাদের ঐসব হীন আক্রমণকে প্রতিহত ও খণ্ডন করিয়া, কুরআনকে অভ্রান্তরূপে আল্লাহ্‌র বাণী বলিয়া সাব্যস্ত করিবেন ।

سُوْرَةُ الْبُرُوْجِ مَكِّيَّةٌ

৮৫- সূরা আল্ বুরূজ

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ইহাতে ২৩ আয়াত এবং ১ রুকূ আছে ।

১ । আল্লাহ্র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝١
২ । কসম গ্রহ-নক্ষত্রের কক্ষপথ-বিশিষ্ট আকাশের,[৩৩০৭]	وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الْبُرُوْجِ ۝٢
৩ । এবং প্রতিশ্রুত দিবসের,[৩৩০৮]	وَالْيَوْمِ الْمَوْعُوْدِ ۝٣
৪ । এবং সাক্ষ্য দানকারীর[৩৩০৯] এবং যাহার সম্বন্ধে সাক্ষ্য দান করা হইয়াছে তাহার,	وَشَاهِدٍ وَّمَشْهُوْدٍ ۝٤
৫ । ধ্বংস হইল পরিখাসমূহের অধিবাসীগণ—[৩৩১০]	قُتِلَ اَصْحٰبُ الْاُخْدُوْدِ ۝٥

৩৩০৭ । ইসলামের আকাশ-মণ্ডলে সুউচ্চ অট্টালিকার ন্যায় দণ্ডায়মান বারজন ব্যক্তিত্ব, যাহাদিগকে ইসলামী পরিভাষায় 'মুজাদ্দেদ' অর্থাৎ 'প্রাণ-সঞ্চারী ধর্ম-সংস্কারক' বলা হইয়া থাকে । ইসলামের আধ্যাত্মিক সূর্যের অবসানে, ইসলামের গগণে তাঁহারা তারকার মত অবস্থান গ্রহণপূর্বক মানবকে পথ-প্রদর্শন করিবেন । অর্থাৎ ইসলামের প্রথম উত্তম তিনটি শতাব্দীর অবসানের পরে তথা স্বর্ণ-যুগের পরে, যখন সারাবিশ্বে আধ্যাত্মিক অন্ধকার বিস্তার লাভ করিবে, এই সকল 'বুরূজ' বা আধ্যাত্মিক তারকা একের পর এক প্রতি হিজরী শতাব্দীতে আবিভূত হইয়া ইসলামের সত্যতা, কুরআনের বিশুদ্ধতা ও মহানবী (সাঃ)-এর কল্যাণ-প্রবাহ বার বার উপস্থাপন ও ব্যাখ্যা করিবেন ।

৩৩০৮ । 'প্রতিশ্রুত দিবস' বলিতে সেই দিনকে (সময়) বুঝাইতে পারে, যেইদিন ইসলামের পুনর্জাগরণের জন্য প্রতিশ্রুত মসীহের অভ্যুদয় ঘটিবে । প্রকৃত পক্ষে, ইসলামের ইতিহাসে এমন অনেক দিন রহিয়াছে, যাহাকে 'প্রতিশ্রুত দিন' বলা যাইতে পারে, যেমন বদরের যুদ্ধের দিন, খন্দকের যুদ্ধের অবসান-দিবস, মক্কা-বিজয়ের গৌরবময় দিন । কিন্তু ঐ সকল দিবস ছাড়া আরেকটি প্রতিশ্রুত দিবস আছে, যখন মহানবী (সাঃ) হিজরী চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে তাঁহার এক প্রতিনিধির মাধ্যমে দ্বিতীয়বার আবির্ভূত হইবেন এবং ইসলাম নবজীবন লাভ করিয়া অন্যান্য সকল ধর্মের উপরে জয়যুক্ত হইবে । 'প্রতিশ্রুত দিবস' দ্বারা ঐদিনকেও বুঝায় যেদিন ধর্মপরায়ণগণ আল্লাহ্র দীদার (দর্শন) লাভের দ্বারা নেয়ামত প্রাপ্ত হইবেন ।

৩৩০৯ । প্রত্যেক নবী ও প্রত্যেক ধর্ম-সংস্কারকই এক একজন 'শাহেদ' অর্থাৎ সাক্ষ্যদাতা । কেননা, তাঁহারা প্রত্যেকেই আল্লাহ্তা'লার অস্তিত্বের জীবন্ত সাক্ষী । তাঁহারা 'মাশ্হূদ' (সত্যতা সম্বন্ধে সাক্ষ্য-প্রাপ্ত) হিসাবেও পরিগণিত, কেননা আল্লাহ্ তাঁহাদের সত্যতার স্বপক্ষে স্বয়ং নিদর্শনাদি প্রকাশ করিয়া থাকেন । তাঁহারা আল্লাহ্র সাহায্যে 'মোজেযা ও কেরামত' প্রদর্শন করিয়া থাকেন । এখানে যেভাবে শব্দ দুইটি ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাতে মনে হয়, প্রতিশ্রুত মসীহ্ হইলেন শাহেদ— সাক্ষ্যদাতা এবং মহানবী (সাঃ)-এর এই মর্মে ভবিষ্যদ্বাণী যে, প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহ্দী তাঁহার উম্মতে চতুর্দশ হিজরী শতাব্দীতে নিশ্চয়ই আগমন করিবেন, পরিপূর্ণতা লাভ করিবে । প্রতিশ্রুত মসীহ্ এক হিসাবে মাশ্হুদও বটে, কেননা তাঁহার সত্যতার সাক্ষ্য স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ই (সাঃ) দিয়া গিয়াছেন । এমতাবস্থায় মহানবী (সাঃ) এবং প্রতিশ্রুত মসীহ্ উভয়েই পরস্পরের 'শাহেদ' বা সাক্ষ্যদাতা এবং পরস্পরের 'মাশহূদ' বা সাক্ষ্য-প্রাপ্ত ।

৩৩১০ । কুরআনের ব্যাখ্যাকারকদের মধ্যে কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, এই আয়াতে ইয়েমেনের ইহুদী বাদ্শাহ যূ-নোয়াস কর্তক কিছু সংখ্যক খৃষ্টানকে হত্যা করার ঘটনার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে । আবার কেহ কেহ বলিয়াছেন, ব্যাবীলনের বাদশাহ্ বুখ্তা নাসার (নবুখ্দ নিৎসর) কর্তৃক কিছু সংখ্যক ইহুদী নেতাকে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করার ঘটনার প্রতি এখানে ইঙ্গিত করা হইয়াছে (দানিয়েল-৩ঃ১৯-২২)। তবে, এই আয়াতটি সত্যের শত্রুদের প্রতি সাধারণভাবে প্রযোজ্য, যাহারা সমাগত ঐশী সংস্কারকদের আগমনের সময় বিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে চরম শত্রুতায় মত্ত হয় এবং অকথ্য নির্যাতন চালায় । এখানে, সন্দেহযুক্ত অতীত ঘটনা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য হইতে পারে না । কুরআনের কোথায়ও আল্লাহ্ অতীত ঘটনার শপথ করেন নাই । পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ্ 'প্রতিশ্রুত দিবসের' নামে শপথ করিয়াছেন । এই আয়াত ও পরবর্তী আয়াতগুলিতে ইঙ্গিত দেওয়া হইতেছে যে, প্রতিশ্রুত মসীহের অনুসারীদিগকে, ইসলামের প্রতিশ্রুত বিশ্ব-বিজয়-দিবস ত্বরান্বিত করিতে বহু ত্যাগ-তিতিক্ষা ও অত্যাচার-নির্যাতন ভোগ করিতে হইবে ।

النَّارِ ذَاتِ الْوَقُوْدِ ۙ﴿٦﴾

৬। ইন্ধনপূর্ণ আগুনের (পরিখাসমূহ)—

اِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُوْدٌ ۙ﴿٧﴾

৭। যখন তাহারা উহার উপর উপবিষ্ট ছিল,[৩৩১১]

وَّهُمْ عَلٰى مَا يَفْعَلُوْنَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ شُهُوْدٌ ؕ﴿٨﴾

৮। এবং তাহারা মো'মেনগণের সহিত যে ব্যবহার করিয়াছিল সে বিষয়ে তাহারা প্রত্যক্ষ সাক্ষী ছিল।[৩৩১২]

وَمَا نَقَمُوْا مِنْهُمْ اِلَّاۤ اَنْ يُّؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ۙ﴿٩﴾

৯। এবং তাহারা মো'মেনদের সঙ্গে শুধু এই কারণে শত্রুতা পোষণ করিয়াছিল যে, তাহারা মহাপরাক্রমশালী, অতীব প্রশংসনীয় আল্লাহ্‌র[৩৩১৩] উপর ঈমান আনিয়াছিল,

الَّذِيْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ ؕ﴿١٠﴾

১০। আকাশসমূহ এবং পৃথিবীর আধিপত্য যাঁহার, বস্তুতঃ আল্লাহ্ প্রত্যেক বস্তুর উপর সাক্ষী।

اِنَّ الَّذِيْنَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوْبُوْا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيْقِ ؕ﴿١١﴾

১১। যাহারা মো'মেন পুরুষদিগকে এবং মো'মেন নারী-দিগকে নির্যাতন করে এবং পরে তাহারা তওবা করে না, তাহাদের জন্য নিশ্চয় জাহান্নামের আযাব রহিয়াছে। এবং তাহাদের জন্য রহিয়াছে (হাদয়) দগ্ধকারী আগুনের আযাব।

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ؕ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيْرُ ؕ﴿١٢﴾

১২। নিশ্চয় যাহারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে, তাহাদের জন্য রহিয়াছে এমন জান্নাতসমূহ যাহার তলদেশ দিয়া নহরসমূহ প্রবাহিত আছে, বস্তুতঃ ইহাই মহাসফলতা।

اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيْدٌ ؕ﴿١٣﴾

১৩। নিশ্চয় তোমার প্রতিপালকের 'পাকড়াও' অতি কঠোর।

اِنَّهٗ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيْدُ ۚ﴿١٤﴾

১৪। নিশ্চয় তিনিই উদ্ভব করেন এবং তিনিই পুনরাবৃত্তি করেন,[৩৩১৪]

وَهُوَ الْغَفُوْرُ الْوَدُوْدُ ۙ﴿١٥﴾

১৫। এবং তিনিই অতীব ক্ষমাশীল, স্নেহশীল,

৩৩১১। পঞ্চম আয়াত হইতে নবম আয়াত পর্যন্ত বিশ্বাসীদের উপর সত্যের শত্রুতাকারীদের অগ্নিসম অত্যাচার-অনাচার, যাহা যুগে যুগে চলিয়া আসিয়াছে, উহারই কথা ব্যক্ত হইয়াছে। আর তাহাদের ভয়াবহ পরিণামের কথা বলা হইয়াছে ১১ আয়াতে।

৩৩১২। সত্যের শত্রুরা মনে মনে ভালরূপেই জানে যে, তাহাদের শত্রুতা অযৌক্তিক ও নিষ্ঠুর এবং যাহারা তাহাদের অত্যাচারের শিকার, তাহারা নিরপরাধ।

৩৩১৩। আয়াতটি কতইনা মর্মান্তিক ও দুঃখময়! আল্লাহ্‌কে বিশ্বাস করা কি এতবড়ই অপরাধ যে, এই বিশ্বাসের অপরাধে বিশ্বাসীকে এমনিতর নিষ্ঠুর নির্যাতনের শিকার হইতে হইবে? আয়াতটি মানবতার হৃদয়-কপাটে করাঘাত করিয়া এই প্রশ্নটি উত্থাপন করিয়াছে।

৩৩১৪। মো'মেনদের উপর যাহারা নিষ্ঠুর নির্যাতন ও কঠোর অত্যাচার পরিচালনা করে, আল্লাহ্ তাহাদিগকে ইহলোকে ও পরলোকে নিশ্চয়ই শাস্তি দিবেন।

ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيْدُ ﴿١٥﴾

১৬ । আরশের অধিপতি, পরম মর্যাদাবান,

فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُ ﴿١٦﴾

১৭ । তিনি যাহা চাহেন তাহাই করেন ।

هَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ الْجُنُوْدِ ﴿١٧﴾

১৮ । তোমার নিকট কি সৈন্য বাহিনীসমূহের বৃত্তান্ত পৌঁছিয়াছে ?

فِرْعَوْنَ وَثَمُوْدَ ﴿١٨﴾

১৯ । ফেরাউন ও সামূদের ?

بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِيْ تَكْذِيْبٍ ﴿١٩﴾

২০ । নহে, বরং যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহারা (সত্যকে) মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিতে বদ্ধপরিকর ।

وَّاللّٰهُ مِنْ وَّرَآئِهِمْ مُّحِيْطٌ ﴿٢٠﴾

২১ । অথচ আল্লাহ্ তাহাদিগকে তাহাদের পশ্চাদ্দিক হইতে পরিবেষ্টন করিয়া আছেন

بَلْ هُوَ قُرْاٰنٌ مَّجِيْدٌ ﴿٢١﴾

২২ । নহে, বরং ইহা অতি গৌরবময় কুরআন,

فِيْ لَوْحٍ مَّحْفُوْظٍ ﴿٢٢﴾ ع ১ [২৩] ১০

২৩ । যাহা সুরক্ষিত ফলকে রহিয়াছে ।৩৩১৫

৩৩১৫ । এই আয়াতটি, কুরআনের চিরস্থায়ীভাবে বিশুদ্ধ সুরক্ষিত, হস্তক্ষেপমুক্ত ও অবিকৃত থাকার চির-অম্লান প্রতিশ্রুতি ও চ্যালেঞ্জ প্রদান করিতেছে ।

৮৬-সূরা আত্ তারেক

(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতরণের তারিখ ও প্রসঙ্গ

মুসলিম বিশেষজ্ঞগণ সকলেই এই সূরার অবতরণকাল নবুওয়াতের প্রাথমিক বৎসরগুলিতে নির্ধারণ করিয়াছেন । ইউরোপের প্রাচ্যবিদ্গণের মধ্যে নলডিকি ও মূইর এই একই অভিমত পোষণ করেন । সূরা ইন্ফেতার দ্বারা আরম্ভ সূরা-মালা, এই সূরাতে আসিয়া শেষ হইয়াছে । এই সূরাগুলির প্রত্যেকটির উদ্বোধনী আয়াত, একভাবে না হয় অন্যভাবে, শেষযুগে আগমনকারী ঐশী সংস্কারকের দাবীর স্বপক্ষে, যুক্তি উত্থাপন করিয়াছে (মধ্যবর্তী সূরা আল্ মুতাফফেফীন, যাহার প্রারম্ভিক আয়াত ভিন্ন ধরণের, তাহা সূরা ইনফেতার-এরই অংশ) সূরা ইনফেতারে এবং তৎপরবর্তী সূরাগুলিতে যে বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছিল তাহা এই সূরা পর্যন্ত আসিয়া সমাপ্ত হইয়াছে । এই সূরা পূর্ববর্তী সূরাগুলি ও পরবর্তী সূরাগুলির মধ্যে 'বরযখ'-এর (পর্দার) কাজ করিয়াছে । তবে, এই সূরাতে নূতন বিষয়ও শুরু হইয়াছে ।

৮৬- সূরা আত্ তারেক

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ইহাতে ১৮ আয়াত এবং ১ রুকূ আছে ।

১ । আল্লাহ্র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময়,	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝١
২ । কসম আকাশের এবং শুকতারার— [৩৩১৬]	وَالسَّمَآءِ وَالطَّارِقِ ۝٢
৩ । এবং তোমাকে কিসে অবহিত করিয়াছে যে শুকতারা কি ?	وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا الطَّارِقُ ۝٣
৪ । উহা অতীব উজ্জ্বল নক্ষত্র—	النَّجْمُ الثَّاقِبُ ۝٤
৫ । এমন কোন আত্মা নাই যাহার উপর কোন হেফাযতকারী নাই ।[৩৩১৭]	اِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ۝٥
৬ । সুতরাং ইনসানকে চিন্তা করা উচিত যে তাহাকে কি হইতে সৃষ্টি করা হইয়াছে ।	فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ۝٦
৭ । তাহাকে সবেগে নির্গমনশীল পানি হইতে সৃষ্টি করা হইয়াছে,[৩৩১৮]	خُلِقَ مِنْ مَّآءٍ دَافِقٍ ۝٧
৮ । যাহা মেরুদণ্ড এবং পঞ্জরাস্থির মধ্য হইতে নির্গত হয় ।[৩৩১৮-ক]	يَّخْرُجُ مِنْۢ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَآئِبِ ۝٨

৩৩১৬ । এই আয়াতে শুকতারা বলিতে নবী করীম (সাঃ)-এর প্রতিনিধি হিসাবে যিনি শেষ যুগে, ইসলামের অন্ধকার রাত্রি-শেষের ঊষালগ্নে আসিয়া ইসলামের বিজয় ও বিস্তারের কাজ শুরু করিবেন, তাঁহাকে বুঝাইয়া থাকিবে । তফসীরকারকগণের কেহ কেহ মনে করেন, মহানবী (সাঃ) স্বয়ংই সেই শুকতারা যিনি বিশ্বের এক মহা অন্ধকারাচ্ছান্ন যুগে আসিয়া, ঊষার আলো বিতরণের মাধ্যমে জগৎকে উদ্ভাসিত করিয়াছিলেন ।

৩৩১৭ । শুকতারা (মহানবী-সাঃ-এর প্রতিশ্রুত প্রতিনিধি) এবং অন্তর্ভেদী আলোর উজ্জ্বল তারকা (মহানবী-সাঃ-স্বয়ং)— উভয়কেই আল্লাহ্ রক্ষা করিবেন ।

৩৩১৮ । মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতির গতি উঠানামা করে, মানবজাতি একবার জোরে আগাইয়া যায়, আবার পশ্চাতে পড়িয়া যায়, ঠিক যেন তীব্র গতিতে উত্থিত হয় এবং পতিত হয় ।

৩৩১৮-ক । কুরআনের একটা সৌন্দর্য ও বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহা কঠোর ও শ্রুতিকটু শব্দ ব্যবহারের পরিবর্তে পরিমার্জিত ও রুচিসম্মত ভাষায় ভাব প্রকাশ করে। এখানে, 'নির্গমনশীল পানি যাহা মেরুদণ্ড ও পঞ্জরাস্থির মধ্য হইতে নির্গত হয়' এমনি ধরণের একটি মার্জিত প্রকাশ-ভঙ্গি । উপযুক্ত স্থান-বিশেষে, কুরআন এইরূপ প্রকাশ-ভঙ্গি দ্বারা কঠিন বিষয়কেও কোমল করিয়া তোলে । আয়াতটির তাৎপর্য এই হইতে পারে যে, মানুষের জন্ম হয় পিতার কটিদেশ হইতে নির্গত জলময় শুক্রকীট দ্বারা, এবং শিশু মায়ের স্তন হইতে পুষ্টি আহরণ করে । মানুষকে এমন একটি তরল পদার্থ হইতে সৃষ্টি করা হইয়াছে যাহা দ্রুততার সহিত সঞ্চারিত হইয়া পতিত হয়—এই কথা বলার তাৎপর্য ইহাই যে, মানুষকে এমন প্রাকৃতিক গুণাবলী ও উপাদানসহ সৃষ্টি করা হইয়াছে যে, সে দ্রুত উন্নতি করিতে পারে । কিন্তু একইভাবে সে নিম্ন হইতে নিম্নতর স্তরে পতিতও হইতে পারে, যদি সে আল্লাহ্-প্রদত্ত শক্তিনিচয়ের সঠিক ও উপযুক্ত ব্যবহার না করে । মোটামুটি, আয়াতটির অর্থ এই যে, মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতি ও অবনতি, উত্থান ও পতন, একটির পর অপরটি ঘটিতেই থাকে, যেমন বীর্য তীব্র গতিতে ধাবমান হইয়া নিপতিত হয় ।

إِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ ﴿٩﴾

৯। নিশ্চয় তিনি উহাকে (জীবনকে) পুনরায় ফিরাইয়া আনিতে ক্ষমতাবান;

يَوْمَ تُبْلَى السَّرَآئِرُ ﴿١٠﴾

১০। যেদিন গুপ্ত রহস্যাবলী প্রকাশ করা হইবে,

فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَّلَا نَاصِرٍ ﴿١١﴾

১১। যাহার ফলে তাহার (নিজের উপর বিপদ অপসারণ করিবার) কোনই ক্ষমতা থাকিবে না এবং কোন সাহায্যকারীও হইবে না।

وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الرَّجْعِ ﴿١٢﴾

১২। পুনঃ পুনঃ বর্ষণশীল মেঘের কসম,

وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ ﴿١٣﴾

১৩। এবং যমীনের কসম যাহা (বারি বর্ষণের পর অংকুরোদ্গমের কারণে) বিদীর্ণ হয়।[৩৩১৯]

إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ ﴿١٤﴾

১৪। নিশ্চয় ইহা (কুরআন) ফয়সালাকারী কালাম।

وَّمَا هُوَ بِالْهَزْلِ ﴿١٥﴾

১৫। এবং ইহা কোন অবান্তর কালাম নহে।

إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا ﴿١٦﴾

১৬। নিশ্চয় তাহারা ষড়যন্ত্র করিবে—গভীর ষড়যন্ত্র,

وَّأَكِيدُ كَيْدًا ﴿١٧﴾

১৭। এবং আমিও কৌশল করিব—উত্তম কৌশল।

فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا ﴿١٨﴾ ع ১ [১৮] ১১

১৮। সুতরাং তুমি কাফেরদিগকে অবকাশ দাও। অবকাশ দাও তাহাদিগকে কিছু সময়ের জন্য।[৩৩১৯-ক]

৩৩১৯। এই আয়াত ও পূর্ববর্তী আয়াতের অর্থ হইলঃ যে বৃষ্টির পানির উপর পৃথিবীর শ্যামলিমা ও ফসলাদি বহুলাংশে নির্ভর করে, উহা আকাশ হইতে আসে এবং বৃষ্টির পানি না আসিলে ভূপৃষ্ঠের পানিও ক্রমে ক্রমে শুষ্ক হইয়া যায়। তেমনি মানুষের যুক্তি-জ্ঞানের পবিত্রতা ও শক্তি আপনাপনি হারাইয়া যায় যখন ইহার সহিত ঐশী-বাণীর সংযোগ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে।

৩৩১৯-ক। আয়াতটির মর্ম হইল ঃ কাফেরগণকে সময় দেওয়া হয়, যাহাতে তাহারা তাহাদের দুরভিসন্ধি চরিতার্থ করার জন্য সর্বশক্তি ও সর্ব সম্পদ ইসলাম ও মহানবী (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে নিয়োজিত করার সুযোগ পায়। এতদসত্ত্বেও পরিণামে ইসলামই জয়যুক্ত হইবে। তাহাদের সকল প্রচেষ্টা, সকল ষড়যন্ত্র ও সকল শক্তি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইবে। ইহাতে দিবালোকের ন্যায় প্রমাণিত হইবে যে, ইহা আল্লাহ্-প্রেরিত ধর্ম, তাই ইহার প্রতি আল্লাহ্র সাহায্য রহিয়াছে।

৮৭-সূরা আল্ আ'লা

(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণ হওয়ার সময় ও প্রসঙ্গ

সূরাটি নবুওয়াতের প্রাথমিক দিকে অবতীর্ণ হইয়াছিল । প্রায় সকল তফসীরকারকই এই অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন । নলডিকি এবং মুইরও এই ব্যাপারে একমত । নলডিকির মতে, ৭৮ সূরার পরে পরেই এই সূরাটি অবতীর্ণ হইয়াছিল । মুসলিম তফসীরকারকগণ সময়-ক্রমের দিক হইতে ইহাকে কুরআনের অষ্টম সূরা বলিয়া মনে করেন । পূর্ববর্তী সূরার শেষ দিকে বলা হইয়াছে যে, কুরআন ঐশী বিধান বা শরীয়াতের সর্বোত্তম ও সম্পূর্ণতম রূপ, যাহা পূরাপূরিভাবে মানুষের সর্ব প্রকারের প্রয়োজন মিটাইতে সম্পূর্ণ রূপে সক্ষম । তাই, ইহার পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা বাতিল-করণ অসম্ভব । ইহা অবিকল রহিয়াছে এবং চিরকাল অবিকলই থাকিবে । কুরআনও ইহা দাবী করিয়াছে । এই দাবীর প্রেক্ষিতে একটি স্বাভাবিক প্রশ্ন উত্থাপিত হয় । তাহা হইল, কুরআন যখন পরিপূর্ণ জীবন-বিধান, তখন পূর্ববর্তী অনেকগুলি সূরাতে যে একজন নূতন সংস্কারকের আগমন-বার্তা রহিয়াছে, উহার উদ্দেশ্য কি ? আলোচ্য সূরাটিতে এই প্রয়োজনীয় প্রশ্নটির উত্তর দেওয়া হইয়াছে । সূরা তারেক-এ বলা হইয়াছিল যে, মানুষের আধ্যাত্মিক জীবন উত্থান ও পতনের চক্রে বাঁধা, একবার তাহা সমুন্নত হয়, তারপরে আবার তাহা অধঃপতিত হয় । এই ঐতিহাসিক বাস্তবতার প্রেক্ষিতে, সম-গুরুত্বপূর্ণ আরেকটি প্রশ্নও মনে উদিত হয় । তাহা হইল, একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন-বিধান অবতীর্ণ হইবার পর স্বাভাবিকভাবে আশা করা যায় যে, মানুষের উন্নতি এই জীবন-বিধানের বদৌলতে অব্যাহতভাবে সমুন্নত থাকিবে এবং অধঃপতনের আশংকা হইতে মুক্ত থাকিবে । এমতাবস্থায়, বিশ্বের প্রারম্ভিককালেই কেন পরিপূর্ণ জীবন-বিধান দেওয়া হইল না, হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর আগমন কাল পর্যন্ত অপেক্ষা করা হইল কেন ? আলোচ্য সূরাতে এই প্রশ্নেরও উত্তর দেওয়া হইয়াছে । পূর্ববর্তী সূরার সাথে এই সূরার আরও একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে । ঐ সূরাতে বলা হইয়াছিল যে, মানুষের জন্ম হইয়া থাকে এমন একটি তরলবস্তু হইতে যাহা তাহার পিতার কটিদেশ হইতে নির্গত হইয়া, মাতৃজঠরে লালিত হইতে হইতে ভ্রূণে পরিণত হয় । ইহা এই কথার দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে যে, মানুষের শারীরিক গঠন ও উন্নতি ক্রম-বিকাশের ধারায় হইয়া থাকে । তাই, আমাদিগকে বলা হইতেছে যে, শারীরিক উন্নতির মত আধ্যাত্মিক উন্নতিও ক্রম-বিকাশের ধারায় সম্পন্ন হইয়া থাকে । জুমু'আর নামাযে ও দুই ঈদের নামাযে নবী করীম (সাঃ) এই সূরা ও পরবর্তী সূরাটি আবৃত্তি করিতেন ।

৮৭-সূরা আল্ আ'লা

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ইহাতে ২০ আয়াত এবং ১ রুকূ আছে ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। আল্লাহ্র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى ۙ②

২। তুমি তোমার মহামহিম প্রতিপালকের [৩৩২০] নামের পবিত্রতা ও মাহাত্ম্য ঘোষণা কর,

الَّذِىْ خَلَقَ فَسَوّٰى ۙ③

৩। যিনি (মানুষকে) সৃষ্টি করেন এবং (তাহাকে) পূর্ণাঙ্গ ও সুঠাম করেন ।[৩৩২১]

وَالَّذِىْ قَدَّرَ فَهَدٰى ۙ④

৪। এবং যিনি তাহার শক্তি-সামর্থ্য নিরূপণ করেন এবং তাহাকে (যথাযথ) হেদায়াত দান করেন ।

وَالَّذِىْٓ اَخْرَجَ الْمَرْعٰى ۙ⑤

৫। এবং যিনি (পশু-চারণের জন্য) তৃণ-লতা উদ্গত করেন,

فَجَعَلَهٗ غُثَآءً اَحْوٰى ؕ⑥

৬। অতঃপর উহাকে কৃষ্ণবর্ণ আবর্জনায় পরিণত করেন ।[৩৩২২]

سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسٰٓى ۙ⑦

৭। অবশ্যই আমরা তোমাকে (এই কুরআন) পাঠ করাইব এবং তুমি (ইহাকে) ভুলিবে না,[৩৩২৩]

৩৩২০। আল্লাহ্র একটি গুণবাচক নাম 'রাব্ব্'(প্রতিপালক, প্রভু, যিনি স্বীয় সৃষ্ট বস্তুকে লালন-পালন করেন, বর্ধন করেন এবং ক্রমোন্নতি দান করেন)। এই নামের মধ্যে একটি প্রশ্নের উত্তর রহিয়াছে । প্রশ্নটি হইল, মানব-সৃষ্টির প্রথমেই কেন পূর্ণ শরীয়াত (জীবন-বিধান) দেওয়া হইল না ? 'রাব্ব্'নামটির মধ্যে এই কথা নিহিত রহিয়াছে যে, পূর্ণ শরীয়াত তো তখনই অবতীর্ণ হওয়া উচিত, যখন মানুষের বুদ্ধি-বৃত্তি ও যুক্তি-জ্ঞান ক্রমোন্নয়নের ধারায় উন্নতি করিতে করিতে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় । (এই আয়াত পাঠ করার পর পাঠককে 'সুবহানা রাব্বিআল্ আ'লা' অর্থাৎ 'পবিত্র আমার প্রতিপালক, অতিউচ্চ' পাঠ করিতে হয়)।

৩৩২১। মানুষের চূড়ান্ত গন্তব্য-স্থল বহু ঊর্ধ্বে । সে উচ্চতম আধ্যাত্মিক স্তরে পৌছিয়া, নিজের মধ্যে ঐশী জ্যোতিকে এমনিভাবে প্রতিফলিত করিতে পারে যে, সে তাহার স্রষ্টার আয়নায় পরিণত হইয়া যায় ।

৩৩২২। এই আয়াতে অন্য একটি জরুরী প্রশ্নের উত্তর রহিয়াছে । প্রশ্নটি হইলঃ আল্লাহ্ কেন বারে বারে, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ও ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে কেবল ঐ যুগের ও ঐ জাতির উপযুক্ত করিয়া অস্থায়ী শরীয়াত প্রেরণ করিলেন—এইরূপ করার হেতু কি ? ইহার উত্তর হইতেছে, আল্লাহ্ দুই প্রকারের বস্তু সৃষ্টি করিয়াছেনঃ (ক) শাক্-সব্জি ও তৃণজাতীয় বস্তু যাহা মানুষের অস্থায়ী প্রয়োজনসমূহ মিটাইয়া থাকে । ইহারা স্বল্পস্থায়ী জীবনের অধিকারী হয় । পূর্ববর্তী ধর্মশাস্ত্র ও ধর্ম-বিধানগুলি সমসাময়িক মানুষের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছিল । এইগুলি ছিল তাই অস্থায়ী আয়ুষ্কাল শেষে তৃণের মত শুকাইয়া গিয়াছে; (খ) ঐ সকল বস্তু যাহা চিরস্থায়ীভাবে মানুষের কাজ লাগিয়া থাকে, যেমন সূর্য, চন্দ্র, পৃথিবী ইত্যাদি । যতদিন বিশ্ব-জগত থাকিবে, ততদিন এইগুলিও থাকিবে । কুরআনও এই বিশ্ব-জগতেরই মত । বিশ্বের শেষদিন পর্যন্ত মানুষের অভ্রান্ত পথ-প্রদর্শক রূপে ইহা স্থায়ীভাবে বিরাজ করিবে । তাই, ইহা হস্তক্ষেপমুক্ত ও অপরিবর্তিত রহিয়াছে এবং এইরূপই থাকিবে । সময়ের ক্ষয়কারী প্রভাব ইহার স্থায়িত্বের ও অকৃত্রিমতার উপর কোনই ক্রিয়া করিতে পারিবে না ।

৩৩২৩। মহানবী (সাঃ)-ও মানুষ ছিলেন । তাই ভুলিয়া যাওয়া তাঁহার পক্ষে অসম্ভব কিছু ছিল না । বস্তুতঃ পার্থিব কোন কোন বিষয়ে হয়ত তাঁহার মনে থাকিত না । কিন্তু আল্লাহ্তা'লার অমোঘ প্রজ্ঞা এমনই ব্যবস্থা করিয়াছিল যে, মহানবী (সাঃ) নিরক্ষর হওয়া সত্বেও এবং সময় সময় সুদীর্ঘ সূরা একাধারে সামগ্রিকভাবে অবতীর্ণ হওয়া সত্বেও, তাহা তাঁহার পবিত্র হৃদয়ে যেন গভীরভাবে খোদাই হইয়া যাইত যে, তাহা

إِلَّا مَا شَآءَ اللَّهُ ۚ إِنَّهُۥ يَعْلَمُ ٱلْجَهْرَ وَمَا يَخْفَىٰ ﴿٨﴾

৮। কেবল ইহা ব্যতীত যাহা আল্লাহ্ চাহিবেন,[৩৩২৪] নিশ্চয় তিনি জানেন যাহা প্রকাশ্য এবং যাহা গুপ্ত।

وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ ﴿٩﴾

৯। এবং অবশ্যই আমরা তোমার জন্য সহজ পথকে সহজলভ্য করিয়া দিব।[৩৩২৫]

فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ ٱلذِّكْرَىٰ ﴿١٠﴾

১০। সুতরাং তুমি উপদেশ দিতে থাক, যখন উপদেশ (মানুষের জন্য) লাভজনক হইয়া থাকে,

سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ ﴿١١﴾

১১। যে (আল্লাহ্‌কে) ভয় করে সে অবশ্যই উপদেশ গ্রহণ করিবে;

وَيَتَجَنَّبُهَا ٱلْأَشْقَى ﴿١٢﴾

১২। কিন্তু যে একান্ত হতভাগ্য সে ইহাকে এড়াইয়া চলিবে,

ٱلَّذِى يَصْلَى ٱلنَّارَ ٱلْكُبْرَىٰ ﴿١٣﴾

১৩। যে বিশাল আগুনে প্রবেশ করিবে।

ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ ﴿١٤﴾

১৪। অতঃপর সে উহাতে না মরিবে এবং না বাঁচিবে।

قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ ﴿١٥﴾

১৫। অবশ্যই সে সফলকাম হইবে যে পবিত্রতা অবলম্বন করিবে,

وَذَكَرَ ٱسْمَ رَبِّهِۦ فَصَلَّىٰ ﴿١٦﴾

১৬। এবং তাহার প্রতিপালকের নাম স্মরণ করে এবং নামায পড়ে।

بَلْ تُؤْثِرُونَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا ﴿١٧﴾

১৭। কিন্তু তোমরা পার্থিব জীবনকেই অগ্রাধিকার দিতেছ,

وَٱلْءَاخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰٓ ﴿١٨﴾

১৮। অথচ পরকালই অধিকতর উত্তম এবং স্থায়ী।

إِنَّ هَٰذَا لَفِى ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَىٰ ﴿١٩﴾

১৯। নিশ্চয় ইহা পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহেও (উল্লিখিত) আছে—

আবৃত্তি করিতে কোনকালেই তাঁহাকে ভুল করিতে বা ইতস্ততঃ করিতে দেখা যায় নাই। ইহা অতীব আশ্চর্যের ব্যাপার যে, সূরা বাকারা, আলে ইমরান, নিসা ইত্যাদির মত দীর্ঘ সূরাগুলি খণ্ড খণ্ড আকারে অবতীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও এবং একাংশ অবতীর্ণ হইবার দীর্ঘ সময় পরে অপরাংশ অবতীর্ণ হইলেও, এইগুলিকে সঠিক স্থানে সংযোজন করিতে তাঁহার মুহূর্ত মাত্র সময় লাগিত না, দ্বিধাগ্রস্ত হওয়া তো দূরের কথা। ইহা এমনই এক জাজ্বল্যমান সত্য যে, কুরআনের শত্রু-শিবিরের সমালোচকেরাও এই কথা নির্দ্বিধায় স্বীকার করিয়াছেন।

৩৩২৪। 'যাহা আল্লাহ্ চাহিবেন' এই বাক্যাংশটি দৈনন্দিন জাগতিক কার্যাবলীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

৩৩২৫। এই আয়াতের তাৎপর্যঃ (ক) কুরআন মুখস্থ (হিফয) করা সহজ; (খ) কুরআনের শিক্ষার মধ্যে এমনি স্বকীয় একটা খাপ-খাওয়ানোর যোগ্যতা রহিয়াছে যে, বিভিন্ন পরিবর্তিত অবস্থাবলীর মধ্যেও ইহা কার্যকারিতা হারায় না—এমন কি বিভিন্ন প্রকৃতির ও বিভিন্ন মেযাজের লোকের সঠিক প্রয়োজন ও আয়োজনের সহিত ইহা নিজেকে যথোপযুক্ত প্রতিপন্ন করিতে পারে; (গ) কুরআনের আদেশ-নিষেধগুলি অর্থহীন ও অযৌক্তিক নহে, বরং প্রজ্ঞাপূর্ণ ও যুক্তি-সঙ্গত। এই সব গুণাবলী সম্মিলিতভাবে, কুরআনকে সহজে শিখিতে, সহজে কাজে লাগাইতে ও ব্যাবহারিক জীবনে বাস্তবায়িত করিতে মানুষকে সাহায্য করে। অন্যান্য উপাদানসহ উপরোক্ত উপাদানগুলি কুরআনের পঠন ও অর্থকে চিরদিনের জন্য অবিকৃত ও সুসংরক্ষিত রাখিতে সাহায্য করিবে। আল্লাহ্‌তা'লাই সেই ব্যবস্থা করিয়াছেন।

[২০] ২০ । ইব্‌রাহীম ও মূসার গ্রন্থসমূহে ।[৩৩২৬]

صُحُفِ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى ۝٢٠

৩৩২৬ । যেহেতু সকল ধর্মে মৌলিক নীতিমালার মধ্যে একটা ঐক্য রহিয়াছে, তাই পূর্ববর্তী আয়াতগুলিতে প্রদত্ত শিক্ষাগুলি, মূসা (আঃ) ও ইব্‌রাহীম (আঃ)-এর কিতাবেও পাওয়া যায় । এই আয়াতটির অন্য একটি অর্থ হইতে পারে ঃ একজন মহানবী আবির্ভূত হইয়া বিশ্ববাসীর জন্য একটি পরিপূর্ণ স্থায়ী এবং শেষ ঐশী বিধান প্রদান করিবেন বলিয়া পূর্ববর্তী নবীদের (যথাঃ মূসা (আঃ) ও ইব্‌রাহীম (আঃ)-এর) ধর্মীয় কিতাবগুলিতে ভবিষ্যদ্বাণী রহিয়াছে (দ্বিতীয় বিবরণ- ১৮ঃ১৮-১৯ এবং ৩৩ঃ২)।

৮৮ সূরা আল্ গাশিয়া

(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণ হওয়ার সময় ও প্রসঙ্গ

এই সূরাটি পূর্ববর্তী সূরাটির মতই নবুওয়াতের প্রথমদিকে মক্কায় নাযেল হইয়াছিল । প্রাথমিক যুগের মুসলিম মনীষী হযরত ইব্নে আব্বাস ও হযরত ইব্নে যুবায়ের (রাঃ)-এর ইহাই অভিমত । প্রসিদ্ধ জার্মান প্রাচ্যবিদ্ নলডিকি বলেন, ইহা নবুওয়াতের চতুর্থ বৎসরে অবতীর্ণ হইয়াছিল । এই সূরা ও পূর্ববর্তী কয়েকটি সূরা, নবী করীম (সাঃ)-এর সময়কার এবং আখেরী যামানার মুসলিম সম্প্রদায়ের সামগ্রিক জীবন চিত্রিত করিয়াছে । এই কারণেই নবী করীম (সাঃ) ইহাকে জুমু'আর নামায ও ঈদের নামাযে তেলাওয়াত করিতেন । পূর্ববর্তী সূরার কয়েকটিতে এই কথাই বলা হইয়াছে যে, কেবল জাগতিক ও বস্তুগত উপায়-উপকরণের ব্যবহার দ্বারাই ইসলাম জয়যুক্ত ও উন্নত হইতে পারিবে না । যখন মুসলমানগণের অধঃপতন হইবে এবং মুসলমানদের ধর্মীয় দৈন্যদশা এমন হইবে যে, কুরআন যেন আকাশে চলিয়া গিয়াছে, তখন একজন প্রেশী সংস্কারক আগমন করিবেন যিনি কুরআনকে ধরার বুকে ফিরাইয়া আনিবেন এবং ইহার শিক্ষা, আদর্শ ও নীতিমালাকে উজ্জ্বল দীপ্তির ন্যায় পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবেন । এই কথাও সূরাগুলিতে বলা হইয়াছে যে, প্রত্যেক শতাব্দীতে নবী করীম (সাঃ)-এর অনুসারীগণের মধ্য হইতে বিশেষ মর্যাদা -সম্পন্ন ভক্তব্যক্তিবর্গের আগমন হইবে, যাঁহারা ইসলামের আদর্শকে সমুন্নত রাখিতে ও প্রচার করিতে মনে প্রাণে চেষ্টা করিয়া যাইবেন । আরো বলা হইয়াছে যে, অন্যান্য অজানা অবস্থাদিরও উদ্ভব হইবে, যাহা ইসলামের উন্নতিতে সাহায্য করিবে ।

এই সূরাতে বলা হইয়াছে যে, মুসলমানগণকে ভীষণ বিরোধিতা ও নির্যাতনের শিকারে পরিণত করা হইবে । এই অসহনীয় অত্যাচার ও নির্যাতনের মহা দুর্দিনে ত্যাগ-তিতিক্ষা ও ধৈর্য-স্থৈর্যের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পরেই মুসলমানদের সুদিন ও কৃতকার্যতা আসিবে । যদিও সূরাটি প্রধানতঃ মুসলমানদের ইহজাগতিক ভাগ্য পরিবর্তনের কথা আলোচনা করিয়াছে, তথাপি ইহাতে মহাপ্রলয়ের দিনের কথাও যে রহিয়াছে, তাহা এই সূরার নামকরণ হইতেই বুঝা যায় । 'হিসাব-নিকাশের দিন'—তাহা এই জগতেই হউক আর পরজগতেই হউক —এমন একটি দিন যখন মাপের পাল্লা টাঙ্গানো হয়, তখন কতক লোক অপমান ও ঘৃণার পাত্র হওয়ার কারণে মাথা হেঁট করিয়া থাকে, আর অন্যেরা তাহাদের সৎকর্মের ও পরিশ্রমের পারিতোষিক লাভ করিয়া আনন্দোজ্জ্বল হইয়া উঠে ।

৮৮- সূরা আল্ গাশিয়া

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহসহ ইহাতে ২৭ আয়াত এবং ১ রুকূ আছে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময়।

هَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ ②

২। তোমার নিকট কি আচ্ছন্নকারীর সংবাদ পৌঁছিয়াছে ?[৩৩২৭]

وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ ③

৩। সেদিন কতক মুখমণ্ডল হইবে অবনত,

عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ ④

৪। কর্ম-ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত।

تَصْلٰى نَارًا حَامِيَةً ⑤

৫। তাহারা প্রবেশ করিবে প্রজ্বলিত আগুনে,

تُسْقٰى مِنْ عَيْنٍ اٰنِيَةٍ ⑥

৬। তাহাদিগকে পানি পান করানো হইবে ফুটন্ত ঝরণা হইতে।

لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ اِلَّا مِنْ ضَرِيْعٍ ⑦

৭। শুষ্ক-তিক্ত-কন্টকময় তৃণ ব্যতীত তাহাদের জন্য কোন খাদ্য থাকিবে না,

لَّا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِىْ مِنْ جُوْعٍ ⑧

৮। যাহা না পুষ্টি সাধন করিবে এবং না ক্ষুধা নিবারণ করিবে।

وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ ⑨

৯। কতক মুখমণ্ডল সেদিন হর্ষোৎফুল্ল হইবে,

لِّسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ ⑩

১০। তাহারা তাহাদের চেষ্টা-সাধনার জন্য সন্তুষ্ট থাকিবে,[৩৩২৮]

فِىْ جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ⑪

১১। সুউচ্চ জান্নাতে,

لَّا تَسْمَعُ فِيْهَا لَاغِيَةً ⑫

১২। তথায় তাহারা কোন বৃথা বাক্যালাপ শুনিবে না।

فِيْهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ ⑬

১৩। তথায় প্রবহমান ঝরণা থাকিবে,[৩৩২৯]

৩৩২৭। (ক) বিচার-দিবস অথবা মহাসংকট কাল; (খ) নবী করীম (সাঃ)-এর সময় সাত বৎসর ব্যাপী যে মহাদুর্ভিক্ষ মক্কাকে প্রপীড়িত করিয়া রাখিয়াছিল ইহাকেও কুরআনে গাশিয়া বলা হইয়াছে (৪৪ঃ১১-১২)।

৩৩২৮। মুসলমানগণ ইসলামের খাতিরে যতবেশী ত্যাগ-তিতিক্ষা ও কুরবানী পেশ করিবে, উহার পুরস্কার পাইয়া তাহারা মহাসন্তুষ্টি, তৃপ্তি ও আনন্দ লাভ করিবে।

৩৩২৯। প্রবহমান ঝর্ণার মত তাহাদের মানব-হিতৈষণা ও কল্যাণ-ধারা অবিরাম বহিতে থাকিবে।

فِيْهَا سُرُرٌ مَّرْفُوْعَةٌ ﴿١٤﴾

১৪ । তথায় থাকিবে সুউচ্চ আসনসমূহ,

وَّاَكْوَابٌ مَّوْضُوْعَةٌ ﴿١٥﴾

১৫ । এবং সুসজ্জিত পান পাত্রসমূহ,

وَّنَمَارِقُ مَصْفُوْفَةٌ ﴿١٦﴾

১৬ । এবং সারি সারি তাকিয়াসমূহ,

وَّزَرَابِيُّ مَبْثُوْثَةٌ ﴿١٧﴾

১৭ । এবং বিছানো গালিচাসমূহ ।

اَفَلَا يَنْظُرُوْنَ اِلَى الْاِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ﴿١٨﴾

১৮ । তাহারা কি উষ্ট্রগুলির[৩৩৩০] দিকে লক্ষ্য করে না যে, উহাদিগকে কিরূপে সৃষ্টি করা হইয়াছে ?

وَاِلَى السَّمَآءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ﴿١٩﴾

১৯ । এবং আকাশের দিকে যে, কিভাবে ইহাকে সুউচ্চ করা হইয়াছে ?

وَاِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ﴿٢٠﴾

২০ । এবং পর্ব্বতসমূহের দিকে যে, কিভাবে ইহাদিগকে সংস্থাপিত করা হইয়াছে ?

وَاِلَى الْاَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ﴿٢١﴾

২১ । এবং পৃথিবীর দিকে যে, কিভাবে ইহাকে সমতল করিয়া বিছানো হইয়াছে ?[৩৩৩১]

فَذَكِّرْ ۗ اِنَّمَآ اَنْتَ مُذَكِّرٌ ﴿٢٢﴾

২২ । সুতরাং তুমি উপদেশ দিতে থাক, কারণ তুমি কেবল একজন উপদেশদাতা মাত্র;

لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ ﴿٢٣﴾

২৩ । তুমি তাহাদের জন্য জিম্মাদার নহ ।

اِلَّا مَنْ تَوَلّٰى وَكَفَرَ ﴿٢٤﴾

২৪ । কিন্তু যে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে এবং অস্বীকার করে,

فَيُعَذِّبُهُ اللّٰهُ الْعَذَابَ الْاَكْبَرَ ﴿٢٥﴾

২৫ । তাহা হইলে আল্লাহ্ তাহাকে সর্বপেক্ষা বড় আযাব দিবেন ।

اِنَّ اِلَيْنَآ اِيَابَهُمْ ﴿٢٦﴾

২৬ । নিশ্চয় আমাদের দিকেই তাহাদের প্রত্যার্বতন ।

৩৩৩০ । উষ্ট্রগুলি যেমন তাহাদের অগ্রগামীর পশ্চাতে সারিবদ্ধভাবে সোজা পথে চলিতে থাকে, মো'মেনরাও তেমনি তাহাদের ইমামের উপর অবিচল আস্থা রাখিয়া সঠিক পথে চলিয়া থাকে । অথবা, উটেরা যেমন উত্তপ্ত বালুকাময় ধূধূ মরুভূমিতে পানি ছাড়াই কষ্ট সহ্য করিয়া দিনের পর দিন চলিয়া থাকে, বিশ্বাসীরাও তেমনি নিরতিশয় দুঃখ-কষ্টের মধ্যে পতিত হইয়াও অসীম ধৈর্য সহকারে বিনা অভিযোগে নিজেদের আধ্যাত্মিক যাত্রাকে অব্যাহত রাখিয়া থাকে । 'ইবেল' শব্দের অন্য অর্থ হইল মেঘরাশি। অতএব আয়াতটির অন্য তাৎপর্য হইল ঃ কুরআনের আধ্যাত্মিক শিক্ষা মালা, যাহা পানি বর্ষণকারী মেঘ-সদৃশ, উহাদিগকে আল্লাহ্তা'লা সারা বিশ্বে ছড়াইয়া দিবেন ।

৩৩৩১ । আঠারো হইতে একুশ পর্যন্ত চারিটি আয়াত মুসলমানদিগকে চারিটি বিষয় শিখাইতে চায় ঃ (১) মেঘমালার মত উদার ও দানশীল হও, (২) আকাশের মত উচ্চমনা হও, (৩) পর্বতের ন্যায় দৃঢ়-চেতা হও, আর (৪) পৃথিবীর মৃত্তিকার মত সহিষ্ণু ও বিনম্র হও ।

ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ ﴿٢٧﴾ ع ١ ١٣

২৭। অতঃপর নিশ্চয় আমাদের উপরই তাহাদের হিসাব-
১ [২৭] নিকাশের দায়িত্ব।
১৩

এই সূরার ২৭ আয়াত পাঠের পর 'আল্লাহুম্মা হাসেবনা হেসাবাইয়্যাসীরা' অর্থাৎ হে আমাদের আল্লাহ্ ! আমাদের নিকট হইতে সহজ হিসাব গ্রহণ কর' দোয়া পাঠ করিতে হয়।

৮৯. সূরা আল্ ফাজ্‌র

(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতরণের সময় ও প্রসঙ্গ

এই সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ সূরাগুলির মধ্যে অতি প্রাথমিক পর্যায়ের । ঐতিহাসিক তথ্যাবলীর দিক হইতে ইহা নবুওয়াতের চতুর্থ বৎসরে নাযেল হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় । নলডিকি সূরা 'গাশিয়ার' পরে পরেই এই সূরাকে স্থান দান করেন । সূরাটিতে একাধারে বিবিধ ভবিষ্যদ্বাণী আছে । ভবিষ্যদ্বাণীটি প্রাথমিকভাবে রসুলে পাক (সাঃ)-এর প্রতি প্রযোজ্য এবং দ্বিতীয় অর্থে প্রতিশ্রুত মসীহ (আঃ)-এর উপরও প্রযোজ্য । সুন্দর উপমার মাধ্যমে মহানবী (সাঃ)-এর মক্কী জীবনের শেষ দশটি দুঃখ-কষ্টের বৎসর এবং অবশেষে সর্বাপেক্ষা বিশ্বস্ত সাহাবী আবুবকর (রাঃ)-কে সঙ্গে নিয়া মদীনায় গমন এবং সেখানে চিন্তা-ভাবনা ও দুঃখ-দুর্দশায় একটি বৎসর যাপন—এই এগারটি বৎসরের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে । অন্য অর্থে, সূরাটিতে রহিয়াছে, ইসলামের প্রথম তিন শতাব্দীব্যাপী উন্নতির পরে, দশ-শতাব্দীর ক্রমাবনতির শেষে প্রতিশ্রুত মসীহ (আঃ)-এর সময়ে ইসলামের অগ্রযাত্রার উত্থান-পতনের উপমাসূচক সংক্ষিপ্ত বিবৃতির পর সূরাটি 'ফেরাউনের' নামোল্লেখ করিয়াছে। এই নামটি সত্যের শত্রুতাকারীর প্রতিকী নাম । সূরাটি আরো বলে যে, সত্যের বিরুদ্ধে যে শত্রুতা, তাহা ধন-সম্পদ ও ক্ষমতা-প্রতিপত্তি একশ্রেণীর লোকের হাতে একত্রিত হইলেই প্রকাশ পায় । ধনমদে ও শক্তিমদে মত্ত হইয়া তাহারা কর্তৃত্বের অপব্যবহার করিয়া ক্রম-অবনতি ও ধ্বংস-প্রাপ্ত হয় । সূরাটি এই বলিয়া সমাপ্তি টানিয়াছে যে, মাত্র কিছু সংখ্যক ভাগ্যবান লোকই আল্লাহ্‌র বাণীকে গ্রহণ করিয়া থাকে এবং ধর্মপরায়ণতার পথে জীবন পরিচালিত করিয়া আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিলাভে সমর্থ হয় । ইহার ফলে, তাহারা পতনের বা ভ্রান্তির ভয় হইতে মুক্ত হইয়া যায় । এমতাবস্থায় তাহারা আল্লাহ্‌র নৈকট্যপ্রাপ্তদের মধ্যে শামিল হইয়া যায় এবং জান্নাতে প্রবেশ করে ।

৮৯-সূরা আল্ ফাজ্‌র

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৩০ আয়াত এবং ১ রুকূ আছে ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১ । আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

وَالْفَجْرِ ②

২ । কসম প্রভাতের,[৩৩৩২]

وَلَيَالٍ عَشْرٍ ③

৩ । এবং দশ রাত্রির,[৩৩৩৩]

وَّالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ④

৪ । এবং এক জোড়া এবং এক বিজোড়ের,[৩৩৩৪]

وَالَّيْلِ اِذَا يَسْرِ ⑤

৫ । এবং এক রাত্রির যখন ইহা (শেষ হওয়ার পথে) চলে,[৩৩৩৫]

৩৩৩২ । 'প্রভাত' দ্বারা মহানবী (সাঃ)-এর মক্কা ছাড়িয়া মদীনায় গমনকে বুঝাইতে পারে, কেননা এই হিজরতের মধ্য দিয়া তাঁহার (সাঃ) মক্কী জীবনের অত্যাচার-নির্যাতনের ঘোর অমানিশা কাটিয়া ভোরের উদয় হইল । 'প্রভাত' দ্বারা প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আঃ)-কেও বুঝাইতে পারে—— কয়েক শতাব্দী-ব্যাপী ইসলামের গ্লানি ও অধঃপতনের অন্ধকার যুগ শেষে, মুসলমানদের জন্য উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশার বাণী লইয়া যাহার আগমনের কথা ।

৩৩৩৩ । 'দশটি রাত্রি' বলিতে, হিজরতের পূর্ববর্তী দুঃসহ যন্ত্রণার ও নির্যাতনের যে দশটি বৎসর মুসলমানেরা মক্কায় অতিবাহিত করিয়াছিলেন, সেই দশটি বৎসরকে বুঝাইতে পারে । অথবা, প্রতিশ্রুত মসীহ (আঃ)-এর আগমনের পূর্ববর্তী দশটি শতাব্দীকেও বুঝাইতে পারে যখন মুসলমানেরা ক্রমানবনতি ও অধঃপতনের দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন । আধ্যাত্মিক ও রাজনৈতিক পতন-মুখী এই দশটি শতাব্দীর শেষে, ইসলামের পুনরুজ্জীবনের আশার আলো নিয়া নবীন প্রভাতের উদয় হইবে । কুরআন করীমের ৩২ঃ৬ আয়াতে প্রচ্ছন্নভাবে এই 'দশ রাত্রি' বা 'দশটি অবনতিশীল শতাব্দী'র প্রতি ইঙ্গিত রহিয়াছে । ইসলামের অত্যুজ্জ্বল গৌরবময় প্রথম তিনশত বৎসরের পরে এই দশ শতাব্দীর (এক হাজার বৎসর) ক্রম-অবনতিকাল আসিয়াছিল । ইসলামের প্রথম তিনটি শতাব্দীকে স্বয়ং নবী করীম (সাঃ) ইসলামের শ্রেষ্ঠতম তিন শতাব্দী বলিয়াছেন (বুখারী, কিতাবুর্ রিকাক) । হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর শেষ দিকে যখন স্পেনের উমাইয়া খলীফা, বাগদাদের আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে খৃষ্টান 'পোপ'-এর সহিত সন্ধি আঁটিলেন এবং অপরদিকে বাগদাদের খলীফা, উমাইয়া খলীফার বিরুদ্ধে রোম-সম্রাটের সহিত চুক্তিবদ্ধ হইলেন, তখন হইতেই ইসলামের পতনের কাল রাত্রিতুল্য 'দশটি শতাব্দী' শুরু হইয়া যায় ।

৩৩৩৪ । 'জোড়-বেজোড়ের' উপমা দ্বারা বুঝাইতে পারে ঃ 'জোড়' হইলেন হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ) ও তাঁর চিরসঙ্গী হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ) এবং এই জোড়ের সহিত, সম্পদে-বিপদে ও মহাদুর্যোগে যিনি অভিভাবক রূপে থাকিতেন, তিনি হইলেন সেই বেজোড় এক-অদ্বিতীয় আল্লাহ্ । এই 'জোড়-বেজোড়' সংখ্যার উল্লেখ ৯ঃ৪০ আয়াতেও রহিয়াছে । এই উপমার অন্য একটি তাৎপর্য হইতেছে ঃ নবী করীম (সাঃ) এবং তাঁহার প্রতিশ্রুত মসীহ (আঃ) দুইজন মিলিয়া জোড় এবং আল্লাহ্ বেজোড়। অথবা নবী করীম (সাঃ) ও প্রতিশ্রুত মসীহ দুইজনে এক জোড় হওয়া সত্বেও, প্রতিশ্রুত মসীহ্ মুহাম্মদী সত্ত্বায় সম্পূর্ণ আত্মাবিলীন হওয়ার কারণে, দুইয়ে মিলিয়া একক মুহাম্মদী সত্তাই রহিয়া গেল এবং বেজোড় হইয়া গেল ।

৩৩৩৫ । 'রাত্রিটি', ভোরের দিকে অগ্রসরমান রাত্রিটি, হিজরীর প্রথম বৎসরটিকে বুঝাইতে পারে । কেননা ঐ বৎসরটিও নবী করীম (সাঃ)-এর জন্য, রাত্রির মতই অন্ধকারময়, আশঙ্কাময় ও দুর্যোগপূর্ণ ছিল । মদীনায় হিজরতের পরে মুসলমানদের জন্য যদিও ঊষার ক্ষীণ আভা দেখা দিল, কিন্তু সাথে সাথে নিরাপত্তার আলো দেখা দিল না । আরো একটি দুশ্চিন্তার ও দুর্বিপাকের বৎসর তাহাদের মাথার উপর ঝুলিয়াই রহিল, যে পর্যন্ত না কুরায়শ-বাহিনী বদর প্রান্তরে মুসলমানদের হাতে ভীষণভাবে পরাজিত ও বিধ্বস্ত হইয়াছিল । শত্রুপক্ষ স্বীয় নেতৃবৃন্দসহ এমনিভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল যে, ইসাইয়া নবীর ভবিষ্যদ্বাণী (যাহার ইঙ্গিত কুরআনের ২১ঃ১৬ আয়াতে রহিয়াছে এবং যাহা বাইবেলে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হইয়াছে) ইহাতে অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে । ইসাইয়া নবীর ভবিষ্যদ্বাণী ছিল " প্রভু আমাকে কথা কহিলেন, বেতন জীবীর বৎসরের ন্যায় আর এক বৎসরকাল মধ্যে কেদরের সমস্ত প্রতাপ লুপ্ত হইবে, আর কেদরবংশীয় বীরগণের মধ্য অল্প ধনুর্দ্ধর মাত্র অবশিষ্ট থাকিবে, কারণ সদা প্রভু ইস্রায়েলের ঈশ্বর, এই কথা বলিয়াছেন" (যিশাইয়-২১ঃ১৬-১৭) ।

هَلْ فِيْ ذٰلِكَ قَسَمٌ لِّذِيْ حِجْرٍ ۝٥

৬। ইহার মধ্যে বুদ্ধিমান লোকের জন্য কি কোন কসম (সাক্ষ্য) নাই ?

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ۝٦

৭। তুমি কি দেখ নাই যে, তোমার প্রতিপালক আদ জাতির সহিত কি ব্যবহার করিয়াছেন—[৩৩৩৬]

اِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ۝٧

৮। বড় বড় অট্টালিকার অধিকারী ইরামের (গোত্র) সহিত ?

الَّتِيْ لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ ۝٨

৯। তাহাদের সমতুল্য কোন জাতি এই সকল দেশে সৃষ্টি করা হয় নাই—

وَثَمُوْدَ الَّذِيْنَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ ۝٩

১০। এবং সামূদের সহিত, যাহারা উপত্যকাসমূহে (গৃহ নির্মাণের জন্য) প্রস্তর কর্তন করিত,

وَفِرْعَوْنَ ذِي الْاَوْتَادِ ۝١٠

১১। এবং ফেরাউনের সহিত, যে (সৈন্য শিবিরের) কীলকসমূহের অধিকারী,

الَّذِيْنَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ ۝١١

১২। যাহারা দেশে বিদ্রোহ করিয়াছিল,

فَاَكْثَرُوْا فِيْهَا الْفَسَادَ ۝١٢

১৩। এবং উহাতে উপদ্রব বৃদ্ধি করিয়াছিল ?

فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ۝١٣

১৪। যাহার ফলে তোমার প্রতিপালক তাহাদের উপর আযাবের কশাঘাত[৩৩৩৭] করিলেন।

اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ ۝١٤

১৫। নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক প্রতীক্ষা-স্থলে সতর্ক রহিয়াছেন।

فَاَمَّا الْاِنْسَانُ اِذَا مَا ابْتَلٰىهُ رَبُّهٗ فَاَكْرَمَهٗ وَنَعَّمَهٗ ۙ فَيَقُوْلُ رَبِّيْٓ اَكْرَمَنِ ۝١٥

১৬। দেখ,ইনসান কেমন ! যখন তাহার প্রতিপালক তাহাকে পরীক্ষা করেন এবং সম্মানে ও নেয়ামতে ভূষিত করেন[৩৩৩৮] তখন সে বলে, 'আমার প্রতিপালক আমাকে সম্মানিত করিয়াছেন।'

৩৩৩৬। 'আদ' জাতি একটি শক্তিশালী জাতি ছিল। তাহাদের সমসাময়িক জাতিগুলি হইতে তাহারা পার্থিব উপায়-উপকরণ ও ধন-সম্পদের দিক দিয়া অনেক উন্নত ছিল।

৩৩৩৭। 'সাওত্' অর্থ চাবুক, বেত্রাঘাত, প্রচণ্ডতা (লেইন)।

৩৩৩৮। আল্লাহ্তা'লা মানুষকে মান-সম্মান ও ধনদৌলত দিয়া পরীক্ষা করেন; আবার অনেক সময় তাহার সৎকর্মের পুরস্কার স্বরূপ তাহাকে ঐগুলি দিয়া থাকেন। তেমনিভাবে কষ্টের মধ্যে ফেলিয়াও আল্লাহ্ মানুষের গুণাগুণের পরীক্ষা গ্রহণ করেন। সদ্গুণের অধিকারীরা ইহাতে পুরস্কৃত হন এবং অসৎ ব্যক্তিরা বরং আরো শাস্তি পাইবার যোগ্য বলিয়া নিজদিগকে প্রমাণ করে। কিন্তু মানুষের সাধারণ প্রবৃত্তি এমনই যে, যখন সে আরামে ও প্রাচুর্যে দিন কাটায়, তখন সে ভাবিতে থাকে, এইগুলি তাহার শ্রম ও প্রচেষ্টার ফল মাত্র; তাহার উন্নত বুদ্ধির ফলেই সে এইগুলি লাভ করিয়াছে (২৮ঃ৭৯)। কিন্তু দুর্ভাগ্য ও দুর্দিন যখন আসে, তখন তাহারা এইগুলির জন্য আল্লাহ্কে দায়ী করে।

وَاَمَّآ اِذَا مَا ابْتَلٰىهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهٗ ۙ فَيَقُوْلُ رَبِّيْٓ اَهَانَنِ ﴿١٧﴾

১৭। কিন্তু যখন তিনি তাহাকে পরীক্ষা করেন এবং তাহার রিয্ক তাহার জন্য সংকীর্ণ করিয়া দেন, তখন সে বলে, 'আমার প্রতিপালক আমাকে অপমানিত করিয়াছেন।'

كَلَّا بَلْ لَّا تُكْرِمُوْنَ الْيَتِيْمَ ﴿١٨﴾

১৮। কখনও নহে, বরং তোমরা আসলে এতীমকে সম্মান কর না,

وَلَا تَحٰٓضُّوْنَ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ﴿١٩﴾

১৯। এবং মিস্কীনকে আহার দানে পরস্পরকে উৎসাহ দাও না,

وَتَاْكُلُوْنَ التُّرَاثَ اَكْلًا لَّمًّا ﴿٢٠﴾

২০। এবং তোমরা (অন্য লোকের) ওয়ারিশী-সম্পদ একত্রিত করিয়া অবাধে ভক্ষণ করিয়া থাক;

وَّتُحِبُّوْنَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا ﴿٢١﴾

২১। এবং তোমরা ধন-সম্পদ অত্যধিক ভালবাস।[৩৩৩৯]

كَلَّآ اِذَا دُكَّتِ الْاَرْضُ دَكًّا دَكًّا ﴿٢٢﴾

২২। কখনও নহে, যখন পৃথিবীকে পূর্ণরূপে টুকরা টুকরা করিয়া দেওয়া হইবে,

وَّجَآءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ﴿٢٣﴾

২৩। এবং তোমার প্রতিপালক আগমন করিবেন[৩৩৪০] এমতাবস্থায় যে, ফিরিশ্তাগণ সারি সারি দণ্ডায়মান থাকিবে;

وَجِايْٓءَ يَوْمَئِذٍۭ بِجَهَنَّمَ ۙ يَوْمَئِذٍ يَّتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ وَاَنّٰى لَهُ الذِّكْرٰى ﴿٢٤﴾

২৪। এবং সেইদিন জাহান্নামকে (নিকটে) আনা হইবে, সেইদিন ইনসান উপদেশ গ্রহণ করিবে, কিন্তু এই উপদেশ তাহার কি উপকারে আসিবে ?

يَقُوْلُ يٰلَيْتَنِيْ قَدَّمْتُ لِحَيَاتِيْ ﴿٢٥﴾

২৫। সে বলিবে, 'হায় আমার দুর্ভাগ্য ! যদি আমি এই জীবনের জন্য (কিছু ভাল কর্ম) অগ্রে পাঠাইতাম।'

فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهٗٓ اَحَدٌ ﴿٢٦﴾

২৬। সুতরাং সেইদিন কেহই তাঁহার আযাবের মত আযাব দিতে পারিবে না।

৩৩৩৯। ধন-সম্পদ জমাকারী মওজুদদারগণকে মওজুদকরণের কুফল সম্বন্ধে অবহিত করিয়া হুশিয়ার করা হইয়াছে। অর্থের প্রতি অত্যধিক ভালবাসা মানুষের মনে অর্থ জমাইবার এমন তীব্র বাসনা জাগাইয়া তুলে যে, সে সৎকাজে বা পরোপকারে সেই জমানো অর্থ ব্যয় করিতে চাহে না। এমনকি অর্থলোভ তাহাকে আয়-উপার্জনের সঠিক পন্থা সম্বন্ধেও উদাসীন করিয়া তাহার নৈতিক চরিত্রের অবনতি ও ধ্বংস ঘটায়। ব্যক্তির ও সমাজের নৈতিক স্বাস্থ্য সংরক্ষণের উপরে ইসলাম সমভাবে গুরুত্ব আরোপ করে। সমাজের নৈতিক স্বাস্থ্য কেবল তখনই সুরক্ষিত থাকিতে পারে যখন প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রী ও অর্থ-সম্পদ ক্রমাগত হাত-বদলাইতে থাকে এবং অল্প কয়টি হাতে কুক্ষিগত ও জমা না থাকিয়া, সকলের মধ্যে সঞ্চলন হইতে থাকে।

৩৩৪০। 'ফিরিশ্তা সহকারে তোমার প্রতিপালক আগমন করিবেন' কুরআনের একটি বাগ্‌ধারা যাহার অর্থ আসন্ন বিধ্বংসী ঐশী শাস্তি।

وَّلَا يُوْثِقُ وَثَاقَهٗۤ اَحَدٌ ﴿۲۷﴾

২৭। এবং কেহই তাঁহার বাঁধার মত বাঁধিতে পারিবে না।[৩৩৪১]

يٰۤاَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ﴿۲۸﴾

২৮। হে শান্তি প্রাপ্ত আত্মা!

ارْجِعِيْۤ اِلٰى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ﴿۲۹﴾

২৯। তুমি তোমার প্রতিপালকের দিকে প্রত্যাবর্তন কর, এমতাবস্থায় যে, তুমি তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট এবং তিনিও তোমার প্রতি সন্তুষ্ট।[৩৩৪২]

فَادْخُلِيْ فِيْ عِبٰدِيْ ﴿۳۰﴾

৩০। সুতরাং তুমি আমার বান্দাগণের মধ্যে প্রবেশ কর,

وَادْخُلِيْ جَنَّتِيْ ﴿۳۱﴾ ع ১ ১৪ [৩১]

৩১। এবং প্রবেশ কর তুমি আমার জান্নাতে।

৩৩৪১। আল্লাহ্ শাস্তি প্রদানে ধীরগতিতে অগ্রসর হন। কিন্তু তাঁহার শাস্তিতে যে নিপতিত হয়, সে একেবারে নিষ্পেষিত হইয়া যায় এবং সমূলে বিনষ্ট হয়।

৩৩৪২। মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতির উচ্চতম পর্যায় ইহাই যে, সে তাহার প্রভুর উপর পূর্ণভাবে সন্তুষ্ট এবং তাঁহার প্রভুও তাঁহার উপর পুরাপুরি সন্তুষ্ট (৫৮ঃ২৩)। এই অবস্থা একটি বেহেশ্‌তী অবস্থা, যে অবস্থায় সে সকল মানবিক দুর্বলতা ও দোষের উর্ধ্বে উঠিয়া যায় এবং এক অদ্ভুত আধ্যাত্মিক শক্তিতে শক্তিমান হইয়া উঠে। সে আল্লাহ্‌র সাথে একীভূত ও বিলীন হইয়া যায়, আল্লাহ্ ছাড়া সে বাঁচিতেই পারে না। তাহার এই পরিবর্তন ইহকালেই ঘটিয়া থাকে। সে ইহকালেই বেহেশ্‌তের নাগাল পাইয়া যায়।

৯০- সূরা আল্ বালাদ

(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতরণের সময় ও প্রসঙ্গ

এই সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ প্রাথমিক সূরাগুলির অন্যতম । খৃষ্টান লিখকদলের মতে সূরাটি নবুওয়াতের প্রথম বৎসরেই নাযেল হইয়াছিল । এতটা প্রাথমিক পর্যায়ের না হইলেও ইহা যে তৃতীয় বৎসরের শেষ দিকে কিংবা চতুর্থ বৎসরের প্রথম দিকে অবতীর্ণ হইয়াছিল, তাহা নিশ্চিতভাবেই বলা যায় । সূরা ফাজ্‌রে বলা হইয়াছিল যে, নবুওয়াতের প্রথম তিন বৎসর নবী করীম (সাঃ)-কে অবিশ্বাসীরা কেবল বিদ্রূপ, গাল-মন্দ ও হাসি-ঠাট্টা করিয়াই ছাড়িয়া দিয়াছে । এখন হইতে তাহারা সকলে সম্মিলিত হইয়া তাহার উপর বিরামহীন অত্যাচার, সঙ্কল্পবদ্ধ বিরোধিতা ও কঠোর নির্যাতন চালাইবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছে । আল্লাহ্‌তা'লা রূপকের ভাষায় জানাইয়াছেন যে, এই নির্যাতন-নিপীড়ন মুসলমানগণকে দশটি বৎসর পর্যন্ত সহ্য করিয়া যাইতে হইবে (এই বৎসরকে 'দশটি রাত্রির' সহিত উপমা দেওয়া হইয়াছে)। আলোচ্য সূরাতে নবী করীম (সাঃ)-কে বলা হইয়াছে, তাঁহার প্রিয় জন্ম-নগরীতে, তাঁহারই আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশী বন্ধু-বান্ধব তাঁহার উপর ও তাঁহার অনুসারীদের উপর দীর্ঘকাল ধরিয়া অমানুষিক নির্যাতন চালাইবে । এই প্রসঙ্গে ইঙ্গিত দেওয়া হইল যে, শত শত বৎসর পূর্বে আল্লাহ্‌তা'লার আদেশে, নবী-কুল-পিতা ইব্‌রাহীম (আঃ) ও তাঁহার পুত্র ইসমাঈল (আঃ) মক্কা নগরীর ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করিতে গিয়া প্রার্থনা করিয়াছিলেন, আল্লাহ্ যেন এই নগরীকে এমন একটি বিরাট কেন্দ্রীয় নগরীতে পরিণত করেন, যেখান হইতে ঐশী আলোক বিচ্ছুরিত হইয়া বিশ্বকে আলোক-মালায় উদ্ভাসিত করিয়া তোলে । পিতা ও পুত্র উভয়েই আল্লাহ্‌র আদেশ পালনের জন্য চরম ত্যাগ স্বীকার করিয়াছিলেন । ইব্‌রাহীম (আঃ)-এর প্রার্থনা কবুল করা হইল এবং যখন সময় আসিল, তখন ঐ প্রার্থনার ফল স্বরূপ মহানবী (সাঃ) আগমন করিলেন এবং বিশ্ব-বাসীর চির-কল্যাণের জন্য, আলোকরাশিতে পরিপূর্ণ শিক্ষামালা ও হেদায়াত-সম্বলিত মহাগ্রন্থ কুরআন দান করিলেন । অতঃপর সূরাটিতে বলা হইয়াছে যে, মানুষ কেবল সহজ ও বাঁধাহীন পথে চলিতে চায়; জীবনের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য 'ঊর্ধ্বগামী' যে কঠিন পথ রহিয়াছে, সে পথে কেহ চলিতে চায় না । সূরাটি উপসংহারে বলিতেছে যে, যাহারা নিজের সম্মুখে উচ্চ আদর্শ রাখিয়া সেই অনুযায়ী জীবন যাপন করে তাহারাই সঠিক গন্তব্যে পৌছায় । আর যাহারা মহান আদর্শ সামনে না রাখিয়াই গতানুগতিক পথে চলে এবং উচ্চাদর্শের জন্য কোন কুরবানী বা ত্যাগ পেশ করে না, তাহারা জীবনে বিফলতা ও ব্যর্থতা বরণ করিতে বাধ্য হয় ।

৯০-সূরা আল্ বালাদ

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ইহাতে ২১ আয়াত এবং ১ রুকূ আছে ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। আল্লাহ্র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

لَآ اُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ ②

২। না, আমি এই শহরের কসম খাইতেছি—[৩৩৪৩]

وَاَنْتَ حِلٌّۢ بِهٰذَا الْبَلَدِ ③

৩। এবং তুমি অবশ্যই এই শহরে অবতরণ করিবে—[৩৩৪৪]

وَوَالِدٍ وَّمَا وَلَدَ ④

৪। এবং কসম পিতার এবং তাহার, যাহাকে সে জন্ম দিয়াছে,[৩৩৪৫]

لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْ كَبَدٍ ⑤

৫। নিশ্চয় আমরা ইনসানকে শ্রম-সহিষ্ণু করিয়া সৃষ্টি করিয়াছি । [৩৩৪৬]

৩৩৪৩। 'লা' শব্দটি দ্বারা, যে বিষয়টি আলোচিত হইতে যাইতেছে তাহার প্রতি গভীর দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক, এই কথা পূর্বাহ্নেই বলিয়া দেওয়া হইতেছে যে, বিষয়টি এতই স্পষ্ট ও নিশ্চিত যে, ইহার জন্য শপথ করার প্রয়োজনই নাই । ইহাই 'লা'-এর তাৎপর্য অথবা, ইহা একটি অনুল্লিখিত আপত্তি খণ্ডনের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইয়াছে । এইরূপ ক্ষেত্রে 'লা'-এর অর্থ দাঁড়াইবেঃ 'না, তুমি কখনও প্রতারক নহ, যেমনটা অবিশ্বাসীরা মনে করে, তুমি নিশ্চয়ই আল্লাহ্র প্রেরিত পুরুষ, আর এই নগরীকেই তোমার সত্যতার সাক্ষীরূপে আহবান করা হইতেছে' । কিন্তু অধিকতর যুক্তিসঙ্গত অর্থ এইরূপঃ 'হে অবিশ্বাসীরা, তোমরা ইসলামের বিরুদ্ধে ধ্বংসের ষড়যন্ত্র কর, আমি তোমাদের মনের কথা জানি । কিন্তু জানিয়া রাখ, তোমাদের ইচ্ছা কোন মতেই পূর্ণ হইবে না; আর এই নগরীকে আমি এই কথার সাক্ষী রাখিতেছি ।'

৩৩৪৪। 'হিল্ল' অর্থঃ (ক) যাহা করা আইনসিদ্ধ, (খ) উদ্দিষ্ট বস্তু, (গে) কোন স্থানে অবতরণ করা বা অবস্থান করা (লেইন)। মূল ধাতুতে এই সবগুলি অর্থই রহিয়াছে । অতএব আয়াতটির অর্থ দাঁড়াইবেঃ (১) তোমার শত্রুরা তোমার ক্ষতি-সাধন করা, এমন কি তোমাকে মারিয়া ফেলাও আইন-সঙ্গত মনে করে; অথচ এই মক্কা নগরী এতই পবিত্র যে, কোন প্রাণীকে হত্যা করাতো দূরের কথা, এই নগরীর সীমানার মাঝে একটি প্রাণীর সাধারণ ক্ষতি করাও কঠোরভাবে নিষিদ্ধ; (২) এই পবিত্র নগরীতে তুমিই একমাত্র ব্যক্তি যাহার বিরুদ্ধে সর্বপ্রকারের গালমন্দ, ক্ষয়-ক্ষতি, আঘাত, নিষ্ঠুরতা ও হত্যাসাধনসহ জান-মাল, সম্মান-সম্ভ্রম নাশ ইত্যাদি সবই তাহারা বৈধ বলিয়া মনে করে; (৩) যে মক্কানগরী হইতে তোমাকে নির্বাসিত করা হইতেছে, নিশ্চয় জানিয়া রাখ তুমি ইহাতে বিজয়ীর বেশে আসিয়া প্রবেশ করিবে; (৪) তুমি যখন বিজয়ীর ঝাণ্ডা নিয়া এই নগরীতে ফিরিয়া আসিবে, তখন অল্পদিনের জন্য এই নগরীর পবিত্রতা রক্ষা ও পালনের দায়িত্ব হইতে তোমাকে অব্যাহতি দেওয়া হইবে । কেননা, এই নগরীর লোকেরাই নিরীহ ও নিরপরাধ মুসলমানদের উপর অকথ্য নিপীড়ন-নির্যাতন ও হত্যাকাণ্ড চালাইয়া নিজেদেরকে এই নগরীর পবিত্র আইনের বাহিরে নিক্ষেপ করিয়াছে; আর তোমার মক্কা-বিজয়ের পরে, তাহারা তোমারই অনুকম্পার ভিখারী হইবে ।

৩৩৪৫। 'কাবা' গৃহের ভিত্তি-উন্নয়ন কালে নবী-কূল-পিতা ইব্রাহীম (আঃ) এবং তাঁহার পুত্র ইসমাঈল (আঃ) আল্লাহ্র কাছে দোয়া করিয়াছিলেন যাহাতে মক্কাবাসীদের মধ্যে একজন 'নবী' পাঠানো হয় (২ঃ১২৯-১৩০)।এইভাবে মহানবী (সাঃ)-এর জন্য 'পিতা' ও 'পুত্র', উভয়েই সত্যতার সাক্ষী হইয়া রহিলেন ।

৩৩৪৬। রসূলে পাক (সাঃ) মক্কা হইতে বিতাড়িত হইবেন এবং বিজয়ীর বেশে পুনরায় মক্কায় প্রবেশ করিবেন; মক্কা তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিবে; আরবের অধিবাসীরা ইসলাম ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করিবে— ইহা আল্লাহ্র অমোঘ ভবিষ্যদ্বাণী । কিন্তু এই ভবিষ্যদ্বাণী সর্বতোভাবে পূর্ণ হইবার পূর্বে নবী করীম (সাঃ) ও তাঁহার অনুসারীদিগকে অশেষ দুঃখ-দুর্দশা ও কষ্ট বরণ করিতে হইবে, বহু ত্যাগ-তিতিক্ষা অবলম্বন ও পরিশ্রম করিতে হইবে; তদুপরি, অনবরত সংগ্রাম করিয়া যাইতে হইবে যে পর্যন্ত ভবিষ্যদ্বাণীর উদ্দেশ্যাবলী পুরাপুরিভাবে পূর্ণ না হয় ।

اَيَحْسَبُ اَنْ لَّنْ يَّقْدِرَ عَلَيْهِ اَحَدٌ ۝٦

৬। সে কি মনে করে যে, কেহ তাহার উপর আদৌ ক্ষমতাবান হইবে না ?[৩৩৪৭]

يَقُوْلُ اَهْلَكْتُ مَالًا لُّبَدًا ۝٧

৭। সে বলে, 'আমি প্রচুর সম্পদ বিনাশ করিয়াছি।'[৩৩৪৮]

اَيَحْسَبُ اَنْ لَّمْ يَرَهٗٓ اَحَدٌ ۝٨

৮। সে কি মনে করে যে, কেহই তাহাকে দেখে না ?

اَلَمْ نَجْعَلْ لَّهٗ عَيْنَيْنِ ۝٩

৯। আমরা কি তাহার জন্য সৃষ্টি করি নাই দুইটি চক্ষু,

وَلِسَانًا وَّشَفَتَيْنِ ۝١٠

১০। এবং একটি জিহ্বা এবং দুইটি ঠোঁট ?

وَهَدَيْنٰهُ النَّجْدَيْنِ ۝١١

১১। এবং আমরা তাহাদিগকে (ভাল ও মন্দ) দুইটি পথ[৩৩৪৯] দেখাইয়া দিয়াছি।

فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ۝١٢

১২। তথাপি সে উচ্চশিখরে আরোহণ করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে নাই,[৩৩৫০]

وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا الْعَقَبَةُ ۝١٣

১৩। এবং কিসে তোমাকে অবহিত করিবে যে, উচ্চশিখর কি ?

فَكُّ رَقَبَةٍ ۝١٤

১৪। (উহা হইতেছে) গোলাম মুক্ত করা,

اَوْ اِطْعٰمٌ فِيْ يَوْمٍ ذِيْ مَسْغَبَةٍ ۝١٥

১৫। অথবা, দুর্ভিক্ষ-কবলিত দিনে অন্ন দান করা,

يَّتِيْمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ۝١٦

১৬। (যথা) নিকটাত্মীয় এতীমকে,

৩৩৪৭। আল্লাহ্ অবিশ্বাসীদের অসদুদ্দেশ্য ও ষড়যন্ত্র সম্বন্ধে অবগত আছেন। তিনি তাহাদিগকে বিফল-মনোরথ করিবার ক্ষমতা রাখেন ও করিবেন।

৩৩৪৮। আয়াতটি ইহা বলিতে চাহে যে, ইসলামের শত্রুরা ইসলাম-বিস্তারে সর্বপ্রকার বাধা-বিঘ্ন তো সৃষ্টি করিবেই, এমনকি এই উদ্দেশ্যে তাহারা প্রচুর ধন-সম্পদ এবং অর্থবিত্তও খরচ করিবে। কিন্তু পরিণামে এই ধন-সম্পদ-ব্যয়, কেবল অপব্যয়ই সাব্যস্ত হইবে। কেননা, একদিকে তাহাদের হীন উদ্দেশ্য ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইবে এবং অপরদিকে ইসলাম ইহার অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখিয়া, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক অঙ্গণে বিজয়ের পর বিজয় লাভ করিতে থাকিবে।

৩৩৪৯। 'নাজদায়ন' অর্থ দুইটি সদর রাস্তা— একটি সত্যের, অপরটি মিথ্যার, একটি কল্যাণের, অপরটি অকল্যাণের, একটি আধ্যাত্মিক উন্নতির, অপরটি নিছক জাগতিক উন্নতির। আল্লাহ্তা'লা মানুষকে এই'সব প্রয়োজনীয় উপায়-উপকরণ পূরাপুরিভাবেই দিয়াছেন যাহা দ্বারা সে সঠিক পথ বাছিয়া নিতে পারে, ভাল-মন্দ বুঝিতে পারে এবং মিথ্যা ও সত্যের মধ্যে পার্থক্য করিতে পারে। তাহাকে শারীরিক ও আধ্যাত্মিক উভয় ধরণের চক্ষু দেওয়া হইয়াছে যাহা দ্বারা সে মন্দ পরিত্যাগ করিয়া ভালকে বাছিয়া নিতে পারে। তাহাকে জিহ্বা ও ঠোঁট দেওয়া হইয়াছে যদ্দারা জিজ্ঞাসা করিয়া সে সঠিক পথ যাচাই করিতে পারে। অতএব তাহার জীবনের সঠিক উদ্দেশ্যকে জানিয়া নিয়া তাহা হাসিল করিবার জন্য, আল্লাহ্তা'লা তাহাকে বহু গুণাবলী ও শক্তিনিচয় দ্বারা ভূষিত করিয়াছেন।

৩৩৫০। মহানবী (সাঃ)-এর মাধ্যমে আল্লাহ্তা'লা সকল উপায়-উপকরণ মানুষের জন্য সহজলভ্য করিয়া দিয়াছেন, যাহার সদ্ব্যবহার করিয়া, মানুষ সীমাহীন আধ্যাত্মিক ও জাগতিক উন্নতি করিতে পারে। কিন্তু এই উন্নতি হাসিলের জন্য যে প্রয়োজনীয় ত্যাগ-তিতিক্ষা অবলম্বন ও আত্মোৎসর্গ করা দরকার, মানুষ তাহা করিতে চায় না।

اَوْ مِسْكِيْنًا ذَا مَتْرَبَةٍ ﴿١٦﴾

১৭। অথবা, ভূলুণ্ঠিত মিস্‌কীনকে।[৩৩৫১]

ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ﴿١٧﴾

১৮। অতঃপর, সে ঐ সকল লোকের অন্তর্ভুক্ত হয় যাহারা ঈমান আনে এবং ধৈর্য ধারণের জন্য পরস্পরকে আদেশ-উপদেশ দেয় এবং দয়া করার জন্য পরস্পরকে আদেশ-উপদেশ দেয়।[৩৩৫২]

اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ ﴿١٨﴾

১৯। ইহারাই ডান দিকের লোক।

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِنَا هُمْ اَصْحٰبُ الْمَشْئَمَةِ ﴿١٩﴾

২০। এবং যাহারা আমাদের নির্দশনসমূহকে অস্বীকার করে তাহারাই বাম দিকের লোক,

عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّؤْصَدَةٌ ﴿٢٠﴾ ع ১ ১৫

[২১] ২১। যাহাদের উপর অবরুদ্ধ আগুন বর্ষিত হইবে।[৩৩৫৩]

৩৩৫১। ১৪ হইতে ১৭ আয়াতে, জাতির নৈতিক মান উন্নয়নের দুইটি পদ্ধতির উল্লেখ করা হইয়াছে ঃ (ক) কৃতদাসের মুক্তি দান অর্থাৎ সমাজের অবহেলিত, নির্যাতিত ও পতিত অংশকে মুক্তি দিয়া সমাজে যথাযোগ্য অংশীদারিত্বের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করা; (খ) এতীম ও দরিদ্রগণকে সাহায্য করিয়া স্বনির্ভর করতঃ সমাজের উপযুক্ত ও যোগ্য নাগরিক হিসাবে গড়িয়া তোলা।

৩৩৫২। পূর্ববর্তী আয়াতগুলিতে বর্ণিত সৎকর্মগুলি সম্পাদনই সামগ্রিক সমাজ-উন্নয়নের জন্যে যথেষ্ট নয়। উৎকৃষ্ট আদর্শ ও ন্যায়-ভিত্তিক নীতি অবলম্বন এবং ক্রমাগতভাবে সত্যিকার সংযম-সাধনা ও পুণ্যকাজের অভ্যাস শিক্ষাদানের ব্যবস্থাবলম্বনও উপরোক্ত লক্ষ্য অর্জনের জন্য একান্ত প্রয়োজন।

৩৩৫৩। অগ্নি যখন চতুর্দিক হইতে নিকটে আসিতে থাকে, তখন ধ্বংস অনিবার্য।

৯১-সূরা আশ্ শাম্স

(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতরণের সময় ও প্রসঙ্গ

এই সূরাও প্রাথমিক পর্যায়ের মক্কী সূরা । পণ্ডিতগণের কেহ কেহ ইহাকে নবুওয়াতের প্রথম বৎসরে অবতীর্ণ বলিয়া মনে করেন । আবার কেহ কেহ দ্বিতীয় বা তৃতীয় বৎসরে ইহার অবতরণ-কাল নির্দ্ধারণ করেন । বিষয়-বস্তুর দিক দিয়া ৮৯ হইতে ৯৩ পর্যন্ত পাঁচটি সূরার খুব মিল রহিয়াছে । এই পাঁচটি সূরাতেই উন্নত নৈতিক মান অর্জনের উপর বেশী জোর দেওয়া হইয়াছে । বিশেষতঃ যে নৈতিক গুণগুলি জাতির সমন্বিত ও সার্বিক কল্যাণের সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত, সেইগুলিকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার প্রতি বেশী তাকিদ দেওয়া হইয়াছে । মুসলিম সমাজকে জোরের সহিত উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, তাহারা যেন সমাজে এমন আবহাওয়া ও পারিপার্শ্বিকতা সৃষ্টি করে যাহাতে গরীব-দুঃখী, এতীম-কাঙ্গাল, ও পতিত-অবহেলিতরা সমাজে যথাযোগ্য অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে চলাফেরা ও কাজকর্মের সুযোগ পায় এবং নিজেদের জীবন-যাত্রার মানোন্নয়ন করিতে পারে । তাহারা উন্নত হইলেই, সমাজের সামগ্রিক কাজকর্ম উর্ধ্বমুখী হইবে । পূর্ববর্তী সূরাতে ইশারা দেওয়া হইয়াছিল যে, ইব্রাহীম (আঃ) ও ইসমাঈল (আঃ) কত বিরাট ও মহান উদ্দেশ্যে কা'বা গৃহের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন, সেই সর্বোচ্চ উদ্দেশ্য ২ঃ১৩০ আয়াতে বর্ণিত হইয়াছে । যে নবীর কথা ২ঃ১৩০ আয়াতে বর্ণিত হইয়াছে, সেই নবী (সাঃ) ও তাঁহার উচ্চ নৈতিক গুণাবলীর উপর এই সূরাতে কিছু আলোকপাত করা হইয়াছে । সূরাটির শেষ দিকে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে যে, নৈতিক উচ্চমান লাভ করা কাহারও পক্ষে তেমন কঠিন কাজ নয় । যে ব্যক্তি মন্দকে পরিত্যাগ করে এবং ধর্মপরায়ণতার পথে ছাড়া অন্য পথে চলে না, সে-ই উচ্চ নৈতিক মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়। সমাপ্তি পর্বে সূরাটি সাবধান-বাণী উচ্চারণ করিতেছে, যাহারা ঐশী বিধানকে অমান্য করার পথ বাছিয়া লয় এবং যদৃচ্ছা মন্দ কাজ করিতে থাকে, তাহারা নিজেদের হাত দ্বারাই নিজেদের ধ্বংস সাধন করে ।

৯১- সূরা আশ্ শাম্স

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ইহাতে ১৬ আয়াত এবং ১ রুকূ আছে ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১ । আল্লাহ্র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

وَالشَّمْسِ وَضُحٰهَا ②

২ । কসম সূর্যের[৩৩৫৪] এবং ইহার প্রাতঃকালীন[৩৩৫৫] কিরণের,

وَالْقَمَرِ اِذَا تَلٰهَا ③

৩ । কসম চন্দ্রের,[৩৩৫৬] যখন ইহা উহার (সূর্যের) অনুগমন করে,

وَالنَّهَارِ اِذَا جَلّٰهَا ④

৪ । কসম দিবসের[৩৩৫৭] যখন ইহা উহাকে (সূর্যকে) প্রকাশ করে,

وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشٰهَا ⑤

৫ । কসম রাত্রির,[৩৩৫৮] ইহা যখন উহাকে (সূর্যকে) আচ্ছন্ন করে ।

৩৩৫৪ । কুরআনের শপথসমূহের অন্তরালে গভীর অর্থ ও তাৎপর্য নিহিত থাকে। ঐশী বিধান আল্লাহ্র কাজের দুইটি দিক নির্দেশ করেঃ (ক) যাহা স্বতঃই বুঝা যায়; (খ) যাহা ইশারা-ইঙ্গিতে বুঝানো হয় । প্রথমোক্ত দিকটি স্পষ্ট ও সহজ-বোধ্য; দ্বিতীয়টি বুঝিতে ভুলের অবকাশ থাকে । আল্লাহ্র শপথের মধ্যে যাহা স্পষ্ট ও সহজবোধ্য, তাহা হইতে অন্তর্নিহিত অর্থ বাহির করার দিকে আল্লাহ্ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকেন । ২ আয়াত হইতে ৭ আয়াত পর্যন্ত শপথগুলি— চন্দ্র-সূর্যের শপথ, দিন-রাত্রির শপথ, আকাশ-পৃথিবীর শপথ স্পষ্ট ও সহজবোধ্য বিষয়ের মধ্যে পরিগণিত । কেননা এদের প্রাকৃতিক রূপ ও গুণাগুণ সকলেরই জানা । কিন্তু মানুষের আত্মিক রাজ্যের ক্ষেত্রে এইসব বস্তু ও উহাদের গুণাগুণ স্পষ্ট ও দৃষ্ট নয় । মানুষের আত্মার রাজ্যে এই সকল বস্তু ও এদের গুণরাজির অস্তিত্বের দিকে আমাদের চিন্তাকে আকর্ষণ করার উদ্দেশ্যই, আল্লাহ্ তাঁহার এই সুস্পষ্ট সৃষ্টিগুলিকে আমাদের সম্মুখে সাক্ষীরূপে উপস্থিত করিয়াছেন । টীকা ২৪৬৫ দেখুন ।

৩৩৫৫ । এই আয়াতে 'সূর্য' দ্বারা আধ্যাত্মিক বিশ্বের সূর্য হযরত নবী আকরাম (সাঃ)-কে বুঝাইতে পারে । তিনিই সকল আধ্যাত্মিক আলোর উৎস এবং শেষ দিন পর্যন্ত তাঁহার জ্যোতিঃই বিশ্বকে জ্যোতিষ্মান করিয়া রাখিবে ।

৩৩৫৬ । এখানে 'চন্দ্র' দ্বারাও মহানবী (সাঃ)-কে বুঝাইতে পারে । কেননা তিনি আল্লাহ্র কাছ হইতে আলো প্রাপ্ত হইয়া, আধ্যাত্মিকভাবে অন্ধকারাচ্ছন্ন দুনিয়াতে তাহা বিচ্ছুরিত করিয়াছেন । অথবা, 'চন্দ্র' বলিতে যুগের ধর্ম-নেতা ও সংস্কারক মুজাদ্দেদগণকে, বিশেষ করিয়া রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর প্রতিনিধি মহান প্রতিশ্রুত মসীহ্কে বুঝাইতে পারে, যাহারা মহানবী (সাঃ) হইতে সত্যের জ্যোতিঃ আহরণ করিয়া, বিশ্বের নৈতিক পতনের সময়, তাহা বিশ্বময় ছড়াইবেন এবং জগতের আধ্যাত্মিক অন্ধকার দূরীভূত করিবেন ।

৩৩৫৭ । 'দিন' দ্বারা ঐ সময়কে বুঝাইয়াছে যখন ইসলামের বাণী ও নবী করীম (সাঃ)-এর সত্যতা দিবালোকের মত স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছিল এবং পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়িতেছিল । এই আয়াতটি বিশেষভাবে, খোলাফায়ে রাশেদীনের ও তৎসন্নিহিত শতাব্দীকেও বুঝাইতে পারে, যখন ইসলামের আলো চতুর্দিকে কিরণ বিতরণ করিয়া দূর-দূরান্তের দেশগুলিকে পর্যন্ত উদ্ভাসিত করিয়াছিল ।

৩৩৫৮ । 'রাত্রি' দ্বারা মুসলিম জাহানের অবনতি ও অধঃপতনের সময়কে বুঝাইয়াছে, যখন ইসলামের আলো ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া, বিশ্বের চোখে ইহা প্রচ্ছন্ন ও অন্ধকার বলিয়া প্রতিভাত হইতে লাগিল । এই চারিটি আয়াত (২ হইতে ৫) ইসলামের ঘটনাবহুল ইতিহাসের চারিটি উল্লেখযোগ্য পর্যায়কে বুঝাইয়াছে । (১) নবী করীম (সাঃ)-এর সময় যখন আধ্যাত্মিক সূর্য (মহানবী স্বয়ং) বিশ্বের আধ্যাত্মিক আকাশে থাকিয়া বিশ্বকে উজ্জ্বল আলো বিতরণ করিতেছিলেন; (২) নবী করীম (সাঃ)-এর মহান প্রতিনিধি প্রতিশ্রুত মসীহের সময়, যখন তিনি নবী করীম (সাঃ) হইতে আলো সংগ্রহ করিয়া অন্ধকার জগতে তাহা প্রতিফলিত করিবেন; (৩) খোলফায়ে রাশেদীন ও অন্যান্য খলীফাগণের সময়, যখন ইসলামের আলোর কিরণ চারিদিকে ছড়াইতেছিল; (৪) ইসলামের গৌরবোজ্জ্বল তিনটি শতাব্দীর পরে, আধ্যাত্মিক ক্রমাবনতি ও অন্ধকারের সুদীর্ঘ অমানিশার সময় ।

وَالسَّمَآءِ وَمَا بَنٰىهَا ۝٥

৬। কসম আকাশের[৩৩৫৯] এবং (কসম) ইহার যে, তিনি ইহাকে (বিস্ময়কররূপে) সুগঠিত করিয়াছেন,

وَالْاَرْضِ وَمَا طَحٰىهَا ۝٦

৭। কসম পৃথিবীর এবং (কসম) ইহার যে, তিনি ইহাকে সুবিস্তৃতি দান করিয়াছেন,

وَنَفْسٍ وَّمَا سَوّٰىهَا ۝٧

৮। কসম আত্মার এবং (কসম) ইহার যে, তিনি ইহাকে পূর্ণাঙ্গ-সুঠাম করিয়াছেন—[৩৩৫৯-ক]

فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰىهَا ۝٨

৯। অতঃপর তিনি ইহার প্রতি প্রকাশ করিয়াছেন—উহার মন্দ পথ এবং উহার তাক্ওয়ার পথ,[৩৩৬০]

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰىهَا ۝٩

১০। সুতরাং যে ইহাকে পবিত্র করিয়াছে সে অবশ্যই সফল কাম হইয়াছে,

وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰىهَا ۝١٠

১১। এবং যে ইহাকে (মাটিতে) প্রোথিত করিয়াছে সে অকৃতকার্য হইয়াছে।

كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ بِطَغْوٰىهَآ ۝١١

১২। সামূদ জাতি তাহাদের ঔদ্ধত্য বশতঃ (সমাগত নবীকে) মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছে,

اِذِ انْۢبَعَثَ اَشْقٰىهَا ۝١٢

১৩। যখন তাহাদের সর্বাধিক হতভাগ্য ব্যক্তি দণ্ডায়মান হইল,

৩৩৫৯। 'মা' এখানে ও পরবর্তী দুই আয়াতে 'মস্দরিইয়া' হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে অথবা ইহা দ্বারা 'আল্লাহ্' (যিনি, তিনি) বুঝাইয়াছে। অতএব, এই আয়াতগুলিতে, বিশ্ব-জগতের পরিকল্পনাকারী ও নির্মাতার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে। অথবা, এই অকল্পনীয় মহাবিশ্ব-মহাকাশ সৃষ্টির অনবদ্য ও অনাবিল কলাকৌশল ও ত্রুটিহীন নিয়ন্ত্রণ ও সমন্বয়ের প্রতি আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করা হইয়াছে।

৩৩৫৯-ক। আয়াতটির অর্থ হইল ঃ মহাকাশজনিত বস্তু-নিচয় যথা চন্দ্র, সূর্য ইত্যাদি নিজ নিজ গুণাবলীকে আল্লাহ্র সৃষ্ট জীবের সেবায় নিয়োজিত রাখিয়াছে (এই কথার ইঙ্গিত এই সূরার দশম আয়াতে রহিয়াছে)। ইহারা এই সাক্ষ্য দান করে যে, মানুষকেও এই সব গুণাবলী দ্বারা, বরং আরও উচ্চতর গুণাবলী দ্বারা ভূষিত করা হইয়াছে। বস্তুতঃ মানুষ একটি ক্ষুদ্র-বিশ্ব বিশেষ। বহির্বিশ্বে যাহাকিছু আছে, উহার সব কিছুই ক্ষুদ্রাকারে মানুষের মধ্যে রহিয়াছে। সূর্যের মতই মানুষও পৃথিবীকে জ্যোতিঃ প্রদান করে এবং জ্ঞান ও প্রজ্ঞার আলো দ্বারা বিশ্বকে আলোকিত করিয়া থাকে। চন্দ্রের মতই, মানুষ মূল উৎস হইতে আলো, অনুপ্রেরণা ও ঐশী-বাণী আহরণ করিয়া অন্ধকারাচ্ছন্নদের মধ্যে বিতরণ করে। দিনের মত উজ্জ্বল হইয়া সে অপরকে সত্য ও ন্যায়ের পথ প্রদর্শন করে। রাত্রির মত সেও অন্যের দোষ ঢাকিয়া রাখে, অন্যের বোঝা লাঘব করে এবং ক্লান্ত-শ্রান্তদের শ্রান্তি-বিনোদন করে। আকাশের মত সে দুঃখ-ক্লিষ্ট আত্মাকে আশ্রয় দেয় এবং শান্তিদায়িনী বারিধারা বর্ষণ করিয়া প্রাণহীন পৃথিবীতে প্রাণের স্পন্দন জাগাইয়া তোলে। মাটীর পৃথিবীর মত বিনয় ও নম্রতার সহিত সে মানব-হিতৈষণার খাতিরে নিজে সকলের পদতলে পিষ্ট হইতেও কুণ্ঠিত হয় না। তাঁহার পবিত্রকৃত আত্মা হইতে সত্য ও জ্ঞানের বহুবিধ বৃক্ষ জন্মায়, যাহার ছায়া ও ফল-ফলাদি বিশ্বকে আপ্যায়িত করে। ধর্মসাধকেরা এবং ঐশী সংস্কারকগণ এইরূপই হইয়া থাকেন। এই চিত্রই তাঁহাদের বিশ্বরূপ। ইঁহাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বপ্রধান হইলেন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (আল্লাহ্র অনন্ত চিরশান্তি ও চিরকল্যাণ তাঁহার উপর বর্ষিত হউক)।

৩৩৬০। মানুষের প্রকৃতির মধ্যেই আল্লাহ্তা'লা এই অনুভূতি ও কাণ্ড-জ্ঞান প্রোথিত করিয়া দিয়াছেন যাহা দ্বারা সে ভালমন্দ বাছ-বিচার করিতে পারে। তাহার মধ্যে অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করিয়াছেন এবং প্রকাশ করিয়াছেন যে, সে মন্দ ও অন্যায়কে প্রতিহত ও দমন করিয়া যদি সত্য ও ন্যায়ের পথ অবলম্বন করে, তাহা হইলে সে আধ্যাত্মিক উন্নতির উচ্চ শৃঙ্গে আরোহণ করিতে পারে।

فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ نَاقَةَ اللّٰهِ وَسُقْيٰهَا ﴿١٤﴾

১৪ । তখন তাঁহাদিগকে আল্লাহ্‌র রসূল বলিল, 'সাবধান হও, আল্লাহ্‌র উষ্ট্রী[৩৩৬১] সম্বন্ধে এবং উহার পানি পান করা সম্বন্ধে ।'

فَكَذَّبُوْهُ فَعَقَرُوْهَا ۖ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْۢبِهِمْ فَسَوّٰىهَا ﴿١٥﴾

১৫ । কিন্তু তাহারা তাহাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিল এবং উষ্ট্রীর হাঁটুর রগ কাটিয়া ফেলিল, ফলে তাহাদের প্রতিপালক তাহাদের পাপের দরুন তাহাদিগকে সমূলে বিনাশ করিয়া দিলেন এবং তাহাদিগকে (ভূমিতে) একাকার করিয়া দিলেন ।

وَلَا يَخَافُ عُقْبٰهَا ﴿١٦﴾ ع ١٦

১৬ । এবং তিনি তাহাদের পরিণাম[৩৩৬১-ক] সম্বন্ধে কোন পরওয়াই করিলেন না ।

[১৬] ১৬

৩৩৬১ । আল্লাহ্‌র নবী সালেহ (আঃ) তাঁহার উষ্ট্রীতে চড়িয়া ধর্ম প্রচারের জন্য একস্থান হইতে অন্য স্থানে যাইতেন। তাঁহার উষ্ট্রীর মুক্তভাবে চলাফেরার পথে বাধা সৃষ্টি করা বস্তুতঃ হযরত সালেহ (আঃ)-এর প্রচার কার্যে বাধা দান করা প্রকারান্তরে আল্লাহ্ কর্তৃক তাঁহার উপরে ন্যস্ত দায়িত্ব পালনে তাঁহাকে নিরস্ত ও অকৃতকার্য করা । অবশ্য রূপক অর্থে হযরত সালেহ (আঃ) স্বয়ং অন্যান্য নবীদের মত আল্লাহ্‌র উষ্ট্রী ।

৩৩৬১-ক । কোন জাতি যখন নিজের উপর আল্লাহ্‌র শাস্তি ডাকিয়া আনে এবং ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, তখন যাহারা বাঁচিয়া যায়, তাহাদের জন্য আল্লাহ্ কোন পরওয়া করেন না । অথবা এই অর্থ হইতে পারে, শাস্তি-প্রাপ্তি ও ধ্বংসের পরে তাহারা যে অসীম দুর্গতি ও নিরতিশয় সম্বলহীন অবস্থায় নিপতিত হয়, তাহাতেও আল্লাহ্‌র কিছুই যায় আসে না ।

৯২-সূরা আল্ লায়্ল
(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতরণ কাল ও প্রসঙ্গ

সুবিখ্যাত মুসলিম মনীষী ও বযুর্গ ইব্নে আব্বাস ও ইবনে যুবাইর (রাঃ) বলেন, এই সূরা প্রথমদিকেই মক্কায় অবতীর্ণ হইয়াছিল। উইলিয়াম মুইরও একই অভিমত পোষণ করেন। পূর্ববর্তী সূরাগুলির সাথে, বিশেষ করিয়া 'সূরা ফাজ্র' ও 'সূরা বালাদ' এর সাথে এই সূরার মিল রহিয়াছে। নিকটতম পূর্ব সূরাতে ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে যে, 'কাবা' তৈরির প্রধান উদ্দেশ্য, যাহা সূরা 'বালাদে'র মূল বিষয়, তাহা কখনও সত্যাত্মা-রূপ এক মহানবীর আগমন ব্যতিরেকে সম্পন্ন হওয়া সম্ভবপর ছিল না। আলোচ্য সূরাতে এই কথাও যোগ করা হইল যে, এইরূপ আদর্শ মহাপুরুষের সাথে যখন উচ্চাঙ্গীন আদর্শ স্থানীয় সাথীগণও যোগদান করেন তখন সোনায় সোহাগা হয় এবং সত্যের জ্যোতিঃ দ্বিগুণ বেগে চতুর্দিক আলোকিত করিতে থাকে। এই সূরাতে ঐ আদর্শ সাহাবীদের বৈশিষ্ট্যময় কয়েকটি উচ্চ গুণও বর্ণিত হইয়াছে। সেই সঙ্গে তুলনাস্বরূপ উল্লেখ করা হইয়াছে যে, মানুষের দুইটি চোখ-ধাঁধানো দোষত্রুটি রহিয়াছে যাহা জাতিকে ধ্বংস করিয়া দেয়।

سُوْرَةُ الَّيْلِ مَكِّيَّةٌ (٩٢) آياتها ركوعها

৯২ সূরা আল্ লায়্ল

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ইহাতে ২২ আয়াত এবং ১ রুকূ আছে ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। আল্লাহ্র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى ۙ②

২। কসম রাত্রির,[৩৩৬২] যখন ইহা (বিশ্বচরাচরকে) আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে,

وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلّٰى ۙ③

৩। (এবং) কসম দিবসের যখন ইহা আলোকোদ্ভাসিত হইয়া উঠে,[৩৩৬৩]

وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰٓى ۙ④

৪। (এবং) কসম ইহার যে, তিনি নর এবং নারী সৃষ্টি করিয়াছেন,[৩৩৬৪-ক]

اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتّٰى ؕ⑤

৫। নিশ্চয় তোমাদের প্রচেষ্টা বিভিন্ন মূখী ।[৩৩৬৪]

فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰى وَاتَّقٰى ۙ⑥

৬। অতএব যে (আল্লাহ্র রাস্তায়) দান করিয়াছে এবং তাক্ওয়া অবলম্বন করিয়াছে,

وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰى ۙ⑦

৭। এবং তস্দীক (সত্যায়ন) করিয়াছে উত্তম বিষয়ের,[৩৩৬৫]

৩৩৬২। পূর্ববর্তী সূরাতে মূল বক্তব্য বিষয় ছিল 'আশ্ শাম্স' অর্থাৎ হযরত রসূলে পাক (সাঃ) যিনি সকল জ্যোতির উৎস ও ঝর্ণা। এই কারণেই সূর্য ও দিনের উল্লেখ আগে করা হইয়াছে এবং পরে চন্দ্র ও রাত্রির উল্লেখ করা হইয়াছে। তবে এই সূরাতে মো'মেন ও কাফেরদের মধ্যে একটি তুলনা-মূলক চিত্র তুলিয়া ধরিতে গিয়া, কাফেরদের প্রতীক 'রাত্রি'র উল্লেখ আসিয়াছে আগে, মো'মেনদের প্রতীক 'দিনে'র (তথা দিবালোকের) উল্লেখ আসিয়াছে পরে।

৩৩৬৩। এই আয়াতে 'তাজাল্লা' (আলোকাদ্ভাসিত হইয়া উঠে) শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তৎপরিবর্তে পূর্ববর্তী সূরার অনুরূপ আয়াতে ব্যবহৃত হইয়াছে 'জাল্লা' (ইহা সূর্যকে প্রকাশ করে) শব্দ। ইহা দ্বারা ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, পূর্বতবী সূরাতে শিক্ষকের অতি উন্নত আধ্যাত্মিক মর্যাদা ব্যক্ত হইয়াছে, আর এই সূরাতে শিক্ষার্থীদের ঐশী জ্ঞান আহরণের উচ্চ যোগ্যতার কথা ব্যক্ত হইয়াছে।

৩৩৬৩-ক। স্ত্রী-পুরুষের যৌন মিলনের উপর নির্ভর করে প্রজনন। পুরুষের বৈশিষ্ট্য হইল দান করা এবং স্ত্রীলোকের বৈশিষ্ট্য হইল গ্রহণ করা। তেমনি পার্থিব জগতের মতই রূপক অর্থে আধ্যাত্মিক জগতেও 'পুরুষ' হিসাবে রহিয়াছেন আল্লাহ্তা'লার রসূল ও সংস্কারকগণ যাহারা হেদায়াত দান করেন এবং 'স্ত্রীলোক' হিসাবে রহিয়াছেন তাহারা যাহারা বিশ্বস্ত অনুসারী রূপে ঐশী-শিক্ষকের হেদায়াত গ্রহণ করিয়া, উন্নত সভ্যতার জন্ম দান করেন। এই আয়াতে ইঙ্গিত রহিয়াছে যে, পরিপূর্ণ শিক্ষক মহানবী (সাঃ) এবং আদর্শ-শিক্ষার্থী সাহাবীগণ— এতদুভয়ের প্রগাঢ় ও পুণ্য সংস্পর্শ বিশ্বকে এক নবসভ্যতা উপহার দিতে যাইতেছে।

৩৩৬৪। এই আয়াতে মো'মেনদের লক্ষ্য ও প্রচেষ্টা এবং কাফেরদের লক্ষ্য ও প্রচেষ্টার মধ্যে যে বৈষম্য ও ভিন্নমুখিতা রহিয়াছে, উহার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে। যেস্থলে মো'মেনগণ সত্যকে প্রচার-প্রসারের জন্য প্রাণ পণ প্রচেষ্টা করিতেছে, সেখানে কাফেরদের সকল চেষ্টা নিয়োজিত হইতেছে সত্যের বিরোধিতা ও বাধা দান করার উদ্দেশ্যে। অতএব এই দুইটি ভিন্নমুখী প্রচেষ্টার ফল যে ভিন্ন ভিন্ন হইবে, তাহা অবশ্যম্ভাবী।

৩৩৬৫। যাহারা জীবনে কৃতকার্যতা অর্জন করে, তাহাদের তিনটি গুণের উল্লেখ করা হইয়াছে এই আয়াতে ও পূর্ববর্তী আয়াতে। সংক্ষেপে এইগুলি হইল ঃ সঠিক কর্ম, সঠিক বিশ্বাস এবং সঠিক চিন্তা। বিশ্বাসীদের মাঝে এইগুলি গভীরভাবে পাওয়া যায়।

فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْيُسْرٰى ﴿٨﴾

৮ । আমরা অবশ্যই তাহার জন্য সহজ পথ সহজ-লভ্য করিয়া দিব,[৩৩৬৬]

وَاَمَّا مَنْۢ بَخِلَ وَاسْتَغْنٰى ﴿٩﴾

৯ । কিন্তু যে কৃপণতা করিয়াছে এবং বেপরওয়া হইয়াছে,

وَكَذَّبَ بِالْحُسْنٰى ﴿١٠﴾

১০ । এবং যে উত্তম বিষয়কে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছে,[৩৩৬৭]

فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْعُسْرٰى ﴿١١﴾

১১ । সেক্ষেত্রে অচিরেই আমরা তাহার জন্য ক্লেশের পথ সহজ-লভ্য করিয়া দিব ।[৩৩৬৮]

وَمَا يُغْنِىْ عَنْهُ مَالُهٗۤ اِذَا تَرَدّٰى ﴿١٢﴾

১২ । এবং যখন সে ধ্বংস হইবে তখন তাহার ধন-সম্পদ তাহার উপকারে আসিবে না ।

اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدٰى ﴿١٣﴾

১৩ । নিশ্চয় হেদায়াত দানের দায়িত্ব আমাদের উপর রহিয়াছে ।

وَاِنَّ لَنَا لَلْاٰخِرَةَ وَالْاُوْلٰى ﴿١٤﴾

১৪ । এবং নিশ্চয় পরকাল ও ইহকাল আমাদেরই আয়ত্বাধীন ।[৩৩৬৯]

فَاَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظّٰى ﴿١٥﴾

১৫ । অতএব আমি তোমাদিগকে এক জ্বলন্ত অগ্নি সম্বন্ধে সতর্ক করিয়া দিলাম ।

لَا يَصْلٰىهَاۤ اِلَّا الْاَشْقَى ﴿١٦﴾

১৬ । চরম হতভাগ্য ব্যক্তি ব্যতীত কেহই উহাতে প্রবেশ করিবে না,

الَّذِىْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى ﴿١٧﴾

১৭ । যে (সত্যকে) মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছে এবং পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়াছে ।[৩৩৭০]

৩৩৬৬ । উপরোক্ত দুইটি আয়াতে যে বিশেষ তিনটি গুণের উল্লেখ করা হইয়াছে, ঐ তিনটি গুণের অধিকারী ব্যক্তি তাহার অভিষ্ট ফল লাভে কখনও বঞ্চিত হইবে না । অন্য অর্থ ইহাও হইতে পারে ঃ ঐসব গুণের অধিকারী ব্যক্তির পক্ষে ভাল ও কল্যাণকর কাজ করা সহজ হইয়া যায় এবং তাহাতে সে আনন্দ লাভ করে ।

৩৩৬৭ । ৬ ও ৭ আয়াতদ্বয়ে বর্ণিত তিনটি সৎগুণের বিপরীত তিনটি মন্দ প্রবৃত্তি যাহা মানুষের ধ্বংসের কারণ হয়, তাহা এই দুইটি আয়াতে (৯ ও ১০) বর্ণিত হইয়াছে ।

৩৩৬৮ । পূর্ববর্তী আয়াতদ্বয়ে বর্ণিত ব্যক্তির কার্যকলাপ অশুভ হইয়া থাকে এবং তাহার কর্ম মনঃপূত অভীষ্ট ফল সৃষ্টি করিতে ব্যর্থ হয় । অন্য অর্থও হইতে পারে ঃ শুভ এবং ফলপ্রসূ কাজ করা তাহার পক্ষে সুকঠিন হইয়া পড়ে ।

৩৩৬৯ । দুষ্ট প্রকৃতি-বিশিষ্ট অবিশ্বাসীরা ইহকালেও ব্যর্থ মনোরথ হয়, আর পরকালেও শাস্তি প্রাপ্ত হয় । কেননা ইহকাল ও পরকাল দুইটিই আল্লাহ্তা'লার কব্জায় । আয়াতটির অন্য অর্থ এইরূপ ঃ 'আমাদের (আল্লাহ্র) হাতেই সকল বস্তুর শেষ পরিণতি ও আরম্ভ ।'

৩৩৭০ । 'কায্যাবা' শব্দটির তাৎপর্য হইল ঃ পাপিষ্ঠ অবিশ্বাসী মিথ্যা বিশ্বাসসমূহ আঁকড়াইয়া থাকে এবং 'তাওয়াল্লা' শব্দটি দ্বারা বুঝায়, সে সৎকর্ম করা হইতে মুখ ফিরাইয়া রাখে।

وَسَيُجَنَّبُهَا الْاَتْقَى ﴿١٨﴾

১৮। কিন্তু মুত্তাকীকে উহা হইতে অবশ্যই দূরে রাখা হইবে,

الَّذِيْ يُؤْتِيْ مَالَهٗ يَتَزَكّٰى ﴿١٩﴾ ع

১৯। যে নিজ সম্পদকে ব্যয় করে যেন সে আত্মশুদ্ধি লাভ করিতে পারে,

وَمَا لِاَحَدٍ عِنْدَهٗ مِنْ نِّعْمَةٍ تُجْزٰٓى ﴿٢٠﴾

২০। এবং তাহার দায়ীত্বে কাহারও এমন কোন অনুগ্রহ নাই যাহার বিনিময় তাহাকে দিতে হয়,

اِلَّا ابْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْاَعْلٰى ﴿٢١﴾ ع

২১। তবে একমাত্র তাহার সর্বোচ্চ প্রতিপালকের সন্তুষ্টি লাভই তাহার উদ্দেশ্য হয়।[৩৩৭১]

وَلَسَوْفَ يَرْضٰى ﴿٢٢﴾ ع ১ [২২] ১৭

২২। এবং তিনি অবশ্যই (তাহার প্রতি) সন্তুষ্ট হইবেন।

৩৩৭১। ধর্মপরায়ণ বিশ্বাসী ব্যক্তি পরোপকার সাধন করিতে সচেষ্ট থাকে; পরের কাছ হইতে উপকার প্রাপ্তির প্রতি-উপকার হিসাবে নয়, বরং আল্লাহ্‌র সৃষ্টির উপকারে নিজেকে নিয়োগ করার একান্ত আগ্রহের কারণে। এইরূপ করার পিছনে তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য থাকে, স্বীয় প্রভু ও আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন।

৯৩-সূরা আয্ যোহা

(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতরণের সময় ও প্রসঙ্গ

প্রথম দুই-তিনটি সূরা অবতরণের পরে, কিছু দিনের জন্য রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে আল্লাহ্র বাণী আসা স্থগিত ছিল । পুনরায় যখন ঐশী-বাণী অবতীর্ণ হইতে লাগিল, তখন সাথে সাথে যে সূরাগুলি অবতীর্ণ হইয়াছিল, এই সূরাটি ইহাদের অন্যতম । অতএব ইহা মক্কায় অবতীর্ণ সূরাগুলির মধ্যে অতি প্রাথমিক কালের । নলডিকি এই সূরাকে 'সূরা বালাদের' পরে এবং মূইর ইহাকে 'সূরা আলাম নাশ্রাহ্' সংলগ্ন বলিয়া, ইহার অবতরণ-কাল নির্ধারণ করিয়াছেন । এই সূরার মধ্যে এক বিরাট ভবিষ্যদ্বাণী রহিয়াছে যে, মহানবী (সাঃ)-এর প্রতিটি 'আগামী কল্য' প্রতিটি 'গতকল্য' হইতে শ্রেষ্ঠতর সাব্যস্ত হইবে, সমাগত উপস্থিত দিন হইতে পরবর্তী দিন অধিকতর সফলতা পূর্ণ হইবে, যে পর্যন্ত না তাঁহার রেসালতের উদ্দেশ্য সফলতার শেষ বিন্দুতে পৌছায় । এই ভবিষ্যদ্বাণী মহানবী (সাঃ)-এর, একাদিক্রমে বিজয়ের পর বিজয়ের দ্বারা, কী অসাধারণভাবেই না পূর্ণ হইয়াছিল ! বিষয়-বস্তুর দিক হইতে সূরাটি, পূর্ববর্তী কয়েকটি সূরার অনেকটা অনুরূপ। ঐ সূরাগুলির মত, এই সূরাতেও মক্কাবাসীদের মজ্জাগত দুষ্কৃতির কথা জোরে শোরে বলা হইয়াছে । প্রভেদ শুধু এইটুকু যে, এই সূরাতে যেখানে মহানবী (সাঃ) ও তাঁহার অনুসারীদিগকে তাহাদের অর্থ-সম্পদের সদ্ব্যবহার করার উপদেশ দান করা হইয়াছে, সেখানে পূর্ববর্তী সূরাতে এতীম ও দরিদ্রদের প্রতি মো'মেন ও কাফেরদের ব্যবহারের তারতম্য দেখানো হইয়াছে । তদুপরি পূর্ববর্তী সূরাতে সংক্ষেপে বলা হইয়াছিল যে, আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও শুভ-দৃষ্টি লাভের জন্য বিশ্বাসীগণ তাহাদের ধন-সম্পদ আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে । আর এই সূরাতে নবী করীম (সাঃ)-এর নামের অন্তরালে আল্লাহ্র নৈকট্যপ্রাপ্ত মনোনীত বিশ্বাসীগণকে যে আল্লাহ্ কত রকমের আশীর্বাদে ভূষিত করিয়া থাকেন,উহার উল্লেখ রহিয়াছে । অতএব এই সূরাটি পূর্ববর্তী সূরার যথোপযুক্ত উত্তরসূরী ।

৯৩ সূরা আয্ যোহা

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ইহাতে ১২ আয়াত এবং ১ রুকূ আছে ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১ । আল্লাহ্র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

وَالضُّحٰى ۙ ②

২ । কসম পূর্বাহ্নকালীন সূর্য-কিরণের ।[৩৩৭২]

وَالَّيْلِ اِذَا سَجٰى ۙ ③

৩ । কসম রাত্রির, যখন ইহার অন্ধকার (চারিদিকে) ছাইয়া যায়,[৩৩৭৩]

مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلٰى ؕ ④

৪ । তোমার প্রতিপালক তোমাকে পরিত্যাগ করেন নাই এবং (তোমার প্রতি) অসন্তুষ্টও হন নাই ।[৩৩৭৪]

وَلَلْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْاُوْلٰى ؕ ⑤

৫ । এবং নিশ্চয় তোমার পূর্ববর্তী অবস্থা হইতে [৩৩৭৫] পরবর্তী অবস্থা তোমার জন্য উৎকৃষ্টতর হইবে ।

وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰى ؕ ⑥

৬ । এবং তোমার প্রতিপালক শীঘ্রই তোমাকে (সবকিছু) দান করিবেন যাহাতে তুমি সন্তুষ্ট হইয়া যাইবে ।

اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيْمًا فَاٰوٰى ۪ ⑦

৭ । তিনি কি তোমাকে এতীম পান নাই এবং (নিজ রহমতের ছায়াতলে) আশ্রয় দেন নাই ?[৩৩৭৬]

৩৩৭২ । 'প্রাতঃকালীন সূর্য কিরণ'-এর তাৎপর্য হইতে পারে, ইসলামের উদয় ও উন্নতি । এই প্রাতঃকাল দ্বারা ঐ নির্দিষ্ট প্রাতঃকালকেও বুঝাইতে পারে, যে প্রাতঃকালে মহানবী (সাঃ) দশ সহস্র পবিত্র যোদ্ধাকে সঙ্গে নিয়া বিজয়ী নেতা হিসাবে মক্কায় প্রবেশ করিলেন এবং কাবা গৃহকে পৌত্তলিকতার আবর্জনা হইতে মুক্ত করিলেন ।

৩৩৭৩ । 'রাত্রি' দ্বারা দীর্ঘকাল ধরিয়া ইসলামের ক্রমাবনতি ও অধঃপতনকে নির্দেশ করিতেছে । 'রাত্রি' বলিতে ঐ রজনীকেও বুঝাইতে পারে, যাহার অন্ধকারে মহানবী (সাঃ) গৃহত্যাগ করিয়া, আবুবকর (রাঃ)-কে সাথে নিয়া সওরগুহাতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন । প্রকৃতপক্ষে, মক্কা ত্যাগের রাত্রি এবং মক্কা বিজয়ের দিবস এই দুইটি অনন্য ঘটনা, মহানবী (সাঃ)-এর সারা জীবনের তথাবহুল, ঘটনাসমৃদ্ধ, উত্থান-পতনের ইতিহাসকে আমাদের মানসপটে সংক্ষিপ্তাকারে তুলিয়া ধরে ।

৩৩৭৪ । নবী করীম (সাঃ)-এর প্রতিটি দিন ও প্রতিটি রাত্রি, তাহার বড় বড় বিজয় ও সাময়িক বিফলতা তাঁহার আনন্দ ও কষ্ট, তাঁহার প্রার্থনাপূর্ণ রাত্রি ও কর্মমুখর দিন, এই সবই সাক্ষ্য দান করে যে, আল্লাহ্ তাঁহার সাথেই ছিলেন ।

৩৩৭৫ । মহানবী (সাঃ)-এর জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত, পূর্ববর্তী মুহূর্ত হইতে উত্তম ছিল ।

৩৩৭৬ । বাস্তবতার নিরিখে যেমন, মহানবী (সাঃ) এতীম ছিলেন, তেমনি এতিমের জন্য ছিলেন আদর্শ । তাঁহার এতীমাবস্থা ছিল চরম পর্যায়ের । পিতা মারা গেলেন জন্মের পূর্বেই, মাতা মারা গেলেন ষষ্ঠ বৎসরের সময় । আর দাদা আব্দুল মোত্তালিব, যিনি মাতৃহীন নাতির অভিভাকত্ব কাঁধে নিলেন তিনিও চলিয়া গেলেন মাত্র দুই বৎসর পরেই । অতঃপর গরীব চাচার উপরেই পড়িল তাঁহার লালন-পালনের ভার । পিতা-মাতার স্নেহ-বঞ্চিত ছিলেন বালক মুহাম্মদ (সাঃ)। পরে যিনি সকলের সহায় হইলেন, তিনি তাঁহার নিজের শৈশব-কৈশোরে ছিলেন কি নিদারুনভাবে অসহায় ! তথাপি তিনি ছোট-বড় সকলের স্নেহ ভালবাসা পাইয়াছিলেন; সঙ্গী-সাথী, সববয়স্কদের সকলের কাছে তিনি ছিলেন অতি আদরের বিশ্বস্ত বন্ধু । নিজের জীবদ্দশায় যে অসীম ভক্তি-শ্রদ্ধা ও ভালবাসা তিনি পাইয়াছেন, উহার তুলনা মানবেতিহাসে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না । তাহার তিরোধানের শত শত বৎসর পরেও কোটি কোটি মানুষের মনের মনিকোঠায় তিনি যে শ্রদ্ধার ও ভালবাসার স্থায়ী আসন লাভ করিয়াছেন ও করিয়া যাইতেছেন, নারীর জঠরে জন্মগ্রহণকারী কোন মানুষ তাহা অতীতেও পায় নাই, ভবিষ্যতেও পাইবে না ।

وَوَجَدَكَ ضَآلًّا فَهَدٰى ﴿٧﴾

৮। এবং তিনি তোমাকে (তোমার জাতির প্রেমে[৩৩৭৭]) আত্মহারা পাইয়াছিলেন এবং তিনি তোমাকে (তাহাদের সংশোধনের জন্য) হেদায়াত দান করিয়াছিলেন।

وَوَجَدَكَ عَآئِلًا فَاَغْنٰى ﴿٨﴾

৯। এবং তিনি তোমাকে অভাব-গ্রস্ত পাইয়াছিলেন এবং তিনি তোমাকে সম্পদশালী করিয়াছেন।[৩৩৭৮]

فَاَمَّا الْيَتِيْمَ فَلَا تَقْهَرْ ﴿٩﴾

১০। অতএব যে কোন এতীম হউক, তুমি তাহার সহিত কঠোরতা করিও না,

وَاَمَّا السَّآئِلَ فَلَا تَنْهَرْ ﴿١٠﴾

১১। এবং যে কোন প্রার্থীই হউক, তুমি তাহাকে তিরস্কার করিও না,

وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ﴿١١﴾ ع ১ ১৮

১২। এবং (তোমার উপর) তোমার প্রতিপালকের যে সকল নেয়ামত আছে তুমি তাহা প্রকাশ করিতে থাক।[৩৩৭৯] [১২] ১

৩৩৭৭। 'যাল্লা' (ভালবাসায় আত্মহারা) অর্থঃ তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় পথ পাইতেছিলেন না, তিনি ভালবাসায় আত্মাহারা হইয়া কি যেন খুঁজিতেছিলেন এবং বিরামহীনভাবে খুঁজিতেছিলেন (লেইন)।'যাল্লা' শব্দের বিভিন্ন অর্থের প্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতের অর্থ হইতে পারেঃ (১) মহানবী (সাঃ) সৃষ্টিকর্তার সন্ধানে পথ খুঁজিয়া বেড়াইতেছিলেন, তখন আল্লাহ্ তাঁহার কাছে শরীয়াত অবতীর্ণ করিয়া আল্লাহ্কে পাওয়ার পথ দেখাইয়াছিলেন; (২) তিনি হতবুদ্ধি অবস্থায় তাঁহার লক্ষ্যে পৌছাইবার পথ পাইতেছিলেন না— আল্লাহ্ তাঁহাকে পথ দেখাইলেন; (৩) তিনি তাঁহার হতভাগা জাতির ভালবাসায় আত্মহারা হইয়া তাহাদের মঙ্গলের পথ খুঁজিতেছিলেন- আল্লাহ্ তাহাদের জন্য সর্বোত্তম পথ দেখাইয়াছিলেন; (৪) তিনি বিশ্ববাসীর আগোচরে ছিলেন, আল্লাহ্ তাঁহাকে দেখিলেন এবং মানবজাতিকে আল্লাহ্র কাছে পৌছাইবার জন্য তাঁহাকে মনোনীত করিলেন। অতএব 'যাল্লা' শব্দটি নবী করীম (সাঃ)-এর জন্য নিন্দাসূচক না হইয়া প্রশংসাসূচকভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। পথভ্রান্ত বা পথভ্রষ্ট অর্থে এই শব্দটি মহানবী (সাঃ)-এর জন্য ব্যবহৃত হইতেই পারে না, কারণ কুরআনের অন্যত্র (৫৩ঃ৩) তাঁহাকে ভ্রান্তিমুক্ত ও প্রথভ্রষ্টতা-মুক্ত বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। অধিকন্তু, সূরার শেষ ছয়টি আয়াত পরস্পর সম্পর্কযুক্ত অর্থাৎ আয়াত ৭, ৮, ৯-এর সহিত আয়াত ১০, ১১, ১২, ক্রমিকভাবে সম্পর্কযুক্ত। আয়াত ৮ এর 'যাল্লা,' আয়াত ১১ এর 'সায়েল' শব্দের সাথে সম্পর্কিত হইয়া 'যাল্লার' অর্থকে পরিষ্কার করিয়া দিয়াছেঃ 'যে জন আল্লাহ্র সাহায্য চাহিয়াছে আল্লাহ্র কাছে যাইবার পথ পাইবার জন্য; যে ব্যক্তি সঠিক পথ পাইবার উদ্দেশ্যে সাহায্য চাহিয়াছে। আয়াতটির অন্য অর্থঃ 'আল্লাহ তোমাকে তাঁহারই অন্বেষণরত অবস্থায় পাইলেন এবং তোমাকে তাঁহার কোলে (সান্নিধ্যে) তুলিয়া লইলেন।'

৩৩৭৮। নবী করীম (সাঃ)-এর জীবন আরম্ভ হইয়াছে নিঃসম্বল এতীম হিসাবে। আর তাঁহার জীবনের অবসান হইল সমগ্র আরব দেশের একচ্ছত্র সম্রাট হিসাবে।

৩৩৭৯। সাত, আট ও নয় আয়াত তিনটিতে নবী করীম (সাঃ)-এর প্রতি আল্লাহ্তা'লার কৃপা ও অনুগ্রহের উল্লেখ করা হইয়াছে। আর পরবর্তী ১০, ১১ ও ১২ আয়াতত্রয়ে তাঁহাকে এই মর্মে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে যে, তিনি যেন মানুষের প্রতি কৃপা ও অনুগ্রহ বিতরণ করিয়া আল্লাহ্র কাছে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। এই উপদেশ তথা আদেশ নবী করীম (সাঃ)-এর অনুসারীদের উপরও সমভাবে প্রযোজ্য।

৯৪- সূরা আল্ ইনশেরাহ্

(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতরণের সময় ও প্রসঙ্গ

যেহেতু এই সূরাটি পূর্ববর্তী সূরার সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্পর্কিত এবং ঐ সূরার বিষয়-বস্তুরই সম্প্রসারণ বিশেষ, সেই কারণে স্বভাবতঃই ইহাও মক্কী সূরা । ইহা নবুওয়াতের দ্বিতীয় বা তৃতীয় বৎসরে নাযেল হইয়াছিল । পূর্ববর্তী সূরাতে মহানবী (সাঃ)-এর উদ্দেশ্য পূর্তির ও ক্রমোন্নতির নিশ্চিত আশ্বাস বিবৃত হইয়াছে । এই সূরাতে এমন কয়েকটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ চিহ্ন ও লক্ষণের প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে যাহা দ্বারা নিশ্চিতভাবেই বলা যায় ঐ লক্ষ্য শেষাবধি জয়যুক্ত হইবেই । সত্যের প্রচারকগণের 'মিশনের' অবস্থা এমনিতরই হইয়া থাকে । চিহ্নগুলি এইরূপ ঃ (ক) প্রথমতঃ তাঁহার দাবীর সত্যতা ও অভ্রান্ততা সম্বন্ধে দৃঢ় প্রত্যয় ও প্রতীতি তাহার শিরা-উপশিরায় প্রবাহিত থাকিতে হইবে এবং তাহা প্রচারের উপায়-উপকরণ থাকিতে হইবে; (খ) মানুষকে আকর্ষণ করার চুম্বকশক্তি তাঁহার মাঝে থাকিতে হইবে; (গ) আল্লাহ্‌র ফয়সলা ও সাহায্য তাঁহার স্বপক্ষে ক্রিয়াশীল হইতে হইবে । এই সূরাতে, নবী করীম (সাঃ)-এর মাঝে এইসব গুণাবলী পূর্ণমাত্রায় রহিয়াছে বলিয়া বিবৃত হইয়াছে । অতএব তাঁহার লক্ষ্য অর্জিত হইবেই ।

৯৪-সূরা আল্ ইন্‌শেরাহ

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৯ আয়াত এবং ১ রুকূ আছে ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১ । আল্লাহর নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ②

২ । আমরা কি তোমার জন্য তোমার বক্ষঃকে উন্মুক্ত করিয়া দিই নাই,

وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ ③

৩ । এবং তোমার বোঝা তোমার নিকট হইতে অপসারিত করিয়া দিই নাই,

الَّذِيْٓ اَنْقَضَ ظَهْرَكَ ④

৪ । যাহা তোমার পৃষ্ঠ-দেশকে ভাঙ্গিয়া ফেলিতে-ছিল ?[৩৩৮০]

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ⑤

৫ । এবং আমরা তোমার স্মরণকে উন্নীত ও সম্মানিত করিয়াছি ।[৩৩৮১]

فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ⑥

৬ । নিশ্চয় কষ্ট-কাঠিন্যের সাথে সহজসাধ্যতা রহিয়াছে,[৩৩৮২]

اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ⑦

৭ । (হ্যাঁ) নিশ্চয় কষ্ট-কাঠিন্যের সাথে সহজসাধ্যতা রহিয়াছে ।

فَاِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ ⑧

৮ । অতএব যখন তুমি অবসর পাও, তখনই কঠোর সাধনায় ব্রতী হও ।

৩৩৮০ । রসূলে পাক (সাঃ)-এর উপর সকল বিশ্ববাসীকে হেদায়াত দেওয়ার এত বিরাট স্নায়ু-ছিন্নকর ও হাড়ভাংগা বোঝা চাপিয়াছিল যে, সৃষ্টি অবধি কোন মানব-সন্তানের উপর আর কখনও এতবড় বোঝ চাপে নাই । দুর্বিনীত, অধঃপতিত, নীতিবিগর্হিত, বর্বর জাতিকে অন্ধকারের অতল গহ্বর হইতে টানিয়া তুলিয়া উর্ধ্বগামী আধ্যাত্মিক উন্নতির চরম শৃঙ্গে উত্তোলন করা এবং তাহাদের মাধ্যমে অন্যায়-অবিচারে ও অজ্ঞানতা-কুসংস্কারে আপাদমস্তক-নিমজ্জিত মানব জাতিকে সুসভ্য পবিত্র মানুষে পরিণত করা যে কত বড় অসামান্য গুরুভার তাহা ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না । এই দায়িত্বের গুরু ভার তাঁহাকে একেবারে চুরমার করিয়া দিত যদি না আল্লাহ্ তাঁহার ভারকে নিজেই লঘু করিয়া দিতেন ।

৩৩৮১ । এই সূরা নবুওয়াতের দ্বিতীয় বা তৃতীয় বৎসরে নাযেল হইয়াছিল, যখন মহানবী (সাঃ) তাঁহার আশেপাশের বাহিরে পরিচিত ছিলেন না । কিন্তু অতি অল্পদিনের মধ্যেই তিনি সর্বাধিক পরিচিত, নন্দিত ও শ্রদ্ধাভাজন কৃতী ধর্মগুরুর মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হইলেন । পৃথিবীতে ধর্মীয় বা জাগতিক এমন একজন নেতাও নাই যিনি মহানবী (সাঃ)-এর স্বীয় অনুসারীদের কাছ হইতে এত অপরিসীম ভালবাসা ও শ্রদ্ধা-ভক্তি লাভ করিয়াছেন ।

৩৩৮২ । 'নিশ্চয় কষ্ট-কাঠিন্যের সাথে সহজসাধ্যতা রহিয়াছে' এই বাক্য পর পর দুইবার ব্যবহৃত হইয়াছে । ইহা দ্বারা বুঝা যায় ইসলামকে যে কঠিন ও কঠোর সময়ের মধ্য দিয়া অতিক্রম করিতে হইবে তন্মধ্যে দুইটি সময়ের ভীষণ কঠোরতা ইহার অস্তিত্বের চ্যালেঞ্জ হইয়া দাঁড়াইবে । প্রথমে একবার ইহার প্রাথমিক বৎসরগুলিতে এবং দ্বিতীয়বার আখেরী যামানার দজ্জালিয়াতের যুগে । এই উভয় ক্ষেত্রেই, ইসলাম বিজয়ীর বেশে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবে । এই আয়াত দ্বারা এই কথাও বুঝা যায় যে,নবী করীম (সাঃ) ও মুসলিম উম্মত যে সকল বিপদাবলীর সম্মুখীন হইবেন, তাহা অস্থায়ী ধরণের হইবে । সেই তুলনায় তাহারা যে কৃতকার্যতা লাভ করিবেন, তাহা হইবে স্থায়ী ও সুদূর-প্রসারী ।

৯। এবং তোমার প্রতিপালকের প্রতি (পূর্ণ একাগ্রতার সহিত) মনোনিবেশ কর।[৩৩৮২-ক]

ع ١ ٩ ١٩ وَاِلٰى رَبِّكَ فَارْغَبْ ۝٩

৩৩৮২-ক। নবী করীম (সাঃ)-কে সান্ত্বনা ও নিশ্চয়তা দেওয়া হইতেছে যে, তাহার সম্মুখে আধ্যাত্মিক উন্নতির সীমাহীন পথ উন্মুক্ত রহিয়াছে। অতএব উপস্থিত বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া কৃতকার্য হইয়াই তিনি যেন সন্তুষ্ট না হন, বরং এক চূড়া অতিক্রম করার পর, অপর চূড়ায় আরোহণের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখেন এবং এইভাবে শৃঙ্গ অতিক্রম করিতে থাকেন। কেননা পতিত মানবজাতিকে সুসভ্য জাগ্রত জনমানবে পরিণত করিতে হইলে এবং বিশ্বে আল্লাহ্‌র রাজত্ব কায়েম করিতে হইলে, সর্বকালীন প্রচেষ্টার প্রয়োজন, তাহাতে বিরামের সুযোগ কোথায়? আয়াতটির অন্য অর্থ ইহাও হইতে পারে ঃ শিষ্যগণের শিক্ষাদান ও প্রশিক্ষণ দানের কর্তব্য সমাপনান্তে এবং দৈনন্দিন জাগতিক কার্যাদি সম্পাদনের পর, তিনি যেন রাতভর সর্বান্তঃকরণে আল্লাহ্‌র দিকে চিত্ত নিবিষ্ট করেন, কেননা তাঁহার আধ্যাত্মিক ভ্রমণ পথের কোন সীমা-পরিসীমা নাই।

৯৫-সূরা আত্ তীন
(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতরণ–কাল ও প্রসঙ্গ

সূরাটি নবুওয়াতের প্রথম দিকেই মক্কায় নাযেল হইয়াছিল । হযরত ইব্নে আব্বাস ও যুবায়রের অভিমত ইহাই । নলডিকি সূরাটিকে সূরা 'বুরূজের' পরে পরেই স্থান দেন । পূর্ব সূরাটিতে জ্ঞান ও বুদ্ধির ভিত্তিতে যুক্তি দেখানো হইয়াছে যে, নবী করীম (সাঃ)-এর মাঝে যেহেতু ঐ সকল গুণের সবটাই সম্পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান আছে, যাহার সঠিক প্রয়োগ মানবকে কৃতকার্যতার উচ্চতম শিখরে নিয়া যায়, সেইহেতু মহানবী (সাঃ) নিশ্চিতভাবেই সুমহান ভবিষ্যতের অধিকারী হইবেন । বর্তমান সূরাটিতে কয়েকজন খ্যাতনামা প্রেরিত পুরুষের দৃষ্টান্ত উল্লেখ পূর্বক বলা হইতেছে যে, উক্ত মহামানবগণের অবস্থাবলীর সাথে মহানবী (সাঃ)-এর অবস্থার বিশেষ সাদৃশ্য রহিয়াছে এবং সেই কারণে তিনিও তাঁহাদের মতই কৃতকার্য হইবেন । ৮৯ সূরা হইতে ৯৪ সূরা পর্যন্ত প্রতিটি সূরাতে একভাবে বা অন্যভাবে মহানবী (সাঃ)-এর মদীনা গমনের কথা ও তৎপরবর্তী কৃতকার্যতার কথা ব্যক্ত হইয়াছে । কোনটাতে প্রকারান্তরে, কোনটাতে পরোক্ষভাবে এবং কোনটাতে পরিষ্কারভাবে এই কথাটি রহিয়াছে । এই সূরাতে, ইশারা-ইঙ্গিতে বলা হইয়াছে যে, নবী করীম (সাঃ)-এর মত পূর্ববর্তী নবীগণকেও স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে দেশ ত্যাগ করিতে হইয়াছিল ।

৯৫ সূরা আত্ তীন

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ইহাতে ৯ আয়াত এবং ১ রুকূ আছে ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১ । আল্লাহ্র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ ②

২ । কসম ডুমুর এবং জলপাইয়ের,[৩৩৮৩]

وَطُوْرِ سِيْنِيْنَ ③

৩ । এবং সিনাই পর্বতের,[৩৩৮৩-ক]

وَهٰذَا الْبَلَدِ الْاَمِيْنِ ④

৪ । এবং এই নিরাপদ শহরের,

لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْٓ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ ⑤

৫ । নিশ্চয় আমরা ইনসানকে সর্বোৎকৃষ্ট উপাদানে সৃষ্টি করিয়াছি ।

৩৩৮৩ । 'ডুমুর','জলপাই''সিনাই পর্বত' এবং 'এই নিরাপত্তার শহর'—এই গুলির কসম খাইয়া বলা হইতেছে যে, নবী করীম (সাঃ)-এর উদ্দেশ্য সফল হইবার যে দাবী এই সূরাতে উত্থাপন করা হইয়াছে তাহা নিশ্চয়ই পূর্ণ হইবে । 'ডুমুর' ও'জলপাই'ঈসা (আঃ)-এর প্রতীক, 'সিনাই পর্বত' মূসা (আঃ)-এর প্রতীক এবং 'এই নিরাপত্তার শহর' মহানবী (সাঃ)-এর প্রতীক । এই তিনটি আয়াতের মধ্যে, বাইবেলের নিম্নোক্ত কথাগুলির প্রতি ইঙ্গিত রহিয়াছে।কথাগুলি হইল,'সদা প্রভু সীনয় হইতে আসিলেন এবংসেয়ীর হইতে তাহাদের প্রতি উদিত হইলেন;এবং পারান পর্বত হইতে আপন প্রতাপ প্রকাশ করিলেন'(দ্বিতীয় বিবরণ-৩৩ঃ২)।কোন কোন তফসীরকারকের মতে, 'ডুমুর' বৌদ্ধ ধর্মের জন্য, 'জলপাই' খৃষ্টান ধর্মের জন্য, 'সিনাই পর্বত' ইহুদী ধর্মের জন্য এবং 'এই নিরাপত্তার শহর' ইসলামের মহানবী (সাঃ)-এর জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে । এই প্রতীকগুলির একটি ব্যাখ্যা ইহাও করা হইয়াছে যে, এক একটি প্রতীক এক একটি বিশেষ ঐতিহাসিক সময়কে নির্দেশ করিয়াছে । মানুষের নৈতিক উন্নয়নের ইতিহাস সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার কারণে এই ব্যাখ্যাই মনে হয় সর্বোত্তম । ইহাতে আদম (আঃ)-এর যুগকে 'ডুমুর' দ্বারা, নূহ (আঃ)-এর যুগকে 'জলপাই' দ্বারা, মূসা (আঃ)-এর যুগকে 'সিনাই পর্বত' দ্বারা এবং 'এই নিরাপত্তার শহর' দ্বারা মহানবী (সাঃ)-এর ইসলামী সভ্যতার যুগকে চিহ্নিত করা হইয়াছে । এই ব্যাখ্যা কুরআন ও বাইবেল দ্বারা সমর্থিত । বর্ণিত আছে যে, আদম ও হাওয়া যখন নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণ করিলেন এবং নগ্ন হইয়া পড়িলেন তখন ডুমুরের পাতা দ্বারা নগ্নতা ঢাকিলেন (আদি পুস্তক-৩ঃ৭)। নূহ্ (আঃ) সম্বন্ধে বর্ণিত আছে, 'এবং কপোতটি সন্ধ্যাকালে তাহার নিকটে ফিরিয়া আসিল । আর দেখ, তাহার চঞ্চুতে জিত বৃক্ষের একটি নবীন পত্র ছিল, ইহাতে নোহ বুঝিলেন, ভূমির উপরে জল হ্রাস পাইয়াছে'(আদি পুস্তক-৮ঃ১১)। ইহা স্বীকৃত সত্য যে, মূসা (আঃ) সিনাই পর্বতে শরীয়াতের বাণী লাভ করিয়াছিলেন । আর ইহাও সকলের জানা যে, ইসলামের পবিত্র জন্মভূমি আবহমান কাল হইতে আজ পর্যন্ত 'শান্তি ও নিরাপত্তার নগরী' বলিয়া পরিচিত ও প্রমাণিত হইয়া আসিতেছে । এই চারিটি যামানার মধ্য দিয়া অতিক্রম করতঃ মানুষ সভ্যতার বর্তমান স্তরে উপনীত হইয়াছে । আদমের যামানায় মানুষের উন্নতি ও সভ্যতার প্রথম সোপান রচিত হইয়াছিল । নূহ (আঃ) ছিলেন শরীয়াতের স্থপতি, মূসা (আঃ)-এর যামানায় বিস্তারিতভাবে শরীয়াত অবতীর্ণ হয় এবং মহানবী (সাঃ)-এর যামানায় ঐশী বিধান সর্বতোভাবে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে, যাহার ফলে মানুষ বুদ্ধিবৃত্তিক, সামাজিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করিয়াছে । এই ব্যাখ্যা সত্বেও 'ডুমুর' মূসায়ী শরীয়াতকে এবং 'জলপাই'ইসলামী শরীয়াতকে বুঝাইতে পারে,আর এই দুইটি প্রতীকি কসম বা সাক্ষ্যকে সমান্তরালভাবে দেখানোর জন্য 'সিনাই পর্বত' ও 'নিরাপত্তার নগরী'র নাম লওয়া হইয়াছে ।

৩৩৮৩ । 'সিনাই'-এর বহুবচন 'সিনীন' । ইহাতে বুঝা যায় সিনীন বলিতে কেবল একটা বিশিষ্ট পর্বতকে বুঝায় না, বরং একটা পর্বতমালাকে বুঝায় । ইহারই একটিতে আল্লাহ্তা'লা মূসা (আঃ)-এর কাছে নিজেকে প্রকাশ করিয়াছিলেন ।

ثُمَّ رَدَدْنٰهُ اَسْفَلَ سٰفِلِيْنَ ۝٥

৬। অতঃপর (অসৎকর্ম করিলে) আমরা তাহাকে হীন হইতে হীনতম স্তরে ফিরাইয়া দিই, ৩৩৮৪

اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَلَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ ۝٦

৭। সেই সকল লোক ব্যতীত যাহারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে, অতএব তাহাদের জন্য রহিয়াছে অফুরন্ত প্রতিদান।

فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّيْنِ ۝٧

৮। অতএব ইহার পর বিচার সম্বন্ধে তোমাকে কিসে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখান করে ?৩৩৮৫

اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَحْكَمِ الْحٰكِمِيْنَ ۝٨ ع ١ [٩] ٢٠

৯। আল্লাহ্ কি সকল বিচারকের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম বিচারক নহেন ?

৩৩৮৪। পবিত্র ও বিমল প্রকৃতি নিয়া মানুষ জন্ম গ্রহণ করে। তাহার মাঝে ভাল কাজ করার প্রবণতা থাকে। তবে তাহাকে ইচ্ছার স্বাধীনতা ও কর্মের স্বাধীনতা বহুল পরিমাণে দেওয়া হইয়াছে যাহাতে সে ইচ্ছামত নিজেকে গড়িয়া তুলিতে পারে। তাহাকে বহু প্রাকৃতিক শক্তি ও গুণাবলীর দ্বারা ভূষিত করা হইয়াছে যাহাতে সে অসামান্য নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি করিয়া ঐশী গুণরাশির প্রতিফলনকারীতে পরিণত হইতে পারে। কিন্তু আল্লাহ্ প্রদত্ত শক্তি-নিচয় ও গুণাবলীকে অপব্যবহার করিয়া সে পশুর স্তর হইতেও নীচে নামিয়া যাইতে পারে, এমন কি মূর্তিমান শয়তানে পরিণত হইতে পারে। সংক্ষেপে, মানুষের মধ্যে ভাল ও মন্দ করার অসামান্য সম্ভাবনা রহিয়াছে।

৩৩৮৫। মানুষকে বিরাট আধ্যাত্মিক সৌভাগ্য অর্জনের জন্য সৃষ্টি করা হইয়াছে এবং তাহাকে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির কাজে সাহায্য করার জন্য আল্লাহ্তা'লা বার বার হযরত আদম, নূহ, মূসা (আঃ) ও মহানবী (সাঃ)-এর মত মহামানবগণকে প্রেরণ করিয়াছেন। তাহা সত্ত্বেও, মানুষ যদি তাহার প্রকৃতিগত শক্তিসমূহের সদ্ব্যবহার না করে এবং যদি সে ঐশী-বাণীকে ও বাণীবাহকগণকে প্রত্যাখ্যান করিয়া শত্রুতায় লিপ্ত হয় এবং সেই কারণে যখন সে শাস্তিপ্রাপ্ত হয়, তখন যুক্তিসঙ্গতভাবে এই কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না যে, এই জগতেও বিচার-দিবস রহিয়াছে এবং পরকালেও বিচার দিবস রহিয়াছে। সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সুবিচারক আল্লাহ্র আদেশাবলীকে অগ্রাহ্য করিয়া কাজ করিলে কেহই রেহাই পাইতে পারে না এবং সেই আদেশাবলীকে অনুসরণ করিয়া কাজ করিলে কেহই পুরস্কৃত না হইয়া পারে না।

(এই সূরার শেষ আয়াত পাঠ করার পর 'বালা ওয়া আনা আলা যালেকা মিনাশ্ শাহেদীন' পাঠ করতে হয় যাহার অর্থঃ হাঁ,এবং আমিও ইহার উপর সাক্ষদাতাগণের অন্তর্ভুক্ত)।

৯৬-সূরা আল্‌'আলাক

(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতরণ-কাল ও প্রসঙ্গ

ইহা সর্বস্বীকৃত অভিমত যে, এই সূরার প্রথম পাঁচটি আয়াত হেরা পর্বতগুহায় ধ্যানমগ্ন বিশ্ব-নবী (সাঃ)-এর নিকট অবতীর্ণ আল্লাহ্‌তা'লার প্রথম বাণী যাহা হিজরতের ১৩ বৎসর পূর্বে, ৬১০ খৃষ্টাব্দের রমযান মাসের শেষ দিকের একটি বেজোড় রাতে অবতীর্ণ হইয়াছিল। সেই 'সৌভাগ্য-রজনীতে' মহানবী (সাঃ) যখন গুহার মেঝেতে অনন্তের ধ্যানে একেবারে তন্ময়, তখন এই আয়াতগুলি অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার হৃদয় কন্দরে গ্রথিত হইয়া যায়। এই আয়াতগুলি আল্লাহ্‌তা'লার করুণার প্রথম নিদর্শন যাহা দ্বারা তিনি তাঁহার প্রিয় দাসকে আপ্যায়িত করিলেন (কাসীর)। পূর্ববর্তী সূরার সাথে এই সূরার যোগসূত্র আছে। পূর্ববর্তী সূরাটিতে বলা হইয়াছে যে, আবহমান কাল হইতেই আল্লাহ্‌তা'লা তাঁহার নবী-রসূলগণকে পাঠাইয়া আসিতেছেন এবং তাঁহাদের মাধ্যমে স্বীয় ইচ্ছা ব্যক্ত করিয়া আসিতেছেন। প্রথমে আসিলেন হযরত আদম (আঃ), তৎপর হযরত নূহ (আঃ)। এর পর ক্রমাগত বহু নবী আগমনের পর ইসরাঈলীগণের সর্বাপেক্ষা বড় নবী হযরত মূসা (আঃ) আসিলেন। আর সবশেষে আসিলেন বিশ্ব-নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)। এই সূরাতে বলা হইয়াছে যে, মানুষের জন্ম যেরূপ ক্রমোন্নয়নের ধারাবাহিকতার ফল, তাহার আধ্যাত্মিক উন্নতিও তেমনি ক্রমোন্নয়ন ধারার ফল। যে সকল নবীর দৃষ্টান্ত পূর্ববর্তী সূরাতে দেওয়া হইয়াছে, তাঁহারা আধ্যাত্মিক উন্নতির উচ্চ হইতে উচ্চতর স্তরের পর্যায়ে পৌঁছিয়াছিলেন। আর, মহানবী (সাঃ) তাঁহার ব্যক্তি সত্তায়, পূর্ণতম ও চরমতম আধ্যাত্মিক উন্নতির শ্রেষ্ঠতম নমুনা।

৯৬-সূরা আল্ 'আলাক্

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ইহাতে ২০ আয়াত এবং ১ রুকূ আছে ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১ । আল্লাহ্র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ ②

২ । তুমি পাঠ কর[৩৩৮৬] তোমার প্রতিপালকের নামে যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন,

خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ③

৩ । যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন[৩৩৮৭] ইনসানকে এক আঁঠাল জমাট রক্ত- পিণ্ড হইতে ।

اِقْرَاْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ ④

৪ । তুমি পাঠ কর; কেননা তোমার প্রতিপালক পরম সম্মানিত,[৩৩৮৮]

الَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ⑤

৫ । যিনি কলম দ্বারা জ্ঞান শিক্ষা দিয়াছেন,[৩৩৮৯]

عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ⑥

৬ । যিনি শিক্ষা দিয়াছেন ইনসানকে উহা যাহা সে জানিত না ।

كَلَّآ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَيَطْغٰٓى ⑦

৭ । কখনও নহে, ইনসান অবশ্যই সীমালংঘন করিতেছে,

اَنْ رَّاٰهُ اسْتَغْنٰى ⑧

৮ । কারণ সে নিজেকে অভাব-মুক্ত মনে করে ।

৩৩৮৬ । 'ইকরা' অর্থ পড়, আবৃত্তি কর, অন্যের কাছে বহন কর, ঘোষণা কর, সংগ্রহ কর ইত্যাদি । এইসব অর্থের সম্মিলিত তাৎপর্য হইল ঃ কুরআন করীম বহুল পঠিত ও প্রচারিত হইবে, একত্রে সংগৃহীত হইয়া গ্রন্থে পরিণত হইবে এবং বিশ্বব্যাপী সম্প্রচারিত হইবে । সৃষ্টিকর্তাকে এখানে 'রাব্ব'(প্রতিপালক প্রভু, রক্ষাকর্তা, বর্দ্ধনকারী ও পরিবর্দ্ধনকারী) নামে অভিহিত করার মধ্যে এই তাৎপর্য রহিয়াছে যে, মানুষের নৈতিক উন্নতি ক্রমোন্নয়নের মাধ্যমে সঞ্চারিত হইয়া মহানবী (সাঃ)-এর আগমনে পূর্ণত্ব ও চরমত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে ।

৩৩৮৭ । এই আয়াতের তাৎপর্য হইল, মানব-প্রকৃতির মধ্যে আল্লাহ্র প্রতি ভালবাসা প্রোথিত রহিয়াছে । সেই কারণে ইহা স্বাভাবিক যে, এমন কেহ নিশ্চয়ই হইবে যাহার মধ্যে এই ভালবাসার স্বাভাবিক গুণটি চরমাকারে ও পূর্ণতমভাবে প্রকাশিত হইবে । তিনিই হইলেন বিশ্বনবী (সাঃ) যিনি তাঁহার সৃষ্টিকর্তাকে দেহ-মন ও হৃদয়-আত্মা দিয়া ভালবাসিয়াছেন; তাঁহার প্রতিটি শিরা-উপশিরা, প্রতিটি রক্তকণিকা এই ভালবাসায় পরিপূর্ণ ছিল । 'ইনসান' শব্দটি সাধারণভাবে মানুষকে বুঝাইলেও এই আয়াতে 'পূর্ণতম মানব' মহানবী (সাঃ)-কে বুঝাইয়াছে ।

৩৩৮৮ । কুরআন যত বেশী বেশী পঠিত ও প্রচারিত হইবে, আল্লাহ্র পবিত্রতা ও মহিমা এবং মানবতার সম্মান ও মর্যাদা বিশ্বের বুকে তত বেশী স্বীকৃতি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে ।

৩৩৮৯ । এই আয়াতে এইরূপ একটি ভবিষ্যদ্বাণী আছে বলিয়া মনে হয় যে, 'কলম' বিশ্ব-সভ্যতার ধারক-বাহক রূপে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিতে যাইতেছে । পবিত্র কুরআন কলমের দ্বারা লিখিত আকার প্রাপ্ত হইয়া সঠিকভাবে সংরক্ষিত ও হস্তক্ষেপমুক্ত রহিয়াছে । আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও কুরআন-বাহিত ঐশী গুপ্ত তত্ত্বাবলী এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞান-চর্চায় কুরআনের উৎসাহ দান ইত্যাদি সভ্যতা-উদ্দীপক কর্মকাণ্ডে কলমই রাখিয়াছে সর্বাধিক অবদান । অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও চিন্তনীয় বিষয় ইহাই যে, কুরআনের মত গ্রন্থ যাহা এমন একজাতির মধ্যে অবতীর্ণ হইয়াছিল যাহারা না জানিত কলমের মূল্য, না জানিত কলমের তেমন একটা ব্যবহার এবং যাহা এমন একজন মানুষের কাছে অবতীর্ণ হইয়াছিল যিনি স্বয়ং লেখা-পড়া জানিতেন না, সেই কুরআনে বার বার 'কলমের' উল্লেখ করা হইয়াছে ।

إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ ﴿٩﴾

৯। নিশ্চয় তোমার প্রতিপালকের সমীপেই প্রত্যাবর্তন,

أَرَءَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ ﴿١٠﴾

১০। তুমি কি তাহাকে দেখিয়াছ যে নিষেধ করে,

عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ ﴿١١﴾

১১। (আমাদের) এক বান্দাকে[৩৩৯০] যখন সে নামায পড়ে ?

أَرَءَيْتَ إِن كَانَ عَلَى الْهُدَىٰ ﴿١٢﴾

১২। তুমি বল দেখি, যদি (আমাদের বান্দা) হেদায়াতের উপর অধিষ্ঠিত থাকে,

أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَىٰ ﴿١٣﴾

১৩। অথবা সে তাক্ওয়ার আদেশ দেয়।

أَرَءَيْتَ إِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ﴿١٤﴾

১৪। তুমি বল দেখি, যদি সে (বারণকারী) মিথ্যা বলিয়া (সত্যকে) প্রত্যাখ্যান করে এবং পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে ?

أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّهَ يَرَىٰ ﴿١٥﴾

১৫। সে কি জানে না যে, নিশ্চয় আল্লাহ্ (সব কিছু) প্রত্যক্ষ করিতেছেন ?

كَلَّا لَئِن لَّمْ يَنتَهِ لَنَسْفَعًۢا بِالنَّاصِيَةِ ﴿١٦﴾

১৬। কখনও নহে, যদি সে বিরত না হয়, তাহা হইলে আমরা অবশ্যই তাহার ললাটের কেশগুচ্ছ ধরিয়া হেঁচড়াইব—[৩৩৯১]

نَاصِيَةٍ كَـٰذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ﴿١٧﴾

১৭। মিথ্যাবাদী, পাপাচারী-ললাটের কেশগুচ্ছ।

فَلْيَدْعُ نَادِيَهُۥ ﴿١٨﴾

১৮। সুতরাং সে তাহার পরিষদকে আহ্বান করুক।

سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ ﴿١٩﴾

১৯। আমরাও (আমাদের) শাস্তির ফিরিশ্তাদিগকে আহ্বান করিব।[৩৩৯২]

كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب ﴿٢٠﴾ ع ۩

২০। কখনও নহে, তুমি এইরূপ ব্যক্তির আনুগত্য করিও না, বরং তুমি সেজদা কর এবং (আল্লাহ্র) নৈকট্য অর্জন করিতে থাক।

সেজদা-১৪ [২১/১৯]

৩৩৯০। প্রত্যেক প্রার্থনাকারী মুসলমানের কথাই বুঝাইয়াছে; বিশেষভাবে বিশ্ব-নবী (সাঃ)-কে বুঝাইয়াছে।

৩৩৯১। ১০ হইতে ১৮ পর্যন্ত আয়াতগুলি প্রত্যেক উদ্ধত ও নিষ্ঠুর কাফেরের জন্য সাধারণভাবে প্রযোজ্য হইলেও, কতিপয় তফসীরকারক এই আয়াতগুলিকে তৎকালীন মক্কার কুরায়শ নেতা আবু জাহ্লের প্রতি নির্দিষ্টভাবে আরোপ করিয়াছেন। নবী করীম (সাঃ) ও তাঁহার অনুসারীদিগকে উত্যক্ত করা, প্রতিটি কাজে বাধা দান ও নির্যাতন করার ব্যাপারে সে ছিল সর্বাপেক্ষা অগ্রগামী। তাহার হুকুমে, ইসলামে দীক্ষিত কয়েকজন কৃতদাসকে, মাথার চুল ধরিয়া টানিয়া টানিয়া, মক্কার রাস্তায় রাস্তায় প্রদর্শনী করিয়া ভীতি-সঞ্চার করা হইয়াছে। বদরের যুদ্ধে মক্কাবাসীদের পরাজয়ের পর, আবু জাহ্লসহ মৃত কুরায়শ নেতাগণকে অনুরূপভাবে চুল ধরিয়া টানিয়া লইয়া গিয়া গর্তে প্রোথিত করা হয়। কয়েক বৎসর পূর্বে মক্কা নগরীতে অসহায়, দুর্বল, অল্প সংখ্যক মুসলমানকে যে অকথ্য নির্যাতন করা হইয়াছিল, ইহাই ছিল তাহার যথাযোগ্য শাস্তি।

৩৩৯২। 'যাবানিয়া' অর্থ অস্ত্রধারী কর্মকর্তা বা আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী উচ্চপদস্থ কর্মচারী বা দোযখের দ্বাররক্ষী ফিরিশ্তা, শাস্তিদানের ফিরিশ্তা (লেইন)।

৯৭-সূরা আল্ কাদর

(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতরণ-কাল ও প্রসঙ্গ

কোন কোন ব্যাখ্যাকারী মনে করেন যে, এই সূরা মদীনায় অবতীর্ণ হইয়াছিল । এই ধারণা ভুল, কেননা এইরূপ ধারণা সকল ঐতিহাসিক তথ্যের বিপরীত । ইহা সুনিশ্চিতভাবে মক্কী সূরা; নবুওয়াতের প্রথম বৎসরগুলির মধ্যেই ইহা অবতীর্ণ হইয়াছিল । হযরত ইবনে আব্বাস, ইব্নে যুবায়র ও আয়েশার (রাঃ) মত মনীষীগণও এই অভিমত পোষণ করেন । নলডিকি ইহাকে ৯৩ সূরার পরেই স্থান দিয়াছেন, যাহা নবুওয়াতের অতি প্রাথমিক কালের সূরা । পূর্ববর্তী সূরাতে আল্লাহ্তা'লা বিশ্ব-নবী (সাঃ)-কে কুরআন পাঠের আদেশ দান করিয়া ইহার শিক্ষা ও বাণীকে বিশ্বব্যাপী ঘোষণা ও প্রচার করার তাকিদ দিয়াছেন । এই সূরাতে কুরআনের মর্যাদা, মাহাত্ম্য ও কল্যাণ-বর্ষিতার কথা বলা হইয়াছে এবং প্রারম্ভেই কুরআনের অবতরণের রাত্রিকে 'লায়লাতুল কাদর' (ফয়সালার মর্যাদাপূর্ণ রাত্রি) বলিয়া ব্যক্ত করা হইয়াছে । এই সৌভাগ্য-রজনী কুরআনের ৪৪ঃ৪ আয়াতে 'বরকতপূর্ণ রাত্রি' বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে । 'বিসমিল্লাহ্' ব্যতীত এই সূরাতে মাত্র পাঁচটি আয়াত রহিয়াছে, কিন্তু এইগুলির বক্তব্য ও অর্থের মধ্যে সুগভীর আধ্যাত্মিক তাৎপর্য রহিয়াছে ।

سُوْرَةُ الْقَدْرِ مَكِّيَّةٌ (٩٧) آياتها ٦ ركوعها ١

৯৭ সূরা আল্ কাদ্‌র

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৬ আয়াত এবং ১ রুকূ আছে ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۚ ②

২। নিশ্চয় আমরা ইহাকে 'লায়লাতুল[৩৩৯৩] কাদ্‌রে'[৩৩৯৪] (ফয়সালার রাত্রিতে) নাযেল করিয়াছি ।

وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ؕ ③

৩। এবং তোমাকে কিসে অবহিত করিবে যে 'লায়লাতুল কাদ্‌র' কি ?[৩৩৯৫]

لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۙ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ ؕ ④ وقف النبي ﷺ

৪। 'লায়লাতুল কাদ্‌র' হাজার মাস অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর ।[৩৩৯৬]

تَنَزَّلُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوْحُ فِيْهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ ۚ مِنْ كُلِّ اَمْرٍ ۙ ⑤ معانقة ١٨ عند المتأخرين

৫। ইহাতে ফিরিশ্‌তাগণ এবং কামেল রূহ[৩৩৯৭] তাহাদের প্রতিপালকের হুকুম অনুযায়ী যাবতীয় বিষয়সহ নাযেল হয় ।

৩৩৯৩। 'লায়্‌ল' এবং'লায়্‌লাহ' দুইটি শব্দই সাধারণভাবে রাত্রি অর্থে ব্যবহৃত হয় ।বিখ্যাত অভিধান-বিশারদ মারযুকীর মতে 'লায়্‌ল' হইল দিনের (নাহারের) বিপরীত শব্দ । আল্ 'লায়্‌লাহ' হইল রাত্রিকাল যাহা দিবাকালের বিপরীত শব্দ । 'লায়লাহ্' বলিতে বিস্তীর্ণ সময়কে বুঝায়, যেমন 'ইয়াওম' বলিতে বিস্তীর্ণ সময়কে বুঝাইয়া থাকে । 'লায়্‌ল' ও 'নাহার' শব্দের মধ্যে তেমন ব্যাপকতা নাই । কুরআনে 'লায়্‌লাহ' শব্দটি আটবার ব্যবহৃত হইয়াছে (২ঃ৫২;২ঃ১৮৮;৪৪ঃ৪;৭ঃ১৪৩ এ দুইবার; আলোচ্য আয়াতে তিনবার) এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রেই ইহা কুরআনের নুযূল বা অবতরণ সম্পর্কিত কিংবা তদনুরূপ বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত হইয়া ব্যবহৃত হইয়াছে । অতএব, এই শব্দটি কুরআন নাযেলের রাত্রিসমূহের উচ্চতম মর্যাদা, মহিমা ও মাহাত্ম্য ঘোষণা করিতেছে ।

৩৩৯৪। 'কদর' অর্থ মূল্য, প্রাচুর্য, মর্যাদা, অনুশাসন, ভাগ্য, ক্ষমতা, সঠিক অনুমান করা, অবধারিত ও ফয়সালা করা (মুফরাদাত ও লেইন)। 'কদর' ও লায়্‌লাহ্ শব্দদ্বয়ের বিভিন্ন অর্থের প্রেক্ষিতে, আয়াতটির অর্থ হইতে পারেঃ কুরআন এমনি একটি রাত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিল যে রাত্রটিকে বিশেষ ঐশী শক্তি প্রকাশ করিবার জন্য, পূর্ব হইতেই নির্দিষ্ট করিয়া রাখা হইয়াছিল । অথবা ইহা এমনই একটা রাত্রি যাহার মূল্য সমবেত অন্যান্য সকল রাত্রির একত্রীভূত মূল্যের সমান, অথবা ইহা এমনই একটি রাত্রি যাহার মান-মর্যাদা, সম্মান-সম্ভ্রম ও মাহাত্ম্য-মহিমা তুলনাহীন। অথবা ইহা এমনই রাত্রি যাহা সর্ব প্রকারের প্রাচুর্যে ভরপুর— মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক প্রয়োজন মিটানোর সব কিছুই ইহাতে প্রচুর পরিমাণে মওজুদ রহিয়াছে ।

৩৩৯৫। এই লায়লাতুল কদরের আশীর্বাদসমূহ গণনাতীত ।

৩৩৯৬। 'আল্‌ফ' (হাজার) আরবী গণনার উচ্চতম সংখ্যা । অসংখ্য বা গণনাতীত বুঝাইতেও 'আল্‌ফ' শব্দ ব্যবহৃত হয় । এই হিসাবে আয়াতটির অর্থ দাঁড়ায়ঃ এই ফয়সালার মর্যাদাপূর্ণ বা সৌভাগ্য-রজনী অসংখ্য মাসের চাইতে উত্তম । অর্থাৎ নবী করীম (সাঃ)-এর যুগ অন্যান্য সকল যুগের চাইতেও বহুগুণে শ্রেষ্ঠ । ইহাতে এই কথার প্রতি ইঙ্গিত রহিয়াছে যে, যখনই মুসলমানদের প্রয়োজন হইবে, তখনই তাহাদের মধ্যে ঐশী সংস্কারকের আবির্ভাব ঘটিবে । এক হাজার মাস প্রায় এক শতাব্দীর কাছাকাছি সময় এবং মহানবী (সাঃ) বলিয়াছেন,প্রতি শতাব্দীর শিরোভাগে তাঁহার উম্মতের মধ্যে আল্লাহ্‌তা'লা একজন সংস্কারকের আবিভাব ঘটাইতে থাকিবেন, যিনি ইসলামের সংস্কার সাধন করিবেন এবং ইহাতে নবজীবন ও নবজাগরণের সঞ্চার করিবেন (আবু দাউদ, কিতাবুল মোলাহেম)।

৩৩৯৭। 'রূহ্' অর্থ নূতন-চেতনা, নবজাগরণ, উৎসাহ-উদ্দীপনা, নব-সংকল্প । ফয়সালার মর্যাদাপূর্ণ রাত্রিতে আল্লাহ্‌র ফিরিশ্‌তাগণ আল্লাহ্‌র

৬ । (তখন) পূর্ণ শান্তি[৩৩৯৮] বিরাজমান হয়, ইহা বিরাজমান থাকে যে পর্যন্ত না ফজরের (উষার) উদয় হয় ।[৩৩৯৮-ক]

سَلٰمٌ ۛ هِيَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ۝٦

মা'মূর বা সংস্কারককে সত্যের বাণী প্রতিষ্ঠিত করার কাজে সাহায্য করিতে নামিয়া আসেন এবং তাঁহার অনুসারীগণ নূতন অনুপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া নবজাগরণের ডাকে সাড়া দিয়া ঐশী-বাণীকে প্রচার করার ও প্রসার-দানের কাজে লাগিয়া যান ।

৩৩৯৮ । নবী-রসূল বা সংস্কারকের আবির্ভাবের সময়ে বিশ্বাসীদের শত দুঃখ-কষ্ট ও নির্যাতন সহ্য করিতে হয়,কিন্তু তাহাদের মনে এমন অদ্ভুত ও অনির্বচনীয় এক প্রশান্তি নামিয়া আসে যাহা সকল পার্থিব সুখ-দুঃখকে ভুলাইয়া দিয়া তাহাদিগকে ঐশী অনুপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত করিতে থাকে ।

৩৩৯৮-ক । "ফজরের উদয়" দ্বারা দুঃখ-কষ্ট ও অত্যাচার-নিপীড়ণের আঁধার রজনীর অবসান ও সত্যের প্রতিষ্ঠা ও প্রভাব-বৃদ্ধির উষা বা শুভ লগ্নকে বুঝায় ।

৯৮-সূরা আল্ বাইয়্যেনাহ্

(হিজরতের পরে অবতীর্ণ)

অবতরণ-কাল ও প্রসঙ্গ

পণ্ডিতগণ ইহার অবতরণ-কাল নিয়া মতভেদ করিয়াছেন । ইব্নে মারদাওয়াই বলিয়াছেন, আয়েশা (রাঃ)-এর মতে ইহা মক্কায় নাযেল হইয়াছিল।ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন, এই সূরা হিজরতের পর অল্পদিনের মধ্যেই অবতীর্ণ হইয়াছিল । সংশ্লিষ্ট সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া অধিকাংশের মতে আয়েশা (রাঃ)-এর অভিমতই সর্বাপেক্ষা অধিক গ্রহণযোগ্য । পূর্ববর্তী কয়েকটি সূরাতে কুরআনের অবতরণ ও ইহার অতুলনীয় সৌন্দর্য ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণিত হইয়াছে । এই সূরাতে কুরআন যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করিতে যাইতেছে, সেই বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হইয়াছে । ইহা প্রথমেই ঘোষণা করিতেছে যে, যদি কুরআন অবতীর্ণ না হইত, তাহা হইলে কিতাবধারীরা ও অবিশ্বাসীরা অন্ধকারেই নিমজ্জিত থাকিত এবং অন্যায়-অবিচার ও পাপকার্যে লিপ্ত থাকিত, মুক্তির কোন পথ তাহারা খুঁজিয়া পাইত না । নাবী করীম (সাঃ)-ই তাহাদিগকে সন্দেহ ও অবিশ্বাসের অন্ধকার হইতে বাহির করিয়া সত্য-বিশ্বাস ও পুণ্যের প্রশস্ত পথে টানিয়া আনিয়াছেন ।

سُوْرَةُ الْبَيِّنَةِ مَدَنِيَّةٌ (٩٨) آياتها ٩ ركوعها ١

৯৮-সূরা আল্ বাইয়্যেনাহ্

ইহা মাদানী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ইহাতে ৯ আয়াত এবং ১ রুকূ আছে ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। আল্লাহ্র নামে; তিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَالْمُشْرِكِيْنَ مُنْفَكِّيْنَ حَتّٰى تَاْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ۙ②

২। আহলে কিতাব ও মোশরেকদের[৩৩৯৯] মধ্য হইতে যাহারা অস্বীকার করিয়াছে, তাহারা (অস্বীকার হইতে) বিরত হওয়ার পাত্র ছিল না যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহাদের নিকট প্রকাশ্য প্রমাণ আসিত—

رَسُوْلٌ مِّنَ اللّٰهِ يَتْلُوْا صُحُفًا مُّطَهَّرَةً ۙ③

৩। আল্লাহ্র তরফ হইতে একজন রসূল যে (তাহাদের নিকট) পবিত্র কিতাবসমূহ আবৃত্তি করে,

فِيْهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ ؕ④

৪। যাহার মধ্যে স্থায়ী আদেশাবলী সন্নিবেশিত আছে ।[৩৪০০]

وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ ؕ⑤

৫। এবং যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছে, তাহারা তাহাদের নিকট সুস্পষ্ট প্রমাণ সমাগত হওয়ার পরেই বিভিন্ন ফিরকায় বিভক্ত হইয়াছে ।

وَمَآ اُمِرُوْٓا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۙ حُنَفَآءَ وَ يُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوا الزَّكٰوةَ وَذٰلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ ؕ⑥

৬। এবং তাহাদিগকে ইহা ব্যতিরেকে আদেশ দেওয়া হয় নাই যে, তাহারা কেবল আল্লাহ্রই ইবাদত করিবে, ধর্মকে তাঁহারই জন্য বিশুদ্ধ করিয়া একনিষ্ঠভাবে, এবং নামায কায়েম করিবে এবং যাকাত দিবে এবং ইহাই (সত্যের উপর) প্রতিষ্ঠিত চির-স্থায়ী ধর্ম,[৩৪০০-ক]

৩৩৯৯। কুরআন কাফেরদিগকে মোটামুটি দুইভাগে ভাগ করিয়াছে— কিতাবধারীগণ ও পৌত্তলিকগণ (যাহারা কোন ঐশী ধর্মগ্রন্থে বিশ্বাস করে না)।

৩৪০০। পূর্বকালের ধর্মগ্রন্থসমূহের মধ্যে যাহা যাহা ভাল, অক্ষয় ও চিরস্থায়ী ছিল এবং যে সব শিক্ষা চিরকল্যাণকর ছিল, উহার নির্যাস ও সারাংশ কুরআন করীমে আসিয়া গিয়াছে । তদুপরি, যে সকল শিক্ষা মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক পরিপূর্ণতা ও উন্নতির জন্য অতীব প্রয়োজনীয় অথচ পূর্বেকার ঐশী কিতাবসমূহে ছিল না, সেইগুলিও কুরআনে সংযোজিত হইয়াছে । সকল সত্য মতাদর্শ, নীতিমালা, অধ্যাদেশ ও নির্দেশাবলী যাহা মানুষের স্থায়ী কল্যাণে নিশ্চিত অবদান রাখে, উহার সাকল্যই কুরআনে স্থান পাইয়াছে । কুরআন যেন অপর সকল ধর্মগ্রন্থের উপর অভিভাবকত্ব করিতেছে এবং যে সকল দোষ-ত্রুটি ও মলিনতা ঐ সব গ্রন্থে কালস্রোতে ঢুকিয়া পড়িয়াছে, সেগুলিকে পরিষ্কার করিয়াছে এবং স্বয়ং অবিকল ও অবিকৃত রহিয়াছে ।

৩৪০০-ক। 'দীন' অর্থ আজ্ঞানুবর্তিতা, প্রভুত্ব, শাসন-কর্তৃত্ব, পরিকল্পনা, ধর্মপরায়ণতা, রীতি-নীতি, প্রতিদান ও প্রতিফল, ন্যায়-বিচার, ব্যবহার বা চাল-চলন (মুফরাদাত ও লেইন)।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتٰبِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خٰلِدِينَ فِيهَا ۚ أُولٰٓئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ۞٦

৭। নিশ্চয় আহ্‌লে কিতাব এবং মোশরেকদের মধ্য হইতে যাহারা অস্বীকার করিয়াছে, তাহারা জাহান্নামের আগুনে থাকিবে— তাহারা উহাতে দীর্ঘকাল বাস করিবে। ইহারাই সৃষ্টির মধ্যে নিকৃষ্টতম।

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ۙ أُولٰٓئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ۞٧

৮। নিশ্চয় যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং সৎকর্ম করিয়াছে— ইহারাই সৃষ্টির মধ্যে উৎকৃষ্টতম।

جَزَآؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ خٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ۖ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۚ ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ ۞٨ ع

৯। তাহাদের পুরস্কার তাহাদের প্রতিপালকের সন্নিধানে— চিরস্থায়ী বাগানসমূহ, যাহার তলদেশ দিয়া নহরসমূহ প্রবাহিত হইবে, সেখানে তাহারা চিরকাল বাস করিবে। আল্লাহ্ তাহাদের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং তাহারাও তাঁহার [৩৪০১] প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছে। ইহা সেই ব্যক্তির জন্য যে তাহার প্রতিপালককে ভয় করে।

৩৪০১। মানুষের কামনা-বাসনা যখন আল্লাহ্‌র ইচ্ছার সহিত স্থায়ীভাবে অভিন্ন ও একাত্ম হইয়া যায়, তখনই তাহার চরম আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ হয়। এই অবস্থা মানুষের আধ্যাত্মিকতার চরম ধাপ।

৯৯-সূরা আয্ যিল্যাল

(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতরণের সময় ও প্রসঙ্গ

এই সূরার অবতরণ-কাল ও অবতরণ-স্থান সম্বন্ধে কিছু মতভেদ রহিয়াছে । মুজাহিদ, আতা ও ইব্নে আব্বাস (রাঃ)-এর মত বুযুর্গানদের অভিমত, এই সূরা মক্কায় অবতীর্ণ হইয়াছিল । অন্যেরা বলেন, ইহা মদীনায় অবতীর্ণ হইয়াছিল । শেষ অভিমতটি ঐতিহাসিক তথ্য-ভিত্তিক নহে । পূর্ববর্তী সূরাটিতে বলা হইয়াছিল যে, নবী করীম (সাঃ)-এর সময়ে বিরাট ও বৈপ্লবিক নৈতিক পরিবর্তন সাধিত হইবে । এই সূরাতে বলা হইতেছে, আখেরী যমানায় ঠিক অনুরূপ বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হইবে, যখন বিশ্ব-নবী (সাঃ)-এর মহান প্রতিনিধি প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহ্দী ধরাধামে আবির্ভূত হইবেন । তখন সকল মানবীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের ভিত্তিমূল পর্যন্ত কাঁপিয়া উঠিবে; নব-নব আবিষ্কারে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের নূতন নূতন উদ্ভাবনীতে সবকিছুর আকৃতি-প্রকৃতিই বদলাইয়া যাইবে । মানুষের আদর্শও এক নূতন রূপ পরিগ্রহ করিবে ।

৯৯-সূরা আয্ যিল্যাল

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ইহাতে ৯ আয়াত এবং ১ রুকূ আছে ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১ । আল্লাহ্র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا ②

২ । যখন পৃথিবী ইহার (প্রচণ্ড) কম্পনে প্রকম্পিত হইবে,[৩৪০২]

وَاَخْرَجَتِ الْاَرْضُ اَثْقَالَهَا ③

৩ । এবং পৃথিবী ইহার বোঝা বাহির করিয়া দিবে,[৩৪০৩]

وَقَالَ الْاِنْسَانُ مَا لَهَا ④

৪ । এবং ইনসান বলিবে, 'ইহার হইল কি ?'[৩৪০৪]

يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا ⑤

৫ । সেদিন ইহা তাহার যাবতীয় সংবাদ বলিয়া দিবে,[৩৪০৫]

بِاَنَّ رَبَّكَ اَوْحٰى لَهَا ⑥

৬ । কেননা, তোমার প্রতিপালক ইহার প্রতি ওহী করিবেন,[৩৪০৬]

يَوْمَئِذٍ يَّصْدُرُ النَّاسُ اَشْتَاتًا ۙ لِّيُرَوْا اَعْمَالَهُمْ ⑦

৭ । সেদিন মানুষ দলে দলে[৩৪০৭] বাহির হইয়া আসিবে যেন তাহাদিগকে তাহাদের কর্মসমূহ দেখানো যায় ।[৩৪০৮]

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ ⑧

৮ । তখন কোন ব্যক্তি এক অণু পরিমাণও পুণ্যকর্ম করিয়া থাকিলে সে উহা দেখিবে,

---

৩৪০২ । সমগ্র বিশ্বই প্রচণ্ড ধরণের অভ্যন্তরীণ আন্দোলন ও উত্থান-পতনের অভূতপূর্ব দৃশ্যাবলী প্রত্যক্ষ করিবে ।

৩৪০৩ । (ক) পৃথিবীর বুক চিরিয়া উন্মুক্ত করা হইবে এবং পৃথিবী আপন বক্ষঃ হইতে খনিজ সামগ্রী ও ধন-দৌলত বাহির করিয়া দিবে; (খ) সর্ব প্রকার প্রাকৃতিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের শাখা-প্রশাখা, বিশেষ করিয়া প্রাকৃতিক ভূ-বিদ্যা ও প্রত্নতত্ত্ব জ্ঞানের ক্ষেত্র বহুলাকারে বিস্তৃতি লাভ করিবে ।

৩৪০৪ । অসংখ্য সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন ও নব নব আবিষ্কার মানুষকে এমনভাবে তাক্ লাগাইয়া দিবে যে, সে আশ্চর্যান্বিত হইয়া বলিয়া উঠিবে, পৃথিবীর হইল কি ?

৩৪০৫ । নবী করীম (সাঃ)-কে আয়াতটির অর্থ জিজ্ঞাসা করা হইলে, তিনি এই উত্তর দিয়াছিলেন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, 'গোপনে কৃত-কর্মও তখন প্রকাশিত হইয়া পড়িবে (তিরমিযী)। সংবাদ মাধ্যমের এত বাহুল্য হইবে যে, কোন কাজ গোপন রাখা সম্ভব হইবে না ।

৩৪০৬ । পৃথিবী ইহার ধন-সম্পদ বাহির করিয়া দিবে, কেননা প্রতিপালক-প্রভু ইহাকে এইরূপ করিতে আদেশ দিয়া রাখিয়াছেন । 'আওহা' অর্থ সে আদেশ দিল (আকরাব)।

৩৪০৭ । শেষ যুগে মানুষ নিজেদের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও অনাবিধ স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য বিভিন্ন দল, কোম্পানী, সমিতি, ইত্যাদি গঠন করিবে । তাহা ছাড়া রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও আদর্শভিত্তিক দল ও দেশগুলি জোটভুক্ত হইয়া সমন্বিত কর্মসূচী গ্রহণ করিবে ।

৩৪০৮ । ব্যক্তিবর্গ নিজেদের ব্যক্তিগত ধন-সম্পদ ও বিদ্যা-বুদ্ধি একত্রীভূত করিয়া সমষ্টিগত ও সমবেত প্রচেষ্টা চালাইবে, যাহাতে তাহাদের সম্মিলিত গুরুত্ব ও প্রতিপত্তি এবং সম্মিলিত শ্রম, তাহাদের জন্য উত্তম ফল আনিতে পারে ।

وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ ۝٨ ع ٢٤

৯। এবং কোন ব্যক্তি এক অণু পরিমাণও মন্দ কর্ম করিয়া থাকিলে সে উহা দেখিবে।[৩৪০৯]

[৯] ২৪

৩৪০৯। মানুষের ছোট-বড় কোন কাজই বৃথা যায় না; ইহা অবশ্য অবশ্যই ফল দান করে।

১০০-সূরা আল্ আদিয়াত

(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতরণের সময় ও প্রসঙ্গ

জাবির, ইকরিমা এবং ইব্নে মাসউদ (রাঃ) এই অভিমত রাখেন যে, ইহা মক্কায় অবতীর্ণ প্রাথমিক সূরাগুলির অন্তর্গত । ইব্নে মাসউদ (রাঃ) ছিলেন মহানবী (সাঃ)-এর প্রাথমিক সাহাবীগণের মধ্যে অন্যতম এবং কুরআনের সূরাসমূহের অবতরণ-কাল সম্বন্ধে প্রতিভাবান বিশেষজ্ঞ । সময়ের দিক হইতে এই সূরার স্থান পূর্ববর্তী সূরার অব্যবহিত পরে । পূর্ববর্তী কয়েকটি সূরাতে, নবী করীম (সাঃ)-এর সময়কার অবস্থা এবং শেষ যুগের অবস্থা পাশাপাশি বর্ণিত হইয়াছে । সূরা যিলযালে, শেষ যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞানের অসামান্য ও অভূতপূর্ব উন্নতির কথা, বিশেষতঃ ভূতত্ত্ব-বিজ্ঞানের অসাধারণ অগ্রগতির কথা বলা হইয়াছে এবং ইহাও বলা হইয়াছে যে, রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি ও অর্থনীতির ক্ষেত্রেও এক বিরাট বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হইবে। বর্তমান আলোচ্য সূরাটিতে মহানবী (সাঃ)-এর সাহাবীগণের উৎসাহ-উদ্দীপনার কথা এবং কঠিন প্রতিকূল অবস্থায় আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ করিয়া তাহাদের কুরবানী ও আত্ম-বিসর্জনের বিষয় বিবৃত হইয়াছে । সূফীগণের মধ্যে কেহ কেহ মনে করেন যে, এই সূরা ঐ সকল নিবেদিত প্রাণ ধর্মপরায়ণ বিশ্বাসীদের অবস্থা বর্ণনা করিতেছে যাহারা নিজের ইন্দ্রিয়াসক্তি ও বদভ্যাসসমূহ দমন করিবার জন্য ক্রমাগত আত্মসংযমের জিহাদ করিতে থাকেন, যাহার ফল স্বরূপ তাঁহারা আল্লাহ্র কাছ হইতে ঐশী জ্যোতিঃ লাভ করিয়া থাকেন ।

১০০-সূরা আল্ আদিয়াত

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ইহাতে ১২ আয়াত এবং ১ রুকূ আছে ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১ । আল্লাহ্র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

وَالْعٰدِيٰتِ ضَبْحًا ①

২ । কসম উর্ধ্বশ্বাসে ধাবমান অশ্বারোহী দলসমূহের,[৩৪১০]

فَالْمُوْرِيٰتِ قَدْحًا ②

৩ । অতঃপর যাহারা ক্ষুরের আঘাতে অগ্নি স্ফুলিংগ বাহির করে,[৩৪১১]

فَالْمُغِيْرٰتِ صُبْحًا ③

৪ । এবং যাহারা প্রভাত কালে আক্রমণ করে,[৩৪১২]

فَاَثَرْنَ بِهٖ نَقْعًا ④

৫ । অতঃপর উহার দ্বারা যাহারা ধূলি-মেঘ উড়ায়,[৩৪১৩]

فَوَسَطْنَ بِهٖ جَمْعًا ⑤

৬ । এবং এতদ্সঙ্গে তাহারা সৈন্যব্যূহে ঢুকিয়া পড়ে ।[৩৪১৪]

৩৪১০ । যাঁহারা অশুভ চক্র ও শয়তানী শক্তির বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রাম করার ব্রত অবলম্বন করে, আল্লাহ্ তাহাদিগকে কতইনা ভালবাসেন ! এমনকি আল্লাহ্ ঐ যোদ্ধাগণের সাজ-সরঞ্জামকে পর্যন্ত ভালবাসিয়া থাকেন । ইহার প্রমাণ এই যে, আল্লাহ্তা'লা সেই সব মহান যোদ্ধাদের নামে, এমনকি তাহাদের বাহন অশ্বগুলির নামে পর্যন্ত শপথ গ্রহণ করিতেছেন । আদিয়াত অর্থ যোদ্ধারদল ও তাহাদের অশ্বগুলি । আয়াতটি সাহাবীগণের পর্যাপ্ত প্রশংসাপূর্ণ বর্ণনা প্রদান করিতেছে যাহারা আল্লাহ্র রাস্তায় প্রাণপণ যুদ্ধ করিয়া সহাস্য বদনে শাহাদত বরণ করিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হন না । আয়াতটি বলিতেছে যে, তাঁহারা অসীম সাহস, উৎসাহ ও প্রেরণা নিয়া যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে বীরবিক্রমে অগ্রসর হন । তাঁহারা এই প্রতিজ্ঞায় অটল থাকেন যে, হয় জয়ী হইবেন নতুবা আল্লাহ্র পথে শাহাদত বরণ করিবেন । আয়াতটি তাহাদের অশ্বের ক্ষিপ্রগতি ও তাহাদের আক্রমণের অপ্রতিরোধ্য তীব্রতার প্রশংসা করিতেছে । এই সব ঐশী-বাণী ঐ সময়ে মক্কায় অবতীর্ণ হইয়াছিল, যখন মুসলমানদের কাছে কোন ঘোড়া ছিল না । বদরের যুদ্ধে মুসলিম সৈন্যের কাছে মাত্র দুইটি ঘোড়া ছিল, একটি ছিল হযরত মিকদাদের আর অপরটি ছিল হযরত যুবায়রের । আয়াতটি মূলতঃ একটি ভবিষ্যদ্বাণী যে, মুসলমানেরা শীঘ্রই অশ্বাধিকারী সেনা শক্তিতে পরিণত হইতে যাইতেছে । 'আদিয়াত' 'মূরিয়াত' ও 'মুগীরাত' শব্দত্রয়কে বিভিন্ন যুগে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন । হযরত ইব্নে আব্বাসের মতে এই শব্দগুলি হজ্জের সময়ে যে উটের সারি মক্কাভিমুখী হইয়া দৌড়াইতে থাকে, উহাকে বুঝাইয়াছে । 'রূহুল মায়ানী' নামক গ্রন্থের রচয়িতার মতে এই শব্দগুলি মুসলিম অশ্বারোহী যোদ্ধাগণ ও তাহাদের অশ্বগুলিকে বুঝাইয়াছে । সূফী শ্রেণীর অনেকে বলিয়াছেন, এইগুলি হইল আধ্যাত্মিক পথের যাত্রীগণের দ্রুতগতিতে তাহাদের স্রষ্টা ও প্রভুর সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে ধাবিত হওয়ার বিবরণ বিশেষ

৩৪১১ । মুসলিম যোদ্ধাদের ঘোড়াগুলি বিদ্যুৎ বেগে ধাবিত হয়, তাহাদের ক্ষুরের আঘাতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হয় । ইহা আল্লাহ্র রাস্তায় মুসলমানদের যুদ্ধ করার জন্য আগ্রহাতিশয্য ও উদ্দীপনাকে বুঝাইতেছে ।

৩৪১২ । বীর যোদ্ধা মুসলমানগণ শত্রুর অসাবধানতার সুযোগে চুপিসারে আক্রমণ করিয়া বাজিমাৎ করিতে চায় না । বরং তাহারা বীরের মত সম্মুখ সমরে লিপ্ত হইতে চায় । সেই বীর পুরুষগণ রাত্রির অসাবধানতার সুযোগ সন্ধান না করিয়া, সকাল বেলায় উজ্জ্বল আলোতে যুদ্ধে নামে এবং ছলনা ও চাতুরী পরিহার করিয়া সাহসিকতার সহিত যথার্থভাবে যুদ্ধ করে ।

৩৪১৩ । মুসলিম সেনাদলের আক্রমণ এতই তীব্র ও অপ্রতিরোধ্য যে, তাহাদের অশ্বের ক্ষিপ্ত পদাঘাতে উত্থিত ধূলাবালু দিগন্ত পর্যন্ত ছাইয়া ফেলে ।

৩৪১৪ । মুসলিম যোদ্ধারা ব্যক্তিবিশেষকে কিংবা দুর্বল স্ত্রীলোক, শিশু ও বৃদ্ধদিগকে আক্রমণ করে না । তাহারা সম্মিলিতভাবে শত্রুর সম্মিলিত বাহিনীকে আক্রমণ করিয়া তাহাদের মধ্যে এমনভাবে ঢুকিয়া পড়ে যে, শত্রু-সেনার কেন্দ্রস্থলে তাহারা আঘাত হানে ।

إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ ۝٦

৭। নিশ্চয় ইনসান তাহার প্রতিপালকের প্রতি বড়ই অকৃতজ্ঞ।

وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ ۝٧

৮। এবং নিশ্চয়ই সে (নিজ আচরণ দ্বারা) ইহার উপর সাক্ষী।

وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ۝٨

৯। এবং নিশ্চয়ই সে ধন-সম্পদের মহব্বতে অতি মাত্রায় আসক্ত।

أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ ۝٩

১০। তবে সে কি জানে না যে, কবরে যাহা আছে তাহা যখন উত্থিত করা হইবে,[৩৪১৫]

وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ ۝١٠

১১। এবং বক্ষঃদেশে যাহা কিছু (লুক্কায়িত) আছে উহা বাহির করিয়া আনা হইবে ?[৩৪১৬]

إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ ۝١١ ع ١ [১২] ২৫

১২। নিশ্চয়ই সেদিন তাহাদের প্রতিপালক তাহাদের সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে অবহিত হইবেন।[৩২১৭]

৩৪১৫। কাফেরদের মাঝে জীবনের স্পন্দন আছে বলিয়া মনে হয় না। তাহারা সকলে তাহাদের গৃহরূপী কবরে শায়িত রহিয়াছে। কিন্তু অচিরেই তাহারা ইসলামের বিরোধিতায় জাগিয়া উঠিবে এবং মহানবী (সাঃ)-কে আক্রমণ করার জন্য বহু মাইল দূরবর্তী মদীনা পর্যন্ত গমন করিবে।

৩৪১৬। ইসলামের শত্রুগণের ষড়যন্ত্র প্রকাশিত হইয়া পড়িবে।

৩৪১৭। কুচক্রীদের ষড়যন্ত্রের কথা আল্লাহ্ সবিশেষ অবগত আছেন। তিনি তাহাদের কুকর্মের শাস্তি নিশ্চয়ই প্রদান করিবেন।

১০১-সূরা আল্ কারে'আ

(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতরণ-কাল ও প্রসঙ্গ

এই সূরা মক্কায় অবতীর্ণ প্রারম্ভিক কালের সূরা। কুরআনের তফসীরকারকের সকলেরই এই অভিমত। নলডিকি ও মূইর একই মত পোষণ করেন। সূরা 'যিল্যালের' মত এই সূরাও শেষ যুগের বিশ্ব-ভিত্তি-কাঁপানো মহাবিধ্বংসী ঘটনাবলী ও মহা বিপ্লবাদির অতি সংক্ষিপ্ত অথচ হৃদয়গ্রাহী বিবরণ প্রদান করিয়াছে। পূর্ববর্তী সূরাটিতে অশুভ শক্তিচক্রের বিরুদ্ধে মহানবী (সাঃ)-এর সাহাবীগণের জীবনপণ সংগ্রামের উল্লেখ ছিল। আলোচ্য সূরাটি সমভাবে বিচার-দিবসের তথা কিয়ামতের উপরও প্রযোজ্য হইতে পারে, কেননা অবিশ্বাসীগণের জন্য ইহার চেয়ে অধিকতর বিপজ্জনক ও ভয়াবহ দিন আর হইতে পারে না।

১০১-সূরা আল্ কারে'আ

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ইহাতে ১২ আয়াত এবং ১ রুকূ আছে ।

১। আল্লাহ্র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

২। একটি গর্জনকারী মহাবিপদ !

اَلْقَارِعَةُ ۙ②

৩। সেই গর্জনকারী মহাবিপদ কি ?[৩৪১৮]

مَا الْقَارِعَةُ ۚ③

৪। এবং কিসে তোমাকে অবহিত করিবে যে, সেই গর্জনকারী মহাবিপদ কি ?[৩৪১৯]

وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا الْقَارِعَةُ ؕ④

৫। যেদিন মানুষ বিক্ষিপ্ত পঙ্গ পালের ন্যায় হইবে,

يَوْمَ يَكُوْنُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوْثِ ۙ⑤

৬। এবং পর্ব্বতগুলি হইবে ধূনিত পশমের ন্যায়,[৩৪২০]

وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوْشِ ؕ⑥

৭। অতএব তখন যাহার (পুণ্য কর্মের) পাল্লা ভারী হইবে,[৩৪২১]

فَاَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ ۙ⑦

৮। সে আনন্দময় সন্তোষজনক জীবনে অবস্থান করিবে ।

فَهُوَ فِيْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ ؕ⑧

৯। কিন্তু যাহার পাল্লা হালকা হইবে,

وَاَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ ۙ⑨

৩৪১৮। 'কারে'আ-এর সহিত 'আল্' উপসর্গটি সংযুক্ত হইয়া, 'ভয়ঙ্কর বিপদকে' নির্দিষ্ট করা ছাড়াও ইহার ভয়াবহতা প্রকাশ করিতেছে। তদুপরি, 'মা' শব্দটি ব্যবহৃত হইয়া বুঝাইতেছে যে, এই 'ভয়াবহ বিপদ', সত্যিকারভাবে মহা-বিধ্বংসী ও জগদ্ব্যাপী হইবে।

৩৪১৯। এই মহাবিপদ এতই ধ্বংস-সাধনকারী হইবে যে, ইহার বর্ণনা দেওয়া অসম্ভব। ৬৯ সূরার ২-৫ আয়াতে এত ভয়াবহ মহাবিপদ বুঝাইতে অনুরূপ ভাষাই ব্যবহৃত হইয়াছে। 'কারে'আ' সংকট ছাড়াও অপ্রত্যাশিত আকস্মিক শাস্তিকে বুঝাইয়া থাকে।

৩৪২০। যেহেতু ঐ ভয়াবহ ধ্বংসের ধারণা করা মানুষের জন্য সম্ভব নয়, সেই হেতু ঐ ধ্বংসলীলার মাত্র কিছু বর্ণনা দেওয়া হইল। এই আয়াত ও পরবর্তী আয়াতে ঐ ভয়ঙ্কর ঘটনার সময় যে অবর্ণনীয় দুর্দশা, বিশৃঙ্খলা ও ক্লেশ উপস্থিত হইবে, উহার কিছুটা ধারণা দেওয়া হইয়াছে। ঐ প্রলয়ঙ্করী ঘটনা মানুষকে ধূনিত পশমের মত এদিক-ওদিক নিক্ষিপ্ত করিবে। তাহারা কোথায়ও আশ্রয় পাইবে না।

৩৪২১। 'মাওয়াযীন' শব্দটি যখন ব্যক্তি বিশেষের ব্যাপারে ব্যবহৃত হয়, তখন শব্দটির অর্থ হয় তাহার কার্যাবলী। কিন্তু শব্দটি যখন কোন জাতির ব্যাপারে ব্যবহৃত হয়, তখন এর অর্থ দাঁড়ায় ঐ জাতির জাগতিক উপায়-উপকরণ ও সম্পদ। সাম্প্রতিক কালের যুদ্ধ-সরঞ্জামের পরিভাষায় 'টনের ওজন' বা 'টনেজ' শব্দটি 'মাওয়াযীনের' প্রতিশব্দ বলা যাইতে পারে। জাতিগত দিক হইতে দেখিলে, আয়াতটির অর্থ হইবে, যে জাতির যত বেশী ধন-সম্পদ থাকিবে অথবা যতবেশী ওজনের মালবাহী জাহাজ, এরোপ্লেন থাকিবে, সে প্রতিপক্ষের মোকাবিলায় ততই অধিক শক্তিশালী প্রতিপন্ন হইবে ও প্রভাব খাটাইবে। এই অবস্থা ঐ জাতির সম্মান, প্রতিপত্তি ও সুখ-শান্তি বৃদ্ধির পরিচায়ক বলিয়া মনে করা হইবে।

فَأُمُّهُۥ هَاوِيَةٌ ۝١٠

১০। পরিণামে তাহার জননী[৩৪২২] হইবে 'হাভিয়া'।

وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا هِيَهْ ۝١١

১১। এবং কিসে তোমাকে অবহিত করিবে যে ইহা কি ?

نَارٌ حَامِيَةٌ ۝١٢ ع ١ ١٢ ٢٦

১২। ইহা একটি লেলিহান অগ্নি।

৩৪২২। মায়ের সহিত তাহার গর্ভস্থ সন্তানের যেরূপ সম্পর্ক, দোযখের সহিত পাপীদেরও সেইরূপ সম্পর্ক। মায়ের গর্ভে ভ্রূণ অনেক স্তর পার হইয়া উন্নতি করিতে করিতে অবশেষে মানবাকারের পূর্ণতা লাভের পর নিষ্পাপ শিশুরূপে ভূমিষ্ঠ হয়। তেমনি পাপী লোকেরা স্বীয় পাপানুযায়ী অনেক ধরণের আধ্যাত্মিক শাস্তি ও যাতনা ভোগের মধ্য দিয়া যখন পাপমুক্ত হয়, তখন তাহার নতুন জীবন-লাভ ঘটে। দোযখের শাস্তি ও জ্বালা-যন্ত্রণা পাপী ও দুষ্কৃতকারীগণকে অনুতাপ করিবার ও আত্মশুদ্ধি করিবার সুযোগ দান করে। ইসলামের ধারণানুযায়ী দোযখ একটি সংশোধনকারী কারাগার বা নিরাময়কারী প্রতিষ্ঠান বিশেষ।

১০২-সূরা আত্ তাকাসুর

(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতরণের সময় ও প্রসঙ্গ

সকলের ঐক্যমতে এই সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ প্রথম দিকের সূরাসমূহের একটি । পূর্ববর্তী সূরাগুলিতে নবী করীম (সাঃ)-এর সময়ে এবং ইসলামের পরবর্তী যুগসমূহে, বিশেষ করিয়া শেষ যুগে মহানবী (সাঃ)-এর প্রতিনিধি প্রতিশ্রুত মসীহ্-মাহদীর মাধ্যমে তাঁহার দ্বিতীয় আবির্ভাবের সময়ে, অবিশ্বাসীদের উপরে যে কঠোর শাস্তি নামিয়া আসিবে, উহার উল্লেখ রহিয়াছে । আলোচ্য সূরাটিতে ঐ সকল বিষয়ের উল্লেখ করা হইয়াছে যেগুলি মানুষের মনকে অবিশ্বাসের পথে চালিত করে এবং আল্লাহ্‌র দিক হইতে মানুষকে ফিরাইয়া রাখে। ধন-রত্ন, টাকা-কড়ি ও অন্যান্য পার্থিব সম্পদ জমানোর প্রতিযোগিতা এবং ইহাদের প্রাচুর্যে গৌরব বোধ করা উক্ত বিষয়াবলীর মধ্যে এরূপ একটি বিষয় যাহার ন্যায় বিষাক্ত আধ্যাত্মিক ব্যাধি কমই আছে । নবী করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, এই সূরার গুরুত্ব ও মূল্য হাজার আয়াতের সমান (বায়হাকী ও দায়লামী)।

১০২-সূরা আত্ তাকাসুর

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ইহাতে ৯ আয়াত এবং ১ রুকূ আছে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। আল্লাহ্র নামে, তিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময়।

اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ ②

২। আধিক্য লাভের পরস্পর প্রতিযোগিতা তোমাদিগকে (আল্লাহ্ হইতে) উদাসীন করিয়া দেয়,[৩৪২৩]

حَتّٰى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ③

৩। যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা কবরে পৌঁছ।

كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ④

৪। কখনও নহে, অচিরেই (সত্যকে) তোমরা জানিতে পারিবে।

ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ⑤

৫। পুনরায় বলিতেছি! কখনও নহে, অচিরেই তোমরা জানিতে পারিবে।[৩৪২৪]

كَلَّا لَوْ تَعْلَمُوْنَ عِلْمَ الْيَقِيْنِ ⑥

৬। কখনও নহে, হায়! যদি তোমরা জ্ঞান-ভিত্তিক বিশ্বাস মূলে জানিতে;

لَتَرَوُنَّ الْجَحِيْمَ ⑦

৭। নিশ্চয় তোমরা (এই পার্থিব জীবনে) জাহান্নামকে দেখিবে।[৩৪২৫]

৩৪২৩। ধনার্জনের অদম্য পিপাসা এবং অর্থ, প্রতিপত্তি ও সম্মান বৃদ্ধিতে একে অন্যকে ছাড়াইয়া যাইবার জন্য পারস্পরিক তীব্র প্রতিযোগিতা মানুষের সকল অনিষ্টের মূল কারণ। কেননা ইহা মানুষের উচ্চ মূল্যবোধসমূহকে নিষ্পেষিত করে কিংবা অবহেলার মধ্যে ফেলিয়া দেয়। মানুষের জন্য ইহা একটি দুর্ভাগ্য যে, পার্থিব বস্তুসমূহ আহরণের উদগ্র বাসনার কোন সীমা নাই। যতই পাওয়া যায়, বাসনা ততই তীব্রতর হয়, কখনও চরিতার্থ হয় না। এই বাসনা তাহার মন-প্রাণকে এমনিভাবে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে যে, আল্লাহ্র কথা বা পরলোকের কথা ভাবিবার সময়ও তাহার থাকে না। এই ইহলৌকিক বাসনা-কামনায় মগ্ন অবস্থায় তাহার উপর মৃত্যু নামিয়া আসে। তখন সে দেখিতে পায়, কি বৃথা কাজ-কর্মের পিছনেই না সে তাহার জীবনটাকে অপব্যয় করিয়া নিঃশেষ করিয়াছে।

৩৪২৪। এই আয়াতটির পুনরাবৃত্তির দ্বারা এই সূরাতে প্রদত্ত উপদেশ ও সতর্কবাণীর উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। এই পুনরাবৃত্তির আরেকটি উদ্দেশ্য হইতে পারে ঃ এই ধন-মত্ততা ও বস্তুবাদিতার অন্ধ প্রতিযোগিতার ফলে যে মহা প্রলয়ঙ্করী ধ্বংস-লীলা বিশ্বে দেখা দিবে, সেই সম্বন্ধে এই আয়াতে মানুষকে সচেতন করা হইয়াছে।

৩৪২৫। মানুষ যদি তাহার সাধারণ বুদ্ধিকে সঠিকভাবে ব্যবহার করিত এবং তাহার সামান্য জ্ঞানটুকুও প্রয়োগ করিত, তাহা হইলে সে দেখিতে পাইত যে, দোযখ ইহকালেই তাহাকে গ্রাস করিবার জন্য তাহার দিকে মুখ-ব্যাদান করিয়া তাকাইয়া আছে। অর্থাৎ সে বুঝিতে পারিত যে, এই অস্থায়ী জাঁকজমক ও পার্থিক সুযোগ-সুবিধাসমূহের মধ্যে নিমগ্ন হওয়াটা তাহার নৈতিক অধঃপতনকে ডাকিয়া আনিবে।

ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِيْنِ ۝٨

৮। অতঃপর তোমরা অবশ্যই (পরকালে) পর্যবেক্ষণ-ভিত্তিক বিশ্বাস মূলে ইহা প্রত্যক্ষ করিবে।[৩৪২৬]

ع ١ ٢٧ ثُمَّ لَتُسْـَٔلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ ۝٩

[৯] ২৭ ৯। অতঃপর সেদিন তোমরা (তোমাদিগকে প্রদত্ত) নেয়ামতসমূহ সম্বন্ধে অবশ্যই জিজ্ঞাসিত হইবে।

৩৪২৬। ৫ম হইতে ৮ম আয়াত ইহাই প্রতিপন্ন করে যে, নারকীয় জীবন ইহকালেই শুরু হইয়া যায়। মানুষের চক্ষুর অন্তরালে পরকালের দোযখ ইহকালেই প্রস্তুত হইতে থাকে। এই বিষয়ে যাহারা গভীরভাবে চিন্তা করেন, নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস অর্জন করিয়া তাহারা ইহাকে এখানেই চিনিতে পারেন। এই আয়াতগুলি দোযখের ব্যাপারে মানব বিশ্বাসের তিনটি স্তরকে নির্দেশ করিতেছে।

১০৩-সূরা আল্‌'আস্‌র

(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতরণ-কাল ও প্রসঙ্গ

সকলের ঐকমত্যের ভিত্তিতে এই সূরাটি নবুওয়াতের প্রথম দিকের সূরা। পাশ্চাত্যের লিখকবৃন্দ ও মুসলিম মুফাস্‌সেরীন এই ব্যাপারে একমত। পূর্ববর্তী সূরাতে, মানুষের ধন-লিপ্সা ও প্রভূত অর্থ-বিত্ত সঞ্চয়ের অদম্য নেশা ও প্রতিযোগিতার বিষয় এবং ইহার ভয়াবহ পরিণতি সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। এই সূরাতে বলা হইতেছে, উদ্দেশ্যহীন এবং আদর্শ-বিহীন জীবন-যাপন, সম্পূর্ণ ব্যর্থতা এবং অপচয়ের নামান্তর। পার্থিব উন্নতি ও জাগতিক উপাদান-সম্বলিত স্বাচ্ছন্দ্য মানুষকে বাঁচাইতে পারে না, যদি তাহারা 'বিশ্বাসের' অধিকারী না হয় এবং সৎকর্মশীল পবিত্র জীবন যাপন না করে। ইহাই 'আস্‌র' বা 'সময়ের' চিরন্তন ও অপরিবর্তনীয় শিক্ষা। জাগতিক সম্পদ ও উপায়-উপকরণের প্রাচুর্য, ক্ষমতা, সম্মান ও প্রভাব-প্রতিপত্তির আতিশয্য অবিশ্বাসীগণকে, বিশেষতঃ পাশ্চাত্যের খৃষ্টান জাতিগুলিকে, এমনিভাবে মোহাচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে যে, তাহারা ভাবিতে শুরু করিয়াছে, এইসব কখনও তাহাদের হস্তচ্যুত হইবে না বা হ্রাস প্রাপ্ত হইবে না। অপর পক্ষে, মুসলিম জাহানেও নৈরাশ্যের ছায়া নামিয়া আসিয়াছে বলিয়া মনে হয়। এই সূরাটি এই যুগের সহিত বিশেষভাবে সম্পর্ক-যুক্ত। অবশ্য ইহা নবী করীম (সাঃ)-এর সময়ের জন্য প্রযোজ্য, কেননা 'আল্‌ আস্‌র' বলিতে তাঁহার আবির্ভাবের সময়কেও বুঝাইয়া থাকে।

১০৩-সূরা আল্ 'আস্র

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ইহাতে ৪ আয়াত এবং ১ রুকূ আছে ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১ । আল্লাহ্র নামে অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

وَالْعَصْرِ ②

২ । কসম মহাকালের,[৩৪২৭]

اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ ③

৩ । নিশ্চয় ইনসান[৩৪২৮] বড় ক্ষতির মধ্যে আছে,[৩৪২৯]

اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ۙ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ④ ع ۱ ۲۸

৪ । তাহারা ব্যতিরেকে যাহারা ঈমান আনে এবং পুণ্যকর্ম করে, এবং তাহারা একে অপরকে সত্যের (উপর দৃঢ় থাকার ও ইহা প্রচার করার) তাকিদপূর্ণ উপদেশ দিতে থাকে এবং (এই পথে কষ্ট-ক্লেশ ও বিপদ-আপদে) একে অপরকে ধৈর্যেরও তাকিদপূর্ণ উপদেশ দিকে থাকে ।[৩৪৩০]

১ [৪] ২৮

৩৪২৭ 'আস্র' অর্থ সময়, ইতিহাস, যুগ-পরাম্পরা, অপরাহ্ন, গোধূলি বেলা । 'আল্ আস্র' অর্থ দিবা-রাত্রি বা সকাল-সন্ধ্যা (লেইন) ।

৩৪২৮ । 'আল্-ইন্সান' বলিতে এখানে ১৭ঃ১২; ১৮ঃ৫৫, ৩৬ঃ৭৮ এবং ৭০ঃ২০ আয়াতে উল্লেখ-কৃত মানুষকে বুঝাইয়াছে, যথাঃ অস্থিরতাগ্রস্ত ত্বরাকারী, ঝগড়া-কারী বা তার্কিক, আল্লাহ্র নবীর বিরোধিতাকারী ।

৩৪২৯ । ইহা ইতিহাসের অমোঘ সাক্ষ্য যে, ব্যক্তি বা জাতির কাছে যখন জীবনের সুবর্ণ সুযোগ-সুবিধাদি আসে অথচ তাহারা ইহার পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার করে না, যাহারা মানুষের ভাগ্য-নির্দ্ধারণী চিরন্তন প্রাকৃতিক নীতিমালাকে অবহেলা করতঃ অমান্য করে তাহারা পরিণামে দুঃখে নিপতিত হয় । এই সব ব্যক্তিবর্গ ও জাতিসমূহই সময়ের সাথে দৌড়ের প্রতিযোগিতায় হোঁচট্ খাইয়া পড়িয়া যায় । এই সূরার 'আল্ ইন্সান' শব্দের দ্বারা এইরূপ ব্যক্তিবর্গ ও জাতিগুলিকেই বুঝানো হইয়াছে । ঐশী বিধানকে অবজ্ঞা করিয়া, বিনা শাস্তিতে রেহাই পাওয়ার কোন পথ নাই ।

৩৪৩০ । এই সূরাতে এবং কুরআনের আরও সূরাতে মো'মেনগণকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে, কেবল নিজেই সত্য ও ন্যায়নীতিপূর্ণ আদর্শ অবলম্বন করিলে চলিবে না, বরং অপরের মধ্যেও এইগুলির প্রচার, বিস্তার ও প্রতিষ্ঠা ঘটাইতে হইবে, যাহাতে নিজেদের পারিপার্শ্বিকতার মধ্যেও সুস্থ পরিবেশ সৃষ্ট ও বিরাজিত থাকে । তাহাদিগকে আরও নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে, এই সুকঠিন কর্তব্য সম্পাদন করিতে গিয়া তাহারা অবশ্যই বিরোধিতা ও নির্যাতনের শিকার হইবে । এমতাবস্থায় তাহারা যেন নিরুৎসাহিত ও ভীতিগ্রস্ত না হয়, বরং ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা অবলম্বন করে । এইরূপে, এই সূরাটি একটি মাত্র আয়াতে এমন উৎকৃষ্ট পদ্ধতি শিখাইয়াছে যাহা অবলম্বনের ফলে, মানব-জীবন সত্যিকার সুখী, পরিতৃপ্ত, উন্নত ও মর্যাদাশীল হইয়া উঠে ।

১০৪-সূরা আল্ হোমাযা

(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতরণের সময় ও প্রসঙ্গ

ইহা প্রাথমিক পর্যায়ের মক্কী সূরা । বস্তুতঃ নবুওয়াতের পরে পরেই যে কয়েকটি সূরা নাযেল হইয়াছিল, ইহা তাহাদের অন্তর্গত । এই ব্যাপারে কুরআনের ব্যাখ্যাকারকদের মধ্যে কোন দ্বিমত নাই । পাশ্চাত্যের প্রাচ্যবিদগণও এই অভিমত পোষণ করেন । সূরা 'তাকাসুরে' সাবধান করা হইয়াছিল যে, ধন-সম্পদ জমানোর ব্যাপারে পরস্পর প্রতিযোগিতা করা ও সঞ্চিত ধন-ঐশ্বর্যের অহংকারী মানুষকে আল্লাহ্র স্মরণ হইতে সরাইয়া রাখে এবং সত্যিকার মানবীয় ও নৈতিক মূল্যবোধ হইতে মানুষ দূরে নিক্ষেপ করে । সূরা 'আস্রে' বলা হইয়াছে যে, মহতী আদর্শ অনুসরণ এবং ধর্ম-ভীরুতাপূর্ণ জীবন-যাপন দ্বারা মানুষ 'ক্ষতির জীবন' হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারে। এই সূরাতে, ঐ সকল অপরিণামদর্শী অবিশ্বাসীদের ভয়াবহ পরিণাম সম্বন্ধে জ্ঞাত করা হইয়াছে যাহারা সঞ্চিত ধন-সম্পদ সৎপথে ও সৎকাজে ব্যয় না করিয়া, আত্ম শ্লাঘা ও গর্বস্ফীত অবস্থায় ধার্মিক বিশ্বাসীগণের ছিদ্রান্বেষণে ব্যস্ত থাকে ও তাহাদের নামে মিথ্যা অপবাদ ও বদনাম রটনা করে ।

سُوْرَةُ الْهُمَزَةِ مَكِّيَّةٌ (١٠٤) آياتها ١٠ ركوعها ١

১০৪-সূরা আল্ হোমাযা

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ইহাতে ১০ আয়াত এবং ১ রুকূ আছে ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। আল্লাহ্র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةِۨ ۙ②

২। দুর্ভোগ প্রত্যেক পরনিন্দাকারী এবং অপবাদকারীর [৩৪৩১] জন্য,

الَّذِىْ جَمَعَ مَالًا وَّعَدَّدَهٗ ۙ③

৩। যে ধন-সম্পদ জমা করে এবং উহা বার বার গণনা করে ।[৩৪৩২]

يَحْسَبُ اَنَّ مَالَهٗٓ اَخْلَدَهٗ ۚ④

৪। সে মনে করে যে, তাহার ধন-সম্পদ তাহাকে অমর করিবে,[৩৪৩৩]

كَلَّا لَيُنْۢبَذَنَّ فِى الْحُطَمَةِ ۖ⑤

৫। কখনও নহে, সে নিশ্চয় 'হুতামা'য় নিক্ষিপ্ত হইবে,[৩৪৩৪]

وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا الْحُطَمَةُ ؕ⑥

৬। এবং কিসে তোমাকে অবহিত করিবে যে, 'হুতামা'[৩৪৩৪-ক] কি ?

نَارُ اللّٰهِ الْمُوْقَدَةُ ۙ⑦

৭। ইহা আল্লাহ্র লেলিহান আগুন,

الَّتِىْ تَطَّلِعُ عَلَى الْاَفْـِٕدَةِ ؕ⑧

৮। যাহা অন্তরসমূহের গভীরে গিয়া পৌছিবে ।

৩৪৩১। 'হোমাযা' অর্থ ঐ ব্যক্তি যে অপরের অনুপস্থিতিতে তাহার দোষ বর্ণনা করে ও দুর্নাম রটায় । 'লুমাযাহ' অর্থ ঐ ব্যক্তি যে অপরের অনুপস্থিতিতেও দুর্নাম করে, উপস্থিতিতেও দুর্নাম করে (আকরাব)। পূর্ববর্তী সূরাতে দুইটি মৌলিক গুণ তথা সততা ও ধৈর্যকে, শান্তির উৎস বলা হইয়াছে আর এই সূরাতে,ঐ দুইটি গুণের বিপরীত দুইটি দোষের উল্লেখ করা হইল যাহা সামাজিক শান্তি-শৃঙ্খলাকে বিনষ্ট করিয়া দেয়। ছিদ্রান্বেষণ ও কুৎসা-রটনা এমনি দুইটি প্রধান দোষ যাহা বর্তমানের তথাকথিত সভ্য সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করিয়াছে ।

৩৪৩২। পার্থিব ধন-সম্পদের অদম্য লোভ-লালসা মানুষকে মোহগ্রস্ত ও অন্ধ করিয়া দেয় । অর্থগৃধ্নুতা এবং ধন-সম্পদের উপাসনাই হইল বর্তমান বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতার সর্বনাশা বিষ ।

৩৪৩৩। দুর্ভাগা কৃপণ ব্যক্তি ন্যায়-অন্যায় ভেদাভেদ না করিয়াই সম্পদ আহরণ করিয়া জমাইতে থাকে। ভাল কাজে খরচ না করিয়া সঞ্চিত ধনকে নিয়া সে গৌরব বোধ করে । সে মনে করে যে, এই ধনই তাহাকে অমরত্ব দান করিবে, বিস্মৃতির কবল হইতে তাহার নামকে বাঁচাইয়া রাখিবে এবং এই ধনের বদৌলতে তাহার বংশধরেরাও স্বচ্ছন্দে বাঁচিয়া থাকিবে । কিন্তু হায় ! এরূপ ধারণা কতই না মারাত্মক !

৩৪৩৪। মানুষের পক্ষে ইহার চাইতে বেশী অপমান-জনক ও মর্মপীড়াদায়ক কী হইতে পারে যখন সে স্বচক্ষে দেখিতে পায় যে, যে বিষয়টিকে (ইসলামকে) সে মনে-প্রাণে ঘৃণা করিয়া, ইহাকে ধ্বংস করিবার জন্য সর্বশক্তি প্রয়োগ করিয়া যুদ্ধ করিয়াছে,সেই বিষয়টি তাহার চোখের সম্মুখে দিনদিন উন্নতি লাভ করিতেছে এবং সমুজ্জ্বল ও সম্মানিত হইয়া উঠিতেছে । এই মর্ম-যাতনা ও অন্তর্জালাই কুরায়শ-নেতৃবৃন্দের হৃদয়কে জ্বালাইয়া-পোড়াইয়া ছারখার করিয়া দিতেছিল যখন তাহারা দেখিতেছিল যে, ইসলামের কচি চারা গাছটি তাহাদের উপস্থিতিতে মহা মহীরূহ রূপে দণ্ডায়মান হইতেছে ।

৩৪৩৪-ক। আরবরা বলে, 'হাতামাৎহুস্ সিন্নু' (বৃদ্ধত্ব তাহাকে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে)(লেইন)।

إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّؤْصَدَةٌ ۝٨

৯ । নিশ্চয় ইহাকে চতুর্দিক হইতে তাহাদের উপর বন্ধ করিয়া দেওয়া[৩৪৩৫] হইবে,

فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ ۝٩ ع

[১০] ১০ । সুদীর্ঘ স্তম্ভ-সমূহে ।[৩৪৩৫-ক]

৩৪৩৫ । আবদ্ধ আগুনের উত্তাপ বহুগুণ বাড়িয়া যায় ।

৩৪৩৫-ক । 'সুদীর্ঘ স্তম্ভ' বলিতে কু অভ্যাস, মন্দরীতি-নীতি, প্রচলিত কুপ্রথাসমূহকে বুঝাইতে পারে, যাহার কারণে অবিশ্বাসীরা উৎকৃষ্ট মানবীয় জীবন ও নৈতিক মূল্যবোধের সহিত নিজের জীবনকে খাপ খাওয়াইতেই পারে না ।

১০৫-সূরা আল্ ফীল
(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতরণের সময় ও প্রসঙ্গ

ইহা মক্কায় অবতীর্ণ প্রথম দিকের সূরা । দ্বিতীয় আয়াতে 'আসহাবুল ফীল' (হস্তির অধিপতি)-এর উল্লেখ আছে। ইহা হইতেই সূরাটির নামকরণ করা হইয়াছে 'ফীল' । মক্কা-আক্রমণকারী আবরাহার সেনা-বাহিনীতে এক বা একাধিক হাতী ছিল বলিয়া এই বাহিনীকে 'আসহাবুল ফীল' নামে আখ্যায়িত করা হইয়াছিল । আবিসিনিয়ার খৃষ্টান বাদশাহের প্রতিনিধি ইয়েমেনের তৎকালীন শাসনকর্তা আবরাহা আশরাম কর্তৃক কাবা ধ্বংসের উদ্দেশ্যে মক্কা-আক্রমণের ঐতিহাসিক ঘটনা ও সংশ্লিষ্ট শিক্ষা এই সূরার বিষয়-বস্তু । আবিসিনিয়ার খৃষ্টান বাদশাহ নেগোসকে (নাজ্জাশী) খুশী করার জন্য এবং আরবদের একতা ও সংহতি বিনষ্ট করার উদ্দেশ্যে আবরাহা কাবা আক্রমণের পরিকল্পনা করে । তখন আরব এলাকায় ও চতুষ্পার্শ্বে এই ধারণা প্রসার লাভ করিতেছিল যে, একজন মহান নবী শীঘ্রই আবির্ভূত হইয়া আরবের সকল গোত্রসমূহকে একতাবদ্ধ করতঃ এক বিরাট শক্তিশালী জাতিতে পরিণত করিবেন । এই ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বেই ইহার সম্ভাবনাকে বানচাল করিয়া দিবার জন্য, কা'বা হইতে আরবদের আকর্ষণ ও মনোযোগকে অন্যমুখী করিবার জন্য, আরব দেশে খৃষ্টধর্ম প্রচারের পথ খুলিবার এবং সর্বোপরি খৃষ্টান বাদশাকে খুশী করার জন্য, আবরাহা এই আক্রমণের উদ্যোগ নেয় । ইতিপূর্বে একই উদ্দেশ্যে আবরাহা ইয়েমেনের রাজধানী সানাতে একটি গীর্জা নির্মাণ করে । কিন্তু আবরাহা যখন দেখিল যে, শত চেষ্টা সত্বেও আরবেরা কোন মতেই কাবা-কেন্দ্রিক মনোভাব পরিহার করিয়া সানা-কেন্দ্রিক হইবে না, সে ভীষণ চটিয়া গেল এবং ভাবিল যে কাবা ধ্বংস করিতে পারিলেই তাহার উদ্দেশ্য সফল হইতে পারে । তাহার হাতে বিরাট সেনা বাহিনীও মওজুদ ছিল । তাই সে ২০,০০০ সৈন্যসহ কা'বা ধ্বংসের ব্রত নিয়া মক্কা অভিযানে রওয়ানা হইল । মক্কার কয়েক মাইল দূরে অবস্থান গ্রহণ পূর্বক, সে কাবার ভাগ্য নির্দ্ধারণের জন্য, কুরায়শ নেতৃবৃন্দকে তাহার সাথে আলোচনা করার আহ্বান জানাইল । রসূলে পাক (সাঃ)-এর পিতামহ আব্দুল মুত্তালিবের নেতৃত্বে কুরায়শ সর্দারগণ আবরাহার সাথে আলোচনার জন্য গেলে, আবরাহা তাহাকে সাদর অভ্যর্থনা জানাইল । আলোচনার সূচনাতেই আবরাহা হতচকিত হইয়া গেল যে, কাবার ব্যাপারে কোন কথা না বলিয়া, আব্দুল মোত্তালিব বলিলেন যে, তাহার যে দুইশত উট আবরাহার লোকজন আটক করিয়াছে, ঐগুলি যেন ফেরত দেওয়া হয় । আবরাহা বলিল, সে তাহাদের পবিত্র উপাসানালয় ধ্বংস করিতে আসিয়াছে, এমতাবস্থায় আব্দুল মুত্তালিব সামান্য দুইশত উট ফেরত পাওয়ার কথা বলিতেছেন, এমন অকিঞ্চিৎকর কথাতো তিনি আরব নেতার মুখ হইতে মোটেই আশা করেন নাই । আব্দুল মুত্তালিব মনের সকল বেদনা উজাড় করিয়া, কাবার অপরাজেয়তা প্রকাশপূর্বক দৃঢ় কণ্ঠে বলিলেনঃ "আমি উটগুলির মালিক; কাবারও নিজস্ব একজন মালিক আছেন; তিনিই ইহা রক্ষা করিবেন" (আল্ কামিল, ১ম খণ্ড)। স্বভাবতঃই আলোচনা ভাঙ্গিয়া গেল । আবরাহাকে প্রতিরোধ করার শক্তি তাহাদের নাই দেখিয়া, আব্দুল মুত্তালিব মক্কাবাসীদিগকে চতুষ্পার্শ্বের পাহাড়গুলিতে চলিয়া যাইতে উপদেশ দিলেন। নগরী ছাড়িয়া যাইবার সময়, আব্দুল মুত্তালিব কাবার গিলাফের আঁচল ধরিয়া অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ভাষায় কাবার মালিকের কাছে প্রার্থনা করিলেনঃ 'মানুষ যেরূপ লুণ্ঠনকারীদের হাত হইতে তাহার গৃহ ও সম্পত্তি রক্ষা করে, হে প্রভু ! তুমিও সেইরূপ স্বীয় গৃহকে রক্ষা কর, ক্রুশধর্মকে কাবার উপর বিজয়ী হইতে দিও না"(আল্ কামিল এবং মুইর)। আবরাহার সৈন্যদল কাবার দিকে অগ্রসর হইতে শুরু করিল, আর অমনি তাহাদের উপর ঐশী শাস্তি নামিয়া আসিল । মুইর বলেন, 'এক মহাসংক্রামক ব্যাধি আবরাহার শিবিরে আক্রমণ করিল । ইহা বিষাক্ত ফোঁড়া ও ঘা-এর আকারে দেখা দিল; সম্ভবতঃ ইহা গুটি বসন্ত ছিল । ভয়-ভীতি ও বিশৃঙ্খলার মধ্যে আবরাহার সৈন্যবাহিনীর লোকজন দিক্-বিদিক পলাইতে লাগিল । গাইড বা পথ-প্রদর্শনকারীরা তাহাদিগকে ছাড়িয়া যাওয়ায় তাহারা বিভ্রান্ত হইয়া উপত্যকাসমূহের যত্র-তত্র মরিতে লাগিল এবং অপরদিকে এক প্লাবন আসিয়া সহস্র-সহস্রকে ভাসাইয়া নিল । এই মহামারীতে কদাচিৎ এক-দুই জন রক্ষা পাইল । আবরাহার সমস্ত দেহ পচা-গলিত ক্ষতে ভরিয়া গেল এবং সানায় প্রত্যাবর্তনের পথে অতি হীন অবস্থায় প্রাণ ত্যাগ করিল ।' এই ঘটনার বিষয়ই সূরাটিতে বর্ণিত হইয়াছে । এই মহামারী রোগটি যে ভীষণাকারের গুটি বসন্ত ছিল, তাহা প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ইব্নে ইসহাক্ হইতে জ্ঞাত হওয়া যায় । তিনি নবী করীম (সাঃ)-এর মহীয়সী স্ত্রী আয়েশা (রাঃ)-এর উদ্ধৃতি দিয়া বলিয়াছেন, আয়েশা দুইজন অন্ধ ভিক্ষুককে মক্কায় দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তাহারা কে ? তাহারা উত্তর দিল যে, তাহারা আবরাহার হস্তী-চালক (মাহুত) ছিল (মন্সূর)।

سُوْرَةُ الْفِيْلِ مَكِّيَّةٌ (١٠٥) ركوعها ١ آياتها ٦

১০৫-সূরা আল্ ফীল

ইহা মক্কী সূরা, বিস্‌মিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৬ আয়াত এবং ১ রুকূ আছে ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحٰبِ الْفِيْلِ ؕ ②

২। তুমি কি দেখ নাই তোমার প্রতিপালক হস্তীর অধিপতিদের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন ?[৩৪৩৬]

اَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِيْ تَضْلِيْلٍ ۙ ③

৩। তিনি কি তাহাদের ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থতায় পরিণত করিয়া দেন নাই ?

وَّاَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا اَبَابِيْلَ ۙ ④

৪। এবং তিনি তাহাদের বিরুদ্ধে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী প্রেরণ করিয়াছিলেন,[৩৪৩৭]

تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيْلٍ ۖ ⑤

৫। যাহারা (তাহাদের মৃত দেহগুলিকে ভক্ষণ করিতেছিল) কঙ্করজাত শক্ত পাথরের উপরে আঘাত করিয়া করিয়া ।[৩৪৩৮]

فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّاْكُوْلٍ ⑥ ع ١ ٢ ١٠

৬। অতপর তিনি তাহাদিগকে ভক্ষিত খড়-কুটা সদৃশ করিয়া দিলেন ।

১ [৬] ৩০

৩৪৩৬। আবিসিনিয়ার বাদশাহ নেগোস (নাজ্জাশী)-এর ইয়েমনী শাসনকর্তা আবরাহা কা'বা শরীফ ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে, মহানবী (সাঃ)-এর জন্ম-বৎসর ৫৭০ খৃষ্টাব্দে মক্কার দিকে বিরাট এক সেনা বাহিনী লইয়া অভিযান চালায় । তাহার ঐ বাহিনীতে কয়েকটি হাতী ছিল । গুটি বসন্তের মহামারী বা প্লেগ জাতীয় এক ধরণের সংক্রামক রোগ তাহার সৈন্যদলকে একেবারে ধ্বংস করিয়া ফেলে । তাহাদের মৃত গলিত দেহগুলিকে দলে দলে পাখী আসিয়া খাইয়া শেষ করে । এ সম্বন্ধে উপরে সূরাটির ভূমিকা পাঠ করুন ।

৩৪৩৭। পণ্ডিতগণের অনেকের মতে 'আবাবীল' শব্দটি 'ইব্বাউল'-এর বহুবচন, যাহার অর্থ একই পথের অনুসারী পৃথক পৃথক পাখীর ঝাঁক, একে অপরের অনুসারী ভিন্ন ভিন্ন পাখীর দল (লেইন)।

৩৪৩৮। দলে দলে পাখী আসিয়া আক্রমণকারীদের মৃতদেহ হইতে মাংস ছিঁড়িয়া, চঞ্চু দ্বারা ঐ মাংসখণ্ডকে পাথরের উপর আঁছড়াইয়া, থেঁৎলাইয়া, নরম করিয়া, গিলিয়া খাইয়াছিল । সাধারণতঃ এইভাবেই মাংসাশী পাখীরা মৃতদেহের মাংস ভক্ষণ করে । 'বা' উপসর্গটি এখানে 'আলা' (উপরে) অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে (লেইন)।

১০৬- সূরা আল্ কুরায়্শ

(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতরণের সময় ও প্রসঙ্গ

এই সূরাও পূর্ববর্তী সূরার ন্যায় মক্কায় প্রথমভাগে অবতীর্ণ হইয়াছিল । ইহা যদিও একটি স্বয়ং-সম্পূর্ণ স্বাধীন সূরা, তথাপি সূরা 'ফীলের' সাথে ইহার সম্পর্কের গভীরতার কারণে অনেকে ইহাকে ঐ সূরার অংশ বলিয়া মনে করিয়াছেন । যে ঐশী শাস্তি এক ধরণের ভয়ঙ্কর গুটি বসন্ত স্বরূপ মহামারীর রূপ ধরিয়া মক্কা-আক্রমণকারী আবরাহার সৈন্য-সামন্তকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করিয়া দিয়াছিল, সূরা 'ফীলে' উহার একটি ভয়াবহ,সংক্ষিপ্ত বর্ণনা চিত্রিত হইয়াছে।আলোচ্য সূরাতে কুরায়শদিগকে আল্লাহ্ স্মরণ করাইয়া দিতেছেন যে, যে কা'বা গৃহের যত্ন ও সেবার জন্য তাহাদের খাদ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হইয়াছে , তাহাদের উচিত, সশ্রদ্ধচিত্তে সেই কাবাগৃহের প্রভুর উপাসনা করা । পূর্ববর্তী সূরাতে, 'কাবার' ধ্বংসোদ্যত শত্রুর নিজের ধ্বংসের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া আল্লাহ্ বলিতেছেন যে, মক্কার মত একটি বৃক্ষ-শূন্য, শুষ্ক-অনুর্বর উপত্যকাতেও এই কাবা গহের রক্ষণাবেক্ষণকারীগণের জন্য আল্লাহতালা সকল ধরণের খাদ্য পাওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং তাহাদিগকে বিপদাপদ ও ভয়ভীতি হইতে নিরাপদ রাখিয়াছেন ।

سُوْرَةُ الْقُرَيْشِ مَكِّيَّةٌ (١٠٦) آياتها ٥ ركوعها ١

১০৬-সূরা আল্ কুরায়্শ

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ইহাতে ৫ আয়াত এবং ১ রুকূ আছে ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১ । আল্লাহ্র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

لِاِيْلٰفِ قُرَيْشٍ ۙ ②

২ । (তোমার প্রতিপালক হস্তীর অধিপতিদের ধ্বংস করিয়াছিলেন) কুরায়্শদের[৩৪৩৯] (অন্তরে) অনুরাগ[৩৪৪০] সৃষ্টি করিবার জন্য,

اٖلٰفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَآءِ وَالصَّيْفِ ۚ ③

৩ । তাহাদের মধ্যে শীত ও গ্রীষ্মকালীন সফরের[৩৪৪১] প্রতি অনুরাগ সৃষ্টি করিবার জন্য—

৩৪৩৯ । 'কুরায়্শ' শব্দটি 'কারাশা' ধাতু হইতে উৎপন্ন। 'কারাশা' অর্থ সে এখান-সেখান হইতে ইহা সংগ্রহ করিয়া একত্রিত করিয়াছে অথবা ইহার একাংশকে অপরাংশের সহিত সংযুক্ত করিয়াছে (আকরাব)। কুরায়্শ গোত্রকে এই নামে এই জন্য অভিহিত করা হইয়াছে যে,তাহাদের পূর্বপুরুষগণের মধ্যে'কুসাই ইব্নে কিলাব-বিন্ নয্র' নামক ব্যক্তি, যাযাবর আরবদেরকে দেশের বিভিন্ন স্থান হইতে আনিয়া মক্কায় একত্রে বসবাসের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন । 'বন্ধু কানানহ্'দের মধ্যে একমাত্র নযরের বংশধরগণই মক্কাতে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করিয়াছিল । তাহারা সংখ্যায় বেশী ছিল না বলিয়া ছোট দল হিসাবে তাহাদিগকে 'কুরায়্শ' বলা হইত, যাহার অর্থ বিভিন্ন স্থান হইতে সংগৃহীত ছোট দল ।

৩৪৪০ । 'ঈলাফ' হইল 'আলাফা' ক্রিয়া হইতে উৎপন্ন ক্রিয়া-বিশেষ্য । ইহার অর্থ হইল একটি বিষয় বা বস্তুতে লাগিয়া থাকা বা লাগাইয়া রাখা; কোন বস্তু বা ব্যক্তিকে মনে প্রাণে ভালবাসা; কোন ব্যক্তিকে কিছু দেওয়া; কোন চুক্তি যাহার মধ্যে নিরাপত্তার দায়িত্ব সন্নিবেশিত থাকে; নিরাপত্তা (লেইন)।

৩৪৪১ । যেহেতু 'লাম' এমন একটি অব্যয় যদ্বারা আরবী বাক্য শুরু করা হয় না, সুতরাং যখন ইহা দ্বারা কোন বাক্য শুরু করা হয় তখন আয়াতটির পূর্বে একটি বাক্য বা বাক্যাংশ উহ্য রহিয়াছে মনে করিতে হইবে । উহ্য অংশটিকে পূর্বে বসাইলে, আয়াতটির মোটামুটি অর্থ দাঁড়াইবেঃ 'হে মুহাম্মদ ! তুমি আশ্চর্য বোধ করিতেছ যে, আল্লাহ্ কুরায়্শদের মনে শীত-গ্রীষ্ম নির্বিশেষে সব সময়ে ভ্রমণ করার প্রতি এত অনুরাগ সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন, ইহা আল্লাহ্র কত বড় অনুগ্রহ' ! ভ্রমণের প্রতি আগ্রহকে আল্লাহ্র অনুগ্রহ এই কারণে বলা হইয়াছে যে, শীতকালে ইয়েমেনের দিকে বাণিজ্য ভ্রমণে এবং গ্রীষ্মকালে সিরীয়া-প্যালেষ্টাইনের দিকে বাণিজ্য যাত্রায় গিয়া, কুরায়্শগণ খাদ্যসহ জীবনোপযোগী সকল দ্রব্যাদি মক্কায় নিয়া আসিত । এই বাণিজ্যিক আদান-প্রদান কুরায়্শদের মর্যাদা বৃদ্ধি করিয়াছিল, তাহাদের শহরের উন্নতি সাধন করিয়াছিল এবং তাহাদের জ্ঞান-বুদ্ধিরও বিকাশ ঘটাইয়াছিল । ইয়েমেনের ইহুদীগণের সংস্পর্শে আসিয়া এবং সিরীয়ার খৃষ্টানদের সংস্পর্শে আসিয়া তাহারা জানিতে পারিয়াছিল যে, আরব দেশে একজন বড় নবী আগমন করিবেন বলিয়া তাহাদের শাস্ত্রে ভবিষ্যদ্বাণী রহিয়াছে । কুরায়্শরা এতই দেশ-প্রেমিক ও কা'বা-প্রেমিক ছিল যে, তাহারা না খাইয়া মরিলেও, মক্কার ভূমি বা কাবার গৃহ ছাড়িয়া কোথাও যাইতে প্রস্তুত ছিল না, এমন কি অস্থায়ীভাবেও না । নবী করীম (সাঃ)-এর প্রপিতামহ 'হাশিমের' জোরালো উপদেশ ও অনুপ্রেরণায় কুরায়্শগণ ব্যবসা বাণিজ্যকে পেশারূপে গ্রহণ করে । ইহা তাহাদের জন্য ঐশী অনুগ্রহ ছিল যে, তাহারা ব্যবসা -ভ্রমণের মাধ্যমে অন্যান্য সকল সুবিধাপ্রাপ্তি ছাড়াও আরও একটি মহা-সুযোগ লাভ করিল যে, নিকট ভবিষ্যতে আগমনকরী মহানবী (সাঃ)-কে গ্রহণ করার মানসিক প্রস্তুতিও তাহাদের মনে দানা বাঁধিতেছিল । এই আয়াতগুলির আরও একটি সাবলীল ব্যাখ্যা আছে, যাহা প্রসঙ্গের সহিত ভালভাবেই খাপ খায় । ব্যাখ্যাটি হইল কতকটা এইরূপঃ 'হে মুহাম্মদ ! তোমার প্রভু 'হস্তীওয়ালা' আবরাহার সেনাবাহিনীকে এই কারণেই ধ্বংস করিয়া দিয়াছিলেন যাহাতে কুরায়্শদের শীত-গ্রীষ্মের বাণিজ্যিক ভ্রমণে উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্যে কোন বিরতি না ঘটে । ইহা তাহাদের প্রতি আল্লাহর বড় অনুগ্রহ ।' এই ব্যাখ্যা যথেষ্ট যুক্তিযুক্ত । কেননা, আবরাহা যদি ধ্বংস না হইত, তাহা হইলে কুরায়্শগণ ঐসব দেশে ভ্রমণ করা নিশ্চয়ই বিপজ্জনক মনে করিত এবং সেই হেতু তাহাদের ভ্রমণ-স্পৃহা একেবারে স্তিমিত হইয়া পড়িত । অতএব আবরাহার ধ্বংস কুরায়্শদের বাণিজ্য-ভ্রমণকেই কেবল মাত্র অব্যাহত রাখে নাই, বরং আরবের অধিবাসী সকল মানুষের তীর্থস্থান এই কাবা তাহাদের চোখে অধিকতর পবিত্র ও সম্মানীয় হইয়া উঠিল । আর, ইহাতে

৪। সুতরাং তাহাদের উচিত তাহারা যেন এই গৃহের প্রতিপালকের ইবাদত করে,

فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ ۙ﴿٤﴾

[১ ৫ ৩১] ৫। যিনি ক্ষুধায় তাহাদিগকে অন্ন দান করেন এবং ভয়-ভীতি হইতে তাহাদিগকে নিরাপত্তা দান করেন।[৩৪৪২]

الَّذِيْٓ اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ ۙ وَّاٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ ﴿٥﴾ ع ١ ٥ ٣١

কুরায়্শদের ব্যবসা-বাণিজ্য আরও বেশী উৎকর্ষতা লাভ করিল। আয়াতটির অর্থ ইহাও হইতে পারেঃ তোমার প্রভু, হাতীর মালিক, প্রচণ্ড ও দুর্দান্ত সেনাবাহিনীকে কেবলমাত্র কুরায়্শদিগকে বাঁচাইবার জন্য ধ্বংস করিয়া দিয়াছিলেন।

৩৪৪২। কুরায়্শগণের নিরাপত্তার ব্যবস্থা ঐ সময় করা হইয়াছিল যখন তাহাদের চতুর্দিক হইতে বিপদ, ভয় ও নিরাপত্তাহীনতার অবস্থা বিরাজমান ছিল। এতদ্ব্যতীত, সারা বৎসর ব্যাপী প্রত্যেক রকমের ফল-মূল ও খাদ্যের সরবরাহ তাহাদের জন্য নিশ্চিত করা হইয়াছিল। এইসব ব্যবস্থা আকস্মিকভাবে জুটে নাই। একটি ঐশী পরিকল্পনার ফলশ্রুতি ছিল এবং আড়াই হাজার বৎসর পূর্বেকার নবীকুল পিতা ইব্রাহীম (আঃ)-এর দোয়া ও ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতাস্বরূপ ছিল (২ঃ১২৭,১৩০ এবং ১৪ঃ ৩৬, ৩৮)। অবিশ্বাসী কুরায়্শদের মনে আয়াতটি ইহা গ্রথিত করিয়া দিতে চায় যে, মাটির, পাথরের ও কাঠের পুতুলকে পূজা করিয়া, তাহাদের দয়াময় ও প্রকৃত প্রভু আল্লাহ্র প্রতি তাহারা কিরূপ অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছে। তাহাদেরকে ভয়-ভীতি হইতে মুক্ত রাখিয়া, তাহাদের খাদ্য-দ্রব্যাদির সরবরাহ নিশ্চিত করিয়া, তাহাদের বাণিজ্য-ভ্রমণাদিকে অটুট ও নিরাপদ রাখিয়া, আল্লাহ্তা'লা তাহাদেরকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনে আদেশ করিয়াছেন। কিন্তু তাহারা তাঁহাকে চিনিতেছে না। তাহাদের উচিত তাঁহার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা এবং একমাত্র তাঁহারই ইবাদত ও উপাসনা করা।

১০৭-সূরা আল্ মা'ঊন

(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতরণ-কাল ও প্রসঙ্গ

এই সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ প্রাথমিক সূরাগুলির অন্যতম। পূর্ববর্তী সূরাতে কুরায়শগণকে বলা হইয়াছে যে, আল্লাহ্তা'লা তাহাদিগকে নিরাপত্তা ও খাদ্যদ্রব্যাদি সরবরাহ করিয়া, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে রাখিয়াছেন। ইহা এইজন্য নহে যে, তাহারা নিজের কাজ-কর্মের দ্বারা এই সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য অর্জন করিয়াছে এবং নিজেদেরকে এইসব ঐশী অনুগ্রহ পাওয়ার যোগ্য প্রমাণ করিয়াছে। বরং ইহা তাহাদের উপর আল্লাহ্তা'লার তরফ হইতে অযাচিত কৃপা ও অনুগ্রহ বিশেষ। এই কারণে তাহাদিগকে বলা হইল যে, তাহাদের উচিত অতিশয় বিনয় ও কৃতজ্ঞতার সহিত তাহাদের দয়াল প্রভু ও স্রষ্টার প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা, প্রেম-ভালবাসা ও ধ্যান-উপাসনা নিবেদন করা। তাহা না করিয়া, তাহারা নিজেদেরকে একমাত্র পার্থিব বিষয়ে নিমজ্জিত রাখিয়াছে এবং প্রতিমা-পূজায় লিপ্ত রহিয়াছে। এই সূরাতে বলা হইয়াছে, যে ব্যক্তি বা জাতি নিজেকে কেবল পার্থিব বিষয়াদিতেই লিপ্ত রাখে, পরলোকের বিশ্বাস তাহার মন হইতে উঠিয়া যায় এবং সৃষ্টিকর্তাকে সে একেবারে ভুলিয়া যায়। এই প্রসঙ্গে ইসলামের দুইটি মূল-নীতির উল্লেখ পূর্বক বলা হইয়াছে, যাহারা আল্লাহ্র ইবাদত ও মানব-সেবা, এই দুইটি কাজে অবহেলা করে, তাহারা ধর্মকেই অস্বীকার করে। অর্থাৎ এই দুইটি কাজ মনোযোগের সহিত না করা, আর ধর্মকে অস্বীকার করা সমার্থক।

سُوْرَةُ الْمَاعُوْنِ مَكِّيَّةٌ (١٠٧) آياتها ٨ ركوعها ١

১০৭-সূরা আল্ মা'ঊন

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ইহাতে ৮ আয়াত এবং ১ রুকূ আছে ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। আল্লাহ্র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

اَرَءَيْتَ الَّذِىْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ ؕ ②

২। তুমি কি তাহাকে দেখিয়াছ যে দীনকে মিথ্যা বলিয়া অস্বীকার করে ?[৩৪৪৩]

فَذٰلِكَ الَّذِىْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ ۙ ③

৩। বস্তুতঃ সে-ই ঐ ব্যক্তি যে এতীমদিগকে তাড়াইয়া দেয়,[৩৪৪৪]

وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ؕ ④

৪। এবং সে মিস্কীনদিগকে অন্ন দানে (লোকদের) উৎসাহিত করে না ।

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ ۙ ⑤

৫। সুতরাং দুর্ভোগ ঐ সকল নামাযীদের[৩৪৪৫] জন্য,

الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ۙ ⑥

৬। যাহারা তাহাদের নামায সম্বন্ধে উদাসীন,

الَّذِيْنَ هُمْ يُرَآءُوْنَ ۙ ⑦

৭। যাহারা কেবল লোক দেখায়,[৩৪৪৬]

ع ٨/٣٢ وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ ⑧

৮। এবং যাহারা দৈনন্দিন ব্যবহারিক দ্রব্যাদি[৩৪৪৭] দিতে নিষেধ করে ।

১ [৮] ৩২

৩৪৪৩। আল্লাহ্র বিচারে যাহার বিশ্বাস নাই সে প্রকৃতই এক হতভাগা; অথবা যে ব্যক্তি নৈতিক মূল্যবোধের আসল উৎস ধর্মকেই অস্বীকার করে ।

৩৪৪৪। এই আয়াত এবং পরবর্তী আয়াত এমন দুইটি সামাজিক ব্যাধির কথা বলিতেছে যাহার প্রতিকার না করিলে, সমাজের অবক্ষয় ও ভাঙ্গন প্রায় অবধারিত হইয়া পড়ে। এতীমগণের প্রতিপালন ও যত্ন না করিলে জাতির আত্মত্যাগের স্পৃহা মরিয়া যায়। দরিদ্র ও ভাগ্যাহতদের প্রতি অবহেলা ও ঔদাসীনতার কারণে একটি অবহেলিত শ্রেণীর ধর্মস্পৃহা ও ভাগ্যোন্নয়নের ইচ্ছা তিরোহিত হইয়া যায়, ইহাতে সমাজের অপূরণীয় ক্ষতি হয় ।

৩৪৪৫। 'নামায' আল্লাহ্র প্রতি মানুষের কর্তব্য ও দায়িত্বের প্রতীক । কিন্তু মোনাফেকগণের নামায, যাহারা আল্লাহ্র সৃষ্ট জীবের প্রতি কোন দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করে না, আত্মাহীন দেহের মত ইহার বাহিরের খোলস থাকিলেও ভিতরে শাঁস নাই ।

৩৪৪৬। মোনাফেক আচার-সর্বস্ব লোকেরা আন্তরিকতাবিহীনভাবে, কেবল লোক দেখানোর জন্য পুণ্য ও দয়া-দাক্ষিণ্যের কাজ করিয়া থাকে ।

৩৪৪৭। 'মাউন' অর্থ গৃহস্থালীর নিত্য ব্যবহার্য জিনিষপত্র যথা খন্তা, কুড়াল, দা, রান্নার ডেক্-ডেকচি ইত্যাদি, দয়ার কাজ, প্রয়োজনীয় দ্রব্য; 'যাকাত' (আকরাব)।

১০৮-সূরা আল্ কাওসার

(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতরণের সময় ও প্রসঙ্গ

সূরাটি নবুওয়াতের প্রাথমিক পর্যায়ে অবতীর্ণ। ইহা দৃঢ়ভাবে প্রমাণ করে যে, কুরআন আল্লাহ্‌র অবতীর্ণ বাণী। সূরার পরে সূরা সাজানোর ক্ষেত্রে, এই সূরা শেষদিকে স্থান পাওয়ায়, ইহা প্রমাণিত হয় যে, পবিত্র কুরআনের সূরা সাজানোর ও গ্রন্থনার কাজও আল্লাহ্‌র নির্দেশানুসারে সম্পন্ন হইয়াছে। নতুবা নবুওয়াতের চতুর্থ বৎসরে অবতীর্ণ এই সূরা কুরআনের শেষ প্রান্তে স্থান নিতো না। যে ক্রমধারায় কুরআনের বাণী গুলি বর্তমানে সন্নিবেশিত আছে, তাহা অবতরণের ক্রম-ধারা বা ধারাবাহিকতা হইতে ভিন্ন। ইহা কুরআন করীমের এক মো'জেযা-বিশেষ যে, সময়ের প্রয়োজন ও চাহিদা মোতাবেক ঐশী-বাণীগুলি যথোপযুক্তভাবে অবতীর্ণ হইল বটে, কিন্তু সমগ্র কুরআনের মধ্যে স্থান গ্রহণের সময়, মানুষের চিরন্তন ও চিরকালের প্রয়োজনকে সামনে রাখিয়া স্থান গ্রহণ করিল। এই সূরাতে বর্ণিত প্রতিশ্রুতিটি এমনি এক সময়ে দেওয়া হইয়াছিল, যখন নবী করীম (সাঃ) মক্কানগরীর বাহিরে মোটেই পরিচিত ছিলেন না এবং তাঁহার এই দাবী যে, তিনি মানবের জন্য সর্বশেষ শরীয়াত-বাহক এক পরিত্রাণকর্তারূপে বিশ্বে প্রেরিত হইয়াছেন, তাহা তাঁহার শহরবাসীগণের মনেও কোন গভীর রেখাপাত করিতে পারে নাই। কিন্তু প্রতিশ্রুতির কী অসামান্য দৃঢ়তা, আর ইহার ভাষা কতই না স্বচ্ছ, শক্তিশালী ও সংক্ষিপ্ত! প্রতিশ্রুতির জোরালো বাক্যটি হইল, 'আমরা তোমাকে 'কাওসার' দান করিয়াছি অর্থাৎ আমরা তোমার উপর, সকল প্রকারের মঙ্গল ও আশীষ-ধারা ঢালিয়া দিয়াছি'। প্রতিশ্রুতি একটি ভবিষ্যদ্বাণী অথচ আশীষ-ধারা ঢালিয়া দিয়াছি বলিয়া বর্ণিত হইতেছে। সুনিশ্চিতই ঘটিবে, এইরূপ ভবিষ্যদ্বাণীর ক্ষেত্রেই কেবল এইরূপ অতীত কাল ব্যবহৃত হয়। কুরআনের ঐশী উৎস হওয়া এই কথা দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে, এই সূরাটি এরূপ একটি সময়ে অবতীর্ণ হইয়াছিল, যখন মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিতে, ইহার অন্তর্ভুক্ত প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হওয়ার কথা একেবারেই অসম্ভব ও চিন্তাতীত ছিল। কিন্তু প্রতিশ্রুতি সূর্যের মত দেদীপ্যমান অবস্থায় পূর্ণ হওয়ার পরে, সূরাটি কুরআনের শেষের দিকে অবস্থান গ্রহণ করিয়া, সমগ্র কুরআনের সত্যতাকে সমুজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে।

পূর্ববর্তী সূরার সহিত এই সূরার সম্পর্ক এইভাবে রহিয়াছে যে, পূর্বসূরাতে মোনাফেকদের কয়েকটি গুরুতর নৈতিক পাপের উল্লেখ করা হইয়াছিল, আর এই সূরাতে ঐগুলির মোকাবিলায় মো'মেনদের কয়েকটি নৈতিক গুণ ও পুণ্যকাজের উল্লেখ স্থান পাইয়াছে, যেমন—মহানুভবতা, নামায আদায়, আল্লাহ্‌র নিকটে আত্ম-নিবেদন এবং জাতির প্রয়োজনে আত্মত্যাগ করা।

১০৮-সূরা আল্ কাওসার

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ইহাতে ৪ আয়াত এবং ১ রুকূ আছে ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। আল্লাহ্র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

اِنَّآ اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ ؕ ②

২। নিশ্চয় আমরা তোমাকে 'কাওসার' দান করিয়াছি ।[৩৪৪৮]

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ؕ ③

৩। সুতরাং তুমি তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে নামায পড় এবং কুরবানী কর ।

৩৪৪৮। 'কাওসার' শব্দের অন্যান্য অর্থ ছাড়াও একটি প্রধান অর্থ হইল 'অপরিসীম মঙ্গল'। যে ব্যক্তির মধ্যে সীমাহীন মঙ্গল ও সম্পদ রহিয়াছে এবং সে উহা বহুল পরিমাণে সদা-সর্বদা বিতরণ করে—সেই ব্যক্তিকেও 'কাওসার' বলা হয় (মুফরাদাত এবং জরীর)। এই সূরাতে হযরত নবী করীম (সাঃ)-কে আল্লাহ্তা'লা এমন এক সুমহান ব্যক্তি সাব্যস্ত করিয়াছেন, যাঁহার উপর তিনি অপরিমিত মঙ্গল ও আশীর্বাদরাজি বর্ষণ করিয়াছেন বলিয়া ব্যক্ত করিতেছেন। এই সূরাটি মহানবী (সাঃ)-এর জীবনের এমনি একটি সময়ে অবতীর্ণ হইয়াছিল যখন তিনি একেবারে নিঃসম্বল ছিলেন এবং দান করার মত তাঁহার কিছুই ছিল না। তিনি তখন নিরতিশয় দরিদ্র ছিলেন এবং তাঁহার নবুওয়াতের দাবীকে বিবেচনার অযোগ্য বলিয়া গণ্য হইতেছিল। এই সূরা অবতীর্ণ হওয়ার বহু বৎসর পর পর্যন্তও তাঁহাকে উপহাস ও বিদ্রূপ করা হইয়াছে, তাঁহাকে বিরোধিতা ও নির্যাতন ভোগ করিতে হইয়াছে। এমনকি শেষ পর্যন্ত চরম নির্যাতন-নিপীড়ন ও হত্যার ষড়যন্ত্র হইতে আত্মরক্ষার জন্য তিনি প্রিয় মাতৃ-নগরী পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। তাঁহার ছিন্ন-মস্তকের উপর এক বিরাট অঙ্কের পুরস্কার ঘোষণা করা হইল। মদীনায় আশ্রয় গ্রহণের পরও কয়েকটি বৎসর পর্যন্ত তাঁহার জীবন প্রতি মুহূর্তে বিপদাপন্ন ও নিরাপত্তাহীন ছিল। তাঁহার শত্রুরা, তাঁহার এইরূপ হীনবল বাহ্যিক অবস্থার সহিত নিজেদের ধনবল ও জনবলের তুলনামূলক বিশাল ব্যবধান দেখিয়া, অতি উৎসাহ ও ব্যগ্রতার সহিত ইসলামের দ্রুত ধ্বংস ও বিনাশের দিন গণিতেছিল। অতঃপর মহানবী (সাঃ)-এর জীবনের শেষপর্বে, ধনে-জনে, মানে-সম্মানে, জ্ঞানে-গরিমায়, ভক্তি-ভালবাসায়, সর্বোপরি আধ্যাত্মিকতার পূর্ণতা ও প্রাচুর্যে, তিনি এমন মহা-সৌভাগ্যের অধিকারী হইলেন যে, মানবেতিহাসে ইহার দৃষ্টান্ত নাই। অতএব আল্লাহ্র দেওয়া 'কাওসার'-এর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হইল। মক্কার আইনে আশ্রয়-চ্যুত ব্যক্তি সমগ্র আরবের ভাগ্য-নিয়ন্তা হইয়া গেলেন, মরুভূমির নিরক্ষর অবহেলিত সন্তান বিশ্বমানবের চিরদিনের শিক্ষকে পরিণত হইলেন। আল্লাহ্তা'লা তাঁহাকে এমন একখানা 'কিতাব' দিলেন যাহা মানব-জাতির চিরস্থায়ী ও অভ্রান্ত পথ-প্রদর্শক হইয়া গেল। তিনি নিজের মধ্যে ঐশী গুণাবলীর জ্যোতির্মালাকে ধারণপূর্বক, আল্লাহ্র এতই নিকটবর্তী হইয়া গেলেন যে, ইহার অপেক্ষা অধিক নৈকট্য-অর্জন মানুষের পক্ষে অসম্ভব। তাঁহাকে এইরূপ তুলনাবিহীন ভক্তদের দল প্রদত্ত হইল যাহাদের স্বতঃস্ফূর্ত আনুগত্য ও শ্রদ্ধার দৃষ্টান্ত বিশ্বের ইতিহাসে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। যখন বিশ্ব হইতে বিদায় নিবার জন্য তাঁহার প্রভুর কাছ হইতে ডাক আসিল, তখন তিনি সম্পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট ও নিশ্চিন্ত ছিলেন যে, তাঁহার উপর ন্যস্ত দায়িত্বাবলীর সাকল্যটাই পূরাপূরিভাবে তিনি আদায় করিয়াছেন। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, সর্বপ্রকারের কল্যাণ, জাগতিকই হউক আর আধ্যাত্মিক হউক, পূর্ণ মাত্রায় মহানবী (সাঃ)-এর উপর বর্ষিত হইয়াছিল। অতএব, মহানবী (সাঃ)-এর ন্যায্য-প্রাপ্য হিসাবেই ইহা বলা যুক্তিযুক্ত হইয়াছে, "সকল নবীদের মধ্যে তিনিই সর্বাধিক কৃতকার্য" (এনাসাই, বৃট)।

৪। নিশ্চয় তোমার যে শত্রু, সে-ই নিঃসন্তান থাকিবে।[৩৪৪৯]

১ [৪] ৩৩

إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ۝٣

৩৪৪৯। ইহা অতীব তাৎপর্যপূর্ণ যে, এই আয়াতটিতে নবী করীম (সাঃ)-এর শত্রুদেরকে অত্যন্ত জোরালোভাবে পুত্রহীন (আবতার) বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে, যদিও ইতিহাস ইহাই সাক্ষ্য দেয় যে, এই সূরা অবতরণের পূর্বে ও পরে মহানবী (সাঃ)-এর যত পুত্র সন্তান জন্মিয়াছিলেন, তাঁহাদের সকলেই অল্পবয়সে মারা যান এবং তাঁহার তিরোধানের সময় কোন পুত্র সন্তান রাখিয়া যান নাই। ইহাতে স্পষ্টতঃ বুঝা যায় যে, এখানে 'আবতার' শব্দটির অর্থ 'যে ব্যক্তির কোন আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারী নাই।' আবতার অর্থ এই নয় যে, তাহার কোন ঔরসজাত পুত্র নাই। 'আবতার' (পুত্রহীন) কথাটি এখানে আধ্যাত্মিক অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। বস্তুতঃ ঐশী পরিকল্পনা ইহাই ছিল যে, মহানবী (সাঃ)-এর কোন দৈহিক পুত্রই থাকিবে না, কিন্তু তাঁহার (সাঃ) জন্য ইহাই নির্ধারিত ছিল যে, তিনি যুগে যুগে অসংখ্য আধ্যাত্মিক পুত্রের পিতা হইয়া চিরঞ্জীব থাকিবেন এবং এইসব আধ্যাত্মিক পুত্র হইবেন শারীরিক পুত্র অপেক্ষা শতগুণে অধিক বিশ্বাসী, অধিক অনুগত ও ভক্ত এবং অধিক প্রেমিক। অতএব, রসূলে পাক (সাঃ) পুত্রহীন ছিলেন না, বরং তাঁহার শত্রুরাই পুত্রহীন হইয়া পড়িল, কেননা তাহাদের সন্তানগণ ইসলামে দীক্ষিত হইয়া মহানবী (সাঃ)-এর আধ্যাত্মিক পুত্রে পরিগণিত হইলেন এবং তাঁহারা তাঁহাদের (দৈহিক) পিতাদের অত্যাচার-অনাচার ও ইসলাম-বিরোধী কার্যকলাপের জন্য তাহাদের নাম উচ্চারণ করিতেও লজ্জা ও অপমান বোধ করিতেন।

১০৯-সূরা আল্ কাফেরূন

(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতরণ-কাল ও প্রসঙ্গ

ইহা সর্বজন স্বীকৃত যে, এই সূরা মক্কায় অবতীর্ণ হইয়াছিল । হাসান,ইকরিমা এবং ইব্নে মাসউদ (রাঃ) এই মত পোষণ করেন । নলডিকি বলেন, ইহা নবুওয়াতের চতুর্থ বৎসরে অবতীর্ণ হইয়াছিল । সূরা 'কাউসারের' সহিত ইহার গভীর সম্পর্ক রহিয়াছে । উহাতে বলা হইয়াছিল যে, নবী করীম (সাঃ)-এর উপরে এমন অপরিসীম আধ্যাত্মিক ও জাগতিক কল্যাণ বর্ষিত হইবে যে, মানবেতিহাসে ইহার দৃষ্টান্ত খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না । এই সূরাতে, ঐ সকল বদ্ধমূল কাফের যাহাদিগকে ঐশী সিদ্ধান্ত চির-অবিশ্বাসী সাব্যস্ত করিয়াছে, তাহাদিগকে সতর্ক করা হইয়াছে যে, মহানবী (সাঃ)-এর স্বপক্ষে এতসব স্পষ্ট নিদর্শন দেখার পরেও যাহারা তাঁহাকে (সাঃ) গ্রহণ করে নাই, তাহারা কি করিয়া বিশ্বাস করিতে পারে যে, মুসলমানগণ স্বীয় ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া তাহাদের নির্বোধ, অন্তঃসারহীন, অদ্ভুত ও অযৌক্তিক বিশ্বাসকে মানিয়া লইবে ? নবী করীম (সাঃ) সূরা ইখলাসকে (১১২ সূরা) কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ এবং এই সূরাকে কুরআনের এক-চতুর্থাংশ বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, যাহারা গভীর অভিনিবেশ সহকারে প্রায় সব সময়ই এই সূরা দুইটি পাঠ করিবে এবং ইহাদের বিষয়-বস্তুর উপর গভীরভাবে চিন্তা করিবে, তাহারা অনেক সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী হইবে (ইব্নে মারদাওয়াই)। এই হাদীসের তাৎপর্য হইল, সূরা 'ইখ্লাস' ইসলামের মূলনীতি 'তওহীদ' অর্থাৎ আল্লাহ্র একত্বকে পূর্ণ যুক্তিসহ অল্প কথায় পেশ করিয়াছে , আর সূরা 'কাফেরূন' মুসলমানগণকে শত বিরোধিতা ও শত প্রতিবন্ধকতার মধ্যেও তওহীদের মূলমন্ত্রে অটল থাকিবার জন্য শক্তি ও উৎসাহ যোগাইতেছে । অতএব, যাহারা এই দুইটি সূরার তাৎপর্য ও গুরুত্ব সম্যক উপলব্ধি করিবে, তাহারা অবশ্যই সম্মান ও মর্যাদায় অন্যান্যদের তুলনায় অনেক উচ্চ স্তরের হইবেন ।

سُوْرَةُ الْكَافِرُوْنَ مَكِّيَّةٌ (١٠٩) آياتها ٧ ركوعها

১০৯- সূরা আল্ কাফেরূন

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ইহাতে ৭ আয়াত এবং ১ রুকূ আছে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। আল্লাহ্র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময়।

قُلْ يٰٓاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ ۙ②

২। তুমি বল,[৩৪৫০] 'হে[৩৪৫১] কাফেরগণ![৩৪৫২]

لَآ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ ۙ③

৩। আমি সেইরূপে ইবাদত করি না যেইরূপে তোমরা ইবাদত কর,

وَلَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ ۚ④

৪। এবং তোমরা সেইরূপে ইবাদত কর না যেইরূপে আমি ইবাদত করি,

وَلَآ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ ۙ⑤

৫। এবং আমি উহাদের ইবাদত করি না যাহাদের ইবাদত তোমরা কর,

وَلَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ ؕ⑥

৬। এবং তোমরা তাঁহার[৩৪৫৩] ইবাদত কর না যাঁহার ইবাদত আমি করি,

৩৪৫০। 'কুল' অর্থ বল বা ঘোষণা কর। এই ঐশী আদেশটি প্রত্যেক মুসলমানকে দেওয়া হইয়াছে। এই সূরা ছাড়াও 'বল' এই আদেশটি ৭২, ১১২, ১১৩ এবং ১১৪ সূরার প্রথমে ব্যবহৃত হইয়াছে। পবিত্র কুরআনে ইহা ৩০৬টি আয়াতে ব্যবহার করা হইয়াছে। প্রত্যেক স্থলেই, বিষয়-বস্তুর গুরুত্বকে সবিশেষ অনুধাবনের জন্য ইহা ব্যবহৃত হইয়াছে। এই সূরাতে ইসলামের যে মহান নীতি বিবৃত হইয়াছে উহার প্রতি কাফেরগণের সবিশেষ দৃষ্টি জোরালোভাবে ও পরিষ্কার ভাষায় বার বার আকর্ষণের জন্য মুসলমানগণকে তাকিদ দেওয়া হইয়াছে।

৩৪৫১। 'হে!' শব্দটি, সূরার বিষয়-বস্তুর প্রতি সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি-আকর্ষণ ও গুরুত্ব আরোপের জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে যাহাতে উদ্দিষ্ট মাবন-মণ্ডলীর হৃদয়ে বিষয়বস্তুটি গ্রথিত হইয়া যায়।

৩৪৫২। এখানে 'কাফেরগণ' বলিতে ঐ সকল বদ্ধমূল কাফেরগণকে বুঝাইয়াছে যাহারা ক্রমাগতভাবে ঔদ্ধত্য সহকারে সত্যকে প্রত্যাখ্যান করিয়া আসিয়াছে এবং সত্য গ্রহণের সম্ভাবনা তাহাদের মধ্যে বাকী নাই অর্থাৎ অবিশ্বাস তাহাদের অস্তিত্বের অঙ্গ হইয়া গিয়াছে।

৩৪৫৩। পূর্ববর্তী তিনটি আয়াতসহ এই আয়াতের ব্যাখ্যা বিভিন্ন তফসীরকারক ভিন্ন-ভিন্নভাবে করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, মক্কার পৌত্তলিকেরা তাহাদের প্রশ্নটিকে দুইটি আকারে উত্থাপন করিয়াছিল। তাই ঐ দুইটি আকারেই তাহাদের উত্তরও দেওয়া হইয়াছে। অন্যেরা বলেন, এই পুনরাবৃত্তির ব্যাপারটা, কেবল উত্তরটিকে জোরালো করার জন্য ঘটিয়াছে। আবার কেহ কেহ (যেমন যাজ্জাজ) মনে করেন, বর্তমান কালীন সময়ে ইবাদতের অস্বীকার করার জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে, প্রথম দুইটি বাক্য (৩ ও ৪ আয়াত) এবং ভবিষ্যতে এইরূপ ইবাদতের অস্বীকারের জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে শেষ দুইটি বাক্য (৫ ও ৬ আয়াত)। ইহার বিপরীত আল্লামা যমখ্শরী বলেন, প্রথম বাক্য দুইটি ভবিষ্যতের অস্বীকারকে বুঝাইতেছে এবং শেষ বাক্য দুইটি বর্তমান অস্বীকারকে বুঝাইয়াছে। যাহাই হউক, 'লা' (না, নহে) যখন বর্তমান-ভবিষ্যত কাল সম্পর্কিত ক্রিয়া পদের পূর্বে বসে, তখন ইহা দ্বারা ভবিষ্যৎকালই বুঝাইয়া থাকে। এইরূপ ব্যবহার-বিধি অনুযায়ী 'লা আ'বুদু' এর অর্থ দাঁড়ায় "আমি কখনও উপাসনা করিব না"।

'মা' অব্যয়টি দুই আকারে ব্যবহৃত। 'মস্দরীইয়া' হিসাবে ক্রিয়ার পূর্বে বসিয়া ইহাকে 'অসমাপিকা' করিয়া তোলে এবং 'মাওসূলাহ' হিসাবে ব্যবহৃত হইলে, ইহার অর্থ দাঁড়ায়ঃ ইহা যাহা, সে যে; তিনি যিনি। এখানে প্রথম দুইটি বাক্যে 'মা' শব্দটি 'মস্দারিইয়া' হিসাবে এবং দ্বিতীয় দুইটি বাক্যে 'মাওসূলাহ' হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া মনে করাই শ্রেয়ঃ। তখন এই চারিটি বাক্য বা আয়াতের অর্থ হইবে ঃ "আমি কখনও তোমাদের উপাসনার রূপ ও ধরণ-ধারণ অবলম্বন করিব না এবং তোমরাও আমার ইবাদতের প্রক্রিয়া অবলম্বন করিবে না। এবং

৭ । তোমাদের জন্য তোমাদের দীন এবং আমার জন্য আমার দীন ।'[৩৪৫৪]

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ۝٦

আমি কখনও তোমাদের উপাসনার বস্তুগুলির (প্রতিমা, বুদ্ধিমান ও বুদ্ধিহীন জীবজন্তু ইত্যাদিকে) উপাসনা করিব না । আর তোমরাও আমার আরাধ্যের (আল্লাহ্‌র) ইবাদত করিবে না ।"

৩৪৫৪ । এই আয়াতের তাৎপর্য হইল ঃ যেহেতু মো'মেনগণের জীবন-ব্যবস্থা ও ধর্মের সাথে কাফেরদের জীবন-ব্যবস্থা ও ধর্মের কোনই মিল নাই এবং যেহেতু এতদুভয়ের বিস্তারিত বিবরণে ও মৌলিক ধারণাতে দুস্তর প্রভেদ বিদ্যমান রহিয়াছে, সেই হেতু ইহাদের পরস্পরের সমঝোতা কোন মতেই সম্ভব নয় ।

১১০-সূরা আন্ নাস্‌র

(হিজরতের পরে মক্কায় অবতীর্ণ)

অবতরণের সময় প্রসঙ্গ

ইহা এই অর্থে একটি মদনী সূরা যে, মদীনাতে হিজরতের বহু পরে ইহা অবতীর্ণ হইয়াছিল । কিন্তু ইহাকে অন্য অর্থে মক্কী সূরাও বলা যায়—এই হিসাবে যে, বিদায়-হজ্জের সময়, নবী করীম (সাঃ)-এর তিরোধানের মাত্র ৭০/৮০ দিন পূর্বে মক্কাতে ইহা অবতীর্ণ হইয়াছিল । সকল প্রকার ঐতিহাসিক তথ্য ও সহীহ্ হাদীস হইতে ইহার অবতরণের এই সময় নির্ধারিত হইয়াছে । নবী করীম (সাঃ)-এর নবুওয়াতের প্রথম দিকের প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমরও এই তারিখের সমর্থক । সম্পূর্ণ সূরারূপে অবতীর্ণ সূরাগুলির মধ্যে ইহাই সর্বশেষ সূরা, যদিও সূরা 'মায়েদার' ৪ আয়াতই হইল কুরআনে অবতীর্ণ আয়াতের মধ্যে সর্বশেষ আয়াত । পূর্ববর্তী সূরাতে কাফেরদিগকে বলা হইয়াছিল যে, তাহাদের জীবনাদর্শ ও রীতি-নীতি, তাহাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি, তাহাদের উপাস্য ও উপাসনা-পদ্ধতি যেহেতু বিশ্বাসীদের ঐগুলি হইতে একেবারে ভিন্ন, সেই কারণে এতদুভয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধনের মোটেই সম্ভাবনা নাই । তাহাদের কর্মফল তাহারা ভোগ করিবে, আর মুসলমানগণও তাহাদের নিজেদের কর্মফল ভোগ করিবে । এই সূরাতে মো'মেনদিগকে বলা হইতেছে, তাহাদের জন্য প্রতিশ্রুত বিজয় তো ইতিমধ্যে আসিয়াই গিয়াছে যখন দলে দলে লোকজন ইসলাম গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে । অতএব, মুসলমানদের বিশেষ করিয়া বিশ্ব-নবী (সাঃ)-এর উচিত আল্লাহ্‌তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা, এবং তাঁহার প্রশংসা সহ পবিত্রতা ঘোষণাপূর্বক নব-দীক্ষিতদের নৈতিক ত্রুটি-বিচ্যুতি ও মানবিক দুর্বলতা হইতে বাঁচার জন্য আল্লাহ্‌র সাহায্য ও নিরাপত্তা প্রার্থনা করা । কেননা, বিপুল সংখ্যক নব-দীক্ষিতরা যখন দলে দলে কোন নতুন ধর্মীয় আন্দোলনে যোগদান করে, তখন তাহাদিগকে সার্বিকভাবে শিক্ষিত ও সৎকর্মশীল করিয়া তুলিবার জন্য যেরূপ প্রচুর সংখ্যক শিক্ষক ও কর্মীর প্রয়োজন হয়, উহার অভাব দেখা দেয় । আর এই দোষ-ত্রুটিও তাহাদের সঙ্গে সমাজে প্রবিষ্ট হইয়া যায় ।

سُوْرَةُ النَّصْرِ مَدَنِيَّةٌ (١١٠)

১১০- সূরা আন্ নাস্‌র

ইহা মাদানী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৪ আয়াত এবং ১ রুকূ আছে ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১ । আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

اِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ ۙ②

২ । যখন আল্লাহ্‌র সাহায্য এবং বিজয় আসিবে,[৩৪৫৫]

وَرَاَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا ۙ③

৩ । এবং তুমি লোকদিগকে দলে দলে আল্লাহ্‌র দীনে প্রবেশ করিতে দেখিবে,

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ؕ اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا ④ ع

৪ । সুতরাং তুমি তোমার প্রতিপালকের প্রসংশাসহ পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর[৩৪৫৬] এবং তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা[৩৪৫৭] কর, নিশ্চয় তিনি পুনঃ পুনঃ তওবা গ্রহণকারী ।

১ [৪] ৩৫

৩৪৫৫ । প্রতিশ্রুত বিজয় ।

৩৪৫৬ । এখানে নবী করীম (সাঃ)-কে নির্দেশ দেওয়া হইতেছে, যেহেতু আল্লাহ্‌তা'লা স্বীয় প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করিয়া মুসলামানদিগকে বিজয়-গৌরবে ভূষিত করিয়াছেন এবং জনপদ বিপুল সংখ্যায় দলে দলে আসিয়া ইসলাম ধর্মে প্রবেশ করিতেছে, অতএব তাঁহার উচিত কৃতজ্ঞতাভরে এবং প্রশংসা সহকারে আল্লাহ্‌তা'লার পবিত্রতা ঘোষণা করা ।

৩৪৫৭ । রসূলে পাক (সাঃ)-কে আল্লাহ্‌তা'লা এখানে উপদেশ দিতেছেন, যেহেতু তাঁহার হাতে বিজয়ের পতাকা আসিয়া গিয়াছে এবং ইসলাম আরবের ভূমিতে এমন প্রাধান্য লাভ করিয়াছে যে, তাঁহার প্রাক্তন শত্রুগণ তাঁহার ভক্ত অনুসারীদের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছে, সেইহেতু তাঁহার উচিত এইসব নবাগত অনুসারীদের জন্য আল্লাহ্‌র সমীপে দোয়া করা, যাহাতে তাহাদের পূর্বকৃত শত্রুতামূলক অত্যাচার-অপকর্ম ও পাপরাশি ক্ষমা করিয়া দেওয়া হয় । 'তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রাথনা কর'—মহানবী (সাঃ)-এর প্রতি আল্লাহ্‌তা'লার এই নির্দেশটির তাৎপর্য নিহিত রহিয়াছে নবদীক্ষিতগণের জন্য ক্ষমা চাওয়ার মধ্যে—ইহাই প্রতীয়মান হয় । ইহার অন্য তাৎপর্য এই কথার মধ্যে রহিয়াছে যে, নবাগত ও নবদীক্ষিত মুসলমানদের বিপুল সংখ্যায় একসাথে আগমনের ফলে, তাহাদের পূর্বেকার ধ্যান-ধারণা, আচরণ-অভ্যাস ও শিক্ষা-দীক্ষাকে পরিবর্তন পূর্বক, ইসলামের রঙে তাহাদিগকে রঙীন করিয়া তোলার দুরূহ কাজ সম্পাদনে বহু ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকিয়া যাইবে এবং সেই কারণে মুসলিম সমাজে তাহাদের ধ্যান-ধারণা ও আচার-আচরণ অনুপ্রবেশ করার সম্ভাবনা রহিয়াছে । এই ত্রুটি-বিচ্যুতি হইতে মুসলিম সমাজ ও ইসলামকে নিরাপদ, রাখার জন্য এই 'ইস্তেগফার'-এর প্রার্থনা শিখানো হইয়াছে । তাৎপর্যপূর্ণভাবে লক্ষ্য করা যাইতে পারে যে, কুরআনের যে স্থলেই মহানবী (সাঃ)-এর বিজয়ের কিংবা বড় রকমের কৃতকার্যতার উল্লেখ করা হইয়াছে, সেখানেই তাঁহাকে ক্ষমা-প্রার্থনা ও নিরাপত্তার জন্য দোয়া করার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে । ইহাতে পরিষ্কার বুঝা যায়, এই দোয়া নবী করীম (সাঃ)-এর নিজের জন্য নহে, বরং অন্যদের জন্য, অর্থাৎ যখনই তাঁহার উম্মতের মধ্যে ইসলামের নীতিমালা ও নির্দেশাবলী হইতে বিচ্যুতি ঘটিবার কারণ উপস্থিত হইবে, তখনই যেন আল্লাহ্‌তা'লা তাহাদিগকে ঐ বিপদাবলী হইতে রক্ষা করার ব্যবস্থা করেন—এই জন্য মহানবী(সাঃ)-কে এই দোয়াটি করিবার নির্দেশ দিয়াছেন। অতএব এই ক্ষমা-প্রার্থনার মধ্যে, মহানবী (সাঃ)-এর নিজের কোন কাজের সম্পর্ক নাই । কেননা পবিত্র কুরআন অনুযায়ী নবী করীম (সাঃ) সত্য, ন্যায়-নীতি ও নৈতিকতার বিচ্যুতি হইতে মুক্ত ছিলেন । (দেখুন টীকা ২৬১২ এবং ২৭৬৫)।

১১১- সূরা আল্ লাহাব

(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতরণ-কাল ও প্রসঙ্গ

মুসলিম মুফাস্সেরগণ সকলেই এ ব্যাপারে একমত যে, এই সূরা নবুওয়াতের প্রথম দিকেই মক্কায় অবতীর্ণ হইয়াছিল। নলডিকি ও মুইর একই অভিমত পোষণ করেন। কেহ কেহ বলেন, ইহা অবতরণের দিক দিয়া পঞ্চম সূরা। সূরা 'আলাক', 'কালাম', 'মুয্যাম্মেল' ও 'মুদ্দাস্সের—এই চারটি সূরা নাযেল হইবার পরেই এই সূরাটি নাযেল হয়। সূরাটির নামকরণ হইতে মনে হয়, রক্তবর্ণ চেহারা-বিশিষ্ট, উগ্র-স্বভাববিশিষ্ট মানব-গোষ্ঠির কথা এই সূরাটির বিষয়-বস্তু। সূরা কাওসারে মহানবী (সাঃ)-কে দুইটি প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল। এর একটি হইল মহানবী (সাঃ)-এর অনুসারীর সংখ্যা তাড়াতাড়ি ও বিপুল সংখ্যায় বৃদ্ধি পাইবে, আর দ্বিতীয়টি হইল ইসলামের শত্রুগণের সকল ষড়যন্ত্র ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইবে। পূর্ববর্তী সূরা 'নাস্র'-এর মধ্যে প্রতিশ্রুতির প্রথমাংশের পূর্ণতার উল্লেখ করা হইয়াছে। আর আলোচ্য সূরা 'লাহাবে' দ্বিতীয় প্রতিশ্রুতির পূর্ণতার বিষয় ব্যক্ত হইয়াছে।

سُوْرَةُ اللَّهَبِ مَكِّيَّةٌ

১১১-সূরা আল্ লাহাব

ইহা মক্কী সূরা, বিস্‌মিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৬ আয়াত এবং ১ রুকূ আছে ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১ । আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

تَبَّتْ يَدَآ اَبِىْ لَهَبٍ وَّتَبَّ ؕ ②

২ । আবূ লাহাবের[৩৪৫৮] দুইটি হাত ধ্বংস হউক এবং সে নিজেও ধ্বংস হউক !

مَآ اَغْنٰى عَنْهُ مَالُهٗ وَمَا كَسَبَ ؕ ③

৩ । তাহার ধন-সম্পদ এবং যাহা সে উপার্জন করিয়াছে[৩৪৫৯] উহা তাহার কোন কাজে আসিল না,

سَيَصْلٰى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ۚۖ ④

৪ । সে অচিরেই লেলিহান অগ্নিতে দগ্ধ হইবে,[৩৪৬০]

وَّامْرَاَتُهٗ ؕ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ۚ ⑤

৫ । এবং তাহার স্ত্রীও যে বার বার ইন্ধন বহন করিয়া আনে,[৩৪৬১]

৩৪৫৮ । 'আবু লাহাব' (অগ্নিশিখার পিতা) ছিল নবী করীম (সাঃ)-এর চাচা এবং চরম অত্যাচারী শত্রু । তাহার আসল নাম ছিল আব্দুল উয্‌যা । তাহার আকৃতি-প্রকৃতি, মুখাবয়ব ও চুল ছিল রুক্ষ এবং মেযাজ ছিল অতিশয় কর্কশ । সেই কারণে তাহাকে ডাকা হইত 'আবু লাহাব' নামে । মহানবী (সাঃ)-এর প্রচারকার্যের শুরুতেই একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল । এই সূরা তাহা স্মরণ করাইয়া দেয় । আল্লাহ্‌র নির্দেশে নবী করীম (সাঃ) ঐশী-বাণীকে আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে প্রচারের জন্য, 'সাফা' পাহাড়ে দাঁড়াইয়া মক্কার গোত্রগুলিকে ডাকিলেন, যাহাদের মধ্যে ছিল লুবাই, মুররা, কিলাব, কুসাঈ ও অন্যান্য নিকট-আত্মীয়বর্গ । তিনি তাহদিগকে বলিলেন, আল্লাহ্ তাঁহাকে রসূল (প্রেরিত পুরুষ) হিসাবে পাঠাইয়াছেন । এমতাবস্থায় তাহারা যেন তাঁহার কাছে অবতীর্ণ ঐশী-বাণীকে গ্রহণ করে এবং তাহাদের ভ্রান্ত পথ ও কুকর্মসমূহ ছাড়িয়া দেয় । তিনি অত্যন্ত আন্তরিকতা ও সহৃদয়তার সহিত তাঁহার কথাগুলি পেশ করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন যে, এই ঐশী-বাণীকে না মানিলে আল্লাহ্‌র শাস্তি তাহাদের উপরে নিপতিত হইবে । নবী করীম (সাঃ)-এর বক্তব্য শেষ হইতে না হইতেই আবু-লাহাব দাঁড়াইয়া বলিল ঃ "তুমি ধ্বংস-প্রাপ্ত হও; এই কথা বলার জন্যই কি তুমি আমাদিগকে ডাকিয়াছ ?" (বুখারী)। 'অগ্নি-শিখার পিতা' এই ডাক-নামটি আবু লাহাব নামীয় ব্যক্তিটিকেও বুঝাইতে পারে, অথবা ইসলামের অগ্নিশর্মা শত্রুদিগকেও বুঝাইতে পারে; অথবা ইহা হইতেও অধিকতর যুক্তিযুক্তভাবে শেষ-যুগের পশ্চিমা জাতিগুলিকেও বুঝাইতে পারে—যাহার একাংশ আল্লাহ্‌তা'লার অস্তিত্বকেই অস্বীকার করে, আর অপরাংশ আল্লাহ্‌তা'লার একত্বকে অস্বীকার করে । এই উভয়াংশই সমভাবে ইসলাম-বিরোধী । এই হিসাবে, 'দুইটি হাত' বলিতে, এই দুইটি শক্তিশালী দলকে বুঝাইয়াছে । এই অর্থে আয়াতটির তাৎপর্য হইতেছে ঃ ইসলামের শত্রুগণের (বিশেষ করিয়া এই দুইটি পশ্চিমা শক্তি ও তাহাদের মিত্রবর্গের) ইসলাম-বিরোধী প্রচেষ্টা ও ষড়যন্ত্র সম্পূর্ণ বিফল হইবে এবং তাহাদের ইসলাম-বিধ্বংসী চেষ্টা-তদ্বীরসমূহ তাহাদের জন্যই সর্বনাশ ডাকিয়া আনিবে । ইসলামের ক্রমোন্নতি দেখিয়া তাহারা অন্তর্জ্বালায় ভুগিবে । আর তাহাদের রাশি-রাশি ধন-দৌলত, জ্ঞান-গরিমা ও প্রভাব-প্রতিপত্তি তাহাদেরই চোখের সম্মুখে বিলীন হইবে ।

৩৪৫৯ । 'তাহার ধন-সম্পদ' বলিতে, তাহাদের দেশে উৎপাদিত ধন-দৌলত বুঝাইতে পারে এবং 'যাহা সে উপার্জন করিয়াছে' বলিতে, অপেক্ষাকৃত দুর্বল জাতিসমূহকে শোষণ-পূর্বক তাহাদের প্রাকৃতিক সম্পদগুলি করায়ত্ব ও সংগৃহীত করাকে বুঝাইয়া থাকিতে পারে ।

৩৪৬০ । 'আবু লাহাব' বলিতে ঐ ব্যক্তিকেও বুঝায়, যে অগ্নিশিখা-উৎপাদক যন্ত্রাদি আবিষ্কার করে, অথবা যে অগ্নিতে পুড়িয়া ধ্বংস হয় । দ্বিতীয় অর্থের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ব্যাখ্যা করিলে, এই আয়াতটির মধ্যে এই ভবিষ্যদ্বাণীর সন্ধান পাওয়া যায় যে, শেষ যামানায় বা কলিকালে, দুইটি বৃহৎ রাজনৈতিক জোট তাহাদের আবিষ্কৃত ও উৎপাদিত আণবিক বোমা ও অন্যান্য সমরাস্ত্র দ্বারা নিজেরাই ধ্বংস হইয়া যাইবে । এই আয়াত ইহাও বলিয়া দিতেছে যে, এই জোটভুক্ত জাতিগণের জন্য সেই দিন বেশী দূরে নহে ।

৩৪৬১ । এখানে আবু লাহাবের স্ত্রী উম্মে জামীলকে নির্দেশ করিতেছে বলিয়া মনে হয় । এই স্ত্রীলোকটি মহানবী (সাঃ)-এর চলার পথে কাঁটা

عٍ فِيْ جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ ۝٥

৬। তাহার গলায় খর্জুর-আঁশের রশি পেঁচানো হইবে।[৩৪৬২]

১ [৬] ৩৬

ছড়াইয়া রাখিত এবং তাঁহার দুর্নাম ছড়াইয়া বেড়াইত। 'হাতাব'-এর অন্য অর্থ 'বিদ্বেষজনিত কুৎসা'(লেইন)। ঐজাতীয় লোক যাহারা বিদ্বেষমূলকভাবে ইসলাম ও মহানবী (সাঃ)-এর নামে কুৎসা রটনা করে এবং মিথ্যা অপবাদ ছড়ায়, তাহাদের উপরও আয়াতটি প্রযোজ্য।

৩৪৬২। যদিও বাহ্যতঃ দেখা যায়, ঐ জাতিগুলি মুক্ত ও মুক্তিবাদী, তথাপি তাহারা নিজেদের স্ব স্ব রাজনৈতিক আদর্শ ও জীবন-পদ্ধতির রজ্জুতে এমনই দৃঢ়ভাবে বাঁধা রহিয়াছে যে, তাহারা ঐগুলি হইতে নিজেকে মুক্ত করিতে সক্ষম হইবে না। অথবা, উম্মে জামীল সম্বন্ধে যেমন কথিত আছে যে, সে যে দড়ির সাহায্যে কাঠ বহিয়া আনিত (কাঠের বোঝা পিঠে ঝুলাইয়া তাহা মাথায়-পেছানো দড়ির সাথে বাঁধিয়া বহন করিত), সেই দড়িই একদিন মাথা হইতে ছুটিয়া গলায় ফাঁস লাগিয়া তাহার মৃত্যু ঘটাইয়াছিল। ঠিক তেমনিভাবে,এই জাতিগুলি নিজেদের ধ্বংসকারী মারণাস্ত্র দ্বারা নিজেরাই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া যাইবে।

১১২-সূরা আল্ ইখ্লাস

(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতরণের সময় ও প্রসঙ্গ

হযরত হাসান, ইকরিমা, সর্বোপরি রসূলে পাক (সাঃ)-এর নবুওয়াতের প্রথমদিকের সর্বজন-শ্রদ্ধেয় সাহাবী হযরত ইব্নে মাস্উদের মতে, এই সূরা প্রাথমিক পর্যায়ের মক্কী সূরা । কিন্তু হযরত ইব্নে আব্বাস, যিনি বয়সে হযরত ইব্নে মাস্উদ হইতে অনেক ছোট অথচ শিক্ষা-দীক্ষায় ছিলেন অত্যন্ত অগ্রগণ্য, তিনি মনে করেন যে, ইহা মদীনাতে অবতীর্ণ হইয়াছিল । এইরূপ অতি-সম্মানীয় দুইজন সাহাবীর মধ্যে মতানৈক্য দেখিয়া, তফসীরকারকগণের অনেকে এই অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন যে, বস্তুতঃপক্ষে এই সূরাটি দুইবার অবতীর্ণ হইয়াছিল, প্রথমে মক্কাতে এবং পরে মদীনাতে । প্রাচ্যবিদ মূইর ইহাকে প্রথমদিকের মক্কী সূরা বলিয়া স্থান দেন, আর নলডিকি ইহাকে নবুওয়াতের চতুর্থ বৎসরকালীন সূরা বলিয়া মনে করেন । সূরাটির বিষয়-বস্তুর গুরুত্বের কারণে ইহাকে বহু নামে আখ্যায়িত করা হইয়াছে । তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ নামগুলি হইল ঃ তফ্রীদ, তজ্রীদ্, তওহীদ, ইখ্লাস, মা'রিফাহ্, সামাদ, নূর ইত্যাদি । যেহেতু এই সূরাটি ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস 'তওহীদ' অর্থাৎ আল্লাহ্র একত্বকে অতি সংক্ষেপে, চমৎকারভাবে এবং সার্থকরূপে বিবৃত করিয়াছে, সেইহেতু মহানবী (সাঃ) ইহাকে কুরআনের সর্বশ্রেষ্ঠ সূরা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন (মা'আনী)। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলিয়াছেন, নবী করীম (সাঃ) রাত্রে নিদ্রা-গমনের পূর্বে এই সূরা এবং পরবর্তী শেষ দুইটি সূরা অন্ততঃ তিনবার করিয়া পাঠ করিতেন (দাউদ)। সূরাটির শিরোনাম 'ইখলাস' দেওয়া হইয়াছে এই কারণে যে, এই সূরাটি অতি চিন্তাশীলতার সহিত মনোযোগ সহকারে পাঠ করিলে, মনের মধ্যে আল্লাহ্তা'লার প্রতি গভীর আগ্রহ ও আকর্ষণের সৃষ্টি হয় এবং অনুরাগ ও ভালবাসা জন্মায় । যে বিষয়টি বিশেষ অনুধাবনযোগ্য ও অধিক মাত্রায় গুরুত্ববহ, তাহা হইল এই যে, সূরা 'ফাতেহা' যেমন সমগ্র কুরআনের প্রথমে ইহার সংক্ষিপ্ত সারমর্ম বিবৃত করিয়াছে,এই সূরাটিও তেমনি পরবর্তী দুই সূরার সাথে একত্রিত হইয়া সূরা 'ফাতেহার' বিষয় বস্তুকেই কুরআনের সমাপ্তি পর্বে পুনর্ব্যক্ত করিতেছে । এই সূরা আল্লাহ্তা'লার চারিটি মানবাতীত ও অননুকরণীয় গুণের উল্লেখ করিয়াছে যেরূপে সূরা ফাতেহার মধ্যে আল্লাহ্র চারিটি প্রধান গুণ বর্ণিত হইয়াছে ।

১১২-সূরা আল্ ইখ্লাস

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ইহাতে ৫ আয়াত এবং ১ রুকূ আছে ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১ । আল্লাহ্র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ②

২ । তুমি বল,[৩৪৬৩] 'তিনিই[৩৪৬৪] আল্লাহ্[৩৪৬৫] একক-অদ্বিতীয় ।[৩৪৬৬]

اَللّٰهُ الصَّمَدُ ③

৩ । আল্লাহ্ স্বনির্ভর এবং সর্বনির্ভর-স্থল।[৩৪৬৭]

৩৪৬৩ । 'কুল' (বল বা ঘোষণা কর) শব্দটি দ্বারা এখানে আল্লাহ্তা'লা মুসলমানগণের উপর একটি স্থায়ী আদেশ জারী করিয়াছেন ঃ "হে মুসলমানগণ, তোমরা স্থায়ীভাবে ঘোষণা করিতে থাক যে, 'আল্লাহ্ এক-অদ্বিতীয়' এবং এই ঘোষণা যেন **কখনও** না থামে ।

৩৪৬৪ । 'হুয়া' (তিনি, সে) এখানে 'যমীরুশ্ শান' রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে যাহার কারণে 'হুয়া'র অর্থ হইবে 'সত্য ইহাই যে' । সব মিলাইয়া এস্থলে শব্দটির তাৎপর্য হইল, মানুষের মনের প্রকৃতিই এই সত্যের সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ্ আছেন তিনি এক-অদ্বিতীয় ।

৩৪৬৫ । সৃষ্টিকর্তা ও বিশ্ব-নিয়ন্তার স্বকীয় বিশিষ্ট নাম **হইল** 'আল্লাহ্' । কুরআনে আল্লাহ্তা'লার অনেক নাম আসিয়াছে । 'আল্লাহ্' নামটি ছাড়া অন্য সবগুলি নামই গুণবাচক । এক একটি নাম তাঁহার এক একটি গুণের পরিচায়ক । কিন্তু 'আল্লাহ্' নামটি কোন গুণবাচক নাম নহে, বরং এই নামটির মধ্যেই সকল গুণবাচক নামের একত্রীভূত সমাহার ঘটিয়াছে । ইহাকে আমরা 'সার্বিক' নাম বা আসল ও মৌলিক নাম (ইস্মে আযম) বলিতে পারি । আরবীতে 'আল্লাহ্' শব্দটি কোন বস্তু বা জীবের জন্য ব্যবহৃত হয় না (টীকা ও দেখুন)।

৩৪৬৬ । 'আহাদ' একটি বিশেষণ যাহা একমাত্র আল্লাহ্র ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয় । ইহার অর্থ এক; একক; যিনি সর্বদাই এক-অদ্বিতীয় ছিলেন এবং অনন্তকাল এইরূপই থাকিবেন, যাঁহার একাধিপত্যে দ্বিতীয় অংশীদার নাই এবং যাঁহার মৌলিক গুণাবলীতেও দ্বিতীয় অংশীদার নাই; যাঁহার ব্যক্তিত্বে ও সত্তায় দ্বিতীয়ের কোন সমত্ব নাই (লেইন)। 'আহাদ' শব্দটি দ্বারা আল্লাহ্র ব্যক্তি-সত্তার এরূপ একত্বকে বুঝায় যে, দ্বিতীয়ের ধারণাই নির্মূল করিয়া দেয় । আর 'ওয়াহিদ' শব্দটি দ্বারা আল্লাহ্র গুণাবলীর অনন্যতা ও অতুলনীয়তা বুঝায় । অতএব, 'আল্লাহু ওয়াহিদুন' বাক্যটির তাৎপর্য হইবে, আল্লাহ্ সেই মহা পরাক্রমশালী সত্তা যিনি সকল সৃষ্টির আদি উৎস। এবং 'আল্লাহু আহাদুন' বাক্যটির অর্থ ও তাৎপর্য হইবে—আল্লাহ্ হইলেন সেই সত্তা যিনি এমনিভাবে সম্পূর্ণ এক ও একাকী যে তাঁহার কথা ভাবিবার বা চিন্তা করিবার সময়, আমাদের মনে অন্য কোন বস্তু বা সত্তার কথা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত থাকে । তাই, সকল দিক দিয়াই এবং সকল অর্থেই তিনি এক-অদ্বিতীয় । তিনি কোন শিকলের **প্রারম্ভিক** কড়াও নহেন এবং শেষ কড়াও নহেন। তাঁহার মত কিছুই নাই এবং তিনিও কোন কিছুর মত নহেন । এইরূপই হইলেন 'আল্লাহ্' যেরূপে পবিত্র কুরআন তাঁহাকে উপস্থাপন করিয়াছে ।

৩৪৬৭ । 'সামাদ' অর্থ ঐ সত্তা যাহার উপর সকলেই ও সবকিছুই নির্ভরশীল; যাহার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন ব্যতীত গত্যন্তর নাই, যাহাকে ছাড়া কোন কাজই সম্পাদিত হইতে পারে না; এমন ব্যক্তি বা স্থান যাহার উপরে কেহ বা কিছুই নাই । 'সামাদ' আল্লাহ্তা'লার গুণবাচক নাম যাহার অর্থ হইল,সেই সর্বোচ্চ সত্তা যাহার উপর, নিজ নিজ প্রয়োজন মিটাইবার জন্য, সকলকেই নির্ভর করিতে হয় । সকলেই এবং সবকিছুই তাঁহার উপর নির্ভশীল, কিন্তু তিনি এক এবং একা হওয়া সত্বেও স্বয়ং স্বনির্ভর ও সকলের আশ্রয়দাতা । সবকিছুর অস্তিত্ব বিলুপ্ত হওয়ার পরও তিনি চিরস্থায়ীভাবে অস্তিত্বমান রহিবেন; তাঁহার উপরে কেহই নাই (লেইন)। পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হইয়াছিল যে, আল্লাহ্ এক-অদ্বিতীয় । এই আয়াতটি তাহা প্রমাণ করিল এবং যুক্তি উপস্থাপন করিল যে, বিশ্ব-চরাচর ও জীবজন্তু ইত্যাদি সবকিছুই আল্লাহ্র উপর নির্ভর করিয়া বাঁচে বা অস্তিত্বে টিকিয়া থাকে । কিন্তু তিনি এমনই স্বাধীন ও স্বনির্ভর যে, কাহাকেও এবং কোন কিছুকেও তাঁহার প্রয়োজন হয় না, তিনি সকল প্রয়োজনের ঊর্ধ্বে । বিশ্ব-জগত সৃষ্টি করিতে, না তাঁহার কোন জীব-জগতের সাহায্য নিতে হইয়াছে, না জড়বস্তুর ।

অপরদিকে, বিশ্ব-জগতে এমন কিছুই নাই যাহা স্বয়ং সম্পূর্ণ ও স্বনির্ভর; এমনকি অনু-পরমাণুও তদ্রূপ নহে । কোন কিছুই একাকী বাঁচে না বা টিকিয়া থাকে না, বরং অন্য কিছুর উপর নির্ভর করিয়া টিকিয়া থাকে । কেবলমাত্র আল্লাহ্ই একমাত্র সত্তা যিনি জীব বা বস্তুর উপর নির্ভর করেন না; তিনি ধারণার ও কল্পনার বহু ঊর্ধ্বে এবং তাঁহার গুণাবলীর কোন সীমা-পরিসীমা নাই ।

৪। তিনি কাহাকেও জন্ম দেন নাই এবং তাঁহাকেও জন্ম দেওয়া হয় নাই;[৩৪৬৮]

لَمْ يَلِدْ ۙ وَلَمْ يُوْلَدْ ۙ

৫। এবং তাঁহার সমতুল্য কেহ নাই।[৩৪৬৯]

ع ١ ٥ ٣٧ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ۚ

৩৪৬৮। আল্লাহ্তা'লাকে পূর্ববর্তী আয়াতে 'সামাদ' (স্বাধীন, সর্বাধিপতি, স্বনির্ভর এবং অন্য সবকিছুরই ভরসাস্থল) বলা হইয়াছে। এই গুণটি তাঁহার একত্বকে বা 'আহাদ' হওয়াকে প্রতিপন্ন করে। এই আয়াতে বলা হইয়াছে 'তিনি জন্মদান করেন না, জন্মগ্রহণও করেন নাই' ইহাতে তিনি যে 'সামাদ' (প্রয়োজনের উর্ধ্বে), উহাই প্রতিপন্ন হয়। কেননা, যে প্রয়োজনের অধীন, সে অপরের সাহায্য ব্যতিরেকে স্বীয় প্রয়োজন মিটাইতে সক্ষম নহে এবং তাহার আরব্ধ কার্য সম্পন্ন করার জন্য তাহার মৃত্যুর পরও কেহ তাহার কাজ চালাইয়া যাওয়ার জন্য থাকা আবশ্যক। স্বাভাবিকভাবেই, যাহারা জন্ম নেয় ও জন্ম দেয়, তাহারা মৃত্যুর অধীন ও প্রয়োজনের অধীন। আল্লাহ্ কাহারও স্থলবর্তী উত্তরাধিকারীরূপে আসেন নাই এবং কেহ তাঁহার উত্তরাধিকারী হইবে না। সর্বগুণে তিনি পরিপূর্ণভাবে গুণান্বিত; চিরস্থায়ী, চির-বিরাজমান, একচ্ছত্র অধিপতি তিনি।

৩৪৬৯। পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে বক্তব্যের পরেও, আল্লাহ্র একত্ব সম্বন্ধে যদি সন্দেহের সামান্যতম অবকাশও থাকিয়া যায়, তাহা নিরসনের জন্য এই আয়াতটি আসিয়াছে। যদি স্বীকৃতও হয় যে, আল্লাহ্ এক-অদ্বিতীয়, একচ্ছত্র ও সর্বতোভাবে স্বনির্ভর-স্বাধীন এবং যদি ইহাও স্বীকৃত হয় যে, তিনি জন্ম দেওয়া-নেওয়ার উর্ধ্বে, তথাপি প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে, তাঁহার মত ঐসব গুণ-সম্পন্ন অন্য কেহ তো থাকিতে পারে। আলোচ্য আয়াতটিতে এই সন্দেহ ও সম্ভাবনাকে দূরীভূত করা হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে যে, আল্লাহ্র মত অন্য কেহই নাই। মানুষের বিবেকও এই কথায় সায় দেয় যে, সৃষ্টিকর্তা ও নিয়ন্তারূপে বিশ্ব-জগতের জন্য একজন প্রতিপালকই থাকা চাই। মহাবিশ্বের নিয়ম-শৃংখলা, যাহা ইহার প্রতিটি রন্ধ্রে রন্ধ্রে দেখিতে পাই, উহা তো এই কথাই সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করে যে, একটি সর্বব্যাপী নিয়মের অধীনে ইহা নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। এই সর্বব্যাপী নিয়ম-শৃংখলা ও পরিকল্পনার একত্ব প্রমাণ করে ও ঘোষণা করে যে, ইহার সৃষ্টিকারীও একজনই (২১:২৩)। এইভাবে, সূরাটি বহু-ঈশ্বরবাদী বিশ্বাসের মূল উৎপাটিত করিয়াছে যাহা অন্যান্য ধর্মে কোন না কোনভাবে বা রূপে টিকিয়া রহিয়াছে। দুই, তিন বা ততোধিক আল্লাহ্তে বিশ্বাস কিংবা আল্লাহ্র সহিত সমান্তরালভাবে বস্তু ও আত্মার চির-অবস্থিতি ইত্যাদি বিশ্বাস যাহা অন্য ধর্মগুলিতে দেখিতে পাওয়া যায়, এই আয়াত উহার মূলে কুঠারাঘাত করিতেছে। এই সূরার আয়াতগুলিতে কুরআনে বর্ণিত আল্লাহ্র যে পবিত্র ও সংক্ষিপ্ত পরিচিতি-সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে, বিশ্বের অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের ঈশ্বর সম্পর্কিত বর্ণনা এই সংজ্ঞার সৌন্দর্য, পবিত্রতা, সত্যতা ও মাহাত্ম্যের ধারে কাছেও পৌঁছিতে পারে নাই।

১১৩-সূরা আল্ ফালাক্ব

(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতরণের তারিখ ও প্রসঙ্গ

এই সূরা এবং পরবর্তী সূরাটি এমনি পরস্পর সংযুক্ত যে, যদিও ইহাদের প্রত্যেকটি সূরাই স্বাধীন, পূর্ণ ও স্বতন্ত্র, তথাপি পরবর্তী সূরা 'নাস'কে এই সূরার পরিপূরক বলা যাইতে পারে। এই সূরাতে একই বিষয়ের একটি দিক আলোচিত হইয়াছে এবং পরবর্তী সূরাতে অপর একটি বিশিষ্ট দিক আলোচিত হইয়াছে। দুইটি সূরাকে একত্রে বলা হয় 'মো'আওয়েযাতান' (নিরাপত্তা দানকারী যুগল)। কারণ দুইটি সূরাই আরম্ভ হইয়াছে নিরাপত্তা চাহিয়াঃ 'আমি আমার প্রভুর আশ্রয় চাই।' এই সূরার অবতরণকাল নিয়া পণ্ডিতগণের মধ্যে বহু মতভেদ রহিয়াছে। হযরত ইব্নে আব্বাস ও কাতাদাহসহ অনেকেরই মতে ইহারা মাদানী সূরা। অপরপক্ষে হযরত হাসান, ইকরিমা, আতা ও জাবীর প্রমুখ অনেকের মতে এই দুইটি হইল মক্কী সূরা। সকল সংশ্লিষ্ট বিষয় ও ঐতিহাসিক তথ্যাদি বিশ্লেষণ করিয়া অধিকাংশ মুসলিম মুফাস্সের এই দুইটি সূরাকে মক্কী সূরা বলিয়া মত ব্যক্ত করিয়াছেন।

বিষয়-বস্তু

সূরা ইখলাসের সহিত এই সূরা দুইটির সম্পর্ক রহিয়াছে। সূরা ইখলাসে মো'মেনগণকে এই কথা ঘোষণা করিতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে— প্রচার করিতে থাক, আল্লাহ্ এক অদ্বিতীয় ও অনন্য, সব কিছুর ঊর্ধ্বে সর্বময় ক্ষমতার একচ্ছত্র অধিকারী ও অংশীদারবিহীন। আর এই দুই সূরাতে (ফালাক ও নাসে) মো'মেনগণকে বলা হইতেছে, উপরোক্ত ঘোষণা করিতে যাইয়া অত্যাচারী শাসক, নিমম একনায়ক রাজা কিংবা দাম্ভিক বাদশাহ্র ভয়ে তাহারা যেন ভীত না হয় ইহা মো'মেনদের পবিত্র কর্তব্য যে, তাহারা দৃঢ়-প্রত্যয়ের সহিত এই কথা মনে গাঁথিয়া রাখিবে যে, আল্লাহ্ই এই মহাবিশ্বের একমাত্র পরিচালক এবং তাঁহার বান্দাগণকে এই সব কুসংস্কারাচ্ছন্ন শক্তিধরদের ক্ষতি-সাধন হইতে বাঁচাইতে তিনি সম্পূর্ণ সক্ষম। যদিও এই সূরা দুইটি কুরআনেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ, তথাপি ইহাদিগকে কুরআনের 'উপসংহার' বলা যাইতে পারে। সূরা 'ইখলাস' দ্বারা কুরআনের মূল বক্তব্য শেষ হইয়াছে বলিয়া মনে হয়, কেননা সমগ্র কুরআনের সারাংশ ও নির্যাস ইহার মাত্র কয়েকটি বাক্যের মধ্যে বিধৃত হইয়াছে। অতঃপর, পরবর্তী সূরা দুইটিতে কুরআনের এই অতি-সংক্ষেপিত শিক্ষা হইতে যাহাতে মো'মেনদের কোন রূপ বিচ্যুতি না ঘটে এবং তাহাদের ইহলৌকিক মঙ্গল ও পারলৌকিক উন্নতির সঙ্গে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী দুষ্কর্ম ও কুপ্রবৃত্তির যাহাতে তাহারা শিকার না হয়, সেজন্য ঐশী সাহায্য প্রার্থনা করিতে থাকার আদেশ দেওয়া হইয়াছে। মহানবী (সাঃ) রাত্রে নিদ্রা যাইবার প্রাক্কালে এই সূরাগুলিকে নিয়মিতভাবে তেলাওয়াত করিতেন।

سُوْرَةُ الْفَلَقِ مَكِّيَّةٌ (١١٣) آياتها ٦ ركوعها ١

১১৩-সূরা আল্ ফালাক্ব

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ইহাতে ৬ আয়াত এবং ১ রুকূ আছে ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। আল্লাহ্র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۙ②

২। তুমি বল, 'আমি প্রভাতের প্রতিপালকের আশ্রয়[৩৪৭০] চাই,

مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۙ③

৩। তিনি যাহা সৃষ্টি করিয়াছেন উহার অনিষ্ট হইতে,

وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ۙ④

৪। এবং অন্ধকারাচ্ছন্নকারীর[৩৪৭১] অনিষ্ট হইতে, যখন উহা অন্ধকারাচ্ছন্ন করে,

وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِي الْعُقَدِ ۙ⑤

৫। এবং সম্পর্ক-বন্ধনে (বিচ্ছেদ সৃষ্টির জন্য) ফুৎকার-কারিণীদের অনিষ্ট হইতে,[৩৪৭২]

وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ⑥ ع ١ ١٨

৬। এবং হিংসুকের অনিষ্ট হইতে, যখন সে হিংসা করে ।'

১ [৬] ৩৮

৩৪৭০। 'ফালাক' অর্থ ঊষাকাল; দোযখ; সৃষ্টির সাকল্যটা (লেইন)। মুসলমানকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে এইসব ব্যাপারে প্রার্থনা করার জন্য যথাঃ (১) ইসলামের উপর হইতে অত্যাচার অনাচারের অন্ধকার রাত্রির অবসান হইয়া যখন উজ্জ্বল ঊষাগমন ঘটিবে, তখন ঐ ঊষার সূর্য যেন মধ্যগগনে উত্তীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত ইসলামের আকাশে উদীয়মানই থাকে; (২) আল্লাহ্তা'লার সৃষ্ট বস্তুসমূহের মধ্যে যেসব অশুভ প্রভাব থাকিতে পারে— যেমন উত্তরাধিকার, পারিপার্শিকতার ভ্রমাত্মক শিক্ষা ইত্যাদি— সেইগুলি হইতে যেন আল্লাহ মো'মেনকে বাঁচাইয়া রাখেন; (৩) আল্লাহ্ যেন তাহাদিগকে ইহকালের ও পরকালের নরক-যন্ত্রণা হইতে রক্ষা করেন ।

৩৪৭১। এই আয়াত বর্তমান যামানার অশুভ তৎপরতার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিতে পারে যখন সত্যের জ্যোতিঃ নির্বাপিত হইয়া পাপ ও অন্যায় বিশ্ব-ব্যাপী ছড়াইয়া পড়ে । অথবা এই আয়াত মানুষের দুঃখ-দুর্দশার কঠিন কালকেও বুঝাইতে পারে যখন সে চতুর্দিকে কেবল অন্ধকারই দেখিতে পায়, আশার সামান্য আলোক-রশ্মিও তাহার দৃষ্টি-গোচর হয় না ।

৩৪৭২। এই আয়াতটি কুমন্ত্রণা-দানকারী কুচক্রীমহলের প্রতি ইঙ্গিত করিয়া বলিতেছে যে, ঐসব কুচক্রীরা মৈত্রী-বন্ধনে জোট-বদ্ধ হইয়া প্রতিষ্ঠিত সুশৃঙ্খল প্রশাসনকে ভাঙ্গিয়া ফেলার জন্য কর্তৃত্বকারীদের বিরুদ্ধে অপবাদ দিয়া জনগণকে উস্কানী ও প্ররোচনা দিতে থাকে; অজুহাত সৃষ্টি করিয়া আইন-অমান্য আন্দোলন পরিচালিত করে এবং বিশ্বাস-ভঙ্গের ইন্ধন যোগাইয়া মুসলমানের ঐক্যে ফাটল ধরায় এবং ঝগড়া-ফাসাদ সৃষ্টি করে । এই সূরাটি মানুষের জাগতিক জীবনের পার্থিব ব্যাপার ও বিষয়াদির অবস্থা ব্যক্ত করিয়াছে । আর পরবর্তী সূরাটি ব্যক্ত করিয়াছে মানুষের আধ্যাত্মিক জীবনের বিষয়াদির অবস্থার কথা । মানুষ জীবনে বহু প্রকারের প্রতিবন্ধকতা ও বিপদাপদের সম্মুখীন হয় । যখনই সে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজে নিয়োজিত হয়, বিশেষ করিয়া যখনই সে সত্যের আলো-বিস্তারের মহান ব্রতে আত্ম-নিয়োগ করে, তখনই অন্ধকারের অশুভ শক্তি তাহাকে চারিদিক হইতে ঘিরিয়া ধরে । তাহা সত্বেও যখন সে কৃতকার্যতার কাছাকাছি পৌঁছে, তখন কুচক্রী-বাহিনী তাহার পথে বিভিন্ন ধরণের বিঘ্ন ও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে । তাহার পরেও যখন সে কৃতকার্যতার দ্বার খুলিয়া ফেলে, তখন হিংসুটে মানুষের দল, তাহার পরিশ্রমের ফল ভোগ করা হইতে তাহাকে বঞ্চিত করিতে চায় । এইসব বাধা-বিঘ্ন, বিপদাপদ ও সংকটাবস্থা হইতে রক্ষা পাইবার উদ্দেশ্যে মো'মেনকে এইভাবে দোয়া করিবার ও সাহায্য চাওয়ার শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে যাহাতে চতুর্দিকের অন্ধকারের মধ্যেও সে আলো প্রাপ্ত হয়, পথ দেখিতে পারে এবং দৃষ্কৃতকারীদের ষড়যন্ত্র ও হিংসুটে মানুষের হিংসার থাবা হইতে রক্ষা পাইতে পারে ।

১১৪-সূরা আন্ নাস

(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতরণ-কাল ও প্রসঙ্গ

ইহা 'মো"আওয়েযাতান' সূরাদ্বয়ের দ্বিতীয় সূরা। পূর্ববর্তী সূরার বিষয়-বস্তুই এই সূরাতে বিস্তৃতি লাভ করিয়া উহাকে পরিপূরণ করিয়াছে। পূর্ববর্তী সূরা 'ফালাকে' মো'মেনগণ ইহজীবনের দুঃখ-কষ্ট, অত্যাচার-অনাচার ও বিপদাপদ হইতে যাহাতে আল্লাহ্‌র আশ্রয়ে থাকিয়া রক্ষা পাইতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে তাহাদিগকে আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। এই সূরাতে ঠিক তেমনিভাবে মো'মেনগণকে আল্লাহ্‌র আশ্রয় ও নিরাপত্তা চাহিয়া দোয়া করিতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে যাহাতে বিপদাপদ ও ত্যাগ-তিতিক্ষার নানারূপ পরীক্ষার আবর্তে পড়িয়া তাহাদের আধ্যাত্মিক উন্নতি ব্যাহত হইয়া না যায়। আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নতি সাধনের জন্য, প্রতিরক্ষা ও আশ্রয়ের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে কেবল মৌখিক প্রার্থনা করাই যথেষ্ট নহে, বরং যে সকল কাজ-কর্মের দ্বারা আল্লাহ্‌তা'লার দয়া ও করুণা আকৃষ্ট হয় সেইগুলি সম্পাদন করাও প্রয়োজন। 'কুল' (বল)-এই নির্দেশটির মধ্যে কেবল ঘোষণা করারই নহে, পরন্তু কাজ করারও নির্দেশ নিহিত আছে। সূরাটিকে অত্যন্ত যুক্তিযুক্তভাবে 'আন্ নাস' (মানবজাতি) নামকরণ করা হইয়াছে। কারণ, জিন্ন-ইন্‌সানের (সর্ব শ্রেণীর মানুষের) কুচক্র ও কুমন্ত্রণাদি হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য, বিশ্ব-মানবের প্রতিপালক, বিশ্ব-মানবের মালিক ও বিশ্ব-মানবের উপাস্যের কাছেই সাহায্য চাওয়ার নির্দেশ সূরাটিতে দেওয়া হইয়াছে। সূরা 'ফালাকে'র অবতরণ-কালেই এই সূরাটি অবতীর্ণ হইয়াছিল এবং এই দুই সূরা দ্বারা মিলিতভাবে কুরআনের সমাপ্তি টানা যথেষ্ট যুক্তিযুক্ত হইয়াছে।

سُوْرَةُ النَّاسِ مَكِّيَّةٌ

آياتها (١١٤) ركوعها

১১৪- সূরা আন্ নাস

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ইহাতে ৭ আয়াত এবং ১ রুকূ আছে ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। আল্লাহ্র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۙ②

২। তুমি বল, 'আমি আশ্রয় চাই মানুষের প্রতিপালকের নিকট,

مَلِكِ النَّاسِ ۙ③

৩। যিনি মানুষের অধিপতি,

اِلٰهِ النَّاسِ ۙ④

৪। মানুষের মা'বূদ,[৩৪৭৩]

مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ ۙ الْخَنَّاسِ ۙ⑤

৫। গোপনে কুমন্ত্রণাদানকারী, পশ্চাদপসরণকারীর অনিষ্ট হইতে,

الَّذِيْ يُوَسْوِسُ فِيْ صُدُوْرِ النَّاسِ ۙ⑥

৬। যে মানুষের অন্তরে কুমন্ত্রণা দেয়,

৩৪৭৩। এই সূরাটিতে আল্লাহ্র তিনটি বিশেষ গুণবাচক নাম উল্লেখ করা হইয়াছে যথা, 'রাব্ব্ (মানুষের প্রতিপালক), মালিক (মানুষের বাদশাহ্) এবং ইলাহ্ (মানুষের উপাস্য)। আর এই তিনটি নামেই আল্লাহ্র সাহায্য প্রার্থনা করিতে বলা হইয়াছে।পূর্ববর্তী সূরা ফালাকে কেবল 'রাব্বুল ফালাকের' (প্রভাতের প্রতিপালকের) নিকটেই সাহায্য চাওয়ার আদেশ দেওয়া হইয়াছে । ইহার কারণ এই যে, 'রাব্বুল ফালাক' এর মধ্যে ঐ তিনটি গুণবাচক নামের বৈশিষ্টাগুলিও রহিয়াছে । লক্ষ্যণীয় যে, পূর্ববর্তী সূরাতে, চারিটি দুষ্কৃতি ও অনিষ্টের বিরুদ্ধে আল্লাহ্র একটি মাত্র নামের দোহাই দিয়া সাহায্য চাওয়া হইয়াছে, অথচ বর্তমান আলোচ্য সূরাতে একটি মাত্র 'নষ্টামী' তথা শয়তানী কুমন্ত্রণা ও গোপন ষড়যন্ত্রকে প্রতিরোধ করার জন্য তিনটি নামের দোহাই দিতে বলা হইয়াছে । ইহার কারণ এই যে, শয়তানের প্ররোচনা বা কুমন্ত্রণাই সর্বপ্রকারের অনিষ্টের মূল হইয়া থাকে । আল্লাহ্র (রাব্ব্ , মালিক,ইলাহ্) এই তিনটি গুণের সহিত মানুষের দৈহিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অবস্থার সূক্ষ্ম সম্পর্ক রহিয়াছে।'রাব্ব্' নামক গুণের আওতায় মানুষের শারীরিক ও নৈতিক উন্নতি সাধিত হয় । তাহার চিন্তা, কথাবার্তা ও কাজ কর্ম 'মালিক' নামের আওতায় পুরস্কৃত বা সাজা প্রাপ্ত হয় । তাঁহার 'ইলাহ্' নামটি ইহাই ব্যক্ত করে যে, তিনিই ভালবাসা, ভক্তিশ্রদ্ধা ও উপাসনার পাত্র এবং তাঁহাকে পাওয়াই মানবের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য । এই তিনটি নামের উল্লেখ এই কথার ইঙ্গিত প্রদান করে যে, তিনটি কারণে সকল পাপের উৎপত্তি হয় যথাঃ যখন কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে'প্রতিপালক'মনে করে,কিংবা সর্বময় অধিকারী 'মালিক' মনে করে, অথবা স্বীয় উপাসনার যোগ্য 'ইলাহ্' মনে করে । অর্থাৎ যখন সে অপর ব্যক্তিকে তাহার জীবনের একমাত্র অবলম্বন মনে করে; তাহার অবৈধ কর্তৃত্বের নিগড়ে নিজেকে দাসের মত বাঁধিয়া রাখে এবং তাহাকে নিজের ভালবাসা ও পূজার একমাত্র পাত্র মনে করে । মো'মেনদেরকে এখানে সুনির্দিষ্টভাবে আদেশ করা হইয়াছে, তাহারা যেন একমাত্র আল্লাহ্কেই তাহাদের জীবনের অবলম্বন মনে করে,অসঙ্কোচে তাঁহারই আনুগত্যের মধ্যে থাকিয়া জীবন যাপন করে এবং তাঁহাকেই ভক্তি-ভালবাসা, শ্রদ্ধা-প্রেম ও উপাসনার একমাত্র পাত্র মনে করে । অথবা আল্লাহ্তা'লার এই তিনটি বিশেষ নামের দোহাই দেওয়ার মাঝে এই তাৎপর্যও থাকিতে পারেঃ শোষক পুঁজিবাদীদের কারসাজিপূর্ণ প্রতিপালনকারীর মত চটকদার ভূমিকা দেখিয়া মো'মেনগণ যেন প্রকৃত প্রতিপালক 'রাব্বুন্নাস'কে ভুলিয়া না যায়, বড় বড় বিশ্ব-শক্তিগুলির মন-ভুলানো রাজনৈতিক মতবাদ ও ক্ষমতার অত্যাশ্চর্য ভেল্কিবাজি দেখিয়া, তাহাদিগকেই না আসল মালিকের আসনে বসাইয়া দেয় এবং সুচতুর বক-ধার্মিকদের চালাকিপূর্ণ বাহ্যিক আধ্যাত্মিকতার মোহে মানবসৃষ্ট 'ইলাহ্' বা উপাস্যগণের মোকাবিলায় যেন সত্য 'ইলাহিন্নাস'কে অবহেলা না করে । সাধারণ মানবের জন্য এইরূপ ভুল করার সম্ভাবনা রহিয়াছে । তাই আল্লাহ্তা'লা কুরআনের শেষ পর্বে মানুষের আত্মরক্ষার হাতিয়ার হিসাবে তাঁহারই সাহায্য প্রার্থনার দোয়া আবার শিখাইয়াছেন যাহাতে মো'মেন বান্দা ঐরূপ ভুল করা হইতে বাঁচিয়া থাকিতে পারে ।

১ [৭] ৩৯

৭। সে জিন্নের মধ্য হইতে হউক বা মানুষের মধ্য হইতে।[৩৪৭৪]

ع ١ ٧ ٣٩ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ۝٧

৩৪৭৪। বিনাশকারী কুমন্ত্রণাদাতা 'জিন্নের' (বড় লোকের) মনে এবং 'নাস'-এর (সাধারণ লোকের) মনে বিনাশী কুচিন্তা চুপিসারে ঢুকাইয়া দেয়, কাহাকেও ছাড়ে না। অথবা আয়াতটির অর্থ হইবেঃ কুচিন্তা ও কু-প্ররোচনা দানকারী জিন্নের মধ্য হইতেও উদ্ভূত হইতে পারে এবং সাধারণ লোকের মধ্য হইতেও উদ্ভূত হইতে পারে।

دُعَاءُ خَتْمِ الْقُرْاٰنِ

কুরআন পাঠ সমাপ্তির দোয়া

اَللّٰهُمَّ اٰنِسْ وَحْشَتِیْ فِیْ قَبْرِیْ
اَللّٰهُمَّ ارْحَمْنِیْ بِالْقُرْاٰنِ الْعَظِیْمِ
وَاجْعَلْهُ لِیْ اِمَامًا وَّ نُوْرًا
وَّ هُدًی وَّ رَحْمَةً اَللّٰهُمَّ
ذَكِّرْنِیْ مِنْهُ مَا نَسِیْتُ وَ
عَلِّمْنِیْ مِنْهُ مَا جَهِلْتُ
وَارْزُقْنِیْ تِلَاوَتَهٗ اٰنَآءَ الَّیْلِ وَ
اٰنَآءَ النَّهَارِ وَاجْعَلْهُ لِیْ
حُجَّةً یَا رَبَّ الْعٰلَمِیْنَ

হে আল্লাহ্ ! তুমি আমার কবরে আমার অস্বস্তিকে স্বস্তিতে রূপান্তরিত কর। হে আল্লাহ্ ! তুমি মহান কুরআনের বরকতে আমার উপর রহম কর এবং ইহাকে আমার জন্য ইমাম, নূর, হেদায়াত এবং রহমত স্বরূপ কর। হে আল্লাহ্ ! আমি ইহা হইতে যাহা কিছু ভুলিয়া গিয়াছি উহা আমাকে স্মরণ করাইয়া দাও এবং ইহার যাহা কিছু আমি অজ্ঞাত আছি উহা আমাকে শিখাইয়া দাও। এবং দিবারাত্রির বিভিন্ন মুহূর্তে ইহার তেলাওয়াতকে আমার জীবনোপকরণ করিয়া দাও। হে বিশ্বজগতের প্রতিপালক ! তুমি ইহাকে আমার জন্য দলীল স্বরূপ করিয়া দাও।

শব্দ-পঞ্জী

এই তফসীরে ব্যাখ্যাকৃত কতিপয় আরবী শব্দ ও বাক্যাংশের তালিকা (বন্ধনীর মধ্যে টীকার নম্বরসহ) নিম্নে প্রদত্ত হইলঃ

আ

আব (১৫০)
আবাবীল (৩৪৩৭)
(মা) আবাউ বিহি (২০৯৩)
আব্‌রাস (৪২০-চ)
আব্‌সার (৮৮৭)
আব্‌তার (৩৪৪৯)
আবূ লাহাব (৩৪৫৮, ৩৪৬০)
আদম (৪২৫)
আযআফান মুযাআফাহ্ (৪৭৭)
আযাল্লাহুল্লাহ (৪৯)
আযা (৩৩১), আযাহ (২৩৭৩)
আযান (১১৫৩), উযুন (১১৯৪)
আদ্‌ইয়া (২৩৩১)
আফাক (২৬৪২)
আফইদাহ্ (২৭৩০)
আহাদ (১৪৩২, ৩৪৬৬)
আহবার (৭৫০, ১১৭৭)
আল্‌কা (২৩০৩), আলকিয়া (২৮০৯)
আমাদ (৩১৪৬),
আমানাহ্ (৩৫৫); হামালাল আমানাতা (২৩৭৪)
আল্ আমীন (২১৩৩)
আম্মা (৩২৫৪)
আম্‌র (৩০৬৫); আমর জামী (২০৫৯-ক)
আমর এবং খালক (৯৮৭, ১৬৪৭)
আম্‌ওয়াত (৫০,৫২৭)
আব (৫২৪)
আনাক (২০৯৫)
আল্ আনআম (২৪১৯), বাহীমাতুল
আনআম (৭১৬)
আন্‌বা (৮২২, ২২২৭)
আন্‌ফুস (৯৫), আন্‌ফুসাহুম (৬৬৫)
আনুফুসাকুম (৯৫)
আনফাল (১০৯২)
আন্‌হার (২৭৪৮)
আন্না (২৭১)
আন্‌যালা (২৫৬৩)
আওসা (৭৯০)
আওতাদ (২৫২০)
আয়াত (১৩১-ক; ১৩২, ১১৩৩)
আয়াতুল কুরসী (৩১৮)
আয়ামা (২০৪৫)
আ'ইউন (১৩১৪)
আইইয়াম (৯৮৪), আইইয়ামুল্লাহ্ (১৪৫৪)
আইউব (৮৬৯)
আযর (৮৬৪)
আযিফা (২৮৯৪)
'আবূস (৩১৯৫)
'আদ (৯৯৫, ১৩২৩)
'আযাবুল খুল্‌দ (১২৬৯)
'আদিয়াত (৩৪১০)
'আদল (৮৬,১৫৭০)
'আয়ুদ (২২১৬)
'আফুও (২৬৫, ৪৮০, ৪৮১)
'আফাল্লাহু 'আন্‌কা (২১৩, ১১৮৯), ইয়া'ফু (২৯৪-ক)
আহ্‌কামাহু (১২৯৩-ক)
আহলুয্ যিম্মাহ্ (১১৬১)
আহলুল্ বায়ত (১৩৩৩; ২৩৫৩)
আহ্‌যাব (১৪৪৮)
আজল (১০৪১; ১৩৪৮) বালাগাল আজালা (২৮৩-ক)

আক্‌দা (২৮৮৬)
আখ্‌ফা (১৮১০), আখফাশ্‌ শাইয়া (১৮১৫)
আল্‌ আখিরাহ্‌ (২৫)
আক্‌মাহ্‌ (৪২০-ঙ)
আল্‌ (৫; ১৭-ক)
আ-ল (৮৮)
আল্‌ফ (৩৩৯৬)
আলিফ লাম মীম্‌ (১৬)
আলিফ লাম মীম্‌ সাদ (৯৪২)
আল্লাহ্‌ (৩,৩৪৬৫)
আল্লাযানে (৫৭৭)
আল্লাযীনা (২০২৮)
আকামা (২১), মুকীমীন (৭০৫)
আক্‌না (২৮৮৯-ক)
আ'রাফ (৯৭৮)
আল্‌ আরয (১৮০২, ৩১১০)
আসার্‌রূ (১২৭০)
আসাল (১০৯১)
আশ্‌হরুল হুরুম (১১৫৫-ক)
আস্‌হাবুল আইকাহ্‌ (১৫১৬)
আস্‌হাবুল কাহ্‌ফ (১৬৬৬-ক)
আস্‌হাবুল কারিয়াহ (২৪৩২)
আশরাত (২৭৫১)
আশুদ্দ্‌ (২৭২৬)
আস্‌মা (৬২-ক)
আতাআশ্‌ শাইয়া (১৮৩৫-ক)
আসার (১৮৪৭)
আসখানা ফিল আরযে (২৭৩৮)
আতওয়ার (৩১৩৩)
আওহা (১৭৪৫; ৩৪০৬); মা ইউহা (১৮২১)
আওলায়ান (৮০২)
'আহাদা (১১৫১)
'আইন সীন কাফ (২৬৪৩-ক)
'আইন (১৮২২)
'আইনাল ইয়াকীন (৩৪২৬)
'আলা (১২৭); আলা সাওয়াইন (১১৩৬)
'আলা 'ইল্‌মিন (২৬৯৯)
আল্‌ 'আলামীন (৬-ক)
'আলাকা (২৫৬৫)
'আম (১০৩৮)
'আমল (১৩১৯)
'আমীন (৯৯৪);
'আমিইয়া 'আলাইহিল আমরু (২২২৮)
'আন্‌ (২১১৩-ক; ২৫২৯),
'আন ইয়াদিন (১১৭৫)
'আকাবতুম (৩০৩২)
'আকীম (১৯৬৫)
'আরাবিইউ (১৩৫৭)
'আরাফা (২৭৫৭)
'আরাফাত, (২৩৫)
আইয়াম (৯৮৪)
'আবূস ও কামতারীর (৩১৯৫)
আন্নাস (৪৬,২৪১৯, ২৬১৪)
'আর্‌য (৪৭৯; ২৯৯৬)
'আরায (১০৬৭)
'আরিম (২৩৮৪)
'আর্‌শ (৯৮৬, ১২৩৩, ১৪২০-ক, ১৮০৯, ২১৭১ ২৫৯৫, ৩১১১); যুল্‌ 'আর্‌শ (২৬০০)
'আসাল (২৭৪৮)
'আসা (১৮১-ক, ২১১৭-ক)
'আশিরূহুন্না (৫৮১)
'আস্‌র (৩৪২৭)
'আতাবা (২২৯৮)
আল্‌ 'আযীম (৩২২৩)
আল্‌ 'আযীয (১৩৭৮)

ই

ইবিল (৩৩৩০)
ইবলীস (৬৭)
ইব্‌নে মরিয়ম (৪১৭; ১৭৬৭)
ইব্‌তিলা (১৪২-ক)
ইব্‌ইয়াদ্দা, ইস্‌ওয়াদ্দা ওয়াজহহু ৪৫৫, ১৫৫২-ক)
ইব্‌ইয়াষ্‌যা আইনাহু (১৪০৩)
ইদ্রীস (১৭৮৩)
ইহ্‌সান (১৫৭০, ২৯৪৭)

ইক্‌মাল (৭২১)
ইক্‌তাসাবা (৩৬০)
ইলাহ্‌ (৩৪৭৩)
ইলহাফ (৩৪৮)
ইল্ল্‌ (১১৬০)
ইল্লা (৬৬), ইল্লা নাফ্‌সাকা (৬৪১)
ইল্‌ইয়াসীন (২৫০৩)
ইমাম (১৪৩, ২৪৩১)
ইন্‌ (৪৮৬)
ইনাস (৬৭১)
ইণ্‌জীল (৩৬৬)
ইন্‌সান, আল্‌ ইনসান (১৭৮৮, ৩৪২৮, ৩৪২৯)
ইন্‌তালাকা (১৭১৩)
ইক্‌রা (৩৩৮৬)
ইসলাম (৩৮৩,১২৮২)
ইস্‌ম (২); আসমা (৬২-ক), বিস্‌মিল্লাহ্‌ (১)
ইয়াসীন (২৪২৬)
ইয়াদ (৭৪৪,১৮১৭, ২৫৪০, ২৮৩৭)
'আন্‌ ইয়াদীন (১১৭৫); ইয়াদ বায়যা (১৮১৮)
ইয়া'ফু (২৯৪-ক)
ইয়াগলিবূন (২২৭১)
ইয়াহ্‌ইয়া (৪০৬)
ইয়া'জূজ মা'জূজ (১৭২৮)
ইয়ালহাস্‌ (১০৭৪)
ইয়ামীন (২৪৭৮-ক, ২৪৯৫, ২৫৮৭)
ইয়াকীন (৩১৭২), আইনাল ইয়াকীন (৩৪২৬)
ইয়া কিলুন (১৩৩৫)
ইয়াকুনূৎ (২৩৫১)
ইয়ারিফুনাহ (১৭০)
ইয়ারযু (২২৩৮)
ইয়াস্‌তাহ্‌মিউ (৩৩)
ইয়াস'আ (২৪৩৮)
ইয়া' সিরূন (১৩৮৬)
ইয়াতাতাহ্‌হারূন (২১৮০)
ইয়াতাফাক্কারূন (১৫৩৫)
ইয়াৎলূনা (১৪২)
ইয়াওম (৯, ৩২৩-ক, ২৬২২),
ইয়াওমিদ্দীন (৯), তাগাবূন (৩০৬১)
ইউগাসু (১৩৮৫)
ইউতিকূনা (২০৭)
ইস্‌র (৩৬২)
ইস্‌রা ও মে'রাজ (১৫৯০)
ইসরাঈল, ইসরায়েল (৭৫)
ইস্‌তাম তা'আ (৫৯০)
ইস্‌তাওয়া (৫৪,২৮৭৩)
ইস্‌তাগশাও সিয়াবাহুম (৩১৩১)
ইসম্‌ (১৯৯, ২৬৩, ৭৬৬); ইসমি (৭৩৮)
ই'তেফাক (২১৫)
ইত্‌মিনান (৩২৭)
ইয্‌হার আলাল গায়েব (৩১৪৭, ৩১৪৮)
ইবাদত (১১,১৭৭৪, ২৮৪০); আবিদ (২৬৬৮, ২৮৩০)
'ইব্রৎ (১৫৫৫, ১৯৯১)
'ইদ্দৎ (২৭৮,২৮৯,৩০৬৪-ক, ৩০৬৮-ক)
'ইযীন (১৫২৫)
'ইফ্রিৎ (২১৭২, ২১৭৩)
'ইল্লিয়্যীন (৩২৯০, ৩২৯২, ৩২৯৩)
'ইলম (১৯৩৩, ২২৩৭); 'আলা ইল্‌মিন (২৬৯৯); 'ইলমুল ইয়াকীন (৩৪২৬)
ইমরান (৩৯৯; ৪০০); ইমরাআতু ইমরান (৪০১) ইন (২৪৮২, ২৮৫১-ক) (ইশার ৩২৬৪)।

ঈ

ঈলা (২৭৫),
ঈলাফ (৩৪৭৩)
ঈমান (১২৮২)
ঈতাইযিল কুরবা (১৫৭০) আতি (২২৮৮)
ঈদ (৮০৯)
'ঈন (২৪৮২, ২৮৫১-ক)
'ঈসা (৪১৬)

উ

উব্রিউ (৪২০-ঘ)
উযুন (১১৯৪)
উফফ্‌ (১৬০৮)

উখ্‌ত (১৭৬৩), উখত হারূন (৪০১)
উম্ম্ (৩৭০, ১৪৫০), উম্মুল কিতাব (২৬৪৫, ২৬৬৯),
উম্মী (১০৫৮), উম্মিইউন (১১৩-ক, ৩৮৪)
উম্মাহ্ (১৫৮৬);
উন্‌যুর্‌না (১৩১)
উরীদু (৭৩৭)
উশ্‌রিবা (১২২)
'উদ্‌ওয়ান (২২৩)
'উম্‌রাহ (২২৮)
'উম্ ইউন্ (৩৪)
'উরদা (২৭৩)
'উর্‌ফ (১০৮৭-ক)
'উরুব্ (২৯৬৮)
'উযায়ের (১১৭৬)

ও

ওয়াবাল (৩০৭০)
ওয়াহিদ (১৪৩২, ৩৪৬৬); ওহীদ (৩১৬৪)
ওয়াঝ্ (১৩৫, ২২৩৬, ২৯৩১), উজ্জহ্ (১৮৫৪-ক, ২২৭৭-ক, ২৩৭২), ইবইয়াদ্দা, ইসওয়াদ্দা
ওয়াজহুহূ (৪৫৫)
ওয়ালাদ (৫৭৪, ৬৭৭-ক, ৮৮৬)
ওয়ালিউ (২১৭৮-ক)
ওয়াকা আল কাউলু (২১৯০)
ওয়ারা' (২৯৯২)
ওয়ারাক (৯৫৯, ১৮৬১)
ওয়াসাত্ (১৬০); আওসাত (৭৯০)
ওয়াসিলাহ্ (৭৯৮-খ; ৭৪৩)
ওয়াত্‌র (৩৩৩৪)
ওয়াডার (২৩৫৭-ক)
ওয়াও (২৪৬৫)
ওয়াযা'আ (২১৫৫)
ওইর্দ্দ (বির্দ্দ) (১৩৪৩-খ, ১৮০১)

ক

কা'বা (১৪৫, ১৬৩, ১৯৪৩, ১৯৪৩-ক)
কাবায়ের (৫৯৪), কবীর (১৪০০)
কায্‌যাবা (৩৩৭০), তুকায্‌যিবান (২৯২৩)
কাফের (৩০৫৬), কাফারনা বিকুম (৩০২৯)
কাফূর (৩১৯২)
কাফ হা ইয়া 'আইন সাদ (১৭৩৮)
কাফ্‌ফাহ (২৪৯)
কাব; কাবা কাওসায়ন (২৮৭৬)
কাব্‌দ ও বাস্তু (২০৫৩)
কাবীলাহ্ (২৭৯৬)
কদম (১২৩১)
কদ্‌র (৩৩৯৪)
কাদাব ও কাদা (১৭৫৪)
লান্ নাক্‌দেরা আলাইহি (১৯১৩)
কাফ (২৭৯৯)
(আল্) কাহের (৮৩২, ৮৫৭)
কালা (৫৭); কুল (৩৪৫০, ৩৪৬৩)
লাইয়াকুলুন্না (২৩১৪),
কালায়েদ (৭২০)
কালব(২৮১৬), মুতাকাল্লব (২৭৫৩)
কারূন (২২৩১)
কার্ণ (৮২৩)
কারিয়াহ্ (৩৪১৮, ৩৪১৯)
কাত্‌উ' (৭৪৪)
কাতা'আত তারীকা (২২৪৯)
কাহ্‌ল্ (৪১৮), কুহূলাহ্ (৪১৮-ক)
কালালাহ্ (৫৭৫, ৭১৫)
কলিমাহ্ (৪১৪, ৭১২), কলিমাত (১৪২-খ)
কাল্লা (১৭৯৭, ৩১৬৬)
কামা (১০৯৩)
কাশাফা 'আন সাকেহি (২১৭৭)
কাসাবা, ইক্‌তাসাবা (৩৬০)
কাতাব্‌না (১০৪৯), মকাতাবা (২০৪৬)
কাওসার (৩৪৪৮)
কাওয়ায়েব (৩২৩৩)
কিব্‌র (২৬১৩), মুস্তাকবিরীন (২০০৭)
কিফাৎ (৩২১৪)
কিফ্‌ল (৬৪২)
কিতাব (২৯৯৬-ক); আল্ কিতাব (২২২২)
কিতাবান মুতাশাবিহান (২৫৭২)
কুন (১৫৪৬; ১৭৭০), মা কানা লাহ (৪৩২)

কুর্‌হা, কার্‌হ (২৬২৫)
কুরসিইউ, আয়াতুল কুরসী (৩১৮)
কত্‌ল (১০৩,৫০৬-খ ৬৪৬);
কাতালতুম (১০৯), উকতুলু আনফুসাকুম (৬২৭)
নুকাত্তিলু (১০৩৬), মা কাতালূহু একীনান্‌ (৬৯৯)
কাওয়ামূন (৫৯৮); কাইয়ীম (১৬৬২)
উম্মাতুন কায়িমাতুন (৪৫৯)
কাওয়ায়েদ (২০৫৮-ক)
কিবলাহ্‌ (১৫৯, ১৬২, ১৬৮)
কিবাল (২১৭০)
কিস্‌সীস (৭৮৫)
কিতমীর (২৪১৩-ক)
কুরায়্‌শ (৩৪৪০)
(আল্‌) কুরআন (২০৭-খ)
(আল্‌) কুরা (৯১১),
কারইয়াহ্‌ (১০৬৩, ১৪০১, ১৬০৩, ২৪৩২)
কুর্‌বা (২৬৫৪)
কুরূ' (২৭৭)
কুওয়াহ্‌ (১১৩৭)

খ

খাবাল (৪৬২)
খবীসাতুন (২০৪১)
খাদা'আহু (২৯)
খায়ের (৩৪৪, ৩৪৮-ক, ৪৫২, ১২৪২)
খালিদীন (১৩৫১)
খাল্‌ক (৯৮৭); খালাকা (৪২০)
খুলিকাল ইনসানু মিন 'আজল (১৮৮৮)
খাম্‌র (২৬১)
খলীফা (৬১)
খারাজ্‌তা (১৭২)
খাসেঈন (১০৭)
খাত্‌ব (১৮৪৬)
খাতাম (২৩৫৯)
খাতা', খিত্‌' (১৬১৪), খাতীয়াহ্‌ (৩৬১, ৬৬৭)
খাওফ্‌ (৭২); তাখাউফ্‌ (১৫৪৯)
খাওয়ালিফ্‌ (১২০৫)
খিমার (২০৪৪)
খিন্‌যীর (১৯৮)
(মিন) খিলাফিন (১৮৩৫-খ)
খুলা' (২৮২)
খুল্‌ক (২১২৭)

গ

গাফার্‌না লাহু (২৫২৬, ৩০৭৬);
গাফারাল মাতা'আ (২৬১২);
মাগ্‌ফিরাত (৩৩২); ইস্তেগ্‌ফার (৬৬৪, ১৩২০, ২৬১২)
গাফিলাত (২০৩৮)
(আল্‌) গায়েব (২০) ইয়হার আলাল গায়েব (৩১৪৭, ৩১৪৮)
বিল গায়েব (১৭৮৭)।
গায়ের মুসমাইন (৬১৩), গয়ের সালেহ্‌ (১৩১৮)
গাম্‌রা (২৮২৮)
গামাম (২৫১)
গানামাল কাওম (১৯০৫)
গার্ক (৩২৩৬)
গাসাক (১৬৪১)
গোলাম (৪০৮,১৭১৬), গিল্‌মান (২৮৫৫)
গোসা (১৯৯৬)

জ

জা'আলা (৪২৪-খ, ৮১৭, ১৩৯৩)
জাবাল (১৩১৭, ৩২৬৩); জিবাল (১৪৪১, ৩১১০, ১৬৯৭, ১৮০২, ১৮৫১, ১৯০৭)
জাহান্নাম (২৪৬, ১৭৯০)
জাহেল (৮৪৪); জাহালা (১৫৮৫); জাহুল (২৩৭৪)
জালাবীব (২০৪৪, ২৩৬৯)
জালূৎ (৩১০-ক, ৩১১)
জামাল (৯৭৪)
জমা'আ কাইদাহ (১৮৩০), আমরে জামী' (২০৫৯-ক)
জান্নাহ্‌ (৬৮,১৮৫৭);
জান্ন্‌ (১০২৩)
(আয্‌) যারিয়াত (২৮২৪); তাজরিয়ান (২৯৫০)
জিবরাঈল (১২৩),
(আল্‌) জিব্‌ৎ (৬১৭)
জিদাল (২৩৩)

জিহাদ (১১৯৯, ১৫৮০, ১৯৫৬, ১৯৭৬, ২০৮৪, ২২৩৯, ২২৬৮, ৩০৭৭)
জিন্ন্ (৮৮৫, ৯০০, ২১৫৩, ২৯৪৫, ৩১৩৯)
জিয়াদ (২৫২৮-ক)
জিয্ইয়া (১১৭৫)
জুয্ (৩২৯)
(আল্) জুদী (১৩১৭-ক)

ত

তওবাহ্ (৮৫,৬৩১,১২৯৫, ২০৯১) তাবা (১২২১)
তাওরাত (৩৬৫)
তা'উল্ (৫৬২)
তা'উইল (৩৭২, ৯৮৩)
তিল্কা (১২২৮)
লা তুদাররা (২৮৬)
তুব্বা' (২৭০০)
তুকায্যীবান (২৯২৩)
তুরাব (২২৭৭)
তা'আনা (১১৬৩)
তা হা (১৮০৭),
তা সীন (২১৪৩)
তাগূৎ (৩২০)
তায়র (৪২০-গ, ১৯০৭, ২১৫৩, ২১৫৪)
তাতাইয়ারাবিহি (২১৭৭-ক) তালুত (৩০৭, ৩১২)
তামাসা আলায়হে (১২৮৪-ক)
তারফ (২১৭৪), আতরাফ (১৪৫১)
তরীকা (১৮৩১-ক)
তা'আফ্ফুফ্ (৩৪৮)
তাবূত (৩০৮)
তাদাস্সারা (৩১৫৯)
তাফাক্কাদা (২১৫৯)
তাফ্জীর (৩১৯২-ক)
তাহ্ৎ (১২৪০, ১৭৫৮)
লা তাহ্নাস্ (২৫৩৯)
তাজাল্লা (৩৩৬৩)
তাজ্রিয়ান (২৯৫০)
তাখাওউফ্ (১৫৪৯)
তালাওতুহু (১২৬); ইয়াৎলুনা (১৪২) উৎলু (২৫৬)
তামাত্তু (২৩০)
তামাত্তা'আ (৫৯০)
তামীদাবিহিম (১৮৮৫)
তানাযাউল কা'সা (২৮৫৪)
তাকাওওয়ালা (২৮৬০)
তস্বীহ্ (৬০)
তস্নীম (৩২৯৪)
তাসাদ্দালাহ (৩২৫২)
তাউল (২৫৯৩)
তৈয়ব (১৯২,৭২২);তয়্যিবাত (১৯৭)
তিব্তুম (২৫৯০)
তিবাক (৩০৭৯-ক)
তীন (৪২০-ক)

দ

দাবির (৮৫১), মুদাব্বির (৩২৩৯)
দা'ব (৩৭৬)
দাব্বাহ্ (২১৯১)
(আল্) দাওত্তয়াব (২৪১৯)
দহ্র (২৭১৩)
দাইরাহ্ (৭৫৮)
দাল্লা আল্ দাল্ওয়া (২৮৭৫); তাদাল্লা (২৮৭৫-ক)
দামাগাহ (১৮৭৬)
দার (১০৫২)
দারাসা (১০৬৮)
দারাজাত (৫১৯)
দীন্ (১০,৩৪০০-ক), ইয়াউমুদ্দীন (১০)
দুখান (২৬৯৪)
দুলূক, দালাকাতেশ শাম্সু (১৬৪১)
দূন (২৬৬৬)
দাহিকা (২১৫৮)

ন

নাবা (২৫৫১) ৩২২৩) আন্ নবী (৭৮৪, ২৩২৯)
নবী-রসূল (১৭৮০)
নায্যা খাতান (২৯৫০)
নাফ্স (১০৯-ক ৩৯৭)
নাফ্স লাওওয়ামা (৩১৭৭)
আনফুস (৯৫); আন্ফুসাকুম (৬৬৫)

নাফিলা (১৬৪২)
নাহার (১৯৬৯); আন্ নাহার ও আল্ লায়ল (২৪১৩)
আন্ নাজ্দায়ন (৩৩৪৯)
নাজিঈ (১৩৯৯)
নাক্কারাহ্ (২১৭৫), মুনকার (১৫৭০)
নাম্ল (২১৫৬)
নাসীব (৬৪২)
নাশাযাতেল মার'আতু (৫৯৯)
নাশিতাত (৩২৩৮)
নাযারা (৩২৯৬); উন্যুর্না (১৩১)
নাযেআত (৩২৩৬)
নিদ্দ্ (১৮৯)
নিকাহ্ (২০২৬-ক)
নিস্ইয়ান (৩৬১, ১১৯৭)
নুজূম (২৯৭৭, ৩২৬২); আন্ নাজ্ম (২৮৬৮)
নূর (১২৩৬, ২০৪৬-ক)
নূতফা (২৫৬৫)
নূযুল (৫৫২)
নোয়াল্লিয়ান্নাকা (১৬৫)

ফ

ফয্ল (৬৬৮)
ফাহ্শা (৩৩৯, ১৫৭০), ফাহিশাহ্ (৫৭৬)
ফায়্ই' (৩০২১)
ফালাহ্ (১৯৭৮)
ফালাক (৩৪৭০)
ফাক্র (৩৩৮) ফাকারাতহুদ্ দাহিয়াতু (৩১৮৩)
ফারেহীন (২১২৮-ক)
ফারিইউ (১৭৬২)
ফাতের (৮২৯); ফিৎরাতুল্লাহ্ (২২৮৪)
ফাউক্ (৪৮-খ)
ফাওয়াক (২৫২১)
ফী (৬২৮, ১৪৩৮); ফীল্লাহ্ (১৫৪৭)
ফেরদাস (১৯৮৩)
ফিস্ক্ (৯২৪)
ফিত্নাহ্ (৬৪৮)
ফুরকান (৯৪,২০৬৩), আল্ ফুরকান (৩৬৭, ১১৭৪)
ফুরূজ (২০৪৩-ক)
ফুরুশ (২৯৬৭-ক)
ফুস্সিলাৎ (১২৯৪)

ব

বাসায়ের (৮৮৮, ১০৮৯), আব্সার (৮৮৭), মুব্সিরা (২১৫০)
বা'সা (২০২-ক)
বাইয়াতা (৬৩৫)
বিদ্' (১৩৮৩, ২২৭০)
বায়তুল আতিক (১৯৪৮) আহ্লে
বায়্ত (১৩৩৩,২৩৫৩)
বিল হক্ (৩৬৪, ৪৫৬, ১০৯৪, ১৪৮১, ২২৫৫)
বির্ (৮০)
বিস্মিল্লাহির রাহ্মানির রাহীম (১,৪)
বু'দ (১৩২৫-ক, ১৯৯৭)
বা (১)
বাক্কা (৪৪৩)
বদ্র (৪৬৯)
বাদিউর রাঈ (১৩১০)
বা'দ (২৬১৭, ২৭০৭), মিন বা'দহা (৫১৬)
বাগী (১৫৭০)
বাহীমাত আল্ আনআম (৭১৬)
বাহীরাহ্ (৭৯৮)
বাইতুর রিযওয়ান (২৭৭৪)
বাখি' (১৬৬৪)
বা'ল (২৫০২)
বাল্ (৩২৩-খ)
বালা (৪৭১)
বালাগাল আজালা (২৮৩-ক)
বানান (৩১৭৮)
বাকীইয়া (১৩৪১)
বারা'হ্ (১১৫০)
বার্দ (৩২২০)
বারযাখ (৫৩, ২০১৭, ২৬০৯)

ম

মা (৬২৮; ১৮২১, ১৮৯৫, ২৮৭৭, ২৮৯২ ৩৩৫৯, ৩৪১৮, ৩৪৫৩)

মা'আরিব (১৮১৬)
মাদাদ্না (১৪৮৯)
মাফাযাহ্ (৫৪৫)
মাফাতিহ্ (২২৩২)
মাগ্ফিরাহ্ (৩৩২)
মাহ্দ (৪১৮-ক)
বা'স (২১২২),
মাহরূম (২৮৩০)
মায়্সের (২৬২)
মাজমা'উল বাহ্রায়ন (১৭০৪-ক)
মাজ্নূন (১৪৮০)
মাকানাহ্ (১৩৩৫)
মাখ্দূদ (২৯৬৫)
মালা' (১০০৩)
(মা) মালাকাত আয়্মানুকুম (৫৬১, ৫৮৯)
মালিক (৮,২৬৮৭; ৩৪৭৩)
মালাইকা (৫৭-ক)
মান্ (২৪৭৪)
মান্ন্ (৯৮,৩৩১)
মানসাক (১৯৫২)
মানতিক্ (২১৫২)
মাক্বূহ্ (২২১৭-ক)
মারওয়াহ্ (১৮৪)
মার্রাতান (২৮০)
মারইয়াম (৪০২-খ) ইব্নে মারইয়াম (৪১৭)
মা'শার (৯০৮)
মাশ্'আরুল হারাম (২৩৬)
মাশ্হুদ (৩২০৯)
(আল্) মসীহ্ (৪১৫)
মাস্নূন (১৪৯৩)
মাসাল (২২৯৯)
মাসাবাহ (১৪৪)
মাসানী (২৫৭২), সাব'আল মাসানী (১৫২২)
মাও 'ইযাহ্ (১২৭১)
মা'উন (৩৪৪৭)
মাওতা (১১০-ক, ৮৪৪-ক); আম্ওয়াত (৫০,৫২৭)
মাওলূদুন লাহূ (২৮৭)
মাওয়াদ্দাতা বাইনিকুম (২২৪৮)
মাওয়ালী (৫৯৬)
মাকাল (১২৪)
মিন্ (৩৪৩, ১৮৯১, ২৭২১); মিনকুম (১৭৯৩-ক)
মিম্মা (৩১২৭), মিন খিলাফিন (১৯৩৫-খ)
মিনহাজ (৭৫৩);
মীরাস (৫৩৭)
মির্রাহ্ (২৮৭২)
মে'রাজ ও ইস্রা' (১৫৯০, ২৮৭৬)
মিসবাহ্ (২০৪৭),
মে'শার (২৪০২)
মিশকাত (২০৪৬-খ)
মীসাকাণ নাবীঈন (৪৩৩)
মীযান (২৬৫০, ২৯৯৭, ২৯৯৯);
মাওয়াযীন (৩৪২১)
মুআয্যীর (১২০৭)
মু'আক্কিবাত (১৪২৭)
মুবারক (৯৩২, ১৮৯৪, ২০৪৭) তাবারাকা (২০৬২)
মুবীন (১২৮১)
মুদাব্বেরাত (৩২৩৯); তদবীর (১২৫৮)
মুদ্দা (৩২৯৯)
মুদগাহ্ (২৫৬৫)
মুগীরাত (৩৪১০)
মুহকাম (৩৬৯); মুহকামাত ও
মুতাশাবিহাত (৩৭৩), আহ্কামাহূ (১২৯৩-ক)
মুহাররার (৪০১)
মুহ্সানাত (৫৮৮,২০২৮)
মুহায়মেন (৭৫২)
মুহ্সিন (৯৮৯, ১৫৮৯, ২২০৩, ২৮২৯)
ইহ্সান (১৫৭০) হুসনা (১২৫৪)
মুজাহেদ (৬৫৪)
মুকাতাবা (২০৪৬)
মো'মেন (৩০৫৬)
মোনাফেক (১১৯৬)
মুনকার (১৫৭০)
মুকাত্তায়াত (১৬,২০৯৪)
মুকাস্ সেমাত (২৮২৪)

মুকীম (১৫১৫); মুকিমীন (৭০৫)
মুক্‌তাসেমীন (১৫২৪)
মুরসা (১০৮)
মুরিয়াত (৩৪১০)
মুসে'য়ূন (২৮৩৭-ক)
মুসাদ্দেক (৭৭,৪৩৩-ক)
মুসাওওয়েমীন (৪৭৩)
মুশাওয়ারা (৫১৫)
মুসতাকবিরীন (২০০৭)
মুস্‌তাকার ও মুসতাওদা' (৮৮৩, ১২৯৮)
মুতাকাল্লাব ও মাসওয়া (২৭৫৩)
মুতাওয়াফ্‌ফি (৪২৪)
মুতাওয়াস্‌ সিমীন (১৫১৪)
মুত্তাকী (১৯,১৫৮৯, ২৮২৯)
মুতাশাবিহ (৩৭১), কিতাবান
মুতাশাবিহান্‌ (২৫৭২), মুতাশাবিহাত (৩৭৩)
মুওয়াল্লী (১৭১),

য

যাকারাহূ (১৮৯৮, ১৮৮৭-ক)
ইয়ায্‌যাক্কারূন (১৫৩৫)
যিক্‌র (২৬৩৭, ২৬৮১)
যালেক (১৭, ১১৩১), যালেকাল কিতাব (১৭-ক)
যানূব (২৮৪২),
যাম্ব্‌ (২৬১২-ক, ২৭৬৫); যনূব (৩৮০, ৫৪৮)
যাকা (১৫৮৩)
য্‌যারিয়াত (২৮২৪)
যিলা, আহলুয্‌ যিম্মা (১১৬১)
যুল' আর্‌শ (২৬০০), যুল আওতাদ (২৫২০)
যুল্‌ কিফল (১৯১২, ২৫৪২)
যালালাহ্‌ (৪২৭), যাল্ল্‌ (২১০২)
যাল্লাতে (৩৩৭৭, ২১০২); আযাল্লা (৪৯)
যাকা বেহি যার্‌'আন (১৩৩৫, ২২৫১)
যারাবা (১১০) যারাবাল মাসালা (৪৮)
যারাবাল আরযা (১০১); যারাবা আলা
উযনেহি (১৬৬৮); যারাবা আনহু (২৬৭০)
যিইয়া (১২৩৬); য়ূ'উফ (২২৯৫)
যা'আমা (৩০৫৯)
যাবানিয়াহ্‌ (৩৩৯২)
যবূর (৫৪০)
যাফীর (১৩৪৯)
যাহকা (১৬৪৫)
যাকাত (৩৪৯, ১৯৮১, ২২৮৮, ২২৮৯)
যাকারিয়্যা (৪০৩)
যাম্মালা (৩১৫০)
যানী (২০২৫-ক)
যান্‌জাবীল (৩১৯৬)
যাক্কুম (২৪৮৬, ২৯৭১)
যাওউয়াজা শাইয়ান বেশাইয়িন (২৮৫১)
যাইইয়ান্না (৮৯৫), যিনাহ্‌ (২০৪৪)
যিয়াদা (১২৫৫)
যুজাজাহ্‌ (২০৪৬-গ)
যূর (২০৯২)
যাহীরাহ্‌ (২০৫৮)
যীহার (২৩৩০)
যুল্‌ম (৯৪৮, ১০২০), যালুম (২৩৭৪)
যালামহূ (২২০৬), যুলুমাত (৩৭,৮৫৮)

র

রাব্ব্‌ ৬,৩২২০, ৩৪৭৩)
রাব্বানিঈন (৪৩২-ক)
রাবিতূ (৫৫৪, ৫৫৫)
রাফাস (২৩৩)
রাফ' (৪২৪-ক)
রাহমান (৪,৩০৮৭), রহীম (৪),
রাহ্‌মাহ্‌ (১০৬, ৯৯০)
রাহ্‌ওয়া (২৬৯৭)
রায়্‌ব (২৮৫৭)
রায়োনা (১৩১)
রাজীম (৪০২-ঘ), রাজামাহূ (১৭৭৬,
২১২৯-ক ২৪৩৫)
রাজুল (২৪৩৭), রিজাল (৩১৩৯)
রাজাফা (৩২৪১)
রাকি '(৭৯)
রামাযান (২০৭-ক)

রাম্য (১৭৪৫)
রাসূল (২১০০); রাসূল ও নবী (১৭৮০)
রাওয়াদাহ্ (১৩৭০)
রিবা (৩৫০)
রিব্বিইউন (৪৯৫)
রিদ' (২১১৫)
রিফ্দ (১৩৪৪)
রীহ্ (১১২৮, ২১৮৫, ২৩৮০)
রিজ্স্ (৯২৪)
রিয্ক (২২)
রুহ্বান (৭৮৬)
রূহ্ (৭২২, ১৫২৯, ১৬৪৭, ২৩২৪, ২৬৬৬, ৩১২০,)
রূহুল কুদুস (১১৯)
আর্ রূহ (৩৩৯৭),
রূহুল আমীন (২১৩৩)
রুজ্য (৩১৬১)
রুক্ন (২৮৩৬)
রাস্ (২০৭৮)

ল

লা (২৯৭৬, ৩১৭৬, ৩৩৪৩)
লা'আল্লা (১৩০১)
(আবূ) লাহাব (৩৪৫৮, ৩৪৬০)
লায়্ল (৩৩৯৩)
লাম্ (৫৩৪, ১০৭৫, ১৬২৯, ২২০০, ৩৪৪১)
লামাম (২৮৮৫)
লাতা (২৫১৬)
লাত্তয়াকিহ্ (১৪৯১)
লীনাহ্ (৩০২০)
লিসান সিদ্কিন (১৭৭৯)

শ

শা'আইরুল্লাহ (২৪২)
শাদ্দাশ্ শাইয়া (১২৮৪-খ)
শাফাআহ্ (৮৫), আশশাফ' (৩৩৩৪)
শাহীদ, মাশহুদ (৩২০৯)
শাহীদ (৪৪৫, ২৮০৭)
শাহীক (১৩৪৯),
শায়্টন (৪১-ক, ১৩৬)
শায়তান (৭০, ৯৬৪, ১১০২, ১৯১০)
শায়াতীন (৩২, ২৫৩৪, ২৫৩৫)
শাজারাহ্ (৬৯)
শাকিলাহ্ (১৬৪৬)
শিগাফ (১৩৭৯)
শির্ক (৬১৫, ১২৪৭, ১৬০৬)
শির'আহ (৭৫৩)
শো'আয়্ব (১০১১)
শুব্বিহা লাহুম (৬৯৮)
শাকের (৬৯০, ১৪৫৫)
শুক্র ও কুফ্র (২৫৬৬)
শুহ্হ্ (২৩৪১)
শূরা (২৬৬০), মুশাওয়ারা (৫১৫)
শুররা'আন (১০৬৪)
শু'উব (২৭৯৬)
শু'উর (২১২৫)

স

(আস্) সা'আহ্ (১৯২৯, ২০৬৯)
সাবা' (২৩৮৩-ক)
সাবাহা (২৯৮১, ৩০১৫, ৩১১৫);
সাবিহাত (৩২৩৯); তসবীহ্ (৬০,৩০১৫,
৩০৫৫) নুসব্বিহূ (৫৯)
সাবিকূন ২৯৬২
সাব্'আল মাসানী (১৫২২)
সাদির (২৮৮০)
সাফিহা (১৪৮)
সাফা ও মারওয়াহ্ (১৮৪)
সাইবাহ্ (৭৯৮-ক)
সাইক (২৮০৭)
সাখখারাহ্ (২০২০)
সালাম (১২৫৩, ২৪৫৬)
সালসাবীল (৩১৯৭)
সালওয়া (৯৯)
সামক (৩২৪৫-ক)
সামা (৩৯, ১৯৩৭); সামাওয়াত (১৮০২)
সামীই (১৭৪২)
সামিরী (১৮৪১)

সানাহ্ (১০৩৮); সানাহ ও 'আম (২২৪৩)
সাক (৩১৮৫)
সারিক (৭৪৪)
সাণ্ড (৩৩৩৭)
সাওয়া (১১৩৬)
সাউওয়া (৫৫), ইসতাওয়া (৫৪)
সাইইয়াহ (৯৫৮) সাইইয়াত (৫৪৮)
সিহ্র (১২৮, ১২৮১); সাহির (১০২৫);
মুসাহ্হার (২১২৯)
সিজ্জীন (৩২৮৯, ৩২৯০)
সীমা (৩৪৭)
সির্র (১৮১০), আসাররু (১২৭০)
সুবুল (১৫৩৮)
সুজ্জিরা (৩২৬৬)
সুকারা (৬০৯)
সুনান্ (৪৮৪)
সুকিতা ফী ইয়াহিদী (১০৫৪)
সা'আরা খাদ্দাহূ (২৩০৯)
সব্র (৮২,১৭৯)
সাদাকা (৩৪৯,) সাদাকাত (১১৯৩)
সাদুকাত (৫৬৩), সাদ্দাকা (৩১৮৬)
সাদ (২৫১৩)
সাদ্দা (২৬৮২)
সাফাহা 'আনহু (২৬৭০)
সাফিনাত (২৫২৮)
সাগিরূন (১১৭৫)
সাহিব (১০৭৮)
সাইহাহ্ (১৩২৮)
সাখরাহ্ (১৭০৭)
সাল্সাল (১৪৯৩, ২৯২৪)
সালাবা (৬৯৭)
সালিহ্ (৯৯৯), সালিহাত (১২৩৫)
সালাত (২০৫১), সাল্লা (৩১৮৬) ইউসাল্লী (২৩৫৯-ক)
সামাদ (৩৪৬৭, ৩৪৬৮)
সার্রাহ্ (২৮৩৫)
সিব্গাহ্ (১৫৬)
সুরহন্না (৩২৮)
সামূদ (৯৯৮, ১৩২৬, ২১২৮),
সাকালান (২৯৩৩)
সিয়াব (৩১৬০),
ইসতাগ্শাও সিয়াবাহুম (৩১৩১),
সুবান (১০২৩)
সূম্মা (১৭৯,)

হ

হাদী (৭২০); হিদায়াহ্ (১৩,২৭৪২)
হুদা (১৯৩৩)
হাই ইয়াহ (৪২০-খ)
হাইহাতা (১৯৯৫)
হাইতা (১৩৭১)
হাল (৭৬২)
হামান (২১৯৮)
হারূত ও মারূত (১৩০)
হুদ্হুদ (২১৬০)
হুয়া (৩৪৬৪;) হুম (৬২-খ)
হুমায়াহ্ (৩৪৩১)
হা মীম্ (২৫৯২, ২৬৪৩)
হাদীস (২৯৯৮)
হাফিইউ (১০৮৩)
হাজাহ্ (২৬১৯)
হামা' (১৪৯৩)
হামালাল আমানাতা (২৩৭৪)
তাহ্মিলূহু (১৭৬১),
হামিলাত (২৮২৪)
হারাদ (১৪০৪)
হারাজ্ (২০৫৯)
হারফ্ ১৯৩৫
হারস্ (১৯০৫)
হারাম (২২৬৭), আশহুরুল হুরুম (১১৫৫-ক)
হাশা লিল্লাহে (১৩৮৮)
হাশারনা (১৬৯৭), হুশিরা (৩২৬৫)
হাতাব (৩৪৬১)
হাতামাতহুস্ সিন্নু (৩৪৩৪-ক)
হাত্তা (১৪১৭-ক)

হিজরান মাহজুরান ((২০৭২)
হজ্জাহ্ (২৭১৪)
হকুব (১৭০৪-ক)
হূর (২৮৫১)
হস্‌না (১২৫৪)
হূত (১৭০৫)

বিষয়-নির্দেশিকা

এই বিষয়-নির্দেশিকাতে বাংলা বর্ণমালার ক্রমানুয়ায়ী প্রথমে বিষয়ের উল্লেখ করা হইয়াছে এবং ইহার পরে পরেই সংশ্লিষ্ট সূরা ও আয়াতের নম্বর উল্লেখ করা হইয়াছে ঃ

'অ'

অদৃষ্টবাদ ঃ ইহার মর্মকথা- ১১ঃ১০২, ২৩ঃ৪৪, ২৫ঃ৩, ২৬ঃ৮১, ৫৩ঃ৪০; (তক্‌দীর দ্রষ্টব্য)

অনুতাপ ঃ এবং ধর্ম-ত্যাগ- ৩ঃ৯১; ইহার গ্রহণ যোগ্যতা- ৪ঃ১৮-১৯; ইহার মাধ্যমে ক্ষমা লাভ-৪ঃ১১১,৫ঃ৪০,৬ঃ৫৫, ২৫ঃ৭১-৭২; অতিবিলম্বিত অনুতাপ- ৪০ঃ৮৬, ৭১ঃ৫ (তওবা দ্রষ্টব্য)

অর্থনীতি ঃ ইসলামের- ৫৯ঃ৮

অঙ্গীকার ঃ নবীগণ হইতে গৃহীত- ৩ঃ৮২, ৩৩ঃ৮; অঙ্গীকার পূর্ণ করার আদেশ- ১৭ঃ৩৫;

অহঙ্কারী ঃ-কে আল্লাহ্ ভালবাসেন না- ৩১ঃ১৯; অহঙ্কারীগণ পরকালে ঈমান রাখে না- ১৬ঃ২৪

অপচয়কারী ঃ শয়তানের ভ্রাতা- ১৭ঃ২৮

অবৈধ সঙ্গম ঃ নিষিদ্ধ- ১৭ঃ৩৩, ২৫ঃ৬৯-৭০, ৬০ঃ১৩; এই সম্বন্ধে সাক্ষ্য-প্রমাণ- ২৪ঃ১৪; অতি গর্হিত কাজ- ২৪ঃ৪; ইহার প্রতিরোধ ব্যবস্থা- ২৪ঃ২৮-৩২; ইহার শাস্তি- ৪ঃ২৬, ২৪ঃ৩; ইহার কাছাকাছি অশোভন কাজের শাস্তি- ৪ঃ১৬-১৭

অগ্নিদগ্ধ কুরবানী ঃ এবং মহানবী (সাঃ)- ৩ঃ১৮৪

অন্যায়কারী ঃ (যালেম দ্রষ্টব্য)

অলক্ষিত-অজানা ঃ ইহার জ্ঞান- ৬ঃ৬০, ২৭ঃ৬৬-৬৭

'আ'

আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে যুবায়র ঃ - তাঁহার বীরত্ব- ৩ঃ১৫৩

আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে উবাই ঃ তাঁহার অহংকার- ৬৩ঃ৯; উহুদের যুদ্ধে পক্ষ ত্যাগ- ৩ঃ১২২-১২৩; তাহার দর্প চূর্ণ ও লাঞ্ছনা- ২৪ঃ১২

আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে উম্মে মাক্‌তুম ঃ ও পবিত্র রসূল (সাঃ)- ৮০ঃ২

আবদুল উজ্জা ঃ -১১১ঃ২

আত্মরক্ষা ঃ ইহার অধিকার- ২২ঃ৪০, ৪২ঃ৪০-৪৪

আবু আমের ঃ ইসলামের পরম শত্রু- ৯ঃ১০৭

আবুবকর ঃ তাঁহার আধ্যাত্মিক শ্রেষ্ঠত্ব- ৯ঃ৪০

আবু জাহ্‌ল ঃ তাহার শাস্তি প্রাপ্তি- ৮ঃ৩৩

আবু লাহাব ঃ ১১১ঃ২; তাহার স্ত্রী- ১১১ঃ৫-৬

আবিসিনিয়া ঃ তে মুসলমানগণের হিজরত- ৫ঃ৮৪

আদ জাতি ঃ তাহার ধ্বংস প্রাপ্তি- ২৯ঃ৩৯, ৫৪ঃ১৯-২২, ৬৯ঃ৫,৭-৮; তাহাদের বিরাট সভ্যতা-২৬ঃ১২৯,১৩১; নূহ (আঃ)-এর উত্তরাধিকারী- ৭ঃ৭০; তাহাদের প্রতি হুদ (আঃ)-কে প্রেরণ- ১১ঃ৫১; তাহাদের পরিচিতি- ১১ঃ৫০-৬১; তাহাদের সত্যকে অস্বীকার- ৫০ঃ১৩-১৪; তাহাদের ধ্বংস বৃত্তান্ত- ৭ঃ৬৬-৭৩

আদম (আঃ) ঃ তাঁহাকে ফিরিশ্‌তার সেজদা- ২ঃ৩৫, ৭ঃ১২, ১৫ঃ২৯-৩০ ১৭ঃ৬২, ৩৮ঃ৭২-৭৪; শয়তানের ধোকায় পতিত- ২ঃ৩৭, ৭ঃ২৩, ২০ঃ১২১-১২২; আল্লাহ্‌র মনোনীত- ৩ঃ৩৪; তাঁহার দ্বারা নব সভ্যতার উন্মেষ- ২০ঃ১১৯-১২০; তাঁহার সৃষ্টি- ৩ঃ৬০; আল্লাহ্‌র গুণবিশিষ্ট- ৩৮ঃ৭৬; তাঁহার বাসস্থান- ২ঃ৩৬; তাঁহার বাসস্থান ত্যাগ- ২ঃ৩৭, ৩৯, ৭ঃ২৫, ২০ঃ১২৪; তিনি ও তাঁহার স্ত্রী এবং নিষিদ্ধ বৃক্ষ- ২ঃ৩৬, ৭ঃ২০, ২০ঃ১১৮-১২২; তাঁহাকে সেজদা করিতে ইবলীসের অস্বীকৃতি- ১৫ঃ৩২, ১৭ঃ৬২; তাঁহার পরিচিতি- ২ঃ৩১; তিনি ও ঈসা (আঃ)- ৩ঃ৬০; তাঁহার (আল্লাহ্‌র গুণাবলীর) জ্ঞান লাভ- ২ঃ৩২; তাঁহার বিচ্যুতি ও সংশোধনের পন্থা অবলম্বন- ২০ঃ১২১-১২৩; তাঁহার প্রয়োজনীয়তা- ২ঃ৩৪; তাঁহার তওবা- ২ঃ৩৮, ৭ঃ২৪; তাঁহার লজ্জা- ৭ঃ২৩, নিষ্পাপ- ২০ঃ১১৬; তাঁহার আধ্যাত্মিক গুণাবলী- ১৫ঃ২৯-৩০; ৩৮ঃ৭২-৭৩; মানুষের জন্ম ও আদমের জন্য সেজদা- ৭ঃ১২; তাঁহার দুই পুত্র- ৫ঃ২৮; ইবলীসের বিরুদ্ধে তাঁহার হুশিয়ারী প্রাপ্তি- ২০ঃ১১৮; তিনি একা ছিলেন না- ২ঃ৩৯

আয়েশা (রাঃ) ঃ তাঁহার বিরুদ্ধে দুর্নাম রটনা- ২৪ঃ১২, নির্দোষ প্রমাণ- ২৪ঃ১৭

আল্লাহ্‌ ঃ তাঁহার নৈকট্যলাভ- ২৯ঃ৭০; জীবন-শিরা হইতেও নিকটবর্তী- ৫০ঃ১৭; একমাত্র মা'বূদ (উপাস্য)- ২ঃ২৫৬, ৩ঃ৩, ১৯; তাঁহার দোয়া কবুল করা- ২ঃ১৮৭; ৩ঃ১৯৬, ৮ঃ১০, ১১ঃ৬২, ১২ঃ৩৫, ২১ঃ৮৫, ২১ঃ৮৯, ৯১, ২৭ঃ৬৩; মানব গোষ্ঠির একত্রীকারক- ৩ঃ১০, ৩ঃ২৬, ৪ঃ৮৮, ৪৫ঃ২৭; তাঁহার গুণাবলী- ১ঃ১-৪, ২ঃ২৫৬, ৭ঃ১৮১, ২০ঃ৯, ৫৯ঃ২৩-২৫, ১১২ঃ ২-৫; তাঁহার সাহায্য দান- ১৭ঃ২১; মহান দাতা- ৩ঃ৯; তাঁহার রসূল প্রেরণ- ২ঃ১৩১, ৩ঃ৩৪, ৭ঃ১৪৫, ২২ঃ৭৬; দয়াময় রূপে- ২ঃ১৪৪, ৩ঃ৩১; নিয়ন্তারূপে- ১০ঃ৪, ১০ঃ৩২, ১৩ঃ৩, ৩২ঃ৬; স্রষ্টারূপে- ৬ঃ১৫, ৬ঃ৯৬, ১৯ঃ৩৬, তাঁহার আরশে আরোহণ- ৭ঃ৫৫, ১০ঃ৪, ২০ঃ৬, ৪০ঃ১৬; পরিবেষ্টন কারীরূপে- ২ঃ২০; তাঁহার অস্তিত্ব- ২ঃ২৯, ২ঃ১৬৫, ২ঃ১৮৭, ৬ঃ৭৪, ৭ঃ১৭৩, ১০ঃ৩২, ২৫ঃ৩-৪, ২৭ঃ৬১-৬৭, ৩০ঃ২১-২৮; হেদায়াত প্রার্থীর হেদায়াত দাতা- ১৩ঃ২৮, ২৯ঃ৭০; তাঁহার অনুগ্রহ রাজি- ১৭ঃ২১, ৩১ঃ৩২, ৫৬ঃ৬৪-৭৪, ৭৮ঃ৭-১৭; তাঁহার প্রতি ভয়-১৪ঃ১৫, ৩৫ঃ২৯-৩০ ৫৫ঃ৪৭, ৭৯ঃ৪১; আদি ও অন্তিম কারণ- ৫৩ঃ৪৩-৫৫, ৫৫ঃ২৭-২৮, ৫৭ঃ৩-৪; তাঁহার সহিষ্ণুতা- ২ঃ২২৬; তাঁহার ক্ষমাশীলতা- ২ঃ২২৬; তওবাকারীদের তওবা গ্রহণ করেন- ৯ঃ১০৪; তাঁহার সম্বন্ধে মিথ্যা আরোপকারী- ৬ঃ২২, ১০ঃ১৮, ১১ঃ১৯, ১৯ঃ৮৯-৯৩, ৬১ঃ৮; বিস্মৃতি হইতে মুক্ত- ১৯ঃ৬৫, ২০ঃ৫৩; নিদ্রা ও তন্দ্রা হইতে মুক্ত- ২ঃ২৫৬; শ্রান্তি ও ক্লান্তি হইতে মুক্ত- ২ঃ২৫৬; ৫০ঃ৩৯; মৃত্যু হইতে মুক্ত- ২৫ঃ৫৯, তাঁহার বন্ধুত্ব- ২ঃ২৫৮; তাঁহার দয়া- ১ঃ১, ১০ঃ১০৮; তাঁহার মাহাত্ম্য কীর্তন- ১৭ঃ৪৫, ২৪ঃ৪২, ৫৯ঃ২৫, ৬১ঃ২, ৬২ঃ২, ৬৪ঃ২; বান্দার জন্য তাঁহার আক্ষেপ- ৩৬ঃ৩১; অভিভাবকরূপে- ১১ঃ৫৮, ১৬ঃ৩, ১৭ঃ৩, ১৭ঃ৬৯, ২২ঃ৭৯, ৩৪ঃ২২, ৪২ঃ৭; তাঁহার পথপ্রদর্শন (হেদায়াত)- ২ঃ১৪৩, ১০ঃ৩৬, ২২ঃ৫৫, ৩৩ঃ৫; তাঁহার পূত-পবিত্রতা- ২ঃ৩৩, ৬ঃ১০১, ১৭ঃ৪৪; ৩৯ঃ৬৮; কে স্বীকার করার জন্য মানব মনের স্বাভাবিক আকুতি- ১৩ঃ২৯, সর্বকালে, সর্বাবস্থায়, সর্বস্থানে উপস্থিত- ২ঃ১১৬, ৬ঃ৪, ৭ঃ৮; আশোভনীয়তা বা অশ্লীলতা এবং আল্লাহ্‌- ৭ঃ২৯; তাঁহার অতুলনীয় শ্রেষ্ঠত্ব- ১৩ঃ১০, ৪২ঃ১২; ধারণার অতীত- ৬ঃ১০৪; তাঁহার এবং মানুষের মধ্যস্থতাকারী- ৫ঃ৩৬; নূর বা আলোকের উৎস- ২৪ঃ৩৬; চিরঞ্জীব-২ঃ২৫৬, ৩ঃ৩; প্রতিপালক প্রভু-১ঃ২; তাঁহার ভালবাসা লাভ- ২ঃ১৯৬, ২ঃ২২৩, ৩ঃ৩২, ৭৭, ১৪৭, ১৬০, ৫ঃ৪৩, ৫৫, ৯ঃ৭, ১১ঃ৯১, ৬১ঃ৫; তাঁহার প্রতি আনুগত্য- ৩ঃ৩৩, ২৪ঃ৫৫, ৪ঃ৬০, ৮ঃ২; তাঁহার মহিমান্বিত অবস্থা- ৩৪ঃ২-৪; নির্মাণ কর্তারূপে- ৬ঃ১৫, ১২ঃ১০২, ১৪ঃ১১, ৩৫ঃ২; তাঁহার প্রকাশ- ১১ঃ৮; অধিপতিরূপে- ১ঃ৪,৭ তাঁহার অযাচিত-অসীম দান- ১ঃ১, ৬ঃ১৩, ১০ঃ৫৯, ১১ঃ১২০, ২০ঃ১৩০, ৪২ঃ৬; সর্বজ্ঞাতা-২ঃ৩৪, ২ঃ৭৮, ২ঃ২৫৬, ৩ঃ৩০, ৬ঃ৬০, ১০ঃ৬২, ২০ঃ৮ ১১১, ৬৪ঃ১৯; আদিস্রষ্টা- ২ঃ১১৮, ৬ঃ১৫, ৩৫ঃ২, ৩৯ঃ৪৭, ৪২ঃ১২; তাঁহার অংশীদার- ৪ঃ৩৭, ৪ঃ৪৯, ৬ঃ১৫২, ১৩ঃ৩৭, ১৮ঃ৩৯, ২২ঃ২৭, ২৫ঃ৩, ৩০ঃ২৯-৩১ ৩১ঃ১৪, ১৬; তাঁহার পূর্ণত্ব- ১৬ঃ৪; তাঁহার সর্বময় ক্ষমতা- ২ঃ২১, ৪ঃ৮৬, ১২ঃ২২, ১৬ঃ৭১, ২২ঃ১৫, ১৯; তাঁহার মৃতকে জীবন দান- ১৬ঃ৬৬, ২২ঃ৭ ৩০ঃ৫১, ৪৫ঃ৬; তাঁহার হিসাব গ্রহণ- ৪ঃ৮৭, ১৩ঃ৪২ তাঁহার যিক্‌র- ৩ঃ১৯২, ৪ঃ১০৪, ৮ঃ৪৬, ১৯ঃ১১-১২, ৬২ঃ১১; আল্লাহ্‌ কর্তৃক হৃদয় মোহর করা- ২ঃ৮, ৪ঃ১৫৬, ৬ঃ২৬, ৪৭, ৭ঃ১০২, ১০ঃ৭৫, ১৬ঃ১০৯, ৪৫ঃ২৪, ৮৩ঃ১৫;

স্বয়ম্ভু সত্তা- ২ঃ২৫৬, ৩ঃ৩; **স্বয়ং সম্পূর্ণ**- ২ঃ২৬৮; তাঁহার নিদর্শনাবলী- ৩ঃ২০০, ৭ঃ১৩৪, ১৮ঃ১১০, ৩০ঃ২১-২৮, ৩১ঃ২৮; তাঁহার নিদর্শনাবলীর প্রতি বিদ্রূপ- ৪ঃ১৪১; **শাস্তি প্রদানে ধীর**- ১০ঃ১২ ১৮ঃ৫৯, ৩৫ঃ৪৬; **ভাল-মন্দের উৎস**- ৪ঃ৭৯-৮০; **আইনের মূল**- ১৩ঃ৪০; তাঁহার মালিকানা ও কর্তৃত্ব- ৩ঃ২৭, ২০ঃ১১৫, ২৫ঃ৩; তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণ- ১৩ঃ১৬; ২২ঃ১৯; তাঁহার দোয়া কবুল করা-২ঃ১৮৭;তাঁহার নিকট দোয়া ঃ- আদম (আঃ)-এর ৭ঃ২৪, ইব্‌রাহীম (আঃ)-এর ২ঃ১২৫-১৩০, ১৪ঃ৩৬-৪২, ২৬ঃ৮৪-৮৮, ৩৭ঃ১০১; নূতন শহরে উপস্থিতি উপলক্ষে- ১৭ঃ৮১, ক্ষমালাভের জন্য-২ঃ২৮৬-২৮৭, ৩ঃ১৭, ৩ঃ১৯৩-১৯৬, ৭ঃ১৫২, ২৩ঃ৯৮-৯৯, ১১০, ১১৯, ৪০ঃ৮-১০, ৫৯ঃ১১, ৬০ঃ৫-৬; ভাল বস্তুর জন্য- ২ঃ২০২, ২৮ঃ২৫, সৎ জীবন যাপনের জন্য- ৪৬ঃ১৬; সঠিক হেদায়াত লাভের জন্য- ১ঃ৬-৭, ১৮ঃ১৮; অস্বীকার কারীদের মোকাবেলায় সাহায্যের জন্য- ২ঃ১৫১, ৩ঃ১৪৮, ১০ঃ৮৬-৮৭, ২১ঃ১১৩; যালেমের বিরুদ্ধে সাহায্যের জন্য- ৪ঃ৭৬; ঈসা (আঃ)-এর-৫ঃ১১৫; আইউব (আঃ)-এর- ২১ঃ৮৪, ৩৮ঃ৪২; ইউনুস (আঃ)-এর- ২১ঃ৮৮; ইউসুফ (আঃ)-এর- ১২ঃ১০২, ভ্রমণারম্ভে- ৪৩ঃ১৪-১৫; জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য- ২০ঃ১১৫; লূত (আঃ)-এর- ২৬ঃ১৭০, ২৯ঃ৩১; মূসা (আঃ)-এর-৫ঃ২৬, ৭ঃ১৫২, ৭ঃ১৫৬-১৫৭, ১০ঃ৮৯, ২০ঃ২৬-৩৬, ২৮ঃ১৭-১৮, ২৮ঃ২২,২৫; মুহাম্মদ (সাঃ)-এর- ৯ঃ১২৯; নূহ (আঃ)-এর- ১১ঃ৪২, ৪৮, ২৩ঃ২৭,৩০, ২৬ঃ১১৮-১১৯, ৫৪ঃ১১, ৭১ঃ২৭-২৯; পিতা-মাতার জন্য- ১৭ঃ২৫; বিপথগামিতার বিরুদ্ধে- ৩ঃ৯; ফেরাউনের যাদুকরের- ৭ঃ১২৭; শক্তি ও সামর্থ্য লাভের জন্য- ৩ঃ২৭-২৮; নিরাপত্তার জন্য-৪০ঃ৪৫; শাস্তি হইতে বাঁচিবার জন্য- ৩ঃ১৯২-১৯৫, ৭ঃ৪৮, ২৫ঃ৬৬; শয়তানের প্ররোচনা হইতে বাঁচিবার জন্য- ২৩ঃ৯৮-৯৯; শোআয়ব (আঃ)-এর- ৭ঃ৯০; সোলায়মান (আঃ)-এর- ২৭ঃ২০, ৩৮ঃ৩৬; অবিচল থাকার জন্য- ৭ঃ১২৭; বিনয়াবনত থাকার জন্য- ১২ঃ১০২; আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য- ৩ঃ৫৪, ৬৬ঃ৯, ১২; স্ত্রী-পুত্রের জন্য- ২৫ঃ৭৫; বিজয়তা লাভের জন্য- ২৬ঃ৮৪-৮৬; যাকারিয়্যা (আঃ)-এর- ৩ঃ৩৯, ১৯ঃ৪-৭, ২১ঃ৯০; দোয়ার পন্থা- ৭ঃ৫৬,৫৭, ১৭ঃ১১১;তিনি সকলের প্রতিপালক- ২ঃ২৫৬, ৩ঃ৩, ১১ঃ৭; তিনি জীবন মৃত্যুর সৃষ্টিকারী- ২৫ঃ৫৯, ৬৭ঃ৩;সব কিছুর উর্ধ্বে-৭ঃ৫৫ তাঁহার উপর নির্ভরশীলতা- ৫ঃ১২, ৯ঃ১২৯, ১১ঃ৫৭,৮৯, ১২ঃ৬৮, ৬৫ঃ৪; নিরঙ্কুশ সত্য-২৪ঃ২৬;তাঁহার একত্ব-২ঃ১৬৪, ২৫৬, ৩ঃ১৯, ৪ঃ১৭২, ১৩ঃ১৭, ৩৪, ১৪ঃ১৫, ১৬ঃ৫২, ১৭ঃ২৪, ২১ঃ২৩-২৪, ৩০ঃ২৯-৩১, ৩৭ঃ৫, ৫২ঃ৪০, ১১২ঃ২-৫, তাঁহার অদৃশ্যতা- ৭ঃ১৪৪; তাঁহার প্রতিশোধ- ৩ঃ৫; তাঁহার ইচ্ছা- ২ঃ২৮৫; তাঁহার কার্যাবলী- ২ঃ২৩, ৩ঃ১৯১-১৯২, ১৩ঃ৩-৪, ১৩ঃ১৩, ২০ঃ৫৪, ২৭ঃ৬২, ৪৩ঃ১১, ৫১ঃ৪৮-৫০, ৭১ঃ২০, ৭৮ঃ৭-১৭; তাঁহার উপাসনা- ২ঃ২২, ৩ঃ৪৪, ৪ঃ৩৭, ৫ঃ৭৩, ১৬ঃ৩৭, ১৭ঃ২৪, ২২ঃ৭৮, ৪১ঃ৩৮, ৫১ঃ৫৭, ৯৬ঃ২০; তিনি কাহারও প্রতি যুলুম করেন না-৪ঃ৪১, ৯ঃ৭০, ১০ঃ৪৫, ১৮ঃ৫০; আল্লাহ্ মানুষের সাথে কথা বলেন-৪২ঃ৫২;

আনসার ঃ মক্কার মোহাজেরদের সহিত ভ্রাতৃত্ব- ৫৯ঃ১০-১১

আরবদেশ ঃ এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞান- ৩৬ঃ৩৪-৩৬ ।

আরবীভাষা ঃ এর সৌন্দর্য- ৫০ঃ৩১; ইহার বৈশিষ্ট্য- ১২ঃ৩,৪৩ঃ৪

আরব জাতি ঃ মহানবীর পূর্বে- ৩ঃ১০৪; তাহাদের দেব-দেবী- ৭১ঃ২৪; সৎমাকে বিবাহ করিত- ৪ঃ২৩, উত্থান- ৪০ঃ৬৯; ইহার কুসংস্কারাচ্ছন্ন রীতি-নীতি- ৫ঃ১০৪, ৬ঃ১৩৮-১৪১, ৯ঃ৩৭,

আইউব (আঃ)-এর ইতিহাস- ২১ঃ৮৪-৮৫, ৪ঃ১৬৪, ৬ঃ৮৫; ধৈর্যের অনন্য দৃষ্টান্ত- ৬ঃ৮৫; তাঁহার দুঃখ-কষ্ট- ৩৮ঃ৪২-৪৫

আযর ঃ ইব্‌রাহীম (আঃ)-এর পিতা- ৬ঃ৭৫

আপোস ঃ বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীদের মধ্যে- ১০৯ঃ২-৭; ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মের মধ্যে- ৩ঃ৬৫; সত্য ও মিথ্যার মধ্যে-৬৮ঃ১০

আলোচনা ঃ ইসলামের মৌলিক বৈশিষ্ট্য- ৩ঃ১৬০, ৪২ঃ৩৯

আনুগত্য ঃ আল্লাহ্‌র প্রতি- ৩ঃ৩২, ৩ঃ১৩৩, ৩ঃ১৭৩, ৪ঃ৮১; আইনসম্মত কর্তৃপক্ষের- ৪ঃ৬০; ইহার পুরস্কার- ৪ঃ৭০; (ইতায়াত দ্রষ্টব্য)

আল্লাহ্‌র পুত্রত্ব ঃ এরূপ মতবাদ- ২ঃ১১৭, ৬ঃ১০২
আত্মা ঃ মানবাত্মা দ্রষ্টব্য ।
আধ্যাত্মিক উন্নতি ঃ এর উপায়- ৬ঃ৯৭-৯৮, ৭ঃ১৭৬-১৭৭, ১১ঃ১১৫ ৩৬ঃ৭২; ইহার পথে বাধা-বিঘ্ন- ৮ঃ২৫-২৬, ১০ঃ২৯, ২৪ঃ৫১, ৭৭ঃ৩১; ইহার বিভিন্ন স্তর-৫ঃ৯৪, ১১ঃ৪, ১১ঃ২৪, ১৬ঃ৯১, ১৬ঃ১২৯, ২৩ঃ ২-১২, ২৪ঃ৪৫-৪৬, ৩৫ঃ৩৩, ৫১ঃ১৭-২০;
আবরাহা ঃ কর্তৃক মক্কা আক্রমণ- ২ঃ১৫১, ১০৫ঃ২-৬
আইন ঃ ইহার মূলনীতি- ৫ঃ১০৪;মোজেযা ও প্রাকৃতিক আইন-৭ঃ১০৮- ১০৯; ইহার প্রকৃতি- ৬ঃ৩৫, ৬ঃ১১৬, ৩৫ঃ৪৪-৪৫, ৪৮ঃ২৪; প্রকৃতি ও শরীয়াতের আইন- ২২ঃ১৯; ঐশী আইনের প্রয়োজনীয়তা- ৪ঃ২৯; শাস্তি মূলক- ৪২ঃ৪১; ইহার মূল ও বহিরাবরণ- ৯ঃ১৯

'ই'

ইব্‌রাহীম ঃ তাঁহার জন্য অগ্নি স্নিগ্ধ-শীতল হওয়া-২১ঃ৬৯-৭১,২৯ঃ২৫, ৩৭ঃ৯৮-৯৯;তাঁহার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ-২ঃ১২৬, অবিশ্বাসীগণের সংস্রব ত্যাগ- ৯ঃ১১৪, ৬০ঃ৫-৬; রাজার সহিত বিরোধ- ২ঃ২৫৯; তাঁহার দেশ ত্যাগ- ২১ঃ৭২; পবিত্র গৃহ পরিচ্ছন্ন রাখার আদেশ প্রাপ্তি- ২ঃ১২৬, ২২ঃ২৭; নিজ বংশকে আল্লাহ্‌র প্রতি অটল আনুগত্যের হিতোপদেশ- ২ঃ১৩৩, ৪৩ঃ২৯; তাঁহার বংশধরের উচ্চ মর্যাদা- ৩ঃ৩৪; দৃষ্টান্ত ও আদর্শ রূপে- ১৬ঃ১২১, ৬০ঃ৫; তওহীদে অবিচল বিশ্বাস- ৪৩ঃ২৮-২৯; আল্লাহ্‌র বন্ধু- ৪ঃ১২৬; ইসহাক্ ও ইয়াকুবকে আল্লাহ্‌র দান স্বরূপ প্রাপ্তি- ১৯ঃ৫০, ৬ঃ৮৫; তাঁহার পুত্র লাভের সংবাদ- ১৫ঃ৫৪-৫৭, ৫১ঃ২৯-৩১; তাঁহার প্রশংসা- ৩৭ঃ ১০৯; শরীয়াতের জ্ঞান প্রাপ্তি- ৬ঃ৭৬; আল্লাহ্‌র হেদায়াত প্রাপ্তি- ২১ঃ৫২, তাঁহার অতিথি পরায়ণতা- ১১ঃ৭০-৭৪, ১৫ঃ৫২-৬১, ৫১ঃ২৫-৩৫; তাঁহার প্রতিমা ধ্বংস- ২১ঃ৫৮-৬৮, ৩৭ঃ৯২-৯৭; তাঁহার পিতৃ পরিচয়- ৬ঃ৭৫; পুত্র ইসমাঈলসহ বংশের মধ্যে রসূল প্রেরণের দোয়া- ২ঃ১৩০; পুত্র ইসমাঈলকে সঙ্গে নিয়া কাবার পুনর্নির্মাণ সম্পাদন- ২ঃ১২৮; ও ইসমাঈল কর্তৃক মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সত্যতার সাক্ষ্য দান- ৯০ঃ৪; তাঁহার দ্বারা জাতীয় পুনর্জাগরণ-২ঃ২৬০-২৬১; তাঁহার জাতি ও মূর্তিপূজা- ২১ঃ৫৩; ২৬ঃ৭২; তাঁহার দ্বারা হজ্জব্রত প্রচলন- ২২ঃ২৮; লূত (আঃ)-এর জাতির জন্য সুপারিশ- ১১ঃ৭৫-৭৬; তাঁহার পিতার জন্য মাগফেরাতের দোয়া- ৯ঃ১১৪, ১৯ঃ৪৮; নিজের পুত্র প্রাপ্তির দোয়া গৃহীত- ৩৭ঃ১০১ ১০২; নিজের চিরস্মরণীয় হইয়া থাকার দোয়া- ২৬ঃ৮৫, মক্কার নিরাপত্তা ও উন্নতির জন্য দোয়া- ১৪ঃ৩৬, ৩৮; বংশধরগণের জন্য আল্লাহ্- ভক্তির দোয়া- ২ঃ১২৯; তাঁহার নবুওয়াত- ২ঃ১২৫, ১৩১, ১৬ঃ১২১-১২৩, ১৯ঃ৪২, ২১ঃ৭২-৭৪ ৩৮ঃ৪৬-৪৮, বংশধরগণের নবুওয়াত প্রাপ্তি- ২৯ঃ২৮, ৩৭ঃ১১৪, ৩৮ঃ৪৬-৪৮, ৫৭ঃ২৮; বংশধরগণের উত্থান-পতনের ইঙ্গিতবহ বাণী- ২ঃ২৬১; তাঁহার কাহিনী-১৯ঃ৪২-৫১, ২১ঃ৫৩-৭১; ২১ঃ৬৩-৭১, ২৬ঃ৭০-৯০, ৩৭ঃ৮৬-১১৪
ইচ্ছা ঃ এর স্বাধীনতা- ১৬ঃ৯৪, ১৮ঃ৩০
ইলিয়াস (আঃ) ঃ- তাঁহার পরিচয়- ৬ঃ৮৬
ইন্‌জীল ঃ ইহাতে মুসলমানদের বর্ণনা- ৪৮ঃ৩০, ইহার হেদায়াত- ৩ঃ৪, ইহার ভবিষ্যদ্বাণী- ৭ঃ১৫৮, ৬১ঃ৭ ।
ইব্‌লীস ঃ-তাহার সাথে আল্লাহ্‌র কথোপকথন- ৭ঃ১৩-১৯; তাহার পরিচয়- ২ঃ৩৫, ৭ঃ১২-১৯, ১৫ঃ৩১-৪২, ১৭ঃ৬২-৬৬, ১৮ঃ৫১, ২০ঃ১১৭; সে ফিরিশ্‌তার অন্তর্ভুক্ত ছিল না- ৬৬ঃ৭ (শয়তানও দ্রষ্টব্য)
ইদ্‌রীস (আঃ)- তাঁহার পরিচয়- ১৯ঃ৫৭
ইমরান ঃ- তাঁহার পরিচয়- ৩ঃ৩৪, ৩৬
ইসহাক (আঃ) ঃ নবী-২ঃ১৩৪, ১৩৭, ১৪১, ৪ঃ১৬৪, ৬ঃ৮৫, ১১ঃ৭২, ২১ঃ৭৩-৭৪
ইসমাঈল (আঃ)- তাঁহার বংশাবলীর উপর আশীর্বাদ-৩৭ঃ১১৪;তাঁহার পরিচয়-১৯ঃ৫৫-৫৬; তাঁহার ধৈর্য-২১ঃ ৮৬; তাঁহার বসতি স্থাপনের স্থান- ১৪ঃ৩৮; তাঁহার কুরবানী- ৩৭ঃ১০৩-১০৮; তাঁহার মর্যাদা- ১৯ঃ৫০; (ইব্‌রাহীম -আঃ-ও দ্রষ্টব্য)

ইসলাম ঃ উপকারের প্রতি উচ্চ মূল্য আরোপ- ২ঃ২২০; ইহার মূলনীতি- ২ঃ৪-৬; ও দান-খয়রাত- ১৮ঃ৮০, ঈমানের ক্ষেত্রে আপোষ করণ ব্যাপারে- ৩ঃ৬৫; সহজ পথ-২ঃ ১৮৬, ৫ঃ৭৭, ২২ঃ৭৯; ইহার শত্রু- ১১১ঃ২-৬; ইহার চির স্থায়িত্ব- ৫ঃ৯৮, ২৫ঃ৫৪; ইহাতে বল প্রয়োগ নাই- ২ঃ২৫৭ ১০ঃ১০০-১০২; ইহাতে বিবেকের স্বাধীনতা- ২ঃ২৫৭, ৮ঃ৪০; অপরাজেয়- ২২ঃ১৬; ইহাতে ন্যায়-বিচার- ৫ঃ৯; প্রচারমূলক ধর্ম- ৯ঃ১২২; এবং অন্যান্য ধর্ম- ৩ঃ৮৬, ২৫ঃ৫৪, ৩৫ঃ১৩; ইহার মতে বেহেশ্‌ত ও দোযখ- ১১ঃ১০৯; ইহাতে সর্বকালের সকল নবীগণের স্বীকৃতি- ২ঃ১৩৭ ৩ঃ৮৫; ইব্‌রাহীমের ধর্ম হিসাবে- ৬ঃ১৬২; ইহার বাস্তবায়নে পুরস্কার লাভ- ৪ঃ৭০; এবং ধার্মিকতা- ২২ঃ৩৩; ইহার উত্থান, পতন ও পুনরুত্থান- ৩২ঃ৬; ইহাতে নিরাপত্তা- ৩১ঃ২৩; ইহার তাৎপর্য- ২ঃ১১৩, ২ঃ২০৯, ৪ঃ১২৬, ৬ঃ১৬৩; পাপ মোচন সম্বন্ধে- ৬ঃ১২১; ইহাতে রাষ্ট্রদ্রোহীদের প্রতি ব্যবহার- ৫ঃ৩৫; ইহার বিজয়- ৯ঃ৩৩, ১৩ঃ৪২, ১৭ঃ৮২; ইহার বিশ্ব- জনীনতা ও সম্পূর্ণতা- ২ঃ২২, ৩ঃ২০-২১, ৩ঃ৯৭, ৫ঃ৪; ত্যাগীদের প্রতি সতর্ক বাণী- ২ঃ১০

ইসরাঈল ঃ দাউদ (আঃ)-এর রাজত্বকালে- ৩৮ঃ২৩; তাহাদের অস্থায়ী বসবাস- ৩৩ঃ৬২, ১৭ঃ১০৫; মুসলমান কর্তৃক অধিকার- ২১ঃ১০৬

ইসরাঈল জাতি ঃ কর্তৃক খোদা-দর্শন- ২ঃ ৫৬-৫৭, ৪ঃ১৫৪; বানর ও শূকরে পরিণত- ২ঃ৬৬, ৫ঃ৬১, ৭ঃ১৬৭; ভিত্তিহীন তথ্য- ২০ঃ৭৮; ও গোবৎসের পূজা- ২ঃ৫২, ২ঃ৯৪, ৪ঃ১৫৪, ৭ঃ১৪৯; ও মেঘরাশি- ২ঃ৫৮, ৭ঃ১৬১; ইহার সমন্বিত জীবন- ১০ঃ৮৮; তাহাদের উপর আল্লাহ্‌ ও রসূলগণের অভিশাপ-৫ঃ১৩-১৪, ৭৯, ১৭ঃ৬১, তাহাদের মুক্তি- ১০ঃ৮৬-৮৭, ২৮ঃ৬-৭; তাহাদের উপর ঐশী অনুগ্রহ- ২০ঃ৮১; ঐশী অভিসম্পাত- ৫ঃ৮০; তাহাদের জন্য পানির ব্যবস্থা- ২ঃ৬১, ৭ঃ১৬১; তাহাদের শত্রুতা ইসমাঈলী বংশের প্রতি-৫ঃ২৮; প্রতিশ্রুত দেশে প্রবেশ- ২ঃ২৪৪-২৪৫, ৫ঃ২৩, ২৫ঃ২৭; তাহাদের যুদ্ধ করা ২ঃ২৪৭; তাহাদের প্রতিমা-পূজা-৭ঃ ১৩৯-১৪১, ১৫১; ইসলামের প্রতি আহ্বান- ২ঃ৪২; তাহাদের মধ্যে বাদশাহাত ও নবুওয়াত-৫ঃ২১; এবং মান্না ও সালওয়া- ২ঃ৫৮; তাহাদের মিশর ত্যাগ- ২ঃ২৪৪; তাহাদের নৈতিক উত্তরাধিকার- ২ঃ ২৪৯; তাহাদের দ্বারা আল্লাহ্‌র বাণীর বিকৃতি সাধন- ২ঃ৮০; ফেরাউনের নৃশংসতা-১৪ঃ৭, ২৮ঃ ৫, প্রতিশ্রুত দেশ-২৬ঃ৬০; শাস্তি-২ঃ৮১, ১৭ঃ৫-৮; বিদ্রোহী জাতি- ২ঃ৬২; লোহিত সাগর-২ঃ৫১; অনুতাপ- ৭ঃ১৫০; তাহাদের প্যালেষ্টাইন পুনরাগমন-১৭ঃ১০৫; তাহাদের যন্ত্রণা- ২ঃ৫০, ৭ঃ১৪২; তাহাদের প্রতি সাবধান বাণী- ৫ঃ৭৮; বিজন ভূমিতে ২০ঃ৮১; রাজত্ব, নবুওয়াত, ধর্মগ্রন্থ, খাদ্য ও সম্মান দ্বারা ভূষিত করা হইয়াছিল-৪৫ঃ১৭; তাহাদের মধ্যে দ্বাদশ নবীর আগমন হইয়াছিল- ৫ঃ১৩ (ইহুদী জাতি দ্রষ্টব্য)।

ইয়াকুব ঃ- ২ঃ১৩৭, ১৪১, ১২ঃ৭, ১২ঃ৮৫, ১২ঃ৯৪-৯৭, ১২ঃ১০০; এবং ইউসুফের ভাগ্য- ১২ঃ১৪, ১২ঃ১৯, ১২ঃ৬৯, ১২ঃ৮৭-৮৮, ১২ঃ৯৭

ইহুদী জাতি ঃ তাহাদের দেশান্তর-৫৯ঃ৩-৬; চুক্তি-৩৩ঃ১৬; অভিশপ্ত- ১৭ঃ৬১; তাহাদের অবিশ্বাস- ৪ঃ১৫৪-১৫৭; আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ তাহাদের একচেটিয়া নয়-৫৭ঃ৩০; চিরস্থায়ী দুর্ভোগে নিপতিত-৩ঃ১১৩; ইসলামের শত্রু-৫ঃ৮৩; সুদ- ৪ঃ১৬২; তাহাদের ইহলৌকিক ভোগ বিলাস প্রিয়তা- ২ঃ৯৭; তাহাদের কু-মৎলব- ২ঃ১০৩; ২ঃ১০৯, ৯ঃ৩২; তাহাদের বিশ্বাসঘাতকতা- ৩৩ঃ২৭; ৩৩ঃ৬১-৬২; তাহাদের চিত্রায়ন- ৫ঃ১৩-১৪; তাহাদের উপর খৃষ্টানদের আধিপত্য- ৬১ঃ১৫; যুদ্ধকালীন সার্বিক ধ্বংস-নীতি এবং এই জাতি- ৫৯ঃ৩; মূসা (আঃ)-এর উপর মিথ্যা অপবাদ- ৬১ঃ৬; তাহাদের কৃপণতা-৫ঃ ৬৫; তাহাদের সীমালংঘন- ৪ঃ১৬১ (ইসরাঈল জাতিও দ্রষ্টব্য)

ইয়াহ্‌ইয়া (আঃ)- ৩ঃ৪০; অতুলনীয়- ১৯ঃ৪; গুণাবলী- ১৯ঃ১৩-১৪

ইউনুস (আঃ) ঃ- ৪ঃ১৬৪; আল্লাহ্‌র প্রতি অভিমান- ২১ঃ৮৮; নিনেভা হইতে পলায়ন- ৩৭ঃ১৪০, ১৪৯; তাঁহার পরিচয়- ১০ঃ৯৯; ধার্মিক নবী- ৬ঃ৮৭

ইউসুফ (আঃ) ঃ- ১২ঃ৭০-৮০; তাঁহার ভ্রাতৃগণ- ১২ঃ৬-২১, ১২ঃ৫৯, ৬৪-৭১, ১২ঃ৭৭, ১২ঃ৯০, ১২ঃ৯৩; রাজ কোষ-ব্যবস্থাপক- ১২ঃ৫৫-৫৬; তাঁহার নির্দোষিতা- ১২ঃ৫১-৫২; ও স্বপ্নের ব্যাখ্যা- ১২ঃ ৩৭-৩৮; রাজার স্বপ্ন ব্যাখ্যা- ১২ঃ৪৭-৫০; তাঁহার মহত্ব- ১২ঃ৩২-৩৪; পটিফারের স্ত্রী ও তিনি- ১২ঃ২৫; তাঁহার কারাবাস- ১২ঃ৩৬-৪০, ১২ঃ৪৩;

তাঁহার জীবনে নবী সুলভ সংকেত প্রাপ্তি-১২ঃ৯-১০, ১২ঃ৪৯, ১২ঃ১০৩; তাঁহাকে ক্রয় ১২ঃ২২; ইব্রাহীম (আঃ)-এর বংশ- ১২ঃ৭; তাঁহার অপরূপ সৌন্দর্য- ১২ঃ৩২; আল্লাহ্‌র একত্ব শিক্ষা দেন- ১২ঃ৪০-৪১; তাঁহার কাশ্‌ফ- ১২ঃ৫

ইসলামী রাষ্ট্র ঃ অমুসলমান রাষ্ট্রের সহিত জোঁট বাঁধা- ৩ঃ২৯-৩০; ইহার রাষ্ট্র প্রধান- ৩ঃ১৬০; ইহার কর্তব্য- ২০ঃ১২০;

ইতায়াত (আনুগত্য) ঃ আল্লাহ্‌র প্রতি- ৩ঃ৩২, ৩ঃ১৩৩, ৩ঃ১৭৩, ৪ঃ৬৫, ৪ঃ৮১; আইন সম্মত কর্তৃপক্ষের- ৪ঃ৬০; ইহার পুরস্কার- ৪ঃ৭০

ইয়া'জূজ-মা'জূজ'- তাহাদের পরিচয়-১৮ঃ৯৫, ১৮ঃ৯৮-১০০; তাহাদের বস্তুতান্ত্রিক উৎকর্ষ ও ধ্বংস-১৮ঃ৪১-৪৩, ৪৮-৪৯, ২১ঃ৯৭-৯৮; তাহাদের কারসাজির বিরুদ্ধে দোয়া- ২১ঃ১১৩; (খৃষ্টান জাতিও দ্রষ্টব্য)

ইয়ুশুয়া (আঃ) বা যশুয়া ঃ- ৫ঃ২৪

'ঈ'

ঈমান (বিশ্বাস) ঃ পরকালে- ২ঃ৫, ৬ঃ৯৩, ২৭ঃ৪, ৩১ঃ৫, ৭০ঃ২১; ইহার ভিত্তি- ১২ঃ১০৯, ২৫ঃ৭৪; ইহার উপাদানসমূহ- ২ঃ৬৩, ২ঃ২৮৬, ৫ঃ৭০, ১৩ঃ২২; আল্লাহ্‌র উপর ঈমান ও মানব প্রকৃতি- ৭ঃ১৭৩, ৫৭ঃ৯; এবং ঐশী বিধান পালন- ১০ঃ১০১; এবং কর্ম-৪ঃ১২৫, ৩০ঃ৩২, ৪০ঃ৪১, ৬১ঃ৩-৪; সকল নবীর উপর- ২ঃ৫, ২ঃ১৩৭, ২ঃ২৮৬, ২৯ঃ৪৭; এবং সৎকর্মের পুরস্কার- ২ঃ২৬, ২১ঃ৯৫; ইহার সাথে অবিশ্বাসের (কুফরীর) তুলনা- ১১ঃ২৫, ১৩,১৭, ৩৫ঃ২০-২৩, ৪০ঃ৫৯, ৬৭ঃ২৩; ঈমান ও বিবেক- ১০ঃ১০১; শেষ মুহূর্তের- ৪০ঃ৮৫-৮৬; উহার স্বাধীনতা- ২ঃ২৫৭, ৪ঃ৮১, ৮৮ঃ২২-২৩; ঈমান এবং নিকটাত্মীয়- ৯ঃ২৩-২৪; গোপন রাখা- ৪০ঃ২৯; ইহার উপাদান- ২ঃ১৩৭, ৩ঃ১৮০, ৪ঃ১৭১; ৭ঃ১৫৯; বৃদ্ধি পায়- ৩ঃ১৭৪, ইহার বিচার- ৬ঃ১১৭-১১৮; ইহার প্রতি খেলো ব্যবহার- ৪ঃ১৪১, ৬ঃ৬৯, ৭১; ইহার লক্ষণ- ২ঃ৪৬, ২ঃ২৮৬, ৪ঃ১৫১-১৫৩; পরিত্যাগ করা- ১৬ঃ১০৭, ১১১; আলোর উৎস- ২ঃ২৫৮

ঈসা (আঃ) (যীশু) ঃ পবিত্রকৃত ও সম্মানপ্রাপ্ত- ৩ঃ৪৬ তাঁহার আকাশে গমনের ধারণা খণ্ডন- ২ঃ৩৭; তাঁহার জন্ম- ৩ঃ৪৬, ৩ঃ৪৮, ৪ঃ১৫৭, ৪ঃ১৭২, ১৯ঃ১৯-২৬; তাঁহার ক্রুশ বিদ্ধ হওয়া-২ঃ৭৩-৭৪,৩ঃ৫৫, ৪ঃ১৫৮-১৬০, ৫-১১১; তাঁহার নির্দিষ্ট নাম- ১৯ঃ৩৫; তাঁহার উলূহীয়্যত বা ঈশ্বরত্ব- ৩ঃ৩, ৩ঃ৭, ৫ঃ১৮, ৫ঃ৭৬-৭৭, ২১ঃ২২, ৪৩ঃ১৬, ৪৩ঃ৮২; তাঁহাকে উচ্চ মর্যাদা প্রদান- ৪ঃ১৫৯; তাঁহার আগমনে পূর্বের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইল- ৩ঃ৫১, ৫ঃ৪৭; মানব বই আর কিছু নহেন- ১৯ঃ১৬; তাঁহার মাতা মরিয়মের নিষ্কলুষতা- ১৯ঃ৩০-৩১; তাঁহার সাহাবীদের অনুপ্রেরণা- ৫ঃ১১২; 'কালালা' হিসাবে- ৪ঃ১৭৭; তাঁহার কাশ্মীরে আগমন- ২৩ঃ৫১; তাঁহার তওরাতের জ্ঞান- ৩ঃ৪৯; তাঁহার মো'জেযা- ৩ঃ৫০, ৫ঃ১১১, ১৯ঃ৩৩; তাঁহার আগমনের উদ্দেশ্য- ৩ঃ৫০-৫১; তাঁহার স্বাভাবিক মৃত্যু- ৩ঃ৫৬, ৩ঃ১৪৫, ৫ঃ৭৬, ৫ঃ১১৭-১২০, ৭ঃ২৬; তাঁহার কর্তব্য ও দায়িত্ব- ১৯ঃ৩২-৩৩; তাঁহার দোয়া- ৫ঃ১১৫; তাঁহার দ্বিতীয় আগমন- ৪৩ঃ৫৮-৫৯; আল্লাহ্‌র বান্দারূপে- ৪ঃ১৭৩; প্রতিশ্রুত সময়ের চিহ্নরূপে- ৪৩ঃ৬২; আদমের সমতুল্য- ৩ঃ৬০; আল্লাহ্‌র পুত্র- ১৯ঃ৩৬, ১৯ঃ৯১-৯৪, ২৩ঃ৯২; দোলনায় ও পরিণত বয়সে তাঁহার বাক্যাবলী- ৩ঃ৪৭; ১৯ঃ৩০-৩৪; তাঁহার পবিত্র আত্মা- ২ঃ৮৮, ২ঃ৫৪; তাঁহার দ্বারা আল্লাহ্‌র একত্বের স্বীকৃতি- ৩ঃ৫২ ৫ঃ১১৮

'উ'

উত্তরাধিকার ঃ ইসলামী আইন- ২ঃ১৮১-১৮৩ ৪ঃ৮-১৪, ৩৩ঃ৭; 'কালাল'র- ৪ঃ১৭৭

উলূহীয়্যত (ঈশ্বরত্ব) ঃ পরীক্ষা- ১০ঃ৩৫-৩৭

উপাস্য ঃ কৃত্রিম হইলেও তাহাদিগকে গালমন্দ না করা- ৬ঃ১০৯

উপ-পত্নী প্রথা ঃ নিষিদ্ধ- ৪ঃ২৫, ৪ঃ২৬; ৫ঃ৬

উহুদ ঃ এর যুদ্ধ- ৩ঃ১২২, ১২৫-১২৭, ৩ঃ১৪১, ৩ঃ১৫৩-১৫৫, ৩ঃ১৬২, ৩ঃ১৬৮

উইল (ওসীয়্যত) ঃ এর পরিবর্তন- ২ঃ১৮১-১৮৩; (ওসীয়্যত দেখুন)
উযায়ের ঃ আল্লাহ্‌র পুত্র- ৯ঃ৩০
উল্কাপাত ঃ ১৫ঃ১৯-২০

'ঋ'

ঋণ ঃ পরিশোধ- ৪ঃ১৩; ইহার লিখিত চুক্তি- ২ঃ২৮৩-২৮৪; পরিশোধের জন্য সময় দান- ২ঃ২৮১;
ঋতুস্রাব ঃ ২ঃ২২৩

'এ'

এলিষা (আঃ) ঃ তাঁহার পরিচয়- ৬ঃ৮৭
এতীম ঃ এর সাথে বিবাহ- ৪ঃ৪; ৪ঃ১২৮; তাহাদের সম্পত্তি- ৪ঃ৩, ৪ঃ৭, ৪ঃ১১, ১৭ঃ৩৫; তাহাদের মঙ্গল সাধন- ২ঃ২২১

'ও'

ওহী-ইলহাম ঃ এর ধারাবাহিকতা- ৭ঃ১৪৯; ৩৫ঃ২৮, ৪৩ঃ১২; ইহার অবতরণ- ২ঃ৯৮; ইহার ফল- ৬ঃ১০০, ৭ঃ৫৯, ১০ঃ৩; ইহার প্রকার ভেদ- ১৬ঃ৬৯-৭০, ৪২ঃ৫২; ইহার পূর্ণাঙ্গ বিধান- ৮৭ঃ২, ৫ঃ৬; ও নবীগণ ৪ঃ১৬৪-১৬৫ ৭২ঃ২৭-২৯
ওযু ও তৈয়ম্মম ঃ নামাযের পূর্বে- ৪ঃ৪৪, ৫ঃ৭; (তৈয়ম্মমও দ্রষ্টব্য)
ওসীয়্যত ঃ এর পরিবর্তন- ২ঃ১৮১-১৮৩; ইহার দাবী সর্বপ্রথম আদায় করা- ৪ঃ১২-১৩; আদায়ের পুরস্কার- ৪ঃ১৪; অনাদায়ের শাস্তি- ৪ঃ১৫; (উইলও দ্রষ্টব্য)

'ক'

কৃত-দাসী ঃ বিশ্বাসী এবং মোশরেক- ২ঃ২২২; তাহার যৌন অপরাধের শাস্তি- ৪ঃ২৬, তাহার মর্যাদা ও বিবাহ ৪ঃ৪
কিতাব ঃ আল্লাহ্‌ কর্তৃক প্রেরিত হওয়ার চিহ্নসমূহ- ১৪ঃ২৫-২৭; কুরআন ও তওরাতের মধ্যবর্তীকালে শরীয়াত নাই- ৪৬ঃ১৩,৩১
কাশফ (দিব্য-দর্শন) ঃ এর ভুল ব্যাখ্যা- ৪৮ঃ২৮; এর তীক্ষ্ণতা বৃদ্ধি- ৫০ঃ২৩
কাফেরগণ (অস্বীকারকারী) ঃ এর কলহ-প্রিয়তা- ২৯ঃ১৩-১৪; তাহাদের সৎপথ গ্রহণে অনীহা- ৪১ঃ৬; ইসলামের প্রতি তাহাদের মনোভঙ্গি- ৬ঃ১২৬; তাহাদের অন্ধত্ব ও বধিরত্ব- ২ঃ১৭২, ১১ঃ২৫, ১৭ঃ৭৩, তাহাদের ত্রাস- ৩৯ঃ২৫, ৪২ঃ২৩; এবং নবুওয়াতের ধারাবাহিকতা- ৪০ঃ৩৫; তাহাদের চোখে ও কানে পর্দা- ১৭ঃ৪৭; তাহাদের পতন- ১৫ঃ১৫-১৬; তাহাদের পরাজয়- ১২ঃ১১১, ১৬ঃ৩৪-৩৬; তাহাদের মিথ্যা নিরাপত্তাবোধ- ৫২ঃ৪৫; তাহাদিগকে পরকালে দয়া দেখানো হবে না- ৪১ঃ২৫-২৬; তাহাদের কাজের ব্যর্থতা- ৭ঃ৯-১০, ৪৭ঃ২, ৪৭ঃ৯-১০; তাহাদের নৈরাশ্য- ৩৪ঃ৩৯; ধর্মের ক্ষতি সাধনে তাহারা অসমর্থ- ৬ঃ২২; তাহাদের অপমান- ১৬ঃ২৮-২৯, ৪০; নবীগণের উপর তাহাদের দোষারোপ- ১০ঃ৭৭; কুরআনের সমতুল্য কিতাব আনিতে অসামর্থ্য- ২ঃ২৪, ৮ঃ৩২, ১০ঃ৩৯, ১১ঃ১৪-১৫; পশুতুল্য- ১১ঃ১০৭, ৪৭ঃ১৩; তাহাদের চিহ্নাবলী- ৪ঃ১৫১-১৫৩, ৭ঃ৪৬, ৫২; ঐশী আহ্বানের প্রতি তাহাদের উদাসীনতা ও বিস্মৃতি- ৩৬ঃ৫৩; তাহাদের বুঝিবার অনুভূতি- ১০ঃ৪৪, সব কিছুতেই মন্দ দেখিতে অভ্যস্ত- ১০ঃ৩; তাহাদের পূর্ব ধারণা ও কুসংস্কার- ৩৬ঃ৯-১১; তাহাদের শাস্তি- ৬ঃ৪৩-৪৮, ৭ঃ৪১, ১১ঃ২০-২৩, ২৫ঃ১২-১৫, ২৯ঃ৫৪-৫৫, ৪৬ঃ২১; তাহাদের সত্যের অস্বীকৃতি- ১১ঃ৬, ৪১ঃ২৭; তাহারা ইন্দ্রিয়ের দাস- ১৬ঃ৭৬; তাহাদের মানসিক অবস্থা- ৫০ঃ২৮; তাহারা নিজেদেরকেই শ্রেষ্ঠ মনে করে- ২৩ঃ২৫; তাহাদের যন্ত্রণা- ১৭ঃ৯৮; তাহাদের সীমালংঘন- ১৮ঃ৫৮; আফসোস করে, যদি মুসলমান হইতাম- ১৫ঃ৩; নিজেদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে- ৩৬ঃ৬৬

কেয়ামত ঃ এর স্বপক্ষে যুক্তি- ৩৬ঃ৭৮-৮৩, ৪ঃ৮৮, ২০ঃ১৬, ৭০ঃ৪৪, ৯৫ঃ৮; কেয়ামতে অবিশ্বাসীদের দুর্ভাগ্য- ৫২ঃ১০-১৭; পরিত্রাণ- ২ঃ২৫; ইহার তাৎপর্য- ৬ঃ৪১-৪২
কা'ব ঃ আশরাফের পুত্র- ২ঃ৭৪; (টীকা ১১০-ক)
কা'ব ঃ মালিকের পুত্র- ৯ঃ১০৬
কারুন ঃ -এর ধ্বংস- ২৮ঃ৭৭-৮৩, ২৯ঃ৪০
কর্ম ঃ **(আমল)** এর ফল-৫ঃ৬, ৩৫ঃ৯, ৫৪ঃ৫৩, ৯৯ঃ৮; বিশ্বাস ও কর্ম-১৬ঃ৯৮, ১৭ঃ২০; ইহার সংরক্ষণ নথি- ৩৬ঃ১৩, ৪৫ঃ৩০; ৮২ঃ ১১-১৩; ইহার প্রতিদান- ৩ঃ১৯৬, ৪ঃ৪১, ৩৪ঃ ৩-৬, ৪৬ঃ২০, ৪৭ঃ৫; ইহার পুরস্কার- ৬ঃ১৬১; ২৮ঃ৮৫, ৫৩ঃ ৪০; ইহার ওজন ও পরিমাপ-৭ঃ৯, ১০১ঃ ৭-১০
কা'বা ঃ এর প্রাচীনত্ব-২ঃ ১২৮, ৩ঃ৯৭, ১৪ঃ৩৮, ২২ঃ৩০; আদম (আঃ) কর্তৃক ইহার নির্মাণ-২২ঃ২৭ ইবাদতের কেন্দ্রস্থল-২ঃ ১২৬, ২ঃ১৪৩ ৩ঃ৯৮; ইহার প্রদক্ষিণ- ৪৮ঃ২৭-২৮; ইহাতে অপবিত্রদের প্রবেশ নিষেধ- ৯ঃ২৮, ২২ঃ৩০; ইহার উচ্চ মর্যাদা-২২ঃ২৭; ইহার উপর আক্রমণ-১০৫ঃ২-৬, ইহার অপরাজেয়তা-২ঃ১২৬, ১৫১; ইহার পবিত্র করণ-২২ঃ২৭; ইহা কেবলা রূপে-২ঃ১৪৫; ইহার পুনর্নির্মাণ-২ঃ১২৮; ইহার পবিত্রতা-৫ঃ৩; ৫ঃ৯৮, ২২ঃ২৭, ২৯ঃ৬৮, ৫২ঃ৫; ইহার খেদমত-৯ঃ১৯-২২, (মক্কা দেখুন)
কাব্য ঃ এবং নবীগণ-২৬ঃ ২২৫-২২৮, ৩৬ঃ৭০
কাদিয়ান ঃ এ বেহেশ্‌তি মকবেরা-৩৬ঃ২৭
কিবলা ঃ এর পরিবর্তন-২ঃ১৪৩-১৪৬
কুরায়শ ঃ এর পূর্ব পুরুষগণ-১০৬ঃ২, তাহাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ-১০৬ঃ ৩-৪
কুরআন ঃএ সাংকেতিক অক্ষর (হুরূফে মুকাত্তায়াত- ২ঃ২; এবং মনসুখ (রদকরণ)- ২ঃ১০৭; সময় সম্পর্কিত অসামঞ্জস্যতা এবং -৩ঃ৩৬ (টীকা-৪০০); ইহার প্রতি ঔদাসীন্য-২৫ঃ৩১; ইহার বিন্যাস- ১৭ঃ১০৭; জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় সত্যসমূহ -৫১ঃ৮-৯; ইহার আয়াতসমূহের শ্রেণী-৩ঃ৮, ১১ঃ২; ইহার একত্রীকরণ--৭৫ঃ১৮; ইহার ব্যাপকতা- ১৭ঃ৯০,২১ঃ৫১,৯৮ঃ৪, ইহাতে পরস্পর বিরোধিতা নাই-৪ঃ৮৩; ইহার সমালোচনা-১২ঃ৫০; ঐশী গুণাবলী-১১২ঃ২-৫; ইহার বিলুপ্তি-১৭ঃ৮৭; ইহার সক্ষিপ্তসার- ১ঃ১-৭; ইহা তুলনাবিহীন-২ঃ২৪, ৮ঃ৩২, ১০ঃ৩৮-৪০, ১১ঃ১৪-১৫; ইহার উচ্চ মর্যাদা-২১ঃ২৫, ৮০ঃ১৪-১৮; আল্লাহ্‌র দান স্বরূপ-৫৫ঃ২৩; ঐশীভাবে ইহার রক্ষণাবেক্ষণ- ১৮ঃ৩, ১৫ঃ১০, ১৮-১৯; ২৬ঃ১৯৩-১৯৮; ৫৬ঃ৭৯; অজ্ঞাত বিষয়ের জ্ঞান দান করে-২ঃ১৫২; চির সত্যের আধার-১১ঃ২; ইহার বিন্যাস ঐশীভাবে- ২৫ঃ৩৩, ৭৫ঃ১৮; ইহার আয়াতসমূহ পরস্পর সহায়ক-৩৯ঃ২৪; মুসলমানের কুরআন ত্যাগ-২৫ঃ৩১; ইহা ইতিহাসঃ ইব্‌রাহীম (আঃ)-এর-১৯ঃ৪২; ইসমাঈল (আঃ)-এর-১৯ঃ৫৫; হযরত মরিয়মের-১৯ঃ১৭; মূসা (আঃ)-এর ১৯ঃ৫২; মহানবী (সাঃ) এর-৮৭ঃ ৭-৮; ইহার রচনায় মানুষের সাহায্য- ১৬ঃ১০৪, ২৬ঃ২১২-২১৩; সম্মানের উৎসরূপে ২১ঃ২৫, ৪৩ঃ৪৫; সকল বিষয়ের উৎস-১৫ঃ২২; আল্লাহ্‌র রহমত স্বরূপ-২৯ঃ৫১-৫২; ইহা গ্রন্থের মাতা-৪৩ঃ৫; ইহাতে ব্যবহৃত কসম- ৫২ঃ২৬; হিতোপদেশ পূর্ণ ছোট গল্পাদি-২ঃ১৮, ১৩ঃ১৮, পবিত্র বৃক্ষ রূপে, ১৪ঃ২৫-২৬; ১৬ঃ৭৬, ১৬ঃ১১৩, ১৭ঃ১৩, ২৪ঃ৪১, ইহার পরিপূর্ণতা- ৫ঃ৪,৬ঃ১৫৬,১৪ঃ২৫-২৬, ১৫-২ ৩৯ঃ২৪,২৮, ৭৩ঃ৬; ভবিষ্যদ্বাণী-১০১ঃ২-৯; ইহার পঠন নিয়ম ও আদব-১৬ঃ৯৯ ৭ঃ২০৫; ইহার অবতরণ কাল-২ঃ১৮৬; অবতরণ শাব্দিকভাবে-২৬ঃ ১৯৪-১৯৫, ২৭ঃ৭; ক্রমশঃ খণ্ড খণ্ড রূপে অবতরণ-২৫ঃ৩৩, ৭৬ঃ ২৪; সৌভাগ্য রজনীতে অবতীর্ণ ৪৪ঃ৪-৫; ৯৮ঃ২-৬; ইহাতে বিজ্ঞান-২১ঃ৩১-৩২, ২৪ঃ২৫, ৪১ঃ৪৩; অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ-৫ঃ৪৯; আধ্যাত্মিক ব্যাধি- ১০ঃ ৫৮; বিজয়-১৩ঃ৩২; মর্ম উদ্‌ঘাটন-৫৬ঃ৮০; বিশ্বজনীনতা-২৬ঃ১৯৩, ৩৮ঃ৩০, ৪৫ঃ২১; ইহার বিজ্ঞতা-৪ঃ১৬৭, ৬ঃ৯২-৯৩; ১০ঃ২, ১০ঃ৫৮, ১১ঃ২, ১৫ঃ২, ২১ঃ৫১, ২৩ঃ৬৩, ২৫ঃ২, ৩১ঃ৩-৪, ৩৬ঃ৩
কুরবানী ঃ ইসমাঈল (আঃ)-এর ৩৭ঃ১০৩
কুৎসা রটনা ঃ এর প্রতিফল-২৪ঃ২২, ১০৪ঃ২; ইহার শাস্তি-২৪ঃ৫-৬, ২৪ঃ২০;স্বামী স্ত্রীর-২৪ঃ৭-৯; কুৎসা রটনাকারীর

কথা শোনাও নিষেধ- ৬৮ঃ১১-১৪; নিষিদ্ধ কাজ-৪৯ঃ১৩
কৃত-দাস ঃ এর বিলোপ সাধন-২৪ঃ৩৪, ৪৭ঃ৫
কৃতকার্যতা ঃ এর নিয়মপদ্ধতি-২ঃ১৪৯, ২ঃ১৫৪, ৩ঃ২০১, ৮ঃ৩০, ১৩ঃ১৫
কৃপণতা ঃ এর শাস্তি পরকালে-৯ঃ৩৯, ৪৭ঃ৩৯,
ক্রুশারোহণ ঃ যীশুর (ঈসা আঃ)-৪ঃ১৫৮, মূসার সময়ে-৭ঃ১২৫ (ঈসা-আঃ-বা যীশু দেখুন)

'খ'

খৃষ্টান ঃ এর সাথে আল্লাহ্‌র চুক্তি-৫ঃ ১৫-১৬; তাহাদের উন্নতি- ১৮ঃ১০৫; তাহাদের জাগরণ- ১৮ঃ ২০-২১; তাহাদের প্রতি মুবাহালার আহ্বান-৩ঃ৬২, তাহাদের দ্বারা ঈসা (আঃ)-এর উপাসনা-৪ঃ১৭২, ৯ঃ৩০; তাহারা ইয়া'জূজ মা'জূজ-১৮ঃ১১১; তাহাদের মধ্যে যাহারা ভাল-৫ঃ ৮৪; তাহাদের প্রতি দাওয়াত- ৩ঃ৬৫; তাহাদের চক্রান্ত-৯ঃ৩২; তাহাদের পার্থিব উন্নতি ও প্রতিপত্তি এবং তাহাদের ধ্বংস-১৮ঃ ১৯, ৩৩, ৪১ঃ৪৩; তাহাদের পার্থিব উন্নতির যুগ ২০ঃ১০৩-১০৪; তাহাদের উপর অত্যাচার- ১৮ঃ১০; তাহাদের ধ্বংস সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী-১৮ঃ৯, ১৯ঃ৪১; তাহাদের শুভদিন- ৫ঃ১১৩-১১৫; তাহাদের ভাগ্যে শাস্তি রহিয়াছে-৩ঃ১৯৭ - ১৯৮, ৫ঃ১১৬; তাহাদের উত্থান ও পতন-১৮ঃ১৯ ১৮ঃ৩৩-৩৪, তাহাদের পরিত্রাণ-২ঃ৬৩; সৃষ্টির রহস্য-১৮ঃ১১০
মুসলমানদের প্রতি তাহাদের বিদ্রূপ-১৮ঃ৩৫; তাহাদের দুইটি দল-১৮ঃ১৩; খৃষ্টান এবং যুদ্ধ-বিগ্রহ-১৮ঃ৫৪; তাহাদের সাবধান করা হইয়াছে-১৮ঃ৫, ১৯ঃ৯৯, ২০ঃ১০৩-১০৮
খাদ্য ঃ হালাল ও হারাম- ২ঃ১৬৯, ২ঃ১৭৩-১৭৪, ৫ঃ২, ৫-৬, ৫ঃ৮৮-৮৯, ৫ঃ৯৪, ৬ঃ১১৯-১২০, ১২২, ৬ঃ১৪৩-১৪৭, ৭ঃ৩৩; খাদ্য ও মানুষের কর্ম-৭ঃ৩২, ১৬-১১৬-১১৯, ২৩ঃ৫২; ইহার পর্যাপ্ততা- ৪১ঃ১১
খয়বর ঃ এর অভিযান- ৪৮ঃ১৬, ৪৮ঃ১৯-২০
খাওলা ঃ ও 'যিহার' প্রথা- ৫৮ঃ২-৬
খেলাফত ঃ ও পরামর্শ-৩ঃ১৬০, ইহার সম্বন্ধে আল্লাহ্‌র ওয়াদা- ২৪ঃ৫৬
খোলা (স্বামীকে স্ত্রী কর্তৃক তালাক দান) ঃ ২ঃ২৩০
খুন ঃ এর ভয়াবহ জঘন্যতা- ৫ঃ৩৩, ৬ঃ১৫২
খন্দক (পরিখা) ঃ এর যুদ্ধ এবং কপটের দল- ৩৩ঃ১১, ১৪ঃ১৫, ৩৩ঃ২০-২১; তাৎপর্য- ৩৩ঃ১০, ৩৩ঃ২৬

'গ'

গুহার অধিবাসীগণ (আসহাবে কাহ্‌ফ) ঃ ১৮ঃ১০, ১৮ঃ১২-১৭, ১৮ঃ১৯;
গীর্জা নির্মাণ-১৮ঃ২২; তাহাদের সংখ্যা- ১৮ঃ২৩; তাহাদের উপর অত্যাচার- ১৮ঃ২৬, অবস্থিতি স্থান- ১৮ঃ১৮ (খৃষ্টান দেখুন)।
গুজব ঃ ছড়ানো নিষেধ- ৪৯ঃ৭
গনিমতের মাল (যুদ্ধে অর্জিত সম্পদ) ঃ এর বন্টন- ৮ঃ৮২, ৫৯ঃ৮-৯
জ্ঞান ঃ এর অন্বেষণ- ৯ঃ১২২; ভবিষ্যদ্বক্তা- ৭২ঃ৯-১৩; ইহার মূল্য- ২ঃ২৭০
গোপন বিষয় ঃ প্রকাশ করা- ৬৬ঃ৪

'ঘ'

ঘুষ ঃ ঘৃণিত কাজ- ২ঃ১৮৯

'চ'

চুক্তি ঃ মোনাফেকদের (কপটদের)- ২ঃ৯-২১; ইহার লিখন- ২ঃ২৮৩
চাঁদা (দান) ঃ হালাল ও ভাল জিনিষ দান- ২ঃ২৬৮, ৩ঃ৯৩ উন্নতি আনয়ন করে- ২ঃ৪-৬ন্ত বহুগুণ বৃদ্ধি পায়- ২ঃ২৪৬,

২৬২, ২৭৩; দানে কার্পণ্য- ৩ঃ১৮১-১৮২; আল্লাহ্‌র পথে দান- ২ঃ২২০
চন্দ্র ঃ এর বিভক্তি- ৫৪ঃ২, চন্দ্র-সূর্যের গ্রহণ- ৭৫ঃ৯-১০
চুরি ঃ এর শাস্তি- ৫ঃ৩৯

'জ'

জওয়াবদিহিতা ঃ মানুষের কাজকর্ম ও চিন্তাধারার- ২ঃ২৮৫, ৬ঃ৬৩, ২১ঃ৪৮, ৬৪ঃ৫,৮; ৬৮ঃ৪০, ৯৯ঃ৮-৯; ব্যক্তিগত ধরণের- ২ঃ১৪০, ১০ঃ৪২, ৪২ঃ১৬; নবীগণ ও উম্মতগণের- ৭ঃ৭
জন্মনিরোধ ঃ নিষিদ্ধ- ৬ঃ১৫২, ১৭ঃ৩২
জিব্‌রাঈল ঃ প্রধান ফিরিশ্‌তা- ২ঃ৯৮
জুয়া খেলা ঃ ২ঃ২২০, ৫ঃ৯১-৯২
জিহাদ (ইসলামী যুদ্ধ) ঃ রোমান ও পারস্য সাম্রাজ্যের সহিত- ৪৮ঃ১৭, ইহার শর্তাবলী-২ঃ১৯১-১৯৪, ৪ঃ৭৬, ৯১, ৮ঃ৬২, ৯ঃ৮-১৩; আত্মরক্ষামূলক- ২২ঃ৪০; ইহাতে অংশগ্রহণ হইতে অব্যাহতি- ৯ঃ৯১-৯২; জিহাদে শহীদ- ২ঃ১৫৫, ৩ঃ১৭০; ইহার অর্থ- ২৯ঃ৭, ২৯ঃ৭০, ৬৬ঃ১০; ইহার জন্য আর্থিক চাঁদা- ৮ঃ৭৩; ইহার লক্ষ্য- ২ঃ২৫২, ৫ঃ৩৪-৩৫; জিহাদ এবং ইসলাম প্রচার- ২ঃ২৫৭, ৬ঃ১০৫-১০৯; ৯ঃ৬; জিহাদ-লব্ধ মালামাল- ৮ঃ২, ৮ঃ৪২; জিহাদ এবং কুরআন- ২৫ঃ৫৩; জিহাদের মর্মকথা- ২২ঃ৩৯-৪০, ২২ঃ৭৯,
জালুত ঃ ২ঃ২৫১-২৫২
জেরুযালেম ঃ এর ধ্বংস ও পুনস্থাপন- ২ঃ২৬০; সোলায়মান (আঃ)-এর উপাসনালয়- ১৭ঃ২
জিন্ ঃ এর পূজা- ৬ঃ১০১; তাহাদের অগ্নি স্বভাব (গরম মেজায)- ১৫ঃ২৮; তাহারাও মানুষ- ৪৬ঃ৩০-৩১, ৭২ঃ২-৭; তাৎপর্য- ৬ঃ১১৩, ৬ঃ১২৯
জিযিয়া ঃ সংগ্রহ- ৯ঃ২৯
জুদি (জুদি পাহাড়) ঃ এ নূহ (আঃ)-এর নৌকা ভিড়িল- ১১ঃ৪৫
জীবন ঃ পানির উপর নির্ভরশীল- ২১ঃ৩১, ৬৭ঃ৩১; ইহার উপমা- ১৮ঃ৪৬-৪৭; ইহার অস্থায়ীত্ব- ২১ঃ৩৬; ৪৬ঃ৩৬; ইহার অসারতা- ২৩ঃ১১৪-১১৫; গ্রহ-নক্ষত্রে জীবন- ৪২ঃ৩০
জাতিগণ ঃ এর হিসাব নিকাশ- ৩৮ঃ৫৪; তাহাদের উত্থান-পতন- ১০ঃ২৫; ১১ঃ১০২, ১৪ঃ২২, ২৯ঃ২১, ২৯ঃ২৫, ৩১ঃ৩০, ৩৫ঃ১০, ৩৬ঃ৬৯, ৭০ঃ৪২, ৯০ঃ১৪-১৮
জাতীয় উন্নতি ঃ এর উপায়- ২ঃ২৪৫-২৪৬, ২ঃ২৬২, ২ঃ২৭০, ৩ঃ১৪০, ১৩ঃ১২, ৮ঃ৫৪; ইহার নিয়ম- ৩ঃ২৭-২৮, ১৮ঃ৯৭ ।
জাতিপুঞ্জ ঃ এর নীতিমালা- ৪৯ঃ১০

'ত'

তওবা ঃ (অনুতাপ দ্রষ্টব্য)
তীর ঃ দ্বারা অদৃষ্ট পরীক্ষা- ৫ঃ৪, ৫ঃ৯১
তকদীর ঃ (অদৃষ্টবাদ দেখুন)
তবলীগ ঃ আল্লাহ্‌'র দেওয়া জ্ঞানের প্রচার অবশ্য কর্তব্য- ৫ঃ৬৮, ৯৩ (প্রচার দ্রষ্টব্য)
তাবুক ঃ এর অভিযান- ৯ঃ৩৮, ৪২
তালুত (গিদিওন) ঃ এর পরিচয়- ২ঃ২৪৮; কর্তৃক জালুতকে হত্যা- ২ঃ২৫২
তৈয়ম্মুম ঃ ৪ঃ৪৪, ৫ঃ৭ (ওযূও দ্রষ্টব্য)
তওরাত ঃ ইহুদীদের জন্য পথ-নির্দেশ- ৫ঃ৪৫, ৬ঃ১৫৫; ইহার অনুসারীদের প্রতি আহ্বান- ৫ঃ৬৬-৬৭, ৫ঃ১৬, ৫ঃ২০; তওরাত এবং মুসলমান- ৪৮ঃ৩০; এই গ্রন্থে মহানবী (সাঃ)-এর আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী- ৪৫ঃ১৮-১৯;

তওরাত ও কুরআন- ৫ঃ৪৪-৪৬; ইহার প্রত্যাদেশ- ৩ঃ৪
তত্ত্বাবধানে ন্যস্ত সম্পদ ঃ এর ব্যবহার ২ঃ২৮৪
ত্রিত্ববাদ ঃ এর খন্ডন- ৪ঃ১৭২, ৫ঃ৭৪

'দ'

দানপত্র ও দাতব্য বিষয়াদি ঃ ২ঃ১৮১
দৈব-বিপদ (আযাব) ঃ পূর্ব ঘোষিত- ১৭ঃ৫৯; ইহার সম্বন্ধে আল্লাহ্‌র নিয়ম- ৬ঃ১৩২, ৭ঃ৯৫, ৮ঃ৩৪, ২৬ঃ২০৯
দান-খয়রাত ঃ পবিত্র রসূল (সাঃ)-এর কাছে পরামর্শ (শোরা) চাহিবার পূর্বে- ৫৮ঃ১৩-১৪; ইহা কাহাকেও দরিদ্র করে না- ২ঃ২৬৯; গোপনে ও প্রকাশ্যে- ২ঃ২৭২, ২৭৫; ইহার প্রতিফল ও ইহার হকদার- ২ঃ২৭৩, ২৭৪; খোঁটা দিয়া কষ্ট দেওয়া- ২ঃ২৬৩-২৬৮, দান-খয়রাত বৃদ্ধি ও সুদ বিলুপ্তির ভবিষ্যদ্বাণী- ২ঃ২৭৭ (চাঁদা দ্রষ্টব্য)।
দাউদ (আঃ) ঃ তাঁহাকে মারার চেষ্টা- ৩৮ঃ২২-২৫; তাঁহার উপর আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ-২ঃ২৫২, ৪ঃ১৬৪; দাউদ ও ঈসা (আঃ) কর্তৃক ইহুদী (ইস্‌রাঈল) জাতির উপর অভিশাপ দান- ৫ঃ৭৯; তাঁহার নীতি-২১ঃ৭৯, তাঁহার ক্ষমতা ও সম্মান- ২১ঃ৮০-৮১; ২৭ঃ১৬, ৩৪ঃ১১-১২, ৩৮ঃ১৮-২১; নূহের বংশ- ৬ঃ৮৫; তাঁহার দোষ স্খালন - ৩৮ঃ২৬
দজ্জাল ঃ এর পরিচয়- ১৮ঃ১১১ (টীকা); শাস্তির সময়- ২২ঃ৪৮ (টীকা)
দ্বৈতবাদ ঃ প্রমাণিত হয় না- ৪ঃ৭৯, ৬ঃ২২
দোযখ ঃ এবং মো'মেনগণ-১৯ঃ৭২, ২১ঃ১০২-১০৩; ইহা চিরস্থায়ী নহে- ২ঃ৪০, ১১ঃ১০৭-১০৮, ২১ঃ৪৮; ইহার ইন্ধন- ২ঃ২৫; ইহার বাসিন্দাগণ-২ঃ১৬৮; ইহার শাস্তি-৪ঃ৫৭ ইহার তর্জন-গর্জন ও রোষ-১১ঃ১০৭; ইহাতে ঘৃণিত হীন অবস্থা-১৩ঃ১৯, যে সব কাজ মানুষকে দোযখে নিক্ষেপ করে- ৭৪ঃ৪৩-৪৯
দর্শন শাস্ত্র ঃ এবং সত্য -৩৬ঃ৫ (টীকা)

'ধ'

ধর্ম-ত্যাগ (মুরতাদ) ঃ অনুতাপ দ্বারা ক্ষমা লাভ-৩ঃ৯০-৯১; ইহাতে ধর্ম ক্ষতিগ্রস্ত হয় না- ৩ঃ১৪৫; ৫ঃ৫৫; ইহার শাস্তি- ২ঃ২১৮, ৩ঃ৮৭-৮৯: ৪ঃ১৩৮, ১৬ঃ১০৭

'ন'

নৌকা ঃ নূহ (আঃ)-এর- ৭ঃ৬৫, ১০ঃ৭৪, ১১ঃ৩৮-৩৯, ২৩ঃ২৮
নরহত্যা ঃ ৪ঃ৯৩-৯৪
ন্যায় ঃ এর প্রতিষ্ঠা-৪ঃ১০৬, ১৩৬, ৬ঃ১৫৩; শত্রুরও প্রাপ্য-৫ঃ৯
নৈতিকতা (নীতিমালা) ঃ এর উপাদানসমূহ ঃ সতীত্ব-২৩ঃ৬-৮, ২৪ঃ৩১-৩২, ২৪ঃ৩৪, ২৪ঃ৬১; পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা-২ঃ২২৩, ২২ঃ৩০; সহযোগিতার মনোভাব-৫ঃ৩; সৎকর্মে প্রতিযোগিতা- ২ঃ১৪৯, ২ঃ১৯৬, ৩ঃ১১১, ২৩ঃ৯৭; ক্ষমা-২৪ঃ২৩; মিতব্যয়িতা-১৭ঃ২৭, ২৮ঃ৩০; প্রতিজ্ঞা পালন ২ঃ১৭৮; ১৭ঃ৩৫, ২৩ঃ৯; কৃতজ্ঞতা- ২ঃ১৫৩, ১৭৩, ১৮৬, ২৪৪, ৩ঃ১৪৫, ১৪ঃ৮, ৩১ঃ১৩; আতিথেয়তা-১১ঃ৭০, ১৫ঃ৬৯-৭০, ১৭ঃ২৭; বিনয়-২৫ঃ৬৪, ৩১ঃ১৯; ন্যায়-পরায়ণতা- ৬ঃ১৫৩, ১৬ঃ১৯; দয়া-২ঃ৮৪, ৪ঃ৩৭, ১৭ঃ২৪-২৫; ১৭ঃ২৯, ৩০ঃ৩৯; মধ্যম পন্থা ও মিতাচার-৭ঃ৩২, ২৫ঃ৬৮; শান্তি স্থাপন-২ঃ২২৫, ৪ঃ১১৫; অধ্যবসায়-২ঃ৪৬, ২ঃ১৫৪,২ঃ১৫৬, ১১ঃ১১৩, ১৩ঃ২৩; মানব-প্রেম, বিশ্ব-প্রেম-২ঃ১৭৮; প্রতিশোধ-২২ঃ৬১; আত্মত্যাগের প্রেরণা-৩ঃ৯৩; দৃঢ়তা- ২ঃ১৭৮ ৩ঃ১৮৭, ১১ঃ১২; ক্রোধ দমন- ৩ঃ১৩৫ আল্লাহ্‌র উপর ভরসা- ১৪ঃ১৩; ২৫ঃ৫৯; আমানতদারী- ২ঃ২৮৪, ৪ঃ৫৯, ২৩ঃ৯; সত্যবাদিতা- ২২ঃ৩১, ২৫ঃ৭৩; একতা-৩ঃ১০৪; নৈতিকতার পরিস্ফুটন- ১৬ঃ১২-১৪, এবং আধ্যাত্মিক উন্নতি- ১৬ঃ৯১; ইহার পুরস্কার-১০ঃ২৭; এর বিভিন্ন স্তর-১৬ঃ১২-১৪

নেবুখদ নিৎসর (বখ্‌তে নসর) ঃ এর দ্বারা জেরুযালেম ধ্বংস-২ঃ২৬০, ২১ঃ৮৬
নাজ্জাশী ঃ দারা মুসলমানগণকে আশ্রয় দান- ৫ঃ৮৩-৮৪
নামায (সালাত) ঃএর পূর্বে পবিত্র হওয়ার জন্য অঙ্গ-প্রতঙ্গ ধৌত করণ- ৫ঃ৭; ইহার উপকার ও পবিত্র করণ শক্তি-২৯ঃ৪৬, মো'মেনগণের নামায-২৩ঃ২-৩; কাফেরগণের দোয়া- ৪০ঃ৫১; সংকটাপন্ন অবস্থায়-২ঃ২৪০; কৃত্রিম-১০৭ঃ৫-৭; দোয়া মানব প্রকৃতিতে প্রোথিত-১০ঃ১৩; ইহার প্রয়োজনীয়তা -২৫ঃ৭৮; তাহাজ্জুদ-১৭ঃ৮০, ৭৩ঃ৭; ইহার প্রতি অবহেলার পরিণতি- ১৯ঃ৬০; নিষ্ঠার সাথে সম্পাদন- ২ঃ৪, ২ঃ২৩৯, ১৭ঃ১১১; ইহার সম্বন্ধে কখন নিষেধাজ্ঞা-৪ঃ৪৪; এর সংক্ষেপ করণ-৪ঃ১০২-১০৩; ইহার সময় নির্দেশ- ১৭ঃ৭৯, ২০ঃ১৩১
নবুওয়াত ঃ দান করা-৬ঃ১২৫; ইহার প্রকার-২ঃ২৫৪, ৪ঃ৬৫, ৪ঃ৭০, ৬ঃ৯০; মিথ্যা ওহী-ইলহামের দাবীদারের পরিণাম- ৬ঃ২২, ১০ঃ১৮, ৬৯ঃ৪৫-৪৮; ইহার অবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতা-৭ঃ৩৬, ২২ঃ৭৬; ইহার প্রয়োজনীয়তা-২০ঃ১৩৫, ২৮ঃ৪৮; আল্লাহ্‌র বিশেষ অনুগ্রহ-৩ঃ১৬৫
নবীগণ ঃ তাঁহাদের উপর বিশ্বাস স্থাপন- ৪ঃ১৫১-১৫৩, ৩ঃ৮৫; তাঁহাদের ভ্রাতৃত্ব- ২৩ঃ৫৩ তাঁহাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন- ২ঃ২৮৬, ২ঃ১০৫; তাঁহাদের শত্রু- ৬ঃ১১৩; আদর্শ দৃষ্টান্ত স্বরূপ-১৪ঃ১২, ৩৩ঃ২২; তাঁহাদের করণীয় কাজ- ৫ঃ১০০, ৬ঃ৪৯, ১০ঃ৭৩, ২১ঃ৩১ (টীকা), ২৪ঃ৫৫; তাহাদের ক্ষমা প্রার্থনার তাৎপর্য- ১৪ঃ৪২, ৪৮ঃ২-৪, ১১০ঃ২-৪; তাঁহাদের মানবিকতা ও মানবতা-বোধ- ১৩ঃ৩৯, ১৭ঃ৯৪, ১৮ঃ১১১, ২১ঃ ৮-৯; নবীগণ ও দোযখের অধিবাসী গণ-৭ঃ৪৭-৫০; সব জাতিতে আসিয়াছেন- ১০ঃ৪৮, ১৩ঃ৮, ১৪ঃ১০, ১৬ঃ৩৭, ১৬ঃ৮৫, ৩৫ঃ২৫; তাঁহাদের ভাষা-১৪ঃ৫; তাঁহাদের দ্বারা আল্লাহ্‌র গুণাবলী প্রকাশ- ৪০ঃ৮ (টীকা), তাঁহাদের উল্লেখ কুরআনে-৪ঃ১৬৫; তাঁহাদের মরণশীলতা- ২১ঃ৯, ২১ঃ৩৫; তাঁহাদের প্রতি আনুগত্য- ২৬ঃ১০৯; তাঁহাদের বিরোধিতা- ২১ঃ৪২, ২২ঃ৫৩, ৩৪ঃ৩৫; কঠোর পরীক্ষা-২ঃ১১৫; অভ্যুদয়- ৩০ঃ৪২-৪৭; তাঁহাদের বিশেষ বিশেষ মর্যাদা- ২ঃ২৫৪, ১৭ঃ৫৬; তাঁহাদের আশ্রয় স্থল- ৪০ঃ ২৮, ৪০ঃ৫২; তাঁহাদিগকে প্রত্যাখ্যান- ২৩ঃ৪৫; ২৫ঃ৩২; ৫৪ঃ২৪; তাঁহাদের মাধ্যমে পুনর্জাগরণ-৪৫ঃ৬; তাঁহাদের নিঃস্বার্থতা- ১১ঃ৩০, ১১ঃ৫২; তাঁহাদের নিষ্কলুষতা- ২১ঃ২৮; হত্যা- ২ঃ৬২; ৩ঃ১১৩, ৪ঃ১৫৬; তাঁহাদের সত্যতা- ৩ঃ১৬২ ১০ঃ১৭; ২১ঃ৪-৬, ৬৯ঃ ৪৫-৪৮; গোপনীয় বিষয়াদির খবর প্রাপ্তি- ৩ঃ১৮০; সাক্ষীরূপে-২১ঃ৫৭; আকাশ হইতে ধূঁয়া বর্ষণের সংবাদদানকারী এবং নবী আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী- ৪৪ঃ১১-১৫; নবীগণ জয়যুক্ত হইয়া থাকেন-৫৮ঃ২২
নাজাত (পরিত্রাণ) ঃ ইহুদী ও খৃষ্টানদের দাবী- ২ঃ১১২, ২ঃ১৪১, ৩ঃ২৫; ২২ঃ১৮; নবীর আগমন-পূর্ব লোকদের- ২০ঃ ৫২-৫৩; ইহার পূর্বশর্ত-২ঃ৬৩, ৪৪ঃ৫৮; ক্রয় বিক্রয় চলিবে না- ২ঃ২৫৫
নিদর্শন ঃ এর অস্বীকার- ৬ঃ১১০-১১১
নতুন বিশ্বসমাজ ঃ এর প্রতিষ্ঠা- ১৮ঃ৫২, ২১ঃ১০৫
নূহ (আঃ) ঃ তাঁহার জীবনে মহানবীর আভাষ-১১ঃ৫০; তাঁহার কিশ্‌তি-১১ঃ৩৮-৪৫; মহা প্লাবন-১১ঃ৪১, ১১ঃ৪৯, ২৩ঃ২৮; বংশধর- ৬ঃ৮৬-৮৭, ৩৭ঃ৭৬-৭৮, আল্লাহ্‌র সাথে কথোপকথন- ১১ঃ৪৬-৪৯; তাঁহার শরীয়াত- ২৯ঃ১৫; পুত্রের সলিল সমাধি- ১১ঃ৪৩-৪৪; তাঁহার জাতি- ৭ঃ৬০-৬৫, ১০ঃ ৭২-৭৪, ১১ঃ ২৬-৪৯, ২৩ঃ ২৪-৩১, ৫৪ঃ ১০-১৭; তাঁহার প্রার্থনা- ১১ঃ ৩৫-৩৭, ৭১ঃ২৭-২৯; তাঁহার মর্যাদা- ৩ঃ৩৪

'প'

প্রশাসন ঃ পরামর্শ ও পারস্পরিক মত বিনিময়- ৩ঃ১৬০, ৪২ঃ৩৯; ন্যায়-বিচার- ৪ঃ৫৯, ৪ঃ১৩৬
পোষ্য-পুত্র গ্রহণ ঃ আরবগণের সামাজিক রীতি- ৩৩ঃ৫
পরকাল ঃ এর স্বপক্ষে যুক্তি- ২ঃ২৯, ১৫ঃ৮৬, ১৭ঃ৫০-৫২, ৯৯-১০০, ১৯ঃ৬৭-৬৮, ২২ঃ৬, ২৩ঃ১১৬, ২৯ঃ৬৫, ৩০ঃ৯, ৩৬ঃ৭৯-৮৩, ৭৯ঃ২৮
পরীক্ষা ঃ মো'মেনগণের উপর পরীক্ষা- ২ঃ২১৫, ২ঃ ১৫৬-১৫৮; পরীক্ষার উদ্দেশ্য ৩ঃ১৬৮, ৩ঃ১৮০, ৩ঃ১৮৭

বিশ্বাসীদের অবস্থা- ২ঃ৫; বিশ্বাসীদের পুরস্কার-২ঃ২৬, ১০ঃ৫; একমাত্র বিশ্বাসীগণই উপকৃত হইবে- ১৭ঃ৭৩; বিশ্বাসীদের শক্তি-সামর্থ্য নিয়োগ করা- ১৭ঃ২০; ইহার নিশ্চয়তা- ২ঃ২৯, ১১ঃ৮, ১৬ঃ৩৯-৪০, ১৭ঃ৫০-৫৩, ২৩ঃ১৭; পরকাল ও ইহকালের পারস্পরিক তুলনা-৩ঃ১৫, ১৭ঃ২২, ৪০ঃ৪০; ইহার চির স্থায়ীত্ব- ৪৪ঃ৫৭; প্রত্যেক কাজের ফলপ্রাপ্তি- ১৮ঃ৫০, ২০ঃ১৬; পাপের ক্ষমা- ২ঃ৪৯; ধর্মহীন লোকেরা অন্ধ- ১৭ঃ৭৩, ২০ঃ১২৫-১২৭; আল্লাহ্‌র গুণাবলী প্রকাশ- ৩৯ঃ৭৬; পুরস্কারের প্রকৃতি ও ধরণ- ৩৬ঃ৫৬-৫৯; ইহার বিরোধিতা- ৬ঃ৩০,১৯ঃ৬৭, ২৩ঃ৩৮, ৩৬ঃ৭৯, ৪৪ঃ৩৫-৩৬, ৪৫ঃ২৫; ইহার প্রতিশ্রুতি- ২ঃ২৯; পরকালের শাস্তি- ১৭ঃ১১, ২২ঃ১০, ৪১ঃ১৭, ৬৯ঃ৩৩, ৭৯ঃ৪৭; পরকালের সাথে ইহকালের সম্পর্ক- ১৭ঃ১৪, ১৭ঃ৭৩, ২৯ঃ৬৫, ৫৭ঃ১২-১৩, ১০২ঃ২-৯; পুনরুত্থান- ৩৯ঃ৬৯-৭২; মানব জ্ঞান ও-২৭ঃ৬৭

পূর্ব ও পশ্চিমঃ দুই পূর্ব ও দুই পশ্চিম- ৫৫ঃ১৮, ৭০ঃ৪১

পশুঃ মুসলমানের সম্পদের অংশীদার- ৫১ঃ২০; যে শুনে অথচ আমল করে না সে আল্লাহ্‌র কাছে পশুতুল্য- ৮ঃ২২-২৩; মানবের সেবার জন্য সৃষ্ট-৩৬ঃ৭২-৭৪

প্রায়শ্চিত্তঃ এর খণ্ডন- ২ঃ২৮৭, ৩ঃ৩, ২৬, ৪ঃ২৯, ৫ঃ৭৫, ৬ঃ১৬৫, ১৭ঃ১৬, ৫৩ঃ৩৯

পঞ্জিকাঃ ইসলামী- ২ঃ১৯০, ৯ঃ৩৬, ১০ঃ৬;

পরামর্শ-সভা (শোরা) ঃ এর নৈতিক দিক- ৫৮ঃ১২; মন্দ কাজের জন্য নিষিদ্ধ- ৫৮ঃ৯-১১, ইহার উদ্দেশ্যাবলী- ৪ঃ১১৫;

পোষাক-পরিচ্ছদ ঃ শীত ও গ্রীষ্ম হইতে রক্ষা করে-১৬ঃ৮২, লজ্জা নিবারণ করে- ২ঃ২৩; সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে- ৭ঃ৩২

পৃথিবী ঃ এর খাদ্য উৎপাদন ক্ষমতা- ৪১ঃ১১; ইহার সংখ্যা- ৬৫ঃ১৩; ইহার মালিকানা- ৭ঃ১২৯; ইহার বিস্তৃতি ও বর্ধন- ৮৪ঃ৪; পৃথিবী ও আকাশ মণ্ডলের স্থিতিকাল- ৪৬ঃ৪; ইহার সব কিছুই বিলীন হইবে- ৫৫ঃ২৭

প্রত্যাদেশ (ওহী-ইলহাম) ঃ এতে অবিশ্বাস নিন্দনীয়- ৬ঃ১০৪;

পরিবেশ ঃ ও মানুষের কর্মধারা- ১৩ঃ২৪-২৫; ইহার সংস্কার- ৮ঃ২৬;

পবিত্র স্থান ঃ এর বরকত- ৭ঃ১৩৮; এর উত্তরাধিকারী- ২১ঃ১০৬-১১৩; বনী ইসরাঈল জাতি- ৫ঃ২২, ৭ঃ১৩০;

পর্বতমালা ঃ এর কাজ- ৩১ঃ১১, ও ভূমিকম্প- ১৬ঃ১৬

প্রয়োজন ঃ প্রাণ-রক্ষার প্রয়োজনে হারাম খাদ্য হালাল হয়-৫ঃ৪, ৬ঃ১৪৬

পিতা-মাতা ঃ তাহাদের সহিত সদয় ব্যবহার- ৬ঃ১৫২, ১৭ঃ২৪-২৫, ২৯ঃ৯, ৩১ঃ১৫-১৬, তাহাদের মঙ্গল সাধন- ৪৬ঃ১৬

পর্দা ঃ এর উপকরণ- ২৪ঃ৩১-৩২, ২৪ঃ৫৬-৬১, ৩৩ঃ৩৩-৩৪, ৩৩ঃ৬০; ইহার আওতা হইতে মুক্ত- ৩৩ঃ৫৬

প্লেগ ঃ সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী- ২৭ঃ৮৩

প্রচার (তবলীগ) ঃ এর পদ্ধতি-১৬ঃ১২৬, ২০ঃ৪৫, ২৬ঃ২১৫, ২৯ঃ৪৭, ৪১ঃ৩৫, ৫১ঃ৫৬; প্রয়োজনীয়তা- ৬ঃ৭১; (তবলীগও দ্রষ্টব্য)

পুনর্মিলন ও মীমাংসা ঃ স্বামী-স্ত্রীর- ৪ঃ৩৬, ৪ঃ১২৯

প্রতিদান ঃ ভাল ও মন্দের- ৬ঃ১৬১, ৯৯ঃ৮

পুরস্কার ঃ আল্লাহ্‌ ও রসূলের অনুসারীগণের প্রাপ্য- ৪ঃ৭০; প্রত্যেক আত্মা নিজ কর্মানুযায়ী পাইবে- ৪৫ঃ২৩;

পুনরুত্থান দিবস ঃ এ নবীগণের সম্মেলন-৫ঃ১১০; ইহার বাস্তবতা- ৪ঃ৮৮; মৃতদের-৮ঃ২৫, ৫০ঃ৪-১৬, ৫৬ঃ২-৭, ৬৯ঃ১৪-১৭; ইহজগতে- ২ঃ৫৭, ৬ঃ৩৭, ৭ঃ১৫, ৮ঃ২৫; হিসাব-নিকাশ- ৭৮ঃ৩-৫ ৭৮ঃ১৮-২১; তখন আকাশমালা ও

পৃথিবী আল্লাহ্‌র মুষ্টির মধ্যে হইবে- ৩৯ঃ৬৮-৭১;
প্রতিশোধ ঃ বাঁচিবার উপায় হিসাবে- ২ঃ১৮০; কুরআন এবং তওরাত- ৫ঃ৪৬; অত্যাচারের সমানুপাতে- ২২ঃ৬১
পাপ ঃ এর কারণ- ৪১ঃ২৩- ২৫,৫৬ঃ৪৮; ইহার ক্ষমা-৩৯ঃ৫৪-৫৬,৬০; পাপ এবং মানব প্রকৃতি-৭ঃ৪৩; ইহার অর্থ ৪ঃ১১২-১১৩; গুরুতর ও লঘু-৪ঃ৩২, ৫৩ঃ৩৩; প্রকাশ্য ও গোপনীয়- ৬ঃ১২১; ৬ঃ১৫২; বহু দেবতাবাদের- ৪ঃ৪৯, ৪ঃ১১৭-১১৮; বিদূরীত করা- ১২ঃ৩৪; এর শাস্তি নিজেকেই ভুগিতে হইবে- ২৯ঃ১৩-১৪; ছোট ছোট ভুল ত্রুটির পাপ ক্ষমা করা হইবে- ৫৩ঃ৩৩
পারদর্শিতা অর্জন ঃ ধর্মীয় শিক্ষা- ৯ঃ১২২
পবিত্র আত্মা ঃ ২ঃ৮৮
প্রেততত্ত্ব/অধ্যাত্মবাদ ঃ এক ছলনা বিশেষ-১৭ঃ৮৬
পরমত সহিষ্ণুতা ঃ ইসলামে- ২ঃ১১৫, ২ঃ২৫৭, ৩ঃ৬২, ৯ঃ৬
পর্যটন ঃ এবং মুসলমান- ৬৭ঃ১৬
পশ্চিমা জাতিগুলি ঃ ইহাদের ধ্বংস- ১১১ঃ ২-৬
পুণ্য ঃ এর সংজ্ঞা- ১০ঃ৫, ১৯ঃ৬১; পুণ্য ও মন্দ আল্লাহ্‌র তরফ হইতে আসে- ৬৪ঃ১২; মানুষ ভালমন্দের জ্ঞানে ভূষিত- ৯০-১১; ভাল ও মন্দ কাজের পরিণতি- ১০ঃ২৮; (ভাল দ্রষ্টব্য)
পাপ কর্ম ঃ অবৈধ যৌন কর্ম-১৭ঃ৩৩, ২৫ঃ৬৯; অসততা- ৪ঃ১০৮; হত্যা- ২৫ঃ৬৯; কৃপণতা- ৪ঃ৩৮; অহঙ্কার- ৩৮ঃ৩, ৪০ঃ৫৭; অপচয়-অপব্যয়- ১৭ঃ২৭-২৮, ডাকাতি- ৫ঃ৩৯; সংশয়-সন্দেহ- ১৭ঃ৩৭; মিথ্যা বলা- ২২ঃ৩১; আলস্য- ২৩ঃ৪

'ফ'

ফিরিশ্‌তা ঃ এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন-২ঃ১৭৮, ২৮৬, ৪ঃ১৩৭; তাহাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য-৬ঃ১১২, ৩৩ঃ৫৭, ৩৫ঃ২, ৩৮ঃ৭৩-৭৪, ৩৯ঃ৭৬, ৪২ঃ৬; ঐশী শাস্তির অগ্রদূত-৬ঃ৯, ১৫৯; ১৫ঃ৯; বিশ্বাসীদের সাহায্যকারী-২ঃ২১১ ৩ঃ ১২৪-১২৭, ৮ঃ১০, ৪১ঃ ৩১-৩২; দোযখের-৪৩ঃ৭৮; তাহাদের অজ্ঞানতা-২ঃ৩১, ৩৩; আধ্যাত্মিক শৃঙ্খলের একটি কড়া-২ঃ৯৯; হিসাব রক্ষাকারী-৫০ঃ ১৮, ২২; আল্লাহ্‌র গুণাবলী প্রতিফলনের মাধ্যম-২ঃ ৩৩-৩৪; কর্তৃক আদমের জন্য সেজদা-২ঃ৩৫, ৭ঃ১২, ১৫ঃ৩০, ১৭ঃ৬২, ১৮ঃ৫১, ২০ঃ১১৭; আল্লাহ্‌র একত্ব ও রসূলগণের সত্যতার সাক্ষ্যদানকারী-৩ঃ১৯, ৪ঃ১৬৭; অধ্যবসায়ী বিশ্বাসীগণের নিকট এর অবতরণ-৪১ঃ৩১; যাহা আদেশ দেওয়া হয় তাহাই তাহারা করে-১৬ঃ৫১;
ফ্রয়েড ঃ মূসা (আঃ) সম্বন্ধে তাহার অভিমত-২০ঃ১০ (টীকা)
ফেরকা (বিভক্তি) ঃ নিন্দনীয়-৬ঃ১৬০, ৩ঃ১০৪, ৩০ঃ৩৩; বেদাতের আগমনে ইহার উদ্ভব ঘটে-৪২ঃ১৫
ফেরাউন ঃ এর ঔদ্ধত্য-২৮ঃ৩৯, তাহার দলের ধ্বংস-১০ঃ৯১, ২৬ঃ৬৭, ৪৪ঃ৩০; তাহার অপমান-৪০ঃ৩৮; তাহাকে মোজেযা প্রদর্শন-৭ঃ১০৮-১০৯; মূসা (আঃ) ও ফেরাউন-৭ঃ১০৫-১২৮; তাহার জাতি- ৭ঃ১৩১-১৩৭, ১১ঃ ৯৮-১০০; তাহার মৃতদেহ সংরক্ষণ-১০ঃ৯২-৯৩; তাহার অধীনস্থ যাজক সম্প্রদায়- ২৮ঃ৭, ইসরাঈলী জাতির পশ্চাদ্ধাবন-২ঃ৫১, রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রতিভূ-৪০ঃ২৫, তাহার রাষ্ট্র পরিচালনা নীতি-২৮ঃ৫; এর ধ্বংস প্রাপ্তিতে কেউ ব্যথিত হয় নাই- ৪৪ঃ৩০

'ব'

বিরতি ঃ স্ত্রীগমনে-২ঃ১৮৮, ২ঃ২২৩
বদর ঃ নামক স্থানে যুদ্ধ করিতে কোন কোন সাহাবীর অনিচ্ছা-৮ঃ৬; বদরের প্রতিপক্ষ সৈন্য দলের অবস্থান, ৮ঃ৪৩-৪৫; বদরে মুসলমানের ক্ষয়ক্ষতি-৩ঃ১৬৬; দ্বিতীয় অভিযান-৩ঃ১৭৩; তাৎপর্য-২৫ঃ২৭, ইহাতে মুসলমানদের

বিজয়-২ঃ২১১, ৩ঃ১৪, ৩ঃ১২৪, ৮ঃ১৩, ৮ঃ১৮, ৩২ঃ৩০
বালাম ইব্‌নে বাওর ঃ এর অপমান- ৭ঃ১৭৬-১৭৭
বাইবেল ঃ কুরআন দ্বারা রহিত- ২ঃ১০৭, **বাইবেলের ও কুরআনের বর্ণনায় পার্থক্য**— ইব্‌রাহীমের পিতা সম্বন্ধে-৬ঃ৭৫; ইব্‌রাহীমের সত্যবাদিতা সম্বন্ধে-১৯ঃ৪২, হারূন সম্বন্ধে- ২০ঃ৯১; ঈসা (আঃ)-এর জন্ম-মৃত্যু সম্বন্ধে-১৯ঃ২৬, নিষিদ্ধ বৃক্ষ সম্বন্ধে-২ঃ৩৬, ৭ঃ২০-২৩; মিশরীগণ ইসরাঈলীদেরকে স্বর্ণ দান করে- ২০ঃ৮৮; জালুত সম্বন্ধে- ২ঃ২৫১-২৫২; ইউসুফ (আঃ) সম্বন্ধে- ১২ঃ৫; মরিয়ম (আঃ) সম্বন্ধে-১৯ঃ১৭; ইসরাঈলীদের পরস্পরের মধ্যে হাসাহাসি সম্বন্ধে-২ঃ৫৫; মিশর হইতে বহির্গমনের ফলে তাহাদের সংখ্যা সম্বন্ধে- ২ঃ২২৪; ফেরাউন সম্বন্ধে- ১০ঃ৯৩, গোবৎস উপাসনার শাস্তি সম্বন্ধে- ১৯ঃ২৯; তাবুত সম্বন্ধে- ২ঃ২৪৯; তালুত সম্বন্ধে- ২ঃ২৪৮; হস্তক্ষেপ ও প্রক্ষেপন- ২ঃ৭৬-৮০, ৩ঃ৭৯, ৪ঃ৪৭, ৫ঃ ১৪-১৬, ৫ঃ৪২; ইহাতে ইসলাম সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী- ২ঃ১৫০, ৭ঃ১৫৮ ৯ঃ১১১, ২৩ঃ২১, ৪৮ঃ৩০; ৬১ঃ৭
বার্নাবাস ঃ এর সুসমাচারে পবিত্র রসূল (সাঃ)-এর আগমন সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণী-৬১ঃ৭ (টীকা)
বা'ল ঃ একটি দেব-মূর্তির নাম-৩৭ঃ ১২৬
বরযখ ঃ অবস্থানকালীন শাস্তিঃ- ২৩ঃ১০১, ২৫ঃ৫৪, ৪০ঃ৪৭
বল-প্রয়োগ ঃ ও ইসলাম- ২ঃ২৫৭; ৯ঃ৬; ১৮৩০, ২৫ঃ৫৮
ব্যবসা-বাণিজ্য ঃ এতে সততা ও ন্যায়-পরায়ণতা-১৭ঃ৩৬; সংক্রান্ত নিয়ম-বিধি-৪ঃ৩০, ৯ঃ২৪
বিধবা ঃ এর প্রতিপালন- ২ঃ২৪১; তাহার পুনর্বিবাহ-২ঃ২৩৫-২৩৬
বিবাহ-বিচ্ছেদ (তালাক) ঃ ঘৃণিত কাজ- ৪ঃ১৩১; ইহার ইদ্দত- ২ঃ২২৯, ২৩৫; এর ইসলামী আইন- ২ঃ২২৮, ২৩৬, ৬৫ঃ২-৮; সদয় ব্যবহারের সহিত হওয়া উচিৎ- ২ঃ২৪২, ৪ঃ২১,২২, ৩৩ঃ৫০; ইহার পথে অন্তরায়-২ঃ২২৭
বিবর্তন ঃ এবং আল্লাহ্‌র উপর বিশ্বাস-১ঃ২
বন্ধুত্ব ঃ দুদিনে- ৪৩ঃ৬৮
বৈবাহিক সম্পর্ক ঃ এর মানসিক টানাপড়ন-৪ঃ১২৯, একাধিক স্ত্রী লইয়া-৪ঃ১৩০
বিবাহ ঃ পবিত্র চুক্তি-৪ঃ২২: ভঙ্গ- ৬০ঃ১১-১২; মূর্তিপূজকের সহিত-২ঃ ২২২; ইহার উদ্দেশ্য-২ঃ১৪৪, ৪ঃ৪; ইহুদী খৃষ্টানদের সাথে- ৫ঃ৬; দর্শন- ২ঃ২২৪; অস্থায়ী বা ক্ষণস্থায়ী-৪ঃ২৫; বিধবা ও কুমারীর-২৪ঃ৩৩; যুদ্ধ বন্দিনীর সহিত-৪ঃ৪, ২৪ঃ৩৩; নিষিদ্ধ সীমার মধ্যে-৪ঃ২৩-২৫
বস্তু ঃ এর সৃষ্টি- ৬ঃ১৯ (টীকা); ইহার তথাকথিত চির স্থায়ীত্ব- ২ঃ১১৮
বন্ধক ঃ ২ঃ২৮৪
বেহেশ্‌ত ঃ এর আশীষপূর্ণতা-২ঃ২৬, ৩ঃ১৬, ৯ঃ৭২ ১৩ঃ ২৪-২৫, ১৩ঃ৩৬, ৩২ঃ১৮, ৫৫ঃ ৪৭-৫৯, ৫৫ঃ ৬৩-৭৯, ৫৬ঃ ১৬-৪১, ৭৮ঃ৩২-৩৭; ৮৩ঃ১৯-২৯; ইহার অবিনশ্বরতা- ১১ঃ১০৯ ৫০ঃ৩৫; এ আল্লাহ্‌র মহিমা কীর্তন-১০ঃ১১
ব্যভিচার ঃ অবৈধ সঙ্গম দ্রষ্টব্য
বহু-বিবাহ ঃ এর অনুমতি-৪ঃ৪, ৪ঃ১৩০
বহু-দেববাদ (বহু ঈশ্বরবাদ) ঃ এর খণ্ডন-৪ঃ৪৯, ৪ঃ১১৭
বিবেক-বুদ্ধি ঃ এর ব্যবহার না করিলে অভিশাপ আসে-১০ঃ ১০১
বৈরাগ্য ঃ এর নিন্দাবাদ-৫৭ঃ২৮
বিশ্ব-জগত ঃ এর সৃষ্টি, ২ঃ১৬৫, ৬ঃ১০২, ৭ঃ৫৫, ১৪-৩৩-৩৪; ২১ঃ৩১, ৩২ঃ৫, ৪১ঃ১৩; ইহার প্রলয়-৪৬ঃ৪, ৫৫ঃ২৭; আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ঘোষণা করে-৫৭ঃ২, ৫৯ঃ২, ৬৪ঃ২; ইহার পরিচালিকা আইন-৪১ঃ১২,৫৫ঃ৬-৮; আল্লাহ্‌র দিকে ইঙ্গিত ও সংকেত দেয়-২৯ঃ৪৫, ৩১ঃ২৬, ৩৬ঃ৪১ ৬৭ঃ৪-৫; ইহার অতলস্পর্শতা, দুজ্ঞেয়তা-৫৫ঃ৩৪; ইহার সৃষ্টি উদ্দেশ্যপূর্ণ-৩ঃ১৯১-১৯২, ২১ঃ১৭, ৩৮ঃ২৮, ৪৪ঃ৩৯-৪০, ৪৫ঃ১৪,

ভ

ভবিষ্যদ্বাণী ঃ এর রদকরণ- ১০ঃ৪৭; ইহার বাস্তবায়ন-৬ঃ৬৮, ১১ঃ৩৪, ১৩ঃ৩৯, ৪১, ৪০ঃ৭৮; ইহার প্রকার-৩ঃ৮; ইহার প্রকৃতি-৬ঃ১১৬; ইহার উদ্দেশ্য-১৭ঃ৬০, মহা পরিবর্তন সম্বন্ধে-২২ঃ২-৩; খৃষ্টানদের সম্পর্কে-১৮ঃ৯; মহানবী (সাঃ) সম্পর্কে-১০ঃ৭২, ২৮ঃ৮৬, ৩৮ঃ১১-১২, ৪৬ঃ১১-১৩; দুই সাগরের সংযুক্তি সম্পর্কে-৫৫ঃ২০, ২১, ২৩; কলম সম্পর্কে-৯৬ঃ৫, পারস্য বাসীদের সম্পর্কে-৩০ঃ ৪-৫, ৩৫; ৫৪ঃ৪৬-৪৯, প্লেগ সম্পর্কে-২৭ঃ৮৩; যানবাহন সম্পর্কে-১৬ঃ৯, ৩৬ঃ৪৩; ইসলামের বিজয় সম্পর্কে- ২ঃ১১৬, ১৭ঃ৮২, ৩৩ঃ২৩, ৩৫ঃ১২, ৩৮ঃ২, ৪১ঃ৫৪, ৪৮ঃ২২, ৪৮ঃ২৯, ৭৯ঃ৭-১০, ৮৪ঃ ১৭-২১, ৯০ঃ ২-৩; বিশ্ব-যুদ্ধ সম্পর্কে-১৮ঃ৪৮

ভ্রাতৃত্ব ঃ ইহার উন্নয়ন সাধনে উপায় উপকরণ- ১০ঃ৮৮; মুসলিম ভ্রাতৃত্ব ৮ঃ৭৩,৭৬, ৯ঃ৭১-৭২, ৪৯ঃ১১-১৩,১৫

ভাগ্য ঃ মানুষ নিজেই গড়ে- ৩৯ঃ৪২, ৪২ঃ৩১, ৪৫ঃ১৬; ইহার রজনী-৪৪ঃ৪-৫, ৯৭ঃ২-৬

'ম'

মনসুখ (রহিতকরণ) ঃ ধর্মগ্রন্থ- ২ঃ১০৭; কুরআনের আয়াতসমূহ-২ঃ১৮১, ৫ঃ৯৮, ১৬ঃ১০২

মমতাবোধ ঃ বিশ্বাসীদের পারস্পরিক- ৫ঃ৫৫, ৪৮ঃ৩০, ৫৯ঃ১০-১১, (ভ্রাতৃত্ব দেখুন)

মো'মেনগণঃ এর প্রকারভেদ-৪ঃ৯৬, ২৯ঃ১১, ৪৯ঃ১৫, ৫৭ঃ১১; তাহাদের দেশ ত্যাগের শর্তাবলী-৪ঃ৯৮, ১০১; আল্লাহ্‌র বন্ধু-২ঃ২৫৮, ৩ঃ৬৯, ৪৫ঃ২০; তাহাদের প্রচেষ্টার সফলতা-৪ঃ ১২৫; তাহাদের জন্য আল্লাহ্‌র সাহায্য-১০ঃ১০৪, ৪০ঃ৫২, ৫৮ঃ২২; আল্লাহ্‌র নিকট সম্মানিত-৪ঃ১৭৬,৩০ঃ১৬; প্রত্যয় বৃদ্ধি-৮ঃ৩,৯ঃ১২৪; চিহ্ন-৩ঃ১৮ ৩ঃ১৩৫-১৩৭, ৮ঃ ৩-৫, ৮ঃ৭৫, ২১ঃ২০-২১, ২৩ঃ২-১২, ২৪ঃ৩৮, ২৪ঃ৫২, ২৪ঃ৬৩, ৬০ঃ২-৫, ৯-১০ ৭৬ঃ৮-১১; তাহাদের দুঃখ ও ভয় নাই-২ঃ৬৩, ৫ঃ৭০, ৬ঃ৪৯, ১০ঃ৬৩, ৪৬ঃ১৪; মধ্য পথাবলম্বী- ৫ঃ৯-১০; তাহাদের জন্য পুরস্কার- ২ঃ২৬, ৩ঃ১৩৪, ১৯৯, ৪ঃ১৪, ৫৮, ৫ঃ১৩, ৫ঃ৮৬, ৭ঃ৩৩, ৪৪,৪৭, ৮ঃ৭৫, ৯ঃ২০, ৮৯, ১০ঃ ১০, ১৫ঃ ২৪, ১৬ঃ ৩১-৩২, ১৭ঃ১০, ২৫ঃ ১৬-১৭, ২৯ঃ৫৯, ৩০ঃ ৪৬, ৪০ঃ ৯, ৪৭ঃ ১৬, ৫৫ঃ ৪৭-৫৯, ৫৫ঃ ৬৩-৭৯, ৫৬ঃ১৬, ৪১, ৭৬ঃ ৬-৭, ১২-১৩; তাহাদের কাঁছে বেহেশ্‌ত বিক্রয়- ৪ঃ৭৫, ৯ঃ ১১১-১১২, ৬১ঃ ১১-১২; তাহারা বেহেশ্‌ত হইতে কখনও বিতাড়িত হইবে না-১৫ঃ৪৯; আল্লাহ্‌র শত্রুকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিবে না- ৬০ঃ ২,১৪; নিশ্চিত জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত-৬ঃ৫৮, ১২ঃ ১০৯; তাহাদের পরীক্ষা-২৯ঃ ৩-৪; ৩৯ঃ ১১, ৪৭ঃ৩২; তাহারা বিজয়ী হইবে-৫ঃ৫৭, ৯ঃ২০; আল্লাহ্‌র ইবাদত-৩৯ঃ৩, ৪,১২, ১৫; ও অবিশ্বাসীগণের মধ্যে পার্থক্য-৩ঃ১৮০

মৃত ঃ এর পুনরাগমন-২১ঃ৯৬, ২৩ঃ১০০-১০১; আধ্যাত্মিক পুনর্জাগরণ- ২ঃ৫৭, ৬ঃ৩৭; তাহারা নবীগণের সত্যায়ন করে-৬ঃ১১২

মৃত্যু ঃ এর কল্যাণ-২৬ঃ৮২; অবশ্যম্ভাবিতা-৩ঃ১৮৬, ৪ঃ৭৯, ২৩ঃ১৬; ইহার তাৎপর্য-৬৭ঃ৩; দুই দফা জন্ম ও দুই দফা মৃত্যু-৪০ঃ১২

মৃত্যুদণ্ড ঃ হত্যার প্রতিকার-১৭ঃ৩৪

মোহরানা ঃ সহবাসের পূর্বে তালাক-প্রাপ্তার-২ঃ২৩৭-২৩৮; বাজেয়াপ্ত- ২ঃ২৩০; ইহার মর্ম-২ঃ২৩০, প্রদান ও মীমাংসা-৪ঃ৫,৪ঃ২৫; ফেরৎ নেওয়া- ৪ঃ ২১-২২

মিশরবাসী ঃ তাহাদের শাস্তি-৭ঃ১৩৪-১৩৫

মন্দ কাজ ঃ এর কারণ-৪ঃ১৮, ১৬ঃ১২০; ইহার পরিণতি-২ঃ৮২, ৪ঃ১২৪; ইহাতে অবিশ্বাসীরা নিমগ্ন-৭ঃ২৯; দুস্কৃতকারীর-২৭ঃ৫; ইহার ক্ষমা-৩ঃ৩২, ৩ঃ১৩৬, ৪ঃ১১১; ইহার ভিত্তিতে বন্ধুত্ব-১৬ঃ৮৭; ইহার জন্য মানুষ নিজেই দায়ী-৪ঃ৮০; প্রকাশ্যে ও গোপনে-৬ঃ১২১, ১৫২, ৭ঃ৩৪; ইহার শাস্তি-৬ঃ১৬১, ১০ঃ২৮, ২৮ঃ৮৫; ইহা হইতে উদ্ধার-১১ঃ ১১৫, ১৩ঃ২৩, ১৬ঃ১২০; ইহার ও ভাল কাজের প্রতিফল ও প্রতিদান-২৮ঃ ৮৫; সামাজিক-৪৯ঃ১৩

মাধ্যাকর্ষণ ঃ ৭ঃ২৬, ২০ঃ৫৬, ৭৭ঃ২৬-২৭

মহাকাশ ঃ এর বিস্তৃতি-৫১ঃ ৪৮; ইহার স্বাভাবিক কাজ-২ঃ২৩, ২১ঃ৩৩-৩৪; গ্রহের কক্ষ পথ-৫১ঃ৮, ইহা সৃষ্টির উদ্দেশ্য-১৬ঃ৪, জীবন ও পথ নির্দেশের উৎস-১৪ঃ১১, ৪০ঃ১৪, আধ্যাত্মিক-২৫ঃ৬২, স্তম্ভহীন শূন্য অবস্থা-১৩ঃ৩; ইহা সৃষ্টির কাল-৭ঃ৫৫, ১০ঃ ৪, ১১ঃ৮

মজুদদারী ঃ ঘৃণ্য কাজ ১০৪ঃ৩-৫, ইহার শাস্তি-৯ঃ৩৪-৩৫
মধু ঃ মানুষের রোগ নিবারক-১৬ঃ৭০
মানব-মর্যাদা ঃ এর পবিত্রতা ১৭ঃ৩৭
মানব-প্রকৃতি ঃ এর স্বাভাবিক নিয়ম-৬ঃ১০৯-১১১; ইহার পবিত্রতা-১৫ঃ৪৩
মানবের উন্নতি ঃ এর সাথে আশা ও ভয়ের সম্পর্ক-১০ঃ৮
মানুষের যুক্তি ঃ ও আল্লাহ্‌র সম্পর্কে ধারণা-৬ঃ১০৪; যুক্তি ও ধর্ম-২ঃ১৭১-১৭২, ৫ঃ১০৫, ৭ঃ১৮০; ও ওহী-ইলহাম-১৬ঃ১২, ১৬ঃ ৬৭
মানবাত্মা ঃ-এর সৃষ্টি-৩২ঃ১০; ইহার চিরস্থায়িত্ব-২ঃ১১৮, ৬৪ঃ৪; ইহার ক্রমোন্নতি-৫৬ঃ৬১-৬২, ৭০ঃ৫; ইহার মৃত্যুহীনতা-৩৯ঃ৪৩; ইহার প্রকৃতি- ১০ঃ১৩; ইহার দায়িত্ব- ৩৫ঃ১৯; ইহার ক্রমবিকাশের বিভিন্ন স্তর- ৭৫ঃ৩, ৭৬ঃ ৬-৭, ৭৬ঃ ১৮-১৯, ৭৬ঃ ২২, ৮৯ঃ২৮-২৯; ইহাকে সাবধান করা হইয়াছে-৩৯ঃ৪৪; ইহার প্রতি অবিচার করা হইবে না-২১ঃ ৪৮; ইহাকে ন্যায়-অন্যায় ও সত্য-মিথ্যা বুঝিবার শক্তি দেওয়া হইয়াছে- ৯১ঃ৮-৯; কোন আত্মাই অপর আত্মার বোঝা বহন করিবে না-৮২ঃ২০
মোনাফেকগণ ঃ ও তাবুকের যুদ্ধ-৯ঃ৪৫-৫৯; তাহাদের অহংকার-৬৩ঃ৯; তাহাদের অবস্থা- ৯ঃ৭৪-৮৭, ৯০; তাহাদের পরস্পর বিরোধী ঝোঁক-৪৭ঃ২৭, ৩১; তাহাদিগকে নিন্দা জ্ঞাপন-৪ঃ১৪৩-১৪৪; তাহাদের অসৎ বাসনা-৪৮ঃ১৩; এবং খয়বরের অভিযান-৪৮ঃ১৬; তাহাদের রহস্য ফাঁক-২ঃ১৮; তাহাদের মিথ্যা ধ্যান-ধারণা-৬৩ঃ৮; তাহাদের মিথ্যা আশ্বাস-৫৯ঃ ১২; তাহাদের রোগ বৃদ্ধি-২ঃ১৬; তাহাদের প্রকার-২ঃ ২০-২১; তাহাদের আত্মবিশ্বাসের অভাব-৬৩ঃ৫, মিথ্যাবাদী-৬৩ঃ২, তাহাদের ক্ষতি-৯ঃ৬৭-৬৯; তাহাদের চক্রান্ত-৯ঃ১০৭-১০৮; তাহাদের দ্বারা মহানবী (সাঃ)-এর প্রতি বিদ্রূপ-৯ঃ৬৪; তাহাদের শাস্তি-৫৭ঃ ১৪-১৬; তাহাদের বিদ্রোহ-৩৭ঃ৮; তাহাদের প্রতি ব্যবহার-৪ঃ৬৪, ৪ঃ৮৯; মোনাফেকগণ ও উহুদের যুদ্ধ-৩ঃ১৫৫, ১৬৮; কাফেরদের সাথে দোযখ ভোগ করবে-৪ঃ১৪১, ৯ঃ৬৮
মূর্তিপূজা ঃ এর বিরুদ্ধে যুক্তি-২ঃ২৫৯, ৩ঃ১৫২, ৬ঃ২, ২০, ১৯ঃ৪৫, ২০ঃ৯০, ২১ঃ ৫৩, ২২ঃ১৪, ১৯,২২ঃ৩১-৩২; ২২ঃ৭২, ৭৪-৭৫, ২৯ঃ ৪২, ৩০ঃ ৩৬, ৪১, ৩১ঃ২১, ৩৭ঃ ৮৭; ৯৩, ৩৭ঃ ১৫০; ৩৯ঃ৪, ৩০, ৬৮, ৪৩ঃ১৯, ২২, ৪৬ঃ ৫-৬, ৫৩ঃ২৪; ইহার ভিত্তি-১০ঃ ১৯; ইহা হইতে সম্পূর্ণ মুক্তির ঘোষণা-৯ঃ১-৪; ক্ষমা-৯ঃ১১১-১১৪; ইহার অসহায়ত্ব-২২ঃ৭৪; ইহার ক্ষমতাহীন অবস্থা-৬ঃ৭২; মসজিদ ও-৯ঃ১৭-১৯; আরব দেশে তাহাদের পুনরাবির্ভাব-৩৪ঃ৫০; পবিত্র মসজিদ-৯ঃ২৮
মানুষ ঃ এর সাথে আল্লাহ্‌র সম্পর্ক-৮ঃ২৫, ফিরিশ্‌তা তাহার অধীন-৭ঃ১২; আল্লাহ্‌র সাথে তাহার বাক্যালাপ-১৫ঃ ২৭, ৩০; পৃথিবীর সাথে তাহার সম্পর্ক-৭ঃ২৬; তাহার সৃষ্টি-৩ঃ৬০, ৬ঃ৩, ৭ঃ ১২-১৩, ১৫ঃ২৭-২৮, ২১ঃ ১৭-১৮, ২৩ঃ ১৩-১৫, ২৩ঃ ১১৬; ৫১ঃ ৫৭, ৫৫ঃ ১৫, ৯৫ঃ৫-৬; তাহার ভাগ্য-১৭ঃ১৬, ৩০ঃ৫৪, ৩৯ঃ৪২, ৪৩ঃ৩৯, ৫২ঃ২২, ৫৩ঃ৩৯-৪২, ৮৭ঃ৩; তাহার উপর ঐশী করুণা- ১১ঃ১১১; তাহার মর্যাদা বৃদ্ধি-১৭ঃ৭১, ১৯ঃ ৫৯; মন্দকাজ-৭ঃ২০; তাহার স্বাধীনতা-৬ঃ১০৮, ৬ঃ১৫০, ৭ঃ১২; তাহার বৃদ্ধি- ৫ঃ৯৪, ৬ঃ৯৬; পুরুষ স্ত্রী লোকের অভিভাবক-২ঃ২২৯, ৪ঃ৩৫; তাহার প্রকার ভেদ-৬ঃ৩৭, ৩৯; তাহার স্বভাব-৩০ঃ৩১, ৩০ঃ৩৭, ৩৩ঃ৬৮, ৩৪ঃ৩২ ৩৮ঃ ৬১-৬২, ৩৯ঃ৫০, ৪০ঃ১১; তাহার ঔদ্ধত্য-৪১ঃ ৫১-৫২; সবই আল্লাহ্‌র দৃষ্টির নীচে-৩৫ঃ৪০; কলহ পরায়ণ-১৬ঃ৫, ১৮ঃ৫৫; তাহার চঞ্চল মতিত্ব-৩১ঃ৭; তাহার দ্রুততা-২১ঃ৩৮; অমর-৩৭ঃ৫৯-৬১; তাহার কৃপণতা-১৭ঃ১০১, ৭০ঃ২০-২২; মরণশীল-২১ঃ৩৫; কুসংস্কারাচ্ছন্ন-৩১ঃ২২; তাহার অকৃতজ্ঞতা- ৬ঃ৬৪-৬৫, ১০ঃ১৩, ১১ঃ ১০-১২, ১৭ঃ৬৮; তাহার ক্ষমতা-৩৩ঃ৭৩, ৬৪ঃ৩,৪, ৯১ঃ ৯; তাহার উত্থান ও পতন-৫৭ঃ২৩; তাহার শ্রেষ্ঠত্ব-১৭ঃ৭১; এক ক্ষুদ্র বিশ্ব-৯১ঃ৮; তাহার ইচ্ছা শক্তি- ৪১ঃ১২; নিজের বিপক্ষে নিজেই সাক্ষ্য-৪১ঃ ২১-২৩, ৭৫ঃ ১৫; তাহার কার্যাবলী- ১৭ঃ ১৪-১৫; একা যেমন জন্মে তেমন একাই মরে-৬ঃ৯৫
মানবজাতি ঃ একই সম্প্রদায়-১০ঃ২০, ২১ঃ৯৩, ২৩ঃ৫৩

মরিয়ম ঃ তাঁহার পূর্বপুরুষ-৩ঃ৩৬; ঈসা (আঃ)-এর জন্ম-৩ঃ৪৬, ১৯ঃ ২১-২৪,২৭;তাঁহার সতীত্ব-২১ঃ৯২;ধর্ম-সেবার কাজে নিবেদিত-৩ঃ ৩৬-৩৭; তাঁহার তথাকথিত ঈশ্বরত্ব-৫ঃ১১৭; তাঁহার উচ্চ সম্মান ও প্রশংসা-৩ঃ৪৩; তাঁহার উপর আল্লাহ্‌র কৃপা-৩ঃ৩৮; হারূনের ভগ্নীরূপে- ১৯ঃ২৯; তাঁহার কাহিনী-১৯ঃ১৭-২৮; তাঁহার সত্যবাদিতা- ৫ঃ৭৬, তাঁহার কুমারিত্ব-৩ঃ৪৮, ১৯ঃ২১-২৪; তাঁহার জেরুযালেম যাত্রা-১৯ঃ২৮; যাকারিয়্যা (আঃ) ও-৩ঃ৩৮ (ঈসা-আঃ-দেখুন)

মক্কা ঃ দখলের জন্য আবরাহার আক্রমণ-২ঃ১৫১; ইহার জন্য ইব্‌রাহীম(আঃ)-এর কাতর প্রার্থনা-১৪ঃ৩৬-৩৮;মক্কা এবং নব-বিশ্বের সৃষ্টি-১৪ঃ৪৯, ইহার উচ্চতম মর্যাদা-২৭ঃ৯২; ইহার পতন (মুসলমানের হাতে)-১৪ঃ৪৯, ৩৪ঃ২৭, ৫৪ঃ৮-৯, ৭০ঃ৪৩-৪৫; মক্কাতে দুর্ভিক্ষ-৪৪ঃ১১, ১৬-১৭; হেদায়াতের উৎস-৩ঃ৯৭; এবং মহানবী (সাঃ)-৬ঃ১১৬, ৯ঃ১-২, ১৭ঃ৮১; ইহার অলঙ্ঘনীয় পবিত্রতা- ২ঃ১৯২; জনপদ-জননী - ৬ঃ৯৩, ৪২ঃ৮; মুসলমানদের মক্কা বিজয়-২ঃ১৫০-১৫১; ইহার প্রশান্তি-২ঃ১২৬; ইহার নিরাপত্তা-২৮ঃ৫৮-৫৯, ২৯ঃ৬৮; ইহার অধিবাসীগণের প্রতি সতর্কবাণী-৭ঃ৯৯

(প্রতিশ্রুত) মসীহ্‌ (আঃ) ঃ তাঁহার আগমন ও ইসলামের বিজয়-২ঃ২৬১, ৯ঃ৩৩, ৪৪ঃ৮-১৫, ৬১ঃ৭-৮, ৮৪ঃ১৯

মিকাঈল ঃ ইহুদীদের প্রিয় ফিরিশ্‌তা-২ঃ৯৯

মিদিয়ান ঃ এর লোক-৭ঃ৮৬-৯৪, ১১ঃ৮৫

মোজেযা ঃ ঈসা (আঃ)-এর-৩ঃ৫০, মূসা (আঃ)-এর-৭ঃ১০৮-১০৯, মহানবী (সাঃ)-এর-৮ঃ১৮, ১৭ঃ৯১-৯৪,

মাস ঃ এর সংখ্যা-২ঃ১৯০; ৯ঃ৩৬; পবিত্র মাস-৯ঃ৩৭

মাপ ঃ সকল বস্তুই মাপ অনুযায়ী সৃষ্ট- ১৫ঃ২০-২২, ৫৪ঃ৫০; সঠিক ওজনে মাপা-১৭ঃ৩৬

মূসা (আঃ) ঃ তাঁহার সম্পাদিত কার্যাবলী-২৮ঃ১৫; ও হারূন-২০ঃ৩০-৩১; তাঁহার ঊর্ধ্বগমন-১৮ঃ৬১-৮৩, তাঁহার আশা-আকাঙ্খা-৭ঃ১৪৪; তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগসমূহ-৩৩ঃ৭০; আল্লাহ্‌র সাথে তাঁহার কথোপকথন-৪ঃ১৬৫, ২৮ঃ৩০-৩৬; মিশর হইতে বহির্গমন-২ঃ৫১, ৭ঃ১৩৯, ১০ঃ৯১, ২০ঃ৭৮; ফ্রয়েডের মতে-২০ঃ১০; তাঁহার প্রতিশ্রুত পুণ্যভূমি-৭ঃ১২৯-১৩০; এবং মহানবী (সাঃ)-১১ঃ১৮, ৪৬ঃ১১; বনী ইসরাঈলী জাতি-১০ঃ৮৪-৯৪, তাঁহার বিবাহ-২৮ঃ২৮; একজনকে হত্যা করেন-২৮ঃ১৬, তাঁহার সহিত আল্লাহ্‌র মিলন-২ঃ৫২, ৭ঃ১৪৩, ২৭ঃ৮-১০; মিদিয়ানে মূসা (আঃ)-২০ঃ৪১; তাঁহার মোজেযা-২ঃ৬১, ৭ঃ১০৮-১০৯, ৭ঃ১১৮, ৭ঃ১৩৪, ১৭ঃ১০২, ২০ঃ১৯-২৪, ২৭ঃ১৩; মূসা এবং ফেরাউন-২ঃ৫০,৭ঃ১০৫-১১৯,১০ঃ৭৬-৮৩,১১ঃ৯৭-৯৮;১০ঃ৮৯,১৭ঃ১০২-১০৩,২০ঃ৪০,৪৩-৬২, ২৬ঃ১১, ৬৮, ৫১ঃ৩৯-৪১; তাঁহার অধীনস্থ নবীগণ-২ঃ৮৮; তাঁহার ইলহাম-৬ঃ৯২, ৬ঃ১৫৫, ২৩ঃ৫০; তাঁহার লাঠি-২৭ঃ১১; তাঁহার অনুশাসনের সীমানা-৭ঃ১০৬; এবং যাদুকরগণ-৭ঃ১১৪-১২৭; ইহুদীদের দ্বারা তাঁহার কুৎসা রটনা-৬১ঃ৬, তাঁহার মর্যাদা-৭ঃ১৪৫; তাঁহার কাহিনী-২৮ঃ৮-৪৭, তাঁহার দিব্য-দর্শন-২০ঃ১১

মসজিদ ঃ এর অবমাননা-২ঃ১১৫

মুহাম্মদ (সাঃ) ঃ এবং আবদুল্লাহ্‌ বিন মাকতুমের ঘটনা-৮০ঃ২;তাঁহার আবির্ভাব-২ঃ৯০,২ঃ১৩০,১৪ঃ৩৬-৩৮;তাঁহার মে'রাজ-১৭ঃ২, ১৭ঃ৬১, ৫৩ঃ৮-১৯; তাঁহার ঐশী– প্রদত্ত ক্ষমতা-২৪ঃ৫২-৫, ৩৩ঃ৩৭; মুবাহালার আহ্বান-৩ঃ৬২, তাঁহার সাহাবীগণ-৫ঃ২৩, ৯ঃ১০০, ৯ঃ১১৭, ২৪ঃ৩৮-৩৯, ২৬ঃ২২০, ৩৩ঃ২৪, ৪৭ঃ৫, ২৭ঃ২-৭, ৭৯ঃ২-৬, ৯২ঃ৪, ১০০ঃ২-১২; ইসমাঈলের বংশধর-২ঃ১৩০; তাঁহার আল্লাহ্‌র প্রতি ভক্তি-৬ঃ১৬৩; ঐশী রক্ষা ব্যবস্থা-৫ঃ৬৮, ৪৭ঃ১৪; তাঁহার হিজরত-৯ঃ৪০, ২৮ঃ৮৬; তাঁহার শত্রুগণ-৯ঃ৬১, ১১ঃ১১-১২, ২৭ঃ৪৯-৫১; মুসলমানগণের আধ্যাত্মিক পিতা-৩৩ঃ৭; তাঁহার উপর আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ রাজি-৯৩ঃ২-১২, ১০৮ঃ২-৪; তাঁহার যুদ্ধ-৪ঃ৮৫; তাঁহার নবুওয়াত চরমত্ব-৩৩ঃ৪১; তাঁহার দৃঢ়তা-৬৮ঃ৫২; তাঁহার অনুসারীগণ-২ঃ১৪৪; তাঁহার অভিভাবকত্ব-৬ঃ১০৮; তাঁহার মানবাত্মা-৬ঃ৫১, ৭ঃ১৮৯, ১০ঃ৫০, ৪৬ঃ১০; তাঁহার নিরক্ষরতা-৭ঃ১৫৯, ২৯ঃ৪৯; প্রতারক নহেন- ৪২ঃ২৫; তাঁহার শাফায়াত- ৪৩ঃ৮৭; তাঁহার ন্যায়পরায়ণতা-৫ঃ৪৩, ৫ঃ৫০; আল্লাহ্‌র রাজ্য ও- ৬ঃ৭৪;

তাঁহার (তথাকথিত) ভুল-২২ঃ৫৩, ৫৩ঃ২১; ৫৩ঃ৬৩; নূর বা আলো রূপে-৫ঃ১৬, ২৪ঃ৩৬; তাঁহার বিরুদ্ধে ইহুদীদের ষড়যন্ত্র-২ঃ১০৩; তাঁহার বিরুদ্ধে মক্কাবাসীদের ছল-চাতুরী-৮ঃ৩১; বিশ্ব মানবের প্রতি তাঁহার প্রেম-১৮ঃ৭, ২৬ঃ৪-৫, ৩৫ঃ৯, ৪৩ঃ৮৯-৯০; মানবতার আদর্শরূপে-৩৩ঃ২২;তাঁহার বিবাহগুলি-৩৩ঃ৩৭-৩৮,৩৩ঃ৫১-৫৩; তিনি এবং মক্কাবাসী-৮ঃ৩৪; তাঁহার দয়ার্দ্র- চিত্ততা-৩ঃ১৬০, ৯ঃ১২৮, ২১ঃ১০৮, ২৬ঃ২১৬, তাঁহার মো'জেযা- ৮ঃ১৮, ১০ঃ২১, ১৩ঃ৮; তাঁহার অত্যুচ্চ নৈতিক অবস্থা-৮ঃ২, ৮০ঃ১২; এবং মূসা (আঃ) ও ঈসা (আঃ)-৩৬ঃ১৫; তাঁহার মাধ্যমে নতুন বিশ্ব-ব্যবস্থা-২৭ঃ৮৮- ৮৯, ২৯ঃ২০, ৩৫ঃ১৮, তাঁহার আনুগত্য-৩ঃ৩২, ৪ঃ৬৫-৬৬, ৪ঃ৭০, ৪২ঃ২৪; তাঁহার বিরুদ্ধে আপত্তি-৬ঃ৯, ৬ঃ৩৮; ৭ঃ২০৪-২০৫, ১৬ঃ১০৪, ১৭ঃ৯১-৯৪, ২৫ঃ৫-১০, ২৫ঃ৩৩, ৩৪ঃ৪৭, ৫২ঃ৩৪-৩৫, ৬৮ঃ৩-৭, ৬৯ঃ৪৫-৪৮; তাঁহার ধৈর্য-৬ঃ৩৫,তাঁহার পরম শ্রেষ্ঠত্ব-৩৩ঃ৭৩, ৩৬ঃ২,৩৬ঃ১৪, ৫৩ঃ২-৬,৫৫ঃ৪, ৭৪ঃ২-৬, এবং কাব্য-কবিতা-২৬ঃ২২৫-২২৮; ৩৬ঃ৭০; ৫২ঃ৩১-৩২; তাঁহার অপ্রতিরোধ্য উন্নতি-২২ঃ১৬; তাঁহার সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী-৫ঃ৮২, ৭ঃ১৪৪, ৭ঃ১৫৮, ১১ঃ৫০, ১২ঃ১০, ১২ঃ২৫, ১২ঃ৯৩, ১২ঃ১০৩, ২৮ঃ৪৫, ১২ঃ২৫, ১২ঃ৯৩, ১২ঃ১০৩, ২৮ঃ৪৫-৪৭, ৩৩ঃ২, ৪৬ঃ১১, ৪৬ঃ১৩, ৬১ঃ৭-৮, ৭৩ঃ১৬; ঈসা (আঃ) ও তাঁহার মধ্যবর্তী নবী-৫ঃ২০; তাঁহার পবিত্রতা -২৩ঃ৭০, ৭৩; কিব্‌লা-২ঃ১৪৪-১৪৫; কুরআন-২ঃ৯৮, ১০ঃ১৬, ১১ঃ১৩, ১৫ঃ৮৮; তাঁহার মাধ্যমে পুনর্জাগরণ- ৮ঃ২৫, ৫০ঃ৪২-৪৬; তাঁহার সম্মান প্রদর্শন-২ঃ১০৫, ২৪ঃ৬৩-৬৪; ৪৯ঃ২-৬; তাঁহার নিঃস্বার্থতা-৫২ঃ৪১, তাঁহার নিষ্কলুষতা- ৪৮ঃ৩; তাঁহার মর্যাদা-১৩ঃ৫, ১৭ঃ৮০, ২০ঃ২, ২৫ঃ৬২, ৩৩ঃ৪১, ৩৩ঃ৪৭, ৯১ঃ২-৫, ৯৫ঃ২-৩; তাঁহার রাষ্ট্র চালনা কৌশল-৩ঃ১৬০, তাঁহার সত্য, নিষ্ঠা ও সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য সযত্ন চেষ্টা-৯ঃ৮৮-৮৯; তাঁহার সাফল্য-৯৪ঃ২-৯; শিক্ষকরূপে -২ঃ১৩০, ৩ঃ১৬৫; তাঁহার সত্যতা -৩ঃ৮২, ১০ঃ১৭, ১১ঃ১৮, ২১ঃ৬, ৩৬ঃ৩; তাঁহার বাণীর বিশ্ব জনীনতা-২ঃ২১৪, ৩ঃ৮৫, ৪ঃ৮০, ৬ঃ৯৩, ৭ঃ১৫৯, ১৪ঃ৫, ৩৪ঃ২৯; তাঁহার দোষ মুক্তির ঘোষণা-৯ঃ১-২, তাঁহার স্ত্রীগণ-৩৩ঃ২৯-৩৫, ৬৬ঃ২-৩; তাঁহার কাজ-১১ঃ১১৩, ৬২ঃ৩, ৭৩ঃ২; আল্লাহ্‌তা'লার উপাসনা-৭৩ঃ২১

মুসলমান ঃ এর বিজয়-২ঃ১১৬;-তাহাদের লোভ-২০ঃ১৩২; আল্লাহ্‌র প্রতি তাহাদের ভক্তি- প্রেম-২ঃ২৪৫-২৪৬, ৯ঃ৮৮, ৯২; তাহাদের সাম্য-৩ঃ১১৬; তাহাদের প্রশংসা- ২ঃ১৫৩; তাহাদের বিশ্বাস-৯ঃ১২৪; তাহাদের অমুসলমানের সাথে বন্ধুত্ব-৩ঃ২৯, ৩ঃ১১৯-১২১, ৩ঃ১৫০, ৫ঃ৩, ৫ঃ৫২-৫৩, ৫ঃ৫৮-৫৯, ৬০ঃ৯-১০; তাহাদের গন্তব্যস্থল-১৭ঃ১০; তাহাদের সাহায্য প্রবণতা-৮ঃ৭৩; মুসলমান এবং ইহুদী-খৃষ্টান-৩ঃ১০১, ৩ঃ১৯৭-১৯৮; তাহাদের ন্যায়-পরায়ণতা -৪ঃ১৩৬, ৫ঃ৩; ৫ঃ৯, ৬ঃ১৫৩; ইসলামী অভিবাদন-৪ঃ৮৭, ৪ঃ৯৫; সংখ্যাধিক্য ও- ৫ঃ১০১,প্রচার-সংগঠন-৩ঃ১০৫; অমুসলমান দেশে অবস্থান-৮ঃ৭৩, আইন-সঙ্গত কর্তৃপক্ষের আনুগত্য-৪ঃ৬০; তাহাদের কর্তব্য-২ঃ১৩৭, ২ঃ১৪৪, ২ঃ১৬৬, ২ঃ১৭৮, ২ঃ১৯৬, ৩ঃ১১১, ৩ঃ১৩৮-১৩৯, ৬ঃ১৬৬, ১১ঃ১১৩, ৪৭ঃ২৩;তাহাদের উপর যুলুম (অত্যাচার)-৩ঃ১৯৬; তাহাদের সৌভাগ্য উন্নতি-১৮ঃ৩২; তাহাদের শাস্তি-১৭ঃ১০৫, প্রকৃতির রহস্য অন্বেষণ-১৮ঃ৮; মুসলমান ও কুরআন-৬ঃ১৫৬, ৭ঃ৩; তাহাদের যুদ্ধের প্রতি অনীহা-২ঃ২১৭; তাহাদের জন্য পুরস্কার-১০ঃ৬৪-৬৫, ৩৭ঃ৪২-৫০; মো'মেনকে হত্যা-৪ঃ৯৩, তাহাদের মনের অবস্থা-১৭ঃ১১০; তাহাদের দৃঢ়তা-২ঃ১৫৪-১৫৮;তাহাদের সন্ধি-৯ঃ৪, তাহাদের একতা-৩ঃ১০৪, ৬ঃ১৬০, ৬১ঃ৫; তাহাদের বিজয়-৪৮ঃ২৫, তাহাদের কার্যাবলী -৫১ঃ২-৫

মাদকদ্রব্য ঃ নিষিদ্ধ- ২ঃ২২০, ৫ঃ৯১-৯২

'য'

যালেম (অন্যায়কারী) ঃ এর কখনও উন্নতি হয় না-৬ঃ২২; সৎপথ পরিহার করে ও ভ্রমে পতিত হয়-৭ঃ১৪৭

যাকাত ঃ এর সংগ্রহ ও বন্টন- ২ঃ২৭৪, ৯ঃ৬০; পবিত্রকরণের- ৯ঃ১০৩

যুলকারনায়ন ঃ তাঁহার পরিচয় ও কার্যাবলী- ১৮ঃ৮৪-৯৯

যিহিষ্কেল ঃ তাঁহার পরিচয়- ২১ঃ৮৬, তাঁহার দিব্য-দর্শন- ২ঃ২৬০

যুদ্ধবন্দী ঃ এর মুক্তি- ৪ঃ৪, ২৪ঃ৩৪, তাহাদের সাথে বিবাহ-২৪ঃ৩৩, বন্দীকরণ-৮ঃ৬৮-৬৯, তাহাদের সাথে ব্যবহার- ৪৭ঃ৫

যোগাযোগ ব্যবস্থা ঃ এর নূতন উপায় উপকরণ- ১৬ঃ৯

যাকারীয়্যা ঃ তাঁহার পুত্র হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী-১৯ঃ৩-১২, তাঁহার পরিচিতি- ৩ঃ৩৮, তাঁহার প্রার্থনা- ৩ঃ৩৯-৪২, ১৯ঃ৬-৭

যিহার ঃ এর নিন্দা ও প্রত্যাখ্যান- ৩৩ঃ৫, ৫৮ঃ২-৬

যরথুস্ত্র ধর্ম ঃ এর খণ্ডন- ৬ঃ২

'র'

রীতি ঃ মক্কার অবিশ্বাসীগণের- ৫ঃ১০৪

রোযা ঃ পালনে সুবিধা প্রদান- ২ঃ১৮৬, ১৮৮, ইহার বিধান- ২ঃ১৮৪-১৮৭, রমযান মাসে কুরআন অবতরণ- ২ঃ৮৬

রাত্রি ঃ এর কাজ- ১০ঃ৬৮

রেমেসিস-২ (ফেরাউন) ঃ এর পরিচয়- ২ঃ৫০

রোমীয় জাতি ঃ সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী- ৩০ঃ৩-৫

'ল'

লোভ-লালসা ঃ নিন্দনীয়- ২০ঃ১৩২

লূত ঃ তাঁহার বিশ্বাস- ২৯ঃ২৭; তাঁহার কন্যাগণ- ১১ঃ৭৯-৮০, তাঁহার জাতির ধ্বংস ৭ঃ৮১-৮৫; ১১ঃ৯০, ১৫ঃ৭৪-৭৫, তাঁহার দেশত্যাগ-২১ঃ৭২, ১১ঃ৯০, ১৫ঃ৭৪-৭৫, তাঁহার দেশ-ত্যাগ-২১ঃ৭২, তাঁহার কর্তৃক অপরিচিতদের আপ্যায়ন- ১৫ঃ৭১, তাঁহার কাছে দূতগণের আগমন- ১১ঃ৭৮-৮২ ১৫ঃ৬২-৭১; দূতগণ ও তাঁহার জাতি- ১১ঃ৭৮-৮৪, ২৭ঃ৫৫-৫৯, ২৯ঃ৩১-৩৫, ৫৪ঃ৩৪-৪০; তাঁহার জাতির পাপাচার- ২৯ঃ৩০

লোকমান ঃ তাঁহার নৈতিক হিতোপদেশ- ৩১ঃ১৩-১০

'শ'

শিক্ষা ঃ সন্তান ও শিশুদের- ১৭ঃ৩২

শোষণ ঃ এর প্রতিফল- ৮৩ঃ২-৬

শ্রমিক ঃ এর শোষণ ও বঞ্চনা- ৬৮ঃ১৮-২৮, ৩৪

শহীদ ঃ তাহার চিরঞ্জীব অবস্থা- ২ঃ১৫৫, ৩ঃ১৫৮, ৩ঃ১৭০-১৭২ তাহার সফলতা- ৪৭ঃ৬-৭

শপথ ঃ এর হিসাব দিতে হইবে- ৫ঃ৯০; ভঙ্গ করা- ২ঃ২২৫; ইহার প্রায়শ্চিত্ত- ৬৬ঃ৩; অলংঘনীয়তা- ১৬ঃ৯৩, ৯৫, ৫২ঃ২; মিথ্যা শপথের শাস্তি- ২ঃ২২৬, ৫৮ঃ১৭-২০; ইহার তাৎপর্য- ৩৭ঃ২, ৯১ঃ২

শান্তি ঃ আন্তর্জাতিক শান্তির নীতিমালা- ৪৯ঃ১০; ইহার উৎস- ১৩ঃ২৯; সন্ধি- ৪ঃ৯১, ৮ঃ৬২-৬৩; মো'মেনের চরম প্রাপ্তি- ৮৯ঃ২৮ ; ইহার উৎস আল্লাহ্- ৫৯ঃ২৪

শাস্তি ঃ ব্যভিচারের- ৪ঃ২৬, ২৪ঃ৩; দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টির- ৫ঃ৩৪; অবিশ্বাসীদের- ২৯ঃ৪১; ভয়াবহ অশিষ্টাচার ও দুষ্কৃতির- ৪ঃ১৬; হত্যার- ২ঃ১৭৯-১৮০, ৪ঃ৯৩-৯৪; ডাকাতির- ৫ঃ৩৯; কুৎসা রটনার- ২৪ঃ৫-৬; অস্বাভাবিক পাপ কর্মের- ৪ঃ১৭; সরাইয়া দেওয়া-এড়াইয়া যাওয়া- ১০ঃ৯৯; আণবিক বোমা দ্বারা- ৩৬ঃ৩০ ৩৬ঃ৫০-৫১, ৩৬ঃ৫৪,

পরকালে-১১ঃ১০৪;ইহার প্রকার-৬ঃ৬৬,১০ঃ১৪,৩২ঃ২২;ইহার প্রকৃতি-২৯ঃ৫৬;দোষ অনুযায়ী-১০ঃ২৮; শাস্তি প্রদানে বিলম্ব-১৬ঃ৬২;শাস্তি হইতে রক্ষার বর্ম-৮ঃ৩৪;ইহার বিরুদ্ধে হুশিয়ারী-১৭ঃ১৬,২০ঃ১৩৫,২৬ঃ২০৯,২৮ঃ৬০;আল্লাহ্ কর্তৃক- ১১ঃ১০২, ২১ঃ১৬, ২৬ঃ১৮৯, ৪৬ঃ২৪; অন্যায়কারীদের অবশ্য প্রাপ্য শাস্তি ৬ঃ৪৮-৫০, ১১ঃ১০৩-১০৫

শয়তান ঃ আদম হাওয়াকে কুমন্ত্রণা দিল-২ঃ৩৭,৭ঃ২১; মানুষের উপর তাহার আধিপত্য-১৬ঃ১০১,১৭ঃ৬৩,১৭ঃ৬৬, ২২ঃ৫, ২৬ঃ২২৩, ৩৭ঃ১৬৩; বিশ্বাসীরা তাহার আধিপত্য হইতে মুক্ত- ১৪ঃ২৩, ১৬ঃ১০০; শয়তান ও অবিশ্বাসীগণ-৩ঃ১৭৬; তাহার শত্রুতা- ১৭ঃ৫৪, ২২ঃ৫৩; ৩৬ঃ৬১; কুকর্মের প্রেরণা দান- ৭ঃ২১; তাহার প্রতারণা- ৫৯ঃ১৭-১৮; শয়তান এবং আল্লাহ্র উদ্দেশ্য- ২২ঃ৫৩-৫৪, তাহার বিরুদ্ধে সাবধান থাকা-৭ঃ২০২; দোযখ- ৩৮ঃ৮৬; তাহার পরিচিতি- ২ঃ১৫, ২ঃ৩৭, ৭ঃ২৩;সে মানুষকে পথভ্রষ্ট করে-১৭ঃ৬৫;সে মানুষের মধ্যে মনোমালিন্য ঘটায়-১৭ঃ৫৪; তাহাকে অবকাশ দান- ৩৮ঃ৮০-৮২;মানুষের শুভ-অগ্রগতিতে বাধা দান-৭ঃ২৮; তাহার ক্রিয়াকলাপ- ৪ঃ১১৮ ১২২; তাহার উপাসনা- ১৯ঃ৪৫, ৩৪ঃ২১-২২ (ইবলীস দেখুন)

শরীয়াত ঃ এর ভিত্তি- ৫ঃ১০২

শিয়া ঃ এর অভিযোগ- ৯ঃ১০০

শোআয়ব ঃ তাঁহার পরিচয়- ৭ঃ৮৬, তাঁহার জাতি- ৭ঃ৮৯-৯২, ১১ঃ৮৫-৯৬, ২৬ঃ১৭৭-১৯০

শক্তি ঃ এর প্রয়োগ নিষেধ- ২ঃ২৫৭, ৭ঃ৮৯, ৬ঃ১০৮, ৩৯ঃ৪২, ৪২ঃ৭, ৫০ঃ৪৬, ৮৮ঃ২২-২৩

শিকার ঃ পশু-পাখীকে শিক্ষা দান- ৫ঃ৫

'স'

সাজ-গোজ ও সৌন্দর্য ঃ নিষিদ্ধ নয়- ৭ঃ৩৩

সৃষ্টি ঃ পালন- ৫ঃ২, ৯ঃ৪, ৭; খণ্ডন করা- ৮ঃ৫৯

স্বর্গারোহণ ঃ ঈসা (আঃ)-এর- ২ঃ৩৭, ৭ঃ২৬, ২০ঃ৫৬

সন্তান-সন্ততি ঃ পাওয়ার আগ্রহ- ৩ঃ৩৯; পিতামাতার প্রতি উদার ব্যবহার- ৬ঃ১৫২, ১৭ঃ২৪, ২৯ঃ৯, ৩১ঃ১৫, ৪৬ঃ১৬; এবং ইবাদতবন্দেগী- ২০ঃ১৩৩; তাহাদিগকে হত্যা করা- ৬ঃ১৫২; ১৭ঃ৩২, তাহাদিগকে স্তন্য দান- ৩১ঃ১৫, ৪৬ঃ১৬

সৃষ্টিঃ এর বৈচিত্র- ১৬ঃ১৪; পৃথিবীর- ৪১ঃ১০-১১; নূতন আকাশ নূতন পৃথিবীর- ৪৬ঃ৩৪; জোড়াজোড়া করিয়া-১৩ঃ৪, ৩৬ঃ৩৭, ৫১ঃ৫০; ইহার পদ্ধতি- ১৬ঃ৪১; ইহার উদ্দেশ্য- ৬৪ঃ৪; ছয়টি যুগ পর্যায়ে বিশ্বের- ৭ঃ৫৫, আল্লাহ্ অনস্তিত্ব হইতে সৃষ্টি করেন এবং তৎপর প্রজননের মাধ্যমে- ৮৫ঃ১৪, ৩০ঃ১২

সাইরাস ঃ এবং ব্যাবিলনের ইহুদীগণ- ২ঃ১০৩; তাহার দ্বারা জেরুযালেমের পুনর্নির্মাণ- ২ঃ২৬০

সাম্য ঃ বিশ্বের সকল মানুষের মধ্যে- ১৭ঃ৭১, ৪৯ঃ১৪; পুরুষ ও স্ত্রীলোকের মধ্যে- ৪ঃ৩৩

সাক্ষ্য ঃ যৌন অপরাধের- ২৪ঃ১৪; গ্রহণের আইন- ২ঃ২৮৩, ৪ঃ৭, ১৬, ৪ঃ১৩৬, ৫ঃ১০৭-১০৯

স্বাধীনতা ঃ এর তাৎপর্য- ১৩ঃ১৬; ধর্মীয় স্বাধীনতা- ২ঃ২৫৭, ৪ঃ৮১, ৮৮ঃ২২-২৩

সাবার রাণী ঃ তাহার জন্য সিংহাসন নির্মাণ- ২৭ঃ৩৯-৪৩; আল্লাহ্র কাছে তাহার আত্মসমর্পণ- ২৭ঃ৪৫

সরকার ঃ ইসলামী ছাঁচের- ৪ঃ৫৯-৬০, ৪২ঃ৩৯; ইহার দায়িত্ব ও কর্তব্য- ২০ঃ১১৯-১২০

সুপারিশ ঃ গ্রহণ- ২ঃ৪৯; ইহার জন্য হিসাব দিতে হইবে- ৪ঃ৮৬; ও অবিশ্বাসীগণ-৬ঃ৫২; ইহার জন্য অনুমতি-২ঃ২৫৬; ৩৪ঃ২৪

সুদ ঃ এতে জাতিগণ নিমজ্জিত- ২ঃ২৭৯-২৮১, ৩ঃ১৩১; আদান-প্রদান নিষিদ্ধ- ২ঃ২৭৬-২৭৭, ৩০ঃ৪০, ৪ঃ১৬২

সর্বেশ্বরবাদ ঃ এর খণ্ডন- ৬ঃ৪
সম্পত্তি ঃ অর্জন- ২ঃ১৮৯, ৪ঃ৩০; ইহার সদ্ব্যবহার- ৪ঃ৬; ইহার প্রত্যার্পণ- ৪ঃ৬-৭; ইহার মালিকানা- ১৬ঃ৭২; একটি পরীক্ষা বিশেষ- ৮ঃ২৯
সাব্বাত ঃ এর লংঘন- ২ঃ৬৬, ৪ঃ৪৮, ৭ঃ১৬৪
সাবিয়ান ঃ এর পরিচয়- ২ঃ৬৩, ৫ঃ৭০
সালেহ (আঃ) ঃ ইব্‌রাহীম (আঃ)-এর সমসাময়িক- ৭ঃ৭৪; তাঁহার জাতি- ১৫ঃ৮১-৮৯, ২৬ঃ১৪২-১৫৯, ৯১ঃ১৪-১৫; তাঁহার উষ্ট্রী- ৭ঃ৭৪, ৭ঃ৭৮; এবং সামূদ জাতি- ১১ঃ ৬২-৬৯
সামিরী ঃ এর পরিচয়- ২০ঃ৮৬; বনী ইসরাঈলকে ভ্রান্ত পথে লইয়া যায়- ২০ঃ৮৯, ২০ঃ৯৭-৯৮; তাহার শাস্তি- ২০ঃ৯৬-৯৮
সিনাই (পর্বত) ঃ এবং বনী ইসরাঈল জাতি- ২ঃ৬৪
সোলায়মান (আঃ) ঃ তাঁহার পূর্ব পুরুষগণ-৬ঃ৮৫;সৈন্যদল-২৭ঃ১৮-২৮;তাঁহার সময় কলা-কৌশলের উন্নতি- ২১ঃ৮৩, ২৭ঃ১৬-১৮; এবং ভাষাজ্ঞান- ২৭ঃ১৭; তাঁহার বিরুদ্ধে ইহুদীদের ষড়যন্ত্র- ২ঃ১০৩; তাঁহার নীতি- ২১ঃ৭৯-৮১; এবং সাবার রাণী- ২৭ঃ২৩-৪৫; তাঁহার কাছে ওহী আগমন- ৪ঃ১৬৪; তাঁহার প্রজারন্দ- ২১ঃ৮৩; তাঁহার সময় ব্যবসা-বাণিজ্য- ২১ঃ৮২; তাঁহার অপবাদ-মুক্তি- ২৭ঃ৭৭; তাঁহার প্রজ্ঞা- ২১ঃ৮০; ২৭ঃ১৬
সমাজ-বিবর্তন ঃ এর ঐশী নীতি- ৮ঃ৫৪
সামাজিক আইন ঃ এর পদদলন- ২৮ঃ৭
সামাজিক সম্পর্ক ঃ এর উন্নয়ন- ৪ঃ১৪৯, ৫ঃ৩, ৬ঃ১০৯
সালাম ঃ এর প্রতিউত্তর- ৪ঃ৮৭, সালামকারীকে কাফের বলা নিষেধ- ৪ঃ৯৫; সালাম বলিয়া গৃহে প্রবেশ- ২৪ঃ৬২
স্তন্য-দান ঃ এর নিয়মকানুন- ২ঃ২৩৪
সামূদজাতি ঃ এর সভ্যতা- ১৫ঃ৮৩, ২৬ঃ১৪২; সমাগত নবীকে অস্বীকার- ৭ঃ৭৪-৮০, ৭ঃ১০২, ১১ঃ৬২-৬৮, ১৫ঃ৮১, ২৫ঃ৩৯, ৫১ঃ৪৪-৪৬, ৫৪ঃ২৪-৩২; ও সালেহ্- ২৬ঃ১৪২-১৫৯, (সালেহ্-আঃ-দেখুন)
সত্য ঃ এর জয় অবশ্যম্ভাবী- ৮ঃ৮-৯, ১৩ঃ১৮; সত্য এবং একতা-১০ঃ৭৭, প্রত্যাখ্যানকারীর হীন অবস্থা-৭৭ঃ৪১, ৪৬ঃ৪৮
সম্পদ ঃ এতে গরীবের অংশ- ৫১ঃ২০, ৭০ঃ২৫-২৬; ও আধ্যাত্মিক উন্নতি- ৩৪ঃ৩৮, ১০২ঃ২-৯, সুদে বাড়ে না, সদকা দানে বাড়ে- ৩০ঃ৪০

'হ'

হারূন (আঃ) ঃ ফেরাউনের প্রতি প্রেরিত- ১০ঃ৭৬, ২০ঃ৪৪, ২৫ঃ১৬; তাঁহার প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ- ৩৭ঃ১১৫-১২১; মূসা (আঃ)-এর অধীনস্থ ও সহযোগী- ৭ঃ১৪৩, ২০ঃ৩০-৩৭, ২৫ঃ৩৬, ২৬ঃ১৪-১৬, ২৮ঃ৩৫-৩৬; তাঁহার জন্য মূসা (আঃ)-এর প্রার্থনা- ৭ঃ১৫২; তাঁহার নবুওয়াত- ৪ঃ১৬৪, ৬ঃ৮৫, ১০ঃ৭৬, ১৯ঃ৫৪, ২১ঃ৪৯, ২৩ঃ৪৬, ২৫ঃ৩৬; মূসা (আঃ) কর্তৃক ভর্ৎসনা ও হারূন (আঃ)-এর অজুহাত- ৭ঃ১৫১, ২০ঃ৯৩-৯৫; নিরপরাধ সাব্যস্ত- ২০ঃ৯১
হুরূফে মুকাত্তায়াত ঃ এর অর্থ- ২ঃ২, ৭ঃ২, ১৯ঃ২, ২০ঃ২, ২৬ঃ২, ২৭ঃ২, ২৮ঃ২, ২৯ঃ২, ৩০ঃ২, ৩১ঃ২, ৪০ঃ২
হিজরত ঃ আল্লাহ্‌র পথে হিজরত-৪ঃ১০১, মহানবী (সাঃ)-এর হিজরত-৯ঃ৪০, ১৭ঃ ৭৭-৮৮
হাওয়া ঃ আদম দ্রষ্টব্য
হেদায়াত ঃ এর সংশ্লিষ্ট নিয়ম- ১৩ঃ২৮

হাদীস ঃ এর সত্যতা- ৩ঃ৬৫ (রোমান সম্রাট হিরাক্লিয়াসের নিকট মহানবী (সাঃ) প্রেরিত পত্রে এই আয়াতের উল্লেখ ছিল বলিয়া ইমাম বুখারী (রহঃ) রেওয়ায়াত করিয়াছেন। বর্তমানে উক্ত পত্রটি আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং উহাতে এই আয়াত হুবহু আছে । ইহাতে হাদীসের সত্যতা প্রমাণিত হইল)।

হাজেরা (হাগার) ঃ তাঁহার পরিচয়- ৩৭ঃ১০৩

হারূত ও মারূত ঃ বর্ণনামূলক নাম- ২ঃ১০৩

হুদ (আঃ) ঃ তাঁহার প্রত্যাখ্যানকারীদের পরিণাম- ৭ঃ৬৬-৭৩, ১১ঃ৫১-৬১; হুদ ও তাঁহার জাতি- ২৬ঃ১২৪, ১৪০

হুদায়বিয়া ঃ আনুগত্যের শপথ গ্রহণ- ৪৮ঃ১৯; এর সন্ধি- ৪৮ঃ২, ২৫, ২৭

হুনায়ন ঃ এর যুদ্ধে মুসলমানদের বিজয়- ৯ঃ২৫

হাজ্জঃ এর প্রতিষ্ঠাতা- ২২ঃ২৮, ইহার সময় শিকার- ৫ঃ৩, ৫ঃ৯৬-৯৭ ; ইহার প্রকার- ২ঃ১৫৯; ফরয- ৩ঃ৯৮; ইহার উদ্দেশ্য- ৫ঃ৯৮; ইহার নিয়মকানুন- ২ঃ১৫৯, ২ঃ১৯৭-২০১; ২ঃ২০৪, ২২ঃ২৯

হেজায ঃ মূর্তি-উপাসক হইতে মুক্ত- ৯ঃ৩

'ক্ষ'

ক্ষমা ঃ চাওয়ার অর্থ-৪০ঃ৫৬; ক্ষমা চাওয়াতে আল্লাহ্‌র অনুকম্পা আকৃষ্ট হয়-৪ঃ৬৫,৮ঃ৩৪,১১ঃ৪,৫৩;পৌত্তলিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা অবান্তর- ৯ঃ১১৩; ক্ষমার পাত্র- ২০ঃ৮৩,

ক্ষমতা ঃ ইহার অস্থায়িত্ব- ৪০ঃ৫